সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান

[আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের প্রায় অর্ধলক্ষ শব্দের পদ, অর্থ, প্রয়োগের উদাহরণ, ব্যুৎপত্তি, সমাস ও দুই সহস্রের উপর বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টির ব্যাখ্যা এবং তৎসহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকা সংবলিত কোষগ্রন্থ]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ.
কর্তৃক সঙ্কলিত
ও
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

সাহিত্য সংসদ্
৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

আগস্ট ১৯৫৭
পুনর্মুদ্রণ : মে ১৯৭৩

প্রকাশক : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রাণকুমার মুখোপাধ্যায়
এস এ্যাণ্টুল এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৯১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯
প্রচ্ছদপট : নরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান-এর তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইল। এত অল্পকালমধ্যে অভিধানখানি যে বাঙ্গালার সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য প্রথমেই উক্ত সমাজের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। বহু সুধী নানা উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া বর্তমান সংস্করণের সংশোধন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদের নামের একটি তালিকা **'উপদেষ্টৃবৃন্দ'**-রূপে এই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইল। আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁহাদের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য পাইব।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ. মহাশয় বর্তমান সংস্করণটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বর্তমান সংস্করণের সংশোধনকার্যে বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি অনুজপ্রতিম শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট হইতে। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইঁহার নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই সংস্করণে তিন সহস্রাধিক নূতন শব্দ এবং পঞ্চশতাধিক বিশিষ্টার্থ প্রকাশক শব্দসমষ্টি সংযোজিত হইয়াছে।

শব্দনির্বাচন—ইহাতে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সমস্ত তৎসম তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অপ্রচলিত এবং পূর্বেও নিতান্ত বিরল-ব্যবহার শব্দাবলী সাধারণতঃ বর্জন করা হইয়াছে। তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৈষ্ণব-পদাবলী মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলী, বর্তমানে অপ্রচলিত হইলেও, যথাসম্ভব প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক উপন্যাসাদিতে সচরাচর ব্যবহৃত বহু প্রাদেশিক শব্দ এবং সুপ্রচলিত আরবি-ফারসি-মূলক শব্দসমূহও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নবসঙ্কলিত যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ সংবাদপত্র ও পাঠ্যপুস্তকাদিতে আজকাল প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তাহাও ইহাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। অধিকন্তু, সাহিত্যে সুপ্রচলিত চলিত ভাষার বিশিষ্টার্থ-প্রকাশক শব্দসমষ্টিগুলিও (Idiomatic expressions) ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শব্দবিন্যাসপ্রণালী—সাধারণতঃ শব্দসমূহ বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে। তবে স্থান সংক্ষেপ করিবার জন্য সমাসবদ্ধ এবং কোন শব্দের বা উহার ধাতুর সহিত প্রত্যয়াদির যোগে উৎপন্ন শব্দাবলী প্রায়ই মূল শব্দের সহিত এক অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'চারুকলা' 'শিল্পকলা' প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে 'কলা'-র অনুচ্ছেদে; আবার 'অক্ষক' 'অক্ষকর্ণ' 'অক্ষশক্তি'—এই সমস্ত শব্দ 'অক্ষ'-র অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে আদিতে একই

উপসর্গের যোগে উৎপন্ন শব্দসমূহ ঐ উপসর্গের সহিত একই অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন, 'পরিগ্রহ' 'পরিণতি' 'পরিপূর্ণ' 'পরিষেবা'—এই সমস্ত 'পরি'-র অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। শব্দসমষ্টিগুলিকে সাধারণতঃ উহার অন্তর্গত প্রধান শব্দের অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'মান্ধাতার আমল' দেওয়া হইয়াছে 'আমল'-এর অনুচ্ছেদে, 'গুণে ঘাট নাই' দেওয়া হইয়াছে 'গুণ'-এর অনুচ্ছেদে। যেখানে এইরূপে একই অনুচ্ছেদে বহু শব্দ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে মূল শব্দটি প্রথমে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করা হইয়াছে এবং পরে উক্ত শব্দটির পুনরাবৃত্তি না করিয়া তৎস্থলে একটি মোটা হাইফেন (-) ব্যবহার করা হইয়াছে; তবে ঐ মূল শব্দটি পরবর্তী শব্দের ঠিক আদিতে সংযুক্ত না থাকিলে বা উহার রূপের কোন পরিবর্তন হইলে, উহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। একাধিক শব্দে গঠিত সুভাষিতাবলী প্রবচন প্রভৃতি প্রথম শব্দটির অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন, 'পটল তোলা' দেওয়া হইয়াছে 'পটল'-এর অনুচ্ছেদে, 'কত ধানে কত চাল হয়' দেওয়া হইয়াছে 'কত'-র অনুচ্ছেদে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করায় এই অভিধানখানিতে একই পরিসরের মধ্যে এই শ্রেণীর অন্যান্য অভিধান অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় সন্নিবেশিত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে স্থানে স্থানে বর্ণানুক্রমিক ধারার কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে। এজন্য কোন শব্দ তাহার বর্ণানুক্রমিক স্থানে পাওয়া না গেলে উহার অন্তর্গত মূল শব্দের বা উহার আদিস্থ উপসর্গের অনুচ্ছেদে অনুসন্ধান করিতে হইবে। শব্দ-সমষ্টিগুলিকেও যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক ধারায় সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকিলেও, কোনও শব্দসমষ্টির প্রধান শব্দটি আদিতে না থাকিলে, উহা অন্যত্র ঐ প্রধান শব্দের অনুচ্ছেদে পাওয়া যাইবে।

একার্থবাচক কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নাকার শব্দ যেখানে একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ উহাদের প্রচলন-অনুযায়ী আগে বা পরে বসান হইয়াছে; যেমন—'উপবেশ' ও 'উপবেশন' একার্থবাচক হওয়ায় একসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু 'উপবেশন' অধিকতর প্রচলিত বলিয়া উহাই প্রথমে দেওয়া হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিরল-ব্যবহার রূপগুলিকে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রয়োজনবোধে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম করা হইয়াছে।

বর্ণানুক্রম—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড (ড়) ঢ (ঢ়) ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য (য়) র ল শ ষ স হ—এই বর্ণানুক্রমে শব্দসমূহ সাজান হইয়াছে। বাঙ্গালা উচ্চারণে কোন পার্থক্য না থাকায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব এক সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত তৎসম শব্দের আদ্য ব বর্গীয়, তাহাদের পূর্বে * -চিহ্ন, এবং যে সমস্তের আদ্য ব বিকল্পে বর্গীয় বা অন্তঃস্থ তাহাদের পূর্বে ✲ -চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের

নিয়মানুযায়ী সন্ধি করার প্রয়োজন হইলে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। মধ্যস্থ ব বা ব-ফলা সাধা. ভ-এর আগে বর্গীয় ব-এর স্থানে দেওয়া হইয়াছে।

শব্দের অর্থ—সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহার-অনুসারেই শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হইয়াছে ; যে অর্থের প্রয়োগ বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই, বিশেষ কারণ ব্যতীত উহা দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন অর্থ সাধারণতঃ প্রচলন-অনুসারে সাজান হইয়াছে ; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন-বোধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অর্থগুলির মধ্যে এক পদের তুল্যার্থবাচকগুলি কমার দ্বারা পৃথক্ করা হইয়াছে এবং ভিন্নার্থবাচক অর্থ দিবার পূর্বে সেমিকোলন ব্যবহার করা হইয়াছে। যে সকল শব্দ একাধিক পদে ব্যবহৃত হয়, সেই সকল শব্দের বিভিন্ন পদের অর্থ (১) (২) (৩) করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রদত্ত হইয়াছে।

শব্দের অর্থ বিশদ করিবার জন্য বহুস্থলেই প্রয়োগের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরণসমূহ বিখ্যাত লেখকদের রচনা হইতে আহৃত হইয়াছে।

যেখানে কোন পুংলিঙ্গবাচক শব্দের পর তাহার স্ত্রীলিঙ্গের রূপ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে সাধারণতঃ আর স্ত্রীবাচক অর্থ দেওয়া হয় নাই ; তবে স্ত্রীলিঙ্গে কোন বিশেষ অর্থ থাকিলে, তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রায় ক্ষেত্রেই বিশেষণবাচক শব্দের পর উহার বিশেষ্যের রূপ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার কোনও অর্থ দেওয়া হয় নাই ; তবে বিশেষ্যে কোন বিশেষ অর্থ থাকিলে, উহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষ্যের পরবর্তী উহা হইতে উৎপন্ন বিশেষণ শব্দেও সাধারণতঃ এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

যে-সমস্ত তৎসম শব্দ বাঙ্গালায় কোন নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে, তাহাদের ঐ নূতন অ-সংস্কৃত অর্থের পূর্বে (বাং.)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে। আবার যে সমস্ত তৎসম শব্দের বিশেষ প্রচলিত অর্থগুলির মধ্যে কোন অর্থ বাঙ্গালায় চলিত নাই, তাহাদের ঐ অর্থের পূর্বে (সং.)-সঙ্কেত যোগ করা হইয়াছে।

অনেক স্থলে শব্দের কোন অর্থ সহজবোধ্য করিবার জন্য উহার ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দগুলি সম্বন্ধে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বিত হইয়াছে।

পর্যায়শব্দ (synonyms)—ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ প্রচলিত শব্দসমূহের একার্থবাচক অন্যান্য শব্দ জানা প্রয়োজন। বাঙ্গালা রচনায়, বিশেষতঃ কবিতা রচনায়, ইহার প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যিকগণ প্রায়শঃ অনুভব করিয়া থাকেন। সেজন্য এই অভিধানে কয়েকটি প্রচলিত শব্দের অর্থের মধ্যে তাহাদের পর্যায়শব্দসমূহও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস—কোন্ শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে জানিলে, উহার অর্থসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। সেজন্য এই অভিধানে প্রায় সমস্ত প্রধান শব্দের ব্যুৎপত্তি ও সমাস দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু স্থান-সংক্ষেপের জন্য সর্বত্র পুরাপুরি ও বিশদভাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই—বাচ্যের উল্লেখ বহুস্থলেই বর্জিত হইয়াছে, সমাসের উল্লেখও স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উহার অনুবন্ধবিহীন আসল রূপটুকু মাত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েকটি বিভিন্ন প্রত্যয় সমরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে; যেমন—ঘঞ্ অল্ অচ্ অণ্ খচ্ খশ্ প্রভৃতি সবই অ-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইন্ ণিন্ ঘিণুন্ প্রভৃতি সবই ইন্-রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা কোন সংস্কৃত শব্দ ঠিক কোন্ প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত অভিধান দেখিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিকে (বিশেষতঃ সুনীতিবাবুর 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'কে) অনুসরণ করা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না এমন কয়েকটি প্রত্যয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উহার মূলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্থানাভাবে যে সমস্ত তৎসম শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেগুলি যে তৎসম উহা প্রদর্শনের জন্য ঐ-সমস্ত শব্দের পর [সং.]-সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে; তবে প্রয়োজন বোধ না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ শব্দে এবং মূল শব্দের অনুচ্ছেদের অন্তর্গত অন্য শব্দসমূহের বেলায় সাধারণতঃ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করা হয় নাই।

যে সমস্ত তৎসম শব্দ প্রথমার একবচনে বিভক্তিযুক্ত হইয়া ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, মোটা অক্ষরে মুদ্রিত সেই সকল শব্দের বাঙ্গালা রূপের পরে তাহাদের মূল রূপ সাধারণ অক্ষরে প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন—**আত্মা** (-অন্), **গুণী** (-ণিন্)। ইহাতে ঐ সমস্ত শব্দের সহিত সমাস করিয়া উৎপন্ন শব্দসমূহের আকৃতি বুঝিতে এবং নূতন শব্দ গঠন করিতে সুবিধা হইবে।

শব্দের পদনাম—যথার্থ অর্থবোধ ও সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্য শব্দের পদসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্য সকল শব্দের এবং অধিকাংশ শব্দসমষ্টিরই পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি অনুসরণ করিয়াই এই সমস্ত পদনাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রিয়াপদের রূপ—প্রচলিত প্রথানুসারে মূল বাঙ্গালা ধাতুর সহিত 'আ' বা 'আন' প্রত্যয় যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ দেখান হইয়াছে। ঐ দুই প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আসলে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বটে। ধাতুর সহিত বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তির যোগে ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। উহা এই ক্ষুদ্র অভিধানে দেখান সম্ভব নহে ; ঐগুলি ব্যাকরণ-অনুযায়ী গঠন করিয়া লইতে হইবে।

শব্দের বানান—এই অভিধানে সাধারণতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। তবে সকলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রেফ্‌যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট শব্দসমূহ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যবিধ বানানসমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে ক-বর্গের পূর্বে পদান্ত ম্‌-স্থানে ং এবং ঙ্‌ উভয়েরই বিধান আছে। আজকাল অনেকেই এরূপ স্থলে ং ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই অভিধানে উভয় বানানই প্রদত্ত হইয়াছে, তবে প্রচলন অনুযায়ী ং ও ঙ র প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

কোন তৎসম শব্দে ঈ-কার থাকিলে, তাহা হইতে উৎপন্ন বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দে বিকল্পে ই-কার বা ঈ-কার ব্যবহারের বিধান আছে। আজকাল অনেকেই এইরূপ বিকল্পের স্থলে কেবল ই-কার ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই অভিধানে উভয় বানানই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই অভিধানের যেখানে একই শব্দের একাধিক বানান দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রথম বানানটিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী সুষ্ঠু বানান বুঝিতে হইবে। যে যে স্থলে বিকল্প বিধান আছে, সেই সমস্ত স্থল ব্যতীত অন্যত্র পরবর্তী বানানগুলিকে ঐ নিয়ম-বিরোধী প্রচলিত বানান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

হস্‌-চিহ্নের ব্যবহার—হস্‌-চিহ্নের ব্যবহার-বিষয়ে সাধারণতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বানানের নিয়মই অনুসৃত হইয়াছে; কিন্তু অনুকারব্যঞ্জক শব্দে যে সব স্থলে উহার ব্যবহার অধিকতর প্রচলিত, এই অভিধানেও সেই সব স্থলে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎসম শব্দের বেলায় এ বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসৃত হইয়াছে।

শব্দের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি—বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন বহু শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ ; কিন্তু ঐগুলি আর পরিহার করা সম্ভব নহে। সেজন্য আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে উহার অনেকগুলিকে নূতন নিয়ম রচনা করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। এই অভিধানেও ঐরূপ শব্দগুলিকে অশুদ্ধ না বলিয়া যেখানেই সম্ভব সমর্থন করা হইয়াছে ; যেমন—'সক্ষম' 'সিঞ্চন' 'সৃজন' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আর কোনক্রমেই পরিহার করা যায় না এবং সেজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বারা ইহাদের সমর্থন করা হইয়াছে। যে সব স্থলে সমর্থন করা সম্ভব হয় নাই, সে সব স্থলেও ঐরূপ সুপ্রচলিত শব্দ পরিবর্জন করা হয় নাই।

পরিশিষ্ট—সাধারণের সুবিধার জন্য ইহার সহিত দুইটি পরিশিষ্ট যুক্ত হইল। পরিশিষ্ট 'ক'-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী দেওয়া হইল। পরিশিষ্ট 'খ'-এ দেওয়া হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিস্তৃত তালিকা।

বুদ্ধপূর্ণিমা,

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

এই অভিধান সঙ্কলনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে

রামকমল বিদ্যালঙ্কার—প্রকৃতিবাদ অভিধান
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—শব্দসার
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ
শব্দ-সংজ্ঞা-বিশ্লেষী (সঙ্কলকের নাম অজ্ঞাত)
যোগেশচন্দ্র রায়—বাঙ্গালা শব্দকোষ
রাজশেখর বসু—চলন্তিকা
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ব্যাকরণ-কৌমুদী
সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি—অলঙ্কার-দর্পণ
লালমোহন বিদ্যানিধি—কাব্য-নির্ণয়
ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ
হরনাথ ঘোষ ও ডঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্লা ভাষার ব্যাকরণ
ডঃ শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত—বাণীদীপ
শ্যামাপদ চক্রবর্তী—অলঙ্কারচন্দ্রিকা
ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—Origin and Development of Bengali Language
Chambers's Twentieth Century Dictionary (New Mid-Century Version)
The Concise Oxford Dictionary

উপদেষ্টৃবৃন্দ

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অতুলচন্দ্র গুপ্ত
অনাথনাথ বসু
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীঅমলেন্দু সেন
শ্রীঅরবিন্দ বড়ুয়া
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য
শ্রীঅসীম বর্ধন
আবদুল ওদুদ
শ্রীআবুল হাসানৎ
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
এ. কে. গুপ্ত
শ্রীকানাই সামন্ত
কালিদাস নাগ
শ্রীকালিদাস রায়
শ্রীকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
কেশবচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীগোপাল হালদার
শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী
শ্রীদেবাশীষ মণ্ডল
শ্রীনলিনীমোহন শাস্ত্রী
শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত
শ্রীনীতীন্দ্র রায়
শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
শ্রীপরিমল গোস্বামী
শ্রীপরিমল রায়
শ্রীপার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপিয়ের ফালোঁ
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
প্রিয়রঞ্জন সেন
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
শ্রীবিনয় ঘোষ
শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীবুদ্ধদেব বসু
শ্রীমনোজ বসু
শ্রীমন্মথ রায়
শ্রীমীরা রায়
শ্রীমুহম্মদ আবদুল হাই
যদুনাথ সরকার
যোগেশচন্দ্র বাগল
শ্রীরজনীকান্ত সেন
শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরমা চৌধুরী
শ্রীরমেশ আচার্য
রাজশেখর বসু
শ্রীশচীন্দ্র দাস
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
শ্রীসত্যপ্রিয় রায়

স্মৃথলতা রাও
শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া
শ্রীসুনন্দা বসু
সুনির্মল বসু
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীসুশীলকুমার রায়
শ্রীসৈয়দ মুজতবা আলী
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সঙ্কেতের অর্থ

অ.—অসমীয়া
অ. গু.—অনন্ত গুপ্ত
অ. চ.—অমিয় চক্রবর্তী
অ. দ.—অমরেন্দনাথ দত্ত
অনু-ক্রি.—অনুজ্ঞার্থক ক্রিয়া
অ. প্র.—অতুলপ্রসাদ সেন
অ. ব.—অমৃতলাল বসু
অব্য.—অব্যয়
অব্য. (সমু.)—সমুচ্চয়ী অব্যয়
অব্য (অনু.)—অনুসর্গ অব্যয়
অব্যয়ী.—অব্যয়ীভাব সমাস
অপ্র.—অপ্রচলিত
অমা.—অমার্জিত
অল.—অলঙ্কারশাস্ত্রে
অশি.—অশিষ্ট ব্যবহার
অশু.—অশুদ্ধ প্রয়োগ
অস-ক্রি.—অসমাপিকা ক্রিয়া
অসম.—অসমীয়
অস্ট্রে.—অস্ট্রেলীয়
আ.—আরবি
আয়ু.—আয়ুর্বেদে
আল.—আলঙ্কারিক অর্থে
ইং.—ইংরেজি
ইতি.—ইতিহাসে
ঈ. গু.—ঈশ্বর গুপ্ত
উ.—উর্দু
উ. তৎ.—উপপদতৎপুরুষ
উদ্ভি.—উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে
উপ.—উপসর্গ
ও.—ওড়িয়া
ওল.—ওলন্দাজ
ক. ক.—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
কবি.—কবিবল্লভ
কাজি.—কাজি নজরুল ইসলাম
কা. প্র. ঘো.—কালীপ্রসন্ন ঘোষ
কামিনী—কামিনী রায়
কা. রা.—কালিদাস রায়
কাশী.—কাশীরাম দাস
কা. প্র.—কালীপ্রসন্ন সিংহ
কুমুদ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক
কৃত্তি.—কৃত্তিবাস ওঝা
কৃ. ম.—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
কেদার—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কৌতু.—কৌতুকে
ক্রি-বিণ.—ক্রিয়া-বিশেষণ
খ. ব.—খনার বচন
গ.—গণিতশাস্ত্রে
গি. ঘো.—গিরিশচন্দ্র ঘোষ
গুজ.—গুজরাতী
গুরু.—গুরুমুখী
গো. গী.—গোবিন্দচন্দ্রের গীত
গো. দা.—গোবিন্দদাস (বৈষ্ণব কবি)
গ্রা.—গ্রাম্য
গ্রী.—গ্রীক
ঘ.—ঘনরাম
চণ্ডী.—চণ্ডীদাস
চ. ব.—চন্দ্রনাথ বসু
চী.—চীনা
চৈ. চ.—চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ. ভা.—চৈতন্য-ভাগবত
ছ.—ছন্দশাস্ত্রে

জা.—জাপানি
জ্ঞান.—জ্ঞানদাস
জ্ঞা. মো.—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
জীব.—জীববিদ্যায়
জ্যামি.—জ্যামিতিতে
জ্যোতি.—জ্যোতির্বিজ্ঞানে
জ্যোতিষ.—জ্যোতিষশাস্ত্রে
ডা. ব.—ডাকের বচন
ণিজ.—ণিজন্ত
ণে.—করণবাচ্যে
তৎ.—তৎপুরুষ সমাস
তর্কা.—মদনমোহন তর্কালঙ্কার
তা.—তামিল
তুর্.—তুর্কি
তু.—তুলনীয়
তৃ.—কর্তৃবাচ্যে
তেল.—তেলুগু
দর্শ.—দর্শনশাস্ত্রে
দীন.—দীনবন্ধু মিত্র
দে. সে.—দেবেন্দ্রনাথ সেন
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য
দ্রা.—দ্রাবিড়
দ্ব.—দ্বন্দ্ব সমাস
দ্বি.—দ্বিগু সমাস
দ্বি. রা.—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ধ. ম.—ধর্মমঙ্গল
ধি.—অধিকরণবাচ্যে
নঞ্ তৎ.—নঞ্ তৎপুরুষ সমাস
নবীন.—নবীনচন্দ্র সেন
ন. ভ.—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
নি.—নিপাতনে
নিত্য.—নিত্যসমাস
প. গ.—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
পদার্থ.—পদার্থবিদ্যা
পদ্মা.—পদ্মাপুরাণ
পরি.—পরিভাষায়
পা.—পালি
পাটী.—পাটীগণিত
পুং.—পুংলিঙ্গ
পে.—অপাদানবাচ্যে
পো.—পোর্তুগীজ
প্রা.—প্রাকৃত
প্রাণি.—প্রাণিবিজ্ঞানে
প্রাদে.—প্রাদেশিক
প্রাদি.—প্রাদি সমাস
প্রা. বাং.—প্রাচীন বাঙ্গালা
প্রেমেন্দ্র.—প্রেমেন্দ্র মিত্র
ফা.—ফারসি
ফ্রে.—ফরাসি ফ্রেন্‌শ্
ব. চ.—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বড়াল—অক্ষয়কুমার বড়াল
বর্ত.—বর্তমানে
বল.—বলরাম দাস
বাং.—বাঙ্গালা
বা. ঘো.—বাসুদেব ঘোষ
বাণি.—বাণিজ্যিক
বি.—বিশেষ্য
বি. গু.—বিজয় গুপ্ত
বিণ.—বিশেষণ
বিণ-বিণ.—বিশেষণীয় বিশেষণ
বিদ্যা.—বিদ্যাপতি
বি. প.—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায়
বি-বিণ.—বিশেষ্যের বিশেষণ
বিভূতি—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষ্ণু—বিষ্ণু দে
বি. সা.—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বিহারী.—বিহারীলাল চক্রবর্তী
বীজগ.—বীজগণিতে

বুদ্ধ.—বুদ্ধদেব বসু
বৈদ্য—বৈদ্যশাস্ত্রে
বৈ. শা.—বৈষ্ণব শাস্ত্রে
বৈ. সা.—বৈষ্ণব সাহিত্যে
বৌ. শা.—বৌদ্ধ শাস্ত্রে
ব্যব.—ব্যবহারশাস্ত্রে
ব্যতি.—ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
ব্যাক.—ব্যাকরণে
ব্রজ.—ব্রজবুলিতে
ব্র. স.—ব্রহ্ম-সঙ্গীত
ভা—(কৃদন্ত শব্দে) ভাববাচ্যে
(তদ্ধিতান্ত শব্দে) ভাবার্থে
ভা. চ.—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ভূগো.—ভূগোল
ম. বাং.—মধ্যযুগীয় বাঙ্গালা
মধু.—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মরা.—মরাঠী
মাধব—মাধবদাস
মা. পী.—মাণিক পীর
মা. ব.—মানকুমারী বসু
মাল.—মালয়ী
মু. গু.—মুরারি গুপ্ত
মুস.—মুসলমানি
র্ম.—কর্মবাচ্যে
য. চ.—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
যদু.—যদুনন্দন
য. বা.—যতীন্দ্রমোহন বাগচী
য. সে.—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রঘু.—রঘুনন্দন
রঙ্গ.—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
র. ম.—রসমঞ্জরী
রসা.—রসায়নবিজ্ঞানে
র. সে.—রজনীকান্ত সেন
রা. প্র.—রামপ্রসাদ সেন
রা. ব.—রাজনারায়ণ বসু
রা. মি.—রাজেন্দ্রলাল মিত্র
রূ. কর্ম.—রূপক কর্মধারয়
লা.—লাটিন
শরৎ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শি.—শিবায়ন
শু.—শুদ্ধ
শূ. পু.—শূন্যপুরাণ
শ্রীকৃ.—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
সং.—সংস্কৃত
সঞ্জী.—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স. দ.—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
স. প.—সরকারি পরিভাষা
সাও.—সাঁওতালি
সাংখ্য—সাংখ্যদর্শনে
সুকান্ত—সুকান্ত ভট্টাচার্য
সু. দ.—সুধীন্দ্র দত্ত
সুনীতি—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্ত্রী.—স্ত্রীলিঙ্গ
স্পে.—স্পেনীয়
স্বা.—স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে
হি.—হিন্দী
হি. শা.—হিন্দুশাস্ত্রে
হেম.—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
>—ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
<—ইহা উৎপন্ন হইয়াছে পরবর্তী শব্দ হইতে
√—ধাতু

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

অ

অ$_{১}$—আদ্যস্বর ; বর্ণমালার প্রথম অক্ষর।

অ$_{২}$—অব্যঃ সম্বোধন খেদ ইত্যাদি সূচক (অ ভাই. অ কী দুঃখ) ; বটে, তাইত ; হুঁ।

অ-$_{৩}$—অব্যঃ সমাসে অন্য শব্দের পূর্বে 'নঞ্', এই অব্যয়ের স্থানবর্তী হইয়া' অভাবাদি 'অর্থ প্রকাশ করে, যথা—ভাব (অযত্ন), বিরোধ বা বৈপরীত্য (অসুর, অধর্ম), অন্যত্ব (অহিন্দু, অবাঙালী), অল্পতা (অজন্মা, অবোধ), অপ্রশস্ততা (অকাল, অকর্ম), (বিরল) সাদৃশ্য (অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ-সদৃশ অন্য কোন জাতি, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য), (বাং) সম্যক্ (অকুমারী=খাঁটি কুমারী) (পরবর্তী শব্দের আদ্যক্ষর স্বরবর্ণ হইলে এই অ-স্থানে অন্ হয়, যেমন—অনিচ্ছা, অনায়াসে)।

অই—ঐ$_{২}$-র বানানভেদ।

অইছন—(১) ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) ঐরূপে। (২) বিণঃ ঐরূপ। [হি ঐসন]। ক্রি-বিণঃ **অইছে**—ঐরূপে। [হি. ঐসে]।

অঋণী (-ণিন্)—বিণঃ ঋণী নহে এমন, দেনাশূন্য, কাহারও কিছু ধারে না এমন। [সং. ন+ঋণী]।

অংশ$_{১}$—**অংস**-র বানানভেদ।

অংশ$_{২}$—বিঃ ভাগ, খণ্ড ; সম্পত্তি কারবার প্রভৃতির কিছু পরিমাণ মালিকানা স্বত্ব, share ; অঞ্চল, স্থান (ভারতের কোন কোন অংশ) ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; পৃথিবীর পরিধির ৩৬০ ভাগের ১ ভাগ বা ১ ডিগ্রী (degree) [বি প]; রাশিচক্রের ত্রিংশ বা দ্বাদশ ভাগের ১ ভাগ ; বিষয় (সে কোন অংশে হীন নহে) ; দেবতার ঔরস (বিষ্ণুর অংশে জন্ম) ; ঈশ্বরের অবতার। [সং. √অন্শ্+অ]। বিঃ **-ক**—জ্ঞাতি ; দিন ; (গণি.) কোন লগারিদ্মের বা ঘাতাঙ্কগণনের ভগ্নাংশ, mantissa of a logarithm [বি. প.]। বিঃ **-কল্পনা**—ভাগ দেওয়া, অংশপ্রদান। বিণঃ **-গত**—অংশের বা হিস্যার অন্তর্গত। ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্)—কিয়দংশে, আংশিকভাবে। বিণঃ **-নীয়**—ভাগ করিতে হইবে এমন, বিভাজনীয়। বিঃ **-প্রেষ**—(বিজ্ঞা.) আংশিক চাপ [বি. প.]। বিণঃ **-ভাক্** (-ভাজ্)—অংশের অধিকারী ; অন্যতম উত্তরাধিকারী। **অংশাংশি**—(১) বিঃ যথাযোগ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা ; ভাগাভাগি ; (২)বিণ. ক্রি-বিণঃ যথাযোগ্য ভাগানুযায়ী। বিণঃ **অংশাঙ্কিত**—মাপের ভাগবিশিষ্ট বা চিহ্নবিশিষ্ট, graduated [বি. প.]। ক্রিঃ **অংশান, অংশানো**—উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ; বর্তান। **অংশাবতার**—বিঃ দেবতা কর্তৃক আংশিকভাবে জীবদেহ-ধারণ (**অবতার** দ্রঃ)। বিণঃ **অংশিত**—বিভিন্ন অংশে বিভক্ত : বিভক্ত, বিভাজিত।

অংশী (-শিন্)—(১)বিণঃ ভাগের অধিকারবিশিষ্ট ; অংশবিশিষ্ট (বৈষ্ণবমতে জীব অংশ আর ভগবান্ অংশী) (২)বিঃ ভাগীদার, partner, shareholder [বি. প.]। [সং. অংশ+ইন্]।

অংশীদার—বিঃ সম্পত্তি কারবার প্রভৃতির আংশিক মালিক বা মালিকানা স্বত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি, ভাগীদার, partner [বি. প.]। [সং. অংশ+ইন্+ফা. -দার (অস্ত্যর্থে)]। বিঃ **-দারি**—অংশীদারের ভাব কার্য বা অবস্থা, partnership। বিণঃ **-দারী**—অংশীদারসম্বন্ধীয়। **অংশীদারী চুক্তি**—যুক্ত-মালিকানার শর্তাদি বা দলিল, partnership agreement।

অংশু—বিঃ কিরণ, রশ্মি, প্রভা ; আঁশ, তন্তু। [সং. √অন্শ্+উ (র্তৃ)]। বিঃ **-ক**—বস্ত্র ; সূক্ষ্ম বস্ত্র ; রেশম পাট ইত্যাদিতে প্রস্তুত বস্ত্র (তু. **চীনাংশুক**)। বিঃ—**-জাল**—জালাকার কিরণরাশি। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-মতী**—কিরণময়ী, জ্যোতির্ময়ী। **-মান্** (-মৎ)—(১) বিণঃ কিরণময় : জ্যোতির্ময় ; (২) বিঃ সূর্য। বিঃ **-মালা**—রশ্মিজাল। বিঃ **-মালী** (-লিন্)—সূর্য। বিণঃ **-ল**—কিরণবিশিষ্ট।

অংশ্যমান—বিণ: ভাগ করা হইতেছে এমন। [সং. √অন্‌শ + আন (ম)]।

অংস—বি: স্কন্ধ, কাঁধ। [সং. √অম্‌ + স]। বি: **-কূট, -কূট**—ষাঁড়ের কাঁধের মাংসপিণ্ড, ককুদ। বি: **-ফলক, -ফলকাস্থি**—কাঁধের হাড়, scapula [বি. প.]। বিণ: **-ল**—স্থূলস্কন্ধ, (আল.) শক্তিশালী।

অকঞ্চুক—বিণ: (ফলাদি-সম্বন্ধে) খোসাবিহীন; (সরীসৃপাদি-সম্বন্ধে) খোলসহীন, achlamydeous [বি প]। [সং. ন + কঞ্চুক]।

অকটবিকট—বি: ভয়ে বিকৃত আকার বা অঙ্গভঙ্গি। [সং. আকৃতি-বিকৃতি]।

অকণ্টক—বিণ: কাঁটাশূন্য, নিষ্কণ্টক; (আল.) বাধাহীন, নিরুপদ্রব। [সং. ন + কণ্টক]।

অকথন—(১) বি: কুকথা। (২) বিণ: অবক্তব্য। [সং. ন + কথন]।

অকথনীয়, অকথ্য—বিণ: বলা যায় না বা বলা উচিত নহে এমন; অনির্বচনীয়; গোপন; অশ্লীল। [সং. ন + কথনীয়, কথ্য]। **অকথ্য-কথন**—বলা উচিত নহে এমন বাক্যের ব্যবহার।

অকথা—বি: অনুচিত কথা, অশ্লীল বাক্য। [সং. ন (অপ্রশস্ত) + কথা]।

অকথিত—বিণ: অনুক্ত, অনুচ্চারিত। [সং ন + কথিত]।

অকথ্য—**অকথনীয়** দ্র:।

অকপট—বিণ: কপটতাহীন; সরল। [সং. ন + কপট]। বি: **-তা**। বিণ: **-চিত্ত**—সরলমনা।

অকম্প, অকম্পিত, অকম্প্র—বিণ: কম্পনহীন, স্থির, নিশ্চল, অবিচলিত। [সং.]।

অকরণ—বি: অনুচিত কর্ম; নিষ্ক্রিয়তা। [সং ন + করণ]। বিণ: **অকরণীয়**—করার অযোগ্য, অকর্তব্য; বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনের পক্ষে অযোগ্য (অকরণীয় ঘর)।

অকরণী—বি: (গণি.) যে রাশি করণী নহে অর্থাৎ যাহার মূল সূক্ষ্মভাবে বাহির করিলে কোন ভাগশেষ থাকে না, rational quantity (যেমন, $\sqrt{২৫} = ৫$)। [সং.]।

অকরণীয়—**অকরণ** দ্র:।

অকরুণ—বিণ: দয়াহীন, নির্দয়, করুণাশূন্য। [সং. ন + করুণা]।

অকরোটি, অকরোটী—বি: আংশিক, বা সম্পূর্ণ করোটিহীন জন্তু: ইহারা মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিম্নস্তরভুক্ত, acrania [বি. প.]। [সং. ন + করোটি, করোটী]।

অকর্ণ—(১)বিণ: কর্ণহীন বা বধির। (২)বি: ঐরূপ ব্যক্তি। [সং. ন + কর্ণ]।

অকর্তব্য—বিণ: অকরণীয়, করা উচিত নহে এমন। [সং. ন + কর্তব্য]।

অকর্তা (-র্তৃ)—(১)বি: যে কর্তা নহে। (২)বিণ: কর্তৃত্বহীন; অপ্রধান। [সং. ন + কর্তা]। বি: **অকর্তৃত্ব**—কর্তৃত্বহীনতা; অপ্রাধান্য।

অকর্ম (-র্মন্‌)—বি: অকাজ, কুকাজ, কর্মের অভাব, নিষ্ক্রিয়তা। [সং. ন + কর্ম]। বিণ **-ক**—(ব্যাক.) কর্মপদহীন (অকর্মক ক্রিয়া), intransitive। বিণ: **-ণ্য**—অকেজো, অক্ষম, অব্যবহার্য (ঘড়িটা অকর্মণ্য হয়ে গেছে)। বি: **-ণ্যতা**। বিণ: **অকর্মা (-র্মন্‌)**—কর্মহীন; (বাং) অকর্মণ্য। **অকর্মার ধাড়ী**—অত্যন্ত অলস ব্যক্তি, অক্ষমতার দরুন কর্ম পণ্ড করিতে দক্ষ ব্যক্তি।

অকলঙ্ক—বিণ: কলঙ্কশূন্য, নির্দোষ (অকলঙ্ক নামে তব কলঙ্ক রটিবে')। [সং ন + কলঙ্ক]। বিণ: **অকলঙ্কিত**—কলঙ্কিত বা দূষিত নহে এমন, নির্মল। বিণ: **অকলঙ্কী**—(-ঙ্কিন্‌)—নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ ('অকলঙ্কী চাঁদ')।

অকলুষ—(১)বি: মল দোষ বা পাপের অভাব: (২)বিণ: মালিন্যহীন; নিষ্পাপ। [সং. ন + কলুষ]। বিণ: **অকলুষিত**—মালিন্যযুক্ত বা পাপযুক্ত নহে এমন।

অকল্পিত—বিণ: কল্পিত বা মনগড়া নহে এমন, প্রকৃত। [সং. ন + কল্পিত]।

অকল্যাণ—বি: অমঙ্গল; অশুভ; অনিষ্ট। [সং. ন + কল্যাণ]। বিণ: **-কর**—অশুভকর।

অকষ্টকল্পনা—বি: স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা বা রচনা। [সং. ন + কষ্ট + কল্পনা]।

অকষ্টবদ্ধ—বিণ: অত্যন্ত বিপন্ন। [বাং অ- = অত্যন্ত + সং. কষ্ট + বদ্ধ]।

অকস্মাৎ—অব্য. ক্রি-বিণ: হঠাৎ, সহসা, অতর্কিতভাবে, অকারণ। [সং. ন + কস্মাৎ]।

অকাজ—বি: যাহা কাজ নহে; বাজে বা অন্যায় কাজ; কাজের অভাব। [বাং অ(মন্দ) + কাজ]।

অকাট—**আকাট**-এর রূপভেদ।

অকাট্য—বিণ: অখণ্ডনীয় (অকাট্য যুক্তি)। [সং. ন + বাং. কাটা (√কাট্‌ + য) = কর্তনীয়]।

অকাণ্ডে—ক্রি-বিণ: বিনা কারণে; হঠাৎ। [ন + কাণ্ড]।

অকাতর—বিণ: কাতর নহে এমন; ব্যাকুলতা-

শূন্য ; নিঃশঙ্ক; সহিষ্ণু; অকুণ্ঠ। [সং. ন+কাতর]। বিঃ -তা। ক্রি-বিণঃ **অকাতরে**।

অকান্দনে—ক্রি-বিণঃ আর্তনাদ করিয়া ('অকান্দনে কান্দেন মনসা' বি.গু.)। [সং. আক্রন্দন]।

অকাম—(১)বিণঃ নিষ্কাম, বাসনাশূন্য ; ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাহীন। (২)বিঃ (প্রাদে.) অকাজ, কুকাজ। [সং. ন+কাম]। বিণঃ **অকাম্য**—অবাঞ্ছনীয়।

অকায়—(১) বিঃ পরমাত্মা ; রাহুগ্রহ। (২) বিণঃ দেহবিহীন, অশরীরী। [সং. ন+কায়]।

অকার—বিঃ 'অ' বর্ণ বা ধ্বনি। [বাং. অ+কার (স্বার্থে)]। বিণঃ **অকারান্ত**—(শব্দ-সম্বন্ধে) অন্তে 'অ'-ধ্বনিযুক্ত।

অকারণ—(১)বিণঃ কারণবিহীন। (২)ক্রি-বিণঃ অনর্থক, মিছামিছি, শুধুশুধু। [সং. ন+কারণ]।

অকার্য—(১)বিঃ অকাজ ; বাজে কাজ ; কুকাজ। (২)বিণঃ অকরণীয়, অকর্তব্য। বিণঃ **-কর**—কাজে লাগান যায় না এমন, বাজে ; ব্যর্থ। [সং. ন+কার্য]।

অকাল—বিঃ অশুভ সময়, দুঃসময় ; অসময়, অপরিণত কাল ; (বাং) দুর্ভিক্ষ ; (জ্যোতি.) অপ্রশস্ত কাল, শুভকার্যের পক্ষে অনুপযোগী সময়। [সং. ন+কাল]। বিঃ **-কুষ্মাণ্ড**—অকালে উৎপন্ন কুমড়া ; (আল.) অকেজো বা মূর্খ লোক। বিণঃ **-জ-**, **-জাত**—স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে বা পরে জন্মিয়াছে এমন। বিঃ **-জলদোদয়**—অকালে মেঘের আবির্ভাব। বিণঃ **-পক্ক**—স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই পাকিয়াছে এমন, বয়সের তুলনায় আচার-আচরণে অত্যধিক বুড়োটে, ইঁচড়ে পাকা। বিঃ **-বৃদ্ধ**—পরিণত বয়সের পূর্বেই জরাগ্রস্ত। বিঃ **-বোধন**—পূজার উদ্দেশ্যে অসময়ে দুর্গাদেবীর নিদ্রাভঙ্গকরণ (রাবণবধের উদ্দেশ্যে শক্তিলাভার্থ শ্রীরামচন্দ্র অকালে অর্থাৎ বসন্তকালের পরিবর্তে শরৎকালে দেবীর বোধন বা নিদ্রাভঙ্গ করেন)। বিঃ **-মৃত্যু**—পরিণত বয়সের পূর্বেই বা আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু।

অকালী—বিঃ শিখসম্প্রদায়বিশেষ (ইহারা ঈশ্বরোপাসনাকালে অকালপুরুষকে অর্থাৎ অবিনশ্বর আত্মাকে ভজনা করে)।

অকিঞ্চন—বি. বিণঃ নিঃস্ব, দরিদ্র ; দুঃখী ; সামান্য, তুচ্ছ ; ইতর ; মূঢ়। [সং. ন+কিঞ্চন]। বিঃ **-তা**, **-ত্ব**।

অকিঞ্চিৎ, **অকিঞ্চিৎকর**—বিণঃ নগণ্য, তুচ্ছ। [সং. ন+কিঞ্চিৎ, কিঞ্চিৎকর]।

অকীক—বিঃ ঈষৎ নীলাভ ঈষৎ শ্বেতাভ শ্যামল পাণ্ডুবর্ণ মূল্যবান্ ভারতীয় প্রস্তরবিশেষ, agate। [বি. প.]।

অকীর্তি—বিঃ অখ্যাতি, দুর্নাম। [সং. ন+কীর্তি]। বিণঃ **-কর**—অখ্যাতিজনক। বিণঃ **অকীর্তিত**—অপ্রচারিত ; অঘোষিত।

অকু—বিঃ ঘটনা, দুর্ঘটনা ; অপরাধমূলক কার্য। [আ. রকু]। বিঃ **-স্থল**, **-স্থান**—যে স্থানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বা অপরাধমূলক কাজ করা হইয়াছে।

অকুণ্ঠ, **অকুণ্ঠিত**—বিণঃ অসঙ্কুচিত, অকাতর ; অক্ষুব্ধ ; অপ্রতিহত। [সং. ন+কুণ্ঠা, কুণ্ঠিত]।

অকুতোভয়—বিণঃ যাহার কোথাও হইতে ভয় নাই এমন ; সম্পূর্ণ নির্ভীক। [সং. ন+কুতঃ+ভয়]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অকুতোভয়া**। বিঃ **-তা**।

অকুপার—বিঃ সমুদ্র। [সং.]।

অকুব—বিঃ আক্কেল, কাণ্ডজ্ঞান। [আ. রকুফ]।

অকুমার—বিঃ প্রকৃত কুমার ; পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক। [সং. ন (সমাসার্থে)+কুমার]। বি(স্ত্রী)ঃ **অকুমারী**—প্রকৃত কুমারী ; দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা। বিঃ **অকুমারীব্রত**—অকুমারীর পালনীয় ব্রতবিশেষ।

অকুল—বিঃ মর্যাদাহীন অকুলীন বা নীচ বংশ ; অঘর, যে বংশের সহিত উচ্চবংশজাতদের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অচল। [সং. ন+কুল]।

অকুলন, **অকুলান**—বিঃ অভাব, অনটন। [সং. ন+ √কুল+অন (ভা)]।

অকুলীন—বিণঃ কুলীন বংশজাত নহে এমন ; বংশমর্যাদাহীন। [সং. ন+কুলীন]।

অকুশল—(১)বিঃ অমঙ্গল। (২)বিণঃ অপটু। [সং. ন+কুশল]।

অকূল—(১)বিণঃ পার বা তীর নাই এমন, অপার ; অসীম। (২)বিঃ সমুদ্র ; (আল.) বিপদ্ (অকূলে পড়া)। [সং. ন+কূল]। বিণ. বিঃ **-তারণ**—বিপদে উদ্ধারকর্তা। বিঃ **-পাথার**—অসীম সমুদ্র ; কঠিন বিপদ্। **অকূলে কূল পাওয়া**—সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া, বিপদে সাহায্যলাভ করা। **অকূলে ডোবা**—বিপদে প্রাণ হারান বা হারাইবার উপক্রম করা। **অকূলে ভাসা**—কঠিন বিপদগ্রস্ত হওয়া।

অকৃত—বিণ: করা হয় নাই এমন, অসম্পন্ন। [সং. ন+কৃত]। বিণ: **-কর্মা, -কার্য**—চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে এমন। বি: **-কার্যতা**।

অকৃতজ্ঞ—বিণ: উপকারকের উপকার স্বীকার করে না বা মনে রাখে না এমন। [সং. ন+কৃতজ্ঞ]।

অকৃতদার—বিণ(পুং): অবিবাহিত। [সং. ন+কৃতদার]।

অকৃতাপরাধ—বিণ: অপরাধ করে নাই এমন, নিরপরাধ। [সং. ন+কৃত+অপরাধ]।

অকৃতার্থ—বিণ: বিফলমনোরথ। [সং. ন+কৃতার্থ]।

অকৃতী (-তিন্)—বিণ: অক্ষম, অপটু; সাফল্য-হীন। [সং. ন+কৃতিন্]। বি: **অকৃতিত্ব**।

অকৃতোদ্বাহ—বিণ (পুং): অবিবাহিত। [সং. ন+কৃত+উদ্বাহ]।

অকৃত্য—(১)বিণ: অকর্তব্য। (২)বি: অকাজ, কুকাজ। [সং. ন+কৃত্য]। বিণ. বি: **-কারী** (-রিন্)।

অকৃত্রিম—বিণ: নকল নহে এমন; খাঁটি; স্বাভাবিক। [সং. ন+কৃত্রিম]। বি: **-তা**।

অকৃপণ—বিণ: কৃপণ নহে এমন; উদার; বদান্য। [সং. ন+কৃপণ]। বি: **-তা**।

অকৃষ্ট—বিণ: চষা হয় নাই এমন, আচষা। [সং. ন+ √কৃষ্+ত (র্ম)]।

অকেজো—বিণ: অকর্মণ্য; অব্যবহার্য। [বাং. অকাজ+উয়া>ও]।

অকৈতব—বিণ: মিথ্যা নহে এমন, সত্য; অক-পট; ছলনাহীন। [সং. ন+কৈতব]।

অকৌশল—বি: কৌশলের অভাব, অপটুতা; (বাং.) অসদ্ভাব, বিরোধ। [সং. ন+কৌশল]।

অক্কা—বি: প্রভু, ঈশ্বর। [ফা. অক্কা]। ক্রি: **অক্কা পাওয়া**— (কৌতু.) মরিয়া যাওয়া। বি: **অক্কা-প্রাপ্তি**—(কৌতু.) মৃত্যু।

অক্টোবর—বি: ইংরেজী সনের দশম মাস (আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে কার্তিকের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত)। [ই. October]।

অক্ত১—বিণ: লিপ্ত, মিশ্রিত (তৈলাক্ত, রুধি-রাক্ত)। [সং. অন্জ্+ত]।

অক্ত২—বি: সময়, বার (পাঁচ অক্ত নামাজ)। [ফা. ৱক্ত];

অক্রম—(১)বি: ধারাবাহিকতার অভাব; বিশৃ-ঙ্খলা। (২)বিণ: **বিশৃঙ্খল**, এলোমেলো। [সং. ন+ক্রম]। বিণ: **অক্রমিক**—ধারাবাহিকতাহীন; বিশৃঙ্খল।

অক্রিয়—(১)বিণ: কর্মশূন্য; নিষ্ক্রিয়; নিরুদ্যম; ধর্মকর্মরহিত। (২)বি: ক্রিয়ার বা কর্মের অতীত যিনি অর্থাৎ পরমাত্মা। [সং. ন+ক্রিয়া]।

অক্রিয়া—বি: নিষ্ক্রিয়তা; অবৈধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ। [সং ন+ক্রিয়া]। বিণ: **-ন্বিত, -রত, -সক্ত**—কুকর্মরত।

অক্রূর—(১)বিণ: অকুটিল, সরল। (২)বি: শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য (ইনি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গিয়াছিলেন)। [সং. ন+ক্রূর]।

অক্রেয়—বিণ: কেনার অসাধ্য বা অযোগ্য; দুর্মূল্য, আক্রা। [সং. ন+ক্রেয়]।

অক্রোধ—(১)বি: ক্রোধহীনতা। (২)বিণ: ক্রোধ-হীন, শান্ত। [সং. ন+ক্রোধ] বিণ: **-ন**—(সহজে) ক্রুদ্ধ হয় না এমন। বিণ: **অক্রোধী**—রাগে না এমন, ক্রোধশূন্য।

অক্লান্ত—বিণ: ক্লান্তিহীন, ক্লান্তিহীনভাবে ক্রমা-গত (অক্লান্ত চেষ্টা)। [সং. ন+ক্লান্ত]। বিণ: **-কর্মা** (-র্মন্)—পরিশ্রমে অকাতর।

অক্লিষ্ট—বিণ: ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন; অদম্য; হ্রাসহীন, নিবৃত্তিহীন (অক্লিষ্ট যত্ন); অম্লান (অক্লিষ্টকান্তি)। [সং. ন+ক্লিষ্ট]। বিণ: **-কর্মা** (র্মন্)—অক্লেশে কর্ম-সমাধাকারী।

অক্লেশে—ক্রি-বিণ: অনায়াসে, সহজে। [সং. ন+ক্লেশ+বাং. এ]

অক্ষ—বি: খেলিবার পাশা; পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ-বীজ; তুঁতে, রসাঞ্জন, ধুনা; ইন্দ্রিয় (অধোক্ষজ); আত্মা, জ্ঞান; জন্মান্ধ ব্যক্তি; কুশতি বা মল্ল-ক্রীড়া; সর্প, গরুড়; রাবণের জনৈক পুত্র; (বাণি.) এক ভরি, ১৬ মাষা; (বৈদ্য.) দুই তোলা; (ভূগো.) মেরুকেন্দ্ররেখা, axis; রবিমার্গ হইতে কোন গ্রহের কৌণিক দূরত্ব-পরিমাণ; গ্রহগণের পরিভ্রমণ পথ, axis; প্রাণিদেহের প্রধান অস্থি, axis; (জ্যোতি.) রাশিচক্রের অবয়ব; আইন, রাজনীতি; শকট; রথ; রথাদির চাকা বা চাকার মধ্যস্থ ঈষ, axle। [সং. √অক্ষ্+অ(র্তৃ)]। বি: **-ক—কণ্ঠাস্থি**, কণ্ঠা, clavicle, collar-bone [বি. প.]; পাশাক্রীড়ক। বি: **-কর্ণ**—সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু, hypotenuse [বি. প.]। বিণ: **-কুশল, -কোবিদ**—পাশাখেলায় পটু বা পণ্ডিত। বি: **-ক্রীড়া**—পাশাখেলা।

-জ—(১) বিণ: ইন্দ্রিয়জাত; (২)বি: বজ্র; হীরক। বি: -দণ্ড—পৃথিবীর মধ্যদেশভেদী ও মেরুযুগলস্পর্শকারী কাল্পনিক আবর্তন-রেখা, axis, minor axis। বি: -ধুরা, -ধুঃ (-ধুর্) —চাকার অগ্রভাগ বা ধুরা, axis, pole of cart। বি: -ধূর্ত—(জুয়ার) পাশাখেলায় দক্ষ ব্যক্তি। বি: -পাটি—পাশা। বি: -বতী—পাশা-খেলা। বি: -বিচলন—চন্দ্রাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর মেরুদণ্ডদ্বারা সৌর অয়নবৃত্তের উপর গঠিত কোণের সাময়িক অথচ নিয়মিত পরিবর্তন, nutation [বি. প.]। বিণ বি: -বিদ্, -বিৎ (-বিদ্), -বেত্তা—আইনজ্ঞ; কূটনীতিজ্ঞ; পাশাখেলায় দক্ষ। বি: -বৃত্ত, -রেখা—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরালে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে কল্পিত ক্ষুদ্রতর বৃত্ত, parallel of latitude। বি: -মদ—পাশাখেলার নেশা। বি: -মালা—রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা; (সপ্তর্ষিমণ্ডলদ্বারা মালার ন্যায় পরিবেষ্টিতা) বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী। বি: -শক্তি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার-শাসিত জার্মানী মুসোলিনী-শাসিত ইটালী এবং তোজো-মন্ত্রিত্বাধীন জাপানের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিলিত-শক্তি, Axis Power। বি: -সমান্তরাল—অক্ষবৃত্ত-এর অনুরূপ। বি: -সূত্র—জপমালা। বি: -হৃদয়—পাশাখেলার গূঢ় রহস্য বা কৌশল।

অক্ষটী—বি: শিকারী। [সং. আখেটিক]।

অক্ষত—(১) বি: আতপ চাউল; যব; খই। (২) বিণ: ক্ষত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই এমন; নিখুঁত, অচ্ছিন্ন। [সং. ন+ক্ষত]। -দেহ, -শরীর—(১) বি: ক্ষতহীন দেহ (২) বিণ: উক্ত দেহবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): -যোনি—যৌনসঙ্গম করে নাই এমন; নির্দোষ কুমারী।

অক্ষম—বিণ: ক্ষমতাহীন; দুর্বল; অসমর্থ; অপটু। [সং. ন+ক্ষম]। বি: -তা।

অক্ষমা১—অক্ষম-এর স্ত্রীলিঙ্গ।

অক্ষমা২—বি: ক্ষমার অভাব, ক্ষমাহীনতা; অসহিষ্ণুতা। [সং. ন+ক্ষমা]।

অক্ষয়—বিণ: ক্ষয়হীন, অবিনশ্বর। [সং. ন+ক্ষয়]। -কীর্তি—(১) বি: অবিনশ্বর যশ; (২) বিণ: অবিনশ্বর যশসম্পন্ন। বি: -তূণ—যে তূণের বাণ কখনও ফুরায় না। বি: -তৃতীয়া—চান্দ্রবৈশাখের শুক্ল-তৃতীয়া (এই তিথিতে কর্মফলের ক্ষয় নাই এবং সত্যযুগের আরম্ভ ও যবের উৎপত্তি হয়)। বি: -বট—প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ (প্রবাদ যে, এই সকল বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়); (আল.) মৃত্যুহীন প্রাণী (আমি ত আর অক্ষয়বট নহি)। বি: -লোক—নিত্যধাম, স্বর্গ। বি: -স্বর্গ, -স্বর্গলোক—নিত্যস্বর্গবাস ও তাহার অধিকার।

অক্ষর—(১)বি: বর্ণ, letter; যাহার ক্ষরণ নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা; শিব, বিষ্ণু; আকাশ, ether; (ছন্দ.) একবারে উচ্চারণসাধ্য শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ, syllable; (বীজগ) অঙ্কের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত বর্ণ, symbolic letter। (২)বিণ: ক্ষরণহীন। [সং. ন+ √ক্ষর্+অ (র্তৃ)]। বি: -জীবী (-বিন্), -জীবক, -জীবিক—লিপিকার, মুদ্রাকর, লেখক। বি: -পরিচয়—বর্ণজ্ঞান; বিদ্যাবত্তা; প্রাথমিক বা সামান্যতম জ্ঞান (এ বিষয়ে তাহার অক্ষরপরিচয়ও নাই)। বি: -বিন্যাস—বর্ণসংস্থাপন, লিখন-প্রণালী। বি: -বৃত্ত—অক্ষরসংখ্যাদ্বারা নিরূপিত বাঙ্গালা ছন্দ। বি: -মালা—বর্ণমালা।

অক্ষরে অক্ষরে—যথাযথভাবে; হুবহু।

অক্ষাংশ—বি: বিষুববৃত্ত হইতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব, latitude [বি. প.]। [সং. অক্ষ+অংশ]।

অক্ষারলবণ—বি: সৈন্ধব লবণাদি, rock-salt। [সং. ন+ক্ষার+লবণ]

অক্ষি—বি: চক্ষু, নেত্র। [সং. √অক্ষ্+ই]। বি: -কূট, -কূটক—চক্ষুর তারা। বি: -কোটর—চক্ষুর খোল, orbit, socket of the eye। বিণ: -গত—নয়নগোচর; দ্বেষ্য, শত্রু। বি: -গোলক—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত গোল অংশ, eyeball। বি: -তারকা, -তারা—চক্ষুর তারা। বি: -পক্ষ্ম—চক্ষুর পাতার লোম, eyelash। বি: -পট—অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্ভাগস্থ অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লী বা পরদা, retina। বি: -পটল—চক্ষুর ছানি। বি: পুট—চোখের পাতা, eyelid। বি: -বিকূর্ণন—আড়দৃষ্টি, কটাক্ষ। বি: -বিভ্রম—দৃষ্টিভ্রম, মরীচিকা, illusion। বি: -শালাক্য—চক্ষুতে অস্ত্রোপচারবিদ্যা [স. প.]।

আদিতে অক্ষ- -যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য অক্ষ দ্রঃ।



অক্ষীয়—বিণ: অক্ষসম্বন্ধীয়, কৌণিক, axile। [সং. অক্ষ+ঈয়]।

অক্ষুণ্ণ—বিণ: ক্ষুণ্ণ হয় নাই এমন; মনস্তাপশূন্য; অব্যাহত (অক্ষুণ্ণ গতি); অটুট (অক্ষুণ্ণ মনোবল); অবিকৃত (অক্ষুণ্ণ সতীত্ব); অখণ্ড (অক্ষুণ্ণ প্রতাপ); বলবৎ, বজায় (তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে); অবিভক্ত (অক্ষুণ্ণ ক্ষুব)। [সং. ন+ক্ষুণ্ণ]। বি: -তা।

অক্ষুব্ধ—বিণ: ক্ষুব্ধ নহে এমন; প্রশান্ত; ধীর; স্থির, শান্ত। [ন+ক্ষুব্ধ]।

অক্ষোভ—(১) বিণ: ক্ষোভহীন, প্রশান্ত, খেদহীন, (বাং) ক্লান্তিহীন। (২)বি: ক্ষোভহীনতা; প্রশান্তি। [সং. ন+ক্ষোভ]।

অক্ষৌহিণী—বি: ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, মোট ২১৮৭০০ চতুরঙ্গসেনাবিশিষ্ট বাহিনী। [সং. অক্ষ+ঊহিনী]।

অক্সিজেন—বি: বায়বীয় মৌলিক পদার্থবিশেষ, দহনবায়ু, অম্লজান। [ইং. oxygen]।

অখণ্ড—বিণ: খণ্ড করা হয় নাই এমন, অভগ্ন, আস্ত; পূর্ণ, integral; অক্ষত, অবিভক্ত; হ্রাস বা খর্ব হয় নাই এমন (অখণ্ড প্রতাপ), ঘন ('অখণ্ড পীযূষ-ধারা: বা. ঘো.); পরিপূর্ণ, জমাট (অখণ্ড অন্ধকার)। [সং. ন+খণ্ড]। বি: -তা। বিণ: -নীয়—অকাট্য; খণ্ডন করা ভাগ করা বা ভাঙ্গা যায় না এমন। বিণ: -মণ্ডল—সম্পূর্ণ গোলাকার, পূর্ণকলাবিশিষ্ট ('অখণ্ডমণ্ডল বিধু')। বিণ: -মণ্ডলাকার—সম্পূর্ণ গোলাকার। বিণ: অখণ্ডিত—খণ্ডিত নহে এমন, অবিভক্ত; ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই এমন (মত, যুক্তি প্রভৃতি)। বিণ: অখণ্ড্য—অখণ্ডনীয়-র অনুরূপ।

অখদ্যে—বিণ: অখাদ্য, অকর্মণ্য। [সং. অখাদ্য]। বিণ: অখদ্যে-অবদ্যে—অপদার্থ, ওঁচা।

অখন—অব্য: এখন। [বাং এখন<সং. এক্ষণে]। বিণ: অখন-তখন—মুমূর্ষু (তাহার অবস্থা অখন-তখন)।

অখল—বিণ: ছলনাশূন্য; সরল ('না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে': চণ্ডী)। [সং. ন+খল]। বিণ (স্ত্রী): অখলা।

অখাত—বিণ: (হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়াদি-সম্বন্ধে) খনন করা হয় নাই বা খনন করিয়া সৃষ্ট হয় নাই এমন, স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট (তু. 'দেবখাত')। [সং. ন+খাত]।

অখাদ্য—(১)বিণ: আহারের অযোগ্য। (২)বি: কুখাদ্য; নিষিদ্ধ খাদ্য। [সং. ন+খাদ্য]।

অখিল—(১)বিণ: সমুদায়, সমস্ত। (২)বি: বিশ্ব, জগৎ। [সং. ন+খিল]। বি: -আত্মা—জগদীশ্বর, পরব্রহ্ম। বি: -খণ্ড—ভূখণ্ড। বিণ: -প্রিয়—সর্বজনপ্রিয়।

অখুশি—বি: অসন্তোষ। [বাং. অ<সং. ন+ফা. খুশি]। বিণ: অখুশি, অখুশী—অসন্তুষ্ট।

অখ্যাত—বিণ: অপ্রসিদ্ধ; (বিরল) নিন্দিত; নগণ্য ('এসো কবি, অখ্যাত জনের': রবীন্দ্র)। [সং. ন+খ্যাত]। বিণ: -নামা (-নামন্) যাহার নাম প্রসিদ্ধ নহে এমন। অখ্যাতি—বি: অপযশ, নিন্দা। বিণ: অখ্যাতিকারক, অখ্যাতিকর—নিন্দাজনক, অপযশস্কর।

অগ—(১)বিণ: গতিশূন্য, নিশ্চল। (২)বি: পর্বত; বৃক্ষ; (প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মতে গতিহীন বলিয়া) সূর্য। [সং. ন+ √গম্+অ (র্তৃ)]।

অগড়ম-বগড়ম, অগড়-বগড়—বি: অর্থহীন প্রলাপ বা কাজ, আবোল-তাবোল। [দেশী]।

অগণন, অগণনীয়, অগণিত, অগণ্য—বিণ: গণনার অসাধ্য; অসংখ্য। [সং. ন+গণন, গণনীয়, গণিত, গণ্য]।

অগতি—(১)বিণ: গতিশূন্য; স্থির; নিরুপায়। (২)বি: নিরুপায় ব্যক্তি ('অগতির গতি তুমি': কা. প্র. ঘো.); মৃতের সংকার বা প্রেতকার্য না হওয়া। [সং ন+গতি]।

অগত্যা—অব্য ক্রি-বিণ: অন্য গতি বা উপায় নাই বলিয়া, বাধ্য হইয়া; কাজে-কাজেই। [সং অগতি+বাং. আ]।

অগদ—(১)বিণ: নীরোগ, সুস্থ, নির্বিষ। (২)বি: ঔষধ, বিষঘ্ন ঔষধ, antidote। [সং. ন+গদ]। বি: -তন্ত্র—বিষবিজ্ঞান, toxicology।

অগনতি—বিণ: অগণ্য, অসংখ্য। [সং. অগণিত]।

অগনি—(কাব্যে) অগ্নি-র কোমল রূপ।

অগন্তব্য—বিণ: (স্থান-সম্বন্ধে) যাওয়ার অযোগ্য। [সং. ন+গন্তব্য]।

অগভীর—বিণ: গভীর নহে এমন; অল্প গভীর; (জ্ঞান-বিদ্যাদি-সম্বন্ধে) ভাসা-ভাসা, সামান্য। [সং. ন+গভীর]। অগভীর জলে সফরী ফরফরায়তে—অল্প জলে পুঁটিমাছ ফরফর করিয়া বেড়ায়; (আল.) সামান্য বিদ্যার অধিকারীরাই বেশি বিদ্যা জাহির করে।

অগম—বিণ: গতিহীন; অগাধ, অথই; (স্থান-

সম্বন্ধে) যাওয়া যায় না এমন ('মানসলোকের অগম পারে' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+গম]।

অগম্য—বিণঃ অগন্তব্য, দুর্গম; (আল.) দুর্বোধ্য। [সং. ন+গম্য]।

অগম্যা—বিণ(স্ত্রী)ঃ যৌনসম্ভোগের পক্ষে অবৈধ। [সং. ন+গম্যা]। বিঃ **-গমন**—অগম্যা রমণীকে সম্ভোগ। বিণ. বিঃ **-গামী** (-মিন্)—অগম্যা রমণীকে সম্ভোগকারী।

অগরু, (প্রা. কাব্যে) **অগর**—**অগুরু**-র রূপভেদ।

অগস্ট, (বর্জি) **অগাস্ট**—বিঃ ইংরেজী সনের অষ্টম মাস (শ্রাবণের মাঝামাঝি হইতে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. August]।

অগস্ত্য—বিঃ জনৈক প্রাচীন মুনি; (জ্যোতি.) যে নক্ষত্রের উদয়ে শরৎঋতু সূচিত হয়, Canopus। [সং অগ+ √ স্তৈ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-যাত্রা**—পহেলা ভাদ্র (অগস্ত্য এই তারিখে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া না আসায় এই দিনে যাত্রা নিষিদ্ধ), যে কোন মাসপয়লা; নিষিদ্ধ যাত্রা; শেষ যাত্রা; চিরজন্মের মত প্রস্থান। বিঃ **অগস্ত্যোদয়**—ভাদ্রের ১৭।১৮ তারিখে অগস্ত্য-নক্ষত্রের উদয়।

অগা, অগাকান্ত, অগাচণ্ডী, অগামারা, অগারাম—বিণ.বিঃ নির্বোধ, মূর্খ, অকর্মা। [সং. অজ্ঞ]।

অগাধ—বিণঃ অতলস্পর্শ, অথই, অতি গভীর ও বিশাল (অগাধ সমুদ্র); প্রগাঢ়, অপরিসীম ('অগাধ শান্তি' : রবীন্দ্র); অনন্তবিস্তার ('অগাধ আকাশে' : রবীন্দ্র)। [সং.]। বিণঃ **অগাধীয়**—তলদেশে পৌঁছান যায় না এমন, অত্যন্ত গভীর, abyssal [বি. প]।

অগামারা—**অগা** দ্রঃ।

অগার—**আগার**-এর রূপভেদ।

অগারাম—**অগা** দ্রঃ।

অগুণ—(১)বিঃ অহিত, দোষ, অপরাধ ('কিবা তার কৈলোঁ অগুণ' : শ্রীকৃ.)। (২)বিণঃ গুণ-হীন। [সং. ন+গুণ]।

অগুনতি, অগুন্তি—**অগনতি**-র রূপভেদ।

অগুরু—(১)বিঃ গন্ধকাষ্ঠবিশেষ। (২)বিণঃ লঘু। [সং.]।

অগেয়ান, অগেজান—(কাব্যে) **অজ্ঞান**-এর কোমল রূপ।

অগোচর—বিণঃ বুদ্ধির বা ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তের বহির্ভূত; অজ্ঞাত; অপ্রত্যক্ষ। [সং. ন+গোচর]। ক্রি-বিণঃ **অগোচরে**—অজ্ঞাতসারে, গোপনে।

অগোর১—বিঃ অগুরু ('সুবাসিত গন্ধ আদি অগোর চন্দন' : ক. ক.)। [সং. 'অগরু', অগুরু]।

অগোর২—বিণঃ অচেতন ('দিবানিশি রহত অগোর' : গো. দা.)। [সং. অঘোর]।

অগৌণ—(১)বিঃ অবিলম্ব, ত্বরা। (২)বিণঃ প্রধান, মুখ্য। [সং. ন+গৌণ]। ক্রি-বিণঃ **অগৌণে**—অবিলম্বে।

অগৌর—**অগোর**১-এর রূপভেদ।

অগৌরব—বিঃ অমর্যাদা, অসম্মান; অখ্যাতি। [সং. ন+গৌরব]।

অগ্নি—বিঃ আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর; ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ও দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী; তেজঃ, শক্তি; পরিপাকশক্তি, ক্ষুধা; জ্বালা (ক্রোধাগ্নি, শোকাগ্নি)। [সং. √ অগ্+নি (র্তৃ)]। বিঃ **অগ্নি-অবতার**—**অগ্নিশর্মা**-র অনুরূপ। বিঃ **-কণা**—স্ফুলিঙ্গ। বিণ.বিঃ **-কর্তা** (-র্তৃ)—শবদাহকালে মৃতের মুখে আগুন যে দেয় বা যে আগুন দিবার অধিকারী। বিঃ **-কর্ম**—অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিণঃ **-কল্প**—(প্রায়) আগুনের সমান (তেজস্বী); অতিশয় গরম উগ্র প্রচণ্ড বা ক্রোধান্বিত। বিঃ **-কাণ্ড**—আগুনের ব্যাপক ধ্বংসলীলা; আগুনদ্বারা গৃহাদি দগ্ধ হওয়া (পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড); তুমুল ঝগড়াঝাঁটি বা মারামারি; বিষম অনর্থ (সে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইবে)। বিঃ **-কার্য**—**অগ্নিকর্ম**-এর অনুরূপ। বিঃ **-কাষ্ঠ**—অরণিকাষ্ঠ: **অগুরু**; (বাং) জ্বালানী কাঠ, ইন্ধন। বিঃ **-কুণ্ড**—আগুন জ্বালিবার গর্ত; আগুনে পূর্ণ গহ্বর (পৃথিবী এক বিশাল অগ্নিকুণ্ড)। বিঃ **-কুমার**—কার্তিকেয়। বিঃ **-কোণ**—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ (অগ্নিদেব এই কোণের অধি-দেবতা)। বিঃ **-ক্রিয়া**—**অগ্নিকর্ম**-এর অনুরূপ। বিঃ **-ক্রীড়া**—আগুনের খেলা; আতশবাজি পোড়ান। বিণঃ **-গর্ভ**—অভ্যন্তরে আগুন আছে এমন। বিণ(স্ত্রী) ঃ **-গর্ভা**। বিঃ **-গৃহ**—অগ্নি-ত্রয়ের রক্ষার্থ গৃহ; হোমগৃহ। বি(স্ত্রী) ঃ **-জিতা**—অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াও দগ্ধ হয় নাই এমন নারী। বিণঃ **-তপ্ত**—অগ্নিতাপে উষ্ণ; অগ্নিতুল্য উষ্ণ। বিঃ **-ত্রয়**—গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ: বেদোক্ত এই তিন প্রকার অগ্নি। বিণঃ **-দগ্ধ**—আগুনেপোড়া। বিণ.বিঃ **-দাতা** (-তৃ)—আগুন

লাগায় যে ; অগ্নিকর্তা। বিণ. বি(স্ত্রী): **-দাত্রী**। বিঃ **-দান**—আগুন লাগান ; শবের মুখাগ্নিকরণ। বিঃ **-দাহ**—অগ্নিকাণ্ড ; আগুনের তাপ। বিণঃ **-দাহ্য**—আগুনে পোড়ে এমন, combustible। বিণঃ **-দীপক**—আগুন ক্ষুধা বা পরিপাকশক্তি সৃষ্টি করে অথবা বৃদ্ধি করে এমন। **-দীপন**—(১)বিণঃ **অগ্নিদীপক**-এর অনুরূপ ; (২)বিঃ অগ্নিদীপক পদার্থ বা ঔষধ। বিণঃ **-দীপ্ত**—আগুনের দ্বারা আলোকিত বা উজ্জ্বল। বিঃ **-দেব, -দেবতা**—আগুনের অধিদেবতা, বৈশ্বানর। বিণঃ **-পক্ব**—আগুনের তাপে রাঁধা হইয়াছে এমন ; আগুনের তাপে কঠিনীকৃত (অগ্নিপক্ব ইষ্টক)। বিঃ **-পরীক্ষা**—আগুনে পোড়াইয়া বিশুদ্ধতা-বিচার ; কাহাকেও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া তাহার চরিত্রের দোষশূন্যতা-বিচার (সীতার অগ্নিপরীক্ষা) ; (আল.) অতি কঠিন পরীক্ষা। বিঃ **-পুরাণ**—হিন্দুদের অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। বিঃ **-প্রবেশ**—জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্বক জীবন-বিসর্জন। বিণঃ **-প্রভ**—আগুনের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন। বিঃ **-প্রভা**—আগুনের আভা। বিঃ **-প্রস্তর**—চকমকি পাথর। বিণঃ **-বর্ণ**—আগুনের ন্যায় জ্বালাপূর্ণ রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট। বিণঃ **-বর্ধক, -বর্ধন**—আগুন পরি-পাকশক্তি বা ক্ষুধা বাড়ায় এমন। বিঃ **-বাণ**—পুরাণোক্ত অগ্নিবর্ষী তীরবিশেষ। বিঃ **-বৃদ্ধি**—ক্ষুধাবৃদ্ধি। বিঃ **-বৃষ্টি**—আগুন-বর্ষণ ; (আকাশ হইতে) বারিবিন্দুর পরিবর্তে অগ্নিকণার পতন ; ভীষণ গ্রীষ্ম। বিঃ **-মন্ত্র**—যে মন্ত্র অন্তরে তেজ বাড়াইয়া অভীষ্টলাভের জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ করায়। বিঃ **-মান্দ্য**—পরিপাকশক্তির বা ক্ষুধার হ্রাস ; অজীর্ণ রোগ। বিঃ **-মুখ**—দেবতা ; ব্রাহ্মণ। **-মূর্তি**—(১)বিণঃ অতিশয় ক্রুদ্ধ বা উগ্র ; (২)বিঃ ঐরূপ অবস্থা। বিণঃ **-মূল্য**—অত্যন্ত দুর্মূল্য। বিঃ **-যুগ**—বিপ্লব-যুগ। বি. বিণঃ **-শর্মা** (-র্মন্)—অতিশয় ক্রোধী। বিঃ **-শিখা**—আগুনের শিখা। বিণঃ **-শুদ্ধ**—আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধী-কৃত ; কঠিন প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পবিত্রীকৃত। বিঃ **-শুদ্ধি**। বিঃ **-ষ্টোম**—বৈদিক ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণের করণীয় যজ্ঞবিশেষ। বিঃ **-সংস্কার**—আগুনে পোড়াইয়া শোধন ; শবদাহ। বিঃ **-সখ**—বাতাস। বিণঃ **-সহ**—আগুনে পোড়ে না এমন, fireproof। **অগ্নিসহ ইষ্টক**—fire-brick। **অগ্নিসহ মৃত্তিকা**—fire-clay। বিঃ **-সংস্কার, -সৎকার**—শবদাহ। বিণঃ **-সাৎ**—সম্পূর্ণ দগ্ধ। বিঃ **-স্ফুলিঙ্গ**—আগুনের ফুলকি। বিঃ **-হোত্র**—সাগ্নিকের করণীয় প্রাত্যহিক হোম ; হবিঃ। বিঃ **-হোত্রী** (-ত্রিন্)—সাগ্নিক ; যে নিত্য হোম করে।

অগ্ন্যস্ত্র—বিঃ (প্রাচীন যুগের শতঘ্নী প্রভৃতি এবং আধুনিক যুগের বন্দুক কামান প্রভৃতি) অগ্নি উদ্‌গিরণকারী অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র। [সং. অগ্নি+অস্ত্র]।

অগ্ন্যাধান—বিঃ বিধি অনুসারে হোমাগ্নি-স্থাপন। [সং. অগ্নি+আধান]।

অগ্ন্যাশয়—বিঃ পাচন-গ্রন্থি যাহা হইতে হজমের সহায়ক রস নিঃসৃত হয়, pancreas [বি. প.]। [সং. অগ্নি+আশয়]।

অগ্ন্যুৎপাত—বিঃ আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি-নিঃসরণ ; আকাশ হইতে অগ্নিবৃষ্টি, উল্কাপাত, বজ্রপাত। [সং. অগ্নি+উৎপাত]।

অগ্ন্যুদ্‌গম, অগ্ন্যুদ্‌গার—বিঃ (আগ্নেয় পর্বতাদি হইতে) আগুন বাহির হওয়া। [সং. অগ্নি+উদ্গম, উদ্গার]।

অগ্ন্যুৎসব—বিঃ আনন্দব্যঞ্জক অগ্নিক্রীড়া ; দোলের চাঁচর, bonfire। [সং. অগ্নি+উৎসব]।

অগ্র—(১)বিঃ ঊর্ধ্বদেশ, শিখর ('গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজা' : মধু) ; আগা, ডগা (নাসিকাগ্র), apex [বি. প.] ; প্রান্ত (সূচ্যগ্র) ; সম্মুখ, পুরোভাগ ('মুখাগ্রে যার বাধে না কিছুই' : রবীন্দ্র) ; উপবি-ভাগ (দধির অগ্র) ; লক্ষ্য, অবলম্বন (একাগ্র)। (২) বিণঃ প্রথম, প্রধান (অগ্রনায়ক) ; সম্মুখস্থ, anterior। [বি. প.]। [সং. √অগ্‌+র (র্তৃ)]। বিণঃ **-গণ্য**—সবার আগে গণনীয় বা উল্লেখ-যোগ্য ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। বিঃ **-গতি, গমন**—অগ্র-সরণ, সম্মুখগমন ; বৃদ্ধি, উন্নতি ; (জ্যোতি.) নিয়মিত ক্রম-গতি বা বৃদ্ধি, progressive motion, progression [বি. প.]। বিণ. বিঃ **-গামী** (-মিন্)—সম্মুখে গমনকারী ; পুরো-গামী। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**। **-জ**—(১)বিণ. আগে জন্মিয়াছে এমন; (২)বিঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিঃ **-জন্মা** (-জন্মন্)—ব্রাহ্মণ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বিঃ **-জিহ্বা**—আলজিভ। বিঃ **-জ্ঞান**—ভবিষ্যৎ ঘটনাদি-সম্বন্ধে পূর্বেই ধারণা বা অনুমান, anticipation। **-ণী**—(১)বিণঃ শ্রেষ্ঠ, প্রধান ; (২)বিঃ নায়ক ; প্রবর্তক, pioneer। বিঃ **-দত্ত**—সম্ভাবিত বা প্রস্তাবিত খরচের জন্য আগাম

দেওয়া টাকা, imprest money [স. প.]। বিঃ **-দানী** (-দিন্)—প্রেতোদ্দিষ্ট দানগ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ। বিঃ **-দূত**—সৈন্যদলের পথ-পরিষ্কারক, বেলদার, pioneer ; পথপ্রদর্শক ; অগ্রনায়ক। বিঃ **-দ্বীপ**—গঙ্গাগর্ভে প্রথম চর পড়িয়া উৎপন্ন দ্বীপবিশেষ। বিঃ **-নেতা** (র্তৃ)—নায়ক, সেনাপতি। ক্রি-বিণঃ **-পশ্চাৎ**—আগপাছ, ভূতভবিষ্যৎ। বিণঃ **-বর্তী** (-র্তিন্)—আগের ; সম্মুখস্থ। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী**। বিঃ **-ভাগ**—প্রথম ভাগ বা অংশ ('অগ্রভাগ লয়ে ভবানীর নামে দিলা' : ভা. চ) ; ডগা, চূড়া ; প্রান্ত। বিঃ **-মহিষী**—পাটরানী [পা. অগ্গ-মহেসী]। বিঃ **-মাংস,** (কথ্য.) **-মাস**—(আয়ু) যকৃতের বৃদ্ধিমূলক রোগবিশেষ ('পিলে অগ্র-মাসে মলো': ব চ.)। বিণঃ **-সার, -সর**—আগে বা সম্মুখে গমনকারী বা প্রবৃত্ত ; আগুয়ান। বিঃ **-সূচনা**—পূর্বাভাস। বিণঃ **-স্থ, -স্থিত**—পুরোবর্তী ; শীর্ষদেশে অবস্থিত, apical [বি প.]। ক্রি-বিণঃ **অগ্রে**—প্রথমে, আগে ; সম্মুখে সমীপে।

অগ্রহণীয়—বিণঃ গ্রহণের অযোগ্য। [সং. ন+গ্রহণীয়]।

অগ্রহায়ণ—বিঃ বাঙ্গালা সনের অষ্টম মাস। [সং. অগ্র+হায়ন (=বৎসর)]।

অগ্রাহ্য—বিণঃ অগ্রহণীয় ; অবজ্ঞেয় ; (বাং.) বাতিল, না-মঞ্জুর। [সং. ন+গ্রাহ্য]। ক্রিঃ **অগ্রাহ্য করা**—অবজ্ঞা করা ; না-মঞ্জুর করা।

অগ্রিম—বিণঃ প্রথম, জ্যেষ্ঠ, প্রধান ; আগাম, অগ্রে দেয়। [সং. অগ্র+ইম]। বিঃ **-ক**—কার্যারম্ভের পূর্বেই পারিশ্রমিকের যে অংশ বা ক্রয়ের পূর্বেই মূল্যের যে অংশ দেওয়া হয়, আগাম, বায়না, advance [স. প.]। **অগ্রিম চুক্তি**—forward contract।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—বিণঃ অগ্রিম ; অগ্রসম্বন্ধীয়। [সং. অগ্র+ইয়, ঈয় (ভা)]। **অগ্রিম প্রদান**—যাহা (সাধারণতঃ টাকা) আগাম দেওয়া হইয়াছে, দাদন, payment on account [স. প.]।

অগ্রে—**অগ্র** দ্রঃ।

অগ্র্য—বিণঃ আদ্য ; শ্রেষ্ঠ। [সং. **অগ্র+য**]।

অঘ—বিঃ পাপ। [সং. √অঘ্+অ (ভা)]। বিঃ **-মর্ষণ**—পাপনাশন ; মন্ত্রবিশেষ।

অঘটন—বিঃ অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ; সঙ্ঘটিত না হওয়া। [সং. ন+√ঘট্+অন (ভা)]। বিণ(স্ত্রী): **অঘটন-ঘটন-পটীয়সী**—অসাধ্যসাধনে পটু (সাধারণতঃ 'মায়া'র বা 'শক্তি'র বিণ.-রূপে ব্যবহৃত)। বিণঃ **অঘটনীয়**—ঘটা সম্ভব নহে এমন।

অঘর—বিঃ অকুলীন হীন বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে অযোগ্য বংশ। [সং. ন (অপ্রশস্ত)+বাং. ঘর]।

অঘা—**অগা**-র রূপভেদ।

অঘাট—বিঃ নদী খাল প্রভৃতির তীরের যে অংশ পোতাদি হইতে অবতরণের পক্ষে অনুপযুক্ত ; আঘাটা ; কুস্থান। [সং. ন (অপ্রশস্ত)+বাং. ঘাট]।

অঘান—**অগ্রহায়ণ**-এর গ্রাম্য রূপ।

অঘাসুর—বিঃ কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত বৃন্দাবনে উপ-দ্রবকারী কংসানুচর অনুচরবিশেষ। [সং. অঘ +বাং. আ (বিবৃত উচ্চারণে)+সং. অসুর]।

অঘোর১—(১)বিণঃ অভীষণ, শান্ত। (২) বিঃ শিব (অঘোর-মন্ত্র)। [সং ন+ঘোর]। বিঃ **-পন্থী**—বীভৎস আচারে অভ্যস্ত শৈব সম্প্রদায়বিশেষ।

অঘোর২—বিণঃ অত্যন্ত ঘোর, ভীষণ, প্রচণ্ড ('অঘোর বাদল' : ম ম), বেহোঁশ, অচেতন, সংজ্ঞাহীন ('পড়ে আছে হইয়ে অঘোর' : দে. সে.)। [বাং. অ- (=অতি বা সম্যক্)+সং. ঘোর]।

অঘোষ—বিণঃ লঘুধ্বনিযুক্ত, অনুদাত্ত। বিঃ **-বর্ণ**—মৃদুধ্বনিযুক্ত বর্ণ (বাঙ্গালা ব্যঞ্জনবর্ণমালার প্রতিবর্গের প্রথম বর্ণদ্বয়।

অঘ্রান, (বর্জি) **অঘ্রাণ**—**অগ্রহায়ণ**-এর কথ্যরূপ।

অঘ্রাত—বিণঃ ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন, অনা-ঘ্রাত। [সং. ন+ঘ্রাত]।

অঙ্ক—বিঃ চিহ্ন ; রেখা ; কলঙ্ক ; (গণি) রাশি, number, digit, figure [বি. প.] ; আঁক, sum ; সংখ্যা, গণনা ; ক্রোড়, কোল ; নাটকের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ, act ; (প্রাণি.) উদর কিংবা পেশী বা অস্থির উদ্গত বা স্তূপাকৃতি অংশ ; (উদ্ভি.) পত্রের উপরিভাগ, venter [বি. প.]। [সং. √অন্ক্+অ (গে. ভা)]। ক্রিঃ **অঙ্ক করা, অঙ্ক কষা**—আঁক কষা ; হিসাব বা গণনা করা। বিণঃ **-গত**—ক্রোড়স্থিত। বিঃ **-তল**—(প্রাণি.) উদরের উপরিভাগ, ventral surface [বি. প.]। বিঃ **-দেশ**—ক্রোড় ; (উদ্ভি.) পত্রের উপরিস্থ তল, ventral surface [বি. প.]। বিঃ **-পাত**—সংখ্যাস্থাপন ; চিহ্নিতকরণ

('চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকাদ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে' : সঙ্গী)। বিঃ **-পাতন** —(গণি) প্রতীক-চিহ্নাদিদ্বারা **অঙ্কলিখন**, notation [বি. প.]। বিণঃ **-বাচক**—সংখ্যা-নির্দেশক, cardinal [বি. প.]। বিঃ **-বিৎ**—গণিতজ্ঞ ব্যক্তি। বিঃ **-বিদ্যা**—গণিতবিদ্যা। বিঃ **-লক্ষ্মী**—অঙ্কস্থিতা লক্ষ্মী; স্ত্রী। বিঃ **-শাস্ত্র**—গণিতশাস্ত্র। বিণঃ **-শায়ী** (-য়িন্)—কোলে শায়িত। বিণঃ **-স্থিত**—কোলে অবস্থিত; অতি নিকটবর্তী। বিণঃ **অংকীয়**—(উদ্ভি. ও প্রাণি) **অঙ্কসংক্রান্ত**, ventral [বি. প.]।

অংকন—বিঃ চিহ্নিতকরণ; সংখ্যালিখন, বর্ণন (চরিত্রাঙ্কন); চিত্রণ, (জ্যামি) রেখাপাতন, plotting; গঠন, construction [বি. প.]। [সং. √অনক্ + অন্ (ভা)]। বিণঃ **অংকনীয়** —অঙ্কনযোগ্য, অঙ্কিত করিতে হইবে এমন।

অংকিত—বিণঃ চিহ্নিত; শোভিত; ক্ষোদিত, বিবৃত, গ্রথিত। [সং. √অনক্ + ত (র্ম)]।

অংকী—বিণঃ দাগওয়ালা, দাগী; কলঙ্কযুক্ত ('অঙ্কী কলানিধি')। [সং. অঙ্ক + ইন্]।

অংকীয়—**অংক** দ্রঃ।

অংকুর—বিঃ বীজ হইতে যাহা প্রথম বাহির হয়, কল; মুকুল; উন্মেষ, সঞ্চার ('ভাবের অঙ্কুর': জ্ঞান.); উদ্ভিন্ন বা নবোদিত বস্তু, আদি, সূত্রপাত (অঙ্কুরে বিনাশ); আগা (তৃণাঙ্কুর, কুশাঙ্কুর)। [সং. √অনক্ + উর]। বিণঃ **অংকুরিত** —মুকুলিত; প্রকাশিত, আবির্ভূত। বিণঃ **অংকুরোদয়, অংকুরোদ্গম**—কলের বা মুকুলের প্রকাশ; সূত্রপাত; উন্মেষ।

অংকুশ, (বিরল) **অংকুষ**-বিঃ মাহুতগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হস্তিতাড়নদণ্ড; ডাঙ্গস; আঁকশি, hook। [সং. √অনক্ + উশ্, উষ্ (ণে)]।

অংকোপরি—অব্যঃ কোলের উপর। [সং. অঙ্ক + উপরি]।

অঙ্গ—বিঃ অবয়ব, শরীরের অংশ, limb, শরীর ('কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে': ভা. চ.); আকৃতি, মূর্তি ('একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে': রবীন্দ্র); অপরিহার্য অংশ (কর্মের অঙ্গ); উপকরণ (পূজার অঙ্গ), (উদ্ভি) ইন্দ্রিয়, organ [বি. প.]; ভাগলপুর জেলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীন নাম (?)। [সং. √অনগ্ + অ (র্তৃ, ণে)]। বিঃ **-গ্রহ**—দেহের আক্ষেপ বা বেদনা; ধনুষ্টঙ্কার-রোগ। বিঃ **-গ্লানি**—শরীরের কষ্ট; দেহের ময়লা। বিঃ **-চালন, -সঞ্চালন**—শরীরের নাড়াচাড়া; ব্যায়াম। বিঃ **-চ্ছেদ, -চ্ছেদন**—দেহের অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া; মূল আকারের অংশ কর্তন। **-জ, -জনু** —(১)বিণঃ দেহজাত; উদ্ভিদ্‌ধর্মী, vegetative [বি. প.]; (২)বিঃ সন্তান। বিণঃ বিঃ-**জা**। বিঃ **-ত্র, -ত্রাণ**—বর্ম, সাঁজোয়া। বিঃ **-ন্যাস**—বিভিন্ন মন্ত্রোচ্চারণের সহিত দেহের হৃদয়াদি বিভিন্ন অংশ স্পর্শকরণ। বিঃ **-প্রত্যঙ্গ**—অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ (অঙ্গের অংশ); সমুদয় দেহ। বিঃ **-প্রায়শ্চিত্ত**—অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিনে পাপমোচনার্থ দেহশোধন। বিঃ **-বিকৃতি**—দেহের বা চেহারার বিকার, monstrosities [বি প.], **অপস্মার,** মৃগীরোগ, apoplexy। বিঃ **-বিক্ষেপ**—নৃত্যাদিকালে দেহসঞ্চালন। বিঃ **-বিন্যাস**—দেহের ভঙ্গি বা ঢং, posture [বি. প.]। বিণঃ **-বিহীন**—দেহের অংশবিশেষ নাই এমন, বিকলাঙ্গ, (বিরল) অশরীরী। বিণ(স্ত্রী): **-বিহীনা**। বিঃ **-ভঙ্গ, -ভঙ্গি**—অঙ্গচালনার দ্বারা মনোভাবের ইঙ্গিতজ্ঞাপন, ইশারা। বিঃ **-মর্দন**—গা-টেপা, massage। বিঃ **-রক্ষা, -রাখা**—আঙরাখা, জামা। বিঃ **-রাগ**—প্রসাধন, দেহসজ্জা, প্রসাধনদ্রব্য। বিঃ **-রাজ**—অঙ্গদেশের অধিপতি; মহাভারতের প্রসিদ্ধ বীর কর্ণ। বিঃ **-রুহ**—লোম, পশম, পালক। বিঃ **-সংস্থান**—দেহের গঠন বা গঠনতত্ত্ব, morphology [বি. প.]। বিঃ **-সৌষ্ঠব**—দেহের সৌন্দর্য। বিঃ **-হার**—নৃত্যগীতাদির বিধি অনুযায়ী অঙ্গচালনা; অঙ্গভঙ্গি। বিঃ **-হানি**—দেহের কোন অংশের ক্ষতি; অনুষ্ঠানের বা কার্যাদির আংশিক ত্রুটি। বিণঃ **-হীন**—বিকলাঙ্গ; (অনুষ্ঠান কার্য ইত্যাদি সম্বন্ধে) অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ; (বিরল) অশরীরী।

অঙ্গদ—বিঃ কেয়ূর বাজু প্রভৃতি অলঙ্কার; বানররাজ বালির পুত্র। [সং.]।

অঙ্গন—বিঃ আঙ্গিনা, উঠান, প্রাঙ্গণ। [সং.]।

অঙ্গনা—বিঃ দেহসৌষ্ঠবসম্পন্না রমণী। [সং.]

অঙ্গাঙ্গি—অব্য. বিঃ অঙ্গে অঙ্গে টানাটানি; স্বপক্ষীয়ের প্রতি পক্ষপাত। [সং. অঙ্গ +

অঙ্গ+বাং. ই]। বিঃ **-ভাব, -সম্বন্ধ**—প্রগাঢ় সৌহার্দ্য ; অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ; (দর্শ.) অঙ্গ ও অঙ্গী (=অঙ্গ আছে যাহার বা যাহাতে) : এতদুভয়ের সম্পর্ক বা এতদুভয়ের সম্পর্কের ন্যায় সম্পর্ক, গৌণমুখ্য-ভাব।

অঙ্গাবরণ—বিঃ দেহের আচ্ছাদন ; পরিচ্ছদ। [সং অঙ্গ+আবরণ]।

অঙ্গার—বিঃ কয়লা, আবর্জনা ; কলঙ্ক। (কুলাঙ্গার) [সং. √অনগ্+আর (র্তৃ)]। **অঙ্গারক রসায়ন**—জৈব রসায়ন, organic chemistry [বি. প]। বিঃ **-ধানিকা, -ধানী**—আগুনের মালসা ; ধুনুচি। বিঃ **-পর্ণী**—বামুনহাটির গাছ (ইহার ডাঁটা ও পাতার শিরাগুলি লালবর্ণ)। বিঃ **-যৌগিক**—carbon compounds। বিঃ **অঙ্গারাম্ল**—কার্বনিক অ্যাসিড (carbonic acid) [বি. প.]।

অঙ্গিরাঃ, (চলিত) **অঙ্গিরা**—বিঃ অন্যতম সপ্তর্ষি। [সং. অঙ্গিরস্]।

অঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বিণঃ দেহবিশিষ্ট, শরীরী। [সং. অঙ্গ+ইন্]।

অঙ্গীকরণ—বিঃ অঙ্গীকার-করণ। [সং.]।

অঙ্গীকার—বিঃ প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা ; স্বীকার। [সং.]। বিণঃ **অঙ্গীকৃত**—প্রতিশ্রুত।

অঙ্গীভূত—বিণঃ অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ; অন্তর্গত। [সং. অঙ্গ+ঈ (চ্বি)+ √ভূ+ত (র্ম)]।

অঙ্গুরী, অঙ্গুরি, অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক—বিঃ আংটি। [সং.]।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী, অঙ্গুল—বিঃ আঙুল। [সং.] বিঃ **-নির্দেশ**—অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা প্রদর্শন। বিঃ **-সঙ্কেত, -হেলন**—আঙুল নাড়িয়া ইশারা। বিঃ **অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ**—সীবনকালে সুচের খোঁচা এড়াইবার জন্য আঙুলে পড়িবার একপ্রকার টুপি, (সেতার-বাদকদের) মেরজাপ। বিঃ **অঙ্গুলীয়ক**—আংটি। [সং.]।

অঙ্গুষ্ঠ—বিঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি। [সং]।

অঙ্গুষ্ঠানা, অঙ্গুস্তানা—বিঃ অঙ্গুলিত্র ; চামাটি ; মেরজাপ। [ফা. অঙ্গুস্তানা—তু. সং. অঙ্গুষ্ঠত্রাণ]।

অঙ্ঘ্রি—বিঃ চরণ, পদ ('কমলাঙ্ঘ্রিতল': কাশী)। [সং. √অঙ্ঘ্+রি (ণে)]।

অচক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—বিণঃ চক্ষুহীন ; অন্ধ। [সং. ন+চক্ষুঃ]।

অচঞ্চল, অচপল—বিণঃ চঞ্চলতাশূন্য ; স্থায়ী ; অব্যাকুল ; ধীর। [সং. ন+চঞ্চল, চপল]। বিণ(স্ত্রী): **অচঞ্চলা**।

অচতুর—বিণঃ চতুর কৌশলী বা দক্ষ নহে এমন। বিণ(স্ত্রী): **অচতুরা**।

অচপল—**অচঞ্চল** দ্রঃ।

অচর—বিণঃ গতিহীন, স্থাবর (চরাচর)। [সং. ন+চর]।

অচল -(১) বিণঃ গতিহীন, স্থির, অটল ; অব্যবহার্য, অপ্রচলিত (অচল প্রথা) ; জাল (অচল টাকা), নির্বাহ করা বা পরিচালনা করা শক্ত এমন (অচল সংসার) ; যথারীতি কাজ করা প্রায় অসম্ভব এমন (অচল অবস্থা) ; পতিত (সমাজে অচল) ; অকেজো (অচল ঘড়ি), নিস্পন্দ (অচল নাড়ী)। (২) বিঃ পর্বত। [সং. ন+চল]। বিঃ **-রাজ**—হিমালয়। **অচলা**—(১) বিণ(স্ত্রী): অচঞ্চলা, স্থিরা (অচলা ভক্তি) ; (২) বিঃ পৃথিবী। বিঃ **-ন**—অপ্রচলন বিণঃ **-নীয়**—প্রচলনের অযোগ্য। বিঃ **অচলায়তন**—প্রগতিবর্জিত ও অন্যায় গোড়ামিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানাদি। বিণঃ **অচলিত**—অপ্রচলিত।

অচালন—বিঃ স্থানান্তর না করণ ; অপ্রয়োগ। [সং. ন+চালন]। বিণঃ **অচালনীয়, অচাল্য**—চালনার বা স্থানান্তরকরণের অযোগ্য।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—বিণঃ দুশ্চিকিৎস্য, অপ্রতিকার্য। [সং.ন+চিকিৎসনীয়, চিকিৎস্য]। বিঃ **অচিকিৎসা**—চিকিৎসার অভাব ; কু-চিকিৎসা। বিণঃ **অচিকিৎসিত**—চিকিৎসা করা হয় নাই এমন।

অচিকীর্ষু—বিণঃ করিতে অনিচ্ছুক, অলস। [সং. ন+চিকীর্ষু]।

অচিন, অচিনা—**অচেনা**-র গ্রাম্য রূপ।

অচিন্তনীয়, অচিন্ত্য—বিণঃ চিন্তা করা বা ধারণা করা যায় না এমন, চিন্তার অতীত। [সং.]।

অচিন্তিত, অচিন্তিতপূর্ব—বিণঃ আগে ভাবা বা অনুমান করা হয় নাই এমন। [সং.]।

অচির—বিণঃ হ্রস্ব, অল্পকালস্থায়ী ('অচিরদ্যুতি')। [সং ন+চির]। বিঃ **-কারী** (-রিন্)—**ক্ষিপ্রকারী**। বিঃ **-কাল**—ক্ষণকাল। ক্রি-বিণঃ **-কালে**—শীঘ্র, অনতিবিলম্বে। বিণঃ **-ক্রিয়**—দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী, দীর্ঘসূত্র নহে এমন। বিণঃ **-স্থায়ী** (-য়িন্)—চিরদিন থাকে না এমন, নশ্বর ; ক্ষণস্থায়ী। অব্য. **অচিরাৎ—শীঘ্র,**

অনতিবিলম্বে। ক্রি-বিণঃ **অচিরে**—অনতিবিলম্বে, শীঘ্র।

অচূর্ণ, অচূর্ণিত—বিণঃ গুঁড়ান নহে এমন; আস্ত, গোটা; বিনষ্ট হয় নাই এমন। [সং. ন+চূর্ণ, চূর্ণিত]।

অচেতঃ (-তস্), (চলিত) **অচেত**—বিণঃ অজ্ঞান; অবিবেকী; তত্ত্বজ্ঞানহীন ('অচেত-চিত্ত': ভা. চ.)। [সং]।

অচেতন, অচৈতন্য—বিণঃ চেতনাশূন্য, সংজ্ঞাহীন; অজ্ঞান, মূর্খ; মোহগ্রস্ত; জড়। [সং. ন+চেতন, চৈতন্য]।

অচেনা, অচিন, অচিনা—(১)বিণঃ অপরিচিত, অজ্ঞাত। (২)বিঃ অপরিচিত ব্যক্তি। [সং. ন+বাং. চেনা]।

অচেষ্ট—বিণঃ চেষ্টাহীন, নিরুদ্যম; অসাড় ('ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া': চৈ. ভা.)। [সং. ন+চেষ্টা]। বিণঃ **অচেষ্টিত**—যাহার জন্য চেষ্টা করা হয় নাই এমন, খোঁজা বা পরীক্ষা করা হয় নাই এমন।

অচৈতন্য—**অচেতন** দ্রঃ।

অচ্ছ—(১)বিণঃ স্বচ্ছ, নির্মল, স্ফটিকবৎ। (২)বিঃ স্ফটিক। [সং. ন+ √ছো+অ (র্তৃ)]।

অচ্ছদ—বিণঃ অনাচ্ছাদিত, অনাবৃত, খোলা; ছাদহীন। [সং. ন+ছদ]।

অচ্ছিদ্র—বিণঃ ছিদ্ররহিত; ত্রুটিহীন। [সং. ন+ছিদ্র]।

অচ্ছুৎ, অচ্ছুত—বিণঃ ছোঁওয়া যায় না বা ছোঁওয়া উচিত নহে এমন; অশুচি, অস্পৃশ্য। [সং. অশুদ্ধ, অথবা ন+ √ছুপ (=স্পর্শ করা) > ছুৎ, ছুত]। বিঃ **-জাতি**—ভারতীয় হিন্দুদের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়, হরিজন-সম্প্রদায় [গান্ধী]।

অচ্ছেদ্য—বিণঃ ছেদনের অসাধ্য। [সং. ন+ছেদ্য]।

অচ্ছোদ—(১)বিণঃ স্বচ্ছজলবিশিষ্ট ('অচ্ছোদ-সরসীনীরে': রবীন্দ্র)। (২)বিঃ হিমালয়-প্রদেশস্থ সরোবরবিশেষ। [সং. অচ্ছ+উদ] বিঃ **-পটল**—অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণবিশেষ, cornea [বি. প.]।

অচ্যুত—(১)বিঃ কৃষ্ণ, বিষ্ণু (স্বীয় পদ হইতে যিনি চ্যুত হন না)। (২)বিণঃ ভ্রষ্ট বা স্খলিত হয় নাই এমন; স্থির, অবিনাশী। [সং. ন+ √চ্যু+ত (র্তৃ)]।

অছ্—**আছ্**-এর অপ্র. বিকৃত রূপ।

অছি—বিঃ অভিভাবক; তত্ত্বাবধায়ক, administrator, trustee। [আ. ৱসী]।

অছিয়তনামা—বিঃ ইচ্ছাপত্র, উইল (will)। [আ. ৱসীয়ৎ+ফা. নামা]।

অছিলা—বিঃ ছল, ছুতা, অজুহাত। [ফা. ৱসীলা]।

অছু—সর্ব.ঃ (অপ্র.) উহার। [সং. অস্য]।

অছুৎ, অছুত—**অচ্ছুৎ**-এর রূপভেদ।

অজ$_1$—(১)বিণঃ জন্মহীন। (২)বিঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; রামচন্দ্রের পিতামহ; জীবাত্মা; কন্দর্প, কামদেব। [সং. ন+ √জন্+অ (র্তৃ)]। বি (স্ত্রী)ঃ **অজা**$_1$—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি।

অজ$_2$—বিঃ ছাগ, মেষ; (জ্যোতি.) মেষরাশি। [সং. √অজ্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **অজা**$_2$—ছাগী, ভেড়ী। বিঃ **অজাযুদ্ধ**—মেড়ার লড়াই (যাহাতে প্রকৃত যুদ্ধ অপেক্ষা আস্ফালনই অধিক); বহ্বারম্ভ।

অজ$_3$—বিণঃ (মন্দার্থে) নিতান্ত, খাঁটি (অজ মূর্খ, অজ পাড়াগাঁ); গোটা, সমস্ত (অজ পুকুরটা)। [দেশী]।

অজগর—বিঃ (ছাগল, হরিণ প্রভৃতি গিলিয়া ফেলিতে সক্ষম) একজাতীয় অতি বৃহৎ সর্প। [সং. অজ+ √গৃ+অ (র্তৃ)]।

অজচ্ছল—বিণঃ অঢেল, দেদার। [সং. অজস্র]।

অজন্ত—বিণঃ (ব্যাক.) স্বরান্ত। [সং. অচ্+অন্ত]।

অজন্মা (-মন্)—(১) বিঃ শস্যাদির জন্ম না হওয়া; দুর্ভিক্ষ। (২) বিণঃ জন্মহীন; জারজ। [সং. ন+জন্মন্]।

অজপা—বি(স্ত্রী)ঃ বিনা আয়াসে (অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারূপে) যাহা জপা যায়; "হংসঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ('অজপা জপিয়া: ভা.চ.); প্রাণবায়ু ('অজপা হতেছে শেষ'); তান্ত্রিকদের দেবী। [সং. ন+ √জপ্+অ+আ(স্ত্রী)]।

অজবীথি—বিঃ দেবযান; আকাশের ছায়াপথ, Milky Way। [সং. অজ+বীথি]।

অজবুক—**উজবুক**-এর রূপভেদ।

অজয়—(১)বিঃ জয়ের অভাব; পরাজয়; নদবিশেষ। (২)বিণঃ অজেয়। [সং. ন+জয়]।

অজর—(১)বিণঃ জরাগ্রস্ত হয় না এমন। (২)বিঃ দেবতা। [সং. ন+জরা]। বিণঃ **অজরামর**—বার্ধক্যশূন্য ও মৃত্যুহীন।

অজস্র—(১)বিণঃ অসংখ্য, দেদার, অপরিমিত।

(২)ক্রি-বিণ: সতত, অবিরত। [সং. ন+ √জন্‌+র]।

অজহল্লিঙ্গ—বি: (ব্যাক.) যে শব্দ ভিন্ন লিঙ্গের শব্দের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না। [সং. ন+জহৎ+লিঙ্গ]।

অজা—**অজ**১ ও **অজ**২ দ্রঃ।

অজাগর—**অজগর**-এর অশু. কথ্যরূপ।

অজাত—(১)বিণ: জন্মে নাই এমন, জন্মহীন, (প্রাদে.) হীনজাতি; জারজ। (২)বি: (বাং.) অনাচরণীয় জাতি বা বংশ, অঘর। [সং. ন+ জাত]। **-শত্রু**—(১)বিণ বি: যাহার শত্রু জন্মে নাই এমন (ব্যক্তি), (২)বি: মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র; যুধিষ্ঠির। বিণ: **-শ্মশ্রু**—দাড়ি ওঠে নাই এমন; অল্পবয়স্ক।

অজানত, অজানতে, অজান্তে—ক্রি-বিণ: অজ্ঞাতসারে, না জানিয়া, গোপনে। [বাং. অজানিত]।

অজানা, অজানিত—(১)বিণ: অজ্ঞাত, অপরিচিত। (২)বি: অপরিচিত ব্যক্তি ('কত অজানারে জানাইলে তুমি' : রবীন্দ্র); অজ্ঞাত স্থান ('মন যেতে চায় কোন্ অজানায়' : রবীন্দ্র)।। [সং. ন+বাং. জানা, জানিত]।

অজিজ্ঞাস্য—বিণ: জিজ্ঞাসার অযোগ্য। [সং. ন +জিজ্ঞাস্য]।

অজিত—(১)বিণ: অপরাজিত, অবশীভূত। (২)বি: বিষ্ণু, শিব। [সং. ন+জিত]।

অজিতেন্দ্রিয়—বিণ: ইন্দ্রিয় যাহার জিত বা বশীভূত নহে এমন; ইন্দ্রিয়পরায়ণ। [সং. ন +জিত+ইন্দ্রিয়]।

অজিন—বি: মৃগচর্ম; পশুচর্ম (গজাজিন)। [সং]।

অজিফা—বি: বরাদ্দ বৃত্তি বা খাদ্য; নিত্য ধর্মশাস্ত্রপাঠ। [ফা. ৱজিফা]

অজীর্ণ—(১) বিণ: জীর্ণ বা হজম হয় নাই এমন। (২)বি: বদহজম, indigestion; হজমশক্তির অভাবজনিতরোগ, dyspepsia। [সং.]।

অজু—বি: হস্তপদাদি প্রক্ষালন। [আ রজু]।

অজুরদার—বি: মজুরি গ্রহণকারী, মজুর, শ্রমিক। [ফা.]।

অজুরা—বি: বেতন, মজুরি। [ফা.]।

অজুহাত—বি: কারণ; ওজর, অছিলা। [ফা. ৱজুহাত]।

অজেয়—বিণ: জয় করা যায় না এমন; বশ মানান যায় না এমন। [সং. ন+জেয়]।

অজৈব—বিণ: জীব অর্থাৎ প্রাণী বা উদ্ভিদ্ সম্বন্ধীয় নহে এমন, inorganic। [সং. ন+ জৈব]। **অজৈব খাদ্য**— inorganic food। **অজৈব রসায়ন**— inorganic chemistry। **অজৈব লবণ**— mineral salt। **অজৈব সার** —খনিজ সার, mineral manure [বি. প.]।

অজ্ঞ—বিণ: অজ্ঞান; মূর্খ, নির্বোধ; অশিক্ষিত। [সং. ন+ √ জ্ঞা+অ (র্তৃ)]। বি: **-তা**। বিণ: **অজ্ঞতামূলক**—মূর্খতা বা অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন।

অজ্ঞাত—বিণ: অবিদিত; অপ্রকাশিত। [সং. ন +জ্ঞাত]। বিণ: **-কুলশীল**—বংশপরিচয় বা স্বভাবচরিত্র জানা নাই এমন। বিণ: **-নামা** (-মন্)—অপ্রসিদ্ধ বা অজানা নামবিশিষ্ট। বিণ: **-পরিচয়**—পরিচয় জানা যায় নাই এমন। বি: **-বাস**—গোপনে বা অন্যের অগোচরে অবস্থান। বি: **-রাশি**—unknown quantity [বি. প.]। ক্রি-বিণ: **-সারে, অজ্ঞাতে**—গোপনে।

অজ্ঞান—(১)বিণ: জ্ঞানশূন্য, মূর্খ, অশিক্ষিত; সংজ্ঞাশূন্য, মূর্ছিত, মুগ্ধ। (২)বি: জ্ঞানের অভাব; মায়া, অবিদ্যা। [সং. ন+জ্ঞান]। বি: **-তা**। বিণ: **-কৃত**—ভুল করিয়া বা অজ্ঞতাবশতঃ সম্পাদিত। বি: **-তিমির**—মূর্খতারূপ অন্ধকার; মায়াঘোর। বি: **-বাদ**, (পরি.) **অজ্ঞাবাদ**—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে কিছু থাকিলেও তাহা মানুষের পক্ষে জানা অসাধ্য: এই মত, agnosticism। বিণ. বি: **-বাদী** (-দিন্), **অজ্ঞাবাদী** (-দিন্)—অজ্ঞাবাদে বিশ্বাসী, agnostic। বিণ: **অজ্ঞানী**—জ্ঞানহীন; তত্ত্বজ্ঞানহীন; মূর্খ; বিষয়বিশেষে জ্ঞানহীন। ক্রি-বিণ: **অজ্ঞানে**—না জানিয়া।

অজ্ঞাবাদ—**অজ্ঞান** দ্রঃ।

অজ্ঞেয়—বিণ: জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এমন; জ্ঞানাতীত। [সং. ন+জ্ঞেয়]।

অঝর, অঝোর—বিণ: অবিশ্রান্ত, বিরামহীন (অঝর বর্ষণ); অবিরাম বর্ষণশীল (অঝর নয়ন)। [সং. অজস্র]। ক্রি-বিণ: **অঝরে, অঝোরে**—অবিশ্রান্ত ধারায়; ঝরঝর করিয়া।

অঞ্চল—বি: আঁচল, বস্ত্রের প্রান্তভাগ; প্রান্তভাগ ('নয়নক অঞ্চল' : ভা. চ.); দেশাংশ, এলাকা, তল্লাট (মেরু-অঞ্চল)। [সং. √অন্চ্+অল]। বি:

-নিধি—যে মূল্যবান্ সম্পদকে আঁচলে ঢাকিয়া সংরক্ষিত করা হয় ; (আদরে) সন্তান বা পুত্র ; (কৌতু.) স্বামী। বিঃ -প্রভাব—স্ত্রীর প্রভুত্ব।
অঞ্চিত—বিণঃ পূজিত ('বিরিঞ্চি-অঞ্চিত পদ' : মধু.); উত্থিত (রোমাঞ্চিত), বক্রীকৃত, গ্রথিত, ভূষিত। [সং. √অন্চ্+ত (ম)]।
অঞ্জন—বিঃ চক্ষুর প্রসাধনদ্রব্য, কাজল, সুর্মা ; মালিন্য, ভুসা ; (আয়ু.) বিবিধ ধাতুঘটিত দ্রব্য (রসাঞ্জন, নীলাঞ্জন), আঁজনাই। বিঃ -শলাকা চক্ষে কাজল দিবার কাঠি। [সং.]।
অঞ্জনিকা—বিঃ আঁজনাই। [সং.]।
অঞ্জলি—বিঃ যুক্তকর, আঁজল, যুক্তকরে প্রদত্ত পুষ্পাদি ; সেবা, ভজনা ('দেবগণ যারে করেন অঞ্জলি' : ক. ক.), আঁজলের পরিমাণ। [সং. √অন্জ্+অলি (ণে)]। বিঃ -পুট—করতল-দ্বয়দ্বারা রচিত গণ্ডূষাকার গহ্বর। বিণঃ -বদ্ধ —যুক্তকর। বিঃ -বন্ধ—অঞ্জলি (-করণ)।
অটবী, অটবি—বিঃ অরণ্য, বন। [সং.]।
অটল—বিণঃ অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ়। [সং.]।
অটুট—বিণঃ অক্ষুণ্ণ, আস্ত, নিখুঁত। [সং. ন+ বাং. টুট (সং. √ত্রুট্)]।
অটো—বিঃ গন্ধসার, আতর। [ইং otto]।
অটোগ্রাফ্—বিঃ স্বহস্তলেখ, হাতের লিখন। [ইং autograph]।
অট্ট—বিণঃ অতিশয়, উচ্চ (অট্টহাসি)। [সং.]।
অট্ট অট্ট, অট্টট্ট—(১)বিঃ অতি উচ্চ বা বিকট হাসি ('অট্ট অট্ট হাসিতেছে' : ভা. চ.); (২)বিণঃ ঐরূপ ধ্বনিযুক্ত ('মুখে অট্ট অট্ট হাসিছে' : শি.)। বিঃ -নাদ, -নিনাদ, -রব, -রোল—অতি উচ্চ ধ্বনি। বিঃ -হাস, -হাসি, -হাস্য—অতি উচ্চ বা বিকট হাসি।
অট্টালিকা—বিঃ প্রাসাদ, পাকা বাড়ি, ইমারত্। [সং.]।
অড়হর, অড়র—বিঃ কলাইবিশেষ, দালবিশেষ। [হি. অরহর]।
অডিকলন—**ওডিকলন**-এর রূপভেদ।
অডিট—বিঃ (ব্যবসা-বাণিজ্য-সম্পর্কিত) হিসাবের ও খাতাপত্রের পরীক্ষা। [ইং. audit]। বিঃ -র—হিসাব-পরীক্ষক। [ইং. auditor]।
অঢেল—বিণঃ প্রচুর, অজস্র। [দেশী]।
অণি, অণী—বিঃ চক্রধুরার প্রান্তস্থ খিল ; সূঁচ শূল প্রভৃতির ডগা ; প্রান্ত, সীমা। [সং. √অন্ +ই+ক (+ঈ-স্ত্রীলিঙ্গে)]।
অণিমা (-মন্)—বিঃ সূক্ষ্মত্ব ; অতি সূক্ষ্ম আকার ধারণের দৈবী শক্তি, যাহার বলে দেবতা ও উপ-দেবতাগণ অলক্ষ্যে সর্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। [সং. অণু+ইমন্ (ভা.)]।
অণীয়ান্—বিণ. অণুতর ; সূক্ষ্মতর ; ক্ষুদ্রতর। [সং. অণু+ঈয়স্]।
অণু—(১)বিণঃ ক্ষুদ্র, অল্প, ঈষৎ। (২)বিঃ সূক্ষ্ম-তম বা ক্ষুদ্রতম অংশ ; একটুখানি ; পদার্থের অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম অংশ, molecule ; (অশু) পরমাণু, atom। [সং. √অণ্+উ (র্তৃ)]। বিঃ -বীক্ষণ—সূক্ষ্মদর্শক যন্ত্রবিশেষ, microscope। বিঃ -ভা—ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। বিঃ -মঞ্জরী—ফুলের বৃহত্তর ছড়ার অংশভূত ক্ষুদ্রতর ছড়া, spikelet [বি. প] বিণঃ -মাত্র—কিছু মাত্র, অত্যল্প পরিমাণ।
অণুচ্ছেদ—**অনুচ্ছেদ** দ্রঃ।
অণ্ড—বিঃ ডিম্ব ; অণ্ডকোষের বীচি, গোলা-কার বস্তু। [সং.]। বিঃ -কোষ, (বিরল) -কোশ —মুষ্ক, হোল। -জ—(১)বিণঃ ডিম্বজাত, oviparous, (২)বিঃ ডিম্বজাত প্রাণী। বিণঃ অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি—ডিমের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট, oval।
অত—(১)বিণ. ক্রি-বিণঃ ঐ পরিমাণ (অত হাসি ভাল নয়, অত হাসিও না)। (২)সর্বঃ ঐ পরিমাণ বেশী বস্তু বা বিষয় (অত চাই না)। [সং. ইয়ৎ]। বিঃ -শত—অত প্রকার ; ঐসব নানা-প্রকার ব্যাপার বা বিষয়।
অতএব—অব্যঃ এইজন্য ; সুতরাং, কাজে-কাজেই। [সং. অতঃ+এব]।
অতঃপর—অব্যঃ ইহার পর, তারপর, অনন্তর। [সং.]।
অতট—(১)বিঃ পর্বতাদির পার্শ্ববর্তী উচ্চস্থান ; নদীর উচ্চ ধার। (২)বিণঃ বিপুল। [সং.]।
অতথ্য—বিণঃ অসত্য, মিথ্যা। [সং. ন+ তথ্য]।
অতনু—(১) বিণঃ অসূক্ষ্ম, বিপুল ; দেহশূন্য, অনঙ্গ। (২)বিঃ অনঙ্গদেব, কাম, মদন। [সং]।
অতন্দ্র, অতন্দ্রিত—বিণঃ নিদ্রাহীন ; সজাগ ; সতর্ক ; মনোযোগী ; অনলস ; অবিরাম। [সং. ন+তন্দ্রা]।
অতর্ক—বিঃ কুতর্ক, অনর্থক তর্ক। [সং. ন+ তর্ক]।

অতর্কিত — বিণ: অচিন্তিত, অবিবেচিত, অলক্ষিত। [সং. ন+তর্ক+ত (র্ম)]। ক্রি-বিণ: **অতর্কিতে**—অসতর্ক অবস্থায়, হঠাৎ।

অতল—(১)বি: সপ্তপাতালের অন্যতম, প্রথম পাতাল। (২) বিণ: তলহীন, অগাধ। [সং. ন+তল]। বি: **-তল**—অগাধ জলের নিম্নদেশ। বিণ: **-স্পর্শ**—তলদেশ স্পর্শ করা যায় না এমন, অগাধ; অত্যন্ত গভীর।

অতশত—**অত** দ্র:।

অতসী—বি: স্বর্ণাভ পুষ্পবিশেষ; মসিনা, তিসি; শণ। [সং.]।

অতি—(১)অব্য. (উপ.): অধিক, অতিক্রান্ত অনুচিত, অমিত, বহির্ভূত (অতিশায়ী, অত্যাচার, অতীত, অতিপ্রাকৃত, অতিমাত্র, অতিবেল, অতিবল, অতীন্দ্রিয়)। (২)বি: অনুচিত বা খুব বেশী পরিমাণ (কোনও কিছুর অতি ভাল না)। (৩)বিণ: অতিশয় অসঙ্গত, অতিরিক্ত (অতি বাড়, অতি দুঃখ); (বক.) উৎকৃষ্ট ('সে অতি নাগর': বিদ্যা)। [সং.]। বি: **-কথা**—অতিরঞ্জিত বা অনর্থক কথা। **-কায়**—(১) বিণ: প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট, (২)বি: রাবণের জনৈক পুত্র। **-ক্রম**, **-ক্রমণ**—লঙ্ঘন, পার হওয়া, ডিঙ্গান, supersession [স. প.]। বিণ: **-ক্রম্য**, **-ক্রমণীয়**—লঙ্ঘন বা অতিক্রম করা যায় এমন; উল্লঙ্ঘনসাধ্য। বি: **-ক্রান্ত**—লঙ্ঘিত, অতীত। বি: **-চালাক**—**অতিবুদ্ধি**-র অনুরূপ। বিণ: **-তপ্ত**—অত্যন্ত গরম হইয়াছে এমন, superheated [বি. প.]। বিণ: **-তর**—অত্যন্ত ('দোঁহে প্রেম অতিতর' ভা. চ.)। বি: **-দর্প**—অতিশয় অহংকার। **অতিদর্পে হতা লঙ্কা**—অহংকার মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী: লঙ্কার মত শক্তিশালী রাজ্যেরও এই কারণে পতন ঘটিয়াছিল। বি: **-পত্তি**—তামাদি, lapse [স. প.]। বি: **-পাত**—যাপন, অতিবাহন (দিনাতিপাত)। বি: **-পাতক**—সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। বি: **-পান**—অতিরিক্ত (মদ্যাদি) পানদোষ [বি. প.]। বিণ: **-প্রাকৃত**—অনৈসর্গিক; অলৌকিক, supernatural। বিণ: **-বল**—মহাশক্তিশালী। বি: **-বাড়**—অস্বাভাবিক বৃদ্ধি; অত্যন্ত অহংকার বা বাড়াবাড়ি। **অতি বাড় বেড়ো নাকো ঝড়ে পড়ে মুড়ো**—অহংকার অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে পতন ঘটিবেই। বি: **-বাদ**—পরিবচন; কঠোর বাক্য; অত্যুক্তি। বি: **-বাহন**—যাপন, ক্ষেপণ। বিণ: **-বাহিত**—কাটান হইয়াছে বা কাটিয়া গিয়াছে এমন। **-বিষ**—(১)বিণ: বিষঘ্ন; বিষনাশক; (২)বি: কাঠবিষ (Aconitum Ferox)। বি: **-বৃষ্টি**—শস্যাদির পক্ষে হানিকর অত্যধিক পরিমাণ বৃষ্টি। বিণ. বি: **-বুদ্ধি**—অত্যন্ত চালাক (লোক), বাহ্যতঃ বুদ্ধিমান্ হইলেও প্রকৃতপক্ষে বোকা (লোক)। **অতিবুদ্ধির (বা অতিচালাকের) গলায় দড়ি**—অতিরিক্ত চালাক লোক নিজের চালাকির দ্বারাই আপনার সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। বি: **-ভক্তি**—(কৃত্রিম) ভক্তির আধিক্য; ভক্তির ভান। **অতিভক্তি চোরের লক্ষণ**—ভক্তিপ্রদর্শনের দ্বারা বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিলে চুরি করার সুবিধা হয় বলিয়া অতিরিক্ত ভক্তি দেখিলে সন্দেহ জাগে যে ইহার পশ্চাতে বোধ হয় চুরির গোপন উদ্দেশ্য আছে। বি: **-ভোজন**—প্রয়োজনের অতিরিক্ত (স্বাস্থ্যহানিকর) ভোজন। **-মন্দা**—(১) বি: (বাণি.) জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে এমন অবস্থা, slump; (২) বিণ: ঐরূপ অবস্থাপূর্ণ। বিণ: **-মাত্র**—মাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছে এমন, অত্যন্ত। বি: **-মান**—অস্বাভাবিক রকম অধিক আত্মগৌরব বা অহঙ্কার। **-মানব**, **-মানুষ**—(১) বি: মহামানব, মহাপুরুষ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি, superman, পরম জ্ঞানী পুরুষ; (২)বিণ: মহামানবতুল্য। বিণ: **-মানবিক**, **-মানুষিক**—মহামানবের যোগ্য বা সম্পর্কিত; অলৌকিক। বি: **-রঞ্জন**—অত্যুক্তি; প্রকৃত অবস্থাকে বাড়াইয়া বর্ণনা (-করণ)। বিণ: **-রঞ্জিত**—বাড়াইয়া বলা হইয়াছে এমন। বি: **-রথ**—যে যোদ্ধা এককালে অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। বিণ: **-রিক্ত**—প্রয়োজনের অধিক; বাড়তি, additional; উদ্বৃত্ত, surplus; (উদ্ভি.) ফালতু, accessory [বি. প.]। বি: **-রেক**—প্রাচুর্য, বাড়তি, excess, surplus [স. প.]। **-শয়** (১)বিণ:—অত্যন্ত, খুব; (২)বি: আধিক্য (সৌন্দর্যাতিশয়)। বি: **-শয়োক্তি**—উপমেয়ের উল্লেখহীন ও উপমানের প্রাধান্যপূর্ণ বাঙ্গালা এবং সংস্কৃতের অর্থালঙ্কারবিশেষ (যথা—'মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা বাজায় বৈশাখী সন্ধ্যাঝঞ্ঝার দামামা': রবীন্দ্র), hyperbole; কথার বাড়াবাড়ি। বি: **-সার**,

অতীসার—উদরের পীড়াবিশেষ, আমাশয় প্রভৃতি রোগ।

অতিথি, (গ্রা.) **অতিথ**—বিঃ অভ্যাগত; আগন্তুক। [সং. √অত্+ইথি (র্তৃ)]। বিঃ **-শালা**—অতিথিদের থাকিবার গৃহ। বিঃ **-সৎকার, -সেবা**—অতিথিগণকে আহার ও আশ্রয় দান।

অতিষ্ঠ—বিণঃ স্থির থাকা দুঃসাধ্য এমন; অস্থির; উত্যক্ত। [সং. ন+তিষ্ঠ]।

অতীত—(১)বিণঃ বিগত, মৃত; হইযা বা ঘটিয়া গিয়াছে এমন; পূর্বে ছিল কিন্তু এখন নাই এমন; বহির্ভূত (দৃষ্টির অতীত)। (২)বিঃ বিগত কাল। [সং. অতি+ √ই+ত]। বিঃ **-বেত্তা**—যিনি অতীতকালের কাহিনী জানেন। বিণঃ **-বেদী**—অতীতকালের তথ্য জানে এমন।

অতীন্দ্রিয়—বিণঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এমন, ইন্দ্রিয়াতীত। [সং. অতি+ইন্দ্রিয়]। বিঃ **-তা** (অধুনা অনেক সময় transcendentalism অর্থে ব্যবহৃত)।

অতীব—বিণঃ অত্যন্ত, অতিশয়, খুব, অধিক। [সং অতি+ইব]।

অতিসার—অতি দ্রঃ।

অতুল, অতুলন, অতুলনীয়, অতুল্য—বিণঃ তুলনাহীন, অনুপম। [সং. ন+তুল, তুলন, তুলনীয়, তুল্য]। বিণ(স্ত্রী): **অতুলনা, অতুলনীয়া**।

অতুষ্ট—বিণঃ তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট নহে এমন। [সং. ন+তুষ্ট]। বিঃ **অতুষ্টি**।

অতৃপ্ত—বিণঃ আশা মিটে নাই এমন; সন্তোষহীন; অসন্তুষ্ট। [সং. ন+তৃপ্ত]। বিঃ **অতৃপ্তি**।

অত্যধিক—বিণঃ অত্যন্ত বেশী; উচিত বা প্রয়োজনের অপেক্ষাও বেশী। [সং. অতি+অধিক]।

অত্যন্ত—বিণঃ অতিশয়, খুব বেশী। [সং. অতি+অন্ত]। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—অতিশয় দ্রুতগামী। বিঃ **অত্যন্তাভাব**—একেবারে অভাব।

অত্যয়—বিঃ মৃত্যু, বিনাশ, বিলয় (দেহাত্যয়); অতিক্রমণ, অপগমন (কালাত্যয়); অপচয়; দোষ, অপরাধ; বিপদ্; আকস্মিক বিপদ্, emergency [স. প.]। [সং অতি+ √ই+অ (ভা)]। বিঃ **-প্রমাণপত্র**—emergency certificate। বিঃ **-সংচিতি**—emergency reserve [স. প.]।

অত্যল্প—বিণঃ অত্যন্ত কম; যৎসামান্য। [সং অতি+অল্প]।

অত্যহিত—বিঃ অত্যন্ত অনিষ্ট। [সং. অতি+অহিত]।

অত্যাগসহন—বিণঃ বিচ্ছেদ বা বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম (অত্যাগসহন বন্ধু)। [সং. ন+ত্যাগ+সহন]।

অত্যাচার—বিঃ অন্যায় ব্যবহার, দুর্ব্যবহার; উৎপীড়ন। [সং. অতি+আচার]। বিণ বিঃ **অত্যাচারী** (-রিন্)—অত্যাচারকারী, পীড়নকারী, উৎপীড়ক।

অত্যাজ্য—বিণঃ ত্যাগ করা যায় না বা ত্যাগ করা অনুচিত এমন। [সং. ন+ত্যাজ্য]।

অত্যাদর—বিঃ অতিশয় আদর বা যত্ন, আদরের বা যত্নের বাড়াবাড়ি। [সং. অতি+আদর]।

অত্যাবশ্যক—বিণঃ অত্যন্ত দরকারী। [সং অতি+আবশ্যক]।

অত্যাশ্চর্য—বিণঃ অত্যন্ত বিস্ময়কর বা অদ্ভুত। [সং. অতি+আশ্চর্য]।

অত্যাসক্ত—বিণঃ অতিশয় আসক্ত বা অনুরক্ত। [সং. অতি+আসক্ত]। বিঃ **অত্যাসক্তি**।

অত্যাহিত—বিঃ অমঙ্গল; মহাভয়। [সং. অতি+আ+ √ধা+ত (ভা)]।

অত্যুক্তি—বিঃ অতিরঞ্জিত বর্ণনা। [সং. অতি+উক্তি]।

অত্যুগ্র—বিণঃ অতিশয় উগ্র প্রখর বা তীব্র। [সং. অতি+উগ্র]।

অত্যুজ্জ্বল—বিণঃ অত্যন্ত উজ্জ্বল। [সং. অতি+উজ্জ্বল]।

অত্যুৎকৃষ্ট—বিণঃ অতিশয় উত্তম; খুব ভাল। [সং. অতি+উৎকৃষ্ট]।

অত্যুৎপাদন—বিঃ (শস্য ও শিল্পদ্রব্যাদির) প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় উৎপাদন, overproduction। [সং. অতি+উৎপাদন]।

অত্যুদ্ব্যক্ত—বিণঃ (শব্দাদি সম্বন্ধে) অত্যধিক ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত বা প্রকাশিত, over-emphatic। [সং. অতি+উৎ+ব্যক্ত]। বিঃ

অত্যুদ্ব্যক্তি—অত্যধিক ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ বা প্রকাশ।

অত্যুষ্ণ—বিণঃ অতিশয় উত্তপ্ত ; বেজায় গরম। [সং. অতি+উষ্ণ]।

অত্র—অব্য.ক্রি-বিণঃ এইস্থানে, এইখানে। [সং.]। বিণঃ **-ত্য**, **-স্থ**—এই স্থানের বা দেশের, এখানের।

অথই—বিণঃ ঠাঁই বা তল পাওয়া যায় না এমন, অগাধ। [সং. অস্তাঘ—তু. ন+স্থল]।

অথচ—অব্যঃ তাহা সত্ত্বেও, তবুও, কিন্তু। [সং.]

অথবা—অব্যঃ কিংবা, বা ; পক্ষান্তরে। [সং.]।

অথবেথে, **অথব্যথে**—**আথেবেথে**-র প্রাচীন রূপ।

অথর্ব (-র্বন্)—(১)বিঃ চতুর্থ বেদ। (২)বিণঃ নড়ার বা ওঠার শক্তিশূন্য, জরাগ্রস্ত ; অকর্মণ্য। [সং. অথ+ √ঋ+বন্]।

অথান্তর—বিঃ দুঃখকষ্ট ; দুশ্চিন্তা ; বিপদ্ ; মুশকিল ; অসুবিধা। [সং. অবস্থান্তর]।

অথির—**অস্থির**-এর কোমল রূপ।

অথৈ—**অথই**-র বানানভেদ।

অদণ্ডনীয়—বিণঃ শাস্তি দেওয়া উচিত নহে বা দেওয়া যায় না এমন। [সং. ন+দণ্ডনীয়]।

অদত্ত—বিণঃ দেওয়া হয় নাই এমন। [সং. ন+দত্ত]।

অদন—বিঃ ভোজন ; আহার, ভক্ষ্যবস্তু। [সং.]

অদন্ত—বিণঃ দন্তহীন ; এখনও দাঁত ওঠে নাই এমন। [সং. ন+দন্ত]।

অদমনীয়, **অদম্য**—বিণঃ অজেয় ; বাগ মানান যায় না এমন ; কিছুতেই কমে না এমন (অদম্য উৎসাহ)। [সং. ন+দমনীয়, দম্য]।

অদরকারী—বিঃ দরকারী নয় এমন, অপ্রয়োজনীয়। [বাং অ-+ফা. দরকার+বাং ঈ]।

অদরিদ্র—বিণঃ দরিদ্রশূন্য। [সং. ন+দরিদ্র]।

অদর্শন—(১)বিঃ দর্শনের অভাব, দৃষ্টির আড়ালে অবস্থিতি (অদর্শনে কাতর)। (২)বিণঃ দৃষ্টির অগোচর (অদর্শন হওয়া)। [সং. ন+দর্শন]।

অদলবদল—বিঃ বিনিময় ; পরিবর্তন। [আ.]।

অদহনীয়, **অদাহ্য**—বিণঃ পোড়ে না এমন, incombustible [বি. প.]। [সং. ন+দহনীয়, দাহ্য]। বিঃ **-তা**।

অদান—(১)বিণঃ দান করে না এমন, কৃপণ। (২)বিঃ দানাভাব ; যাহা দান নহে। [সং. ন+দান]। **অদানে অব্রাহ্মণে**—(আল.) সৎ বা সার্থক ব্যাপারে নহে, মিছামিছি, বাজে ব্যাপারে।

অদিতি—বিঃ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ; দেবমাতা ও কশ্যপমুনির পত্নী। বিঃ **-নন্দন**—দেবতা, অদিতির পুত্র।

অদিন—বিঃ অশুভ দিন ; দুর্দিন। [বাং. অ (= অপ্রশস্ত)+দিন]।

অদীন—বিণঃ দীন নয় এমন ; ধনী ; সমৃদ্ধ। [সং. ন+দীন]।

অদীপ—বিণঃ প্রদীপ জ্বালা হয় নাই এমন ('অদীপ সন্ধ্যা' : য. সে.)। [বাং. অ+দীপ]।

অদূর—বিণঃ দূর নহে এমন ; নিকটবর্তী। [সং. ন+দূর]। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃষ্টিহীন ; অপরিণামদর্শী ; (বিরল) হঠকারী। বিণ(স্ত্রী): **-দর্শিনী**। বিঃ **-দর্শিতা**। বিণঃ **-স্পর্শী**—উপর-উপর, ভাসা-ভাসা, অগভীর, প্রগাঢ়তাহীন, superficial [বুদ্ধ]। বিণঃ **-বর্তী** (-র্তিন্)—দূরে অবস্থিত নহে এমন। বিঃ **-বর্তিতা**। বিণঃ **-বদ্ধ**—দূরে যায় না এমন। **অদূরবদ্ধ দৃষ্টি**—দৃষ্টিক্ষীণতা, short-sightedness [বি. প.]। বিণঃ **-স্থ**—দূরে অবস্থিত নহে এমন ; নিকটবর্তী। ক্রি-বিণঃ **অদূরে**—দূরে নহে এমন ; নিকটে।

অদৃশ্য—বিণঃ দেখা যায় না এমন ; দৃষ্টির অগোচর। [সং. ন+দৃশ্য]।

অদৃষ্ট—(১)বিণঃ দেখা যায় নাই এমন ; অদেখা। (২)বিঃ ভাগ্য, নিয়তি, দৈব। [সং. ন+ √দৃশ্+ত]। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—ভাগ্যবশতঃ। বিণঃ **-চর**, **-পূর্ব**—আগে দেখা যায় নাই এমন। বিঃ **-পরীক্ষা**—ভাগ্যগণনা ; ভাগ্যের ফলাফল যাচাইকরণ। বিঃ **-পুরুষ**—ভাগ্যনিয়ন্তা দেবতা, বিধাতা। বিঃ **-বাদ**—মানুষ পূর্বজন্মের কর্মানুযায়ী এ জন্মে সুখদুঃখ ভোগ করে, অথবা মানুষের ভাগ্য অদৃশ্য হস্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় : এই দার্শনিক মত। বি. বিণঃ **-বাদী** (-দিন্)—অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী বা অদৃষ্টের উপর নির্ভরকারী। বিঃ **-লিপি**—বরাতের লিখন। **অদৃষ্টের পরিহাস**—ভাগ্যবিড়ম্বনা।

অদেখা—বিণঃ দেখা হয় নাই এমন, অদৃষ্ট। [বাং. অ+দেখা]।

অদেয়—বিণঃ দেওয়ার অযোগ্য বা অসাধ্য। [সং. ন+দেয়]।

অদৈন্য—বিণঃ দৈন্যহীন ; দীনতাহীন ; অকৃপণ ; (বাং) দারিদ্র্যহীন, ধনশালী, সম্পন্ন। [সং. ন+দৈন্য]।

অদ্বয়—(১) বিঃ ব্রহ্ম ; বৌদ্ধ। (২) বিণঃ দ্বয়শূন্য, অদ্বিতীয়। [সং. ন+দ্বয়]। বিঃ **-বাদ**—অদ্বৈতবাদ ; বৌদ্ধ মত। **-বাদী**—(১) বিঃ যিনি অদ্বয়বাদ মানেন ; বৈদান্তিক ; বুদ্ধ ; (২) বিণঃ অদ্বয়বাদসম্মত।

অদ্বিতীয়—বিঃ দ্বিতীয় বা সদৃশ নাই এমন ; অতুলনীয় ; শ্রেষ্ঠ।

অদ্বৈত—(১) বিণঃ দ্বিবিধত্ব বা দ্বিতীয়ত্বহীন অর্থাৎ ভেদশূন্য। (২) বিঃ ব্রহ্ম ; শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ। [সং. ন+দ্বৈত]। বিঃ **-বাদ**—ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই : এই দার্শনিক মত, non-dualism। **-বাদী** (-দিন্)—(১) বিঃ যিনি অদ্বৈতবাদ মানেন ; (২) বিণঃ অদ্বৈতবাদসম্মত।

অদ্ভুত—(১) বিণঃ বিস্ময়কর ; অসাধারণ ; আকস্মিক। (২) বিঃ কাব্যরসবিশেষ। [সং. অৎ+ √ভূ+উত]। বিণঃ **-কর্মা** (-র্মন্)—অসাধারণ কর্মশক্তিবিশিষ্ট ; অলৌকিক কাজ করিয়াছে বা করিতে সক্ষম এমন। বিণঃ **-দর্শন**—অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট।

অদ্য—(১) অব্য. ক্রি-বিণঃ আজ ; সম্প্রতি ; এখন। (২) বিঃ আজিকার দিন (অদ্য শুভদিন)। [সং.]। বিণঃ **-কার, -তন**—আজিকার। **অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ** — আজিকার অন্নাভাব ; (গল্পে বর্ণিত শৃগালের ন্যায়) অতিরিক্ত সঞ্চয়-শীলতা। **অদ্যাপি**—অব্যঃ আজিও, এখনও ; বর্তমান কালেও। **অদ্যাবধি**—অব্যঃ আজ হইতে ; আজ পর্যন্ত।

অদ্রব—বিণঃ গলে না বা গলে নাই এমন। [সং. ন+দ্রব]।

অদ্রাব্য—বিণঃ গলান যায় না এমন, insoluble [বি. প.]। [সং. ন+ √দ্রাবি+য (র্ম)]।

অদ্রি—বিঃ পর্বত। [সং. ন+ √দ্রা+ই]। বিঃ **-শিখর**—পর্বতের চূড়া।

অদ্রোহ—বিঃ অহিংসা ; অবিরোধ। [সং.]।

অধঃ (ধস্), (অশু.) **অধ**—অব্যঃ নিচে, নিম্নে ; পাতালে। [সং.] বিঃ **অধঃকরণ**—নিচে নামান, অবনমন ; ন্যূন বা হীন করা ; নিম্নে নিক্ষেপ ; পরাজিত করা। বিণঃ **অধঃকৃত**—নিচু করা হইয়াছে এমন ; ন্যূন বা হীন করা হইয়াছে এমন ; নিম্নে নিক্ষিপ্ত ; পরাজিত। বিঃ **অধঃক্রম**—ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া, descending order [বি. প.]। বিঃ **অধঃপতন, অধঃপাত**—অধোগতি, নীচত্বপ্রাপ্তি, নৈতিক অবনতি ; নিম্নে পতন। ক্রিঃ **অধঃপাতে যাওয়া**—উৎসন্নে যাওয়া, গোল্লায় যাওয়া। বিণঃ **অধঃপতিত**—উৎসন্নে গিয়াছে এমন। বিণঃ (অমা.) **অধঃপেতে**—অধঃপাতে গিয়াছে এমন। বিণঃ **অধঃশিরা**—নিচের দিকে মাথা করিয়া আছে এমন। বিণঃ **অধঃস্থ**—নিম্নস্থিত ; অধস্তন ; অধীন।

অধম—বিণঃ অপকৃষ্ট ; নীচ, তুচ্ছ ; জঘন্য। [সং. অধস্+ম]। বিঃ **অধমাঙ্গ**—চরণ, পা (তু. **উত্তমাঙ্গ**)। বিণঃ **অধমাধম**—অধম হইতেও অধম ; অত্যন্ত বা সর্বাপেক্ষা নীচ।

অধমর্ণ—বিঃ দেনদার, খাতক, ঋণী (তু. **উত্তমর্ণ**)। [সং. অধম+ঋণ]।

অধমাঙ্গ, অধমাধম—**অধম** দ্রঃ।

অধর—বিঃ নিচের ঠোঁট, উভয় ঠোঁট ('ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে' : রবীন্দ্র)। [সং. ন + √ধৃ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-পল্লব**—কচি পাতার ন্যায় নরম ঠোঁট। **অধরমধুপান, অধরসুধাপান**—চুম্বন।

অধরা—বিণ. বিঃ ধরা যায় না বা যায় নাই এমন (বস্তু বা ব্যক্তি)। [সং. ন+বাং. ধরা]।

অধরামৃত—বিঃ ঠোঁটের অমৃত অর্থাৎ চুম্বনরস, থুতু। [সং. অধর+অমৃত]।

অধরিক—বিণঃ নিম্নশ্রেণীর, inferior [স. প.]। **অধরিক কৃত্যক**—নিম্নশ্রেণীর সরকারী চাকরি, inferior service [স. প.]।

অধরোষ্ঠ, অধরৌষ্ঠ—বিঃ নিচের ও উপরের ঠোঁট। [সং. অধর+ওষ্ঠ]। বিণঃ **অধরৌষ্ঠ্য**—অধরোষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত হয় এমন।

অধর্ম—(১) বিঃ ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বা আচরণ ; পাপ ; অন্যায়। (২) বিণঃ পুণ্যহীন ; ধর্মবিরুদ্ধ। বিঃ **অধর্মাচরণ**—পাপ কাজ ; ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। বিণঃ **-চারী** (-রিন্), **-পরায়ণ, অধর্মাচারী** (-রিন্) **অধর্মী** (-র্মিন্)—ধর্মবিরুদ্ধ আচরণকারী ; পাপী, ধর্মহীন ; অন্যায়কারী। বিণঃ **অধর্ম্য**—ধর্মবিরুদ্ধ, পাপজনক।

অধস্তন—বিণঃ নিম্নস্থিত ; নিম্নে উৎপন্ন ; অধীন, lower subordinate [স. প.]। [সং. অধস্ +তন (ভা)]।

অধার্মিক—বিণ. বিঃ ধর্মহীন ; পাপী। [সং. ন+ ধার্মিক]। বিঃ **-তা**—ধর্মদ্রোহিতা ; পাপাচরণ।

অধি- —অব্য (উপ.): উপরি প্রাধান্য প্রাচুর্য আধিপত্য অধিকার ঐশ্বর্য ইত্যাদি সূচক।

অধিক—বিণঃ অনেক, বেশী; অতিরিক্ত; বহুল। [সং. অধি+√কৈ+অ]। অব্যঃ- **-স্তু**—আরও, বাড়ার ভাগ; বিশেষতঃ।

অধিকরণ—বিঃ সামীপ্য একদেশ-সম্বন্ধ বিষয় ব্যাপ্তি: এই চার রকম আধার; পাত্র; (ব্যাক.) কারকবিশেষ; স্থান (ধর্মাধিকরণ); আধিপত্য, দখল করা। [সং. অধি+√কৃ+অন]।

অধিকর্তা (-র্তৃ)—বিঃ কোনও সরকারী বিভাগের পরিচালক, director [স. প.]। [সং. অধি+কর্তা]।

অধিকাংশ—বিণঃ বেশীর ভাগ; প্রায় সমস্ত। [সং. অধিক+অংশ]।

অধিকার—বিঃ স্বত্ব, স্বামিত্ব; দখল; আধিপত্য, কর্তৃত্ব; এলাকা; সরকারী উচ্চ বিভাগ, directorate (শিক্ষাধিকার) [স. প.]; অভিজ্ঞতা, জ্ঞান (সংস্কৃতে অধিকার); যোগ্যতা, দাবি (কর্মে অধিকার); বিশেষ ক্ষমতা (রাজ্যশাসনে ক্ষত্রিয়দেরই অধিকার)। [সং. অধি+√কৃ+অ (ভা)]। বিঃ **-ক্ষেত্র**—অধিক্ষেত্র, এলাকা [স. প.]। বিণঃ **-চ্যুত**—দখলহারা, বেদখল। **অধিকারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ স্বত্ববান্; দাবিদার; দখলিকার; যোগ্যতাসম্পন্ন; (২)বিঃ মালিক; রাজা ('কান্দে চান্দ অধিকারী': বি. গু.); যাত্রাদল কীর্তনদল থিয়েটার প্রভৃতির অধ্যক্ষ; বৈষ্ণবদলের পূজনীয় ব্যক্তি; পূজা করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। বি(স্ত্রী): **অধিকারিণী**। বিঃ **অধিকারি-ভেদ**—যোগ্যতার তারতম্য বা প্রভেদ।

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য—বিঃ(ব্যাক.) রূপকালঙ্কার-বিশেষ: ইহাতে উপমানে কোন অসম্ভব ধর্মের কল্পনা করিয়া সেই অসম্ভব ধর্মযুক্ত উপমানটি উপমেয়ে আরোপ করা হয় (যেমন, 'বয়ন শরদসুধানিধি নিষ্কলঙ্ক')। [সং. অধিক+আরূঢ়+বৈশিষ্ট্য]।

অধিকৃত—বিণঃ দখলীকৃত; আয়ত্ত; লব্ধ। [সং. অধি+√কৃ+ত (র্ম)]।

অধিক্ষিপ্ত—বিণঃ নিন্দিত; তিরস্কৃত; অবজ্ঞাত; অনাদৃত। [সং. অধি+√ক্ষিপ্+ত (র্ম)]।

অধিক্ষেপ—বিঃ নিন্দা; ভর্ৎসনা। [সং. অধি+√ক্ষিপ্+অ (ভা)]।

অধিগত—বিণঃ প্রাপ্ত; জ্ঞাত; শেখা হইয়াছে এমন; আয়ত্ত। [সং. অধি+গত]।

অধিগম, অধিগমন—বিঃ জ্ঞানলাভ; প্রাপ্তি। [সং. অধি+√গম্+অ, অন]। বিণঃ **অধিগম্য**—জ্ঞেয়; জ্ঞানসাধ্য; প্রাপ্তব্য।

অধিত্যকা—বিঃ পর্বতের উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি। [সং. অধি+ত্যক+আ]।

অধিদেব (পুং), **অধিদেবতা** (স্ত্রী), **অধিদৈবত** (ক্লী)—বিঃ যে দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন; অন্তর্যামী পুরুষ। বি(স্ত্রী): **অধিদেবী**। [সং. অধি+দেব, দেবতা, দৈবত]।

অধিনায়ক—বিঃ নায়ক, নেতা, দলপতি, অধ্যক্ষ; সেনাপতি, commander [স. প.]। [সং. অধি+নায়ক]।

অধিনিয়ম—বিঃ আইন, বিহিতক, act [স. প.]। [সং. অধি+নিয়ম]। বিঃ **-ন**—আইনে বিধিবদ্ধকরণ, enactment [স. প.]।

অধিনী—**অধীনী**-র বানানভেদ।

অধিপ, অধিপতি—বিঃ স্বামী, প্রভু, মালিক; রাজা। [সং. অধি+√পা+অ, অতি (র্তৃ)]।

অধিপ্রাণবাদ—বিঃ রাসায়নিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ কোন প্রাণশক্তি (বিশ্বাত্মা) হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে: এই দার্শনিক মত, vitalistic theory [বি. প.]। [সং. অধি+প্রাণ+বাদ]।

অধিবক্তা (-ক্তৃ)—বিঃ এক শ্রেণীর ব্যবহারজীবী, advocate [স. প.]। [সং. অধি+বক্তা]।

অধিবাস১—বিঃ নিবাস; বাসস্থান। [সং. অধি+√বস্+অ (ধি)]।

অধিবাস২—বিঃ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদিদ্বারা সংস্কার; শুভকর্মাদির পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান। [সং. অধি+√বাসি (বস্+ণিচ্)+অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—অধিবাসকার্য-সম্পাদন।

অধিবাসিত—বিণঃ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদিদ্বারা অধিবাস করান হইয়াছে এমন; নিবসিত, স্থাপিত। [সং. অধি+√বাসি+ত (র্ম)]।

অধিবাসী (-সিন্)—বিণঃ বিঃ নিবাসী, বাসিন্দা। [সং. অধি+√বস্+ইন্]।

অধিবিদ্যা—বিঃ সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র, metaphysics [বি. প.]। [সং. অধি+বিদ্যা]। বিণঃ **আধিবিদ্যক**—উক্ত দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত, metaphysical।

অধিবিন্না—**অধিবেদন** দ্রঃ।

অধিবৃত্ত—বিঃ (গণি.) বৃত্তবৎ ক্ষেত্রবিশেষ, parabola [বি. প.]। [সং. অধি+বৃত্ত]।

অধিবৃত্তি—বিঃ (প্রধানতঃ লাভের ভাগরূপে প্রদত্ত) বেতনের উপর প্রদত্ত পুরস্কার বা অংশীদারগণকে প্রদত্ত অতিরিক্ত লভ্যাংশ, bonus [স. প.]। [সং. অধি+বৃত্তি]।

অধিবেত্তা—**অধিবেদন** দ্রঃ।

অধিবেদন—বিঃ প্রথমা পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার দারান্তর-পরিগ্রহ। [সং. অধি+ √বিদ্+অন (ভা)]। বিঃ **অধিবেত্তা**—ঐরূপে বিবাহিত স্বামী। বি(স্ত্রী): **অধিবিন্না**—দ্বিতীয় বার বিবাহিত পুরুষের জীবিতা প্রথমা স্ত্রী [সং. অধি+ √বিদ্+ত (র্ম)]।

অধিবেশন—বিঃ সভা সমিতি ইত্যাদির বৈঠক, meeting; অধিষ্ঠান। [সং. অধি+ √বিশ্ +অন (ভা)]।

অধিমাংস—বিঃ মাংসবৃদ্ধি বা তজ্জনিত রোগ-বিশেষ; নেত্রপীড়াবিশেষ; ফোড়া। [সং. অধি+মাংস]।

অধিমাস—**মলমাস**-এর অনুরূপ।

অধিমূল্য—**অধিহার**-এর অনুরূপ।

অধিরথ—বিঃ সারথি; মহারথ; কর্ণের পালক-পিতা। [সং. অধি+রথ]।

অধিরাজ—বিঃ সম্রাট্; সার্বভৌম রাজা। [সং. অধি+রাজন্]। বিঃ **অধিরাজ্য**—সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীন কোন রাজ্য, dominion [স. প.]।

অধিরূঢ়—বিণঃ আরূঢ়; আক্রান্ত। [সং. অধি + √রুহ্+ত]।

অধিরোপণ—বিঃ আরোহণ করান; ধনুকে শরযোজনা। [সং. অধি+ √রোপি (+রুহ্+ ণিচ্)+অন (ভা)]।

অধিরোহ, অধিরোহণ—বিঃ আরোহণ। [সং. অধি+ √রুহ্+অ, অন (ভা)]। বিঃ **অধি-রোহণী, অধিরোহিণী**—যদ্দ্বারা উপরে ওঠা যায়; সিঁড়ি, সোপান। বিণ. বিঃ **অধিরোহী** (-হিন্)—আরোহী। বিণ. বি(স্ত্রী): **অধি-রোহিণী**।

অধিশয়িত—বিণঃ অধিষ্ঠিত; (উপরে) শুইয়া আছে এমন। [সং. অধি+ √শী+ত (র্তৃ)]।

অধিশায়িত—বিণঃ (উপরে) স্থাপিত; (উপরে) শোয়ান হইয়াছে এমন। [সং. অধি+ √শী +ণিচ্+ত (র্ম)]।

অধিশ্রয়, অধিশ্রয়ণ—বিঃ রন্ধনার্থ চুলার উপরে স্থাপন; রন্ধন; আলোকের কিরণসমূহ দুর-বিনের মুকুরের মধ্য দিয়া গমন করিয়া যে স্থানে মিলিত হয়। [সং. অধি+ √শ্রী+অ, অন (ভা)]।

অধিশ্রিত—বিণঃ আশ্রিত; প্রাপ্ত; স্থাপিত। [সং. অধি+ √শ্রি+ত (র্ম)]।

অধিষ্ঠাতা (-তৃ)—বিণ. বিঃ অধিষ্ঠানকারী, অবস্থিতিকারী; অধ্যক্ষ। [সং. অধি+ √স্থা +তৃ (র্তৃ)]। বিণ. (স্ত্রী): **অধিষ্ঠাত্রী**।

অধিষ্ঠান—বিঃ অবস্থিতি; উপস্থিতি; উপবেশন; আবির্ভাব; আশ্রয়, অবস্থিতিক্ষেত্র (দেবতার অধিষ্ঠানে); নগর; (মনোবিদ্যায়) স্বভাবগত হওয়া, inherence [বি. প.]। [সং অধি+ √স্থা+অন]। বিণঃ **অধিষ্ঠিত**—অধিষ্ঠান করিতেছে এমন; অবস্থিত; আবির্ভূত; অধ্যু-ষিত; অধিকৃত।

অধিহার—ক্রি-বিণঃ ন্যায্য বা নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দরে, above par [স. প]। [সং. অধি+ হার]।

অধীত—বিণঃ পঠিত, পড়া হইয়াছে এমন। [সং. অধি+ √ই+ত (র্ম)]। বিঃ **অধীতি**—অধ্যয়ন। বিণ বিঃ **অধীতী** (-তিন্)—অধ্যয়নকারী; কৃতবিদ্য।

অধীন—বিণঃ আয়ত্ত; বশীভূত; আশ্রিত; বাধ্য, অন্তর্ভুক্ত, included, শাসনের অন্তর্গত, অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ, subordinate [স. প.]; নির্ভরশীল, dependent [বি. প.]। [সং. অধি+ইন]। বিণ. বি(স্ত্রী): **অধীনা**, (অশু) **অধীনী**—বশীভূতা; বশীভূতা রমণী। বিঃ **-তা**—পরের আজ্ঞানুবর্তিতা; পরাধীনতা।

অধীয়মান—বিণঃ পঠিত হইতেছে এমন। [সং. অধি+ √ই+ণিচ্+(ম)+আন (র্ম)]।

অধীর—বিণঃ অস্থির; ধৈর্যহীন; অসহিষ্ণু; ব্যগ্র; উৎকণ্ঠিত; কাতর, ব্যাকুল। [সং. ন +ধীর]। বিণ(স্ত্রী): **অধীরা**। বিঃ **-তা**।

অধীশ, অধীশ্বর—বিঃ মহারাজ, সম্রাট্, সার্ব-ভৌম নৃপতি; প্রভু, কর্তা, শাসক, মালিক। [সং. অধি+ঈশ, ঈশ্বর]।

অধুনা—অব্য. ক্রি-বিণঃ বর্তমানে, সম্প্রতি, আজকাল। [সং. ইদম্+ণমী (নি.)]। বিণঃ **-তন**—বর্তমানকালীন, আধুনিক।

অধৃষ্য—বিণঃ দুর্ধর্ষ; অপরাজেয়। [সং. ন+ ধৃষ্য]। বিঃ **-তা**।

অধৈর্য—(১)বিণঃ ব্যাকুল, ধৈর্যহীন, অস্থির।

(২)বিঃ ধৈর্যের অভাব ; ধৈর্যহীনতা, অস্থিরতা। [সং. ন+ধৈর্য]।

অধোগতি, অধোগমন—বিঃ নিম্নে গতি ; হ্রাস, subsidence ; অবনতি, অধঃপতন ; দুর্দশা ; নরকপ্রাপ্তি ; (পরজন্মে) হীনতর যোনিতে জন্ম। [সং. অধঃ+গতি, গমন]। বিণঃ **অধোগত**—অধোগতিপ্রাপ্ত। বিণঃ **অধোগামী** (-মিন্) —অধোগমনকারী।

অধোদৃষ্টি—বিণঃ নিম্নদিকে লক্ষ্য আছে এমন ; যোগাভ্যাসকালে নাসাগ্রভাগের প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টিযুক্ত। [সং. অধঃ+দৃষ্টি]।

অধোদেশ—বিঃ নিম্নাংশ ; নিচের দিক্। [সং. অধঃ+দেশ]।

অধোবদন, অধোমুখ—বিণঃ নতমুখ, মাথা হেঁট করিয়া আছে এমন। [সং. অধঃ+বদন, মুখ]।

অধোবাস—বিঃ নিম্নাঙ্গের বসন বা পরিচ্ছদ। [সং. অধঃ+বাস]।

অধোভাগ—বিঃ নিচের দিক্ বা অংশ। [সং. অধঃ+ভাগ]।

অধ্বর—বিঃ যজ্ঞ। [সং অধ্বন্+√রা+অ (র্তৃ)। বিঃ **অধ্বর্যু**—যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্।

অধ্যক্ষ—বিঃ কর্মকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (মঠাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ) ; কলেজের প্রিন্সিপ্যাল (principal) ; প্রভু ; কর্ম-পরিচালক, manager [স. প.] ; ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি, Speaker of the Assembly [স. প.]। [সং. অধি+√অক্ষ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

অধ্যবসায়—বিঃ ক্রমাগত চেষ্টা, দৃঢ় প্রযত্ন, অবিরাম সাধনা। [সং. অধি+অব+√সো+অ (ভা)]। বিণঃ **-শীল, অধ্যবসায়ী** (-য়িন্)—দৃঢ় প্রযত্নপর, নিয়ত যত্নশীল।

অধ্যয়ন—বিঃ গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ ; শাস্ত্রালোচনা। [সং অধি+√ই+অন (ভা)। বিণঃ **-নিরত, -রত**—গভীর মনোযোগসহকারে পাঠরত। বিণঃ **-শীল**—গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ করার স্বভাববিশিষ্ট।

অধ্যশন—বিঃ অতিভোজন ; ভুক্ত দ্রব্য হজম হওয়ার পূর্বেই পুনর্বার ভোজন। [সং. অধি+অশন]।

অধ্যাত্ম—(১)অব্য. বিণঃ আত্মবিষয়ক, পরমাত্মবিষয়ক ; চিত্তসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ পরব্রহ্ম। [সং. অধি+আত্মন্+অ]। বিঃ **-তত্ত্ব**—আত্মবিদ্যা, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান। বিণ. বিঃ **-তত্ত্ববিৎ** (-বিদ্) —ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন (ব্যক্তি)। বিঃ **-বাদ**—আত্মা বা পরমাত্মাই সকল-কিছুর মূল ; এই দার্শনিক মত ; আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই জ্ঞাতার আত্মগত : এই মত, subjectivism [বি. প.]। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্)—অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী। বিণঃ **অধ্যাত্মিক**—**আধ্যাত্মিক**-এর অনুরূপ। বিণঃ **অধ্যাত্মীয়**—জ্ঞাতার নিজ-সম্পর্কীয়, subjective [বি. প.]।

অধ্যাদেশ—বিঃ বিশেষ হুকুম বা আইন, ordinance [স. প.]। [সং. অধি+আদেশ]।

অধ্যাপক, অধ্যাপয়িতা (-তৃ)—বিঃ শিক্ষক ; আচার্য ; উপদেষ্টা ; কলেজের প্রফেসর (professor) বা লেকচারার (lecturer)। [সং. অধি+√ই+ণিচ্+অক, তৃ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **অধ্যাপিকা, অধ্যাপয়িত্রী**।

অধ্যাপন, অধ্যাপনা—বিঃ শিক্ষাদান। [সং. অধি+√ই+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বিণঃ **অধ্যাপিত**—শিখান বা পড়ান হইয়াছে এমন।

অধ্যায়—বিঃ গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ। [সং. অধি+√ই+অ (র্ম)]।

অধ্যারূঢ়—বিণঃ আরূঢ়, চড়িয়াছে এমন। [সং. অধি+আরূঢ়]।

অধ্যারোপ—বিঃ আরোপ ; এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কল্পনা, অধ্যাস। [সং. অধি+আরোপ]। বিঃ **-ণ**—আরোপকরণ, স্থাপন।

অধ্যাস$_1$—বিঃ সত্তা বা গুণাগুণ আরোপ ; কোন বস্তুতে ভিন্ন বস্তুর বা তদীয় গুণের প্রতীতি, illusion (যেমন, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা একচন্দ্রস্থলে দ্বিচন্দ্রের অথবা শুক্তিতে রজতের প্রতীতি) [বি. প.]। [সং. অধি+√অস্+অ (ভা)]।

অধ্যাস$_2$**, অধ্যাসন**—বিঃ অধিষ্ঠান ; উপবেশন। [সং. অধি+√অস্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **অধ্যাসিত, অধ্যাসীন**—অধিষ্ঠিত ; আরূঢ় ; উপবিষ্ট।

অধ্যাহরণ, অধ্যাহার—বিঃ উহ্যকরণ ; পাদপূরণ। [সং. অধি+আ+√হৃ+অন, অ (ভা)]। বিণঃ **অধ্যাহৃত**—অধ্যাহার করা হইয়াছে এমন।

অধ্যুষিত—বিণঃ (স্থান-সম্বন্ধে) বাস বা উপবেশন করা হইয়াছে এমন ; উপনিবিষ্ট, অধিষ্ঠিত। [সং. অধি+√বস্+ত (র্ম)]।

অধ্যেতা (-তৃ)—বিণ. বিঃ অধ্যয়নকারী, বিদ্যার্থী ;

ছাত্র; পাঠক। [সং. অধি+ √ই+তৃ (তৃ)];

অধ্রুব—বিণ: অস্থির; অনিত্য; পরিবর্তনশীল; অনিশ্চিত। [সং. ন+ধ্রুব]।

অন্- —অ-৩ দ্র:।

অনক্ষ—বিণ: চাকাহীন; অন্ধ। [সং. ন+অক্ষ]।

অনক্ষর—বিণ: বর্ণজ্ঞানহীন; মূর্খ। [সং. ন+অক্ষর]।

অনঘ—বিণ: নিষ্পাপ; বিপৎশূন্য; মনোরম; দুঃখবর্জিত। [সং. ন+অঘ]।

অনঙ্কুরিত—বিণ: (এখনও) অঙ্কুরিত বা মুকুলিত হয় নাই এমন ('অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ': রবীন্দ্র)। [সং. ন+অঙ্কুরিত]

অনঙ্গ—(১)বিণ: দেহহীন। (২)বি: কন্দর্প, মদন; আকাশ; চিত্ত। [সং. ন+অঙ্গ]। বি: **-মোহন** —শ্রীকৃষ্ণ। বি: **অনঙ্গারি**—শিব।

অনচ্ছ—বিণ: আলোকদ্বারা ভেদ্য নহে এমন, অস্বচ্ছ, opaque [বি প.]; আবিল; ঘোলা। [সং. ন+অচ্ছ]।

অনটন—বি: অপ্রতুলতা; অভাব, টানাটানি। [সং. ন+অটন]।

অনড়—বিণ: নিশ্চল; অপরিবর্তনীয় (আমার কথা অনড়)। [সং. ন+বাং. √নড়্+অ]।

অনতি- —বিণ: অতিশয় বা অতিরিক্ত নহে এমন, মাঝারি, পরিমিত। [সং. ন+অতি]। ক্রি-বিণ: **-পূর্বে**—বেশী আগে নহে, অল্প পূর্বে। ক্রি-বিণ: **-বিলম্বে**—বেশী বিলম্বে নহে, শীঘ্র। বিণ: **-বিস্তৃত**—বেশী বিস্তৃত নহে এমন।

অনতিক্রম, অনতিক্রমণ—বি: অতিক্রম বা লঙ্ঘন না করা পার না হওয়া। [সং. ন+অতিক্রম, অতিক্রমণ]। বিণ: **অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য** —অতিক্রম করা যায় না বা করা উচিত নয় এমন; অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যপালনীয় (গুরুবাক্য অনতিক্রমণীয়)।

অনতিক্রান্ত—বিণ: পার হওয়া হয় নাই এমন। [সং. ন+অতিক্রান্ত]।

অনতিপূর্বে, অনতিবিলম্বে, অনতিবিস্তৃত—অনতি- দ্র:।

অনতীত—বিণ: অতীত বা বিগত নহে এমন। [সং. ন+অতীত]। বিণ: **-বাল্য**—বাল্যকাল অতিক্রম করে নাই এমন; এখনও ছেলেমানুষ।

অনধিক—বিণ: বেশী নহে এমন; অল্প; (নির্দিষ্ট সংখ্যা বা পরিমাণের) মধ্যে (অনধিক একশত টাকা বা একশত টাকার অনধিক)। [সং. ন+অধিক]।

অনধিকার—বি: অধিকারের বা স্বত্বের অভাব। [সং. ন+অধিকার]। বি: **-চর্চা**—অনুচিত বা অনায়ত্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা তৎসম্বন্ধে আলোচনা। **অনধিকারপ্রবেশ**—বি: অনুমতি বা অধিকার ব্যতীত অপরের অধিকৃত স্থানে প্রবেশ; অন্যায়ভাবে প্রবেশ। বিণ: **অনধিকারী** (-রিন্)—অধিকারহীন; অযোগ্য। বিণ: **অনধিকৃত**—অধিকার করা হয় নাই এমন, অনায়ত্ত।

অনধিগত—বিণ: অধিগত হয় নাই এমন, পাওয়া জানা বা পড়া হয় নাই এমন। [সং. ন+অধিগত]।

অনধিগম্য—বিণ: অজ্ঞেয়, অবোধ্য (অনধিগম্য বিষয়), অগম্য (অনধিগম্য স্থান)। [সং. ন+অধিগম্য]।

অনধীত—বিণ: অপঠিত। [সং. ন+অধীত]।

অনধ্যায়—বি: অধ্যয়নে বিরতি, যেদিন অধ্যয়ন নিষিদ্ধ; বিদ্যালয়ের ছুটি। [সং. ন+অধ্যায়]।

অননুকরণীয়—বিণ: অনুকরণ করা যায় না বা করা উচিত নহে এমন। [সং.ন+অনুকরণীয়]।

অননুভবনীয়—বিণ: অনুভব করা যায় না এমন। [সং. ন+অনুভবনীয়]।

অননুভূত—বিণ: অনুভব করা হয় নাই এমন। [সং. ন+অনুভূত]।

অননুমত—বিণ: অনুমতি দেওয়া হয় নাই এমন। [সং. ন+অনুমত]।

অননুমেয়—বিণ: অনুমান করা অসাধ্য এমন। [সং. ন+অনুমেয়]।

অননুমোদন—বি: অসমর্থন। [সং. ন+অনুমোদন]। বিণ: **অননুমোদিত**—অনুমতি বা সমর্থন পাওয়া যায় নাই এমন।

অননুশীলন—বি: চর্চার বা অভ্যাসের অভাব। [সং. ন+অনুশীলন]। বিণ: **অননুশীলিত**—চর্চা বা অভ্যাস করা হয় নাই এমন।

অননুষ্ঠিত—বিণ: অনুষ্ঠান বা সম্পাদন করা হয় নাই এমন। [সং. ন+অনুষ্ঠিত]।

অনন্ত—(১)বিণ: অন্তহীন; চিরস্থায়ী। (২)বি: বিষ্ণু; সর্পরাজ শেষনাগ; বলরাম; (বাং.) রমণীদের কনুইর ঊর্ধ্বে পরিধেয় সর্পাকৃতি বলয়জাতীয় অলঙ্কারবিশেষ। [সং. ন+অন্ত]। বি. ক্রি-বিণ: **-কাল**—চিরকাল। বি: **-চতুর্দশী** —ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দশী (হিন্দু ব্রতদিবস-

বিশেষ)। বিঃ **-নিদ্রা**—চিরনিদ্রা; মৃত্যু। বিঃ **-মূল**—শ্যামালতা, শারিবা। বিণঃ **-রূপী** (-পিন্)—অসংখ্য আকৃতিবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-রূপা, -রূপিণী**। বিঃ **-শয়ন**—ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণুর শয়ন; মৃত্যু; অনন্ত-শয্যা। বিঃ **-শয্যা**—বিষ্ণুর অনন্তনাগরূপ শয্যা; মৃত্যু।

অনন্তর—অব্য ক্রি-বিণঃ অতঃপর, তারপর। [সং. ন+অন্তর]।

অনন্য—বিণঃ অভিন্ন, অদ্বিতীয়, একমাত্র, অনু-পম। [সং. ন+অন্য]। বিণ(স্ত্রী): **অনন্যা**। বিণঃ **-কর্মা** (-র্মন্)—অন্য কর্ম নাই বা তাহাতে মনোযোগ দেয় না এমন, একাগ্র। বিণঃ **-গতি**—অন্য গতি বা উপায় নাই এমন, গত্যন্তরহীন। বিণঃ **-চিত্ত**—একাগ্রচিত্ত, একমনা। বিণঃ **-দৃষ্টি**—অন্যদিকে দৃষ্টি নাই এমন; স্থিরদৃষ্টি। বিণঃ **-বৃত্তি**—অন্য কর্ম বা প্রচেষ্টা নাই এমন; অনন্যচিত্ত। বিণঃ **-ব্রত**—অন্য ব্রত নাই এমন। বিণঃ **-মনাঃ** (-নস্), (চলিত) **-মনা**—একাগ্রচিত্ত। বিণঃ **-শরণ**—অন্য শরণ অর্থাৎ রক্ষক বা আশ্রয় নাই এমন। বিণঃ **-সাধারণ, -সুলভ**—অন্য ব্যক্তিতে দুর্লভ; অসাধারণ।

অনন্যোপায়—বিণঃ উপায়ান্তরহীন; অসহায়। [সং. অনন্য+উপায়]।

অনন্বিত—বিণঃ অন্বিত নহে এমন; অসংলগ্ন; অসম্বদ্ধ। [সং. ন+অন্বিত]।

অনপত্য—বিণঃ নিঃসন্তান। [সং. ন+অপত্য]। বিঃ **-তা**।

অনপরাধ—(১)বিঃ অপরাধহীনতা। (২)বিণঃ নিরপরাধ। [সং ন+অপরাধ]। বিণঃ (অশু.) **অনপরাধী** (-ধিন্)—নিরপরাধ। বিণ(স্ত্রী): **অনপরাধিনী**।

অনপেক্ষ—বিণঃ কাহারও মুখাপেক্ষী নহে এমন, স্বাধীন; নিরপেক্ষ। [সং. ন+অপেক্ষা]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **অনপেক্ষিত**—অপ্রত্যাশিত।

অনপেত—বিণঃ অপগত হয় নাই এমন; অবি-চলিত; যুক্ত, সমন্বিত (ন্যায়ানপেত কর্ম)। [সং. ন+অপ+ √ই+ত (ক্ত)]।

অনবকাশ—(১)বিঃ অবসরের বা সময়ের অভাব। (২)বিণঃ অবসরহীন। [সং. ন+অবকাশ]।

অনবগত—বিণঃ অজ্ঞাত, অবিদিত। [সং. ন+অবগত]।

অনবগুণ্ঠিত—বিণঃ অবগুণ্ঠনহীন, অনাবৃত, ঘোমটাশূন্য। [সং. ন+অবগুণ্ঠিত]। বিণ(স্ত্রী): **অনবগুণ্ঠিতা**।

অনবচ্ছিন্ন—বিণঃ বিরামহীন, একটানা। [সং. ন+অবচ্ছিন্ন]।

অনবচ্ছেদ—বিঃ বিরামহীনতা, continuity। [সং. ন+অব+ √ছিদ্+অ (ভা)]।

অনবদ্য—বিণঃ অনিন্দনীয়; নির্দোষ। [সং. ন+অবদ্য]।

অনবধান—(১)বিঃ অমনোযোগ। (২)বিণঃ অমনোযোগী। [সং. ন+অবধান]। বিঃ **-তা**।

অনবরত—বিণ. ক্রি-বিণঃ অবিরাম; সর্বদা। [সং. ন+অব+ √রম্+ত (ভা)]।

অনবরুদ্ধ—বিণঃ অবরোধশূন্য; মুক্ত। [সং. ন+অবরুদ্ধ]।

অনবরোধ—বিঃ অবরোধহীনতা, বাধাশূন্যতা। [সং. ন+অবরোধ]।

অনবলম্বন—(১)বিণঃ অবলম্বনশূন্য। (২)বিঃ অবলম্বনের অভাব। [সং. ন+অবলম্বন]।

অনবসর—(১)বিঃ ছুটির বা সময়ের অভাব। (২)বিণঃ অবকাশহীন। [সং. ন+অবসর]।

অনবস্থা—বিঃ অব্যবস্থা, অস্থিরতা; উপপাদ্য ও উপপাদকের অর্থাৎ, যাহা প্রমাণ করিতে হইবে এবং যাহা প্রমাণের সহায় এতদুভয়ের অনবরত উল্লেখ হেতু তর্কদোষবিশেষ। [সং. ন+অবস্থা]। বিণঃ **অনবস্থ, অনবস্থিত**—অস্থির; অব্যবস্থিত। বিণঃ **অনবস্থিতচিত্ত**—অব্যবস্থিত-চিত্ত, চঞ্চলচিত্ত, প্রতিক্ষণে মত বদলায় এমন।

অনবহিত—বিণঃ অমনোযোগী; যত্নবিহীন; অসতর্ক। [সং. ন+অবহিত]।

অনভিজাত—বিণঃ অভিজাত নহে এমন; অকুলীন। [সং. ন+অভিজাত]।

অনভিজ্ঞ—বিণঃ অভিজ্ঞতাহীন, আনাড়ী; মূর্খ, অজ্ঞান। [সং. ন+অভিজ্ঞ]। বিঃ **-তা**।

অনভিপ্রায়—বিঃ ইচ্ছার অভাব; অসম্মতি। [সং. ন+অভিপ্রায়]।

অনভিপ্রেত—বিণঃ অনভিমত; অবাঞ্ছিত; ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। [সং. ন+অভিপ্রেত]।

অনভিভবনীয়—বিণঃ অভিভবের অসাধ্য; অপরাজেয়। [সং. ন+অভিভবনীয়]।

অনভিভূত—বিণঃ আকুল পরাজিত বা বিহ্বল হয় নাই এমন। [সং. ন+অভিভূত]।

অনভিমত—বিণঃ অননুমত; অবাঞ্ছিত; মতবিরুদ্ধ। [সং. ন+অভিমত]।

অনভিলষণীয়—বিণ: অবাঞ্ছনীয়, অকাম্য। [সং. ন+অভিলষণীয়]। বিণ: **অনভিলষিত**—অভিলষিত নহে এমন ;- অবাঞ্ছিত। বিঃ **অনভিলাষ**—অভিলাষের অভাব, অনিচ্ছা। বিণ. বিঃ **অনভিলাষী**—(-ষিন্)—অভিলাষী নহে এমন (ব্যক্তি)।

অনভ্যস্ত—বিণ: অভ্যাস নাই এমন, আনাড়ী (অনভ্যস্ত লোক) ; অভ্যাস করা হয় নাই এমন (অনভ্যস্ত কাজ)। [সং. ন+অভ্যস্ত]।

অনভ্যাস—বিঃ অভ্যাসের অভাব। [সং.+ন অভ্যাস]

অনমনীয়—বিণ: নত করা যায় না এমন, দৃঢ়। [সং. ন+নমনীয়]।

অনম্বর—(১)বিণ: আবরণহীন, নগ্ন। (২)বিঃ আকাশ ('অনম্বর-পথে সুকেশিনী': মধু.) ; (দিগম্বর) বৌদ্ধবিশেষ। [সং. ন+অম্বর]।

অনর্গল—(১)বিণ: অর্গলহীন ; অবাধ, প্রতিবন্ধকহীন ; মুক্ত। (২)ক্রি-বিণ: অবিরাম (অনর্গল বলা)। [সং. ন+অর্গল]।

অনর্ঘ—বিণ: অমূল্য। [সং. ন+অর্ঘ]।

অনর্থ—(১)বিঃ অমঙ্গল, অনিষ্ট, ভুল অর্থ। (২)বিণ: অর্থহীন। [সং. ন+অর্থ]। বিণ: **-কর**—অনিষ্টজনক। বিঃ **-পাত**—দুর্ঘটনা, বিপদ্।

অনর্থক—(১)বিণ: ব্যর্থ (অনর্থক পরিশ্রম) ; অকারণ (অনর্থক বিলম্ব)। (২)ক্রি-বিণ: বৃথা, অকারণে (অনর্থক করা)। [সং. ন+অর্থ+ক]।

অনর্থকর, অনর্থপাত—**অনর্থ** দ্র:।

অনল—বিঃ আগুন। [সং.]।

অনলংকার—বিঃ অলঙ্কার বা ভূষণের অভাব, অলঙ্কারশূন্যতা। [সং ন+অলঙ্কার]।

অনলস—বিণ: আলস্যহীন ; কর্মশীল ; পরিশ্রমী। [সং. ন+অলস]।

অনল্প—বিণ: অধিক। [সং. ন+অল্প]।

অনশন—বিঃ উপবাস। [সং. ন+অশন]]। বিণ: **-ক্লিষ্ট**—উপবাসে বা অনাহারে কাতর। বিঃ **-ধর্মঘট**—যে ধর্মঘটে ধর্মঘটীরা তাদের দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকে। বিঃ **-ব্রত**—উপবাস, আহারবর্জনের সঙ্কল্প।

অনশ্বর—বিণ: নাশহীন, অক্ষয়। [সং. ন+নশ্বর]। বিঃ **-তা**—নাশহীনতা, indestructibility [বি. প.]।

অনসূয়—বিণ: ঈর্ষাশূন্য। [সং. ন+অসূয়া]। বি(স্ত্রী): **অনসূয়া**—শকুন্তলার জনৈকা সখী ; অসূয়ার অভাব।

অনস্বীকার্য—বিণ: অস্বীকার করিতে পারা যায় না এমন ; মানিয়া লইতে হয় এমন। [সং. ন+স্বীকার্য]।

অনাকুল—বিণ: আকুল নহে এমন, অবিচলিত (অনাকুল চিত্ত) ; আলুথালু নহে এমন, বেণীবদ্ধ (অনাকুল কেশ)। [সং. ন+আকুল]।

অনাক্রম্য—বিণ: আক্রমণ করা অসাধ্য এমন ; (স্বাস্থ্যবিদ্যা) রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত, immune [বি. প.]। [সং. ন+আক্রম্য]। বিঃ **-তা**—immunity [বি. প., স. প]।

অনাগত—বিণ: (এখনও) আসে নাই এমন ; অনুপস্থিত ; ভবিষ্যৎ। [সং. ন+আগত]। বিণ.বিঃ **-বিধাতা** (-তৃ)—ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানকারী।

অনাঘ্রাত—বিণ: ঘ্রাণ লওয়া বা ভোগ করা হয় নাই এমন। [সং. ন+আঘ্রাত]। বিণ(স্ত্রী): **অনাঘ্রাতা**।

অনাচার—বিঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ অভদ্র বা কুৎসিত আচরণ। [সং. ন+আচার]। বিণ.বিঃ **অনাচারী** (-রিন্)—অনাচারকারী ; কদাচারী।

অনাছিষ্টি, অনাচ্ছিষ্টি—**অনাসৃষ্টি**-র গ্রাম্য রূপ।

অনাটন—**অনটন**-এর অশু. রূপ।

অনাত্মজ্ঞ—বিণ: আপনাকে জানে না এমন ; আপনার অবস্থাদি বুঝিয়া চলে না এমন, নির্বোধ। [সং. ন+আত্মজ্ঞ]। বিঃ **-তা**।

অনাত্মীয়—বিণ. বিঃ আত্মীয় নহে এমন (ব্যক্তি) শত্রু ; আত্মীয়শূন্য। [সং. ন+আত্মীয়]। বিণ. বি(স্ত্রী): **অনাত্মীয়া**।

অনাথ—বিণ: সহায়হীন, নিরাশ্রয়। [সং.ন+নাথ]। বিণ(স্ত্রী): **অনাথা**, (অশু.) **অনাথিনী** ; বিঃ **-নাথ**—অনাথদের পালক। বিঃ **অনাথাশ্রম**—অনাথদের (বিশেষতঃ মাতা-পিতৃহীন শিশুদের) বিনামূল্যে থাকার স্থান।

অনাদর—বিঃ আদর যত্ন বা মনোযোগের অভাব, উপেক্ষা ; অপমান ; অসম্মান। [সং. ন+আদর]। বিণ: **-ণীয়**—অনাদরের যোগ্য। বিণ: **অনাদৃত**—অনাদরপ্রাপ্ত ; উপেক্ষিত।

অনাদায়—বিঃ আদায়ের অভাব। [সং. ন+বাং. আদায়]। বিণ: **অনাদায়ী**—আদায় হয় নাই এমন। বিণ: (অশু.) **অনাদেয়**—আদায় করা অসম্ভব এমন।

অনাদি—(১)বিণঃ আদিহীন, কারণহীন ; উৎপত্তিশূন্য, স্বয়ম্ভু। (২)বিঃ ঈশ্বর। [সং. ন+আদি]।

অনাদৃত—**অনাদর** দ্রঃ।

অনাদেয়—**অনাদায়** দ্রঃ।

অনাদ্যন্ত—বিণঃ আদি ও অন্ত নাই এমন। [সং. ন+আদ্যন্ত (আদি+অন্ত)]।

অনাবশ্যক—বিণঃ অপ্রয়োজনীয়। [সং. ন+আবশ্যক]।

অনাবাসিক—বিণঃ বাস করে না এমন, non-resident ; বাস করা হয় না এমন, non-residential। [সং. ন+আবাসিক]।

অনাবিল—বিণঃ ময়লা বা ঘোলা নহে এমন ; নির্মল। [সং. ন+আবিল]।

অনাবিষ্কৃত—বিণঃ আবিষ্কার করা হয় নাই এমন ; অজ্ঞাত। [সং. ন+আবিষ্কৃত]।

অনাবিষ্ট—বিণঃ অমনোযোগী। [সং. ন+আবিষ্ট]।

অনাবৃত—বিণঃ অনাচ্ছাদিত ; খোলা। [সং. ন+আবৃত]।

অনাবৃত্তি—বিঃ অপুনরাগমন, অনভ্যাস। [সং. ন+আবৃত্তি]।

অনাবৃষ্টি—বিঃ বৃষ্টির অভাব। [সং. ন+আ+বৃষ্টি]।

অনাময়—(১)বিঃ আরোগ্য, সুস্থতা। (২)বিণঃ নীরোগ ; নিরাময় ; সর্বোপদ্রবরহিত ; ক্লেশশূন্য, শান্ত। [সং. ন+আময়]।

অনামা১ (-মন্)—বিণঃ নামহীন। [সং. ন+নামন্]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অনাম্নী**।

অনামা২, **অনামিকা**—বিঃ হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলি। [সং. ন+নামন্+আ, অনামা+ক+আ]।

অনামুখ, অনামুখা, অনামুখো—বিণঃ দেখিলে অমঙ্গল হয় এমন মুখবিশিষ্ট। [বাং. অনা (অশুভ)+মুখ]।

অনাম্নী—**অনামা**১ দ্রঃ।

অনায়ত্ত—বিণঃ আয়ত্ত বা অধিগত হয় নাই এমন ; অবশীভূত, অবাধ্য। [সং. ন+আয়ত্ত]।

অনায়াস—(১)বিঃ অক্লেশ ; সামান্য পরিশ্রম। (২)বিণঃ ক্লেশশূন্য, স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ (অনায়াস-ভঙ্গি)। [সং. ন+আয়াস]। বিণঃ **-লব্ধ**—সহজে প্রাপ্ত। বিণঃ **-লভ্য**—সহজে প্রাপ্তব্য। বিণঃ **-সাধ্য**—সহজে করা যায় এমন। বিণঃ **-সিদ্ধ**—সহজে সম্পাদিত। ক্রি-বিণঃ **অনায়াসে**—অক্লেশে, সহজে।

অনার—**অনার্স**-এর অপ্র. রূপ।

অনারারি, (বর্জি.) **অনারারী**—বিণঃ অবৈতনিক (ও সম্মানসূচক)। [ইং. honorary]।

অনারেবল্—বিণঃ মাননীয়। [ইং. honourable]।

অনার্তবা—বিণঃ (স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) ঋতুমতী হয় নাই এমন, অজাতরজস্কা। [সং. ন+আর্তব+আ]।

অনার্দ্র—বিণঃ ভিজা নহে এমন ; (রসা.) জলহীন, anhydrous [বি প.]। [সং. ন+আর্দ্র]।

অনার্য—(১)বিণঃ আর্য ভিন্ন অন্য ; অসভ্য, অসাধু, নীচকুলজাত। (২)বিঃ আর্যেতর জাতি বা জাতীয় লোক। [সং. ন+আর্য]।

অনার্স—বিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষার বিশেষ কৃতিত্বসূচক পাঠক্রম। [ইং. honours]।

অনালোচনীয়, অনালোচ্য—বিণঃ আলোচনার অযোগ্য বা বহির্ভূত। [সং. ন+আলোচনীয়, আলোচ্য]।

অনাশ্রয়—(১)বিণঃ নিরাশ্রয়। (২)বিঃ আশ্রয়াভাব। [সং. ন+আশ্রয়]।

অনাসক্ত—বিণঃ আসক্তিশূন্য ; নির্লিপ্ত। [সং. ন+আসক্ত]। বিঃ **অনাসক্তি**।

অনাসৃষ্টি—(১)বিণঃ সৃষ্টিছাড়া ; কুৎসিত ; অদ্ভুত। (২)বিঃ অনাসৃষ্টি ব্যাপার বা অবস্থা। [বাং. অনা (মন্দ)+সং. সৃষ্টি]।

অনাস্থা—বিঃ অবিশ্বাস, no-confidence ; উপেক্ষা, ভরসাশূন্যতা। [সং. ন+আস্থা]। বিঃ **-প্রস্তাব**—(রাজ.) কোন পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তির প্রতি সভ্যগণের অনাস্থাসূচক প্রস্তাব : এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে উক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত হইতে হয়, vote of no-confidence।

অনাস্বাদিত—বিণঃ স্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই এমন। [সং. ন+আস্বাদিত]।

অনাহত—(১)বিণঃ আঘাত পায় নাই এমন ; বাজান হয় নাই এমন ('অনাহত মোর বীণা' : রবীন্দ্র) ; অক্ষত। (২)বিঃ তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রান্তর্গত ৪র্থ চক্র ; যোগিগণের শ্রুতিগোচর দেহাভ্যন্তরস্থ ধ্বনিবিশেষ (তু. 'অণহা ডমরু' : চর্যা)। [সং. ন+আহত]।

অনাহার—বিঃ উপবাস। [সং. ন+আহার]।

বিণ: **অনাহারী** (-রিন্)—উপবাসী ; (ব্যঙ্গে) বেতন পায় না এমন, অনায়ারি।

অনাহূত—বিণ: অনিমন্ত্রিত। [সং. ন+আহূত]।

অনিঃশেষ—বিণ: নিঃশেষ হয় না বা ফুরায় না এমন ; বিনাশের অতীত ('অনিঃশেষ প্রাণ' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+নিঃশেষ]।

অনিকেত, অনিকেতন—বিণ: গৃহহীন। [সং. ন+নিকেত, নিকেতন]।

অনিচ্ছা—বি: ইচ্ছার অভাব; অরুচি ; অসম্মতি ; ঔদাসীন্য। [সং. ন+ইচ্ছা]। বিণ: **-কৃত**—ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পাদিত। বিণ: **অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক**—অনভিলাষী ; অসম্মত।

অনিত্য—বিণ: অস্থায়ী, নশ্বর। বি: **-তা**। [সং. ন+নিত্য]।

অনিদ্রা—বি: নিদ্রার অভাব, নিদ্রাহীনতা, insomnia। [সং. ন+নিদ্রা]।

অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য—বিণ: নিন্দার যোগ্য নহে এমন, প্রশংসাযোগ্য ; সুন্দর ; নিখুঁত (অনিন্দ্য-সুন্দর)। [সং. ন+ √নিন্দ্+অনীয়, য (র্য)]। বিণ: **অনিন্দিত**—নিন্দিত নহে এমন; অগর্হিত; সুন্দর ; নিখুঁত।

অনিবার—(১)বিণ: নিবারণ করা যায় না এমন ; অবিরল। (২)ক্রি-বিণ: নিরন্তর, অবিরলভাবে। [সং. ন+নিবার]। বিণ: **-ণীয়**—অনিবার্য ; নিবারণের অসাধ্য। বিণ: **অনিবারিত**—নিবারণ করা হয় নাই এমন ; অনিষিদ্ধ ; অপ্রতিহত।

অনিবার্য—বিণ: নিবারণ করা যায় না এমন, অপ্রতিরোধনীয় ; অবশ্যম্ভাবী। [সং. ন+নি+ √বৃ+ণিচ্+য (র্য)]।

অনিমিখ—(১)বিণ: (কাব্যে) অপলক। (২)ক্রি-বিণ: অনিমেষে, একদৃষ্টিতে। [সং. অনিমিষ]।

অনিমিষ, অনিমেষ—বিণ: অপলক ; নিস্পন্দ ; স্থির। [সং. ন+নিমিষ, নিমেষ]। ক্রি-বিণ: **-নেত্রে**—স্থিরদৃষ্টিতে।

অনিয়ত—বিণ: নিয়ত নহে এমন, অসংযত; অস্থির ; অনিশ্চিত। [সং. ন+নিয়ত]। বিণ: **অনিয়তাকার**—নির্দিষ্ট আকারহীন ; প্রায়ই আকার পরিবর্তিত হয় এমন, amorphous [বি. প.]।

অনিয়ন্ত্রিত—বিণ: নিয়ন্ত্রিত বা সংযত করা হয় নাই এমন ; উচ্ছৃঙ্খল। [সং. ন+নিয়ন্ত্রিত]।

অনিয়ম—বি: নিয়মের অভাব ; বিশৃঙ্খলা ; অসংযম। [সং. ন+নিয়ম]। বিণ: **অনিয়মিত**—অসংযত ; নিয়মরহিত, অনির্দিষ্ট, irregular [স. প.]।

অনিরুদ্ধ—(১)বিণ: রোধ করা হয় নাই এমন ; অনিবারিত ; অবাধ। (২)বি: শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। [সং. ন+নিরুদ্ধ]।

অনিরূপিত—বিণ: নিরূপণ করা হয় নাই এমন ; অনবধারিত। [সং. ন+নিরূপিত]।

অনির্ণীত—বিণ: নির্ণয় করা হয় নাই এমন। [সং. ন+নির্ণীত]।

অনির্ণেয়—বিণ: নির্ণয় করা যায় না এমন। [সং. ন+নির্ণেয়]।

অনির্দিষ্ট—বিণ: অনির্ধারিত ; অনিশ্চিত। [সং. ন+নির্দিষ্ট]।

অনির্দেশ—বি: নির্দেশের অভাব ; অনির্দিষ্ট অবস্থা। [সং. ন+নির্দেশ]।

অনির্ধারিত—বিণ: নির্ধারণ করা হয় নাই এমন ; অনিশ্চিত। [সং. ন+নির্ধারিত]।

অনির্বচনীয়—বিণ: অবর্ণনীয় ; ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন। [সং. ন+নির্বচনীয়]।

অনির্বাণ—বিণ: নির্বাণ বা মুক্তি নাই এমন ; নেভে না এমন ; জ্বলন্ত ; (চির-) অশান্ত। [সং. ন+নির্বাণ]।

অনিল—বি: বাতাস। [সং.]।

অনিশ্চিত—বিণ: অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট ; সন্দেহ-যুক্ত। [সং. ন+নিশ্চিত]।

অনিশ্চয়—বি: সন্দেহ ; সংশয়। [সং. ন+নিশ্চয়]।

অনিষ্ট—বি: ক্ষতি, অপকার ; অমঙ্গল। [সং. ন+ইষ্ট]। বিণ: **-কর, -কারী** (-রিন্), **-জনক, -দায়ক**—ক্ষতিকর। বি: **অনিষ্টাচরণ**—ক্ষতি-সাধন। বি: **অনিষ্টাশঙ্কা**—অকল্যাণ ঘটার বা ক্ষতি হওয়ার ভয়।

অনীক—বি:সৈন্যদল; যুদ্ধ। [সং.]। বি: **অনীকিনী**—সৈন্যবাহিনীবিশেষ : এক অক্ষৌহিণীর দশ ভাগের এক ভাগ।

অনীপ্সিত—বিণ: অবাঞ্ছিত। [সং. ন+ঈপ্সিত]।

অনীশ্বর—বিণ: ঈশ্বরহীন ; নাস্তিক। [সং. ন+ঈশ্বর]। বি: **-বাদ**—ঈশ্বর নাই : এই মত, নাস্তিক্য। বি.বিণ: **-বাদী**—নাস্তিক।

অনীহ—বিণ: নিস্পৃহ। [সং. ন+ঈহা]। বি: **অনীহা**—অনুৎসাহ, চেষ্টার অভাব ; নিস্পৃহতা, apathy [বি. প.]।

অনু-—অব্যঃ পরে পশ্চাৎ সাদৃশ্য যোগ্যতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

অনুকম্পা—বিঃ সহানুভূতি ; দয়া ; অনুগ্রহ। [সং. অনু + √কম্প্ + অ (ভা) + আ]।

অনুকরণ—বিঃ নকল, অনুসরণ। [সং. অনু + করণ]। বিণ.বিঃ **-কারী** (-রিন্)—অনুকরণ করে এমন। বিণঃ **-প্রিয়**—নকল করিতে ভালবাসে এমন। বিঃ **-বৃত্তি**—নকল করার অভ্যাস। বিণঃ **অনুকরণীয়**—অনুকরণের যোগ্য।

অনুকল্প—বিঃ গৌণ বা অপ্রধান বিধি ; পরিবর্ত, alternative, প্রতিনিধি। [সং.]।

অনুকার—বিঃ অনুকরণ, সদৃশীকরণ। [সং. অনু + √কৃ + অ (ভা)]। বিণঃ **অনুকারী** (-রিন্)—অনুকরণকারী ; সদৃশ, অনুসরণকারী। বিণঃ **অনুকার্য**—অনুকরণযোগ্য।

অনুকূল—(১)বিণঃ সহায়, পোষক ; সদয় ('আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল' : বিদ্যা.)। (২)বিঃ একমাত্র নায়িকাতে আসক্ত নায়ক ('একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল' : রস.)। [সং. অনু + কূল]। বিঃ **-তা**

অনুকৃত—বিণঃ অনুকরণ করা হইয়াছে এমন। [সং. অনু + কৃত]। বিঃ **অনুকৃতি**—অনুকরণ, mimicry [বি. প.] ; অনুসরণ।

অনুক্ত—বিণঃ অকথিত, উহ্য। [সং. ন + উক্ত]।

অনুক্রম—বিঃ যথাক্রম ; ক্রমান্বয়, পারম্পর্য, sequence ; কর্মসূচী, programme। [সং. অনু + √ক্রম্ + অ (ভা)। বিঃ **-ণ**—অনুসরণ, অনুবর্তন। বিঃ **-ণিকা, -ণী**—গ্রন্থাদির ভূমিকা বা সূচি। বিণঃ **অনুক্রমিক**—ক্রমানুসারী।

অনুক্ষণ—ক্রি-বিণঃ সর্বদা, নিরন্তর। [সং.]।

অনুগ—বিণঃ অনুসরণকারী ; অনুগমনকারী ; অনুযায়ী (নিয়মানুগ) ; অনুচর ; সেবক। [সং. অনু + √গম্ + অ (র্তৃ)]।

অনুগত—বিণঃ মতানুবর্তী ; অধীন ; আশ্রিত ; বাধ্য। [সং. অনু + √গম্ + অ (র্ম)]।

অনুগমন—বিঃ অনুসরণ ; পরে গমন ; একত্রে গমন ; সহমরণ। [সং. অনু + গমন]। বিণ.বিঃ **অনুগামী** (-মিন্)—অনুগমনকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অনুগামিনী**।

অনুগৃহীত—বিণঃ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ; উপকৃত। [সং. অনু + √গ্রহ্ + ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অনুগৃহীতা**।

অনুগ্র—বিণঃ উগ্রতাহীন ; শিষ্ট, ভদ্র ; শান্ত (অনুগ্র প্রকৃতি) ; মৃদু (অনুগ্র গন্ধ)। [সং. ন + উগ্র]।

অনুগ্রহ—বিঃ উপকার-করণ ; আনুকূল্য ; প্রসন্নতা ; প্রসাদ ; দয়া। [সং. অনু + √গ্রহ্ + অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **অনুগ্রাহক, অনুগ্রাহী** (-হিন্)—অনুগ্রহকারী ; সহায়।

অনুচর—বিণ.বিঃ অনুগমনকারী ; সহচর, সঙ্গী ; ভৃত্য, follower। [সং. অনু + √চর্ + অ (র্তৃ)। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **অনুচরী**।

অনুচারী (-রিন্)—বিণ. বিঃ অনুগামী ; ভৃত্য। [সং. অনু + √চর্ + ইন্ (র্তৃ)]।

অনুচিকীর্ষা—বিঃ অনুকরণ করিবার ইচ্ছা। [সং. অনু + চিকীর্ষা]। বিণঃ **অনুচিকীর্ষু**—অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক।

অনুচিত—বিণঃ অন্যায়, বিধিবিরুদ্ধ, অকর্তব্য। [সং. ন + উচিত]।

অনুচিন্তন, অনুচিন্তা—বিঃ পরে বা নিরন্তর চিন্তা ; অনুধ্যান ; গভীর চিন্তা। [সং.]।

অনুচ্চ—বিণঃ উঁচু নয় এমন ; নিচু, মৃদু (অনুচ্চ স্বর)। [সং. ন + উচ্চ]।

অনুচ্চার—বিণঃ অনুচ্চারিত ; প্রকাশবিহীন (অনুচ্চার কামনা)। [সং. ন + উৎ + √চারি + অ]। বিণঃ **-ণীয়, অনুচ্চার্য**—উচ্চারণ করা অসাধ্য বা অনুচিত ; অকথ্য। বিণঃ **অনুচ্চারিত**—উচ্চারণ করা হয় নাই এমন ; অকথিত।

অনুচ্ছেদ (অশু. কিন্তু প্রচলিত), **অণুচ্ছেদ**—বিঃ প্রবন্ধাদির বিভাগবিশেষ, প্যারাগ্রাফ ; ধারা, article [স. প.]। [সং. অনু + ছেদ]।

অনুজ—(১)বিণঃ পরে জাত, কনিষ্ঠ। (২)বিঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. অনু + √জন্ + অ (র্তৃ)]। **অনুজা**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ কনিষ্ঠা ; (২) বিঃ কনিষ্ঠা ভগ্নী। বিণঃ **অনুজন্মা** (-ন্মন্), **অনুজাত**—পরে জাত, কনিষ্ঠ।

অনুজীবী (-বিন্)—বিণ. বিঃ ভৃত্য ; আশ্রিত বা পোষ্য (ব্যক্তি) ; অনুবর্তী (ব্যক্তি)। [সং. অনু + √জীব্ + ইন্ (র্তৃ)]।

অনুজীব্য—বিণঃ আশ্রয় করার যোগ্য, সেব্য। [সং. অনু + √জীব্ + য (র্ম)]।

অনুজ্জ্বল—বিণঃ উজ্জ্বল নহে এমন ; প্রভাহীন (অনুজ্জ্বল আলোক) ; অপ্রখর (অনুজ্জ্বল মেধা)। [সং. ন + উজ্জ্বল]।

অনুজ্ঞা—বিঃ আদেশ, অনুমতি, সম্মতি ; নিয়োগ

[সং. অনু+ √জ্ঞা+অ (ভা)]। বিণঃ **-ত**—আজ্ঞাপ্রাপ্ত ; অনুমতিপ্রাপ্ত।

অনুতপ্ত—বিণঃ কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত, অনুশোচনাগ্রস্ত। [সং. অনু+তপ্ত]।

অনুতাপ—বিঃ কৃতকর্মের জন্য পরিতাপ, অনুশোচনা। [সং. অনু+তাপ]। বিণঃ **অনুতাপী** (-পিন্)—অনুতাপকারী।

অনুত্তম—বিণঃ যাহার অপেক্ষা আর উত্তম নাই, সর্বোৎকৃষ্ট ; উত্তম নহে এমন, অপকৃষ্ট, অধম ; [সং. ন+উত্তম]।

অনুত্তর—বিণঃ (যাহার তুলনায়) 'উত্তর' অর্থাৎ উত্তম আর কিছু নাই এমন, শ্রেষ্ঠ ; নিরুত্তর, নীরব ; উত্তর দিক্ নহে এমন ; অধম ; দক্ষিণদিক্স্থ ; উত্তীর্ণ হয় না এমন (অনুত্তর বিবাহ-সম্বন্ধ)। [সং. ন+উত্তর]।

অনুৎসাহ—বিঃ উৎসাহহীনতা। [সং. ন+উৎসাহ]।

অনুদাত্ত—(১)বিণঃ উদাত্ত বা উচ্চস্বর নহে এমন। (২)বিঃ নিম্ন স্বর। [সং. ন+উদাত্ত]।

অনুদান—বিঃ (সরকারী) অর্থসাহায্য, grant [স. প.]। [সং. অনু+দান]।

অনুদার—বিণঃ সংকীর্ণমনা, হীনচেতা, ক্ষুদ্রাশয় ; কৃপণ। [সং. ন+উদার]। বিঃ **-তা**।

অনুদিত১—বিণঃ উদিত হয় নাই এমন ; অনুদ্গত ; অপ্রকাশিত। [সং. ন+উদিত=উৎ-+ √ই+ত (র্তৃ)]।

অনুদিত২—বিণঃ অনুক্ত, অকথিত। [সং. ন+উদিত= √বদ্+ত (র্ম)]।

অনুদিন—অব্য. ক্রি-বিণঃ প্রতিদিন, দিনের পর দিন। [সং. অনু+দিন]।

অনুদেশ—বিঃ উপদেশ, নির্দেশ, direction ; (অপ্র. বাং.) অনুমতি, আদেশ। [সং. অনু+ √দিশ্+অ (ভা)]।

অনুদৈর্ঘ্য—বিণঃ দৈর্ঘ্য-বরাবর, longitudinal [বি. প.]। [সং. অনু+দৈর্ঘ্য]

অনুদ্ঘাতিনী—বিণ (স্ত্রী)ঃ বন্ধুর বা এবড়ো-খেবড়ো নহে এমন, সমতল। [সং. ন+উদ্+ √হন্+অ (ভা)+ইন+ঈ]।

অনুদ্দিষ্ট—বিণঃ উদ্দেশ বা খোঁজ নাই এমন ; নিরুদ্দিষ্ট ; লক্ষ্যের বা বক্তব্যের বিষয় নহে এমন। [সং. ন+উদ্দিষ্ট]।

অনুদ্দেশ—(১)বিঃ খোঁজ না পাওয়া। (২)বিণঃ নিখোঁজ। [সং. ন+উদ্দেশ]।

অনুদ্বায়ী (-য়িন্)—বিণঃ (রসা.) বাষ্পীভবনশীল নহে এমন, non-volatile [বি. প.]। [সং ন. +উদ্বায়ী]।

অনুদ্ভিন্ন—বিণঃ (মাটি) ভেদ করিয়া উঠে নাই এমন ; পূর্ণ প্রকাশ পায় নাই এমন ; অনুদ্গত; অপরিস্ফুট। [সং. ন+উদ্ভিন্ন]।

অনুধাবন—বিঃ পশ্চাদ্ধাবন, দ্রুত অনুসরণ ; অনুসন্ধান, মনোনিবেশ; পর্যালোচনা। [সং. অনু+ধাবন]। বিণঃ **অনুধাবিত**—অনুধাবন করা হইয়াছে এমন।

অনুধ্যান—বিঃ সর্বদা চিন্তা বা স্মরণ ; শুভ চিন্তা। [সং. অনু+ধ্যান]। বিণঃ **অনুধ্যায়ী** (-য়িন্)—অনুধ্যান করে এমন। বিণঃ **অনুধ্যেয়**—অনুধ্যানের যোগ্য।

অনুনয়—বিঃ মিনতি, বিনীত অনুরোধ। [সং অনু+ √নী+অ (ভা)]। বিঃ **-বিনয়**—সাধ্যসাধনা, কাতরতা-সহকারে প্রার্থনা। বিণঃ **অনুনয়ী** (-য়িন্)—অনুনয়কারী।

অনুনাদ—বিঃ প্রতিধ্বনি ; অনুরণন ; সদৃশ শব্দ। [সং. অনু+নাদ]। বিণঃ **অনুনাদিত**—প্রতিধ্বনিত, অনুরণিত; শব্দিত ; সদৃশ শব্দবিশিষ্ট ; একসঙ্গে শব্দিত।

অনুনাসিক—(১)বিণঃ নাকী ; নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত। (২)বিঃ নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং)। [সং. অনু+নাসিকা]।

অনুন্নত—বিণঃ উন্নত বা উচ্চ নহে এমন (অনুন্নত সম্প্রদায়)। [সং. ন+উন্নত]।

অনুপ—বিণঃ উপমাহীন। [সং. অনুপম]।

অনুপকার—বিঃ অপকার। [সং. ন+উপকার]। বিণঃ **-ক, অনুপকারী** (-রিন্)—ক্ষতিকারক।

অনুপকৃত—বিণঃ উপকার লাভ করে নাই এমন। [সং. ন+উপকৃত]।

অনুপদ—(১) অব্য. ক্রি-বিণঃ পদে-পদে, পিছনে-পিছনে ; অনন্তর। (২)বিণঃ পশ্চাদ্গামী। [সং. অনু+পদ]। বিণঃ **অনুপদী** (-দিন্)—অনুগামী, অন্বেষণকারী।

অনুপদিষ্ট—বিণঃ উপদেশ দেওয়া হয় নাই বা পায় নাই এমন; অশিক্ষিত। [সং. ন+উপদিষ্ট]।

অনুপপত্তি—বিঃ অসঙ্গতি ; অসিদ্ধি ; অভাব। [সং. ন+উপপত্তি]।

অনুপম—বিণঃ উপমাহীন, তুলনাহীন, অতুল-

নীয় ; সর্বোৎকৃষ্ট। [সং. ন+উপমা]। বিণ-(স্ত্রী): **অনুপমা**। বিণঃ **অনুপমেয়**—উপমা দেওয়া যায় না এমন।

অনুপযুক্ত—বিণঃ প্রয়োজনের অনুরূপ নহে এমন ; অনুচিত, অসঙ্গত ; অযোগ্য ; অক্ষম। [সং. ন+উপযুক্ত]।

অনুপযোগিতা—বিঃ অযোগ্যতা ; প্রয়োজনের সহিত অসঙ্গতি। [সং. ন+উপযোগিতা]। বিণঃ **অনুপযোগী** (-গিন্)—অনুপযুক্ত।

অনুপল—বিঃ এক বিপলের $\frac{1}{60}$ অংশ, $\frac{1}{3600}$ সেকেণ্ড ; অত্যল্প কাল। [সং অনু+পল]।

অনুপস্থিত—বিণঃ উপস্থিত নহে বা নাই এমন, গরহাজির, অবর্তমান। [সং. ন+উপস্থিত]। বিঃ **অনুপস্থিতি**—না-আসা, গরহাজিরি ; অবর্তমানতা।

অনুপাত—বিঃ (গণি.) এক রাশির সহিত অপর রাশির ভাগ-সম্বন্ধ, ratio [বি প.] ; (ভূবি.) এক বস্তুর হ্রাসবৃদ্ধি-অনুসারে অন্য বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধি, proportion [বি. প.] ; হিসাব ; হার। [সং. অনু+ √পত্+অ]।

অনুপান—বিঃ ঔষধের সহিত সেবনীয় দ্রব্য (যেমন, মধু বা চাউল-ধোয়া জল মকরধ্বজের অনুপান)। [সং. অনু+পান]।

অনুপাম—বিণঃ (কাব্যে) অনুপম।

অনুপায়—(১)বিঃ উপায়ের অভাব ; সহায়-শূন্যতা। (২)বিণঃ উপায়হীন। [সং. ন+উপায়]।

অনুপূরক—বিণঃ কোন কিছু পূর্ণ করে এমন, complementary ; অতিরিক্ত, supplementary [স প.]। [সং অনু+পূরক]।

অনুপূর্ব—(১)বিঃ অনুক্রম ; যথাক্রম। (২)বিণঃ আনুক্রমিক। [সং. অনু+পূর্ব]।

অনুপ্ত—বিণঃ বপন করা হয় নাই এমন। [সং. ন+উপ্ত]।

অনুপ্রবেশ—বিঃ ভিতরে বা অন্তরে প্রবেশ ; মর্ম-গ্রহণ। (সাম. ও রাজ.) ক্ষতিসাধনার্থ পরের এলাকায় বা দলে গোপনে ও অবৈধভাবে প্রবেশ, infiltration। [সং. অনু+প্রবেশ]।

অনুপ্রবিষ্ট—বিণঃ অনুপ্রবেশ করিয়াছে এমন। [সং. অনু+প্রবিষ্ট]।

অনুপ্রস্থ—বিণ. ক্রি-বিণঃ প্রস্থের বা আড়ের দিক্-অনুযায়ী, আড়াআড়ি। [সং. অনু+প্রস্থ]।

অনুপ্রাণন—বিঃ শক্তি-সঞ্চারণ, প্রেরণা-দান। [সং. অনু+প্র+ √অন্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিঃ **অনুপ্রাণনা**—শক্তিসঞ্চার ; প্রেরণা, inspiration।

অনুপ্রাণিত—বিণঃ অনুপ্রাণনা পাইয়াছে এমন। [সং অনু+প্র+ √অন্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

অনুপ্রাস—বিঃ একরূপ ধ্বনি ও বর্ণের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগসমন্বিত কাব্যালঙ্কারবিশেষ (যেমন, 'মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল' রবীন্দ্র)। [সং.]।

অনুপ্রেরণা—বিঃ অনুপ্রাণনা, উদ্দীপনা, উৎসাহ। [সং অনু+প্রেরণা]।

অনুবদ্ধ—বিণঃ সম্বদ্ধ ; সংশ্লিষ্ট ; পরস্পরসংশ্লিষ্ট। [সং. অনু+ √বন্ধ্+ত (র্ম)]।

অনুবন্ধ—বিঃ উপক্রম, অবতারণা ; সম্বন্ধ, সঙ্কল্প ; চেষ্টা ; প্রসঙ্গ, অনুরোধ ; উপলক্ষ্য ; পারম্পর্য, correlation, (ব্যাক.) কোন কার্যের জন্য কল্পিত বর্ণ যাহা 'ইৎ' হয় (যেমন, ঘঞ্-প্রত্যয়ের ঘ্ ও ঞ্)। [সং অনু+ √বন্ধ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অনুবন্ধী** (-ন্ধিন্)—সম্বন্ধীয়, অন্বিত ; অবিচ্ছিন্ন ; (জ্যামি.) অনুবর্তী, conjugate [বি. প.] ; অনুবর্তী ফলস্বরূপ আগত ; consequential [স. প.] ; পারম্পর্যপূর্ণ, সুসম্বদ্ধ, relevant [বৃদ্ধ]।

অনুবর্তন—বিঃ অনুগমন, অনুসরণ ; স্থানান্তরে গমন ; অনুবৃত্তি, পরিচর্যা। [সং অনু+ √বৃত্+অন (ভা)]। বিণঃ বিঃ **অনুবর্তী** (-র্তিন্)—অনুগামী, সহগামী ; অনুযায়ী ; বশবর্তী। বিণ. বি(স্ত্রী): **অনুবর্তিনী**—অনুগামিনী। বিঃ **অনুবর্তিতা**।

অনুবল—(১) বিঃ অনুগ্রহ ('ধর্ম অনুবলে তাহা হইল পূরণ': কাশী.) ; সহায় ('কেবা মোর হবে অনুবল': ক.ক.), ক্ষমতা, প্রভাব ('তপের অনুবলে': ভা.চ.)। (২)বিণঃ বলানুযায়ী, সামর্থ্যানুরূপ। [সং.]।

অনুবাত—বিণঃ বায়ুর অনুকূল অর্থাৎ বায়ু যে দিক্ হইতে বহিতেছে তাহার বিপরীতমুখী, leeward [বি.প.]। [সং.]।

অনুবাদ—বিঃ ভাষান্তরকরণ, তর্জমা ; পুনঃ পুনঃ কথন (গুণানুবাদ) ; অনুকরণ। [সং. অনু+ √বদ্+অ(ভা)]। বিণ. বিঃ **-ক**—ভাষান্তরকারী। বিণঃ **অনূদিত, (অশু.) অনুবাদিত**—ভাষান্তরিত। **অনুবাদী** (-দিন্)—(১)বিণঃ তর্জমাকারী ; রাগ-রাগিণীতে বাদী সংবাদী বিবাদী ভিন্ন অন্য ; অনুরূপ ; (২)বিঃ (সঙ্গীতে) বাদী সংবাদী বিবাদী ভিন্ন অন্য সুর।

অনুবাসন—বিঃ সুগন্ধীকরণ, ধূপন। [সং. অনু+ √বস্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **অনুবাসিত** —সুগন্ধীকৃত, ধূপিত।

অনুবিদ্ধ—বিণঃ যুক্ত; গ্রথিত; খচিত। [সং. অনু+ √ব্যধ্+ত(র্ম)]।

অনুবিধি—বিঃ কোন নিয়মাবলী বা আইনের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা, proviso [স.প.]। [সং. অনু +বিধি]।

অনুবৃত্তি—বিঃ অনুবর্তন; অনুকরণ; সেবা; অনুবন্ধ; পূর্ব প্রসঙ্গের জের। [সং অনু+ √বৃৎ+তি(ভা)]।

অনুবেদন—বিঃ জ্ঞানদান, জ্ঞাপন ('তুমি অনুবেদন করিলে পাই হরি': শি.); সহানুভূতি। [সং. অনু+ √বিদ্+অন(ভা)]।

অনুবোধ—বিঃ কিছুর পরে লব্ধ জ্ঞান; কোন কিছু হইতে উপজাত বোধ বা ধারণা, feeling [সু.দ.]। [সং. অনু+বোধ]।

অনুবোল—বিঃ অনুকূল বাক্য, হিতবাক্য; মঙ্গল-কামনামূলক বাক্য। [সং. অনু+দেশী. বোল]।

অনুব্রজ, অনুব্রজন—বিঃ অনুগমন, অনুসরণ; প্রত্যুদ্গমন। [সং. অনু+ √ব্রজ্+অ, অন (ভা)]। ক্রিঃ **অনুব্রজা**—অনুগমন করা, অনুসরণ করা; প্রত্যুদ্গমন করা; অভ্যর্থনা করা।

অনুব্রত—ক্রি. বিণঃ সর্বদা, অবিরত। [সং. অনবরত]।

অনুভব—বিঃ জ্ঞান, উপলব্ধি; বোধ, feeling [বি. প.]। [সং অনু+ √ভূ+অ (ভা)]।

অনুভাব—বিঃ প্রভাব; মহিমা, সুখানুভূতি; (অল) স্থায়িভাবের জাগরণের ফলে চিত্তানুভূতি-ব্যঞ্জক দৈহিক বিকারাদি (যেমন, অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস, ভ্রূকুঞ্চন, আস্ফালন, ইত্যাদি)। [সং. অনু +ভাব]। বিঃ -ন—স্থায়িভাবের জাগরণজনিত দৈহিক বিকারাদির সঞ্চার, sensation [বু. ব.]

অনুভাবিত—বিণঃ অনুভব করান হইয়াছে এমন। [সং. অনু+ √ভূ+ণিচ্+ত (র্ম)]।

অনুভূ—বিঃ (জ্যোতি.) গ্রহের পরিক্রমণ-পথের যে বিন্দুটি পৃথিবীর নিকটতম, perigee। [সং. অনু+ √ভূ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

অনুভূতি—বিঃ উপলব্ধি; অনুভব, সুখদুঃখাদির বোধ, feeling [বি. প.]। [সং. অনু+ √ভূ +তি (র্ম)]। বিণঃ **অনুভূত**—উপলব্ধ।

অনুভূমিক—বিণঃ ক্ষিতিজ-তলের সমান্তরাল, horizontal [বি. প.]। [সং. অনু+ভূমি+ক]।

অনুমত—বিণঃ সম্মত, স্বীকৃত; অনুমোদিত; আদিষ্ট। [সং. অনু+ √মন্+ত (ভা)]। বিঃ **অনুমতি**—আজ্ঞা, আদেশ; সম্মতি।

অনুমরণ—বিঃ সহমরণ। [সং. অনু+মরণ]।

অনুমান, অনুমিতি—বিঃ ধারণা, আন্দাজ; নির্ধারণ; যুক্তিবলে জ্ঞাতবস্তু হইতে অজ্ঞাত-বস্তু-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে গমন, inference; অর্থা-লঙ্কারবিশেষ। [সং. অনু+ √মা+অন, তি (ভা)]। বিণঃ **অনুমিত**—অনুমান করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **অনুমেয়**—অনুমানযোগ্য; অনুমান-সাধ্য।

অনুমাপক—বিণঃ অনুমানজনক, অনুমানের হেতু-ভূত; নির্ণায়ক। [সং. অনু+ √মা+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

অনুমিত, অনুমিতি—**অনুমান** দ্রঃ।

অনুমৃতা—বিণ(স্ত্রী)ঃ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় এমন। [সং. অনু+মৃতা]। বিণ(পুং)ঃ **অনুমৃত**।

অনুমেয়—**অনুমান** দ্রঃ।

অনুমোদন—বিঃ সম্মতি; সমর্থন, মঞ্জুরি, sanction, confirmation। [সং. অনু+ √মুদ্ +অন (ভা)]। বিণঃ **অনুমোদিত**—অনুমত; অনুজ্ঞাত; সমর্থিত; সরকারীভাবে স্বীকৃত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত, authorized; মঞ্জুরীকৃত sanctioned [স. প.]।

অনুযাত—বিণঃ পশ্চাদ্গত; অনুগত; অনুকৃত। [সং. অনু+ √যা+ত (র্তৃ)]।

অনুযাত্র, অনুযাত্রিক—বিণঃ অনুচর, অনুগামী, সমভিব্যাহারী। [সং. অনু+যাত্রা+ইক]।

অনুযায়ী (-য়িন্)—বিণঃ অনুগামী; অনুরূপ। [সং. অনু+ √যা+ইন্ (র্তৃ)]।

অনুযুক্ত, অনুযোক্তা—**অনুযোগ** দ্রঃ।

অনুযোগ—বিঃ দোষারোপ; কোন বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ; তিরস্কার; জিজ্ঞাসা। [সং. অনু+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অনুযুক্ত**—যাহার সম্বন্ধে অনুযোগ করা হইয়াছে; নিন্দিত; তিরস্কৃত। বিণ. বিঃ **অনুযোক্তা** (-ক্তৃ), **অনুযোগী** (-গিন্)—অনুযোগকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-গিনী**। বিণঃ **অনুযোগ্য**—অনুযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

অনুরক্ত—বিণঃ অনুরাগবিশিষ্ট, আসক্ত, ভক্ত, প্রীতিযুক্ত [সং. অনু+ √রন্জ্+ত (র্ম)]। বিণ

(স্ত্রী): **অনুরক্তা**। বি: **অনুরক্তি**—আসক্তি, অনুরাগ।

অনুরঞ্জক—**অনুরঞ্জন** দ্র:।

অনুরঞ্জন—বি: প্রীতিসম্পাদন; সন্তোষ বা আনন্দ উৎপাদন, (এক রঙে) **রঞ্জিতকরণ**। [সং. অনু + রঞ্জন]। বিণ.বি: **অনুরঞ্জক**—রঞ্জনকারী; প্রীতিসম্পাদনকারী (প্রজানুরঞ্জক)। বিণ: **অনুরঞ্জিত**—বর্ণরঞ্জিত, অনুরাগযুক্ত।

অনুরণন—বি: প্রথম উত্থিত ধ্বনির অনুবর্তী ক্রমবিলীয়মান ধ্বনিসমূহ, প্রতিধ্বনি। [সং. অনু + √রণ্ + অন (ভা)]। বিণ: **অনুরণিত**—প্রতিধ্বনিত।

অনুরত—বিণ: অনুরক্ত, আসক্ত। [সং. অনু + √রম্ + ত (ক্ত)]। বি: **অনুরতি**—অনুরক্তি, আসক্তি।

অনুরথ—বি: অনর্থ, বিপদ, অপবাদ, কলঙ্ক, দৌরাত্ম্য, দুষ্টামি, অনর্থক বা ব্যর্থ ব্যাপার। [সং অনর্থ > অনরথ (উ কার স্বরাগমের নিদর্শন)]।

অনুরাগ—বি: আসক্তি, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, আদর, যত্ন (বিদ্যায় অনুরাগ), প্রবৃত্তি (ধর্মে অনুরাগ), (বৈষ্ণব শা) প্রেম যখন প্রেমের বিষয়কে অনুক্ষণ নব নব করিয়া তোলে তখন তাহাকে 'অনুরাগ' বলা হয় ('সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে': বিদ্যা.)। [সং. অনু + √রন্জ্ + অ (ভা)]। বিণ. বি: **অনুরাগী** (-গিন্) —আসক্ত বা অনুরাগসম্পন্ন (ব্যক্তি)। বিণ(স্ত্রী): **অনুরাগিণী**।

অনুরাধা—বি: শুভদায়ক সপ্তদশ নক্ষত্র [সং]।

অনুরুদ্ধ—বিণ: (যাহাকে বা যে বিষয়ে) অনুরোধ করা হইয়াছে এমন; উপরুদ্ধ, প্রার্থিত। [সং. অনু + √রুধ্ + ত (র্ম)]।

অনুরূপ—বি: তুল্য, সদৃশ; যোগ্য, অনুসারী, corresponding। [সং. অনু + রূপ]।

অনুরোধ—বি: মিনতিপূর্ণ যাচ্ঞা, প্রার্থনা, উপরোধ, উপলক্ষ, খাতির (কার্যানুরোধে)। [সং. অনু + √রুধ্ + অ (ভা)]।

অনুলম্ব—বিণ: খাড়াই-বরাবর। [সং. অনু + লম্ব]।

অনুলাপ—বি: পুনঃপুনঃ কথন। [সং. অনু + √লপ্ + অ (ভা)]।

অনুলিখন, অনুলিপি, অনুলেখ—বি: অনুরূপ লিখন; লিপ্যন্তর, transliteration; শ্রুতলিখন, dictation, গ্রহণ বা লিখন, অথবা উক্তভাবে লিখিত লিপি, কোন লেখার নকল। [সং. অনু + লিখন, লিপি, লেখ]।

অনুলিপ্ত—বি: অনুরঞ্জিত, লিপ্ত। [সং অনু + √লিপ্ + ত (র্ম)]।

অনুলেপ—বি: লেপন। [সং অনু + √লিপ + অ (ভা)]। বি: **-ন**—(গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা) লেপন: প্রলেপ, লেপনসাধন দ্রব্যাদি।

অনুলেহ—বি: (ব্রজ) অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম। [সং. অনু + লেহ]।

অনুলোম—(১)বি: অনুক্রম, যথাক্রম। (২)বিণ: অনুকূল। (৩)ক্রি-বিণ: পকৃষ্ট পর্ণালীসম্মতভাবে, যথাক্রমে। [সং অনু + লোম]। **অনুলোম বিবাহ**—উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণা কন্যার পরিণয় (তু **প্রতিলোম বিবাহ**)।

অনুল্লঙ্ঘনীয়—বিণ: উল্লঙ্ঘন করা যায় না বা করা উচিত নয় এমন, অনতিক্রমণীয়। [সং. ন + উল্লঙ্ঘনীয়]।

অনুশাসন—বি: উপদেশ, শিক্ষা, আদেশ, বিধান, edict (অশোকের অনুশাসন)। [সং অনু + শাসন]।

অনুশিষ্য—বি: শিষ্যের শিষ্য। [সং. অনু + শিষ্য]।

অনুশীলন—বি: পুনঃপুনঃ অভ্যাস বা চর্চা। [সং. অনু + √শীল্ + অন (ভা)]। বি: **অনুশীলনী**—অনুশীলনের সহায়ক প্রশ্নাবলী, questions for exercise। বিণ: **অনুশীলনীয়**—অনুশীলন করা উচিত বা আবশ্যক এমন। বিণ: **অনুশীলিত**—অনুশীলন করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

অনুশোচন, অনুশোচনা—বি: কৃতকর্মের বা গত বিষয়ের জন্য খেদ, অনুতাপ। [সং. অনু + √শুচ্ + অন (ভা), + আ]। বিণ: **অনুশোচিত**—অনুতপ্ত; (বাং) অনুশোচনার বিষয়ীভূত।

অনুষঙ্গ—বি: প্রণয়, দয়া; স্নেহ; সম্বন্ধ; প্রসঙ্গ; আসক্তি, টান, adherence [স. প.]; সম্বন্ধ, সম্পর্ক, association [বি. প.], সাহচর্য, সহচর। [সং. অনু + √সন্জ্ + অ (ভা)]। বিণ: **অনুষঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অনুষঙ্গবিশিষ্ট; অনুষঙ্গস্বরূপ, সহচর।

অনুষ্টুপ্, অনুষ্টুভ্—বি: সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ। [সং. অনু + √স্তুভ্ + ক্বিপ্]।

অনুষ্ঠাতা (-তৃ)—বিণ. বি: অনুষ্ঠানকারী,

সম্পাদক ; উদ্যোগকর্তা। [সং. অনু + √স্থা + তৃ (র্তৃ)]। বিণ. বি(স্ত্রী): অনুষ্ঠাত্রী।
অনুষ্ঠান—বিঃ আরম্ভ, উদ্যোগ ; ক্রিয়া-কর্ম, উৎসবাদি ; (শাস্ত্রসম্মত) কর্মসম্পাদন, নির্বাহ। [সং. অনু + √স্থা + অন (ভা)]। বিণঃ **অনুষ্ঠিত**—নির্বাহিত, আচরিত। বিণঃ **অনুষ্ঠেয়**—অনুষ্ঠানযোগ্য।
অনুসঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বিণ বিঃ সহচর। [সং. অনুষঙ্গী]।
অনুসন্ধান—বিঃ অন্বেষণ, খোঁজ। [সং. অনু + সন্ধান]। বিণ.বিঃ **অনুসন্ধানী** (-নিন্)—অনুসন্ধানে পটু, খোঁজখবর রাখে এমন। বিণঃ **অনুসন্ধাতা** (-তৃ), **অনুসন্ধায়ক**, **অনুসন্ধায়ী** (-য়িন্)—অনুসন্ধানকারী। বিণঃ **অনুসন্ধেয়**—অন্বেষণযোগ্য।
অনুসন্ধিৎসা—বিঃ অন্বেষণের ইচ্ছা। [সং. অনু + সম্ + √ধা + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণঃ **অনুসন্ধিৎসু**—খোঁজ করিতে ইচ্ছুক।
অনুসন্ধেয়—**অনুসন্ধান** দ্রঃ।
অনুসরণ—বিঃ অনুগমন ; অনুবর্তন ; অনুরূপ গঠন বা আচরণ, অনুকরণ (পিতার পন্থানুসরণ)। [সং. অনু + √সৃ + অন (ভা)]।
অনুসর্গ—বিঃ বিশেষার্থ-প্রকাশক শব্দ অথবা ধাতুর শেষে যোজ্য শব্দ (তু. **প্রত্যয়**, **উপসর্গ**), suffix। [সং. অনু + √সৃজ্ + অ (ণে)]।
অনুসার—বিঃ অনুসরণ ; অনুবর্তন (শক্তি-অনুসারে)। [সং. অনু + √সৃ + অ (ভা)]। বিণঃ **অনুসারী** (-রিন্)—অনুসরণকারী ; **অনুযায়ী**। বিণ(স্ত্রী): **অনুসারিণী**।
অনুসিদ্ধান্ত—বিঃ (জ্যামি.) উপপাদ্য হইতে সহজে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, corollary [বি. প.]।
অনুসৃত—বিণঃ অনুসরণ করা হইয়াছে এমন। [সং. অনু + √সৃ + ত (র্ম)]। বিঃ **অনুসৃতি**—অনুসরণ।
অনুস্মৃতি—বিঃ (পুরাতন ঘটনাদি) পরবর্তিকালে স্মরণ, recollection। [সং অনু + স্মৃতি]।
অনুস্যূত—বিণঃ সতত সম্বদ্ধ ; অবিচ্ছিন্ন ; গ্রথিত। [সং. অনু + √সিব্ + ক্ত (র্ম)]।
অনুস্বর, **অনুস্বার**—বিঃ অনুনাসিক বর্ণবিশেষ, 'ং'। [সং. অনু + √স্বৃ + অ (র্ম)]।
অনূঢ়—বিণঃ অবিবাহিত। [সং. ন + ঊঢ়]। বিণ (স্ত্রী): **অনূঢ়া**—অবিবাহিতা ; কুমারী। বিঃ **অনূঢ়ান্ন**—আইবুড়ো ভাত।
অনূদিত—বিণঃ পরে উক্ত ; ভাষান্তরিত, অনুবাদ করা হইয়াছে এমন। [সং. অনু + √বদ্ + ত (র্ম)]।
অনূপ—বিঃ জলময় স্থান ; জলা, বিল। [সং. অনু + অপ + অ]।
অনূর্ধ্ব—বিণঃ অনধিক। [সং. ন + ঊর্ধ্ব]।
অনৃজু—বিণঃ বাঁকা, কুটিল, অসরল ; শঠ, ধূর্ত। [সং. ন + ঋজু]।
অনৃত—বিণঃ অসত্য, মিথ্যা। [সং. ন + ঋত]। বিণ বিঃ **-বাদী** (-দিন্), **-ভাষী** (-ষিন্)—মিথ্যাবাদী। বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী**, **-ভাষিণী**।
অনেক—(১)বিণ একাধিক, বহু, নানা (অনেক কথা), প্রচুর, ঢের, খুব (অনেক চেষ্টা, অনেক তফাৎ)। (২)সর্বঃ বহুলোক (অনেকে বলে, অনেকের আছে) ; অতিরিক্ত ব্যাপার, বাড়াবাড়ি (অনেক হয়েছে)। (৩)বিঃ (বিরল) বিশ্বজগৎ ('অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম' : ভা. চ.)। [সং. ন + এক] বিণঃ **-অনেক**, **অনেকানেক**—নানান্ ও বিভিন্ন। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-ধা**—বহুপ্রকারে বা দিকে। বিণঃ **-প্রকার**, **-বিধ**, **-রূপ**—নানারকম। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে অনেক কর্মী বা মাতব্বর জুটিলে তাহাদের মতভেদাদির দরুন কর্মপণ্ড হয়।
অনৈক্য—বিঃ একতার অভাব ; বিরোধ ; মতদ্বৈধ ; অমিল। [সং. ন + ঐক্য]।
অনৈচ্ছিক—বিণঃ মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব ব্যতিরেকে চালিত, অস্বেচ্ছাকৃত, involuntary [বি. প]। [সং. ন + ঐচ্ছিক]।
অনৈসর্গিক—বিণঃ অস্বাভাবিক ; অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত। [সং. ন + নৈসর্গিক]।
অনৌচিত্য—বিঃ অন্যায্যতা ; (অল.) অনুচিত বর্ণনাজনিত দোষবিশেষ। [সং. ন + ঔচিত্য]।
অন্ত—বিঃ মৃত্যু, নাশ (অন্তকাল) ; শেষ, অবসান (নিশান্ত) ; প্রান্ত (বনান্ত) ; সীমা, অবধি (পক্ষান্ত) ; নিকট (অন্তেবাসী) ; স্বরূপ, মনোভাব (অন্ত পাওয়া ভার) ; জীবনশেষ, পরকাল ('অন্তে দিও গো পদাশ্রয়'। [সং. √অম্ + ত (ভা)]। **-ক**—(১)বিঃ যম। (২)বিণঃ নাশক ; যাহার পরে আর কিছু নাই, শেষ, চরম, final [সু. দ.]। বিঃ **-কাল**—মৃত্যুর সময়। অব্যঃ **-তঃ** (-তস্), **-ত**—ন্যূনকল্পে, কমসে কম। বিণঃ **-স্থ**—প্রান্তস্থিত।

অন্তঃ - (অন্তর্)—অব্যয় (এই শব্দটি অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া নূতন শব্দের সৃষ্টি করে) অন্তরে, হৃদয়ে ; ভিতরে। [সং. অন্ত+ √রা+ ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-করণ**—হৃদয়। বিঃ **-কোণ**—ভিতরে অবস্থিত কোণ, interior angle [বি. প]। বিঃ **-পট**—মধ্যস্থলে (পরদার ন্যায়) ঝুলাইয়া দেওয়া বস্ত্রখণ্ড (বিশেষতঃ যাহা বিবাহ-কালে বর ও কন্যার মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়); পরদা, যবনিকা, অবগুণ্ঠন। বিণঃ **-পাতী** (-তিন্)—মধ্যবর্তী, অন্তর্গত। বিঃ **-পুর**—অন্দরমহল। বিঃ **-পুরিকা**—অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। বিঃ **-প্রবেশন**—এক (লেখকের) রচনার মধ্যে অন্য (লেখকের) রচনার সংস্থাপন বা প্রক্ষেপ, interpolation। বিঃ **-শত্রু**—দেহান্তর্গত কামাদি ষড়্‌রিপু ; রাষ্ট্রের বা দেশের শত্রুতাকামী প্রজা বা অধিবাসী, শত্রুভাবাপন্ন স্বজন, গৃহবৈরী। বিণঃ **-শীল**—অন্তরে নিহিত বা অবস্থিত, অপ্রকাশিত, গুপ্ত ('অন্তঃশীল যে রহস্য': রবীন্দ্র)। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-শীলা**। বিঃ **-শুল্ক**—মাদকদ্রব্যাদির উপরে ধার্য কর, excise [স. প.]। বিণঃ **-সত্ত্বা** —গর্ভিণী, গর্ভবতী। বিণঃ **-সলিল**—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-সলিলা**। **অন্তঃসলিলা নদী**—যে নদীর জল মাটির নিচে লোকচক্ষুর অন্তরালে বর্তমান, subterranean river (যেমন, ফল্গু-নদী)। বিঃ **-সার**—ভিতরের সারপদার্থ। বিণঃ **-সারশূন্য**—ভিতরে সারবস্তু নাই এমন ; ফাঁপা ; অপদার্থ। বিণঃ **-স্থ**—মধ্যবর্তী। **অন্তঃস্থ বর্ণ**—স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যস্থ এবং উচ্চারণে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যবর্তী য্ র্ ল্ ব্ এই চারিটি বর্ণ।

অন্তক, অন্তকাল, অন্ততঃ, অন্তত—**অন্ত** দ্রঃ।

অন্তর—(১)বিঃ (বাং) হৃদয়, মন ; ব্যবধান ; তফাৎ (বহু অন্তরে) ; মধ্য (দুইয়ের অন্তরে) ; শেষ, অবধি (নিরন্তর) ; ভেদ (মতান্তর) ; পরিধান (অন্তরীয়) ; তারতম্য, পার্থক্য, difference। (২)বিণঃ অপর, ভিন্ন (লোকান্তর) ; আত্মীয় (অন্তরতর, অন্তরতম)। [সং. অন্ত+ √রা+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-জ্ঞ**—অন্তর্যামী ; বিশেষজ্ঞ। বিঃ **-টিপ্পনি**—অন্যের অজ্ঞাতে কাহারও হৃদয়ে গোপনে আঘাত। বিণঃ **-স্থ**—মনোগত।

অন্তরঙ্গ—(১)বিণঃ আত্মীয়, সুহৃদ্ ; অন্তরের সম্পর্কযুক্ত ; গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ। (২)বিঃ অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ। [সং. অন্তর+ √গম্+অ বা অন্তর্+ +অঙ্গ]। বিঃ **-তা**—আত্মীয়তা ; বিশেষ সৌহার্দ্য।

অন্তরজ্ঞ, অন্তরটিপ্পনি—**অন্তর** দ্রঃ।

অন্তরণ—**অন্তরিত** দ্রঃ।

অন্তরস্থ—**অন্তর** দ্রঃ।

অন্তরা—বিঃ গানের ধুয়া ও আভোগের মধ্যবর্তী অংশ। [সং. অন্তর্+আ]।

অন্তরাত্মা (-ত্মন্)—বিঃ (শরীরমধ্যস্থ) জীবাত্মা ; অন্তঃকরণ। [সং. অন্তর+আত্মন্]।

অন্তরায়—বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন। [সং.]।

অন্তরাল—বিঃ আড়াল, ব্যবধান ; অবকাশ। [সং অন্তরা+ √লা+অ (র্তৃ)]।

অন্তরিক্ষ—**অন্তরীক্ষ**-এর বানানভেদ।

অন্তরিত—বিণঃ অন্তর্হিত ; আচ্ছন্ন, আবৃত অপসারিত, দূরীভূত ; সরকারী আদেশে রাষ্ট্রের মধ্যেই কারাগারের বাহিরে নির্দিষ্ট কোন স্থানে (প্রায়) নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবদ্ধ, interned। [সং. অন্তর+ইত]। বিঃ **অন্তরণ**—ঐরূপে আটক বন্দীকরণ, internment। বিঃ **অন্তরীণ**—(অশু.)—ঐরূপ আটক, বন্দী, internee।

অন্তরিন্দ্রিয়—বিঃ মন। [সং. অন্তর্+ইন্দ্রিয়]।

অন্তরীক্ষ—বিঃ আকাশ। [সং. অন্তর্+ √ঈক্ষ্ +অ (র্ম), অন্তর্+ঋক্ষ]। বিণঃ **-চারী** (-রিন্) —গগনচারী। বিণঃ **-বাসী** (-সিন্)—আকাশে বাসকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-বাসিনী**। বিঃ **-মণ্ডল**—নভোমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল।

অন্তরীণ—**অন্তরিত** দ্রঃ।

অন্তরীপ—বিঃ যে ভূখণ্ড ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র হইয়া সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, cape। [সং. অন্তর+অপ (ঈপ্)+অ (সমাসান্ত)]।

অন্তরীয়, অন্তরীয়ক—বিঃ অধোবাস, ধুতি ইজের ইত্যাদি (তু. **উত্তরীয়**)। [সং.]।

অন্তর্গত—বিণঃ মধ্যে বা অভ্যন্তরে আছে এমন, মধ্যবর্তী ; মনোগত। [সং. অন্তর্+গত]।

অন্তর্গূঢ়—বিণঃ ভিতরে বা মনে গুপ্ত ; বাহিরে অপ্রকাশিত। [সং. অন্তর্+গূঢ়]।

অন্তর্গৃহ—বিঃ বড় ঘরের মধ্যস্থিত ঘর ; ঘরের ভিতর। [সং. অন্তর্+গৃহ]।

অন্তর্ঘাত—বিঃ ভিতরে থাকিয়া গোপনে ক্ষতি-সাধন, sabotage [স. প.]। [সং. অন্তর্+ ঘাত]। বিঃ **-ক**—অন্তর্ঘাতকারী, saboteur

[স. প.]। বিণ: **অন্তর্ঘাতী** (-তিন্)—অন্তর্ঘাতমূলক।

অন্তর্জগৎ—বি: মনোজগৎ, ভাবলোক, চিন্তারাজ্য। [সং. অন্তর্+জগৎ]।

অন্তর্জল—বি: জলমধ্য; স্থলজলের মধ্য। [সং. অন্তর্+জল]। বি: **অন্তর্জলি**—মুমূর্ষুর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য তাহার নিম্নাঙ্গ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া কৃত অনুষ্ঠানবিশেষ। [সং. অন্তর্জল+বাং. ই]।

অন্তর্দশা—বি: (জ্যোতিষ.) কোন গ্রহের দশার অন্তর্গত রবিচন্দ্রাদি গ্রহের আধিপত্যকাল। [সং. অন্তর্+দশা]।

অন্তর্দর্শন—বি: স্বীয় মন বা চিন্তার পরীক্ষা, আত্মদর্শন, introspection [বি. প.]। [সং. অন্তর্+দর্শন]।

অন্তর্দাহ—বি: নিদারুণ মনঃকষ্ট, ঈর্ষাপ্রসূত সন্তাপ। [সং. অন্তর্+দাহ]।

অন্তর্দীপন—বি: মনোমধ্যে জ্ঞানসঞ্চার; অন্তরের অর্থাৎ মানসিক ও মনোগত গুণাবলীর উৎকর্ষসাধন। [সং. অন্তর্+দীপন]।

অন্তর্দৃষ্টি—বি: (মনের) ভিতরের দিকে দৃষ্টি; সূক্ষ্মদর্শনশক্তি; স্বীয় মনের বা চিন্তার পরীক্ষা, introspection [বি. প.]। [সং. অন্তর্+দৃষ্টি]।

অন্তর্দেশ—বি: ভিতরস্থ অংশ, হৃদয়; মধ্যবর্তী স্থান; দেশের মধ্য। বিণ: **অন্তর্দেশীয়**—দেশের অভ্যন্তরে, inland। [সং. অন্তর্+দেশ]।

অন্তর্ধান—বি: তিরোধান; অদৃশ্য হওয়া। [সং অন্তর্+ √ধা+অন (ভা)]।

অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্নিহিত—বিণ: হৃদয়ে বা অভ্যন্তরে স্থাপিত; বদ্ধমূল: সহজাত (অন্তর্নিবিষ্ট শক্তি)। [সং. অন্তর্+নিবিষ্ট, নিহিত]।

অন্তর্বত্নী—বিণ: অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী। [সং. অন্তর্+বৎ+ঈ]।

অন্তর্বর্তী (-র্তিন্)—বিণ: অন্তর্গত, অন্তঃপাতী; মধ্যবর্তী। [সং. অন্তর্+ √বৃৎ+ইন (র্তৃ)]।

অন্তর্বাণিজ্য—বি: দেশের বা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, inland trade [বি. প.]। [সং. অন্তর্+বাণিজ্য]।

অন্তর্বাষ্প—বি: চাপিয়া রাখা চোখের জল। [সং. অন্তর্+বাষ্প]।

অন্তর্বাস—বি: বহির্বাসের অভ্যন্তরে পরিধেয় গেঞ্জি ফতুয়া শেমিজ প্রভৃতি; কৌপীন। [সং. অন্তর্+বাস]।

অন্তর্বাহ, অন্তর্বাহী (-হিন্)—বিণ: ভিতরের দিকে আকর্ষণকারী, afferent [বি. প.]। [সং. অন্তর্+বাহ, বাহী]।

অন্তর্বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব—বি: আত্মকলহ; গৃহবিবাদ; কোন রাষ্ট্রের বা দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব, civil war। [সং. অন্তর্+বিগ্রহ, বিপ্লব]।

অন্তর্বিবাহ—বি: স্বগোত্রে বা স্বকুলে বিবাহ। [সং. অন্তর্+বিবাহ]।

অন্তর্বেদনা—বি: মনোবেদনা। [সং. অন্তর+বেদনা]।

অন্তর্বেদি, অন্তর্বেদী—বি: দুই নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ; দোআব; ব্রহ্মাবর্তদেশ। [সং. অন্তর্+বেদি, বেদী]।

অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত—বিণ: অন্তর্গত; মধ্যস্থিত। [সং. অন্তর্+ভুক্ত, ভূত]। **অন্তর্ভূত কোণ**—(জ্যামি.) দুই বাহুর মধ্যবর্তী কোণ, included angle [বি. প.]।

অন্তর্ভেদী (-দিন্)—বিণ: অন্তর ভেদ করে এমন; মনের গুপ্ত ভাব জানিতে পারে বা জানিতে চেষ্টা করে এমন। [সং. অন্তর্+ভেদী]।

অন্তর্মাধুর্য—বি: অন্তরের সৌন্দর্য, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। [সং. অন্তর্+মাধুর্য]।

অন্তর্মুখ—বিণ: ভিতরের দিকে মুখ গতি বা লক্ষ্য আছে এমন; আত্মবিষয়ে চিন্তাশীল, introspective, বাহ্যবস্তুকে অগ্রাহ্য করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন; আধ্যাত্মিক; ভিতরের দিকে পরিচালনকারী, অন্তর্বাহ, afferent [বি. প.]। [সং. অন্তর্+মুখ]। বিণ(স্ত্রী): **অন্তর্মুখী**।

অন্তর্যামী (-মিন্)—(১)বিণ: আন্তরিক ভাববেত্তা। (২)বি: যিনি অন্তরে অবস্থান করেন ও মনের সকল কথা জানেন; যিনি ভিতরে অবস্থান করিয়া সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করেন অর্থাৎ ঈশ্বর। [সং. অন্তর্+ √যম্+ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)]।

অন্তর্লীন—বিণ: একেবারে অন্তরে সংগুপ্ত, গূঢ়। [সং অন্তর্+লীন]।

অন্তর্হিত—বিণ: অন্তর্ধান করিয়াছে বা অদৃশ্য হইয়াছে এমন; তিরোহিত। [সং অন্তর্+ √ধা+ত (র্তৃ)]।

অন্তস্তল—বি: ভিতর; হৃদয়, মন। [সং. অন্তর্+তল]।

অন্তিক—(১)বিণঃ সন্নিহিত। (২)বিঃ সন্নিধান, নৈকট্য ; চরম ; extreme। [সং. অন্ত+ইক]।

অন্তিম—বিণঃ চরম, শেষ ; মৃত্যুকালীন। [সং. অন্ত+ইম]। বিঃ **-কাল, -সময়**—মরণকাল। বিঃ **-দশা**—মুমূর্ষু অবস্থা। বিঃ **-শয্যা**—যে শয্যায় শায়িত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে।

অন্তেবাসী (-সিন্)—(১)বিঃ গুরুগৃহবাসী, শিষ্য, ছাত্র ; গ্রামপ্রান্তবাসী চণ্ডাল। (২)বিণঃ সমীপবর্তী। [সং অন্তে+ √বস্+ইন্ (র্তৃ)]।

অন্ত্য—বিণঃ অন্তিম, চরম ; নিকৃষ্ট ; অবশিষ্ট ; শূদ্রকুলজাত। [সং. অন্ত+য (ভা)]। **-জ**—(১)বিণঃ নীচকুলজাত ; নীচ ; (২)বিঃ নীচজাতি ; শূদ্র ; চণ্ডাল। বিঃ **-বর্ণ**—(শব্দাদির) শেষ অক্ষর।

অন্ত্যেষ্টি—বিঃ মৃতসৎকার। [সং. অন্ত্য+ইষ্টি]। বিঃ **-ক্রিয়া**—মৃতসৎকার।

অন্ত্র—বিঃ নাড়িভুঁড়ি, bowels ; পাকস্থলীর নিম্নভাগ হইতে মলদ্বার অবধি যন্ত্র, intestines। [সং. √অম্+ত্র (ণ)]। বিঃ **-বৃদ্ধি**—একপ্রকার নাড়ীর রোগ, hernia।

অন্দর—বিঃ অভ্যন্তর ; অন্তঃপুর (তু. **সদর**)। [ফা.]। বিঃ **-মহল**—অন্তঃপুর।

অন্দিসন্দি—**অন্ধিসন্ধি**-র বিকৃত রূপ।

অন্ধ—বিণঃ দৃষ্টিহীন, কানা ; গাঢ় অন্ধকারময় ('অন্ধ তামস' : রবীন্দ্র), অজ্ঞান ; বিচারবিবেচনাহীন (অন্ধ আবেগ বা বিশ্বাস)। [সং. √অন্ধ্+ণিচ্+অ]। বিঃ **-কূপ**—অন্ধকার গহ্বর, black-hole। বিঃ **-কূপহত্যা**—অতি অপরিসর কক্ষমধ্যে বহুসংখ্যক লোককে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের শ্বাসরোধ ও মৃত্যু-সঙ্ঘটন (নবাব শিরাজদ্দৌলা এইভাবে বহু ইংরেজ নরনারীর মৃত্যু ঘটাইয়াছিলেন বলিয়া ভারতের ইংরেজ শাসকগণ মিথ্যা প্রচার করিয়াছিলেন)। বিণঃ **-তম**—অতিশয় অন্ধকারবিশিষ্ট। বিঃ **-তমস**—গাঢ় অন্ধকার। বিঃ **-তা, -ত্ব**। **-তামিস্র**—(১)বিঃ নিবিড় অন্ধকার ; (২)বিণঃ নিবিড় অন্ধকারময়। বিঃ **-বিশ্বাস**—নির্বিচার গভীর আস্থা। বিঃ **-বেগ**—বেপরোয়া অতিদ্রুত বেগ। **অন্ধের নড়ি, অন্ধের যষ্টি**—অক্ষমের অবলম্বন ; অসহায়ের সহায়।

অন্ধকার—(১)বিঃ আলোকের অভাব ; তমঃ, তিমির, তমিস্র ; অজ্ঞানতাজনিত বা দুঃখাদিজনিত ক্ষোভ (মনের অন্ধকার)। (২)বিণঃ (বাং.) অন্ধকারে পূর্ণ (অন্ধকার ঘর)। [সং. অন্ধ+ √কৃ+অ]। **অন্ধকার দেখা**—বিপদের মধ্যে পড়িয়া ভয়ে ও ভাবনায় আকুল হইয়া দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হওয়া। **অন্ধকার দেখান**—বিপদের মধ্যে ফেলিয়া অথবা বিপদের ভয় দেখাইয়া অভিভূত করা। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—যে-কোন বিষয়ে স্থির জ্ঞান না থাকার ফলে (যদি বা লাগিয়া যায় এই আশায়) আন্দাজে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে মন্তব্যাদি করা। **অন্ধকারে থাকা**—কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ থাকা। **অন্ধকারে হাতড়ান**—চোখে না দেখিতে পাওয়ার ফলে হস্তস্পর্শদ্বারা অনুমান করিয়া পথ চলা অর্থাৎ কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকার ফলে আন্দাজে উক্ত বিষয়-সম্পর্কিত তথ্যাদি আলোচনা করা বা অনুসন্ধান করা।

অন্ধিসন্ধি—বিঃ রন্ধ্র, ফাঁক ; গুপ্ত তথ্য (সমস্ত অন্ধিসন্ধি জানা) ; ভিতরের কথা (মনের অন্ধিসন্ধি)। [বাং. অন্ধি+সন্ধি]।

অন্ধ্র—বিঃ ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ ; তাহাদের দেশ ; মাদ্রাজের উত্তরপূর্ব অঞ্চল ; তেলুগুভাষীর দেশ ; পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্যতম।

অন্ন—বিঃ ভাত, খাদ্যদ্রব্য [সং.]। বিঃ **-কষ্ট, অন্নাভাব**—খাদ্যাভাব ; দুর্ভিক্ষ। বিঃ **-কূট**—অন্নের পাহাড় বা স্তূপ। বিঃ **-ক্ষেত্র, -সত্র**—যে স্থান হইতে প্রার্থিগণকে অন্নদান করা করা হয়। বিণঃ **-গত**—খাদ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। বিণঃ **-গতপ্রাণ**—ভাত না খাইলে বাঁচে না এমন। বিঃ **-চিন্তা**—আহার জোটানর জন্য ভাবনা। **অন্নচিন্তা চমৎকারা**—আহার জোটানর উপায় চিন্তা বিষম কঠিন ব্যাপার। বিঃ **-ছত্র**—**-অন্নসত্র**-র কথ্য বিকৃত রূপ। বিঃ **-জল**—দানাপানি (অন্নজল ওঠা) ; পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিবিধানার্থ হিন্দু অনুষ্ঠানবিশেষ। **-দা**—(১) বিণ(স্ত্রী)ঃ অন্নদানকারিণী ; (২)বিঃ ভগবতী, দুর্গা। বিণ(পুং)ঃ **-দ**। বিণ. বিঃ **-দাতা** (-তৃ)—অন্নদানকারী ; প্রতিপালনকারী। বিণ. বি (স্ত্রী)ঃ **-দাত্রী**। বিঃ **-দাস**—কেবল পেটের খোরাকের বিনিময়ে পরের দাসত্ব স্বীকারকারী। বিঃ **-ধ্বংস**—(ব্যঙ্গে) ভাত এবং অন্যান্য ভোজ্যপদার্থ ভোজন। বিঃ **-নালী**—দেহাভ্যন্তরের যে নালী বাহিয়া ভুক্তদ্রব্য কণ্ঠ হইতে পাকস্থলীতে যায়, oesophagus। **-পূর্ণা**—(১)বি(স্ত্রী)ঃ ভগবতী, দুর্গা ; (২)বিণ(স্ত্রী)ঃ অন্নে পরিপূর্ণা।

বিঃ **-প্রাশন**—হিন্দু বালকবালিকাদের প্রথম অন্ন (=ভাত)-গ্রহণের অনুষ্ঠান, মুখে-ভাত। বিণঃ **-ভোজী**—(-জিন্) ভাত খাইতে অভ্যস্ত ; প্রাণধারণের জন্য অন্নভোজনকারী (তু. গম-ভোজী)। বিণঃ **-ময়**—অন্নে পূর্ণ; অন্নদ্বারা গঠিত (অন্নময় কোষ)। **অন্নময় কোষ**—স্থূল শরীর। বিঃ **-রস**—ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হইতে উৎপন্ন ও দেহগঠনের সহায়ক দুগ্ধবৎ রসবিশেষ, chyle। বিঃ **-সংস্থান**—আহারের ব্যবস্থা; জীবিকার্জন। বিঃ **-সত্র**—**অন্নক্ষেত্র** দ্রঃ। বিণঃ **-হীন**—নিরন্ন, বুভুক্ষু। ক্রিঃ **অন্ন ওঠা**—জীবিকারহিত হওয়া।

অন্বয়—বিঃ অনুবৃত্তি; বাক্যের মধ্যে কর্তা, কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির পরস্পর সম্বন্ধ, sequence, সম্বন্ধযুক্ত পদসমূহের যথাক্রমে বিন্যাস; সরল অর্থ; বংশ, গোত্র; সম্বন্ধ; ধারা, ক্রম; মিল, agreement। [সং. অনু+ √ই+অ]। বিণঃ **অন্বয়ী** [-য়িন্]—অন্বয়যুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট।

অন্বর্থ—বিণঃ যথার্থ, সার্থক; প্রকৃতার্থযুক্ত। [সং. অনু+অর্থ]। বিণঃ **-নামা** (-মন্)—নামের সহিত স্বভাবের মিল আছে এমন।

অন্বিত—বিণঃ যুক্ত (গুণান্বিত); প্রত্যেক পদের পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট (অন্বিত বাক্য)। [সং. অনু + √ই+ত (র্তৃ)]।

অন্বীক্ষা—বিঃ বেদবাক্য শ্রবণান্তর তদর্থ পর্যা-লোচনা; অন্বেষণ; অনুমান; ন্যায়শাস্ত্র। [সং. অনু+ √ঈক্ষ্+অ (ভা)+আ]।

অন্বেষক—**অন্বেষণ** দ্রঃ।

অন্বেষণ—বিঃ অনুসন্ধান, খোঁজ; গবেষণা। [সং. অনু+ √ইষ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **অন্বেষক, অন্বেষী**—অন্বেষণকারী। বিণঃ **অন্বেষিত**—অন্বেষণ করা হইতেছে এমন।

অন্য—(১)বিণঃ অপর, ভিন্ন (অন্য লোক)। (২) সর্বঃ অপর লোক (অন্যে বলিবে, অন্যের দ্বারা হইবে না)। [সং.]। বিণঃ **-কৃত**—অন্যের দ্বারা সম্পাদিত। বিণঃ **-গত**—অন্যের উপর নির্ভর-শীল। অব্যঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—অন্য হইতে; অন্যভাবে। বিণঃ **-তম**—বহুর মধ্যে একজন বা একটি। বিণঃ **-তর**—দুইয়ের মধ্যে একজন বা একটি। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-ত্র**—অন্য বিষয়ে বা স্থানে। **-থা**—(১)অব্যঃ ভিন্নরূপে; নতুবা। (২)বিঃ (বাং.) ব্যতিক্রম। বিঃ **-থাকরণ**—না মানা, লঙ্ঘন; অগ্রাহ্য করা। বিঃ **-থাচরণ**—বিপরীত বা বিরুদ্ধ আচরণ। বিণঃ **-দীয়**—অন্যসংক্রান্ত। বিণ. বিঃ **-পুষ্ট, -অন্যভৃত**-র অনুরূপ। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-পূর্বা**—পূর্বে অপরের বাগ্‌দত্তা বা স্ত্রী ছিল এমন। বিণ(পুং)ঃ **-পূর্ব**। বিণঃ **-বিধ**—অন্যপ্রকার, ভিন্নরকম। বিঃ **-ভাব**—ভাবান্তর। **-ভৃৎ**—(১)বিণঃ অন্যকে পালন-কারী, (২)বিঃ কাক। **-ভৃত**—(১)বিণঃ অন্যের দ্বারা পালিত হয় এমন; (২)বিঃ কোকিল। বিণঃ **-মনস্ক, -মনাঃ** (-নস্), (চলিত) **-মনা**—অন্য বিষয়ে মন আছে এমন; অমনোযোগী। বিঃ **-মনস্কতা**। **অন্যরূপ**—(১)বিণঃ ভিন্নরূপ; ভিন্নমূর্তি; অসদৃশ; অন্য রকমের; বিপরীত বা বিরুদ্ধ; (২)বিঃ অন্য রকম বা আরেক রূপ মূর্তি; অন্য রকম ধরন বা প্রণালী। বিণঃ **-সাপেক্ষ**—অন্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ একটিকে বুঝিতে হইলে অপরটিকে বোঝা চাই এমন, relative।

অন্যান্য—বিণঃ অপরাপর; ভিন্ন ভিন্ন। [সং. অন্য+অন্য]।

অন্যায়—(১)বিঃ অনৌচিত্য, অবিচার; ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য। (২)বিণঃ ন্যায়বিরুদ্ধ; অনুচিত, অকর্তব্য। [সং. ন+ন্যায়]। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্), **-ত**—অন্যায়ভাবে। বিঃ **অন্যায়া-চরণ**—অন্যায় বা অনুচিত ব্যবহার। বিণঃ **অন্যায়াচারী** (-রিন্)—অনুচিতকারী।

অন্যায্য—বিণঃ অসঙ্গত, অনুচিত, অন্যায়। [সং. ন+ন্যায্য]।

অন্যাসক্ত—বিণঃ (স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত) অপরের প্রতি আসক্ত। [সং. অন্য+আসক্ত]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অন্যাসক্তা**—(স্বীয় স্বামী ব্যতীত) অপরের প্রতি অনুরক্তা।

অন্যূন—বিণঃ অন্ততঃ; কম নহে এমন; সম্পূর্ণ। [সং. ন+ন্যূন]]

অন্যোন্য—বিঃ পরস্পর, mutual। [সং অন্যঃ+অন্য]।

অপ১—**অপ্**-এর অশু. রূপ।

অপ-২—অব্যঃ কুৎসিত প্রতিকূল ইত্যাদি সূচক উপসর্গবিশেষ। [সং.]। বিং **-কর্ম** (-র্মন্)—কুকর্ম; অন্যায় বা অপ্রীতিকর বা ক্ষতিকর কাজ। বিণঃ **-কর্মা** (-র্মন্)—অপকর্মকারী। বিঃ **-কলঙ্ক**—মিথ্যা অপবাদ। বিঃ **-কীর্তি**—অপযশ, দুর্নাম। বিঃ **-ক্রিয়া**—কুকর্ম; অপকার। বিণঃ **-গত**—বিগত; পলায়িত; প্রস্থিত; দূরীভূত; মৃত; রহিত। বিঃ **-গমন, -গম**—

পলায়ন ; অপসরণ ; প্রস্থান ; মৃত্যু । বিঃ **-গুণ** —দোষ । বিঃ **-গ্রহ**—প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ গ্রহ । বিঃ **-ঘাত**—আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অপমৃত্যু ; (বাং.) দুর্ঘটনাক্রমে শরীরে আঘাত-প্রাপ্তি । বিণঃ **-ঘাতক, -ঘাতী** (-তিন্)— —অপঘাতকারী । বিঃ **-চেষ্টা**—বৃথা চেষ্টা ; কুকর্মসাধনের জন্য চেষ্টা ; কুচেষ্টা । বিঃ **-ছায়া** —বিকৃত ছায়া ; ভূতপ্রেতাদির অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি । বিণঃ **-জাত**—কুলোচিত সদ্‌গুণাবলী হইতে বা পূর্বের উৎকর্ষ হইতে বিচ্যুত, হীনাবস্থা-প্রাপ্ত, degenerate । বিঃ **-জাতি**—হীনতা-প্রাপ্ত জাতি ; নীচ জাতি । বিঃ **-দেবতা**— অপকৃষ্ট দেবতা, ভূতপ্রেতাদি । বিঃ **-পাঠ**— অশুদ্ধ বা লেখকের অনভিপ্রেত পাঠ। বিঃ **-প্রচার** —অন্যায় বা অসত্য প্রচার ; হীন উপায়ে অন্যের নিকটে জ্ঞাপন । বিঃ **-প্রয়োগ**—অযথা বা অশুদ্ধ বা অন্যায় প্রয়োগ । বিঃ **-বর্জন**— বিতরণ, দান ; ত্যাগ, পরিহার । বিঃ **-বাদ**— নিন্দা ; কুৎসা ; বদনাম । বিণ.বিঃ **-বাদক**— অপবাদকারী । বিঃ **-বিদ্যা**—যে বিদ্যা অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া দর্শন করায় (যেমন, মায়া-বিদ্যা, ভোজবাজি প্রভৃতি) । বিঃ **-ব্যবহার**— অন্যায়ভাবে বা ভুলভাবে বা অসদুদ্দেশ্যে প্রয়োগ অথবা ব্যবহার ; অন্যায় আচরণ । বিঃ **-ব্যয়**— বৃথা ব্যয় ; অন্যায় অর্থব্যয় ; অপচয় । বিণঃ **-ব্যয়িত**—অপব্যয় করা হইয়াছে এমন । বিণঃ **-ব্যয়ী** (-য়িন্)—অপব্যয় করে এমন। বিঃ **-ব্যয়িতা**—অপব্যয় করার স্বভাব বা অভ্যাস । বিঃ **-ভাষ**—নিন্দা ('শুনিলে হইবে অপভাষ' ; চণ্ডী.) । বিঃ **-ভাষা**—অভদ্র বা ইতর বা গ্রাম্য ভাষা । বিঃ **-মান**—অসম্মান ; অবমাননা ; মর্যাদাহানি ; লাঞ্ছনা ; অবহেলা । বিণঃ **-মানিত** —অপমান করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-মিশ্রণ**— ভেজাল বা খাদ মিশ্রিতকরণ, adulteration । বিঃ **-মৃত্যু**—অস্বাভাবিক কারণে বা অপঘাতে মৃত্যু । বিঃ **-যশঃ**, (চলিত) **-যশ**—অখ্যাতি, দুর্নাম, কলঙ্ক । বিণঃ **-যশস্কর**—কলঙ্কজনক, অখ্যাতিকর । বিঃ **-শব্দ**—ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ ; অশ্লীল শব্দ । বিঃ **-সিদ্ধান্ত**—ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বা মত । বিণঃ **-হত**—বিনাশিত ; বিনষ্ট । বিঃ **-হরণ**—চুরি ; লুণ্ঠন । ক্রিঃ **-হরা**—চুরি করা ; লুঠ করা । **-হারক, -হারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ চুরি বা লুণ্ঠন করে এমন ; (২)বিঃ চোর ; লুঠেরা । বিণঃ **-হৃত**—চুরি গিয়াছে বা চুরি করা হইয়াছে এমন ; লুণ্ঠিত ।

অপকর্ষ—বিঃ নিকৃষ্টতা ; অবনতি । [সং. অপ + √কৃষ্ + অ (ভা)] ।

অপকার—বিঃ অনিষ্ট, ক্ষতি । [সং. অপ + √কৃ + অ (ভা)] । বিণঃ **-ক, অপকারী** (-রিন্)— ক্ষতিকর । বিণঃ **অপকৃত**—ক্ষতিগ্রস্ত । বিঃ **অপকৃতি**—অনিষ্ট ।

অপকীর্তি—**অপ-**২ দ্রঃ ।

অপকৃত, অপকৃতি—**অপকার** দ্রঃ ।

অপকৃষ্ট—বিণঃ নিকৃষ্ট, হীন, জঘন্য ; অবনতি-প্রাপ্ত । [সং. অপ + √কৃষ্ + ত (র্ম)] ।

অপকেন্দ্র—বিণঃ কেন্দ্র হইতে দূরে গমনকারী বা অপসরণকারী, centrifugal [বি. প.] । [সং. অপ + কেন্দ্র] ।

অপক্ব—বিণঃ পাকে নাই এমন, কাঁচা ; সিদ্ধ বা পাক করা হয় নাই এমন, অসিদ্ধ, আধাঁধা । [সং. ন + পক্ব] । বিঃ **-তা** ।

অপক্রিয়া—**অপ-**২ দ্রঃ ।

অপক্ষপাত—(১)বিঃ নিরপেক্ষতা, সমদর্শিতা । (২)বিণঃ পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ । [সং. ন + পক্ষপাত] । বিণঃ **অপক্ষপাতী** (-তিন্)— নিরপেক্ষ, সমদর্শী । বিঃ **অপক্ষপাতিতা, অপক্ষ-পাতিত্ব** ।

অপগত, অপগম, অপগমন—**অপ-**২ দ্রঃ ।

অপগা—(১)বিণঃ নিম্নগামিনী ; সমুদ্রগামিনী : (২)বিঃ নদী (তুঃ **আপগা**) । [সং. অপ + √গম্ + অ + আ] ।

অপগুণ, অপগ্রহ, অপঘাত, অপঘাতক, অপঘাতী —**অপ-**২ দ্রঃ ।

অপচয়—বিঃ ক্ষতি, অপব্যয় ; ক্ষয় ; হ্রাস । [সং. অপ + √চি + অ (ভা)] । বিণঃ **অপচিত**— ক্ষয়প্রাপ্ত ; অপব্যয়িত ; মন্দীভূত ; ক্ষীণ । বিঃ **অপচিতি**—দেহকোষাদির ক্ষয়, katabolism [বি. প.] ; অপব্যয় । বিণঃ **অপচীয়মান**— ক্ষয়প্রাপ্ত বা অপব্যয়িত হইতেছে এমন, ক্ষীয়-মাণ । বিণঃ **অপচায়িত**—অপব্যয়িত ।

অপচার—বিঃ স্বধর্মব্যতিক্রম ; কুপথ্যভোজন ; অহিতাচরণ ; ত্রুটি ; বে-আইনী আচরণ, corruption [স. প.] । [সং. অপ + √চর্ + অ (ভা)] । বিঃ **-নিরোধ**—বে-আইনী কার্য দমন, anti-corruption ।

অপচিকীর্ষা—বিঃ অপকার করার ইচ্ছা । [সং.

অপ + √কৃ + সন্ + অ (ভা) + আ (স্ত্রী)]। বিণঃ **অপচিকীর্ষু**—অপকার করিতে ইচ্ছুক।

অপচিত, অপচিতি, অপচীয়মান—অপচয় দ্রঃ।

অপচেষ্টা, অপচ্ছায়া, অপজাত, অপজাতি—অপ-২ দ্রঃ।

অপজ্ঞান—বিঃ অবজ্ঞা। [সং. অবজ্ঞান]।

অপটু—বিণঃ অনিপুণ; অশক্ত, অসুস্থ (অপটু দেহ)। [বাং. অ-৩ + পটু]। বিঃ **-তা**।

অপঠিত—বিণঃ পাঠ করা হয় নাই এমন। [সং. ন + পঠিত]।

অপণ্ডিত—বিণঃ শাস্ত্রাদিজ্ঞানরহিত; মূর্খ। [সং. ন + পণ্ডিত]।

অপত্নীক—বিণঃ মৃতদার, বিপত্নীক; অবিবাহিত। [সং. ন + পত্নী + ক]।

অপত্য—বিঃ সন্তান। [সং. ন + √পত্ + য (ণে)]। ক্রি-বিণঃ **-নির্বিশেষে**—আপন সন্তান হইতে পৃথক্ না ভাবিয়া, আপন সন্তানের ন্যায়। বিঃ **-স্নেহ**—সন্তানের প্রতি স্নেহ বা ভালবাসা। বিণঃ **-হীন**—নিঃসন্তান।

অপথ—বিঃ অন্যায় বা মন্দ পথ উপায় বা আচরণ; ভুল পথ ('অসময়ে অপথ দিয়ে': রবীন্দ্র)। [সং. ন + পথ]।

অপথ্য—বিণঃ কুপথ্য, রোগীর পক্ষে অখাদ্য। [সং. ন + পথ্য]।

অপদ—বিণঃ পদহীন। [সং. ন + পদ]।

অপদস্থ১—বিণঃ অপমানিত, লাঞ্ছিত। [সং. ন + পদস্থ]।

অ-পদস্থ২—উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নহেন এমন। [সং. ন + পদস্থ]।

অপদার্থ—বিণঃ অসার; অযোগ্য; অকর্মণ্য। [সং. ন + পদার্থ]।

অপদেবতা—অপ-২ দ্রঃ।

অপনয়, অপনয়ন—বিঃ অপনোদন, দূরীকরণ। [সং. অপ + √নী + অ, অন (ভা)]। বিণঃ **অপনীত**—অপনয়ন করা হইয়াছে এমন।

অপনোদন—বিঃ অপসারণ, দূরীকরণ; খণ্ডন। [সং. অপ + √নুদ্ + অন (ভা)]। বিণঃ **অপনোদিত**—অপসারিত, দূরীকৃত।

অপপাঠ, অপপ্রচার, অপপ্রয়োগ—অপ-২ দ্রঃ।

অপবর্গ—বিঃ মোক্ষ; মুক্তি। [সং.]।

অপবর্জন, অপবাদ, অপবাদক—অপ-২ দ্রঃ।

অপবিত্র—বিণঃ অশুচি, অশুদ্ধ। [সং. ন + পবিত্র]। বিঃ **-তা**।

অপবিদ্যা, অপব্যবহার, অপব্যয়, অপব্যয়িতা, অপব্যয়ী, অপভাষ, অপভাষা—অপ-২ দ্রঃ।

অপভ্রংশ, (বিরল) **অপভ্রংস**—বিঃ মূল শব্দের বিকৃত বা অশুদ্ধ রূপ; অপভাষা, প্রাকৃতের পরবর্তী এবং নব্যভারতীয় ভাষার পূর্ববর্তী রূপ, অশুদ্ধি; বিকৃতি। [সং. অপ + √ভ্রন্শ্ (ভ্রন্স্) + অ (ণে, ভা)। বিণঃ **অপভ্রষ্ট**—স্খলিত, বিকৃত; অশুদ্ধ।

অপমান, অপমানিত, অপমিশ্রণ, অপমৃত্যু, অপযশঃ, অপযশস্কর—অপ-২ দ্রঃ।

অপয়া—বিণঃ অমঙ্গলকর; অলক্ষণা (শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। [বাং. অ + পয়া]।

অপর—(১)বিণঃ অন্য (অপর ব্যক্তি), বিপরীত (নদীর অপর তীর); পশ্চাদ্‌বর্তী (পূর্বাপর বিষয়); শেষ (অপরাহ্ণ); অতিরিক্ত, additional [স. প.]। (২)সর্বঃ অন্য কেহ (অপরে বলে)। [সং.]। অব্যঃ **-ঞ্চ, -ন্তু**—অপিচ, আরও। অব্যঃ **-ত্র**—অন্যত্র; অপরপক্ষে। বিঃ **অপরপক্ষ**—পশ্চাদ্‌বর্তী অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ। **অপরা**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ (দর্শ.) পরা ভিন্ন অন্য; শ্রেষ্ঠ বা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক নহে এমন (অপরাবিদ্যা), মায়িক বা প্রাকৃতিক (অপরা শক্তি); (২)সর্বঃ অন্য রমণী (অপরাবলিল)। বিণঃ **অপরাপর**—অন্যান্য, আর-আর; অন্য সমস্ত।

অপরাজিত—বিণঃ হারে নাই এমন, অপরাভূত। [সং. ন + পরাজিত]। **অপরাজিতা**—(১)বিণ(স্ত্রী) অপরাভূতা, (২)বিঃ একপ্রকার ফুল বা লতা, ছন্দোবিশেষ; দুর্গাদেবী।

অপরাজেয়—বিণঃ হারান যায় না এমন, অজেয়। [সং. ন + পরাজেয়]।

অপরাধ—বিঃ দোষ, ত্রুটি; পাপ; বে-আইনী কাজ। [সং. অপ + √রাধ্ + অ (ভা)]। বিণ. বিঃ **অপরাধী** (-ধিন্)—দোষী; পাপী; বে-আইনী কাজ করিয়াছে এমন (লোক)। বিণ-(স্ত্রী)ঃ **অপরাধিনী**।

অপরাপর—অপর দ্রঃ।

অপরাহ্ণ—বিঃ দিনের শেষভাগ, মধ্যাহ্ন হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়, বিকাল। [সং. অপর + অহ্ন]।

অপরিকল্পিত—বিণঃ পরিকল্পিত নহে এমন; অচিন্তিত। [সং. ন + পরিকল্পিত]।

অপরিগ্রহ—(১)বিঃ গ্রহণ না করা, প্রত্যাখ্যান। (২)বিণঃ কোন কিছু গ্রহণ করে নাই এমন; অবিবাহিত। [সং. ন + পরিগ্রহ]।

অপরিচয়—বিঃ পরিচয়ের বা জ্ঞানের অভাব ; জানাশুনার অভাব। [সং. ন+পরিচয়]।

অপরিচিত—বিণঃ অচেনা ; অজানা। [সং. ন+পরিচিত]। বিণ(স্ত্রী): **অপরিচিতা**। বিঃ **অপরিচিতি**—অপরিচয়।

অপরিচ্ছন্ন—বিণঃ অপরিষ্কৃত, মলিন। [সং. ন+পরিচ্ছন্ন]। বিঃ **-তা**।

অপরিচ্ছিন্ন—বিণঃ অবিভক্ত ; একটানা, অসীম ; অনিয়মিত ; অনির্ণীত। [সং. ন+পরিচ্ছিন্ন]।

অপরিজ্ঞাত—বিণঃ অজ্ঞাত ; অবিদিত ; অপরিচিত। [সং. ন+পরিজ্ঞাত]।

অপরিজ্ঞেয়—বিণঃ অজ্ঞেয়। [সং. ন+পরি+জ্ঞেয়]।

অপরিণত—বিণঃ পরিণত হয় নাই এমন ; অপূর্ণ ; অপক্ব, কাঁচা, তরুণ। [সং. ন+পরিণত]। বিণঃ **-বয়স্ক**—অল্পবয়স্ক ; যৌবনপ্রাপ্ত নহে এমন ; নাবালক। বিণঃ **-বুদ্ধি**—বুদ্ধি পাকে নাই এমন, চপলমতি ; ছেবলা।

অপরিণামদর্শী (-র্শিন্)—বিণঃ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তৎসম্বন্ধে চিন্তাহীন, অদূরদর্শী ; অবিবেচক। [সং. ন+পরিণাম+√দৃশ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিঃ **অপরিণামদর্শিতা**।

অপরিত্যাজ্য—বিণঃ পরিত্যাগ করা যায় না এমন ; অপরিহার্য। [সং. ন+পরিত্যাজ্য]।

অপরিপক্ব—বিণঃ পক্ব নহে এমন, কাঁচা, অপরিণত ; অনভিজ্ঞ। [সং. ন+পরিপক্ব]। বিঃ **-তা**।

অপরিপূর্ণ—বিণঃ সম্পূর্ণ ভরিয়া যায় নাই বা সফল হয় নাই এমন। [সং. ন+পরিপূর্ণ]। বিঃ **-তা**।

অপরিবর্তন—বিঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্তির অভাব ; না বদলান। [সং. ন+পরিবর্তন]। বিণঃ **অপরিবর্তনীয়**—বদলায় না এমন ; পরিবর্তিত করা যায় না এমন। বিণঃ **অপরিবর্তিত**—বদলায় নাই এমন ; অবিকৃত ; পূর্বানুরূপ।

অপরিবাহী—বিণঃ পরিবহণ করে না এমন ; বিদ্যুৎ বা তাপ চলাচলের পথ নাই এমন, non-conducting। [সং. ন+পরিবাহী]।

অপরিমাণ—বিণঃ পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না এমন, অপরিমেয় ; প্রচুর। [সং. ন+পরিমাণ]। বিণঃ **অপরিমিত**—মাপ-জোখ বা সীমা-সংখ্যা নাই এমন ; অসীম ; দেদার, অপর্যাপ্ত ; অসংযত, স্থায্যের অতিরিক্ত (অপরিমিত আদর)। বিণঃ **অপরিমেয়**—পরিমাণ স্থির করা যায় না বা মাপা যায় না এমন।

অপরিম্লান—বিণঃ মলিন ম্লান বা অবসন্ন হয় নাই এমন ; প্রফুল্ল ; সতেজ। [সং. ন+পরি+ম্লান]।

অপরিশুদ্ধ—বিণঃ বিশুদ্ধ নহে এমন ; অপবিত্র। [সং. ন+পরিশুদ্ধ]।

অপরিশোধনীয়, অপরিশোধ্য—বিণঃ পরিশোধ করা যায় না এমন। [সং. ন+পরিশোধনীয়, পরিশোধ্য]। বিণঃ **অপরিশোধিত**—পরিশোধ করা হয় নাই এমন।

অপরিষ্কার—(১)বিঃ পরিচ্ছন্নতার অভাব, মালিন্য। (২)(বাং.) বিণঃ মলিন, নোংরা। [সং. ন+পরিষ্কার]। বিণঃ **অপরিষ্কৃত**—পরিষ্কার করা হয় নাই এমন।

অপরিসর—বিণঃ তেমন প্রশস্ত বা চওড়া নহে এমন ; সঙ্কীর্ণ। [সং. ন+পরিসর]।

অপরিসীম—বিণঃ সীমাহারা, অসীম, অশেষ। [সং. ন+পরিসীমা]।

অপরিস্ফুট—বিণঃ অস্পষ্ট ; আধো-আধো (শিশুর অপরিস্ফুট বুলি)। [সং. ন+পরিস্ফুট]।

অপরিহার্য, অপরিহরণীয়—বিণঃ অত্যাজ্য ; এড়ান যায় না এমন, অবশ্যম্ভাবী (অপরিহার্য দৈব-দুর্ঘটনা)। [সং. ন+অপরিহার্য, অপরিহরণীয়]।

অপরীক্ষিত—বিণঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই এমন। [সং. ন+পরীক্ষিত]।

অপরূপ—বিণঃ অপূর্ব ; অতুলনীয় রূপবিশিষ্ট ; আশ্চর্য ; বেয়াড়া ; কদাকার। [সং. অপূর্ব ; বা অপ (=অপগত বা না)+রূপ (=সৌন্দর্য বা তুলনা)]।

অপরোক্ষ—বিণঃ প্রত্যক্ষ ; সাক্ষাৎ। [সং. ন+পরোক্ষ]।

অপর্ণা—বিঃ যিনি তপস্যাকালে পর্ণও আহার করেন নাই, দুর্গা, পার্বতী। [সং. ন+পর্ণ+আ]।

অপর্যাপ্ত—বিণঃ পর্যাপ্ত নহে এমন [সং. ন+পর্যাপ্ত] ; প্রচুর, অঢেল ; প্রয়োজনেরও অধিক [বাং. অ-৩ (সম্যগর্থে)+সং. পর্যাপ্ত]।

অপলক—বিণঃ পলকহীন, নির্নিমেষ। [সং. ন+ফা. পলক]।

অপলকা—বিণঃ পলকা, ভঙ্গুর। [বাং. অ-, (সম্যগর্থে)+পলকা]।

অপলাপ—বিঃ গোপন ; (সত্য) অস্বীকার ; মিথ্যা উক্তি। [সং.]।

অপশব্দ—অপ-২ দ্রঃ।

অপশ্রুতি—বিঃ (ভাষাতত্ত্ব) ধাতুর মূল স্বরধ্বনির (=মূল শ্রুতির) নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে অপসরণ বা গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণজনিত পরিবর্তন (যথা—√চল—চাল, √পড়—পাড়, √কৃ—কার ইত্যাদি, ablaut)।

অপসরণ—বিঃ স্থানান্তরে গমন ; পলায়ন ; নির্গমন। [সং. অপ+√সৃ+অন (ভা)]। ক্রিঃ **অপসরা**—স্থানান্তরে যাওয়া ; পলায়ন করা ; নির্গত হওয়া।

অপসারণ—বিঃ স্থানান্তরিতকরণ, বিতাড়ন, সরান। [সং.অপ+√সৃ+ণিচ্+অন (ভা)]। অস-ক্রিঃ **অপসারি**—অপসারিত করিয়া। বিণঃ **অপসারিত**—অপসারণ করা হইয়াছে এমন।

অপসিদ্ধান্ত—অপ-২ দ্রঃ।

অপসৃত—বিণঃ পলায়ন বা প্রস্থান করিয়াছে এমন ; অপগত। [সং. অপ+সৃ+ত (র্তৃ)]।

অপস্মার—বিঃ মৃগীরোগ, epilepsy [সং.]

অপহত, অপহরণ, অপহরা, অপহারক, অপহারী, অপহৃত—অপ-২ দ্রঃ।

অপহ্নব, অপহ্নুতি—বিঃ (সত্যের) অপলাপ, গোপন ; অস্বীকার ; চৌর্য ; (অল.) বর্ণনীয় বিষয় বা বস্তুকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া উপমানের স্থাপন (যেমন, 'বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা' : মধু)। [স. অপ+√হ্নু+অ, তি (ভা)]।

অপাক—(১)বিঃ অজীর্ণ রোগ ; অপক্বাবস্থা। (২)বিণঃ অজীর্ণ ; অপক্ব। [সং. ন+পাক]।

অপাকরণ, অপাকৃতি—বিঃ অপসারণ, অপনয়ন, দূরীকরণ ; মোচন ; নিবারণ, প্রশমন ; শোধন। [সং. অপ+আ+√কৃ+অন, তি (ভা)]। বিণঃ **অপাকৃত**—অপসারিত, দূরীকৃত ; মোচিত ; নিবারিত ; প্রশমিত ; বিশোধিত।

অপাঙ্‌ক্তেয়—বিণঃ এক পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য (বিশেষভাবে সামাজিক ভোজনকালে) ; জাতিচ্যুত ; একঘরে। [সং. ন+পঙ্‌ক্তি+এয়]।

অপাঙ্গ—বিঃ চোখের কোণ ; আড়চোখ; কটাক্ষ। [সং. অপ+অঙ্গ]। বিঃ **-দৃষ্টি**—চোরা চাহনি। কটাক্ষ।

অপাচ্য—বিণঃ হজম হয় না এমন, বদহজম। [সং. ন+পাচ্য]।

অপাঠ্য—বিণঃ পাঠের অযোগ্য ; অশ্লীল ; দুষ্পাঠ্য ; অস্পষ্টাক্ষরে লিখিত। [সং. ন+পাঠ্য]।

অপাত্র—বিণঃ অসৎ অধম বা অযোগ্য পাত্র ; [সং. ন+পাত্র]।

অপাদান—বিঃ (ব্যাক.) কারকবিশেষ (ইহাতে সাধারণতঃ পঞ্চমী বিভক্তি হয়)। [সং.]।

অপান—বিঃ অধোবায়ু ; (যোগ.) নিম্নাভিমুখ বা বহির্মুখ বায়ু (তু. **প্রাণ**) ; মলদ্বার। [সং. অপ+√অন্+অ (ণে, পে)]।

অপাপ—বিণঃ নিষ্পাপ। [সং. ন+পাপ]। বিণঃ **-বিদ্ধ**—পাপদ্বারা বিদ্ধ বা লিপ্ত নহে এমন, নিষ্পাপ।

অপাবরণ—বিঃ আবরণমোচন ; উদ্ঘাটন। [সং. অপ+আবরণ]

অপাবৃত—বিণঃ অনাচ্ছাদিত ; উদ্ঘাটিত। [সং. অপ+আবৃত]।

অপায়—বিঃ বিনাশ, বিচ্ছেদ ; ক্ষতি ; অমঙ্গল বিঘ্ন। [সং. অপ+√ই+অ (ভা)]।

অপায়ন—বিঃ পলায়ন। [সং. অপ+√ই+অন (ভা)]।

অপার—বিণঃ পারহীন, অকূল (অপার সমুদ্র) অসীম (অপার দুঃখ)। [সং. ন+পার]।

অপারক—বিণঃ পারক নহে এমন, অক্ষম অসমর্থ। [বাং. অ-, +পারক]।

অপারগ—বিণঃ পারগামী নহে এমন ; অপারক। [সং. ন+পারগ]।

অপারেটর—বিঃ মেশিন-চালক। [ইং. operator]।

অপার্থিব—বিণঃ জাগতিক নহে এমন, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়। [সং. ন+পার্থিব]।

অপার্যমাণে—ক্রি-বিণঃ অক্ষমতা-হেতু না পারিলে বা না পারায়। [সং. ন+√পৃ+ণিচ্+শানচ্ (র্ম)]।

অপালন—বিঃ ত্রুটিপূর্ণ প্রজাপালন, কু-শাসন। [সং. ন+পালন]।

অপিচ—অব্যঃ অধিকন্তু, আরও ; পক্ষান্তরে। [সং.]।

অপিনিহিতি—বিঃ (ভাষাতত্ত্ব) শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকিলে পূর্ব হইতেই তাহাকে উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার প্রবণতা (যেমন, আজি>আইজ, কাঁচি>কাঁইচি, সাধু>সাউধ), epenthesis। [সং. অপি+নি+√ধা+তি (ভা)]।

অপুচ্ছ—বিণঃ পুচ্ছহীন। [সং. ন+পুচ্ছ]।

অপুণ্য—বিঃ পুণ্যের অভাব ; পাপ। [সং. ন+পুণ্য]।

অপুত্রক, অপুত্র—বিণঃ পুত্রহীন। [সং. ন+পুত্র (+ক)]।

অপুষ্ট—বিণঃ পুষ্ট নহে এমন ; পাকে নাই এমন ; কৃশ, রোগা। [সং. ন+পুষ্ট]। বিঃ **অপুষ্টি**—পুষ্টির অভাব।

অপুষ্প, অপুষ্পক—বিণঃ ফুল ধরে না এমন। [সং. ন+পুষ্প, পুষ্প+ক]।

অপুষ্যি—বিঃ কুপোষ্য। [বাং. অ-৩+পুষ্যি]।

অপূপ—বিঃ পিষ্টক। [সং. অপ্+√বপ্+অ (র্ম)]।

অপূরণ—কমতি। [বাং. অ-+√পূর্+অন]।

অপূর্ণ—বিণঃ পূর্ণ নহে এমন, অসম্পূর্ণ ; অসমাপ্ত (অপূর্ণ সাধনা) ; অতৃপ্ত (অপূর্ণ সাধ) [সং. ন+পূর্ণ]। বিণ(স্ত্রী): **অপূর্ণা**। বিঃ **-তা**।

অপূর্ব—বিণঃ পূর্বে ছিল না বা ঘটে নাই এমন, অভিনব, অভূতপূর্ব; আশ্চর্য; অত্যুৎকৃষ্ট, মৌলিক (রবীন্দ্র)। [সং. ন+পূর্ব]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-দৃষ্ট**—পূর্বে আর দেখা যায় নাই এমন, অদৃষ্টপূর্ব।

অপেক্ষ—অপেক্ষা দ্রঃ।

অপেক্ষা—(১)বিঃ প্রতীক্ষা (সুদিনের অপেক্ষা করা) ; ভরসা (দৈবের অপেক্ষায় নিষ্কর্মা থাকা) ; বিলম্ব, দেরি , প্রত্যাশা (ফলের অপেক্ষা না করা) ; খাতির, তোয়াক্কা (সে কাহারও অপেক্ষা রাখে না)। (২)(বাং.) অব্যঃ চেয়ে, থেকে, তুলনায় (হিমালয় বিন্ধ্যপর্বত অপেক্ষা উচ্চতর)। (৩)ক্রিঃ অপেক্ষা করা। [সং. অপ+√ঈক্ষ্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **অপেক্ষ** (সমাসের উত্তরপদে ব্যবহৃত)—শর্তাধীন, conditional।

অপেক্ষক—(১)বিণঃ অপেক্ষাকারী ; অভিলাষী, (২)বিঃ (গণি.) ভিন্ন সংখ্যা বা রাশির পরিবর্তনে যে সংখ্যা বা রাশির পরিবর্তন হয়। বিঃ **অপেক্ষ-বাদ, অপেক্ষাবাদ**—theory of relativity। বিণঃ **অপেক্ষমাণ**—প্রতীক্ষারত। বিণ-বিণঃ **-কৃত**—তুলনামূলকভাবে (অপেক্ষাকৃত ভাল)। বিণঃ **অপেক্ষিত**—প্রতীক্ষিত, ঈপ্সিত, প্রত্যাশিত। বিণঃ **অপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—অপেক্ষাকারী।

অপেয়—বিণঃ পানের অযোগ্য ; পান করা অনুচিত এমন। [সং. ন+পেয়]।

অপেরণ—বিঃ আপাতদৃষ্টিতে গ্রহ-নক্ষত্রের স্বস্থানচ্যুতি, aberration [বি. প.]। [সং. অপ+√ঈর্+অন (ভা)]।

অপোগণ্ড—বিণ.বিঃ শিশু ; নাবালক ; পঞ্চদশ বৎসরের অনধিকবয়স্ক। [সং. অপ+√গম্+ড (র্তৃ)]।

অপোষ্য—বিঃ দারিদ্র্যাদিনিবন্ধন যে শিশুকে (যথাযথভাবে) পালন করা অসাধ্য হইত ; কুপোষ্য। [সং. ন+পোষ্য]।

অপোহ—বিঃ (ন্যায়.) প্রতিবাদীর তর্কনিরসনার্থ বিপরীত তর্ক ; নিরসন ; খণ্ডন। [সং. অপ+√উহ্+অ (ভা)]।

অপৌরুষ—বিঃ পুরুষকারের বা বীরত্বের অভাব ; পুরুষের অযোগ্য আচরণ ; অগৌরব, নিন্দা, লজ্জা। [সং. ন+পৌরুষ]। বিণঃ **অপৌরুষেয়**—কোনও পুরুষের বা মানবের কৃত নহে এমন, অলৌকিক (বেদ অপৌরুষেয়)।

অপ্—বিঃ জল। [সং. √আপ্+ক্বিপ্ (র্ম), নি.]।

অপ্রকট—বিণঃ অপ্রকাশিত, গোপন ; অন্তর্হিত, তিরোহিত। [সং. ন+প্রকট]। **অপ্রকট লীলা**—(বৈ. শা.) অমূর্ত স্বরূপাবস্থিত লীলা। ক্রিঃ **অপ্রকট হওয়া**—(ধার্মিক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে) দেহত্যাগ করা, মারা যাওয়া।

অপ্রকাশ—(১)বিঃ গোপন ; প্রকাশ বা ব্যক্ত না হওয়া। (২)বিণঃ অপ্রকাশিত। বিণঃ **অপ্রকাশিত**—প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয় নাই এমন ; গুপ্ত। বিণঃ **অপ্রকাশ্য**—প্রকাশের অযোগ্য ; গোপনীয়।

অপ্রকৃত—বিণঃ খাঁটি নহে এমন , অযথার্থ। [সং. ন+প্রকৃত]।

অপ্রকৃতিস্থ—বিণঃ স্বাভাবিক অবস্থায় নাই এমন ; মত্ত ; বিকৃতমস্তিষ্ক। [সং. ন+প্রকৃতিস্থ]। বিঃ **-তা**।

অপ্রচলন—বিঃ চলিত না থাকার অবস্থা ; অব্যবহার। [সং. ন+প্রচলন]। বিণঃ **অপ্রচলিত**—চলিত নহে এমন।

অপ্রচার—বিঃ অপ্রচারিত অবস্থা। [সং. ন+প্রচার]। বিণঃ **অপ্রচারিত**—প্রচার করা হয় নাই এমন।

অপ্রণয়—বিঃ প্রীতি বা অনুরাগের অভাব ; মনোমালিন্য ; বিবাদ। [সং. ন+প্রণয়]। বিণঃ **অপ্রণয়ী** (-য়িন্)—অপ্রেমিক। বিণ(স্ত্রী): **অপ্রণয়িনী**।

অপ্রতর্ক্য—বিণঃ অনুমান বা তর্কদ্বারা স্থির করিতে পারা যায় না এমন, তর্কাতীত। [সং. ন+প্র√তর্ক্+য (র্ম)]।

অপ্রতিকরণীয়, অপ্রতিকার্য—বিঃ প্রতিকারের

অযোগ্য ; অপ্রতিবিধেয় ; অচিকিৎসনীয়। [সং. ন+প্রতিকরণীয়, প্রতিকার্য]।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব, অপ্রতিদ্বন্দ্বী (-ন্দ্বিন্)—বিণঃ প্রতিদ্বন্দ্বিহীন বা শত্রুহীন ; সমকক্ষহীন। [সং. ন+প্রতি+দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বিন্]।

অপ্রতিবন্ধ—বিণঃ প্রতিবন্ধহীন, অপ্রতিহত, অবাধ। [সং. ন+প্রতিবন্ধ]।

অপ্রতিবিধেয়—বিণঃ প্রতিবিধান নাই বা নিবারণ করা যায় না এমন। [সং. ন+প্রতি+বি+√ধা+য (য)]।

অপ্রতিভ—বিণঃ অপ্রস্তুত ; হতবুদ্ধি ; যুগপৎ বিব্রত ও লজ্জিত। [সং. ন+প্রতিভা]।

অপ্রতিম—বিণঃ নিরুপম, অনুপম, অতুলনীয়। [সং. ন+প্রতিমা]।

অপ্রতিষ্ঠ—বিণঃ যশোহীন, প্রতিপত্তিহীন ; জাঁকাইয়া বসিতে পারে নাই এমন। [সং. ন+প্রতিষ্ঠা]। বিঃ **অপ্রতিষ্ঠা**—যশের বা প্রতিপত্তির অভাব ; নিন্দা। বিণঃ **অপ্রতিষ্ঠিত**—অপ্রতিষ্ঠ ; স্থাপিত হয় নাই এমন।

অপ্রতিহত—বিণঃ প্রতিহত অর্থাৎ ব্যাঘাত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই এমন, অবাধ, অব্যাহত। [সং. ন+প্রতিহত]।

অপ্রতুল—বিঃ অপ্রাচুর্য ; অভাব, অনটন, টানাটানি। [সং. ন+প্রতুল]।

অপ্রত্যক্ষ—বিণঃ (ইন্দ্রিয়ের) অগোচর, ইন্দ্রিয়াতীত, অতীন্দ্রিয় ; পরোক্ষ। [সং ন+প্রত্যক্ষ]।

অপ্রত্যয়—বিঃ প্রত্যয়ের অভাব, অবিশ্বাস ; সন্দেহ। [সং ন+প্রত্যয়]। বিণঃ **অপ্রত্যয়ী**—বিশ্বাস করে না এমন ; প্রত্যয় উৎপাদন করে না এমন।

অপ্রত্যাশিত—বিণঃ আশা করা যায় নাই এমন, আশাতীত ; অভাবনীয় ; আকস্মিক। [সং. ন+প্রত্যাশিত]।

অপ্রধান—বিণঃ শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য নহে এমন ; গৌণ। [সং. ন+প্রধান]।

অপ্রবাস—বিঃ স্বদেশে বাস ; বিদেশে বাস করিতে হয় না এমন অবস্থা। [সং. ন+প্রবাস]।

অপ্রবৃত্তি—বিঃ অরুচি ; অনিচ্ছা, অনাসক্তি। [সং. ন+প্রবৃত্তি]।

অপ্রমত্ত—বিণঃ মত্ত বা মাতাল নহে এমন ; কর্তব্য বিষয়ে অনলস ; ধীর, অবহিত। [সং. ন+প্রমত্ত]।

অপ্রমেয়—(১)বিণঃ অজ্ঞেয় ; যাহা প্রমাণ করা অসাধ্য ; অসীম ; প্রচুর। (২)বিঃ ব্রহ্ম। [সং. ন+প্রমেয়]।

অপ্রযত্ন—বিঃ চেষ্টার বা উদ্যমের অভাব। [সং. ন+প্র+যত্ন]।

অপ্রযুক্ত—বিণঃ প্রযোগ অর্থাৎ ব্যবহার করা হয় না এমন ; অব্যবহৃত। [সং. ন+প্রযুক্ত]। বিঃ **-তা**।

অপ্রয়োগ—বিঃ প্রয়োগের অভাব ; অব্যবহার ; অপ্রচলন। [সং. ন+প্রয়োগ]।

অপ্রয়োজন—বিঃ প্রয়োজনের অভাব। [সং. ন+প্রয়োজন]। বিণঃ **অপ্রয়োজনীয়**—অনাবশ্যক। বিঃ **অপ্রয়োজনীয়তা**।

অপ্রশংসা—বিঃ অখ্যাতি, নিন্দা। [সং. ন+প্রশংসা]। বিণঃ **অপ্রশংসনীয়**—প্রশংসার অযোগ্য ; নিন্দনীয়।

অপ্রশস্ত—বিণঃ চওড়া নহে এমন, সঙ্কীর্ণ ; নিন্দিত ; অশুভ, প্রতিকূল (অপ্রশস্ত সময়)। [সং. ন+প্রশস্ত]।

অপ্রসন্ন—বিণঃ বিরক্ত, অসন্তুষ্ট ; ম্লান, বিমর্ষ ; দুঃখিত, ক্ষুব্ধ। [সং. ন+প্রসন্ন]। বিঃ **-তা**।

অপ্রসিদ্ধ—বিণঃ বিখ্যাত নহে এমন, অখ্যাত। [সং. ন+প্রসিদ্ধ]। বিঃ **অপ্রসিদ্ধি**—খ্যাতির অভাব।

অপ্রস্তুত—বিণঃ (বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে) তৈয়ারী হয় নাই এমন ; (ব্যক্তি-সম্বন্ধে) উদ্যোগ-আয়োজন সমাধা করে নাই এমন ; লজ্জিত, অপ্রতিভ ; অবর্তমান, অনুপস্থিত ; বর্ণনার বিষয়বহির্ভূত (অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা)। [সং. ন+প্রস্তুত]। বিঃ **-প্রশংসা**—অর্থালঙ্কারবিশেষ : ইহাতে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা হইতে প্রাসঙ্গিক বর্ণনীয় বিষয়টি ব্যঞ্জনায় বুঝা যায় (যেমন, 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কুকুরে কামড়ান কিরে মানুষের শোভা পায়' : স. দ.)। বিঃ **অপ্রস্তুতি**—(কার্যাদির জন্য) উদ্যোগ-আয়োজনের অভাব। ক্রিঃ **অপ্রস্তুত হওয়া**—অপ্রতিভ হওয়া।

অপ্রাকৃত—বিণঃ অলৌকিক ; অসাধারণ। [সং. ন+প্রাকৃত]।

অপ্রাচুর্য—বিঃ বাহুল্যের অভাব ; অল্পতা। [সং. ন+ প্রাচুর্য]।

অপ্রাপ্ত—বিণঃ পাওয়া যায় নাই বা পায় নাই এমন। [সং. ন+প্রাপ্ত]। বিণঃ **-বয়স্ক, -বয়াঃ** (-য়স্), **-ব্যবহার**—নাবালক ; সাবালকত্ব লাভ

করে নাই এমন। বিণঃ **-যৌবন**—এখনও যৌবনলাভ করে নাই এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-যৌবনা**। বিঃ **অপ্রাপ্তি**—প্রাপ্তির অভাব; অলাভ; অভাব।

অপ্রাপ্য—বিণঃ পাওয়া যায় না এমন; দুষ্প্রাপ্য। [সং. ন+প্রাপ্য]।

অপ্রামাণিক—বিণঃ প্রমাণসিদ্ধ নহে এমন, মানিয়া লওয়ার বা বিশ্বাস করার অযোগ্য। [সং. ন+প্রামাণিক]। বিঃ **-তা**।

অপ্রামাণ্য—বিণঃ প্রমাণসিদ্ধ নহে এমন। [সং. ন+প্রামাণ্য]।

অপ্রাসঙ্গিক—বিণঃ অসম্বদ্ধ; আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কহীন, irrelevant। [সং. ন+প্রাসঙ্গিক]।

অপ্রিয়—বিণঃ অপ্রীতিকর; বিরাগভাজন। [সং. ন+প্রিয়]। বিণঃ **-বাদী, -ভাষী**—অপ্রিয় কথা বলে এমন, কটুভাষী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

অপ্রীতি—বিঃ প্রীতির অভাব; মনোমালিন্য; অসন্তোষ; বিরাগ। [সং. ন+প্রীতি]। বিণঃ **-কর**—বিরক্তিকর। বিণঃ **-ভাজন**—বিরক্তি-ভাজন।

অপ্সরা, (অশু. কিন্তু চলিত) **অপ্সরী**—বিঃ স্বর্গ-বারাঙ্গনা। [সং. অপ্+ √সৃ+অ (র্তৃ)+আ]। বি(পুং)ঃ **অপ্সর** (অশু.)—দেবযোনিবিশেষ।

অফলদায়ক, অফলপ্রসূ—বিণঃ কোন ফল দেয় না এমন; নিষ্ফল; ব্যর্থ; বাজে। [সং. ন+ফল+দায়ক, প্রসূ]।

অফলা—বিণঃ ফল ধরে না এমন, বন্ধ্যা। [সং. অফল+বাং. আ]।

অফিস—বিঃ দফ্তর, কার্যালয় [ই. office]। বিঃ **অফিসার**—পদস্থ কর্মচারী [ইং. officer]।

অফুটন্ত—বিণঃ (পুষ্পাদিসম্বন্ধে) অপ্রস্ফুটিত; (ভাত প্রভৃতি সম্বন্ধে) উত্তমরূপে ফোটে নাই বা সিদ্ধ হয় নাই এমন। [সং. ন+বাং. ফুটন্ত]।

অফুরন্ত, অফুরান—বিণঃ ফুরায় না এমন ('ঘাট হইতে ঘর মোর হৈল অফুরান' : জ্ঞান.)। [সং. ন+বাং. √ফুরা+অন্ত, আন]।

অব১—অব্য.ক্রি-বিণঃ এখন ('সখি, অব কি করব উপদেশ' : গো.দা.)। [হি.]।

অব-২—অব্যঃ নিশ্চয়তা অপকৃষ্টতা বিস্তার নিম্ন-গতি প্রভৃতি সূচক উপসর্গবিশেষ।

অবকাশ—বিঃ বিরাম, ফুরসত, অবসর; ছুটি; ফাঁক। [সং. অব+ √কাশ্+অ (ধি)]।

অবক্তব্য—বিণঃ বলার অযোগ্য, বলা যায় না এমন, অকথ্য, অকথনীয়। [সং. ন+বক্তব্য]।

অবক্ষয়—বিঃ ধীরে ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্তি। [সং. অব+ক্ষয়]।

অবক্ষিপ্ত—**অবক্ষেপ** দ্রঃ।

অবক্ষেপ—বিঃ বিক্ষেপ, ইতস্ততঃ ক্ষেপণ, নিম্নে ক্ষেপণ; তিরস্কার, শ্লেষ। [সং. অব+ √ক্ষিপ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অবক্ষিপ্ত**—বিক্ষিপ্ত, নিম্নে নিক্ষিপ্ত।

অবগত—বিণঃ জানিয়াছে বা জানা হইয়াছে এমন; জ্ঞাত, বিদিত, সংবাদপ্রাপ্ত। [সং. অব+ √গম+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিঃ **অবগতি**—জ্ঞান, জ্ঞানপ্রাপ্তি, সংবাদপ্রাপ্তি।

অবগাঢ়—বিণঃ নিমগ্ন; অন্তঃপ্রবিষ্ট; (জলাশয়ে) স্নাত। [সং. অব+ √গাহ্+ত]।

অবগাহ, অবগাহন—বিঃ (জলাশয়াদির) জলে দেহ ডুবাইয়া স্নান। [সং. অব+ √গাহ্+অ, অন (ভা)]।

অবগুণ—বিঃ অপগুণ, গুণের অভাব, দোষ। [সং. অব+গুণ]।

অবগুণ্ঠন—বিঃ ঘোমটা, (স্ত্রীলোকের) মুখাবরণ। [সং. অব+ √গুণ্ঠ্+অন (ণে)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ—**-বতী**—অবগুণ্ঠিতা, ঘোমটা-পরা। বিণঃ **অব-গুণ্ঠিত**—ঘোমটায় মুখ ঢাকা আছে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অবগুণ্ঠিতা**।

অবগ্রহ—বিঃ অনাবৃষ্টি; প্রতিবন্ধক। [সং. অব+ √গ্রহ্+অ (ভা)]।

অবচয়—বিঃ (পুষ্পাদি) চয়ন; অপচয়; সম্পত্তির বা দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস, depreciation [বি. প.]। [সং. অব+ √চি+অ (ভা)]। বিণঃ **অবচিত**—সংগৃহীত, অপব্যয়িত, মূল্য কমিয়াছে এমন, depreciated [বি. প.]।

অবচ্ছিন্ন—বিণঃ বিশিষ্ট, যুক্ত (মেঘাবচ্ছিন্ন); বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন (নিরবচ্ছিন্ন); মিশ্রিত (দুঃখা-বচ্ছিন্ন সুখ); (দর্শ.) খণ্ডিত বা সীমাযুক্ত, limited (দেহাবচ্ছিন্ন প্রাণ)। [সং. অব+ছিন্ন]।

অবচ্ছেদ—বিঃ ছেদন; বিচ্ছেদ; বিরাম; পরিচ্ছেদ; খণ্ড, একাংশ, বিভাগ; সীমা। [সং. অব+ছেদ]। বিঃ **-ক**—ছেদনকারী; বিচ্ছেদ বা বিরাম সঙ্ঘটক; বিভাজনকারী। ক্রি-বিণঃ **অবচ্ছেদে**—সাকল্যে, সমুদয় লইয়া।

অবজ্ঞা—বিঃ উপেক্ষা; তাচ্ছিল্য; ঘৃণা; অবমাননা। [সং. অব+ √জ্ঞা+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-ত**

—উপেক্ষিত, ঘৃণিত, অপমানিত। বিণঃ **অবজ্ঞেয়**—অবজ্ঞার যোগ্য।

অবতংস—বিঃ কর্ণভূষণ, কুণ্ডল; অলঙ্কার (সূর্যবংশাবতংস)। [সং. অব+ √তন্স্+অ (র্তৃ)]।

অবতরণ—বিঃ ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে গমন, অবরোহণ। [সং. অব+ √তৄ+অন (ভা)]। বিঃ **অবতরণিকা**—(গ্রন্থাদির) ভূমিকা, মুখবন্ধ; সোপান। ক্রিঃ **অবতরা**—নামিয়া আসা, অবরোহণ করা।

অবতল—বিণঃ মধ্যদেশ নিম্ন এরূপ উপরিতলবিশিষ্ট, concave [বি. প.]। [সং.]।

অবতার—বিঃ দেবতা কর্তৃক জীবদেহধারণ, incarnation; জীবদেহধারী দেবতা (যেমন, কূর্ম বামন বা রাম অবতার); মূর্ত রূপ (শয়তানের অবতার, করুণার অবতার); অবতরণ; (গ্রা) কুৎসিত ও অদ্ভুত মূর্তি। [সং. অব+ √তৄ+অ (ভা)]।

অবতারণ—বিঃ অবরোপণ, নামাইয়া আনা, নিম্নে আনয়ন; প্রস্তাবন। [সং. অব+ √তৄ+ণিচ্ +অন (র্তৃ)]। বিঃ **অবতারণা**—প্রস্তাবনা, ভূমিকা। বিঃ **অবতারণী**—সিঁড়ি।

অবতীর্ণ—বিণঃ অবতরণ করিয়াছে এমন; অবতাররূপে আবির্ভূত; আবির্ভূত; উপনীত; অতিক্রান্ত, উত্তীর্ণ। [সং. অব+তৄ √+ত(র্তৃ)]।

অবদংশ—বিঃ মদের চাট। [সং]।

অবদমন—বিঃ নিজের অজ্ঞাতসারে অন্তরের কোন স্বাভাবিক বাসনার দমন, repression [বি প.]। [সং. অব+দমন]।

অবদমিত—বিণঃ অবদমন করা হইয়াছে এমন, repressed। [সং. অব+দমিত]।

অবদান—বিঃ সর্বজন-প্রশংসনীয় কর্ম, কীর্তি; সাহসের কার্য, বিক্রমপ্রকাশ। [সং. অব+ √দৈ (=দা)+অন (ভা)]।

অবদ্ধ—বিণঃ আবাঁধা। [সং. ন+বদ্ধ]।

অবদ্য—বিণঃ অকথ্য, নিন্দনীয়। [সং. ন+বদ্য]। —**অধদ্যে-ও** দ্রঃ।

অবধান—(১)বিঃ অভিনিবেশ; প্রণিধান; মনোযোগসহকারে শ্রবণ। (২)অনু-ক্রি (নামধাতু): অবধান করুন, শুনিতে আজ্ঞা হউক ('অবধান নরপতি': রঙ্গ)। [সং. অব+ √ধা+অন (ভা)]। বিণঃ **অবধেয়**—অবধানযোগ্য।

অবধারণ—বিঃ নির্ধারণ, ধার্যকরণ; নিরূপণ। [সং. অব+ধারণ]। বিঃ **অবধারণা**—(দর্শ.) বোধশক্তি, ধারণাশক্তি, cognition। বিণঃ **অবধারিত**—নির্ধারিত, নিরূপিত; নিশ্চিত, অনিবার্য। বিণঃ **অবধার্য**—অবধারণযোগ্য; (সংবাদপত্রের ভাষায় —অশু.) অনিবার্য বা নিশ্চিত (অবধার্য গোল)।

অবধি—(১)অব্যঃ হইতে, থেকে ('জনম অবধি হাম': বিদ্যা.); পর্যন্ত (মৃত্যু অবধি)। (২)বিঃ সীমা, অন্ত, অবসান (দুঃখের অবধি)। [সং. অব + √ধা + ই (ভা)]। বিণঃ **-বাধিত**—(আইনে) মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার দোষে দুষ্ট, barred by limitation [স. প.]।

অবধূত—বিঃ শৈব সন্ন্যাসিবিশেষ, বর্ণাশ্রমাচারের অতীত এবং সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসিবিশেষ। [সং. অব+ √ধূ+ত (র্ম)]। বিণঃ **অবধৌত, অবধৌতিক**—অবধূত-সম্বন্ধীয়।

অবধেয়—**অবধান** দ্রঃ।

অবধৌত১—বিণঃ প্রক্ষালিত, ধৌত। [সং. অব + √ধাব্+ত (র্ম)]।

অবধৌত২, **অবধৌতিক**—**অবধূত** দ্রঃ।

অবধ্য—বিণঃ বধ করা উচিত নহে এমন; বধের অযোগ্য। [সং. ন+বধ্য]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অবধ্যা**।

অবনত—বিণঃ আনত (অবনত শির); হীনাবস্থাপ্রাপ্ত, অধোগত (অবনত জাতি)। [সং. অব+নত]। বিঃ **অবনতি**—অবনত ভাব বা অবস্থা (ভূমির অবনতি); পতন, অধোগতি (চরিত্রের অবনতি)।

অবনমন, অবনয়ন—বিঃ অবনতকরণ; অবনতি। [সং. অব+ √নম্, √নী+অন (ভা)]। বিণঃ **অবনমিত**—অবনত করান হইয়াছে এমন।

অবনিবনা, অবনিবনাও—বিঃ অমিল, অনৈক্য; অসম্প্রীতি। [বাং. অ-৩+হি. বনিবনাউ]।

অবনী, অবনি—বিঃ পৃথিবী; ভূমি। [সং.]। বিঃ **-তল**—ভূতল; ধরণীতল। বিঃ **-পতি**—রাজা। বিঃ **-মণ্ডল**—সমগ্র পৃথিবী।

অবন্তী, অবন্তি—বিঃ মালব-প্রদেশ; মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী। [সং.]।

অববাহিকা—বিঃ নদীর উভয়পার্শ্বস্থ তীরভূমির যে অংশ বাহিয়া জল আসিয়া নদীতে পড়ে, basin of a river। [সং.]।

অববুদ্ধ—বিণঃ সম্বুদ্ধ; জাগরিত। [সং. অব+ √বুধ্+ত (র্ম)]।

অববোধ১—বিঃ বিশেষজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান; জাগরণ। [সং. অব+ √বুধ্+অ (ভা)]।

অববোধ২—বিঃ উদ্বোধন ; জ্ঞাপন। [সং. অব+√বুধ্+ণিচ্+অ (ভা)]।

অবভাস—বিঃ প্রকাশ, স্ফুরণ ; অধ্যাস, মিথ্যা-জ্ঞান, আরোপ, ছল। [সং. অব+ভাস]।

অবম—বিণঃ ন্যূন ; নিকৃষ্ট ; অধম। [সং]।

অবমত—বিণঃ অবজ্ঞাত, অনাদৃত। [সং. অব+√মন্+ত (র্ম)]। বিঃ **অবমতি**—অবজ্ঞা হেয়-জ্ঞান।

অবমন্তা(-ন্তৃ)—বিণঃ অবমাননাকারী, অবজ্ঞা-কারী। [সং. অব+√মন্+তৃ (র্তৃ)]।

অবমর্শ, অবমর্শন, অবমর্ষ, অবমর্ষণ—বিঃ প্রণি-ধান ; অসহন, অক্ষমা, বিলোপ, বিস্মৃতি। [সং. অব+√মৃশ্, √মৃষ্+অ, অন (ভা)]।

অবমান, অবমানন, অবমাননা—বিঃ অপমান। [সং. অব+√মন্+অ, অন (ভা), +আ]। বিণঃ **অবমানিত**—অপমানিত।

অবমোচন—বিঃ মুক্তিদান ; পরিত্যাগ। [সং.]।

অবয়ব—বিঃ অঙ্গ, হস্তপদাদি ; অংশ, উপকরণ ; চেহারা, আদল। [সং. অব+√যু+অ (ভৃ)]। বিণঃ **অবয়বী** (-বিন্)—অবয়ববিশিষ্ট, অঙ্গী।

অবর—বিণঃ অপকৃষ্ট ; পশ্চাদ্বর্তী ; কনিষ্ঠ ; নিম্নপদস্থ, সহকারী, অধীন, subordinate [স. প.]। [সং. ন+বর (নঞ্ তৎ.)]। **অবরজ**—(১)বিঃ অনুজ, কনিষ্ঠভ্রাতা; (২)বিণঃ হীনকুলে জাত।

অবরা—(১)বিণঃ সর্বশ্রেষ্ঠা। (২)বিঃ দুর্গা। [সং. ন+বর (বহু.)+আ]।

অবরুদ্ধ—বিণঃ আবদ্ধ, আটক ; প্রতিরুদ্ধ, ব্যাহত (অবরুদ্ধ বাসনা), শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত (অবরুদ্ধ নগর) ; রুদ্ধ (অবরুদ্ধ স্বর)। [সং. অব+রুদ্ধ]।

অবরেণ্য—বিণঃ সমাদরের অনুপযুক্ত ; শ্রেষ্ঠ বা বরণীয় নহে এমন ('অবরেণ্যে বরি' : মধু.)। [সং. ন+বরেণ্য]।

অবরে-সবরে—ক্রি-বিণঃ সময়ে-অসময়ে, কালে-ভদ্রে। [হি. অবের-সবের]।

অবরোধ—বিঃ প্রতিবন্ধক, বাধা ; পরিবেষ্টন, blockade ; কারাগার ; আবরণ ; বন্দিত্ব, আটক, detention ; অন্তঃপুর। [সং. অব+রোধ]। বিণঃ **-ক**—অবরোধকারী। বিঃ **-প্রথা**—বাহিরে বা গুরুজনাদির সম্মুখে যাইবার অধিকার ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া নারী-দিগকে অন্তঃপুরে রাখার প্রথা।

অবরোপণ—বিঃ অবতারণ ; উৎপাটন ; এক স্থান হইতে উৎপাটনপূর্বক ভিন্ন স্থানে রোপণ, transplantation। [সং. অব+রোপণ]।

অবরোহ—বিঃ অবতরণ ; (দর্শ. ও ন্যায়. কারণ-বিচারপূর্বক কার্য-অনুমান, deduction। [সং. অব+√রুহ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—অবতরণ। বিঃ **অবরোহণী**—সিঁড়ি। বিণঃ **অবরোহী** (-হিন্)—অবরোহণকারী ; (দর্শ. ও ন্যায়.) কারণ-বিচারপূর্বক কার্য-অনুমানের প্রণালী-সম্মত, deductive।

অবর্জনীয়—বিণঃ অপরিত্যাজ্য ; অপরিহার্য। [সং. ন+বর্জনীয়]।

অবর্তমান—বিণঃ অবিদ্যমান ; মৃত ; গত। [সং. ন+বর্তমান]। ক্রি-বিণঃ **অবর্তমানে**—অবিদ্য-মানে, মৃত্যুর পর।

অবর্ষিত—বিণঃ বর্ষিত হয় নাই বা ঝরে নাই এমন ('অবর্ষিত অশ্রুভরা' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+বর্ষিত]।

অবলম্ব—(১)বিঃ অবলম্বন। (২)বিণঃ লম্বমান। [সং. অব+√লম্ব্+অ]।

অবলম্বন—বিঃ ভরকরণ (যষ্টি অবলম্বন করিয়া চলা) আশ্রয়, নির্ভর (চাকরিই একমাত্র অব-লম্বন) ; আশ্রয়করণ, গ্রহণ, ধারণ (সন্ন্যাস অবলম্বন, ধৈর্যাবলম্বন)। [সং, অব+√লম্ব্+অন (ভা)]। বিণঃ **অবলম্বিত**—আশ্রিত ; আশ্রয়রূপে গৃহীত ; লম্বমান। বিণঃ **অবলম্বী** (-ম্বিন্)—নির্ভরকারী, যে অবলম্বন করিয়াছে ; ঝুলিতেছে এমন।

অবলা১—**অবোলা**-র রূপভেদ।

অবলা২—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ বলহীনা। (২)বি(স্ত্রী)ঃ নারী। [সং. ন+বল+আ]। বিঃ **-জাতি**—রমণীজাতি, নারীকুল।

অবলিপ্ত—বিণঃ প্রলিপ্ত। [সং. অব+লিপ্ত]।

অবলীঢ়—বিণঃ লেহন করা হইয়াছে এমন ; আস্বাদিত। [সং. অব+√লিহ্+ত (র্ম)]।

অবলীলা—বিঃ অনায়াস, অক্লেশ ; হেলা ; অসঙ্কোচ। [সং.]। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—অনায়াসে ; সহজে ; হেলায় ; অসঙ্কোচে।

অবলুণ্ঠন—বিঃ মাটিতে (=নিচে) লুটাইয়া পড়া বা গড়াগড়ি দেওয়া। [সং. অব+লুণ্ঠন]। বিণঃ **অবলুণ্ঠিত**—অবলুণ্ঠন করিতেছে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অবলুণ্ঠিতা**।

অবলুপ্ত—বিণঃ লোপপ্রাপ্ত ; অন্তর্হিত, অদৃশ্য

('ঘন মেঘে অবলুপ্ত' : রবীন্দ্র)। [সং. অব+লুপ্ত]।

অবলেপ—বিঃ প্রলেপ ; লেপন ; গর্ব। [সং. অব+**লেপ**₂]। বিঃ **-ন**—প্রলেপন ; মাখান।

অবলেহ—বিঃ জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন, চাটা; চাটিয়া খাইতে হয় এমন ঔষধ বা খাদ্য। [সং. অব+লিহ্+অ (ভা, র্ম)]। বিঃ **-ন**—চাটিয়া আহারকরণ।

অবলোকন—বিঃ দর্শন। [সং. অব+ √লোক্+অন (ভা)]। বিণঃ **অবলোকিত**—দৃষ্ট।

অবশ—বিণঃ অবাধ্য ; অনায়ত্ত ; অসাড়। [সং. ন+বশ]।

অবশিষ্ট—বিণঃ বাকী ; উদ্বৃত্ত ; অতিরিক্ত। [সং. অব+ √শিষ্+ত (-র্ম)]।

অবশী (-শিন্)—বিণঃ ইন্দ্রিয়পরায়ণ। [সং ন+বশ+ইন্]।

অবশীভূত—বিণঃ বশ মানান যায় নাই বা বশ করা হয় নাই এমন। [সং. ন+বশীভূত]। বিণ-(স্ত্রী): **অবশীভূতা**।

অবশেষ—বিঃ অবশিষ্ট অংশ (দেহাবশেষ) ; অবসান, শেষ (দিবাবশেষ)। পরিসীমা (দুঃখের অবশেষ নাই); শেষ সময় (অবশেষে করা)। [সং. অব+শেষ]।

অবশ্য₁—বিণঃ অবশ করা যায় না এমন, অবাধ্য। [সং. ন+বশ্য]। বিঃ **-তা**।

অবশ্য₂—(১)অব্য. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণঃ নিশ্চয়, নিশ্চিতরূপে, সর্বথা, অপরিহার্যভাবে (অবশ্য-পালনীয়, অবশ্য করিবে) ; বাধ্যতামূলকভাবে (অবশ্যপাঠ্য) ; নিঃসংশয়ে, বলা বাহুল্য (করনি ত অবশ্য জানি)। (২)অব্য. (বাক্যান্বয়ী): তবে (মাংস খাওয়া ভাল, অবশ্য পরিমিত মাত্রায়)। [সং. অবশ্যম্—প্রা. বাং. অবস, অবসোই]। ক্রি-বিণঃ **অবশ্য অবশ্য**—নিশ্চয়ই। বিণঃ **-করণীয়, -কর্তব্য, -কার্য**—করিতেই হইবে এমন, সর্বথা পালনীয়। বিণঃ **-ভাবী** (-বিন্)—নিশ্চয়ই ঘটিবে এমন, না ঘটিয়া পারে না এমন। বিঃ **-ভাবিতা**।

অবসন্ন—বিণঃ অবসাদগ্রস্ত, অতি শ্রান্ত ; বিষণ্ণ। [সং. অব+ √সদ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

অবসর—বিঃ অবকাশ, ছুটি ; ফুরসত ; কর্ম বা চাকরি হইতে বিদায় ; সুযোগ, সুসময় ; ফাঁক। [সং. অব+ √সৃ+অ (ভা)]।

অবসাদ—বিঃ অতিশয় শ্রান্তি ; ক্লান্তিজনিত স্ফূর্তিহীনতা, উৎসাহহীনতা। [সং. অব+ √সদ্+অ (ভা)]।

অবসান—বিঃ শেষ, সমাপ্তি, সমাধান, অন্ত ; মৃত্যু। [সং. অব+ √সো+অন (ভা)]। বিণঃ **অবসিত**—অবসানপ্রাপ্ত।

অবস্তু—(১)বিণঃ অসার, অপদার্থ। (২)বিঃ অসার বস্তু, সত্তাহীন পদার্থ, ব্রহ্মাতিরিক্ত অসৎ জগৎ। [সং. ন+বস্তু]।

অবস্থা—বিঃ দশা (সুখের অবস্থা) ; ভাব (মানসিক অবস্থা) হাল, গতিক (দেশের অবস্থা) ; সাংসারিক দশা (তাহার অবস্থা ভাল) ; সঙ্গতি, ধন (অবস্থা-পন্ন লোক) ; ক্ষেত্র (অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা)। [সং. অব+ √স্থা+অ (ভা)। **অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা**—অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা। ক্রি-বিণঃ **অবস্থা-গতিকে**—পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। বিঃ **-ন্তর**—ভিন্ন অবস্থা ; অবস্থার পরিবর্তন। বিণঃ **-পন্ন**—ধনবান্। বিঃ **-সঙ্কট**—বিপজ্জনক অবস্থা।

অবস্থান—বিঃ স্থিতি, বাস ; বাসস্থান, স্থিতিস্থান, location। [সং. অব+ √স্থা+অন (ভা)]। বিণঃ **অবস্থিত**—আছে বা বাস করিতেছে এমন ; বিদ্যমান, আশ্রিত ; নিবিষ্ট (অবস্থিতচিত্ত)। বিঃ **অবস্থিতি**—বিদ্যমানতা ; বাস।

অবস্থান্তর—অবস্থা দ্রঃ।

অবস্থাপন—বিঃ স্থাপিতকরণ, সংস্থাপন। [সং. অব+স্থাপন]।

অবস্থাপন্ন—অবস্থা দ্রঃ।

অবস্থাপিত—বিণঃ স্থাপিত। [সং. অব+স্থাপিত]।

অবস্থায়ী—(-য়িন্)—বিণঃ অবস্থানকারী ; স্থিতি-শীল। [সং. অব+ √স্থা+ইন্ (র্তৃ)]।

অবস্থিত, অবস্থিতি—অবস্থান দ্রঃ।

অবহার₁—বিঃ যুদ্ধ-বিরতি, armistice, স্থানান্তরে অপসারণ, সৈন্যগণকে যুদ্ধস্থান হইতে শিবিরে আনয়ন; ধর্মান্তরগ্রহণ। [সং. অব+ √হৃ+অ (ভা)]।

অবহার₂—বিঃ ন্যায্য বা নির্দিষ্ট মূল্য হইতে বাদ-দেওয়া অংশ, বাটা, discount [স. প.]। [সং. অব+ √হৃ+অ (র্ম)]।

অবহিত—বিণঃ মনোযোগী, নিবিষ্ট ; সতর্ক ; জ্ঞাত, বিদিত। [সং. অব+ √ধা+ত (র্ম)]।

অবহু₄, **অবহুঁ**—অব্যঃ এখন বা এখনও ('অবহু রাজপথে পুরজন জাগি' : বিদ্যা.)। [ব্রজ. অব (এখন)+হু, হুঁ (নিশ্চয়ার্থক অব্যয়) < সং. খলু]।

অবহেলন, অবহেলা—বিঃ উপেক্ষা, অবজ্ঞা, হেলা; অযত্ন; অমনোযোগ; অবলীলা। [সং. অব+ √হেড্+অন (ভা), অ+আ]। বিণঃ **অবহেলিত**—অবহেলা করা হইয়াছে এমন।

অবাক্১ (অবাচ্)—বিণঃ নির্বাক্, বাক্যহীন। [সং. ন+বাচ্]।

অবাক্২ (অবাচ)—(১)বিণঃ অবনত। (২)বিঃ দক্ষিণ দিক্। (৩)অব্যঃ অধঃ, নিম্নপ্রদেশ। [সং. অব+ √অন্চ্+ক্বিপ্]।

অবাক্৩, **অবাক**—বিণঃ বিস্ময়ে নির্বাক; স্তম্ভিত, আশ্চর্যান্বিত; বিস্ময়কর (অবাক কাণ্ড)। [সং. অবাক্১]। **অবাক জলপান**—বিবিধ ভাজা জিনিসের সহিত লঙ্কা-লবণ-মশলা-মিশ্রিত একপ্রকার খাবার।

অবাঙালী—(১)বিঃ বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য (ভারতীয়) ব্যক্তি বা জাতি। (২)বিণঃ বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য ভারতীয়; বাঙ্গালীসুলভ নহে এমন, বাঙ্গালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। [বাং. অ-৩+বাঙ্গালী]।

অবাঙ্মনসগোচর, (অশু.) **অবাঙ্মানসগোচর**—বিণঃ বাকশক্তি ও বোধশক্তির অগোচর বা অতীত, অনির্বচনীয় ও অচিন্তনীয়। [সং. ন+বাক+মনস্+গোচর]।

অবাঙ্মুখ—বিণঃ অধোবদন। [সং. অবাক্+মুখ]।

অবাচী—বিঃ দক্ষিণ দিক্, অধোদিক। [সং. অবাচ্+ঈ]। **অবাচী উষা**—কুমেরুজ্যোতি, aurora australis।

অবাচ্য—(১)বিণঃ অকথ্য, বলা উচিত নহে এমন। (২)বিঃ দুর্বাক্য; অশ্লীল বাক্য। [সং. ন+বাচ্য]।

অবাধ—বিণঃ বাধাহীন, অনর্গল। (বাং. অ-৩+বাধা]। বিঃ **-বাণিজ্য**—বিধিনিষেধহীন বাণিজ্য, free trade। ক্রি-বিণঃ **অবাধে**—বাধাহীনভাবে।

অবাধ্য—বিণঃ অনিবার্য; (বাং.) অবশীভূত, কথা শোনে না এমন। [সং. ন+বাধ্য]। বিঃ **-তা**।

অবান্তর—বিণঃ মূল প্রসঙ্গের বহির্ভূত, irrelevant; অপ্রধান; অন্তঃপাতী; প্রধানের অন্তর্গত। [সং. অব+অন্তর]।

অবারিত—বিণঃ বারণ করা যায় না বা বারণ করা হয় নাই এমন; অবাধ; মুক্ত। [সং. ন+বারিত]।

অবাস্তব—বিণঃ বাস্তব নহে এমন; অমূলক অলীক; সত্তাবিহীন। [সং. ন+বাস্তব]। বিঃ **-তা**।

অবিকল—(১)বিণঃ বিকল বা অঙ্গহীন নহে এমন; অবিকৃত, পূর্ণাঙ্গ; সম্পূর্ণ; যথাযথ। (২)ক্রি-বিণঃ হুবহু, যথাযথভাবে (অবিকল বর্ণনা করা)। [বাং. অ-৩+বিকল]।

অবিকার—(১)বিণঃ পরিবর্তন-রহিত। (২)বিঃ বিকারহীনতা। [সং. ন+বিকার]। বিণঃ **অবিকারী**—(-রিন্)—বিকারহীন, পরিবর্তনহীন নির্বিকার; রাগদ্বেষশূন্য।

অবিকৃত—বিণঃ বিকৃত নহে এমন; পূর্বাবস্থায় বা মূল অবস্থায় বর্তমান; অমিশ্র, বিশুদ্ধ; পচে নাই এমন; যথাযথ। [সং. ন+বিকৃত]। বিঃ **অবিকৃতি**।

অবিক্রীত—বিণঃ বেচা হয় নাই বা বেচিতে পারা যায় নাই এমন। [সং. ন+বিক্রীত]।

অবিক্রেয়—বিণঃ বিক্রয়যোগ্য নহে এমন। [সং. ন+বিক্রেয়]।

অবিচল, অবিচলিত—বিণঃ বিচলিত নহে এমন, অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ়, অব্যাকুল। [সং. ন+বিচল, বিচলিত]।

অবিচার—বিঃ অন্যায় বিচার, বিচারের অভাব; অবিবেচনা। [সং. ন+বিচার]। বিণ. বিঃ **-ক**—অবিচারকারী।

অবিচ্ছিন্ন—বিণঃ বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত নহে এমন; বিরামহীন; ধারাবাহিক; একটানা। [সং. ন+বিচ্ছিন্ন]। বিঃ **-তা**।

অবিচ্ছেদ—(১)বিঃ বিচ্ছেদের অভাব। (২)বিণঃ অবিভক্ত, অখণ্ড; অবিরাম, ধারাবাহিক। [সং. ন+বিচ্ছেদ]। বিণঃ **অবিচ্ছেদী**—বিরামহীন; একটানা, ক্রমাগত; বিচ্ছেদহীন। ক্রি-বিণঃ **অবিচ্ছেদে**—না থামিয়া, ধারাবাহিকভাবে; একটানাভাবে। বিণঃ **অবিচ্ছেদ্য**—বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না এমন।

অবিজ্ঞ—বিণঃ; বিজ্ঞতাশূন্য, অভিজ্ঞতাহীন; মূর্খ। [সং. ন+বিজ্ঞ]। বিঃ **-তা**।

অবিজ্ঞাত—বিণঃ জানা যায় নাই এমন; জানে না বা জ্ঞাত নহে এমন। [সং.ন+বি+জ্ঞাত]।

অবিজ্ঞেয়—বিণঃ জানা সম্ভব নয় এমন, জ্ঞানাতীত। [সং. ন+বি+জ্ঞেয়]।

অবিতথ—বিণঃ সত্য, যথার্থ, মিথ্যা নয় এমন। [সং. ন+বিতথ]।

অবিদিত—বিণঃ জানা যায় নাই এমন ; অজ্ঞাত। [সং. ন+বিদিত]।

অবিদ্যমান—বিণঃ অনুপস্থিত, অবর্তমান। [সং. ন+বিদ্যমান]। বিঃ **-তা**।

অবিদ্যা—বিঃ অজ্ঞান ; (দর্শ) রজ্জু-সর্পাদি সকল ভ্রমের মূলকারণ, মায়া, প্রকৃতি ; যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ ; (বাং.) বারাঙ্গনা। [সং]।

অবিধান—বিঃ অন্যায় বা অশাস্ত্রীয় বিধান। [সং. ন+বিধান]।

অবিধি—বিঃ অনিয়ম ; অশাস্ত্রীয় বিধান। [সং. ন+বিধি]।

অবিধেয়—বিণঃ বিধেয় নহে এমন ; অন্যায়, অনুচিত, অকর্তব্য। [সং. ন+বিধেয়]।

অবিনয়—বিঃ বিনয়ের অভাব ; অশিষ্টতা ; ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা। [সং. ন+বিনয়]। বিণঃ **অবিনয়ী** (-য়িন্)—বিনীত নহে এমন ; উদ্ধত, ধৃষ্ট।

অবিনশ্বর, অবিনাশী (-শিন্)—বিণঃ অমর, অক্ষয়, শাশ্বত। [সং.]।

অবিনীত—বিণঃ অবিনয়ী, অশিষ্ট, উদ্ধত। [সং. ন+বিনীত]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অবিনীতা**।

অবিন্যস্ত—বিণঃ অগোছাল ; এলোমেলো। [সং. ন+বিন্যস্ত]।

অবিবাহিত—বিণঃ বিবাহ করে নাই এমন, অনূঢ়। [সং. ন+বিবাহিত]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অবিবাহিতা**।

অবিবেক—(১)বিঃ বিবেকের অভাব, অজ্ঞান। (২)বিণঃ বিবেকহীন, মূঢ়, অজ্ঞ। [সং. ন+বিবেক]। বিণঃ **অবিবেকী** (-কিন্)—বিবেকহীন, মূঢ়। বিঃ **অবিবেকিতা**।

অবিবেচক—বিণঃ বিবেচনাহীন বা বিচারবুদ্ধিহীন; হঠকারী। [সং. ন+বিবেচক]।

অবিবেচনা—বিণঃ বিবেচনার বা বিচারবুদ্ধির অভাব ; অন্যায় বা ভুল বিবেচনা। [সং.ন+বিবেচনা]।

অবিভক্ত—বিণঃ ভাগ করা হয় নাই এমন, অখণ্ডিত ; সম্পূর্ণ। [সং. ন+বিভক্ত]।

অবিভাজ্য—বিণঃ ভাগ করা অনুচিত বা ভাগ করা যায় না এমন। [সং. ন+বিভাজ্য]।

অবিমিশ্র—বিণঃ অমিশ্র ; ভেজালমুক্ত ; বিশুদ্ধ। [সং. ন+বি+মিশ্র]।

অবিমৃশ্য—বিণঃ অবিবেচক ; নিঃসন্দিগ্ধ। [সং. ন+বি+ √মৃশ্+য (ভা)] বিণঃ **-কারী** (-রিন্) —অবিবেচক; হঠকারী। বিঃ **-কারিতা**।

অবিরত—(১)বিণঃ বিরামহীন, অবিশ্রান্ত, ধারাবাহিক। (২)ক্রি-বিণঃ অনবরত, সতত। [সং. ন+বিরত]।

অবিরল—(১) বিণঃ ফাঁকহীন, ঘন ; অবিশ্রান্ত, নিরন্তর ; অজস্র। (২)ক্রি-বিণঃ অবিশ্রান্তভাবে। [সং ন+বিরল]।

অবিরাম—(১)বিণঃ বিশ্রামহীন ; থামে না এমন। (২)ক্রি-বিণঃ সর্বদা, সতত। [সং. ন+বিরাম]।

অবিরুদ্ধ—বিণঃ বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল নহে এমন। [সং. ন+বিরুদ্ধ]।

অবিরোধ—বিঃ বিরোধহীন অবস্থা ; ঐকমত্য, সমন্বয়। [সং. ন+বিরোধ]। বিণঃ **অবিরোধী** (-ধিন্)—বিরোধ করে না এমন, নির্বিরোধ। ক্রি-বিণঃ **অবিরোধে**—নির্বিবাদে।

অবিলম্ব—(১)বিঃ বিলম্বের অভাব ; ত্বরা। (২)বিণঃ বিলম্বহীন ; দ্রুত। [সং. ন+বিলম্ব]। বিণঃ **অবিলম্বিত**—ত্বরিত ; ত্বরায় নিষ্পন্ন। ক্রি-বিণঃ **অবিলম্বে**—দেরি না করিয়া ; তাড়াতাড়ি।

অবিশঙ্ক—বিণঃ নির্ভীক, শঙ্কাশূন্য। [সং. ন+বি+শঙ্কা]।

অবিশেষ—(১)বিঃ অভেদ ; ভেদহীনতা। (২)বিণঃ ভেদহীন, অভিন্ন, তুল্য। [সং. ন+বিশেষ]।

অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম—(১)বিণঃ অশ্রান্ত, অক্লান্ত। (২) ক্রি-বিণঃ অনবরত, অবিরাম। [সং. ন+বি+শ্রান্ত ন+বিশ্রাম]।

অবিশ্বাস—বিঃ বিশ্বাসের অভাব, অপ্রত্যয়, অনাস্থা। [সং. ন+বিশ্বাস]। বিণ বিঃ **অবিশ্বাসী** (-সিন্)—বিশ্বাস করে না এমন, সন্দিগ্ধ ; বিশ্বাসভাজন নহে এমন (লোক) ; বিশ্বাসঘাতক। বিণঃ **অবিশ্বাস্য**—(বিষয়াদি সম্পর্কে) বিশ্বাসের অযোগ্য।

অবিশ্যি—**অবশ্য**-র বিকৃত রূপ।

অবিষহ্য—বিণঃ অসহনীয়, দুর্বিষহ। [সং. ন+বি+ √সহ্+য (র্ম)]।

অবিসংবাদ—বিঃ অবিরোধ ; মিলন। [সং. ন+বিসংবাদ]। বিণঃ **অবিসংবাদিত**—(যে বিষয়ে) বিরোধ বা মতভেদ নাই এমন, সর্বসম্মত। বিণঃ **অবিসংবাদী** (-দিন্)—অবিরোধী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অবিসংবাদিনী**। ক্রি-বিণঃ **অবিসংবাদে**—নির্বিবাদে।

অবিহিত—বিণঃ অবৈধ ; অশাস্ত্রীয় ; অন্যায্য ; অকর্তব্য। [সং. ন+বিহিত]।

অবীর—বিণঃ দুর্বল, নির্বীর্য, বীরশূন্য। [সং.

ন+বীর]। বিণ(স্ত্রী): **অবীরা**—বীরশূন্যা; পতিপুত্রহীনা, অনাথা।

অবুঝ, অবুঝ—বিণ: নির্বোধ; বুঝ অর্থাৎ প্রবোধ মানে না বা বোঝান যায় না এমন। [বাং. অ-৩+বুঝ—তু. সং. অবুদ্ধি]।

অবৃষ্টি—বি: বৃষ্টির অভাব, অনাবৃষ্টি। [সং. ন+বৃষ্টি]।

অবেক্ষক—অবেক্ষণ দ্রঃ।

অবেক্ষণ, অবেক্ষা—বি: দর্শন, পর্যবেক্ষণ; মনোযোগ; বিচার; অনুসন্ধান। [সং অব+ঈক্ষণ, ঈক্ষা]। বিণ.বি: **অবেক্ষক**—দর্শক; পর্যবেক্ষণকারী। বিণ: **অবেক্ষণীয়**—অবেক্ষণযোগ্য। বিণ: **অবেক্ষমাণ**—অবেক্ষণরত। বি (স্ত্রী): **অবেক্ষমাণা**। বিণ: **অবেক্ষিত**—অবেক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **অবেক্ষ্যমাণ**—অবেক্ষিত বা দেখা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **অবেক্ষ্যমাণা**।

অবেণীবদ্ধ, অবেণীসংবদ্ধ—বিণ: বেণী করিয়া বাঁধা হয় নাই এমন, আলুলায়িত। [সং. ন+বেণী+বদ্ধ, সংবদ্ধ]।

অবেদন—বি: অনুভূতি লোপ, anaesthesia [বি. প.]। [সং. ন+বেদন]] **অবেদনিক**—(১) বিণ: অনুভূতি-লোপকারী; (২) বি: অনুভূতিনাশক ঔষধ, anaesthetic [স.প.]।

অবেদ্য—বিণ: অজ্ঞেয়। [সং. ন+বেদ্য]।

অবেলা—বি: অসময়; অশুভ সময়; দিনশেষ। [সং. ন+বেলা৪]।

অবৈতনিক—বিণ: বেতন গ্রহণ করে না এমন, honorary; বেতন লওয়া হয় না এমন, free। [সং. ন+বেতন+ইক]।

অবৈধ—বিণ: বিধিবিরুদ্ধ; নীতিবিরুদ্ধ; বেআইনী। [সং. ন+বৈধ]। বি: **-তা**।

অবোধ—বিণ: নির্বোধ; অজ্ঞান; অবুঝ। [সং. ন+বোধ]। বিণ(স্ত্রী): (বাং.) **অবোধিনী**।

অবোধ্য—বিণ: বুদ্ধি বা জ্ঞানের অতীত; বুঝিতে পারা যায় না এমন। [সং. ন+বোধ্য]।

অবোলা, অবোল—বিণ: বাক্‌শক্তিহীন; মূক; নিরীহ ('অবোলা জীব': শরৎ)। [সং. ন+বাং. বোল]।

অব্জ—বি: পদ্ম; চন্দ্র। [সং.]।

অব্দ—বি: বৎসর, সাল (বঙ্গাব্দ); মেঘ [সং.]।

অব্ধি—বি: সমুদ্র। [সং. অপ্+ √ধা+ই]।

অব্যক্ত—(১) বিণ: প্রকাশিত হয় নাই বা প্রকাশ করা যায় না এমন; অস্পষ্ট; অজ্ঞাত; সূক্ষ্ম। (২)বি: (দর্শ.) পরমাত্মা, পরব্রহ্ম; প্রকৃতি [সং. ন+ব্যক্ত]।

অব্যবধান—বি: ব্যবধানহীনতা; মোটেই ফাঁক বা বিরাম নাই এমন অবস্থা, immediacy [বৃ. ব.]। [সং. ন+ব্যবধান]।

অব্যবসায়—বি: চর্চা অভ্যাস বা অনুশীলনের অভাব, উদ্যোগাভাব; অনধিকার। [সং. ন+ব্যবসায়]। বিণ.বি: **অব্যবসায়ী** (-য়িন্)—ব্যবসায়বুদ্ধিহীন; চর্চা বা অনুশীলন করে না এমন, অনভিজ্ঞ; অনধিকারী।

অব্যবস্থ—বিণ: বিশৃঙ্খল; অস্থির। [সং. ন+ব্যবস্থা]। বি: **অব্যবস্থা**—বিশৃঙ্খলা; ব্যবস্থার বা বন্দোবস্তের অভাব।

অব্যবস্থিত—বিণ: অস্থির, সর্বদা পরিবর্তনশীল; কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে নিয়মরহিত (অব্যবস্থিত-চিত্ত)। [সং. ন+ব্যবস্থিত]।

অব্যবহার্য—বিণ: ব্যবহারের অযোগ্য। [সং. ন+ব্যবহার্য]।

অব্যবহিত—বিণ: ব্যবধানহীন; সংলগ্ন। [সং. ন+ব্যবহিত]। ক্রি-বিণ: **-পূর্বে**—ঠিক পূর্বক্ষণে।

অব্যবহৃত—বিণ: ব্যবহার করা হয় নাই বা কাজে লাগান হয় নাই এমন। [সং ন+ব্যবহৃত]।

অব্যভিচার—বি: অস্খলন, অচ্যুতি; পরিবর্তনহীনতা, দৃঢ়তা। [সং. ন+ব্যভিচার]। বিণ: **অব্যভিচারী** (-রিন্)—অবিচল, ব্যতিক্রমহীন বা পরিবর্তনহীন, দৃঢ়।

অব্যয়—(১) বিণ: অক্ষয়; অবিনাশী; অপরিবর্তনশীল। (২)বি: ব্রহ্ম; (ব্যাক.) লিঙ্গ কারক ইত্যাদি ভেদে যে শব্দের কোনরূপ রূপান্তর ঘটে না। [সং. ন+ব্যয়]। বি: **অব্যয়ীভাব**—(ব্যাক.)—অব্যয়ের সহিত বিশেষ্যের যোগে সমাসবিশেষ (যেমন, প্রতিরূপ, অনুদিন)।

অব্যর্থ—বিণ: কখনও বিফল হয় না এমন, অমোঘ (অব্যর্থ ঔষধ)। [সং. ন+ব্যর্থ]।

অব্যাজে—ক্রি-বিণ: (বাং.) অকপটে; একাগ্রভাবে; নির্লজ্জভাবে; অবিলম্বে, শীঘ্র। [সং. ন+ব্যাজ]।

অব্যাপার—বি: অবিষয়; বাজে কাজ, অকাজ। [সং. ন+ব্যাপার]।

অব্যাহত—বিণ: বাধাহীন, অপ্রতিহত; অব্যর্থ। [সং. ন+ব্যাহত]। বি: **অব্যাহতি**—নিস্তার, রেহাই, পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি।

অব্যূঢ়—বিণঃ অবিবাহিত। [সং. ন+ব্যূঢ়]। বিঃ **অব্যূঢ়ান্ন**—আইবুড়ো ভাত।

অব্রহ্মণ্য—(১) বিণঃ ব্রাহ্মণের অযোগ্য, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। (২) বিঃ ব্রাহ্মণের অনুচিত কার্য্য। [সং. ন+ব্রহ্মণ্য]।

অব্রাহ্মণ—বি.বিণঃ অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণেতর (জাতি বা ব্যক্তি) ; (বিরল) ব্রাহ্মণসদৃশ অন্য জাতি। [সং. ন+ব্রাহ্মণ]।

অভক্তি—বিঃ ভক্তিহীনতা ; অশ্রদ্ধা, ঘৃণা। [সং. ন+ভক্তি]।

অভক্ষ্য, অভক্ষণীয়—বিণঃ আহারের অযোগ্য ; অখাদ্য ; আহার করা নিষিদ্ধ এমন। [সং. ন+ভক্ষ্য, ভক্ষণীয়]।

অভগ্ন—বিণঃ অবিচ্ছিন্ন ; আস্ত ; পূর্ণ (অভগ্ন রাশি)। [সং. ন+ভগ্ন]।

অভঙ্গ—(১)বিণঃ অখণ্ডিত, যুক্ত। (২)বিঃ মহা-রাষ্ট্রীয় সাধু তুকারামের কবিতা। [সং. ন+ভঙ্গ]।

অভদ্র—বিণঃ অশিষ্ট, অসভ্য, নিন্দার্হ ; গর্হিত ; নীচ, ইতর। [বাং. অ-৩+ভদ্র]। বিঃ **-তা**। বিঃ **অভদ্রা**—(প্রা.) বিঘ্ন, অশুভ।

অভব্য—বিণঃ অসভ্য, অশিষ্ট। [সং. ন+ভব্য]।

অভয়—(১)বিঃ নির্ভীকতা ; সাহস ; আশ্বাস, ভরসা ; (কালিকাদেবীর) মুদ্রাবিশেষ (বরাভয়)। (২)বিণঃ নির্ভীক, সাহসী ; ভয়নাশক ('দাও গো অভয়মন্ত্র' : রবীন্দ্র)। [সং. ন+ভয়]। বি(স্ত্রী)ঃ **অভয়া**—ভয়দূরকারিণী বা আশ্বাসদায়িনী দুর্গা-দেবী। বিঃ **-দান**—নির্ভয় করা ; ভয় নাই—এই কথা বলা। বিঃ **-বচন**—যে বাক্যদ্বারা ভয় দূর করা হয়।

অভরসা—বিঃ ভরসার অভাব। [সং. ন+বাং. ভরসা]।

অভাগা, (কাব্যে) অভাগিয়া—বিণঃ ভাগ্যহীন, হতভাগ্য ; করুণার যোগ্য। [সং. অভাগ্য]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অভাগী, অভাগিনী**।

অভাগ্য—(১)বিণঃ ভাগ্যহীন, মন্দভাগ্য। (২)বিঃ দুরদৃষ্ট ব্যক্তি। [সং. ন+ভাগ্য]।

অভাজন—বিঃ অপাত্র ; অযোগ্য নিগুণ বা অক্ষম ব্যক্তি। [সং. ন+ভাজন]।

অভাব—বিঃ অবিদ্যমানতা ; অনটন ; অর্থকষ্ট। [সং. ন+ √ভূ+অ (ভা)]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—দরিদ্র। বিঃ **-পূরণ**—দারিদ্র্যমোচন। **অভাবে স্বভাব নষ্ট**—দারিদ্র্যের জ্বালায় মানুষের স্বীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ।

অভাবনীয়, অভাব্য—বিণঃ (পূর্বে) ভাবা যায় না এমন, অচিন্তনীয় ; অপ্রত্যাশিত। [সং. ন+ভাবনীয়, ভাব্য]। বিণঃ **অভাবিত**—(পূর্বে) ভাবা হয় নাই এমন, অচিন্তিত, অপ্রত্যাশিত। বিণঃ **অভাবিতপূর্ব**—পূর্বে ভাবা হয় নাই এমন।

অভাবী (-বিন্)—বিণঃ অভাবগ্রস্ত ; দরিদ্র। [সং. অভাব+ইন্]।

অভি-—অবাঃ সম্মুখ সমীপ চতুর্দিক্ প্রশস্ত ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গবিশেষ। [সং.]।

অভিক—**অভীক**-এর বানানভেদ।

অভিকম্পন—বিঃ প্রবল কম্পন ; কম্পন। [সং. অভি+কম্পন]।

অভিকর্ষ—বিঃ ভূকেন্দ্রাভিমুখে জড় পদার্থের আকর্ষণ, gravitational attraction [বি. প.]। [সং. অভি+ √কৃষ্+অ (ভা)]।

অভিকেন্দ্র—বিণঃ কেন্দ্রের অভিমুখে গমনকারী, কেন্দ্রাভিগ, centripetal [বি. প.]। [সং অভি+কেন্দ্র]।

অভিগত—বিণঃ অভিমুখে বা সমীপে গত, অনুকূলভাবে প্রাপ্ত। [সং. অভি+ √গম্+ত (র্ম)]।

অভিগম, অভিগমন—বিঃ অভিমুখে গমন, যৌন-সঙ্গমের উদ্দেশ্যে সমীপবর্তী হওয়া ; যৌনসঙ্গম ; প্রত্যুদ্গমন ; প্রাপ্তি ; আশ্রয়। [সং. অভি+ √গম্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **অভিগম্য**—আশ্রয়ণীয় ; অভিমুখে গমনসাধ্য। বিণঃ **অভি-গামী** (-মিন্)—অভিমুখে গমনকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অভিগামিনী**।

অভিগ্রস্ত—বিণঃ আক্রান্ত ; কবলীকৃত ; লুণ্ঠিত। [সং. অভি+গ্রস্ত]।

অভিগ্রহ—বিঃ আক্রমণ, যুদ্ধার্থ অগ্রগমন ; যুদ্ধার্থ আহ্বান, লুণ্ঠন। [সং. অভি+ √গ্রহ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—লুণ্ঠন।

অভিঘাত—বিঃ আঘাত ; প্রতিঘাত ; হত্যা ; শব্দাদির উপর ঝোঁক-প্রদান, উক্ত ঝোঁক-প্রদানের চিহ্ন, emphasis। [সং. অভি+ঘাত]। বিণ.-বিঃ **অভিঘাতী** (-তিন্)—আঘাতকারী ; শত্রু।

অভিচার—বিঃ অপরের অনিষ্ট করার জন্য কৃত অথর্ব-বেদবিহিত অথবা তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি। [সং. অভি+ √চর্+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিচারী** (-রিন্)—অভিচারকর্তা।

অভিজন—বিঃ কুল ; গোত্র ; বংশ ; আভিজাত্য ; জন্মভূমি। [সং. অভি+ √জন্+অ (অধি)]।

অভিজাত—বিণঃ সদ্বংশজাত ; কুলীন ; জ্ঞানী ; ভদ্রোচিত। [সং. অভি+জাত]। বিঃ **-তন্ত্র**—উচ্চবংশজাত সম্প্রদায় কর্তৃক রাজ্যশাসন, aristocracy।

অভিজিৎ—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ, Vega। [সং.]।

অভিজ্ঞ—বিণঃ বহুদর্শী; বিশেষজ্ঞ; জ্ঞানী। [সং. অভি+ √জ্ঞা+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

অভিজ্ঞা—বিঃ আত্মজ্ঞান। [সং. অভি+ √জ্ঞা+অ (ভা)]। বিণঃ **-ত**—চিহ্নদ্বারা জ্ঞাত ; অনুসন্ধানদ্বারা জ্ঞাত। বিঃ **-ন**—স্মারকচিহ্ন। বিঃ **অভিজ্ঞান-পত্র**—পরিচয়পত্র, identity card।

অভিতপ্ত—বিণঃ আগুনে তপ্ত ; দুঃখিত। [সং. অভি+তপ্ত]।

অভিধা—বিঃ নাম, সংজ্ঞা, উপাধি; শব্দের যে শক্তিদ্বারা উহার ব্যাকরণ-ও-অভিধানসম্মত মূল অর্থের বোধ হয়। [সং. অভি+ √ধা+অ (ভা)]।

অভিধান—বিঃ শব্দকোষ, dictionary। [সং. অভি+ √ধা+অন (ধি)]।

অভিধেয়—(১) বিণঃ বাচ্য ; বোধক ; সংজ্ঞক। (২) বিঃ অভিধা ; প্রতিপাদ্য অর্থ ; নাম, সংজ্ঞা। [সং. অভি+ √ধা+য (র্ম, ণে)]।

অভিনন্দন—বিঃ মঙ্গলদর্শনে হর্ষপ্রকাশ, প্রশংসাবাদদ্বারা আনন্দজ্ঞাপন ; সংবর্ধনা। [সং. অভি+ √ নন্দ্+অন (ভা)]। বিঃ **-পত্র**—সম্মানপ্রদর্শনের জন্য রচিত গুণগানসংবলিত মানপত্র। বিণঃ **অভিনন্দিত**—প্রশংসাদ্বারা সংবর্ধিত ; সম্মানিত।

অভিনব—বিণঃ নূতন; অপূর্ব। [সং. অভি+নব]।

অভিনয়—বিঃ নাট্যপ্রদর্শন; কৃত্রিম ভাবপ্রকাশ, ভান। [সং. অভি+ √ নী+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিনীত**—অভিনয় করা হইয়াছে এমন। বিণ.বিঃ **অভিনেতা** (-তৃ)—অভিনয়কারী। বিণ. বি(স্ত্রী): **অভিনেত্রী**। বিণঃ **অভিনেয়**—অভিনয়যোগ্য ; অভিনয় করা হইবে এমন।

অভিনিবিষ্ট—**অভিনিবেশ** দ্রঃ।

অভিনিবেশ—বিঃ প্রণিধান; মনোনিবেশ; একাগ্রতা। [সং. অভি+নিবেশ]। বিণঃ **অভিনিবিষ্ট**—মনোনিবেশকারী ; মনোযোগী ; বিণ (স্ত্রী): **অভিনিবিষ্টা**।

অভিনীত, অভিনেতা, অভিনেত্রী, অভিনেয়—**অভিনয়** দ্রঃ।

অভিন্ন—বিণঃ ভিন্ন বা পৃথক্ নহে এমন ; সমান, ভেদরহিত (অভিন্নহৃদয়) ; অচ্ছিন্ন। [সং. ন+ভিন্ন]। বিণঃ **-তা, -ত্ব**।

অভিপন্ন—বিণঃ বিপন্ন ; শরণাগত। [সং]।

অভিপ্রায়—বিঃ ইচ্ছা ; উদ্দেশ্য, মতলব ; তাৎপর্য ; অভিমত। [সং. অভি+প্র+ √ই+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিপ্রেত**—ঈপ্সিত, অভীষ্ট ; উদ্দিষ্ট।

অভিবন্দনা—বিঃ সংবর্ধনা ও পূজা ('চিরসুন্দরের অভিবন্দনা')। [সং. অভি+বন্দনা]।

অভিবাদক—**অভিবাদন** দ্রঃ।

অভিবাদন—বিঃ নমস্কার জ্ঞাপন ; বন্দনা; সম্মান প্রদর্শন। [সং. অভি+ √বদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **অভিবাদক**—অভিবাদনকারী। বিণ(স্ত্রী): **অভিবাদিকা**। বিণঃ **অভিবাদ্য**—অভিবাদনের যোগ্য।

অভিব্যক্ত—**অভিব্যক্তি** দ্রঃ।

অভিব্যক্তি—বিঃ সম্যক্ প্রকাশ; ক্রমবিকাশ ; একজাতীয় জীবের ক্রমবিকাশের ফলে নূতন জাতির উৎপত্তি, evolution [বি. প.]। [সং. অভি+বি+ √অঞ্জ্+তি (ভা)]। বিণঃ **অভিব্যক্ত**—সম্যক্ প্রকাশিত বা বিকশিত। বিঃ **-বাদ**—জীবের ক্রমবিকাশসম্বন্ধীয় মতবাদ, theory of evolution।

অভিব্যাপ্ত—বিণঃ পরিব্যাপ্ত, সম্যগ্রূপে বিস্তৃত। [সং. অভি+ব্যাপ্ত]। বিঃ **অভিব্যাপ্তি**।

অভিভব, অভিভাব, অভিভূতি—বিঃ পরাজয় ; অপমান ; ভাবাবেশ ; আকুলীভাব, বিহ্বলতা। [সং. অভি+ √ভূ+অ, তি (ভা)]।

অভিভাবক—বিঃ রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, guardian ; আশ্রয়দাতা। [সং. অভি+ √ভূ+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **অভিভাবিকা**।

অভিভাষণ—বিঃ (সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে) সম্ভাষণ করিয়া প্রদত্ত বক্তৃতা, address। [সং. অভি+ভাষণ]।

অভিভূত—বিণঃ পরাভূত ; আক্রান্ত ; বিহ্বল ; আচ্ছন্ন। [সং. অভি+ √ভূ+ত (র্ম)]। বিঃ **অভিভূতি**।

অভিমত—(১)বিঃ অভিপ্রায় ; উদ্দেশ্য; মত। (২)বিণঃ অনুমোদিত ; মনোনীত ; অভীষ্ট। [সং. অভি+মত]।

অভিমন্যু—বিঃ অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র, উত্তরার স্বামী ও পরীক্ষিতের পিতা ; (বৈ. সা.) রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ (প্রা. বাং. **আইহন**)। [সং.]

অভিমান—বিঃ অহঙ্কার, গর্ব ; আত্মমর্যাদাবোধ ; (প্রিয়জনের ত্রুটি কিংবা অনাদরজনিত) মনোবেদনা বা ক্ষোভ। [সং. অভি+মান]। বিণ.বিঃ **অভিমানী** (-নিন্)—অভিমানকারী ; গর্বিত ; অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধযুক্ত। বিণ.বি (স্ত্রী): **অভিমানিনী**।

অভিমুখ –(১)বিঃ সম্মুখ (গৃহাভিমুখে অবস্থিত) ; উদ্দেশ (সমুদ্রাভিমুখে যাওয়া)। (২)বিণঃ সম্মুখীন (প্রান্তরাভিমুখ গুহা) ; উদ্দেশে গমনোদ্যত (গৃহাভিমুখ হওয়া)। [সং. অভি+মুখ]। বিণঃ **অভিমুখী** (-খিন্)—সম্মুখীন ; উদ্দেশে গমনোদ্যত বা ধাবন্ত (সমুদ্রাভিমুখী নদী)। বিণ(স্ত্রীঃ) **অভিমুখী, অভিমুখিনী**। বিণঃ **অভিমুখীন**—সম্মুখবর্তী।

অভিযাচিত—বিণঃ প্রার্থিত। [সং. অভি+যাচিত]।

অভিযাত্রী—বিঃ (দেশাবিষ্কার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) দুঃসাহসী পর্যটক। [সং. অভি+যাত্রী]।

অভিযান—বিঃ (দেশাবিষ্কার দেশজয় শত্রুদমন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) লক্ষ্যস্থলে সদলবলে যাত্রা বা গমন, যুদ্ধযাত্রা, expedition। [সং]।

অভিযুক্ত—বিণঃ বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে এমন। [সং. অভি+ √যুজ্+ত (র্ম)]। বিণ. বিঃ **অভিযোক্তা** (-ক্তৃ)—অভিযোগকর্তা; বাদী ; ফরিয়াদী।

অভিযোগ—বিঃ নালিশ, দোষারোপ। [সং. অভি+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিযোগ্য**—বিরুদ্ধে নালিশ করার বা মামলা দায়ের করার যোগ্য, actionable [স. প.]।

অভিযোজন—বিঃ উদ্দেশ্যসাধনের উপযুক্তকরণ। [সং. অভি+ √যুজ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **অভিযোজিত**—উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে উপযোগীকৃত। বিণঃ **অভিযোজ্য**—অভিযোজনের যোগ্য। বিঃ **অভিযোজ্যতা**।

অভিরত—বিণঃ অত্যন্ত আসক্ত। [সং. অভি+রত]। বিঃ **অভিরতি**—অত্যাসক্তি।

অভিরাম—বিণঃ মনোরম, সুন্দর ; তৃপ্তিবিধায়ক (নয়নাভিরাম)। [সং. অভি+ √রম্+অ (ধি)]।

অভিরুচি—বিঃ অভিলাষ ; ইচ্ছা ; প্রবৃত্তি। [সং. অভি+ √রুচ্+ই (ভা)]।

অভিরূপ—বিণঃ অনুরূপ ; মনোরম ; বিদ্বান্। [সং. অভি+রূপ]।

অভিলষণীয়, অভিলষিত—**অভিলাষ** দ্রঃ।

অভিলাষ—বিঃ বাসনা, ইচ্ছা, স্পৃহা। [সং. অভি+ √লষ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিলষণীয়**—স্পৃহণীয়। বিণঃ **অভিলষিত**—বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত। বিণঃ **অভিলাষী** (-ষিন্)—ইচ্ছুক ; লোলুপ। বিণ(স্ত্রী): **অভিলাষিণী**।

অভিশংসক—বিঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আদালতে অন্যকে অভিযুক্ত করে, prosecutor [স.প.]। [সং.]।

অভিশংসন—বিঃ প্রকাশ্যভাবে অভিযুক্তকরণ, impeachment [স. প.]। [সং.]।

অভিশঙ্কা—বিঃ আশঙ্কা, সংশয়। বিণঃ **অভিশঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—অভিশঙ্কাবিশিষ্ট। [সং. অভি+শঙ্কা]।

অভিশপ্ত—বিণঃ অভিশাপগ্রস্ত। [সং. অভি+ √শপ্+ত (র্ম)]।

অভিশাপ—বিঃ (অপরের) অনিষ্টকামনা ; অভিসম্পাত, শাপ। [সং. অভি+ √শপ্+অ (ভা)]।

অভিশ্রুতি—বিঃ (ভাষাতত্ত্ব) যে নিয়মে কথ্য-ভাষায় (অপিনিহিতি-হেতু) পূর্বে উচ্চারিত ই বা উ, পূর্বস্বরের সহিত সন্ধির ফলে, নূতন স্বরের সৃষ্টি করে (যেমন, বানিয়া > বাইন্যা > বেনে), umlaut, vowel mutation। [সং.]।

অভিষিক্ত—**অভিষেক** দ্রঃ।

অভিষেক—বিঃ রাজসিংহাসনে বা পূজাবেদিতে স্থাপনের অনুষ্ঠান; মন্ত্রপূত তীর্থবারিতে স্নান করান, installation, অবগাহন, স্নান, কর্মে নিয়োগ। [সং. অভি+ √সিচ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিষিক্ত**—অভিষেক করা হইয়াছে এমন ; সিঞ্চিত; আর্দ্র ; নিযুক্ত। বিঃ **অভিষেচন**—ভালরকম সিক্তকরণ ; অভিষেক।

অভিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ—বিঃ ক্ষরণ ; বারিপ্রবাহ ; আধিক্য। [সং. অভি+ √স্যন্দ্+অ (ভা)]। বিণঃ **অভিষ্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণশীল; অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

অভিসন্তাপ—বিঃ মনস্তাপ, অত্যন্ত দুঃখ। [সং. অভি+সন্তাপ]।

অভিসন্ধান, অভিসন্ধি—বিঃ (মন্দ) গুপ্ত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ; (বদ) মতলব। [সং.]।

অভিসম্পাত—বিঃ অভিশাপ। [সং.]।

অভিসরণ—বিঃ অনুসরণ ; অভিসার। [সং. অভি+ √সৃ+অন (ভা)]।

অভিসার—বিঃ মিলনের ইচ্ছায় নায়ক বা

নায়িকার সঙ্কেতস্থানে গমন। [সং. অভি+ √সৃ+অ (ভা)]। বি(পুং): -ক, **অভিসারী** (-রিন্) —যে অভিসার করে। বি(স্ত্রী): **অভিসারিকা, অভিসারিণী**।

অভিস্যন্দ—**অভিষ্যন্দ** দ্রঃ।

অভিহত—বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত; তাড়িত, পরাজিত; নষ্ট। [সং. অভি+ √হন্+ত(র্ম)]।

অভিহিত—বিণঃ নামযুক্ত, সংজ্ঞাপ্রাপ্ত; উক্ত, কথিত। [সং অভি+ √ধা+ত (র্ম)]।

অভী, অভীক১—বিণঃ ভয়শূন্য, নির্ভীক। [সং. ন+ভী+ক]।

অভীক২—বিণঃ কামুক, লোভী। [সং. অভি + √কম্+অ(র্তৃ)]।

অভীপ্সা—বিঃ একান্ত আকাঙ্ক্ষা; অভিলাষ। [সং. অভি+ঈপ্সা]। বিণঃ **অভীপ্সিত**—একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষিত; অভিলষিত। বিণঃ **অভীপ্সু**—একান্তভাবে কামনাকারী; অভিলাষী।

অভীষ্ট, (অশু.) **অভীষ্টিত**—বিণঃ অভিলষিত, বাঞ্ছিত; ঈপ্সিত, প্রিয়। [সং. অভি+ইষ্ট]।

অভুক্ত—বিণঃ খাওয়া বা ভোগ করা হয় নাই এমন, অভক্ষিত, অনাহারী, উপবাসী। [সং. ন+ভুক্ত]।

অভূত—বিণঃ হয় নাই বা জন্মে নাই এমন; ভূত বা অতীত নহে এমন। [সং. ন+ভূত]। বিণঃ **-পূর্ব**—পূর্বে কখনও ঘটে নাই এমন।

অভেদ—(১)বিঃ ভেদ পার্থক্য বা তারতম্যের অভাব; ঐক্য। (২)বিণঃ অভিন্ন, নির্বিশেষ, সদৃশ। [সং. ন+ভেদ]। বিঃ **অভেদাত্মা**—অভিন্নহৃদয়। বিণঃ **অভেদী** (-দিন্)—ভেদভাবশূন্য। বিণঃ **অভেদ্য**—ভেদ বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করা যায় না এমন; অপ্রবেশ্য; ছিদ্র করা যায় না এমন।

অভোগ্য—বিণঃ ভোগের অযোগ্য। [সং. ন+ভোগ্য]।

অভোজ্য—বিণঃ ভোজনের অযোগ্য; অখাদ্য। [সং. ন+ভোজ্য]।

অভ্যগ্র—বিণঃ আসন্ন; নিকটবর্তী; অনতিপূর্বে সঙ্ঘটিত; সম্মুখবর্তী ('হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি': শরৎ); অভিনব। [সং. অভি+অগ্র]।

অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন—বিঃ তৈলাদি স্নেহপদার্থের দ্বারা অঙ্গমর্দন; আভাং। [সং.]।

অভ্যন্তর—বিঃ ভিতর, মধ্য, অন্তর। [সং. অভি+অন্তর]। বিণঃ **অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তর**, (অশু.) **আভ্যন্তরিক**, (অশু.) **আভ্যন্তরীণ**—অভ্যন্তরে আছে এমন, মধ্যবর্তী; ভিতরের; মানসিক।

অভ্যর্থনা—বিঃ সম্ভাষণ, সংবর্ধনা, (অতিথিগণের) আপ্যায়ন। [সং. অভি+ √অর্থ্+অন (ভা)+আ]। বিঃ **-সভা, -সমিতি**—অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিযুক্ত সমিতি, reception committee। বিণঃ **অভ্যর্থিত**—অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।

অভ্যর্হিত—বিণঃ সম্মানিত, পূজিত। [সং. অভি + √অর্হ+ত (র্ম)]।

অভ্যস্ত—**অভ্যাস** দ্রঃ।

অভ্যাগত—(১)বিণঃ অভিমুখে আগত; সমীপাগত; অতিথিস্বরূপ আগত। (২)বিঃ অতিথি, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। [সং. অভি+আগত]।

অভ্যাগম, অভ্যাগমন—বিঃ নিকটে বা সম্মুখে আগমন, উপস্থিতি। [সং. অভি+আগম, আগমন]।

অভ্যাস—বিঃ সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা করার জন্য বারংবার আবৃত্তি বা আচরণ; নিত্য আচরণে জাত স্বভাব। [সং. অভি+ √অস্+অ (ভা)]। বিণঃ **অভ্যস্ত**—অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত; পুনঃ পুনঃ কৃত। বিণঃ **অভ্যাসী** (-সিন্)—অভ্যাসকারী। বিণ(স্ত্রী): **অভ্যাসিনী**।

অভ্যুত্থান—বিঃ সমুত্থান; উন্নতি; উদয়; বিদ্রোহ। [সং. অভি + উত্থান]। বিণঃ **অভ্যুত্থিত**—অভ্যুত্থান করিয়াছে এমন।

অভ্যুদয়—বিঃ উদয়; উন্নতি; উদ্ভব; অভ্যুত্থান; শ্রীবৃদ্ধি। [সং. অভি+উদয়]। বিণঃ **অভ্যুদিত**—উদিত; উদ্ভূত; অভ্যুত্থিত।

অভ্যুদাহরণ—বিঃ প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। [সং. অভি +উদাহরণ]।

অভ্র—বিঃ মেঘ; আকাশ; একপ্রকার খনিজ ধাতু, mica। [সং.]। বিণঃ **অভ্রংলিহ, -ভেদী** (-দিন্)—গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ।

অভ্রাতৃক—বিণঃ ভ্রাতৃহীন। [সং. ন+ভ্রাতৃ+ক]।

অভ্রান্ত—বিণঃ ভুল নহে এমন, নির্ভুল; সঠিক; ভুল করে না এমন। [সং. ন+ভ্রান্ত]।

অমঙ্গল—বিঃ মঙ্গলের অভাব; অপকার, ক্ষতি; বিপদ। [সং. ন+মঙ্গল]। বিণঃ **অমঙ্গল্য**—অমঙ্গলজনক।

অমত—বিঃ অসম্মতি। [বাং. অ-৩ + মত]।
অমৎসর—বিণঃ পরশ্রীকাতরতাহীন। [সং. ন+মৎসর]।
অমন—বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণঃ ঐরূপ (অমন ছেলে, অমন শান্ত, অমন হাসে)। [সং. অমুষ্মিন্?]। বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণঃ **অমনই**—ঠিক ঐরূপ।
অমনি, অম্‌নি—বিণ. ক্রি-বিণঃ ঐপ্রকার (অমনি মেয়ে, অমনি সুন্দর); অকারণে (অমনি হাসে); বিনাকাজে (অমনি বসিয়া আছে); রিক্তহস্তে (কুটুমবাড়িতে অমনি যেও না); অনাবৃত (অমনি গায়ে থেকো না); অন্য কিছুর সম্পর্কহীন, শুধু (অমনি ভাত মুখে রোচে না); অবলম্বনশূন্য (খুঁটিছাড়া চালাখানা অমনি থাকবে না); বিনা-মূল্যে ('অমনি নেব কিনে' : রবীন্দ্র); তৎক্ষণাৎ ('অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে' : রবীন্দ্র); বিনা আয়াসে (পরীক্ষায় পাস অমনি হয় না)। [তু. অমন]। ক্রি-বিণঃ **অমনি-অমনি**—বিনা-কারণে (অমনি-অমনি শাস্তি পাওয়া)। **অমনি একরকম**—বিশেষ ভালও নহে মন্দও নহে, মাঝামাঝি রকম।
অমনুষ্য—বিঃ মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি; কাপুরুষ বা ভীরু ব্যক্তি; পশুস্বভাব ব্যক্তি। [সং. ন+মনুষ্য]।
অমনোনয়ন—বিঃ অমনোনীত করণ। [সং. ন+মনোনয়ন]। বিণঃ **অমনোনীত**—বিণঃ মনোনীত হয় নাই এমন।
অমনোযোগ—বিঃ মনোযোগের অভাব, অনবধানতা; উপেক্ষা। [সং. ন+মনোযোগ]। বিণঃ **অমনোযোগী** (-গিন্)—মনোযোগী নহে এমন, উদাসীন।
অমন্দ—বিণঃ মন্দ নহে এমন, ভাল; বেগবান্; প্রচুর, অতিমাত্রিক; পটু, দক্ষ; (গ্রা.) খুব খারাপ। [সং. ন+মন্দ]।
অমর—(১)বিণঃ মৃত্যুহীন, চিরজীবী, অবিনশ্বর। (২)বিঃ দেবতা (মৃত্যুহীন বলিয়া)। [সং. ন+√মৃ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তরু**—পারিজাত মন্দার কল্পবৃক্ষ সন্তানবৃক্ষ ও হরিচন্দন : স্বর্গের এই পঞ্চ-বৃক্ষ। বিঃ **-তা, ত্ব**। বিঃ **-ধাম, -লোক**—দেব-লোক, স্বর্গ; ইন্দ্রপুরী।
অমরা১—(১)বিঃ গর্ভস্থ শিশুর নাভির সহিত সংযুক্ত নাড়ীর অগ্রভাগস্থ ফুল, গর্ভকুসুম, placenta [বি. প.]। [সং. অমর+অ+আ]।
অমরা২—বিঃ স্বর্গ, দেবলোক; ইন্দ্রপুরী। [সং. অমর+অ (অস্ত্যর্থে)+আ]।
অমরাবতী—বিঃ স্বর্গ, দেবলোক, ইন্দ্রপুরী। [সং. অমর+বৎ+ঈ]।
অমরালয়—বিঃ স্বর্গ, দেবলোক, ইন্দ্রপুরী। [সং. অমর+আলয়]।
অমরেশ, অমরেশ্বর—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. অমর+ঈশ, ঈশ্বর]।
অমর্ত্য—(১)বিণঃ অপার্থিব, স্বর্গীয়। (২)বিঃ অমর, দেবতা। বিঃ **-লোক**—স্বর্গ। [সং. ন+মর্ত্য]।
অমর্যাদা—বিঃ অনাদর; অপমান, অবজ্ঞা। [সং ন+মর্যাদা]।
অমর্ষ, অমর্ষণ—(১)বিঃ ক্রোধ; অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা। [সং. ন+ √মৃষ্+অ, অন (ভা)]। (২)বিণঃ ক্রোধী; ক্ষমাহীন। বিণঃ **অমর্ষিত, অমর্ষী**—(-র্ষিন্)—ক্রোধযুক্ত, ক্রোধী]
অমল—বিণঃ ময়লাশূন্য, নির্মল। [সং. ন+মল]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অমলা**।
অমলক—বিঃ আমলকী; অধিত্যকাস্থ বাসস্থান। [সং. অম+ √লূ+অ (র্তৃ)+ক]।
অমলধবল—বিণঃ নির্মল ও শুভ্র; নিখুঁতভাবে শুভ্র। [সং. অমল+ধবল]।
অমলিন—বিণঃ মলিন নহে এমন; উজ্জ্বল; নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক। [সং. ন+মলিন]।
অমা, অমাবস্যা, অমাবাস্যা—বিঃ কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি (যখন চন্দ্রকলা অদৃশ্য হয়)। [সং. ন+√মা+ক্বিপ্=অমা + √বস্+য (ধি)+আ]। বিঃ **অমানিশা,** (অশু.) **অমানিশি, অমারজনী**—অমাবস্যার রাত্রি।
অমাতৃক—বিণ; মাতৃহীন। [সং. ন+মাতৃ+ক]।
অমাত্য—বিঃ মন্ত্রী, মন্ত্রণাদাতা। [সং.]।
অমাননা—বিঃ পালন বা মান্য না করণ। [সং. ন+বাং. মানা২ দ্রঃ]।
অমানব—বিণঃ মনুষ্যহীন; অমানুষ; মানবেতর, মানুষ ভিন্ন অন্য। [সং. ন+মানব]।
অমানিশা, অমানিশি—**অমা** দ্রঃ।
অমানুষ—(১)বিণঃ মনুষ্যাতীত, অলৌকিক; মনুষ্যত্বহীন, মনুষ্যোচিত গুণবর্জিত। (২)বিঃ মনুষ্যত্ববর্জিত বা হীন মানুষ; পশুতুল্য মানুষ। [সং. ন+বাং. মানুষ]। বিণঃ **অমানুষিক**—মানুষের অসাধ্য (অমানুষিক পরিশ্রম); মানুষের পক্ষে অনুচিত বা মানুষে সম্ভবে না এমন (অমানুষিক অত্যাচার)। বিঃ **অমানুষিকতা**।
অমান্য—বিণঃ মাননীয় নহে এমন, অশ্রদ্ধেয়

[সং. ন+মান্য]। ক্রিঃ **অমান্য করা**—লঙ্ঘন করা; অসম্মান করা।

অমাবস্যা, অমাবাস্যা—**অমা** দ্রঃ।

অমায়িক—বিণঃ কপটতাহীন, সরল, স্নেহশীল; নিরহঙ্কার; ভদ্র, সদালাপী। [সং. ন+মায়া+ইক]। বিঃ **-তা**।

অমারজনী—**অমা** দ্রঃ।

অমার্জিত—বিণঃ অপরিষ্কৃত, অসংস্কৃত; অসভ্য, অভদ্র। [সং. ন+মার্জিত]।

অমিত—বিণঃ অপরিমেয়, অসীম, অত্যধিক। [সং. ন+মিত১]। বিণঃ **-তেজাঃ**—অসীম তেজসম্পন্ন বা শক্তিশালী। বিঃ **-ব্যয়**—বেহিসাবী (প্রচুর) খরচ। বিঃ **-ব্যয়িতা**—বেহিসাবী খরচ করার স্বভাব। বিণঃ **-ব্যয়ী** (-য়িন্)—বেহিসাবী খরচ করে এমন। বিঃ **-ভাষী** (-ষিন্)—বাচাল; অসংযতবাক্। বিঃ **অমিতাক্ষর**—অমিত্রাক্ষর। **অমিতাচার**—(১)বিঃ অসংযত আচরণ; (২)বিণঃ অসংযত আচরণকারী। বিণঃ **অমিতাচারী**—(-রিন্)—অসংযত আচরণকারী। বিঃ **অমিতাচারিতা**।

অমিতাভ—বিঃ অমিত আভা যাঁহার, বুদ্ধদেব; পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের চতুর্থ বুদ্ধ। [সং. অমিত+আভা]।

অমিত্র—বিঃ বন্ধু নহে এমন ব্যক্তি; শত্রু। বিঃ **-তা**—শত্রুতা। [সং. ন+মিত্র]।

অমিত্রাক্ষর—বিঃ অন্ত্যমিলনহীন এবং যতির বাঁধা-ধরা নিয়ম-লঙ্ঘনকারী ছন্দোবিশেষ, blank verse। [সং. অমিত্র+অক্ষর]।

অমিয়, অমিয়া—(১)বিঃ (কাব্যে) অমৃত ('অমিয়া-সাগরে সিনান': চণ্ডী.)। (২)বিণঃ অমৃততুল্য, অতি মিষ্ট (অমিয় বাণী) [সং. অমৃত]।

অমিল—(১)বিঃ মিলের অভাব, বিরোধ। (২)বিণঃ দুর্লভ। [বাং. অ-৩ +মিল]।

অমিশ্র, অমিশ্রিত—বিণঃ মিশান নহে এমন; বিশুদ্ধ, খাঁটি; পৃথক্। [সং. ন+মিশ্র, মিশ্রিত]। বিঃ **-রাশি**—(গণি) অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যা, whole number।

অমীমাংসিত—বিণঃ মীমাংসা বা সমাধান হয় নাই এমন; তর্কাধীন; বিবেচনাধীন; বিচারাধীন। [সং. ন+মীমাংসিত]।

অমুক—বিণ.বিঃ অনির্দিষ্টনামা বা অজ্ঞাতনামা (ব্যক্তি বা বস্তু)। [সং. অদস্+ক]।

অমুত্র—অব্য. ক্রি-বিণঃ পরলোকে, জন্মান্তরে। [সং. অদস্+ত্র]।

অমূর্ত—বিণঃ মূর্তিহীন, নিরাকার। [সং. ন+মূর্ত]।

অমূলে১—**অমূল্য**-এর কোমল রূপ।

অমূলে২, অমূলক—বিণঃ মূলহীন; ভিত্তিশূন্য; কাল্পনিক। [সং. ন+মূল, +ক]।

অমূল্য- বিণঃ মূল্যাতীত, এত অধিক মূল্য যে কেনা যায় না এমন, মূল্য দিয়া কেনা যায় না এমন। [সং. ন+মূল্য]।

অমৃত—(১)বিঃ যাহা পান করিলে মৃত্যুকে এড়ান যায়, সুধা, পীযূষ; অতি মিষ্ট বা জীবনরক্ষক খাদ্য; দেবতা (অমৃতের পুত্র); দেবলোক, স্বর্গ; মোক্ষ। (২)বিণঃ অতিশয় মিষ্ট বা জীবনরক্ষাকারী; অমর। [সং. ন+মৃত]। বিঃ **-কুণ্ড**—যে কূপের মধ্যে অমৃত থাকে; অতি মিষ্ট বা জীবনদায়ক বস্তুর আধার। বিঃ **-বল্লী**—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। বিণ.বিঃ **-ভাষী**—অমৃততুল্য জীবনদায়ক মধুরভাষী। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **-ভাষিণী**। বিঃ **মন্থন**—(হি. পু.) সমুদ্রমন্থনপূর্বক অমৃত উদ্ধার; (আল.) প্রবল প্রচেষ্টার দ্বারা কিছু হইতে বিশেষ হিতকর বা মূল্যবান্ সামগ্রী আহরণ। বিঃ **-লোক**—দেবলোক, স্বর্গ। বিঃ **-হ্রদ**—(জলের পরিবর্তে) সুধায় পূর্ণ হ্রদ। বিঃ **অমৃতি, অমৃতী**—জিলাপির ন্যায় একপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য। বিণঃ **অমৃতোপম**—অমৃততুল্য; অতি মধুর বা জীবনদায়ক।

অমেধাবী—বিণঃ মেধাবী নহে এমন; স্মৃতিশক্তিহীন। [সং. ন+মেধাবী]।

অমেধ্য—(১)বিণঃ অপবিত্র; যজ্ঞে ও অন্যান্য পুণ্যকর্মে অব্যবহার্য। (২)বিঃ অপবিত্র বস্তু; পুরীষাদি। [সং. ন+মেধ্য]।

অমেয়—বিণঃ অপরিমেয়। [সং. ন+মেয়]।

অমোঘ—বিণঃ অব্যর্থ; সার্থক। [সং.]।

অম্বর—বিঃ আকাশ; বস্ত্র; (পাংশুবর্ণ এবং ধূপাদির ন্যায় দাহ্য) একপ্রকার গন্ধদ্রব্য, ambergris। **অম্বরী**—(১)বিঃ শাড়ি (নীলাম্বরী); (২)বিণঃ অম্বরদ্বারা সুবাসিত (অম্বরী তামাক)।

অম্বল—বিঃ অম্ল; টক, একপ্রকার টকস্বাদবিশিষ্ট ঝোল; অম্ল-রোগ। [সং. অম্ল]।

অম্বষ্ঠ—বিঃ ব্রাহ্মণ পুরুষ ও বৈশ্যা কন্যার পরিণয়ের ফলে উৎপন্ন বৈদ্যজাতি (?)। [সং. অম্ব+ √স্থা অ (র্তৃ)]।

অম্বা১—বিঃ মাতা। [অম্বা২ দ্রঃ]।

অম্বা২, অম্বালিকা, অম্বিকা—বিঃ দুর্গা। (কাশী-রাজের জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম অম্বা, দ্বিতীয়ার নাম

অম্বিকা—ইনি ধৃতরাষ্ট্রের জননী, কনিষ্ঠার নাম অম্বালিকা—ইনি পাণ্ডুর জননী)। [সং. √অম্ব্ +অ (র্ম)+আ, অম্বালা+ক+আ, অম্বা+ক +আ]। বিঃ **অম্বিকানাথ**—শিব।

অম্বু—বিঃ জল। [সং. √অম্ব্+উ (র্তৃ)]। **-জ**—(১)বিণঃ জলজাত; (২)বিঃ পদ্ম; শঙ্খ। বিঃ **-জা**—পদ্মিনী; লক্ষ্মী। **-দ**—(১)বিণঃ জলদায়ক; (২)বিঃ মেঘ। বিঃ **-ধি, -নিধি**—সমুদ্র। বিঃ **-বাচি, -বাচী**—জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির পর সূর্যের মিথুনরাশিতে গমনকালে আর্দ্রা-নক্ষত্রের প্রথমপাদ-ভোগের সময়: এই সময়ে হিন্দু বিধবাদের অগ্নিপক্ক জিনিস খাওয়া নিষিদ্ধ। **-বাহ, -বাহী** (-হিন্)—(১) বিণঃ জলবাহী; (২) বিঃ মেঘ। বিঃ **-বিম্ব**—বুদ্বুদ।

অম্বুরী—**অম্বরী** (বিণ.)-এর রূপভেদ।

অম্ভঃ (-ম্ভস্)—বিঃ জল। [সং]। √অম্ভ+অস্(র্তৃ)। **অম্ভোজ**—(১) বিণঃ জলজাত; (২) বিঃ পদ্ম; চন্দ্র; শঙ্খ। বিঃ **অম্ভোদ**—মেঘ। বিঃ **অম্ভোধি, অম্ভোনিধি**—সমুদ্র।

অম্র, অম্রাত, অম্রাতক—যথাক্রমে **আম্র, আম্রাত** ও **আম্রাতক**-এর রূপভেদ।

অম্ল—(১) বিঃ রসবিশেষ; টক; রোগবিশেষ; দ্রাবক, acid। (২) বিণঃ টকস্বাদযুক্ত। [সং. √অম্+ল (ণে)]। **অম্লজান**—বিঃ বায়ু ও জলের উপাদান এবং দহনক্রিয়া ও শ্বাসক্রিয়ার সহায়ক মৌলিক গ্যাস বিশেষ, oxygen। বিঃ **-তা**—অম্লযুক্ত বা অম্লধর্মী অবস্থা, acidity [বি. প.]। বিঃ **-পিত্ত**—যে রোগে পিত্তদোষে ভুক্ত বস্তুমাত্র অম্লরসযুক্ত হয়। বিণঃ **-মধুর**—ঈষৎ টক ও ঈষৎ মিষ্ট, টক-মিষ্টি; (আল.—কথাদি-সম্বন্ধে) মর্মদাহী অথচ শ্রুতিমধুর (অম্ল-মধুর তিরস্কার)। বিঃ **-মিতি**—অম্লের পরি-মাণাদি হিসাব করার বিদ্যা, acidimetry [বি. প.]। বিঃ **-রাজ**—দুইটি বিশেষ অম্ল বা acid-এর সংমিশ্রণ, aqua regia [বি. প.]।

অম্লাক্ত—বিণঃ অম্লযুক্ত; টক। [সং. অম্ল+অক্ত]।

অম্লান—বিণঃ অমলিন; অবিষণ্ণ; প্রফুল্ল; কুণ্ঠা-হীন, দ্বিধাহীন (অম্লানমুখে মিথ্যা বলা)। [সং. ন+ম্লান]।

অম্লীকরণ—বিঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অম্লে পরিণতকরণ, acidification [বি. প.]। [সং. অম্ল+ঈ+করণ]। বিণঃ **অম্লীকৃত**—ঈষৎ অম্লে পরিণত বা অম্লযুক্ত করা হইয়াছে এমন, acidulated [বি. প.]।

অম্লোদ্গার—বিঃ চোঁয়া ঢেকুর। [সং. অম্ল+উদ্গার]।

অযত্ন—বিঃ যত্নের বা চেষ্টার অভাব; অবহেলা। [সং. ন+যত্ন]। বিণঃ **-কৃত**—বিনা আয়াসে সম্পাদিত। বিণঃ **-জাত, -সম্ভূত**—বিনা চেষ্টায় বা আপনা হইতে উৎপন্ন। বিণঃ **-শীল**—নিশ্চেষ্ট; অধ্যবসায়হীন।

অযথা—(১) বিণঃ অমূলক, অপ্রকৃত। (২) ক্রি-বিণঃ অন্যায়রূপে, অকারণে। [সং. ন+যথা]।

অযথার্থ—বিণঃ মিথ্যা, কৃত্রিম; অন্যায্য। [সং. ন+যথার্থ]। বিঃ **-তা**।

অয়ন—বিঃ পথ; বৃহৎপথ, শাস্ত্র; ভূমি; গৃহ; সূর্যের গতি (দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ)। [সং. √অয়্+অন]। বিঃ **-মণ্ডল**—রাশিচক্র ও রাশি-চক্রস্থ সূর্যের দৃশ্যমান গমন-পথ, ecliptic। বিঃ **অয়নাংশ**—সূর্যের ভ্রমণ-পথের অংশ বা পরিমাণ।

অযশঃ (-শস্), (চলিত) **অযশ**—বিঃ অপযশ, অখ্যাতি, দুর্নাম, নিন্দা। বিণঃ **অযশস্কর**—অখ্যাতিজনক।

অয়স্—বিঃ লৌহ। [সং.]। বিণঃ **অয়স্কঠিন**—লোহার ন্যায় শক্ত; অত্যন্ত কঠিন ('অয়-স্কঠিন ব্রত': প্রেমেন্দ্র)। বিঃ **অয়স্কান্ত**—চুম্বক-পাথর, magnet, loadstone।

অযাচনীয়, অযাচ্য—বিণঃ প্রার্থনার অযোগ্য। [সং ন+যাচনীয়]।

অযাচিত—বিণঃ অপ্রার্থিত। [সং. ন+যাচিত]। ক্রি-বিণঃ **-ভাবে**—না চাহিতেই; আপনা হইতেই।

অযাজ্য, অযাজনীয়—বিণঃ যাজনের বা যজ্ঞ-ক্রিয়ার অযোগ্য। [সং. ন+যাজ্য, যাজনীয়]। বিঃ **অযাজ্য-যাজন**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ যজ্ঞাদির বা পতিতদিগের পৌরোহিত্য। বিণ.বিঃ **অযাজ্য-যাজী** (-জিন্)—অযাজ্যযাজনকারী।

অযাত্রা—বিঃ যে সময়ে কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ; অশুভ যাত্রা; যাত্রাকালে দেখা বা শোনা অশুভ এমন বস্তু ব্যক্তি লক্ষণ প্রভৃতি। [সং. ন+যাত্রা]।

অয়ি—অব্যঃ (স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত) ভক্তি প্রেম বা স্নেহসূচক সম্বোধন-শব্দবিশেষ। [সং.]।

অযুক্ত—বিণঃ অসংলগ্ন, সংযোগরহিত; যুক্তি-বিরুদ্ধ, অনুচিত। [সং. ন+যুক্ত]। বিঃ **অযুক্তি**—সংযোগহীনতা; কুযুক্তি, কুপরামর্শ; বিচারে অসঙ্গতি; অন্যায় বা ভুল বিচার; অনৌচিত্য। বিণঃ **অযুক্তিযুক্ত**—অযৌক্তিক।

অযুগ্ম—বিণঃ বিজোড়; পৃথক্, স্বতন্ত্র। [সং. ন+যুগ্ম]।

অযুত—বি.বিণঃ দশ সহস্র। [সং.]।

অয়ে—অব্যঃ (বিরল) **অয়ি**-র অনুরূপ। [সং.]।

অয়েল—বিঃ তৈল। [ইং. oil]। ক্রিঃ **অয়েল করা**—যন্ত্রাদি উত্তমরূপে কার্যকর-করণার্থ উহাতে তৈলদান করা; (ব্যঙ্গে) স্তাবকতা করা। বিঃ **-ক্লথ**—তেলা কাপড়বিশেষ, oilcloth। বিঃ **-পেপার**—তেলা কাগজবিশেষ, oil-paper। বিঃ **অয়েল-পেইন্টিং**—তৈলচিত্র, oil-painting।

অযোগ—বিঃ যোগাভাব, বিয়োগ, বিচ্ছেদ; অনুপযোগিতা, অশুভ যোগ। [সং. ন+যোগ]।

অযোগবাহ, অযোগবাহবর্ণ—বিঃ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সংজ্ঞার ভিতরে উল্লেখ নাই ('অযোগ') অথচ প্রয়োগ নির্বাহ করে এইরূপ বর্ণ অর্থাৎ ং ও ঃ। [সং. অযোগ+ √ বহ্+অ+বর্ণ]।

অযোগ্য—বিণঃ অনুপযুক্ত; অন্যায়; অক্ষম, অকর্মণ্য। [সং. ন+যোগ্য]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অযোগ্যা**। বিঃ **-তা**।

অযোদ্ধা—বিঃ অপটু যোদ্ধা; যে ব্যক্তি যোদ্ধা নহে। [সং. ন+যোদ্ধা]।

অযোধ্য—বিণঃ যুদ্ধ করার অযোগ্য; অজেয়। [সং. ন+যোধ্য]।

অযোনি—বিণঃ জন্মরহিত। [সং. ন+যোনি]। **-জ, -সম্ভব, -সম্ভূত**—(১) বিণঃ অগর্ভজাত; (২) বিঃ পরমেশ্বর; ব্রহ্মা। **-জা, -সম্ভবা, -সম্ভূতা**—(১) বিণ (স্ত্রী)ঃ অগর্ভজাতা; (২)বিঃ সীতা, দ্রৌপদী।

অয়োময়—বিণঃ লৌহময়; লৌহনির্মিত। [সং. অয়স্+ময়ট্]।

অয়োমল—বিঃ লোহার মরচে। [সং. অয়স্+মল]।

অয়োমুখ—(১) বিণঃ লৌহময় মুখবিশিষ্ট। (২)বিঃ লৌহাগ্র বাণ। [সং. অয়স্+মুখ]।

অযৌক্তিক—বিণঃ যুক্তিসহ নহে এমন, যুক্তি-বিরুদ্ধ। [সং. অযুক্তি+ইক]। বিঃ **-তা**।

অর—বিঃ চাকার পাখি, spoke। [সং.]।

অরক্ষণীয়—বিণঃ রাখা বা রক্ষা করা যায় না বা অনুচিত এমন। [সং. ন+রক্ষণীয়]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অরক্ষণীয়া**—আর অবিবাহিতা রাখা অনুচিত এমন (কন্যা)।

অরক্ষিত—বিণঃ রক্ষা করা হয় নাই এমন; রক্ষার ব্যবস্থাহীন, unprotected, open (অরক্ষিত নগরী); অপালিত (অরক্ষিত আদেশ); অসংকিত। [সং. ন+রক্ষিত]।

অরগুণ—বিঃ সদ্‌গুণ। [?]। **অরগুণ নাই বরগুণ আছে**—সদ্‌গুণ (কিছু) নাই কিন্তু দোষ আছে (অনেক)।

অরঘট্ট—বিঃ কূপ; কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র। [সং. অর+ √ ঘট্ট্+অ]।

অরজাঃ—বিণঃ এখনও ঋতুমতী হয় নাই এমন (অরজাঃ বালিকা); ধূলিশূন্য, নির্মল। [সং. ন+রজঃ]।

অরণি, অরণী—বিঃ যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়; চক্‌মকি পাথর, flint। [সং. √ ঋ+অনি (র্তৃ)]।

অরণ্য—বিঃ বন, জঙ্গল। [সং. √ঋ+অন্য]। বিণঃ **-চর, -চারী** (-রিন্)—বনচর; বন্য। বিণঃ **-বাসী**—বনবাসী। বিঃ **-ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষষ্ঠী, জামাইষষ্ঠী। বিঃ **অরণ্যানী**—মহাবন। **অরণ্যে রোদন**—নিষ্ফল ক্রন্দন বা আবেদন।

অরতি—বিঃ রতি বা প্রীতির অভাব, বিরাগ। [সং. ন+রতি]।

অরন্ধন—বিঃ রন্ধনে বিরতি; যেদিন রন্ধন করা নিষিদ্ধ, ভাদ্রসংক্রান্তি। [সং. ন+রন্ধন]।

অরবিন্দ—বিঃ পদ্ম। [সং.]।

অররু—(১) বিঃ শত্রু ('অররু-পুরে' : মধু.)। (২) বিণঃ হিংস্র। [সং. √ ঋ+অরু (র্তৃ)]।

অরসজ্ঞ, অরসিক—বিণঃ রসজ্ঞানহীন, বেরসিক। [সং. ন+রসজ্ঞ, রসিক]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অরসজ্ঞা, অরসিকা**।

অরাজক—বিণঃ রাজাশূন্য; শাসনহীন; বিশৃঙ্খল (অরাজক কাণ্ড)। [সং. ন+রাজন্+ক]। বিঃ **-তা**।

অরাতি, অরি—বিঃ শত্রু, বৈরী। [সং.]। বিণঃ **অরাতিদমন, অরিন্দম, অরিমর্দন**—শত্রুদমন-কারী।

অরিষ্ট—বিঃ মদ্যজাতীয় আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ-বিশেষ; অশুভ অদৃষ্ট; চিকিৎসাশাস্ত্রোক্ত মরণ-চিহ্ন। [সং.]।

অরুচি—বিঃ (প্রধানতঃ আহারে বা ভোগে) অনিচ্ছা বা বিরাগ; খাদ্যমাত্রই মুখে বিস্বাদ লাগার রোগবিশেষ। বিণঃ **-কর**—অপ্রীতিকর, বিরক্তিকর।

অরুণ—(১) বিঃ সূর্যসারথি; নবোদিত সূর্য; সূর্য (বালারুণ); ঊষাকালীন বা সন্ধ্যাকালীন সূর্যের দীপ্তি; অব্যক্ত রক্তবর্ণ। (২) বিণঃ (কৃষ্ণাভ) রক্তবর্ণবিশিষ্ট; আরক্ত। [সং. √ ঋ+উন (র্তৃ)]। **অরুণা**—(১) বিণ(স্ত্রী)ঃ অরুণবর্ণবিশিষ্টা; (২) বিঃ গরুড় ও সূর্যসারথির ভগ্নী, অপ্সরাবিশেষ। বিণঃ **-লোচন**—রক্তচক্ষুঃ। বিঃ **-সারথি**—সূর্য। বিণঃ **অরুণিত**—রক্তবর্ণ-প্রাপ্ত। বিণঃ **অরুণিম**—রক্তবর্ণ আভাবিশিষ্ট। বিঃ **অরুণিমা** (-মন্)—রক্তিমা, গোলাপী আভা। বিঃ **অরুণোদয়**—উষা, উষাকাল।

অরুন্তুদ—বিণঃ মর্মভেদী, অত্যন্ত পীড়াদায়ক। [সং. অরুস্ (মর্মস্থল)+ √তুদ্+অ]।

অরুন্ধতী—বিঃ সপ্তর্ষিমণ্ডল-পরিবেষ্টিত ক্ষীণ নক্ষত্রবিশেষ; বশিষ্ঠমুনির পত্নী। [সং.]।

অরূপ—বিণঃ নিরাকার ('অরূপবতন আশা করি': রবীন্দ্র); রূপহীন; কুৎসিত। [সং. ন+রূপ]।

অরে—অব্যঃ নীচ ব্যক্তিকে সম্বোধন। [সং.]। অব্যঃ **-রে**—নীচ ব্যক্তিকে সকোপ সম্বোধন।

অরোগী—বিণঃ রোগহীন। [সং. ন+রোগিন্]।

অর্ক—বিঃ সূর্য ('বালার্ক'); স্ফটিক; কিরণ, আলোক; আকন্দগাছ। [সং.]। বিঃ **-পত্র**—আকন্দগাছ; আকন্দগাছের পাতা। বিঃ **-বৃক্ষ, -পাদপ**—নিমগাছ।

অর্গল—বিঃ খিল, হুড়কা; প্রতিবন্ধক, বাধা। [সং. অর্জ্+অল (ণে)]।

অর্ঘ১—বিঃ মূল্য। [সং. √অর্ঘ্+অ (ভা)]।

অর্ঘ২—বিঃ পূজা; পূজার উপকরণ। [সং. √অর্হ্+অ (ভা, ণে)]।

অর্ঘ্য—(১)বিঃ পূজার উপকরণ; সম্মানিত ব্যক্তিকে মাল্য-চন্দনাদি দ্বারা বরণের উপচার। (২)বিণঃ পূজ্য, উপাস্য। [সং. অর্ঘ২+য]।

অর্চক—বিঃ পূজক। [সং. √অর্চ্+অক]।

অর্চন, অর্চনা—বিঃ উপাসনা, পূজা। [সং. √অর্চ্+অন (ভা), +আ]। বিণঃ **অর্চনীয়, অর্চ্য**—পূজনীয়। বিণঃ **অর্চিত**—পূজিত।

অর্চা—(১)বিঃ পূজার প্রতিমা; পূজা (তু. পূজা-অর্চা) [সং. √অর্চ্+অ (র্ম, ভা)+আ]। (২) ক্রিঃ অর্চনা করা [সং. √অর্চ্+বাং. আ]।

অর্চি, অর্চিঃ (-র্চিস্)—বিঃ শিখা; জ্বালা; দীপ্তি। [সং. √অর্চ্+ই, ইস্ (র্ম)]।

অর্চিত, অর্চ্য—**অর্চন** দ্রঃ।

অর্জক—**অর্জন** দ্রঃ।

অর্জন—বিঃ উপার্জন; পরিশ্রম বা চেষ্টার দ্বারা প্রাপ্তি; লাভ। [সং. √অর্জ্+অনট্ (ভা)]। ক্রিঃ **অর্জা**—অর্জন করা। বিণঃ **অর্জক, অর্জয়িতা** (-তৃ)—অর্জনকারী। বিণঃ **অর্জিত**—উপার্জিত, প্রাপ্ত।

অর্জুন—বিঃ তৃতীয় পাণ্ডব; কার্তবীর্য; নেত্ররোগবিশেষ, আঞ্জুনি; বৃক্ষবিশেষ (ইহার ছাল হৃদ্‌রোগে উপকারী)। [সং.]।

অর্ণব—বিঃ সমুদ্র। [সং. অর্ণস্+ব (নি.)]। বিঃ **-পোত, -যান**—সমুদ্রগামী জাহাজ।

অর্ডার—বিঃ হুকুম (অর্ডার মানা); ফরমাশ (জামার অর্ডার দেওয়া)। [ইং. order]। বিণঃ **অর্ডারী**—ফরমাশী, ফরমাশ-অনুযায়ী কৃত নির্মিত প্রভৃতি (অর্ডারী মাল)।

অর্থ১—বিঃ ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য (অর্থসঞ্চয়); প্রয়োজন (স্বার্থপর); উদ্দেশ্য, হেতু (পরার্থে আত্মদান); ঐহিক সৌভাগ্য (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ); অভিলাষ, প্রার্থনা (মোক্ষার্থ তপস্যা করা); রাজনীতি (অর্থশাস্ত্র); জ্ঞাতব্যবিষয় (সর্বার্থতত্ত্ববিদ্); কাম্যবস্তু (পুরুষার্থ)। [সং. √অর্থ্+অ]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-করী**—অর্থোপার্জনের সহায়ক (অর্থকরী বিদ্যা)। বিণ(পুং)ঃ **-কর**। বিঃ **-কষ্ট, -কৃচ্ছ্র**—টাকা-পয়সার অভাবজনিত কষ্ট। বিণঃ **-কামী** (-মিন্)—টাকাপয়সা পাইতে কামনা করে এমন। বিণঃ **-গৃধ্নু**—ধনলোভী। বিঃ **-চিন্তা**—টাকার জন্য ভাবনা। বিঃ **-চেষ্টা**—ধনোপার্জনের চেষ্টা। বিঃ **-নাশ**—ধনক্ষয়। বিঃ **-নীতি**—ধনবিজ্ঞান। বিণঃ **অর্থনৈতিক**—**আর্থনীতিক**-এর রূপভেদ। বিণঃ **-পর, -পরায়ণ**—অর্থগৃধ্নু, কৃপণ। বিণ.বিঃ **-পিশাচ**—ধর্মাধর্ম বিচার না করিয়া ধনলাভে প্রয়াসী। বিণঃ **-প্রদ**—ধনদ। বিঃ **-প্রাপ্তি**—ধনলাভ। বিণঃ **-বান্**—(-বৎ)—ধনবান্। বিঃ **-বিদ্যা**—অর্থের উৎপত্তি ও প্রসরণ-বিষয়ক বিদ্যা, economics। বিঃ **-বিনিয়োগ**—(ব্যবসাদিতে) টাকা খাটান। বিঃ **-ব্যয়**—টাকা খরচ। বিঃ **-লিপ্সা**—অত্যধিক অর্থলোভ। বিণঃ **-লিপ্সু, লুব্ধ**—অত্যন্ত অর্থলোভী। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—ধনী। বিঃ **-শাস্ত্র**—ধনবিজ্ঞান; রাজনীতি-

শাস্ত্র ; নীতিশাস্ত্র। বিণঃ **-শূন্য**—নির্ধন (**অর্থ**$_{২}$-ও দ্রঃ)। বিঃ **-সংগ্রহ, -সংস্থান**—ধন-আহরণ ; টাকার যোগাড়। বিঃ **-সঙ্কট, -সমস্যা**—অর্থাভাবজনিত গুরুতর অবস্থা। বিঃ **-সম্পৎ**—ধনসম্পত্তি ; ধনবল (**অর্থ**$_{২}$-ও দ্রঃ)। বিঃ **-হানি**—ধননাশ। বিণঃ **-হীন**—নির্ধন (**অর্থ**$_{২}$-ও দ্রঃ)। বিঃ **অর্থাগম**—ধনপ্রাপ্তি। বিঃ **অর্থোপার্জন**—টাকা আয়।

অর্থ$_{২}$—বিঃ শব্দাদির তাৎপর্য বা মানে ; হেতু বা উদ্দেশ্য (ধনার্থ)। [সং. √ঋ+থ (র্ম)]। বিঃ **-গ্রহ**—অর্থবোধ। বিঃ **-গৌরব**—ভাবের গুরুত্ব। বিণঃ **-বিৎ** (-বিদ্)—শব্দার্থজ্ঞ ; তত্ত্বজ্ঞ। বিঃ **-ভেদ**—তাৎপর্যের বিভিন্নতা বা বৈলক্ষণ্য। বিণঃ **-যুক্ত**—মানে আছে এমন, অর্থপূর্ণ। বিণঃ **-শূন্য, -হীন**—তাৎপর্যহীন ; নিষ্ফল (**অর্থ**$_{১}$-ও দ্রঃ)। বিঃ **-সম্পৎ**—তাৎপর্যের মূল্য বা প্রাচুর্য (**অর্থ**$_{১}$-ও দ্রঃ)।

অর্থাগম—**অর্থ**$_{১}$ দ্রঃ।

অর্থাৎ—অব্যঃ ইহার মানে। [সং.]।

অর্থান্তর—বিঃ অর্থভেদ ; ভিন্ন অর্থ বা তাৎপর্য। [সং. অর্থ+অন্তর]। বিঃ **-ন্যাস**—অর্থালঙ্কারবিশেষ : বিশেষের দ্বারা সামান্যকে বা সামান্যদ্বারা বিশেষকে সমর্থন (যেমন, 'সবই যায়, কিছুই থাকে না ; থাকে শুধু কীর্তি ; কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে' : চ. ব.)।

অর্থালঙ্কার—বিঃ (ব্যাক.) বাক্যের **অর্থসম্বন্ধী** অলঙ্কার। [সং. অর্থ$_{২}$+অলঙ্কার]।

অর্থিত—বিণঃ যাহার নিকট বা যে বস্তু প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন ; প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত। [সং. √অর্থ্+ত (র্ম)]।

অর্থী (-র্থিন্)—বিণঃ প্রার্থনাকারী (ধনার্থী) ; অভিলাষী (বিদ্যার্থী) ; বাদী, অভিযোক্তা ; ধনবান্ ; বিত্তশালী। [সং. অর্থ+ইন্]।

অর্থে—অব্যঃ নিমিত্তে, জন্য। [**অর্থ**$_{১}$ দ্রঃ]।

অর্থোপার্জন—**অর্থ**$_{১}$ দ্রঃ।

অর্ধ—(১)বিঃ দুইভাগের একভাগ (অসম অর্ধ) ; সমান দুইভাগের একভাগ (দেহের অর্ধ)। (২) বিণ.বিণ-বিণঃ আধা, আধাআধি (অর্ধাংশ) ; দুইভাগে বিভক্ত (অর্ধবঙ্গ) ; অসম্পূর্ণ (অর্ধাশন)। (৩)ক্রি-বিণঃ আংশিকভাবে (অর্ধনির্মিত, অর্ধভুক্ত)। [সং. √ঋধ্+অ (ণে)]। বিঃ **-চন্দ্র**—অর্ধপ্রকাশিত চন্দ্র ; (ব্যঙ্গে) গলাধাক্কা, প্রহার (অর্ধচন্দ্র দেওয়া)। বিণঃ **-চন্দ্রাকার, -চন্দ্রাকৃতি**—চন্দ্রের অর্ধাংশের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। বিঃ **-দিবস**—অর্ধেক দিন, দুই প্রহর ; মধ্যাহ্ন ; এক দিনরাত্রির অর্ধেক, চার প্রহর। বিঃ **-নারীশ্বর**—একদেহে মিলিত হরগৌরীর যুগলমূর্তি। বিণঃ **-নিমীলিত**—আধবোজা। বিঃ **-পথ**—মাঝপথ। বিণঃ **-পরিস্ফুট**—অস্পষ্ট। বিণঃ **-বয়স্ক**—মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়। বিঃ **-ভাগ**—অর্ধেক। বিঃ **-রাত্র**—মধ্যরাত্র। বিঃ **-শত**—এক শতের অর্ধেক, পঞ্চাশ। বিণঃ **-স্ফুট**—অস্পষ্ট, আধো-আধো ; অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত। বিঃ **অর্ধাংশ**—সমান দুইভাগের এক ভাগ, অর্ধেক। বিঃ **অর্ধাঙ্গ**—দেহের অর্ধাংশ ; (ব্যঙ্গে) পতি, স্বামী। বি(স্ত্রী)ঃ **অর্ধাঙ্গা, অর্ধাঙ্গী, অর্ধাঙ্গিনী**—পত্নী। বিঃ **অর্ধার্ধ**—অর্ধেকের অর্ধেক ; সিকি অংশ। বিণ. ক্রি-বিণঃ **অর্ধার্ধি**—আধাআধি। বিঃ **অর্ধাশন**—আধপেটা ভোজন। **অর্ধেক**—**অর্ধ**-এর অনুরূপ : বিঃ **অর্ধেন্দু**—অপূর্ণোদিত চন্দ্র ; চন্দ্রের অংশ। বিঃ **অর্ধেন্দুমৌলি, অর্ধেন্দুশেখর**—মহাদেব। বিণঃ **অর্ধোচ্চারিত**—অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত। বিঃ **অর্ধোদয়**—পৌষের বা মাঘের অমাবস্যায় দিবাভাগে রবিবারে শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাতঘটিত যোগবিশেষ। বিণঃ **অর্ধোদিত**—সম্পূর্ণ উদিত হয় নাই এমন; আধাআধি উদিত।

অর্পণ—বিঃ দান ; প্রদান ; ন্যস্তকরণ ; সংস্থাপন। [সং. √অর্পি+অন (ভা)]। ক্রিঃ **অর্পা**—অর্পণ করা। বিণঃ **অর্পিত**—অর্পণ করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অর্পিতা**। বিণঃ **অর্পণীয়**—অর্পণযোগ্য। বিণ. বিঃ **অর্পয়িতা** (-তৃ)—অর্পণকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অর্পয়িত্রী**।

অর্বাচীন—বিণঃ পশ্চাদ্বর্তী ; নবীন, আধুনিক, অপ্রবীণ ; অপরিপক্কবুদ্ধি, মূর্খ। [সং. অর্বাচ্+ঈন]। বিঃ **-তা**।

অর্বুদ—বিঃ দশ কোটি ; রোগবিশেষ, আব, tumour। [সং.]।

অর্শ—বিঃ মলনালীর রোগবিশেষ, piles। [সং. √ঋ+শ+অ (র্তৃ)]।

অর্সা, অর্সান, অর্সানো, (বর্জি.) **অর্শা,** (বর্জি.) **অর্শান,** (বর্জি.) **অর্শানো**—ক্রিঃ বর্তান ; উত্তরাধিকার সংসর্গ ইত্যাদি কারণে প্রাপ্য হওয়া, অধিকারে আসা বা স্পর্শ করা (পিতার সম্পত্তি পুত্রে অর্সে, দোষ অর্সে)। [বাং. √অর্স্+আ, √অর্সা+আন (ফা. √উর্স্)]।

অর্হ—(১)বিণঃ যোগ্য (সম্মানার্হ)। (২)বিঃ মূল্য (মহার্হ)। [সং. √অর্হ্+অ]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অর্হা**। বিঃ **-ণ, -ণা**—পূজা; যোগ্যতা। বিণঃ **-ণীয়**—পূজ্য।

অর্হৎ—বিঃ নির্বাণপ্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ অথবা জৈন সন্ন্যাসীবিশেষ; বুদ্ধদেব। [সং. √অর্হ্+অৎ (শতৃ) (র্তৃ)]।

অর্হণ, অর্হা—**অর্হ** দ্রঃ।

অল—বিঃ (প্রধানতঃ বৃশ্চিকের) হুল। [সং.]।

অলংকরণ, অলংকার—**অলঙ্কার** দ্রঃ।

অলক—বিঃ চূর্ণকুন্তল, পার্শ্বের বা সম্মুখের কেশ-গুচ্ছ; কোঁকড়ান কেশদাম ('অলকে কুসুম না দিও': রবীন্দ্র)। [সং.]। বিঃ **অলক, অলক-মেঘ**—পেঁজা তুলা বা কেশগুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট মেঘ, cirrus।

অলকনন্দা, অলকানন্দা—বিঃ স্বর্গের গঙ্গা; গঙ্গোত্তরীর নিকটে গঙ্গার ধারাবিশেষের নাম। [সং.]

অলকা—বিঃ ধনদেবতা কুবেরের পুরী। [সং.]।

অলকাতিলক, অলকাতিলকা—বিঃ চন্দনদ্বারা মুখচিত্রণ, তিলকফোঁটা, পত্রলেখা ('অলকাতিলক ভালে': বিপ্র.)। [সং. অলকা+তিলক, তিলকা]।

অলকানন্দা—**অলকনন্দা** দ্রঃ।

অলক্ত, অলক্তক—বিঃ লাক্ষারস, আলতা। [সং. ন+রক্ত; অলক্ত+ক (স্বার্থে)]। বিঃ **অলক্ত-রাগ**—আলতার রঙ বা আভা।

অলক্ষণ—(১)বিঃ কুলক্ষণ, অশুভ চিহ্ন। (২) বিণঃ কুলক্ষণযুক্ত, অপয়া। [সং. ন+লক্ষণ]। বিণ (স্ত্রী)ঃ **অলক্ষণা**।

অলক্ষণে, অলক্ষ্ণে—বিণঃ কুলক্ষণযুক্ত; অপয়া। [সং. অলক্ষণ+বাং. ইয়া>এ]।

অলক্ষিত—বিণঃ লক্ষিত হয় নাই এমন, অদৃষ্ট, অনিরীক্ষিত। [সং. ন+লক্ষিত]। ক্রি-বিণঃ **-ভাবে, অলক্ষিতে**—অতর্কিতে, অজ্ঞাতসারে; দৃষ্টির অগোচরে।

অলক্ষ্মী—বিঃ দুর্ভাগ্যের দেবী; দুর্ভাগিনী বা দুর্ভাগ্যদায়িনী নারী। [সং. ন+লক্ষ্মী]। **অলক্ষ্মীতে পাওয়া**—দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া; এমন আচরণে অভ্যস্ত হইয়া পড়া যাহার ফলে দুর্দশা-গ্রস্ত হইতে হয়। **অলক্ষ্মীর দশা**—শ্রীহীনতা; দারিদ্র্য। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—অভাব, দুর্দশা।

অলক্ষ্য—(১) বিণঃ দেখা যায় না এমন, অদৃশ্য, দৃষ্টির অগোচর; অনির্ণেয়। (২) বি (বাং.) অন্তরাল, অদৃশ্য স্থান (অলক্ষ্য হইতে); স্বর্গ, শূন্য ('অলক্ষ্যের পানে': রবীন্দ্র)।

অলক্ষ্ণে—**অলক্ষণে** দ্রঃ।

অলখ—বিণঃ দৃষ্টির অগোচর ('অলখ আলোকে': রবীন্দ্র)। [সং. অলক্ষ্য]। বিঃ **-ঝোরা**—দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত ঝরনা।

অলখিতে—ক্রি-বিণঃ **অলক্ষিতে**-র কোমল রূপ; অজ্ঞাতসারে ('অলখিতে চিত হরিয়া লইল': গো. দা.)।

অলঙ্কার, অলংকার—বিঃ গহনা, ভূষণ, আভরণ; প্রসাধন, সজ্জা; শোভা; গৌরব (বিদ্বান্ দেশের অলঙ্কার); ভাষার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধিকর গুণ (যেমন অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, ইত্যাদি)। [সং. অলম্+√কৃ+অ (ণে)]। বিঃ **-শাস্ত্র**—কাব্যালঙ্কারসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। বিঃ **অলঙ্করণ, অলংকরণ, অলঙ্কৃতি, অলংকৃতি**—অলঙ্কার; অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিতকরণ; প্রসাধন; চিত্রণ; সাহিত্যে অনুপ্রাস-উপমাদির প্রয়োগ। বিণ.বিঃ **অলঙ্কর্তা, অলংকর্তা** (-র্তৃ)—অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিতকারী; প্রসাধক। বি(স্ত্রী)ঃ **অলঙ্কর্ত্রী, অলংকর্ত্রী**। বিণঃ **অলঙ্কৃত, অলংকৃত**—ভূষিত, সজ্জিত।

অলঙ্ঘন—বিঃ লঙ্ঘন বা অবহেলা না করা; পালন। [সং. ন+লঙ্ঘন]। বিণঃ **অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য**—লঙ্ঘন করা অনুচিত বা লঙ্ঘনের অসাধ্য; অবশ্য-প্রতিপাল্য।

অলজ্জ—বিণঃ লজ্জাহীন। [সং. ন+লজ্জা]। বিণঃ **অলজ্জিত**—লজ্জা পায় নাই এমন।

অলপ—**অল্প**-র কোমল রূপ।

অলপ্পেয়ে—বিণঃ (গালিতে) স্বল্পায়ুঃ। [সং. অল্পায়ুঃ]।

অলবড্ডে, অলবড্যে—বিণঃ অগোছাল; অসাবধান; নির্বুদ্ধি, হাবাগবা। [সং. অল্পবুদ্ধি ?]।

অলব্ধ—বিণঃ অপ্রাপ্ত। [সং. ন+লব্ধ]।

অলভ্য—বিণঃ অপ্রাপ্য। [সং. ন+লভ্য]।

অলস—বিণঃ শ্রমবিমুখ, নিরুদ্যম, জড়প্রকৃতি; মন্থর (অলসগতি)। [সং. ন+√লস্+অ(র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

অলাত—বিঃ জ্বলন্ত অঙ্গার। [সং. ন+√লা+ত (র্ম)]। বিঃ **-চক্র**—জ্বলন্ত অঙ্গার বেগে ঘুরাইবার কালে দৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী বহ্নিরেখা, চক্রাকার বহ্নি।

অলাবু—বিঃ লাউ। [সং.]।
অলাভ—বিঃ লাভহীনতা ; লোকসান ; ক্ষতি। [সং. ন+লাভ]।
অলি১—বিঃ ভ্রমর ; বৃশ্চিক ; মদ্য (অলিপান)। [সং. √অল্+ই (র্তৃ)]।
অলি২—বিঃ অভিভাবক ; রক্ষক। [আ. ৱলি]।
অলি-অছি—বিঃ নাবালকের অভিভাবক ও সম্পত্তিরক্ষক। [অলি২+অছি]।
অলিকুল—বিঃ ভ্রমরের দল। [অলি১+কুল১]
অলিগলি—বিঃ সঙ্কীর্ণ পথ, গলিঘুঁজি। [বাং. অলি (সহচর শব্দ)+গলি]।
অলিজিহ্বা—বিঃ আল্‌জিভ। [সং.]
অলিঞ্জর—বিঃ বড় মৃন্ময় পাত্র, জালা। [সং.]।
অলিন্দ—বিঃ বারান্দা, চাতাল। [সং.]।
অলী (-লিন্)—বিঃ ভ্রমর ; বৃশ্চিক। [সং. অল +ইন্ বা √অল্+ইন্]।
অলীক—(১) বিঃ অসত্য, মিথ্যা। (২) বিণঃ অমূলক ; বৃথা, অসার (অলীক স্বপ্ন)। [সং.]।
অলুক্ (-লুচ্)—(১) বিণঃ লোপরহিত। (২) বিঃ লোপাভাব। [সং. ন+লুক্ (লুচ্)]। বিঃ **-সমাস** (ব্যাক.) যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না (যেমন, যুধি+স্থির=যুধিষ্ঠির, গায়ে+হলুদ =গায়েহলুদ)।
অলোকদৃষ্টি—বিঃ অতীন্দ্রিয় বস্তু বা ব্যাপার দর্শনের শক্তি, clairvoyance। [সং. ন+লোক+দৃষ্টি]।
অলোকসাধারণ—বিণঃ মনুষ্যলোকে সাধারণ নহে বা সাধারণতঃ ঘটে না এমন, অসাধারণ, অলৌকিক। [সং. ন+লোক+সাধারণ]।
অলোকসামান্য—বিণঃ মনুষ্যলোকে বা জগতে সামান্য অর্থাৎ সাধারণ নহে এমন, অসাধারণ, অলৌকিক। [সং. ন+লোক+সামান্য]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অলোকসামান্যা**।
অলোকসুন্দর—বিণঃ মনুষ্যলোকে দুর্লভ এমন সুন্দর, অসামান্য সুন্দর। [সং. ন+লোক +সুন্দর]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অলোকসুন্দরী**।
অলৌকিক—বিণঃ মনুষ্যের পক্ষে বা মনুষ্যলোকে অসম্ভব, যাহা পৃথিবীর নয় এমন, লোকাতীত। [সং. ন+লৌকিক]।
অল্প—(১) বিণঃ ঈষৎ, কম ; একটু, সামান্য ; লঘু (অল্পপ্রাণ) ; অনুদার, হীন (অল্পমতি) ; ক্ষুদ্র (অল্পতনু)। (২) সর্বঃ কম লোক বা বস্তু বা বিষয় (অল্পেই জানে, অল্পের জন্য, অল্পের লোভে)। [সং. √অল্+প (র্ম)]। **অল্প জলের মাছ**—সামান্য পুঁজিবিশিষ্ট ধনগর্বী ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি সামান্য বিদ্যা লইয়া প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের ভান করে। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্)—অল্পকাল বাঁচে এমন। বিণঃ **-জ্ঞ**—অল্পজ্ঞানসম্পন্ন। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—অদূরদর্শী। বিণঃ **-প্রাণ**—ক্ষীণায়ু ; ক্ষুদ্রপ্রাণ, অনুদার ; (ব্যাক.—বর্ণসম্বন্ধে) ক্ষীণ শ্বাসযোগে উচ্চারিত। **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—প্রতি বর্গের ১ম ৩য় ৫ম বর্ণ এবং য্ র্ ল্ ব্। বিণঃ **-বয়স্ক**—বয়স অল্প এমন। বিণঃ **-বিদ্য**—অল্প লেখাপড়া জানে এমন। বিঃ **-বিদ্যা**—সামান্য লেখাপড়া বা জ্ঞান। **অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী**—সামান্য বিদ্যা বড় ক্ষতিকর কারণ ইহাতে অহঙ্কার জন্মে অথচ প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভ হয় না। বিণঃ **-বিস্তর**—মোটামুটিরকম; একটু-আধটু ; কিছুটা। বিণঃ **-বুদ্ধি**—সামান্য বুদ্ধিসম্পন্ন ; মন্দমতি ; জড়বুদ্ধি। বিণঃ **-ভাষী** (-ষিন্)—অল্প কথা বলে এমন, মিতবাক্। বিণঃ **-মতি**—হীনচেতা, নীচ। বিণঃ **-স্বল্প**—একটু-আধটু। বিণঃ **অল্পাধিক**—কমবেশি ; (একটু) কম বা বেশি। বিণঃ **অল্পায়ুঃ** (-য়ুস্), (চলিত) **অল্পায়ু**—অল্পকাল বাঁচে এমন, ক্ষীণ-জীবী। বিণঃ **অল্পাশয়**—হীনমতি ; তুচ্ছ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করে এমন। **অল্পাহার**—(১) বিঃ অল্প পরিমাণে ভোজন, লঘু ভোজন ; (২) বিণঃ অল্পাহারী। বিণঃ **অল্পাহারী**—অল্প আহার করে এমন ; খোরাক কম এমন। **অল্পেয়ে**—(প্রধানতঃ গালিতে) **অল্পায়ুঃ**-র বিকৃত রূপ। ক্রি-বিণঃ **অল্পে-অল্পে**—ক্রমশঃ, ধীরে-ধীরে ; সামান্যের উপর দিয়া।
অশক্ত—বিণঃ অক্ষম, অপারগ ; দুর্বল। [সং. ন+শক্ত]। বিঃ **অশক্তি**—শক্তির অভাব।
অশক্য—বিণঃ অসাধ্য ; ক্ষমতাতীত। [সং. ন+শক্য]।
অশঙ্ক—বিণঃ শঙ্কাহীন ; নির্ভীক ; নিরুদ্বেগ। [সং. ন+শঙ্কা]। বিণঃ **অশঙ্কনীয়**—শঙ্কার অযোগ্য। বিণঃ **অশঙ্কিত**—শঙ্কিত নহে এমন।
অশথ—**অশ্বত্থ**-এর কথ্য রূপ।
অশন—বিঃ ভোজন, আহার ; খাদ্যদ্রব্য। বিঃ **-বসন**—অন্নবস্ত্র। [সং. √ অশ্+অন (ভা, র্ম)]।
অশনি—বিঃ বজ্র, কুলিশ, বাজ। [সং. √ অশ্+অনি (র্তৃ)]। বিঃ **-পাত, -সম্পাত**—বজ্রপতন।

অশরণ—বিণ. বিঃ নিরাশ্রয়, নিঃসহায় (ব্যক্তি) ('সুধা এনেছে অশরণ লাগি রে' : র. সে.)। [সং. ন+শরণ]।

অশরীরী (-রিন্)—বিণঃ দেহহীন, নিরাকার। [সং. ন+শরীর+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **অশরীরিণী**।

অশান্ত—বিণঃ চঞ্চল, অস্থির ; দুরন্ত ; প্রবোধ-হীন (অশান্ত হৃদয়)। [সং. ন+শান্ত]।

অশান্তি—বিঃ শান্তির অভাব ; মানসিক যন্ত্রণা ; কলহ ; গোলমাল। [সং. ন+শান্তি]।

অশাসন—বিঃ শাসনের অভাব। [সং. ন+শাসন]। বিণঃ **অশাসিত**—শাসন করা হয় না এমন। বিণঃ **অশাস্য**—শাসনের অসাধ্য, শাসন-বহির্ভূত।

অশাস্ত্র—(১) বিঃ যাহা শাস্ত্রমধ্যে গণ্য নহে ; কুশাস্ত্র। (২) বিণঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; অবৈধ। [সং. ন+শাস্ত্র]। বিণঃ **অশাস্ত্রীয়**—শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; শাস্ত্রবহির্ভূত।

অশাস্য—**অশাসন** দ্রঃ।

অশিক্ষা—বিঃ শিক্ষার অভাব ; কুশিক্ষা। [সং. ন+শিক্ষা]। বিণঃ **অশিক্ষিত**—শিক্ষা পায় নাই এমন ; বিদ্যাহীন ; মূর্খ। বিণ(স্ত্রী): **অশিক্ষিতা**।

অশিব—(১) বিঃ অকল্যাণ ; অমঙ্গল। (২) বিণঃ অশুভ। [সং. ন+শিব]।

অশিষ্ট—বিণঃ অসভ্য, অভদ্র ; দুরন্ত। [সং. ন+শিষ্ট]। বিঃ **-তা**।

অশীতি—বি.বিণঃ আশি ; ৮০। [সং. অষ্ট+দশন্+তি (নি.)]। বিণঃ **-তম**—আশি-সংখ্যক। বিণঃ **-পর**—আশিরও অধিক বয়সবিশিষ্ট।

অশুচ—**অশৌচ**-এর কথ্য রূপ।

অশুচি—বিণঃ অপবিত্র ; অশুদ্ধ। [সং. ন+শুচি]। বিঃ **-তা**।

অশুদ্ধ—বিণঃ অপবিত্র ; অসংস্কৃত, অশোধিত ; ভ্রমপূর্ণ। [সং. ন+শুদ্ধ]। বিঃ **অশুদ্ধি**—অপবিত্রতা ; ভুল। বিঃ **অশুদ্ধিপত্র**—ভ্রম-প্রমাদের (সংশোধনসহ) তালিকাপত্র।

অশুধ—'অশৌচ'-অর্থে **অশুদ্ধি**-র গ্রাম্য বিকৃত রূপ।

অশুভ—(১) বিঃ অকল্যাণ ; পাপ। (২) বিণঃ অকল্যাণকর। [সং. ন+শুভ]। বিণঃ **-কর**, **-ঙ্কর**—অমঙ্গলজনক।

অশেষ—বিণঃ শেষহীন, অনন্ত ; অসীম ; অনেক (অশেষপ্রকার)। [সং. ন+শেষ]। বিণঃ **-জ্ঞ**, **-তত্ত্বজ্ঞ**—অজানা কিছুই নাই এমন জ্ঞান-সম্পন্ন, সর্বজ্ঞ। বিণঃ **-বিধ**—বহুরকম।

অশোক—(১) বিঃ শোকহীন। (২) বিঃ গাঢ় লালবর্ণ ফুলযুক্ত বৃক্ষবিশেষ ; মগধের বিখ্যাত রাজা। [সং. ন+শোক]। বিঃ **-কানন**, **-বন**—অশোক-বৃক্ষপূর্ণ বাগান (বিশেষতঃ যেখানে সীতাদেবী বন্দিনী ছিলেন)। বিঃ **-লিপি**—রাজা অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ শিলালিপি। বিঃ **-ষষ্ঠী**—চৈত্র-মাসের শুক্লাষষ্ঠী। বিঃ **-স্তম্ভ**—অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনুশাসন-লিপিযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভ। [অশোকস্তম্ভের শীর্ষে তিনদিকে তিনটি সিংহ এবং তাহাদের মাঝখানে তিনটি চক্র (অশোক-চক্র) আছে। স্তম্ভটি স্বাধীন ভারতের সরকারী প্রতীকচিহ্ন। অশোকচক্র স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় স্থান পাইয়াছে]।

অশোচনীয়, **অশোচ্য**—বিণঃ যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে। [সং. ন+শোচনীয়, শোচ্য]।

অশোভন—বিণঃ শোভা পায় না এমন ; বেমানান। [সং. ন+শোভন]। বিণ(স্ত্রী): **অশোভনা**। বিঃ **-তা**।

অশৌচ—বিঃ অশুদ্ধি; আত্মীয়ের জন্মজনিত বা মৃত্যুজনিত দেহাশুদ্ধি। [সং. ন+শৌচ]। বিঃ **অশৌচান্ত**—অশৌচ অবস্থার শেষ বা শেষ দিন।

অশ্ব—বিঃ ঘোড়া। [সং. √অশ্+ব (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **অশ্বা**, **অশ্বী**। বিণঃ **-কোবিদ**—ঘোড়া-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। বিঃ **-খুর**—ঘোড়ার খুর ; গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ। বি(স্ত্রী): **-খুরা**—অপরাজিতা ফুল। বিঃ **-গন্ধা**—বৃক্ষবিশেষ। বিঃ **-ডিম্ব**—কাল্পনিক বা অসার বস্তু। বিঃ **-তর**—অশ্ব ও গর্দভের মিলনজাত প্রাণী, খচ্চর। বি(স্ত্রী): **-তরী**। বিঃ **-পাল**, **-রক্ষক**—ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক (কর্ম-চারী), সহিস। বিঃ **-মেধ**—যজ্ঞবিশেষ (ইহাতে ঘোড়া বলি হইত)। বিঃ **-যান**—ঘোড়ায় টানা যাত্রিবাহী গাড়ি। বিঃ **-শালা**—আস্তাবল। বিঃ **-সাদী** (-দিন্)—অশ্বারোহী।

অশ্বত্থ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ, পিপ্পল। [সং.]।

অশ্বা—**অশ্ব** দ্রঃ।

অশ্বারূঢ়—বিণঃ ঘোড়ায় চড়িয়া আছে এমন। [সং. অশ্ব+আরূঢ়]।

অশ্বারোহণ—বিঃ ঘোড়ায় চড়া। [সং. অশ্ব+আরোহণ]।

অশ্বারোহী (-হিন্)—বিঃ ঘোড়সওয়ার। [সং. অশ্ব+আরোহিন্]।

অশ্বিনী—বি(স্ত্রী): অশ্বারূপধারিণী সূর্যপত্নী; আদিনক্ষত্র; (অশু.) ঘোটকী। [সং. অশ্ব+ইন্ +ঈ]। বিঃ **-কুমার, -সুত**—দেবচিকিৎসক যমজ দেবভ্রাতৃদ্বয়ের যে কোনজন।

অশ্বী—**অশ্ব** দ্রঃ।

অশ্ম— বিঃ শিলা, প্রস্তর, শিলাজতু, bitumen। [সং. √অশ্+ম]। বিঃ **-মণ্ডল**—পৃথিবীর প্রস্তরময় স্তর, lithosphere [বি. প.]। বিণঃ **-র**—প্রস্তরময়। বিঃ **-রী**—পাথুরিরোগ। বিণঃ **অশ্মীভূত**—প্রস্তরে পরিণত, শিলীভূত, fossilized।

অশ্রদ্ধ—**অশ্রদ্ধা** দ্রঃ।

অশ্রদ্ধা—বিঃ অভক্তি, অরুচি, ঘৃণা; অপ্রবৃত্তি; অননুরাগ। [সং. ন+শ্রদ্ধা]। বিণঃ **অশ্রদ্ধ**—শ্রদ্ধাহীন; আস্থাহীন। বিণঃ **অশ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধার অযোগ্য; হেয়।

অশ্রান্ত—(১)বিণঃ শ্রান্তিহীন; অক্লান্ত; বিরামহীন। (২)ক্রি-বিণঃ অবিরত। [সং. ন+শ্রান্ত]। বিঃ **অশ্রান্তি**—শ্রান্তিহীনতা; বিরামহীনতা।

অশ্রাব্য—বিণঃ শোনার অযোগ্য; অশ্লীল। [সং. ন+শ্রাব্য]।

অশ্রু—বিঃ চোখের জল। [সং. √অশ্+রু]। বিঃ **-জল** (অশু.)—অশ্রু। বিঃ **-পাত, -বর্ষণ**—ক্রন্দন। বিণঃ **-পূর্ণ**—চোখের জলে ভরা। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**—অশ্রুসিক্ত মুখবিশিষ্টা। বিণঃ **-রুদ্ধ**—(চাপা) কান্নার দ্বারা রুদ্ধ বা ব্যাহত (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ)।

অশ্রুত—বিণঃ শোনা যায় নাই বা হয় নাই এমন। [সং. ন+শ্রুত]। বিণঃ **-পূর্ব**—পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই এমন।

অশ্রেয়ঃ (-য়স্), (চলিত) **অশ্রেয়**—(১)বিণঃ অহিতকর; অপ্রশস্ত; অধম। (২)বিঃ অশুভ; অহিত; অনর্থ। [সং. ন+শ্রেয়স্]। বিণঃ **অশ্রেয়স্কর**—অনুচিত; অমঙ্গলকর।

অশ্রোত্রিয়—(১)বিঃ বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাহ্মণ। (২)বিণঃ শ্রোত্রিয়হীন, বেদজ্ঞব্রাহ্মণশূন্য। [সং. ন+শ্রোত্রিয়]।

অশ্লীল—বিণঃ কুৎসিত, জঘন্য; কুরুচিপূর্ণ; কামলালসাপূর্ণ। [সং. ন+শ্লীল]। বিঃ **-তা**।

অশ্লেষা—বিঃ (অশুভ) নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

অষুধ—**ঔষধ**-এর বিকৃত কথ্য রূপ। ক্রিঃ **অষুধ করা**—মন্ত্রাদিদ্বারা বা মন্ত্রপূত খাদ্যাদিদ্বারা বশ করা, গুণ করা।

অষ্ট (-ষ্টন্)—বি.বিণঃ আট, ৮। [সং. √অশ্ (+ত)+অন্]। **অষ্ট ঐশ্বর্য**—ঈশ্বর বা শিবের অষ্টপ্রকার বিভূতি অথবা অলৌকিক গুণ। **-ক**—(১)বিঃ আটের সমষ্টি; আটটি অধ্যায়যুক্ত বা শ্লোকসংবলিত গ্রন্থ; (২)বিণঃ অষ্টসংখ্যক। বিণঃ **-চত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম**—আটচল্লিশের পূরক, আটচল্লিশ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-চত্বারিংশত্তমী**। বি.বিণঃ **-চত্বারিংশৎ**—আটচল্লিশ। বিঃ **-দিক্‌পাল**—ইন্দ্র বহ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ মরুৎ কুবের ঈশান। অব্যঃ **-ধা**—আট প্রকার বা প্রকারে; আটবার বা আটবারে। বিঃ **-ধাতু**—স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র পিত্তল কাংস্য ত্রপু (রাং) সীসক ও লৌহ। বি. বিণঃ **-নবতি**—আটানব্বই। বিণঃ **-নবতিতম**—আটানব্বইয়ের পূরক, আটানব্বই সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-নবতিতমী**। বিঃ **-নাগ**—অনন্ত বাসুকী পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট শঙ্খ। বিঃ **-নায়িকা**—মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী অপরাজিতা নন্দিনী নারসিংহী কৌমারী। বি বিণঃ **-পঞ্চাশ**—(বাং.) আটান্ন। বি.বিণঃ **-পঞ্চাশৎ**—আটান্ন। বিণঃ **-পঞ্চাশত্তম**—আটান্নর পূরক, আটান্ন সংখ্যক। বিণ (স্ত্রী): **-পঞ্চাশত্তমী**। **-পর**—**অষ্টপ্রহর**-এর গ্রাম্য রূপ। **-পাদ**—(১)বিঃ শরভ; মাকড়সা; (২)বিণঃ অষ্ট চরণবিশিষ্ট। **-প্রহর**—(১)বিঃ দিবারাত্র; দিবারাত্রব্যাপী সংকীর্তন; (২)ক্রি-বিণঃ দিবারাত্র ব্যাপিয়া (অষ্টপ্রহর চলে)। বিঃ **-বজ্র**—বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি। বিঃ **-বসু**—ধর ধ্রুব সোম অহ অনিল অনল প্রত্যূষ প্রভাস: দক্ষকন্যা বসুর এই অষ্টপুত্র। **-বিধ**—আট রকম। বিণঃ **-ভুজ**—আটখানি হাতবিশিষ্ট। **-ভুজা**—(১)বিণ(স্ত্রী): আটখানি হাতবিশিষ্টা; (২)বিঃ দুর্গাদেবী। বিণঃ **-ম**—আট সংখ্যার পূরক। বি(স্ত্রী): **-মঙ্গলা**—দুর্গার মূর্তিবিশেষ। বিঃ **-মাংশ**—আটভাগের একভাগ। বিঃ **-মী**—তিথিবিশেষ। বিঃ **-মূর্তি**—শিব; শিবের সর্ব ভব রুদ্র উগ্র ভীম পশুপতি

আদিতে **অশ্ব-** এবং **অশ্রু-**যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **অশ্ব** ও **অশ্রু** দ্রঃ।

মহাদেব ও ঈশান অথবা পঞ্চভূত সূর্য চন্দ্র ও যজমান : এই আট মূর্তি। বিঃ **-রম্ভা**—(বাং.) কিছুই না, ফাঁকি, ঘোড়ার ডিম। বি.বিণঃ **-ষষ্টি**—আটষট্টি। বিণঃ **-ষষ্টিতম**—আটষট্টির পূরক, আটষট্টি সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-ষষ্টিতমী**। বি.বিণঃ **-সপ্ততি**—আটাত্তর। বিণঃ **-সপ্ততিতম**—আটাত্তরের পূরক, আটাত্তর সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-সপ্ততিতমী**। বিঃ **-সিদ্ধি**—অণিমা মহিমা গরিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য ঈশিত্ব বশিত্ব : যোগের এই অষ্ট ঐশ্বর্য। বিণঃ **অষ্টাংশিত**—আটভাগে বিভক্ত ; (কাগজসম্বন্ধে) আটপাতায় ভাঁজ-করা, octavo। বিঃ **অষ্টাঙ্গ**—দেহের অষ্ট অবয়ব (যথা, দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ মতান্তরে বাক্য, মেরুদণ্ড মতান্তরে মন ; অথবা পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি, দুই হাঁটু, দুই হস্ত, বক্ষ ও নাসা) ; যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা সমাধি : এই আটপ্রকার যোগ। বিণঃ **অষ্টাত্রিংশ, অষ্টাত্রিংশত্তম** — আটত্রিশ সংখ্যার পূরক, আটত্রিশ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অষ্টাত্রিংশত্তমী**। বি.বিণঃ **অষ্টাত্রিংশৎ**—আটত্রিশ। **অষ্টাদশ**—(১)বি.বিণঃ আঠার ; (২)বিণঃ আঠার সংখ্যার পূরক, আঠার সংখ্যক। **অষ্টাদশী**—(১)বিণঃ **অষ্টাদশ**-এর স্ত্রীলিঙ্গে, (২)বিণ (স্ত্রী)ঃ আঠার বৎসর বয়স্কা। বিঃ **অষ্টাপদ**—স্বর্ণ ('কাঠের সেঁউতী মোর হইল অষ্টাপদ' : ভা. চ.) [সং. অষ্টন্ (আটপ্রকার ধাতু)+পদ (প্রাধান্য)]। বিঃ **অষ্টাবক্র**—পৌরাণিক মুনি-বিশেষ : ইঁহার শরীর অষ্টস্থানে বক্রতাযুক্ত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। বিণঃ **অষ্টাবিংশ, অষ্টাবিংশতিতম**—বিণঃ আটাশ সংখ্যার পূরক, আটাশ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অষ্টাবিংশতিতমী**। বি.বিণঃ **অষ্টাবিংশতি**—আটাশ। বি.বিণ **অষ্টাশীতি**, (চলিত) **অষ্টাশি, অষ্টাশী**—অষ্টাশি। বিণঃ **অষ্টাশীতিতম**—অষ্টাশি সংখ্যার পূরক, অষ্টাশি সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অষ্টাশীতিতমী**। **অষ্টাহ**—বিঃ আট দিন।

অষ্টি—বিঃ আঠি, বিচি, বীজ। [সং.]।

অষ্টেপৃষ্ঠে—ক্রি-বিণঃ সর্বাঙ্গে। [সং. অষ্ট+পৃষ্ঠ (=অঙ্গ)]।

অষ্টোত্তর—বিণঃ অষ্টাধিক। [সং. অষ্ট+উত্তর]।

অষ্ঠি—বিঃ আঠি, বিচি, বীজ। [সং.]।

অসংকুচিত, অসংকোচ—যথাক্রমে **অসঙ্কুচিত** ও **অসঙ্কোচ**-এর বানানভেদ।

অসংখ্য—বিণঃ সংখ্যাতীত, অগণ্য। [সং. ন+সংখ্যা]।

অসংখ্যেয়—বিণঃ সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এমন, সংখ্যাতীত। [সং. ন+সংখ্যেয়]।

অসংগত, অসংগতি—**অসঙ্গত** দ্রঃ।

অসংবৃত—বিণঃ অনাচ্ছাদিত, আবরণশূন্য ; শরীরের কাপড়-চোপড় শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে এমন। [সং.ন+সংবৃত]। বি(স্ত্রী)ঃ **অসংবৃতা**।

অসংযত—বিণঃ সংযমহীন ; উচ্ছৃঙ্খল ; বন্ধন বা নিয়ম মানে না এমন। [সং. ন+সংযত]।

অসংযম — বিঃ সংযমহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, রিপুপরবশতা ; নিয়ন্ত্রণের অভাব। [সং. ন+সংযম]। বিণঃ **অসংযমী** (-মিন্)—অসংযত।

অসংযুক্ত—বিণঃ সংযুক্ত নহে এমন, পৃথক্, বিচ্ছিন্ন। [সং ন+সংযুক্ত]।

অসংলগ্ন—বিণঃ অসম্বদ্ধ : পরস্পর সম্পর্কহীন (অসংলগ্ন আলাপ) ; অবান্তর (অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা)। [সং. ন+সংলগ্ন]।

অসংশয়—বিণঃ নিঃসন্দেহ ; নিশ্চিত। [সং. ন+সংশয়]। ক্রি-বিণঃ **অসংশয়ে**—নিঃসন্দেহে, নিশ্চয়। বিণঃ **অসংশয়িত** — সন্দেহহীন, অসন্দিগ্ধ।

অসংস্কৃত—বিণঃ অশোধিত, অমার্জিত ; অবিন্যস্ত (অসংস্কৃত কেশপাশ) ; চূড়াকরণ কর্ণবেধ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় সংস্কার হয় নাই এমন ; সংস্কৃত ভাষা হইতে ভিন্ন। [সং. ন+সংস্কৃত]। বিঃ **-বাক্য**—সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় উক্ত বাক্য ; অমার্জিত কথা।

অসকাল—বিঃ অসময় ; অবসান ; সন্ধ্যা, দিবা-বসান ('বেলি অসকাল' ঃ চণ্ডী.)। [বাং. অ-+সকাল]।

অসকৃৎ—অব্যঃ বহুবার, পুনঃপুনঃ। [সং.]।

অসঙ্কুচিত—বিণঃ সঙ্কোচহীন, অকুণ্ঠিত ; প্রশস্ত। [সং. ন+সঙ্কুচিত]।

অসঙ্কোচ—(১)বিঃ সঙ্কোচহীনতা ; প্রশস্ততা। (২)বিণঃ সঙ্কোচহীন। [সং. ন+সঙ্কোচ]। ক্রি-বিণঃ **অসঙ্কোচে**—সঙ্কোচহীনভাবে।

অসংখ্য, অসংখ্যেয় —যথাক্রমে **অসংখ্য** ও **অসংখ্যেয়**-র বানানভেদ।

অসঙ্গ—(১)বিণঃ সঙ্গিহীন ; আসক্তিশূন্য। (২) বিঃ পুত্রকলত্র ও বিষয়াদি ত্যাগরূপ বৈরাগ্য ; পরব্রহ্ম। [সং.]।

অসঙ্গত, অসংগত—বিণঃ অযৌক্তিক ; অবান্তর ;

অপ্রাপ্য। [সং. ন+সঙ্গত]। বিঃ **অসঙ্গতি, অসংগতি**—যুক্তি বা সম্বন্ধের অভাব; অসংলগ্নতা; (প্রধানতঃ আর্থিক) অভাব।

অসচ্চরিত্র—বিণঃ চরিত্রহীন, অসাধু, বদস্বভাববিশিষ্ট। [সং. ন+সচ্চরিত্র]। বিণ(স্ত্রী): **অসচ্চরিত্রা**। বিঃ **-তা**।

অসচ্ছল—বিণঃ আর্থিক টানাটানি আছে এমন (অসচ্ছল সংসার), দরিদ্র। [বাং. অ-৩+সচ্ছল]। বিঃ **-তা**।

অসজ্জন—বিঃ অসাধু বা অভদ্র ব্যক্তি। [বাং. অ-৩+সজ্জন]।

অসৎ—বিণঃ মন্দ, অসাধু; সত্তাহীন, অবিদ্যমান। [সং. ন+সৎ]।

অসতর্ক—বিণঃ অসাবধান। [সং. ন+সতর্ক]। বিঃ **-তা**।

অসতী—বিণ.বিঃ ব্যভিচারিণী, ভ্রষ্টা, কুলটা। [সং. ন+সতী]।

অসত্য—বিণঃ মিথ্যা, অলীক, অযথার্থ। [সং. ন+সত্য]। বিণঃ **-বাদী**—মিথ্যাবাদী।

অসদাচরণ—বিঃ দুর্ব্যবহার, দুর্বৃত্ততা। [সং. অসৎ+আচরণ]। **অসদাচার**—(১)বিঃ কদাচার, দুর্বৃত্ততা; (২)বিণঃ অসদাচারী। বিণঃ **অসদাচারী** (-রিন্)—কদাচারী, দুর্বৃত্ত।

অসদুপদেশ—বিঃ কুপরামর্শ। [সং. অসৎ+উপদেশ]।

অসদৃশ—বিণঃ ভিন্নপ্রকার, বিসদৃশ; বিরুদ্ধ। [সং. ন+সদৃশ]।

অসদ্গ্রাহী (-হিন্)—বিণঃ অবৈধদানগ্রাহী, (বিরল) ঘুষখোর। [সং. অসৎ+গ্রাহিন্]। বিঃ **অসদ্গ্রাহিতা**।

অসদ্বুদ্ধি—(১)বিণঃ কুবুদ্ধিপূর্ণ, দুর্বুদ্ধি, কুমতি। (২)বিঃ মন্দ বুদ্ধি বা মতি। [সং. অসৎ+বুদ্ধি]।

অসদ্ব্যবহার—বিঃ অভদ্র বা মন্দ আচরণ; দুর্ব্যবহার। [সং. অসৎ+ব্যবহার]।

অসদ্ভাব—বিঃ অভাব; মনোমালিন্য, কলহ। [সং. অসৎ+ভাব]।

অসন্তুষ্ট—বিণঃ অপ্রীত; বিরক্ত; অতৃপ্ত; ক্ষুব্ধ। [সং. ন+সন্তুষ্ট]। বিঃ **অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ**—বিরাগ, বিরক্তি; অতৃপ্তি।

অসন্দিগ্ধ—বিণঃ সন্দেহ করে না এমন; সংশয়শূন্য, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। [সং. ন+সন্দিগ্ধ]।

অসপত্ন—বিণঃ শত্রুহীন। [সং. ন+সপত্ন]।

অসবর্ণ—বিণঃ ভিন্নবর্ণভুক্ত। [সং. ন+সবর্ণ]। **অসবর্ণ বিবাহ**—ভিন্নবর্ণের মধ্যে বিবাহ, inter-caste marriage।

অসভ্য — বিণঃ অভদ্র, অমার্জিত, অশিষ্ট; অসামাজিক; বর্বর; বন্য। [বাং. +অ-৩+সভ্য]। বিঃ **-তা**।

অসম—বিণঃ অসমান; সাদৃশ্যহীন; ভিন্নপ্রকার, বিষম, অসমতল, উঁচুনিচু। [সং. ন+সম]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-দর্শী** (-শিন্)—পক্ষপাতী, একচোখো। বিঃ **-দর্শিতা**। **-সাহস**—(১)বিঃ সম্পূর্ণ ভয়শূন্যতা, অকুতোভয়তা; (২)বিণঃ দুঃসাহসিক। বিণঃ **-সাহসিক, -সাহসী** (-সিন্) অকুতোভয়।

অসমকক্ষ—বিণঃ সমকক্ষ বা তুল্যমূল্য নহে এমন। [সং. ন+সমকক্ষ]।

অসমক্ষে — ক্রি-বিণঃ অগোচরে, অসাক্ষাতে, পরোক্ষে। [বাং. অ-৩+সমক্ষে]।

অসমঞ্জস — বিণঃ সামঞ্জস্যহীন; অসদৃশ; অসঙ্গত, বেখাপ্পা। [সং. ন+সমঞ্জস]।

অসমতল—বিঃ বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো। [সং. ন+সমতল]।

অসমতা, অসমদর্শী—**অসম** দ্রঃ।

অসময়—বিঃ অনুপযুক্ত সময় (বিবাহের পক্ষে অসময়); অপ্রকৃত সময়, অকাল (অসময়ের ফল), দুঃসময় (দেশের এখন বড় অসময়); উপযুক্ত কালের পরবর্তী সময় (অসময়ের সন্তান)। [সং. ন+সময়]। ক্রি-বিণ. **অসময়ে**।

অসমর্থ—বিণঃ অক্ষম; দুর্বল; অপটু। [সং. ন+সমর্থ]। বিঃ **-তা**। বিণঃ(স্ত্রী): **অসমর্থা**।

অসমর্থন—বিঃ অননুমোদন। [সং. ন+সমর্থন]।

অসমর্থিত—বিণঃ অননুমোদিত; এখনও সঠিক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই এমন (অসমর্থিত সংবাদ)। [সং. ন+সমর্থিত]।

অসমসাহস, অসমসাহসী—**অসম** দ্রঃ।

অসমান—বিঃ একরূপ নহে এমন; অসমতল (অসমান পথ); বক্র (লাইনটা অসমান)। [সং. ন+সমান]।

অসমাপিকা—বিণ(স্ত্রী): অসম্পূর্ণকারিণী। [সং. ন+সমাপিকা]। **অসমাপিকা ক্রিয়া**—(ব্যাক.) বাক্যের সমাপ্তি না ঘটাইয়া অপর ক্রিয়াপদের অপেক্ষা রাখে এমন ক্রিয়া।

অসমাপ্ত—বিণঃ অনিষ্পন্ন; অসম্পূর্ণ। [সং. ন+সমাপ্ত]। বিঃ **অসমাপ্তি**।

অসমীক্ষিত—বিণ: সমীক্ষা করা হয় নাই এমন; অপরীক্ষিত। [সং. ন+সমীক্ষিত]।

অসমীক্ষ্যকারী (-রিন্)—বিণ: অবিমৃশ্যকারী, হঠকারী; গোঁয়ার। [সং. ন+সমীক্ষ্যকারিন্]। বি: **অসমীক্ষ্যকারিতা**।

অসমীচীন—বিণ: অসঙ্গত, অন্যায়, অনুপযুক্ত। [বাং. অ-৩+সমীচীন]।

অসমীয়া, অহমীয়া—(১)বি: আসামের ভাষা বা অধিবাসী। (২)বিণ: আসাম-সম্বন্ধীয়, আসামে জাত। [অ. আহম+বাং ঈয+আ]।

অসমৃদ্ধি—বি: সমৃদ্ধির অভাব, অপ্রাচুর্য। [সং. ন+সমৃদ্ধি]।

অসম্পর্ক—(১)বি: সম্পর্কের বা সম্বন্ধের অভাব। (২)বিণ: সম্পর্কহীন। [সং. ন+সম্পর্ক]। বিণ: **অসম্পর্কীয়**—সম্পর্কহীন, সম্বন্ধহীন।

অসম্পূর্ণ—বিণ: অপূর্ণ, অসমাপ্ত। [সং ন+সম্পূর্ণ]। বি: **-তা**।

অসম্পৃক্ত — বিণ: সম্পর্কহীন; অসম্বদ্ধ; অসংসৃষ্ট। [সং. ন+সম্পৃক্ত]। বি: **অসম্পৃক্তি**।

অসম্বদ্ধ—বিণ: (একত্র) বাঁধা নহে এমন (বিরল); অসংলগ্ন, এলোমেলো, অর্থহীন (অসম্বদ্ধ প্রলাপ)। [সং. ন+সম্বদ্ধ]। বি: **-তা**।

অসম্বন্ধ—বিণ: সম্বন্ধশূন্য, অসংলগ্ন, অবান্তর; অসঙ্গত। [সং. ন+সম্বন্ধ]।

অসম্বাধ—বিণ: বাধাহীন; সঙ্ঘর্ষরহিত। [সং. ন+সম্বাধা]।

অসম্বৃত—বিণ: কাপড়চোপড় আলগা হইয়া গিয়াছে বা খসিয়া পড়িতেছে এমন ('দিগন্তে মেখলা তবু টুটে আচম্বিতে, অয়ি অসম্বৃতে': রবীন্দ্র)। [সং.]।

অসম্ভব—(১)বিণ: ঘটে না বা ঘটান যায় না এমন, impossible, অদ্ভুত। (২)বি: অস্বাভাবিক ঘটনা। [সং. ন+সম্ভব]। বিণ: **অসম্ভাবনীয়, অসম্ভাব্য**—ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এমন, সম্ভাবনারহিত, improbable। বিণ: **অসম্ভাবিত**—অপ্রত্যাশিত; ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় নাই এমন, unexpected।

অসম্ভ্রম—বি: অমর্যাদা; অসম্মান। [সং. ন+সম্ভ্রম]।

অসম্মত—বিণ: গররাজী, অনিচ্ছুক; অস্বীকৃত; অনন্বুমত। [সং. ন+সম্মত]। বি: **অসম্মতি**—অনিচ্ছা; অস্বীকৃতি; অমত।

অসম্মান—বি: অপমান; অনাদর। [সং. ন+সম্মান]। বিণ: **অসম্মানিত**—অবমানিত।

অসহ—বিণ: অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য; (বাং) অসহ্য। [সং. ন+√সহ্+অ (র্তৃ)]। **-ন**—(১)বি: অসহিষ্ণুতা, (২)বিণ: অসহিষ্ণু; ক্ষমাশূন্য; (বাং) অসহ্য। বিণ: **-নীয়**—অসহ্য। বিণ: **-মান** সহ্য বা ক্ষমা করিতে অসমর্থ।

অসহযোগ, অসহযোগিতা—বি: সহযোগ না করা, অপরের কাজে সাহায্য না করা; (বিরল) ঔদাস্য। [সং. ন+সহযোগ, সহযোগিতা]। বি: **অসহযোগ-আন্দোলন**—প্রজাপুঞ্জ কর্তৃক সরকারকে রাজ্যশাসন কার্যে সাহায্য না করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন, non-co-operation movement। বিণ: **অসহযোগী** (-গিন্)—অসহযোগ করে এমন।

অসহায়—বিণ: নিঃসহায়; একক, নিঃসঙ্গ। [সং. ন+সহায়]।

অসহিষ্ণু—বিণ: সহনশক্তিহীন, ধৈর্যহীন, অধীর। [সং. ন+সহিষ্ণু]। বি: **-তা**।

অসহ্য—বিণ: সহ্য করা যায় না এমন, অসহনীয়। [সং ন+সহ্য]।

অসাক্ষাৎ—বিণ: দৃষ্টির বাহির; অগোচর। [সং. ন+সাক্ষাৎ]। ক্রি-বিণ: **অসাক্ষাতে**—দৃষ্টির বাহিরে, গোপনে।

অসাজন্ত—বিণ: বেমানান। [সং ন+বাং. সাজন্ত]।

অসাড়—বিণ: অনুভূতিহীন; অবশ (অসাড় দেহ); বোধশক্তিহীন (অসাড় মন)। [বাং. অ-৩+সাড়]। ক্রি-বিণ: **অসাড়ে**—অসাড় অবস্থায়; অজ্ঞাতসারে।

অসাদৃশ্য—বি: সাদৃশ্যের অভাব, অমিল। [সং. ন+সাদৃশ্য]।

অসাধ—বি: অনিচ্ছা; অরুচি। [বাং. অ-৩+সাধ]।

অসাধারণ—বিণ: অসামান্য; সচরাচর বা সাধারণের মধ্যে দুর্লভ। [সং. ন+সাধারণ]। বি: **-তা, -ত্ব**।

অসাধু—বিণ: অসৎ, মন্দ; প্রতারক (অসাধু ব্যবসায়ী)। [সং. ন+সাধু]। বি: **-তা**।

অসাধ্য—বিণ: করিতে পারা যায় না এমন। সাধনার অতীত; অপ্রতিকার্য (অসাধ্য রোগ)। [সং. ন+সাধ্য]। বি: **-সাধন**—অসম্ভবকে সম্ভব করা। **শিবের অসাধ্য**—স্বয়ং শিব বা ভগবানও করিতে পারেন না এমন।

অসাবধান—বিণঃ অসতর্ক; অমনোযোগী। [বাং. অ-৩+সাবধান]। বিঃ **-তা**।

অসামঞ্জস্য—বিঃ সামঞ্জস্যের অভাব, অসঙ্গতি। [সং. ন+সামঞ্জস্য]।

অসাময়িক—বিণঃ কালোপযোগী নয় এমন, অকালিক। [সং.অসময়+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **অসাময়িকী**।

অসামর্থ্য—(১)বিণঃ অসমর্থ, অশক্ত, অক্ষম, অদক্ষ। (২)বিঃ সামর্থ্যহীনতা, অক্ষমতা; [সং ন+সামর্থ্য]।

অসামাজিক—বিণঃ সমাজবিরোধী; সমাজের রীতিনীতির বিপরীত, অমিশুক; অসভ্য, অভদ্র। [বাং. অ-৩+সামাজিক]।

অসামান্য—বিণঃ অসাধারণ, অলৌকিক। [সং ন+সামান্য]। বিঃ **-তা**।

অসামাল—বিণঃ সামলাইতে পারে না এমন। অসতর্ক; অসংযত। [বাং. অ-৩+হি. সম্ভাল]

অসাম্প্রদায়িক—বিণঃ দলগত নহে এমন, দল-নিরপেক্ষ, সর্বজনীন; দলাদলি করার ভাব নাই এমন, উদার। [বাং. অ-৩+সাম্প্রদায়িক]। বিঃ **-তা**।

অসাম্য—বিঃ সাদৃশ্যের অভাব, অসমতা; অমিল, একতার অভাব। [সং. ন+সাম্য]।

অসার—বিণঃ তুচ্ছ, অপদার্থ, বাজে; মিথ্যা, সারহীন, ভিতর শক্ত নহে এমন (অসার কাষ্ঠ)। [সং. ন+সার]। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

অসি—বিঃ তরবারি, (আল) অম্বরবল। [সং. √অস্+ই (র্ম)]। বিঃ **-চর্ম**—তরোয়াল ও ঢাল। বিঃ **-চর্যা, -চালনা**—তরবারি চালান। বিঃ **-পত্র**—(অসির ন্যায় পত্রযুক্ত বলিয়া) ইক্ষু; তরবারির খাপ। বিঃ **-যুদ্ধ**—তরবারির সাহায্যে লড়াই। বিঃ **-লতা**—তরবারির ফলক, তরবারি।

অসিত—(১)বিঃ কৃষ্ণ বর্ণ। (২)বিণঃ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট; শ্যামল। [সং. ন+সিত]। বিণ(স্ত্রী): **অসিতা**। বিণঃ **-নয়ন**—কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ অক্ষিতারা-; বিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-নয়না**। বিণঃ **অসিতাঙ্গ**—কৃষ্ণাঙ্গ; শ্যামাঙ্গ। বিণ(স্ত্রী): **অসিতাঙ্গী**। বিণঃ **অসিতাপাঙ্গ**—কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ নেত্রপ্রান্ত-বিশিষ্ট অথবা নেত্রবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **অসিতা-পাঙ্গী**।

অসিদ্ধ—বিণঃ সিদ্ধ বা রান্না হয় নাই এমন, কাঁচা; আংশিক সিদ্ধ (মাংসের আলুটা অসিদ্ধ); অসম্পূর্ণ; অসফল, ব্যর্থ; যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত নহে এমন (এ মত অসিদ্ধ)। [সং. ন+সিদ্ধ]। বিঃ **অসিদ্ধি**—অসাফল্য; ব্যর্থতা।

অসিপত্র, অসিযুদ্ধ, অসিলতা—**অসি** দ্রঃ।

অসীম—বিণঃ সীমাহীন; অনন্ত, অশেষ; প্রচুর। [সং. ন+সীমা]।

অসুখ—বিঃ দুঃখ, অশান্তি (তাহার মনে অনেক অসুখ); রোগ, ব্যাধি, পীড়া। [সং. ন+সুখ]। বিণঃ **-কর, -দায়ক, অসুখাবহ**—অশান্তিদায়ক। বিণঃ **অসুখী** (-খিন্)—দুঃখিত, মনঃকষ্টযুক্ত।

অসুন্দর—বিণঃ কুৎসিত, কুরূপ, শালীনতা-বর্জিত (অসুন্দর ভাষা)। [সং. ন+সুন্দর]।

অসুবিধা—বিঃ অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য, বাধা, বিঘ্ন। [বাং. অ-৩+সুবিধা]।

অসুর—বিঃ হিন্দু পুরাণোক্ত দেবশত্রু জাতি-বিশেষ, দৈত্য, দানব (বেদের প্রাচীনতর অংশে এবং পারসীক আবেস্তায় অসুর>অহুর্=দেবতা)। [সং. ন+সুর, ন+সুরা বা অসু (প্রাণ)+র]। বি(স্ত্রী): **অসুরী**।

অসুস্থ—বিণঃ পীড়িত, অস্বচ্ছন্দ, অপ্রকৃতিস্থ (অসুস্থ মন)। [সং. ন+সুস্থ]। বিণ(স্ত্রী): **অসুস্থা**। বিঃ **-তা**।

অসুহৃৎ—বিঃ যে ব্যক্তি বন্ধু নহে; শত্রু; (গ্রা.) অসদ্ভাব বা শত্রুতা। [সং. ন+সুহৃৎ]

অসূক্ষ্ম—বিণঃ সূক্ষ্ম নহে এমন; স্থূল। [সং. ন+সূক্ষ্ম]। বিণঃ **-দর্শী**—সূক্ষ্মদর্শী নহে এমন।

অসূয়ক—(১)বিণ পরের গুণে দোষারোপকারী; বিদ্বেষী; নিন্দক। (২)বিঃ স্বভাবতঃই সবকিছুর প্রতি বিদ্বেষযুক্ত বা অসূয়াপরবশ ব্যক্তি, cynic [বি. প.]। [সং. √অসূ-য় (নামধাতু)+অক (র্তৃ)]।

অসূয়া—বিঃ গুণে দোষারোপ; ঈর্ষা, দ্বেষ। [সং. √অসূ-য় (নামধাতু)+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ**—অসূয়াযুক্ত, ঈর্ষান্বিত।

অসূর্যম্পশ্যা—বিণ(স্ত্রী) বিঃ সূর্যকে পর্যন্ত দেখিতে পায় না এমন; অন্তঃপুরবাসিনী; পর্দানশিন নারী। [সং. ন+সূর্য+ √দৃশ+অ+আ]।

অসৃক্ (-সৃজ্)—বিঃ শোণিত, রক্ত। [সং.]।

অসৈরন, অসৈলন—বিঃ অসহ্য বিষয় বা ব্যাপার। [সং. ন+বাং. সৈরন, সৈলন<সহন ?]।

অসোয়াস্তি—**অস্বস্তি**-র কথ্য বিকৃত রূপ।

অসৌজন্য—বিঃ অভদ্রতা; শালীনতার অভাব। [বাং. অ- +সৌজন্য]।

অসৌষ্ঠব—বিঃ অসৌন্দর্য ; অশোভনতা। [সং. ন+সৌষ্ঠব]।

অসৌহৃদ—বিঃ অসদ্ভাব ; শত্রুতা। [সং. ন+সৌহৃদ]।

অস্ট্রেলিআন্, অস্ট্রেলীয়—(১)বিণঃ অস্ট্রেলিআ-মহাদেশের। (২)বিঃ অস্ট্রেলিআ-মহাদেশের লোক বা ভাষা। [ইং. Australian, ইং. Australia+বাং. ঈয়]।

অস্ত—বিঃ (কাল্পনিক) পর্বতবিশেষ, অস্তাচল ; (সূর্যচন্দ্রাদির) পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হওয়া ; শেষ, অবসান। [সং. √অস্+ত (ধি, ভা)]। বিণঃ **-গত**—(সূর্যচন্দ্রাদিসম্বন্ধে) অস্তে গিয়াছে বা অদৃশ্য হইয়াছে এমন ; হৃতগৌরব। বিঃ **-গমন**—অস্তে যাওয়া। বিঃ **-গিরি, অস্তাচল**—পুরাণে কল্পিত গিরিবিশেষ যাহার অন্তরালে সূর্য অদৃশ্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিণঃ **অস্তাচলগামী**—অস্তোন্মুখ। বিঃ **-মন**—অস্তগমন। বিণঃ **-মান**—(অশু) অস্তোন্মুখ। বিণঃ **-মিত**—অস্তগত।

অস্তর১—**অস্ত্র**-র কথ্য রূপ।

অস্তর২—বিঃ পলস্তারা, চুন-সুরকি-বালি প্রভৃতির মিশ্রিত প্রলেপ, জামার লাইনিং বা ভিতর দিকের কাপড়। [ফা. অস্তর্]।

অস্তাচল—**অস্ত** দ্রঃ।

অস্তি—(১)ক্রিঃ আছে [সং. √অস্+তি (লট্)]। (২)বিঃ বিদ্যমানতা, স্থিতি, সত্তা [সং. √অস্+তি (ভা)]। বিঃ **-ত্ব**—বিদ্যমানতা, স্থিতি, সত্তা। বিঃ **-নাস্তি**—থাকা বা না থাকা ; (ভগবানের) অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব (অস্তিনাস্তি জানি না)। বিঃ **-মান**—বিদ্যমান।

অস্তু—ক্রিঃ হউক (জয়োঽস্তু, তথাস্তু)। [সং √অস্+তু (লোট্)]।

অস্তোন্মুখ—বিণঃ অস্তে যাইতেছে এমন। [সং. অস্ত+উন্মুখ]।

অস্তোদয়—বিঃ সূর্যের অস্তগমন ও উদয় ; সূর্যের অস্তগমন হইতে পুনরুদয় পর্যন্ত সময় ('উদয়াস্ত অস্তোদয় করিল বিস্তর' : ভা.চ.)। [সং. অস্ত+উদয়]।

অস্ত্যর্থ—বিঃ বিদ্যমানতার অর্থ। [সং. অস্তি+অর্থ]। বিণঃ **-ক**—অস্ত্যর্থবিশিষ্ট।

অস্ত্র—বিঃ প্রহারের উদ্দেশ্যে যাহা নিক্ষেপ করা হয় ; প্রহরণ, আয়ুধ, হাতিয়ার ; কাটিবার যন্ত্র ; (আল.) উদ্দেশ্যসাধনে যন্ত্রবৎ ব্যবহৃত ব্যক্তি (সে তোমার অস্ত্র)। [সং. √অস্+ত্র (র্ম)]। ক্রিঃ **অস্ত্র করা**—অস্ত্রদ্বারা চিকিৎসা করা, অপারেশন করা। বিঃ **-ক্ষত**—অস্ত্রপ্রহারজনিত ক্ষত। বিঃ **-গুরু**—অস্ত্রচালনা-শিক্ষাদাতা। বিঃ **-চিকিৎসক**—শল্যচিকিৎসক, surgeon। বিঃ **-চিকিৎসা**—রোগীর দেহে অস্ত্রচালনাদ্বারা চিকিৎসা, surgery, শল্যচিকিৎসা। বিঃ **-জীব, -জীবী**—সৈনিক। বিঃ **-ত্যাগ**—(যুদ্ধে বিরত হইয়া) অস্ত্রবর্জন, (আঘাত করার উদ্দেশ্যে) অস্ত্রনিক্ষেপ। বিঃ **-ধারণ**—(যুদ্ধার্থ) অস্ত্রগ্রহণ। বিণঃ **-ধারী**—(-রিন্)—সশস্ত্র। বিঃ **-নিবারণ**—অস্ত্রের আঘাত রোধ। বিণঃ **-পাণি**—হাতে অস্ত্র আছে এমন, অস্ত্রধারী। বিণঃ **-বিৎ** (-বিদ্)—অস্ত্রচালনায় পটু। বিঃ **-বিদ্যা, -বেদ**—অস্ত্রচালনাবিদ্যা। বিঃ **-বৃষ্টি**—বৃষ্টিধারার ন্যায় ক্রমাগত অস্ত্র হানা ; ক্রমাগত শরবর্ষণ। বিঃ **-লেখা**—অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। বিঃ **-শস্ত্র**—সর্বপ্রকার বা বিভিন্নপ্রকার অস্ত্র (মূলতঃ যাহা নিক্ষেপ করা যায় তাহা অস্ত্র, আর যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায় তাহা শস্ত্র ; বাঙ্গালায় এই পার্থক্য সর্বত্র রক্ষা করা হয় না)। বিঃ **-শিক্ষা,**—অস্ত্রচালনাশিক্ষা। বিণঃ **-হীন**—নিরস্ত্র। বিঃ **অস্ত্রাগার**—অস্ত্রাদি রাখার ভাণ্ডার, সেলাখানা, armoury। বিঃ **অস্ত্রাঘাত**—বিঃ অস্ত্রের আঘাত। বিণঃ **অস্ত্রাহত**—অস্ত্রের আঘাতে আহত।

অস্ত্রী (-স্ত্রিন্)—বিণঃ অস্ত্রধারী। [সং. অস্ত্র+ইন্]।

অস্ত্রীক—বিণঃ স্ত্রী সঙ্গে নাই এমন ; বিপত্নীক ; অবিবাহিত। [সং. ন+স্ত্রী+ক]।

অস্ত্রোপচার—বিঃ রোগনিবারণার্থ রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ, অপারেশন। [সং. অস্ত্র+উপচার]।

অস্থান—বিঃ মন্দ স্থান, কুস্থান ; অনুপযুক্ত বা অযোগ্য স্থান ; অযোগ্য পাত্র (অস্থানে দান)। [সং. ন+স্থান]।

অস্থানিক—বিণঃ স্থানীয় নহে এমন, বহিরাগত adventitious[বি.প.]।[বাং.অ-৩+স্থানিক]।

অস্থাবর—বিণঃ স্থানান্তরিত করা যায় এমন, অস্থিতিশীল, জঙ্গম, movable। [সং. ন++স্থাবর]।

অস্থায়ী—(-য়িন্)—বিণঃ স্থায়ী নহে এমন ; অল্পকালস্থায়ী ; পাকা নহে এমন, temporary (অস্থায়ী চাকরি)। [সং. ন+স্থায়িন্]। বিঃ **অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব**।

অস্থি—বিঃ হাড় ; কঙ্কাল। [সং. √অস্+থি (র্ম)]। বিণঃ **-চর্মশেষ, চর্মসার**—কেবল চামড়া আর হাড়ই আছে এবং মাংস মোটেই নাই এমন ; অত্যন্ত শীর্ণ। বিঃ **-দান**—গঙ্গা সমুদ্র প্রভৃতি পবিত্র বারিধিতে মৃতের অস্থি-নিক্ষেপ। বিঃ **-পঞ্জর**—হাড় ও পাঁজরায় গঠিত দেহের কাঠাম, দেহের কঙ্কাল, skeleton। বিণঃ **-পঞ্জরসার**—হাড়-পাঁজরা বাহির-করা, অস্থিসার ; অতিশয় শীর্ণ। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—(নর-) দেহাস্থি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, osteology। বিঃ **-ভঙ্গ**—দেহের হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়া। **জটিল অস্থিভঙ্গ**—দেহের হাড় ভাঙ্গিয়া চামড়া ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে এমন অবস্থা, compound fracture। **সরল অস্থিভঙ্গ**—হাড় ভাঙ্গিয়াছে কিন্তু গাত্রচর্ম অটুট রহিয়াছে এমন অবস্থা, simple fracture। বিঃ **-সন্ধি**—অস্থির সংযোগ, গাঁট ; ভগ্নাস্থি-সংযোজন। বিণঃ **-সার**—কেবল হাড়ই আছে এমন ; অতিশয় শীর্ণ।

অস্থিতপঞ্চ, অস্থিতপঞ্চক, অস্থিতপঞ্চম, অস্থির-পঞ্চক, অস্থিরপঞ্চম—বিঃ সমীকরণজাতীয় অঙ্ক-বিশেষ ; জটিল সমস্যা ; কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। [সং. ন+স্থিত, স্থির+পঞ্চ, পঞ্চক, পঞ্চম]।

অস্থিতিস্থাপক—বিণঃ স্থিতিস্থাপকতা-গুণ নাই এমন, inelastic [বি প.]। [সং. ন+স্থিতি-স্থাপক]।

অস্থির—বিণঃ চঞ্চল ; আকুল ; অনিশ্চিত ; অনির্ধারিত ; নশ্বর। [সং. ন+স্থির]। বিঃ **-তা, -ত্ব, অস্থৈর্য**। বিণঃ **-বুদ্ধি**—মত বা মতি স্থির নাই এমন, চিত্তের স্থিরতাহীন। বিণঃ **-সংকল্প**—সঙ্কল্প বা কর্তব্য স্থির করে নাই অথবা স্থির করিতে পারে না এমন, অব্যবস্থিত-চিত্ত।

অস্থিরপঞ্চক, অস্থিরপঞ্চম—**অস্থিতপঞ্চ** দ্রঃ।

অস্থূল—বিণঃ স্থূল নহে এমন ; সূক্ষ্ম। [সং. ন+স্থূল]।

অস্থৈর্য—বিঃ অস্থিরতা। [সং. ন+স্থৈর্য]।

অস্নাত—বিণঃ স্নান করে নাই এমন। [সং. ন+স্নাত]। বিঃ **-ক**—যে ব্যক্তি যথাবিধি ব্রহ্মচর্য পালনান্তর সমাবর্তনকালে রীতি-অনুযায়ী স্নান করে নাই ; (বর্ত.) যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করে নাই, undergraduate।

অস্নান—বিঃ স্নানাভাব, স্নান না করা ; নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য। [সং. ন+স্নান]।

অস্পন্দ—বিণঃ স্পন্দনহীন, স্তব্ধ। [সং. ন+√স্পন্দ্+অ (র্ম)]। বিণঃ **অস্পন্দিত**—স্পন্দন-রহিত।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—অস্পৃশ্য। [সং. ন+স্পর্শনীয়, স্পর্শ্য]।

অস্পষ্ট—বিণঃ অপরিস্ফুট, ঝাপসা ; সহজে বা সম্পূর্ণভাবে বুঝা যায় না এমন। [সং. ন+স্পষ্ট]। বিঃ **-তা**।

অস্পৃশ্য—বিণঃ ছোঁয়ার অযোগ্য, ছোঁয়া নিষিদ্ধ এমন, অচ্ছুত ; অশুচি , ঘৃণ্য ; ছোঁয়া যায় না এমন। [সং. ন+স্পৃশ্য]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অস্পৃশ্যা**। বিঃ **-তা**।

অস্পৃষ্ট—বিণঃ ছোঁয়া হয় নাই এমন ; আহারার্থ মুখে তোলা হয় নাই এমন (অস্পৃষ্ট অন্ন)। [সং. ন+স্পৃষ্ট]।

অস্ফুট—বিণঃ ফোটে নাই বা বিকশিত হয় নাই এমন ; অপরিস্ফুট, আধো-আধো (অস্ফুট বুলি), অব্যক্ত ; অস্পষ্ট (অস্ফুট রেখা)। [সং. ন+√স্ফুট্+অ (র্ম)]। বিণঃ **-বাক্**—অস্ফুট বা আধো-আধো ভাবে কথা বলে এমন।

অস্বচ্ছ—বিণঃ ঘোলা, অনির্মল ; অনচ্ছ, ভিতর দিয়া দেখা যায় না এমন, opaque। [সং. ন+স্বচ্ছ]।

অস্বচ্ছন্দ—বিণঃ স্বচ্ছন্দ বা সাবলীল নহে এমন, অস্বস্তিপূর্ণ। [সং. ন+স্বচ্ছন্দ]।

অস্বস্তি—বিঃ অস্বাচ্ছন্দ্য, আরামের অভাব ; দেহ বা মনের অশান্তি। [সং. ন+স্বস্তি]।

অস্বাচ্ছন্দ্য—বিঃ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ; অতৃপ্তি, অস্বস্তি। [সং. ন+স্বাচ্ছন্দ্য]।

অস্বাভাবিক—বিণঃ অলৌকিক ; অসাধারণ ; প্রকৃতিবিরুদ্ধ। [সং. ন+স্বাভাবিক]। বিঃ **-তা**।

অস্বামিক—বিণঃ মালিকহীন, বেওয়ারিস [সং. ন+স্বামিন্+ক]।

অস্বাস্থ্য—বিঃ স্বাস্থ্যহীনতা ; অসুস্থতা ; পীড়া। [সং. ন+স্বাস্থ্য]। বিণঃ **-কর**—স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিজনক।

আদিতে **অস্থি-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **অস্থি** দ্রঃ।

অস্বীকার—বিঃ না মানা (দোষ অস্বীকার); অপলাপ; অসম্মতি বা অমত প্রকাশ, (দায়িত্বাদি) গ্রহণ না করা; (নিমন্ত্রণাদি) প্রত্যাখ্যান। [সং. ন+স্বীকার]। বিণঃ **অস্বীকৃত**—অস্বীকার করা হইয়াছে এমন; স্বীকার করে নাই এমন। বিঃ **অস্বীকৃতি**। বিণঃ **অস্বীকার্য**—স্বীকারের অযোগ্য।

অস্মদাদি—সর্বঃ আমি এবং আমার মত অন্য সবাই। [সং. অস্মদ্+আদি]।

অস্মদীয়—বিণঃ আমাদের। [সং. অস্মদ্+ঈয]।

অস্মার—বিঃ স্মৃতিভ্রংশ, amnesia। [সং. ন+√স্মৃ+অ (ভা)]।

অস্মিতা—বিঃ অহঙ্কার; অহং-জ্ঞান; ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, personality [বি প]। [সং. অস্মি (আমি)+তা (ভা)]।

অহনা—বিঃ (আর্ষ.) ঊষা (রবীন্দ্র)। [সং.]

অহং, অহম্—(১)সর্বঃ আমি [অস্মদ্+১মার ১বচন]। (২)অব্য.বিঃ আমিত্ব, আমিত্ববোধ, আমিত্বজ্ঞানবিশিষ্ট সত্তা, ego [বি. প.]। [সং. √অনহ্+অম্ (র্তৃ)]। বিণঃ **অহংবাদী**—আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি করিতে অভ্যস্ত; দম্ভকারী। বিঃ **অহংবৃদ্ধি**—আমিত্ব সম্বন্ধে মাত্রাধিক সচেতনতা; অহঙ্কার।

অহংকার—**অহঙ্কার**-এর বানানভেদ।

অহংকৃত—**অহঙ্কৃত**-এর বানানভেদ।

অহঃ (অহন্)—বিঃ দিনমান, দিবস (অহোরাত্র)। [সং.]

অহঙ্কার—বিঃ অহমিকা, গর্ব, আত্মাভিমান। [সং. অহম্+√কৃ+অ (ভা)]। **অহঙ্কারে মাটিতে পা না পড়া**—অহঙ্কারে এমন অন্ধ হওয়া যে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যথেচ্ছ আচরণের ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া মনে করা। বিণ.বিঃ **অহঙ্কারী** (-রিন্)—অহঙ্কার করে এমন। বিণঃ **অহঙ্কৃত**—গর্বিত, দম্ভী।

অহমিকা—বিঃ আমিত্ব, অহংসর্বস্বভাব, egoism, egotism; অহঙ্কার; বৃথা গর্ব, দম্ভ। [সং. অহম্+(ই) ক+আ]।

অহমীয়া—**অসমীয়া** দ্রঃ।

অহম্—**অহং** দ্রঃ।

অহম্পূর্বিকা—বিঃ 'আমিই সকলের পূর্বে বা প্রথমে' এইরূপ মনোভাব। [সং.]।

অহম্বুদ্ধি—**অহংবুদ্ধি**-র অনুরূপ।

অহরাত্রি—**অহোরাত্র**-এর অশু. রূপ।

অহরহঃ, (চলিত) **অহরহ**—ক্রি-বিণঃ নিত্য, প্রত্যহ; সর্বদা। [সং. অহন্+অহন্]।

অহর্নিশ, (অশু) **অহর্নিশি**—ক্রি-বিণঃ দিবা-রাত্র, সতত। [সং. অহন্+নিশা]।

অহল্যা—(১)বিঃ গৌতম-মুনির পত্নী, রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে ইঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। [সং. ন+হল্যা (বিরূপা)]। (২)বিণঃ হলদ্বারা অদ্যাবধি কর্ষণ করা হয় নাই এমন (দণ্ডকারণ্যের অহল্যা ভূমি বা মাটি)। [সং. ন+হল্য (হলকর্ষণযোগ্য)+আ]।

অহহ—অব্যঃ হায় হায়। [সং]।

অহি—বিঃ সর্প। [সং. আ+√হন্+ই বা √অনহ্+ই (র্তৃ)]।

অহিংস—বিণঃ হিংসাশূন্য। [সং. ন+হিংসা]। **অহিংস অসহযোগ**—(রাজ.) বলপ্রয়োগবিরহিত অসহযোগ আন্দোলন, nonviolent non-co-operation।

অহিংসক, অহিংস্র—বিণঃ হিংসা করে না এমন। [সং. ন+হিংসক, হিংস্র]।

অহিংসা—বিঃ হিংসাবৃত্তির অভাব; পরপীড়ন হইতে বিরতি, দ্বেষশূন্যতা। [সং. ন+হিংসা]।

অহিছত্রক—বিঃ সাপের ফণার ন্যায় আকারের ছত্রাকবিশেষ। [সং. অহি+ছত্রক]।

অহিত—বিঃ অমঙ্গল; ক্ষতি। [সং. ন+হিত]। বিণঃ **-কর**—অপকারী, ক্ষতিকর। বিণঃ **-কারী** (-রিন্)—অমঙ্গলকারী, অপকারী। বিণঃ **-কামী** (-মিন্)—অমঙ্গলেচ্ছু। বিঃ **অহিতাচরণ, অহিতাচার**—অনিষ্টসাধন।

অহিতুণ্ডিক—বিঃ সাপুড়িয়া। [সং. অহিতুণ্ড (=সর্পমুখ)+ইক]।

অহিনকুল-সম্বন্ধ—বিঃ সাপ ও বেজির মধ্যে বিদ্যমান চিরশত্রুতা; অনুরূপ শত্রুতাপূর্ণ সম্বন্ধ। [সং. অহি+নকুল+সম্বন্ধ]।

অহিফেন—বিঃ আফিম। [সং. অহি+ফেন]।

অহে—অব্যঃ সম্বোধনাত্মক শব্দবিশেষ। [সং.]।

অহেতু, অহেতুক—বিণঃ অকারণ; অনর্থক; নিঃস্বার্থ। [সং. ন+হেতু+ক]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অহেতুকী** (অহেতুকী ভক্তি)।

অহৈতুক—বিণঃ অকারণ, অযৌক্তিক। [সং. ন+হৈতুক]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **অহৈতুকী** (অহৈতুকী ভক্তি)।

অহো, অহোবত—অব্যঃ খেদ বিস্ময় প্রভৃতি বিভিন্ন মনোভাবসূচক ধ্বনি। [সং.]।

অহোরাত্র—অব্যঃ দিবারাত্র ; সর্বদা। [সং. অহন্ + রাত্রি (+অ)]।

-অহ্ন—বিঃ দিন। (পূর্ব পর অপর ও মধ্য শব্দের পর 'অহন' শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হয় ; যথা—পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন)।

অহ্‌মাল—বিঃ (আদালতী ভাষায়) মালপত্র। [আ. হমল]।

অ্যাঁ—অব্যঃ বিস্ময় সাড়া ইত্যাদি জ্ঞাপক ধ্বনি।

অ্যাডভানস—বিঃ প্রাপ্য অর্থের অগ্রিম প্রদত্ত অংশ, অগ্রিমক ; দাদন, বায়না। [ইং. advance]।

অ্যাডভারটিজমেন্‌ট্—বিঃ বিজ্ঞাপন। [ইং. advertisement]

অ্যাড্‌ভোকেট—বিঃ হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালতের উকিল, অধিবক্তা। [ইং. advocate]।

অ্যাম্‌প্লিফায়ার—বিঃ ধ্বনিকে উচ্চতর করিয়া দূরতর স্থান হইতে শ্রবণযোগ্য করার যন্ত্রবিশেষ, (পরি) পরিবর্ধক, বিবর্ধক। [ইং. amplifier]।

অ্যালুমিনিয়ম—বিঃ ধাতুবিশেষ। [ইং. aluminium।

অ্যাসিড—বিঃ দ্রাবক, রাসায়নিক অম্ল। [ইং. acid]।

অ্যাসেটিলীন—বিঃ কারবাইড ও জলযোগে উৎপন্ন উজ্জ্বল আলোকদায়ী জ্বলনশীল গ্যাসবিশেষ। [ইং. acetylene]।

আ

আ১—দ্বিতীয় স্বরবর্ণ।

আ২—অব্যঃ বিস্ময় আনন্দ বিরক্তি খেদ ইত্যাদিসূচক শব্দ (আরে, আ মরি)।

আ-৩—অব্যঃ ঈষৎ সম্যক্ বৈপরীত্য সীমা না (নঞ্) অল্প ইত্যাদিসূচক উপসর্গ (আরক্ত, আসক্ত, আগত, আসমুদ্র, আধোয়া)।

আই—বিঃ মাতা ; দিদিমা। [সং. আর্যিকা]।

আই আই—অব্যঃ ঘৃণাসূচক শব্দ।

আইও—**এয়ো**-র গ্রাম্য রূপ (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

আইচ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার পুষ্প ; পদবিবিশেষ বা উপাধিবিশেষ। [সং. আদিত্য]।

আইড়—**আড়১**-এর অপ্র রূপ।

আইডিন—**আয়োডিন**-এর রূপভেদ।

আইডিয়া—বিঃ মনে উদিত ভাব বা ধারণা, কল্পনা। [ইং. idea]।

আইঢাই—ক্রি.বিণঃ হাঁসফাঁস, ছট্‌ফট্, শ্বাসরোধ হওয়ার মত। [দেশী]।

আইন—বিঃ সরকারী বিধি ; বিধান, কানুন। [আ. আঈন্]। **আইন পাস করা**—সরকারী বিধি প্রবর্তিত করা ; ওকালতি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। **পাঁচ আইন**—পুলিসের ক্ষমতা ও কর্তব্য বিষয়ক আইন। বিঃ **-কানুন**—বিধিব্যবস্থা। বিঃ **-জীবী** (-বিন্), **-ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—উকিল ব্যারিস্টার প্রভৃতি ব্যবহারজীবী। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—আইনের বিচারে, আইনের চোখে ; আইন-অনুযায়ী। বিণ ক্রি-বিণঃ **-মাফিক**, **-মোতাবেক**—আইন-অনুযায়ী। বিণঃ **-সম্মত**—আইনের দিক্ দিয়া সমর্থনযোগ্য। বিণঃ **আইনানুগ**—আইন মানে এমন ; আইনসম্মত।

আইন্দা—**আয়েন্দা**-র রূপভেদ।

আইবড়, আইবুড় — বিণঃ অবিবাহিত বা অবিবাহিতা। [সং. অব্যূঢ় বা আয়ুর্বৃদ্ধি]। বিঃ **-ভাত**—গাত্রহরিদ্রার পরে এবং বিবাহানুষ্ঠানের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর অবিবাহিত অবস্থার শেষ অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান।

আইমা—বিঃ দিদিমা। [সং. আর্যিকা+মা]।

আইয়ো—**আইও**-র রূপভেদ।

আইরি—বিঃ (গ্রা.) অড়হর। [বাং. অড়হর]।

আইল১—**আসিল**-র প্রা. কোমল রূপ।

আইল২—বিঃ ক্ষেত্রের আলি, আলবাল বা বাঁধ। [সং. আলি]।

আইস, আইসে, আঁইশ, আঁইষ—যথাক্রমে **এস, আসে, আঁশ** ও **আঁষ**-এর রূপভেদ।

আউওল—বিণঃ প্রথম শ্রেণীর, সর্বোৎকৃষ্ট। [আ. আব্বল]। **আউওল জমি**—সকল প্রকার শস্যই পুরা উৎপন্ন হয় এমন জমি।

আউট্—বিণঃ বাহির (ঘরের আউট্ হওয়া) ; সংশোধনের অতীত, গোল্লায় ('ও ছেলে একেবারে আউট্ হয়ে গেছে' : শরৎ) ; (ক্রিকেটখেলায় ব্যাট্‌সম্যান্-সম্পর্কে) ব্যাট্ করিবার অধিকার হারাইয়াছে এমন। [ইং. out]।

আউটান, আউটানো—(১) ক্রিঃ দুগ্ধাদি জ্বাল দিবার সময় নাড়া, আবর্তন বা আলোড়ন করা। (২) বিঃ জ্বাল দিবার সময় আলোড়ন। (৩) বিণঃ আলোড়িত, আবর্তিত। [বাং. √ আউটা (সং. আ+ √বৃৎ)+আন]।

আউন্স—বিঃ পরিমাণবিশেষ : প্রায় অর্ধছটাক বা ৪৮০ গ্রেনের সমান। [ইং. ounce]।

আউমাউ—**হাউমাউ**-র রূপভেদ।

আউরৎ, আউরত—**আওরৎ**-এর রূপভেদ।

আউল১—বিঃ সহজপন্থী সাধক (তু. **বাউল**); দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। [আ. রলি]। বি.-বিণঃ **আউলিয়া**—আউল-সম্প্রদায়ের লোক; দরবেশ।

আউল২, **আউলা**—বিণঃ এলোমেলো। [সং আকুল]। বিণঃ **আউলা-ঝাউলা**—এলোমেলো ও অপরিচ্ছন্ন। **আউলান, আউলানো**—(১) ক্রিঃ এলোমেলো করা, (চুল) আলুলায়িত করা, (২) বিঃ আলুলায়িতকরণ, (৩) বিণঃ আলুলায়িত।

আউলিয়া—**আউল** দ্রঃ।

আউশ, আউস, আশু—বিণঃ বর্ষাকালে উৎপন্ন (আশু ধান্য = বর্ষাকালে উৎপন্ন ধান্য। এই 'আশু' শব্দটিকে ভ্রমক্রমে শীঘ্রার্থবাচক মনে করা হয় এবং সেজন্য যে ধান অতি শীঘ্র জন্মায় তাহাকেই আশু ধান্য বলা হইয়া থাকে)। [সং. আ+ √বৃষ্]।

আএমা—**আয়মা**-র রূপভেদ।

আওটান, আওটানো, আওটন, আওটনো—**আউটান**-এর রূপভেদ।

আওড়—বিঃ নদীর ঘূর্ণ। [সং. আবর্ত]।

আওড়ান, আওড়ানো—(১) ক্রিঃ আবৃত্তি করা, (অপরের লেখা বা কথা) মুখস্থ বলা। (২) বিঃ আবৃত্তিকরণ। (৩) বিণঃ আবৃত্তি করা হইয়াছে এমন (বহুবার আওড়ানো কথা)। [বাং. √আওড়া (সং. আ+ √বৃৎ) + আন]।

আওতা—বিঃ রৌদ্রনিবারক আবরণ, ছায়া; প্রভাব। [সং. আতপত্র]।

আওয়াজ—বিঃ শব্দ, ধ্বনি; (রাজ.) দাবিমূলক বা আন্দোলনমূলক ধ্বনি, জিগির, slogan। [ফা. আৱাজ]।

আওয়াজি—বিঃ দেওয়ালের উপরের দিকের ছোট জানালা। [?]।

আওড়ৎ, আওরত—বিঃ স্ত্রীলোক; পত্নী। [আ.]।

আওরান, আওরানো—(১) ক্রিঃ ফুলিয়া ব্যথা হওয়া, টাটান (ফোঁড়াটা আওরাচ্ছে); (রৌদ্রাদিতে) শুষ্ক হইয়া যাওয়া। (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √আওরা+আন]।

আওল—ক্রিঃ (প্রা. কাব্যে) আসিল ('আওল ঋতুপতি' : বিদ্যা.)।

আওলাত, আওলাদ—বিঃ বৃক্ষাদি স্থাবর সম্পত্তি; সন্তানসন্ততি। [আ আৱলাদ্]।

আওসৎ, আওসত—বিঃ বড় জমিদারির অধীন খাজনা-করা ভূসম্পত্তি বা তালুক। [আ. অওসৎ]।

আংটা, আঙটা—বিঃ আংটির আকারবিশিষ্ট হাতল, কড়া, আগুন রাখার পাত্র। [বাং. আঙটি ?]।

আংটি, আঙটি—বিঃ অঙ্গুরীয়। [সং. অঙ্গুষ্ঠিকা]।

আংরা, আঙরা—বিঃ জ্বলন্ত অঙ্গার বা কয়লা। [সং. অঙ্গার]।

আংরাখা, আঙরাখা—বিঃ জামা, চাপকান-জাতীয় ঢিলা জামাবিশেষ। [সং অঙ্গরক্ষক]।

আংশিক—বিণঃ অংশসম্বন্ধীয়; অসম্পূর্ণ; খানিক, কতক। [সং. অংশ+ইক]।

আঃ—অব্যঃ বিরক্তি ক্ষোভ বিস্ময় রোষ আরাম প্রভৃতি সূচক ধ্বনিবিশেষ। [সং.]।

আঁউমাউ—**হাউমাউ**-র রূপভেদ।

আঁক—বিঃ চিহ্ন দাগ (আঁক কাটা); রেখা; গণিতের অঙ্ক (আঁক কষা)। [সং. অঙ্ক]।

আঁকড়া—বিঃ কিছু ঝুলাইয়া বা আটকাইয়া রাখার জন্য বাঁকান লোহা ইত্যাদি, hook; কড়া, আংটা। [বাং. আঁকড়ি ? বা √আঁকড়া ?]। বিঃ **আঁকড়া-আঁকড়ি**—জড়াজড়ি; টানাটানি।

আঁকড়ান, আঁকড়ানো—(১) ক্রিঃ জাপটাইয়া ধরা। (২) বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √ আঁকড়া (সং. √ অন্ক্) + আন]।

আঁকড়ি—বিঃ যে কোন অঙ্কুশাকার বস্তু বা চিহ্ন; অক্ষরের পার্শ্বস্থ নাসিকার ন্যায় বক্র অংশ। [সং. আকর্ষী ?]।

আঁকন—বিঃ অঙ্কন; ছবি ('আঁকন আঁকা হবে' : রবীন্দ্র)। [সং. অঙ্কন]।

আঁকশি—বিঃ গাছের ফুলফল পাড়িবার বক্রমুখ দণ্ড, লগি। [সং. অঙ্কুশ]।

আঁকা—(১) ক্রিঃ রেখা টানিয়া চিত্র করা; চিহ্নিত করা; দাগ কাটা; অঙ্কপাত করা; লেখা (বিধাতা মানুষের ললাটে যাহা আঁকিয়াছেন, তাহা মোছা যায় না)। (২) বিঃ অঙ্কন; চিত্রণ (ছবি আঁকা তাহার পেশা)। (৩) বিণঃ চিত্রিত, অঙ্কিত; চিহ্নিত; লিখিত। [বাং. √আঁক্ [সং. √অন্ক্] + আ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অঙ্কিত বা চিত্রিত করান; (২) বিণঃ অঙ্কিত করান হইয়াছে এমন।

আঁকাবাঁকা—বিণঃ সাপের কুটিল গতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, বহুস্থানে বাঁকা, টেড়াবাঁকা। [তু. অঙ্কবঙ্ক]।

আঁকুড়—**আঁকাড়**-র রূপভেদ।

আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু—বিঃ হাঁকপাঁক; ব্যস্ততা-প্রকাশ, অতিশয় ব্যাকুলতাসূচক অঙ্গভঙ্গি। [দেশী]।

আঁকুশি—**আঁকশি**-র রূপভেদ।

আঁখ—**আঁখর** কোমল রূপ।

আঁখর—বিঃ অক্ষর, বর্ণ। [সং. অক্ষর]।

আঁখি—বিঃ চক্ষু। [সং. অক্ষি]। বিঃ **-জল**—অশ্রু। বিঃ **-ঠার**—চক্ষুদ্বারা কৃত ইশারা।

আঁচ১—বিঃ আভাস (মনের আঁচ); আন্দাজ, অনুমান, ধারণা (ভবিষ্যৎ ঘটনার আঁচ)। [সং. √অন্চ্]।

আঁচ২—বিঃ আগুনের আভা তাপ বা ঝাঁজ (উনুনের আঁচ)। [সং. অর্চিঃ]।

আঁচড়—বিঃ দাগ, ঈষৎ গভীর রেখা; নখের আঘাত; (আল.) অল্প পরীক্ষা বা চেষ্টা (এক আঁচড়ে বুঝে নেওয়া)। [দেশী]। **বিঃ আঁচড়া-আঁচড়ি**—নখের দ্বারা লড়াই। **আঁচড়ান, আঁচড়ানো**—(১) ক্রিঃ নখাদি-দ্বারা ক্ষত করা বা রেখাপাত করা; চিরুনি দিয়া কেশবিন্যাস করা; (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

আঁচল, (কাব্যে) **আঁচর, আঁচোর**—বিঃ (প্রধানতঃ পরিহিত) বস্ত্রের প্রান্তভাগ; খুঁট। [সং. অঞ্চল]। বিণঃ **আঁচল-ধরা**—(পুরুষ-সম্বন্ধে) রমণীদের একান্ত অনুগত। বিঃ **আঁচলা**—আঁচলের কারুকার্যশোভিত অংশ।

আঁচা—(১) ক্রিঃ অনুমান করা। (২) বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √আঁচ্ (সং. অন্চ্) + আ]।

আঁচান, আঁচানো—(১) ক্রিঃ আচমন করা, (প্রধানতঃ) ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট মুখ ধোয়া। (২) বিঃ আচমন। [বাং. √আঁচা (সং. আ + √চম্) + আন]। **না আঁচালে বিশ্বাস নেই**—প্রাপ্তির সম্ভাবনা যতই বেশী হউক, সম্পূর্ণ আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত পাওয়া যাবেই বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

আঁচিল—বিঃ মনুষ্যদেহচর্মের উপরিস্থ ব্রণবিশেষ বা উপমাংস। [দেশী]।

আঁজনাই—বিঃ জ্রেঠী; আঞ্জুনে; নেত্ররোগবিশেষ, আঞ্জনি। [সং. অঞ্জন]।

আঁজলা, আঁজল—(১) বিঃ করপুট, করতলদ্বারা গঠিত কোষ। (২) বিণঃ অঞ্জলি-পরিমাণ। [সং. অঞ্জলি]।

আঁজি—বিঃ রেখা; ডোরা; কাপড়ে রঙিন সুতার রেখা, রঙিন ডোরা; রঙের রেখা; (স্থাপ.) ইষ্টকাদির সন্ধিস্থলে রেখাকারে চুনবালির প্রলেপ, pointing (**আঁজি ধরান**=উক্ত চুন-বালির প্রলেপ দেওয়া বা জমান)। [সং. রাজি]।

আঁট—(১) বিঃ টান, দৃঢ়তা (বাঁধনের আঁট); বাঁধুনি (কথার আঁট), বন্ধন, সংযম (মুখের আঁট)। (২) বিণঃ টান-টান, দৃঢ় (আঁট করা), উচিত মাপের অপেক্ষা একটু খাট, টাইট্ (tight) (আঁট জামা)। [তু. সং. অট্ট]। বিণঃ **-সাঁট**—ঢিলা নহে এমন (আঁটসাঁট পোশাক)। বিঃ **আঁটাআঁটি, আঁটসাঁট**—অতিশয় দৃঢ়তা, কঠোর মনোভাব, দরাদরি বা কড়াকড়ি (নিজের বেলা আঁটিসাঁটি)।

আঁটকুড়, আঁটকুড়া, আঁটকুড়িয়া, আঁটকুড়ে, আঁট-কুড়ো—বিণঃ নিঃসন্তান। [দেশী]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **আঁটকুড়ী**—সন্তানহীনা; বন্ধ্যা।

আঁটনি—**আঁটুনি**-র রূপভেদ।

আঁটা—(১) ক্রিঃ কষিয়া বা শক্ত করিয়া বাঁধা; বাঁধা, পরা (পাগড়ি আঁটা); বন্ধ করা, লাগান (খিল আঁটা); ধরা, স্থান পাওয়া (বাটিতে অত দুধ আঁটিবে না), সমকক্ষ হওয়া (বুদ্ধিতে তাহাকে কে আঁটিবে)। (২) বিণঃ বন্ধ (আঁটা খাম)। [বাং. আঁট + আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ধরান (চেপে-চেপে রাখলে ঐ হাঁড়িতেই আটা-গুলি আঁটান যাবে)।

আঁটি১, আঁটি—বিঃ (তৃণাদির) গুচ্ছ। [দেশী]।

আঁটি২, আঁঠি—বিঃ ফলাদির মধ্যস্থ বড় বীজ, বীচি। [সং. অস্থি]। **বোঝার উপর শাকের আঁটি**—গুরুভারের উপর সামান্য ভার।

আঁটিসাঁটি—**আঁট** দ্রঃ।

আঁটুনি—বিঃ দৃঢ় বন্ধন, টান; বাঁধুনি (কথার আঁটুনি)। [বাং. আঁট + উনি]। **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো**—বাঁধন বা নিয়ম যতই শক্ত হউক, এড়ানর পথও ততই সহজ হইয়া আসে।

আঁটুবাঁটু—বি.ক্রি-বিণঃ অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রচেষ্টা (সহকারে) ('চলনে আঁটুবাঁটু': ভা.চ.)। [দেশী ?]।

আঁত, আৎ—বিঃ অন্ত্র, নাড়ী; অন্তর, হৃদয় (আঁতে ঘা দেওয়া); মনোভাব (আঁত বোঝা)। [সং. অন্ত্র]। বিঃ **-আঁতড়ি**—নাড়ীভুঁড়ি।

আঁতকান, আঁতকানো, আঁৎকান, আঁৎকানো—

(১)ক্রিঃ ভয়ে চমকাইয়া ওঠা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √আঁৎকা (সং. + আ √তঙ্ক) + আন]।

আঁতাড়, আঁতড়ী—বিঃ অন্ত্র, নাড়ি। [সং. অন্ত্র]।

আঁতাত—বিঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ও সহযোগিতা। [ফ্রে entente]।

আঁতুআঁতু—বিঃ স্বীয় আত্মাতুল্য একান্ত প্রিয় বস্তু যাহা কোনমতেই হাত-ছাড়া করা যায় না। [সং. আত্মা?]। **আঁতুআঁতু-পঁতুপঁতু**—বিঃ স্বীয় আত্মা ও পুত্রের একান্ত প্রিয় বস্তু যাহা কোনমতেই হাত-ছাড়া করা যায় না। **আঁতুআঁতু করা, আঁতুআঁতু-পঁতুপঁতু করা**—(কোন বস্তু) অত্যন্ত প্রিয়বোধে হাত-ছাড়া করিতে নারাজ হওয়া।

আঁতুড়—বিঃ সূতিকাগার, সন্তানপ্রসব গৃহ।

আঁদরু-পেঁদরু—বিঃ সাহেবিয়ানার অত্যুগ্র অনুকরণকারী খ্রিস্টান। [ইং. Andrews Pedro]।

আঁদিসাঁদি—বি. ফাঁক, শৃঙ্খলা। [সং. অন্ধি-সন্ধি?]।

আঁধলা—বিঃ অন্ধ লোক। [হি. অন্ধোলা]।

আঁধার, আঁধারি, (অপ্র) **আন্ধার**—(১) বিঃ অন্ধকার, আলোকের অভাব। (২) বিণঃ আলোকহীন, অপ্রসন্ন। [সং অন্ধকার]। ক্রিঃ **আঁধারা**—অন্ধকার করা। বিঃ **আঁধারি**—অন্ধকার (আলো-আঁধারি)। **আঁধার ঘরের মানিক**—দুঃখের জীবনে একমাত্র সুখের বস্তু, অত্যন্ত প্রিয়জন।

আঁধি, আন্ধি—বিঃ ধুলা ও অন্ধকার সৃষ্টিকারী ঝড়ো হাওয়া ('ঘুম ভাঙ্গাবার আঁধি': র. চ.) [সং. অন্ধ]।

আঁধিয়ার—**আঁধার**-এর কোমল রূপ।

আঁব—**আম**-এর প্রাদে রূপ। [পালি. অম্ব]।

আঁবুই, আঁবুই-মা—বিঃ ভ্রাতা বা ভগ্নীর শাশুড়ী। [?]।

আঁশ১—**আঁষ**-এর বানানভেদ।

আঁশ২—বিঃ সূক্ষ্ম সূত্র, তন্তু, রোঁয়া; বৃক্ষ-লতা-ফল প্রভৃতির ভিতরকার সূক্ষ্ম তন্তু; মৎস্যের শল্ক, scales। [সং. অংশু]।

আঁশফল—বিঃ নিচুজাতীয় একপ্রকার ফল। [দেশী ?]।

আঁশান, আঁশানো—(১)ক্রিঃ চিনি গুড় প্রভৃতির রসে জ্বাল দেওয়া (পিঠে আঁশান); একটু শুষ্ক করা (রৌদ্রে আঁশান)। (২)বিণ. ও বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং √আঁশা (সং অংশু) + আন]।

আঁশাল, আঁশালো—বিণঃ আঁশযুক্ত, আঁশবহুল। [বাং. আঁশ + আল]।

আঁষ, আঁইষ—(১)বিঃ আমিষ দ্রব্য, মাছ-মাংস। (২)বিণঃ মাছ-মাংস কাটা রাঁধা প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত (আঁষ-বঁটি)। [সং. আমিষ]। বিণঃ **আঁষটে, আঁশ্টে, আঁইশ্টা**—আমিষ আঁষের বা মাছের গন্ধযুক্ত।

আঁসু—বিঃ চোখের জল। [অশ্রু ?]।

আঁস্তাকুড়—বিঃ (বাড়ির) উচ্ছিষ্ট বা আবর্জনা ফেলিবার স্থান। [?—তু আচমনকুণ্ড, উচ্ছিষ্ট-কুণ্ড]। **আঁস্তাকুড়ের পাতা**—যে পাতা ভোজন-শেষে (আঁস্তাকুড়ে) ফেলিয়া দেওয়া হয়; আবর্জনা, (আল.) হেয় ব্যক্তি। **আঁস্তাকুড়ের পাতা কখনও স্বর্গে যায় না**—হেয় ব্যক্তি কখনও উচ্চ সমাজ বা ভদ্র পরিবেশের মধ্যে বাস করিতে পারে না।

আক—**আখ**-এর প্রাদে রূপ।

আককুটে, আকখুটে—বিণঃ জিনিসপত্রের প্রতি যত্নহীন; অমিতব্যয়ী। [সং. [illegible]]।

আকচা-আকচি—বিঃ পরস্পর ঈর্ষা, রেষারেষি। [দেশী]।

আকছার, আকচার—ক্রি-বিণঃ সচরাচর, সর্বদা, হামেশা। [আ আক্সর্]।

আকণ্ঠ—ক্রি-বিণঃ গলা পর্যন্ত, গলায়-গলায়। [সং আ + কণ্ঠ]। বিণঃ **-মগ্ন**—গলা পর্যন্ত নিমজ্জিত।

আকথা—**অকথা**-র কথ্য রূপ।

আকনি, আখনি—বিঃ মাংসের বা মসলার ক্বাথ। [সং যখনী]।

আকন্দ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ, অর্ক। [সং.]।

আকপিল, আকপিশ—বিণঃ পাঁশুটে বর্ণের। [সং. আ + কপিল, কপিশ]।

আকবরী, আকব্বরী—বিণ সম্রাট আকবরের আমলের বা তাঁহার নামাঙ্কিত (আকবরী মোহর)। [আ. আকবর, আকব্বর + বাং. ঈ]।

আকম্প, আকম্পন—বিঃ ঈষৎ কম্পন। [সং. আ + কম্প, কম্পন]।

আকম্পিত, আকম্প্র—বিণঃ ঈষৎ কম্পিত বা কম্পমান। [সং. আ + কম্পিত, কম্প্র]।

আকর—বিঃ খনি; উৎপত্তিস্থান; আধার; [সং.

আ+ √কৃ+অ (ধি)]। বিণঃ **-জ**—খনিজ। বিণঃ **আকরিক, আকরীয়**— খনিসম্বন্ধীয়; খনিজ।

আকর্ণ—ক্রি-বিণঃ কান পর্যন্ত (আকর্ণবিস্তৃত)। [সং. আ+কর্ণ]।

আকর্ণন—বিঃ শ্রবণ। [সং.আ+ √কর্ণ্+অন (ভা)]। বিণঃ **আকর্ণিত**—শ্রুত।

আকর্ষ—বিঃআকর্ষণ, টান; যদ্দ্বারা আকর্ষণ করা যায় (যেমন—আঁকশি চুম্বক পাথর প্রভৃতি); লতাতন্তু, প্রতান, tendril। [সং. আ+ √কৃষ্+অ (ভা, ণে)]। বিণ.বিঃ **-ক, আকর্ষিক**—আকর্ষণকারী; চুম্বক (পাথর)। **আকর্ষী** (-র্ষিন্) --(১) বিণঃ আকর্ষণকারী, (২) বিঃ আঁকশি। বিণ (স্ত্রী)ঃ **আকর্ষিণী**।

আকর্ষণ—বিঃ টান; নিজের দিকে আনা। [সং. আ+ √কৃষ্+অন(ভা)]। **আকর্ষণী**—(১)বিণঃ আকর্ষণকারিণী (আকর্ষণী শক্তি)। (২)বিঃ আঁকশি।

আকর্ষা--ক্রিঃ আকর্ষণ করা। [সং. আ+ √কৃষ্+আ]।

আকর্ষিক, আকর্ষী—**আকর্ষ** দ্রঃ।

আকলন—বিঃ গ্রহণ; পরিধান; আকাঙ্ক্ষা; গণনা; হিসাব করা; সংগ্রহ; যাহা গণনা বা হিসাব করা হইয়াছে। [সং.আ+ √কলি+অন (ভা)]।

আকসার—**আকছার**-এর রূপভেদ।

আকস্মিক—বিণঃ হঠাৎ ঘটিয়াছে বা ঘটে এমন, অপ্রত্যাশিত। [সং. অকস্মাৎ+ইক]।

আকাঁড়া—বিণঃ ঝাড়িয়া তুষ হইতে পৃথক্ করা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+কাঁড়া]।

আকাঙ্ক্ষা—বিঃ ইচ্ছা, বাসনা। [সং. আ+ √কাঙ্ক্ষ্+অ(ভা)+আ]। বিণঃ **আকাঙ্ক্ষণীয়**—আকাঙ্ক্ষা করার যোগ্য; কাম্য। বিণঃ **আকাঙ্ক্ষিত**—আকাঙ্ক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **আকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্)—আকাঙ্ক্ষা করে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **আকাঙ্ক্ষিণী**।

আকাট১—**আকাঠ**-এর রূপভেদ।

আকাট২—বিণঃ নিরেট, সম্পূর্ণ; অত্যন্ত, মহামূর্খ। [দেশী]।

আকাটা—বিণঃ কাটা নহে বা হয় নাই এমন, অকর্তিত। [বাং. আ-৩+কাটা]।

আকাঠা, আকাঠ—বিঃ বাজে কাঠ। [বাং. আ-৩ +কাঠ]।

আকামান, আকামানো—বিণঃ কামান বা মুণ্ডিত করা হয় নাই এমন, শ্রমবলে রোজগার করা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+কামান২]।

আ-কার১—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'আ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

আকার২—বিঃ মূর্তি, চেহারা, গঠন। [সং. আ+ √কৃ+অ (র্ম)]। বিঃ **-ইঙ্গিত, -প্রকার**—ভাবভঙ্গি।

আকাল—বিঃ দুর্ভিক্ষ, দুঃসময়। [সং. অকাল]।

আকালিক—বিণঃ অকালে উৎপন্ন, আশুবিনাশী। [স. অকাল+ইক]।

আকালী—**অকালী**-র রূপভেদ।

আকাশ—বিঃ গগন, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য। [সং. আ+ √কাশ্+অ (ধি)]। **আকাশ থেকে পড়া**—না জানার ভান করিয়া বা যথার্থ অজ্ঞতা-হেতু বিস্ময় প্রকাশ করা, (বিরল) সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হওয়া। **আকাশ ধরা**—বৃষ্টি বন্ধ হওয়া। **আকাশে তোলা**—অতি-বিক্ত প্রশংসা করা। **মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়া**—আকস্মিক বিষম বিপদ্‌পাতে দিশাহারা হওয়া। বিঃ **-কুসুম**—অসার কল্পিত বস্তু, অলীক কল্পনা। বিঃ **-গঙ্গা**—ছায়াপথ, the Milky Way; মন্দাকিনী। বিণঃ—**চারী** (-রিন্)—শূন্যপথে ভ্রমণকারী বা ভ্রমণ করিতে সক্ষম, ব্যোমচর। বিণ (স্ত্রী)ঃ **-চারিণী**। বিণঃ **-চুম্বী** (-ম্বিন্)—গগনস্পর্শী; অত্যন্ত উচ্চ। বিণঃ **-জাত**—আকাশে বা শূন্যে জন্মিয়াছে এমন। বিঃ **-দীপ, -প্রদীপ**—হিন্দুগণ কর্তৃক দেবোদ্দেশে বা মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে কার্তিকমাসের প্রতি সন্ধ্যায় বংশদণ্ডের মাথায় যে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। বিঃ **-পট**—আকাশের আঙিনা। বিঃ **-পথ**—শূন্য দিয়া গমনাগমনের পথ। **-পাতাল** (১)ক্রি-বিণঃ স্বর্গ হইতে পাতাল পর্যন্ত; সর্বত্র বা সর্ববিষয়ে (আকাশপাতাল ভাবা), (২)বিণঃ বহু-পরিমাণ (আকাশপাতাল প্রভেদ)। বিঃ **-বাণী**—দৈববাণী, বেতারবাণী, radio। বিঃ **-মণ্ডল**—নভোমণ্ডল। বিঃ **-যান**—উড়োজাহাজ, এরো-প্লেন। বিণঃ **-স্থ**—আকাশে অবস্থিত; আকাশের।

আকিঞ্চন—বিঃ নিঃস্বতা, দৈন্য, (বাং.) বিনীত কামনা, আগ্রহ, চেষ্টা। [সং. অকিঞ্চন+অ (ভা)]।

আকীর্ণ—বিণঃ ছড়ান, বিক্ষিপ্ত। [সং. আ+ √+কৃত (র্ম)]।

আকুঞ্চন—বিঃ ঈষৎ কোঁকড়াইয়া বা গুটাইয়া

যাওয়া, সঙ্কোচন। [সং. আ+কুঞ্চন]। বিণঃ **আকুঞ্চিত**—কোঁকড়ান, গুটান, সঙ্কুচিত।

আকুড়াসি—বিঃ আঁকশি। [সং. আকর্ষী]।

আকুত, আকূতি—বিঃ আকুলতা; আকুল প্রার্থনা; অভিপ্রায়, মনের ভাব। [সং. আ+ √কু বা √কৃ+ত, তি (ভা)]।

আকুমার—ক্রি-বিণঃ কুমার বয়স হইতে। [বাং. আ-৩+কুমার১]।

আকুল—বিণঃ উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, অস্থির, বিহ্বল, উচ্ছ্বসিত, (বিরল) অসংবৃত। [সং. আ+ √কুল্ +অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। ক্রিঃ **আকুলা**—আকুল হওয়া। বিণঃ **আকুলিত**—আকুল হইয়াছে এমন। **আকুলিবিকুলি** — (১) বিঃ অতিশয় আকুলতা; (২)ক্রি-বিণঃ অতি আকুলভাবে। বি. বিণঃ **আকুলীকৃত**—আকুল করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **আকুলীভূত**—আকুল হইয়া উঠিয়াছে এমন।

আকূত, আকৃতি—**আকুত** এবং **আকুতি**-র সমধিক প্রচলিত বানানভেদ।

আকৃতি—বিঃ চেহারা, গঠন। [সং. আ+ √কৃ +তি (ণে)]। বিঃ **-প্রকৃতি**—হাবভাব।

আকৃষ্ট—বিণঃ আকর্ষণ করা হইয়াছে এমন; প্রলুব্ধ; মুগ্ধ। [সং. আ+ √কৃষ্ +ত (র্ম)]।

আকৃষ্যমাণ—বিণঃ আকর্ষণ করা হইতেছে বা টানিয়া আনা হইতেছে এমন। [সং. আ+ √কৃষ্ +আন (মান) (র্ম)]।

আক্কেল—বিঃ বুদ্ধি, বিবেচনা, কাণ্ডজ্ঞান। [আ. আক্ল্]। বিঃ **-গুড়ুম**—হতবুদ্ধিতা। বিঃ **-দাঁত** —পূর্ণবয়সে উদ্গত দাঁত। **-দাঁত উঠা**—বুদ্ধির পরিপক্বতা লাভ করা। বিণঃ **-মন্ত, -মন্দ**—বিবেচক; বিজ্ঞ [আ. আক্ল্+বাং. মন্ত]। বিঃ **-সেলামী**—অনভিজ্ঞতা বা মূর্খতার ফলে প্রাপ্ত শাস্তি বা দেয় লোকসান।

আক্‌দ—বিঃ মুসলমানী বিবাহে বরকন্যার পরস্পরকে স্বীকার [আ.]।

আক্রম—বিঃ বলপূর্বক অতিক্রম; বিক্রম, আক্রমণ, অভিভব; উদয়। [সং. আ+ √ক্রম্+অ (ভা)]।

আক্রমণ—বিঃ হিংসাবশে ক্ষতিসাধনার্থ অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ; অধিকার করার উদ্দেশ্যে কোন দেশের সহিত লড়াই শুরু করা, হানা, হামলা; অধিষ্ঠান, গ্রাস (রোগের আক্রমণ); আক্রম। [সং. আ+ √ক্রম্+অন (ভা)]। বিণঃ **আক্রমণীয়** —আক্রমণযোগ্য।

আক্রা—বিণঃ দুর্মূল্য, মহার্ঘ। [সং. অক্রেয়]।

আক্রান্ত—বিণঃ আক্রমণ করা হইয়াছে এমন, আক্রমণের বিষয়ীভূত; পীড়িত (রোগাক্রান্ত)। [সং. আ+ √ক্রম্+ত (র্ম)]।

আক্রোশ—বিঃ বিদ্বেষ, ক্রোধ, গায়ের ঝাল। [সং. আ+ √ক্রুশ্+অ (ভা)]।

আক্লান্ত—বিণঃ অতিশয় ক্লান্ত। [বাং. আ-৩+সং. ক্লান্ত]।

আক্ষরিক—বিণঃ অক্ষরসংক্রান্ত; অক্ষরানুযায়ী। বর্ণে বর্ণে কৃত, হুবহু, literal (আক্ষরিক অনুবাদ)। [সং. অক্ষর+ইক]।

আক্ষিপ্ত—বিণঃ নিক্ষিপ্ত; বিক্ষিপ্ত; আক্ষেপযুক্ত; দুঃখে অধীর। [সং. আ+ক্ষিপ্+ত (র্ম)]।

আক্ষোট, আক্ষোড়—বিঃ আখরোট-গাছ। [সং. অক্ষ+ওট, ওড+অ]।

আক্ষেপ—বিঃ অঙ্গবিক্ষেপ, খেঁচুনি, তড়কা, fits; ক্ষোভ, মনস্তাপ; বিলাপ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। [সং. আ+ √ক্ষিপ্+অ (ভা)]।

আখ—বিঃ ইক্ষু। [সং. ইক্ষু]।

আখটি, আখটে—**আখুটি** দ্রঃ।

আখড়া—বিঃ (ব্যায়াম গীতবাদ্য প্রভৃতির) অনুশীলনের স্থান; সন্ন্যাসীদের (বিশেষতঃ বৈষ্ণব বৈরাগীদের) আশ্রম, আড্ডা। [সং. অক্ষবাট, হি. আখাড়া]। বিঃ **-ই**—(অভিনয়াদির) মহলা। বিঃ **-ধারী**—মঠের বা আখড়ার অধ্যক্ষ।

আখনি—**আকনি**-র রূপভেদ।

আখণ্ডল—বিঃ ইন্দ্র। [সং.]।

আখর—বিঃ অক্ষর; কীর্তনাদি গানে মূল পদের সহিত ইচ্ছামত সংযোজিত পদ (আখর দেওয়া)। [সং অক্ষর]।

আখরোট—বিঃ পার্বত্য ফলবিশেষ। [সং. অক্ষোট]।

আখা—বিঃ উনান, চুল্লী। [তু. সং. উখা= হাঁড়ি]।

আখাম্বা—বিণঃ থামের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অত্যন্ত মোটা ও লম্বা (আখাম্বা বাঁশ)। [বাং. আ-৩ (সদৃশ)+খাম্বা (সং. স্কম্ভ, স্তম্ভ]।

আখির—**আখের**-এর রূপভেদ।

আখুটি, আখটি—বিঃ আবদার, বায়না। [সং. অখট্টি]। বিণঃ **আখুটে, আখটে**—আবদেরে, বেশী বায়না করে এমন (আখুটে শিশু)।

আখুন্দ, আখুন্জী—বিঃ ফারসী-শিক্ষক। [ফা.]।

আখেটক, আখেটিক—বিঃ ব্যাধ, শিকারী। [সং.]।

আখের—বিঃ পরিণাম; ভবিষ্যৎ; শেষ, অন্ত।

[আ. আখীর্]। বিণ: **আখেরি, আখেরী**—অন্তিম, শেষকালীন। **আখেরি চাহার শম্বা**—মোহাম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী বুধবার এবং তদুপলক্ষে মুসলমানদের পালনীয় পর্ব। **আখেরি জমানা**—কেয়ামত বা প্রলয়ের পূর্ববর্তী যুগ, শেষ যুগ (তু. কলিযুগ)।

আখোলা—বিণ: খোলা নয় এমন, আটকান। [বাং আ-৩+খোলা]।

আখ্যা—বি: সংজ্ঞা, নাম, উপাধি; কথন। [সং. আ+ √খ্যা+অ (ভে, ভা)+আ]। বিণ: **-ত**—সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, কথিত; বাখ্যাত; প্রসিদ্ধ। বি: **-ন**—কাহিনী, ইতিহাস; কথন। বিণ: **-য়ক**—কথক, প্রচাবক। বি: **আখ্যায়িকা**—কাহিনী। বিণ: **আখ্যায়ী** (-য়িন্)—আখ্যায়ক, কথক। বিণ: **আখ্যেয়**—আখ্যাযুক্ত; নামবিশিষ্ট, কথনীয়।

আগ—(১)বি: অগ্রভাগ। (২)বিণ: সর্বাগ্রবর্তী, সর্বোচ্চ (আগডাল)। [সং. **অগ্র**]। ক্রি-বিণ: **-পাছ**—অগ্রপশ্চাৎ (আগপাছ ভাবা)। ক্রি: **-বাড়া,-বাড়ান,-বাড়ানো, আগ্‌বাড়া**—অগ্রবর্তী হওয়া।

আগড়, আগল—বি: কপাটের পরিবর্তে ব্যবহৃত বেড়াবিশেষ, ঝাঁপ, টাটি, দরজার খিল। [সং. অর্গল]।

আগড়-বাগড়—বি: নানা বাজে জিনিস; অর্থহীন কথা, প্রলাপ। [তু. হি. অগড়্বগড়্]।

আগড়ম-বাগড়ম—বি: অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বা অসংলগ্ন কথা (আগডম-বাগড়ম বকা)। [তু. হি. আওড়ম্-বওডম্]।

আগডুম-বাগডুম, আগডোম-বাগডোম—বি: শিশুদের ক্রীড়াবিশেষ। [?]।

আগত—বিণ: আসিয়াছে এমন, উপস্থিত; প্রাপ্ত (শরণাগত)। [সং. আ+গত]। বিণ: **-প্রায়**—প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে এমন, আসন্ন।

আগদুয়ার—বি: বহির্বাটী। [সং. **অগ্রদ্বার**]।

আগন্তুক—(১)বি: অতিথি; নবাগত (অপরিচিত) ব্যক্তি। (২)বিণ: হঠাৎ উপস্থিত (আগন্তুক বিপদ্)। [সং.]।

আগবাড়া, আগবাড়ান—**আগ** দ্র:।

আগম—বি: বেদাদি শাস্ত্র; তন্ত্রশাস্ত্র; আগমন (শরদাগম); লাভ, উপার্জন (ধনাগম); জীবদেহের শ্বাসগ্রাহী অঙ্গ, অন্তঃশ্বসন যন্ত্র, inhalant [বি. প.]; আমদানি, import [স. প.]; (ব্যাক.) প্রকৃতিপ্রত্যয়ের লোপ না করিয়া উপস্থিত বর্ণ বা তন্মধ্যে ঐরূপ বর্ণের প্রবেশ। [সং. আ+ √গম্+অ]। বি: **-শুল্ক**—আমদানির জন্য দেয় কর, import duty [স.প.]।

আগমন—বি: আসিয়া উপস্থিত হওয়া। [সং. আ+গমন]। **আগমনী**—(১)বি: শিবপত্নী ও হিমালয়নন্দিনী উমার পিত্রালয়ে আগমনবিষয়ক গান; (২)বিণ: আগমন-সম্বন্ধীয়। [সং. আগমন+বাং. ঈ]।

আগর১—**অগরু**-র বিকৃত রূপ।

আগর২—**আকর**-এর বিকৃত রূপ।

আগর৩—বিণ: (অপ্র.) শ্রেষ্ঠ, প্রধান, চূড়ামণি, উৎকৃষ্ট। [সং. অগ্র]। বিণ(স্ত্রী): **আগরী**।

আগল—বি: খিল; বাধা। [সং. অর্গল]।

আগলা১—বিণ: অনাবৃত; খোলা। [তু. বাং. আগল, সং. অলগ্ন]।

আগলা২—ক্রি: **আগলান**-র কোমল রূপ।

আগলান, আগলানো—(১)ক্রি: আটক করা; পাহারা দেওয়া, সামলান। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে (ছেলে আগলানর ঝি)। [বাং √আগ্‌লা (নামধাতু < 'আগল')+আন]।

আগলি—(১)বিণ: অগ্রবর্তী; প্রধান। (২)বি: আলয়, আগার ('বুদ্ধির আগলি': ক. ক.)। [সং. অগ্র]।

আগা—বি: অগ্রভাগ, উপরিভাগ (গাছের আগা); ডগা (ছুঁচের আগা)। [সং. অগ্র]। ক্রি-বিণ: **-গোড়া**—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, আদ্যন্ত।

আগাছা—বি: অকেজো গাছ লতা বা তৃণ; জঞ্জাল। [বাং. আ (=মন্দ)+গাছ+আ]।

আগান, আগানো—(১)ক্রি: অগ্রসর হওয়া। (২)বি: উক্ত অর্থে (আগানর পথ)। [বাং. √আগা (নামধাতু < আগ)+আন]।

আগাপাছতলা, আগাপাস্তলা—ক্রি-বিণ: অগ্র-পশ্চাৎ; আগাগোড়া; আপাদমস্তক। [দেশী]।

আগাম—বিণ: অগ্রিম। [সং. অগ্রিম]।

আগামী (-মিন্)—বিণ: ভবিষ্যতে আসিবে বা ঘটিবে এমন, ভাবী। [সং. আ+ √গম্+ইন্(র্তৃ)]।

আগার—বি: গৃহ; আধার। [সং.]।

আগি—বি: (ব্রজ.) আগুন ('হৃদয়ে জ্বলত মবু আগি': চণ্ডী.)। [প্রা. অগ্‌গি < সং. অগ্নি]।

আগিলা—বিণ: সম্মুখদিকস্থ ('আগিলা ঘাটে সে নায়: চণ্ডী)। [বাং. আগ+ইলা (তু. পাছিলা)]।

আগু—(১)বি: প্রথম, পূর্ব (আগু হইতে)। (২)বিণ: অগ্রবর্তী, অগ্রগামী (আগু দল)। (৩)ক্রি-বিণ:

আগে, প্রথমে ('আগু গিয়া রাবণের গলে দিব ফাঁস' : কৃত্তি.)। [সং. অগ্র]। ক্রি-বিণ: **-তে**—প্রথমে, পূর্বে। ক্রি-বিণ: **-পাছু, -পিছু**—অগ্র-পশ্চাৎ, ভূতভবিষ্যৎ (আগুপাছু বিবেচনা করা); ইতস্ততঃ (আগুপিছু করা)। ক্রি: **আগুবাড়া**—**আগ** দ্রঃ। বিণ: **-য়ান, -সর, -সার**—অগসর, অগ্রবর্তী।

আগুন, (কাব্যে) **আগুনি**—বি: অগ্নি। [সং. অগ্নি]। ক্রি: **আগুন করা**—রন্ধন অগ্নিসেবন প্রভৃতির জন্য কাষ্ঠাদি-সংগ্রহপূর্বক আগুন জ্বালান। ক্রি: **আগুন ধরা, আগুন লাগা**—অগ্নিসংযুক্ত হওয়া (ঘরে আগুন লাগা), বিশৃঙ্খলা উপদ্রব অভাব প্রভৃতি উপস্থিত হওয়া (কাজে রান্নায় বা ফসলে আগুন লাগিয়াছে)। ক্রি: **আগুন দেওয়া, আগুন লাগান**—অগ্নিসংযোগ করা। ক্রি: **আগুন পোহান**—আগুনের তাপ উপভোগ করা। ক্রি: **আগুন হওয়া**—অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া (ইহাতে সে আগুন হইয়া উঠিল)।

আগুয়ান—**আগু** দ্রঃ।

আগুরি, আগুরী—বি: উগ্রক্ষত্রিয় জাতি। [তু. উগ্রক্ষত্রিয়]।

আগুল্ফ—ক্রি-বিণ: গোড়ালি পর্যন্ত (আগুল্ফ-লম্বিত কেশ)। [সং. আ+গুল্ফ]।

আগুলা—আগলা-র রূপভেদ।

আগুসর, আগুসার—**আগু** দ্রঃ।

আগে—ক্রি-বিণ: প্রথমে, পূর্বে, সম্মুখে। [সং. অগ্রে]। বিণ: **-কার**—প্রথমের, পূর্বের, অতীতের (আগেকার কথা, আগেকার দিন)। **আগে আগে**—সম্মুখে। ক্রি-বিণ: **-পাছে**—সম্মুখে ও পিছনে। **আগেপাছে করা**—ইতস্ততঃ করা। ক্রি-বিণ: **-ভাগে**—সর্বাগ্রে; প্রথমে।

আগ্নেয়—বিণ: আগুন-সম্বন্ধীয়; অগ্নিগর্ভ (আগ্নেয়গিরি); অগ্নি-নিঃসারক (আগ্নেয়াস্ত্র), অগ্নিতাপে গলিত হইয়া উৎপন্ন (আগ্নেয় প্রস্তর)। [সং. অগ্নি+এয়]। বি: **-গিরি**—আগুন উষ্ণ গলিত ধাতু ধুলাবালি প্রভৃতি নিঃসারক পর্বত-বিশেষ, volcano। বি: **আগ্নেয়াস্ত্র**—কামান-বন্দুকাদি অস্ত্র; বজ্র শতঘ্নী প্রভৃতি পৌরাণিক অস্ত্র।

আগ্রহ—বি: ঝোঁক, ব্যগ্রতা; ঐকান্তিক চেষ্টা বা ইচ্ছা; আসক্তি। [সং. আ+ √গ্রহ্‌+অ (ভা)]। বি: **আগ্রহাতিশয়**—অতিশয় আগ্রহ। বিণ: **আগ্রহান্বিত**—আগ্রহযুক্ত, উৎসুক।

আগ্রাসন—বি: বৈদেশিক রাজ্যকে গ্রাস বা আক্রমণ করার প্রবৃত্তি। [সং. আ+ √গ্রস্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)। তু ইং. aggression]। বিণ: **আগ্রাসী**—উক্ত প্রবৃত্তিযুক্ত (আগ্রাসী চীন)।

আঘাট, আঘাটা—বি: অব্যবহার্য ঘাট; যাহা যথার্থ ঘাট নহে। [বাং. আ (=মন্দ বা অপ্রকৃত) +ঘাট+আ]।

আঘাত—বি: চোট, ঘা; প্রহার। [সং. আ+ √হন্‌+অ (ভা)]। বি.বিণ: **-ক**—আঘাতকারী। বি: **-ন**—আঘাতকরণ। বিণ: **-সহ**—আঘাত সহ্য করিতে পারে এমন।

আঘ্রাণ—বি: গন্ধগ্রহণ (আঘ্রাণ করা)। [সং. আ + √ঘ্রা+অন (ভা)]। বিণ: **আঘ্রাত**—শোঁকা হইয়াছে এমন।

আঙটা, আঙটি, আঙন, আঙরা আঙরাখা, আঙার, আঙিনা, আঙিয়া, আঙুর, আঙুল—যথাক্রমে **আংটা, আংটি, আঙ্গিনা, আংরা, আংরাখা, আঙ্গার, আঙ্গিনা, আঙ্গিয়া, আঙ্গুর, আঙ্গুল**-এর বানানভেদ।

আঙ্গ—বিণ: অঙ্গ-সম্বন্ধীয়; আঙ্গিক। [সং. অঙ্গ অ]।

আঙ্গার১—(১)বি: অঙ্গারসমূহ। (২)বিণ: অঙ্গার-সম্বন্ধীয়। [সং. অঙ্গার+অ]।

আঙ্গার২—বি: অঙ্গার, কয়লা, পোড়া কাঠ। [সং. অঙ্গার]।

আঙ্গিক—(১)বিণ: অঙ্গ বা বিষয় সম্বন্ধীয়; অঙ্গ-জাত, অঙ্গভঙ্গিদ্বারা সম্পাদিত বা অভিনীত। (২)বি: অভিনয়াদি শিল্পকলার সহচর ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি (বেতালা আঙ্গিক অভিনয়ের রসহানি করিয়াছে); (অশু.) কলা-কৌশল। [সং. অঙ্গ +ইক]।

আঙ্গিনা, আঙ্গন—বি: উঠান। [সং. অঙ্গন]।

আঙ্গিয়া—বি: স্ত্রীলোকের ছোট ও আঁটো জামা-বিশেষ; চোলি, কাঁচুলি। [সং. অঙ্গিকা]।

আঙ্গিরস—বি: অঙ্গিরস মুনির পুত্র; বৃহস্পতি; গোত্রবিশেষ। [সং. অঙ্গিরস্‌+অ]।

আঙ্গুর—বি: দ্রাক্ষা। [ফা.]।

আঙ্গুল—বি: অঙ্গুলি। [সং. অঙ্গুলি]। **আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ**—অকস্মাৎ বা অতি দ্রুত পদোন্নতি বা ঐশ্বর্যবৃদ্ধি। বি: **-হাড়া**—আঙ্গুলের রোগবিশেষ।

আঙ্গোট—বি: পায়ের আঙ্গুলে পরার আঙটি। [সং. অঙ্গুষ্ঠিকা]।

আচকা—ক্রি-বিণঃ অকস্মাৎ, হঠাৎ, আচমকা। [বাং. আচমকা]।

আচকান—বিঃ পুরুষের চাপকানের ন্যায় দীর্ঘ জামাবিশেষ। [ফা. অচ্‌কন্‌]।

আচঞ্চল—বিণঃ ঈষৎ চঞ্চল। [বাং. আ-৩+চঞ্চল]।

আচমকা—ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, আচম্বিতে, চমকাইয়া দেয় এমনভাবে। [হি অচম্ভা]। বিণঃ **আচমকা-সুন্দরী**—প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী না হইলেও হঠাৎ দেখিলে সুন্দরী মনে হয় এমন]

আচমন—বিঃ আঁচান, পূজাদির পূর্বে জলদ্বারা বিধি-অনুযায়ী দেহশুদ্ধি ; আহারের পর হস্তমুখ-প্রক্ষালন। [সং. আ+ √চম্‌+অন (ভা)]। বিঃ **আচমনীয়**—আচমন করিবার জল; যাহা আহার করিলে আচমন করা আবশ্যক একপ দ্রব্য।

আচম্বিতে, (বিরল) **আচম্বিত**—ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, অকস্মাৎ, আচমকা। [সং. অসম্ভাবিত—তু. হি. অচম্ভা]।

আচরণ—বিঃ ব্যবহার, চালচলন, অনুষ্ঠান, পালন (ধর্মাচরণ)। [সং. আ+ √চর্‌+অন (ভা)]। বিণঃ **আচরণীয়**—ব্যবহার্য (জলাচরণীয়), অনুষ্ঠেয় (আচরণীয় ধর্ম)। বিণঃ **আচরিত**—আচরণ করা হইয়াছে এমন।

আচাভুয়া, আচাভুয়ো—বিণঃ অত্যন্ত অদ্ভুত; কিম্ভুতকিমাকার। [সং অত্যাদ্ভুত]। বিঃ **আচাভো**—কিম্ভুতকিমাকার সংবিশেষ।

আচার১—বিঃ টক ঝাল তৈল ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, sauce। [পো. achar, ফা. আচার্‌]।

আচার২—বিঃ অনুষ্ঠান, পালন ; ব্যবহার, চাল-চলন (সদাচার), সংস্কার, রীতিনীতি (দেশাচার); শিষ্টজনানুমোদিত পদ্ধতি, সদাচার, শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি। [সং. আ+ √চর্‌+অ (ভা)]। বিণঃ —**বান্‌**—শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি পালনকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ -**বতী**। বিণঃ -**ভ্রষ্ট**—শাস্ত্রীয় আচরণ ও নিয়মাদি লঙ্ঘনকারী। বিণঃ **আচারী** (-রিন্‌)—নিষ্ঠাবান্‌, সদাচারী ; আচারবান্‌।

আচার্য—বিঃ বেদাধ্যাপক ; শিক্ষাগুরু ; দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা চ্যান্‌সেলর। [সং. আ+ √চর্‌+য (কৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **আচার্যা**—শিক্ষাদানকারিণী ; গুরু-মা ; বি(স্ত্রী)ঃ **আচার্যানী**—আচার্যপত্নী।

আচালা—বিণঃ চালা হয় নাই এমন ; অপরিষ্কৃত। [বাং. আ-৩+চালা]।

আচোট—বিণঃ অকর্ষিত ; পতিত। [বাং. আ-৩ +হি. চোট]।

আচ্ছন্ন—বিণঃ আবৃত, পরিব্যাপ্ত ; অচৈতন্য ; অভিভূত। [সং. আ+ছদ্‌+ত (র্ম)]। বিঃ -**তা**।

আচ্ছা—অব্যঃ স্বীকারসূচক বা সম্মতিসূচক শব্দ, ধরা যাউক (আচ্ছা তাহাই যেন হইল) ; বেশ, ভাল, উত্তম (আচ্ছা সাজিযাছে) ; খুব (আচ্ছা প্রহার করা) ; (ব্যঙ্গে) বিলক্ষণ (আচ্ছা সাধুর পাল্লায পড়েছ) ; চমৎকার (আচ্ছা বুদ্ধি)। [সং. অস্তু বা অচ্ছ]।

আচ্ছাদক—বিণঃ আবরক ; আচ্ছাদনকারী। [সং. আ+ √ছদ্‌+ণিচ্‌+অক (কৃ)]। বিঃ **আচ্ছাদন, আচ্ছাদ**—আবরণ ; আবৃতকরণ ; ঢাকনি, ছাউনি ; পরিধেয় বস্ত্রাদি (গ্রাসাচ্ছাদন)। বিণঃ **আচ্ছাদনীয়, আচ্ছাদ্য**—আচ্ছাদনের যোগ্য। ক্রিঃ **আচ্ছাদা**—আচ্ছাদন করা। বিণঃ **আচ্ছাদিত**—আচ্ছাদন করা হইয়াছে এমন।

আছড়া—বিঃ সেচন, ছড়া, ছিটা (জলের আছড়া)। [তু. বাং ছড়া১, সং. ছটা]।

আছড়ান, আছড়ানো—(১) ক্রিঃ আছাড় দেওযা সবলে নিম্নে বা ভূমিতে নিক্ষেপ করা। (২) বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং √ আছড়া+আন]।

আছাঁকা—বিণঃ (তরলদ্রব্যাদি) ছাঁকা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ছাঁকা]।

আছাঁটা—বিণঃ ঢেঁকিতে বা কলে ছাঁটা বা ভাঙ্গা হয় নাই এমন (আছাঁটা চাউল) ; অকর্তিত (আছাঁটা চুল)। [বাং. আ-৩+ছাঁটা]।

আছাড়—বিঃ বেগে নিম্নে বা মাটিতে নিক্ষেপ বা পতন। ক্রিঃ **আছাড়া**—আছাড় মারা। [দেশী]।

আছোলা—বিণঃ খোসা ছাল বা ছিলকা ছাড়ান হয় নাই এমন ; চাঁচা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ছোলা]।

আছ্‌ (>**আছি, আছ, আছে, আছেন, আছিল** প্রভৃতি)—ক্রিঃ থাকা, হওয়া, বিদ্যমান বা উপস্থিত থাকা। [সং. √ অস্‌; ইন্দোইউরোপীয় √এস্‌+কে (স্থ. চ.)]।

আজ—(১) অব্য. ক্রি-বিণঃ অদ্য, বর্তমান দিনে (আজ যাব) ; বর্তমানে (আজ তুমি ধনী)। (২) বিঃ অদ্যকার দিন (আজ শুভদিন) ; বর্তমান কাল। [প্রাকৃ. অজ্জ ; সং. অদ্য]। **আজ বাদে কাল**—শীঘ্রই। বিণঃ -**কার, -কের**—বর্তমান

দিবসের। অব্য. ক্রি-বিণ: **-কালে**—বর্তমানে, অধুনা। ক্রি: **আজ কাল করা**—অযথা বিলম্ব করা, গড়িমসি করা; অযথা সময়ক্ষেপ করা। অব্য. ক্রি-বিণ: **-কে**—আজ, বর্তমান দিবসে। বি: **আজ-নয়-কাল**—গাঁড়মসি, দীর্ঘসূত্রতা।

আজগবী, আজগুবী, আজগবি, আজগুবি—বিণ: অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অদ্ভুত। [ফা. অজ্+আ+গায়েব ?—সং. অযুক্ত]।

আজনাই—**আঁজনাই**-র রূপভেদ।

আজন্ম—ক্রি-বিণ.বিণ বিণ-বিণ: জন্মাবধি, যাবজ্জীবন (আজন্ম করিতেছি, আজন্ম বাস, আজন্ম দরিদ্র)। [সং. আ+জন্মন্]। ক্রি-বিণ: **-কাল**—চিরজীবন।

আজব—বিণ: অদ্ভুত। [আ. অজব্]।

আজর—বি: নৌকার দাঁড়, দাঁড়ের দড়ি। [?]।

আজা—বি: মাতামহ। [সং. আর্যক]। বি(স্ত্রী): **আজী, আজীমা**।

আজাড়—বিণ: উজাড়, নিঃশেষ। [তু. উজাড়]।

আজাদ—বিণ: মুক্ত, স্বাধীন। [ফা.]। **আজাদ হিন্দ ফৌজ**—ভারতের বাহিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত ভারতের মুক্তি-বাহিনী। বি: **আজাদি**—মুক্তি, স্বাধীনতা।

আজান—বি: নামাজ পড়িতে সাধারণকে শাস্ত্র-নির্দিষ্টভাবে আহ্বান। [আ. অজান্]।

আজানু—ক্রি-বিণ: (দেহের উপরাংশ হইতে) হাঁটু পর্যন্ত। [সং. আ+জানু]। বিণ: **-লম্বিত**—(দেহের উপরাংশ হইতে) হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত। বিণ: **-লম্বিতবাহু**—হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত বাহু-বিশিষ্ট অর্থাৎ দীর্ঘবাহু (এইরূপ বাহু বলিষ্ঠতার পরিচায়ক)।

আজি—**আজ**-এর রূপভেদ।

আজী—**আজা** দ্রঃ।

আজীবন—ক্রি-বিণ. বিণ. বিণ-বিণ: সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া (আজীবন চলা, আজীবন শত্রু, আজীবন পরিশুদ্ধ)। [বাং. আ-৩+সং. জীবন]।

আজীমা—**আইমা** ও **আজা** দ্রঃ

আজু—অব্য. ক্রি-বিণ: (ব্রজ.) আজ, অদ্য।

আজুরা—**অজুরা**-র রূপভেদ।

আজেবাজে—বিণ: (জিনিস কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে) নানাপ্রকারের বাজে। [দেশী]।

আজ্ঞান, আজ্ঞানো—(১) ক্রি: রোপণ বা বপন করা। (২) বি: রোপণ বা বপন (চারা আজ্ঞানর জায়গা)। (৩) বিণ: রোপিত বা উপ্ত (আজ্ঞানর চারা)। [বাং. √আজ্ঞা+আন]।

আজ্ঞপ্তি—বি: আদেশ; রায়, হুকুম, decree [স. প.]। [সং. আ+ √জ্ঞপ+তি]।

আজ্ঞা—(১) বি: আদেশ, অনুজ্ঞা, অনুমতি। (২) অব্য: সাড়াজ্ঞাপক বা সম্মতিসূচক ধ্বনি। [সং. আ+ √জ্ঞা+আ]। বিণ: **-কারী** (-রিন্)—আদেশদাতা, (বিরল) আজ্ঞাপালক। বিণ(স্ত্রী): **-কারিণী**। বিণ: **-ধীন, -নুবর্তী** (-র্তিন্), **-বহ**—আদেশপালক, বাধ্য। বিণ. বি: **-পক**—আদেশদাতা। বি: **-পত্র, -লিপি**—আদেশ-লিপি, হুকুমনামা। বি: **-পন**—আদেশদান। বিণ: **-পিত**—আদিষ্ট। অব্য: **আজ্ঞে**—সাড়াজ্ঞাপক, প্রশ্ন-বা সম্মতি-সূচক ধ্বনি। **যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞে**—তাহাই হইবে।

আজ্য—বি: হবিঃ, যজ্ঞীয় ঘৃতাদি। [সং.]।

আঝাড়া—বিণ: (শস্যাদি-সম্বন্ধে) ঝাড়িয়া ধুলা-বালি প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বস্তু দূর করা হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ঝাড়া]।

আঝালা—বিণ: ঝাল বা লঙ্কা মেশান হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+ঝাল+আ]।

আঞ্চলিক—বিণ: স্থানীয়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কোন স্থান বা এলাকা সংক্রান্ত। [সং. অঞ্চল+ইক]।

আঞ্জনি—বি: আজনাই; নেত্রপল্লবে উদ্‌গত ব্রণ-বিশেষ। [সং. অর্জুন ? অঞ্জনিকা ?]।

আঞ্জনেয়—বি: অঞ্জনার পুত্র, হনুমান্। [সং. অঞ্জনা+এয়]।

আঞ্জা—বি: এক সন্তানের জন্ম হইতে পরবর্তী সন্তান জন্মিবার পূর্বে নিয়মিত ব্যবধান। [দেশী]।

আঞ্জাম—বি: নির্বাহ, সরবরাহ (টাকার আঞ্জাম); বন্দোবস্ত; (অশু.) আয়বায়। [ফা. আন্‌জাম্]।

আঞ্জিনেয়—বি: টিকটিকিজাতীয় হিংস্র জীব-বিশেষ; আজনাই। [সং. অঞ্জনী+এয়]।

আঞ্জীর—বি: ডুমুরজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা.]

আঞ্জুনি—**আঞ্জনি**-র রূপভেদ।

আঞ্জুমান, আঞ্জুমন—বি: সভা, সমিতি, মজলিস। [ফা. আন্‌জুমন্]।

আট—বি. বিণ: ৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্ট]। **-ই**—(১) বি: মাসের ৮ তারিখ; (২) বিণ: ৮ তারিখের। বি: **-কড়াইয়া, -কৌড়ে**—সন্তান-জন্মের অষ্টম দিনে ৮ রকম কড়াইভাজা-ঘটিত জলপান বিতরণরূপ মাঙ্গলিক সংস্কার।

বিণঃ **-কপালিয়া, -কপালে**—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-কপালী**। ক্রিঃ **আটখানা করা**—খণ্ড খণ্ড বা টুকরা টুকরা করা। ক্রিঃ **আটখানা হওয়া**—(আনন্দে) অধীর হওয়া বা ফাটিয়া পড়া। বিঃ **-ঘাট**—চতুর্দিক্; সকল পথ বা উপায়। বি. বিণঃ **-চল্লিশ**—৪৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-চালা**—আটখানি চালাযুক্ত প্রাচীরহীন ঘর বা মণ্ডপ। বি. বিণঃ **-ত্রিশ**—৩৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। বি. ক্রি-বিণঃ **-পহর, -পর**—সমস্ত দিন ও রাত্রি। বিণঃ **-পিঠা, -পিঠে, -পিটে**—অষ্টপৃষ্ঠযুক্ত; অষ্টতলযুক্ত; সকল ভার-বহনে সমর্থ; সর্বদিকে দক্ষ, চৌকস। বিণঃ **-পৌরে**—সদা ব্যবহার্য (অর্থাৎ পোশাকী নহে এমন)। বি.বিণঃ **-ষট্টি**—৬৮ সংখ্যা বা সংখ্যক।

আটই—**আট** দ্রঃ।

আটক—(১) বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধক (ইহাতে কোন আটক নাই)। (২) বিণঃ বন্দী, অবরুদ্ধ (আটক থাকা)। [দেশী]। ক্রিঃ **আটক পড়া**—অবরুদ্ধ হইয়া পড়া।

আটকড়াইয়া, আটকপালিয়া, আটকপালী, আট-কপালে—**আট** দ্রঃ।

আটকা—(১) বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধক। (২) বিণঃ অবরুদ্ধ (আটকা থাকা, আটকা জায়গা)। [বাং. আটক + আ]। ক্রিঃ **আটকা পড়া**—আটক বা অবরুদ্ধ হইয়া পড়া। বিঃ **আটকা-আটকি**—কড়াকড়ি ব্যবস্থা, কড়াকড়ি।

আটকান, আটকানো—(১) ক্রিঃ অবরুদ্ধ করা (খোঁয়াড়ে আটকান), বাধাপ্রাপ্ত হওয়া (কথা আটকায় না, কাজ আটকায়); সংবদ্ধ করা (দেওয়ালে আটকান); বাধা দেওয়া (বন্যা আটকান); বাধিয়া যাওয়া (গাছে আটকান)। (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. আটক হইতে নামধাতু √আটকা + আন]।

আটকে, আটকিয়া—বিঃ জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ-বিশেষ; জগন্নাথ-মন্দিরে বিতরিত নির্দিষ্টপরিমাণ প্রসাদ। [ও. একাটিয়া]। **আটকে বাঁধা**—জগন্নাথ-মন্দিরে পুণ্যার্থ অর্থপ্রদান যাহাতে একজনের ভোজনোপযোগী প্রসাদের ব্যবস্থা হয়।

আটকৌড়ে, আটখানা, আটঘাট, আটচল্লিশ, আট-চালা, আটত্রিশ, আটপর, আটপহর, আটপিটে, আটপিঠা, আটপিঠে, আটপৌরে, আটষট্টি—**আট** দ্রঃ।

আটা$_1$—**আঠা**-র রূপভেদ।

আটা$_2$—বিঃ গোধূমচূর্ণ। [দেশী]।

আটা$_3$—বিঃ আট ফোঁটাযুক্ত তাস। [বাং. আট + আ]।

আটাইশ; (চলিত) **আটাশ**—বি.বিণঃ ২৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টাবিংশতি]। **আটাশে**—(১) বিঃ মাসের ২৮ তারিখ; (২) বিণঃ ২৮ তারিখের, গর্ভধারণের অষ্টম মাসে জাত; দুর্বল ('আটাশে ছেলে': রা. প্র.)।

আটাত্তর—বি বিণঃ ৭৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টসপ্ততি বা অষ্টাসপ্ততি]।

আটানব্বই—বি.বিণঃ ৯৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টনবতি বা অষ্টানবতি]।

আটান্ন—বি.বিণঃ ৫৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টপঞ্চাশৎ বা অষ্টাপঞ্চাশৎ]।

আটাল—**আঠাল**-র রূপভেদ।

আটাশ—**আটাইশ** দ্রঃ।

আটি—**আঁটি**-র রূপভেদ।

আঠা—বিঃ কাই, গঁদ, লেই; চট্‌চটে রস বা বস্তু (গাছের আঠা); আগ্রহ, অভিনিবেশ (কাজে আঠা থাকা)। বিঃ **-কাটি**—পাখি ধরার জন্য আঠা-মাখান শলা; (আল.) ধরার জন্য ফাঁদ। বিণঃ **-ল, -লো**—চট্‌চটে, আঠাযুক্ত।

আঠার, আঠারো—বি. বিণঃ ১৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. অষ্টাদশন্]। **আঠার মাসে বৎসর**—(আল.) অতিশয় দীর্ঘসূত্রতা। **-ই**—(১) বিঃ মাসের ১৮ তারিখ; (২) বিণঃ ১৮ তারিখের।

আঠি—**আঁটি**-র রূপভেদ।

আড়$_1$—বিঃ টেংরা-জাতীয় বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

আড়$_2$—বিঃ আড়াল। [সং. আবর্ত ?]।

আড়$_3$—বিণঃ অপর; বিপরীত (আড়পাড়)। [সং. অপর]।

আড়$_4$—বিঃ প্রস্থ, পার্শ্ব (আড়ে-দিঘে); (উচ্চারণের) জড়তা (কথার আড়); কাপড়জামা রাখিবার বা পাখির বসিবার দণ্ড। [দেশী]।

আড়$_5$—বিণঃ তেরছা, বাঁকা, তির্যক্ (আড়চোখে; আধ (আড়পাগলা, আড়মাতলা)। [সং. অরাল—তু. হি. আড়]। ক্রিঃ **আড় ভাঙা**—সোজা করা; (প্রধানতঃ উচ্চারণের বা দেহের) জড়তা দূর করা। ক্রিঃ **আড় হওয়া**—কাত হওয়া; শোয়া। বিণঃ **-কোলা**—শিশুকে গো-দুগ্ধাদি খাওয়াইবার সময়ে তাহাকে মা যেমনভাবে কোলের উপর শোয়াইয়া নেন, তেমনভাবে

শায়িত। বিঃ **-খেমটা**—সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতির তালবিশেষ। বিঃ **-ঘোমটা**—অর্ধাবগুণ্ঠন। বিঃ **-চোখ, -নয়ন**—কটাক্ষ, চোরা চাহনি। বিণঃ **-পাগলা**—আধপাগলা, পাগলাটে। বিঃ **-মোড়া, আড়মোড়া**—শরীর সোজা করিয়া জড়তা দূরীকরণ। বিঃ **-বাঁশি**—নিম্নোষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া ফুঁ দিয়া বাজাইবার মত বাঁশি।

আড়ং—**আড়ঙ্গ**-এর বানানভেদ।

আড়কাটি, আড়কাঠি—বিঃ সৈন্যবাহিনীর জন্য লোক বা খনি কারখানা চা-বাগান প্রভৃতির জন্য মজুর সংগ্রহকারী, recruiter ; কর্ণধার, বন্দরের নিকটে জাহাজাদির পথপ্রদর্শক, pilot ; মাকু। [**দেশী**]।

আড়কাঠ, আড়কাঠা—বিঃ কড়িকাঠ। [দেশী]।

আড়কোলা, আড়খেমটা—**আড়৫** দ্রঃ।

আড়গড়া—বিঃ আস্তাবল, অশ্বশালা; অশ্বপালন-প্রতিষ্ঠান। [?]।

আড়ঘোমটা—**আড়৫** দ্রঃ।

আড়ঙ্গ—বিঃ গঞ্জ, গোলা, হাট, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান ; মেলা। [দেশী]। বিঃ **-ঘাটা**—নৌকারোহণের ঘাট বা স্থান। বিণঃ **-ছাঁটা**—স্বল্প পরিষ্কৃত, তুষ বাহির-করা, ঢেঁকিছাঁটা নহে এমন। বিঃ **-ধোলাই**—কোরা কাপড়ের রং ও মাড় উঠাইয়া ধৌতকরণ।

আড়চোখ—**আড়৫** দ্রঃ।

আড়ত, আড়ৎ—বিঃ গঞ্জ, গোলা, ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান স্থান। [তু. হি. আঢ়ৎ]। বিঃ **-দার**—যে ব্যক্তি অপরের মাল নিজের গোলায় রাখে এবং দস্তুরি বা দালালি লইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। বিঃ **-দারি**—আড়তদারের দস্তুরি বা পেশা। **-দারী**—আড়তদার বা আড়তদারের পেশা সংক্রান্ত।

আড়নয়ন, আড়পাগলা, আড়মোড়া, আড়বাঁশি—**আড়৫** দ্রঃ

আড়ম্বর—বিঃ জাঁকজমক, ঘটা, সমারোহ; মেঘ-গর্জন ; রণবাদ্য ; গর্ব। [সং.]।

আড়ষ্ট—বিণঃ অসাড় ; জড় ; অস্বচ্ছন্দ। [সং. অঙ্গাকৃষ্ট ?]। বিঃ **-তা**।

আড়া১—বিঃ আকৃতি ; ডৌল, ছাঁচ (বেআড়া); প্রকার, ধরন। [সং. আকার]।

আড়া২—বিঃ ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ। [সং. আঢ়ক]।

আড়া৩—বিঃ ডাঙ্গা, কিনারা ; আড়কাঠ ; কাপড় আদি রাখিবার আড়, সাঙ্গা। [দেশী]।

আড়াআড়ি—(১)ক্রি. বিণঃ কোণাকুণি। (২)বিঃ পরস্পর শত্রুতা বা প্রতিযোগিতা। [বা. আড়১]।

আড়াই—বিণঃ দুই এবং আধ, ২½। [সং. অর্ধ-তৃতীয়]। বিঃ **-য়া**—আড়াই গুণের নামতা ; আড়াই সের ওজনের বাটখারা।

আড়াঠেকা—বিঃ সঙ্গীতের তালবিশেষ। [বাং. আড়াই+ঠেকা]।

আড়ানা—বিঃ রাগিণীবিশেষ। [?]।

আড়ানি, আড়ানী—বিঃ বড় ছাতা, বড় পাখা। [দেশী]।

আড়ামোড়া—**আড়৫** দ্রঃ।

আড়াল—বিঃ অন্তরাল ; পরদা, আবরণ, গুপ্ত ব্যবধান। [বাং. আড়২]।

আড়ি১—**আড়া২**-এর রূপভেদ।

আড়ি২—বিঃ আড়াল, অসদ্ভাব, বিবাদ ; আক্রোশ (বালকবালিকাদের মধ্যে প্রচলিত) চিবুকে বুড়া আঙুল ঠেকাইয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ-বন্ধের সঙ্কল্প ঘোষণা। [দেশী]। ক্রিঃ **আড়ি দেওয়া**—প্রতিযোগিতা করা ; চিবুকে বুড়া আঙুল ঠেকাইয়া কাহারও সহিত বাক্যালাপ-বন্ধের সঙ্কল্প ঘোষণা করা। ক্রিঃ **আড়ি পাতা, আড়ি মারা**—আড়ালে লুকাইয়া শোনা।

আড়েহাতে—ক্রি-বিণঃ উঠিয়া-পড়িয়া, সোৎসাহে (আড়েহাতে লাগা) ; সজোরে (আড়েহাতে এক ঘা দেওয়া)। [আড়১ ?+হাতে]।

আড্ডা—বিঃ বাসস্থান ; মিলনস্থল, আখড়া ; বৈঠক (শব্দটি প্রধানতঃ মন্দার্থে ব্যবহৃত)। [দেশী]। ক্রিঃ **আড্ডা গাড়া**—বাসা বাঁধা। ক্রিঃ **আড্ডা দেওয়া, আড্ডা মারা**—দলবদ্ধ হইয়া রঙ্গতামাসা করা ; আড্ডায় যোগদান করা ; বৃথা গল্পগুজবে কালক্ষেপ করা। বিঃ **-ধারী**—আড্ডার প্রধান ব্যক্তি বা পরিচালক, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে আড্ডায় যায়। বিণঃ **-বাজ**—আড্ডায় আলস্যে সময় কাটায় এমন।

আঢাকা—বিণঃ খোলা ; আবরণহীন। [বাং. আ-+ঢাকা]।

আঢ্য—বিণঃ সমৃদ্ধ, ধনী ; যুক্ত, সম্পন্ন (ধনাঢ্য)। [সং. আ+ √ধৈ+অ (র্তৃ)]।

আণব, আণবিক—বিণঃ অণুসম্বন্ধীয়। molecular ; (অশু.) পরমাণুসম্বন্ধীয়, atomic। [সং. অণু+অ, ইক]। **আণবিক বোমা**—অ্যাটম বোমা।

আন্ডা—বিঃ ডিম, অণ্ড। [সং. অণ্ড]। বিঃ **-বাচ্চা**—গর্ভস্থ ও ক্রোড়স্থ সন্তান ; ছেলেপুলে।

আণ্ডিল, আণ্ডীল — (১)বিণঃ মহাধনশালী (আণ্ডিল লোক)। (২)বিঃ স্তূপ (টাকার আণ্ডিল)। [সং. আণ্ডীর]।

আণ্ডীর—বিণঃ ডিম্ববহুল ; ডিম্বযুক্ত। [সং. অণ্ড+অ+ঈর—তু. হি. অণ্ডেল]।

আতঙ্ক—বিঃ শঙ্কা। [সং. আ+ √তনক্+অ (ভা)]। বিণঃ **আতঙ্কিত**—শঙ্কিত।

আতত—বিণঃ বিস্তৃত, প্রসারিত। [সং. আ+ √তন্+ত (র্ম)]।

আততায়ী (-য়িন্)—বিণ. বিঃ হিংস্র আক্রমণকারী বা আঘাতকারী ; বধোদ্যত ; শত্রু, বিপক্ষ। [আতত+ √ই+ইন্ (র্তৃ)]। বিঃ **আততায়িতা**।

আতপ—বিঃ সূর্যকিরণ, রৌদ্র। [সং. আ+ √তপ্+অ(র্তৃ)]। **আতপ চাউল, আতপ তণ্ডুল**—আলোচাল। বিঃ **-ত্র, -বারণ**—ছত্র, ছাতা।

আতপ্ত—বিণঃ অত্যন্ত গরম। [বাং. আ-৩+ তপ্ত]।

আতর১—বিঃ সুগন্ধ পুষ্পসারাদি। [আ. ইৎর]। বিঃ **-দান**—আতর রাখার পাত্র।

আতর২—বিঃ (বিরল) খেয়ার ভাড়া, পারানির কড়ি ('আতর সঞ্চিত নাই বঞ্চিত সাঁতারে' : কৃ ম)। [সং আ+ √তৃ+অ]।

আতশ, আতস—বিঃ অগ্নি ; উত্তাপ। [ফা. আতশ্, আতিশ্]। বিঃ **-বাজি**—তুবড়ি হাউই প্রভৃতি অগ্ন্যুদ্গিরণকর বাজিবিশেষ। বিণঃ **আতশী, আতসী**—আগ্নেয়। **আতশী কাচ**—সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্নিপ্রজ্বালনে সক্ষম কাচবিশেষ।

আতা—বিঃ ফলবিশেষ। [পো. আতা]।

আতান্তর—বিঃ দুরবস্থা ; সঙ্কট। [সং. অবস্থান্তর > অথান্তর]।

আতাম্র—বিণঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ ; পাটল। [বাং. আ-+তাম্র]।

আতালিপাতালি—ক্রি-বিণঃ সর্বত্র, চতুর্দিকে ; (বিরল) ব্যাকুল ও ব্যস্তসমস্ত ভাবে, এদিক্-ওদিক্ চাহিতে চাহিতে। [প্রাকৃ. উত্থল্ল-পত্থল্ল]।

আতিক্ত—বিণঃ ঈষৎ তিক্ত, তিতকুটে [বাং.আ-৩ +তিক্ত]।

আতিথেয়—বিণঃ অতিথিসেবাপরায়ণ। [সং. অতিথি+এয়]। বিঃ **-তা**।

আতিথ্য—বিঃ অতিথিসেবা ; অতিথিসেবার উপকরণ। [সং. অতিথি+য]। বিঃ **-গ্রহণ, -স্বীকার**—অতিথি হওয়া।

আতিবিতি—**আথিবিথি**-র রূপভেদ।

আতিশয্য—বিঃ আধিক্য। [সং. অতিশয়+য]।

আ-তু—অব্যঃ কুকুরকে ডাকার শব্দ। [অনু.]

আতুআতু১—বিঃ অতিরিক্ত যত্ন ও সাবধানতা। [?]।

আতুআতু২ -আতুআতুর-র রূপভেদ।

আতুর—বিণঃ রুগ্ণ ; আর্ত, কাতর। [সং. আ+ √তুর্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **আতুরাশ্রম**—আতুরদের (বিনামূল্যে) থাকিবার স্থান।

আতেলা—বিণঃ (চুল গাত্রচর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে) তৈলশূন্য, রুক্ষ ; (রাঁধা ব্যঞ্জনাদি সম্বন্ধে) তেল কম হইয়াছে বা তেল দেওয়া হয় নাই এমন। [বাং. আ-৩+তেলা]

আত্তি—বিঃ আত্মীয়তা বা মমতা প্রদর্শন (যত্ন-আত্তি করা)। [সং. আত্মন্]।

আত্তিসো — বিণঃ সংস্বভাবহেতু সর্বজনপ্রিয়। [তু. সং আপ্তসৌভাগ্য]।

আত্তীকরণ—বিঃ দেহের অঙ্গীভূতকরণ, assimilation [বি. প.]। [সং. আ+ √দা+তি (র্ম)+করণ]।

আত্ম—বিণ.বিঃ আপনার, নিজের ; আপন জন (কেবা আত্ম কেবা পর)। [সং. আত্মন্]।

আত্ম-—বিঃ স্ব, স্বয়ং (সমাসে পূর্বপদ হইলে '**আত্মন্**'-শব্দের এই রূপ হয়)। বিঃ **-কর্ম**—নিজের কাজ বা ব্যাপার। বিঃ **-কলহ**—গৃহ-বিবাদ। বিণঃ **-কৃত**—স্বকৃত, নিজের দ্বারা সম্পাদিত। বিণঃ **-গত**—আত্মনিষ্ঠ ; স্বগত। বিঃ **-গরিমা** (-মন্), **-গর্ব**—অহঙ্কার। বিণঃ **-গর্বী** (-র্বিন্)—অহঙ্কারী। বিঃ **-গোপন**—নিজেকে বা নিজের মনোভাব লুকাইয়া রাখা। বিঃ **-গৌরব**—স্বীয় মর্যাদা বা গুরুত্ব ; আত্মগর্ব। বিঃ **-গ্লানি**—স্বীয় ভুল-ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ক্ষোভ অথবা মনোবেদনা ; নিজের উপর ধিক্কার। বিঃ **-ঘাত**—স্বহস্তে ও স্বেচ্ছায় নিজের জীবন-নাশ, আত্মহত্যা। বিণঃ **-ঘাতী** (-তিন্)—আত্মহত্যাকারী। বিণ(স্ত্রী): **-ঘাতিনী**। বিঃ **-চিন্তা**—আত্মানুসন্ধান, আত্মা বা পরমাত্মার সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তা ; নিজের ভালমন্দ-সম্বন্ধে ভাবনা। বিঃ **-জ**—পুত্র। বি(স্ত্রী): **-জা**—কন্যা। বিণঃ **-জ্ঞ**—স্বীয় চরিত্র শক্তি বা মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন ; আত্মার সম্বন্ধে

জ্ঞানপ্রাপ্ত। বিঃ **-জ্ঞান, -তত্ত্ব**—আত্মা বা পরমাত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান; অধ্যাত্মদর্শন। বিণঃ **-তত্ত্বজ্ঞ**—আত্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী, অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিদ্। বিঃ **-তুষ্টি, -তৃপ্তি**—নিজের পরিতৃপ্তি বা সন্তোষ। বিণঃ **-তুল্য**—আপনার সদৃশ বা সমান। বিণ(স্ত্রী): **-তুল্যা**। বিঃ **-ত্যাগ**—স্বার্থত্যাগ; আত্মোৎসর্গ। বিণঃ **-ত্যাগী** (-গিন্)—স্বার্থত্যাগী; আত্মোৎসর্গকারী। বিঃ **-ত্রাণ**—নিজের বিপন্মুক্তি। বিঃ **-দমন**—**আত্মসংযম**-এর অনুরূপ। বিঃ **-দর্শন**—স্বীয় আত্মার স্বরূপবোধ; আপনার চরিত্র-বিচার, আত্মপরীক্ষা, অন্তর্দর্শন। বিঃ **-দর্শিতা**—আত্মদর্শনের অভ্যাস ভাব বা ক্ষমতা। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—আত্মদর্শন করে বা করিতে সক্ষম এমন। বিঃ **-দান**—পরার্থে স্বীয় জীবন-বিসর্জন। বিঃ **-দৃষ্টি**—**আত্মদর্শন**-এর অনুরূপ। বিঃ **-দোষ**—নিজের দোষ। বিঃ **-দ্রষ্টা** (-ষ্টৃ)—আত্মদর্শী ব্যক্তি। বিঃ **-দ্রোহ**—স্বীয় অনিষ্ট; আত্মনিগ্রহ; গৃহবিবাদ। বিণঃ **-দ্রোহী** (-হিন্)—আত্মদ্রোহকারী। বিঃ **-নিবেদন**—নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। বিঃ **-নিয়ন্ত্রণ**—নিজেকে নিজে পরিচালন, স্বশাসন। বিঃ **-নিয়োগ**—(কোন কাজে) নিজেকে নিয়োগ। **-নির্ভর**—(১)বিঃ নিজের (ক্ষমতার) উপরে ভরসা, আত্ম-প্রত্যয়, স্বাবলম্বন; (২)বিণঃ স্বাবলম্বী। বিণঃ **-নিষ্ঠ**—ব্রহ্ম বা আত্মার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত; আত্ম-গত, subjective। বিঃ **-নেপদ**—(ব্যাক.) আত্মফলভাগিত্ব-প্রকাশক তিঙন্ত পদ। বিঃ **-পক্ষ**—স্বদল, স্বপক্ষ, নিজের পক্ষের লোকজন। বিঃ **-পর**—আপনি ও অপর, শত্রুমিত্র। বিণঃ **-পরায়ণ**—ব্রহ্মনিষ্ঠ; স্বার্থপর। বিঃ **-পরিচয়**—নিজের পরিচয় অর্থাৎ নাম বংশ ইত্যাদি। বিঃ **-পরীক্ষা**—**আত্মান্বেষণ**-এর অনুরূপ। বিঃ **-পীড়ন**—নিজেকে কষ্টদান, আত্মনিগ্রহ। বিঃ **-প্রকাশ**—নিজমূর্তিধারণ; স্বীয় পরিচয় প্রদান, অন্তরাল হইতে বাহির হওয়া; আবির্ভাব। বিঃ **-প্রতারণা, -প্রবঞ্চনা**—**আত্মবঞ্চনা**-র অনু-রূপ। বিঃ **-প্রত্যয়**—আত্মবিশ্বাস, স্বীয় ক্ষমতার উপরে বিশ্বাস; স্বীয় অন্তরে (সত্যের) উপলব্ধি। বিঃ **-প্রশংসা**—(নিজের মুখে) নিজের সুখ্যাতি। বিঃ **-প্রসাদ**—নিজের মনের মধ্যে অনুভূত তৃপ্তি। বিঃ **-বর্গ**—আত্মীয়স্বজনগণ। বিঃ **-বঞ্চনা**—সজ্ঞানে স্বীয় মনকে মিথ্যা প্রবোধ-দান বা ভুল বোঝান। অব্যঃ **-বৎ**—নিজের মত। বিঃ **-বন্ধু**—একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব; (স্মৃতিশা.) মামাত মাসতুত ও পিসতুত ভাই। বিঃ **-বলি, -বলিদান**—**আত্মদান**-এর অনুরূপ। **-বশ**—(১)বিণঃ স্বাধীন, সংযমী; (২)বিঃ আত্মসংযম, মনকে বশীকরণ। বিঃ **-বিকাশ**—আপন আত্মার বা অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ। বিঃ **-বিক্রয়**—নিজের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া পরের অধীনতা-স্বীকার। বিঃ **-বিচ্ছেদ**—আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্কলোপ; গৃহবিবাদ। বিণঃ **-বিদ্, -বিৎ** (-বিদ্)—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিদ্, আত্মজ্ঞ। বিঃ **-বিদ্যা**—ব্রহ্মবিদ্যা; অধ্যাত্ম-বিদ্যা। বিণঃ **-বেদী** (-দিন্)—আত্মজ্ঞ। বিঃ **-বিরোধ**—আপনার বিরুদ্ধাচরণ, নিজের মতেরই বিরুদ্ধ মত; গৃহবিবাদ। বিঃ **-বিলোপ**—স্বীয় সত্তার বা স্বীয় কর্তৃত্ব নাম যশ ইত্যাদির স্বেচ্ছায় বিলোপসাধন। বিণঃ **-বিলোপী**—আত্মবিলোপ ঘটে বা ঘটায় এমন ('আত্মবিলোপী কাল-ধারায়')। বিঃ **-বিশ্বাস**—**আত্মপ্রত্যয়**-এর অনু-রূপ। বিঃ **-বিসর্জন**—**আত্মদান**-এর অনুরূপ। বিঃ **-বিস্মরণ, বিস্মৃতি**—নিজেই নিজেকে ভুলিয়া যাওয়া; তন্ময়তা; স্বীয় সত্তা বা শক্তির সম্বন্ধে চেতনার অভাব। বিণঃ **-বিস্মৃত**—নিজেকেই ভুলিয়া গিয়াছে এমন; তন্ময়; স্বীয় সত্তা বা শক্তির সীমা সম্বন্ধে অচেতন। বিঃ **-বুদ্ধি**—নিজ বুদ্ধি, স্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান। বিঃ **-ভাব**—আত্মার সত্তা; স্বীয় ভাব, স্বভাব; স্বরূপ; আত্মার সত্তার আধার। বিণঃ **-ভূত**—স্বয়ং-জাত; স্বসদৃশ, আত্মতুল্য; (অশু.) স্বীয় আত্মার সহিত একত্রীকৃত বা আত্মসাৎ-কৃত। বিঃ **-মর্যাদা**—স্বীয় গৌরব, আত্মসম্মান। বিণঃ **-ম্ভরি**—আত্মসর্বস্ব; দাম্ভিক; স্বার্থপর। বিঃ **-ম্ভরিতা**। বিঃ **-রক্ষা**—নিজেকে রক্ষা। বিঃ **-রূপ**—স্বরূপ; (বিরল) স্বীয় মূর্তির সদৃশ অন্য মূর্তি। বিঃ **-লোপ**—**আত্মবিলোপ**-এর অনুরূপ। বিঃ **-শক্তি**—স্বীয় ক্ষমতা; নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। বিঃ **-শাসন**—**আত্মসংযম**-এর অনুরূপ। বিঃ **-শুদ্ধি, -শোধন**—স্বীয় দোষ-ত্রুটি-পাপ ক্ষালন করিয়া নিজেকে বা নিজের চিত্তকে পবিত্রীকরণ। বিঃ **-শ্লাঘা**—**আত্মপ্রশংসা**-র অনুরূপ। বিঃ **-সংযম**—স্বীয় রিপুগণকে দমন; জিতেন্দ্রিয়তা। বিণঃ **-সংযমী** (-মিন্)। বিঃ **-সমর্পণ**—সম্পূর্ণরূপে অন্যের (বিশেষতঃ

বিজয়ীর) **বশ্যতাস্বীকার**; (ভগবানের নিকট) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান। বিণঃ **-সমাহিত**—আপনাতে আপনি মগ্ন; আত্মস্থ, তন্ময়। বিণঃ **-সম্পর্কীয়, -সম্বন্ধীয়**—নিজের সহিত যুক্ত এমন; স্বসম্বন্ধীয়। বিঃ **-সংবরণ**—নিজেকে বা নিজের ভাবাবেগ সংযতকরণ। বিঃ **-সম্ভ্রম, -সম্মান**—**আত্মমর্যাদা**-র অনুরূপ। বিঃ **-সর্বস্ব**—স্বার্থপর। অব্যঃ **-সাৎ**—(সাধারণতঃ অন্যায়-ভাবে) আপনার আয়ত্ত কবলিত বা হস্তগত। বিণঃ **-সার**—স্বার্থপর। বিঃ **-সিদ্ধি**—মোক্ষ। বিণঃ **-স্থ**—আত্মায় স্থিত, হৃদিস্থ; আত্মসমাহিত, তন্ময়; (অশু.) প্রকৃতিস্থ। বিঃ **-স্বরূপ**—নিজের প্রকৃত রূপ, স্বীয় পরিচয়। বিঃ **-হত্যা**—স্বেচ্ছায় নিজের দ্বারা নিজের জীবননাশ। বিণ. বিঃ **-হন্তা** (-হৃ)—আত্মহত্যাকারী। বিণ. বি(স্ত্রী): **-হন্ত্রী**। বিণঃ **-হা**—আত্মঘাতী। বিণঃ **-হারা**—আত্মবিস্মৃত; বিহ্বল; তন্ময়।

আত্মা (-ত্মন্)—বিঃ দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম; অধিদেবতা; স্বরূপ; স্বয়ং (আত্মবৎ), শরীর, হৃদয়, মন, স্বভাব (পুণ্যাত্মা)। [সং.]।

আত্মাদর—বিঃ নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, self-esteem। [সং. আত্মন্+আদর]।

আত্মাদর্শ—বিঃ নিজের দৃষ্টান্ত। [সং. আত্মন্+আদর্শ]।

আত্মাধীন—বিণঃ স্ববশ, স্বাধীন। [সং. আত্মন্+অধীন]।

আত্মানুশাসন—বিঃ আত্মার বিশেষ উপদেশ, আত্মতত্ত্বোপদেশ। [সং. আত্মন্+অনুশাসন]।

আত্মানুসন্ধান, আত্মান্বেষণ—বিঃ আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান; ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সাধনা; নিজের অন্তর-পরীক্ষা বা দোষগুণের বিচার। [সং. আত্মন্+অনুসন্ধান, অন্বেষণ]। বিণঃ **আত্মানুসন্ধায়ী** (-য়িন্), **আত্মান্বেষী** (-ষিন্)—আত্মানুসন্ধানকারী।

আত্মাপরাধ—বিঃ নিজের দোষ। [সং. আত্মন্+অপরাধ]।

আত্মাপহারক, আত্মাপহারী (-রিন্)—বিণঃ স্বীয় পরিচয় গোপনকারী; প্রবঞ্চক। [সং. আত্মন্+অপহারক, অপহারিন্]।

আত্মাপুরুষ (অশু.)—বিঃ আত্মা, প্রাণ। [সং. আত্মপুরুষ]। **আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হওয়া**—দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়া; মৃত্যু ঘটা বা তদ্রূপ অবস্থা হওয়া। **আত্মাপুরুষ** বা **আত্মারাম শুকাইয়া যাওয়া**—ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া।

আত্মাভিমান—বিঃ অহঙ্কার [সং. আত্মন্+অভিমান]। বিণঃ **আত্মাভিমানী** (-নিন্)—অহঙ্কারী। বিণ(স্ত্রী): **আত্মাভিমানিনী**।

আত্মারাম—(১)বিণঃ ব্রহ্মজ্ঞানলাভহেতু আত্মাতেই পরমানন্দ অনুভবকারী; আত্মতৃপ্ত, সন্তুষ্টান্তঃকরণ। (২)(বা॰) বিঃ আত্মাপুরুষ; প্রাণপাখি; প্রাণ; মন; টিয়া ময়না প্রভৃতিকে আদরের সম্বোধন ('পড় বাবা আত্মারাম')। [সং. আত্মন্+আরাম]। **আত্মারাম শুকাইয়া যাওয়া**—**আত্মাপুরুষ** দ্রঃ।

আত্মাশ্রয়ী—বিণঃ আত্মনির্ভর; স্বাবলম্বী। [সং. আত্মন্+আশ্রয়ী]।

আত্মাহুতি—বিঃ নিজেকে আহুতিদান; স্বীয় জীবনবিসর্জন। [সং. আত্মন্+আহুতি]।

আত্মীকরণ—বিঃ আত্মভূত বা আত্মসাৎ করা, assimilation। [সং. আত্মন্+ঈ+ √কৃ+অন (ভা)]।

আত্মীয়—(১)বিণঃ স্বকীয়, আপন। (২)বিঃ স্বজন, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বান্ধব, বন্ধু। [সং. আত্মন্+ঈয়]। বিণ. বি(স্ত্রী): **আত্মীয়া**। বিঃ **-তা**—হৃদ্যতা; জ্ঞাতিত্ব, কুটুম্বিতা; বন্ধুত্ব। বি **-বন্ধু, -স্বজন**—বন্ধুবান্ধব, আপন লোকজন।

আত্মোৎকর্ষ, আত্মোন্নতি—বিঃ স্বীয় আত্মার বা নিজের উন্নতি। [সং. আত্মন্+উৎকর্ষ, উন্নতি]।

আত্মোৎসর্গ—বিঃ স্বীয় জীবন বা স্বার্থ বিসর্জন। [সং. আত্মন্+উৎসর্গ]।

আত্মোপম—বিণঃ আপনার সমান। [সং. আত্মন্+উপমা]। বিঃ **আত্মোপম্য**—নিজ সাদৃশ্য; স্বীয় দৃষ্টান্ত।

আত্যন্তিক—বিণঃ অত্যধিক; যৎপরোনাস্তি; অশেষ; অত্যধিক পরিমাণবিশিষ্ট বা মাত্রাযুক্ত, extreme। [সং. অত্যন্ত+ইক]। বিঃ **-তা**।

আত্যয়িক—বিণঃ বিনাশ-সম্বন্ধীয়; বিপদ্‌সূচক; জীবন-নাশক। [সং. অত্যয়+ইক]।

আত্রেয়—বিঃ অত্রিমুনির পুত্র (দত্তাত্রেয় সোম ও দুর্বাসা)। বি(স্ত্রী): **আত্রেয়ী**—অত্রিমুনির পত্নী। [সং. অত্রি+ঢেয়]।

আথান্তর—**আতান্তর**-এর রূপভেদ।

আথাল—বিঃ গোহাল (আথালভরা গোরু)। [দেশী]।

আথালপাথাল, আথালিপাথালি — **আতালি-পাতালি**-র রূপভেদ।

আথিবিথি, আথেবেথে, আথেব্যথে—ক্রি-বিণঃ ব্যস্তসমস্ত হইয়া। [বাং. আস্তেব্যস্তে]।

আদ১—আধ-এর প্রাদে. রূপ।

আদ২—বিণঃ আদি, সাবেক, মূল। [সং. আদি]।

আদত—(১)বিণঃ সমগ্র, গোটা, আস্ত; আসল, খাঁটি; প্রকৃত। (২)বিঃ স্বভাব, অভ্যাস; আচার, রীতি, ধারা। অব্যঃ **আদতে**—বাস্তবিকপক্ষে। [সং. আদিতঃ—তু. আ. আদদ্]।

আদপে, আদবে—ক্রি-বিণঃ আসলে, মূলে; মোটে, একেবারেই। [সং. আদৌ]।

আদব—বিঃ শিষ্টাচার, ভদ্রতা। [আ. আদব্, আদাব্]। বিঃ **-কায়দা**—ভদ্রতার বা ভদ্র-সমাজের রীতিনীতি। বিণঃ **-কায়দাদুরস্ত, -কায়দাদোরস্ত**—আদবকায়দায় অভ্যস্ত।

আদম—বিঃ ইসলামী খ্রিষ্টীয় ও ইহুদী পুরাণোক্ত প্রথম-সৃষ্ট মানুষের নাম। [আ.]।

আদমশুমার, (বর্জি.) **আদমশুমারি,** (বর্জি.) **আদমসুমার,** (বর্জি.) **আদমসুমারি**—বিঃ লোক-গণনা, census। [আ. আদম্+ফা. শুমার্]।

আদমী, আদমি—বিঃ মানুষ, ব্যক্তি, লোক, পুরুষ, মরদ। [আ. আদম্]।

আদর—বিঃ যত্ন, খাতির, কদর; মর্যাদা; স্নেহ, প্রীতি, প্রণয়, সোহাগ; অনুরাগ; শ্রদ্ধা, ভক্তি। [সং. আ+ √দৃ+অ]। বিণঃ **-ণীয়**—আদরলাভের যোগ্য। বিণ(স্ত্রী): **আদরিণী**—আদরের পাত্রী এমন, আদুরী।

আদরা—বিঃ আদল; চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক কাঠাম বা নকশা, sketch। [সং. আদর্শ]।

আদরিণী—আদর দ্রঃ।

আদর্শ—বিঃ অনুকরণীয় বিষয়, ideal; নমুনা, model (রচনাদর্শ); দর্পণ, আয়না। [সং. আ + √দৃশ্+অ (ধি)]।

আদল—বিঃ সাদৃশ্য (বিশেষতঃ চেহারার); আভাস। [সং. আদর্শ]।

আদলি, আধলি—বিঃ চারা রোপণের জন্য আধখানা হাঁড়ি ('আদলি উপরে কেবা কদলি রোপল রে' : চণ্ডী.]। [সং. অর্ধস্থালী]।

আদা—বিঃ মসলারূপে ব্যবহৃত ঝাঁজাল মূল-বিশেষ। [সং. আর্দ্রক]। **আদা-জল খেয়ে লাগা**—বিপুল উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হওয়া। **আদায়-কাঁচকলায়**—পরস্পর চিরশত্রুর ন্যায়, সাপে-নেউলে। **আদার বেপারী**—অতি সামান্য কাজের কাজী; তুচ্ছ লোক। **আদার বেপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি**—তুচ্ছ লোকের বড় ব্যাপারে মাথা গলান অর্থাৎ অনধিকারচর্চা করা অনুচিত।

আদাড়—বিঃ আবর্জনা ফেলিবার স্থান, আঁস্তাকুড়। [দেশী]। বিঃ **আদাড়-পাদাড়**—গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ আবর্জনাপূর্ণ স্থানসমূহ, অবাঞ্ছিত স্থানসমূহ। বিণঃ **আদাড়ে**—আদাড়ের; জংলা, নিকৃষ্ট-জাতীয়। **আদাড়ের হাঁড়ি**—তুচ্ছ অনাদৃত ব্যক্তি।

আদান—বিঃ গ্রহণ, প্রতিগ্রহ। [সং. আ+দান]। বিঃ **আদান-প্রদান**—দেওয়া-নেওয়া; সামাজিক সম্পর্কস্থাপন; বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন।

আদাব—বিঃ (মুস.) অভিবাদন, সালাম, নমস্কার। [আ. আদাব্]।

আদায়—বিঃ উশুল, সংগ্রহ (কর আদায়), লাভ (সম্মান আদায়); পরিশোধ (দেনা আদায়)। [আ. আদা—তু. সং. আ+ √দা]।

আদালত—বিঃ বিচারালয়, কোর্ট। [আ.]। বিণঃ **আদালতী**—আদালত-সম্বন্ধীয়; বেশী ভোগায় এমন (আদালতী রোগ)।

আদি—(১) বিঃ আরম্ভ; উৎপত্তির হেতু, উৎপত্তি ('নাহি তুঁয়া আদি অবসানা' : বিদ্যা.); উৎপত্তি-স্থান; (বহুব্রী. সমাসনিষ্পন্ন পদান্তে) প্রভৃতি (ব্রহ্মাদি, মৎস্যমাংসাদি)। (২) বিণঃ প্রথম (আদি কবি); মূল (আদি নিবাস)। [সং. আ+ √দা+ই (র্ম)]। বিঃ **-কবি**—প্রথম কবি; ব্রহ্মা, বাল্মীকি। বিঃ **-কাণ্ড**—গ্রন্থাদির (বিশেষতঃ রামায়ণের) প্রথম কাণ্ড অর্থাৎ অধ্যায় বা সর্গ। বিঃ **-কারণ**—মূল কারণ, পরব্রহ্ম। বিঃ **-কাল**—পুরাকাল। বিঃ **-কাব্য**—প্রথম রচিত কাব্য; রামায়ণ। বিঃ **-দেব**—প্রথম দেবতা; পরব্রহ্ম; বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা। বিঃ **-নাথ**—ঈশ্বর; মহাদেব। বিঃ **-পুরাণ**—ব্রহ্মপুরাণ। বিঃ **-পুরুষ**—বংশের প্রথম পুরুষ। বিঃ **-বাসী** (-সিন্)—আদিম অধিবাসী বা জাতি। বিণঃ **-ভূত**—প্রথম জাত বা সৃষ্ট, আদ্য; মূলস্বরূপ। বিণ(স্ত্রী): **-ভূতা**। বিঃ **-রস**—অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম রস, শৃঙ্গার রস।

আদিতে **আদি-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **আদি** দ্রঃ।

আদিখ্যেতা, আধিখ্যেতা—বিঃ ভান, ন্যাকামি, অযথা বাড়াবাড়ি। [ভুল সং. আধিক্যতা]।
আদিগন্ত—বিণ.ক্রি-বিণঃ দিগন্ত পর্যন্ত। [সং. আ+দিগন্ত]।
আদিতেয়—বিঃ অদিতিপুত্র; দেব, সূর্য। [সং. অদিতি+এয়]।
আদিত্য—বিঃ অদিতিনন্দন (বিবস্বান্ অর্যমা পূষা ত্বষ্টা সবিতা ভগ ধাতা বিধাতা বরুণ মিত্র শক্র ও উরুক্রম: এই দ্বাদশ জন); সূর্য। [সং. অদিতি+য]।
আদিম—বিণঃ প্রথম, অতি প্রাচীন (আদিম জাতি)। [সং. আদি+ম]।
আদিষ্ট—বিণঃ আজ্ঞাপ্রাপ্ত; উপদিষ্ট; নিযুক্ত। [সং. আ+ √দিশ্+ত (র্ম)]।
আদুড়, আদুর—বিণঃ অনাবৃত, নগ্ন (আদুড় গা), খোলা, অবিন্যস্ত (আদুড়চুলী)। [দেশী—তু. সং. অনাবৃত]।
আদুরী—**আদুরে**-র স্ত্রীলিঙ্গ।
আদুরে—বিণঃ অতিরিক্ত প্রশ্রয়প্রাপ্ত; অত্যন্ত আবদার করে বা বায়না ধরে এমন। [সং. আদর+বাং. ইয়া>এ]। **আদুরে গোপাল**—মাত্রাতিরিক্ত আদরে প্রতিপালিত বালক বা বালক-পুত্র।
আদুল—**আদুড়**-এর রূপভেদ।
আদৃত—বিণঃ আদরপ্রাপ্ত, সমাদৃত, সম্মানিত, অভিনন্দিত, সাগ্রহে গৃহীত, অভ্যর্থিত। [সং. আ+ √দৃ+ত (র্ম)]।
আদেখলে, আদেখলা—বিণঃ দেখিবার বা পাইবার জন্য এমন ব্যগ্র যে মনে হয় পূর্বে আর কখনও দেখে নাই বা পায় নাই, হ্যাংলা; অতিশয় লোভী। [বাং. আ+দেখলা]।
আদেখা—**অদেখা**-র রূপভেদ।
আদেশ—বিঃ আজ্ঞা, হুকুম; অনুমতি; অনুশাসন; উপদেশ; নিয়োগ, (ব্যাক.) এক শব্দাংশের স্থানে অপর শব্দাংশের বিধান (যেমন, সং. √দৃশ্>পশ্য, বাং. √আছ>থাক্)। [সং. আ+ √দিশ্+অ]। বিণ. বিঃ **-ক**—আদেশদানকারী। বিঃ **-ন**—আদেশ করা, আদেশদান। ক্রিঃ **আদেশা**—আদেশ করিল। বিঃ **-পত্র**—হুকুমনামা।
আদেষ্টা (-ষ্টৃ)—বিণঃ আদেশদানকারী, আদেশক। [সং. আ+ √দিশ্+তৃ (র্তৃ)]।
আদৌ—অব্য. ক্রি-বিণঃ আদিতে; আগে; (বাং.) মোটেই, আদপে। [সং. আদি (৭মীর রূপ)]।
আদ্য—বিণঃ প্রথম; আদিম; আদিভূত, শ্রেষ্ঠ। [সং. আদি+য (ভা)]। **-ন্ত**—(১)বিঃ প্রথম ও শেষ; (২)বিণ. ক্রি-বিণঃ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, সমস্ত, আগাগোড়া। বিঃ **-কৃত্য**—প্রথম করণীয় কাজ; আদ্য শ্রাদ্ধ। ক্রি-বিণঃ **-প্রান্ত**—আগাগোড়া। বিঃ **-রস**—আদিরস। বিঃ **-শ্রাদ্ধ** অশৌচান্তের পরদিবসে কৃত মৃতের উদ্দেশে প্রথম শ্রাদ্ধ।
আদ্যা—(১)বিণ (স্ত্রী): আদিভূতা। (২)বি (স্ত্রী): প্রকৃতি; পরমেশ্বরী; মহাবিদ্যা, মহামায়া, দুর্গা, কালী। [সং. আদ্য+আ]। বিঃ **-শক্তি**—মহামায়া; জগৎসৃষ্টির আদিকারণ, পরমেশ্বরী।
আদ্যিকাল—বিঃ অতি প্রাচীন কাল, মান্ধাতার আমল; (সচ. ব্যঙ্গে) বহুপূর্বের কাল, বিস্মৃত অতীতকাল। [সং আদ্য+বাং. ই+সং. কাল]।
আদ্যিকালের (বদ্যি-) বুড়ো—(সচ. ব্যঙ্গে) অতি প্রাচীন বা বুড়টে লোক।
আদ্যোপান্ত—ক্রি-বিণঃ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, আদ্যন্ত, আগাগোড়া। [সং. আদ্য+উপান্ত]।
আদ্রক—বিঃ আদা। [হি]।
আদ্রিয়মাণ—বিণঃ আদর পাইতেছে এমন। [সং. আ+ √দৃ+আন (মান)]।
আধ—বিণঃ অর্ধেক, অর্ধ, আংশিক। [সং. অর্ধ]। বিণঃ **আধ-আধ, আধো-আধো**—অসম্পূর্ণ; অপরিস্ফুট (আধ-আধ ভাষা)। বিঃ **আধ-আধপনা**—বালকোচিত ব্যবহার (বক্রোক্তি)। **-কপালে**—(১)বিণঃ অর্ধেক বা আংশিক মাথা বা কপাল জুড়িয়া আছে এমন; (২)বিঃ ঐরূপ মাথা ধরা। বিণঃ **-খেঁচড়া, আধাখেঁচড়া**—অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল। বিণঃ **-পাগলা**—পাগলাটে; পাগল নহে অথচ প্রায় পাগলের ন্যায় হাবভাববিশিষ্ট। **-পেটা**—(১)বিণঃ পেটের অর্ধাংশমাত্র যাহাতে ভরিয়াছে এমন; (২)ক্রি-বিণঃ অর্ধেক পরিমাণ ক্ষুধা তৃপ্ত হইয়াছে এমনভাবে। বিণঃ **-বয়সী, আধাবয়সী**—মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়। বিণঃ **-বুড়ো**—প্রায় বৃদ্ধ। বিণ(স্ত্রী): **-বুড়ী**। বিণঃ **-মনী, -মনি**—অর্ধ-মন ওজনবিশিষ্ট; অর্ধ-মন ওজনবিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি ভোজনে সমর্থ (আধমনী কৈলাস)। বিণঃ **-মরা**—মৃতপ্রায়, অর্ধমৃত।
আধলা—(১)বিণঃ আধখানা, অর্ধাংশিত। (২)বিঃ ইষ্টকার্ধ; আধ পয়সা। [বাং. আধ+লা]।

আধলি—**আদলি** ও **আধুলি** দ্রঃ।

আধা—(১)বিণঃ অর্ধ (আধাপথ)। (২)বিঃ অর্ধভাগ ('সুতনু তনুর আধা' : ভা. চ.)। [বাং. আধ+আ]। বিণ. ক্রি-বিণঃ **-আধি**—অর্ধেক বা প্রায় অর্ধেক (আধাআধি কাজ, আধাআধি করা)। [সং. অর্ধার্ধ]। **-খেঁচড়া, -বয়সী**—**আধ** দ্রঃ।

আধান—বিঃ স্থাপন (অগ্ন্যাধান); সঞ্চার (বলাধান); গ্রহণ, ধারণ। [সং. আ+ √ধা+অন (র্তৃ)]।

আধার১—বিঃ খাদ্য; পাখির খাদ্য। [সং. আহার (?)]।

আধার২—বিঃ যে ধারণ করে অর্থাৎ যাহার ভিতরে বা উপরে কিছু থাকে (কলসী জলের আধার, পৃথিবী যাবতীয় বস্তুর আধার); আশ্রয়, স্থান, পাত্র (সর্বগুণাধার); (ব্যাক.) অধিকরণকারকের অর্থ। [সং. আ+ √ধৃ+অ (ধি)]। বিঃ **আধারাধেয়ভাব**—পাত্র ও তন্মধ্যস্থ বস্তুতুল্য ভাব বা সম্পর্ক; ভূমি ও ঘটতুল্য আশ্রয় ও আশ্রিতের ভাব।

আধারি—বিঃ (অপ্র.—কাব্যে) অন্ধকারগৃহ। [বাং. আন্ধার < সং. অন্ধকার]।

আধি—বিঃ মানসিক পীড়া, দুশ্চিন্তা ('ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো' : রবীন্দ্র)। [সং. আ+ √ধ্যৈ+ই (ণে)]। বিঃ **-ক্ষীণ**—মনঃপীড়ায় কাতর। বিঃ **-ব্যাধি**—মানসিক ও দৈহিক পীড়া।

আধিকারিক—(১)বিণঃ অধিকার-সম্পর্কিত। (২)বিঃ উচ্চ কর্মচারী, officer [স. প.]। [সং. অধিকার+ইক]।

আধিক্য—বিঃ অতিশয়তা, বাড়াবাড়ি, আতিশয্য; প্রাধান্য; প্রাবল্য। [সং. অধিক+য (ভা)]।

আধিক্যেতা, আধিখ্যেতা—**আদিখ্যেতা**-র রূপভেদ।

আধিক্লিষ্ট—বিণঃ মনঃপীড়ায় কাতর। [সং. আধি+ক্লিষ্ট]।

আধিক্ষীণ—**আধি** দ্রঃ।

আধিদৈবিক—বিণঃ দৈবজাত; অতিবৃষ্টি ভূমিকম্প ইত্যাদি সম্বন্ধীয় (আধিদৈবিক বিপদ্ বা দুঃখ)। [সং. অধিদেব+ইক]।

আধিপত্য—বিঃ প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; প্রাধান্য; রাজত্ব। [সং. অধিপতি+য (ভা)]।

আধিব্যাধি—**আধিব্যাধি** দ্রঃ।

আধিব্যাধি—**আধি** দ্রঃ।

আধিভৌতিক—বিণঃ পঞ্চভূত বা জীব হইতে উৎপন্ন (আধিভৌতিক দুঃখ)। [সং. অধিভূত+ইক]।

আধিরাজ্য—বিঃ অধিরাজের ভাব; আধিপত্য। [সং. অধিরাজ+য]।

আধুত, আধূত—বিণঃ ঈষৎ কম্পিত। [সং. আ+ √ধু বা ধূ+ত (র্তৃ)]।

আধুনিক—বিণঃ বর্তমানকালীন, সাম্প্রতিক, হালের, অধুনাতন, নব্য। [সং. অধুনা+ইক]। বিঃ **-তা**। বিণ(স্ত্রী): **আধুনিকী,** (অশু.) **আধুনিকা**।

আধুলি, আধলি—বিঃ এক টাকার অর্ধেক মূল্যের মুদ্রা। [বাং. আধ+উলি, অলি]।

আধৃত—**আধুত** দ্রঃ।

আধৃত—বিণঃ গৃহীত। [সং. আ+ধৃত]।

আধেক—বিণ. ক্রি-বিণঃ অর্ধেক। [বাং. আধ+এক]।

আধেয়—বিণ.বিঃ স্থাপনযোগ্য; উৎপাদ্য, আধারস্থ বস্তু (কলসি আধার, জল আধেয়), content। [সং. আ+ √ধা+য]।

আধো-আধো—**আধ** দ্রঃ।

আধোয়া—বিণঃ অধৌত, অপরিষ্কৃত; কোরা, আকাচা। [বাং. আ+ধোয়া]।

আধ্মাত—বিণঃ শব্দিত, বায়ুপূরিত, স্ফীত। [সং. আ+ √ধ্মা+ত (র্ম,র্তৃ)]।

আধ্মান—বিঃ স্ফীতি, পেটফাঁপা; শব্দ, নিনাদ। [সং. আ+ √ধ্মা+অন (ভা)]।

আধ্যাত্মিক—বিণঃ আত্মা সম্বন্ধীয়; আত্মিক, spiritual; ব্রহ্মবিষয়ক, মানসিক। [সং. অধ্যাত্ম+ইক]।

আধ্যান—বিঃ স্মরণ; চিন্তন; উৎকণ্ঠা। [সং. আ+ √ধ্যৈ+অন (ভা)]।

আন১—বিণঃ (কাব্যে) অন্য, ভিন্ন ('আন পথে যাই' : চণ্ডী.)। [সং. অন্য]।

আন২—ক্রিঃ আনয়ন কর, লইয়া আইস। (বাং. √আন্ (সং. আ+ √নী)]।

আনক—(১)বিঃ পটহ, ঢাক, ভেরী, মৃদঙ্গ; সশব্দ মেঘ। (২)বিণঃ শব্দায়মান। [সং.]।

আনকা, আনকো, আনখা—বিণঃ অভিনব, অদ্ভুত; অপরিচিত, অজ্ঞাত। [সং. অনীক্ষিত]।

আনকোরা—বিণঃ সম্পূর্ণ নূতন; টাটকা, অমলিন; অব্যবহৃত। [হি. আন্‌কোরা]।

আনচান, আনছান— বিণ: অস্থির; আকুল; উচাটন। [হি. অনচৈন]।

আনত১—বিণ: অবনত; ঈষৎ নত, প্রণত। [সং. আ+নত]। বি: **আনতি**—অবনমন; প্রণাম; নম্রতা।

আনত২—ক্রি-বিণ: (ব্রজ.) অন্যদিকে ('আনত হেরি ততহি দেই কানে': বিদ্যা)। [সং. অন্যত্র]।

আনদ্ধ—(১)বি: চর্মদ্বারা বদ্ধমুখ মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র। (২)বিণ: চর্মদ্বারা বদ্ধমুখ (আনদ্ধ যন্ত্র); গ্রথিত (আনদ্ধ কেশপাশ), বস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত। [সং. আ+ √নহ্ +ত (র্ম)]।

আনন—বি: মুখমণ্ডল, বদন; মুখ। [সং.]।

আনন্তর্য—বি: অনন্তরত্ব, অব্যবধান। [সং. অনন্তর+য (ভা)]।

আনন্ত্য—বি: অনন্তের ভাব, অসীমত্ব; অন্তহীনতা। [সং. অনন্ত+য (ভা)]।

আনন্দ—বি: হর্ষ, পুলক (আনন্দের সাগর); আহ্লাদ, সুখ (আনন্দে থাকা); স্ফূর্তি (আনন্দ করা)। [সং. আ+ √নন্দ্ +অ (ভা)]। বি: **-কানন**—আনন্দদায়ক বন বা উপবন; বারাণসী। **-ন**—(১)বি: আনন্দ-উৎপাদন; (২)বিণ: আনন্দদায়ক। বি: **-বিধান**—আনন্দপ্রকাশ; আনন্দ-উৎপাদন। বিণ: **-ময়**—আনন্দে পূর্ণ। বি: **-সাগর**—আনন্দরূপ সাগর; বিপুল আনন্দ। ক্রি: **আনন্দা**—আনন্দিত করা। বিণ: **আনন্দিত**—হৃষ্ট, আহ্লাদিত।

আনমন১—বি: নতকরণ; ঈষৎ নমিত বা বক্র করা। [সং. আ+ √নম্+অন (ভা)]। বিণ: **আনমনীয়, আনম্য**—নোয়ান বা বাঁকান যায় এমন। বিণ: **আনমিত**—নোয়ান বা বাঁকান হইয়াছে এমন।

আনমনা, আনমন২—বিণ: অন্যমনস্ক, অমনো-যোগী; উদাসীন। [সং. অন্যমনস্]।

আনম্র—বিণ: ঈষৎ নমনশীল; ঈষৎ নম্র বা নত। [আ-৩+নম্র]।

আনয়ন—বি: লইয়া আসার কাজ, আনা। [সং. আ+ √নী+অন (ভা)]।

আনর্থ, আনর্থ্য, আনর্থক্য—বি: অনর্থতা, অনর্থকতা, ব্যর্থতা। [সং. অনর্থ+অ, য (ভা); অনর্থক+য (ভা)]।

আনল—**অনল**-এর বিকৃত রূপ।

আনহি—ক্রি-বিণ: (অপ্র.) অন্যত্র, অন্যই, নানা-প্রকারই। [<অন্য]।

আনা১—(১)বি: এক টাকার ষোড়শাংশ বা চারি পয়সা; ষোড়শাংশ (সম্পত্তির দুই আনার মালিক)। (২)বিণ: ষোড়শাংশ পরিমাণের (চার আনা বখরা)। [সং. আনক]।

আনা২—(১)ক্রি: লইয়া আসা। (২)বি: আনয়ন (আনার জন্য যাওয়া)। (৩)বিণ: আনীত (তোমার আনা বইখানি)। [বাং. √আন্ (সং. আ+ √নী)+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: আনয়ন করান; (২)বি: অপরের দ্বারা আনয়ন-কার্য সম্পাদন, (৩)বিণ: অপরের দ্বারা আনীত।

আনাগনা, আনাগোনা—বি: আসা-যাওয়া, যাতায়াত; আবির্ভাব ও তিরোভাব; জন্মমরণ; সঞ্চরণ; সঞ্চার (হৃদয়ে আনাগনা)। [<আনা২ +গমন]।

আনাচকানাচ—বি: গলিঘুঁজি, খ্যাত ও অখ্যাত সকল প্রান্ত, অস্থান-কুস্থান। [দেশী]।

আনাজ—বি: সবজি, কাঁচা তরকারি। [সং. অন্নাদ্য—তু প্রা. অন্নজ্জ, হি অনাজ]। বি: **-পত্র**—শাকসবজি।

আনাড়ি, আনাড়ী—বিণ: অপটু; অনভিজ্ঞ, অশিক্ষিত, অজ্ঞ, মূর্খ। [সং. অনেড়—তু.হি. অনাড়ী]।

আনান, আনানো —আনা২ দ্র:।

আনায়—বি: জাল, ফাঁদ ('আনায় মাঝারে বাঘ্র': মধু.)। [সং. আ+ √নী+অ (ণে)]।

আনার—বি: দাড়িম্ব, ডালিম, বেদানা। [ফা. আনার]। বি: **-কলি**—কচি ডালিম।

আনারস—বি: ফলবিশেষ। [পো. ananas]।

আনি—(১)বি: এক আনা মূল্যের মুদ্রাবিশেষ; $\frac{১}{১৬}$ অংশ (সম্পত্তির ২ই আনির শরিক)। (২) বিণ: ষোড়শাংশ পরিমাণের (দুই আনি অংশ)। [হি. অন্নী]।

আনীত—বিণ: আনয়ন করা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √নী+ত (র্ম)]।

আনীল—বিণ: ঈষৎ নীল। [বাং. আ- +নীল]।

আনুকূল্য—বি: সহায়তা, পোষকতা; অনুগ্রহ, উপকার। [সং. অনুকূল+য (ভা)]।

আনুগত্য—বি: বশ্যতা, বাধ্যতা; অনুসরণ, অনুবর্তন। [সং. অনুগত+য (ভা)]।

আনুতোষিক—বি: ক্ষতিপূরণরূপে বা সাহায্যরূপে প্রদত্ত বৃত্তি, gratuity [স.প.]। [সং. অনুতোষ +ইক]।

আনুপদিক—বিণ: পদানুবর্তী, অনুসরণকারী; পশ্চাদ্‌গামী। [সং. অনুপদ+ইক]।

আনুপাতিক—বিণ: অনুপাত বা সঙ্গত অংশ অনুসারে বিবেচিত, proportional। [সং. অনুপাত+ইক]।
আনুপাম—**অনুপম**-এর অপ কোমল রূপ।
আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্য—বি: অগ্রপশ্চাদ্ভাবরূপ ক্রম, যথাক্রম, পরম্পরা। [সং. অনুপূর্ব+অ, য (ভা)]।
আনুপূর্বিক—(১)ক্রি-বিণ: যথাক্রমে, আরম্ভ হইতে; (২)বিণ: পরম্পরানুযায়ী, যথাক্রম-অনুযায়ী; আগাগোড়া।
আনুমানিক—বিণ: অনুমানযোগ্য; অনুমানদ্বারা লব্ধ, আন্দাজি। [সং. অনুমান+ইক]।
আনুযাত্রিক—বি: অনুযাত্রিক, অনুচর। [সং. অনুযাত্রিক+অ]।
আনুরক্তি—বি: আসক্তি, অনুরাগ। [সং. অনুরক্ত ই (ভা)]।
আনুরূপ্য—বি: অনুরূপ ভাব, সাদৃশ্য। [সং. অনুরূপ+য (ভা)।
আনুশাসনিক—(১)বিণ: (রাজনীতিক) আদেশ বা অনুশাসন সংক্রান্ত। (২)বি: মহাভারতের পর্ব-বিশেষ। [সং. অনুশাসন+ইক]।
আনুষঙ্গ—বিণ: আনুষঙ্গিক; গৌণ। [সং. অনুষঙ্গ +অ]।
আনুষঙ্গিক—বিণ: অন্য বিষয়ের সহিত সঙ্ঘটিত; মূল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট; গৌণ, অপ্রধান। [সং অনুষঙ্গ+ইক]।
আনুষ্ঠানিক—বিণ: অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয়; শাস্ত্রবিধি-সম্মত; বিহিত-অনুষ্ঠান-অনুযায়ী; শাস্ত্রীয় বিধি-অনুসারে আচরণকারী। [সং. অনুষ্ঠান+ইক]।
আনূপ—(১)বিণ: জলবহুল। (২)বি: জলপ্রিয় জন্তু (মহিষ গণ্ডার প্রভৃতি)। [সং. অনূপ+অ]।
আনৃণ্য—বি: অঋণীর ভাব; ঋণ বা দেনা হইতে অব্যাহতি। [সং. ন (অন্)+ঋণ+য (ভাবে)]।
আনৃশংস্য—বি: অক্রূরতা, দয়া, করুণা। [সং. অ+নৃশংস+য (ভা)]।
আনেতা (-তৃ)—বিণ: আনয়নকারী। [সং. আ+√নী+তৃ (তৃ)]।
আন্তঃপ্রাদেশিক—বিণ: দুই বা ততোধিক প্রদেশ-ব্যাপী বা প্রদেশসংক্রান্ত, interprovincial। [সং. অন্তর্+প্রদেশ+ইক]।
আন্তর১—**অন্তর**-এর বিকৃত রূপ।
আন্তরিক, আন্তর২—বিণ: হৃদ্গত, মনোগত; মানসিক; অকপট, অকৃত্রিম, হৃদ্য; আভ্যন্তরিক, দেহান্তর্গত। [সং. অন্তর্+ইক, অ]। বি: **আন্তরিকতা**।
আন্তরীক্ষ, আন্তরিক্ষ—(১)বিণ: আকাশ-সম্বন্ধীয়; অন্তরীক্ষ বা আকাশ হইতে আগত (আন্তরীক্ষ উৎপাত)। (২)বি: আকাশ, মেঘজল। [সং. অন্তরীক্ষ+অ (ভা)]।
আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতীয়—বিণ: সর্ব জাতি-সম্বন্ধীয়, সকল জাতির বা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রচলিত, international। [সং. অন্তর্জাতি+ইক, ঈয়]।
আন্ত্র, আন্ত্রিক—বিণ: অন্ত্রসম্বন্ধীয়; অন্ত্রঘটিত (**আন্ত্রিক জ্বর**=enteric fever)। [সং. অন্ত্র +অ, ইক]।
আন্দাজ—(১)বি: অনুমান (আন্দাজ করা)। (২)বিণ: আনুমানিক (আন্দাজ দুই মাইল); আনুমানিক পরিমাণের (এক সের আন্দাজ চিনি)। [ফা.অন্দাজ]। বিণ: **আন্দাজি, আন্দাজী**—আনুমানিক, অনুমানপ্রসূত (আন্দাজী কথা)।
আন্দু, আন্দু—বি: হাতির পা বাঁধার জন্য শিকল। [সং. অন্দু]।
আন্দোলন—বি: আলোড়ন, বিক্ষোভ, কোনও লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য গোলমাল এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করা; সঞ্চালন, দোলন। [সং. √আন্দোলি+অন (ভা)]। ক্রি: **আন্দোলা**—আন্দোলন করা। বিণ: **আন্দোলিত**—আন্দোলন করা হইয়াছে এমন।
আন্ধার—বি বিণ: আঁধার। [সং. অন্ধকার]।
আন্ধি—**আঁধি**-র অনুরূপ।
আন্নাকালী—**কালী** দ্র:।
আন্বীক্ষিকী—বি: তর্কশাস্ত্র, ন্যায়দর্শন। [সং. অন্বীক্ষা+ইক+ঈ]।
আপ—(১)বি: নিজে, আপনি (আপ ভালা ত জগৎ ভালা)। (২)বিণ: নিজের, আপন (আপ-রুচি খানা)। [সং. আত্মন্>প্রাকৃ. অপ্পা—তু. হি. আপ্ (=আপনি, তুমি, ইনি, উনি)]।
আপকাওয়াস্তে—(১)ক্রি-বিণ: নিজের জন্য। (২) বিণ: স্বার্থান্বেষী। [হি. আপ্‌কা বাস্তে]।
আপক্ক—বিণ ডাঁসা, আধপাকা; ঈষৎ পক্ক, অর্ধসিদ্ধ। [বাং. আ+পক্ক]।
আপখোরাকি—বিণ: নিজের খরচায় খোরাক সংগ্রহ করিতে হয় এমন (আপখোরাকি বিনে-মাইনে)। [হি. আপ্+ফা. খুরাক+বাং. ই]।

আপগা—বিঃ নদী। [সং. আপ+ √গম্+অ (র্তৃ)+আ]।

আপজাত্য—বিঃ জাতীয় বা কুলোচিত গুণের হানি বা অভাব। [সং. অপজাত+য]।

আপড়া—বিণঃ অপঠিত; অশিক্ষিত ('আপড়া পো সভায় নিয়ে খো')। [বাং. আ-৩+পড়া২]।

আপণ—বিঃ বিপণি, দোকান, হাট। [সং. আ+ √পণ্+অ (ধি)]। **আপণিক**—(১)বিণঃ আপণ-সম্বন্ধীয়; ক্রয়বিক্রয়-সংক্রান্ত, (২)বিঃ ব্যবসায়ী, দোকানদার।

আপতন—বিঃ পতন; সজ্ঘটন, আকস্মিক সজ্ঘটন, accident, incidence, আগমন, অবতরণ। [সং. আ+ √পৎ+অন (ভা)]। বিণঃ **আপাতিক**—সহসা সজ্ঘটিত, accidental। বিণঃ **আপতিত**—দৈবাৎ বা হঠাৎ আগত; নিপতিত; অবতীর্ণ।

আপৎ—**আপদ্**-এর রূপভেদ। বিঃ **-কাল**—বিপদের সময়, দুঃসময়।

আপত্তি—বিঃ অসম্মতি, বিরুদ্ধ যুক্তি, ওজর, বিপদ্। [সং. আ+ √পদ্+তি (ভা)]।

আপদ্—বিঃ বিপদ্; দুর্দশা, দুঃখ; অপ্রীতিকর ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়। [সং. আ+ √পদ+ক্বিপ্]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—বিপদে পড়িয়াছে এমন, বিপন্ন। অব্য. **আপদর্থে**—আপদের জন্য; বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য। বিঃ **আপদুদ্ধরণ**—আপদ্ হইতে উদ্ধার; বিপদ্ দূরীকরণ। বিঃ **-ধর্ম, আপদ্ধর্ম**—অন্যকালে অকর্তব্য হইলেও আপৎকালে অবলম্বনীয় ধর্ম। বিণঃ **-ভঞ্জন**—আপদ্-বিপদ্ দূর করে বা নষ্ট করে এমন।

আপন, আপনার—বিণঃ নিজ, স্বীয়, স্বকীয়, নিজের; আত্মীয় (আপন জন)। [সং. আত্মন্]। সর্বঃ **-কার**—আপনার। **-ঘাতী**—(১)বিঃ আত্মহত্যা; (২)বিণঃ আত্মহত্যাকারী। বিঃ **আপন-পর**—আত্মীয়-অনাত্মীয়; শত্রুমিত্র। বিণঃ **আপনভোলা**—নিজের সুখশান্তি-সম্বন্ধে খেয়াল নাই এমন, আত্মহারা; তন্ময়। ক্রি-বিণঃ **আপনমনে**—(বাহিরের সব কিছুর সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হইয়া) নিজে নিজে। বিণঃ **আপনসর্বস্ব**—স্বার্থপর; নিজের সুখসুবিধাই (যাহার) মুখ্য লক্ষ্য এমন। বিণঃ **-হারা**—আত্মহারা; তন্ময়। **আপনার পায়ে কুড়ুল মারা**—নিজে নিজের সর্বনাশ করা।

আপনা—(১)বিঃ নিজ (আপনা হইতে)। (২)বিণঃ নিজের, আত্মীয় (আপনা জন)। [তু. হি. অপ্না]। **আপনা-আপনি**—(১)ক্রি-বিণঃ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, আপনা হইতে, স্বাভাবিকভাবে; নিজে-নিজে; (২)বিঃ আত্মীয়স্বজন (আপনা-আপনির মধ্যে)। বিণঃ **-বিস্মৃত, -হারা**—আত্মহারা; তন্ময়।

আপনাপন—বিণঃ নিজ নিজ, স্ব স্ব। [আপন+আপন]।

আপনি—সর্বঃ **'তুমি'**-র সম্ভ্রমসূচক রূপ: স্বয়ং, নিজে। [সং. আত্মন্ ও প্রা অপ্পাণ?—তু. হি. আপ্নে]। **আপনি বাঁচলে বাপের নাম**—বংশ-মর্যাদা বা অন্য সমস্ত কিছুর অপেক্ষা নিজের জীবনের মূল্য বেশী।

আপন্ন—বিণঃ আপদ্‌গ্রস্ত, বিপন্ন, প্রাপ্ত (শরণাপন্ন)। [সং. আ+ √পদ্+ত]।

আপরাহ্ণিক—বিণঃ বৈকালিক, বিকালবেলার, অপরাহ্ণকালীন। [সং. অপরাহ্ণ+ইক]।

আপরুচি—বিণঃ নিজ রুচিমত। [হি. আপ্=আপন+রুচি]।

আপশোষ—**আপসোস**-এর বর্জি. বানান।

আপস, (বর্জি.) **আপোস**, (বর্জি.) **আপোষ**—বিঃ মিটমাট, রফা। [ফা. ওয়াপ্স্]।

আপসান, আপসানো—**আফসান**-র রূপভেদ।

আপসে—ক্রি-বিণঃ আপনা-আপনির মধ্যে (আপসে ঝগড়া করা); উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে (আপসে মেটা); বন্ধুভাবে (আপসে কুশতি লড়া); আপনা হইতে (আপসে বাধ্য হওয়া)। [হি আপ্+সে]।

আপসোস—বিঃ পরিতাপ, মনস্তাপ, দুঃখ। [ফা. আফ্সোস]।

আপাং—**আপাঙ্গ**-এর বানানভেদ।

আপাকা—বিণঃ অপক্ব, ঈষৎ পক্ব। [বাং. আ-৩+পাকা]।

আপাঙ্গ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ। [সং. অপাঙ্গক]।

আপাটল—বিণঃ ঈষৎ পাটল, আলোহিত। [আ-৩+লোহিত]।

আপাণ্ডুর—বিণঃ ঈষৎ পাণ্ডুর। [বাং. আ-+পাণ্ডুর]।

আপাত—বিঃ উপস্থিত সময়, প্রথম সময়, তৎকাল, ঘটনাকাল (আপাতমধুর); পতন, সজ্ঘটন (অনিষ্টাপাত)। [সং. আ+ √পত্+অ]। বিণঃ **-কঠিন**—আপাততঃ কঠিন বলিয়া মনে হয় এমন (কিন্তু বস্তুতঃ বা পরিণামে কঠিন নহে)। অব্য. ক্রি.বিণঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—

সম্প্রতি, এক্ষণে। ক্রি-বিণঃ -দৃষ্টিতে—সাধারণভাবে অর্থাৎ ভালভাবে খতাইয়া না দেখিলে; মোটামুটি বিচারে। বিণঃ -মধুর—আপাততঃ মধুর (কিন্তু বস্তুতঃ বা পরিণামে নহে)। বিণঃ -রমণীয়—আপাততঃ সুন্দর বা প্রীতিকর।

আপাদ—অব্য. ক্রি-বিণঃ পা পর্যন্ত, পা হইতে। [সং. আ+পাদ]। ক্রি-বিণঃ -মস্তক—পা হইতে মাথা পর্যন্ত।

আপান—বিঃ মদের আড্ডা; মদের দোকান। [সং. আ+ √ পা+অন (ধি)]।

আপামর—ক্রি-বিণঃ পামর পর্যন্ত অর্থাৎ সকলে, উচ্চনীচ-অভেদে। বিঃ -সাধারণ—সমস্ত লোক, সর্বসাধারণ। [সং. আ+পামর]।

আপায়—বিঃ অপগম, সমাপ্তি। [সং. অপায়]।

আপার—অপার-এর বিকৃত রূপ।

আপিঙ্গল—বিণঃ ঈষৎ পিঙ্গল বা তাম্রবর্ণ; তাম্রাভ। [বাং আ-৩+পিঙ্গল]।

আপিল—আপীল-এর বানানভেদ।

আপিস—অফিস-এর চলিত বিকৃত রূপ।

আপীড়ন—বিঃ সম্যক্ পীড়ন; গাঢ আলিঙ্গন। [সং. আ+পীড়ন]। বিণঃ আপীড়িত—সম্যক্‌ভাবে পীড়িত; প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গিত।

আপীত১—বিণঃ ঈষৎ পীতবর্ণ; পীতাভ; হরিদ্রাভ। [সং. আ-৩+পীত]।

আপীত২—বিণঃ সম্যক্ পান করা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √ পা+ত (র্ম)]।

আপীন—(১) বিঃ গবাদি পশুর স্তন বা বাট। (২) বিণঃ সুপুষ্ট, স্ফীত। [সং. আ+ √প্যায্‌ +ত]।

আপ্‌নি—আপনি-র বিকৃত রূপ।

আপীল—বিঃ পুনর্বিচারের জন্য আবেদন; [ইং. appeal]।

আপেক্ষিক—বিণঃ অপেক্ষাকৃত, তুলনামূলক; পরস্পর নির্ভরশীল, সাপেক্ষ, relative। [সং. অপেক্ষা+ইক]। বিঃ -তা। আপেক্ষিক গুরুত্ব—(প্রধানতঃ তরল পদার্থের) তুলনামূলক গুরুত্ব, specific gravity। আপেক্ষিক তত্ত্ব—গতিমাত্রই আপেক্ষিক এবং কাল জড়বস্তুর চতুর্থ মাত্রা: এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতবাদ, theory of relativity।

আপেল—বিঃ ফলবিশেষ। [ইং. apple]।

আপোড়া—বিণঃ পোড়া বা পোড়ান নয় এমন, অদগ্ধ, কাঁচা; অর্ধদগ্ধ, অসম্পূর্ণরূপে দগ্ধ; শবদাহহীন ('আপোড়া পৃথিবী': কাশী)। [আ-৩+পোড়া]।

আপোষ, আপোস—আপস-এর বানানভেদ।

আপ্ত-১—বিণঃ প্রাপ্ত, লব্ধ (আপ্তকাম); অভ্রান্ত, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, প্রামাণিক (আপ্তবাক্য); সুহৃদ্‌-বান্ধবাদি নিকটসম্পর্কীয় (আপ্তজন)। [সং. √ আপ্‌+ত]। বিণঃ -কাম—পূর্ণমনোরথ। বিঃ -দূতী—যে দূতী প্রিয়ভাষিণী চতুরা অন্তরঙ্গা বিশ্বস্তা এবং মন বুঝিয়া কার্য করে। বিঃ -বচন, -বাক্য—দেবতার নিকট হইতে প্রাপ্ত আদেশ; নির্বিচারে গ্রহণীয় বেদাদির বিধান।

আপ্ত-২—বিণঃ আপন (আপ্তগরজী)। [সং. আত্মন্‌]। বিঃ -গণ—স্বীয় স্বজন ও সহচরবর্গ, স্বদল। বিণঃ -গরজী—কেবল নিজের গরজ বা স্বার্থের জন্যই কাজ করে এমন; স্বার্থপর। -সার—(১) বিঃ যোগদ্বারা বা তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদ্বারা আত্মরক্ষা; (২) বিণঃ স্বার্থপর। বিণঃ -সুখী—কেবল নিজের সুখই বোঝে, আত্মসুখী।

আপ্যায়ন—বিঃ সংবর্ধনা, অভ্যর্থনা; প্রীতিসম্পাদন। [সং. আ+ √প্যায্‌+অন (ভা)]। বিণঃ আপ্যায়িত—আপ্যায়ন লাভ করিয়াছে এমন; সংবর্ধিত, অভ্যর্থিত।

আপ্রাণ—বিণ. ক্রি-বিণঃ প্রাণ থাকা পর্যন্ত; প্রাণপণ। [সং. আ+প্রাণ]।

আপ্লব, আপ্লাব, আপ্লাবন—বিঃ জলপ্লাবন, বন্যা; অবগাহন। [সং. আ+ √ প্লু+অ, অন (ভা)]। বিণঃ আপ্লাবিত—প্লাবিত; সিক্ত।

আপ্লুত—বিণঃ সম্পূর্ণ সিক্ত; স্নাত। [সং. আ+প্লুত]।

আফখোরা—আবখোরা-র রূপভেদ।

আফগান—(১) বিঃ আফগানিস্তানের অধিবাসী। (২) বিণঃ আফগানিস্তান বা আফগান সম্বন্ধীয়। বিণঃ আফগানী—আফগানিস্তানের।

আফত—বিঃ বিপদ্‌, বিপত্তি। [আ. আফত্‌—তু. সং. আপদ্‌]।

আফলন্ত, আফলা—অফলা-র রূপভেদ (আফলা খেত)।

আফলোদয়—বিঃ ফলের আবির্ভাব বা সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত। [সং. আ+ফলোদয়]।

আফসান (-নো)—ক্রিঃ আস্ফালন করা; বিফল হইয়া খেদ বা ক্রোধ প্রকাশ করা। [বাং.

√আফসা+আন]। বিঃ **আফসানি**—আস্ফালন; আপসোস।

আফসোস—**আপসোস**-এর রূপভেদ।

আফিং, আফিঙ—**আফিম**-এর রূপভেদ।

আফুটন্ত, আফুটা, আফুটো—বিণঃ অপরিস্ফুট; সিদ্ধ হয় নাই বা ফুটিয়া উঠে নাই এমন (আফুটো ডাল)। [বাং. আ-৩+ √ফুট্+অন্ত (শতৃ), আ]।

আফ্রিকান—বিঃ আফ্রিকা-মহাদেশের লোক। [ইং. African]।

আব—বিঃ রোগবিশেষ, দেহে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড, exostosis। [সং. অর্বুদ]।

আবওয়াব—বিঃ নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত দেয় কর। [ফা. রাব শব্দের বহুবচন]।

আবকার—বিঃ মদ্যাদি মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা। [ফা. অব্‌কার]। **আবকারি, আবকারী**—(১) বিঃ মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়, তৎ-সংক্রান্ত রাজস্ব; (২) বিণঃ মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধীয়; মাদকদ্রব্যের প্রস্তুতকরণ ও ব্যবসায় এবং তৎ-সংক্রান্ত করনিয়ামক।

আবখোরা—বিঃ জল পান করিবার পাত্রবিশেষ। [ফা. আব্‌খোরা]।

আবগার—**আবকার**-এর চলিত রূপ।

আবছায়া, আবছা—(১) বিঃ অস্পষ্ট প্রকাশ বা আকার। (২) বিণঃ ছায়াবৎ; অস্পষ্ট। (৩) ক্রি-বিণঃ অস্পষ্টভাবে (আবছা দেখিলাম)। [সং. অপচ্ছায়া]।

আবজুশ—বিঃ কাথ, broth। [ফা. আবজোশ]।

আবড়াখাবড়া—**এবড়োখেবড়ো**-র রূপভেদ।

আবডাল—বিঃ আড়াল। [সং অন্তরাল]।

আবণ্টন—বিঃ অংশ-বিভাজন, allotment [স. প.]। [সং.]।

আবদার—বিঃ বায়না; অন্যায় বা অদ্ভুত দাবি। [হি. আব্‌দা]। বিণঃ **আবদারে, আবদেরে**—আবদার করে বা বায়না ধরে এমন।

আবদ্ধ—বিণঃ বদ্ধ, রুদ্ধ; জড়িত, ব্যাপৃত, বন্ধকী। [সং. আ+বদ্ধ]।

আবরক—(১) বিণঃ আবরণকারী, আচ্ছাদক। (২) বিঃ ঢাকনি, ঘোমটা। [সং. আ+ √বৃ+অক (র্তৃ)]।

আবরণ—বিঃ আবৃতকরণ, আচ্ছাদন; আচ্ছাদনী, ঢাকনি। [সং. আ+ √বৃ+অন (ভা, ণে)]। বিঃ **আবরণী**—ঢাকনি। ক্রিঃ **আবড়া**—আবৃত করা। বিণঃ **আবরিত**—আবৃত, আচ্ছাদিত।

আবরু—বিঃ সম্ভ্রম, মর্যাদা, আভিজাত্য; ইজ্জৎ, সতীত্ব, শ্লীলতা; আবরণ, পর্দা। [ফা.]।

আবর্জন—বিঃ সম্পূর্ণ বর্জন, পরিত্যাগ; অবনমন; নিয়মন। [সং. আ+বর্জন]। বিণঃ **আবর্জিত**—সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত; আনমিত; আকৃষ্ট (আবর্জিত-চিত্ত); নিয়মিত।

আবর্জনা—বিঃ জঞ্জাল, সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় ময়লা বা নোংরা বস্তু; অনভিপ্রেত ব্যক্তি (সংসারের আবর্জনা)। [সং. আবর্জন+আ]।

আবর্ত—(১) বিঃ ঘূর্ণি, কুণ্ডলী (রোমাবর্ত); ঘূর্ণি-জল; ঘূর্ণিপাক (বাতাবর্ত); আবর্তন। (২) বিণঃ ঘূর্ণায়মান (কে রোধিবে সেই আবর্ত গতিকে)। [সং. আ+ √বৃৎ+অ]।

আবর্তন—বিঃ ঘূর্ণন, চক্রাকারে ভ্রমণ, পরিভ্রমণ; প্রত্যাবর্তন; আলোড়ন, ঘোটন; পুনঃপুনঃ করা। [সং. আ+ √বৃৎ+অন (ভা)]। বিঃ **-দণ্ড, আবর্তনী**—মন্থনদণ্ড, ঘোটনকাটি। বিণঃ **আবর্তমান**—আবর্তন করিতেছে অর্থাৎ ঘুরিয়া বা ফিরিয়া আসিতেছে এমন। ক্রিঃ **আবর্তা**—আবর্তিত করা বা হওয়া। বিণঃ **আবর্তিত**—আবর্তন করা হইয়াছে এমন।

আবলী, আবলি—বিঃ পঙক্তি, সারি (বৃক্ষাবলী); সমষ্টি (গ্রন্থাবলী)। [সং.]।

আবলুস—বিঃ কৃষ্ণবর্ণ কঠিন কাষ্ঠবিশেষ, ebony। [আ. আবনুস]।

আবল্য—বিঃ দুর্বলতা; জড়তা; অবসাদজনিত নিদ্রাবেশ। [সং. অবল+য (ভা)]।

আবশ্যক—(১) বিণঃ প্রয়োজনীয়; অপরিহার্য। (২) বিঃ প্রয়োজন, দরকার। [সং. অবশ্যম্+ক]। বিঃ -তা। বিণঃ **-আবশ্যকীয়**—প্রয়োজনীয় ('আবশ্যক' পদটিকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিলে 'আবশ্যকতা' পদটি শুদ্ধ, আবার বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিলে 'আবশ্যকীয়' পদটিও শুদ্ধ। সংস্কৃতে 'আবশ্যকীয়' অশুদ্ধ গণ্য হইলেও বাঙ্গালায় এই উভয় পদেরই প্রয়োগ প্রচলিত)। বিণঃ **আবশ্যিক**—অবশ্য করণীয় বা গ্রহণীয়, compulsory।

আবহ—(১) বিণঃ বাহক, ধারক, উৎপাদক (শোকাবহ)। (২) বিঃ সপ্তবায়ুর অন্যতম, ভূ-বায়ু; বায়ুমণ্ডল, atmosphere। [সং. আ+ √বহ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—বায়ুমণ্ডলবিদ্যা, meteorology। বিঃ **আবহ-সংবাদ**—জল-ঝড়-বায়ু প্রভৃতির গতি ও হাল-

চাল সম্বন্ধীয় স্তব। বিঃ **আবহ-সঙ্গীত**—নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনেয় ঘটনার অনুষঙ্গী সঙ্গীত, background music।

আবহমান—বিণঃ ক্রমাগত, চিরপ্রচলিত। [সং. আ+ √ বহ্ +আন (মান) (র্তৃ)]। বি. ক্রি-বিণঃ **-কাল**—চিরকাল, অনাদিকাল।

আবহাওয়া—বিঃ জলবায়ু, climate। [ফা. আব+হাওয়া– তু. হি. রাতাবরণ]।

আবা—বিঃ জামাবিশেষ। [আ.]।

আবাঁধা—বিণঃ অবদ্ধ, বাঁধা বা বাঁধান নহে এমন, অগোছাল (আবাঁধা সংসার)। [বাং. আ-৩+ বাঁধা]।

আবাগা, আবাগে—বিঃ অভাগা, ভাগ্যহীন ব্যক্তি। [সং. অভাগ্য]। বি(স্ত্রী)ঃ **আবাগী**।

আবাদ—বিঃ কৃষি, চাষ ('আবাদ করলে ফলত সোনা' : বা. প্র.), কর্ষিত বা তৈয়ারি জমি, জনপদ। [ফা.]। বিণঃ **আবাদী**—চাষের উপযুক্ত; কর্ষিত।

আবাপন—বিঃ তাঁত। [সং. আ+ √ বাপি+ অন]।

আবার—ক্রি-বিণ. অব্যঃ পুনর্বার (আবার যাও); অধিকন্তু (গরিব, আবার বদখেয়ালী); অনিশ্চয় বা অবিশ্বাস বুঝাইতে ও নেতিসূচক প্রশ্নে (দরিদ্রের আবার সুখশান্তি, শত্রুতে আবার সাহায্য করবে, কি আবার করব?)। [সং. অপর? বাং. আ (=আর)+বার?]।

আবাল—বিঃ (অবোধ বা অসহায়) বালক, ছেলে-মানুষ; মূর্খ লোক (আবাল নিয়ে বাস)। [বাং. আ (মন্দার্থে)+বাল (ক)]। বিঃ **-বৃদ্ধবনিতা**—বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-স্ত্রীলোক পর্যন্ত সকলেই।

আবাল্য—অব্য. ক্রি-বিণঃ বাল্যকাল হইতে; আশৈশব। [বাং. আ- +বাল্য]।

আবাস—বিঃ বাসস্থান, বাসা, গৃহ। [সং. আ+ √বস্+অ (ধি)]।

আবাসিক—(১)বিঃ (বৌদ্ধবিহারের) রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, caretaker। (২) বিণঃ (স্বগৃহের পরিবর্তে) কর্মস্থলে বা ছাত্রাবাসে বাসকারী। [সং. আবাস+ইক]।

আবাহন—বিঃ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা দেবতাকে আমন্ত্রণ; আমন্ত্রণ; ডাক। [সং. আ+ √বহ্ +ণিচ্+অন (ণে)]। **আবাহনী**—(১)বিঃ দেবতাকে আবাহন করিবার নিমিত্ত করপুট ও অঙ্গুলির দ্বারা কৃত মুদ্রাবিশেষ; আবাহনের জন্য কৃত স্তব বা গান; (২)বিণঃ আবাহনাত্মক (আবাহনী সঙ্গীত)।

আবির—বিঃ ফাগ। বিঃ **-খেলা**—(সচ. হোলি-উৎসবে) পরস্পরের দেহে আবির নিক্ষেপ। [সং. আবীর]।

আবির্ভাব, আবির্ভবন—বিঃ প্রকাশ, উদয় (সূর্যের আবির্ভাব); অবতরণ, অধিষ্ঠান (দেবতার আবির্ভাব), প্রাদুর্ভাব (কলেরার আবির্ভাব)। [সং. আবিস্+ √ভূ+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **আবির্ভূত**—প্রকাশিত, উদিত; অবতীর্ণ, অধিষ্ঠিত, প্রাদুর্ভূত।

আবিল—বিণঃ কলুষিত; পঙ্কিল, ঘোলা। [সং. আ+ √বিল্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

আবিষ্করণ, আবিষ্কার, আবিষ্ক্রিয়া—বিঃ অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত বস্তু অথবা বিষয়ের সন্ধানলাভ কিংবা প্রকাশকরণ; উদ্ভাবন। [সং. আবিস্+করণ, কার, ক্রিয়া]। বিণঃ **আবিষ্করণীয়**—আবিষ্কারযোগ্য, আবিষ্কার করিতে হইবে এমন। বিঃ **আবিষ্কর্তা** (-র্তৃ), **আবিষ্কারক**—যে আবিষ্কার করে বা করিয়াছে, উদ্ভাবক। বিণঃ **আবিষ্কৃত**—আবিষ্কার করা হইয়াছে এমন।

আবিষ্ট—বিণঃ অভিভূত (মোহাবিষ্ট), অধিকৃত (ভূতাবিষ্ট); পরিব্যাপ্ত (মেঘাবিষ্ট); বিহ্বল, তদ্গত; অভিনিবিষ্ট। [সং. আ+ √বিশ্+ত (র্ম, র্তৃ)]।

আবীত—বিণঃ আবৃত; পরিহিত। [সং. আ + √ব্যে+ত (র্ম)]।

আবীর—**আবির**-এর বানানভেদ।

আবৃজ—**অবুঝ**-এর অপ্র. বিকৃত রূপ।

আবৃত—বিণঃ আচ্ছাদিত, ঢাকা; বেষ্টিত (মেখলাবৃত); ব্যাপ্ত (মেঘাবৃত)। [সং. আ+ √বৃ+ত]। বিঃ **আবৃতি**—আবরণ; বেষ্টন; প্রাচীর, বেড়া; বেষ্টিত স্থান।

আবৃত্ত—বিণঃ আবৃত্তি করা হইয়াছে এমন; পুনঃপুনঃ পঠিত; প্রত্যাগত, পুনরাগত। [সং. আ+ √বৃৎ+ত (র্ম)]। বিণঃ **-চক্ষু**—ভিতরের দিকে চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে এমন।

আবৃত্তি—বিঃ বারংবার পাঠ বা অভ্যাসকরণ, ছন্দ ভাব প্রভৃতি ব্যঞ্জনাসহকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ; পুনঃপুনঃ আগমন, পুনরাগমন। [সং. আ+ √বৃৎ+তি (ভা)]।

আবেগ—বিঃ তীব্র বা বিশেষ বেগ ('বেগের আবেগ' : রবীন্দ্র) ; উৎকণ্ঠা ; চিত্তচাঞ্চল্য, ব্যাকুলতা (শোকাবেগ)। [সং.]।

আবেদক—বিণঃ আবেদনকারী। [সং. আ+ বেদি+অক (র্তৃ)]।

আবেদন—বিঃ নিবেদন, প্রার্থনা ; দরখাস্ত, আরজি, application, নালিশ ; চিত্তবৃত্তিকে নাড়া দিবার প্রয়াস বা শক্তি, appeal ('কবিতার আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়—হৃদয়ের কাছে')। [সং. আ+ √বেদি অন (ভা)] বিণঃ **আবেদনীয়**—আবেদনযোগ্য।

আবেশ, আবেশন—বিঃ বিহ্বলতা, ভাবাবেগ ('আবেশে হিয়ার মাঝারে লই' : বিদ্যা.) ; আসক্তি, অনুরাগ ('আবেশে অবশ তনু') ; অন্তঃপ্রবেশ, অনুপ্রবেশ (ভূতাবেশ) ; গভীর মনোযোগ ; মোহ, আচ্ছন্নতা (ঘুমের আবেশ)। [সং আ+ √বিশ্+অ, অন (ভা)]।

আবেষ্টক—**আবেষ্টন** দ্রঃ।

আবেষ্টন—বিঃ পরিবেষ্টন, সম্পূর্ণ ঘেরাও করা, বেড়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশ। [সং আ+বেষ্টন]। **আবেষ্টক**—(১)বিণঃ পরিবেষ্টক, (২)বিঃ বেড়া, প্রাচীর। বি(স্ত্রী)ঃ **আবেষ্টনী**—বেষ্টনী, বেড়া, পরিধি, পারিপার্শ্বিকতা, environment। বিণঃ **আবেষ্টিত**—আবেষ্টন বা ঘেরাও করা হইয়াছে এমন।

আবোল-তাবোল—(১)বিঃ অসম্বদ্ধ কথা, প্রলাপ; আজে-বাজে ছড়া। (২)বিণঃ অসম্বদ্ধ, আজে-বাজে। [তু. হি. অনবোল-তনবোল]।

আব্বা—বিঃ (মুস.) বাবা, পিতা। [আ.]।

আব্রহ্ম—অব্যঃ ব্রহ্মা হইতে। [সং. আ+ব্রহ্মন্]। বিঃ **-স্তম্ব**—পূর্ণচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অচেতন সামান্য স্তম্ব অর্থাৎ তৃণাদির গুচ্ছ পর্যন্ত।

আব্রু—**আবরু**-র বানানভেদ।

আভরণ—বিঃ ভূষণ, অলঙ্কার, গহনা। [সং.]।

আভা—বিঃ প্রভা, দীপ্তি ; শোভা, বর্ণ (কৃষ্ণাভা)। [সং. আ+ √ভা+অ (ভা)]।

আভাং—বিঃ তৈলাদিদ্বারা অঙ্গমর্দন [সং. অভ্যঙ্গ]।

আভাঙ্গা, আভাঙা—বিণঃ ভাঙ্গা বা চূর্ণ করা হয় নাই এমন (আভাঙ্গা গম)। [বাং. আ-৩+ ভাঙ্গা]।

আভাষ—বিঃ মুখবন্ধ, ভূমিকা, অবতরণিকা ; আলাপ। [সং. আ+ভাষ]। বিঃ **-ণ**—সম্বোধনপূর্বক কথন ; আলাপ ; উক্তি, বক্তৃতা। বিণঃ **আভাষিত**—কথিত।

আভাস—বিঃ ক্ষীণ বা অস্পষ্ট প্রকাশ ('আভাসে দাও দেখা' : রবীন্দ্র), ছায়া, ইঙ্গিত (আভাসে বলা), আভা। [সং আ+ √ভাস্+অ (ভা)]। ক্রিঃ **আভাসা**—উদ্ভাসিত অথবা প্রকাশিত বা দীপ্ত হওয়া।

আভিজন—বিঃ অভিজনের ভাব, কৌলীন্য, পদবী। [সং. অভিজন+অ (ভা)]।

আভিজাতিক—বিণঃ অভিজাত-সম্বন্ধীয় ; বংশ-ঘটিত, কুলপরিচায়ক। [সং. অভিজাত+ইক]। বিঃ **-চিহ্ন**—কুলপরিচায়ক চিহ্ন, heraldry।

আভিজাত্য—বিঃ বংশমর্যাদা, কৌলিন্য। [সং অভিজাত+য (ভা)]।

আভিধানিক—(১)বিণঃ অভিধান-সংক্রান্ত, অভিধানের অন্তর্গত। (২)বিঃ অভিধান-প্রণেতা। [সং. অভিধান+ইক]।

আভিমুখ্য—বিঃ অভিমুখীনতা ; মুখামুখী অবস্থা ; আনুকূল্য। [সং. অভিমুখ+য]।

আভীর—বিঃ আহির, গোপজাতিবিশেষ। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **আভীরী, আভীরা, আভীরিণী**। বিঃ **-পল্লী**—যে পল্লীতে গোপজাতি বাস করে, গোয়ালাপাড়া।

আভূমি—ক্রি-বিণঃ ভূমি পর্যন্ত। [সং. আ-১+ ভূমি]।

আভোগ—বিঃ গানের ভণিতাযুক্ত পদবিশেষ ; সঙ্গীত-আলাপের চতুর্থ চরণ, উপভোগ ; পূর্ণতা, বিস্তার। [সং.]।

আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক, (অশু. কিন্তু চলিত) **আভ্যন্তরীণ**—বিণঃ অভ্যন্তর-সম্বন্ধীয় ; ভিতরের ; অভ্যন্তরস্থ, ভিতরস্থ। [সং. অভ্যন্তর+অ, ইক, ঈন]।

আভ্যুদয়িক — (১)বিণঃ অভ্যুদয়-সম্বন্ধীয় ; মাঙ্গলিক ; সমৃদ্ধিসাধক। (২)বিঃ বিবাহাদি উপলক্ষে করণীয় শ্রাদ্ধবিশেষ। [সং. অভ্যুদয় +ইক]।

আম১—বিঃ অন্ত্রের নির্যাস, mucus; আমাশয়। [সং. আ+ √অম্+অ (র্তৃ)]।

আম২—(১)বিঃ সাধারণ। (২)বিণঃ সর্বসাধারণের (আমদরবার)। [আ.]।

আম৩—বিঃ আম্রফল। [সং. আম্র]। **আমের আচার**—আমের সহিত অম্ল ও ঝাল মিশাইয়া

প্রস্তুত চাটনিবিশেষ। **বর্ণচোরা আম**—রং দেখিয়া কাঁচা ও টক মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে পাকা ও মিষ্ট আম; (আল.) ছদ্মবেশী। **পাকা আম দাঁড়কাকে খায়**—অপাত্রে সুপাত্রী দানের জন্য বা উৎকৃষ্ট বস্তুর অপকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য আক্ষেপ।

আম$_8$—বিণঃ অপক্ব, কাঁচা (আমমাংস), অদগ্ধ, আপোড়া (আমসরা, আমহাঁড়ি)। [সং. আ+ √অম্+অ (ণ)]।

আম-আদা—বিঃ আমের গন্ধযুক্ত আদাবিশেষ। [আম$_৩$+আদা]।

আমগন্ধি, আমগন্ধী—বিণঃ (রাঁধা খাদ্যাদি সম্বন্ধে) কাঁচা গন্ধ দূর হয় নাই এমন; দুর্গন্ধ। [সং. আম$_8$+গন্ধ+ই, ঈ]।

আমচুর—বিঃ আমসি। [বাং. আম$_৩$+চুর<সং. চূর্ণ]।

আমড়া—বিঃ ফলবিশেষ। [সং. আম্রাতক]। ক্রিঃ **আমড়া করা**—কিছু (বিশেষতঃ কোন ক্ষতি) করিতে না পারা। বিঃ **-গাছি**—(বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য) চাটুবাদ।

আমতা, আমতা-আমতা—অব্যঃ অস্পষ্টভাবে স্বীকার বা অস্বীকার; (বলিতে বা করিতে) ইতস্ততঃ। [বাং. আমি+তা?]।

আমদ—বিঃ আসা। [ফা. আমদন্]।

আমদরবার—বিঃ যে দরবারে সাধারণ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয় এবং বিচারকার্য সমাধা হয়। [আম$_২$+দরবার]।

আমদানি—বিঃ দেশের বাহির হইতে পণ্যদ্রব্যাদি আনয়ন, import; আয়, আগম। [ফা. আমদন্]। বিণঃ **আমদানি, আমদানী**—বিদেশ হইতে আনীত।

আমধুর—বিণঃ ঈষৎ মধুর; অনুগ্র মাধুর্যযুক্ত। [বাং. আ-$_৩$+মধুর]।

আমন—(১)বিণঃ হৈমন্তিক, হেমন্তকালীন। (২) বিঃ হেমন্তকালীন ধান। [সং. হৈমন]।

আমন্ত্রণ—বিঃ আহ্বান, নিমন্ত্রণ, সম্ভাষণ। [সং. আ+ √মন্ত্র্+অন (ভা)]। বিঃ **আমন্ত্রয়িতা** (-তৃ)—আমন্ত্রণকারী। ক্রিঃ **আমন্ত্রা**—আমন্ত্রণ করা। বিণঃ **আমন্ত্রিত**—আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন।

আমবাত—বিঃ চর্মরোগবিশেষ। [আম$_২$+ বাত]।

আমমোক্তার—বিঃ বিষয়কর্মনির্বাহার্থ আইনতঃ নিযুক্ত প্রতিনিধি। [আ. আম্+ফা. মুখ্‌তার]। বিঃ **-নামা**—আমমোক্তার নিয়োগের দলিল, power of attorney।

আময়—বিঃ রোগ, ব্যাধি (নিরাময়, উদরাময়)। [সং. আম$_১$+ √যা+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **আময়িক** রোগসম্বন্ধীয়; রোগ-নিরাময়কর।

আময়দা — বিণঃ প্রচুর, অপরিমিত। [ফা. আমাদাহ্]।

আমর, আ মর—অব্যঃ মরণ হউক; বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদি সূচক গালি। [বাং. আ-$_৩$+মর]।

আমরক্ত—বিঃ মলের সহিত রক্তস্রাব, রক্তাতিসার। [আম$_১$+রক্ত]।

আমরণ—(১)ক্রি-বিণঃ মৃত্যু পর্যন্ত (আমরণ সংগ্রাম করা)। (২)বিণঃ মরণ পর্যন্ত ব্যাপ্ত (আমরণ দুঃখ)। [সং. আ+মরণ]।

আমরস—বিঃ অপক্ব বা অপরিণত রসধাতু, chyme। [আম$_8$+রস]।

আমরি, আ মরি—অব্যঃ আহা মরি, মরি-মরি; প্রশংসাসূচক অথবা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপাত্মক বা ব্যঙ্গ-সূচক শব্দ ('মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা': অ. প্র.)। [বাং আ+মরি]।

আমরুল—বিঃ অম্লস্বাদযুক্ত শাকবিশেষ। [সং. অম্লোনী]।

আমর্শ, আমর্শন—বিঃ স্পর্শ; পরামর্শ; প্রণিধান, চিন্তা। [সং. আ+ √মৃশ্+অ, অন(ভা)]।

আমর্ষ—বিঃ অক্ষমা; ক্রোধ। [সং.]।

আমল—বিঃ রাজত্বকাল, শাসনকাল (আকবরের আমল); অধিকার ('কটকে হইল আলিবর্দির আমল': ভা. চ.); যুগ, কাল (পিতামহের আমল); প্রশ্রয় (আমল দেওয়া)। [আ.]। বিঃ **-নামা**—জমি প্রভৃতিতে দখল দিবার জন্য লিখিত আদেশপত্র। ক্রিঃ **আমল দেওয়া**—গ্রাহ্য করা। ক্রিঃ **আমলে আনা**—কোন কাজ হাতে লওয়া বা আরম্ভ করা; গ্রাহ্য করা (কারও কথা আমলে আনা)।

আমলক, আমলকী—বিঃ বৃক্ষবিশেষ; ঐ বৃক্ষের ফল। [সং.]। বিণঃ **করতল-আমলকবৎ**—হস্ত-স্থিত আমলকীর মত; সম্পূর্ণ আয়ত্ত।

আমলা$_১$—বিঃ আমলকী ফল। [সং. আমলক]।

আমলা$_২$—বিঃ কর্মচারী, কেরানী। [আ. আমিল]। বিঃ **-তন্ত্র**—যে শাসনব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারি-মণ্ডলীই সর্বেসর্বা, bureaucracy।

আমলান (-নো)—(১)ক্রিঃ ক্রমশঃ বেদনাযুক্ত হওয়া। (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √আমলা+আন]।

আমশী—**আমসি**-র বানানভেদ।

আমসত্ত্ব—বিঃ পাকা আমের রস শুকাইয়া প্রস্তুত মিষ্ট খাদ্যবিশেষ। [বাং. আম৩+সত্ত্ব]।

আমসি, আমসী—বিঃ কাঁচা আমের চাকলা শুকাইয়া প্রস্তুত অম্লখাদ্যবিশেষ। [আম৩]। (মুখ শুকাইয়া) **আমসি হওয়া**—বিবর্ণ বিরস ও বিশীর্ণ হওয়া।

আমা১—বিণঃ আধপোড়া (আমা ইট, আমা-ঝামা)। [আম৪+আ]।

আমা২—সর্বঃ আমি নিজে বা স্বয়ং; আমি; আমাকে। [সং. অস্মদ্>ময়া]।

আমাতিসার—বিঃ আমাশয়রোগ। [আম১+অতিসার]।

আমানত, আমানৎ—(১)বিণঃ গচ্ছিত, মজুত, জমা (আমানত টাকা)। (২)বিঃ গচ্ছিত ধন বা অন্য বস্তু (আমানতের পরিমাণ)। [আ. আমানৎ]। বিণঃ **আমানতি, আমানতী**—গচ্ছিত বা জমা রাখা হইয়াছে এমন। ক্রিঃ **আমানত রাখা, আমানত করা**—জমা দেওয়া।

আমানি—বিঃ পান্তাভাতের জল, কাঁজি। [দেশী]।

আমান্ন—বিঃ অপক্ব অন্ন। [আম৪+অন্ন]।

আমার—সর্বঃ মদীয়। [সং. অস্মদীয়]।

আমাশয়, (কথ্য) **আমাশা**—বিঃ উদরমধ্যে আম-সঞ্চয়ের স্থান, আমস্থলী; একপ্রকার উদরাময়, dysentery। [সং. আম১+আশয়]।

আমি—(১)সর্বঃ বক্তা স্বয়ং। (২)বিঃ আত্মবোধের অবলম্বন ('কোন্ পথে গেলে ও মা আমি মেলে': রা. প্র.); সত্তা, আত্মা (আমার আমি), অহঙ্কার ('আমি যাবে মলে')। [সং. অস্মদ্>অহম্]।

আমিন১—বিঃ তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারিবিশেষ; জমি-জরিপকারী কর্মচারী। [আ. আমীন্]।

আমিন২—বিঃ প্রার্থনা পূর্ণ হউক বা তাহাই হউক: এই আবেদন। [আ. আমীন—তু ইং. amen]।

আমির—বিঃ সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান, মুসলমান নৃপতিবিশেষের (বিশেষতঃ আফগানিস্তানের অধিপতির) উপাধি; ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। [আ. আমীর্]। বিঃ **আমিরি**—আমিরের চালচলন, বড়মানুষি। বিণঃ **আমিরি, আমিরী**—আমির-সম্বন্ধীয় বা আমিরের ন্যায়; ধনী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়। বিঃ **আমির-উমরাহ্**—ধনি-সম্প্রদায়; রাজরাজড়া।

আমিষ—বিঃ মাংস; মৎস্য-মাংসাদি জৈব খাদ্য। [সং. আ+ √মিষ্ +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **আমিষাশী** (-শিন্)—আমিষ-ভোজনকারী।

আমীন, আমীর—যথাক্রমে **আমিন** ও **আমির**-এর বানানভেদ।

আমুদে—বিণঃ আমোদপ্রিয়, হাসিখুশি, রসিক। [সং. আমোদ+বাং. ইয়া>এ]।

আমূল—(১)ক্রি-বিণঃ মূল পর্যন্ত বা মূল হইতে; আগাগোড়া, সম্পূর্ণ। (২)বিণঃ মূল পর্যন্ত বিস্তৃত, সম্পূর্ণ (আমূল পরিবর্তন)। [সং. আ+মূল]।

আমেজ—বিঃ ঈষৎ প্রকাশ বা উপস্থিতি, আভাস, আদরা; রেশ (নেশার আমেজ)। [ফা.]।

আমোদ—বিঃ আহ্লাদ, হর্ষ; উৎসব; মজা; দূর-গামী গন্ধ, অতি সুগন্ধ। [সং. আ+ √মুদ্+অ (ভা, দে)]। বিঃ **আমোদ-প্রমোদ**—ক্রীড়া-কৌতুক। বিঃ **আমোদন**—বিনোদন, amusement; আমোদকরণ, সুরভিতকরণ। বিণঃ **আমোদিত**—হর্ষযুক্ত; সুরভিত। বিণঃ **আমোদী** (-দিন্)—হর্ষযুক্ত, আমুদে; সুগন্ধজনক। বিণ-(স্ত্রী): **আমোদিনী**।

আম্নায়—বিঃ শ্রুতি, বেদ; আগম। [সং.]।

আম্বা—বিঃ স্পর্ধা, আস্ফালন, বড়াই; দুরা-কাঙ্ক্ষা। [দেশী]।

আম্মা—বিঃ মাতা। [সং. অম্বা বা আ. উম্ম]।

আম্র—বিঃ আমগাছ, আম। [সং.]।

আম্রাত, আম্রাতক—বিঃ আমড়া গাছ; আমড়া ফল। [সং.]।

আম্ল—বিণঃ অম্লরসযুক্ত, টক। [সং. অম্ল+অ (ভা)]। বি(স্ত্রী): **আম্লা**—তেঁতুল গাছ।

আম্লিক—বিণঃ অম্লাত্মক, অম্লযুক্ত, অম্লসম্বন্ধীয়। [সং. অম্ল+ইক]। **আম্লিক অক্সাইড**—acidic oxide [বি. প.]। **আম্লিক সন্ধান**—অম্লজনিত গাঁজান, acid fermentation [বি. প.]। বি(স্ত্রী): **আম্লিকা, আম্লীকা**—তেঁতুলগাছ।

আয়—বিঃ ধনাগম, উপার্জন, লাভ; উপস্বত্ব। [সং. √অয়্+অ (ভা)]। **-কর**—(১)বিঃ আয়ের উপর ধার্য কর, income-tax; (২)বিঃ লাভ-জনক। বিঃ **-ব্যয়**—উপার্জন ও খরচ; জমা-খরচ। বিঃ **-ব্যয়ক**—পূর্বাহ্ণে অনুমিত ভবিষ্যৎ জমাখরচের হিসাব, budget [স. প.]। বিঃ **-স্থান**—(জ্যোতিষ.) লগ্ন হইতে একাদশ স্থান।

আয়ত১—বিণঃ বিস্তৃত, বিশাল, টানা-টানা (আয়ত লোচন); বিষমবাহুবিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ (আয়তক্ষেত্র)। [সং.]।

আয়ত$_২$—বিঃ এয়োতি। [সং. অবিধবাত্ব]।

আয়তন—বিঃ ক্ষেত্রমান, area ; ঘনমান, volume ; পরিসর, প্রস্থ, বিস্তার ; মন্দির, গৃহ, প্রতিষ্ঠান (অচলায়তন) ; যজ্ঞবেদী। [সং. আ + √যত্ + অন্]।

আয়তলোচন—বিণঃ বড় (ও সুন্দর) চক্ষুবিশিষ্ট, বিশালাক্ষ। [সং. আয়ত + লোচন]।

আয়তি$_১$—বিঃ সধবার অবস্থা বা লক্ষণ, এয়োতি। [সং. অবিধবাত্ব]।

আয়তি$_২$—বিঃ দৈর্ঘ্য, বিস্তার, উত্তরকাল ; ফলপ্রদানকাল। [সং. আ + যম্ + তি]।

আয়তী—বি(স্ত্রী): সধবা নারী, এয়ো। [সং. আয়ুষ্মতী]।

আয়ত্ত—বিণঃ অধীন, অধিকৃত ; অধিগত ; কবলিত। [সং. আ + √যত্ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **আয়ত্ততা, আয়ত্তি**।

আয়না—বিঃ আরশি, দর্পণ। [ফা. আইনা]।

আয়ব্যয়, আয়ব্যয়ক—**আয়** দ্রঃ।

আয়মা—বিঃ মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারের বা পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ মৌলবীদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। [আ. আএমা]। বিঃ **-দার**—আয়মা জমি যে ব্যক্তি ভোগ করে।

আয়ল—ক্রিঃ (অপ্র.) আসিল বা আসিলাম। [আসা দ্রঃ]।

আয়স—(১)বিণঃ লৌহসংক্রান্ত, লৌহঘটিত, লৌহনির্মিত। (২)বিঃ লৌহ। [সং. অয়স্ + অ]। বি(স্ত্রী): **আয়সী**—লৌহবর্ম।

আয়স্থান—**আয়** দ্রঃ।

আয়া—বিঃ (ইউরোপীয় বা ইঙ্গবঙ্গ পরিবারের) দাই, শিশুদের পরিচারিকা। [পো. aya]।

আয়াত—বিঃ কোরাণের ক্ষুদ্রতম বাক্য। [আ.]

আয়ান—বিঃ রাধিকার স্বামী। [সং. অভিমন্যু]।

আয়াম$_১$—বিঃ বিস্তার, প্রসার, দৈর্ঘ্য। [সং.]।

আয়াম$_২$—বিঃ ঋতু ; উপযুক্ত কাল। [আ. আইয়াম্]।

আয়াস—বিঃ ক্লেশ, দুঃখ ; শ্রান্তি, ক্লান্তি ; বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন ; পরিশ্রম। [সং. আ + √যস্ + অ (ভা)]। বিণঃ **-সাধ্য**—পরিশ্রমসাপেক্ষ।

আয়ি, আয়ী—**আই**-র বানানভেদ।

আয়ু, আয়ুঃ (-য়ুস্)—বিঃ পরমায়ু (দীর্ঘায়ু, অল্পায়ু), জীবনকাল ; জীবন (আয়ুশেষ)। [সং. √ই বা √অয় + উ, উস্ (র্তৃ)]। বিণঃ **আয়ুঃপ্রদ**—পরমায়ুবৃদ্ধিকর।

আয়ুক্ত—বিণঃ নিযুক্ত ; ভারপ্রাপ্ত, কর্মাধ্যক্ষ, in-charge [স. প.]। [সং. আ + যুক্ত]।

আয়ুধ—বিঃ অস্ত্রশস্ত্র, প্রহরণ। [সং.]

আয়ুর্বৃদ্ধি—বিঃ পরমায়ুর বৃদ্ধি। [সং. আয়ুঃ + বৃদ্ধি]। বিণঃ **-কর**—আয়ুঃ বাড়ায় এমন।

আয়ুর্বেদ—বিঃ অথর্ববেদান্তর্গত চিকিৎসাবিদ্যা ; কবিরাজী চিকিৎসাপ্রণালী। [সং. আয়ুঃ + বেদ]। বিণঃ **আয়ুর্বেদীয়**—আয়ুর্বেদ-সম্বন্ধীয় ; আয়ুর্বেদসম্মত।

আয়ুষ্কর—বিণঃ পরমায়ু বৃদ্ধি করে এমন। [সং আয়ু + √কৃ + অ (র্তৃ)]।

আয়ুষ্কাল—বিঃ জীবিতকাল। [সং. আয়ুঃ + কাল]।

আয়ুষ্মতী—**আয়ুষ্মান্** দ্রঃ।

আয়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—বিণঃ দীর্ঘজীবী। [সং. আয়ুস + মৎ]। বিণ(স্ত্রী): **আয়ুষ্মতী**।

আয়ুষ্য—বিণঃ আয়ুষ্কর। [সং আয়ুস্ + য]।

আয়েন্দা—বিঃ আগামী, ভবিষ্যৎ। [ফা.]।

আয়েব—বিঃ দোষ-ত্রুটি বা সংস্পর্শদোষ। [আ. অইব্]।

আয়েমা—**আয়মা**-র রূপভেদ।

আয়েশ, আয়েস—বিঃ আরাম, সুখ, বিলাস। [আ. আএশ্]। বিণঃ **আয়েশী, আয়েসী**—আরামে অভ্যস্ত, বিলাসপ্রিয়।

আয়োগ—বিঃ তদন্তাদির জন্য নিযুক্ত সমিতি, কমিশন (commission) [স. প.]। [সং. আ + √যুজ্ + অ (র্তৃ)]।

আয়োজক—**আয়োজন** দ্রঃ।

আয়োজন—বিঃ যোগাড় ; উদ্যোগ, সংগ্রহ ; কোন অনুষ্ঠানের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রী (ভোজের আয়োজন)। [সং. আ + √যুজ্ + অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **আয়োজক**—আয়োজনকারী ; উদ্যোগী। ক্রি. **আয়োজা**—আয়োজন করা। বিণঃ **আয়োজিত**—সংগৃহীত।

আয়োডিন—বিঃ ক্ষতাদি যাহাতে পাকিয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্য ব্যবহার্য প্রতিষেধক ঔষধবিশেষ। [ইং. iodine]।

আর—(১)অব্য (সমুচ্চয়ী): এবং, ও (তুমি আর আমি) ; ইহার বেশী (অনেক লিখিয়াছি, আর কি লিখিব) ; অতঃপর (রাত হল, আর গল্প নয়) ; অথবা, কিংবা (দেখ আর না দেখ) ; যুগপৎ, অথচ (শক্তের ভক্ত আর নরমের যম) ; পক্ষান্তরে, কিন্তু (সে তোমাকে ভালবাসে, আর

তুমি তাহাকে শত্রু ভাব)। (২)ক্রি-বিণ: পরে, ভবিষ্যতে, পুনরায় (আর না দুঃখ পাই, সে কথা আর কেন); এখনও (বৃথা চেষ্টা কেন আর); এখন, বর্তমানে (আর সেদিন নাই); পুনশ্চ, তাহা ছাড়া, অধিকন্তু (আর দেখ); কখনও (ধানগাছে কি আর তক্তা হয়); পূর্বে বা পরে কখনও (এমনটি আর দেখা যায় নাই বা যাইবে না)। তদবধি (গেলে আর ফিরলে না); অবশ্য (তুমি ত আর গরিব নও)। (৩)বিণ: অপর, অন্য (আর জন, আর কেহ), দ্বিতীয়, অপর একটি (আর এমন বন্ধু মিলিবে না); বিগত (আর বৎসর আসিয়াছিল); আগামী (আর শনিবার যাইব); (৪)সর্ব: অন্য লোক বা দ্রব্য (আরের মন, আরের দিকে, আরে কি জানিবে)। অব্য. বিণ: **আর-আর**—অন্যান্য (আর-আর দিন, আর-আর লোকে)। অব্য. বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণ: **আরও**—অধিকতর (আরও কষ্ট, আরও ভাল, আরও কাঁদিবে); ইহা ছাড়া অন্য (আরও লোকে জানে); অধিকন্তু (আরও শোন)।

আরক—বি: নির্যাস, সার; রস; চোয়ান মদ্য। [আ. আরক্]।

আরক্ত—বিণ: ঈষৎ রক্তবর্ণ, রক্তাভ; গাঢ় লাল। বিণ: **-নয়ন**, **-লোচন**—(ঈষৎ) রক্তবর্ণ নেত্র-বিশিষ্ট; চক্ষু লাল হইয়াছে এমন; ক্রুদ্ধ। বিণ: **-মুখ**—মুখ রাঙা হইয়াছে এমন, লজ্জাপ্রাপ্ত। [বাং. আ-+রক্ত]।

আরক্তিম—বিণ: আরক্ত। [বাং. আ-+রক্তিম]।

আরক্ষ—(১)বি: থানা, ঘাঁটি; রক্ষিসৈন্য। (২)বিণ: রক্ষক। [সং. আ+ √রক্ষ্+অ (র্তৃ)]। বি: **আরক্ষা**—পুলিস [স. প.]। বি: **আরক্ষিক**, **আরক্ষী** (-ক্ষিন্)—পুলিসের লোক, কনেস্টবল [স. প.]; প্রহরী।

আরগিন, **আরগিণ**—বি: বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, organ; হারমোনিয়াম। [ইং. organ]।

আরজি, **আর্জি**, **আরজ**—বি: প্রার্থনা; দরখাস্ত, আবেদন, petition। [আ. অরজ্]।

আরণ্য—বিণ: বন্য, বনজাত; বনসম্বন্ধীয়। [সং. অরণ্য+অ]। **-ক**—(১)বিণ: বন্য; (২)বি: বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণের উপসংহারভাগ; অরণ্যবাসী মুনিপ্রমুখ মানুষ।

আরতি১—**আর্তি**-র কোমল রূপ।

আরতি২—বি: নিবৃত্তি; গভীর আসক্তি, একান্ত অনুরাগ ('বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া': চণ্ডী.)। [সং. আ+ √রম্+তি (ভা)]।

আরতি৩—(১) বি: প্রদীপাদি দ্বারা দেবমূর্তি বরণ; নীরাজনা। (২)ক্রি. আরতি করা। [সং. আরাত্রিক]।

আরদালি, **আরদালী**—বি: পেয়াদা, পিয়ন, বেহারা, চাপরাসী। [ইং. orderly]।

আরন্দ—বি: ভাদ্রসংক্রান্তির অরন্ধন-পর্ব। [সং. অবন্ধন]।

আরব১—**আরাব**-এর রূপভেদ।

আরব২—বি: আরবদেশ; ঐ দেশের অধিবাসী, আরবজাতি। [আ.]। **আরবী**—(১)বিণ: আরব-দেশজ; (২)বি: আরবের অধিবাসী বা ভাষা। বিণ: **আরব্য**—আরবদেশীয়।

আরব্ধ—বিণ: আরম্ভ করা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √রভ্+ত (র্ম)]।

আরভমাণ—বিণ: আরম্ভ করা হইতেছে এমন; আরম্ভ করিতেছে এমন। [সং. আ+ √রভ্+আন (মান)]।

আরমানী—(১)বি: আরমিনিয়াদেশের অধিবাসী। (২)বিণ: আরমিনিয়াদেশীয়। [ইং. Armenian]।

আরম্ভ—বি: সূত্রপাত, শুরু; উৎপত্তি; উপক্রম, উদ্যোগ, প্রস্তাবনা। [সং. আ+ √রভ্+অ]। বিণ.বি: **-ক**—আরম্ভকারী। ক্রি: **আরম্ভা**—আরম্ভ করা।

আরশ—বি: সিংহাসন, রাজাসন ('খোদার আরশ': কাজি)। [আ. আর্শ্]।

আরশলা—**আরসোলা**-র বর্জি. বানান।

আরশি, **আরসি**, **আরশী**, **আরসী**—বি: দর্পণ, মুকুর। [সং. আদর্শিকা]।

আরশুলা, **আরশোলা**—**আরসোলা**-র বর্জি. রূপ।

আরস—**আরশ**-এর বানানভেদ।

আরসি, **আরসী**—**আরশি**-র বানানভেদ।

আরসোলা, **আরসুলা**, **আরশলা**—বি: তেলা-পোকা। [সং. অগ্রপদা]। **আরসোলা আবার পাখী**—আরসোলা যেমন উড়িতে পারিলেও পাখি বলিয়া গণ্য হয় না, তেমনি যে যাহা নয় সে তাহা বা সেই শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

আরাত্রিক—বি: আরতি, নীরাজন। [সং.]।

আরাধক—বিণ: উপাসক, পূজক। [সং. আ+ √রাধ্+ণিচ্+অক]।

আরাধনা, **আরাধন**—বি: উপাসনা, পূজা; প্রার্থনা।

[সং. আ+ √রাধ্+আন (ভা)+আ]। ক্রিঃ **আরাধা**—আরাধনা করা। বিণঃ **আরাধিত**—উপাসিত, পূজিত, সেবিত। বিণঃ **আরাধনীয়, আরাধ্য**—উপাস্য, পূজার্হ। বিণঃ **আরাধ্যমান**—পূজিত হইতেছে এমন।

আরাব, আরব—বিঃ (উচ্চ) ধ্বনি বা শব্দ : গর্জন। [সং. আ+ √রু+আ (ভা)]।

আরাম১—বিণঃ সুস্থ, রোগমুক্ত। [ফা.]।

আরাম২—বিঃ আয়েশ, আনন্দ, সুখ ; বিশ্রাম ; উপবন, বাগান (সংঘারাম)। [সং. আ+ √রম্+অ]। বিঃ **আরাম-কেদারা**—আরামে বসিবার জন্য চেয়ার, easy-chair।

আরারুট—বিঃ একপ্রকার গুল্মমূল হইতে প্রস্তুত পালোবিশেষ। [ইং. arrowroot]।

আরিন্দা—বিঃ চিঠিপত্র খাজনা প্রভৃতির বাহক ; পেয়াদা। [ফা. অরিন্দহ্]।

আরূঢ়—বিণঃ আরোহণ করিয়াছে এমন (অশ্বারূঢ়)। [সং. আ+ √রুহ্+ত (র্তৃ)]।

আরে—অব্যঃ ভয় লজ্জা বিস্ময় ঘৃণা বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদি ও সম্বোধনসূচক শব্দ। [তু. সং. অরে]।

আরেক—সর্বঃ অপর এক। [আর+এক]।

আরোগ্য—বিঃ রোগমোচন, রোগনিবৃত্তি; রোগাভাব, স্বাস্থ্য। [সং. অরোগ+য]।

আরোপ—বিঃ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম সংস্থাপন, অধ্যাস (রজ্জুতে সর্পের আরোপ); অর্পণ, স্থাপন, অন্যায়ভাবে দায়ী করা (দোষারোপ)। বিণঃ **-ক**—আরোপকারী বা আরোপণকারী। বিঃ **-ণ**—আরোপকরণ ; স্থাপন ; আরোহণ করান ; ধনুকে জ্যা সংযোজন ; শস্যাদি রোপণ। ক্রিঃ **আরোপা**—আরোপ করা। বিণঃ **আরোপিত**—আরোপ করা বা আরোপণ করা হইয়াছে এমন।

আরোহ—বিঃ উচ্চতা; দৈর্ঘ্য; নিতম্ব (বরারোহা); শ্রেণী; (দর্শ.) ফল বা কার্য হইতে কারণ অনুমান, induction। [সং. আ+ √রুহ্+অ]। বিঃ **-ণ**—ঊর্ধ্বে গমন, উপরে ওঠা। বিঃ **-ণী**—সোপান, সিঁড়ি। বিণঃ **আরোহী** (-হিন্)—আরোহণকারী ; (সঙ্গীতে) ক্রমান্বয়ে ঊর্ধ্বগতিযুক্ত বা অনুলোমগতিবিশিষ্ট (আরোহী সুর); (দর্শ.) কার্য দেখিয়া কারণ-বিচারের প্রণালীসম্মত, inductive। বিণ(স্ত্রী): **আরোহিণী**—আরোহণকারিণী।

আর্ক—বিণঃ সৌর। [সং. অর্ক+অ]। বিঃ **-রশ্মি**—রেফ্ (́) ; সৌররশ্মি ; (ব্যঙ্গে) টিকি।

আর্জব—বিঃ ঋজুতা। [সং. ঋজু+অ (ভা)]।

আর্জি—**আরজি**-র বানানভেদ।

আর্জুনি—বিঃ অর্জুনপুত্র। [সং. অর্জুন+ই]।

আর্ট—বিঃ চারুকলা, সুকুমার শিল্পকলা ; চিত্রাঙ্কন সাহিত্য নৃত্যগীতাভিনয় প্রভৃতি প্রসাদগুণবিশিষ্ট রসমূলক বিদ্যা ; সৌন্দর্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভঙ্গি (তাহার চালচলনে একটা আর্ট আছে) ; ছলাকলা, ঢং। [ইং. art]।

আর্ত—বিণঃ পীড়িত ; দুঃখিত ; বিপন্ন ; কাতর। [সং. আ+ √ঋ+ত (র্তৃ)। বিঃ **-নাদ**—কাতর বা আকুল চিৎকার।

আর্তব—(১)বিঃ স্ত্রীরজঃ। (২)বিণঃ ঋতুসংক্রান্ত ; স্ত্রীরজঃসংক্রান্ত। [সং. ঋতু+অ]।

আর্তি—বিঃ পীড়া, যন্ত্রণা, কাতরতা; দুঃখ। [সং. আ+ √ঋ+তি (ভা)]।

আর্থ, আর্থিক—বিণঃ অর্থসম্বন্ধীয়, ধনবিষয়ক। [সং. অর্থ+অ, ইক]।

আর্থনীতিক—বিণঃ অর্থনীতি-সম্বন্ধীয়। [সং. অর্থনীতি+ইক]।

আর্থিক—**আর্থ** দ্রঃ।

আর্দালী, আর্দালি—**আরদালি**-র বানানভেদ।

আর্দ্র—বিণঃ ভিজা, সজল; নরম (স্নেহার্দ্র)। [সং. √অর্দ্+র (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

আর্দ্রক—বিঃ আদা। [সং. আর্দ্র+ক]।

আর্দ্রা—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ। [সং. আর্দ্র+আ]।

আর্বী, আর্মানী—যথাক্রমে **আরবী** ও **আরমানী**-র বানানভেদ।

আর্য—(১)বিঃ মনুষ্যজাতিবিশেষ, Aryan ; গুরুজন। (২)বিণঃ মান্য, পূজ্য ; শ্রেষ্ঠ ; সৎকুলজাত ; সুসভ্য। [সং. √ঋ+য (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**—আর্যের ভাব ; সদাচার। বিঃ **-পুত্র**—স্বামী। বিঃ **-সমাজ**—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদিকধর্মানুগামী সম্প্রদায়। বিণঃ **-সমাজী** (-জিন্)—আর্যসমাজভুক্ত। **আর্যা**—(১)বিণঃ **আর্য**-এর স্ত্রীলিঙ্গ ; (২)বিঃ শাশুড়ী ; মান্যা স্ত্রীলোক ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ; (বাং.) পদ্যে রচিত গণিতের সূত্র (শুভঙ্করের আর্যা)। **আর্যাবর্ত**—বিঃ আর্যগণ কর্তৃক প্রথম অধ্যুষিত ভারতবর্ষের উত্তরাংশ, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত প্রদেশ। [সং. আর্য+আবর্ত]।

আর্শি—**আরশি**-র বানানভেদ।

আর্ষ—বিণঃ ঋষিসম্বন্ধীয় ; ঋষিপ্রোক্ত অথচ

ব্যাকরণবিরুদ্ধ (আর্ষপ্রয়োগ)। [সং. ঋষি +অ]।

আর্সি—**আরসি**-র বানানভেদ।

আর্হত—(১)বিণঃ অর্হৎ-সম্বন্ধীয়; জৈনধর্মসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ বৌদ্ধবিশেষ; জৈন। [সং. অর্হৎ+অ]।

আল১—বিঃ আইল, জমির বাঁধ। [সং. আলি]।

আল২—বিঃ কীটপতঙ্গাদির হুল; কোন বস্তুর সূক্ষ্ম প্রান্ত (আলের দিক্); বেধনাস্ত্র, awl (জুতা-সেলাইয়ের আল); (আল.) খোঁচা, বিদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি (কথার আল)। [সং. অল]। বিণঃ **-কাটা** —কাঠ বা লোহা সংযুক্ত করার জন্য খাঁজ-কাটা।

আলংকারিক—**আলঙ্কারিক**-এর বানানভেদ।

আলকাতরা—বিঃ পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থবিশেষ। [আ. অল্‌কৎরহ্‌—তু. পো· alcatrao]।

আলকুশী, আলকুশি—বিঃ একপ্রকার হুলের মত আলযুক্ত লতাগাছ বা তাহার ফল। [বাং. আল১ +কুশী]।

আলখাল্লা, আলখিল্লা, আলখেল্লা—বিঃ লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। [আ. আল্‌খালিক্‌]।

আলগা, (প্রাদে.) **আলগ**—বিণঃ আবদ্ধ বা সংলগ্ন নহে এমন; এলায়িত, শিথিল (আলগা খোঁপা); ফসকা (আলগা গেরো); অনাবৃত, পোশাক পরা নহে এমন (আলগা গা); আঢাকা (মাছ-গুলি আলগা আছে); খোলা (দরজাটা আলগা আছে); অসংযত, বেফাঁস (আলগা মুখ); পৃথক্, ভিন্ন (আলগা-রাখা খাবার); অপ্রগাঢ, আন্তরিকতাহীন (আলগা সোহাগ); অসাবধান, উদাসীন (আলগা পুরুষ); সহজেই কাবু হয় এমন (আলগা শরীর)। [সং. অলগ্ন—তু. হি. অল্‌গা]।

আলগোছ—বিণঃ অসংলগ্ন, পৃথক্, অন্যের স্পর্শ হইতে মুক্ত (আলগোছ করিয়া রাখা)। [সং. অলগ্ন]। ক্রি-বিণঃ **আলগোছে, -ভাবে**—অসংলগ্ন-ভাবে (আলগোছে রাখা), সন্তর্পণে (আলগোছে যাওয়া)।

আলঙ্কারিক—বিণঃ অলঙ্কার-সম্বন্ধীয়, অলঙ্কার-শাস্ত্রজ্ঞ, অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থরচয়িতা। [সং. অলঙ্কার+ইক]।

আলচাল—**আলোচাল**-এর অশু. বানান।

আলজিহ্বা, (কথ্য.) **আলজিভ, আলজিব**—বিঃ গলনালীর মধ্যস্থ উপজিহ্বার ন্যায় মাংসখণ্ড, uvula। [সং. অলিজিহ্বা]।

আলটপকা—ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে। [দেশী—তু. আ. আলুফ্‌কা]।

আলটাকরা—বিঃ গলনালীর উপরে টাকরার আগে আলজিভের স্থান, soft palate। [আল২ +টাকরা]।

আলতা—বিঃ স্ত্রীলোকের পায়ের পাতার চারি-পার্শ্বে প্রলেপনীয় লাল রঙবিশেষ বা রঙমিশ্রিত তুলা; লাক্ষারস। [সং. অলক্ত]।

আলতারাফ, আলতারাপ—বিঃ সিন্দুক আলমারি ইত্যাদির কপাট বন্ধ করিবার খিলবিশেষ। [আ. আলতর্ফ]।

আলতো—বিণঃ আলগা (আলতো হওয়া)। [আ. আলঙ্গ্‌ তোলাহ্‌]।

আলনা—বিঃ কাপড়-চোপড় রাখিবার জন্য কাঠের মঞ্চবিশেষ। [সং. আলম্বন]।

আলপনা—**আলিপনা**-র রূপভেদ।

আলপাকা—বিঃ মেষজাতীয় পশুবিশেষ বা তাহার লোমজাত বস্ত্র। [ইং. alpaca]।

আলপিন—বিঃ কাগজাদি ফুঁড়িয়া গাঁথিয়া রাখিবার জন্য ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র কীলকবিশেষ। [পো. alfinete]।

আলপো—**আলফা**-র রূপভেদ।

আলবৎ, আলবত—অব্যঃ নিশ্চয়, অবশ্য। [আ. আল্‌বত্তাহ্‌]।

আলবলা—**আলবোলা**-র বানানভেদ।

আলবাৎ, আলবাত—**আলবৎ**-এর রূপভেদ।

আলবার্ট—বিঃ টেড়ি, জুতা, ঘড়ির চেন, প্রভৃতির ঢঙবিশেষ। [Prince Albert]।

আলবাল—বিঃ জলসেচনার্থ বৃক্ষমূলে মাটির ঘের; [সং আ+ √লৃ+আল]।

আলবোলা—বিঃ দীর্ঘ নলযুক্ত হুকাবিশেষ, সটকা, গড়গড়া। [ফা. আল্‌বলা]।

আলমগীর—বিঃ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (মুঘল-সম্রাট্ ঔরংজীবের উপাধি)। [<আ.]।

আলমারি—বিঃ জিনিসপত্রাদি রাখিবার জন্য কপাটযুক্ত আধারবিশেষ। [পো. armario> ইং. almirah]।

আলম্ব—বিঃ অবলম্বন; আশ্রয় (নিরালম্ব)। [সং আ+ √লম্ব্‌+অ (ভা, র্ম)]। বিঃ **-ন** —অবলম্বন, আশ্রয়, আশ্রয়করণ; (অল.) স্থায়ি-ভাবের সঞ্চারক বিভাববিশেষ। বিণঃ **আলম্বিত** —অবলম্বিত, ধৃত; প্রলম্বিত। বিণঃ **আলম্বী** (-ম্বিন্)—আলম্বনকারী; লম্বমান।

আলয়—বিঃ বাড়ি, গৃহ (দেবালয় ; বাসস্থান (মনুষ্যালয়) ; আশ্রয় (মঙ্গলালয় ; আধার (হিমালয়) । [সং. আ+ √লী+অ (ধি)] ।
আলস—**আলস্য**-এর কোমল রূপ ।
আলসে১—**আলিসা**-র কথ্য রূপ ।
আলসে২—বিণঃ অলস । [সং. আলস্য+বাং. ইয়া>এ] । বিঃ **-মি, -মো**—কুঁড়েমি ।
আলস্য—বিঃ অলসতা, কুঁড়েমি ; জড়তা ; পরিশ্রমবিমুখতা । [সং. অলস+য (ভা)] । বিঃ **-ত্যাগ**—হাই তোলা, আড়ামোড়া ভাঙা ।
আলা১—**ওয়ালা১**-র রূপভেদ ।
আলা২—(১)বিণঃ আলোকিত, উদ্ভাসিত ('ভুবন হয়েছে আলা') । (২)বিঃ আলোক বা আলোকিত পরিবেশ ('আলার ভিতরে কালাটি রয়েছে' : চণ্ডী.) । [সং. আলোক] ।
আলা৩—বিণঃ প্রথম, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ (সদরআলা) । [আ. আলা] ।
আলাত—বিঃ জ্বলন্ত অঙ্গার । [সং.] । বিঃ **-চক্র**—জ্বলন্ত কোন বস্তুকে চক্রাকারে ঘুরাইলে শূন্যমধ্যে যে ক্ষণস্থায়ী অগ্নিবর্ণ বৃত্তের সৃষ্টি হয় ; কুম্ভকারের চাক ।
আলাদা, (বর্ত. বিরল) **আলাহিদা**—বিণঃ ভিন্ন, অন্য ; স্বতন্ত্র, পৃথক্ । [আ. আলাহিদা] ।
আলাদীন—বিঃ আরব্য উপন্যাসের চরিত্রবিশেষ । **আলাদীনের প্রদীপ**—আশ্চর্য জাদুময় বাতি যাহার সাহায্যে অসাধ্য সাধন করা হইয়াছিল ।
আলান১—বিঃ হস্তিবন্ধনস্তম্ভ ; (জীবজন্তু বাঁধিয়া রাখিবার জন্য) খুঁটি বা গোঁজ । [সং.] ।
আলান২ (**-নো**)—ক্রিঃ আলুলায়িত করা ; (ধান্যাদি) ছড়াইয়া দেওয়া ; আলগা করা ; খোলা, মেলা (পাঁজি আলান) । [সং. আকুল> বাং. আউল+আন] ।
আলাপ—বিঃ কথাবার্তা, সম্ভাষণ ; গানের সুর (বিশেষতঃ রাগ-রাগিণী) ভাঁজা ; (বাং.) জানা-শুনা, পরিচয় । [সং. আ+ √লপ্+অ (ভা)] । বিঃ **-চারী**—সুরের আলাপ ; সুর ভাঁজা ; কথোপকথন বা রসালাপ । বিঃ **-ন**—কথোপ-কথন । বিণঃ **-চারী**—আলাপযোগ্য । বিঃ **-পরিচয়, -সালাপ**—পরস্পর কথোপকথন ও ঘনিষ্ঠতাসাধন । বিণঃ **আলাপিত**—আলাপ করা হইয়াছে এমন ; (বাং.) পরিচিত । বিণঃ **আলাপী** (-পিন্) —আলাপপ্রিয় ; (বাং.) পরিচিত । স্ত্রীঃ **আলাপিনী** ।
আলাভোলা—(১)বিণঃ অল্পেই তুষ্ট ; সাদাসিধা, সরল । (২)বিঃ ঐরূপ ব্যক্তি । [হি. বালা ভোলা] ।
আলাম—বিঃ দণ্ড, ধ্বজ । [<সং. আলম্ব] ।
আলাল—বিণঃ ধনবান্ । [সং. আ+হি. লাল (সং. লালক) ; বা হি. আলাল (=অকর্মণ্য)]
আলালের ঘরের দুলাল—ধনীর ঘরের আদুরে এবং ফলে বয়ে-যাওয়া ছেলে ।
আলাহিদা—**আলাদা** দ্রঃ ।
আলি১—**আলী২**-র বানানভেদ ।
আলি২—বিঃ সখী, সঙ্গিনী । [সং.] ।
আলি৩—বিঃ জমির বাঁধ, আইল ; শ্রেণী, সারি (গীতালি) । [সং.] ।
আলিখিত—বিণঃ লিখিত ; অঙ্কিত ; চিত্রে অঙ্কিত । [সং. আ+লিখিত] ।
আলিঙ্গন—বিঃ কোলাকুলি, বুকে জড়াইয়া ধরা, আশ্লেষ । [সং. আ+ √লিন্গ্+অন (ভা)] । ক্রিঃ **আলিঙ্গা**—আলিঙ্গন করা । বিণঃ **আলিঙ্গিত**—আলিঙ্গন করা হইয়াছে এমন ।
আলিপনা—বিঃ (সাধারণতঃ জলে গোলা চাউলের গুঁড়া দিয়া) গৃহ দেবমণ্ডপ প্রভৃতি স্থানে অঙ্কিত মাঙ্গল্য চিত্র । [সং. আলিম্পনা] ।
আলিপ্ত—বিণঃ উত্তমরূপে লিপ্ত বা চর্চিত [সং. আ+লিপ্ত] ।
আলিম—বিঃ বিদ্বান্ লোক । [আ. ইল্ম্] ।
আলিম্পন, আলিম্পনা — বিঃ আলপনা ; আলপনা চিত্রণ [সং. অ+ √লিপ্+অন (ভা), +আ] ।
আলিসা—বিঃ অট্টালিকার ছাদের প্রান্ত বা কার্নিস্ ; ছাদের প্রাচীর । [সং. আলি+বাং. সা (=সদৃশ)] ।
আলী১—**আলি২** ও **আলি৩**-র বানানভেদ ।
আলী২—(১)বিণঃ উচ্চ, উন্নত ; উদার । (২)বিঃ সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পদবিবিশেষ ; মোহাম্মদের জামাতা ও প্রধান শিষ্য । [আ.] ।
আলীঢ়—(১)বিণঃ লেহন করা বা চাটা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত । (২)বিঃ (শরাদি ক্ষেপণকালে) বামজানু মুড়িয়া দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া অবস্থানের ভঙ্গি । [সং. আ+ √লিহ্+ত] ।
আলীন—বিণঃ বিলীন, লয়প্রাপ্ত ; পরিব্যাপ্ত । [সং. আ+লীন] ।
আলু১—বিঃ একপ্রকার মূল বা কন্দ (গোল-আলু) । [সং. আ+ √লূ+উ (র্ম) ?] ।

-আলু২—(ব্যাক.) বিশিষ্টার্থক বা শীলার্থক প্রত্যয়বিশেষ (কৃপালু, দয়ালু)।
আলুথালু—বিণ: আলুলায়িত (আলুথালু চুল); এলোমেলো, অসংবৃত (আলুথালু বেশ)। [<সং. আলুলায়িত ?]।
আলুনী—বিণ: লবণহীন; লবণ কম দেওয়া হইয়াছে এমন (তরকারিটা আলুনী)। [বাং. আ-৩+নুন+ঈ]।
আলুফা—বিণ: অনায়াসলব্ধ; বিনাব্যয়ে প্রাপ্ত। আ. আলুফ্‌কাহ্‌]।
আলুবোখারা—বি: কুলজাতীয় কাবুলী ফলবিশেষ। [ফা.—তু. আলু+বোখারা (নগর)]।
আলুলায়িত—বিণ: অসম্বদ্ধ, এলান। [সং. √আলুলায় (নামধাতু)+ত (র্ম)]।
আলুলিত—বিণ: এলান। [সং. আলুলায়িত]।
আলেকুম — 'আলেকুম সালাম' বা 'সালাম আলেকুম': মুসলমানদের প্রতিনমস্কার বচন —ইহার অর্থ: 'আপনাদের উপরে (আল্লাহ্‌র) করুণা বর্ষিত হউক'। [আ.]।
আলেখা—বিণ: অলিখিত। [আ-৩+লেখা]।
আলেখ্য—বি: ছবি, অঙ্কিত প্রতিমূর্তি। [সং. আ+ √লিখ্‌+য (র্ম)]। বিণ: **-সমর্পিত**—চিত্রে অঙ্কিত, চিত্রার্পিত।
আলেপ, আলেপন—বি: লেপন; প্রলেপন; আলিপনা। [সং. আ+ √লিপ্‌+অ, অন]।
আলেপনা—**আলিপনা**-র বিকৃত রূপ।
আলেম—**আলিম**-এর রূপভেদ।
আলেয়া—বি: জলাভূমিতে (সাধারণতঃ রাত্রিকালে) দৃষ্ট জ্বলন্ত গ্যাসবিশেষ যাহাতে প্রায়শঃ পথিকের পথভ্রম জন্মায়; (আল.) বিভ্রান্তিকর বস্তু, প্রহেলিকা। **আলেয়ার আলো**—(আল.) মিথ্যা মায়া।
আলো১—অব্য: ওলো। [প্রা. হলা]।
আলো২—বি: আলোক; দীপ। [সং. আলোক] ক্রি: **আলো করা**—উদ্ভাসিত করা; উজ্জ্বল করা; মহিমান্বিত করা। বি: **আলো-আঁধারি**—আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণ; খানিকটা বোঝা যায় এবং খানিকটা বোঝা যায় না এমন ভাষায় বা ভাবে বর্ণনা চিত্রণ প্রভৃতি। বি: **-চাল**—আতপ চাউল। বি: **-ছায়া**—অঙ্কিত চিত্রে যুগপৎ আলোক ও আঁধারের বা স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার মিশ্রণ, chiaroscuro, আলো-আঁধারি। ক্রি-বিণ: **আলোয় আলোয়**—দিনের আলো থাকিতে থাকিতে; (আল.) সুদিন থাকিতে থাকিতে।
আলোক—বি: দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, কিরণ (সূর্যালোক)। [সং. আ+ √লোক+অ (ভা)]। বি: **-চিত্র**—ফোটোগ্রাফ (photograph)। বি: **-চ্ছটা**—আলোক-রশ্মি। বি: **-বিজ্ঞান**—আলোক ও দৃষ্টি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব, দৃষ্টি-বিজ্ঞান, optics। **-সঙ্কেত, -সংকেত**—(প্রধানতঃ জাহাজ রেলগাড়ি প্রভৃতিকে) আলো দেখাইয়া পথাদির অবস্থা জানাইবার ব্যবস্থা, beacon। বি: **-স্তম্ভ**—জাহাজাদিকে পথনির্ণয়ে সাহায্যের জন্য স্থাপিত সুউচ্চ বাতিঘর, lighthouse। বি: **-সজ্জা**—উৎসবাদিতে আলোদ্বারা মণ্ডপ-সজ্জা। বিণ: **আলোকিত**—দীপ্ত, উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত।
আলোকন—বি: অবলোকন, দর্শন [সং. আ+ √লোক্‌+অন (ভা)], প্রদর্শন, দেখান [সং. আ+ √লোক্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]। বিণ: **আলোকনীয়**—দর্শনযোগ্য।
আলোচক—আলোচনা দ্র:।
আলোচনা, আলোচন—বি: বিচার; অনুশীলন, চর্চা; আন্দোলন। [সং. আ+ √লোচ্‌+অন (ভা)+আ]। বিণ.বি: **আলোচক**—আলোচনাকারী। বি: **আলোচনী**—আলোচনার বিষয়। বিণ: **আলোচনীয়, আলোচ্য**—আলোচনার জন্য উপস্থাপিত; আলোচনার যোগ্য। বিণ: **আলোচিত**—আলোচনা করা হইয়াছে এমন।
আলোচাল, আলোছায়া—**আলো২** দ্র:।
আলোড়ক—**আলোড়ন** দ্র:।
আলোড়ন—বি: আবর্তন, মন্থন, ঘোটন; আন্দোলন। [সং. আ+ √লুড়্‌+অন (ভা)]। বি: **আলোড়ক**—আলোড়নকারী; আলোড়ন-দণ্ড। বিণ: **আলোড়িত**—আলোড়ন করা হইয়াছে এমন।
আলোনা—বিণ: লবণাক্ত নহে এমন (আলোনা জল); লবণহীন। [বাং. আ-৩+লোনা]।
আলোয়ান—বি: গায়ের পশমী চাদরবিশেষ, পাড়-বিহীন শাল। [আ. আল্‌ওয়ান্‌]।
আলোল—বিণ: ঈষৎ চঞ্চল; বিলোল। [সং. আ+লোল]।
আলোহিত—বিণ: ঈষৎ লাল; রক্তাভ। [সং. আ+লোহিত]।

আল্লা, আল্লাহ্—বিঃ পরমেশ্বর, খোদা। [আ. অল্লাহ্]।

আশ$_১$—বিঃ অশন, ভোজন, আহার (প্রাতরাশ)। [সং. √ অশ্+অ (ভা)]।

আশ$_২$—বিঃ আশা, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, অভিলাষ, কামনা। [সং. আশা বা আশয়]।

আশআর—**আশোআর**-এর বানানভেদ।

আশংসন, আশংসা—বিঃ প্রত্যাশা, আশা; কামনা; সম্ভাবনা। [সং. আ+ √ শন্স্+অন (ভা), অ (ভা)+আ]। বিণঃ **আশংসিত**—আশংসা করা হইয়াছে এমন; আকাঙ্ক্ষিত; প্রার্থিত।

আশক—বিণঃ প্রেমিক, প্রণয়ী। [আ. আশিক্]।

আশকারা—বিঃ প্রশ্রয় (আশকারা দেওয়া), তদন্তের ফলে গোপন অপরাধের প্রকাশ (খুনের আশকারা)। [ফা.]।

আশঙ্কনীয়—বিণঃ আশঙ্কার যোগ্য, ভয়প্রদ। [সং. আ+ √ শঙ্ক্+অনীয় (র্ম)]।

আশঙ্কা—বিঃ ভয়, শঙ্কা, ত্রাস; সংশয়। [সং. আ+শঙ্কা]। বিঃ **-স্থল**—ভয়ের বা সন্দেহের বিষয়। বিণঃ **আশঙ্কিত**—আশঙ্কা করা হইয়াছে এমন; ভীত, ত্রস্ত।

আশনাই—বিঃ অবৈধ প্রণয়; বন্ধুভাব। [ফা. আশ্না]।

আশপাশ—(১) বিঃ নিকটবর্তী চারিদিক (আশ-পাশ হইতে)। (২) বিণঃ নিকটবর্তী চতুর্দিকস্থ (আশপাশ গ্রামের লোকেরা)। [সং. আশ> আশা (দিগ্বাচক সহচর শব্দ); পাশ<পার্শ্ব]। ক্রি-বিণঃ **আশপাশে, আশেপাশে**—ইতস্ততঃ; চতুর্দিকে।

আশমান—**আসমান**-এর বানানভেদ।

আশয়—বিঃ আধার (জলাশয়); অন্তঃকরণ, অভিপ্রায় (সদাশয়, মহাশয়)। [সং.]।

আশরফি, আশরফী—বিঃ স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ, মোহর। [ফা. আশ্রফী]।

আশা$_১$—**আসা$_১$**-র বানানভেদ।

আশা$_২$—বিঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনায় বিশ্বাস (চাকরির আশা); ভরসা (ছেলের উপর আশা); দিক্ (পূর্বাশা)। [সং. আ+ √ অশ্ +অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-জনক, -প্রদ**—আশা জাগায় এমন। বিঃ **-পতি**—দিক্পাল।

আশান—**আসান**-এর বানানভেদ।

আশাপ্রদ, আশাপতি—**আশা$_২$** দ্রঃ।

আশাবরী—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [আ. ?]।

আশি—বি. বিণঃ অশীতি, ৮০। [সং. অশীতি]।

আশিস্ (-শীঃ)—বিঃ আশীর্বাদ; (গুরুজন কর্তৃক) শুভেচ্ছাপ্রকাশ। [সং. আ+ √ শাস্+ক্বিপ্ (ভা)]।

আশী$_১$—**আশি**-র বানানভেদ।

আশী$_২$—বিঃ সর্পের বিষদন্ত। [সং.]। বিঃ **-বিষ**—যাহার দন্তে বিষ আছে, সর্প।

আশীর্বচন, আশীর্বাদ—বিঃ গুরুজন কর্তৃক মঙ্গল-কামনা বা শুভেচ্ছাপ্রকাশ। [সং. আশিস্+ বচন, বাদ]। বিণ.বিঃ **আশীর্বাদক**—আশীর্বাদ-কারী। বিণ(স্ত্রী): **আশীর্বাদিকা**। **আশীর্বাদী** —(১) বিণঃ আশীর্বাদরূপে বা আশীর্বাদের সহিত দেয় (আশীর্বাদী ফুল বা কাপড়); (২) বিঃ আশীর্বাদকালে দত্ত বস্তু।

আশীবিষ—**আশী$_১$** দ্রঃ।

আশীষ—**আশিস্**-এর অশু. রূপ।

আশু$_১$—**আউশ** দ্রঃ। বিঃ **-ধান্য, -ব্রীহি**—আউশ ধান।

আশু$_২$—(১) অব্য. বিণঃ শীঘ্র, ক্ষিপ্র। (২) ক্রি-বিণঃ সত্বর, অবিলম্বে। [সং. √ অশ্+উ (র্তৃ)]। বিণঃ **-গ, -গতি, গামী** (-মিন্)—শীঘ্রগমনকারী, ক্ষিপ্রগামী। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**। বিঃ **-তোষ** —যিনি শীঘ্র বা অল্পে সন্তুষ্ট হন অর্থাৎ শিব। বিণঃ **-পাতী** (-তিন্)—শীঘ্র পড়িয়া বা ঝরিয়া যায় এমন। বিঃ **-মৃতপরীক্ষক**—অপমৃত্যুর কারণ তদন্তকারী বিচারক, করোনার।

আশেক—**আশক**-এর রূপভেদ।

আশেপাশে—**আশপাশ** দ্রঃ।

আশৈশব—অব্য. ক্রি-বিণঃ শিশুকাল হইতে। [সং. আ+শৈশব]।

আশোআর, আশোয়ার—বিঃ অশ্বারোহী যোদ্ধা। [সং. অশ্ববার—তু. ফা. সওয়ার]।

আশ্চর্য—(১) বিণঃ বিস্ময়কর, অদ্ভুত (আশ্চর্য হইতেছি)। (২) বিঃ বিস্ময় (আশ্চর্যের কথা); বিস্ময়ের বিষয় (পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য)। [সং. আ (+শ্)+ √চর্+য (র্ম)]।

আশ্বস্ত—বিণঃ ভরসাপ্রাপ্ত; ভয় বা উদ্বেগ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত। [সং. আ+ √ শ্বস্+ত (র্ম)]।

আশ্বাস—বিণঃ ভরসা, অভয়; প্রবোধ, সান্ত্বনা; উৎসাহদান। [সং. আ+ √ শ্বস্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—আশ্বাসদানকারী। বিঃ **-ন**—আশ্বাস-দান। ক্রিঃ **আশ্বাসা**—আশ্বাস দেওয়া; আশ্বস্ত করা। বিণঃ **আশ্বাসিত**—আশ্বস্ত।

আশ্বিন—বিঃ বাঙ্গালা সনের ষষ্ঠ মাস। [সং. অশ্বিনী+অ]। বিণঃ **আশ্বিনে**—আশ্বিনমাস-কালীন (আশ্বিনে ঝড়)।

আশ্রম—বিঃ তপোবন ; সংসারত্যাগীদের আবাস, সাধনার বা শাস্ত্রচর্চার স্থান, মঠ ; শাস্ত্রোক্ত জীবনযাত্রার চতুর্বিধ অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ; গৃহ, আশ্রয় (অনাথাশ্রম)। [সং. আ+ √শ্রম্+অ (ধি)]। বিঃ **-ধর্ম**—আশ্রমবাসীদের কর্তব্য। বিণ. বিঃ **আশ্রমিক, আশ্রমী** (-মিন্)—ব্রহ্মচর্যাদি কোন আশ্রম অবলম্বনকারী বা কোন আশ্রমে বাসকারী।

আশ্রয়—বিঃ অবলম্বন (আশ্রয় করা) ; শরণ, সহায়, রক্ষক (দীনের আশ্রয়) ; আধার (সর্ব-গুণের আশ্রয়) ; আলয়, গৃহ (আশ্রয়হীন)। [সং. আ+ √শ্রি+অ (ভা, র্ম]। বিঃ **-ণ**—অবলম্বন, আশ্রয়গ্রহণ। বিণঃ **-ণীয়**—আশ্রয়-গ্রহণের যোগ্য। বিণঃ **আশ্রয়ার্থী** (-র্থিন্)—আশ্রয়প্রার্থী। বিণ(স্ত্রী): **আশ্রয়ার্থিনী**। বিণঃ **আশ্রয়ী** (-য়িন্)—আশ্রয়গ্রহণকারী ; আশ্রয়-প্রাপ্ত। বিণঃ **আশ্রিত**—আশ্রয়প্রাপ্ত ; অনুগত। বিণ(স্ত্রী): **আশ্রিতা**। বিণঃ **আশ্রিতবৎসল**—আশ্রিতের প্রতি স্নেহশীল। বিণঃ **-শূন্য, -হীন**—গৃহহীন।

আশ্রুত—বিণঃ প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত ; আকর্ণিত, শ্রুত। [সং. আ+ √ শ্রু+ত (র্ম)]।

আশ্লিষ্ট—বিণঃ আলিঙ্গিত ; ব্যাপ্ত ; সংযুক্ত ; শ্লেষোক্তিপূর্ণ। [সং. আ+ √ শ্লিষ্ +ত]।

আশ্লেষ—বিঃ আলিঙ্গন ; মিলন ; একদেশসম্বন্ধ ; শ্লেষ। [সং. আ+ √ শ্লিষ্ +অ (ভা)]।

আষাঢ়—বিঃ বাঙ্গালা সনের তৃতীয় মাস ; (লক্ষ্যার্থে) বর্ষা ('আসন্ন আষাঢ় ঐ ঘনায় গগনে')। [সং. আষাঢ়া+অ]। বিণঃ **আষাঢ়িয়া, আষাঢ়ে**—বিণঃ আষাঢ়মাসকালীন (আষাঢ়ে বাদল) ; অদ্ভুত, মিথ্যা, অলীক (আষাঢ়ে গল্প)।

আষ্টেপৃষ্ঠে—**অষ্টেপৃষ্ঠে**-র চলিত বিকৃত রূপ।

আস—**আইস**-র বর্ত. চলিত রূপ।

আসক—বিঃ অনুরাগ ('পিরীতি আসকে সদাই থাকিব' : চণ্ডী.)। [সং. আসক্তি]।

আসকে—বিঃ চাউলের গুঁড়া দিয়া ছাঁচে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ। [দেশী]।

আসক্ত—বিণঃ একান্ত অনুরক্ত বা প্রীত ; সংসক্ত। [সং. আ+ √সন্জ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **আসক্তি**—গভীর অনুরাগ বা লিপ্সা ; ভোগবিলাস ; সংসক্তি, সহবাস, অভিনিবেশ।

আসঙ্গ—বিঃ সহবাস, সঙ্গ, মিলন (আসঙ্গলিপ্সা) ; ভোগেচ্ছা ; অনুরাগ ; অভিনিবেশ। [সং. আ + √সন্জ্+অ (ভা)]।

আসছে—(১) ক্রিঃ আসিতেছে। (২) বিণঃ আগামী (আসছে রবিবার)। [বাং. আসিতেছে]।

আসঞ্জন—বিঃ আসক্তি, আসঙ্গ ; আঁটিয়া থাকার ভাব, আঠাল ভাব, সংশ্লেষ ; সংযোগ। [সং. আ+ √ সন্জ্+অন (ভা)]।

আসত্তি—বিঃ মিলন ; নৈকট্য ; লাভ ; (ব্যাক.) পরস্পর অন্বিত পদসমূহের সন্নিহিত অবস্থান। [সং. আ+ √সদ্+তি (ভ)]।

আসন—বিঃ বসিবার স্থান (সিংহাসন, কাষ্ঠাসন) ; বসিবার জন্য ছোট গালিচাদি ; পীঠ (দেবীর আসন) ; যোগসাধনে বসিবার প্রণালী (পদ্মাসন, বীরাসন) ; সম্মানের স্থান, মর্যাদা (বিদ্বানের আসন সর্বত্র)। [সং. √ আস্+অন]। বিঃ **-গ্রহণ**—উপবেশন। বিণঃ **-পিঁড়ি, -পিঁড়ী**—পরস্পর বিপরীত হাঁটুর উপর পা তুলিয়া অবস্থিত (আসন-পিঁড়ি হইয়া বসা)।

আসনাই—**আশনাই**-র বানানভেদ।

আসন্ন—বিণঃ আগতপ্রায়, নিকটবর্তী ; অন্তিম, শেষ (আসন্ন অবস্থা)। [সং. আ+ √ সদ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-কাল**—মৃত্যুসময় ; বিপৎকাল। বিণ(স্ত্রী): **-প্রসবা**—প্রসবকাল নিকটবর্তী হইয়াছে এমন (আসন্নপ্রসবা নারী)। বিণঃ **-মৃত্যু**—মুমূর্ষু।

আসব—বিঃ চোয়ান মদ। [সং.]।

আসবাব—বিঃ টেবিল চেয়ার প্রভৃতি গৃহসজ্জা ; সরঞ্জাম। [আ.]। বিঃ **-পত্র**—আসবাবসমূহ।

আসমান—বিঃ আকাশ। [ফা.]। **আসমান-জমিন ফারক**—আকাশপাতাল প্রভেদ, অসীম প্রভেদ। বিণঃ **আসমানী**—আকাশ-সম্বন্ধীয় ; আকাশের ন্যায় নীল, হালকা নীল।

আসমুদ্র—বিণ. ক্রি-বিণঃ সমুদ্র পর্যন্ত। [সং. আ+সমুদ্র]। **-হিমাচল**—(১) বিণ. ক্রি-বিণঃ সমুদ্র হইতে হিমালয়-পর্বত পর্যন্ত ; (২) বিঃ সমগ্র ভারতবর্ষ।

আসর—বিঃ সভা, মজলিস, বৈঠক (কুশতির আসর, গানের আসর)। [ফা.]। ক্রিঃ **আসর গরম করা**—সভাজনদিগের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা। ক্রিঃ **আসর জমান, আসর মাতান**—

কথাবার্তা হাস্যপরিহাস প্রভৃতির দ্বারা সভাজনদিগকে হর্ষোৎফুল্ল করিয়া তোলা। ক্রিঃ **আসর জাঁকান**—কথাবার্তা বা ভাবভঙ্গির দ্বারা নিজেকে সভার বিশিষ্টতম ব্যক্তি করিয়া তোলা। ক্রিঃ **আসরে নামা**—সভাস্থলে বা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া, কাজে নামা।

আসরফি—**আশরফি**-র বানানভেদ।

আসল—(১)বিণঃ খাঁটি, অবিকৃত, সত্য, যথার্থ; মূল, original (আসল দলিলখানি); খরচখরচা বাদে মোট, নিট্। (২)বিঃ মূলবস্তু; মূলধন। [আ.]। বিণঃ **আস্লি, আস্লী**—খাঁটি, বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল (আস্লি সোনা)। ক্রি-বিণঃ **আসলে**—প্রকৃতপক্ষে।

আসশেওড়া—বিঃ বন্য গাছবিশেষ [সং. আস্য-শাখোট]।

আসা১—বিঃ দণ্ড, লাঠি, রাজদণ্ড। [আ.]। বিঃ **-বাড়ি**—লাঠি। বিঃ **-বরদার**—রাজদণ্ডবাহক, দণ্ডধারী। বিঃ **-সোঁটা**—রাজদণ্ড।

আসা—(১)ক্রিঃ আগমন করা, উপস্থিত হওয়া (স্কুলে আসা); পটুতা থাকা, সাধ্যে কুলান (আমার গানবাজনা আসে না); যোগান (মাথায় বুদ্ধি আসা); উদ্রিক্ত হওয়া (ঘেন্না আসা); উদ্গত হওয়া (চোখে জল আসা); আক্রমণ বা অধিকার করা (ঢুলুনি আসা); আয় হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা আসা); আরম্ভ হওয়া (মাঘের শেষে বসন্ত আসা); ঘটা (বিপদ্ আসা); উপযোগী হওয়া, লাগা (ঘড়িটা কাজে আসে না); প্রবেশ করা, ঢোকা (জানালা দিয়া বাতাস আসা), যাওয়া (ফুরিয়ে আসা)। (২)বিণঃ আগত (কাছে-আসা); গত, সমাপ্ত (নিবে-আসা)। (৩)বিঃ আগমন (তাহার আসার আশায়)। [বাং. √আস্ (সং. আ+ √বিশ্+)+আ]। বিঃ **আসা-আসি, আসা-যাওয়া**—গমনাগমন, যাতায়াত; মেলামেশা (তাহাদের মধ্যে আসা-যাওয়া আছে)। ক্রিঃ **কথা আসা**—আলোচনা বা কথাবার্তা চলা (বিয়ের কথা আসছে); কথা বা উত্তর যোগান (মুখে কথা আসা)। ক্রিঃ **কানে আসা**—শুনিতে পাওয়া। ক্রিঃ **পেটে আসা**—গর্ভে জন্ম লওয়া। ক্রিঃ **মুখে আসা**—উচ্চারিত হওয়া বা যোগান। ক্রিঃ **বলে আসা**—অনুমতি লইয়া আসা বা জানাইয়া আসা। ক্রিঃ **মনে আসা**—স্মরণ হওয়া। ক্রিঃ **মাথায় আসা**—বোধগম্য হওয়া। ক্রিঃ **হাতে আসা**—অধিকারে বা আয়ত্তে আসা।

আসাদন—বিঃ লাভ; প্রাপ্তি; সমাগম; পঁহুছান; সম্পাদন। [সং. আ+ √সাদি+অন (ভা)]। বিণঃ **আসাদিত**—লব্ধ; প্রাপ্ত; সান্নিধ্যে উপস্থাপিত; সম্পাদিত।

আসান—বিঃ অবসান, লাঘব (মুশকিল আসান); সুবিধা (পয়সার আসান)। [আ. অহ্সান্]।

আসাবাড়ি, আসাবরদার—**আসা১** দ্রঃ।

আসাবরী—**আশাবরী**-র বানানভেদ।

আসামী১—বিঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি, (ফৌজদারী মামলায়) প্রতিবাদী; প্রজা; দেনদার লোক। [আ. অস্মা]।

আসামী২—(১)বিণঃ আসামদেশীয়। (২)বিঃ আসামের অধিবাসী বা ভাষা। [বাং. আসাম+ ঈ—এতদর্থে 'অসমীয়া' শব্দটিরই ব্যবহার বাঞ্ছনীয়]।

আসার—বিঃ প্রবল বৃষ্টিপাত; জলবর্ষণ, (নয়নাসার)। [সং. আ+ √সৃ+অ]।

আসাসোঁটা—**আসা১** দ্রঃ।

আসিক্ত—বিণঃ ঈষৎ বা সম্পূর্ণ ভিজা। [বাং. আ-৩ +সিক্ত]।

আসিদ্ধ—বিণঃ অর্ধসিদ্ধ, আধসেদ্ধ; সিদ্ধ নহে এমন। [বাং. আ-৩+সিদ্ধ]।

আসীন—বিণঃ উপবিষ্ট; অধিষ্ঠিত, অবস্থিত। [সং. √আস্+আন (র্তৃ)]।

আসুর, আসুরিক—বিণঃ অসুরসম্বন্ধীয়; অসুরতুল্য; গর্হিত; অপবিত্র; ভয়ঙ্কর। [সং. অসুর +অ, ইক]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **আসুরী, আসুরিকী**। **আসুর বিবাহ**—যে বিবাহে বর কন্যার অভিভাবককে মূল্য দিয়া কন্যা গ্রহণ করে।

আসেচন—বিঃ বিলক্ষণরূপে সেচন বা সিক্তকরণ; উত্তমরূপে সেক দেওয়া। [সং. আ (সম্যগর্থে) +সেচন]।

আসোয়ার, আসোবার—(১)বিণঃ হস্তী অশ্ব প্রভৃতিতে আরূঢ। (২)বিঃ ঐরূপ ব্যক্তি। [ফা. সরাব]।

আস্কান্দিত—বিঃ অশ্বের প্লুত গতি অর্থাৎ লাফাইয়া চলা ('আস্কন্দিতে নাচে বাজীরাজী': মধু.)। [সং. আ+ √স্কন্দ্+ণিচ্+ত(ভা)]।

আস্কারা—**আস্কারা**-র বানানভেদ।

আস্কে—**আসকে**-র বানানভেদ।

আস্ত—বিণঃ গোটা, অভগ্ন, সমুদয়, সমগ্র; প্রকৃত বা পাকা (আস্ত চোর); ভীষণ, মারাত্মক (আস্ত কেউটে); পুরোপুরি (আস্ত পাগল)। [?]।

আন্তব্যস্ত—বিণ: অতিশয় ব্যস্ত। [বাং. আন্ত (সহচর শব্দ)+ব্যস্ত]।

আস্তর১—**অস্তর**-এর রূপভেদ।

আস্তর২, আস্তরণ—বি: শয্যা; শয্যার আচ্ছাদন বা চাদর; গালিচা সতরঞ্চি প্রভৃতি আসন; হাতির পিঠে পাতিবার জন্য চিত্রিত আচ্ছাদন। [সং. আ+ √স্তৃ+অ, অন (ণে)]।

আস্তানা—বি: আড্ডা; বাসস্থান; আশ্রম (ফকিরের আস্তানা)। [ফা. আস্‌তানা]। ক্রি: **আস্তানা গাড়া**—আস্তানা স্থাপন করা। ক্রি: **আস্তানা গুটান**—আড্ডা তোলা বা ভাঙ্গা।

আস্তাবল—বি: অশ্বশালা; অশ্বগজাদি পশু রাখিবার স্থান। [আ. ইস্ত্‌বল্]।

আস্তিক১—**আস্তীক**-এর বানানভেদ।

আস্তিক২—বিণ: ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী; পরলোক ও বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বাসী। [সং. অস্তি +ক]। বি: **-তা, -ত্ব, আস্তিক্য**।

আস্তিন, আস্তীন—বি: জামার হাতা। [ফা. আস্‌তীন]। ক্রি: **আস্তিন গুটান**—'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখান।

আস্তীক—বি: মুনিবিশেষ, মনসাদেবীর পুত্র। [সং. অস্তি+ঈক]।

আস্তীর্ণ—বিণ: বিছান হইয়াছে এমন; প্রসারিত, বিস্তীর্ণ; সমাকীর্ণ, ছাওয়া (কুসুমাস্তীর্ণ)। [সং. আ+ √স্তৃ+ত (র্ম)]।

আস্তৃত—বিণ: বিস্তৃত, প্রসারিত; আচ্ছাদিত। [সং. আ+ √স্তৃ+ত (র্ম)]।

আস্তে—ক্রি-বিণ: ধীরে; সন্তর্পণে; লঘুপদে; মৃদুস্বরে, নিঃশব্দে। [ফা. আহিস্তা]। ক্রি-বিণ: **-ব্যস্তে, -বেস্তে**—ব্যস্তসমস্ত হইয়া ও তাড়াহুড়া করিয়া।

আস্থা—বি: ভরসা, বিশ্বাস; শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা; সভা। [সং. আ+ √স্থা+অ (ভা, ধি)]। বিণ: **-বান্** (বৎ)—বিশ্বাসবান্, শ্রদ্ধাযুক্ত।

আস্থান—বি: আস্থা; অবিস্থিতি; আশ্রয়; সভা। [সং. অ+ √স্থা+অন (ভা)]।

আস্থায়ী (-য়িন্)—বি: গান বা সুরের প্রথম পদ অথবা চরণ। [সং. আ+ √স্থা+ইন্]।

আস্থিত—বিণ: আরূঢ়; আশ্রিত; অধিষ্ঠিত; পরিব্যাপ্ত। [সং. আ+স্থিত]।

আস্পদ—বি: আধার, পাত্র (শ্রদ্ধাস্পদ)। [সং. আ (+স্)+ √পদ্+অ (ধি)]।

আস্পর্ধা, (অমা.) **আস্পদ্দা**—বি: স্পর্ধা; দম্ভ, দর্প; বাড়। [সং. আ+স্পর্ধা]।

আস্ফালন—বি: বেগে সঞ্চালন বা আন্দোলিত করা; আত্মশ্লাঘা, দম্ভ-প্রকাশ। [সং. আ+ √স্ফল্+ণিচ্+অন (ভা)। ক্রি: **আস্ফালা**—আস্ফালন করা। বিণ: **আস্ফালিত**—বেগে সঞ্চালিত বা আন্দোলিত।

আস্ফোট, আস্ফোটন—বি: সঙ্ঘর্ষণ; ঠোকাঠুকির বা আছড়াইবার শব্দ (লাঙ্গুলাস্ফোট, বাহ্বাস্ফোট); (মল্লক্রীড়ায়) তাল ঠোকা। [সং.]।

আস্বচ্ছ—বিণ: ঈষৎ স্বচ্ছ। [বাং. আ-৩+সং. স্বচ্ছ]।

আস্বাদ—বি: স্বাদ, রসানুভূতি; আস্বাদন। [সং. আ+ √স্বদ্+অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—স্বাদগ্রহণকারী। বি: **-ন**—স্বাদগ্রহণ; পান; ভোজন। বিণ: **-নীয়, আস্বাদ্য**—আস্বাদযোগ্য। ক্রি: **আস্বাদা**—আস্বাদন করা। বিণ: **আস্বাদিত**—স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন।

আস্য—বি: মুখ (পূর্বাস্য)। [সং.]।

আস্যাওড়া—**আসশেওড়া**-র বানানভেদ।

আহত—বিণ: আঘাতপ্রাপ্ত, প্রহৃত; তাড়িত (বাতাহত); মর্দিত (পদাহত); (তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রাদি সম্বন্ধে) ধ্বনিত। [সং. আ+ √হন্ +ত (র্ম)]। বি: **আহতি**—আঘাত, প্রহার; তাড়না; মর্দন; ধ্বনন।

আহব১—বি: যুদ্ধ, সংগ্রাম। [সং. আ+ √হ্বে +অ (ধি)]।

আহব২—বি: হোমের স্থান; যজ্ঞ। [সং. আ+ √হু+অ (ধি)]। বি: **-ন**—যজ্ঞ করা। **-নীয়** (১)বিণ: সম্যক্ হোম করিবার যোগ্য; (২)বি: গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত হোমার্থ সংস্কৃত যজ্ঞাগ্নি।

আহরণ—বি: সংগ্রহ; সঙ্কলন; সঞ্চয় করা; উপার্জন; আয়োজন; বিবাহাদির উপঢৌকন। [সং. আ+ √হৃ+অন (ভা)]। বি: **আহরণী**—সঙ্কলনী, বিভিন্ন রচনাবলী সঙ্কলনপূর্বক প্রস্তুত গ্রন্থ, anthology। বিণ: **আহরণীয়, আহর্তব্য**—আহরণযোগ্য। ক্রি: **আহরা**—আহরণ করা। বিণ.বি: **আহর্তা** (-র্তৃ)—আহরণকারী।

আহরিৎ—বিণ: ঈষৎ সবুজ। [বাং. আ-৩+সং. হরিৎ]।

আহরিত—**আহৃত**-এর অশু. রূপ।

আহা—অব্য: দুঃখ শোক সহানুভূতি প্রভৃতি প্রকাশক শব্দ। অব্য: **আহা মরি**—প্রশংসাসূচক বা বিদ্রূপসূচক ধ্বনি।

আহাম্মক, আহম্মক—বিণঃ নিরেট মূর্খ, নির্বোধ, বেওকুফ, বোকা। [আ. আহ্‌মক্]।

আহার—বিঃ খাদ্যগ্রহণ, ভোজন; খাদ্য, আহরণ। [সং. আ + √হৃ + অ (ভা, র্ম)]। বিঃ **আহারান্ত**—ভোজনশেষ। বিঃ **আহারাভাব**—খাদ্যবস্তুর অভাব; অনশন, উপবাস। বিণ.বিঃ **আহারার্থী** (-র্থিন্)—ভোজনাভিলাষী। বিণঃ **আহারী** (-রিন্)—ভোজনকারী (মিতাহারী); বিলক্ষণ আহার করিতে সমর্থ। বিণঃ **আহারীয়**—ভোজ্য।

আহার্য—(১)বিণঃ আহরণীয়; যত্নসাধ্য; আহারের যোগ্য, ভক্ষ্য। (২)বিঃ খাদ্যসামগ্রী। [সং. আ + √হৃ+য (র্ম)]।

আহিক—বিঃ সাপুড়ে। [সং. অহি+ইক]।

আহিড়ি, আহিড়ী—বিঃ ব্যাধ, শিকারি। [আহেরিয়া দ্রঃ]।

আহিত—বিণঃ ন্যস্ত; স্থাপিত; প্রতিষ্ঠিত; অর্পিত। [সং. আ+ √ধা+ত (র্ম)]। বিঃ **আহিতাগ্নি**—সাগ্নিক, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ।

আহিতুণ্ডিক—বিঃ সাপুড়ে। [সং. অহিতুণ্ড+ইক]।

আহির, আহীর—বিঃ গোপজাতিবিশেষ। [সং. আভীর—তু হি. আহীর]। বি(স্ত্রী): **আহীরী, আহিরণী, আহিরিণী**।

আহুত—বিণঃ (যাহাতে বা যাহা) আহুতি দেওয়া হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √হু+ত (র্ম)]। বিঃ **আহুতি**—হোম; হোমের সামগ্রী। [সং. আ+ √হু+তি (ভা)]।

আহূত—বিণঃ আমন্ত্রিত, নিমন্ত্রিত, ডাকা হইয়াছে এমন। [সং. আ+ √হ্বে+ত (র্ম)]। বিঃ **আহূতি**—আমন্ত্রণ, আহ্বান।

আহৃত—বিণঃ আহরণ করা হইয়াছে এমন; সংগৃহীত, সঙ্কলিত, সঞ্চিত; আয়োজিত। [সং. আ+ √হৃ+ত (র্ম)]।

আহেরিয়া, আহেড়িয়া—(১)বিঃ বসন্তের প্রথম দিবসে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ শিকারোৎসব; মৃগয়া। (২)বিণঃ মৃগয়াকারী, ক্রীড়াকারী। [প্রাকৃ. আহেড় (<সং. আখেট)+ইয়া]।

আহেল, আহেলী—বিণঃ খাস; খাঁটি, অমিশ্র; আনকোরা। [আ. আহ্‌ল্]। বিণঃ **-বিলাত, -বিলাতী**—সদ্য বিলাত অর্থাৎ বিদেশ হইতে আগত এবং যে দেশে আসিয়াছে সে দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আহ্নিক—(১)বিঃ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম। (২) বিণঃ দৈনিক, প্রাত্যহিক (পৃথিবীর আহ্নিক গতি)। [সং. অহন্+ইক]।

আহ্বান—বিঃ আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ; ডাক; সম্বোধন। [সং. আ+ √হ্বে+অন (ভা)]।

আহ্বায়ক—বি.বিণঃ আহ্বানকারী। [সং. আ+ √হ্বে+অক (র্তৃ)]। বি.বিণ(স্ত্রী): **আহ্বায়িকা**।

আহ্লাদ—বিঃ হর্ষ, আনন্দ, আমোদ; মজা; স্নেহ বা আশকারা (বেশি আহ্লাদ পেলে শিশু বিগড়ায়)। [সং. আ+হ্লাদ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—আহ্লাদ উৎপাদন। বিণঃ **আহ্লাদিত**—হৃষ্ট, আনন্দিত। বি.বিণ(স্ত্রী): **আহ্লাদী**—আমোদপ্রিয়া; নেকী; অতিশয় স্নেহপ্রাপ্তা বা আশকারা প্রাপ্তা। বি.বিণ(পুং): **আহ্লাদে**।

আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে—সর্বঃ (প্রা. বাং.) আমি। [সং. অহম্]।

ই

ই—বাঙ্গালা ভাষার তৃতীয় স্বরবর্ণ।

-ই—অব্যঃ বক্তব্যে বা বক্তব্যের অংশবিশেষে জোর দিবার জন্য নিশ্চয়াদি-অর্থে শব্দের অন্তে ই যুক্ত হয়; যথা—(১) নিশ্চয়ার্থে—আমি বলিবই, তুমিই বলিয়াছিলে; (২) অনন্য বা কেবল অর্থে—বাড়িতেই থাকিব, তোমাকেই দিব; (৩) অধিক-অর্থে—যতই বল, কতই আর খাবে; (৪) অবজ্ঞা-অর্থে—যেই বলুক না কেন কাহাকেই বা মানি; (৫) অনিশ্চয়ার্থ পদে—যদিই যায়, দেখিলই বা; ইত্যাদি। [তুঃ সং. 'এব']

ইউনানী—বিণঃ গ্রীক, যাবনিক; হেকিমী (ইউনানী চিকিৎসা)। [আ. য়ুনানী]।

ইউনিআন, ইউনিয়ান্—বিঃ কর্মিসঙ্ঘ, ট্রেড-ইউনিআন্ (trade union); একই ইউনিআন্ বোর্ডের অধীন গ্রামসমূহ (গোপালপুর ইউনিআন্); ইউনিআন্ বোর্ড। [ইং. union]। **ইউনিআন বোর্ড**—গ্রামের উন্নতি পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধানার্থ গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাবিশেষ। [ইং. union board]।

ইউরেশীয়, ইউরেশীয়ান—বিঃ যাহার মাতা-পিতার একজন ইউরোপীয় ও অপরজন এশিয়ার অধিবাসী। [ইং. Eurasian]।

ইউরোপীয়—বিণঃ ইউরোপসম্বন্ধীয়; ইউরোপে

জাত; ইউরোপের অধিবাসী [ইং. European]।

ইংরেজ, (অবাঞ্ছিত) **ইংরাজ**—বিঃ ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দা। [পো. Engrez—তু. ফ্রে. Anglaise]। **ইংরেজী,** (অবাঞ্ছিত) **ইংরাজী**—(১)বিণ: ইংরেজ-সম্বন্ধীয়; (২)বিঃ ইংরেজদের ভাষা। বিঃ **-জিয়ানা**—ইংরেজদের চালচলনের উৎকট অনুকরণ, সাহেবিয়ানা।

ইংলিশ্—বিঃ ইংরেজী। বিং **-ম্যান্**—ইংরেজ। [ইং. English]।

ইংলী—**ইঙ্গুলী**-র কথ্য রূপ।

ইঃ—অব্যঃ কোপ দুঃখ বা সন্তাপসূচক শব্দ।

ইঁচড় (ইঁ-)—বিঃ অপক্ক কাঁঠাল। [দেশী]। **ইঁচড়ে পাকা**—অকালপক্ব, ফাজিল, ডেঁপো।

ইঁট—**ইট**-এর রূপভেদ।

ইঁদারা—বিঃ পাকা বড় কুয়া, বাঁধানো পাতকুয়া [সং. অন্ধু বা ইন্দ্রাগার]।

ইঁদুর—বিঃ মূষিক। [সং. ইন্দুর]।

ইকড়ি-মিকড়ি—বিঃ শিশুদের ক্রীড়াবিশেষ। [দেশী]।

ইকমিক কুকার—বিঃ ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক কর্তৃক উদ্ভাবিত একপ্রকার রন্ধনচুল্লী। [ইং. Icmic<I. Mullick (=Indumadhab Mullick)+cooker]।

ই-কার—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ই' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

ইক্ষু—বিঃ আক, সুমিষ্ট রসপূর্ণ আহার্য তৃণবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-দণ্ড**—আকগাছ। বিঃ **-সমুদ্র**—সপ্তসমুদ্রের অন্যতম: ইহার জল ইক্ষুরসতুল্য মিষ্ট।

ইক্ষ্বাকু—বিঃ বৈবস্বত মনুর পুত্র, সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা। [সং.]।

ইখ্‌কার—**ইনকার**-এর বানানভেদ।

ইঙ্গবঙ্গ—বিণ: বিসদৃশভাবে ইংরেজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত (**ইঙ্গবঙ্গ** ভাষা); রুচি ও চালচলনে আধা-ইংরেজ ও আধা-বাঙ্গালী অথবা ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ইংরেজী-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী (**ইঙ্গবঙ্গ** সমাজ)। [ইং. Anglo-Bengali]।

ইঙ্গলা—বি ইড়া নাড়ি। [?—তু. হি. ইংগলা]।

ইঙ্গিত—বিঃ ইশারা, সঙ্কেত, ঠার, স্বীয় মনোভাব-জ্ঞাপক অঙ্গচালনা; আভাস (ঝড়ের ইঙ্গিত)। [সং. √ইন্গ্+ত (ভা)]।

ইঙ্গুদী, ইঙ্গুদ, ইঙ্গুলী, ইঙ্গুল—বিঃ কণ্টকযুক্ত তাপস-তরুবিশেষ, Terminalia Catappa। [সং.]। **ইঙ্গুদী তৈল**—ইঙ্গুদীবীজ হইতে প্রস্তুত তৈল।

ইচ্ছা—(১)বিঃ বাঞ্ছা, স্পৃহা, অভিলাষ; প্রবৃত্তি, রুচি (আহারে ইচ্ছা নাই); অভিপ্রায় (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম)। (২)ক্রিঃ ইচ্ছা করা। [সং. √ইষ্+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-বসন্ত**—মসূরিকা, small-pox। বিঃ **-ময়**—যাঁহার ইচ্ছায় সবকিছু ঘটে; ঈশ্বর। বি(স্ত্রী): **-ময়ী**—পরমেশ্বরী। **-মৃত্যু**—(১)বিঃ স্বেচ্ছানুযায়ী মৃত্যু, আপন ইচ্ছানুসারে মরিবার ক্ষমতা; (২)বিণ: ইচ্ছানুসারে মরিবার ক্ষমতা আছে এমন। বিঃ **-শক্তি**—কেবল ইচ্ছাদ্বারাই কার্যসাধনের শক্তি। ক্রি-বিণ: **-সুখে**—মনে যেরূপ ভাল লাগে সেইভাবে, যথেচ্ছভাবে ও মনের আনন্দে। বিণ: **ইচ্ছু, ইচ্ছুক**—ইচ্ছাকারী, ইচ্ছাযুক্ত (মরণেচ্ছু); সম্মত, রাজী।

ইজা—বিঃ হিসাবের খাতায় পরপৃষ্ঠার শীর্ষদেশে লিখিত পূর্বপৃষ্ঠা পর্যন্ত জমা বা খরচের সমষ্টি, carried over। [ফা. আইযা]।

ইজার—বিঃ পায়জামা, পেণ্টুলুন। [ফা.]।

ইজারদার—**ইজারা** দ্র:।

ইজারা—বিঃ নির্দিষ্ট খাজনায় জমি, কারবার প্রভৃতির মেয়াদী বন্দোবস্ত, ঠিকা, লিজ। [আ.]। বিণ.বিঃ **-দার, ইজারদার**—ইজারা গ্রহণকারী [আ. ইজারা+ফা. দার্]।

ইজের—**ইজার**-এর রূপভেদ।

ইজ্জৎ, ইজ্জত—বিঃ সম্মান, সম্ভ্রম; সতীত্ব, আবরু। বিণ: **-আসার, ইজ্জতাসার, ইজ্যতাসার**—সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী [আ. ইজ্জৎ+আসর্=প্রভাব]। [আ. ইজ্জৎ]।

ইজ্যা—বিঃ যজ্ঞ। [সং.]।

ইঞ্চি, ইঞ্চ—বিঃ দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ (১ ইঞ্চি=$\frac{1}{12}$ ফুট)। [ইং. inch]।

ইঞ্জিন—বিঃ চালক-যন্ত্রবিশেষ। [ইং. engine]।

ইঞ্জিনিয়ার—বিঃ সামরিক ও পূর্তকার্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনাকারী; কলপরিচালক; যন্ত্রনির্মাতা; যন্ত্রবিজ্ঞানী। [ইং. engineer]।

ইঞ্জিনিয়ারিং—(১)বিঃ যন্ত্রবিজ্ঞান; (২)বিণ: যন্ত্রবিজ্ঞান-সংক্রান্ত বা যন্ত্রবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় [ইং. engineering]।

ইট—বিঃ অট্টালিকাদি নির্মাণের জন্য প্রস্তুত রৌদ্রে শুষ্ক বা অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকাপিণ্ডবিশেষ, ইষ্টক। [সং. ইষ্টক]। বিঃ **-খোলা**—ইট

কাটাইবার ও পোড়াইবার স্থান। বিঃ **-পাটকেল** পুরা ও টুকরা ইট। **ইটের পাঁজা**—(সাধারণতঃ পোড়াইবার জন্য সাজাইয়া রাখা) ইটের স্তূপ। **ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়**—কাহারও সহিত দুর্ব্যবহার করিলে বিনিময়ে দুর্ব্যবহার পাইতে হয়।

ইটা—বিঃ ট্যাংরাজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

ইড়া—বিঃ মনুষ্যদেহের নাড়ীবিশেষ; (তন্ত্র ও যোগ) মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বস্থ নাড়ী (তু. পিঙ্গলা =দক্ষিণগা নাড়ী)। [সং. √ইল্+অ (র্তৃ)+আ]।

ইতঃপূর্বে—ক্রি-বিণঃ ইহার আগে। [সং. ইতস্ +পূর্বে]।

ইতর—বিণঃ (মূল অর্থ) অপর, ভিন্ন (বামেতর); (চলিত অর্থ) নীচ, অধম (ইতর লোক), নিম্নশ্রেণীভুক্ত (ইতর জীব)। [সং. ই+ √তৃ+ অ (র্তৃ)]। বিঃ -তা। বিঃ **-বিশেষ**—(কিছুমাত্র) পার্থক্য; কমবেশি। **ইতর ভাষা**—অপভাষা। বিঃ **ইতরাম, ইতরামি, ইতরামো**—নীচ আচরণ। বিঃ **ইতরেতর**—অন্যোন্য, পরস্পর।

ইতস্ততঃ (-তস্), (চলিত) **ইতস্তত**—(১)অব্য. ক্রি-বিণঃ এখানে-সেখানে; এদিকে-সেদিকে; নানা দিকে; সর্বত্র। (২)বিঃ দ্বিধা, সঙ্কোচ। [সং. ইতস্+ততস্]। ক্রিঃ **ইতস্ততঃ করা** —সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করা; সংশয়াপন্ন বা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া; গড়িমসি করা।

ইতি—অব্য.বি.বিণঃ সমাপ্তি, শেষ, অবসান; রক্ষা; এই প্রকার ইহা, এই। [সং.]। ক্রি-বিণঃ **-উতি**—এদিক্-ওদিক্। বিঃ **-কথা**—উপকথা; কাহিনী; (ব্যং.) ইতিহাস। [সং. ইতিহ (=পরম্পরাগত উপদেশ; ঐতিহ্য)+ √অস্+অ (ধি)]। বিঃ **-কর্তব্যতা**—'ইহাই কর্তব্য': এইরূপ জ্ঞান। বিঃ **-কর্তব্যবিমূঢ়তা** —কি করা উচিত তাহা স্থির করার অক্ষমতা। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বে**—**ইতঃপূর্বে**-এর অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ। বিঃ **-বৃত্ত**—ইতিহাস। বিণ. বিঃ **-বৃত্তকার**—ইতিহাস-রচয়িতা। ক্রি-বিণঃ **-মধ্যে**—**ইতোমধ্যে**-এর অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ।

ইতিহাস—বিঃ অতীত বৃত্তান্ত, প্রাচীন কাহিনী, পুরাবৃত্ত। [সং. ইতিহ (=পরম্পরাগত উপদেশ, ঐতিহ্য)+ √ অস্+অ (ধি)]।

ইতু—বিঃ সূর্যপূজার ঘট; সূর্য, মিত্র। [সং. মিত্র >মিতু]। বিঃ **-পূজা**—অগ্রহায়ণমাসে অনুষ্ঠিত সূর্যপূজা।

ইতোমধ্যে—ক্রি-বিণঃ ইহার মধ্যে। [সং. ইতস্ +মধ্যে]।

ইত্তিলা (এ-), **ইত্তেলা** (এ-)—বিঃ খবর, সংবাদ, নোটিশ্ (notice)। [আ. -ত্তলা]।

ইত্যনুসারে—ক্রি-বিণঃ ইহার অনুযায়ী; এই-ভাবে। [সং. ইতি+অনুসারে]।

ইত্যবকাশে, ইত্যবসরে—ক্রি-বিণঃ এই সুযোগে বা ফাঁকে। [সং. ইতি+অবসরে]।

ইত্যাকার—বিণঃ এই প্রকার। [সং. ইতি+ আকার]।

ইত্যাদি—অব্যঃ প্রভৃতি, ইহা এবং এইরকম আরও। [সং. ইতি+আদি]।

ইথর—**ঈথর**-এর বানানভেদ।

ইথে—অব্যঃ ইহাতে ('ইথে মোর কিবা দোষ'); (অপ্র) ইহা, ইহার, এইজন্য। [সং. ইত্থম্]।

ইদ—**ঈদ**-এর বানানভেদ।

ইদানীং (-নীম্)—অব্য. ক্রি-বিণঃ অধুনা, সম্প্রতি, আজকাল। [সং ইদম্+দানীম্]। বিণঃ **ইদানীন্তন**—ইদানীং হইয়াছে এমন, অধুনাতন, আধুনিক, বর্তমানকালীন।

ইদ্দৎ—বিঃ বিধবা হওয়ার বা তালাক পাওয়ার পরে যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট সময় পার না হইলে মুসলমান স্ত্রীলোকগণের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। [আ.]।

ইনকাম্ ট্যাক্স, ইনকমট্যাক্স—বিঃ আয়কর। [ইং. income-tax]।

ইনকার—বিঃ অস্বীকার। [আ.]।

ইনজিনিয়ার—**ইঞ্জিনিয়ার**-এর রূপভেদ।

ইনসলভেন্ট—বিণঃ দেউলিয়া। [ইং. insolvent]।

ইনসান—বিঃ মানুষ। [আ.]।

ইনসাফ—বিঃ সুবিচার, ন্যায়বিচার। [আ.]।

ইনাম—বিঃ বখশিশ, পুরস্কার। [আ. ঈনাম্]।

ইনামেল—বিঃ কেওলিন নামক মৃত্তিকা প্রস্তর সীসা ও লবণাদির চূর্ণদ্বারা প্রলেপ; কলাই-করা কাজ। [ইং. enamel]।

ইনি—সর্বঃ (সম্ভ্রমার্থে) এই ব্যক্তি, এই জন। [সং. এতৎ]।

ইনিয়ে-বিনিয়ে—ক্রি-বিণঃ নানারকমে পল্লবিত করিয়া; অনুনয়-বিনয়সহকারে। [দেশী]।

ইন্তেকাল—বিঃ মৃত্যু। [আ. ইন্‌তকাল]।

ইন্তাজার—বিঃ সাগ্রহে প্রতীক্ষা। [আ. ইন্‌তিজার্]।
ইন্তিজাম—বিঃ সুবন্দোবস্ত। [আ. ইন্‌তিজার্]।
ইন্দারা—**ই'দারা**-র রূপভেদ।
ইন্দিবর—বিঃ নীলপদ্ম। [সং. ইন্দি (ইন্দিরা)+বর]।
ইন্দিরা—বিঃ লক্ষ্মীদেবী, কমলা। [সং.]।
ইন্দীবর—**ইন্দিবর**-এর বানানভেদ।
ইন্দু—বিঃ চন্দ্র, সুধাকর। [সং. √ ইন্দ্ +উ (র্তৃ)]। বিণঃ **-নিভানন**—চাঁদমুখ, চন্দ্রের ন্যায় (সুন্দর) মুখবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-নিভাননা, -নিভাননী**। বিঃ **-ভূষণ**—চন্দ্র যাঁহার অলঙ্কার অর্থাৎ শিব। বিঃ **-মতী**—পূর্ণিমা; রঘুবংশীয় অজরাজের স্ত্রী। বি(স্ত্রী): **-মুখী**—চন্দ্রমুখী, চাঁদের ন্যায় মুখবিশিষ্টা। বিঃ **-মৌলি, -শেখর**—চন্দ্র যাঁহার ললাটভূষণ, চন্দ্রচূড়; শিব। বিঃ **-লেখা**—চন্দ্রকলা।
ইন্দুর, ইন্দুর—বিঃ মূষিক, ইঁদুর। [সং.]।
ইন্দ্র—বিঃ দেবরাজ, সুরপতি, পুরন্দর, বাসব; প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (যোগীন্দ্র, বীরেন্দ্র); রাজা, অধিপতি (নরেন্দ্র, দনুজেন্দ্র)। [সং. √ইন্দ্ +র (র্তৃ)]। বিঃ **-কীল**—মন্দরপর্বত। বিঃ **-গোপ**—বর্ষাকালে জাত রক্তবর্ণ কীট-বিশেষ; মখমলি পোকা। বিঃ **-চাপ, -ধনু**—ইন্দ্রের ধনুক; রামধনু। বিঃ **-জাল**—ভোজবাজি, জাদুবিদ্যা, ভেলকি। **-জালিক, ঐন্দ্রজালিক**—(১) বিণঃ ইন্দ্রজাল-সম্বন্ধীয়; (২) বিঃ জাদুকর, মায়াবী। **-জিৎ**—(১) বিণঃ বাসব-বিজয়ী; (২) বিঃ রাবণের জ্যেষ্ঠপুত্র। বিঃ **-ত্ব**—ইন্দ্রের পদ; রাজমহিমা; প্রাধান্য। বিঃ **-নীল, -নীলক, -মণি**—মরকত, নীলকান্তমণি, পান্না। বিঃ **-পুরী, -লোক**—অমরাবতী; ঐশ্বর্যমণ্ডিত সুবিপুল প্রাসাদ। বিঃ **-প্রস্থ**—যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত পাণ্ডবগণের রাজধানী (দিল্লীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে)। বিঃ **-লুপ্ত**—টাকরোগ। বিঃ **-লোক**—ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী; স্বর্গ। বিঃ **-সভা**—দেবসভা। বিঃ **-সুত**—জয়ন্ত; বানররাজ বালী; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। বিঃ **-সেন**—ইন্দ্রসেনার ন্যায় সেনা যাহার। বি(স্ত্রী): **ইন্দ্রাণী**—ইন্দ্রপত্নী, শচীদেবী। বিঃ **ইন্দ্রায়ুধ**—রামধনু। বিঃ **ইন্দ্রারি**—ইন্দ্রের শত্রু, অসুর। বিঃ **ইন্দ্রাসন**—ইন্দ্রের সিংহাসন।
ইন্দ্রিয়—বিঃ যে-সকল যন্ত্র বা শক্তিদ্বারা পদার্থ বা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে (ইন্দ্রিয় চৌদ্দটি: —বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ: এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্: এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত: এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়)। [সং. ইন্দ্র+ইয়]। বিণঃ **-গম্য, -গোচর, -গ্রাহ্য**—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আয়ত্ত করা যায় এমন; প্রত্যক্ষ। বিঃ **-গ্রাম**—ইন্দ্রিয়সমূহ। বিঃ **-জয়, -দমন, -সংযম**—ইন্দ্রিয়কে স্ববশে রাখা বা উচ্ছৃঙ্খল হইতে না দেওয়া; লালসা-বাসনা (বিশেষতঃ কাম) জয় করা। বিঃ **-দোষ**—লাম্পট্য। বিণঃ **-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ, -পরায়ণ, -সেবী** (-বিন্)—ইন্দ্রিয়ের দাবি মিটাইতে তৎপর; ভোগ-বিলাসী; লম্পট। বিঃ **-বৃত্তি**—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা শক্তি। বিঃ **-সংযম**—ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখা। বিঃ **-সুখ**—ইন্দ্রিয়সমূহের পক্ষে সুখকর বস্তু (অর্থাৎ, শব্দ ঘ্রাণ শোভা প্রভৃতি); (শিথি.) কামবাসনার চরিতার্থতা। বিঃ **-সেবা**—ইন্দ্রিয়-সমূহের সুখবিধান; ভোগবিলাস; কামবাসনার তৃপ্তিসাধন; লাম্পট্য।
ইন্ধন—বিঃ আগুন জ্বালাইবার উপকরণ; কাঠ, কয়লা, ইত্যাদি; (মন্দ প্রবৃত্তির) সহায়ক (লোভের, ক্রোধের ইন্ধন)। [সং.]।
ইন্‌সপেকটর, ইন্‌স্পেক্টর—বিঃ পরিদর্শক। [ইং. inspector]। বিঃ **পুলিস-ইন্‌স-পেক্টর**—দারোগা।
ইফতার—বিঃ সারাদিন রোজা রাখার পরে যে খাদ্য গ্রহণ করা হয়। [আ.]।
ইব্‌ন্, ইব্‌নে—বিঃ পুত্র (আবু ইব্‌ন্ আধেম = আধেমপুত্র আবু)। [আ. ইব্‌ন্]।
ইব্রিয়—বিণঃ ইহুদি-জাতিসম্বন্ধীয়; হিব্রু। [ইং. Hebrew]।
ইমন—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-কল্যাণ, -কেদার, -ভূপালী**—সঙ্গীতের বিভিন্ন মিশ্র রাগিণী।
ইমসাল—বি. ক্রি-বিণঃ এই বৎসর, বর্তমান বৎসর। [ফা.]।
ইমান—বিঃ ধর্মবিশ্বাস; বিবেক। [আ. ঈমান্]। বিণঃ **-দার**—ধার্মিক, সাধু; বিশ্বস্ত; বিবেকী। বিঃ **-দারি**—ধার্মিকতা, সাধুতা; বিশ্বস্ততা।
ইমাম—বিঃ মুসলমানদের প্রধান ধর্মনেতা বা গুরু। [আ.]। বিঃ **-বাড়া**—মোহাররম-অনুষ্ঠানের জন্য ধর্মগৃহ।

ইমারত, ইমারৎ—বিঃ পাকাবাড়ি, অট্টালিকা। [আ. ইমারৎ]।
ইয়ত্তা—বিঃ পরিমাণ, সংখ্যা, হিসাব ; সীমা। [সং. ইয়ৎ+তা (ভা)]।
ইয়াংকি, ইয়াঙ্কি—(১) বিঃ আমেরিকা মহাদেশের লোক। (২) বিণঃ আমেরিকার। [ইং. Yankee]।
ইয়াদ—বিঃ স্মরণ, খেয়াল। [ফা. য়াদ্]।
ইয়ার—বিঃ বন্ধু, বয়স্য ; রসিক বা ফাজিল ব্যক্তি। [ফা. য়ার্]। বিঃ **-কি**—রসিকতা, ফাজলামি। বিঃ **-বকশী**—রঙ্গরসপ্রিয় বয়স্য (সমূহ)।
ইয়ারিং—বিঃ কানের গহনাবিশেষ। [ইং. ear-ring]।
ইয়ে—অব্যঃ স্মরণ হয় না এমন কিছু।
ইরম্মদ—বিঃ বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ, বাড়বাগ্নি ; হস্তী। [সং. ইরা+ √ মদ্+অ (র্তৃ)]।
ইরশাদ—বিঃ নির্দেশ ; আদেশ, অনুজ্ঞা ; অভিপ্রায়। [আ.]।
ইরসাল—বিঃ চিঠিপত্রাদি প্রেরণ ; নির্দিষ্ট সময়ে নায়েব প্রভৃতি কর্তৃক সদর কাছারিতে খাজনা প্রেরণ বা প্রেরিত খাজনা ; নগদ টাকা। [আ.]।
ইরা—বিঃ বাণী ; পৃথিবী ; সুরা ; জল, অন্ন। [সং. √ ই+র (র্তৃ)+আ]।
ইরাকী—(১) বিণঃ ইরাক-দেশীয়। (২) বিঃ ইরাক-দেশীয় অশ্ব। [আ.]।
ইরান, ইরাণ—বিঃ পারস্য। [ফা. ঈরান্]। **ইরানী, ইরাণী**—(১) বিণঃ পারস্যদেশীয় ; (২) বিঃ পারস্যবাসী।
ইরাদা—বিঃ ইচ্ছা, অভিলাষ ; সঙ্কল্প। [আ.]।
ইরাবতী—বিঃ পঞ্জাবের অন্তর্গত রাবী নদী ; ব্রহ্মদেশের নদীবিশেষ।
ইলশাগুঁড়ি, ইলসাগুঁড়ি—বিঃ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি (এই সময়ে প্রচুর ইলিশ মাছ জালে পড়ে)। [ইলিশ+গুঁড়ি১]।
ইলশে, ইলসে—**ইলিশ**-এর কথ্য রূপ।
ইলা—বিঃ পৃথিবী ; ধেনু ; বাণী ; সুরা ; জল ; বুধপত্নী। [সং. √ ইল্+অ (র্ম)+আ]। বিঃ **-বৃত, -বৃতবর্ষ**—পুরাণোক্ত দেশবিশেষ ; জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন 'বর্ষ' বা ভূ-ভাগের একবর্ষ—কৈলাসের নিকটবর্তী।
ইলাকা—বিঃ অধিকারক্ষেত্র ; সীমা (রাজ্যের এলাকা ; (অপ্র.) সম্পর্ক, সংস্রব। [হি.< আ.]।
ইলাহী—(১) বিঃ ঈশ্বর। (২) বিণঃ উচ্চ, মহান্। (ইলাহী পুরুষ), বিরাট্ (ইলাহী কাণ্ড বা ব্যাপার)। [আ. ইলাহি]। **ইলাহী কারখানা** বা **কারবার**—বিরাট্ ব্যাপার বা বন্দোবস্ত। **ইলাহী গজ**—সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত ৪১ অঙ্গুলি (=৩৩ ইঞ্চি) পরিমাণ মাপিবার গজ। **ইলাহী রাত**—মোহাররমের জাগরণরাত্রি। **সন ইলাহী**—সম্রাট্ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সাল।
ইলিশ, ইলীশ—বিঃ মৎস্যবিশেষ। [তু. অর্বাচীন সং. ইল্লীশ]।
ইলেক—বিঃ টাকা (৲) গণ্ডা (৻) মণ (/) প্রভৃতি নির্দেশক গণিতের চিহ্নবিশেষ।
ইলেকট্রিক—(১) বিণঃ বৈদ্যুতিক, বিজলীসম্বন্ধীয়, বিজলীচালিত (ইলেকট্রিক পাখা)। (২) বিঃ বিজলী (ইলেকট্রিকের কাজ)। [ইং. electric]।
ইল্লৎ, ইল্লত—বিঃ নোংরামি। [আ. ইল্লৎ]।
ইললি, ইল্লি—অব্যঃ (প্রধানতঃ ক্ষমতাদি-সম্বন্ধে) অবজ্ঞাপূর্ণ অবিশ্বাসসূচক শব্দ। [?]।
ইশকাপন—বিঃ তাসের রঙবিশেষ। [ওল. schopen]।
ইশ্‌তিহার, ইস্তিহার—বিঃ বিজ্ঞাপন, প্রচার-পত্র, নোটিস। [আ. ইশ্‌তিহার]।
ইশরমূল—বিঃ বিষহর লতাবিশেষের মূল, অর্ক-মূলা, Aristolochia Indica। [< বিষহর মূল]।
ইশাদী, ইসাদি—বিঃ সাক্ষী। [ফা.]।
ইশারা, ইসারা—বিঃ ইঙ্গিত, সঙ্কেত। [আ. ঈশারাহ্]।
ইশীকা, ইষিকা, ইষীকা—**ঈষিকা**-র বানানভেদ।
ইষু—বিঃ তীর, বাণ। [সং.]।
ইস্—ইস্-এর বানানভেদ।
ইষরমূল—**ইশরমূল**-এর বানানভেদ।
ইষ্ট১—বিঃ যজ্ঞাদিকর্ম। [সং. √যজ্+ত (ভা)]।
ইষ্ট২—(১) বিণঃ বাঞ্ছিত, কাম্য (ইষ্টকর্ম) ; কল্যাণকর (ইষ্টচিন্তা), উপাস্য (ইষ্টদেবতা) ; আত্মীয় (ইষ্টকুটুম্ব) ; প্রিয় (ইষ্টজন)। (২) বিঃ অভীষ্ট বস্তু বা বিষয় (ইষ্টলাভ) ; প্রিয়জন (ইষ্ট-বিয়োগ)। [সং. √ ইষ্+ত (র্ম)]।
ইষ্টক—বিঃ ইট। [সং √ ইষ্+তক (র্ম)]।
ইষ্টকিং—বিঃ মোজা। [ইং. stocking]।
ইষ্টাপত্তি—বিঃ অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি ; লাভ ; উপকার। [সং. ইষ্ট+আপত্তি (প্রাপ্তি)]।

ইষ্টাপূর্ত—বিঃ সাধারণের হিতার্থ কূপাদি খনন দেবালয় নির্মাণ প্রভৃতি কর্ম। [সং. ইষ্ট+আপূর্ত]।

ইষ্টি১—বিঃ অভিলাষ, ইচ্ছা। [সং. √ইষ্+তি (ভা)]।

ইষ্টি২—বিঃ যজ্ঞ (তু. **অন্ত্যেষ্টি**)। [সং. √যজ্+তি (ভা)]।

ইস্টিমার—বিঃ স্টীমার। [ইং. steamer]।

ইস্—অব্যঃ বিস্ময় বিরক্তি ক্লেশ দুঃখ প্রভৃতি সূচক ধ্বনি। [দেশী]।

ইস্কুল—**স্কুল**-এর বিকৃত রূপ।

ইসদন্ত—বিঃ কষের দাঁত। [দেশী]।

ইসবগুল—বিঃ বীজবিশেষ। [ফা. ইস্প্গুলা]।

ইসলাম—বিঃ মুসলমান ধর্ম বা জাতি। [আ.]। বিণঃ **ইসলামী**—ইসলাম-সম্বন্ধীয়; ইসলামের অনুযায়ী।

ইসাদী, ইসারা, ইস্কাপন, ইস্কুল—**ইশাদী, ইশারা, ইশকাপন** ও **স্কুল**-এর বানানভেদ।

ইস্ক্রুপ—**স্ক্রু**-র বিকৃত রূপ।

ইস্তক—(১) অব্যঃ হইতে; পর্যন্ত। (২) বিঃ তাস-খেলায় রঙের সাহেব-বিবি। [হি. ইস্+তক্]। ক্রি-বিণঃ **-নাগাদ**—আগাগোড়া।

ইস্তফা, ইস্তাফা— বিঃ শেষ; (কর্ম, চাকরি, ইত্যাদি) ত্যাগ বা ত্যাগপত্র; ক্ষান্তি, নিবৃত্তি। [আ. ইস্ত্আফা]।

ইস্তামাল—বিঃ ব্যবহার, অভ্যাস (ইস্তামাল করা)। [আ.]।

ইস্তাহার, ইস্তিহার—**ইশ্তিহার**-এর রূপভেদ।

ইস্তিরি, ইস্তি, ইস্ত্রী—বিঃ বস্ত্রাদি মসৃণ চকচকে ও কঠিন করিবার জন্য ধাতুনির্মিত যন্ত্রবিশেষ। [পো. estirar]।

ইস্তেমাল—**ইস্তামাল**-এর রূপভেদ।

ইস্পাত—বিঃ অঙ্গারকাদিদ্বারা কঠিনীকৃত লৌহ; স্টীল (steel)। [পো. espada]। বিণঃ **ইস্পাতী**—ইস্পাতে গঠিত ('ইস্পাতী রেলের': অ. চ.)।

ইহ—(১) অব্যঃ এই স্থানে বা সময়ে; এই জগতে। (২) বিণঃ এই, উপস্থিত ('ছাড় ইহ বাত': গো. দা)। [সং. ইদম্+হ]। বিঃ **-কাল**—জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সময়, এই জীবন বা জন্ম, জীবিতকাল। বিঃ **-জগৎ, -লোক**—এই পৃথিবী; মনুষ্যলোক; মর্তলোক। বিঃ **-জন্ম** (-ন্মন্), **-জীবন**—বর্তমান এই জীবন।

ইহা—সর্বঃ এই বস্তু। [তু. হি. ব্রহ<সং. ইদং]।

ইহুদি, ইহুদী—বিঃ হেব্রু, জু-জাতি, Jew। [আ. য়হুদ]।

ঈ

ঈ—বাঙ্গালা ভাষার চতুর্থ স্বর। বিঃ **ঈ-কার**—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঈ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

ঈক্ষণ—বিঃ দৃষ্টি; দর্শন; চক্ষু। [সং. √ঈক্ষ্+অন (ভা, ণে)। বিণঃ **ঈক্ষিত**—দৃষ্ট, অবলোকিত।

ঈগল—বিঃ শ্যেনজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [ইং. eagle]।

ঈথর, ইথর—বিঃ অতি সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী বায়বপদার্থবিশেষ; আকাশ। [ইং. ether]।

ঈদ—বিঃ মুসলমানদের একটি প্রধান পর্ব; ঈদ্-উল্-ফিৎর্; ঈদ্-উজ্-জোহা। [আ. ঈদ্]। বিঃ **-গা, -গাহ্**—মুসলমানরা যেখানে একত্র হইয়া (বিশেষতঃ ঈদের দিনে) নামাজ পড়েন। [আ. ঈদ্+ফা. গাহ্]।

ঈদৃক্ (-দৃশ্), **ঈদৃশ**—বিণঃ ইহার অনুরূপ, এইরূপ, এতাদৃশ। [সং. ইদম্+√দৃশ্+ক্বিপ্, অ (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **ঈদৃশী**।

ঈপ্সা—বিঃ পাইবার ইচ্ছা; বাঞ্ছা; লোভ। [সং. √আপ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **ঈপ্সিত**—আকাঙ্ক্ষিত, বাঞ্ছিত। বিণঃ **ঈপ্সু**—ইচ্ছুক, পাইতে ইচ্ছুক।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—বিঃ পরশ্রীকাতরতা; দ্বেষ; হিংসা। [সং. √ঈর্ষ্, ঈর্ষ্য+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-ন্বিত, -লু, ঈর্ষী**—দ্বেষযুক্ত; পরশ্রীকাতর।

ঈশ১—বিঃ ঈশ্বর; দেবতা (মহেশ); প্রভু, স্বামী (প্রাণেশ); রাজা, অধিপতি (নরেশ, কাশীশ)। [সং. √ঈশ্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **ঈশা**—ঈশ্বরী।

ঈশ২, ঈশা১—যথাক্রমে ঈষ ও ঈষার বানানভেদ।

ঈশা২—বিঃ যিশুখ্রিস্ট। [হিব্রু Yeshua, ইং. Jesus]।

ঈশান—বিঃ শিব, মহাদেব; উত্তরপূর্ব কোণ। [সং. √ঈশ্+আন (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **ঈশানী**—মহেশ্বরী, দুর্গাদেবী।

ঈশিতা, ঈশিত্ব—বিঃ ঈশ্বরত্ব: ঐশ্বর্যবিশেষ; সকলের উপর প্রভুত্ব। [সং. √ঈশ্+ইন্ (র্তৃ)+তা, ত্ব]।

ঈশ্বর—বিঃ ভগবান্; জগৎস্রষ্টা; প্রভু, স্বামী (প্রাণেশ্বর); অধিপতি, রাজা (ভারতেশ্বর);

শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি (যোগীশ্বর) ; মৃত ব্যক্তি বা পুণ্যতীর্থের পূর্বে ব্যবহার্য মহিমাসূচক চিহ্ন (ঁভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঁবারাণসী)। [সং. √ঈশ্ +বর (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **ঈশ্বরী**। বিঃ **-ত্ব**। বিণঃ **-দ্বেষী**—ঈশ্বরের বিরোধী ; ঈশ্বরের মহিমা বা অস্তিত্ব স্বীকার করে না এমন, নাস্তিক। বিণঃ **-নিষ্ঠ, -পরায়ণ**—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিযুক্ত ; ধার্মিক। বিঃ **-নিষ্ঠা, -পরায়ণতা**। বিঃ **-প্রাপ্তি**—ঈশ্বরকে পাওয়া ; মৃত্যু। বিঃ **-বাদ**—ঈশ্বর আছেন: এই দার্শনিক মত, আস্তিক্য। বিণঃ **ঈশ্বরাধীন**—ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল, দৈবাধীন ; অলৌকিক।

ঈষ—বিঃ লাঙ্গলের ফলা। [সং. ঈষা]।

ঈষৎ—অব্য. বিণঃ কিঞ্চিৎ, অল্প (ঈষৎ কমিয়াছে, ঈষৎ কম, ঈষৎ কমতি)। [সং. √ ঈষ্ +অৎ (র্তৃ)]। বিণঃ **ঈষদুচ্চ**—সামান্য উঁচু। বিণঃ **ঈষদুষ্ণ**—সামান্য গরম। বিণঃ **ঈষদূন**—একটু কম।

ঈষা—বিঃ লাঙ্গলদণ্ড ; লাঙ্গলের খাত, সীতা ; লাঙ্গলের ঈষ। [সং.]।

ঈষিকা, ঈষীকা—হস্তীর নেত্রগোলক ; তুলিকা, তুলি ; কাশতৃণ। [সং. √ ঈষ্ +ইক, ঈক+আ (র্তৃ)]।

ঈসা—**ঈশা**$_{২}$-র বানানভেদ।

উ

উ—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চম স্বরবর্ণ।

উঅল—উদিত হইল-র অপ্র. কোমল রূপ।

উই—বিঃ পিপীলিকার ন্যায় কীটবিশেষ, বল্মীক। [দেশী]। বিঃ **-চারা, -ঢিপি, -ঢিবি**—উই-পোকারা মাটি খুঁড়িয়া ঢিপি নির্মাণপূর্বক যে বাসা গড়ে, বল্মীক। বিণঃ **উই-ধরা, উই-লাগা**—উইপোকাদ্বারা আক্রান্ত।

উইচিংড়া—উচ্চিংড়া-র প্রাদে. রূপ।

উইল—বিঃ যে দানপত্র দাতার মৃত্যুর পরে কার্যকর হয়, শেষ ইচ্ছাপত্র, ইষ্টপত্র। [ইং. will]।

উঃ—অব্যঃ বেদনা বিস্ময় অধৈর্য প্রভৃতি সূচক ধ্বনি।

উঁকি—বিঃ অন্তরাল হইতে দৃষ্টিনিক্ষেপ ; অল্প-ক্ষণের জন্য বা অগভীরভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ। [সং. উদীক্ষণ ?]। বিঃ **-ঝুঁকি**—অন্তরাল হইতে ক্রমাগত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ। ক্রিঃ **উঁকি দেওয়া, উঁকি মারা**—অন্তরালে থাকিয়া দেখা।

উঁচকপালে—বিণঃ উচ্চ ললাটবিশিষ্ট, সৌভাগ্য-শালী। [বাং. উঁচ (<সং. উচ্চ)+কপাল+ইয়া > এ]। বিণ(স্ত্রী): **উঁচকপালী**—(উঁচু কপাল স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যসূচক বলিয়া) অলক্ষণা।

উঁচা, উঁচু—বিণঃ উচ্চ ; উন্নত, উদার (উঁচা মন) ; উৎকৃষ্ট (উঁচু দরের লোক) ; কর্কশ বা অপমানজনক (উঁচু কথা)। [সং. উচ্চ]। **উঁচান (-নো), উঁচন (-নো)**—(১)ক্রিঃ উত্তোলন করা, উঁচা করা ; (২) বিঃ উত্তোলন (কথায় কথায় লাঠি উঁচান অনুচিত) ; (৩) বিণঃ উত্তোলিত (উঁচান লাঠি)। [বাং. √ উঁচা (উঁ-)+আন]। বিণঃ **উঁচানিচা, উঁচানীচা, উঁচুনিচু, উঁচুনীচু**—অসমান, বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো।

উঁহুঁ—অব্যঃ অসম্মতিসূচক শব্দ ; না।

উকা—উখা$_{২}$-র রূপভেদ।

উ-কার—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'উ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

উকি$_{১}$—**উঁকি**-র রূপভেদ।

উকি$_{২}$—বিঃ হিক্কা, হেঁচকি। [সং. হিক্কা]।

উকিল, উকীল—বিঃ ব্যবহারজীবী, আইনজীবী; ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী। [আ. ৱকীল]। বিণঃ **উকিলি, উকিলী**—উকিলের (উকিলী বুদ্ধি)।

উকুন, উকুণ—বিঃ চুলের পোকা। [সং. উৎকুণ]।

উকো—উখা$_{২}$-র রূপভেদ।

উক্ত—বিণঃ কথিত, উল্লিখিত। [সং. √বচ্+ত (র্ম)]। বিঃ **উক্তি**—কথা, বচন ; কথন ; উল্লেখ।

উখড়া—ক্রিঃ উৎপাটন করা, উপড়ান। **উখড়ান (-নো)**—(১)বিঃ উৎপাটন, উন্মূলন ; (২)বিণঃ উৎপাটিত, উন্মূলিত। [সং. উৎ+ √খন্ বা উৎ + √ঘট্+ণিচ্]

উখল, উখলি—উদূখল-এর কোমল রূপ।

উখা$_{১}$—বিঃ পাকপাত্র, হাঁড়ি, উনান। [সং. √উখ্+অ (খি)+আ]।

উখা$_{২}$—বিঃ ধাতুদ্রব্যাদি ঘষিবার জন্য ব্যবহৃত দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ, রেতি, file, rasp ; [দেশী] ?]।

উগরা, (প্রাদে.) **উগলা**—ক্রিঃ বমন বা উদ্গিরণ করা ; (আল.) যেমন করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল না বুঝিয়া আবার তেমন করিয়াই বলা (পড়া উগড়ান) ; গৃহীত বস্তু বাধ্য হইয়া ফেরত দেওয়া (চোরাই জিনিস উগরান)।

উগরান (-নো)—(১)বিঃ উদ্গিরণ ; (২)বিণঃ উদ্গীর্ণ। [সং. উৎ+ √গৄ]।

উগ্র—বিণঃ প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর, রূঢ়, কর্কশ, কোপন (উগ্র স্বভাব) ; তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রখর (উগ্র গন্ধ) ; ভয়ানক (উগ্র বিষ)। [সং. √উচ্+র (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-কণ্ঠ, স্বর**—কর্কশ ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। বিণঃ **-কর্মা** (-র্মন্)—ভয়ানক বা হিংসাজনক কর্ম করে এমন। বিঃ **-ক্ষত্রিয়**—হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, আগুরীজাতি। বিঃ **-চণ্ডা, -চণ্ডী**—চণ্ডিকাদেবী ; অত্যন্ত কোপনস্বভাবা ও কলহপরায়ণা রমণী। বিঃ **-জাতি**—আসুরজাতি; নীচজাতি। বিণঃ **-প্রকৃতি, -স্বভাব**—কোপন ও কলহপরায়ণ-স্বভাববিশিষ্ট। বিণঃ **-বীর্য**—তীব্র তেজোবিশিষ্ট। বিণঃ **-মূর্তি**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ- বা ভয়ঙ্কর- মূর্তিবিশিষ্ট। **উগ্রা**—(১)বিণ-(স্ত্রী): অতি কোপনস্বভাবা ও কলহপরায়ণা ; (২)বিঃ প্রখরা নারী ; যোগিনীবিশেষ।

উঘারা—ক্রিঃ উদ্ঘাটন করা বা প্রকাশ করা ('আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি' : চৈ.চ.)। [< উদ্ঘাটন]।

উঙা—অব্যঃ সদ্যোজাত বা অত্যন্ত কচি শিশুর কান্নার শব্দ।

উচক্কা—(১)বিণঃ উঠতি, নব্য (উচক্কা বয়স)। (২)ক্রি-বিণঃ হঠাৎ (উচক্কা পড়িয়া যাওয়া)। [হি.]।

উচট—**হোঁচট**-এর প্রাদে. রূপ।

উচল—বিণঃ উচ্চ ('উচল বলিয়া অচলে চড়িনু' : জ্ঞান.)। [বাং. উচ্চ (সং. উচ্চ)+ল]।

উচা—**উঁচা**-র অপ্র. রূপভেদ।

উচাটন—(১)বিঃ উৎকণ্ঠা ; ব্যাকুলতা। (২)বিণঃ উৎকণ্ঠিত ; ব্যাকুল ; অধীর। [সং. উচ্চাটন]।

উচিত—বিণঃ ন্যায্য, যুক্তিযুক্ত ; কর্তব্য ; যোগ্য, উপযুক্ত। [সং. √বচ্+ইত (র্ম)]। বিঃ **ঔচিত্য**। বিণঃ **-বক্তা**—(-ক্তৃ)—উচিত কথা বলে এমন লোক।

উচোট—**হোঁচট**-এর প্রাদে. রূপ।

উচ্চ—বিণঃ উন্নত (উচ্চ হৃদয়) ; উঁচু (উচ্চ বৃক্ষ) ; সম্ভ্রান্ত (উচ্চবংশীয়) ; জোরাল (উচ্চকণ্ঠ) ; চড়া (উচ্চমূল্য, উচ্চহার) ; ঊর্ধ্বতন (উচ্চকর্মচারী)। [সং. উৎ+ √চি+অ (র্ম)]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-নীচ**—উঁচু-নিচু ; প্রধান ও অপ্রধান ; উত্তমাধম। বি **-বাচ্য**—সাড়াশব্দ ; বাদ-প্রতিবাদ করা, ভাল-মন্দ মন্তব্য প্রকাশকরা। বিঃ **-বিদ্যালয়**—যে বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত পড়ান হয়। বিণঃ **-ভাষী**—কড়া কথা বলে এমন ; দম্ভকারী।

উচ্চকিত—বিণঃ উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত ; চঞ্চল, ব্যগ্র ('সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগেনি স্বপন' : রবীন্দ্র)। [সং. উৎ+চকিত]।

উচ্চণ্ড—বিণঃ প্রচণ্ড ; অতি কোপন ; ভয়ানক, দুর্দান্ত। [সং. উৎ+ √চণ্ড্+অ (র্তৃ)]।

উচ্চনীচ, উচ্চবাচ্য—**উচ্চ** দ্রঃ।

উচ্চয়, উচ্চায়—বিঃ চয়ন (পুষ্পোচ্চয়) ; সংগ্রহ, রাশি, পুঞ্জ (সলিলোচ্চয়)। [সং. উৎ+ √চি +অ (ভা, র্ম)]।

উচ্চাঙ্গ—বিঃ ঊর্ধ্বস্থ শরীরাংশ; উন্নত দেহ ; (ব্যঙ্গে) উচ্চ বা গুরুগম্ভীর বিষয় (এই সব উচ্চাঙ্গের কথা বাদ দিয়া কাজের কথা বল)। [সং. উচ্চ+অঙ্গ]।

উচ্চাটন—বিঃ উন্মূলন ; চঞ্চলকরণ ; উৎপীড়ন ; উৎকণ্ঠা ; অভিচার-কর্মবিশেষ। [সং. উৎ+ √চট্+ণিচ্+অন (ভা)]।

উচ্চাবচ—বিণঃ উঁচুনিচু, বন্ধুর। [সং. উদচ্+ অবাচ্]।

উচ্চায়—**উচ্চয়**-এর রূপভেদ।

উচ্চার—বিঃ মল, বিষ্ঠা ; উচ্চারণ। [সং. উৎ+ √চর্ +অ (র্ম, ভা)]।

উচ্চারণ—বিঃ কথন ; মুখদ্বারা শব্দকরণ ; বাক্য-দ্বারা ব্যক্তকরণ ; বাচনভঙ্গী। [সং. উৎ+ √চারি +অন (ভা)]। বিঃ **-বিভ্রাট**—বিকৃত বা ভুল উচ্চারণ, বিকৃত উচ্চারণের ফলে শব্দের বানান অর্থ ইত্যাদির বিকৃতি। বিঃ **-স্থান**—মুখমণ্ডলের যে অংশদ্বারা উচ্চারণ করা হয়। বিণঃ **উচ্চারণীয়, উচ্চার্য**—উচ্চারণযোগ্য ; উচ্চারণ করিতে হইবে এমন। ক্রিঃ **উচ্চারা**—উচ্চারণ করা ; বলা। বিণঃ **উচ্চারিত**—উচ্চারণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উচ্চার্যমাণ**—উচ্চারিত হইতেছে এমন।

উচ্চিংড়া, উচ্চিংড়া—বিঃ পতঙ্গবিশেষ। [সং. উচ্চিঙ্গট]।

উচ্চিঙ্গট—বিঃ পতঙ্গবিশেষ, উচ্চিংড়া। [সং.]

উচ্চুঙ্গ—বিঃ উচ্চিংড়া। [সং. উচ্চিঙ্গট]।

উচ্চৈঃ (-চৈস্)—অব্যঃ উচ্চ, উন্নত ; প্রচুর ; অধিক। [সং. উৎ+ √চি+ঐস্ (র্ম)]। বিঃ **-স্বর**—উচ্চরব, চীৎকার।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (-বস্), (চলিত) **উচ্চৈঃশ্রবা**—বিঃ সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অশ্ব—ইন্দ্রের বাহন। [সং. উচ্চৈঃ+শ্রবস্ (কর্ণ বা যশঃ)]।

উচ্ছন্ন, উচ্ছব—যথাক্রমে **উৎসন্ন** ও **উৎসব**-এর কথ্য রূপ।

উচ্ছল—বিণঃ সর্বত্র ব্যাপ্ত; উৎক্ষিপ্ত; উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন; **স্ফীত**। [সং. উৎ. + √শল্ + অ (র্ম)]। বিঃ **উচ্ছলন**—উথলাইয়া বা ছাপাইয়া ওঠা। ক্রিঃ **উচ্ছলা**—উচ্ছল হওয়া। বিণঃ **উচ্ছলিত**—উদ্গত, উৎক্ষিপ্ত; উচ্ছ্বসিত, উথলিত।

উচ্ছিত্তি—বিঃ উচ্ছেদ, বিনাশ। [সং. উৎ+ √ছিদ্+তি (ভা)]।

উচ্ছিদ্যমান—বিণঃ বিনষ্ট বা স্থানভ্রষ্ট হইতেছে এমন। [সং. উৎ+ √ছিদ্+আন (মান)]।

উচ্ছিন্ন—বিণঃ উৎপাটিত, উন্মূলিত; উৎসাদিত, বিনষ্ট। [সং. উৎ+ √ছিদ্+ত (র্ম)]।

উচ্ছিষ্ট—বিণঃ ভুক্তাবশেষ, এঁটো; আহারান্তে জলদ্বারা ধৌত করা হয় নাই এমন (উচ্ছিষ্ট মুখ); রন্ধন-করা অন্নব্যঞ্জনাদির সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন (উচ্ছিষ্ট থালা); পরিত্যক্ত। [সং. উৎ+ √শিষ্+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণঃ **-ভোজী** (-জিন্) —অপরের ভুক্তাবশেষ আহারকারী, হীন পর-মুখাপেক্ষী। বিঃ **উচ্ছিষ্টান্ন**—ভুক্তাবশেষ খাদ্য-সামগ্রী (প্রধানতঃ ভাত বা অন্য রাঁধা খাদ্য)।

উচ্ছৃঙ্খল—বিণঃ বিশৃঙ্খল; যথেচ্ছাচারী; অনিয়ন্ত্রিত; বিধি-নিয়ম মানে না এমন। [সং. উৎ+**শৃঙ্খল**]। বিঃ **-তা**।

উচ্ছে, (প্রাদে.) **উচ্ছো**—বিঃ রাঁধিয়া খাওয়ার যোগ্য তিক্তাস্বাদ ফলবিশেষ। [দেশী]।

উচ্ছেত্তা (-তৃ)—বিণঃ উচ্ছেদক। [সং. উৎ+ √ছিদ্+তৃ (র্তৃ)]।

উচ্ছেদ—বিঃ উৎপাটন, উন্মূলন, উৎসাদন; বিনাশ। [সং. উৎ+ √ছিদ্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—উচ্ছেদকারী। বিণঃ **-নীয়, উচ্ছেদ্য**—উচ্ছেদ-যোগ্য।

উচ্ছোষণ—(১)বিণঃ ঊর্ধ্বশোষক; সন্তাপক। (২)বিঃ **ঊর্ধ্ব**শোষণ; সন্তাপন। [সং. উৎ+ √শুষ্+অন (র্তৃ, ভা)]। বিণঃ **উচ্ছোষিত**— —**ঊর্ধ্ব**শোষিত, সন্তাপিত।

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—বিঃ উচ্চতা; উন্নতি। [সং. উৎ + √শ্রি+অ (ভা)]। বিণঃ **উচ্ছ্রায়ী** (-য়িন্) —**ঊর্ধ্ব**গামী, উন্নতিশীল। বিণঃ **উচ্ছ্রিত**—উন্নত, **স্ফীত**, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। অস-ক্রিঃ **উচ্ছ্রিয়া**—**স্ফীত** বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ('উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে' : রবীন্দ্র)।

উচ্ছ্বসন—বিঃ উচ্ছ্বাস; উথলন, **স্ফীতি**; উচ্ছলন; শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া। [সং. উৎ+শ্বসন]। ক্রিঃ **উচ্ছ্বসা**—উচ্ছ্বসিত হওয়া। বিণঃ **উচ্ছ্বসিত**—**স্ফীত**, উচ্ছলিত; (ভাবাবেগে) আকুল।

উচ্ছ্বাস—বিঃ প্রবল ভাবাবেগ; গভীর উল্লাস; স্ফুরণ, বিকাশ; **স্ফীতি**; নিঃশ্বাস। [সং. উৎ+ √শ্বস্+অ (ভা)]।

উচ্ছ্বাসিত—বিণঃ উচ্ছ্বসিত করা হইয়াছে এমন; উন্মেষিত; বিকাশিত। [সং. উৎ+ √শ্বস্+ ণিচ্+ত (র্ম)]।

উছল—বিণঃ উথলিয়া উঠিতেছে এমন; **উদ্বেল**। [সং. উচ্ছল]।। **-ন, -নো, উছলান, উছলানো**— (১)বিঃ উথলান; (২)বিণঃ উথলিত। ক্রিঃ **উছলা** —উথলিয়া ওঠা; উদ্বেল হওয়া।

উজবক—(১)বিঃ তাতারজাতিবিশেষ (**উজবেক, উজবগ** এবং **উজবেগ**-ও প্রচলিত)। (২)বিণঃ মূর্খ, আহাম্মুক, অশিক্ষিত (**উজবুক, উজবগ** এবং **উজবুগ**-ও প্রচলিত)। [তু.]।

উজন—**উজান**-এর কথ্য রূপ।

উজর, উজল—**উজ্জ্বল**-এর কোমল রূপ। ক্রিঃ **উজরা, উজলা**—উজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত হওয়া।

উজাগর—বিণঃ বিনিদ্র, নিদ্রাহীন। [সং.উজ্জাগর]।

উজাড়—বিণঃ শূন্য, খালি, নির্মূল; নিঃশেষ (পাত্র উজাড় করা); জনহীন (কলেরায় দেশ উজাড় হইয়াছে)। [সং. উৎ+জড় (মূল); হি. উজাড়]।

উজান—বিঃ স্রোতের বিপরীত দিক্; জোয়ার। [সং. উদ্‌যান]। বিঃ **-ভাটি**—জোয়ারভাটা। **উজান, উজানো**—(১)ক্রিঃ স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া; (২)বিঃ স্রোতের বিপরীত দিকে গমন; (৩)বিণঃ স্রোতের বিপরীত দিকে চলিয়াছে এমন। বিঃ **উজানি**—উজানস্রোত, জোয়ার; উচ্চভূমি, উচ্চদেশ; দুপুরবেলা। বিঃ **উজানি-ভাটালি**—অনুকূল ও প্রতিকূল স্রোত।

উজানী—**উজ্জয়িনী** ও **উজাবনী** নামক স্থানদ্বয়ের বিকৃত নাম।

উজার, উজালা—**উজ্জ্বল**-এর অপ্র. কোমল রূপ। ক্রিঃ **উজারা**—(অপ্র.) **উজ্জ্বল** বা প্রদীপ্ত করা।

উজির, উজীর—বিঃ মন্ত্রী, অমাত্য। [আ. **বজীর**]। বিঃ **উজিরি, উজীরি, উজিরালি, উজীরালি**— মন্ত্রিত্ব।

উজু—বিঃ মুসলমানদের শাস্ত্রীয় আচমন বা জল-দ্বারা অঙ্গপ্রক্ষালন। [আ. **বজু**]।

উজোর—**উজ্জ্বল**-এর কোমল ও অপ্র. রূপ।

উজ্জয়িনী, উজ্জয়নী—বিঃ প্রাচীন নগরবিশেষ;

রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ; গোয়ালিয়রের অন্তর্গত আধুনিক উজ্জৈন। [সং.]।

উজ্জীবন—বিঃ নবজীবন-সঞ্চার ; মৃতের বা মৃতপ্রায়ের চেতনা-সঞ্চার ; লুপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় প্রবল হওয়া। [সং. উৎ+ √জীব্ +অন ভা)]। বিণঃ **উজ্জীবিত**—নবজীবনপ্রাপ্ত ; মৃত বা মৃতপ্রায় হইয়া পুনরায় চেতনালাভ করিয়াছে অথবা লুপ্তপ্রায় হইয়া পুনরায় প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে এমন।

উজ্জ্বল—বিণঃ আলোকিত, দীপ্তিমান্ ; উদ্ভাসিত, ঝলমলে ; শোভমান। [সং. উৎ+ √জ্বল্ +অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, ঔজ্জ্বল্য**। **উজ্জ্বল রস**—(বৈ শা.) 'মধুর' বা শৃঙ্গার রস। বিণঃ **উজ্জ্বলিত**—দীপ্ত, প্রজ্বলিত ; উজ্জ্বল হইয়াছে এমন।

উঞ্ছ—বিঃ জীবিকানির্বাহার্থ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত শস্যকণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ ; হীন জীবিকা। [সং. √উন্ছ্ +অ (ভা)]। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্), **-শীল** — উঞ্ছকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। **-বৃত্তি**—(১) হীনকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহ ; (২) বিণঃ উঞ্ছজীবী।

উট—বিঃ কুব্জপৃষ্ঠ ভারবাহী পশুবিশেষ, ক্রমেলক। [সং. উষ্ট্র]। বিঃ **-পাখি**—উটের ন্যায় লম্বা-গলাবিশিষ্ট ও উড্ডয়নে অক্ষম কিন্তু দ্রুতগামী পক্ষিবিশেষ, ostrich।

উটক—বিণঃ অপরিচিত ; বিশ্বাসের অযোগ্য (উটক খবর) ; স্বল্পকালস্থায়ী (উটক ভাড়াটে) ; বাজে ; চঞ্চলচিত্তা, স্বামিগৃহ হইতে কেবলই পলায়ন করে এমন। [দেশী]।

উটকপালে—**উঁচকপালে**-র রূপভেদ।

উটকা১, **উটকো**—**উঠক**-র রূপভেদ।

উটকা২—ক্রিঃ জিনিসপত্র উলটপালট করিয়া খোঁজা। **-ন, -নো**—(১)বিঃ জিনিসপত্র উলট-পালট করিয়া অনুসন্ধান ; (২)বিণঃ ঐরূপ অনুসন্ধানের ফলে উলটপালট হইয়াছে এমন। [সং. উৎ+ √ক্ষিপ্]।

উটজ—বিঃ পর্ণকুটীর ; কুঁড়ে। [সং. উট+ √জন্ +অ (র্তৃ)]। বিঃ **-শিল্প**—কুটীরশিল্প, cottage industry।

উটতি—**উঠতি**-র রূপভেদ।

উট্‌ন, উট্‌না, উট্‌নো, উঠ্‌ন, উঠ্‌না, উঠ্‌নো—বিঃ ধারে দ্রব্যাদি ক্রয়করণ। [সং. উত্থান ?]।

উঠকিশতি—বিঃ দাবাখেলায় বড়ে সরাইতে গেলেই যে কিশতি পড়ে। [উঠা+কিশতি]।

উঠতি—(১)বিঃ উন্নতি, উত্থান, চড়তি (উঠতির সময়)। (২)বিণঃ উন্নতিশীল (উঠতি অবস্থা) ; বৃদ্ধিশীল, চড়তি (উঠতি বাজার)। [বাং. √উঠ্ (সং. উৎ+ √স্থা)+তি]। বিঃ **উঠতি-পড়তি**—উত্থান-পতন ; হ্রাস-বৃদ্ধি। **উঠতি বয়স**—নবযৌবন। **উঠতির মুখ**—উন্নতির আরম্ভ।

উঠন—**উঠান**-এর রূপভেদ।

উঠন্ত—বিণঃ উঠিতেছে এমন, উদীয়মান। [বাং. √উঠ্ +অন্ত]।

উঠবন্দী—বিঃ চাষ-আবাদের জন্য কৃষকদের সহিত মেয়াদী বন্দোবস্তবিশেষ। [দেশী]।

উঠসারকিশতি—**উঠকিশতি**-র অনুরূপ।

উঠা—ক্রিঃ উত্থিত হওয়া ; গাত্রোত্থান করা, আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়ান ; শয্যাত্যাগ করা, (ঘুম হইতে) জাগা ; গজান (চারা উঠা, দাঁত উঠা) ; উদিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া (চাঁদ উঠা) ; আরোহণ করা (ঘোড়ায় উঠা) ; স্খলিত হওয়া (চুল উঠা) ; নিঃসৃত হওয়া (মাটি ফুঁড়ে জল উঠা) ; বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া (জ্বর উঠা) ; প্রমোশন (promotion) পাওয়া (ক্লাশে উঠা) ; সংগৃহীত হওয়া (চাঁদা উঠা) ; ঢোকা, প্রবেশ করা (কানে উঠা), আমদানী হওয়া (বাজারে কাঁঠাল উঠেছে) ; প্রচলিত হওয়া (ঢং উঠা) ; উন্নীত হওয়া (জাতে উঠা) ; লুপ্ত হওয়া (পাট উঠা) ; নষ্ট হওয়া, মোছা (রং উঠা) ; উল্লিখিত হওয়া, (ফর্দে উঠা) ; আবাদ হওয়া (জমিটা উঠেছে)। [বাং. √উঠ (সং. উৎ+ √স্থা)+আ]। বিঃ **উঠাউঠি**—পরস্পর ওঠা ; ক্রমাগত বা বারংবার ওঠা। ক্রিঃ **-ন, -নো**—উত্তোলন করা, খাড়া করা, উন্নত করা ; ঊর্ধ্বে তুলিয়া দেওয়া ; উত্থাপন করা ; আরোহণ করান ; অপসারণ বা উচ্ছেদ করা ; মুছিয়া ফেলা। বিঃ **উঠানি**—উত্থান ; **ঊর্ধ্ব**গতি ; উদ্যোগ, প্রস্তুতি ; যুদ্ধোদ্যোগ, রণপ্রস্তুতি ; আক্রমণ ; বিক্রমপ্রকাশ ; শিশুর জন্মের সপ্তম দিবসে আঁতুড়ঘর হইতে উঠিয়া পুনরায় বাসগৃহে প্রবেশের অনুষ্ঠান। ক্রিঃ **উঠাইয়া দেওয়া**—উঠান ; তুলিয়া দেওয়া ; উচ্ছেদ করা। ক্রিঃ **উঠিয়া যাওয়া**—লুপ্ত হওয়া (রঙ উঠিয়া গিয়াছে, দোকান উঠিয়া গিয়াছে) ; স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়া (ভাড়াটেরা উঠিয়া গিয়াছে) ; রহিত হওয়া (পণপ্রথা উঠিয়া যাইবে)। ক্রিঃ **উঠেপড়ে লাগা**—দৃঢ়সঙ্কল্পে কর্মরত হওয়া।

উঠান১—বিঃ প্রাঙ্গণ, আঙিনা। বিঃ **উঠান-সমুদ্র**—সামান্য ব্যাপারকে বড় করিয়া দেখা।

উঠান২, **উঠানি**—**উঠা** দ্রঃ।

উঠিত—বিণঃ জঙ্গলাদি মুক্ত করিয়া চাষের উপযুক্ত করা হইয়াছে এমন, আবাদী। [বাং. √উঠ্+ইত]।

উড়কি, উড়কী—বিঃ উড়িধান। [দেশী]।

উড়তি—বিঃ উড্ডীয়মান; লোকপরম্পরায় শ্রুত (উড়তি খবর)। [বাং. √উড়্+তি]।

উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডে—বিণঃ অপব্যয়ী; অমিতব্যয়ী। [দেশী]। বিণ(স্ত্রী): **উড়নচণ্ডী**।

উড়ানি—**উড়ানি**-র রূপভেদ।

উড়ন্ত—বিণঃ উড়িতেছে এমন, উড্ডীয়মান। [বাং. √উড়্+অন্ত]।

উড়শ—বিঃ ছারপোকা। [সং. উদ্দংশ]।

উড়া—(১)ক্রিঃ শূন্যে বিচরণ করা; অতি দ্রুত ছুটিয়া যাওয়া; বাবুগিরি করা, কাপ্তানি করা (লোকটা খুব উড়ছে); প্রচারিত হওয়া (খবর উড়া)। (২)বিঃ উড্ডীয়মান হওয়া, আকাশে গমন বা ভ্রমণ। (৩)বিণঃ উড়ো, উড়ন্ত। [বাং. উড়্ [সং. উৎ+ডী)+আ]। ক্রি-বিণঃ **উড়া-উড়া**—ভাসা-ভাসা, অনিশ্চিতভাবে (উড়া-উড়া শোনা)। ক্রিঃ **-ন, -নো**—উড্ডীন করা, শূন্যে ভাসান; অপব্যয় করা (পয়সা উড়ান)। ক্রিঃ **উড়াইয়া দেওয়া**—বন্ধনমুক্ত করা (পাখি উড়াইয়া দেওয়া); অদৃশ্য করা (জাদুকর তাসখানা উড়াইয়া দিল); অগ্রাহ্য করা (কথা উড়াইয়া দেওয়া)। ক্রিঃ **উড়িয়া যাওয়া**—বন্ধনমুক্ত হইয়া উড্ডীয়মান হওয়া (পাখিটি উড়িয়া গিয়াছে); অদৃশ্য হওয়া (ঘড়িটা উড়িয়া গেল নাকি); দ্রুত ব্যয়িত হওয়া (পয়সা উড়িয়া গেল); দেহত্যাগ করিবার উপক্রম করা (ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল); দূরীভূত হওয়া (মেঘ উড়িয়া গেল)। **উড়ে এসে জুড়ে বসা**—অপ্রত্যাশিতভাবে বাহির হইতে হঠাৎ আসিয়া সর্বেসর্বা হইয়া বসা।

উড়ানি—বিঃ উত্তরীয়, চাদর। [সং. অববেষ্টনী]।

উড়িয়া, উড়ে—**ওড়িয়া**-র অবাঞ্ছিত রূপভেদ।

উড়িষ্যা—**ওড়িশা**-র রূপভেদ।

উড়ী, উড়ীধান—বিঃ অকর্ষিত জমিতে উড়িয়া-পড়া বীজ হইতে উৎপন্ন ধান্য। [বাং. উড়া+ধান]।

উড়ুউড়ু—বিণঃ উড়িতে উদ্যত; পালাই-পালাই ভাবপূর্ণ; অস্থির। [বাং. উড়া]।

উড়ুক্কু—বিণঃ উড়িতে পারে বা উড়ে এমন (উড়ুক্কু মৎস্য = flying fish)। [বাং. উড়া]।

উড়ানি—**উড়ানি**-র কথ্য রূপ।

উড়ুপ, উড়ুপ—বিঃ ভেলা, ডোঙ্গা, চন্দ্র। [সং. উড়ু(-ডু)+√পা+অ (র্তৃ)]।

উড়ুম্বর—**উদুম্বর**-এর রূপভেদ।

উড়ো, উড়া২—বিণঃ উড্ডয়নশীল, উড়িতে সমর্থ (উড়ো জাহাজ); ভিত্তিহীন, অনিশ্চিত, সহসা আগত ও বেনামী (উড়ো খবর, উড়ো চিঠি)। [বাং. √উড়্+আ+ও]। বিঃ **উড়ো জাহাজ**—বিমান, এরোপ্লেন।

উড্ডয়ন—বিঃ শূন্যে গমন বা বিচরণ। [সং. উৎ+√ডী+অন]।

উড্ডীন, উড্ডীয়মান, উড্ডয়মান—বিণঃ উড়ন্ত, শূন্যে বিচরণকারী; ঊর্ধ্বগামী। [সং. উৎ+√ডী+ত (র্তৃ), আন (মান) (র্তৃ)]।

উতর—**উতোর**-এর বানানভেদ।

উতরা—ক্রিঃ উত্তরণ করা, নামিয়া আসা, নামা; গন্তব্যস্থলে বা লক্ষ্যে পৌঁছান; আশানুরূপ হওয়া (রান্না উতরান); অতিবাহিত করা, কাটান (দিন উতরান); পার হওয়া (নদী বা পথ উতরান)। [সং. উৎ+√তৃ]।

উতরাই—বিঃ পাহাড় হইতে অবতরণের পথ; ঢল। [হি.]।

উতরান (-নো)—বিঃ উত্তরণ; সফল বা আশানুরূপ হওয়া; অতিক্রমণ। [বাং. √উৎরা+আন]।

উতরোল—(১)বিঃ কোলাহল, গণ্ডগোল। (২) বিণঃ অশান্ত, উদ্বিগ্ন ('চিত উতরোল')। [দেশী]।

উতল, উতলা—বিণঃ উদ্বিগ্ন; ভাবাবেগে আকুল; চঞ্চল (উতলা বাতাস)। ক্রিঃ **উতলা**—উতল হওয়া। [সং. উত্তাল]।

উতোর, উতর—'জবাব'-অর্থে **উত্তর**-এর প্রাদে. রূপ।

উৎ-, উদ্-—অব্যঃ ঊর্ধ্ব অতিশয় বিরুদ্ধ অতিক্রান্ত প্রভৃতি সূচক উপসর্গবিশেষ (উত্থান, উত্তপ্ত, উন্মার্গ, উদ্বেল)।

উৎক—বিণঃ উদ্বিগ্ন; উৎসুক। [সং. উৎ+ক]।

উৎকট—বিণঃ তীব্র, অতি প্রখর বা প্রবল (উৎকট সাধনা); উগ্র, ভয়ানক, বিকট (উৎকট রোগ)। [সং. উৎ+কট]।

উৎকণ্ঠ—বিণঃ উদ্গ্রীব। [সং. উৎ+কণ্ঠ]।

উৎকণ্ঠা—বিঃ উদ্বেগ, ব্যাকুলতা, চিন্তা, ভাবনা।

[সং. উৎ + √ কণ্ঠ্ + অ (ভা) + আ]। বিণ: **উৎকণ্ঠিত**—উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল। **উৎকণ্ঠিতা**—(১) বিণ(স্ত্রী): উদ্বিগ্না ; (২) বি: (অল.) নির্দিষ্ট সময়ে নায়ক না আসায় উদ্বিগ্না নায়িকা।

উৎকর্ণ—বিণ: শুনিবার জন্য কান খাড়া করিয়া আছে এমন ; শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। [সং. উৎ + কর্ণ]।

উৎকর্ষ—বি: উৎকৃষ্টতা, শ্রেষ্ঠতা ; উন্নতি ; বৃদ্ধি ; আধিক্য। [সং. উৎ + √ কৃষ্ + অ]।

উৎকল—বি: উত্তর কলিঙ্গ, উড়িষ্যা। [সং.]।

উৎকলিকা—বি: তরঙ্গ ; ফুলের কুঁড়ি ; উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। [সং. উৎ + √ কল্ + অক + আ]। বিণ: **-কুল**—উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন।

উৎকলিত—বিণ: উদ্বিগ্ন ; তরঙ্গিত ; গৃহীত, উদ্ধৃত। [সং. উৎ + √ কল্ + ত (র্তৃ, র্ম)]।

উৎকিরণ—বি: খোদাইকরণ। [সং. উৎ + √কৄ + অন (ভা)]।

উৎকীর্ণ—বিণ: ক্ষোদিত ; চিত্রিত ; বিদ্ধ ; উৎক্ষিপ্ত। [সং. উৎ + √ কৄ + ত (র্ম)]।

উৎকীর্তন—বি: প্রচার ; ঘোষণা ; উচ্চপ্রশংসা। [সং. উৎ + কীর্তন]। বিণ: **উৎকীর্তিত**—উৎকীর্তন করা হইয়াছে এমন।

উৎকুণ—বি: উকুন, চুলের পোকা। [সং.]।

উৎকূলিত—বিণ: কূলে উত্তোলিত। [সং. উৎ + √ কূল + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

উৎকৃষ্ট—বিণ: প্রকৃষ্ট, উত্তম ; শ্রেষ্ঠ ; উন্নত। [সং. উৎ + √ কৃষ্ + ত (র্ম)]। বি: **-তা**।

উৎকেন্দ্রতা—বি: (গণি.) পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের নাভি হইতে উহার পরিসীমার দূরত্ব, eccentricity [বি. প.]। [সং. উৎ + কেন্দ্র দ্র:]।

উৎকোচ—বি: ঘুষ। [সং. উৎ + কুচ্ + অ (ণে)]। বিণ: **-ক**—উৎকোচদাতা। বিণ.বি: **-গ্রাহী** (-হিন্)—উৎকোচ-গ্রহণকারী।

উৎক্রম—বি: ক্রমের বিপরীত গতি ; বিপরীত ক্রম ; ক্রমভঙ্গ, ব্যতিক্রম ; উদ্গমন ; লঙ্ঘন ; নির্গমন ; মৃত্যু। [সং. উৎ + √ ক্রম্ + অ (ভা)]। বি: **-ণ**—ক্রমের বিপরীতে গমন ; উর্ধ্বগমন ; ক্রমবিপর্যয় ; উল্লঙ্ঘন ; মৃত্যু ; (ব্যাক.) বাক্যমধ্যে শব্দবিন্যাসে বিপর্যয়।

উৎক্রান্ত—বিণ: উল্লঙ্ঘিত ; উদ্গত ; মৃত। [সং. উৎ + √ ক্রম্ + ত (র্ম, র্তৃ)]। বি: **উৎক্রান্তি**—উল্লঙ্ঘন ; উদ্গমন, ক্রমোন্নতি ; নির্গমন ; মৃত্যু।

উৎক্রোশ—বি: ঈগলজাতীয় পক্ষিবিশেষ, কুরর বা কুরল পক্ষী। [সং.]।

উৎক্ষিপ্ত—বিণ: উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত ; উত্তোলিত ; উৎপাটিত। [সং. উৎ + √ ক্ষিপ্ + ত (র্ম)]।

উৎক্ষেপক—উৎক্ষেপণ দ্র:।

উৎক্ষেপ, উৎক্ষেপণ—বি: উর্ধ্বে নিক্ষেপ। [সং. উৎ + √ ক্ষিপ্ + অ, অন (ভা)]। বিণ: **উৎক্ষেপক**—উর্ধ্বে নিক্ষেপকারী।

উৎখাত—(১) বিণ: খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; সমূলে উৎপাটিত ; বিনষ্ট ; বিদারিত। (২) বি: উৎপাটন ; উৎখনন ; বিনাশ ; দূরীকরণ। [সং. উৎ + √ খন্ + ত (র্ম)]।

উত্তপ্ত—বিণ: অত্যন্ত গরম বা উষ্ণ ; ক্রুদ্ধ। [সং. উৎ + তপ্ত]।

উত্তম—বিণ: অতিশয় ভাল, উৎকৃষ্ট ; শ্রেষ্ঠ ; উপাদেয়। [সং. উৎ + √ তম্ + অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **উত্তমা**। **উত্তম পুরুষ**—(ব্যাক.) ক্রিয়ার বক্তা অর্থাৎ যে নিজের সম্বন্ধে বলে, first person। বি: **উত্তম-মধ্যম**—(ব্যঙ্গে) বিলক্ষণ প্রহার।

উত্তমর্ণ—বিণ.বি: ঋণদাতা, মহাজন (তু. **অধমর্ণ**)। [সং. উত্তম + ঋণ]।

উত্তমাঙ্গ—বি: প্রধান অঙ্গ ; মস্তক ; মস্তক হইতে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ। [সং. উত্তম + অঙ্গ]।

উত্তমাশা—বি: আফ্রিকার "কেইপ্ অব্ গুড্-হোপ্" (Cap of Good Hope) নামক অন্তরীপের ইংরেজী নামের অনুবাদ।

উত্তর—(১) বি: জবাব, প্রতিবাক্য ; সাড়া ; আপত্তিখণ্ডন, মীমাংসা, সিদ্ধান্ত ; উত্তর দিক্ ; অর্থালঙ্কারবিশেষ। (২) বিণ: পরবর্তী, ভবিষ্য (রবীন্দ্রোত্তর) ; অসাধারণ, দুর্লভ (লোকোত্তর) ; অধিক (অষ্টোত্তরশত) ; শেষ ; উপরিস্থ (উত্তরীয়)। (৩) ক্রি-বিণ: অনন্তর, পশ্চাৎ (শ্রবণোত্তর ইহা বলিলেন)। [সং উৎ + √ তৄ + অ]। (৪) বিণ: উত্তরদিকস্থ (উত্তর-মেরু)। [সং. উত্তর + অ]। বি: **-কাণ্ড**—রামায়ণের শেষ বা সপ্তম কাণ্ড। বি: **-কাল**—ভবিষ্যৎ কাল, আগামী কাল। বি: **-কুরু**—মেরুর দক্ষিণে অবস্থিত দেবভূমি ; সাইবেরিয়া (?)। বি: **-ক্রিয়া**—সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য ; উত্তরদানকার্য। বি: **-চ্ছদ**—উপরিস্থ আচ্ছাদন ; বিছানার চাদর ; উত্তরীয়, চাদর। বি: **-দান**—জবাব বা সাড়া দেওয়া। বিণ.বি: **-দায়ক**—কথায় কথায় প্রতিবাদকারী।

বিঃ **-পক্ষ**—তর্কের মীমাংসা ; প্রশ্নের জবাব (তু. **পূর্বপক্ষ**)। বিঃ **-পদ**—(ব্যাক.) সমাসের শেষ পদ। বিঃ **উত্তর-পশ্চিম**—বায়ুকোণ। বিঃ **উত্তরপুরুষ**—ভবিষ্যৎ বংশধর। বিঃ **উত্তর-পূর্ব**—ঈশানকোণ। বিঃ **উত্তর-প্রত্যুত্তর**—বাদ-প্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক। বিঃ **-ফল্গুনী, -ফাল্গুনী**—নক্ষত্রবিশেষ। বিঃ **-ভাদ্রপদ**—নক্ষত্রবিশেষ, Andromeda। বিঃ **উত্তর-বিচার**—পুনর্বিচার, আপিল (appeal) [স. প.]। বিঃ **উত্তর-বেতন**—চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর প্রদত্ত ভাতা, পেনসন। বিঃ **-মালা**—সমাধান-সমূহ। বিঃ **-মীমাংসা**—বেদান্তদর্শন। বিঃ **-মেরু**—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু। বিণ: **-সাধক**—তান্ত্রিক সাধকের মুখ্য সহকারী। বিণ(স্ত্রী): **-সাধিকা**। বিণ.বিঃ **-সূরি**—ভবিষ্যৎ কালে একই সুরের গায়ক ; (আল.) ভবিষ্যৎ অনুগামী।

উত্তরঙ্গ—বিণ: তরঙ্গময়। [সং. উৎ+তরঙ্গ]।

উত্তরণ—বিঃ (প্রধানতঃ নদী, সাগর প্রভৃতি) পার হওয়া ; পৌঁছান ; ঊর্ধ্বে গমন ; নিম্নতর বা পর্যায় হইতে ঊর্ধ্বতর বা পর্যায়ে গমন। [সং. উৎ+ √ তৃ+অন (ভা)]।

উত্তরা১—ক্রিঃ পার হওয়া ; পৌঁছান। [**উত্তরণ** দ্রঃ]।

উত্তরা২—বিঃ জবাব দেওয়া। [**উত্তর** দ্রঃ]।

উত্তরাকাণ্ড—বিঃ রামায়ণের শেষ বা সপ্তম কাণ্ড। [সং. উত্তর+আ+কাণ্ড]।

উত্তরাখণ্ড—**উত্তরাপথ**-এর অনুরূপ।

উত্তরাধিকার—বিঃ আত্মীয়তায় দাবিতে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকার, ওয়ারিসী স্বত্ব। [সং. উত্তর+অধিকার]। বিঃ **-সূত্রে**—উত্তরাধিকারীর দাবি সম্পর্কে। বিণ.বিঃ **উত্তরাধিকারী** (-রিন্)—আত্মীয়তায় দাবিতে মৃতের সম্পত্তিতে অধিকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **উত্তরাধিকারিণী**।

উত্তরাপথ—বিঃ ভারতবর্ষের উত্তরাংশ, আর্যাবর্ত (তু. **দাক্ষিণাপথ**)। [সং. উত্তর+পথিন্+অ]।

উত্তরায়ণ—বিঃ বিষুবরেখা হইতে সূর্যের ক্রমশঃ উত্তরে গমন ; সূর্যের উক্ত গতিকাল (২২শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে জুন)। [সং. উত্তর++অয়ন]। বিঃ **উত্তরায়ণান্তবৃত্ত**—সূর্যের উত্তরায়ণের সীমানিরূপক কল্পিত রেখা, কর্কটক্রান্তি, Tropic of Cancer।

উত্তরাশা১—বিঃ উত্তর দিক্। [সং. উত্তর+আশা (কর্ম.)]।

উত্তরাশা২—বিঃ জবাবের প্রত্যাশা। [সং. উত্তর+আশা (ষষ্ঠীতৎ.)]।

উত্তরাষাঢ়া—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ। [সং. উত্তরা+আষাঢ়া]।

উত্তরাসঙ্গ—বিঃ উত্তরীয়, উড়ানি ; উত্তরদিকে গমন। [সং. উত্তর+আসঙ্গ]।

উত্তরাস্য—বিণ: উত্তর দিকে মুখ করিয়া আছে এমন। [সং উত্তর+আস্য]।

উত্তরী—বিঃ উড়ানি। [সং. উত্তরীয়]।

উত্তরীয়—বিঃ উড়ানি। [সং. উত্তর+ঈয়]।

উত্তরোত্তর—ক্রি-বিণ: পরপর ; ক্রমশঃ। [সং. উত্তর+উত্তর]।

উত্তরোষ্ঠ, উত্তরৌষ্ঠ—বিঃ উপরের ঠোঁট। [সং. উত্তর+ওষ্ঠ]।

উত্তল—বিণ: অর্ধবৃত্তাকার উন্নত উপরিভাগ-বিশিষ্ট, convex। [সং. উৎ+তল]।

উত্তান—বিণ: ঊর্ধ্বমুখে শায়িত বা অবস্থিত, চিৎ। [সং. উৎ+ √ তন্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-পাণি**—চিৎ-করা হাত।

উত্তাপ—বিঃ তাপ ; উষ্ণতা ; সন্তাপ। [সং উৎ+তাপ]। বিণ: **উত্তাপিত**—উত্তপ্ত করা হইয়াছে এমন, উষ্ণীকৃত।

উত্তাল—বিণ: অতি উচ্চ (উত্তাল তরঙ্গ) ; উৎকট, ভয়ানক তরঙ্গময় (উত্তাল সমুদ্র) ; অত্যন্ত আলোড়িত (উত্তাল হৃদয়)। [সং. উৎ+√তল্+অ (র্তৃ)]।

উত্তিষ্ঠ—ক্রি (অনু.): ওঠ। [সং. উৎ+ √ স্থা+হি]। বিঃ **-মান**—উঠিতে সচেষ্ট ; উদ্যমশীল।

উত্তীর্ণ—বিণ: অতিক্রান্ত ; উল্লঙ্ঘিত ; কৃতকার্য (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত (বিপদুত্তীর্ণ)। [সং. উৎ+ √ তৃ+ত (র্ম, র্তৃ)]।

উত্তুঙ্গ—বিণ: অতি উচ্চ। [সং. উৎ+তুঙ্গ]।

উত্তুরে—বিণ: উত্তরদিক্‌স্থ, উত্তরদিক্ হইতে আগত (উত্তুরে বাতাস)। [সং. উত্তর+বাং. ইয়া>এ]।

উত্তেজক—**উত্তেজন** দ্রঃ।

উত্তেজন—বিঃ উদ্দীপন, উৎসাহদান ; বিবর্ধন ; কর্মপ্রবৃত্তি সঞ্চারণ ; প্রবল বা তীক্ষ্ণ করা। [সং. উৎ+ √ তিজ্+অন (ভা)]।

আদিতে **উত্তর**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **উত্তর** দ্রঃ।

বিণ: **উত্তেজক**—উত্তেজনকর ; উদ্দীপক ; বৃদ্ধিকর ; তীব্রতাসাধক। বিঃ **উত্তেজনা**—উদ্দীপনা, প্রবল প্রেরণা ; চিত্তচাঞ্চল্য। বিণ: **উত্তেজিত**—উত্তেজনাপ্রাপ্ত ; উদ্দীপিত ; প্রবর্তিত।

উত্তোলন—বিঃ উঁচু করা ; ঊর্ধ্বে ধারণ বহন বা স্থাপন ; উত্থাপন। [সং. উৎ+ √ তুল্+ণিচ্ +অন (ভা)]। বিণঃ **উত্তোলিত**—উত্তোলন করা হইয়াছে এমন, উন্নমিত, উত্থাপিত।

উত্ত্যক্ত—বিণঃ অত্যন্ত বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির। [সং. উৎ+ত্যক্ত]।

উৎত্রাস—বিঃ সন্ত্রাস, ভয়। [সং. উৎ+ √ ত্রস্ +অ (ভা)]। বিঃ **উৎত্রাসন**—অতিশয় ত্রস্তকরণ বা ভীতকরণ।

-উত্থ—বিণঃ উত্থিত (সমুদ্রোত্থ) ; উৎপন্ন, সঞ্জাত (কুলোত্থ)। [সং. উৎ+ √ স্থা+অ (র্তৃ)]।

উত্থান—বিঃ উঠা, খাড়া হওয়া (গাত্রোত্থান) উন্নতি, অভ্যুদয় ; আবির্ভাব ; বিদ্রোহ। [সং. উৎ+ √স্থা+অন (ভা)]। বিঃ **-পতন**—উঠানামা; উন্নতি-অবনতি ; হ্রাসবৃদ্ধি। বিঃ **উত্থানৈকাদশী**—চান্দ্র কার্তিকের শুক্লা একাদশী (এইদিন নারায়ণ যোগনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ওঠেন)।

উত্থাপক—**উত্থাপন** দ্রঃ।

উত্থাপন—বিঃ উত্তোলন ; প্রস্তাবনা, প্রসঙ্গের অবতারণা, উল্লেখ। [সং. উৎ+ √স্থা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **উত্থাপক**—উত্থাপনকারী ; প্রস্তাবক ; উত্তোলক। বিণঃ **উত্থাপনীয়**—উত্থাপনযোগ্য ; উত্থাপন করিতে হইবে এমন। বিণঃ **উত্থাপিত**—উত্থাপন করা হইয়াছে এমন।

উত্থিত—বিণঃ উত্থান করিয়াছে এমন ; ঊর্ধ্বগত ; উদ্‌গত, উৎপন্ন ; উদ্যত ; বর্ধিত, উন্নত ; বিপক্ষে বা বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। [সং. উৎ+ √স্থা+ত (র্তৃ)]। বিঃ **উত্থিতি**—উত্থান।

উৎপতন—বিঃ উৎপত্তি ; উদয়; উত্থান; ঊর্ধ্বগমন, উড্ডয়ন। [সং. উৎ+পতন]। বিণঃ **উৎপতিত**—উৎপন্ন ; উদিত ; উত্থিত ; ঊর্ধ্বগত, উড্ডীন।

উৎপত্তি—বিঃ উদ্ভব, জন্ম, সৃষ্টি ; আবির্ভাব, অভ্যুদয়। [সং. উৎ+ √পদ্+তি (ভা)]।

উৎপথ—বিঃ বিরুদ্ধপথ, অসৎপথ, কুপথ। [সং. উৎ+পথিন্+অ]। বিণ.বিঃ **-গামী** (-মিন্)—কুপথে গমনকারী, উন্মার্গগামী।

উৎপদ্যমান—বিণঃ জন্মিতেছে বা উৎপন্ন হইতেছে এমন, জায়মান। [সং. উৎ+ √পদ্+আন (মান) (র্তৃ)]।

উৎপন্ন—বিণঃ জাত, সৃষ্ট, নির্মিত, উৎপাদিত ; উদ্ভূত। [সং. উৎ+ √পদ্+ত (র্তৃ)]। বিণঃ **-মতি**—উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। বিঃ **-মতিত্ব**।

উৎপল—বিঃ পদ্ম ; কুমুদ। [সং. উৎ+ √পল্ +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **উৎপলাক্ষ**—উৎপলের ন্যায় (সুন্দর) নেত্রবিশিষ্ট, কমলনয়ন। বিণ(স্ত্রী): **উৎপলাক্ষী**।

উৎপাটক—**উৎপাটন** দ্রঃ।

উৎপাটন—বিঃ উন্মূলন, সমূলে উপড়াইয়া ফেলা। [সং. উৎ+ √পট্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **উৎপাটক**—উৎপাটনকারী। বিণঃ **উৎপাটনীয়**—উৎপাটনযোগ্য, উৎপাটন করিতে হইবে এমন। বিণঃ **উৎপাটিত**—উৎপাটন করা হইয়াছে এমন।

উৎপাত—বিঃ উপদ্রব, দৌরাত্ম্য ; দৈব বিপদ (অগ্ন্যুৎপাত)। [সং. উৎ+ √পত্+অ]।

উৎপাদ১—বিণঃ উপরের দিকে পা থাকে যাহার এমন, ঊর্ধ্বপাদ। [সং. উৎ+পাদ (বহু.)]।

উৎপাদ২—বিঃ উৎপাদিত বস্তু বা উৎপাদনের মোট পরিমাণ, output। [সং. উৎ+ √পদ্ +অ (র্ম)]।

উৎপাদক—**উৎপাদন** দ্রঃ।

উৎপাদন—বিঃ সৃষ্টি, নির্মাণ, জনন ; নির্মিত বস্তু, শিল্পজাতদ্রব্য। [সং. উৎ+ √পাদি+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **উৎপাদক**—উৎপাদনকারী ; জনক ; স্রজক ; নির্মাতা ; (গণি.) গুণনীয়ক, factor। বিণ.বি(স্ত্রী): **উৎপাদিকা**। বিণঃ **উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য**—উৎপাদনযোগ্য, উৎপাদন করা হইবে বা করিতে হইবে এমন। বিণঃ **উৎপাদয়িতা** (-তৃ)—উৎপাদক। বিণ(স্ত্রী): **উৎপাদয়িত্রী**। বিণঃ **উৎপাদিত**—উৎপাদন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উৎপাদী**—উৎপন্ন হয় বা করে এমন। বিণঃ **উৎপাদ্য**—উৎপাদনীয়। বিণঃ **উৎপাদ্যমান**—উৎপাদিত হইতেছে এমন।

উৎপিঞ্জর—বিণঃ পিঞ্জরমুক্ত, বন্ধনমুক্ত। [সং. উৎ+পিঞ্জর]।

উৎপিপাসু—বিণঃ অতিশয় পিপাসাযুক্ত ; উৎকণ্ঠিত। [সং. উৎ+ √পা+সন্+উ]।

উৎপীড়ক—**উৎপীড়ন** দ্রঃ।

উৎপীড়ন—বিঃ নিগ্রহ ; উত্ত্যক্ত করা ; ক্লেশদান ; উপদ্রব করা বা অত্যাচার করা। [সং. উৎ+পীড়ন]। বিণ.বিঃ **উৎপীড়ক**—উৎপীড়নকারী। **উৎপীড়িত**—(১)বিণঃ উৎপীড়নগ্রস্ত ; (২)বিঃ

নিপীড়িত জন ('উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' : কাজি)।

উৎপ্রাস, উৎপ্রাসন—বিঃ ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ, ঈষৎ হাস্য, উপহাস। [সং.]।

উৎপ্রেক্ষা—বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ : ইহাতে উপমেয়কেই উপমান বলিয়া কল্পনা করা হয় (যথা—'সুন্দর মুখে নিলীন হাসিটি তব, বিকচ পদ্মে লাবণ্য অভিনব' : রবীন্দ্র), বিতর্ক; অনুমান, আন্দাজ। [সং.]।

উৎফুল্ল—বিণঃ বিকসিত, অত্যন্ত প্রফুল্ল, উল্লসিত। [সং. উৎ+ √ফুল্ল্+অ (র্তৃ)]।

উৎরাই—**উতরাই**-এর বানানভেদ।

উৎস—বিঃ প্রস্রবণ, ঝরনা, ফোয়ারা। [সং. √উন্দ্+স (র্তৃ)]। বিঃ **-মুখ**—প্রস্রবণের উৎপত্তি-প্রান্ত বা মুখ; উৎপত্তি-স্থান।

উৎসঙ্গ—বিঃ ক্রোড়, কোল, পর্বতের সানুদেশ, অধিত্যকা। [সং. উৎ+ √সনজ্+অ]।

উৎসন্ন—বিণঃ বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, অধঃপতিত; উৎসাদিত। [সং. উৎ+ √সদ্+ত (র্তৃ)]। ক্রিঃ **উৎসন্ন করা**—উচ্ছেদ করা। ক্রিঃ **উৎসন্নে যাওয়া**—গোল্লায় যাওয়া, অধঃপতিত হওয়া।

উৎসব—বিঃ আনন্দপূর্ণ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। [সং. উৎ+ √সু+অ (ভা)]।

উৎসর্গ—বিঃ সদুদ্দেশ্যে বা দেবতাকে অর্পণ; স্বত্বত্যাগ, দান; পরিত্যাগ (পুরীষোৎসর্গ); কাহারও উদ্দেশ্যে নিবেদন (পুস্তক উৎসর্গ করা); প্রতিষ্ঠাকরণ (পুষ্করিণী উৎসর্গ করা)। [সং. উৎ + √সৃজ্+অ (ভা)]। বিঃ **উৎসর্গ-পত্র**—গ্রন্থাদির যে পৃষ্ঠায় উহা লিখিতভাবে কাহারও উদ্দেশ্যে নিবেদন বা সমর্পণ করা হয়। **উৎসর্গী-কৃত**, (অশু) **উৎসর্গিত**—উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন; নিবেদিত।

উৎসর্জক—**উৎসর্জন** দ্রঃ।

উৎসর্জন—বিঃ দান, ত্যাগ। [সং. উৎ+ √সৃজ্ +অন (ভা)]। বিণঃ **উৎসর্জক**—উৎসর্গকারী। ক্রিঃ **উৎসর্জা**—উৎসর্গ করা। বিণঃ **উৎসৃষ্ট**—উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন।

উৎসাদন—বিঃ উচ্ছেদ, উন্মূলন, উৎপাটন, বিনাশ করা, তুলিয়া দেওয়া বা বিতাড়ন (পৈতৃক ভিটা হইতে উৎসাদন)। [সং. উৎ+ √ সদ্+ণিচ্ +অন (ভা)]। বিণঃ **উৎসাদনীয়**—উচ্ছেদের যোগ্য, উৎসাদন করিতে হইবে এমন। বিণঃ **উৎসাদিত**—উৎসাদন করা হইয়াছে এমন।

উৎসার, উৎসারণ—বিঃ দূরীকরণ, অপনয়ন; ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ, চালন। [সং. উৎ+ √সৃ+ণিচ্ +অ, অন (ভা)]। বিণঃ **উৎসারক**—উৎসারণ-কারী। বিণঃ **উৎসারণীয়**—দূরীকরণ বা অপসারণের যোগ্য; উৎসারণ করিতে হইবে এমন। বিণঃ **উৎসারিত**—দূরীকৃত; উৎক্ষিপ্ত; চালিত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **উৎসারিতা**।

উৎসাহ—বিঃ কাজে আগ্রহ, উদ্যম (উৎসাহ থাকা); উদ্দীপনা (উৎসাহ দেওয়া); অধ্যবসায়। [সং. উৎ+ √সহ্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—উৎসাহ-দানকারী। বিঃ **-ন**—উৎসাহদান। বিণঃ **-নীয়**—উৎসাহদানের যোগ্য। বিঃ **-ভঙ্গ**—উদ্যমনাশ। বিণঃ **উৎসাহিত**—উৎসাহ পাইয়াছে এমন। বিণঃ **উৎসাহী** (-হিন্)—উৎসাহশীল। বিঃ **উৎসাহিতা**।

উৎসিক্ত—বিণঃ উপরে জলসেচন করা হইয়াছে এমন, উপরিসিক্ত; গর্বিত, উদ্ধত। [সং. উৎ+সিক্ত]।

উৎসুক—বিণঃ আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র, উদ্‌গ্রীব। [সং. উৎ+ √সু+ক (র্তৃ)]।

উৎসৃষ্ট—বিণঃ পরিত্যক্ত; উৎসর্গীকৃত; দত্ত, উপহৃত; প্রযুক্ত। [সং. উৎ √সৃজ+ত]।

উৎসেক, উৎসেচন—বিঃ উপরে সেচন; উদ্রেক, উত্তেজন; গর্ব। [সং. উৎ+ √সিচ্+অ, অন (ভা)]। বিঃ **উৎসেচন-ক্রিয়া**—গাঁজাইয়া তোলা, fermentation।

উথল, উথাল—বিণঃ উথলিত, উচ্ছলিত; উত্তাল, উত্তুঙ্গ। [সং. উত্তাল]। ক্রিঃ **উথলা**—উথলিয়া উঠা, উপচান; ফাঁপিয়া বা স্ফীত হইয়া উঠা। **উথলান (-নো)**—(১)বিঃ উথলাইয়া ওঠা; (২) বিণঃ উথলাইয়া উঠিয়াছে এমন। বিণঃ **উথলিত**—স্ফীত, উদ্বেলিত; প্লাবিত।

উথলপাথল, উথালপাতাল—বিণঃ উলটপালট, বিপর্যস্ত; বিক্ষুব্ধ। [হি. উথলপথল]।

উদ১—বিঃ উদ্‌বিড়াল, ভোঁদড়। [সং. উদ্র]।

উদক্ (-চ্)—(১)অব্য. বিঃ উত্তর দিক দেশ বা কাল। (২)বিণঃ উত্তরাভিমুখ। [সং.]।

উদক, উদ২—বিঃ জল, বারি। [সং. √উন্দ্+ অক, অ (র্তৃ)]। বিণঃ **উদজ**—জলজাত।

উদগ্র—বিণঃ ঊর্ধ্বাভিমুখ; সুউচ্চ; উদ্ধত; তীব্র; উৎকৃষ্ট। [সং. উৎ+অগ্র]।

উদজ—**উদক** দ্রঃ।

উদজান—বিঃ জলীয় গ্যাসবিশেষ, হাইড্রোজেন (hydrogen)। [সং. উদ২+ √জন্+অ]।

উদধি—বিঃ সমুদ্র। [সং. উদ+ √ধা+ই]।

উদম—বিণঃ উদ্দাম ; মুক্ত ; উলঙ্গ ; দুরন্ত। [সং. উদ্দাম—তু. হি. উধম]।

উদয়—বিঃ আবির্ভাব, উত্থান, প্রথম প্রকাশ (সূর্যোদয়, ভাগ্যোদয়), উৎপত্তি, লাভ (ফলোদয়, জ্ঞানোদয়); উদ্রেক, সঞ্চার (দয়ার উদয়); উৎকর্ষ, উন্নতি (উদয়ের পথে)। [সং. উৎ+ √ই+অ (ভা)]। বিঃ **-গিরি, উদয়াচল**—পূর্বদিকের যে কল্পিত পর্বত হইতে সূর্যের উদয় হয়। **উদয়াস্ত**—(১)বিঃ সূর্যের উদয় অর্থাৎ প্রভাত হইতে সূর্যাস্ত অর্থাৎ সন্ধ্যা পর্যন্ত কাল, সারাদিন ; উদয় ও অস্ত ; (২)ক্রি-বিণঃ দিনভোর। বিণঃ **উদয়োন্মুখ**—উদিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন।

উদর—বিঃ পেট, জঠর ; গর্ভ ; অভ্যন্তর (পর্বতোদরে)। [সং. উৎ+ √ঋ+অ (র্তৃ, ধি)]। বিণঃ **-পরায়ণ, -সর্বস্ব**—পেটুক, ভোজনক্রিয়াই যাহার সর্বপ্রধান কার্য, ঔদরিক। বিণঃ **-সাৎ**—উদরে গৃহীত, ভক্ষিত। বিঃ **উদরাধ্মান**—পেট-ফাঁপা। বিঃ **উদরান্ন**—পেটের ভাত। বিঃ **উদরাময়**—পেটের ব্যাধি। বিঃ **উদরী**—পেটের স্ফীতিমূলক রোগবিশেষ: ইহাতে পেটে জল জমে, dropsy।

উদলা—বিণঃ নগ্ন, অনাবৃত। [দেশী]।

উদাত্ত—বিণঃ সঙ্গীতের স্বরভেদ ; (বেদগানের) উচ্চস্বরবিশেষ ; মহান্ (উদাত্তচরিত্র) ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। [সং. উৎ+আ+ √দা+ত (র্ম)]।

উদান—বিঃ দেহস্থ পঞ্চবায়ুর অন্যতম, কণ্ঠস্থিত বায়ু। [সং. উৎ+ √অন্+অ (ণে)]।

উদাম—**উদম**-এর রূপভেদ।

উদার—বিণঃ মহৎ, উচ্চ, প্রশস্ত (উদারহৃদয়, উদার আকাশ) ; দানশীল, বদান্য ; করুণাপূর্ণ ; সরলতাবিশিষ্ট, সঙ্কীর্ণতাশূন্য (উদার প্রকৃতি, উদার নীতি)। [সং. উৎ+আ+ √ঋ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-চরিত্র**—চরিত্রে উদারতা আছে এমন। বিঃ **-নীতি**—সঙ্কীর্ণতা-বর্জিত নীতি, liberalism। বিণঃ **-নীতিক, -নৈতিক**—উদার নীতি মানে এমন, liberal। বিণঃ **উদারমতি, উদারমনাঃ**—যাহার মন উদার। বিণঃ **-স্বভাব**—স্বভাবে ঔদার্য আছে এমন।

উদারা—বিঃ সঙ্গীতের নিম্নসপ্তকের সুর। [?]।

উদাস—(১)বিঃ (বিরল) বিষয়বিতৃষ্ণা ; ঔদাস্য। (২)বিণঃ উদাসীন, অনুরাগহীন, বিষয়বিতৃষ্ণ ; আকুল, এলোমেলো (উদাস বাতাস) ; বিষণ্ণ, উন্মনা (উদাস মূর্তি)। [সং.]।

উদাসী (-সিন্)—(১)বিণঃ উদাস হইয়াছে এমন ; নির্লিপ্ত। (২)বিঃ সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বিশেষ। [সং. উৎ+ √আস্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ. বি(স্ত্রী)ঃ **উদাসিনী**। বিঃ **উদাসিতা**।

উদাসীন—বিণঃ নিরপেক্ষ, নিঃসম্পর্ক ; অনাসক্ত ; বিষয়বিরত হইয়া ধর্মচিন্তায় রত, বৈরাগী। [সং. উৎ+আসীন (√আস্+আন)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **উদাসীনা,** (অশু.) **উদাসিনী**। বিঃ **-তা**।

উদাহরণ—বিঃ দৃষ্টান্ত, নিদর্শন, বক্তব্য বিশদ করিবার জন্য বা তাহার সমর্থনের জন্য অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ [সং. উদ্+আহরণ]। বিণঃ **উদাহৃত**—দৃষ্টান্তস্বরূপে কথিত ; উল্লিখিত।

উদিত১—বিণঃ উত্থিত ; উৎপন্ন ; প্রকাশিত ; আবির্ভূত। [সং. উৎ+ √ই+ত (র্তৃ)]।

উদিত২—বিণঃ উক্ত, উল্লিখিত (তুঃ **অনুদিত**)। [সং. উৎ+ √বদ্+ত (র্ম)]।

উদীচী—বিঃ উত্তরদিক্। [সং. উদচ্+ঈ (স্ত্রী)]। **উদীচী ঊষা**—Aurora Borealis। বিণঃ **-ন, উদীচ্য**—উত্তরদিকস্থ।

উদীয়মান—বিণঃ উদিত হইতেছে এমন (উদীয়-মান সূর্য), প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এমন (উদীয়মান কবি)। [সং. উৎ+ √ঈ+আন (মান) (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **উদীয়মানা**।

উদীরণ—বিঃ উচ্চারণ ; কথন ; উদ্দীপন ; প্রেরণ। [সং. উৎ+ √ঈর্+অন (ভা)]। বিণঃ **উদীরিত**—উচ্চারিত ; কথিত ; উদ্দীপিত ; প্রেরিত।

উদুম্বর—বিঃ যজ্ঞডুমুর বা তাহার গাছ। [সং.]।

উদূখল—বিঃ উখলি ; যে পাত্রের মধ্যে শস্যাদি রাখিয়া মুষলপ্রহারদ্বারা পরিষ্কার করা হয়। [সং. উৎ+খ+ √লা+অ (র্তৃ)]।

উদো, উধো—বিণঃ নির্বোধ। [দেশী]। **উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**—একজনের কৃত কার্যের দায়িত্ব অন্যায়ভাবে বা অজ্ঞাতসারে অপরের উপরে আরোপ করা।

উদোম—**উদম**-এর বানানভেদ।

উদ্—**উৎ**- দ্রঃ।

উদ্‌গত—বিণঃ উদ্ভূত, উৎপন্ন ; বহির্গত ; উত্থিত। [সং. উৎ+ √গম্+ত (র্তৃ)]।

উদ্‌গম—বিঃ উদ্ভব, উদয় ; উত্থান। [সং. উৎ+ √গম্+অ (ভা)]।

উদ্‌গাতা (-তৃ)—(১)বিঃ সামবেদগায়ক। (২) বিণঃ উচ্চরবে গীতকারী (মুক্তিমন্ত্রের উদ্‌গাতা)।

[সং. উৎ+ √গৈ+তৃ (র্তৃ)]। বি.বিণ(স্ত্রী): **উদ্‌গাত্রী**।

উদ্‌গার—বিঃ ঢেকুর ; বমন ; নিঃসারণ (ধূমোদ্‌গার)। [সং. উৎ+ √গৃ+অ (ভা)]। বিঃ **উদ্গিরণ**—ঢেকুর তোলা ; বমন ; নিঃসারণ ; (ব্যঙ্গে) উচ্চারণ। বিণঃ **উদ্গীরিত**—বমিত ; নিঃসারিত ; (ব্যঙ্গে) উচ্চারিত।

উদ্‌গীত—বিণঃ উচ্চকণ্ঠে বা উদাত্তস্বরে গীত। [সং. উৎ+গীত]। বিঃ **উদ্‌গীতি**—উচ্চকণ্ঠে বা উদাত্তস্বরে গান।

উদ্‌গীথ—বিঃ সামবেদের অংশবিশেষ ; সামগান। [সং. উৎ+ √গৈ+থ (র্ম)]।

উদ্‌গীর্ণ—বিণঃ উদ্গিরণ করা বা বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; নিঃসৃত। [সং. উৎ+গৃ+ত (র্ম)]।

উদ্‌গ্রীব—বিণঃ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত। [সং. উৎ+গ্রীবা]।

উদ্‌ঘাটক—**উদ্‌ঘাটন** দ্রঃ।

উদ্‌ঘাটন—বিঃ উন্মোচন, অনাবৃত করা ; উন্মুক্ত করা (দ্বার উদ্ঘাটন) ; প্রকাশ করা। [সং. উৎ+ √ঘট্+ণিচ্+অন (ভা)]। বি. বিণঃ **উদ্‌ঘাটক** — উদ্‌ঘাটনকারী ; উন্মোচক ; প্রকাশক। বিণঃ **উদ্‌ঘাটিত**—উদ্ঘাটন করা হইয়াছে এমন।

উদ্দণ্ড—(১)বিঃ উত্তোলিত দণ্ড। (২)বিণঃ দণ্ড উত্তোলিত করিয়াছে এমন ; উৎকটদণ্ডধারী ; দণ্ডবিধানে তৎপর ; প্রতাপান্বিত। [সং. উৎ+দণ্ড]।

উদ্দাম—বিণঃ দুর্দমনীয়, অত্যন্ত প্রবল ; উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, বন্ধনহীন ; স্বেচ্ছাবিহারী। [সং. উৎ+ √দম্+অ (র্তৃ)]। বিঃ -তা।

উদ্দিষ্ট—বিণঃ লক্ষ্যীকৃত ; অভীষ্ট ; যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে। [সং. উৎ+ √দিশ্+ত (র্ম)]।

উদ্দীপক—**উদ্দীপন** দ্রঃ।

উদ্দীপন—বিঃ উত্তেজন, প্রজ্বলন ; প্রকাশ করা ; বিবর্ধন। [সং. উৎ+দীপন]। বিণঃ **উদ্দীপক**—উত্তেজক ; বর্ধক ; দীপ্তিকারক ; প্রকাশক। বিঃ **উদ্দীপনা**—উত্তেজনা, উৎসাহ, প্রেরণা। বিঃ **উদ্দীপনীয়** — উদ্দীপনযোগ্য। বিণঃ **উদ্দীপিত**—উত্তেজিত ; প্রজ্বালিত ; প্রকাশিত ; বর্ধিত।

উদ্দীপ্ত—বিণঃ জ্বলিয়া উঠিয়াছে এমন, প্রজ্বলিত, জলন্ত ; আলোকিত ; উত্তেজিত। [সং. উদ্+দীপ্ত]।

উদ্দেশ—বিঃ লক্ষ্য (উদ্দেশ করিয়া বলা) ; অন্বেষণ, খোঁজ, সন্ধান (উদ্দেশে বাহির হওয়া) ; মতলব, উদ্দেশ্য (কি উদ্দেশে আসা) ; বার্তা, সংবাদ (উদ্দেশ লওয়া) ; ঠিকানা (উদ্দেশ জানা) ; স্মরণ (দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা)। [সং. উৎ+ √দিশ্+অ (ভা)]। বিণঃ -ক—উদ্দেশকারী।

উদ্দেশ্য—(১)বিণঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে বা হয় এমন ; অভিপ্রেত। (২)বিঃ অভিপ্রায়, মতলব, অভিসন্ধি ; লক্ষ্য ; তাৎপর্য ; (ব্যাক.) বাক্যে যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় (তু. **বিধেয়**)। [সং. উৎ+ √দিশ্+য (র্ম)]।

উদ্ধত—বিণঃ অবিনীত, ধৃষ্ট, স্পর্ধিত ; উগ্র ; দুর্দান্ত, দুরন্ত ; গর্বিত ; গোঁয়ার। [সং. উৎ+ √হন্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **ঔদ্ধত্য** দ্রঃ। বিণঃ **-স্বভাব**—স্বভাবে ঔদ্ধত্য আছে এমন।

উদ্ধরণ—বিঃ উদ্ধার, উদ্ধার করা ; উত্তোলন ; কোন লেখা বা উক্তির অংশের উল্লেখ করা। [সং. উৎ+ √ধৃ+অন (ভা)]।

উদ্ধার—বিঃ পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি (উদ্ধার লাভ করা) ; উত্তোলন, উন্নয়ন (পঙ্কোদ্ধার, পতিতোদ্ধার) ; (অপহৃত নষ্ট বিস্মৃত ইত্যাদি বস্তু বা বিষয়ের) পুনরধিকার (লুপ্তোদ্ধার) ; কোন রচনা বা উক্তির অংশের উল্লেখ। [সং. উৎ+ √হৃ, ধৃ+অ (ভা)]। বিণ.বি. **উদ্ধারক**—উদ্ধারকারী। বিঃ **উদ্ধার-চিহ্ন**—" " এই উলটা কমার চিহ্ন, inverted commas বা sign of quotation।

উদ্ধৃত—বিণঃ উত্তোলিত ; পুনরধিকৃত ; মোচিত ; কোন রচনা বা উক্তি হইতে গৃহীত। [সং. উৎ+ √ধৃ বা হৃ+ত (র্ম)]। বিঃ **উদ্ধৃতি**—উত্তোলন ; পুনরধিকারকরণ ; মোচন ; কোন রচনা বা উক্তি হইতে আহরণ বা আহৃত অংশ।

উদ্বন্ধন—বিঃ (আত্মহত্যার জন্য) গলায় দড়ি দিয়া ঊর্ধ্বে বন্ধন ; ফাঁসি। [সং. উৎ+বন্ধন]। বিঃ **উদ্বন্ধন-রজ্জু**—ফাঁসির দড়ি।

উদ্বমন—বিঃ উদ্গিরণ, বমন। [সং. উৎ+বমন]।

উদ্বর্ত—(১)বিঃ প্রয়োজন-নির্বাহের পর অবশিষ্ট অংশ, উদ্বৃত্ত অংশ ; আধিক্য। (২)বিণঃ খরচের পর বাকি আছে এমন, উদ্বৃত্ত ; অতিরিক্ত। [সং. উৎ+ √বৃত্+অ (ভা)]।

উদ্বর্তন১—বিঃ উন্নতি ; জীবনসংগ্রামে বা প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকিয়া থাকা, survival (যোগ্যতমের উদ্বর্তন=survival of the fittest) ; (সর্বাঙ্গীণ) উন্নতি বা প্রসার, development । [সং. উৎ+ √বৃত্+অন] ।

উদ্বর্তন২ — বিঃ গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা বিলেপন ; বিলেপন-দ্রব্য ('রাধাপ্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি-উদ্বর্তন' : চৈ. চ.) । [সং. উৎ+বৃত্+ণিচ্+অন (ভা, ণে)] ।

উদ্বায়ী (-য়িন্)—বিণঃ বাতাসে উবিয়া যায় এমন, volatile [বি. প.] । [সং. উৎ+ √বা+ইন্ (র্তৃ)] ।

উদ্বাসন—বিঃ ত্যাগ, বিসর্জন ; বাসভূমি বা স্বদেশ পরিত্যাগ বা তথা হইতে বিতাড়িত হওয়া, evacuation [স. প.] । [সং. উৎ+ √বস্+ণিচ্+অন (ভা)] ।

উদ্বাস্তু—(১)বিঃ বাসভূমির সম্মুখস্থ স্থান ; পোড়ো ভিটা । (২)বিণ.বিঃ বাসভূমি হইতে বিচ্যুত বা বিতাড়িত, এরূপ ব্যক্তি, evacuee [স. প.] । [সং. উৎ+বাস্তু] ।

উদ্বাহ—বিঃ বিবাহ, পরিণয় । [সং. উৎ+ √বহ্ +অ (ভা)] ।

উদ্বাহন—বিঃ বিবাহদান ; উদ্ধারসাধন । [সং. উৎ + √বহ্+ণিচ্+অন (ভা)] । বিণঃ **উদ্বাহিত** —বিবাহিত, পরিণীত ।

উদ্বাহু—বিণঃ ঊর্ধ্ববাহু, উত্তোলিত বাহুবিশিষ্ট । [সং. উৎ+বাহু] ।

উদ্বিগ্ন—বিণঃ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত । [সং. উৎ+ √বিজ্+ত (র্ম)] ।

উদ্বিড়াল—বিঃ ভোঁদড় । [সং.] ।

উদ্বুদ্ধ—বিণঃ প্রবুদ্ধ ; জাগরিত, চেতনাপ্রাপ্ত । [সং. উৎ+ √বুধ্+ত (র্ম)] ।

উদ্বৃত্ত—বিণঃ ব্যয়াবশিষ্ট, বাকি ; বাড়তি । [সং. উৎ+ √বৃত্+ত (র্ম)] ।

উদ্বেগ—বিঃ উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, সংশয়জনিত ব্যাকুলতা । [সং. উৎ+ √বিজ্+অ] ।

উদ্বেজক—বিণঃ উদ্বেগজনক ; কষ্টকর ; বিরক্তিকর । [সং. উৎ+ √বিজ্+অক (র্তৃ)] । বিঃ **উদ্বেজন**—উদ্বেগ ; উদ্বিগ্ন বা উত্ত্যক্ত করা । বিণঃ **উদ্বেজিত**—উদ্বেজন করা হইয়াছে এমন, উত্ত্যক্ত ।

উদ্বেজয়িতা (-তৃ)—বিণঃ উদ্বেগসৃষ্টিকারী । [সং. উৎ+ √বিজ্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)] । বিণ(স্ত্রী): **উদ্বেজয়িত্রী** ।

উদ্বেল—বিণঃ উচ্ছলিত, উথলিত ; কূলাতিক্রান্ত (উদ্বেল হওয়া, উদ্বেল আবেগ) । [সং. উৎ+বেলা] । বিণঃ **উদ্বেলিত**—উদ্বেল হইয়াছে এমন, ব্যাকুলীকৃত (উদ্বেলিত হৃদয়) ।

উদ্বোধ, উদ্বোধক—**উদ্বোধন** দ্রঃ ।

উদ্বোধন—বিঃ বোধোৎপাদন ; জাগরণ ; (অশু.) সূত্রপাত, আরম্ভ (উদ্বোধন-সঙ্গীত) । [সং. উৎ + √বুধ্+ণিচ্+অন (ভা)] । বিঃ **উদ্বোধ**—বোধোদয়, জ্ঞানের উন্মেষ ; স্মরণ । বিণ.বিঃ **উদ্বোধক**—উদ্বোধনকারী , উদ্দীপক ; স্মারক ।

উদ্ব্যক্ত—বিণঃ জোর বা ঝোঁক দিয়া প্রকাশিত, emphatic (বৃদ্ধ.) । [সং. উৎ+ব্যক্ত] । বিঃ **উদ্ব্যক্তি**—প্রকাশে জোর বা ঝোঁক, emphasis ।

উদ্ভট—বিণঃ শ্রেষ্ঠ ; অজ্ঞাত লেখকের রচিত কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ (উদ্ভট কবিতা) ; গ্রন্থবহির্ভূত (উদ্ভট শ্লোক) ; (বাং.) উৎকট (উদ্ভট কল্পনা) ; অদ্ভুত, আজগবি (উদ্ভট কাণ্ড) । [সং.] । বিণঃ **উদ্ভট্টি, উদ্ভট্টী**—অদ্ভুত, আজগবি ; অশ্রুতপূর্ব ।

উদ্ভব—(১)বিঃ উৎপত্তি, জন্ম । (২)বিণঃ উৎপন্ন । [সং. উৎ+ √ভূ+অ] ।

উদ্ভাবক—**উদ্ভাবন** দ্রঃ ।

উদ্ভাবন—বিঃ আবিষ্করণ, বিরচন, উৎপাদন ; পরিকল্পন । [সং. উৎ+ √ ভূ+ণিচ্+অন (ভা)] । বিণ.বিঃ **উদ্ভাবক**—পরিকল্পনাকারী ; আবিষ্কারক ; রচয়িতা । বিণঃ **উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাব্য** —উদ্ভাবনযোগ্য । বিণঃ **উদ্ভাবিত**—উদ্ভাবন করা হইয়াছে এমন ।

উদ্ভাস—বিঃ প্রকাশ, বিকাশ ; দীপ্তি, শোভা । [সং. উৎ+ √ভাস্+অ (ভা)] । বিণঃ **-ক**—উদ্ভাসনকারী । বিঃ **-ন**—আলোকিতকরণ ; উদ্দীপন ; উজ্জ্বলীকরণ ; প্রকাশন । বিণঃ **উদ্ভাসিত**—উদ্ভাসন করা হইয়াছে এমন ।

উদ্ভিজ্জ—(১)বিঃ যাহা ভূমি ভেদ করিয়া জন্মে, তরুলতা-গুল্মাদি । (২)বিণঃ উদ্ভিদ্-জাত । [সং. উদ্ভিদ্+ √জন্+অ (র্তৃ)] । বিঃ **উদ্ভিজ্জাণু**—চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না এমন ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ । বিণ.বিঃ **উদ্ভিজ্জাশী** (-শিন্)—উদ্ভিদ্‌ভোজী ; নিরামিষাশী ।

উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ—বিণ.বিঃ তৃণ-লতা-গুল্মাদি যাহা মাটি ভেদ করিয়া জন্মে, তাহাদের অঙ্কুর । [সং. উৎ+ √ভিদ্+কিপ্, অ (র্তৃ)] । বিঃ **উদ্ভিদণু** —উদ্ভিজ্জাণু । বিঃ **-বিদ্যা**—উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান, botany ।

উদ্ভিন্ন—বিণ: অঙ্কুরিত ; প্রকাশিত, বিকশিত (উদ্ভিন্ন-যৌবনা) ; (সচ. মৃত্তিকা) ভেদ করিয়া উত্থিত। [সং. উৎ+ √ভিদ্+ত (র্ম)]।

উদ্ভূত—বিণ: উৎপন্ন, জাত, প্রকাশিত ; উদিত। [সং. উৎ+ √ভূ+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **উদ্ভূতা**।

উদ্ভেদ—বি: প্রকাশ, বিকাশ, প্রকটন, প্রস্ফুটন (পুষ্পোদ্ভেদ) ; উদ্‌গম (অঙ্কুরোদ্ভেদ) ; আবিষ্কার (অর্থোদ্ভেদ), সঙ্গম (গঙ্গোদ্ভেদ)। [সং. উৎ+ √ভিদ্+অ (ভা)]। বিণ: **উদ্ভেদী** (-দিন্)—মৃত্তিকাদি ভেদ করিয়া ওঠে এমন।

উদ্‌ভ্রম—বি: বুদ্ধিভ্রংশ, উদ্বেগ, আকুলতা। [সং. উৎ+ √ভ্রম্+অ (ভা)]।

উদ্‌ভ্রান্ত—বিণ: ব্যাকুল, বিহ্বল ; উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত ; হতজ্ঞান ; উচ্ছৃঙ্খলভাবে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণকারী। [সং. উৎ+ √ভ্রম্+ত]।

উদ্যত—বিণ: উপক্রমকারী, উন্মুখ (রণোদ্যত) ; প্রবৃত্ত (কর্তব্যপালনে উদ্যত) ; উদ্যমশীল ('উদ্যত কর জাগ্রত কর' : রবীন্দ্র), উত্তোলিত (উদ্যত-দণ্ড)। [সং. উৎ+ √যম্+ত (র্তৃ, র্ম)]। বি: **উদ্যতি**—উদ্যম, উদ্যোগ।

উদ্যম—বি: উৎসাহ, অধ্যবসায় ; প্রযত্ন, উদ্যোগ, উপক্রম। [সং. উৎ+ √যম্+অ (ভা)]। বিণ: **উদ্যমী** (-মিন্)—উদ্যমশীল।

উদ্যান—বি: বাগান, বাগিচা, উপবন। [সং. উৎ+ √যা+অন]। বিণ.বি: **-পাল, -পালক, -রক্ষক**—উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা তত্ত্বাবধায়ক, মালী।

উদ্‌যাপন—বি: ব্রত-সমাধান, সম্পাদন, সমাপন, নির্বাহ। [সং. উৎ+যাপন]। বিণ: **উদ্‌যাপিত**—উদ্‌যাপন বা নিষ্পন্ন করা হইয়াছে এমন।

উদ্‌যুক্ত, উদ্যুক্ত—বিণ: উদ্যোগবিশিষ্ট ; চেষ্টিত ; যত্নবান্। [সং. উৎ+ √যুজ্+ত (র্তৃ)]।

উদ্যোগ—বি: উপক্রম, আয়োজন ; উদ্যম, চেষ্টা ; (হিন্দী হইতে গৃহীত অর্থে) শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদন বা উৎপাদনের চেষ্টা, industry। [সং. উৎ+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিণ: **উদ্যোগী** (-গিন্)—যত্নশীল ; উৎসাহী (উদ্যোগী পুরুষ)। বিণ: **উদ্যোক্তা** (-ক্তৃ)—আয়োজনকারী ; উদ্যোগকারী।

উদ্র—বি: উদ্বিড়াল। [সং.]।

উদ্রিক্ত—বিণ: উদ্রেক করা হইয়াছে এমন ; সঞ্চারিত ; উত্তেজিত। [সং. উৎ+ √রিচ্+ত (র্ম)]।

উদ্রেক—বি: সঞ্চার, উদয় (ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া) ; উত্তেজন (দয়ার উদ্রেক করা)। [সং. উৎ+ √রিচ্+অ (ভা)]।

উধাও, উধাউ—(১) বি: ঊর্ধ্বে ধাবন ('উধাও করিয়া আইল পাটানগর' : গো. গী.)। (২) বিণ: অদৃশ্য, নিরুদ্দেশ ; ঊর্ধ্ব দৃষ্টির বহির্ভূত। [সং. উদ্ধাবন]।

উধার—বি: ঋণ, কর্জ। [সং. উদ্ধার]।

উধারা—**উদ্ধার করা**-র কোমল রূপ।

উধো, উন, উনন—যথাক্রমে **উদো উন** ও **উনান** দ্রঃ।

উনপাঁজুরে—বিণ: হতভাগ্য ; দুর্বল। [বাং. উন+পাঁজর+ইয়া>এ]।

উনা—**উন** দ্রঃ।

উনান, (চলিত) **উনন, উনুন**—বি: চুল্লী, চুলা, আখা। [সং. উদ্‌ধ্মান]। বি(স্ত্রী): **-মুখী**—পোড়ামুখী : গালিবিশেষ।

উঁনি—সব: (সম্ভ্রমার্থে) সম্মুখস্থ ব্যক্তি, ঐ ব্যক্তি তিনি। [সং. অদস্]।

উনিশ—বি.বিণ: ১৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ঊনবিংশতি]। বি.বিণ: **উনিশে**—মাসের ঊনবিংশ দিবস বা তারিখ।

উনুন, উনো—যথাক্রমে **উনান** ও **উন** দ্রঃ।

উন্নত—বিণ: শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ; উচ্চাবস্থাবিশিষ্ট, ভাগ্যবান্ ; অভ্যুদিত, উচ্চ (উন্নতমস্তক) ; মহৎ, উদার (উন্নতমনা)। [সং. উৎ+নত]। বি: **উন্নতি**—শ্রীবৃদ্ধি ; উচ্চ বা সমৃদ্ধ অবস্থা, সৌভাগ্য ; অভ্যুদয়, উচ্চতা।

উন্নদ্ধ—বিণ: ঊর্ধ্বে বদ্ধ বা সংযত (উন্নদ্ধ বেণী) ; স্ফীত। [সং. উৎ+ √নহ্+ত]।

উন্নমন—বি: উত্তোলন, ঊর্ধ্বে স্থাপন, উন্নতি। [সং. উৎ+ √নম্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ: **উন্নমিত**—উন্নমন করা হইয়াছে এমন।

উন্নয়ন—বি: উত্তোলন ; উন্নতিসাধন ; উন্নতি। [সং. উৎ+ √নী+অন (ভা)]।

উন্নাসিক—বিণ: অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে বা বাঁকায় এমন ; সব-কিছুকেই তুচ্ছ বা অবজ্ঞা করে এমন। [সং. উৎ+নাস+ইক]।

উন্নিদ্র—বিণ: নিদ্রাহীন, বিনিদ্র ; সতর্ক। [সং. উৎ+নিদ্রা]। বি: **উন্নিদ্রা**—নিদ্রাহীনতা, সতর্কতা।

উন্নীত—বিণ: উত্তোলিত, ঊর্ধ্বে নীত ; উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে এমন ; অভ্যুদিত। [সং. উৎ+নীত]।

উন্নেতা (-র্তৃ)—বিণঃ উন্নীত করে বা ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এমন ; উন্নয়নকারী। [সং. উৎ+ √ নী +তৃ (র্তৃ)]।

উন্মগ্ন—বিণঃ জলাদি হইতে উত্থিত। [সং. উৎ + √ মস্জ্+ত (র্তৃ)]।

উন্মজ্জন—বিঃ জলাদি হইতে উত্থান, ভাসা। [সং. উৎ+ √ মস্জ্+অন (ভা)]।

উন্মত্ত—বিণঃ পাগল, ক্ষিপ্ত, বাতুল ; উত্তেজিত, হিতাহিত-জ্ঞানহারা, অতিশয় আসক্ত ; আত্মহারা। [সং. উৎ + মত্ত]। বিণ(স্ত্রী): **উন্মত্তা**। বিঃ **-তা**।

উন্মথন—বিঃ মন্থন, ভালভাবে ঘোঁটা ; মর্দন ; হনন। [সং. উৎ+মথন]। বিণঃ **উন্মথিত**—মন্থন করা হইয়াছে এমন ; আলোড়িত ; বাহিরের আকর্ষণের ফলে উদ্বেলিত বা উত্তেজিত ('উন্মথিত যৌবন' : রবীন্দ্র)।

উন্মদ—বিণঃ প্রমত্ত, উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত। [সং. উৎ+ √মদ্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **উন্মদা**।

উন্মন—বিণঃ অন্যমনস্ক ; উদ্বেগযুক্ত ('উন্মন হইয়া ভাবেন ব্যাস' : ভা. চ.)। [সং. উৎ+মনস্]।

উন্মনাঃ (-নস্), (চলিত) **উন্মনা**—বিণঃ উৎকণ্ঠিতচিত্ত, ব্যাকুল ; অন্যমনস্ক, আনমনা, (বিরল) উদাস। [সং. উৎ+মনস্]।

উন্মন্থন, উন্মন্থ—বিঃ আলোড়ন, মন্থন ; হনন। [সং. উৎ+মন্থন, মন্থ]।

উন্মাদ—(১)বিঃ উন্মত্ততা, বায়ুরোগ, পাগলামি (উন্মাদগ্রস্ত)। (২)বিণঃ ক্ষিপ্ত ; হিতাহিতজ্ঞান-হারা ; প্রচণ্ড (উন্মাদ বেগ)। [সং উৎ+ √মদ্ +অ (ভা, র্তৃ)]

উন্মাদক—**উন্মাদন** দ্রঃ।

উন্মাদন—(১)বিঃ চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি, উন্মত্ত করা, প্রমত্ত করা। (২)বিণঃ যদ্দ্বারা উন্মত্ত করা যায় এমন, উন্মত্ততা-সম্পাদক (উন্মাদন-রূপরাশি)। [সং. উৎ+ √মদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **উন্মাদক**—উন্মত্ততা জন্মায় এমন, মত্ততাকারক। বিঃ **উন্মাদনা**—উত্তেজনা ; প্রবল উৎসাহ ; চিত্ত-বিক্ষোভ। বিণঃ **উন্মাদিত**—উন্মত্ত করা হইয়াছে এমন ; উন্মাদযুক্ত। বিণঃ **উন্মাদী** (-দিন্)—উন্মাদযুক্ত, প্রমত্ত [সং. উন্মাদ+ইন্] ; উন্মত্ত-কারী, উন্মাদক (চিত্তোন্মাদী) [সং. উৎ+ √মদ্ +ইন্]। বিণঃ(স্ত্রী): **উন্মাদিনী**।

উন্মান—বিঃ পরিমাণবিশেষ ; দ্রোণপরিমাণ। [সং. উৎ+ √মা+অন (ভা)]।

উন্মার্গ—(১)বিঃ অসৎ বা রীতিবিরুদ্ধ পথ ; ভ্রষ্টাচার। (২)বিণঃ কুপথগামী ; কদাচারী। [সং. উৎ+মার্গ]। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—কুপথ-গামী ; অসদাচারী।

উন্মিষিত—**উন্মেষ** দ্রঃ।

উন্মীলন—বিঃ চোখ মেলা ; উন্মেষ ; প্রকাশ। [সং. উৎ+ √ মীল্+অন (ভা)]। বিণঃ **উন্মীলিত**—(যাহার) উন্মীলন হইয়াছে এমন ; প্রকাশিত ; বিকসিত ; উন্মেষিত ; উদ্ঘাটিত।

উন্মুক্ত—বিণঃ খোলা, অবরোধমুক্ত (উন্মুক্ত গতি) ; খালাস, মুক্তিপ্রাপ্ত (কারাগার হইতে উন্মুক্ত) ; অনাবৃত (উন্মুক্ত গগন) ; বন্ধনহীন উদার, অকপট (উন্মুক্ত প্রাণ, উন্মুক্ত চিত্ত)। [সং. উৎ+মুক্ত]। বিঃ **-তা**।

উন্মুখ—বিণঃ ব্যগ্র, উৎসুক, উদ্যত ; প্রবৃত্ত, তৎপর। [সং. উৎ+মুখ]। বিঃ **-তা**।

উন্মূল—বিণঃ উন্মূলিত, সমূলে উৎপাটিত। [সং. উৎ+মূল]। বিঃ **উন্মূলন**—সমূলে উৎপাটন, উচ্ছেদ ; বিনাশ। বিণঃ **উন্মূলিত**—উন্মূলন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উন্মূলয়িতা** (-তৃ) —উন্মূলনকারী। বিণ(স্ত্রী): **উন্মূলয়িত্রী**।

উন্মেষ, উন্মেষণ—বিঃ উন্মীলন ; উদ্রেক, সঞ্চার, ঈষৎ প্রকাশ ; উদ্ভব। [সং. উৎ+ √মিষ্ + অ, অন (ভা)]। বিণঃ **উন্মিষিত, উন্মেষিত**—উন্মেষপ্রাপ্ত, বিকসিত, উন্মীলিত।

উন্মোচন—বিঃ বন্ধন বা আবরণ মুক্ত করা, মুক্তিদান। [সং. উৎ+মোচন]। বিণঃ **উন্মোচিত** —উন্মোচন করা হইয়াছে এমন।

উপ—অব্যঃ নৈকট্য উৎকর্ষ সাদৃশ্য ন্যূনতা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ (উপকূল, উপভোগ, উপবন, উপগ্রহ)।

উপকণ্ঠ—বিঃ গ্রামাদির প্রান্ত, উপান্ত ; সমীপ, নিকট। [সং. উপ+কণ্ঠ]।

উপকথা—বিঃ উপাখ্যান, গল্প। [উপ+কথা]।

উপকরণ—বিঃ উপাদান ; যদ্দ্বারা কিছু প্রস্তুত হয় বা কোন কার্য সম্পন্ন হয় ; পূজার নৈবেদ্যাদি, উপচার। [সং. উপ+ √কৃ+অন (ণে)]।

উপকর্তা (র্তৃ)—বিণঃ উপকারক। [সং. উপ+ √ কৃ+তৃ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **উপকর্ত্রী**।

উপকার—বিঃ মঙ্গলসাধন ; কল্যাণ ; সাহায্য ; অনুগ্রহ। [সং. উপ+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক, উপকারী** (-রিন্)—উপকার করে এমন, উপকর্তা। বিণ(স্ত্রী): **উপকারিকা, উপকারিণী**।

বিঃ **উপকারিতা**—উপকারসাধনের ক্ষমতা ; উপযোগিতা। বিণঃ **উপকার্য**—উপকারলাভের যোগ্য।

উপকূল—বিঃ সমুদ্র নদী প্রভৃতির কূলের নিকটবর্তী স্থান, বেলাভূমি। [সং.]।

উপকৃত—বিণঃ উপকারপ্রাপ্ত। [সং. উপ+ √কৃ +ত (র্ম)]। বিঃ **উপকৃতি**।

উপক্রন্তা (-ন্তৃ)—বিণঃ উপক্রমকারী ; আরম্ভকর্তা। [সং. উপ+ √ক্রম্+তৃ (র্তৃ)]।

উপক্রম—বিঃ উদ্যোগ ; চেষ্টা; আরম্ভ, সূত্রপাত। [সং. উপ+ √ক্রম্+অ (ভা)]। বিঃ **-ণিকা**—আরম্ভ, সূত্রপাত ; ভূমিকা, মুখবন্ধ, প্রস্তাবনা। বিণঃ **-ণীয়**—আরম্ভ করার যোগ্য। বিণঃ **-মাণ**—আরম্ভ করিতেছে এমন, আরম্ভমাণ। বিণঃ **উপক্রান্ত**—আরম্ভ হইয়াছে এমন, আরব্ধ।

উপক্রিয়া—বিঃ উপকার। [সং. উপ+ক্রিয়া]।

উপক্ষয়—বিঃ ক্ষতি, অপচয়, হানি। [সং. উপ+ক্ষয়]।

উপক্ষার—বিঃ নাইট্রোজেনযুক্ত মৌলিক পদার্থবিশেষ, alkaloid [বি. প.]। [সং. উপ+ক্ষার]।

উপগত—বিণঃ উপস্থিত, সন্নিহিত ; সংঘটিত ; আসক্ত ; কৃতমৈথুন, লব্ধ ; জ্ঞাত। [সং. উপ+গত]।

উপগম, উপগমন—বিঃ আবির্ভাব বা উৎপত্তি (ক্রোধোপগম, গ্রীষ্মোপগম) ; উপস্থিতি ; নিকটে গমন ; সঙ্গম ;লাভ ; জ্ঞান। [সং. উপ+ √গম +অ, অন (ভা)]।

উপগিরি—বিঃ খণ্ডশৈল ; ছোট পাহাড় ; নকল পাহাড়। [সং. উপ+গিরি]।

উপগুরু—বিঃ গুরুস্থানীয় ব্যক্তি ; গুরুর প্রতিনিধি বা সাহায্যকারী। [সং. উপ+গুরু]।

উপগ্রহ—বিঃ প্রধান গ্রহকে বেষ্টন করিয়া ভ্রমণকারী ক্ষুদ্রতর গ্রহ, অনুষঙ্গী গ্রহ ; (প্রাদে.) আপদ্। [সং. উপ+গ্রহ]।

উপচয়—বিঃ সমূহ, সংগ্রহ, নিচয়; শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি; পুষ্টি ; সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি, appreciation [বি. প.]; (জ্যোতি.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে তৃতীয় ষষ্ঠ দশম ও একাদশ স্থান। [সং. উপ+ √চি +অ (ভা, খি)]। বিণঃ **উপচিত, উপচীয়মান**।

উপচরিত—**উপচার** দ্রঃ।

উপচর্যা—বিঃ পরিচর্যা, সেবা ; চিকিৎসা। [সং. উপ+ √চর্+য (ভা)+আ]।

উপচা—ক্রিঃ ছাপাইয়া পড়া ; প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া। [সং. উৎ+ √পদ্+বাং. আ]। বি. বিণঃ **-ন, -নো**—উক্ত অর্থে।

উপচার—বিঃ পূজা বা সেবার সামগ্রী অথবা উপকরণ, চিকিৎসা (অস্ত্রোপচার) ; ধর্মানুষ্ঠান ; লক্ষণাদ্বারা অর্থবোধ। [সং. উপ+ √চর্+অ (ভা)]। বিণঃ **উপচরিত**—উপচারপ্রাপ্ত ; সেবিত; পূজিত; লক্ষণাদ্বারা বোধিত। বিঃ **-শালা**—অস্ত্রচিকিৎসার কক্ষ, operation theatre [স. প.]। বিণঃ **ঔপচারিক** দ্রঃ।

উপচিকীর্ষা—বিঃ পরোপকারের ইচ্ছা, পরহিতৈষণা। [সং. উপ+ √কৃ+সন্+অ (ভা) +আ]। বিণঃ **উপচিকীর্ষু**— পরোপকার করিতে ইচ্ছুক।

উপচিত—বিণঃ সংগৃহীত, সঞ্চিত ; পরিপুষ্ট, বর্ধিত ; সমৃদ্ধ, অধিকতর মূল্যবান্ হইয়াছে এমন। [সং. উপ+ √চি+ত (র্ম)]। বিঃ **উপচিতি**—সংগ্রহকরণ, সঞ্চয় ; পরিপুষ্টি, বিবর্ধন ; সমৃদ্ধি ; মূল্যবৃদ্ধি ; (প্রাণি.) দেহস্থ 'টিশু' (tissue) বা কলার পুষ্টি বা পোষণ, anabolism।

উপচীয়মান—বিণঃ উপচিত হইতেছে এমন। [সং. উপ+ √চি+আন (মান) (র্ম)]।

উপচ্ছায়া—বিঃ অপচ্ছায়া, ভূতপ্রেতের ছায়াময় শরীর, অনিষ্টকর ছায়া ; (বিজ্ঞা.) প্রচ্ছায়া বা নিবিড় ছায়ার প্রান্তস্থিত লঘু ছায়া, penumbra। [সং. উপ+ছায়া]।

উপজনন—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব [সং. উপ+ √জন্+অন (ভা)] ; উৎপাদন [সং. উপ+ √জন্+ণিচ্+অন (ভা)]।

উপজা—ক্রিঃ উৎপন্ন হওয়া, জন্মান। [সং. উৎ+ √পদ্+বাং. আ]।

উপজাত—বিঃ প্রধান দ্রব্যের উৎপাদনকালে জাত অন্য দ্রব্য, by-product [বি. প.]। [সং. উপ+ √জন্+ত (র্তৃ)]।

উপজাতি—বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ; প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর জাতি বা সম্প্রদায় ; অসভ্য পাহাড়িয়া বন্য প্রভৃতি জাতিসমূহ [সং. উপ+জাতি]।

উপজিহ্বা—বিঃ আলজিভ। [সং. উপ+জিহ্বা]।

উপজীবিকা—বিঃ বৃত্তি, জীবিকা, পেশা। [সং. উপ+জীবিকা]। বিণঃ **-উপজীবী** (-বিন্)—বৃত্তি বা জীবিকা অবলম্বনকারী ; আশ্রিত।

বিণ. বিঃ **উপজীব্য**— উপজীবিকারূপে বা প্রয়োজনের জন্য গ্রহণযোগ্য; জীবিকা; আশ্রয়; অবলম্বন।

উপজ্ঞা—বিঃ আত্মজ্ঞান, উপদেশ ব্যতিরেকে জ্ঞাত প্রথম জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান, instinct। [সং. উপ+ √জ্ঞা+অ (ভা)]।

উপড়া—ক্রিঃ উন্মূলিত করা, উৎপাটিত করা। [সং. উৎ+ √পদ্+বাং. আ]। **-ন, -নো, উপড়ন, উপড়ানো**—(১)বিঃ উন্মূলন, (২)বিণঃ উন্মূলিত (ঝড়ে উপড়ান গাছ)।

উপঢৌকন—বিঃ উপহার, ডালি, ভেট, সওগাত। [সং. উপ+ √ঢৌকি+অন (র্ম)]।

উপত্যকা—বিঃ পর্বতের আসন্ন অর্থাৎ নিম্নদেশস্থ ভূ-ভাগ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সমতল ভূমি; নদীর অববাহিকাভূমি (গাঙ্গেয় উপত্যকা)। [সং. উপ+ত্যকন্+আ]।

উপদংশ—বিঃ যৌনব্যাধিবিশেষ, ফেরঙ্গরোগ, গরমি, syphilis। [সং উপ+ √দংশ্+অ (র্তৃ)]।

উপদর্শক—বিঃ পথপ্রদর্শক, দ্বারপাল। [সং. উপ+ √দৃশ+ই (ণিচ্)+অক (র্তৃ)]; প্রত্যক্ষ সাক্ষী, eye-witness [সং. উপ+ √দৃশ্+অক (র্তৃ)]।

উপদিশ্যমান—বিণঃ উপদেশপ্রাপ্ত হইতেছে এমন; উপদেশের বিষয়ীভূত। [সং. উপ+ √দিশ্ (+য)+আন (মান) (র্ম)]।

উপদিষ্ট—বিণঃ উপদেশপ্রাপ্ত; উপদেশের বিষয়ীভূত। [সং. উপ+ √দিশ্+ত (র্ম)]।

উপদেবতা, উপদেব—বিঃ অপ্রধান দেবতা; ভূত প্রেত প্রভৃতি দেবযোনি। [সং. উপ+দেব, দেবতা]।

উপদেশ—বিঃ মন্ত্রণা, পরামর্শ; শিক্ষা; কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ, অনুশাসন। [সং. উপ+ √দিশ্ +অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—উপদেশদানকারী। বিণঃ **উপদেশাত্মক**—উপদেশ বা নীতিশিক্ষা দেয় এমন। বিণঃ **উপদেশ্য, -নীয়, উপদেষ্টব্য** —উপদেশদানের যোগ্য; উপদেশরূপে দিবার যোগ্য। বিণ.বিঃ **উপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—উপদেশক; শিক্ষক, গুরু; মন্ত্রী।

উপদ্বীপ—বিঃ প্রায় সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত ভূ-ভাগ, peninsula। [সং. উপ+দ্বীপ]।

উপদ্রব—বিঃ উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার; বিপদ্, অশুভ ঘটনা। [সং. উপ+ √দ্রু+অ (ভা)]।

উপদ্রুত—বিণঃ উপদ্রব-পীড়িত; অত্যাচারিত [সং. উপ+ √দ্রু+ত (র্ম)]।

উপধর্ম—বিঃ অপ্রশস্ত ধর্ম, ধর্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কার; লৌকিক ধর্ম। [সং. উপ+ধর্ম]।

উপধা—বিঃ (ব্যাক.) অন্ত্যবর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ণ, ছল, উপায়; ধর্মাদিদ্বারা অমাত্য প্রভৃতির সাধুতার পরীক্ষা। [সং.]।

উপধাতু—বিঃ (আয়ু.) অষ্ট প্রধান ধাতুর ন্যায় ধাতু বা ধাতুঘটিত বিবিধ দ্রব্য (যেমন, মাক্ষিক তুত্থক অভ্র নীলাঞ্জন মনঃশিলা হরিতাল রসাঞ্জন), দেহ হইতে উদ্ভূত পদার্থ (যেমন, স্তন্য রক্তঃ বসা স্বেদ দন্ত কেশ ওজঃ)। [সং উপ+ধাতু]।

উপধান—বিঃ উপাধান বালিশ; ধারণ, স্থাপন, প্রণয়; উৎকর্ষ; ব্রতবিশেষ। [সং. উপ+ √ধা+অন]। বিঃ **উপধানীয়**—বালিশ।

উপধায়ক, উপধায়ী (-য়িন্)—বিণঃ জনক, উৎপাদক। [সং উপ+ √ধা+অক, ইন্]।

উপধি—বিঃ ছল, চাতুরি। [সং. উপ+ √ধা+ই (ভা)]।

উপনক্ষত্র—বিঃ অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের অনুসারী নক্ষত্র। [সং. উপ+নক্ষত্র]।

উপনগর—বিঃ নগরের উপকণ্ঠ, শহরতলি; অতি ক্ষুদ্র নগর। [সং. উপ+নগর]।

উপনদ, উপনদী—বিঃ যে নদ বা নদী অন্য নদীতে যাইয়া পতিত হয়, tributary, affluent। [সং. উপ+নদ, নদী]।

উপনয়ন—বিঃ বেদগ্রহণার্থ আচার্যসমীপে নয়নকার্য; যজ্ঞোপবীত ধারণরূপ সংস্কার, পৈতা দেওয়া। [সং. উপ+ √নী+অন (ণে)]।

উপনাম—বিঃ প্রকৃত নামের পরিবর্তে প্রদত্ত নাম, উপাধি, আখ্যা। [উপ+নাম]।

উপনিবেশ—বিঃ নরনারী কর্তৃক দলবদ্ধভাবে বিদেশে স্থাপিত স্থায়ী আবাস, colony। [সং. উপ+নি+ √বিশ্+অ (ধি)]। বিণঃ **উপনিবিষ্ট, উপনিবেশিত** — উপনিবেশে স্থিত; (যেখানে) উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে এমন; উপনিবেশ-স্থাপনকারী।

উপনিষদ্, উপনিষৎ (-ষদ্)—বিঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত; ব্রহ্মবিদ্যা। [সং. উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ (ণে)]।

উপনিহিত—বিণঃ (অন্যের নিকট) গচ্ছিত, ন্যস্ত। [সং. উপ+নি+ √ধা+ত (র্ম)]।

উপনীত—বিণ: আনীত; আগত, উপস্থিত; যাহার উপনয়ন বা পৈতা হইয়াছে এমন। [সং. উপ+নীত]।

উপনেতা (-তৃ)—বিণ: উপনয়নদাতা; উপনায়ক; সহকারী বা নকল নেতা। [উপ+নেতা]।

উপনেত্র—বি: চশমা। [সং. উপ+নেত্র]।

উপন্যাস—বি: (বাং.) আখ্যায়িকা, বড় গল্প, নভেল (novel); (সং.) মুখবন্ধ; প্রস্তাব। [সং. উপ+নি+ √অস্+অ]।

উপপতি—বি: অবৈধ প্রণয়ী, জার, নাগর। [সং. উপ+পতি]।

উপপত্তি—বি: যুক্তি, প্রমাণ; সিদ্ধান্ত, মীমাংসা; সম্পাদন; উৎপত্তি; প্রাপ্তি; সংস্থান। [সং. উপ+ √পদ্+তি (ভা)]।

উপপত্নী—বি: অবৈধ প্রণয়িনী; রক্ষিতা। [সং. উপ+পত্নী]।

উপপদ—বি: (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ কৃদন্ত পদের পূর্বপদ; পূর্বপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস (যেমন, কুম্ভকার, ছেলেধরা)। [সং. উপ+পদ]।

উপপাতক—বি: মহাপাতক অপেক্ষা লঘুতর পাপ—গোবধাদি উনপঞ্চাশ প্রকার। [সং. উপ+পাতক]।

উপপাদক—**উপপাদন** দ্র:।

উপপাদন—বি: মীমাংসাকরণ; সম্পাদন; প্রতিপাদন। [সং. উপ+ √পদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ: **উপপাদক**—মীমাংসাকারী; সম্পাদক। বিণ: **উপপাদনীয়**—উপপাদনযোগ্য; প্রতিপাদ্য; সম্পাদ্য। **উপপাদ্য**—(১)বিণ: উপপাদনীয়; (২)বি: (গণি.) যথার্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, theorem।

উপপাপ—বি: গৌণ বা লঘু পাপ। [সং. উপ+পাপ]।

উপপুরাণ—বি: অষ্টাদশ মহাপুরাণের বহির্ভূত অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ (যেমন, আদিপুরাণ, শিবধর্মপুরাণ ইত্যাদি)। [সং. উপ+পুরাণ]।

উপপ্লব—বি: প্রাকৃতিক উৎপাত বা উপদ্রব; বিপদ্; প্রজাবিদ্রোহ। [সং. উপ+ √প্লু+অ (ভা)। বিণ: **উপপ্লুত**—প্রাকৃতিক অত্যাচারে পীড়িত; উপদ্রুত; বিপদ্গ্রস্ত।

উপবন—বি: বাগান, উদ্যান, বাগিচা।

উপবাস—বি: অনশন, আহারে বিরতি, উপোস। [সং. উপ+ √বস্+অ (ভা)]। বিণ: **-ক**, **উপবাসী** (-সিন্)—উপবাসকারী।

উপবিধি—বি: মূল আইনের অন্তর্গত অন্য আইন, by-law। [সং. উপ+বিধি]।

উপবিষ—বি: আকন্দ ও করবীর আঠা প্রভৃতি পঞ্চ বিষাক্ত পদার্থ; কৃত্রিম বিষ। [সং. উপ+বিষ]।

উপবিষ্ট—বিণ: বসিয়া আছে এমন, আসীন। [সং. উপ+ √বিশ্+ত (র্তৃ)]।

উপবীত—বি: যজ্ঞসূত্র, পৈতা। [সং. উপ+ √ বী+ত (র্তৃ)]। বিণ: **উপবীতী** (-তিন্)—উপবীতধারী।

উপবেদ—বি: আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ। [সং. উপ+বেদ]।

উপবেশন, উপবেশ—বি: আসনগ্রহণ, বসা। [সং. উপ+ √বিশ্+অন, অ (ভা)], বসান [সং. উপ+ √বিশ্+ণিচ্ অন, অ (ভা)]। বিণ.বি: **উপবেশয়িতা** (-তৃ)—যে বসায় বা বসাইয়া দেয়। বিণ: **উপবেশিত**—উপবেশন করান হইয়াছে এমন।

উপভাষা—বি: মূল ভাষার বিভিন্ন প্রাদেশিক রূপ। [সং. উপ+ভাষা]।

উপভুক্ত, উপভোক্তা—**উপভোগ** দ্র:।

উপভোগ—বি: সম্ভোগ, তৃপ্তি বা আনন্দের সহিত ভোগকরণ, ভক্ষণ; ব্যবহারকরণ। [সং. উপ+ভোগ]। বিণ: **উপভুক্ত**—উপভোগ করা হইয়াছে এমন; ব্যবহৃত; ভক্ষিত। বিণ.বি: **উপভোক্তা** (-ক্তৃ)—উপভোগকারী। বিণ: **উপভোগ্য**—উপভোগের উপযুক্ত, উপভোগ করিতে হইবে এমন।

উপম—বিণ: (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত) সদৃশ, তুল্য (দেবোপম)। [সং. উপ+ √মা+অ]।

উপমা—বি: সাদৃশ্য, তুলনা (উপমা দেওয়া, উপমা নাই); অর্থালঙ্কারবিশেষ; ইহাতে একধর্মবিশিষ্ট দুই ভিন্নজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য কথিত হয়। [সং. উপ+ √মা+অ]। বি: **-ন**—যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয় (যেমন, 'রক্তের মত রাঙা দুটি জবাফুল': রবীন্দ্র—এখানে উপমান 'রক্ত')। বিণ: **উপমিত**—তুলিত। বি: **উপমিতি**—উপমা; সাদৃশ্যজ্ঞান। বিণ: **উপমেয়**—উপমার বিষয়ীভূত, উপমিত হইয়াছে এমন (যেমন, 'রক্তের মত রাঙা দুটি জবাফুল'—এখানে উপমেয় 'জবাফুল')।

উপমন্ত্রী—বি: সহযোগী বা সহকারী মন্ত্রী, Deputy Minister। [সং. উপ+মন্ত্রী]।

উপমাংস—বিঃ আঁচিল। [সং. উপ+মাংস]।

উপমাতা (-তৃ)১—বি(স্ত্রী): ধাত্রী পালয়িত্রী শিক্ষাদাত্রী পিসী মাসী প্রভৃতি মাতৃতুল্যা বা মাতৃস্থানীয়া নারী। [সং. উপ+মাতা]।

উপমাতা (-তৃ)২—বিণঃ যে উপমা দেয়, উপমানকর্তা। [সং. উপ+ √মা+তৃ (র্তৃ)]।

উপমান, উপমিত, উপমিতি, উপমেয়—উপমা দ্রঃ।

উপযাচক—বিণ.বিঃ স্বয়ং প্রার্থী; বিনা আহ্বানে আপনা হইতে আসিয়া (পরের কাজ করিতে বা দায়িত্বের ভার লইতে) প্রার্থনাকারী; উপরপড়া। [সং. উপ+ √যাচ্+অক (র্তৃ)]। **উপযাচিকা**—(১)বিণ.বি(স্ত্রী): **উপযাচক**-এর সকল অর্থে; (২)বিঃ যে রমণী উপর-পড়া হইয়া অনুরাগ প্রকাশ বা সম্ভোগ প্রার্থনা করে। বিণঃ **উপযাচিত**—উপর-পড়াভাবে প্রার্থিত; (যে বিষয় বা যাহার নিকটে) যাচ্ঞা করা হইয়াছে এমন।

উপযুক্ত—বিণঃ যথাযোগ্য, উপযোগী; ন্যায্য, উচিত; সমকক্ষ; অনুরূপ; যোগ্য, সমর্থ। [সং. উপ + √যুজ্ +ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, উপযুক্তি**।

উপযোগ—বিঃ উপকার; আবশ্যকতা; উপযোগিতা; কাজে ব্যবহার, প্রয়োজনসাধন, use; আনুকূল্য; ভোজন, ভোগ; প্রয়োগ। [সং. উপ+ √যুজ+অ (ভা)]।

উপযোগী (-গিন্)—বিণঃ উপযুক্ত; কার্যকর, প্রয়োজনসাধক; অনুকূল। [সং. উপযোগ+ইন্]। বিঃ **উপযোগিতা**।

উপযোজন—বিঃ অবস্থার উপযোগী করা; সামঞ্জস্যসাধন বা সমন্বয়বিধান। [সং. উপ+ √ যুজ্+অন (ভা)]।

উপর—(১)বিঃ ঊর্ধ্বভাগ; চাল, ছাদ। (২)বিণঃ ঊর্ধ্বে স্থিত (উপরতলা); উচ্চ; অতিরিক্ত, বাড়তি (উপর-পাওনা)। (৩)অব্যঃ প্রতি (প্রজার উপর অত্যাচার)। [সং. উপরি]। **-অলা, -আলা, -ওয়ালা**—(১)বিণঃ উপরিতন; (২)বিঃ উপরিতন কর্মচারী। [বাং. উপর+ফা. ৱালা]। **উপর-উপর**—(১)অব্য. ক্রি-বিণঃ ভাসাভাসা, অগভীরভাবে (উপর-উপর দেখা); (২)বিণ-বিণঃ উপর্যুপরি (উপর-উপর তিন দিন)। বিণঃ **উপর-চড়া**—গায়ে পড়িয়া বিবাদকারী (উপরচড়া লোক); আক্রমণকারী (উপর-চড়া হইয়া বিবাদ করা)। বিঃ **-চাল**—(শতরঞ্চ খেলায়) প্রতিপক্ষের চাল বা ফন্দিকে ব্যাহত করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য চাল বা ফাঁদ। বিণঃ **উপর-চালাক**—(যথার্থ বুদ্ধিমান্ না হইয়াও) মাত্রাধিক চালাক; ফাজিল। বিণ. ক্রি-বিণঃ **উপর টপকা**—উপর-উপর; উপরপড়া। বিণঃ **উপর-পড়া**—স্বয়ংপ্রবৃত্ত, উপযাচক।

উপরত—বিণঃ নিবৃত্ত; মৃত; বিগত। [সং. উপ+ √রম্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **উপরতি**—বৈরাগ্য; (বাসনা-লালসার) নিবৃত্তি; মৃত্যু।

উপরত্ন—বিঃ রত্নসদৃশ উজ্জ্বল বস্তু; অল্পমূল্যের রত্ন। [সং. উপ+রত্ন]।

উপরন্তু—অব্যঃ অধিকন্তু, তাহা ছাড়া। [সং. অপরন্তু]।

উপরাগ—বিঃ সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ; প্রাকৃতিক উৎপাত; রঞ্জন। [সং. উপ+ √রন্জ্+অ (ভা)]।

উপরাজ—বিঃ প্রকৃত শাসকের প্রতিনিধিরূপে যিনি শাসন করেন, রাজপ্রতিনিধি, viceroy। [সং. উপ+রাজন্]।

উপরি১—অব্যঃ ঊর্ধ্বে, উপরে; অতঃপর, অনন্তর। [সং. ঊর্ধ্ব+রি (নি)]। **উপরি-উপরি**—(১)অব্য. বিণ-বিণঃ পরপর (উপরি-উপরি তিন দিন); (২)ক্রি-বিণঃ ভাসাভাসা, অগভীরভাবে (উপরি-উপরি বুঝা); একটির উপর আর একটি করিয়া (উপরি-উপরি রাখা)। বিণঃ **-চর**—ঊর্ধ্বচর। বিণঃ **-তন**—ঊর্ধ্বস্থ; উপরওয়ালা। বিণঃ **-স্থ, -স্থিত**—উপরে অবস্থিত।

উপরি২—(১)বিণঃ প্রত্যাশিতের বা নির্দিষ্টের অতিরিক্ত, বাড়তি (উপরি লাভ, উপরি আয়)। (২)বিঃ বকশিশ, ঘুষ, দস্তুরি, নিয়মবহির্ভূত আয়। [বাং. উপর+ই]।

উপরুদ্ধ—বিণঃ অনুরুদ্ধ। [সং. উপ+ √রুধ্ +ত (র্ম)]।

উপরোক্ত—**উপর্যুক্ত**-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ।

উপরোধ—বিঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ; সুপারিশ; খাতির ('কোন্ উপরোধ গুরু করিল তোমারে': কাশী.)'; নিমিত্ত (কার্যের উপরোধে)। [সং. উপ+ √রুধ্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—উপরোধকারী। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু করা।

উপর্যুক্ত—বিণঃ উপরে উক্ত হইয়াছে এমন, উল্লিখিত। [সং. উপরি+উক্ত]।

উপর্য্যুপরি—অব্যঃ একটির উপর আর-একটি ; ক্রমান্বয়ে, পর-পর ; ক্রমাগত। [সং. উপরি+ উপরি]।

উপল—বিঃ শিলা, প্রস্তর ; মূল্যবান্ প্রস্তর, রত্ন। [সং. উপ+ √লা+অ (র্তৃ)]।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য — বিঃ প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, অবলম্বন (কার্যের উপলক্ষে, ইহা উপলক্ষ্য করিয়া) ; অজুহাত, ছুতা, অছিলা, ব্যপদেশ (দেশসেবা উপলক্ষ্যমাত্র)। [সং. উপ+ √লক্ষ্ +অ, য (ভা)]।

উপলক্ষণ—বিঃ সূচনা, চিহ্ন ; আভাস; উপক্রম। [সং. উপ+লক্ষণ]। বিঃ **উপলক্ষণা**—শব্দের অর্থবোধক-শক্তিবিশেষ, ইহাতে বাচ্যার্থসংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ বোধিত হয়।

উপলক্ষিত—বিণঃ উপলক্ষ্য করা হইয়াছে এমন ; সূচিত ; উদ্দিষ্ট, অনুমিত। [সং. উপ+ √লক্ষ্ +ণিচ্ +ত (র্ম)]।

উপলক্ষ্য—**উপলক্ষ** দ্রঃ।

উপলব্ধ—বিণঃ অনুভূত, প্রাপ্ত, লব্ধ ; জ্ঞাত। [সং. উপ+ √লভ্ +ত (র্ম)]। বিঃ **উপলব্ধি** —অনুভূতি, বোধ ; প্রাপ্তি, লাভ ; ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান।

উপলভ্য—বিণঃ জ্ঞেয় ; প্রাপ্য ; সাধ্য। [সং. উপ+ √লভ্ +য (র্ম)]।

উপলিপ্ত—বিণঃ উপরে লেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। [সং. উপ+ √লিপ্ +ত (র্ম)]।

উপলেপ—বিঃ উপরে লেপন ; উপরের প্রলেপ ; অতিরিক্ত অঙ্গের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, accretion [বি. প.]। [সং. উপ+ √লিপ্ +অ (ভা, র্তৃ)]। বিঃ **-ন**—উপরে লেপন।

উপশম—বিঃ শান্তি, নিবৃত্তি ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। [সং. উপ+ √শম্ +অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—উপশমকারী। বিণঃ **-নীয়**—যাহার উপশম করা যাইতে পারে, করিতে হইবে বা করা উচিত এমন। বিণঃ **উপশমিত, উপশান্ত** —উপশমপ্রাপ্ত ; উপশম করা হইয়াছে এমন।

উপশিরা—বিঃ সূক্ষ্ম শিরা, শাখাশিরা। [উপ +শিরা]।

উপশিষ্য—বিঃ অপ্রধান শিষ্য ; শিষ্যের শিষ্য, প্রশিষ্য। [সং. উপ+শিষ্য]।

উপসংহার—বিঃ (প্রস্তাবিত বা আলোচ্য বিষয়ের) শেষাংশ ; সমাপ্তি, পরিশেষ। [সং. উপ+সম্ + √হৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **উপসংহৃত**—সমাপ্ত। বিঃ **উপসংহৃতি**—সমাপ্তি।

উপসর্গ—বিঃ মূল রোগের আনুষঙ্গিক অন্য রোগ ; রোগজাত বিকার, রোগের লক্ষণ, বিঘ্ন, উৎপাত ; (ব্যাক.) ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ধাতুর অর্থ পরিবর্তনকারী অব্যয় (যথা, সং.—প্র পরা অপ সম্ ইত্যাদি, বাং.—বি অ অন আ ইত্যাদি, বিদেশী—হর্ ফি ফুল ইত্যাদি)। [সং. উপ+ √সৃজ্ +অ (র্তৃ)]।

উপসাগর—বিঃ প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্থলদ্বারা বেষ্টিত সমুদ্রাংশ, bay, gulf। [সং. উপ+সাগর]।

উপসুন্দ—বিঃ পৌরাণিক অসুরবিশেষ (মোহিনী-মূর্তির মায়া-মুগ্ধ হইয়া ইনি স্বীয় ভ্রাতা সুন্দের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন)।

উপসেক—বিঃ জলসেচনদ্বারা মৃদুকরণ। [সং. উপ+ √সিচ্ +অ (ভা)]।

উপসেচন—বিঃ (উপরিভাগে) বারিসিঞ্চন, সিক্ত-করণ। [সং. উপ+সেচন]।

উপসেবক—**উপসেবন** দ্রঃ।

উপসেবন—বিঃ উপভোগ, সম্ভোগ, উপাসনা, আসক্তি। [সং. উপ+সেবন]। বিণঃ **উপসেবক** —উপসেবনকারী, পরস্ত্রীতে আসক্ত। বিঃ **উপসেবা**—উপসেবন, চাকরি (পরোপসেবা)। বিণঃ **উপসেবিত**—উপসেবন বা উপসেবা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **উপসেবী** (-বিন্)—উপসেবনকারী বা উপসেবাকারী, পরিচর্যা-কারী।

উপস্কর—বিঃ ভূষণ, ব্যঞ্জনাদির মশলা, গৃহোপকরণ। [সং. উপ+ √কৃ+অ]।

উপস্ত্রী—বিঃ উপপত্নী, রক্ষিতা। [সং. উপ+স্ত্রী]।

উপস্থ—(১)বিণঃ সমীপস্থ ; উপরিস্থিত। (২)বিঃ জননেন্দ্রিয় বা লিঙ্গ। [সং. উপ+ √স্থা+অ (র্তৃ)]।

উপস্থাপক, উপস্থাপয়িতা—**উপস্থাপন** দ্রঃ।

উপস্থাপন — বিঃ উপস্থিতকরণ, আনয়ন, প্রস্তাবন, অবতারণা, উত্থাপন ; পেশ করা। [সং. উপ : স্থাপন]। বিণ.বিঃ **উপস্থাপক, উপস্থাপয়িতা** (-তৃ)—উপস্থাপনকারী, প্রস্তাবকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **উপস্থাপিকা, উপস্থাপয়িত্রী**। বিণঃ **উপস্থাপিত**—উপস্থাপন করা হইয়াছে এমন।

উপস্থিত—বিণঃ সমাগত, হাজির (উপস্থিত ব্যক্তি-গণ) ; বর্তমান (উপস্থিত কাল) ; আসন্ন (উপস্থিত

বিপদ্); বিদ্যমান (উপস্থিত থাকা)। [সং. উপ + √স্থা + ত (র্তৃ)]। । বিঃ -বক্তা (-ক্তৃ)—প্রস্তুত না হইয়াই বক্তৃতা করিতে পারেন এমন ব্যক্তি। বিঃ -বুদ্ধি—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। বিঃ উপস্থিতি — সমাগম, হাজিরি, আগমন; বর্তমানতা, বিদ্যমানতা।

উপস্বত্ব—বিঃ বিষয়সম্পত্তি হইতে আয় বা লাভ। [সং. উপ + স্বত্ব]।

উপহত — বিণঃ আহত, আক্রান্ত, অভিভূত (শোকোপহত)। [সং. উপ + √হন্ + ত]।

উপহসিত—বিণঃ উপহাস করা হইয়াছে এমন। [সং. উপ + √হস্ + ত (র্ম)]।

উপহার—বিঃ উপঢৌকন, ভেট। [সং উপ + √হৃ + অ (ভা)]।

উপহাস—বিঃ পরিহাস, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, অবজ্ঞা, তুচ্ছ-তাচ্ছল্য। [সং. উপ + √হস্ + অ (ভা)]। **উপহাস্য**—(১)বিণঃ উপহাসের যোগ্য, (২)বিঃ উপহাস।

উপহৃত—বিণঃ উপহাররূপে প্রদত্ত; উৎসর্গীকৃত; অর্পিত, আহৃত। [সং. উপ + √হৃ + ত (র্ম)]।

উপহ্রদ—বিঃ সমুদ্রের সহিত সংযোগবিশিষ্ট হ্রদ, lagoon। [উপ + হ্রদ]।

উপা—**উবা**-র রূপভেদ।

উপাকরণ—বিঃ আরম্ভ, পশুযাগাদিতে মন্ত্রপাঠ-পূর্বক পশুস্পর্শন, সংস্কার। [সং উপ + আ + √কৃ + অন (ভা)]।

উপাখ্যান— বিঃ কাল্পনিক কাহিনী, রূপকথা; গল্প, মূল কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর গল্প। [সং. উপ + আখ্যান]।

উপাগত—বিণঃ সমীপে আগত, উপস্থিত, প্রাপ্ত। [সং. উপ + আগত]।

উপাগম—বিঃ সমীপে আগমন, উপস্থিতি, প্রাপ্তি। [সং. উপ + আগম]।

উপাঙ্গ—বিঃ অঙ্গের অঙ্গ বা অংশ, প্রত্যঙ্গ; বেদের অঙ্গসদৃশ শাস্ত্র, পরিশিষ্ট। [সং. উপ + অঙ্গ]।

উপাচার্য—বিঃ আচার্যের সহকারী; অপ্রধান আচার্য; Vice-chancellor। [সং. উপ + আচার্য]।

উপাড়া—ক্রিঃ (কাব্যে) উৎপাটন করা ('শালগাছ উপাড়িয়া আনে': কৃত্তি.)। [বাং. √উপাড়্ (সং. উৎ + পাটি) + আ]।

উপাত্ত—(১)বিণঃ গৃহীত; স্বীকৃত, অর্জিত; লব্ধ। (২)বিঃ যাহা হইতে অনুমান বা সিদ্ধান্ত করা হয় এরূপ স্বীকৃত বিষয়সমূহ, data [বি. প.]। [সং. উপ + আ + √দা + ত]।

উপাদান—বিঃ উপকরণ, যে-সকল বস্তু একত্র করিয়া অন্য বস্তু গঠিত হয়; সমবায়ী বা নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত কারণ (মৃত্তিকা ঘটের উপাদান)। [সং. উপ + আ √ দা + অন (র্তৃ, ভা)]।

উপাদেয়—বিণঃ মনোরম, উপভোগ্য; সুস্বাদু, সুখাদ্য। [সং. উপ + আ + √ দা + য (র্ম)]।

উপাধান—বিঃ বালিশ। [সং. উপ + আধান]।

উপাধি—বিঃ উপনাম, জাতি বংশ বিদ্যা সম্মান প্রভৃতির পরিচায়ক নামান্ত, পদবী; পরস্পর ভেদক গুণ বা ধর্ম। [সং উপ + আ + √ ধা + ই (ণে)]। বিণঃ -ক, -ধারী (-রিন্)—উপাধিপ্রাপ্ত, উপাধিযুক্ত। বিঃ -পত্র—যে পত্রে লিখিয়া উপাধিদান করা হয়, certificate।

উপাধ্যায়—বিঃ অধ্যাপক, শিক্ষক, উপদেষ্টা; (বৃত্তি অর্থাৎ 'বেতনের জন্য বেদের অংশ-বিশেষের অধ্যাপনাকারী) বেদাধ্যাপক। [সং. উপ + অধি + √ই + অ]। বি(স্ত্রী): **উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী**—মহিলা-উপাধ্যায়। বি(স্ত্রী): **উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়ানী**—উপাধ্যায়ের পত্নী।

উপানৎ (-হ্)—বিঃ চর্মপাদুকা, জুতা। [সং. উপ + √ নহ্ + ক্বিপ্ (ণে)]।

উপান্ত—বিঃ উপকণ্ঠ, সমীপ; প্রান্ত; যাহা অন্তের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে অবস্থিত। [সং. উপ + অন্ত]। বিণঃ **উপান্ত্য**—উপান্তে অবস্থিত, অন্তের অব্যবহিত পূর্বাবস্থিত, penultimate (উপান্ত্য বর্ণ)।

উপায়—বিঃ অভীষ্টলাভের বা কার্যসাধনের পন্থা বা প্রণালী, কৌশল; প্রতিকার; রোজগার, আয়, লাভ। [সং. উপ + √ ই + অ (ণে)]। বিণঃ -ক্ষম—রোজগার করিতে সমর্থ। বিণঃ -জ্ঞ—কৌশল বা প্রতিকার জানে এমন। বিঃ **উপায়ান্তর**—অন্য উপায়, গত্যন্তর। বিণঃ **উপায়ী** (-য়িন্)—উপার্জনকারী।

উপায়ন—বিঃ উপহার, পারিতোষিক। [সং.]।

উপায়ান্তর, উপায়ী—**উপায়** দ্রঃ।

উপারম্ভ—বিঃ আরম্ভ। [সং.]।

উপার্জক—**উপার্জন** দ্রঃ।

উপার্জন—বিঃ আয়, রোজগার; লাভ, প্রাপ্তি;

সংগ্রহ। [সং. উপ+অর্জন]। বিণ.বিঃ **উপার্জক**—উপার্জনকারী, রোজগারী। বিণঃ **উপার্জিত**—উপার্জন করা হইয়াছে এমন।

উপার্থন—বিঃ অনুকূল মত বা সমর্থন প্রার্থনা, canvassing [স. প.]। [সং. উপ+ √অর্থ +অন (ভা)]।

উপালম্ভ—বিঃ বিদ্রূপ; তিরস্কার। [সং. উপ+ আ+ √লভ্+অ(ভা)]।

উপাশ্রয়—(১) বিণঃ অবলম্বনের যোগ্য; আশ্রয়-স্থানীয়। (২) বিঃ আশ্রয়কর্তা; আশ্রয়গ্রহণ, অবলম্বন। [সং. উপ+আশ্রয়]।

উপাসক—**উপাসন** দ্রঃ।

উপাসন, উপাসনা—বিঃ আরাধনা, পূজা, ভগবৎ-চিন্তা; উপকার-প্রত্যাশায় অপরের সেবা বা মনস্তুষ্টিসাধন-চেষ্টা; সাধ্যসাধনাকরণ। [সং. উপ+ √ আস্+অন (ভা), +আ]; বিণ.বিঃ **উপাসক** — উপাসনাকারী। বিণ.বি-(স্ত্রী): **উপাসিকা**। বিণঃ **উপাসিত**—উপাসনা করা হইয়াছে এমন।

উপাস্থি—বিঃ দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থিসদৃশ পদার্থ, কোমল হাড়বিশেষ, cartilage। [সং. উপ+ অস্থি]।

উপাস্য—বিণঃ উপাসনার যোগ্য, আরাধ্য। [সং. উপ+ √ আস্+য (র্ম)]। বিণঃ **-মান**—উপাসিত বা পূজিত হইতেছে এমন।

উপাহার—বিঃ সামান্য আহার; জলযোগ। [সং. উপ+আহার]।

উপাহৃত—বিণঃ সংগৃহীত; আনীত; কল্পিত। [সং. উপ+আহৃত]।

উপ্‌—**উব্‌**-র রূপভেদ।

উপুড়—বিণঃ অধোমুখী, ভূমির দিকে মুখ আছে এমন, চিতের বিপরীত। [সং. অবমূর্ধা]।

উপেক্ষক, উপেক্ষণ—**উপেক্ষা** দ্রঃ।

উপেক্ষা, উপেক্ষণ—(১) বিঃ অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করা; অযত্ন, তাচ্ছিল্য, অবহেলা; ঔদাসীন্য; অমনোযোগ; অনাদর; অস্বীকার। (২) ক্রিঃ উপেক্ষা করা। [সং. উপ+ √ ঈক্ষ্ +অ (ভা)+আ, √ঈক্ষ্+অন (ভা)]। বিণঃ **উপেক্ষক** — উপেক্ষাকারী, উদাসীন। বিণঃ **উপেক্ষণীয়**—উপেক্ষার যোগ্য। বিণঃ **উপেক্ষিত**—উপেক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **উপেক্ষিতা**।

উপেন্দ্র—বিঃ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; বিষ্ণুর বামনাবতার। [সং. উপ+ইন্দ্র]। বিঃ **-বজ্রা**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

উপোদ্‌ঘাত—বিঃ উপক্রম, আরম্ভ, সূচনা, প্রস্তাবনা; উদাহরণ। [সং. উপ+উৎ+ √ হন্ +অ (ভা)]।

উপোস, উপোষ—**উপবাস**-এর কথ্যরূপ। বিণঃ **উপোষিত**—অভুক্ত; উপবাসী। বিণঃ **উপোসী, উপোষী**—**উপবাসী**-র কথ্য রূপ।

উপ্‌—অব্যঃ হনুমানের ডাক।

উপ্ত—বিণঃ বোনা বা বপন করা হইয়াছে এমন। [সং. √ বপ্+ত (র্ম)]। বিঃ **উপ্তি**—বপন।

উফাড়া, উফারা—**উপাড়া**-র রূপভেদ।

উবচা—**উপচা**-র রূপভেদ।

উবরা—ক্রিঃ উদ্‌বৃত্ত বা বাড়তি হওয়া। [সং. উদ্‌বৃত্ত]। বি.বিণঃ **-ন, -নো**—উক্ত অর্থে।

উবা—ক্রিঃ বাতাসে মিলাইয়া যাওয়া। [বাং. √ উব্ (সং উৎ+ √ ভূ)+আ]।

উবু—বিণঃ দুই পা একত্র ভূমিতে রাখিয়া হাঁটু ভাঁজ করিয়া অবস্থিত। [?—তু. উপুড়, **উর্ধ্ব**]।

উবুড়—**উপুড়**-এর রূপভেদ।

উভ১—সর্বঃ দুইজন, যুগল, উভয় ('দেশ-কাল উভে জিনি': ব্র. স.)। [সং. √ উভ্+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-চর**—জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই বিচরণ করে এমন। বিণ.বিঃ **-লিঙ্গ**—একদেহে স্ত্রী ও পুরুষ যোনিবিশিষ্ট (প্রাণী), androgynous; (ব্যাক.) স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গবোধক (উভলিঙ্গ শব্দ)।

উভ২—বিণঃ উচ্চ; **উর্ধ্ব**মুখীন (উভলেজ)। [প্রাকৃ. উভ্ভ < **উর্ধ্ব**]। ক্রি-বিণঃ **-রড়ে**—দ্রুতবেগে। ক্রি-বিণঃ **-রায়**—উচ্চরবে। বিঃ **-রোল**—উচ্চশব্দ; গণ্ডগোল।

উভয়—বিণ. সর্বঃ দুই, দুইজন, যুগল। [সং √ উভ্+অয় (র্তৃ)]। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-ত, -তঃ** (-তস্)—দুই দিকে পাশে বা পক্ষে। বিণঃ **-তোমুখ**—দুই দিকে মুখবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-তোমুখী**। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-ত্র**—দুই পক্ষে দিকে স্থানে বা লোকে। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-থা**—উভয়-প্রকারে, দুই প্রকারে। বিণ.বিঃ **-লিঙ্গ**—(প্রাণি.) একই দেহে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপাদী জননতন্ত্রবিশিষ্ট (প্রাণী), hermaphrodite। বিঃ **-সঙ্কট**—উভয় দিকেই বিপদ্ অর্থাৎ পরিত্রাণলাভের পথ নাই এমন অবস্থা, dilemma।

উত্তরড়ে, উত্তরায়, উত্তরোল—**উত্ত**$_2$ দ্রঃ।
উত্তালিজ—**উত্ত**$_1$ দ্রঃ।
উম্র—বিঃ বয়স। [আ. উম্র্]।
উমরাহ্, (চলিত) **উমরা**—বিঃ আমিরগণ; ধনি-সম্প্রদায়। [আ.]।
উমা—বিঃ পিতা হিমালয় ও মাতা মেনকার কন্যা, পার্বতী, দুর্গা, গৌরী। [সং. উ (শিব) + মা (লক্ষ্মী)]। বিঃ **-পতি**—শিব।
উমান$_1$**, উমানো**—(১) ক্রিঃ গরম করা; তাতান; তা দেওয়া। (২) বি. বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [নামধাতু √ উমা (সং. উষ্ণ) + আন]।
উমান$_2$—বিঃ পরিমাণ, মাপ, ওজন। [সং. উন্মান]। ক্রিঃ **উমানা**—ওজন করা।
উমেদ—বিঃ আশা, আকাঙ্ক্ষা। [ফা. উম্মেদ্]। বিণঃ **উমেদার**—প্রত্যাশী, প্রার্থী; চাকুরিপ্রার্থী। বিঃ **উমেদারি**—প্রার্থনা; চাকুরি-প্রার্থনা, চাকুরির আশায় অন্যের উপাসনা।
উমেশ—বিঃ উমাপতি, শিব। [সং. উমা + ঈশ]।
উর$_1$—বিঃ বক্ষস্থল। [সং. উরস্]।
উর$_2$**, উরহ**—**উরা** দ্রঃ।
উরঃ (-রস্)—বিঃ বক্ষ, বক্ষস্থল (উরঃস্থল)। [সং. √ ঋ + অস্ (র্তৃ)]।
উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—বিঃ (বুক দিয়া গমন করে বলিয়া) সর্প। [সং. উরস্ + গম্ + অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **উরগী, উরঙ্গী, উরঙ্গমী**।
উরজ—বিঃ স্তন। [সং. উরোজ]।
উরত—**উরত্ত**-এর রূপভেদ।
উরমাল—বিঃ রুমাল, (প্রধানতঃ অশ্বের) উরুত্রাণ। [ফা. রুমাল্; হি. উরমাল]।
উরশ্ছদ, উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—বিঃ বর্ম, কবচ। [সং]।
উরস—বিঃ বক্ষস্থল ('উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে' : রবীন্দ্র)। [সং. উরস্]।
উরসিজ—বিঃ স্তন। [সং. উরসি + √ জন্ + অ (র্তৃ)]।
উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—**উরশ্ছদ** দ্রঃ।
উরা—**উরা**-র বানানভেদ।
উরু—বিণঃ বিশাল, মহৎ। [সং.]। বিণঃ **-কীর্তি**—বিশালকীর্তি। বিঃ **-ক্রম**—বামনাবতার।
উরুত—**উরু**-র বিকৃত রূপ।
উরুমাল—**উরমাল**-এর রূপভেদ।
উরোগামী (-মিন্)—বিণঃ বুকে ভর দিয়া চলে এমন। [সং. উরস্ + গামিন্]।
উরোজ—(১) বিণঃ বক্ষস্থলে জাত। (২) বিঃ স্তন। [সং. উরস্ + √ জন্ + অ (র্তৃ)]।
উর্ণনাভ—**উর্ণনাভ**-এর বানানভেদ।
উর্ণা—**উর্ণা**-র বানানভেদ।
উর্দি—বিঃ (প্রধানতঃ সরকারী ও সেনা-বিভাগের) কর্মচারীদের কাজের সময়ে পরিবার জন্য নির্দিষ্ট পোশাক, uniform। [তুর্. র্দি]।
উর্দু, উর্দ্দু—বিঃ আরবী-ফার্সী-প্রধান হিন্দী-ভাষা (বর্তমানে ইহা হিন্দী হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে ও ফার্সী অক্ষরেই লিখিত হয়)। [তুর্. র্দু]। বিঃ **-নবিস**—যে উর্দু ভাষা জানে। [তুর্. র্দু + ফা. নবীস্]।
উর্বর, উর্ব্বর—বিণঃ প্রচুর উৎপাদনশক্তিসম্পন্ন; সর্বশস্যোৎপাদক। [সং. উরু + √ ঋ + অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **উর্বরা**।
উর্বশী—বিঃ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ও অনন্তযৌবনা অপ্সরা-বিশেষ। [সং.]।
উর্বী—বিঃ পৃথিবী। [সং. উরু + ঈ]।
উল—বিঃ মেষ প্রভৃতি পশুর লোম, পশম। [ইং-wool]।
উলকা—**উল্কা**-র কোমল রূপ।
উলকি—বিঃ দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূচীবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্র। [দেশী]।
উলঙ্গ—বিণঃ বিবস্ত্র, নেংটা, অনাবৃত, উন্মুক্ত (উলঙ্গ অসি); অকপট ('শিশুসম উলঙ্গ পরাণ' : মা. ব.)। [সং. উন্নগ্ন]। বিণ(স্ত্রী): **উলঙ্গা, উলঙ্গী, উলঙ্গিনী**।
উলট, উলটা, উলটো—বিণঃ অধোমুখ, উপুড়; বিপরীত; বিপর্যস্ত। [তু. হি. উল্টা; প্রাকৃ. অল্লট্ট]। ক্রিঃ **উলটা**—উলটা হওয়া বা উলটা করা; বদলান, প্রত্যাহৃত করা (আইন উলটান); প্রত্যাহার করা বা অস্বীকার করা বা খেলাপ করা (কথা উলটান); বিপর্যস্ত করা (ধারা বা রীতি উলটান)। **উলটান (-নো)**—(১) বিণঃ **উলট**-র অনুরূপ; (২) বিঃ **উলটা** (ক্রি)-র কাজ। বিণঃ **উলটপালট, উলটাপালটা**—বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল; বিপরীত; গোলমেলে; পূর্ব উক্তির বিরোধী (উলটপালট কথা); ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট (সৃষ্টি উলটপালট হওয়া) [প্রাকৃ. অল্লট্ট পল্লট্ট]। **উলটা রথ**—জগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বা দক্ষিণা-ভিমুখে যাত্রা। **উলটা বুঝিলি রাম**—(ভাল) কথার বিপরীত অর্থ বোঝা। অস-ক্রিঃ **উলটি-**

পাল্টি—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ঘুরিয়া-ফিরিয়া, বিপর্যস্ত হইয়া; গড়াগড়ি দিয়া।

উলপ—বিঃ উলুখড়। [সং.]।

উলস—বিঃ আনন্দ, পুলক। [সং. উল্লাস]।

উলসা—ক্রিঃ উল্লসিত হওয়া (উলসি ওঠা)। [বাং. √উলস্ (সং. উৎ+ √লস্)+আ]। বিণঃ **উলসিত**—(কাব্যে) উল্লসিত।

উলা—ক্রিঃ নামান, নামাইয়া রাখা, উনান হইতে রান্না নামান ("বেহুলা উলাইল······ভাত": ক্ষেমানন্দ)। [>বাং. উড়া]।

উলাস—**উল্লাস**-এর কোমল রূপ।

উলি—বিঃ চুলে বিলি কাটা (?) ("আল্যালে মাথার চুলি, না জানি করিতে উলি": ব প.)। [**বিলি** দ্রঃ]।

উলু১, **উলুখড়**—বিঃ তৃণবিশেষ। [সং. উলুপ, উলূক]।

উলু২—বিঃ মুখের মধ্যে জিহ্বা আন্দোলন করিয়া কৃত একপ্রকার মঙ্গলধ্বনিবিশেষ, হুলুধ্বনি। [সং. উলূলু]।

উলুই—বিণ (অপ্র.) উড়নচড়ে। [<বাং. উড়া]।

উলুখাগড়া—বিঃ উলুখড় ও নল, অকিঞ্চিৎকর বাজে বা গরীব লোক; নিরীহ প্রজা। [বাং. উলু+খাগড়া]। **রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়**—রাজা নেতা বা প্রধান ব্যক্তিদের স্বার্থদ্বন্দ্বের ফলে সাধারণ লোকেরা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

উলূক—বিঃ পেচক, পেঁচা; ইন্দ্র; উলুখড়। [সং. (ধ্বন্যাত্মক?)—তু. লা. ulula, জা. ula, Eule, ইং. owl]। বি(স্ত্রী): **উলূকী**।

উলেমা—বি(বহুব): মুসলমান পণ্ডিতগণ বা শাস্ত্রবেত্তৃগণ, পণ্ডিতবর্গ। [আ. উলমা]।

উল্কা—বিঃ আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তরাদি; বায়ব্য আলোক; আকাশে সঞ্চরণশীল অগ্নিপিণ্ড, meteor, স্ফুলিঙ্গ; মশাল। [সং. √উষ্+ক (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-পাত**—উল্কার পতন। বিঃ **-পিণ্ড**—উল্কাশ্ম, meteor; বিঃ **-মুখী**—খেঁকশিয়ালী; আলেয়া; ক্রোধবশতঃ মুখ সর্বদা রক্তবর্ণ থাকে এমন স্ত্রীলোক।

উল্কি, উল্কী—**উলকি**-র বানানভেদ।

উল্টা—**উলটা**-র বানানভেদ।

উল্মুক—বিঃ অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ; জ্বলন্ত অঙ্গার। [সং.]।

উল্লঙ্ঘন—বিঃ লাফাইয়া পার হওয়া, ডিঙ্গান, উল্লম্ফন, অতিক্রমকরণ, লঙ্ঘন; বিরুদ্ধাচরণ। [সং. উৎ+লঙ্ঘন]। ক্রিঃ **উল্লঙ্ঘা**—উল্লঙ্ঘন করা। বিণঃ **উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য**—উল্লঙ্ঘনযোগ্য, উল্লঙ্ঘন করা আবশ্যক বা সম্ভব এমন। বিণঃ **উল্লঙ্ঘিত**—উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন।

উল্লম্ফন, উল্লম্ফ—বিঃ লাফ দিয়া পার হওয়া, উল্লঙ্ঘন, ডিঙান; লাফালাফিকরণ। [সং. উৎ+√রম্ফ্+অন, অ (ভা)]।

উল্লম্ব—বিণঃ খাড়া, উর্ধ্বাধ ভাবে অবস্থিত, vertical। [সং. উৎ+ √লম্ব+অ]।

উল্লসা, উল্লসিত—**উল্লাস** দ্রঃ।

উল্লাস—বিঃ পরমানন্দ, আহ্লাদ, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (প্রথমোল্লাস)। [সং উৎ+ √লস্+অ (ভা)]। ক্রিঃ **উল্লসা**—উল্লসিত হওয়া। বিণঃ **উল্লসিত, উল্লাসী** (-সিন্)—উল্লাসযুক্ত, উৎফুল্ল, আহ্লাদিত, অত্যন্ত হৃষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **উল্লসিতা, উল্লাসিনী**।

উল্লিখিত—বিণঃ উপরে বা পূর্বে লিখিত, পূর্বোক্ত। [সং. উৎ+লিখিত]।

উল্লুক—বি· লাঙ্গুলহীন বানরের ন্যায় জন্তুবিশেষ, gibbon. (গালিতে) নির্বোধ বা অভদ্র।

উল্লেখ—বিঃ প্রসঙ্গতঃ কোন বিষয় সম্বন্ধে উক্তি, কথন; বর্ণন অর্থালঙ্কারবিশেষ, allusion; [সং. উৎ+ √লিখ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—কথন; উল্লেখকরণ, কীর্তন। বিণঃ **উল্লেখনীয়, উল্লেখ্য**—উল্লেখযোগ্য, উল্লেখ করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এমন। বিণঃ **-যোগ্য**—উল্লেখ করার উপযুক্ত।

উল্লোল—(১)বিঃ বৃহৎ তরঙ্গ। (২)বিণঃ দোদুল্যমান। [সং. উৎ+ √লোড়্+অ]।

উশখুশ—**উসখুস**-এর বানানভেদ।

উশনা (-নস্)- বিঃ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য, শুক্রগ্রহের অধিদেবতা; শুক্রগ্রহ। [সং. √বশ্+অনস্ (র্তৃ)]।

উশীর—বিঃ বেনার মূল, খসখস। [সং.]।

উশুল—**উসুল**-এর বানানভেদ।

উশো—বিঃ চুনবালির পলস্তারাদি ঘষিয়া সমান করিবার কাঠের যন্ত্র। [সং.]।

উষসী১—(১)বিণঃ প্রভাতী; উষারাগরঞ্জিতা; অতীব সুন্দরী। (২)বিঃ উষা ('স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী': রবীন্দ্র)। [সং. উষস্+বাং. ঈ]।

উষসী২—বিঃ দিবাবসান। [সং. উষ+ √সো+অ (র্তৃ)+ঈ]।

উষা—বিঃ সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ ; ভোর-বেলা। [সং. √উষ্ (দাহার্থক, অন্ধকার সম্পর্কে) + আ]।

উষীর—উশীর-এর বানানভেদ।

উস্কখুস্ক—বিণঃ শুষ্ক ও স্ফীত, তৈলহীন, রুক্ষ ও অবিন্যস্ত। [দেশী]।

উষ্ট্র—বিঃ উট, ক্রমেলক। [সং √উষ্ + ট্র (র্ম)]। বি(স্ত্রী)ঃ **উষ্ট্রী**।

উষ্ণ—(১)বিঃ তাপ, রৌদ্র, গ্রীষ্মকাল (উষ্ণ-প্রধান, উষ্ণাগম)। (২)বিণঃ তপ্ত, গরম, পথর, ক্রুদ্ধ। [সং. √উষ্ + ণ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**—তাপ, তাপমাত্রা, temperature। [বি. প.]। বিঃ **-প্রস্রবণ**—গরমজলের ঝরনা। বিণঃ **-বীর্য** তেজস্কর, উত্তেজক।

উষ্ণা—বিঃ সিদ্ধ চাউল। [হিং]

উষ্ণীষ—বিঃ পাগড়ি, কিরীট। [সং. উষ্ণ + ঈষ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কমল**—বৌদ্ধতন্ত্রে বর্ণিত মস্তকস্থিত পদ্ম।

উষ্ম, উষ্মা (-ষ্মন্)—বিঃ তাপ, প্রখরতা, ক্রোধ, উত্তেজনা গ্রীষ্মকাল, তাপের মাত্রা, temperature [বি. প]। [সং. √উষ্ + ম, মন (র্তৃ)]। বিঃ **উষ্মবর্ণ**—(ব্যাক.) শ ষ স্ হ, শ্বাসবায়ুর প্রাধান্যযুক্ত এই বর্ণচতুষ্টয়। ক্রিঃ **উষ্মা করা**—রাগ করা।

উসকা—ক্রিঃ বাড়াইয়া দেওয়া, উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা, (স্ফোটকাদির মুখ) খোঁচা দিয়া ফাটাইয়া দেওয়া। [সং. উৎ + √কৃষ + আ]। **-ন, (-নো)**—(১)বিঃ প্ররোচিত বা উত্তেজিত করা, প্রবর্ধন, (২) বিণঃ প্ররোচিত, উত্তেজিত, প্রবর্ধিত। বিঃ **উসকানি**—প্রবর্ধন, উত্তেজনা; প্ররোচনা।

উসখুস—বিঃ অধীরতা প্রকাশ। [দেশী—তু. হিঃ অস্‌খস্]।

উসুল, উশুল—বিঃ আদায়, সংগ্রহ। [আ. রসুলধ]।

উস্কা—উসকা-র বানানভেদ।

উস্তম-খুস্তম, উস্তম-ফুস্তম—বিঃ জ্বালাতন। [ফা. উস্তুন্ খুস্তুন্]।

উস্তাদ—ওস্তাদ-এর রূপভেদ।

উহা, (অপ্র) **উহ**—সর্বঃ ঐ বা সেই ব্যক্তি প্রাণী বস্তু বা বিষয়; তাহা। [সং. অদস্]।

উহু—অব্যঃ অসম্মতিসূচক ধ্বনি।

উহুহু—অব্যঃ যন্ত্রণাসূচক বা কাতরতা-জ্ঞাপক ধ্বনি।

উহ্যমান—বিণঃ আকৃষ্যমাণ, নীয়মান; বহন করা হইতেছে এমন। [সং. √বহ্ + আন (র্ম)]।

ঊ

ঊ—বাঙ্গালা ভাষায় ষষ্ঠ স্বরবর্ণ।

ঊঢ়—বিণঃ বিবাহিত (অনূঢ়); বহন করা হইয়াছে এমন, বাহিত। [সং √বহ্ + ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **ঊঢ়া**—বিবাহিতা (নবোঢ়া)। বিঃ **ঊঢ়ি**—বিবাহ।

ঊন, (বাং.) **উন**, (কথ্য) **উনা, উনো**—বিণঃ কম, ন্যূন; হীন, অসম্পূর্ণ, কমজোর দুর্বল। [সং.]। বি.বিণঃ **-আশী, -চল্লিশ, -ত্রিশ, -নব্বই (নব্বুই) -পঞ্চাশ, -ষাট, -সত্তর**—যথাক্রমে ৭৯, ৩৯, ২৯, ৮৯, ৪৯, ৫৯ ও ৬৯: এই সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-কোটি, -কোটী**—প্রায় এক কোটি, কিছু কম এক কোটি। বিণঃ **-পাঁজুরে—উন-পাজুরে**-র বানানভেদ। বিণঃ **-বিংশ**—উনিশ সংখ্যার পূরক। বি.বিণঃ **-বিংশতি**—১৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-বিংশতিতম**—উনিশ সংখ্যার পূরক। **ঊনা বর্ষা দুনা শীত**—যে বৎসর বৃষ্টি কম হয়, সে বৎসর শীতের প্রাবল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। **ঊনা ভাতে দুনা বল**—পেটে একটু জায়গা রাখিয়া খাইলে ভাল হজম হয়, ফলে শক্তি বাড়ে।

ঊনিশ—উনিশ-এর বানানভেদ।

উরা, ঊরা—ক্রিঃ অবতীর্ণ বা আবির্ভূত হওয়া ('উর তবে, উর, দয়াময়ি বিশ্বরমে': মধু.)। [বাং. √ উর্ (সং. অব + √তৃ) + আ]।

ঊরু—বিঃ মানবদেহের কুঁচকি হইতে হাঁটু পর্যন্ত অংশ, উরত। [সং. √ঋ + উ (ধি) বা √ঊর্ণু + উ (র্ম)]। বিঃ **-স্তম্ভ**—উরুতে জাত দুষ্টব্রণ বা স্ফোটক যাহাতে উরু অবশ হইয়া যায়।

ঊর্জস্বল, ঊর্জস্বী—বিণঃ তেজস্বী; অতি-বলশালী। [সং. ঊর্জস্ + বল, বিন্]।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণমাভ, ঊর্ণনাভি, ঊর্ণনাভি—বিঃ মাকড়সা। [সং. ঊর্ণা, ঊর্ণা + নাভি (বহু.)]।

ঊর্ণা, ঊর্ণা—বিঃ মেষাদি পশুর লোম, পশম, wool। [সং √ ঊর্ণু + অ (র্তৃ) + আ]। বিণঃ **-ময়**—মেষাদির লোম হইতে প্রস্তুত।

ঊর্ধ্ব—(১)বি. উপরের দিক, উপরিভাগ (ঊর্ধ্বে স্থিত); উচ্চতা (ঊর্ধ্বে পাঁচ হাত)। (২)বিণঃ উন্নত, উচ্চ (ঊর্ধ্বকণ্ঠ); উপরিদিকস্থ (ঊর্ধ্বাংশ),

বেণী (ঊর্ধ্বপক্ষে)। [সং. উৎ+ √হা+অ(+ব) (র্তৃ)]। বিণঃ **-গ, -গামী**—উপরদিকে গমনকারী; ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে বা উঁচু হইতেছে এমন। **-গতি** (১)বিণঃ ঊর্ধ্বগামী; (২) বিঃ ঊর্ধ্বে গমন। বিণঃ **-চারী** (-রিন্)—শূন্যে বিচরণকারী; উচ্চাকাঙ্ক্ষী; উচ্চ কল্পনাপ্রবণ। বিণঃ **-তন**—উপরিস্থ। **-দৃষ্টি, -নেত্র**--(১)বিণঃ উলটান দৃষ্টিবিশিষ্ট; শিবচক্ষু, (২)বিঃ উপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি; উদাস দৃষ্টি; যোগদৃষ্টি; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত দৃষ্টি। বিঃ **-দেহ**—মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত শরীর; সূক্ষ্ম দেহ। বিঃ **-পাতন**—রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ, চোলাই। বিণঃ **-বাহু**—হাত উপরে তুলিয়া আছে এমন। বিণঃ **-মুখ**, (কাব্যে) **-মুখীন**—মুখ উপরে তুলিয়া আছে এমন। বিঃ **-রেতা, -রেতাঃ** (-তস্)—শুক্রক্ষয় করে নাই এবং যাহার শুক্র ঊর্ধ্বগামী এমন পুরুষ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ; যোগী; শিব। বিঃ **-লোক**—স্বর্গ। বিণঃ **-শায়ী** (-য়িন্)—চিৎ হইয়া শায়িত। বিঃ **-শ্বাস**—দ্রুতগমনাদির ফলে ঘন ঘন শ্বাস (ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ান)। বিণঃ **-স্থ**—ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

ঊর্বাস্থি—বিঃ স্থুল হাড়, ঊরুর হাড়। [সং. ঊরু+ অস্থি]।

ঊর্মি—বিঃ তরঙ্গ; ঢেউ। [সং. √ঋ+মি (র্তৃ)]। বিঃ **-ভঙ্গ**—সমুদ্রাদির যে তরঙ্গ তটোপরি বা পর্বতগাত্রে আছড়াইয়া পড়ে। বিঃ **-মালী** (-লিন্)—সমুদ্র।

ঊষর—বিণঃ যাহার মাটি লোনা বা ক্ষারময়; অনুর্বর, মরুময়। [সং. ঊষ+র]।

ঊষসী, ঊষা—যথাক্রমে **উষসী** ও **উষা**-র বানানভেদ।

ঊষ্মা (-ষ্মন্)—বিঃ উষ্ণবর্ণ, শ্ ষ্ স্ হ্। [সং. √উষ্+মন্ (র্তৃ)]।

ঊহ--বিঃ অনুমানের সাহায্যে তত্ত্ব-স্থাপন। [সং. ঊহ্+স(ভা)]।

ঊহিনী—বিঃ সমষ্টি (অক্ষৌহিণী) ; [সং.]।

ঊহ্য—বিণঃ অনুক্ত কিন্তু অনুমেয়। [সং. √ঊহ্ +য (র্ম)]।

ঋ

ঋ—বাঙ্গালা ভাষার সপ্তম স্বরবর্ণ। বিঃ **-কার**—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঋ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

ঋক্ (ঋচ্)—বিঃ ঋগ্বেদ; ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্রবিশেষ; গায়ত্রী। [সং. √ঋচ্+ক্বিপ্]।

ঋক্থ—বিঃ ধন; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য ধনসম্পত্তি; মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি। [সং. √ঋচ্+থ (র্ম)]।

ঋক্ষ -বিঃ ভল্লুক; নক্ষত্র। [সং. √ঋক্ষ্+অ বা √ঋষ্+স (র্তৃ)]। বিঃ **-মণ্ডল**—সপ্তর্ষিমণ্ডল, the Great Bear। বিঃ **-রাজ, ঋক্ষেশ**—জাম্ববান্; চন্দ্র।

ঋগ্বেদ—বিঃ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ ([সং. ঋক্+বেদ]।

ঋজু—বিণঃ সোজা, অবক্র; সরল, অকপট (ঋজু মন); সহজ, সহজবোধ্য (ঋজুপাঠ)। [সং. √ঋজ্ +উ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-রেখা**—সরলরেখা।

ঋণ—বিঃ দেনা, ধার, কর্জ। [সং. √ঋ+ত(র্তৃ)]। বিণঃ **-গ্রস্ত, ঋণী** (-ণিন্)—দেনদার, অধমর্ণ, খাতক। বিঃ **-চিহ্ন**—বিয়োগচিহ্ন, '—' এই চিহ্ন, minus। বিঃ **-দাস**—যে ব্যক্তি দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত বা দেনার বিনিময়ে উত্তমর্ণের দাসত্ব করে। বিঃ **-পত্র**—দেনার দলিল, তমসুক, খত, debenture [স. প.]। বিঃ **ঋণিতা**—ঋণগ্রস্ত অবস্থা।

ঋত—(১)বিঃ পরব্রহ্ম; ধ্রুব সত্য। (২)বিণঃ পূজিত; পীড়িত; যথার্থ; দীপ্ত। [সং. √ঋ +ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ.বিঃ **-ম্ভর**—সত্যপালক (পরমেশ্বর)। বি(স্ত্রী): **-ম্ভরা**—সত্যজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি।

ঋতি--বিঃ গমন, গতি। [সং. √ঋ+তি]।

ঋতু—বিঃ প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী বর্ষবিভাগ (অর্থাৎ, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত); স্ত্রীরজঃ। [সং. √ঋ+তু (র্তৃ, ভা)]। বিঃ **-কাল**—যে ষোড়শদিন স্ত্রীলোকের ঋতু থাকে। বিঃ **-পতি, -রাজ**—বসন্তকাল। বিণঃ **-মতী**—রজস্বলা। বিঃ **-স্নান**—ঋতুমতী হওয়ার পর চতুর্থ দিবসে স্নানরূপ সংস্কার।

ঋত্বিক্ (-ত্বিজ্)—বিঃ বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত, যাজক। [সং. ঋতু+ √যজ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

ঋদ্ধ—বিণঃ সমৃদ্ধিযুক্ত, সম্পন্ন। [সং. √ঋধ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **ঋদ্ধি**—সর্বাঙ্গীণ উন্নতি; সমৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি; সৌভাগ্য; সম্পত্তি। বিণঃ **ঋদ্ধিমান্** (মৎ)—সমৃদ্ধ, ধনবান্; ভাগ্যবান্।

ঋভু—বিঃ দেবতা; দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যবিশেষ। [সং. ঋ+ √ভূ+উ (র্তৃ)]।

ঋষভ—বিঃ বৃষ ; (সমাসের উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠ জন (মনুষ্যর্ষভ) ; পর্বতবিশেষ; সঙ্গীতের স্বরসপ্তকের দ্বিতীয় স্বর বা 'রে'-ধ্বনি। [সং. √ঋষ্ + অভ (র্তৃ)]।

ঋষি১—বিঃ বাঙ্গালী চর্মকারজাতি। [হি. রৈসি <রুহিদাস?]।

ঋষি২—বিঃ পরম পরোপকারী ও শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী; মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি, শাস্ত্রপ্রণেতা; বেদমন্ত্রদ্রষ্টা বা রচয়িতা যোগী। [সং. √ঋষ্ + ই (র্তৃ)]। বিণঃ **-কল্প**—ঋষিতুল্য। বিণঃ **-প্রোক্ত**—ঋষিগণ কর্তৃক উক্ত; আর্ষ। বিঃ **-শ্রাদ্ধ**—মৃত ঋষির শ্রাদ্ধ (ইহাতে কেবল কলাপাতাই কাটা হয়, কাহাকেও খাওয়ান হয় না)।

ঋষ্টি—বিঃ রিষ্টি। [সং.]।

ঋষ্য—বিঃ কৃষ্ণসারমৃগবিশেষ; মৃগ। [সং. √ঋষ্ + য (র্ম)]।

ৠ ঌ

ৠ, ঌ—যথাক্রমে অষ্টম ও নবম স্বরবর্ণ। এই বর্ণদ্বয়ের ব্যবহার বাঙ্গালা ভাষায় নাই।

এ

এ১—বাঙ্গালা ভাষায় দশম স্বরবর্ণ।

এ২—(১)অব্যঃ ওহে, হে, ওগো ('এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' : বিদ্যা)। (২)সর্বঃ ইহা ; এই ব্যক্তি প্রাণী বস্তু বা বিষয় (এ কে? এ ভাল নয়)। (৩)বিণঃ এই, সম্মুখবর্তী, নিকটস্থ, আলোচ্য (এ গান, এ পথ, এ ঘটনা)। [সং. এতদ্]। সর্বঃ **এ-ও-তা**—বিবিধ বিষয় বা প্রসঙ্গ ; আজে-বাজে বিষয় বা প্রসঙ্গ। সর্বঃ **এ-ও-সে**—আজে-বাজে লোক বা বিষয় বা প্রসঙ্গ।

এই—(১)বিণঃ সম্মুখবর্তী, নিকটস্থ, আলোচ্য (এই লোকটি, এই গাছটি, এই ঘটনা)। (২)অব্যঃ ওরে (এই ছেলেটা); এখনি, এইমাত্র (এই এলাম); বিরক্তি ভয় বিস্ময়াদিসূচক (এই রে, এই সেরেছে)। (৩)সর্বঃ ইহা (আমি এই চাই)। [বাং এ (সং. এতদ্) + ই (নিশ্চয়ার্থে)]।

এইসা—অব্যঃ এইরূপ, এমন। [হি. ঐসা]।

এও—**এয়ো**-র বানানভেদ।

এওজ, এওয়াজ—বিঃ পরিবর্ত, বিনিময় (এওজ করা)। [আ. এয়াজ]। বিণঃ **এওজী, এউজী, এওয়াজী**—বিনিময়ে প্রাপ্ত (এউজী জমি)।

এ-ও-তা, এ-ও-সে—**এ২** দ্রঃ।

এঃ—অব্যঃ ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতিসূচক ধ্বনি।

এঁ—**ইনি**-র প্রাদে. রূপ।

এঁচড়—**ইঁচড়**-এর কথ্য রূপ।

এঁটুলি, এঁটুল—বিঃ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ (ইহা কুকুর গোরু প্রভৃতির গাত্রে আঁটিয়া থাকিয়া রক্ত-শোষণ করে)। [বাং. আঁটা + উলি, উল]।

এঁটে—**আঁটিয়া**-র কথ্য রূপ।

এঁটেল—বিণঃ আঁটাল; শুষ্কাবস্থায় শক্ত এবং ভিজিলে আঠার মত চট্‌চটে ও পিচ্ছিল হয় এমন (মাটি)। [বাং. আঁটা + আল > এল]।

এঁটো, (বিরল) **এঁঠো**—(১)বিণঃ উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশিষ্ট; রন্ধন-করা সামগ্রীর বা উচ্ছিষ্টের সহিত স্পৃষ্ট (এঁটো পাতা)। (২)বিঃ উচ্ছিষ্ট অন্নাদি; ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যাদি। [সং. উচ্ছিষ্ট]। বিণঃ **-খেকো**—অতি হীন পরমুখাপেক্ষী। **এঁটো পাত কখনও স্বর্গে যায় না**—পরান্নভোজী বা পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি কখনও বড় হইতে পারে না।

এঁড়ী—**এণ্ডী**-র রূপভেদ।

এঁড়ে—(১)বিঃ বৃষ, বলদ। (২)বিণঃ পুরুষজাতীয় (এঁড়ে বাছুর); ষাঁড়ের ন্যায় তীব্রগম্ভীর ধ্বনি-বিশিষ্ট (এঁড়ে গলা); ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের ন্যায় দুর্দমনীয় বা একরোখা (এঁড়ে লোক)। [সং. অণ্ড + বাং. ইয়া > এ]। **এঁড়ে তর্ক**—একগুঁয়ে লোকের যুক্তিহীন তর্ক। ক্রিঃ **এঁড়ে লাগা**—(শিশুদের) অজীর্ণরোগবিশেষে আক্রান্ত হওয়া।

এঁদো, এঁধো—বিণঃ অন্ধকারপূর্ণ, আলো ঢোকে না এমন (এঁদো বাড়ি); অন্ধকার সঙ্কীর্ণ নোংরা ও একমুখ-বন্ধ (এঁদো গলি); পানাপড়া, পঙ্কিল (এঁদো পুকুর)। [সং. অন্ধ > অন্ধুআ]।

এক—(১)বিঃ ১ এই সংখ্যা ; এক ব্যক্তি, একজন (দেশোদ্ধার একের কাজ নহে)। (২)বিণঃ ১ সংখ্যক ; একটিমাত্র; কোনও (একসময়ে) ; পরিপূর্ণ, ভর্তি (একমুখ, একগা, একগাল, একবাড়ি লোক); অভিন্ন, একই (এক দেশে বাস, এক মায়ের সন্তান) ; একত্র, মিলিত, সমবেত ('বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাইবোন এক হউক' : রবীন্দ্র) ; যুক্ত, জোড়করা (দুই হাত এক করা) ; মিশ্রিত (চালে-ডালে এক হয়ে গেছে) ; অদ্বিতীয়, অনন্ত (ঈশ্বর এক ও অভিন্ন);

অবিরাম (একটানা সুর); অন্যতম (রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি)। [সং. √ই+ক (র্তৃ)]। **এক আঁচড়ে**—একবার বা সামান্য একটু দেখিয়া শুনিয়া বা পরীক্ষা করিয়া। বিণঃ **এক-আধ**—অল্পস্বল্প, সামান্য, দুই একবারের অনধিক। বিণঃ **এক-আধটা**—দুই-একটা। বিণঃ **এক-এক**—কোন কোন। **-ক**—(১)বিণঃ সঙ্গিহীন, একাকী; (২)বিঃ সংখ্যার প্রথম অঙ্ক; পরিমাপের মাত্রা, unit। বি.বিণঃ **-কড়া**— **-কড়া১** দ্রঃ। বি.বিণঃ **-কলমী**—সংবাদপত্রে একটিমাত্র কলম (column) বা স্তম্ভ লিখিয়ে। [বাং. এক+ইং. column+বাং. ঈ]। বিণঃ **-কাট্টা—একাট্টা**-র রূপভেদ। বিণঃ **-কালীন**—কেবল একবারে করণীয় বা দেয় (এককালীন চাঁদা), যুগপৎ (এককালীন আক্রমণ); সমসাময়িক (এক-কালীন লোক)। বি.বিণঃ **-খানা**—এক খণ্ড বা টুকরা। বিণঃ **-গলা**—গলা পর্যন্ত ডুবিয়া যায় এমন (একগলা জল)। বিণঃ **-গাছা, -গাছি**—এক-খানা, একটি। বিণঃ **-গাল**—গাল-ভরা (একগাল হাসি); একগ্রাস মাত্র (একগাল খাবার)। বিণঃ **-গুঁয়ে**—একবোখা; অবাধ্য, দুর্দমনীয়। বিণঃ **-গুটি, -গোটা**—একটি। বিণঃ **-ঘরে**—সমাজ-চ্যুত, জাতিভ্রষ্ট। বিণঃ **-ঘেয়ে**—নূতনত্ববর্জিত, ও বিরক্তিকর, monotonous। বিণঃ **-চক্ষুঃ** (**-ক্ষুস্**), (চলিত) **একচক্ষু**—একটিমাত্র নেত্রযুক্ত; এক চোখ কানা (একচক্ষুঃ হরিণ)। বিণঃ **-চত্বা-রিংশ**—চল্লিশের পরবর্তী, ৪১ সংখ্যার পূরক। বি.বিণঃ **-চত্বারিংশৎ, -চল্লিশ**—৪১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-চত্বারিংশত্তম**—৪১ সংখ্যার পূরক। বিণঃ **-চর**—একাকী বিচরণকারী। **-চালা**—(১)বিণঃ একখানি মাত্র চালবিশিষ্ট; (২)বিঃ ঐরূপ চালবিশিষ্ট ঘর। বিণঃ **-চিত্ত**—একমনা, অনন্যচিত্ত। **-চুল**—(১)বিণঃ একগাছি চুলপরিমাণ; (২)ক্রি-বিণঃ লেশমাত্র (একচুল এদিক-ওদিক হওয়া)। বিণঃ **-চেটিয়া, -চেটে**—কেবল এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্ত। বিণঃ **-চোখো**—একচক্ষুবিশিষ্ট; পক্ষপাতদোষদুষ্ট। বিঃ **-চোখোমি**—পক্ষপাতিত্ব। বিণ. ক্রি-বিণঃ **-চোট**—একদফায় প্রচুর; যথেষ্ট। বিণঃ **-চ্ছত্র**, (অশু.)**-ছত্র**—এক শাসকের অধীন ('একচ্ছত্র করিবে ধরণী' : নবীন); সার্বভৌম (একচ্ছত্র অধিপতি)। বিণঃ **-ছুট**—এক প্রস্থ, এক কেত্তা। [বাং. এক+ইং. suit বা set]। ক্রি-বিণঃ **-ছুটে**—এক দৌড়ে। **-জাই**—(১)ক্রি-বিণঃ বারংবার, ক্রমাগত, অবিরাম (একজাই বলা); (২)বিণঃ একত্র, সম্মিলিত, জড় (সকলকে একজাই করা); (৩)বিঃ একুন, মোট হিসাব (বৎসরের আয়ব্যয়ের একজাই)। বিণঃ **-জোট**—একত্র, দলবদ্ধ। বিঃ **-জ্বর**—উপশম হয় না এমন জ্বর। বিণঃ **-জ্বরী** (-রিন্)—অবিরাম জ্বরভোগী (একজ্বরী অবস্থা)। **-টা, -টি, -টী**,—(১)বিণঃ ১ সংখ্যক; একমাত্র, একের অনধিক (একটা পয়সাতেই হবে); নির্দিষ্ট কোনও এক (একটা পরামর্শ আছে); অনির্দিষ্ট যে-কোন (একটা হলেই হল), (২)ক্রি-বিণঃ একবার (দরখাস্তটায় একটা সই কর না)। **একটা-কিছু**—(১)বিণঃ বর্তমান কিন্তু অ-প্রকাশিত কিছু (প্রস্তাবটায় একটা-কিছু খুঁত আছে)। (২)বিঃ যে কোন বস্তু বিষয় কাজ প্রভৃতি ('তোরা একটা-কিছু হ' : র. সে.)। বিণঃ **একটা-কোন—একটা-কিছু** (বিণ.)-র অনু-রূপ। বিণঃ **একটা-দুটো, দুটো-একটা**—অল্প। বিণ ক্রি-বিণঃ **-টানা**—একদিকে, অবিরাম, ক্রমাগত। বিণঃ **-টু, -টুকু**—অল্প সামান্য, কিছু। **-টেরে**—(১)বিণঃ ঈষৎ বাঁকা, একপেশে, স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, (২)ক্রি-বিণঃ পৃথক্‌ভাবে, স্বতন্ত্র-ভাবে সরিয়া। বিণঃ **-ঠাঁই**—একস্থানে মিলিত। **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—(১)বিণঃ একটিমাত্র তার-বিশিষ্ট, একমতাবলম্বী (একতন্ত্রী হইয়া কাজ করা), একজনের শাসনের অধীন (একতন্ত্রী রাষ্ট্র); (২)বিঃ একতারা। বিণঃ **-তম**—দুইয়ের অধিক বা বহুর মধ্যে এক। বিঃ **-তরফ**—এক দিক পার্শ্ব বা পক্ষ। বিণঃ **-তরফা**—একপক্ষীয়, কেবল একপক্ষ বিবেচনা করিয়া কৃত, ex-parte। বিণঃ **-তলা**—(বাড়ি সম্বন্ধে) কেবল একটি তলবিশিষ্ট। বিঃ **-তা**—ঐক্য, মিলন; অভিন্নতা। **-তান**—(১)বিঃ একসুরে বাঁধা ধ্বনি, ঐকতান, (২)বিণঃ একসুরে বাঁধা, সমস্বর; একাগ্রচিত্ত। বিঃ **-তারা**—একটিমাত্র তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। বিঃ **-তালা**—সঙ্গীতের দ্বাদশ মাত্রাযুক্ত তালবিশেষ। বি.বিণ. ক্রি-বিণঃ **-তিল—তিল** দ্রঃ। অব্য. ক্রি-বিণ. বিণঃ **-ত্র**—একস্থানে মিলিতভাবে; সমবেত। বিণঃ **-ত্রিত**—(অশু.)—সমবেত, মিলিত; একত্রীকৃত। বিণঃ **-ত্রিংশ**—ত্রিশের পরবর্তী, ৩১ সংখ্যার পূরক। বি. বিণঃ **-ত্রিংশৎ, -ত্রিশ**—৩১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-ত্রিংশত্তম**—৩১ সংখ্যার পূরক। বিঃ **-ত্ব**—

অভিন্নতা, একমাত্রতা; ঐক্য। ক্রি-বিণ: -দম—একেবারেই, সম্পূর্ণ, মোটেই [হি. একদম্]। ক্রি-বিণ: -দমে—রুদ্ধশ্বাসে; অতিদ্রুত। অব্য. ক্রি-বিণ: -দা—কোন এক সময়ে বা দিনে। -দৃষ্টি, -দিঠি, -দিঠ—(১)বিণ: একাগ্রদৃষ্টি, স্থির-নেত্র; (২)বি: এক নজর। ক্রি-বিণ: -দৃষ্টে—অপলক চোখে, স্থিরনেত্রে। বি: -দেশ—এক অংশ। বিণ: -দেশদর্শী (-র্শিন্)—অসমগ্রদর্শী, একাংশ মাত্র বিবেচনা করে এমন; অনুদার, সঙ্কীর্ণ; অদূরদর্শী; পক্ষপাতদোষদুষ্ট। বি. বিণ: -নবতি—৯১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: -নবতি-তম—৯১ সংখ্যার পূরক। ক্রি-বিণ: -নাগাড়ে—অবিরামভাবে, ক্রমাগত। বিণ: -নিষ্ঠ—মাত্র এক বিষয়ে বা বস্তুতে নিষ্ঠাবান্; একাগ্র। বিণ-(স্ত্রী): -নিষ্ঠা। বি: -পত্নীব্রত—পুরুষের একবার মাত্র দারপরিগ্রহ। বিণ: -পদীকরণ—একাধিক পদকে একপদে পরিণতকরণ বা সমাসবদ্ধকরণ। ক্রি-বিণ. বিণ: -পেট—পেট ভরিয়া, ভরপেট (একপেট খাওয়া, একপেট খাবার)। বিণ: -পেশে—একদিকে ঝুঁকিয়া আছে এমন; পক্ষপাতদোষদুষ্ট। বি. বিণ: -প্রস্থ—এক কেতা, এক সেট। বি: -বচন—(ব্যাক) এক সংখ্যার বাচক পদ, singular number। বিণ: -বয়সী—সমবয়স্ক। বিণ: -বগ্‌গা, (কথ্য.) -বগ্‌গা—একগুঁয়ে। বিণ: -বর্ণ—একরঙা। বিণ: -বস্ত্র কেবল একখানি কাপড় পরিহিত। ক্রি-বিণ: -বাক্যে—একবার শোনামাত্র (এবং বিনা আপত্তিতে বা প্রতিবাদে); সর্বসম্মতভাবে। বি. ক্রি-বিণ: -বার—মাত্র এক দফায়, একের অনধিক বার। বিণ: -বাস—একবস্ত্র। বিণ: -বিংশ—২১ সংখ্যক। বি বিণ: -বিংশতি—২১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: -বিংশতিতম—২১ সংখ্যার পূরক। বিণ: -বিধ—এক রকম; সদৃশ; অভিন্ন। বিণ: -ভাব—একই রকম; সদৃশ; অভিন্ন; একমনা। ক্রি-বিণ: -ভিতে—এক-দিকে, একপাশে। বিণ: -মত—সমমতাবলম্বী। বিণ: -মতাবলম্বী (-ম্বিন্)—এক মতে বিশ্বাসী। বিণ: -মনা, -মনাঃ (-নস্)—একাগ্রচিত্ত। ক্রি-বিণ: -মনে—একাগ্রতার সহিত, নিবিষ্টচিত্তে। বিণ: -মাত্র—কেবল একটি। বিণ: -মুখো—(পথাদি সম্বন্ধে) কেবল একদিকে মুখবিশিষ্ট। বিণ: -মুঠ, -মুঠো, -মুষ্টি—এক মুষ্টিতে যতটা ধরে ততটা। বিণ: -মেটে—খড়ের কাঠামোর উপর একবার মাত্র মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন (প্রতিমাদি)। ক্রি: একমেটে করা—(আল.) কোনও কিছুর প্রাথমিক অংশ করিয়া রাখা, আংশিকভাবে করা। বিণ: -মেবাদ্বিতীয়ম্, -মেবাদ্বিতীয়ং—এক এবং অদ্বিতীয়। ক্রি-বিণ: -যাই—একজাই-র বানানভেদ। ক্রি-বিণ: -যোগে—দলবদ্ধভাবে, সম্মিলিতভাবে। -রকম—(১)-বিণ: একই ধরনের, সমান; (২)ক্রি-বিণ: কোন-রকমে, যেমন-তেমন করিয়া (কাজটা একরকম এগুচ্ছে)। বিণ: -রঙা—মাত্র একটি রঙে রঞ্জিত। বিণ: -রতি, -রত্তি—একরতি পরিমাণ; সামান্য একটু; অতিক্ষুদ্র (একরত্তি ছেলে)। বিণ: -রাশ—স্তূপীকৃত; প্রচুর; প্রচুরপরিমাণ। বিণ: -রূপ—একরকম-এর অনুরূপ। বিণ: -রোখা—এক-গুঁয়ে; ক্রুদ্ধস্বভাব; একদিকে নকশা আছে এমন (বস্ত্রাদি)। বিণ: -লপ্ত—একসঙ্গে বা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত (একলপ্ত জমি)। বিণ: -লেডা—এক-একখানি মাত্র লেড (lead) দিয়া পঙ্‌ক্তিসমূহ পৃথক্ করিয়া মুদ্রিত। বিণ: -শত, (কথ্য.)-শ—১০০ সংখ্যক। বিণ: -শিলা—(পাহাড়াদি সম্বন্ধে) একখানি মাত্র প্রস্তরে গঠিত (পাহাড়াদি)। বি: -শেষ—(বাং.) চূড়ান্ত, আতিশয্য (নাকালের একশেষ); (ব্যাক.) দ্বন্দ্বসমাসের প্রকারভেদ। বি.বিণ: -ষষ্টি—একষট্টি। বিণ: -ষষ্টিতম—৬১-র পূরক। বি বিণ: -সপ্ততি—৭১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: -সপ্ততিতম—৭১-এর পূরক। বিণ: -সহস্র, -হাজার—১০০০ সংখ্যক। -হাত—(১)বিণ: একহস্তপরিমিত (একহাত কাপড়); (২)ক্রি-বিণ: একদফায় প্রচুর পরিমাণে (একহাত নেওয়া অর্থাৎ তিরস্কারাদি করা, এক-হাত দেখান অর্থাৎ ধূর্তামি প্রদর্শন করা)। বিণ: -হৃদয়—অভিন্নহৃদয়, একাত্মা।

একজামিন্—বি: পরীক্ষা। [ইং. examine (*v.*), examination (*n.*)]।

একজিবিশন—বি: প্রদর্শনী। [ইং. exhibition]।

একটিন্., একটীন, একটিং, একটিনি—বিণ: পরিবর্ত, বদলি। [ইং. acting]।

একতার—**এখতিয়ার**-এর রূপভেদ।

* আদিতে এক-যুক্ত যে সব শব্দ পৃথক্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তাহাদের জন্য এক দ্রঃ।

একরার—বিঃ স্বীকার, কবুল। [আ. এক্‌রার]। বিঃ **-নামা**—স্বীকারপত্র।

একল—বিণঃ একক, একাকী, একলা। [সং.]।

একলসেঁড়ে, একলষেঁড়ে—বিণঃ একা থাকিতে ভালবাসে এমন, অসামাজিক, স্বার্থপর। [সং. একল+বাং. ষাঁড়+ইয়া>এ]।

একলা—বিণঃ নিঃসঙ্গ, একক, অসহায়। [সং. একল—তু. হি. অকেলা]।

একলি—বিণঃ (ব্রজ.) একাকী, একাকিনী। [তু. হি. ইকেলী]।

একশা, একসা—বিণঃ একত্র; একাকার; মিলিত, মিশ্রিত। [সং. একশঃ—তু. হি. একসা]।

একশিরা—বিঃ মুষ্করৃদ্ধিরোগ। [দেশী]।

একসপ্রেস—(১)বিণঃ দ্রুতগামী (একসপ্রেস রেলগাড়ি); দ্রুত পৌছানর (ডাক-) ব্যবস্থাযোগে প্রেরিত (একসপ্রেস চিঠি)। (২)বিঃ দ্রুতগামী রেলগাড়ি বা অন্য গাড়ি। [ইং. express]।

একহারা—বিণঃ কৃশ, ছিপ্‌ছিপে; রোগা। [হি. এক্‌হরা]।

একা—বিণঃ নিঃসঙ্গ, একক; কেবল (একা রামে রক্ষা নেই তায় সুগ্রীব দোসর)। [সং. একাকিন্]।

একাংশ—বিঃ একটি অংশ বা ভাগ। [সং. এক+অংশ]।

একাকার—বিণঃ সমাকৃতি; একত্র মিশ্রিত; একশা। [সং. এক+আকার]।

একাকী (-কিন্)—বিণঃ একক, অসহায়। [সং. এক+আকিন্] বিণ(স্ত্রী): **একাকিনী**।

একাক্ষর — বিণঃ একটি মাত্র অক্ষরবিশিষ্ট (একাক্ষর মন্ত্র)। [সং. এক+অক্ষর]। বিণ (স্ত্রী): **একাক্ষরী, একাক্ষরা**।

একাগ্র—বিণঃ অনন্যমনা; একনিষ্ঠ; অভিনিবিষ্ট। [সং. এক+অগ্র]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-চিত্ত**—কেবল একবিষয়ে মনোনিবিষ্ট, অনন্যমনা।

একাঘ্নী—বিঃ (মহাভারতের কর্ণের) মাত্র একজনকে বধ করার শক্তিসম্পন্ন অমোঘ ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। [সং.]।

একাট্টা, এককাট্টা—বিণঃ একত্র, দলবদ্ধ, এক-জোট; একস্থানে মিলিত। [হি. ইকট্‌ঠা]।

একাত্তর—বি.বিণঃ ৭১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একসপ্ততি]।

একাত্মতা—**একাত্মা** দ্রঃ।

একাত্মবাদী (-দিন্)—বিণঃ এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই: এই বৈদান্তিক মতে বিশ্বাসী। [সং. এক+আত্মন্+বাদিন্]।

একাত্মা (-ত্মন্)—বিণঃ একই আত্মা যাহাদের এমন, অভিন্নহৃদয়, একমন। [সং. এক+আত্মন্]। বিঃ **একাত্মতা**।

একাদশ১ (-শন্)—বি.বিণঃ ১১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. এক+দশন্]।

একাদশ২—বিণঃ ১১ সংখ্যার পূরক। [সং. একাদশন্+অ]। **একাদশ বৃহস্পতি**—রাশিচক্রে জন্মলগ্ন হইতে একাদশ বা আয়ের স্থানে বৃহস্পতির অবস্থিতি (ইহা পরম সৌভাগ্যের লক্ষণ)।

একাদশী—(১)বিণ (স্ত্রী): একাদশ বৎসর বয়স্কা। (২)বিঃ তিথিবিশেষ; এই তিথিতে করণীয় উপবাস। [সং. একাদশ+ঈ]।

একাদিক্রমে—ক্রি-বিণঃ আনুপূর্বিকভাবে, আনুক্রমিকভাবে; ক্রমাগত, নিরন্তর, একনাগাড়ে। [সং. এক+আদি+ক্রম+বাং. এ]।

একাধার—বিঃ একই পাত্র। ক্রি-বিণঃ **একাধারে**—একসঙ্গে, একত্রে; মিলিতভাবে। [সং. এক+আধার]।

একাধিক—বিণঃ একের বেশী। [সং. এক+অধিক]।

একাধিকার—বিঃ একচেটে অধিকার, monopoly। [সং. এক+অধিকার]।

একাধিপতি—বিঃ একমাত্র প্রভু; সার্বভৌম নৃপতি; সর্বেসর্বা। [সং. এক+অধিপতি]। বিঃ **একাধিপত্য**—কেবল একজনের প্রভুত্ব; সার্বভৌমত্ব।

একানব্বই, একানব্বুই—বি.বিণঃ ৯১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একনবতি]।

একান্ত—বিণঃ অত্যন্ত, নিতান্ত; নিশ্চিত; নির্জন; নিজস্ব, খাস। [সং. এক+অন্ত]। **একান্ত সচিব**—নিজস্ব বা খাস সেক্রেটারি, private secretary [স. প.]। ক্রি-বিণঃ **একান্তে**—নির্জনে; এক ধারে; গোপনে।

একান্তর—বিণঃ একটির পর একটি করিয়া বাদ দিয়া অবস্থিত, alternate। [সং. এক+অন্তর]।

একান্ন১—বি.বিণঃ ৫১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একপঞ্চাশৎ]।

একান্ন২, একান্নবর্তী—বিণঃ অপৃথগন্ন, এক গৃহস্থালীর অন্তর্ভুক্ত। [সং. এক+অন্ন+বর্তিন্]।

একান্নবর্তী পরিবার—যৌথ পরিবার ; আয়-ব্যয় এবং বিশেষভাবে রন্ধনাদি ও বসবাস এক-সঙ্গে হয় এমন পরিবার।

একাবলী — বিঃ কণ্ঠাভরণবিশেষ ; একাদশ অক্ষরের বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। [সং. এক+আবলী]।

একার১—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'এ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

একার২—বিণঃ কেবল একজনের [বাং. একা+র (৬ষ্ঠী বিভক্তি)]।

একার্থ—বিণঃ সমার্থবোধক ; একই অভিপ্রায়-বিশিষ্ট। [সং. এক+অর্থ]।

একাশি, একাশী—বি.বিণঃ ৮১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. **একাশীতি**]।

একাশীতি—বি.বিণঃ ৮১ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **একাশীতিতম**—৮১ সংখ্যার পূরক। [সং.] ।

একাশ্রয়, একাশ্রিত—বিণঃ কেবল একজনের শরণাপন্ন, অনন্যগতি। [সং. এক+আশ্রয়, আশ্রিত]।

একাসন—(১)বিঃ একমাত্র আসন (একাসনে উপবিষ্ট)। (২)বিণঃ আসন বদল করে না বা অন্য আসন নাই এমন। [সং. এক+আসন]।

একাহার—বিঃ সারা দিনে-রাত্রে একবার মাত্র ভোজন। বিণ.বিঃ **একাহারী (-রিন্)**—সারা দিনে-রাত্রে একবার মাত্র ভোজনকারী।

একাহিক—বিণঃ একদিনমধ্যে সম্পাদ্য। [সং. এক+অহন্+ইক]।

একি—অব্যঃ (আশ্চর্যবোধক শব্দ) ইহা কেমন, এ কিরূপ (একি কথা, একি সাজ)। [বাং. এ (=ইহা)+কি]।

একিদা—বিঃ বিশ্বাস ; ঈশ্বরে বা ধর্মে বিশ্বাস। [আ. আকীদহ্ =ধর্মবিশ্বাস]।

একীকরণ—বিঃ সমানকরণ ; একত্রে স্থাপন বা মিশ্রণ। [সং. এক+ঈ (চ্বি)+ √কৃ+অন (ভা)]। বিণঃ **একীকৃত**—একীকরণ করা হইয়াছে এমন।

একীভবন—বিঃ এক হওয়া ; সমান অবস্থা প্রাপ্তি ; একত্রে স্থাপিত বা মিশ্রিত হওয়া। [সং. এক+ঈ (চি)+ √ভূ+অন (ভা)]।

একীভাব—বিঃ ঐক্য ; এক হওয়া। [সং. এক +ঈ (চ্বি)+ √ভূ+অ (ভা)]।

একীভূত—বিণঃ সমান অবস্থাপ্রাপ্ত ; একত্র স্থাপিত বা মিশ্রিত। [সং. এক+ঈ (চি)+ √ভূ+ত (র্ম)]।

একুন—বিঃ মোট, সমষ্টি, সাকল্য। [দেশী]।

একুশ—বি.বিণঃ ২১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একবিংশতি]। বিঃ **একুশে**—মাসের একুশ তারিখ।

একে১—সর্বঃ ইহাকে। [বাং. এ (=ইহা) + কে (২য়া বিভক্তি)]।

একে২—(১)সর্বঃ এক ব্যক্তি (একে চায় আরে পায়) ; এক বস্তুকে ('ভাবে একে আর' : ভা. চ.); এক বস্তুতে বা ব্যক্তিতে (একেই হইবে)। (২)ক্রি-বিণঃ একপক্ষে, একদিকে (একে মূর্খ, তায় অহঙ্কারী)। [সং. এক+ বাং. এ]। ক্রি-বিণঃ **একে-একে**—একের পর এক, পর-পর। **-বারে**—(১)বিণ-বিণঃ সম্পূর্ণ-রূপে (একেবারে মরা)।

একেলা—**একলা**-র রূপভেদ।

একেলে—বিণঃ বর্তমান কালের ; আধুনিক রুচি-ও-চালচলনসম্পন্ন। [বাং. একাল+ইয়া >এ]।

একেশ্বর—(১) বিঃ একমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু। (২) বিণঃ সার্বভৌম ; সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন ; একক ; একেলা। [সং. এক+ঈশ্বর]। বি. বিণ (স্ত্রী): **একেশ্বরী**। বিঃ **-বাদ**—ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় : এই দার্শনিক মত। বিণ.বিঃ **-বাদী (-দিন্)**—একেশ্বরবাদ মানে এমন (ব্যক্তি)।

একোদ্দিষ্ট—বিণঃ একজন মৃতকে উদ্দেশ করিয়া (অন্যান্য পূর্বপুরুষকে বাদ দিয়া) শ্রাদ্ধবিশেষ। [সং.এক+উদ্দিষ্ট]।

একোন—বিণঃ এক কম এমন (একোনবিংশতি)। [সং. এক+ঊন]।

এক্কা—বিঃ ঘোড়াদ্বারা চালিত দুই চাকার গাড়ি-বিশেষ। [হি. এক্কা]।

এক্কা-দোক্কা—বিঃ বালিকাদের বহিরঙ্গন ক্রীড়া-বিশেষ। [<এক-দুই ?]।

এক্তেয়ার—**এখতিয়ার**-এর রূপভেদ।

এক্ষণ—বিঃ এই মুহূর্ত বা সময়। [বাং. এ (=এই)+সং. ক্ষণ]। ক্রি-বিণ **এক্ষণে**—এই সময়ে বা মুহূর্তে, এখনই ; বর্তমানে।

এক্সচেঞ্জ—বিঃ বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিনিময় ; মুদ্রা-বিনিময় ; যে স্থানে ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিনিময়াদি হয়। [ইং. exchange]।

এক্সপ্রেস—**একসপ্রেস**-এর বানানভেদ।

এখতিয়ার—বিঃ ক্ষমতা, অধিকার (এখতিয়ার থাকা, এখতিয়ারে থাকা। [আ. ইখ্‌তিয়ার]।

এখন—(১)ক্রিঃ-বিণঃ এই সময়ে ; বর্তমানকালে, অধুনা, সম্প্রতি ; এবার, এই অবস্থায় (বড় যে গালি দেও, এখন কি হবে ?) ; এতক্ষণে, এত পরে (এখন বুঝি খেয়াল হল ?) ; পরে কোন সময় (করব এখন)। (২) বিঃ এই সময়, বর্তমান কাল (এখন গ্রীষ্মকাল)। (৩) অব্য (সমু.): (নূতন বাক্যসূচনায়) আসলে (এখন, সে ছিল ডাকাত)। [বাং. এ (=এই)+খন (=সং. ক্ষণ]। বিণঃ **-কার**—বর্তমানের, ইদানীন্তন। ক্রি-বিণঃ **-ই এখনি,** (প্রাদে.) **এখ্‌নি**—এই মুহূর্তে। ক্রি-বিণঃ **-ও, এখনো**—বর্তমান সময় পর্যন্ত ; এই অবস্থাতেও ; এই ঘটনা বা যুক্তির পরেও, ইহার পরেও (এখনও কি বলবে তুমি নির্দোষ ?)। বিণঃ **এখন-তখন**—মুমূর্ষু।

এখান—বিঃ এই স্থান, এই জগৎ। [বাং. এ (এই) +খান (সং. স্থান)]। বিণঃ **-কার**—এই স্থানের।

এখ্‌নি—**এখন** দ্রঃ।

এখো—বিণঃ ইক্ষুরসে তৈয়ারি (এখো গুড়)। [বাং. আখ+উয়া<ও]।

এগজামিন—**একজামিন**-এর রূপভেদ।

এগন, এগনো—(১)ক্রিঃ অগ্রসর হওয়া ; সম্মুখে যাওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √এগা (সং. অগ)+আন]। ক্রিঃ **এগিয়ে দেওয়া**—অগ্রে যাইতে বা অগ্রসর হইতে সাহায্য করা ; অন্যের অভীষ্টলাভের সুযোগ সৃষ্টি করা।

এগার, এগারো—বি. বিণঃ ১১ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. একাদশন্]। বিঃ **-ই**—মাসের এগার তারিখ।

এগ্‌নো, এগ্‌নো, এগোন—**এগন**-র রূপভেদ।

এজন্য, এজন্যে—অব্যঃ ইহার জন্য ; এই কারণে। [বাং. এই+জন্য]।

এজমালি—বিণঃ একাধিকজনের অধিকারভুক্ত, যৌথ (এজমালি সম্পত্তি)। [আ. ইজ্‌মাল্]।

এজলাস—বিঃ আদালত, বিচারালয়। [ফা. ইজ্‌লাস্]।

এজাহার—বিঃ ফৌজদারী ঘটনা-সম্বন্ধে থানায় প্রদত্ত বিবৃতি। [আ. ইজাহার্]।

এজেন্ট—বিঃ (শাসকের ব্যবসায়ীর বা অপর কাহারও) প্রতিনিধি, উকিল ; প্রধান কর্মচারী (জাহাজের এজেন্ট)। [ইং. agent]।

এজেন্সি—বিঃ (শাসকের ব্যবসায়ীর বা অপর কাহারও) প্রতিনিধিত্ব ; এজেন্টের অধিকার কাজ বা দফ্‌তর। [ইং. agency)।

এঞ্জিন, এঞ্জিনিয়ার—যথাক্রমে **ইঞ্জিন** ও **ইঞ্জিনিয়ার**-এর রূপভেদ।

এটর্নি, (বর্জি.) **এটর্নী**—বিঃ আমমোক্তার, বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী ; এক শ্রেণীর আইন-জীবী। [ইং. attorney]।

এটা—সর্বঃ (তুচ্ছার্থে) এই বস্তু জন্তু বা ব্যক্তি। [বাং. এ+টা]।

এটি—সর্বঃ (আদরার্থে) এই বস্তু ব্যক্তি বা প্রাণী। [বাং. এ+টি]।

এটে, এটেল, এডভান্স—যথাক্রমে **এঁটে, এঁটেল** ও **অ্যাডভানস**-এর রূপভেদ।

এড়া১—ক্রিঃ ছাড়া, নিক্ষেপ করা ('মন্ত্র পড়ি রাবণ শেলপাট এড়ে' : কৃত্তি.)। [সং √হেড়্+বাং আ]।

এড়া২—ক্রিঃ পরিহার করা, বর্জন করা, অতিক্রম করা ; অমান্য করা। [সং. √হেড়্+বাং. আ]। ক্রিঃ **এড়াইয়া যাওয়া**—জড়াইয়া যাওয়া (কথা এড়াইয়া যাওয়া)। **-ন, -নো**—(১)বিণঃ পরিহার করা বা অতিক্রম করা বা অমান্য করা হইয়াছে এমন , জড়ান (এড়ান কথা) ; (২)বিঃ পরিহার , নিষ্কৃতি, ছাড়ান।

এডিটর, এডিটার—বিঃ সংবাদপত্রাদির সম্পাদক। [ইং. editor]। বিঃ **এডিটরি**—এডিটরের কাজ।

এড়ো—বিণঃ একপেশে, আড়, কাত , বিস্তারের দিকস্থ। [বাং. আড়+উয়া>ও]।

এন্ডা—বিঃ ডিম , অত্যন্ত ছোট ছেলে বা মেয়ে বা সন্তান। [সং. অণ্ড]। ক্রি-বিণ.বিণঃ **এন্ডায়-গন্ডায়**—গোঁজামিল দিয়া বা গোঁজামিলপূর্ণ। বিঃ **এন্ডাবাচ্চা**—অত্যন্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা সন্তানের দল।

এণ্ডি, এণ্ডী—বিঃ (আসামে উৎপন্ন এরণ্ডপত্র-ভোজী কীটজাত) তসরবিশেষ। [সং. এরণ্ড> এণ্ড+বাং. ই, ঈ]।

এত—বিণ.বিঃ এই পরিমাণ বা সংখ্যক ; এমন অধিক। [সং. এতাবৎ]। বিণঃ **-টুকু**—এইটুকু ; যৎকিঞ্চিৎ, অত্যল্প ; লজ্জা ভয় বা ঘৃণায় সঙ্কুচিত অথবা জড়সড়।

এতৎ—(-তদ্)—সর্ব.বিণঃ ইহা, এই, ইনি, সম্মুখস্থ ব্যক্তি বা বস্তু (এতদ্বিষয়ে, এতদ্দেশে)। [সং. √ই +তদ্ (র্তৃ)]। বিণঃ **-কালীন**—এই সময়ের ;

আধুনিক কালের, ইদানীন্তন। বিণঃ **এতদতিরিক্ত**—ইহার অধিক ; ইহা ব্যতীত। বিঃ **এতদবস্থা**—এই অবস্থা ; এইরূপ অবস্থা। ক্রি-বিণঃ **এতদর্থে**—এই জন্য ; এই মর্মে। বিণঃ **এতদীয়**—এই ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধীয়, এতৎসংক্রান্ত। ক্রি-বিণঃ **এতদুদ্দেশ্যে**—এই অভিপ্রায়ে ; এই জন্য। বিঃ **এতদ্দেশ**—এই দেশ। বিণঃ **এতদ্দেশীয়**—এই দেশের। বিণঃ **এতদ্রূপ**—এইরূপ। বিণঃ **এতদ্ব্যতীত**—ইহা ছাড়া।

এতবার১, এত্‌বার১—বিঃ রবিবার। [আ.এৎৱার—তু সং. আদিত্যবার]।

এতবার২, এত্‌বার২—বিঃ বিশ্বাস, প্রত্যয়। [আ. এতেবার]।

এতহি—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) এই স্থানে, এখানে। [তু. সং. এতস্মিন্]।

এতহুঁ—বিণঃ (ব্রজ.) এই সমস্ত, এতখানি ('এতহু সম্বাদ' : গো.দা.)। [সং. এতাবৎ]

এতাদৃশ, এতাদৃক্ (-দৃশ্)—বিণঃ এই প্রকার, এইরূপ, ঈদৃশ। [সং. এতদ্+ √দৃশ্+অ, ক্বিপ্ (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **এতাদৃশী**।

এতাধিক—বিণঃ ইহার অধিক, ইহা হইতে অধিক। [এত+অধিক]।

এতাবৎ—বিণঃ এতখানি ; এই পর্যন্ত। [সং. এতদ্+বৎ]।

এতিম, এতীম—বিণঃ অনাথ, মাতাপিতাহীন। [আ. য়তীম]। বিঃ **-খানা**—অনাথ-আশ্রম।

এতে—**ইহাতে**-র কথ্য রূপ।

এতেক—বিণঃ এত, এই সমস্ত, এই পরিমাণ, এই পর্যন্ত ; এইটুকু। [বাং. এত+এক]।

এত্তেলা, এত্তেলা—বিঃ সংবাদ, খবর, নোটিস (notice)। [আ ইৎতলা]।

এথা—অব্য. ক্রি-বিণঃ এইখানে। [সং. অত্র]।

এদানীং—**ইদানীং**-এর বিকৃত রূপ।

এদিক্—বিঃ এই দিক্ ; এই দেশ অঞ্চল বা স্থান ; এই পক্ষ। [বাং. এ (এই)+দিক্]। বি. ক্রি-বিণঃ **এদিক্-ওদিক্**—চারিদিক্ (এদিক্-ওদিক্ হইতে) ; ইতস্ততঃ (এদিক্-ওদিক্ করা)। ক্রি-বিণঃ **এদিকে**—এই দিকে অঞ্চলে বা স্থানে, এখানে ; এই পক্ষে ; এই সঙ্গে, এই অবস্থায়, ইতিমধ্যে (ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, এদিকে বাবুর বিলাসের ধুম)।

এদের—**ইহাদের**-এর বিকৃত রূপ।

এদ্দিন—ক্রি-বিণঃ এত দিন, এত কাল ; এত দীর্ঘ সময়। [বাং. এত+দিন]।

এধার—বিঃ এই ধার (দিক্), এদিক্। [বাং. এই+ধার—তু. হি. ইধর্]। বি. ক্রি-বিণঃ **এধার-ওধার**—এদিক্-ওদিক্ ; চারিদিক্, সর্বত্র ; ইতস্ততঃ। [তু. হি. ইধর্-উধর]।

এনকোর—বিঃ (অভিনয় নৃত্যগীত প্রভৃতি শিল্পকলা) পুনরায় দেখাইবার বা শুনাইবার জন্য অনুরোধ ; বাহবা (শ্রোতৃমণ্ডলী তাহার বক্তৃতা শুনিয়া এন্‌কোর দিতে লাগিল)। [ফ্রে. encore]।

এনজিন, এনজিনিয়ার—যথাক্রমে **ইঞ্জিন** ও **ইঞ্জিনিয়ার**-এর রূপভেদ।

এনতার—বিণঃ অজস্র, দেদার ; অবিরাম। [পো. entaro ; তু. ইং. entire]।

এনামেল—**ইনামেল**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

এনু—ক্রিঃ (কাব্যে বা প্রাদে.) আসিলাম।

এন্‌ট্রান্স্, এন্‌ট্রেন্স্, এন্‌ট্র্যান্স্—বিঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা ; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা। [ইং. Entrance Examination]।

এন্‌ভেলাপ—বিঃ খাম, লেফাপা। [ইং. envelope]।

এন্তাকাল (এন্তেকাল), এন্তাজাম (এন্তেজাম), এন্তাজার (এন্তেজার), এন্তার—যথাক্রমে **ইন্তাকাল, ইন্তিজাম, ইন্তিজার** ও **এনতার**-এর রূপভেদ।

এপ্রিল—বিঃ ইংরেজী চতুর্থ মাস (চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. April]।

এফ.এ.—বিঃ এন্‌ট্রেন্স-এর ঠিক পরবর্তী পরীক্ষা। [ইং. F. A.=First Arts]।

এফোঁড়-ওফোঁড়—**ফোঁড়** দ্রঃ।

এবং (-বম্)—অব্যঃ (মূল সং. অর্থ) এই প্রকার, এমন (এবংবিধ), (বাং.) আর, অধিকন্তু (সাধারণতঃ দুই শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা—তিনি পরীক্ষায় পাস করেছেন এবং বৃত্তিও পেয়েছেন)। [সং. √ই+বম্ (র্তৃ)]। বিণঃ **-বিধ, এবম্প্রকার**—এইরূপ, এই রকম। **এবমস্তু**—এইরূপই হউক।

এবড়োখেবড়ো—বিণঃ অসমান, উঁচু-নিচু, বন্ধুর। [হি. উভড়খাবড়]।

এবরানামা—বিঃ স্ত্রীধনের দাবি পরিত্যাগসূচক স্বীকৃতিপত্র। [আ.]।

এবার—বি. ক্রি-বিণ: এই যাত্রা বা যাত্রায় (এবার হতে শুরু হল ; এবার শুরু হল) ; এখন (এবারে আসি) ; এই বৎসর (এবার ধান সস্তা হবে) ; এই জীবন বা জীবনে। [বাং. এ (এই)+বার]। বিণ: **-কার**—এবারের।

এবে—অব্য. ক্রি-বিণ: (কাব্যে) এক্ষণে।

এম. এ., এম. এস-সি, এম-কম.—বি: যথাক্রমে কলাশাস্ত্র বিজ্ঞান ও বাণিজ্য ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর উপাধি। [ইং. M.A., M.Sc., M. Com.]।

এম.ডি.— বি: চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি। [ইং. M.D.]।

এমত, (অপ্র.) **এমতি**—বিণ. ক্রি-বিণ: এমন, এইরূপ। [বাং. এ (এই)+মত]।

এমন—সর্ব. বিণ. ক্রি-বিণ: এইরূপ, ঈদৃশ। [বাং. এ (এই)+মন]। বিণ: **-তর**—এইপ্রকার।

এম-বি.—বি: চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিবিশেষ। [ইং. M.B.—Bachelor of Medicine]।

এমাম—**ইমাম**-এর রূপভেদ।

এমড়ো-ওমড়ো, এমড়োে-ওমড়োে — ক্রি-বিণ: এদিক্ হইতে ওদিক পর্যন্ত ; আপাদমস্তক, আগাপাস্তলা ; সম্পূর্ণ। [বাং. এ (এই)+মুড়া (=মাথা)+ও (ওই)+মুড়া]।

এযাবৎ—অব্য. ক্রি-বিণ: এখন পর্যন্ত। [বাং. এ (এই)+সং. যাবৎ]।

এয়ার, এয়ারিং—যথাক্রমে **ইয়ার** ও **ইয়ারিং**-এর রূপভেদ।

এয়ো—বিণ.বি: সধবা। [সং. অবিধবা]। বি: **-তঃ, -তি**—সধবার অবস্থা ; সধবার চিহ্ন (শাখা, সিন্দুর প্রভৃতি)। বিণ.বি: **এয়োতী**—সধবা। বি: **এয়ো-স্ত্রী**—সধবা নারী।

এর—**ইহার**-এর কথ্য রূপ।

এরকা—বি: নলখাগড়া ; শরগাছ। [সং. √ই+রক্+আ]।

এরন্ড—বি: ভেরেণ্ডাবৃক্ষ, রেড়িগাছ। [সং.]। বি: **-পত্রিকা**—দন্তীবৃক্ষ। বি: **এরণ্ডা**—পিপ্পলী-গাছ।

এরা—**ইহারা**-র কথ্য রূপ।

এরারুট—**আরারুট**-এর রূপভেদ।

এরূপ— সর্ব.বিণ.ক্রি-বিণ.বিণ.বিণ: এইপ্রকার (এরূপ শুনিনি, এরূপ কথা, এরূপ করে, এরূপ সুন্দর)। [বাং. এ (এই)+রূপ]।

এরে—**সর্ব:** একে, ইহাকে। [বাং. এ+রে (২য়া বিভক্তি)]।

এরোপ্লেন—বি: বিমানপোত। [ইং. aeroplane]।

এল—ক্রি: আসিল। [সং. আয়াত ইল্ল=আইল >এল]।

এলচী—বি: রাজদূত। [তুর্]।

এলবার্ট,—**আলবার্ট**-এর রূপভেদ।

এলবাস—বি: পোশাক। [আ. ইলবাস্]।

এলা১—বি: এলাচ ; এলাচ গাছ। [সং.]।

এলা২—ক্রি: বন্ধনাদি খোলা বা আলগা করা, আলুলায়িত করা (বেণী এলান) ; বিছাইয়া বা ছড়াইয়া দেওয়া (ধান এলান, দেহ এলান) ; অবশ হওয়া (দেহ এলিয়ে পড়েছে)। [সং. আলুলায়িত]।

এলাকা—**ইলাকা**-র চলতি রূপ।

এলাচ, এলাচি—বি: সুগন্ধি মশলাবিশেষ, এলা-গাছের ফল। [সং. এলা]।

এলান (-লো)—বিণ: আলুলায়িত, খোলা, শিথিল, এলো। [বাং. √এলা২+আন]।

এলাম—ক্রি: আসিলাম। [**এল** দ্র:]।

এলাহি (এলাহী), এলেকা, এলেম১—যথাক্রমে **ইলাহী, এলাকা** ও **এল্লাম**-এর রূপভেদ।

এলেম১—**এল্লাম**-এর রূপভেদ।

এলেম২—বি: জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা ; কৌশল, দক্ষতা। [আ. ইল্ম্]। বিণ: **-দার, -বাজ**—বিদ্বান্ ; বুদ্ধিমান্ ; সুচতুর ; কার্যদক্ষ।

এলো১—**এল**-র বানানভেদ।

এলো২—বিণ: এলান, আলুলায়িত (এলো চুল) ; শিথিল (এলো খোঁপা) ; অসংযত, অসম্বদ্ধ (এলো কথা) ; অবাধ, গোলমেলে, বিশৃঙ্খল (এলো বাতাস)। [সং. আকুল]। বিণ.ক্রি-বিণ: **-পাতাড়ি, -থাবাড়ি, এলোবিলি**—বেধড়ক, এলোমেলো, বিশৃঙ্খলভাবে, ক্রমাগত। বিণ: **-মেলো**—অগোছাল, বিশৃঙ্খল ; অসম্বদ্ধ।

এলোপ্যাথি—বি: ইউরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালী-বিশেষ। [ইং. alopathy]।

এলোপাতাড়ি, এলোথাবাড়ি, এলোবিলি, এলো-মেলো—**এলো**২ দ্র:।

এশীয়—বিণ: এশিয়া-মহাদেশীয় ; এশিয়া-মহাদেশে সীমাবদ্ধ। [ইং. Asia+বাং. ঈয়]।

এষণা, এষা১—বি: অন্বেষণ (গবেষণা) ; ইচ্ছা, বাসনা (হিতৈষণা)। [সং. √ ইষ্+অন, অ (ভা)+আ]। বিণ: **এষণীয়**—বাঞ্ছনীয়।

এষা২—বিণ(স্ত্রী): বাঞ্ছিতা ; স্মরণীয়া ; অনুসন্ধানযোগ্যা। [সং. এষা (বাং. বিশেষ অর্থে)]।

এসপার-ওসপার—অব্য.বি: যাহা হয় একটা চরম নিষ্পত্তি ; হয় ভাল নয় মন্দ ; সাফল্য বা বিফলতা। [হি. ইস্‌পার-উস্‌পার]।

এসরাজ—বি: সেতার ও সারঙ্গীর মিশ্রণে তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [আ. ইস্‌রার্]।

এসিড—**অ্যাসিড**-এর রূপভেদ।

এসেন্স—বি: গন্ধসার। [ইং. essence]।

এস্টেট—বি: জমিদারি ; তালুক ; ভূ-সম্পত্তি। [ইং. estate]।

এস্তেহার, এস্তেমাল — যথাক্রমে **ইশ্‌তিহার** ও **ইস্তামাল**-এর রূপভেদ।

এহেন—বিণ: এই রকম, এমন। [বাং. এ২ + হেন]।



ঐ১—একাদশ স্বরবর্ণ।

ঐ২—(১) বিণ: সেই, উল্লিখিত, সম্মুখস্থ (ঐ বিষয়, ঐ লোকটা)। (২) অব্য: অদূরে, ওখানে, দূরে কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে ('ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' : রবীন্দ্র) ; সম্বোধন স্মরণ খেদ ইত্যাদি সূচক ধ্বনি (ঐ ছেলেটা, শোন ; ঐ দেখ ভুলে গেছি ; ঐ যা—কি হল !)। [সং. অদস্]।

ঐক—বিণ: একার্থবোধক, একার্থপ্রতিপাদক ; এক-সম্বন্ধীয়। [সং. এক + অ]।

ঐকতান, (অশু.) ঐক্যতান—বি: বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমস্বর বাদ্য, কনসার্ট (concert), মিলিত স্বর। [সং. একতান + অ (ভা)]।

ঐকপত্য—বি: একাধিপত্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা। [সং. একপতি + য (ভা)]।

ঐকপদ্য—বি: একপদতা ; বহু পদের একার্থবোধকত্ব সম্পাদন। [সং. একপদ + য (ভা)]।

ঐকবাক্য—বি: একবাক্যতা ; সমোক্তি ; একমত অবলম্বন। [সং. একবাক্য + অ (ভা)]।

ঐকমত্য—বি: মতের মিল বা অভিন্নতা। [সং. একমত + য (ভা)]।

ঐকরাজ্য—বি: একাধিপত্য, চক্রবর্তিত্ব। [সং. একরাজ + য (ভা)]।

ঐকল্য—বি: এককত্ব। [সং. একল + য (ভা)]।

ঐকাগ্র্য—বি: একাগ্রতা ; এক বিষয়েই আসক্তি। [সং. একাগ্র + য (ভা)]।

ঐকাত্ম্য—বি: একাত্মতা, ঐক্য, অভেদ। [সং. একাত্মন্ + য (ভা)]।

ঐকান্তিক—বিণ: আত্যন্তিক, প্রগাঢ়, একনিষ্ঠ। [সং. একান্ত + ইক (ভা)]। বি: -তা।

ঐকার—বি: ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঐ' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

ঐকাহিক—বিণ: একদিন ব্যাপিয়া স্থায়ী বা একদিন অন্তর হয় এমন (ঐকাহিক জ্বর)। [সং. একাহ + ইক]।

ঐক্য, (অশু.) ঐক্যতা—বি: একতা, মিল, একত্ব, অভিন্নতা। [সং. এক + য (ভা)]।

ঐক্ষব—বিণ: ইক্ষুজাত ; ইক্ষুসম্বন্ধীয়। [সং. ইক্ষু + অ]।

ঐচ্ছিক—বিণ: ইচ্ছানুযায়ী ; ইচ্ছাধীন, optional, (তু. **আবশ্যিক**), ইচ্ছাসম্পর্কিত। [সং. ইচ্ছা + ইক]।

ঐছন, ঐছে—যথাক্রমে **অইছন** ও **অইছে**-র বানানভেদ।

ঐতরেয়—বি: ইতরাপুত্র মহীদাসনামক ঋষি ; ঐতরেয় মুনিদ্বারা কৃত ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থবিশেষ। [সং. ইতরা + এয়]।

ঐতিহাসিক—বিণ: ইতিহাসজ্ঞ ; ইতিহাস-সংক্রান্ত ; ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য (ঐতিহাসিক ঘটনা)। [সং. ইতিহাস + ইক]।

ঐতিহ্য—বি: কিংবদন্তী, বিশ্রুতি ; পরম্পরাগত কথা বা প্রথা, tradition। [সং. ইতিহ + য]।

ঐন্দ্র—বিণ: ইন্দ্র-সম্বন্ধীয়। [সং. ইন্দ্র + অ]।

ঐন্দ্রজালিক — (১) বিণ: ইন্দ্রজালবিদ্যায় বা ভোজবাজীতে পারদর্শী ; ইন্দ্রজালসম্বন্ধীয়। (২) বি: জাদুকর। [সং. ইন্দ্রজাল + ইক]।

ঐন্দ্রিয়িক — বিণ: ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয়, প্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়ের বিষয় এমন। [সং. ইন্দ্রিয় + ক]।

ঐমত—বিণ: ঐরূপ। [ঐ২ + মত১]।

ঐরাবত—বি: সমুদ্রমন্থনে উত্থিত দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হস্তী। [সং. ইরাবৎ + অ]।

ঐরূপ—(১) সর্ব: ঐপ্রকার বিষয় বা বস্তু (ঐরূপ আর দেখি নাই)। (২) বিণ: ঐপ্রকার (ঐরূপ বুদ্ধি)। (৩) ক্রি-বিণ: ঐপ্রকারে (ঐরূপ দৌড়াইয়ো না)। (৪) বিণ-বিণ: ঐপ্রকারের, অমন (ঐরূপ রঙীন)। [বাং. ঐ + রূপ]।

ঐশ, ঐশিক, ঐশ্বর, ঐশ্বরিক—বিণ: ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ; ঈশ্বরের ; ঈশ্বরকৃত। [ঈশ + অ, ইক, ঈশ্বর + অ, ইক]। বিণ(স্ত্রী): **ঐশী** (ঐশীশক্তি)।

ঐশ্বর্য—বিঃ ধনসম্পত্তি, বিভব ; মহিমা ; ঈশ্বরত্ব, প্রভুত্ব ; যোগলব্ধ শক্তি, বিভূতি। [সং. ঈশ্বর+য (ভা)] বিঃ **-গর্ব**—ধনগর্ব, টাকার গরম। বিণঃ **-বান্** (-বৎ), **-শালী** (-লিন্)—ঐশ্বর্যের অধিকারী। বিণ(স্ত্রী): **-বতী, -শালিনী**।

ঐষীক—বিঃ মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বের অন্তর্গত পর্ববিশেষ। [সং. ইষীকা+অ]।

ঐসন, ঐসে—যথাক্রমে **অইছন** ও **অইছে**-র রূপভেদ।

ঐহলৌকিক—বিণঃ ইহলোক-সম্বন্ধীয়। [সং.ইহলোক+ইক]।

ঐহিক—বিণঃ ইহলোক-সম্পর্কিত; ইহলোকের, এ জন্মের। [সং. ইহ+ইক]।

ও

ও১—দ্বাদশ স্বরবর্ণ।

ও২—(১)সর্বঃ অদূরস্থ ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (ও পারবে, ওতেই হবে, ও শুনেছি)। (২)বিণঃ ঐ (ও কথা) ; গত (ও মাসে)। [সং. অসৌ]।

ও৩—অব্যঃ সম্বোধন স্মরণ বিস্ময় অনুকম্পা প্রভৃতি সূচক ধ্বনি (ও রাম; ও, সেই কথা; ও, তাই নাকি !)।

ও৪—অব্যঃ আর (সুখ ও দুঃখ); অধিকন্তু, আরও আবার (সেও আসিবে); মাত্র, পর্যন্ত, এমন কি, মোটেও (নামও শুনি নাই, দেখিও নাই)। [সং. অপি]।

ওআটার পোলো—বিঃ জলমধ্যে ভাসন্ত বা সন্তরণরত অবস্থায় বলখেলাবিশেষ। [ইং. water-polo]।

ওআড়, ওই—যথাক্রমে **ওয়াড়** ও **ঐ২**-র বানানভেদ।

ওঃ—অব্যঃ বিস্ময় রোষ খেদ যন্ত্রণা অবজ্ঞা প্রভৃতি সূচক অব্যয়।

ওঁ, ওম্—অব্যঃ প্রণব; সকল মন্ত্রের আদ্যবীজ; সকল বর্ণের ভিত্তিভূমি; ঈশ্বরবাচক ধ্বনি বা চিহ্ন; ব্রহ্মের প্রতীক। [সং. অ+উ+ম্]। বিঃ **ওঁকার, ওঙ্কার, ওংকার**—ওঁ এই ধ্বনি।

ওঁচলা—বিঃ খোসা,আবর্জনা, জঞ্জাল। সং. উঞ্ছ> ওঁচ+বাং. লা ?]।

ওঁচা, ওঁছা—বিণঃ অতিশয় নিকৃষ্ট, হীন, খেলো, বাজে; পরিত্যক্ত। [সং. উঞ্ছ]।

ওঁচান, ওঁচানো—**উঁচান**-র রূপভেদ।

ওঁৎ—**ওত**-এর বানানভেদ।

ওকড়া—বিঃ গুল্মবিশেষ, উহার ফল বা পাতা। [দেশী]।

ওকার—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ও' অক্ষর বা ধ্বনির যোগ।

ওকালতনামা—বিঃ আমমোক্তারনামা, উকিল-নিয়োগ-পত্র, power of attorney। [আ. ৱকালৎ+ফা. নামহ্]।

ওকালতি—বিঃ উকিলের কর্ম বা পেশা; পক্ষ-সমর্থন। [আ. ৱকালৎ]। বিণঃ **ওকালতী**—উকিল-সম্বন্ধীয়, উকিলের।

ওকি—অব্যঃ প্রশ্ন বিস্ময় ভয় ইত্যাদি সূচক ধ্বনি। [বাং. ও২+কি]।

ওকু—**অকু**-র রূপভেদ।

ওকে—**উহাকে**-র কথ্য রূপ।

ওখড়ান (-নো), ওখড়ন (-নো)—**উখড়ান**-র রূপভেদ।

ওখদ—বিঃ (অপ্র.) ঔষধ। [সং. ঔষধ]।

ওখান—বিঃ ঐ স্থান, অদূরবর্তী বা উল্লিখিত স্থান, সেখান। [বাং. ও (=ঐ)+খান (সং. স্থান)]। বিণঃ **-কার**—ঐ স্থানের।

ওগয়রহ—অব্যঃ ইত্যাদি, অপরাপর, অন্য সকল। [ফা. ৱগয়রহ্]।

ওগরান (-নো), ওগরন (-নো)—**উগরন**-র রূপভেদ।

ওগরা১—বিঃ চাল-ডাল একত্র সিদ্ধ করা খাদ্য-বিশেষ। [দেশী]।

ওগরা২, ওগলা—**উগরা**-র চলিত রূপ।

ওগো—অব্যঃ সম্বোধনসূচক ধ্বনি। [দেশী]।

ওঙ্কার—**ওঁ** দ্রঃ।

ওচান (-নো), ওছি, ওছিয়তনামা—যথাক্রমে **উঁচান, অছি** ও **অছিয়তনামা**-র রূপভেদ।

ওজঃ (জস্)—বিঃ তেজ, বল ; সাহিত্যাদি রচনার গুণ-বিশেষ ; দীপ্তি। [সং. √ওজ্+অস্(পে,ভা)]।

ওজন—বিঃ তৌল, ভারের পরিমাণ বা পরিমাপ; গুরুত্ব; ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা (নিজের ওজন বোঝা)। [আ. ৱজন্]। বিঃ **-দর**—তৌল-হিসাবে নির্ধারিত মূল্য (সংখ্যাহিসাবে নহে)।

ওজর—বিঃ আপত্তি; অজুহাত, ছল। [আ. উজর্]।

ওজস্বল—বিণঃ তেজস্বী, বলবান। [সং. ওজস্+বল]।

ওজস্বী (-স্বিন্)—বিণঃ বলবান্, তেজস্বী, ওজো-

গুণবিশিষ্ট, উদ্দীপক (ওজস্বী বাক্য); দীপ্তিমান্। [সং. ওজস্+বিন্]। বিণ(স্ত্রীঃ) **ওজস্বিনী**। বিঃ **ওজস্বিতা**।

ওজু—অজু-র রূপভেদ।

ওজোগুণ—বিঃ রচনার চিত্তোদ্দীপনকারী বৈশিষ্ট্য বা সমাসবাহুল্যাদি গুণ যাহাতে উহা জমকাল হয়। [সং. ওজস্+গুণ]।

ওজোন—বিঃ অম্লজান-সার। [ইং. ozone]।

ওঝা — বিঃ সর্পবিষ-চিকিৎসক ; ভূতগ্রস্তের চিকিৎসক ; ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। [সং. উপাধ্যায়]।

ওটকান (-নো)—**উটকান**-র চলিত রূপ।

ওট(সার)কিশাত—**উঠকিশাত**-র চলিত রূপ।

ওটা—সর্বঃ ঐ বস্তু বা বিষয়টা; উহা [বাং. ও+টা]।

ওঠবন্দী, ওঠা—যথাক্রমে **উঠবন্দী** ও **উঠা**-র চলিত রূপ।

ওড়না—বিঃ স্ত্রীলোকের পাতলা চাদর বা উত্তরীয়। [সং. অববেষ্টন]।

ওড়পুষ্প—বিঃ জবাফুল। (বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই শব্দটি সাধারণতঃ প্রচলিত)। [সং. ওড্রপুষ্পম্]।

ওড়ব—বিঃ পাঁচটি স্বরে সম্যক্ প্রকাশ পায় এরূপ রাগ।

ওড়া—**উড়া**-র চলিত রূপ।

ওডিকলোন—বিঃ জার্মানীর কলোন-নগরে প্রস্তুত সুগন্ধ সুরাসারবিশেষ।[ফ্রে.eau-de-cologne]।

ওড়িয়া, উড়িয়া—(১)বিঃ উড়িষ্যাদেশের লোক বা ভাষা। (২)বিণঃ উড়িষ্যাসম্বন্ধীয়। [সং.ওড্র]।

ওড্র—বিঃ উৎকলদেশ, উড়িষ্যা। [সং.]।

ওঢ়া—ক্রিঃ (অপ্র.) বস্ত্রদ্বারা ঢাকা; ধারণ করান; পরিধান করান। [হি. √ওঢ়া]।

ওত—বিঃ শিকারের বা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আত্ম-গোপন করিয়া প্রতীক্ষা। [দেশী]। ক্রিঃ **ওত পাতা**—ঐরূপে প্রতীক্ষা করা।

ওতপ্রোত—বিণঃ সকল স্থানে পরিব্যাপ্ত; পরস্পর জড়িত। [সং. ওত(অন্তর্ব্যাপ্ত)+প্রোত(গ্রথিত)]।

ওতরা, ওতলা—যথাক্রমে **উতরা** ও **উথলা**-র চলিত রূপ।

ওথা—ক্রি-বিণঃ ওখানে, কিঞ্চিৎ দূরবর্তী স্থানে। [বাং. ও২+থা (সং. স্থানে)]।

ওদন—বিঃ অন্ন, ভাত, সিদ্ধ তণ্ডুল। [সং.]।

ওদিক্—বিঃ ঐ বা অপর দিক্ অবস্থা বা পক্ষ। [বাং. ও২+দিক্]।

ওধার—বিঃ ওদিক্। [তু. হি. উধর্]।

ওনাকে—সর্বঃ উঁহাকে। [বাং. ও২—তু. উনি]। সর্বঃ **ওনার**—উঁহার। সর্বঃ **ওনাদের**—উঁহাদের।

ওপড়ান, ওপড়া, ওপর, ওবা—যথাক্রমে **উপড়ান, উপড়া, উপর** ও **উবা**-র চলিত রূপ।

ওম্—ওঁ দ্রঃ।

ওমরাহ্, ওমরা—**উমরা**-র চলিত রূপ।

ওয়াক্—অব্যঃ বমনের অনুকারধ্বনি।

ওয়াকফনামা—বিঃ ধর্ম বা ঈশ্বরের নামে দানপত্র। [আ. ৱাকিফ্+ফা. নামহ্]।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ, ওয়াকিব, ওয়াকেব—বিণঃ অভিজ্ঞ। [আ. ৱাকিফ্]। বিণঃ **-হাল**—অবস্থাসম্বন্ধে অভিজ্ঞ; বর্তমান অবস্থাসম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

ওয়াজিব—বিণঃ ন্যায়সঙ্গত; প্রয়োজনীয়। [আ. ৱাজিব]।

ওয়াটারপোলো — **ওআটারপোলো**-র বানান-ভেদ।

ওয়াড়—বিঃ বালিশ লেপ ইত্যাদির আবরণ বা খোল। [সং. অববেষ্ট]।

ওয়াদা—বিঃ মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়; (কোন ভবিষ্যৎ সময়ে দিবার) প্রতিশ্রুতি। [আ. ৱাদাহ্]।

ওয়াপস—বিঃ ফেরত। [ফা. ৱাপস্]।

ওয়ারিস, ওয়ারিশ—বিঃ উত্তরাধিকারী। [আ. ৱারিস্]। বিঃ **ওয়ারিসান, ওয়ারিশান**—উত্তরাধি-কারিগণ।

ওয়ারেণ্ট—বিঃ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। [ইং. warrant]।

-ওয়ালা১—বি.বিণঃ ব্যবসায়ী, বিক্রেতা (ফল-ওয়ালা), পেশাধারী (ফেরিওয়ালা, পাহারা-ওয়ালা), অধিকারী (বাড়িওয়ালা), যুক্ত, বিশিষ্ট (টাকাওয়ালা লোক) ইত্যাদিসূচক তদ্ধিতপ্রত্যয়-বিশেষ। [হি. ৱালা]। স্ত্রীঃ **-ওয়ালী, উলী**।

-ওয়ালা২—**-আলা১**-র রূপভেদ।

ওয়াসিল, ওয়াশীল—বিঃ পাওনা-আদায়, উসুল। [আ. ৱাসিল্]।

ওয়াস্তা—বিঃ অপেক্ষা, তোয়াক্কা, ভরসা (সে কাহারও ওয়াস্তা করে না); হেতু, জন্য, দরুন (কাহারও ওয়াস্তে বা কিস্‌কা ওয়াস্তে)। [আ. ৱাস্তা]।

ওয়াহাবী— বিণ.বিঃ মুসলমান ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহাব্-এর অনুবর্তী। [আ. ৱহাবী]।

ওয়েটিংরুম—বিঃ রেল-স্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রাম-কক্ষ। [ইং. waiting-room]।

ওয়েস্টকোট—বিঃ ফতুয়াজাতীয় একপ্রকার জামা। [ইং. waistcoat]।

ওর১—বিঃ (বৈ. সা.) অন্ত, সীমা, পার ('রূপের নাহিক ওর': চণ্ডী.)। [হি.]।

ওর২—সর্বঃ ঐ ব্যক্তির, উহার। [সং. অদস্]। সর্বঃ **ওরে**—উহাকে, ঐ ব্যক্তিকে।

ওরফে, ওর্ফে—অব্যঃ অন্য নাম, বনাম; উপ-নাম; ডাকনাম। [আ. উর্ফ্]।

ওরসা—বিণঃ ভিজা, আর্দ্র। [দেশী]।

ওরে—অব্যঃ সম্বোধনসূচক বা বিস্ময়বোধক ধ্বনি। **ওরে বাস্‌রে**—বিদ্রূপ বিস্ময় ভয় প্রভৃতি মনো-ভাবসূচক ধ্বনি।

ওল—বিঃ মানুষের খাদ্য কন্দবিশেষ। [সং]। **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল**—প্রবল দুর্বৃত্তকে দমন করিয়া রাখার জন্য কঠোর শাসন।

ওলকপি—বিঃ মানুষের আহার্য শালগমজাতীয় কন্দবিশেষ। [ইং. kohlrabi]।

ওলট—**উলট**-এর চলিত রূপ।

ওলন১—বিঃ অবতরণ, অবরোহণ। [বাং. √ওল্ অন (ভা)]।

ওলন২—(১)বিঃ লম্বরেখা বা খাড়াই নির্ণয়ার্থ নিচে ভার বাঁধা সুতা, ওলনদড়ি। (২)বিণঃ উল্লম্ব, vertical। [সং. অবলম্ব]।

ওলন্দাজ—বিঃ হল্যাণ্ডের অধিবাসী, ডাচ্। [ফ্রে. Hollandaise]।

-ওলা১—**ওয়ালা**-র রূপভেদ।

ওলা২—বিঃ সাদা চিনির লাড়ু। [দেশী]।

ওলা৩—ক্রিঃ (প্রাদে.) নামা বা নামান। [বাং. √ওল+আ]। বিণ.বিঃ **-ন, নো**—নামান।

ওলাইচণ্ডী—বিঃ বিসূচিকারোগের অধিষ্ঠাত্রী গ্রাম্য দেবীবিশেষ। [বাং. ওলা৩+সং. চণ্ডী]।

ওলাউঠা, ওলাওঠা—বিঃ ভেদবমি, বিসূচিকা-রোগ [বাং. ওলা৩+উঠা]।

ওলান, ওলানো—**ওলা৩** দ্রঃ।

ওলাবিবি—বিঃ ওলাইচণ্ডীকে মুসলমানদের প্রদত্ত নাম। [বাং. ওলা৩+তুর্. বিবি]।

ওলিম্পিক—বিঃ চার বৎসর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা-বিশেষ। [ইং. olympic]।

ওলো—অব্যঃ নারীগণের পরস্পর সম্বোধনবিশেষ; সখীদের পরস্পর আহ্বানধ্বনি। [প্রা. হলা]।

ওল্টা—**উলটা**-র চলিত নাম।

ওষধি, ওষধী—বিঃ মাত্র একবার ফল দিয়াই যে গাছ মারা যায়। [সং. ওষ+ √ধা+ই]। বিঃ **-নাথ, -পতি**—চন্দ্র।

ওষ্ঠ্—**অষ্ঠ্**-এর বানানভেদ।

ওষ্ঠ—বিঃ উপরের ঠোঁট; (বাং.) নিচের বা উপরের ঠোঁট। [সং. √উষ্+থ (র্ম)]। বিঃ **-পুট**—মিলিত ওষ্ঠদ্বয়। বিঃ **-ব্রণ**—ঠোঁটের উপরে উদ্গত বিষফোঁড়া। বিণঃ **ওষ্ঠাগত**—ঠোঁটের নিকটে আগত অর্থাৎ বাহির হইবার মত। বিণঃ **ওষ্ঠাগতপ্রাণ**—মুমূর্ষু; অতিষ্ঠ। বিণঃ **ওষ্ঠা-গতপ্রায়**—প্রায় ওষ্ঠ পর্যন্ত উপস্থিত; বহির্গমনো-দ্যত। বিঃ **ওষ্ঠাধর**—ওষ্ঠ ও অধর, উপরের ও নিচের ঠোঁট। **ওষ্ঠ্য**—(১)বিণঃ ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য (ওষ্ঠবর্ণ); (২)বিঃ ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য বর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ, অর্থাৎ উ ঊ এবং প-বর্গ।

ওস, ওসা—বিঃ হিম, শিশির। [সং. অবশ্যায় > প্রা. ওসাঅ]।

ওসকা—**উসকা**-র চলিত রূপ।

ওসার—বিঃ বিস্তার, প্রস্থ। [সং. প্রসার]।

ওস্তাগর—বিঃ প্রধান বা অতি নিপুণ কারিগর; প্রধান দরজী। [ফা. উস্তাদ্‌গর]।

ওস্তাদ—(১)বিঃ গুরু, শিক্ষক, সঙ্গীতশিক্ষক। (২)-বিণঃ দক্ষ, নিপুণ; (মন্দার্থে) অতিরিক্ত চালাক। [ফা. উস্তাদ্]। **ওস্তাদি, ওস্তাদী**—(১)বিঃ গুরু-গিরি; দক্ষতা; কেরদানি, চালাকি, চালবাজি, বাহাদুরি; (২)বিণঃ ওস্তাদকৃত বা ওস্তাদসম্বন্ধীয়।

ওহাবী—**ওয়াহাবী**-র রূপভেদ।

ওহে—অব্যঃ আহ্বান-ধ্বনি। [সং. অহে]।

ওহো—অব্যঃ স্মরণ বিস্ময় আক্ষেপ প্রভৃতিসূচক ধ্বনি। [সং. অহো]।



ঔ—ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ। বিঃ **-কার**—ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'ঔ' অক্ষর বা ধ্বনি যোগ।

ঔচিত্য—বিঃ উপযুক্ততা, ন্যায্যতা। [সং. উচিত+য (ভা)]।

ঔজ্জ্বল্য—বিঃ উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, প্রখরতা; চাক-চিক্য, চেকনাই। [স. উজ্জ্বল+য (ভা)]।

ঔড়ব—বিঃ পঞ্চস্বরযুক্ত রাগরাগিণীর আলাপ। [সং. ওড়ব+অ]।

ঔৎপাতিক—বিণঃ উৎপাত-সম্বন্ধীয়, উপদ্রবসূচক,

প্রাকৃতিক অমঙ্গলবিশিষ্ট। [সং. উৎপাত+ইক]।

ঔৎসর্গিক—বিণ: উৎসর্গ-সম্বন্ধীয়। [সং. উৎসর্গ +ইক]।

ঔৎসুক্য—বি: উৎসুক ভাব; আগ্রহ; উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। [সং. উৎসুক+য (ভা)]।

ঔদরিক—বিণ: পেটুক; উদরসম্বন্ধীয়। [সং. উদর+ইক]।

ঔদার্য—বি: উদারতা, মহানুভবতা; বদান্যতা। [সং. উদার+য (ভা)]।

ঔদাসীন্য, ঔদাস্য—বি: উদাসীনতা; নির্লিপ্ততা; অনাসক্তি; বৈরাগ্য। [সং. উদাসীন+য (ভা); উদাস+য (ভা)]।

ঔদ্ধত্য—বি: উদ্ধত আচরণ, অশিষ্টতা, অবিনয়; ধৃষ্টতা; দম্ভ। [সং. উদ্ধত+য (ভা)]।

ঔদ্বাহিক—বিণ: বিবাহের দরুন প্রাপ্ত; বিবাহ-সম্বন্ধীয়। [সং. উদ্বাহ+ইক]।

ঔপনিবেশিক—বিণ: উপনিবেশ-সম্বন্ধীয়, উপ-নিবেশে বাসকারী; উপনিবেশ-স্থাপনকারী। [সং. উপনিবেশ+ইক]।

ঔপনিষদ—বিণ: উপনিষৎ-সম্বন্ধীয়; উপনিষদ্-নির্ণীত। [সং. উপনিষদ্+অ]।

ঔপন্যাসিক—(১)বিণ: উপন্যাস-সম্বন্ধীয়। (২)বি: উপন্যাস-রচয়িতা। [সং. উপন্যাস+ইক]।

ঔপপত্তিক—বিণ: উপপত্তি-সম্বন্ধীয়; যুক্তিতর্ক-দ্বারা প্রতিপন্ন, গ্রন্থাদিদ্বারা প্রামাণ্য, প্রামাণিক; সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক। [সং. উপপত্তি+ইক]।

ঔপমিক—বিণ: উপমা-সম্বন্ধীয়; উপমাদ্বারা বর্ণিত। [সং. উপমা+ইক]।

ঔপম্য—বি: সাদৃশ্য, তুল্যতা। [সং. উপমা+য (ভা)]।

ঔপল—বিণ: উপল-সংক্রান্ত; উপলময়; উপলে গঠিত। [সং. উপল+অ]।

ঔপসর্গিক—বিণ: উপসর্গ-সম্বন্ধীয়। [সং. উপসর্গ +ইক]।

ঔপাধিক—বিণ: উপাধি-সম্বন্ধীয়; উপাধিজাত; নামমাত্র; অস্থায়ী। [সং. উপাধি+ইক]।

ঔরং—**আওরং**-এর রূপভেদ।

ঔরস, ঔরস্য—(১)বিণ: নিজের দ্বারা ধর্মপত্নীর গর্ভে উৎপাদিত (সন্তান)। (২)বি: ধর্মপত্নীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র; (বাং.) বীর্য। [সং. উরস্+অ, য]।

ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক—(১)বিণ: অন্ত্যেষ্টি-সম্বন্ধীয়। (২)বি: মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠেয় অগ্নি-সংস্কার শ্রাদ্ধ তর্পণ ইত্যাদি; অন্ত্যেষ্টি। [সং. ঊর্ধ্বদেহ+ইক]।

ঔর্ব$_1$—বি: বাড়বাগ্নি। [সং. উর্ব+অ]।

ঔর্ব$_2$—বিণ: পার্থিব। [সং. উর্বী+অ]।

ঔর্বাগ্নি—বি: বাড়বাগ্নি। [সং. ঔর্ব+অগ্নি]।

ঔষধ—বি: রোগের প্রতিকারক বা প্রতিষেধক দ্রব্য। [সং. ওষধি+অ]। বি: **ঔষধালয়**—ঔষধ-প্রাপ্তির স্থান; ঔষধের দোকান। বি: **ঔষধি** (বাং.)—যে-সকল গাছগাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়; ঔষধ। বিণ: **ঔষধীয়**—ঔষধসম্বন্ধীয়।

ঔষ্ঠ্য—**ওষ্ঠ্য**-এর রূপভেদ।

ক

ক$_1$—বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ। **ক-অক্ষর গোমাংস**—অক্ষরপরিচয়ও নাই এমন অবস্থা।

ক$_2$—ক্রি: (তুচ্ছার্থে) কহ, বল। [বাং. √কহ্]।

ক$_3$—বিণ: কয়, কত (ক-রকম)। [বাং. কয়]।

-ক$_4$, **-কো**—নিষেধাত্মক শব্দকে শ্রুতিমধুর মিনতিপূর্ণ বা জোরাল করিবার জন্য স্বার্থে (কাব্যে বা কথ্য ভাষায়) ব্যবহৃত প্রত্যয়বিশেষ (নাইকো, যেও নাকো)।

কই$_1$—অব্য: কোথায় (জিনিসটা কই?); নৈরাশ্য প্রত্যাশিতের অসদ্ভাব অস্বীকার আদর বিস্ময় ইত্যাদি বুঝাইতে (কই আর হল; কই, দিলে না ত; কই, কে দেখেছে? কই আমার যাদু; কই, দেখি!)। [সং. ক]।

কই$_2$—বি: মৎস্যবিশেষ। [সং. কবয়ী]।

কই$_3$—**কহি**-র কথ্য রূপ (**কহা** দ্র:)। বিণ: **-য়ে** —খুব কথা বলিতে পারে এমন; বক্তৃতাপটু (বলিয়ে-কইয়ে)।

কইলা, (কথ্য) **কইলে**—বি: নবজাত স্ত্রী-বাছুর। [সং. কপিলা]।

কইসন—বিণ: (অপ্র.) কিরূপ। [হি. কৈসন > সং. কীদৃশ]।

কইসর—বি: সম্রাট্, বাদশাহ্। [আ. কয়্‌সর্ > লা. Caesar]।

কউতর (কই-)—**কবুতর**-এর প্রাদে. বিকৃত রূপ।

কওন, কওয়া—যথাক্রমে **কহন** ও **কহা**-র রূপ-ভেদ।

কংগ্রেস—বি: মহাসভা, মহাসম্মেলন; মার্কিন দেশের ব্যবস্থাপক পরিষৎ; ভারতের জাতীয়

মহাসভা। [ইং. congress]। বিণ: **কংগ্রেসী**—ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বা অনুগামী ; কংগ্রেস-সম্বন্ধীয়।

কংস১, কংশ১—বি: শ্রীকৃষ্ণের মাতুল দুরাত্মা মথুরাধিপতির নাম। [সং. √কম্+স, শ (র্তৃ)]। বি: **-হা** (-হন্)—কংসবধকারী, শ্রীকৃষ্ণ।

কংস২, কংশ২—কাঁসা; কাঁসার পাত্র। [সং. √কম্+স, শ (র্ম)]। বি: **কংসকার**—কাঁসার জিনিসপত্র নির্মাতা। বি: **কংসবণিক** (-জ্)—কাঁসারি, কাঁসার জিনিসপত্রের ব্যবসায়ী।

কংসক—বি: হীরাকস। [সং. কংস+ক]।

কংসারি—বি: কংসের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। [সং. কংস +অরি]।

ককা, ককান(-নো)—ক্রি: (প্রধানত: পীড়িতের ও শিশুর) রুদ্ধস্বরে ক্রন্দন করা; আর্তস্বরে কাঁদা; অতিশয় অনুনয়-বিনয় করা (কেঁদে-ককিয়ে)। [সং. √কক্]। বি: **ককানি**—ককানর কাজ বা শব্দ।

ককুদ, ককুৎ (-কুদ্)—বি: ষাঁড়ের কাঁধের ঝুঁটি, অংসকূট, hump। [সং.]।

ককুভ—বি: বৈদিক ছন্দোবিশেষ; রাগিণীবিশেষ; দিক্। [সং.]।

কক্ষ—বি: প্রকোষ্ঠ, কামরা; বাহুমূল, বগল (কক্ষ-পুট); কোমর, কাঁকাল; গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ, orbit (কক্ষচ্যুত নক্ষত্র); (উদ্ভি.) কাণ্ড ও পত্রের মধ্যস্থ কোণ, axil। [সং. √কষ্+স (ণে)]। বিণ: **-চ্যুত, -ভ্রষ্ট**—কক্ষ হইতে বিচলিত পতিত বা বিচ্যুত। বি: **-তল**—গৃহতল, ঘরের মেজে, বগল। বি: **-পুট**—বগল।

কক্ষন (-নো), কক্‌খন (-নো), (অশ.) কক্ষণো—অব্য. ক্রি-বিণ: কখনও, কখনই, কোন সময়েই, কোন কারণেই বা অবস্থাতেই। [বাং. শ্বাসাঘাত-হেতু 'কখন'-শব্দের পরিবর্তিত রূপ]।

কক্ষান্তর—বি: ভিন্ন কক্ষ, অন্য ঘর। [সং. কক্ষ +অন্তর (নিত্য)]।

কখন—অব্য. ক্রি-বিণ: কোন্ সময়ে (কখন যাবে ?); বহুক্ষণ আগে (সে ত কখন চলে গেছে)। [বাং. কোন্+খন]। অব্য. ক্রি-বিণ: **-ই, -ও, কখনো**—কোন সময়েই বা কারণেই বা অবস্থাতেই। অব্য. ক্রি-বিণ: **কখন-কখন, কখন-সখন**—সময়ে-সময়ে; মাঝে-মাঝে।

কঙ্ক—বি: কাকপাখি; বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস-কালে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম। [সং.]।

কঙ্কণ—বি: স্ত্রীলোকদের হাতের অলঙ্কারবিশেষ, কাঁকন, বলয়, খাড়ু। [সং.]।

কঙ্কত—বি: কাঁকুই, চিরুনি; মৎস্যাদির ফুলকা, gills [বি. প.]। [সং.]।

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—বি: চিরুনি। [সং.]।

কঙ্কর—(১)বি: কাঁকর। (২)বিণ: কর্কশ। [সং.]।

কঙ্কাল—বি: অস্থিপঞ্জর, হাড়পাঁজরা, skeleton। [সং. √কন্‌ক্+আল (র্তৃ)]। বি: **-মালী** (-লিন্)—অস্থিমালাধারী রুদ্র, শিব। বি(স্ত্রী): **-মালিনী**—রুদ্রাণী, কালী। বিণ: **-সার** অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে এমন; অতিশয় কৃশ।

কচ১—**কচ্**-এর বানানভেদ।

কচ২—বি: বৃহস্পতির পুত্র ও শুক্রাচার্যের শিষ্য। [সং. √কচ্+অ (র্তৃ)]।

কচ৩—বি: চুল। [সং. √কচ্+অ (র্ম)]।

কচ৪—বি: কলমাদির সূক্ষ্মভাগ, কৎ; জমি ইমারত ইত্যাদির তেরচাভাবে বাহির হইয়া থাকা অংশ। [ফা. কজ্]।

কচটা—ক্রি: চটকান, মাখা। [বাং. চটকা (বর্ণ-বিপর্যয়ের ফলে)]। বি. বিণ: **-ন, -নো**—চটকান, মাখা।

কচড়া—বি: মোটা দড়ি, দড়া। [দেশী]।

কচরমচর, কচরকচর—অব্য: চর্বণের বা তর্ক-বিতর্কের বা গোলমালের অনুকারধ্বনিবিশেষ।

কচলা—ক্রি: (প্রধানত: ধৌত করার সময়ে) রগড়ান, চটকান। বিণ: **-ন, -নো**—রগড়ান, চটকান। বি: **-নি**—রগড়ান, চটকান, রগড়ান বা চটকান জিনিস।

কচা—বি: গাছের কর্তিত সরু ডাল। [দেশী]।

কচাৎ—অব্য: সরস বা নরম জিনিস এক কোপে কাটিবার অনুকারধ্বনিবিশেষ।

কচাল, কোচল—বি: বিরক্তিকর তর্কবিতর্ক, ঝগড়া। [দেশী]। বিণ: **কচালে, কুচুলে**—ঝগড়াটে, কোন্দলপরায়ণ।

কচি—বিণ: অতি কাঁচা; নবজাত; অল্পবয়স্ক (কচি ছেলে); নবীন (কচি বয়স)। [দেশী]।

কচু—বি: মানুষের খাদ্য কন্দবিশেষ; (অবজ্ঞায়) কিছুই না, ঘোড়ার ডিম (সে কচু করবে)। [সং.]। বিণ: **কচু-কাটা**—অবলীলাক্রমে ও সম্পূর্ণরূপে কর্তিত। বি: **কচু-ঘেঁচু**—বাজে শাক-সবজি, অখাদ্য বস্তু; বাজে জিনিস। বি: **-পোড়া**—অখাদ্য বস্তু; কিছুই নহে।

কচুরি, কচুরী—বিঃ লুচি-পুরিজাতীয় খাবার-বিশেষ। [হি. কচৌরী]।

কচুরিপানা—বিঃ অতিবৃদ্ধিশীল জলজ উদ্ভিদ্‌-বিশেষ, water-hyacinth। [বাং. কচুরি (আকারগত সাদৃশ্য)+পানা$_{২}$]।

কচ—অব্যঃ সরস বা নরম জিনিস তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা কাটিবার বা দাঁত দিয়া কামড়াইবার অনুকারধ্বনিবিশেষ। অব্যঃ **-কচ**—ক্রমাগত পেঁচাইয়া কাটিবার বা চিবাইবার অনুকার-ধ্বনিবিশেষ। বিঃ **-কচানি, -কচি**—একটানা কচ্‌কচ্‌ শব্দ; ঝগড়াঝাটি, বকবকানি; তর্ক-বিতর্ক। বিণঃ **-কচে**—চিবাইলে কচ্‌কচ্‌ আওয়াজ হয় এমন।

কচ্ছ—বিঃ সমুদ্রকূলের ভূমি, জলময় ভূমি; গুজরাটের উত্তরে সমুদ্রতীরবর্তী দেশবিশেষ; কাছা, পরিধেয় বস্ত্রের পশ্চাৎ অঞ্চল। [সং.]। বিঃ **-টিকা**—কাছা, কাছুটি; কৌপীন।

কচ্ছপ—বিঃ কাছিম। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **কচ্ছপী**।

কছম—বিঃ প্রকার, রকম। [ফা. কিস্‌ম্‌]।

কছু—অব্যঃ (ব্রজ.) কিছু। [হি. কুছ্‌]।

কজ্জল—বিঃ কাজল, অঞ্জন; কালি, মসী, ভুসা; মেঘ। [সং. কু(কদ্‌)+জল]।

কজ্জলী—বিঃ পর্পটিকা, পারদ-গন্ধকঘটিত কৃষ্ণবর্ণ ঔষধবিশেষ। [সং. কজ্জল+ঈ]।

কজ্জ্বল—বিঃ কাজল, অঞ্জন। [সং. কু(কদ্‌)+√জ্বল+অ (র্তৃ)]।

কঞ্চি—বিঃ বাঁশের ডাল। [তুর. কম্‌চী; অর্বাচীন সং.]।

কঞ্চুক, কঞ্চু—বিঃ বর্ম, কবচ, সাঁজোয়া; কাঁচুলি; জামা; সাপের খোলস। [সং.]।

কঞ্চুকী (-কিন্‌)—বিঃ রাজান্তঃপুরচারী সর্বকার্য-কুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; অন্তঃপুরের নপুংসক বা খোজা প্রহরী; বর্মধারী; সর্প। [সং. কঞ্চুক+ইন্‌]।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী—বিঃ কাঁচুলি, স্ত্রীলোকের স্তনাবরণ। [সং.]।

কঞ্চুল—বিঃ নারীগণের আভরণবিশেষ। [সং.]।

কঞ্জ—বিঃ পদ্মফুল (কঞ্জনয়নী, কঞ্জমুখী)। [সং.]।

কট$_{১}$—**কট্‌**-এর বানানভেদ।

কট$_{২}$—(১)বিণঃ বন্ধকী, নির্দিষ্ট শর্তযুক্ত (কট-কবালা)। (২)বিঃ বন্ধকী তমসুক; কট-কবালা। [দেশী]।

কটক—বিঃ সৈন্যবাহিনী; সেনানিবেশ; শিবির; পর্বতের সানুদেশ। [সং. √কট্‌+অক (র্তৃ)]।

কট-কবালা—বিঃ শর্তযুক্ত কবালা। [কট$_{২}$+আ. কবালা]।

কটকিনা, কটকেনা—বিঃ নিয়মের বাঁধা-বাঁধি (কটকিনা করা); মেয়াদী ইজারা; প্রতিজ্ঞা ('শ্রীরাধার এটি কটকেনা')। [সং. কঠিন]।

কটকী—বিণঃ ওড়িশার কটক জেলায় বা নগরে উৎপন্ন (কটকী জুতা)। [কটক+বাং. ঈ]।

কটমট—বিণঃ কঠিন, নীরস; দুর্বোধ্য (কটমট বিষয়)। বিঃ **কটমটি**—দুর্বোধ্যতা।

কটরকটর, কটরমটর—অব্যঃ শক্ত বস্তু চিবাইবার শব্দ।

কটলেট—**কাটলেট**-এর রূপভেদ।

কটা$_{১}$—**কয়টা**-র চলিত রূপ।

কটা$_{২}$—বিণঃ পিঙ্গলবর্ণ, (অবজ্ঞার্থে) গৌরবর্ণ। [দেশী]। **-চোখ**—(১)বিঃ পিঙ্গলবর্ণ চোখ। (২)বিণঃ বিড়ালাক্ষ। বিণঃ **-সে**—পিঙ্গল আভাযুক্ত; ঈষৎ কটা।

কটাক্ষ, (কাব্যে) **কটাখ**—বিঃ অপাঙ্গদৃষ্টি, আড়দৃষ্টি, বাঁকা বা চোরা চাহনি; পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা, শ্লেষ (কাহারও প্রতি কটাক্ষ করা)। [সং. কট (গমনকারী)+অক্ষি]। বিঃ **-পাত**—বক্রদৃষ্টি; অপাঙ্গদর্শন; শ্লেষ, বক্রোক্তি; বিন্দুমাত্র নজর। ক্রি-বিণঃ **কটাক্ষে**—নিমেষে, অবিলম্বে।

কটাল—বিঃ অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় নদী ও সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস (কটালের বান); জোয়ার। **ভরা কটাল**—অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নদী ও সমুদ্রে পূর্ণজলোচ্ছ্বাস; পূর্ণজোয়ার। **মরা কটাল**—ভাঁটা। [তু. তামি. কডেল=সমুদ্র]।

কটাস্‌, কটাৎ—অব্যঃ শক্ত বস্তু দাঁতদ্বারা একে-বারে কাটিয়া ফেলার শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **কটাস্‌-কটাস্‌**—তীব্র যন্ত্রণার শব্দ; পিঁপড়ার কামড়ের কল্পিত শব্দ।

কটাসে—**কটা$_{২}$** দ্রঃ।

কটাহ—বিঃ কড়াই; রন্ধনপাত্রবিশেষ। [সং.]

কটি$_{১}$—**কটা$_{১}$**-র আদরার্থক বা সংখ্যার অল্পতা-বোধক রূপ।

কটি$_{২}$, কটী—বিঃ কোমর, মাজা, মানবদেহের মধ্যদেশ। [সং.]। বিঃ **-তট, -দেশ**—কোমর। বিঃ **-ত্র, -বন্ধ**—ঘুনসি, কোমরবন্ধ, belt। বিঃ **-বাত, -শূল**—কোমরের বাত বা বেদনা। বিঃ **-বসন, -বাস**—কোমরের কাপড়, পরনের

কাপড় (অর্থাৎ শাড়ি ধুতি)। বিঃ **-ভূষণ**—চন্দ্রহার। **-সূত্র**—ঘুনসি।

কটু—বিণঃ তিতো; ঝাল (কটুরস;) উগ্র, কঠোর (কটুবাক্য); বিস্বাদ (কটু হইয়া যাওয়া)। [সং. √কট্+উ (র্তৃ)]। বিঃ **-কাটব্য**—কড়া কথা, গালমন্দ। বিঃ **-তা,-ত্ব**। বিঃ **-তৈল**—সরিষার তেল। বিঃ **কটূক্তি**—দুর্বাক্য; গালিগালাজ।

কটোরা—বিঃ বাটি; খুরি। [সং.]।

কট্—অব্যঃ শক্ত জিনিস কাটিবার বা কামড়াইবার শব্দ। [সং. √কট্]। অব্যঃ **কট্‌কট্**—কট্ করিয়া কামড়াইলে যেরূপ ব্যথা বোধ হয় সেইরূপ (কান কট্‌কট্ করা)। বিণঃ **কট্‌কটে**—কট্‌কট্ শব্দকারী (কট্‌কটে ব্যাঙ); কঠোর, কর্কশ, মর্মভেদী, নীরস (কট্‌কটে কথা)। অব্যঃ, **কট্‌মট্**—ক্রোধের ভাব প্রকাশ (কট্‌মট্ করে তাকান)। বিণঃ **কট্‌মটে**—নীরস, কঠোর।

কট্টর—বিণঃ চরমপন্থী, আপসবিরোধী (কট্টর বিচ্ছেদকামী)। [হি.]

কঠিন—বিণঃ শক্ত, দৃঢ়; কঠোর, নিষ্ঠুর (কঠিন-হৃদয়); দুরূহ, দুর্বোধ্য (কঠিন পুস্তক); ভীষণ (কঠিন বিপদ); দুরারোগ্য (কঠিন রোগ); সহজে সমাধান করা যায় না এমন (কঠিন সমস্যা বা মামলা)। [সং. √কঠ্+ইন (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **কঠিনা**। বিঃ **-তা -ত্ব, কাঠিন্য**।

কঠোপনিষৎ (-দ্), **কঠোপনিষদ্**—বিঃ কঠ-প্রোক্ত উপনিষদ্‌গ্রন্থ। [সং. কঠ+উপনিষদ্]।

কঠোর—বিণঃ কঠিন, শক্ত, দৃঢ়; নির্মম, পরুষ (কঠোর বাক্য); দুরূহ (কঠোর শাস্ত্র); ভীষণ (কঠোর পরীক্ষা); দুঃসহ (কঠোর পরিশ্রম); শুষ্ক, নীরস। [সং. √কঠ্+ওর (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

কড়১—বিঃ বিবাহকালে কন্যার হাতে ধারণীয় বলয়বিশেষ। [সং. কটক]।

কড়২, কড়া৫—বিঃ মুকুল হইতে বহির্গত প্রথম অবস্থার ফল। [সং. কলি]।

কড়ই—**কড়া২**-র প্রাদে. রূপ।

কড়ক—বিঃ করকচ লবণ। [সং.]

কড়কচ—বিঃ সমুদ্রজাত লবণ, করকচ লবণ। [সং. কড়ক]।

কড়কড়, কড়মড়—অব্যঃ অনুকার শব্দ (মেঘের কড়কড় শব্দ, কঠিন দ্রব্য চিবাইবার কড়মড় শব্দ)। [দেশী]। বিণঃ **কড়কড়ে, কড়মড়ে**—শুষ্ক ও ভঙ্গুর, যাহা চিবাইলে কড়কড় করে। বিঃ **কড়কড়ানি, কড়মড়ানি**—কড়কড় বা কড়মড় শব্দ।

কড়কা—ক্রিঃ ধমকান, ভৎর্সনা করা। বিঃ **-ন, -নো**—ধমকানি, ভৎর্সনা। [সং. কটাক্ষ (?) +বাং. আন—তু. হি. কড়কনা]।

কড়ঙ্গ—বিঃ নারিকেলমালায় প্রস্তুত ভিক্ষাপাত্র-বিশেষ; জলপাত্রবিশেষ। [সং. করঙ্ক]।

কড়চা—বিঃ (বৈ.শা.—সাধারণতঃ পদ্যে লিখিত) ইতিবৃত্ত দিনলিপি জীবনী বা বৃত্তান্ত; প্রজার দেয় খাজনার বিবরণ সম্বলিত হিসাবের বহি। [তু. হি. কড়খা]।

কড়তা—বিঃ দ্রব্যের বিক্রয়কালে পাত্রের বা আধারের ওজন, tare। [দেশী]।

কড়মড়, কড়মড়ানি, কড়মড়ে—**কড়কড়** দ্রঃ।

কড়া১—ধাতুবলয়; বালার ন্যায় হাতল; আংটা। [সং. কটক]।

কড়া২ কড়াই—বিঃ কটাহ, রন্ধনপাত্রবিশেষ। [সং. কটাহ]।

কড়া৩—(১)বিণঃ শক্ত, কঠিন, কঠোর; তীব্র, প্রখর (কড়া তাপ); প্রবল, উগ্র (কড়া মেজাজ); কটু (কড়া কথা); কর্কশ, দুর্ভেদ্য (কড়া চামড়া)। (২)বিঃ চর্মের ঘর্ষণজনিত কাঠিন্য, ঘাঁটা (হাতে কড়া পড়া)। [সং. কঠোর। **-কড়, -ক্কড়**—(১) বিণঃ কঠিন, কঠোর; (২)বিঃ কড়াকড়ি (বেশী কড়াক্কড় ভাল নয়)। বিঃ **-কড়ি, ক্কড়ি,**—বাঁধা-বাঁধি; কঠোর শাসন।

কড়া৪—বিঃ কপর্দক, কড়ি। [সং. কপর্দক—তু. হি. কৌড়ী]। বি. বিণঃ **এককড়া**—অতি তুচ্ছ বা সামান্য পরিমাণ (এককড়া বা এক কড়ার কাজ)। বিঃ **-কিয়া**, (গ্রা.) **-ঙ্কিয়া, -ঙ্কে**—(১ হইতে ১০০) কড়ার হিসাব। বি. **-ক্রান্তি**—**ক্রান্তি** দ্রঃ।

কড়া৫—কড়২ দ্রঃ।

কড়াৎ—অব্যঃ বজ্রপাত বা হাড় ভাঙ্গার অনুকার-শব্দবিশেষ।

কড়ার১—বিণঃ পিঙ্গলবর্ণ। [সং.]।

কড়ার২—বিঃ অঙ্গীকার, শর্ত (কড়ারে আবদ্ধ, কড়ার করা)। [আ. করার্]। বিণঃ **কড়ারী**—অঙ্গীকার-নির্দিষ্ট, শর্তানুযায়ী।

কড়ি১—বিঃ ঘরের ছাদ ধারণের কাঠ বা লোহার আড়কাঠ, আড়া, joist। [সং. কাণ্ড]।

কড়ি২—বিঃ শামুকজাতীয় সামুদ্রিক জীববিশেষের খোল, কপর্দক; অর্থ (বৈভের কড়ি)। বিণঃ **-কপালে**—যাহার অর্থভাগ্য ভাল। [সং. কপর্দক]।

কড়ি৩—বিঃ (সঙ্গীতে) নির্দিষ্ট স্বরের অপেক্ষাকৃত চড়া বা বিবৃত পরদা (কড়ি ও কোমল)। [দেশী]। বিঃ **-অধম**—কড়ির ঈষৎ সংবৃত পরদা।

কড়িয়াল১, কড়িআলা—বিণঃ ধনবান্, অর্থশালী। [বাং. কড়ি+আল, আলা]।

কড়িয়ালি, কড়িয়াল২—বিঃ বলগার কড়া যাহা ঘোড়ার মুখে থাকে। [কড়া৩ দ্রঃ]।

কড়ুয়া—বিণঃ কটু, তীব্র (কড়ুয়া গন্ধ); কড়া (কড়ুয়া তামাক); সরিষা হইতে প্রস্তুত (কড়ুয়া তেল)। [দেশী]।

কড়ে—বিণঃ কনিষ্ঠ, ছোট, ক্ষুদ্র (কড়ে আঙুল)। [সং. কনীয়স্]। **কড়ে আঙুল**—মানুষের হাতের বা পায়ের ক্ষুদ্রতম অঙ্গুলি। **কড়ে রাঁড়ি**—বাল-বিধবা।

কণা, কণ, কণিকা, কণী—বিঃ অতি সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র অংশ, রেণু, গুঁড়া; শস্যের ক্ষুদ্রাংশ, চালের খুদ। [সং.]।

কণাদ—বিঃ বৈশেষিক দর্শন-প্রণেতা মুনিবিশেষ। [সং. কণ+ √অদ্+অ (র্তৃ)]।

কণ্টক—বিঃ কাঁটা; মৎস্যের অস্থি; অন্তরায়, বাধা (সুখের কণ্টক); লজ্জা, কলঙ্ক (কুলের কণ্টক); ক্ষুদ্র শত্রু; রোমাঞ্চ। [সং. √কণ্ট্+অক (র্তৃ)]। বিঃ **-ফল, কণ্টকিফল, কণ্টকীফল**—কাঁটাল; কাঁটালগাছ। বিঃ **-শয্যা**—যন্ত্রণা, অস্বস্তি। বিণঃ **কণ্টকিত** — রোমাঞ্চিত; কণ্টকপূর্ণ। **কণ্টকী** (-কিন্)—(১)বিণঃ কণ্টকযুক্ত; (২)বিঃ খেজুরাদি কাঁটাওয়ালা গাছ; বেউড় বাঁশ; অতিশয় কাঁটা-যুক্ত মৎস্যবিশেষ। বিঃ **কণ্টকোদ্ধার**—কাঁটা দূরী-করণ; বিঘ্ননাশ; শত্রুদমন। **কণ্টকে কণ্টকোদ্ধার**—শত্রু বা দুষ্টের বিরুদ্ধে অপর শত্রু বা দুষ্টকে লেলাইয়া দিয়া দমন করা।

কণ্টকারী—বিঃ ভেষজ বৃক্ষবিশেষ। [সং. কণ্ট-কারী]।

কণ্ট্রাক্টর (-ক্টার)—**কনট্রাকটর**-এর বানানভেদ।

কণ্ঠ—বিঃ গলা, গলদেশ (কণ্ঠভূষণ); স্বরনালী (কণ্ঠরোধ); গলার স্বর (সুকণ্ঠ)। [সং. √কণ্+ঠ (র্তৃ)]। **-গত**—**কণ্ঠাগত**-র অনুরূপ। বিঃ **-নালী, -লি**—গলনালী। বিণঃ **-বদ্ধ, -লগ্ন, -লীন**—আলিঙ্গন করিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া আছে এমন। বিঃ **-ভূষণ**—হার চিক মালা ইত্যাদি গলার গহনা। বিঃ **-মণি**—কণ্ঠে ধারণীয় রত্ন; (আল.) পরম আদরের পাত্র; গলার সম্মুখভাগস্থ উঁচু হাড়, Adam's apple। বিঃ **-রোধ**—শ্বাস-রোধ; কথা বলিবার ক্ষমতা বা প্রতিবাদ করিবার অধিকার বিলোপ (সংবাদপত্রের কণ্ঠ-রোধ)। বিণঃ **-লগ্ন**—গলায় জড়ান। বিণঃ **-স্থ**—কণ্ঠে অবস্থিত; মুখস্থ। বিঃ **-হার**—গলার হার; (আল.) পরম প্রিয় পাত্র বা বস্তু। বিঃ **কণ্ঠা**—গলদেশের দুই পার্শ্বস্থ হাড়, কণ্ঠাস্থি, clavicle। বিণঃ **কণ্ঠাগত** — কণ্ঠ পর্যন্ত আসিয়াছে এমন; বাহির হইতে উদ্যত। **কণ্ঠাগত-প্রাণ**—(১)বিণঃ প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন, মুমূর্ষু; অত্যন্ত ক্লান্ত; (২)বিঃ বাহির হইতে উদ্যত এমন প্রাণ। বিঃ **কণ্ঠাভরণ**—গলার ভূষণ; হার মালা ইত্যাদি। বিঃ **কণ্ঠি**—বৈষ্ণবদের গলার তুলসীর মালা। বিঃ **কণ্ঠি-ধারণ**—বৈষ্ণবদের তুলসীর মালা ধারণ, বৈষ্ণব-ধর্মগ্রহণ। বি.বিণঃ **কণ্ঠিধারী** (-রিন্)—বৈষ্ণব, বৈরাগী। বিঃ **কণ্ঠিবদল** — বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত কণ্ঠিবিনিময়দ্বারা সম্পাদিত বিবাহপ্রথা-বিশেষ। বি. **কণ্ঠী, কণ্ঠিকা**—গলার একনর মালা; কণ্ঠি। বিণঃ **কণ্ঠৌষ্ঠ্য**—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত (**কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ** — ও ঔ ইত্যাদি)। বিণঃ **কণ্ঠ্য**—কণ্ঠসম্বন্ধীয়; কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত (**কণ্ঠ্যবর্ণ** = অ আ ক-বর্গ হ)।

কণ্ডন—বিঃ কাঁড়ান, শস্যাদি ছাঁটিয়া তুষ ও অনু-রূপ পদার্থ নিষ্কাশন। [সং. √কণ্ড্+অন (ভা)]। বিঃ **কণ্ডনী**—মুষল; উখলি।

কণ্ডু—বিঃ চুলকানি; কণ্ডূ; মুনিবিশেষ। [সং. √কণ্ড্+উ (ভা)]।

কণ্ডূ—বিঃ চুলকানি, খোস-পাঁচড়া। [সং. √কণ্ডূ +ক্বিপ্ (ভা)]। বিঃ **-তি**—কণ্ডূ; (আল.) ব্যবহারের জন্য ব্যগ্রতা (হস্তকণ্ডূতি, কণ্ঠকণ্ডূতি)। বিঃ **-য়ন**—কণ্ডূতি; চুলকান। বিণঃ **-য়মান**—চুলকাইতেছে এমন।

কৎ—বিঃ কলমের মুখ, কচ।

কত—(১)বিণঃ কি পরিমাণ, কয়টা, কয়জন (কত দুধ? কত আম? কত লোক?); বহু (কত লোকেই ত জানে)। (২)ক্রি-বিণঃ বহু পরিমাণে (কত বললাম তবু শুনল না)। (৩)বিঃ বহু বস্তু (কত এল, কত গেল)। (৪)সর্বঃ পূর্বো-ল্লিখিত বস্তুর কি পরিমাণ (তোমার কত চাই?)। [বাং. কি বা কে (সং. কিম্)+ত]। **কত করিয়া**—কি দরে (কত করিয়া কিনিলে?); বহু অনুনয়বিনয় করিয়া (তাহাকে কত করিয়া বলিলাম); বহু চেষ্টার ফলে (কত করিয়া পাস

করিয়াছি)। -**ক**—(১)বিণঃ কিছু পরিমাণ (কতক জল, কতক মানুষ); (২)ক্রি-বিণঃ অংশতঃ (বইখানা কতক পড়েছি)। (৩)সর্বঃ পূর্বোল্লিখিত বস্তু বা ব্যক্তির কিছু অংশ (আমগুলির কতক টক)। (৪)বিঃ কিছুপরিমাণ লোক (দেশের কতক অর্ধাশনে থাকে)। **কত কি**—নানারকম (কত কি খাবার); অবর্ণনীয় বা অভাবনীয় অনেক প্রকার বস্তু বা ব্যাপার (কত কি দেখেছি, কত কি ঘটিবে)। -**ক্ষণ**—(১)বিঃ কিছু সময়; বহু ক্ষণ; (২)ক্রিঃ কত সময় পূর্বে (কতক্ষণ এসেছ ?); কিছু সময় ধরিয়া (কতক্ষণ নীরব রহিল)। -**দূরে**—(১)বিঃ কিছু দূর; বহু দূর; (২)ক্রি-বিণঃ কিছু দূরে; কত দূরে। -**কত না**—অবর্ণনীয়রূপে বহু বা বহু পরিমাণে (কত না দুঃখ, কত না কেঁদেছি)। ক্রি-বিণঃ -**বার**—(প্রশ্নে) কয় বার; বারংবার। বিণ. ক্রি.বিণঃ -**মত**—বহু-প্রকার বা বহু-প্রকারে (কতমত চেষ্টা, কতমত করে দেখেছি)। বিণঃ -**শত**—অসংখ্য (কতশত লোক)। বিণঃ -**হুঁ**—(ব্রজ.) কতই, বিবিধ, বহু ('চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ' : বিদ্যা.)।

কতবেল, কৎবেল—**কয়েতবেল**-এর রূপভেদ।

কতল—বিঃ শিরশ্ছেদ। [আ. কৎল্]।

কতি—বিণঃ কত। [সং. কিম্+অতি]।

কতিপয়—বিণঃ কয়েকটি, কতকগুলি। [সং. কতি (+প)+অয়]।

কতেক—বিণঃ কত ('কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো' : চণ্ডী.)। [বাং. কত+এক]।

কথক—বিঃ পুরাণের ব্যাখ্যাকারক বা পাঠক; বক্তা। [সং. √কথ্+অক (র্তৃ)]। বিঃ -**ঠাকুর**—যে ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিয়া শোনান বা পুরাণের ব্যাখ্যা করেন। বিঃ -**তা**—কথকের বৃত্তি; পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা।

কথঞ্চন, কথঞ্চিৎ—অব্যঃ কোন রকমে। [সং. কথম্+চন, চিৎ]।

কথন—বিঃ বলা, উক্তি, ভাষণ, বিবৃতি। [সং. √কথ্+অন (ভা)]। বিণঃ **কথনীয়**—কথনযোগ্য, বক্তব্য।

কথা—বিঃ উক্তি, বচন (কথা বলা); বিবৃতি (মন্ত্রীর কথা); গল্প, আখ্যান (রামায়ণের কথা); প্রতিশ্রুতি (কথা রাখা); মত (এ সম্পর্কে আমার কথা হল); কথকতা (আজ জমিদারবাড়িতে কথা হবে); প্রসঙ্গ, বিষয় (কোন কথার অবতারণা); আলাপ (কথা বন্ধ হওয়া); পরামর্শ, প্ররোচনা (কৈকেয়ী মন্থরার কথায় বর চাহিলেন); তুলনা (ধনীর সঙ্গে কার কথা); ব্যাপার (যে-সে কথা নয়); আদেশ, অনুরোধ (কথা রাখা); প্রয়োজন, বাধ্যবাধকতা (একাজ করতে হবে, এমন কি কথা আছে); ওজর, কৈফিয়ৎ (ভুল হলে কোন কথা শুনব না); প্রবাদ (কথায় বলে)। [সং. √কথ্+অ (ভা)++আ]। **কথামাত্র সার**—কেবল কথাই—কাজ নহে; ফাঁকা আওয়াজ; ফাঁকি। **কথায় কথায়**—কথাচ্ছলে; অকারণে বা প্রায়ই (কথায় কথায় ঝগড়া)। **কথার কথা**—সারহীন বা আন্তরিকতাশূন্য কথা। **কথার ধার**—বাক্যের তীব্রতা। **কথার নড়চড়**—প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। ক্রিঃ **কথা কাটা**—কথা এড়ান; প্রতিবাদ করা; (কাহারও বা কোন) কথা অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করা। ক্রিঃ **কথা ফোটা**—(শিশু, পাখি, হতবাক্ ব্যক্তি, প্রভৃতির) মুখে অর্থযুক্ত শব্দ উচ্চারিত হওয়া, কথা বলিতে সমর্থ হওয়া। ক্রিঃ **কথা শোনা**—কথা মান্য করা; উপদেশ বা নির্দেশ মানিয়া চলা; কথকতা শ্রবণ করা; তিরস্কার সহ্য করা (অঙ্ক না হলে বাবার কথা শুনতে হবে)। বিঃ -**কলি**—পৌরাণিক যুদ্ধকাহিনীমূলক ভারতীয় নৃত্যবিশেষ [সং. কথা (=কাহিনী)+কলি (=যুদ্ধ)]। বিঃ **কথা-কাটাকাটি**—বাদ-প্রতিবাদ; বচসা; তর্কবিতর্ক। ক্রি-বিণঃ -**চ্ছলে**—কথাবার্তা বলিতে বলিতে; প্রসঙ্গক্রমে; এক বিষয় আলোচনা করিতে করিতে। বিঃ -**ন্তর**—কথাকাটাকাটি, ঝগড়া; অন্য প্রসঙ্গ; কথার মধ্যে অবকাশ; কথার খেলাপ। ক্রিঃ **কথা পাড়া**—প্রস্তাব করা; প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। বিঃ -**প্রসঙ্গ**—কথাবার্তা, আলাপ, কথার অবতারণা। ক্রি-বিণঃ -**প্রসঙ্গে**—কথায়-কথায়, আলাপ করিতে করিতে। বিঃ -**বার্তা**—আলাপ-আলোচনা। বিঃ -**রম্ভ**—বক্তব্যের বা কাহিনীর আরম্ভ। বিঃ -**শিল্প**—উপন্যাস, গল্প ও গদ্যে লিখিত অন্যান্য রসসাহিত্য। বিঃ -**শিল্পী**—উপন্যাস, গল্প ও গদ্যে লিখিত অন্যান্য রসসাহিত্য প্রণেতা, ঔপন্যাসিক। বিঃ **কথা-সাহিত্য**—গল্প উপন্যাস প্রভৃতি।

আদিতে **কত-যুক্ত** যে সকল শব্দ পৃথক্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য **কত** দ্রঃ।

কথিত—বিণঃ উক্ত ; বর্ণিত ; উচ্চারিত। [সং. √কথ্ +ত (র্ম)]।

কথোপকথন—বিঃ কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ; আলাপন। [সং. কথা+উপকথন]।

কথ্য—বিণঃ বলার যোগ্য বা বলা উচিত এমন ; কথনীয়, বক্তব্য ; সাধারণে বলে এরূপ (কথ্য ভাষা)। [সং. √কথ্ +য (র্ম)]।

কদক্ষর—(১)বিঃ বিশ্রী অক্ষর বা হাতের লেখা। (২)বিণঃ অক্ষর বা হস্তলিপি কুৎসিত এমন। [সং. কু (কৎ)+অক্ষর]।

কদন্ন—বিঃ জঘন্য খাদ্যসামগ্রী। [সং. কু (কৎ)+অন্ন]।

কদভ্যাস—বিঃ মন্দ অভ্যাস। [সং. কু (কৎ)+অভ্যাস]।

কদম১—বিঃ পা, চরণ ; পদক্ষেপ ; অশ্বের গতিভঙ্গিবিশেষ। [আ. কদম্]।

কদম২—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফুল। [সং. কদম্ব]। বিঃ **কদমা**—(কদমফুলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট) একপ্রকার মিঠাই।

কদম্ব—বিঃ কদম গাছ বা ফুল ; সমূহ। [সং.]।

কদর—বিঃ মর্যাদা, সম্মান, আদর, যত্ন। [আ.]।

কদর্থ—বিঃ বিকৃত অসঙ্গত বা ভ্রমাত্মক মানে, কুৎসিত অর্থ। [সং. কু (কৎ)+অর্থ]। বিঃ **-ন, -না**—কদর্থকরণ ; নিন্দা। বিণঃ **কদর্থিত, কদর্থীকৃত**—কদর্থ করা হইয়াছে এমন।

কদর্য—বিণঃ অতিশয় কুৎসিত, জঘন্য, নীচ ; (বিরল) কৃপণ। [সং কু (কৎ)+অর্য]। বিঃ **-তা**।

কদলী, কদল—বিঃ কলা ; কলাগাছ। [সং.]। বিঃ **কদলীকুসুম**—মোচা।

কদাকার—বিণঃ অতিশয় কুৎসিত বা জঘন্য আকৃতিবিশিষ্ট। [সং. কু (কৎ)+আকার]।

কদাচ—অব্য.ক্রি-বিণঃ কখনও ; কখনই ; দৈবাৎ কখনও। [সং. কদাচন]।

কদাচন, কদাচিৎ—অব্য.ক্রি-বিণঃ কোন সময়ে ; দৈবাৎ কখনও, বড় একটা নহে। [সং. কদা+চন, চিৎ]।

কদাচার, কদাচরণ—(১)বিঃ জঘন্য আচরণ। (২)বিণঃ কুৎসিত আচারবিশিষ্ট। [সং. কু (কৎ)+আচার, আচরণ]। বিণঃ **কদাচারী** (-রিন্)—জঘন্য আচরণকারী।

কদাপি—অব্য. কখনও ; কখনই ; কোন এক সময়ে ; কদাচ। [সং. কদা+অপি]।

কদিন, (কথ্য.) **কদ্দিন**—ক্রি-বিণঃ কয়দিন, কতদিন ; অল্প কিছু দিন। [বাং. কয়+দিন]।

কদু—বিঃ লাউ। [দেশী—তু. হি. কদ্দু]।

কদুক্তি—বিঃ অশ্লীল বচন ; দুর্বাক্য, কুকথা। [সং. কু (কৎ)+উক্তি]।

কদুত্তর—বিঃ খারাপ বা অসঙ্গত জবাব ; চোপড়া, মুখে মুখে জবাব। [সং. কু (কৎ)+উত্তর]।

কদুষ্ণ, কবোষ্ণ—বিণঃ ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। [সং. কু (কৎ বা কব)+উষ্ণ]।

কনক—বিঃ স্বর্ণ, সোনা। [সং. √কন্+অক (র্তৃ)]। বিঃ **-চাঁপা**—স্বর্ণকান্তিযুক্ত ফুলবিশেষ। **-চূড়**—(১)বিঃ ধান্যবিশেষ, (২)বিণঃ শীর্ষদেশ স্বর্ণমণ্ডিত এমন ('কনকচূড় মুকুটখানি' : রবীন্দ্র)। বিঃ **-মুকুট**—স্বর্ণনির্মিত মুকুট। বিণঃ **-রঞ্জিত**—সোনার জলে গিল্টি করা হইয়াছে এমন। বিঃ **কনকাচল**—সুমেরু পর্বত ; স্বর্ণময় পর্বত। বিঃ **কনকাঞ্জলি**—হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক স্বর্ণাদি দানবিশেষ, প্রতিমা-নিরঞ্জনের পূর্বে ঐরূপ দানবিশেষ।

কনকন—অব্যঃ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা (দাঁত কনকন করা), তীব্র শীতবোধ। ক্রিঃ **কনকনান** (**-নো**)—কনকন করা। বিঃ **কনকনানি**—কনকন করার অনুভূতি। বিণঃ **কনকনে**—যন্ত্রণা বা অস্বস্তি জন্মায় এমন (কনকনে শীত), তীব্র শীতল (কনকনে হাওয়া)।

কনকাচল, কনকাঞ্জলি—**কনক** দ্রঃ।

কনকানটে—বিঃ রক্তাভ নটেশাকবিশেষ। [?]।

কনট্রাকটর (-টার)—বিঃ ঠিকাদার। [ইং. contractor]। বিঃ **কনট্রাকটরি (-টারি)**—ঠিকাদারি।

কনভোকেশন—বিঃ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বার্ষিক উপাধি-বিতরণ-সভা বা সমাবর্তন-উৎসব। [ইং. convocation]।

কনসার্ট—বিঃ (বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের) ঐকতান। [ইং. concert]। **কনসার্ট পার্টি**—ঐকতানবাদকের দল।

কনস্টেবল, কনস্টবল—বিঃ পাহারাওয়ালা, পুলিশ প্রহরী। [ইং. constable]।

কনিষ্ঠ—বিণঃ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বা ছোট (কনিষ্ঠ অঙ্গুলি); বয়সে সর্বাপেক্ষা ছোট (কনিষ্ঠ পুত্র); অনুজ, পরে জাত (কনিষ্ঠ সহোদর)। [সং. যুবন্ বা অল্প+ইষ্ঠ]। **কনিষ্ঠা**—(১)বিণ(স্ত্রী):

সর্বাপেক্ষা ছোট বা অল্পবয়স্কা, অনুজা; (২)বিঃ কড়ে আঙুল।
কনীনিকা—বিঃ চক্ষুর তারা বা মণি; কড়ে আঙুল; কনিষ্ঠা ভগ্নী। [সং.]।
কনীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ দুইয়ের মধ্যে ছোট বা অল্পবয়স্ক; কনিষ্ঠ; অতি ক্ষুদ্র। [সং. যুবন্ বা অল্প+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **কনীয়সী**।
কনুই—বিঃ বাহু ও হস্তের সংযোগগ্রন্থি। [সং. কফোণি]।
কনে—বিঃ বিবাহের পাত্রী; বিবাহোপযোগ্যা কুমারী, নববধূ। [সং. কন্যা]। বিঃ **-চন্দন**—বিবাহকালে কন্যার মুখমণ্ডল চন্দনদ্বারা চিত্রণ। বিঃ **-বউ**—নববধূ; বালিকাবধূ; কনিষ্ঠা বধূ।
কনেস্টবল—**কনস্টেবল**-এর বানানভেদ।
কন্‌কন্—**কনকন**-এর বানানভেদ।
কন্ট্রোল—বিঃ অন্নবস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ও মূল্যে জনসাধারণের নিকট সরবরাহের জন্য সরকারী ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান। [ইং. control]।
কন্থা—বিঃ কাঁথা। [সং.]।
কন্দ—বিঃ যে উদ্ভিদের প্রধান অংশ মৃত্তিকামধ্যে থাকে(যেমন আলু কচু)। [সং. √কন্দ্+অ(র্ম)]।
কন্দর—বিঃ পর্বতের গুহা। [সং.]।
কন্দর্প—বিঃ মদন, কামদেব। [সং.]।
কন্দল—বিঃ কলহ, বিবাদ; যুদ্ধ; কদলীবৃক্ষ। [সং.]। বিণঃ **কন্দলিয়া**—ঝগড়াটে, কুঁদুলে [সং. কন্দল+বাং. ইয়া]।
কন্দু—বিঃ লৌহময় পাকপাত্র, কড়া, তাওয়া; তন্দুর। [সং. √স্কন্দ্+উ (ধি)]।
কন্দুক, কন্দূক—বিঃ ভাঁটা, বল। [সং. √কন্দ্+উক, ঊক (র্তৃ)]। বিঃ **কন্দুকক্রীড়া**—গোলা লইয়া খেলা, বল লইয়া খেলা।
কন্ধ—বিঃ কাঁধ; মাথা; দেহ, ধড়। [সং. স্কন্ধ]। **-কাটা**—(১)বিঃ কবন্ধ; (২)বিণঃ মস্তকহীন।
কন্ধর—বিঃ গ্রীবা, কাঁধ। [সং.]।
কন্না, কর্না, করনা—বিঃ কর্তব্য কাজ, করণীয় কাজকর্ম। [সং. করণীয়—তু. হি. করনা]।
কন্যকা—বিঃ দশবৎসরবয়স্কা কুমারী; তনয়া, কন্যা। [সং. কন্যা+ক+আ]।
কন্যা—বিঃ দুহিতা, মেয়ে; অবিবাহিতা বা বিবাহোপযোগ্যা কুমারী; বিবাহের পাত্রী; (জ্যোতিষ.) রাশিবিশেষের নাম। [সং. √কন্+য (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-কর্তা** (র্তৃ)—বিবাহে কন্যাপক্ষের অভিভাবক বা কর্মকর্তা। বিঃ **-কাল**—নারীর অবিবাহিত কাল। বিঃ **-দান**—বিবাহে আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রীকে সম্প্রদান; দুহিতার বিবাহ-প্রদান। বিঃ **-দায়**—কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার দায় বা দায়িত্ব। বিঃ **-পণ**—বিবাহকালে পাত্রপক্ষের নিকট পাত্রীপক্ষের প্রাপ্য অর্থ। বিঃ **-পক্ষ**—বিবাহের পাত্রীপক্ষ। বিঃ **-প্রার্থিধ**—সমাজসেবিকা বালিকাদের সঙ্ঘবিশেষের সভ্যা, girl guide [স. প.]। বিঃ **-যাত্র, -যাত্রী**(-ত্রিন্)—বিবাহোপলক্ষে কন্যাপক্ষ হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি।
কপ—**কপ্**-এর বানানভেদ।
কপচা—ক্রিঃ পাখি কর্তৃক বুলি আওড়ান; পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য মামুলি বা শেখা কথা বলা, বকবক করা; ছাঁটা (চুল কপচান)। [?]। **-ন, -নো**—(১)বিণঃ পাখি কর্তৃক উচ্চারিত, পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য কথিত; বকবক করিয়া কথিত; (২)বিঃ কপচানি। বিঃ **-নি**—পাখি কর্তৃক বুলি উচ্চারণ; পাণ্ডিত্য জাহির করিবার উদ্দেশ্যে মামুলি বা শেখা কথা বলা, বকবকানি।
কপট—বিঃ চাতুরী, প্রতারণা, শঠতা, ছল (কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস : ক. ক.)। (২)বিণঃ কৃত্রিম (কপট স্নেহ); ছদ্ম (কপট বেশ); শঠ, প্রতারক, ভণ্ড (কপট বন্ধু)। [সং.]। বিঃ **-তা, কাপট্য**। বিণঃ **-চারী** (-রিন্)—ছদ্মবেশী; ধূর্ত, প্রতারক। বিণঃ **-পটু**—কপটতায় দক্ষ। বিঃ **-প্রবন্ধ**—ছলনা, প্রবঞ্চনা। বিঃ **কপটাচরণ, কপটাচার**—ছলনা। বিণঃ **কপটাচারী** (-রিন্)—কপটাচরণ করে এমন। বিণ(স্ত্রী): **কপটাচারিণী**। বিণঃ **কপটী** (-টিন্)—প্রবঞ্চক, কপটকারী। বিণ(স্ত্রী): **কপটিনী**।
কপনি—বিঃ ল্যাঙ্গট। [সং. কৌপীন]।
কপর্দ—বিঃ শিবের জটা; কড়ি। [সং.]।
কপর্দক—বিঃ শিবের জটা; কড়ি। [সং. কপর্দ+ক (স্বার্থে)]। বিণঃ **-বিহীন, শূন্য, -হীন**—নিঃস্ব।
কপর্দী (-র্দিন্)—বিঃ শিব। [সং. কপর্দ+ইন্]। বি(স্ত্রী): **কপর্দিনী**—পার্বতী।
কপাকপ—**কপ্** দ্রঃ।
কপাট—বিঃ দরজার পাল্লা; আবরণ (মনের কপাট)। [সং.]। **-ক**—হৃৎপিণ্ডের কোটরদ্বয়ের মধ্যস্থ দরজার ন্যায় রক্তনিয়ামক আবরণ, valve [বি.প.]।

কপাটি, কপাটী—বিঃ হা-ডু-ডু খেলা। [হি. কবড্ডী]।

কপাল—বিঃ মাথার খুলি, করোটি; ললাট; (বাং.) ভাগ্য, অদৃষ্ট (কপালে দুঃখ আছে); ভিক্ষাপাত্র; কলসের অর্ধাংশ, খাপরা। [সং. ক+√পাল্+ণিচ্+অ(র্তৃ)]। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—ভাগ্যক্রমে। বিঃ **-জোর**—ভাগ্যের জোর বা অনুকূলতা। বিঃ **জোর-কপাল**—শুভাদৃষ্ট, সৌভাগ্য। বিণঃ **-পোড়া**—হতভাগ্য। বিঃ **-ভৃৎ, -মালী**—শিব। **কপাল ঠুকে কাজে নামা**—ফলাফল ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কাজ আরম্ভ করা। **কপাল ফেরা**—ভাগ্য বা অবস্থার উন্নতি হওয়া। **কপাল ভাঙা**—ভাগ্যহত হওয়া। **কপালে ঘা দেওয়া, কপাল চাপড়ান**—শোক দুঃখ প্রভৃতি প্রকাশ-কালে কপালে আঘাত হানা। **কপালের লেখা**—ভাগ্যলিপি, ভবিতব্য। **কপালের ফের**—অদৃষ্টের বন্ধন।

কপালি—বিঃ চৌকাঠের মাথা বা মাথার কাঠ, ঝনকাঠ; (প্রাদে.) খেজুরগাছের যেখান হইতে রস নির্গত হয়। [বাং. কপাল+ই ?]।

কপালিনী—**কপালী$_2$** দ্রঃ।

কপালিয়া—বিণঃ ভাগ্যবান্। [বাং. কপাল+ইয়া]।

কপালী$_1$—বিঃ বাঙ্গালী জাতিবিশেষ (ধীবর-ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভজাত); শণ-দড়ি প্রস্তুত ও বিক্রয়কারী জাতি। [দেশী]।

কপালী$_2$ (-লিন্)—(১)বিঃ মহাদেব। (২)বিণঃ কপালধারী; (বাং.) ভাগ্যবান্। [সং. কপাল+ইন্]। **কপালিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): কপালধারিণী; (বাং.) ভাগ্যবতী, (২)বিঃ কালিকাদেবী।

কপালে—**কপালিয়া**-র চলিত রূপ।

কপি$_1$—বিঃ বানর, মর্কট। [সং. √কপ্+ই (র্তৃ)]। বিঃ **-কেতন, -ধ্বজ**—অর্জুন (ইঁহার রথ-চূড়ায় হনুমান অবস্থান করিতেন)।

কপি$_2$—বিঃ রচনাদির নকল বা প্রতিলিপি (কপি করা); ছাপাখানায় যে পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মুদ্রণ করা হয়। [ইং. copy]। ক্রিঃ **কপি করা**—নকল করা; প্রতিলিপি প্রস্তুত করা।

কপি$_3$—বিঃ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইবার উপযুক্ত সবজিবিশেষ। [পো. couve]। বিঃ **ওলকপি**—শালগম-জাতীয় ভক্ষ্য কন্দবিশেষ। বিঃ **ফুলকপি**—সুবৃহৎ পুষ্পাকার সবজিবিশেষ। বিঃ **বাঁধাকপি**—কেবল পত্রগঠিত গোলাকার সুবৃহৎ সবজি-বিশেষ।

কপিকন্দুক—বিঃ মাথার খুলি। [সং.]।

কপিকল—বিঃ ভারী দ্রব্যাদি নিম্ন স্থান হইতে উপরে তুলিবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

কপিকেতন—**কপি$_1$** দ্রঃ।

কপিঞ্জল—বিঃ চাতক বা গৌরবর্ণ তিতির পাখি, মুনিবিশেষ। [সং.]।

কপিত্থ—বিঃ কয়েতবেল বা তাহার গাছ (বানরের প্রিয় বিচরণস্থান বলিয়া)। [সং. কপি+√স্থা+অ (ধি)]।

কপিধ্বজ—**কপি$_1$** দ্রঃ।

কপিল—(১)বিণঃ পিঙ্গলবর্ণ। (২)বিঃ পিঙ্গল রঙ; সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা মুনি। [সং. √কপ্+ইল (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **কপিলা**—কপিলবর্ণের গোরু; কামধেনু; স্ত্রী-বাছুর, কইলা।

কপিশ—(১)বিঃ পাঁশুটে বা মেটে রঙ, নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ। (২)বিণঃ মেটে, পাঁশুটে।

কপোত—বিঃ পায়রা। [সং. ক+পোত, বা কব্+ওত]। বি(স্ত্রী): **কপোতী**, (অশু.) **কপোতিনী**। বিঃ **-পালি**—অট্টালিকাদির কার্নিস। বি(স্ত্রী): **-পালী, -পালিকা**—পায়রার খোপ। **-বৃত্তি**—(১)বিঃ কপোতের আচরণ; কপোতের ন্যায় সঞ্চয়রহিত জীবিকা; (২)বিণঃ কপোতের ন্যায় সদ্য আহরণ করিয়া বাঁচিতে হয় এমন; সঞ্চয়-হীন বৃত্তিসম্পন্ন। বিঃ **কপোতারি**—শ্যেন। বিঃ **কপোতেশ্বর**—মহাদেব।

কপোল—বিঃ গণ্ড, গাল। [সং. ক+√পোলি+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কল্পনা**—অবাস্তব কল্পনা; গালগল্প। বিণঃ **-কল্পিত**—মনগড়া।

কপ্—অব্যঃ তাড়াতাড়ি মুখে পুরিবার বা গিলিবার অনুকারশব্দ। অব্যঃ **কপকপ, কপ্‌কপ্**—বারংবার ঐরূপ করিবার শব্দ (কপকপ করিয়া খাওয়া)। অব্য. ক্রি-বিণঃ **কপাকপ**—কপ্‌কপ্ করিয়া (কপাকপ গেলা)।

কফ$_1$—বিঃ জামার হাতা বা আস্তিনের মুখ। [ইং. cuff]।

কফ$_2$—বিঃ দেহাভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ধাতু; শ্লেষ্মা। [সং.]। বিণঃ **-ঘ্ন**—শ্লেষ্মানাশক।

কফণি, কফোণি—বিঃ কনুই। [সং.]।

কফন—বিঃ (মুস.) শবাচ্ছাদন-বস্ত্র। [আ.]।

কফি—বিঃ বীজবিশেষ: ইহার দ্বারা চায়ের ন্যায় পানীয় প্রস্তুত হয়। [ইং. coffee]।

কফিন—বিঃ কবর দিবার পূর্বে মৃতদেহ রক্ষা করিবার আধার বা বাক্স। [ইং. coffin]।

কব১—ক্রিঃ কহিব, বলিব। [বাং. √কহ্]।

কব২—অব্য. ক্রি-বিণঃ (ব্রজ) কখন, কবে। [সং কদা—তু হি. কব্]।

কবচ—বিঃ বর্ম, সাঁজোয়া, তন্ত্রোক্ত বিঘ্ননিবারক মন্ত্র, ঐরূপ মন্ত্রযুক্ত মাদুলি বা তাবিজ। [সং. ক + √বন্চ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-পত্র**—কবচ লিখিবার পত্র, ভূর্জপত্র। **কবচী** (-চিন্)—(১)-বিণঃ কবচধারী; (২)বিঃ চিংড়ি কচ্ছপ ইত্যাদির ন্যায় শক্ত আবরণযুক্ত বা খোলকী প্রাণী, crustacean। [বি. প.]।

কবজ১—বিঃ রসিদ, খত। [আ. কব্জ্]।

কবজ২—বিঃ মাদুলি, তাবিজ। [সং. কবচ]।

কবজা—বিঃ কপাট-যোজক ধাতুনির্মিত পাত; সংযোজক কল যাহার দ্বারা দুইখণ্ড দ্রব্য এমন-ভাবে জোড়া যায় যে তাহাদের সহজে ভাঁজ করা সম্ভব হয়; (আল.) অবাঞ্ছিত প্রভাব। [আ.]। ক্রিঃ **কবজা করা**—আয়ত্তে আনা বা রাখা।

কবজি, কবজী—বিঃ মণিবন্ধ; হাতের কবজা। [বাং. কবজা + ই, ঈ]। বিঃ **-ঘড়ি**—হাতঘড়ি, রিসট-ওয়াচ।

কবন্ধ—বিঃ স্কন্ধকাটা; মস্তকহীন দেহধারী ভূত-বিশেষ; রাহু, ধূমকেতু। [সং.]।

কবয়ি, কবয়ী—বিঃ কইমাছ। [সং.]।

কবর—বিঃ সমাধি, গোর। [আ. কব্র্]।

কবরী—বিঃ খোঁপা; বেণী; নারীদের কেশ-বিন্যাস। [সং. ক + √বৃ + অ + ঈ]।

কবর্গ—বিঃ ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্, এই পাঁচটি বর্ণ।

কবল—বিঃ গ্রাস; কুলকুচা; জবরদখল। [সং.]। বিণঃ **কবলিত, কবলীকৃত**—গ্রাস করা হইয়াছে এমন; ভক্ষিত; গ্রস্ত; জবরদখলীকৃত।

কবলা—ক্রিঃ কবুল করা বা স্বীকার করা বা অঙ্গীকার করা; (সাধারণতঃ ঘুসহিসাবে) দিতে চাওয়া (চোরটা কনস্টেবলকে পাঁচ টাকা কবলাইল)। [আ. কবুল + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)বিণঃ কবুল করা বা স্বীকার করা বা অঙ্গীকার করা হইয়াছে এমন; (ঘুস-রূপে) দিতে চাওয়া হইয়াছে এমন; (২)বিঃ কবুল; স্বীকার; অঙ্গীকার; (ঘুস-রূপে) দিতে চাওয়া।

কবলিত, কবলীকৃত—**কবল** দ্রঃ।

কবহু, কবহুঁ—অব্য. ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) কখনও। [কব২ দ্র.]।

কবাট, কবাটি—যথাক্রমে **কপাট** ও **কপাটি**-র রূপভেদ।

কবালা—বিঃ বিক্রয়ের দলিল। [আ.]।

কবি—বিঃ কবিতা-রচয়িতা; পণ্ডিত, তত্ত্বজ্ঞ; (বাং.) একজাতীয় বাঙ্গালা গান ও তাহার রচয়িতা বা গায়ক। বিঃ **-ওয়ালা**—যে কবিগান গাহে বা লেখে; কবিগানের দলের অধিকারী। বিঃ **কবি-কল্পনা**—কাব্যকারগণের উদ্ভাবনা; মনগড়া বিষয়। বিঃ **-প্রসিদ্ধি**—বর্ণনার ব্যাপারে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত এবং পরবর্তী যুগের কবিগণ কর্তৃক গৃহীত কল্পনা (যথা, সূর্যোদয়ে পদ্মের এবং চন্দ্রোদয়ে কুমুদের প্রকাশ)। **কবির লড়াই**—দুই কবিগানের দলের মধ্যে কবিগানের মাধ্যমে পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা।

কবিতা—বিঃ পদ্যবচনা, শ্লোক, কাব্য। [সং. কবি + তা (ভা)]।

কবিত্ব—বিঃ কবির ভাব; কবিতা রচনা করার শক্তি, ভাবমাধুর্য। [সং. কবি + ত্ব (ভা)]।

কবিলা—বিঃ স্ত্রী, পত্নী। [আ.]।

কবিরাজ—বিঃ কবিশ্রেষ্ঠ, (বাং.) আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য। [সং. কবি + রাজন্]। বিঃ **কবিরাজি**—আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা, কবিরাজের পেশা। বিণঃ **কবিরাজী**—কবিরাজ-সংক্রান্ত বা কবিরাজ-কৃত (কবিরাজী চিকিৎসা)।

কবীরপন্থী—বিণ বিঃ কবীর-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম-মতাবলম্বী। [বাং. কবীর + পন্থা + ঈ]।

কবুতর—বিঃ পায়রা [ফা.—তু. সং. কপোত]। বি(স্ত্রী)ঃ **কবুতরী**।

কবুল—(১)বিঃ স্বীকার (দোষ স্বীকার করা)। (২)বিণঃ স্পষ্ট; দায়িত্ব স্বীকারপূর্বক কৃত (কবুল জবাব); স্বীকার (আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কবুল হওয়া)। [আ.]।

কবুলতি, কবুলতী, কবুলিয়ত—বিঃ স্বীকৃতি-পত্র; প্রজা কর্তৃক জমিদারকে খাজনা দিবার অঙ্গীকারপত্র। [আ. কবুলিয়ৎ]।

কবে১—ক্রিঃ কহিবে, বলিবে। [বাং. √কহ্]।

কবে২—অব্য. ক্রি-বিণঃ কোন্ দিন; কোন্ কালে। [কব২ দ্রঃ]।

কবোষ্ণ—**কদুষ্ণ** দ্রঃ।

কব্য—বিঃ পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোজ্যদ্রব্যাদি। [সং.]।

কব্জা, কব্জি (-জী)—যথাক্রমে **কবজা** ও **কবজি**-র বানানভেদ।

কভু—অব্য. ক্রি-বিণ: (পদ্যে) কখনও, কোন কালে কোনকালেও। [< কবহুঁ]।

কম১—বিণ: কমনীয়, বাঞ্ছনীয়, মনোহর। [সং. √কম্ + অ (র্ম)]।

কম২—বিণ: অল্প; ন্যূন; হীন, পশ্চাৎপদ (সে লাঠিবাজিতেও কম নহে)। [ফা. কম্]। বিণ: **-জোর**—দুর্বল। বি: **-জোরি**—দুর্বলতা। বি: **-তি**—কমের ভাব বা অবস্থা; হ্রাস, অল্পতা। বিণ: **-পোক্ত**—তেমন মজবুত বা পোক্ত নয়; কমজোরি; বিচলিত। বিণ: **-বেশি**—অল্পাধিক। বিণ: **-সম**—অল্পসল্প, একটুআধটু। **কমসে কম**—অন্ততঃ পক্ষে, খুব কম করিয়াও।

কমঠ—বি: কচ্ছপ; সন্ন্যাসীদের জলপাত্রবিশেষ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **কমঠী**—কচ্ছপী।

কমণ্ডলু—বি: সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীদের জলপাত্র-বিশেষ। [সং. ক + মণ্ড + √লা + উ (র্তৃ)]।

কমনীয়—বিণ: মনোরম; বাঞ্ছনীয়; সুন্দর। [সং. √কম্ + অনীয় (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **কমনীয়া**। বি: **-তা**।

কমনে, কম্‌নে—ক্রি-বিণ: (প্রাদে.) কোথায়; কোন্ পথে; কেমন করিয়া ('খাঁচার মধ্যে অচিন্ পাখী কম্‌নে আইসে যায়') [?]।

কমবক্ত, কম্‌বখত্—বিণ: হতভাগ্য। [আ. কম্‌বখ্‌ৎ]।

কমর—**কোমর**-এর রূপভেদ।

কমল—বি: পদ্ম। [সং. কম্ + √অল্ + অ (র্তৃ)]। **কমল-আঁখি**—(১)বিণ: পদ্মের ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট; (২)বি: পদ্মতুল্য (সুন্দর) চক্ষু; পদ্মতুল্য নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি। বি: **-কোরক, -কোষ**—পদ্মের কুঁড়ি। বি: **-পতি**—বিষ্ণু। **-যোনি**—(বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত) ব্রহ্মা। বি: **কমলালয়া, কমলাসনা**—লক্ষ্মীদেবী। বি: **কমলাসন**—ব্রহ্মা।

কমলা—বি: লক্ষ্মীদেবী; দশমহাবিদ্যার অন্যতমা; লেবুজাতীয় সুমিষ্ট ফলবিশেষ (**কমলালেবু**); কমলা বা কমলালেবুর বর্ণের অনুরূপ বর্ণ। [সং. কমল + আ]। বি: **-পতি**—বিষ্ণু।

কমলাকর—বি: পদ্মের উৎপত্তিস্থল; সরোবর। [সং. কমল + আকর]।

কমলাগুঁড়ি—বি: বস্ত্ররঞ্জনকার্যে ব্যবহৃত কাম্পিল্ল-বৃক্ষজাত ফলের চূর্ণ। [সং. কাম্পিল্ল]।

কমলালয়া, কমলাসন, কমলাসনা—**কমল** দ্রঃ।

কমলিনী—বি: পদ্মসমূহ, পদ্মের ঝাড়; পদ্মিনী। [সং. কমল + ইন্ + ঈ]।

কমলেকামিনী—বি: দুর্গার রূপবিশেষ; কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক বর্ণিত কালীদহে দৃষ্টা কমলের উপরে উপবিষ্টা এবং হস্তী গ্রাস ও উদ্গিরণ করিতে নিরতা ভগবতী চণ্ডী।

কমা১—বি: বিরামচিহ্নবিশেষ (,)। [ইং. comma]।

কমা২—(১)ক্রি: হ্রাস পাওয়া, কমিয়া যাওয়া। (২)বি. বিণ: উক্ত অর্থে। [বাং √কম্ + আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: হ্রাস বা কম করা; খাট করা; (২)বিণ: হ্রস্বীকৃত; (৩)বি: হ্রস্বীকরণ।

কমি—বি: কমতি, অল্পতা, হ্রাস। [ফা. কম্ + বাং. ই (ভা)]। বি: **-বেশি**—হ্রাসবৃদ্ধি।

কমিউনিজম—বি: কার্ল মার্কস-এর সমভোগতন্ত্র বা গণসাম্যবাদ। [ইং. communism]। বি. বিণ: **কমিউনিসট**—সমভোগতন্ত্রে বা গণসাম্য-বাদে বিশ্বাসী।

কমিটি—বি: কার্যনির্বাহক সমিতি, পরিচালক সভা; মন্ত্রণাসভা। [ইং. committee]।

কমিশন, কমিসন—বি: ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দস্তুরি, দালালি; অনুসন্ধান-সমিতি, তদন্ত-কমিটি, আয়োগ। [ইং. commission]।

কমিশনার, কমিসনার—বি: বিভাগের শাসক; মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য; অনুসন্ধান-সমিতির সভ্য। [ইং. commissioner]।

কম্প, কম্পন—বি: কাঁপুনি, শিহরণ, স্পন্দন। [সং. √কম্প্ + অ, অন (ভা)]। বিণ: **কম্প-মান**—কাঁপিতেছে এমন।

কম্পাউণ্ডার—বি: ঔষধের দোকানে চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী যে ঔষধ মিশায়। [ইং. compounder]।

কম্পানি—**কোম্পানি**-র রূপভেদ।

কম্পান্বিত—বিণ: কাঁপিতেছে এমন। [সং. কম্প + অন্বিত]। বিণ(স্ত্রী): **কম্পান্বিতা**।

কম্পাস—বি: দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র, বৃত্তাঙ্কন-যন্ত্র। [ইং. compass]।

* আদিতে **কম**- যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কম**২ দ্রঃ।

কম্পিত—বিঃ কাঁপিতেছে এমন। [সং. √কম্প +ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **কম্পিতা**।

কম্পোজ—বিঃ ছাপানর জন্য ধাতুনির্মিত অক্ষর সংস্থাপন। [ইং. compose]। বিঃ **কম্পোজিটর, কম্পোজিটার**—যে কম্পোজ করে। [ইং. compositor]।

কম্প্র—বিণ: কম্পিত। [সং. √কম্প্ +র (র্তৃ)]।

কম্ফর্টার—বিঃ গলাবন্ধ। [ইং comforter]।

কম্বল—বিঃ মোটা পশমী চাদরবিশেষ। [সং.]। **কম্বল-সম্বল**—(১)বিঃ অতি দরিদ্র অবস্থা; সন্ন্যাস-জীবন; (২)বিণঃ কম্বলই একমাত্র অবলম্বন এমন; অতি দরিদ্রাবস্থাপন্ন।

কম্বু—বিঃ শঙ্খ। [সং. √কম্ব্ +উ (র্তৃ)]। **-কণ্ঠ**—(১)বিঃ শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা, শঙ্খধ্বনির ন্যায় উচ্চ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর; (২)বিণঃ শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট; শঙ্খধ্বনির ন্যায় উচ্চ ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-কণ্ঠী**। বিণঃ **-গ্রীব**—শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। বিঃ **-গ্রীবা**—শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত গ্রীবা।

কম্ম—**কর্ম**-এর অমা. রূপ।

কম্যুনিজম, কম্যুনিসট—যথাক্রমে **কমিউনিজম** ও **কমিউনিসট**-এর রূপভেদ।

কম্র—বিণঃ অভিলাষী, কামুক, কমনীয়, সুন্দর। [সং. √কম্ +র (র্তৃ, র্ম)]।

কয়১—বিণঃ কত, কতিপয় (কয়টি, কয়জন)। [সং. কতি]।

কয়২—ক্রিঃ (কথা ও কাব্যে) বলে, কহে [বাং. √কহ্]: ক্রিঃ **-লা**—(বৈ. সা.) কহিল, বলিল।

কয়ল—**কহিল**-র অপ্র. কোমল রূপ।

কয়লা—বিঃ অঙ্গার। [প্রাকৃ. কোইলা]।

কয়াল—বিঃ যে ব্যক্তি গ্রামে বাজারে বা আড়তে মাল (বিশেষতঃ ধান চাল) ওজন করে; শস্য-সংগ্রাহক ও শস্যরক্ষক। [দেশী]। বিঃ **কয়ালি**—কয়ালের পারিশ্রমিক বা পেশা।

কয়েক—বিণঃ কতিপয়; অল্পসংখ্যক। [বাং. কয় (কতি)+এক]।

কয়েতবেল, কয়েৎবেল—বিঃ ছোট বেলের আকারের অম্লাস্বাদ ফলবিশেষ। [সং. কপিত্থ বিল্ব]।

কয়েদ—(১)বিঃ জেল, ফাটক (কয়েদে থাকা); কারাদণ্ড (কয়েদ হওয়া)। (২)বিণঃ কারারুদ্ধ (কয়েদ করা)। [আ.]। **কয়েদি, কয়েদী**—(১)বিণ কয়েদে আবদ্ধ; (২) কয়েদে আবদ্ধ ব্যক্তি।

কর১—বিণঃ কারক, জনক, উৎপাদক, নির্মাতা (সুখকর, চিত্রকর)। [সং. √কৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-করী** (অর্থকরী বিদ্যা), (বিরল) **-করা**।

কর২—বিঃ কিরণ, রশ্মি (রবিকর, চন্দ্রকর)। [সং. √কৃ+অ (র্ম)]।

কর৩—বিঃ হস্ত, হাত (করতল), (হস্তীর) শুণ্ড (করিকর)। [সং. √কৃ+অ (ণে)]। বিঃ **-কমল**—হস্তরূপ পদ্ম; পদ্মের ন্যায় হাত। বিণঃ **-কবলিত**—হস্তগত। বিঃ **-কোষ্ঠী**—করতলের রেখাসমূহ যাহা ভবিষ্যৎ গণনায় কোষ্ঠীর কাজ করে; কররেখা-নির্ণীত কোষ্ঠী। বিঃ **-গ্রহ, -গ্রহণ**—পাণিগ্রহণ, বিবাহ; হস্তধারণ। বিণ.বিঃ **-গ্রাহক, -গ্রাহী** (-হিন্)—পাণিগ্রহণকারী, পতি। ক্রি-বিণঃ **-জোড়ে**—দুইহাত যুক্ত করিয়া। বিঃ **-তল**—হাতের তেলো। বিণঃ **-তলগত**—আয়ত্ত, হস্তগত। **-তালি, -তালী**—হাততালি। বিঃ **-ন্যাস**—পূজাকালে মন্ত্রোচ্চারণের সহিত কর-চিহ্নে অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিস্পর্শ। বিঃ **-পদ্ম**—**কর-কমল**-এর অনুরূপ। বিঃ **-পীড়ন**—বিবাহ। বিঃ **-পুট**—জোড়হাত। বিঃ **-ভূষণ**—হাতের গহনা, কঙ্কণ। বিঃ **-মর্দন**—দুইজনে প্রীতিভরে পরস্পরের হাতঝাঁকুনি, handshake। বিণঃ **-মুক্ত**—হস্তচ্যুত।

কর৪—বিঃ রাজস্ব, শুল্ক, খাজনা, ট্যাক্স্ (tax) (রাজকর, পথকর, জলকর, আয়কর)। [সং. √কৃ+অ (র্ম)]। বিঃ **-গ্রহ, -গ্রহণ**—রাজস্ব গ্রহণ, খাজনা আদায়। বিণঃ **-গ্রাহ, -গ্রাহক, -গ্রাহী** (-হিন্)—রাজস্ব আদায়কারী (**কর**১-ও দ্রঃ)। বি.বিণঃ **-দাতা** (-র্তৃ)—রাজস্ব প্রদানকারী। বিণঃ **-মুক্ত**—নিষ্কর।

করই—অস-ক্রিঃ (ব্রজ) করিতে। [বাং. √কর্]।

করকচ—**কড়কচ**-এর বানানভেদ।

করকচি—(১)বিণঃ কোমল, অপুষ্ট (করকচি ডাব)। (২)বিঃ ঐরূপ নারিকেল। [?]।

করকর—অব্যঃ কাঁকরের ঘর্ষণজনিত শব্দ, কাঁকরের আঁচড় লাগার অনুভূতি; অস্থিরতা-বোধ; জ্বালা, যন্ত্রণা (চোখ করকর করা)। ক্রিঃ **করকরা**—করকর করা। বিঃ **করকরান (-নো)**

আদিতে **কর**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কর**৩ ও **কর**৪ দ্রঃ।

—করকর করা। বিণঃ **করকরে**—কর্কশ, বালির মত দানাদার (তু. **খরখরে**); শুষ্ক ও করকর শব্দকারক (করকরে ভাত); আনকোরা, একেবারে নূতন (করকরে নোট)।

করকা—বিঃ (মেঘজাত) শিলা, বৃষ্টির সহিত পতিত শিলা। [সং.]। বিঃ **-পাত**—শিলাবৃষ্টি।

করঙ্ক—বিঃ কমণ্ডলু; ভিক্ষাপাত্র; নারিকেলমালা; কৌটা, ডিবা; মাথার খুলি, করোটি। [সং. √কৃ+অঙ্ক (খি)]।

করঙ্গ, করচা, করঞ্জ—যথাক্রমে **কড়ঙ্গ, কড়চা** ও **কঞ্জ**-এর রূপভেদ।

করঞ্জ, করঞ্জক—বিঃ করমচাগাছ, উহার ফল। [সং.]।

করঞ্জা—বিঃ অম্লফলবিশেষ। [সং. করঞ্জ]।

করণ—বিঃ সম্পাদন; কার্য; কারণ, কার্যের প্রধান সহায় বা সাধক; ইন্দ্রিয়; শরীর; স্থান, ক্ষেত্র, দফতর, অফিস্ [স. প.]; (ব্যাক.) কারকবিশেষ, ক্রিয়াসম্পাদনে প্রধান সহায়; হিন্দু লেখক-জাতিবিশেষ, কায়স্থবিশেষ। [সং. √কৃ+অন]। বিঃ **-কারণ**—বিবাহে আদানপ্রদান-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

করণিক—বিঃ কেরানী [স প.]। [সং.]।

করণী—বিঃ যে রাশির মূল সূক্ষ্মরূপে বাহির হয় না; √—এই চিহ্ন, surd। [সং.]।

করণীয়—বিণঃ করার যোগ্য; করা উচিত এমন, বিধেয়, কর্তব্য, করা হইবে বা করিতে হইবে এমন, বিবাহ সম্বন্ধের উপযুক্ত। [সং. √কৃ+অনীয় (ম)]।

করণ্ড, করণ্ডক—বিঃ মৌচাক; ফুলের সাজি; ঝাঁপি। [সং. √কৃ+অণ্ড (র্ম)]। বি(স্ত্রী)ঃ **করণ্ডিকা, করণ্ডী**।

করতঃ (অশু.), (চলিত) **করত**—অব্য.ক্রি-বিণঃ করিয়া, করণান্তর। [বাং. √কর্]।

করতা—**কড়তা**-র বানানভেদ।

করতাল—বিঃ কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বড় মন্দিরা। [সং. কর৩+তাল]।

করদ—বিঃ অপরকে (বিশেষতঃ অপর রাষ্ট্রকে) কর দেয় এমন (করদ রাজ্য)। [সং. কর৪+√দা+অ (র্তৃ)]।

করনা—**কম্না** দ্রঃ।

করন্—**করিন্**-র অপ্র. রূপ।

করপত্র—বিঃ করাত। [স. কর৩+পত্র]।

করবাল—বিঃ তরবারি; খড়্গ। [সং.]।

করবী, করবীর—বিঃ পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং.]। বিঃ **রক্তকরবী**—লালবর্ণ করবী। বিঃ **শ্বেতকরবী**—শ্বেতবর্ণ করবী।

করভ১—বিঃ মণিবন্ধ বা কব্জি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত কর বা হস্তের বহির্ভাগ। [সং.]

করভ২—বিঃ হস্তিশাবক; উষ্ট্র; উষ্ট্রশাবক; অশ্বতর। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **করভী**।

করম—**কর্ম**-এর কোমল রূপ।

করমচা—বিঃ করঞ্জাফল। [সং করমর্দক]।

করল—**করিল**-র কোমল রূপ।

করলা (-ল্লা)—বিঃ উচ্ছেজাতীয় ভক্ষ্য ফলবিশেষ। [সং. কারবেল্ল]।

করহ—ক্রি (অনু)ঃ (অপ্র) কর। [বাং. √কর্]।

করা—(১)ক্রিঃ সাধন সম্পাদন বা অনুষ্ঠান করা (কাজ করা); উৎপাদন বা সৃষ্টি করা, জন্মান (আগুন করা); নির্মাণ করা (বাড়ি করা), উদ্ভাবন করা (বুদ্ধি করা); প্রয়োগ করা, খাটান (জোর করা); নিক্ষেপ করা, ছোঁড়া, চালান (গুলি করা); যুক্ত বা অন্বিত হওয়া (রাগ বা স্নেহ করা); সঞ্চালন করা (পাখা করা), কোথাও যাওয়া ও তৎসংক্রান্ত কাজ করা (তীর্থ করা, বাজার করা); ভাড়া করা (গাড়ি করা); নিয়মিতভাবে হাজির হওয়া বা যাতায়াত করা (আপিস করা); চালান, পরিচালনা করা (সংসার করা); স্থাপন করা (স্কুল করা), রাঁধা (তরকারি করা); উল্লেখ করা (নাম করা); উপার্জন বা সঞ্চয় করা (টাকা করা); পরিণত করা (গদ্য করা); অনুবাদ করা (ইংরেজী করা); কষা (আঁক করা); পাতা, বিছান (বিছানা করা); পেশাহিসাবে চালান (ওকালতি করা); হওয়া (পাস করা, মেঘ করা); লওয়া (হাতে করা)। (২)বিণঃ করিয়াছে এমন (বাড়ি আলো-করা ছেলে); কৃত, সম্পাদিত (করা অঙ্ক)। (৩)বিঃ ক্রিয়ার সকল অর্থে, সম্পাদন করণ ইত্যাদি। [বাং. √কর্ [(সং. √কৃ)+আ]।

করাঘাত—বিঃ চপেটাঘাত, চাপড়; করতল বা হস্তদ্বারা আঘাত। [সং. কর৩+আঘাত]।

করাত—বিঃ কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি চিরিবার দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ। [সং. করপত্র]। বিঃ **করাতি, করাতী**—করাতদ্বারা কাঠ চেরা যাহার পেশা।

করান(-নো)—(১)ক্রিঃ অপরকে দিয়া করাইয়া

লওয়া। (২)বি. বিণ: উক্ত অর্থে। [বাং. √কর্+আন]।

করায়ত্ত—বিণ: হস্তগত · অধিগত। [সং. কর৩+আয়ত্ত]।

করার—**কড়ার**-এর রূপভেদ।

করাল—বিণ: বড় বড় দন্তযুক্ত, দন্তুর; ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট; ভীষণ; তুঙ্গ। [সং]। **-বদনা**—(১)বিণ(স্ত্রী): ভীষণ-মুখবিশিষ্টা; (২)বি: মহাকালী। বি(স্ত্রী): **করালী**—চামুণ্ডা, চণ্ডিকা; অগ্নিজিহ্বাবিশেষ।

করিকর, করিণী—**করী** দ্র:।

করিতকর্মা—বিণ: কর্মকুশল; চৌকস। [সং. কৃত-কর্মন্]। **করিন্**—**করিলাম**-এর কোমল রূপ।

করিয়া—(১)অস-ক্রি: করিবার পর (গমন করিয়া, বৃদ্ধি করিয়া)। (২)অব্য: দ্বারা, সাহায্যে, অবলম্বনে (হাতে করিয়া, মুখে করিয়া), প্রকারে, উপায়ে (ভাল করিয়া); পর্যায়ক্রমে (দুজন-দুজন করিয়া); হেতুসূচক (তাতে করে < করিয়া)। [বাং. √কর্+ইয়া]।

করিষ্ণু—বিণ: করণশীল, করে বা করিতেছে এমন। [সং. √কৃ+ইষ্ণু]।

করিষ্যমাণ—বিণ: যে করিবে এমন ([সং. √কৃ স্যমান (র্তৃ)]।

করী (-রিন্)—বি: গজ, হস্তী। [সং. কর৩+ইন্]। বি(স্ত্রী): **করিণী**। বি: **করিকর**—হাতির শুঁড়।

করীষ—বি: শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। [সং.]।

করু—ক্রি: (ব্রজ.) করে, করুক, করিও ('অসম মহিমা কো করু ও'র : বা. যো.)।

করুণ—(১)বিণ: শোক বা করুণা উদ্রেককর (করুণ বিলাপ): করুণাপূর্ণ (করুণ হৃদয়); আর্ত, কাতর (করুণস্বরে); (অল.) শোকরূপ স্থায়িভাব হইতে জাত, করুণা-উদ্রেককর রস। [সং. কৃ+উন]।

করুণা—বি: দয়া, কৃপা, অনুকম্পা। [সং. করুণ+আ]। বিণ: **-নিদান, -নিধান, -নিধি, -নিলয়, -ময়**—কৃপালু (সচ. ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত)। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**।

করে, ক'রে—**করিয়া**-র কথ্য রূপ।

করেণু—বি: হস্তী। [সং.]। বি(স্ত্রী): **করেণু, -কা**—হস্তিনী।

করেলা—**করলা**-র রূপভেদ।

করোগেট—বি: দস্তার কলাই-করা লোহার তরঙ্গায়িত পাত বা চাদরবিশেষ [ই. corrugated]।

করোটি, করোটী, করোট—বি: মাথার খুলি। [সং.]। বিণ: **করোটিক**—করোটি-সংক্রান্ত; করোটিতে স্থিত। বি: **করোটিকা**—করোটি, cranium [বি. প.]।

কর্ক—বি: ছিপি; ইউরোপীয় কর্ক-নামক বৃক্ষের ছাল যদ্দ্বারা ছিপি তৈয়ারি হয়। [ই. cork]।

কর্কট, কর্কটক—বি: কাঁকড়া; (জ্যোতিষ.) মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থটি। [সং.]। বি: **কর্কটক্রান্তি**—নিরক্ষরেখার ২৩° ২৭′ অংশ উত্তরস্থ অক্ষরেখা, Tropic of Cancer। বি: **-রোগ**—প্রায়শ: অনারোগ্য দুষ্ট ক্ষত-রোগবিশেষ, ক্যান্সার।

কর্কটি, কর্কটী—বি: কাঁকুড়। [সং.]।

কর্কশ—বিণ: অমসৃণ, খরখরে (কর্কশ গাত্র), শ্রুতিকটু, পরুষ (কর্কশ বাক্য), নির্মম, শুষ্ক, নীরস (কর্কশ প্রকৃতি)। [সং.]। বি: **-তা**।

কর্জ—বি: ঋণ, ধার, দেনা। [আ. কর্জ]।

কর্ণ১—বি: (মহাভারত) কুন্তীর কানীন পুত্র। [সং. √কৃ+ন(র্তৃ)]।

কর্ণ২—বি: চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের এক কোণ হইতে বিপরীত কোণ পর্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা, diagonal। [সং. √কৃ+ন (র্ম)]।

কর্ণ৩—বি: শ্রবণেন্দ্রিয়, কান। [সং. √কর্ণি+অ (ণে)]। বি: **-কুহর, -বিবর, -রন্ধ্র**—কানের ফুটা বা ছেঁদা। বিণ: **-গোচর**—শ্রবণের বিষয়ীভূত; শ্রুত। বি: **-পট, -পটহ**—শ্রবণ-যন্ত্রের সূক্ষ্ম ঝিল্লি যাহা আহত হওয়ার ফলেই ধ্বনি শ্রুত হয়। বি: **-পথ**—কানের মধ্যে শব্দ ঢোকার পথ; কর্ণকুহর। বি: **-পাত**—শ্রবণ; কান দেওয়া। বি: **-বেধ**—কানে অলঙ্কার পরিবার জন্য ছিদ্রকরণরূপ সংস্কারবিশেষ। বি: **-মল**—কানের ময়লা বা খোল। বি: **-মূল**—কানের গোড়া। বি: **-শূল**—কানের প্রদাহ।

কর্ণ৪—বি: নৌকাদির হাইল। [সং. √কর্ণ্+অ (ণে)]। বি: **-ধার**—মাঝি, কাণ্ডারী।

কর্ণান্তর—(১)বি: অন্য কান বা শ্রুতি। (২)বিণ. ক্রি-বিণ: এক কান হইতে অন্য কানে। [সং. কর্ণ+অন্তর]।

কর্ণিক—বি: চুনবালির প্রলেপ লাগাইবার জন্য রাজমিস্ত্রিদের যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

কর্ণিকা—বিঃ কর্ণাভরণ ; পদ্মের বীজকোষ ; বৃন্ত ; লেখনী । [সং. কর্ণ৩+ইক+আ] ।
কর্ণিকার—বিঃ সোঁদাল গাছ বা ফুল । [সং] ।
কর্ণেল—**কর্নেল**-এর বানানভেদ ।
কর্তন—বিঃ ছেদন, কাটা । [সং. √কৃৎ+অন (ভা)] । বিঃ **কর্তনী**—যদ্দ্বারা কাটা যায় ; কাঁচি ; কাতান ।
কর্তব, করতব—বিঃ গানে সুরের নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন, সুরভাঁজা । [হি. করতব] ।
কর্তব্য—(১)বিণঃ করণীয়, অনুষ্ঠেয় ; বিধেয়, উচিত । (২)বিঃ করণীয় কর্ম । [সং. √কৃ +তব্য (র্ম)] । বিঃ -**তা**—ঔচিত্য ।
কর্তরী, কর্তরিকা—বিঃ ছেদনযন্ত্র ; কাটারি ; কাতুরি । [সং.] ।
কর্তা (-র্তৃ)—বিণ. বিঃ কর্মচারী ; প্রণেতা (গ্রন্থকর্তা) ; নির্মাতা, স্রষ্টা (বিশ্বকর্তা) ; গৃহ-স্বামী ; পতি ; প্রভু, মনিব ; প্রধান ব্যক্তি ; (ব্যাক.) ক্রিয়ার সম্পাদক, nominative । [সং. √কৃ+তৃ (র্তৃ)] । বিণ. বি(স্ত্রী): **কর্ত্রী**—কর্মসম্পাদনকারিণী ; প্রণেত্রী , গৃহিণী , প্রভু-পত্নী ; অধ্যক্ষা । বিঃ -**ভজা**—আউলচাঁদ কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ ; (ব্যঙ্গে) ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির স্তাবক বা মোসাহেব । বিঃ **কর্তৃত্ব**—কর্তার ভাব পদ বা অধিকার ; প্রভুত্ব, আধিপত্য ।
কর্তিত—বিণঃ কাটা হইয়াছে এমন, ছেদিত, ছিন্ন । [সং. কৃৎ+ত (র্ম)] ।
কর্তুকাম—বিণঃ করিতে ইচ্ছুক, চিকীর্ষু ; করিতে উদ্যত । [সং. কর্তুম্+কাম] ।
কর্তৃক—(বাং.) অব্যঃ কর্তৃত্বে, দ্বারা (লেখক কর্তৃক উল্লিখিত) । [সং. কর্তৃ—সাধারণতঃ ক্রিয়ার সম্পাদককে বুঝাইতে **কর্তৃক** এবং ক্রিয়াসাধনের উপায় বা সহায়কে বুঝাইতে **দ্বারা** ব্যবহৃত হয়] ।
কর্তৃকারক—বিঃ (ব্যাক.) ক্রিয়ার সহিত অন্বিত কর্তৃপদ, nominative case । [সং. কর্তৃ +কারক] ।
কর্তৃত্ব—**কর্তা** দ্রঃ ।
কর্তৃপক্ষ, কর্তৃবর্গ — বিঃ কার্যসম্পাদকগণ, কর্মাধিকারিগণ ; পরিচালকবৃন্দ ; শাসকবর্গ । [সং. কর্তৃ+পক্ষ, বর্গ] ।
কর্তৃবাচ্য—বিঃ (ব্যাক.) যে বাচ্যে ক্রিয়ার কার্য সম্পূর্ণ কর্তৃনিষ্ঠ বা কর্তার অধীন হয়, active voice । [সং. কর্তৃ+বাচ্য] ।
কর্ত্রী—**কর্তা** দ্রঃ ।
কর্দম—বিঃ কাদা, পাঁক ; কলুষ, পাপ । [সং.] । বিণঃ **কর্দমাক্ত**—কাদামাখা, পঙ্কিল ।
কর্পর—**খর্পর**-এর রূপভেদ ।
কর্পূর—বিঃ বৃক্ষবিশেষের চোলাই-করা নির্যাস, শ্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যবিশেষ । [সং.] । বিঃ -**রস**—পারদ ।
কর্বুর, কর্বূর—(১)বিঃ রাক্ষস ; পাপ । (২)বিণঃ নানাবর্ণযুক্ত ; চিত্রবিচিত্র । [সং.] । বিঃ -**পতি**—রাক্ষসদের রাজা, রাবণ । বিণঃ **কর্বুরিত**—নানাবর্ণে রঞ্জিত ।
কর্ম (-র্মন)—বিঃ যাহা করা হয় ; কার্য ; কর্তব্য ; উপযোগিতা (সে কোন কর্মের নহে) ; বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মানুষ্ঠান (ক্রিয়াকর্ম); বৃত্তি, ব্যবসায় (চিকিৎসকের কর্ম, কর্মস্থল) ; (ব্যাক.) কর্মকারক বা -পদ, objective case বা object । [সং. √কৃ+মন্ (র্ম)] । বিঃ -**কর্তা** (-র্তৃ)—কর্ম-সম্পাদক । বিঃ -**কর্তৃবাচ্য**—(ব্যাক.) যে বাচ্যে কর্মই কর্তা বলিয়া প্রতীত হয় এবং ক্রিয়াটি আপনা-আপনিই নিষ্পন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয় (ঝড়ে আম পড়ে) । বিঃ -**কাণ্ড**—বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি কর্মের বিধান আছে ; কর্মসমূহ । বিণ.বিঃ -**কারী** (-রিন্)—কর্ম করে এমন (ব্যক্তি), কর্মী । বিণঃ -**কুশল**—কার্যদক্ষ । বিণঃ -**ক্ষম**—কাজ করিতে সমর্থ । বিঃ -**ক্ষেত্র**—কাজের জায়গা । বিঃ -**চারী** (-রিন্)—নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য বেতনভোগী ব্যক্তি । বিণঃ -**ঠ**—কার্যক্ষম, কার্যদক্ষ । বিণঃ -**ণ্য**—কর্মক্ষম ; কার্যোপযোগী । বিঃ -**ত্যাগ**—কাজ ছাড়া; চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া । বিঃ -**দোষ**—কুকর্ম বা অন্যায় কর্ম করার জন্য অপরাধ ; পূর্বজন্মে কৃত পাপ ; দুরদৃষ্ট । বিণঃ -**নাশা**—কর্মপণ্ডকারী । বিঃ -**ফল**—কৃতকর্মের ফল (বিশেষতঃ, যাহা জন্মান্তরেও ভোগ্য) । বিঃ -**বাচ্য** (ব্যাক.)—যে বাচ্যে কর্মই প্রধান হইয়া ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে । বিঃ -**বাদ**—কর্ম করিয়া যাওয়াই মোক্ষলাভের উপায় : এই মত ; কৃতকর্মের ফল ইহজন্মেই হউক, জন্মান্তরেই হউক, ভোগ করিতেই হইবে :

এই মত। বিণ: **-বাদী** (-দিন্)—কর্মবাদ মানে এমন। বি: **-বিপাক**—কর্মপরিণতি, কৃতকর্মের ফলভোগ। বি: **-বীর**—অসাধারণ কর্মী। বি: **-ভূমি**—কর্মক্ষেত্র; সংসার। বি: **-ভোগ**—কর্মের ফলভোগ; বৃথা কষ্টভোগ, অনর্থক পরিশ্রম। বি: **-যোগ**—চিত্তশোধনকর শাস্ত্রোক্ত কর্ম; গীতায় নির্দিষ্ট নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আত্মোন্নতিসাধন। বিণ. বি: **-যোগী** (-গিন্)—কর্মযোগে বিশ্বাসী বা কর্মযোগ-পালনকারী। বি: **-শালা**—কার্যস্থান; কারখানা। বিণ: **-শীল**—কর্মসাধনে তৎপর, কর্মে নিষ্ঠা আছে এমন। বি: **-সচিব**—কার্যপরিচালনে সহায়তাকারী, সহকারী; কার্যপরিচালক মন্ত্রী। বি: **-সাক্ষী** (-ক্ষিন্)—সকল কর্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা; চন্দ্রসূর্যাদি। বি: **-সিদ্ধি**—কার্যে সাফল্য; ইষ্টপূরণ। বি: **-সূত্র**—কাজের নিয়ম ক্রম বা গতিক; কর্মফল; নিয়তি। বি: **-স্থল, -স্থান**—কাজের জায়গা, কার্যালয়, অফিস।

কর্মকার—বি: কামার; লৌহজীবী। [সং. কর্মন্+ √কৃ+অ (র্তৃ)]।

কর্মধারয়—বি: (ব্যাক.) সমাসবিশেষ যাহাতে সমান-বিভক্তিযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্যপদের মিলন হয় এবং পরপদ বিশেষ্যের অর্থ প্রধান হয় (যথা—নীলোৎপল, কানাকড়ি)। [সং. কর্মন্ + √ধৃ+ণিচ্+অ (র্তৃ)]।

কর্মপ্রবচনীয়—বিণ: (ব্যাক.) অব্যয় পদবিশেষ, যাহা নির্দিষ্ট অর্থে কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়া উহাকে বিভক্তিযুক্ত করে (যথা—হাত **দিয়া** করা, গাছ **হইতে** পড়া, তোমার **প্রতি**) [সং.]।

কর্মাকর্ম (-র্মন্)—বি: কাজ ও অকাজ; কর্তব্য ও অকর্তব্য। [সং. কর্মন্+অকর্মন্]।

কর্মাধ্যক্ষ—বি: কার্যের পরিদর্শক তত্ত্বাবধায়ক বা পরিচালক। [সং. কর্মন্+অধ্যক্ষ]।

কর্মানুবন্ধ—বি: কার্যব্যপদেশ, কাজের বাঁধন বা তাগিদ। [সং. কর্মন্+অনুবন্ধ]।

কর্মানুরূপ—বিণ: কর্মানুযায়ী। [সং. কর্মন্+ অনুরূপ]।

কর্মান্তর—বি: অন্য কর্ম, কার্যান্তর। [সং.]।

কর্মার—বি: কর্মকার, লৌহজীবী। [সং.]।

কর্মার্হ—বিণ: কার্যোপযুক্ত (**কর্মার্হ** কাল বা বস্তু), কর্মক্ষম। [সং. কর্মন্+অর্হ]।

কর্মিষ্ঠ—বিণ: অতিশয় কর্মশীল, একান্ত কর্মনিষ্ঠ; কর্মঠ। [সং. কর্মিন্+ইষ্ঠ]।

কর্মী (র্মিন্)—বিণ.বি: কর্মক্ষম, কার্যদক্ষ; কর্মকারী, কর্মচারী। [সং. কর্মন্+ইন্]।

কর্মেন্দ্রিয়—বি: যে-সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্মসম্পাদন করা হয় (যেমন. বাক্ পাণি পাদ পায় উপস্থ)। [সং. কর্মন্+ইন্দ্রিয়]।

কর্ষ১—বি: ওজনের পরিমাণবিশেষ (১৬ মাষা, কবিরাজী মতে ২ তোলা)। [সং. √কৃষ্+অ (র্ম)]।

কর্ষ২, **কর্ষণ**—বি: কৃষি, চাষ (ভূমিকর্ষণ), আকর্ষণ (বিপ্রকর্ষণ), পীড়ন; ঘর্ষণ (নিকষে কর্ষণ করা)। [সং √কৃষ্+অ, অন (ভা)]। বিণ: **কর্ষক**—কর্ষণ করে এমন, কৃষক। বিণ: **কর্ষণীয়**—কর্ষণযোগ্য; কর্ষণ করিতে হইবে এমন। বিণ: **কর্ষিত, কৃষ্ট**—কর্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **কর্ষী** (-র্ষিন)—আকর্ষণকারী।

কল১—বি: অঙ্কুর। [সং. কলল]।

কল২—বি: যন্ত্র (ঘড়ির কল); তালা (বাক্সের কল), বন্দুকাদির ঘোড়া; যন্ত্রসমন্বিত কারখানা (তেলকল); ফাঁদ (কল পাতা. কলে-কৌশলে), উপায়, কৌশল (তাহাকে খুশি করবার কল জানি না); পেঁচ (তালার কল)। [দেশী]। বি: **-কব্জা**—যন্ত্রপাতি। বি: **-কারখানা**—যন্ত্র ও যন্ত্র সাহায্যে দ্রব্যাদি উৎপাদনের স্থান, মিল (mill)। বি: **-ঘর**—(কারখানাদির) যে ঘরে মেশিন থাকে, মেশিনঘর; বাথরুম, স্নানাগার। ক্রি: **কল টেপা**—গোপনে পরামর্শ বা প্ররোচনা দেওয়া। **কলের পুতুল**—যে পুতুলে এমন যন্ত্র বসান থাকে যে উহা পরিচালনা করিয়া পুতুলকে নাড়ান যায়। **কলের মানুষ**—মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রযুক্ত পুতুল; পরাধীন বা ব্যক্তিত্বহীন মানুষ।

কল৩—(১)বি: মধুর অস্ফুট ধ্বনি; কাকলি। (২)বিণ: অস্ফুট মধুর (কলধ্বনি)। [সং. √কল্+ অ (র্তৃ)]। বিণ: **-কণ্ঠ**—অব্যক্ত মধুর রবকারী; সুস্বর; (আল.) মধুর কবিতা রচনাকারী (কলকণ্ঠ কবি)। বিণ (স্ত্রী): **কলকণ্ঠী**—সুস্বরবতী। বি: **-কল**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি; অবিরত বারি-

আদিতে **কল-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কল**২ ও **কল**৩ দ্রঃ।

প্রবাহের বা বারিনির্গমনের শব্দ; পাখির কলরব; কোলাহল। ক্রিঃ **-কলান, -কলানো**—মধুর অস্ফুট ধ্বনি করা; কাকলিধ্বনি করা। বিঃ **-কলানি**—কলকল শব্দ। বিণ(স্ত্রী)ঃ—**-কল্লোলিনী**—(নদীসম্বন্ধে) মধুর ধ্বনিযুক্তা তরঙ্গবতী। বিঃ **-তান**—মধুর স্বর। বিঃ **-ধ্বনি**—মধুর অস্পষ্ট ধ্বনি, কাকলি। বিঃ **-নাদ**—কলধ্বনি। বিণঃ **-নাদী** (-দিন্)—কলকল শব্দকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-নাদিনী**। বিঃ **-রব, -রোল**—কলকল শব্দ, সমবেত বহু লোকের মিশ্রিত অস্পষ্ট শব্দ, কোলাহল, চেঁচামেচি। **-স্বন, -স্বর**—(১)বিঃ মধুর অস্পষ্ট শব্দ, (২)বিণঃ ঐরূপ শব্দযুক্ত বা শব্দকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-স্বনা** (কলস্বনা নদী)। বিঃ **-হংস**—রাজহংস; বালিহাঁস। বি(স্ত্রী)ঃ **-হংসী**। বিঃ **-হাস, -হাস্য**—মধুর অস্ফুট হাসি। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-হাসিনী**—কলহাস্যকারিণী।

কলকা—বিঃ বস্ত্রাদির পাড় প্রভৃতিতে মোরগফুলের মত বা পত্রাকার নকসা। [হি কলগা, তুর. কলগী]। বিণঃ **-দার**—কলকাযুক্ত। বিণঃ **-পেড়ে**—কলকাদার পাড়যুক্ত।

কলকে, কল্কি—বিঃ হুকা গড়গড়া প্রভৃতিতে ধূমপানকালে যে পাত্রমধ্যে তামাক পোড়ান হয়। [দেশী ?]। ক্রিঃ **কলকে পাওয়া**—মর্যাদা লাভ করা, উপেক্ষিত না হওয়া।

কলগী, কল্গি, কলগা—বিঃ তাজ, শিরোভূষণ; মুকুট; পাগড়ির চূড়া। [তুর. কলগী]।

কলঙ্ক—বিঃ দাগ, মালিন্য; মরিচা; অখ্যাতি, কেলেঙ্কারি। [সং.]। বিণঃ **কলঙ্কিত**—কলঙ্কযুক্ত; কলঙ্কী, অপবাদগ্রস্ত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কলঙ্কিতা**। বিণঃ **কলঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—দুর্নামগ্রস্ত, কলঙ্কগ্রস্ত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কলঙ্কিনী**।

কলজে—**কলিজা** দ্রঃ।

কলতানি—বিঃ ক্ষতস্থানাদি হইতে নিঃসৃত রস, লালা, পুঁজ প্রভৃতি। [দেশী]।

কলত্র—বিঃ পত্নী, ভার্যা। [সং.]।

কলধৌত—বিঃ স্বর্ণ, রৌপ্য। [সং. কল (-মালিন্য) + ধৌত]।

কলন—বিঃ গণন (ব্যবকলন); গ্রহণ। [সং. √কল্ + অন (ভা)]।

কলপ—বিঃ পাকা চুল কাল করিবার রঙ; মাড়। [আ. কলফ্]।

কলম১—বিঃ অন্য গাছের ডাল হইতে উৎপাদিত চারা। [আ.]। ক্রিঃ **কলম করা**—নূতন গাছ জন্মাইবার জন্য বড় গাছের ডালে শিকড় উৎপাদনের প্রক্রিয়া করা।

কলম২—বিঃ পলকাটা লম্বা কাচখণ্ড বা স্ফটিকখণ্ড (ঝাড়ের কলম)। [আ.]। বিণঃ **কলমী**—কলমের বা লম্বা স্ফটিকখণ্ডের আকৃতিবিশিষ্ট (কলমী শোরা)।

কলম৩—বিঃ সংবাদপত্র পুস্তক প্রভৃতিতে প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত লেখার আড়াআড়িভাবে ভাগ, স্তম্ভ। [ইং. column]।

কলম৪—বিঃ লেখনী; কলমের আকারের যন্ত্র (কাচ কাটিবার কলম)। [সং. √কল্ + অম (র্তৃ)—তু. সং. কলম, আ. কলম্]। বিঃ **কলমদান**—কলম রাখার পাত্র। **কলমপেশা**—কেরানীগিরি; মসীজীবীর বৃত্তি। বিণঃ **-বাজ**—দক্ষ লেখক। বিঃ **-বাজি**—লেখকের বৃত্তি, লিপিচাতুর্য, লেখালেখি, কলমের যুদ্ধ। ক্রিঃ **কলম পেষা**—কেরানীগিরি করা; অবিরত লেখা।

কলমচি—বিঃ শ্রুতিলেখক, লিপিকর। [ফা. কলম্চী]।

কলমা—বিঃ ইসলাম ধর্মের মূল বা ইষ্টমন্ত্র। [আ. কল্মহ্]।

কলমি, কলমী—বিঃ শাকবিশেষ। [সং. কলম্বী]।

কলমী—**কলম**২ দ্রঃ।

কলম্ব—বিঃ বাণ ('উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে': মধু); কদম্ববৃক্ষ, শাকের ডাঁটা। [সং. √কড় + অম্ব (তৃ, র্ম)]।

কলম্বী, কলম্বিকা—বিঃ কলমিশাক। [সং.]।

কলস, কলসি, কলসী, কলশ, কলশি, কলশী—বিঃ জালার আকারের জলপাত্র, বড় ঘড়া, গাগরা, গাগরী, কুম্ভ। [সং.]।

কলহ—বিঃ ঝগড়া, বিবাদ। [সং. কল + √হন্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **কলহান্তরিতা**—যে নায়িকা প্রত্যাখ্যাত নায়কের সহিত বিচ্ছেদের ফলে পশ্চাৎ মনস্তাপ ভোগ করে।

কলা১—বিঃ চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের একভাগ; রাশিচক্রের অতি সূক্ষ্মভাগ; কালের অংশবিশেষ (৮ সেকেণ্ড পরিমাণ সময়); অতি অল্প সময়; লেশ, অংশ; (শারীর.) দেহের বিভিন্ন অংশের

উপাদানস্বরূপ তন্তু, tissue [বি. প.]; শিল্প, সুকুমার শিল্প; শাস্ত্রোক্ত নৃত্যগীতাদি চৌষট্টি রকম বিদ্যা; সুকুমার শিল্পে দক্ষতা; নৈপুণ্য; ছলচাতুরি (ছলাকলা)। [সং. √কল্+অ+আ]। বিণ: **-কুশল**—চৌষট্টি রকম বিদ্যায় পারদর্শী; সুকুমার শিল্পে (বিশেষতঃ, নৃত্যগীত ও অভিনয়ে) দক্ষ। বি: **-ধর**—শিব, চন্দ্র। বি: **-নিধি**—চন্দ্র। বিণ. বি: **-বৎ**—কালোয়াত। বিণ. বি(স্ত্রী): **-বতী**—চৌষট্টি বিদ্যায় (বিশেষতঃ নৃত্যগীত ও অভিনয়ে) পারদর্শিনী; নিপুণা নায়িকা। বি: **-বিদ্যা**—শিল্পবিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা। বি: **-ভবন**—শিল্পশালা; চিত্রশালা; নাট্যশালা। বি: **-ভৃৎ**—চন্দ্র; শিল্পী; শিব। বি: **কারুকলা**—শ্রমশিল্প। বি: **চারুকলা, ললিতকলা**—চিত্রাঙ্কনাদি সুকুমার শিল্প, fine arts। বি: **শিল্পকলা**—শিল্পবিদ্যা।

কলা২—বি: কদলী, রম্ভা; কিছুই নহে (কলা করবে)। [সং কদলী]। **কলা খাও**—ব্যর্থকাম হইয়া পড়িয়া থাক (অবজ্ঞাসূচক গালিবিশেষ)। ক্রি: **কলা দেখান**—ফাঁকি দেওয়া। ক্রি: **কলা পোড়া খাওয়া**—ব্যর্থ হইয়া পড়িয়া থাকা, চুলোয় যাওয়া। **কলার বাসনা**—কলাগাছের শুষ্ক বল্কল। বি: **-বউ, -বধূ, -বৌ**—সপ্তমী বা দুর্গাপূজার প্রারম্ভে অর্চিত কদলীপত্ররচিত বধূ-মূর্তি, কদলী ধান্য প্রভৃতি নয়টি বৃক্ষে রচিত দেবীমূর্তি, নবপত্রিকা; নবদুর্গা; (সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা) গণেশপত্নী; (বিদ্রূপে) দীর্ঘ অবগুণ্ঠন-বতী বা অতি লজ্জাশীলা বধূ।

কলাই১, **কড়াই**—বি: মাষকলাই, মটর, শুঁটি-বিশিষ্ট যাবতীয় শস্য। [সং কলায়]। বি: **-শুঁটি**—মটরশুঁটি।

কলাই২—বি: রাং ইত্যাদি ধাতুর প্রলেপ; ইনামেল, মিনা। [আ. ক'লা']।

কলাদ—বি: স্বর্ণকার, সেকরা। [সং]।

কলাপ—বি: আভরণ; ময়ূরপুচ্ছ; সমূহ (ক্রিয়া-কলাপ); বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। [সং. কল+√আপ+অ (কৃ)]। বি: **কলাপী (-পিন্)**—ময়ূর। বি(স্ত্রী): **কলাপিনী**।

কলায়—বি: দালবর্গের শস্য; মাষকলাই, কলাই; মটর। [সং. কল+√অয়্+অ (র্তৃ)]।

কলার—বি: (শার্ট কোট ইত্যাদি) জামার গল-দেশের অংশবিশেষ। [ইং. collar]।

কলালাপ১—বি: অস্ফুট মধুর ধ্বনি; মধুর আলাপ; ভ্রমর। [সং. কল৩+আলাপ]।

কলালাপ২—বি: নৃত্যগীতাদি সম্বন্ধে আলোচনা। [সং. কলা১+আলাপ]।

কলি১—বি: পুরাণোক্ত চতুর্থ বা শেষ যুগ (কলিকাল বা কলিযুগ); কলিদেব, দ্বাপরের পরবর্তী যুগের অধিদেবতা। [সং. √কল্+ই (র্তৃ)]। **(সবে) কলির সন্ধ্যা**—(এই ত সবে) কলির সূচনা বা আরম্ভ অর্থাৎ কোন ভয়াবহ ভবিষ্যৎ পরিণামের উপক্রমমাত্র।

কলি২—বি: কলিকা, কুঁড়ি, কেশবিন্যাসের ভঙ্গি-বিশেষ; বৈষ্ণবদের তিলক-কাটার ভঙ্গিবিশেষ (রসকলি); কবিতা বা গানের চরণ। [সং.]।

কলি৩—বি: চুনকাম। [আ. কলী]। ক্রি: **কলি করা, কলি ধরান, কলি ফেরান**—চুনকাম করা।

কলিকা১—বি: কোরক, কুঁড়ি, কলি। [সং.]।

কলিকা২—**কলকে**-র রূপভেদ।

কলিঙ্গ—বি: ওড়িশা ও তাহার দক্ষিণে দ্রাবিড় অঞ্চলসমেত প্রাচীন প্রদেশবিশেষ। [সং.]।

কলিচুন—বি: ঝিনুক শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া প্রস্তুত চুন। [কলি৩+চুন]।

কলিজা, কলজে—বি: যকৃৎ; হৃৎপিণ্ড; বুক, সাহস। [তু. হি. কলেজা]। বিণ: **কলজে-পোড়া**—উচ্চহৃদয়, হৃদয়বান্; অকৃপণ।

কলিত—বিণ: গণিত; গৃহীত। [সং. √কল্+ত (র্ম)]।

কলিল—বিণ: পূর্ণ, যুক্ত, মিশ্রিত। [সং.]।

কলী—**কলি**২-র বানানভেদ।

কলু—বি: তৈলকার (জাতি বা ব্যক্তি)। [দেশী—তু. হি. কোলহু]। বি(স্ত্রী): **-নী**। **কলুর বলদ**—(আল) অন্ধের ন্যায় পরের নির্দেশে পরের কার্যসাধক ব্যক্তি।

কলুষ—বি: পাপ; আবিলতা; মালিন্য; মল, দোষ। [সং. √কল্+উষ (র্তৃ)]। বিণ: **কলুষিত**—কলুষযুক্ত।

কলেকটার, কলেক্টার—**কালেকটার**-এর রূপভেদ।

কলেজ—বি: (স্কুলের শিক্ষা-সমাপনান্তে) উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য প্রতিষ্ঠান, মহাবিদ্যালয়। [ইং. college]।

কলেবর—বি: শরীর, দেহ। [সং. কলে+বর]।

কলেরা—বি: ওলাওঠা, বিসূচিকা। [ইং. cholera]।

কলোনি—বিঃ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কতিপয় পরিবার কর্তৃক স্থাপিত বসতি। [ইং. colony]।

কল্ক—বিঃ খইল, শিটা; পাপ। [সং.]।

কল্কা—**কলকা**-র বানানভেদ।

কল্কি, কল্কী (-ল্কিন্)—বিঃ বিষ্ণুর দশাবতারের শেষ অবতার (কলিযুগের অন্তে ইঁহার আবির্ভাব হইবে)। [সং √কল্+কি, √কল্ক্+ইন্ (র্তৃ)]। বিঃ **-পুরাণ**—কল্কি-অবতারের বিবরণসম্বলিত পুরাণ-গ্রন্থ, অনুভাগবত।

কল্কে—**কলকে**-র বানানভেদ।

কল্প$_{১}$—বিণঃ ঈষদূন (মৃতকল্প), তৎসদৃশ (পিতৃকল্প), প্রভৃতি। [সং.]।

কল্প$_{২}$—বিঃ যজ্ঞাদি নিষ্পাদনের বিধানসংবলিত বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ; ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অর্থাৎ ৮৬৪ কোটি বৎসর (কল্পান্তে); প্রলয়; শাস্ত্রীয় বিধি (নবম্যাদি কল্প); পূজাবিধি (কল্পারম্ভ), অভিপ্রায় (রক্ষাকল্পে); সংকল্প (দৃঢ়কল্প); পক্ষ (মুখ্যকল্প)। [সং. √কৃপ+অ (র্ম)]।

কল্পক—বিণঃ কল্পনাকারী; রচয়িতা; পরিকল্পনাকারী, আরোপকারী। [সং. √কৃপ্+অক (র্তৃ)]।

কল্পক্ষয়—বিঃ কল্পের অবসান; প্রলয়। [সং. কল্প$_{২}$+ক্ষয়]।

কল্পতরু, কল্পদ্রুম, কল্পবৃক্ষ—বিঃ সর্বকামনাপূরণকারী (কল্পিত) দিব্য বৃক্ষ; (আল.) অত্যন্ত উদার ও বদান্য ব্যক্তি। [সং. কল্প$_{২}$+তরু, দ্রুম, বৃক্ষ]।

কল্পন—বিঃ উদ্ভাবন, মানসিক রচনা, অবাস্তবকে বাস্তবরূপে চিন্তাকরণ; আরোপ; সঙ্কল্প, মানস, মনন, অনুমানকরণ। [সং. √কৃপ্ + অন (ভা)]।

কল্পনা—বিঃ কল্পন; উদ্ভাবনা; উদ্ভাবনীশক্তি; কল্পিত বা মনগড়া বিষয়; অনুমান। [সং. কল্পন+আ]।

কল্পবৃক্ষ—**কল্পতরু** দ্রঃ।

কল্পলোক—বিঃ কল্পনার রাজ্য বা দেশ, মানসলোক। [সং. কল্প$_{২}$+লোক]।

কল্পান্ত—বিঃ ব্রহ্মার এক অহোরাত্রের অবসান; মহাপ্রলয়। [সং. কল্প$_{২}$+অন্ত]।

কল্পারম্ভ—বিঃ পূজাবিধির আরম্ভ; দুর্গাপূজার পনের দিন পূর্ব হইতে নিত্য পালনীয় অনুষ্ঠান। [সং. কল্প$_{২}$+আরম্ভ]।

কল্পিত—বিণঃ কল্পনা করা হইয়াছে এমন; রচিত, সম্পাদিত; আরোপিত; মনগড়া; অবাস্তব; অনুমিত। [সং. √কৃপ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

কল্পী (-ল্পিন্)—বিণঃ কল্পনাকারী, কল্পক। [সং. কল্প+ইন (র্তৃ)]।

কল্প্য—বিণঃ কল্পনাযোগ্য, রচনীয়; বিধেয়। [সং. √কৃপ্+ণিচ্+য (র্ম)]।

কল্মষ—(১)বিঃ কলুষ, পাপ। (২)বিণঃ মলিন; পাপিষ্ঠ। [সং. কল্ম+ √সো+অ]।

কল্মা, কল্‌মা—**কলমা**-র বানানভেদ।

কল্মাষ—(১)বিঃ কৃষ্ণ বর্ণ; ধূসর বর্ণ। (২)বিণঃ কৃষ্ণবর্ণযুক্ত বা ধূসরবর্ণযুক্ত। [সং.]।

কল্য—বিঃ কাল, আগামী দিবস; প্রভাতকাল। (বাং.) পূর্বদিন, গতকাল। [সং.]। বিণঃ **-কার** গত বা আগামী দিবসের।

কল্যা—**কল্লা**$_{১}$ দ্রঃ।

কল্যাণ—(১)বিঃ হিত, মঙ্গল; কুশল; সুখসমৃদ্ধি; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। (২)বিণঃ সুখী; শুভদ; শুভযুক্ত। [সং.]। বি.বিণ(স্ত্রী): **কল্যাণী**—শুভদা; মঙ্গলময়ী। বিণঃ **কল্যাণীয়**—কল্যাণযুক্ত; কল্যাণাস্পদ, (যাহার) কল্যাণ প্রার্থনা করা যায় এমন। বিণ(স্ত্রী): **কল্যাণীয়া**। বিণঃ **-কর**—কল্যাণ করে এমন, মঙ্গলকর। (অশু.) **-বর**, (শু.) **কল্যাণীয়বর**, (অশু.) **-বরেষু**, (শু.) **কল্যাণীয়বরেষু, কল্যাণীয়েষু**—স্নেহপাত্রদের নিকট লিখিত সম্বোধনের পাঠ। স্ত্রীঃ (অশু.) **-বরাষু**, (শু.) **কল্যাণীয়াসু**। বিণঃ **-বান্** (-বৎ) —মঙ্গলযুক্ত। বিণ (স্ত্রী): **-বতী**—কল্যাণী; কল্যাণযুক্তা।

কল্লা$_{১}$**, কল্যা**—বিঃ মুণ্ড, গলা। [ফা. কল্লাহ্]।

কল্লা$_{২}$—(১)বিণঃ মুখরা, ঝগড়াটে; অতি চতুরা, দুষ্টা। (২) বিঃ ছলা, ঠাট। [হি. কল্লা (=মুখবিবর)]।

কল্লোল—বিঃ শব্দকারী তরঙ্গ, মহাতরঙ্গ; মহানন্দ, পরম আহ্লাদ; কলরব। [সং. √কল্ল্+ওল(র্তৃ)]। বিণঃ **কল্লোলিত**—কল্লোলযুক্ত। **কল্লোলিনী**—(১)বি(স্ত্রী): নদী; (২)বিণ(স্ত্রী): কল্লোলপূর্ণা।

কশ—বিঃ ওষ্ঠ ও অধরের সংযোগস্থলদ্বয়, সৃক্কণী। [সং. সৃক্ক]।

কশা$_{১}$**, কষা**—বিঃ চাবুক। [সং.]। বিঃ **-ঘাত**—চাবুকের আঘাত।

কশা$_{২}$**, কশান, কশানো**—(১)ক্রিঃ আঘাত করা, চাবুক মারা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে [বাং. √কশ্ (সং √কশ্)+আ, √কশা+আন]।

কশাড়—বিঃ বড় কাশতৃণ-বিশেষ। [সং. কশেরু?]।
কশি—**কষি**-র বর্ত. বর্জিত বানান।
কশিদা—বিঃ সূচ-সুতা দিয়া বস্ত্রাদিতে ফুলতোলার কাজ, embroidery। [ফা. কশীদাহ্]।
কশেরু১—বিঃ তৃণমূলবিশেষ, কেশুর। [সং]।
কশেরু২—বিঃ মেরুদণ্ড। [ঐ]।
কশেরুক—(১) বিণঃ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট, মেরুদণ্ডী; (২)বিঃ মেরুদণ্ড; কেশুর। বিঃ **কশেরুকা**—মেরুদণ্ড; মেরুদণ্ডের এক-একটি অংশ, vertebra [বি.প.]।
কষ১—বিঃ ফল বা গাছের কষায় রস (কলার কষ); ঐ রসের ছোপ (কষ লাগা); চামড়া পাকাইবার কষায় রস বা কাথ, tannin। [সং. কষায়]।
কষ২—বিঃ কষ্টিপাথর। [সং. √কষ্+অ (ধি)]।
কষণ১—বিঃ ঘর্ষণ, কণ্ডূয়ন; কষ্টিপাথরাদিতে ঘষিয়া পরীক্ষাকরণ। [সং. √কষ্+অন]।
কষন১, কষণ২—বিঃ (চামড়ায়) কষ দেওয়া, কষান, tanning। [বাং. কষ১+অন—তু. সং. √ কষায়ি+অন]।
কষন২—বিঃ আঁটিয়া বন্ধন, মাংসাদি সন্তলন। [কষা৪ দ্রঃ]।
কষা১—**কশা১** দ্রঃ।
কষা২—বিণঃ কষায়-রসযুক্ত। [সং. কষায়]।
কষা৩—(১)ক্রিঃ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া স্বর্ণাদি পরীক্ষা করা; অঙ্কপাত করা, গণিতের ফল বাহির করা (আঁক কষা); মূল্যনিরূপণ করা (দাম কষা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √কষ্+বাং. আ]।
কষা৪—(১)ক্রিঃ (মাংসাদি) সাঁতলান; আঁটিয়া বাঁধা। (২)বিণঃ আঁট; কড়া; কৃপণ; বদ্ধকোষ্ঠ (কষা ধাত); সাঁতলান হইয়াছে এমন বা কেবল সাঁতলাইয়া রাঁধা হইয়াছে এমন (কষা মাংস)। (৩)বিঃ আঁটিয়া বন্ধন; (মাংসাদি) সন্তলন। [সং. √কৃষ্+বাং. আ]।
কষা৫, কষান (-নো)—ক্রিঃ (চামড়ায়) কষ দেওয়া, কষায়-রসযুক্ত করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. কষ১+আ (নামধাতু)—তু. সং. √কষায়ি]।
কষাকষি—বিঃ তাড়না; টানাটানি; পীড়াপীড়ি (দাম কষাকষি)। [বাং. কষা৪+কষা৪+ই]।
কষাটে—বিণঃ ঈষৎ কষায়-স্বাদযুক্ত; বিস্বাদ। [বাং. কষা২+টে]।
কষায়—(১)বিঃ তিক্ত বা কটু রস, কষযুক্ত স্বাদ, কষ; কাথ; ফিকে লাল বা গেরুয়া বর্ণ, খয়েরবর্ণ। (২)বিণঃ কষাস্বাদযুক্ত; রক্তপীতমিশ্রিতবর্ণ-যুক্ত, লোহিত, রঞ্জিত। [সং. √কষ্+আয় (র্তৃ)]। বিণঃ **কষায়িত**—ঈষৎ রক্তবর্ণ, আরক্ত (রোষকষায়িত); রঞ্জিত।
কষি—বিঃ লম্বা সরলরেখা; দাঁড়ি; পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ কোমরে আটকান থাকে; কাঁচা আমের আঁটী [দেশী]।
কষিত—বিণঃ নিকষে পরীক্ষিত। [সং. √কষ্+ত (ম)]।
কষো—বিণঃ কষায়-স্বাদযুক্ত, বিস্বাদ। [বাং. কষ১+উয়া]।
কষ্ট—বিঃ দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা (কষ্টদায়ক); পরিশ্রম, আয়াস, মেহনত (কষ্টার্জিত)। [সং. √কষ্+ত (ভা)]। ক্রিঃ **কষ্ট করা**—পরিশ্রম মেহনত বা উদ্যম করা; ক্লেশ স্বীকার করা; দুঃখ বা যন্ত্রণা ভোগ করা। বিঃ **-কল্পনা**—সহজসাধ্য বা স্বাভাবিক নহে এমন কল্পনা। বিণঃ **-কল্পিত**—কষ্ট করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্)—বহু দুঃখ ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকে বা জীবিকার্জন করে এমন। বিণঃ **-সহ, -সহিষ্ণু**—কষ্ট সহ্য করিতে পারে এমন। বিণঃ **-সাধ্য**—বিনাকষ্টে নির্বাহ হয় না এমন, ক্লেশ-সাধ্য। বিণঃ **কষ্টার্জিত**—বহু ক্লেশে অর্জন করা হইয়াছে এমন।
কষ্টি—বিঃ নিকষে ঘষিয়া স্বর্ণাদি পরীক্ষাকরণ (কষ্টিপাথর); স্বর্ণাদি ঘষিয়া পরীক্ষা করিবার পাথরবিশেষ, নিকষ। [সং. √কষ্+তি (ভা, ধি)]।
কষ্টেসৃষ্টে—ক্রি-বিণঃ কায়ক্লেশে, বহুকষ্টে। [বাং. কষ্ট+সৃষ্ট (সহচর শব্দ)]।
কষ্টো—**কষাটে**-র বিকৃত রূপ।
কস—**কশ** ও **কষ**-এর বিরল বানান।
কসবা—বিঃ গ্রামের অপেক্ষা বড় কিন্তু নগরের অপেক্ষা ছোট বসতি; সমৃদ্ধ গ্রাম, গণ্ডগ্রাম। [আ. কস্বাহ্]।
কসবি, কসবী—বি(স্ত্রী): বেশ্যা। [আ. কস্ব্]।
কসম—বিঃ শপথ, দিব্য। [আ. কসম্]।
কসরত, কসরৎ, (প্রাদে.) **কসলত, কসলৎ**—বিঃ ব্যায়ামকৌশল; কায়দা, কৌশল। [আ. কস্রৎ]।
কসা—**কশা১**-র বিরল বানান।

কসাই—বিঃ পশু-হননকারী মাংসবিক্রেতা; (আল.) অতিশয় নির্মম ব্যক্তি। [আ. কসাঈ]। বিঃ **-খানা**—পশুহননের স্থান; কসাইয়ের দোকান। বিঃ **-গিরি**—কসাইয়ের ব্যবসায়; হৃদয়হীন আচরণ।

কসাড়—**কশাড়**-এর বানানভেদ।

কসি—**কষি**-র বানানভেদ।

কসুর—বিঃ ত্রুটি, অপরাধ (আমার কসুর হয়েছে); ন্যূনতা, অপূর্ণতা (ভদ্রতার কসুর নেই); অবহেলা (করিতে কসুর করা)। [আ. কসূর]।

কসের—**কশের**১-র বানানভেদ।

কস্তা—বিণঃ টক্‌টকে লাল। [কষায়িত?]। বিণঃ **কস্তা-পেড়ে**—চওড়া লালপাড়যুক্ত।

কস্তাকস্তি—বিঃ ধস্তাধস্তি; কুস্তি। [বাং. কুস্তি+ কুস্তি]।

কস্তুর—বিঃ কস্তুরী মৃগ; মৃগনাভি। [সং. কস্তুরী]। বিঃ **কস্তুরী, কস্তূরী, কস্তুরিকা, কস্তূরিকা**—মৃগনাভি।

কস্মিন্‌কালে—ক্রি-বিণঃ কোনও কালে। [সং. কস্মিন্ (সপ্তম্যন্ত কিম্)+কালে]।

কস্য—অব্যঃ (আদালতী ভাষায়) কাহার, যাহার, অমুকের ('কস্য পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে')। [সং. ৬ষ্ঠী ১বচনান্ত কিম্]।

কহ—ক্রি(অনু): বল, বর্ণনা কর। [বাং. √কহ্]। **-ই**—(১)ক্রিঃ বলে, (২)অস-ক্রিঃ বলিতে। ক্রিঃ **-ব**—বলিব। ক্রিঃ **-বি**—বলিবি।

কহতব্য—বিণঃ কথনযোগ্য; কথনসাধ্য। [বাং. √কহ্+সং. তব্য (র্ম)]।

কহন—বিঃ বলা, কথন,। [বাং. √কহ্+অন (ভা)]।

কহা—(১)ক্রিঃ বলা। (২)বিঃ কথন। (৩)বিণঃ কথিত। [বাং. √কহ্ (সং. √কথ্)+আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—(অন্যকে দিয়া) বলান। ক্রিঃ **-য়াস**—(ব্রজ.) বলাও।

কহিয়ে—**কই**৩ দ্রঃ।

কহ্লার—বিঃ শ্বেতপদ্ম; সুঁদি, শালুক। [সং. ক+হ্লাদ্+অ (র্তৃ)]।

কাই—বিঃ আঠা, লেই; ঘন মাড়। [সং. কাথ]।

কাইট—বিঃ শিটা, তৈলাদির গাদ। [সং. কিট্ট]।

কাউকে—**কাহাকেও**-র কথ্য রূপ।

কাউর—বিঃ চর্মরোগবিশেষ। [আ. করূহ্]।

কাউয়া—বিঃ কাক, বায়স। [তু. হি. কৌয়া]।

কাওয়া—বিঃ কফির মত পেয়। [আ. কওয়া]।

কাওয়াজ—বিঃ কৌশল; সৈন্যদিগের যুদ্ধ-কৌশল-শিক্ষা (কুচকাওয়াজ)। [আ. করায়দ্]।

কাওয়ালি, কাওয়ালী—বিঃ সঙ্গীতের তাল ও সুর বিশেষ, দরবেশী সুর। [আ. কররালী]।

কাওরা—বিঃ হিন্দু অনুন্নত জাতিবিশেষ, কাহার। [দেশী]।

কাংস্য, কাংস, কাংস্যক, কাংসক—বিঃ কাঁসা; কাঁসার পেয়ালা বা বাসন; কাংস্যনির্মিত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ, কাঁসি। [সং. কংস+য বা অ+ক]। বিঃ **কাংস্যকার, কাংসকার**—কাঁসারী।

কাঁইচি—**কাঁচির** প্রাদে. রূপ।

কাঁইবীচি, কাঁইবিচি—বিঃ তেঁতুলের বীজ। [বাং. কাই+বীচি?]।

কাঁইয়া—**কেঁয়ে**-র রূপভেদ।

কাঁক১—বিঃ বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [সং. কঙ্ক]।

কাঁক২—বিঃ কক্ষ, বগল; কাঁকাল। [সং. কক্ষ]। বিঃ **-বিড়ালি, -বেরালি**—বগলের ফোঁড়া।

কাঁকই—বিঃ বড় ও মোটা দাঁড়ার চিরুনি। [সং. কঙ্কতিকা]।

কাঁকড়া—বিঃ কর্কট, জলজ প্রাণিবিশেষ। [সং. কর্কট]। বিঃ **কাঁকড়া-বিছা**—বৃশ্চিক, বিছে।

কাঁকন—বিঃ কঙ্কণ, রমণীদের হস্তালঙ্কারবিশেষ। [সং. কঙ্কণ]।

কাঁকর—বিঃ পাথরের ছোট কুঁচি। [সং. কর্কর, কঙ্কর]।

কাঁকরোল—বিঃ তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ। [সং. কর্কোটক]।

কাঁকলাস—বিঃ সরীসৃপবিশেষ, গিরগিটি; (আল.) অত্যন্ত কৃশ বা কদাকার ব্যক্তি। [সং. কৃক-লাস]।

কাঁকাল—বিঃ কোমর, কটি। [সং. কঙ্কাল]।

কাঁকুড়—বিঃ অপক্ব ফুটি। [সং. কর্কটি]।

কাঁখ—**কাঁক**২-এর বানানভেদ।

কাঁচ—**কাচ**-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ।

কাঁচকড়া—বিঃ কাছিমের খোলা; তিমির দন্ত-সংলগ্ন কোমল অস্থি, whale-bone; রবার হইতে প্রস্তুত কাছিমের খোলার ন্যায় পদার্থ-বিশেষ, vulcanite। [কাচ (=কচ্ছপ)+কড়া (=কটাহ)]।

কাঁচকলা—বিঃ ব্যঞ্জনে খাইবার একপ্রকার কলা। [বাং. কাঁচা+কলা]।

কাঁচপোকা—বিঃ উজ্জ্বল নীলবর্ণ বোলতাজাতীয় পতঙ্গবিশেষ। [দেশী?]।

কাঁচল, কাঁচলা, কাঁচুলি, কাঁচলি—বিঃ স্ত্রীলোকদের স্তনাবরক বস্ত্র। [সং. কঞ্চুলিকা]।

কাঁচা—(১)বিণঃ অপক্ব (কাঁচা ফল); আর্‌ধা, অসিদ্ধ (কাঁচা মাংস); অদগ্ধ (কাঁচা ইট); মাটির তৈয়ারি (কাঁচা পথ, কাঁচা গাঁথনি); কোমল, কচি (কাঁচা ঘাস]; তরুণ (কাঁচা বয়স); অপরিণত (কাঁচা বুদ্ধি); অপটুভাবে কৃত (কাঁচা লেখা, কাঁচা কাজ); অদক্ষ, আনাড়ী, অচতুর (অঙ্কে কাঁচা, কাঁচা লোক); পরিবর্তনশীল, রক্ষিত হইবার সম্ভাবনাহীন (কাঁচা কথা); প্রাথমিক খসড়া (কাঁচা খাতা); অস্থায়ী, উঠিয়া যায় এমন (কাঁচা রং); অমিশ্র, বিশুদ্ধ (কাঁচা সোনা); কাল (কাঁচা চুল); অশুষ্ক (কাঁচা কাঠ); বিধিবদ্ধ ওজনের পরিমাণ অপেক্ষা কম (কাঁচা সের); সহজলভ্য, নগদ (কাঁচা পয়সা), অতৃপ্ত, অপূর্ণ (কাঁচা ঘুম); স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, raw (কাঁচা মাল)। (২)ক্রিঃ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও কাঁচার ভাব প্রাপ্ত হওয়া; পণ্ড হওয়া। [হি. কচ্চা]। **কাঁচা কথা**—অনির্ভরযোগ্য কথা বা প্রতিশ্রুতি। বিঃ **-গোল্লা**—নরম পাকের সন্দেশবিশেষ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ—কাঁচা করা, পুনরায় পূর্বাবস্থা পাওয়ান, (২)বি. বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিণঃ **কাঁচা-পাকা**—অর্ধেক পাকা এবং অর্ধেক কাঁচা; অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কাল। **কাঁচা মাথা**—জীবন্ত ব্যক্তির মাথা, তরুণ বয়সের মাথা; (আল.) অপরিণত বুদ্ধি। **কাঁচা মাল**—শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। বিণঃ **কাঁচা-মিঠা**—কাঁচা অবস্থায় খাইতে মিষ্ট লাগে এমন (আম)।

কাঁচি$_1$—বিঃ দুইফলাযুক্ত কর্তন-যন্ত্রবিশেষ। [তুর. কইন্‌চি]।

কাঁচি$_2$—বিঃ গুঞ্জা, কুঁচা; চন্দ্রহার। [সং. কাঞ্চী]।

কাঁচিয়া, কেঁচে—অস-ক্রিঃ পণ্ড হইয়া (সব কাঁচিয়া গিয়াছে); নূতন করিয়া (কাঁচিয়া আরম্ভ করা)। [বাং. √কাঁচ্‌+ইয়া]। **কেঁচে গণ্ডুষ করা**—সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আরম্ভ করা।

কাঁচী—বিণঃ কম, কম ওজনের (কাঁচী সের); ঠাসবোনা (কাঁচী ধুতী)। [বাং. কাঁচা+ঈ]।

কাঁচুমাচু—বিণঃ জড়সড় (লজ্জায় বা ভয়ে কাঁচুমাচু)। [দেশী]।

কাঁচুয়া—বিঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনাবরণ কাঁচুলি। [সং. কঞ্চুক]।

কাঁচুলি—**কাঁচল** দ্রঃ

কাঁচ্চা—বিঃ এক ছটাকের চারভাগের একভাগ। [?]।

কাঁজি—বিঃ পান্তাভাতের অম্লজল, আমানি। [সং. কাঞ্জিক]।

কাঁটা—বিঃ কণ্টক; সূক্ষ্মাগ্র বস্তু (ঘড়ি খোঁপা ফুল-বেল-গোলাপ-গাছ প্রভৃতির কাঁটা); সূক্ষ্মাগ্র অস্থি (মাছের কাঁটা); খাদ্যবস্তু মুখে তুলিবার জন্য বেঁধন-শলাকাবিশেষ, fork; তুলাদণ্ড, বড় নিক্তি (কাঁটার ওজন); ছোট পেরেক। [সং. কণ্টক]। **পথের কাঁটা**—পথের বিষম প্রতিবন্ধক। বিঃ **কাঁটা-চামচ, কাঁটা-ছুরি**—ইউরোপীয় প্রণালীতে ভোজন করার জন্য কাঁটা ও চামচ বা কাঁটা ও ছুরি। বিঃ **-ঝাঁপ**—চড়কে গাজনতলায় বাঁশের ভারার উপর হইতে মাটিতে খাড়াভাবে বিছান লোহার কাঁটার উপরে ঝাঁপ খাওয়া। বিঃ **-ঝোপ, -বন**—কাঁটাওয়ালা গাছে ভরা ঝোপ বা বন। বিঃ **-নটে**—শাকবিশেষ। ক্রি-বিণঃ **কাঁটায় কাঁটায়**—ঠিক ঠিক, যথানিয়মে (কাঁটায় কাঁটায় সব করা); ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে (কাঁটায় কাঁটায় আসা)। **কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা**—এক দুষ্টের বিরুদ্ধে ভিন্ন দুষ্টকে লেলাইয়া দিয়া উভয়ের বিনাশসাধন করা।

কাঁটাচুয়া—বিঃ শজারু। [দেশী]।

কাঁটাল$_1$—বিঃ ফলবিশেষ, পনস। [সং. কণ্টকি-শব্দজ]। বিঃ **কাঁটাল-চাঁপা**—পাকা কাঁটালের ন্যায় গন্ধযুক্ত ফুলবিশেষ। **কাটালের আমসত্ত্ব**—অসম্ভব বস্তু, সোনার পাথর-বাটি। **কিলিয়ে কাঁটাল পাকান**—কাঁচা কাঁটালের বোঁটায় কীল অর্থাৎ গোঁজ ঢুকাইয়া দিয়া উহাকে তাড়াতাড়ি পাকান; (আল.) অতি দ্রুত কার্যসাধনার্থ অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কাঁটাল$_2$, **কাঁটালো**—বিণঃ কাঁটাযুক্ত। [বাং. কাঁটা+আল]।

কাঁটালি কলা, কাঁঠালি কলা—বিঃ একপ্রকার উত্তমজাতীয় কলা। [?]।

কাঁটি, কাঁঠি—বিঃ তুলসীর মালা (হরিকাঁটি); একনর কণ্ঠহার (সোনার কাঁটি); তুলসীর মালার গুটিকা ('ডাগর রসের কাঁঠি গাঁথ্যা পরে গলে': ব.প.); জালের কাঠি। [সং. কণ্টিকা, কণ্ঠী]।

কাঁঠাল—**কাঁটাল**$_1$-এর রূপভেদ।

কাঁড়া—(১) ক্রিঃ ছাঁটা, তুষহীন করা, পরিষ্কার

করা (ধান কাঁড়া)। (২) বিণ: পরিষ্কৃত (কাঁড়া চাল)। [সং. √ কণ্ড্ +বাং. আ]। -ন -নো —(১) ক্রি: (অপরের দ্বারা) ছাঁটান, কাঁড়া, (২) বি: তুষহীন বা পরিষ্কৃত করা; (৩) বিণ: পরিষ্কৃত।

কাঁড়ার, কাঁড়ার—বি: কর্ণধার, মাঝি। [সং. কর্ণধার]।

কাঁড়ি—বি: স্তূপ, রাশি। [সং. কাণ্ড]।

কাঁথা—বি: অনেকগুলি কাপড় একত্র সেলাই করিয়া প্রস্তুত মোটা আস্তরণ বা শীতবস্ত্রবিশেষ, কন্থা। [সং. কন্থা]।

কাঁদ—**কাঁধ**-এর প্রাদে. রূপ।

কাঁদ-কাঁদ, কাঁদো-কাঁদো—বিণ: ক্রন্দনোন্মুখ। [কাঁদা দ্র:]।

কাঁদন—বি: ক্রন্দন, রোদন, কান্না। [কাঁদা দ্র:]। বি: **কাঁদনি**—**কাঁদুনি**-র রূপভেদ।

কাঁদা—(১) ক্রি: রোদন করা। (২) বি: রোদন। [সং. √ ক্রন্দ্ +বাং. আ]। বি: **কাঁদা-কাটি, কাঁদা-কাটা**—কান্নাকাটি, বিলাপ, কাতরতা, অনুনয়-বিনয়। **-ন -নো**—(১) ক্রি: (অপরকে) রোদন করান, (২) বি. বিণ: উক্ত অর্থে। বিণ: **-নে**—কাঁদায় এমন। **কাঁদানে-গ্যাস** — এক-প্রকার গ্যাস যাহার ঝাঁজে চোখে জল আসে, tear gas। **কাঁদিয়া (-কাটিয়া) হাট করা**—উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া লোকজন জড় করা। **ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদা**—নানারূপ বিলাপ করিয়া কাঁদা। **গুমরিয়া কাঁদা**—চাপা কান্না কাঁদা (যে কান্নায় মৃদু গুম্‌গুম্ বা উম্‌উম্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না)। **ডুকরিয়া কাঁদা**—ডাক ছাড়িয়া বা চিৎকার করিয়া কাঁদা। **ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদা**—এমনভাবে কাঁদা যে বুক ঘনঘন ফুলিয়া উঠিয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয় অথচ কোন শব্দ শোনা যায় না। **ফোঁপাইয়া কাঁদা**—এমনভাবে কাঁদা যাহাতে ফোঁপানি ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

কাঁদি—বি: ফলের বড় গুচ্ছ। [সং. স্কন্ধ]।

কাঁদুনি—বি: কান্না; কাতরোক্তি, কাতরতা; বিলাপ; সকাতর আবেদন-নিবেদন। [কাঁদা দ্র:]। **কাঁদুনি গাওয়া**—সকাতরে অনুযোগ করা বা দুঃখ অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি প্রকাশ করা বা আবেদন-নিবেদন করা।

কাঁদুনে—বিণ: মাত্রাতিরিক্তভাবে কাঁদে এমন; ঘ্যানঘেনে। [কাঁদা দ্র:] **কাঁদুনে গ্যাস**—**কাঁদানে গ্যাস**-এর (কাঁদা দ্র:) অবাঞ্ছিত কিন্তু চলিত রূপ।

কাঁধ—বি: স্কন্ধ; ঘাড়। [সং. স্কন্ধ]। **কাঁধ দেওয়া**—স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করা। ক্রি: **কাঁধ বদলান**—বোঝা বহিতে বহিতে ক্লান্তি বোধ করার ফলে পালাক্রমে অপরের স্কন্ধে বোঝা দেওয়া।

কাঁধাকাঁধি—(১) বি: পরস্পরের স্কন্ধে বহন (কাঁধাকাঁধি করিয়া লইয়া যাওয়া); (২) ক্রি-বিণ: একজনের কাঁধের উপরে বা পাশে আরেকজন এবং তাহার কাঁধের উপরে বা পাশে আরেকজন এইরূপে (কাঁধাকাঁধি দাঁড়ান); একবার ইহার কাঁধে এবং আরেকবার উহার কাঁধে এইরূপে (কাঁধাকাঁধি বওয়া)।

কাঁপ, কাঁপন, কাঁপুনি—বি: কম্পন, স্পন্দন। [(সং. √ কম্প্)]।

কাঁপই, কাঁপয়ে—ক্রি: (ব্রজ.) কাঁপে। [কাঁপা দ্র:]।

কাঁপা—(১) ক্রি: কম্পিত হওয়া, থরথর করা। (২) বি: কম্পন। [বাং. √ কাঁপ (সং. √ কম্প্) +আ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রি: কম্পিত করান, নড়ান; (২) বি. বিণ: উক্ত অর্থে।

কাঁসর—বি: কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসি। [বাং. কাঁসা+র]।

কাঁসা—বি: রাং-ও-তামামিশ্রিত ধাতু। [সং. কাংস্য]। বি: **-রী, -রি**—কাঁসার দ্রব্য নির্মাতা বা তাহার বেপারী (ব্যক্তি বা জাতি)।

কাঁসি—বি: কাংস্যনির্মিত কিনারা-উঁচু থালা বা ডিশ অথবা বাদ্যযন্ত্র। [বাং. কাঁসা+ই]।

কাঁহা, কাহা—অব্য. ক্রি-বিণ: কোথা। [সং. কুত্র]। ক্রি-বিণ: **-তক**—কতদূর বা কতক্ষণ পর্যন্ত।

কাক১—**কর্ক**-এর প্রাদে. রূপ।

কাক২—বি: বায়স; পক্ষিবিশেষ; এক কড়ার চারভাগের একভাগ। [সং. √ কৈ+ক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **কাকী**, (সচ. কৌতু.) **কাকিনী**। বিণ: **-চক্ষু**—কাকের চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ। বি: **-তন্দ্রা, -নিদ্রা**—কাকের ন্যায় অতি সতর্ক ও পাতলা ঘুম। বিণ: **-তালীয় (ন্যায়)**—পরস্পর সম্বন্ধহীন অথচ অকস্মাৎ একসঙ্গে সঙ্ঘটিত (দেখিয়া মনে হয় যেন পরস্পর কার্যকারণসম্বন্ধযুক্ত)। বি: **-পক্ষ**—দুই কানের পাশে লম্বিত কেশগুচ্ছ; কানপাটা; জুলফি। বি: **-পদ**—উদ্ধার চিহ্ন (" "); লেখার মধ্যে পরিত্যক্ত বা শূন্য স্থান

বুঝাইবার চিহ্ন (× × ×) ; ভুলক্রমে পরিত্যক্ত অক্ষরাদির স্থানসূচক চিহ্ন (∧), caret। বিঃ **-পুচ্ছ**—কাকের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট পক্ষী অর্থাৎ কোকিল। বিঃ **-ফল**—নিমগাছ। বিঃ **বন্ধ্যা**—যে নারী একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। **-ভুশণ্ড** —**ভুশণ্ডী**-র অনুরূপ। বিঃ **-শীর্ষ**—বকফুলের গাছ। **কাক-কোকিলের সমান দর**—ভাল-মন্দ উত্তম-অধম প্রভৃতির মধ্যে তারতম্যের অভাব। **কাকের ছা বকের ছা**—অতি কুৎসিত হস্তাক্ষর।

কাকতুণ্ডী—বিঃ পিতল ; গিলটি-করা পিতল। [সং.]।

কাকলি, (বিরল) **কাকলী**—বিঃ মধুর অস্ফুট ধ্বনি, কলধ্বনি। [সং.]।

কা-কা$_1$—অব্য. বিঃ কাকের ডাক।

কাকা$_2$—বিঃ পিতার ছোট ভাই ; খুড়া। [ফা.]। বি(স্ত্রী): **কাকী**—কাকার পত্নী।

কাকাতুয়া—বিঃ শুকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [মাল. কাকাতু]।

কাকিনী, কাকী$_1$—**কাক**$_2$ দ্রঃ।

কাকী$_2$—**কাকা**$_2$ দ্রঃ।

কাকু$_1$—বিঃ (আদরে) কাকা।

কাকু$_2$—বিঃ শোক ভয় ইত্যাদির আবেগে বিকৃত কণ্ঠস্বর, স্বরবিকৃতি ; বক্রোক্তি, কাকুতি। [সং.]। বিঃ **-বাদ**—কাকুতি, মিনতি। বিঃ **কাকূক্তি**—কাতরোক্তি ; বক্রোক্তি।

কাকুতি, কাকূতি—বিঃ কাতরোক্তি, খেদোক্তি ; অনুনয়, মিনতি। [সং কাকুক্তি]। বিঃ **কাকুতি-মিনতি**—অনুনয়-বিনয়।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—(১) বিঃ সূর্যবংশীয় রাজা ককুৎস্থ বা পুরঞ্জয়ের সন্তান অথবা বংশধর, বিশেষতঃ রামচন্দ্র। (২) বিণঃ পুরঞ্জয়বংশীয়। [সং. ককুৎস্থ + অ, য]।

কাকুবাদ, কাকূক্তি—**কাকু**$_2$ দ্রঃ।

কাকে—**কাহাকে**-র চলিত রূপ।

কাকোদর—বিঃ সর্প। [সং.]।

কাগ—**কাক**-এর প্রাদে রূপ।

কাগজ—বিঃ কাপড় তুলা কাঠ প্রভৃতির আঁশ হইতে প্রস্তুত লিখনের পত্র বা উপকরণ ; সংবাদপত্র (সব কাগজে বেরিয়েছে) ; দলিলপত্র (কোম্পানীর কাগজ)। [আ.< চী. কায়গদ্]। বিঃ **-পত্র**—দলিলাদি ; প্রামাণিক লিখনসংবলিত কাগজসমূহ। **কাগজী**—(১) বিণঃ কাগজ-সম্বন্ধীয়, কেবল কাগজেই নিবদ্ধ কিন্তু অবাস্তব (কাগজী বা কাগুজে বাঘ) ; কাগজের ন্যায় পাতলা আবরণবিশিষ্ট (কাগজী লেবু), (২) বিঃ কাগজের বেপারী বা নির্মাতা। বিঃ **কাগজাত**—কাগজপত্র ; হিসাবপত্র, দলিল-দস্তাবেজ। বিণ. ক্রি-বিণঃ **কাগজে-কলমে**—লিখিতভাবে।

কাগাবগা—অব্যঃ ছন্নছাড়া বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব ; সামঞ্জস্যহীন ভাব। [দেশী]।

কাঙাল, কাঙালি, কাঙালী, কাঙালিনী—যথাক্রমে **কাঙ্গাল কাঙ্গালি কাঙ্গালী** ও **কাঙ্গালিনী**-র বানানভেদ।

কাঙ্ক্ষা—বিঃ অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা। [সং. √কাঙ্ক্ষ্ + অ (ভা) + আ]। বিণঃ **কাঙ্ক্ষণীয়** —আকাঙ্ক্ষা করিবার যোগ্য, অভিলষণীয়। বিণঃ **কাঙ্ক্ষিত**—অভিলষিত, বাঞ্ছিত।

কাঙ্গাল, কাঙ্গালি, কাঙ্গালী—(১) বিণঃ দরিদ্র, নিঃস্ব, দীন প্রার্থী, অতিশয় লোলুপ (যশের কাঙ্গাল) ; দুঃখী। (২) বিঃ ভিক্ষুক ; জাত-ভিখারী। [দেশী ?]। বিণ. বি(স্ত্রী): **কাঙ্গালিনী**। **কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে**—বক্তাকে সাধারণ লোক-জ্ঞানে তাহার যে উক্তি উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহা কালক্রমে (এবং সচ প্রতিকারের সময় উতরাইয়া গেলে) সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া। **কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ**—দরিদ্রের সাধ্যাতিরিক্তরকম ব্যয়বহুল সাধ। বিঃ **-খানা**—অনাথাশ্রম। বিঃ **-পনা**—দীনতা, কাঙ্গালের ন্যায় আচরণ ; অতিশয় লোলুপতা, দীন যাচ্ঞা। বিঃ **কাঙ্গালী-বিদায়**—দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের অন্ন বস্ত্র ও অর্থ দান।

কাচ—বিঃ বালি ও একপ্রকার ক্ষার হইতে প্রস্তুত স্বচ্ছ ভঙ্গপ্রবণ বস্তুবিশেষ, পরকলা। [সং √কচ্ + অ (ণে)]

কাচপোকা—**কাঁচপোকা**-র রূপভেদ।

কাচা$_1$—বিঃ মাতা বা পিতার মৃত্যুতে অশৌচ-কালে উত্তরীয়রূপে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড। [বাং. কাছা (সং. কচ্ছ)]।

কাচা$_2$—(১) ক্রিঃ (বস্ত্রাদি) আছড়াইয়া বা কচলাইয়া ধৌত করা। (২) বিঃ ধৌতকরণ। (৩) বিণঃ ধৌত (কাচা কাপড়)। [সং. কাচ = ক্ষার ?] **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ ধোয়ান ; (২) বিঃ

আদিতে **কাক-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কাক**$_2$ দ্রঃ।

অপরের দ্বারা ধৌতকরণ ; (৩) বিণ: অন্যের দ্বারা ধৌত।

কাচ্চাবাচ্চা—বি: কচি অর্থাৎ অতি অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে। [দেশী—তু. কচি+বাচ্চা]।

কাছ—বি: নিকট, সমীপ। [প্রাকৃ. কচ্ছ <সং. কক্ষ]। ক্রি-বিণ. অব্য: **কাছে**—নিকটে, সন্নিধানে (ঘরের কাছে) ; নাগালে (হাতের কাছে) ; পাশে ('সে যে কাছে এসে বসেছিল': রবীন্দ্র) ; তুলনায় (গুণের কাছে রূপ মূল্যহীন) ; বিবেচনায় (তার কাছে আপন-পর নেই) ; সঙ্গে (ওঝার কাছে ভূতের জারিজুরি)। ক্রি-বিণ: **কাছে-কাছে**—সঙ্গে-সঙ্গে ; খুব বা সর্বদা কাছে। ক্রি-বিণ: **কাছে-পিঠে**—কাছাকাছি।

কাছাঁট—বি: মালকোঁচা, কৌপিন। [অর্বাচীন সং. কচ্ছোটিকা]।

কাছা১—ক্রি: নিকটবর্তী হওয়া, ঘনান। [বাং. কাছ+আ]।

কাছা২—বি: পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগে গোঁজা থাকে। [সং. কচ্ছ]। বিণ: **কাছা-আলগা**—অসাবধান। বিণ: **কাছা-ধরা**—তোষামোদকারী, পরাশ্রয়ী।

কাছাকাছি—বিণ. ক্রি-বিণ: নিকটবর্তী, নিকটে (কাছাকাছি বাড়ি, বাড়িব কাছাকাছি) ; প্রায় সমান (শ টাকার কাছাকাছি)। [বাং. কাছ+আ+কাছ+ই]।

কাছান, (-নো)—ক্রি.বি: নিকটবর্তী হওয়া, ঘনান। [বাং. √কাছা১+আন]।

কাছারি, কাছারী—বি: বিচারালয় ; দফতর, কার্যালয়, অফিস (জমিদারের কাছারি)। [তু.—হি. কচহ্‌রী]।

কাছি—বি: মোটা দড়ি। [সং. কক্ষা]।

কাছিম—বি: কূর্ম, বড় কচ্ছপ। [সং. কচ্ছপ]।

কাছুটি—**কাছাঁট**-র রূপভেদ।

কাছে—**কাছ** দ্র:।

কাজ—বি: কার্য (কাজ করা) ; প্রয়োজন, দরকার (কথায় কাজ কি) ; কর্তব্য (দেশরক্ষা রাজার কাজ) ; চাকরি (তাহার কাজটি গেছে) ; বৃত্তি, পেশা (চুরি করাই তাহার কাজ) ; অভ্যাস, স্বভাব (আড্ডা দেওয়াই তাহার কাজ) ; সুফল, প্রয়োজনসাধন (উপদেশে কাজ হয়েছে) ; কলা-কৌশল, কারুকার্য (চিত্রে রংয়ের কাজ)। [প্রা. কজ্জ<সং. কার্য]। **কাজ আনা**—কাজের ফরমাস বা অর্ডার সংগ্রহ করা। **কাজও নেই কামাইও নেই**—কর্মহীন অথচ সদাব্যস্ত ; অকাজে ব্যস্ত। **কাজ দেওয়া**—চাকরি দেওয়া ; কাজের ভার দেওয়া ; সুফল দেওয়া বা প্রয়োজন সাধন করা (ঘড়িটায় কাজ দিচ্ছে)। **কাজ দেখা**—কাজ পরীক্ষা করা, কাজের তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করা ; চাকরি খোঁজা ; সুফলপ্রসূ হওয়া, প্রয়োজন সাধন করা (এতে কাজ দেখবে)। **কাজ দেখান**—কর্মব্যস্ততার ভান করা, কাজ করিয়া নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা। **কাজ বাঁচান**—চাকরি বজায় রাখা। **কাজের কাজী**—করণীয় কাজের তাহার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী। **কাজের বার**—অকেজো, অকর্মণ্য। **কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরলে পাজী**—কার্যসাধনের জন্য অনুনয়-বিনয় করে কিন্তু কার্য সাধিত হইলে অকৃতজ্ঞ হয় এমন (ব্যক্তি)। বি: **-কর্ম**—জীবিকা, পেশা, চাকরি ; দৈনন্দিন বিষয়-ব্যাপার।

কাজর—**কাজল**-এর কোমল রূপ।

কাজরী—বি: ভারতীয় পল্লীসঙ্গীতবিশেষ ব তাহার সুর। [?]।

কাজল—(১) বি: অঞ্জন। (২) বিণ: কাজলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট (কাজল মেঘ)। [সং. কজ্জল]। বি: **-লতা**—কাজল তৈয়ারি করিবার ও রাখিবার পাত্রবিশেষ। বিণ(স্ত্রী): **কাজলা**১—কাজলবর্ণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। বি: **কাজলা**২, **কাজলি**—রক্ত-নীলবর্ণ ইক্ষুবিশেষ।

কাজিয়া—বি: বিবাদ ; দাঙ্গা। [আ. কদীয়া]।

কাজী১, **কাজি**—বি: মুসলমান বিচারক বা ব্যবস্থাপক। [আ. কাজী]।

কাজী২—বি: কর্মী (কাজের বেলায় কাজী)। [বাং. কাজ+ঈ]।

কাজু বাদাম—বি: কেরলে উৎপন্ন বাদাম-বিশেষ। [?]।

কাজেই, কাজেকাজেই—অব্য: সুতরাং, অতএব [তু. সং. কার্যতঃ]।

কাঞ্চন—(১) বি: স্বর্ণ, সোনা ; ধন (কামিনী-কাঞ্চন) ; ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ ; ধান্য-বিশেষ [সং.+কাঞ্চ্+অন (র্তৃ)]। (২) বিণ: স্বর্ণবর্ণ (কাঞ্চনকান্তি), স্বর্ণময় (কাঞ্চনমুদ্রা)। [সং. কাঞ্চন+অ]। বি: **-মূল্য**—কাঞ্চনের বা মোহরের মূল্য ; স্বর্ণমুদ্রার মূল্যস্বরূপ দক্ষিণা ; (বিরল) অতি উচ্চ মূল্য ; (শিথি.) পারিশ্রমিক-স্বরূপ অর্থ। বি(স্ত্রী): **কাঞ্চনী**—হরিদ্রা ; গোরোচনা ;

কাঞ্চি, কাঞ্চী—বিঃ কোমরের অলঙ্কারবিশেষ, মেখলা, গোট। [সং. √কাঞ্চ্ + ই (ণে)]।

কাঞ্জি—বিঃ কাঁজি, আমানি। [সং. কাঞ্জিক]।

কাঞ্জিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জিকা, কাঞ্জী—বিঃ কাঁজি। [সং.]।

কাট১—**কাইট**-এর চলিত রূপ।

কাট২—বিঃ গঠনকৌশল, আদল, আকৃতি। [ইং. cut]।

কাট৩—**কাঠ**-এর চলিত রূপ। বিণঃ **-কাট**—**কাঠকাঠ**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

কাটকুট—**কাটা** দ্রঃ।

কাটখোট্টা—বিণঃ গোঁয়ার ; নীরসহৃদয়, রসবোধ-হীন, শুষ্কহৃদয় ; দয়ামায়াহীন। [দেশী]।

কাটগড়া—**কাঠগড়া**-র চলিত রূপ।

কাটগোঁয়ার—বিণঃ অত্যন্ত গোঁয়ার। [বাং. আকাট+গোঁয়ার]।

কাটছাঁট, কাটতি, কাটন—**কাটা** দ্রঃ।

কাটনা—বিঃ তুলা হইতে সুতা তৈয়ারীকরণ ; সুতা কাটার যন্ত্র, চরকা, তকলি। [বাং. √কাট্+না (ভাঁ, ণে)]। বিঃ **কাটনি**—সুতা কাটার মজুরি। বিঃ **কাটনি (-নী)**—যে (প্রায়শঃ স্ত্রীলোক) সুতা কাটে।

কাটব—ক্রিঃ (ব্রজ.) কাটিবে ; দংশন করিবে। [**কাটা** দ্রঃ]।

কাটব্য—বিঃ কর্কশতা, রূঢ়তা। [সং. কটু+য (ভা)]।

কাটমোল্লা—বিঃ মূর্খ ও ধর্মোন্মত্ত মুসলমান পুরোহিত। [বাং. আকাট+তুব. মুল্লা]।

কাটরা—বিঃ কাষ্ঠনির্মিত কক্ষ ; বাজারের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত ঘর, কাঠগড়া (সাক্ষীর কাটরা)। [তু. হি. কাঠ্‌গরা]।

কাটলেট—বিঃ ইউরোপীয় প্রণালীতে ভাজা মাছ বা মাংসের বড়াজাতীয় খাদ্যবিশেষ। [ইং. cutlet]।

কাটা—(১) ক্রিঃ কর্তন করা বা ছেদন করা ; খণ্ডন করা (যুক্তি কাটা) ; প্রতিবাদ করা (কথা কাটা) ; রেখা টানিয়া বাতিল করা (ভুল কাটা) ; অকেজো বা বাতিল হওয়া (বাল্‌ব্ কেটে গেছে), খনন করা (পুকুর কাটা), অঙ্কন করা (আঁচড়, আঁক বা লাইন কাটা) ; রচনা করা (ছড়া বা ফোঁটা বা তিলক কাটা) ; লিখিয়া দেওয়া (চেক কাটা, হ্যাণ্ডনোট কাটা), তৈয়ারি বা বিন্যাস করা (পথ কাটা, খাল কাটা, ছানা কাটা, টেড়ি কাটা) ; চুরির উদ্দেশ্যে কর্তন করা (টেঁক কাটা, গাঁট কাটা) ; খোদাই করা (পাথর কাটা, শিল কাটা) ; সমতাচ্যুত বা সামঞ্জস্যচ্যুত হওয়া (তাল কাটা, সুর কাটা), অতিবাহিত বা যাপিত হওয়া (মেঘ নেশা ঘোর বা ভয় কাটা) ; কেনা, ক্রয় করা (টিকিট কাটা) ; বিক্রয় বা চালু হওয়া (মাল কাটা, ভারে কাটা), নির্গত হওয়া (জল কাটা, লালা কাটা) ; দেওয়া (সাঁতার কাটা), প্রদর্শন করা বা ধারণ করা (ভেঙচি কাটা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণঃ কর্তিত, ছিন্ন, খণ্ডিত ; বাতিল। [বাং. √কাট (সং. √কৃৎ) + আ]। ক্রিঃ **কাটাইয়া উঠা**—(বিপদাদি) উত্তীর্ণ হওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—অসহ্য যন্ত্রণার উপর অধিকতর মর্মদাহী কথা বা তিরস্কার। বিঃ **কাটকুট**—কাটাকুটি, সংশোধন ; সংক্ষেপকরণ। বিঃ **কাটছাঁট**—(প্রধানতঃ পোশাকের) কাটিবার ভঙ্গি। বিঃ **কাটতি**—বাজারে চলন ; প্রচুর বিক্রয়, বিক্রয়ের পরিমাণ। বিঃ **কাটন**—কর্তন, ছেদন ; খণ্ডন, বাতিলকরণ ; রচনা, নির্মাণ, খনন, সমতা-হানি, অতিবাহিত হওয়া, দূর হওয়া, বিক্রীত হওয়া, চালু হওয়া। বিঃ **-ই**—কাটিবার খরচ। বিঃ **কাটা-কাপড়**—পোশাক তৈয়ারির উপযোগী করিয়া কাটা কাপড় বা ছিট ; ছিটকাপড়। বিঃ **-কাটি**—হানাহানি ; সশস্ত্র মারামারি। বিঃ **-কুটি**—কাটকুট, সংশোধন। বিঃ **-ন১** (উচ্চ' কাটান্)—অব্যাহতি, রেহাই (কাটান নাই) ; পরিশোধ (কাটান দেওয়া)। **-ন (-নো)২**—(১) ক্রিঃ কর্তন করান ; অতিবাহন বা যাপন করা (সময় বা দিন কাটান) ; নির্গত করান (জল কাটান) ; উত্তীর্ণ বা মুক্ত হওয়া (দুঃখ বা বিপদ্ কাটান) ; বেচা (মাল কাটান) ; কেনান (টিকিট কাটান) ; (২) বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-নি**—**কাটাই**-র অনুরূপ।

কাটারি, কাটারী—বিঃ কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, দা। [সং. কর্তরী]।

কাটি (-টী)—**কাঠি**-র রূপভেদ।

কাটিগঙ্গা—বিঃ কাটা খাল। [<বাং. কাটা+গঙ্গা]।

কাটিম, কাটুনি (-নী)—যথাক্রমে **কাঠিম** ও **কাটনি**-র চলিত রূপ।

কাটুরকুটুর—অব্যঃ কাটিবার শব্দবিশেষ।

কাট্য—বিণঃ কর্তনযোগ্য, খণ্ডনীয় (তু. **অকাট্য**)। বাং. √ কাট+য (র্ম)]।

কাঠ—(১) বিঃ কাষ্ঠ, (আল.) কঙ্কাল (দেহের কাঠ বেরন)। (২)বিণঃ কাষ্ঠবৎ নিস্পন্দ ও অনড় (ভয়ে কাঠ), অসাড়, শক্ত (মরে কাঠ) রসহীন (শুকাইয়া কাঠ), অবাক্, নিস্তব্ধ। [সং. কাষ্ঠ]। **অনেক কাঠ-খড় পোড়ান**—বহু আয়াস করা। বিঃ **-কয়লা**—কাষ্ঠ পোড়াইয়া তৈয়ারি কয়লা। বিঃ **কাঠকাঠ**—কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, শুষ্ক ও লাবণ্য-হীন। বিঃ **-খোলা** বালিশশূন্য ভাজনা খোলা। বিঃ **-গড়া**—কাঠের বেড়াযুক্ত ঘর বা মঞ্চ [তু. কাঠ্‌ঘরা]। বিঃ **-গোলা**—কাঠের আড়ত। বিঃ **-গোলাপ**—গন্ধহীন গোলাপবিশেষ। বিণঃ **-ঝুনা**—(নারিকেল-সম্বন্ধে) শাঁস কাঠের মত নীরস ও শক্ত হইয়া গিয়াছে এমন। বিঃ **-ঠোকরা**-কাষ্ঠে ঠোকর মারিতে অভ্যস্ত পক্ষিবিশেষ। বিঃ **-পিঁপড়া**—কৃষ্ণবর্ণ বড় পিঁপড়াবিশেষ। বিঃ **-ফড়িং**—কাঠির মত রোগা ফড়িংবিশেষ। বিঃ **-বিড়াল, -বেরাল**-বৃক্ষারোহণকারী ছোট জন্তু-বিশেষ। বি(স্ত্রী)ঃ **কাঠবেড়ালী, কাঠবেরালী**। বিঃ **-মল্লিকা**—বন-মল্লিকা। ক্রি-বিণঃ **কাঠে-কাঠে**—পরস্পরের জোড়ের সহিত (কাঠে-কাঠে মেলা), সমানে-সমানে, সেয়ানে সেয়ানে (কাঠে-কাঠে লড়াই)।

কাঠরা, কাঠরিয়া—যথাক্রমে **কাটরা** ও **কাঠুরিয়া**-র রূপভেদ।

কাঠা-বিঃ জমির পরিমাণবিশেষ (৩২০ বর্গ হাত), ধান্যাদির পরিমাণ-পাত্র, রেক। [সং. কাষ্ঠা]। বিঃ **-কালি**—জমির আয়তন বা কাঠার পরিমাণ হিসাব। বিঃ **-কিয়া**—শতাবধি কাঠা গণনা।

কাঠাম, কাঠামো—বিঃ কাঠ বাঁশ খড় প্রভৃতির দ্বারা গঠিত আধার (প্রতিমার কাঠাম), ঠাট, ফ্রেম। [সং. কাষ্ঠকর্ম ?]।

কাঠি১—**কাঁটি**-র রূপভেদ।

কাঠি২—বিঃ কাঠ বাঁশ ধাতু ইত্যাদির লম্বা সরু ছোট টুকরা (দেশলাইয়ের কাঠি, চাবিকাঠি), ক্ষুদ্র শলাকা (কাঁটার কাঠি, খড়কেকাঠি)। [সং. কাষ্ঠিকা]। বিণঃ **কাঠিকাঠি**—অত্যন্ত সরু বা কৃশ।

কাঠিন্য—বিঃ কঠিনতা, দৃঢ়তা, অনমনীয়তা, নির্দয়তা। [সং. কঠিন+য (ভা)]।

কাঠিম—বিঃ সূতা জড়াইয়া রাখিবার জন্য কাষ্ঠ-নির্মিত ছোট চক্রাকার বস্তুবিশেষ। [বাং. কাঠ+ইম]।

কাঠুয়া—**কেঠো১**-র প্রাদে. রূপ।

কাঠুরিয়া—বিঃ কাষ্ঠ ছেদন করা যাহার পেশা। [বাং. কাঠ+উরিয়া]।

কাঠে-কাঠে—**কাঠ** দ্রঃ।

কাড়ন—**কাড়া১** দ্রঃ।

কাড়া১—(১)ক্রিঃ ছিনান, জোর করিয়া গ্রহণ করা (সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া); আকর্ষণ করা, টানা (মন কাড়া), উচ্চারণ করা (রা কাড়া)। (২)বিঃ আকর্ষণ। (৩)বিণঃ লুণ্ঠিত। [সং √কৃষ্+বাং. আ]। বিঃ **কাড়ন**—কাড়িয়া লওয়া। বিঃ **-কাড়ি**—পরস্পর টানাটানি বা হেঁচড়া-হেঁচড়ি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা কাড়া, স্বীকার করান (কথা কাড়ান), আদায় করা (আদর কাড়ান)। (২)বি.বিণ উক্ত সকল অর্থে।

কাড়া২—বিঃ একদিক চর্মাচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং কটাহ]। বিঃ **কাড়া-নাকাড়া**—ঢাকজাতীয় বিবিধ বাদ্যযন্ত্র।

কাড়ার—**কাঁড়ার**-এর রূপভেদ।

কাণ, কাণা, কাণী—যথাক্রমে কান২, **কানা** ও **কানি**-র অশুদ্ধ বানান।

কাণ্ড—বিঃ গুঁড়ি, পর্ব, পার্ব গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ বা অধ্যায় (বেদের কর্মকাণ্ড, সপ্তকাণ্ড রামায়ণ), ব্যাপার, ঘটনা (অবাক কাণ্ড)। [সং. √কন্+ড (র্তৃ)]। বিঃ **-কারখানা**—ঘটনাসমূহ, কার্যাবলী। বিণঃ **-জ**—গুঁড়ি হইতে উৎপন্ন। বিঃ **-জ্ঞান**—সহজাত বুদ্ধি, অবস্থানুযায়ী কর্তব্যা-কর্তব্য বিচারের জ্ঞান, common sense। বিঃ **কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান**—ভালমন্দবোধ, কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞান।

কাণ্ডার—বিঃ নৌকার হাল; (বিরল) কাণ্ডারী। [তু. সং. কর্ণধার]। বিঃ **কাণ্ডারি, কাণ্ডারী**—যে নৌকাদির হাল ধরিয়া গতিনিয়ন্ত্রণ করে, মাঝি।

কাত, কাৎ—(১)বিঃ পার্শ্ব (কোন্ কাতে)। (২)বিণঃ আড়, একপেশে (পালাখানা কাত করে রাখ); ভূপতিত, পর্যুদস্ত (এক চড়ে কাত, ভয়ে কাত)। [দেশী]।

কাতর—বিণঃ আর্ত; দুঃখাভিভূত, ব্যাকুল (কাতর-প্রাণে ডাকা); কুণ্ঠিত (অর্থব্যয়ে কাতর)। [সং. কু+√তৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **কাতরা১**। বিঃ **-তা, কাতর্য**। ক্রিঃ **কাতরা২**—কাতরতা বা যন্ত্রণা প্রকাশ করা; ছটফট্ করা, আর্তনাদ করা। **কাতরান (-নো), কাতরানি**—(১)ক্রিঃ কাতরা; (২)বিঃ কাতরতা

বা যন্ত্রণা প্রকাশ অথবা উহার ধ্বনি, ছট্‌ফটানি, আর্তনাদ। বিঃ **কাতরোক্তি**—কাতরতাপূর্ণ বাক্য।

কাতল, কাতলা, কাৎলা—বিঃ বৃহদাকার মৎস্যবিশেষ, (শ্লেষে) বড়লোক, মস্ত দাঁও। [সং. কাতল]।

কাতা—বিঃ নারিকেল-ছোবড়ার দড়ি। [দেশী]।

কাতান—বিঃ কর্তনকারী অস্ত্র, দা, কাটারি। [পো. catana, সং কর্তনী]।

কাতার—বিঃ বড় দল (কাতারে কাতারে লোক), শ্রেণী, পংক্তি (কাতার দিয়া দাঁড়ান)। [আ কতার]।

কাতারি—**কাতুরি**-র রূপভেদ।

কাঁত—বিঃ শঙ্খচ্ছেদনের অস্ত্র, শাঁখের করাত। [সং. কর্তরী]।

কাতুকুতু—বিঃ অঙ্গস্পর্শদ্বারা সুড়সুড়ি। [?]।

কাতুরি, (বর্জি.) **কাতুরী**—বিঃ ধাতুপাত কর্তনের অস্ত্রবিশেষ; কাতি। [সং. কর্তরী]।

কাত্যায়নী—বিঃ দুর্গাদেবী (সর্বাগ্রে কাত্যায়নমুনি ইঁহার উপাসনা করেন); অর্ধবৃদ্ধা কাষায়বস্ত্রা বিধবা। [সং. কাত্যায়ন+ঈ]।

কাদম্ব—(১)বিণঃ কদম্বসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ কদম্বসমূহ, কদম গাছ, কদমফুল, বাণ ('উড়িল কাদম্বকুল': মধু.) শ্যামপক্ষ কলহংস, বালিহাঁস। [সং. কদম্ব+অ]। বি(স্ত্রী): **কাদম্বা**—কলহংসী ('কাদম্বা যেমতি মধুস্বরে,' মধু।), কদমফুলের গাছ।

কাদম্বর—বিঃ দধির সর, মদ্যবিশেষ। [সং.]।

কাদম্বরী১—বি(স্ত্রী) সরস্বতী দেবী, কোকিলা, শারিকা। [সং. কাদম্বর+ঈ]।

কাদম্বরী২—বিঃ মদ্যবিশেষ গৌড়ী মদিরা। [সং. কু+অম্বর=কদম্বর+অ+ঈ]।

কাদম্বিনী—বিঃ মেঘপুঞ্জ। [সং. কাদম্ব+ইন্‌+ঈ]।

কাদা—(১) বিঃ পাঁক, কর্দম। (২) বিণঃ কর্দমাক্ত, পঙ্কিল (রক্তে পথ কাদা হইয়াছে)। [সং. কর্দম]। বি **-খোঁচা**—খঞ্জনজাতীয় পক্ষিবিশেষ (ইহা কাদা খুঁচিয়া আহার খোঁজে)। বিণঃ **-টে** কাদার মত, কাদাযুক্ত।

কান১, কানু—বিঃ কানাই, কৃষ্ণ। [প্রা. কণহ <সং. কৃষ্ণ]।

কান২—বিঃ কর্ণ, শ্রবণেন্দ্রিয়, এসরাজ সেতার প্রভৃতি তারের বাদ্যযন্ত্রাদির চাবি, কর্ণাভরণবিশেষ। [সং. কর্ণ]। ক্রিঃ **কান কাটা**—সম্পূর্ণ পরাভূত করা (মেয়েটা ছেলেদের কান কেটেছে)। ক্রিঃ **কান খাড়া করা**—শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হওয়া। ক্রিঃ **কান দেওয়া**—শোনা, গ্রাহ্য করা। ক্রিঃ **কান ধরা**—তিরস্কার বা অপমান করিবার জন্য কান স্পর্শ করা। ক্রিঃ **কান পাকা**—কর্ণের অভ্যন্তরে পুঁজ জন্মা। ক্রিঃ **কান পাতা**—কোন কিছু শুনিতে প্রস্তুত হওয়া। ক্রিঃ **কান ভাঙ্গান**—কাহারও বিরুদ্ধে গোপনে অপর কাহাকেও কিছু বলিয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা। ক্রিঃ **কান ভারী করা**—গোপনে নিন্দাদি করিয়া কাহারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্মান। ক্রিঃ **কান মলা**—(শাস্তিস্বরূপ বা উপহাসে) কর্ণমর্দন করা; (আল.) অপদস্থ করা বা শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা। ক্রিঃ **কানে আঙ্গুল দেওয়া**—(অশ্রাব্য কিছু) শুনিতে না চাওয়া। ক্রিঃ **কানে ওঠা**—কর্ণগোচর হওয়া। ক্রিঃ **কানে তালা লাগা**—ভয়ানক উচ্চ গোলমাল বা দুর্বলতা হেতু কানে কিছু শুনিতে না পাওয়া। ক্রিঃ **কানে তোলা**—শুনান (সে মনিবের কানে সব কথা তুলিল); গ্রাহ্য করা (সে কারও কথা কানে তোলে না)। ক্রিঃ **কানে ধরিয়া বলা**—বিশেষভাবে বা তিরস্কারপূর্বক মনোযোগী করান। ক্রিঃ **কানে লাগা**—বিশ্বাস বা সম্মতির যোগ্য বা শ্রুতিমধুর বোধ হওয়া। বিণঃ **-কাটা**—নির্লজ্জ, বেহায়া। বিঃ **-খুশকি, -খুস্কি**—কানের খোল বাহির করার জন্য ধাতুনির্মিত কাঠি। বিণ **-পাতলা**—কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই লাগানি-ভাঙ্গানিতে আস্থাস্থাপনকারী। বিণঃ **-ফাটা, -ফাটান**—কানের পরদা ফাটাইয়া ফেলার মত উচ্চ আওয়াজ-যুক্ত। বিঃ **কান-বালা**—মাকড়ি-জাতীয় গহনাবিশেষ। বিঃ **কানাকানি**—কানে-কানে বলাবলি; গোপনে রটনা। বি **কানাঘুষা,** (কথ্য) **কানাঘুষো**—গোপনে রটনা। ক্রি.বিণঃ **কানে-কানে**—মৃদুস্বরে, চুপিচুপি (প্রাদে) কানান-কানায়। বিণ **কানে খাট**—কানে কম শোনে এমন।

কানকো—বিঃ মাছের ফুলকার উপরের শক্ত আবরণ। [সং. কর্ণকূপ]।

আদিতে **কান-, কানা-** ও **কাণে-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য **কান২** দ্রঃ।

কানড়১—বিঃ সর্পবিশেষ। [দেশী]।

কানড়২, কানড়া—বিঃ স্ত্রীলোকের কেশবিন্যাস-বিশেষ, কর্ণাটদেশপ্রসিদ্ধ কুণ্ডলাকৃতি খোঁপা। [সং. কর্ণাট]।

কানন—বিঃ বন, অরণ্য; উপবন, বাগান। [সং. √কানি+অন (ধি)]। বিঃ **-কুসুম**—বনফুল।

কানমাগুর—বিঃ মাগুরজাতীয় বড় মৎস্য-বিশেষ। [?]।

কানা১—বিঃ কিনারা, প্রান্ত (পুকুরের কানা); পাত্রাদির মুখের বেড় (কলসীর কানা)। [সং. স্কন্ধ]। **কানায় কানায়**—কিনারা পর্যন্ত।

কানা২—(১)বিণঃ একচক্ষুহীন, অন্ধ; ফুটা (কানাকড়ি); এক দিক বন্ধ, একমুখো (কানা-গলি)। (২)বিঃ একচক্ষুহীন বা অন্ধ ব্যক্তি। [সং. কাণ]। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **কানী**—একচক্ষুহীনা। বিঃ **-কড়ি**—ভাঙ্গা বা ফুটা কড়ি; (আল.) অতি তুচ্ছ পরিমাণ (কানা-কড়ির উপকার)। বিঃ **-মাছি**—বালক্রীড়াবিশেষ: ইহাতে একটি শিশু চোখ-বাঁধা অবস্থায় ছুটাছুটি করিয়া অন্যদের ছুঁইতে চেষ্টা করে, বড় মাছিবিশেষ। **কানা-খোঁড়ার একগুণ বাড়া**—নির্গুণ লোকেরই অহঙ্কার বা দোষ থাকে বেশী। **কানা গোরুর ভিন্ন পথ**—অজ্ঞান লোক কানা গোরুর মত গোয়ালের পথ (অর্থাৎ নিরাপদ পথ) ত্যাগ করিয়া বিপথে যায়। **কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন**—বিপরীতার্থক নামকরণ বা কুৎসিতকে বেমানানভাবে সজ্জিতকরণরূপ হাস্যকর ব্যাপার।

কানাই—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। [সং. কৃষ্ণ, তু. হি. কহ্নাই]।

কানাচ—বিঃ বাসগৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ, ছাঁচতলা; (দেওয়ালের বাহিরে প্রসারিত) চালাঘরের ছাঁচ। [তুর. কা'নাত্]।

কানাড়া—বিঃ রাগিণীবিশেষ, কর্ণাটরাগিণী; কানড় খোঁপা। [সং. কর্ণাটক]।

কানাত, কানাৎ—বিঃ তাঁবু; তাঁবুর ঘের বা পর্দা। [তুর্. কনাত্]।

কানি—বিঃ জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, ন্যাকড়া। [দেশী]।

কানী—**কানা২** দ্রঃ।

কানীন—(১)বিণঃ কুমারীর গর্ভজাত। (২)বিঃ ঐরূপ সন্তান। [সং. কন্যা+অ বা ঈন]। বি(স্ত্রী)ঃ **কানীনী**।

কানু—**কান১** দ্রঃ।

কানটি—বিঃ কান-মলা। [হি. কনেঠী]।

কানুন১—বিঃ আইন, বিধান; বিধিব্যবস্থা। [আ.]।

কানুন২—বিঃ বহুতন্ত্র বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. কাত্যায়নীবীণা]।

কানুনগো, কানুনগোই—বিঃ রাজস্ববিভাগীয় হিসাবপরীক্ষক; জমি-জরিপকারী সরকারী কর্মচারী। [আ. কানুন্+ফা. গোয়্]।

কানেস্তারা—বিঃ টিন-নির্মিত বড় পাত্রবিশেষ। [ইং. canister]।

কান্ত—(১)বিঃ স্বামী; (সূর্য চন্দ্র ও অয়স শব্দের পর) মণি বা প্রস্তর (সূর্যকান্ত, অয়স্কান্ত)। (২)বিণঃ কমনীয়, প্রিয়; মনোহর। [সং. √কম্+ত (র্ম)]। বি(স্ত্রী)ঃ **কান্তা**—প্রিয়া, সুন্দরী রমণী, পত্নী। বিঃ **-লৌহ, কান্তায়স, কান্তিক, কান্তি-লৌহ**—অয়স্কান্ত মণি; চুম্বক পাথর; বিশুদ্ধ লৌহ; ইস্পাত; পেটা লোহা বা (মতান্তরে) ঢালাই লোহা। বিঃ **কান্তি**—লাবণ্য, শোভা, সৌন্দর্য, দীপ্তি। বিঃ **কান্তিবিদ্যা**—সৌন্দর্য-বিজ্ঞান, aesthetics [বি. প.]। বিণঃ **কান্তি-মান্** (-মৎ)—কান্তিযুক্ত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কান্তিমতী**।

কান্তায়স, কান্তি—**কান্ত** দ্রঃ।

কান্তার—বিঃ নিবিড় অরণ্য, দুর্গম পথ। [সং. ক (=জল) + অন্ত (=নিকট) + √ ঋ+ অ (তৃ)]।

কান্দর্প—(১)বিঃ কন্দর্পের পুত্র। (২)বিণঃ কন্দর্প-সম্বন্ধীয়। [সং. কন্দর্প+অ]।

কান্দ—বিণঃ কন্দজাত; কন্দসম্বন্ধীয়। [সং. কন্দ+অ]।

কান্দন—বিঃ কান্না। [**কান্দা** দ্রঃ]।

কান্দা—ক্রিঃ ক্রন্দন করা। [বাং. √ কান্দ্ (সং. ক্রন্দ্)+আ]। বিঃ **-ন, -নো**—ক্রিঃ ক্রন্দন করান।

কান্না—বিঃ ক্রন্দন, রোদন। [সং. √ক্রন্দ্]। ক্রিঃ **কান্না আসা, কান্না পাওয়া**—কাঁদিতে উপক্রম করা বা কাঁদিবার ইচ্ছা হওয়া। ক্রিঃ **কান্না চাপা**—(নিজের) কান্না রোধ করিয়া রাখা। ক্রিঃ **কান্না জোড়া**—কাঁদিতে আরম্ভ করা। বিঃ **-কাটি**—প্রবল বা অবিরাম ক্রন্দন; বিলাপ; ঐকান্তিক আবদার; অনুনয়-বিনয়।

কান্যকুব্জ—(১)বিঃ আধুনিক কনৌজ [সং.]। (২)বিণঃ কান্যকুব্জসম্পর্কীয় (কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ)। [সং. কান্যকুব্জ+অ]।

কাপ১—বিঃ পেয়ালা। [ইং. cup]।

কাপ২—(১)বিঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ,

ভঙ্গকুলীন ; ছলনা, ভান। (২)বিণ: ছদ্মবেশী, কপটী ; কৌতুককারী ('ঐ এল শিব বুড়া কাপ' : ভা. চ)। [সং. কপট]।

কাপটিক—বিণ: শঠ, ধূর্ত। [সং. কপট+ইক]।

কাপট্য—বি: শঠতা। [সং. কপট+য (ভা)]।

কাপড়—বি: বস্ত্র, বসন। [সং. কপট ?]। বি: **কাপড়-চোপড়**—পোশাক-পরিচ্ছদ।

কাপালিক—বি: নরকপালধারী বামাচারী তান্ত্রিকবিশেষ ; কপালী বা কাপালি জাতি। [সং. কপাল+ইক]।

কাপাস—বি: তুলাবিশেষ। [সং. কার্পাস]।

কাপুড়ে, কাপুড়িয়া—(১)বিণ: কাপড়-সম্বন্ধীয় (কাপুড়ে পটি)। (২)বিণ.বি: কাপড়ব্যবসায়ী। [বাং. কাপড়+ইয়া>এ]।

কাপুরুষ—(১)বি: পুরুষোচিত সাহসহীন ব্যক্তি ; ভয়ে কর্তব্য বা আত্মসম্মান বিসর্জন দেয় এরূপ অসার ব্যক্তি। (২)বিণ: ভীক, সাহসহীন ; অপদার্থ। [সং. কু (কা)+পুরুষ। বি: **-তা -ত্ব**।

কাপ্তেন, কাপ্তান—বি: জাহাজের অধ্যক্ষ, সেনাপতিবিশেষ ; খেলোয়াড়দলের প্রধান ; (অশি.) নীচ আমোদ-প্রমোদে রত ও ইয়ারদলের পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তি। [ইং. captain]।

কাফরী, কাফরি, কাফ্রী—বি: আফ্রিকার নিগ্রোজাতি। [পো. Caffre]।

কাফি১—**কাফি**-র রূপভেদ।

কাফি২—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [আ. কাফী]।

কাফের, কাফির—বি: ইসলামে অবিশ্বাসী বা ইসলামবিরোধী লোক। [আ. কাফির্]।

কাফেলা, কাফিলা—বি: তীর্থযাত্রীর বা ভ্রমণকারীর দল। [আ. কাফিলা]।

কাবলী—**কাবুলী**-র রূপভেদ।

কাবা১—বি: আলখাল্লাজাতীয় মুসলমানী জামাবিশেষ। [আ. কবা]।

কাবা২—বি: মক্কার বিখ্যাত মসজিদ (ইহা মুসলমানদের সর্বপ্রধান তীর্থ)। [আ.]।

কাবাব—বি: শলাকাবিদ্ধ করিয়া সেঁকা মাংস। [আ. কবাব্]।

কাবাবচিনি—বি: গোলমরিচসদৃশ ফলবিশেষ, cubeb। [আ. কবাব্+ফা. চিনি]।

কাবার—বি: শেষ, খতম, সমাপ্তি (দিন রাত বা সম্পত্তি কাবার) ; শেষদিন (মাসকাবার)। [আ. কুব্র]।

কাবিল—বি: যোগ্য, লায়েক। [আ.]।

কাবু—বিণ: দুর্বল (কাবু লোক) ; বশীভূত, পরাস্ত, জব্দ (যুদ্ধে কাবু)। [তুর.]।

কাবুলী, কাবুলি—(১)বিণ: কাবুলদেশীয়। (২)বি: কাবুলের লোক। [কাবুল+ঈ, ই]। বি: **-ওয়ালা**—কাবুলের লোক।

কাব্য—বি: ভাবপ্রধান ও রসঘন বাক্য ; পদ্যসাহিত্য ; কবিতাগ্রন্থ ; গদ্যে বা পদ্যে লিখিত ভাবাশ্রয়ী রসাত্মক রচনা (গদ্যকাব্য, নাট্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, নাটক প্রভৃতি)। [সং. কবি+য]। বি: **-কলা**—কাব্যরচনার কৌশল। বি: **-জগৎ** নিখিল বিশ্বের কবিসমাজ ; কবিকল্পিত জগৎ, ভাবজগৎ। বি: **-রস**—কবিতার রস অর্থাৎ মাধুর্য। বিণ.বি: **-রসিক**—কাব্যরস উপলব্ধি করিতে সমর্থ (ব্যক্তি)। বি: **কাব্যানুশীলন, কাব্যালোচনা**—কাব্যসম্বন্ধে আলোচনা, কাব্যচর্চা।

কাম১—বি: কাজ। [সং. কর্ম]।

কাম২—বি: কন্দর্পদেব, মদন, অনঙ্গ। [সং. √কম্+ণিচ্+অ (র্তৃ)]।

কাম৩—বি: কামনা, অভিলাষ, অনুরাগ ; যৌন সম্ভোগেচ্ছা। [সং. √কম্+অ (ভা)]। বি: **-কলহ**—প্রণয়ী-প্রণয়িনীর ঝগড়া। বি: **-কলা**—রতিবিদ্যা, রতিশাস্ত্র। বি: **-কেলি**—রতিক্রীড়া, যৌনসম্ভোগ। বি: **-ক্ষুধা**—সম্ভোগেচ্ছা, কামলালসা। বি: **-গন্ধ**—কামের আভাস বা লেশ। বিণ: **-চর**—স্বেচ্ছাবিহারী ; স্বেচ্ছাচারী। **-চার**—(১)বি: স্বেচ্ছাচার ; (২)বিণ: স্বেচ্ছাচারী। বিণ: **-চারী** (-রিন্)—স্বেচ্ছাবিহারী ; স্বেচ্ছাচারী ; কামের বশীভূত হইয়া চলে এমন ; লম্পট। বিণ(স্ত্রী): **-চারিণী**। বিণ: **-জ**—কাম হইতে অর্থাৎ সম্ভোগবাসনার ফলে উৎপন্ন। বি: **-জ্বর**—প্রবল সম্ভোগেচ্ছা। বিণ: **-দ১**—অভীষ্টদায়ক, কামনাপূরক। **-দা১**—(১)বিণ(স্ত্রী): অভীষ্টদাত্রী ; (২)বি: কামধেনু। বি: **-দেব**—মদনদেব। বি: **-ধেনু, -দুঘা**—পুরাণোক্ত সর্ব-অভীষ্টদায়িনী গাভী (সুরভি, নন্দিনী প্রভৃতি)। বি: **-পত্নী**—রতিদেবী। বিণ: **-প্রদ**—অভীষ্টপূরক। বি: **-বাই**—কামোন্মত্ততা।

আদিতে **কাম-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কাম৩** দ্র:।

বিঃ **-বাণ, -শর**—মদনদেবের পঞ্চবাণ যাহার আঘাতে প্রাণিগণ কামোন্মত্ত হইয়া উঠে। বিণঃ **-রূপ২, রূপী** (-পিন্)—ইচ্ছানুরূপ রূপধারী ; সুন্দর, সুরূপ। বিঃ **-শাস্ত্র, -সূত্র**—রতিশাস্ত্র ; কামকেলি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বিঃ **-সখ**—বসন্ত-ঋতু। বিঃ **কামাগ্নি, কামানল**—প্রবল যৌন সম্ভোগেচ্ছা বা কামলালসা। বিণঃ **কামাতুর, কামার্ত**—উদগ্র যৌন সম্ভোগবাসনায় পীড়িত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কামাতুরা, কামার্তা**। বিণঃ **কামাত্মা**—কামপরবশ ; ফলকামনাকারী। বিণঃ **কামান্ধ**—কামপ্রবৃত্তিবশে হিতাহিতজ্ঞানহারা। বিঃ **কামাবসায়িতা, কামাবশায়িতা** — অলৌকিক শক্তি বা ঐশ্বর্যবিশেষ ; নিজের সর্বকামনা পূরণ করার ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি। বিণঃ **কামাসক্ত**—কামপ্রবৃত্তির পরবশ ; লম্পট।

কামঠ—(১)বিণঃ কচ্ছপসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ কচ্ছপের মাংস ; (প্রাদে.) কচ্ছপ। [সং. কমঠ+অ]।

কামড়—বিঃ দংশন, দন্তাঘাত (সাপের কামড়), দাঁত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরা (মরণ কামড়), নির্দয় দাবি বা অত্যধিক লোভ (মহাজনের সুদের কামড়) ; বেদনা, যন্ত্রণা (পেটের কামড়)। [দেশী]। ক্রিঃ **কামড়া, কামড়ান (-নো)**—দংশন বা দন্তাঘাত করা ; দাবি করা, বেদনা করা ; সবলে চাপিয়া ধরা (মেসিনে তার হাত কামড়ে ধরেছে) ; দৃঢ়সংলগ্ন হইয়া থাকা (মাটি কামড়ে থাকা)। বিঃ **কামড়ানি, কামড়ি১**—কামড়ের ভাব বা যন্ত্রণাবোধ। বিঃ **কামড়া-কামড়ি**—পরস্পর ক্রমাগত দংশন ; মারামারি।

কামড়ি১—**কামড়** দ্রঃ।

কামড়ি২—বিঃ ধাতুর পাতের কিনারা মুড়িয়া দেওয়া জোড়। [দেশী]।

কামদ১, কামদা১—**কাম** দ্রঃ।

কামদ২, কামদা২—যথাক্রমে **কামোদ** ও **কামোদা**-র বানানভেদ।

কামদানী, কামদানি—বিঃ কাপড়ে ফুল তোলার কাজ, এমব্রয়ডারী (embroidery) ; সলমা চুমকির কাজ-করা কাপড় ; ভুলার কাপড়ের উপর জরি বসানোর কাজ। [হি. কাম্‌দানী]। বিণঃ **কামদার**—কারুকার্যবিশিষ্ট।

কামনা—বিঃ অভিলাষ, ইচ্ছা, মনোরথ। [সং. কম্+ণিচ্+অন (ভা)+আ]।

কামরা—বিঃ কক্ষ, ঘর। [পো. camara]।

কামরাঙ্গা, কামরাঙা—বিঃ পঞ্চশিরাযুক্ত অম্লাস্বাদ ফলবিশেষ। [সং. কর্মরঙ্গ]।

কামরূপ১—বিঃ আসামের অন্তর্গত স্থানবিশেষ।

কামরূপ২—**কাম৩** দ্রঃ।

কামলা—বিঃ রোগবিশেষ, কাঁওল, নেবা। [সং.]।

কামা—ক্রিঃ ক্ষৌরকর্ম করা, ক্ষুর দিয়া চাঁচা, খেউরি করা ; আয় করা, রোজগার করা। [বাং. কাম১+আ]। বিঃ **-ই**—রোজগার, আয়। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ কামা ; (২)বিণঃ (ক্ষুরে) মুণ্ডিত ; উপার্জিত, (৩)বিঃ (ক্ষুরে) মুণ্ডন ; উপার্জন। বিঃ **-নি২**—ক্ষৌরকারের মজুরি।

কামাই১—**কামা** দ্রঃ।

কামাই২—বিঃ অনুপস্থিতি, গরহাজিরি ; বিরাম (বৃষ্টির কামাই নেই)। [ফা. কম্‌ঈ]।

কামাক্ষী—বি(স্ত্রী)ঃ (সুন্দর নেত্রযুক্ত বলিয়া) কামাখ্যাদেবী। [সং. কাম+অক্ষি+ঈ]।

কামাখ্যা—বি(স্ত্রী)ঃ হিন্দু তীর্থরূপে পরিগণিত বাহান্ন মহাপীঠের অন্যতম গৌহাটির নিকটস্থ পর্বতবিশেষ : এইস্থানে সতীর অঙ্গ পতিত হইয়াছিল ; কামাখ্যাতীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। [সং. কাম৩+আখ্যা]।

কামাগ্নি, কামাতুর, কামাত্মা—**কাম৩** দ্রঃ।

কামান১—বিঃ তোপ। [ফা. কমান্]।

কামান২—**কামা** দ্রঃ।

কামানল—**কাম৩** দ্রঃ।

কামানি১—বিঃ ধনুকাকৃতি স্প্রিং-বিশেষ। [ফা. কমান]।

কামানি২, কামানো—**কামা** দ্রঃ।

কামান্ধ, কামাবশায়িতা, কামাবসায়িতা—**কাম৩** দ্রঃ।

কামার—বিঃ যে ব্যক্তি লৌহদ্রব্য গড়ে, কর্মকার। [সং. কর্মার]। বি(স্ত্রী)ঃ **-নী**—কামারের স্ত্রী। বিঃ **-শালা** — কামারের কারখানা বা কার্যস্থল।

কামার্ত—**কাম৩** দ্রঃ।

কামাল—বিঃ নৈপুণ্য ; অসাধারণ কর্ম বা কর্ম-সম্পাদন। [আ. কমাল্]।

কামাসক্ত—**কাম৩** দ্রঃ।

কামিজ—বিঃ জামাবিশেষ, ঢিলা শার্ট। [পো. camisa]।

কামিন—বিঃ দাসী, ঝি ; নারী-শ্রমিক (তু. কুলি-কামিন)। [<সং. কর্মিণী ?]।

কামিনী—বিঃ রমণী ; পত্নী ; সুগন্ধি ফুলবিশেষ।

[সং. কাম+ইন+ঈ]। বিণ: **-সুলভ—স্ত্রী-**জাতির পক্ষে স্বাভাবিক।

কামী (-মিন্)—বিণ: কামুক; অভিলাষী (শান্তি-কামী)। [সং. কাম+ইন]।

কামুক—বিণ: রমণাভিলাষী, কামপরবশ; অভিলাষী। [সং. √কম্+উক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **কামুকা, কামুকী**।

কামোদ—বি: সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বি(স্ত্রী): **কামোদা**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ।

কামোদ্দীপক—বিণ: কামলালসার উদ্রেক করে বা বৃদ্ধিসাধন করে এমন। [সং. কাম+উদ্দীপক]।

কামোপহত—বিণ: কামার্ত। [সং. কাম+উপহত]।

কাম্য—বিণ: বাঞ্ছনীয়, কামনার যোগ্য; অভীষ্ট (কাম্য ফল); ফললাভের জন্য অনুষ্ঠেয় (কাম্য কর্ম)। [সং. √কম্+ণিচ্+য]। বিণ(স্ত্রী): **কাম্যা**।

কায—কাজ-এর অপ্র. বানান।

কায়১—কাহাকে-র অপ্র. কোমল রূপ।

কায়২—বি: শরীর, দেহ। [সং. ক+ √ই+অ (র্তৃ) বা √চি+অ (র্ম)]। বি: **-কল্প**—পুনর্যৌবনলাভ বা আয়ুবৃদ্ধির জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাবিশেষ। বি: **-ক্লেশ**—শারীরিক পরিশ্রম। ক্রি-বিণ: **-ক্লেশে**—কষ্টেসৃষ্টে। বি: **-চিকিৎসা**—(আয়ু.) জ্বরাদি শারীরিক রোগের চিকিৎসা। বি: **-ব্যূহ**—(বৈ. সা.) একই শরীরের অবিকল সেইরূপ বহু শরীর হওয়া ('ব্রজদেবীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ': চৈ. চ.)। **-মনোবাক্যে**—দেহে-মনে ও কথায় অর্থাৎ সর্বতোভাবে। বি: **-সাধনা**—দেহকে অমর করিবার জন্য যৌগিক সাধনা। বি: **-সিদ্ধি**—যৌগিক সাধনাদ্বারা দেহের অমরত্ব লাভ।

কায়দা—বি: কৌশল, দক্ষতা; ব্যবহার (আদব-কায়দা); অধীনতা, সুযোগ বা অধিকার (কায়দায় পাওয়া)। [আ.]।

কায়স্থ—বি: কায়েত, হিন্দু জাতিবিশেষ, কেরানী, সরকারী কর্মচারিবিশেষ। [সং. কায়২ + √স্থা +অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **কায়স্থা, কায়স্থিনী** (অশু.)—কায়স্থজাতীয়া নারী; কায়স্থের পত্নী ('নবীনের কায়স্থিনী পতিশোকে ব্যাকুলা': দীন.)।

কায়া—বি: দেহ, শরীর। [সং. কায়২]]

কায়িক—বিণ: শারীরিক। [সং. কায়২+ইক]।

কায়েত—বি: কায়স্থ। [সং. কায়স্থ]।

কায়েম—বিণ: দৃঢ়, স্থির, স্থায়ী, মজবুত (কায়েম করা বা হওয়া); যথাবৎ (কায়েম থাকা)। [আ. কায়িম্]। বিণ: **কায়েমী**—সুদৃঢ়, চিরস্থায়ী (কায়েমী বন্দোবস্ত)।

কার১—কাহার২-এর চলিত রূপ।

কার২—বি: পাকান সুতা (সাধারণত: রেশমের)। [ই. cord]।

কার৩—বি: ফ্যাসাদ, সঙ্কট (কারে পড়া)। [ফা.]।

-কার৪—বি: যে করে, নির্মাতা, শিল্পী, রচয়িতা (স্বর্ণকার, বীণ্‌কার); উক্তি, উচ্চারণ (জয়-জয়কার, ধিক্কার); ক্রিয়া, কার্য (নমস্কার, বহিষ্কার); অক্ষর বা তাহার চিহ্ন (অ-কার, ও-কার)। [সং. √কৃ+অ (র্তৃ)]।

-কার৫—সম্বন্ধার্থ বাঙ্গালা প্রত্যয়বিশেষ (আজি-কার, বৎসরকার)।

কারক—(১)বিণ: কর্মসম্পাদক, সাধক (সুখ-কারক)। (২)বি: (ব্যাক.) ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় আছে (অর্থাৎ কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদানকারক বা অধিকরণকারক)। [সং. √কৃ+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **কারিকা**।

কারকিত—বি: কৃষিকার্যাদি, চাষের জন্য জমি তৈয়ারির কাজ, জমি পাট করা, চাষের তদবির। [?—তু. কার, কৃত্য]।

কারকুন—বি: জমিদারির বা বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। [ফা.]।

কারখানা—বি: কারুশালা, শিল্পদ্রব্য নির্মাণের স্থান; বিরাট ব্যাপার (কাণ্ডকারখানা)। [ফা.]।

কারচুপি, কারচুবি—বি: কৌশল, চালাকি; কাপড়ের উপর নকশার কাজ। [ফা. কারচোব]।

কারণ১—বি: যদ্দ্বারা কার্য করা যায়, দেহ, ইন্দ্রিয়। [সং. করণ+অ]।

কারণ২—(১)বি: হেতু, নিমিত্ত; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য (কি কারণে আসিয়াছ); মূল, বীজ; যাহা হইতে বা যাহার যত্নে বা যাহার সহযোগে কোন কার্য উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে কোন বিষয় সঙ্ঘটিত বা উদ্ভূত হয় (ধর্ম সুখের কারণ); (বাং.) তান্ত্রিক সাধনার উপকরণরূপে ব্যবহৃত মদ্য (কারণ পান করা)। (২)(বাং.) অব্য: যেহেতু (সে আজ অফিসে আসে নাই কারণ তাহার পুত্র অসুস্থ)। [সং. √কৃ+ণিচ্+অন (ণে)]। বি: **-জল, -বারি**—শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির হেতুভূত আদি জল। বি: **-শরীর**—বেদান্তোক্ত দেহবিশেষ। বিণ: **কারণিক**—কারণসম্বন্ধীয়;

পরীক্ষক, বিচারক। বিণ: **কারণীভূত**—কারণ-স্বরূপ ; কারণরূপে কল্পিত বা উপস্থাপিত।

কারণ্ডব—বি: একপ্রকার হাঁস। [সং.]।

কারতুশ, কারতুজ—বি: বন্দুকের টোটা। [পো cartucho]।

কারদানি—বি: কৃতিত্ব, কর্মকৌশল ; বাহাদুরি। [ফা. কারদানী]।

কারনিস—বি: ছাদ বা দেওয়ালের যে অংশ বাহিরের দিকে একটু প্রলম্বিত থাকে। [ই cornice]।

কারপরদাজ—বি: আজ্ঞাবাহক ; ভৃত্য, চাকর। [ফা কারপরদার]।

কারপেট—বি: গালিচা। [ইং. carpet]।

কারবন—বি: মৌলিক পদার্থবিশেষ : ইহা অঙ্গার হীরক কৃষ্ণসীসক প্রভৃতির প্রধান উপাদান, অঙ্গার। [ইং. carbon]। বি: **-পেপার**—(লিখিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিলিপি গ্রহণের সহায়ক) এক পিঠে কালি-মাখান কাগজবিশেষ।

কারবলিক—বিণ: অঙ্গার বা আলকাতরা-জাতীয় অম্লসম্বন্ধীয়। [ইং. carbolic]। **কারবলিক অ্যাসিড**—অঙ্গারাম্লবিশেষ। **কারবলিক সাবান**—কারবলিক অ্যাসিড-মিশ্রিত সাবানবিশেষ।

কারবাইড্—বি: চুন ও অঙ্গারঘটিত দ্রব্যবিশেষ ; ইহা জলে দিলে গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই গ্যাস হইতে আলো হয়। [ইং. carbide]।

কারবার—বি: ব্যবসায় ; পেশা ; কাজকর্ম ; আদান-প্রদান। [ফা.]। বিণ: **কারবারি, কারবারী**—ব্যবসায়ী।

কারয়িতা (-তৃ)—বিণ: অন্যের দ্বারা কাজ করাইয়া নেয় এমন। [সং. √কৃ+ণিচ্+তৃ (তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **কারয়িত্রী**।

কাররবাই—বি: কর্মকৌশল ; আপত্তিকর কার্যাবলী, কারসাজি। [ফা. কাররবাঈ]।

কারসাজি—বি: কূটকৌশল; প্রবঞ্চনা, চালাকি। [ফা. কারসাজী]।

কারা১—**কাহারা**-র কথ্য রূপ।

কারা২—বি: কয়েদ, জেলখানা। [সং. √কৃ+অ (ধি)+আ]। বি: **-গার**—জেলখানা। বি: **-পাল**—জেলখানার অধ্যক্ষ, Jailor [স. প.]। বি: **-বাস**—বন্দিভাবে কারাগারে অবস্থান; বন্দিত্ব।

কারাবা—**কার্বা**-র রূপভেদ।

কারি, কারী—বি: মাংস বা মাছের ঝোল। [তামি. কারি]।

কারিকর—বি: শিল্পকার, শিল্পী। [সং. কারি+√কৃ+অ (তৃ)]।

কারিকা—(১)বি: শ্লোকপূর্ণ বিবরণপুস্তক, অল্পাক্ষর ব্যাখ্যাদ্বারা বহু অর্থের জ্ঞাপক কবিতা; শিল্পকর্ম। (২)বিণ.বি(স্ত্রী): কর্ম-সম্পাদিকা, কারয়িত্রী। [সং √কৃ+অক (র্তৃ)+আ]।

কারিকুরি—বি: কারুকার্য ; শিল্পনৈপুণ্য। [সং. কারিকর। বাং. ঐ]।

কারিগর—বি: কারিকর, শিল্পী, মিস্ত্রী। [ফা. কারীগর্]। বি: **কারিগরি**—শিল্পনৈপুণ্য, কারুকার্য। বিণ: **কারিগরি, কারিগরী**—শিল্পনৈপুণ্য-সম্বন্ধীয় ; শিল্পসম্বন্ধীয় ; শিল্পদ্রব্যের নির্মাণ যাহার লক্ষ্য (কারিগরী শিক্ষা)।

কারিত—বিণ: অপরের দ্বারা করান হইয়াছে এমন। [সং. √কৃ+ণিচ্+ত (র্ম)]।

-কারী (-রিন্)—বিণ: কর্মসম্পাদক (হিতকারী)। [সং. √কৃ+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-কারিণী**।

কারু—(১)বি: (তন্তুবায় রজক প্রভৃতি) শিল্পকার, artisan। (২)বিণ: নির্মাতা, কর্তা। [সং. √কৃ+উ (তৃ)]। বি: **-কর্ম**, **-কলা**, **-শিল্প**—কাঠের কাজ ধাতুর কাজ প্রভৃতি কারিগরী শিল্প, crafts [স. প], ঐরূপ শিল্পবিদ্যা। বি.বিণ: **-কর্মী** (-র্মিন), **-শিল্পী** (-ল্পিন্)—কারিকর, craftsman, artisan। বি: **-কার্য**—শিল্পনৈপুণ্য, নকশা। বি: **কারু-সমবায়**—কারিগরদের শিল্পোৎপাদন ও শিল্প-বিক্রয়ের সমবায়-প্রতিষ্ঠান, guild, organization।

কারুণিক—বিণ: করুণাময়। [সং. করুণা+ইক]।

কারুণ্য—বি: করুণার ভাব, অনুকম্পা। [সং. করুণা+য (ভা)]।

কারেন্সি নোট—বি: পত্রমুদ্রা, টাকার নোট। [ইং. currency note]।

কার্কশ্য—বি: কর্কশতা। [সং. কর্কশ+য]।

কার্টিজ—বি: বন্দুকের টোটা। [ইং. cartridge]।

কার্ড—বি: মোটা কাগজখণ্ড। [ইং. card]।

কার্ণিস—**কার্নিস**-এর বর্জিত বানান।

কার্তিক—বি: বাঙ্গালা সনের সপ্তম মাস ; কার্তিকেয়। [সং. কৃত্তিকা+অ]। বি: **কার্তিকেয়**—শিবদুর্গার পুত্র ও দেবসেনাপতি। **কেলে-কার্তিক, নবকার্তিক, লোহার কার্তিক**—(বিদ্রূপে) অতি কৃষ্ণকায় কুৎসিত ব্যক্তি।

কার্তুজ, কার্নিস—যথাক্রমে **কারতুজ** ও **কারনিস**-এর বানানভেদ।

কার্পণ্য—বিঃ কৃপণতা। [সং. কৃপণ+য]।

কার্পাস—বিঃ তুলাবিশেষ, কাপাস। [সং.]।

কার্পেট, কার্বন, কার্বলিক—যথাক্রমে **কারপেট, কারবন** ও **কারবলিক**-এর বানানভেদ।

কার্বা—বিঃ গোলাবপাশ। [ফা. কারাবা]।

কার্মিক—বিণঃ যাহার উপর (সূচীকার্যাদি) কর্ম করা হইয়াছে এমন (বস্ত্রাদি), বিচিত্র, নির্মিত। [সং. কর্মন্+ইক]।

কার্মুক—বিঃ ধনুক। [সং. কর্ম(ন্)+উক]।

কার্য—(১)বিঃ কাজ, কর্ম, প্রয়োজন (কোন্ কার্যে আসিয়াছ); ফল, উপকার (ইহাতে কোন কার্য দর্শিবে না)। (২)বিণঃ কর্তব্য, করণীয় (ইহা অবশ্যকার্য)। [সং √কৃ+য (র্য)]। বিণঃ **-কর, কারী** (-রিন্)—উপযোগী, ফলদায়ক। বিণ(স্ত্রী): **-করী, -কারিণী**। বিঃ **-করতা, -কারিতা**। বিঃ **-কলাপ**—কার্যসমূহ, কাজকর্ম। বিঃ **-কারণসম্বন্ধ**—কার্য ও কারণের পরস্পর আপেক্ষিক সম্বন্ধ। বিঃ **-কাল**—কাজ চাকরি প্রভৃতির ব্যাপ্তিকাল, প্রয়োজনের সময় (কার্যকালে বন্ধুদের দেখা পাওয়া যায় না)। বিণঃ **-কুশল**—কর্মনিপুণ। বিঃ **-ক্রম**—করণীয় কার্যের ক্রমানুযায়ী তালিকা, programme। ক্রিঃ-বিণঃ **-গতিকে**—কাজের প্রয়োজনে বা তাগিদে। অব্যঃ **-চাগে**—লিপি দলিল প্রভৃতির প্রারম্ভিক পাঠবিশেষ [সং. কার্যম্+চ+বা°. আগে ?]। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—ফলতঃ; প্রকৃতপ্রস্তাবে, প্রয়োজনের বা কার্যের কালে। বিঃ **-পরম্পরা**—ক্রমানুযায়ী কার্য। অব্য. ক্রি-বিণঃ **-বশতঃ** (-তস্)—কার্যানুরোধে। বিঃ **-বাহ**—সভাদিতে আলোচিত বা নির্বাহিত বিষয়সমূহ, proceedings [স. প.]। বিঃ **-সিদ্ধি**—অভীষ্টলাভ; সাফল্য। বিঃ **কার্যাকার্য**—কাজ ও অকাজ; বিধেয় ও অবিধেয় কর্ম। ক্রি-বিণঃ **কার্যানুরোধে**—কার্যবশে, কাজের প্রয়োজন বা দাবিতে। বিঃ **কার্যান্তর**—ভিন্ন কর্ম। বিঃ **কার্যোদ্ধার**—কার্যসিদ্ধি, কাজ হাসিল।

কার্শ্য—বিঃ কৃশতা। [সং. কৃশ+য (ভা)]।

কার্ষাপণ—বিঃ ১৬ পণ বা ১ কাহন। [সং.]।

কার্ষ্ণ—বিণঃ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. কৃষ্ণ+অ]।

কার্ষ্ণি—বিঃ কৃষ্ণের পুত্র। [সং. কৃষ্ণ+ই]।

কার্ষ্ণ্য—বিঃ কৃষ্ণতা, কাল রঙ। [সং কৃষ্ণ+য (ভা)]।

কাল$_1$—(১)বিণঃ (প্রাদে.) অত্যন্ত ঠাণ্ডা, হিমশীতল। (২)বিঃ শৈত্য। [তু সং কাল$_2$, শীতল]।

কাল$_2$—বিঃ সময় (নিশাকাল, শিশুকাল); যুগ (একাল, সেকাল), অবসর (কালাভাব); মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থা অর্থাৎ শৈশব যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্য প্রভৃতি (তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে), আয়ুষ্কাল (কাল পূর্ণ হওয়া), যম, মৃত্যু, সর্বনাশ, সর্বনাশের কারণ (কালের কবল, সম্প্রতি তাহার কাল হইয়াছে, মোকদ্দমাই কাল); (ব্যাক) ক্রিয়ার কার্যের সময় অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রভৃতি। [সং. √কল+ণিচ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কণ্ঠী**—কালসাপ, (আল) অলক্ষ্মী। বিঃ **-কূট**—মারাত্মক বিষবিশেষ। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—কালে কালে; কিছুকাল পরে, কালবশে। বিঃ **-ক্ষেপ, -ক্ষেপণ**—সময় অতিবাহন, কালাতিপাত। বিঃ **-গ্রাস**—মৃত্যুর কবল, মৃত্যু। **কালগ্রাসে পতিত হওয়া**—মরা। বিঃ **-ঘাম**—মৃত্যুকালীন ঘাম, অতিশয় পরিশ্রমজনিত ঘাম। বিঃ **-ঘুম**—মৃত্যুরূপ ঘুম। বিঃ **-চক্র**—চক্রবৎ অবিরাম ভ্রমণরত কাল। **-জ্ঞ**—(১)বিণঃ কালবিৎ, কোন্ কালে কি কর্তব্য তাহা জানে এমন, (২)বিঃ দৈবজ্ঞ। বিঃ **-জ্ঞান**—যথাযোগ্য সময়ের বোধ, জ্যোতিষ-শাস্ত্র। বিঃ **-ধর্ম**—কালের ধর্ম, কালক্রমে যাহা অবশ্য ঘটিবে। বিঃ **-পুরুষ**—যমের অনুচরবিশেষ. ইনি দেবগণের আজ্ঞায় লক্ষ্মণবর্জনের পূর্বে রামচন্দ্রের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেন; পুরুষাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, Orion। বিঃ **-বেলা**—(জ্যোতিষ.) অশুভ সময়বিশেষ। বিঃ **-বৈশাখী**, (কথ্য.) **-বোশেখি**—চৈত্রবৈশাখ মাসের আপরাহ্ণিক ঝড়বৃষ্টি। বিঃ **-ব্যাজ**—এখন না পরে করা যাইবে: এইরূপ চিন্তা করিয়া বিলম্ব করা, গড়িমসি। বিঃ **-ভৈরব**—শিবাংশজনিত ভৈরববিশেষ। বিঃ **-যাপন**—কালক্ষেপণ, সময় কাটান। বিঃ **-রাত্রি**—যে রাত্রিতে মৃত্যু বা বিপদ্ ঘটে; ভয়ঙ্কর রাত্রি; (জ্যোতিষ.) রাত্রির অশুভ ভাগ। বিঃ **-শুদ্ধি**—কালের

শুদ্ধি, শাস্ত্রানুসারে কালের প্রশস্ত ভাগ। বিঃ -সমুদ্র—সমুদ্রের ন্যায় অনন্তবিস্তার কাল। বিঃ -হরণ—কালযাপন। ক্রি-বিণঃ কালে—ভবিষ্যতে, কালক্রমে (এ ছেলে কালে বিরাট্ ব্যক্তি হইবে)। কালে কালে—কালক্রমে, ক্রমে ক্রমে। ক্রি-বিণঃ কালে-ভদ্রে—কখন-সখন, কদাচিৎ, বড় একটা নহে।

কাল৩—(১)বিঃ কৃষ্ণ বর্ণ। (২)বিণঃ কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট। [সং. কু+ √অল্+অ (র্তৃ)। বিণঃ -কিষ্টি—অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ ও মলিন। বিঃ -গঙ্গা—কালিন্দী, যমুনা। বিঃ -চিটা, (কথ্য) -চিটে—কাল দাগ। বিণঃ -চে—কৃষ্ণাভ অথচ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ নহে এমন। বিঃ -শশী—কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। বিঃ -শিরা, -শিটা, (কথ্য) -শিটে—আঘাতের ফলে রক্ত জমিয়া উৎপন্ন কাল দাগ। বিঃ -নাগ, -সর্প, -সাপ—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। কাল বাজার—সরকার-নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার, black market।

কাল৪—বি.ক্রি-বিণঃ পরদিন; পূর্বদিন। [সং. কল্য]। বি ক্রি-বিণঃ -কে—(কথ্য) কাল। বি. ক্রি-বিণঃ কালি—(প্রধানতঃ কাব্যে) কাল। বিণঃ কালিকার, -কার, (কথ্য) -কের—পূর্বদিনের বা পরদিনের।

কালনেমি—বিঃ (রামায়ণে) রাবণের মাতুল। কালনেমির লঙ্কাভাগ—কালনেমি যেরূপ হনুমান্‌কে মারিবার পূর্বেই লঙ্কাভাগ করিয়া লইবার কল্পনা করিয়াছিল সেইরূপ কোন দুর্লভ বস্তু লাভ করিবার পূর্বেই উহা উপভোগ করিবার অলীক কল্পনা।

কালপেঁচা—বিঃ ধূসরবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট কটা রঙের পেচকবিশেষ (ইহার চিৎকার অমঙ্গলসূচক বলিয়া বিবেচিত); অত্যন্ত অশুভকর বা কৃষ্ণকায় ও কদাকার ব্যক্তি। [বাং. কাল২,৩, পেঁচা]।

কালবুদ—বিঃ জুতা তৈয়ারি করিবার কাঠের ফর্মা; খিলানকরা ছোট সাঁকো, culvert; খিলান গাঁথিবার ফর্মা। [ফা.]।

কালবোস, কালবাউশ—বিঃ রোহিতের ন্যায় বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

কালমেঘ—বিঃ যকৃতের রোগে উপকারী তিক্তা-স্বাদ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ [সং. কালমেঘী ?]।

কালা১—বিণঃ বধির, শ্রবণশক্তিহীন। [সং. কল্ল]।

কালা২—(১)বিণঃ কৃষ্ণবর্ণ; কলঙ্কিত (কালা মুখ)। (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। [সং. কাল]। কালা কানুন—প্রজাস্বার্থবিরোধী অন্যায় আইন, black act। বিঃ -চাঁদ—শ্রীকৃষ্ণ।

কালা৩—ক্রিঃ (প্রাদে.) অতিশয় শীতল হওয়া। [বাং. কাল১+আ]।

কালাংড়া—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [?]।

কালাকাল- বিঃ সুসময় ও দুঃসময়; উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়, (জ্যোতিষ) শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বা শুভ ও অশুভ সময়। [কাল২+অকাল]।

কালাগুরু—বিঃ কৃষ্ণচন্দন। [সং. কাল৩+অগুরু]।

কালাগ্নি—বিঃ প্রলয়াগ্নি, প্রলয়কালীন অর্থাৎ সৃষ্টিনাশক অগ্নি। [সং. কাল২+অগ্নি]।

কালাচাঁদ—কালা২ দ্র.

কালাজিন—বিঃ কৃষ্ণসারচর্ম। [কাল৩+অজিন]।

কালাজ্বর—বিঃ প্লীহা ও রক্তাল্পতাযুক্ত জ্বররোগ-বিশেষ। [অসম. কালা আজ্বর]।

কালাতিক্রম, কালাতিপাত, কালাত্যয়—বিঃ সময়-লঙ্ঘন; কালক্ষেপণ। [সং. কাল২+অতিক্রম, অতিপাত, অত্যয়]।

কালান, কালানো—(১)ক্রিঃ (প্রাদে.) অতিশয় শীতল হওয়া (কালাইয়া যাওয়া)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. কাল১+আন]।

কালানল—কালাগ্নি-র অনুরূপ। [সং. কাল২+অনল]।

কালান্তক—(১)বিণঃ কালের বা যুগের লোপকারী, প্রলয়ঙ্কর। (২)বিঃ যম। [সং. কাল২+অন্তক]।

কালান্তর—বিঃ অন্য কাল; যুগান্তর, ভিন্ন যুগ, যুগশেষ। [সং. কাল২+অন্তর]।

কালাপানি—বিঃ ভারত মহাসাগরের কৃষ্ণবর্ণ জল; সমুদ্র; ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ বা পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর; ভারতবর্ষ হইতে দ্বীপান্তরে নির্বাসনদণ্ড। [বাং. কালা২+হি. পানি]।

কালাপাহাড়—বিঃ মুসলমান আমলের ঐতিহাসিক হিন্দু ব্রাহ্মণ: ইনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের সমূহ ক্ষতি ও বহু দেবমন্দির চূর্ণ করেন; (আল.) স্বধর্মদ্বেষী বিকটাকার ও ভয়ঙ্কর ব্যক্তি; প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের বিরোধী ব্যক্তি। [বাং. কালা২+পাহাড়]। বিণঃ কালাপাহাড়ী — কালাপাহাড়ের ন্যায়।

কালাপেড়ে—বিণঃ কাল পাড়ওয়ালা। [বাং. কালা$_1$ + পাড$_2$ + ইয়া]।

কালা বাজার—**কাল বাজার**-এর অনুরূপ (**কাল**$_5$ দ্রঃ)।

কালামুখ—(১)বিণঃ কলঙ্কলিপ্ত মুখবিশিষ্ট, কলঙ্কী; নির্লজ্জ, বেহায়া। (২)বিঃ কলঙ্কলিপ্ত মুখ। [বাং. কালা$_1$ + মুখ]। বিণঃ **কালামুখো, কালামুখা**—কলঙ্কী; নির্লজ্জ। বিণ(স্ত্রী): **কালামুখী**।

কালাশুদ্ধি—বিঃ (জ্যোতিষ) অকাল, অশুভ সময় বা ক্ষণ। [সং. কাল$_2$ + অশুদ্ধি]।

কালাশৌচ—বিঃ মাতাপিতা বা তত্তুল্য মহাগুরুর মৃত্যুজনিত বর্ষব্যাপী অশৌচ। [সং. কাল$_2$ + অশৌচ]।

কালি$_1$, কালিকার—**কাল**$_4$ দ্রঃ।

কালি$_2$—বিঃ সঙ্কলন, একত্রীকরণ; ক্ষেত্রের বা ঘনপদার্থের পরিমাপ-হিসাব, ঘনফল, বর্গফল (কাঠাকালি, বিঘাকালি)। [সং. √কল্]। ক্রিঃ **কালি করা, কালি কষা**—ক্ষেত্রফল বাহির করা।

কালি$_3$—বিঃ মসি (ছাপার কালি, লাল কালি); অন্ধকার, মালিন্য (মনের কালি); কলঙ্ক (কুলে কালি দেওয়া); ভুসা (প্রদীপের কালি)। [সং. কালী]। বিঃ **-ঝুলি**—মসি ও ঝুল।

কালিক—বিণঃ সময়-সম্পর্কিত, সাময়িক, কালীন; সময়োপযোগী। [সং. কাল$_2$ + ইক]।

কালিকা—বি(স্ত্রী): চণ্ডিকাদেবীর রূপবিশেষ। [সং. কাল$_1$ + ইক + আ]। বিঃ **-পুরাণ**—কালিকার মাহাত্ম্য-সংবলিত গ্রন্থবিশেষ।

কালিঝুলি—**কালি** দ্রঃ।

কালিদহ—বিঃ যমুনা-নদীগর্ভে কালীয়-নাগের বাসস্থান। [বাং. কালী (=কালীয় নাগ) + দহ]।

কালিদাস—বিঃ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকবি। [সং. কালী + দাস]।

কালিনী$_1$—বিণঃ (প্রা. কাব্যে) দুঃখিনী; শোকার্তা। [বাং. কালি + নী]।

কালিনী$_2$—**কালিন্দী**-র কোমল রূপ।

কালিন্দী—বিঃ যমুনা-নদী। [সং.]।

কালিমা (-মন্)—বিঃ মলিনতা, কৃষ্ণতা; কলঙ্ক। [সং. কাল$_3$ + ইমন্ (ভা)]।

কালিয়—**কালীয়$_2$** দ্রঃ।

কালিয়া$_1$—বিঃ মাছ মাংস প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ। [আ. কলিআ]।

কালিয়া$_2$—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ, কালা। [সং. কাল$_3$]।

কালী—বিঃ কালিকাদেবী; (ব্যঙ্গে) কৃষ্ণবর্ণা নারী; কালি, মসি; (বাং.) কালীয় নাগ। [সং. কাল$_1$ + ঈ]। বিঃ **-তলা**—কালিকাদেবীর (বিশেষতঃ বারোয়ারী) পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। বিঃ **আন্নাকালী**—অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যার নামবিশেষ (উপর্যুপরি কন্যাসন্তানলাভের পর যাহাতে আর কন্যা না জন্মে সেইজন্য নবজাত কন্যার এই নাম রাখা হয়) [বাং. আর + না + কালী]।

কালীন, কালিয়$_1$—বিণঃ (অন্য শব্দের পর) সাময়িক। [সং. কাল + ঈন, ঈয]।

কালীয়$_1$, কালীয়—বিঃ ভাগবতে বর্ণিত যমুনা-গর্ভস্থ নাগবিশেষ। [সং. কাল + ঈয়, ইয়]। বিঃ **-দমন**—কালীয়কে দমনকারী, শ্রীকৃষ্ণ; কালীয় নাগকে শাসন।

কালেকটর, কালেক্টর—বিঃ জেলার রাজস্ব-আদায়ের প্রধান কর্মচারী। [ইং. collector]। বিঃ **কালেকটরি(-রী), কালেক্টরি(-রী)**—কালেকটরের কাছারি বা দফতর। [ইং. collectorate]।

কালেজ—**কলেজ**-এর রূপভেদ।

কালে-ভদ্রে—**কাল$_2$** দ্রঃ।

কালো—**কাল$_1$**-এর বানানভেদ।

কালোচিত—বিণঃ সময়োচিত। [সং. কাল$_2$ + উচিত]।

কালোয়াত, (বর্জি.) কালোয়াৎ—বিঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী ব্যক্তি। [সং. কলাবৎ]। বিঃ **কালোয়াতি**—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শিতা; কালোয়াতের পেশা; (ব্যঙ্গে) ওস্তাদি। বিণঃ **কালোয়াতী**—কালোয়াতসম্বন্ধীয়; উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসম্বন্ধীয়।

কাল্পনিক—বিণঃ কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া; অবাস্তব; অলীক। [সং. কল্পনা + ইক]।

কাশ$_1$—বিঃ দীর্ঘ তৃণবিশেষ, কেশে; কেশে ফুল। [সং. √কাশ্ + অ (র্তৃ)]।

কাশ$_2$—বিঃ ব্যাধিবিশেষ, কাশরোগ। [সং.]।

কাশা—(১)ক্রিঃ খক খক্ শব্দ করিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

কাশি—বিঃ কাশার শব্দ; গয়ার; কাশরোগ।

কাশী—বিঃ বারাণসী: হিন্দু তীর্থবিশেষ। [সং. √কাশ্ + অ (র্তৃ) + ঈ]। বিঃ **-নাথ, -শ, -শ্বর**—কাশীর অধিদেবতা শিব; কাশীরাজ। বিঃ **-প্রাপ্তি, -লাভ**—কাশীতে মৃত্যু; স্বর্গপ্রাপ্তি।

বিঃ **-য়াল, (কথ্য.) কেশেল**—কাশীর অধিবাসী ; স্বদেশে প্রচারিত লোকনিন্দা এড়াইবার জন্য কাশীতে আশ্রয়গ্রহণকারী ; কলঙ্কযুক্ত ব্যক্তি।

কাশ্মীরী—(১)বিণঃ কাশ্মীরদেশীয়। (২)বিঃ কাশ্মীরের অধিবাসী ; কাশ্মীরদেশজাত শাল বা শীতবস্ত্র। [কাশ্মীর+ঈ]।

কাশ্যপ—(১)বিণঃ কশ্যপমুনির বংশধর ; কশ্যপ-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ গোত্রবিশেষ ; প্রাচীন মুনি-বিশেষ, কণাদমুনি। [সং. কশ্যপ+অ]। বিঃ **কাশ্যপেয়**—কশ্যপমুনির সন্তান ; সূর্য ; গরুড়।

কাষায়—বিণঃ কষায় বর্ণবিশিষ্ট, গৈরিক। [সং. কষায়+অ]।

কাস্টিক—বিঃ দাহকর বা ক্ষয়কর আরকবিশেষ। [ইং. caustic]।

কাষ্ঠ—বিণঃ কাঠ, দারু। [সং. √কাশ্+থ]। বিঃ **-পাদুকা**—খড়ম। বিঃ **-ফলক**—কাঠের তক্তা। বিঃ **-ভার**—কাঠের বোঝা। বিঃ **-হাসি**—আন্তরিকতাহীন বা লোক-দেখান হাসি, কৃত্রিম হাসি।

কাষ্ঠা—বিঃ সীমা (পরাকাষ্ঠা), অতি সূক্ষ্ম কাল-পরিমাণবিশেষ। [সং. কাষ্ঠ+আ]।

কাষ্ঠাসন—বিঃ চেয়ার টুল পিঁড়ে প্রভৃতি কাঠের তৈয়ারি আসন। [সং. কাষ্ঠ+আসন]।

কাষ্ঠিকা—বিঃ কাঠি ; কাঠের টুকরা। [সং. কাষ্ঠ+ইক+আ]।

কাসন—বিঃ গুঁড়া সরিষার ঝোলবিশেষ ; কাসুন্দি। [বাং. কাসন্দ]।

কাসন্দ—**কাসুন্দি**-র রূপভেদ।

কাসীস—বিঃ হিরাকস। [সং.]।

কাসুন্দি—বিঃ কাঁচা আম সরিষা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত আচারবিশেষ। [সং. কাসমর্দ]।

কাস্তে—বিঃ শস্যাদি (বিশেষতঃ ধান) কাটিবার জন্য অর্ধচন্দ্রাকার অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

কাহন, কাহণ—বিণ.বিঃ ষোল পণ, ১২৮০টা। [সং. কার্ষাপণ]।

কাহাকে—সর্বঃ কোন্ জনকে। [বাং. কে-শব্দের ২য়া ও ৪র্থীর ১ বচনের রূপ]।

কাহার১—বিঃ শিবিকাবাহক হিন্দু সম্প্রদায়-বিশেষ। [সং. স্কন্ধাবার]।

কাহার২—সর্বঃ কোন্ জনের। [বাং. কে-শব্দের ৬ষ্ঠীর ১ বচন]।

কাহারবা—বিঃ (কাহার-সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত হইতে উৎপন্ন) সঙ্গীতের তালবিশেষ। [হি.]।

কাহিনী—বিঃ বৃত্তান্ত, গল্প, উপাখ্যান। [সং. কথন—তু.হি. কহানী]।

কাহিল—বিণঃ রোগা ; দুর্বল, নিস্তেজ। [আ.]।

কাহে—ক্রি-বিণঃ কেন, কি জন্য। [সং. কথম্, কস্মাৎ—তু.হি. কাঁহে]।

কি—(১)সর্বঃ কোন্ বস্তু বা বিষয় (কি দেখিতেছে, কি চাই, কি পড়) , কিছু না বা নাই (কি আর বলিব, কি জানি, আমার কি)। (২)বিণ.ক্রি-বিণঃ কোন, কেমন, কত (কি বই, কি করিয়া, কি ধনই দিয়েছে, কি দুরাশা! কি আনন্দ!)। (৩)অব্যঃ সংশয়াত্মক প্রশ্নবাচক শব্দ (সে-ও কি আসবে ?) ; কিংবা, অথবা (কি বালক কি বৃদ্ধ)। [সং. কিম্]।

কিংকর—**কিঙ্কর**-এর বানানভেদ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়—বিণঃ কর্তব্য স্থির করিতে অক্ষম ; হতবুদ্ধি। [সং. কিম্ + কর্তব্য + বিমূঢ়]। বিঃ **-তা**।

কিংকিণি, কিংকিণী—**কিঙ্কিণি**-র বানানভেদ।

কিংখাপ, কিংখাব—বিঃ ফুলকাটা জরিদার রেশমী কাপড়বিশেষ। [ফা. কমখ়্‌'ৱাব্]।

কিংবদন্তি, কিংবদন্তী—বিঃ জনশ্রুতি, জনরব, গুজব। [সং.]।

কিংবা—অব্যঃ অথবা, বা, পক্ষান্তরে, বিকল্পে। [সং. কিম্+বা]।

কিংশুক—বিঃ (শুকচঞ্চুসদৃশ) পলাশফুল বা তাহার গাছ। [সং. কিম্+শুক]।

কিঙ্কর—বিঃ ভৃত্য, চাকর ; অনুচর। [সং. কিম্ + √কৃ+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **কিঙ্করী**।

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী—বিঃ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাযুক্ত কটিভূষণ ; ঘুঙুর। [সং.]।

কিচ্‌কিচ্, কিচ্‌মিচ্, কিচিরমিচির—বিঃ ইঁদুর বানর ক্ষুদ্র পক্ষী ইত্যাদির কোলাহলধ্বনি ; বকাবকি, ঝগড়া ; কোলাহল, গোলমাল।

কিছু—(১)বিণঃ কয়েক, অল্প, কিয়ৎ (কিছু দিন, কিছু জল)। (২)সর্বঃ কোন বস্তু বা বিষয় (আমি কিছুর মধ্যে নেই)। (৩)ক্রি-বিণঃ অবশ্য (সে কিছু যাচ্ছে না)। [সং. কিঞ্চিৎ]। **কিছু-কিছু**—(১)বিণঃ অল্পস্বল্প (কিছু-কিছু লোক) ; (২)সর্ব. বিঃ কিছু অংশ (ইহার কিছু-কিছু জানি) ; (৩) ক্রি-বিণঃ কিছু-পরিমাণে (বইখানি কিছু-কিছু পড়িয়াছি)। **-তে**—(১)ক্রি-বিণঃ কোন উপায়ে, কোনমতে (তাহাকে কিছুতেই বোঝান গেল না) ; (২)সর্বঃ কোন বস্তু ব্যাপার বা বিষয়ে

('মন নাহি মোর কিছুতেই' : রবীন্দ্র)। বিণ. সর্ব. ক্রি-বিণ: **কিচ্ছু**—জোরপ্রকাশে **কিছু**-র অনুরূপ।

কিঞ্চিৎ—অব্য.বিণ: অল্প, সামান্য, একটু [সং. কিম্+চিৎ]। বিণ: **কিঞ্চিদধিক**—সামান্য বা একটু বেশী। বিণ: **কিঞ্চিদূন**—সামান্য বা একটু গরম। **কিঞ্চিদূনে**—ঈষৎ ন্যূন বা কম। **কিঞ্চিন্মাত্র** — (১)বিণ. বি: সামান্যপরিমাণ, একটুও, কিছুমাত্র (কিঞ্চিন্মাত্র জল, জলের কিঞ্চিন্মাত্র); (২)ক্রি-বিণ: সামান্য-পরিমাণেও, একটুও (কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস করি না)।

কিঞ্জল, কিঞ্জল্ক—বি: কেশর; পুষ্পরেণু, পরাগ। [সং.]।

কিড়্মিড়্, কিড়িমিড়ি—অব্য: দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ।

কিণ—বি: কড়া, ঘষার চিহ্ন: শুষ্ক ব্রণ। [সং. √কণ্+অ (র্তৃ)]। বি: **কিণাঙ্ক**—ঘষার দাগ; হাত-পায়ের কড়া, corn। বিণ: **কিণাঙ্কিত**—ঘর্ষণচিহ্নযুক্ত, কড়াপড়া।

কিণ্ব—বিণ: খমির বা গাঁজ; পাপ। [সং.]।

কিতব—বিণ: শঠ, প্রবঞ্চক; জুয়াড়ি। [সং. কিত+ √বা+অ (র্তৃ)]।

কিতা—বি: খণ্ড, গোছা, সারি (দুই কিতা জমি, দশ কিতা নোট); কায়দা, ধরন (মুসলমানী কিতা); ফ্যাশান্ (fashion); দফা। [আ.]। বিণ: **-দুরস্ত -দোরস্ত**—রুচিসম্মত, ফ্যাশান-সম্মত।

কিতাব, কিতাবতী—**কেতাব** দ্র:।

কিনা১—অব্য: সংশয় বিতর্ক প্রভৃতি সূচক শব্দ (যাবে কিনা বল, করিবে কিনা জানি না); যেহেতু (যাবে কিনা, তাই গাড়ি এনেছি); প্রশ্নসূচক শব্দ (বিপদে বুদ্ধি খোলে—ঠিক কিনা); অর্থাৎ (ন্যাশনালিজম কিনা স্বাদেশিকতার বুলি শুনছি)। [সং. কিং ন্তু]।

কিনা২—(১)ক্রি: মূল্যের বিনিময়ে লওয়া ও অধিকার পাওয়া, ক্রয় করা। (২)বিণ: ক্রীত। (৩)বি: ক্রয়; [বাং. √কিন্ (<সং. ক্রীণাতি) +আ]। বি: **-দর**—যে দরে কেনা হইয়াছে। ক্রি: **-ন, -নো**—অপরকে দিয়া কেনান। বি: **-বেচা**— **-বেচা** দ্র:।

কিনার—বি: (নদ্যাদির) তীর, কূল। [ফা. কিনারা]।

কিনারা—বি: (নদ্যাদির) তীর, কূল; সীমা, প্রান্ত, পার্শ্ব (পথের কিনারা); উপায়, বন্দোবস্ত (নাবালকদের কিনারা); প্রতিকার (বিপদের কিনারা); উদ্ধার, খোঁজ, সন্ধান (হারান টাকার কিনারা); অনুসন্ধান দ্বারা সত্যপ্রকাশ (চুরির কিনারা); নিষ্পত্তি, মীমাংসা (মোকদ্দমার কিনারা)। [ফা.]।

কিন্তু—(১)অব্য: পরন্তু, অথচ, পক্ষান্তরে। (২)-(বাং.) বিণ: দ্বিধাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত (কিন্তুভাব, কিন্তু হওয়া)। (৩)বি: সঙ্কোচ, দ্বিধা (কিন্তু করা)। [সং. কিম্+তু]। বি: **কিন্তু-কিন্তু**—আমতা-আমতা, ঈষৎ অনিচ্ছা বা ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ।

কিন্নর—বি: অশ্বের ন্যায় মুখ এবং মানুষের ন্যায় দেহবিশিষ্ট দেবলোকের গায়কজাতি। [সং. কিম্+নর]। বি(স্ত্রী): **কিন্নরী**।

কিপটে—বিণ: (কথ্য.) কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। [সং. কৃপণ]।

কিফায়ত, কিফায়েত, কিফাইত—বি: কম খরচা; ব্যয়হ্রাস; সস্তা দর; লাভ। [আ. কিফায়ত্]।

কিবা, (প্রা. কা.) **কিবে**—অব্য: কি, হউক না কেন, অথবা ('কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি' : বল.); (প্রশংসায় বা ব্যঙ্গে) কেমন, কি সুন্দর (কিবা রূপ, কিবা ভঙ্গিমা); কি আর (কিবা তুমি বলিবে)। [বাং. কি+বা]।

কিমতে—ক্রি-বিণ: (কাব্যে) কেমন করিয়া। [বাং. কি+মত]।

কিমাকার—বিণ: কি আকারের, কিরূপ: কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্ট ((কিম্ভূতকিমাকার)। [সং. কিম্+আকার]।

কিমিতি, কিমিয়া—বি: রসায়নবিদ্যা। [ইং. chemistry শব্দের অনুকরণে?—তু.আ. অল্‌-কিমিয়া, ইং. alchemy]।

কিম্পুরুষ—বি: কিন্নর; পুরাণোক্ত বর্ষবিশেষ, জম্বুদ্বীপের এক অংশ। [সং. কিম্ (কুৎসিত) +পুরুষ]।

কিম্বদন্তী, কিম্বা—যথাক্রমে **কিংবদন্তি** ও **কিংবা** -র অশু. বানান।

কিম্ভূত—বিণ: কিরূপ; (বাং.) অদ্ভুত। [সং. কিম্+ভূত]। বিণ: **-কিমাকার**—(বাং.) অদ্ভুত; কুৎসিত আকারবিশিষ্ট, বিকট।

কিম্মৎ—বি: মূল্য, দাম। [আ. কীমৎ]।

কিয়ৎ—অব্য.বিণ: কত বা কি পরিমাণ; কিঞ্চিৎ, একটু। [সং. কিম্+বৎ]। বি: **কিয়দ্দিন**—

কিছুদিন, অল্পদিন। বিঃ কিয়দ্দূরে—কিছু দূর, খানিক দূর।
কিয়ামৎ, কিয়ামত—**কেয়ামত**-এর রূপভেদ।
কিয়ে—অব্যঃ (প্রা. কাব্যে) কি; কেন; কিংবা অথবা; কিবা, কেমন; অতি সুন্দর; কে; কিরূপ; কত; অত্যন্ত; কি অদ্ভুত; কোন্; নানা প্রকারে। [মৈথি. <? সং. কিম্]।
কিরণ—বিঃ আলোকরশ্মি, অংশু। [সং. √কৄ+অন (র্ম)]। বিঃ **-পাত, -সম্পাত**—আলোক-রশ্মিবর্ষণ। বিণঃ **-ময়**—আলোকময়। বিণ-(স্ত্রী): **-ময়ী**, (অশু.) **কিরণময়ী**। বিঃ **-মালী** (-লিন্)—সূর্য।
কিরা—বিঃ শপথ, দিব্য। [তু. হি. কিরিয়া। [<সং. ক্রিয়া?]।
কিরাত—বিঃ ভারতের প্রাচীন বন্যজাতিবিশেষ; ব্যাধ; দেশবিশেষ। [সং. কির+√অত্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **কিরাতী**। বি(স্ত্রী): **কিরাতিনী**—কিরাতদেশে উৎপন্ন বস্তুবিশেষ, জটামাংসী।
কিরিচ, কিরীচ—বিঃ বাঁকা ছোরা বা তরোয়াল-বিশেষ। [মাল. ক্রীস্>পো. kris]।
কিরীট—বিঃ মুকুট। [সং.]। **কিরীটী** (-টিন্)—(১)বিণঃ মুকুটধারী; (২)বিঃ অর্জুন। বিণ-(স্ত্রী): **কিরীটিনী**—কিরীটধারিণী; ঊর্ধ্বদেশে মণ্ডিতা ('শুভ্রতুষারকিরীটিনী': রবীন্দ্র)।
কিরূপ—বিণঃ কেমন, কি রকম। [বাং. কি+রূপ]।
কিরে১—**কিরা**-র রূপভেদ।
কিরে২—অব্যঃ প্রশ্ন বা সম্বোধনসূচক শব্দ (কিরে, কেমন আছিস)।
কির্‌কির্—অব্যঃ বালির মত কর্‌কর্ শব্দ, ঐরূপ কর্‌কর্ করার অনুভূতি। বিণঃ **কির্‌কিরে**—কর্কশ; বালির মত খরখরে।
কিল—বিঃ মুষ্টি, মুষ্ট্যাঘাত। [দেশী]। **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—আঘাত পাইয়া বা অপমানিত হইয়া তাহা গোপনে সহ্য করা। বিঃ **কিলাকিলি**—পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধ; মারামারি। ক্রিঃ **কিলা**—মুষ্টিপ্রহার করা। **কিলিয়ে কাঁঠাল পাকান**—কিল মারিয়া কাঁচা কাঁঠাল পাকানর বৃথা চেষ্টার ন্যায় অসম্ভবকে সম্ভব করার বা জোর করিয়া কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির অসঙ্গত চেষ্টা করা। **কিলান (-নো)**—(১)ক্রিঃ মুষ্টিপ্রহার করা; (২)-বিঃ মুষ্টিপ্রহার।
কিলা, কিলান (-নো)—**কিল** দ্রঃ।
কিলাকিঞ্চিত—বিঃ (বৈ.শা.) গভীর আনন্দজনিত গর্ব অভিলাষ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের যুগপৎ প্রকাশ। [সং.]।
কিলো-—উপ. সহস্রগুণ। [ইং. kilo-]। বি. বিণঃ **-গ্রাম**—সহস্র গ্রাম [গ্রাম২ দ্রঃ]। বি.বিণঃ **-মিটার**—হাজার মিটার [মিটার১ দ্রঃ]। বি. বিণঃ **-লিটার**—হাজার লিটার।
কিল্‌কিল্, কিল্‌বিল্—অব্যঃ বহুসংখক মানুষ বা জীবজন্তুর (বিশেষতঃ কেঁচো কৃমি সাপ প্রভৃতির) দলবদ্ধভাবে বিচরণ বা অবস্থান সূচক।
কিশ্তি—**কিস্তি**১,২,৩-এর বানানভেদ।
কিশ্‌মিশ—বিঃ শুষ্ক বীজহীন ক্ষুদ্র আঙুরবিশেষ। [ফা.]।
কিশলয়—বিঃ বৃক্ষাদির কচি বা নূতন পাতা অথবা নূতন পত্রযুক্ত শাখা। [সং.]।
কিশোর—(১)বিণঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক, বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সী, ১১ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে যে-কোন বয়সী। (২) কিশোরবয়স্ক পুরুষ। [সং]। বিণ.বি(স্ত্রী): **কিশোরী**।
কিষান—বিঃ কৃষক, চাষা। [সং. কৃষাণ]।
কিষ্কিন্ধ্যা, কিষ্কিন্ধা—বিঃ রামায়ণে বর্ণিত বানর-দিগের দেশ বা উহার রাজধানী। [সং.]।
কিসম—বিঃ প্রকার, রকম। [আ. কিস্‌ম্]।
কিসমৎ—বিঃ ভাগ্য, অদৃষ্ট, বরাত। [আ.]।
কিসলয়—**কিশলয়**-এর বানানভেদ।
কিসিম—**কিসম**-এর রূপভেদ।
কিসে—সর্বঃ কি হইতে, কিজন্য (একথা কিসে উঠিল); কোন্ বস্তুর দ্বারা, কোন্ উপায়ে, কেমন করিয়া (সুখ কিসে হয়); কাহার বা কোন্ বস্তুর মধ্যে (সুখ কিসে); কোন্ বিষয়ে (কিসে কম)। **কিসে আর কিসে**—অতি উত্তম বা উত্তমের সহিত অতি অধম বা নিকৃষ্টের তুলনা। [বাং. কি+এ]।
কিসের—সর্বঃ কোন্ বস্তু বা বিষয়ের ('কিসের তরে অশ্রু ঝরে': রবীন্দ্র); কি ধরনের অর্থাৎ কোন ধরনের নয়, আদৌ (কিসের গরিব সে?); মিথ্যা, অকারণ ('কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ': দ্বি.রা)। [বাং. কি+এর]।
কিস্তি১—বিঃ জাহাজ, মালবোঝাই বড় নৌকা। [ফা. কিশ্‌তী]।
কিস্তি২—বিঃ ঋণের পরিশোধযোগ্য অংশ; আংশিক ঋণ-পরিশোধের সময়, খাজনার আদান-প্রদানের সময়; দফা, ক্ষেপ। [ফা. কিস্‌ত]।

বিঃ **-বন্দি, -বন্দী**—দফায় দফায় ঋণপরিশোধের ব্যবস্থা।

কিস্তি২—বিঃ দাবাখেলায় বিপক্ষের রাজাকে ধ্বংস করার জন্য বা তাহার গমনাগমন রোধের জন্য প্রদত্ত চালবিশেষ। [ফা. কিশ্‌ত্]। বিঃ **-মাত** —দাবাখেলায় বিপক্ষের রাজার সমস্ত সঞ্চরণ-পথ বন্ধ করিয়া ঘুঁটি চালনা; সম্পূর্ণ বিজয় বা সফলতা লাভ।

কী—**কি**-শব্দের উপর বেশী জোর বুঝাইতে (সাধারণতঃ প্রশ্নাত্মক অপ্রাণিবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে) কেহ কেহ এই বানান ব্যবহার করেন (কী চাই, কী দেখিতেছ)।

কীচক—বিঃ বায়ুসংযোগে শব্দকারক বাঁশ, (মহাভারত) বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি: ভীমসেন ইঁহাকে বাহুযুদ্ধে নিহত করিয়া ইঁহার দেহ তালগোল পাকাইয়া দেন। বিঃ **কীচকবধ** —কাহাকেও বধ করিয়া তাহার শরীর তালগোল পাকান। [সং.]।

কীট—বিঃ পোকা, কৃমি। [সং. √কীট্+অ (ভূ)]। বিণঃ **-ঘ্ন**—কীটনাশক। বিণঃ **-জ**—কীট হইতে উৎপন্ন। বি. **-পতঙ্গ**—পোকামাকড়। **কীটস্য কীট**—(আল.) নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি। বিঃ **কীটাণু**—সাধারণ দৃষ্টির অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট। বিঃ **কীটাণুকীট**—কীটাণু-অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর কীট; (আল.) নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি।

কীড়া—**কীট**-এর বিকৃত রূপ।

কীদৃক্ (-দৃশ্), **কীদৃশ**—বিণঃ কেমন, কি রকম। [সং. কিম্+ √দৃশ্+কিপ্, অ (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **কীদৃশী**।

কীর্ণ—বিণঃ ইতস্ততঃ ছড়ান, বিক্ষিপ্ত; ব্যাপ্ত। [সং. √কৃ+ত (র্ম)]।

কীর্তক—**কীর্তন** দ্রঃ।

কীর্তন—বিঃ গুণবর্ণনা; যশঃপ্রচার; নামগান; রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক গান। [সং. √কৃত্+অন (ভা)]। বিণঃ **কীর্তক**—কীর্তনকারী। বিঃ **কীর্তনাঙ্গ**—কীর্তনগানের সুর। বিণ.বিঃ **কীর্তনীয়া**, (কথ্য.) **কীর্তনে, কীর্তুনে**—কীর্তনগায়ক। বিণঃ **কীর্তনীয়**—কীর্তনযোগ্য; প্রচারযোগ্য। বিণ(স্ত্রী): **কীর্তনীয়া**। বিণঃ **কীর্তিত**—কীর্তন করা হইয়াছে এমন; সুখ্যাতির বিষয়ীভূত।

কীর্তি—বিঃ যশ, খ্যাতি (কীর্তিমান্ পুরুষ); কৃতিত্বের পরিচায়ক কার্য বা প্রতিষ্ঠান (তাজমহল শাহ্‌জাহানের অমরকীর্তি)। [সং. √কৃত+তি (ভা)]। বিঃ **-কলাপ**—কৃতিত্বের পরিচায়ক মহৎ কার্যসমূহ। বিণঃ **-বাস, -মান্** (-মৎ)—যশস্বী। বিঃ **-স্তম্ভ**—মহৎ কার্যের বা মহৎ কর্মীর স্মৃতিস্তম্ভ, monument।

কীর্তিত, কীর্তুনে—**কীর্তন** দ্রঃ।

কীল, কীলক—বিঃ হুড়কো, খিল; গোঁজ, খোঁটা; শলাকা, পেরেক, গজাল। [সং.]।

কু—(১) অব্য.বিঃ পাপ, দোষ, অমঙ্গল (কু পরিহার করা)। (২)বিণঃ মন্দ, কুৎসিত (কুকথা), অমঙ্গলকর (কুগ্রহ, কুদৃষ্টি); কুটিল, দুষ্ট (কুমন্ত্রণা), দুলভ (কু-আশা)। (৩)বিঃ পৃথিবী, আগম-নিগমাদি বেদাঙ্গের ব্যাখ্যা ('কু-কথায় পঞ্চমুখ': ভা. চ.)। [সং.]।

কুআশা—বিঃ দুলভ বা দুষ্ট আশা। [কু+আশা]।

কুইনিন, কুইনাইন—বিঃ সিন্‌কোনা-বৃক্ষের ছাল হইতে প্রস্তুত অত্যন্ত তিক্তাস্বাদ জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। [ইং. quinine]।

কুঁইকুঁই—অব্যঃ ক্ষুধা শীত কষ্ট প্রভৃতি সূচক চাপা আর্তনাদ।

কুঁকড়া১, **কুঁকড়ো**—বিঃ কুক্কুট, মোরগ। [সং. কুক্কুট]। বি(স্ত্রী): **কুঁকড়ি, কুঁকড়ী**—মুরগী।

কুঁকড়া২—ক্রিঃ কুঞ্চিত হওয়া বা করা; জড়সড় হওয়া বা করা। [<সং. কর্কট?]। **-ন, -নো** —(১)ক্রিঃ কুঁকড়া; (২)বিঃ কুঞ্চন, জড়সড় ভাব; (৩)বিণঃ কুঞ্চিত; জড়সড়।

কুঁকড়িসুকড়ি—বিণঃ কুণ্ডলীর ন্যায়, জড়সড় (শীতে কুঁকড়িসুকড়ি হওয়া)। [দেশী]।

কুঁকড়ী, কুঁকড়ো—**কুঁকড়া**১ দ্রঃ।

কুঁচ—বিঃ গুঞ্জাফল, গুঞ্জার পরিমাণ (=১ রতি ওজন)। [সং. কুঞ্চিকা]।

কুঁচকা—ক্রিঃ কুঞ্চিত করা বা হওয়া। [সং. √কুঞ্চ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কুঁচকা; (২)বিঃ কুঞ্চন; (৩)বিণঃ কুঞ্চিত।

কুঁচকি, কুচকি—বিঃ ঊরু ও কটির সন্ধিস্থল। [সং. √কুঞ্চ্>কুঞ্চক—তু. হি. কুচকি]।

কুঁচা১—বিণঃ অতি ক্ষুদ্র (কুচা চিংড়ি); গুঁড়ান বা খুব ছোট ছোট করা (কুচা নৈবেদ্য, কুচা সাবান)। [সং. কুচিত—তু. ফা. কুচক]। বিঃ **-কাঁচা**—খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

কুঁচা২—ক্রিঃ কুঞ্চিত করা। [সং. √কুঞ্চ্+বাং.

আ]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ কুঁচা ; (২)বিঃ কুঞ্চন ; (৩)বিণঃ কুঞ্চিত।

কুঁচি—বিঃ অতি ক্ষুদ্র ঝাঁটা ; চালমুড়ি ভাজিবার ঝাঁটাবিশেষ ; বুরুশ (brush), মোটা পশু-লোম। [সং. কূর্চিকা]।

কুঁচিয়া—বিঃ সর্পাকৃতি মৎস্যবিশেষ। [সং. কুচিকা।]

কুঁচিলা, কুঁচে—যথাক্রমে **কুচিলা** ও **কুচে**-র রূপভেদ।

কুঁজ—বিঃ জীবদেহের পৃষ্ঠে স্ফীত ও বক্র গঠন-বিশেষ। [সং. কুব্জ]। **কুঁজা, কুঁজো**—(১) বিণঃ কুজওয়ালা ; (২) বিঃ কুঁজওয়ালা লোক। বিণ. বি(স্ত্রী): **কুঁজী**।

কুঁজড়া, কুঁজড়ো—বিণঃ ঝগড়াটে, কুঁদুলে ; কুটিলমনা। [তু কুঁজ+বাং. ড়া]। বিঃ **-পনা, -মি**।

কুঁজা—**কুঁজ** দ্রঃ।

কুঁজি, কুঁজিকাঠি—বিঃ চাবি। [সং. কুঞ্চিকা ; হি. কুঞ্জী]।

কুঁজো—**কুঁজ** দ্রঃ।

কুঁড়—বিঃ স্তূপ, গাদা (পাঁশকুঁড়) ; বড় গর্ত, কুণ্ড (সাবকুড)। [সং. কুল বা কুণ্ড]।

কুঁড়া, (কথ্য) **কুঁড়ো**—বিঃ তুষের নিম্নস্থ চাউলের গাত্রের আবরণ। [সং কণ্ডন]।

কুঁড়াজালি, (কথ্য) **কুঁড়োজালি**—বিঃ মাছ ধরিবার ক্ষুদ্র জালবিশেষ, (ব্যঙ্গে) বৈষ্ণবের জপ-মালার থলি। [বাং. কুড়া+জাল+ই]।

কুঁড়ি, কুঁড়ী—বিঃ মুকুল, কোরক, কলিকা। [সং. কুট্মল]।

কুঁড়ে১, কুঁড়িয়া১—বিঃ ঘাস বা পাতায় ছাওয়া দরিদ্রের ছোট ঘর। [সং. কুটীর]।

কুঁড়ে২, কুঁড়িয়া২—বিঃ কুণ্ডাকার পাত্র, পাত্তি। [সং. কুণ্ড]।

কুঁড়ে৩—বিণঃ অলস। [দেশী]। বিঃ **-মি**।

কুঁড়ো, কুঁড়োজালি—যথাক্রমে **কুঁড়া**, ও **কুঁড়া-জালি** দ্রঃ।

কুঁত, কুঁথা—(১)ক্রিঃ ক্লেশপ্রকাশক ধ্বনি করা ; মলত্যাগের জন্য বেগ দেওয়া ; কোঁত পাড়া। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √কুন্থ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কোঁতা ; কুঁতিতে বাধা করা ; (আল.) কষ্ট বা বেগ দেওয়া ; (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

কুঁদ—বিঃ ছুতোরের কুঁদিবার বা চাঁচিবার যন্ত্র ; শ্বেতবর্ণের পুষ্পবিশেষ। [সং. কুন্দ]।

কুঁদন—**কুঁদা১** ও **কুঁদা২** দ্রঃ।

কুঁদরু—বিঃ পটোলের ন্যায় তরকারিরূপে ব্যবহার্য ফলবিশেষ। [সং. কুন্দুরুকী]।

কুঁদা১—(১)ক্রিঃ কুঁদযন্ত্রে ঘুরাইয়া কাটা ; খোদাই করা ; কাটিয়া গঠন করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. কুঁদ+আ]। বিঃ **কুঁদন**—খোদাই।

কুঁদা২—(১)ক্রিঃ মারিবার জন্য রুখিয়া যাওয়া বা আস্ফালন করা ; লম্ফঝম্প করা ; লাফান। (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **কুঁদন—আস্ফালন** ; লম্ফঝম্প।

কুঁদা৩, কুঁদো—বিঃ বন্দুকাদির কাঠের বাঁট ; গাছের গুঁড়ি, স্থূল কাষ্ঠখণ্ড ; স্থূল বৃহৎ খণ্ড, চাঙড়া (মিছরির কুঁদা)। [ফা. কুন্দা]।

কুঁদুলী—বিণ(স্ত্রী): ঝগড়াটে। [বাং. কোদল (সং. কন্দল)+ইয়া>এ+ঈ]। বিণ(পুং): **কুঁদুলে**।

কুকথা—বিঃ কুৎসিত কথা, দুর্বাক্য, অশ্লীল বাক্য ; (বিরল) 'কু' অর্থাৎ পৃথিবীর সম্বন্ধে কথা বা তত্ত্ব অথবা আগম-নিগমাদি বেদাঙ্গের ব্যাখ্যা ('কুকথায় পঞ্চমুখ' ; ভা.চ)। [সং.]।

কুকর্ম (-র্মন্), **কুকার্য**—বিঃ মন্দ নিন্দনীয় অসৎ বা পাপ কাজ। [সং.]। বিঃ **কুকর্মা** (-র্মন্), **কুকর্মী** (-র্মিন্)—মন্দ বা অসৎ কর্মকারী।

কুকুর—বিঃ সারমেয়, কুত্তা। [সং. কুক্কুর]। বি(স্ত্রী): **কুকুরী**। বিঃ **-কুণ্ডলী**—কুকুরের মত কুঁকড়াইয়া শয়ন করার প্রণালী। বিঃ **-ছড়ি**—কুকুরের লেজের মত ফুলবিশিষ্ট একপ্রকার ছোট গাছ। বিঃ **কুকুরে-দাঁত**—কুকুরজাতীয় প্রাণীর উপর ও নিচের মাঢীর তীক্ষাগ্র দন্ত-চতুষ্টয়। **যেমন কুকুর তেমনি মুগুর**—দুষ্টের উপযুক্ত শাসক।

কুক্কুট—বিঃ মোরগ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **কুক্কুটী**।

কুক্কুভ—বিঃ কুক পাখি ; কুক্কুট ; বনকুক্কুট। [সং.]।

কুক্কুর—বিঃ কুকুর। [সং.]। বি(স্ত্রী): **কুক্কুরী**।

কুক্রিয়—বিণঃ মন্দকর্মকারী, কুকর্মা। [সং. কু+ক্রিয়া]। বিঃ **কুক্রিয়া**—মন্দ কাজ।

কুক্ষণ—বিঃ অশুভ ক্ষণ। [সং. কু+ক্ষণ]।

কুক্ষি—বিঃ পেট, জঠর ; গর্ভ ; গুহা ; অভ্যন্তর-স্থান। [সং. √কুষ্+ক্সি]। বিণঃ **-গত**—উদরে প্রবিষ্ট ; (আল.) সম্পূর্ণ অধিকৃত বা আত্মসাৎকৃত।

কুখ্যাত—বিণঃ নিন্দিত, অখ্যাতিযুক্ত। [সং. কু+খ্যাত]। বিঃ **কুখ্যাতি**—নিন্দা, অখ্যাতি, অপযশ।

কুগঠন—বিণ: কুৎসিত গড়নবিশিষ্ট। [কু+গঠন]।

কুগ্রহ—বি: অশুভ গ্রহ, পাপগ্রহ; (আল.) উৎপাত। [সং. কু+গ্রহ]।

কুঙর—**কোঙর**-এর রূপভেদ।

কুঙ্কুম—বি: জাফরান; কুসুম ফুল (**কুমকুম** নহে)। [সং. √কুন্‌ক্+উম (র্ম)]।

কুচ১—বি: যুবতীর স্তন। [সং.]।

কুচ২—বি: সৈন্যদিগের রণযাত্রা বা দলবদ্ধভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন। [ফা. কূচ্]। বি: **-কাওয়াজ**—সৈনিকদের সমবেতভাবে ব্যায়াম ও রণশিক্ষা, military parade [ফা. কূচ্+কাৱাঈদ্]।

কুচকুচ—অব্য: উজ্জ্বল কালো রঙের ভাবপ্রকাশ (কুচকুচ করা)। [<চুকচুক্<চকচক (বর্ণ-বিপর্যয়ের ফলে]। বিণ: **কুচকুচে**—কুচকুচ করিতেছে এমন, চকচকে ও গাঢ় (কুচকুচে কালো)।

কুচক্কুরে—**কুচক্রী**-র প্রাদে রূপ।

কুচক্র—বি: ষড়্‌যন্ত্র, চক্রান্ত। [সং. কু+চক্র]। বিণ. বি: **কুচক্রী** (-ক্রিন্)—চক্রান্তকারী; কুমন্ত্রণাদাতা।

কুচকাচা—বি: (সাধারণতঃ কাষ্ঠাদির) টুকরাসমূহ; টুকরাটাকরা; (অত্যল্পবয়স্ক) কাচ্চাবাচ্চা। [বাং. কুচা+কাচা (সহচর শব্দ)]।

কুচনী—বি: কোচনারী; বেশ্যা। [বাং. কোচনী? —তু. কুটনী]।

কুচন্দন—বি: রক্তচন্দন; কুঙ্কুম; বকম কাঠ। [সং.]।

কুচফল—বি: (কুচতুল্য বলিয়া) দাড়িম্বফল। [সং. কুচ (সদৃশ)+ফল]।

কুচরিত্র—(১)বি: মন্দ স্বভাব, অসৎ প্রকৃতি। (২)বিণ: মন্দস্বভাববিশিষ্ট। [সং. কু+চরিত্র]। বিণ(স্ত্রী): **কুচরিত্রা**।

কুচর্যা—বি: গর্হিত আচরণ; কুরীতি। [সং.]।

কুচা—(১)ক্রি: কুচি কুচি করিয়া অর্থাৎ খুব ছোট ছোট করিয়া কাটা। (২)বি: ছোট টুকরা। [সং. √কুচ্+বাং. আ]। **-ন**, **-নো**—(১)ক্রি: কুচা; (২)বিণ: কুচা কুচা করিয়া অর্থাৎ খুব ছোট ছোট করিয়া কর্তিত; (৩)বি: ঐরূপভাবে কর্তন।

কুচাগ্র—বি: স্তনের বোঁটা। [সং. কুচ+অগ্র]।

কুচি১—**কুঁচি**-র রূপভেদ।

কুচি২—বি: অতি ছোট টুকরা। [কুচা দ্র:]।

কুচিকিৎসক—বি: অনভিজ্ঞ বা অদক্ষ চিকিৎসক, কুবৈদ্য, হাতুড়ে ডাক্তার। [সং. কু+চিকিৎসক]।

কুচিন্তা—বি: দুর্ভাবনা; অসৎ চিন্তা। [সং. কু+চিন্তা]।

কুচিলা, কুচলে—বি: (ঔষধে ব্যবহৃত) বিষতরু-বিশেষ অথবা তাহার ফল বা বীজ।

কুচুটে, কুচুটিয়া, কুচুণ্ডে—বি: হিংসুটে, কুটিল-প্রকৃতি, কুচক্রী। [দেশী]।

কুচুৎ—অব্য: **কচাৎ** অপেক্ষা লঘুতর শব্দ।

কুচুরমুচুর—অব্য: **কচরমচর** অপেক্ষা লঘুতর ও দ্রুততর শব্দ।

কুচ্—অব্য: তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের এক কোপে নরম বস্তু কাটিয়া ফেলার বা নরম বস্তুর মধ্যে তীক্ষ্ণাগ্র কিছু ফুটাইয়া দিবার শব্দ। অব্য: **-কুচ্**—ক্রমাগত কুচ্ করিয়া কাটার বা ফুটাইয়া দিবার শব্দ।

কুচ্ছা (**কুচ্ছো**), **কুচ্ছিত**—যথাক্রমে **কুৎসা** ও **কুৎসিত**-এর কথ্য রূপ।

কুছ—বিণ: কিছু। [হি.<সং কিঞ্চিৎ]।

কুজ—বি: মঙ্গলগ্রহ। [সং.]।

কুজড়া, কুজড়ো, কুজ্‌ড়িয়া—**কুঁজড়ো**-র রূপ-ভেদ।

কুজা, (কথ্য.) **কুজো**—বি: জলপাত্রবিশেষ, সোরাই। [ফা. কূজা]।

কুজ্‌ঝটিকা, কুজ্‌ঝটি, কুজ্‌ঝটী—বি: কুয়াশা, কুহেলিকা। [সং.]।

কুঞ্চন—বি: সংকোচন; বক্রীকরণ। [সং √কুঞ্চ্+অন (ভা)]। বিণ: **কুঞ্চিত**—কুঞ্চন করা হইয়াছে এমন, কোঁকড়া।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—বি: পরিমাণবিশেষ (১ কুঞ্চি=৮ মুষ্টি); পরিমাণপাত্রবিশেষ, খুঁচি। [সং.]।

কুঞ্চিকা—বি: কুঁচ; কঞ্চি; চাবি; সূচী, নির্ঘণ্ট; কুঁচে মাছ। [সং.]।

কুঞ্চিত—**কুঞ্চন** দ্র:।

কুঞ্জ১—বি: উপবন, লতাবেষ্টিত স্থান বা গৃহ (কুঞ্জকানন, কুঞ্জবন); বৈষ্ণবদের আশ্রম। [সং.]। বি: **-বাটী**, **-বাটিকা**—বৈষ্ণবদের ভজন-স্থান যেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কুঞ্জ২—বি: বস্ত্রাদির কলকা বা নকশা। [ফা. কুঞ্জ্]। বিণ: **-দার**—কলকাতোলা।

কুঞ্জর—বি: হস্তী; (অন্য শব্দের পরে বসিলে)

শ্রেষ্ঠ (নরকুঞ্জর)। [সং. কুঞ্জ+র]। বি.(স্ত্রী): **কুঞ্জরা, কুঞ্জরী**।

কুঞ্জল—বিঃ পান্তাভাতের জল; আমানি। [সং. কু+জল (নি.)]।

কুঞ্জি—কুঁজি ও **কুঞ্চিকা**-র রূপভেদ।

কুট—বিঃ দুর্গ, গড়; পর্বত; বৃক্ষ। [সং. √কুট্ +অ (র্তৃ)]। বিঃ **-জ**—গিরিমল্লিকাফুলের গাছ, কুড়চি; দ্রোণাচার্য; অগস্ত্য।

কুটকুট—অব্যঃ চুলকানির ভাব বোধ (মুখ কুটকুট করা)। বিঃ **কুটকুটানি, (কথ্য.) কুটকুটুনি**—কণ্ডুয়ন-প্রবৃত্তি। বিণঃ **কুটকুটে**—কণ্ডুয়ন-প্রবৃত্তি জন্মায় এমন।

কুটজ, কুটন—যথাক্রমে **কুট** ও **কুটা**২ দ্রঃ।

কুটনা, (কথ্য) কুটনো—বিঃ রন্ধনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটা বা কাটিবার তরকারি। [সং. কুট্টন]। **কুটনা কোটা**—রন্ধনের জন্য তরকারি কর্তন করা।

কুটনী—বি.(স্ত্রী): নায়ক-নায়িকার অবৈধ মিলন-সঙ্ঘটিকা বা দূতী। বি(পুং): **কোটনা**২ দ্রঃ। [সং. কুট্টনী]।

কুটা১—বিঃ তৃণ, খড় ও তৃণাদির টুকরা [দেশী—তু. হি. কুট্টা]।

কুটা২—(১)ক্রিঃ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড বা কুটি কুটি করা (মাছ কুটা, শাখ কুটা); পেষা, চূর্ণ করা (মসলা কুটা); ঢেঁকিতে পেষা (চিঁড়া কুটা); ছেঁচা, ঠোকা, ক্রমাগত আঘাত করা (মাথা কুটা)। (২)বিণঃ টুকরা টুকরা করিয়া কর্তিত; পেষাই-করা, চূর্ণিত; ঢেঁকিতে পেষাই-করা। (৩)বিঃ **কুটা**-র কাজ। [সং. √কুট্+বাং আ]। **কুটন**—কুটা-র কাজ। **-ন, -নো** (১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা **কুটা**-র কাজ করান; (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

কুটি—বিঃ ছোট ছোট খণ্ডে কাটা খড় বা তৃণ। [হি. কুট্টী]। বিণঃ **-কুটি**—খুব ছোট ছোট কুচি বা টুকরা করা হইয়াছে এমন। ক্রিঃ **কুটিকুটি করা**—কাটিয়া বা ছিড়িঁয়া খুব ছোট ছোট টুকরা করা।

কুটিনী—**কুটনী**-র রূপভেদ।

কুটির, কুটীর—বিঃ কুঁড়ে ঘর; অতি ক্ষুদ্র ও দীন গৃহ। [সং. কুটি+ √রা+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-শিল্প**—গৃহজাত (অর্থাৎ কারখানায় প্রস্তুত নহে এমন) শিল্পদ্রব্য।

কুটিল—বিণঃ বাঁকা, অসরল (কুটিল রেখা); খল, শঠ, কপট (কুটিল স্বভাব); জটিল (কুটিল প্রশ্ন)। [সং. কুটি+ল]। **কুটিলা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **কুটিল**-এর সকল অর্থে; (২)বিঃ সরস্বতী নদী; আয়ানের ভগিনী ও রাধিকার ননদিনী। বিঃ **-তা**।

কুটুম্ব, (কথ্য) কুটুম—বিঃ আত্মীয়; পোষ্যবর্গ, পরিবার; (বাং.) বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তি। [সং.]। **বড় কুটুম**—(কৌতু.) শ্যালক। **কুটুম্বী** (-ম্বিন্)—(১)বিণঃ কুটুম্ববিশিষ্ট; (২)বিঃ গৃহস্থ, পরিবারের কর্তা। **কুটুম্বিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): কুটুম্ববিশিষ্টা; (২)বিঃ পতিপুত্রযুক্তা স্ত্রী; গৃহিণী; (বাং.) মেয়েকুটুম। বিঃ **কুটুম্বিতা**—আত্মীয়তা; (বাং.) বৈবাহিক সম্পর্ক ও তজ্জন্য আদানপ্রদান বা লৌকিকতা।

কুটুর—অব্যঃ '**কুট্**' অপেক্ষা লঘুতর শব্দ।

কুটো—**কুটা**১-র রূপভেদ।

কুট্—অব্যঃ ক্ষুদ্র কামড়ের কল্পিত শব্দ।

কুট্‌কুট্—**কুটকুট**-এর বানানভেদ।

কুট্টন—বিঃ ছেদন; খনন; নিষ্পেষণ; নিন্দাকরণ, দোষারোপ, গালিপ্রদান। [সং. √কুট্ট+অন (ভা)]। বি(স্ত্রী): **কুট্টনী**—দূতী, কুটনী।

কুট্টিত—বিণঃ খণ্ডীকৃত, ছেদিত; পেষণ বা চূর্ণ করা হইয়াছে এমন। [সং. √কুট্ট+ত]।

কুট্টিম—বিঃ চাতাল, পাকা মেঝে (গৃহকুট্টিম); রত্নের খনি। [সং.]।

কুট্মল—বিঃ কলিকা, কুঁড়ি। [সং.]। বিণঃ **কুট্মলিত**—মুকুলিত।

কুঠ—বিঃ কুষ্ঠরোগ। [সং. কুষ্ঠ]।

কুঠরি—বিঃ কক্ষ, কামরা, প্রকোষ্ঠ; ছোট ঘর। [সং. কোষ্ঠ > কুঠ+বাং. রি]।

কুঠার, (বিরল) কুঠারিকা, কুঠারী—বিঃ কুড়ুল, বাইস, টাঙ্গি, পরশু। [সং. কুঠ+ √ঋ+অ(র্তৃ)]।

কুঠি, কুঠী—বিঃ ব্যবসায়ীর কার্যালয় বা বাসস্থান (নীলকুঠি); অট্টালিকা; রাজপুরুষ বা অনুরূপ ব্যক্তির (সাময়িক) বাসগৃহ, বাংলা (কালেক্টরের কুঠি)। [সং. কোষ্ঠিকা]। বিঃ **-য়াল**—কুঠির মালিক বা অধ্যক্ষ; সওদাগর।

কুঠিয়া, কুঠে—(১)বিণঃ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত; (২)বিঃ কুষ্ঠরোগী। [**কুঠ** দ্রঃ]।

কুঠুরি (-রী), কুড়১—যথাক্রমে **কুঠরি** ও **কুঁড়**-র রূপভেদ।

কুড়২—বিঃ বৃক্ষবিশেষ; ঔষধ বিশেষ। [সং. কুষ্ঠ]।

কুড়৩—বিঃ বিঘা। [বাং. কুড়বা]।

কুড়কুড়—অব্যঃ ভাজা কড়াই মুড়ি ইত্যাদি চিবাইবার শব্দ।

কুড়চি—বিঃ কুটজ বৃক্ষ। [সং. কুটজ]।

কুড়বা—বিঃ ভূমির পরিমাণবিশেষ (২০ কাঠা= ১ কুড়বা), বিঘা। [সং. কুড়ব]।

কুড়মড়, কুড়া১—যথাক্রমে **কুড়কুড়** ও **কুড়২**-এর রূপভেদ।

কুড়া২—ক্রিঃ ছড়ান বস্তু একত্র করা; পতিত বা পরিত্যক্ত বস্তু তুলিয়া লওয়া; জড় করা; ঝাঁট দেওয়া (সে ঘর কুড়াইতেছে); ফেলিয়া দিবার জন্য তুলিয়া লওয়া (এঁটো কুড়ান)। **-ন, -নো**—(১)বিণঃ পতিত বা পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত (কুড়ান ছেলে); সম্মার্জিত (কুড়ান ঘর); সংগৃহীত (কুড়ান ফুল); (২)বিঃ সংগ্রহ; একত্রীকরণ; সম্মার্জন। [সং. √কুল্‌+বাং. আ]। বিণ.বি(স্ত্রী): **কুড়ানী, কুড়ুনী**—যে কুড়ায় (পাতকুড়ানী)।

কুড়াল, (বিরল) **কুড়ালি**—বিঃ কুঠার, কাষ্ঠচ্ছেদক অস্ত্র। [সং. কুঠার]।

কুড়ি—বি.বিণঃ ২০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [হি. কোড়ী—তু. পো. corja]।

কুড়ে, কুড়ো, কুড়কুড়, কুড়াল, কুণী, কুণো—যথাক্রমে **কুঁড়ে, কুড়, কুড়কুড়, কুটাল কুনি** ও **কুনো**-র রূপভেদ।

কুণ্ঠ—বিণঃ অনিচ্ছুক, কাতর (ব্যয়কুণ্ঠ, কর্মকুণ্ঠ, শ্রমকুণ্ঠ); সঙ্কুচিত। [সং. √কুণ্ঠ্‌+অ (র্তৃ)]। বিঃ **কুণ্ঠা**—সঙ্কোচ, জড়তা; দ্বিধা; লজ্জা; ভয়। বিণঃ **কুণ্ঠিত**—কুণ্ঠাযুক্ত; সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অপ্রতিভ। বিণ(স্ত্রী): **কুণ্ঠিতা**।

কুণ্ড—বিঃ গর্ত (নাভিকুণ্ড); অগ্নি জল প্রভৃতি রাখিবার গর্ত (যজ্ঞকুণ্ড, হোমকুণ্ড); তীর্থস্থানের জলাশয় (সীতাকুণ্ড); গোলাকার কোন পাত্র (তাম্রকুণ্ড, ঘৃতকুণ্ড)। [সং.]।

কুণ্ডল—বিঃ কানের অলঙ্কার; বলয়; বলয়াকার অলঙ্কার বা বন্ধনী। [সং. √কুণ্ড্‌+অল (র্তৃ)]। **কুণ্ডলী**—(১)বিণঃ কুণ্ডলধারী; কুণ্ডলযুক্ত; (২)বিঃ কুণ্ডলের আকারে পাকান বা গোটান বস্তু। **কুণ্ডলিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): কুণ্ডলধারিণী; (২)বি(স্ত্রী): সর্পী; জীবের মূল শক্তি, কুলকুণ্ডলিনী।

কুত—বিঃ নৌকাদিতে বাহিত মালপত্রের উপর শুল্ক। [হি. কুত্]। বিঃ **-ঘাট**—নৌকার মালের উপর শুল্ক আদায়ের ঘাট।

কুতর্ক—বিঃ কুটতর্ক, অন্যায় বা বাজে তর্ক। [সং. কু+তর্ক)]।

কুতূহল—বিঃ ঔৎসুক্য, অজানা বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ; কৌতুক, আনন্দ, আমোদ। [সং. কুতূ+ √হল্‌+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **কুতূহলী** (-লিন্‌)—কুতূহলযুক্ত; আনন্দিত। ক্রি-বিণঃ **কুতূহলে**—আনন্দে; আনন্দ-হেতু ('ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলে': ক. ক.)।

কুত্তা, কুত্তো—বিঃ কুকুর (খেঁকিকুত্তা, ডালকুত্তা, নেড়িকুত্তা)। [হি. কুত্তা]। বি(স্ত্রী): **কুত্তী**।

কুত্রাপি—অব্য.ক্রি-বিণঃ কোথাও, কোনও স্থানে। [সং. কুত্র+অপি]।

কুৎসা—বিঃ নিন্দা, দোষারোপ, কলঙ্ক রটনাকরণ। [সং. √কুৎস্‌+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-কারী** (-রিন্‌)—নিন্দক।

কুৎসিত—বিণঃ কুরূপ, কদাকার, বিশ্রী; কদর্য, জঘন্য; অশ্লীল। [সং. √কুৎস্‌+ত]।

কুথা—→**কোথা**-র অপ্র. ও প্রাদে. রূপ।

কুদন—**কুঁদন**-এর রূপভেদ।

কুদরত—বিঃ মহিমা; বাহাদুরি; ক্ষমতা, শক্তি। [আ. কুদ্‌রৎ]। বিণঃ **কুদরতী**।

কুদর্শন—বিণঃ কুরূপ, কদাকার, কুৎসিত। [সং. কু+দর্শন]।

কুদা—**কুঁদা১** ও **কুঁদা২**-এর রূপভেদ।

কুদাল—বিঃ কোদাল। [সং.]।

কুদিন—বিঃ দুর্দিন, দুঃসময়; অশুভ দিন। [সং. কু+দিন]।

কুদৃষ্টি—বিঃ অশুভ বা অমঙ্গলকর দৃষ্টি; বদনজর, দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। [সং. কু+দৃষ্টি]।

কুদ্দাল, কুদ্দার—**কুদাল**-এর রূপভেদ।

কুনকী, কুনকি—বিঃ যে পালিত শিক্ষিত হস্তিনীর সাহায্যে বন্য হস্তী ধরা হয়। [হি. কুমকী]।

কুনকে—**কুনকী** ও **কুনিকা**-র রূপভেদ।

কুনখ—বিঃ নখরোগবিশেষ। [সং. কু+নখ]। বিণঃ **কুনখী** (-খিন্‌)—কুৎসিত নখবিশিষ্ট; নখরোগাক্রান্ত।

কুনি—বিঃ নখপ্রান্তের রোগবিশেষ। [সং. কোণ]।

কুনিকা—বিঃ শস্যাদি মাপিবার পাত্রবিশেষ, রেক, ছটাক। [সং. কুঞ্চী]।

কুনীতি—বিঃ দুর্নীতি, অসদাচরণ; ভুল বা অনুচিত নীতি। [সং. কু+নীতি]।

কুনো—বিণঃ কোণসম্বন্ধীয়; গৃহকোণে থাকিতে ভালবাসে এমন; অমিশুক; লাজুক। [সং.

কোণ+বাং. উয়া>ও]। বিঃ **-বেঙ, -ব্যাঙ**—একপ্রকার বেঙ (ইহারা কোন কোণের গর্তে বাস করে এবং কখনও ঐ কোণের সীমার বাহিরে যায় না), কূপমণ্ডূক ; (আল.) ঘরকুনো লোক।

কুন্তল—বিঃ কেশ, চুল। [সং.]।

কুন্তি, কুন্তী—বিঃ (মহাভারত) পাণ্ডুপত্নী এবং কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের মাতা। [সং.]।

কুন্থন—বিঃ কোঁথ দেওয়া; কাতরানি। [সং. √কুন্থ্+অন (ভা)]।

কুন্দ১—বিঃ শুভ্র পুষ্পবিশেষ, কুঁদফুল। [সং. কু + √উন্দ্+অ (র্তৃ)]।

কুন্দ২—বিঃ ভ্রমিযন্ত্রবিশেষ, ছুতোরের কুঁদযন্ত্র। [সং. কু+ √দো+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কার, -কর**—যে কুঁদযন্ত্রদ্বারা জিনিসপত্র গড়ে; ছুতোর মিস্ত্রি।

কুন্দলী—বিণ(স্ত্রী): ঝগড়াটে। [সং. কোন্দল +বাং. ঈ]।

কুপথ—বিঃ অসৎপথ ; অন্যায় বা পাপের পথ ; দুর্গম পথ। [সং. কু+পথ]।

কুপথ্য—বিঃ অনিষ্টকর খাদ্য, যাহা রোগীর খাওয়া উচিত নহে। [সং. কু+পথ্য]।

কুপন—বিঃ মানিঅর্ডার-ফর্মের যে ছেদ্য অংশে প্রেরক প্রাপকের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারে; যে টিকিট দেখাইলে কোনকিছু দাবি করিতে পারা যায়। [ইং. coupon]।

কুপা১, (চলিত) **কুপো**—বিঃ মাটি বা চামড়ার তৈয়ারি গলা-সরু ও সরু-মুখ পাত্রবিশেষ; (ব্যঙ্গে) নাদাপেটা লোক। [সং. কূপক]। বিণঃ **কুপো-কাত**—পরাজিত, বিধ্বস্ত।

কুপা২—ক্রিঃ তীক্ষ্ণধার ভারী অস্ত্রদ্বারা (ক্রমাগত) আঘাত করা ; অস্ত্রের কোপ দেওয়া, কোপ দিয়া কাটা (মাটি কুপান)। [<কোপ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে ; (২)ক্রিঃ কুপা।

কুপাত্র—বিঃ অযোগ্য অসৎ বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি; অনুপযুক্ত বর ; অপাত্র। [সং. কু+পাত্র]।

কুপান—**কুপা২** দ্রঃ।

কুপি, কুপী—বিঃ ক্ষুদ্র কুপা ; তৈলাদি পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার জন্য ব্যবহৃত বাঁশ কাচ মাটি প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত চোঙ্গ-বিশেষ; কেরোসিনের ডিবে। [সং. কূপিকা, কূপী]।

কুপিত—বিণঃ ক্রুদ্ধ, রুষ্ট ; (বৈদ্য.) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, দূষিত (কুপিত বায়ু)। [সং. √কুপ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **কুপিতা**।

কুপুত্র—বিঃ অসৎ বা অবাধ্য ছেলে। [সং. কু+পুত্র]।

কুপুরুষ—(১)বিঃ পুরুষোচিত গুণাবলীবর্জিত ব্যক্তি ; কাপুরুষ লোক ; কুদর্শন বা কুচরিত্র ব্যক্তি। (২)বিণঃ পুরুষোচিত গুণাবলীবর্জিত ; কাপুরুষ ; কুচরিত্র; কুদর্শন। [সং. কু +পুরুষ]।

কুপো, কুপোকাত—**কুপা১** দ্রঃ।

কুপোষ্য, (কথ্য) **কুপুষ্যি**—বিণ.বিঃ ভরণপোষণ করা উচিত নহে বা ভরণপোষণ করার কথা নহে তবু ভরণপোষণ করিতে হয় এমন; অবাঞ্ছিত পোষ্য, গলগ্রহ (ব্যক্তি)। [সং. কু+পোষ্য]।

কুপ্য—বিঃ স্বর্ণরৌপ্য ভিন্ন অন্য যে-কোন ধাতু, base-metal। [সং.]।

কুফল—বিঃ খারাপ ফল বা পরিণাম। [সং. কু+ফল]।

কুবক্তা (-ক্তৃ)—বিঃ ভাল বক্তৃতা করিতে পারে না এমন ব্যক্তি। [সং. কু+বক্তৃ]।

কুবলয়—বিঃ নীলপদ্ম, পদ্মফুল। [সং.]।

কুবিচার—বিঃ অন্যায় বিচার, অবিচার ; অন্যায়। [সং. কু+বিচার]।

কুবিধা—বিঃ অসুবিধা ; দুঃখ-কষ্ট। [সং. কু+বিধা—তু. সুবিধা]।

কুবিন্দ—বিঃ তন্তুবায়, তাঁতি। [সং. কু+ √বিদ্ +অ(র্তৃ)]।

কুবিন্দু—বিঃ দর্শকের নিম্নস্থ নভোমণ্ডলের কাল্পনিক সর্বনিম্ন বিন্দু, সর্বোচ্চ বিন্দুর সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দু, nadir [বি. প.]।

কুব্জা—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের জনৈকা প্রণয়িনী। [সং. কুব্জা]।

কুবুদ্ধি—(১)বিঃ দুর্বুদ্ধি, মন্দ বা অসৎ বুদ্ধি। (২)বিণঃ দুর্বুদ্ধিযুক্ত। [সং. কু+বুদ্ধি]।

কুবৃত্তি—বিণঃ কুৎসিত বা গর্হিত বৃত্তিধারী ; দুর্বৃত্ত। [সং. কু+বৃত্তি]।

কুবের—বিঃ ধনদেবতা, যক্ষরাজ। [সং.]।

কুবোধ—বিঃ কুবুদ্ধি, দুর্মতি। [সং. কু+বোধ—তু. সুবোধ]।

কুব্জ—বিণঃ কুঁজো, বক্রপৃষ্ঠ। [সং.কু+ √উব্জ্ +অ (র্তৃ)]। **কুব্জা**—(১)বিণ(স্ত্রী): কুঁজবিশিষ্টা, কুঁজী ; (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণের এক প্রণয়িনী ;

রামায়ণের মন্থরাদাসী। **কুব্জী**—(১)বি(স্ত্রী): রামায়ণের মন্থরাদাসী; (২)বিণ(স্ত্রী): কুঁজযুক্তা।

কুভোজন—বিঃ অখাদ্য আহার; মন্দ আহার। [সং. কু+ভোজন]।

কুমকুম—বিঃ আবীর ও সুবাসিত জলে পূর্ণ গোলকবিশেষ। [আ. কুম্‌কুমা]।

কুমড়া, (কথ্য) **কুমড়ো**—বিঃ কুষ্মাণ্ড; তরকারিতে রাঁধিয়া খাইবার উপযুক্ত ফলবিশেষ। [সং. কুষ্মাণ্ড]। বিঃ **কুমড়া-গড়াগড়ি**—খেতের কুমড়ার ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি; ভূলুণ্ঠন। **কাঁচা কুমড়া**—কাঁচা অবস্থায় ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়ার যোগ্য কুমড়াবিশেষ। বিঃ **গুড়কুমড়া, মিঠা-কুমড়া, বিলাতী কুমড়া**—মিষ্টস্বাদ কুমড়াবিশেষ। বিঃ **চালকুমড়া, ছাঁচিকুমড়া, দেশী কুমড়া**—যে কুমড়ার গাছ মাচা বা ঘরের চালের উপর লতাইয়া দেওয়া হয়।

কুমতি—(১)বিঃ মন্দ বুদ্ধি। (২)বিণঃ মন্দবুদ্ধি-বিশিষ্ট। [সং. কু+মতি]।

কুমতলব, কুমৎলব—বিঃ দুরভিসন্ধি, অসদুদ্দেশ্য। [সং. কু+আ. মৎলব]।

কুমন্ত্রণা—বিঃ মন্দ বা অসৎ পরামর্শ। [সং. কু+মন্ত্রণা]।

কুমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—বিঃ কুপরামর্শদাতা; দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী। [সং. কু+মন্ত্রী]।

কুমরে পোকা—বিঃ বিভিন্ন আকারের মাটির বাসা নির্মাণকারী পোকাবিশেষ। [?—তু. কুমার১]।

কুমাতা (-তৃ)—বিঃ যে মাতা প্রকৃষ্টরূপে সন্তান-পালন করিতে জানে না বা করে না; সন্তান-বাৎসল্যহীনা জননী। [সং. কু+মাতা]।

কুমার১—বিঃ কুম্ভকার, মৃন্ময় পাত্র পুতুল প্রতিমা প্রভৃতি নির্মাতা। [সং. কুম্ভকার]। বিঃ **কুমারের চাক**—কুম্ভকারগণ কর্তৃক হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি স্ফীতোদর পাত্রাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত গোলাকার চাকাবিশেষ।

কুমার২—বিঃ পঞ্চম হইতে দশমবর্ষীয় বালক; পুত্র; রাজপুত্র; যুবরাজ; দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়; (বৈদ্য.) সপ্তদশ হইতে ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ; অবিবাহিত পুরুষ। [সং. √কুমারি+অ (র্তৃ) বা কু+মার]। বিঃ **-চার**—ব্রতী বালক, বয়স্কাউট (boy scout)। বিঃ **-ব্রত**—আমরণ অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্যপালনের ব্রত। বিঃ **-ভৃত্যা**—শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ; শিশুপালন; বালচিকিৎসা।

কুমারিকা—বিঃ ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থ অন্তরীপ-বিশেষ, Cape Comorin; দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; অনূঢ়া কন্যা। [সং.]।

কুমারী—বিঃ অবিবাহিতা বালিকা বা নারী; দশম হইতে দ্বাদশ বা ষোড়শবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা; কন্যা; রাজকন্যা। [সং. কুমার+ঈ]।

কুমির, কুমীর—বিঃ বৃহদাকার হিংস্র জলচর সরীসৃপবিশেষ, নক্র। [সং. কুম্ভীর]। **কুমির-কুমির খেলা**—বালকবালিকাদের ক্রীড়াবিশেষ। **জলে কুমির ডাঙায় বাঘ**—(প্রাণঘাতী) উভয়-সঙ্কট। **জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ**—প্রবল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অধীনে থাকিয়া তাহারই সঙ্গে বিবাদ।

কুমুদ, (কাব্যে) **কুমুদী**—বিঃ লালপদ্ম; শ্বেত-পদ্ম; শালুক, সুঁদি। [সং. কু+√মুদ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **কুমুদনাথ**—চন্দ্র। **কুমুদবতী, কুমুদ্বতী**—(১)বিঃ কুমুদের ঝাড়, কুমুদসমূহ; (২)বিণঃ কুমুদবহুলা (নদী সরসী ইত্যাদি)। বিঃ **কুমুদিনী**—কুমুদের ঝাড়; কুমুদশোভিত সরসী বা পুষ্করিণী। বিণঃ **কুমুদ্বান্** (-দ্বৎ)—কুমুদ-বহুল (স্থান)।

কুমেরু—বিঃ দক্ষিণমেরু; পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত। [সং.—তু সুমেরু]। বিঃ **-বৃত্ত**—দক্ষিণমেরুর ২৩½° অক্ষাংশ উত্তরস্থিত কল্পিত অক্ষরেখা, antarctic circle!

কুম্‌কুম্—**কুমকুম**-এর বানানভেদ।

কুম্ভ—বিঃ কলস, ঘট; হস্তিমস্তকের পার্শ্বস্থ মাংস-পিণ্ড; (জ্যোতিষ.) মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে একাদশ রাশি। [সং. ক+√উম্ভ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কার**—কুমার, মৃন্ময় পাত্রাদি নির্মাতা। বিঃ **-মেলা**—তিথিবিশেষে কুম্ভ-রাশিতে সূর্যের সংক্রমণ উপলক্ষে হরিদ্বার প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানে অনুষ্ঠিত সাধু-সন্ন্যাসীদের মিলন বা মেলা: সাধারণতঃ ১২ বৎসর অন্তর অন্তর এই মেলা বসে। বিঃ **-শাল, -শালা**—কুম্ভকারের কারখানা।

কুম্ভক—বিঃ দেহাভ্যন্তরে শ্বাসরোধরূপ যোগক্রিয়া-বিশেষ। [সং. কুম্ভ+ক]।

কুম্ভকর্ণ—বিঃ রাক্ষসরাজ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা: ইনি প্রতি ছয়মাস একটানা ঘুমের পর মাত্র একদিনের জন্য জাগিতেন; (আল.) অতিশয় নিদ্রাপরায়ণ ব্যক্তি।

কুম্ভকার, কুম্ভমেলা, কুম্ভশাল, কুম্ভশালা—**কুম্ভ** দ্রঃ।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক—বিঃ চোর ; যে অপরের রচিত সাহিত্য হইতে ভাব ভাষা প্রভৃতি চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালায়, plagiarist ; শ্যালক ; শালমাছ। [সং.]।

কুম্ভীপাক—বিঃ নরকবিশেষ। [সং.]।

কুম্ভীর—বিঃ কুমীর, নক্র। [সং.]। বিঃ **কুম্ভীরাশ্রু**—মায়াকান্না ; কপট সমবেদনা (ইং. crocodile tears-এর অনুবাদ)।

কুম্ভীলক—**কুম্ভিলক**-এর বানানভেদ।

কুয়া—বিঃ কূপ, পাতকুয়া। [সং. কূপ]। **কুয়ার বেঙ**—কূপমণ্ডূক ; অতি সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি, কুনো লোক।

কুয়াশা, কুয়াসা—বিঃ কুজ্ঝটিকা। [তু. হি. কুহাসা]।

কুয়ো—**কুয়া**-র কথ্য রূপ।

কুরকুটে—বিণঃ খর্বাকৃতি, বামনাকার, বেঁটে ; বাড় নাই এমন। [হি. কুরকুট=টুকরা]।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গক, কুরঙ্গম—বিঃ মৃগ, হরিণ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **কুরঙ্গী**, (অশু) **কুরঙ্গিণী**। বিণ(স্ত্রী): **-নয়না**—মৃগনয়না ; সুন্দরনেত্রা।

কুরচিনামা, কুরছিনামা—বিঃ বংশতালিকা। [ফা. কুরসীনামা]।

কুরণ্ড—বিঃ মুষ্কবৃদ্ধিরোগ বা ঐ রোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অণ্ডকোষ, কোরণ্ড, hydrocele। [সং.]।

কুরব—(১)বিঃ কুৎসিত বা কর্কশ স্বর ; অপবাদ ; অশ্লীল বাক্য। (২)বিণঃ কুৎসিত বা কর্কশ স্বরবিশিষ্ট। [সং. কু+রব]।

কুরবক, কুরবানি — যথাক্রমে **কুরুবক** ও **কোরবানি**-র রূপভেদ।

কুরর—বিঃ উৎক্রোশ বা কুরল। [সং.]। বি(স্ত্রী): **কুররী**।

কুরল—বিঃ ঈগলজাতীয় কুরর বা উৎক্রোশ ; অলক, চূর্ণকুন্তল। [সং.]।

কুরসি, কুরসী—বিঃ চেয়ার, কেদারা। [আ. কুর্‌সী]।

কুরসিনামা—বিঃ বংশতালিকা। [আ. কুরসি= বংশতালিকা, ফা. নাম্‌হ্‌=নাম]।

কুরা—ক্রিঃ (নারিকেল ইত্যাদি) কুরানি দিয়া চাঁচা বা আঁচড়ান ; নখ দাঁত প্রভৃতি দিয়া একটু একটু করিয়া খোঁড়া। [দেশী ?]। বি.বিণঃ **-ন, -নো**—উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-নি**—নারিকেলাদি কুরাইবার জন্য দাঁতাল যন্ত্রবিশেষ।

কুরীতি—বিঃ মন্দ ব্যবহার বা ধারা। [সং. কু+রীতি]।

কুরু—বিঃ চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতিবিশেষ ; প্রাচীন ভারতের দেশবিশেষ (কুরুবর্ষ, কুরুদেশ)। বিঃ **-ক্ষেত্র**—মহাভারতে বর্ণিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র ; (আল.) তুমুল যুদ্ধ বা কলহ (কুরুক্ষেত্র বেধেছে)। বিঃ **-বৃদ্ধ**—কুরুবংশের প্রবীণ ব্যক্তি।

কুরুচি—বিঃ অভদ্র কুৎসিত বা অশ্লীল কথায় অথবা বিষয়ে প্রবৃত্তি। [সং. কু+রুচি]।

কুরুণ্ড — **কুরণ্ড**-এর রূপভেদ। **কুরুণ্ডিয়া, কুরুণ্ডে**—(১)বিণঃ কোরণ্ডযুক্ত ; (২)বিঃ ঐরূপ লোক।

কুরুনি—**কুরানি**-র রূপভেদ।

কুরুবক—বিঃ ঝিণ্টি বা ঝাঁটি ফুল ; তাহার গাছ। [সং.]।

কুরুবিন্দ—বিঃ পদ্মরাগ মণি। [সং.]।

কুরুশ-কাঠি, কুর্ণিশ(-স), কুরআন—যথাক্রমে **ক্রুশকাঠি, কুর্নিশ** ও **কোরান**-এর রূপভেদ।

কুরকুরে—বিণঃ কুর্‌কুর্‌-শব্দপূর্ণ। [সং. কুর্‌কুর্‌]।

কুর্তা—বিঃ পুরুষের ছোট জামা বা কোট। [তুর্]। বিঃ **লালকুর্তা**—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খান্ আবদুল গফর খান্ কর্তৃক গঠিত লাল কুর্তা পরিহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল। বিঃ **কুর্তি**—ছোট কুর্তা।

কুর্দন—বিঃ লম্ফন, কোঁদন। [সং. √কুর্দ্‌+অন (ভা)]।

কুর্নিশ, কুর্নিস—বিঃ সেলাম, মুসলমানী কায়দায় পিছনে হটিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন। [ফা. কোর্‌নিশ]।

কুর্পর—(১)বিঃ জানু কনুই। (২)বিণঃ অধীন ('নহে নীচের কুর্পর' : চৈ. চ.)। [সং.]।

কুর্মী—বিঃ হিন্দু জাতিবিশেষ। [দেশী]।

কুর্সি—**কুরসি**-র বানানভেদ।

কুল১—বিঃ অম্লস্বাদ ফলবিশেষ, বদরী। [সং. কুবল]।

কুল২—বিঃ তান্ত্রিক ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ। [সং.]। বিঃ **-মার্গ**—উক্ত তান্ত্রিকদের অবলম্বিত সাধনপ্রণালী ও জীবনযাত্রা। বিঃ **কুলাচার**—উক্ত সম্প্রদায়ের আচার। বিঃ **কুলাচার্য**—উক্ত সম্প্রদায়ের গুরু।

কুল৩—বিঃ বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী (কুলের কলঙ্ক) ; সদ্বংশ ; সন্তান-সন্ততি (তাহার কুল আজও

আছে); কৌলীন্য, বংশমর্যাদা, আভিজাত্য (কুলশীল); গৃহ, সমাজ, কুলধর্ম (কুলত্যাগ); আবাস, ভবন (গুরুকুল), জাতি, বর্ণ (রক্ষঃকুল); গণ, সমূহ (নরকুল); পাল, যূথ (শিবাকুল)। [সং. কু+ √লা+অ (র্তৃ)]। ক্রিঃ **কুল করা**—কুলীনবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা। ক্রিঃ **কুল মজান**—অপকর্মাদিদ্বারা বংশের সুনাম নষ্ট করা। ক্রিঃ **কুলে কালি দেওয়া**—কুকার্যসাধনপূর্বক বংশকে কলঙ্কিত করা। ক্রিঃ **কুলের বাহির হওয়া**—(স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে) স্বামিগৃহ বা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া কুলটা হওয়া। **কুল রাখি কি শ্যাম রাখি**—একদিকে (শ্যামের সঙ্গে) অবৈধ প্রণয় এবং অন্যদিকে সতীত্বধর্ম ও বংশের সম্মান: এই দুই বিপরীত আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া (রাধিকার) মানসিক দ্বন্দ্ব; (আল.) উভয়সঙ্কট। বিঃ **-কন্টক**—বংশের কলঙ্কস্বরূপ বা আপৎস্বরূপ ব্যক্তি। বিঃ **-কন্যা**—সৎকুলজাত মেয়ে। বিঃ **-কর্ম**—কুলোচিত ক্রিয়াকলাপ; কুলপ্রথানুযায়ী অথবা কুলীনবংশে পুত্র-কন্যার বিবাহদান। বিঃ **-কলঙ্ক**—বংশের লজ্জাস্বরূপ ব্যক্তি। বি(স্ত্রী): **-কলঙ্কিনী**—যে রমণীর চরিত্রদোষে বংশের অগৌরব হয়। বিণ-(পুং): **-কলঙ্কী** (-ঙ্কিন্)। বিঃ **-কামিনী**—সৎকুলের বধূ; সৎকুলজাতা মেয়ে। বিঃ **-ক্রিয়া**—**কুলকর্ম**-এর অনুরূপ। বিঃ **-ক্ষয়**—বংশনাশ। বিঃ **-গর্ব**—আভিজাত্যগর্ব। বিঃ **-গৌরব**—বংশের মর্যাদা; বংশের গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি। বিঃ **-গুরু**—বংশপরম্পরাগত পারিবারিক ধর্মোপদেষ্টা। বিণঃ **-ঘ্ন**—বংশনাশক। বিণঃ **-জ**—সৎকুলজাত, কুলীন। বিঃ **-জি, -জী**—বংশতালিকা; বংশ-পরিচয়। [সং. কুলপঞ্জী]। বিণ.বিঃ **-টা**—কুলত্যাগকারিণী, ভ্রষ্টা; স্বামিগৃহত্যাগকারিণী। বিণ.বিঃ **-তিলক**—বংশের তিলক বা অলঙ্কারস্বরূপ (ব্যক্তি); কুলচূড়ামণি। বিঃ **-ত্যাগ**—কুলটা হওয়া; সমাজ কুলধর্ম বা স্বামিগৃহ ত্যাগ। বিণ(স্ত্রী): **-ত্যাগিনী**—কুলটা। বিণ.বিঃ **-দূষক, দূষণ**—কুলাঙ্গার। বিঃ **-দেবতা**—বংশপরম্পরায় পূজিত দেবতা। বিঃ **-ধর্ম**—বংশগত আচার-আচরণ; কুলাচার। বিঃ **-নারী**—**কুলকামিনী**-র অনুরূপ। বিণঃ **-নাশন**—কুলক্ষয়কারী। বিঃ **-পঞ্জি, -পঞ্জী**—কুলজি। বিঃ **-পতি**—গোষ্ঠীপতি; দশসহস্র মুনির প্রতিপালক ও শিক্ষাদাতা বিপ্রর্ষি। বিঃ **-পুত্র**—সৎকুলজাত পুরুষ। বিঃ **-পুরোহিত**—বংশপরম্পরাগত পারিবারিক যাজক ব্রাহ্মণ। বিণ. বিঃ **-প্রদীপ**—বংশগৌরববৃদ্ধিকারী। বিঃ **-বতী, -বধূ**- সচ্চরিত্রা স্ত্রী। বিঃ **-বালা**—কুলকন্যা; কুলবধূ। বিঃ **-ভঙ্গ**—(সাধারণতঃ হীনতর বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপনজনিত) কৌলীন্য-নাশ বা বংশমর্যাদাহানি। বিণ.বিঃ **-ভূষণ**—বংশের অলঙ্কারস্বরূপ (ব্যক্তি)। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—নিজের কুল হইতে চ্যুত। বিণঃ **কুল-মজানে**—কুল মজায় এমন। বিঃ **-মর্যাদা**—বংশের গৌরব, আভিজাত্য; কুলীনের প্রাপ্য দক্ষিণা; পারিবারিক গৌরব-চিহ্ন। বিঃ **-মান**—বংশের সম্মান। বিঃ **-লক্ষণ**—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি (মতান্তরে বৃত্তি) তপঃ ও দান: সৎকুলজাতকের এই নয়টি গুণ। বিঃ **-লক্ষ্মী**—সাধ্বী গৃহস্থ নারী; বংশের কল্যাণস্বরূপা গৃহিণী; বংশের অধিষ্ঠাত্রী ও হিতকারিণী দেবী। বিঃ **-শীল**—বংশ ও চরিত্র।

কুলক—বিঃ একটিমাত্র ক্রিয়াপদের সাহায্যে রচিত অন্যূন পাঁচটি শ্লোকের সমষ্টি। [সং.]।

কুলকুচা, (কথ্য) **কুলকুচো**—বিঃ মুখের মধ্যে তরল পদার্থ পুরিয়া কুলকুল শব্দে দ্রুত আলোড়িত-করণ, কুল্লি। [দেশী—তু. হি. কুলকুলানা]।

কুলকুণ্ডলিনী—বিঃ দেহমধ্যে মূলাধার পদ্মে বিরাজিতা জীবগণের পরমা শক্তি; তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে জীবগণের জীবনদায়িনী সর্পাকৃতি শক্তি। [সং. **কুল**২ +**কুণ্ডল** দ্রঃ]।

কুলকুল—অব্যঃ বারিপ্রবাহের মৃদু কলকলধ্বনি।

কুলক্ষণ—(১)বিঃ অশুভ চিহ্ন। (২)বিণঃ অশুভ-চিহ্নযুক্ত। [সং. কু+লক্ষণ]। বিণ(স্ত্রী): **কুলক্ষণা**—অশুভলক্ষণযুক্তা, অলক্ষণা, দুর্ভাগিনী।

কুলগ্ন—বিঃ কুক্ষণ, অশুভ সময়। [সং. কু+লগ্ন]।

কুলঙ্গি, কুলঙ্গী—বিঃ ঘরের দেওয়ালে ছোট খোপ। [দেশী]।

কুলটা—**কুল**৩ দ্রঃ।

কুলত্থ—বিঃ কলায়বিশেষ। [সং.]।

কুলফি (-ফি), **কুলফী** (-ফী)—বিঃ বরফ জমাট করিবার জন্য ব্যবহৃত টিনের চোঙবিশেষ। [আ.

*আদিতে **কুল**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **কুল**৩ দ্রঃ।

কুফ্‌ল্‌তালা—তু. হি. কুল্‌ফী]। বিঃ **-বরফ**—কুলপিতে জমান বরফ; একপ্রকার লেহ্য মিষ্ট খাবারবিশেষ। বিঃ **-মালাই**—দুধের সঙ্গে কুলপিতে জমান বরফ, মালাই বরফ।

কুলমার্গ—**কুল**২ দ্রঃ।

কুলা১—বিঃ শস্যাদি ঝাড়িবার ডালাবিশেষ, শূর্প। [সং. কুল্য]।

কুলা২—ক্রিঃ প্রয়োজন মেটা (এ টাকায় কুলাইবে না); কার্যনির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত হওয়া (আয়ুতে কুলাইবে না); স্থানসঙ্কুলান হওয়া (এখানে এত লোক কুলাইবে না)। [সং. √কূল্‌+বাং. আ?]। **-ন, -নো**—(১)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে; (২)-ক্রিঃ কুলা।

কুলাঙ্গার—বিঃ যে ব্যক্তির অকীর্তির জন্য বংশ কলঙ্কিত হয়। [সং. কুল৩+অঙ্গার]।

কুলাচল, কুলাদ্রি—বিঃ হিমালয় মহেন্দ্র মলয় সহ্য শক্তিমান্‌ ঋক্ষ বিন্ধ্য পারিপাত্র (বা পারিযাত্র): পুরাণোক্ত এই আটটি পর্বত। [সং. কুল৩+অচল, অদ্রি]।

কুলাচার১—বিঃ কুলধর্ম, বংশগত আচার-আচরণ। [সং. কুল৩+আচার]।

কুলাচার২, **কুলাচার্য**১—**কুল**২ দ্রঃ।

কুলাচার্য২—বিঃ কুলগুরু; কুলপুরোহিত; বংশ-পরম্পরাগত পারিবারিক ধর্মোপদেষ্টা; বংশ-পরিচয়-প্রদান-ব্যবসায়ী, ঘটক। [সং. কুল৩+আচার্য।

কুলান, কুলানো—**কুলা**২ দ্রঃ।

কুলাভিমান—বিঃ আভিজাত্যের গর্ব। [সং. কুল৩+অভিমান]। বিণঃ **কুলাভিমানী** (-নিন্‌)—অভিজাত্যগর্বী।

কুলায়—বিঃ পাখির বাসা, নীড়। [সং.]।

কুলাল—বিঃ কুম্ভকার, কুমার। [সং.]। বিঃ **-চক্র**—কুমারের চাকা।

কুলি১—বিঃ কুলকুচা। [দেশী]।

কুলি২, **কুলী**—বিঃ মুটিয়া, বোঝাবাহক; মজুর। [তুর্‌. কুলী]। বিঃ **-কামিন্‌**—কুলি ও কুলি রমণী। বিঃ **-ধাওড়া**—কুলিদের বাসস্থান।

কুলির, কুলিরক—বিঃ কাঁকড়া। [সং.]।

কুলিশ—বিঃ বজ্র, অশনি। [সং.]। বিঃ **-পাত**—বজ্রপতন।

কুলীন—বিণ.বিঃ উচ্চবংশজাত, সৎকুলজাত, বল্লাল সেন কর্তৃক প্রদত্ত কুলমর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তি-গণের বংশধর। [সং. কুল+ঈন]।

কুলীর, কুলীশ, কুলুঞ্জ (-ঞ্জী), কুলুজি (-জী)—যথাক্রমে **কুলির, কুলিশ, কুলঞ্জ** ও **কুলজি**-র রূপভেদ।

কুলুপ—বিঃ তালা। [আ. কুফ্‌ল্‌ (বর্ণবিপর্যয়ের ফলে)]।

কুলো, কুল্‌কুল্‌, কুল্‌ফি (-পি)—যথাক্রমে **কুলা**১, **কুলকুল** ও **কুলপি**-র রূপভেদ।

কুল্লা, কুল্লি, কুল্লী—**কুলি**১-এর রূপভেদ।

কুল্লে, কুল্যে—ক্রি-বিণঃ সমুদয়ে, মোটে; মাত্র। [আ. কুল্‌]।

কুল্‌হরিন—বিঃ ক্লোরিন (chlorine)। [রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক গঠিত]।

কুশ—বিঃ তীক্ষ্ণাগ্র তৃণবিশেষ; পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের অন্যতম; রামচন্দ্রের পুত্র। [সং.]।

কুশণ্ডিকা—বিঃ বিবাহাদি অনুষ্ঠানে বিহিত হোম-বিশেষ। [সং.]।

কুশপা—বিণঃ যাহার পা কুশের মত সরু ও দুর্বল; বিকৃতপাদ। [কুশ+পা]।

কুশপুত্তলি, কুশপুত্তলী, কুশপুত্তলিকা—বিঃ কোন (প্রধানতঃ মৃত) ব্যক্তির প্রতীকস্বরূপ কুশে গঠিত মূর্তি। [সং.]।

কুশাণ্ডি—**কুষ্মাণ্ড**-র বানানভেদ।

কুশল১—(১) বিঃ মঙ্গল, কল্যাণ। (২)বিণঃ কল্যাণযুক্ত; নিরাপদ্‌। [সং. √কুশ্‌+অল (র্তৃ)]। বিণঃ **কুশলী** (-লিন্‌)—কল্যাণযুক্ত।

কুশল২—বিণঃ অভিজ্ঞ, দক্ষ, নিপুণ (রণকুশল)। [সং. কুশ+√লা+অ, বা কু+√শল্‌+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিণ(স্ত্রীঃ **কুশলা**। বিণঃ **কুশলী** (অশু.)—দক্ষ, কৌশলী।

কুশলী—**কুশল**১ ও **কুশল**২ দ্রঃ।

কুশাগ্র—(১)বিঃ কুশের অগ্রভাগ বা ডগা। (২)বিণঃ (কুশের ডগার ন্যায়) অতি সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ। [সং. কুশ+অগ্র]। বিণঃ **-ধী, -বুদ্ধি**—অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। বিণঃ **কুশাগ্রীয়**—কুশাগ্রবৎ সূক্ষ্ম, অতি তীক্ষ্ণ।

কুশাঙ্কুর—বিঃ কুশতৃণের নবজাত তীক্ষ্ণমুখ পত্র বা ফলা; নবজাত কুশ [সং. কুশ+অঙ্কুর]।

কুশাঙ্গুরী, কুশাঙ্গুরীয়—বিঃ পূজা-তর্পণাদিকালে ধারণীয় কুশনির্মিত আংটি। [সং. কুশ+অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়]।

কুশাসন১—বিঃ কুশনির্মিত আসন। [সং. কুশ+আসন]।

কুশাসন$_2$—বিঃ অন্যায় শাসন, অবিচার, প্রজাপীড়ন। [সং. কু+শাসন]।

কুশি$_1$—বিঃ পূজাদি কার্যে ব্যবহৃত তাম্রনির্মিত জলসিঞ্চন করিবার পাত্রবিশেষ ; কোষা হইতে জল তুলিবার পাত্রবিশেষ [সং. কোশ(ষ)+বাং. ক্ষুদ্রার্থে ই. ঈ]।—**কোষাকুষি**-ও দ্রঃ।

কুশি$_2$—(১)বিঃ আম্রাদির অত্যন্ত কচি ফল। (২)বিণঃ অত্যন্ত কচি (কুশি আম)। [সং. কোশ (=কুঁড়ি) >কুশ+বাং. ই]।

কুশীকাঠি, কুসীদ—যথাক্রমে **ক্রুশকাঠি** ও **কুষীদ**-এর বানানভেদ।

কুশীলব$_1$—বিঃ নাটকের পাত্রপাত্রীগণ ; অভিনেতা, গায়ক, নর্তক। [সং. কু+শীল+ √বা +অ (র্তৃ)]।

কুশীলব$_2$—বিঃ রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়। [সং. কুশ +লব]।

কুশেশয়—বিঃ পদ্ম। [সং. কুশে (অলুক্)+ √শী +অ (র্তৃ)]।

কুষি, কুষীদ—যথাক্রমে **কুশি**$_{1, 2}$ ও **কুসীদ**-এর বানানভেদ।

কুষ্ঠ—বিঃ রোগবিশেষ, কুঠ। [সং. কু+ √স্থা +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ঘ্ন**—কুষ্ঠরোগবিনাশক। বিঃ **কুষ্ঠাশ্রম**—কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসাস্থান।

কুষ্ঠি—**কোষ্ঠী**-র কথ্য রূপ।

কুষ্ঠী (-ষ্ঠিন্)—বিণ.বিঃ কুষ্ঠরোগী। [সং. কুষ্ঠ+ ইন্]।

কুষ্মাণ্ড—বিঃ ছাঁচিকুমড়া ; (বাং.) কুমড়া। [সং.]।

কুসংসর্গ—বিঃ কুসঙ্গ, অসৎসঙ্গ। [সং. কু+ সংসর্গ]। বিণঃ **কুসংসর্গী** (-র্গিন্)—অসৎসঙ্গে বাসকারী।

কুসংস্কার—বিঃ ভ্রান্ত অন্যায় বা কদর্য ধারণা রীতি অথবা ধর্মবিশ্বাস, superstition। [সং. কু+ সংস্কার]। বিণঃ **-মূলক**—কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন। বিণঃ **কুসংস্কারাচ্ছন্ন**—কুসংস্কারদ্বারা অন্ধ।

কুসঙ্গ—বিঃ অসৎ সংসর্গ। [সং. কু+সঙ্গ]। বিঃ **কুসঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অসৎ সঙ্গী বা বন্ধু।

কুসুম-কুসুম—বিণঃ ঈষদুষ্ণ, কবোষ্ণ। [সং. কোষ্ণ]।

কুসিম্বী—বিঃ শিমগাছ বা শিমলতা। [সং.]।

কুসীদ—বিঃ সুদ ; ঋণদান-ব্যবসায়, তেজারতি। [সং. কু+ √সদ্ বা শদ্+অ (ধি)]। বিণ.বিঃ **-জীবী** (-বিন্)—সুদে টাকা ধার দিয়া অর্থাৎ তেজারতি করিয়া জীবিকার্জনকারী, সুদখোর। বিঃ **-ব্যবহার**—তেজারতি ; সুদ কষা।

কুসুম$_1$—বিঃ (বস্ত্রাদি রঞ্জনে ব্যবহৃত) ফুলবিশেষ। [সং. কুসুম্ভ]।

কুসুম$_2$—বিঃ ফুল, পুষ্প ; স্ত্রীরজঃ ; চক্ষুর ব্যাধিবিশেষ ; (বাং.) ডিমের হলদে অংশ। [সং.]। বিঃ **-কার্মুক, -চাপ, -ধনুঃ, -ধন্বা** (-ন্বন্)—কন্দর্পদেব। বিঃ **-দাম**—ফুলমালা। বিণঃ **-পেলব**—ফুলের ন্যায় নরম। বিঃ **-মালিকা**—ক্ষুদ্র ফুলমালা ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ **-শয্যা**—ফুলশয্যা, নরম বিছানা ; (আল.) আরাম। বিঃ **-শর**—ফুল যাহার বাণ অর্থাৎ কামদেব। বিঃ **-স্তবক**—ফুলের তোড়া। বিঃ **কুসুমাকর, কুসুমাগম**—ফুল ফোটার কাল, বসন্তঋতু। বিঃ **কুসুমায়ুধ**—কুসুম যাহার আয়ুধ অর্থাৎ কন্দর্প। বিঃ **কুসুমাসব**—পুষ্পমধু, মকরন্দ। বিঃ **কুসুমাসার**—বিঃ পুষ্পবৃষ্টি। বিঃ **কুসুমাস্তরণ**—কুসুমময় বিতান ; পুষ্পদ্বারা রচিত শয্যা। বিণঃ **কুসুমিত**—পুষ্পিত, পুষ্পযুক্ত। বিঃ **কুসুমেষু**—কন্দর্প।

কুসুম্ভ—বিঃ কুসুমফুল ; উহার গাছ বা রঙ। [সং]।

কুস্তি, কুস্তী—বিঃ মল্লযুদ্ধ। [ফা. কুশ্‌তী]। বিঃ **-গির, -গীর, -বাজ**—কুস্তিতে পটু, মল্ল।

কুস্থান—বিঃ মন্দ বা কুৎসিত জায়গা অথবা দেশ। [সং. কু+স্থান]।

কুস্বভাব—(১)বিঃ অসৎ চরিত্র ; মন্দ প্রকৃতি। (২)বিণঃ দুঃশীল, দুশ্চরিত্র। [সং. কু+স্বভাব]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কুস্বভাবা**।

কুহক—বিঃ মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেলকি ; প্রতারণা, ছলনা। [সং. √কুহ্ +অক (র্তৃ)]। বিণঃ **কুহকী** (-কিন্)—মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কুহকিনী**।

কুহর—বিঃ গর্ত, গহ্বর, ছিদ্র (কর্ণকুহর) ; কণ্ঠস্বর। [সং. কু+ √হৃ+অ]।

কুহরন, কুহরণ—**কুহরা** দ্রঃ।

কুহরা—ক্রিঃ কুহুরব করা। [বাং. √কুহর্+আ]। ক্রিঃ **কুহরই**—(প্রা. কাব্যে) কুহুরব করে। বিঃ **কুহরন, কুহরণ**—কূজন ; কুহুধ্বনি ; কুহুধ্বনি করা। বিণঃ **কুহরিত**—ধ্বনিত, কূজিত।

কুহা—বিঃ কুজ্ঝটিকা। [সং. কুহা]।

কুহু, কুহূ—বিঃ কোকিলের রব ; অমাবস্যা ('একে কুলকামিনী তাহে কুহু-যামিনী':

গো.দা)। [সং. √কুহ্+উ, ঊ (র্তৃ)। বি **-কণ্ঠ**—কোকিল। বিঃ **-তান**—কোকিলের গান। বিঃ **-রব**—কোকিলের ডাক; কোকিল।

কুহেলিকা কুহেড়িকা, কুহেলি, কুহেলী—বিঃ কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা। [সং.]।

কূচিকা—বিঃ ক্ষুদ্র তুলি। [সং.]।

কূজন—বিঃ পাখির ডাক; অব্যক্ত ধ্বনি। [সং. √কূজ্+অন (ভা)]। বিণঃ **কূজিত**—কূজনদ্বারা ধ্বনিত (কোকিলকূজিত)।

কূট—(১)বিণঃ কুটিল (কূটবুদ্ধি); জটিল, দুর্বোধ (কূট প্রশ্ন); মিথ্যা, কপট (কূটসাক্ষী); অসরল, শঠ (কূটচরিত্র); (প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে) চাতুরিপূর্ণ (কূটনীতি)। (২)বিঃ দুর্বোধ ও অস্পষ্ট শ্লোক বা উক্তি (ব্যাসকূট); পর্বতশৃঙ্গ (চিত্রকূট); চূড়া (প্রাসাদকূট); স্তূপ (অন্নকূট); মৃগাদি বন্ধন-যন্ত্র, ফাঁদ, জাল (কূটযন্ত্র); ছলনা; (অল.) আপাত-বিরোধী উক্তি, বিরোধাভাস, paradox [বি. প.]। [সং. √কূট্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কচাল**—বাধাবিঘ্ন, ঘোরপেঁচ; চুলচেরা তর্ক। বিণঃ **-কচালে**—জটিল, দুর্বোধ; বিঘ্নময়; কুটিল; কলহ-প্রিয়। বিঃ **-কর্ম**—জালিয়াতি; জুয়াচুরি।

কূটজ—বিঃ তিক্তাস্বাদ বৃক্ষবিশেষ, কুড়চি। [সং. কূট+ √জন্+অ (র্তৃ)]।

কূটনীতি—বিঃ কুটিল নীতি; কপটতা; রাজ-নীতি। [সং. কূট+নীতি]।

কূটস্থ—বিণঃ (দর্শ.) একরূপে চিরস্থায়ী, নিত্য, নির্বিকার (যথা—আত্মা, আকাশ, ঈশ্বর); গূঢ়, অন্তর্ব্যাপ্ত (কূটস্থ চৈতন্য)। [সং. কূট+ √স্থা +অ (র্তৃ)]।

কূটাভাস—বিঃ বাক্যালঙ্কারবিশেষ: ইহাতে আপাতদৃষ্টিতে বর্ণিত বিষয় পরস্পর-বিরুদ্ধ বা অসম্ভব মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে সত্য, paradox (যথা—'যদি বড় হতে চাও, ছোট হও তবে': ঈ. গু.)। [সং. কূট+আভাস]।

কূটার্থ—বিঃ দুরূহ অর্থ; গুপ্ত বা গূঢ় অর্থ; বিরুদ্ধ অর্থ। [সং. কূট+অর্থ]।

কূপ—বিঃ কুয়া, পাতকুয়া, ইঁদারা; গর্ত (লোমকূপ)। [সং.]। বিঃ **-মণ্ডূক**—কুয়ার ব্যাঙ; কুয়ার ব্যাঙের ন্যায় সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ তথা সীমাবদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি; সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি।

কূপি, কূপী—**কুপি**-র বানানভেদ।

কূপোদক—বিঃ পাতকুয়া বা ইঁদারার জল। [সং. কূপ+উদক]।

কূয়া—**কুয়া**-র বানানভেদ।

কূর্চ, কূর্চা—বিঃ তুলি; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল; ভ্রূমধ্যস্থ লোমসমূহ; শক্ত দাড়ি। [সং.]।

কূর্চিকা—বিঃ তুলি; কুঁচি; তৃণগুচ্ছ। [সং.]।

কূর্পর—**কুর্পর**-এর বানানভেদ।

কূর্ম—বিঃ কচ্ছপ; বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। [সং.: কু+ঊর্মি+অ]। বি(স্ত্রী): **কূর্মী**—কচ্ছপী। বিঃ **-পুরাণ**—কূর্মাবতারবর্ণিত পুরাণবিশেষ। বিঃ **কূর্মাবতার**—বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার।

কূর্মী১—**কূর্ম** দ্রঃ।

কূর্মী২—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ। [তু. গু. কুণ্‌বী]।

কূল—বিঃ তট, তীর, কিনারা (সমুদ্রকূল); (আল) আশ্রয় (অকূলে কূল পাওয়া); অবধি (দুঃখের কূল নাই)। [সং. √কূল্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **কূল -কিনারা**—দিশা, মুক্তির উপায়; নিষ্কৃতি। **একূল ওকূল দুকূল খাওয়া**—সকল আশ্রয় হারান।

কৃকলাস, কৃকলাশ—বিঃ কাঁকলাস, গিরগিটি, বহুরূপী। [সং.]।

কৃচ্ছ্র—(১)বিঃ শারীরিক ক্লেশ, কষ্ট; কষ্টসাধ্য ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত (কৃচ্ছ্রসাধন)। (২)বিণঃ কষ্ট-সাধ্য (কৃচ্ছ্র ব্রত)। [সং. √কৃত্+র (র্তৃ)]। বিঃ **-সাধনা**—অতীব ক্লেশসাধ্য ব্রত বা সাধনা।

কৃত১—বিঃ সত্যযুগ। [সং.]।

কৃত২—বিণঃ সম্পাদিত (কৃত অপরাধ); সাধিত; আচরিত; রচিত (কাশীরামকৃত মহাভারত); নির্মিত (মুঘলগণকৃত হর্ম্যরাজি); শিক্ষাপ্রাপ্ত, লব্ধ, আহৃত (কৃতবিদ্য); গৃহীত (কৃতদার); নিযুক্ত, নির্ধারিত (কৃতদাস, কৃতবেতন)। [সং. √কৃ+ত (র্ম)]। বিণঃ **-ক**—কৃত্রিম; কল্পিত। বিঃ **-কপুত্র**—অন্যের দ্বারা পালিত পুত্র। বিণঃ **-কর্মা** (-র্মন্)—কৃতী, কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে এমন; কর্মকুশল; অভিজ্ঞ। বিণঃ **-কাম**—সিদ্ধমনোরথ, কৃতার্থ। বিণঃ **কার্য**—সফল। বিঃ **কার্যতা**। বিণঃ **-কৃতার্থ**—চরিতার্থ। বিণঃ **-কৃত্য**—কৃতকার্য; কৃতার্থ; কৃতবিদ্য। বিণঃ **-তীর্থ**—তীর্থস্থানসমূহের পর্যটন এবং পূজা ও দানধ্যানাদি করিয়া ফিরিয়াছে এমন। বিণঃ **-দার**—দারা গ্রহণ করিয়াছে এমন, বিবাহিত। বিঃ **-দাস**—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাসত্বে আবদ্ধ ব্যক্তি। বি(স্ত্রী): **-দাসী**। বিণঃ **-ধী**—স্থিরচিত্ত; মার্জিতবুদ্ধি। বিণঃ **-নিশ্চয়**—স্থিরসঙ্কল্প; সাফল্য সম্বন্ধে সংশয়হীন। বিঃ **-নিশ্চয়তা**।

বিণঃ -পূর্ব—পূর্বেই করা হইয়া গিয়াছে এমন। বিণঃ -বিদ্য—সুশিক্ষিত; বিদ্বান্। বিঃ -বিদ্যতা। বিণঃ -সঙ্কল্প, সংকল্প—স্থিরনিশ্চয়।

কৃতঘ্ন—বিণঃ উপকারীর অপকার করে বা তাহার উপকার অস্বীকার করে এমন; নিমকহারাম। [সং. কৃত+ √হন্+অ (র্তৃ)]। বিঃ -তা।

কৃতজ্ঞ—বিণঃ উপকারকের উপকার স্মরণ রাখে ও স্বীকার করে এমন। [সং. কৃত+ √জ্ঞা+ অ (র্তৃ)]। বিঃ -তা।

কৃতাঞ্জলি—বিণঃ হাতজোড় করিয়াছে এমন, যুক্তকর। [সং. কৃত+অঞ্জলি]। ক্রি-বিণঃ -পুটে—দুই হাত (ঠোঙ্গার আকারে) একত্র করিয়া, হাতজোড় করিয়া।

কৃতাত্মা (-মন্)—বিণঃ শাস্ত্রজ্ঞ শুদ্ধান্তঃকরণ ও সংযতচিত্ত; শিক্ষিতচিত্ত। [সং. কৃত+আত্মা]।

কৃতান্ত—বিঃ যম, শমন। [সং. কৃত+অন্ত]। বি(স্ত্রী): -দলনী—কালিকাদেবী, শ্যামা।

কৃতাপরাধ—বিণঃ অপরাধ করিয়াছে এমন, অপরাধী। [সং. কৃত+অপরাধ]।

কৃতাভিষেক—বিণঃ অভিষিক্ত হইয়াছে এমন। [সং. কৃত+অভিষেক]।

কৃতার্থ—বিণঃ চরিতার্থ, সিদ্ধমনোরথ, সফল, কৃতকার্য। [সং. কৃত+অর্থ]। বিণঃ -ম্মন্য—নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এমন।

কৃতাস্ত্র—বিণঃ অস্ত্রচালনাবিদ্যা শিখিয়াছে এমন। [সং. কৃত+অস্ত্র]।

কৃতাহ্নিক—বিণঃ (প্রধানতঃ সন্ধ্যাবন্দনাদি) নিত্যকর্মাদি সমাধা করিয়াছে এমন। [সং. কৃত+ আহ্নিক]।

কৃতি—বিঃ করণ (স্বীকৃতি); নির্মাণ, রচনা (কৃতির পুরস্কার, কৃতিস্বত্ব); সম্পাদিত কর্ম (সুকৃতি); সাধনা, যত্ন (কৃতিসাধ্য)। [সং. √কৃ +তি (ভা, র্ম)]। বিঃ -স্বত্ব—কোন পণ্যদ্রব্য আবিষ্কারক ব্যতীত অপর কেহ যাহাতে তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করিতে না পারে তজ্জন্য আইনগত ব্যবস্থা, patent [স. প.]।

কৃতিত্ব—বিঃ কর্মদক্ষতা, নিপুণতা। [সং. কৃতিন্ +ত্ব]।

কৃতী (-তিন্)—বিণঃ কর্মকুশল; কৃতকার্য, মহৎ চেষ্টায় সফল হইয়াছে এমন; পণ্ডিত। [সং. কৃত+ইন্]।

কৃতোদ্বাহ—বিণঃ (যাহার) উদ্বাহ অর্থাৎ বিবাহ হইয়াছে এমন, পরিণীত। [সং. কৃত+উদ্বাহ]।

কৃতোপকার—বিণঃ কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্তৃক, উপকারী; (যাহার) উপকার করা হইয়াছে এমন, উপকৃত। [সং. কৃত+উপকার]।

কৃত্তি—বিঃ মৃগাদিচর্ম; ত্বক্। [সং. √কৃৎ+তি (র্ম)]।

কৃৎ১—প্রত্যয়: যে করে, সম্পাদক, কর্তা, প্রভৃতি অর্থসূচক (পথিকৃৎ, গ্রন্থকৃৎ)। [সং. √কৃ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

কৃৎ২—বিঃ (ব্যাক.) ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয়।

কৃত্তিক—বিঃ বহিশ্চর্ম, ছাল, cuticle [বি. প.]। [সং. √কৃৎ+তি (র্ম)+ক]।

কৃত্তিকা—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ; কার্তিকেয়ের ছয়জন ধাত্রীর অন্যতমা। [সং. √কৃৎ+তি (র্ম)+ ক+আ]। বিঃ -সুত—কার্তিকেয়।

কৃত্তিবাস—বিঃ যিনি বাঘছাল বা গজাসুরের চর্ম পরিধান করেন অর্থাৎ শিব; রামায়ণের বঙ্গানুবাদক ফুলিয়ানিবাসী কৃত্তিবাস ওঝা। [সং. কৃত্তি+বাস]। বিণঃ কৃত্তিবাসী—কৃত্তিবাস কর্তৃক রচিত (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)।

কৃত্য—(১)বিণঃ করণীয় (কৃত্যকর্ম)। (২)বিঃ কার্য, কর্তব্যকর্ম (নিত্যকৃত্য, প্রাতঃকৃত্য); (ব্যাক.) তব্যাদি প্রত্যয়। [সং. √কৃ+য (র্ম)]। বিঃ -ক—সরকারী চাকরি, service [স. প.]। বি(স্ত্রী): কৃত্যা—আভিচারিক তন্ত্রমন্ত্র; ক্রিয়া, কার্য। বিঃ কৃত্যাকৃত্য—কর্তব্যাকর্তব্য, কার্যাকার্য।

কৃত্রিম—বিণঃ স্বভাবজ নহে কিন্তু ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন; কৌশলে নির্মিত; শিল্পবুদ্ধিদ্বারা রচিত; নকল (কৃত্রিম হীরা, কৃত্রিম রেশম); জাল, মেকি (কৃত্রিম মুদ্রা); মিথ্যা, কপট (কৃত্রিম স্নেহ)। [সং.]। বিঃ -তা।

কৃৎস্ন—বিণঃ সমুদয়, সকল; সম্পূর্ণ। [সং.]।

কৃদন্ত—(১)বিণঃ (ব্যাক.) কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত। (২)বিঃ ঐরূপ শব্দ। [সং. কৃৎ+অন্ত]।

কৃন্তক—(১)বিণঃ কর্তনকারী। (২)বিঃ ঐরূপ দন্ত, incisor [বি. প.]। [সং. √কৃৎ+অক]।

কৃপণ—বিণঃ অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ ও সঞ্চয়প্রিয়; নীচ, অনুদার। [সং. √কৃপ্+অন (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): কৃপণা, কৃপণী। বিঃ -তা।

কৃপা—বিঃ দয়া, করুণা (কৃপানিধি); অনুকম্পা (কৃপার পাত্র); অনুগ্রহ, প্রসন্নতা (কৃপাদৃষ্টি)। [সং. √কৃপ্+অ (ভা)+আ]। বিঃ -বলোকন—কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি। বিণঃ -লু—কৃপাপূর্ণ, দয়ালু।

কৃপাণ—বিঃ তরবারি ; খড়্গ ; ছোরা। [সং.]।

কৃমি—বিঃ পোকা, কীট ; প্রাণীর (বিশেষতঃ মানুষের) উদরের মধ্যে বিদ্যমান কেঁচোজাতীয় কীটবিশেষ। [সং.]। বিণ.বিঃ **-ঘ্ন**—কৃমিনাশক (ঔষধ)। **-জ**—(১)বিণঃ কৃমি হইতে জাত ; (২)বিঃ লাক্ষা। বিণঃ **-ল**—কৃমিযুক্ত।

কৃশ—বিণঃ শীর্ণ, রোগা, ক্ষীণ (কৃশকায়), দুর্বল, কাহিল (উপবাসকৃশ)। [সং. √কৃশ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

কৃশর, কৃশরান্ন—বিঃ খিচুড়ি। [সং.]।

কৃশাঙ্গ—বিণঃ ক্ষীণকায় ; দুর্বল দেহবিশিষ্ট। [সং. কৃশ+অঙ্গ]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কৃশাঙ্গী**।

কৃশানু—বিঃ অগ্নি। [সং.]।

কৃশোদর—বিণঃ ক্ষীণ উদরবিশিষ্ট ; ক্ষীণকটি। [সং. কৃশ+উদর]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **কৃশোদরী**।

কৃশ্চান, কৃশ্চিয়ান—**খিস্টান**-এর রূপভেদ।

কৃষক—বি.বিণঃ চাষা, কৃষিজীবী। [সং. √কৃষ্ +অক (র্তৃ)]।

কৃষাণ—বিঃ কৃষক ; (বাং) খেতমজুর, মজুর। [সং. √কৃষ্+(বাং.) আন (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **কৃষাণী**। বিঃ **কৃষানি,** (বর্জি.) **কৃষাণি**—কৃষি-কর্ম ; কৃষাণের মজুরি। বিণঃ **কৃষানী**—কৃষাণ-সংক্রান্ত ; কৃষাণের যোগ্য।

কৃষাণু—**কৃশানু**-এর বানানভেদ।

কৃষি—বিঃ কৃষকের কর্ম ; চাষ। [সং. √কৃষ্+ই (ভা)]। বিঃ **-কর্ম**—চাষের কাজ। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্)—কৃষিকর্মদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। বিণঃ **-জাত**—কৃষিদ্বারা উৎপন্ন।

কৃষীবল—বিঃ কৃষিজীবী, চাষা। [সং. কৃষি+(অস্ত্যর্থে)বল]।

কৃষ্ট—বিণঃ কর্ষিত ; চষা ; আকৃষ্ট। [সং. √কৃষ্ +ত (র্ম)]।

কৃষ্টি—বিঃ কর্ষণ, হলচালনা ; (বাং.) সংস্কৃতি ; অনুশীলন। [সং. √কৃষ্+তি (ভা)]।

কৃষ্ণ—(১)বিঃ বিষ্ণুর অবতার ; কানাই, শ্যাম। (২)বিণঃ কালবর্ণ, নীলবর্ণ (কৃষ্ণকায়, কৃষ্ণতিল) ; অন্ধকারময় (কৃষ্ণরাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ)। [সং. √কৃষ্ +ন (র্তৃ)]। বিঃ **-কলি**—ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বিঃ **-কীর্তন**—বড়ু চণ্ডীদাসরচিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক (সঙ্গীত-) কাব্য। বিঃ **-চন্দন**—পীতচন্দন, হরিচন্দন। বিঃ **-চূড়া**—ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বিঃ **-তিথি**—কৃষ্ণ-পক্ষের যেকোন তিথি। বিঃ **-দ্বৈপায়ন**—ব্যাস-দেব। বিঃ **-পক্ষ**—মাসের যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হয়। বিঃ **-প্রাপ্তি**—মৃত্যু। বিঃ **-বর্ত্মা** (-ত্মন্)—অগ্নি ; রাহু। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী লইয়া যাত্রাভিনয়। বিঃ **-সর্প**—কাল-সাপ, কেউটে। বিঃ **-সার, -শার**—মৃগবিশেষ। বিঃ **-সারথি**—কৃষ্ণ যাহার রথের সারথি অর্থাৎ অর্জুন। **-সীস**—গ্রাফাইট (graphite)। **কৃষ্ণা**—(১)বি(স্ত্রী)ঃ দ্রৌপদী ; (২)বিণ(স্ত্রী)ঃ কৃষ্ণবর্ণা। বিঃ **কৃষ্ণাগুরু**—কালাগুরু, কৃষ্ণচন্দন। বিঃ **কৃষ্ণাজিন**—কৃষ্ণসার মৃগের চামড়া। বিঃ **কৃষ্ণাভ**—কাল আভাযুক্ত। বিঃ **কৃষ্ণাষ্টমী**—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথি অর্থাৎ কৃষ্ণের জন্মতিথি।

কৃষ্য—বিণঃ কর্ষণের উপযুক্ত, চাষোপযোগী। [সং. √কৃষ্ +য (র্ম)]।

কে—সর্বঃ কোন্ ব্যক্তি (কে বলিল ?) ; কোন্ সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি (সে তোমার কে ?) ; অনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি (কে ভাল, কে যেন, কে এক)। [সং. কিম্]। সর্বঃ **কে-কে**—কাহারা, কোন্ কোন্ ব্যক্তি। সর্বঃ **কেবা**—বোধহয় কেহ না (কেবা জানে)।

কেউ—**কেহ**-শব্দের কথ্য রূপ। বিঃ **-কেটা, কেও-কেটা**—সামান্য বা সাধারণ বা নগণ্য বা হেয় ব্যক্তি ; যে-সে লোক ; বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কেউটে, কেউটিয়া—বিঃ মারাত্মক বিষধর কৃষ্ণ-বর্ণ সর্পবিশেষ।

কেওট, কেবট—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ, ধীবর-জাতি। [সং. কৈবর্ত]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-নী**—কেওট-রমণী।

কেওড়া—বিঃ কেয়াফুল বা তাহার গাছ ; কেয়ার নির্যাস ; কেয়ার নির্যাসদ্বারা সুবাসিত জল। [তু. সং. কেতক, হি. কেবড়া]।

কেঁউকেঁউ—অব্যঃ কুকুরের আর্ত চীৎকার।

কেঁচে—**কাঁচিয়া**-র কথ্য এবং চলিত রূপ।

কেঁচো—বিঃ মৃত্তিকামধ্যে বাসকারী কৃমিজাতীয় সরীসৃপ কীটবিশেষ, মহীলতা। [সং. কিঞ্চুলুক, কিঞ্চুলুক]। **কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হওয়া**—তুচ্ছ ও নিরাপদ্ কার্য করিতে গিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হওয়া।

কেঁড়ে—বিঃ মাটির হাড়ি বা ভাঁড় (দুধের কেঁড়ে)। [সং. কুণ্ড ?]।

কেঁদো—বিণঃ মোটা, অতিকায়, প্রকাণ্ড (কেঁদো বাঘ)। [বাং. কাঁধ+উয়া—কাঁধুয়া>কেঁদো]।

কেঁয়ে—(১)বিঃ মারোয়াড়ী বণিক্। (২)বিণঃ ঝগড়াটে; কৃপণ; স্বার্থপর; মারোয়াড়ী। [হি. কাঁইয়া]।

কেক—বিঃ ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত পিষ্টক-বিশেষ। [ইং. cake]।

কেকা—বিঃ ময়ূরের ডাক। [সং.]। বিঃ **কেকী** (-কিন্)—ময়ূর।

কেঙ্গারু—বিঃ অস্ট্রেলিআর উদ্ভিদ্‌ভোজী চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ (ইহার সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয়ের তুলনায় অস্বাভাবিকরকম ছোট বলিয়া ইহা প্রাগৈতিহাসিক জীবজগতের নমুনারূপে পরিগণিত)। [ইং. Kangaroo]।

কেচ্ছা—বিঃ কাহিনী, গল্প; কুৎসা, কলঙ্ক-কাহিনী। [আ. কিস্‌সা]।

কেজো—বিণঃ কার্যদক্ষ (কেজো লোক); কাজের সহায়ক (কেজো কথা); কাজের জন্য প্রয়োজনীয় (কেজো জিনিস)। [বাং. কাজ+উয়া>ও]।

কেটলি, কেট্‌লি—বিঃ (প্রধানতঃ চায়ের) জল গরম করিবার পাত্রবিশেষ। [ইং. kettle]।

কেটা—সর্বঃ (প্রাদে.) কোন্ ব্যক্তি, কে। [কে+টা]।

কেঠো১—বিঃ কচ্ছপজাতীয় প্রাণিবিশেষ। [সং. কমঠ]।

কেঠো২—(১)বিণঃ কাষ্ঠনির্মিত পাত্রবিশেষ। (২)বিণঃ কাষ্ঠনির্মিত; (আল.) রুক্ষ (কেঠো চেহারা)। [বাং. কাঠ+উয়া>ও]।

কেতক, কেতকী—বিঃ কেয়াফুল ও তাহার গাছ। [সং.]।

কেতন—বিঃ পতাকা, ধ্বজ, নিশান। [সং.]।

কেতলি—**কেটলি**-র রূপভেদ।

কেতা, কেতাদুরস্ত—যথাক্রমে **কিতা** ও **কিতা-দুরস্ত**-এর রূপভেদ।

কেতাব, কিতাব—বিঃ পুস্তক, গ্রন্থ। [আ. কিতাব]। বিণঃ **কেতাবি, কেতাবী, কিতাবতী**—পুস্তক-সম্বন্ধীয়; পুঁথিগত। বিঃ **কেতাবকীট**—বইয়ের পোকা; (আল.) যে সর্বদা বই পড়ে; গ্রন্থকীট।

কেতু—বিঃ (জ্যোতিষ.) নবমগ্রহ; নিশান, পতাকা। [সং.]।

কেৎলি—**কেটলি**-র রূপভেদ।

কেদার—বিঃ হিমালয়স্থ হিন্দুতীর্থবিশেষ; শিব; কৃষিক্ষেত্র, ক্ষেত; ক্ষেতের আলি; আলবাল। [সং.]। বিঃ **-নাথ**—শিব।

কেদারা১—বিঃ চেয়ার। [পো. cathedra]।

কেদারা২—বিঃ রাগিণীবিশেষ। [সং. কেদার]।

কেন—অব্যঃ কি জন্য, কি কারণে; সাড়াজ্ঞাপক ধ্বনি। [সং.]। অব্যঃ **-না**—যেহেতু।

কেনা—**কিনা২**-র চলিত রূপ।

কেন্দ্র—বিঃ মধ্যবিন্দু; মূল বা প্রধান স্থান (শিক্ষা-কেন্দ্র, বাণিজ্যকেন্দ্র); (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের লগ্নস্থান এবং লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান; সূর্য হইতে গ্রহ-উপগ্রহাদির ব্যবধান; (জ্যামি.) বৃত্তের মধ্যবিন্দু। [সং. ক+ইন্দ্র]। বিণঃ **-গত**—মধ্যস্থ; প্রধান বা মূল স্থানে অবস্থিত। বিণঃ **-বিমুখ, কেন্দ্রাতিগ**—কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল, centrifugal। বিণঃ **কেন্দ্রাভিগ**—কেন্দ্রাভিমুখে গমনশীল, centripetal। বিণঃ **কেন্দ্রিত**—কেন্দ্রগত। বিণঃ **কেন্দ্রী** (-ন্দ্রিন্)—কেন্দ্রযুক্ত; কেন্দ্র-সংক্রান্ত। বিণঃ **কেন্দ্রীয়, কৈন্দ্রিক**—কেন্দ্র-সম্পর্কীয়। **কেন্দ্রীভূত**—কেন্দ্রে নীত বা আগত; কেন্দ্র-গত; কেন্দ্রে পরিণত।

কেন্নো, কেন্নুই, কেন্নাই—বিঃ বহুপদ কীট-বিশেষ। [দেশী]।

কেবট—**কেওট** দ্রঃ।

কেবল—(১)বিণঃ অদ্বিতীয়, অসঙ্গ (সাংখ্যের কেবল পুরুষ); শুদ্ধ, অবিকারী (কেবলাত্মা); একমাত্র (দুর্দিনে ঈশ্বরই কেবল সহায়); অনন্য (কেবল একই কথা); অবিরাম (কেবল হাসি); অমিশ্র, শুধু (জীবন কেবল দুঃখে ভরা)। (২)ক্রি-বিণঃ সবে, এইমাত্র (কেবল খেয়ে উঠেছি); অবিরত (কেবল হাসিতেছে)। [সং.]। বিঃ **কৈবল্য** দ্রঃ।

কেবলা—বিণঃ স্থূলবুদ্ধি, বোকা। [আ. কিব্‌লা]। বিঃ **কেবলরাম**—মূর্খ, স্থূলবুদ্ধি লোক। বিণঃ **-হাসি**—বোকা-বোকা হাসে এমন।

কেবিন—বিঃ কক্ষ বা কামরা। [ইং. cabin]।

কেমন—(১)ক্রি-বিণঃ কিপ্রকার (কেমন করিয়া)। (২)বিণঃ একরকম (কেমন বোকার মত); ব্যাকুল, উচাটন (মন কেমন করা); (বিদ্রূপাদি-সূচক) বেশ, আচ্ছা (কেমন মজা)। [বাং. কি+মন]। বিণঃ **কেমন-কেমন**—ঠিক ভাল নয়, ভাল কি মন্দ সন্দেহজনক (কেমন-কেমন ব্যাপার)। বিণঃ **-তর**—কি রকম। বিণঃ **কেমন-যেন**—ভাল নয় বলিয়া সন্দেহ হয় এমন (কেমন-যেন অবস্থাটা); কিছু পরিমাণে বোধ

হয় যেন (কেমন-যেন অসুস্থ)। ক্রি-বিণ: **কেমনে**—কি প্রকারে।

কেম্‌বিস্‌—ক্যাম্বিস-এর রূপভেদ।

কেমিকেল, কেমিক্যাল—বি: রাসায়নিক প্রক্রিয়া-দ্বারা প্রস্তুত, কৃত্রিম, নকল (কেমিকেল সোনা)। [ইং. chemical]।

কেয়া১—বি: পুষ্পবিশেষ। [সং. কেতক]। বি: **কেয়াকাঁদি**—কেয়াফুলের গুচ্ছ বা ছড়া (ইহাতে প্রচুর রেণু থাকে এবং হাত দিলে ধূলার ন্যায় পদার্থ ওড়ে)।

কেয়া২—অব্য: কী চমৎকার (কেয়া মজা)। [হি. ক্যা]। অব্য: **-বাত, -বাৎ**—কী চমৎকার কথা বা ব্যাপার; শাবাশ।

কেয়াবাত, কেয়াবাৎ—অব্য: শাবাশ, বাহবা, চমৎকার। [হি. ক্যা বাত=কি কথা]।

কেয়ামত—বি: ইসলামী মতে সমাধি হইতে মৃতের পুনরুত্থান; মন্‌কি নকীর বা মহাবিচারক কর্তৃক মৃতদের পাপপুণ্য-বিচার, শেষবিচার; মহাপ্রলয়। [আ. কি'য়ামত্‌]।

কেয়ার—বি: অবধান, যত্ন, মনোযোগ (পড়াশুনায় কেয়ার না থাকা); গ্রাহ্য, সমীহ (বাপকে কেয়ার করা); তত্ত্বাবধান (ছেলেটি আমার কেয়ারে আছে); ঠিকানা (রামবাবুর কেয়ারে পত্র দিও)। [ইং. care]।

কেয়ারি, কেয়ারী—বি: আলিবদ্ধ ক্ষেত্রখণ্ড বা উদ্যান (ফুলের কেয়ারি, কেয়ারি-করা ফুল-বাগান); সযত্ন-বিন্যাস (কেয়ারি-করা চুল)। [সং. কেদারিকা]।

কেয়ূর—বি: বাহুর গহনাবিশেষ, অঙ্গদ, বাজু। [সং. কে+ √যা+উর (র্তৃ)]।

কেরদানি—কারদানি-এর রূপভেদ।

কেরল—বি: ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশবিশেষ; ঐ দেশবাসী। বি(স্ত্রী): **কেরলী**—কেরলদেশীয়া রমণী।

কেরাঞ্চি—বি: গোরুর গাড়িবিশেষ। [হি. কির়াঁচি<আ. কেরোচ—সম্ভবত: 'কেরানি'-শব্দদ্বারা প্রভাবিত]।

কেরানি, কেরানী,(বর্জি.) **কেরাণী**—বি: করণিক, লেখক কর্মচারিবিশেষ। [পো. escrevente]। বি: **-গিরি**—কেরানির কাজ।

কেরামত, কেরামতি—বি: শক্তি, ক্ষমতা, প্রতাপ; বাহাদুরি। [আ. করামৎ]।

কেরায়া, (বিরল) **কেরেয়া**—বি: ভাড়া। [আ. কিরায়া]।

কেরাসিন—কেরোসিন-এর রূপভেদ।

কেরোসিন—বি: খনিজ জ্বালানী তৈলবিশেষ। [ইং. kerosene]।

কেলান, কেলানো—ক্রি: (অশ্লী.) প্রকাশ করা, আবরণমুক্ত করা, খোসা বা ছাল ছাড়ান। [বাং. √কেলা+আন]।

কেলাস১—**ক্লাস**-এর বিকৃত কথ্য রূপ।

কেলাস২—বি: স্ফটিক-মণি, রাসায়নিক বস্তুর স্ফটিকের ন্যায় দানা, crystal। [সং. কেলা+ √সদ্‌+অ (ধি)]। বিণ: **কেলাসিত**—স্ফটিকীভূত, দানা-বাঁধা, crystallised।

কেলি—বি: বিহার, প্রমোদ (কেলিকুঞ্জ); ক্রীড়া, কৌতুক। [সং. √কিল্‌+ই (ভা)]। বি: **-কদম্ব**—শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়ক কদম্ববিশেষ। বি: **-গৃহ**—প্রমোদভবন।

কেলে—বিণ: কাল, কৃষ্ণবর্ণ। [সং. কাল]। বি: **কেলেকার্তিক—কার্তিক**—দ্র:। বি: **-ভূত**—ভূতের মত কাল ব্যক্তি। বি: **-মানিক, -সোনা**—কাল ছেলে; কালাচাঁদ, শ্রীকৃষ্ণ। **কেলে হাঁড়ি**—দীর্ঘকাল ভাত রাঁধার ফলে যে হাঁড়ির তলদেশ মসীবর্ণ হইয়াছে।

কেলেঙ্কার—বিণ: কলঙ্কজনক। [সং. কলঙ্ক-কর]। বি: **কেলেঙ্কারি**—কলঙ্ক; অপযশ; কলঙ্ককর ব্যাপার; ঢলাঢলি।

কেলেণ্ডার—ক্যালেণ্ডার-এর রূপভেদ।

কেল্লা—বি: দুর্গ, সেনানিবাস। [আ. কিলাহ্‌]। বি: **-দার**—দুর্গাধিপতি; দুর্গশাসক। ক্রি: **কেল্লা ফতে করা, কেল্লা মাত করা**—দুর্গ জয় করা; (আল.) কাজ হাসিল করা, সিদ্ধিলাভ করা।

কেশ—বি: চুল। [সং. কে+ √শী+অ (র্তৃ)]। বি: **-কীট**—উকুন। বি: **-কলাপ, -গুচ্ছ, -দাম, -পাশ**—প্রশংসার যোগ্য চুলের গোছা। বি: **-তৈল**—চুলে বা মাথায় মাখিবার উপযুক্ত তেল। বি: **-বিন্যাস**—চুল আঁচড়ান বা বাঁধা, খোঁপা বাঁধা, টেড়ি কাটা। বি: **-মুণ্ডন**—মাথা মুড়াইয়া ফেলা, নেড়া হওয়া।

কেশব—বি: শ্রীকৃষ্ণ। [সং.]।

কেশর—বি: ফুলের ভিতরকার কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্তু; সিংহাদি প্রাণীর ঘাড়ের দীর্ঘ লোমরাজি; জাফরান। [সং.]। **কেশরী** (-রিন্‌)—(১)বি: কেশরযুক্ত প্রাণী; সিংহ; (২)বিণ.বি: (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান (বীরকেশরী)।

কেশাকর্ষণ—বিঃ চুল ধরিয়া টানা। [সং. কেশ +আকর্ষণ]।

কেশাকেশি—অব্য. বিঃ পরস্পরের চুল ধরিয়া টানাটানি বা যুদ্ধ, চুলাচুলি। [সং. কেশ+আ +কেশ+ই]।

কেশাগ্র—বিঃ চুলের ডগা। [সং. কেশ+অগ্র]। **কেশাগ্র স্পর্শ করিতে না পারা**—একটুও ক্ষতি বা অপমান করিতে না পারা।

কেশিয়ার—বিঃ (প্রধানতঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানাদির) খাজাঞ্চী। [ইং. cashier]।

কেশী (-শিন্)—(১)বিণঃ সুদীর্ঘ সুন্দর বা ঘন কেশযুক্ত; কেশবিশিষ্ট। (২)বিঃ কৃষ্ণকর্তৃক নিহত দৈত্যরাজ কংসের মল্লবিশেষ। [সং. কেশ+ ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **কেশিনী**।

কেশুর—বিঃ মুথাজাতীয় কন্দবিশেষ। [সং. কশেরু]।

কেশেল—কাশী দ্রঃ।

কেষ্টবিষ্টু—বিঃ (বিদ্রূপে) . গণ্যমান্য ব্যক্তি; হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। [বাং. কেষ্ট (<সং. কৃষ্ণ) +বিষ্টু (সং.<বিষ্ণু)]।

কেস—বিঃ মোকদ্দমা (ফৌজদারী কেস); ব্যাপার, ঘটনা (মজার কেস); রোগী, মক্কেল (ডাক্তারটির কেস জোটে না, উকিলবাবু অনেক কেস পাচ্ছেন); বাক্স, বড় মোড়ক (এক কেস মদ)। [ইং. case]।

কেসর—কেশর-এর বানানভেদ।

কেহ—সর্বঃ কোন ব্যক্তি (কেহ জানে না); আপন জন, সম্বন্ধীয় লোক (সে আমার কেহ নয়)। [সং. কঃ অপি]। সর্বঃ **কেহ-কেহ**—কোন কোন লোক, কতিপয় ব্যক্তি। **কেহ না কেহ**—একজন না একজন।

কেহ্—ক্রি-বিণঃ কেমন; কেমন করিয়া, কেমনে। [?]।

কেহে—ক্রি-বিণঃ কেন। [সং.]।

কৈ—কই-র বানানভেদ।

কৈকেয়ী—বিঃ দশরথ রাজার মধ্যমা স্ত্রী—ভরতের মাতা। [সং. কেকয়+অ+ঈ]।

কৈছন—কইসন-র রূপভেদ।

কৈছে—ক্রি:-বিণঃ (ব্রজ.) কেমন করিয়া ('কৈছে গোঙায়ব': বিদ্যা.)। [হি. কৈসে]।

কৈটভ—বিঃ বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত এবং বিষ্ণুকর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ। [সং.]।

কৈতব—বিঃ কপটতা, ছল; জুয়াখেলা। [সং. কিতব+অ]। বিঃ **-বাদ**—মিথ্যা কথা, অনৃত-বাদ; চাটুবাদ ('কৈতববাদের এমনি মহিমা': শরৎ)। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্)—মিথ্যাবাদী।

কৈন্দ্রিক—কেন্দ্র দ্রঃ।

কৈফিয়ত, কৈফিয়ৎ—বিঃ কারণ-ব্যাখ্যা, কারণ-প্রদর্শনসহ জবাব (কৈফিয়ত দেওয়া, কৈফিয়ত চাওয়া); জমাখরচের বিস্তারিত বিবরণ, হিসাব-নিকাশ (কৈফিয়ত কাটা, কৈফিয়ত মিলান)। [আ. কইফিয়ৎ]।

কৈবর্ত—বিঃ কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী: এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং]।

কৈবল্য—বিঃ কেবলের ভাব (**কেবল** দ্রঃ): পরমাত্মার মধ্যে আত্মার বিলীন হওয়া; মোক্ষ; প্রকৃতির প্রভাব বা সংসার হইতে মুক্তি। [সং. কেবল+য (ভা)]। বি(স্ত্রী): **-দায়িনী**—(কৈবল্য দান করেন বলিয়া) আদ্যা শক্তি, পরমা শক্তি, ঈশ্বরী।

কৈলাস—বিঃ শিবের বাসস্থানরূপে বর্ণিত হিমালয়ের উত্তরস্থ পর্বতবিশেষ; শিবলোক। [সং. কৈল (সুখ)+আস (আবাস) বা কেলাস +অ]। বিঃ **-নাথ, কৈলাসেশ্বর**—শিব, মহাদেব। বিঃ **-বাসিনী**—দুর্গা।

কৈশিক—বিণঃ কেশসম্বন্ধীয়; কেশসদৃশ; অতি সূক্ষ্ম নলাকার, capillary [সং. কেশ+ইক]। **কৈশিকা নাড়ী**—চুলের মত অতি সূক্ষ্ম রক্ত-বহা নাড়ী।

কৈশোর—বিঃ কিশোর কাল বা অবস্থা। [সং. কিশোর+অ (ভা)]।

কৈসে—কৈছে-র রূপভেদ।

-কো১— -ক দ্রঃ।

কো২—সর্বঃ (ব্রজ.) কোন্ জন, কে ('তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব': গো. দা); কেহ [সং. কিম্]। সর্বঃ **-ই**—কেহ ('কোই বলে গোরা জানকীবল্লভ': নয়ন)।

কোআর্টর—বিঃ সরকারিভাবে ব্যবস্থাপিত অস্থায়ী বাসভবন। [ইং. quarters]।

কোং—কোম্পানির-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

কোঁ, কোঁকোঁ, কোঁক্—অব্যঃ অনুকার ধ্বনিবিশেষ (পেট কোঁকোঁ করে, লাথি খেয়ে কোঁক্ ক'রে ওঠে)।

কোঁক—বিঃ উদর; উদরের পার্শ্বদেশ; গর্ভ। [সং. কুক্ষি]।

কোঁকড়া১—বিণঃ কুঞ্চিত। [সং. কুঞ্চিত]।

কোঁকড়া২, কোঁকড়ান (-নো)—যথাক্রমে **কুঁকড়া২** ও **কুঁকড়ান**-র চলিত রূপ।

কোঁকা—ক্রিঃ কোঁকান। [ধ্বন্যাত্মক]। **-ন,-নো**—(১) ক্রিঃ কোঁথান; অব্যক্ত ক্রন্দন করা; কোঁকোঁ করা, ককান; (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

কোঁচ১—**কোচ**-এর রূপভেদ।

কোঁচ২—বিঃ মৎস্য কচ্ছপ কুম্ভীর ইত্যাদি শিকারের বর্শাবিশেষ। [তু. সং. কুন্ত]।

কোঁচ৩—বিঃ কোঁচকান ভাব। [সং. কুঞ্চন]।

কোঁচকা, কোঁচকান (-নো)—যথাক্রমে **কুঁচকা** ও **কুঁচকান**-র চলিত রূপ।

কোঁচড়—বিঃ ক্রোড়দেশস্থ বস্ত্রাংশদ্বারা সাময়িক প্রয়োজনে নির্মিত আধার। [সং. ক্রোড ?]।

কোঁচা১—বিঃ (প্রধানতঃ পুরুষের) পরিধেয় বস্ত্রের পাট-করা সম্মুখভাগ। [বাং. কোঁচ+আ]। **কোঁচা দুলিয়ে বেড়ান**—দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া আলস্যে দিন কাটান; বাবুগিরি করা। **বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন**—ঘরে অভাবের জ্বালায় নিজে বা পরিজনেরা কষ্ট পাইতেছে অথচ বাহিরে লোক-দেখান বাবুগিরি ও বড়লোকি করা হইতেছে এমন অবস্থা।

কোঁচা২, কোঁচান (-নো)—যথাক্রমে **কুঁচা২** ও **কুঁচান**-র চলিত রূপ।

কোঁড়, কোঁড়া—বিঃ বাঁশ বেত ইত্যাদির নূতন অঙ্কুর। [সং. অঙ্কুর ?]।

কোঁত, কোঁৎ, কোঁথ—বিঃ মলাদি ত্যাগের বেগ; মলাদি ত্যাগের জন্য দম বন্ধ করিয়া জোর বা চাড় দেওয়া। [সং. √কুন্থ]। ক্রিঃ **কোঁত দেওয়া, কোঁত পাড়া**—মলাদি ত্যাগের জন্য নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেগ নেওয়া।

কোঁতা (-থা), কোঁতান (-নো), কোঁথান (-নো)—যথাক্রমে **কুঁতা** ও **কুঁতান**-র চলিত রূপ।

কোঁৎকা, কোঁতকা—বিঃ মোটা লাঠি, মুষল। [তুর. কুৎকা]।

কোঁদন, কোঁদল, কোঁদা—যথাক্রমে **কুঁদন১,২, কোন্দল** ও **কুঁদা১,২**-এর চলিত রূপ।

কোক—বিঃ গৃহস্থের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া পোড়ান খনিজ কয়লা। [ইং. coke]।

কোকনদ—বিঃ লাল পদ্ম; লাল শালুক। [সং.]।

কোকিল—বিঃ বসন্তকালে দৃষ্ট সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ, পিক। [সং. √কুক্+ইল (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **কোকিলা**। বিণঃ **-কণ্ঠ**—কোকিলের ন্যায় সুস্বরবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-কণ্ঠী**। বিঃ **কোকিলাসন**—তান্ত্রিক যোগাসনবিশেষ। বিঃ **কোকিলেক্ষু**—কাজলা আক।

কোকেন—বিঃ কোকা-নামক বৃক্ষের পাতা হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যবিশেষ। [ইং. cocaine]।

কোঙর, কোঙার—বিঃ পুত্র। [সং. কুমার]।

কোঙা, কোঙ্গা—বিণঃ কুব্জ, বক্রপৃষ্ঠ। [হি. কুঁআ]।

কোচ—বিঃ ধীবর জাতিবিশেষ; কোচবিহারের আদিম অধিবাসী। [সং. √কুচ্+অ (র্তৃ)]।

কোচওয়ান, কোচোয়ান, কোচমান, কোচম্যান—বিঃ ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান। [ইং. coach-man]।

কোচদাদ—বিঃ কুঁচকি কোমর প্রভৃতি স্থানের দাদ। [কুঁচকি+দাদ ?]।

কোচবাক্স—বিঃ গাড়িতে কোচোয়ানের উপবেশন স্থান। [ইং. coachbox]।

কোজাগর—বিঃ আশ্বিনমাসের পূর্ণিমা-তিথি (কোজাগর-পূর্ণিমা)। [সং. কঃ+ √জাগৃ+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **কোজাগরী**—কোজাগরসম্বন্ধীয় (কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বা পূর্ণিমা)।

কোট১—বিঃ দুর্গ (রাজকোট); নগর (পাঠান-কোট); অধিকার, আয়ত্তি (নিজের কোটে পাওয়া); পণ, জিদ (কোট বজায় রাখা); সীমানা, চৌহদ্দি (কোটের বাহিরে যাওয়া)। [সং. কোট্ট]।

কোট২—বিঃ ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত জামা-বিশেষ। [ইং. coat]।

কোটন, কোটনা১—যথাক্রমে **কুটন** ও **কুটনা**-র রূপভেদ।

কোটনা২—বিঃ যে পুরুষ গুপ্তপ্রণয়ের নায়ক-নায়িকার মিলন সংসাধন করে; কানভাঙ্গানি দিয়া বিবাদ বাধায় এমন লোক। [সং. কুট্টনী-র বাং. পুং. রূপ]। বি(স্ত্রী): **কোটনী, কুটনী** দ্রঃ। বিঃ **-গিরি, -পনা**—কোটনার কার্য। বিঃ **-মি**—কোটনাপনা; কানভাঙ্গানি।

কোটর—বিঃ গাছের মধ্যস্থিত খোঁড়ল বা গহ্বর; গর্ত (চক্ষু-কোটর); কুঠরি, ছোট ঘর (কোটর-বাসী)। [সং.]।

কোটা১—**কোঠা**-র প্রাদে. রূপ।

কোটা২, কোটান (-নো)—যথাক্রমে **কুটা২** ও **কুটান**-র চলিত রূপ।

কোটাল১—**কটাল**-এর বিকৃত রূপ।

কোটাল২—বিঃ কোতোয়াল, নগররক্ষক, প্রহরী।

[সং কোষ্ঠপাল]। বিঃ **কোটালি**—নগরপালের কাজ বা পদ।

কোটি, কোটী—(১)বিঃ ক্রোর, ১০০০০০০০ সংখ্যা; খড়্গ ধনু প্রভৃতির প্রান্ত বা অগ্রভাগ; ধার, প্রান্ত; অগ্র; তর্কের পক্ষ; উৎকর্ষ। (২)বিণঃ ১০০০০০০০ সংখ্যক, অসংখ্য; (গণি.) ordinate [বি. প.]। [সং.]। **-কল্প**—ব্রহ্মার এক কোটি অহোরাত্র অর্থাৎ মানুষের ৮৬৪০০০০০০০০০০০০০ বৎসর; অনন্তকাল; বিঃ **-পতি, কোটীশ্বর**—অপরিমিত ধনের অধিকারী।

কোটেশন—বিঃ উদ্ধার-চিহ্ন, " " : এই চিহ্ন; দর, মূল্য বা পারিশ্রমিক। [ইং. quotation]।

কোঠা—বিঃ প্রকোষ্ঠ; পাকা ঘর; অট্টালিকা; শ্রেণী, স্তর, অবস্থা (জীবনের শেষ কোঠা)। [সং. কোষ্ঠ]।

কোঠি—কুঠি-র রূপভেদ।

কোড়া—বিঃ কশা, চাবুক, বেত। [হি. কোড়া]।

কোণ—বিঃ দুই সরলরেখার মিলনস্থান, angle (ত্রিভুজের কোণ, সমকোণ); অভ্যন্তর (গৃহ-কোণ); প্রান্ত (আঁখিকোণ); খুঁট (কাপড়ের কোণ); অস্ত্রাদির অগ্রভাগ (ছুরির কোণ); বাড়ির ভিতর, অন্তঃপুর ('বাবুটী সন্ধ্যা না হইতেই কোণে ঢোকেন' : অ. ব.)। [সং. √কুণ্ +অ (ধি)]। বিণঃ **-ঠাসা**—উপেক্ষিত; অপর সকলের চাপে জড়সড়। বিঃ **প্রবৃদ্ধকোণ**—(জ্যামি.) দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চার সমকোণ, অপেক্ষা ছোট কোণ, reflex angle। বিঃ **সন্নিহিত-কোণ**—(জ্যামি.) এক সরলরেখার উপর অপর সরলরেখা স্থাপিত হইলে পাশাপাশি যে দুইটি কোণ সৃষ্ট হয় তাহাদের যে-কোনটি, adjacent angle। বিঃ **সমকোণ**—(জ্যামি.) এক সরলরেখার উপর অন্য একটি সরলরেখা স্থাপিত হইলে পরস্পরসমান যে দুইটি সন্নিহিত কোণ সৃষ্ট হয় তাহাদের যে-কোনটি, right angle। বিণঃ **সমকৌণিক**—সমকোণযুক্ত; সমকোণ-সম্বন্ধীয়। বিঃ **সরলকোণ**—(জ্যামি.) দুই সমকোণ বা ১৮০ ডিগ্রী পরিমিত কোণ, straight angle। বিঃ **সূক্ষ্মকোণ**—(জ্যামি.) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ, acute angle। বিঃ **স্থূলকোণ**—(জ্যামি.) এক সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কিন্তু দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ, obtuse angle।

কোণা, কোণাকুণি, কোণাকোণি, কোণাচ, কোতওয়াল—যথাক্রমে **কোনা, কোনাকুনি, কোনাকোনি, কোনাচ ও কোতোয়াল**-এর বানানভেদ।

কোতরা—বিঃ ঝোলা কাল গুড়, মাত গুড়। [ও.]।

কোতোয়াল—বিঃ নগররক্ষক, কোটাল, থানাদার। [ফা. কোৎৱাল্]। বিঃ **কোতোয়ালি**—থানা; কোতোয়ালের পদ বা কর্ম।

কোথা—(১)অব্য. বিঃ কোন স্থান (কোথা হইতে)। (২)অব্য.ক্রি-বিণঃ কোন্ স্থানে, কোথায়। [সং. কুত্র]। বিণঃ **-কার**—কোন্ স্থানের; অস্থানের (কোথাকার কে); ভর্ৎসনায় (বদ ছেলে কোথাকার)। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-য়**—কোন্ স্থানে।

কোদণ্ড—বিঃ ধনু; ভ্রূলতা। [সং. √কুদ্+অণ্ড (র্তৃ)]। বিঃ **-টঙ্কার**—ধনুকের ছিলা আস্ফালনের শব্দ।

কোদলান—কোদাল দ্রঃ।

কোদাল, কোদালি—বিঃ ভূমি-খননের অস্ত্রবিশেষ। [সং. কুদ্দাল]। ক্রিঃ **কোদলান(-নো), কোদাল পাড়া**—কোদালদ্বারা মাটি কোপান। বিণঃ **কোদালিয়া**—কোদালদ্বারা খননকারী।

কোন—সর্ব. বিণঃ অনির্দিষ্ট একটি বা একজন (কোন বিষয়, কোন লোক); বহুর মধ্যে এক (কোন বইই পড়ি নাই)। [তু. হি. কৌন্ < সং. কঃ পুনঃ]। সর্ব. বিণঃ **কোন-কোন**—অনির্দিষ্ট একাধিক (কোন-কোন লোকে, কোন-কোনটি বেশ ভাল); মধ্যে মধ্যে এক-এক (কোন-কোন দিন)। সর্ব. বিণঃ **কোনও, কোনো, কোন্**—**কোন**-শব্দেরই অনুরূপ, তবে এই শব্দগুলিতে ঝোঁকের (emphasis) তারতম্য আছে।

কোনা—(১)বিঃ কোণ; প্রান্ত। (২)বিণঃ কোণ-যুক্ত (চারকোনা)। [সং. কোণ+বাং. আ]।

কোনাকুনি, কোনাকোনি—(১)ক্রি-বিণঃ এক কোণ হইতে বিপরীত কোণ পর্যন্ত; (২)বিণঃ ঐভাবে বিস্তৃত।

কোনাচ—বিঃ কোণের দিকের অংশ। [সং. কোণ +বাং. আচ]। বিণঃ **কোনাচে**—টেড়া; কোণাভিমুখী; কোনাকুনি।

কোন্—(১)সর্ব. বিণঃ (প্রশ্নে) কি, কে, কোন্‌টি (কোন্ জন); অনির্দিষ্ট কোনও (কোন্ দিন হয়ত শুনিব)। (২)ক্রি-বিণঃ কিসে, কিপ্রকারে (তুমিই কোন্ ভাল ছেলে); কেন (সবাই বলে —আমিই কোন্ না বলি)। **কোন-ও** দ্রঃ। [সং. কঃ পুনঃ]।

কোন্দল—বিঃ কলহ, ঝগড়া। [সং. কন্দল]। বিণ: **কোন্দলিয়া**—কুঁদুলে, ঝগড়াটে। বিণ(স্ত্রী): **কোন্দলী**।

কোপ১—বিঃ ধারাল ভারী অস্ত্রের আঘাত। [দেশী]।

কোপ২—বিঃ রাগ, ক্রোধ, রোষ; অসন্তোষ, বিরাগ। [সং. √কুপ্+অ (ভা)]। বিঃ **-কটাক্ষ**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বিণ: **-ন**—ক্রুদ্ধ; ক্রোধপ্রবণ, ক্রোধী। বিণ(স্ত্রী): **কোপনা**। বিণ: **কোপন-প্রকৃতি, কোপনস্বভাব**—একটুতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন স্বভাববিশিষ্ট। বিঃ **কোপানল**—ক্রোধরূপ বহ্নি। বিণ: **কোপাবিষ্ট**—ক্রুদ্ধ।

কোপা, কোপান(-নো)—যথাক্রমে **কুপা২** ও **কুপান**-র চলিত রূপ।

কোপানল, কোপাবিষ্ট—**কোপ২** দ্র:।

কোঁপি৩—**কপি৩**-র বানানভেদ।

কোপিত—বিণ: ক্রুদ্ধ করা হইয়াছে এমন, রোষিত। [সং. √কুপ্+ণিচ্+ত]।

কোপ্তা—বিঃ মুসলমানী প্রণালীতে প্রস্তুত এক-প্রকার মাংসের বড়া। [ফা. কোফ্তা]।

কোবালা—**কবালা**-র রূপভেদ।

কোবিদ—বিণ: পণ্ডিত, পারদর্শী; দক্ষ। [সং.]।

কোমর—বিঃ কটি, মাজা। [ফা. কমর্]। বিঃ **-বন্ধ**—কটিবেষ্টনী, পেটি, বেলট (belt)। ক্রি: **কোমর বাঁধা**—দৃঢ় সঙ্কল্প করা; কোন কার্য-সাধনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগা।

কোমল—বিণ: নরম, মৃদু; ললিত; সুকুমার, মধুর। [সং.]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণ(স্ত্রী): **কোমলা**। বিঃ **কোমলায়ন**—প্রথমে তাপপ্রয়োগ-দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া পরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিয়া শক্ত করার প্রণালী, annealing [বি. প.]।

কোম্পানি, কোম্পানী—বিঃ বণিক্-সমিতি; যৌথ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান; ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-স্থাপনকারী ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company) নামে খ্যাত বণিক্-সম্প্রদায়। [ইং. company]। **কোম্পানির আমল**—ভারতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-কাল। **কোম্পানির কাগজ**—(সাধারণের নিকট হইতে) সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের দলিল বা স্বীকারপত্র।

কোয়—সর্ব: (ব্রজ.) কাহাকেও। [হি. কোহু]।

কোয়া—বিঃ কোষ (কাঁঠাল বা কমলালেবুর কোয়া)। [সং. কোষ]।

কোয়ার্টার—**কোআর্টার**-এর বানানভেদ।

কোয়াশিয়া—বিঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বৃক্ষবিশেষ বা ভেষজরূপে ব্যবহৃত উহার ছাল। [ইং. quassia < Quassi (উক্ত গাছের ছালের ভেষজ গুণের আবিষ্কর্তা নিগ্রোর নাম)]।

কোয়েল—বিঃ (কাব্যে) কোকিল। [সং. কোকিল]। বি(স্ত্রী): **কোয়েলা**।

কোর—বিঃ (ব্রজ.) কোল, ক্রোড়। [সং. ক্রোড়]।

কোরক—বিঃ কুঁড়ি, মুকুল, কলিকা। [সং.]।

কোরণ্ড—**কুরণ্ড**-র কথ্য রূপ।

কোরফা—**কোর্ফা**-র বানানভেদ।

কোরবানি—বিঃ মুসলমান-শাস্ত্রানুযায়ী পশুবলি। [আ. কুর্বান্]।

কোরমা—**কোর্মা**-র বানানভেদ।

কোরা১—বিণ: সম্পূর্ণ নূতন; আধোয়া; মাড়-যুক্ত। [হি.]। **কোরা মার্কিন**—আধোয়া ও মাড়-দেওয়া নূতন মার্কিন কাপড়।

কোরা২—(১)ক্রি: **কুরা**-র চলিত রূপ। (২)বিঃ যাহা কোরাইবার ফলে তৈয়ারি হইয়াছে (নারিকেলকোরা)। [কুরা দ্র:]।

কোরান১, (বর্জি.) **কোরাণ**—বিঃ মুসলমান ধর্মের মূল শাস্ত্রগ্রন্থ। [আ. কুর্আন]।

কোরান২(-নো)—**কুরান**-র চলিত রূপ।

কোরাল—বিঃ ভেটকি-জাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী ?]।

কোর্ট—বিঃ আদালত, ধর্মাধিকরণ। [ইং. court]।

কোর্ট্‌শিপ—বিঃ ইউরোপীয় প্রথায় বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর মধ্যে হৃদয়ের আদানপ্রদান; মন-দেওয়া-নেওয়া। [ইং. courtship]।

কোর্তা—**কুর্তা**-র রূপভেদ।

কোর্ফা—বিণ: প্রজার অধীন। [ফা.]। **কোর্ফা প্রজা**—এক প্রজার অধীন অন্য প্রজা (জমিতে ইহার কোন স্বত্ব থাকে না)।

কোর্মা—বিঃ তুর্কী প্রথায় ভর্জিত মাংস বা মাংসের কালিয়া। [তুর. কোর্মা]।

কোল১—বিঃ ভারতের আদিম জাতিবিশেষ; ঐজাতীয় লোক। [দেশী ?]।

কোল২—বিঃ ক্রোড় (কোলে নেওয়া); আলিঙ্গন (কোল দেওয়া); পেট বা মধ্যভাগ (মাছের কোল); কিনারা (নদীর কোল); সান্নিধ্য (গাছের কোল); বক্ষ:, মধ্যদেশ (সমুদ্রকোলে)। [সং. ক্রোড়]। বিণ: **-কুঁজো**—কোল বা

কোমরের দিকে একটু হেলান বা কুব্জ। বিঃ **-জমা**—(ভূসম্পত্তির) জমার অধীন জমা, কোর্ফা প্রজার অস্থায়ী স্বত্ব। বিণঃ **-পোঁছা, -মোছা**—(সন্তানসম্বন্ধে) সর্বশেষ জাত, কনিষ্ঠ। বিণঃ **-জুড়ান**—মাতৃক্রোড়ে বসিয়া জননীর অন্তরে আনন্দদান করে এমন। বিঃ **-বালিশ**—**বালিশ** দ্রঃ। **কোল-জোড়া হয়ে থাকা**—মাতৃক্রোড় অধিকার করিয়া থাকা অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকা। **কোলে-কাঁখে** বা **কোলে-পিঠে করা**—(কাহাকেও তাহার) শৈশবাবস্থায় কোলে নেওয়া ও আদর করা। **কোলের ছেলে**—দুগ্ধপোষ্য ছেলে; সর্বকনিষ্ঠ ছেলে; বিঃ **-সরা, -শরা**—মঙ্গলকর্মে বিশেষতঃ স্ত্রী-আচারে ব্যবহৃত লাল সুতায় বাঁধা জোড়া সরা।

কোলন—বিঃ যতিচিহ্নবিশেষ (:)। [ইং. colon]।

কোলম্বক—বিঃ তন্ত্রী ভিন্ন বীণার সমুদয় অবয়ব। [সং.]।

কোলা—(১)বিঃ স্ফীতোদর বড় জালাবিশেষ। (২)বিণঃ মোটা, স্ফীতোদর (কোলা ব্যাঙ)। [?]।

কোলাকুলি, কোলাকোলি—বিঃ পরস্পর আলিঙ্গন। [বাং. কোল+আ+কোল+ই]।

কোলাহল—বিঃ বহুলোকের মিলিত কণ্ঠস্বরে সৃষ্ট গোলমাল। [সং.]।

কোশ১—**কোষ**-এর বানানভেদ।

কোশ২—**ক্রোশ**-এর কথ্য রূপ।

কোশল—বিঃ কাশীর উত্তরস্থ অযোধ্যা প্রদেশ এবং সন্নিহিত জনপদ। [সং.]।

কোশা —**কোষা**-র বানানভেদ।

কোশী—**কোষী**-র বানানভেদ।

কোশেশ—বিঃ বিশেষ চেষ্টা, প্রযত্ন। [ফা. কোশিশ]।

কোষ—বিঃ আবরণ, আধার, থলি (অণ্ডকোষ), খাপ (কোষবদ্ধ অসি); ভাণ্ডার (রাজকোষ); ধনরাশি (কোষাগার); কোয়া (কাঁঠালের কোষ); মঞ্জুষা; কোষা; রেশমগুটি; প্রাণিদেহের সূক্ষ্ম অংশবিশেষ, cell; (দর্শ.) জৈবসত্তার বিভিন্ন স্তর (অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ); অভিধান (শব্দকোষ); মুষ্ক, প্রাণিদেহের অণ্ড (কোষবৃদ্ধি)। [সং. √কুষ+অ]। বিঃ **-কাব্য**—কবিতার সঙ্কলনগ্রন্থ। বিঃ **-কার**—অভিধান-প্রণেতা; গুটিপোকা। বিঃ **বৃদ্ধি**—অণ্ডকোষের স্ফীতিজনিত রোগবিশেষ।

কোষা—বিঃ পূজায় ব্যবহার্য তাম্রনির্মিত জলপাত্রবিশেষ; ডোঙ্গা। [সং. কোষ]।

কোষাগার—বিঃ ধনভাণ্ডার। [সং. কোষ + আগার]।

কোষাধ্যক্ষ—বিঃ ধনাগারের কর্তা বা রক্ষক, cashier, treasurer। [সং. কোষ+অধ্যক্ষ]।

কোষী—বিঃ কোষা হইতে জল তুলিবার পাত্রবিশেষ, ক্ষুদ্র কোষা। [সং.]।

কোষ্টা—বিঃ পাট। [দেশী]।

কোষ্ঠ—বিঃ প্রকোষ্ঠ, ঘর; গৃহাভ্যন্তর; শস্যগোলা; উদরাভ্যন্তর, মলাশয়। [সং. √কুষ্+থ]। বিঃ **-কাঠিন্য**—মলাশয়ের মল পরিষ্কার না হওয়া। বিঃ **-বদ্ধ, -বদ্ধতা**—কোষ্ঠকাঠিন্য, constipation। বিঃ **-শুদ্ধি**—উত্তমরূপ মলনির্গম।

কোষ্ঠী—বিঃ জন্ম-পত্রিকা যাহাতে জন্মসময়ের গ্রহ রাশি ও নক্ষত্রাদির অবস্থান বিচার করিয়া মানবজীবনের শুভাশুভ নিরূপিত করা হয়। [সং. কোষ্ঠ+ঈ]।

কোসল—**কোশল**-এর বানানভেদ।

কোহল—বিঃ মদ্যবিশেষ; বাদ্যবিশেষ; সুরাসার, alcohol। [সং. কু+ √হল্+অ (র্তৃ) —তু. আ. আল্‌কোহল্]।

কোহিনুর—বিঃ মহামূল্য হীরকবিশেষ; (আল.) সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু; গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি। [ফা. কোহ্‌ই-নূর]।

কৌঁসিলি, কৌঁসুলি—**কৌন্সিলি**-র রূপভেদ।

কৌচ—বিঃ পালঙ্ক; গদিযুক্ত বসিবার আসনবিশেষ। [ইং. couch]।

কৌটা—বিঃ ঢাকনিযুক্ত ক্ষুদ্র আধারবিশেষ। [দেশী]।

কৌটিল্য—বিঃ কুটিলতা; ক্রূরতা; বক্রতা; সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কূটনীতিবিশারদ মন্ত্রীর নাম। [সং. কুটিল+য (ভা)]।

কৌটো—**কৌটা**-র কথ্য রূপ।

কৌড়ি—**কড়ি**১-র রূপভেদ।

কৌণিক—বিণঃ কোণ-সম্বন্ধীয়; কোনাচে কোনাকুনি। [সং. কোণ+ইক]

কৌতুক—বিঃ আমোদ, মজা; ঠাট্টা, তামাশা পরিহাস, রহস্য; উৎসব; কৌতূহল, ঔৎসুক্য। [সং. কুতুক+অ]। বিণঃ **কৌতুকাবহ**—কৌতূহলজনক; আমোদজনক। বিণঃ **কৌতুকী** (-কিন্)—কৌতুকপূর্ণ; কৌতুককারী; আমোদপ্রিয়; কুতূহলাক্রান্ত।

কৌতূহল—বিঃ নূতন বা অজ্ঞাত বিষয়ে আগ্রহ, ঔৎসুক্য। [সং. কুতূহল+অ]। বিণঃ **কৌতূহলী**—কৌতূহলপূর্ণ বা কৌতূহল-উদ্রেককর ('কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ' : রবীন্দ্র)।

কৌন্তেয়—বিঃ কুন্তীর পুত্র [সং. কুন্তী+এয়]।

কৌন্সিলি, কৌন্সুলি—বিঃ ব্যারিষ্টার (barrister), উচ্চ আদালতের উকিলবিশেষ। [ইং. counsel]।

কৌপ—(১)বিণঃ কূপ-সম্বন্ধীয়; কূপোৎপন্ন। (২)বিঃ কুয়ার জল। [সং. কূপ+অ]।

কৌপীন—বিঃ ল্যাঙট, কপনি। [সং.]।

কৌমার—(১)বিঃ পঞ্চম হইতে দশম (তান্ত্রিকমতে ষোড়শ) বর্ষ পর্যন্ত অবস্থা, বাল্যাবস্থা; অবিবাহিত অবস্থা; অবিবাহিত পুত্র। (২)বিণঃ কুমার-সম্বন্ধীয় (কৌমারব্রত)। [সং. কুমার+অ(ভা)]। বি(স্ত্রী): **কৌমারী**—অবিবাহিতা কন্যা; কার্তিকেয়-শক্তি, মাতৃকাবিশেষ। বিঃ **-ভৃত্য, -ভৃত্য-তন্ত্র**—আয়ুর্বেদীয় প্রণালীতে শিশুব্যাধি ও প্রসূতিরোগের চিকিৎসা-শাস্ত্র।

কৌমার্য—বিঃ অবিবাহিত অবস্থা, কৌমার। [সং. কুমার+য (ভা)]।

কৌমুদী—বিঃ জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ। [সং. কুমুদ+অ+ঈ]। বিঃ **-পতি**—চন্দ্র।

কৌমোদকী—বিঃ বিষ্ণুর গদা। [সং. কুমোদক (=বিষ্ণু)+অ+ঈ]।

কৌরব—বিঃ কুরুবংশধর; দুর্যোধনাদি শতভ্রাতা। [সং. কুরু+অ]। বিণঃ **কৌরব্য, কৌরবেয়**—কুরুরাজবংশীয়।

কৌর্ম—(১)বিঃ কূর্মপুরাণ। (২)বিণঃ কূর্ম-সম্বন্ধীয়। [সং. কূর্ম+অ]।

কৌল—(১)বিণঃ কুলক্রমাগত; সদ্বংশজাত, কুলীন; কৌলিক; বামাচারী তান্ত্রিক। (২) বিঃ তান্ত্রিক বামাচার। [সং. কুল+অ]।

কৌলিক—(১)বিণঃ কুল-সম্বন্ধীয়; বংশপরম্পরাগত; কুলাচার বা কুলধর্ম অনুযায়ী; কুলধর্ম-প্রবর্তক; তান্ত্রিক বামাচারী সাধক। (২)বিঃ তন্তুবায়, তাঁতি। [সং. কুল+ইক]।

কৌলীন্য—বিঃ কুলমর্যাদা, কুলীনত্ব। [সং. কুলীন+য (ভা)]।

কৌশল—বিঃ কুশলতা, নিপুণতা; কারিগরি, সাধনচাতুর্য (শিল্পকৌশল); ছল, ফিকির, ফন্দি (কৌশলে কার্যোদ্ধার করা)। [সং. কুশল+অ (ভা)]। বিণঃ **কৌশলী**—কৌশলসম্পন্ন; ফিকিরবাজ।

কৌশল্যা—বিঃ রামের জননী। [সং. কোশল+য+আ]।

কৌশাম্বী—বিঃ বৎসরাজার রাজধানী; প্রয়াগের নিকটবর্তী নগরবিশেষ। [সং]।

কৌশিক১—বিঃ কুশিক মুনির পুত্র, বিশ্বামিত্র। [সং. কুশিক+অ]।

কৌশিক২, কৌশেয়—বিণঃ রেশমী। [সং. কোশ+ইক, এয়]।

কৌশিকী—বিঃ আদ্যা শক্তির রূপবিশেষ (পুরাণমতে কালিকার কোষ বা কায় হইতে জাত)। [সং. কৌশিক+ঈ]।

কৌষিক—**কৌশিক১-২**-এর বানানভেদ।

কৌষিকী, কৌষেয়, কৌসল্যা—যথাক্রমে **কৌশিকী, কৌশেয় ও কৌশল্যা**-র বানানভেদ।

কৌস্তুভ—বিঃ নারায়ণের বক্ষোভূষণ, পুরাণোক্ত মণিবিশেষ। [সং.]।

ক্বচিৎ—অব্য. ক্রি-বিণঃ কোথাও; কখনও; (বাং.) খুব কম, প্রায় না। [সং. ক্ব+চিৎ]।

ক্বণ—বিঃ বীণাদি যন্ত্রের ধ্বনি, নিক্বণ। [সং.]। বিঃ **-ন**—ধ্বনিত বা ঝঙ্কৃত করা; ধ্বনি বা ঝঙ্কার। বিণঃ **ক্বণিত**—ধ্বনিত বা ঝঙ্কৃত; শব্দায়মান।

ক্বাথ, ক্বথ—বিঃ গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত নির্যাস। [সং. √ক্বথ্+অ (ভা)]।

ক্যাওরা—**কাওরা**-র রূপভেদ।

ক্যাঁক্—অব্যঃ আকস্মিক আঘাত উত্তেজনা বা বেদনাব্যঞ্জক ধ্বনিবিশেষ (লাথি খেয়ে ক্যাঁক্ করা)। ক্রিঃ **ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করা**—কর্কশকণ্ঠে বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করা।

ক্যাঁচ্—অব্যঃ এক ঘায়ে কাটিবার (কল্পিত) ধ্বনিবিশেষ। অব্য.বিঃ **-ক্যাঁচ্, ক্যাঁচরক্যাঁচর**—ক্রমাগত কাটিবার কামড়াইবার বা বধার শব্দ। অব্য.বিঃ **ক্যাঁচরম্যাচর**—বহু কণ্ঠস্বরের মিলনে সৃষ্ট কলরব। বিঃ **-ক্যাঁচানি**—ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করণ (ক্যাঁচক্যাঁচানি সয় না)।

ক্যাট্ক্যাট্—অব্যঃ বারংবার বিঁধিবার বা মর্মভেদের কল্পিত ধ্বনিবিশেষ। বিণঃ **ক্যাট্কেটে**—মর্মভেদী; কর্কশ ও তীব্র (ক্যাঁট্কেটে রঙ, ক্যাঁট্কেটে কথা)।

ক্যাঁত্—অব্য. লাথি মারার শব্দ। [দেশী]।

ক্যাজার্—**কেজার্**-র বানানভেদ।

ক্যানসার—বিঃ দুরারোগ্য দুষ্ট ক্ষতরোগবিশেষ ; কর্কট-রোগ। [ইং. cancer]।

ক্যানেস্তারা—**কানেস্তারা**-র রূপভেদ।

ক্যাবলা—**কেবলা**-র বানানভেদ।

ক্যাম্বিস—বিঃ অত্যন্ত মোটা বস্ত্রবিশেষ। [ইং. canvas]।

ক্যালেন্ডার—বিঃ দেওয়াল-পঞ্জি। [ইং. calendar]।

ক্যাশিয়ার—**কেশিয়ার**-এর রূপভেদ।

ক্যাস্টর অয়েল—বিঃ রেড়ির তেল ; জোলাপ। [ইং. castor oil]।

ক্রকচ—বিঃ করাত। [সং. ক্র+ √কচ্+অ]।

ক্রতু—বিঃ যজ্ঞ, যাগ। [সং. √কৃ+অতু (র্ম)]।

ক্রন্দন—বিঃ কান্না, রোদন। [সং. √ ক্রন্দ্+ অন (ভা)]। বিঃ **-রোল**—কান্নার আওয়াজ।

ক্রন্দসী—বিঃ আকাশ ও পৃথিবী, স্বর্গমর্ত্য ('কাঁদিছে ক্রন্দসী' : রবীন্দ্র)। [সং.]

ক্রন্দিত—(১) বিণঃ রোদনকারী ; রুদিত। [সং. √ক্রন্দ্+ত (র্তৃ)]। (২) বিঃ রোদন ; আহ্বান ; পরস্পরস্পর্ধা [সং. √ ক্রন্দ্+ত (ভা)]।

ক্রব্য—বিঃ কাঁচা মাংস। [সং.]। বিঃ **ক্রব্যাদ (-দ্)**—রাক্ষস ; মাংসাশী জন্তু।

ক্রম—বিঃ অনুক্রম, পরম্পরা (ক্রমে ক্রমে) ; প্রণালী, পদ্ধতি ; নির্দেশ, নিয়ম ; অনুসরণ (পর্যায়ক্রমে) ; পদক্ষেপ ; অতিক্রম (কালক্রমে)। [সং √ ক্রম্ +অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—পায়চারি, পদক্ষেপ; গমন। বিণঃ **-নিম্ন**—ঢালু, গড়ানে। বিণঃ **-বর্ধমান**—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল। বিণঃ **-বিকাশ**—ক্রমোন্নতি, বিবর্তন, বিবর্ধন। বিঃ **-ভঙ্গ**—পর্যায়চ্যুতি ; বিশৃঙ্খলা। বিণঃ **-মাণ**—ইতস্ততঃ গমনশীল। ক্রি-বিণঃ **-শঃ** (-শস্), (চলিত) **-শ**—ক্রমে ক্রমে, পর্যায়ক্রমে ; শনৈঃ শনৈঃ। **ক্রমাগত**—(১) বিণঃ পরম্পরাগত (কুলক্রমাগত প্রথা) ; ধারাবাহিক, অবিরাম (ক্রমাগত পরিশ্রম) ; (২) ক্রি-বিণঃ সর্বদা, কেবলই (ক্রমাগত বলিতেছে)। বিঃ **ক্রমান্বয়**—যাহার পর যাহা এই নিয়মে সংঘটন ; ধারাবাহিকতা। ক্রি-বিণঃ **ক্রমান্বয়ে**—পর্যায়ক্রমে, একের পর এক করিয়া। বিণঃ **ক্রমায়াত**—ক্রমপূর্বক আগত, পরপর আগত, successive। বিণঃ **ক্রমিক**—ক্রমাগত, ধারাবাহিক। ক্রি-বিণঃ **ক্রমে**—ক্রমানুযায়ী, একের পর এক করিয়া ; ধারাবাহিকভাবে ; এইভাবে কিছু সময় কাটিবার পর (ক্রমে তিনি নগরে পৌঁছিলেন)। বিঃ **ক্রমোৎকর্ষ**—ক্রমশঃ উৎকর্ষলাভ, ক্রমোন্নতি ; ক্রমবিকাশ। বিণঃ **ক্রমোন্নত**—ক্রমেই উঁচু ; ক্রমশঃ উৎকর্ষপ্রাপ্ত। বিঃ **ক্রমোন্নতি**—ক্রমশঃ উচ্চতা ; ক্রমশঃ উৎকর্ষপ্রাপ্তি, ক্রমোৎকর্ষ।

ক্রমেল, ক্রমেলক—বিঃ উট। [সং.]।

ক্রয়—বিঃ মূল্যবিনিময়ে গ্রহণ, কেনা। [সং. √ক্রী+অ (ভা)]। বিঃ **ক্রয়-বিক্রয়**—কেনা-বেচা ; ব্যবসায়-বাণিজ্য।

ক্রান্তি—বিঃ সংক্রমণ ; আক্রমণ ; গতি ; আমূল পরিবর্তন ; বিপ্লব ; অয়ন-বৃত্ত, অয়ন-মণ্ডল (কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি) ; এক কড়ার তিন-ভাগের একভাগ। [সং. √ ক্রম্+তি (ভা)]। বিঃ **-পাত**—বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে, equinoctial point। বিঃ **-বৃত্ত**—সূর্যের আপাত-গতিপথ, ecliptic। **কড়া-ক্রান্তি হিসাব**—অতি সূক্ষ্ম হিসাব।

ক্রিকেট—বিঃ ইংরেজদের খেলাবিশেষ, ব্যাট-বল খেলা। [ইং cricket]।

ক্রিমি—**কৃমি**-র বানানভেদ।

ক্রিয়মাণ—বিণঃ করা হইতেছে এমন। [সং. √ কৃ+আন (মান) (র্ম)]।

ক্রিয়া—বিঃ কাজ ; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান বা সংস্কার (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) ; আচার ; পূজা ; (ব্যাক.) ধাতুর অর্থপ্রকাশকারী পদ, verb। [সং. √কৃ+ অ (ভা)+আ]। বিঃ **-কর্ম**—সামাজিক বা ধর্মীয় কার্য, পূজাপার্বণাদির অনুষ্ঠান। বিঃ **-কলাপ, -কাণ্ড**—কার্যসমূহ ; অনুষ্ঠানসমূহ। বিণঃ **-ন্বিত**—ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানরত। বিণঃ **-বাচক**—(ব্যাক.) কার্যবোধক। বিঃ **-বিধি**—(প্রধানতঃ ধর্মীয়) কার্যের অনুষ্ঠান-নিয়ম। বিঃ **-বিশেষণ** — (ব্যাক.) ক্রিয়াপদের বিশেষণ, adverb। বিণঃ **-শীল**—কার্যকর ; ক্রিয়ান্বিত। বিণঃ **-সক্ত**—ক্রিয়ার (=কর্মে বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে) আসক্ত, কর্মে অনুরক্ত।

ক্রিশ্চান—**খ্রিস্টান**-এর রূপভেদ।

ক্রীড়ক, ক্রীড়ন, ক্রীড়মান—**ক্রীড়া** দ্রঃ।

ক্রীড়া—বিঃ খেলা ; তামাশা ; আমোদজনক অনুষ্ঠান (মল্লক্রীড়া)। [সং. √ ক্রীড়্+অ (ভা) +আ]। বিণ.বিঃ **ক্রীড়ক**—খেলোয়াড় ; ক্রীড়া-প্রদর্শক। বিঃ **ক্রীড়ন**—খেলা করা, ক্রীড়া। বিঃ **ক্রীড়নক**—খেলনা। বিণঃ **ক্রীড়নীয়**—ক্রীড়ন-

যোগ্য। বিণ: **ক্রীড়মান**—ক্রীড়ারত। বিঃ **-কন্দুক**—খেলিবার গোলক বা বল (ball)। বিঃ **-কৌতুক**—রঙ্গ-তামাশা; খেলাধুলা, sports। ক্রি-বিণ: **-চ্ছলে**—খেলার ছলে। বিঃ **-ভূমি**—খেলার স্থান, রঙ্গভূমি।

ক্রীত—বিণ: কেনা হইয়াছে এমন। [সং. √ক্রী + ত (র্ম)]। বিঃ **-দাস**—কেনা গোলাম; যাবজ্জীবন দাসত্ব করিবার জন্য যাহাকে কিনিয়া লওয়া হইয়াছে। বি(স্ত্রী): **-দাসী**।

ক্রীশ্চান—**ক্রিশ্চান**-এর বানানভেদ।

ক্রুদ্ধ—বিণ: রুষ্ট, রাগান্বিত। [সং. √ক্রুধ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ক্রুদ্ধা**।

ক্রুশ—বিঃ 't' এইরূপ কাষ্ঠ বা চিহ্ন, এইরূপ আকারের যে কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া যিশু খ্রিস্টকে বধ করা হইয়াছিল; ঢেরা-চিহ্ন (+, ×)। [ইং. cross]।

ক্রুশকাঠি, ক্রুশকাটি, ক্রুশীকাঠি—বিঃ সুতা বা পশম দিয়া জামা বুনিবার শলাকাবিশেষ। [ইং. crochet]।

ক্রূর—বিণ: নির্দয়; হিংস্র; খল; অশুভকর। [সং. √কৃৎ + র (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিণ: **-কর্মা** (-র্মন্)—ক্রূর কর্মকারী; নির্দয়। বিঃ **-লোচন**—শনিগ্রহ। বিণ: **ক্রূরাত্মা**—নির্দয়; হিংস্র; খল-স্বভাব।

ক্রেতব্য—বিণ: ক্রয়যোগ্য, ক্রয় করা উচিত এমন, ক্রেয়। [সং. √ক্রী + তব্য (র্ম)]।

ক্রেতা (-তৃ)—বিণ বিঃ ক্রয়কারী, খরিদ্দার। [সং. √ক্রী + তৃ (র্তৃ)]। বিণ. বি(স্ত্রী): **ক্রেত্রী**।

ক্রেয়—বিণ: ক্রয়যোগ্য; কিনিতে হইবে এমন; ক্রেতব্য। [সং. √ক্রী + য (র্ম)]।

ক্রোক—বিঃ (সচ. সরকারী আদেশে বা কর্তৃত্ববলে কাহারও) সম্পত্তি আটক। বিণ: **ক্রোকী**—ক্রোক-সম্বন্ধীয়।

ক্রোটন—বিং জয়পাল-গাছ; (শিথি.) পাতা-বাহার। [ইং. croton]।

ক্রোড়১—বিঃ কোল, অঙ্ক, উৎসঙ্গ। [সং. √ক্রুড্ + অ (ধি)]। বিঃ **ক্রোড় অঙ্ক, ক্রোড়াঙ্ক**—নাটকের শেষে সংযোজিত অংশ। বিণ: **-চ্যুত**—কোলছাড়া। বিঃ **-পত্র**—গ্রন্থ দলিল প্রভৃতির অতিরিক্ত পত্র বা অংশ, supplement; উইলের অতিরিক্ত অংশ, codicil; যে পাতা আলাদা ছাপিয়া বইয়ের ভিতরে দেওয়া হয়।

ক্রোড়২—বি.বিণ: ১০০০০০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক, কোটি। [সং কোটি]। বিঃ **-পতি**—কোটি-মুদ্রার অধিকারী; অতিশয় ধনশালী।

ক্রোধ—বিঃ রাগ, রোষ, কোপ; মানবের দ্বিতীয় রিপু। [সং. √ক্রুধ্ + অ (ভা)]। বিণ: **-ন**—ক্রোধপ্রবণ। বিঃ **ক্রোধাগার**—পুরাকালে সম্ভ্রান্ত মহিলারা ক্রুদ্ধা হইলে বাসগৃহের যে কক্ষে আশ্রয় লইতেন, গোঁসাঘর। বিঃ **ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল**—ক্রোধের দাহ বা তেজ; প্রচণ্ড ক্রোধ। বিণ: **ক্রোধান্ধ**—ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; ক্রুদ্ধ হওয়ার ফলে বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন। বিণ: **ক্রোধান্বিত**—রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। বিণ(স্ত্রী): **ক্রোধান্বিতা**। বিণ: **ক্রোধাবিষ্ট**—ক্রোধে অভি-ভূত। বিণ: **ক্রোধী** (-ধিন্)—রাগী।

ক্রোর—ক্রোড়২-এর মিশ্র বানান।

ক্রোশ—বিঃ ৮০০০ হাত বা দুই মাইলের কিছু অধিক দীর্ঘ পথ-পরিমাণ। [সং.]।

ক্রৌঞ্চ—বিঃ কোঁচবক। [সং.]। বি(স্ত্রী): **ক্রৌঞ্চী**। বিঃ **-মিথুন**—ক্রৌঞ্চদম্পতি।

ক্রৌর্য—বিঃ ক্রূরতা। [সং. ক্রূর + অ (ভা)]।

ক্লক—বিঃ দেওয়াল-ঘড়ি বা বড় ঘড়ি। [ইং. clock]।

ক্লব—**ক্লাব**-এর রূপভেদ।

ক্লম—বিঃ ক্লান্তি, অবসন্নতা (বিগতক্লম)। [সং. √ক্লম্ + অ (ভা)]।

ক্লান্ত—বিণ: অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত। [সং. √ক্লম্ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **ক্লান্তি**—শ্রান্তি, অবসন্নতা।

ক্লাব—বিঃ স্থায়ী সমিতি, ক্লাব। [ইং. club]।

ক্লাস—বিঃ শ্রেণী, বিভাগ; বিদ্যালয়াদির পাঠ-শ্রেণী (কোন্ ক্লাসে পড়)। [ইং. class]।

ক্লাসিকাল—বিণ: (সঙ্গীতাদি-সম্বন্ধে) রাগপ্রধান, উচ্চাঙ্গ। [ইং. classical]।

ক্লিন্ন—বিণ: ক্লেদাক্ত; আর্দ্র। [সং. √ক্লিদ্ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—বিণ: ক্লেশপ্রাপ্ত; ক্লান্ত। [সং. √ক্লিশ্ + ত (র্তৃ)]।

ক্লিশ্যমান—বিণ: ক্লেশ পাইতেছে এমন। [সং. √ক্লিশ্ + য + আন (মান) (র্ম)]।

ক্লীব—(১) বিঃ পৌরুষহীন ব্যক্তি; নপুংসক। (২) বিণ: ভীরু, কাপুরুষ; অক্ষম। [সং. √ক্লীব্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণ.বিঃ **-লিঙ্গ**—(ব্যাক.) স্ত্রী বা পুরুষ ভিন্ন অন্য লিঙ্গ-বাচক; স্ত্রীপুরুষ ভিন্ন লিঙ্গ, neuter gender।

ক্লেদ—বিঃ তরল ময়লা ; ঘাম পুঁজ লালা প্রভৃতি তরল ময়লা ; আর্দ্রতা। [সং. √ ক্লিদ্+অ]। বিণঃ **ক্লেদাক্ত**—ক্লেদযুক্ত, ক্লিন্ন।

ক্লেশ—বিঃ কষ্ট, দুঃখ ; যন্ত্রণা। [সং. √ ক্লিশ্+অ (ভা)] বিণঃ **ক্লেশিত**—ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে এমন।

ক্লৈব্য—বিঃ অক্ষমের ভাব, ক্লীবত্ব ; কাপুরুষতা, পৌরুষহীনতা ; কাতরতা। [সং. ক্লীব+য]।

ক্লোম (-মন্)—বিঃ পিত্তকোষ; মূত্রাশয় ; ফুসফুস। [সং.]। বিঃ **-নালিকা**—শ্বাসনালী, windpipe [বি. প.]। বিঃ **-শাখা**—শ্বাসনালীর প্রধান শাখাদ্বয়ের অন্যতর, bronchus [বি. প.]।

ক্ষওয়া—**খওয়া**-র বানানভেদ।

ক্ষণ—বিঃ কালের অংশবিশেষ, এক মুহূর্তের ১২ ভাগের এক ভাগ, ৪ মিনিট ; অতি অল্প সময় ; সময় (বহুক্ষণ) ; বিশেষ কাল (শুভক্ষণ)। [সং. √ক্ষণ্+অ (র্ত্তৃ)]। বিঃ **-কাল**—অতি সামান্য সময়। বিণঃ **-চর**—অল্পকাল বিচরণকারী ; অল্পকালস্থায়ী। বিণঃ **-জন্মা** (-ন্মন্)—শুভমুহূর্তে জাত ; ভাগ্যবান্ ; অসাধারণ গুণসম্পন্ন। বিঃ **-দা**—রাত্রি। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বে**—একটু আগে, এক মুহূর্ত আগে। বিঃ **-প্রভা**—বিদ্যুৎ। বিণঃ **-ভঙ্গুর**—অল্পকালমধ্যেই ভাঙ্গিয়া যায় বা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এমন। বিণঃ **-স্থায়ী** (-য়িন্)—অধিককাল থাকে না এমন ; অল্পকাল থাকে এমন। **ক্ষণিক**—(১)বিণঃ ক্ষণস্থায়ী, (২)বিঃ (বাং.) ক্ষণকাল ('ক্ষণিকের অতিথি' : রবীন্দ্র)। ক্রি.বিণঃ **ক্ষণে**—মুহূর্তে, ক্ষণমাত্রে ; একসময়ে ('ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ')। ক্রি.বিণঃ **ক্ষণে-ক্ষণে**—মুহুর্মুহুঃ, ঘনঘন ; থাকিয়া থাকিয়া। **ক্ষণেক**—(১)বিঃ অতি অল্প সময় (ক্ষণেকের তরে ; (২)ক্রি-বিণঃ এক মুহূর্তের জন্য (ক্ষণেক দাঁড়াও)।

ক্ষত—(১)বিঃ ঘা ; ব্রণ ; শরীরের আঘাতপ্রাপ্ত স্থান। (২)বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত ; ছিন্ন। [সং. √ক্ষণ্+ত (র্ম)]। বিঃ **-চিহ্ন**—ঘা বা আঘাত সারিয়া গেলে যে দাগ থাকে। বিণঃ **-বিক্ষত**—(সর্বাঙ্গ) আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছে এমন। বিঃ **ক্ষতাশৌচ**—দেহ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন অথবা দেহ হইতে রক্তস্রাবজনিত অশুদ্ধি।

ক্ষতি—বিঃ হানি, অনিষ্ট ; ক্ষয় ; লোকসান। [সং. ক্ষণ্+তি (ভা)]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—ক্ষতি ভোগ করিতেছে এমন ; (যাহার) ক্ষতি হইয়াছে এমন। বিঃ **-পূরণ**—লোকসানের মূল্যদান। বিঃ **-বৃদ্ধি**—লাভ-লোকসান।

ক্ষত্তা(-ত্তৃ)—বিঃ ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যার গর্ভে শূদ্রের ঔরসজাত সন্তান ; সারথি ; দাসীপুত্র ; বিদুর। [সং. √ক্ষদ্+তৃ (র্ত্তৃ)+অ]।

ক্ষত্র—বিঃ ক্ষত্রিয় জাতি (**ক্ষত্রিয়** দ্রঃ)। [সং. √ক্ষদ্+ত্র (র্ত্তৃ) বা ক্ষৎ+ √ত্রৈ+অ (র্ত্তৃ)]। বিঃ **-কর্ম**—ক্ষত্রিয়োচিত কার্য। বিঃ **-ধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের প্রতিপাল্য ধর্ম ; সাহস পুরুষকার প্রভৃতি। বিঃ **-বন্ধু**—অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়।

ক্ষত্রিয়—বিঃ হিন্দু চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ (অরাজকতাজনিত উপদ্রবাদি হইতে বা ক্ষত হইতে প্রাণিগণকে রক্ষা করে এইজন্য) ; ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। [সং. ক্ষত্র+ইয় (স্বার্থে)]। বি(স্ত্রী): **ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী**—ক্ষত্রিয়জাতীয়া নারী। বি(স্ত্রী): **ক্ষত্রিয়ী**—ক্ষত্রিয়পত্নী।

ক্ষত্রী—বিঃ ক্ষত্রিয় জাতি, ক্ষেত্রী বা ছত্রী জাতি। [সং. ক্ষত্রিয়]।

ক্ষন্তব্য—বিণঃ ক্ষমার্হ, ক্ষমার যোগ্য বা ক্ষমা করা উচিত এমন। [সং. √ক্ষম্+তব্য]।

ক্ষপণক—বিঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ ; মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নের' অন্যতম। [সং.]।

ক্ষপা—বিঃ রাত্রি। [সং. √ক্ষপ্+অ+আ]।

ক্ষম—বিণঃ ক্ষমতাবান্, সমর্থ, পারগ (কর্মক্ষম) ; যোগ্য, উপযুক্ত (মার্জনাক্ষম অপরাধ)। [সং. √ক্ষম্+অ (ভা)]।

ক্ষমতা—বিঃ শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা, পটুতা ; প্রভাব। [সং. ক্ষম+তা]। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—শক্তিশালী ; পটু ; প্রভাবশালী। বিণ (স্ত্রী): **-বতী**। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—ক্ষমতাবান্। বিণ(স্ত্রী): **-শালিনী**।

ক্ষমা—বিঃ সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা ; অপরাধমার্জনা (ক্ষমা করা) ; অপকার-সহন ; নিবৃত্তি (ক্ষমা দেওয়া)। [সং. √ক্ষম্+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-গুণ, -ধর্ম**—ক্ষমারূপ গুণ বা ধর্ম। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাগুণে পূর্ণ। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিণঃ **-র্হ**—ক্ষমার যোগ্য। বিণঃ **ক্ষমী** (-মিন্)—সহিষ্ণু ; ক্ষমাশীল ; সমর্থ। বিণঃ **ক্ষম্য**—ক্ষমার যোগ্য, ক্ষমার্হ।

ক্ষয়—বিঃ বিনাশ, ধ্বংস (শত্রুক্ষয়) ; পরাজয় (অধর্মের ক্ষয়) ; অপচয়, ক্ষতি (অর্থক্ষয়) ;

হ্রাস, ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া (চন্দ্রের ক্ষয়) ; ক্ষয়রোগ, ক্ষয়কাশ। [সং. √ক্ষি+অ (ভা)]। বিঃ **-কাশ**—যক্ষ্মারোগ, টি.বি.। বিণঃ **-শীল**—ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায় এমন। বিণঃ **ক্ষয়া**—খয়া-র বানানভেদ। বিণঃ **ক্ষয়িত**—ক্ষয়প্রাপ্ত। বিণঃ **ক্ষয়িষ্ণু**—ক্ষয়শীল। বিঃ **ক্ষয়িষ্ণুতা**। বিণঃ **ক্ষয়ী** (-য়িন্)—ক্ষয়শীল ; ভঙ্গুর, নশ্বর।

ক্ষর—(১)বিঃ ক্ষরণ ; নাশ। (২)বিণঃ ক্ষরিত হয় এমন ; নশ্বর ; ভঙ্গুর। [সং. √ক্ষর্+অ]। বিঃ **-ণ**—ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরা, চুয়ান ; নিঃসরণ ; স্পন্দন, exudation ; নাশ। বিণঃ **ক্ষরিত**—ক্ষরিয়া পড়িয়াছে এমন, নিঃসৃত। বিণঃ **ক্ষরী** (-রিন্)—ক্ষরণশীল।

ক্ষাত্র—(১)বিণঃ ক্ষত্রিয়-সম্বন্ধীয় ; ক্ষত্রিয়োচিত (ক্ষাত্রধর্ম)। (২)বিঃ ক্ষত্রিয়ের কর্ম শক্তি বা ধর্ম, ক্ষত্রিয়ত্ব। [সং. ক্ষত্র+অ]। বিঃ **-ধর্ম**—ক্ষত্রিয়দের পালনীয় কর্তব্য, যথা, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, বিপন্ন ও দুর্বলকে রক্ষা, প্রভৃতি (তু. chivalry)। বিঃ **-বল**, **-ক্ষাত্রশক্তি**—(ব্যক্তিগত বা রাজ্য সম্প্রদায় প্রভৃতির) ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ করার ক্ষমতা।

ক্ষান্ত—বিণঃ সহিষ্ণু ; ক্ষমাশীল ; নিরস্ত, নিবৃত্ত, বিরত। [সং. √ক্ষম্+ত (র্তৃ)]। ক্রিঃ **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া। বিঃ **ক্ষান্তি**—সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা ; নিবৃত্তি, বিরতি।

ক্ষাম—বিণঃ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত, কৃশ, দুর্বল। [সং. √ক্ষৈ+ত (র্তৃ)]।

ক্ষার—বিঃ সাজিমাটি যবক্ষার সোরা ক্ষারী লবণ সোডা চুন প্রভৃতি, alkali। [সং. √ক্ষর্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-জল**—ক্ষারমিশ্রিত জল। বিঃ **-ধাতু**—যাহার অম্লজানজারিত অবস্থা ক্ষার, alkali metal। বিঃ **-মিতি**—যে বিদ্যাবলে ক্ষারের পরিমাণ হিসাব করা যায়, alkalimetry। বিঃ **-মৃত্তিকা**—সাজিমাটি, alkaline earth।

ক্ষারিত—বিণঃ স্রাবিত, গলান হইয়াছে এমন ; অপবাদগ্রস্ত ; দূষিত। [সং. √ক্ষর্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ক্ষারীয়—বিণঃ ক্ষারযুক্ত ; ক্ষারধর্মী, alkaline। [সং. ক্ষার+ঈয়]। **ক্ষারীয় সন্ধান**—ক্ষারযোগে গাঁজন, alkaline fermentation।

ক্ষালন—বিঃ প্রক্ষালন, ধৌতকরণ ; শোধন, মোচন (পাপক্ষালন)। [সং. √ক্ষল্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **ক্ষালিত**—ধৌত ; পরিমার্জিত ; বিশোধিত ; দূরীকৃত।

ক্ষিতি—বিঃ পৃথিবী ; মাটি, ভূমি (ক্ষিতিতল)। [সং. √ক্ষি+তি (ধি)]। **-জ**—(১)বিণঃ ভূমিজাত, পৃথিবীজাত ; (২)বিঃ মঙ্গলগ্রহ ; চক্রবাল, horizon [বি. প.]। বিঃ **-ধর**, **-ভৃৎ**—পর্বত। বিঃ **-নাথ**, **-প**, **-পতি**, **-পাল**, **ক্ষিতীশ**—রাজা।

ক্ষিপ্ত—বিণঃ নিক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ; উন্মত্ত, পাগল, ক্ষেপা। [সং. √ক্ষিপ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **ক্ষিপ্তা**।

ক্ষিপ্যমাণ—বিণঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে এমন। [সং. ক্ষিপ্ (+য)+আন (মান) (র্ম)]।

ক্ষিপ্র—ক্রি-বিণ.বিণঃ দ্রুত, শীঘ্র। [সং. √ক্ষিপ্+র (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-কারী** (-রিন্)—দ্রুত কার্য করে এমন, চটপটে। বিঃ **-কারিতা**। বিণঃ **-গতি**, **-গামী** (-মিন্)—দ্রুতগামী, শীঘ্র গমনকারী, বেগবান্। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**।

ক্ষীণ—বিণঃ ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষয়িত (ক্ষীণচন্দ্র) ; শীর্ণ, কৃশ, রোগা (ক্ষীণদেহ) ; সরু (ক্ষীণকটি) ; অতাল্প, মৃদু, অস্পষ্ট (ক্ষীণালোক) ; দুর্বল (ক্ষীণদৃষ্টি)। [সং. √ক্ষি+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী) : **ক্ষীণা**। বিঃ **-তা**। বিঃ **-চন্দ্র**—ক্ষয়প্রাপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় চাঁদ। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্)—অল্পপ্রাণ, দুর্বল, জীবনীশক্তিবিহীন।

ক্ষীয়মাণ—বিণঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এমন। [সং. √ক্ষি+য+আন (মান) (র্ম)]।

ক্ষীর—বিঃ দুধ (গো-ক্ষীর) ; রস, নির্যাস বা আঠা ; (বাং.) জ্বাল দিয়া ঘন-করা দুধ, মিষ্টান্নবিশেষ। [সং. √ঘস্+ঈর (র্ম)]। বিঃ **-মোহন** ক্ষীর ও ছানার তৈয়ারি চেপ্টা-আকারের রসপূর্ণ মিষ্টান্ন। বিঃ **-সাগর**, **-সমুদ্র**—নারায়ণের বাসস্থানরূপে বর্ণিত সমুদ্র, পৌরাণিক সপ্তসমুদ্রের অন্যতম।

ক্ষীরা, (প্রাদে.) **ক্ষীরই**—বিঃ শশাজাতীয় ফলবিশেষ। [সং. ক্ষীরিকা]।

ক্ষীরাব্ধি—বিঃ ক্ষীরসমুদ্র। [সং.]। বিঃ **-জ**—চন্দ্র। বি(স্ত্রী): **-জা**, **-তনয়া**—লক্ষ্মী।

ক্ষীরিকা—বিঃ ক্ষীরা, শশা। [সং.]।

ক্ষীরোদ—বিঃ ক্ষীরসমুদ্র। [সং. ক্ষীর+উদ]। বি(স্ত্রী): **-তনয়া**—লক্ষ্মী। বিঃ **-নন্দন**—চন্দ্র।

ক্ষুণ্ণ—বিণঃ দুঃখিত, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ (ক্ষুণ্ণমনে) ; খর্ব, ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত ; চূর্ণীকৃত। [সং. √ক্ষুদ্+ত (র্ম)]।

ক্ষুৎ১, ক্ষুত—বিঃ হাঁচি। [সং. √ক্ষু+ক্বিপ্, ত (ভা)]।

ক্ষুৎ২ (ক্ষুধ্)—বিঃ ক্ষুধা। [সং. √ক্ষুধ্+ক্বিপ্ (ভা)]। বিণঃ **-কাতর, -পীড়িত**—ক্ষুধার্ত। বিঃ **-পিপাসা**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা।

ক্ষুদ, ক্ষুদি, ক্ষুদে—যথাক্রমে **খুদ, খুদি** ও **খুদে**-র বর্জি. বানান।

ক্ষুদ্র—বিণঃ ছোট, খর্ব, হ্রস্ব (ক্ষুদ্রকায়) ; নীচ, হীন ; অনুদার, সঙ্কীর্ণ ; কৃপণ ; সামান্য, দরিদ্র (ক্ষুদ্র লোক) ; অল্প (ক্ষুদ্রশক্তি)। [সং. √ক্ষুদ্+র (র্তৃ)]। **ক্ষুদ্রা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **ক্ষুদ্র**-শব্দের সকল অর্থে ; (২)বিঃ মধুমক্ষিকা ; মৌমাছি ; বেশ্যা ; বিকৃতদেহা নারী। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ **-চেতাঃ** (-তস্), (চলিত) **-চেতা, -প্রাণ, ক্ষুদ্রাশয়**—নীচমনা ; সঙ্কীর্ণমনা।

ক্ষুধা—বিঃ খিদে, ভোজনের লালসা বা প্রবৃত্তি, বুভুক্ষা ; ইচ্ছা, লালসা, বাসনা। [সং. √ক্ষুধ্+ক্বিপ্ (ভা)+আ]। বিণঃ **-তুর, ক্ষুধার্ত**—ক্ষুধায় কাতর। বিণ(স্ত্রী): **-তুরা**। বিঃ **-নিবৃত্তি, -শান্তি**—আহার করিয়া ক্ষুধা দূরীকরণ। বিণঃ **-ন্বিত**—ক্ষুধিত। বিঃ **-মান্দ্য**—আহারে অপ্রবৃত্তি, ক্ষুধার অভাব বা হ্রাস। বিঃ **-সঞ্চার**—ক্ষুধার উদ্রেক। বিণঃ **ক্ষুধিত**—বুভুক্ষিত, ভোজনেচ্ছু। বিণ(স্ত্রী): **ক্ষুধিতা**। বিঃ **দুষ্ট-ক্ষুধা**—মিথ্যা ক্ষুধা।

ক্ষুন্নিবারণ, ক্ষুন্নিবৃত্তি—বিঃ আহারের ফলে ক্ষুধার উপশম, ক্ষুধানিবৃত্তি ; ভোজন। [সং. ক্ষুধ্+নিবারণ, নিবৃত্তি]। বিণঃ **ক্ষুন্নিবৃত্ত**—(যাহার) ক্ষুধাশান্তি হইয়াছে এমন।

ক্ষুপ—বিঃ ক্ষুদ্রশাখাযুক্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষ। [সং.]

ক্ষুব্ধ—বিণঃ বিচলিত, চঞ্চল হইয়াছে এমন, আলোড়িত ; ক্ষুণ্ণ ; দুঃখিত, ব্যাকুল। [সং √ক্ষুভ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ক্ষুব্ধা**।

ক্ষুভিত—বিণঃ ক্ষুব্ধ, বিচলিত, ব্যাকুল ; আলোড়ন করা হইয়াছে এমন। [সং. √ক্ষুভ্+ই+ত (র্তৃ)]।

ক্ষুর, খুর—বিঃ চুলদাড়ি কামাইবার ছুরি বা অস্ত্রবিশেষ ; গবাদি পশুর পায়ের অস্থিময় নিম্নভাগ ; খাট পালঙ্ক প্রভৃতির পায়া (সাধারণতঃ প্রথম অর্থটিতে **ক্ষুর** এবং অন্য দুইটি অর্থে **খুর** ব্যবহৃত হয়)। [সং. √ক্ষুর্, খুর্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কর্ম**—ক্ষুরদ্বারা কেশমুণ্ডন বা দাড়ি কামান, খেউরি। বিণঃ **-ধার**—ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট ; সুতীক্ষ্ণ। বিঃ **ক্ষুরী** (-রিন্)—নাপিত ; ক্ষুরযুক্ত পশু।

ক্ষুরপ্র—বিঃ অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্র বা বাণবিশেষ ; খুরপা। [সং. ক্ষুর+ √পৃ+অ (র্তৃ)]।

ক্ষুরা, ক্ষেত, ক্ষেতি—যথাক্রমে **খুরা, খেত** ও **খেতি**-র বর্জি. বানান।

ক্ষেত্র—বিঃ জমি, ভূমি, শস্যোৎপাদনের মাঠ, স্থান (যুদ্ধক্ষেত্র) ; সিদ্ধভূমি, তীর্থ (কুরুক্ষেত্র, জগন্নাথ-ক্ষেত্র) ; (দর্শ.) শরীর ; ইন্দ্রিয় ; মন ; (জ্যামি.) রেখাদ্বারা সীমাবদ্ধ স্থান ; স্ত্রী, পত্নী ; স্থল, অবস্থা (সেক্ষেত্রে)। [সং. √ক্ষি+ত্র (ধি)]। বিঃ **-কর্ম**—চাষ-আবাদ ; অবস্থানুযায়ী কাজ। বিণঃ **-জ**—জমিতে জন্মিয়াছে এমন ; কৃষিজাত ; স্বীয় পত্নীর গর্ভে অন্য পুরুষের ঔরসজাত। **-জ্ঞ**—(১)বিঃ (দর্শ.) জীবাত্মা, অন্তর্যামী পুরুষ ; (২)বিণঃ অবস্থাভিজ্ঞ, কোন্ অবস্থায় কি কর্তব্য তাহা জানে এমন ; পণ্ডিত ; নিপুণ ; কৃষিকর্ম-বেত্তা, কৃষক। বিঃ **-পতি**—জমির মালিক। বিঃ **-পাল**—জমির রক্ষক। বিঃ **-ফল**—ভূমির কালি বা পরিমাণফল। বিঃ **-মিতি**—জ্যামিতি। বিঃ **-স্বামী**—(-মিন্), **ক্ষেত্রাধিকারী** (-রিন্)—ক্ষেত্রের মালিক।

ক্ষেত্রী১ (ত্রিন্)—(১)বিণঃ ক্ষেত্রস্বামী। (২)বিঃ পতি, স্বামী। [সং. ক্ষেত্র+ইন্]।

ক্ষেত্রী২, ক্ষেপ১—যথাক্রমে **খেত্রী** ও **খেপ**-এর বর্জি. বানান।

ক্ষেপ২—বিঃ নিক্ষেপ (শরক্ষেপ) ; বিন্যাস (পদ-ক্ষেপ) ; প্রেরণ, চালনা (দৃষ্টিক্ষেপ) ; অতিবাহন (দিনক্ষেপ) ; লঙ্ঘন। [সং. √ক্ষিপ্+অ (ভা)]। **-ক**—(১)বিণঃ নিক্ষেপকারী ; (২)বিঃ গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠ। বিঃ **ক্ষেপণ**—নিক্ষেপ ; পাতিতকরণ (পটক্ষেপণ) ; অতিবাহন (কাল-ক্ষেপণ)। বিঃ **ক্ষেপণি, ক্ষেপণী**—নৌকার দাঁড় ; খেপলা জাল। বিঃ **ক্ষেপণিক**—দাঁড় চালনাকারী, দাঁড়ি। **ক্ষেপণীয়** — (১)বিণঃ ক্ষেপণযোগ্য ; (২)বিঃ ক্ষেপণ করিবার অস্ত্রাদি।

ক্ষেপলা, ক্ষেপা—যথাক্রমে **খেপলা** ও **খেপা**-র বর্জি. বানান।

ক্ষেপ্তা (-প্তৃ)—বিণঃ ক্ষেপণকারী। [সং. √ক্ষিপ্+তৃ (র্তৃ)]।

ক্ষেম—বিঃ শুভ, মঙ্গল, কল্যাণ, লব্ধবস্তু সংরক্ষণ (যোগক্ষেম)। [সং √ক্ষি+ম]। বিণঃ **-ঙ্কর, -ংকর**—মঙ্গলবিধায়ক, শুভদ। বিণ(স্ত্রী): **-ঙ্করী,**

-ক্ষেরী। বিণ: **-বান্** (-বৎ)—মঙ্গলযুক্ত, কুশলী।

ক্ষৈরেয়—বিণ: ক্ষীর-সম্বন্ধীয়; দুগ্ধজাত; দুগ্ধপক্ক। [সং. ক্ষীর+এয়]।

ক্ষোণি, ক্ষোণী—**ক্ষৌণি**-র রূপভেদ।

ক্ষোদন—বি: চূর্ণন, উৎকিরণ, খোদাই। [সং. √ক্ষুদ্+অন (ভা)]। বিণ: **ক্ষোদিত**—খোদাই করা হইয়াছে এমন, উৎকীর্ণ।

ক্ষোভ—বি: মানসিক চাঞ্চল্য বা বেদনা, মনস্তাপ; আন্দোলন, আলোড়ন, বিক্ষোভ। [সং. √ক্ষুভ্ +অ (ভা)]। বিণ: **ক্ষোভিত** — ক্ষোভ দেওয়া হইয়াছে এমন; আলোড়িত; চঞ্চলীকৃত।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—বি: পৃথিবী, ক্ষিতি। [সং.]। বি: **ক্ষৌণীশ**—পৃথিবীপতি, রাজা।

ক্ষৌদ্র—(১)বিণ: ক্ষুদ্র- বা ক্ষুদ্রা-সম্বন্ধীয়; মধুমক্ষিকাজাত। (২)বি: মধু। [সং. ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রা +অ]। বি: **-জ**—মোম।

ক্ষৌম—(১)বি: শণ, শণবস্ত্র linen; পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। (২)বিণ: শণসূত্রনির্মিত; রেশমী। [সং. ক্ষুমা+অ]।

ক্ষৌর—(১)বি: ক্ষুরকর্ম, খেউরি, কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডন, কামান। (২)বিণ: ক্ষুরসম্বন্ধীয়। [সং. ক্ষুর+অ]। বি: **ক্ষৌরিক**—নাপিত। বি: **ক্ষৌরী**—ক্ষুর; ক্ষুরকর্ম।

ক্ষৌরি—**খৌরি**-র বানানভেদ।

খ

খ১—বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

খ২—বি: আকাশ, শূন্য (খপোত, খগোল)। [সং. √খন্+অ (র্ম)]।

খই—বি: ধান ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, লাজ। [সং. খদিকা]। বি: **-চুর**—চিনির রসে পাক-দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। বি: **-চেকুর**—চোঁয়া ঢেকুর। বিণ: **-য়া, -য়ে**—খইয়ের ন্যায় বর্ণের বা আকারের (খইয়ে গোখরা)। **মুখে খই ফোটা** —বক্‌বক্ করা।

খইনি—বি: চুনমাখান তামাক: নেশার বস্তুবিশেষ। [হি.]।

খইল—বি: তিল সরিষা প্রভৃতি হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবার পর অবশিষ্ট ছিবড়া; কানের খোল, কর্ণমল। [সং. খলি]।

খওয়া—(১)ক্রি: ক্ষয় হওয়া। (২)বিণ: ক্ষয়প্রাপ্ত। (৩)বি: ক্ষয়প্রাপ্তি। [সং. √ক্ষি+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: ক্ষয় করা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

খক্—অব্য: কাশির বা হাসির শব্দ। অব্য: **-খক্**—ক্রমাগত কাশি বা হাসির আওয়াজ। বি: **-খকানি**—ক্রমাগত উচ্চরবে কাশি বা হাসি। বিণ: **-খকে**—খক্‌খক্ আওয়াজযুক্ত।

খগ—বি: পাখি। [সং. খ+ √গম্+অ (র্তৃ)]। বি: **-পতি, -রাজ, খগেন্দ্র**—পাখিদের রাজা, গরুড়।

খগোল—বি: নভোমণ্ডল; নভোমণ্ডলের প্রতিরূপক কৃত্রিম গোলক। [সং.]। বি: **-বিদ্যা**—নভোবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, astronomy।

খচমচ, খচমচো—(১)অব্য: করতাল খঞ্জনি ইত্যাদি বাজাইবার কর্কশ শব্দ। (২)বি: জঞ্জাল, বিরক্তিকর ব্যাপার ('রাজসেবা কত খচমচ': ভা. চ.); গণ্ডগোল, বিবাদ-বিসংবাদ (খচমচ লাগিয়াই আছে)।

খচর—**খেচর** দ্র:।

খচাখচ্—**খচ্** দ্র:।

খচিত—বিণ: জড়িত; মধ্যে মধ্যে স্থাপিত; গ্রথিত; পরিব্যাপ্ত; পরিশোভিত। [সং. √খচ্+ত (র্ম)]।

খচ্—অব্য: এককোপে কাটিবার বা বিঁধিবার (কল্পিত) আওয়াজ। অব্য: **-খচ্**—ক্রমাগত কাটিবার বা বিঁধিবার শব্দ। ক্রি: **খচ্‌খচ্ করা** —ক্রমাগত কর্কশ বা ক্লেশকর স্পর্শের অনুভূতি দেওয়া (ভাতে কাঁকর খচ্‌খচ্ করিতেছে)। বি: **-খচানি**—ক্রমাগত তিরস্কার। ক্রি-বিণ: **খচাখচ্** —খচ্‌খচ্ করিয়া অতি দ্রুতভাবে (খচাখচ্ কাটা)। বিণ: **খচ্‌খচে**—কাটিবার বা মিশাইবার সময় খচ্‌খচ্ করে এমন; বড় দানাযুক্ত (খচ্‌খচে বালি)।

খচ্চর—বি: অশ্বতর, গাধা ও ঘোড়ার মিলনজাত জীববিশেষ; (আল.) জারজপুত্র; বদমাশ লোক। [সং. খচর]। **তিলে খচ্চর**—তিলবৎ দাগওয়ালা খচ্চর; দাগী বদমাশ লোক; কৌতুকাদিদ্বারা নিদারুণ জ্বালাতনকারী ব্যক্তি।

খচ্‌মচ্—অব্য: শুষ্ক পত্রাদি হইতে উৎপন্ন শব্দের অনুরূপ শব্দ। বি: **খচ্‌মচানি**—ক্রমাগত খচ্‌মচ্ করণ। বিণ: **খচ্‌মচে**—খচ্‌মচ্ শব্দযুক্ত।

খঞ্চা—বি: বড় থালা; বারকোশ। [ফা. খঞ্চহ্]। বি: **-পোষ**—খঞ্চার আবরণ।

খঞ্জ—বিণঃ খোঁড়া। [সং. √খন্‌জ্‌+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

খঞ্জন—বিঃ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [সং. √খন্‌জ্‌+অন]। বি(স্ত্রী): **খঞ্জনা, খঞ্জনিকা**—খঞ্জনের ন্যায় পক্ষিণীবিশেষ, কাদাখোঁচা। বিণঃ **-গঞ্জন**—খঞ্জনকেও তিরস্কার করে এমন অর্থাৎ খঞ্জনের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

খঞ্জনা, খঞ্জনিকা—**খঞ্জন** দ্রঃ।

খঞ্জনি, খঞ্জনী—বিঃ চর্মাবৃত ক্ষুদ্র গোলাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

খঞ্জর—বিঃ ছোরাবিশেষ। [আ.]।

খটকা—বিঃ সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস। [হি. খুট্‌কা]।

খটাখট্‌—**খট্‌** দ্রঃ।

খটাৎ—অব্যঃ খট্‌ অপেক্ষা জোর শব্দ। অব্যঃ **-খটাৎ**—বারংবার ঐরূপ শব্দ।

খটাশ, খটাস—বিঃ জন্তুবিশেষ। [সং খট্টাশ (-স)]।

খটাস্‌—অব্যঃ **খটাৎ**-এর অনুরূপ বা তদপেক্ষাও জোর শব্দ। অব্যঃ **-খটাস্‌**—বারংবার ঐরূপ শব্দ।

খটিকা, খটিনী, খটী—বিঃ খড়ি। [সং.]।

খট্‌—অব্যঃ (কাঠ শান-বাঁধান মেঝে প্রভৃতির ন্যায়) কঠিন পদার্থে ধাক্কা খাইবার আওয়াজ; শক্ত সোল-ওয়ালা জুতা (বিশেষতঃ বুটজুতা) মাটিতে ঠুকিবার শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-খট্‌, খটাখট্‌**—ক্রমাগত 'খট্‌' শব্দ; অতিশুষ্কতার লক্ষণ প্রকাশ (শুকাইয়া খট্‌খট্‌ করা)। বিণঃ **খট্‌খটে**—শুষ্ক, জলহীন, ভিজা বা সেঁতসেঁতের বিপরীত (খট্‌খটে মেজে বা রোদ)।

খট্টি, খট্টী—বিঃ শব বহন করিবার খাট। [সং. √খট্ট্‌+ই, ঈ]।

খট্টাশ, খট্টাস—বিঃ খটাশ, polecat; ভাম, গন্ধগোকুলা, civet cat। [সং.]।

খট্বা—বিঃ খাট, পর্যঙ্ক। [অর্বাচীন সং.—দ্রাবিড় হইতে?]। বিঃ **-ঙ্গ**—খাটের খুরা; খট্বাঙ্গবৎ মুগুর; অগ্রভাগে নরকপালযুক্ত লগুড়: ইহা শিবের অস্ত্র। বিঃ **-ঙ্গধর**—শিব। বিণঃ **-রূঢ়**—নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানে রত; (কৌতু.) খাটের উপরে উপবিষ্ট বা শায়িত।

খটমট্‌—অব্যঃ **খট্‌খট্‌**-এর অনুরূপ শব্দ। বিণঃ **খট্‌মটে, খটমট, খটোমটো**—জটিল, দুর্বোধ্য।

খড—**খদ** দ্রঃ।

খড়—বিঃ শুষ্ক তৃণ, বিচালি [সং. √খড়্‌+অ (র্ম)]। বিঃ **কুটা**—শুষ্ক তৃণ ও অনুরূপ অকিঞ্চিৎকর বস্তু।

খড়কে—**খড়িকা**-র চলিত রূপ।

খড়খড়ি—বিঃ জানালার কপাটবিশেষ, ঝিলমিল [সং. খড়ক্কী]।

খড়ম—বিঃ কাষ্ঠপাদুকা। [তু. হি. খড়ৌঙা]। ক্রিঃ **খড়ম পেটা করা**—খড়ম দিয়া প্রহার করা। বিণঃ **খড়ম-পেয়ে**—খড়মের ন্যায় পদবিশিষ্ট, চলিবার সময়ে পদতলের মধ্যস্থল ভূমি স্পর্শ করে না এমন চরণবিশিষ্ট।

খড়রা—বিঃ ঘোড়ার গা ঘসার জন্য লোহার চিরুনিবিশেষ। [হি. খরহরা]।

খড়ি—বিঃ শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ, chalk, (সর্থ. **খড়িমাটি**); তিলকমাটি; গণনা, অঙ্ক (খড়ি পাতা); ধুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, খুস্কি (খড়ি উড়া)। [সং. খটিকা]। ক্রিঃ **খড়ি পাতা**—অঙ্কপাতন-দ্বারা জ্যোতিষিক গণনা করা। বিঃ **চা-খড়ি, ফল-খড়ি**—শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকাবিশেষ; লিখিবার মৃত্তিকা। বিঃ **হাতে-খড়ি**—বালক-বালিকাদের বিদ্যারম্ভরূপ সংস্কার; (আল.) কার্যাদিতে প্রথম ব্রতী হওয়া, কার্যারম্ভ।

খড়িকা—বিঃ সরু ছোট কাঠি, দাঁত পরিষ্কার করিবার কাঠি। [সং. খড়+বাং ইকা]।

খড়িশ—বিঃ তীব্রবিষ সর্প; গোখুরা সাপ। [সং. খরবিষ?]।

খড়ো—বিণঃ খড় দিয়া তৈয়ারি বা ছাওয়া (খড়ো ঘর)। [সং. খড়+বাং. উয়া>ও]।

খড়্‌খড়্‌, খড়্‌মড়্‌—অব্যঃ শুষ্ক তৃণাদির মধ্যে বিচরণের আওয়াজ। [দেশী]। বিণঃ **খড়্‌খড়ে, খড়্‌মড়ে**—ঐরূপ শব্দকারী।

খড়্গ—বিঃ খাঁড়া, তরবারি, গণ্ডারের শৃঙ্গ। [সং. √খড়্‌+গ (র্তৃ)]। বিণঃ **-হস্ত**—কৃপাণধারী; অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; প্রহারোদ্যত। বিঃ **খড়্গী**—গণ্ডার।

খণ্ড—বিঃ অংশ, ভাগ, টুকরা; গ্রন্থের ভাগ (গ্রন্থখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত); অঞ্চল, দেশাংশ (ভূখণ্ড); টি, টা, খানি, খানা (বস্ত্রখণ্ড)। [সং. √খণ্ড্‌+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—ছেদক, খণ্ডয়িতা। বিঃ **-কথা**—ক্ষুদ্র আখ্যান। বিঃ **-কাব্য**—কোন একটি বিষয়ে ক্ষুদ্র কাব্য। বিণঃ **খণ্ড-খণ্ড**—টুকরা-টুকরা; ছিন্নভিন্ন। বিঃ **খণ্ডন**—খণ্ড বা ভাগ করণ; ছেদন, কর্তন; যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা

মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণকরণ ; (দোষ পাপ ইত্যাদি) মোচন, স্খালন। [সং. √খণ্ড্+অন (ভা)]। বিণঃ **খণ্ডনীয়**—খণ্ডনযোগ্য ; খণ্ডন করিতে হইবে এমন। বিঃ **-প্রলয়**—ক্ষুদ্র প্রলয় ; তুমুল কাণ্ড ; ঘোর দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ক্রি-বিণঃ **-শঃ**—খণ্ডে খণ্ডে, এক-এক খণ্ড করিয়া; ক্রমশঃ। ক্রিঃ **খণ্ডা**—যুক্তিবলে মিথ্যা বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করা ; (দোষ পাপ প্রভৃতি) মোচন করা বা স্খালন করা ; খণ্ডন করা, কাটান দেওয়া। **খণ্ডান(-নো)**—(১)ক্রিঃ খণ্ডা। (২)বিঃ খণ্ডন ; (৩)বিণঃ খণ্ডিত। বিণঃ **খণ্ডিত**—খণ্ড বা খণ্ডন করা হইয়াছে এমন ; ছিন্ন, বিভক্ত ; অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ ; নিরাকৃত। বিঃ **খণ্ডিতা**—নায়কের দেহে অন্য নারীর সহিত সহবাসজনিত চিহ্নাদি দর্শনে ক্রুদ্ধা ও ঈর্ষান্বিতা নায়িকা।

খত—বিঃ চিঠি, লিপি ; তমসুক, ঋণপত্র, ঋণের দলিল ; স্বীকারপত্র (দাসখত) ; আঁচড় বা ঘর্ষণ। [আ. খৎ]। **নাকে খত**—অপরাধের দণ্ডস্বরূপ ভূমিতে নাক ঘর্ষণ।

খতবা—বিঃ শুক্রবাসরীয় নামাজে বা ঈদের নামাজে ইমামের বা নামাজ পরিচালকের ভাষণ : ইহাতে ধর্মের বিধি-নিষেধসমূহ স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় এবং হজরত মোহাম্মদ, তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং বর্তমান খলিফা (অর্থাৎ মুসলমানজগতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও ধর্মনেতা) প্রভৃতির প্রতি আনুগত্যস্বীকারপূর্বক তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ-কামনা করা হয়। [আ. খুৎবা]।

খতম—(১) বিঃ সমাপ্তি (কাজ খতমের পর) ; বিনাশ (শত্রু খতম করা)। (২) বিণঃ সমাপ্ত (তদন্ত খতম) ; বিনষ্ট (শত্রু খতম) [আ. খত্‌ম্]।

খতরা—বিঃ ভয় ; বিপদ্ ; গোলযোগ। [আ. খৎরহ্]।

খতা—ক্রিঃ হিসাব-নিকাশ করা ; (আল.) বিবেচনা করা। [**খত** দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১) বিঃ হিসাব-নিকাশ ; (আল.) বিবেচনা ; (২) বিণঃ হিসাব-নিকাশ করা হইয়াছে এমন ; বিবেচিত ; (৩) ক্রিঃ খতা।

খাতিব—বিঃ খতবা-পাঠক। [আ. খতীব]।

খতিয়ান, খতেন—বিঃ বিষয়ানুক্রমিক হিসাববহি, ledger ; জমিজমার খাজনাদি আদায়-উসুলের হিসাব-বহি। [হি. খতিয়ান্]।

খৎ—**খত**-এর বানানভেদ।

খত্তাল—বিঃ কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. করতাল]।

খৎবা—**খতবা**-র বানানভেদ।

খদ, খড—বিঃ অতিশয় নিম্ন উপত্যকাবিশেষ ; পর্বতমালার মধ্যস্থ গভীর নিম্নভূমি ; ছোট পুকুর বা ডোবা। [হি. খড়্]।

খদির—বিঃ খয়ের। [সং. √ খদ্+ইর (র্তৃ)]।

খদ্দর—বিঃ হাতে-কাটা কার্পাস-সূতায় নির্মিত বস্ত্র। [গুজ. খদ্দর]।

খদ্দের—**খরিদ্দার**-এর কথ্য রূপ (**খরিদ** দ্রঃ)।

খদ্যোত—বিঃ জোনাকী পোকা। [সং. খ+ √দ্যুৎ+অ(র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **খদ্যোতিকা**।

খনক—বিঃ খননকারী। [সং. √খন্+অক ?]।

খনন—বিঃ খোঁড়া। [সং. √ খন্+অন (ভা)]। বিণঃ **খনিত**—খোঁড়া হইয়াছে এমন। বিণঃ **খননীয়, খন্য**—খননযোগ্য ; খনন করিতে হইবে এমন।

খনা—বিঃ জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যায় পারদর্শিনী বঙ্গনারী, মিহিরের স্ত্রী। **খনার বচন**—শস্য বৃক্ষরোপণ গৃহনির্মাণ জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ছড়ার আকারে প্রচলিত বচন যাহা খনা-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

খনি—বিঃ আকর, মৃত্তিকাগর্ভস্থ ধাতুরত্নাদির উৎপত্তিস্থান। [সং. √ খন্+ই (র্ম)]। বিণঃ **-জ**—খনিজাত, আকরিক।

খনিত—**খনন** দ্রঃ।

খনিত্র—বিঃ মৃত্তিকা খনন করিবার অস্ত্রবিশেষ, খন্তা, শাবল। [সং. √ খন্+ইত্র (ণে)]।

খন্‌খন্—অব্যঃ ধাতুপাত্রাদিতে আঘাতের শব্দ, ঠন্‌ঠন্। [দেশী]। বিণঃ **খন্‌খনে**—কর্কশ বা খন্-খন্-আওয়াজবিশিষ্ট।

খন্তা—বিঃ মাটি খুঁড়িবার অস্ত্র, শাবল। [সং. খনিত্র]।

খান্তি—**খ্যান্তি**-র রূপভেদ।

খন্দ১—বিঃ খানা, গর্ত, নিম্নভূমি। [ফা. খন্দক্]।

খন্দ২—বিঃ ফসল, শস্যাদি (রবিখন্দ)। [সং. কন্দ]। বিঃ **-কার**—শস্যোৎপাদক ; মুসলমানদের উপাধিবিশেষ।

খন্য—**খনন** দ্রঃ।

খপুষ্প—বিঃ আকাশ-কুসুম ; অলীক পদার্থ। [সং. খ+পুষ্প]।

খপোত—বিঃ ব্যোমযান, এরোপ্লেন। [সং.]।

খপ্—অব্যঃ দ্রুত, হঠাৎ, শীঘ্র। [দেশী]।

খপ্পর—বিঃ কবল, ফাঁদ (ধূর্তের খপ্পরে পড়া); খাপরা, খোলা; খোলার চাল। [সং. খর্পর]।

খবর—বিঃ সংবাদ, বার্তা; তত্ত্ব, সন্ধান (খবর লওয়া)। [আ.] ক্রিঃ **খবর করা**—ডাকিয়া পাঠান। ক্রিঃ **খবর জানা**—সংবাদ বা তত্ত্ব অবগত থাকা অথবা অবগত হওয়া। ক্রিঃ **খবর বলা**—খবর জানান। ক্রিঃ **খবর রাখা**—খবর বা তত্ত্ব অবগত থাকা; যোগাযোগ রাখা। ক্রিঃ **খবর লওয়া**—খোঁজ লওয়া; তত্ত্ব লওয়া। ক্রিঃ **খবর হওয়া**—সংবাদ রটা বা পৌঁছা। **-দার**—(১) অব্যঃ হুঁশিয়ার, সাবধান (খবরদার! এমন কাজ করিবে না); (২) বিণঃ সতর্ক (খবরদার করা)। বিঃ **-দারি**—সতর্কতা; তত্ত্বাবধান। বিঃ **খবরাখবর**—তত্ত্বাবধান; তত্ত্বতালাশ, খোঁজখবর। **খবরের কাগজ**—সংবাদপত্র।

খবিশ্‌, খবিস্‌—(১) বিঃ (মুসলমানদিগের মধ্যে) ভূত-প্রেত। (২) বিণঃ নোংরা, ময়লা। [আ. খবীশ্‌]।

খমধ্য—বিঃ মস্তকের ঠিক সোজাসুজি উপরে আকাশমধ্যে কল্পিত বিন্দুবিশেষ, খবিন্দু, zenith [বি. প.]। [সং. খ+মধ্য (৬ষ্ঠীতৎ.)]।

খমির, খমীর—**খামির**-এর রূপভেদ।

খয়রা$_{১}$—বিণঃ খয়েরি রঙের। [বাং. খয়ের+আ (যুক্তার্থে)]।

খয়রা$_{২}$—বিঃ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

খয়রাত, খয়রাৎ,—বিঃ দান, ভিক্ষা, বিতরণ। [আ. খয়্‌রাৎ]। বিণঃ **খয়রাতী**—দানসম্বন্ধীয়; দানরূপে প্রাপ্ত; দাতব্য।

খয়া—বিণঃ ক্ষয়প্রাপ্ত। [সং. ক্ষয়+বাং. আ]। বিণঃ **-ন, -নো**—ক্ষয় করা হইয়াছে এমন।

খয়ের—বিঃ পানের উপকরণরূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের কষায় কাথ। [সং. খদির]।

খয়েরখাঁ—বিণ বিঃ স্তাবক, মোসাহেব; স্বীয় স্বার্থসাধনার্থ নিজেকে মনিবের হিতাকাঙ্ক্ষিরূপে জাহিরকারী। [আ. খয়র্‌+ফা.খোআহ্‌]।

খয়েরি, খয়েরী—বিণঃ খয়েরের মত রঙের। [বাং. খয়ের+ই, ঈ (যুক্তার্থে)]।

খর$_{১}$—বিঃ গর্দভ; অশ্বতর; রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ। [সং. খ+র]।

খর$_{২}$—বিণঃ তীক্ষ্ণ, ধারাল (খর তরবারি); প্রখর, উগ্র (খর রৌদ্র), প্রবল, তীব্র (খর বায়ু); অতি দ্রুত (খর বেগ); কর্কশ, রূঢ় (খর বাক্য); লবণ ক্ষার প্রভৃতি মিশ্রিত (**খর জল**=hard water)। [সং. খ+ √ রা+অ (র্তৃ), বা খ+র]। বিঃ **-জালি**—রৌদ্র তাপে শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত লবণ। বিণঃ **-তর**—উভয়ের মধ্যে অধিক খর; খুব তীক্ষ্ণ তীব্র বা বেগবান্‌। বিণঃ **-ধার, -শান**—অত্যন্ত ধারাল। বিঃ **স্রোতঃ** (-তস্‌), (চলিত) **-স্রোত**—অতি বেগবান্‌ স্রোত। বিণঃ **-স্রোতাঃ** (-তস্‌), (চলিত) **-স্রোতা**—অতি বেগবান্‌ স্রোতঃপূর্ণ।

খরগোশ, খরগোস—বিঃ শশক, দ্রুতগামী নিরামিষাশী জন্তুবিশেষ। [ফা. খর্‌গোশ্‌]।

খরচ, খরচা—বিঃ ব্যয়। [ফা. খর্‌চ্‌]। বিঃ **খরচ-খরচা, -পত্র**—বিবিধ ব্যয়। বিঃ **খরচান্ত**—অতিমাত্র খরচ। বিণঃ **খরচে**—অত্যধিক খরচ করে এমন।

খরজ—বিঃ সঙ্গীতের স্বরগ্রামের প্রথম সুর: 'সা' ইহার সঙ্কেত। [সং. ষড়্‌জ]।

খরজালি, খরতর, খরধার—**খর**$_{২}$ দ্রঃ।

খরমুজ, খরবুজ খরমুজা, খরবুজা—বিঃ ফুটিজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা. খর্‌বুজহ্‌]।

খরশান—**খর**$_{২}$ দ্রঃ।

খরশুলা, খরসুলা—**খোরশোলা**-র রূপভেদ।

খরস্রোত—**খর**$_{২}$ দ্রঃ।

খরা$_{১}$—বিঃ খরগোশ। [?]।

খরা$_{২}$—(১) বিঃ রৌদ্র; গ্রীষ্ম; দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টি। (২) ক্রিঃ কড়া করিয়া ভাজা বা বেশি ভাজা। (৩) বিণঃ কড়া ভাজা বা বেশি ভাজা হইয়াছে এমন। [সং. খর+বাং. আ]।

খরাদ—বিঃ কাষ্ঠাদি কুঁদযন্ত্রে চাঁচিয়া গোল বা মসৃণ করা। [আ.]।

খরিদ—বিঃ ক্রয়। [ফা. খরীদ্‌]। বিঃ **-দার, খরিদ্দার**—ক্রেতা। বিঃ **-মূল্য**—যে দামে কেনা হইয়াছে, কেনাদাম। বিণঃ **খরিদা**—ক্রীত (খরিদা সম্পত্তি)।

খরিফ—বিঃ হৈমন্তিক শস্য। [আ.]

খরিশ—**খড়িশ**-এর রূপভেদ।

খরোষ্ঠী—বিঃ প্রাচীন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রচলিত ভাষাবিশেষ। [সং. খরোষ্ট্রী]।

খর্‌খর্‌—অব্যঃ কর্কশ শব্দ (খর্‌খর্‌ করা); দ্রুত (খর্‌খর্‌ করে চলা)। বিণঃ **খর্‌খরে**—কর্কশ, অমসৃণ; চঞ্চল (খর্‌খরে স্বভাব)।

খর্জুর—বিঃ খেজুর ফল বা গাছ। [সং.]।

খর্পর—বিঃ খাপরা, খোলা, মৃৎপাত্রের টুকরা; মড়ার মাথার খুলি; ভিক্ষাপাত্র; চোর; ধূর্ত। [সং.]।

খর্ব—(১) বিণ: হ্রস্ব, বেঁটে (খর্বকায়); ছোট, হীন (আপনাকে খর্ব করা)। (২) বিঃ ১০,০০,০০,০০,০০০ সংখ্যা, সহস্রকোটি। [সং.]।

খর্সুলা—**খোরশোলা**-র রূপভেদ।

খল১—বিণ: হিংসক; কপট, ক্রূর; নীচ। [সং. √খল্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

খল২—বিঃ ঔষধাদি পেষণের পাত্রবিশেষ। [সং. √খল্+অ (ধি)]। বিঃ **-নুড়ি**—ঔষধ পেষণের পাত্র ও দণ্ড।

খলতি—(১) বিঃ মাথার টাক; টেকো লোক। (২) বিণ: টাকযুক্ত। [সং. √ স্খল্+অতি (র্তৃ)]।

খলশে—**খলিশা**-র কথ্য রূপ।

খলি—বিঃ খইল। [সং. √ খল্+ই (র্ম)]।

খলিত—বিণ: টাকযুক্ত। [সং. √স্খল্+ক্ত]।

খলিন, খলীন—বিঃ লাগাম; অশ্বাদির মুখে বল্গা বাঁধিবার লৌহখণ্ড। [সং.]।

খলিফা, খলীফা—(১) বিঃ ওস্তাদ কারিগর; দরজী; মুসলমানজগতের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ও ধর্ম-নেতার উপাধি; (ব্যঙ্গে) ওস্তাদ বা ধূর্ত ব্যক্তি। (২) বিণ: (ব্যঙ্গে) ওস্তাদ বা ধূর্ত। [আ. খলীফা]।

খলিশা—বিঃ কইজাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. খলিশ বা খলেশয়]।

খলাট, খল্লিট, খল্লিত—বিঃ টেকো লোক। [সং. √স্খল্-ধাতুজ]।

খশখশ—**খসখস**-এর বানানভেদ।

খল্ খল্—অব্যঃ উচ্চহাস্যধ্বনি। [দেশী]।

খস—অব্যঃ খসিয়া পড়িবার শব্দ। অব্যঃ **-খস**—শুষ্ক বস্ত্র বৃক্ষপত্র ইত্যাদি ঘর্ষণের শব্দ। বিঃ **-খসানি**—খসখস শব্দ হওয়া। বিণ: **-খসে**—অমসৃণ, কর্কশ।

খসখস—বিঃ বেনার মূল, উশীর [ফা. খস্]।

খসড়া—বিঃ মুসাবিদা, draft; পাণ্ডুলিপি। [আ. খসরা]।

খসম—বিঃ স্বামী, পতি। [আ. খসম্]।

খসা—(১) ক্রিঃ খুলিয়া পড়িয়া যাওয়া (খিল খসা); ঢিলা হইয়া যাওয়া (কাপড় খসা); বিচ্যুত হওয়া (মালা থেকে খসা); ধ্বসিয়া যাওয়া, ভাঙ্গিয়া পড়া (দেওয়ালের চুন-বালি খসা); নির্গত হওয়া (মুখ থেকে কথা খসা); খরচ হওয়া (রেস্তরাঁয় আমার পাঁচটা টাকা খসল); মৃত্যু হওয়া (যক্ষায় তার ছেলেগুলি খসেছে); সরা, পলায়ন করা (চোরটা খসে পড়েছে)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ: খসিয়া গিয়াছে এমন, স্খলিত, বিচ্যুত। [সং. √স্খল্+বাং.আ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ খসাইয়া ফেলা; (২) বিঃ স্খলন; (৩) বিণ: স্খলিত; বিচ্যুত।

খাই১—**খেই**-এর রূপভেদ।

খাই২—বিঃ গর্ত, খাত; পরিখা, গড়খাই ('কৈল খাই সমুদ্রসমান': কাশী); গভীরতা (চার হাত খাই)। [সং. খাত]।

খাই৩—(১)ক্রিঃ 'খা'-ধাতুর উত্তম পুরুষে সামান্য বর্তমান কালের রূপ। (২)বিঃ ভোজন। [বাং. √খা (সং. √খাদ্)+ই]। বিঃ **-খরচ**—খাওয়ার জন্য যে টাকা খরচ হয়। ক্রিঃ **খাই খাই করা**—খাইবার প্রবল লালসা প্রকাশ করা। বিণ: **-খালাসি, -খালাসী**—জমির উপস্বত্ব হইতে ঋণপরিশোধের শর্তবিশিষ্ট। বিণ: **-য়ে**—ভোজনপটু।

খাওন—বিঃ (প্রাদে.) ভোজন। [বাং. √খা+অন (ভা)]।

খাওয়া—(১)ক্রিঃ ভোজন করা, আহার করা; পান করা (দুধ খাওয়া); সেবন করা (হাওয়া খাওয়া); সহ্য করা (মার খাওয়া); লওয়া (ঘুষ খাওয়া); ছাড়ান বা হারাইতে বাধ্য করা (চাকরি খাওয়া); নষ্ট করা (মাথা খাওয়া); টানা, শোষা (তেল খাওয়া); দেওয়া (চুমু খাওয়া); খাটা, লাগা (খাপ খাওয়া)। (২)বিঃ ভোজন; পান। (৩)বিণ: ভক্ষিত; উচ্ছিষ্ট। [বাং. √খা (সং. √খাদ্)+আ]। বিঃ **-দাওয়া**—পানভোজন। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (অপরকে) ভোজন বা পান করান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

খাঁ, খান—বিঃ সম্ভ্রমসূচক মুসলমানী উপাধি-বিশেষ। [ফা. খান্]।

খাঁই—বিঃ আকাঙ্ক্ষা, লালসা, লোভ (বেশি খাঁই ভাল নয়); পাইবার ইচ্ছা, দাবি (তাহার খাঁই বড় বেশি)। [সং. আকাঙ্ক্ষা]।

খাঁকতি—বিঃ অভাব; লোভ, খাঁই। [দেশী]।

খাঁকার, খাঁকারি, খাঁকরি—বিঃ গলা সাফ করার শব্দ; কৃত্রিম কাশির শব্দ। [দেশী—তু. হি. খঁখার]।

খাঁখাঁ—অব্যঃ শূন্যতা বা ব্যাকুলতা প্রকাশ (মন বা বাড়ি খাঁখাঁ করা)। [দেশী]।

খাঁচা—বিঃ পিঞ্জর (পাখির খাঁচা); পিঞ্জরাকৃতি

আধার (সিংহের খাঁচা); কাঠামো (বুকের খাঁচা)। [হি]।

খাঁজ—বিঃ রেখা; লম্বা ফাঁক; ভাঁজ। [তু. হি. খাঁচ=সন্ধি, জোড়]।

খাঁটি১—বিঃ দেশী মদ। [ইং. country]।

খাঁটী, খাঁটি২—বিণঃ বিশুদ্ধ, ভেজালহীন; অকৃত্রিম; আসল; সারগর্ভ। [?]।

খাঁড়—বিঃ দানাদার গুড়। [সং. খণ্ড]।

খাঁড়া, খান্ডা—বিঃ খড়্গ। [সং. খড়্গ]।

খাঁড়ি, খাড়ি—বিঃ (সাগরসঙ্গমের নিকটবর্তী) সরু শাখানদী; সাগর নদী খাল প্রভৃতির সঙ্কীর্ণ অংশ। [দেশী]।

খাঁদা, খেঁদা—বিণঃ চেপ্টা বা অনুন্নত নাসিকা-বিশিষ্ট, নতনাসিক। [দেশী]। বিণ(স্ত্রী): **খাঁদী, খেঁদী**। বিণঃ **-বোঁচা**—নাসিকা কর্ণ উভয়ই কাটা গিয়াছে এমন; সৌন্দর্যহীনা।

খাক—বিঃ ছাই, ভস্ম (পুড়িয়া খাক)। [ফা. খাক্ =ধূলি]।

খাকসার—বিঃ দীন সেবক; মুসলমানদিগের রাজনৈতিক দলবিশেষ। [আ.]।

খাকী, খাকি—বিণঃ ছাইরঙের; ঘোর বাদামী বা কপিশ (খাকী জামা)। [ফা. খাক্+বাং. ঈ, ই]।

-খাকী, -খাগী—বিণ(স্ত্রী): ভক্ষণকারিণী (যেমন গতরখাকী, চোখখাকী, নিখাকী, ভাতারখাকী)। [সং খাদিকা]। বিণ(পুং.): **-খেকো, -খেগো** (মানুষখেকো বাঘ)।

খাগ—বিঃ খাগড়ার নল বা উহার কলম।

খাগড়া—বিঃ একপ্রকার বড় ঘাস বা শর।

খাগড়াই—বিণঃ খাগড়া-নামক স্থানে নির্মিত (খাগড়াই বাসন)। [বাং. খাগড়া+ই]।

-খাগী— **-খাকী**-র রূপভেদ।

খাজনা—**খাজানা**-র রূপভেদ।

খাজা—(১)বিঃ মিষ্টান্নবিশেষ। (২)বিণঃ শক্ত, কচ্‌কচে (খাজা কাঁঠাল); নিরেট মূর্খ, অপদার্থ (খাজা লোক)। [সং. খাদ্য]।

খাজাঞ্চী—বিঃ কোষাধ্যক্ষ, treasurer। [আ. খজানা+তুর্. চী]।

খাজানা—বিঃ রাজস্ব, জমিদারের প্রাপ্য কর। [আ. খজানা]। বিঃ **-খানা**—কোষাগার।

খাঞ্জাখাঁ—বি. যে ব্যক্তি (খানজহান্ খাঁয়ের ন্যায়) অত্যন্ত নবাবী চালে চলে। [ফা. খান্‌জহান্ খাঁ]।

খাট১—বিঃ পর্যঙ্ক, খাটিয়া। [সং. খট্বা]।

খাট২—বিণঃ ছোট, বেঁটে (খাট গড়ন); মৃদু, চাপা, অনুচ্চ (খাট গলা); হীন (পড়াশুনায় খাট), দুর্বল (কানে খাট)। [দেশী]। ক্রিঃ **খাট করা**—ছোট করা; হীন বা অপমানিত করা। ক্রিঃ **খাট হওয়া**—হীন হওয়া।

খাটান—**খাটুনি** দ্রঃ।

খাটলি—**খাটুলি** দ্রঃ।

খাটা—(১)ক্রিঃ পরিশ্রম করা (পরীক্ষার জন্য খাটা); কাজ করা (রাজমিস্ত্রী খাটছে); মানান (এ টেবিলের সামনে ও চেয়ার খাটে না); বিনি-যুক্ত হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা খাটা); যথাযথ সফল বা ঠিক হওয়া (কথা খাটা); প্রতিপালিত রক্ষিত বা গ্রাহ্য হওয়া, টেকা (পাপীর কাছে ধর্মের কথা খাটে না)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ খাটিয়াছে এমন (খাটা কথা); যাহার জন্য (মেথরকে) খাটিতে হয় এমন (খাটা পায়খানা)। [বাং. √খাট্+আ]। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ অপরকে দিয়া খাটাইয়া লওয়া; পরিশ্রম করান (শরীর খাটান); কাজ করান (লোক খাটান); বিনিয়োগ করা (টাকা খাটান); স্থাপন করা (তাঁবু খাটান); লাগান, পরান (ছবিতে ফ্রেম খাটান); টাঙান (আলনা খাটান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

খাটাল—বিঃ অন্তর, মধ্যস্থল; গৃহতল, ঘরের মেঝে, গবাদি পশুর বাথান বা গোয়াল। [দেশী]।

খাটিয়া—বিঃ ক্ষুদ্রঃ খাটবিশেষ; দড়ি ও বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার খাট। [সং. খট্টিকা]।

খাটিয়ে—বিণঃ পরিশ্রমী। [বাং. √খাট্+ইয়ে (র্তৃ)]।

খাটুনি, খাটনি—বিঃ পরিশ্রম, মেহনত, চেষ্টা। [বাং. √খাট্+উনি, অনি (ভা)]।

খাটুলি, খাটলি—বিঃ ক্ষুদ্র খাটবিশেষ; মড়ার খাট। [বাং. খাট (সং. খট্বা)+উলি, অলি]।

খাটো—**খাট২**-র বানানভেদ।

খাট্টা—বিঃবিণঃ অম্ল, টক্। [হি. খট্টা]।

খাড়ব—বিঃ ছয় স্বরের বিকাশসাধক সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. ষাড়ব]।

খাড়া—(১)বিণঃ সোজাভাবে দণ্ডায়মান (খাড়া হয়ে থাকা); সোজা (খাড়া হয়ে দাঁড়ান); লম্ব-রূপে অবস্থিত, perpendicular (খাড়া পাহাড়); একটানা, পুরা (খাড়া দুই ক্রোশ পথ)।

(২)বিঃ ডাঁটা (সজিনার খাড়া)। বিঃ **-ই**—উচ্চতা।

খাড়ি—**খাঁড়ি**-র রূপভেদ।

খাড়ু, খাড়ুয়া—বিঃ হাতের (বা পায়ের) বলয়-বিশেষ। [দেশী]।

খাড়ুই—**খালুই**-র রূপভেদ।

খাণ্ডব—বিঃ মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ। বিঃ **-দাহন**—কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে অগ্নিদেব কর্তৃক খাণ্ডব-দহন। বিঃ **খাণ্ডবানল**—যে অগ্নিতে খাণ্ডব দগ্ধ হইয়াছিল; (আল.) ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড।

খাণ্ডা—**খাঁড়া**-র প্রাচীন রূপ।

খাণ্ডার—বিণঃ কলহপ্রিয়। [দেশী]। বিণ(স্ত্রী): **খাণ্ডারী, খাণ্ডারনী**—কলহপ্রিয়া; উগ্রস্বভাবা, উগ্রচণ্ডী।

খাত—(১)বিঃ খনিত স্থান, গর্ত, খানা, পুকুর; খাঁড়ি; খনি; গড়খাই, পরিখা। (২)বিণঃ খনন করা হইয়াছে এমন, খনিত। [সং. √খন্+ত (র্ম)]।

খাতক—বিঃ অধমর্ণ, দেনদার, ঋণী। [সং.]।

খাতা—বিঃ লিখিবার বা হিসাবের পুস্তক। [ফা. খাতা]। বিঃ **-পত্র**—বিবিধ বিষয়ের খাতা। ক্রিঃ **খাতা লেখা**—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানাদির জমাখরচ খাতায় লিপিবদ্ধ করা।

খাতির—বিঃ সমাদর, সম্মান (বিদ্বানদের খাতির সর্বত্র); প্রভাব (তাহার খাতিরেই কাজটা হল); সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি (তাহার সহিত আমার খাতির আছে); কারণ, গরজ (চাকরির খাতিরে)। [আ. খাতর্]। ক্রিঃ **খাতির করা**—সমাদর করা। **-জমা**—(১)বিঃ নিশ্চয়তা, নিশ্চিন্ততা; (২)বিণঃ নিশ্চিন্ত। **-নাদারদ, -নাদারত**—(১)বিণঃ স্পষ্ট-বক্তা, কাহারও খাতিরে ন্যায্য কথা বলিতে পিছপা হয় না এমন; (২)বিঃ উপেক্ষা।

খাতুন, খানুম—বিঃ মুসলমান মহিলাদের নামের শেষে প্রযোজ্য উপাধিবিশেষ। [তুর্. আ.]।

খাদ১—বিঃ খাদ, সোনারুপার সহিত মিশ্রিত অন্য ধাতু। [সং. ক্ষুদ্র ?]।

খাদ২—বিঃ (সঙ্গীতে) নিম্নস্বর; খনিত স্থান; গর্ত; পরিখা; খনি; খদ। [সং. খাত]।

খাদক—বিণঃ ভক্ষক; পণ্যাদির ভোক্তা বা ব্যবহার-কারী, consumer। [সং. √খাদ্+অক (র্তৃ)]।

খাদন—বিঃ ভোজন, আহার। [সং. √খাদ্+অন (ভা)]।

খাদা—বিঃ জমির পরিমাণবিশেষ, ১৬ বিঘা; কাষ্ঠে বা প্রস্তরে নির্মিত গামলাজাতীয় পাত্র-বিশেষ। [দেশী]।

খাদি—**খদ্দর**-এর রূপভেদ।

খাদিত—বিণঃ ভক্ষিত। [সং. √খাদ্+ত (র্ম)]।

খাদিম, খাদেম—বিঃ ভৃত্য, সেবক; মসজেদের তত্ত্বাবধায়ক। [আ.]।

খাদী (-দিন্)—বিণঃ ভক্ষক (নরখাদী)। [সং. √খাদ্+ইন]।

খাদ্য—(১)বিঃ ভোজ্যদ্রব্য, খাবার। (২)বিণঃ ভোজনযোগ্য। [সং. √খাদ্+য (র্ম)]। বিঃ **-নালী**—জীবদেহের যে অন্ত্রপথে ভক্ষিত খাদ্যবস্তু পরিপাকের জন্য পরিবাহিত হয়, food canal। বিঃ **-প্রাণ**—খাদ্যবস্তুতে বর্তমান জীবনীশক্তি-বর্ধক পদার্থবিশেষ, ভিটামিন। বিঃ **খাদ্যাখাদ্য**—খাইবার উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত পদার্থ।

খান১—**খাঁ** দ্রঃ।

খান২—বিঃ স্থান (এইখানে)। [সং. স্থান]।

খান৩—অব্যঃ খণ্ড, টুকরা, সংখ্যাপরিমাণ, খানা, সংখ্যামাত্র (খানকয়েক, পাঁচখান)। [সং. খণ্ড]। অব্যঃ **-খান, খান্খান্**—টুকরা-টুকরা, খণ্ড-খণ্ড।

খানকী—বিঃ বেশ্যা। [ফা. খান্গী]। বিঃ **-গিরি**—বেশ্যাবৃত্তি। বিঃ **-পনা**—বেশ্যার ন্যায় আচরণ।

খানদান—বিঃ বংশ, উচ্চবংশ। [ফা.]। বিণঃ **খানদানী**—উচ্চবংশীয়; অভিজাত।

খানসামা—বিঃ পরিচারক, খিদমতগার, আহার-পরিবেশনকারী ভৃত্য। [ফা. খান্সামান্]। বিঃ **-গিরি**—খানসামার পদ বা বৃত্তি।

খানা১, -খানা—অব্যঃ খান, খণ্ড, টুকরা ('এক-খানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে': রবীন্দ্র); সংখ্যাপরিমাণ, সংখ্যামাত্র (পাঁচখানা); বস্তু বা বিষয় নির্দেশে (বইখানা)। [সং. খণ্ড]।

খানা২—বিঃ গর্ত, খাদ, ক্ষুদ্র জলাশয়। বিঃ **-খোন্দল**—গর্তাদি। [পো. cana]।

খানা৩—বিঃ স্থান, কক্ষ বা গৃহ (ডাক্তারখানা, গোসলখানা)। [ফা.]। বিঃ **-তল্লাস, -তল্লাসি**—(অপরাধীর বা আপত্তিকর বস্তুর সন্ধানে) গৃহাদি অনুসন্ধান, search। [ফা. খানা+আ. তালাস]।

খানা৪—বিঃ মুসলমানী বা বিলাতী রান্না-করা

খাদ্য (খানা খাওয়া) ; ভোজ (খানা দেওয়া)। [হি. খানা]। বিঃ **-পিনা**—পানভোজন।

খানাবাড়ি, খানাবাড়ী—বিঃ বসতবাটী ; জমিদারের বসতবাটীর সংলগ্ন বাড়ি ও জমি। [ফা. খানা-বার্]।

খানি, -খানি—আদরার্থে **খানা**১-র রূপভেদ।

খানিক—(১)ক্রি-বিণঃ অল্পসময়, কিছুক্ষণ (খানিক দাঁড়াও)। (২)বিণঃ অল্প একটু, কতক, কিছু (খানিকক্ষণ)। [সং. ক্ষণৈক]।

খানুম—**খাতুন** দ্রঃ।

খানেক—বিণঃ প্রায় এক (মিনিটখানেক, সেরখানেক)। [বাং. খান+এক]।

খানেখারাব, খানেখারাপ—বিণঃ নষ্ট (খানেখারাব হয়ে যাওয়া)। [ফা. খানত+আ. খরাব্]।

খাপ—বিঃ অস্ত্রাধার (তরবারির খাপ) ; কোষ, আধার (চশমার খাপ) ; মিল, সামঞ্জস্য (খাপ খাওয়া) ; ঘনত্ব, ঠাসবুনন। [দেশী]। বিণঃ **-ছাড়া** — বেমানান ; অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক, অসম্বদ্ধ ; অদ্ভুত (খাপছাড়া লোক বা স্বভাব)। **খাপা**—(১)ক্রিঃ খাপ খাওয়া ; খাপিয়া যাওয়া, বুনানি ঘন হইয়া ছোট হইয়া যাওয়া ; (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **খাপান(-নো)**—(১)ক্রিঃ খাপ খাওয়ান, মানান ; খাপী করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **খাপী**—ঠাসবুননবিশিষ্ট ; মোটা।

খাপরা—বিঃ ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসি ইত্যাদির টুকরা ; ঘর ছাইবার খোলা। [সং. খর্পর]। বিঃ **খাপরেল**—খোলার ঘর ; খোলা।

খাপসুরত—**খুবসুরত**-এর রূপভেদ।

খাপা, খাপী—**খাপ** দ্রঃ।

খাপ্পা, খাপা—বিণঃ ক্ষিপ্ত, অতিশয় ক্রুদ্ধ। [ফা. খাফা]।

খাবরা—**খাপরা**-র রূপভেদ।

খাবরি—বিঃ খাপরা-জাতীয় কাঁসা-পিতলের পাত্র। [বাং. খাবরা+ই (সাদৃশ্যার্থে)]।

খাবল—বিঃ হাতের কোষ বা কোষপরিমাণ, খাবা ; কামড়। [সং. কবল]। **খাবলা**—(১)বিঃ খাবল ; (২)ক্রিঃ খাবল দিয়া ধরা ; কামড়ান। **খাবলান(-নো)**—(১)বিঃ খাবল দিয়া ধরা ; কামড়ান ; (২)বিণঃ খাবল দিয়া ধৃত ; কামড়ান। (৩)ক্রিঃ খাবলা।

খাবার—(১)বিঃ খাদ্যদ্রব্য ; জলখাবার। (২)বিণঃ খাদ্য, আহার্য (খাবার জিনিস) ; পানীয় (খাবার জল)। [বাং. খাইবার < √খা]। বিঃ **-ওয়ালা**—মিষ্টান্নাদি জলখাবারবিক্রেতা।

খাবি—বিঃ নিঃশ্বাস বাধাগ্রস্ত হইলে নিঃশ্বাসগ্রহণের চেষ্টায় মুখব্যাদান। [দেশী]। ক্রিঃ **খাবি খাওয়া**—বাধাপ্রাপ্ত নিঃশ্বাসগ্রহণের শেষ চেষ্টা করা ; (আল.) বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

খাম১—বিঃ স্তম্ভ, থাম, খুঁটি। [সং. স্কম্ভ]। বিঃ **খাম-আলু**—স্তম্ভাকার কন্দবিশেষ, চুপড়ি আলু।

খাম২—বিঃ লেফাপা, পত্রাদির আবরণ। [ফা.]।

খামখেয়াল—বিঃ চিত্তের অস্থিরতা ; হঠাৎ বা অদ্ভুত খেয়াল ; অদ্ভুত বা অসার কল্পনা। [ফা. খাম্+আ. খেয়াল্]। বিণঃ **খামখেয়ালী**—খামখেয়ালবিশিষ্ট।

খামচ—বিঃ খাবা, খাবল। [দেশী]। **খামচা**—(১)বিঃ খামচ ; (২)ক্রিঃ খাবলান ; খামচান। **খামচান(-নো)**—(১)ক্রিঃ সব কয়টি নখ দিয়া আঁচড়ান বা খাবলান ; (২)বিণ.-বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **খামচি**—নখের আঘাত বা খাবল।

খামাকা—ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, অকারণে। [ফা. খামখোয়া]।

খামার—বিঃ শস্য মাড়াইবার স্থান। [তু. হি.]।

খামি১—বিঃ অলঙ্কারের মধ্যাংশ। [ফা. খম্]।

খামির, খামি২—বিঃ জিলাপি ও অনুরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার গাঁজ। [আ. খমীর্]। বিঃ **খামিরা, খাম্বিরা**—মশলাযুক্ত তামাকবিশেষ।

খামোকা—**খামাকা**-র রূপভেদ।

খামোশ—অব্যঃ চুপ কর, চুপ। [ফা.]।

খাম্বা—বিঃ স্তম্ভ, থাম ; বড় খুঁটি। [সং. স্কম্ভ]।

খাম্বাজ—বিঃ রাগিণীবিশেষ। [?]।

খাম্বিরা—**খামির** দ্রঃ।

খারাপ, (প্রাদে.) খারাব—বিণঃ কু, মন্দ, বদ (খারাপ কাজ) ; খেলো, নিকৃষ্ট (খারাপ কাপড়) ; দুষ্ট, নষ্ট (খারাপ চরিত্র) ; অভদ্র (খারাপ ব্যবহার) ; অশ্লীল (খারাপ কথা) ; রুক্ষ, উগ্র (খারাপ মেজাজ) ; দুঃখিত (মন খারাপ) ; অসুস্থ (শরীর খারাপ) ; বিকল, অব্যবহার্য (ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে) ; দুর্দশাগ্রস্ত (খারাপ অবস্থা) ; দুশ্চিকিৎস্য বা সংক্রামক (খারাপ ব্যাধি) ; দূষিত (খারাপ রক্ত) ; অশুভ (খারাপ দিন) ; কুশ্রী, অসুন্দর (খারাপ চেহারা) ; বিকৃত (মাথা খারাপ) ; নোংরা (কাদা লেগে কাপড় খারাপ) ; সহজগম্য নহে এমন (খারাপ পথ)। [আ. খরাব্]।

খারাবি—বিঃ ক্ষতি ; সর্বনাশ ; বদমাশি। [আ. খারাব্]। বিঃ **খুনখারাবি, খুনখারাব, খুন-খারাপি**—দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হত্যাকাণ্ড ; টকটকে লাল রঙবিশেষ।

খারিজ—(১)বিণঃ বাতিল, অগ্রাহ্য ; পরিত্যক্ত ; পরিবর্তিত। (২)বিঃ অগ্রাহ্যকরণ ; পরিবর্তন ; বর্জন (খারিজের দরখাস্ত)। [আ.]। বিণঃ **খারিজা**—খারিজ করা হইয়াছে এমন।

খাল—বিঃ খাত, প্রণালী ; ডোবা ; নিম্নভূমি ; দেহের খিঁচুনি বা আড়ষ্ট ভাব, খিল (খাল ধরা) ; ছাল, চামড়া (খাল তোলা)। [সং. খল্ল]।

খালসা—(১)বিঃ গুরু গোবিন্দের মতাবলম্বী শিখ-সম্প্রদায়। (২)বিণঃ বিশুদ্ধ, খাঁটি। [আ. খালিস্]।

খালা—বিঃ (মুস.) মেসো। [দেশী]। বি(স্ত্রী): **খালী**—মাসী। বিণঃ **খালাত**—মাসতুত।

খালাস—(১)বিঃ মুক্তি, রেহাই, অব্যাহতি (অভিযোগ হইতে খালাস পাওয়া) ; প্রসব (পোয়াতীদের খালাসের ব্যবস্থা) ; দায়মুক্তি (তুমি ত বলেই খালাস পেলে) ; বন্দিত্বমোচন (কয়েদিদের খালাসের হুকুম) ; ছাড়ান (মাল-খালাস) ; (২)বিণঃ মুক্ত (মাল খালাস করা) ; খালি, শূন্য (ঘর খালাস করা) ; দায়মুক্ত (একবার বলেই খালাস) ; প্রসূতা (পোয়াতী খালাস হয়েছে)। [আ. আখ্‌লস্]।

খালাসী১—বিণঃ খালাস করা হইয়াছে বা পাইয়াছে এমন। [বাং. খালাস+ঈ]।

খালাসী২—বিঃ জাহাজ বা সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিবিশেষ। [আ. খালাস্]।

খালি—(১)বিণঃ শূন্য, রিক্ত, নিঃশেষ (খালি কলসী) ; ফাঁকা (খালি ঘর) ; নিরাবরণ, অনাবৃত বা অনলঙ্কৃত (খালি গা) ; কেবল বা ক্রমাগত (খালি কান্না)। (২)ক্রি-বিণঃ কেবল, শুধু, মাত্র (খালি একটু বসব) ; সর্বদা (খালি কাঁদছে)। [আ. খালী]। **খালি-খালি** — (১)ক্রি-বিণঃ অনর্থক (সে আমাকে খালি-খালি বকল) ; (২) বিণঃ প্রায় ফাঁকা (ঘরখানা খালি-খালি ঠেকছে)।

খালিজুলি—বিঃ ক্ষুদ্র জলস্রোত। [দেশী]।

খালিত্য—বিঃ (মাথার) টাক। [সং. খলিত+অ (ভা)]।

খালু—**খালা**-র রূপভেদ।

খালুই—বিঃ বাঁশে বা তৃণে তৈয়ারি মৎস্যাধার, মাছ রাখিবার বা বহিয়া লইবার খাঁচা। [দেশী]।

খাস—বিণঃ বিশেষ (খাসদরবার) ; নিজস্ব (খাস-কামরা) ; মালিকের সরাসরি অধিকারভুক্ত বা কর্তৃত্বাধীন (খাসদখল)। [আ.]। বিঃ **-খামার**—নিজের চাষবাসের জমি। বিঃ **-মহল, -মহাল**—যে জমি বা তালুক প্রজার নিকট বিলি না করিয়া জমিদার সরাসরি স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখে।

খাসগেলাস—বিঃ অভ্র হইতে প্রস্তুত কাচবিশেষ ; উক্ত কাচ হইতে গেলাসের আকারে নির্মিত শোভাযাত্রাদিতে ব্যবহৃত বাতিদান। [ইং. cutglass]।

খাসবরদার—বিণ.বিঃ (প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ) দণ্ড-ধারী বা আসাসোঁটাধারী। [আ.]।

খাসা—বিণঃ উৎকৃষ্ট ; উপাদেয় ; চমৎকার। [আ.]। **খাসা দই**—অতিশয় ঘনীকৃত সুমিষ্ট দই।

খাসি, খাসী—(১)বিঃ ছিন্নমুষ্ক নপুংসক ছাগ। (২)বিণঃ ছিন্নমুষ্ক (খাসী মোরগ)। [আ. খসি.]।

খাস্ত, খাস্তা১—বিণঃ বিকৃত, নষ্ট। [ফা. খস্তা]। **সাত (বা পাঁচ) নকলে আসল খাস্তা**—ক্রমাগত অনুকরণের ফলে বিকৃত হইতে হইতে মূলই নষ্ট হইয়া যায়।

খাস্তা২—বিণঃ প্রচুর ঘিয়ের ময়ান-দেওয়া, মুচ্‌-মুচে (খাস্তা কচুরি) ; উৎকৃষ্ট। [ফা. খস্ত]।

খিঁচ—বিঃ আক্ষেপ, টান। [হি.]। ক্রিঃ **খিঁচা**—(হঠাৎ) জোরে টানা (দাঁড় খিঁচা) ; অঙ্গের বিকৃত ভঙ্গি করা (মুখ বা দাঁত খিঁচা) ; মুখভঙ্গি করা, ভেংচান ; আক্ষেপ করা (হাত-পা খিঁচা)। **খিঁচান (-নো)**—(১)ক্রিঃ খিঁচা ; (২)বি.বিণঃ খিঁচা-র সকল অর্থে। বিঃ **খিঁচুনি, খিচুনি, খিঁচনি, খিচনি**—বিকৃত অঙ্গভঙ্গি বা অঙ্গের আক্ষেপ ; ভেংচানি।

খিঁচ্—বিঃ কাঁকর ; সামান্য ত্রুটি বা গোলযোগ ; টান ; মনান্তর ; তর্কবিতর্ক। [দেশী]।

খিচড়ি—**খিচুড়ি**-র রূপভেদ।

খিচিমিচি, খিচ্‌খিচ্, খিচ্‌মিচ্—অব্য.বিঃ ক্রমাগত তিরস্কার, বকাবকি।

খিচুড়ি—বিঃ চাউল ও দাইল একত্র সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্যবস্তুবিশেষ ; (আল.) বিসদৃশ বস্তু-সমূহের অথবা বিভিন্নজাতীয় উপকরণের মিশ্রণ (খিচুড়ি ভাষা)। [সং. কৃশর ; তুঃ খেচরী২]।

খিটিমিটি—বিঃ সামান্য কারণে নিরন্তর কলহ।

খিট্‌খিট্, খিট্‌মিট্—বিঃ ক্রমাগত তিরস্কার বা অসন্তোষপ্রকাশ। [দেশী]। বিণঃ **খিট্‌খিটে**—সর্বদা খিট্‌খিট্ করে এমন, সদা বিরক্ত।

খিড়কি—বিঃ বাড়ির পিছনের দরজা। [সং. খড়কী]।

খিদমত, খিদমৎ, খিদমদ—বিঃ সেবা, পরিচর্যা। [আ. খিদমৎ]। বিঃ **-গার**—সেবক, ভৃত্য, খানসামা। বিঃ **-গারি**—খিদমদগারের পেশা, পদ বা কার্য।

খিদা, খিদে—বিঃ ক্ষুধা, আহারের ইচ্ছা। [সং. ক্ষুধা]। **চোখের খিদে**—প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত না হওয়া সত্ত্বেও ভোজ্যবস্তু দর্শনমাত্র যে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। **চোরা খিদে**—যে ক্ষুধা অনুভব করা যায় না। **দুষ্ট খিদে**—পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও যে ক্ষুধার উদ্রেক হয় : এই ক্ষুধার সময় আহারগ্রহণ করিলে শরীরের ক্ষতি হয়। **খিদের মাথায়**—ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ক্ষুধার সময়ে। ক্রিঃ **খিদে মরা**—ক্ষুধার সময়ে খাইতে না পাওয়ার ফলে আহারের প্রবৃত্তি নষ্ট হওয়া।

খিদ্যমান—বিণঃ খেদ করিতেছে এমন। [সং. √খিদ্ (+য) + আন (মান) (র্তৃ)]।

খিন্ন—বিণঃ খেদযুক্ত, দুঃখিত, ক্লান্ত, অবসন্ন। [সং. √খিদ্ + ত (ক্ত)]।

খিমচা, খিমচান (-নো)—ক্রিঃ খিমচি দেওয়া। [খিমচি + আ, আন]।

খিমচি—বিঃ চিমটি, লঘু খামচি। [দেশী]।

খিল১—বিঃ অর্গল, হুড়কা; খেঁচুনি, মাংসপেশীর বা অঙ্গের আড়ষ্ট ভাব (পেটে খিল লাগা)। [সং. কীলক]।

খিল২—বিণঃ অকর্ষিত (খিল জমি); পরিশিষ্ট (খিল হরিবংশ)। [সং.]।

খিলা—ক্রিঃ (জোড় বা সন্ধি) আটকান। [খিল১ + আ]।

খিলাত, খিলাৎ—বিঃ রাজদত্ত সম্মানসূচক পোশাক। [আ. খিলাৎ]।

খিলান১—**খিলা**-র অনুরূপ।

খিলান২—বিঃ ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতির অর্ধগোলাকার গাঁথনিবিশেষ, arch। [দেশী]।

খিলি, খিলী—বিঃ সাজা পান। [দেশী—তু. হি. ঠিলি]।

খিল্‌খিল্—অব্যঃ ক্রমাগত হাস্যের ধ্বনি।

খিস্তি—বিঃ অশ্লীল গালাগালি। [দেশী]।

খুঁচা—(১)বিঃ সূক্ষ্মাগ্র ও তীক্ষ্ণমুখ বস্তুর দ্বারা আঘাত (বল্লমের খুঁচা); কিছুর ডগা দিয়া আঘাত (লাঠির খুঁচা); আঁচড়, দাগ (কলমের খুঁচা)। (২)ক্রিঃ খুঁচা দেওয়া। [দেশী]। ক্রিঃ **খুঁচা মারা**—খুঁচা দেওয়া। বিঃ **-খুঁচি**—পরস্পর খুঁচা দেওয়া : বারংবার খুঁচা দেওয়া; (আল.) বারংবার উত্ত্যক্ত করা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ খুঁচা দেওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

খুঁচি—বিঃ তণ্ডুলাদি মাপিবার পাত্রবিশেষ, কুনিকা (কুনকে) [সং. কুক্ষি ?]

খুঁজা—(১)ক্রিঃ খোঁজ করা, সন্ধান করা, অন্বেষণ করা। (২)বিঃ সন্ধান, অন্বেষণ। [সং. √খুজ্ + বাং. আ]। বিঃ **-খুঁজি**—ক্রমাগত বা বারংবার খোঁজ বা সন্ধান বা অন্বেষণ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (পরের দ্বারা) সন্ধান করান বা অন্বেষণ করান; (২)বিঃ (পরের দ্বারা) সন্ধান বা অন্বেষণ।

খুঁট—বিঃ কাপড়ের কোণ; সুতার প্রান্ত। [বাং. √খুঁট্ + অ]।

খুঁটন—**খুঁটা২** দ্রঃ।

খুঁটা১—বিঃ গোঁজ, কীলক; ছোট খুঁটি; সীমানির্দেশার্থ প্রোথিত খুঁটি; খাটের পায়া, (আল.) সহায় বা অবলম্বন। [সং. ক্ষোড]।

খুঁটা২—(১)ক্রিঃ নখ ঠোঁট বা কোন সূক্ষ্মাগ্র বস্তুদ্বারা একটু একটু করিয়া তুলিয়া লওয়া বা খোঁচান বা খোঁড়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [দেশী]। বিঃ **খুঁটন**—খুঁটা। বিঃ **-খুঁটি**—ক্রমাগত বা বারংবার খুঁটা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (পরের দ্বারা) খুঁটাইয়া লওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রি-বিণঃ **খুঁটিয়া**, (কথ্য) **খুঁটিয়ে**—সূক্ষ্মভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে (খুঁটিয়ে দেখা)।

খুঁটি১, খুঁটী—বিঃ কাঠের বা বাঁশের থাম, বড় গোঁজ বা কীলক (গোরুর খুঁটি); সীমানির্দেশার্থ প্রোথিত গোঁজ বা থাম। [সং ক্ষোড—প্রা. বাং. খুণ্টি]। ক্রিঃ **খুঁটি গাড়া**—নৌকা তীরে বাঁধা; স্থায়ী হইয়া বসা।

খুঁটিনাটি—বিঃ অকিঞ্চিৎকর দোষত্রুটি, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বা ব্যাপারসমূহ। [?—তু. বাং. খুঁটা]।

খুঁটিয়া, খুঁটিয়ে—**খুঁটা২** দ্রঃ।

খুঁড়া—(১)ক্রিঃ খনন করা (মাটি খুঁড়া); কিছুতে ঠোকা (মাথা খুঁড়া); প্রশংসাদ্বারা অমঙ্গল করা (বাছাকে খুঁড় না)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [প্রা. √খুড্ < সং. √তুড্]। বিঃ **-খুঁড়ি**—ক্রমাগত বা বারংবার খনন। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (পরের দ্বারা) খনন করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

খুঁড়ান (-নো)১—**খুঁড়া** দ্রঃ।

খুঁড়ান (-নো)২—(১)ক্রিঃ খঞ্জের ন্যায় চলা। (২)বিঃ খঞ্জের ন্যায় চলন বা গতি। [খোঁড়া১ দ্রঃ]।

খুঁত—বিঃ ক্ষতচিহ্ন ; স্বল্প ত্রুটি, দোষ ; কলঙ্ক। [সং. ক্ষত ?]। ক্রিঃ **খুঁত ধরা**—দোষ দেখান। ক্রিঃ **-খুঁত করা**— সামান্য ত্রুটিতে অসন্তুষ্ট হওয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ করা ; কিছুতেই সন্তুষ্ট না হওয়া। বিঃ **খুঁতখুতানি**—খুঁতখুত করণ। বিণঃ **-খুঁতে**—কেবলই খুঁত ধরে এমন ; সবকিছুতেই অসন্তুষ্ট।

খুঁতি—বিঃ দড়িনির্মিত ছোট থলিবিশেষ। [দেশী ?]।

খুঁয়া—বিঃ রেশম ; শণ, রেশমী বা শণসূত্রনির্মিত কাপড় ; মোটা কাপড়বিশেষ। [সং. ক্ষুমা]। বিণঃ **খুঁয়ে**—মোটা কাপড় বয়নকারী অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্ত্রবয়নে অপারগ ('খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দাও তসরেতে হাত' : ভা. চ.)।

খুকি, খুকী—বিঃ শিশুকন্যা। [দ্রা. ?]। বিঃ **-পনা**—খুকির ন্যায় আবদেরে ও অবুঝ ভাব। বিঃ **খুকু**—খুকি (আদরে)।

খুক্—অব্যঃ অনুচ্চ কাশির শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-খুক্**—ক্রমাগত অনুচ্চ কাশির শব্দ। বিঃ **-খুকানি**—ক্রমাগত অনুচ্চ কাশি।

খুঙ্গি, খুঙ্গী, খুঙি—বিঃ বেত বা বাঁশে নির্মিত (সচ. পুঁথিপত্র রাখার) ঝাঁপিবিশেষ। [দেশী ?—তু. সং. করঙ্গ]। বিঃ **-পুঁথি**—খুঙ্গি ও তন্মধ্যস্থ পুঁথি।

খুচরা, (কথ্য) **খুচরো**—(১)বিণঃ ছোট ছোট ও বিবিধ (খুচরা কাজ, খুচরা খরচ) ; ভাঙ্গান (খুচরা টাকা)। (২)বিঃ টাকার ভাঙ্গানি ; ভাঙ্গান টাকা পয়সা ইত্যাদি। [হি. খুদরা < সং. ক্ষুদ্র]।

খুজলি—বিঃ খোস, চুলকনা। [হি.]।

খুঞা—**খুঁয়া**-র রূপভেদ।

খুঞ্চি—বিঃ ছোট খঞ্চা বা বারকোশ। [ফা. খঞ্চহ্]। বিঃ **-পোষ**—খুঞ্চির আবরণ।

খুট্—অব্যঃ কঠিন বস্তুর উপরে মৃদু আঘাতের শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-খুট্**—ক্রমাগত খুট্-আওয়াজ।

খুড়, খুড়ো—**খুড়া২** দ্রঃ।

খুড়া১—**খোঁড়া১**-এর রূপভেদ।

খুড়া২, খুড়ো—বিঃ কাকা, পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. খুল্ল (তাত)]। বিস্ত্রী)ঃ **খুড়ী**—কাকার স্ত্রী, কাকী। বিণঃ (**-তা, -তো**)—খুড়ার বা খুড়শ্বশুরের সন্তান এমন (খুড়তুত ভাই বা দেওর বা শালা)। বিঃ **-শ্বশুর, খুড়শ্বশুর**—শ্বশুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি(স্ত্রী)ঃ **-শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী**।

খুদ১—**খোদ**-এর রূপভেদ।

খুদ২—বিঃ তণ্ডুলকণা, যে-কোন শস্যের কণা। [সং. ক্ষোদ, ক্ষুদ্র]। বিঃ **-কুঁড়া**, (কথ্য) **-কুঁড়ো**—নিতান্ত তুচ্ছ ও অত্যল্পপরিমাণ খাদ্য। বিণঃ **খুদি, খুদে**—অতি ক্ষুদ্র। বিণ(স্ত্রী)ঃ **খুদী**।

খুদা১, খুদাহ্—**খোদা১**-র রূপভেদ।

খুদা২—(১)ক্রিঃ উৎকীর্ণ বা অঙ্কিত করা। (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। [?—তু. সং. √ক্ষুদ্]। বিঃ **-ই**—উৎকিরণ ; ক্ষোদন, engraving। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ খোদাই করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

খুন—(১)বিঃ রক্ত ; (বাং.) হত্যা। (২)বিণঃ আকুল (কেঁদে খুন)। [ফা.]। **মাথায় খুন চাপা (চড়া)**—মাথায় রক্ত ওঠা ; অত্যন্ত উত্তেজিত হওয়া। ক্রিঃ **খুন করা**—হত্যা করা। ক্রিঃ **খুন হওয়া**—নিহত হওয়া ; (আল.) আকুল হওয়া। বিঃ **খুনাখুনি**, (কথ্য.) **খুনোখুনি**—পরস্পর হত্যা বা সাঙ্ঘাতিক মারামারি, রক্তারক্তি ; তুমুল ঝগড়া বা বিবাদ। **খুনী**, (কথ্য) **খুনে**—(১)বিণঃ হত্যাকারী ; হত্যা করিতে অভ্যস্ত বা সমর্থ ; (আল.) অতি নিষ্ঠুর ; (২)বিঃ ঐরূপ লোক।

খুনখারাবি, খুনখারাপি, খুনখারাব—**খারাবি** দ্রঃ।

খুনসুটি, খুনসুড়ি—বিঃ শিশুকালের ঝগড়াঝাটি ; প্রণয়কলহ, প্রেমের মান-অভিমান। [দেশী]।

খুনাখুনি, খুনী, খুনে, খুনোখুনি—**খুন** দ্রঃ।

খুন্তি, খুন্তী—বিঃ রন্ধনকার্যে ব্যবহার্য খন্তাকার হাতাবিশেষ। [সং. খনিত্র]।

খুপরি, খুপরী—বিঃ ক্ষুদ্র গৃহ বা কক্ষ ; খোপ। [দেশী]।

খুপসুরত (-ৎ)—**খুবসুরত**-এর রূপভেদ।

খুপি—বিঃ ছোট খোপ। [বাং. খোপ+ই]।

খুপী—বিণঃ খোপবিশিষ্ট ; চৌকা ঘর-কাটা। [বাং. খোপ+ঈ (যুক্তার্থে)]।

খুব—(১) বিণ-বিণঃ অত্যন্ত (খুব সুন্দর)। (২) ক্রি-বিণঃ উত্তম, বেশ, চমৎকার (খুব বলিয়াছে) ;

নিশ্চয় (খুব পারবে) ; অত্যন্ত বেশী (খুব খায়)। [ফা.]। ক্রি: **খুব করা**—বেশ করা, উচিত বা উপযুক্ত কর্ম করা।

খুবানি, খুবানী—**খুপানি**-র রূপভেদ।

খুবসুরত, খুবসুরৎ—বিণ: পরম সুন্দর বা সুন্দরী। [ফা. খুবসুরৎ]।

খুবানি, খোবানি—বি: ফলবিশেষ। [ফা.]।

খুয়া১—বি: জমাট-বাঁধান শুষ্ক ক্ষীর (সচ **খুয়া-ক্ষীর**) ; ইটের টুকরা। [হি. খোয়া < সং. ক্ষয়]।

খুয়া২—(১) ক্রি: হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া ফেলা। (২) বিণ: হারান ; নষ্ট ; অপহৃত। [সং. ক্ষয়িত]। ক্রি: **খুয়া যাওয়া**—হারাইয়া যাওয়া ; অপহৃত হওয়া। **-ন, -নো**—(১) ক্রি: হারাইয়া বা নষ্ট করিয়া ফেলা ; (২) বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

খুর—ক্ষুর দ্র:।

খুরপা, খুরপি, খুরপো, খুরপ্র—বি: মাটি খুঁড়িবার ছোট যন্ত্র। [সং. ক্ষুরপ্র]।

খুরলি, খুরলী—বি: ব্যায়াম ; শরাভ্যাস ; অভ্যাস ('বিম্ব-অধরে মুরলী খুরলী' : গো. দা) ; রঙ্গ ('পথে কতই কর খুরলি' : গো. দা)। [সং.]।

খুরা, খুরো—বি: কাষ্ঠনির্মিত আসবাবপত্রাদির পায়া। [সং. খুরক]।

খুরি, খুরী—বি: মাটির ছোট বাটি বা ভাঁড়-বিশেষ। [প্রা. খুরি]।

খুর্মা—বি: শুষ্ক খেজুরবিশেষ। [ফা.]।

খুলা—(১) ক্রি: উন্মুক্ত করা (দরজা খুলা) ; বন্ধন-মুক্ত করা (জাহাজ খুলা) ; শিথিল করা (খোঁপা খুলা) ; খসান, অবিন্যস্ত করা (চুল খুলা) ; মোচন করা (বাঁধন খুলা) ; অপসারণ করা, ছাড়া (জামা খুলা) ; প্রতিষ্ঠা করা (স্কুল খুলা) ; পুনরায় কার্যারম্ভ করা (ছুটির পরে কাছারি খুলা) ; ভিতরের বস্তু দেখান, অকপট করা (মন খুলা)। (২) বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩) বিণ: উক্ত সকল অর্থে, এবং বিশেষত:—উন্মুক্ত ; বন্ধনহীন ; অকপট (খুলা মন)। [প্রা. √ খুল্ < সং. √ স্খল্ + বাং. আ]। **-খুলি**—(১) বিণ: অকপট, স্পষ্ট (খুলাখুলি কথা) ; (২) ক্রি-বিণ: অকপটভাবে, স্পষ্টভাবে (খুলাখুলি বলা) ; (৩) বি: অকপটতা, স্পষ্টতা ; বারংবার খুলা (ও বাঁধা)। ক্রি: **-ন, -নো**—অন্যকে দিয়া খুলাইয়া লওয়া।

খুলি১, **খুলী**১—বি: মাথার উপরিভাগ, করোটি; ছোট পাত্রবিশেষ। [দেশী ?]।

খুলি২, **খুলী**২—বি: যে খোল বাজায়। [বাং. খোল + ই, ঈ]।

খুল্লতাত—বি: কাকা খুড়া। [সং.]।

খুশ, খুশখবর, খুশগল্প, খুশনবীশ, খুশনাম, খুশমেজাজ—খোশ দ্র:

খুশামদ—খোশামদ-এর রূপভেদ।

খুশি, (বর্জি.) **খুশী**—(১) বি: আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ ; ইচ্ছা, মর্জি ; সন্তোষ। (২) বিণ: আনন্দিত, প্রীত, সন্তুষ্ট ; তৃপ্ত। [ফা.]।

খুশকি, খুস্কি, খুস্‌কি, খুংকি—বি: মরামাস ; শরীর (বিশেষত: মাথা) হইতে যে চামড়া শুকাইয়া উঠিয়া যায়। [ফা. খুশ্‌ক্]।

খৃষ্ট, খৃষ্টান, খৃষ্টাব্দ, খৃষ্টীয়—যথাক্রমে **খ্রিস্ট, খ্রিস্টান, খ্রিস্টাব্দ** ও **খ্রিস্টীয়**-র বানানভেদ।

খেই—বি: সুতার প্রান্ত ; সুতার সংখ্যা (পাঁচ খেই); সূত্র, সন্ধান (খেই হারান)। [সং. ক্ষেপ?]।

খেউড়, খেঁউড়—বি: অশ্লীল গ্রাম্য গান বা কবিতা ; অশ্রাব্য গালাগালি। [সং. ক্ষেড়া ?]।

খেউরি—বি: ক্ষৌরকর্ম। [সং. ক্ষৌর]।

খেংরা—খেঙ্‌রা-র বানানভেদ।

খেঁকশিয়াল—বি: শৃগালবিশেষ, fox। [দেশী]। বি(স্ত্রী): **খেঁকশিয়ালী**।

খেঁকারি—খাঁকারি-র রূপভেদ।

খেঁকি, খেঁকী—বিণ: রাগী, কোপনস্বভাব। বি: **-কুকুর, -কুত্তা**—খেঁক-খেঁক করিয়া তাড়া করিতে অভ্যস্ত ইতরজাতীয় কুকুরবিশেষ। [বাং. খেঁক্ + ই, ঈ]।

খেঁক্—অব্য: শৃগাল বা কুকুরের ক্রোধ বা বিরক্তি-প্রকাশক শব্দ ; কর্কশ বাক্য। অব্য: **-খেঁক্, -মেক্**—কর্কশভাবে ক্রোধ প্রকাশ বা তাড়না করণ। ক্রি: **খেঁকান, খেঁকানো**—খেঁক্-খেঁক্ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা। বি: **খেঁকানি, খেঁকখেঁকানি**—খেঁক্‌খেঁক্ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ বা তাড়না ; খেঁক্‌খেঁক্ শব্দ।

খেঁচড়া—বিণ: দুষ্ট, অশিষ্ট। [দেশী]।

খেঁচা,—খিঁচা-র চলিত রূপ।

খেঁচাখেঁচি—বি: ঝগড়া-বিবাদ, কলহ-কচকচি, বকাবকি ; মন-কষাকষি। [দেশী]।

খেঁচুনি—খিঁচুনির-র রূপভেদ (**খিঁচ** দ্র:)।

খেঁট—বি: (কৌতু.) ভোজন বা ভোজ (জবর খেঁট)। [সং. খেট]।

খেঁড়ু—বি: খেউড়গান বা কবিতা। ['খেউড়'-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি]।

খেঁদা, খেঁদী—**খাঁদা** দ্রঃ।

-খেকো১—**বিণ:** ভক্ষিত (পোকাখেকো ফল)। [বাং. √ খা+উকা]।

-খেকো২, **-খেগো**—**খাকী** দ্রঃ।

খেঙরা, খেজরা—**বি:** সম্মার্জনী, ঝাঁটা। [সং. খিঙ্খরী]।

খেচর, খচর—(১) **বিণ:** আকাশচারী। (২) **বি:** পাখি। [সং. খে, খ+ √ চর্+অ (র্তৃ)]। **বিণ. বি(স্ত্রী):** **খেচরী**১, **খচরী**।

খেচরান্ন, খেচরী২—**বি:** খিচুড়ি। [সং.]।

খেচাখেচি, খেচামেচি—**বি:** গোলমাল; অপ্রিয় বাদপ্রতিবাদ। [তু. কচকচি]।

খেজুর—**বি:** ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. খর্জুর]। **বি: -ছড়ি**—খেজুরের কাঁদি, খেজুর-পাতার নকশাযুক্ত পাড় ইত্যাদি; ধান্যবিশেষ। **বিণ: খেজুরে, খেজুরিয়া**—খেজুর বা খেজুররসে প্রস্তুত।

খেটক—**বি:** ঢাল (খড়্গাখেটকধারিণী)। [সং.]।

খেটে১—**বি:** ছোট মুগুর; ছোট মোটা লাঠি। [সং. খেট]।

খেটে২—অস-**ক্রি:** খাটিয়া, পরিশ্রম করিয়া। [বাং খাটা]। **বি: -ল**—যে ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আহার সংগ্রহ করে, মেহনতী মানুষ; শ্রমিক, মজুর।

খেড়—**খড়**-এর বিকৃত রূপ।

খেত—**বি:** চাষের জমি। [সং. ক্ষেত্র]।

খেতাব—**বি:** সম্মানসূচক উপাধি। [আ. খিতাব্]। **বিণ: -ধারী** (-রিন্)—খেতাবপ্রাপ্ত।

খেতি১—**ক্ষতি**-র কথ্য রূপ।

খেতি২—**বি:** চাষ-আবাদ [সং. ক্ষেত্র]। **বি: খেতী**—(অপ্র.) কৃষক, চাষী। **বি: -মজুর**—যে ভূমিহীন কৃষক পরের খেতে খাটিয়া খায়।

খেত্রী—**বি:** হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ, ছত্র [সং. ক্ষত্রিয়]।

খেদ—**বি:** আক্ষেপ, বিলাপ (খেদ করা); দুঃখ, অনুতাপ (কৃতকর্মের জন্য খেদ)। [সং. √ খিদ্ +অ (ভা)]।

খেদমত—**খিদমত**-এর রূপভেদ।

খেদা১—হাতি ধরিবার ফাঁদবিশেষ। [?—তু. বাং. √ খেদা]।

খেদা২—**ক্রি:** তাড়াইয়া দেওয়া, দূর করিয়া দেওয়া। **ক্রি: বি.বিণ: -ন, -নো**—উক্ত অর্থে। [সং. √ খিদ্+বাং. আ]। **ক্রি: -ড়া**—খেদান। **বিণ: খেদানিয়া, খেদানে**—বিতাড়ণকারী।

খেপ—**বি:** বার, দফা (খেপে খেপে)। [সং. ক্ষেপে]।

খেপলা—**বি:** মাছ ধরিবার জালবিশেষ। [সং. √ ক্ষিপ্+বাং. লা]।

খেপা১—(১) **ক্রি:** নিক্ষেপ করা, ক্ষেপণ করা। (২) **বিণ.বি:** উক্ত অর্থে। [সং. √ ক্ষিপ্+ বাং. আ]।

খেপা২—(১) **ক্রি:** ক্ষিপ্ত হওয়া; পাগল হওয়া; ক্রুদ্ধ হওয়া; প্রমত্ত হওয়া; অবাধ্য হওয়া (শিশু খেপেছে); উদ্দাম বা উদ্বেল হওয়া (বাতাস খেপেছে, সমুদ্র খেপেছে)। [সং. ক্ষিপ্ত]। (২) **বিণ:** খেপিয়াছে এমন; উন্মত্ত, পাগল; ভাবোন্মত্ত (খেপা বাউল)। (৩) **বি:** খেপা লোক; উন্মত্ত ব্যক্তি; ভাবোন্মত্ত ব্যক্তি (বামা খেপা); আদরে স্নেহসম্বোধনবিশেষ (খেপা কোথাকার)। **বিণ. বি:(স্ত্রী): খেপী**। **-ন, -নো**—(১) **ক্রি:** খেপাইয়া তোলা; জ্বালাতন করা; (২) **বি.বিণ:** উক্ত সকল অর্থে।

খেমটা—**বি:** সঙ্গীতের তালবিশেষ; নাচবিশেষ। [দেশী]। **বি: -ওয়ালী**—পেশাদার নর্তকী। **বি (পুং.): -ওয়ালা**—খেমটা-দলের পুরুষ গায়ক বা দোহার।

খেয়া—**বি:** নদীপারাপারের নৌকা; নৌকাদি দ্বারা পাড়ি বা পারাপার। [সং. ক্ষেপ]। **ক্রি: খেয়া দেওয়া**—নৌকাদি দ্বারা পারাপার করান। **বি: -ঘাট**—নদীর যে স্থান হইতে নৌকায় চড়িয়া নদীপারাপার করা হয়। **বি: -নৌকা, -তরী**—নদীপারাপারের নৌকা। **বি: -মাঝি**—যে মাঝি নৌকায় করিয়া নদীপারাপার করায়।

খেয়াল—**বি:** কল্পনা, স্বপ্ন (খেয়াল দেখা); জ্ঞান, হুঁশ, চেতনা (বাথাটার সম্বন্ধে খেয়াল ছিল না); স্মরণ (খেয়াল নাই); প্রবৃত্তি, ঝোঁক (বদখেয়াল); মর্জি, খুশি, ইচ্ছা (আপন খেয়ালে চলা); অসাধারণ কার্য (বড়মানুষী খেয়াল, প্রকৃতির খেয়াল); সুলতান হোসেন কর্তৃক প্রবর্তিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতবিশেষ। [আ. খ়য়াল্]। **খেয়ালী**—(১) **বি:** খেয়াল-গায়ক; (২) **বিণ:** কল্পনাপ্রিয়; অব্যবস্থিতচিত্ত।

খেয়োখেয়ি—**বি:** পরস্পর ঝগড়া বিবাদ বা মারা-মারি। [বাং. খাওয়া+খাওয়া+ই]।

খেরুয়া, খেরো—**বি:** লাল রঙে রঞ্জিত মোটা সুতার কাপড়বিশেষ। [তু. হি. খারুয়া]।

খেল, খেলন, খেলনা—**খেলা** দ্রঃ।

খেলা—(১)বিঃ ক্রীড়া; কৌতুক বা পারদর্শিতা প্রদর্শন (সাপখেলা, ছোরাখেলা); খেলার দফা, বাজি ('এই খেলা ত শেষ খেলা নয়' : রবীন্দ্র); ভোজবাজি (ভানুমতির খেলা)। (২)ক্রিঃ ক্রীড়া করা (ছেলেরা খেলিতেছে); স্ফুরিত হওয়া (বুদ্ধি খেলে না); বুদ্ধিযুক্ত হওয়া (অঙ্কে তাহার মাথা খেলে না। [সং. √খেল্ + বাং. আ]। বিঃ **খেল—খেলা** (বি.)-র অনুরূপ। **খেলনা**—(১)বিঃ ক্রীড়নক, পুতুল, (২)বিণঃ ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার্য (খেলনা-পুতুল)। বিঃ **-ঘর**—কৃত্রিম সংসার। বিঃ **-ধূলো**—বিবিধ ক্রীড়া, sports। ক্রিঃ **-ন, -নো**—খেলা করান (ছেলেদের খেলাইতেছে); চালনা করিয়া কৌতুক দক্ষতা বা রঙ্গ দেখান (সাপ খেলান); ইচ্ছামত পরিচালিত করা (বনিগ্-গোষ্ঠী শাসকবর্গকে খেলাচ্ছে)।

খেলাত—**খিলাত**-এর রূপভেদ।

খেলান, খেলানো—**খেলা** দ্রঃ।

খেলাপ—বিঃ অন্যথাচরণ, ব্যত্যয়। [আ. খিলাফ্]।

খেলুড়ে, খেলুড়িয়া—বিঃ খেলোয়াড়, ক্রীড়ক; খেলার সাথী। [বাং. খেলা + ড়িয়া > ড়ে]। বি (স্ত্রী): **খেলুড়ী**।

খেলো—বিণঃ নিরেস, নিকৃষ্ট (খেলো কাপড়); হীন, নীচ, অপদস্থ (খেলো হওয়া); আস্থাস্থাপনের অযোগ্য, বাজে (খেলো কথা)। [সং. ক্ষুদ্রক > ক্ষুল্লক > খুল্ল]।

খেলোয়াড়—বিঃ যে খেলে; ক্রীড়াদক্ষ; কূট-কৌশলী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, চক্রান্তকারী। [হি. খেলাড় < সং √খেল্]। বিণঃ **খেলোয়াড়ী**—খেলোয়াড়সুলভ, খেলোয়াড়ের উপযুক্ত।

খেসারত, খেসারৎ—বিঃ ক্ষতিপূরণ। [আ. খিসারৎ]।

খেসারি, খেসারী—বিঃ দালবিশেষ। [দেশী]।

খৈ, খৈল—যথাক্রমে **খই** ও **খইল**-এর বানানভেদ।

খোঁচ—বিঃ কাঁটা; সূচের ন্যায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ মুখ; সূক্ষ্ম কোণ। [দেশী]।

খোঁচা১—বিণঃ খোঁচ-যুক্ত, তীক্ষ্ণাগ্র (খোঁচা দাড়ি)। [বাং খোঁচ + আ]।

খোঁচা২, **খোঁচাখুঁচি, খোঁচান (-নো)**—যথাক্রমে **খুঁচা, খুঁচাখুঁচি** ও **খুঁচান**-র চলিত রূপ।

খোঁজ—বিঃ অন্বেষণ (খোঁজ করা); সন্ধান, তত্ত্ব, খবর (খোঁজ লওয়া, খোঁজ পাওয়া)। [বাং. √খুঁজা + অ]। বিঃ **-খবর — তত্ত্ব**-তালাশ; সন্ধান, পাত্তা। বিঃ **-ন—সন্ধান করণ**।

খোঁজা, খোঁজাখুঁজি, খোঁজান (-নো), খোঁট—যথাক্রমে **খুঁজা খুঁজাখুঁজি খুঁজান** ও **খুঁট**-এর চলিত রূপ।

খোঁটা১—বিঃ দোষ প্রদর্শনপূর্বক তিরস্কার, গঞ্জনা (খোঁটা দেওয়া, খোঁটা খাওয়া)। [দেশী]।

খোঁটা২, **খোঁটাখুঁটি, খোঁটান (-নো)**,—যথাক্রমে **খুঁটা**১,২, **খুঁটাখুঁটি** ও **খুঁটান**-র চলিত রূপ।

খোঁড়ল—বিঃ গর্ত, কোটর। [দেশী]।

খোঁড়া১—বিঃ খঞ্জ। [সং. খোড]।

খোঁড়া২, **খোঁড়াখুঁড়ি, খোড়ান (-নো), খোঁদল**—যথাক্রমে **খুঁড়া, খুঁড়াখুঁড়ি, খুঁড়ান**১,২ ও **খোঁড়ল**-এর চলিত রূপ।

খোঁপা, খোপা—বিঃ কবরী, মেয়েদের ঝুঁটিবাঁধা চুল। [সং. ক্ষুপ্ ?—ম. বাং. খোম্পা]।

খোঁয়াড়—বিঃ শূকর ভেড়া ইত্যাদির পালের থাকিবার স্থান, উটকা গৃহপালিত পশুদিগকে আটকাইয়া রাখিবার স্থান। [দেশী]।

খোকন—বিঃ (আদরার্থে) খোকা। [খোকা দ্রঃ]।

খোকা—বিঃ শিশুপুত্র, অল্পবয়স্ক বালক; (ব্যঙ্গে) বয়স্ক কিন্তু বালকের ন্যায় আচরণকারী লোক। বিঃ **-পনা, -মি**—বয়স্ক লোকের খোকার ন্যায় আচরণ। বি(স্ত্রী): **খুকী**। [দ্রা?]।

খোক্কস—বিঃ রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষস-সদৃশ কাল্পনিক প্রাণিবিশেষ।

খোজা—বিণ. বিঃ ক্লীব, নপুংসক, পুরুষত্বহীন (ব্যক্তি)। [ফা. খ্বাজা]। বিঃ **খোজা-প্রহরী**—ভারতের মুসলমান নৃপতিদের হারেম বা অন্তঃ-পুরের নপুংসক পাহারাদার।

খোট্টা—বিঃ (অবজ্ঞার্থে) হিন্দুস্থানী, বেহার মধ্য-প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের হিন্দুস্থানী-ভাষাভাষী লোক। [দেশী]। বি(স্ত্রী): **-নী**।

খোড়ল, খোতবা, খোৎবা—যথাক্রমে **খোঁড়ল, খুতবা** ও **খুৎবা**-র বিকৃত রূপ।

খোদ—বিণঃ স্বয়ং; আসল। [আ. খুদ্]। বিঃ **-কর্তা**—আসল কর্তা; কর্তা স্বয়ং।

খোদকার, খোদগার—বিণ.বিঃ যে খোদাইয়ের কাজ করে। বিঃ **খোদকারি—খোদাইয়ের কাজ**।

খোদা১—বিঃ ঈশ্বর, আল্লাহ্। [আ. খুদা]। বিঃ **খোদা-ই-খিদমদগার**—খোদার সেবক: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আবদুল গফুর খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেবাদলের নাম। **খোদার খাসি**—(ব্যঙ্গে) অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট বা নাদুসনুদুস ব্যক্তি।

খোদা,২ **খোদাই,**২**খোদান (-নো)**—যথাক্রমে **খুদা**২, **খুদাই** ও **খুদান**-র চলিত রূপ।

খোদাবন্দ—বিঃ হুজুর; রাজা মনিব বা অপর মান্য ব্যক্তিগণকে সম্বোধনের শব্দ। [ফা. খুদা-বন্দ্]।

খোনা—বিণঃ নাকী সুরে কথা বলে এমন; নাকী, অনুনাসিক। [আ. খামনা—তু. সং. ঘোণা]।

খোন্তা, খোন্দল, খোন্দকার—যথাক্রমে **খন্তা খোঁড়ল** ও **খন্দকার**-এর রূপভেদ।

খোপ, খোপর—বিঃ খুপরি, কোটর, ক্ষুদ্র বাসা (পায়রার খোপ)। [দেশী]।

খোপা, খোবানি, খোয়া, খোয়ান (-নো)—যথা-ক্রমে **খোঁপা খুবানি খুয়া**১,১ ও **খুয়ান**-র রূপভেদ।

খোয়াব—বিঃ স্বপ্ন। [ফা. খ্বাব]।

খোয়ার—বিঃ দুর্গতি; ক্ষতি; কুৎসা। [ফা.]।

খোয়ারি—বিঃ মদের নেশা কাটিবার পর অবসাদ বা গ্লানি। [আ খুমাব্]। ক্রিঃ **খোয়ারি ভাঙা**—খোয়ারি দূর করিবার জন্য পুনরায় অল্প-মাত্রায় মদ খাওয়া।

-খোর—বিণঃ খাদক; আসক্ত (নেশাখোর)। [ফা.]।

খোরপোশ, (বর্জি.) **খোরপোষ**—বিঃ অন্নবস্ত্র, গ্রাসাচ্ছাদন; ভরণ-পোষণের খরচ। [ফা.]।

খোরশোলা, খোরসোলা, খোরশুলা, খোরসুলা—বিঃ ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

খোরা, খোরাই—বিঃ বড় বাটি বা পাত্রবিশেষ। [দেশী]।

খোরাক—বিঃ খাদ্যদ্রব্য; খাওয়ার পরিমাণ (তাহার খোরাক কম)। [ফা. খুরাক্]। বিঃ **খোরাকি**—খাইখরচ (খোরাকি লাগে না)।

খোরাসানি, খোরাসানী—(১)বিণঃ খোরাসান-দেশীয়। (২)বিঃ খোরাসানের লোক; খোরা-সানি সৈনিক।

খোর্মা, খোল১—যথাক্রমে **খুর্মা** ও **খইল**-এর কথ্য রূপ।

খোল২—বিঃ আবরণ (কচ্ছপের খোল); ওয়াড় (বালিশের খোল); চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মৃদঙ্গ; গর্ত, গহ্বর, কোটর (নৌকার খোল); বস্ত্রাদির জমি; বৃক্ষাদির বল্কলবিশেষ (সুপারি বা নারিকেলের খোল); আধার, তুম্ব (হুকার খোল)। [সং. √খু+ল]।

খোলক—বিঃ সর্বাঙ্গ-আবরক বস্ত্রবিশেষ; খোলা, আবরণ, shell। [সং. খোল+ক (স্বার্থে)]।

খোলতা—বিণঃ শোভমান, উজ্জ্বল, সুবিকশিত (বেশ খোলতা হয়েছে); [দেশী—তু. হি. খোল্তা]। বিঃ **-ই**—ঔজ্জ্বল্য, শোভা।

খোলস—বিঃ বাহ্য আবরণ; খোল, নির্মোক, কঞ্চুক (সাপের খোলস)। [সং. খোলক]।

খোলসা—বিণঃ পরিষ্কৃত, মুক্ত (আকাশ খোলসা হয়েছে); খোলা, অকপট (খোলসা অন্তর); খালি, উজাড় (খোলসা করা)। [আ. খুলাসা]।

খোলা১—বিঃ খোসা, আবরণ (কলার খোলা); ভাজিবার পাত্রবিশেষ; খাপরা (খোলার চাল); ক্ষেত (ধানের খোলা); স্থান (হাটখোলা, ইট-খোলা)। [সং. খোলক]।

খোলা২**, খোলাখুলি, খোলান (-নো)**—যথাক্রমে **খুলো খুলাখুলি** ও **খুলান**-র চলিত রূপ।

খোলাবাজার—বিঃ সর্বসাধারণের অভিগম্য (ও সরকারী বা অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত) বৈধ বাজার। [খুলা+বাজার]।

খোলামকুচি—বিঃ হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতির ছোট ভাঙা টুকরা, (আল)· অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। [<খোলা১+কুচি]।

খোশ—বিণঃ আনন্দজনক, প্রীতিকর। [ফা. খুশ্]। বিঃ **-কবালা**—স্থায়িভাবে স্বত্ব হস্তান্তরের স্বেচ্ছাকৃত দলিল। বিঃ **-খবর**—সুসংবাদ। বিঃ **-খেয়াল**—খামখেয়াল, মরজি। বিঃ **-খোরাক**—শৌখিন আহার। বিণঃ **-খোরাকি, -খোরাকী**—শৌখিন ভোজনে অভ্যস্ত; ভোজনবিলাসী। বিঃ **-গল্প**—আমোদজনক আলাপ; মজার কাহিনী। বিঃ **-নবিশ**—অতি সুন্দর হস্তাক্ষর-বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুলেখক। বিঃ **-নাম**—সুখ্যাতি। বিঃ **-পোশাক**—শৌখিন-পোশাক। বিণঃ **-পোশাকি, -পোশাকী**—পোশাকবিলাসী। বিঃ **-বাই, -বয়, -বায়, -বু**—সুগন্ধ। বিণঃ **-মেজাজ**—প্রফুল্ল বা প্রসন্ন মন।

খোশামোদ—বিঃ স্তাবকতা, তোষামোদ, চাটু-বাক্য। [ফা. খুশ্আমদ্]। বিঃ **খোশামুদি, খোশামোদি**—স্তুতি; চাটুবৃত্তি; খোশামোদ-করণ। বিণঃ **খোশামুদে**—খোশামোদ করে এমন, চাটুকার।

খোশাল—বিণঃ খুশি, সন্তুষ্ট। [ফা. খুশ্হাল]।

খোস—বিঃ পাঁচড়া, চর্মরোগবিশেষ। [সং. কচ্ছু]।

খোসা—বিঃ ফলাদির ত্বক্, ছাল। [সং. কোষ?]।

খ্যাক্, খ্যাট্—যথাক্রমে **খেঁক** ও **খেঁট**-এর বানানভেদ।

খ্যাত—বিণ: প্রসিদ্ধ (খ্যাতনামা) ; উক্ত, কথিত, অভিহিত। [সং খ্যা+ত (র্ম)]। বিণ: **-নামা** (-মন্)—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। বি: **খ্যাতি**—আখ্যা; প্রসিদ্ধি, যশ: ; প্রচার।

খ্যাপক—বিণ: ঘোষণাকারী, প্রচারক। [সং. √খ্যা+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি: **খ্যাপন**—ঘোষণা, প্রচার ; কীর্তন।

খ্যাপলা—**খেপলা**-র বানানভেদ।

খ্রিস্ট, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বানান) **খ্রীষ্ট**—বি: খ্রিষ্টান-ধর্মের প্রবর্তক যিশু (Jesus)। [ইং. Christ]। বি: **-ধর্ম**—যিশু কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম। বিণ: **-পূর্ব**—যিশুর জন্মের পূর্ববর্তী (ইং. Before Christ-এর অনুবাদ)। বি.বিণ: **খ্রিস্টান, খ্রীষ্টান, খ্রিস্টিয়ান, খ্রিষ্টিয়ান**—খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী [ইং. Christian]। **খ্রিস্টানি, খ্রিস্টানী, খ্রিস্টানি, খ্রিস্টানী**—(১)বি: খ্রিষ্টানদের আচার-আচরণ; খ্রিষ্টানপনা ; সাহেবিআনা ; (কাব্যে) খ্রিষ্টান-গণ ; (২)বিণ: খ্রিষ্টান-সম্প্রদায় বা খ্রিষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় ; খ্রিষ্টানদের। বি: **খ্রিস্টাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ**—খ্রিষ্টের জন্ম হইতে গণিত অব্দ (১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ)। বিণ: **খ্রিস্টীয়, খ্রীষ্টীয়**—খ্রিষ্ট-সম্বন্ধীয় ; খ্রিষ্টের জন্ম হইতে গণিত (খ্রিষ্টীয় ১৯৫২ সাল)।

গ

গ—বাঙ্গালা ভাষার তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ।

-গ—বিণ: গামী, গমনকারী, অভিমুখীন (নিম্নগ)। [সং. √গম্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-গা** (মধ্যগা)।

গইবী—**গৈবী**-র বানানভেদ।

গং—(লেখায়) **গয়রহ্**-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

গঁদ—বি: বিবিধ বৃক্ষের নির্যাস ; আঠা। [হি. গোঁদ্]।

গগন—বি: আকাশ, নভ:। [সং.]। বি.বিণ: **-চারী** (-রিন্)—খেচর। বিণ: **-চুম্বী** (-ম্বিন্) আকাশস্পর্শী ; অতিশয় উচ্চ। বি: **-তল**—আকাশপট, আকাশের পৃষ্ঠ। বি: **-পট**—আকাশরূপ পট। বি: **-প্রান্ত**—আকাশের এক-ধার ; দিগন্ত, দিকচক্রবাল। বিণ: **-বিহারী** (-রিন্)—খেচর। বি: **-মণ্ডল** — নভোমণ্ডল, আকাশের পরিধি। বি: **গগনাঙ্গন**—আকাশ-রূপ আঙ্গিনা। বি: **গগনাম্বু**—বৃষ্টির জল।

গঙ—বি: (ব্রজ.) গঙ্গা। [গঙ্গা দ্র:]।

গঙ্গা—বি: গঙ্গানদী, ভাগীরথী ; শিবপত্নী গঙ্গাদেবী। [সং. √গম্+গ (র্তৃ)+আ]। **-জ**—(১) বিণ: গঙ্গাজাত ; (২) বি: ভীষ্ম ; কার্তিকেয়। বি: **-জলি**—অন্তর্জলি ; মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল-দান ; গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথ। বিণ: **-জলী**—গঙ্গাজলের ন্যায় গেরুয়া রঙবিশিষ্ট। বি: **-ধর**—শিব। বি: **-পুত্র**—ভীষ্ম ; শবদাহক জাতি-বিশেষ, মুর্দাফরাস। বি: **-প্রাপ্তি**—গঙ্গাতীরে মৃত্যু ; মৃত্যু। বি: **-ফড়িং**—সবুজবর্ণের পতঙ্গ-বিশেষ। বিণ.বি: **-বাসী** (-সিন্)—গঙ্গার নিকটে বা গঙ্গাতীরে বাসকারী। **-যমুনা**—(১) বি: গঙ্গা ও যমুনা নদী ; (২) বিণ: সাদা ও কালো রঙের ; সোনা ও রূপা মিশ্রিত। বি: **-যাত্রা**—গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মরিবার জন্য মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে গমন। বি: **-যাত্রী** (-ত্রিন্)—মুমূর্ষু ব্যক্তি ; যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গমনকারী। বি: **-লাভ**—গঙ্গাতীরে মৃত্যু ; মৃত্যু। বি: **-সঙ্গম, -সাগর**—গঙ্গার সহিত সাগরের মিলনস্থান। বি: **গঙ্গোত্তরী, গঙ্গোত্রী**—হিমালয়ের প্রান্তবর্তী গাড়োয়ালপ্রদেশস্থ গঙ্গানদীর অবতরণস্থান : ইহা একটি হিন্দু তীর্থ। বি: **গঙ্গোদক**—গঙ্গানদীর জল।

গচ্চা, গচ্ছা—বি: ক্ষতিপূরণ ; অনর্থক দণ্ড ; অসাবধানতার জন্য লোকসান (গচ্চা দেওয়া গচ্চা যাওয়া)। [দেশী]।

গচ্ছিত—বিণ: রক্ষিত, ন্যস্ত, জমা রাখা হইয়াছে এমন। [দেশী]।

গছা—ক্রি: গ্রহণ করান, ঘাড়ে চাপান, ছলেবলে গ্রহণ করিতে স্বীকার করান। [দেশী?]। **-ন, -নো**—(১) ক্রি: গছা, (২) বি. বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

গজ₁—(১) বি: দুই হাত বা ৩৬ ইঞ্চি পরিমাণ মাপবিশেষ। (২) বিণ: ঐ মাপের (দুই গজ কাপড়)। [ফা. গজ]। বি: **-কাঠি**—এক গজ পরিমাণ মাপের কাঠি। বিণ: **গজি, গজী**—গজপরিমাণ (পাঁচগজি কাপড়)।

গজ₂—বি: হস্তী ; দাবাখেলার বলবিশেষ। [সং.]। বি: **-কচ্ছপ**—পুরাণোক্ত দুই সহোদর মুনিকুমার যাহারা শাপগ্রস্ত হইয়া হস্তী ও কচ্ছপের দেহ-ধারণপূর্বক পরস্পরের সহিত লড়াই করিতে

করিতে গরুড় কর্তৃক নিহত হয় ; (আল.) দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ; (ব্যঙ্গে) অতিকায় ব্যক্তি। **গজ-কচ্ছপের লড়াই**—প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; দুই স্থূলকায় ব্যক্তির বা দুই প্রবল পক্ষের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ। বিঃ **-কুম্ভ**—হাতির মাথায় কুম্ভবৎ মাংসপিণ্ড, করিকুম্ভ। **-গতি**—(১) বিণঃ হাতির ন্যায় ধীর ও গম্ভীর গতিবিশিষ্ট ; (২) বিঃ হাতির গমন বা গমনভঙ্গি ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—গজারোহী ; হাতির ন্যায় গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মন্থর গতিবিশিষ্ট। বিণ. বি(স্ত্রী): **-গামিনী**—গজারোহিণী ; হাতির ন্যায় শোভন ও ধীর গতিবিশিষ্টা। বিঃ **-ঘণ্টা**—দূর হইতে লোকজনকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য হাতির গলায় যে বৃহদাকার ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিঃ **-চক্ষু**—ঈষৎ বক্র এবং দেহের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র চক্ষু। বি. **-দন্ত**—হাতির দাঁত, ivory ; মানুষের দাঁতের উপরে যে দাঁত উঠে, উঁচু দাঁত ; গণেশ। বিঃ **-পতি**—শ্রেষ্ঠ হাতি ; গজপ্রধান ; ওড়িশার প্রাচীন নৃপতিদের উপাধিবিশেষ। বিঃ **-বীথি**—হস্তীদের (সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল) শ্রেণী ; ঐরাবৎ অবস্থানের দ্বিতীয় স্থান। অব্য. ক্রি-বিণঃ **ভুক্তকপিত্থবৎ** — গজনামক ক্ষুদ্র কীটদ্বারা ভক্ষিত কয়েতবেলের ন্যায় (এই কীট সকলের অলক্ষ্যে কয়েতবেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভিতরের সব কিছু খাইয়া ফেলে, কিন্তু বাহিরে কিছু বোঝা যায় না—গজ এখানে হাতি নহে) ; অন্তঃসারশূন্য। বিঃ **-মোতি**, (অশু.) **-মতি**, **-মুক্তা**—হাতির মাথায় যে মুক্তা জন্মে বলিয়া প্রবাদ আছে। বিঃ **গজানন**—যাহার মুখ হাতির ন্যায় অর্থাৎ গণেশ। বিঃ **গজানীক**—গজারোহী সৈন্যদল। বিঃ **গজারি**—হাতির শত্রু সিংহ ; গজাসুরের বধকর্তা শিব ; বৃক্ষবিশেষ। বিণ বিঃ **গজারোহী**—হস্তিপৃষ্ঠে আরোহী।

গজাগিরি, গজগীর—বিঃ কূপাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ চাতাল ; পঙ্কের কাজ ; গৃহতল বা প্রাচীরের উপর চুনের লেপ। [হি. গচগীরী—তু. মরাঠী গচগিরী]।

গজরগজর—**গজ্‌গজ্‌** দ্রঃ।

গজরা—ক্রিঃ চাপা গর্জন করা ; বৃথা আক্রোশে গজ্‌গজ্‌ করা। [সং. √ গর্জ (>বাং. গজর—বর্ণবিপর্যয়ের ফলে) + আ]। **-ন**, **-নো**—(১) ক্রিঃ গজরা ; (২) বিঃ গর্জন। বিঃ **গজরানি**—চাপা গর্জন।

গজল—বিঃ (আরবী) সঙ্গীতের সুরবিশেষ ; কবিতাবিশেষ, প্রেমসঙ্গীত। [আ.]।

গজা১—বিঃ মিঠাইবিশেষ। [দেশী]।

গজা২—ক্রিঃ অঙ্কুরিত হওয়া, জন্মান ; বৃদ্ধি পাওয়া। [?]। **-ন**, **-নো**—(১)ক্রিঃ গজা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

গজানন, গজানীক, গজারি, গজারোহী—**গজ২** দ্রঃ।

গজাল—বিঃ বড় পেরেক ; মৎস্যবিশেষ। [ফা. গজ + বাং. আল]।

গজী—**গজ১** দ্রঃ।

গজেন্দ্র—বিঃ সেরা হাতি ; গজরাজ ; ঐরাবত। [সং. গজ + ইন্দ্র]। বিঃ **-গমন**—বড় হাতির ন্যায় ধীর ও মহিমাব্যঞ্জক গতি। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**—গজেন্দ্রগমনবিশিষ্টা।

গজ্‌গজ্‌, গজরগজর—অব্যঃ বিরক্তিসূচক অস্পষ্ট উক্তি, অসন্তোষ প্রকাশ (রেগে গজ্‌গজ্‌ করছে) ; বাহির হইবার জন্য চঞ্চলতার ভাব প্রকাশ (পেটে কথা গজ্‌গজ্‌ করছে) ; স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি (খাবারগুলো পেটে গজ্‌গজ্‌ করছে)।

গঞ্জ—বিঃ গোলা, হাট, বড় বাজার ; শস্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। [ফা. গঞ্জ্]।

গঞ্জন—(১)বিঃ তিরস্কারকরণ ; লাঞ্ছিতকরণ। (২)বিণঃ তুচ্ছকর, লাঞ্ছনাকর (খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি)। [সং. √গঞ্জ্ + অন (ভা, র্তৃ)] বিঃ **গঞ্জনা**—তিরস্কার, লাঞ্ছনা ; খোঁটা। ক্রিঃ **গঞ্জা** —তিরস্কার করা ; লাঞ্ছনা দেওয়া।

গঞ্জিকা—বিঃ গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা। ['গাঁজা' শব্দকে সংস্কৃতের মত রূপদানার্থ গঠিত]। বিণঃ **-সেবী** (-বিন্)—গাঁজাখোর।

গঞ্জিত—বিণঃ তিরস্কৃত ; লাঞ্ছিত। [সং. √গঞ্জ্ + ণিচ্ + অ (র্ম)]।

গট্—**গ্যাট্**-এর রূপভেদ।

গট্‌গট্, গট্‌মট্—অব্যঃ দম্ভভরে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিবার শব্দ। [দেশী]।

গঠন—বিঃ নির্মাণ, রচনা (মূর্তিগঠন, দলগঠন) ; বিন্যাস (দেহের গঠন) ; গড়ন, চেহারা (সুন্দর গঠন) ; [সং. ঘটন]। ক্রিঃ **গঠা**—নির্মাণ করা, রচনা করা। বিণঃ **গঠিত**—নির্মিত, রচিত, বিন্যস্ত।

আদিতে **গজ-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **গজ১** ও **গজ২** দ্রঃ।

গড়১—বিঃ চেহারা, গঠন। [সং. √ঘট্+বাং. অ—তু. গঠন]।

গড়২—বিঃ দুর্গ, কেল্লা ; খাত, পরিখা ; (বাং.) ধান ভানিবার সময় মুষল-পতনের গহ্বরস্থান। [সং. গর্ত>গড্ড]। বিঃ **-খাই**—দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থ খাত বা পরিখা [গড+খাত>খাই]। **গড়ের বাদ্য**—কেল্লাস্থ সৈন্যদলের বাজনা ; বিলাতী ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা, গোরার বাজনা। **গড়ের মাঠ**—নগরদুর্গ ও নগরভবনসমূহের মধ্যবর্তী মাঠ বা সমতল জমি, esplanade।

গড়৩—বিঃ প্রণাম, প্রণিপাত, দণ্ডবৎ হওয়া। [দেশী]। ক্রিঃ **গড় করা**—প্রণাম করা। ক্রিঃ **গড় হওয়া**—প্রণত হওয়া।

গড়৪—বিঃ স্থূল বা মোটামুটি হিসাব, মাঝামাঝি গণনা, average (গড় করা, গড় কষা, গড় লওয়া ; গড়ে পাঁচ দিন)। [সং. গণ]। ক্রি-বিণঃ **-পড়তা**—স্থূল গণনায়, গড়ে (গড়পড়তা পাঁচ দিন) ; মোটামুটিভাবে।

গড়গড়—অব্যঃ মেঘগর্জন, গড়াইয়া যাওয়া গাড়ি চলা ইত্যাদির শব্দ। ক্রি-বিণঃ **গড়গড় করিয়া**—অতি সহজে, অবাধে, অবলীলাক্রমে (গড়গড় করিয়া মুখস্থ বলা)।

গড়গড়া—বিঃ তামাক খাইবার বৃহৎ হুঁকাবিশেষ ; ক্ষুদ্র আলবোলাবিশেষ। [দেশী]।

গড়ন—বিঃ প্রস্তুতকরণ, নির্মাণ, গঠন ; সৌষ্ঠব, চেহারা, গঠন-প্রণালী। [বাং. গঠন]। বিঃ **-পিটন, -পেটন**—গঠন ও সৌষ্ঠব। বিঃ **-দার**—ধাতু ইত্যাদি পিটিয়া যে জিনিসপত্র গড়ে [বাং গড়ন+ফা. দার]।

গড়া১—বিঃ মোটা থানধুতিবিশেষ। [দেশী]।

গড়া২—(১)ক্রিঃ নির্মাণ করা (পুতুল গড়া) ; সৃষ্টি করা (ঈশ্বর মানুষ গড়িয়াছেন) ; শিক্ষিত করা, পালন করা (জননীই সন্তানকে গড়েন) ; উদ্বুদ্ধ বা উন্নত করা (জাতি বা দেশকে গড়া) ; সংগঠন করা (দল গড়া) ; স্থাপন করা (স্কুল গড়া)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ নির্মিত, সৃষ্ট, গঠিত (হাতে-গড়া রুটি) ; সাজান, জাল, মিথ্যা (গড়া সাক্ষী)। [সং. √ঘট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ অপরের দ্বারা গড়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

গড়া৩—ক্রিঃ গড়াগড়ি দিতে দিতে যাওয়া বা নামা ; ঢালা বা পড়া (কলসি থেকে জল গড়াচ্ছে) ; শয়ন করা (বিছানায় গড়াচ্ছে) ; লুণ্ঠিত হওয়া (মাটিতে গড়াচ্ছে) ; ভূলুণ্ঠিত হওয়া (গড়িয়ে পড়া) ; অতিশয় ভাবাবেগ প্রদর্শন করা (আহ্লাদে গড়াচ্ছে) ; প্রবাহিত হওয়া (তেল গড়াচ্ছে), অগ্রসর হওয়া (ব্যাপারটা বহুদূর গড়াল)। [সং. √ঘট্ ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গড়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-নে**—গড়ায় এমন ; ঢালু। ক্রি-বিণঃ **গড়ায়-গড়ায়**—পাশাপাশি।

গড়াগড়ি—বিঃ ভূলুণ্ঠন, লুটোপুটি (গড়াগড়ি দেওয়া) ; ছড়াছড়ি, অনাদৃত বা বিক্ষিপ্তাবস্থায় স্থিতি (টাকাপয়সা গড়াগড়ি যাচ্ছে)। [বাং. √গড়া৩+গড়ি (সহচর শব্দ)]।

গড়ান, গড়ানো—**গড়া২** ও **গড়া৩** দ্রঃ।

গড়ানে, গড়ায়-গড়ায়—**গড়া৩** দ্রঃ।

গড়িমসি—বিঃ দীর্ঘসূত্রতা। [দেশী]।

গড়ু—(১)বিঃ দেহের স্থানবিশেষের মাংসস্ফীতি (কুঁজ, গলগণ্ড প্রভৃতি)। (২)বিণঃ কুব্জ। [সং. √গড়্+উ (র্তৃ)]।

গড়েনহাটী, গড়েরহাটী—বিঃ গড়েনহাট পরগণায় নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক প্রচারিত বিলম্বিত-লয়যুক্ত কীর্তন। [বাং. গড়েনহাট+ঈ]।

গড্ডল, গড্ডর—বিঃ ভেড়া ; গাড়ল। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **গড্ডলিকা, গড্ডরিকা**—পালের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ী ; এক মেষের অনুবর্তী মেষশ্রেণী। বিঃ **গড্ডলিকা-প্রবাহ**—পালের ভেড়ারা যেমন অন্ধের ন্যায় সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ীর (বা ভেড়ার) অনুসরণ করে, তেমনি ভালমন্দ বিচার না করিয়া অন্যান্য সকলের সহিত অগ্রবর্তীর অনুগমন।

গণ—বিঃ সমূহ, সমষ্টি, বহুবচনাত্মক শব্দবিশেষ (লোকগণ, পশুগণ) ; সম্প্রদায়, শ্রেণী ; দল ; জনসাধারণ (গণ-আন্দোলন) ; শিবানুচরবৃন্দ ; (ব্যাব. শা.) গোষ্ঠীবর্গ ; (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রানুসারে জাতকের ভেদ (দেবগণ, নরগণ) ; (ব্যাক.) ধাতুসমূহ (হ-আদি গণ, খা-আদি গণ)। [সং. √গণ্+অ (র্ম)]। বিঃ **-তন্ত্র**—জনসাধারণের প্রতিনিধিদ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্র-শাসন ; অনুরূপভাবে শাসিত রাষ্ট্র, democracy। বিণঃ **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্), **-তান্ত্রিক**—গণতন্ত্রমূলক বা গণতন্ত্রের নীতি অনুসারী। বিঃ **-দেব**—গণেশ ; গণশক্তির অধিদেবতা। বিঃ **-দেবতা**—সঙ্ঘভূত দেবগণ (যথা, ৪৯ বায়ু, ৮ বসু, ১২ আদিত্য ইত্যাদি) ; গণশক্তির অধি-

দেবতা। বিঃ **-নায়ক**—জনসাধারণের নেতা। বিঃ **-পতি, -নাথ,**—গণেশ ; শিব। বিঃ **-শক্তি**—সম্মিলিত জনসাধরণ বা প্রজাপুঞ্জ অথবা তাহাদের শক্তি।

গণইতে—অস-ক্রিঃ (ব্রজ.) গণনা করিতে ('গণইতে দোষ গুণ-লেশ ন পাওবি' : বিদ্যা)। [গনা দ্রঃ]।

গণক—(১)বিঃ দৈবজ্ঞ, গনৎকার। (২)বিণঃ গণনাকারী। [সং. √গণ্ + অক (র্তৃ)]।

গণতন্ত্র, গণতন্ত্রী, গণতান্ত্রিক, গণদেব, গণদেবতা—**গণ** দ্রঃ।

গণতি, গণৎকার—যথাক্রমে **গনতি** ও **গনৎকার**-এর বানানভেদ।

গণন, গণনা—বিঃ সংখ্যাকরণ, অঙ্ক কষা ; অবধারণ (দোষী বলিয়া গণনা) ; হিসাব (লাভালাভ গণনা) ; গ্রাহ্যকরণ, স্বীকারকরণ (মানুষ বলিয়া গণনা) ; উল্লেখ, নির্দেশ (শত্রু বলিয়া গণনা) ; (জ্যোতিষ.) রাশিনক্ষত্র-দ্বারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নিরূপণ। [সং. √গণ্ + অন (ভা), + আ]। বিণঃ **গণনীয়**—গণনার যোগ্য, গণনা করিতে হইবে এমন।

গণনাথ, গণনায়ক, গণপতি, গণশক্তি—**গণ** দ্রঃ।

গণা—**গনা**-র বানানভেদ।

গণিকা—বিঃ বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং. √গণ্ + অক (র্ম) + আ]। বিঃ **-লয়**—বেশ্যাবাড়ি।

গণিত—(১)বিণঃ গণনা করা হইয়াছে এমন ; গণনার দ্বারা নির্ধারিত। (২)বিঃ অঙ্কশাস্ত্র, গণনাবিজ্ঞান, mathematics। [সং. √গণ্ + ত (র্ম, ণো)]। বিঃ **-ক**—হিসাব, accounts [স. প.]। বিণঃ **-জ্ঞ**—গণিত-শাস্ত্রবেত্তা। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—অঙ্কশাস্ত্র (পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত)।

গণীভূত—বিণঃ জাতিগত ; গণের বা দলের অন্তর্ভুক্ত ; সম্প্রদায়ভুক্ত। [সং. গণ + ঈ (চ্বি) + √ভূ + ত (র্তৃ)]।

গণেশ—বিঃ শিব ও দুর্গার জ্যেষ্ঠপুত্র, সিদ্ধিদাতা, গজানন, লম্বোদর ; [সং. গণ + ঈশ]।

গণ্ড—(১)বিঃ গাল, কপোল (গণ্ডদেশ) ; আব, বড় ফোঁড়া, মাংসস্ফীতি (গলগণ্ড) ; গ্রন্থি ; চিহ্ন ; যোগবিশেষ। (২)বিণঃ প্রধান (গণ্ডগ্রাম)। [সং.]। বিঃ **-কূপ**—গালের টোল ; অধিত্যকা। বিঃ **-গ্রাম**—জনবহুল বড় গ্রাম। বিঃ **-দেশ**—গাল, কপোল। বিঃ **-মালা**—গলদেশের গ্রন্থিস্ফীতি-রোগ। বিণঃ **-মূর্খ**—একেবারে নির্বোধ। বিঃ **-যোগ**—(জ্যোতিষ.) যে যোগে জন্ম হইলে জাতকের মাতাপিতার মৃত্যু হয়। বিঃ **-শৈল**—পর্বতগাত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ড ; ছোট পাহাড়। বিঃ **-স্থল**—গাল, কপোল।

গণ্ডক—বিঃ গণ্ডার ; অন্তরায় ; সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা। [সং. √গণ্ড্ + অক]।

গণ্ডকী—বিঃ উত্তর-বিহারের নদীবিশেষ। [সং. গণ্ডক + ঈ]। বিঃ **-শিলা**—গণ্ডকীতে উৎপন্ন শালগ্রামশিলা।

গণ্ডকূপ—**গণ্ড** দ্রঃ।

গণ্ডগোল—বিঃ গোলমাল ; গোলযোগ, বিবাদ, বিশৃঙ্খলা। [দেশী]।

গণ্ডগ্রাম, গণ্ডদেশ, গণ্ডমালা, গণ্ডমূর্খ, গণ্ডযোগ, গণ্ডশৈল, গণ্ডস্থল—**গণ্ড** দ্রঃ।

গণ্ডা—বিঃ চারটি ; চার কড়া ; পাওনা (আপন গণ্ডা)। [সং. গণ্ডক]। বিঃ **-কিয়া**—গণ্ডা হিসাব করার প্রণালী। বিণঃ **গণ্ডা-গণ্ডা**—বহুসংখ্যক ; বহুপরিমাণ। **গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া**—গোলমালের মধ্যে স্বীয় কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া, গোলে হরিবোল করা।

গণ্ডার—বিঃ নাসিকার উপরে খড়্গাযুক্ত অতিশয় স্থূলচর্ম জন্তুবিশেষ। [সং.]। **গণ্ডারের চামড়া**—(গণ্ডারের চামড়া যেমন সহজে অস্ত্রাদিতে বিদ্ধ হয় না তেমনি) অপমানাদিতে আহত হয় না এমন অনুভূতি বা মনোবৃত্তি।

গণ্ডি, গণ্ডী—বিঃ বেষ্টনরেখা, সীমা ; মন্ত্রবলে যে স্থান নিরাপদ্ করা হইয়াছে। [সং. গণ্ড]।

গণ্ডু, গণ্ডূ—বিঃ বালিশ, গ্রন্থি। [সং. √গণ্ড্ + উ, ঊ]। বিঃ **-পদ**—কেঁচো। বি(স্ত্রী): **-পদী**—ছোট কেঁচো।

গণ্ডূষ—বিঃ একমুখ বা এককোষ জল ; হাতের কোষ, মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হাতের কোষ ভরিয়া জল পান (গণ্ডূষ করা)। [সং.]।

গণ্ডেপিণ্ডে—ক্রি-বিণঃ কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্রাধিকভাবে পেট বোঝাই করিয়া (গণ্ডেপিণ্ডে গেলা)। [সং. গণ্ডপিণ্ড = কণ্ঠা ও কুঁচকি]।

গণ্য—বিণঃ গণনীয়, গণনার যোগ্য ; গ্রাহ্য, স্বীকৃত (মূল্যবান্ বলিয়া গণ্য) ; বিবেচ্য ; উল্লেখের যোগ্য। [সং. √গণ্ + য (র্ম)]। বিণঃ **-মান্য**—সম্ভ্রান্ত ; বিশেষরূপে মান্য।

গৎ—বিঃ গানের সুর, বাজনার বোল, স্বরলিপি ; গতি, ধার, নিয়ম (বাঁধা গৎ)। [সং. গতি ?]।

বাঁধা (বা **বাঁধি**) **গৎ**—অপরিবর্তনীয় বা গতানুগতিক ধারা।

গত—বিণ: চলিয়া গিয়াছে বা হইয়া গিয়াছে এমন, প্রস্থিত, সমাপ্ত, অতীত, বিগত (গতযুগ); অব্যবহিত পূর্ববর্তী (গতকল্য, গতমাস); মৃত (তিনি সম্প্রতি গত হইয়াছেন); অধিগত, প্রাপ্ত (হস্তগত); অধিষ্ঠিত, নিহিত, অনুব্যাপ্ত (রক্তগত, মনোগত)। [সং. √গম্+ত (র্তৃ)]। বি: **-কল্য**—অদ্যকার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিন। বিণ: **-ক্লম**—কান্তি দূর হইয়াছে এমন (গতক্লম ব্যক্তি)। বি: **-চেতন**—চেতনাহীন। বিণ: **-জীব, -জীবন, -প্রাণ**—প্রাণহীন, মৃত। বিণ: **-নিদ্র**—নিদ্রাহীন; ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে এমন। বিণ: **-বাধ**—বাধা দূর হইয়াছে এমন (গতবাধ ব্যক্তি); বাধাশূন্য। বিণ: **-যৌবন**—যৌবনোত্তীর্ণ; প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। বিণ(স্ত্রী): **-যৌবনা**। বিণ: **-শোক**—শোক দূর হইয়াছে এমন, শোকোত্তীর্ণ। বিণ: **-সঙ্গ**—আসক্তিহীন। বিণ: **-স্পৃহ**—বীতরাগ, কামনাহীন।

গতর—বি: শরীর, দেহ; স্বাস্থ্য; দেহের শক্তি, সামর্থ্য। [সং গাত্র]। বিণ(স্ত্রী): **-খাকী, -খাগী**—সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরিশ্রমবিমুখ, অলস (স্ত্রীলোক)। বিণ(পুং): **-খেকো**। ক্রি: **গতর খাটান**—দৈহিক পরিশ্রম করা।

গতাগত, গতাগতি—বি: যাতায়াত; জন্ম ও মৃত্যু ('করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন': বিদ্যা.)। [সং. গত (=গমন)+আগত, আগতি (=আগমন)]।

গতান—**গছান**-র রূপভেদ।

গতানুগতিক—বিণ: পূর্বদৃষ্টান্ত বা প্রচলিত ধারার অনুবর্তী; নূতনত্ববর্জিত; একঘেয়ে; মামুলি। [সং. গত+অনুগতিক]। বি: **-তা**।

গতানুশোচনা, গতানুশোচন—বি: গত বিষয় বা কৃতকর্মের জন্য খেদ, পশ্চাত্তাপ। [সং. গত+অনুশোচনা, অনুশোচন।]

গতায়তি, গতায়াত—যথাক্রমে **গতাগতি** ও **গতাগত**-র রূপভেদ। ('এই পথে নিতি কর গতায়তি': চণ্ডী.)

গতায়ুঃ (-য়ুস্), (চলিত) **গতায়ু**—বিণ: পরমায়ু ফুরাইয়া গিয়াছে এমন, মুমূর্ষু। [সং. গত+আয়ুস্]।

গতাসু—বিণ: মৃত। [সং. গত+অসু]।

গতি—বি: গমন, যাত্রা; চলন, বেগ (মৃদুগতি; উপায়, ব্যবস্থা (মৃত্যু ছাড়া অন্য গতি নাই); আশ্রয়, শরণ, সহায় (তিনি দীনের গতি); পরিণাম, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বা অবস্থান (নরক-গতি); উদ্ধারের পথ বা উপায় (পাপিষ্ঠের গতি); সংকার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (মৃতের গতি করা); গন্তব্যস্থান (মৃত্যুই জীবনের গতি); অবস্থা (দুর্গতি); ধরন-ধারন, গতিক (আকাশের গতি ভাল নয়)। [বাং. √গম্ √তি (ভা)]। বি: **গতিক**—অবস্থা, দশা, হাল (শরীরের বা মনের গতিক); উপায়, কৌশল (কোন গতিকে)। বি: **গতিক্রিয়া**—দীর্ঘসূত্রতা। বিণ(স্ত্রী): **-দায়িনী**—মোক্ষদাত্রী। বি: **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—গতি-বিষয়ক বা বেগ-বিষয়ক শাস্ত্র, kinetics, dynamics। বি: **গতিবিধি**—ব্যবহারের ধারা, চালচলন, কার্যকলাপ (শত্রুর গতিবিধি); যাতায়াত (রাজসভায় গতিবিধি); মুক্তির উপায় ('ওমা, কর গতিবিধি': রা. প্র.)। বি: **-ভঙ্গ**—চলিতে চলিতে বাধা পাইয়া থামিয়া যাওয়া; অর্ধপথে নিবৃত্তি। বি: **-রোধ**—পথরোধ; প্রতিবন্ধক।

গতীয়—বিণ: গতি গতিবিদ্যা বা গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, kinetic, dynamic [বি. প.]। [সং. গতি+ঈয়]।

গতে—ক্রি-বিণ. অব্য: গত হইলে। [গত দ্র:]।

গত্যন্তর—বি: অন্য গতি বা উপায়। [সং. গতি+অন্তর]।

গদ—বি: বিষ; ব্যাধি; (বাং.) অজীর্ণ ভুক্ত-দ্রব্যের ভার (পেটে গদ আছে)। [সং.]।

গদগদ—**গদ্‌গদ**-র রূপভেদ।

গদা—বি: মুদ্গর; মুদ্গরজাতীয় প্রহরণ। [সং. √গদ্+অ (র্ম)+আ]। বি: **-ঘাত**—গদাদ্বারা প্রহার। বি: **-ধর, -পাণি**—গদা যাঁহার প্রহরণ অর্থাৎ বিষ্ণু। বি: **-যুদ্ধ**—যে যুদ্ধে গদা প্রহরণ-রূপে ব্যবহৃত হয়।

গদাইলশকরী, (বর্জি.) **গদাইলস্করী**—বিণ: গাধা-বোটের ন্যায় বা তাহার লশকরের ন্যায় অথবা কাল্পনিক গদাধর (>গদাই) লশকরের ন্যায় অলসগতি; অতি ধীরগতি বা ঢিমে।

গদি—বি: তুলা নারিকেল-ছোবড়া প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কোমল আসন বা শয্যা; ব্যবসায়ীর দফ্‌তর (মারোয়াড়ীর গদি); রাজাসন (গদিতে আরোহণ করা); মন্ত্রী জমিদার মন্দিরের মোহান্ত প্রভৃতির পদ বা আসন (গদি পাওয়া)। [হি.

গন্ধী]। বিণ: -য়ান—গদির অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকারী, গদিতে উপবিষ্ট, পদাধিকারী। [হি. গদিয়ান্]। -য়ানি, -য়ানী—(১)বি: গদিয়ানের কাজ বা পদ; (২)বিণ: গদিয়ানসুলভ।

গদ্‌গদ—(১)বি: ভাবের প্রাবল্য-জনিত অবাক্ত কণ্ঠধ্বনি। (২)বিণ: আবেগে বিহ্বল (গদ্‌গদ চিত্ত); অব্যক্তধ্বনিযুক্ত (গদ্‌গদ হওয়া); আবেগের আতিশয্যে রুদ্ধ বা জড়িত (গদ্‌গদ কণ্ঠ বচন বা ভাষা)। [সং.]।

গদ্য—(১)বি: ছন্দোবদ্ধ নহে এমন ভাষা। (২)বিণ: ছন্দোবদ্ধ নহে এমন (গদ্যভাষা)। [সং.]। বি: -ছন্দ—গদ্যরচনার মধ্যে সুরের আমেজ (রবীন্দ্র), ছন্দোহীনতা।

গনৎকার—বি: দৈবজ্ঞ, গণক। [সং. গণকার]।

গনতি—গ্‌নতি-র রূপভেদ।

গনা, গণা—(১)ক্রি: গণনা করা, গোনা; গণ্য করা (মানুষ বলিয়া না গনা); অনুমান বা বোধ করা (বিপদ গনিলাম)। (২)বি: গণন; গণ্য-করণ; অনুমান, বোধকরণ। (৩)বিণ: গণিত (গনা ফল); ঠিক ঠিক, পুরাপুরি (গনা দশ বছর)। [সং √গণ্‌+বাং. আ]। বিণ: -গনতি, -গ্‌নতি, -গাঁথা—একেবারে ঠিক ঠিক, কমও নহে বেশিও নহে।

গনাগোষ্ঠী—বি: গোষ্ঠীবর্গ, গণ ও গোষ্ঠী। [সং. গণ+গোষ্ঠী]।

গনান, গনানো—(১)ক্রি: অপরের দ্বারা গণনা করান; দৈবজ্ঞের দ্বারা শুভাশুভ নির্ধারণ করান। (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। [বাং. √গনা+আন]।

গন্‌গন্‌—অব্য: অগ্নিশিখার প্রজ্বলনের আওয়াজ বা উহার প্রখরতার ভাবসূচক (গন্‌গন্ করা)। বিণ: গন্‌গনে—তেজাল, লেলিহান (গন্‌গনে আগুন)।

গন্তব্য—বিণ: গমনীয়; গম্য; অধিগম্য, জ্ঞাতব্য। [সং. √গম্‌+তব্য (র্ম)]।

গন্তা (-স্তৃ)—বিণ.বি: গমনকারী। [সং. √গম্‌ +তৃ (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী: গন্ত্রী।

গন্ধ—বি: বস্তুর যে গুণ কেবল নাসিকাদ্বারা অনুভবনীয়, বাস (গন্ধ ছড়ান), ঘ্রাণ (গন্ধ পাওয়া); সুগন্ধ দ্রব্য (গন্ধ মাখা); সামান্যতম উল্লেখ, লেশ (নামগন্ধ); সম্পর্ক (এই কাজে টাকার কোন গন্ধ নাই)। [সং. √গন্ধ্‌+অ (র্তৃ)]। বি: -কাষ্ঠ—চন্দনকাষ্ঠ; কালাগুরু। বি: -গোকুল, -গোকুলা—নকুলজাতীয় জন্তুবিশেষ, খট্টাশবিশেষ। [সং. গন্ধনকুল]। বি: -তৈল—সুবাসিত তেল, ফুলেল তেল। বি: -দ্রব্য—সুগন্ধ দ্রব্য; নাগকেশর। বি: -পুষ্প—সুগন্ধি পুষ্প; সচন্দন ফুল। বি: -বণিক্‌ (-ণিজ্‌)—গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী; মসলা-ব্যবসায়ী; বাঙ্গালী হিন্দু জাতিবিশেষ, গন্ধবেনে। বি: -বহ, -বাহ—বাতাস। বি: -ভাদাল, -ভাদুলী—লতা-বিশেষ, গাঁধাল। বি: -মাদন—রামায়ণোক্ত যে পর্বত হনুমান্ বিশল্যকরণীর জন্য উপড়াইয়া আনিয়াছিলেন। বি: -মূষিক—ছুঁচা। বি: -মৃগ—কস্তুরীমৃগ। বি: -রাজ—সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ। ক্রি-বিণ: গন্ধে গন্ধে—সূত্র অনুসরণ করিয়া।

গন্ধক—বি: পীতবর্ণ মৌলিক পদার্থবিশেষ, sulphur। [সং. গন্ধ+ক]। বি: -চূর্ণ—বারুদ। বি: গন্ধকদ্রাবক, গন্ধকাম্ল—মহাদ্রাবক, sulphuric acid।

গন্ধর্ব—বি: দেবযোনিবিশেষ, স্বর্গের গায়কশ্রেণী; স্বভাবগায়ক। [সং গন্ধ+ √অর্ব (=গতি)+ অ (র্তৃ)]। বি: -বিদ্যা—সঙ্গীতবিদ্যা। বি: -বিবাহ—কেবল পাত্রপাত্রীর মতানুসারেই অনুষ্ঠিত হিন্দু বিবাহবিধিবিশেষ। বি: -বেদ—সঙ্গীতশাস্ত্র। বি: -লোক—গন্ধর্বদের আবাস।

গন্ধাধিবাস, গন্ধাধিবাসন—বি: পূজায় বা বিবাহাদি শুভকার্যে গন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা সংস্কারবিশেষ। [সং. গন্ধ+অধিবাস, অধিবাসন]।

গন্ধী (-ন্ধিন্)—(১)বিণ: গন্ধযুক্ত। (২)বি: গন্ধ-বণিক্; গাঁধিপোকা। [সং. গন্ধ+ইন্]।

গন্ধেশ্বরী—বি: গন্ধবণিক্‌দের কুলদেবতা। [সং. গন্ধ+ঈশ্বরী]।

গন্ধোপজীবী (-বিন্)—(১)বি: গন্ধবণিক। (২)বিণ: গন্ধদ্রব্য ও মশলার ব্যবসায়ে জীবিকা-নির্বাহ-কারী। [সং. গন্ধ+উপ+ √জীব্‌+ইন্ (র্তৃ)]।

গন্নাকাটা—বিণ: যাহার উপরের ঠোঁট জন্মাবধি কাটা; খোনা। [তু. ও. গ্রহণ-খণ্ডিয়া]।

গপগপ, গপ্‌গপ্‌, গবগব, গব্‌গব্‌—অব্য: বড় বড় গ্রাস গলাধঃকরণের শব্দ (গপগপ করে খাওয়া)। ক্রি-বিণ: গপাগপ, গবাগব—তাড়াতাড়ি গপগপ করিয়া (গপাগপ গেলা)।

আদিতে গন্ধ- যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য গন্ধ দ্রঃ।

গবচন্দ্র—বি.বিণ: নিরেট মূর্খ; গোরুর ন্যায় বোধশক্তিহীন (ব্যক্তি)। [গবা দ্র:]।

গবয়—বি: গলকম্বলহীন গো-সদৃশ পশুবিশেষ, একশ্রেণীর বানর। [সং.]।

গবা—বি.বিণ: নিরেট মূর্খ; বোকা; হাবা। [সং. গো-শব্দের বিকৃত রূপ]।

গবাক্ষ—বি: গোরুর চক্ষুর ন্যায় ক্ষুদ্র বায়ুপথ; জানালা। [সং. গো+অক্ষি]।

গবাগব—**গপগপ** দ্র:।

গবাদি—বিণ: গোরু এবং গোরুর ন্যায় গৃহপালিত অন্যান্য (পশু)। [সং. গো+আদি]।

গবী—বি: গাভী। [সং. গো+ঈ]।

গবুচন্দ্র—**গবচন্দ্র**-এর রূপভেদ।

গবেষণা, গবেষণ—বি: তত্ত্বানুসন্ধান, research। [সং. √গবেষ্+অন (ভা)+আ]। বিণ বি: **গবেষক**—গবেষণাকারী। বিণ: **গবেষিত**—গবেষণা করা হইয়াছে এমন।

গব্‌গব্—**গপগপ** দ্র:।

গব্য—(১)বিণ: গাভী-সম্বন্ধীয়, গোদুগ্ধজাত (ঘৃতাদি)। (২)বি: গাভীজাত বস্তু (পঞ্চগব্য)। [সং. গো+য]। বি: **পঞ্চগব্য**—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোমূত্র ও গোময়: এই পাঁচটি দ্রব্য।

গভর্নমেণ্ট, (বর্জি.) **গবর্মেণ্ট**—বি: সরকার, রাষ্ট্র-শাসন-বিভাগ, রাষ্ট্রশাসকগোষ্ঠী, রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র। [ইং. government]।

গভর্নর, (বর্জি.) **গবর্নর**—বি: শাসনকর্তা; প্রাদেশিক শাসনকর্তা; রাজ্যপাল, লাটসাহেব। [ইং. governor]। বি: **গভর্নর-জেনারেল**—সর্বপ্রধান শাসনকর্তা; বড়লাট। [ইং. governorgeneral]।

গভীর—(১)বিণ: নিম্নে সুদূরবিস্তৃত (গভীর জল বা নদী); অতিনিম্ন (গভীর খাদ); নিচু তল-দেশবিশিষ্ট (গভীর পাত্র); নিবিড়, গহন (গভীর বন); প্রগাঢ় (গভীর চিন্তা বা জ্ঞান); দুর্গম, দুরধিগম্য, জটিল, দুর্বোধ্য (গভীর তত্ত্ব, গভীর ব্যাপার); গম্ভীর (গভীর কণ্ঠ), অনেক (গভীর রাত্রি); ঘন, জমাট (গভীর অন্ধকার)। (২)বি: দুর্গম দূরবর্তী বা গোপন স্থান (মনের গভীরে)। [সং.]। বি: -**তা, -ত্ব**। **গভীর জলের মাছ**—(আল.) অগাধ জলের মাছের ন্যায় অত্যন্ত ধূর্ত ও চাপা লোক।

গম—বি: শস্যবিশেষ, গোধূম। [সং. গোধূম]।

গমক—বি: সঙ্গীতের স্বরকম্পনবিশেষ। [সং.]।

গমগম—অব্য: গম্ভীর শব্দে শব্দিত বা ভরপুর হওয়ার ভাবপ্রকাশ (আসর গমগম করছে)।

গমন—বি: যাওয়া, প্রস্থান; চলন; গতি; (স্ত্রী) সম্ভোগ (পরদার-গমন)। [সং. √গম্+অন (ভা)]। বি: **গমনাগমন**—যাতায়াত, আনা-গোনা। বিণ: **গমনার্হ, গমনীয়**—গমনযোগ্য, যাওয়া যাইতে পারে এমন, গন্তব্য। বিণ: **গমনোদ্যত, গমনোন্মুখ**—যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে বা উপক্রম করিয়াছে এমন। বিণ: **গমিত**—অতিবাহিত, প্রাপিত, জ্ঞাপিত।

গম্বুজ—**গম্বুজ**-এর রূপভেদ।

গম্ভীর—বিণ: নিম্ন ও ভারী ধ্বনিযুক্ত, গভীর, খাদ (গম্ভীর স্বর); ভারিক্কি, অলঘু (গম্ভীর চাল), গুরু (গম্ভীর ব্যাপার), দুঃখ চিন্তা ক্রোধ প্রভৃতি কারণে নিরানন্দ (গম্ভীর মুখ)। [সং. √গম্+ঈর (ধি)]। বি: -**তা**।

গম্ভীরা—বি: গাজনের উৎসবে শিবার্চনা-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানবিশেষ; রাঙের পাত-বসান চিত্রবিচিত্র সাজ, দেবমন্দিরের অভ্যন্তর (পুরীর গম্ভীরা) [সং. গম্ভীর (=গভীর)-শব্দজ]।

গম্য—বিণ: গমনযোগ্য; প্রাপ্য, বোধ্য; ভোগ্য, উপভোগ্য। [সং. গম্+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **গম্যা**—ভোগ্যা, সম্ভোগযোগ্যা (গম্যা নারী)। বিণ: **গম্যমান**—জানা বা অনুমান করা যাইতেছে এমন, উহ্য; অনুমীয়মান।

গয়ংগচ্ছ—বি: যাচ্ছি-যাব ভাব, দীর্ঘসূত্রতা; কুঁড়েমি। [সং. √গম্]।

গয়না, গয়নার নৌকা—যথাক্রমে **গহনা** এবং **গহনার নৌকা**-র চলিত রূপ।

গয়বী, গয়বি—বিণ: গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গয়বী খুন); আজগবি (গয়বী কথা); দৈব (গয়বী আদেশ)। [আ. গায়িব্]। **গয়বী চাল**—(শতরঞ্চখেলায়) না দেখিয়া দূর হইতে চালা চাল; (আল.) অবস্থা না জানিয়াই ব্যবস্থাদান।

গয়রহ, গয়লা, গয়লানী—যথাক্রমে **বগয়রহ** **গোয়ালা** ও **গোয়ালিনী**-র চলিত রূপ।

গয়সাল—বি: মুসলমানধর্ম-গ্রহণকারী হিন্দু। [?]।

গয়া—বি: বিহারের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এখানে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলে মুক্তি হয় বলিয়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস। বি: -**লি, -ওয়ালী**—গয়ার পাণ্ডা। **গয়ার পাপ**—গয়ায় পিণ্ডদান করিলে মৃতের সকল পাপমোচন হইয়া মুক্তি হয় কিন্তু গয়ায় কোন পাপ করিলে মুক্তি নাই; (আল.)

অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কিন্তু অপরিহার্য ব্যক্তি বা বস্তু।

গয়ার, গয়ের—বিঃ কণ্ঠনিঃসৃত সর্দির শ্লেষ্মা; কফ। [দেশী]।

গর- —অব্যঃ অভাব বৈপরীত্য নঞ্ (=ন) ইত্যাদি সূচক (গরহাজির)। [আ. গয়র্]।

গরগর১—**গর্ গর্**-এর বানানভেদ।

গরগর২—বিণঃ গদ্গদ, বিহ্বল, অভিভূত (ভাবে গরগর); ব্যাকুল, উল্লসিত ('রাইরূপ হেরি অন্তর গরগর': বিদ্যা); টকটকে, ঘোর লাল বর্ণযুক্ত (লজ্জায় গরগর)। [দেশী ?]।

গরজ—বিঃ স্বার্থ, প্রয়োজন (লোকে খাটে আপন গরজে); যত্ন (পড়াশোনায় তাহার গরজ নাই)। [আ. গর্জ্]। বিণঃ **গরজী**—গরজবিশিষ্ট (আপ্তগরজী)। **গরজ বড় বালাই**—প্রয়োজন বড় জ্বালা অর্থাৎ তাহার দাবি মিটাইতে হইবেই।

গরজান—**গর্জন**-এর কোমল রূপ।

গরজা, গরজান, গরজানি—যথাক্রমে **গর্জা গর্জান** ও **গর্জানি**-র বানানভেদ।

গরঠিকানা—বিঃ ভুল ঠিকানা। [গর+ঠিকানা]। বিণঃ **গরঠিকানিয়া**—যাহার ঠিকানা জানা নাই, ঠিকানাহীন।

গরদ—বিঃ রেশমী কাড়পবিশেষ। [দেশী ?]।

গরদা—**গর্দা**-এর বানানভেদ।

গরব—**গর্ব**-এর কোমল রূপ।

গরবা—বিঃ গুজরাটী নৃত্যগীতবিশেষ। [?]।

গরবিত—**গর্বিত**-র কোমল রূপ।

গরবিনী—বিণঃ গৌরববতী; গর্বিতা ('তোমার গরবে গরবিনী হাম': জ্ঞান.)। [সং. গর্বিণী]। বিণ(পুং): । **গরবী** [সং. গর্বী]।

গরম—(১)বিঃ উত্তাপ, উষ্ণতা (চৈত্রের গরম); গ্রীষ্ম (গরমের সময়); ঔদ্ধত্য (কথার গরম); অহঙ্কার, দর্প (টাকার গরম); বিকার, রোগ (পেটগরম)। (২)বিণঃ উষ্ণ, তপ্ত (গরম জল); গ্রীষ্ম (গরম কাল); শীতনিবারক (গরম জামা); উদ্ধত, উগ্র, গর্বিত (গরম মেজাজ); কড়া, তিরস্কারপূর্ণ (গরম কথা); উত্তেজক (গরম মসলা); মহার্ঘ, চড়া (গরম বাজার); উত্তেজনাপূর্ণ, ভয়ানক, যুদ্ধোন্মুখ (গরম পরিস্থিতি); টাটকা (গরম খবর)। [ফা. গরম্]। বিণঃ **গরম-গরম, গরমা-গরম**—সদ্য ভাজা; টাটকা (গরমাগরম খবর)। বিঃ **গরম-মসলা**—এলাচ লবঙ্গ ও দারুচিনি। **গরম মোজা**—পশমী মোজা। **কুসুম কুসুম গরম**—ঈষদুষ্ণ, কবোষ্ণ। **গুমোট গরম, পচা গরম, ভেপসা গরম**—যে গরমে বায়ুপ্রবাহ বন্ধ থাকে এবং অত্যন্ত ঘাম হয় ও শ্বাসকার্যে কষ্ট বোধ হয়।

গরমা—ক্রিঃ গরম হওয়া, গর্বিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া। [গরম দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গরমা; (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

গরমি, গর্মি—বিঃ গ্রীষ্ম, উত্তাপ; উষ্মা; উপদংশরোগ। [হি. গর্মী]।

গরমিল—বিঃ অমিল; হিসাবে গোলযোগ; মনান্তর। [গর- +মিল]।

গররাজি—বিণঃ অনিচ্ছুক, রাজি নয় এমন। [গর- +রাজি]।

গরল—বিঃ বিষ; সাপের বিষ, (প্রাদে.) বিষাক্ত ঘা। [সং. গৃ+অল (স্বার্থে)]।

গরহাজির—বিণঃ অনুপস্থিত। [গর- +হাজির]।

গরাদে—বিঃ জানালায় বসানর জন্য লৌহ কাষ্ঠ প্রভৃতিতে নির্মিত সিক। [পো. grade]।

গরান—বিঃ বন্য বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাষ্ঠ। [?]।

গরাস—**গ্রাস**-এর কথ্য ও কোমল রূপ।

গরিব, গরীব—বিণঃ দরিদ্র। [আ. গরীব্]। বিঃ **-খানা**—দীনের কুটির; (সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশার্থে) আমার গৃহ। [আ. গরীব্+ফা. খানা১]। বিঃ **-গুরবো**—দরিদ্রগণ; বিত্তহীন সম্প্রদায়। **গরিবানা, গরীবানা**—(১)বিঃ দরিদ্রের ভাব, দরিদ্রোচিত চালচলন; (২)বিণঃ দরিদ্রোচিত।

গরিমা (-মন্)—বিঃ গৌরব, মাহাত্ম্য; গর্ব, গুরুত্ব; যোগের অষ্টসিদ্ধির অন্যতম। [সং. গুরু+ইমন্ (ভা)]।

গরিলা—বিঃ আফ্রিকার মহাবল ও মহাকায় নরাকার বানরজাতীয় প্রাণিবিশেষ। [ইং. gorilla]।

গরিষ্ঠ—বিণঃ সর্বাধিক গুরু; গুরুতম; বৃহত্তম; পূজ্যতম। [সং. গুরু+ইষ্ঠ]। বিঃ **গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক**, (সংক্ষেপে) গ.সা.গু.—গণিতশাস্ত্রের প্রণালীবিশেষ।

গরীব—**গরিব** দ্রঃ।

গরীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ গুরুতর, বৃহত্তর, পূজ্যতর, গৌরবান্বিত, মর্যাদাপূর্ণ, মহান্। [সং. গুরু+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **গরীয়সী**।

গরু—**গোরু**-র অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ।

গরুড়—বিঃ পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন। [সং.]।

বিঃ **-ধ্বজ, -বাহন**—বিষ্ণু। বিঃ **গরুড়াসন**—যোগাসনবিশেষ।

গরুৎ—বিঃ পক্ষ, পালক। [সং.]।

গরুত্মান্ (-ত্মৎ)—(১)বিঃ গরুড় ; পক্ষী। (২) বিণঃ পক্ষযুক্ত। [সং. গরুৎ+মৎ]। **গরুত্মতী**—(১)বি(স্ত্রী): পক্ষিণী , (২)বিণঃ পক্ষবিশিষ্ট ; পালযুক্তা ('গরুত্মতী তরী' : মধু.)।

গর্‌গর্—অব্যঃ ক্রোধাদির লক্ষণ-প্রকাশক। ক্রিঃ **গর্‌গর্ করা**—ক্রোধের ভাব প্রকাশ করা, গর্জন করা (রাগে গর্‌গর্ করা) , টক্‌টকে লাল করা (চক্ষু গর্‌গর্ করা)। **গর্‌গর্ করিয়া**—একটানা, না থামিয়া (গর্‌গর্ করিয়া মুখস্থ বলা)। [ফা. গুর্‌রানা]। বিণঃ **গর্‌গরে**—গর্‌গর্ শব্দযুক্ত বা ভাবযুক্ত।

গর্জক—বিণঃ গর্জনকারী। [সং. √গর্জ্+অক (র্তৃ)]।

গর্জন—বিঃ উচ্চ গম্ভীর আওয়াজ, নাদ (মেঘ সিংহ কামান বজ্র প্রভৃতির গর্জন)। [সং. √গর্জ্+অন (ভা)]।

গর্জমান—বিণঃ গর্জনরত। [সং. √গর্জ+আন (র্তৃ)]।

গর্জনতৈল—বিঃ প্রতিমাদির রঙে ঔজ্জ্বল্য দিবার জন্য ব্যবহার্য বৃক্ষনির্যাসবিশেষ। [তু. সং সর্জরস-তৈল]।

গর্জা—ক্রিঃ গর্জন করা। [সং. √গর্জ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গর্জা ; (২)বিঃ গর্জন। বিঃ **গর্জানি**—গর্জন ; গর্জনের শব্দ।

গর্জিত—বিণঃ নিনাদিত। [সং. √গর্জ+ত (র্তৃ)]

গর্ত—বিঃ গহ্বর, রন্ধ্র ; ছিদ্র ; ছেঁদা, ফুটা ; বিবর। [সং. √গৃ+ত (র্তৃ)]।

গর্দভ—বিঃ গাধা, রাসভ ; (ব্যঙ্গে বা তিরস্কারে) নিরেট মূর্খ ব্যক্তি। [সং. √গর্দ +অভ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **গর্দভী**।

গর্দা—বিঃ ময়লা। [ফা. গর্দ]।

গর্দান—বিঃ ঘাড়, গলা ; ঘাড়সমেত মাথা। [ফা. গরদন্]। ক্রিঃ **গর্দান লওয়া**—শিরশ্ছেদ করা। বিঃ **গর্দানি**—ঘাড়ধাক্কা।

গর্ব—বিঃ অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা, দর্প (গর্ব করা) ; গর্বের বস্তু, গৌরব (বিদ্বানেরা জাতির গর্ব)। [সং. √গর্ব্+অ (ভা)]। বিণঃ **গর্বিত, গর্বী** (-র্বিন্)—অহঙ্কারী। বিণ(স্ত্রী): **গর্বিতা, গর্বিণী**। বিণঃ **গর্বোজ্জ্বল**—গৌরবে উদ্ভাসিত। বিণঃ **গর্বোদ্ধত**—অহঙ্কারে উন্মত্ত, দাম্ভিক।

গর্ভ—বিঃ অভ্যন্তর, ভিতর (নারিকেলের গর্ভ) ; তলদেশ (নদীগর্ভ, খনির গর্ভ) ; উদর, কুক্ষি, গর্ভাশয় (গর্ভে ধারণ) ; ভ্রূণ, উদরস্থ সন্তান (গর্ভপাত) ; অন্তঃসত্ত্বা-অবস্থা (গর্ভলক্ষণ)। [সং. √গৃ+ভ]। বিঃ **-কেশর**—(উদ্ভি.) পুষ্পের যে কেশরের নিচে বীজকোষ থাকে। বিঃ **-কোষ**—জরায়ু। বিঃ **-গৃহ**—**গর্ভাগার**-এর অনুরূপ। বিণঃ **-চ্যুত**—(সচরাচর অস্বাভাবিকভাবে) গর্ভ হইতে পতিত বা নিঃসৃত। বিণঃ **-জ**—গর্ভে জাত। বিঃ **-দাস**—ক্রীতদাসীর গর্ভজাত পুত্র। বিঃ **-ধারণ**—অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। বিঃ **-ধারিণী**—জননী, মাতা। বিঃ **-নাড়ী**—যে নাড়ীর এক প্রান্ত গর্ভস্থ শিশুর নাড়ীর সহিত এবং অপর প্রান্ত ফুলের সহিত যুক্ত থাকে। বিণঃ **-নিঃসৃত**—গর্ভ হইতে বহিরাগত। বিঃ **-পাত**—অসময়ে বা অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভচ্যুতি, গর্ভস্রাব ; ভ্রূণহত্যা। বিণঃ **-বতী**—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভে সন্তান আছে এমন। বিঃ **-বাস**—মাতৃগর্ভে অবস্থান। বিঃ **-মাস**—গর্ভারম্ভের মাস। বিঃ **-মোচন**—প্রসব। বিঃ **-যন্ত্রণা**—গর্ভধারণের ক্লেশ ; (আল.) অসহ্য যন্ত্রণা। বিঃ **-লক্ষণ**—যেসব চিহ্ন দেখিলে বুঝা যায় যে গর্ভে সন্তান আছে বা আসিয়াছে। বিঃ **-সংক্রমণ, -সঞ্চার**—গর্ভমধ্যে সন্তানের জন্ম। বিঃ **-স্রাব**—গর্ভপাত ; ভ্রূণহত্যা ; (অমা.) অকালকুষ্মাণ্ড, জারজ। বিঃ **গর্ভাগার**—আঁতুরঘর ; ঘরের মধ্যে ছোট ঘর, অন্তঃকক্ষ। বিঃ **গর্ভাঙ্ক**—নাটকের অঙ্কের মধ্যস্থিত অংশ বা দৃশ্য। বিঃ **গর্ভাধান**—বিবাহিতা নারীর প্রথম রজোদর্শন উপলক্ষে সংস্কারবিশেষ ; গর্ভের আধান বা উৎপাদন। বিঃ **গর্ভাশয়**—গর্ভস্থ সন্তান যেখানে থাকে, জরায়ু। বিঃ **গর্ভিণী**—গর্ভবতী নারী, পোয়াতি।

গর্হণ, গর্হণা, গর্হা—বিঃ নিন্দা, দোষারোপ ; তিরস্কার। [সং.]।

গর্হিত—বিণঃ অতীব নিন্দিত ; কুৎসিত, জঘন্য, মন্দ। [সং √গর্হ্+ত(র্ম)]।

গর্হ্য—বিণঃ নিন্দনীয়। [সং. √গর্হ্+য]।

গল—বিঃ গলা, কণ্ঠদেশ। [সং. √গল্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কম্বল**—গোরু ও মহিষের গলার নিম্নদেশে লম্বমান মাংসপিণ্ড। বিঃ **-গণ্ড**—গলদেশের মাংসস্ফীতিরূপ রোগবিশেষ। বিঃ **-গ্রহ**—গলার অনভিপ্রেত বোঝা ; (আল.) যাহাকে ইচ্ছা না থাকিলেও প্রতিপালন করিতে হয় ; যে ব্যক্তি

বা দায়িত্ব অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিপালনীয় ; পরান্নজীবী। বিঃ **-দেশ**—গলা। বিঃ **-নালী**—অন্ননালীর উপরিভাগে মুখের ঠিক পিছনে নলাকার দেহাংশ। বিণঃ **-বস্ত্র**—গললগ্নীকৃত-বাস। বিঃ **-বিল**—অন্ননালীর ঊর্ধ্বভাগস্থ গহ্বর। বিঃ **-রজ্জু**—গলার দড়ি, ফাঁসি। বিণঃ **-লগ্নীকৃত**—গলায় সংলগ্ন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-লগ্নীকৃতবাস** — সবিনয় প্রার্থনাকালে নিজের গলায় কাপড় জড়াইয়াছে এমন ; অতি বিনীত। বিঃ **-হস্ত**—গলাধাক্কা, অর্ধচন্দ্র।

গলাই—**গলুই**-র রূপভেদ।

গলৎ—বিণঃ গলিতেছে এমন (গলৎকুষ্ঠ)। [সং. √গল্‌+অৎ (র্তৃ)]।

গলদ—বিঃ ভুল, দোষ, ত্রুটি। [আ. গলৎ]।

গলদশ্রু—বিণঃ ক্রমাগত অশ্রু ঝরিতেছে এমন (গলদশ্রুলোচন)। [সং. গলৎ+অশ্রু]।

গলদা—(১)বিঃ একপ্রকার বৃহদাকার চিংড়িমাছ। (২)বিণঃ মোটা (গলদা চেহারা)। [দেশী]।

গলদ্‌ঘর্ম—বিণঃ (দেহ হইতে) ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে এমন। [সং. গলৎ+ঘর্ম]।

গলন—বিঃ দ্রবীভবন, গলিয়া যাওয়া ; নির্গমন। [সং √গল্‌+অন (ভা)]।

গলা১—বিঃ কণ্ঠ, ঘাড়ের বিপরীত দিক্‌ ; ঘাড়, গ্রীবা ; টুঁটি ; কণ্ঠস্বর (তার গলা শোনা যাচ্ছে) ; কণ্ঠস্বরের জোর (খেয়াল গাইতে হলে গলা থাকা চাই)। [সং. গল+বাং. আ (স্বার্থে)]। **ভারী গলা**—গম্ভীর স্বর। **গলা টিপলে দুধ বেরয়**—নিতান্ত শিশু বা অজ্ঞ। **গলায় দড়ি**—ধিক্কারসূচক উক্তিবিশেষ। ক্রিঃ **গলা বসা**—(সচ. ঠাণ্ডা লাগার দরুন) কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হইয়া যাওয়া। ক্রিঃ **গলা ভাঙা**—স্বরভঙ্গ হওয়া ; সাময়িক স্বরবিকৃতি ঘটা। ক্রিঃ **গলায় গাঁথা, গলায় পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। ক্রিঃ **গলায় লাগা**—গলাধঃকরণ না হওয়া ; ভুক্ত বস্তু গলায় আটকাইয়া যাইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়া ; (নিকৃষ্ট ওল কচু প্রভৃতি খাওয়ার ফলে) গলা কুটকুট করা। **-কাটা**—(১)বিঃ যে গলা কাটিয়া হত্যা করে ; দস্যু ; (২)বিণঃ মারাত্মক রকম বেশি (গলা-কাটা দাম)। বিঃ **-টিপি**—গলা টিপিয়া ধরা। বিঃ **-ধাক্কা**—বিতাড়িত করিবার জন্য গলায় হাত দিয়া সম্মুখদিকে ঠেলিয়া দেওয়া ; বিতাড়ন ; ঘাড়ধাক্কা। বিঃ **-বন্ধ**—গলা গরম রাখিবার পটিবিশেষ, কম্ফর্টার। বিঃ **-বাজি, -বাজী**—চেঁচামেচি, হাঁকডাক ; (ব্যঙ্গে) অসার ও নিষ্ফল বক্তৃতা। বিণঃ **-ভাঙা**—ভগ্নস্বর ; বিকৃতস্বর। **গলায়-গলায়**—(১)বিণঃ আকণ্ঠ ; অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; (২) ক্রি-বিণঃ ঘনিষ্ঠভাবে।

গলা২—(১)ক্রিঃ গলিয়া যাওয়া, তরল বা দ্রব হওয়া (বরফ গলা) ; সঙ্কীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়া নিঃসৃত বা বহির্গত হওয়া (হাত দিয়া জল গলে না) ; অভিভূত হওয়া (পুত্রস্নেহে গলিয়া যাওয়া) ; ফাটিয়া নিঃস্রাবযুক্ত হওয়া (ফোড়া গলা) ; ঢোকা, প্রবেশ করা (মাথা গলে না) ; নরম হওয়া (ভাত গলা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ গলিত, দ্রবীভূত ; জীর্ণ ; অতিরিক্ত নরম হইয়াছে বা ফাটিয়া গিয়াছে এমন ; পচা। [বাং. √গল্‌ (সং. √গল্‌)+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গালান, দ্রব বা তরল করা ; সঙ্কীর্ণ ফাঁকের মধ্য দিয়া চালনা করা (সে বলটা জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল) ; অভিভূত করা (মিষ্ট কথায় গলান) ; প্রবেশ করান (সূচে সুতা গলান) ; পরিধান করা (জুতোটা পায়ে গলিয়ে নাও) ; (২) বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

গলাধঃকরণ—বিঃ গিলিয়া ফেলা ; ভক্ষণ বা পান। [সং. গল+অধঃ+ √কৃ+অন (ভা)]।

গলাসি, গলাশি—বিঃ হাতে ঝুলাইয়া বহনার্থ দোয়াত প্রভৃতির গলায় যে দড়ি বাঁধা হয়। [সং. গলরশ্মি ?]।

গলি—বিঃ সঙ্কীর্ণ রাস্তাবিশেষ। [হি]। বিঃ **-ঘুঁজি**—অতি সঙ্কীর্ণ পথসমূহ ; অপ্রশস্ত ও দুর্গম স্থান-সকল, অলিগলি।

গলিজ—বিণঃ নোংরা, দুর্গন্ধপূর্ণ ; পচা। [আ. গলীজ্]।

গলিত—বিণঃ গলিয়া গিয়াছে এমন, দ্রবীভূত ; তরল ; জীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত (গলিতনখদন্ত) ; শিথিল (গলিতদেহ) ; গলৎ, গলিতেছে এমন (গলিত-কুষ্ঠ)। [সং. √গল্‌+ত]। বিঃ **-কুষ্ঠ**—যে সাংঘাতিক কুষ্ঠরোগে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচিয়া গলিয়া পড়ে।

গলুই—বিঃ নৌকার সম্মুখ বা পিছনের সরু অংশ। [সং. গলবাহিকা ?]।

গল্‌গল্‌—অব্যঃ তরল পদার্থ দ্রুত নিঃসারিত হইবার ভাবপ্রকাশক।

আদিতে **গলা-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **গলা১** ও **গলা২** দ্রঃ।

গল্প—বিঃ কাহিনী, উপকথা, ছোট উপন্যাস ; কথাবার্তা, আলাপ। [সং. জল্প]। ক্রিঃ **গল্প করা**—ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলা ; আড্ডা দেওয়া। ক্রিঃ **গল্প গেলা**—তন্ময় হইয়া গল্প শোনা। বিঃ **-গুজব, -সল্প** — কথাবার্তা, আলাপ। বিণঃ **গল্পে** গল্পকারী।

গ. সা. গু—**গরিষ্ঠ** দ্রঃ।

গস্ গস্—অব্যঃ চাপা ক্রোধের ভাবব্যঞ্জক শব্দ (রাগে গস্‌গস্ করা)।

গস্ত—বিঃ ভ্রমণ ; হাটে-বাজারে ভ্রমণ করিয়া জিনিসপত্রাদি ক্রয় (গস্ত করা)। [ফা. গশ্‌ৎ]।

গস্তানি, গস্তানী—বিঃ কুলটা, বেশ্যা। [ফা. গস্তান্]।

গহন—(১)বিণঃ নিবিড়, গভীর ; দুর্গম ; দুর্বোধ, দুরূহ। (২)বিঃ দুর্গম স্থান (মনের গহনে)। [সং. √গহ্ + অন (র্ম, র্তৃ)]।

গহনা—বিঃ অলঙ্কার। [সং. গ্রহণ ?]। বিঃ **-গাটি, -পত্র**—বিবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান্ সামগ্রী।

গহনার নৌকা—বিঃ অনেক যাত্রী লইয়া চলাচলকারী নৌকাবিশেষ। [দেশী]।

গহিন, গহীন—বিণঃ গভীর ; দুর্গম। [সং. গহন ও গভীর এই উভয় শব্দের প্রভাবে]।

গহ্বর—বিঃ গর্ত, খাদ ; পর্বতগুহা। [সং.]।

গা১—অব্যঃ সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ (কে গা, হাঁগা)।

গা২—বিঃ (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে গান্ধারের সঙ্কেত।

গা৩—বিঃ গাত্র, দেহ, শরীর (গা-ভর্তি গয়না), দেহের উপরিভাগ বা চামড়া (খস্‌খসে গা), যে-কোন বস্তুর পৃষ্ঠ (কলসীর গা, মন্দিরের গা) ; অনুভূতি (অপমান তাহার গায়ে লাগে না) ; মনোযোগ, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি (কাজে গা থাকা)। [সং. গাত্র]। ক্রিঃ **গা করা**—মন লাগান, মনোযোগ দেওয়া। ক্রিঃ **গা কাঁপা**—ভয় বোধ করা। ক্রিঃ **গা কেমন** (বা **কেমন-কেমন**) **করা**—ভয় অস্থিরতা বা অসুস্থতা বোধ করা ; বমনোদ্রেক হওয়া। বিঃ **গা-গতর**—সর্বাঙ্গ। ক্রিঃ **গা গুলান**—বমনোদ্রেক হওয়া। ক্রিঃ **গা ঘেঁষা**—নিকটে ঘেঁষিয়া বসা ; অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টা করা। ক্রিঃ **গা জুড়ান**—শান্তি বা তৃপ্তি পাওয়া বা দেওয়া ; শ্রান্তি ক্লান্তি বা জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হওয়া। ক্রিঃ **গা জ্বালা করা**—ক্রোধ বা বিরক্তির উদ্রেক হওয়া। ক্রিঃ **গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা**—জড়তা ত্যাগ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। ক্রিঃ **গা ঝিম ঝিম করা**—অবসন্ন বা অসুস্থ বোধ করা। ক্রিঃ **গা ঢাকা দেওয়া**—পালাইয়া যাওয়া, লুকান। ক্রিঃ **গা ঢেলে দেওয়া**—শয়ন করা ; চেষ্টা ত্যাগ করা। ক্রিঃ **গা তোলা**—ওঠা। ক্রিঃ **গা দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া। ক্রিঃ **গা পাতিয়া লওয়া**—বিনা প্রতিবাদে অথবা স্বেচ্ছায় সহ্য করা। ক্রিঃ **গা বমি-বমি করা**—বমনোদ্রেক হওয়া, অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হওয়া। ক্রিঃ **গা ভারী হওয়া**—অসুস্থতা বোধ করা। ক্রিঃ **গা মেজমেজ** (বা **ম্যাটি-ম্যাটি**) **করা**—আলস্যবোধ হওয়া। ক্রিঃ **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—আতঙ্কে রোমাঞ্চ হওয়া। ক্রিঃ **গায়ের চামড়া তোলা**—অত্যধিক প্রহার করা। **গায়ের জ্বালা**—গাত্রদাহ, ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ। ক্রিঃ **গায়ের ঝাল ঝাড়া** (বা **মেটান**)—প্রবল অভিব্যক্তিদ্বারা অন্তরে সঞ্চিত ক্রোধ প্রকাশ করা। ক্রিঃ **গায়ে থুতু দেওয়া**—অত্যন্ত অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা। ক্রিঃ **গায়ে দেওয়া**—পরিধান করা। ক্রিঃ **গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান**—পরিশ্রমবিমুখ হইয়া বা দায়িত্ব এড়াইয়া চলা। ক্রিঃ **গায়ে ফোসকা পড়া**—(আল.) অসহ্য যন্ত্রণাবোধ হওয়া। ক্রিঃ **গায়ে মাখা**—আমল দেওয়া, গ্রাহ্য করা। ক্রিঃ **গায়ে মাস** (বা **মাংস**) **লাগা**—মোটা হওয়া, হৃষ্টপুষ্ট হওয়া। বিঃ **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। বিঃ **গা-গরম**—অল্প জ্বর। বিণঃ **গা-জুড়ান**—শান্তি বা তৃপ্তিদায়ক ; শ্রান্তি ক্লান্তি বা জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করে এমন। **গা-জোরি, গা-জুরি**—(১)বিঃ জবরদস্তি ; (২)বিণঃ জবরদস্তিযুক্ত, (৩)ক্রি-বিণঃ জবরদস্তিভাবে। বিণঃ **গা-সহা, গা-সওয়া** — অভ্যস্ত, সহ্য (কালবাজারিদের অত্যাচার লোকের গা-সওয়া হয়ে গেছে)। বিণঃ **গায়ে-পড়া** — উপর-পড়া ; অযাচিত (ও অবাঞ্ছিত)। ক্রি-বিণঃ **গায়ে পড়িয়া**—উপর-পড়া হইয়া, অযাচিত (ও অবাঞ্ছিত) ভাবে। বিঃ **গায়ে-হলুদ**—বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে পাত্রপাত্রীকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করানর হিন্দু সংস্কারবিশেষ।

গাই, গাইগোরু—বিঃ গাভী। [সং. গবী]।

গাইন—**গায়েন**-এর চলিত রূপ।

গাইয়ে—বিণঃ গায়ক, গীতকারী। [বাং. √গা + ইয়ে (র্তৃ)]।

গাউন—বিঃ ইউরোপীয় নারীদের সেমিজ-জাতীয়

বহিঃপরিচ্ছদবিশেষ; বিচারক, ব্যবহারজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, স্নাতক, প্রভৃতির পরিধেয় আলখিল্লাবিশেষ। [ইং. gown]।

গাওনা—বিঃ গান, পেশাদারী গায়কের গান, মুজরো। [বাং. √গাহ্+অনা]।

গাওয়া১—বিঃ সাক্ষী। [ফা. গব়া]।

গাওয়া২—বিণঃ গব্য, গোদুগ্ধে প্রস্তুত। [বাং. গাই+ওয়া]।

গাওয়া৩—(১)ক্রিঃ গান করা; কীর্তন করা, মহিমা বর্ণনা করা; প্রচার করা। (২)বিণঃ গীত (গাওয়া গান)। (৩)বিঃ গানকরণ, গান (গাওয়া শেষ হল)। [বাং. √গাহ্ (সং. গৈ)+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা করান; (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

গাং—**গাঙ**-এর বানানভেদ।

গাঁ—বিঃ গ্রাম। [সং. গ্রাম]। **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল**—গ্রামবাসী না মানিলেও নিজেই নিজেকে গ্রামের কর্তা বলিয়া জাহির করা, মূর্খ ও অযোগ্য ব্যক্তির হাস্যকর আত্মশ্লাঘা এবং উপর-পড়া হইয়া কর্তৃত্ব।

গাঁই—বিঃ আদি-বাসস্থান-অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের শ্রেণী। [সং. গ্রামীণ]।

গাঁইগুঁই—অব্যঃ অনিচ্ছাদিসূচক কল্পিত ধ্বনি।

গাঁইট—**গাঁট**-এর রূপভেদ।

গাঁইতি—বিঃ ইষ্টক-প্রস্তরাদিতে গঠিত কঠিন স্থান খুঁড়িবার জন্য লাঙ্গলাকার কুড়ুলবিশেষ। [হি. গৈঁতি]।

গাঁক্‌গাঁক্, গাঁ-গাঁ—অব্যঃ ক্রুদ্ধ বৃষাদি পশুর চীৎকার; উৎকট চীৎকার। [দেশী]।

গাঁজ, গাঁজলা—বিঃ ফেনা; খামিরা। [দেশী]। বিঃ **গাঁজন**—মাতন, পচন, গাঁজিয়া ওঠা, সন্ধান।

গাঁজা১—বিঃ গঞ্জিকা, সিদ্ধিগাছের জটা হইতে প্রস্তুত মাদকবিশেষ; (আল.) অবাস্তব বা অলীক কথা। [সং. গঞ্জা (=সুরাগৃহ)>হি. গাঞ্জা]। ক্রিঃ **গাঁজা খাওয়া**—গাঁজার ধূমপান করা। বিণ.বিঃ **-খোর**—গেঁজেল, গাঁজা খাইতে অভ্যস্ত (ব্যক্তি)। বিণঃ **-খুরি**—গাঁজাখোরের স্বপ্ন দেখার ন্যায় আজগবি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বাজে কথা বলায় মত্ত হইয়া সময় নষ্ট করা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

গাঁজা২—(১)ক্রিঃ মাতিয়া উঠা, সফিত হওয়া, ফেনাযুক্ত হওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √গাঁজ্+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গাঁজযুক্ত করা, পচান, মাতান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

গাঁট—বিঃ গেরো, বাঁধন (শক্ত গাঁট); দেহাস্থি-সমূহের সংযোগস্থল, গ্রন্থি (আঙ্গুলের গাঁট); বস্তা, বাণ্ডিল (কাপড়ের গাঁট); ট্যাঁক, সঞ্চয়-স্থান (গাঁটের পয়সা)। [সং. গ্রন্থি]। বিঃ **-কাটা**—যে ব্যক্তি অলক্ষিতভাবে পরের ট্যাঁক কাটিয়া টাকা-কড়ি চুরি করে, পকেটমার। বিঃ **-ছড়া**—হিন্দুদের বিবাহকালে বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন। **গাঁটের পয়সা**—নিজের টাকা-পয়সা; পূর্বসঞ্চিত অর্থ।

গাঁটরি, গাঁটুরি—বিঃ ছোট বস্তা, বোঁচকা, পুঁটলি [বাং. গাঁট+রি]।

গাঁট্টা—**গাট্টা**-র রূপভেদ।

গাঁতা—বিঃ গ্রামের কৃষকগণ কর্তৃক কোন নিঃস্ব বা বিপন্ন কৃষকের কাজ দলবদ্ধভাবে ও বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদনের রীতি। [গাঁতি দ্রঃ]।

গাঁতি১—বিঃ অল্প জোতজমা। [বাং. গাঁ]।

গাঁতি২—বিঃ শক্ত মাটি ইত্যাদি কাটিবার দুমুখো কুড়ুলবিশেষ। [হি. গাঁয়ৎ]।

গাঁথন—বিঃ (মাল্যাদি) রচনা, বিরচন; গঠন, নির্মাণ; (অট্টালিকাদি নির্মাণকল্পে) ইষ্টকাদি স্থাপন বা গ্রন্থন। [গাঁথা দ্রঃ]।

গাঁথনি, গাঁথুনি—বিঃ (অট্টালিকাদি নির্মাণে) পরপর স্থাপিত বা গ্রন্থিত ইষ্টকাদির কাজ (পাথরের গাঁথনি); ইষ্টকাদি স্থাপনের পদ্ধতি (শক্ত গাঁথনি); বাঁধন, রচনা, বিন্যাস (ফুলের গাঁথুনি: চণ্ডী.)। [গাঁথা দ্রঃ]।

গাঁথা—(১)ক্রিঃ পরপর স্থাপনপূর্বক রচনা বা নির্মাণ করা (ফুল দিয়া মালা গাঁথা, ইঁট দিয়া বাড়ি গাঁথা); রচনা বা নির্মাণ করা; চিরকাল দৃঢ়সংলগ্ন থাকা, চিরদিন জাগরূক থাকা (হৃদয়ে গাঁথিয়া যাওয়া)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √গাঁথ্ (সং. √গ্রন্থ্+আ]।

গাঁথুনি—**গাঁথনি** দ্রঃ।

গাঁদা—বিঃ ফুলবিশেষ। [পো.]।

গাঁধাল, গাঁদাল—বিঃ দুর্গন্ধ লতাবিশেষ (ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)। [সং. গন্ধালী]।

গাঁধি—**গান্ধি**-র রূপভেদ।

গাঁধী—বিঃ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ **গান্ধী**-র পদবির রূপভেদ।

গাগরি, গাগরী—বিঃ কলসী। [সং. গর্গরী]।

গাঙ, গাঙ্গ১—বিঃ নদী। [সং. গঙ্গা]। বিঃ **-চিল**

—নদীবক্ষে বিচরণকারী চিলবিশেষ। বিঃ **-দাড়া**—বকঠুটো মাছ। বিঃ **-শালিক**—নদীতটবাসী শালিকপক্ষিবিশেষ।

গাঙ্গ২—বিণঃ গঙ্গাসম্বন্ধীয়; গঙ্গাজাত। [সং. গঙ্গা+অ]।

গাঙ্গেয়—(১)বিঃ গঙ্গার পুত্র, ভীষ্ম। (২)বিণঃ গঙ্গাসম্বন্ধীয়; গঙ্গার সন্নিহিত (গাঙ্গেয় উপত্যকা) [সং. গঙ্গা+এয়]।

গাছ১—**গাছা২**-এর প্রাদে. রূপ।

গাছ২—(১)বিঃ বৃক্ষ, তরু; বৃক্ষাকার বস্তু (ঘানি-গাছ, গাছকৌটা); লতা, গুল্ম, তৃণ প্রভৃতি (লাউগাছ)। (২)বিণ. বৃক্ষের ন্যায় লম্বা (মেয়েটা দিনে-দিনে গাছ হয়ে উঠছে) [সং. গচ্ছ]। ক্রিঃ **গাছ-কোমর বাঁধা**—(মেয়েদের সম্বন্ধে) গাছে উঠিবার সময়ে বা অন্য কোন ভারী কাজ করিবার সময়ে বস্ত্রাঞ্চল কোমরে জড়ান। ক্রিঃ **গাছে চড়ান**—(আল.) অযথা প্রশংসা বা চাটু-বাক্যদ্বারা কাহাকেও গর্বিত করা। **গাছে তুলে (দিয়ে) মই কেড়ে নেওয়া**—(বিদ্রূপে) প্ররোচনা দিয়া কঠিন বা বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত করাইবার পর অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া। বিঃ **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল**—বা **গাছে না উঠতেই এক কাঁদি**—(বিদ্রূপে) কার্যারম্ভের পূর্বেই ফল উপভোগের ব্যবস্থা। বিঃ **-গাছড়া**—বৃক্ষলতাদি; ঔষধে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জ বস্তু। বিঃ **-ড়া**—যে কোন ক্ষুদ্র বন্য গাছ বা গুল্মলতা; ঔষধে ব্যবহার্য উদ্ভিজ্জ। বিঃ **-পাথর**—হিসাব (বয়সের গাছপাথর নেই=অপরিমেয় বয়স হইয়াছে এমন)। বিঃ **-পালা**—বৃক্ষপল্লবাদি; গাছ ও লতাপাতা।

গাছা১—বিঃ পিলসুজ, দীপরক্ষক। [বাং. গাছ+আ (সাদৃশ্যার্থে)]

গাছা২, গাছি—(সচ. দীর্ঘ ও সরু বস্তুর নামের সঙ্গে প্রযোজ্য) পদাশ্রিত নির্দেশক, article, গোটা, খণ্ড, -টা, -টি (লাঠিগাছা, একগাছি মালা, মালাগাছি)।

গাজন—বিঃ শিবের উৎসব (বিশেষতঃ চড়ক-পূজার সময়); শিবসম্বন্ধীয় গান। [সং. গর্জন?]। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে (অনাবশ্যক) অনেক কর্মী জুটিলে তাহাদের মতভেদের দরুন কর্ম পণ্ড হয়।

গাজর—বিঃ ভক্ষ্য মূলবিশেষ। [সং. গর্জর]।

গাজী, গাজি—বিঃ মুসলিম ধর্মযোদ্ধা; সুপ্রসিদ্ধ ধর্মযোদ্ধা ও পীর। [আ.]। **গাজীর গান**—মুসলমান ধর্মসঙ্গীতবিশেষ। **গাজীর পট**—গাজী-সম্বন্ধীয় ছবি (যাহা দেখাইয়া ফকিরগণ গান করিয়া বেড়ায়)।

গাট্টা—বিঃ মুষ্টিবদ্ধ হস্তাঙ্গুলিসমূহের গাঁট বা তদ্দ্বারা আঘাত। [দেশী?—তু. সং. গ্রন্থি]। ক্রিঃ **গাট্টা মারা**—গাট্টাদ্বারা প্রহার করা।

গাড়ওয়ান—**গাড়োয়ান**-এর বানানভেদ।

গাড়ল, গাড়র—বিঃ মেষ, ভেড়া; মূর্খের মত পরের (বিশেষতঃ পত্নীর) বুদ্ধিতে পরিচালিত ব্যক্তি। [সং. গড্ডল, গড্ডর]।

গাড়া—ক্রিঃ ভিতরে ঢোকান, পোতা (খুঁটি গাড়া, শিকড় গাড়া); স্থাপন করা (আড্ডা গাড়া); মুড়িয়া বসা (হাঁটু গাড়া)। [বাং. √গাড়্+আ]।

গাড়ি, (বর্জি.) গাড়ী—বিঃ শকট, যান, রথ। [সং. গন্ত্রী]। ক্রিঃ **গাড়ি করা**—গাড়ি ভাড়া করা; নিজের ব্যবহারের জন্য গাড়ি কেনা। ক্রিঃ **গাড়ি ডাকা**—গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা। বিঃ **গাড়ি-বারান্দা**—যে বারান্দার নিচে গাড়ি থামে।

গাড়ু—বিঃ নলযুক্ত জলপাত্রবিশেষ। [সং. গড্ডুক]।

গাড়োয়ান—বিঃ শকটচালক। [বাং. গাড়ি+ওয়ান—তু. হি. গাড়ীৱান্]।

গাঢ়—বিণঃ ঘন (গাঢ় রস); গভীর (গাঢ় ঘুম); স্তূপীকৃত (গাঢ় মেঘ); তীব্র, প্রবল (গাঢ় দুঃখ); নিবিড় (গাঢ় অন্ধকার); অবরুদ্ধ (গাঢ় স্বর); নিমগ্ন। [সং √গাহ্+ত(ক্ত)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

গাণনিক—বিঃ হিসাবরক্ষক বা হিসাবরক্ষণ-শাস্ত্রবিৎ, accountant। [সং. গণনা+ইক]।

গাণপত্য—(১)বিণঃ গণেশ-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ গণেশোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. গণপতি+য (ভা)]।

গাণিতিক—বিণঃ গণিতজ্ঞ; গণিতসম্বন্ধীয়; গণিতঘটিত। [সং. গণিত+ইক]।

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—বিঃ অর্জুনের ধনুক। [সং. গাণ্ডি(=গ্রন্থি)+ব]। বিঃ **গাণ্ডিবী** (-বিন্)—গাণ্ডীবধারী অর্থাৎ অর্জুন।

গাণ্ডেপিণ্ডে—**গণ্ডেপিণ্ডের**-র চলিত রূপ।

গাত—বিঃ (ব্রজ.) গা, দেহ ('তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত': গো. দা.)। [সং. গাত্র]।

গাতা (-তৃ)—বিণ.বিঃ গায়ক। [সং. √গৈ+তৃ (তৃ)]।

গাত্র—বিঃ অঙ্গ, গা, শরীর, দেহ; পার্শ্বদেশ বা উপরিভাগ (পর্বতগাত্র)। [সং. √গা (গত্যর্থক)

+ত্র (র্তৃ)]। বিঃ -জ্বালা, -দাহ—গায়ের জ্বালা; (আল.) ঈর্ষা ক্রোধ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব। বিঃ -মার্জনী—গামছা, তোয়ালে প্রভৃতি। বিঃ -হরিদ্রা—গায়ে-হলুদ। বিঃ গাত্রানুলেপনী—বিঃ গায়ে অনুলেপন করিবার তুলিকা। বিঃ গাত্রাবরণ, গাত্রাবরণী—গায়ের চাদর; অঙ্গরাখা, বর্ম, সাঁজোয়া। বিঃ গাত্রোত্থান — গা তোলা, শায়িত অবস্থা হইতে উঠিয়া উপবেশন বা দণ্ডায়মান হওয়া।

গাথক—বিণ.বিঃ গায়ক। [সং. √গৈ+থক (র্তৃ)]। বিণ বি(স্ত্রী): গাথিকা।

গাথা—বিঃ গেয় শ্লোক; দেবতা অথবা ধার্মিক নৃপতি বা ব্যক্তির প্রশংসাসূচক গান; কবিতা, শ্লোক, গান; গীতিকবিতাবিশেষ, ballad; মঙ্গলকাব্যের পালাগান; বর্ণনা (গুণগাথা)। [সং. √গৈ+থ+আ]।

গাদ—বিঃ তরলপদার্থের যে ময়লা উপরে ভাসিয়া উঠে; কাইট, শিটা, তলানি। [সং. কর্দ ?]।

গাদন—বিঃ ঠাসিয়া ভরা; ঠাসা; (কৌতু.) প্রহার। [গাদা$_2$ দ্রঃ]।

গাদা$_1$—বিঃ বড় মাছের পিঠের অংশ। [হি. গদ্দা ?]।

গাদা$_2$—(১)ক্রিঃ ঠাসিয়া ভরা, ঠাসা, ভরা। (২)বিঃ গাদন। (৩)বিণঃ ঠাসিয়া ভরা হয় বা হইতেছে এমন। [হি. √গাদ+বাং. আ]। গাদা বন্দুক—বারুদ ঠাসিয়া ভরিতে হয় এমন বন্দুক।

গাদা$_3$, গাদি—বিঃ স্তূপ, রাশি; ভিড়। [হি. গদ্দা]। বিণঃ -গাদা—রাশিরাশি, বহু। বিঃ -গাদি—ঠাসাঠাসি, ঘেঁষাঘেঁষি, ভিড়।

গাধা—বিঃ গর্দভ; (আল) বোকা লোক। [সং. গর্দভ]। বি(স্ত্রী): গাধী। গাধার খাটুনি—অত্যধিক এবং বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে হয় না এমন পরিশ্রম। বিঃ -বোট—গাধার ন্যায় মন্থরগতি ভারবাহী নৌকা বা পোত। বিঃ -মি—মূর্খতা, বোকামি।

গাধেয়—বিঃ গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র। [সং. গাধি +এয়]।

গান—বিঃ কণ্ঠসঙ্গীত; গীতিকবিতা, কবিতা; গীতাভিনয়; সুমধুর ধ্বনি (পাখির গান)। [সং. √গৈ+অন (ভা)]। ওস্তাদী গান—ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। চুট্‌কী গান —টপ্পা খেমটা প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির ও নাচের তালবিশিষ্ট গান। গানের দল—পেশাদারী গায়কসঙ্ঘ বা গীতাভিনয়কারিগণ।

গান্ধর্ব—বিণঃ গন্ধর্ব-সম্বন্ধীয়; গন্ধর্বপ্রথায় অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত পাত্রপাত্রীর ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত (গান্ধর্ব বিবাহ)। [সং. গন্ধর্ব+অ]।

গান্ধার—(১)বিঃ কান্দাহারের প্রাচীন নাম; (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, গা; রাগবিশেষ; (২)বিণঃ গান্ধারদেশীয়; গান্ধারদেশবাসী। [সং.]। বি(স্ত্রী): গান্ধারী—গান্ধাররাজকন্যা, দুর্যোধনের জননী।

গান্ধি, গান্ধিপোকা—বিঃ শস্যধ্বংসকারী দুর্গন্ধ কীটবিশেষ।

গাপ—বিণঃ গায়েব; লুক্কায়িত, গুপ্ত (গাপ হওয়া); গোপনে আত্মসাৎ (গাপ করা)। [বাং. গায়েব < আ. গয়িব্]।

গাফিল, গাফিলতি—বিঃ অমনোযোগ, অবহেলা; কুঁড়েমি। [আ. গফ্‌লৎ]।

গাব—বিঃ কষায় রসপূর্ণ ও আঠাযুক্ত ফলবিশেষ; ধাতুদ্রব্যের কলঙ্ক; পাখোয়াজ প্রভৃতির চামড়ার উপর জমান স্তর। [সং. গালব]। ক্রিঃ গাবা—কলঙ্কযুক্ত হওয়া; নৌকাদিতে গাবের কষ লাগান। গাবান (-নো)—(১)ক্রিঃ নৌকাদিতে গাবের কষ লাগান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

গাবগুবাগুব—বিঃ একতারাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

গাবা$_1$—ক্রিঃ গর্বভরে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রচার করা; বিনা কাজে গল্প করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। [সং. গর্ব+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ গাবা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

গাবা$_2$—ক্রিঃ (পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের) গর্ভস্থ জল আলোড়ন করা বা ঘোঁটা। [সং. গর্ভ+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ গাবা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

গাবা$_3$—গাব দ্রঃ।

গাভান (-নো) —গাব ও গাবা$_2$ দ্রঃ।

গাভিন, গাভীন—বিণঃ গর্ভিণী, গর্ভবতী। [সং. গর্ভিণী]।

গাভী—বিঃ ধেনু, গাইগোরু। [সং. গবী]।

গাভুর—(১)বিণঃ জোয়ান। (২)বিঃ যুবক। [অস. গভরু]।

গামছা, (বিরল) গামোছা—বিঃ গা মুছিবার বস্ত্রখণ্ড। [বাং. গা+ √মুছ্+আ (ণে)]।

গামলা—বিঃ মৃত্তিকা বা ধাতুনির্মিত বড় বাটির মত বাসনবিশেষ। [পো. gamella]।

-গামী (-মিন্)—বিণঃ গমনকারী, গমনশীল

(ধীরগামী)। [সং. √গম্‌+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**।

গাম্ভারি—বিঃ বৃক্ষবিশেষ। [সং. গাম্ভারিকা]।

গাম্ভীর্য—বিঃ গম্ভীরতা; অচাপল্য, অলঘুতা। [সং. গম্ভীর+য (ভা)]।

গায়ক—বিণ.বিঃ সঙ্গীতকারী, যে গান করে। [সং. √গৈ+অক (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **গায়িকা,** (অশু.) **গায়কী** ('গাইছে গায়কী' : মধু.)।

গায়ত্রী—বিঃ বেদমাতা; সন্ধ্যাহ্নিক প্রভৃতিতে জপ্য ত্রিপাদ মন্ত্রবিশেষ ('তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'); বৈদিক ছন্দোবিশেষ। [সং. গায়ৎ+ √ত্রৈ+অ (র্তৃ)+ঈ]।

গায়েন—বি.বিণঃ গায়ক। [সং. গায়ন]।

গায়েব—বিণঃ গাপ, গুপ্ত, অদৃশ্য (গায়েব হওয়া); আত্মসাৎ (গায়েব করা)। [আ. গয়িব]। বিণঃ **গায়েবী**—গুপ্ত (গায়েবী খুন)।

গারদ—বিঃ কয়েদ; জেলখানা, কারাগার। [ইং. guard]।

গারুড়—(১)বিণঃ গরুড়-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ মহামূল্য রত্নবিশেষ, পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, ব্যূহরচনার প্রণালীবিশেষ; সর্পবিষ দূর করার মন্ত্রবিশেষ। [সং. গরুড়+অ]। বিঃ **গারুড়িক**—সাপের ওঝা; বিষবৈদ্য।

গার্জেন, গার্জিয়ান—বিঃ (সাধারণতঃ নাবালকের) অভিভাবক। [ইং. guardian]।

গার্টার—বিঃ মোজাদি বাঁধিবার ফিতাবিশেষ। [ইং. garter]।

গার্ড—বিঃ রক্ষী, প্রহরী; রেলগাড়ি চলার সময়ে যাহার কর্তৃত্বাধীনে থাকে। [ইং. guard]। ক্রিঃ **গার্ড করা**—নজর রাখা ও আটকান বা ঠেকান। ক্রিঃ **গার্ড দেওয়া**—পাহারা দেওয়া।

গার্হপত্য—(১)বিঃ সাগ্নিক গৃহস্থ যে অগ্নি চির-প্রজ্বলিত রাখে। (২)বিণঃ গৃহপতি-সম্বন্ধীয়। [সং. গৃহপতি+য]।

গার্হস্থ্য, গার্হস্থ—(১)বিঃ গৃহস্থাশ্রম, গৃহস্থ-জীবন। (২)বিণঃ গৃহস্থ-সম্বন্ধীয়। [সং. গৃহস্থ+য, অ]।

গাল১—বিঃ গালি। [বাং. গালি]। ক্রিঃ **গাল খাওয়া**—গালি শোনা। ক্রিঃ **গাল পাড়া**—গালি দেওয়া।

গাল২—বিঃ কপোল, গণ্ড; মুখবিবর (গালের মধ্যে)। [সং. গল্ল]। **এক-গাল মাছি**—অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পূর্ণ আশাভঙ্গ। **গালে চড়**—জবরদস্তিভাবে অত্যন্ত চড়া দাম আদায়। **গালে চুনকালি**—শাস্তিস্বরূপ গালে চুনকালি মাখাইয়া লোকসমাজে ঘুরান; (আল.) তীব্র অপমান করা বা দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ। ক্রিঃ **গালে লাগা**—ওল কচু প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতর কুট্‌কুট্ করা। ক্রিঃ **গালে হাত দেওয়া**—অবাক্ হওয়া। বিঃ **-গল্প**—কপোলকল্পনা, কল্পিত কাহিনীর বর্ণনা। বিঃ **-পাট্টা**—চাপ দাড়ি, দুই গালজোড়া দাড়ি। বিঃ **-বাদ্য**—মুখ ফুলাইয়া গাল বাজাইয়া বম্‌বম্ করা। বিণঃ **-ভরা**—(শব্দাদি-সম্বন্ধে) বড়; (হাস্য-সম্বন্ধে) পূর্ণসন্তোষসূচক।

গালচে—**গালিচা**-র কথ্য রূপ।

গালন—বিঃ গালিয়া ফেলা; গলান; ছাঁকা; চুয়ান। [সং. √গল্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]।

গালা১—বিঃ লাক্ষা, লা। [দেশী]।

গালা২—(১)ক্রিঃ গলাইয়া ফেলা; ফাটাইয়া ভিতরের পদার্থ বাহির করিয়া দেওয়া (ফোঁড়া গালা); বাহির করিয়া ফেলা (ভাতের ফেন গালা); গলান, তরল বা দ্রব করা। (২)বি বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √গল্‌+ণিচ্‌+বাং. আ]।

গালাগাল, গালাগালি—**গালি** দ্রঃ।

গালান, গালানো—(১)ক্রিঃ গলাইয়া ফেলা, তরল বা দ্রব করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [গালা২ দ্রঃ]।

গালি—বিঃ কটুবাক্য; তিরস্কারপূর্ণ বাক্য; কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য। [সং. √গল্‌+ই (ভা)]। বিঃ **গালাগালি, গালাগাল**—তিরস্কার, গালি। বিঃ **-গালাজ**—কটু বা অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ। ক্রিঃ **গালিগালাজ করা, গালাগালি করা**—গালি দেওয়া; কটুবাক্য বলা; তিরস্কার করা; কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য বলা।

গালিচা—বিঃ কার্পেট, পশুলোমে প্রস্তুত আবরণ-বস্ত্রবিশেষ। [ফা. গালীচা]।

গাহন, গাহ—বিঃ (পুষ্করিণী নদী প্রভৃতির) জলে সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া স্নান, অবগাহন। [সং. √গাহ্‌+অন, অ (ভা)]।

গাহা—**গাওয়া**-র মূল রূপ।

গিঁঠ, গিঁট, গিঁঠা—বিঃ গ্রন্থি, গাঁট, গিরা; দেহের অস্থিসমূহের সংযোগস্থল; বাঁধন। [সং. গ্রন্থি]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—গিঁঠ দেওয়া।

গিজ্‌গিজ্‌—অব্যঃ বহু প্রাণী বা বস্তুর ঠাসাঠাসি করিয়া থাকার ভাব প্রকাশ (সভায় লোক গিজ্‌গিজ্ করিতেছে)। [দেশী]।

গিটকিরি—বিঃ সঙ্গীত মনোহর করিবার জন্য একাধিক সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণ। [তু. হি. গিট্‌কিরী]।

গিদ্ধড়, গিধড়—(১)বিঃ শৃগাল। (২)বিণঃ (প্রাদে.) নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। [হি.]।

গিনি—বিঃ ইংলণ্ডীয় মুদ্রাবিশেষ (=২১ শিলিং)। [ইং. guinea]। বিঃ **-সোনা**—গিনির ন্যায় ২২ ভাগ সোনা ও ৮ ভাগ তাম্র-মিশ্রিত ধাতু।

গিন্নি, গিন্নী—বিঃ গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী; পত্নী। [সং. গৃহিণী]। বিঃ **-পনা**—গৃহিণীর কর্তব্য বা আচরণ; (ব্যঙ্গে) অল্পবয়স্ক মেয়ের পাকামি। বিঃ **-বান্নি, -বান্নী**—বয়স্থা ও অভিজ্ঞা গৃহিণী।

গিম—**গীম**-র বানানভেদ।

গিমা—বিঃ তিক্তাস্বাদ ভক্ষ্য শাকবিশেষ। [দেশী]।

গিয়া, গিয়ে, গে—(১)অস-ক্রিঃ গমন করিয়া। (২)অব্যঃ কথার মাত্রাবিশেষ (তারপর গিয়ে; এখন যাও গে)। [বাং √যা (সং. √গম্‌)+ইয়া]।

গিরগিট, গিরগিটী—বিঃ টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপবিশেষ, বহুরূপী। [তু. হি. গির্‌গিট্‌]।

গিরা১—বিঃ গিঁট, বাঁধন (আঁচলে গিরা দেওয়া)। [ফা. গিরহ্‌]।

গিরা২—বিঃ বস্ত্রাদি মাপিবার পরিমাণবিশেষ (=১/১৬ গজ)। [ফা. গিরা]।

-গিরি১—আচরণ বৃত্তি ইত্যাদি বোধক প্রত্যয়-বিশেষ। [ফা.]।

গিরি২—বিঃ পাহাড়, পর্বত; দশনামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবিশেষ। [সং. √গৄ+ই (র্তৃ)]। বিঃ **-কন্দর, -গহ্বর, -গুহা**—পর্বতের গুহা। বিঃ **-কুমারী, -জা**—দুর্গাদেবী, উমা, পার্বতী। বিঃ **-জায়া**—হিমালয়পত্নী ও উমার জননী মেনকা। বিঃ **-তল**—পর্বতের নিম্নদেশ, পর্বতপৃষ্ঠ। বিঃ **-দরী**—পর্বতগুহা। বিঃ **-দুর্গ**—শৈলোপরি নির্মিত দুর্গ; পর্বতরূপ দুর্গ। বিঃ **-নন্দিনী**—**গিরি-কুমারী**-র অনুরূপ। বিঃ **-পথ**—পর্বতমধ্যস্থ পথ। বিঃ **-বর**—শ্রেষ্ঠ পর্বত অর্থাৎ হিমালয়। বিঃ **-মল্লিকা**—কুড়চি গাছ বা তাহার ফুল। বিঃ **-মাটি**—গৈরিক। বিঃ **-রাজ**—হিমালয়। বিঃ **-রানী**—**গিরিজায়া**-র অনুরূপ। বিঃ **-শৃঙ্গ**—পর্বতচূড়া, শৈলশিখর। বিঃ **-সঙ্কট, সংকট**—পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমি যাহা পথরূপে ব্যবহৃত হয়।

গিরিগিটী—**গিরগিট**-র রূপভেদ।

গিরিফতার—**গ্রেপ্তার**-এর অমা. রূপ।

গিরিমেনট—বিঃ (অমা.) চুক্তিপত্র বা অঙ্গীকার-পত্র। [ইং. agreement]।

গিরিশ—বিঃ (কৈলাস গিরিতে শয়ন করেন বলিয়া) মহাদেব। [সং. গিরি+ √শী+অ (র্তৃ)]।

গিরীন্দ্র—বিঃ হিমালয়। [সং. গিরি+ইন্দ্র]।

গিরীশ—বিঃ হিমালয়; শিব। [সং. গিরি+ঈশ], বাচস্পতি, বৃহস্পতি। [সং. গির্‌=বাক্‌]।

গিরীষি—**গ্রীষ্ম**-এর কোমল রূপ ('শীতের ওড়নি পিয়া গিরীষির বা' : বিদ্যা)।

গিরে—**গিরা**-র চলিত রূপ।

গির্জা—বিঃ খ্রিস্টানদের ধর্মমন্দির বা ভজনালয়। [পো. igreja]।

গির্দা—বিঃ তাকিয়া। [ফা. গির্দ্‌]।

গিলন—বিঃ গলাধঃকরণ। [সং. √গৄ+অন]।

গিলা১—বিঃ চেপ্টা ও মসৃণ লতাফলবিশেষ। [দেশী]। বিণঃ **গিলা-করা**—গিলার সাহায্যে কুঞ্চিত (গিল-করা জামা)।

গিলা২—(১)ক্রিঃ গলাধঃকরণ করা; পান করা (জল গিলা); সেবন করা(ঔষধ গিলা); (অশি.) খাওয়া, ভোজন করা (গিলিতে বসা)। (২)বি. বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √গৄ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গলাধঃকরণ করান; পান করান; সেবন করান; (অশি.) খাওয়ান, ভোজন করান, (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

গিলিত—বিণঃ গলাধঃকৃত, গেলা হইয়াছে এমন; ভক্ষিত। [সং √গৄ+ত (র্ম)]। বিঃ **-চর্বণ**—রোমন্থন, জাবর কাটা, ভক্ষিত বস্তু উগরাইয়া পুনরায় মুখমধ্যে আনিয়া চর্বণ।

গিলটি, গিল্টি—বিঃ সোনা বা রূপার পাতলা লেপ। [ইং. gilt]।

গিলে, গিস্‌গিস্‌—যথাক্রমে **গিলা**১ ও **গিজ্‌-গিজ্‌**-এর কথ্য রূপ।

গীঃ (-গির্‌)—বিঃ বাণী, বাক্য (গীষ্পতি, গীর্দেবী)। [সং. √গৄ+কিপ্‌ (র্ম)]।

গীত—(১) বিণঃ গাওয়া হইয়াছে এমন, কীর্তিত; কথিত; বর্ণিত। (২)বিঃ গান। [সং. √গৈ+ত (র্ম, ভা)]। বিঃ **-বাদ্য**—গানবাজনা।

আদিতে **গিরি-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য **গিরি**২ দ্রঃ।

গীতল—বিণ: গাহনসাধ্য, সুরধর্মী, lyrical। বিঃ -তা। [সং. গীত+ল (অস্ত্যর্থে)]।

গীতা—বিঃ ভগবদ্গীতা। [সং. √গৈ+ত (র্ম) +আ(স্ত্রী)]।

গীতি—বিঃ গান, সঙ্গীত। [সং. √গৈ+তি (ভা)]। বিঃ **-কবিতা**—গীতধর্মী আত্মনিষ্ঠ কবিতা। বিঃ **-কা**—গাথা, গান, ছোট গীতি-কবিতা। বিঃ **-কাব্য**—গীতধর্মী আত্মনিষ্ঠ কাব্য। বিঃ **-নাট্য**—যে নাটকে গান প্রধান হইয়া বাচিক অভিনয়ের স্থান গ্রহণ করে; গীতি-ভূয়িষ্ঠ নাটক।

গীম—বিঃ (ব্রজ.) গ্রীবা, গলা ('উন্নত গীম': গো.দা.)। [সং. গ্রীবা]।

গীর্ণ—বিণ: কথিত, বর্ণিত, স্তুত; গিলিত। [সং. √গৄ+ত (র্ম)]।

গীর্দেবী—বিঃ সরস্বতী। [সং. গির্+দেবী]।

গীর্পতি—**গীষ্পতি**-র রূপভেদ।

গীর্বাণ—বিঃ গীঃ অর্থাৎ বাক্যই যাহার বাণ বা কার্যসাধনের উপায়; দেবতা। [সং. গির্+বাণ (বহু)]। বিঃ **গীর্বাণী**—দেবভাষা, সংস্কৃত-ভাষা।

গীষ্পতি, গীঃপতি—বিঃ দেবগুরু বৃহস্পতি; মহাপণ্ডিত। [সং. গির্+পতি]।

গু—বিঃ বিষ্ঠা, মল। [সং. গু]। বিঃ **গুখোরবেটা**—গু-খাদকের ছেলে: গালিবিশেষ [তু. হি. গু-খান্না]। বিঃ(স্ত্রী): **গুখোরবেটী**। বিঃ **-খোরি, -খুরি**—বিষ্ঠাভোজনের ন্যায় জঘন্য কার্য; মূর্খতা, বড়রকমের ভুল। বিণ: **গুয়ে**—গু-সম্বন্ধীয়; গু হইতে উৎপন্ন।

গুঁজা—(১)ক্রিঃ ঢোকান (পকেটে কলম গুঁজা); পোঁতা (পেরেক গুঁজা); আঁটিয়া রাখা, স্থাপন করা (কানে কলম গুঁজা), লুকাইয়া রাখা বা ভাল করিয়া রাখা (টেঁকে গুঁজা); নিচু করা (ঘাড় গুঁজা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে, এবং অন্য কিছুর মধ্যে গুঁজিয়া-দেওয়া বস্তু, খড়ের চাল মেরামতের জন্য গুঁজিয়া-দেওয়া খড়; গোঁজামিল। (৩)বিণ: গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। [<গোঁজ]। বিঃ **-মিল**—বাজে অঙ্ক-পাতদ্বারা মিল-সাধন (হিসাব গুঁজামিল)।

গুঁজি—বিঃ ছোট গোঁজ; খোঁপার কাঁটা। [বাং. গোঁজ+ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

গুঁড়া—(১)বিঃ চূর্ণ, রেণু (লঙ্কার গুঁড়া)। (২)বিণ: চূর্ণীকৃত, গুঁড়ান (গুঁড়া মশলা)। (৩)ক্রিঃ চূর্ণ করা। [সং. গুণ্ডক]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চূর্ণ করা; (২)বিঃ চূর্ণন; (৩)বিণ: চূর্ণিত।

গুঁড়ি১—বিঃ চূর্ণ, গুঁড়া (দাঁতের গুঁড়ি); ক্ষুদ্র বিন্দু (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি)। [সং. গুণ্ডিক]।

গুঁড়ি২—বিঃ বৃক্ষের কাণ্ড [সং. গণ্ডি]।

গুঁতা, (চলিত) **গুঁতো**—বিঃ কনুই দ্বারা কিংবা লাঠি শিং ইত্যাদির প্রান্তদ্বারা দেওয়া ধাক্কা বা প্রহার (গুঁতার চোটে বাপ বলান); ঢুঁ। [দেশী]। ক্রিঃ **গুঁতা**—গুঁতান। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গুঁতা মারা, ঢুঁ মারা; প্রহার করা; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

গুঁফো, (প্রাদে.) **গুঁপো**—বিণ: গোঁফযুক্ত। [বাং. গোঁফ (সং. গুম্ফ)+উয়া>ও]।

গুগলি১—বিঃ শামুকজাতীয় জলচর প্রাণি-বিশেষ। [দেশী]।

গুগলি২—বিঃ ক্রিকেট খেলায় বল্ করিবার কৌশলবিশেষ। [ইং. googly.]।

গুগ্গুল, গুগ্গুলু—বিঃ বৃক্ষবিশেষের সুগন্ধি নির্যাস। [সং.]।

গুচ্চের—**গুচ্ছের**-এর প্রাদে. রূপ।

গুচ্ছ—বিঃ গোছা, খোলো, আঁটি, স্তবক (গোলাপগুচ্ছ, কেশগুচ্ছ)। [সং.]।

গুচ্ছের—বিণ: (বিরক্তিসূচক) অনেকগুলি; অবাঞ্ছিত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত।

গুছা—ক্রিঃ সাজান, সুবিন্যস্ত করা (জিনিসপত্র গুছাইল); সংস্থান করা বা সংগ্রহ করা বা ব্যবস্থা করা (ভাত-কাপড় গুছাইল); হাসিল করা (কাজ গুছাইল)। [সং. গুচ্ছ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গুছা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে; (৩)বিণ: গুছাইয়া রাখা হইয়াছে এমন; গুছাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত। বিণ: **-নে**—গুছাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত।

গুছি—বিঃ চুলের বিনুনী বা খোঁপা বড় করিবার জন্য ব্যবহৃত পরচুলজাতীয় উপকরণবিশেষ। [সং. গুচ্ছ]।

গুজব—বিঃ জনরব। [আ. গওব, হি. গুজ়ফ্]। ক্রিঃ **গুজব ওঠা**—গুজবের সৃষ্টি হওয়া। ক্রিঃ **গুজব ছড়ান**—গুজব প্রচারিত হওয়া; গুজব প্রচার করা।

গুজরত, (বর্জি.) **গুজরৎ**—অব্যঃ মারফত, হস্তে, হাত দিয়া। [ফা. গুজার্'দা]। **গুজরত খোদ**—নিজের মারফত।

গুজরাতী—বিঃ (গুজরাটেই অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া) ছোট এলাচ।

গুজরা—ক্রিঃ যাপন করা, অতিবাহিত করা। [হি. √গুজরনা<ফা. গুজরান্]। বিঃ **-ন** (উচ্চা: গুজ্‌রান্)—যাপন, অতিবাহন; জীবিকানির্বাহ। **-ন, -নো** (উচ্চা: গুজ্‌রানো)—(১)ক্রিঃ যাপন করা, অতিবাহন করা; (২)বিঃ যাপন; (৩)বিণঃ যাপিত।

গুজরাট—বিঃ প্রাচীন গুর্জর রাষ্ট্র; বোম্বাই রাজ্যের সন্নিহিত এবং সমুদ্রকূলে অবস্থিত দেশবিশেষ। **গুজরাটী, গুজরাতী**—(১)বিঃ গুজরাটের ভাষা বা অধিবাসী; (২)বিণঃ গুজরাটে উৎপন্ন, গুজরাটের।

গুজরান, গুজরানো—**গুজরা** দ্রঃ।

গুজরিপঞ্চম—বিঃ সেকেলে মেয়েদের ঘুঙুরযুক্ত পায়ের মলবিশেষ। [হি. গুজরী=পাদভূষণ-বিশেষ+সং. পঞ্চম=মধুর পঞ্চম ধ্বনি]।

গুজিয়া—বিঃ মিঠাইবিশেষ। [দেশী]।

গুজ্‌গুজ্—অব্যঃ নিম্নকণ্ঠে পরস্পর আলাপ; গোপন পরামর্শ। [দেশী?—তু. সং. √গুঞ্জ্]। বিণঃ **গুজ্‌গুজে**—মনের কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে না এমন। বিঃ **গুজ্‌গুজানি**—গোপন পরামর্শ; গুজ্‌গুজ্ করিয়া কথাবার্তা।

গুঞ্জ—বিঃ স্তবক, গুচ্ছ, পুষ্পস্তবক; গুঞ্জন। [সং. √গুঞ্জ্+অ (ঘি, ভা)]।

গুঞ্জন—বিঃ গুন্‌গুন্ রব, অস্পষ্ট মধুর মৃদুধ্বনি, ঝঙ্কার। [সং. √গুঞ্জ্+অন (ভা)]।

গুঞ্জরন—বিঃ গুন্‌গুন্ শব্দ, ঝঙ্কার। [গুঞ্জন দ্রঃ]।

গুঞ্জরা—ক্রিঃ (কাব্যে) গুন্‌গুন্ শব্দ করা ('ভ্রমর গুঞ্জরে')। [হি. গুংজর<সং. √গুঞ্জ্]। বিণঃ **গুঞ্জরিত**—গুঞ্জিত, ঝঙ্কৃত।

গুঞ্জা, গুঞ্জিকা—বিঃ কুঁচফল। [সং.]।

গুঞ্জিত—(১)বিণঃ গুঞ্জনপূর্ণ; ঝঙ্কৃত। (২)বিঃ গুঞ্জন। [সং. √গুঞ্জ্+ত (ভা)]।

গুটাল, গুটলে—বিঃ গুটি, ছোট ডেলা, ক্ষুদ্র ও কঠিন ডেলার ন্যায় মল। [<গুটি$_2$?]।

গুটা—ক্রিঃ টানিয়া আনিয়া জড় করা (সুতা গুটাচ্ছে); সঙ্কুচিত করা (হাত-পা গুটাল); বন্ধ করা, তুলিয়া দেওয়া (কারবার গুটাব); টানিয়া তোলা (জাল গুটাও)। [প্রা. √গুট্‌ঠ (> √গুঠ)<সং. √গোষ্ঠ্=সংঘাত]। **-ন,-নো**—(১)ক্রিঃ গুটা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

গুটি$_1$—(হ্রস্বার্থে বা আদরার্থে) সংখ্যাসূচক পদাশ্রিত নির্দেশক, article; (অপ্র.) টি, খানি (পঞ্চগুটি ভাই)। [বাং. গোটা+ই]। বিণঃ **-কত, -কতক**—কয়েকটি, অল্পসংখ্যক।

গুটি,$_2$ গুটিকা—বিঃ বটিকা, বড়ি (ঔষধের গুটিকা); গুলি, ছোট ডেলা; ঘুঁটি; নবজাত ফল, কুঁশি (আমের গুটি); ছোট ছোট দানা বা গোলাকার বস্তু; বসন্তাদি রোগের ব্রণ; রেশমের কোষ; কোষকীট (গুটিপোকা)। [সং.]। বিঃ **-পোকা**—রেশমকীট, তুঁতপোকা।

গুটিগুটি—ক্রি-বিণঃ (গুটিপোকার ন্যায়) আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া, ধীরগমনে ('আসে গুটিগুটি বৈয়াকরণ': রবীন্দ্র)। [গুটি$_2$ দ্রঃ]।

গুটিসুটি — ক্রি-বিণঃ জড়সড় (গুটিসুটি হয়ে থাকা)। [গুটি$_2$+সুটি (সহচর শব্দ)]।

গুড়—বিঃ ইক্ষু তাল খেজুর প্রভৃতির রস হইতে প্রস্তুত সুমিষ্ট খাদ্যবিশেষ। [সং. √গুড়্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কুমড়া**—**কুমড়া** দ্রঃ। **গুড়ে বালি**—(আল.) আশা নষ্ট।

গুড়গুড়ি—বিঃ আলবোলা, ফরসি। [দেশী]।

গুড়া—বিঃ নৌকার পার্শ্বস্থিত উপবেশনের তক্তা। [দেশী]।

গুড়াকেশ—বিঃ নিদ্রা ও আলস্যবিজয়ী; শিব; অর্জুন। [সং.]।

গুড়ি—বিঃ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া নিঃশব্দে চলার বা অবস্থানের ভাব। [সং. গূঢ়?]। ক্রিঃ **গুড়ি মারা**—দেহ সঙ্কুচিত করিয়া থাকা; ওত পাতা।

গুড়িগুড়ি—**গুটিগুটি**-র রূপভেদ।

গুড়ুক—বিঃ কলিকায় সাজিয়া খাওয়া হয় এমন গুড়মিশ্রিত তামাক (গুড়ুক খাওয়া, গুড়ুক টানা)। [তু. হি. গুড়াকু]।

গুড়ুম—অব্যঃ তোপধ্বনি; তোপধ্বনির ন্যায় আওয়াজ। [দেশী]।

গুড়ূচী, গুড়ুচী—বিঃ গুলঞ্চলতা। [সং.]।

গুড়্‌গুড়্—অব্যঃ মৃদু গড়্‌গড়্ শব্দ।

গুণ—বিঃ ধর্ম, প্রকৃতি (দ্রব্যগুণ); সদ্‌গুণ (গুণমুগ্ধ); উপকার, সুফল (শিক্ষার গুণ); ফল-দায়িকা শক্তি (ঔষধের গুণ); দক্ষতা, যোগ্যতা (লোকের মন জয় করার গুণ); (বিদ্রূপে) দোষ (মিথ্যার গুণ); কু-প্রভাব (ঘুষের গুণ); (বিজ্ঞা.) পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম; (দর্শ.) প্রকৃতির ত্রিবিধ ধর্ম অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ; (বাং.) জাদু, তুক্, বশীকরণ (ওঝা গুণ জানে); (অল.) রচনার উৎকর্ষসাধক ত্রিবিধ ধর্ম অর্থাৎ প্রসাদ মাধুর্য ও ওজঃ; (গণি.) পূরণ, গুণন (২-কে ৫-দ্বারা গুণ);

বার (পাঁচগুণ); ধনুকের জ্যা; দড়ি, সুতা ('গাঁথে বিদ্যা গুণে': ভা.চ.); নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার দড়ি; (ব্যাক) নির্দিষ্ট ক্রম-অনুসারে ই>এ, উ>ও, ইত্যাদি স্বরধ্বনির পরিবর্তন। [সং. √গুণ্ + অ]। ক্রিঃ **গুণ করা**—জাদুদ্বারা বশ করা; পূরণ করা। ক্রিঃ **গুণ টানা**—দড়ি তার ইত্যাদিতে বাঁধিয়া (নৌকা) টানিয়া লইয়া যাওয়া। **গুণে ঘাট নেই**—কোন বিষয়ে হীন নহে, সর্বগুণাধার; (বিদ্রূপে) সর্বপ্রকার দোষযুক্ত। **-ক**—(১)বিঃ যে রাশিদ্বারা গুণ করা হয়; (২)বিণঃ গুণকারক। বিঃ **-কীর্তন**—যশোগান, গুণের প্রচার। বিঃ **-গরিমা, -গৌরব**—সদ্গুণাবলীর মহিমা। বিঃ **-গ্রহণ**—পরের গুণ উপলব্ধিকরণ ও তাহার মর্যাদাদান। বিঃ **-গ্রাম**—গুণাবলী। বিণঃ **-গ্রাহী** (-হিন্)—অন্যের গুণের সমাদর করে এমন। বিণ-(স্ত্রী): **-গ্রাহিণী**। বিঃ **-গ্রাহিতা**। বিঃ **-চট**—শণের সুতাদ্বারা প্রস্তুত চট বা থলি। বিণঃ **-জ্ঞ**—গুণগ্রাহী। বিঃ **-জ্ঞতা**। বিণঃ **-ধর**—গুণবান্; (ব্যঙ্গে) কুক্রিয়াসক্ত, হীনচরিত্র (গুণধর ছেলে)। বিঃ **-ধাম, -নিধি**—গুণী ব্যক্তি। বিঃ **-ন**—(গণি.) গুণ করা, পূরণ, multiplication। **-নীয়, গুণ্য**—(১)বিণঃ গুণ করিতে হইবে এমন; (২)বিঃ ঐরূপ রাশি, multiplicand। বিঃ **-নীয়ক**—যে রাশিদ্বারা অন্য নির্দিষ্ট রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, factor। বিঃ **-পনা**—নৈপুণ্য। বিঃ **-ফল** (গণি.) গুণনের দ্বারা উৎপন্ন রাশি, product। বিঃ **বত্তা**—গুণশালিতা, গুণের অস্তিত্ব। বিণঃ **-বাচক**—গুণপ্রকাশক। বিঃ **-বাদ**—গুণবর্ণন। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—গুণযুক্ত, গুণী। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-বৃক্ষ**—নৌকার মাস্তুলাদি যাহাতে গুণ বাঁধা হয়। বিঃ **-বৈষম্য**—গুণের অসামঞ্জস্য, বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ। বিঃ **-মণি**—বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি। বিণঃ **-ময়**—গুণসম্পন্ন। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বিণঃ **-মুগ্ধ**—গুণের দ্বারা আকৃষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-মুগ্ধা**। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—গুণসম্পন্ন। বিণ(স্ত্রী): **-শালিনী**। বিঃ **-শালিতা**। বিণঃ **-শূন্য**—গুণহীন। বিণঃ **-সম্পন্ন**—গুণযুক্ত। বিঃ **-সাগর**—গুণের সাগর; পরম গুণবান্ ব্যক্তি। বিণঃ **-হীন**—গুণশূন্য।

গুণাতি, গুণা—যথাক্রমে **গুনাতি** ও **গুনা**১-র বর্জি. বানান।

গুণাকর—বিঃ গুণের খনি; পরম গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। [সং. গুণ + আকর]।

গুণাগুণ—বিঃ গুণ ও দোষ। [সং. গুণ + অগুণ]।

গুণাঢ্য—বিণঃ গুণসমূহের অধিকারী, বিবিধ গুণে সমৃদ্ধ। [সং. গুণ + আঢ্য]।

গুণাতীত—(১)বিণঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এই ত্রিবিধ গুণের অতীত, নির্গুণ। (২)বিঃ পরমেশ্বর। [সং. গুণ + অতীত]।

গুণাধার—বিঃ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। [সং. গুণ + আধার]।

গুণানুবাদ—বিঃ গুণকীর্তন, প্রশংসা। [সং. গুণ + অনুবাদ]।

গুণানুরাগ—বিঃ গুণের প্রতি আকর্ষণ। [সং. গুণ + অনুরাগ]।

গুণান্বিত—বিণঃ গুণসম্পন্ন। [সং. গুণ + অন্বিত]।

গুণাভাস—বিঃ গুণ আছে বলিয়া ভ্রম; গুণ-সাদৃশ্য। [সং. গুণ + আভাস]।

গুণিত—বিণঃ গুণন করা হইয়াছে এমন, পূরিত। [সং. √গুণ্ + ত (র্ম)]।

গুণিতক—বিঃ যে রাশিকে অন্য নির্দিষ্ট রাশি-দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, multiple। [সং. গুণিত + ক]।

গুণিন—**গুনিন**-এর বানানভেদ।

গুণী (-ণিন্)—বিণঃ গুণসম্পন্ন, গুণবান্, কলাবিৎ; ধর্মী (রজোগুণী), (বাং.) মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ, বশ করিতে জানে এমন। [সং. গুণ + ইন্]।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য—বিঃ (অল.) যে রচনাবলীতে ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে বাচ্যার্থ অধিকতর চমৎকার। [সং. গুণীভূত (গৌণ) + ব্যঙ্গ্য (বহু.)]।

গুণোৎকর্ষ—বিঃ গুণের আধিক্য; গুণহেতু বা গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা। [সং. গুণ + উৎকর্ষ]।

গুণোপেত—বিণঃ গুণসম্পন্ন, গুণবান্, গুণী। [সং. গুণ + উপেত]।

গুণ্ঠন—বিঃ অবগুণ্ঠন, ঘোমটা, আবরণ; বেষ্টন। [সং. √গুণ্ঠ্ + অন (ভা)]। বিণঃ **গুণ্ঠিত**—বেষ্টিত, আবৃত, গুটান, সঙ্কুচিত।

গুণ্ডা—বিঃ দুর্বৃত্ত, বদমাশ; জবরদস্তিকারী।

আদিতে **গুণ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য **গুণ** দ্রঃ।

[দেশী]। বিঃ -মি, (প্রাদে.) -মো—গুণ্ডার বৃত্তি বা আচরণ, গুণ্ডার ন্যায় আচরণ।

গুণ্ডিত—বিণঃ চূর্ণিত ; চূর্ণযুক্ত। [সং]।

গুণ্য—গুণনীয় দ্রঃ।

গুদাম, (প্রাদে.) **গুদম**—বিঃ মালখানা ; ভাণ্ডার, godown। [পো. gudao]।

গুদার, গুদারা—বিঃ খেয়াঘাট। [ফা. গুদার্]। বিঃ **গুদারা**—খেয়ার বড় নৌকা।

গুন—বিঃ চট, gunny। [সং. গোণী]। বিঃ **-সুচ, -ছুঁচ**—চট সেলাই করিবার বড় সূচ।

গুনতি—বিঃ গণনা, সংখ্যা নির্ণয়। [বাং. √গুন্ (সং. √গণ্) + তি]।

গুনা১—বিঃ তার, ধাতুনির্মিত সূতা। [সং. গুণ]।

গুনা২, গুনাহ—বিঃ দোষ, অপরাধ ; পাপ। [ফা. গুনহ্]। বিঃ **-গার, -গারি**—অপরাধ বা পাপের শাস্তি ; আক্কেলসেলামি।

গুনিন—বিঃ মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, গুণ করিতে জানে এমন লোক। [সং. গুণিন্]।

গুনো—গুনা১-র কথ্য রূপ।

গুন্‌গুন্—অব্যঃ গুঞ্জন, মৃদু মধুর অস্পষ্ট ধ্বনি। [দেশী]।

গুপীযন্ত্র—বিঃ বাউলের (গুব্‌গুব্-শব্দকর) একতারাবিশেষ।

গুপ্ত—বিণঃ রক্ষিত (মন্ত্রগুপ্ত), লুক্কায়িত, অজানা, অদেখা, অদৃশ্য (গুপ্তধন) ; লুকাইয়া বা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে এমন (গুপ্তব্যাধি)। [সং. √গুপ্ + ত (ক্ত)]। বিণ.(স্ত্রী): **গুপ্তা**। বিঃ **-কথা**—গোপনীয় কথা, প্রকাশ্যে বলিবার নহে এমন কথা ; অজ্ঞাত কাহিনী। বিঃ **-চর**—যে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করে ; গোয়েন্দা। বিঃ **-ধন**—সবার অজ্ঞাতে লুকান ধন। বিঃ **-বেশ**—ছদ্মবেশ। বিঃ **-ভোট, -মত**—ব্যালট্ (ballot) ভোট। বিঃ **গুপ্তি**—গোপনে রক্ষণ (মন্ত্রগুপ্তি), (বাং.) ফাঁপা লাঠির ভিতরে লুকাইয়া রাখা সরু তরবারি।

গুফা—বিঃ পর্বতগুহা। [সং. গুহা]।

গুবরে পোকা—বিঃ পচা গোবর-গাদায় জাত কীটবিশেষ। [গোবর ও পোকা দ্রঃ]।

গুবাক—বিঃ সুপারি, সুপারি গাছ। [সং. √গু + আক (ণে)]।

গুম১—গুম্-এর বানানভেদ।

গুম২—বিণঃ গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গুম খুন) ; নিখোঁজ (গুম করা বা হওয়া) ; নির্বাক্ ও নিশ্চল, স্তম্ভিত (গুম হয়ে থাকা)। [ফা.]।

গুমট—বিঃ বায়ু-চলাচলের অভাবের সহিত গরম ভাব। [দেশী—তু. সং. গ্রীষ্ম]।

গুমটি, গুমটী—বিঃ প্রহরীদের থাকিবার জন্য তিন দিক্ বদ্ধ ও অপ্রশস্ত দ্বারবিশিষ্ট গম্বুজাকৃতি ছোট কুঠরী। [হি.]।

গুমর—বিঃ গর্ব, দম্ভ, দেমাক। [ফা. গুমান্]।

গুমরা—ক্রিঃ মনে চাপিয়া রাখা শোক দুঃখ বেদনা প্রভৃতিতে কষ্ট পাওয়া। [ফা. গুম্‌সুম্—মৌনী, নিস্তব্ধ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গুমরা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

গুমসা—(১)বিণঃ ভাপসা, গুমটযুক্ত ; গরমের জন্য ঈষৎ পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত। (২)ক্রিঃ গুমসা হওয়া। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গুমসা হওয়া ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-নি**—গুমসা হওয়া, গুমসা ভাব। বিণঃ **গুমসো**—**গুমসা** (বিণ.)-র কথ্য রূপ।

গুমাগুম—**গুম্** দ্রঃ।

গুমি—বিণঃ লুক্কায়িত ; নিখোঁজ। [গুম২ দ্রঃ]।

গুম্—অব্যঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চ গম্ভীর শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **গুম্‌গুম্, গুমাগুম**—ক্রমাগত গুম্ শব্দ (তোপের গুম্‌গুম্ শব্দ, গুম্‌গুম্ করিয়া কিলান)।

গুম্ফ—বিঃ গোঁফ ; গুচ্ছ। [সং]।

গুম্ফা—**গুফা**-র রূপভেদ।

গুম্ফন—বিঃ গ্রন্থিত করা, গাঁথন ; রচনা। [সং. √গুম্ফ্ + অন (ভা)]।

গুম্ফিত—বিণঃ গ্রন্থিত, গাঁথা, রচিত। [সং. √গুম্ফ্ + ত (ক্ত)]।

গুম্বজ—বিঃ মন্দির, মিনার, প্রাসাদ প্রভৃতির শীর্ষদেশে গোলাকার ছাদ। [ফা. গুম্বদ্]।

গুয়া—বিঃ সুপারি। [সং. গুবাক]। বিঃ **-বাড়ি, -বাড়ী**—সুপারি-বাগান।

গুরমুখী—**গুরু** দ্রঃ।

গুরিয়াপুতুল—বিঃ কাপড়ে তৈয়ারি খেলনা-পুতুল। [ও. গুরিয়া + পুতুল দ্রঃ]।

গুরু—(১)বিঃ ধর্মোপদেষ্টা, দীক্ষাদাতা ; মন্ত্রদাতা ; আচার্য, উপদেশক, শিক্ষক ; গুরুজন, মাননীয় বা পূজনীয় ব্যক্তি ; দেবগুরু বৃহস্পতি। (২)বিণঃ ভারী, অলঘু (গুরুপাক) ; দুর্বহ (গুরুভার) ; দায়িত্বপূর্ণ (গুরু রাজকার্য) ; কঠিন, মহান্ (গুরু দায়িত্ব, গুরু কর্তব্য) ; দুরূহ (গুরু

ব্যাপার) ; পূজনীয়, মাননীয় (লঘুগুরুভেদ) ; অতিশয়, অধিক (গুরু ভোজন) ; (ব্যাক.) দীর্ঘমাত্রাযুক্ত। [সং. √গৃ+উ (র্তৃ, র্ম)]। বিঃ **-কুল**—গুরুর গৃহ বা আশ্রম ; পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ধর্মোপদেষ্টার বংশ ; হরিদ্বারের নিকটবর্তী প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে স্থাপিত শিক্ষাকেন্দ্র। বিণঃ **-গম্ভীর**—গভীর অর্থযুক্ত এবং গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট ; (ব্যঙ্গে) অকারণে গম্ভীর। বিঃ **-গিরি**—গুরুর বৃত্তি বা পেশা। বিঃ **-গৃহ**—গুরুর বাড়ি। বিঃ **-চণ্ডালী**—সাধুভাষার সহিত কথ্য বা চলিত ভাষার মিশ্রণ, সংস্কৃত শব্দের সহিত দেশজ শব্দের মিশ্রণ (যেমন বারিধিতে ডুব, ডোবায় নিমজ্জন)। বিঃ **-জন**—পূজনীয় ব্যক্তি। বিঃ **-ঠাকুর**—পারিবারিক ও বংশানুক্রমিক ধর্মোপদেষ্টা। বিণঃ **-তর**—দুইয়ের মধ্যে অধিক গুরু ; মহত্তর, সাঙ্ঘাতিক (গুরুতর বিপদ)। বিঃ **-তা, -ত্ব**- -গুরুগিরি ; মহত্ত্ব, মূল্য, মনোযোগ পাইবার যোগ্যতা, ভার, ওজন ; আধিক্য ; গাম্ভীর্য, কাঠিন্য। বিঃ **-দক্ষিণা**—শিক্ষালাভান্তে শিষ্য কর্তৃক গুরুকে প্রদেয় ধনাদি, গুরুবিদায়। বিঃ **-দশা**—পিতা বা মাতার বিয়োগজনিত অবস্থা ; (জ্যোতিষ.) বৃহস্পতির দশা। বিণঃ **-পাক**—সহজে হজম হয় না এমন। বিঃ **-প্রসাদী**—পূর্বে একশ্রেণীর বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রচলিত প্রথম স্বামিসহবাসের পূর্বে গুরু-সহবাসরূপ কুপ্রথা। বিঃ **-বরণ**—দীক্ষাগুরুকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা। বিঃ **-বল**—গুরুর করুণারূপ শক্তি ; গুরুর আশীর্বাদ। বিঃ **-বার**—বৃহস্পতিবার। বিঃ **-ভাই**—একই গুরুর শিষ্য। বিঃ **-মহাশয়**—(প্রধানতঃ পাঠশালার) শিক্ষক ; (বিদ্রূপে) অকালপক্ক বা ডেঁপো ছেলে। বিঃ **গুরু-মা**—ধর্মোপদেশদাত্রী, গুরুর পত্নী ; শিক্ষয়িত্রী। **গুরু-মারা বিদ্যা**—গুরুর নিকট হইতে লব্ধ যে বিদ্যা গুরুকেই বধ করার বা হারাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। বিঃ **-মুখী, গুরমুখী**—শিখগণের মধ্যে প্রচলিত বর্ণমালাবিশেষ। বিণঃ **-য়া**—তীব্র, দুঃসহ ('গুরুয়া দুখভার' . বি.প.) ; বিপুল ('গিরিবর গুরুয়া' : বি.প.) ; দুর্ভর ('গুরুয়া কবরীভার' : শ্রী.ম.) ; গভীর বা উৎকৃষ্ট ('আমোদ গুরুয়া' : শ্রী.ম.)। বিঃ **-লঘুজ্ঞান**—কে মান্য বা পূজ্য এবং কে নয় : এই বিষয়ে জ্ঞান। বিঃ **-লাঘব**—আপেক্ষিক গুরুত্ব ও লঘুত্ব। বিঃ **-সেবা**—গুরুর পরিচর্যা। বিণঃ **-স্থানীয়**—গুরুতুল্য। **যেমন গুরু তেমন চেলা**—গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমান মূর্খ বা সমান বদমাশ।

গুরুগুরু—অব্যঃ গম্ভীর মৃদু মেঘগর্জনধ্বনি।

গুর্জর—বিঃ গুজরাটদেশ বা গুজরাটের অধিবাসী। বি(স্ত্রী)ঃ **গুর্জরী**—গুজরাটের অধিবাসিনী ; রাগিণীবিশেষ।

গুর্বিণী—বিণঃ গর্ভবতী, গর্ভিণী। [সং. গুরু+ইন্+ঈ]।

গুর্বী—(১)বিঃ গুরুপত্নী। (২)বিণঃ গর্ভিণী ; মহতী ; গৌরবময়ী। [সং. গুরু+ঈ]।

গুল১—বিঃ পোড়া তামাক ; গোবর কয়লার গুঁড়া বা মাটি মিশাইয়া প্রস্তুত গুলি। [সং. গোল ?]।

গুল২—বিঃ গোলাপফুল (গুলবাগ) ; ফুলের নকশা। [ফা.]।

গুল৩—বিঃ ধাপ্পা (গুল মারা)। [তু. ফা. গুলতান্]।

গুলজার—বিণঃ শোভাময়, জাঁকজমকপূর্ণ ; সরগরম, জমজমাট। [ফা.]।

গুলঞ্চ—বিঃ লতাবিশেষ, গুড়ূচী। [সং.]।

গুলতান, গুলতানি—বিঃ জটলা, ঘোঁট। [ফা. গল্‌তান্]। ক্রিঃ **গুলতানি পাকান**—(কয়েকজনে একত্র মিলিয়া) জটলা করা।

গুলতি—বিঃ বাঁটুল, গুলি নিক্ষেপের ধনুবিশেষ। [দেশী]।

গুলদার—বিণঃ ফুলের নকশাওয়ালা, ফুলকাটা, বুটিদার। [ফা.]।

গুলপট্টি—বিঃ ধাপ্পাবাজি ; ধাপ্পা। ক্রিঃ **গুলপট্টি মারা**—ধাপ্পা দেওয়া। [গুল৩+পট্টি]।

গুলবদন—বিণঃ কোমলাঙ্গ। [ফা.]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **গুলবদনী**—কোমলাঙ্গী।

গুলবাহার—বিঃ বুটিদার শাড়িবিশেষ। [ফা.]।

গুলা১—অব্যঃ বহুত্ববোধক প্রত্যয় (ফুলগুলা) [সং. কুল]।

গুলা২—ক্রিঃ তরল বস্তুতে অতরল বস্তু সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়া একাকার করিয়া দেওয়া (জলে চিনি বা রঙ গুলিয়া দেওয়া); গোলমাল করিয়া ফেলা, বিশৃঙ্খল করা (সব গুলাইয়া ফেলিয়াছে); বিশৃঙ্খল হওয়া (সব গুলাচ্ছে) ; ঘুলাইয়া তোলা বা আলোড়িত করা ; ঘুলাইয়া ওঠা বা আলোড়িত হওয়া (পেট গুলাইতেছে)। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অন্যের দ্বারা তরল বস্তুতে অতরল

বস্তু সম্পূর্ণভাবে মিশাইয়া একাকার করান ; গোলমাল করিয়া ফেলা, বিশৃঙ্খল করা ; বিশৃঙ্খল হওয়া ; ঘুলাইয়া তোলা বা আলোড়িত করা ; ঘুলাইয়া ওঠা বা আলোড়িত হওয়া।

গুলাব—বিঃ সুগন্ধি ফুলবিশেষ বা তাহার নির্যাস-মিশ্রিত জল। [ফা. < গুল্ = (গোলাপ) ফুল + আব্ আপ্ (তু. সং. অপ্) = জল—মূলতঃ শব্দটির অর্থ ছিল গোলাপজল, পরবর্তী কালে আরবীয়গণ কর্তৃক ভুল অর্থে ব্যবহারের ফলে 'গোলাপফুল' অর্থ চলিত হয়]। বিঃ **-পাশ**—গোলাপজল সিঞ্চনের যন্ত্রবিশেষ। বিণঃ **গুলাবী** —গোলাপের গন্ধযুক্ত ; গোলাপ[illegible] বিশিষ্ট ; মৃদু, ঈষৎ (গুলাবী নেশা)।

গুলাল—বিঃ আবীর। [ফা. গুল্লালা]।

গুলি১, গুলিন, গুলিন্—গুলা১-এর রূপভেদ।

গুলি২, গুলী—বিঃ ক্ষুদ্র গোলাকার যে-কোন বস্তু, গুটিকা ; ঔষধাদির বড়ি, pill ; হাত-পায়ের পিণ্ডাকার মাংসপেশী, muscle ; আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যবিশেষ, চণ্ডু (গুলিখোর) ; বন্দুকের ছর্‌রা বা বুলেট (bullet)। [হি. গোলী < সং. √গুড্ + অ (র্তৃ) + ই, ঈ]। বি.বিণঃ **-খোর**—চণ্ডুসেবী। বিঃ **-ডাণ্ডা**—ক্রীড়াবিশেষ বা তাহার উপকরণ, ডাংগুলি। বিঃ **গুলিকা** —গুটিকা, বটিকা ; বন্দুকাদির গুলি।

গুলো—গুলা১-এর রূপভেদ।

গুল্ফ—বিঃ গোড়ালি। [সং.]।

গুল্ম—বিঃ ঝাড়বিশিষ্ট ছোট গাছ, কাণ্ডহীন বৃক্ষ ; সৈন্যদের ঘাটি বা থানা ; পুরাণোক্ত সৈন্যসংখ্যাবিশেষ (১ গুল্মে ৯ হস্তী ৯ রথ ২৭ অশ্ব ও ৪৫ পদাতি থাকে) ; প্লীহা ; প্লীহা-বৃদ্ধি-রোগ। [সং.]।

গুষ্ঠি, গুষ্টি—**গোষ্ঠী**-র কথ্য রূপ। **গুষ্ঠির পিণ্ডি, গুষ্ঠির মাথা**—নির্বংশ হওয়ার ইঙ্গিত-সূচক গালি।

গুহ—বিঃ কার্তিক ; বিষ্ণু ; গুহক চণ্ডাল। [সং. √গুহ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-ষষ্ঠী**—কার্তিকের প্রিয় আগ্রহায়ণী শুক্লা ষষ্ঠী।

গুহা—বিঃ গহ্বর ; পর্বতকন্দর ; (আল.) গুপ্ত বা নিভৃত স্থান, অন্তরতম প্রদেশ। [সং. √গুহ্ + অ (থি) + আ]। বিণঃ **-চর**—গুহায় বিচরণ-কারী। **-শয়**—(১)বিণঃ গুহায় শয়নকারী বা বাসকারী ; (২)বিঃ সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু।

গুহ্য—(১)বিণঃ গোপনীয়, অপ্রকাশ্য ; নিগূঢ় ; নিভৃত ; দুর্বোধ্য। (২)বিঃ মলদ্বার (গুহ্যদেশ)। [সং. √গুহ্ + য (র্ম)]।

গুহ্যক—বিঃ কুবেরের অনুচর দেবযোনিবিশেষ। [সং. গুহ্য + ক]।

গূ—বিঃ গু, বিষ্ঠা। [সং. √গূ + ক্বিপ্]।

গূঢ়—বিণঃ গুপ্ত, অপ্রকাশিত, অলক্ষিত (গূঢ় অভিসন্ধি) ; অজ্ঞাত, দুর্জ্ঞেয়, জটিল (গূঢ়তত্ত্ব) ; দুর্গম, দুষ্প্রবেশ্য (গূঢ় মায়া) ; লুক্কায়িত (গূঢ় পথ) ; নিভৃত। [সং. √গুহ্ + ত (র্ম)]। বিঃ **-পথ**—গুপ্ত পথ। বিঃ **-পাদ**—কচ্ছপ ; সর্প। বিঃ [illegible]—গুপ্তচর। বিঃ **-বৃক্ষ**—করবীবৃক্ষ। [illegible]—গুপ্তপথ, সুড়ঙ্গ। বিঃ **-সাক্ষী**—[illegible] গোপনে বিরুদ্ধ পক্ষের কথা জানিয়া লইয়াছে।

গৃধিনী—**গৃধ্র**-এর বাং স্ত্রীলিঙ্গ।

গৃধ্নু—বিণঃ লোভী, লোলুপ (অর্থগৃধ্নু)। [সং. √গৃধ্ + নু (র্তৃ)]।

গৃধ্র—বিঃ শকুনি। বিঃ **-রাজ**—জটায়ু ; সম্পাতি ; গরুড়। [সং. √গৃধ্ + র (র্তৃ)]।

গৃহ—বিঃ ঘর, কক্ষ ; বাড়ি, বাসস্থান, আবাস। [সং. √গ্রহ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কপোত**—পায়রা, পারাবত। বিঃ **-কর্তা** (র্তৃ)—**গৃহস্বামী**-র অনুরূপ। বি(স্ত্রী)ঃ **-কর্ত্রী**। বিঃ **-কর্ম, -কার্য** —ঘরকন্নার কাজ, গৃহস্থালী। বিঃ **-কোণ**—ঘরের কোণ, অন্তঃপুর ; সংসার। বিঃ **-গোধিকা, -গোধা**—টিকটিকি। বিঃ **-ছিদ্র**—পারিবারিক দোষ বা কলঙ্ক। বিণঃ **-চ্যুত**—স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত। বিঃ **-ত্যাগ**—বাড়ি পরিত্যাগ ; সংসার-ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস। বিঃ **-দাহ**—অগ্নিসংযোগে গৃহের আংশিক বা সম্পূর্ণ ভস্মীভবন। বিঃ **-দেবতা**—পুরুষানুক্রমে পূজিত ও গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ। বিঃ **-ধর্ম** —গার্হস্থ্যধর্ম ; গৃহীর পালনীয় কর্তব্য। বিঃ **-পতি**—**গৃহস্বামী**-র অনুরূপ। বিণঃ **-পালিত** —ঘরে পোষা (গৃহপালিত পশু)। বিঃ **-প্রবেশ** —নব-নির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশকালীন অনুষ্ঠান-বিশেষ। বিঃ **-বাটিকা**—বাসগৃহ-সংলগ্ন বাগান ; বাগানবাড়ি। বিণ.বিঃ **-বাসী** (-সিন্)—গৃহস্থ ; সংসারী। বিঃ **-বিচ্ছেদ**—পরিজনের মধ্যে ঝগড়া ; আত্মকলহ। বিঃ **-বিবাদ**—গৃহবিচ্ছেদ ; একই রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে পরস্পর কলহ বা লড়াই। বিঃ **-ভেদ**—গৃহবিবাদ ; সিঁধ কাটিয়া চুরি। বিণঃ **-ভেদী** (-দি)—যে পরিজনদের

মধ্যে বিভেদ বা কলহ ঘটায়; ঘর-ভাঙানে; (বিরল) চৌর্যব্যবসায়ী। বিঃ **-মণি**—প্রদীপ। বিঃ **-মৃগ**—গৃহপালিত কুকুর। বিণ.বিঃ **-মেধী**—কৃতদার, গৃহাশ্রমী। বিঃ **-যুদ্ধ**—ঘরোয়া বিবাদ; রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ। বিঃ **-লক্ষ্মী**—কুলবধূ; গৃহিণী। বিঃ **গৃহশত্রু**—যে ব্যক্তি (প্রধানতঃ গোপনে) স্বগৃহের স্বজনের বা স্বদলের প্রতি শত্রুতা করে। বিণঃ **-শূন্য**—নিরাশ্রয়; বিপত্নীক। বিঃ **-সজ্জা**—আসবাবপত্র। **-স্থ**—(১)বিঃ সংসারী লোক, মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক; (২)বিণঃ গৃহে স্থিত। বিঃ **-স্থালি**—ঘরকন্নার কাজ। বিঃ **-স্বামী** (-মিন্)—বাড়ির বা পরিবারের কর্তা। বি(স্ত্রী): **স্বামিনী**। বিণ. বিঃ **গৃহাগত**—গৃহে আগমনকারী; (স্বীয়) গৃহে প্রত্যাবর্তনকারী; অতিথি, অভ্যাগত। বিঃ **গৃহান্তর**—ভিন্ন কক্ষ বা বাড়ি। বিঃ **গৃহাশ্রম**—গার্হস্থ্য আশ্রম, সংসারধর্ম। বিণঃ **গৃহাসক্ত**—(অতিশয়) সংসারানুরক্ত; ঘরকুনো।

গৃহিণী—বিঃ বাড়ি বা পরিবারের কর্ত্রী, গৃহীর পত্নী। [সং. গৃহ+ইন্+ঈ]। বিঃ **-পনা**—গৃহিণীর কর্তব্য আচরণ বা নৈপুণ্য।

গৃহী (-হিন্)—বিঃ গৃহস্থ, সংসারী লোক; বিবাহিত লোক। [সং. গৃহ+ইন্]।

গৃহীত—বিণঃ গ্রহণ করা হইয়াছে বা মানিয়া লওয়া হইয়াছে এমন; ধৃত; প্রাপ্ত; স্বীকৃত, আশ্রিত। [সং. √গ্রহ্+ত (র্ম)]।

গৃহ্য১—বিণঃ গ্রহণযোগ্য; আয়ত্ত। [সং. √গ্রহ্+য (র্ম)]।

গৃহ্য২—(১)বিণঃ গৃহ-সম্বন্ধীয়; গৃহপালিত; গৃহোৎপন্ন। (২)বিঃ গৃহ্যসূত্র। [সং. গৃহ+য]। বিঃ **-সূত্র**—জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সংস্কারের বিধিসংবলিত প্রাচীন গ্রন্থবিশেষ।

গে—**গিয়ে** দ্রঃ।

গেও—ক্রিঃ (ব্রজ.) গেল, গিয়াছে ('হরি গেও মধুপুর'; বিদ্যা.)।

গেঁজ—বিঃ অঙ্কুর, গজ, কল; অর্বুদ, আব। [দেশী]।

গেঁজলা, গেঁজা, গেঁজান (-নো)—যথাক্রমে **গাঁজলা, গাঁজা২** ও **গাঁজান**-র চলিত রূপ।

গেঁজে, গেঁজিয়া—বিঃ (সাধারণতঃ টাকাপয়সা রাখিবার জন্য কাপড়ে প্রস্তুত) সরু লম্বা থলি-বিশেষ। [দেশী ?]।

গেঁজেল—বিণঃ গাঁজাখোর; (আল.) মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলে এমন। [বাং. গাজা+ইয়াল>এল]।

গেঁটা—বিণঃ বেঁটে, মোটা ও বলিষ্ঠ। [গেঁটে দ্রঃ]।

গেঁটে—বিণঃ গ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিল (গেঁটে বাঁশ, গেঁটে লাঠি); গ্রন্থিজাত বা গ্রন্থিতে জন্মে এমন (গেঁটে বাত), গ্রন্থি-সম্বন্ধীয়। [বাং. গাঁট+ইয়া>এ]।

গেঁট্টাগোট্টা—বিণঃ বেঁটে ও হৃষ্টপুষ্ট। [গেঁটে দ্রঃ]।

গেঁড়—বিঃ কন্দ; কচু আদা প্রভৃতির গ্রন্থিযুক্ত মূল। [সং গণ্ড]।

গেঁড়া—(১)বিঃ আত্মসাৎকরণ, অপহরণ (গেঁড়া মারা বা দেওয়া)। (২)বিণঃ বেঁটে। [দেশী]।

গেঁড়ি—বিঃ ক্ষুদ্র শামুকবিশেষ। [?]।

গেঁড়ু, গেঁড়ুয়া—বিঃ গোলক, ভাঁটা, কন্দুক, ball; স্তবক; মালা ('ফুলের গেঁড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে': চণ্ডী)। [সং. গেণ্ডুক]।

গেঁতো—বিণঃ দীর্ঘসূত্রী; অলস। [দেশী]।

গেঁদা—**গাঁদা**-র প্রাদে. রূপ।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—বিণঃ গ্রাম্য; গ্রামসম্পর্কিত; গ্রামবাসী, অশিক্ষিত, অসভ্য। [বাং. গাঁ+ইয়া>এ, উয়া>ও]।

গেঙা, গেঙান (-নো)—যথাক্রমে **গোঙা** ও **গোঙান**-র প্রাদে রূপ।

গেছো—বিণঃ গাছ-সম্বন্ধীয়; গাছে গাছে থাকে বা বেড়ায় এমন (গেছো পেত্নী); বৃক্ষারোহণ-প্রিয়, ডানপিটে, পুরুষ-ভাবাপন্ন (গেছো মেয়ে)। [বাং. গাছ+উয়া>ও]।

গেজেট—বিঃ সংবাদপত্র; সরকারী সংবাদপত্র। [ইং gazette]।

গেঞ্জি—বিঃ বোনা ছোট জামাবিশেষ। [ইং. guernsey]।

গেট—বিঃ ফটক, সদর দরজা। [ইং. gate]।

গেণ্ডু, গেণ্ডুক—বিঃ ভাটা, কন্দুক, বল (ball)। [সং.]। বিঃ **গেণ্ডুয়া**—বিঃ কন্দুক, বল।

গেনু—ক্রিঃ (প্রাদে. ও কাব্যে) গমন করিলাম। [গেল১ দ্রঃ]।

গেন্দুক—**গেণ্ডুক**-এর রূপভেদ।

গেয়—বিণঃ গান করিবার যোগ্য; গাওয়া হয় বা হইবে এমন। [সং. √গৈ+য (র্ম)]।

গেয়ান—**জ্ঞান**-এর কোমল ও কথ্য রূপ।

গেরন, গেরণ—(চন্দ্রসূর্যের) **গ্রহণ**-এর অমা. কথ্য রূপ।

গেরস্ত—**গৃহস্থ**-এর অমা. কথ্য রূপ।

গেরি—বিণ: গেরুয়া রঙের (গেরিমাটি)। [সং. গৈরিক]।

গেরুয়া—(১)বিণ: গৈরিক বর্ণযুক্ত বা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত (গেরুয়া কাপড়)। (২)বি: ঐরূপ বসন (গেরুয়া পরা)। [সং. গৈরিক]।

গেরো$_1$—**গিরা**$_1$-র অধিকতর চলিত রূপ।

গেরো$_2$—বি: বিপদ্, ফের (কপালের গেরো); কুগ্রহ। [সং. গ্রহ]।

গের্দ—বি: বেষ্টন, আটক; এলাকা, অঞ্চল। [ফা. গির্দ্]।

গেল$_1$—ক্রি: গমন করিল; ঢুকিল (ঘরের মধ্যে গেল); সারা হইল, শেষ হইল, কাটিল (দুঃখে-দুঃখেই জীবন গেল); বাহির বা পার হইল (ছিদ্র দিয়া সুতা গেল না); নষ্ট বা ধ্বংস হইল (রাজার দোষে রাজ্য গেল); খরচ হইল (শ্রাদ্ধে অনেক টাকা গেল), অতিবাহিত হইল ('দিন গেলে রাতে': রবীন্দ্র), আকৃষ্ট হইল (নজর গেল)। [বাং √যা (সং. √যা) + ইল (অতীতে)]।

গেল$_2$—বিণ: বিগত, অব্যবহিত পূর্ববর্তী (গেল মাসে, গেল হাটে)। [সং. গত + বাং. ইল]।

গেল$_3$—অব্য: বিস্ময়-প্রকাশক শব্দ (গেল যা)।

গেলা, গেলান (-নো)—যথাক্রমে **গিলা**$_1$ ও **গিলান**-র চলিত রূপ।

গেলাপ—বি: ওয়াড, আবরণ। [আ. গিলাফ্]।

গেলাস—বি: পানপাত্রবিশেষ। [ইং. glass]।

গেহ, (ব্রজ.) **গেহা**—বি: গৃহ, বাসস্থান (বাঙ্গালায় সাধারণত: কাব্যে ব্যবহৃত)। [সং. গো + ঈহ্ + অ (র্তৃ)]। বি: **গেহী** (-হিন্)—গৃহী, গৃহস্থ। বি(স্ত্রী): **গেহিনী**—গৃহিণী।

গৈবি, গৈবী—**গয়বী**-র চলিত রূপ।

গৈরিক—(১)বি: গিরিমাটি; স্বর্ণ; গেরুয়া রঙ ('অলক-সিক্তিত গৈরিকে স্বর্ণে': সত্যেন্দ্র); গেরুয়া বসন (গৈরিকধারী)। (২)বিণ: পর্বত-সম্ভূত; গিরিমাটির রঙবিশিষ্ট, গেরুয়া (গৈরিক বসন)। [সং. গিরি + ইক]।

গৈরেয়—বি: গিরিমাটি; পর্বতজাত বস্তু। [সং. গিরি + এয়]।

গো$_1$—অব্য: সম্বোধনসূচক শব্দবিশেষ (ওগো, কিগো)।

গো$_2$—বি: ধেনু, গাভী, গো-জাতি; বৃষ; ইন্দ্রিয় (গোচর); পৃথিবী (গোপতি)। [সং.]। বি: **-কর্ণ**—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিলে মধ্যবর্তী ব্যবধান; গণ্ডূষ। বি: **-কুল**—গোরুর পাল; গোষ্ঠ; যমুনাতীরস্থ গ্রাম-বিশেষ (এখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নন্দালয়ে পালিত হইয়াছিলেন)। **গোকুলের ষাঁড়**—(ব্যঙ্গে) বৃন্দাবনের মুক্তভাবে বিচরণশীল ষাঁড়ের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি। বি: **-ক্ষীর**—গোদুগ্ধ। বি: **-ক্ষুর**—কাঁটাগাছবিশেষ; গোরুর খুর; গোখরো সাপ। বি: **-ক্ষুরা, -খুর, -খুরো, গোখরো**—ফণায় গোরুর ক্ষুরের চিহ্নযুক্ত বিষধর সর্পবিশেষ। বিণ: **গো-খাদক**—গোমাংসভোজী। বি: **-গৃহ**—গোয়াল, গোশালা। বি: **-গ্রাস**—প্রায়শ্চিত্তের পর গোরুর মুখে মন্ত্রপূত ঘাস দান; বড় বড় গ্রাস (গোগ্রাসে গেলা)। বিণ: **-ঘ্ন**—গোহত্যা-কারী; (অপ্র.) অতিথি। বি: **-চন্দন**—গোরোচনা। বি: **-চারণ**—গোরু চরান, গোরুকে মাঠে লইয়া ঘাস খাওয়ান। বি: **-দান**—ধেনু-দানরূপ পুণ্যকর্ম। বি: **-দোহনী, -দোহিনী**—দুধের কেঁড়ে। বি: **-ধন**—গাভীরূপ সম্পদ্। বি: **-ধূলি**—সূর্যাস্তকাল (যখন গোরুর পাল খুরের আঘাতে পথের ধূলি উড়াইয়া গোচারণ-মাঠ হইতে গোহালে ফেরে)। বি: **-বৎস**—বাছুর। বি: **-বধ**—গো-হত্যা। বি: **-বেড়েন**—গোরুকে প্রহার করার মত নির্দয় প্রহার। বি: **-বৈদ্য**—গোরুর রোগের চিকিৎসক; (বিদ্রূপে) হাতুড়ে চিকিৎসক। বি: **-ব্রজ**—গোষ্ঠ; গোচারণ-মাঠ। বি: **-ভাগাড়**—মরা গোরু ফেলিবার স্থান। বি: **-মাতা (-তৃ)**—সমস্ত গোজাতির মাতৃস্থানীয়া সুরভি; মাতৃ-রূপিণী গোজাতি। **-মুখ**—(১)বি: গোরুর মুখ; গোমুখাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; জপমালার ঝুলি; (২)বিণ: গোরুর মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। বি: **-মুখী**—হিমালয়স্থ গোমুখাকার গহ্বরবিশেষ (ইহার ভিতর দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা); জপমালার ঝুলি। বিণ: **-মূর্খ**—গোরুর ন্যায় মূর্খ অর্থাৎ নিরেট মূর্খ বা বর্ণজ্ঞানহীন। বি: **-মূত্র**—চোনা। বি: **-মেধ**—গো-বলি-ঘটিত বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। বি: **-যান**—বৃষবাহিত শকটবিশেষ; গোরুর গাড়ি। বি: **-রস**—গোদুগ্ধ; গোদুগ্ধজাত দধি ঘৃত প্রভৃতি। বি: **-রক্ত**—গোরুর রক্ত; (হিন্দুর পক্ষে) অস্পৃশ্য বস্তু। বি: **-রক্ষক**—রাখাল। বিণ: **-শালা**—গোয়াল; গোরুর থাকিবার স্থান। বি: **-স্তন**—গোরুর স্তন; চারি-নর হার।

গোই—অস-ক্রিঃ (ব্রজ.) গোপন করিয়া ('মরমহি গোই' : গো. দা.)।

গোঁ—বিঃ জিদ, রোখ (গোঁ ধরা বা করা)। [?]।

গোঁ-গোঁ—অব্যঃ যন্ত্রণা ক্রোধ প্রভৃতি জনিত আর্তনাদ। [দেশী]।

গোঁজ—(১)বিঃ কীলক, খোঁটা। (২)বিণঃ খোঁটার ন্যায় নির্বাক্ নিশ্চল ও ভার (মুখ গোঁজ করে বসে থাকা)। [বাং. √গুঁজ্+অ (র্ম)]।

গোঁজা, গোঁজান (-নো), গোঁজামিল—যথাক্রমে **গুঁজা, গুঁজান** ও **গুঁজামিল**-এর চলিত রূপ।

গোঁড়—বিঃ নাভিদেশে বর্ধিত মাংসপিণ্ড। [সং. গোণ্ড]।

গোঁড়া১—বিণঃ গোঁড়- অর্থাৎ উচ্চনাভিবিশিষ্ট। [বাং. গোঁড়+আ]। বিঃ **-লেবু**, (প্রাদে.) **গোঁড়ালেবু**—অত্যন্ত টক্ ও বৃহদাকার লেবু-বিশেষ, জামির।

গোঁড়া২—বিণঃ (ধর্মমতাদিতে) অন্ধবিশ্বাসী এবং একগুঁয়ে ভাবে অনুসরণকারী, একান্ত সংরক্ষণ-শীল; অন্ধ ভক্ত, অত্যধিক পক্ষপাতী। বিঃ **-মি**, (কথ্য) **-ম**, (কথ্য) **-মো**—অন্ধবিশ্বাস ও একগুঁয়েভাবে অনুসরণ; একান্ত রক্ষণশীলতা; অন্ধ ভক্তি; অতিরিক্ত পক্ষপাত।

গোঁফ, গোঁপ—বিঃ ওষ্ঠদেশের রোমরাজি, মোচ। [সং. গুম্ফ]। বিণঃ **-খেজুরে**—খেজুরটি গোঁফের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে তবু সেটি মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া লইবার চেষ্টা করে না এমন অলস; অত্যন্ত অলস।

গোঁয়া—ক্রিঃ অতিবাহিত করা, কাটান (দিন গোঁয়ান); অতিবাহিত হওয়া ('মিছে খেলায় দিন গোঁয়াল' : রা. প্র.); অনুগমন করা ('সকল লোক পশ্চাতে গোঁয়ায়' : কৃত্তি.); বনিবনাও করিয়া একত্র বাস করা (তার সঙ্গে গোঁয়ান শক্ত)। [সং. √গম+ণিচ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ **গোঁয়া**-র অনুরূপ; (২)বিণঃ অতিবাহন, যাপন। (৩)বিণঃ অতিবাহিত।

গোঁয়ার—বিণঃ একগুঁয়ে, জেদি; কাণ্ডজ্ঞানহীন, হঠকারী, উদ্ধত; দুঃসাহসী; অশিক্ষিত, অসভ্য। [বাং. গাঁও+আর—তু. হি. গমার]। বিণ.বিঃ **-গোবিন্দ**—কাণ্ডজ্ঞানহীন হঠকারী ও দুঃসাহসী। বিঃ **-তুমি, -তমি, গোঁয়ার্তুমি, গোঁয়ার্তমি**—গোঁয়ারের ভাব বা কার্য। বিণঃ **কাঠগোঁয়ার**—ভালমন্দজ্ঞানহীন অত্যন্ত নীরস একগুঁয়ে, অত্যন্ত গোঁয়ার।

গোঁয়ারা—বিঃ হাসান-হোসেনের শবাধার বা মহরমের তাজিয়া; মহরম-উৎসব। [ফা. গোর্ +হি. বারা]।

গোঁসাই, গোঁসাঞি—**গোসাই**-র ভ্রমাত্মক বানান।

গোঙান (-নো)১, **গোঙান (-নো)**১—**গোঁয়ান**-র রূপভেদ।

গোঙান২, **গোঙানো**২, **গোঙান**২, **গোঙানো**২—ক্রিঃ গোঁ-গোঁ শব্দ করা বা উক্ত ধ্বনিসহকারে ক্রন্দন করা। বিঃ **গোঙানি, গোঙানি**।

গোচ—**গোছ**-এর রূপভেদ।

গোচর—(১)বিঃ ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা এলাকা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়; (জ্যোতিষ.) এলাকা, দৃষ্টি বা প্রভাবের এলাকা (শনির গোচর); অবগতি (গোচরে আনা); জ্ঞাতসার (অগোচর); গোচারণ-মাঠ। (২)বিণঃ প্রত্যক্ষ, আশ্রিত, স্থিত, বিষয়ীভূত (নয়নগোচর, শ্রুতিগোচর)। [সং. গো+ √চর্+অ]।

গোছ—বিঃ বত্রিশটির সমষ্টি বা গুচ্ছ (দুই গোছ পান), আঁটি (ধানের গোছ); সুবন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা (কাজের গোছ); রকম (সাধারণ গোছের বাড়ি); গোড়ালির উপরে হাঁটুর নিম্নস্থ অংশ। [সং. গুচ্ছ]। বিঃ **-গাছ**—বিন্যাস, সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন।

গোছা১—বিঃ গুচ্ছ, থোকা, থোলো, তাড়া (এক-গোছা কাগজ), পায়ের গোছ। [বাং. গোছ +আ (স্বার্থে)]।

গোছা২, **গোছান (-নো)**—যথাক্রমে **গুছা** ও **গুছান**-র চলিত রূপ।

গোছাল, গোছালো—বিণঃ সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল-ভাবে স্থাপিত (গোছাল সংসার); শৃঙ্খলার সহিত কাজ করে এমন, হিসাবী (গোছাল লোক)। [বাং. গোছ+আল (যুক্তার্থে)]।

গোট—বিঃ রমণীদের কোমরের অলঙ্কারবিশেষ, মেখলা [দেশী]।

গোটা১—বিণঃ আস্ত, অখণ্ড, সম্পূর্ণ (গোটা মানুষটা বা দেশটা); বিভিন্নপ্রকার চূর্ণ মসলার মিশ্রণ, বস্তু বা সংখ্যা নির্দেশার্থক, -টা, মাত্র (একগোটা পান); [দেশী]। বিণঃ **-কতক, -কয়েক**—অল্প কয়েকটি। বিণঃ **-গোটা**—আস্ত আস্ত, অভঙ্গ। - **গুটি**-ও দ্রঃ।

গোটা$_{২}$, **গোটান** (-নো)—যথাক্রমে **গুটা** ও **গুটান**-র চলিত রূপ।

গোঠ$_{১}$—**গোট**-এর রূপভেদ।

গোঠ$_{২}$—বিঃ গোচারণ-ভূমি। [সং. গোষ্ঠ]।

গোড়—বিঃ গোড়া, মূলদেশ, শিকড় ; পা। [হি.]। বিণঃ **-তোলা, ঘোড়তোলা**—উচ্চ গোড়ালিযুক্ত, উঁচু হিলওয়ালা (ঘোড়তোলা জুতা)। **গোড়ে গোড় দেওয়া**—পায়ে পা মেলান ; পদাঙ্ক অনুসরণ করা ; মতে সায় দেওয়া।

গোড়া—বিঃ মূলদেশ, শিকড় (গাছের গোড়া) ; সন্নিধান (হাতের গোডায়) ; ভিত্তি (গোড়াপত্তন করা) ; আদি, আরম্ভ, সূত্রপাত (গোড়া থেকে) ; মূল কারণ (যত নষ্টের গোড়া)। [বাং. গোড়+আ]। **-গুড়ি**—(১)ক্রি-বিণঃ সর্বপ্রথমে (গোড়াগুড়ি কেহ জানিত না) ; প্রথম হইতে (গোড়াগুড়ি জানি) ; (২)বিঃ সর্বপ্রথম (গোড়াগুড়ি থেকে বলা)। বিঃ **-পত্তন**—ভিত্তিস্থাপন ; ভিত্তি-প্রবর্তন ; সূত্রপাত, আরম্ভ।

গোড়ালি—বিঃ গুল্‌ফ, পাদমূলের পিছনের অংশ। [গোড় দ্রঃ]।

গোডিম—বিঃ প্রথমাবস্থায় পক্ষিশাবকের উদরে যে অণ্ডাকার মূল থাকে। [<গুডিম<গু+ডিম]। **গোডিমওয়ালা ছেলে**—(আল.) দুধের শিশু। **গোডিম ভাঙে নাই**—(আল. বয়স্কদের সম্বন্ধে বিদ্রূপে) অতি শিশু।

গোড়ে—বিঃ মোটা ফুলমালা। [টালিগঞ্জের দক্ষিণে 'গড়িয়া'-নামক গ্রাম]।

গোণা—**গোনা**-র অশু. বানান।

গোতম—বিঃ ন্যায়দর্শন-প্রণেতা ঋষি ; (পা.) গৌতম বুদ্ধ।

গোতা, গোত্তা, গোপ্তা—বিঃ নিচের দিকে মাথা দিয়া বেগে পতন (গোত্তা খাওয়া)। [আ. গোতা]।

গোত্র$_{১}$—বিঃ বংশ, কুল ; বংশপ্রবর্তক ঋষির সন্তান-পরম্পরা (শাণ্ডিল্য গোত্র)। [সং. √গু+ত্র (র্তৃ) বা গো (=পৃথিবী)+ √ত্রৈ+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-জ**—গোত্রে জাত, সগোত্র, জ্ঞাতি।

গোত্র$_{২}$—বিঃ পর্বত ('গোত্রের প্রধান পিতা' : ভা. চ.)। [সং. গো+ত্রৈ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-প্রধান**—হিমালয়। বিঃ **-ভিৎ** (-দ্)—(পর্বত বিদীর্ণকারী) ইন্দ্র।

গোদ—বিঃ শ্লীপদ, পদস্ফীতিরূপ রোগ। [দেশী]। **গোদের উপর বিষফোঁড়া**—যন্ত্রণার উপর অধিকতর যন্ত্রণা। বিণ.বিঃ **গোদা**—গোদযুক্ত (রোগী) ; অত্যন্ত স্থূল বা মোটা (লোক) ; (মন্দ অর্থে) প্রধান ব্যক্তি, নায়ক (পালের গোদা)।

গোদাবরী—বিঃ দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ।

গোধা, গোধিকা—বিঃ গোসাপ। [সং.]।

গোধূম—বিঃ গম। [সং.]। বিঃ **-চূর্ণ**—ময়দা, আটা।

গোধূলি—**গো** দ্রঃ।

গোনা—**গনা** ও **গুনা**$_{২}$-র রূপভেদ।

গোপ—বিঃ গোয়ালাজাতি, গো-পালক ; রাজা ; ভূম্যধিকারী। [সং. গো+ √পা+অ]।

গোপন—(১)বিঃ লুক্কায়িত করণ। (২)(বাং.) বিণঃ গুপ্ত, গোপনীয় (গোপন সংবাদ)। [সং. √গুপ্+অন (ভা)]। বিণঃ **গোপনীয়**—গোপন রাখা উচিত এমন।

গোপা—বিঃ গোপকন্যা। [সং. গোপ+আ]।

গোপাঙ্গনা—বিঃ গোপকুলবধূ, গোপনারী। [সং. গোপ+অঙ্গনা]।

গোপাল$_{১}$—বিঃ গোয়ালা, রাখাল ; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের নাম, রাজা ; (বাং.) সন্তান, পুত্র (আদুরে গোপাল)। [সং. গো+ √পা+ণিচ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-ক**—গোরু পালনকারী, গোয়ালা। বিঃ **-ন**—গোরু পালনকারী ; গো-পরিচর্যা।

গোপাল$_{২}$—বিঃ গোরুর পাল। [সং. গো+পাল (ষষ্ঠীতৎ.)]।

গোপালভোগ—বিঃ আম্রবিশেষ। [গোপাল =রাজা বা শ্রীকৃষ্ণ+ভোগ]।

গোপিকা, (বাং) **গোপিনী, গোপী**—বিঃ গোয়ালিনী, গোপবধূ। [সং. গোপী+ক+আ ; সং. গোপ+বাং. ইনী ; গোপ+ঈ]। বিঃ **গোপিনীবল্লভ, গোপীজনবল্লভ**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **গোপীচন্দন**—বৈষ্ণবদের ব্যবহার্য তিলকমাটি। বিঃ **গোপীযন্ত্র**—একতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

গোপিত—বিণঃ লুক্কায়িত ; রক্ষিত। [সং. √গুপ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

গোপুর—বিঃ মন্দিরদ্বার, নগর-তোরণ। [সং.]।

গোপ্তব্য, গোপ্য—বিণঃ গোপনীয়, অপ্রকাশ্য ; রক্ষণীয়। [সং. √গুপ্+তব্য, য (র্ম)]।

আদিতে **গো-যুক্ত** যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **গো**$_{২}$ **দ্রঃ**।

গোপ্তা১—**গোত্তা** দ্রঃ।

গোপ্তা২ (-প্তৃ)—বিণঃ রক্ষক। [সং. √গুপ্‌+তৃ (র্তৃ)]।

গোবদা—বিণঃ অশোভন বা বেমানান রকম মোটা। [দেশী—তু. হি. গব্‌দা]।

গোবর—বিঃ গোময়, গো-বিষ্ঠা। [সং. গোবিট্‌]। বিণ.বিঃ **-গণেশ**—(ব্যঙ্গে) গোবরে তৈয়ারি গণেশমূর্তির ন্যায় অকর্মণ্য ব্যক্তিত্বশূন্য ও বুদ্ধিহীন (ব্যক্তি)। বিঃ **-গাদা**—গোবরের স্তূপ। বিঃ **-ছড়া**—জলে গোলা গোবরের ছিটা। বিণঃ **-ভরা**—অসার; একেবারে বুদ্ধিহীন। **গোবরে পদ্মফুল**—নিকৃষ্ট স্থানে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট বস্তু অথবা হীনকুলজাত মহৎ বা অপূর্ব সুন্দর ব্যক্তি।

গোবরাট, গোবরাঠ—বিঃ দরজার বা জানালার চৌকাটের নিম্নস্থ কাঠ। [সং. গর্ভাগারকাষ্ঠ ?]।

গোবর্ধন—বিঃ বৃন্দাবনস্থ পাহাড়বিশেষ। [সং.]। বিঃ **-ধারী** (-বিন্‌)—শ্রীকৃষ্ণ।

গোবাঘ, গোবাঘা—বিঃ সাধারণতঃ গোরু শিকার করে এরূপ বাঘ, হায়েনা (hyena)। [বাং. গো+বাঘ]।

গোবিন্দ—বিঃ বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ [সং]।

গোবচন্দ্র—**গবচন্দ্র**-র রূপভেদ।

গোবেচারা, গোবেচারী—বিণঃ (গোরুর ন্যায়) অত্যন্ত নিরীহ। [সং. গো+ফা. বেচারা]।

গোমড়া—বিণঃ বিষণ্ণ, গম্ভীর। [ফা. গুমান্‌ ?]।

গোমতী—বিঃ অযোধ্যাপ্রদেশের নদীবিশেষ।

গোমদা—**গোবদা**-র রূপভেদ।

গোময়—বিঃ গোবর। [সং. গো+ময়ট্‌]।

গোমস্তা, গোমশতা—বিঃ তহশীলদার, খাজনা-আদায়কারী; জমিদারের বা মহাজনের পাওনা-আদায়কারী কর্মচারী; প্রতিনিধি। [ফা. গোমশ্‌তা]।

গোমায়ু—বিঃ শৃগাল। [সং.]।

গোমেদ—বিঃ পীতবর্ণ মণিবিশেষ; বৈদূর্যমণি। [সং. গো+ √মিদ্‌+অ (ণ)]।

গোয়—ক্রিঃ (ব্রজ.) গোপন করে; কাটায়, রাখে ('আঁচরে মুখশশী গোয়': গো.দা.)।

গোয়াল১—বিঃ গোরু রাখার ঘর, গোগৃহ। [সং. গোশালা]।

গোয়াল২, **গোয়ালা**—বিঃ গোপালক, গোপ; দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। [সং. গোপাল]। বিঃ(স্ত্রী): **গোয়ালিনী**। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—নিজে গোয়ালা হইয়াও দুধ খাইতে পায় না—খায় আমানি; (আল.) নামমাত্র সার—কাজে কিছু নহে।

গোয়েন্দা—বিঃ গুপ্তচর। [ফা. গোইন্দা]। বিঃ **-গিরি**—গোয়েন্দার পেশা।

গোর১—বিণঃ (কাব্যে) গৌরবর্ণ। [সং. গৌর]।

গোর২—বিঃ সমাধি, কবর। [ফা.]। ক্রিঃ **গোর দেওয়া**—মৃতকে সমাধিস্থ করা। বিঃ **-স্থান**—সমাধি-ভূমি, কবরখানা। ক্রিঃ **গোর লওয়া, গোরে যাওয়া**—মরা।

গোরখনাথ, গোরক্ষনাথ—বিঃ 'নাথ' গুরুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধতম গুরু মীননাথের শিষ্য।

গোরা—(১)বিণঃ গৌরবর্ণ, ফরসা; (গৌরবর্ণ বলিয়া) ইংরেজজাতীয় (গোরা সৈন্য)। (২)বিঃ শ্রীচৈতন্য ('কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোরা কাঁদে ঘনে ঘনে': বা.ঘো.); ইউরোপের অধিবাসী; ইউরোপীয় সৈন্য (একদল গোরা)। [সং. গৌর]। বিঃ **-চাঁদ**—শ্রীচৈতন্য, গৌরচন্দ্র। **গোরার বাদ্য**—ইউরোপীয় যুদ্ধ-বাজনা। **ন্যাংটা গোরা**—হাফ্‌-প্যান্ট-পরা স্কটলণ্ডীয় সৈন্য, highlander।

গোরু—বিঃ গাভী; গোজাত, বৃষ; (বিদ্রূপে বা গালিতে) বোকা, মূর্খ (লোকটা একটা গোরু)। [সং. গোরূপ]। বিঃ **-চোর**—পরের গোরু অপহরণকারী (ইহা হিন্দু-সমাজে অত্যন্ত নীচকার্য বলিয়া পরিগণিত); যে ব্যক্তি সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করে। **গোরু মেরে জুতা দান**—জঘন্য অন্যায়কর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সামান্য ন্যায়কর্ম করা।

গোরোচনা—বিঃ গোরু হইতে প্রাপ্ত উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ। [সং.]।

গোর্খনাথ—**গোরখনাথ**-এর রূপভেদ।

গোল১—বিঃ ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় বল প্রবিষ্ট করাইবার নির্দিষ্ট স্থান (গোল রক্ষা করা); ঐ স্থানে বল প্রেরণের দ্বারা পরাজিত করা (গোল দেওয়া)। [ইং. goal]।

গোল২—বিঃ উচ্চ শব্দ (ছেলেরা গোল করিতেছে); সরলতার অভাব, জটিলতা, চক্র, পেঁচ (তার মনে গোল আছে); সন্দেহ (মনের গোল মেটান); ফেসাদ (গোলে পড়া, গোল বাধান); ভুল (গোল করিয়া ফেলা)। [ফা.]। **গোলে হরিবোল**

দেওয়া—ভিড়ের সুযোগে কর্তব্যে ফাঁকি দেওয়া বা কোনরূপে দায় সারা।

গোল১—(১)বিণ: বর্তুলাকার, বৃত্তাকার, round। (২)বি: বৃত্ত; বৃত্তাকার বা বর্তুলাকার বস্তু; কন্দুক, ball, গোলক। [সং. √গুড়্+অ (র্ত্)]। বিণ: **-গাল**—প্রায় গোলাকার; অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট (গোলগাল চেহারা)।

গোলক—বি: গোলাকার বস্তু (ভূগোলক); গোলা, ভাঁটা, বাঁটুল, কন্দুক, ball, যে বর্তুলের উপরে পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত থাকে, globe। [গোল১+ক (স্বার্থে)]।

গোলগাল—**গোল**১ দ্র:।

গোলক-ধাঁধা—বি: যে বেষ্টনীর মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়াও বহির্গমনপথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; জটিল সমস্যা। [হি. গোরকধান্ধা — গুরু মীননাথকে উদ্ধার করিবার জন্য গোরখনাথ যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাদৃশ ধাঁধা]।

গোলদার—বিণ.বি: আড়তদার, গোলার অধিকারী। [হি. গোলা+ফা. দার]। বি: **গোলদারি**—গোলদারের বৃত্তি, আড়তদারি। বিণ: **গোলদারী**—আড়ত বা আড়তদারসম্বন্ধীয় (গোলদারী কারবার)।

গোলন্দাজ—বি: যে সৈনিক কামান দাগে। [হি. গোলা+ফা. অন্দাজ]। **গোলন্দাজি, গোলন্দাজী**—(১)বি: গোলন্দাজের বৃত্তি; (২)-বিণ: গোলন্দাজ-সম্বন্ধীয়।

গোলপাতা—বি: তাল-নারিকেলজাতীয় ছোট গাছবিশেষের পাতা। [দেশী?]।

গোলমরিচ—বি: গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ মরিচবিশেষ। [বাং. গোল১+মরিচ]।

গোলমাল—বি: বহু লোকের মিলিত চীৎকার, গোলযোগ; বিশৃঙ্খলা; বিঘ্ন। [হি.]। বিণ: **গোলমেলে**—জটিল; বিশৃঙ্খল; পরস্পর-বিরোধী, অসংলগ্ন।

গোলযোগ—বি: গোলমাল, হট্টগোল; বিশৃঙ্খলা; বিঘ্ন, বিপত্তি। [ফা. গোল২+সং. যোগ?]।

গোলা১—বি: ধান্যাদি রাখিবার মরাই: আড়ত (কাঠগোলা); বাজার, গঞ্জ। [দেশী?—তু. হি. গোলা]। বিণ: **-জাত**—গোলা বা মরাইয়ে রক্ষিত। বি: **-বাড়ি**—শস্যাগার, ধান্যাদি মজুত করিবার বাড়ি; খামার।

গোলা২—বি: গোলক, কন্দুক, ball; কামানের গোলা। [সং. গোলক]। বি: **গ[ু]লি**—বন্দুক ও কামান হইতে নিক্ষিপ্ত বর্তুলসমূহ; কামান-বন্দুকের অগ্নিবর্ষণ (গোলাগুলি উপেক্ষা করা)।

গোলা৩—বিণ: অশিক্ষিত, সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন (গোলা লোক, গোলা পায়রা)। [ফা. গোল]।

গোলা৪—(১)বি: জল ইত্যাদির সহিত মিশাইয়া তরল করা; ঐরূপে তরলীকৃত বস্তু (গোবর গোলা)। (২)বিণ: ঐরূপে তরলীকৃত (গোলা ময়দা)। [বাং. √গুল+আ]। **গোলা হাঁড়ি**—যে হাঁড়িতে ঘর নিকাইবার জন্য গোবরগোলা রাখা হয়।

গোলা৫, **গোলান (-নো)**—যথাক্রমে **গ[ু]লা**২ ও **গ[ু]লান**-এর চলিত রূপ।

গোলাকার, গোলাকৃতি—বিণ: চক্রাকার, বর্তুলাকার, গোল আকারযুক্ত, round। [গোল১+আকার, আকৃতি]।

গোলাপ (-ব), গোলাপী (-বী)—যথাক্রমে **গ[ু]লাব** ও **গ[ু]লাবী**-র চলিত রূপ।

গোলাপজাম—বি: গোলাপের ন্যায় সুগন্ধ মিষ্ট ফলবিশেষ। [বাং. গোলাপ+জাম]।

গোলাম—বি: ক্রীতদাস; ভৃত্য, চাকর; তাস-বিশেষ। [আ.]। বি: **-খানা**—গোলামদের বাস-স্থান, (আল.) গোলাম বা গোলামের ন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক তৈয়ারী করিবার কারখানা। বি: **গোলামি**—গোলামের বৃত্তি, দাসত্ব।

গোলার্ধ—বি: পৃথিবীর উত্তর বা দক্ষিণ অর্ধাংশ। [সং. গোল১+অর্ধ]।

গোলাল—বিণ: প্রায় গোলাকার, গোলগাল। [বাং. গোল১+আল]।

গোলোক—বি: বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক, স্বর্গে নারায়ণের বাসস্থান। [সং. গো+লোক]। বি: **-ধাম**—বৈকুণ্ঠপুরী; ক্রীড়াবিশেষ। বি: **-নাথ, -পতি, -বিহারী (-রিন্)**—বিষ্ণু।

গোল্লা—বি: গোলাকৃতি মিষ্টান্ন (রসগোল্লা); শূন্য (পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়া); অধঃপাত (গোল্লায় যাওয়া)। [সং. গোল১+বাং. লা]। ক্রি: **গোল্লায় যাওয়া**—অধোগতি লাভ করা, উৎসন্নে যাওয়া (ছেলেটা গোল্লায় গেছে)।

গোশত—**গোস্ত**-র বানানভেদ।

আদিতে **গো**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **গো**২ দ্রঃ।

গোশালা—**গো** দ্রঃ।
গোষ্ঠ—বিঃ গোরু প্রভৃতি থাকিবার স্থান; গোচারণ-ভূমি; মিলনস্থান, সভা (গোষ্ঠাগার; গোষ্ঠাধ্যক্ষ)। [সং. গো+ √স্থা+অ (ধি)]। বিঃ **-গৃহ**—গোয়াল-ঘর, গোশালা। বিঃ **-বিহারী** (-রিন্) — শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-লীলা** — বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণলীলা।
গোষ্ঠী—বিঃ পরিবার; জ্ঞাতি; কুল, বংশ; সমূহ, দল (শিল্পগোষ্ঠী); বৈঠক, সভা। [সং.]। বিঃ **-পতি**—বংশ পরিবার বা সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি; দলপতি; সভাপতি। বিঃ **-বর্গ**—পরিজন ও জ্ঞাতিগণ।
গোষ্পদ—বিঃ গোরুর পায়ের দ্বারা চিহ্নিত ক্ষুদ্র স্থান। [সং. গো+পদ (নি.)]।
গোসল—বিঃ স্নান। [আ. গুস্ল্]। বিঃ **-খানা**—স্নানের ঘর, বাথরুম।
গোসা—বিঃ ক্রোধ; অভিমান। [আ. গুস্সা]। বিঃ **-ঘর**—ক্রোধাগার, অভিমানকক্ষ।
গোসাঁই, গোসাঞি—বিঃ প্রভু, ঈশ্বর; বৈষ্ণব গুরুবংশীয় ব্যক্তিদের উপাধিবিশেষ। [সং. গোস্বামী]।
গোস্ত—বিঃ মাংস; (অশু. কিন্তু প্রচলিত) গোমাংস। [ফা. গোশ্‌ৎ]।
গোস্তাকি—বিঃ ঔদ্ধত্য, বেয়াদপি। [ফা. গুস্তাখী]।
গোস্‌সা—**গোসা**-র অপ্র. রূপ।
গোস্বামী (-মিন্)—বিঃ গোসমূহের বা পৃথিবীর অধিপতি বা রক্ষক; প্রভু; ঈশ্বর; ধর্মোপদেষ্টা; বৈষ্ণবগুরু ও ভক্তশ্রেষ্ঠদের উপাধিবিশেষ; বৈষ্ণব গুরুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। [সং.]।
গোহাল—**গোয়াল১**-এর মার্জিত রূপ।
গৌড়—বিঃ বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন নাম (গৌড়-দেশের এলাকাসম্বন্ধে নানা মত আছে)। [সং. গুড়+অ]। বিঃ **গৌড়ী**—সঙ্গীতের রাগিণী-বিশেষ; কাব্যের রীতিবিশেষ; গুড় হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। বিণঃ **গৌড়ীয়**—গৌড়দেশ-সম্বন্ধীয়; গৌড়দেশের অধিবাসী; গৌড়দেশে উৎপন্ন।
গৌণ—(১)বিণঃ অপ্রধান। (২)(বাং.) বিঃ বিলম্ব, দেরি (গৌণ করা)। [সং. গুণ+অ]। বিঃ **-কর্ম**—(ব্যাক.) অপ্রধান কর্ম, indirect object। বিঃ **গৌণার্থ**—(অল.) শব্দের অপ্রধান অর্থ (অর্থাৎ যাহা মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ নহে); লক্ষ্যার্থ।

গৌতম—বিঃ ঋষিবিশেষ; বুদ্ধদেব। [সং. গোতম+অ]। বি(স্ত্রী): **গৌতমী**—গোতমবংশীয়া স্ত্রী; দুর্গা।
গৌর—(১)বিণঃ ফরসা, উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট, দুধে-আলতায় গোলা বর্ণবিশিষ্ট। (২)বিঃ শ্রীচৈতন্য-দেব। [সং.]। বিঃ **-চন্দ্র**—শ্রীচৈতন্যদেব। বিঃ **-চন্দ্রিকা**—মূল গীতের পূর্বে গৌরচন্দ্রের অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা; ভূমিকা, মুখবন্ধ।
গৌরব—বিঃ গুরুত্ব; গরিমা, মহিমা; মর্যাদা, আদর, সম্মান; উৎকর্ষ। [সং. গুরু+অ (ভা)]। বিণঃ **গৌরবান্বিত, গৌরবিত**—গৌরব-যুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **গৌরবিণী**—গৌরবযুক্তা; গর্বিতা, গরবিনী।
গৌরাঙ্গ—(১)বিণঃ গৌরবর্ণ দেহবিশিষ্ট। (২)বিঃ শ্রীচৈতন্যদেব। [সং. গৌর+অঙ্গ]। বিণ(স্ত্রী): **গৌরাঙ্গা, গৌরাঙ্গী**।
গৌরী—(১)বিঃ গৌরবর্ণা নারী; দুর্গা; অবিবাহিতা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা। (২)বিণঃ গৌরবর্ণা। [সং. গৌর+ঈ]। বিঃ **-দান**—অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান। বিঃ **-পট্ট**—শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পীঠ, পেনেট। বিঃ **-শঙ্কর**—দুর্গা ও শিব; হিমালয়ের চূড়াবিশেষ। বিঃ **-শৃঙ্গ**—হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া এভারেস্ট।
গ্যাঁজ, গ্যাঁজলা, গ্যাঁজান (-নো)—যথাক্রমে **গাঁজ গাঁজলা** ও **গাঁজান**-এর বিকৃত রূপ।
গ্যাঁট্—বিণঃ স্থির, নিশ্চল (গ্যাঁট্ হয়ে বসে থাকা)। [দেশী]। অব্যঃ **-গ্যাঁট্**—**গট্‌গট্** দ্রঃ।
গ্যাস—বিঃ বায়বা পদার্থ, কয়লা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বায়ব্য দাহ্য বস্তু। [ইং. gas]। ক্রিঃ **গ্যাস দেওয়া**—(অশি.) বাজে মিথ্যা কথা বলা ও তাহা বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করা, (তু.) **গুল মারা**। বিণঃ **গ্যাসীয়**—গ্যাস-সংক্রান্ত; গ্যাসজাত; গ্যাসধর্মী; গ্যাসোৎপাদক।
গ্রথন, গ্রন্থন—বিঃ গাঁথা, গাঁথনি, রচনা। [সং. √গ্রন্থ্+অন (ভা)]। বিণঃ **গ্রথিত, গ্রন্থিত**—গাঁথা হইয়াছে এমন; রচিত; খচিত।
গ্রন্থ—বিঃ বই, পুঁথি; শাস্ত্র। [সং. √গ্রন্থ্+অ (র্ম)]। বিঃ **-কার, -কর্তা** (-র্তৃ)—গ্রন্থের রচয়িতা; লেখক। বিঃ **-কীট**—বইয়ের পোকা; (আল.) গ্রন্থপাঠে একান্ত অনুরক্ত এবং অন্য কোনও দিকে খেয়াল নাই এইরূপ ব্যক্তি, book-worm।
গ্রন্থন—**গ্রথন** দ্রঃ।

গ্রন্থাগার—বিঃ লাইব্রেরি (library), যে গৃহে বহু গ্রন্থ আছে এবং সাধারণকে তাহা পাঠ করিতে দেওয়া হয়। [সং. গ্রন্থ+আগার]। বিঃ **গ্রন্থাগারিক**—লাইব্রেরিআন (librarian), গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ।

গ্রন্থি—বিঃ গাঁট, গিরা; অঙ্গের (বিশেষতঃ অস্থির) সন্ধিস্থান; বংশদণ্ডাদির সন্ধি বা গিঁট; দেহাভ্যন্তরস্থ রসনিঃসারক কোষ, gland। [সং. √গ্রন্থ্+ই+(ভা)]। বিঃ **-বন্ধন**—গাঁটছড়া। বিণঃ **-ল**—বহুগ্রন্থিযুক্ত, গ্রন্থিময়।

গ্রন্থিক—বিঃ দৈবজ্ঞ; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের অজ্ঞাতবাসকালীন নাম। [সং গ্রন্থ্+ইক]।

গ্রসন—বিঃ গ্রাসকরণ। [সং. √গ্রস্+অন (ভা)]।

গ্রসমান—বিণঃ গ্রাস করিতেছে এমন। [সং. √গ্রস্+আন (মান) (র্তৃ)]।

গ্রস্ত—বিণঃ গ্রাস করা হইয়াছে এমন, গিলিত; আক্রান্ত, অভিভূত। [সং. √গ্রস্+ত (র্ম)]।

গ্রহ—বিঃ (জ্যোতি.) সূর্য-প্রদক্ষিণকারী জ্যোতিষ্ক, planet (ভারতীয় জ্যোতিষে গ্রহ নয়টি—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু); গ্রহণ, ধারণ, (রূপগ্রহ); উপলব্ধি (অর্থগ্রহ); গ্রহবৈগুণ্য, কুগ্রহ (গ্রহের ফের); দুরদৃষ্ট। [সং √গ্রহ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-দেবতা**—(জ্যোতিষ.) গ্রহের অধিদেবতা। বিঃ **-দোষ**—(জ্যোতিষ) গ্রহের বিরুদ্ধ দৃষ্টি বা আচরণ; গ্রহের ফের। বিঃ **-পতি**—সূর্য। বিঃ **-বিপাক**—অশুভ গ্রহের প্রভাবের ফলে বিপত্তি। বিঃ **-বৈগুণ্য**—**গ্রহদোষ** -এর অনুরূপ। বিঃ **-মণ্ডল**—জ্যোতির্মণ্ডল, গ্রহজগৎ। বিঃ **-রাজ**—সূর্য; চন্দ্র; শনি। বিঃ **-শান্তি**—বিরুদ্ধ বা অশুভ গ্রহের প্রভাব দূর করার জন্য পূজা বা স্বস্ত্যয়ন। বিঃ **-স্ফুট**—(জ্যোতিষ.) গ্রহের স্থিতিজ্ঞাপক রাশি।

গ্রহণ—বিঃ প্রাপ্তি, আদান (ভিক্ষাগ্রহণ); ধারণ (হস্তগ্রহণ); স্বীকার (নিমন্ত্রণ-গ্রহণ); অবলম্বন, আশ্রয় (সন্ন্যাসগ্রহণ); বরণ (অতিথিকে সাদরে গ্রহণ), মানিয়া লওয়া (উপদেশ-গ্রহণ); উপলব্ধি (অর্থগ্রহণ); পান, আহার (জলগ্রহণ, অন্নগ্রহণ); গ্রহাদির গ্রাস বা অদৃশ্য হওয়া (চন্দ্রগ্রহণ)। [সং. √গ্রহ্+অন (ভা)]। বিণঃ **গ্রহণীয়**—গ্রহণ-যোগ্য।

গ্রহণী, গ্রহণি—বিঃ উদরাময়মূলক রোগবিশেষ; (শারীর.) ক্ষুদ্রান্ত্রের অগ্রভাগ, duodenum। [সং. √গ্রহ্+অনি+ঈ]।

গ্রহণীয়—**গ্রহণ** দ্রঃ।

গ্রহদেবতা, গ্রহদোষ, গ্রহপতি, গ্রহবিপাক, গ্রহবৈগুণ্য, গ্রহমণ্ডল, গ্রহরাজ, গ্রহশান্তি, গ্রহস্ফুট—**গ্রহ** দ্রঃ।

গ্রহাচার্য—বিঃ দৈবজ্ঞ। [সং. √গ্রহ+আচার্য]।

গ্রহাণু—বিঃ উপগ্রহ, asteroid। [সং. গ্রহ+অণু]।

গ্রহীতা (-তৃ)—বিণঃ গ্রহণকারী, গ্রাহক। [সং. √গ্রহ্+তৃ (র্তৃ)]।

গ্রাবু—বিঃ একপ্রকার তাসখেলা। [দেশী ?]।

গ্রাম১—বিঃ ওজনের মাপবিশেষ। [ইং. gram (me)]।

গ্রাম২—বিঃ পল্লী, পাড়াগাঁ; ক্ষুদ্র জনবসতি; সমূহ (গুণগ্রাম); (সঙ্গীতে) প্রবাহ, ওঠা-নামা (স্বরগ্রাম)। [সং. √গ্রস্+ম (র্তৃ)]। বিঃ **-ণী**—গ্রামের মণ্ডল বা নেতা। বিঃ **-ধর্ম**—স্ত্রীসংসর্গ। বিঃ **-ভাটি**—গ্রামবৃত্তি, বিবাহাদিকালে বারোয়ারি কার্যের জন্য সংগৃহীত অর্থ। বিঃ **-মৃগ**—কুকুর। বিঃ **-সম্পর্ক**—একই গ্রামের অধিবাসী হওয়ার ফলে সম্বন্ধ। বিঃ **গ্রামান্ত**—গ্রামের প্রান্তসীমা। বিঃ **গ্রামান্তর**—ভিন্ন গ্রাম। বিণঃ **গ্রামিক**—গ্রামের অধিকারী; গ্রামরক্ষক। বিণঃ **গ্রামী** (-মিন্)—গ্রামের কর্তা, গ্রামবাসী, গ্রাম্য; গ্রামবিশিষ্ট। বিণঃ **গ্রামীণ**—গ্রামোৎপন্ন, গ্রাম্য; গ্রামস্থ।

গ্রামোফোন—বিঃ যে চাকতিতে স্বরতরঙ্গ মুদ্রিত থাকে (অর্থাৎ রেকর্ড) তাহা হইতে উক্ত স্বর ধ্বনিত করার যন্ত্রবিশেষ, কলের গান। [ইং. gramophone]।

গ্রাম্য—বিণঃ গ্রামসম্বন্ধীয়; গ্রামজাত; গ্রামস্থ; ইতর, অমার্জিত, অভদ্র, প্রাকৃত। [সং. গ্রাম+য]। বিঃ **-তা**—অমার্জিত ভাব, অভদ্রতা; ভাষার শব্দগত ও অর্থগত অশোভনতা। বিঃ **-ধর্ম**—স্ত্রীসংসর্গ। বিঃ **-মৃগ**—কুকুর।

গ্রাস—বিঃ ভোজনের জন্য এক-একবারে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যাদি মুখে তোলা হয়; কবল, খাবলা; ভক্ষণ, গলাধঃকরণ, গেলা; খোরাক, অন্ন (গ্রাসাচ্ছাদন); গ্রহণকালে আবৃত হওয়া (চন্দ্রের বা সূর্যের পূর্ণগ্রাস)। [সং. গ্রস্+অ]। বিণ.বিঃ **-কারী** (-রিন্)—ভক্ষণকারী, খাদক। বিঃ **-নালী**—যে পথে ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌঁছায়, অন্ননালী, gullet। বিঃ **গ্রাসাচ্ছাদন**—অন্নবস্ত্র, খোরপোশ।

গ্রাহ—বিঃ আদান, গ্রহণ ; জ্ঞান, বোধ ; নির্বন্ধ ; আগ্রহ ; হাঙ্গর কুম্ভীর প্রভৃতি হিংস্র জলচর প্রাণী। [সং. √গ্রহ্ + অ]। বিণঃ **-ক**—গ্রহণকারী ; ক্রেতা। বিণ(স্ত্রী): **গ্রাহিকা**। বিণঃ **গ্রাহিত**—গ্রহণ করান হইয়াছে এমন। বিণ.বিঃ **গ্রাহী** (-হিন্)—গ্রহণকারী (গুণগ্রাহী) ; আকর্ষক (চিত্তগ্রাহী) ; মলবন্ধকারক, ধারক।

গ্রাহ্য—বিণঃ গ্রহণযোগ্য ; জ্ঞেয় (চক্ষুগ্রাহ্য) ; স্বীকার্য, বিবেচ্য ; গণনীয়। [সং √গ্রহ্ + য (র্ম)]। ক্রিঃ **গ্রাহ্য করা**—মানা (কথা গ্রাহ্য করা)। ক্রিঃ **গ্রাহ্য হওয়া**—গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া (আবেদন গ্রাহ্য হওয়া)।

গ্রীক—বিঃ গ্রীসদেশের লোক বা ভাষা। [ইং. Greek]।

গ্রীবা—বিঃ গলদেশ, ঘাড়। [সং. √গৃ + ব (ণে) + আ]। বিঃ **-দেশ**—ঘাড়। বিঃ **-ভঙ্গি**—(সুন্দরভাবে) ঘাড় বাঁকান।

গ্রীষ্ম—(১)বিঃ গরমের কাল, নিদাঘ, উত্তাপ। (২)বিণঃ গরম। [সং. √গ্রস্ + ম (র্ত্)]। বিঃ **-কাল**—গ্রীষ্মঋতু, গরমের কাল (বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস)। বিণঃ **-পীড়িত**—তাপক্লান্ত। বিঃ **-মণ্ডল**—কর্কট-ক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির অন্তর্বর্তী গ্রীষ্মাতিশয্যযুক্ত ভূভাগ, torrid zone। বিঃ **গ্রীষ্মাতিশয্য**—উত্তাপের আধিক্য। বিঃ **গ্রীষ্মাবকাশ**—গ্রীষ্মকালীন ছুটি।

গ্রেন—বিঃ এক যবোদর বা $\frac{1}{180}$ ভরি পরিমাণ। [ইং. grain]।

গ্রেপ্তার, গ্রেফতার—(১)বিঃ পাকড়াও, ধৃতকরণ। (২)বিণঃ পাকড়াও করা হইয়াছে এমন, ধৃত। [ফা. গিরিফ্তার্]। বিণঃ **গ্রেপ্তারী, গ্রেফতারী**—গ্রেফতার-সম্বন্ধীয় ; গ্রেফতারের।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—বিণঃ গ্রীবা-সম্বন্ধীয়। [সং. গ্রীবা + অ, এয়]।

গ্রৈষ্মিক—বিণঃ গ্রীষ্মকালীন ; গ্রীষ্মসম্বন্ধীয়। [সং. গ্রীষ্ম + ইক]।

গ্লান—**গ্লানি** দ্রঃ।

গ্লানি—বিঃ ক্লান্তি ; অবসাদ ; অস্বাস্থ্য ; মল, ময়লা (মনের গ্লানি) ; কলঙ্কস্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু (বীরকুল-গ্লানি) ; নিন্দা, কল্পিত দোষারোপ (আত্মগ্লানি)। [সং. √গ্লৈ + তি (ভা)]। বিণঃ **গ্লান**—ক্লান্ত ; অবসন্ন ; অস্বাস্থ্যপূর্ণ ; সমল, ময়লা ; কলঙ্কস্বরূপ ; নিন্দিত।

গ্লাস—**গেলাস**-এর রূপভেদ।

ঘ

ঘ—বাঙ্গালা ভাষার চতুর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঘচ্ঘচ্—অব্যঃ অপেক্ষাকৃত নরম জিনিস ক্রমাগত কাটিবার শব্দ। অব্য-ক্রি-বিণঃ **ঘচাঘচ্**—ঘচ্ঘচ্ করিয়া (ঘচাঘচ্ কাটা)।

ঘট—বিঃ ছোট কলসি ; পাত্র, আধার (সর্ব ঘটে) ; (বাং.) মাথা, মগজ (ঘটে বুদ্ধি নেই) ; দেহ ('ঘটের মধ্যে সাঁই বিরাজে' : বাউল)। [সং. √ঘট্ + অ]। বিঃ **-কর্পর**—ঘটভাঙ্গা টুকরা, ভাঙ্গা খাপরা। বিঃ **-কার**—কুম্ভকার, কুমার।

ঘটক—বিঃ সংঘটনকর্তা ; বিবাহের সম্বন্ধস্থাপনকারী পুরুষ, ব্রাহ্মণদিগের পদবিবিশেষ। [সং. √ঘট্ + অক (র্ত্)]। বি(স্ত্রী): **ঘটকী**—বিবাহের সম্বন্ধ-স্থাপনকারিণী রমণী। বিঃ **ঘটকালী**—বিবাহের সম্বন্ধকরণ ; ঘটকের কাজ।

ঘটকর্পর, ঘটকার—**ঘট** দ্রঃ।

ঘটন—বিঃ সজ্ঘটন, হওয়া ; যোজন ; বিধির নির্বন্ধ। [সং. √ঘট্ + অন (ভা)]।

ঘটনা—বিঃ ব্যাপার, যাহা ঘটে ; যোজনা, আকস্মিক ব্যাপার। [সং. √ঘট্ + অন (ভা) + আ]। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে, -চক্রে**—ঘটনাব্যপদেশে, দৈবাৎ। বিঃ **-চক্র**—ঘটনা-পরম্পরা। বিণঃ **-ধীন**—দৈবাধীন। বিণঃ **-পূর্ণ, -বহুল**—নানা ঘটনায় পূর্ণ। বিঃ **-বলী, -বলি**—ঘটনাসমূহ।

ঘটনীয়—বিণঃ সংঘটনযোগ্য, ঘটিবে এমন, সম্ভাব্য। [সং. √ঘট্ + অনীয় (র্ত্)]।

ঘটমান—বিণঃ ঘটিতেছে এমন ; (ব্যাক.) চলিতেছে এমন (ঘটমান বর্তমান)। [সং. √ঘট্ + আন (মান) (র্ত্)]।

ঘটা$_1$—বিঃ ঘটন ; সমারোহ, জাঁকজমক, আড়ম্বর, সম্মিলন (গজঘটা) ; সমূহ (ঘনঘটা)। [সং. √ঘট্ + অ (ভা) + আ]।

ঘটা$_2$—(১)ক্রিঃ সজ্ঘটিত হওয়া (বিপদ্ ঘটিল) ; সম্পন্ন হওয়া (ঘটিয়া উঠিল না) ; পরিণত হওয়া (কি থেকে কি ঘটিল)। (২)বিঃ সজ্ঘটন। [বাং. √ঘট্ (সং. √ঘট্) + আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ সজ্ঘটিত সম্পন্ন বা পরিণত করান ; (২)বিঃ সজ্ঘটিতকরণ ; (৩)বিণঃ অপরের দ্বারা সজ্ঘটিত (শত্রুদ্বারা ঘটান বিপদ্)।

ঘটাটোপ—বিঃ গাড়ি পালকি বা আসবাবপত্রের আবরণ ; ঘেরাটোপ ; বাহুল্যপূর্ণ আড়ম্বর। [সং. ঘট + আটোপ]।

ঘটি—বিঃ ঘটের ন্যায় ধাতুনির্মিত ছোট জলপাত্র-বিশেষ। [সং. ঘটী]।

ঘটিকা—বিঃ আড়াই দণ্ড ; ঘণ্টা, ঘড়ি ; ছোট ঘট, ঘটি ; [সং. ঘটী+ক+আ]।

ঘটিত—বিণঃ সঙ্ঘটিত, সম্পাদিত ; জনিত, সংক্রান্ত (নারীঘটিত, অর্থঘটিত) ; যুক্ত, যোজিত (স্বর্ণঘটিত)। [সং. √ঘট্+ত (র্ম)]। বিণঃ **-ব্য**—ঘটিবে এমন।

ঘটিরাম—বিঃ মূর্খ বা অযোগ্য কর্মচারী। [দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' হইতে]।

ঘটী—বিঃ ক্ষুদ্র ঘট, ঘটি ; মুহূর্ত, আড়াই দণ্ড, কালনির্ণায়ক যন্ত্র, ঘড়ি। [সং. ঘট+ঈ]। বিঃ **-যন্ত্র**—কূপাদি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র ; কাল-নিরূপক যন্ত্রবিশেষ, সেকালের ঘড়ি।

ঘট্‌ঘট্—অব্যঃ শূন্য (প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্মিত) পাত্রাদির মধ্যে কাষ্ঠদণ্ড বা অনুরূপ কিছু নাড়া-চাড়া করিবার শব্দ। [দেশী]।

ঘট্ট—বিঃ জলাশয়ের ঘাট। [সং.]।

ঘট্টন—বিঃ ঘর্ষণ ; ঘোটন, সঙ্ঘটন, গঠন। [সং. √ঘট্ট+অন (ভা)]। বি(স্ত্রী): **ঘট্টনী**—ঘোটনা। বিণঃ **ঘট্টিত**—সঙ্ঘটিত, নির্মিত ; ঘোটা হইয়াছে এমন।

ঘড়া—বিঃ বড় কলসি ; ধাতুনির্মিত কলসি। [সং. ঘট]।

ঘড়াঞ্চি—বিঃ সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুলবিশেষ। [দেশী]।

ঘড়ি, (বিরল) **ঘড়ী**—বিঃ সময়-নিরূপক যন্ত্র-বিশেষ ; ঘণ্টা, আড়াইদণ্ড। [সং. ঘটী]। ক্রি-বিণঃ **ঘড়ি-ঘড়ি**—ঘণ্টায় ঘণ্টায়, প্রতি মুহূর্তে, বারংবার। বিঃ **টেঁকঘড়ি, পকেটঘড়ি**—যে ঘড়ি টেঁকে বা পকেটে রাখা হয়। বিঃ **দেওয়ালঘড়ি**—যে ঘড়ি দেওয়ালে আটকাইয়া রাখা হয়, clock। বিঃ **পেটাঘড়ি**—যে ঘড়ি পিটিয়া বাজাইতে হয় (আপনা হইতে বাজে না)। বিঃ **হাতঘড়ি**—যে ঘড়ি হাতে বাঁধা হয়।

ঘড়িয়াল১, (বিরল) **ঘড়ীয়াল**—বিঃ যে ব্যক্তি ঘণ্টা বাজাইয়া সময় নির্দেশ করে। [বাং. ঘড়ি+আল>এল]।

ঘড়িয়াল২, (কথ্য.) **ঘড়েল**—(১)বিঃ দীর্ঘমুখ কুম্ভীরবিশেষ ; ধূর্ত বা ধড়িবাজ লোক। (২)বিণঃ ধূর্ত, ধড়িবাজ। [তু. হি. ঘড়িয়াল্]।

ঘড়্‌ঘড়্—অব্যঃ কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মাজনিত আওয়াজ ; চলন্ত গাড়ির চাকার শব্দ।

ঘণ্ট—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং.]।

ঘণ্টা—বিঃ কাংস্যাদি ধাতুনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; (বাং.) ষাট মিনিট বা আড়াই দণ্ডকাল সময়। (বিদ্রূপে) কিছুই নহে, ঘোড়ার ডিম (ঘণ্টা করবে)। [সং.]।

ঘণ্টাকর্ণ—বিঃ ঘেঁটুফুল ; ঘেঁটুঠাকুর। [সং. ঘণ্টা+কর্ণ]।

ঘণ্টাঘর—বিঃ যে ঘর হইতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজানো হয়। [ঘণ্টা+ঘর]।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—বিঃ ছোট ঘণ্টা ; আলজিভ। [সং. ঘণ্টা+ক+আ, ঘণ্টা+ঈ]।

ঘণ্টেশ্বর—বিঃ মঙ্গলপুত্র ঘেঁটু। [সং. ঘণ্টা+ঈশ্বর]।

ঘন—(১)বিঃ মেঘ, (গণি.) সমান তিন রাশির গুণফল, cube (যেমন ২×২×২=৮) ; (জ্যামি.) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ : এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট বস্তু, solid। (২)বিণঃ নিবিড়, দুর্গম (ঘন বন) গাঢ় (ঘন দুধ) ; অবিরল, বারংবার কৃত (ঘন বিলাপ), ঠাসা (ঘন বুনানি) ; মোটা, জমাট (ঘন কাপড়) ; প্রবল, গভীর (ঘন বরষা) ; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ ; এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট (ঘনক্ষেত্র)। [সং √হন্+অ (র্ম)]। বিণঃ **-কৃষ্ণ**—মেঘের ন্যায় কাল ; গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। বিঃ **-ঘটা**—মেঘাড়ম্বর। ক্রি-বিণঃ **-ঘন**—প্রায়ই, বারংবার, খুব কাছা-কাছি। বিণঃ **-ঘোর**—অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন। বিঃ **-তা, -ত্ব**—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ : এই ত্রিমাত্রাযুক্ত অবস্থা বা আকার ; দৃঢ়ত্ব, নিবিড়তা, গাঢ়তা। বিঃ **-ফল**—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের গুণফল। বিঃ **-বিন্যাস**—ফাঁক না রাখিয়া পরস্পর স্থাপন। বিঃ **বীথি**—মেঘলোক, আকাশপথ। বিঃ **-মূল**—যে রাশি আপনার দ্বারা দুইবার গুণিত হয় সে রাশি উক্ত গুণফলের ঘনমূল, cube root। **-শ্যাম**—(১)বিণঃ মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ, (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণ ; রামচন্দ্র।

ঘনা—ক্রিঃ নিকটবর্তী হওয়া (তার কাছে ভয়ে কেউ ঘনায় না) ; আসন্ন হওয়া (মৃত্যু ঘনাল)। [বাং. ঘন+আ]।

ঘনাগম—বিঃ মেঘের আগম, বর্ষাকাল। [সং. ঘন+আগম]।

ঘনাঙ্ক—বিঃ ঘনতার পরিমাণ, ঘনত্ব, density [বি.প.]। [সং. ঘন+অঙ্ক]।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—বিঃ মেঘাপগম ; মেঘাপগমের কাল, শরৎ-ঋতু। [সং. ঘন+অত্যয়, অন্ত]।

ঘনান, ঘনানো—(১)ক্রিঃ নিকটবর্তী হওয়া (দিন

ঘনান) ; জমাট হওয়া বা করা। (২)বিঃ নিকটবর্তী হওয়া : ঘনীকরণ। (৩)বিণঃ ঘনীকৃত। [বাং. √ঘন+আন]।

ঘনান্ধকার—বিঃ গাঢ় অন্ধকার। [সং. ঘন+অন্ধকার]।

ঘনাবৃত—বিণঃ ঘন (মেঘ) দ্বারা আবৃত, মেঘাচ্ছন্ন। [সং. ঘন+আবৃত]।

ঘনায়মান—বিণঃ ঘন হইয়া আসিতেছে বা জমিয়া উঠিতেছে অথবা ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতেছে এমন। [সং. √ঘনায় (নামধাতু)+আন (মান) (র্তৃ)]।

ঘনিমা (-মন্)—বিঃ ঘনত্ব। [সং. ঘন+ইমন্ (ভা)]।

ঘনিষ্ঠ—বিণঃ অতি নিকট (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক), অন্তরঙ্গ (ঘনিষ্ঠ বন্ধু)। [সং. ঘন+ইষ্ঠ]। বিণ-(স্ত্রী): **ঘনিষ্ঠা**। বিঃ -তা।

ঘনীকৃত—বিণঃ ঘন করা হইয়াছে এমন। [সং. ঘন+ঈ (চ্বি)+ √কৃ+ত (র্ম)]।

ঘনীভূত—বিণঃ ঘন হইয়াছে এমন; জমাট। [সং. ঘন+ঈ (চ্বি)+ √ভূ+ত (র্তৃ)]। বিঃ **ঘনীভবন**—ঘন হওয়া।

ঘনোপল—বিঃ করকা। [সং. ঘন+উপল]।

ঘর — বিঃ গৃহ, বাড়ি; বাসভবন; মন্দির (ঠাকুরঘর); প্রকোষ্ঠ, কক্ষ (পড়ার ঘর); সংসার (ঘরের লোক); পরিবার (দশ ঘর লোক); বংশ, কুল (ভাল ঘরের ছেলে); ছিদ্র, রন্ধ্র, ঘাট (জামায় বোতামের ঘর); স্থান, বিষয় (জমার ঘরে শূন্য)। [সং. গৃহ]। ক্রিঃ **ঘর আলো করা**—গৃহ বা সংসারের শোভা বৃদ্ধি করা। ক্রিঃ **ঘর করা**—গৃহিণী বা বধূ হইয়া সংসারে বাস করা (অসচ্চরিত্রা স্ত্রী নিয়ে ঘর করা)। ক্রিঃ **ঘর কাটা**—চৌকা খোপ অঙ্কন করা। ক্রিঃ **ঘর জ্বালান**—ঘরে আগুন দেওয়া; (আল.) পরিবারের সুখশান্তি নষ্ট করা বা পরিবারের ধ্বংসসাধন করা। ক্রিঃ **ঘর তোলা**—গৃহ (বিশেষতঃ বাসগৃহ) নির্মাণ করা। ক্রিঃ **ঘর নষ্ট করা**—পরিবারের সুখশান্তি বা মানসম্ভ্রম নষ্ট করা; পরিবারের ধ্বংসসাধন করা। ক্রিঃ **ঘর পাওয়া**—বাসাবাড়ি সংগ্রহ করা; (বিবাহের জন্য) উপযুক্ত বংশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী পাওয়া। ক্রিঃ **ঘর বাঁধা**—বসতি স্থাপন করা; বিবাহাদি করিয়া সংসার পাতা। ক্রিঃ **ঘর-বার করা**—আকুল প্রতীক্ষায় ক্রমাগত ঘরের বাহিরে যাওয়া ও ভিতরে আসা। ক্রিঃ **ঘর ভাঙান**—পরিজনদের মধ্যে বিভেদ বা বিচ্ছেদ ঘটান। ক্রিঃ **ঘরে আগুন দেওয়া**—(আল.) পরিজনদের ধ্বংসসাধন করা। **ঘরে পরে**—গৃহের ভিতরে ও বাহিরে, দেশে-বিদেশে, সর্বত্র ('ঘরে পরে সবে হাসিছে' : রবীন্দ্র)। **ঘরের কথা**—পরিবারের বা স্বদলের গুপ্ত ব্যাপার অথবা নিজস্ব ব্যাপার। **ঘরের শত্রু**—স্বগৃহের বা স্বজনের বা স্বদলের (গোপনে) শত্রুতাসাধন-কারী। বিঃ **-কন্না, -করনা**—গৃহস্থালি, সংসার, সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম; সংসারধর্ম, সংসারীর জীবন; গৃহকর্ম; গৃহিণীপণা। বিণঃ **-কুনো**—গৃহকোণ ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না এমন; অমিশুক, অসামাজিক। ক্রি-বিণঃ **ঘর-ঘর**—প্রত্যেক বাড়িতে বা পরিবারে ('পল্লীর ঘর-ঘর' : সত্যেন্দ্র)। বিণঃ **-ছাড়া**—গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী, বৈরাগী। বিঃ **-জামাই**—যে পুরুষ স্থায়িভাবে শ্বশুরের খরচে শ্বশুরালয়ে বাস করে। বিণঃ **-জোড়া**—সারা ঘর ব্যাপিয়া থাকে এমন; সংসার জমজমাট করে এমন। বিণঃ **ঘর-জ্বালানে**—পরিবারের সুখশান্তি নষ্ট করে বা পরিবারের ধ্বংসসাধন করে এমন। বিণ(স্ত্রী): **ঘর-জ্বালানী**। বিঃ **ঘর-পর**—আত্মপর, আপনপর। **-পোড়া**—(১)বিঃ হনুমান্; (২)বিণঃ যাহার ঘর পুড়িয়াছে এমন; পরিবারের বা আত্ম-পক্ষের ধ্বংসসাধক (ঘরপোড়া বুদ্ধি)। **ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—একবার অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছে এমন গোরু সিঁদুর-বর্ণ মেঘ দেখিলেও উহাকে অগ্নিশিখা ভাবিয়া ভয় পায়; (আল.) একবার বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার পর উক্ত বিপদের সহিত সামান্য সাদৃশ্যযুক্ত কিছু দেখিলেও লোকে ভীতি-গ্রস্ত হয়। বিণঃ **-পোষা**—গৃহপালিত। বিঃ **-বর**—স্বামী বা বর এবং তাহার বংশমর্যাদা। বিঃ **-বাড়ি**—বাসভবন ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি। বিণঃ **-ভাঙানে**—গৃহবিচ্ছেদকারী। বিণ(স্ত্রী): **-ভাঙানী**। বিণঃ **-মুখো**—স্বগৃহাভিমুখী। বিঃ **-সংসার**—গৃহস্থালি। বিণঃ **-সন্ধানী**—সংসারের বা পরিবারে সমস্ত গুপ্তকথা জানে ও ফাঁস করে এমন (ঘরসন্ধানী বিভীষণ)।

ঘরনী, (অশু.) **ঘরণী**—বিঃ গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী; স্ত্রী, পত্নী; সংসার-পরিচালনে নিপুণা রমণী। [সং. গৃহিণী]। **জাত বড় ঘরনী না পায় ঘর**—প্রায়ই ঘরকন্নার কাজে অতিশয় নিপুণা

নারীর নিজস্ব অর্থাৎ স্বামীর ঘর-করনার সুবিধা জোটে না : ইহাই জীবনের পরিহাস।

ঘরাও—**ঘরোয়া** দ্রঃ।

ঘরাঘরি—ক্রি-বিণঃ আপসে বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে। [বাং. ঘর+আ+ঘর+ই]।

ঘরানা, (অশু.) **ঘরাণা**—বিণঃ উচ্চবংশীয়, সদ্বংশ-জাত, বনেদী (ঘরানা লোক) ; বংশীয় (নবাব-ঘরানা) ; পারিবারিক, গুপ্ত, (ঘরানা কথা, ঘরানা ব্যাপার) ; (সঙ্গীত) বংশবিশেষ কর্তৃক পুরুষানুক্রমিকভাবে অনুশীলিত।

ঘরামি, (অশু.) **ঘরামী**—বিঃ খড় ইত্যাদির দ্বারা ছাওয়া ঘর নির্মাণকারী। [বাং. ঘর+আমি]।

ঘরোয়া, ঘরাও—বিণঃ গৃহসম্বন্ধীয়, পারিবারিক (ঘরোয়া ঝগড়া) ; অতি ঘনিষ্ঠ, আপন (ঘরোয়া লোক)। [বাং. ঘর+উয়া]।

ঘর্ঘর—বিঃ চলন্ত গাড়ির চাকার শব্দ। [সং.]। বিণঃ **ঘর্ঘরিত**—ঘর্ঘর শব্দে ধ্বনিত মুখরিত বা পূর্ণ।

ঘর্ম—বিঃ ঘাম, স্বেদ। [সং. √ঘৃ+ম (ণে)]। বিণঃ **ঘর্মাক্ত, ঘর্মাপ্লুত**—ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন। বিণঃ **ঘর্মাক্তকলেবর**—শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এমন।

ঘর্ষণ, ঘর্ষ—বিঃ ঘষা, মার্জন, রগড়ান ; সংঘর্ষ। [সং. √ঘৃষ্‌+অন, অ (ভা)]। বিণঃ **ঘর্ষিত**—ঘষা বা মার্জনা করা হইয়াছে এমন।

ঘষটা, ঘষড়া—ক্রিঃ ঘষিয়া ঘষিয়া টানা, ক্রমাগত ঘষা ; হেঁচড়ান ; রগড়ান ; (আল.) ক্রমাগত অভ্যাস আবৃত্তি বা চেষ্টা করা। [সং. √ঘৃষ্‌+বাং. টা, ড়া]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঘষটা বা ঘষড়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **ঘষটানি, ঘষড়ানি**—ঘর্ষণ, হেঁচড়ানি, রগড়ানি।

ঘষা—(১)ক্রিঃ ঘর্ষণ করা। (২)বিঃ ঘর্ষণ। (৩)বিণঃ ঘর্ষিত ; ক্ষয়প্রাপ্ত (ঘষা পয়সা)। [সং. √ঘৃষ+বাং. আ]। বিণঃ **-ঘষা**—ঘর্ষণের আভাসযুক্ত, সামান্য ঘষা। বিঃ **-ঘষি**—পরস্পর ঘর্ষণ ; ক্রমাগত ঘর্ষণ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঘর্ষণ করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। অস-ক্রিঃ **ঘষে-মেজে**—অনেক চেষ্টা-চরিত্র বা তোয়াজ-তদারক করিয়া (ঘষে-মেজে রূপ)।

ঘা—বিঃ আঘাত, চোট, প্রহার (লাঠির ঘা) ; ক্ষত (ঘায়ে মলম লাগান) ; মনঃকষ্ট, শোক (ঘা ভোলা) ; ক্ষতি (ব্যবসায় ঘা খাওয়া)। [সং. ঘাত]। ক্রিঃ **ঘা করা**—ক্ষত উৎপাদন করা। ক্রিঃ **ঘা খাওয়া**—(প্রধানতঃ মনে) আঘাত বা বেদনা প্রাপ্ত হওয়া ; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। ক্রিঃ **ঘা দেওয়া**—(প্রধানতঃ মনে) আঘাত বা বেদনা দেওয়া ; (সর্পের সম্বন্ধে) দংশন করা। ক্রিঃ **ঘা মারা**—আঘাত করা। ক্রিঃ **ঘা শুকান**—ক্ষত আরোগ্য হওয়া। ক্রিঃ **ঘা সওয়া**—আঘাত বা ক্ষতি সহ্য করা। বিণঃ **ঘা-সওয়া**—আঘাত বা ক্ষতি সহ্য করিয়াছে এমন। ক্রিঃ **ঘা হওয়া**—ক্ষত হওয়া। বিঃ **ঘা-কতক**—কিছু বা বেশ-কিছু প্রহার। ক্রিঃ **ঘা-কতক খাওয়া**—অল্পবিস্তর প্রহৃত হওয়া। ক্রিঃ **ঘা-কতক বসিয়ে দেওয়া**—কিছু প্রহার করা। ক্রিঃ **খুঁচিয়ে ঘা করা**—অকারণ খোঁচা-খুঁচির দ্বারা সুস্থ স্থান ক্ষত করা ; (আল.) অনাবশ্যক বা অবান্তর বিষয় আলোচনার দ্বারা অপ্রিয় অবস্থার সৃষ্টি করা।

ঘাই—বিঃ আঘাত ; বৃহদাকার মৎস্যের জলমধ্যে পুচ্ছাঘাত (ঘাই মারা)। [সং. ঘাতি]।

ঘাইট, ঘাইল—যথাক্রমে **ঘাট১** ও **ঘায়েল**-এর বিরল রূপ।

ঘাঁটা১—(১)ক্রিঃ আলোড়িত বা মন্থিত করা, বিশেষভাবে নাড়া, নাড়াচাড়া করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ঘট্ট+বাং. আ]। বিঃ **-ঘাঁটি**—ক্রমাগত ঘাঁটা ; আন্দোলন। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নাড়ান ; উত্ত্যক্ত বা উত্তেজিত করা, চটান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঘাঁটা২—বিঃ কড়া (হাতে ঘাঁটা পড়া)। [দেশী]।

ঘাঁটি—বিঃ প্রহরীর থাকিবার স্থান, চৌকি ; প্রবেশ-পথ বা পথের সন্ধিস্থল (ঘাঁটি আগলান) ; যুদ্ধার্থ সৈনিকদের অবস্থিতিস্থান, থানা, আড্ডা (ঘাঁটি স্থাপন করা)। [সং. ঘট্ট ?]। বিঃ **-য়াল**—ঘাঁটির প্রহরী বা অধ্যক্ষ।

ঘাগর, ঘাঘর—বিঃ কিঙ্কিণী ; ঘুঙুর। [সং. ঘর্ঘর]।

ঘাগরা, ঘাঘরা—বিঃ স্ত্রীলোকের পোশাকবিশেষ। [তু. হি. ঘাগ্‌রা ; সং. ঘর্ঘরা]।

ঘাগী, ঘাগি, ঘাঘী, (কথ্য) **ঘাগু**—বিণঃ বারংবার ঘা খাইয়াছে এমন, ভুক্তভোগী ; বারংবার শাস্তি-প্রাপ্ত, পুরাতন (ঘাগী চোর)। [হি. ঘাঘ]।

ঘাট১—বিঃ ত্রুটি, অপরাধ (ঘাট হওয়া) ; ন্যূনতা, কমতি (গুণের ঘাট নাই)। [হি. ঘাটি]। বিঃ **ঘাটতি**—কমতি, অভাব। ক্রিঃ **ঘাট মানা**—ত্রুটি স্বীকার করিয়া নত হওয়া।

ঘাট২—বিঃ পুকুর নদী প্রভৃতি জলাশয়ে অবতরণ-স্থান ; নদী খাল প্রভৃতির তীরে নৌকাদি

ভিড়াইবার স্থান (খেয়াঘাট, জাহাজঘাট); সেতার এসরাজ হারমোনিয়ম প্রভৃতির সুরের পর্দা বা রীড্ (reed); পর্বত (পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট); গিরিসঙ্কট। [সং. ঘট্ট]। **ঘাটের কড়ি**—খেয়া-পারাপারের মাসুল, পারানি। বিঃ **-ওয়াল**—**ঘাটোয়াল**-এর রূপভেদ। বিঃ **-লা**—পাকা ঘাট। ক্রি-বিণঃ **ঘাটে-ঘাটে**—প্রতি ঘাটে; সর্বত্র ('ভুবনের ঘাটে ঘাটে': রবীন্দ্র)। **ঘাটের মড়া**—মৃত্যু যাহার আসন্ন; অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি।

ঘাটা—বিঃ নদ্যাদির তীরে নৌকা প্রভৃতি ভিড়াইবার স্থান (জাহাজঘাটা)। [ঘাট$_2$ + বাং. আ]।

ঘাটি—ঘাঁটি ও ঘাট$_1$-এর রূপভেদ।

ঘাটোয়াল—বিঃ পারাপারের ঘাটের তত্ত্বাবধায়ক, পাটনী; ঘাটিরক্ষক; তীর্থস্থানে যাত্রীদের কর-সংগ্রাহক। [বাং. ঘাট$_2$ + ওয়াল]। বিঃ **ঘাটোয়ালি**—ঘাটোয়ালের কাজ বা পদ। **ঘাটোয়ালী**—(১)বিঃ **ঘাটোয়াল**-এর **স্ত্রীলিঙ্গ**; ঘাটোয়ালকে প্রদত্ত জমি; (২)বিণঃ ঘাটোয়ালকে প্রদত্ত।

ঘাড়—বিঃ গ্রীবা, কণ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ, কাঁধ (বোঝা ঘাড়ে করা)। [সং. ঘাট]। ক্রিঃ **ঘাড় ভাঙ্গা**—**ভাঙ্গা** দ্রঃ। ক্রিঃ **ঘাড়ে করা, ঘাড়ে লওয়া**—কাঁধে তুলিয়া লওয়া, ভার বা দায়িত্ব গ্রহণ করা। ক্রিঃ **ঘাড়ে চাপা**—গলগ্রহ হওয়া; আশ্রয় করা। **ঘাড়ে দুটো মাথা থাকা**—অত্যন্ত দুঃসাহস হওয়া। বিঃ **-ধাক্কা**—গলাধাক্কা। বিণঃ **-গর্দানে**—গজস্কন্ধ; অত্যন্ত স্থূল।

ঘাত—বিঃ আঘাত, প্রহার; ক্ষত, ঘা, হিংসা, হত্যা; (গণি.) কোন রাশিকে সেই রাশিদ্বারা বারংবার গুণ করিয়া প্রাপ্ত ফল, power [বি. প.]। [সং. √হন্ + অ (ভা)]। বিঃ **-চিহ্ন**—(গণি.) বর্গ ঘন প্রভৃতিসূচক অঙ্ক। বিঃ **-প্রতিঘাত**—আঘাত-প্রত্যাঘাত; ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। বিণঃ **-সহ**—আঘাত সহ্য করিতে পারে এমন; ঘা দিলে ভাঙ্গে না বরং বিস্তৃত হয় এমন, malleable। বি.বিণঃ **ঘাতক**—হত্যাকারী (গুপ্তঘাতক); জল্লাদ, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদকারী। বিঃ **ঘাতন$_1$**—হত্যা; যজ্ঞার্থ বধ; আঘাত। [সং. √হন্ + অন (ভা)]। **ঘাতন$_2$**—(১)বিঃ অপরের দ্বারা বধ করান; প্রহার করিবার অস্ত্র; (২)বিণঃ ঘাতক। [সং. √হন্ + ণিচ্ + অন]। বিণঃ **ঘাতী (-তিন্)**—হত্যাকারী (পুত্রঘাতী)। বিণ(স্ত্রী)ঃ **ঘাতিনী**। বিণঃ **ঘাতুক**—হিংস্র, নাশক; নিষ্ঠুর, ক্রূর। বিণঃ **ঘাত্য**—বধ্য; ঘাতযোগ্য।

ঘানি, (বর্জি.) ঘানী—বিঃ সরিষা তিল প্রভৃতি পিষিয়া তৈল বাহির করার যন্ত্রবিশেষ। [সং. ঘন (লৌহমুদ্গর)]। বিঃ **-গাছ**—যে মোটা খুঁটিতে বাঁধিয়া উহার চারিদিকে ঘানি ঘুবান হয়। ক্রিঃ **ঘানি টানা**—(পূর্বে জেলখানার কয়েদীদিগকে ঘানি টানিতে হইত বলিয়া) কারাদণ্ড ভোগ করা।

ঘাপটি—বিঃ ওত, লুক্কায়িতভাবে অবস্থান। [বাং. ঘোপ + টি]। ক্রিঃ **ঘাপটি মারা**—শিকারের অপেক্ষায় ওত পাতা।

ঘাবড়া—ক্রিঃ থতমত খাওয়া, বিচলিত হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া, ভয় পাওয়া। [হি. √ঘবড়া]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঘাবড়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **ঘাবড়ানি**—ঘাবড়ানর ভাব।

ঘাম—বিঃ ঘর্ম, স্বেদ। [সং. ঘর্ম]। **ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া**—(আল.) উদ্বেগ বা বিপদ্ কাটিয়া যাওয়া; আশ্বস্ত হওয়া। বিঃ **-তেল**—গর্জন-তৈল (প্রতিমায় ইহার প্রলেপ দিলে প্রতিমা ঘামিয়াছে বলিয়া মনে হয়)। **ঘামা**—(১)ক্রিঃ ঘর্মাক্ত হওয়া; (২)বিঃ ঘর্মাক্ত হওয়া। **ঘামান (-নো)**—(১)ক্রিঃ ঘর্মাক্ত করান; খাটান, শ্রম করান, পরিশ্রান্ত করা (মাথা ঘামান); (২)বিঃ ঘর্মাক্ত বা পরিশ্রান্ত করণ। বিঃ **ঘামাচি**—ঘর্ম-সিক্ত হওয়ার দরুণ দেহে উদ্গত ক্ষুদ্র ব্রণবিশেষ [বাং ঘাম + আচি—তু. সং. ঘর্মচর্চিকা]।

ঘায়েল, ঘাল—বিণঃ আহত, নিহত, পরাস্ত, কাবু (ঘায়েল করা বা হওয়া)। [বাং. ঘা (সং. ঘাত) + এল, ইল—তু. হি. ঘায়ল]।

ঘাস—বিঃ দূর্বাদি তৃণ। [সং. √অদ্ (= ঘস্) + অ (র্ম)]। বিঃ **-জল**—গবাদি পশুর খাদ্য ও পানীয়। **ঘাসী**—(১)বিণঃ ঘাস-সম্বন্ধীয়; (২)বিঃ ঘাস-ব্যবসায়ী, ঘেসেড়া। **ঘাসী নৌকা**—ঘাস-বহনের উপযুক্ত নৌকা, মাল ও যাত্রিবাহী ছোট লম্বা নৌকাবিশেষ।

ঘাস্ড়িয়া, ঘাস্য়া—যথাক্রমে **ঘেসেড়া ও ঘেসো**-র মার্জিত রূপ।

ঘি—বিঃ ঘৃত; দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত স্নেহজাতীয় পদার্থ; ঘিলু (মাথার ঘি)। [সং. ঘৃত]।

ঘিচিঘিচি—বিণঃ ঘেঁষাঘেঁষি। [দেশী]।

ঘিঞ্জি—বিণঃ ঘন, নিবিড়, ঘেঁষাঘেঁষি; সঙ্কীর্ণ; জনবহুল। [ফা. গুন্জান্]।

ঘিন্‌ঘিন্‌—অব্যঃ ঘৃণাহেতু অস্বস্তি বোধ (গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করা)। [সং. ঘৃণা]। বিণঃ **ঘিন্‌ঘিনে**—অতিরিক্ত ঘৃণাবোধকারী।

ঘিরা—(১)ক্রিঃ বেষ্টন করা (বেড়া দিয়া ঘিরা); চারি পাশে বেষ্টনী দেওয়া বা বেষ্টন করা (বাড়ি ঘেরা); আচ্ছাদিত বা আবৃত করা ('আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে': রবীন্দ্র)। (২)বিঃ বেষ্টন; চারি পাশ বেষ্টন, আবৃত করা, আচ্ছাদন; পরিবেষ্টিত স্থান, ঘের। (৩)বিণঃ বেষ্টিত; পরিবেষ্টিত; আবৃত। [তু. সং. √ঘৃ, হি ঘিরা]। **-ও**—(১)বিঃ বেষ্টন; অবরোধ; দাবিপূরণার্থ কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিকে আটক বা অবরোধ; (২) বিণঃ পরিবেষ্টিত; অবরুদ্ধ। বিঃ **-টোপ**—সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া পরিবার জন্য জামাবিশেষ; বোরখা; (গাড়ি পালকি প্রভৃতি) সম্পূর্ণরূপে ঢাকিবার জন্য ঢাকনা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পরিবেষ্টিত বা অবরুদ্ধ করান; (২)বি-বিণঃ উক্ত অর্থে।

ঘিলু—বিঃ মস্তিষ্ক, মগজ, মাথার ঘি। [দেশী]।

ঘিস্‌কোপ, ঘিস্‌ক্যাপ—বিঃ র‍্যাঁদা। [?]।

ঘুঁটা—(১)ক্রিঃ আলোড়িত করা; তরল পদার্থের সঙ্গে নাড়িয়া-চাড়িয়া মিশান; তোলপাড় করা; তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা বা পরিভ্রমণ করা। (২)বি-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ঘট্ট+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (অন্যের দ্বারা) আলোড়িত করান; (২)বি-বিণঃ অনুরূপ অর্থে।

ঘুংড়িকাশি—বিঃ (সচ. শিশুদের) কাশরোগবিশেষ; হুপিং কাশি (hooping cough)। [ধ্বন্যাত্মক]।

ঘুঁজি, ঘুঁজি—বিঃ সঙ্কীর্ণ গলি বা স্থান; এঁদো স্থান (গলিঘুঁজি)। [দেশী]।

ঘুঁটি—বিঃ দাবা পাশা প্রভৃতি খেলার গুটিকা। [সং. গুটিকা]। ক্রিঃ **ঘুঁটি চালা**—দাবা পাশা প্রভৃতি খেলায় দান দেওয়া।

ঘুঁটে, (বিরল) ঘুঁটিয়া—বিঃ জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত গোবরের শুষ্ক চাকতি। [<সং. গূথ বা গোবিষ্ঠা]।

ঘুগনি—বিঃ আলু নারিকেল প্রভৃতির সহিত সিদ্ধ মটর ইত্যাদি মিশ্রিত খাবারবিশেষ। [হি. ঘুঁঘনী]। বিঃ **-দানা**—ঘুগনি।

ঘুঘু—বিঃ পায়রাজাতীয় পক্ষিবিশেষ; (অশি.) অতি ধূর্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ঘাগী ও ফন্দিবাজ লোক। [ধ্বন্যাত্মক]। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—(আল.) ঘুঘু পাখির আনন্দে বিচরণই দেখিয়াছ কিন্তু তাহার ফাঁদে পড়ার যন্ত্রণা দেখ নাই। সেইরূপ—আনন্দ ও আরামই ভোগ করে এসেছ, দুঃখ-কষ্ট ত পাওনি,—এবার তা পাবে।

ঘুঙট—বিঃ ঘোমটা। [সং. অবগুণ্ঠন]।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর, (বিরল) ঘুঙ্ঘুর—বিঃ মলজাতীয় চরণালঙ্কারবিশেষ, নূপুর, কিঙ্কিণী, শিঞ্জিনী। [ধ্বন্যাত্মক—তু. সং. ঘর্ঘরা, মরা. ঘুংগুর]।

ঘুচা—ক্রিঃ বিনষ্ট হওয়া, লোপ পাওয়া (সম্পর্ক ঘুচিয়াছে); অতিবাহিত হওয়া (সুখের দিন ঘুচিয়াছে); অপনীত হওয়া (আঁধার ঘুচিল)। [হি. √ঘুস্‌+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দূর করা (দুঃখ ঘুচান); নষ্ট বা রহিত করা (মাতব্বরি ঘুচান); (উচ্ছিষ্ট বা ময়লা) পরিষ্কার করা; (২)বি-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঘুটিং—বিঃ একপ্রকার নুড়ি যাহা পোড়াইয়া চুন প্রস্তুত হয়। [হি.]।

ঘুট্‌ঘুট্‌—অব্যঃ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভাব-প্রকাশক (আঁধার ঘুটঘুট করছে)। [দেশী]। বিণঃ **ঘুট্‌ঘুটে**—গাঢ়, ঘোর (ঘুটঘুটে আঁধার)।

ঘুড়ি, (বিরল) ঘুড়ী১, (প্রাদে.) ঘুড্ডি—বিঃ বায়ুভরে শূন্যে উড়াইবার জন্য কাগজনির্মিত খেলনাবিশেষ। [তু. হি. গুড্ডী]।

ঘুড়ী২—বি(স্ত্রী): ঘোটকী। [বাং. ঘোড়া+ঈ]।

ঘুণ—(১)বিঃ কাষ্ঠধ্বংসকারী পোকাবিশেষ (ঘুণ বা ঘুণে ধরা)। (২)বিণঃ (কথ্য বাং.) অভিজ্ঞ, নিপুণ (একাজে সে ঘুণ)। [সং.]। বিঃ **ঘুণাক্ষর**—কাষ্ঠাদিতে ঘুণকৃত অক্ষরের ন্যায় অস্পষ্ট চিহ্ন; (আল.) সামান্য ইঙ্গিত, আভাস (ঘুণাক্ষরে জানিতে না পারা)।

ঘুন্টি—বিঃ বোতামবিশেষ; অতি ক্ষুদ্র ঘণ্টা। [সং. ঘণ্টী]।

ঘুন্‌সি, ঘুন্‌শি—বিঃ কোমরে বাঁধিবার সুতা। [দেশী]।

ঘুনি, ঘুনী—বিঃ মাছ ধরিবার ফাঁদবিশেষ। [?]।

ঘুপচি, ঘুপটি—যথাক্রমে **ঘুপসি** ও **ঘাপটি**-র রূপভেদ।

ঘুপসি—(১)বিণঃ অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ; জড়সড়, গুটিসুটি (ঘুপসি মেরে থাকা)। (২)বিঃ অন্ধকার ও সঙ্কীর্ণ স্থান। [বাং. ঘোপ+সি]।

ঘুম—বিঃ নিদ্রা, সুপ্তি। [দেশী]। **ঘুম চটে যাওয়া**—নিদ্রার আবেশ কাটিয়া যাওয়া। ক্রিঃ **ঘুম**

দেওয়া, ঘুম যাওয়া, ঘুম লাগান—ঘুমান। ক্রি: ঘুম পাড়ান—নিদ্রিত করা। কাঁচা ঘুম —অপূর্ণ ঘুম। বিণ: -কাতুরে—নিদ্রালস, সর্বদাই ঘুমাইতে ইচ্ছুক ; অধিকক্ষণ ঘুমাইতে না পাইলে কাতর হয় এমন। বি: -ঘোর—প্রগাঢ় নিদ্রা ; নিদ্রার আবেশ। ক্রি: ঘুমা—ঘুমান। ক্রি: ঘুমাইয়া থাকা—(আল.) অজ্ঞ বা উদাসীন থাকা। ঘুমান, ঘুমানো—(১)ক্রি: নিদ্রিত হওয়া বা থাকা; (২)বি: উক্ত অর্থে। বিণ: -ন্ত—নিদ্রিত। বিণ: -পাড়ানি, -পাড়ানী —নিদ্রিত করায় এমন (ঘুমপাড়ানী ছড়া বা কবিতা)।

ঘুর—(১)বি: ঘূর্ণন, পাক, চক্র (ঘুর দেওয়া); ঘূর্ণীরোগ (ঘুর লাগা)। (২)বিণ: অসরল, সোজার বিপরীত (ঘুর পথ); গাঢ় (ঘুরঘুট্টি)। [সং. ঘূর্ণ]। বি: -পথ—সোজা বা সিধা পথের বিপরীত, কুটিল পথ। বি: -পাক—চক্রাকারে পরিক্রমণ। ক্রি: -পাক খাওয়া—(ক্রমাগত) চক্রাকারে পরিক্রমণ করা; ঘূর্ণিত হওয়া। বি: -পেঁচ, ঘোরপেঁচ, ঘোরপ্যাঁচ—জটিলতা, কুটিলতা (মনের ঘোরপেঁচ)।

ঘুরঘুর—অব্য: ঘোরাঘুরি করার ভাবপ্রকাশক (ঘুরঘুর করা)। [ঘুরা দ্র:]। বি: ঘুরঘুরে, ঘুরঘুরিয়া—পোকাবিশেষ।

ঘুরা—(১)ক্রি: ঘূর্ণিত হওয়া, পাক খাওয়া; বেড়ান; প্রকৃত পথ খুঁজিয়া না পাইয়া একই পথে বারংবার ভ্রমণ করা, লক্ষ্যহীন হইয়া বেড়ান (ঘুরে মরা)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: অসরল, কুটিল, ঘুর (ঘোরা পথ)। [সং. √ঘূর্ণ +বাং. আ]। বি: -ঘুরি—হাঁটাহাঁটি; বারংবার আসা-যাওয়া। -ন, -নো—(১)ক্রি: ঘূর্ণিত করা, পাক দেওয়া; ভ্রমণ করান; অনর্থক হাঁটাহাঁটি করান; বারংবার ফিরাইয়া দেওয়া; (২)বি: উক্ত সকল অর্থে; (৩)বিণ: ঘূর্ণিত, আবর্তিত। বি: -নি, ঘুরুনি—ঘূর্ণিত করা বা ঘূর্ণিত হওয়া, পাক দেওয়া; ভ্রমণ; লক্ষ্যহীন হইয়া একই পথে বারংবার ভ্রমণ।

ঘুর্ঘুর—বি: পোকাবিশেষ, ঘুরঘুরে পোকা। [সং. ঘুর্ + √ঘুর + অ (র্তৃ)]।

ঘুলঘুলি—বি: অতি ক্ষুদ্র গোলাকার বাতায়নবিশেষ। [?]।

ঘুলা—ক্রি: নাড়িয়া ঘোলা করা বা নড়িয়া ঘোলা হওয়া; আলোড়িত করা বা হওয়া; মিশাইয়া দেওয়া বা মিশিয়া যাওয়া; জটিল করা বা হওয়া; বিভ্রান্ত করা বা হওয়া (বুদ্ধি ঘুলাইয়া যায়)। [সং. √ঘূর্ণ+বাং. আ—তু. হি. ঘুলনা]। -ন, -নো—(১)ক্রি: ঘুলা; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

ঘুষ, ঘুষখোর, ঘুষঘুষে, ঘুষা১—যথাক্রমে ঘুস, ঘুসখোর, ঘুসঘুসে ও ঘুসা১,২-র বানানভেদ।

ঘুষা২—(১)ক্রি: ঘোষণা করা; উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করা (নামতা ঘুষা)। (২)বি: উক্ত অর্থে। [সং. √ঘুষ্ +বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রি: (অন্যের দ্বারা) ঘোষিত করান বা আবৃত্তি করান; (২)বি: উক্ত অর্থে।

ঘুষি, ঘুষো—যথাক্রমে ঘুসি ও ঘুসো-র বানানভেদ।

ঘুস—বি: অন্যায় কার্যে সাহায্যলাভার্থ গোপনে প্রদত্ত পুরস্কার, উৎকোচ। [হি.]। বি.বিণ: -খোর—উৎকোচগ্রাহী।

ঘুসঘুসে—বিণ: চাপা, গুপ্ত; মৃদু, অল্প; ভিতরে ভিতরে বিদ্যমান (ঘুসঘুসে জ্বর)। [দেশী]।

ঘুসা১—বি: ক্ষুদ্র চিংড়িমাছবিশেষ। [দেশী]।

ঘুসা২, ঘুসি, (কথ্য.) ঘুসো—বি: মুষ্টি; মুষ্টিদ্বারা প্রহার। [দেশী ?—তু.হি. ঘুসা]। ক্রি: ঘুসি মারা—মুষ্ট্যাঘাত করা। ঘুসি লড়া—মুষ্টিযুদ্ধ করা। বি: ঘুসাঘুসি—মুষ্টিযুদ্ধ, boxing।

ঘুৎকার—বি: পেচকের ডাক; ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ। [সং. ঘুৎ+কৃ+অ (ভা)]।

ঘূর—ঘুর-এর বিরল বানান।

ঘূর্ণ—(১)বি: ঘূর্ণি, ঘূর্ণন, ভ্রমি। (২)বিণ: ঘূর্ণিত, আবর্তিত। [সং. √ঘূর্ণ্ +অ (ভা, র্তৃ)]। বি: -ন —আবর্তন, ক্রমাগত ঘুরন। বি: -বাত, -বায়ু —ঘূর্ণিঝড়, cyclone। বিণ: -মান—ঘুরিতেছে এমন। বি: ঘূর্ণাবর্ত—ঘূর্ণিজল, whirlpool। বিণ: ঘূর্ণায়মান—ঘুরিতেছে বা ঘুরান হইতেছে এমন; ভ্রমণরত। বি: ঘূর্ণি—ঘূর্ণন; ভ্রমি; ঘূর্ণিজলাদি যাহা ঘোরে। বি: ঘূর্ণিজল —নদ্যাদির মধ্যে ঘূর্ণমান জল, ঘূর্ণাবর্ত। বিণ: ঘূর্ণিত—আবর্তিত। ক্রি-বিণ: ঘূর্ণিত-নয়নে —চোখের তারা ঘুরিতেছে এমনভাবে; অতি ক্রোধভরে। বি: ঘূর্ণিবাত, ঘূর্ণিবায়ু—ঘূর্ণিঝড়, যে বায়ুপ্রবাহ পাক খাইতে খাইতে বেগে ছুটিয়া চলে, cyclone। বি: ঘূর্ণিবৃষ্টি —ঘূর্ণিঝড়সহ বৃষ্টিপাত। বিণ: ঘূর্ণ্যমান—ঘুরান হইতেছে এমন।

ঘৃণা—বিঃ নোংরামির জন্য বিরাগ ; বিতৃষ্ণা ; অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ; দয়া, করুণা ; লজ্জাবোধ বা অপমানবোধ (গালাগালিতে তাহার ঘৃণা হয় না)। [সং. √ঘৃণ্ + অ (র্ত্তৃ) + আ]। বিণ: **-র্হ, ঘৃণ্য**—ঘৃণার যোগ্য। বিণ: **-স্পদ**—ঘৃণার পাত্র। বিণ: **ঘৃণিত**—ঘৃণাপ্রাপ্ত ; ঘৃণার বিষয়ীভূত ; কদর্য ; হেয় ; নিন্দিত ; গর্হিত। বিণ: **ঘৃণী** (-ণিন্)—ঘৃণাকারী ; দয়ালু।

ঘৃত—বিঃ ঘি, হবিঃ। [সং. √ঘৃ + ত (র্ম)]।

ঘৃতকুমারী—বিঃ ওষধিবিশেষ। [সং.]

ঘৃতাক্ত—বিণ: ঘিয়ে মাখা। [সং. ঘৃত + অক্ত]।

ঘৃতাচী—বিঃ অপ্সরাবিশেষ। [সং.]।

ঘৃতান্ন—বিঃ ঘি-ভাত ; অগ্নি। [সং. ঘৃত + অন্ন]।

ঘৃতার্চিঃ (-র্চিস্)—বিঃ অগ্নি। [সং. ঘৃত + অর্চিস্]।

ঘৃতাহুতি—বিঃ মন্ত্রপাঠপূর্বক যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত-নিক্ষেপ ; (আল.) ক্রোধাদির উত্তেজনা বা উদ্দীপনা। [সং. ঘৃত + আহুতি]।

ঘৃষ্ট—বিণ: মর্দিত ; ঘর্ষিত ; মার্জিত ; ঘর্ষণজাত (ঘৃষ্ট বর্ণ বা অক্ষর)। [সং. √ঘৃষ্ + ত (র্ম)]।

ঘেউ, ঘেউঘেউ—অব্য.বিঃ কুকুরের ডাক।

ঘেঁচড়া—(১)বিঃ পুনঃপুনঃ ঘর্ষণের ফলে কড়া পড়া ; জামড়া (ঘেঁচড়া পড়া)। (২)বিণ: কড়া-পড়া ; অবাধ্য ও একগুঁয়ে (ঘেঁচড়া ছেলে) ; বোধরহিত (মারঘেঁচড়া)। [দেশী?—তু. সং. ঘৃষ্ট]।

ঘেঁচু—বিঃ ক্ষুদ্র কচু ; (অশি.) কিছুই নহে (ঘেঁচু করবে)। [সং. ঘেঞ্চুলিকা]।

ঘেঁটু—বিঃ ঘণ্টাকর্ণ, ঘেঁটুঠাকুর, চর্মাদি রোগের অধিদেবতা ; বন্য গুল্ম বা ফুলবিশেষ, ভাঁটফুল। [সং. ঘণ্টাকর্ণ]।

ঘেঁষ১, ঘেঁস১—বিঃ পাথুরে কয়লার ছাই। [দেশী]।

ঘেঁষ২, ঘেঁস২—(১)বিঃ ছোঁয়া, স্পর্শ, সংস্রব (ঘেঁষ লাগা)। (২)বিণ: স্পৃষ্ট, ঘনিষ্ঠ (ঘেঁষ হয়ে বসা)। [সং. ঘর্ষ]। **ঘেঁষা, ঘেঁসা**—(১)ক্রিঃ স্পর্শ করিয়া বা কাছে যাইয়া অবস্থান করা ; নিকটবর্তী হওয়া ; ঘনিষ্ঠ হওয়া ; সংস্রবে যাওয়া ; (২) বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। **ঘেঁষাঘেঁষি, ঘেঁসা-ঘেঁসি**—(১)ক্রি-বিণ: ঘন হইয়া, চাপাচাপি করিয়া (ঘেষাঘেঁষি বসা) ; (২)বিঃ ঘন হইয়া বা চাপাচাপি করিয়া অবস্থান (ঘেষাঘেঁষির জন্য অসুবিধা)।

ঘেঙা, ঘেজা—ক্রিঃ ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করা, একঘেয়ে কাতরোক্তি করা। [ধ্বন্যাত্মক]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঘেঙা ; (২)বিঃ ঘেঙানি। বিঃ **ঘেঙানি, ঘেজানি**—একঘেয়ে কাতরোক্তি।

ঘেনঘেন—অব্য: বিরক্তিকর (ক্রমাগত) নাকী কান্না বা অনুনয়। [ধ্বন্যাত্মক]। বিণ: **ঘেনঘেনে**—ঘেনঘেন করে এমন।

ঘেন্না—ঘৃণা-র কথ্য ও বিকৃত রূপ। ক্রিঃ **ঘেন্না করা**—মনে ঘৃণার ভাব জাগা ; গা ঘিন্‌ঘিন্ করা।

ঘেয়ো—বিণ: ঘা-যুক্ত (ঘেয়ো কুকুর)। [বাং. ঘা + উয়া > ও]।

ঘের—বিঃ বেড়, পরিধি ; বেষ্টনী, বেড়া ; পরি-বেষ্টিত স্থান। [বাং. √ঘির্ + অ]।

ঘেরা, ঘেরাও, ঘেরাটোপ, ঘেরান (-নো)—যথা-ক্রমে **ঘিরা, ঘিরাও, ঘিরাটোপ** ও **ঘিরান**-র চলিত রূপ।

ঘেসেড়া—বিঃ ঘোড়ার আহারের জন্য ঘাস কর্তনকারী। [বাং. ঘাস + উড়িয়া]। বি(স্ত্রী): **-নী**।

ঘেসো—বিণ: ঘাসে পূর্ণ (ঘেসো জমি) ; ঘাসের ন্যায় (ঘেসো গন্ধ) ; বিশ্রী গন্ধযুক্ত ; অসার (ঘেসো জিনিস) ; ঘাস হইতে প্রস্তুত বা ঘাসের ন্যায় (ঘেসো কাগজ)। [বাং. ঘাস + উয়া > ও]।

ঘোঁজ—বিঃ বক্রস্থান, বাঁক, ক্ষেত বা ক্ষেতের আইলের বাঁক ; ঘুঁজি ; কোণ। [দেশী]। বিঃ **-ঘাঁজ**—সঙ্কীর্ণ স্থান ; আড়াল-আবডাল।

ঘোঁট—বিঃ জটলা, আন্দোলন। [সং. √ঘট্ট + অ (ভা)]। **ঘোঁট পাকান**—জটলা করা ; বিরূপ সমালোচনা বা আন্দোলন করা। বিঃ **-ন, -নো**—যথাক্রমে **ঘোটন** ও **ঘোটনা**-র বানানভেদ।

ঘোঁটা, ঘোটান (-নো) — যথাক্রমে **ঘুঁটা** ও **ঘুঁটান**-র চলিত রূপ।

ঘোঁৎঘোঁৎ—অব্য: শূকরের ডাক ; অসন্তোষ বা ক্রোধের অস্পষ্ট ধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।

ঘোগ—বিঃ বাঘ ও কুকুরের মধ্যবর্তী জন্তুবিশেষ ; বুনো কুকুর—বাঘের শত্রু। [সং. কোক]।

ঘোঙ্গট—বিঃ (বৈ.সা.) ঘোমটা। [সং. অবগুণ্ঠিকা]।

ঘোচা, ঘোচান (-নো)—যথাক্রমে **ঘুচা** ও **ঘুচান**-র চলিত রূপ।

ঘোটক—বিঃ ঘোড়া। [সং. < দ্রা.]। বি(স্ত্রী): **ঘোটকী**। বিণ: **ঘোটকারূঢ়**—ঘোড়ার পিঠে আরূঢ়, অশ্বারোহী।

ঘোটন—বিঃ আলোড়ন ; তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিতকরণ ; পেষণ ; অন্বেষণ। [বাং. ঘুঁট (ঘুট) +অন (ভা)]। বিঃ **ঘোটনা**—যে দণ্ডের দ্বারা ঘোঁটা হয়।

ঘোড়গাড়ি—বিঃ ঘোড়ায় টানা গাড়ি। [বাং. ঘোড়া (বাহিত)+গাড়ি]।

ঘোড়তোলা—**গ্যেড়** দ্রঃ।

ঘোড়দৌড়—বিঃ বাজি জিতিবার জন্য ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা। [বাং. ঘোড়া+দৌড়]। ক্রিঃ **ঘোড়দৌড় করান**—অত্যধিক দৌড়াদৌড়ি করাইয়া হয়রান বা নাকাল করা।

ঘোড়সওয়ার—বিণ.বিঃ অশ্বারোহী। [বাং ঘোড়া +সওয়ার]।

ঘোড়া—বিঃ অশ্ব, তুরঙ্গ ; দাবাখেলার বলবিশেষ। বন্দুকের বারুদে আঘাতের জন্য বা গুলি-নিক্ষেপের জন্য চাবি। [সং. ঘোটক]। **ঘোড়ার ডিম**—**ডিম** দ্রঃ। **ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া**—(আল.) যথার্থ ক্ষমতাশালী বা উপরওয়ালাকে অতিক্রম করিয়া কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করা। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া**—আরামলাভের উপায় বাহির হইলে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অলস হওয়া। বিণঃ **-মুখো**—ঘোড়ার ন্যায় লম্বা মুখবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**। বিঃ **-মুগ**—অপকৃষ্ট শ্রেণীর মুগকলাইবিশেষ। বিঃ **-রোগ**—উৎকট বাতিক ; অবস্থার পক্ষে অত্যধিক খরচ করিয়া বড়মানুষি করার প্রবৃত্তি। বিঃ **-শাল**—আস্তাবল।

ঘোণা—বিঃ ঘোড়ার নাক ; নাসিকা। [সং.]।

ঘোপ—বিঃ খোপ ; অপ্রকাশ্য স্থান। [সং. কূপ]। বিঃ **-ঘাপ**—লুকাইয়া থাকিবার জন্য সঙ্কীর্ণ স্থান।

ঘোমটা—বিঃ অবগুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের মুখাবরণ ; স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ মাথার উপরে থাকে। [সং. গুণ্ঠিকা ?]। **ঘোমটার ভিতরে খেমটা নাচ**—কুলবধুর বেশে অসতীত্ব ; বাহিরে সাধুত্ব ও ভিতরে নষ্টামি।

ঘোর—(১)বিণঃ ভয়ঙ্কর, দারুণ (ঘোর বিপদ) ; অত্যন্ত, উৎকট (ঘোর মাতাল) ; দুর্গম (ঘোর অরণ্য) ; গাঢ়, গভীর (ঘোর নিদ্রা, ঘোর অন্ধকার)। (২)(বাং.) বিঃ জড়তা, আবেশ (নেশার ঘোর) ; অন্ধকার (সন্ধ্যার ঘোর) ; মোহ (চোখের ঘোর)। [সং. √ঘুর্+অ (র্তৃ)]। বিণঃ-(স্ত্রী): **ঘোরা**। বিঃ **-ঘোর**—অল্প অন্ধকারের ভাব। বিঃ **পেঁচ, -প্যাঁচ, -ফের**—জটিলতা ; কুটিল অভিসন্ধি। বিণঃ **-তর**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অতি নিদারুণ ; দুইয়ের মধ্যে বেশী ঘোর। বিণঃ **-দর্শন**—বিকটাকার ; দেখিলে ভয় লাগে এমন।

ঘোরা, খোরাঘুরি, ঘোরান (-নো)—যথাক্রমে **ঘুরা, ঘুরাঘুরি** ও **ঘুরান**-র চলিত রূপ।

ঘোরাল, ঘোরালো—বিণঃ গাঢ অন্ধকারময় (ঘোরাল রাত্রি) ; গাঢ (ঘোরাল রঙ) ; (অভিমান ক্রোধ ইত্যাদিতে) অত্যন্ত গম্ভীর (ঘোরাল মুখ) ; ভয়ঙ্কর (ঘোরাল বিপদ্) ; অত্যন্ত জটিল (ঘোরাল ব্যাপার)। [বাং. ঘোর+আল]।

ঘোল—বিঃ তক্র, জলের সহিত মিশাইয়া পাতলা-করা বা মাখন-তোলা দই। [সং. √হন+অ(র্ম) —তু. সং. √ঘূর্ণ]। ক্রিঃ **ঘোল খাওয়া**—(আল.) বিপদে পড়িয়া বিব্রত হওয়া। ক্রিঃ **ঘোল খাওয়ান**—(আল.) একেবারে হারাইয়া দেওয়া বা নাকাল করা। **মাথায় ঘোল ঢালা**—অপমানিত অপদস্থ বা জব্দ করা। বিঃ **-মউনি, -মউনী**—যে দণ্ড বা যন্ত্রের দ্বারা দই ঘুটিয়া ঘোল করা হয়, দধি-মন্থনদণ্ড।

ঘোলা—(১)বিণঃ আবিল, অনির্মল ; কাদাগোলা; অস্বচ্ছ। (২)ক্রিঃ **ঘুলা**-র চলিত রূপ। [সং. ঘোল+বাং. আ (সাদৃশ্যার্থে)]। বিণঃ **-টে**—ঈষৎ ঘোলা। ক্রিঃ **-ন, -নো**—**ঘুলান**-র চলিত রূপ।

ঘোষ—বিঃ গম্ভীর শব্দ, ধ্বনি ; ঘোষণা ; গোয়ালা ; গোয়ালাপাড়া। [সং. √ঘুষ্+অ]। বিণঃ **-ক**—ঘোষণাকারী। বিঃ **-যাত্রা**—(প্রথমতঃ নৃপতি দুর্যোধন কর্তৃক গোধন পরিদর্শনার্থ) গোপ-পল্লীতে গমন।

ঘোষণ, ঘোষণা—বিঃ সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, প্রচার ; উচ্চ শব্দ। [সং. √ঘুষ্+অন (ভা),+আ]। বিঃ **ঘোষপত্র, ঘোষণাপত্র**—বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার।

ঘোষা, ঘোষান (-নো)—যথাক্রমে **ঘুষা**২ ও **ঘুষান** -র চলিত রূপ।

ঘোষিত—বিণঃ ঘোষণা করা হইয়াছে এমন, প্রচারিত। [সং. √ঘুষ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ঘ্যাঁট—বিঃ ঘণ্ট, বহু তরকারির মিশ্রিত ব্যঞ্জন ; (আল.) নানা বস্তুর মিশ্রণ। [দেশী]।

ঘ্যাগ—বিঃ গলগণ্ড। [দেশী]।

ঘ্যানঘ্যান—**ঘেনঘেন**-এর বানানভেদ।

ঘ্যানর-ঘ্যানর—অব্যঃ ক্রমাগত নাকী কান্না বা অনুনয়; একটানা বিরক্তিকর শব্দ। [ধ্বন্যাত্মক]।

ঘ্রাণ—বিঃ গন্ধ (ঘ্রাণ লওয়া), গন্ধগ্রহণ (ঘ্রাণ-শক্তি); ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। [সং. √ঘ্রা+অন]। বিণঃ -**জ**—আঘ্রাণের ফলে উৎপন্ন; ঘ্রাণেন্দ্রিয়জাত। বিঃ -**শক্তি**—গন্ধ উপলব্ধি করার ক্ষমতা। বিঃ **ঘ্রাণেন্দ্রিয়**—নাসিকা, নাক।

ঘ্রাত—বিণঃ শোঁকা হইয়াছে এমন। [সং. √ঘ্রা+ত (র্ম)]। বিণঃ -**ব্য**—শুঁকিবার যোগ্য। বিণ.বিঃ **ঘ্রাতা** (-র্তৃ)—ঘ্রাণগ্রহণকারী।

ঘ্রেয়—বিণঃ শুঁকিবার যোগ্য। [সং. √ঘ্রা+য (র্ম)]।

ঙ

ঙ—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ। যুক্তাক্ষরে ব্যতীত বর্ণটির ব্যবহার বিরল; অধুনা 'ঙ্গ'-এর কোমল রূপ-হিসাবে ব্যবহৃত হয় (যথা—বাঙলা=বাঙ্গালা, কাঙাল=কাঙ্গাল)।

চ

চ—বাঙ্গালা ভাষার ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ।

চই—বিঃ পিঁপুলজাতীয় লতাবিশেষ, তাহার ডাল বা মূল। [সং চবিকা]।

চওড়া—(১)বিণঃ প্রশস্ত, বিস্তৃত (চওড়া বুক), প্রস্থবিশিষ্ট (পাঁচহাত চওড়া থান)। (২)বিঃ বিস্তার, প্রস্থ (চওড়ার দিক্)। [সং. চর্পট]। বিঃ -**ই**—প্রস্থের পরিমাণ।

চঁওকি—**চৌঙকি**-র রূপভেদ।

চক১—বিঃ ফুলখড়ি। [ইং. chalk]।

চক২—বিঃ চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; নগর বা গ্রামের কেন্দ্রস্থিত ভূমিখণ্ড, ময়দান (মোল্লার চক); চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া অট্টালিকাশ্রেণী; চতুষ্কোণাকৃতি বাজার (চাঁদনী চক); জমিদারির অংশবিশেষ, তালুক বা তহসিল। [সং. চতুষ্ক]। বিঃ -**বন্দি**—জমির বা গ্রামের চতুঃসীমা নির্ধারণ; জমির ভাগ, লাট, তৌজি, খন্দ। বিণঃ -**বন্দী**, -**বন্দ**—চকবন্দি করা হইয়াছে এমন; চকমিলান। বিণঃ -**মিলান**—চতুষ্কোণ উঠানকে ঘিরিয়া অট্টালিকাশ্রেণীযুক্ত (চকমিলান বাড়ি)।

চকমকি—বিঃ ঠুকিলে আগুন জ্বলে এমন পাথর। [তুর. চক্‌মাক]।

চকমিলান—**চক২** দ্রঃ।

চকা—বিঃ হংসজাতীয় পক্ষিবিশেষ। [সং. চক্রবাক]। বি(স্ত্রী)ঃ **চকী** [সং. চক্রবাকী]। বিঃ -**চকী**—চক্রবাক-দম্পতি (ইহাদের দাম্পত্যপ্রেম চিরপ্রসিদ্ধ)।

চকিত—(১)বিণঃ চমকিত, ভয়-চঞ্চল, ত্রস্ত, কম্পিত (চকিতদৃষ্টি)। (২)(বাং.) বিঃ নিমেষ, ক্ষণমাত্রকাল (চকিতে অদৃশ্য হইল)। [সং. √চক্ +ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **চকিতা**।

চকোর—বিঃ (জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্ত হয় বলিয়া কথিত) পক্ষিবিশেষ। [সং. √চক্+ওর (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **চকোরী**, (কাব্যে) **চকোরিণী**।

চক্কর—বিঃ চাকা, চক্র; আবর্ত; চতুর্দিকে ঘুরিবার চক্রাকার পথ (ঘোড়দৌড়ের চক্কর), দেহে (বিশেষতঃ সাপের দেহে) চক্রাকার চিহ্ন; ঘুরপাক, ভ্রমণ (সে মাঠে চক্কর দিচ্ছে); ঘূর্ণন (মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল); কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। [সং. চক্র]।

চক্‌চক্১—অব্যঃ জিহ্বাদ্বারা তরল পদার্থ পান করিবার শব্দ। [দেশী]।

চক্‌চক্২—অব্যঃ ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি প্রকাশ। [সং. চাকচক্য]। ক্রিঃ **চক্‌চক্ করা**—দীপ্তি পাওয়া। ক্রিঃ **চক্‌চকান, চক্‌চকানো**—চক্‌চক্ করা। বিঃ **চক্‌চকানি**—অতিশয় উজ্জ্বলতা। বিণঃ **চক্‌মক্**—উজ্জ্বল, ঝক্‌মকে।

চক্‌মক্—অব্যঃ (চক্‌চক অপেক্ষা) তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, ঝক্‌ঝক্ (চক্‌মক্ করা)। [তুর. চক্‌মক্]। বিণঃ **চক্‌মকে**—ঝক্‌মকে, বিদ্যুতের ছটার ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট। ক্রিঃ **চক্‌মকান, চক্‌মকানো**—চক্‌মক্ করা; বিদ্যুৎ চমকান; ঝলকান। বিঃ **চক্‌মকানি**—অতিশয় তীব্র ঔজ্জ্বল্য, ঝক্‌মকানি।

চক্র—বিঃ চাকা; চাকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট বস্তু বা পথ (কুম্ভকারের চক্র, অশ্বধাবনচক্র); চক্রের ন্যায় আবর্তমান বিষয় বা বস্তু (কালচক্র); ভ্রমণ, ঘুরপাক (চক্র দেওয়া); চক্রাকার পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ (সুদর্শনচক্র); চাকার ন্যায় আকৃতিযুক্ত বা বিস্তারবিশিষ্ট রশ্মিচ্ছটা, গ্রহমণ্ডল; তান্ত্রিক সাধনার মণ্ডলী (ভৈরবী-চক্র); (জ্যোতিষ.) রাশি বা গ্রহগণের অবস্থান-নির্দেশক ছক (রাশিচক্র); পতাকী চক্র ইত্যাদির চিত্র; হাতের তালুতে বা আঙুলে এবং পদতলে মণ্ডলাকার রেখা; গ্রামসমূহের

সমষ্টি, চাকলা ; বহুবিস্তৃত রাজ্য বা দেশসমূহ (চক্রবর্তী) ; সাপের ফণা ; চক্রান্ত (দশচক্র) ; গুচ্ছ, বর্গ, cycle। [সং.]। বিঃ **-গতি**—আবর্তন, ঘূর্ণন। বিঃ **-তীর্থ**—পুরী ; বৃন্দাবন-সন্নিহিত গোবর্ধন ও প্রভাস-ক্ষেত্রস্থ তীর্থবিশেষ। বিঃ **-ধর**—বিষ্ণু ; নৃপতি ; সর্প। বিঃ **-নাভি**—চক্রের কেন্দ্রস্থিত অংশ। বিঃ **-নেমি**—চাকার বেড়। বিঃ **-পাণি**—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। বিঃ **-বক্র**—কূটকৌশল ও ছল ; ফন্দি-ফিকির। বিঃ **-বর্তী** (-র্তিন্)—বহুধা বিস্তৃত রাজ্যের রাজা, সম্রাট্, সার্বভৌম নৃপতি। বিঃ **-বাক**—হংসজাতীয় (পক্ষিবিশেষ)। বি(স্ত্রী): **-বাকী**। বিঃ **-বাল**, (বিরল) **চক্রবাড়**—দিঙ্‌মণ্ডল, দিগন্তবৃত্ত, আকাশ-কক্ষ, ক্ষিতিজ, দূর হইতে চাহিলে যেখানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়, horizon। বিঃ **-ব্যূহ**—চক্রাকারে বা মণ্ডলাকারে সৈন্যসমাবেশ। বিঃ **-বৃদ্ধি**—সুদের সুদ।

চক্রাকার—বিণঃ চাকার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, গোল। [সং. চক্র+আকার]।

চক্রান্ত—বিঃ ষড়্‌যন্ত্র, কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য গুপ্ত ফন্দি। [সং. চক্র+অন্ত]। বিণঃ **-কারী** (-রিন্)—ষড়্‌যন্ত্রকারী।

চক্রাবর্ত—বিঃ মণ্ডলাকারে ঘূর্ণন, ঘুরপাক। [সং. চক্র+আবর্ত]।

চক্রিকা—বিঃ হাঁটুর গোল অস্থি, মালাইচাকি ; জানু, হাঁটু। [সং. চক্র+ক+আ]।

চক্রী (-ক্রিন্)—(১)বিণঃ চক্রধারী ; চক্রান্তকারী ; খল, কুটিল ; (২)বিঃ বিষ্ণু ; সর্প। [সং. চক্র+ইন্]।

চক্ষুঃ—(-ক্ষুস্), (চলিত) **চক্ষু**—বিঃ চোখ, অক্ষি, নয়ন, লোচন ; দৃষ্টি, নজর। [সং. √চক্ষ্+উস্ (ণে)]। **চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করা**—শ্রুত বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। ক্রিঃ **চক্ষু খুলিয়া যাওয়া**—অজ্ঞানতা দূর হওয়া। বিণঃ **চক্ষুর্গোচর**, (অশু.) **চক্ষুগোচর**—দেখা যায় এমন, দৃষ্টির বিষয়ীভূত। বিঃ **চক্ষুর্দান**, (অশু.) **চক্ষুদান**—দৃষ্টিশক্তি দান ; প্রতিমাদির চক্ষে জ্যোতিঃসম্পাদনপূর্বক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ; অজ্ঞানকে জ্ঞানদান ; সতর্কীকরণ ; (ব্যঙ্গে) চুরি। বিঃ **চক্ষুরুন্মীলন**—চক্ষু উন্মুক্ত-করণ বা মেলন, চাহিয়া দেখা ; (আল.) অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ। বিঃ **চক্ষুর্লজ্জা**, (অশু.) **চক্ষুলজ্জা**—পরের সম্মুখে কিছু করিতে বা বলিতে সঙ্কোচ বা দ্বিধা, লজ্জা। বিঃ **চক্ষুষ্মত্তা**—দর্শন-শক্তি ; অন্তর্দৃষ্টি। বিণঃ **চক্ষুষ্মান্**—(-ষ্মৎ)—চক্ষুযুক্ত, দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ; (আল.) সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম, সত্যদ্রষ্টা। বিণ (স্ত্রী) : **চক্ষুষ্মতী**। বিঃ **চক্ষূরোগ**, (চলিত) **চক্ষুরোগ**—চোখের অসুখ। বিণ.বিঃ **চক্ষুঃশূল**, (অশু.) **চক্ষুশূল**—দেখিলে বিরক্তি জন্মে এমন (ব্যক্তি)। বিঃ **চক্ষুস্থির**—অতিমাত্র বিস্ময়, হতবুদ্ধিতা (দেখিয়া-শুনিয়া আমার চক্ষুস্থির হইল)।

চখা—বিঃ চক্রবাক-পাখি। [সং. চক্রবাক]। বি.স্ত্রীঃ **চখী**।

চচ্চড়—অব্যঃ অনুকার শব্দবিশেষ (চচ্চড় করে গাছ ভাঙ্গে, শুকনো গা চচ্চড় করছে)।

চচ্চড়ি—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ। [?]।

চঙ্ক্রমণ—বিঃ পুনঃপুনঃ ভ্রমণ ; পায়চারি বা পাদচারণ। [সং. √ক্রম্+যঙ্‌লুক্+অন (ভা)]।

চঙ্গ—(১)বিণঃ সবল, সতেজ। (২)বিঃ (প্রাদে) ঘড়াঞ্চি, মই। [প্রা.]।

চঞ্চরীক—বিঃ পুনঃপুনঃ ভ্রমণকারী, ভ্রমর। [সং. √চর্+যঙ্‌লুক্+ঈক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **চঞ্চরীকা, চঞ্চরী**।

চঞ্চল—বিণঃ অস্থির, চলমান ; চপল, ছট্‌ফটে ; ব্যাকুল ; নড়িতেছে এমন, কম্পিত ; বিচলিত। [সং. √চল্+যঙ্‌লুক্+অ (র্তৃ)]। **চঞ্চলা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **চঞ্চল**-অর্থে ; (২)বিঃ লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ ; (৩)ক্রিঃ (কাব্যে) চঞ্চল হওয়া বা চঞ্চলতা করা। বিঃ **-তা**। **চঞ্চলিয়া**—(১)বিণঃ (বৈ. সা.) চঞ্চলতাযুক্ত ; (২)বিঃ চঞ্চল ব্যক্তি প্রাণী বা বস্তু ('যত চপলতা করে চঞ্চলিয়া')। বিণঃ **চঞ্চলিত**—চাঞ্চল্যযুক্ত ; বিচলিত, আন্দোলিত।

চঞ্চু, (বিরল) **চঞ্চূ**—বিঃ পাখির ঠোঁট। [সং. √চঞ্চ্+উ, ঊ (ণে)]। বিঃ **-পুট**—পাখির দুই ঠোঁটদ্বারা কৃত আধার, দুই ঠোঁটের মধ্যভাগ।

চট—বিঃ পাটের সুতার তৈয়ারি মোটা বস্ত্রবিশেষ, গুন। [দেশী]। বিঃ **-কল**—চট প্রস্তুতের কারখানা।

চটক$_1$—বিঃ ঔজ্জ্বল্য, বাহার, চাকচিক্য, মনো-হারিতা, ভড়ং, আড়ম্বর (বিজ্ঞাপনের চটক, কথার চটক, রঙের চটক)। [দেশী]। বিণঃ **-দার**—চটকবিশিষ্ট।

চটক$_2$—বিঃ চড়াইপাখি। [সং. √চট্+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **চটকা**—স্ত্রী-চড়াই।

চটকা১—বিঃ ঘুমের আবেশ, তন্দ্রা, আচ্ছন্নতা ; অন্যমনস্কতা। [দেশী—তু. সং. √চট্]। ক্রিঃ **চটকা ভাঙ্গা**—নিদ্রাবেশ দূর হওয়া ; সজাগ হওয়া ; অসতর্ক ভাব কাটিয়া যাওয়া।

চটকা২—ক্রিঃ নরম জিনিস হাত দিয়া মর্দন বা পেষণ করা। [সং. √চট্+বাং. কা—তু. হি. √চট্কা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চটকা; (২)বি.-বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **চটকানি**—হস্তদ্বারা মর্দন বা পেষণ।

চটা১—বিঃ বাখারি, বাঁশের পাতলা ফালি; ধাতু-দ্রব্যের বা কাষ্ঠদ্রব্যের ফাটা অংশ, চাকলা, (চটা ওঠা)। [<চটা৩ ?]।

চটা২—(১)ক্রিঃ রুষ্ট হওয়া, রাগা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [<চটা৩ ?]। বিঃ **-চটি**—রাগা-রাগি, পরস্পরের মধ্যে ক্রোধের ভাব, বিবাদ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ রাগান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চটা৩—(১)ক্রিঃ চিড় খাওয়া, ফাট ধরা, বিদীর্ণ হওয়া ; হ্রাস পাওয়া বা নষ্ট হওয়া (ভক্তি চটা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √চট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ফাটান, চাকলা উঠান, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চটি১—বিঃ গোড়ালির উপরিভাগ খোলা জুতা-বিশেষ। [সং. চর্ম>চামাটি]।

চটি২—বিণঃ পাতলা (চটি বই)। [?]।

চটি৩—বিঃ পান্থশালা, সরাই। [ফা. চৎরী]।

চটু—বিঃ চাটু, প্রিয়বাক্য। [সং. √চট্+উ]।

চটুল—বিণঃ চঞ্চল, অস্থির (চটুল চরণ) ; মনোহর, সুন্দর (চটুল ভঙ্গি)। [সং. √চট্+উল (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী) ; **চটুলা**। বিঃ **-তা**।

চট্১—অব্যঃ শীঘ্র, ঝট (চট্ করে মরা)। [সং. ঝটিতি]।

চট্২—অব্যঃ হঠাৎ ফাটা বা চপেটাঘাত করা বা অনুরূপ কিছুর শব্দ। [সং. √চট্]। অব্যঃ **-চট্**—ক্রমাগত চট্-শব্দ।

চট্‌চট্—অব্যঃ আঠাল ভাব প্রকাশ (চট্‌চট্ করা)। [দেশী]। বিণঃ **চট্‌চটে**—আঠাল।

চট্‌পট্—ক্রি-বিণঃ অতি দ্রুত (চট্‌পট্ কাজ সারা)। [দেশী]। বিণঃ **চট্‌পটে**—ক্ষিপ্রকারী, তৎপর ; চতুর।

চট্টল, চট্টলা—বিঃ চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।

চড়—বিঃ হাতের তালুদ্বারা আঘাত, চপেটাঘাত, চাপড়, থাপ্পড়। [সং. চপেট]।

চড়ই—**চড়াই**২-র রূপভেদ।

চড়ক—বিঃ চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শৈব উৎসব-বিশেষ, গাজন। [সং. চক্র (বর্ষচক্রের পরি-ভ্রমণান্তে অনুষ্ঠেয়)]। বিঃ **-গাছ**—যে খুঁটিতে আড়া বাঁধিয়া গাজনের সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খায়। **চক্ষু চড়কগাছ**—ভয়াদিতে বিস্ফারিত দৃষ্টি। বিঃ **-সংক্রান্তি**—চৈত্রমাসের সংক্রান্তি।

চড়চড়, চড়চড়ি—যথাক্রমে **চচ্চড়** ও **চচ্চড়ি**-র রূপভেদ।

চড়তি—(১)বিঃ আরোহণ ; বৃদ্ধি (দামের চড়তি)। (২)বিণঃ বৃদ্ধিশীল, মূল্য বাড়িতেছে এমন (চড়তি দর, চড়তি বাজার)। [চড়া৩ দ্রঃ]।

চড়ন—বিঃ আরোহণ ; বৃদ্ধি (দাম চড়ন)। [চড়া৩ দ্রঃ]। বিণঃ **-দার**—আরোহী।

চড়া১—বিঃ চর, নদীগর্ভে পলি পড়িয়া উৎপন্ন স্থলভাগ। [দেশী]।

চড়া২—বিণঃ উদ্ধত, উগ্র (চড়া কথা) ; তীব্র, তীক্ষ্ণ, তেজাল (চড়া রোদ) ; উচ্চ (চড়া সুর, চড়া দাম)। [সং. চণ্ড]।

চড়া৩—(১)ক্রিঃ আরোহণ করা ; বৃদ্ধি পাওয়া (দাম চড়া) ; আক্রমণ করা, চড়াও হওয়া (বিপক্ষের উপর চড়া)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √চট্+বাং. আ—তু. হি. চঢ়্না]।

চড়া৪—ক্রিঃ চড় মারা। [বাং. চড়+আ]।

চড়াই১—বিঃ (সাধারণতঃ পাহাড়ের) ঊর্ধ্বগত বা ক্রমোন্নত পথ (তু. উৎরাই) ; আরোহণ ; ঊর্ধ্ব-গতি, উচ্চতা। [হি. চঢ়াই]।

চড়াই২—বিঃ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [সং. চটক]।

চড়াইভাতি—বিঃ বনভোজন, picnic। [সং. চটকবৃত্তি]।

চড়াও, চড়াউ—(১)বিঃ আক্রমণ (বাড়ি চড়াও করা)। (২)বিণঃ আক্রমণকারী ; আক্রমণের জন্য আপতিত (চড়াও হওয়া)। [চড়া৩ দ্রঃ]।

চড়াৎ—অব্যঃ সহসা ফাটিয়া যাইবার শব্দ।

চড়ান১, **চড়ানো**১—(১)ক্রিঃ আরোহণ করান (ঘোড়ায় চড়ান) ; বাড়ান, উচ্চতর করা (দাম চড়ান, সুর চড়ান, রঙ চড়ান) ; পরান, লাগান (ধনুকে ছিলা চড়ান) ; চাপান (হাঁড়ি বা মাল চড়ান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [চড়া৩ দ্রঃ]।

চড়ান২, **চড়ানো**২—(১)ক্রিঃ চপেটাঘাত করা (গালে চড়ান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [চড়া৪ দ্রঃ]।

চাঁড়ভাতি—**চড়াইভাতি**-র প্রাদে. রূপ।

চড়ুই—**চড়াই২**-র প্রাদে. রূপ।

চড়ুইভাতি—**চড়াইভাতি**-র প্রাদে. রূপ।

চড়ুকে—বিণ: চড়কগাছের মত লম্বা; চড়ক-গাছে ঘুরিতে অভ্যস্ত বা ঐরূপ কষ্টপূর্ণ মজা করিতে আগ্রহী (চড়ুকে পিঠ); (সচ. অন্তরে যন্ত্রণাসত্ত্বেও বাহ্যতঃ) চটকদার বা জমকাল (চড়ুকে হাসি)। [বাং. চড়ক+ইয়া>এ]।

চড়োয়া—**চড়াও**-র রূপভেদ।

চড়্বড়্ — অব্য: ভাজনা-খোলায় খই-মুড়ি ভাজিবার শব্দ; ভাজনা-খোলায় খই ফোটার মত দ্রুত কথা বলার শব্দ। [দেশী]।

চণক—বি: ছোলা, বুট। [সং.]।

চণ্ড—(১)বিণ: ভীষণ, প্রচণ্ড (চণ্ডবিক্রম); অত্যন্ত কোপন বা ক্রুদ্ধ (চণ্ডপ্রকৃতি); উগ্র (চণ্ডরশ্মি)। (২)বি: দানববিশেষ, প্রেতবিশেষ। [সং.]। বিণ (স্ত্রী): **চণ্ডা, চণ্ডী**।

চণ্ডাল—বি: নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ, চাঁড়াল; নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বা ক্রূরকর্মা লোক। [সং. চণ্ড+ √অল্+অ (র্তৃ)]।

চণ্ডিকা—বি: চণ্ডী দেবী; অতি কোপনা স্ত্রী [সং. চণ্ড+ক+আ]।

চণ্ডী—বি: দুর্গার রূপবিশেষ; মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্যকথা; অতি কোপনস্বভাবা স্ত্রী। [সং. চণ্ড+ঈ]। বি: **-মণ্ডপ**—যে মণ্ডপে দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা হয়; ঠাকুর-দালান। বি: **চণ্ডিমঙ্গল**—চণ্ডীসম্বন্ধে রচিত বাঙ্গালার মধ্যযুগের কাব্য-বিশেষ। বি: **মঙ্গলচণ্ডী**—শুভদা চণ্ডী, দুর্গা। **রণচণ্ডী**—(১)বি: দানবদের সহিত উন্মত্তভাবে সংগ্রামকারিণী চণ্ডী; (আল.) অতি কোপন-স্বভাবা বা কলহপ্রিয়া নারী; (২)বিণ: রণোন্মত্তা, উগ্রা।

চণ্ডু—বি: অহিফেন হইতে প্রস্তুত মাদকবিশেষ। [হি. ?]। বিণ: **-খোর**—চণ্ডু সেবন করে এমন, চণ্ডুর নেশাকারী।

চতুঃ (-তুর্)—বি.বিণ: চার। [সং.]। বি.বিণ: **-পঞ্চাশৎ**—৫৪, চুয়ান্ন। বিণ: **-পঞ্চাশত্তম**—৫৪ সংখ্যক। বি(স্ত্রী): **-পঞ্চাশত্তমী**। **-শাখ**—(১)বিণ: চারি শাখাবিশিষ্ট; (২)বি: বেদ। বি: **-শাল, -শালা**—চকমিলান বাড়ি। বি.বিণ: **-ষষ্টি**—৬৪, চৌষট্টি। বিণ: **-ষষ্টিতম**—৬৪ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-ষষ্টিতমী**। বি.বিণ: **-সপ্ততি**—৭৪, চুয়াত্তর। বিণ: **-সপ্ততিতম**—৭৪ সংখ্যক। বিণ:(স্ত্রী): **-সপ্ততিতমী**। বি: **-সীমা**—চারিদিকের সীমানা, চৌহদ্দি।

চতুর—বিণ: বুদ্ধিমান্; কুশল, নিপুণ; (বাং.) ধূর্ত, ঠগ। [সং. √চত্+উর (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **চতুরা**। বি: **-তা**।

চতুরংশ—(১)বি: চারি ভাগ। (২)বিণ: চারিভাগে বিভক্ত। [সং. চতুর্+অংশ]। বিণ: **চতুরংশিত**—চারিভাগে বিভক্ত; চারপেজী, quarto।

চতুরঙ্গ—(১)বিণ: হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি: এই চারি শাখাবিশিষ্ট (চতুরঙ্গ সেনা); চারি অঙ্গবিশিষ্ট; সর্বাঙ্গসম্পন্ন। (২)বি: হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি: এই চারি অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্য-বাহিনী; সঙ্গীতের প্রকারভেদ; দাবাখেলা; শতরঞ্চ। [সং. চতুর্+অঙ্গ]।

চতুরশীতি—বি.বিণ: ৮৪, চুরাশী। [সং. চতুর্+অশীতি]। বিণ: **-তম**—৮৪ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-তমী**।

চতুরশ্ব—(১)বি: চারি ঘোড়া। (২)বিণ: চারি ঘোড়াবিশিষ্ট (চতুরশ্ব রথ)। [সং. চতুর্+অশ্ব]।

চতুরস্র—বিণ: চতুষ্কোণ; চৌরস, উচ্চনীচ নয় এমন (চতুরস্র ভূমি); নিখুঁত, নির্দোষ (চতুরস্র সিদ্ধান্ত)। [সং. চতুর্+অস্র]।

চতুরানন—বি: চারি মুখ যাহার, চতুর্মুখ, ব্রহ্মা। [সং. চতুর্+আনন]।

চতুরালি, (বর্ত. বিরল) **চতুরালী**—বি: চাতুরী, ছল, ছলনা, চালাকি। [বাং. চতুর্+আলি]।

চতুরাশ্রম—বি: ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস: মানবজীবনে (বিশেষতঃ দ্বিজগণের জীবনে) এই চারি অবস্থা বা আশ্রম। [সং. চতুর্+আশ্রম]।

চতুর্গুণ—বিণ: চারি গুণ; বহুগুণ; খুব বেশী]। [সং. চতুর্+গুণ]।

চতুর্থ—বিণ: চারি সংখ্যার পূরক। [সং. চতুর্+থ]। **চতুর্থী**—(১)বিণ(স্ত্রী): **চতুর্থ**-অর্থে; (২)বি: (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ; (ব্যাক.) প্রধানতঃ সম্প্রদানকারকে প্রযোজ্য বিভক্তিবিশেষ; বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় হোম; মাতা-পিতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যার করণীয় শ্রাদ্ধ।

চতুর্দশ (-শন্)—বি.বিণ: চৌদ্দ, ১৪। [সং. চতুর্+দশন্]। **চতুর্দশ পুরুষ**—পিতা পিতামহ ইত্যাদিক্রমে ঊর্ধ্বতন চৌদ্দ পুরুষ। **চতুর্দশ বিদ্যা**—চারি বেদ ছয় বেদাঙ্গ এবং মীমাংসা

ন্যায় ইতিহাস ও পুরাণ। **চতুর্দশ ভুবন**—সপ্ত-স্বর্গ ও সপ্তপাতাল।

চতুর্দশ—বিণ: চৌদ্দসংখ্যার পূরক। [সং. চতুর্দশন্ +অ]। বি(স্ত্রী): **চতুর্দশী**—তিথিবিশেষ।

চতুর্দিক্ (-**র্দিশ্**)—বি: উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই চারি দিক্; সর্বদিক্; সর্ববিষয়। [সং. চতুর্ +দিশ্]।

চতুর্দোল, চতুর্দোলা—বি: চারিজনে বাহিত শিবিকাবিশেষ। [সং চতুর্ (বাহিত)+দোল, দোলা]।

চতুর্ধা—অব্য.ক্রি-বিণ: চার রকমে; চারদিকে; চারবার; চারখণ্ডে। [সং. চতুর্+ধা]।

চতুর্নবতি—বি.বিণ: ৯৪, চুরানব্বই। [সং. চতুর্ +নবতি]। বিণ: **-তম**—চুরানব্বইয়ের পূরক। বিণ(স্ত্রী): **-তমী**।

চতুর্বক্ত্র—**চতুর্মুখ** দ্র:।

চতুর্বর্গ—বি: ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ: এই চার পুরুষার্থ। [সং. চতুর+বর্গ]।

চতুর্বর্ণ—বি: ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র: এই চারি জাতি। [সং. চতুর্+বর্ণ]।

চতুর্বিংশ—বিণ: চব্বিশের পূরক। [সং. চতু-র্বিংশতি+অ]। বি.বিণ: **-তি**—চব্বিশ। বিণ: **-তিতম**—চতুর্বিংশ। বিণ(স্ত্রী): **-তিতমী**।

চতুর্বিধ—বিণ: চারপ্রকার। [সং. চতুর্+বিধা]। বিণ(স্ত্রী): **চতুর্বিধা**।

চতুর্বেদ—বি: ঋক্ যজু: সাম ও অথর্ব: এই চারি বেদ। [সং. চতুর্+বেদ]। **চতুর্বেদী** (-**দিন্**)—(১)বিণ: চারি বেদে অভিজ্ঞ; (২)বি: ব্রাহ্মণদের বংশানুক্রমিক উপাধিবিশেষ, চৌবে।

চতুর্ভুজ—বি: চারিহাতবিশিষ্ট নারায়ণ; (জ্যামি.) চারিটি সরলরেখাদ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। (ব্যঙ্গে) কৃতার্থ, অত্যন্ত আনন্দিত। [সং. চতুর্+ভুজ]।

চতুর্মুখ, চতুর্বক্ত্র—বি: চারিমুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা। [সং. চতুর+মুখ, বক্ত্র]।

চতুষ্ক—বি: চতুষ্কোণ ক্ষেত্র; চত্বর; চারিটি স্তম্ভ-যুক্ত মণ্ডপ। [সং. চতুর্+ √কৈ+অ]।

চতুষ্কোণ—বিণ: চারকোনা, চৌকা। [সং. চতুর্ +কোণ]।

চতুষ্টয়—(১)বিণ: চারি অবয়ববিশিষ্ট (বেদচতুষ্টয়); চতুর্বিধ (আশ্রমচতুষ্টয়)। (২)বি: চারিটির সমষ্টি (নীতিচতুষ্টয়)। [সং. চতুর্+তয়]।

চতুষ্পথ—বি: চার রাস্তার সংযোগস্থল, চৌরাস্তা, চৌমাথা। [সং. চতুর্+পথিন্ (দ্বিগু)]।

চতুষ্পদ—(১)বি: চারখানি পা-বিশিষ্ট প্রাণী; জন্তু, পশু। (২)বিণ: চারপেয়ে; (আল.) পশুর ন্যায় মূর্খ। [সং. চতুর্+পদ]। বি(স্ত্রী): **চতুষ্পদী**—চৌপদী কবিতা।

চতুষ্পাঠী—বি: চারি বেদ বা ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি ও দর্শন: এই চারি শাস্ত্র কিংবা নানা শাস্ত্র পড়ান হয় এমন বিদ্যালয়; টোল। [সং. চতুর্ +পাঠ+ঈ]।

চতুষ্পাদ—(১)বিণ: চারি চরণবিশিষ্ট (চতুষ্পাদ শ্লোক); সর্বাঙ্গবিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ, চারপোয়া (চতুষ্পাদ ধর্ম)। (২)বি: চতুষ্পদ প্রাণী। [সং. চতুর্+পাদ]।

চতুষ্পার্শ্ব—বি: চারিপাশ, চারিধার। [সং. চতুর্ +পার্শ্ব]।

চতুস্তল—বি: চৌতলা। [সং. চতুর্+তল]।

চতুস্ত্রিংশ—বিণ: চৌত্রিশের পূরক। [সং. চতু-স্ত্রিংশৎ+অ]। বি.বিণ: **-ৎ**—চৌত্রিশ (সংখ্যা বা সংখ্যক)। বিণ: **-ত্তম**—চৌত্রিশের পূরক, চতুস্ত্রিংশ। বিণ(স্ত্রী): **-ত্তমী**।

চত্বর—বি: চাতাল, চবুতর, প্রাঙ্গণ, উঠান; রঙ্গ-স্থান; যজ্ঞস্থান। [সং. √চত্+বর]।

চত্বারিংশ—বিণ: চল্লিশের পূরক। [সং. চত্বা-রিংশৎ+অ]। বি.বিণ: **-ৎ**—চল্লিশ (সংখ্যা বা সংখ্যক)। বিণ: **-ত্তম**—চত্বারিংশ। বিণ(স্ত্রী): **-ত্তমী**।

চত্বাল—বি: চাতাল। [সং.]।

চন্‌চন্—অব্য: বেদনা প্রবাহ প্রখরতা বা পরি-পূর্ণতাসূচক অনুকার-ধ্বনি। [দেশী]। বিণ: **চন্‌চনে**—চন্‌চন্ করে এমন।

চন্দক—বি: চাঁদামাছ। [সং. √চন্দ্+অক]।

চন্দ, চন্দা—বি: (ব্রজ.) চন্দ্র ('শরৎচন্দ পবন মন্দ': গো.দা.; 'লাখ উদয় করু চন্দা': বিদ্যা.)। [সং. চন্দ্র]।

চন্দন—বি: সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ বা তাহার গাছ; বাটা চন্দন। [সং. √চন্দ্+অন (র্তৃ)]। বিণ: **-চর্চিত**—বাটা চন্দনদ্বারা লিপ্ত। বি: **-পিঁড়ি**, (বর্জ. বর্জিত) **-পীঁড়ি**—যে পীঁঠিকার বা শিলের উপরে চন্দনকাষ্ঠ ঘষা হয়। বি: **-পুষ্প**—লবঙ্গ। বি: **কুচন্দন**—(গন্ধহীন বলিয়া) রক্তচন্দন। বি: **হরিচন্দন**—পীতবর্ণ সুগন্ধ কাষ্ঠবিশেষ, পীত-চন্দন, শ্বেতচন্দন; গোশীর্ষনামক শ্বেতচন্দন।

চন্দনা—বি(স্ত্রী): নদীবিশেষ; (বাং.) কণ্ঠে লাল-রেখাযুক্ত টিয়াপাখিবিশেষ; ইলিশজাতীয় মৎস্য-বিশেষ। [সং.]।

চন্দ্র—বিঃ চাঁদ ; (তৎপুরুষ সমাসে শব্দের পরে) শ্রেষ্ঠ বা আহ্লাদজনক ব্যক্তি (কুলচন্দ্র)। [সং. √চন্দ্ + র (র্তৃ)]। বিঃ **-ক**—ময়ূরপুচ্ছের অর্ধ-চন্দ্রাকার চিহ্ন। বিঃ **-কর**—জ্যোৎস্না। বিঃ **-কলা**—চন্দ্রমণ্ডলের ১/১৬ অংশ। **-কান্ত**—(১)বিঃ মণিবিশেষ ; (২)বিণঃ চন্দ্রকিরণের স্পর্শে সমধিক দীপ্তিশালী (মণি)। বি(স্ত্রী): **-কান্তা**—চন্দ্রপত্নী, তারকা ; রাত্রি ; জ্যোৎস্না। **-কান্তি**—(১)বিণঃ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট ; (২)বিঃ রৌপ্য। বিঃ **-গ্রহণ**—পৃথিবীর ছায়াপাতে চন্দ্রের আচ্ছাদন। বিঃ **-চূড়**—শিব। বিঃ **-পুলি**—অর্ধচন্দ্রাকৃতি মিঠাইবিশেষ। বিণঃ **-প্রভ**—চন্দ্রের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট ; সৌম্যমূর্তি। **-প্রভা**—(১)বিঃ জ্যোৎস্না ; (২)বিণ(স্ত্রী): চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা। বিঃ **-বংশ**—চন্দ্র হইতে উৎপন্ন পৌরাণিক রাজবংশ (কৌরব যাদব ইত্যাদি বংশ)। বিণঃ **-বংশীয়**—চন্দ্রবংশে জাত। বি বিণঃ **-বদন**—চাঁদের ন্যায় (সুন্দর) মুখ বা মুখবিশিষ্ট, চাঁদমুখ। বিণ(স্ত্রী): **-বদনা**। বিঃ **-বিন্দু**—ঁ : এই ধ্বনি বা চিহ্ন। বিঃ **-বোড়া**—বিষধর সর্পবিশেষ। বিঃ **-ভাগা**—পাঞ্জাবের নদীবিশেষ, চেনাব। বিঃ **-মল্লিকা**—পুষ্পবিশেষ। বিঃ **-মা, -মাঃ** (-মস্)—চাঁদ। বি.বিণঃ **-মুখ**—চন্দ্রের ন্যায় (সুন্দর) মুখ বা মুখবিশিষ্ট, চন্দ্রবদন। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**। বিঃ **-মৌলি**—চন্দ্রচূড়, শিব। বিঃ **-রেখা, -লেখা**—চন্দ্রকলা ; অপ্সরাবিশেষ ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ **-রেণু**—কাব্যচোর, কুম্ভীলক plagiarist। বিঃ **-লোক**—চন্দ্রাধিষ্ঠিত পৌরাণিক স্থান ; চন্দ্রের উপরিস্থ ভূমি। বিঃ **-শালা, -শালিকা**—চিলে কোঠা। বিঃ **-শেখর**—শিব। বিঃ **-সম্ভব**—চন্দ্রের পুত্র, বুধ। বিঃ **-সুধা**—জ্যোৎস্না। বিঃ **-হার**—মেখলাবিশেষ ; (অপ্র.) গলার হার-বিশেষ। বিঃ **-হাস**—খড়্গ বা তরবারিবিশেষ।

চন্দ্রাতপ—বিঃ চাঁদোয়া ; জ্যোৎস্না। [সং.]।

চন্দ্রানন—বি.বিণঃ চন্দ্রবদন, চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ বা মুখবিশিষ্ট। [সং. চন্দ্র + আনন]। বিণ-(স্ত্রী): **চন্দ্রাননা, চন্দ্রাননী**।

চন্দ্রালোক—বিঃ চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না। [সং. চন্দ্র + আলোক]।

চন্দ্রিকা—বিঃ জ্যোৎস্না ; চোখের তারা ; চাঁদা-মাছ ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

চন্দ্রিমা (অশু.)—বিঃ জ্যোৎস্না। [সং. চন্দ্রমাঃ ও চন্দ্রিকা-র মিশ্রণজাত]।

চন্দ্রোদয়—বিঃ চাঁদের উদয়। [সং. চন্দ্র + উদয়]।

চন্নন, চন্নামেত্ত—যথাক্রমে **চন্দন** ও **চরণামৃত**-এর বিকৃত কথ্য রূপ।

চন্‌মন্—অব্যঃ চঞ্চলতা প্রকাশ (প্রাণটা চন্‌মন্ করে উঠল)। [দেশী]। বিণঃ **চন্‌মনে**—চঞ্চল ; স্ফূর্তিযুক্ত।

চপ—বিঃ ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রস্তুত মাছ মাংস বা সবজির বড়াবিশেষ। [ইং. chop]।

চপল—বিণঃ অস্থির ; চঞ্চল ; তরল ; প্রগল্‌ভ, ধৃষ্ট ; ক্ষণস্থায়ী। [সং √চুপ্ + অল (র্তৃ)]। **চপলা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **চপল**-অর্থে ; (২)বিঃ **লক্ষ্মী** ; বিদ্যুৎ। বিঃ **-তা**।

চপেট, চপেটা, চপেটী, চপেটিকা—বিঃ চড়, থাপ্পড়। [সং.]। বিঃ **চপেটাঘাত**—চড়, করতল-প্রহার।

চপ্‌চপ্—অব্যঃ আর্দ্রতাব্যঞ্জক শব্দ। [দেশী]। বিণঃ **চপ্‌চপে**—অত্যন্ত ভিজা ; কোনও তৈলাক্ত পদার্থদ্বারা বিশেষভাবে মাখা।

চপ্পল—বিঃ চটিজুতাবিশেষ, স্যাণ্ডেল (sandal)। [?]।

চবর্গ—বিঃ চ ছ জ ঝ ঞ : এই পাঁচটি বর্ণ।

চবুতর, চবুতরা, চবুতারা,—বিঃ চত্বর, চাতাল। [সং চত্বর]।

চব্‌চব্, চব্‌চবে—যথাক্রমে **চপ্‌চপ** ও **চপ্‌চপে**-র রূপভেদ।

চব্বিশ—বি বিণঃ ২৪ : এই সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্বিংশতি]। **চব্বিশ ঘণ্টা**—(১)বিঃ একদিনের পরিমাণ সময় ; (২)ক্রি-বিণঃ সারা দিনরাত্রি সমস্ত সময়, অনবরত (চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করা)। **চব্বিশে**—(১)বিঃ মাসের চব্বিশ তারিখ; (২)বিণঃ চব্বিশ তারিখের (চব্বিশে জ্যৈষ্ঠ)।

চমক—বিঃ ঝলকানি (বিদ্যুতের চমক) ; বিস্ময় (চমক লাগা) ; আতঙ্ক (চমক পাওয়া) ; চৈতন্য, জ্ঞান, হুঁশ (চমক হওয়া)। [সং. চমৎ]। ক্রিঃ **-ই, -য়ে**—(প্রা. বাং.) চমকিত হয় ('শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব' : গো. দা.)। ক্রিঃ **চমক ভাঙা**—হঠাৎ হুঁশ হওয়া ; অন্যমনস্ক ভাব সহসা দূর করা। ক্রিঃ **চমকা**—হঠাৎ ভয়ে বা বিস্ময়ে নড়িয়া উঠা ; ঝলকাইয়া উঠা ; হঠাৎ ভীত বা বিস্মিত করা, চমকিত করা। **চমকান (-নো)**—(১)ক্রিঃ চমকা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **চমকানি**—হঠাৎ ঝলকানি, ঝিলিক। বিণঃ **চমকিত**—চমকপ্রাপ্ত। বিণ(স্ত্রী): **চমকিতা**।

চমচম—বিঃ ছানার তৈয়ারি মিঠাইবিশেষ। [হি.]।

চমৎকরণ—বিঃ বিস্মিতকরণ, আশ্চর্যের বোধ উৎপাদন। [সং. চমৎ+ √কৃ+অন (ভা)]।

চমৎকার—(১)বিঃ বিস্ময় (চমৎকারজনক দৃশ্য)। (২)(বাং.) বিণঃ বিস্ময়কররূপে সুন্দর বা ভাল, চমক লাগায় এমন (চমৎকার দৃশ্য, চমৎকার লোক, চমৎকার মিষ্ট)। (৩) (বাং.) ক্রি.বিণঃ অতি সুন্দরভাবে (চমৎকার বুঝিতে পারা)। [সং. চমৎ+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক, চমৎকারী** (-রিন্)—বিস্ময়জনক। বিণ(স্ত্রী): **চমৎকারিণী**। বিঃ **চমৎকারিতা, -ত্ব**—বিস্ময় উৎপাদনের শক্তি; পরম উৎকর্ষ। বিণঃ **চমৎকৃত**—বিস্মিত; বিস্ময়বিমুগ্ধ।

চমর—বিঃ গো-জাতীয় তিব্বতীয় প্রাণিবিশেষ; উক্ত প্রাণীর পুচ্ছলোমে প্রস্তুত ব্যজনবিশেষ, চামর। [সং.]। বি(স্ত্রী): **চমরী**।

চমস—বিঃ হাতা, চামচ। [সং.]।

চমূ—বিঃ (এক অক্ষৌহিণীর ত্রিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ) সেনাদল। [সং.]।

চম্পক—বিঃ চাঁপাফুল বা তাহার গাছ; চাঁপা-কলা। [সং. √চম্প্+অক (র্তৃ)]। বিঃ **-দাম** (-মন্)—চাঁপাফুলের মালা।

চম্পট—বিঃ পলায়ন, পিট্টান (চম্পট দেওয়া)। [তু. হি. চম্পৎ]।

চম্পা১—বিঃ প্রাচীন ভারতের নগরবিশেষ; কর্ণের রাজধানী (বর্তমান ভাগলপুর ?); কর্ণের পত্নী। [সং.]।

চম্পা২—বিঃ চাঁপাফুলের গাছ; চাঁপাফুল। [সং. চম্পক]।

চম্পূ—বিঃ গদ্যপদ্যময় কাব্যবিশেষ। [সং.]।

চয়—বিঃ সমূহ, নিচয়, রাশি (কুসুমচয়); চয়ন, আহরণ। [সং. √চি+অ (র্ম, ভা)]।

চয়ন—বিঃ সঙ্কলন, সংগ্রহ (কবিতা-চয়ন); আহরণ (পুষ্পচয়ন)। [সং. √চি+অন (ভা)]। বি(স্ত্রী): **চয়নিকা**—স্বল্প সংগ্রহ; সঙ্কলিত কবিতাবলী। বিণঃ **চয়নীয়, চেয়**—চয়নের যোগ্য; চয়ন করা হইবে এমন। বিণঃ (অশু.) **চয়িত**, (শু.) **চিত**—চয়ন বা আহরণ করা হইয়াছে এমন, সংগৃহীত, সঙ্কলিত।

চর১—বিঃ রাজা রাজপুরুষ বা অন্য কাহারও দ্বারা নিযুক্ত হইয়া গোপনে সংবাদ সংগ্রহে রত ব্যক্তি; গুপ্তদূত, গোয়েন্দা; (জ্যোতিষ.) মঙ্গলগ্রহ। [সং. √চর্+অ (র্তৃ)]।

চর২—বিঃ নদীগর্ভে পলি পড়িয়া উৎপন্ন স্থলভাগ, চড়া। [দেশী]।

-চর৩—বিণঃ (উপপদের পর) বিচরণকারী (ভূচর, জলচর); জঙ্গম, গমনশীল (চরাচর)। [সং. √চর্ +অ (র্তৃ)]।

চরক—বিঃ আয়ুর্বেদবেত্তা ঋষিবিশেষ। বিঃ **-সংহিতা**—চরক-প্রণীত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ।

চরকা, চরখা—বিঃ সুতা কাটার যন্ত্রবিশেষ। [সং. চক্র—তু. ফা. চর্খ্]। **নিজের চরকায় তেল দেওয়া**—(অপরের ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া) নিজের কাজে মন দেওয়া। **পরের চরকায় তেল দেওয়া**—(অনভিপ্রেতভাবে) পরের ব্যাপারে মাথা গলান।

চরকি, (বিরল) **চরকী**, (বিরল) **চরখি**—বিঃ চক্রা-কার আতসবাজিবিশেষ; সুতা জড়াইবার নাটাই; মন্থনদণ্ডবিশেষ। [ফা. চর্খী]।

চরণ—বিঃ পা, পদ; কবিতাদির পাদ বা পংক্তি, শ্লোকের এক-চতুর্থাংশ; বিচরণ, ভ্রমণ; শীল, আচরণ, অনুষ্ঠান। [সং. √চর্+অন]। বিঃ **-কমল**—পাদপদ্ম, চরণরূপ পদ্ম। বিঃ **-চারণ**—পাদচারণ, পায়চারি। বিণঃ **-চারী** (-রিন্)—পথিক, পদব্রজে গমনকারী। বিঃ **-দাসী**—পতি-অনুরক্তা স্ত্রী; (বিদ্রূপে) বৈষ্ণবদের সেবা-দাসী; চরণদাস-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। বিঃ **-পদ্ম**—**চরণকমল**-এর অনুরূপ। বিঃ **-ধূলা, -রেণু**—পদধূলি। বিঃ **-সেবা**—পদপূজা; পা টেপা। বিঃ **চরণামৃত**—বিগ্রহাদি বা পূজনীয় ব্যক্তিগণের পা-ধোয়া জল। বিঃ **চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ**—পাদপদ্ম, চরণরূপ পদ্ম।

চরম—(১)বিঃ অন্ত, শেষ (সে এ ব্যাপারে চরম দেখে ছাড়ল); সর্বশেষ বা সর্বোচ্চ অবস্থা বা অবস্থান, কঠিনতম অবস্থা, শেষ সীমা (বিবাদ চরমে উঠিল) (২)বিণঃ চূড়ান্ত (চরমপত্র); অন্তিম (চরম কাল); মৃত্যুকালীন (চরমদশা); সর্বশেষ (চরমনির্দেশ)। [সং. √চর্+অম (র্তৃ)]। বিঃ **-পত্র**—ইষ্টিপত্র, উইল (will); (প্রধানতঃ যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্বে প্রতিপক্ষকে প্রেরিত) শেষ সতর্ক-পত্র, ultimatum। বিঃ **চরমোৎকর্ষ**—পরম উন্নতি, উন্নতির পরাকাষ্ঠা।

চরস—বিঃ গাঁজা হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যবিশেষ। [হি. চরস্]।

চরা—(১)ক্রিঃ বিচরণ করা; (প্রধানতঃ পশুগণ কর্তৃক তৃণক্ষেত্রে) বিচরণপূর্বক (তৃণাদি) আহার

করা ; (মাছের) চারা খাওয়া ; চরান। (২)বিঃ শেষ অর্থটি ব্যতীত অন্য সকল অর্থে। [সং. √চর্+বাং. আ]। -ন, নো—(১)ক্রিঃ গবাদি পশুদের মাঠে লইয়া গিয়া তৃণাদি আহার করান ; (বিদ্রূপে) পরিচালন করা, পড়ান (ছেলে চরান) ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

চরাচর—বিণ.বিঃ যাহা চলে এবং যাহা চলে না ; জঙ্গম ও স্থাবর ; সমস্ত পৃথিবী। [সং. √চর্+অ(র্তৃ)+অচর]।

চরিত—(১)বিঃ চরিত্র ; আচরণ ; কার্যকলাপ ; জীবন-বৃত্তান্ত। (২)বিণঃ আচরিত, অনুষ্ঠিত ; সম্পন্ন। [সং. √চর্+ত (ভা, র্ম)]। বিঃ -কার—জীবন-বৃত্তান্তের লেখক। বিঃ চরিতাবলী—জীবন-বৃত্তান্তসমূহ ; বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন-কাহিনী-সংবলিত গ্রন্থ।

চরিতার্থ—বিণঃ সিদ্ধকাম, কৃতকার্য, সফল, কৃতার্থ ; সফলতা-হেতু পরিতুষ্ট। [সং. চরিত+অর্থ (বহু.)]। বিঃ -তা।

চরিত্র—বিঃ স্বভাব ; আচরণ ; রীতি-নীতি ; সদাচার, সৎ প্রকৃতি (চরিত্রবান্) ; (বাং.) উপন্যাস-কাব্য-নাটকাদির পাত্র-পাত্রী। [সং. √চর্+ইত্র (ণে)]। ক্রিঃ চরিত্র খোয়ান, চরিত্র হারান—মন্দচরিত্র হওয়া, চরিত্র নষ্ট করা, লম্পট হওয়া। বিঃ -দোষ—অসচ্চরিত্রতা ; লাম্পট্য। বিণঃ -বান্ (-বৎ)—সচ্চরিত্র। বিণঃ -হীন—লম্পট, মন্দচরিত্র।

চরিষ্ণু—বিণঃ বিচরণশীল, গমনশীল, জঙ্গম। [সং. √চর্+ইষ্ণু (র্তৃ)]।

চরু—বিঃ বৈদিক যজ্ঞের পায়সান্ন। [সং. √চর্+উ (র্ম)]। বিঃ -স্থালী—চরু-পাকের পাত্র।

চর্চরী—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; প্রাচীন সঙ্গীত-বিশেষ ; চাঁচর-উৎসব। [সং.]।

চর্চা—বিঃ আলোচনা (বিদ্যাচর্চা, পরচর্চা) ; অনুশীলন, পুনঃ পুনঃ অভ্যাসকরণ, শিক্ষা (সঙ্গীত-চর্চা) ; চিন্তা, অনুধ্যান ('চক্রপাণি চর্চা যার চিত্তে' : শি.) ; লেপন (তিলকচর্চা)। [সং. √চর্চ্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ চর্চিত—আলোচিত ; অনুশীলিত ; অভ্যাস বা শিক্ষা করা হইয়াছে এমন ; চিন্তিত, অনুধ্যাত ; প্রলিপ্ত (চন্দন-চর্চিত)।

চর্পট—বিঃ চাপড়। [সং.]।

চর্পটী—বিঃ চাপাটি, (হাতে চাপড়াইয়া তৈয়ারি করা) রুটি। [সং.]।

চর্বণ—বিঃ দন্তদ্বারা চূর্ণন বা পেষণ, চিবান। [সং. √চর্ব্+অন (ভা)]। বিণঃ চর্বণীয়, চর্ব্য—চর্বণযোগ্য, চিবাইয়া খাইতে হয় এমন। বিণঃ চর্বিত—চিবান হইয়াছে এমন ; ভক্ষিত। বিঃ পিষ্টপেষণ, চর্বিতচর্বণ—ভক্ষিত বস্তু উগরাইয়া পুনরায় চর্বণ, রোমন্থন ; (আল.) পুরাতন বিষয়ের পুনরালোচনা, একই বিষয়ের বারংবার আলোচনা।

চর্বি, চর্বী—বিঃ মেদ, বসা, প্রাণিদেহের স্নেহ-জাতীয় পদার্থ। [ফা. চর্বী]।

চর্বিত—চর্বণ দ্রঃ।

চর্ব্য—চর্বণ দ্রঃ। -চূষ্য, -চোষ্য—(১)বিণঃ চিবাইয়া ও চুষিয়া খাইতে হয় এমন ; (২)বিঃ ঐরূপ খাবার ; (আল.) উত্তম আহার্য।

চর্ম—বিঃ চামড়া, ত্বক্ ; বল্কল, গাছের ছাল ; ঢাল। [সং. √চর্+ম (ণে)]। বিঃ -কার—চামার, মুচী। বিঃ -চক্ষু—রক্তমাংসে গঠিত চক্ষু ; (আল.) স্থূলদৃষ্টি। বিঃ -চটক—বাদুড়। বিণঃ -চটিকা, -চটী—চামচিকা ; বাদুড়। বিণঃ -ধারী (-রিন্)—ঢালী, ঢালহাতে যুদ্ধ করে এমন। বিঃ -পেটিকা, -পেটী—চামড়ার বাক্স বা থলি ; চামড়ার কোমরবন্ধ। বিঃ চর্মাবরণ—চামড়ার ঢাকনি। বিঃ চর্মারি—চামার, মুচী।

চর্য—বিণঃ আচরণীয়, পালনীয়। [সং. √চর্+য (র্ম)]। বি(স্ত্রী): চর্যা—আচরণ, চরিত্র, অনুষ্ঠান (ধর্মচর্যা, ব্রতচর্যা) ; রক্ষণ, নিয়মপালন (দেহচর্যা, দিনচর্যা)। বিঃ চর্যাপদ—বৌদ্ধ সহজিয়াগণের ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত গীতি-কবিতা।

চল—(১)বিণঃ চঞ্চল, অস্থির (চলচিত্ত)। (২)বিঃ (বাং.) প্রচলন, রেওয়াজ (চল থাকা)। [সং. √চল্+অ (র্তৃ)]। বিণঃ -চিত্ত—চিত্তের স্থিরতা নাই এমন, অস্থিরমতি।

চলকা—ক্রিঃ নাড়া পাওয়ায় উছলিয়া বা উপছিয়া পড়া। [সং. √চল্—তু. হি. √ছলক]। -ন, -নো (১)ক্রিঃ চলকা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ চলকানি—নাড়া পাইয়া উছলিয়া বা উপছাইয়া পড়া।

চলচিত্ত—চল দ্রঃ।

চলচ্চিত্র—বিঃ বায়োস্কোপ বা সিনেমার (cinema ছবি। [সং. চলৎ+চিত্র]।

চলচ্ছক্তি—চলনশক্তি-র (চলন১ দ্রঃ) অশু. রূপ। [সং. চলৎ+শক্তি]।

চলৎ—বিণ: চলনশীল, গতিশীল ; প্রচলিত, চলিত। [সং. √চল্+অৎ (র্তৃ)]।

চলতি—বিণ: চলিতেছে এমন, চলন্ত (চলতি গাড়ি) ; প্রচলিত (চলতি কথা, চলতি রীতি) ; সামাজিক (বিশেষতঃ বৈবাহিক) সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য (চলতি ঘর)। [বাং. √চল্+তি]।

চলন১—বিঃ গমন, ভ্রমণ (চলনশীল)। [সং. চল্+অন (ভা)]। বিঃ **-বলন**—চলাফেরা ও কথাবার্তা বা তাহার ধরন। বিঃ **-শক্তি**—চলার ক্ষমতা ; গতিশক্তি।

চলন২—বিঃ প্রচলন, রেওয়াজ (চলন থাকা) ; আচরণ (চালচলন) ; রীতি, ধারা (সাবেকী চলন)। [বাং. √চল্+অন (ভা)]। বিণ: **-সই**—কাজ-চালান-গোছ, মাঝামাঝি রকমের।

চলমান—**চলৎ** বা **চলন্ত**-এর অশু. রূপ ('চলমান জীবন' : প. গ.)।

চলন্ত—বিণ: চলিতেছে এমন, গতিশীল (চলন্ত ট্রাম)। [বাং. √চল্১+অন্ত]।

চলা—(১)ক্রিঃ গমন করা, যাওয়া ; হাঁটা ; প্রস্থান করা ; যাত্রা করা (তিনি বিলেত চলেছেন) ; অগ্রসর হওয়া (তুমি চল না—আমি যাচ্ছি) ; অতিবাহিত হওয়া (সময় চলে গেছে) , নির্বাহ হওয়া (সংসার চলা) ; কুলান (টাকায় চলা) ; সক্রিয় হওয়া (মেশিন চলা) ; সঞ্চালিত হওয়া বা প্রবাহিত হওয়া (রক্ত চলা) ; প্রচলিত বা চালু হওয়া (ফ্যাশান চলা) ; স্বীকৃত হওয়া (সমাজে চলা) ; আচরণ করা (খুশিমত চলা) ; উপযুক্ত বা সঙ্গত হওয়া (থামা চলবে না) ; কার্যসাধন হওয়া (এ টাকাতেই চলবে) ; ক্রমাগত হইতে বা ঘটিতে থাকা (রাতভোর নাচগান চলল) ; আরম্ভ হওয়া (এখন গল্প চলবে) ; মৃত্যুযাত্রা করা (বৃদ্ধ চলিল) ; প্রসারিত হওয়া (দৃষ্টি চলা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: চলিতে হয় এমন (পায়ে-চলা পথ)। [সং. √চল্+বাং. আ]। ক্রিঃ **কথামত চলা**—বাধ্য হওয়া; আদেশ বা উপদেশ পালন করা। ক্রিঃ **চলে আসা**—স্থান ত্যাগ করিয়া আসা ; দ্রুত আসা। ক্রিঃ **চলে চলা**—দ্রুত অগ্রসর হওয়া। বিঃ **-ফেরা**—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পায়চারি ; হাঁটার ভঙ্গি ; চালচলন।

চলাচল—বিঃ গমনাগমন (চলাচলের পথ) ; সঞ্চালন (বায়ু-চলাচল)। [বাং. চলা+চল+(বীপ্সাত্মক শব্দ)]।

চলান, চলানো—(১)ক্রিঃ হাঁটান ; চলিত করা, চালান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √চলা+আন]।

চলাফিরা, চলাফেরা—বিঃ (সচ. নিয়মিত) যাতায়াত ; গমনাগমন ; চালচলন। [চলা+ফিরা]।

চলিত—বিণ: প্রচলিত, চালু (চলিত প্রথা)। [বাং. চল+ইত]। **চলিত ভাষা**—বর্তমানে প্রচলিত ও কথ্য ভাষা।

চলিষ্ণু—বিণ: গতিশীল ; অস্থির ; প্রস্থানোদ্যত। [সং. √চল্+ইষ্ণু (র্তৃ)]।

চল্লিশ—বি বিণ: ৪০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চত্বারিংশৎ]।

চলোর্মি—বিঃ অস্থির তরঙ্গ। [সং. চল+উর্মি]।

চশমখোর—বিণ: চক্ষুলজ্জাহীন, সম্পূর্ণ বেহায়া। [ফা. চশ্‌মখোর]।

চশমা—বিঃ উপনেত্র ; দৃষ্টিসহায়ক কাচবিশেষ। [ফা. চশ্‌মহ্]।

চষক—বিঃ সুরাপানপাত্র ; মধু ; সুরা। [সং.]।

চষা, চসা—(১)ক্রিঃ কর্ষণ করা, লাঙ্গল দেওয়া, চাষ করা। (২)বিঃ কর্ষণ। (৩)বিণ: কর্ষিত। [সং. √কৃষ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (অন্যের দ্বারা) লাঙ্গল দেওয়ান বা চাষ করান ; (২)বি.-বিণ: উক্ত অর্থে।

চা—বিঃ গাছের পাতাবিশেষ ; উক্ত পত্র হইতে প্রস্তুত পানীয়। [চী. চা]। বিণ.বিঃ **চা-কর**—চা উৎপাদক ; চা-বাগানের মালিক।

চাইতে১—**চাওয়া** (ক্রিঃ)১, ২-এর অসমাপিকা রূপ।

চাইতে২—অব্যঃ অপেক্ষা, চেয়ে (তোমার চাইতে বয়সে বড়)। [চাওয়া১ দ্রঃ]।

চাউনি—**চাহনি**-র কথ্য রূপ।

চাউল—বিঃ তণ্ডুল, চাল। [সং. তণ্ডুল]। বিঃ **-পড়া**—মন্ত্রপূত চাউল। **আতপ চাউল**—রৌদ্রে শুষ্ক ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল, আলো চাল। **সিদ্ধ চাউল**—সিদ্ধ করা ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল।

চাউলমুগরা—**চালমুগরা**-র রূপভেদ।

চাওয়া১—(১)ক্রিঃ ইচ্ছা বা কামনা করা (সুখ চাওয়া, মরিতে চাওয়া) ; প্রার্থনা বা ভিক্ষা করা (অনুগ্রহ চাওয়া, সময় চাওয়া) ; রাজি হওয়া (কথা শুনিতে চায় না)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √চাহ্ < সং. √বাঞ্ছ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কামনা বা প্রার্থনা করান, রাজি

হইতে বাধা করান, (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

চাওয়া$_2$—(১)ক্রিঃ তাকান, দৃষ্টিপাত করা (আকাশের দিকে চাওয়া); উন্মীলন করা (চোখচাওয়া)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [তু. হি. √চাহ্ < সং. √চক্ষ্]। বিঃ **-চাওয়ি** —পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতকরণ। **-ন, -নো** —(১)ক্রিঃ চোখ খোলান, দৃষ্টিপাত করান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

চাঁই$_1$—বিণ.বিঃ প্রধান, মণ্ডল, নেতা (দলের চাঁই); ঝানু (চাঁই লোক)। [সং. চঙ্গ]।

চাঁই$_2$—বিঃ চাঙড়, ডেলা; বংশশলাকানির্মিত মৎস্যশিকারের জালবিশেষ। [দেশী—তু. হি. চঙ্গের]।

চাঁচ$_1$—বিঃ চাটাই, দর্মা। [সং. চক্কা]।

চাঁচ$_2$—বিঃ পাত-গালা। [বাং. চাঁদ]।

চাঁচর$_1$—বিণঃ কুঞ্চিত, কোঁকড়া ('চাঁচর চিকুর')। [দেশী]।

চাঁচর$_2$—বিঃ দোলের পূর্বদিনে অনুষ্ঠেয় উৎসব-বিশেষ। [সং. চর্চরী]।

চাঁচা—(১)ক্রিঃ অস্ত্রের দ্বারা উপরের আবরণ বা ছাল উঠাইয়া ফেলা; মসৃণ বা পরিষ্কার করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [প্রা. √চচ্ছ, √চংছ < সং. √তক্ষ্ (> √তচ্ছ)]। বিণঃ **-ছোলা**—উপরের আবরণ সম্পূর্ণ তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, মার্জিত; (আল.) রূঢ়ভাবে স্পষ্ট, ভদ্রতা-হীন।

চাঁচাড়ি—চেঁচাড়ি-র রূপভেদ।

চাঁচি, চাঁছি—বিঃ দুগ্ধ বা ব্যঞ্জনাদির যে গাঢ় অংশ পাত্র হইতে চাঁচিয়া তোলা হয়। [চাঁচা দ্রঃ]।

চাঁছা—**চাঁচা**-র রূপভেদ।

চাঁট—বিঃ গোরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুর লাথি। [দেশী]।

চাঁটি, চাঁটা—চাটি$_1$-র রূপভেদ।

চাঁড়া—বিঃ খোল-ভাঙ্গা, খোলার টুকরা। [তু. খাপড়া]।

চাঁড়াল—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং. চণ্ডাল]।

চাঁদ—বিঃ চন্দ্র; (বিদ্রূপে) অসুন্দর ব্যক্তি; বয়স্যকে সম্বোধন (এস দেখি চাঁদ)। [সং. চন্দ্র]। বিণঃ **-মুখ**—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ বিশিষ্ট। বিণঃ **-বদন**—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বিণ.(স্ত্রী): **চাঁদবদনী**। **চাঁদের কণা**—চাঁদের টুকরা; শিশুচাঁদ; (আল.) অতি সুন্দর বা মনোহর ব্যক্তি (প্রধানতঃ শিশু)।

চাঁদকুড়া, চাঁদকুড়ো—বিঃ ছোট মাছবিশেষ। [বাং. চাঁদ (এই মাছ চাঁদের মত রূপালি বলিয়া) + কুড়া (ক্ষুদ্রার্থে)]।

চাঁদনি$_1$—বিঃ শামিয়ানা, চাঁদোয়া; মণ্ডপ। [সং. চন্দ্রাতপ]।

চাঁদনি$_2$—(১)বিঃ চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। (২)বিণঃ জ্যোৎস্নাযুক্ত (চাঁদনি রাত)। [চাঁদ দ্রঃ]।

চাঁদনী—**চাঁদিনী**-র রূপভেদ।

চাঁদমারি—বিঃ ধনুর্বাণ বন্দুক প্রভৃতি ছোড়া অভ্যাসের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য, নিশানা, target। [দেশী]।

চাঁদমালা—বিঃ পূজাকালে প্রতিমার সাজে ব্যবহৃত সোলার মালা। [চাঁদ + মালা]।

চাঁদা$_1$—**চাঁদি**$_2$ দ্রঃ।

চাঁদা$_2$—বিঃ কোন বিশেষ কার্য নির্বাহার্থ বহু-জনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ (বারোয়ারী পূজার চাঁদা); নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেয় মূল্য বা অর্থসাহায্য (মাসিক-পত্রের চাঁদা, লাইব্রেরীর চাঁদা)। [ফা. চন্দ্]।

চাঁদা$_3$—মৎস্যবিশেষ। [সং. চন্দ্রক]।

চাঁদা$_4$—বিঃ চন্দ্র; (জ্যামি) অর্ধচন্দ্রাকার কোণ-মান-যন্ত্রবিশেষ। [সং চন্দ্র]।

চাঁদাকুড়া—**চাঁদকুড়া**-র রূপভেদ।

চাঁদামামা—বিঃ (ছড়ায়) শিশুদের মামারূপে পরি-গণিত চাঁদ। [চাঁদা$_4$ + মামা]।

চাঁদি$_1$—বিঃ খাদহীন স্বচ্ছ রৌপ্য (চাঁদের ন্যায় সুন্দর বলিয়া)। [বাং. চাঁদ + ই]।

চাঁদি$_2$, **চাঁদা**—বিঃ মস্তকের উপরিভাগ, ব্রহ্মতালু (গোলাকার বলিয়া)। [বাং. চাঁদ + ই, আ]।

চাঁদিনী—(১)বিণঃ জ্যোৎস্নাময়ী (চাঁদিনী রাত)। (২)বিঃ জ্যোৎস্না; জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। [সং. চন্দ্রশালিনী]।

চাঁদিমা—বিঃ জ্যোৎস্না। [বাং. চাঁদ + ইমা—তু. চন্দ্রিমা]।

চাঁদোয়া—বিঃ চন্দ্রাতপ, শামিয়ানা। [সং. চন্দ্রাতপ]।

চাঁপা—বিঃ চম্পক বৃক্ষ বা ফুল; কদলীবিশেষ। [সং. চম্পক]।

চাক—বিঃ চক্র, চাকা, যে-কোন চক্রাকার বস্তু (কুমোরের চাক, ছোলার চাক)। [সং. চক্র]।

চাকচক্য—বিঃ চাকচিক্য। [সং. চকচক (√চক্ +অ (র্তৃ)—দ্বিত্ব)+য]।

চাকচিক্য—বিঃ ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, পালিশ। [সং. চাকচক্য]।

চাকতি—বিঃ ক্ষুদ্র চাকা; চক্রাকৃতি বস্তু (সোনার চাকতি)। **রূপোর চাকতি**—(শ্লেষাদিতে) টাকা। [সং. চক্র-শব্দজ]।

চাকর—বিঃ ভৃত্য, পরিচারক; কর্মচারী (সরকারের চাকর)। [ফা.]। বিঃ **-বাকর**—ভৃত্যবর্গ, দাসদাসীবৃন্দ। বি(স্ত্রী): **চাকরানী**।

চা-কর—**চা** দ্রঃ।

চাকরান—বিঃ বেতনের পরিবর্তে প্রদত্ত জমি। [ফা.]।

চাকরানী—**চাকর** দ্রঃ।

চাকরি, (বর্জি.) **চাকরী**, **চাকুরি**, (বর্জি.) **চাকুরী**—বিঃ (অফিস, কারখানা প্রভৃতিতে) বেতন লইয়া অপরের কাজকরণ; দাসত্ব। [ফা. চাকরি]। বিঃ **চাকরি-বাকরি**—চাকরি ও সেইরূপ জীবিকা। বিণ.বিঃ **চাকরে, চাকুরে, চাকুরিয়া**—চাকরিজীবী।

চাকলা১—(১)বিঃ চক্রাকার টুকরা বা খণ্ড (আমের চাকলা)। (২)বিণঃ চক্রাকার (চাকলা দাগ)। [বাং. চাক+লা]।

চাকলা২—বিঃ কয়েকটি পরগণার সমষ্টি। [ফা. চক্‌লা]। বিঃ **-দার**—চাকলার শাসক বা প্রধান সরকারী কর্মচারী। [ফা. চক্‌লাদার]।

চাকা১—**চাখা**-র রূপভেদ।

চাকা২—(১)বিঃ চক্র (গাড়ির চাকা); চক্রাকার বস্তু (মাছের চাকা)। (২)বিণঃ গোলাকার (চাকামুখ)। [বাং. চাক+আ]। বিণঃ **-চাকা**—গোল খণ্ড খণ্ড (চাকাচাকা মাছ)।

চাকি—বিঃ চাকতি; গম, ডাল ইত্যাদি পিষিবার যন্ত্র বা জাঁতা; রুটি লুচি ইত্যাদি বেলিবার গোল পীঠিকা। [বাং. চাক+ই]।

চাকু—বিঃ মুড়িয়া রাখা যায় এমন ফলাযুক্ত ছুরি। [তুর্]।

চাকুরি, চাকুরী, চাকুরে—**চাকরি** দ্রঃ।

চাক্তি—**চাকতি**-র বানানভেদ।

চাক্ষুষ—বিণঃ চক্ষুদ্বারা জাত (চাক্ষুষ জ্ঞান); প্রত্যক্ষ, চোখে দেখা (চাক্ষুষ প্রমাণ)। [সং. চক্ষুস্+অ]। বিণ(স্ত্রী): **চাক্ষুষী** (চাক্ষুষী বিদ্যা)।

চা-খড়ি—**খড়ি** দ্রঃ।

চাখা—(১)ক্রিঃ স্বাদ লওয়া; ভোগ করা। (২) বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √চক্‌খ<সং. আ+√স্বাদি—তু হি. √চখ]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ স্বাদ গ্রহণ করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চাগা—ক্রিঃ সতেজ বা প্রবল হইয়া উঠা, জাগিয়া উঠা, উদিত হওয়া, উদ্রিক্ত হওয়া। [প্রা. চঙ্গ-শব্দজ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চাগা; উত্তেজিত করা; জাগান; উদ্রিক্ত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

চাগাড়—বিঃ উত্তেজনা; প্রবলভাব ধারণ। [দেশী]। ক্রিঃ **চাগাড় দেওয়া**—উত্তেজিত হইয়া উঠা, প্রবলভাব ধারণ করা।

চাঙ, চাঙ্—বিঃ মাচান। [অস. চাং?—তু. ফা. চাঙ্গ্]।

চাঙড়, চাঙড়া, চাঙড়, চাঙড়া—বিঃ মৃত্তিকাদির বড় ডেলা চাপ বা তা.া। [ফা. চাঙ্গ্]।

চাঙ্গা, চাঙা—বিণঃ সবল, সতেজ; রোগমুক্ত, সুস্থ। [প্রা. চঙ্গ; সং. চাঙ্গ ("চাঙ্গস্তু শোভ..ন দক্ষে")]।

চাঙারি, চাঙারি, (বিরল) **চাঙারী, চাঙারী**—বিঃ বাঁশ বা বেত দিয়া তৈয়ারি ঝুড়িবিশেষ। [দেশী? —তু. 'তান্তি বিকণঅ ভোম্বি অবরণা চাংগেড়া': চর্যাপদ, ১০]।

চাচা—বিঃ পিতৃব্য (বিশেষভাবে বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজে প্রচলিত)। [তু. হি. চাচা—সং. তাত]। বি(স্ত্রী): **চাচী**—পিতৃব্যপত্নী। বিণঃ **-ত**—খুড়তুত বা জেঠতুত।

চাঞ্চল্য—বিঃ চঞ্চলতা। [সং. চঞ্চল+য (ভা)]।

চাট১—**চাটি**-এর রূপভেদ।

চাট২—বিঃ যাহা চাটিয়া খাইতে হয়; নেশার অনুপানরূপে ব্যবহৃত মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য। [চাটা২ দ্রঃ]। বিঃ **চাটনি, চাটনী**—অম্লমধুর স্বাদযুক্ত লেহ্য খাবারবিশেষ।

চাটা১—**চাটি**-র রূপভেদ।

চাটা২—(১)ক্রিঃ লেহন করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [হি. √চাট]। বিঃ **-চাটি**—পরস্পরকে লেহন; বারংবার চাটা; (বিদ্রূপে) অন্তরঙ্গতা; পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লেহন করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চাটাই—বিঃ দরমা; বৃক্ষপত্রাদিনির্মিত আসন-বিশেষ। [দেশী]।

চাটাচাটি, চাটান—**চাটা**২ দ্রঃ।

চাটাল—বিণঃ চওড়া। [দেশী]।

চাটি১—বিঃ চপেটাঘাত (তবলায় চাটি দেওয়া) ; অবজ্ঞাপ্রকাশক চপেটাঘাত (মাথায় চাটি মারা)। [সং. চপেট]।

চাটি২—বিণঃ উৎসন্ন, উৎসাদিত (ভিটামাটি চাটি করা)। [দেশী ?]।

চাটিম—বিঃ মর্তমানজাতীয় কলাবিশেষ। [?]।

চাটু১—বিঃ ভাজিবার কাজে ব্যবহৃত চাটাল লৌহপাত্রবিশেষ, তাওয়া। [হি. চট্টু]।

চাটু২—বিঃ স্তুতিবাক্য, তোষামোদ। [সং. √চট্ +উ ((ণে)]। বিণঃ **-কার, -বাদী** (-দিন্), **-ভাষী** (ষিন্)—তোষামোদকারী। বিঃ **-বাদ**—তোষামোদ। বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

চাটূক্তি—বিঃ তোষামোদপূর্ণ বাক্য; কপট স্তুতি। [সং. চাটু+উক্তি]।

চাট্টি—চারটি-র সমীকরণজাত প্রাদে. রূপ।

চাড়, চাড়া—বিঃ কোন ভারী বস্তু উত্তোলন করিবার জন্য প্রযুক্ত বল বা জোর (চাড় দেওয়া); চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম (লেখাপড়ায় চাড় চাই); চাপ, বোঝা (কাজের চাড়)। [দেশী—তু. সং. চেষ্টা]।

চাড়া—বিঃ উত্তোলন, ঊর্ধ্বমুখকরণ ('গোঁফে দিল চাড়া' : রবীন্দ্র) ; ঠেকনা, অবলম্বন (ভাঙ্গা ছাদে চাড়া দেওয়া)। [দেশী]।

চাড়ি—বিঃ মাটির বড় গামলাবিশেষ। [দেশী]।

চাতক—বিঃ পক্ষিবিশেষ (প্রবাদ আছে যে, ইহারা মেঘের নিকট জল বাঞ্ছা করে এবং বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করে না)। [সং. √চত্+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **চাতকী, (**অশু.) **চাতকিনী**।

চাতাল—বিঃ চত্বর ; প্রস্তরাদিতে বাঁধান অনাবৃত উপবেশন-স্থান ; উঠান বা রোয়াক। [সং. চত্বর]।

চাতুরালি, চাতুরালী—বিঃ চতুরতা ; নৈপুণ্য ; শঠতা, ধূর্ততা, চালাকি। [সং. চতুর+অ+বাং. +আলী, আলি]।

চাতুরী, চাতুর্য—বিঃ চতুরতা ; নৈপুণ্য (গঠন-চাতুর্য) ; (বাং.) শঠতা, ধূর্ততা, চালাকি। [সং চতুর+অ (ভা)+ঈ ; চতুর+য (ভা)]।

চাতুর্বর্ণ্য—(১)বিঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র : হিন্দুজাতির এই বর্ণচতুষ্টয় বা তাহাদের পালনীয় ধর্ম। (২)বিণঃ চতুর্বর্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. চতুর্বর্ণ +ষ]। **চাতুর্মাস্য**—বিঃ চারিমাসে নিষ্পাদ্য ব্রত-বিশেষ। [সং. চতুর্মাস+ষ]। বিঃ **চাতুর্মাস্য**—চাতুর্মাস্য ব্রত।

চাতুর্য—চাতুরী দ্রঃ।

চাদর—বিঃ উড়ানি, উত্তরীয় ; আস্তরণ (বিছানার চাদর) ; ধাতু ও অনুরূপ বস্তুর পাত (তামার চাদর)। [ফা.]।

চান—**স্নান** ও **চাঁদ**-এর বিকৃত কথ্য রূপ।

চানকা—ক্রিঃ তৎপর করা, আলস্য বা জড়তা দূর করা (ভৃত্যকে চানকাচ্ছে, শরীর চানকাচ্ছে) ; সমুজ্জ্বল করা (আসবাবপত্র চানকাচ্ছে, প্রতিমার চোখ চানকাচ্ছে) ; গরম করা বা অল্প ভাজা (মসলা চানকাচ্ছে) ; ভাজিবার সময় খোলা হইতে মুড়ি উঠাইয়া লওয়া। [হি. √চনক= ফাটিয়া যাওয়া]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চানকা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

চান্‌সেলার—চ্যান্‌সেলার-এর রূপভেদ।

চানা—বিঃ ছোলা। [সং. চণক]। বিঃ **-চুর**—ভাজা ডাল বাদাম ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত চিবাইয়া খাইবার খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

চান্দ, চান্দা১—বিঃ (ব্রজ.) চাঁদ। [সং. চন্দ্র]।

চান্দা২—**চাঁদা**২,৩,৪-এর রূপভেদ।

চান্দ্র—বিণঃ চন্দ্র-সম্বন্ধীয় ; চন্দ্রের গতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত (চান্দ্রবৎসর)। [সং. চন্দ্র+অ]। বিঃ **-মাস**—চন্দ্রের গতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত মাস অর্থাৎ শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত এই ত্রিশ তিথিব্যাপী মাস। বিঃ **-বৎসর**—দ্বাদশ চান্দ্রমাস।

চান্দ্রায়ণ—বিঃ এক চান্দ্রমাসব্যাপী পালনীয় ব্রত; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। [সং. চন্দ্র+আয়ন]। বিণঃ **চান্দ্রায়ণিক**—চান্দ্রায়ণব্রতে দীক্ষিত।

চাপ১—বিঃ ধনুক ; (জ্যামি.) বৃত্ত-পরিধির অংশ, arc। [সং. √চপ্+অ (ণে)]।

চাপ২—(১)বিঃ ভার, পেষণ, পীড়ন (পদচাপ, কাজের চাপ) ; প্রেষ, pressure (বায়ুচাপ) [বি.প.] ; পীড়াপীড়ি, পরোক্ষ পীড়ন (চাপ দিয়া কাজ আদায়) ; জমাট বস্তু, ডেলা, চাঙড় (রক্তের চাপ, মাটির চাপ)। (২)বিণঃ ঘন, ঠাস, জমাট (চাপবুনন, চাপদই)। [বাং. √চাপ্+অ]।

চাপকান—বিঃ লম্বা ঢিলা জামাবিশেষ। [ফা. চপ্‌কন্]।

চাপটি, চাপটী—বিঃ উবু হইয়া আসনে পাছার ভর (চাপটি খেয়ে বসা)। [দেশী]।

চাপড়—বিঃ চড়, থাপ্পড়। [সং. চপেট]।

চাপড়া১—বিঃ স্থূল চ্যাপ্টা খণ্ড (ঘাসের চাপড়া)] [সং. চর্পটা]।

চাপড়া₂—ক্রিঃ ক্রমাগত চাপড় মারা। [চাপড় দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চাপড়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চাপড়াষষ্ঠী—বিঃ ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী-তিথি। [<সং. চর্পট+ষষ্ঠী]।

চাপদাড়ি—বিঃ মুখমণ্ডলব্যাপী জমাট খাট দাড়ি। [চাপ₂+দাড়ি]।

চাপরাস, (বর্জি.) **চাপরাশ**—বিঃ পদপরিচায়ক চিহ্ন; ভৃত্যগণ কর্তৃক ধারণীয় মনিবের পরিচয়-সূচক ধাতুপট্ট। [ফা. চাপ্‌রাস্]। বিঃ **চাপরাসী, চাপরাসি,** (বর্জি.) **চাপরাশী**—চাপরাসধারী, পেয়াদা, আরদালী।

চাপল্য, চাপল—বিঃ চপলতা; প্রগল্‌ভতা; অস্থিরতা; ঔদ্ধত্য; অবিমৃষ্যকারিতা। [সং. চপল+য, অ (ভা)]।

চাপা—(১)ক্রিঃ চাপ ভার বা ভর দেওয়া (চেপে বসা); টেপা (গলা চেপে মারা); ঢাকা, লুকান (কথা চাপা); ব্যাপ্ত করা ('পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা' : কৃত্তি.); আরোহণ করা (ঘোড়ায় চাপা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ রুদ্ধ (চাপা গলা); আবৃত (কাঁটাঝোপে চাপা); অস্পষ্ট, অনুচ্চ (চাপা সুর); গুপ্তভাবে প্রচলিত (চাপা গুজব); বসা, টোল-খাওয়া (মেরুদেশ কিঞ্চিৎ চাপা); অব্যক্ত, অপ্রকাশিত (চাপা দুঃখ); মনের কথা প্রকাশ করে না এমন (চাপা লোক)। [সং. √চপ্+বাং. আ]। ক্রিঃ **চাপা দেওয়া**—আচ্ছাদিত করা; গোপন করা। ক্রিঃ **চাপা পড়া**—ঢাকিয়া যাওয়া (লতাপাতায় চাপা পড়েছে); স্মরণ বা আলোচনার বহির্ভূত হওয়া (কথাটা চাপা পড়েছে); ভারের চাপে পড়া (গাড়িতে চাপা পড়া)। ক্রিঃ **চাপিয়া বসা**—ঠেলিয়া বসা; দীর্ঘকালের জন্য বসা; উঠিতে না চাওয়া; সম্পূর্ণভাবে অধিকার করা। বিঃ **-চাপি**—পীড়াপীড়ি; ঢাকাঢাকি, গোপনতা। বিঃ **-চুপি**—গোপনতা; ঘনভাবে ঢাকা।

চাপাটি—বিঃ হাতে চাপড়াইয়া প্রস্তুত রুটি। [সং. চর্পটী]।

চাপান₁ (উচ্চা : চাপান্)—বিঃ কবিগান তরজা প্রভৃতিতে একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে সমাধানের জন্য প্রদত্ত সমস্যা (তু. কাটান); যাহা চাপান হইয়াছে বা হয়। [বাং. √চাপা+আন]।

চাপান₂, চাপানো—(১)ক্রিঃ বোঝাই করা (গাড়িতে মাল চাপান); চড়ান, স্থাপন করা (ঘাড়ে চাপান); আরোপ করা (দোষ চাপান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √চাপা (প্রেরণার্থক)+আন]।

চাবকা—ক্রিঃ চাবুক দিয়া মারা। [চাবুক দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চাবুক দিয়া মারা; (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **চাবকানি**—চাবুক-দ্বারা প্রহার।

চাবি, চাবিকাঠি—বিঃ তালা বন্ধ করা বা খুলিবার শলাকাবিশেষ, কুঞ্চিকা; যন্ত্রাদি চালু করিবার কলবিশেষ (ঘড়ির চাবি, হারমোনিয়মের চাবি)। [পো. chave]।

চাবুক—বিঃ কশা, বেত চামড়া প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত প্রহরণবিশেষ। [ফা.]।

চাম—বিঃ চামড়া, ত্বক্‌। [সং. চর্ম]।

চামচ, (কথ্য) **চামচে**—বিঃ ক্ষুদ্র হাতাবিশেষ। [সং. চমস]।

চামচিকা, (কথ্য) **চামচিকে**—বিঃ বাদুড়জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণিবিশেষ। [সং. চর্মচটিকা]।

চামড়া—বিঃ চর্ম, চাম, ত্বক্‌। [বাং. চাম (সং. চর্ম)+ড়া (স্বার্থে)]।

চামর—বিঃ চামরী গোরুর পুচ্ছনির্মিত ব্যজন। [সং. চমর+অ]। বিণঃ **-ধারিণী**—চামর-দ্বারা বীজনকারিণী। **চামরী** (-রিন্)—(১)বিণঃ চামর-যুক্ত; (২)বিঃ ঘোড়া; (বাং.) চমরী মৃগী ('কবরী-ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে' : বি. প.)।

চামসা—বিণঃ (গন্ধ-সম্বন্ধে) শুষ্ক চর্মতুল্য। [বাং. চাম+সা (সাদৃশ্যার্থে)]।

চামাটি, চামাতি—বিঃ চামড়ার পটি; ক্ষুর ঘষি-বার চর্মখণ্ড। [সং. চর্মপত্র]।

চামার—বিঃ চর্মকার, মুচি; (আল.) নিষ্ঠুর বা নীচ ব্যক্তি। [সং. চর্মার]। বি(স্ত্রী): **-নী,** বর্জি.) **-ণী**।

চামুণ্ডা—বিঃ দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ (এই রূপে দুর্গা চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন)। (সং.]।

চামেলি, (বর্জি.) **চামেলী**—বিঃ মল্লিকাজাতীয় ক্ষুদ্র পুষ্পবিশেষ, জাতিফুল। [তু. হি: চমেলী।

চার₁—**চারা₁**-এর রূপভেদ।

চার₂—বিঃ গুপ্তচর। [সং. চর+অ (স্বার্থে)]।

চার₃—বিঃ মাছকে আকর্ষণ করার মসলা (পুকুরে চার ফেলা); জলাশয়াদির যেখানে উক্ত মসলা

ফেলা হইয়াছে (চারে মাছ আসা)। [হি. চারা$_1$]।

চার$_4$—বি.বিণ: ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্]। বি: **-আনা**—সিকি অংশ; এক টাকার চারভাগের একভাগ। বি: **-আনি**—সিকি টাকা মূল্যের মুদ্রা; কোন কিছুর চতুর্থাংশ। বিণ: **-ইয়ারি, -ইয়ারী**—চারিজন বন্ধুর সম্মেলনজাত ('চার-ইয়ারী কথা' : প্র.চৌ.)। বিণ: **-কোনা**—চতুষ্কোণ। **-চালা**—(১)বিণ: চারদিকে ঢালুভাবে নির্মিত চারখানি চালবিশিষ্ট; (২)বি: ঐরূপ ঘর। বিণ: **-চৌকা,** (কথ্য) **-চৌকো**—সমচতুষ্ক। বি: **-টা,** (কথ্য) **-টে**—(ঘড়িতে) চার ঘটিকা। বিণ: **-টি, -টিখানি**—অল্প কিছু, যৎসামান্য। বি: **-পায়া**—চারিটি পায়া-যুক্ত (প্রধানতঃ দড়িদ্বারা তৈয়ারি) খাটিয়াবিশেষ। বিণ: **-পো, -পোয়া**—পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ। **চার সন্ধ্যা**—প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও মধ্যরাত্রি। **চার চক্ষু এক হওয়া**—পরস্পরের দৃষ্টি মিলিত হওয়া; বিবাহকালে শুভদৃষ্টি হওয়া। **চার হাত এক করা**—বিবাহ দেওয়া।

চারক—বিণ: যে চরায় (গোচারক, পশুচারক)। [সং. √চর্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

চারচালা, চারচৌকা (-কো), চারটা (-টে)—**চার$_4$** দ্রঃ।

চারণ$_1$—বি: কুলকীর্তি-গায়ক, স্তুতিপাঠক, ভাট অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রচারক। [সং. √চর্+ণিচ্+অন (র্তৃ)]।

চারণ$_2$—বি: পশু চরানর কাজ (গোচারণ); পশু চরাইবার স্থান, চারণভূমি। [সং. চর √ণিচ্+অন (ভা, ধি)]।

চারণ$_3$, চারণা—বি: চালনা (পঙ্গচারণ)। [সং √চর্+ণিচ্+অন (ভা).+আ]।

চারপায়া, চারপো, চারপোয়া—**চার$_4$** দ্রঃ।

চারা$_1$—বি: পশু বা মাছের খাদ্য অথবা টোপ। [হি. চারা]।

চারা$_2$—বি: উপায়, প্রতিকার, প্রতিষেধক (চারা নেই, বেচারা, নাচার)। [ফা.]।

চারা$_3$—(১)বি: কচি গাছ; মাছের বাচ্চা। (২) বিণ: নবজাত (চারা গাছ)। [দেশী]।

চারা$_4$, চারান (-নো)—ক্রি: ব্যাপক হওয়া, ছড়াইয়া পড়া; সকলের উপর বা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া ('বেত চারাইয়া না পড়িলে' : শরৎ)। [সং. চার =প্রচার, প্রসার]।

চারি—**চার$_4$**-এর রূপভেদ।

চারিত—বিণ: চরান হইয়াছে এমন; সঞ্চারিত; চালিত। [সং. √চর্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

চারিত্র, চারিত্র্য—বি: চরিত্র; সদাচার, সৎ স্বভাব। [সং. চরিত্র+অ, য (স্বার্থে)]। বিণ: **চারিত্রিক**—চরিত্র-সম্বন্ধীয়।

-চারী (-রিন্)—বিণ: (উপপদের পর) বিচরণকারী (আকাশচারী); আচরণকারী (ব্রতচারী)। [সং. √চর্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-চারিণী**।

চারু—বিণ: সুন্দর, মনোরম, সুদর্শন (চারুনেত্র); ললিত, সুকুমার (চারুকলা)। [সং √চর্+উ (র্তৃ)]। বি: **-কলা**—**কলা$_1$** দ্রঃ। বি: **-তা**। বিণ(স্ত্রী): **-শীলা**—সৎস্বভাবা।

চার্চ—বি: গির্জা। । [ইং. church]।

চার্জ—বি: অভিযোগ; অপরাধ আরোপ; আহার ও বাসস্থান বাবদ ব্যয় (হোটেলের চার্জ), মাশুল; দায়িত্ব, তত্ত্বাবধান (চার্জে থাকা)। [ইং. charge]।

চার্বাক—বি: নাস্তিক মুনিবিশেষ: ইনি বেদ আত্মা পরলোক প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। [সং. চারু+বাক]।

চার্ম—বিণ: চর্মসম্বন্ধীয়। [সং. চর্ম+অ]।

চাল$_1$—**চাউল**-এর কথ্য রূপ।

চাল$_2$—বি: গৃহাদির কাঁচা (অর্থাৎ বাঁশ খড় তৃণাদির) আচ্ছাদন বা ছাদ; প্রতিমার পিছনের গোলাকার পট। [সং. √চল্+অ (র্তৃ)]। বি: **-কুমড়া**—ছাঁচি কুমড়া। বি: **-চিত্র**—প্রতিমার পিছনে স্থাপিত চিত্রবিচিত্র গোলাকার পট। **-চুলা,** (কথ্য) **-চুলো**—আশ্রয় ও অন্নসংস্থান। **চাল কেটে উঠান**—উদ্বাস্তু করা। **চালের বাতা**—**বাতা** দ্রঃ।

চাল$_3$—বি: প্রথা, জীবনযাত্রার ধরন, কর্মপ্রণালী, আচার-ব্যবহার (বনেদি চাল, চালচলন); ফন্দি, কৌশল (চাল ফসকান); গতিভঙ্গি (গদাই-লশকরী চাল); দাবা পাশা ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটির দান; মিথ্যা বড়াই (চাল মারা)। [দেশী ?—তু সং. √চল্]। ক্রি: **চাল কমান**—জীবনযাত্রার আড়ম্বর কমান; ব্যয়সঙ্কোচ করা। ক্রি: **চাল চালা**—ফন্দি খাটান। ক্রি: **চাল দেওয়া**—মিথ্যা জাঁক করা; ফন্দি খাটান; দাবা পাশা ইত্যাদি খেলায় দান দেওয়া। ক্রি: **চাল বাড়ান**—জীবনযাত্রার আড়ম্বর বাড়ান; খরচ বাড়ান। ক্রি: **চাল মারা**—মিথ্যা জাঁক করা;

ফাঁকি দেওয়া। বিঃ **-চলন**—রীতিনীতি ; স্বভাবচরিত্র। বিণঃ **-বাজ**—মিথ্যা বড়াইকারী ; ফাঁকিবাজ ; ফন্দিবাজ। বিঃ **-বাজি**—মিথ্যা বড়াই ; ফাঁকিবাজি ; ফন্দিবাজি।

চালক—(১)বিণ.বিঃ পরিচালক, নেতা (দেশের চালক) ; চালনাকারী (হস্তিচালক, নৌচালক)। [সং. √চল্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

চালচলন—**চাল৩** দ্রঃ।

চালতা, চালতে—**চালিতা**-র চলিত রূপ।

চালন, চালনা—বিঃ সঞ্চালন (হস্তচালন) ; প্রয়োগ-করণ (অসিচালনা) ; অনুশীলন, চর্চা, খাটান (মস্তিষ্কচালনা, দেহচালনা) ; পরিচালনা (রাজ্য-চালনা) ; স্থানান্তরিতকরণ (সৈন্যচালনা)। [সং. √চল্+ণিচ্ √অন (ভা), +আ]। বিণঃ **চালিত**—চালনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **চালনীয়**—চালনযোগ্য।

চালনি, চালুনি—বিঃ চালনী। [সং. চালনী]। **চালুনি বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা**—(আল.) নিজে বহু দোষে দোষী হইয়াও পরের সামান্য নিন্দায় মুখর হওয়া।

চালনী—বিঃ শস্যাদির অখাদ্য অংশ ঝাড়িয়া ফেলিবার কাজে ব্যবহৃত ছিদ্রবহুল পাত্রবিশেষ, বৃহদাকার ছাঁকনিবিশেষ। [সং. √চল্+ণিচ্+অন (ণে)+ঈ]।

চালবাজ, চালবাজি—**চাল৩** দ্রঃ।

চালমুগরা—বিঃ বন্যতরুবিশেষ বা তাহার বীজ। [?]। **চালমুগরার তেল**—চালমুগরা বীজ হইতে প্রস্তুত তৈল (ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)।

চালশে—**চালিশা**-র চলিত রূপ।

চালা১—(১)ক্রিঃ সঞ্চালন করা, নাড়া (মাথা চালা) ; চালুনির দ্বারা পরিষ্কার করা, ঝাড়া ; দাবা পাশা ইত্যাদি খেলায় (ঘুঁটি নাড়িয়া) দান দেওয়া ; মন্ত্রবলে গতিশীল করা (বাটি চালা) ; খাটান, প্রয়োগ করা (চাল চালা) ; চালান (সে কারবারটি চালাচ্ছে)। (২)বি বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √চালি+বাং. আ]। বিঃ **-চালি**—নাড়ানাড়ি, ইতস্ততঃ সঞ্চালন।

চালা২—(১)বিণঃ তৃণাদির দ্বারা নির্মিত চাল বা ছাদবিশিষ্ট (চালাঘর)। (২)বিঃ চালবিশিষ্ট ঘর, চালাঘর, কুঁড়ে। [সং. চাল২+বাং. আ]।

চালাক—বিণঃ চতুর, বুদ্ধিমান্ ; কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, ধূর্ত। [ফা.]। বিঃ **চালাকি**, (বর্ত. বিরল) **চালাকী**—চাতুরী, ধূর্তামি ; ফন্দি।

চালান১, চালানো—(১)ক্রিঃ পরিচালিত করা (সংসার চালান) ; গতিযুক্ত বা চালিত করা (গাড়ি চালান) ; প্রয়োগ করা (অস্ত্র চালান) ; প্রচলিত বা চালু করা (বাজারে চালান) ; অস্থায়ভাবে (সাধারণের নিকট) গছান (জাল টাকা চালান) ; মন্ত্রবলে গতিশীল করা (বাটি চালান) ; নিয়ন্ত্রিত করা (ছেলেকে সৎপথে চালান) ; করিতে থাকা (গান চালান) ; নির্বাহ করা (কাজ চালান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √চালা (প্রেরণার্থক)+আন]।

চালান২, চালান্—বিঃ প্রেরণ ; রপ্তানি ; প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা, invoice ; (অপরাধীকে গ্রেফতার করিয়া) বিচারার্থ প্রেরণ (চালান দেওয়া)। [বাং. √চালা (প্রেরণার্থক)+আন্ (ভা)—তু. হি. চালান্]।

চালানী—বিণঃ চালান-সম্বন্ধীয় ; রপ্তানী করা হইয়াছে বা হইবে এমন ; রপ্তানির উপযোগী। [বাং. চালান২+ঈ]।

চালিত—**চালন** দ্রঃ।

চালিতা—বিঃ অম্ল-কষায় রসযুক্ত ফলবিশেষ। [দেশী]।

চালিশা—বিঃ চল্লিশ বৎসর বয়সে যে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মে ; বয়সের আধিক্যজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা। [বাং. চল্লিশ+ইয়া]।

চালু—বিণঃ প্রচলিত (চালু হওয়া) ; চলতি (চালু মাল) ; চলন্ত (চালু কারবার), প্রবর্তিত (মত চালু করা) ; (বিদ্রূপে) মিশুক এবং লোকের মন জয় করিয়া স্বীয় কার্যসাধনে দক্ষ (চালু ছেলে)। [বাং. √চল্, √চলা+উ ?—তু. হি. চালু]। **চালু মাল**—বাজারে চলতি পণ্য ; (বিদ্রূপে) লোকের মন জয় করিয়া স্বীয় কার্য সাধনে দক্ষ ব্যক্তি।

চালুনি—**চালনি** দ্রঃ।

চাষ১, চাস১—বিঃ নীলকণ্ঠ পাখি, সোনা চড়াই। [সং. √চষ্+ণিচ্+অ (র্তৃ)]।

চাষ২, (বিরল) **চাস২**—বিঃ ভূমিকর্ষণ, কৃষিকর্ম ; উৎপাদন (মাছের চাষ), চর্চা, অনুশীলন (বুদ্ধির চাষ)। [সং. √চষ্+অ (ভা)]। বিঃ **-বাস**—কৃষিকার্য। বিঃ **চাষা**, (বিরল) **চাসা**—কৃষক ;

মূর্খ, অভদ্র বা অমার্জিত লোক। বিণ: **চাষাড়ে**, (বিরল) **চাসাড়ে**—চাষার তুল্য; অসভ্য; অশিক্ষিত; গোঁয়ার; গ্রাম্য। বি: **চাষাভুষা**, (বিরল) **চাসাভুসা**, (কথ্য) **চাষাভুষো, চাষাভুসো**—চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক; অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি। বি: **চাষী**, (বিরল) **চাসী**—কৃষক, কৃষিজীবী।

চাহন—**চাহা**১, ২ দ্র:।

চাহন১—বি: ইচ্ছা; প্রার্থনা, যাচ্ঞা। [চাওয়া১ দ্র:]।

চাহন২—বি: অবলোকন; দৃষ্টিপাত; চক্ষুরুন্মীলন। [চাওয়া২ দ্র:]। বি: **চাহনি**—নজর, দৃষ্টিপাত।

চাহা—চাওয়া১, ২-র রূপভেদ।

চাহিদা—বি: (ভোগ্যবস্তু সম্পর্কে) কিনিবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন; টান, সাধারণের দরকারের পরিমাণ, demand। [হি.]।

চিংড়ি—বি: জলচর প্রাণিবিশেষ (সাধারণত: মৎস্যরূপে পরিগণিত হইলেও বৈজ্ঞানিক মতে মৎস্য নহে)। [সং. চিঙ্গট]। **কুচা চিংড়ি, ঘুষা চিংড়ি**—অতি ক্ষুদ্রাকার চিংড়িবিশেষ। **গলদা চিংড়ি**—মাথার প্রচুর ঘিলুযুক্ত বৃহদাকার চিংড়িবিশেষ। বি: **বাগদা চিংড়ি**—বৃহদাকার চিংড়িবিশেষ।

চিঁ, চিঁচিঁ—অব্য: (প্রধানত: পাখির) ক্ষীণ আর্তনাদধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।

চিঁড়া,(কথ্য)**চিঁড়ে**—বি:চিপিটক,ধান (ঢেঁকিতে) পিষিয়া প্রস্তুত মুড়িজাতীয় খাদ্যবিশেষ। [সং. চিপিটক]। ক্রি: **চিঁড়া কোটা**—জলসিক্ত ধান ঈষৎ ভাজিয়া লইয়া ঢেঁকিতে পেষণপূর্বক চিঁড়া তৈয়ারি করা। বিণ: **চিঁড়ে-চেপটা**—চিঁড়ের ন্যায় চেপটা; (আল.) অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া নাজেহাল (ট্রামে চিঁড়েচেপটা হয়ে কোন গতিকে এসেছি); নাস্তানাবুদ, আধ-মরা (মেরে চিঁড়ে-চেপটা করা)।

চিঁহিঁ, চিঁহিঁহিঁ—অব্য.বি: ঘোড়ার ডাকের আওয়াজ, হ্রেষাধ্বনি। [দেশী]।

চিক১—বি: গলার গহনাবিশেষ। [দেশী]।

চিক২—বি: বাঁশের শলা দ্বারা নির্মিত পর্দাবিশেষ। [তুর.]।

চিকন১, (অশু.) **চিকণ**—বিণ: চকচকে, উজ্জ্বল; স্নিগ্ধ, সুশ্রী, সুন্দর (চিকণ-কালা)। [সং. চিক্কণ]। বি: **-কালা**—সুন্দর কৃষ্ণ।

চিকন২—(১)বি: বস্ত্রাদির উপর সূক্ষ্ম সূচীকর্ম (চিকনের কাজ)। (২)বিণ: পাতলা, মিহি, সূক্ষ্ম (চিকন কাপড়)। [ফা.]।

চিকনাই—**চেকনাই**-র বিরল রূপ।

চিকনিয়া১, (অশু.) **চিকণিয়া**১—বিণ: (প্রাকাব্যে) চিকন, মনোহর ('চূড়া চিকণিয়া': ভা. চ.)। [সং. চিক্কণ]।

চিকনিয়া২, (অশু.) **চিকণিয়া**২—অস-ক্রি: চিকন বা সুন্দর করিয়া ('চিকণিয়া গাঁথিনু সজনি ফুল-মালা': মধু.)। [বাং. √চিকনা (নামধাতু) + ইয়া]।

চিকারি, চিকারী—বি: সেতারে সংলগ্ন অতিরিক্ত তারসমূহের যে কোনটি। [?]।

চিকিচ্ছে—**চিকিৎসা**-র প্রাদে. রূপ।

চিকিৎসক, চিকিৎসনীয়—**চিকিৎসা** দ্র:।

চিকিৎসা—বি: রোগ-নিরাময়ের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা। [সং. √কিত্‌ + সন্‌ + অ (ভা) + আ]। বি: **-লয়**—যে স্থানে চিকিৎসা করা হয় বা রোগ-নিরাময়ের জন্য ঔষধ দেওয়া হয়। বিণ: **-ধীন**—চিকিৎসিত হইতেছে এমন। বি: **চিকিৎসক**—চিকিৎসাকারী, ভিষক্‌, ডাক্তার, বৈদ্য। বিণ: **চিকিৎসনীয়, চিকিৎস্য**—চিকিৎসার যোগ্য বা সাধ্য; চিকিৎসা করা চলিবে বা করিতে হইবে এমন। বি: **-সঙ্কট, -সংকট**—**বৈদ্যসঙ্কট**-এর অনুরূপ। বিণ: **চিকিৎসিত**—চিকিৎসা করা হইয়াছে এমন।

চিকীর্ষা—বি: করিবার ইচ্ছা (শুভচিকীর্ষা)। [সং. √কৃ + সন্‌ + অ (ভা) + আ]। বিণ: **চিকীর্ষিত**—করিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত। বিণ: **চিকীর্ষু**—করিতে ইচ্ছুক।

চিকুর—(১)বি: কেশ, চুল ('চিকুর ফুরিছে বসন উড়িছে': চণ্ডী.); বিজলী, বিদ্যুৎ ('চিকুর ঝিকিমিকে': রবীন্দ্র)। (২)বিণ: চপল। [সং. চি + √কুর্‌ + অ (র্তৃ)]। বি: **-জাল**—কেশদাম, কেশগুচ্ছ।

চিক্কণ—বিণ: চিকন, মসৃণ ও উজ্জ্বল, চকচকে; স্নিগ্ধ, সুন্দর, শোভন। [সং. √চিৎ + কণ]।

চিক্কুর১—বি: তীব্র বিদ্যুৎ বা বজ্র (চিক্কুর হানছে)। [সং. চিকুর]।

চিক্কুর২—বি: তীব্র চীৎকার (চিক্কুর দেওয়া বা মারা)। [সং. চীৎকার]।

চিক্‌চিক্‌, চিক্‌মিক্‌—অব্য: ঈষৎ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, ঝিক্‌মিক্‌ (শিশিরবিন্দু চিক্‌চিক্‌ করে)। [দেশী]:

চিঙ্গট, চিঙ্কেট, চিঙ্গড়—বিঃ চিংড়ি। [সং.]। বি-(স্ত্রী): **চিঙ্গটী**—ছোট চিংড়ী।
চিঙ্গড়ি, চিঙ্গড়ী—চিংড়ি-র বানানভেদ।
চিচিংফাঁক—বিঃ (আরব্যোপন্যাসে উক্ত) কবাটাদি উন্মোচনের গুপ্তমন্ত্রবিশেষ। [গি. ঘো. উদ্ভাবিত]।
চিচিঙ্গা, চিচিঙা, (কথ্য) **চিচিঙ্গে**—বিঃ ব্যঞ্জনরূপে ভক্ষ্য লম্বা সবজিবিশেষ। [সং. চিচিণ্ড]।
চিচ্চিড়—চিড়্চিড়্-এর রূপভেদ।
চিচ্ছক্তি—বিঃ চৈতন্যশক্তি, চিৎরূপা শক্তি (তু. জড়শক্তি)। [সং. চিৎ+শক্তি]।
চিজ, চীজ—বিঃ সামগ্রী, দ্রব্য, বস্তু; মূল্যবান্ সামগ্রী; (বিদ্রূপে) ধূর্ত বা বদমাশ বা অদ্ভুত লোক (সে একটি চিজ) [ফা. চীজ্]।
চিট১—বিঃ কাগজের ছোট টুকরা, চিরকুট। [হি.]।
চিট২—বিঃ আঠাল ভাব (চিট ধরা)। [দেশী]। বিণ: **-চিটে**—আঠাল, ঈষৎ চটচটে।
চিটা১, (কথ্য) **চিটে**১—(১)বিণ: শুষ্ক, নীরস, অসার। (২)বিঃ যে ধানের মধ্যে চাল নাই। [দেশী]।
চিটা২, (কথ্য) **চিটে**২—(১)বিণ: চিটযুক্ত, ঈষৎ চটচটে বা আঠাল। (২)বিঃ চিটাগুড়। [বাং. চিট+আ, এ]। বিঃ **-গুড়**—(তামাক মাখায় ব্যবহৃত) ঘন কাল চটচটে গুড়বিশেষ, কোতরা গুড়।
চিঠা—বিঃ ক্ষুদ্র চিঠি; ফর্দ; তালিকা; জমিদারি-সংক্রান্ত খসড়া হিসাববহি; জমির পরিমাণ-ফলের বিবরণ-বহি। [হি. চিট্ঠা]।
চিঠি—বিঃ লিপি, পত্র। [হি. চিট্ঠী]। বিঃ **চিঠি-চাপাটি**—চিঠিপত্র, পত্রাদি।
চিড়—বিঃ ফাট, বিদারণ; ফাটার সরু রেখা বা চিহ্ন। [দেশী]। ক্রি: **চিড় খাওয়া**—ফাট ধরা, ফাটা।
চিড়া—চিঁড়া-র বিরল বানান।
চিড়িক্—অব্য: হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণাবোধক (চিড়িক্ মারা)। [দেশী]।
চিড়িতন—বিঃ তাসের রঙ-বিশেষ। [হি. চিড়িয়া ?]।
চিড়িয়া—বিঃ পাখি। [হি. চিড়িয়া]। বিঃ **-খানা**—পশুপক্ষিশালা।
চিড়্চিড়্, চিচ্চিড়—অব্য: ঈষৎ চড়্চড়্ শব্দ। [দেশী]।
চিড়্বিড়্—অব্য: ক্রমাগত জ্বালা ও চুলকানি। [দেশী]।
চিত১—বিঃ **চিত্ত**-র পদ্যের কোমল রূপ।
চিত২—**চিৎ**২ দ্রঃ।
চিত৩—বিণ: চয়ন করা হইয়াছে এমন; সঞ্চিত; রচিত। [সং. √চি+ত (ক্ত)]।
চিতই—বিঃ আসকে পিঠে। [সং. চিত্রাপূপ]।
চিতন—**চিতান**২-র রূপভেদ।
চিতল—বিঃ চ্যাপ্টা দেহ ও চওড়া পেটযুক্ত মৎস্য-বিশেষ। [সং. চিত্রফল]।
চিতা১—বিঃ শবদাহের চুল্লী। [সং. √চি+ত (ক্ত)+আ]। **রাবণের চিতা**—প্রবাদ যে রাবণের চিতা কখনও নির্বাপিত হইবে না; (আল.) চিরস্থায়ী মর্মযন্ত্রণা।
চিতা২—বিঃ গুল্মবিশেষ (রাংচিতা, শ্বেতচিতা); কাপড়ে যে তিলবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল দাগ পড়ে, বৃক্ষে বা বৃক্ষপত্রে শ্যাওলা বা ছাতাধরা দাগ, (মানবদেহে) মেচেতা (চিতা পড়া)। [সং. চিত্র]।
চিতা৩—বিঃ হরিদ্রাবর্ণের উপর গোল গোল কাল ছাপযুক্ত বাঘবিশেষ। [সং. চিত্রক]।
চিতা৪—ক্রি: চিৎ হওয়া বা করা (মাছটি চিতাইয়াছে, মাছটি চিতাও); ফোলান (বুক চিতিয়ো না)। [চিৎ২ দ্রঃ]।
চিতান১—**চিতেন**-এর মার্জিত রূপ।
চিতান২, **চিতানো**—(১)ক্রি: চিৎ হওয়া বা চিৎ করা; ফোলান (বুক চিতান)। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [চিতা৪ দ্রঃ]।
চিতি—বিঃ চিত্রিতদেহ সর্পবিশেষ (সচ. **চিতিসাপ**); চিত্রিতদেহ ছোট কাঁকড়াবিশেষ (সচ. **চিতি-কাঁকড়া**)। [সং. চিত্রক]।
চিতুই—**চিতই**-র রূপভেদ।
চিতে—**চিতা**১,২,৩-এর কথ্য রূপ।
চিতেন—বিঃ গানে (বিশেষতঃ কবিগানে) মহড়ার পরে উচ্চকণ্ঠে গীত অংশ। [দেশী]।
চিৎ১—বিঃ জ্ঞান, চৈতন্য (চিৎ-শক্তি)। [সং. √চিৎ+ক্বিপ্ (ভা)]।
চিৎ২, **চিত**—বিণ: আকাশের দিকে মুখ করিয়া মাটিতে পিঠ রাখিয়া শয়ান (চিৎ হওয়া); ঐভাবে শায়িত (চিৎ করা); (আল.) পরাজিত ('তোমার শত্রুরা রণক্ষেত্রে চিৎ': বঙ্কিম.)। [সং. উত্তান]। বিণ: **-পটাং, -পাত**—সম্পূর্ণ চিৎ হইয়া পতিত (চিৎপটাং বা চিৎপাত হওয়া)।
চিৎকার, চীৎকার—বিঃ চেঁচানি, উচ্চ কণ্ঠস্বর গোলমাল। [সং. চিৎ (চী-)+ √কৃ+অ]।
চিত্ত—বিঃ মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। [সং. √চিত

+ত (ণ)]। বিঃ **-ক্ষোভ**—মনের ক্ষোভ। বিঃ **-চাঞ্চল্য**—মনের চঞ্চলতা বা বিকার। বিঃ **-চোর**—যে ব্যক্তি মনোহরণ করিয়াছে। বিঃ **-দমন**—আত্মসংযম, মনকে সংযতকরণ। বিঃ **-দাহ**—মনের জ্বালা, মর্মযন্ত্রণা। বিঃ **-নিরোধ**—মনকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্তকরণ। বিঃ **-প্রসাদ**—মানসিক সন্তোষ বা আনন্দ। বিঃ **-বিকার**—মনোভাবের বিকৃতি বা নৈতিক অবনতি। বিঃ **-বিক্ষেপ**—ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে মনোযোগের হানি; যোগে ব্যাঘাত-সৃষ্টিকারী মানসিক চাঞ্চল্য। বিঃ **-বিনোদন**—মানসিক প্রফুল্লতাবিধান, মনকে আনন্দদান। বিঃ **-বিভ্রম**—মানসিক বিমূঢ়তা, বুদ্ধিভ্রংশ। বিঃ **-বৃত্তি**—মনের ধর্ম ক্ষমতা স্বরূপ বা প্রকৃতি। বিঃ **-বৈকল্য**—মনের বিকার, কর্তব্যনির্ণয়ে অক্ষমতা। বিঃ **-ভ্রংশ**—চিত্তবিকার, মানসিক শক্তির নাশ। **-রঞ্জন**—(১)বিঃ চিত্তবিনোদন; (২)বিণঃ মনে আনন্দ দেয় এমন। **-রাঞ্জনী বৃত্তি**—মনের যে আনন্দদায়িনী প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য ও রস উপভোগে প্রবৃত্ত করায়। বিঃ **-শুদ্ধি**—মনোগত পাপ মালিন্য বা কু-ভাব দূরীকরণ। বিণঃ **-হারী** (-রিন্)—মন-ভুলানো। বিঃ **-স্থৈর্য**—মানসিক অচঞ্চলতা; উদ্বেগহীনতা। বিণঃ **চিত্তাকর্ষক**—মনোহর; কৌতূহল জাগায় এমন। বিঃ **চিত্তোন্নতি**—মানসিক উন্নতি, চিত্তবৃত্তির উন্নতি।

চিত্র—(১)বিঃ ছবি, আলেখ্য, প্রতিকৃতি, নকশা; তিলক, পত্রলেখা। (২)বিণঃ বিস্ময়কর; বিচিত্র; নানাবর্ণে রঞ্জিত। [সং.]। বিঃ **-কর, -কার, -কৃৎ**—ছবি-আঁকিয়ে, পটুয়া। বিঃ **-কলা**—ছবি আঁকার বিদ্যা। বিঃ **-কাব্য**—যে কবিতার পদসমূহ (গড়্গ পদ্ম ইত্যাদির) চিত্রে বা ছবির আকারে গ্রথিত হয়, acrostic; ব্যঙ্গ্যার্থহীন এবং শব্দার্থের আড়ম্বরপ্রধান কবিতা বা কাব্য। বিঃ **-গন্ধ**—মনোহর গন্ধ; হরিতাল। বিঃ **-দীপ**—পঞ্চপ্রদীপের অন্যতম। বিঃ **-পট**—ছবি আঁকিবার জন্য মোটা বস্ত্রবিশেষ, canvas; চিত্রাঙ্কিত বস্ত্র। বিঃ **-ফলক**—চিত্রাঙ্কিত ধাতুপাত কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি। বিণঃ **-বিচিত্র**—বিবিধ বর্ণযুক্ত বা চিত্রযুক্ত। বিঃ **-বিদ্যা**—চিত্রকলা। বিণঃ **-ময়**—ছবিতে পূর্ণ; ছবিতুল্য; (প্রধানতঃ) ছবিদ্বারা বর্ণিত। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বিঃ **-শালা**—চিত্রকরের কর্মস্থান, ষ্টুডিয়ো (studio); চিত্রসমূহ রাখার স্থান। বিঃ **-শিল্পী** (-ল্পিন্)—চিত্রকর।

চিত্রক১—বিঃ চিতাবাঘ। [সং. চিত্র+ √কৈ+অ (র্তৃ)]।

চিত্রক২—বিঃ চিত্র, তিলক। [সং. চিত্র+ক]।

চিত্রক৩—বিণঃ চিত্রাঙ্কনকারী। [সং. √চিত্র্+অক (র্তৃ)]।

চিত্রকূট—বিঃ রামায়ণোক্ত পর্বতবিশেষ; রামগিরি, বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়বিশেষ। [সং. চিত্র+কূট]।

চিত্রগুপ্ত—বিঃ যমরাজের অধীন কর্মচারী—সর্বজীবের পাপ পুণ্য আয়ু ইত্যাদির হিসাবরক্ষক। [সং. চিত্র (লেখন)+ √গুপ্+ত (র্তৃ)]।

চিত্রণ—বিঃ চিত্রকরণ, লিখন। [সং. √চিত্র্+অন (ভা)]।

চিত্রভানু—বিঃ অগ্নি; সূর্য। [সং. চিত্র (=বিচিত্র) ভানু (=কিরণ)]।

চিত্রা—বিঃ (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রবিশেষ, সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. চিৎ+ √ত্রৈ+অ (র্তৃ)+আ]।

চিত্রাঙ্গদা—বিঃ অর্জুন-পত্নী ও বভ্রুবাহনের জননী। [সং. চিত্র+অঙ্গ+ √দা+অ (র্তৃ)+আ]।

চিত্রানুগ—বিণঃ ছবির অনুসরণ বা ব্যাখ্যা করে এমন [চিত্রানুগ বর্ণনা), ছবির ন্যায় বর্ণিত, picturesque; অতি স্পষ্ট। [সং. চিত্র+অনুগ]।

চিত্রার্পিত—বিণঃ ছবিতে অঙ্কিত, চিত্রে নিবদ্ধ অর্থাৎ স্থির বা নিশ্চল। [সং. চিত্র+অর্পিত]।

চিত্রালঙ্কার—বিঃ ছবির আকারে শব্দ সাজাইয়া রচনা-রীতি। [সং. চিত্র+অলঙ্কার]।

চিত্রিণী—বিঃ দেহগঠনানুযায়ী চারি প্রকার নায়িকা বা স্ত্রীজাতির অন্যতমা (অন্য তিন প্রকার: হস্তিনী, শঙ্খিনী, পদ্মিনী); তন্ত্রোক্ত দেহস্থ নাড়ীবিশেষ। [সং. চিত্র+ইন+ঈ]।

চিত্রিত—বিণঃ অঙ্কিত, লিখিত; চিহ্নিত; নকশা-কাটা; চিত্রার্পিত। [সং. √চিত্র্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **চিত্রিতা**।

চিত্তল—**চিতল**-এর বিরল রূপ।

চিদাকাশ—বিঃ আকাশবৎ নির্লিপ্ত পরব্রহ্ম;

মনোরূপ পরব্রহ্ম ; (বাং.) চিত্তরূপ আকাশ ('চিদাকাশে উদয় হল')। [সং. চিৎ+আকাশ]।

চিদানন্দ—বিঃ চৈতন্য ও আনন্দের স্বরূপ যিনি অর্থাৎ পরব্রহ্ম। [সং. চিৎ+আনন্দ]।

চিদাভাস—বিঃ চৈতন্য বা জ্ঞানের প্রকাশ ; জীবাত্মা। [সং. চিৎ+আভাস]।

চিদ্রূপ—বিঃ চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময় আত্মা, ব্রহ্ম। [সং. চিৎ+রূপ]।

চিন১, চিন্—বিঃ চিহ্ন, দাগ, লক্ষণ, নিদর্শন ('লেজের চিন্' : কৃত্তি.)। [সং. চিহ্ন]।

চিন২—(১)বিঃ জানাশুনা (চিন-পরিচয়)। (২) বিণঃ চেনা, পরিচিত (অচিন দেশ, পাখি)। [বাং. √চিন্+অ]।

চিনা১—**চীনা১,২**-র বানানভেদ।

চিনা২—(১)ক্রিঃ পরিচিত বা পূর্বদৃষ্ট বলিয়া জানা, পরিচয় জানা (তাহাকে চিনি); আসল স্বরূপ জানা (মেয়েমানুষকে চিনতে পারা শক্ত) ; ঠাহর করিতে পারা (অত লোকের মধ্যে তাহাকে চিনা শক্ত) ; শনাক্ত করা (নিহত লোকটিকে সে ঠিক চিনেছে) ; বাছাই করা (ভালমন্দ চিনা) ; পরিচয় করা (অক্ষর চিনা)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। (৩)বিণঃ পরিচিত, জানিত (চিনা মানুষ)। [সং. √চিহ্ন্+বাং. আ]। বিঃ **-চিনি**—পরস্পর পরিচয়। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পরিচিত করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-পরিচয়, -শুনা, -শোনা**—আলাপ-পরিচয়।

চিনি—বিঃ শর্করা। [চী. চি-নি]। **চিনিপাতা দই**—চিনিমিশ্রিত দুধ হইতে প্রস্তুত দধি। **চিনির বলদ**—বলদ যেমন মহাজনের চিনি বহন করে অথচ তাহার স্বাদগ্রহণ করিতে পারে না তেমনি যে ব্যক্তি পরের সুখসমৃদ্ধির জন্য খাটিয়া মরে অথচ নিজে তাহার কিছুমাত্র ভোগ করিতে পারে না। **যে খায় চিনি জোগান চিন্তামণি**—কোন সৎ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে উহা বজায় রাখার উপায়ের জন্য ভাবিতে হয় না—ভগবৎ-কৃপায় উপায় আপনি জোটে।

চিন্—চিন১ দ্রঃ।

চিন্‌চিন্—অব্যঃ অস্পষ্ট ঈষৎ জ্বালা, ঝিন্‌ঝিন্। [দেশী]।

চিন্তক—বিণঃ চিন্তাকারী। [সং √চিন্ত্+অক (র্তৃ)]।

চিন্তন—বিঃ মনন ; ধ্যান ; অনুধাবন ; স্মরণ ; ভাবনা, মনে মনে আলোচনা। [সং. √চিন্ত+অন (ভা)]।

চিন্তনীয়—**চিন্ত্য** দ্রঃ।

চিন্তা—বিঃ মনন (চিন্তা করা) ; ধ্যান (ভগবচ্চিন্তা) ; স্মরণ কল্পনা বিচার প্রভৃতি মানসিক কার্য, ভাবনা (চিন্তার বিষয়) ; উদ্বেগ (চিন্তাকুল) ; ভয়, আশঙ্কা (চিন্তা নাই)। [সং. √চিন্ত্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **চিন্তনীয়, চিন্ত্য**—গুণ-দোষ বিচার করিতে হয় এমন, চিন্তা করিতে পারা যায় এমন। বিণঃ **-কুল, -কুলিত**—চিন্তাদ্বারা বা উদ্বেগে আকুল। বিণঃ **-জনক**—ভাবনা বা উদ্বেগ জন্মায় এমন। বিণঃ **-ন্বিত**—ভাবনাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। বিণঃ **-পর**—চিন্তাযুক্ত, ভাবনায় আকুল। বিণঃ **-মগ্ন**—ভাবনায় বিভোর বা আত্মহারা। বিঃ **-মণি**—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি ; স্পর্শমণি ; ভগবান্ ; ব্রহ্মা ; নারায়ণ। বিণঃ **-শীল**—ভাবুক, চিন্তাদ্বারা বিচার করিতে সমর্থ, মনীষী।

চিন্তিত—বিণঃ চিন্তাযুক্ত, ভাবিত, উদ্বিগ্ন (চিন্তিত আছি) ; স্মৃত, বিবেচিত, চিন্তার বিষয়ীভূত (সুচিন্তিত অভিমত)। [সং. √চিন্ত্+ত (র্তৃ, র্ম)]।

চিন্তে, চিন্‌তে—**চিনিতে** ও **চিন্তা**-র কথ্য রূপ।

চিন্ময়—বিণঃ চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ; পরমেশ্বর। [সং. চিৎ+ময়]। বিণ(স্ত্রী): **চিন্ময়ী**।

চিপটা—ক্রিঃ চেপটা করা বা হওয়া, পিষ্ট হওয়া বা করা (কলটা চেপটে গেছে, মোটরে চেপটে দিয়েছে) ; চাপিয়া সংলগ্ন করা (টিকিটখানা চিপটে দেও) ; চেপটাভাবে সংলগ্ন হওয়া (মাটির সঙ্গে চিপটে গেছে)। [তু. চাপ, হি. চিপট্‌না]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চিপটা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **চিপটানি**—চেপটাকরণ, পিষ্টকরণ ; চাপিয়া সংলগ্নকরণ।

চিপটান১, চিপটানো—**চিপটা** দ্রঃ।

চিপটান২ (উচ্চা. চিপ্‌টান্), (কথ্য.) **চিপটেন**—বিঃ ধীরভাবে ও অনুচ্চস্বরে মধ্যে মধ্যে উচ্চারিত মর্মদাহী উক্তি। [চিপটা দ্রঃ]। ক্রিঃ **চিপটান কাটা, চিপটান ঝাড়া**—উক্ত উক্তি করা।

চিপসা, চিপসান (-নো)—যথাক্রমে **চুপসা** ও **চুপসান**-র রূপভেদ।

চিপা—(১)ক্রিঃ নিষ্পেষণ করা, নিংড়ান ; টেপা। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে; সঙ্কীর্ণ (চিপা গলি)। [বাং. √চিপ্+আ]।

চিপিটক—বি: চিঁড়া। [সং.]।

চিবা—ক্রি: চর্বণ করা। [সং. √চর্ব্ +বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: চর্বণ করা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। ক্রি: **চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলা**—বক্তব্য পরিষ্কারভাবে না বলা। বি: **চিবুনি**, (বিরল) **চিবানি**—চর্বণ।

চিবুক—বি: থুতনি। [সং. √চীব্+উ (র্ম)+ক]। বি: **-স্পর্শ**—থুতনি ছোঁওয়া (স্নেহ বা আদরের চিহ্ন)।

চিমটা১—বি: জ্বলন্ত কয়লা কাঠ ইত্যাদি বা তপ্ত কোন-কিছু ধরিবার লৌহনির্মিত যন্ত্র-বিশেষ। [দেশী—তু. হি. চিম্‌টা]।

চিমটা২—ক্রি: চিমটান। [তু. চিমটা১]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: নখ বা আঙুল দিয়া গায়ের চামড়া চিমটার মত টিপিয়া ধরা, চিমটি কাটা; (২) বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-নি**—চিমটি কাটা।

চিমটি—বি: দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা নখদ্বারা চাপিয়া ধরা; দুই আঙুলে চাপিয়া ধরিয়া যতটা তোলা যায় (এক চিমটি চিনি)। [বাং. চিমটা +ই]। ক্রি: **চিমটি কাটা**—চিমটি দ্বারা বিদ্ধ বা পেষণ করা।

চিমটে—**চিমটা**-র কথ্য রূপ।

চিমড়া, (চলিত) **চিমড়ে**—বিণ: শুষ্ক চামড়ার মত শক্ত (চিমড়ে লুচি); (আল.) একগুঁয়ে, অবাধ্য (চিমড়া স্বভাব); অত্যন্ত কৃশ ও শক্ত, পাকান (চিমড়ে গড়ন)। [হি. চীমড় < সং. চর্ম]।

চিমনি, (বর্জি.) **চিমনী**—বি: নলাকার ধূমনির্গম-যন্ত্র; হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রভৃতির কাচনির্মিত আলোকশিখা-বেষ্টনী। [ইং. chimney]।

চিমসা, চিমসে—**চামসা**-র চলিত রূপ।

চির১—বি: কাট, বিদারণ; লম্বা ফালি বা খণ্ড (তিন চির করিয়া কাড়া)। [সং. চীর]। বি: **-কুট**—কাগজের টুকরা; অতি ক্ষুদ্র চিঠি; ছেঁড়া ময়লা পুরান কাপড়।

চির২—(১)বিণ: নিত্য, সদা, অনন্ত (চিরসত্য, চিরযৌবন); দীর্ঘকালব্যাপী ('সুচির শর্বরী': রবীন্দ্র); সর্ব, সমস্ত (চিরজীবন); আবহমান, আজীবন (চিরকাল, চিরদুঃখ)। (২)বি: দীর্ঘকাল (অচির)। [সং. √চি+র (র্ভূ), অথবা চিরম্ শব্দজ]। বিণ: **-কর্মা** (-র্মন্), **-কারী** (-রিন্), **-ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্র, কাজে বিলম্ব করে এমন। বি: **-কারিতা**। বি.ক্রি-বিণ: **-কাল**—অনন্তকাল, সকল সময়, সর্বযুগ, বরাবর। বিণ: **-কালীন**, **-কেলে**—সর্বকালীন। বিণ: **-কুমার**—আজীবন অবিবাহিত। বিণ(স্ত্রী): **-কুমারী**। বিণ: **-ক্রীত**—চিরদিনের জন্য কেনা; কোন প্রতিদান দেওয়া যায় না এমনভাবে উপকৃত। **-জীবন**—(১)বি: সারা জীবন, সমস্ত জীবিতকাল; (২) ক্রি-বিণ: সমস্ত জীবনকাল ব্যাপিয়া, আজীবন। বিণ: **-জীবী** (-বিন্)—দীর্ঘায়ুঃ, দীর্ঘজীবী; অমর। বিণ(স্ত্রী): **-জীবিনী**। বিণ: **-জীবী** (-বিন্), **-জীব**—**চিরজীবীর**-র অনুরূপ। বি: **-দুঃখ**—জীবনব্যাপী দুঃখ। বি: **-নিদ্রা**—যে নিদ্রা কখনও ভাঙ্গে না; মৃত্যু। বি: **-নির্বাসন**—সারা জীবনের জন্য দেশান্তরীকরণ বা স্বদেশ হইতে বহিষ্করণ। বিণ: **-নির্ভর**—চিরদিন ভরসা রাখা যায় এমন; চিরকাল আশ্রয়দায়ক। বি: **-নীহার, -তুষার**—যে তুষার কখনও গলে না। বি: **-নীহাররেখা, -তুষাররেখা**—**হিমরেখা**-র অনুরূপ। বিণ: **-নূতন**—কখনও পুরাতন হয় না এমন। বিণ: **-ন্তন**—চিরকালীন, চিরকাল-ব্যাপী। বিণ(স্ত্রী): **-ন্তনী**। বিণ: **-পরিচিত**—আবহমানকাল ধরিয়া পরিজ্ঞাত; বহু পুরাতন আলাপী; অতি ঘনিষ্ঠ। বিণ: **-প্রচলিত**—আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এমন। বি: **-প্রবাস**—জীবনভোর বিদেশে বাস; দীর্ঘকাল বিদেশে বাস। বি: **-বিচ্ছেদ**—দীর্ঘকালের বা সারাজীবনের জন্য ছাড়াছাড়ি। বি: **-বৈর**—চিরকালব্যাপী শত্রুতা, যে শত্রুতার কখনও অবসান হয় না। বি: **-রহস্য**—যে রহস্যের কখনও সমাধান হয় না। বিণ: **-রুগ্ণ**—দীর্ঘকালব্যাপী বা জীবনভোর রোগগ্রস্ত। বিণ.বি: **-রোগী** (-গিন্)—দীর্ঘকালব্যাপী বা জীবনভোর রুগ্ণ। বিণ.বি: **-শত্রু, -বৈরী**—দীর্ঘকালব্যাপী বা জীবনভোর শত্রুতা করে এমন (ব্যক্তি)। বি: **-শান্তি**—চিরকালের জন্য শান্তি; মুক্তি, মোক্ষ; মৃত্যু। বিণ: **-শ্যামল, -হরিৎ**—চিরদিন সবুজ থাকে এমন। বিণ: **-সুখী** (-খিন্)—জীবনভোর সুখী; জীবনে কখনও দুঃখ পায় নাই এমন। বি: **-সুহৃৎ**—চিরদিনের বা দীর্ঘকালের বন্ধু। বিণ: **-স্থায়ী** (-য়িন্)—চিরকাল বা দীর্ঘকাল ধরিয়া থাকে এমন; অবিনশ্বর, অক্ষয়। **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত**—সরকারকে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার শর্তে বঙ্গের জমিদারগণ কর্তৃক পুরুষানুক্রমিকভাবে জমি ভোগের ব্যবস্থা (গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওআলিস কর্তৃক

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত), Permanent Settlement।

চিরাণি, চিরণী—চিরুনি-র অশু. বানান।

চিরতা, চিরাতা—বিঃ তিক্তাস্বাদ ওষধিবিশেষ। [সং চিরাত্তিক্ত (কিরাততিক্ত)]।

চিরনদাঁতী—বিণঃ চিরুনির ন্যায় ফাঁকফাঁক দন্তযুক্ত। [বাং. চিরনি+দাঁত+ঈ (সমাসান্ত), বহু.]।

চির্নি—চির্নি দ্রঃ।

চিরন্তন—চির₂ দ্রঃ।

চিরা—(১)ক্রিঃ বিদারণ করা ; ফাড়া ; লম্বা ফালি করা। (২)বিঃ বিদারণ ; ছেদন। (৩)বিণঃ বিদীর্ণ, বিদারিত, ছিন্ন ; চিরিয়া বাহির করা হইয়াছে এমন। [সং চীর্ণ+বাং আ]। বিঃ **-ই**—বিদারণ ; চিরিবার মজুরি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অন্যকে দিয়া বিদারণ করান ; কাড়ান ; (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে।

চিরাগ, চিরাগী—চেরাগ দ্রঃ।

চিরাগত—বিণঃ আবহমানকাল ধরিয়া প্রচলিত। [সং. চির+আগত]।

চিরাচরিত—বিণঃ আবহমানকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত। [সং. চির+আচরিত]।

চিরাতা, চিরান (-নো)—যথাক্রমে **চিরতা** ও চিরা দ্রঃ।

চিরানুরক্ত—বিণঃ আজন্ম বা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রিয়। [চির₂+আসক্ত]।

চিরাভ্যস্ত—বিণঃ দীর্ঘকাল যাবৎ বা জন্মাবধি অভ্যস্ত। [সং. চির₂+অভ্যস্ত]।

চিরাভ্যাস—বিঃ দীর্ঘকালের বা আজন্মের অভ্যাস। [সং. চির₂+অভ্যাস]।

চিরায়ত—বিণঃ চিরকাল পরিব্যাপ্ত ; শাশ্বত ; চিরন্তন। [সং. চির₂+আয়ত]।

চিরাবস্থান — বিণঃ(স্ত্রী): চিরকাল বিদ্যমানা, চিরায়ুষ্মতী। [সং. চির₂+আ+ √বস্+মান+আ]।

চিরায়ুঃ (-যুস্), (চলিত) **চিরায়ু, চিরায়ুষ্মান্** (-ষ্মৎ)—বিণঃ চিরজীবী, অমর ; পরমায়ুবিশিষ্ট। [সং. চির₁+আয়ু, আয়ুস্+মৎ]। বিণ(স্ত্রী): **চিরায়ুষ্মতী**—চিরজীবিনী ; (লক্ষ.) আজীবন সধবা।

চির্নদাঁতী—**চিরনদাঁতী**-র রূপভেদ।

চির্নি, চিরনি—বিঃ চুল আঁচড়াইবার জন্য দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ, কাঁকুই। [বাং. √চির্+উনি, অনি (প্র)]।

চিল—বিঃ উচ্চ ও তীক্ষ্ণ রবকারী হিংস্র ও মাংসাশী পাখিবিশেষ। [সং. চিল্ল]।

চিলতা, চিলতে—(১)বিণঃ (প্রাদে.) লম্বা লম্বা ফালি-করা (চিলতে কাগজ)। (২)বিঃ লম্বা লম্বা ফালি (কাগজের বা কলাপাতার চিলতে)।

চিলম্চি, চিলম্চী—বিঃ হাত মুখ ধুইবার জন্য গামলাজাতীয় পাত্রবিশেষ। [তুর. চিলম্চী]।

চিলা, (কথ্য) **চিলে**—বিঃ অট্টালিকার শীর্ষদেশস্থ (প্রায়ই সিঁড়ির উপরের) ঘর (চিলেকোঠা, চিলেঘর) [দেশী]।

চিলিক্—**চিড়িক্**-এর রূপভেদ।

চিলিম্চী—**চিলম্চি**-র রূপভেদ।

চিল্লা—ক্রিঃ চিৎকার করা। [হি. চিল্লানা—তু. সং. চিৎকার]। বিঃ **-চিল্লি**—(সচ. বহুকণ্ঠের মিলিত) ক্রমাগত উচ্চ চিৎকার, চেঁচামেচি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চিৎকার করা ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-নি**—চিৎকার।

চিহ্ন—বিঃ কলঙ্ক, দাগ, রেখা (কালির চিহ্ন, ক্ষতচিহ্ন) ; ছাপ (পদচিহ্ন) ; লক্ষণ (মৃত্যুর চিহ্ন) ; নিদর্শন, পরিচায়ক (রাজচিহ্ন) ; স্মারক (সীমার চিহ্ন) ; সঙ্কেত, ইশারা ; সাঙ্কেতিক লিখন। [সং √চিহ্ন্+অ (র্ম, প্র)]। বিণঃ **চিহ্নিত**—চিহ্নযুক্ত।

চীজ₁—**চিজ**-এর বানানভেদ।

চীজ₂—বিঃ দুগ্ধজাত খাদ্যবিশেষ, পনীর। [ইং. [cheese]।

চীৎকার—**চিৎকার** দ্রঃ।

চীন—বিঃ দেশবিশেষ। [সং.]।

চীনা₁—বিঃ ক্ষুদ্র ধান্যবিশেষ। বিঃ **-বাদাম**——ক্ষুদ্র বাদামবিশেষ। [তা. ও তেল. চিন্না—ক্ষুদ্র]।

চীনা₂—(১)বিঃ চীনদেশের অধিবাসী। (২)বিণঃ চীনদেশীয়, চৈনিক। [সং. চীন+বাং. আ]। বিঃ **-বস্ত্র**—চীনদেশীয় রেশমী বস্ত্র। বিঃ **-ঘাস**—চীনদেশীয় ঘাসবিশেষ। বিঃ **-মাটি**—সাদা মাটিবিশেষ (ইহাতে চায়ের পেয়ালাদি তৈয়ারি হয়), কড়েমাটি, china-clay। **চীনা-মাটির বাসন**—কড়েমাটির বাসন, porcelain।

আদিতে চির-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য চির₁ ও চির₂ দ্রঃ।

চীবর—বিঃ সন্ন্যাসীদের বিশেষতঃ বৌদ্ধভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্র, কৌপীন ; চীর। [সং. √চি + বর (র্ম)]।

চীর—বিঃ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া ; গাছের ছাল ; চিরকুট। [সং. √চি + র (র্ম)]।

চীর্ণ—বিণঃ ছিন্ন, খণ্ডিত ; বিদীর্ণ। [সং.]।

চুঁইচুঁই—অব্যঃ অনুকার-শব্দবিশেষ, ক্ষুধা শোষণ অগ্নিতাপে জ্বাল দেওয়া সঙ্কোচন প্রভৃতির ফলে মৃদু শব্দ বা অস্বস্তিকর অনুভূতি। [দেশী]।

চুঁচড়ো১, চুঁচড়া১—বিঃ চুনামাছ ; চুঁচুড়া শহর।

চুঁচড়ো২, চুঁচড়া২—বিণঃ ছুঁচাল (চুঁচড়োমুখো)। [সং. চঞ্চু]।

চুঁচি—বিঃ (অশি. ও অশ্লীল) স্তন বা স্তনের বোঁটা। [সং. চুচুক]।

চুঁয়া—চোঁয়া-র রূপভেদ।

চুক—বিঃ ত্রুটি ; বিস্মৃতিজনিত ভুল। [হি.]।

চুকলি—বিঃ আড়ালে নিন্দা, লাগানি-ভাঙ্গানি। [আ. চুগল্]। বিণঃ **-খোর**—আড়ালে নিন্দা বা লাগানি-ভাঙ্গানি করে এমন।

চুকা১, (কথ্য) চুকো—বিণঃ টক, অম্লস্বাদ। [সং. চুক্র]।

চুকা২—(১)ক্রিঃ সমাপ্ত বা অবসান প্রাপ্ত হওয়া, মিটিয়া যাওয়া (কাজকর্ম চুকিয়াছে, হাঙ্গামা চুকিল) ; শেষ করা ; গ্রাহ্য বা ভয় করা (কাহাকেও চুকি না)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি. √চুক]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ শেষ বা সমাপ্ত করিয়া দেওয়া, মিটাইয়া ফেলা (কাজ চুকান, দায় চুকান) ; পরিশোধ করিয়া দেওয়া (দেনা চুকান) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

চুক্চুক্—অব্যঃ জিভ দিয়া আস্তে আস্তে তরল পদার্থ খাইবার ঈষৎ শব্দ। [দেশী]।

চুক্তি—বিঃ শর্ত, কড়ার (চুক্তি করা) ; নিষ্পত্তি, মিটমাট (ঝগড়াটার চুক্তি হয়েছে) ; অবসান, সমাধা (কাজ চুক্তির পর)। [হি. চুকৌতা]। বিঃ **-নামা**—শর্ত বা কড়ারের দলিল।

চুঙি, চুঙি, চুঙ্গী—বিঃ ক্ষুদ্র চোঙ্গা বা নল ; আমদানি ও রপ্তানিকৃত মালের উপর শুল্ক বা কর। [হি.]।

চুচুক—বিঃ স্তনের বোঁটা। [সং.]।

চুচুকৃতি—বিঃ চুম্বন চোষণ বা তরল পদার্থ পানকরণের চুক্চুক্ শব্দ ; স্তনের বোঁটা। [সং. চুচু + √কৃ + তি]।

-চুঞ্চু—বিণঃ (শব্দের পর প্রত্যয়রূপে) খ্যাত, প্রসিদ্ধ (ন্যায়চুঞ্চু)। [সং.]।

চুটকি১—বিঃ (অশি.) টিকি (চৈতন-চুটকি)। [হি. চুটিয়া]।

চুটকি২, চুটকী—(১)বিঃ পদাঙ্গুলির ঝুমকাপরান আংটিবিশেষ; তুড়ি ; চিমটি (এক চুটকি চিনি)। (২)বিণঃ লঘু, চটুল, ক্ষুদ্রাকার ও সরস (চুটকি সাহিত্য)। [সং. ছোটিকা]।

চুটা, চুটান, চুটানো—ক্রিঃ চূড়ান্ত করা, চরম শক্তি প্রয়োগ করা (চুটিয়ে কাজ করা)। [সং. √চুট্?]।

চুড়ি, চুড়ী—বিঃ সরু বালার ন্যায় গহনাবিশেষ। [হি. চূড়ি বা সং. চূড়া]। বিণঃ **-দার**—কুঞ্চিত-অগ্রবিশিষ্ট, চুনট-করা (চুড়িদার পাঞ্জাবি)।

চুড়ো—চূড়া-র কথ্য রূপ।

চুণ, চুণকাম, চুণা, চুণি(-ণী)—যথাক্রমে চুন, চুনকাম, চুনা ও চুনি-র বানানভেদ।

চুতিয়া—বিঃ (অশি.) মূর্খ। [হি. চূতীয়া]।

চুন—(১)বিঃ পাথর শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া প্রাপ্ত ক্ষারবিশেষ (চুন-সুরকির গাঁথনি)। (২)বিণঃ পাংশু, ফ্যাকাশে (মুখ চুন হওয়া)। [সং. চূর্ণ]। বিঃ **-কালি**—(আল.) কলঙ্ক। বিঃ **-কাম**—চুনগোলা জলের প্রলেপ (চুনকাম করা)।

চুনট—(১)বিঃ কোঁচান ; সঙ্কোচন ; বস্ত্রাদির প্রান্তভাগের কুঞ্চন। (২)বিণঃ কুঁচকান। [হি. চুনাট]।

চুনন—চুনা৩ দ্রঃ।

চুনরি—চুনুরি-র রূপভেদ।

চুনা১—বিণঃ চুনযুক্ত, চুনের (চুনা পাথর)। [বাং. চুন + আ]।

চুনা২—(১)বিঃ অতি ছোট মাছবিশেষ, চুনামাছ। (২)বিণঃ অতি ছোট (চুনামাছ) ; অতি সঙ্কীর্ণ (চুনাগলি)। [সং. চূর্ণ]। বিঃ **-পুঁটি**—খুব ছোট ছোট মাছ, (ব্যঙ্গে) সামান্য বা কমদরের লোক।

চুনা৩—(১)ক্রিঃ বাছিয়া লওয়া, নির্বাচন করা (চুনিয়া চুনিয়া জোগাড় করা)। (২)বিঃ নির্বাচন। [সং. √চি + বাং. আ—তু. হি. চুন্না]। বিঃ **চুনন**—নির্বাচন।

চুনাট—চুনট-এর রূপভেদ।

চুনারি—চুনুরি-র রূপভেদ।

চুনারী—বিণঃ চুন-প্রস্তুতকারক জাতি। [বাং. চুন + আরী]।

চুনি, (বর্জি.) চুনী—বিঃ রক্তবর্ণ বহুমূল্য রত্নবিশেষ, পদ্মরাগমণি। [হি. চুন্নী < সং. শোণী ?]।

চুন্‌রি—(১)বিঃ রঙিন কাপড়। (২)বিণঃ রং-করা। [হি. চুনরী]।

চুনরী—চুনারী-র কথ্য রূপ।

চুনো—চুনা১, ২-র কথ্য রূপ।

চুন্নী—চুন্নী-র দ্রুত উচ্চারিত কথ্য রূপ।

চুপ—(১)বিণঃ নীরব, নিঃশব্দ (চুপ থাকা বা হওয়া)। (২)অব্যঃ চুপ করার নির্দেশসূচক, চোপ্। [সং. √চুপ]। ক্রিঃ **চুপ করা**—কথা বন্ধ করা। বিণঃ **-চাপ**—নীরব, নিঃশব্দ, নিশ্চেষ্ট (চুপচাপ থাকা)। বিণঃ **-টি**—একদম চুপ। ক্রি.বিঃ **চুপটি করে, চুপটি মেরে**—সম্পূর্ণ নীরবে। ক্রিঃ **চুপ মারা**—ইচ্ছাপূর্বক সম্পূর্ণ নীরব হইয়া যাওয়া।

চুপড়ি, (বর্জি.) **চুপড়ী**—বিঃ ক্ষুদ্র ঝুড়ি বা ধামা। [দেশী—তু. হি. চৌক্‌রী]।

চুপসা—(১)বিণঃ বসিয়া বা তোবড়াইয়া গিয়াছে এমন (চুপসা গাল); ভিতরের বস্তু বাহির হইয়া যাওয়ার ফলে সঙ্কুচিত (চুপসা ফোড়া)। (২)ক্রিঃ তোবড়াইয়া যাওয়া, চুপসা হওয়া, নীরস ও শুষ্ক বা সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়া। [সং. √চুষ্ +বাং. সা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চুষিয়া লওয়া, তোবড়াইয়া যাওয়া, চুপসা হওয়া; নীরস ও শুষ্ক বা সঙ্কুচিত হইয়া যাওয়া; (২)বি-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

চুপি—বিঃ নীরবতা। [বাং. চুপ+ই (ভা)]। ক্রি-বিণঃ **-চাপি**—গণ্ডগোল না করিয়া অন্যের অগোচরে (চুপিচাপি সরে পড়া)। ক্রি-বিণঃ **-চুপি, চুপেচুপে**—খুব আস্তে আস্তে, ফিসফিস করিয়া (চুপিচুপি বলা); অন্যের অগোচরে (চুপি-চুপি পালান)। ক্রি-বিণঃ **-সারে**—চুপিচাপি; প্রায় নিঃশব্দে; অন্যের অলক্ষিতে।

চুপেচুপে—**চুপি** দ্রঃ।

চুবড়ি, চুবড়ী—চুপড়ি-র রূপভেদ।

চুবা—ক্রিঃ জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে ডোবান। [হি. √চুবা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চুবা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **চুবানি, চুবনি, চুব্‌নি**—নিমজ্জন, ডুবাইয়া রাখা।

চুম—চুমো-র বানানভেদ।

চুমকি১—বিঃ সোনা বা রূপা বা রাঙের চকমকে ছোট ছোট পাত বা বুটী। [হি. চম্‌কি]।

চুমকি২—বিণঃ চুমুক দিয়া জল পান করার উপযুক্ত, ছোট (চুমকি ঘটী)। [বাং. চুমুক+ই]।

চুমকুড়ি, (বর্জি.) **চুমকুড়ী**—বিঃ সশব্দ চুম্বনের মত শব্দ (চুমকুড়ি দেওয়া)। [তু. হি. চুম্‌কারী]।

চুমরা—ক্রিঃ কার্যোদ্ধারের জন্য মিথ্যা প্রশংসায় গর্বস্ফীত করা; পাকান। [<হোমরাচোমরা? —তু. হি. চুমকার্‌না]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চুমরা (গোঁফ চুমরাচ্ছে); (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চুমরি—বিঃ নারিকেল খেজুর প্রভৃতির নৌকাকৃতি পুষ্পকোষ, নারিকেলের ফুল বা নবজাত ফলের আধার (তু. প্রাদে **চুরী**)। [তু. সং. চমর]।

চুমা, চুমু, চুমো—চুম্বন-এর কোমল ও কথ্য রূপ। বিঃ **-চুমি**—পরস্পর চুম্বন।

চুমুক—বিঃ পাত্রে ওষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া তরল পদার্থ পান (চুমুক দেওয়া, এক চুমুকে খাওয়া)। [দেশী]।

চুম্—চুমা-র কোমল রূপ।

চুম্ব, চুম্বন—বিঃ ওষ্ঠাধরদ্বারা স্পর্শ, চুমা। [সং. √চুম্ব্ +অ, অন (ভা)]। ক্রিঃ **চুম্বন করা**—চুমু খাওয়া। ক্রিঃ **চুম্বন দেওয়া**—চুমু খাওয়া; চুমু খাইতে দেওয়া। ক্রিঃ **চুম্বই**—(ব্রজ.) চুম্বন করে। ক্রিঃ **চুম্বা**—চুম্বন করা। বিণঃ **চুম্বিত**—চুম্বন করা হইয়াছে এমন; স্পর্শ করিয়াছে এমন (মেঘচুম্বিত)। বিণঃ **চুম্বী** (-ম্বিন্)—চুম্বন বা স্পর্শ করে এমন (গগনচুম্বী)।

চুম্বক—বিঃ লৌহ-আকর্ষণকারী ইস্পাত, magnet, অয়স্কান্তমণি; (বাং.) সংক্ষিপ্তসার, summary। [সং. √চুম্ব্ +অক (র্তৃ)]।

চুম্বন, চুম্বা, চুম্বিত, চুম্বী—**চুম্ব** দ্রঃ।

চুয়া১—বিঃ সুগন্ধ ঘন নির্যাসবিশেষ। [হি. চুআ]।

চুয়া২—ক্রিঃ চুয়ান। [সং. √স্রু—তু. হি √চুয়া]।

চুয়াড়—চোয়াড়-এর রূপভেদ।

চুয়াত্তর—বি. বিণঃ ৭৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুঃসপ্ততি]।

চুয়ান, চুয়ানো—(১)ক্রিঃ অল্প অল্প বা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরান বা ঝরা, ক্ষরান বা ক্ষরিত হওয়া (কলসীটা চোয়াচ্ছে, শরীর থেকে ঘাম চোয়াচ্ছে); চোলাই করা, to distil (মদ চুয়ান)। (২) বিণঃ পরিস্রুত (চোয়ান মদ); চোয়াইয়া পড়িয়াছে এমন (চোয়ান জল)। (৩) বিঃ ঝরন, ক্ষরণ; চোলাইকরণ। [চুয়া২ দ্রঃ]। বিঃ **চুয়ানি**—চুয়ান বা পরিস্রুত পদার্থ।

চুয়ান্ন—বি.বিণঃ ৫৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুঃপঞ্চাশৎ]।

চুয়াল—চোয়াল-এর রূপভেদ।

চুয়াল্লিশ—বি.বিণঃ ৪৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুশ্চত্বারিংশৎ]।

চুর—(১)বিঃ চূর্ণ, গুঁড়া (লোহাচুর)। (২)বিণঃ বিহ্বল (নেশায় চুর) ; চূর্ণ, নষ্ট, ধ্বংস ('যশ অর্থ মান স্বাস্থ্য সকলি করেছে চুর' : র.সে.)। [সং. চূর্ণ]। বিণঃ **-চুরে**—বিহ্বলকর। বিণঃ **-মার**—একেবারে চূর্ণ এবং নষ্ট।

চুরট—বিঃ ধূমপানার্থ তামাকপাতার পাকান মোটা শলাকাবিশেষ। [তামি. শুরুট্ , ইং. cheroot]।

চুরনী, চুরণী—**চোরনী**-র অপ্র.রূপ।

চুরানব্বই, (কথ্য) **চুরানব্বুই**—বি.বিণঃ ৯৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুর্নবতি]।

চুরাশি, (বর্জি.) **চুরাশী**—বি.বিণঃ ৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুরশীতি]।

চুরি—বিঃ চৌর্য, অপহরণ। [সং. চৌরী বা চৌরিকা]। বিঃ **-চামারি**—চুরি ও অনুরূপ অপকর্ম। ক্রি.-বিণঃ **চুরি করিয়া**—লুকায়িত-ভাবে, অপরের অলক্ষ্যে (চুরি করিয়া দেখা)।

চুরুট—**চুরট**-এর রূপভেদ।

চুরুটিকা—বিঃ ছোট চুরুট, সিগারেট। [বাং. চুরুট+ইকা (ক্ষুদ্রার্থে)]।

চুরূণী, চুরুনী—**চোরনী**-র অপ্র.রূপ।

চুল—বিঃ কেশ। [সং. চুল]। বিণঃ **-চেরা**—অতি সূক্ষ্ম (চুলচেরা তর্ক, ভাগ)। ক্রিঃ **চুল বাঁধা**—খোঁপা বাঁধা। **একচুল**—**এক** দ্রঃ।

চুলকনা, চুলকনি, চুলকানি, চুলকুনি—বিঃ কণ্ডুরোগ, চর্মরোগবিশেষ, কণ্ডুয়ন। [তু.হি. চুল]। ক্রিঃ **চুলকা**—চুলকান। **চুলকান, চুলকানো**—(১) ক্রিঃ কণ্ডুয়ন করা, নখদ্বারা আঁচড়ান ; (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে।

চুলা—বিঃ উনান ; চিতা। [সং. চুল্লী]। ক্রিঃ **চুলা জ্বালান, চুলা ধরান**—উনানে আগুন জ্বালা ; চিতায় আগুন দেওয়া। ক্রিঃ **চুলোয় যাওয়া**—(গালিবিশেষ) চিতায় আরোহণ করা বা মরা। ক্রিঃ **চুলোর দোরে যাওয়া**—(গালি-বিশেষ) চিতায় ওঠার জন্য শ্মশানে যাওয়া। অব্যঃ **চুলোয় যাক**—ধ্বংস হউক ; দূর হউক।

চুলাচুলি—বিঃ পরস্পর চুলটানাটানি ; তুমুল ঝগড়া। [বাং. চুল (+আ)+চুল (+ই)]।

চুলো—**চুলা**-র কথ্য রূপ।

চুলোচুলি—**চুলাচুলি**-র চলিত রূপ।

চুলবুল্—অব্যঃ চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব সূচক (চুলবুল্ করা)। [হি.]। বিণঃ **চুলবুলে**—অস্থিরপ্রকৃতি, চঞ্চল (চুলবুলে মেয়ে)। বিঃ **চুলবুলানি**—চঞ্চলতা।

চুল্লি, চুল্লী, (বিরল) **চুল্লা**—বিঃ উনান ; চিতা। [সং.]।

চুষা—(১)ক্রিঃ মুখ দিয়া রস প্রভৃতি শোষণ করা। (২)বিঃ উক্ত শোষণ। (৩)বিণঃ উক্তভাবে শোষণ-কারী বা শোষিত। [সং. √চূষ্+বাং. আ]। **-না, -নো**—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা চুষাইয়া লওয়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

চুষি—(১)বিঃ চুষিকাঠি, রবারের নির্মিত চুচুক। (২)বিণঃ চোষা যায় এমন (চুষিপিঠা)। [বাং. √চুষ্ (সং. √চূষ্)+ই (র্ম)]। বিঃ **-কাটি, -কাঠি**—শিশুদের খেলনাবিশেষ। বিঃ **-পিঠা**—চুষিয়া বা লেহন করিয়া খাইবার মিষ্টান্নবিশেষ।

চূচুক—**চুচুক**-এর বানানভেদ।

চূড়া—বিঃ শীর্ষদেশ, শৃঙ্গ (বৃক্ষচূড়া, গৃহচূড়া, পর্বত-চূড়া) ; মুকুট ; ঝুটি, চুল, টিকি ; সংস্কারবিশেষ (চূড়াকরণ) ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান, অলঙ্কারস্বরূপ ব্যক্তি (বংশের চূড়া)। [সং.]। বিঃ **-করণ, -কর্ম**—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য : এই তিন বর্ণের প্রাচীন সংস্কারবিশেষ যাহাতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া মধ্যস্থলে একগুচ্ছ চুল রাখিয়া দেওয়া বিধি। **-ন্ত**—(১)বিঃ শেষ বা চরম সীমা, পরাকাষ্ঠা ; (২)বিণঃ চরম। বিঃ **-মণি**—মুকুটে বা মাথায় পরিবার রত্ন ; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ ; (আল.) শ্রেষ্ঠ বা প্রধান ব্যক্তি (সমাজের চূড়ামণি)। বিঃ **-মণিযোগ**—নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গাস্নানের একটি বিশিষ্ট যোগ।

চূড়ি, চূড়ী—**চুড়ি**-র বর্জি. বানান।

চূণ, চূণকাম, চূণারী—যথাক্রমে **চুন চুনকাম** ও **চুনারী**-র অশু. বানান।

চূত—বিঃ আম্রবৃক্ষ ; আম্রফল। [সং.]।

চূর, চূরমার—যথাক্রমে **চুর** ও **চুরমার**-এর অশু. বানান।

চূর্ণ—(১)বিঃ গুঁড়া ; চুন ; আবীর। (২)বিণঃ চূর্ণীকৃত, সম্পূর্ণ ভগ্ন (অস্থি চূর্ণ হওয়া) ; সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট (গর্ব চূর্ণ হওয়া)। [সং. √চূর্ণ্+অ (র্ম)]। বিঃ **-কার**—চুন প্রস্তুতকারী ; চুনারী-জাতি। বিঃ **-কুন্তল**—কোঁকড়ান চুলের ক্ষুদ্র স্তবক বা গুচ্ছ। বিঃ **-ন**—গুঁড়াকরণ। বিণঃ **-নীয়**—চূর্ণন-যোগ্য। বিণঃ **চূর্ণিত, চূর্ণীকৃত**—গুঁড়া করা হইয়াছে এমন ; ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট। বিণঃ **চূর্ণীভূত**—গুঁড়া হইয়াছে এমন।

চুল, চুলক—বিঃ চুর, কেশ। [সং.]।
চুষণীয়, চুষ্য—বিণঃ চুষিবার যোগ্য। [সং. √চুষ্ +অনীয়, য (র্ম)]।
চুষিত—বিণঃ চোষা হইয়াছে এমন। [সং. √চুষ্ +ত (র্ম)]।
চুষ্য, চেইন, চেং, চেংড়া—যথাক্রমে **চুষণীয় চেন চেঙ্গ১,২ ও চেঙ্গড়া** দ্রঃ।
চেঁচা—ক্রিঃ চিৎকার করা। [দেশী ?—তু. সং চিৎকার]।
চেঁচাচেঁচি, চেঁচামেচি—বিঃ বহু লোকের একত্র চিৎকার, গণ্ডগোল। [দেশী]।
চেঁচাড়ি—বিঃ বাঁশের পাতলা ফালি। [সং. চঙ্কা]।
চেঁচান, চেঁচানো—(১)ক্রিঃ চিৎকার করা। (২)বিঃ চিৎকার। [চেঁচা দ্রঃ]। বিঃ **চেঁচানি**—চিৎকার।
চেঁচামেচি—**চেঁচাচেঁচি** দ্রঃ।
চেঁচেপুঁছে—ক্রিঃ-বিণঃ চাঁচিয়া মুছিয়া, চেটেপুটে; বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া। [চাঁচা ও পুঁছা দ্রঃ]।
চেঁড়া—**চেঁচাড়ি**-র প্রাদে. রূপ।
চেক১—(১) চৌখুপি, ছক (চেক-কাটা আলোয়ান)। (২) বিণঃ চৌখুপি-করা, চেক-কাটা (চেক শাড়ি)। [ইং. check]।
চেক২—বিঃ (প্রধানতঃ ব্যাঙ্কে) টাকা দিবার আদেশপত্র, হুণ্ডিবিশেষ। [ইং. cheque]। বিঃ **-দাখিলা**—জমির বিবরণ এবং মালিক ও প্রজার পরিচয়-সংবলিত জমিদার কর্তৃক প্রজাকে প্রদত্ত খাজনার রসিদ। বিঃ **-মুড়ি, -মুড়ী**—চেক-দাখিলার প্রতিলিপি-সংবলিত যে অংশ জমিদার রাখে।
চেকনাই—বিঃ ঔজ্জ্বল্য, চকচকে আভা। [হি. চিকনাই—তু.সং. চিক্কণ]।
চেঙ্গ১, চেঙ১, চেং১—বিঃ মৎস্যবিশেষ। [সং. চলদঙ্গ]। বিণ.বিঃ **-মুড়ী, -মুড়ি**—চেঙ্গ মাছের ন্যায় ছোট মাথাবিশিষ্ট ('চেঙ্গমুড়ী কাণী' : বি. গু.)।
চেঙ্গ২, চেঙ২, চেং২—বিঃ শববহনের খাটুলি বা বাঁশের মাচা। [দেশী ?]। বিঃ **-দোলা, -ঝোলা**—শবের ন্যায় বহন। বিঃ **-মুড়ি**—শবাচ্ছাদন বস্ত্র।
চেঙ্গড়া, চেঙড়া, চেংড়া—(১)বিঃ চপলমতি বা ছেবলা তরুণ। (২)বিণঃ অর্বাচীন; অপরিণত-বুদ্ধি, চপলমতি, ছেবলা। [দেশী]। বিঃ **-মি, -মো, -পানা**—চেঙ্গড়ার ভাব, ছেবলামি।
চেঙারি, চেঙারি, চেটাই, চেটাল—যথাক্রমে **চাঙারি চাঙারি চাটাই ও চাটাল**-এর রূপভেদ।
চেটী, চেড়ী, চেটিকা—বি(স্ত্রী): দাসী; নারী-প্রহরী। [সং.]। বি(পুং.): **চেট, চেড়, চেটক**।
চেটো—বিঃ করতল বা পদতল। [দেশী]।
চেড়, চেড়ী—**চেটী** দ্রঃ।
চেতঃ (-তস্)—বিঃ চিত্ত, মন; চিত্তবৃত্তি। [সং]
চেতক—বিণঃ চেতনা-দানকারী, উদ্বোধক; রাজনীতিক দলের শৃঙ্খলারক্ষক ও কর্তব্য-নিয়ামক, (Party) whip। [সং. √চিত্ + অক (র্তৃ)]।
চেতন—(১)বিণঃ জ্ঞানযুক্ত, চেতনাযুক্ত; সজীব, প্রাণযুক্ত। (২)বিঃ চৈতন্য, সংজ্ঞা (কোনও চেতন নাই); আত্মা, জীব। [সং. √চিত্ + অন (র্তৃ, ভা)]।
চেতনা—বিঃ চৈতন্য, সংজ্ঞা, হুঁশ; জ্ঞান, অনুভূতি; সজ্ঞান বা জাগ্রৎ অবস্থা; প্রাণ, জীবন। [সং. √চিত্ + অন (ভা) + আ]।
চেতা—ক্রিঃ চেতনালাভ করা, সংজ্ঞালাভ করা, জাগা, উদ্বুদ্ধ হওয়া ('চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ' : ভা. চ); সতর্ক হওয়া। [সং. √চিৎ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চৈতন্য সম্পাদন করা, জাগান; উত্তেজিত বা উদ্বুদ্ধ করা, খেপান; আলস্য দূর করা; সতর্ক করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
চেন, চেইন—বিঃ শিকল, শিকলি (ঘড়ির চেন); হার (গলার চেন); জমি জরিপের বা জলাশয়াদির গভীরতা মাপের পরিমাণবিশেষ (১ চেন = ৬৬ ফুট)। [ইং. chain]।
চেনা, চেনাচিনি, চেনান (-নো), চেনাপরিচয়—যথাক্রমে **চিনা চিনাচিনি চিনান ও চিনাপরিচয়**-এর চলিত রূপ।
চেপটা—(১)বিণঃ থেবড়া, চেটাল; পিষ্ট, চাপের দ্বারা প্রসারিত। (২)ক্রিঃ চেপটান। [সং. চিপিট]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চেপটা করা; চাপ দিয়া প্রসারিত করা; পিষ্ট করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
চেয়—বিণঃ চয়নযোগ্য, চয়নীয়। [সং. √চি + য (র্ম)]।
চেয়াড়ি—**চেঁচাড়ি**-র প্রাদে. রূপ।
চেয়ার—বিঃ কেদারা, ঠেসান দিয়া বসিবার উচ্চ আসনবিশেষ, কুর্সি। [ইং. chair]।

চেয়ারম্যান—বিঃ. সভাপতি, সমিতি বা সভার পরিচালক। [ইং. chairman]।

চেয়ে, চাইতে—অব্যঃ অপেক্ষা, হইতে, চাহিয়া।

চেরা, চেরাই—যথাক্রমে **চিরা** ও **চিরাই**-র চলিত রূপ।

চেরাগ, চিরাগ—বিঃ প্রদীপ, বাতি, দীপ। [ফা. চিরাগ্]। বিঃ **চেরাগী, চিরাগী**—পীরস্থানে নিত্য প্রদীপ জ্বালিবার ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি।

চেরান—**চিরান**-র চলিত রূপ।

চেল—বিঃ পরিধেয় বস্ত্র, নর-নারীর অন্তরীয় পরিচ্ছদ। [সং.]।

চেলা$_1$—বিঃ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

চেলা$_2$—বিঃ শিষ্য, ছাত্র, শাগরেদ, অনুগামী জন। [হি.]। **যেমন গুরু; তেমনি চেলা**—গুরু ও শিষ্য উভয়েই সমান দুর্জন বা মূর্খ।

চেলা$_3$—(১)ক্রিঃ কুঠারাদি-দ্বারা (কাষ্ঠ) চেরা বা ফাড়া। (২)বিঃ ঐরূপভাবে ফাড়া কাঠ। [?—তু. চিরা]। বিঃ **-কাঠ**—কুঠারাদি-দ্বারা ফাড়া কাঠ। ক্রিঃ **-ন, -নো**—কুঠারাদি-দ্বারা (কাষ্ঠ) ফাড়া বা ফাড়ান।

চেলি—বিঃ পট্টবস্ত্রবিশেষ, বিবাহাদিতে ব্যবহার্য রেশমী কাপড়বিশেষ। [সং. চেলী]।

চেলী, চেলিকা—বিঃ চেলির কাপড়। [সং. চেল +ঈ, ক+আ]।

চেলো—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বেহালা। [ইং. 'cello]।

চেল্লা, চেল্লাচিল্লি, চেল্লান(-নো)—যথাক্রমে **চিল্লা চিল্লাচিল্লি** ও **চিল্লান**-র চলিত রূপ।

চেষ্টক—বিণঃ চেষ্টাকারী। [সং. √চেষ্ট্+অক (র্তৃ)]।

চেষ্টন—বিঃ চেষ্টাকরণ। [সং. √চেষ্ট্+অন (ভা)]।

চেষ্টমান—বিণঃ চেষ্টাশীল, উদ্যোগী, সচেষ্ট। [সং. √চেষ্ট্+আন (মান) (র্তৃ)]।

চেষ্টা—বিঃ কোন কর্মসাধনের জন্য দেহের বা মনের চালনা; উদ্যোগ; যত্ন; সন্ধানকরণ (চাকরির চেষ্টা)। [সং. √চেষ্ট্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **চেষ্টিত**—চেষ্টাযুক্ত, সচেষ্ট।

চেহারা—বিঃ আকৃতি। [ফা. চেহ্‌রা]।

চৈ—**চই**-এর বানানভেদ।

চৈত—**চৈত্র**-র কোমল রূপ। বিণঃ **চৈতী, চৈতি**—চৈত্রমাসের ('চৈতি হাওয়া' : কাজী)।

চৈতন—বিঃ টিকি, শিখা। [সং. চৈতন্য]। বিঃ **চৈতন-চুটকী**—টিকি।

চৈতন্য—বিঃ চেতনা, সংজ্ঞা; অনুভূতি, জ্ঞান, বোধ, হুঁশ; প্রাণ, জীবন; জাগরণ; সচেতন সতর্ক বা সজাগ অবস্থা। গৌরাঙ্গদেব; (বাং.) চৈতন, টিকি। [সং. চেতন+য (ভা)]। বিঃ **-দেব**—বৈষ্ণবধর্মপ্রবর্তক শচী-নন্দন নিমাই বা গৌরাঙ্গ।

চৈতালি, চৈতালী—(১)বিঃ চৈত্রমাসে উৎপন্ন রবি-শস্য, চৈত্রমাসে দেয় খাজনা; বসন্তবায়ু; চৈত্রমাস-কালীন ভাবাবেগ। (২) বিণঃ চৈত্রমাসে জন্মে এমন; চৈত্রমাসকালীন। [বাং. চৈত+আলি, আলী]।

চৈতী, চৈতি—**চৈত** দ্রঃ।

চৈত্ত, চৈত্তিক—বিণঃ চিত্তসম্বন্ধীয়। [সং. চিত্ত+অ, ইক]।

চৈত্য$_1$—বিঃ পূজাস্থান, যজ্ঞস্থান; বৌদ্ধগণের মঠ মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভ; বুদ্ধের চিতাভস্ম বা অস্থি দন্ত প্রভৃতি স্মরণচিহ্নসংবলিত মন্দিরাদি। [সং. চিত্য +অ]।

চৈত্য$_2$—(১)বিণঃ চিতা-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ পথি-পার্শ্বে অবস্থিত বৌদ্ধগণের পূজনীয় বৃক্ষ। [সং. চিতা+য]।

চৈত্র, চৈত্রিক—বিঃ বাঙ্গালা সনের দ্বাদশ মাস। [সং. চৈত্রী+অ, ইক]।

চৈত্রী—বিঃ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, চৈত্রপূর্ণিমা। [সং. চিত্রা+অ+ঈ]।

চৈন, চৈনিক—বিণঃ চীনদেশ-সম্বন্ধীয়; চীনদেশে জাত; চীনের অধিবাসী, চীনা। [সং. চীন+অ, ইক]।

চোংদার—**চোঙদার**-এর বানানভেদ।

চোঁ—অব্যঃ দ্রুতবেগে গমন- বা শোষণ-সূচক। [দেশী]। অব্য ক্রি-বিণঃ **চোঁ করিয়া, চোঁ করে**—অতিবেগে (চোঁ করে ছুটে গেল)। অব্য.ক্রি-বিণঃ **চোঁচা**—সটান, অন্যদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সবেগে (চোঁচা দৌড় দিল)। অব্য.ক্রি-বিণঃ **চোঁচোঁ করিয়া, (কথ্য) চোঁচোঁ করে**—অতি-বেগে ও ক্রমাগত (চোঁচোঁ ছুটতে লাগল); সাগ্রহে দ্রুততার সহিত (দুধটা চোঁচোঁ করে খেয়ে ফেলল)।

চোঁচ—বিঃ বাঁশ তাল প্রভৃতির চঞ্চুবৎ তীক্ষ্ণাগ্র কঠিন আঁশ। [হি.<সং. চঞ্চু]।

চোঁতা—**চোতা**-র রূপভেদ।

চোঁ-বোঁ—অব্যঃ ভ্রমরাদির গুঞ্জনধ্বনি বা বেত্রাদির ঘূর্ণনজাত ধ্বনি। [অনুকার]।

চোঁয়া—(১)বিণ: অন্ন পোড়ার গন্ধযুক্ত (চোঁয়া দুধ); হজম না হওয়ার জন্য অম্লগন্ধযুক্ত (চোঁয়া ঢেঁকুর)। (২)ক্রি: চোয়ান। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: সামান্য পোড়ান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

চোক১, চৌক—বি: কাহনের এক-চতুর্থাংশ; চারি পণ পরিমাণ; সিকি-পরিমাণ; সিকির চিহ্ন (।০ ॥০, ৷৷৹০)। [সং. চতুষ্ক]।

চোক২—**চোখ**-এর রূপভেদ।

চোকল—**চোখল**-এর রূপভেদ।

চোকলা—বি: (প্রধানত: ফল আনাজ প্রভৃতির) খোসা বা আবরণ; চাকলা। [সং. চোলক]।

চোকা, চোকান (-নো)—যথাক্রমে **চুকা** ও **চুকান**-র রূপভেদ।

চোখ—বি: চক্ষু; দৃষ্টি, নজর (মন্দ চোখে দেখা), সুনজর, অনুকূল দৃষ্টি, খেয়াল (তোমার প্রতি তার চোখ আছে); লোলুপ দৃষ্টি (পরের জিনিসে চোখ দিও না); বাঁশ আখ ইত্যাদির অঙ্কুরোদ্গমের স্থান। [সং. চক্ষুস্]। ক্রি: **চোখ ওঠা**—চক্ষু-রোগবিশেষ হওয়া। ক্রি: **চোখ কাটান**—চিকিৎসার জন্য চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করান। ক্রি: **চোখ খোলা**—জাগা; সতর্ক হওয়া; জ্ঞানলাভ করা। ক্রি: **চোখ গালা**—চক্ষুর তারা উপড়াইয়া ফেলা। ক্রি: **চোখ চাওয়া**—(প্রধানত: নিদ্রান্তে বা মূর্ছান্তে) চক্ষু মেলা; প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া। ক্রি: **চোখ ঘোরান, চোখ পাকান**—চারিদিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। ক্রি: **চোখ ছলছল করা**—দুঃখ শোক অভিমান প্রভৃতির দরুন অবরুদ্ধ অশ্রুতে চক্ষু ভরিয়া যাওয়া। ক্রি: **চোখ টাটান**—চক্ষুতে বেদনা বোধ করা, ঈর্ষান্বিত হওয়া। ক্রি: **চোখ টেপা, চোখ ঠারা**—চক্ষুভঙ্গির দ্বারা ইশারা করা; মিথ্যা স্তোক দেওয়া (নিজের মনকে চোখ ঠারা)। ক্রি: **চোখ ফোটা**—(পাখি প্রভৃতির) জন্মের পর প্রথম নেত্রপল্লব উন্মীলিত হওয়া; প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া; জ্ঞানলাভ করা; ভুল ধারণা হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা। ক্রি: **চোখ বোলান**—অমনোযোগের সহিত বা তাচ্ছিল্যভরে দেখা অথবা পাঠ করা। ক্রি: **চোখ রাঙান**—ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করা, রাগ দেখান। ক্রি: **চোখে আঙুল দিয়ে দেখান**—প্রমাণপ্রয়োগে স্পষ্ট বা সন্দেহাতীতরূপে উপলব্ধি করান। ক্রি: **চোখে চোখে রাখা**—(কাহার প্রতি) সতর্ক দৃষ্টি রাখা; দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না দেওয়া। ক্রি: **চোখে-মুখে কথা বলা**—বাচালতা করা; বাক্‌চাতুর্য করা; মনোভাব গোপনার্থ দ্রুত কথা বলা। ক্রি: **চোখে সরষে ফুল দেখা**—(আল.) বিপদাদিতে পড়িয়া দিশাহারা হওয়া। ক্রি: **চোখের দেখা**—দর্শনমাত্র—আলাপ-পরিচয় নহে; ক্ষণিকের জন্য দর্শন। **চোখের নেশা**—কেবল দর্শনের উৎকট মোহ (আলাপ সম্বন্ধ বা অন্য কিছুর মোহ নহে)। **চোখের পরদা**—লজ্জাসঙ্কোচ। **চোখের পাতা**—চক্ষুর উপরিস্থ চামড়া, নেত্রপল্লব। **চোখের পলক**—নিমেষ, মুহূর্তকাল। **চোখের বালি**—(আল.) চক্ষুশূল ব্যক্তি। **চোখের ভুল**—দৃষ্টিভ্রম। **কটা চোখ, বিড়াল চোখ**—পীতাভ-তারকা-যুক্ত চক্ষু। **ভাল চোখ**—নীরোগ চক্ষু; অনুকূল দৃষ্টি। **মন্দ চোখ**—বিরূপ দৃষ্টি। **রাঙা চোখ, লাল চোখ**—ক্রোধে বা নেশায় আরক্ত চক্ষু; মোহগ্রস্ত দৃষ্টি। **সাদা চোখ**—অবিকৃত বা স্বাভাবিক দৃষ্টি, যে দৃষ্টি নেশার দ্বারা বা সংস্কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত নহে। বি.বিণ(স্ত্রী): **-খাগী, -খাকী**—(গালিতে ব্যবহৃত) স্বাস্থ্যান্যায়ে দৃষ্টিহীনা, কানী। বি.বিণ(পুং): **-খেগো, খেকো**। বি: **চোখাচোখি**—পরস্পর দর্শন, পরস্পরের চক্ষে চক্ষে মিলন; সামনাসামনি উপস্থিতি।

চোখল—বিণ: চোখযুক্ত অর্থাৎ সব দিকে নজর আছে এমন; চালাক-চতুর। [বাং. চোখ+ওয়াল>অল]।

চোখা—বিণ: তীক্ষ্ণ, ধারাল, অতি তীব্র (চোখা কথা), তোখড়, বুদ্ধিমান্ ও চৌকস (চোখা লোক); খাঁটী, বিশুদ্ধ (চোখা মাল)। [সং. চোক্ষ]। বিণ: **-ল**—তীক্ষ্ণস্বাদযুক্ত (চোখাল রান্না); চালাক, তোখড় (চোখাল ছেলে); ধারাল (চোখাল বাণ)। **চোখা-চোখা কথা**—মর্মভেদী বাক্য।

চোখাচোখি—**চোখ** দ্র:।

-চোখো—বিণ: চোখবিশিষ্ট, দৃষ্টিবিশিষ্ট। [বাং. চোখ+উয়া>ও]। বিণ: **একচোখো**—**এক** দ্র:।

চোগা—বি: মুসলমানী বহির্বাস, লম্বা ঢিলা জামা-বিশেষ (চোগাচাপকান)। [ফা. চোগা]।

চোঙ, চোঙ্—বি: সরু নল। [চোঙ্গা দ্র:]।

চোঙদার, চোঙদার—বি: সৈন্যদলের অধিপতি, সেনানায়ক। [মরা. চুংগ = সৈন্যদল+ফা. দার]।

চোঙ্গা, চোঙা—(১)বি: সরু নল। (২)বিণ: সরু নলাকার (চোঙ্গা প্যাণ্ট)। [হি.—**চুঙ্গি**-ও দ্র:]।

বিণ: **-কাটা**—সরু নলাকার বা নল-পরান। (চোঙ্গাকাটা টুপি)।

চোট—বি: আঘাত (লাঠির চোট), জোর, শক্তি (কথার চোট), ক্রোধ, কোপ (চোট করা), বেগ, তোড়, স্রোত, ধমক (হাসির চোট), বার, দফা (একচোট)। [হি.]। **-পাট**—(১)বি: ক্রোধপ্রকাশ, তিরস্কার, বকুনি-ঝকুনি (চোটপাট করা), (২) বিণ: কড়া, তীব্র (চোটপাট জবাব)।

চোটা১—বি: অত্যধিক সুদ। [হি চৌথা]।

চোটা২—বি: চিটাগুড়। [হি. চোট]।

চোটা৩—ক্রি: চোটান। [হি. চোট+বা॰ আ]। **-ন -নো**—(১)ক্রি: চোট লাগান, আঘাত দেওয়া, রাগ করিয়া বা ধমক দিয়া কথা বলা, কোপান, কোদলান, (২)বি বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

চোট্টা—বি: চোর, প্রবঞ্চক। [হি.]। বি: **-মি**—চোর্য, প্রবঞ্চনা।

চোণা—**চোনা**-র অশুদ্ধ বানান।

চোত—**চৈত্ত**-র অধিকতর চলিত রূপ (চোত মাস)।

চোতা—বিণ: বাজে, রদী, ওঁচা (চোতা কাগজ, চোতা লোক)। [সং. চ্যুত]।

চোদ্দ, চোদ্দই—যথাক্রমে **চৌদ্দ** ও **চৌদ্দই**-র কথ্য রূপ।

চোনা—(১)বি: গোমূত্র। (২)ক্রি: চোনান। [হি, চুনা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: গবাদি পশু কর্তৃক মূত্রত্যাগ করান, (২)বি: উক্ত অর্থে।

চোপ১—বি: ভারী অস্ত্রের ঘা, কোপ, চোট (খাড়ার চোপ, চোপ দেওয়া)। [তু. কোপ১, ইং. chop]।

চোপ২—অব্য: (গোলমাল বা তর্কাতর্কির নিষেধ-সূচক ধমক) চুপ কর, কথা কহিও না (চোপ! চোপ রও!)। [দেশী—তু হি. চুপ্ রহ]।

চোপদার—**চোবদার**-এর বিকৃত রূপ।

চোপরা—**চোপা১** দ্র:।

চোপরাও, চোপরও—অব্য: চুপ কর। [হি. চুপ্ রহ]।

চোপসা, চোপসান (-নো)—যথাক্রমে **চুপসা** ও **চুপসান**-র কথ্য রূপ।

চোপা১, চোপরা—বি: (মন্দ অর্থে) মুখ (চোপা ফুলান, চোপরা ভেঙ্গে দেব), তিরস্কার, গঞ্জনা-দান; রূঢ়ভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর, দুর্বিনীত জবাব। [দেশী]। ক্রি: **চোপরা করা**—দুর্বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করা; রূঢ়ভাষায় তিরস্কার করা। ক্রি: **চোপা করা**—রূঢ়ভাষায় তিরস্কার করা।

চোপা২—ক্রি: চোপান। [চোপ১ দ্র:]। **-ন, -নো** (১)ক্রি: ভারী কর্তনাস্ত্রদ্বারা আঘাত করা, চোপ মারা, (২)বি বিণ: উক্ত অর্থে।

চোপাড়—বি: (সচ. গালে) চড়। [চোপা১ ও চাপড়-এর সংমিশ্রণজাত ?]

চোবদার—বি: আসাসোঁটাবাহী সুসজ্জিত ভৃত্য। [ফা.]।

চোবা, চোবান(-নো)—যথাক্রমে **চুবা** ও **চুবান**-র চলিত রূপ।

চোবে—**চৌবে**-র কথ্য রূপ।

চোয়া, চোয়ান(-নো), চোয়ানি—যথাক্রমে **চুয়া২ চুয়ান** ও **চুয়ানি**-র চলিত রূপ।

চোয়াড়—বি.বিণ: অসভ্য, বর্বর, দুর্বৃত্ত, গোঁয়ার। [হি — পর্বতীয় দস্যু]। বিণ: **চোয়াড়ে**—চোয়াড়ের মত, অমার্জিত।

চোয়াল—বি: মুখমধ্যস্থ অংশবিশেষ, যাহার সহিত দাঁত সংলগ্ন থাকে, হনু। [দেশী]।

চোর—বি: তস্কর, যে গোপনে পরের দ্রব্য অপহরণ করে। [সং √চুর্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **চোরী**, (বা.) **-নী**। বি: **-কাঁটা**—তৃণজাতীয় বন্য গুল্ম-বিশেষ: ইহার কাঁটা এমনভাবে পথিকের বস্ত্রে বিঁধিয়া যায় যে সহজে ছাড়ান যায় না। বি: **-কুঠরি, -কুঠরী**—গুপ্তকক্ষ। **চোর-চোর খেলা**—বালক-বালিকাদের ক্রীড়াবিশেষ: ইহাতে একজন চোর সাজিয়া লুকায় ও পালায় এবং অন্যেরা তাহাকে ধরার চেষ্টা করে। বি: **চোর-ছেঁচড়**—চোর ও প্রতারক। **চোরে চোরে মাসতুতো ভাই**—(মন্দার্থে) সমব্যবসায়ী, একই (প্রধানতঃ অন্যায়) কাজের কাজী বলিয়া গোপনে একতাবিশিষ্ট ব্যক্তি। **চোরের উপর বাটপাড়ি**—জুয়াচুরি বা দস্যুতা করিয়া চোরের কাছ হইতে চোরাই মাল হরণ করা। **চোরের ধন বাটপাড়ে খায়**—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোর চোরাই মাল ভোগ করিতে পারে না—তাহার কাছ হইতে উহা বাটপাড়ে লুঠিয়া নেয়; (আল.) অসদুপায়ে অর্জিত বস্তু অর্জনকারীর ভোগে আসে না—উহা মর্মান্তিকভাবে খোয়াইতে হয়। **চোরের মায়ের কান্না**—চোর শাস্তি পাইলে তাহার মা লজ্জাঘৃণায় প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারে না এবং কাঁদিলেও তাহার জন্য কাহারও সহানুভূতি জাগে না; (আল.) লজ্জাকর বা অন্যায় কাজের দরুন শাস্তিভোগের ফলে নিষ্ফল ও অপ্রকাশ্য বিলাপ। **চোরের মায়ের বড় গলা**—পৃথিবীতে যে যত বেশী অসৎ

সেই তত বেশী সাধুতার ভান করে অথবা অন্ত অপরাধীদের উপর তম্বি করে।

চোরা১—বিঃ যে চুরি করে, চোর (ননীচোরা) [বাং. চোর+আ (স্বার্থে)]। **চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী**—পাপিষ্ঠকে সদুপদেশ দেওয়া বৃথা কারণ সে তাহা কখনও মানিবে না।

চোরা২—বিণঃ অপহৃত (চোরা টাকা); গুপ্ত, অদৃশ্য, অজানিত (চোরা গর্ত); চুরি-ঘটিত, বে-আইনী (চোরা কারবারী)। [বাং. চুরি+আ]। বিঃ **-কারবার**—শুল্কাদি ফাঁকি দিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত বে-আইনি কারবার। বিঃ **-গর্ত**—(ঘাস বালি প্রভৃতিতে আবৃত থাকার ফলে) অদৃশ্য গর্ত। বিঃ **-পথ**—গুপ্ত (এবং সচ. অবৈধ) পথ। বিঃ **-বালি**—বাহিরে শক্ত কিন্তু ভিতরে তলতলে এমন (সাধারণতঃ মজা নদ্যাদির গর্ভস্থ) বালুচর যাহার উপরে পড়িলে জীবজন্তু নৌকা প্রভৃতি ক্রমেই তলাইতে থাকে।

চোরা৩, চোরান(-নো)—ক্রিঃ (প্রা. বাং.) চুরি করা। [বাং. চুরি+আ, আন]।

চোরাই—বিণঃ অপহৃত (চোরাই মাল)। [বাং. চোর+আই]। **চোরাই কারবার**—চোরাই মালের অবৈধ ব্যবসায়।

চোরিত—বিণঃ অপহৃত। [সং. √চুর্+ত (র্ম)]।

চোল১—বিঃ তাঞ্জোরের প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশবিশেষ; উহাদের দেশ বা রাজ্য।

চোল২—বিঃ কাঁচুলি, ঘাঘরা। [সং.]।

চোলাই—বিঃ চুয়ান; ঊর্ধ্বপাতন বা তির্যক্‌পাতন; রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ, distillation। [দেশী?—তু. হি. চোলানা]।

চোষ—বিঃ শোষণ। [বাং. √চুষ্ (সং. √চূষ্)+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—শোষণকারী। বিঃ **-কাগজ**—কালি জল প্রভৃতি তরল পদার্থ শুষিয়া লইবার কাগজবিশেষ, ব্লটিং-পেপার (blotting-paper)। বিঃ **-ন**, (অশু. কিন্তু চলিত) **-ণ**—শোষণ। বিণঃ **-নীয়, চোষ্য**—চুষিয়া খাইতে হয় এমন।

চোষা, চোষান(-নো)—যথাক্রমে **চুষা** ও **চুষান**-র চলিত রূপ।

চোষ্য—**চোষ** দ্রঃ।

চোস্ত—বিণঃ সমতল; মসৃণ; ঋজু; পরিপাটি। [ফা. চুস্ত্]।

চৌ-—বিণঃ চার। [সং. চতুর্]। বিঃ **-কাট, -কাঠ**—দরজার চতুঃপার্শ্বস্থ কাঠের চৌকা ফ্রেম [তু. হি. চৌখট্]। বিণঃ **-কোনা**—চারিকোণ-বিশিষ্ট, চতুষ্কোণ। বিঃ **-খণ্ড, -খণ্ডি, -খণ্ডী**—চৌচালা ঘর; চার-পায়াওলা খাটুলি বা চৌকি। বিণঃ **-খণ্ডিয়া**—চার-পায়াওয়ালা ('চৌখণ্ডিয়া পীড়ি': ক.ক); চারদিকে ধারওয়ালা ('চৌখণ্ডিয়া কাঁড়': ক.ক.)। **-খুপি, -খুপী**—(১)বিঃ চৌকা খোপ, চেক; (২)বিণঃ চার-খোপওয়ালা। বিণঃ **-গুণ, -গুনা, -গুনো**—চার-গুণ। **-গোপ্পা**- (১)বিঃ যে দাড়ি দুই ভাগে চিরিয়া গোঁফের সঙ্গে উপরদিকে তুলিয়া-দেওয়া; (২)বিণঃ ঐরূপ দাড়িওয়ালা। বিঃ **-ঘাট**—চার ঘাট; চারদিকের ঘাট; চতুর্দিক্। বিঃ **-ঘুড়ি**—চারঘোড়ার দ্বারা বাহিত শকট। বিণঃ **-চাকা, -চাক্কা**—চারচাকাবিশিষ্ট। ক্রি.বিণঃ **-চাপটে, -চাপড়ে**—চারদিকে; সর্বত্র; সর্বত্র ব্যাপিয়া; সকল বিষয়ে; সর্বতোভাবে; সটানভাবে (চৌচাপটে আছাড় খাওয়া)। বিঃ **-চালা**—চারখানি চালবিশিষ্ট ঘর। বিণঃ **-চির**—চারখণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডবিখণ্ড। বি.বিণঃ **-ঠা**—মাসের চতুর্থ দিবস বা দিবসের [সং. চতুর্থ]। **-তলা, -তালা**—(১) বিণঃ চারিতলাবিশিষ্ট; (২)বিঃ চতুর্থ তল। বিঃ **-তারা**—চবুতরা, চত্বর; চারিতারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিঃ **-তাল**—সঙ্গীতের তালবিশেষ। বি.বিণঃ **-ত্রিশ**—৩৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. চতুস্ত্রিংশৎ]। বিঃ **-দিক্, -দিগ্**, (কাব্যে) **-দিশ**—চারিদিক্, সমস্ত দিক্। বিঃ **-দুলী, -দুলি**—চতুর্দোলাবাহক সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ **-দোল, -দোলা**—চতুর্দোলা; রাজশিবিকা। **-পদী**—(১)বিণঃ চারিচরণবিশিষ্ট; (২)বিঃ চারিচরণ-বিশিষ্ট পদ্যছন্দ বা কবিতা। **-পর**—(১)বিঃ চারিপ্রহরকাল (=১২ ঘণ্টা); (২)ক্রি.বিণঃ সমস্ত রাত্রিদিন, সর্বক্ষণ। বিণঃ **-পল**—চারিপল-বিশিষ্ট, চারকোনা। **-পায়া**—(১)বিণঃ চারি-পায়াবিশিষ্ট; (২)বিঃ ঐরূপ খাট বা চৌকি। বিঃ **-মাথা, -মোহনা, -মোহানা, -রাস্তা**—চারিপথের মিলনস্থল। বি.বিণঃ **-রাশি**—৮৪ সংখ্যা বা সংখ্যক, চুরাশি। **-রী**—(১)বিণঃ চারখানি চালযুক্ত; (২)বিঃ ঐরূপ ঘর। বি.বিণঃ **-ষট্টি**—৬৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। **চৌষট্টি কলা**—৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা।

চৌক—**চোক১** ও **চৌকো** দ্রঃ।

চৌকস, (অশু.) **চৌকশ**, (অশু.) **চৌকষ**—বিণঃ সকল কাজে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী, কর্মদক্ষ; সতর্ক, চালাক, চতুর। [হি. চৌকস]।

চৌকা—(১)বিণ: চারিকোণবিশিষ্ট। (২)বিঃ চার-ফোঁটাবিশিষ্ট তাস। [সং. চতুষ্ক]।

চৌকি, (বিরল) **চৌকী**—বিঃ চারিপায়াযুক্ত ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন বা তক্তাপোশ, (চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থিত) প্রহরীর ঘাঁটি, ফাঁড়ি, থানা, পাহারা (চৌকি দেওয়া), খাজনা বা কর আদায়ের ঘাঁটি। [সং চতুষ্কী]। বিঃ **-দার**—প্রহরী, কর আদায়কারী পেয়াদা। বিঃ **-দারি**—চৌকিদারের বৃত্তি। বিণঃ **-দারী**—চৌকিদার-সংক্রান্ত।

চৌকো, **চৌক**—**চৌকা**-র কথ্য রূপ।

চৌখস—**চৌকস**-এর অশু রূপ।

চৌঙকি——অস-ক্রিঃ (ব্রজ) চমকিয়া ('চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে', বিদ্যা.)। [সং. চমক]।

চৌথ—বিঃ এক-চতুর্থাংশ, মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিগণ কর্তৃক প্রজা ও পরাজিত রাজাদের নিকট হইতে কর হিসাবে গৃহীত জমির ফসলের এক-চতুর্থাংশ বা তাহার উপযুক্ত মূল্য। [সং চতুর্থ.]।

চৌদ্দ—বি বিণঃ ১৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং চতুর্দশ]। **-ই**—(১)বিঃ মাসের চৌদ্দ তারিখ, (২)বিণঃ উক্ত তারিখের। বিঃ **-পুরুষ**—পিতা-পিতামহাদিক্রমে ঊর্ধ্বতনচৌদ্দ পুরুষ বা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অধস্তন চৌদ্দ পুরুষ, ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ ও অধস্তন সাত পুরুষ।

চৌধুরী—বিঃ সামন্ত নৃপতি, সেনাপতিবিশেষ, নগর বা গঞ্জের প্রধান ব্যবসায়ী, গ্রামের মোড়ল, কুলি-সর্দার, উপাধিবিশেষ। [সং চতুর্ধুরীণ]। বি(স্ত্রী): **চৌধুরানী**।

চৌপট—বিণঃ সমতল। [হি চৌপট্]।

চৌপাড়ি, (চলিত) **চৌবাড়ি**—বিঃ টোল। [সং চতুষ্পাঠী]।

চৌবাচ্চা—বিঃ চারকোনা জলকুণ্ড, হৌজ। [ফা চাবচ্চা]।

চৌবে—বিঃ চতুর্বেদী : ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [হি.<সং চতুর্বেদী]।

চৌম্বক—বিণঃ আকর্ষক, আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট, চুম্বক-সংক্রান্ত। [সং. চুম্বক+অ]।

চৌর—বিঃ চোর। [সং. চোর+অ]।

চৌরস, (বিরল) **চৌরাস**—বিণঃ প্রশস্ত, সমতল, চারকোনা। [সং চতুরস্র]।

চৌরোদ্ধরণিক—বিঃ (প্রাচীন হিন্দু ভারতে) নগর-কোতোয়াল। [সং.]।

চৌর্য—বিঃ চুরি ; চোরের বৃত্তি। [সং. চোর+য (ভা)]। বিঃ **-বৃত্তি**—চোরের পেশা, চৌর্য। বিঃ **চৌর্যোন্মাদ**—চুরি করার অদম্য লালসারূপ ব্যাধিবিশেষ, cleptomania।

চৌহদ্দি, (বর্জি) **চৌহদ্দী**—বিঃ চতুঃসীমা। [বাং. চৌ+আ হদ্]।

চৌহান—বিঃ রাজপুতদের বীর রাজবংশবিশেষ (আনহল হইতে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত ৩৯ জন নৃপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন)।

চ্যবনপ্রাশ—বিঃ কাশ-জাতীয় রোগের কবিরাজী ঔষধবিশেষ। [সং চ্যবন+প্র+ √অশ্+অ]।

চ্যাং, **চ্যাঙ**—**চেঙ**-এর বানানভেদ।

চ্যাটাংচ্যাটাং — অব্য বিণঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ও তীব্র (চ্যাটাংচ্যাটাং কথা)।

চ্যাংড়া, **চ্যাঙড়া**—**চেঙড়া**-র বানানভেদ।

চ্যাঙারি, **চ্যাঙারী**, **চ্যাঙারি**, **চ্যাঙারী**—**চেঙারি**-র বানানভেদ।

চ্যান্‌সেলার — বিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা আচার্য [ইং. chancellor]। বিঃ **ভাইস্-চ্যান্‌সেলার** — বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বা উপাচার্য। [ইং vice-chancellor]।

চ্যাপটা—**চেপটা**-র বানানভেদ।

চ্যুত—বিণঃ ভ্রষ্ট, পতিত (বৃক্ষচ্যুত), বহিষ্কৃত, বিতাড়িত (পদচ্যুত, রাজ্যচ্যুত)। [সং. √চ্যু+ত (র্ম)]। বিঃ **চ্যুতি**—পতন, ভ্রংশ ; বহিষ্কার ; হানি, নাশ।

ছ

ছ১—বাঙ্গালা ভাষার সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ।

ছ২—**ছয়**-এর কথ্য এবং সংক্ষিপ্ত রূপ।

ছই—বিঃ গোরুর গাড়ি নৌকা প্রভৃতির চাল বা ছাদ। [সং ছদি]।

ছউই—(১)বিঃ মাসের ষষ্ঠ দিবস। (২)বিণঃ উক্ত দিবসের (ছউই চৈত্র)। [বাং. ছয়+ই]।

ছক—বিঃ দাবা পাশা ইত্যাদি খেলার ঘর ; নকশা, কোন-কিছুর পরিকল্পিত আদল। [দেশী]। ক্রিঃ **ছক কাটা**—রেখাদ্বারা চারকোনা ঘরে বিভক্ত করা, (আল.) কোনকিছু করিবার পূর্বে স্পষ্ট পরিকল্পনা করিয়া নেওয়া। বিণঃ **ছক-কাটা**—চারকোনা ঘরসমূহে বিভক্ত। ক্রিঃ **ছকা**—ছক

বা নকশা অঙ্কন করা; (পরিকল্পনাদির) মুসাবিদা বা খসড়া করা।

ছকড়া—**ছক্কড়**-এর রূপভেদ।

ছকড়া-নকড়া—(১)বিঃ তুচ্ছ-তাচ্ছল্য; বিশৃঙ্খলা। (২)বিণঃ বিশৃঙ্খল [দেশী]।

ছকা—**ছক** দ্রঃ।

ছক্কড়—বিঃ নড়বড়ে ঘোড়ার গাড়ি। [সং. শকট তু. ছ্যাকড়া]।

ছক্কা১—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ, ছোঁকা। [দেশী]।

ছক্কা২—বিঃ ছয়ফোঁটা-চিহ্নিত তাস। [বাং. ছয় —তু. সং. ষট্‌ক]।

ছচাল্লিশ—**ছেচাল্লিশ**-এর রূপভেদ।

ছটকান—**ছিটকান**-র রূপভেদ।

ছটফট—অব্যঃ অস্থিরতা আকুলতা উদ্বেগ প্রভৃতি প্রকাশ; আইঢাই, আনচান, ধড়ফড়। [দেশী]। **ছটফটা, ছটফটান, ছটফটানো**—(১)ক্রিঃ ছটফট করা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **ছটফটানি**—অস্থিরতা, আকুলতা, উদ্বেগ। বিণঃ **ছটফটে**—অস্থির, চঞ্চল।

ছটরা—বিঃ বন্দুকের ছোট গুলি বা ছিটে। [ইং. শট্ (shot)+বাং. রা]।

ছটা—বিঃ দীপ্তি, আভা, আলোক; সৌন্দর্য, শোভা; সমূহ; জাঁকজমক, পরম্পরা (শ্লোকের ছটা)। [সং. √ছো+অট (র্তৃ)+আ]।

ছটাক—বিঃ ওজনের পরিমাণবিশেষ (=৫ তোলা বা $\frac{1}{16}$ সের বা $\frac{1}{4}$ পোয়া); ভূমির পরিমাণবিশেষ (=৫ হাত লম্বা ও ৪ হাত চওড়া)। [হি. ছটাংক<? সং. ষট্‌টঙ্ক]।

ছট্‌ফট্—**ছটফট**-এর বানানভেদ।

ছড়১—বিঃ সরু লম্বা দণ্ড, সিক (বন্দুকের ছড়, লোহার ছড়); বেহালা, এসরাজ প্রভৃতি বাজাইবার ছড়ি; লম্বা আঁচড় (গায়ে ছড় পড়া)। [বাং. ছড়ি]।

ছড়২—বিঃ চামড়া, ছাল ('অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়' : ক. ক.)। [সং. ছল্লি]।

ছড়রা—**ছররা**-র বানানভেদ।

ছড়া১—ক্রিঃ ছড়ান। [সং. ছটা ?]।

ছড়া২—(১)ক্রিঃ ছড়যুক্ত অর্থাৎ আঁচড়যুক্ত হওয়া, আঁচড়াইয়া যাওয়া; ছাল উঠিয়া যাওয়া। (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে, এবং—খোসা-ছাড়ান। [ছড়২ দ্রঃ]।

ছড়া৩—বিঃ গ্রাম্য কবিতাবিশেষ; শিশু-ভোলান বা মেয়েলি কবিতা; ছড়ি বা মালার আকারবিশিষ্ট বস্তু (গোটছড়া)। গুচ্ছ, খোলো (কলার ছড়া); ইতস্ততঃ ছিটান তরল পদার্থ, ছিটা (জল-ছড়া, গোবরছড়া, ছড়া দেওয়া)। [সং. ছটা]। ক্রিঃ **ছড়া কাটা**—ছড়া আবৃত্তি করা; ছড়া তৈয়ারি করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করা।

ছড়াছড়ি—বিঃ অযত্নে ইতস্ততঃ নিক্ষেপ (ছড়াছড়ি করিয়া নষ্ট করা); ঐরূপে অপচয় (জিনিসপত্রের ছড়াছড়ি); প্রাচুর্য (এ বৎসর আমের ছড়াছড়ি)। [ছড়া১ দ্রঃ]।

ছড়ান, ছড়ানো—(১)ক্রিঃ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করা, বিক্ষিপ্ত করা (জিনিসপত্র ছড়ান); ছিটান (বীজ বা জল ছড়ান); বিস্তৃত হওয়া, ব্যাপা (রোগ ছড়াইতেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [ছড়া১ দ্রঃ]।

ছড়ি, (বিরল) **ছড়ী**—বিঃ সরু লাঠি; মঞ্জরী (খেজুরছড়ি)। [দেশী ?]। বিঃ **-দার**—ছড়িধারী ব্যক্তি; পাণ্ডার অনুচর।

ছত্তরি, ছত্তরী—বিঃ (প্রধানতঃ শকটাদির) ছাদ বা চাল; নৌকাদির ছই; মশারি টাঙ্গাইবার ফ্রেম। [সং. ছত্র]।

ছত্র১—বিঃ অন্নাদির বিতরণস্থান (অন্নছত্র, জলছত্র)। [সং. ক্ষেত্র বা সত্র]।

ছত্র২—বিঃ অক্ষর-পঙ্‌ক্তি, লাইন (এক ছত্র লেখা)। [আ. সত্‌র্]।

ছত্র৩—বিঃ ছাতা, আতপত্র। [সং. √ছদ্+ণিচ্+র (ণে)]। বিঃ **-ক, ছত্রাক**—ছাতা, fungus; কোঁড়ক, mushroom। বিণঃ **-খান**—উন্মুক্ত ছাতার ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত বা বিক্ষিপ্ত। বিঃ **-দণ্ড**—রাজছত্র ও রাজদণ্ড। বিণ.বিঃ **-ধর, -ধারী** (-রিন্)—(রাজার) ছাতা-ধারণকারী; বশংবদ অনুচর। বিঃ **-পতি**—সম্রাট্, রাজ-চক্রবর্তী; শিবাজীর উপাধি। **-ভঙ্গ**—(১)বিঃ দলের (বিশেষতঃ, পরাজিত সৈন্যদলের) সংহতি-হানি বা বিশৃঙ্খলা; অরাজকতা; (২)(বাং.) বিণঃ বিশৃঙ্খল, দলভ্রষ্ট। বিণঃ **ছত্রাকার**—ছাতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট; (বাং.) উন্মুক্ত ছাতার ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খলভাবে বিকীর্ণ, ছত্র-খান।

ছত্রাক, ছত্রাকার—**ছত্র**৩ দ্রঃ।

ছত্রি—বিঃ নৌকাদির ছই। [সং. ছত্র+বাং. ই]।

ছত্রিশ—বি.বিণঃ ৩৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [প্রা. ছত্তীস<সং. ষট্‌ত্রিংশৎ]।

ছত্রী১—বিঃ ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ, খেত্রী। [সং. ক্ষত্রিয়]।

ছত্রী২ (-ত্রিন্)—বিণ: ছত্রধারী। [সং. ছত্র+ইন্]।

ছদ—বি: গাছের পাতা (সপ্তচ্ছদ) ; আচ্ছাদন (পরিচ্ছদ)। [সং. √ছদ্+ণিচ্+অ]।

ছদ্ম (দ্মন্)—বিণ: ছল, কপট। [সং. √ছদ্+ণিচ্+মন্ (ণে)]। বি: **-বেশ**—আত্মগোপনার্থ পরিধেয় বেশ। বিণ: **-বেশী** (-শিন্)—ছদ্মবেশধারী। বিণ(স্ত্রী): **-বেশিনী**।

ছন—বি: পূর্ববঙ্গে ঘর ছাইবার খড়জাতীয় তৃণবিশেষ। [তু. শন]।

ছন্‌ছন্, **ছনছন**—অব্য: সর্দি জ্বরভাব ঈষৎ অসুস্থতা প্রভৃতি প্রকাশক (শরীরটা ছন্‌ছন্ করছে)।

ছন্দ১—বি: প্রবৃত্তি, ঝোঁক, অভিপ্রায় (ছন্দানুগমন) ; বশ্যতা (স্বচ্ছন্দে) ; (বাং.) রকম (বিবিধ ছন্দে)। [সং. √ছন্দ্+অ (ভা)]। বি: **ছন্দানুগমন, ছন্দানুসরণ**—ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলন বা কার্যকরণ। বিণ: **ছন্দানুগামী** (-মিন্), **ছন্দানুসারী** (-রিন্)—ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলে এমন। বি: **ছন্দানুবর্তন, ছন্দানুবৃত্তি**—মন যোগান, পরের ইচ্ছানুসারে চলন। বিণ: **ছন্দানুবর্তী** (-র্তিন্)—পরের মন যোগায় বা ইচ্ছানুসারে চলে এমন।

ছন্দঃ (ন্দস্), (চলিত) **ছন্দ**২—বি: পদ্যবন্ধ, (প্রধানত: পদ্যের) রচনা-রীতি, রচনার মাত্রা বা তাল, ছাঁদ। [সং. √ছন্দ্+অস্ (র্ম)]। বি: **-পতন, -পাত**—পদ্যরচনায় তালভঙ্গ, পদ্যরচনায় অক্ষর বা মাত্রার আধিক্য ও ন্যূনতা। বিণ: **ছান্দস** দ্র:।

ছন্দানুগমন, ছন্দানুগামী, ছন্দানুবর্তন, ছন্দানুবর্তী, ছন্দানুবৃত্তি, ছন্দানুসরণ, ছন্দানুসারী—**ছন্দ**১ দ্র:।

ছন্দেবন্দে—ক্রি-বিণ: কলে-কৌশলে, পাকে-প্রকারে। [<ছন্দোবন্ধ ?]।

ছন্দোবদ্ধ—বিণ: ছন্দে গ্রথিত ; পদ্য-রীতিতে রচিত। [সং. ছন্দঃ+বদ্ধ]।

ছন্ন—বিণ: আচ্ছাদিত, আচ্ছন্ন ; লুপ্ত, নষ্ট, অপসারিত ('পাপতাপ হবে ছন্ন' : ভা.চ)। [সং. √ছদ্+ত (র্ম)]। বিণ: **-ছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া, আশ্রয়হীন। বিণ: **-মতি**—বুদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে এমন, নষ্টবুদ্ধি।

ছপ্পর—**ছাপ্পর**-এর রূপভেদ।

ছবি১—বি: দ্যুতি, দীপ্তি (রবিচ্ছবি) ; শোভা, কান্তি (মুখচ্ছবি)। [সং. √ছো+ই]।

ছবি২—বি: চিত্রিত মূর্তি, প্রতিমূর্তি, আলেখ্য। [শোভা কান্তি প্রভৃতি অর্থ হইতে এই অর্থ আসিতে পারে ; আ. শবীহ্ শব্দের প্রভাবও থাকিতে পারে—তু. আ. তস্‌বীর]।

ছম্‌ছম্—অব্য: ভয়জনিত দেহের বিকারসূচক (গা ছম্‌ছম্ করা)।

ছয়—বি.বিণ: ৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্]।

ছয়লাপ—বিণ: পরিপূর্ণ, প্লাবিত, ছাইয়া গিয়াছে এমন (ঘর কাগজপত্রে ছয়লাপ) ; সম্পূর্ণ নষ্ট (খাবার-দাবার ছয়লাপ করা)। [ফা. সয়লাব্]।

ছরকট, (বর্জি.) **ছরকোট**—বি: ছড়াছড়ি, বিশৃঙ্খলা, বেবন্দোবস্ত (জিনিসপত্রের বা কাজকর্মের ছরকট)। [দেশী]।

ছর্দি১—**সর্দি**-র প্রাদে বিকৃত রূপ।

ছর্দি২, (অশু.) **ছর্দী**—বি: বমি, উদ্গার। [সং. √ছর্দ্+ই (ভা)]।

ছররা—**ছটরা**-র রূপভেদ।

ছল—(১)বি: ছলনা, প্রবঞ্চনা, কৌশল, ফাঁদ (ছলেবলে), উপলক্ষ, ব্যপদেশ, প্রসঙ্গ (কথাচ্ছলে); রূপ, আকার ('বৃষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে' : ভা.চ.) ; ইঙ্গিত, ইশারা ('কথা কয় ছলে : ভা.চ), ছুতা, ওজর, ভান (প্রণামের ছলে, লজ্জার ছলে, খেলাচ্ছলে) ; দোষ, ত্রুটি, খুঁত (ছল ধরা)। (২)বিণ: কপট, ছদ্ম। [সং. √ছল্+অ (ভা)]। ক্রি: **ছল ধরা**—দোষ বা খুঁত বাহির করা। ক্রি: **ছল পাতা**—ফাঁদ পাতা। বি: **-চাতুরি, চাতুরী**—শঠতা। বিণ: **-গ্রাহী** (-হিন্)—ছিদ্রান্বেষী, দোষদর্শী। বি: **-ছুতা**—অছিলা ; সামান্য ত্রুটি।

ছলছল—(১)অব্য: ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ। (২)বিণ: উচ্ছলিত, ছলাৎ-ছলাৎ শব্দযুক্ত ('ছলছল টলটল কলকল তরঙ্গ' : ভা.চ.)। [ছলছল দ্র:]।

ছলছল—(১)অব্য: জলপ্রবাহের শব্দ (ছলছল করিয়া বহিয়া যাওয়া) ; অশ্রুপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ (চোখ ছলছল করিতেছে)। (২)বিণ: অশ্রুপূর্ণ, সজল (ছলছল চোখে)। [ধ্বন্যাত্মক]।

ছলন, ছলনা—বি: কপটতা, শঠতা, প্রতারণা, ধোঁকা। [সং. √ছলি (নামধাতু)+অন (ভা), +আ]। বি: **ছলিত**—প্রতারিত।

ছলা—(১)বি: ছল ; ছলনা। (২)ক্রি: ছলনা করা, প্রতারণা করা, ধোঁকা দেওয়া ('কোন্ ছলে ছলিয়া' : রবীন্দ্র)। [সং. ছল+বাং. আ(আর্থে)]। বি: **-কলা**—শঠতা ও মন-ভোলান হাবভাব।

ছলাৎ—অব্যঃ কঠিন পদার্থে জলের বা তরঙ্গের আঘাতের শব্দ। [দেশী]।

ছলিত—**ছলন** দ্রঃ।

ছষট্টি—**ছেষট্টি**-র রূপভেদ।

ছা—বিঃ ছানা, শাবক (পাখির ছা) ; শিশু, বাচ্চা (ছাপোষা)। [পা ছাব<সং শাবক]। বিণঃ **-পোষা**—বহু সন্তানপালনের দায়িত্ববিশিষ্ট।

ছাই—বিঃ ভস্ম, খাক , অকিঞ্চিৎকর অসার বা জঞ্জালতুল্য বস্তু বা বিষয় , কিছুই নহে (তুমি ছাই জান)। [সং. ক্ষার]। **ছাইচাপা আগুন**—অন্তরে বিদ্যমান অথচ প্রকাশের অসাধ্য মর্ম-যন্ত্রণা প্রতিভা বা অন্য চরিত্র-গুণ। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো**—যে ব্যক্তি সংসারের অপ্রীতিকর ও অপরের অগ্রাহ্য কাজে লাগে। বিঃ **-ভস্ম**—বাজে বা জঞ্জালতুল্য বস্তু।

ছাউনি$_1$—বিঃ আচ্ছাদন (খড়ের ছাউনি) ; চাঁদোয়া। [সং. ছাদনী]।

ছাউনি$_2$—বিঃ সেনানিবাস, সৈন্যদের স্থায়ী আড্ডা, cantonment ; শিবির, যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যদের ঘাঁটি। [হি সাউনি]।

ছাও—বিঃ (প্রাদে) শাবক, ছা, ছানা। [ছা দ্রঃ]।

ছাওয়া—(১)ক্রিঃ আচ্ছাদন করা, আবৃত করা, ঢাকা ; বিছান, ছড়ান , পরিব্যাপ্ত করা। (২) বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √ছাহ্ (সং. √ছদ্) + আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ আচ্ছাদিত বা আবৃত করান ; (২)বি বিণঃ অনুরূপ অর্থে।

ছাওয়াল, ছাবাল—বিঃ (প্রাদে.) সন্তান, ছেলে ; শিশু। [সং. শাবক]।

ছাঁ—**ছা**-এর রূপভেদ।

ছাঁইচ—বিঃ চালু চালের প্রান্তভাগ বা উহাদ্বারা আবৃত ঘরের চারিপাশ। [দেশী]। বিঃ **-তলা**—চালের বা ছাতের প্রান্তভাগের তলদেশ।

ছাঁকনা, ছাঁকনি—বিঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত পাত্র-বিশেষ যাহাদ্বারা ছাঁকা হয়, চালনিবিশেষ। [বাং. √ছাঁক্ + আন, আনি]।

ছাঁকা—(১)ক্রিঃ বস্ত্রাদির সাহায্যে তরল বস্তু হইতে ময়লা বা কঠিন পদার্থ বাহির করিয়া ফেলা, পরিস্রুত বা শোধন করা (দুধ ছাঁকা) ; চালা, গুঁড়া পৃথক্ করা (আটা ছাঁকা)। (২)বিঃ ছাঁকার কাজ। (৩)বিণঃ ছাঁকা হইয়াছে এমন (ছাঁকা আটা) ; খাঁটি (ছাঁকা কথা) ; বিশেষভাবে নির্বাচিত (ছাঁকা ছাঁকা মানুষ) ; নির্ভেজাল, বিশুদ্ধ (ছাঁকা গঙ্গাজল) ; সদ্যলব্ধ (ছাঁকা পয়সা) ; ছাঁকিবার জন্য উদ্দিষ্ট (দুধ-ছাঁকা কাপড়, আটা-ছাঁকা চালুনি)। [<সং. শাতন]। **ছাঁকা তেলে ভাজা**—ঝাঁঝরির দ্বারা ছাঁকিয়া তোলা যায় এরূপ বেশী তেলে ভাজা। **ছেঁকে ধরা**—ঘিরে ধরা, চারদিক্ হইতে অনেকে মিলিয়া ব্যতিব্যস্ত করা (পিঁপড়েয় ছেঁকে ধরেছে, পাওনা-দারেরা ছেঁকে ধরেছে)।

ছাঁকি-জাল—বিঃ চুনোপুঁটিজাতীয় ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য ক্ষুদ্র জালবিশেষ। [বাং. ছাঁকা + ই + জাল]।

ছাঁচ$_1$—**ছাঁইচ**-এর চলিত রূপ।

ছাঁচ$_2$—বিঃ ফর্মা, mould, যাহার মধ্যে ফেলিয়া কোন বস্তুর আকার দেওয়া হয় (সন্দেশের ছাঁচ) ; ছাঁচে প্রস্তুত খাবার (ক্ষীরের ছাঁচ) ; (আল.) ধরন, সাদৃশ্য, প্রতিকৃতি (একই ছাঁচের জিনিস)। [দেশী—তু. হি. সাঁচা]।

ছাঁচি—বিণঃ আসল, দেশী (ছাঁচি কুমড়া)। [হি. সাঁচ (=সত্য)]। **ছাঁচি কুমড়া**—**কুমড়া** দ্রঃ। **ছাঁচি পান**—সুগন্ধ পানবিশেষ। **ছাঁচি বেত**—সরু বেতবিশেষ।

ছাঁট—(১)বিঃ কাটিয়া বাদ দেওয়া অংশ বা বাড়তি অংশ (কাপড়ের ছাঁট) ; ছাঁটার বা কাটার প্রণালী (জামার ছাঁট)। (২)বিণঃ কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন (ছাঁট কাপড়)। [ছাঁটা দ্রঃ]।

ছাঁটা—(১)ক্রিঃ অনাবশ্যক অংশ কাটিয়া ফেলা, কাটিয়া ছোট করা (গাছ ছাঁটা, চুল ছাঁটা) ; কাঁড়ান (চাল ছাঁটা), বাদ দেওয়া (কাহাকেও দল হইতে ছাঁটা) , অগ্রাহ্য করা (মনের দুঃখ ছেঁটে ফেলা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি √ছাঁট—তু. সং. √শাতি=শাতন করা)]। বিঃ **-ই, -নি**—কর্তন ; বাদ দেওয়া ; অমান্য বা অগ্রাহ্যকরণ , বর্জন, বরখাস্তকরণ ; (অর্থ.) কলকারখানাদিতে (প্রধানতঃ লোকসানের অজুহাতে ব্যয়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে) কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাসকরণ ; ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া বস্তু। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পরের দ্বারা ছাটাই করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছাঁৎ—অব্যঃ বুকের মধ্যে তীব্র শিহরণের অনু-ভূতি। [ধ্বন্যাত্মক—মূলতঃ গরম কিছুর সহিত স্পর্শানুভূতির অনুকারধ্বনি]।

ছাঁদ—বিঃ গঠন, আকৃতি (মুখের ছাঁদ) ; প্রকার, ধরন, ভঙ্গি (অক্ষরের ছাঁদ, কথার ছাঁদ, নানা ছাঁদে)। [সং. ছন্দ]।

ছাঁদন—বিঃ বেষ্টন, বন্ধন ; দোহনকালে গাভীর পদবন্ধন (ছাঁদনদড়ি) । [ছাঁদা দ্রঃ] ।

ছাঁদনাতলা—বিঃ বিবাহের ছায়ামণ্ডপ। [সং. ছাদন+বাং. আ (যুক্তার্থে)+তলা (স্থল)] ।

ছাঁদা—(১)ক্রিঃ বেষ্টন করা, জড়ান (বাঁধাছাঁদা) ; বাঁধা, দোহনকালে গোরুর পিছনের দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধা (গোরুটাকে ছাঁদ) ; ফাঁদা, পত্তন করা (বাড়ি ছাঁদা) । (২)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিঃ উক্ত সকল অর্থে ; নিমন্ত্রিত ব্যক্তি (বিশেষতঃ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ) ভোজনশেষে যে খাদ্যবস্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। [?—তু. ছাঁদ] ।

ছাকনী—**ছাঁকনি**-র অশু. রূপ ।

ছাগ, ছাগল—বিঃ অজ, পাঁঠা । [সং.]। বি(স্ত্রী): **ছাগী, ছাগলী**। বিঃ **ছাগবাহন**—অগ্নিদেব। **ছাগলাদ্য ঘৃত**—নপুংসক ছাগ অর্থাৎ খাসির চর্বিতে প্রস্তুত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ । বিঃ **রামছাগল**—**রাম** দ্রঃ ।

ছাট—বিঃ বায়ুতাড়িত জলের ছিটা (বৃষ্টির ছাট) । [সং. ছটা] ।

ছাড়—বিঃ ত্যাগ, বাদ (ছাড় পড়িয়াছে) ; মুক্তি (ছাড় নেই) ; মুক্তির বা গমনের অনুমতি (ছাড়-পত্র) ; বিরাম, অবসর, (একটু ছাড় পেয়েছি) ; মালপত্র খালাস করিবার অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র (একখানা ছাড় লিখে দেও) । [ছাড়া দ্রঃ] ।

ছাড়া—(১)ক্রিঃ ত্যাগ করা (সংসার ছাড়া) ; বদলান, পরিবর্তন করা (কাপড় ছাড়া) ; যাত্রা করা, স্থানত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করা (গাড়ি ছাড়া) ; মুক্তি দেওয়া (পুলিস আসামীকে ছাড়িয়া দিল) ; দূর হওয়া (জ্বর ছাড়া) ; নিষ্কৃতি দেওয়া (খেয়েচে তবে ছেড়েছে) ; বাদ দেওয়া, উপেক্ষা করা (ছেড়ে কথা কওয়া) ; শিথিল হওয়া, খোলা (জোড় ছাড়া, পাক ছাড়া) ; (স্বর) উচ্চে তোলা (গলা ছাড়া) ; ডাকে দেওয়া বা বাহিরে পাঠান (চিঠি ছাড়া) ; স্পন্দনহীন হওয়া (নাড়ী ছাড়া) ; প্রসব করা (ডিম ছাড়া) ; নিক্ষেপ করা (বাণ ছাড়া) । (২)বিণঃ পরিত্যক্ত (ছাড়া ভিটা) ; বঞ্চিত, হারা (ভিটাছাড়া, মা-ছাড়া) ; স্বাধীন, বন্ধনহীন (ছাড়া গোরু) ; বর্জিত (লক্ষীছাড়া) ; বহির্ভূত (সৃষ্টিছাড়া) । (৩)বিঃ ক্রিয়ার সকল অর্থে (গাড়ি ছাড়ার সময়, কাপড় ছাড়ার ঘর, সংসার ছাড়ার ইচ্ছা) ; মুক্তি, খালাস, রেহাই (ছাড়া পাওয়া) । (৪)অব্যঃ ব্যতীত (ইহা ছাড়া) । [পা √ছড্ড< √ছৃদ্] ।

বিণঃ **-ছাড়া**—বিরল, ফাঁক-ফাঁক । বিঃ **-ছাড়ি**—বিচ্ছেদ ।

ছাড়ান১ (উচ্চা. ছাড়ান্)—বিঃ মুক্তি, খালাস, নিষ্কৃতি, রেহাই । [ছাড়া দ্রঃ] ।

ছাড়ান২, ছাড়ানো—(১)ক্রিঃ ত্যাগ করান (নেশা ছাড়ান) ; পরিবর্তন করান (কাপড় ছাড়ান) ; খালাস বা মুক্ত করা, উদ্ধার করা (জেল থেকে ছাড়ান) ; তাড়ান (ভূত ছাড়ান) ; মোচন করা (হাত ছাড়ান) ; শিথিল করা, খোলা (জট ছাড়ান) ; বিচ্যুত করা, বাদ দেওয়া (খোসা ছাড়ান) । (২)বি. বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [ছাড়া দ্রঃ] ।

ছাত—বিঃ অট্টালিকাদির উপরিস্থ পাকা আচ্ছাদন । [সং. ছাদ] ।

ছাতরা—ক্রিঃ ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়া । [< ছত্রাকার—**ছত্র১** দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে ।

ছাতলা—বিঃ ছাতা, নরম ময়লা, শেওলার ন্যায় মরচে বা ময়লা (ছাতলা ধরা, ছাতলা পড়া) । [সং. ছাতা২ +বাং. লা] ।

ছাতা১—বিঃ ছত্র, রৌদ্র ও বৃষ্টি এড়াইবার জন্য আবরণবিশেষ । [সং. ছত্র] ।

ছাতা২—বিঃ কোঁড়ক ; ছাতলা । [সং. ছত্রাক] । বিণঃ **-ধরা, -পড়া**—ছাতলাযুক্ত । বিঃ **ব্যাঙের ছাতা**—কোঁড়ক, mushroom ।

ছাতার, ছাতারিয়া, (কথ্য.) **ছাতারে**—বিঃ চড়াই জাতীয় পাখিবিশেষ । [বাং. ছৎর্ (অনুকারশব্দ) +ইয়া] ।

ছাতি১—বিঃ ছত্র, রৌদ্র ও বৃষ্টি এড়াইবার আবরণবিশেষ । [বাং. ছাতা+ই] ।

ছাতি২—বিঃ বুকের পাটা বা বিস্তার, ছিনা ; (আল.) সাহস। [হি. ছাতী] । **ছাতি ফাটা**—বুক বিদীর্ণ হওয়া ; প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হওয়া। **ছাতি ফোলান**—শক্তিমত্তা জাহির করা ; গর্বপ্রকাশ করা।

ছাতিম—বিঃ বৃক্ষবিশেষ, সপ্তপর্ণ। [সং. সপ্ত-পর্ণ] ।

ছাতিয়া—বিঃ (ব্রজ.) বুক, ছাতি ('ফাটি যাওত ছাতিয়া : বিদ্যা.) । [ছাতি২ দ্রঃ] ।

ছাতু—বিঃ ভাজা ছোলা যব প্রভৃতির গুঁড়া । [সং. শক্তু] । বিণ.বিঃ **-খোর**—ছাতুভোজী ; (বিদ্রূপে) হিন্দুস্থানী ।

ছাত্র—বিঃ শিক্ষার্থী, পড়ুয়া, শিষ্য। [সং. ছত্র+অ]। বি(স্ত্রী): **ছাত্রী**। বিঃ **-জীবন**—পাঠ্যাবস্থা। বিঃ **-নিবাস, ছাত্রাগার, ছাত্রাবাস**—ছাত্রদের থাওয়া-থাকার স্থান, বোর্ডিং। বিঃ **-বৃত্তি**—উত্তম ছাত্রকে প্রদত্ত আর্থিক পুরস্কার বা জলপানি; জলপানির পরীক্ষাবিশেষ (পূর্বে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ মানের ছাত্ররা এই পরীক্ষা দিত)।

ছাৎলা—**ছাতলা**-র বানানভেদ।

ছাদ—বিঃ গৃহাদির উপরের আচ্ছাদন, ছাত। [সং. √ছদ্+ণিচ্+অ (ণে)]। বিণঃ **-ক**—আচ্ছাদনকারী; ছাদ-নির্মাণকারী, ঘরামি। বিঃ **-ন**—আচ্ছাদন; ছাদনির্মাণ, ঘর ছাওয়া, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় (যেমন, বল্কল, পত্র ইত্যাদি)। বিণঃ **ছাদিত**—আচ্ছাদিত, ছাদবিশিষ্ট।

ছানতা—বিঃ ঝাঁঝরি, ছিদ্রযুক্ত হাতা। [তু. হি. ছন্না]।

ছানলাতলা—**ছাদনাতলা**-র অমা. বিকৃত রূপ।

ছানা১—(১)ক্রিঃ তরল পদার্থের সহিত চটকাইয়া মাখা (আটা ছানা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [হি. √ছান]।

ছানা২—বিঃ দুগ্ধ বিকৃত করিয়া প্রাপ্ত পিণ্ডবিশেষ। [সং. ছিন্নক]। ক্রিঃ **ছানা কাটা**—ছানা প্রস্তুত করা বা হওয়া।

ছানা৩—বিঃ শাবক, বাচ্চা। [সং. শাবক]। বিঃ **-পোনা**—কাচ্চাবাচ্চা।

ছানি১—বিঃ গোরুর জাব। [হি. সানী]।

ছানি২—বিঃ মকদ্দমা পুনর্বিচারের আবেদন (ছানি করা)। [আ. সানী]।

ছানি৩—বিঃ ইশারা (হাতছানি)। [সং. শানী]।

ছানি৪—বিঃ অক্ষি-তারকার উপরে শ্বেত ঝিল্লীর যে আবরণ পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ বা নষ্ট হয়। [সং. ছন্নিকা]। ক্রিঃ **ছানি কাটান, ছানি তোলান**—অস্ত্রোপচারদ্বারা ছানি তুলিয়া ফেলান। ক্রিঃ **ছানি পড়া**—ছানির সৃষ্টি হওয়া।

ছান্দ১—বিঃ বন্ধন ('তব মায়া ছান্দে বিশ্ব পড়ি কান্দে': ভা. চ.)। [সং. √ছন্দ্+অ]।

ছান্দ২—বিঃ ছাঁদ, রকম ('বিনাইয়া নানা ছান্দে')। [সং. ছন্দস্]।

ছান্দস—(১)বিঃ বেদাধ্যায়ী, বেদাধ্যাপক, শ্রোত্রীয়। (২)বিণঃ বৈদিক (ছান্দস প্রয়োগ); ছন্দঃসম্বন্ধীয়। [সং. ছন্দস্+অ]।

ছান্দোগ্য—বিঃ সামবেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ। [সং. ছন্দোগ+য]।

ছাপ—বিঃ মোহর (ডাকঘরের ছাপ); চিহ্ন, দাগ (কালির ছাপ)। [বাং. √ছাপ্+অ]।

ছাপর—বিঃ আচ্ছাদন, ছাদ, চাল। [হি. চপ্পর]। বিঃ **-খাট**—মশারি টাঙাইবার চালযুক্ত খাট বা পালঙ্ক।

ছাপন—**ছাপা**২ দ্রঃ।

ছাপরা—বিঃ গৃহাদি ছাইবার খোলা; খোলাদিতে ছাওয়া ঘর। [সং. খর্পর—তু. খাপরা]।

ছাপা১—(১)ক্রিঃ মুদ্রিত করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ছুপ্+বাং. আ—তু. চাপ]। **-ই**—(১)বিঃ মুদ্রণ; মুদ্রণের খরচা; (২)বিঃ মুদ্রণসম্বন্ধীয়। বিঃ **-খানা**—যেখানে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মুদ্রিত করা বা করান, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছাপা২—(১)ক্রিঃ চাপা থাকা, ঢাকা পড়া। (২)বিণঃ চাপা, ঢাকা, গুপ্ত। [সং. √চপ্+বাং. আ—তু. হি. ছিপা]। বিঃ **-ছাপি**—গোপনীয়তা; পরস্পর হইতে গোপন, ঢাকাঢাকি। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ লুকান, গোপন করা, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **-য়ল, ছাপল**—(ব্রজ) লুকাইয়া রাখিল বা ঢাকিল।

ছাপা৩—ক্রিঃ উপছাইয়া ওঠা বা পড়া, কূল বা সীমা অতিক্রম করা; প্লাবিত করা বা প্লাবিত হওয়া। [?]। **-ছাপি**—(১)বিঃ কূল বা সীমা অতিক্রম; প্লাবিত অবস্থা, (২)বিণঃ কূল বা সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে এমন, প্লাবিত; উপছাইয়া ওঠার বা পড়ার মত অবস্থাপ্রাপ্ত (পুকুরে জল ছাপাছাপি হয়েছে)। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ উপছাইয়া ওঠা বা পড়া; প্লাবিত করা; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছাপাই, ছাপাখানা—**ছাপা**১ দ্রঃ।

ছাপাছাপি—**ছাপা**২,৩ দ্রঃ।

ছাপান, ছাপানো—**ছাপা**১,২,৩ দ্রঃ।

ছাপায়ল—**ছাপা**২ দ্রঃ।

ছাপোষা—বিণঃ কঠোর পরিশ্রমপূর্বক অতিকষ্টে (সচ. বৃহৎ) পরিবার পালনকারী। [ছা+পোষা]।

ছাপ্পর—**ছাপর**-এর রূপভেদ।

ছাপ্পান্ন—বি.বিণঃ ৫৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌পঞ্চাশৎ]।

ছাবাল—**ছাওয়াল**-এর অপ্র. ও প্রাদে. রূপভেদ।

ছাব্বিশ—বি.বিণঃ ২৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.

বড় বিংশতি]। ছাব্বিশে—(১) মাসের ছাব্বিশ তারিখ; (২)বিণঃ উক্ত তারিখের (ছাব্বিশে ভাদ্র)।

ছামুতে—ক্রি-বিণঃ সামনে, সম্মুখে। [?—তু. সং. সম্মুখ]।

ছায়া—বিঃ কোন-কিছুর দ্বারা আলোকরশ্মির গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার ফলে উৎপন্ন প্রতিবিম্ব; রৌদ্রাভাব; প্রতিরূপ, সাদৃশ্য; অশরীরী অবয়ব (ছায়াময় দেহ); অন্ধকার; দীপ্তি, প্রভা (রত্ন-চ্ছায়া); আশ্রয় ('দেহ পদচ্ছায়া'); সূর্যপত্নী। [সং. √ছো+য (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-চিত্র**—সিনেমার ছবি। বিণঃ **-চ্ছন্ন**—ছায়ায় ঢাকা; অন্ধকার। বিঃ **-তরু**—ছায়াপ্রধান বৃক্ষ, যে বৃক্ষের ছায়া বহু দূর ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়ে। বিঃ **-তনয়**—ছায়ার পুত্র অর্থাৎ শনিদেব। বিঃ **-দেহ, -শরীর**—অশরীরী মূর্তি। বিঃ **-নট**—রাগিণী-বিশেষ। বিঃ **-পথ**—(জ্যোতি.) শুভ্রমেঘাকার নক্ষত্রপুঞ্জবিশেষ, আকাশগঙ্গা, যমের জাঙ্গাল। বিঃ **-বাজি,** (বর্জি.) **বাজী**—ছায়া দেখাইয়া খেলা; ভেলকিবাজি; ছায়ার খেলা; ম্যাজিক লণ্ঠন। বিঃ **-মণ্ডপ**—চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান; ছাঁদনাতলা। বিণঃ **-ময়**—ছায়ায় ভরা বা ছায়ায় ঢাকা (ছায়াময় স্থান); ছায়ায় গঠিত অর্থাৎ ভুতুড়ে (ছায়াময় শরীর বা রূপ)। বিঃ **-মূর্তি**—অশরীরী বা বায়বীয় মূর্তি। বিঃ **-সুত**—শনি।

ছার—(১)বিঃ ক্ষার, ভস্ম ('রাগ দেষ মোহ লইআ ছার': চর্যা.); তুচ্ছ বা নগণ্য লোক (আমরা কোন্ ছার); অসার বস্তু (এ কি ছার)। (২)বিণঃ অধম, হেয়; তুচ্ছ, নগণ্য; উৎসন্ন; অসার। [সং. ক্ষার]। বি.বিণঃ **-কপালে**—হতভাগা। বিণ(স্ত্রী): **-কপালী**। **-খার**—(১)বিঃ সর্বনাশ, অধঃপাত; (২)বিণঃ ধ্বংসীভূত, উৎসন্ন (ছারখার হওয়া)।

ছারপোকা—বিঃ মৎকুণ, শয্যাকীট। [দেশী]।

ছাল—বিঃ ত্বক্, চামড়ার পাতলা স্তর; চামড়া (বাঘছাল); খোসা, বল্কল (গাছের ছাল)। [সং. ছল্লি]। বিঃ **-ট**—গাছের ছাল, বাকল। বিঃ **-টি**—শণ তিসি প্রভৃতির ছালের সুতায় বোনা কাপড়।

ছালন—সালন-এর রূপভেদ।

ছালা১—বিঃ থলিয়া, বস্তা। [তু. হি. থৈলা, থৈলিয়া]।

ছালা২—(১)ক্রিঃ (প্রাদে.) ছাল তোলা বা উঠা (পাঁঠা ছালা, গা ছালিয়া যাওয়া)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √ছাল্+আ]।

ছাল্‌ন—ছালন-এর রূপভেদ।

ছি, ছ্যা—অব্যঃ ঘৃণা নিন্দা লজ্জা প্রভৃতি প্রকাশক শব্দ। বিঃ **ছি-ছি, ছ্যা-ছ্যা**—ধিক্কার, নিন্দা। ক্রিঃ **ছি-ছি করা**—ধিক্কার দেওয়া, নিন্দা করা, ঘৃণা করা।

ছিঁচকা১, (কথ্য) **ছিঁচকে১**—বিঃ হুঁকার নলিচা প্রভৃতি সাফ করিবার জন্য লোহার সরু শিক বা শলাকা। [ফা. শিকচা]।

ছিঁচকা২, (কথ্য) **ছিঁচকে২**—বিণঃ সামান্য বস্তু চুরি করে এমন, হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই চুরি করে এমন (ছিঁচকে চোর)। [দেশী—তু. হি. উচক্কা]।

ছিঁচকাঁদুনে—বিণঃ ছুঁইলেই কাঁদে এমন, অল্পেই কাঁদে এমন। [দেশী]। বিণ(স্ত্রী): **-কাঁদুনী**।

ছিঁড়া—(১)ক্রিঃ ছিন্ন করা বা হওয়া, বিদীর্ণ করা বা হওয়া (কাপড় ছিঁড়া); তোলা বা উপড়ান (ফুল ছিঁড়া, চুল ছিঁড়া); বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করা অথবা হওয়া, খসান বা খসা (মাথা ছিঁড়া); ছানা কাটা (দুধটা ছিঁড়ে গেছে)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ ছিন্ন, বিদীর্ণ; উৎপাটিত; ছানা-কাটা। [সং. √ছিদ্+বাং. আ]। বিঃ **-ছিঁড়ি** বারংবার ছিঁড়া; পরস্পর আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করা; উৎকট বিবাদ। **-ন,-নো**—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা ছিন্ন বা বিদীর্ণ করান, অপরের দ্বারা তোলান বা উপড়ান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ছিকা—**শিকা**-র অমা. রূপ।

ছিচকা, ছিচকে — যথাক্রমে **ছিঁচকা১,২** ও **ছিঁচকে১,২**-এর রূপভেদ।

ছিট১—বিঃ ফোঁটা, বিন্দু, ছিটা (কালির ছিট); নকশার ছাপযুক্ত কাপড় (লক্ষ্ণৌয়ের ছিট); ঈষৎ লক্ষণ, আভাস (পাগলামির ছিট); ঈষৎ পাগলামি, বাতিক, (ছিটগ্রস্ত)। [সং. চিত্র—তু. হি. ছিট]।

ছিট২—(১)বিঃ খণ্ড, টুকরা। (২)বিণঃ বিচ্ছিন্ন (ছিটমহল)। [তু. **ছিট১**]।

ছিটকা—ক্রিঃ ছিটকান। [?—তু. হি. √ছীট, সং. √ক্ষিপ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ছিটান (কালি ছিটকান); ঠিকরান, বেগে নিক্ষিপ্ত হওয়া (ছিটকাইয়া উঠা বা পড়া); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ছিটকানি১—বিঃ ছিটকাইয়া-পড়া তরল পদার্থ। [ছিটকা দ্রঃ]।

ছিটকিনি, (বিরল) **ছিটকানি২**—বিঃ দরজা-জানালা

প্রভৃতি বন্ধ করার ক্ষুদ্র হুড়কাবিশেষ। [হি. সিটকিনী]।

ছিটা—(১)বিঃ নিক্ষিপ্ত কণিকা, ছাট (জলের ছিটা) ; বিন্দু ফোঁটা (একছিটে চিনি); বন্দুকের ছটরা (ছিটেগুলি); আফিম-গুলিতে প্রস্তুত মাদক। (২)ক্রিঃ ছিটান; ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়াইয়া পড়া বা ঝরা (কলমটা থেকে কালি ছিটছে)। [?—তু. হি. √ছীট্, সং. ক্ষিপ্]। বিঃ **-ছিটি**—পরস্পরের প্রতি ছিটান। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ছড়া দেওয়া; বিন্দু বিন্দু করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া বা নিক্ষেপ করা, সিঞ্চন করা, ছড়ান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-ফোঁটা**—(১)বিঃ দুই-এক ফোঁটা, কণিকা-পরিমাণ দ্রব্য (খাবারের ছিটে-ফোঁটা); (২)বিণঃ অত্যল্প পরিমাণ (ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি)। বিঃ **-বেড়া**—মাটির প্রলেপ-যুক্ত বাঁখারির বেড়া। ক্রিঃ **-বোনা**—পলিপড়া বা চর ভূমিতে চাষ না করিয়া কেবল বীজ ছড়াইয়া দেওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—ক্ষতস্থানে লবণনিক্ষেপ দ্বারা যন্ত্রণা বৃদ্ধিকরণ; (আল.) অপমানাদি দ্বারা পূর্বে প্রাপ্ত মানসিক যন্ত্রণা বিশেষভাবে বর্ধিতকরণ।

ছিটে—বিঃ **ছিটা** (বি.)-র কথ্য রূপ।

ছিতরা, ছিতরান(-নো)—যথাক্রমে **ছাতরা** ও **ছাতরান**-র রূপভেদ।

ছিদাম—কৃষ্ণসখা **শ্রীদাম**-এর নামের বিকৃত রূপ।

ছিদ্যমান—বিণঃ ছেদিত হইতেছে এমন। [সং. √ছিদ্+আন (মান) (র্ম)]।

ছিদ্র—বিঃ ছেঁদা, ফুটো; দোষ, ত্রুটি (পরের ছিদ্র খোঁজা)। [সং. √ছিদ্+র (র্ম)]। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—পরের দোষদর্শী। বিঃ **ছিদ্রানুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ**—পরের দোষ-ত্রুটির খোঁজখবর। বিণঃ **ছিদ্রানুসন্ধায়ী** (-য়িন্), **ছিদ্রান্বেষী** (-ষিন্)—পরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায় এমন। বিণঃ **ছিদ্রিত**—ছিদ্রযুক্ত; বিদ্ধ, ছিদ্র করা হইয়াছে এমন।

ছিনা১—বিঃ শীর্ণ (ছিনা গড়ন)। [সং. ক্ষীণ]। বিঃ **-জোঁক**—সরু জোঁকবিশেষ যাহাতে ধরিলে সহজে ছাড়ে না; (আল.) ঐ জোঁকের ন্যায় নাছোড়বান্দা লোক।

ছিনা২—বিঃ বুকের পাটা বা বিস্তার, ছাতি, বক্ষঃস্থল। [ফা. সীনা]।

ছিনা৩—ক্রিঃ ছিনান। [হি. √ছীন—তু. সং. ছিন্ন]। **ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কাড়িয়া লওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছিনাল—বিঃ ভ্রষ্টা রমণী, কুলটা; মিথ্যা প্রণয় মান-অভিমান প্রভৃতির ভানকারিণী রমণী। [সং. ছিন্না>প্রা. ছিন্নাল]। বিঃ **ছিনালি**, (বর্জি.) **ছিনালী**—ভ্রষ্টা নারীর চাতুরি বা হাবভাব অথবা মিথ্যা প্রণয় মান-অভিমান প্রভৃতির ভান।

ছিনিমিনি—বিঃ জলে খোলামকুচি ভাসাইয়া ক্রীড়াবিশেষ; (আল.) বেহিসাবি খরচ, অপচয় (টাকার ছিনিমিনি)। [দেশী ?]।

ছিনে—**ছিনা**১ ও **ছিনা**২-র কথ্য রূপ।

ছিন্ন—বিণঃ ছিঁড়িয়াছে বা ছেড়া হইয়াছে এমন (ছিন্ন বস্ত্র, ছিন্ন কেশ); ছেদিত, কর্তিত (ছিন্ন বৃক্ষ); উৎপাটিত (ছিন্ন মূল); সংযোগ-ভ্রষ্ট, বিচ্যুত, দূরীকৃত, নিরাকৃত (ছিন্নসংশয়)। [সং. √ছিদ্+ত (র্ম)]। **ছিন্না**—(১)বিণ(স্ত্রী): **ছিন্ন**-র সকল অর্থে; (২)বিঃ বেশ্যা। বিণঃ **-দ্বৈধ**—দ্বিধা-মুক্ত। বিণঃ **-পক্ষ**—ডানা কাটা গিয়াছে এমন। বিণঃ **-ভিন্ন**—লণ্ডভণ্ড। বিণঃ **-মস্তক**—মস্তক-হীন, স্কন্ধকাটা। বি(স্ত্রী): **-মস্তা**—দশমহাবিদ্যার একটি রূপ।

ছিন্নি—**শিরনি**-র কথ্য রূপ।

ছিপ১—বিঃ দ্রুতগামী লম্বাটে নৌকাবিশেষ। [সং. ক্ষিপ্র]।

ছিপ২—বিঃ বাঁশের কঞ্চি হইতে প্রস্তুত মাছ ধরিবার লম্বা দণ্ডবিশেষ যাহার সহিত বঁড়শির সুতা বাঁধা হয়। [দেশী]।

ছিপছিপে—বিণঃ কৃশ ও লম্বা। [দেশী]।

ছিপা—ক্রিঃ ছিপান। [হি. ছিপ্না—তু. সং. ক্ষিপ্র]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লুকান, লুকাইয়া থাকা; লুকাইয়া রাখা, গোপন করা; (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ছিপি—বিঃ সোলা কাঁচ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত গোঁজবিশেষ যাহাদ্বারা শিশি বোতল প্রভৃতির মুখের ছিদ্র রোধ করা হয়, কর্ক। [?—তু. টিপা]।

ছিবড়া, (কথ্য) **ছিবড়ে, ছিবে**—পদার্থের রস বাহির করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, শিটা। [?]।

ছিম—**শিম**-এর প্রাদে. রূপ।

ছিমছাম—বিণঃ পরিপাটী। [দেশী]।

ছিয়াত্তর—বি.বিণঃ ৭৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্সপ্ততি]। **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর**—১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলাদেশে সংঘটিত প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ।

ছিয়ানব্বই, ছিয়ানব্বুই—বি.বিণ: ৯৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষণ্ণবতি]।

ছিয়াশি, (বর্জি.) ছিয়াশী—বি.বিণ: ৮৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষড়শীতি]।

ছিয়ে—অব্য: (ব্রজ.) ছি, ধিক্ ('ছিয়ে ছিয়ে রাধা': রবীন্দ্র)।

ছিরি—বি: শ্রী, কান্তি, রূপ; ধরন (কথার ছিরি); বিবাহাদি শুভকার্যের জন্য রঙিন পিঠালি দিয়া গড়া চূড়াকার মাঙ্গলিক দ্রব্যবিশেষ। [সং. শ্রী]। বি: **-ছাঁদ**—লাবণ্য ও গঠন।

ছিল—আছ্-ধাতুর অতীতকালে প্রথম পুরুষের রূপ।

ছিলকা, (কথ্য) ছিলকে—বি: গাছের ছালের টুকরা; বল্কল, ত্বক্, খোসা। [সং. ছল্লি]।

ছিলম—**ছিলিম**-এর রূপভেদ।

ছিলা—বি: ধনুকের গুণ, জ্যা; বস্ত্রাদির প্রান্তভাগস্থ ঝালরের মত সুতা। [সং. ছল্লি]।

ছিলাম—আছ্-ধাতুর অতীতকালে উত্তম পুরুষের রূপ।

ছিলিম—বি: তামাকের কলকে; এককলকে তামাক। [ফা. চিলম্]। বি: **-চি**—হুঁকার যে অংশে কলকে বসান হয়; হাত ধুইবার ধাতুনির্মিত পাত্র।

ছিলে—আছ্-ধাতুর অতীতকালে মধ্যম পুরুষের রূপ। **ছিলেন**—আছ্-ধাতুর অতীতকালে সম্ভ্রমার্থে মধ্যম ও প্রথম পুরুষের রূপ।

ছিষ্টি, ছুঁচ, ছুঁচল (-লো)—যথাক্রমে সৃষ্টি সূচ ও ছুঁচাল-র কথ্য রূপ।

ছুঁচা১—ক্রি: ছুঁচান। [সং. শৌচ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: মলত্যাগের পর জলশৌচ করা; (২)বি: মলত্যাগের পর জলশৌচ।

ছুঁচা২, (কথ্য.) ছুঁচো—বি: গন্ধমূষিক, ইঁদুরজাতীয় প্রাণিবিশেষ; (আল.) ঘৃণ্য লোক। [সং. ছুছুন্দরী]। বি: **-বাজি, (বর্জি.) বাজী**—ছুঁচোর ন্যায় বেগে ছুটিয়া যায় এমন আতসবাজিবিশেষ। **ছুঁচোর কেত্তন**—ছুঁচোর ন্যায় বিরক্তিকর চেঁচামেচি; নিরন্তর কলহ। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা**—জঘন্য বা সামান্য ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়ার ফলে কোন প্রকৃত লাভের পরিবর্তে কেবল নিজের বদনাম কুড়ান। **বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন**—**কোঁচা** দ্র:।

ছুঁচাল—বিণ: সূচের ন্যায় সরু ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট, সূঁচাল। [বাং. ছুঁচ (<সং. সূচি)+আল]।

ছুঁড়া—**ছোঁড়া**-র চলিত রূপ।

ছুঁড়ী, ছুঁড়ি—বি: (সাধারণত: তুচ্ছার্থে) নবযুবতী, কিশোরী, বালিকা, ছুকরী। [সং. ছমণ্ডী]। বি(পুং.): **ছোঁড়া। ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে**—অতর্কিতে কোন গুরুতর বা চেষ্টাসাধ্য কাজ করিবার আহ্বান।

ছুঁৎ, ছুঁত—বি: স্পর্শ; স্পর্শদোষ; অশৌচ; খুঁত। [হি. ছুত<সং. √ছুপ্]। বি: **-মার্গ**—তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিকে স্পর্শ করিলে দোষ হয়: এই মত; ছোঁয়াছুঁয়ি-বিচার।

ছুঁয়া—(১)ক্রি: স্পর্শ করা। (২)বি: স্পর্শ। (৩)বিণ: স্পৃষ্ট (পাপে ছোঁয়া মন); ছুঁইয়াছে বা ঠেকিয়াছে এমন, স্পর্শী (আকাশ-ছুঁয়া)। [সং. √ছুপ্+বাং. আ]। বি: **-চ**—হানিকর সংস্পর্শ; স্পর্শদোষ। বিণ: **-চে**—স্পর্শ করিলেই সংক্রামিত হয় এমন (ছুঁয়াচে রোগ)। বি: **-ছুঁয়ি**—পরস্পর স্পর্শ; বারংবার স্পর্শদোষ। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: স্পৃষ্ট করান, ঠেকান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-লেপা**—অস্পৃশ্য বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সংস্পর্শ স্পর্শদোষ।

ছুকরী, ছুকরি—বি: ছুঁড়ী, নবযুবতী, কিশোরী, বালিকা। [হি.—ছোকরা দ্র:]। বি(পুং.): **ছোকরা** দ্র:।

ছুছুন্দরী—বি(স্ত্রী): গন্ধমূষিক, ছুঁচো। [সং. ছুছু+দ্+অ (ঙ্)+ঈ]।

ছুট১—**সুট**-এর কথ্য রূপ।

ছুট২—বি: চুল বাঁধার দড়ি; পরিধেয় বস্ত্র (দোছুট)। [সং. সূত্র]।

ছুট৩—বি: ফাঁক, অবসর, মুক্তি (ছুট পাওয়া)। [বাং. ছুটি]।

ছুট৪—বি: ছাঁট, বাদ-দেওয়া অংশ (ছুটের পরিমাণ); বাদ, ছাড় (ছুট যাওয়া); দৌড় (ছুট দেওয়া বা মারা)। [ছাঁট ও ছুটা দ্র:]।

ছুটকা, (কথ্য.) ছুটকো—বিণ: হঠাৎ ছিটকাইয়া বা ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে এমন, সহসা আগত নগণ্য। [বাং. ছুট+ক+আ]। বিণ: **-ছাটকা**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; গণনার বহির্ভূত।

ছুটা—(১)ক্রি: দৌড়ান; বেগে চলা বা প্রবাহিত হওয়া (গাড়ি ছুটেছে, বাতাস ছুটেছে); প্রবলভাবে নির্গত হওয়া (রক্ত ছুটা); বেগে বর্ধিত হওয়া ('ভোর হতে আজ বাদল ছুটেছে': রবীন্দ্র);

দূর হওয়া (নেশা ছুটা) ; ছিঁড়িয়া বা টুটিয়া যাওয়া (বাঁধন ছুটা) ; ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া যাওয়া (খিল ছুটা) ; লোপ পাওয়া (রঙ্ ছুটা) । (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. ছুট < সং. ক্ষিপ্ত—তু. হি. √ছুট] । বিঃ **-ছুটি**—দৌড়াদৌড়ি ; ব্যস্ততা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ধাবিত করান ; বেগে প্রবাহিত বা নির্গত করান ; ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া ফেলা ; বিচ্ছিন্ন করা ; দূর করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ছুটি—বিঃ অবসর, অবকাশ, ফুরসৎ ; দৈনিক কর্মের অবসান (কারখানার ছুটি), কিছুক্ষণ বা দিনের জন্য দৈনিক কর্মে বিরতি (আজ স্কুলের ছুটি) ; কর্ম হইতে কিছুকালের জন্য অবসর (বড়বাবু একমাসের জন্য ছুটি লইয়াছেন) ; কর্ম হইতে স্থায়ী অবসর, বিদায় ; নিষ্কৃতি, মুক্তি, খালাস (কয়েদী ছুটি পাইল) । [ছুটা দ্রঃ—তু. হি. ছুটী] ।

ছুটোছুটি—**ছুটাছুটি**-র কথ্য. রূপ ।

ছুড়া—(১)ক্রিঃ নিক্ষেপ করা (ঢিল ছুড়া) ; বিক্ষেপ করা (হাত-পা ছুড়া) ; দাগা (বন্দুক ছুড়া) । (২)-বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ নিক্ষিপ্ত । [সং. √ক্ষিপ্] । বিঃ **-ছুড়ি** — ক্রমাগত ছুড়া ; পরস্পরের প্রতি ছুড়া। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নিক্ষেপ করান ; দাগান ; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ছুত১, ছুৎ—**ছুঁৎ**-এর রূপভেদ ।

ছুতা, (কথ্য.) **ছুতো**—বিঃ সামান্য ত্রুটি বা খুঁত (ছুতা ধরা) ; ছল, অছিলা (ছুতা করা, রোগের ছুতায়) ; সামান্য হেতু, উপলক্ষ (ছুতা পাওয়া) । [সং. সূত্র]। বিঃ **-নাতা, ছলছুতা**—কোন একটা অছিলা ; সামান্য ত্রুটি ।

ছুতার, (কথ্য.) **ছুতোর**—বিঃ সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী, হিন্দু জাতিবিশেষ । [সং. সূত্রধর] ।

ছুপা—ক্রিঃ ছুপান । [দেশী ?] । **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ রঞ্জিত করা ; (২)বিঃ রঞ্জন ; (৩)বিণঃ রঞ্জিত ।

ছুবলা—ক্রিঃ ছুবলান । [বাং. ছোবল + আ] । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ছোবল মারা, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছুবা, ছুবান (-নো), **ছুরত** (-ৎ)—যথাক্রমে **ছুপা, ছুপান** ও **সুরত২**-এর রূপভেদ।

ছুরি—বিঃ ক্ষুদ্র ছোরা, চাকু । [সং. ছুরী, ছুরিকা]। **গলায় ছুরি দেওয়া**—গলা কাটিয়া ফেলা ; (আল.) অত্যন্ত ঠকান।

ছুরিকা—বিঃ ছুরি ; ক্ষুদ্র ছোরা । [সং.] ।

ছুরিত—বিণঃ লিপ্ত ; জড়িত ; খচিত, শোভিত ; পরিব্যাপ্ত । [সং. √ছুর্ + ত (র্ম)] ।

ছুরী—**ছুরি**-র বর্জি. বানান ।

ছুলা—(১)ক্রিঃ ছাল বা খোসা ছাড়ান (নারিকেল ছুলা) ; চাঁচা, পরিষ্কার করা (জিভ ছুলা) । (২) বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিঃ ছাল বা খোসা ছাড়ান ; চাঁচা, পরিষ্কার করা ; যদ্দ্বারা চাঁচা বা পরিষ্কার করা হয় (জিভছুলা) । [প্রা. √ছোল < সং. √তক্ষ্] । -ন, -নো—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা খোসা বা ছাল ছাড়ান ; চাঁচান, পরিষ্কার করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ছুলি, (বর্জি.) **ছুলী**—বিঃ চর্মরোগবিশেষ । [সং. ছল্লি] ।

ছে—বিঃ খণ্ড, ছিন্ন অংশ (কাঠের ছে) ; বিরাম, ছেদ । [সং. ছেদ] ।

ছেঁক১—**সেক**-এর প্রাদে. রূপ ।

ছেঁক২—অব্যঃ সহসা তপ্ত তৈলে কিছু পড়ার বা তপ্ত কিছুতে জল পড়ার শব্দ । অব্যঃ— **-ছেঁক**—ক্রমাগত ছেঁক শব্দ ; বেশ কিছু তাপ-প্রকাশক (গা ছেঁকছেঁক করছে) ।

ছেঁকা১—বিঃ তপ্ত বস্তুর দাহজনক স্পর্শ (ছেঁকা লাগা বা দেওয়া) । [ছেঁক দ্রঃ] ।

ছেঁকা২—(১)ক্রিঃ অল্প তেলে বা ঘিয়ে ভাজা, সাঁতলান । (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সেকা দ্রঃ]।

ছেঁচকি—বিঃ বিভিন্ন তরকারি তেলে সাঁতলাইয়া লইয়া অল্প জলে সিদ্ধ-করা ব্যঞ্জনবিশেষ । [সং. √সিজ্] ।

ছেঁচড়, ছেঁচড়া১—বিণঃ প্রতারক ; দুষ্ট ; দেনা পরিশোধ করিতে অনিচ্ছুক । [সং. ছিত্বর] ।

ছেঁচড়া২—বিঃ মাছের কাঁটা তেল প্রভৃতির সহিত শাকসবজির মিশ্রিত ব্যঞ্জন । [হি. ছিছোরা] ।

ছেঁচড়া৩—ক্রিঃ ছেঁচড়ান । [হিঁচড়া দ্রঃ] । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মাটির উপর দিয়া ঘষটাইয়া টানা, হেঁচড়ান (ছেঁচড়াইয়া নেওয়া) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছেঁচা১—**সেচা**-র কথ্য রূপ ।

ছেঁচা২—(১)ক্রিঃ থেঁতলান, পেষা। (২)বিঃ পেষণ ; পিষ্ট দ্রব্য । (৩)বিণঃ পিষ্ট (ছেঁচা পান)। [সং. √ছিদ্ + বাং. আ] । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা পিষ্ট করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ছেঁচোড়—**ছেঁচড়**-এর বানানভেদ ।

ছেঁড়া, ছেঁড়াছিঁড়ি, ছেঁড়ান (-নো)—যথাক্রমে **ছিঁড়া ছিঁড়াছিঁড়ি** ও **ছিঁড়ান**-র চলিত রূপ।

ছেঁদা—বিঃ ছিদ্র, ফুটা। [সং. ছিদ্র]।

ছেঁদে—অস-ক্রিঃ দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ('ছেঁদে ধরি গলে'); (কৌশলে) উত্থাপন করিয়া (কথা ছেঁদে)। [বাং. ছাঁদা]।

ছেঁদো—বিণঃ কৌশলময়, কপট (ছেঁদো কথা)। [বাং. ছাঁদ (সং. ছন্দ)+উয়া>ও]।

ছেক₁—বিঃ বিরাম (বৃষ্টি ছেক দিয়াছে)। [সং. ছেদ]।

ছেক₂—বিঃ (অল.) পর্যায়ক্রমে উচ্চারিত ব্যঞ্জন-যুক্ত অনুপ্রাসবিশেষ। [সং.]।

ছেকড়া—বিঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি। [সং. শকট]।—**ছক্কড়**-ও দ্রঃ।

ছেচল্লিশ—বি.বিণঃ ৪৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌চত্বারিংশৎ]।

ছেত্তা (-তৃ)—বিণঃ ছেদনকারী, ছেদক। [সং. ছিদ্+তৃ (র্তৃ)]।

ছেত্রী—**ক্ষেত্রী**-র কথ্য রূপ।

ছেদ—বিঃ ছেদন, বিচ্ছিন্নকরণ (শিরশ্ছেদ); বিরাম (বৃষ্টির ছেদ নাই); ভাগ, খণ্ড; অধ্যায়, পরিচ্ছেদ; দাঁড়ি কমা ইত্যাদি যতি বা বিরাম-চিহ্ন। [সং. √ছিদ্+অ (ভা, র্ম)]। বিণঃ **-ক**—ছেদনকারী। বিঃ **-ন**—কর্তন। বিঃ **-নী**—ছেদনের অস্ত্র। বিণঃ **-নীয়, ছেদ্য**—ছেদনযোগ্য। বিণঃ **ছেদিত**—ছেদন করা হইয়াছে এমন, কর্তিত, খণ্ডিত।

ছেনাল, ছেনালি—যথাক্রমে **ছিনাল** ও **ছিনালি**-র কথ্য রূপ।

ছেনি, (বর্জি.) **ছেনী**—বিঃ ধাতু ও প্রস্তরাদি কাটিবার ক্ষুদ্র বাটালি। [সং. ছেদনিকা]।

ছেপ—বিঃ থুথু, নিষ্ঠীবন। [সং. √ক্ষিপ্]।

ছেপত, ছেপত্ত—বিণঃ লিখিত; মোহরাঙ্কিত। [আ. সবত্]।

ছেবলা—বিণঃ লঘুপ্রকৃতি, বালকের ন্যায় চপল; বাচাল, প্রগল্‌ভ। [সং. চপল]। বিঃ **-মি, -অ, -মো**—ছেবলা আচরণ বা স্বভাব।

ছেলিয়া—**ছেলে**-র প্রাদে. রূপ।

ছেলে—বিঃ বালক, শিশু (ছেলে-পেলা); পুত্র (রামের ছেলে); (অশি.) লোক, ব্যক্তি (মেয়ে-ছেলে)। [বাং. ছাওয়াল (সং. শাবক ?)]। বিঃ **বেটাছেলে**—পুরুষ। বিঃ **মেয়েছেলে**—স্ত্রীলোক। বিঃ **-খেলা**—বাল্যক্রীড়া; মূল্যহীন অনুষ্ঠান, যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়া কর্তব্য সম্পাদন। বিঃ **-ছোকরা**—তরুণ, যুবক, কিশোর, বালক। বিঃ **-ধরা**—যে ব্যক্তি অসদুদ্দেশ্যে বালকবালিকাদের অপহরণ করে; জুজু। বিঃ **-পিলে,** (প্রাদে.) **-পুলে**—ছোট ছেলেমেয়ে; সন্তানসন্ততি। বিঃ **-বুদ্ধি**—শিশুসুলভ বুদ্ধি। বিণঃ **-মানুষ**—অল্প-বয়স্ক; অপরিণতবুদ্ধি। বিঃ **মানুষি, -মি,** (কথ্য) **-অ,** (কথ্য) **-মো**—বালসুলভ আচরণ। বিণঃ **-মানুষী, -মি, -মী**—বালসুলভ; নির্বুদ্ধি (ছেলেমানুষী কথা)। বিঃ **-মেয়ে**—বালক-বালিকা; সন্তানসন্ততি।

ছেষট্টি—বি.বিণঃ ৬৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষট্‌ষষ্টি]।

ছৈ—**ছই**-এর বানানভেদ।

ছোঁ—বিঃ (হঠাৎ দ্রুত আসিয়া বা ছুটিয়া যাইয়া প্রদত্ত) কামড় বা ছোবল (ছোঁ মারা, ছোঁ দেওয়া)। [সং. ছুপ]।

ছোঁকছোঁক—অব্যঃ ঘ্রাণ লইবার কালে নাসিকার শব্দসূচক; লোলুপতার জন্য চাঞ্চল্য-প্রকাশক (খাওয়ার জন্য ছোঁকছোঁক করা)।

ছোঁকা—বিঃ ছক্কা, ঘিয়ে সাঁতলান বিবিধ তরকারির ব্যঞ্জনবিশেষ। [ছেঁকা₂ দ্রঃ]।

ছোঁচা₁—বিণঃ অত্যন্ত খাদ্যলোভী, সর্বদা খাই-খাই করে এমন। [দেশী]।

ছোঁচা₂, ছোঁচান (-নো)—যথাক্রমে **ছুঁচা₁** ও **ছুঁচান**-র চলিত রূপ।

ছোঁড়া₁—বিঃ (অনাদরে) ছোকরা, বালক, কিশোর। [সং. ছমণ্ড]। বি(স্ত্রী)ঃ **ছুঁড়ী** দ্রঃ।

ছোঁড়া₂, ছোঁড়াছুঁড়ি, ছোঁড়ান (-নো), ছোঁয়া, ছোঁয়াছুঁয়ি, ছোঁয়ান (-নো), ছোঁয়ালেপা—যথাক্রমে **ছুড়া ছুড়াছুড়ি ছুড়ান ছুঁয়া ছুঁয়াছুঁয়ি ছুঁয়ান** ও **ছুঁয়ালেপা**-র চলিত রূপ।

ছোকরা—(১)বিঃ নবযুবক; বালক; কিশোর; ছোঁড়া; বালকভৃত্য। (২)বিণঃ অপরিণতবয়স্ক (ছোকরা চাকর)। [দেশী]। বি(স্ত্রী)ঃ **ছুকরী** দ্রঃ।

ছোট—বিণঃ ক্ষুদ্র, খর্ব (ছোট আকার); হীন, নীচ, হেয় (ছোট নজর, ছোট কাজ); কনিষ্ঠ (ছোট ভাই); সমাজে অবনত (ছোট জাত); ক্ষমতায় পদে বা মর্যাদায় নিম্নতর (ছোট সাহেব, ছোট আদালত); অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক (তোমার ছোট); বিনীত, নম্র ('বড় হবে যদি ছোট হও আগে'); সঙ্কুচিত (মুখ ছোট হওয়া); মর্যাদায় হীন (ছোট করা)। [সং. ক্ষুদ্র]। বিণঃ **-খাট, -খাটো**—স্বল্পায়তন (ছোটখাট ঘর); সংক্ষিপ্ত

ছোটখাট গল্প) বিঃ **-লোক**—নীচপ্রকৃতির লোক ; অভদ্র লোক ; অবনত সমাজের লোক। **ছোট হাজরি—হাজরি** দ্রঃ।

ছোটা১, **ছোটাছুটি, ছোটান (-নো)**—যথাক্রমে **ছুটা ছুটাছুটি** ও **ছুটান**-র চলিত রূপ।

ছোটা২—বিঃ শুষ্ক তৃণ কলার বাসনা ইত্যাদির দ্বারা প্রস্তুত বোঝা বাঁধিবার দড়ি। [সং. সূত্র ?]।

ছোট্ট—বিণঃ (সাধারণতঃ আদরার্থে) অতি ক্ষুদ্র হ্রস্ব বা সামান্য। [বাং. ছোট]।

ছোড়—(১)বিঃ ছাড়াছাড়ি, পরিত্যাগ, বর্জন (নাছোড়)। (২)বিণঃ পৃথক্, বিচ্ছিন্ন (ছোড হওয়া)। [বাং. √ছোড় (সং. √ছুর)+অ (ভা, র্ম)]। ক্রিঃ **-ই**—(ব্রজ.) ত্যাগ করে, ছাড়ে। বিঃ **-ন**—পরিত্যাগ, বর্জন (আর ছোড়ন নেই)। ক্রিঃ **-ব**—(ব্রজ.) ছাড়িবে ('অবহি ছোড়ব মোহি : বিদ্যা.)। ক্রিঃ **-বি**—(ব্রজ.) ছাড়িবি ('দয়া জনু ছোড়বি মোয়' : বিদ্যা.)। বিণঃ **-ভঙ্গ**—বিশৃঙ্খল, দল হইতে ছাড়াছাড়ি বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত [সং. ছত্রভঙ্গ > ছড়ভঙ্গ]।

ছোড়া, ছোড়াছুড়ি, ছোড়ান (-নো)—যথাক্রমে **ছুড়া ছুড়াছুড়ি** ও **ছুড়ান**-র চলিত রূপ।

ছোপ—বিঃ ছাপ, দাগ (ছোপ ধরা বা লাগা) ; প্রলেপ (রঙের ছোপ)। [বাং √ছুপ্+অ]।

ছোপা, ছোপান (-নো)—যথাক্রমে **ছুপা** ও **ছুপান**-র চলিত রূপ।

ছোবড়া—বিঃ ফলের বাহিরের অসার অংশ ; নারিকেলাদির খোসা। [দেশী]।

ছোবল—বিঃ নখ বা দাঁত দিয়া আকস্মিক আক্রমণ, সাপের কামড়, থাবল। [সং কবল]। ক্রিঃ **ছোবল খাওয়া**—নখ বা দাঁত দ্বারা বিদ্ধ হওয়া ; (সাপের) কামড় খাওয়া। ক্রিঃ **ছোবল দেওয়া, ছোবল মারা**—নখ বা দাঁত দিয়া বিদ্ধ করা ; থাবল দেওয়া।

ছোবলা, ছোবলান (-নো), ছোবা, ছোবান (-নো), ছোয়ারা—যথাক্রমে **ছুবলা ছুবলান ছুপা ছুপান** ও **ছোহারা**-র চলিত রূপ।

ছোরা—বিঃ বৃহদাকার ছুরি। [দেশী]।

ছোলঙ্গ—বিঃ (প্রাদে.) বাতাবিলেবু। [দেশী]।

ছোলদারি—বিঃ (প্রধানতঃ সৈন্যদের) ত্রিকোণ তাবুবিশেষ। [ইং. soldier ?]।

ছোলা১—বিঃ চণক, চানা, বুট। [সং. চণক ?]।

ছোলা২, **ছোলান (-নো), ছোলে, ছোলেনাম্য**—যথাক্রমে **ছুলা ছুলান সোলে** ও **সোলেনাম্যা**-র চলিত রূপ।

ছোহারা—বিঃ শুষ্ক খেজুর, খুর্মা। [হি ছুহারা]।

ছ্যা—**ছি** দ্রঃ।

ছ্যাঁক, ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচোড়, ছ্যাচড়া—যথাক্রমে **ছেঁক ছেঁচড় ছেঁচোড়** ও **ছেঁচড়া**-র বানানভেদ।

ছ্যাতলা—**ছাতলা**-র রূপভেদ।

ছ্যাবলা—**ছেবলা**-র বানানভেদ

জ

জ১—বাঙ্গালা বর্ণমালার অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ।

জ২—বি.বিণঃ সিকি-ইঞ্চি, সিকি-ইঞ্চি-পরিমাণ (তিন জ পেরেক)। [সং. যব]।

-জ৩—বিণঃ জাত, উৎপন্ন (জলজ, **পঙ্কজ**)। [সং √জন্+অ (র্তৃ)]।

জই—বিঃ জবজাতীয় শস্যবিশেষ। [সং. যবিকা]।

জউ, জৌ—বিঃ লাক্ষা, গালা। [সং. জতু]। বিঃ **-ঘর, জৌহর, জোহর, জহর**—জতুগৃহ, লাক্ষা-নির্মিত গৃহ।

জওজে—বিণঃ (দলিলে) অমুকের পত্নী (জাহানারা খাতুন জওজে ইযাকুব আলী)। [আ. যওজ]।

জওয়ান, জওয়াব, জওসম—যথাক্রমে **জোয়ান জবাব** ও **জসম**-এর রূপভেদ।

জং—বিঃ মরিচা, ধাতুমল। [ফা. জংগ্]।

জংলা, জংলী—**জঙ্গল** দ্রঃ।

জক—**যক**-এর বিরল বানান।

জখম—(১)বিঃ ক্ষত, ঘা ; আঘাত, চোট। (২)বিণঃ আহত (জখম হওয়া)। [ফা.]। বিণঃ **জখমী**—আহত, আঘাতপ্রাপ্ত ; জখমসংক্রান্ত।

জগ-১—বিঃ ভুবন, বিশ্ব (জগজন, জগবন্ধু)। [সং. জগৎ]।

জগ২—বিঃ হাতলওয়ালা গাড়ুবিশেষ। [ইং. jug]।

জগজগ—অব্যঃ ঝকমক্। বিঃ **জগজগা**—রাংতা প্রভৃতির ঝক্‌ঝকে পাত।

জগজন—বিঃ (কাব্যে.) পৃথিবীর লোক, মানুষ। [বাং. জগ+জন]।

জগজ্জন—বিঃ পৃথিবীর লোক, মানুষ। [সং. জগৎ+জন]।

জগজ্জননী—বিঃ জগতের মাতা ; দুর্গাদেবী ; পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ+জননী]।

জগজ্জয়ী—বিণ: পৃথিবী জয়কারী, বিশ্বজয়ী, দিগ্বিজয়ী। [সং. জগৎ+জয়ী]।

জগঝম্প—বি: জয়ঢাক; প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। [হি.]।

জগতি—বি: জগৎকর্তা; আদিদেব ধর্ম। [জগৎ দ্র:]।

জগতী—বি(স্ত্রী): পৃথিবী; পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোক। [সং. জগৎ+ঈ]।

জগৎ—বি: পৃথিবী, ভুবন, বিশ্ব; সমাজ (পশু-জগৎ)। [সং. √গম্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বি: **-পতি, -পাতা, -পিতা**—পরমেশ্বর।

জগদম্বা—বি: পৃথিবীর মাতা, দুর্গাদেবী, পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ+অম্বা]।

জগদীশ, জগদীশ্বর—বি: পরমেশ্বর। [সং. জগৎ +ঈশ, ঈশ্বর]।

জগদ্‌গুরু—বি: পৃথিবীর গুরু; পরমেশ্বর। [সং. জগৎ+গুরু]।

জগদ্গৌরী—বি: সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীর নাম। [সং. জগৎ+গৌরী]।

জগদ্দল—(১)বিণ: পৃথিবী দলন করে এমন; এমন গুরুভার যে নড়ান যায় না। (২)বি: অনপসারণীয় গুরুভার পাথরবিশেষ। [সং. জগৎ+ √দল্+অ (র্তৃ)]।

জগদ্ধাত্রী—বি: পৃথিবীর ধাত্রী বা পালয়িত্রী; দুর্গাদেবী; পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ+ ধাত্রী]।

জগদ্বন্ধু—বি: পৃথিবীর বা সর্বজনের বন্ধু; পরমেশ্বর। [সং. জগৎ+বন্ধু]।

জগদ্বাসী (-সিন্)—বিণ.বি: পৃথিবীর অধিবাসী। বিণ.বি(স্ত্রী): **জগদ্বাসিনী**। [সং. জগৎ+ √বস্+ইন্ (র্তৃ)]।

জগন্নাথ—বি: পৃথিবীর প্রভু, পরমেশ্বর; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; পুরীর মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তি। বি: **-ক্ষেত্র**—পুরীধাম। [সং. জগৎ+নাথ]।

জগন্নিবাস—বি: যিনি পৃথিবীর বা সর্বজনের নিবাস, আশ্রয় অথবা আধার; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; ঈশ্বর। [সং জগৎ+নিবাস]।

জগন্ময়—(১)বিণ: বিশ্বব্যাপক। (২)বিণ: পরমেশ্বর। [সং. জগৎ+ময়]। **জগন্ময়ী**—(১)বিণ(স্ত্রী): বিশ্বব্যাপিনী; (২)বি(স্ত্রী): বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিতা শক্তি; আদ্যাশক্তি, পরমেশ্বরী।

জগন্মণ্ডল—বি: ভূমণ্ডল, পৃথিবী; নিখিল সৃষ্টি। [সং. জগৎ+মণ্ডল]।

জগন্মাতা—বি: পৃথিবীর মাতা; আদ্যাশক্তি, পরমেশ্বরী। [সং. জগৎ+মাতা]।

জগন্মোহন—বিণ.বি: পৃথিবীকে যে মুগ্ধ করে। [সং. জগৎ+মোহন]।

জগমোহন—(১)বিণ: পৃথিবী মুগ্ধ করে এমন। (২)বি: যে ব্যক্তি পৃথিবী মোহিত করে; মন্দির ও নাট-মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থান; পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে যে স্থান হইতে যাত্রীরা ঠাকুর দর্শন করে। [বাং. জগ-১+মোহন]।

জগাখিচুড়ি, (বর্জি) **জগাখিচুড়ী**—বি: বিবিধ শাকসবজি সহযোগে রান্না-করা খিচুড়ি; নানা বিসদৃশ বস্তুর সংমিশ্রণ। [?—তু. জগৎ (>জগা)+খিচুড়ি]।

জগাতি—বি: শুল্ক আদায়কারী কর্মচারী; বাধা, বিঘ্ন। [দেশী]।

জগ্ধ—বিণ: ভুক্ত, ভক্ষিত। [সং. √অদ্+ত (র্ম)]।

জঘন—বি: স্ত্রীলোকের নিতম্বের সম্মুখভাগ; কোমর। [সং. √হন্+যঙ্‌লুক্+অ]।

জঘন্য—বিণ: নোংরা, কদর্য; ঘৃণিত, নীচ, হেয়। [সং. জঘন+য]। বি: **-তা**।

জঙ, জঙ্গ১—**জং**-এর বানানভেদ।

জঙ্গ২—বি: যুদ্ধ। [ফা. জংগ্]। বি: **জঙ্গতরী**—রণতরী। বিণ: **জঙ্গী**—যুদ্ধসংক্রান্ত; সামরিক যুদ্ধাজীব, যোদ্ধা; রণকুশল, প্রকাণ্ড (**জঙ্গী** পালোয়ান); রণোন্মুখ; মারমুখো। বি: **জঙ্গীলাট**—**লাট** দ্র:।

জঙ্গম—বিণ: গতিশীল, অস্থাবর; প্রাণবিশিষ্ট। [সং. √গম্+যঙ্‌লুক্+অ (র্তৃ)]।

জঙ্গল—বি: ছোট বা অগভীর বন; বন, অরণ্য, আগাছা (বাগানের জঙ্গল সাফ করা)। [সং. জঙ্গম+ √লা+অ (র্তৃ)]। বিণ: **জঙ্গলা, জংলা**—বন্য। বিণ: **জঙ্গলী, জংলী**—বন্য, অসভ্য, বর্বর; অমার্জিত।

জঙ্গাল—বি: বাঁধ, জাঙ্গাল। [সং. **জঙ্গ+আল**]।

জঙ্গী—**জঙ্গ** দ্র:।

জঙ্গুলে—বিণ: বন্য, অরণ্যজাত। [সং. **জঙ্গল**+ বাং. ইয়া>এ]।

জঙ্ঘা—বি: হাঁটু হইতে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ, জাং, ঠ্যাং। [সং. √হন্ (গত্যর্থে)+যঙ্‌লুক্+অ (র্তৃ)+আ]।

জজ—বি: বিচারক, বিচারপতি। [ইং. judge]। বি: **জজিয়তি**—বিচারকের পেশা বা পদ। [বাং. **জজ**+(ইয়) তি]।

জঞ্জাল—বিঃ আবর্জনা, আগাছা; (আল.) অবাঞ্ছিত বস্তু বা ব্যক্তি; ঝঞ্ঝাট, উপদ্রব (জঞ্জাল বাধান বা মেটান)। [হি.]।

জট—বিঃ জটা, বিশৃঙ্খলভাবে জড়ান ও চাপ-খাওয়া কেশরাশি (মাথায় জট পড়া); জড়ান বা তাল-গোল পাকান অবস্থা, গাঁট (জট পাকান বা ছাড়ান); গাছের ঝুরি; (মনোবি.) মনের জটিল গ্রন্থি। [সং. জটা]।

জটলা—বিঃ বহু লোকের একত্র জল্পনা, কোলাহল, বহু লোকের সমাবেশ; একজাতীয় প্রাণী বা বস্তুর সমাবেশ ('ছোট ছোট দ্বীপের জটলা'; প্রেমেন্দ্র)। [বাং. জট+লা (সাদৃশ্যার্থে)]।

জটা—বিঃ বিশৃঙ্খলভাবে জড়ান বা চাপ-খাওয়া কেশরাশি, সংহত কেশ; (সিংহাদির) কেশর; গাছের ঝুরি। [সং. √জট্+অ (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-জাল, -জুট**—জটারাশি। **-ধর, -ধারী**—(১)বিণঃ মাথায় জটা আছে এমন; (২)বিঃ (জটা-ধারী বলিয়া) শিব। বিঃ **-মাংসী**—সুগন্ধ দ্রব্য-বিশেষ। বিণঃ **-ল**—জটাযুক্ত।

জটিবুড়ি, জটিবুড়ী—**জোটেবুড়ি**-র রূপভেদ।

জটিল—বিণঃ জটাযুক্ত; জট-পাকান, জড়ান (জটিল গ্রন্থি); গোলমেলে; কঠিন; সমাধান করা বা উত্তর দেওয়া শক্ত এমন (জটিল প্রশ্ন); দুর্বোধ। [সং. জটা+ইল]। **জটিলা**—(১)বিণ-(স্ত্রী): **জটিল** অর্থে; অনিষ্টকর কূটবুদ্ধিসম্পন্না; কলহপরায়ণা; বধূদের গঞ্জনাদাত্রী; (২)বিঃ রাধিকার শাশুড়ী।

জটী (-টিন্)—বিণঃ জটাধারী, জটাবিশিষ্ট। [সং. জটা+ইন্]।

জটুল—বিঃ গাত্রচর্মের জন্মগত চিহ্নবিশেষ, জড়ুল। [সং. √জট্+উল (র্তৃ)]।

জটে, জটিয়া—বিণঃ জটাবিশিষ্ট। [বাং. জট+ইয়া > এ]। বিঃ **-বুড়ী**—**জোটেবুড়ী**-র রূপ-ভেদ।

জঠর—বিঃ উদর, পেট; পাকস্থলী; গর্ভ, জরায়ু। [সং. √জন্+অর (ধি)]। বিঃ **-জ্বালা**—অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ। বিঃ **-যন্ত্রণা**—গর্ভধারণের কষ্ট ও প্রসব-বেদনা; গর্ভে অবস্থানের কষ্ট ('দিবি পুনঃ জঠরযন্ত্রণা': রা প্র.)। বিণঃ **-স্থ**—গর্ভে বা উদরে অবস্থিত। বিঃ **জঠরাগ্নি, জঠরানল**—তীব্র ক্ষুধা; পরিপাকশক্তি; পাকস্থলীর পাচক রস।

জড়১—বিণঃ একত্র, একত্রীকৃত, একত্রীভূত (জড় করা বা হওয়া)। [সং. √জট্]।

জড়২—বিঃ শিকড়, মূল; মূল কারণ (রোগের জড়)। [সং. জটা ('মূলে লগ্নকচে জটা')]। ক্রিঃ **জড় মারা**—শিকড় তুলিয়া ফেলা; মূল বা মূল কারণ নষ্ট করা।

জড়৩—(১)বিণঃ অচেতন (জড় পদার্থ); ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, ভৌতিক, material (জড়-জগৎ); চেষ্টা-রহিত, নিষ্ক্রিয় (জড় হইয়া থাকা); মূর্খ, অজ্ঞান। (২)বিঃ জ্ঞানশক্তিরহিত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি; মূর্খ বা সুখদুঃখবোধরহিত লোক; অচেতন পদার্থ; বস্তু-সমূহের মূল উপাদান (জড়ের তিন অবস্থা)। [সং. √জল্+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্র। বিঃ **-তা, -ত্ব**—জড়ের ভাব, জাড্য; বুদ্ধি বা চৈতন্যের অভাব; আড়ষ্টতা, অস্পষ্টতা (বাক্যের জড়তা); অস্বাচ্ছন্দ্য (শরীরের জড়তা); স্ফূর্তিহীনতা; শিথিলতা; শৈত্য। বিঃ **-পদার্থ**—অচেতন (প্রাকৃ-তিক) বস্তু (যেমন, পর্বত, মৃত্তিকা, জল)। বিঃ **-পিণ্ড**—স্থূল বা পিণ্ডীভূত জড়পদার্থ। বিঃ **-পুত্তলি**—প্রাণহীন পুতুল; (আল.) গতিশক্তি আড়ষ্ট বা হতবুদ্ধি ব্যক্তি। বিঃ **-বাদ**—জড়জগতের বাহিরে কিছুই নাই বা জড়প্রকৃতির বাহিরে কোন স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব নাই: এই দার্শনিক মত। বিণ.বিঃ **-বাদী** (-দিন্) জড়বাদে বিশ্বাসী। বিণঃ **-বুদ্ধি**—হাবাগবা। **-ভরত**—(১)বিঃ চন্দ্র-বংশীয় রাজা ভরত পরজন্মে জাতিস্মর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্বজন্মে মোহবশে নিজের মোক্ষলাভের পথে যে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া জড়ত্ব অবলম্বন করিলে তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়; (আল.) জড়বুদ্ধি বা জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তি; (২)বিণঃ অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয় (জড়ভরত হয়ে বসে থাকা); জবুথবু, নিশ্চল (শীতে জড়ভরত হওয়া)। বিণঃ **-সড়**—আড়ষ্ট; সঙ্কুচিত।

জড়া—(১)ক্রিঃ জড়ান। (২)বিণঃ জড়ান। [সং. √জট্+বাং. আ—তু. হি. √জড়]।

জড়াজড়ি—(১)বিঃ পরস্পর বেষ্টন বা আলিঙ্গন। (২)বিণঃ পরস্পর আলিঙ্গিত (জড়াজড়ি অবস্থা)। [বাং. জড়া+জড়া+ই]।

জড়ান, জড়ানো—(১)ক্রিঃ আলিঙ্গন করা, জাপটান (জড়াইয়া ধরা); বেষ্টিত করা (গলায় চাদর জড়ান); মোড়া, আবৃত করা (কাগজে জড়ান); গোটান (কম্বল জড়ান); পরস্পর মেশান; লিপ্ত হওয়া (বিপদে বা মামলায় জড়িয়ে পড়া); অস্পষ্ট বা অবশ হওয়া (কথা জড়িয়ে

যাওয়া)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √জড়া+আন—তু. হি. জড়ানো]।

জাড়—জাড়ি২-র চলিত রূপ।

জড়িত—বিণ: সংলগ্ন, সংশ্লিষ্ট (ইহার সহিত জড়িত বিষয়); ব্যাপৃত, লিপ্ত (নানা কাজে জড়িত); খচিত (মণিমাণিক্যজড়িত); যুক্ত (লজ্জাজড়িত-কণ্ঠ); অস্পষ্ট (জড়িত ভাষা)। [সং. √জড়া+ইত]।

জড়িমা (-মন্)—বি: আড়ষ্টতা, অস্পষ্টতা, আচ্ছন্ন-ভাব, ঘোর (স্বপ্ন-জড়িমা)। [সং. জড়+ইমন্]।

জড়ীভূত—বিণ: জড়তাপ্রাপ্ত; নিরুদ্যম; (বাং.) জড়িত, সমাচ্ছন্ন (ঋণজালে জড়ীভূত)। [সং. জড়+ঈ (চ্বি)+√ভূ+ত (র্তৃ)]।

জড়ুল, (বিরল) **জড়ুর**—বি: গাত্রচর্মে তিলের চেয়ে বড় চিহ্নবিশেষ। [সং. জটুল]।

জড়ো—জড়১-এর বানানভেদ।

জড়োপাসক—বিণ: জড় প্রকৃতি অর্থাৎ নদী বৃক্ষ প্রভৃতি অচেতন পদার্থের উপাসনাকারী। [সং. জড় + উপাসক]। বি: **জড়োপাসনা**—জড়-প্রকৃতির পূজা।

জড়োয়া—(১)বি: হীরা-মণি-মুক্তা-খচিত গহনা। (২)বিণ: হীরা-মণি-রত্নাদি-খচিত। [হি. জড়াবট, জড়াউ]।

জণি—জনি২-এর বানানভেদ।

জতু—বি: লাক্ষা, গালা (জতুগৃহ); আলতা। [সং. √জন্+উ (র্তৃ)]। বি: **-ক**—হিং, হিঙ্গু। বি: **-গৃহ**—লাক্ষাদিতে নির্মিত সহজ-দাহ্য গৃহ (পাণ্ডবদের জীবন্ত দগ্ধ করার জন্য দুর্যোধনের আদেশে এইরূপ গৃহ নির্মিত হয়)। বি: **-রস**—আলতা, গালা হইতে প্রস্তুত লাল রঙবিশেষ।

জত্রু—বি: কণ্ঠের উভয় পার্শ্বস্থ অস্থি। [সং. √জন্+রু (র্তৃ)]।

জন—(১)বি: লোক, মানুষ (শত শত জন); শ্রমিক, মজুর (জন খাটান); সাধারণ লোক (জননেতা)। (২)বিণ: ব্যক্তির সংখ্যা নির্দেশক (তিনজন কৃষক)। [সং. √জন্+অ (র্তৃ)]। **জন খাটান**—মজুরদ্বারা কাজ করান। বি: **-গণ—জনসাধারণ**-এর অনুরূপ। বি: **-গণতন্ত্র**—জনসাধারণের মঙ্গলকল্পে জনগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকার বা জনসাধারণের মঙ্গলসাধনে সচেষ্ট সরকার। বি: **-গণেশ**—জনসাধারণের অধিদেবতা, গণদেবতা ('আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক': রবীন্দ্র)। বি: **-তা**—ভিড়, বহু লোকের সমাবেশ; (রাজ.) নিম্নশ্রেণীর বিত্তহীন লোকগণ, the masses ('পরিচিত জনতার সরণীতে': রবীন্দ্র)। বি: **-নেতা** (-র্তৃ), **-নায়ক**—জনসাধারণের নেতা বা পরিচালক। বি: **-পদ**—লোকালয়। বি: **-প্রবাদ**—কিংবদন্তী, লোকের মুখে মুখে যে কথা (দীর্ঘ-কাল ধরিয়া) চালু হইয়া আসিতেছে। বি: **-প্রাণী** -(ণিন্)—একজনও মানুষ বা প্রাণী। বিণ: **-প্রিয়**—সাধারণ বা অধিকাংশ লোকে ভালবাসে এমন। বিণ: **-বহুল**—বহুলোকপূর্ণ। বি: **-মজুর** (সচ. ঠিকা) শ্রমিক। বি: **-মত**—সাধারণ বা অধিকাংশ লোকের অভিমত। বি: **-মানব**—একজনও মানুষ। বি: **-যুদ্ধ**—যে যুদ্ধের পিছনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন আছে; জনসাধারণের হিতার্থ যুদ্ধ। বি: **-রব**—গুজব, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত কথা। বি: **-লোক**—পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অন্যতম, মহর্লোকের উপরিস্থ লোক। বিণ: **-শূন্য**—লোকজন নাই বা বাস করে না এমন, নির্জন। বি: **-শ্রুতি**—কিংবদন্তী, জনপ্রবাদ। বি: **-সংখ্যা**—কোন স্থানের অধি-বাসীদের সংখ্যা, population। বি: **-সঙ্ঘ**—জনসাধারণের হিতার্থে জনসাধারণের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমিতি। বি: **-সমাজ**—মানুষের সমাজ। বি: **-সমুদ্র**—সমুদ্রের ন্যায় বিরাট্ জনতা, অসংখ্য মানুষের ভিড়। বি: **-সংভরণ**—জনসাধারণের খাদ্যাদি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা, civil supply [স. প.]। বি: **-সাধারণ**—সাধারণ ব্যক্তিগণ; কোন দেশের অধিবাসী বা কোন রাষ্ট্রের প্রজাদের সমষ্টি; (রাজ.) নিম্নশ্রেণীর বিত্তহীন লোক-সম্প্রদায়, the masses। বি: **-স্থান**—লোকালয়; দণ্ডকারণ্যের মধ্যবর্তী স্থানবিশেষ। বি: **-স্রোতঃ** (-তস্), (চলিত) **স্রোত**—চলন্ত মানুষের শ্রেণী, লোকপ্রবাহ। বিণ: **-হীন**—জনশূন্য।

জনক—(১)বি: জন্মদাতা, পিতা; মিথিলাধিপতি রাজর্ষি। (২)বিণ: উৎপাদক (সুখজনক)। [সং. জন্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি: **-তা**—উৎপাদ-কতা; উৎপাদনশক্তি। বি: **-তনয়া, -নন্দিনী, -সুতা**—মিথিলাধিপতি জনক-এর কন্যা ও

আদিতে **জন**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **জন্** দ্রঃ

রামচন্দ্রের পত্নী সীতা। বি(স্ত্রী): **জনিকা**—জনয়িত্রী; পুত্রবধূ।

জনতা—**জন** দ্রঃ।

জনন—বিঃ জন্মদান, উৎপাদন; জন্ম, উৎপত্তি। [সং. √জন্+অন (ভা)]। বিঃ **জননাশৌচ**—হিন্দুমতে সন্তানাদির জন্মের জন্য যে অশৌচ।

জননী—(১)বিঃ জন্মদাত্রী, মাতা। (২)বিণঃ উৎপাদনকারিণী। [সং. √জন্+ণিচ্+অন (র্তৃ)+ঈ]।

জননীয়—বিণঃ জননযোগ্য, জন্মদান বা উৎপাদনের উপযুক্ত। [সং. √জন্+অনীয়]।

জননেন্দ্রিয়—বিঃ যোনি, শিশ্ন, উপস্থ, যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সন্তানের জন্মদান করা হয়। [সং. জনন+ইন্দ্রিয়]।

জনম—**জন্ম**-এর কোমল রূপ।

জনয়িতা (-তৃ)—বিঃ জন্মদাতা, জনক, পিতা। [সং. √জন্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **জনয়িত্রী** জন্মদাত্রী, জননী, মাতা।

জনা—বিঃ (কাব্যে ও কথ্য ভাষায়) জন, ব্যক্তি (জনা প্রতি)। [সং. জন+বাং. আ (স্বার্থে)]। **জনা জনা**—প্রতিজন, প্রত্যেক ব্যক্তি।

জনাকীর্ণ—বিণঃ জনবহুল, বহু লোকের দ্বারা পূর্ণ। [সং. জন+আকীর্ণ]।

জনানা—**জানানা**-এর রূপভেদ।

জনান্তিকে—ক্রি-বিণঃ (মূলতঃ) লোকের সামীপ্যে, একপার্শ্বে; (নাটকে—দুই বা ততোধিক চরিত্রের বাক্যালাপ-সম্বন্ধে) লোকের সমক্ষে কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য অভিনেতা শুনিতে না পায় এমনভাবে। [সং. জন+অন্তিক]।

জনাপবাদ—বিঃ লোকনিন্দা, অখ্যাতি, কলঙ্ক। [সং জন+অপবাদ]।

জনাব—বিঃ মুসলমানদের সম্মানসূচক বা ভদ্রতাসূচক সম্বোধন; মহাশয়। [আ.]।

জনার—বিঃ মকাই বা ঐ জাতীয় শস্যবিশেষ। [হি.]।

জনার্দন—বিঃ ('জন'-নামক অসুরের দমনকর্তা বলিয়া) বিষ্ণু। [সং. জন+অর্দন]।

জনি১, জনী—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম; মাতা; নারী; জায়া; পুত্রবধূ। [সং. √জন্+ই, ঈ (ভা, খি)]।

জনি২, জনু১—অব্যঃ (ব্রজ.) যদি ('না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে': চণ্ডী.); যেন ('চরণ কমল জনু': গো. দা.); যেন না ('দয়া জনু ছোড়বি মোয়': বিদ্যা.); বুঝি বা ('জনু রবিশশি একহিঁ উজর': বিদ্যা.)।

জনিকা—**জনক** দ্রঃ।

জনিত—বিণঃ জাত, উৎপাদিত, উদ্ভূত (দুর্বলতাজনিত ভয়, তজ্জনিত)। [সং. √জন্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **জনিতা**।

জনিতা (-তৃ)—বিঃ জনক, উৎপাদক। [সং. √জন্+তৃ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **জনিত্রী**।

জনিত্র—বিঃ উৎপাদক-যন্ত্র (গ্যাসজনিত্র—gas plant) [স. প.]। [সং. √জন্+ইত্র]।

জনী—**জনি১** দ্রঃ।

জনু১—**জনি২** দ্রঃ।

জনু২, জনূ—বিঃ উৎপত্তি, জন্ম। [সং. √জন্+উ, ঊ (ভা)]।

জনৈক—বিণঃ অনির্দিষ্ট কোন একজন। [সং. জন+এক]। বিণ(স্ত্রী): **জনৈকা**।

জন্তু—বিঃ প্রাণী, জীব; (বাং.) জানোয়ার, পশু। [সং. √জন্+তু (র্তৃ)]।

জন্ম (-ন্মন্)—বিঃ মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়া, ভূমিষ্ঠ হওয়া (জন্মসময়); দেহধারণ; উৎপত্তি, সৃষ্টি, আবির্ভাব, উদ্ভব (পৃথিবীর জন্ম, খনিতে মণির জন্ম); দেহাশ্রিত অবস্থা (জন্মজন্মান্তর); জীবনকাল। [সং. √জন্+মন্ (ভা)]। ক্রিঃ **জন্ম কাটা, জন্ম যাওয়া**—জীবনকাল অতিবাহিত হওয়া। ক্রিঃ **জন্ম দেওয়া**—(সন্তানাদি) উৎপাদন করা। ক্রিঃ **জন্ম লওয়া**—জীবজন্ম ধারণ করা। বিঃ **-এয়োতী, -এয়স্ত্রী** — চিরসধবা। বিঃ **-কুণ্ডলী**—(জ্যোতিষ.) জন্মকালীন রাশিচক্র। বিণঃ **-গত**—সহজাত, জন্ম হইতে প্রাপ্ত। বিঃ **-গ্রহণ**—ভূমিষ্ঠ হওয়া, মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হওয়া; উৎপত্তি; আবির্ভাব। ক্রিঃ **জন্ম গ্রহণ করা**—জীবজন্ম ধারণ করা। বিঃ **-জন্মান্তর**—এক জন্ম ও পরবর্তী অন্যান্য জন্ম। বিঃ **-তিথি**—জন্মকালীন তিথি। বিঃ **-দ, -দাতা** (-তৃ)—জনক, পিতা। বি(স্ত্রী): **-দা, -দাত্রী**। বিঃ **-দান**—উৎপাদন। বিঃ **-পত্র, -পত্রিকা**—কোষ্ঠী। বিঃ **-ভূমি**—যে দেশে জন্ম হইয়াছে, মাতৃভূমি। ক্রি-বিণঃ **জন্মে**—জন্ম হইতে, জন্মাবধি; সারাজীবনে। ক্রি-বিণঃ **জন্মের মত, -শোধ**—চির জীবনের জন্য; শেষবার।

জন্মা—ক্রিঃ জন্মগ্রহণ করা (পুত্র জন্মিল); উৎপন্ন হওয়া (ধান জন্মে)। [বাং. √জন্ম্+আ—সকল বিভক্তিতে রূপ নাই]।

জন্মাধিকার—বিঃ সহজাত অধিকার ('দেখি আমাদের জন্মাধিকার কে নেয় কেড়ে')। [সং. জন্ম+অধিকার]।

জন্মান, জন্মানো—(১)ক্রিঃ উৎপন্ন হওয়া (মাঠে ঘাস জন্মায়) ; জন্মগ্রহণ করা (প্রতিবৎসর বহু লোক জন্মাচ্ছে), উৎপাদন করা (সেই স্ত্রীর গর্ভে সে তিনটি সন্তান জন্মাইয়াছিল)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √জন্মা+আন]।

জন্মান্তর—বিঃ অন্য জন্ম, পূর্বজন্ম, পরজন্ম। বিঃ **-বাদ**—মৃত্যুর পর কর্মফলে পুনরায় জন্ম হয়—এই মত, পুনর্জন্মবাদ। [সং. জন্ম+অন্তর]।

জন্মান্ধ—বিণ: জন্ম হইতে দৃষ্টিহীন। [সং. জন্ম+অন্ধ]।

জন্মাবচ্ছিন্ন—বিণ: চিরজীবন, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত। [সং. জন্ম+অবিচ্ছিন্ন]।

জন্মাবধি—ক্রি-বিণ: জন্মকাল হইতে, আজন্ম। [সং. জন্ম+অবধি]।

জন্মাষ্টমী—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী। [সং. জন্ম+অষ্টমী]।

জন্মিত—বিণ: (কাহারও সন্তানরূপে) জাত, (কিছু হইতে) উৎপন্ন। [বাং √জন্ম+ইত]।

জন্য১, (কথ্য) জন্যে—(বাং) অব্যঃ কারণে, ফলে, বশতঃ, দরুন (সেই জন্য), নিমিত্ত, উদ্দেশ্যে (তাঁহার জন্য)। [সং. জন্য]।

জন্য২—বিণ: জায়মান (দারিদ্র্যজন্য দুঃখ)। [সং. √জন্+য (র্তৃ)], উৎপাদ্য; উৎপাদক [সং. √জন্+ণিচ্+য (র্ম, র্তৃ)]। বিঃ **-জনক-সম্বন্ধ**—যে জন্মায় ও যাহা জন্মে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ।

জপ—বিঃ (ইষ্টমন্ত্রাদির) মনে মনে অর্থভাবনাপূর্বক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা আবৃত্তিকরণ। [সং. √জপ্+অ (ভা)]। বিঃ **-তপ**—জপ ও উপাসনা। ক্রিঃ **-তাহি**—(ব্রজ.) জপ করে বা করিতেছে। বিঃ **-ন**—জপকরণ। বিঃ **-মালা**—ইষ্টমন্ত্রাদি জপ করিবার সময়ে যে মালার গুটিকা গনা হয়। ক্রিঃ **-জপা**—জপ করা; মনে মনে আবৃত্তি করা। **-ন,-নো**—(১)ক্রিঃ জপ করান, মুখস্থ করান, (প্রধানতঃ অসদুদ্দেশ্যে) ক্রমাগত প্ররোচনা বা পরামর্শ দেওয়া, ভজান, (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

জপিত—বিণ: জপ করা হইয়াছে এমন। [সং √জপ্+ত (র্ম)]।

জপ্য—বিণ: জপনযোগ্য, জপ করিবার মত। [সং. √জপ+য (র্ম)]।

জবজব—অব্যঃ তৈল ঘৃত ইত্যাদি তরল পদার্থে সিক্ত হওয়ার ভাবপ্রকাশ (চুলে তেল জবজব করছে)। [দেশী]। বিণ: **জবজবে**—জবজব করিতেছে এমন।

জবড়জঙ্গ, (বর্জি.) জবরজং—বিণ: অগোছাল, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল; পারিপাট্যহীন, ভারী ও বেমানান (জবড়জঙ্গ চেহারা)। [আ. যবর+ফা. যঙ্গ ?]।

জবর—বিণ: জাঁকাল (জবর উৎসব, জবর আয়োজন), উৎকৃষ্ট (জবর মাল), জোরাল (জবর আঘাত); বলিষ্ঠ (জবর পালোয়ান); নাছোড়বান্দা (জবর লোক), জরুরী বা উত্তেজনা-জনক (জবর খবর), কঠিন (জবর শাস্তি)। [আ. যবর্]। **-দখল**—(১)বিঃ বল-প্রয়োগদ্বারা অধিকার, (২)বিণ: উক্তভাবে অধিকৃত (জবরদখল জমি)। বিণ: **-দখলী**—বলপ্রয়োগদ্বারা অধিকৃত। বিণ: **-দস্ত**—দুর্দান্ত, অত্যন্ত বলবান্; অতিশয় অত্যাচারী বা নাছোড়বান্দা, জুলুমকারী। **-দস্তি**—(১)বিঃ জুলুম, কঠিন অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ, (২)ক্রি-বিণ: জুলুমসহকারে, বলপ্রয়োগে (জবরদস্তি কাড়িয়া লওয়া)।

জবা—বিঃ পুষ্পবিশেষ। [সং.]।

জবাই—বিঃ ইসলামী শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী কণ্ঠ-নালী ছিন্ন করিয়া পশুবলি। [আ. যব্হ্]।

জবান—বিঃ ভাষা (হিন্দী জবান), কথা, প্রতি-শ্রুতি (জবানের ঠিক নেই); জিহ্বা (জবান দুরস্ত করা)। [ফা.]। বিঃ **-বন্দি, (বর্জি.) -বন্দী**—বিচারকার্যে ব্যবহারার্থ প্রদত্ত সাক্ষ্য। **জবানি, (বর্জি.) জবানী**—(১)বিঃ উক্তি, (২)ক্রি-বিণ: প্রমুখাৎ (সব কথা তাহার জবানি শুনিবে)।

জবাব—বিঃ প্রশ্নাদির উত্তর (জবাব দেওয়া); কৈফিয়ত (ইহার জবাবে বলিব); উদ্ধত প্রত্যুত্তর, চোপা (মুখে-মুখে জবাব দেওয়া); বিদায়, বরখাস্ত (চাকুরীতে জবাব দিয়েছে)। [আ. জ়বাব]। **-দিহি**—(১)বিঃ কৈফিয়ত, দায়িত্ব; (২)বিণ: দায়ী।

জবুথবু—বিণ: জড়তুল্য, নড়িতে-চড়িতে চাহে না এমন। [সং. জড়+স্থবির ?]।

জব্দ—বিণ: নাকাল, নিগৃহীত, লাঞ্ছিত (অনর্থক জব্দ করা); সম্পূর্ণ পরাভূত, দমিত (শত্রু জব্দ হয়েছে); বাজেয়াপ্ত, অধিকৃত (ভিটেমাটি জব্দ)। [আ. জব্ত্]।

জমক—বিঃ আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, সমারোহ; জেল্লা।

[হি. ঝমক—তু. সং. চমক]। ক্রিঃ **জমকা**—জমকান। **জমকান (-নো)**—(১)ক্রিঃ জাঁকান; জমজমে হওয়া; শোভিত হওয়া বা করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **জমকাল, জমকালো**—জাঁকাল, আড়ম্বরপূর্ণ, জাঁকজমক-বিশিষ্ট।

জমজম—অব্যঃ জমিয়া ওঠার অর্থাৎ ভিড় ও আড়ম্বরের ভাবপ্রকাশক, গমগম (মেলা জমজম করছে)।

জমজমাট—বিণঃ ভিড়ে আড়ম্বরে ও আকর্ষণে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে এমন, সরগরম (জমজমাট আসর)। [হি. ঝম্‌ঝমানা]।

জমা$_1$—(১)ক্রিঃ সঞ্চিত বা সংগৃহীত হওয়া (টাকা জমা); স্তূপীকৃত হওয়া (ময়লা জমা); জমাট বাঁধা, ঘন বা কঠিন হওয়া (দুধ জমা); সমবেত বা একত্র হওয়া (লোক জমা); উপভোগ্য হওয়া (গান জমা); সরগরম হওয়া, উপস্থিত সকলে উপভোগ করিতেছে এমন হওয়া, উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হওয়া (সভা জমা, আসর জমা); অসাড় বা ঠাণ্ডা হওয়া (হাত-পা জমা); জমান। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [জমা$_2$ দ্রঃ]।

জমা$_2$—বিঃ পুঁজি; সঞ্চয়; সংগ্রহ, আয় (জমা-খরচ); খাজনা (বার্ষিক তিন টাকা জমা); খাজনা করা জমি (তাঁহার অধীনে আমার কিছু জমা আছে)। [আ. জম্‌আ]। বিঃ **-ওয়াসিল-বাকি,** (বর্জি.) **-ওয়াশীলবাকি**—আদায়ীকৃত ও অনাদায়ী খাজনার হিসাব। বিঃ **-খরচ**—আয়-ব্যয়ের হিসাব। বিঃ **-নবিস,** (বর্জি.) **-নবীস,** (বর্জি.) **-নবীশ**—জমি ও খাজনার হিসাব-রক্ষক। বিঃ **-বন্দি,** (বর্জি.) **-বন্দী**—প্রজাবিলি ও খাজনার হিসাব।

জমাট—বিণঃ ঘনীভূত, কাঠিন্যপ্রাপ্ত (জমাট দই); দৃঢ়সম্বদ্ধ (জমাট গাঁথনি); অবিচ্ছেদ্য, অন্তরঙ্গ (জমাট বন্ধুত্ব); পরিপূর্ণভাবে উপভোগ্য (জমাট আনন্দ); সরগরম, জমিয়া উঠিয়াছে এমন (জমাট আসর)। [বাং. জমা$_1$+অট—তু. আ. জমারট]।

জমাদার, (বিরল) **জমান্দার**—বিঃ উচ্চপদস্থ ভারতীয় সৈনিকবিশেষ (ইংরেজ আমলের ভাইসরয়ের কমিশনপ্রাপ্ত সৈনিকদের নিম্নতম পদ); হেড কনেষ্টবল; (ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে) কনেষ্টবল; ধাঙ্গড় মেথর বা কুলিদের সর্দার; (ভদ্রতাসূচক সম্বোধনে) ধাঙ্গড় বা মেথর; প্রধান যন্ত্রচালক (ছাপাখানার জমাদার); সর্দার। [ফা. জমাদার]। বি(স্ত্রী)ঃ **-নী**।

জমান, জমানো—(১)ক্রিঃ সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা (টাকা জমান); জড় করা (লোক জমান); ঘনীভূত করা (জল জমান); সরগরম করা (আসর জমান); অসাড় বা ঠাণ্ডা করা (হাত-পা জমান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [জমা$_1$ দ্রঃ। তু. হি. জমানা]।

জমানত—বিঃ জামিনস্বরূপ প্রদত্ত টাকা। [আ. জমানৎ]।

জমায়ত, জমায়েত—বিঃ জন-সমাবেশ (জমায়তে বক্তৃতা করা) [আ. জমায়ৎ]। ক্রিঃ **জমায়ত হওয়া**—ভিড় করিয়া একত্র হওয়া।

জমি, (বর্জি.) **জমী,** (বিরল) **জমিন, জমীন**—বিঃ ভূমি; কৃষিক্ষেত্র; ভূ-সম্পত্তি; ভূতল, ভূপৃষ্ঠ; বস্ত্রাদির বুনানি। [ফা. জমীন্]। বিঃ **-জমা**—ভূ-সম্পত্তি। বিঃ **-জিরাত,** (কথ্য.) **-জিরেত**—চাষবাসের উপযুক্ত জমি; কৃষিক্ষেত্র। বিঃ **-দার**—ভূস্বামী; শস্যক্ষেত্রাদির (এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিরও) উপরিস্থ মালিক (বাড়ির বা বস্তির জমিদার)। **-দারি, -দারী**—(১)বিঃ জমিদারের পদ বা সম্পত্তি; (২)বিণঃ জমিদার-সংক্রান্ত; জমিদারি-সংক্রান্ত।

জম্পতি—বিঃ স্বামী ও স্ত্রী, দম্পতি; মিথুন, যুগল। [সং. জায়া+পতি]।

জম্বির, জম্বীর—বিঃ জামির, গোঁড়া লেবু। [সং. √জম্+ঈর (র্ত্)]।

জম্বু, জম্বূ—বিঃ জাম বা জামগাছ; পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম, এশিয়া মহাদেশ; সুমেরু পর্বতের নদীবিশেষ। [সং. √জম্+উ, ঊ (র্ত্)]।

জম্বুক, জম্বূক—বিঃ শৃগাল। [সং.]।

জয়—বিঃ পরাভূতকরণ (শত্রু-জয়)। শত্রুদমন (যুদ্ধে জয়); যুদ্ধাদিদ্বারা অধিকারকরণ (দেশ-জয়); কার্যসিদ্ধি, সাফল্য (জয়লাভ করা)। [সং. √জি+অ (ভা)]। বিঃ **-কেতু**—জয়-পতাকা; যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন যাহার কাছে থাকে তখন তাহার প্রশংসা করে। বিঃ

আদিতে **জমা-যুক্ত** এবং **জয়-যুক্ত** যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **জমা$_2$ ও জয় দ্রঃ।**

-জয়কার—জয়ধ্বনি ; জয়োল্লাসসূচক উচ্চশব্দ। বিঃ **-জয়ন্তী**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-ঢাক**—রণবাদ্যরূপে ব্যবহৃত বৃহৎ ঢাকবিশেষ। ক্রিঃ **-ি‍ত**—জয়যুক্ত হয়। ক্রিঃ **-তু**—জয় হউক। বিঃ **-দুর্গা**—দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ। বিঃ **-ধ্বনি**—জয়োল্লাসসূচক ধ্বনি, (কাহারও) গৌরব-কীর্তন বা বিজয়ঘোষণা। বিঃ **-পতাকা**—বিজয়-সূচক নিশান। বিঃ **-পত্র**—বিজয় বা সাফল্যের নিদর্শন-পত্র। বিঃ **-ভেরী**—জয়ঢাক। বিঃ **-মাল্য**—জয়ের নিদর্শনরূপে প্রাপ্ত মালা। বিঃ **-লেখ**—বিজয়ীর ললাটে জয়ের বিবরণ-সংবলিত যে লিখনপত্র আঁটিয়া দেওয়া হয় ('ললাটে দিয়াছে জয়লেখ' : রবীন্দ্র)। বিঃ **-শঙ্খ**—যে শঙ্খ বাজাইয়া যোদ্ধা স্বীয় জয় ঘোষণা করে। বিঃ **-শ্রী**—বিজয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিজয়লক্ষ্মী ; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-স্তম্ভ**—বিজয়-লাভের নিদর্শনরূপে নির্মিত স্তম্ভ।

জয়ত্রী—বিঃ জায়ফলের গাছের ফুল বা ছাল। [সং. জাতিপত্রী]।

জয়ন্ত—বিঃ ইন্দ্রপুত্র। [সং √জি+অন্ত]।

জয়ন্তী—বিঃ পতাকা ; ইন্দ্রকন্যা ; দুর্গা ; শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি বা জন্মরাত্রি ; যেকোন ব্যক্তির জন্মতিথি-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব ('রবীন্দ্র-জয়ন্তী') ; বৃক্ষবিশেষ। [সং. √জি+অৎ (র্তৃ)+ঈ]। **রৌপ্য জয়ন্তী**—পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উৎসব। **সুবর্ণ জয়ন্তী**—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উৎসব। **হীরক জয়ন্তী**—ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে উৎসব।

জয়পাল—বিঃ বৃক্ষবিশেষ (ইহার বীজ ঔষধে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ বীজ হইতে croton oil নামে পরিচিত উগ্র বিরেচক তৈল উৎপন্ন হয়)। [সং.]।

জয়া—বিঃ পার্বতী ; পার্বতীর সখী ; জয়ন্তী বৃক্ষ ; হরীতকী ; ভাং, সিদ্ধি। [সং.]।

জায়িত্রী, জায়িত্রি—**জয়ত্রী**-র রূপভেদ।

জয়ী (-য়িন্)—বিণঃ জয়লাভকারী ; জয়যুক্ত ; জয়শীল। [সং. √জি+ইন্ (র্তৃ)]।

জয়োঽস্তু, (চলিত) **জয়োস্তু**—ক্রিঃ জয় হউক। [সং. জয়ঃ+অস্তু]।

জরজর—বিণঃ অতিশয় ক্লিষ্ট (দুঃখে জরজর) ; জীর্ণ, জারিত (নুনে জরজর) ; দুঃখে বা আনন্দে বিহ্বল ('তার পুলকিত তনু জরজর' : রবীন্দ্র)। [সং. জর্জর]।

জরঠ—বিণঃ অতিবৃদ্ধ ; শক্ত বা কঠিন। [সং.]।

জরতী—বিণ(স্ত্রী)ঃ জরাগ্রস্তা ; বৃদ্ধা ; অতি প্রাচীন ও নূতনত্ববর্জিত ('জরতী পৃথিবী')। [সং. √জৄ+অৎ (র্তৃ)+ঈ]। বিণ(পুং)ঃ জরৎ।

জরথুস্ত্র—বিঃ প্রাচীন পারসীক ধর্ম-প্রবর্তক ; পশ্চিমভারতস্থ পারসী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু।

জরদ—বিণঃ হলদে, পীত। [ফা. জর্দ্]।

জরদা—(১)বিঃ পানের সঙ্গে খাইবার সুগন্ধ তামাকচূর্ণবিশেষ। (২)বিণঃ হলদে, পীত। [ফা.]। বিঃ **-পোলাও**—জাফরান মিশাইবার ফলে পীত-বর্ণবিশিষ্ট মিষ্ট পোলাও।

জরদ্গব—বিঃ জরাগ্রস্ত বৃষ ; (আল.) অকর্মণ্য স্থবির ব্যক্তি। [সং. জরৎ+গো+অ]। বি(স্ত্রী)ঃ **জরদ্গবী**—বৃদ্ধা গাভী।

জরা১—বিঃ বার্ধক্য, স্থবিরতা। [সং. √জৄ+অ (ভা)+আ]।

জরা২—(১)ক্রিঃ জীর্ণ হওয়া (নুনে জরা)। (২)বি. বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √জৄ+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জারিত করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

জরায়ু—বিঃ গর্ভাশয়। [সং. জরা+ √ই+উ (র্তৃ)]। বিণঃ **-জ**—জরায়ু হইতে প্রসূত (মানুষ পশু প্রভৃতি যাহারা মাতৃগর্ভ হইতে শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে, তু. অণ্ডজ)।

জরি—বিঃ সোনালী বা রূপালী তার বা পাত অথবা তাহাতে মোড়া সুতা। [ফা. জরী]। বিণঃ **-দার**—জরিযুক্ত।

জরিপ—বিঃ জমির পরিমাপ। [আ. জরীব]।

জরিমানা—বিঃ অর্থদণ্ড। [আ. জুর্‌মানা]।

জরু—**জোরু**-র অধিকতর চলিত বানান।

জরুড়—**জড়ুর**-এর রূপভেদ।

জরুর—ক্রি-বিণঃ অবশ্য, নিশ্চয়। [আ.]। বিঃ **-ত**—প্রয়োজন, দরকার। বিণঃ **জরুরী**—অত্যন্ত দরকারী, আশু প্রয়োজনীয়।

জর্জর—বিণঃ জীর্ণ ; অতিশয় ক্লিষ্ট (দুঃখে জর্জর)। [সং. √জর্জ্+অর (র্তৃ)]। বিণঃ **জর্জরিত**—বিণঃ জর্জর করা হইয়াছে এমন, জীর্ণীভূত (জরাজর্জরিত, শোকজর্জরিত)। বিণঃ **জর্জরীভূত**—জর্জর হইয়াছে এমন, জর্জরিত।

জর্দা—**জরদা**-র বানানভেদ।

জল—(১)বিঃ বারি, সলিল, অপ্, উদক, অম্বু ; নীর, পয়ঃ, তোয় ; বৃষ্টি (জল হচ্ছে) ; হালকা খাবার (জল খাওয়া)। (২)বিণঃ শীতল (প্রাণ জল হওয়া) ; শান্ত (মিষ্ট কথায় জল হইলাম) ;

তরল (গলিয়া জল হওয়া) ; নষ্ট (টাকা জল হওয়া) ; অতি সহজ (এ অঙ্কটা জল)। [সং. √জল+অ (র্তৃ)]। ক্রি: **জল খাওয়া**—জল পান করা ; জলখাবার খাওয়া। ক্রি: **জল ভাঙা**—(কিছুর ভিতর হইতে) জল বাহির হওয়া ; সন্তানপ্রসবের পূর্বমুহূর্তে রমণীদের গর্ভাশয় হইতে জল বাহির হওয়া ; জলের ভিতর দিয়া হাঁটা। ক্রি: **জল মরা**—জল কমিয়া বা শুকাইযা বা উবিয়া যাওয়া। ক্রি: **জল সরা**—জল নির্গত হওয়া ; পুষ্করিণী প্রভৃতির জল নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহার করা। ক্রি: **জল সহা, জল সওয়া**—বিবাহাদি উপলক্ষে প্রতিবেশীর গৃহ হইতে জলসংগ্রহরূপ মঙ্গলাচরণ করা। ক্রি: **জলে দেওয়া, জলে ফেলা**—(আল.) অপাত্রে দান করা বা অপচয় করা। ক্রি: **জলে পড়া**—অস্থানে উপস্থিত হওয়া ; অপাত্রে পড়া ; বিপদে পড়া। ক্রি: **জলে যাওয়া**—অপচয় হওয়া ; লোকসান হওয়া ; নষ্ট হওয়া ; সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া। বিণ: **-আচরণী**—যে জাতির ছোঁয়া জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকের পক্ষে ব্যবহার্য সেই জাতিভুক্ত, জল-শুদ্ধ। বি: **-কন্যা**—নদ্যাদিসম্ভূতা অপ্সরা, জলপরী। বি: **-কপাট**—নগ্যাদির মধ্যে জলস্রোতাদির নিয়ন্ত্রণার্থ কপাটসংবলিত বাঁধবিশেষ, floodgate। বি: **-কর**—জলাশয়াদির উপরে ধার্য খাজনা, মৎস্যচাষের জন্য জলাশয়ের উপর যে খাজনা ধার্য করা হয়, fishery। বি: **-কল্লোল**—জলস্রোতের কলকল শব্দ ; জলের তরঙ্গ। বি: **-কষ্ট**—জলের অভাব হেতু ক্লেশ। বি: **-কাদা**—বৃষ্টির জল ও তাহার ফলে রাস্তায় সৃষ্ট কাদা। বি: **-কুক্কুট**—গাঙচিল। বি: **-কেলি, -ক্রীড়া, -খেলা**—জলাশয়াদিতে নামিয়া সন্তরণাদি ক্রীড়াকৌতুক। বি: **-খাবার** হালকা খাবার, টিফিন। **-চর**—(১)বিণ: জলাশয়াদিতে বাসকারী ; (২)বি: জলচর প্রাণী। বিণ: **-চল**—(যাহার) ছোঁয়া জল বর্ণহিন্দুদের পান করিতে সামাজিক বাধা নাই এমন। বি: **-চুড়ি**—পরিধেয় বস্ত্রাদিতে সরু ডোরার আকারে জলছাপ। বি: **-চৌকি, -চৌকী**—(স্নানকালে উপবেশনার্থ) ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ টুল। বি: **-ছত্র**—**জলসত্র**-র চলিত রূপ। বি: **-ছবি**—যে ছবি জলে ভিজাইয়া অন্য কাগজে চাপিয়া রাখিলে ছাপ তোলা যায়। **-জ**—(১)বিণ: জলে বা জলাশয়াদিতে উৎপন্ন হয় এমন ; (২)বি: পদ্মফুল। বি: **-জন্তু**—জলচর জন্তু। বি: **-জান**—উদযান, hydrogen। বিণ: **-জিয়ন্ত, -জীয়ন্ত,** (কথ্য) **-জ্যান্ত**—(জলমধ্যস্থ মাছের ন্যায়) সম্পূর্ণ সজীব ; (আল.) সম্পূর্ণ স্পষ্ট (জলজ্যান্ত প্রমাণ) ; ডাহা (জলজীয়ন্ত মিথ্যা)। বি: **-টল**—জলখাবার। বি: **-টুঙ্গি, টুঙি**—পুকুর দীঘি প্রভৃতি জলাশয়ের মধ্যে নির্মিত গৃহবিশেষ। বি: **-ঢোঁড়া**—জলচর বিষহীন ঢোঁড়া-সাপবিশেষ। বি: **-তরঙ্গ**—জলের ঢেউ ; বাদ্যবিশেষ : ইহাতে সাতটি বাটিতে জল লইয়া তাহাতে সাতটি স্বর বাঁধিয়া কাঠিদ্বারা বাজান হয়। বি: **-দ**—মেঘ। বিণ: **-দগম্ভীর**—মেঘগর্জনবৎ গম্ভীর (জলদগম্ভীর স্বর)। বি: **-দস্যু**—নদীপথে বা সমুদ্রে যে ডাকাতি করিয়া বেড়ায়। বি: **-দাগম**—মেঘের উদয়কাল ; বর্ষাকাল। বি: **-দেবতা**—জলের অধিদেবতা, বরুণ। বি: **-দোষ**—উদরীরোগ ; কোষবৃদ্ধি। **-ধর**—(১)বিণ: জলধারণকারী ; জলপূর্ণ ; (২)বি: মেঘ ; সমুদ্র। বি: **-ধি**—সমুদ্র। বি: **-নালী, -প্রণালী**—জলনিকাশের নর্দমা। বি: **-নিধি**—সমুদ্র। বি: **-পটি**—আহত দেহাংশাদিতে বাঁধার জন্য জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বা নেকড়া। বি: **-পড়া**—মন্ত্রপূত জল (যদ্দ্বারা রোগ ভূত প্রভৃতি অমঙ্গল দূর করা হয়)। বি: **-পথ**—নৌকাদি-যোগে চলিবার পথ (নদী সমুদ্র ইত্যাদি) ; জলনিষ্কাশনের পথ। বি: **-পান**—জলখাবার। বি: **-পানি**—মেধাবী ছাত্রের পুরস্কার বা বৃত্তি ; জলখাবার খাইবার পয়সা। বি: **-পিপি**—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বি: **-প্রপাত**—পর্বতাদি উচ্চস্থান হইতে সর্বদা পতনশীল জলধারা। বি: **-প্লাবন**—প্রবল বন্যা। বি: **-বাতাস, -বায়ু**—আবহাওয়া। বি: **-বায়স**—পানকৌড়ি। বি: **-বিছুটি**—জলে ভিজান বিছুটি গাছ : ইহা শরীরে লাগিলে অত্যন্ত জ্বালা করে ও চুলকায়। বি: **-বিজ্ঞান**—জলবিষয়ক শাস্ত্র। বি: **-বিম্ব**—জলের বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। বি: **-বিষুব**—কার্তিকমাসের সংক্রান্তি। বি: **-বিহার**—জলক্রীড়া। বি: **-ভ্রমি**—নদী সমুদ্র ইত্যাদির মধ্যে জলের আবর্ত বা ঘূর্ণি। বিণ: **-মগ্ন**—জলে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিয়া আছে এমন। বিণ: **-ময়**—জলপূর্ণ ; প্লাবিত। বি: **-মার্জার**—উদ্বিড়াল। বি: **-মুক্** (-মুচ্)—মেঘ। বিণ: **-রোধী**—জল আটকায় এমন, watertight ; জলাভেদ্য, waterproof। বি: **-যন্ত্র**—জল তুলিবার যন্ত্র ; জল-

ঘড়ি ; ধারাযন্ত্র, পিচ্‌কারি, spray। বিঃ **-যান** জলপথে ভ্রমণের যান (জাহাজ নৌকা ইত্যাদি)। বিঃ **-যোগ**—**জলখাবার** ভোজন। বিঃ **-শৌচ**—মলমূত্রাদি ত্যাগের পর জলদ্বারা অঙ্গ-প্রক্ষালন। বিঃ **-সত্র**—যে স্থান হইতে সর্বসাধারণকে বিনামূল্যে জলদান করা হয়। বিঃ **-সেক**—জলসেচন ; গরম জলে বস্ত্রাদি ভিজাইয়া তাহার দ্বারা সেক প্রদান। বিঃ **-স্তম্ভ**—সমুদ্র নদী ইত্যাদি হইতে স্তম্ভাকারে উত্থিত জলরাশি। ক্রিঃ **জল হওয়া**—বৃষ্টি হওয়া ; তরল বা দ্রব হওয়া (গলিয়া জল হওয়া) ; শান্ত বা শীতল হওয়া (প্রাণ জল হওয়া)। বিঃ **-হস্তী** (-স্তিন্)—হস্তি-তুল্য জলজন্তুবিশেষ। বিঃ **-হাওয়া**—আবহাওয়া।

জলদ১—**জল** দ্রঃ।

জলদি, (বিরল) **জলদী, জলদ২**—ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, দ্রুত, সত্বর। [ফা. জল্‌দী]।

জলপাই—বিঃ অম্লাস্বাদ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [দেশী]।

জলসা—বিঃ নৃত্যগীতাদির বৈঠক। [আ. জল্‌স্‌অ]।

জলা—(১)বিঃ জলময় নিম্নভূমি, বিল। (২)বিণঃ জলে মগ্ন (জলাভূমি)। [সং. জল+বাং. আ]।

জলাচরণীয়—বিণঃ জলচল, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যে জাতির ছোঁয়া জল ব্যবহার করিতে পারে সেরূপ জাতিভুক্ত। [সং. জল+আচরণীয়]।

জলাঞ্জলি—বিঃ শবদাহের পর হিন্দুগণ কর্তৃক প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অঁাজলাপূর্ণ জল ; বিসর্জন, সম্পূর্ণ পরিত্যাগ (লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়াছে) ; অপচয় (টাকাকড়ি জলাঞ্জলি দেওয়া)। [সং. জল+অঞ্জলি]।

জলাতঙ্ক—বিঃ যে রোগে জল দেখিলেই রোগী ভয় পায় (সাধারণতঃ শিয়াল-কুকুরে কামড়াইলে এই রোগ হয়) ; hydrophobia। [সং. জল +আতঙ্ক]।

জলাত্যয়—বিঃ বর্ষার শেষ ; শরৎকাল। [সং. জল+অত্যয়]।

জলাধিপ—বিঃ সমুদ্র ; বরুণ। [সং. জল+ অধিপ]।

জলাবর্ত—বিঃ সমুদ্র নদী প্রভৃতির জলমধ্যে ঘূর্ণি, জলভ্রমি। [সং. জল+আবর্ত]।

জলাশয়—বিঃ জলের আধার ; সমুদ্র নদী খাল পুকুর প্রভৃতি। [সং. জল+আশয়]।

জল্লুনি—**জল্লুনি**-র অধিকতর চলিত বানান।

জলুস—বিঃ জেল্লা, ঔজ্জ্বল্য। [আ. জুলুস্‌]।

জলেশ, জলেশ্বর—বিঃ সমুদ্র ; বরুণ। [সং. জল +ঈশ, ঈশ্বর]।

জলো—বিণঃ জলমিশ্রিত (জলো দুধ) ; সজল (জলো বাতাস) ; জলের মত ; নীরস (জলো আস্বাদ বা রান্না)। [সং. জল+বাং. উয়া>ও]।

জলোচ্ছ্বাস—বিঃ জলের স্ফীতি ; জোয়ার। [সং. জল+উচ্ছ্বাস]।

জলৌকা—বিঃ জোক। [সং জল+ওক+আ]।

জলৌষধি—বিঃ ব্রাহ্মী শাক বা ঐ জাতীয় অন্যান্য শাক। [সং. জল+ওষধি]।

জল্প—বিঃ (ন্যায়.) পরমত খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপন ; জল্পনা, কথন, বাচালতা। [সং. √জল্প্‌ +অ (ভা)]। বিণঃ **জল্পক**—বাচাল, বহু-ভাষী। বিঃ **জল্পন, জল্পনা**—কথন, উক্তি ; বাচালতা ; পরামর্শ, প্রস্তাব, সূচনা। বিণঃ **জল্পিত**—কথিত, প্রস্তাবিত।

জল্লাদ—বিঃ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বধকারী, ঘাতক ; (আল.) অত্যন্ত নির্মম ব্যক্তি (লোকটা একেবারে জল্লাদ)। [আ.]।

জসদ—বিঃ দস্তা। [<যশদ ?]।

জসম—বিঃ লম্বা সোনার মাদুলির উপরে পরি-ধেয় হাতের গহনাবিশেষ। [ফা. জউশন্‌]।

জহর১—বিঃ বিষ, গরল। [ফা.]।

জহর২—বিঃ মণি, বহুমূল্য প্রস্তর। [আ. জওহর্‌]।

জহর-কোট—বিঃ জওহরলাল নেহ্‌রু কর্তৃক ব্যবহৃত ওয়েস্টকোটের আদর্শে প্রস্তুত ফতুয়া-জাতীয় জামাবিশেষ। [জহর<জওহরলাল+ইং. coat]।

জহরত—বিঃ মণিরত্নাদি বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ। [আ. জওহর্‌>জওহরাত্‌ (বহুবচনে)]।

জহরব্রত—বিঃ অসম্মান এড়াইবার জন্য রাজপুত-রমণীদের জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণবিসর্জন-রূপ ব্রত। [?]।

জহরি, জহরী, জহুরি, জহুরী—বিঃ যে ব্যক্তি জহরতের কারবার করে ; যে ব্যক্তি জহরত চেনে বা জহরতের উৎকর্ষ নির্ণয় করিতে পারে। [আ জওহরি]।

জহীন—বিণঃ বুদ্ধিমান্‌, চালাক, সমজদার। [আ. যহীন্‌]।

জহ্নু—বিঃ রাজর্ষিবিশেষ : ইঁহার যজ্ঞস্থল প্লাবিত করিয়া ফেলার অপরাধে ইনি গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলেন এবং পরে ভগীরথের অনুনয়ে কর্ণপথে (মতান্তরে জানু ভেদ করিয়া) বাহির

করিয়া দেন। [সং. √জ্ঞা+হ্নু (র্তৃ)]। বিঃ -কন্যা, -তনয়া, -সুতা—গঙ্গা।

জা১—বিঃ দেবর বা ভাশুরের পত্নী। [সং. যাতৃ]।

জা২—বিঃ সন্তান, পুত্র (বোসজা)। [<সং. জাত]।

জাইগির—**জায়গির**-এর রূপভেদ।

জাউ—বিঃ মণ্ড। [সং. যবাগূ]।

জাওনা—**জাবনা**-র প্রাদে. রূপ।

জাওর—**জাবর**-এর প্রাদে. রূপ।

জাং—বিঃ জঙ্ঘা, উরু। [সং. জঙ্ঘা]।

জাঁক—বিঃ গর্ব, দম্ভ; সমারোহ, আড়ম্বর (জাঁক করা, জাঁক দেখান)। [<জমক?]। বিঃ **-জমক**—বিশেষ সমারোহ।

জাঁকড়—বিঃ অপছন্দ হইলে ক্রীত দ্রব্য ফেরত দিবার শর্ত (জাঁকড়ে কেনা)। [হি.]।

জাঁকা—(১)ক্রিঃ জমকাল হওয়া; চাপিয়া বসা (জেঁকে বা জাঁকিয়া বসা); আঁটিয়া ধরা। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. জাঁক+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ শোভামণ্ডিত করা; জমকাল হওয়া, (২)বিণঃ জমকাল, গুলজার। (৩)বিঃ জমকাল বা গুলজার অবস্থা।

জাঁকাল, জাঁকালো—বিণঃ জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ। [বাং জাঁক+আল]।

জাঁতা১—বিঃ শস্যাদি পিষিয়া গুঁড়া করিবার যন্ত্রবিশেষ, হাপরে হাওয়া দিবার যন্ত্র, ভস্ত্রা। [সং. যন্ত্র]।

জাঁতা২—(১)ক্রিঃ (প্রাদে. ও প্রা. বাং.) জাঁতায় চাপা (জাঁতিয়া পড়া বা ধরা); টেপা ('চরণ জাঁতিছে')। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [জাঁতা১ দ্রঃ]। ক্রিঃ **জাঁতা দেওয়া**—(প্রাদে.) পিষ্ট করা, চাপা দেওয়া। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (প্রাদে.) চাপান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

জাঁতি, জাঁতী—বিঃ সুপারি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [সং. যন্ত্রী]। বিঃ **-কল**—জাঁতির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ইঁদুর মারিবার কলবিশেষ।

জাঁদরেল—(১)বিঃ সেনাপতি, মহাবীর। (২)বিণঃ জমকাল; জবরদস্ত; মস্ত, প্রকাণ্ড। [ইং. general]।

জাঁহাপনা—**জাহাঁপনা**-র রূপভেদ।

জাঁহাবাজ—**জাহাঁবাজ**-এর রূপভেদ।

জাগ—বিঃ (কলাদি পাকাইবার জন্য, অন্নাদি সিদ্ধ করিবার জন্য বা পাট প্রভৃতি পচাইবার জন্য) খড় পাতা প্রভৃতির চাপ (পাট জাগ দেওয়া, জাগে পাকান)। [হি. জকড়?]।

জাগ-গান—বিঃ উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রাত্রিকালে গীত পল্লীসঙ্গীতবিশেষ। [সং. জাগর-গান?]।

জাগন্ত—বিণঃ জাগ্রৎ, জাগিয়া আছে এমন। [বাং. জাগা+অন্ত]।

জাগর—বিঃ নিদ্রাভঙ্গ, জাগরণ, জাগ্রৎ অবস্থা ('রজনী জাগরক্লান্ত': রবীন্দ্র); (প্রাদে.) ঘুমভাঙ্গানী গানবিশেষ। [সং. √জাগৃ+অ (ভা)]। বিঃ **-মন্ত্র**—ঘুম ভাঙ্গানর মন্ত্র, নিষ্ক্রিয়তা বা অচৈতন্য অবস্থা দূর করার মন্ত্র ('নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র': রবীন্দ্র)।

জাগরণ—বিঃ নিদ্রাভঙ্গ; নিদ্রাহীনতা; জাগ্রৎ অবস্থা; কীর্তনাদি পালাসঙ্গীতের অঙ্গবিশেষ; (আল.) নিষ্ক্রিয় বা অচেতন অবস্থা হইতে মুক্তি উদ্দীপনা, চেতনা-লাভ (জাতির জাগরণ)। [সং √জাগৃ+অন (ভা)]। **জাগরণী**—(১)বিঃ জাগরণ-গান; জাগরণ-পর্ব; (২)বিণঃ জাগরণ-সম্বন্ধীয়।

জাগরিত—বিণঃ জাগিয়া উঠিয়াছে এমন, নিদ্রোত্থিত; জাগিয়া আছে এমন, বিনিদ্র; চেতনাপ্রাপ্ত। [সং. √জাগৃ+ত (র্তৃ)]।

জাগরী (-রিন্)—বিণঃ জাগরণকারী; নিদ্রাশূন্য, নিদ্রাহীন। [সং. √জাগৃ+ইন্]।

জাগরূক—বিণঃ জাগ্রৎ, সজাগ; হুঁশিয়ার, সতর্ক, অবিস্মৃত (হৃদয়ে জাগরূক আছে)। [সং. √জাগৃ+উক (র্তৃ)]।

জাগা—(১)ক্রিঃ নিদ্রোত্থিত হওয়া (ভোরে জাগা); না ঘুমান (রাত জাগা); প্রবুদ্ধ হওয়া ('জাগিয়া উঠেছে প্রাণ': রবীন্দ্র); অবিস্মৃতভাবে বিদ্যমান থাকা, সর্বদা বিরাজ করা (মনে জাগা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √জাগৃ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঘুম ভাঙ্গান; প্রবুদ্ধ বা সচেতন করা; সতর্ক করা; স্মরণ করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

জাগ্রৎ, (অশু. কিন্তু বহুলপ্রচলিত) **জাগ্রত**—বিণঃ জাগিয়া আছে এমন, সজাগ; সতর্ক, সচেতন। [সং. √জাগৃ+অৎ (র্তৃ)]।

জাঙ, জাঙ্ঘ—**জাং**-এর বানানভেদ।

জাঙ্গল—(১)বিণঃ জঙ্গল-সম্বন্ধীয়; জঙ্গলময়; অসভ্য, বন্য। (২)বিঃ অল্প জলপূর্ণ ও তৃণময় এবং প্রচুর রৌদ্রবিশিষ্ট ও বায়ুযুক্ত বহুধান্যাদিতে সমৃদ্ধ দেশবিশেষ (কুরু-জাঙ্গল)। [সং. জঙ্গল+অ]।

জাঙ্গাল, জাঙাল—বিঃ বাঁধ ; সেতু ; আলি ; পথ ; পতিত জমি। [সং. জঙ্গাল]।

জাঙ্গিয়া, জাঙিয়া—বিঃ খাট পায়জামাবিশেষ। [সং. জঙ্ঘা>বাং. জাঙ্গ+ইয়া]।

জাঙ্গী—বিঃ কৃষ্ণবর্ণ হরিতকীবিশেষ (সচ. **জাঙ্গী হরিতকী**)। [?]।

জাজিম—বিঃ ফরাশ বিছানা গালিচা প্রভৃতির উপরে বিছাইবার চাদরবিশেষ। [ফা. জাজম্]।

জাজ্বল্যমান—বিণঃ অতিশয় উজ্জ্বল বা স্পষ্ট ; দেদীপ্যমান। [সং. √জ্বল্+যঙ্+আন (মান) (র্তৃ)]।

জাট$_1$, জাঠ$_1$—বিঃ পঞ্জাব ও রাজপুতানার জাতিবিশেষ।

জাট-$_2$, জাঠ-$_2$—**জেঠ**-এর রূপভেদ। **-তুত**—**জেঠতুত**-র রূপভেদ।

জাঠর—বিণঃ জঠর-সম্বন্ধীয়। [সং. জঠর+অ]।

জাঠা, (বিরল) **জাঠি**, (বিরল) **জাঠী**—বিঃ পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, লৌহযষ্টি। [সং. যষ্টি]।

জাড়—বিঃ শীত, ঠাণ্ডা, হিম। [হি. জাড়, সং. জড় (শীতলার্থক)]।

জাড়ি$_1$—বিঃ ভাণ্ড, পাত্র, আধার ('ধনের জাড়ি' : চৈ. চ.)। [?—তু. ইং. jar]।

জাড়ি$_2$—বিঃ গুল্ম ; ভেষজ গুল্ম। [সং. জারী]।

জাড্য—বিঃ জড়তা, অলসতা, জড়বুদ্ধির ভাব, মূর্খতা ; শৈত্য ; (বিজ্ঞা.) জড়পদার্থের ধর্ম-বিশেষ যাহা বাহ্যশক্তির সংস্পর্শে না আসিলে উহার নিশ্চল অবস্থার বা (চলৎ অবস্থার) ঋজু-গতির পরিবর্তন হয় না, inertia [বি. প.]। [সং. জড়+য (ভা)]।

-জাত$_1$—বিণঃ সঞ্চিত, রক্ষিত (গুদামজাত) ; [আ. যাদ্]।

জাত$_2$—বিণঃ শ্রেষ্ঠ, আসল (জাত কেউটে)। [সং. জাত্য]। বিঃ **-সাপ**—বিষধর সাপ।

জাত$_3$—(১)বিণঃ জন্মিয়াছে এমন (সদ্যোজাত) ; উৎপন্ন, উদ্ভূত (ক্ষেত্রজাত)। (২)বিঃ জন্ম (জাত-কর্ম) ; সমূহ (দ্রব্যজাত)। [সং. √জন্+ত (তৃ, ভা)]। বিঃ **-কর্ম, -কৃত্য, -ক্রিয়া**—হিন্দু শিশুর জন্মহেতু অনুষ্ঠেয় সংস্কারবিশেষ। **-কোপ, -ক্রোধ**—(১)বিণঃ ক্রুদ্ধ হইয়াছে এমন ; (২)বিঃ আজন্ম বিদ্যমান ক্রোধ। বিঃ **-পত্র**—জন্মপত্রিকা, কোষ্ঠী। বিণঃ **-পুত্র**—যাহার পুত্র জন্মিয়াছে এমন, পুত্রবান্। বিঃ **-বেদাঃ (-দস্)**—অগ্নিদেব। **-মাত্র**—(১)ক্রিঃ-বিণঃ জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ; (২)বিণঃ সদ্যোজাত। **-শত্রু**—(১)বিণঃ (যাহার) অনেক শত্রু জন্মিয়াছে এমন ; (২)বিঃ আজন্ম শত্রু।

জাত$_4$ -(১)বিঃ বর্ণ, জন্মগত সামাজিক শ্রেণী (উঁচু জাতের লোক) ; প্রকার (নানা জাতের আম)। (২)বিণঃ জন্মগত, জাতিগত (জাত বোষ্টম)। [সং. জাতি]। বিঃ **জাত খাওয়া, জাত মারা**—(কাহাকেও) জাতিচ্যুত করা। ক্রিঃ **জাত খোয়ান, জাত হারান**—নিজ বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হওয়া। ক্রিঃ **জাত দেওয়া**—ভিন্ন ধর্মের বা বর্ণের পাত্র বা পাত্রীকে বিবাহ করার ফলে স্বীয় ধর্ম বা জাতি ত্যাগ করা। ক্রিঃ **জাতে ওঠা**—উন্নততর জাতে স্থান পাওয়া ; (আল.) মর্যাদাবৃদ্ধির ফলে বিশেষ কোন সমাজে স্থান পাওয়া। ক্রিঃ **জাতে তোলা**—উন্নততর জাতে স্থান দেওয়া ; (আল.) মর্যাদাবৃদ্ধিপূর্বক বিশেষ কোন জাতে স্থান দেওয়া। বিঃ **-ব্যবসায়**—বংশগত পেশা। বিঃ **-ভাই**—স্বজাতীয় ব্যক্তি ; একই ব্যবসায় বা শ্রেণীর লোক।

জাতক—(১)বিণঃ জন্মগ্রহণকারী। (২)বিঃ জন্ম-কোষ্ঠী ; জাতকর্ম ; বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কাহিনীপূর্ণ পালিভাষায় রচিত কথাগ্রন্থ। [সং. জাত+ক]।

জাতাশৌচ—বিঃ হিন্দুমতে সন্তানজন্মজনিত অশৌচ। [সং. জাত+অশৌচ]।

জাতি$_1$, জাতী—বিঃ চামেলী বা মালতী ফুল। [সং. √জন্+তি (র্তৃ), +ঈ]। বিঃ **-কচু**—মানকচু। বিঃ **-কলা**—কাটালি-কলা। বিঃ **-পত্র, -পত্রী**—জয়ত্রী। বিঃ **-ফল**—জায়ফল।

জাতি$_2$—বিঃ জন্ম, উৎপত্তি (জাতিতে হিন্দু) ; প্রকার, শ্রেণী (নানা জাতির পুষ্প) ; সম-লক্ষণ বিভাগ (মানবজাতি, সর্পজাতি, স্ত্রীজাতি) ; ধর্ম জন্মভূমি রাষ্ট্র আদিমবংশ ব্যবসায় ইত্যাদি অনুযায়ী বিভাগ (হিন্দুজাতি, আর্যজাতি, বণিগ্-জাতি) ; হিন্দুদিগের বর্ণ বা তাহার অন্তর্গত সামাজিক উপবিভাগ (কায়স্থজাতি, জাতিভেদ)। [সং. √জন্+তি]। বিণঃ **-গত**—জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী, জাতীয়। বিণঃ **-চ্যুত**—স্বীয় সমাজ বা জাতি হইতে বহিষ্কৃত। বিঃ

আদিতে **জাত-যুক্ত** যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **জাত$_3$** ও **জাত$_4$** দ্রঃ।

মানুষের মূল জাতি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বিঃ **-ধর্ম**—জাতির বিশেষ প্রকৃতি; জাতির বিহিত ধর্ম-কর্মাদি; ব্রাহ্মণদিগের ধর্মবিশেষ। বিঃ **-নাশ, -পাত**—সমাজচ্যুতি। ক্রি-বিণঃ **-বর্ণনির্বিশেষে**—জন্ম বংশ ইত্যাদির ভেদ না করিয়া। বিণঃ **-বাচক**—জাতিনির্দেশক বা শ্রেণীনির্দেশক (জাতিবাচক উপাধি); (ব্যাক.) শ্রেণীসূচক (জাতিবাচক বিশেষ্য, যথা—মনুষ্য, সর্প, বৃক্ষ)। বিঃ **-বৈর**—জন্মগত শত্রুতা; এক জাতির সহিত অপর জাতির শত্রুতা। বিঃ **-ব্যবসায়**—বংশগত পেশা। বিঃ **-বৈষ্ণব**—জন্মগতভাবে বৈষ্ণববংশীয় লোক। বিঃ **-ভেদ**—হিন্দুদিগের চারি বর্ণের বা উহার অন্তর্গত উপবিভাগসমূহের মধ্যে পার্থক্য। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—**জাতিচ্যুত**-র অনুরূপ। বিঃ **-সংঘ**—বিভিন্ন জাতির সম্মেলন বা সভা, League of Nations। বিণঃ **-স্মর**—(যাহার) পূর্ব-জন্মকথা মনে আছে এমন। **সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ পরিষদ্**—বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর শান্তিরক্ষাকল্পে গঠিত বিভিন্ন জাতির সভা, United Nations' Organisation।

জাতী, জাতীপত্রী—**জাতি**১ দ্রঃ।

জাতীয়—বিণঃ জাতিসম্বন্ধীয়; জাতিগত বা শ্রেণী-গত (জাতীয় প্রকৃতি); শ্রেণীর প্রকারের বা রকমের (নানা-জাতীয় ফুল); স্বদেশীয়, জাতির প্রকৃতিগত (জাতীয় ভাব); সমগ্র জাতির (জাতীয় মহাসভা)। [সং. জাতি+ঈয়]। বিণ(স্ত্রী): **জাতীয়া**।

জাতেষ্টি—বিঃ জাতকর্ম। [সং. জাত+ইষ্টি]।

জাত্য—বিণঃ সুজাত, সদ্বংশজাত; শ্রেষ্ঠ। [সং. জাতি+য]।

জাত্যংশ—বিঃ জাতির অংশ বা সম্বন্ধ (জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ); জন্মবংশ, কুল, গোত্র। [সং. জাতি+অংশ]।

জাত্যন্ধ—বিঃ জন্ম হইতেই অন্ধ, জন্মান্ধ। [সং. জাতি+অন্ধ]।

জাত্যভিমান—বিঃ উচ্চ বংশে জন্মহেতু অহংকার, কুলগর্ব। [সং. জাতি+অভিমান]।

-জাদা—বিঃ (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) ছেলে, পুত্র (হারামজাদা, শাহ্‌জাদা)। [ফা. জাদহ্]। বি(স্ত্রী): **-জাদী**—কন্যা।

জাদু১—বিঃ শিশুকে স্নেহসম্বোধনবিশেষ (জাদু-মণি); বিদ্রূপাত্মক সম্বোধনবিশেষ, বাছাধন। [সং. জাত ?]।

জাদু২—বিঃ ভেলকি, ইন্দ্রজাল, কুহক, তুক। [ফা.]। বিঃ **-কর,** (বিরল) **-গর**—ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী। বি(স্ত্রী): **-করী,** (বিরল) **-গরী**। বিঃ **-ঘর**—শিল্পবিজ্ঞান-জাত পদার্থ অথবা পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক বস্তু যেখানে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, মিউজিয়াম।

জান১—বিঃ দৈবজ্ঞ; গণক; সর্বজ্ঞ। [সং. √জ্ঞা ? ফা. জান্ ?]।

জান২—বিঃ প্রাণ, জীবন (জান নিয়ে টানাটানি); (সঙ্গীতে) রাগরাগিণীর প্রধান সুর। [ফা.]।

জানকী—বিঃ জনকরাজার মেয়ে সীতা। [সং. জনক+অ+ঈ]।

জানত—বিণ.ক্রি-বিণঃ জ্ঞাতসারে, সজ্ঞানে (জানত-পক্ষে)। [সং. জানতঃ]।

জানপদ—বিণঃ জনপদ-সম্বন্ধীয়; জনপদে (গ্রাম বা মফস্বলে) উৎপন্ন বা বাসকারী (তু. পৌর)। [সং. জনপদ+অ]।

জানলা—**জানালা**-র রূপভেদ।

জানা—(১)ক্রিঃ অবগত হওয়া বা থাকা (সে জেনেছে); টের পাওয়া (কেহ জানিবে না); তদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা (সংস্কৃত জানা); বোঝা (জানছি কষ্ট হবে); তৎসহ পরিচয় থাকা (তাহাকে জানি)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √জ্ঞা+বাং. আ]। বি.বিণঃ **-জানি**—অনেক লোকের মধ্যে প্রচার, রাষ্ট্র। বিঃ **-ন** (উচ্চা. জানান্)—জ্ঞাপন; সংবাদদান; ঘোষণা। ক্রিঃ **জানান দেওয়া**—পূর্বাহ্ণে জ্ঞাপন করা; নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করান। **-ন -নো**—(১)ক্রিঃ অবগত করান; সংবাদ দেওয়া; সতর্ক করা; নিবেদন করা; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। **-শুনা, শোনা**—(১)বিঃ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান; পরিচয়; (২)বিণঃ পরিচিত।

জানানা—বিঃ স্ত্রীলোক; অন্তঃপুরবাসিনী বা পর্দানশীন নারী; পত্নী; অন্তঃপুর। [ফা. জনানা]।

জানালা—বিঃ বাতায়ন, গবাক্ষ [পো. Janella]।

জানিত—বিণঃ জ্ঞাত; পরিচিত। [সং. জ্ঞাত—জানা দ্রঃ]।

জানু—বিঃ হাঁটু। [সং. √জন্+উ (র্তৃ)]।

জানুআরি, জানুয়ারি—বিঃ ইংরেজী বৎসরের প্রথম মাস (পৌষের মাঝামাঝি হইতে মাঘের মাঝা-মাঝি পর্যন্ত)। [ইং. January]।

জানোয়ার—বিঃ পশু, জন্তু। [ফা. জানবর্]।

জান্তব—বিণ: জন্তুজাত ; জন্তুসম্বন্ধীয় ; জন্তুতুল্য। [সং. জন্তু+অ]।

জান্তা—বিণ: জ্ঞানসম্পন্ন (সবজান্তা)। [জানা দ্র:]।

জান্নাত—বি: স্বর্গোদ্যান। [আ.] বিণ: **-বাসী**—স্বর্গবাসী ; পরলোকগত।

জাপ-—বিণ: জাপানী। [ইং. Jap < Japanese—তু. জাপানী]।

জাপক—বিণ: জপকারী। [সং. √জপ্+অক (র্তৃ)]।

জাপটা—ক্রি: জাপটান। [আ. দব্‌ত্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: জড়াইয়া ধরা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **জাপটাজাপটি**—পরস্পর জড়াজড়ি।

জাপানী—(১)বিণ: জাপান-দেশীয়। (২)বি: জাপানের লোক। [জাপ. জৈপান]।

জাফরান—বি: কুঙ্কুম। [আ. জাআফ্‌রান্]। বিণ: **জাফরানী**—পীত, হলদে।

জাফরি—বি: চৌকা ছিদ্রযুক্ত বেড়া। [আ. জাফরী]।

জাব—বি: গোরুর আহারের জন্য কুচান ও ভিজান খড় বিচালি ইত্যাদি। [সং. যবস—তু. হি. জাব = তৃণবিশেষ]। বিণ: **-ড়া, -ড়**—জাবের মত সিক্ত, অতি ভিজা ; এলোমেলো ; ধেবড়া, অতি স্থূল। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: জাবের মত ভিজান ; এলোমেলোভাবে কাজ করা ; ধেবড়ান ; (প্রাদে.) জাপটান ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

জাবদা—**জাবেদা** দ্র:।

জাবনা—**জাব**-এর রূপভেদ।

জাবর—বি: রোমন্থন, চর্বিতচর্বণ। [জাব দ্র:] ক্রি: **জাবর কাটা**—রোমন্থন করা; (আল.) একই কথার বারংবার আলোচনা করা।

জাবেদা, জাবদা, জাব্দা—বি: দৈনিক হিসাব বা হিসাবের খাতা। [আ. দাবিতাহ্—আইন, বিধি, ফর্দ]। **জাবেদা খাতা**—দৈনিক হিসাবের পাকা খাতা।

জাম—বি: ঘন বেগনী বর্ণের ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। কালজাম। [সং. জম্বু]।

জামড়া, (কথ্য) জামড়ো—(১)বি: ঘর্ষণজনিত চর্মের কাঠিন্য, কড়া। (২)বিণ: দরকাঁচা। [আ. জামিদ্]।

জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য—বি: জমদগ্নিমুনির পুত্র পরশুরাম। [সং. জমদগ্নি+এয়, য]।

জামদানি, জামদানী—(১)বি: বুনিয়া ফুল-তোলা মিহি কাপড় ; নকশা-তোলা বাসন। (২)বিণ: ফুল-কাটা, নকশা-তোলা। [ফা. জামদানি]।

জামবাটি—বি: কাঁসার বড় বাটিবিশেষ। [ফা. জাম+বাং. বাটি ?]।

জামরুল—বি: শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [দেশী]।

জামা—বি: পিরান শার্ট কোট ইত্যাদি দেহের আবরণ। [ফা. জামহ্]।

জামাই—বি: কন্যার স্বামী। [সং. জামাতৃ]। বি: **-আদর**—শ্বশুরালয়ে জামাতা যেরূপ আদর-যত্ন পায় সেইরূপ আদরযত্ন ; পরমাদর। বি: **-বরণ**—বিবাহার্থ কন্যাগৃহে সমাগত পাত্রকে কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক বরণের অনুষ্ঠান-বিশেষ। বি: **-ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠীতে হিন্দুগণ কর্তৃক জামাইবরণের অনুষ্ঠান।

জামাতা (-তৃ)—বি: জামাই। [সং. জায়া+ √মা +তৃ (র্তৃ)]।

জামানত—**জমানত**-এর রূপভেদ।

জামা মসজিদ—বি: বড় মসজিদ ; দিল্লির প্রসিদ্ধ মসজিদবিশেষ। [আ. জামাহ্+মস্‌জিদ্]।

জামিন, (বর্জি.) জামীন—বি: প্রতিভূ, কাহারও কার্যকলাপের দায়িত্বগ্রহণকারী ব্যক্তি ; জমানত। [আ. দামিন্]। বি: **-দার**—যে ব্যক্তি জামিন হইয়াছে।

জামিয়ার, (বর্জি.) জামীয়ার, (বিরল) জামেয়ার—বি: সমস্ত জমিতে নকশা-তোলা শালবিশেষ। (ফা. জামহ্‌ৱার্]।

জামির, জামীর—বি: গোঁড়া লেবু। [সং. জম্বীর]।

জাম্‌ড়া—**জামড়া**-র রূপভেদ।

জাম্ববান্, জাম্ব্‌বান্ (-বৎ)—বি: পুরাণোক্ত ভল্লুকরাজ। [সং. জাম্ব (জম্বু+অ)+বৎ]। বি: (স্ত্রী) **জাম্ববতী**—জাম্ববানের কন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী।

জাম্বীর—বিণ: জামির-সম্বন্ধীয় ; জামির হইতে উৎপন্ন। [সং. জম্বীর+অ]।

জায়—বি: বিস্তৃত হিসাব, কৈফিয়ৎসহ হিসাব ; ফর্দ, তফসিল, তালিকা ; বিনিময় (টাকার জায়ে খাটা)। [ফা.]। বিণ: **-সুদী**—ঋণের সুদস্বরূপ জমির ফসল দিতে হয় এমন।

জায়গা—বি: স্থান, ঠাঁই (দাঁড়াইবার জায়গা) ; ভূমি, জমি (জায়গা কেনা) ; অবস্থা, পরিবেশ (লোভের জায়গা) ; আধার, পাত্র (ঘি রাখিবার জায়গা) ; আশ্রয় (পৃথিবীতে তাহার জায়গা নাই) ; আবাস, বাস (জঙ্গলটা সাপের জায়গা) ;

অধ্যুষিত অঞ্চল (এ দেশ বৃষ্টির জায়গা) ; পরিবর্ত (রামের জায়গায় শ্যাম)। [ফা. জায়্‌গাহ্‌]।

জায়গির, (বর্জি.) **জায়গীর**—বিঃ পুরস্কাররূপে প্রাপ্ত নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি। [ফা. জাগীর]। বি.বিণঃ **-দার**—জায়গিরভোগকারী।

জায়দাদ—বিঃ ভূ-সম্পত্তি বা তাহাতে দখলিস্বত্ব। [ফা.]।

জায়ফল—বিঃ কষায় ফলবিশেষ। [সং. জাতি-ফল]।

জায়মান—বিণঃ জন্মিতেছে এমন, উৎপদ্যমান। [সং. √জন্‌+আন (মান) (র্তৃ)]।

জায়া—বিঃ পত্নী। [সং. √জন্‌+য (খি)+আ]। বিঃ **-জীব, -জীবী** (-বিন্‌)—পত্নীর উপার্জনদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ; নটীর স্বামী। বিঃ **-পতি**—স্বামী ও স্ত্রী, দম্পতি।

জায়েজ—বিণঃ বৈধ। [হি.]।

জার—বিঃ উপপতি, গুপ্ত প্রণয়ী (যবনীজার)। [সং. √জৃ+অ (র্তৃ)]।

জারক — বিণঃ জীর্ণকারী, পাচক, হজমী। [সং. √জৃ+অক (র্তৃ)]।

জারজ—বিণঃ জারজাত, বেজন্মা। [সং. জার+√জন্‌+অ (র্তৃ)]।

জারণ—বিঃ পরিপাককরণ ; জীর্ণকরণ ; জারিত-করণ। [সং. √জৃ+ণিচ্‌+অন (ভা)]।

জারব—ক্রিঃ (ব্রজ.) জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, শুকায় ('অঙ্কুরতপন-তাপে যদি জারব' : বিদ্যা.)]।

জারা—(১)ক্রিঃ জীর্ণ করা ; জরান। (২)বিঃ জীর্ণ বা জারিত করান ; জারিত দ্রব্য (লোহাজারা)। (৩)বিণঃ জারিত। [সং. √জৃ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জীর্ণ বা জারিত করা অথবা করান ; শোধন করা বা করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

জারি১—বিঃ বাঙ্গালার মুসলমানী পল্লীসঙ্গীত-বিশেষ। [ফা. যারী]।

জারি২—(১)বিণঃ প্রবর্তিত, কার্যকর, চলিত, প্রচারিত (আইন জারি করা)। (২)বিঃ প্রবর্তন, প্রয়োগ, প্রচলন, প্রচার (আইন-জারি)। [আ. জারী]।

জারিজোরি, জারিজুরি—বিঃ প্রতাপ ; দম্ভ ; বাহাদুরি। [আ. জারি+বাং. জোর+ই]।

জারিত—বিণঃ জরান হইয়াছে এমন, জীর্ণ, শোধিত। [সং √জৃ+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

জারী—**জারি**২-র বানানভেদ।

জারুল—বিঃ বৃক্ষবিশেষ ; উহার কাঠ। [দেশী]।

জাল১—বিণঃ কৃত্রিম, মেকি (জাল টাকা, জাল ঔষধ) ; ছদ্মবেশী, কপট (জাল সন্ন্যাসী)। [আ.]। ক্রিঃ **জাল করা**—ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম বা নকল বস্তু প্রস্তুত করা।

জাল২—বিঃ দড়ি সুতা প্রভৃতি দিয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা ফাঁদবিশেষ (মাছ-ধরা জাল, মাকড়সার জাল) ; ফাঁদ (জাল পাতা) ; পাতলা আবরণ ; মোহিনীশক্তি, কুহক (ইন্দ্রজাল, মায়াজাল) ; সমূহ (জটাজাল)। [সং. √জল্‌+অ (র্তৃ,ণে)]। বিঃ **-জীবী** (-বিন্‌)—জেলে। **-পাদ**—(১)বিণঃ পায়ের আঙ্গুল পাতলা চামড়ার আবরণে সংযুক্ত এরূপ (পাখি বা পশু) ; (২)বিঃ হাঁস-জাতীয় পাখি।

জালক—বিঃ ফুলের কুঁড়ি ; জাল ; (লাউ কুমড়া প্রভৃতির) কচি ফল, জালি। [সং. জাল২ +ক]।

জালতি—বিঃ ক্ষুদ্র জাল ; ফল পাড়িবার জালযুক্ত আঁকশিবিশেষ। [সং. জাল২ +বাং. তি]।

জালা১—**জ্বালা**২-র অধিকতর চলিত রূপ।

জালা২—বিঃ স্থূলোদর বৃহৎ মৃৎপাত্রবিশেষ। [ফা. জর্‌রা]।

জালাতন, (অশু. কিন্তু বহুলপ্রচলিত) **জ্বালাতন**—(১)বিঃ উৎপাত, যন্ত্রণাদান, বিরক্তিজনন (জালাতনের হাত থেকে বাঁচা)। (২)বিণঃ অত্যন্ত অস্বস্তিপূর্ণ, উত্যক্ত (জালাতন করা বা হওয়া)। [আ. জালারতন,—তু. সং. জ্বালা]।

জালান (-নো), জালানি, জালানে — যথাক্রমে **জ্বালান জ্বালানি** ও **জ্বালানে**-র অধিকতর চলিত রূপ।

জালি১—(১)বিঃ ক্ষুদ্র জাল ; জালসদৃশ বস্তু ; জাফরি। (২)বিণঃ জালের মত ফাঁক ফাঁক করিয়া তৈয়ারি (জালি গেঞ্জি)। [সং. জাল+বাং. ই]।

জালি২—(১)বিঃ লাউ কুমড়া ইত্যাদির কচি ফল। (২)বিণঃ অত্যন্ত কচি (জালি শশা)। [সং. জালক]।

জালিক—(১)বিণঃ প্রতারক। (২)বিঃ ধীবর ; ব্যাধ ; মাকড়সা। [সং. জাল+ইক]।

জালিবোট—বিঃ স্টীমারাদির সঙ্গে যে ছোট নৌকা বাঁধা থাকে। [ইং. jolly-boat]।

জালিম—বিণ.বিঃ জলুমকারী, উৎপীড়ক। [আ. যালিম]।

জালিয়া—বিঃ জেলে, ধীবর ; ব্যাধ। [সং. জাল২ +বাং. ইয়া]।

জালিয়াত, জালিয়াৎ—বি.বিণঃ জালকারী, মেকি

দ্রব্য প্রস্তুতকারী। [আ. জাল১+বাং. ইয়াত (<সং. বৎ)—তু. চালিয়াৎ]। বিঃ **জালিয়াতি** — জালকরণ, মেকি দ্রব্য প্রস্তুতকরণ; জালিয়াতের কাজ।

জালী—জালি১-র বানানভেদ।

জাল্ম—(১)বিঃ ইতর লোক। (২)বিণঃ মূর্খ, দুর্বৃত্ত। [সং. জাল (=আচ্ছাদন)+ম (র্তৃ)]।

জাসু, জাসুস্—বিণঃ ধূর্ত, ধড়িবাজ; বাবু; অগ্রগণ্য। [আ. জাসুস্]।

জাস্তি—(১)বিঃ আধিক্য। (২)বিণঃ অধিক, বেশী। [আ. জিয়াদ্‌তি]।

জাহাঁপনা—বিঃ দুনিয়ার আশ্রয় (মুসলমান নৃপতিগণকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হয়)। [ফা. জহান্‌পনাহ্]।

জাহাঁবাজ—বিণঃ ধড়িবাজ, কূটবুদ্ধি; দুর্দান্ত। [ফা. জাহান্‌বাজ]।

জাহাজ—বিঃ বৃহৎ জলযান, ষ্টীমার; (আল.) বিশাল আধার (বিদ্যার জাহাজ) [আ. জহাজ]। বিঃ **-ঘাটা**—নদীতীরাদির যে অংশে জাহাজ ভিড়ান হয়। বিণঃ **জাহাজি, জাহাজী**—জাহাজ-সম্বন্ধীয়; জাহাজে বাহিত; জাহাজে কাজ করে এমন।

জাহান—বিঃ জগৎ, বিশ্ব (মুসলিম জাহান)। [ফা. জহান্]।

জাহান্নম, জাহান্নাম—বিঃ ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী নরক। [ফা. জহান্নম]। **জাহান্নমের পথ**—যে পাপাচরণের ফলে নিরয়গামী হইতে হয়; উৎসন্নে যাওয়ার বা গোল্লায় যাওয়ার পথ। ক্রিঃ **জাহান্নমে দেওয়া**—সর্বনাশ করা। ক্রিঃ **জাহান্নমে যাওয়া**—কুপথগামী হওয়া, গোল্লায় যাওয়া।

জাহির—বিণঃ প্রকাশিত, প্রচারিত (নাম জাহির করা); প্রদর্শিত ('বড় বিদ্যা করেছি জাহির: র.সে.)। [আ.]।

জাহ্নবী—বিঃ জহ্নুমুনির কন্যা, গঙ্গানদী। [সং. জহ্নু+অ+ঈ]।

জি—**জী**-র বানানভেদ।

জিউ—**জীউ**-র বানানভেদ।

জিওল—(১)বিণঃ দীর্ঘকাল বাঁচে এবং কোনও পাত্রের জলে জিয়াইয়া রাখা হয় এমন (জিওল মাছ—কৈ মাগুর প্রভৃতি মাছ)। (২)বিঃ মৎস্য-বিশেষ; বৃক্ষবিশেষ। [সং. জীব>জী, জি+ওয়াল>ওল]।

জিগির, (বর্জি.) **জিগীর**—বিঃ বিশেষ জোর, নির্বন্ধাতিশয়; ধুয়া; উচ্চ ধ্বনি (জিগির তোলা), প্রচার; জয়োল্লাস। [ফা. জিক্র্]।

জিগীষা—বিঃ জয়ের ইচ্ছা। [সং. √জি+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **জিগীষু**—জয়েচ্ছু, জয়ের অভিলাষী।

জিঘাংসা—বিঃ হত্যার ইচ্ছা। [সং. √হন্+সন্+অ(ভা)+আ]। বিণঃ **জিঘাংসু**—বধাভিলাষী, হত্যা করিতে ইচ্ছুক।

জিজিয়া—বিঃ মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক অমুসলমানগণের উপর ধার্য কর। [আ. জিজিয়া]।

জিজীবিষা—বিঃ বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা। [সং. √জীব্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **জিজীবিষু**—বাঁচিতে ইচ্ছুক।

জিজ্ঞাসক, জিজ্ঞাসন, জিজ্ঞাসনীয়—**জিজ্ঞাসা** দ্রঃ।

জিজ্ঞাসা—(১)বিঃ জানিবার ইচ্ছা, কৌতূহল; প্রশ্ন, অনুসন্ধান। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) জিজ্ঞাসা করা, শুধান, প্রশ্ন করা। [সং. √জ্ঞা+সন্+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-বাদ**—প্রশ্নোত্তর; আলাপ-আলোচনা। বিণঃ **জিজ্ঞাসক**—জিজ্ঞাসাকারী, প্রশ্নকর্তা। বিঃ **জিজ্ঞাসন**—জিজ্ঞাসাকরণ। বিণঃ **জিজ্ঞাসনীয়**—জিজ্ঞাসার যোগ্য। বিণঃ **জিজ্ঞাসিত**—(যাহা বা যাহাকে) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এমন, পৃষ্ট। বিণঃ **জিজ্ঞাসু**—জিজ্ঞাসাকারী; অনুসন্ধিৎসু। বিণঃ **জিজ্ঞাস্য**—জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত, অনুসন্ধেয়।

জিঞ্জির, (বর্জি.) **জিঞ্জীর**—বিঃ শিকল; (বিরল) কারাবাস, দ্বীপান্তর। [ফা. জন্‌জীর্]।

জিত—(১)বিণঃ জয় করা হইয়াছে এমন, জয়লব্ধ (জিতরাজ্য); পরাজিত (জিতশত্রু); বশীভূত (জিতেন্দ্রিয়)। (২)বিঃ জয় (হারজিত)। [সং. √জি+ত (র্ম, ভা)]।

জিতা—(১)ক্রিঃ জয়লাভ করা; প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া; জয় করা, জয়লাভ করিয়া অধিকার করা বা পাওয়া (রাজ্য জিতা, বাজি জিতা, লাখ টাকা জিতা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √জি+বাং.আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জয়লাভ করান; প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করান; জয় করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

জিতেন্দ্রিয়—বিণঃ ইন্দ্রিয়জয়কারী। [সং. জিত+ইন্দ্রিয়]। বিঃ **-তা**—ইন্দ্রিয়সংযম।

-জিৎ—বিণ: জয়কারী (ইন্দ্রজিৎ)। [সং. √জি+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

জিদ—বি: আগ্রহাতিশয্য; গোঁ, নাছোড়বান্দা ভাব। [আ.]। বিণ: **জিদি**—একগুঁয়ে, নাছোড়-বান্দা। বি: **জিদাজিদি**—পরস্পর জিদ প্রকাশ; বারংবার জিদ প্রকাশ।

জিন১—(১)বিণ: জয়শীল, জয়ী। (২)বি: বুদ্ধ; অর্হৎ; বিষ্ণু। [সং. √জি+ন (র্তৃ)]।

জিন২—বি: দৈত্য। [আ.]।

জিন৩—বি: অশ্বপৃষ্ঠে আরোহীর পাতিয়া বসিবার আসন। [ফা. জীন]।

জিন৪—বি: মোটা সুতার ঠাস-বুনানি কাপড়-বিশেষ। [ইং. jean]।

জিনা—ক্রি: (কাব্যে.) জয় করা (জিনিয়া আনা)। [প্রা. √জিণ<সং. √জি]। ক্রি: **-ন, -নো**—জিতান।

জিনিস, (বর্জি.) **জিনিষ**—বি: বস্তু; সারবস্তু (এতে জিনিস কিছু নেই)। [আ. জিন্স্]। বি: **-পত্র**—দ্রব্যাদি, বস্তুসমূহ।

জিন্দা—বিণ: জীবিত। [ফা.]। বি: **-পীর**—জীবিত সাধুপুরুষ। অব্য: **-বাদ**—বাঁচিয়া থাকুক; অমর বা জয়ী হউক: এই উক্তি।

জিন্দেগি, জিন্দিগী, জিন্দ্‌গি, জিন্দ্‌গী—বি: জীবন, জীবিতকাল। [ফা. জিন্দ্‌গী]।

জিব১—**জেব**-এর প্রাদে. রূপ।

জিব২, **জিভ**—বি: জিহ্বা, রসনা। [সং. জিহ্বা]। ক্রি: **জিব কাটা**—লজ্জায় দাঁত দিয়া জিহ্বা চাপিয়া ধরা। ক্রি: **জিব বাহির হওয়া**—মাত্রাধিক পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়া। ক্রি: **জিবে জল আসা বা জল করা**—লোলুপ হওয়া। বি: **-ছোলা**—জিহ্বা চাঁচিয়া পরিষ্কার করার জন্য ফলকবিশেষ। বিণ: **জিবে**—জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট (জিবে গজা)।

জিম্‌নাস্টিক, (বর্জি.) **জিম্‌নাষ্টিক**—বি: ইউ-রোপীয় প্রণালীতে ব্যায়াম। [ইং. gymnastic]।

জিম্মা—বি: হেপাজত, সংরক্ষণের দায়িত্ব (তোমার জিম্মায় রহিল)। [আ.]।

জিয়ন্ত, জীয়ন্ত—বিণ: জীবন্ত, সজীব, জীবিত। [সং. জীবৎ>জীবন্ত]।

জিয়ল—**জিওল**-এর রূপভেদ।

জিয়া, জীয়া—ক্রি: জিয়ান। [প্রা. √জিঅ<সং. জীব্]।

জিয়াদা—**জেয়াদা**-র রূপভেদ।

জিয়ান, জিয়ানো, জীয়ান, জীয়ানো—(১)ক্রি: বাঁচাইয়া রাখা (কইমাছ জিয়ান); (বিরল) পুনর্জীবিত করা (লখীন্দরকে জিয়ান)। (২)বি. বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। [জিয়া দ্র:]।

জিরা১—ক্রি: জিরান। [জিরান১ দ্র:]।

জিরা২—বি: মসলাবিশেষ। [সং. জীরক]। বি: **-মরিচ**—জিরা ও গোলমরিচ।

জিরাত, (বর্জি.) **জিরাৎ**—বি: বাসের বা চাষের জমি। [আ. জরাআত্]।

জিরান১ (উচ্চা. জিরান্)—বি: বিশ্রাম; সাময়িক বিরতি, অবকাশ। [আ. জিরিয়ান]। **জিরান কাট**—খেজুরগাছ তিনদিন ধরিয়া কাটিয়া রস লওয়ার পর তিনদিন বন্ধ রাখা হয়: বন্ধের পর প্রথম দিনের কাটাকে 'জিরান কাট' বলে।

জিরান২, **জিরানো**—(১)ক্রি: বিশ্রাম করা। (২)বি: বিশ্রামগ্রহণ। [জিরান১ দ্র:]।

জিরাফ—বি: দীর্ঘগ্রীব পশুবিশেষ। [ইং. giraffe]।

জিরে—**জিরা**-র কথ্য রূপ।

জিরেন—**জিরান**১-এর কথ্য রূপ।

জিলা—**জেলা**-র বর্জি রূপ।

জিলাদার—বি: জেলার শাসক। [আ. জিলা+ফা. দার্]।

জিলাপি, জিলেপি, (কথ্য.) **জিলিপি**—বি: সর্প-কুণ্ডলীর আকারে প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [হি. জিলেবী]।

জিল্‌দ, জিল্দ্—বি: পুস্তকের মলাট বা মলাটের ভিতরের দিকের অংশ; পুস্তকের ফর্মা যাহা বাঁধাইবার পূর্বে একসঙ্গে সেলাই করা হয়। [আ. জিলদ্]।

জিল্লা—**জেল্লা**-র বর্জি. রূপ।

জিষ্ণু—(১)বিণ: জয়শীল, বিজয়ী। (২)বি: বিষ্ণু, কৃষ্ণ; অর্জুন। [সং. √জি+স্নু (র্তৃ)]।

জিহাদ—**জেহাদ**-এর রূপভেদ।

জিহীর্ষা—বি: হরণ করিবার ইচ্ছা। [সং. √হৃ+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **জিহীর্ষু**—হরণ করিতে ইচ্ছুক।

জিহ্বা—বি: রসনা, জিভ। [সং. √লিহ্+ব (গে)+আ]। বি: **-গ্র**—জিভের ডগা বা আগা। বি: **-মূল**—জিভের গোড়া। **-মূলীয়**—(১)বিণ: জিহ্বামূলসংক্রান্ত; জিহ্বামূল হইতে জাত বা উচ্চারিত; (২)বি: জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্।

জিহ্ম—বিণঃ বক্র, কুটিল। [সং.]। বিঃ **-গ**—সর্প।

-জী—বিঃ সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ, মহাশয়, বাবু (নেতাজী, গান্ধীজী)। [হি. জীউ<সং. জীব]।

-জীউ১—বিঃ দেব, মহামহিম ঠাকুর (পার্শ্বনাথ জীউ)। [হি. জীউ (সং. জীব)]।

জীউ২—ক্রিঃ (প্রা. বাং.) জীব, বাঁচিয়া থাক ('সবে কহে জীউ' : চৈ. ভা.)। [সং. √জীব্]।

জীব১—ক্রিঃ (আশীর্বাদকালে বা কল্যাণকামনায় উক্ত) বাঁচিয়া থাক, দীর্ঘায়ু হও। [সং. √জীব্]।

জীব২—বিঃ প্রাণী ; প্রাণ ; দেহধারী আত্মা ; জীবাত্মা ; (বিজ্ঞা.) যাহার জীবন আছে, প্রাণী বা উদ্ভিদ্। [সং. √জীব্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-জগৎ**—প্রাণিসমাজ ; চেতনজগৎ। বিঃ **-জন্তু**—নানা জন্তু। বিঃ **-তত্ত্ব, -বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-বিষয়ক বিজ্ঞান বা বিদ্যা, biology। বিঃ **-ধর্ম**—প্রাণিমাত্রেরই বিভিন্ন-প্রকার দৈহিক ব্যাপার। বিঃ **-বলি**—দেবোদ্দেশে পশুবধ। বিঃ **-লোক**—সংসার, মর্ত্যলোক। বিঃ **-হিংসা, -হত্যা**—প্রাণিহত্যা। **কুকের জীব**—অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী ; একান্ত কৃপাপাত্র।

জীবক—বিঃ সাপুড়িয়া ; ভৃত্য ; কুসীদজীবী ; ভিক্ষুক ; বুদ্ধদেবের চিকিৎসক। [সং. √জীব্+অক]।

জীবৎ—বিণঃ জীবনবিশিষ্ট, জীবন্ত। [সং. √জীব্+অৎ (র্তৃ)]।

জীবদ্দশা—বিঃ জীবনকাল, যে পর্যন্ত প্রাণধারণ করা যায়। [সং. জীবৎ+দশা]।

জীবন—বিঃ প্রাণ ; প্রাণধারণ (জীবনকাল) ; জীবনকাল (আজীবন) ; আয়ু (তাহার জীবন ফুরাইয়াছে) ; প্রাণস্বরূপ বা অতি প্রিয়পাত্র (জগজ্জীবন, রাধিকাজীবন) ; জল ('জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি' : ভা. চ.)। [সং. √জীব্+অন (ভা, ণে)]। বিঃ **-চরিত, -বৃত্তান্ত**—(কাহারও) জীবনের ঘটনাবলী ও চরিত্রের বিবরণ, জীবনী। বিঃ **-দর্শন**—(মানব-) জীবনের স্বরূপ অবধারণ। বিঃ **-বিমা**—যে বিমার টাকা বিমাকারী নির্দিষ্ট মেয়াদ-অন্তে পায় বা তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারী পায়। বিঃ **-বেদ**—(মানব-) জীবনের মূল মন্ত্র বা নিয়ন্ত্রক নীতি। বিঃ **-যৌবন**—জীবন ও যৌবন, প্রাণ ও তারুণ্য। বিঃ **-সঙ্গিনী**—সহধর্মিণী ; চির-সহচরী ; পত্নী। বিঃ **-স্মৃতি**—(আত্ম-)জীবনের যে সব ঘটনা স্মরণে আছে।

জীবনাধিক—বিণঃ প্রাণের অপেক্ষাও বেশী প্রিয়। [সং. জীবন+অধিক]।

জীবনান্ত, জীবনাবসান—বিঃ জীবনের শেষ, মৃত্যু। [সং. জীবন+অন্ত, অবসান]।

জীবনী—(১)বিণঃ প্রাণদায়িনী (জীবনীশক্তি)। (২) (বাং.) বিঃ জীবনচরিত। [সং. জীবন+ঈ]। বিঃ **-কার**—জীবনী-রচয়িতা।

জীবনীয়—(১)বিণঃ প্রাণধারণার্থ আবশ্যক। (২)বিঃ জল। [সং. জীবন+ঈয়]।

জীবনোপায়—বিঃ জীবিকা। [সং. জীবন+উপায়]।

জীবন্ত—বিণঃ বাঁচিয়া আছে এমন, জীবিত, সজীব ; অত্যন্ত স্পষ্ট (জীবন্ত সত্য)। [বাং. √জীব+অন্ত]।

জীবন্মুক্ত—বিণঃ জীবিতাবস্থাতেই পার্থিব মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত, কিন্তু প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় করিবার জন্য অনাসক্তভাবে দেহধারণ করিয়া আছেন এমন। [সং. জীবৎ+মুক্ত]। বিঃ **জীবন্মুক্তি**—জীবন্মুক্ত অবস্থা ; জীবন্মুক্ত হওয়া।

জীবন্মৃত—বিণঃ জীবিতাবস্থাতেই মৃতকল্প ; অসহ্য কষ্টে জীবনধারণের গ্লানি বহন করিতেছে এমন। [সং. জীবৎ+মৃত]।

জীবন্যাস—বিঃ মন্ত্রবলে দেবপ্রতিমাদির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ; (অপ্র.) প্রাণদান। [জীব+ন্যাস]।

জীবাণু—বিঃ অতি সূক্ষ্ম প্রাণী বা উদ্ভিদ্, microbe। [সং. জীব+অণু]। বিঃ **রোগ-জীবাণু**—যে জীবাণু জীবদেহে প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে, bacillus।

জীবাত্মা (-ত্মন্)—বিঃ প্রাণ-পুরুষ, দেহধারী আত্মা ; বিশেষ জীবের মধ্যে অবচ্ছিন্ন বা উপাধিগ্রস্ত পরমাত্মা। [সং. জীব+আত্মন্]।

জীবান্তক—(১)বিণঃ জীবন-নাশক। (২)বিঃ ব্যাধ। [সং. জীব+অন্তক]।

জীবাশ্ম—বিঃ প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্ বা প্রাণী, fossil [বি. প.]। [সং. জীব+অশ্ম]।

জীবিকা—বিঃ জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত

আদিতে **জীব-যুক্ত** যে সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **জীব**২ দ্রঃ।

পেশা, বৃত্তি। [সং. √জীব্+ক+আ]। বিঃ -**নির্বাহ**—জীবনযাপন।

জীবিত—(১)বিণঃ জীবন্ত, সজীব (জীবিতাবস্থা)। (২)বিঃ জীবন (জীবিতনাথ, জীবিতেশ্বর)। [সং. √জীব্+ত (র্তৃ, ভা)]। বিঃ **জীবিতাশা**—বাঁচিবার আশা। বিঃ **জীবিতেশ**—প্রাণেশ্বর; পরমেশ্বর। বিঃ **জীবিতেশ্বর**—স্বামী, পতি।

-**জীবী** (-বিন্)—বিণঃ জীবনযুক্ত, আয়ুযুক্ত (দীর্ঘজীবী, ক্ষণজীবী); জীবিকাধারী (ব্যবহারজীবী)। [সং. √জীব্+ইন্ (র্তৃ)]।

জীমূত—বিঃ মেঘ; পর্বত। [সং. জীবন+মূত (=বদ্ধ)]। বিঃ -**নাদ**, -**মন্দ্র**—মেঘ-গর্জন। বিঃ -**বাহন**—ইন্দ্র।

জীয়ন্ত—**জিয়ন্ত** দ্রঃ।

জীয়ল—**জিয়ল**-এর বানানভেদ।

জীয়া, জীয়ান-(নো)—যথাক্রমে **জিয়া** ও **জিয়ান** দ্রঃ।

জীরক, জীর—বিঃ জীরা। [সং.]।

জীরে—**জিরে**-র বানানভেদ।

জীর্ণ—বিণঃ ক্ষয়প্রাপ্ত, শীর্ণ হইয়াছে এমন (জীর্ণ-দেহ); জারিত (জীর্ণ লৌহ); হজম হইয়াছে এমন (জীর্ণ অন্ন); অতি পুরাতন (জীর্ণজ্বর); অকর্মণ্য হইয়াছে এমন, গলিত (জীর্ণনখ); অতি পুরাতন ও ছিন্নভিন্ন (জীর্ণবস্ত্র)। [সং. √জৄ+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ(স্ত্রী); **জীর্ণা**। বিঃ -**তা**। বিঃ -**সংস্কার**—মেরামত। বিঃ **জীর্ণোদ্ধার**—জীর্ণ বস্তুর সংস্কার, মেরামত।

জুঁই—বিঃ সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ, যূথিকা। [সং. যূথিকা]।

জুখা—(১)ক্রিঃ পরিমাণ নির্ণয় করা; ওজন করা; পাশাপাশি রাখিয়া তুলনামূলকভাবে মাপা। (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। [হি. √জুখ]।

জুগুপ্সা—বিঃ কুৎসা, নিন্দা, ঘৃণা। [সং. √গুপ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **জুগুপ্সিত**—নিন্দিত, ঘৃণিত।

জুচ্চুরি—**জুয়াচুরি**-র কথ্য রূপ।

জুজ—বিঃ পুস্তকের ফর্মা বা খণ্ড। [আ.]। বিঃ -**সেলাই**—ফর্মা ফর্মা পৃথগ্‌ভাবে সেলাই করিয়া বই বাঁধাইকরণ।

জুজু—বিঃ শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত পিশাচ-যোনি। [দেশী]। বিঃ -**বুড়ি**, -**বুড়ী**—কল্পিত ছেলেধরা পিশাচী [তু. জোটে-বুড়ি]।

জুজুৎসু—বিঃ মল্লবিদ্যা, কুস্তি। [জাপ. জি-জিউৎ-সু]।

জুব্বা—**যুব্বা**-র বানানভেদ।

জুটা—(১)ক্রিঃ সংগ্রহ হওয়া, মেলা (অন্ন জুটে না); একত্র হওয়া (বহুলোক জুটেছে); উপস্থিত হওয়া (এসে জুটেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি √জুট<সং. যূথ]। -**ন, নো**—(১)ক্রিঃ সংগ্রহ করা, জোগাড় করা; একত্র করা; উপস্থিত করা, লইয়া আসা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

জুড়া১—(১)ক্রিঃ যুক্ত বা মিলিত করা; কিছুর সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া; জোতা (গাড়িতে ঘোড়া জুড়া); আরম্ভ করা (গল্প জুড়া); ব্যাপ্ত করা (দেশ জুড়ে রব উঠেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √জোড<সং. √যোজি]। -**ন**, -**নো** (১)ক্রিঃ যুক্ত বা মিলিত বা যোজিত করান; জোড়া দেওয়ান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

জুড়া২—ক্রিঃ জুড়ান। [হি. √জুড়া]। -**ন**, -**নো**—(১)ক্রিঃ ঠাণ্ডা করা বা হওয়া (দুধ জুড়ান); শান্ত হওয়া বা করা (জ্বালা জুড়ান); তৃপ্ত হওয়া বা করা (হৃদয় জুড়ান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

জুড়ি, জুড়ী—(১)বিঃ সমান সমান দুইটি (জুড়ি বাঁধা); সমকক্ষ ব্যক্তি (তাহার জুড়ি মেলা ভার); দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ি (জুড়ি হাঁকানি); যাত্রাগানে একযোগে গানকারী গায়কগণ (জুড়ির গান); সেতারের দুইটি বিশেষ তার। (২)বিণঃ দুই ঘোড়ায় টানে এমন (জুড়ি গাড়ি); সঙ্গে জুতিবার বা সমান সমান (ইহার জুড়ি ঘোড়া); সমকক্ষ (জুড়ি লোক)। [হি. জোড়ী]। বিঃ -**দার**—সহযোগী বা সমকক্ষ ব্যক্তি।

জুত১—বিঃ জ্যোতিঃ (চোখের জুত); তেজ, শক্তি, সামর্থ্য (তাহার দেহে এখনও জুত আছে)। [সং. জ্যোতিঃ]।

জুত২—বিঃ আরাম (খাওয়ায় বা কাজকর্মে জুত হচ্ছে না), সুযোগ, সুবিধা (জুতসই)]। [হি. জোড়=মেল, মিলন]।

জুত৩, **জুতন** (-নো)—যথাক্রমে **জুতা**২ ও **জুতান**১,২-এর কথ্য রূপ।

জুতা১—(১)ক্রিঃ (গাড়ি লাঙ্গল ইত্যাদিতে প্রধানতঃ পশুদের) যোজিত করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [প্রা. যুত্ত<সং যুক্ত]। -**ন**, -**নো**—(১)ক্রিঃ (গাড়ি প্রভৃতিতে) যোজিত করান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

জুতা২, (কথ্য) **জুতো**—বি: চর্মপাদুকা, বিনামা। [তু. হি. জূতা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: জুতাদ্বারা প্রহার করা; (আল.) নিদারুণ অপমানিত করা; (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। ক্রি: **জুতা মারা**—জুতান। **জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ**—ছোটবড় যাবতীয় কাজ।

জুৎ—জুত১ ও **জুত২**-এর অবাঞ্ছিত বানান।

জুদা—বিণ: পৃথক্, তফাৎ। [ফা. জুদাহ্]।

জুন—বি: ইংরেজী সালের ষষ্ঠ মাস (জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. June]।

জুবিলি—বি: কোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের আয়ুর প্রথম পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার উপলক্ষে আনন্দোৎসব, জয়ন্তী। [ইং. jubilee]। **রৌপ্য জুবিলি**—২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, silver jubilee। **স্বর্ণ জুবিলি**—৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, golden jubilee। **হীরক জুবিলি**—৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব, diamond jubilee।

জুম্বা—জোব্বা-র রূপভেদ।

জুমা, জুম্মা—বি: শুক্রবারের মুসলমানী নাম, নামাজের বার। [আ. জুমাহ্]। **-মসজিদ**—যে মসজিদে মুসলমানগণ মিলিত হইয়া জুম্মার নামাজ পড়ে।

জুম্মা মসজিদ—জামা মসজিদ-এর রূপভেদ।

জুয়া১—ক্রি: জুয়ান। [সং. √যুজ্]।

জুয়া২—বি: দ্যূতক্রীড়া, বাজি রাখিয়া প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াবিশেষ। [হি.]। বি: **-চোর**—প্রবঞ্চক, প্রতারক। বি: **-চুরি**—প্রবঞ্চনা, প্রতারণা। বি: **-ড়ী, -রী**—যে জুয়া খেলে।

জুয়ান, জুয়ানো—ক্রি: যোগান (কথা না জুয়ায়); উচিত হওয়া ('ছাড়িতে না জুয়ায়')। [জুয়া১ দ্র:]।

জুরি, (বর্জি.) **জুরী**—বি: আদালত কর্তৃক জনসাধারণের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তি-সমষ্টি যাহারা আসামী দোষী কি নির্দোষ সে-সম্বন্ধে মত দেন। [ইং. jury]।

জুলজুল—অব্য: মিটমিট, অল্প উজ্জ্বলভাব-প্রকাশক (জুলজুল করে তাকান)।

জুলফি, জুলপি—বি: কানের পাশে রাখা চুল বা কানের পাশ হইতে গালের কিছুদূর পর্যন্ত রাখা দাড়ি। [হি. জুল্‌ফী < ফা. যুল্‌ফ্]।

জুলম—জুলুম-এর বিরল রূপ।

জুলাই—বি: ইংরেজী সনের সপ্তম মাস (আষাঢ়ের মাঝামাঝি হইতে শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. July]।

জুলি—বি: ছোট নালা, অগভীর ও অপ্রশস্ত খাত। [গ্রা. জোলি ?—তু. জলপ্রণালী]।

জুলু—বি: দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিশেষ বা তাহাদের ভাষা। [ইং. Zulu]।

জুলুম—বি: অত্যাচার, উৎপীড়ন; জবরদস্তি (জোরজুলুম)। [আ. যুল্‌ম্]। বিণ: **-বাজ**—অত্যাচারী। বি: **-বাজি**—অত্যাচার।

জুষ্ট—বিণ: সেবিত, পূজিত (দেবগণজুষ্ট)। [সং. √জুষ্ + ত (র্ম)]।

জুস১—জুজ-এর-এর রূপভেদ।

জুস২—বি: মৎস্যমাংসাদির ঝোল, কাথ। [ইং. juice—তু. জুষ্]।

জুট—বি: সমূহ, বন্ধন, ঝুঁটি (জটাজুট)। [সং. √জুট্ + অ (র্তৃ)]।

জুষ—বি: (সচ. ডালের যূষ, ঝোল, কাথ)। [সং.]।

জৃম্ভণ, জৃম্ভ, (বিরল) **জৃম্ভা,** (বিরল) **জৃম্ভিকা**—বি: হাই, মুখব্যাদান; স্ফুরণ, বিকাশ। [সং.]। বিণ: **জৃম্ভমাণ**—হাই তুলিতেছে এমন; প্রকাশমান। বিণ: **জৃম্ভিত**—জৃম্ভণযুক্ত, প্রকাশিত, বিকশিত।

জেঁকো—বিণ: জাঁক করে এমন। [বাং. জাঁক + উয়া > ও]।

জেটি—বি: জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইবার ও যাত্রী নামিবার মঞ্চ। [ইং. jetty]।

জেঠ-—কোন কোন প্রত্যয়যুক্ত বা সমাসে **জেঠা**-অর্থে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত (জেঠতুত, জেঠশ্বশুর)। [সং. জ্যেষ্ঠ]। বিণ: **-তুত, -তুতো, -তুতা**—নিজের অথবা স্বামীর বা পত্নীর জেঠার সন্তান এমন (জেঠতুত ভাই, জেঠতুত শালা)। বি: **-শ্বশুর**—স্বামীর বা পত্নীর জেঠা। বি(স্ত্রী): **-শাশুড়ী**।

জেঠা—(১)বি: জ্যেষ্ঠতাত, পিতার বড় ভাই। (২)বিণ: (বিদ্রূপে বা তিরস্কারে) অকালপক্ব, ফাজিল (জেঠা ছেলে)। [সং. জ্যেষ্ঠতাত]। বি(স্ত্রী): **-ই, -ইমা, জেঠী, জেঠীমা**—জেঠার পত্নী। বিণ: **-ত**—জেঠতুত। বি: **-মি,** (কথ্য) **-মো,** (কথ্য) **-মো**—পাকামি, ফাজলামি, বাচালতা।

জেঠি, জেঠী₁—বিঃ টিকটিকি। [সং. জ্যেষ্ঠা]।
জেঠী₂, জেঠীমা—**জেঠা** দ্রঃ।
জেতব্য—বিণঃ জেয়, জয় করিবার যোগ্য। [সং. √জি+তব্য (র্ম)]।
জেতা₁ (-তৃ)—বিণঃ জয়ী, জয়কারী। [সং. √জি+তৃ (র্তৃ)]।
জেতা₂, জেতন (-নো), জেদ, জেদাজেদি, জেদী, জেনানা—যথাক্রমে **জিতা জিতান জিদ জিদাজিদি জিদী** ও **জানানা**-র চলিত রূপ।
জেনারেল—বিঃ সেনাপতি। [ইং. general]।
জেন্দ—বিঃ প্রাচীন পারস্যের ভাষা; জোরাষ্টারকৃত ধর্মশাস্ত্র 'আবেস্তা'র ভাষা। [ফা.]।
জেব—বিঃ জামার পকেট; অর্থাদি রাখিবার ক্ষুদ্র থলি। [ফা.]।
জেম্মা—**জিম্মা**-র বিরল রূপ।
জেব্রা—বিঃ ডোরা-কাটা অশ্বজাতীয় পশুবিশেষ। [ইং. zebra]।
জেয়—বিণঃ জয়ের যোগ্য, জেতব্য, জয়সাধ্য। [সং. √জি+য (র্ম)]।
জেয়াদা—বিণঃ বেশী, অতিরিক্ত। [ফা. যের]।
জের—বিঃ বক্রী হিসাব, পূর্বের হিসাবের অবশেষ; অনুবৃত্তি, রেশ (ঝগড়ার জের, জের মেটান)। [ফা.]। ক্রিঃ **জের টানা**—হিসাবের খাতায় পূর্বপৃষ্ঠার জমাখরচের মোট অঙ্ক পরপৃষ্ঠায় লইয়া যাওয়া; পূর্বকর্মের ফলভোগ করা।
জেরবার—বিণঃ নাকাল, বিপর্যস্ত, উৎসন্ন (মকদ্দমায় জেরবার হওয়া)। [ফা.]।
জেরা—বিঃ আদালতে কাহারও উক্তির সত্যাসত্য বিচারের জন্য বিপক্ষের উকিলের কূটপ্রশ্ন; উকিলের কূটপ্রশ্নের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন। [হি.<আ. জিরহ্]।
জেল—বিঃ কারাগার; কারাদণ্ড (জেল খাটা বা হওয়া)। [ইং. jail]। বিঃ **-দারোগা**—জেলের অধ্যক্ষ, jailor।
জেলজেল—অব্যঃ (বর্ণাদির) নিষ্প্রভতাসূচক। [দেশী]। বিণঃ **জেলজেলে**—নিষ্প্রভ, ঔজ্জ্বল্যহীন।
জেলা—বিঃ মহকুমার সমষ্টি, দেশ প্রদেশ বা রাজ্যের রাজনীতিক বিভাগবিশেষ। [আ. দ্বিলা]।
জেলার—বিঃ কারাধ্যক্ষ। [ইং. jailor]।
জেলি—বিঃ ফলাদির রস চিনির রসে ফুটাইয়া প্রস্তুত মোরব্বাজাতীয় খাদ্যবিশেষ। [ইং. jelly]।
জেলে, (বর্ত. বিরল) জেলিয়া—বিঃ ধীবর, মৎস্যশিকারী, মৎস্যব্যবসায়ী; হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. জালিক]। বি(স্ত্রী): **জেলেনী**। বিঃ **-ডিঙি**—মাছ ধরিবার ছোট নৌকা।
জেল্লা—বিঃ ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, চেকনাই। [আ. দিলা]।
জেহাদ—বিঃ বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ। [আ. জিহাদ্]।
জেহ্—বিণঃ (প্রা.বাং.) যেমন, যেরূপ, যেন। [সং. যেন—'হ' আগম]।
জৈছন, জৈছে—যথাক্রমে **যৈছন** ও **যৈছে**-র বানানভেদ।
জৈন্তী—**জয়ন্তী**-র কথ্য রূপ।
জৈন—বিঃ মহাবীর-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। [সং. জিন+অ]।
জৈপাল—**জয়পাল**-এর রূপভেদ।
জৈব—বিণঃ জীব-সম্বন্ধীয়, organic; জীবজাত, প্রাণিজ। [সং. জীব+অ]। বিঃ **-রসায়ন**—জীবসংক্রান্ত রসায়নশাস্ত্র, organic chemistry বা biochemistry।
জৈমিনি—বিঃ মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা মুনি।
জো, জোই—যথাক্রমে **যো₁,₂** ও **যোই**-র বানানভেদ।
জোঁক—বিঃ জলৌকা, রক্তপায়ী কৃমিবিশেষ। [সং. জলৌকা]।
জোখ, জোক—বিঃ পাশাপাশি রাখিয়া নেওয়া মাপ (জোখ নেওয়া)। [বাং. √জুখ্ (-ক্)+অ (ভা)]।
জোখা, জোকা—**জুখা**-র চলিত রূপ।
জোকার—বিঃ হুলুধ্বনি। [সং. জয়কার?]।
জোদা—বিণঃ অত্যন্ত টক। [সং. যমদূতিকা?]।
জোগাড়—**যোগাড়**-এর বানানভেদ।
জোগান—**যোগান**-এর বানানভেদ।
জোচ্চোর, জোচ্চুরি—যথাক্রমে **জুয়াচোর** ও **জুয়াচুরি**-র কথ্য রূপ।
জোছনা—**জ্যোৎস্না**-র কথ্য ও কোমল রূপ।
জোট—বিঃ মিলন, সমাবেশ (জোট হওয়া); জট (জোট বাঁধা বা পাকান); গাঁট, জটিল বন্ধন (জোট পড়া)। [হি. জোড়=মিলন]।
জোটা, জোটান (-নো)—যথাক্রমে **জুটা** ও **জুটান**-র চলিত রূপ।
জোটেবুড়ি, জোটেবুড়ী—বিঃ জুজুবুড়ি, শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত জটাধারিণী পিশাচমূর্তি। [দেশী]।

জোড়—(১)বিঃ মিলন, সংযোগ (জোড়ের মুখ); যুগল (মাণিকজোড়); ধুতি ও চাদর (চেলীর) জোড়)। (২)বিণঃ যুক্ত, মিলিত (জোড়হাতে)। [প্রা. জোডিঅ<সং. যোজিত]। বিঃ **-কলম**—বড় গাছের ডালের সহিত চারাগাছ জুড়িয়া দিয়া উৎপাদিত কলম। ক্রিঃ **জোড় মেলা, জোড় খাওয়া**—ঠিকভাবে সংযুক্ত হওয়া, মিল হওয়া। ক্রিঃ **জোড়ে যাওয়া**—বিবাহের পর স্ত্রীকে লইয়া বরের প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করা।

জোড়া১—(১)বিণঃ যুগল, দুইখানি বা দুইটি (জোড়া পাঁঠা)। (২)বিঃ যুগ্ম (কাপড়ের জোড়া); জুড়ি, সমকক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি (তার জোড়া নেই); জোড়, সংযোগ (জোড়া দেওয়া বা লাগা)। [বাং. জোড়+আ<সং. যুগ্ম]।

জোড়া২—বিণঃ যুক্ত, আঁটা (বইয়ে জোড়া ছবি); যোজিত (লাঙ্গলে জোড়া বলদ); ভরা, ব্যাপ্ত করিয়া আছে এমন (ঘরজোড়া খাট)। [জুড়া১ দ্রঃ]।

জোড়া, জোড়ান (-নো)—যথাক্রমে **জুড়া১** ও **জুড়ান**-র চলিত রূপ।

জোত—বিঃ চাষের জমি; কর্ষণযোগ্য ভূসম্পত্তি; লাঙ্গল গোরু প্রভৃতি বাঁধিবার দড়ি। [সং. যোত্র]। বিঃ **-দার**—জমিদারের অধীনে কর্ষণযোগ্য ভূসম্পত্তির মালিক।

জোতা, জোতান (-নো)—যথাক্রমে **জুতা১** ও **জুতান**-র কথ্য রূপ।

জোত্র, (কথ্য) জোত্তর—বিঃ জো, উপায়, সুযোগ, সুবিধা (তেমন জোত্তর লাগছে না); সংস্থান। [সং. যোত্র]।

জোনাকি—বিঃ দীপ্তিযুক্ত পোকাবিশেষ, খদ্যোত। [তু. সং. জ্যোতিরিঙ্গণ]।

জোবড়া জোবড়ান (-নো)—যথাক্রমে **জাবড়া** ও **জাবড়ান**-র রূপভেদ।

জোব্বা—বিঃ বুকখোলা এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঢিলা মুসলমানী জামাবিশেষ। [আ. জুব্বা]।

জোয়ান১—**যোয়ান**-এর বানানভেদ।

জোয়ান২—**জুয়ান**-এর রূপভেদ।

জোয়ান৩—(১)বিঃ যুবক, বলবান্ ব্যক্তি; যোদ্ধা। (২)বিণঃ যুবাবয়স্ক, বলিষ্ঠ। [ফা. জৱান—তু. সং. যুবন্]।

জোয়ার১—বিঃ চন্দ্রসূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদনদীর জলস্ফীতি (তু. ভাঁটা)। [সং. জলবার ?]।

জোয়ার২—বিঃ গমজাতীয় শস্যবিশেষ। [হি. জরার]। বিণঃ **জোয়ারী**—জোয়ার হইতে প্রস্তুত (জোয়ারী রুটি)।

জোয়াল—বিঃ লাঙ্গলের সঙ্গে পশু জুতিবার কাঠামবিশেষ, যুগন্ধর। [সং. যুগ বা যুগল ?]।

জোর—(১)বিঃ বল, শক্তি; বলপ্রয়োগ (জোর করিয়া কাড়া); তীব্রতা, উচ্চতা (কণ্ঠস্বরে জোর); দৃঢ়তা (মনের জোর); অধিকার, দাবি (মাতৃস্নেহের উপর সন্তানের জোর)। (২)বিণঃ উচ্চ, তীব্র, চড়া (জোর আওয়াজ); শক্তিমান্ (জোর কলম, জোর গলা); কড়া (জোর হুকুম); জরুরী (জোর তলব); অপ্রত্যাশিত রূপ ভাল (জোর বরাত); দ্রুত, দ্রুতগতি (জোর কদম)। [ফা.]। বিঃ **-কপাল**—ভাগ্যের জোর বা অনুকূলতা। বিঃ **-জুলুম**—জবরদস্তি, অত্যাচার। বিঃ **জোরাজুরি, জোরাজোরি**—ক্রমাগত বলপ্রয়োগ; পরস্পরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ। বিণঃ **জোরাল, জোরালো**—শক্তিমান্, প্রবল।

জোরু—বিঃ পত্নী, স্ত্রী। [হি. জোরু]।

জোল, জোলা১—বিঃ অপরিসর খাল, লম্বা খাত, জুলি।

জোলা২—বিঃ মুসলমান তাঁতি। [ফা. জুলাহ্]। বি(স্ত্রী): **-নী**।

জোলাপ, জোলাব—বিঃ বিরেচক ঔষধ। [ফা জুলাব্<আ. জুলাব্—সারক মূলবিশেষ]।

জোলি—**জুলি**-র রূপভেদ।

জোলো—**জলো**-র বানানভেদ।

জোহার—বিঃ (প্রা. বাং. কাব্যে) প্রণাম, অভিবাদন। [তু. হি. জুহার্]।

জৌ—**জউ**-র বানানভেদ।

-জ্ঞ—বিণঃ জানে এমন; জ্ঞানী (বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ)। [সং. √জ্ঞা+অ (র্তৃ)]।

জ্ঞাত—বিণঃ জানে এমন বা জানা আছে এমন, বিদিত, অবগত। [সং. √জ্ঞা+ত (র্ম)]। ক্রি-বিণঃ **-সারে**—সজ্ঞানে, জানিয়া (সে জ্ঞাতসারে এ পাপ করে নাই); গোচরে (এ কাজ তাহার জ্ঞাতসারে হয় নাই)।

জ্ঞাতব্য—বিণঃ জানিবার যোগ্য, জানা উচিত বা জানিতে হইবে এমন, জ্ঞেয়। [সং. √জ্ঞা+তব্য (র্ম)]।

জ্ঞাতা (-তৃ)—বিণঃ জানে এমন; অভিজ্ঞ। [সং. √জ্ঞা+তৃ (র্তৃ)]।

জ্ঞাতি—বিঃ একই আদিপুরুষের বংশধর, সগোত্র ব্যক্তি। [সং √জ্ঞা+তি (র্ম)]। বিঃ **-কুটুম্ব, -গোত্র**—আত্মীয়-স্বজন। বিঃ **-ত্ব**—জাতির সম্বন্ধ ; জাতির উপযুক্ত আচরণ। বিঃ **-ভাই**—জ্ঞাতিসম্বন্ধে ভাই।

জ্ঞান—বিঃ বোধ, বুদ্ধি, বুঝিবার শক্তি (জ্ঞান-হীন), সংজ্ঞা, চেতনা (রোগীর জ্ঞান ফিরে নাই), বোধশক্তি (মাত্রাজ্ঞান) ; ধারণা, বিবেচনা (সমজ্ঞান, আত্মীয়-জ্ঞান) ; অভিজ্ঞতা (ব্যবসায়ের জ্ঞান), বৈদগ্ধ্য, বিদ্যাবত্তা, শিক্ষা, পাণ্ডিত্য (শাস্ত্রজ্ঞান, রসজ্ঞান), তত্ত্বজ্ঞান (জ্ঞানাগ্নি)। [সং. √জ্ঞা+অন (ভা)]। বিঃ **-কাণ্ড**—বেদের তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধীয় অংশ অর্থাৎ উপনিষদাদি : (কথ্য) বুদ্ধিসুদ্ধি। বিণঃ **-কৃত**—সজ্ঞানে কৃত। **-গম্য**—(১)বিণঃ জ্ঞানের দ্বারা লভ্য ; (২)বিঃ (কথ্য) বুদ্ধিসুদ্ধি। বিঃ **-চক্ষুঃ,** (চলিত) **-চক্ষু**—অন্তর্দৃষ্টি। অব্য ক্রি-বিণঃ **-তঃ,** (চলিত) **-ত**—জ্ঞাতসারে, সজ্ঞানে। বিঃ **-তৃষ্ণা**—জ্ঞানলাভের জন্য প্রবল আগ্রহ। বিণঃ **-দ**—জ্ঞানদায়ক। বিণ(স্ত্রী): **-দা**—জ্ঞানদায়িনী। বিঃ **-পবন**—(কথ্য) বুদ্ধিসুদ্ধি। বিণঃ **-পাপী** (-পিন্)—জানিয়া-শুনিয়া পাপকর্মকারী। বিঃ **-পিপাসা**—**জ্ঞানতৃষ্ণা**-র অনুরূপ। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—জ্ঞানযুক্ত, জ্ঞানশালী, জ্ঞানী। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-বাদ**—জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায় : এই দার্শনিক মত। **-ময়**—(১)বিণঃ জ্ঞানপূর্ণ : জ্ঞানস্বরূপ ; (২)বিঃ পরব্রহ্ম, যিনি নিখিল জ্ঞানের আধার এবং যিনি কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারা লভ্য। বিঃ **-যোগ**—জ্ঞানরূপ যোগ ; ব্রহ্মলাভার্থ জ্ঞানমার্গীয় সাধনাপ্রণালী। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—**জ্ঞানবান্**-এর অনুরূপ। বিণঃ **-শূন্য, -হীন**—জ্ঞানবর্জিত, অজ্ঞান, মূর্খ।

জ্ঞানাঙ্কুর—বিঃ জ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশ বা সঞ্চার। [সং. জ্ঞান+অঙ্কুর]।

জ্ঞানাঞ্জন—বিঃ তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল যাহা দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিররোগ নিরাময় হয় এবং সমস্ত কিছুর প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যায় ('জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা')। [সং. জ্ঞান+অঞ্জন]।

জ্ঞানী (-নিন্)—বিণঃ জ্ঞানবান্ ; তত্ত্বজ্ঞ। [সং. জ্ঞান+ইন্]।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—বিঃ যে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা বা ত্বক্। [সং. জ্ঞান+ইন্দ্রিয়]।

জ্ঞাপক—বিণঃ যে বা যাহা জানায়, জ্ঞাপনকারী ; দ্যোতক, ব্যঞ্জক, প্রকাশক (অর্থজ্ঞাপক) ; প্রচারক (সংবাদজ্ঞাপক)। [সং. √জ্ঞা+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

জ্ঞাপন—বিঃ জ্ঞাতকরণ, সংবাদদান ; নিবেদন। [সং. √জ্ঞা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **জ্ঞাপনীয়**—জ্ঞাপন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক কিংবা করিবার যোগ্য এমন, নিবেদনীয়।

জ্ঞাপয়িতা (-তৃ)—বিণঃ জ্ঞাপক, জ্ঞাপনকারী। [সং √জ্ঞা+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]।

জ্ঞাপিত—বিণঃ জানান হইয়াছে এমন। [সং. √জ্ঞা+ণিচ্+ত (র্ম)]।

জ্ঞেয়—বিণঃ জ্ঞাতব্য ; জ্ঞানসাধ্য ; জানিতে হইবে বা জানা উচিত কিংবা জানিতে পারা যায় এমন। [সং. √জ্ঞা+য (র্ম)]।

জ্ঞেয়াতি, জ্ঞেয়ান—যথাক্রমে **জ্ঞাতি** ও **জ্ঞান**-এর কথ্য রূপ।

জ্বর—বিঃ দেহের তাপ ও নাড়ীর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি-কারক রোগবিশেষ। [সং. √জ্বর+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ঘ্ন**—জ্বরনাশক। বিঃ **-ঠুঁটো**—জ্বর-ভোগের ফলে ঠোঁটে যে ঘা হয়। বিঃ **জ্বরাতি-সার,** (বর্জি.) **জ্বরাতীসার**—বিঃ উদরাময়যুক্ত টাইফয়েড-জাতীয় জ্বররোগ। বিণঃ **জ্বরান্তক**—জ্বরঘ্ন, জ্বরনাশকারী। বিণঃ **জ্বরিত**—জ্বরা-ক্রান্ত ; জ্বরযুক্ত।

জ্বলজ্বল—অব্যঃ প্রখর দীপ্তিপ্রকাশ, দীপ্তভাবে অবস্থান প্রভৃতি ভাবসূচক (আকাশে তারা জ্বলজ্বল করিতেছে)। [দেশী]। বিণঃ **জ্বলজ্বলে**—দীপ্ত ; অতিশয় স্পষ্ট।

জ্বলতহিঁ—ক্রিঃ (ব্রজ.) জ্বলিতেছে। [সং. জ্বলতি]।

জ্বলৎ—বিণঃ জ্বলন্ত, জ্বলনশীল। [সং. √জ্বল্+অৎ (র্তৃ)]।

জ্বলন—বিঃ দহন ; দীপ্তি ; অগ্নিশিখা ; দাহাদি-জনিত ক্লেশবোধ। [সং. √জ্বল্+অন]।

জ্বলন্ত—বিণঃ জ্বলিতেছে এমন, জ্বলৎ। [বাং. জ্বলা+অন্ত]।

জ্বলা—(১)ক্রিঃ পোড়া, দগ্ধ হওয়া (কয়লা জ্বলা) ; আলোকদান করা (বাতি জ্বলা) ; দীপ্ত হওয়া (রাত্রে বিড়ালের চোখ জ্বলে) ; জ্বালা করা (ঘা জ্বলা, হৃদয় জ্বলা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ দগ্ধ, জ্বলিয়াছে জ্বলিতেছে বা জ্বলে এমন। [সং. √জ্বল্+বাং. আ]।

জ্বলান, জ্বলানো—ক্রি: প্রজ্বলিত করা, জ্বালা (আগুন জ্বলান) ; প্রজ্বলিত রাখা (রাত ভরিয়া প্রদীপ জ্বলান)। [বাং. জ্বলা+আন]।

জ্বলিত—বিণ: জ্বলিয়াছে বা জ্বলিয়া উঠিয়াছে কিংবা জ্বলিয়া গিয়াছে এমন, প্রজ্বলিত; প্রকাশিত ; দীপ্ত ; দগ্ধ। [সং. √জ্বল্+ত (র্তৃ)]।

জ্বলুনি—বি: দহন, জ্বলন ; যন্ত্রণা, জ্বালাবোধ। [বাং. জ্বলা+উনি]।

জ্বাল—বি: আগুনের তাপ বা আঁচ ; অগ্নি-শিখা। [সং. √জ্বল্+অ (র্তৃ)]।

জ্বালা১—বি: আগুনের ঝলকা ; অগ্নিশিখা ; দাহ, যন্ত্রণা। [সং. জ্বাল্+আ]।

জ্বালা২—(১)ক্রি: প্রজ্বলিত করা (আগুন জ্বালা) ; আগুন ধরান, অগ্নিসংযোগ করা (উনান জ্বালা, চিতা জ্বালা)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং √জ্বল্]।

জ্বালাতন—**জালাতন** দ্র:।

জ্বালান, জ্বালানো—(১)ক্রি: প্রজ্বলিত করা, জ্বালা (আগুন জ্বালান, উনান জ্বালান) ; অগ্নি-সংযুক্ত করা (ঘর জ্বালান) ; পোড়ান (জঞ্জাল জ্বালান) ; উত্ত্যক্ত করা, জালাতন করা (আর জ্বালিও না)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: প্রজ্বালিত ; অগ্নি-সংযোজিত ; দগ্ধীভূত। [বাং. জ্বালা২+আন]।

জ্বালানি—বি. ইন্ধন, জ্বালাইবার কাঠ। [বাং. জ্বালা২+আনি (র্ম)]। বিণ: **জ্বালানী**—জ্বালাইবার উপযুক্ত (জ্বালানী কাঠ)।

জ্বালানে, জ্বালানিয়া—বিণ: জ্বালাতন করে বা জ্বালায় এমন, উত্ত্যক্তকারী (জ্বালানে ছেলে) ; অগ্নিসংযোগকারী (ঘরজ্বালানে লোক)। [বাং. জ্বালা১+নিয়া>নে)]। বিণ(স্ত্রী): **জ্বালানী**।

জ্বালামালিনী—বি: দুর্গাদেবীর রূপবিশেষ। [সং. জ্বালামালা+ইন্+ঈ]।

জ্বালামুখী—বি: পঞ্জাবের একটি পীঠস্থান। (এখানে সতীর জিহ্বা পড়িয়াছিল)। [সং. জ্বালা (অগ্নিশিখা)+মুখ (প্রধান)+ঈ]।

জ্বালিত—বিণ: আগুন ধরান হইয়াছে এমন, প্রদীপ্ত ; দগ্ধীকৃত, সন্তাপিত। [সং. √জ্বল্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

জ্যা—বি: ধনুকের ছিলা বা গুণ ; (জ্যামি.) বৃত্তাংশের দুই প্রান্ত যোজনাকারী রেখা, chord ; পৃথিবী। [সং. √জ্যা+কিপ্ (র্তৃ)]। বি: **-নির্ঘোষ**—ধনুকের টংকার। বি: **-রোপণ**—ধনুকে গুণ দেওয়া।

জ্যাকেট—বি: স্ত্রীলোকের জামাবিশেষ। [ইং. jacket]।

জ্যাঠা, জ্যাঠামি—যথাক্রমে **জেঠা** ও **জেঠামি**-র বানানভেদ।

জ্যানির্ঘোষ—**জ্যা** দ্র:।

জ্যান্ত—**জিয়ন্ত**-র কথ্য রূপ।

জ্যামিতি—বি: রেখা ক্ষেত্র ঘন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গণিত, geometry। [সং. জ্যা (=পৃথিবী)+মিতি (=পরিমাণ)]। বিণ: **-ক**—জ্যামিতি-শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

জ্যারোপণ—**জ্যা** দ্র:।

জ্যেষ্ঠ—(১)বিণ: বয়সে বড়, অগ্রজ ; প্রবীণ, প্রাচীন (বয়োজ্যেষ্ঠ) ; শ্রেষ্ঠ (বর্ণজ্যেষ্ঠ) (২)বি: অগ্রজ ভ্রাতা ; সর্বাগ্রজ ভ্রাতা। [সং. বৃদ্ধ+ইষ্ঠ]। বি: **-তাত**—জেঠা। **জ্যেষ্ঠা**—(১)বিণ-(স্ত্রী): **জ্যেষ্ঠ**-অর্থে ; (২)বি: নক্ষত্রবিশেষ ; মধ্যমাঙ্গুলি ; টিকটিকি। বি: **জ্যেষ্ঠাধিকার**—জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সম্পত্তিতে অধিকার। বি: **জ্যেষ্ঠাশ্রম**—গার্হস্থ্য জীবন। বি: **জ্যেষ্ঠী**—টিকটিকি।

জ্যৈষ্ঠ—বি: বাঙ্গালা সনের দ্বিতীয় মাস। [সং. জ্যেষ্ঠা (নক্ষত্র)+অ]।

জ্যোচ্ছনা, জ্যোছনা—**জ্যোৎস্না**-র কথ্য রূপ।

জ্যোতিঃ, (চলিত) **জ্যোতি**—বি: আলোক, দীপ্তি, গ্রহনক্ষত্রাদি ; দৃষ্টিশক্তি। [সং. √দ্যুত্+ইস্ (ভা, র্তৃ)]। বি: **জ্যোতিঃশাস্ত্র**—**জ্যোতির্বিদ্যা**-র অনুরূপ। বি: **জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ**—(জ্যোতির আকারে গমনকারী) জোনাকি পোকা, খদ্যোত। বি: **জ্যোতিঃপথ**—(দিব্য) জ্যোতিতে পূর্ণ পথ ; সূর্য-চন্দ্রাদির পরিভ্রমণপথ। বিণ.বি: **জ্যোতির্বিৎ (-বিদ্), জ্যোতির্বিদ্, জ্যোতির্বেত্তা**—জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ ; জ্যোতিষী। বি: **জ্যোতির্বিদ্যা**—গ্রহনক্ষত্রাদি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, astronomy ; গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ-বিষয়ক শাস্ত্র, astrology। বি: **জ্যোতির্মণ্ডল**—যাবতীয় গ্রহ-নক্ষত্রাদির সমষ্টি। বিণ: **জ্যোতির্ময়**—জ্যোতিঃ-পূর্ণ, দীপ্তিময়। বিণ(স্ত্রী): **জ্যোতির্ময়ী**। বি: **জ্যোতিশ্চক্র**—রাশিচক্র ; জ্যোতির্মণ্ডল। বি: **জ্যোতিঃস্রোত**—(দিব্য) জ্যোতির প্রবাহ।

জ্যোতিষ—বিঃ গ্রহনক্ষত্রাদি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানশাস্ত্র, astronomy ; ফলিতজ্যোতিষ, গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয়পূর্বক মানুষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচারের বিদ্যা, astrology। [সং. জ্যোতিস্+অ]। **জ্যোতিষিক**—(১)বিণঃ জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয়, (২)বিঃ জ্যোতিষী। বি বিণঃ **জ্যোতিষী** (-ষিন্)—জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ।

জ্যোতিষ্ক—বিঃ সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতির্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি। [সং. জ্যোতিস্+ক]।

জ্যোতিষ্মান্ (-ষ্মৎ)—বিণঃ জ্যোতির্ময়। [সং. জ্যোতিস্+মৎ]। বিণ(স্ত্রী): **জ্যোতিষ্মতী**। বিঃ **জ্যোতিষ্মত্তা**।

জ্যোতিষ্টোম—বিঃ বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। [সং. জ্যোতিঃ+স্তোম]।

জ্যোৎস্না—বিঃ চন্দ্রালোক, কৌমুদী, চন্দ্রিকা, জোছনা। [সং. জ্যোতিস্+ন+আ]।

ঝ

ঝ—বাঙ্গালা বর্ণমালার নবম ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঝংকার, ঝংকারা, ঝংকৃত, ঝংকৃতি—যথাক্রমে **ঝঙ্কার ঝঙ্কারা ঝঙ্কৃত** ও **ঝঙ্কৃতি**-র বানানভেদ।

ঝকমারি—বিঃ (অনুশোচনায়) বোকামি, ভুল, অপরাধ (ঝকমারি করেছি); লেঠা, ঝঞ্ঝাট (ঝকমারি সওয়া)। [হি. ঝখ্ (ত্রুটি)+বাং. মারা (মানা)+ই—তু. হি ঝখ্ মারনা]।

ঝক্কি—বিঃ ঝুঁকি, দায়িত্ব (ঝক্কি নেওয়া); ঝঞ্ঝাট, ধকল, উপদ্রব (ঝক্কি পোহান)। [হি. ঝক্কী]।

ঝক্‌ঝক্, ঝক্‌মক্—অব্যঃ তীব্র আলোকপূর্ণতা বা ঔজ্জ্বল্য প্রকাশক ; অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুসজ্জিত ভাব প্রকাশক। [তু. তুর্. চকমক]। ক্রিঃ **ঝক্‌ঝকান, ঝক্‌ঝকানো, ঝক্‌মকান, ঝক্‌মকানো**—ঝক্‌ঝক্ করা। বিঃ **ঝক্‌ঝকানি, ঝক্‌মকানি**—ঝক্‌ঝক্ করার ভাব। বিণঃ **ঝক্‌ঝকে, ঝক্‌মকে**—ঝক্‌ঝক্ করার ভাবপূর্ণ।

ঝগড়—বিঃ (প্রা. বাং.) ঝগড়া ; অপরাধ, ত্রুটি ('কি মোর ঝগড় ভৈল' : শ্রীকৃ.)।

ঝগড়া—বিঃ বিবাদ, কলহ ; অপ্রীতিকর তর্কাতর্কি, বচসা। [তু. হি. ঝগড়া]। বিঃ **-ঝাঁটি**—কলহ-বিবাদ প্রভৃতি; অপ্রীতিকর বাদ-বিসম্বাদ। বিণঃ **-টে**—কলহপরায়ণ।

ঝঙ্কাট, ঝঙ্কাঠ—ঝনকাট-এর কথ্য রূপ।

ঝঙ্কার—বিঃ মৃদু ঝনঝন শব্দ, ঝনৎকার (বীণার ঝঙ্কার), গুঞ্জন (ভ্রমরের ঝঙ্কার); (বাং.) তর্জন (ঝঙ্কার দিয়া উঠা)। [সং. ঝম্+√কৃ+অ (ভা)]। ক্রিঃ **ঝঙ্কারা**—(কাব্যে) ঝঙ্কার করা ; গুঞ্জন করা ('ঝঙ্কারিবে অলি')। বিণঃ **ঝঙ্কৃত**—ঝঙ্কার দেওয়া হইয়াছে এমন, ঝঙ্কারযুক্ত। বিঃ **ঝঙ্কৃতি**—ঝঙ্কার।

ঝঞ্জট—ঝঞ্ঝাট-এর রূপভেদ।

ঝঞ্জনা—বিঃ ঝনঝন আওয়াজ, ঝনৎকার, বজ্র ('ঝঞ্জনা পড়ুক তার মাথার উপর' : চণ্ডী.)। [সং. ঝঞ্জন (অনুকার-শব্দ)+আ]।

ঝঞ্ঝা—বিঃ প্রবল ঝড়বৃষ্টি, ঝটিকা। [সং. ঝম্+√ঝট্+অ (র্তৃ)+আ]। বিণঃ **-ক্ষুব্ধ**—ঝটিকাপীড়িত, প্রবল ঝড়ঝা.' আন্দোলিত। **-নিল, -বাত**—প্রবল ঝড়ো বাতাস। বিঃ **-বর্ত**—ঝড়বৃষ্টিসহ ঘূর্ণিবাতাস।

ঝঞ্ঝাট—বিঃ ঝামেলা, ঝক্কি, হাঙ্গামা, অশান্তি (ঝঞ্ঝাট পোহান, ঝঞ্ঝাট মেটা বা চোকা)। [সং. ঝঞ্ঝা+বাং. ট]।

ঝটকা, ঝটকানি—বিঃ আকস্মিক তীব্র টান। [হি.]।

ঝটিকা—বিঃ ঝড়। [প্রা. ঝড়ী]। বিঃ **-বর্ত**—ঘূর্ণিবাতাস।

ঝটিতি—অব্য.ক্রি-বিণঃ তাড়াতাড়ি, শীঘ্র, ঝট্ করিয়া। [সং. √ঝট্+ইতি (র্তৃ)]।

ঝট্—অব্যঃ চট্, ঝাঁ, শীঘ্র। [সং. ঝটিতি]।

ঝট্‌পট্১—অব্য.ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, দ্রুত। [ঝট্ দ্রঃ]।

ঝট্‌পট্২—অব্যঃ ডানা নাড়ার শব্দ (ঝট্‌পট্ করে উড়ে গেল)। **ঝট্‌পটান, ঝট্‌পটানো**—(১)ক্রিঃ ঝট্‌পট্ করা ; (২)বিঃ ঝট্‌পট্ করণ। বিঃ **ঝট্‌পটানি**—ডানা আন্দোলন, ঝট্‌পট্ করণ।

ঝড়—বিঃ প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ, ঝটিকা। [প্রা. ঝড়ী]। বিঃ **-ঝাপটা**—ঝড়ের তাড়না ; (আল.) বিপদের ধাক্কা।

ঝড়তি-পড়তি—বিঃ (প্রধানতঃ শস্যাদি জাতীয় মালের) যে অংশ নাড়াচাড়ায় বা গুদামে থাকিয়া নষ্ট হয় ; যে অংশ সহজে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। [বাং. ঝড়তি+পড়তি]।

ঝড়ো—বিণঃ ঝড়-সম্বন্ধীয় ; ঝড়যুক্ত (ঝড়ো বাতাস) ; ঝড় আনয়নকারী (ঝড়ো মেঘ) ;

ঝড়ের দ্বারা পীড়িত (ঝড়ো কাক) ; ঝড়ের বেগে পতিত (ঝড়ো আম)। [বাং. ঝড়+উয়া]।

ঝণঝণা—বিঃ ঝন্ঝন্ শব্দ। [সং.]।

ঝণঝণায়মান—বিণঃ ঝনঝন্ শব্দে শব্দিত হইতেছে এমন। [সং. √ঝণঝণায় (নামধাতু)+আন (মান) (র্ম)]।

ঝণ্ডা—বিঃ পতাকা, নিশান। [হি.]।

ঝনকাট, ঝনকাঠ—বিঃ দরজার মাথার কাঠ, কপালি।

ঝনৎকার—বিঃ ঝন্ঝন্ শব্দ। [সং. ঝনৎ+√কৃ+অ (ভা)]।

ঝনাৎ—অব্যঃ ঝন্-এর অপেক্ষা তীব্রতর শব্দ।

ঝন্—অব্যঃ ধাতুদ্রব্যাদি পড়া বা আহত হওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ। অব্যঃ **-ঝন্**—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-কালব্যাপী বা ক্রমাগত ঝন্ শব্দ; টন্‌টন্ (মাথাটা ঝন্ঝন্ করছে)। ক্রিঃ **-ঝনান, -ঝনানো**—ঝন্ঝন্ আওয়াজ করা বা হওয়া ; (আঘাতা-দির জন্য) টন্‌টন্ করা, বেদনা করা (মাথাটা ঝন্ঝনিয়ে উঠল)। বিঃ **ঝন্‌ঝনানি**—ঝন্ঝন্ শব্দ।

ঝপাঝপ্—ঝপ্ দ্রঃ।

ঝপাং, ঝপাৎ—অব্যঃ জলের মধ্যে উচ্চ স্থান হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার বা ভারী জিনিস ফেলিবার আওয়াজ। [দেশী]।

ঝপ্—অব্যঃ হঠাৎ জলে পড়ার শব্দ; থপ্, ঝাঁ, তাড়াতাড়ি (ঝপ্ করে করা)। অব্যঃ **-ঝপ্**—ক্রমাগত ঝপ্ শব্দ ; তাড়াতাড়ি (ঝপ্‌ঝপ্ করে কাজ সারা)। ক্রি-বিণঃ **ঝপাঝপ্**—ঝপঝপ্ করিয়া, দ্রুত (ঝপাঝপ্ দাঁড় বাওয়া, ঝপাঝপ্ কাজ সারা)।

ঝমর ঝমর, ঝমাঝম—**ঝম্‌ঝম্** দ্রঃ।

ঝম্‌ঝম্—অব্যঃ বৃষ্টিপতন মল পায়ে দিয়া চলন প্রভৃতির শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **ঝমর ঝমর**—মল নূপুর ইত্যাদির জোর শব্দ। অব্য.ক্রিঃ-বিণঃ **ঝমাঝম্**—ক্রমাগত প্রবলভাবে ঝমাঝম্ শব্দে (ঝমাঝম্ বৃষ্টি পড়ে বা বাজনা বাজে)।

ঝম্প—বিঃ ঝাঁপ, লাফ। [সং. ঝম্+√পত্+অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—ঝম্পপ্রদান, ঝাঁপ দেওয়া।

ঝরকা—**ঝরোকা**-র বানানভেদ।

ঝরঝর—(১)অব্যঃ ক্রমাগত ক্ষরণ, পতন বা প্রবাহিত হওয়ার শব্দ বা ভাব (ঝরঝর করে জল পড়ছে বা বালি ঝরছে) ; পরিচ্ছন্নতার ভাব প্রকাশ (ঘরদুয়ার ঝরঝর করছে)। (২)ক্রি-বিণঃ অবিরল ধারায় ('ঝরঝর বরিষে বারিধারা' : রবীন্দ্র)। [সং. ঝর্ঝর ?]। ক্রিঃ **ঝরঝরা**—ঝর-ঝর করিয়া পড়া ('বাদল ঝরঝরে' : রবীন্দ্র)। বিণঃ **ঝরঝরে**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (বাড়িটা বেশ ঝরঝরে) ; তাজা, হালকা, সুস্থ (দেহটা বেশ ঝরঝরে লাগছে) ; গোটা গোটা (ঝরঝরে ভাত) ; স্পষ্ট (ঝরঝরে লেখা) ; ঝাঁঝরা বা বিনষ্ট (পরকাল ঝরঝরে হওয়া বা করা)।

ঝরনা, (বর্জি.) **ঝরণা**—বিঃ নির্ঝর, ফোয়ারা। [বাং. √ঝর্+না (পে)]। বিঃ **ঝরনা-কলম**—ফাউন্টেন-পেন (fountain-pen)।

ঝরতি—বিঃ গুদাম বা বস্তা হইতে শস্যাদির যে অংশ ঝরিয়া পড়ে বা পড়িয়াছে, ঝড়তি। [বাং. ঝরা+তি]।

ঝরা—(১)ক্রিঃ ক্ষরিত হওয়া, ফোঁটায় ফোঁটায় বা ধারায় পতিত হওয়া (জল ঝরছে) ; খসিয়া পড়া, বিচ্যুত হইয়া নিচে পড়া (আমের বউল ঝরছে) ; স্রাবযুক্ত হওয়া (সর্দিতে নাক ঝরছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ঝৄ+বাং. আ]। ক্রিঃ **ঝরই, ঝরৈ**—(ব্রজ.) ঝরে। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ক্ষরিত করা, খসাইয়া ফেলা; (২)বি বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ঝরিত—বিণঃ ঝরিয়া পড়িয়াছে এমন, ক্ষরিত, গলিত (নির্ঝরঝরিত বারিরাশি)। [সং. ঝর+ইত]।

ঝরোকা—বিঃ ছোট জানালা; জাফরি-কাটা বা জাল-দেওয়া জানালা। [হি. ঝরোখা]।

ঝর্ঝর—বিঃ ঝরঝর শব্দ, উচ্চ হইতে নিম্নে জল-পতনের শব্দ ; হাতাবিশেষ, ঝাঁঝরি, বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ঝাঝর, কাড়া। [সং. √ঝর্ঝ্+অর]। বিণঃ **ঝর্ঝরিত**—ঝর্ঝর-শব্দযুক্ত ; ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে এমন। বিণঃ **ঝর্ঝরে**—**ঝরঝরে**-র বানানভেদ।

ঝর্না, (অশু.) **ঝর্ণা**—**ঝরনা**-র বানানভেদ।

ঝলক—বিঃ দমক, কোন কিছুর যতটুকু অংশ একসঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয় বা ছড়াইয়া পড়ে (এক ঝলক আলো বা রক্ত) ; ঝাপটা, উদ্ভাসন, উচ্ছ্বসন (রূপের বা সুরের ঝলক)। [সং. ঝলকা]।

ঝলকা—(১)বিঃ (উচ্চা. ঝল্‌কা) **ঝলক**-এর অনুরূপ ; (২)ক্রিঃ (উচ্চা. ঝলোকা) ঝলকান। ক্রিঃ **ঝলকান, ঝলকানো**—ঝলকে ঝলকে ছড়াইয়া পড়া, ঝক্‌মক্ করা। বিঃ **ঝলকানি**—ঝক্‌মকানি, আলোকের ঝলকে ঝলকে প্রকাশ।

বিণঃ **ঝলকিত**—উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, ঝক্‌মকে।

ঝলঝল—অব্যঃ ঝুলিয়া পড়া বা আঁটসাট না হওয়ার ভাবপ্রকাশক (জামাটা ঝলঝল করছে)। বিণঃ **ঝলঝলে**—ঝলঝল করে এমন।

ঝলমল—অব্যঃ ঝলকে ঝলকে উজ্জ্বলতা-প্রকাশ বা আলো-বিকিরণের ভাব। ক্রিঃ **ঝলমলা**—ঝলমলান। **ঝলমলান, ঝলমলানো**—(১)ক্রিঃ ঝলমল করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **ঝলমলানি**—ঝলমল করণ। বিণঃ **ঝলমলে**—ঝলমল করে এমন।

ঝলসা—ক্রিঃ ঝলসান। [সং. √জ্বল—'জলুস'-এর দ্বারা প্রভাবিত]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ধাঁধাইয়া দেওয়া, উজ্জ্বলতার দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করা (চোখ ঝলসান), অর্ধদগ্ধ করা (আগুনে মাংস ঝলসান); দগ্ধপ্রায় হওয়া (রোদে পাতাগুলো ঝলসে গেছে)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ ধাঁধায় এমন, অর্ধদগ্ধ, দগ্ধপ্রায়। [বাং. √ঝলসা+আন]। বিঃ **ঝলসানি**—ঝলসানর ভাব বা অবস্থা। বিণঃ **ঝলসিত**—ঝলসান হইয়াছে বা ঝলসাইয়াছে এমন।

ঝলা—(১)ক্রিঃ (কাব্যে) ঝলমল করা ('পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে' : রবীন্দ্র)। (২)বিঃ প্রখর দীপ্তি; সূর্যের কিরণ-তরঙ্গ। [সং. √জ্বল্]।

ঝল্লক, ঝল্লরী—বিঃ কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসর, ঝাঁঝ, করতাল। [সং.]।

ঝাউ—বিঃ সূচের ন্যায় পত্রযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। [সং. ঝাবুক]।

ঝাঁ—অব্যঃ অতি ক্ষিপ্রতর ভাব, ধাঁ, বোঁ, চট্‌। অব্যঃ **ঝাঁ ঝাঁ**—তীব্র উত্তাপের ভাবপ্রকাশ (রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে); জ্বালাবোধ (মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে); নিস্তব্ধতার ভাবপ্রকাশ (রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে); অত্যন্ত তাড়াতাড়ি (ঝাঁ ঝাঁ করে কাজ সারা)।

ঝাঁক—বিঃ পাখি মাছ পতঙ্গ প্রভৃতির দল। [হি.]।

ঝাঁকড়-মাকড়, ঝাঁকড়া-মাকড়া—বিণঃ আলুথালু, উস্কখুস্ক ও জট-পাকান। [?]।

ঝাঁকড়া—বিঃ লম্বা গোছা গোছা (ঝাঁকড়া চুল)।

ঝাঁকরান, ঝাঁকরানি—**ঝাঁকা**$_2$ দ্রঃ।

ঝাঁকা$_1$—বিঃ (প্রধানতঃ বেতে বা বাঁশে তৈরী) বড় ঝুড়ি। [তু. হি. ঝাঁকা]।

ঝাঁকা$_2$—(১)ক্রিঃ সবেগে নাড়া দেওয়া (ডাল ধরে ঝাঁকছে); দেহ সবেগে নড়ান (ঝেঁকে উঠল)। (২)বিঃ নাড়া (বাতাসে ঝাঁকা দিচ্ছে)। [বাং. √ঝাঁক্+আ]। **-ন, -নো, ঝাঁকরান, ঝাকরানো**—(১)ক্রিঃ জোরে নাড়ান (শিশি ঝাঁকান); (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি, ঝাঁকি, ঝাঁকরানি**—সজোরে আন্দোলন।

ঝাঁগ্‌ড়গুড়—অব্যঃ ঢাকের আওয়াজ। [দেশী]।

ঝাঁজ$_1$—**ঝাঁজি**-র রূপভেদ।

ঝাঁজ$_2$, **ঝাঁঝ**$_1$ —বিঃ আঁচ, প্রখর তেজ (রৌদ্রের ঝাঁজ), তীব্র গন্ধ বা স্বাদ (ঔষধের ঝাঁজ); ক্রুদ্ধভাব, উগ্রতা (কথার ঝাঁজ)। [?]। বিণঃ **ঝাঁজাল, ঝাঁজালো, ঝাঁঝাল, ঝাঁঝালো**—ঝাঁজযুক্ত, তীব্র, উগ্র।

ঝাঁজ$_3$, **ঝাঁঝ**$_2$, **ঝাঁজর**$_1$, **ঝাঁঝর**$_1$—বিঃ কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাঁসর। [সং. ঝর্ঝর]।

ঝাঁজর$_2$, **ঝাঁঝর**$_2$—বিণঃ বহু ছিদ্রযুক্ত, ফোঁপরা। [সং. ঝর্ঝর বা জর্জর]। **ঝাঁজরা, ঝাঁঝরা**—(১)বিণঃ বহুছিদ্রযুক্ত, অতি জীর্ণ; (২)বিঃ সচ্ছিদ্র হাতা, ছানতা। বিঃ **ঝাঁজরি, ঝাঁঝরি**—সচ্ছিদ্র হাতা; নর্দমার মুখের সচ্ছিদ্র ঢাকনি; জল ছিটাইবার পাত্রবিশেষ, ঝারি।

ঝাঁজাল—**ঝাঁজ**$_2$ দ্রঃ।

ঝাঁজি—বিঃ জলজ গুল্মবিশেষ। [দেশী]।

ঝাঁঝ—**ঝাঁজ**$_2$ ও **ঝাঁজ**$_3$ দ্রঃ।

ঝাঁঝর, ঝাঁঝরা, ঝাঁঝরি—**ঝাঁজ**$_3$ ও **ঝাঁজর**$_2$ দ্রঃ।

ঝাঁঝাল—**ঝাঁজ**$_2$ দ্রঃ।

ঝাঁট—বিঃ ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কারকরণ, সম্মার্জনা। [ঝাঁটা দ্রঃ]। ক্রিঃ **ঝাঁট দেওয়া**—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা—(১)বিঃ ঝাড়ু, খেংড়া, সম্মার্জনী। (২)ক্রিঃ ঝাটান। [দেশী ?—তু. সং. ঝাটা=যূথী]। বিণঃ **-খেকো**—গালিবিশেষ : ঝাঁটার প্রহার সহ্য করিতে অভ্যস্ত; হেয়। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঝাটাদ্বারা পরিষ্কার করা বা প্রহার করা; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। (৩)বিণঃ ঝাটাইয়া ফেলা হইয়াছে এমন।

ঝাঁটি, ঝাঁটী—বিঃ পুষ্পবিশেষ, কুরুবক। [সং. ঝিণ্টী]।

ঝাঁপ$_1$—বিঃ আচ্ছাদন, ঢাকনি; বংশাদি-নির্মিত ঝুলান কপাট (ঝাপ তোলা বা ফেলা); তাঁতে টানার সুতার যে ফাঁকের ভিতর দিয়া মাকু চলে। [হি.—তু. ঝাঁপা$_3$]।

ঝাঁপ$_2$—বিঃ হাতপা ছড়াইয়া শূন্যে বুক ভাসাইয়া উপর হইতে লাফাইয়া নিম্নে পতন, লাফ। [সং.

ঝম্প]। বিঃ -সন্ন্যাস—উৎসববিশেষ যাহাতে গাজনের সন্ন্যাসীরা মঞ্চের উপর হইতে কাঁটা আগুন প্রভৃতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

ঝাঁপটা—বিঃ স্ত্রীলোকের মাথার গহনাবিশেষ, ঝাঁপা। [বাং. ঝাঁপ১+টা]।

ঝাঁপতাল—বিঃ সঙ্গীতের তালবিশেষ। [তু. ঝম্পাতাল]।

ঝাঁপা১—বিঃ স্ত্রীলোকের মাথার গহনাবিশেষ। [বাং. ঝাঁপ২+আ]।

ঝাঁপা২—ক্রিঃ ঝাঁপান। [সং. ঝম্প+বাং. আ]।

ঝাঁপা৩—ক্রিঃ (প্রা. বাং) মনে পড়া ('তাহার রূপ সদা মনে ঝাপে গো' : চণ্ডী.), (প্রা. বাং.) ক্ষেপণ করা ('হাতে লই জাল তুরিতে ঝাঁপায় তারে' : চণ্ডী.), (বিরল) আচ্ছাদন করা, ঢাকা ('বদন ঝাঁপিব বাসে' : জ্ঞান.)। [প্রা. √ঝংপ <সং. আ √ছাদি]।

ঝাঁপান—বিঃ মনসা-পূজায় সাপখেলার উৎসব-বিশেষ; পর্বতারোহণের ডুলিবিশেষ। [হি. ঝঁপান্]।

ঝাঁপান, ঝাঁপানো—(১)ক্রিঃ ঝাঁপ দেওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [ঝাঁপা২ দ্রঃ]।

ঝাঁপি, ঝাঁপী—বিঃ ঢাকনিযুক্ত ক্ষুদ্র পেটিকা-বিশেষ। [বাং. ঝাঁপ২+ই, ঈ]।

ঝাট—ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, এখনি। [সং. ঝটিতি]।

ঝাড়—বিঃ ঝোপ, ঘন ডালপালা বা বৃক্ষাবলী (বাঁশঝাড়, গোলাপঝাড়), বংশ (শয়তানের ঝাড়); বহু শাখাযুক্ত দীপাধার বা লণ্ঠনবিশেষ (বেলোয়ারি ঝাড়)। [সং. ঝাট=রাশীকৃত, সংহত]।

ঝাড়ন—বিঃ ধুলা ঝাড়িবার কাপড় বা ঐ জাতীয় দ্রব্য (পালকের ঝাড়ন); সম্মার্জন; ঝাড়ফুঁক (ভূত ঝাড়ন)। [ঝাড়া দ্রঃ]।

ঝাড়পোঁছ, ঝাড়পুঁছ, ঝাড়ফুঁক—ঝাড়া দ্রঃ।

ঝাড়া—(১)ক্রিঃ ঝাটা ঝাড়ন ইত্যাদির দ্বারা পরিষ্কার করা; খালি বা উজাড় করা (ঝুলি ঝাড়া); যে কোন আধার উপুড় করিয়া নাড়া; নিক্ষেপ করা (মাথায় ইট ঝাড়া); মিটান (গায়ের ঝাল ঝাড়া); (বিদ্রূপে) দেওয়া বা বাহির করা (টাকা ঝাড়া, বক্তৃতা ঝাড়া); দূর করা (মন থেকে ঝেড়ে ফেলা); আছড়ান (ধান ঝাড়া); মন্ত্রাদির বলে তাড়ান (ভূত ঝাড়া)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ ঝাড়া হইয়াছে এমন (ঝাড়া মসলা বা চাল-ডাল); পরিষ্কৃত, সাফ; যথাবৎ, সম্পূর্ণ (ঝাড়া মুখস্থ); একটানা, অবিরাম (ঝাড়া তিনঘণ্টা)। [হি. √ঝাড়]। বিঃ **ঝাড়পোঁছ, ঝাড়পুঁছ, -পোছা**—ঝাড়িয়া ও পুঁছিয়া পরি-ষ্কৃতকরণ, সাফকরণ। বিঃ **ঝাড়ফুঁক**—ভূত বিষ রোগ প্রভৃতি দূর করিবার জন্য মন্ত্রপাঠ ফুৎকার ইত্যাদি। বিঃ **-ই**—ঝাড়ার কাজ (ঝাড়াই-পোছাই)। বিঃ **ঝাড়ান** (উচ্চা. ঝাড়ান্) —(রোজার দ্বারা) ঝাড়ফুঁক করাইয়া ভূত বিষ রোগ প্রভৃতি দূরীকরণ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঝাড়াই করান; পরিষ্কৃত করান; (রোজার দ্বারা) ঝাড়ফুঁক করাইয়া ভূত বিষ রোগ প্রভৃতি দূরীভূত করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঝাড়ু—বিঃ ঝাঁটা। [হি.]। বিঃ **-দার**—যে ঝাঁট দেওয়ার কাজ করে; ধাঙড় বা মেথর। [হি. ঝাড়ু+ফা. দার্]।

ঝাড়ে-মূলে—ক্রিঃ নির্মূল করিয়া; নির্বংশ বা নিশ্চিহ্ন করিয়া; সম্পূর্ণরূপে। [ঝাড়+মূল]।

ঝাণ্ডা—**ঝাণ্ডা**-র রূপভেদ।

ঝানু—বিণঃ ঝুনা, ঘাগী, পাকা; চতুর। [দেশী]।

ঝাপট, ঝাপটা১—বিঃ ঝড় বা বাতাসের প্রবল ধাক্কা; বৃষ্টির ছাঁট, আকস্মিক সজোর আঘাত (লেজের ঝাপটা)। [হি. ঝপট, ঝপট্টা]।

ঝাপটা২—**ঝাঁপটা**-র রূপভেদ।

ঝাপসা—বিণঃ (পাতলা ঝাঁপে বা আবরণে ঢাকা বলিয়া) স্পষ্টভাবে দেখা যায় না বা দেখিতে পায় না এমন, অস্পষ্ট। [বাং. ঝাঁপ১ +সা (সাদৃশ্যার্থে)]।

ঝামটা, (বিরল) **ঝামট**—বিঃ রুষ্ট মুখভঙ্গিসহ কটু ধমক (মুখ-ঝামটা)।

ঝামর, ঝামরু, (বিরল) **ঝামরি**—বিণঃ ঝামার ন্যায় বিবর্ণ বা মলিন ('হেমকান্তি ঝামর হইল' : যদু.)। [সং. ঝামক]। ক্রিঃ **ঝামরা**—ঝামরান।

ঝামরান, ঝামরানো—(১)ক্রিঃ মলিন বা বিবর্ণ হওয়া; রসাধিক্যে ভারী হওয়া (সর্দিতে চোখ-মুখ ঝামরেছে)। জলভারাক্রান্ত হওয়া, বর্ষণোন্মুখ হওয়া (আকাশ ঝামরেছে); (২)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঝামা—বিঃ অতিরিক্ত দগ্ধ ইট। [সং. ঝামক]।

ঝামেলা—বিঃ ঝঞ্ঝাট, ফেঁসাদ; জটিলতা, বিবাদ হাঙ্গামা। [হি. ঝমেলা]।

ঝারা—বিঃ কোন-কিছুর উপর উচ্চ স্থান হইতে অল্প অল্প জলসেচন করিবার সছিদ্র জলপাত্র,

উহা হইতে জলের ক্ষরণ (শালগ্রাম শিলাকে ঝারায় বসান)। [সং. ধারা]।

ঝারি—বিঃ গাড়ু বিশেষ, ভৃঙ্গার; গাছে জল দিবার জন্য সচ্ছিদ্র পাত্র। [সং. ঝরী]।

ঝাল১—বিঃ ধাতু জুড়িবার পান (রাংঝাল)। [হি. <সং. জ্বাল]।

ঝাল২—(১)বিণঃ কটু, তীক্ষ্ণ; লঙ্কাদির ন্যায় কটু-রসযুক্ত। (২)বিঃ কটুরস; (লঙ্কাদি) কটুরসযুক্ত মসলা, লঙ্কা; প্রভৃতিদের পথ্যবিশেষ; কটুরস-যুক্ত মসলায় প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ (মাছের ঝাল); (আল.) আক্রোশ, ক্রোধ, জ্বালা (গায়ের ঝাল)। [সং. জ্বালা]। ক্রিঃ **ঝাল ঝাড়া**—কটূক্তি করিয়া নিজের ক্রোধ শান্ত করা। ক্রিঃ **ঝাল মেটান**—আক্রোশ মেটান। ক্রিঃ **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—পরের কথা নির্বিচারে মানিয়া লইয়া উৎসাহিত বা উত্তেজিত হওয়া এবং উক্ত কথামত কাজ করা বা মতামত প্রকাশ করা। **ঝালে ঝোলে অম্বলে**—সকল ব্যাপারে বা স্থানে।

ঝালর—বিঃ বস্ত্রনির্মিত দ্রব্যাদির কারুকার্যময় ও কুঞ্চিত প্রান্তদেশ (চাঁদোয়ার ঝালর); অলঙ্কারাদির কারুকার্যময় লম্বিত ও দোদুল্যমান অংশ। [সং. ঝল্লরী]।

ঝালা১—(১)ক্রিঃ সেতারে দ্রুত ঝঙ্কার তুলিতে থাকা। (২)বিঃ ঝালার কাজ। [তু জলদ২, ঝালা২]।

ঝালা২—ক্রিঃ পানদ্বারা ধাতুদ্রব্যাদি জোড়া; ভিতরের আবর্জনা তুলিয়া ফেলা, পঙ্কোদ্ধার করা (পুকুর ঝালা)। [হি. √ঝাড়<সং. ঝর]। **-ন -নো**—(১)ক্রিঃ পান দিয়া জোড়ান; পঙ্কোদ্ধার করান; (আল.) নবীভূত করা (পূর্বের পরিচয় ঝালান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঝালাপালা—(১)বিণঃ তীব্র উচ্চ শব্দে বধিরপ্রায় (কান ঝালাপালা হয়ে গেল); উত্ত্যক্ত ('করিলেক ঝালাপালা তনুপ্রাণ রহে না': ভা. চ.)। (২)বিঃ কর্ণবধিরকারী শব্দ; কর্ণপীড়া; উৎপাত। [বাং. ঝালা২+পারা=সদৃশ]।

ঝালি, (বিরল) **ঝালী**—বিঃ ঝুলন খেলা; নর্দমা নালা প্রভৃতির মুখের গর্ত; জমিতে সেচনের জল ধরিয়া রাখিবার জন্য খোঁড়া গর্ত; ঝুলি; পেটিকা। [দেশী]।

ঝি—বিঃ কন্যা, মেয়ে (রাজার ঝি); (কন্যাস্থানীয়া বলিয়া) পরিচারিকা, দাসী। [পা. ধীতা<সং. দুহিতা]। **ঝিকে মেরে বউকে শেখান**—পরের উপরে রাগ বা অভিমান করিয়া আপনজনকে শাস্তিদান করিয়া পরোক্ষে মনের ভাব প্রকাশ করা।

ঝিউড়ী—বিঃ কন্যা; অবিবাহিতা কন্যা। [বাং. ঝি+উড়ী]।

ঝিংক—বিঃ হাঁড়ি কড়াই প্রভৃতি বসাইবার জন্য উনানের পার্শ্বস্থ চূড়া। [মরা. √ঝিংক=ধরা, পাকড়াও করা]।

ঝিঁকরা—(১)বিঃ ঝাড়বিশিষ্ট ছোট ছোট বন্য গাছ। (২)বিণঃ ঐরূপ গাছযুক্ত (ঝিঁকরা পোঁতা)। [দেশী]।

ঝিঁকা, (কথ্য) **ঝিঁকে**—বিঃ নৌকার হাল ধরিয়া জোর টান, হেঁচকা টান। ক্রিঃ **ঝিঁকা মারা**—নৌকার হাল ধরিয়া হেঁচকা টান দেওয়া; ঐরূপ টান দিবার সময়কালীন দেহভঙ্গির অনুরূপ দেহভঙ্গি করা (ঝিঁকে মেরে চলা)। [তু. হি. ঝকোর্না]।

ঝিঁঝি১—বিঃ ঝিঁঝি-রবকারী পোকাবিশেষ। [সং. ঝিল্লী]।

ঝিঁঝি২—বিঃ ঝিম্‌ঝিম্ করার ভাব। [তু. ঝিম্-ঝিম্]। ক্রিঃ **ঝিঝি ধরা**—(পা হাত প্রভৃতিতে) আকস্মিকভাবে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হওয়ায় ঝিম্-ঝিম্ করা।

ঝিঁঝিট—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [?]।

ঝিকিমিকি—**ঝিক্‌মিক্** দ্রঃ।

ঝিকুট, (বিরল) **ঝিকুর**—বিঃ মস্তিষ্ক; মাথার নরম অংশ, মাথার ঘি। [দেশী]। ক্রিঃ **ঝিকুট নড়া, ঝিকুর নড়া**—মাথা খারাপ হওয়া।

ঝিক্‌মিক্, ঝিকিমিকি—অব্যঃ মৃদু ঝক্‌মক্ করার ভাব। [দেশী]।

ঝিঙা, ঝিঙ্গা, (কথ্য) **ঝিঙে**—বিঃ সবজি ফল-বিশেষ। [<সং. জ্যোৎস্নী]। বিঃ **-শাল**—একপ্রকার ধান্য।

ঝিঙুর, ঝিঙ্গুর—বিঃ ঝিঁঝিপোকা। [হি.]।

ঝিঝি—**ঝিঁঝি**-র রূপভেদ।

ঝিঝিট—**ঝিঁঝিট**-এর রূপভেদ।

ঝিণ্টী, ঝিণ্টিকা—বিঃ ঝাঁটিফুলের গাছ; ঝাড়। [সং.]।

ঝিনিঝিনি, ঝিনিকিঝিনি—অব্যঃ মৃদু ঝঞ্জন আওয়াজ, শিঞ্জন, নিক্বণ। [দেশী]।

ঝিনুক—বিঃ শুক্তি; শিশুকে দুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার জন্য কুমির ন্যায় চামচবিশেষ। [দেশী]।

ঝিন্‌ঝিন্—অব্যঃ (রক্ত-চলাচল বন্ধ হওয়ার দরুন) শরীরের কোন স্থানে অসাড়তা বা ঈষৎ যন্ত্রণা ও কম্পনের অনুভূতি (হাত-পা ঝিন্‌ঝিন্ করা)। [দেশী]। বিঃ **ঝিন্‌ঝিনি**—ঝিন্‌ঝিন্ করার ভাব।

ঝিম—(১)বিঃ তন্দ্রাবেশ ক্লান্তি প্রভৃতির দরুন আচ্ছন্নতা, অবসন্ন ভাব (ঝিম ধরা)। (২)বিণঃ তন্দ্রাদি-হেতু জড়ীভূত বা অবসন্ন (ঝিম হয়ে বসে থাকা)। [দেশী ?—তু. সং. জৃম্ভ]।

ঝি-মা$_{1}$—বিঃ ঠাকুরমা ও দিদিমার মাতা অথবা শাশুড়ী। [ঝি+মা]।

ঝিমা$_{2}$—ক্রিঃ ঝিমান। [ঝিম দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তন্দ্রা বা নেশার আবেশে চক্ষু মুদিয়া ঢোলা; নিস্তেজ বা নিরুদ্যম হওয়া (আগুনটা ঝিমিয়ে গেছে, লোকটা ঝিমিয়ে পড়েছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিঃ **ঝিমানি, ঝিমুনি**—তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, তন্দ্রাবেশে ঢুলুনি।

ঝিমিক—বিঃ ঝকমক করার ভাব; বারংবার চমকের ভাব। [দেশী]।

ঝিমুনি—**ঝিমা**$_{2}$ দ্রঃ।

ঝিম্‌ঝিম্—অব্যঃ অবশতার ভাব (হাত-পা, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে)। [দেশী]।

ঝিয়ারি, ঝিয়ারী—বিঃ কন্যা; অবিবাহিতা কন্যা, ঝিউড়ী। [বাং. ঝি+আরি, আরী (স্বার্থে)]।

ঝিরঝির, ঝির্‌ঝির্—অব্যঃ মৃদু ঝরঝর আওয়াজ; লঘু প্রবাহ বা ক্ষরণের ভাব (ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বা বাতাস বইছে)। [দেশী]। বিণঃ **ঝিরঝিরে, ঝির্‌ঝিরে**—ঝির-ঝির করিয়া বহিতেছে বা (বৃষ্টি) পড়িতেছে এমন।

ঝিল—বিঃ ক্ষুদ্র বিলের ন্যায় লম্বা (সাধারণতঃ স্বভাবজ) জলাশয়বিশেষ। [হি. ঝীল]।

ঝিলমিল$_{1}$, **ঝিলিমিলি**$_{1}$—বিঃ জানালার খড়খড়ি; খড়খড়ির পাখি। [হি. ঝিল্‌মিলি]।

ঝিলমিল$_{2}$—অব্যঃ মৃদু ঝলমল বা ঝিক্‌মিক্। [ঝলমল দ্রঃ]। বিঃ **ঝিলিমিলি**—ঝিলমিল করণ; ঝিলমিলে ভাব। বিণঃ **ঝিলমিলে**—ঝিলমিল করে বা করিতেছে এমন।

ঝিলিক—বিঃ ছোট ঝলক বা চমক; অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটা (ঝিলিক মারা, দেওয়া, হানা; বিদ্যুতের ঝিলিক)। [ঝলক দ্রঃ]।

ঝিলিমিলি$_{1}$—**ঝিলমিল**$_{1}$ দ্রঃ।

ঝিলিমিলি$_{2}$—বিণঃ ঈষৎ ঝলমলে ও লম্বমান, ঝিলমিলে ও তরঙ্গায়িত ('সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' : রবীন্দ্র)। [ঝিল-মিল$_{2}$ দ্রঃ]।

ঝিল্‌মিল্—**ঝিলমিল**$_{2}$-এর বানানভেদ।

ঝিল্লি—**ঝিল্লী**-র চলিত বানান।

ঝিল্লী, ঝিল্লিকা—বিঃ ঝিঁঝি পোকা; চামড়ার পাতলা আবরণ, membrane। [সং.]।

ঝুঁকা—(১)ক্রিঃ হেলিয়া পড়া বা নত হওয়া; আকৃষ্ট হওয়া (মন খেলায় ঝোঁকা); পক্ষপাত-গ্রস্ত হওয়া (ছোট ছেলের দিকে মায়ের মন ঝুঁকেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ঝুক্] **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হেলান, নত করা; আকৃষ্ট বা পক্ষপাতগ্রস্ত করা; (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঝুঁকি—বিঃ ভার, দায়িত্ব, বিপদের ভয়, উঁকি। [হি. ঝোংকী]।

ঝুঁট, ঝুট—বিঃ ঝুঁটি। [সং. জুট]।

ঝুঁটি, (অশু.) **ঝুঁটী**—বিঃ চূড়াবাঁধা চুল, খোঁপা; স্থূল টিকি; ঝোঁটন, স্থূল কেশগুচ্ছ (কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি); চূড়াকার স্থূল মাংসপিণ্ড (ষাঁড়ের ঝুঁটি)। [সং. জুটিকা]।

ঝুট—**ঝুঁট**-এর রূপভেদ।

ঝুটমুট—ক্রি-বিণঃ মিছামিছি, শুধুশুধু। [হি.]।

ঝুটা$_{1}$—বিণঃ নকল, কৃত্রিম (ঝুটা হীরা); জাল (ঝুটা লোক), অলীক, মিথ্যা (ঝুটা কথা)। [হি. ঝুট]।

ঝুটা$_{2}$—বিণঃ উচ্ছিষ্ট; মিথ্যা ('খোশখবরের ঝুটাও ভাল')। [হি. জুটা<সং. জুষ্ট]।

ঝুটাপুটি, (বিরল) **ঝুটাঝুটি**—বিঃ পরস্পরের ঝুঁটি আকর্ষণ করিয়া জড়াজড়ি; জাপটা-জাপটি। [ঝুঁটি+পুটি, ঝুটি (সহচর শব্দ)]।

ঝুটি—**ঝুঁটি**-র রূপভেদ।

ঝুটো—**ঝুটা**-র কথ্য রূপ।

ঝুড়া—(১)ক্রিঃ (গাছের) অনাবশ্যক ডালপালা ছাঁটা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [তু. ঝাড়া]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অস্ত্রের দ্বারা অনাবশ্যক ডালপালা ছাটান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ঝুড়ি—বিঃ বাঁশ বেত প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত বড় চুপড়ি বা চেঙারি। [মুণ্ডা. ঝুরি=ডালপালা]। বিণঃ **ঝুড়ি ঝুড়ি**—অনেক, রাশি রাশি।

ঝুনা—বিণঃ পাকা ও শক্ত (ঝুনা নারিকেল); অভিজ্ঞ ও কঠোরপ্রকৃতি, ঝানু, বিচক্ষণ (ঝুনা জমিদার)। [প্রা. জুণ্ণ<সং. জীর্ণ]।

ঝনুঝনু, ঝনুর-ঝনুর—অব্যঃ নূপুর ঘুঙুর ইত্যাদির মৃদু মধুর ধ্বনি। [দেশী]।
ঝনো—ঝনা-র কথ্য রূপ।
ঝনুঝনু, ঝমঝম, ঝমর-ঝমর—ঝনু-ঝনু-র অনুরূপ।
ঝপ, ঝপ্—অব্যঃ ঝাঁপ দেওয়ার মৃদু শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-ঝপ, -ঝপ্, -ঝাপ, -ঝাপ্**—ক্রমাগত ও দ্রুত ঝুপ শব্দ; উপর হইতে অবিরল পতনের শব্দ (ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ে); উপর্যুপরি কোন ভারি জিনিস পতনের শব্দ (নদীর পাড় ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল)।
ঝপড়ি, ঝপড়ী—বিঃ নিচু কুঁড়ে ঘর। [হি. ঝোপড়ী < প্রা. ঝুমপড়া]।
ঝপর-ঝপর, ঝপর-ঝাপর—অব্যঃ ক্রমাগত নৌকার বৈঠা ফেলার বা বারিপতনের শব্দ।
ঝপ্, ঝপ্‌ঝাপ্, ঝপ্‌ঝপ্—ঝপ দ্রঃ।
ঝমকা, (কথ্য) **ঝমকো**—বিঃ গোল থোলোর মত ফুলবিশেষ অথবা উক্ত ফুলের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট মেয়েদের কানের গহনাবিশেষ। [?]।
ঝমঝম—অব্যঃ মৃদু ঝমঝম শব্দ, ঘুঙুর পরিয়া নাচিবার শব্দ।
ঝমঝমি—বিঃ শিশুর খেলনাবিশেষ: ইহা নাড়িলে ঝুমঝুম শব্দ হয়। [বাং. ঝুমঝুম+ই]।
ঝমরি—বিঃ শৃঙ্গাররসাত্মক রাগিণীবিশেষ। [সং.]।
ঝমকা—ঝমকা-র মার্জিত রূপ।
ঝমর—বিঃ নৃত্য-সংবলিত শৃঙ্গাররসাত্মক সঙ্গীতবিশেষ। [সং. ঝুমরি]।
ঝম্‌ঝম্—ঝমঝম-এর বানানভেদ।
ঝরঝর—অব্যঃ মৃদু ঝরঝর শব্দ। বিণঃ **ঝরঝরে**—ঝুরঝুর করিয়া ঝরে বা ঝরিতে পারে এমন (ঝুরঝুরে বালি); শুষ্ক ও পরস্পর অসংলগ্ন (ঝুরঝুরে ভাত)। [ঝরঝর দ্রঃ]।
ঝরা১—ক্রিঃ (প্রা. বাং.) খেদ করা বা কাঁদা ('কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে': চণ্ডী); ঝরা, গলিয়া পড়া ('রূপ লাগি আঁখি ঝুরে': জ্ঞান); শীর্ণ বা ম্লান হওয়া (ঝুরত তুয়া বিন্দু রাই': গো.দা)। [মৈ √ঝুর < প্রা. √জুর < সং. √খিদ্]।
ঝরা২—বিণঃ গুঁড়ান, চূর্ণিত; ঝুরঝুরে। [তু সং. চূর্ণ]। বিণঃ **-ঝরা, ঝরোঝরো**—ঝুরঝুরে।
ঝরি—বিঃ বৃক্ষাদির জটা (বটের ঝুরি)। [হি.]। বিঃ **-ভাজা**—বেসনে প্রস্তুত সরু সরু ঝুরির আকারে ভাজা খাদ্যবিশেষ।

ঝরুঝরু—অব্য.ক্রি-বিণঃ ঝুরঝুর করিয়া (ঝুরু-ঝুরু বালি পড়ছে)। [ঝরঝর দ্রঃ]।
ঝরোঝরো—ঝরা২ দ্রঃ।
ঝল—বিঃ ঝোলার ভাব, আনতি, ঝোক (অত ঝুল দিও না—পড়ে যাবে); নিচের দিকের প্রসার (জামার ঝুল); মাকড়সার জালের সঙ্গে মিশ্রিত ধুঁয়ার কালি (ঝুলকালি)। [ঝুলা দ্রঃ]।
ঝলন—বিঃ দোলন; ঝুলিয়া থাকার অবস্থা; শ্রীকৃষ্ণের দোলন-উৎসব। [ঝুলা দ্রঃ]। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের দোলন-উৎসব।
ঝলনা—বিঃ দোলনা। [ঝুলা দ্রঃ]।
ঝলাপ—জুলাফ-র বিকৃত রূপ। [ঝুলা-র দ্বারা প্রভাবিত]।
ঝলা—(১)ক্রিঃ লম্বিত হওয়া (কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে); দোল খাওয়া; পক্ষপাতী হওয়া, ঝোঁকা (মন ঝুলেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. ঝুল+আ]। বিঃ **-ঝুলি**—বারংবার বা ক্রমাগত ঝোলা; (ক্রমাগত) সনির্বন্ধ অনুরোধ, জেদাজেদি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লম্বিত করা, লটকান, টাঙান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।
ঝলি—বিঃ কাপড়ের থলি; কাঁধে ঝোলান থলি; জপমালা রাখার থলি (হরিনামের ঝুলি)। [হি. ঝোলী]। বিণঃ **-ঝাড়া**—ঝুলির তলদেশে হয়ত পড়িয়া থাকিতে পারে এবং ঝুলি ভাল করিয়া ঝাড়িলে হয়ত মিলিবে এমন অকিঞ্চিৎকর। ক্রিঃ **কাঁধে ঝলি লওয়া**—ভিক্ষায় বহির্গত হইবার উদ্যোগ করা; ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা।
ঝলোঝলি—ঝলাঝলি-র চলিত রূপ।
ঝেঁটা, ঝেঁটান(-নো)—যথাক্রমে **ঝাঁটা** ও **ঝাঁটান**-র রূপ।
ঝোঁক—বিঃ ঝুঁকিয়া থাকার ভাব; নিচের দিকে টান, আকর্ষণ, পক্ষপাত (দলবিশেষের প্রতি ঝোঁক); আগ্রহ (রাজনীতিতে ঝোঁক); শখ (দেশভ্রমণের ঝোঁক); ঘোর, প্রভাব (নেশার ঝোঁক)। [বাং. ঝুঁকা+অ]।
ঝোঁকা, ঝোঁকান(-নো)—যথাক্রমে **ঝুঁকা** ও **ঝুঁকান**-র চলিত রূপ।
ঝোঁটন—(১)বিঃ ঝুঁটি। (২)বিণঃ ঝুঁটিবিশিষ্ট (ঝোঁটন-বুলবুলি)। [বাং. ঝুঁটি?]।
ঝোড়া১—বড় ঝুড়ি। [দেশী]।

ঝোড়া২, **ঝোড়ান(-নো)**—যথাক্রমে **ঝড়া** ও **ঝড়ান**-র চলিত রূপ।

ঝোড়ো—**ঝড়ো**-র বানানভেদ।

ঝোপ—বিঃ ছোট গাছের ঝাড় বা জঙ্গল; গুল্ম। [সং. ক্ষুপ]।

ঝোরা—বিঃ ঝরনা (পাগলা-ঝোরা)। [সং. ঝরা]।

ঝোল—বিঃ তরল ব্যঞ্জনবিশেষ, জুস, সুপ। [দেশী]।

ঝোলা১—বিণঃ ঝোলের মত, পাতলা (ঝোলা গুড়)। [বাং. ঝোল+আ]।

ঝোলা২—বিণঃ লম্বা ও ঢিলা (ঝোলা আস্তিন)। [বাং. ঝুল+আ]।

ঝোলা৩—বিঃ বড় থলি বা ঝুলি। [দেশী]। বিঃ **-ঝুলি**—ছোটবড় সকল রকম থলি। বিঃ **-মালা**—ভিখারী বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলি ও কণ্ঠের মালা।

ঝোলা৪, **ঝোলাঝুলি**১, **ঝোলান(-নো)**—যথাক্রমে **ঝুলা ঝুলাঝুলি** ও **ঝুলান**-র চলিত রূপ।

ঝোলাঝুলি২, **ঝোলামালা**—**ঝোলা**৩ দ্রঃ।

ঞ

ঞ—বাঙ্গালা বর্ণমালার দশম ব্যঞ্জনবর্ণ। শব্দের আদ্যক্ষররূপে ইহার ব্যবহার নাই। অনাদ্যক্ষর রূপেও বর্তমানে কেবল যুক্তাক্ষরের ভিতরেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়,—যেমন 'ব্যঞ্জন' 'ঝঞ্ঝা' ইত্যাদি। মধ্যবাঙ্গালায় '-আঁই' এই যুগ্মস্বরের ক্ষেত্রে—'আঞি (-ঞী)' এইরূপ বানান পাওয়া যায়: যেমন—গোসাঞি (গোসাঁই), ঠাঞি (ঠাঁই), ইত্যাদি।

ট

ট—বাঙ্গালা বর্ণমালার একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

টইটম্বুর—বিণঃ পরিপূর্ণ, কানায় কানায় ভরা। [দেশী]।

টং১—**টঙ**-এর বানানভেদ।

টং২—বিণঃ চড়ামেজাজ (রেগে টং হওয়া); ভরপুর (মদে টং হওয়া)। [সং. টঙ্ক ?]।

টং৩—অব্যঃ অনুকার-শব্দবিশেষ: ধনুকের জ্যা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে বা ধাতুদ্রব্যাদিতে আঘাত করিলে যে শব্দ হয়।

টংকার—**টঙ্কার**-এর বানানভেদ।

টংটং—অব্য. ক্রমাগত টং-শব্দ। [টং৩ দ্রঃ]।

টক—(১)বিণঃ অম্লাস্বাদযুক্ত। (২)বিঃ **অম্লরস**; অম্লস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং. তক্র]।

টকটক১—বিণঃ ঈষৎ অম্লাস্বাদযুক্ত। [টক দ্রঃ]।

টকটক২—অব্যঃ (লাল রঙের) গাঢ়তর ভাব প্রকাশ (লাল টকটক করছে)। বিণঃ **টকটকে**—গাঢ়, উজ্জ্বল (টকটকে লাল, টকটকে রং)।

টকা—(১)ক্রিঃ বিকৃত হওয়া, অম্লাস্বাদ হওয়া (তরকারিটা টকে গেছে); টকের সংস্পর্শে অস্বস্তিকর হওয়া (দাঁত টকা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. টক+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অম্লাস্বাদ করা, টক করিয়া দেওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

টকাটক্, টকাস্—**টক্**১, ২ দ্রঃ।

টকান, টকানো—**টকা** দ্রঃ।

টকো—বিণঃ অম্লাস্বাদযুক্ত। [টক দ্রঃ]।

টক্১—অব্যঃ চট্, শীঘ্র (টক করে যাওয়া)। [দেশী]। অব্যঃ **-টক্**—শীঘ্র শীঘ্র (টক্‌টক্ করে কাজ সারা)। অব্য.ক্রি-বিণঃ **টকাটক্**—অতি-দ্রুত (টকাটক্ কাজ সারা)। অব্যঃ **টকাস্**—অতি শীঘ্র (টকাস করে গেলা)।

টক্২—অব্যঃ শুষ্ক কাষ্ঠাদিতে ছোট কিছু দিয়া আঘাতের শব্দ বা ঐরূপ কোন শব্দ। অব্যঃ **-টক্, টকাটক্**—ক্রমাগত টক্ শব্দ। অব্যঃ **টকাস্**—সজোরে টক্ শব্দ।

টক্কর—বিঃ হোঁচট, ঠোকর (টক্কর খাওয়া); ধাক্কা; পাল্লা, প্রতিযোগিতা (টক্কর দেওয়া)। [?]।

টগর—বিঃ (সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ) পুষ্পবিশেষ। [সং. তগর]।

টগরা—বিণঃ চালাক ও চটপটে (টগরা ছেলে)। [দেশী]।

টগ্‌বগ্, টগ্‌বগাবগ্—অব্যঃ জল ফোটা বা ঘোড়ার কদমের শব্দ। [দেশী]।

টঙ—বিঃ উচ্চ মঞ্চ, মাচা, মাচান। [সং. তুঙ্গ]।

টঙ্ক১—বিঃ খড়্গ টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্র; খননাস্ত্র; পর্বতের উন্নত স্থান; ক্রোধ বা আস্ফালন (রোগা লোকের মুখে টঙ্ক); [সং. √টঙ্ক্+অ (ণে)]।

টঙ্ক২—বিণঃ (প্রাদে.) দৃঢ়, মজবুত। [দেশী]।

টঙ্ক৩, **টঙ্কক**—বিঃ টাকা। [সং. √টঙ্ক্+অ (ণে)]। বিঃ **-ক, -পতি**—টাঁকশালের অধ্যক্ষ। বিঃ **-বিজ্ঞান**—নানাদেশের ও নানাযুগের মুদ্রা-

বিষয়ক বিদ্যা, numismatics। বিঃ **-শালা** —টাঁকশাল।
টঙ্কণ—বিঃ সোহাগা। [সং. টঙ্ক্ +অন]।
টঙ্কপতি, টঙ্কবিজ্ঞান, টঙ্কশালা—**টঙ্ক**১ দ্রঃ।
টঙ্কা—বিঃ টাকা। [সং. টঙ্ক—তু.হি. তন্‌খা]।
টঙ্কার—বিঃ ধনুকের ছিলার শব্দ (কোদণ্ডটঙ্কার); (বাং.) অনুরূপ অন্য শব্দ ('টাকার টংকার': সু. মু.)। [সং. টঙ্+ √কৃ+অ (ভা)]।
টঙ্গ১—**টঙ্ক**১-এর রূপভেদ।
টঙ্গ২, **টাঙ্গি**—**টঙ**-এর রূপভেদ।
টট্টর, টট্টরে—যথাক্রমে **টরটর** ও **টরটরে**-র কথ্য রূপ।
টন—বিঃ ইংরেজী ওজনবিশেষ, কুড়ি হন্দর (প্রায় সাতাশ মন)। [ইং. ton]।
টনক—বিঃ হুঁশ, খেয়াল। [দেশী]। **ক্রিঃ টনক নড়া**—হুঁশ হওয়া, খেয়াল হওয়া।
টনিক—বিঃ শক্তিবর্ধক ঔষধ; (আল.) যাহাতে গায়ের বা মনের জোর বাড়ে এমন বস্তু বা প্রভাব (টাকাই গরিবের মনের টনিক)। [ইং. tonic]।
টন্—অব্যঃ কঠিন বস্তুতে ধাতুদ্রব্যাদির আঘাতের আওয়াজ। [দেশী]।
টন্‌টন্—অব্যঃ আঁটসাঁট টানটান পরিপূর্ণ বা তীক্ষ্ণ হওয়ার দরুন অস্বস্তি বা বেদনাবোধ। [দেশী]। বিঃ **টন্‌টনানি**—টন্‌টন্ করার অনুভূতি। বিণঃ **টন্‌টনে**—তীক্ষ্ণ।
টপ—বিঃ মটরাকৃতি গঠন (টপতোলা)। [সং. স্তূপ—তু. ইং. top]।
টপকা—ক্রিঃ টপকান। [হি. টপ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ডিঙান, লাফাইয়া পার হওয়া; (২)বিঃ উল্লঙ্ঘন; (৩)বিণঃ উল্লঙ্ঘিত।
টপাটপ্—**টপ্**২ দ্রঃ।
টপাস্—**টপ্**১ দ্রঃ।
টপ্১—অব্যঃ তরল পদার্থের ফোঁটা পড়ার শব্দ। অব্যঃ **-টপ্**১—ক্রমাগত টপ্ শব্দ (টপ্‌টপ্ করে চোখের জল পড়া)। অব্যঃ **টপাস্**—বড় ফোঁটা পড়ার অপেক্ষাকৃত জোর শব্দ।
টপ্২—অব্যঃ অতি শীঘ্র (টপ্ করে তোলা, গেলা, খাওয়া)। [দেশী]। অব্যঃ **-টপ্**২—ক্রমাগত ও অতি শীঘ্র শীঘ্র (টপ্‌টপ্ করে গেলা)। অব্য. ক্রি-বিণঃ **টপাটপ্**—দ্রুততার সহিত ক্রমাগত (টপাটপ্ গেলা)।
টপ্পা—বিঃ আদিরসাত্মক সঙ্গীতবিশেষ। [হি.]।
টব—বিঃ জল রাখার বা ফুলগাছ রোপণ করার পাত্রবিশেষ। [ইং. tub]।
টবটব—অব্যঃ পূর্ণপাত্রে জল নড়ার শব্দ; জলপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ (পাত্রে জল টবটব করছে)।
টবর্গ—বিঃ (ব্যাক.) ট ঠ ড ঢ ণ : এই পাঁচটি বর্ণ।
টমটম—বিঃ একঘোড়ায় টানা দুই চাকার খোলা গাড়িবিশেষ। [ইং. tendem]।
টম্যাটো—বিঃ সবজি শ্রেণীর ফলবিশেষ, বিলাতী বেগুন, টক বেগুন। [ইং. tamato]।
টরটর—অব্য.ক্রি-বিণঃ (চলন-সম্বন্ধে) দ্রুত (ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে); (কথা বলা সম্বন্ধে) দ্রুত (ও ঈষৎ আধো-আধোভাবে)। [সং. √ত্বর (দ্বিত্ব)]। বিণঃ **টরটরে**—দ্রুত (ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদবিক্ষেপে) চলে এমন; দ্রুত (ও ঈষৎ আধো-আধোভাবে) কথা বলে এমন।
টর্চ—বিঃ আধুনিক দীপবিশেষ: ইহা ব্যাটারির সাহায্যে জ্বলে। [ইং. torch]।
টর্নি, টর্নী—বিঃ আমমোক্তার; অ্যাটর্নী। [ইং. attorney]।
টল—**টলন** দ্রঃ।
টলটল—অব্যঃ পরিপূর্ণ পাত্রের জলাদি তরল বস্তুর ঈষৎ আন্দোলন বা স্বচ্ছতার ভাব প্রকাশ (চোখে বা পুকুরে জল টলটল করে)। ক্রিঃ **টলটলান, টলটলানো**—টলটল করা। বিঃ **টলটলানি**—টলটল করণ; টলটলে অবস্থা। বিণঃ **টলটলায়মান**—টলিয়া বা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এমন (সিংহাসন টলটলায়মান হল)। বিণঃ **টলটলে**—টলটল করে এমন (টলটলে জল)।
টলট্টল—বিণঃ অত্যন্ত বিক্ষোভিত; সমুচ্ছলিত। [বাং. টল (দ্বিত্ব)]।
টলন, টল—বিঃ বিচলন, স্খলন; বিহ্বলতা। [সং. √টল্+অন, অ (ভা)]।
টলমল—অব্যঃ অস্থির আন্দোলিত বা পতনোন্মুখ হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ (ধরণী টলমল করছে); উচ্ছলিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ (বর্ষায় গঙ্গার জল টলমল করছে)। [বাং. টল+মল (সহচর শব্দ)]। ক্রিঃ **টলমলা**—টলমল করা। **টলমলান, টলমলানো**—(১)ক্রিঃ টলমল করা; (২)বিঃ টলমলানি। বিঃ **টলমলানি**—টলমল করণ; টলমলে অবস্থা। বিণঃ **টলমলায়মান, টলমলে**—টলমল করিতেছে এমন; দোলায়মান, পতনোন্মুখ।

টলা—(১)ক্রিঃ বিচলিত হওয়া (মন টলে) ; স্থানভ্রষ্ট হওয়া, আন্দোলিত বা কম্পিত হওয়া (পা টলছে) ; অন্যথা বা নড়চড় হওয়া (কথা টলে না)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. টল +আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিচলিত করা ; স্থানচ্যুত করা, নড়ান; আন্দোলিত করা, কাঁপান; অন্যথা করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

টসকা—ক্রিঃ টসকান। [তু. হি. √টস্=ফাটা, মচকান]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পূর্ণতার বিষয়ে হীন হওয়া, ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া (শরীরখানা বেশ টসকেছে) ; সহজে ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা নষ্ট হওয়া (টসকায় ত মচকায় না) ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

টসটস—অব্যঃ রসে পরিপূর্ণ হওয়ার ভাব প্রকাশ (ফলটা পেকে টসটস করছে)। বিণঃ **টসটসে**—রসে পরিপূর্ণ (পেকে টসটসে হয়েছে)। [তু. পঞ্জা. টসুআ=অশ্রু]।

টস্—অব্যঃ ফোঁটা পড়ার শব্দ। অব্যঃ **-টস্**—ফোঁটায় ফোঁটায় ক্রমাগত পড়ার শব্দ (টস্‌টস্ করে পড়ছে)। **টস্‌টসে**—বিণঃ ফোঁটায় ফোঁটায় ক্রমাগত পড়িতেছে এমন ; জল রস পুঁয প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ।

টহল—বিঃ পায়চারি ; ভিক্ষার্থ গান গাহিয়া পর্যটন (টহল দেওয়া) ; পর্যটন (দুনিয়াময় টহল দেওয়া)। [হি.]। ক্রিঃ **টহল দেওয়া**—ঘুরিয়া বেড়ান ; পায়চারি করা ; পর্যটন করা ; ভিক্ষার্থ গান গাহিয়া পর্যটন করা। বিঃ **-দার**—চৌকিদার ; ভিক্ষার্থ গান গাহিয়া পর্যটনকারী। বিঃ **-দারি** — টহলদারের বৃত্তি। ক্রিঃ **টহলা**—টহলান। **টহলান, টহলানো**—(১)ক্রিঃ টহল দেওয়া বা দেওয়ান ; ঘোড়াকে পায়চারি করান ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

-টা—বাঙ্গালা নির্দেশক প্রত্যয়বিশেষ—সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশে (একটা, খানিকটা) ; ব্যক্তি বিষয় বা বস্তু নির্দেশে (মেয়েটা, কাজটা, আমটা) ; অবজ্ঞা বা অনাদর জ্ঞাপনে (রাজাটা, লোকটা)। [দেশী]।

টাই—বিঃ ইউরোপীয় পুরুষের পোশাকের অঙ্গরূপে গলায় বাঁধিবার ফিতাবিশেষ। [ইং. tie]।

টাইট—বিণঃ আঁট, টান-টান, শক্ত। [ইং. tight]।

টাইপ—বিঃ অক্ষর (ছাপাখানার বা টাইপ-রাইটারের টাইপ) ; ধরন, প্রকার (বদ টাইপের লোক, 'তিনি তাঁহার নাটকে কতগুলি টাইপ সৃষ্টি করিয়াছেন')। [ইং. type]। ক্রিঃ **টাইপ করা**—টাইপ-রাইটারে লেখা বা ছাপা। বিঃ **-রাইটার**—লিখিবার বা অক্ষর ছাপিবার যন্ত্রবিশেষ [ইং. typewriter]।

টাইম—বিঃ সময় ; অবকাশ (নিঃশ্বাস ফেলারও টাইম নেই)। [ইং. time]। বিঃ **-কীপার**—কারখানাদিতে কর্মচারীদের হাজিরার সময়রক্ষক। [ইং. time-keeper]। বিণঃ **-ধরা, -বাঁধা**—বাঁধা সময়ে করে বা করিতে হয় এমন। বিঃ **-পীস্**—টেবিল-ঘড়িবিশেষ। [ইং. timepiece]।

টাউন—বিঃ নগর। [ইং town]। বিঃ **-হল**—নাগরিকগণের সার্বজনীন মিলনগৃহ [ইং. townhall]।

টাঁক—বিঃ লক্ষ্য, তাক, লুব্ধ দৃষ্টি ; প্রতীক্ষা (টাঁক করা)। [সং. তর্ক]।

টাঁকশাল—বিঃ মুদ্রা প্রস্তুত হয় এইরূপ (সরকারী) কারখানা, mint। [সং. টঙ্কশাল]।

টাঁকা$_1$—(১)ক্রিঃ সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া (বোতাম টাঁকা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √তঙ্ক—তু. হি. √টাক]।

টাঁকা$_2$—(১)ক্রিঃ তাক করা, লক্ষ্য করা, আগে হইতে বলা ; কামনা করা ('মরণ টাঁকিলি' : ভা. চ.)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. টাঁক+আ]।

টাঁসা—ক্রিঃ হাতপায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া শক্ত হইয়া যাওয়া; মরিয়া কাঠ হইয়া যাওয়া (ছেলেটা টেঁসেছে)। [?]।

টাক—(১)বিঃ কেশহীন মস্তক ; মস্তকের কেশহীনতা, ইন্দ্রলুপ্ত। (২)বিণঃ টাকযুক্ত, টেকো (টাক মাথা)। [দেশী ?]।

-টাক—অব্যঃ (অনুমানবাচক প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) প্রায় তৎপরিমাণ (পোয়াটাক, ক্রোশটাক)।

টাকরা—বিঃ তালু, জিহ্বার উপরিভাগ। [দেশী—তু. সং. তালুক]।

টাকা—বিঃ মুদ্রাবিশেষ (=১০০ পয়সা) ; অর্থ, ধন (টাকা করা)। [সং. টঙ্ক]। ক্রিঃ **টাকা ওড়ান**—অপব্যয় করা। ক্রিঃ **টাকা করা**—অর্থসঞ্চয় করা। ক্রিঃ **টাকা খাওয়া**—ঘুষ লওয়া। ক্রিঃ **টাকা ভাঙ্গান**—সমপরিমাণ মূল্যের খুচরা মুদ্রার সঙ্গে টাকার বিনিময় করা। ক্রিঃ **টাকা মারা**—অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা রোজগার করা ; (পরের) অর্থ আত্মসাৎ করা। ক্রিঃ **টাকায় মুখে**

দেখা—অর্থোপার্জনে সমর্থ হওয়া ; নূতন অর্থ-লাভ করা। ক্রিঃ **টাকায় টাকা আনে**—ব্যবসায়ে যত বেশি টাকা বিনিয়োগ করা যায়, তত বেশি আয় বা লাভ হয়। **টাকার আণ্ডিল, টাকার কুমির**—(আল.) অতি ধনশালী ব্যক্তি। **টাকার মানুষ**—অর্থশালী ব্যক্তি। **টাকার শ্রাদ্ধ**—প্রচুর অর্থের অপচয়। বিণঃ **-ওয়ালা**—ধনবান্। বিঃ **-কড়ি, -পয়সা**—ধন ; নগদ অর্থ।

টাকু, টাকুয়া—বিঃ তকলি, সুতা কাটার ও জড়াইয়া রাখার শলাকাবিশেষ। [সং. তর্কু]।

টাঙা$_{১}$—বিঃ টাট্টু ঘোড়ায় বাহিত দ্বিচক্রযানবিশেষ। [হি. টাঁগা]।

টাঙা, টাঙা$_{২}$—ক্রিঃ টাঙ্গান। [সং. √টঙ্ক্ + বাং আ]। **টাঙান, টাঙানো, টাঙান, টাঙানো**—(১)-ক্রিঃ ঝুলান, লম্বিত করা, লটকান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

টাঙি, (বর্জি) টাঙী—বিঃ কুঠার, পরশুজাতীয় যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। [সং. টঙ্গ]।

টাট$_{১}$—**টাটি**$_{২}$-র রূপভেদ।

টাট$_{২}$—বিঃ পূজাকার্যে ব্যবহৃত তামার থালা-বিশেষ। [হি. টাঠিয়া=থালা, অথবা পা. তট্টক <সং. তাম্রপাত্র]।

টাট$_{৩}$—বিঃ মহাজনের ফরাশ বা গদি। [হি.=চট, কেম্বিস]।

টাট$_{৪}$—**ঠাট**$_{২}$-এর বিকৃত রূপ।

টাটকা—বিণঃ তাজা, সদ্যোজাত, নূতন (টাটকা ফল, টাটকা মাছ, টাটকা খবর)। [সং. তৎ-কাল ?]।

টা-টা$_{১}$—অব্যঃ গলার শুষ্কতা-প্রকাশক। [দেশী]।

টাটা$_{২}$—ক্রিঃ টাটান। [প্রা. তত্ত <সং. তপ্ত]। **টাটান, টাটানো**—(১)ক্রিঃ বেদনাযুক্ত বা যন্ত্রণা-যুক্ত হওয়া, টনটন করা (ফোড়াটা টাটাচ্ছে)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **টাটানি**—টাটানর অনু-ভূতি, টনটনানি।

টাটি$_{১}$—বিঃ মাটির ছোট খুরি। [দেশী]।

টাটি$_{২}$ (বর্জি.) **টাটী**$_{১}$—বিঃ চাটাই দরমা প্রভৃতির বেড়া বা আবরণ ; ঝাঁপ। [হি. টট্টর]।

টাটী$_{২}$—বিঃ পায়খানা ; বাহ্যে। [হি. টট্টী]।

টাটু—**টাট্টু**-র রূপভেদ।

টাট্কা—**টাটকা**-র বানানভেদ।

টাট্টী—**টাটী**$_{২}$-র অধিকতর চলিত রূপ।

টাট্টু—বিঃ ক্ষুদ্রকায় অশ্ববিশেষ, pony। [হি.]।

টাড়ুস—**তাড়ুস**-র রূপভেদ।

টান—বিঃ আকর্ষণ (স্নেহের টান) ; আঁট ভাব (গেরোটায় বেশ টান আছে) ; ধূম্রাদি মুখ-মধ্যে আকর্ষণ (তামাকে বা সিগারেটে টান দেওয়া) ; আসক্তি, মমতা (নাড়ির টান) ; অভাব, ঘাঁকতি (পয়সার টান) ; চাহিদার বৃদ্ধি হেতু অভাব (বাজারে ডিমের ভারী টান) ; হাঁপি (হাঁপানির টান) ; অঙ্কনভঙ্গি, ছাঁদ (অক্ষরের বা রেখার টান) ; বচনভঙ্গি (উচ্চারণে পশ্চিমা টান) ; গর্ব-ভাব (তার কথায় বড় টান) , বিরামহীন ও দ্রুত (একটানে লেখা)। [টানা$_{২}$ দ্রঃ]। বিণঃ **-টান**—আঁট-সাট, টাইট ; গর্বভাবপূর্ণ ; চড়া (টানটান কথা)।

টানা$_{১}$—বিঃ কাপড়ের লম্বা দিকের সুতা ; দেরাজ। [টানা$_{২}$ দ্রঃ]। বিঃ **-পড়েন**—কাপড়ের লম্বা-লম্বি ও আড়াআড়িভাবে স্থাপিত সুতা ; (আল) বিরক্তিজনক আসা-যাওয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ।

টানা$_{২}$—(১)ক্রিঃ আকর্ষণ করা ; আঁকা (রেখা টানা) ; বহন করা (মাল টানা) ; পক্ষপাতী হওয়া (কাহারও দিকে টানা) ; ব্যয়সংকোচ করা (আয় অল্প হইলে টানিয়া চলিতে হয়) ; (মাদক-দ্রব্যাদি) পান করা (তামাক টানা) ; শোষণ করা (তরকারিতে জল টানা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ বাহিত (গোরুতে টানা গাড়ি) ; টানিয়া চালিত (টানা পাখা) ; সোজা (টানা পথ) ; ছেদহীন, নিরবচ্ছিন্ন (টানা তিন ঘণ্টা) ; মন্থিত, মাখন-তোলা (টানা দুধ) ; বিস্তৃত, আয়ত (টানা চোখ) ; অঙ্কিত (কালি দিয়ে টানা রেখা) ; গোটগোট-এর বিপরীত, দ্রুততার জন্যে বিজড়িত (টানা লেখা)। [সং. √তন্ + বাং. আ]। বিঃ **টানা-জাল**—একসঙ্গে বহু মৎস্য ধরিবার জন্য জলাশয়াদির মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এমন সুবৃহৎ জালবিশেষ। বিণঃ **টানা-টানা**—আয়ত (টানা-টানা চোখ) ; ভঙ্গিযুক্ত, বাঁকা (টানা-টানা কথা)। বিঃ **-টানি**—পরস্পর আকর্ষণ ; বারংবার আকর্ষণ ; টানা-হেঁচড়া ; অভাব, অনটন (টানাটানির সংসার)। বিঃ **-হেঁচড়া**—হেঁচড়াইয়া বা অনিচ্ছার মধ্যে জোর করিয়া আকর্ষণ বা নাড়ানাড়ি ; কষ্টে সৃষ্টে পরিচালন ; জোর করিয়া প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা।

টাপুর-টুপুর—অব্যঃ ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের মৃদু শব্দ।

টাবা—বিঃ লেবুবিশেষ। [দেশী—তু. সং. মাতুলুঙ্গ]।

টায়টায়, টায়টোয়—ক্রি-বিণ: কোন রকমে; ঠিক-ঠিক, না-কম না-বেশী (টায়টোয় চালান, টায়-টায় দশ সের)।

টায়রা—বিঃ স্ত্রীলোকের গহনাবিশেষ। [ইং. tiara]।

টাল১—বিঃ স্তূপ, গাদা। [হি.]।

টাল২—বিঃ বাঁকাভাব (অন্নথানায় একটু টাল আছে); একদিকে ঝোঁক (চাকায় টাল আছে); টালিবার বা পতনের ভাব (টাল খেয়ে চলা); ধাক্কা, তাল, ঝুঁকি, বিপদ্ (টাল সামলান); স্তোকবাক্য, ছলনা (টাল দেওয়া)। [সং. √টল্]। বিঃ **-বাহানা**—মিথ্যা ওজর। বিঃ **-মাটাল**—অতিশয় অস্থিরতা চাঞ্চল্য সংশয় বা বিপদের ভাব।

টালনি—বিঃ হেলন, কাত হওয়ার ভাব ('চূড়ার টালনি বামে' : জ্ঞান.)। [টাল২ দ্রঃ]।

টালবাহানা, টালমাটাল—টাল২ দ্রঃ।

টালা—ক্রিঃ অবহেলা করা, বৃথা নষ্ট করা ('মনুষ্য দুর্লভ জন্ম বৃথা কেন টাল' : ঘ.); ভাঁড়ান ('সত্য কথা মিথ্যা করি টালে' : শি.); অগ্রাহ্য করা; চালা, বিচলিত করা, নড়চড় করা। [সং. √টালি < √টল্+বাং. আ]। বিঃ **-টালি**—নাড়ানাড়ি, বারবার নড়চড়।

টালি—বিঃ গৃহের ছাদ মেজে প্রভৃতি আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত দগ্ধ মৃত্তিকাফলক বা প্রস্তরফলক। [ইং. tile]।

-টি, -টী— -ট-র কোমল বা আদরার্থক রূপ।

টিউটর—বিঃ শিক্ষক; গৃহশিক্ষক। [ইং. tutor]। বিঃ **গার্জিয়ান টিউটর**—ছাত্রের গৃহেই তাহার অভিভাবকরূপে বাস করেন এমন শিক্ষক। বিঃ **প্রাইভেট টিউটর**—গৃহশিক্ষক।

টিউবওএল, টিউবওয়েল—বিঃ নলকূপ। [ইং. tube-well]।

টিউসনি, টিউশ্যানি, টিউশানি—বিঃ শিক্ষকতা; গৃহশিক্ষকের কাজ। [ইং. tuition]।

টিকটিকি—বিঃ সরীসৃপ-শ্রেণীর প্রাণিবিশেষ, জ্যেষ্ঠা, গৃহগোধিকা; (বিদ্রূপে) গোয়েন্দা। [বাং. টিক্‌টিক্+ই]। ক্রিঃ **টিকটিকি পড়া—অমঙ্গল**-সূচক টিকটিকির শব্দ হওয়া।

টিকলি—বিঃ ছোট গোলাকার খণ্ড (আখের টিকলি); স্ত্রীলোকদের ললাটের গহনাবিশেষ। [হি. টিক্‌লী]।

টিকসই, টিকসহি—টেকসই-র মার্জিত এবং বিরল রূপ।

টিকা১—বিঃ অঙ্গারাদি-দ্বারা প্রস্তুত গুটিকাকার জ্বালানিবিশেষ। [হি. টিকিয়া < সং. বটিকা]।

টিকা২—বিঃ তিলক, কপালের ফোঁটা (রাজ-টিকা)। [প্রা. টিক্ক < সং. তিলক]। ক্রিঃ **টিকা পরান**—কপালে চন্দনাদির ফোঁটা দেওয়া।

টিকা৩—বিঃ অঙ্গে ক্ষত করিয়া বা সূচ বিদ্ধ করিয়া বসন্তাদি রোগের প্রতিষেধক বীজ প্রয়োগ। [সং. গুটিকা ?]। ক্রিঃ **টিকা ওঠা**—টিকার ঘা পাকিয়া ওঠা। বিণ.বিঃ **-দার**—যে বসন্তাদি রোগের টিকা দেয়।

টিকা৪—(১)ক্রিঃ থাকা, তিষ্ঠান (ঘরে টিকতে পারছি না); স্থায়ী হওয়া (জামাটা টিকবে); বজায় থাকা (ধোপে টিকবে না); স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়া (এ ওজর টিকবে না), বাঁচা (এ রোগী টিকবে না)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি. √টিক]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ স্থায়ী করা; বজায় রাখা; স্বীকৃত বা গৃহীত করান; (২)বি. বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

টিকারা—বিঃ নাকাড়াজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কাড়া, দুন্দুভি। [দেশী—তু. হি. চিকারা]।

টিকাল, টিকালো—বিণঃ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগবিশিষ্ট, খাড়া (টিকাল নাক)। [সং. তীক্ষ্ণ > টিক + আল]।

টিকি—বিঃ বর্ণহিন্দুগণ কর্তৃক মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সংরক্ষিত কেশগুচ্ছ; শিখা, চৈতন। [দেশী]। **টিকিটির (বা টিকির) দেখা নাই**—মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

টিকিট—বিঃ ভাড়া মাহুল ইত্যাদি প্রদানের নিদর্শন-পত্রবিশেষ (ট্রামের বায়স্কোপের বা লটারির টিকিট, ডাক-টিকিট); পরিচয়পত্র-বিশেষ (কয়েদীর টিকিট)। [ইং. ticket]। বিঃ **-মাস্টার**—টিকিট বিক্রয় করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (ticket-master)।

টিকিন্, টিকিং—বিঃ তোশক গদি বালিশ প্রভৃতির খোল তৈয়ারের জন্য ব্যবহৃত মোটা কাপড়বিশেষ। [ইং. ticking]।

টিকে—টিকা১ ও **টিকা**৩-র কথ্য রূপ।

টিক্—অব্যঃ টক্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। অব্যঃ **-টিক**—ক্রমাগত টিক্ শব্দ; ঘড়ি চলার শব্দ।

টিটকারি—বিঃ নিন্দা বা বিদ্রূপসূচক উক্তি। [?—তু. সং. ধিক্কার]।

টিটিভ—বিঃ টিটির পাখি। [সং.]।

টিটির—বিঃ পক্ষিবিশেষ। [সং. টিট্টিভ]।

টিট্টিভ—বিঃ টিটির পাখি। [সং.]।

টিন—বিঃ ধাতুবিশেষ, রাঙ ; রাঙের কলাই-করা লোহার পাত ; ক্যানেস্তারা, টিনের পাত্র। [ইং. tin]।

টিনচার আইওডিন—বিঃ ক্ষতাদির পচনবারক ঔষধবিশেষ। [ইং. tincture iodine]।

টিন্‌টিন্‌—অব্যঃ অতিশয় কৃশতা প্রকাশ (টিন্‌টিন্‌ করা)। [দেশী]। বিণঃ **টিন্‌টিনে**—অতিশয় কৃশ।

টিপ—(১)বিঃ আঙুলের ডগা ; বুড়া আঙুলের ডগার ছাপ ; দুই আঙুলের ডগা পরস্পর চাপিয়া যে পরিমাণ দ্রব্যাদি ধরা যায় (নস্যের এক টিপ) ; ললাটের ফোঁটা বা ফোঁটার ন্যায় অলঙ্কারবিশেষ (চন্দন-টিপ, কাঁচপোকার টিপ) ; তাগ, লক্ষ্য (বন্দুকের টিপ)। (২)বিণঃ দুই আঙুলের ডগায় চাপিয়া ধরিয়া রাখা যায় এমন পরিমাণ (এক টিপ নস্য)। [হি. টীপ]। বিঃ **-কল**—টিপিয়া আটকান যায় এমন যন্ত্রযুক্ত দ্রব্যাদি। বিঃ **-সহি, -সই**—অঙ্গুষ্ঠের ডগায় কালি মাখাইয়া গৃহীত ছাপ।

টিপনি, টিপ্‌নি—বিঃ টেপন ; গোপন চিমটি ; গুপ্ত সঙ্কেত বা প্ররোচনা (ইহাতে তোমার টিপুনি আছে)। [টিপা দ্রঃ]।

টিপা—(১)ক্রিঃ মর্দন করা, ডলা, মালিশ করা (হাত-পা টিপা) ; (প্রধানতঃ আঙুলের ডগা বা হাত দিয়া) চাপ দেওয়া (গলা টিপা) ; সন্তর্পণে স্থাপন করা (পা টিপে টিপে চলা) ; ঠারা, ঠারিয়া ইঙ্গিত করা (চক্ষু টিপা) ; গোপনে সতর্ক করা, ইশারা করা (টিপে দেওয়া)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ টিপিতে বা চাপ দিতে হয় এমন (টিপা-কল)। [হি. √টীপ্‌]। বিঃ **-টিপি**—পরস্পরের মধ্যে গোপনে সঙ্কেত। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মর্দন করান ; চাপ দেওয়ান ; (২)বি. বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

টিপাই—বিঃ ক্ষুদ্র তেপায়া টেবিল। [ইং. teapoy]।

টিপাটিপি, টিপান(-নো)—টিপা দ্রঃ।

টিপিটিপি—ক্রি-বিণঃ টিপটিপ করিয়া (টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ে), নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে (টিপিটিপি চলে, হাসে) [দেশী]।

টিপ্‌নি—টিপনি দ্রঃ।

টিপ্‌টিপ্‌—অব্যঃ টপ্‌টপ্‌ অপেক্ষা মৃদু শব্দ, ক্রমাগত মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ (টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ে) ; মৃদু শিখা প্রকাশ (টিপ্‌টিপ্‌ করে প্রদীপ জ্বলছে) ; ভয় বা বেদনার জন্য মৃদু স্পন্দন প্রকাশ (বুক টিপ্‌টিপ্‌ করে)। বিঃ **টিপ্‌টিপানি**—ভয় বা বেদনার জন্য মৃদু কম্পন, দুরুদুরু ভাব। [দেশী]।

টিপ্পনী—বিঃ গ্রন্থের অংশবিশেষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বা মন্তব্য, টীকা ; (বা°) কথাবার্তার মধ্যে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য, ফোড়ন (টিপ্পনী কাটা)। [সং.]।

টিফিন—বিঃ আপরাহ্নিক জলযোগ ; জলযোগের জন্য বিদ্যালয় অফিস কারখানা প্রভৃতিতে কর্ম-বিরতি। [ইং. tiffin]।

টিমটিম, টিম্‌টিম্‌—অব্যঃ মিটমিট। [দেশী—তু. হি. টিমটিমানা]। ক্রিঃ **টিমটিম করা, টিম্‌টিম্‌ করা**—ক্ষীণ আলোক দান করা (বাতিটা টিম্‌টিম্‌ করছে) ; অতি ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা (একটা পাঠশালা টিমটিম করছে)। বিণঃ **টিমটিমে, টিম্‌টিমে**—টিমটিম করে এমন ; ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল।

টিয়া—বিঃ পক্ষিবিশেষ, তোতা, শুক। [টিয়া-পাখির 'টি-টি' রব হইতে]।

টিলা—বিঃ মৃত্তিকাদির উচ্চ স্তূপ ; ক্ষুদ্র পাহাড়। [হি.]।

-টী—-টি দ্রঃ।

টীকা—বিঃ ব্যাখ্যা-পুস্তক ; ব্যাখ্যান, টিপ্পনী। [সং. √টীক্‌+অ (ণে)+আ]।

টীট—বিণঃ (ব্রজ.) নির্লজ্জ, বেহায়া, ঠেঁটা। [সং. ধৃষ্ট ?]। বিঃ **-পনা**—ঠেঁটামি ; বেহায়াপনা।

টুইল—বিঃ জামা তৈয়ারির জন্য কাপড়বিশেষ। [ইং. twill]।

টুং—টুন্‌-এর অনুরূপ [দেশী]।

টুঁ—বিঃ টুঁ : এই শব্দ : সামান্যতম শব্দ (কোথাও টুঁ শোনা যায় না) ; ক্ষীণ প্রতিবাদ (কেহ টুঁ করিতে পারে না)। [দেশী]।

টুঁটি—বিঃ কণ্ঠনালী ; কণ্ঠ। [হি. টেঁটুয়া]। ক্রিঃ **টুঁটি ছেঁড়া**—কণ্ঠ ছিন্ন করা ; বধ করা। ক্রিঃ **টুঁটি টেপা**—কণ্ঠরোধ করা, কথা বলিতে না দেওয়া ; যথার্থ গলা টিপিয়া ধরা।

টুকটাক—(১)বিণঃ সামান্য, ছোটখাট, অল্পস্বল্প (টুকটাক জিনিস কাজ কথা)। (২)বিঃ সামান্য সামান্য বা ছোটখাট কাজকর্ম (টুকটাক করা)। [দেশী]। ক্রি-বিণঃ **টুকটাক করিয়া**—ছোটখাট

কাজকর্মের দ্বারা, অতিশয় ক্লেশ ছাড়াই কোনরকমে (সংসার টুকটাক করিয়া চলিতেছে)।

টুকটুক—অব্যঃ (লাল রং সম্বন্ধে) ঘোর অথচ সুন্দর ভাব প্রকাশ (লাল টুকটুক করছে)। [দেশী]। বিণঃ **টুকটুকে**—সুন্দর গাঢ় লালবর্ণ-বিশিষ্ট (টুকটুকে ঠোঁট); ঘোর অথচ সুন্দর (টুকটুকে লাল)।

টুকনি—বিঃ সামান্য ভিক্ষাপাত্র। [দেশী]।

টুকরা, (কথ্য) **টুকরো**—(১)বিঃ কর্তিত বা ছিন্ন অংশ (রুটির বা কাগজের টুকরা)। (২)বিণঃ খণ্ড, ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত (টুকরা কাগজ, টুকরা জমি); সম্বন্ধহীন, বিচ্ছিন্ন (টুকরা কথা, টুকরা হাসি) [দেশী]।

টুকরি, (বিরল) **টুকরী**—বিঃ ক্ষুদ্র ঝুড়ি বা চুপড়ি। [দেশী—তু. হি. টোকরী]।

টুকা১—(১)ক্রিঃ দোষের উল্লেখ করা (সে লোককে বড় টুকে); তিরস্কার করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [হি. √টোক]।

টুকা২—(১)ক্রিঃ লিখিয়া লওয়া (পুলিস সব টুকে নিয়েছে); নকল করা (সে কবিতাগুলি টুকছে): অবৈধভাবে পরের লেখা বা বই দেখিয়া নকল করা (সে টুকে পাস করেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [পো. toca]। বিঃ **-টুকি**—(পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ কর্তৃক) পরস্পরের লেখা নকল করা বা ব্যাপকভাবে বই দেখিয়া নকল করা।

টুকা৩—(১)ক্রিঃ টাঁকা, সেলাই করা। (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √টঙ্ক্ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ টাঁকান, সেলাই করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

টুকা৪—ক্রিঃ (প্রাদে.) কুড়ান। [?] **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কুড়ান। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

টুকিটাকি—(১)বিণঃ ছোটখাট (টুকিটাকি কাজ); যৎসামান্য, একটু-আধটু (টুকিটাকি খাবার)। (২)বিঃ যৎসামান্য অংশ, ছোটখাট জিনিস বা বিষয় (টুকিটাকি কিছু বাকী আছে)।

-টুকু, -ন—অত্যল্প পরিমাণ বা ক্ষুদ্রতাবাচক আদরার্থে ব্যবহৃত প্রত্যয়বিশেষ (এইটুকু বা এইটুকুন ছেলে)। [দেশী]।

টুক্—অব্যঃ টক্-অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ; টুপ্, টুক (টুক্ করে ডোবা বা গেলা); দ্রুততাসূচক (টুক্ করে যাওয়া)। অব্যঃ **-টুক্**—ক্রমাগত টুক্ শব্দ; অক্ষমতাহেতু ধীরতাব্যঞ্জক (খোকা টুক্‌টুক্ করে চলে); গুটিগুটি (টুক্‌টুক্ করে চলা)।

টুঙ্গ, টুঙ্গি, টুঙি, (বিরল) **টুঙ্গী, টুঙী**—বিঃ উচ্চ মঞ্চ, মঞ্চাদির উপরে নির্মিত গৃহ বা অট্টালিকা। [সং. তুঙ্গ]।

টুটই, টুটত, টুটব—**টুটা** দ্রঃ।

টুটা—(১)ক্রিঃ ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা ফেলা, দূর হওয়া বা করা, চূর্ণ করা বা হওয়া (তাহার স্বপ্ন টুটিয়াছে, 'মায়াবল আমি টুটি বাহুবলে': মধু)। (২)বিণঃ ভগ্ন, ছিন্ন। [সং. √ত্রুট্ + বাং. আ]। ক্রিঃ **টুটই**—(ব্রজ.) ভগ্ন হ্রস্বীকৃত বা দূরীভূত করে। ক্রিঃ **টুটত**—(ব্রজ.) ভগ্ন হ্রাসপ্রাপ্ত বা দূরীভূত হয়। ক্রিঃ **টুটব**—(ব্রজ) ভগ্ন হ্রাসপ্রাপ্ত বা দূরীভূত হইবে ('টুটব বিরহক ওর': বিদ্যা.)। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ ভগ্ন বা দূরীভূত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **-য়ব**—(ব্রজ.) ভগ্ন হ্রাসপ্রাপ্ত বা দূরীভূত করিবে।

টুনটুনি—বিঃ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [তু. সং. টুণ্টুক]।

টুন্—অব্যঃ টন্ অপেক্ষা মৃদুতর আওয়াজ। [দেশী]। অব্যঃ **-টুন্**—ক্রমাগত টুন্-আওয়াজ।

টুপি, (বর্জি.) **টুপী**—বিঃ শিরস্ত্রাণবিশেষ। [হি. টোপী—তু. পো. topo]।

টুপ্—অব্যঃ টপ্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ; দ্রুত ডোবার বা গেলার শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-টাপ্**—তরল পদার্থের ফোঁটা বা ছোট জিনিস ক্রমাগত পড়িবার শব্দ। অব্যঃ **-টুপ্**—ক্রমাগত টুপ্ শব্দ।

টুল—বিঃ বসিবার ছোট চৌকিবিশেষ। [ইং. stool]।

টুলি—বিঃ পল্লী, পাড়া, বসতি (গোয়ালটুলি)। [তু. হি. টোলী]।

টুলো—বিণঃ টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত; টোল-সংক্রান্ত; টোলের। [বাং. টোল + উয়া > ও]। **টুলো পণ্ডিত**—টোলের শিক্ষক; (ব্যঙ্গে) যাহার শিক্ষা সেকেলে এবং ব্যবহারিক জগতে অচল। **টুলো বিদ্যা**—(ব্যঙ্গে) সেকেলে এবং ব্যবহারিক জগতে অচল শিক্ষা।

টুসি, টুসকি, টুস্কি—বিঃ টোকা, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর সাহায্যে ক্ষিপ্র ও লঘু আঘাত। [দেশী—তু. সং ছোটিকা]।

টুস্, টুস্‌টুস্, টুস্‌টুসে—যথাক্রমে টস্ টস্‌টস্ ও টস্‌টসে অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ।

-টে,—টা-এর চলিত রূপ (স্বরসঙ্গতিজাত—যেমন, তিনটে, সেইটে)।

টেংরা—বিঃ আঁইশহীন ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

টেংরি—বিঃ জঙ্ঘা (বিশেষতঃ পশুর)। [সং. টঙ্ক]। ক্রিঃ **টেংরি বাড়া, টেংরিতে জ্বর হওয়া**—(আল) স্পর্ধা বাড়িয়া যাওয়া।

টেঁক—বিঃ কোমর; কোমরের কাপড়; অন্তরীপের মত নদ্যাদির মুখ-সরু তীর, বাঁকা তীর ('গাঙ্গের টেঁক')। [দেশী]—তু. সং. কটি]। ক্রিঃ **টেঁকে গোঁজা**—কোমরের কাপড়ের মধ্যে গুঁজিয়া রাখা; (আল.) আত্মসাৎ করা; (আল.) সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখা (তাকে আমি টেঁকে গুঁজে রাখতে পারি)। বিঃ **-ঘড়ি—ঘড়ি** দ্রঃ।

টেঁকশাল—**টাঁকশাল**-এর প্রাদে. রূপ।

টেঁটরা—বিঃ (প্রধানতঃ প্রচারকার্যে ব্যবহৃত) ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢেঁড়া; প্রচার, ঢোল-শোহরত। [তু. হি. ঢিঢোরা]।

টেকটেকে—অব্যঃ অপ্রিয় স্পষ্টবাদিতাসূচক (টেকটেক করে বলা); দম্ভপ্রকাশক (টেকটেক করা)। [?]। বিণঃ **টেকটেকে**—অপ্রিয় স্পষ্টবাদিতাপূর্ণ (টেকটেকে কথা)।

টেকসই, টেকসহি—বিণঃ মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী। [বাং. টেঁক+ফা. সই]।

টেকা, টেকান (-নো)—যথাক্রমে **টিকা**$_{8}$ ও **টিকান**-র চলিত রূপ।

টেকো$_{১}$—**টাকু**-র কথ্য রূপ।

টেকো$_{২}$—বিণঃ টাকযুক্ত। [বাং. টাক+উয়া > ও]।

টেক্কা—বিঃ এক-ফোঁটা-যুক্ত তাস; টক্কর, পাল্লা। [দেশী]। ক্রিঃ **টেক্কা দেওয়া, টেক্কা মারা**—প্রতিযোগিতা করা; ঈর্ষার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দেওয়া।

টেক্স, টেকস—বিঃ রাজকর, কর, খাজনা, শুল্ক, মাসুল। [ইং. tax]।

টেজরা, টেঙরা—**টেংরা**-র বানানভেদ।

টেজরি, (বিরল) টেজরী—**টেংরি**-র বানানভেদ।

টেটন—বিঃ ধূর্ত শঠ বা প্রবঞ্চক ব্যক্তি; ফাজিল বা ধৃষ্ট ব্যক্তি। [দেশী]। বি(স্ত্রী): **টেটনী**।

টেটা—বিঃ বল্লমের ন্যায় আকারযুক্ত মৎস্যশিকারের অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

টেড়া—বিণঃ তেরছা, বাঁকা (টেড়া বা তেড়া কথা); রূক্ষ, উগ্র (টেড়া মেজাজ)। [সং. তিরস্ বা তির্যক্—তু. হি. টেঢ়া]।

টেড়ি, টেরি—বিঃ বাঁকা সিঁথি (টেড়ি কাটা); সিঁথি। [সং. তির্যক্—তু. হি. টেঢ়ী]।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই—বিঃ ক্রোধভরে আস্ফালন। [দেশী]।

টেনা—বিঃ মলিন ছিন্ন বস্ত্র, কানি। [দেশী? —তু. হি তানা]।

টেপা, টেপার্টিপি, টেপার্টেপি, টেপান (-নো)—যথাক্রমে **টিপা টিপার্টিপি টিপার্টিপি** ও **টিপান**-র চলিত রূপ।

টেপারি—বিঃ কুলজাতীয় ক্ষুদ্র অম্লমধুর রসাল ফলবিশেষ। [দেশী]।

টেবিল—বিঃ মেজ; লিখন পঠন প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত উচ্চ কাষ্ঠাধারবিশেষ। [ইং. table]।

টেবো—বিণঃ টাবা লেবুর ন্যায় গোলগাল, ফুলোফুলো (টেবো গাল)। [বাং. টাবা+উয়া > ও]।

টেমি—বিঃ কেরোসিন তেল জ্বালাইবার টিননির্মিত ছোট ডিবে, কুপী। [হি. টেম]।

টের$_{১}$—বিঃ অনুভূতি, বোধ (ব্যথা টের পাওয়া); জ্ঞান, সংবাদ (বিপদ টের পাওয়া); সন্ধান, হদিশ্ (সে যে কোথায় গেল তা কেউ টের পেল না)। [হি.=আহ্বান, আওয়াজ]।

টের$_{২}$—বিঃ বাঁক; প্রান্ত, কোণ, সকলের সন্নিধি হইতে দূরে একান্ত স্থান (একটেরে পড়ে আছি)। [সং. তির্যক্]।

টেরছা, টেরচা—**তেরছা**-র রূপভেদ।

টেরা—বি.বিণঃ বক্রদৃষ্টি বা তদযুক্ত। [হি. টেঢ় < সং. টের। তু. 'টেরে বলিরকেকরৌ' (squint-eyed) অমরকোষ-টীকা]।

টেরি—**টেড়ি** দ্রঃ।

টেলিগ্রাফ—বিঃ বিদ্যুৎ-সংযুক্ত তারের সাহায্যে বার্তাপ্রেরণের পদ্ধতি বা তাহার যন্ত্র। [ইং. telegraph]।

টেলিগ্রাম—বিঃ টেলিগ্রাফের সাহায্যে প্রেরিত বার্তা, তারবার্তা। [ইং. telegram]।

টেলিফোন—বিঃ তড়িৎ-সংযুক্ত তারের সাহায্যে দূরবর্তী ব্যক্তির সহিত কথোপকথন বা তাহার যন্ত্র, (পরি.) দূরভাষ। [ইং. telephone]।

টেস্ট$_{১}$—বিঃ স্বাদ। [ইং. taste]।

টেস্ট$_{২}$—বিঃ যোগ্যতার বা উপযুক্ততার বিচার অথবা পরীক্ষা (টেস্ট দেওয়া)। [ইং. test]। **টেস্ট খেলা, টেস্ট ম্যাচ**—দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে (ফুটবল ক্রিকেট হকি প্রভৃতি) খেলা। **টেস্ট পরীক্ষা**—শেষ পরীক্ষা দিবার জন্য যোগ্য হইয়াছে কিনা তাহা বিচারের জন্য পরীক্ষা।

টেটম্বর—**টইটম্বুর**-এর বানানভেদ।
টোআইন—বিঃ পাকান শক্ত সুতাবিশেষ, টোন। [ইং. twine]।
টোং—**টোঙ**-এর বানানভেদ।
টোকা১—**টুকা**১,২,৩,৪-এর চলিত রূপ।
টোকা২—বিঃ বাঁশের চটা তালপাতা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত টুপির আকারের ছাতাবিশেষ, মাথালি। [পো. touca]।
টোকা৩—বিঃ আঙ্গুলের ডগা দিয়া আঘাত, টুসকি। [সং. ছোটিকা]।
টোকাটুকি—**টুকাটুকি**-র (**টুকা**২ দ্রঃ) চলিত রূপ।
টোকান (-নো)—**টুকান**-র (**টুকা**৩,৪ দ্রঃ) চলিত রূপ।
টোকো—**টকো**-র বানানভেদ।
টোঙ, টোঙ্গ—**টঙ**-এর রূপভেদ।
টোঙা, টোঙ্গা—**টাঙ্গা**-র রূপভেদ।
টোটকা—(১)বিঃ মুষ্টিযোগ। (২)বিণঃ সামান্য; মুষ্টিযোগজাতীয় (টোটকা ঔষধ)। [দেশী—তু. হি. টোট্‌কা]।
টোটা—বিঃ বন্দুকের কার্তুজ। [ইং. cartridge]।
টোটো—অব্যঃ উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত ভ্রমণ-সূচক। [দেশী]। ক্রিঃ **টোটো করা**—উদ্দেশ্য-হীনভাবে ক্রমাগত ভ্রমণ করা (সারাদিন টোটো করছে)।
টোড়ি, টোড়ী—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।
টোন—বিঃ পাকান শক্ত সুতাবিশেষ, টোআইন। [ইং. twine]।
টোপ১—বিঃ স্তূপের ন্যায় উন্নতগঠন বস্তু—গদি আঁটিবার বোতাম বা কাপড়ের গুটি, গহনাদির উপর তোলা গুটির ন্যায় নকশা (টোপ তোলা, কাটা) (তরল দ্রব্যের) ফোঁটা, বিন্দু। [সং. স্তূপ]]
টোপ২—বিঃ (প্রাদে.) টুপি। [পো. topo]।
টোপ৩—বিঃ মাছ ধরিবার জন্য বঁড়শিতে গাঁথা খাদ্য; (আল.) প্রলোভনের সামগ্রী। [দেশী]। ক্রিঃ **টোপ গেলা**—প্রলোভনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। ক্রিঃ **টোপ ফেলা**—আকৃষ্ট করার চেষ্টায় প্রলোভন দেখান।
টোপর—বিঃ (প্রধানতঃ হিন্দুবিবাহে বরের ব্যবহার্য) সোলার মোচাকৃতি টুপিবিশেষ, মুকুট। [বাং. টোপ১+র]।
টোপা১—বিণঃ টোপাকৃতি, গোলাকার (টোপা কুল); ফাঁপা। [বাং. টোপ১+আ]।
টোপা২—ক্রিঃ ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বা ঝরা। [বাং. টোপ১+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া বা ঝরা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।
টোয়াইন—**টোআইন**-এর বর্ত. বর্জি. বানান।
টোয়ান—**তোয়ান**-র রূপভেদ।
টোরা—বিঃ (প্রাদে.) শিশুদের কোমরের অলঙ্কার-বিশেষ। [তু. সং. কটিত্র]।
টোল১—বিঃ চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত পাঠশালা। [দেশী]।
টোল২—বিঃ কুত, শুল্ক, পথশুল্ক। [ইং. toll]।
টোল৩—বিঃ ছোট গর্ত, তোবড়ান ভাব। [দেশী]। বিণঃ **টোল-খাওয়া**—তোবড়ান (টোল খাওয়া গাল)। ক্রিঃ **টোল খাওয়া, টোল পড়া**—ছোট গর্ত সৃষ্টি করা, তোবড়াইয়া যাওয়া।
টোলা—বিঃ পাড়া, পল্লী, বসতি (বাঙ্গালীটোলা, আর্মানীটোলা)। [হি. টোলা]।
টোস্ট—**টৌস্ট**-এর বানানভেদ।
টৌস্ট—বিঃ আগুনে সেঁকা পাউরুটির খণ্ড। [ইং. toast]।
টৌড়ি, টৌড়ী—বিঃ রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।
ট্যাঁ—অব্যঃ ছোট শিশুর অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি; আর্তনাদ-ধ্বনি। [দেশী]। অব্যঃ **-ট্যাঁ**—ক্রমাগত ট্যাঁ-ধ্বনি। বিঃ **-ফোঁ**—উচ্চবাচ্য, ক্ষীণতম প্রতিবাদ।
ট্যাঁক, ট্যাঁশ্যারি, ট্যাংরা—যথাক্রমে **টেঁক টেঁপারি** ও **টেংরার** বানানভেদ।
ট্যাস—বিঃ (অবজ্ঞার্থে) মিশ্র বা দো-আঁশলা জাতি, ফিরিঙ্গী, ইউরেশীয়। [দেশী]।
ট্যাক্স—**টেক্স**-র বানানভেদ।
ট্যাক্সি—বিঃ ভাড়াটে মোটর গাড়ি। [ইং. taxi-cab]।
ট্যাটা—**টেটা**-র বানানভেদ।
ট্যাসল—বিঃ ঝালর। [ইং. tassel]।
ট্রাঙ্ক—বিঃ টিনাদি ধাতুনির্মিত বড় বাক্স, তোরঙ্গ। [ইং. trunk]।
ট্রাম—বিঃ লৌহ-লাইনের উপর দিয়া চালিত ও বিদ্যুৎ-বাহিত শকটবিশেষ। [ইং. tram-car]। বিঃ **-লাইন**—যে লাইনের উপর দিয়া ট্রাম চলে।
ট্রে—বিঃ থালার ন্যায় আধারবিশেষ। [ইং. tray]।

ট্রেজারি—বিঃ সরকারী ধনাগার, রাজকোষ। [ইং. treasury]।

ট্রেন—বিঃ রেলগাড়ি। [ইং. train]।



ঠ—বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঠং—অব্যঃ ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ (টুং অপেক্ষা অধিকতর জোরাল শব্দ)। [দেশী]। অব্যঃ **-ঠং**—ক্রমাগত ঠং শব্দ।

ঠক—বিণ.বিঃ যে ঠকায়, প্রবঞ্চক। [সং. স্থগ]।

ঠকা—(১)ক্রিঃ প্রতারিত হওয়া, প্রাপ্যের কম পাওয়া (তিন টাকা ঠকেছ); হারা (তোমার কাছে ঠকে গেলাম)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √স্থগ্+বাং. আ ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ প্রতারণা বা বঞ্চনা করা; হারান; অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত করা; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-মি**, (কথ্য) **-ম, -মো**—প্রতারণা, বঞ্চনা; ঠকের কাজ।

ঠক্—অব্যঃ লাঠি প্রভৃতি কঠিন বস্তু ঠুকিবার আওয়াজ। অব্যঃ **-ঠক্**—ক্রমাগত ঠক্-শব্দ; দ্রুত বা প্রবলভাবে (ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপা)। **-ঠকান, -ঠকানো**—(১)ক্রিঃ ঠক্‌ঠক্ শব্দ করা; ভয় শীত প্রভৃতির ফলে দ্রুত বা প্রবলভাবে কম্পিত হওয়া; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিঃ **-ঠকানি**—ঠক্‌ঠক্ শব্দ; ঠক্‌ঠক্ করিয়া কম্পন। বিঃ **-ঠকি**—একপ্রকার তাঁত।

ঠক্কর—**টক্কর**-এর রূপভেদ।

ঠক্কুর—বিঃ ঠাকুর, প্রতিমা; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। [সং.]।

ঠগ—(১)বিণ.বিঃ ঠক। (২)বিঃ ইতিহাসে বর্ণিত ঠগী দস্যু। [হি.<সং. স্থগ ?]। বিঃ **ঠগী**—ভারতের অধুনালুপ্ত ছদ্মবেশী দস্যুসম্প্রদায়বিশেষ।

ঠনঠনে—বিঃ কলিকাতার ঠনঠনিয়া-নামক পল্লীতে প্রাপ্য চটি জুতা।

ঠন্—অব্যঃ টং ঠুং বা ঠুন্ অপেক্ষা অধিকতর জোরাল শব্দ। অব্যঃ **-ঠন্**—ক্রমাগত ঠন্ শব্দ। **-ঠনান, -ঠনানো**—(১)ক্রিঃ ঠন্‌ঠন্ শব্দ করা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-ঠনানি**—ঠন্‌ঠন্ শব্দ। ক্রি-বিণঃ **ঠনাঠন্**—ক্রমাগত ঠন্‌ঠন্ করিয়া (ঠনাঠন্ বাজে)।

ঠমক—বিঃ হাবভাবযুক্ত চলনভঙ্গী, ঠাট, ঠসক। [হি. ঠুমক]।

ঠসক—বিঃ গাবত ভাবভঙ্গি, গুমর; ছলাকলা, ঠমক। [হি.]।

ঠাওর, ঠাওরা, ঠাওরান (-নো)—যথাক্রমে **ঠাহর ঠাহরা** ও **ঠাহরান**-র কথ্য রূপ।

ঠাঁই১—অব্যঃ আকস্মিক সজোর আঘাত, ধাঁই (ঠাঁই করিয়া চড় মারিল)। [দেশী]।

ঠাঁই২—বিঃ স্থান; আহারে বসিবার স্থান (ঠাঁই করা বা হওয়া); আশ্রয় (ঠাঁই দেওয়া বা পাওয়া); তলদেশ, থই (নদীতে ঠাঁই পাওয়া); নিকট (তাহার ঠাঁই শুনেছি)। [সং. স্থান>হি. ঠাঁও, থাহ]। বিণঃ **ঠাঁই-ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্ ('ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই')।

ঠাকরুন—বি(স্ত্রী): ঠাকুরানী, মান্যা রমণী; ব্রাহ্মণী; মনিব-পত্নী; দেবীপ্রতিমা। [বাং. ঠাকুর +উন]। বিঃ **-দিদি**—পিতামহী বা পিতামহী-স্থানীয়া রমণী; ভগিনী-স্থানীয়া ব্রাহ্মণকন্যা।

ঠাকুর—বিঃ দেবতা; দেবীপ্রতিমা; ঈশ্বর (ঠাকুর, রক্ষা কর); রাজা, অধিপতি, মালিক ('রাজ্যের ঠাকুর') পূজ্য বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, গুরুজন (পিতা-ঠাকুর); গুরু; ব্রাহ্মণ; পুরোহিত; পাচক ব্রাহ্মণ; স্ত্রীলোকের শ্বশুর (ঠাকুরপো); ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। [সং. ঠক্কুর]। বি(স্ত্রী): **ঠাকুরানী, ঠাকরুন**। **ঠাকুর কাত**—(বিদ্রূপে) দেবতা প্রভু বা মানুষ বিমুখ। বিঃ **-ঘর**—দেবার্চনার ঘর। **ঠাকুরঘরে কে ?—আমি কলা খাইনি**—অতি-সতর্ক অপরাধী কর্তৃক নিজেই নিজের অপরাধ ফাঁস করিয়া দেওয়া। বিঃ **-জামাই**—নন্দাই। বিঃ **-ঝি**—ননদ। বিঃ **-দাদা**—পিতামহ। বিঃ **-দালান**—পূজামণ্ডপ। বিঃ **-পূজা**—দেবতার (বিশেষতঃ ইষ্টদেবতার নিত্যনৈমিত্তিক) পূজা। বিঃ **-পো**—দেবর। বিঃ **-বাড়ি**—মন্দির। বিঃ **-মহাশয়**, (কথ্য) **-মশাই**—ব্রাহ্মণ (বিশেষতঃ গুরু পুরোহিত বা পাচক ব্রাহ্মণ)। বিঃ **-মা**—পিতামহী। বিঃ **-সেবা**—**ঠাকুরপূজা**-র অনু-রূপ। বিঃ **ঠাকুরালি, ঠাকুরাল, ঠকুরালী**—প্রভুত্ব; প্রাধান্য; দেবত্ব; দেবসুলভ ছলনা, রঙ্গ ('ছাড় তোমার ঠাকুরালি')।

ঠাঞি—**ঠাঁই**-র প্রাচীন বানান।

ঠাট১—বিঃ সৈন্যশ্রেণী ('নাদিল ঠাট': মধু.); দল ('বরাতির ঠাট': ক.ক.)। [হি. ঠাট, ঠাঠ]।

ঠাট২—বিঃ বাহিরের চালচলন (ঠাট বজায় রাখা); কাঠাম (প্রতিমার ঠাট); ভাবভঙ্গি, ছলাকলা, ঠমক (কত ঠাট জানে); ধরন, ঢঙ

(নতুন ঠাট)। [ঠাট১ দ্রঃ]। বিঃ **-বাট**—জাঁক-জমক; পশার-প্রতিপত্তি; বাহ্যিক লোক-লৌকিকতা ও শোভনতা।

ঠাট্টা—বিঃ উপহাস, পরিহাস, বিদ্রূপ, তামাশা। [দেশী]।

ঠাঠা, (প্রাদে.) **ঠাডা**—বিঃ বাজ, বজ্রপতন। [তামি. ঠিট্টু]।

ঠাড়—বিণঃ খাড়া (ঠাড় করা বা হওয়া)। [হি. ঠাঢ]। ক্রিঃ **ঠাড়া**—দাঁড়ান; অপেক্ষা করা।

ঠাণ্ডা—(১)বিণঃ শীতল (ঠাণ্ডা জল); স্নিগ্ধ, শান্ত (ঠাণ্ডা স্বভাব)। (২)বিঃ শীত (ঠাণ্ডা পড়া, ঠাণ্ডা লাগা)। [দেশী—তু. হি. ঠণ্ঢা]।

ঠান—বিঃ ঠাকুরানী (মাঠান)। [বাং. ঠাকরুন]। বিঃ **ঠানদিদি**, (কথ্য) **ঠানদি**—ঠাকুরমা।

ঠাম—বিঃ স্থান, ঠাঁই ('রহল কোন ঠাম': গো. দা.); নিকট ('রাধার ঠাম': চণ্ডী); গঠন, মূর্তি (বঙ্কিম ঠাম); রূপ; শ্রী (সুঠাম দেহ); ঢং, ধরন (চূড়ার টালনি বামে মউরচন্দ্রিকা ঠামে': জ্ঞান)। [সং. স্থান > হি. ঠাম]।

ঠায়— অব্য.ক্রি-বিণঃ নিশ্চলভাবে, কিছু না করিয়া (ঠায় বসে থাকা); একটানা (ঠায় দুদিন)। [সং. স্থির]।

ঠার—বিঃ ইশারা, সঙ্কেত (আঁখিঠারে)। [তু. হি. ঠার]। ক্রিঃ **ঠারা**—ইশারা করা, আড়ভাবে চাহিয়া সঙ্কেত করা (চোখ ঠারা)। ক্রি-বিণঃ **ঠারে-ঠোরে**—ইঙ্গিতাদির দ্বারা, ইশারায়।

ঠাস—বিণঃ ঘন (ঠাস বুনানি); ঘেঁষাঘেঁষি (ঠাস হয়ে বসা)। [দেশী]। **ঠাসা**—(১)ক্রিঃ গাদান, চাপিয়া ঢুকান বা ঢুকাইয়া চাপ দেওয়া; বোঝাই করা, ভরিয়া দেওয়া; চাপা (ঠাসিয়া ধরা); মর্দন করা (ময়দা ঠাসা); (২)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-ঠাসি**—গাদাগাদি, অত্যধিক ভিড় বা চাপ।

ঠাস্—অব্যঃ জোরে চড় মারার শব্দ বা ঐরূপ অন্য শব্দ (ঠাস্ করে চড়ান)। [দেশী]। **-ঠাস্**—(১)অব্যঃ ক্রমাগত ঠাস্ শব্দ; (২)ক্রি-বিণঃ ক্রমাগত ঠাস্ শব্দ করিয়া ('ঠাস্ ঠাস্ ভাঙিছে বাঁশ)'।

ঠাহর—বিঃ নিরীক্ষণ (ঠাহর করা); নজর, মনোযোগ (ঠাহর করে দেখা); উপলব্ধি (ঠাহর হওয়া); নির্ধারণ, নির্ণয় (ঠাহর করতে পারা, ঠাহর পাওয়া)। [প্রা. ঠাহর < সং. স্থাহর—তু. হি. √ঠহরা]। **ঠাহরান, ঠাহরানো**—(১)ক্রিঃ চাহিয়া দেখিয়া বুঝা; নির্ধারণ বা উপলব্ধি করা; অনুমান করা, বিবেচনা করা (বোকা ঠাহরান); (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঠিক—(১)বিণঃ স্থির (এখনও কিছু ঠিক হয় নি); নির্ধারিত (দিন ঠিক করা); যথার্থ, খাঁটি (ঠিক কথা); নির্ভুল (অঙ্কের ফলটা ঠিক হয়েছে); অবিকল, কমবেশী নহে এমন (ঠিক দুদিন); উপযুক্ত (ঠিক মানুষ); শোধিত, দোষমুক্ত (ঠিক পথে চলা); দোরস্ত (বকিয়া ঠিক করা); প্রস্তুত (জামাকাপড় পরে ঠিক হওয়া); বিন্যস্ত, পরিপাটি, গোছাল (চুলটা ঠিক করে নাও), পরিগণিত, বিবেচিত (উচিত বলে ঠিক করা, পাগল বলে ঠিক করা)। (২)বিঃ স্থিরতা (এখনও বিয়ের কোন ঠিক নেই); স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা (মাথার ঠিক নেই); সত্যতা (কথার ঠিক); সমষ্টি, যোগ। (৩)ক্রি-বিণঃ নিশ্চিতভাবে, নিশ্চয় (ঠিক জানি, ঠিক যাব)। [সং. স্থির ? স্থিত...]। ক্রিঃ **ঠিক দেওয়া**—যোগ দেওয়া। **ঠিকে ভুল**—যোগে ভুল; (আল.—সচ প্রাথমিক) বিচারে বা সিদ্ধান্তে ভুল। বিণঃ **-ঠাক**—অবিকল, যথাযথ; পাকাপাকিভাবে স্থিরীকৃত। বিঃ **-ঠিকানা**—নিশ্চয়তা, স্থিরতা; সন্ধান, নির্দিষ্ট বাসস্থান।

ঠিকরা১, (কথ্য) **ঠিকরে**—বিঃ তামাকের কলিকার ছিদ্ররোধার্থ ক্ষুদ্র ঢিল। [হি. টিকরা]।

ঠিকরা২—ক্রিঃ ঠিকরান। [?—তু. ঠক্কর]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ছটকান (মুক্তাগুলি ঠিকরাইয়া পড়িল); তীব্র আলোকাদির আঘাত সহিতে অসমর্থ হইয়া হঠা (আলোতে চোখ ঠিকরাইয়া আসে); ক্ষরিত বা বিকীর্ণ হওয়া (আলো ঠিকরান)। (২)বি বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঠিকা—(১)বিণঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত (ঠিকা ঝি); নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখলপ্রাপ্ত (ঠিকা প্রজা)। নির্ধারিত শর্তযুক্ত (ঠিকা কাজ, ঠিকা গা.। (২)বিঃ কাজের চুক্তি বা নির্ধারিত শর্ত-যুক্ত ..., contract (ঠিকা পাওয়া); নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দখল, lease (ঠিকা লওয়া)। [বাং. ঠিক + আ ?]। ক্রিঃ **ঠিকা করা**—নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকে নির্দিষ্ট সময়ের কাজ করা। বিঃ **-দার**—যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়মধ্যে নির্দিষ্ট খরচে কোন কাজ করিয়া দিবার চুক্তি গ্রহণ করে, contractor। **-দারি, -দারী**—(১)বিঃ ঠিকা-দারের কাজ, কন্ট্রাকটরি; (২)বিণঃ ঠিকাদার-সম্বন্ধীয়।

ঠিকানা—বিঃ বাসস্থানের বিবরণ (চিঠিতে ঠিকানা লেখা) ; সন্ধান, খোঁজ, উদ্দেশ (পথের ঠিকানা, চুরির ঠিকানা) ; স্থিরতা, ঠিক (আয়ের ঠিকানা)। [হি.]।

ঠিকুজি, ঠিকুজী—বিঃ সংক্ষিপ্ত কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা। [সং. স্থিরপঞ্জী ?]।

ঠুং—অব্যঃ ঠং অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। অব্যঃ **-ঠুং**—ক্রমাগত ঠুং-শব্দ।

ঠুংরি—বিঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পদ্ধতিবিশেষ। [তু. হি. ঠুম্‌রী]।

ঠুঁটা, (কথ্য) **ঠুঁটো**—বিণঃ হস্তহীন, নুলো ; (আল) অক্ষম, অকর্মণ্য। [হি. ঠুঁঠা]। **ঠুঁটো জগন্নাথ**—(আল) শক্তিমান্ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কাজে অশক্ত ব্যক্তি।

ঠুকন—**ঠুকুনি**-র রূপভেদ (**ঠুকা** দ্রঃ)।

ঠুকর—বিঃ পাখির ঠোঁটের অগ্রভাগ দিয়া আঘাত ; কিছুর মুখ বা অগ্রভাগ দিয়া আঘাত (বুটের ঠুকর), হোঁচট (ঠুকর খাওয়া) ; কঠিন ধমক (মনিবের কাছে ঠুকর খাওয়া) ; অযাচিত মন্তব্যাদি-দ্বারা বাধাদান বা উক্ত মন্তব্যাদি (কথার মধ্যে ঠুকর)। [< ঠক্কর ?]। ক্রিঃ **ঠুকরা**—ঠুকরান। **ঠুকরান, ঠুকরানো**—(১)ক্রিঃ চঞ্চু বা মুখ দিয়া আঘাত করা বা খোঁটা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ঠুকা—(১)ক্রিঃ সশব্দে কিছু দিয়া কিছুতে ঘা মারা (মাটিতে লাঠি ঠুকা) ; সশব্দে প্রহৃত করা ; আঘাত করিয়া ঢোকান (দেওয়ালে পেরেক ঠুকা) ; কিছুর উপর ধাক্কা মারা, কোটা (মাথা ঠুকা) ; আস্ফালনের ভঙ্গিতে সশব্দে চাপড়ান (বুক ঠুকা) ; মাত্রানুযায়ী শব্দ করিয়া পরিমাপ করা বা পরিমাপ বজায় রাখা (তাল ঠুক[illegible]ধমকান বা মারা (লোকটাকে খুব ঠুকেছে)। [illegible](২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. ঠুক্ < ঠক্]। বিঃ **-ঠুকি** বারংবার ঠুকা ; সংঘর্ষ, মারামারি বা [illegible]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ সশব্দে প্রহৃত করান [illegible] দ্বারা আঘাত করিয়া ঢোকান ; ধাক্কা দেওয়ান, কোটান ; আস্ফালনের ভঙ্গিতে সশব্দে চাপড় দেওয়ান ; মাত্রানুযায়ী শব্দসহকারে পরিমাপ করান বা পরিমাপ বজায় রাখান ; ধমক দেওয়ান বা প্রহার করান। বিঃ **ঠুকুনি**—আঘাত ; ধাক্কা ; ক্রমাগত আঘাত বা ধাক্কা ; প্রহার বা ধমক।

ঠুক্—অব্যঃ ঠক্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। [ঠক্ দ্রঃ]। অব্যঃ **-ঠুক্**—ক্রমাগত ঠুক্-শব্দ।

ঠুঙ্গি, ঠুঙি—বিঃ ছোট ঠোঙ্গা। [বাং. ঠোঙ্গা + ই]।

ঠুনকা১, (কথ্য) **ঠুনকো**১—বিণঃ ভঙ্গুর, সহজেই ঠুন্ করিয়া ভাঙ্গে এমন ; (আল.) অসার ও ক্ষণস্থায়ী। [বাং. ঠুন্ + কা]।

ঠুনকা২, (কথ্য) **ঠুনকো**২—প্রসূতির স্তনের পীড়াবিশেষ। [দেশী]।

ঠুন্—অব্যঃ মৃদু ঠন্-শব্দ। অব্যঃ **-ঠুন্**—ক্রমাগত ঠুন্-আওয়াজ।

ঠুমকি—বিঃ নৃত্যভঙ্গিবিশেষ। [দেশী—তু বাং. ঠমক্]।

ঠুলি, (অশু.) **ঠুলী**—বিঃ গোরু ঘোড়া প্রভৃতির চোখে যে ঢাকনি পরান হয়, (চোখের) ঢাকনি, খাপ ('খুলে দে মা চোখের ঠুলি' : রা. প্র.)। [বাং. ঠোলা + ই]।

ঠুসা—(১)ক্রিঃ ঠাসা ; অত্যধিক আহার প্রহার করা বা তিরস্কার করা (গুরুমশাই আজ বেশ ঠুসেছেন)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ঠুস্ + বাং. আ]।

ঠুস্—অব্যঃ ঠাস্ অপেক্ষা লঘুতর শব্দ। অব্যঃ **-ঠাস্**—ক্রমাগত ঠুস্ ও ঠাস্ শব্দ।

ঠেঁটা—বিণঃ বেহায়া ; দুর্মুখ ; অবাধ্য ; শঠ। [সং. ধৃষ্ট > ম. বাং. ঢীট]। বিণ.(স্ত্রী): **ঠেঁটী**।

ঠেঁটি—বিঃ পাড়হীন ছোট কাপড়। [?]।

ঠেং—**ঠ্যাং**-এর বানানভেদ।

ঠেক, ঠেকনা, (কথ্য) **ঠেকনো, ঠেকো**—বিঃ পতনরোধার্থ অবলম্বন, ঠেস, প্যালা। [হি. ঠেক]।

ঠেকা—(১)ক্রিঃ ছোঁয়া লাগা, লাগা (পায়ে ঠেকা) ; সঙ্কটাপন্ন হওয়া (ঠেকে শেখা, দায়ে ঠেকা) ; বাধা পাওয়া, প্রতিহত হওয়া (বলটা গোলপোস্টে ঠেকে ফিরে এল) ; যাইয়া থামা (তীরটা গিয়ে গাছে ঠেকল) ; উপনীত হওয়া, পৌঁছান (আয় শূন্যে ঠেকেছে) ; ধারণা হওয়া (খারাপ ঠেকা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে ; সঙ্কট (ঠেকায় পড়া) ; অভাবজনিত বাধা বা বিপত্তি (ঠেকার কাজ চালান) ; স্পর্শ (ঠেকা লাগা) ; সঙ্গীতের সঙ্গে তবলার সঙ্গত (ঠেকা না হলে ঠুংরি জমে না) ; ঠেক, ঠেকনা (ঠেকা দেওয়া) ; (প্রাদে) প্রয়োজন, গরজ (আমি কেন যাব? আমার কোন্ ঠেকা?)। (৩)বিণঃ স্পৃষ্ট ; সঙ্কটাপন্ন ; বাধাপ্রাপ্ত ; উপনীত ; বিবেচিত। [বাং. ঠেক + আ]। বিঃ **-ঠেকি**—পরস্পর স্পর্শ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ স্পর্শ করান। দায়ে ফেলা ; বাধা দেওয়া ; আটকান ; উপনীত করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **চোখে**

ঠেকা—বিসদৃশ বোধ হওয়া, দেখিতে খারাপ লাগা।

ঠেকার—বিঃ দেমাক, গর্ব গুমর ; ঢং। [দেশী]। বিণঃ **ঠেকারে**। বিণ(স্ত্রী): **ঠেকারী**।

ঠেকো—**ঠেক** দ্রঃ।

ঠেঙ্গ—**ঠ্যাং**-এর বানানভেদ।

-ঠেঙ্গা১, **-ঠেঙা**১, **-ঠেঙ্গো**, **-ঠেঙো**—প্রত্যয় ঠেঙ্গ-ওয়ালা, পাওয়ালা (তিন-ঠেঙো)। [বাং. ঠেঙ্গ + উয়া > আ, ও]।

ঠেঙ্গা২, **ঠেঙা**২—(১)বিঃ লাঠি। (২)ক্রিঃ ঠেঙ্গান। [হি. ঠেংগা]। বিঃ **-ঠেঙ্গি**—লাঠিদ্বারা পরস্পর প্রহার, মারামারি। বিঃ **-ড়িয়া, -ড়ে**—অধুনা-লুপ্ত ভারতীয় দস্যু সম্প্রদায়বিশেষ: ইহারা পথিকদের মাথায় লাঠি মারিয়া তাহাদের সর্বস্ব হরণ করিত; লাঠিয়াল দস্যু। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লাঠিদ্বারা প্রহার করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-নি**—লাঠিদ্বারা প্রহার; প্রহার।

ঠেঞে, (প্রা. বাং.), **ঠেঞ্ঞে**—অব্যঃ নিকট হইতে (তার ঠেঞে নিতে হবে)। [বাং. ঠাঁই]।

ঠেলা—(১)বিঃ ধাক্কা, সবলে আঘাত করিয়া অগ্রসরকরণ; সঙ্কট, দায় (ঠেলা সামলান); যে গাড়িকে (সাধারণতঃ মালবাহী) হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হয়। (২)বিণঃ হাত দিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে হয় এমন (ঠেলাগাড়ি)। (৩)ক্রিঃ ধাক্কা দেওয়া, সবলে আঘাত করিয়া অগ্রসর করান; অগ্রাহ্য বা অমান্য করা (কথা ঠেলা); পরিহার বা বর্জন করা ('না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে' : চণ্ডী.); পতিত করা (জাতে ঠেলা)। [হি.]। বিঃ **-গাড়ি**—যে মালবাহী গাড়ি মানুষে ঠেলিয়া লইয়া যায়। বিঃ **-ঠেলি**—ধাক্কাধাক্কি। **ঠেলার নাম বাবাজী**—বিপদে পড়িলেই মানুষ চিরকাল যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে তাহাকেও সমাদর করে।

ঠেস—বিঃ হেলান (দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়ান); যাহাতে হেলান দেওয়া যায় (চেয়ারে ঠেস); ঠেকনা; খোঁটা, কটাক্ষ, বক্র উক্তি (কাহাকেও ঠেস দিয়া মন্তব্য করা, ঠেস মারা)। [হি.]। **ঠেসা**—ঠেস দেওয়া, ঘেঁষা; ঠাসা, মর্দন করা। বিঃ **-ঠেসি**—ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। বিঃ **-ন** (উচ্চা. ঠেসান্)—হেলান। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হেলান (ঠেসাইয়া রাখা); ভেজান (দরজা ঠেসান); বক্রোক্তি করা (ঠেসাইয়া বলা); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ঠোঁট—বিঃ ওষ্ঠ; অধর; চঞ্চু। [হি. ঠোঁট < সং. তুণ্ড বা ত্রোটি]। ক্রিঃ **ঠোঁট ওলটান**—অবজ্ঞা প্রকাশ করা, তুচ্ছ করা। ক্রিঃ **ঠোঁট ফোলান**—অভিমান করা। বিণঃ **-কাটা**—যাহার কিছু বলিতেই মুখে বাধে না, স্পষ্টবক্তা।

ঠোকন, ঠোকনি, ঠোকর, ঠোকরা, ঠোকরান (-নো), ঠোকা, ঠোকাঠুকি, ঠোকান (-নো), ঠোক্কর—যথাক্রমে **ঠুকন ঠুকুনি ঠুকর ঠুকরা ঠুকরান ঠুকা ঠুকাঠুকি ঠুকান** ও **ঠক্কর**-এর চলিত রূপ।

ঠোঙ্গা, ঠোঙা—বিঃ গাছের পাতা কাগজ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত আধারবিশেষ। [দেশী ?]।

ঠোনা—বিঃ আঙ্গুল দিয়া গালে বা চিবুকে আঘাত [?]। ক্রিঃ **ঠোনা মারা**—উক্তভাবে আঘাত করা।

ঠোস—বিঃ পুর্তি, স্ফীতি (পেট ঠোস মেরে আছে)। [দেশী]।

ঠোসা—**ঠুসা**-র রূপভেদ।

ঠ্যাং, ঠ্যাঙ—বিঃ পা। [সং. টঙ্ক]।

ঠ্যাঁটা, ঠ্যাকার, ঠ্যাঙ্গা (ঠ্যাঙা), ঠ্যাঙ্গান (ঠ্যাঙান), ঠ্যাঙ্গানি (ঠ্যাঙানি)—যথাক্রমে **ঠেঁটা ঠেকার ঠেঙ্গা ঠেঙ্গান** ও **ঠেঙ্গানি**-র বানানভেদ।

ড

ড—বাঙ্গালা বর্ণমালার ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ডওর—**ডহর**-এর কথ্য রূপ।

ডক—বিঃ স্রোতোদ্বারবিশিষ্ট কৃত্রিম জলাশয়: এখানে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত হয় এবং মাল উঠান ও নামান হয়, পোতাশ্রয়। [ইং. dock]।

ডগ—**ডগা**-র কথ্য রূপ।

ডগডগ—অব্যঃ উজ্জ্বলতার ভাব প্রকাশ (লাল ডগডগ করছে)। বিণঃ **ডগডগে**—টকটকে, ঘোর, অত্যন্ত উজ্জ্বল (ডগডগে লাল)।

ডগমগ—বিণঃ ঢলঢল (আহ্লাদে ভাবে বা রসে ডগমগ করা); বিভোর, আপ্লুত (ডগমগ হওয়া)। বিণঃ **ডগমগি**—আত্মহারা ('কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরারূপ তাহে জিনি ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ' বা. ঘো.)। [দেশী]।

ডগা—বিঃ অগ্রভাগ, শীর্ষদেশ (আঙুলের বা গাছের ডগা)। [তু. সং. অগ্র]।

ডঙ্কা—বিঃ জয়ঢাক, ঢেঁটরা। [সং. ডম্ + √কৈ + অ (র্তৃ) + আ]। ক্রিঃ **ডঙ্কা দেওয়া, ডঙ্কা**

মারা—ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা করা; (আল.) সগর্বে প্রচার করা।
ডজন—বিঃ বারটি। [ইং. dozen]।
ডন—বিঃ দণ্ডবৎ বা উপুড় হইয়া পড়িয়া ব্যায়াম করার পদ্ধতিবিশেষ। [হি. ডংড<সং. দণ্ড]।
ডবকা—বিণঃ নবযৌবনপ্রাপ্ত ও হৃষ্টপুষ্ট, সোমত্ত (ডবকা মেয়ে)। [তু. হি. ডবকনা=চমক-লাগান, মরা. ডবগা=উত্তম ফসলযুক্ত জমি]।
ডবডব—অব্যঃ আয়তি বা অশ্রুপূর্ণতার লক্ষণ প্রকাশক (ডবডব করা)। [হি. √ডবা=অশ্রুপূর্ণ হওয়া]। বিণঃ **ডবডবে**—আয়ত বা অশ্রুপূর্ণ (ডবডবে চোখ)।
ডবল—বিণঃ দ্বিগুণ (ডবল বয়স)। [ইং. double]। বিঃ **ডবল-ডেকার**—দোতলা বাস বা যে কোন যান। [ইং. double-decker]।
ডমরু—বিঃ ডম-ডম শব্দকর ক্ষীণমধ্য বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, শিবের বাদ্যযন্ত্র, ডুগডুগি। [সং.]। বিণঃ **-মধ্য**—ডমরুর ন্যায় সরু মধ্যভাগবিশিষ্ট; ক্ষীণ-কটিবিশিষ্ট।
ডম্ফ১—বিঃ প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [হি. ডফ<ফা. দফ্ (ধ্বন্যাত্মক)]।
ডম্ফ২—বিঃ দম্ভ ('ডম্ফ করি কথা তুমি কহ মোর স্থানে')। [সং. দম্ভ]।
ডম্বর—বিঃ আড়ম্বর, ঘটা (মেঘডম্বর); সমূহ ('মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল': বিদ্যা.)। [সং. √ডম্ব্+অর (ভা)]।
ডম্বরু, ডম্বুরু, ডম্বুর—বিঃ ডুগডুগি। [সং. ডমরু]।
ডর—বিঃ ভয়, শঙ্কা। [সং. দর]। ক্রিঃ **ডরা**—(কাব্যে ও কথ্য) ভয় করা। **ডরান, ডরানো**—(১)ক্রিঃ ভয় করা; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।
ডলন—বিঃ ডলার কাজ, মর্দন। [ডলা দ্রঃ]।
ডলা—(১)ক্রিঃ মর্দন করা, মালিশ করা; টেপা; পেষণ করা, ঠাসা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √দল+বাং. আ]। বিঃ **ডলাই-মলাই**—সংবাহন, massage। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ মর্দন বা মালিশ করান; টেপান; পেষণ করান, ঠাসান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
ডহর—(১)বিণঃ গভীর (ডহরপানি)। (২)বিঃ দহ, খাল; গভীর গর্ত; নৌকা বা জাহাজের খোল। [হি.=জলাশয়]।
ডাইন১**, ডাহিন, (কথ্য) ডান**১—বিণ.বিঃ দক্ষিণ, বামেতর। [সং. দক্ষিণ]। বিঃ **-দিক্**—দক্ষিণ-হস্তের দিক্। **ডান হাত**—দক্ষিণ হস্ত; প্রধান সহায়। **ডান-হাত বাঁ-হাত করা**—লেনদেন করা। **ডান হাতের ব্যাপার**—ভোজন। **ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না**—আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়।
ডাইন২**, ডাইনী, ডান**২—বিঃ কুহকিনী, মায়াবিনী, জাদুকরী। [সং. ডাকিনী]।
ডাইল—**ডাল**১-এর বর্ত. বিরল রূপ।
ডাইস—বিঃ (স্বর্ণকার প্রভৃতির) ধাতুনির্মিত ছাঁচ। [ইং. dice]।
ডাংগুলি—বিঃ বালকদের ক্রীড়াবিশেষ: ইহাতে একটি ছোট লাঠি ও একটি গুলি ব্যবহৃত হয়, ডাণ্ডাগুলি। [সং. দণ্ড (ডাং)+গুলি—তু. হি. ডণ্ডাগোলী]।
ডাঁই—বিঃ স্তূপ, গাদা (বাসনের ডাঁই, ডাঁই করা)। [দেশী]।
ডাঁট১—বিঃ হাতল, বাঁট, handle। [সং. দণ্ড]।
ডাঁট২—বিঃ অত্যধিক গর্ব; দেমাক, তেজ (ডাঁট দেখান)। [হি.]।
ডাঁট৩—বিণঃ শক্ত, কঠিন; অপক, ডাঁসা (ডাঁট ফল), সমর্থ, বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায় (ডাঁট মানুষ); অসিদ্ধ (ডাঁট ভাত)। [সং. দৃঢ়]।
ডাঁটা—বিঃ সরু ডাল বা কাণ্ড; খাড়া (সজিনার ডাঁটা); বোঁটা। [দেশী]।
ডাঁটি—বিঃ ছোট হাতল বাঁট বা মুষল। [বাং. ডাঁট+ই]।
ডাঁটো—**ডাঁট**৩-র চলিত বানান।
ডাঁশ—বিঃ বৃহদাকার মশাবিশেষ। [সং. দংশ]।
ডাঁসা, (বিরল) ডাঁশা—বিণঃ আধপাকা। [দেশী]।
ডাক১—বিঃ ডাহুক-পাখি। [সং. ডাহুক]।
ডাক২—বিঃ প্রতিমা সাজাইবার জন্য সোলা রাংতা জরি ইত্যাদির অলঙ্কার (ডাকের সাজ)। [হি. ডাঁক]
ডাক৩—(১)বিঃ সম্বোধন, আহ্বান ('যদি ডাক শুনে তোর': রবীন্দ্র); বুলি, শব্দ (পাখি বা পশুর ডাক); চীৎকার, হাঁক (ডাক ছাড়া বা পাড়া); উচ্চনাদ, গর্জন (মেঘের ডাক); খ্যাতি (নামডাক); আহ্বান (ডাক্তারের ডাক); নিলামে ক্রেতার হাঁকা দর (দশটাকা ডাক উঠেছে)। (২)-বিণঃ সচরাচর ডাকিবার জন্য ব্যবহৃত (ডাক নাম)। [?—তু. হি. √ডহক]। **ডাকের সুন্দরী**—সর্বজনখ্যাত সুন্দরী। **একডাকে চেনা**—খ্যাতি হেতু নাম উচ্চারণমাত্র চিনিতে পারা।
ডাক৪—বিঃ শিবানুচরবিশেষ। [সং.]। বিণঃ

-সিদ্ধ—তপস্যাদি-দ্বারা শিবানুচর ডাককে স্বীয় আদেশপালনে বাধ্য করিয়াছে এমন।

ডাক৫—বিঃ গোপজাতীয় জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি : ইঁহার খনার বচনের ন্যায় অনেক প্রসিদ্ধ উক্তি আছে (ডাকের কথা)। বিঃ **-পুরুষ**—জ্ঞানী ডাক ; তিব্বতী ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি।

ডাক৬—বিঃ দূরপথে যাইবার বা চিঠিপত্রাদি পাঠাইবার জন্য যানবাহন পরিবর্তনের ব্যবস্থা (ঘোড়ার ডাক) ; চিঠিপত্রাদি বহনের ও বিলির সরকারী ব্যবস্থা (ডাকবিভাগ) ; একসঙ্গে যে চিঠিপত্রাদি যায় বা আসে (বিলাতের ডাক) ; ডাকবিভাগ মারফত প্রেরিত চিঠিপত্রাদি (ডাক-মাসুল)। [হি. ডাক্]। বিঃ **-গাড়ি**—চিঠিপত্রাদি বহনকারী দ্রুতগামী শকট বা রেলগাড়ি। বিঃ **-ঘর, -খানা**—পোস্টাফিস (post office)। বিঃ **-টিকিট**—ডাক-মাসুল প্রদানের নিদর্শন-পত্রবিশেষ। বিঃ **-পিয়ন, পিওন**—ডাকঘরের যে কর্মচারী চিঠিপত্রাদি বাড়ি বাড়ি বিলি করে। বিঃ **-বাক্স**—জনসাধারণ কর্তৃক চিঠিপত্র ডাকে দিবার জন্য ডাকঘর কর্তৃক রাস্তাদিতে স্থাপিত বাক্স। বিঃ **-হরকরা**—ডাকের থলিয়া এক ডাকঘর হইতে অন্য ডাকঘরে বহনকারী কর্মচারী, mail-runner , ডাকপিয়ন।

ডাকবাংলা, (ইংরেজি উচ্চারণবিকৃতির ফলে) **ডাক-বাংলো**—বিঃ সরকারী কর্মচারী ও ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য সরকারী পান্থশালা। [বাং. ডাক৬ + বাংলা (বড় ঘরবিশেষ)]।

ডাকসাইটে—বিণঃ অতি প্রসিদ্ধ। [সং. ডাক-সিদ্ধ—ডাক৪ দ্রঃ]।

ডাকা—(১)ক্রিঃ কণ্ঠধ্বনি করা (পাখি ডাকে) ; শব্দ করা (নাক ডাকা, পেট ডাকা) , উচ্চ নাদ করা (সিংহ বা মেঘ ডাকে), সম্বোধন করা (নাম ধরিয়া ডাকা) , আহ্বান করা (লোক ডাকা) ; স্মরণ করা (ভগবান্‌কে ডাকা) ; দর হাঁকা (নিলাম ডাকা) ; পূর্বেই আশঙ্কা করা (অমঙ্গল ডাকা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ সম্বোধিত ; আহূত ; মুখরিত, ধ্বনিত ('পাখি-ডাকা সন্ধ্যা' : বিভূতি)। [?]। বিঃ **-ডাকি**—ক্রমাগত আহ্বান ; শোরগোল করিয়া আহ্বান। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ আহ্বান করিয়া আনান ; শব্দ করান (নাক ডাকান) ; (২)বি. বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। ক্রিঃ **ডাকিয়া বলা**—সম্বোধন করিয়া বলা ; উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা, জোরের সহিত অভিমত প্রকাশ করা ('ডাকিয়া বলিতে হবে' : রবীন্দ্র)।

ডাকাত, (বর্ত. অপ্র) **ডাকাইত**—বিঃ দস্যু। [হি. ডকৈত]। ক্রিঃ **ডাকাত পড়া**—ডাকাতের আক্রমণ হওয়া। **ডাকাতি, ডাকাতী,** (অপ্র.) **ডাকাইতি, ডাকাইতী**—(১)বিঃ দস্যুবৃত্তি ; লুণ্ঠন ; দস্যুবৃত্তির ঘটনা ; (২)বিণঃ ডাকাত-সংক্রান্ত ; ডাকাতি-সংক্রান্ত (ডাকাতি মামলা)। বিণঃ **ডাকাতে**— ডাকাত-সংক্রান্ত ; ডাকাতদের ; ডাকাততুল্য (ডাকাতে সাহস)। **ডাকাতে কালী**—ডাকাতদের উপাস্যা কালিকাদেবী : ইঁহাকে পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে গেলে সাফল্য নিশ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

ডাকাবুকো, (চলিত) **ডাকাবুকো**—বিণঃ অসম-সাহসী। [দেশী]।

ডাকিনী—বিঃ শিব বা দুর্গার অনুচরীবিশেষ, পিশাচীবিশেষ; গুপ্তজ্ঞান বা মন্ত্রের অধিকারিণী; ডাইনী। [সং. ডাক৪ + বাং. (স্ত্রী প্রত্যয়) ইনী]।

ডাকু—বিঃ ডাকাত, দস্যু। [হি. ডাকু]।

ডাক্তার—বিঃ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যে চিকিৎসা করে, চিকিৎসক ; শাস্ত্রবিশারদ ; কোন শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত উপাধিবিশেষ। [ইং. doctor]। বিঃ **-খানা**—যেখানে চিকিৎসা করা বা ঔষধ বেচা হয়। **ডাক্তারি, ডাক্তারী**—(১)বিঃ চিকিৎসা-বিদ্যা ; চিকিৎসা ; চিকিৎসকের বৃত্তি ; (২)বিণঃ ডাক্তার-সম্বন্ধীয়।

ডাগর—বিণঃ বড় (ডাগর চোখ, ডাগর মেয়ে) ; খুব মূল্যবান্ বা উৎকৃষ্ট ('সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস')। [হি. ডাবর ; (তু. 'ডাবরনৈনী' = বিশালনয়না)]।

ডাঙ্গগুলি—**ডাংগুলি**-র বানানভেদ।

ডাঙ্গর—**ডাগর**-এর রূপভেদ।

ডাঙ্গশ, ডাঙশ—বিঃ হস্তিপরিচালনদণ্ড, অঙ্কুশ। [সং. দণ্ডাঙ্কুশ] .

ডাঙ্গা, ডাঙা—বিঃ স্থল, নির্জল স্থান, উচ্চভূমি; তীর ; উৎপাদনের স্থান, জন্মস্থান, আবাস (নারকেলডাঙ্গা, করাসডাঙ্গা)। [দেশী]। **ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর**—উভয়সঙ্কট।

আদিতে **ডাক-যুক্ত** যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **ডাক৪,৫, ৬** দ্রঃ।

ডাণ্ডা—বিঃ মোটা লাঠি, কাঠ লোহা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত লগুড়। [সং. দণ্ড]। বিঃ **-গুলি**—ডাংগুলি-র অনুরূপ।

ডান—**ডাইন১** ও **ডাইন২** দ্রঃ।

ডানপিটে—বিণঃ অসমসাহসী; দুর্দান্ত; এক-গুঁয়ে, গোঁয়ার। [মূলতঃ ডাণ্ডা পেটায় অভ্যস্ত বা অবিচলিত যে]।

ডানা—বিঃ পাখির পাখা; মাছের পাখনা। [সং ডয়ন>ডান+বাং. আ]। **ডানাকাটা পরী**—**পরী** দ্রঃ।

ডানি—**ডাইন১**-এর অপ্র. রূপ।

ডাব—বিঃ অপক্ক নারিকেল। [দেশী]।

ডাবর—বিঃ ক্ষুদ্র গামলার সদৃশ ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ। [হি.]।

ডাবা, ডাব্বা—(১)বিঃ মাটির বড় গামলা; টব; বড় নারকেল-খোলযুক্ত হুঁকাবিশেষ। (২)বিণঃ থেলো, বৃহৎ খোলবিশিষ্ট (ডাবা হুঁকা)। [বাং. ডাব+আ]।

ডামাডোল—বিঃ ব্যাপক ও তীব্র গণ্ডগোল (নির্বাচনের ডামাডোল)। [দেশী]।

ডাম্বেল—বিঃ ইউরোপীয় প্রথায় ব্যায়ামকালে হাতের তালুতে চাপিয়া রাখিবার দণ্ডবিশেষ। [ইং. dumb-bell]।

ডায়মন—বিঃ হীরার ন্যায় পল-তোলা নকশা। [ইং. diamond]। বিণঃ **-কাটা**—হীরার মত পল-তোলা নকশাযুক্ত।

ডায়েরী—বিঃ দিনলিপি, রোজনামচা। [ইং. diary]।

ডারা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিসর্জন দেওয়া; ঢালিয়া ফেলা। [হি. √ডার]।

ডাল১—বিঃ খোসা-ছাড়ান বা ভাঙ্গা মুগ মসুর প্রভৃতি শস্য; উহার ব্যঞ্জন। [সং. দল, দালি]।

ডাল২—বিঃ বৃক্ষশাখা। [দেশী]। বিঃ **-পালা**—শাখা-প্রশাখা।

ডালকুত্তা—বিঃ ইউরোপীয় শিকারী কুকুরবিশেষ, greyhound। [হি.]।

ডালচিনি—**দারচিনি**-র প্রাদে. রূপ।

ডালনা—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ। [দেশী]।

ডালা—বিঃ বেত চাঁচাড়ি প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র ঝুড়িবিশেষ; পূজার অর্ঘ্য বা উপহারের সামগ্রীপূর্ণ পাত্র (কালীবাড়িতে ডালা দেওয়া); (আল.) পরিপূর্ণ বা প্রাচুর্যপূর্ণ আধার (রূপের ডালা); (বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতির) ঢাকনি। [সং. ডল্লক]।

ডালি—বিঃ ছোট ডালা; পরিপূর্ণ বা প্রাচুর্যপূর্ণ আধার (রূপের ডালি); উপহার, ভেট (বড়-দিনের ডালি)। [বাং. ডালা+ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ডালিম—বিঃ বেদানাজাতীয় ফলবিশেষ, দাড়িম্ব। [সং. দাড়িম]।

ডাহা—বিণঃ সম্পূর্ণ (ডাহা মিথ্যা), অবিকল (ডাহা নকল)। [দেশী]।

ডাহিন—**ডাইন১** দ্রঃ।

ডাহুক—বিঃ জলচর পক্ষিবিশেষ, ডাকপাখি। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **ডাহুকী**।

ডিক্রী, ডিক্রি—বিঃ আদালতের হুকুম বা বাদি-প্রতিবাদীর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে নির্দেশ। [ইং. decree]। **ডিক্রী জারী করা**—ডিক্রীদার কর্তৃক তাহার পাওনা সম্বন্ধে আদালতের আদেশ ঘোষণার বা পালনের ব্যবস্থা করা; বিঃ **-দার**—যাহার অনুকূলে আদালত ডিক্রী দিয়াছে।

ডিগডিগ—অব্যঃ সরু ডগার ন্যায় কৃশতা প্রকাশক (ডিগডিগ করা)। [দেশী—তু. সং. দীর্ঘ]। বিণঃ **ডিগডিগে**—অতিশয় কৃশ।

ডিগবাজি, (বর্জি.) **ডিগবাজী**—বিঃ মাথা নিচু করিয়া পা শূন্যে তুলিয়া দেহের আবর্তন। [দেশী ?]। ক্রিঃ **ডিগবাজি খাওয়া**—ঐরূপ ভাবে দেহ আবর্তিত করা; (ব্যঙ্গে) আদর্শ অভিমত দল প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি আকস্মিকভাবে পালটান।

ডিগ্রী, ডিগ্রি—বিঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রাজুয়েট ছাত্রগণকে প্রদত্ত উপাধি (বি-এ, বি-এস্-সি, প্রভৃতি); (গণি. ও বিজ্ঞা.) তাপ ও কৌণিক পরিসরের পরিমাপ (নব্বই ডিগ্রী = ৯০°)। [ইং. degree]।

ডিঙা১, ডিঙা১—বিঃ নৌকাবিশেষ। [দেশী]।

ডিঙা২, ডিঙা২—ডিঙ্গান। [<সং. √ডী ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ উল্লঙ্ঘন করা, লাফাইয়া পার হওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ডিঙ্গা৩, ডিঙা৩, (চলিত) **ডিঙ্গি১, ডিঙি১**—বিঃ পায়েরর বুড়া আঙুলের উপর ভর দিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ান অবস্থা বা লাফ। [দেশী ?—তু. ডিঙ্গা২]। ক্রিঃ **ডিঙ্গা মারা, ডিঙ্গি মারা**—ঐভাবে দাঁড়ান বা লাফান।

ডিঙ্গি২, ডিঙি২—বিঃ ক্ষুদ্র ডিঙ্গা। [বাং. ডিঙ্গা+ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ডিজাইন—বিঃ নকশা, চিত্র; পরিকল্পিত চিত্রাদির কাঠাম বা নকশা। [ইং. design]।

ডিণ্ডিম—বিঃ ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। [সং.]।

ডিনামাইট—বিঃ বিস্ফোরকবিশেষ। [ইং. dynamite]।

ডিনার—বিঃ ইউরোপীয় পদ্ধতির ভোজ, প্রধান ভোজ (ডিনার খাওয়া বা দেওয়া)। [ইং. dinner]।

ডিপজিট—বিঃ অপরের নিকট গচ্ছিত রাখা, আমানত; আমানতি টাকা। [ইং. deposit]।

ডিপ্‌টি, ডিপ্‌টী—**ডেপুটি**-র রূপভেদ।

ডিপো—বিঃ আড়ত (কয়লার ডিপো); আশ্রয়-স্থান (ট্রামডিপো), (আল.) জন্মস্থান, আবাস (রোগের ডিপো)। [ইং. depot]।

ডিবা, (অপ্র.) **ডিবিয়া,** (কথ্য) **ডিবে**—বিঃ কৌটা (পানের ডিবা); কেরোসিন জ্বালাইবার টেমি। [তেলু. ডব্বি—তু. হি ডিব্বা]।

ডিম—বিঃ ডিম্ব, অণ্ড, হাঁটু ও গোড়ালির মধ্য-বর্তী পায়ের পিছনের দিকের মাংসপিণ্ড। [সং. ডিম্ব]। ক্রিঃ **ডিম পাড়া**—অণ্ড প্রসব করা। ক্রিঃ **ডিমে তা দেওয়া**—ডিম ফুটাইয়া শাবকের জন্ম দিবার জন্য প্রসূতি পক্ষী কর্তৃক ডিম্বের উপর উপবেশন করা। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক অসম্ভব বা অসার বস্তু।

ডিমাই—বিণঃ (কাগজের মাপ সম্বন্ধে) বাইশ ইঞ্চি লম্বা এবং আঠার ইঞ্চি চওড়া এমন। [ইং. demy]।

ডিমিডিমি—(১)অব্য.ক্রিঃ-বিণঃ ডিমডিম করিয়া (ডিমিডিমি বাজা)। (২)বিঃ ডিমডিম শব্দ, ডমরু-ধ্বনি। [ধ্বন্যাত্মক]।

ডিম্ব—বিঃ ডিম। [সং.]। বিঃ **-কোষ**—(উদ্ভি.) পুষ্পযোনি। বিণঃ **-জ**—ডিম ফুটিয়া জন্মগ্রহণ করে এমন। বিঃ **ডিম্বাণু**—ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থ কোষ বা রজোডিম্ব যাহা ভ্রূণে পরিণত হয়, ovum [বি. প.]। বিঃ **ডিম্বাশয়**—স্ত্রী-জীবের রজোডিম্বের আধার, ovary [বি. প.]।

ডিশ—বিঃ থালা, রেকাবি, প্লেট। [ইং. dish]।

ডিস্‌ট্রিক্‌ট—বিঃ জেলা। [ইং district]। বিঃ **ডিস্‌ট্রিক্‌ট বোর্ড**—জেলার উন্নতিসাধনার্থ স্বায়ত্তশাসিত সমিতিবিশেষ [ইং. district board]। বিঃ **ডিস্‌ট্রিক্‌ট ম্যাজিস্‌ট্রেট**—জেলা-শাসক [ইং. district magistrate]।

ডিসমিস—বিণঃ বরখাস্ত (চাকরি হইতে ডিস-মিস করা বা হওয়া); খারিজ (মামলা ডিসমিস করা)। [ইং. dismiss]।

ডিসেম্বর—বিঃ ইংরেজী দ্বাদশ মাস (অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. December]।

ডিহি—বিঃ কতিপয় গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি। [হি. ডীহ্ < দেহ্]।

ডুকরা—ক্রিঃ ডুকরান। [?—তু. হি. √ডকরা= ষাঁড় ডাকা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ডাক ছাড়িয়া কাঁদা, হঠাৎ সশব্দে কাঁদা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

ডুগডুগি—বিঃ চর্মমণ্ডিত ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ডমরু। [ধ্বন্যাত্মক]।

ডুগি, (বর্জি) **ডুগী**—বিঃ তবলার সহচর বাদ্যযন্ত্র, বাঁয়া। [দেশী—তু. হি. ডুগ্‌গী]।

ডুণ্ডুভ—বিঃ ঢোঁড়া সাপ। [সং.]।

ডুব—বিঃ অবগাহন, নিমজ্জন (ডুব দেওয়া)। [হি. √ডুব < প্রা. √বুড্ড < সং. √মস্জ্]। ক্রিঃ **ডুব মারা**—জলতলে নিমজ্জিত হওয়া; (ব্যঙ্গে) অদৃশ্য হওয়া বা আত্মগোপন করা। বিঃ **-সাঁতার**—ডুব দিয়া দেওয়া সাঁতার। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**—লোকচক্ষুর অগোচরে কোন কাজ করা। **ডুবে ডুবে জল খায় শিবের বাবাও টের পায় না**—এমনভাবে নিন্দনীয় কাজ করে যে কেউ জানতে পারে না। বিঃ **-জল**—গোটা দেহ ডুবিয়া যায় এমন গভীর জল। বিঃ **-ন**—নিমজ্জন। বিণঃ **-ন্ত**—ডুবিয়া যাইতেছে এমন; ডুবুডুবু; (বিরল) নিমজ্জিত। বিঃ **-সাঁতার**—জলের মধ্যে ডুব দিয়া সাঁতার। বিঃ **-রি, -রী**—(প্রধানতঃ মুক্তা-প্রবালাদি তুলিবার জন্য) যে ব্যক্তি সমুদ্রাদির মধ্যে ডুব দেয়; যে ব্যক্তি জলে ডুব দিয়া নিমজ্জিত বস্তু উদ্ধার করে। বিঃ **ডুবরি-পাখি**—যে পাখি জলে ডুব দিয়া মৎস্যাদি শিকার করে। **ডুবা**—(১)ক্রিঃ জলে নিমজ্জিত হওয়া, প্লাবিত হওয়া (বন্যায় দেশ ডুবেছে); সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সে ডুবেছে); নষ্ট হওয়া (তার কারবার ডুবেছে); অস্ত যাওয়া (চাঁদ ডুবেছে); নিবিষ্ট বা বিভোর হওয়া (পড়ায় ডুবে থাকা, খেলায় ডুবে থাকা); বিপজ্জনকভাবে বিজড়িত হওয়া (দেনায় ডুবা); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **ডুবান, ডুবানো**—(১)ক্রিঃ নিমজ্জিত করা; প্লাবিত করা; সর্বনাশগ্রস্ত করা; নষ্ট করা; নিবিষ্ট

করা : বিপজ্জনকভাবে বিজড়িত করান ; (২) বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **ডুবারি, ডুবারী, ডুবারু** — **ডুবরি**-র রূপভেদ। বিঃ **ডুবি**— নিমজ্জন (নৌকাডুবি)। বিণঃ **ডুবুডুবু**—প্রায় ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিবার উপক্রম করিয়াছে এমন, নিমজ্জিতপ্রায় ; প্রায় অস্ত গিয়াছে এমন, অস্তমান ; নষ্টপ্রায় ; মগ্নপ্রায় ; বিভোর। বিঃ **ডুবুরি, ডুবুরী**—**ডুবরি**-র চলিত রূপ। বিণঃ **ডুবো**—জলের নিচে ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবিয়া আছে এমন, নিমজ্জিত (ডুবো পাহাড়) ; জলে ডুবিয়া চলে এমন। বিঃ **ডুবো-জাহাজ**— সাবমেরিন।

ডুম—**ডোম১**-এর চলিত রূপ।

ডুমনী—**ডোম২** দ্রঃ।

ডুমা, (কথ্য.) **ডুমো**—বিঃ খণ্ড, টুকরা। [দেশী]।

ডুমুর—বিঃ তরকারি রাঁধিয়া খাওয়ার উপযুক্ত ফলবিশেষ, উড়ুম্বর। [সং. উড়ুম্বর]। বিঃ **-ফুল** —(ডুমুরের ফুল ফলের ভিতরে থাকে বলিয়া বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই) অদৃশ্য বস্তু বা জীব ; বিরল বস্তু।

ডুরি১—বিঃ (প্রাদে.) নৌকা হইতে জল সেঁচিয়া ফেলিবার ক্ষুদ্র পাত্র। [দেশী]।

ডুরি২, (বর্জি.) **ডুরী**—বিঃ সরু দড়ি, সুতা, ডোর, বন্ধন, বন্ধনরজ্জু ('কর্মডুরি দে মা কেটে' : রা.প্র.)। [হি. ডোর+বাং. ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ডুরে, (বিরল) **ডুরিয়া**—বিণঃ ডোরাকাটা (ডুরে শাড়ি)। [বাং. ডোরা+ইয়া>এ]।

ডুলি, (বিরল) **ডুলী**—বিঃ ক্ষুদ্র পালকিজাতীয় যানবিশেষ, দোলা। [সং. দোলী]।

ডেউয়া, ডেও—বিঃ মাদার গাছ বা তাহার ফল। [সং. ডহু]।

ডেংডেমুষে — ক্রি-বিণঃ চেটেপুটে, নিঃশেষে, সম্পূর্ণরূপে। [?]।

ডেঁপো—বিণঃ ইঁচড়ে পাকা, ফাজিল, ধৃষ্ট (ডেঁপো ছোকরা)। [দেশী]।

ডেক১—বিঃ জাহাজাদির পাটাতন। [ইং. deck]।

ডেক২, ডেগ—বিঃ ধাতুনির্মিত বড় হাঁড়ি, বৃহদাকার রন্ধনপাত্রবিশেষ। [ফা. দেগ্]। বিঃ **-চি, -চী**—ক্ষুদ্র ডেক [ফা. দেগ্+তুর্. চি, চী]।

ডেকরা—বি.বিণঃ ধূর্ত, শঠ ; ধৃষ্ট, অভদ্র। [সং. ডিঙ্গর]।

ডেঙ্গু—বিঃ জ্বরবিশেষ। [ইং. dengue]।

ডেপুটি—(১)বিণঃ (উচ্চপদস্থ কর্মচারীর) সহকারী, উপ- (যেমন, ডেপুটি মিনিস্টার=উপমন্ত্রী)। (২)বিঃ (সাধারণতঃ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা উপ-জেলাশাসক (ডেপুটিগিরি)। [ইং. deputy]।

ডেবরা—বিণঃ কাজকর্মে দক্ষিণ হস্তের অপেক্ষা বাম হস্তের ব্যবহার অধিকতর করে এমন, ন্যাটা। [হি. ডিবরিয়া]।

ডেমি—বিঃ দলিলপত্রাদি লিখন-কার্যে ব্যবহৃত অর্ধ-ফুলস্কেপ আকারের কাগজবিশেষ। [ইং. demy]।

ডেয়ে, ডেয়ো—বিঃ বড় কাল পিপীলিকাবিশেষ। [দেশী]।

ডেরা—বিঃ অস্থায়ী বাসা, আস্তানা, আড্ডা। [হি.]। ক্রিঃ **ডেরা গাড়া, ডেরা বাঁধা**—আড্ডা গড়া, অস্থায়ী বাসা স্থাপন করা। ক্রিঃ **ডেরা তোলা**—বাসা বা আড্ডা উঠাইয়া দেওয়া। বিঃ **-ডাণ্ডা**—বাসা ও তাহার আসবাবপত্র।

ডেলা—বিঃ দলা, বৃহদাকার ঢিল। [দেশী]।

ডেহুয়া—**ডেউয়া**-র রূপভেদ।

ডোঙা, ডোঙা—বিঃ ছোট সরু নৌকাবিশেষ, শালতি ; তালগাছের গুঁড়ি দিয়া প্রস্তুত শালতির ন্যায় নৌকা বা জল তুলিবার পাত্র। [দেশী]।

ডোজ—বিঃ ঔষধের মাত্রা। [ইং. dose]।

ডোবা১—বিঃ জলপূর্ণ গর্তবিশেষ, ক্ষুদ্র জলাশয়। [দেশী]।

ডোবা২, ডোবন (-নো)—যথাক্রমে **ডুবা** ও **ডুবান**-র চলিত রূপ।

ডোম১—বিঃ কাচে তৈয়ারি গোলাকার বাতির চিমনি, ডুম। [ইং. dome]।

ডোম২—বিঃ অনুন্নত হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং.]। (বাং.) বি(স্ত্রী): **-নী, ডুমনী**। বিঃ **-কাক**— দাঁড়কাক। বিঃ **-চিল**—গোদাচিল।

ডোর—বিঃ বাহু প্রভৃতির বন্ধনসূত্র ; (আল.) বন্ধন, আকর্ষণ (প্রণয়ডোর) ; বৈষ্ণবদিগের বহির্বাস (ডোরকৌপীন)। [হি.]।

ডোরা—বিঃ লম্বা রেখা। [হি. ডোর+বাং. আ (সাদৃশ্যার্থে)]। বিণঃ **-কাটা**—ডোরাযুক্ত ; নানা বর্ণের রেখাদ্বারা চিহ্নিত। বিণঃ **ডোরা-ডোরা**— অনেক ডোরার দ্বারা চিহ্নিত।

ডোরি, ডোরী—**ডুরি২**-এর বিরল রূপ।

ডোল১—**ডৌল১**-এর রূপভেদ।

ডোল২—বিণঃ (প্রা. কাব্যে) রোমাঞ্চিত, পুল-

কিত, অস্থির, ('ডরে প্রাণ ডোল হইল' : মু গু.)। [দেশী]।

ডোল৩—**দোল**-এর অপ্র. কোমল রূপ। ('সুমেরুত উপরে চামর ডোল' : জ্ঞা. দা.)।

ডোল৪, ডোলা১—বিঃ চাঁচাড়ি হোগলা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত বৃহৎ আধারবিশেষ। [সং. কণ্ডোল]।

ডোলা২—বিঃ দোলা, শিবিকাবিশেষ। [সং. দোলা]।

ডৌল—বিঃ গড়ন, ঢপ, আকৃতি (মুখের ডৌল)। [তু. হি. ডৌল]।

ড্যাং ড্যাং—অব্যঃ ঢাকের ধ্বনি, জয়সূচক ডঙ্কা-ধ্বনি, জয়ঘোষণা (ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল)। [দেশী]।

ড্যাকরা—**ডেকরা**-র বানানভেদ।

ড্যাবড্যাব—অব্যঃ (চক্ষু সম্পর্কে) প্রসারণের সহিত অনুজ্জ্বলতা প্রকাশ (ড্যাবড্যাব করা)। [দেশী]। বিণঃ **ড্যাবডেবে**—ভাসা-ভাসা, আয়ত ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যহীন (ড্যাবড্যাবে চোখ)।

ড্যাবরা—**ডেবরা**-র বানানভেদ।

ড্যাশ—বিঃ যতিচিহ্নবিশেষ, আড়াআড়ি সরু সরল রেখা। [ইং. dash]।

ড্রয়ার—বিঃ টেবিল প্রভৃতির দেরাজ, টানা। [ইং. drawer]।

ড্রাম১—বিঃ ঔষধাদি তরল পদার্থের মাপবিশেষ, ষাট গ্রেন। [ইং. dram]।

ড্রাম২—বিঃ ঢাক, ঢোল, ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, ঢাকের আকারের ধাতব পাত্র। [ইং. drum]।

ড্রিল—বিঃ সম্মিলিত ব্যায়াম। [ইং. drill]।

ড্রেন—বিঃ নর্দমা, পয়োনালী। [ইং. drain]।

ঢ

ঢ—বাঙ্গালা বর্ণমালার চতুর্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঢং১, ঢং২—**ঢঙ** ও **ঢন্** দ্রঃ।

ঢক্—অব্যঃ তরল পদার্থাদির গলাধঃকরণের বা ঢালার শব্দ; শূন্যগর্ভ পাত্রাদির মধ্যে স্বল্প-পরিমাণ তরল পদার্থ ছলকানর শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-ঢক্**—ক্রমাগত ঢক্-শব্দ; দ্রুত পানের শব্দ (ঢক্ঢক্ করে জল খেল); শ্লথভাবে স্থাপিত বস্তুর নড়িবার শব্দ (ঢক্ঢক্ করে নড়ছে)।

[illegible]—বিঃ গড়ন, আকৃতি, ঢপ। [দেশী]।

ঢক্কা—বিঃ ঢাক। [সং.]।

ঢঙ, ঢঙ্গ, ঢং১—বিঃ ছলাকলা, ছল, ভান, ছলনা, রঙ্গ (ঢঙ করা); গঠন, গড়ন, ধরন, ভঙ্গি, ফ্যাশন (নানা ঢঙের পুতুল)। [দেশী]। বিণ.-বি(স্ত্রী): **ঢঙী, ঢঙ্গী**—ঢঙ করে এমন (ঢঙী মেয়ে)।

ঢন্, ঢং২—অব্যঃ শূন্যকুম্ভ ঘণ্টা ধাতুপাত্র প্রভৃতিতে আঘাতের আওয়াজ, টন্ অপেক্ষা গভীর ও উচ্চ শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **ঢনঢন, ঢংঢং**—ক্রমাগত ঢন্ শব্দ (ঢংঢং ঘণ্টা বাজে), নিঃস্বতা ও শূন্য-গর্ভতাসূচক, ঢুঢু (হাঁড়ি ঢনঢন্ করছে, চাকরি হবে ঢনঢন্)।

ঢপ—বিঃ গড়ন, আকার, ডৌল, বাঙ্গালাদেশের কীর্তনগানবিশেষ। [দেশী]।

ঢপ্—অব্যঃ টুপ্ বা টাপ্ অপেক্ষা জোর শব্দ, ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ বা ভারী কিছু দিয়া নরম ও শূন্যগর্ভ দ্রব্যে আঘাতের শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **ঢপ্ঢপ্, ঢব্ঢব্**—ক্রমাগত ঢপ্ শব্দ।

ঢল—বিঃ ঢালু জায়গা, ঢাল, ক্রমনিম্নতা; পাহাড়ের ঢাল বাহিয়া নিম্নগামী জলরাশি; বন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জলরাশি (ঢল নামা)। [দেশী]।

ঢলঢল—(১)অব্যঃ ঢিলা হওয়ার ভাব প্রকাশ (জামাটা ঢলঢল করছে), লাবণ্যময়তার ভাব প্রকাশ (মুখখানি ঢলঢল করছে); আবেশ-বিভোরতা প্রকাশ (ভাবে ঢলঢল)। (২)বিণঃ আবেশ-বিভোর ও চঞ্চল (ঢলঢল আঁখি), লাবণ্য-চঞ্চল, সৌন্দর্যতরঙ্গিত (ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি' : গো. দা.)। [দেশী]। বিণঃ **ঢলঢলে**—ঢিলা (ঢলঢলে জামা); লাবণ্যময় (ঢলঢলে মুখ)।

ঢলতা—বিঃ পণ্যবস্তুর ন্যায্য ওজনের উপর বাড়তি পরিমাণ। [?—তু. ঢল]।

ঢলা—(১)ক্রিঃ হেলিয়া পড়া (সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে); সম্মুখে ঝোঁকা (ঘুমে ঢলে পড়েছে); পক্ষপাতী হওয়া (বাপ ছেলের দিকে ঢলেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. ঢল+আ—তু হি. ঢল্না]। বিঃ **-ঢালি**—কেলেঙ্কারি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হেলান, কেলেঙ্কারি করা; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিণঃ **-নে**—কেলেঙ্কারি করে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-নী**।

ঢাউস—বিণঃ অতি বৃহদাকার। [হি ঢব্‌বুস]।

ঢাই—বিঃ বোয়ালজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

ঢাঁচা—**খাঁচা**-র বিরল রূপ।

ঢাক১—বিঃ **ঢাকা** (বি.)-র প্রাদে. রূপ (ঢাক দেওয়া)।

ঢাক₂—বিঃ বৃহৎ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঢক্কা। [সং. ঢক্কা]। ক্রিঃ **ঢাক পেটা, ঢাকঢোল পেটা**—ঢাক বাজান; (আল.) সর্বসাধারণ্যে প্রচার করা; (আল.) অতিরিক্ত প্রশংসা প্রচার করা। ক্রিঃ **ঢাক বাজান**—(আল.) সর্বসাধারণ্যে প্রচার করা; (আল.) অতিরিক্ত প্রশংসা প্রচার করা। ক্রিঃ **ঢাকে কাটি দেওয়া**—ঢাক বাজান; (আল.) হৈচৈ করা বা করান। **ঢাকের দায়ে মনসা বিকান**—অসার বাহাড়ম্বর করিতে গিয়া আসল উদ্দেশ্য পণ্ড করা। **ঢাকের বাঁয়া**—সঙ্গে থাকে কিন্তু কোন কাজে লাগে না এমন ব্যক্তি বা বস্তু।

ঢাকঢাক-গুড়গুড়—বিঃ চাপাচাপি, গোপন রাখার প্রয়াস। [দেশী]।

ঢাকনা, ঢাকনি, (প্রাদে.) **ঢাকন**—বিঃ আবরণ; বাক্স ডেস্ক সিন্দুক প্রভৃতির ডালা; হাঁড়ি-কলসি প্রভৃতির সরা; চক্ষুর ঠুলি। [ঢাকা দ্রঃ]।

ঢাকা—(১)বিঃ ঢাকনা (কৌটার ঢাকা); আবরণ ('খুলে দিলে শুদ্ধতার ঢাকা' : রবীন্দ্র)। (২)বিণঃ ঢাকা দেওয়া আছে এমন। (৩)ক্রিঃ আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা; ছাইয়া ফেলা (মেঘে ঢাকা); চাপা দেওয়া, গোপন করা, লুকান (কথা ঢাকা)। [প্রাকৃ. √ঢক্ক < সং. √ছাদি—তু. হি. √ঢাক]।

ঢাকাই—বিণঃ পূর্ববঙ্গের ঢাকা-জেলায় প্রস্তুত (ঢাকাই মসলিন)। [বাং. ঢাকা + ই]।

ঢাকী—বিণ.বিঃ ঢাক-বাজনাদার। [বাং. ঢাক + ঈ]।

ঢাকুনি—**ঢাকনি**-র রূপভেদ।

ঢাল₁—বিঃ ক্রমনিম্নভূমি, গড়ান। [বাং. ঢল + অ]।

ঢাল₂—বিঃ অস্ত্রাদির আঘাত প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার্য চর্মাদির ফলক। [সং.]। বিণ.বিঃ **ঢালী** (-লিন্)—ঢালধারী, ঢালধারী যোদ্ধা; উপাধি-বিশেষ।

ঢালসুমর—বিঃ (পুরাতন) ঋণ-পরিশোধার্থ (নূতন) ঋণগ্রহণ ('বড়মানুষদিগের ঢালসুমরেই চলে' : টেক)। [?]।

ঢালা—(১)ক্রিঃ তরল বা কঠিন পদার্থ কোন পাত্র হইতে পাতিত করা (দুধ ঢালা, চাল ঢালা); ধাতুকে নির্দিষ্ট আকার দিবার জন্য গলাইয়া পাতিত করা (ছাঁচে ঢালা); বহু পরিমাণে ছড়াইয়া দেওয়া বা নিয়োগ করা (প্রচারকার্যে বা ব্যবসায়ে টাকা ঢালা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ ঢালিয়া ফেলা হইয়াছে এমন (ঢালা জল); ঢালাই-করা (ঢালা কড়াই); ঢালাও (ঢালা বিছানা); স্পষ্ট ও স্থায়ী (ঢালা হুকুম)। [বাং. ঢাল₁ + আ]। **-ই**—(১)বিঃ উত্তাপদ্বারা ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালার কাজ; (২)বিণঃ ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত (ঢালাই ঘটি)। বিঃ **-ইকর**—ঢালাইয়ের কারিগর, যে-ব্যক্তি ঢালাইয়ের কাজ করে। বিণঃ **-ও,** (বিরল) **-উ**—বিস্তীর্ণ (ঢালাও ফরাস); প্রচুর, দেদার (ঢালাও খাবার); অবাধ, অক্ষুণ্ন (ঢালাও হুকুম)। **-ঢালি**—ক্রমাগত পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালা।

ঢালী (-লিন্)—**ঢাল**₂ দ্রঃ।

ঢালু—বিণঃ ঢালবিশিষ্ট, গড়ানে, ক্রমনিম্ন। [বাং. ঢাল₁ + উ]।

ঢিট, (বর্জি.) **ঢীট**—বিণঃ ধৃষ্ট, বেহায়া ('ঢীট কানাই' : গো. দা.); জব্দ, শায়েস্তা, কঠোর শাসনদ্বারা সংশোধিত (মেরে ঢিট করা)। [সং. ধৃষ্ট—তু. হি. ঢীট]। বিঃ **-পনা**—ধৃষ্টতা, বেহায়া-পনা।

ঢিঢি—(১)বিঃ (সাধারণতঃ নিন্দার) প্রবল রব, ব্যাপক জানাজানি ও ধিক্কার (চারিদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে)। (২)বিণঃ চতুর্দিকে প্রচারিত (একথা ঢিঢি হয়ে গেছে)। [তু. হি. ঢিঢোরা]। বিঃ **-কার, -ক্কার, -রব**—ধিক্ ধিক্ রব, ধিক্কারের সহিত প্রবল নিন্দাপ্রচার; (নিন্দা বা প্রশংসার) উচ্চধ্বনি।

ঢিপি, (বর্জি.) **ঢিপী**—বিঃ স্তূপ (উইয়ের ঢিপি, মাটির ঢিপি) [দেশী—তু. সং. স্তূপ]।

ঢিপ্—অব্যঃ ভারী জিনিসের হঠাৎ জোরে পড়ার শব্দ; হঠাৎ গড় হইয়া প্রণাম করার শব্দ (ঢিপ্ ক'রে প্রণাম করা) [দেশী]। অব্যঃ **-ঢিপ্**—উপর্যুপরি ঢিপ্ শব্দ; হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হওয়ার শব্দ (বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করে)।

ঢিবি—**ঢিপি**-র রূপভেদ।

ঢিমা, (কথ্য) **ঢিমে**—বিণঃ মৃদু, ক্ষীণ (ঢিমে আওয়াজ); মন্থর, বিলম্বিত (ঢিমে তাল); উদ্যমহীন, দীর্ঘসূত্র (লোকটা ভারী ঢিমে)। [হি. ধীমা—তু. সং. মধ্যম]। বিঃ **-তেতালা**—সঙ্গীতের তালবিশেষ। ক্রি-বিণঃ **-তেতালায়**—মন্থরগতিতে, তেমন আগ্রহ বা উদ্যম ছাড়া (ঢিমে-তেতালায় কাজ চলা)।

ঢিল₁—বিঃ মাটি পাথর-ইট প্রভৃতির ছোট টুকরা ব' ডেলা, লোষ্ট্র (ঢিল ছোড়া)। [দেশী]। ক্রিঃ **অন্ধকারে বা আন্দাজে ঢিল ছোড়া**—(আল.)

হয়ত বা বাঞ্ছিত ফললাভে সাহায্য করিবে, এই ভাবিয়া অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও কিছু করা।

ঢিলা, (কথ্য) **ঢিলে,** (প্রাদে.) **ঢিল**২—(১)বিণঃ শিথিল, আলগা; শিথিলপ্রযত্ন, অলস, দীর্ঘসূত্র (ঢিলা লোক)। (২)বিঃ শৈথিল্য, অযত্ন (কাজে ঢিলা দেওয়া) [সং. শিথিল]। বিঃ **ঢিলামি ঢিলেমি**—শৈথিল্য।

ঢীট—**ঢিট** দ্রঃ।

ঢু, ঢুঁ—বিঃ মাথা বা শিং দিয়া গুঁতা (ঢুঁ মারা)। [দেশী]।

ঢুঁড়া—(১)ক্রিঃ খোঁজা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ঢুণ্ঢ্ + বাং. আ]।

ঢুঁঢু—**ঢুঢু** দ্রঃ।

ঢুকা—(১)ক্রিঃ ভিতরে যাওয়া, প্রবেশ করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [প্রাকৃ. √ঢুক্ক < সং √ঢৌক—তু. হি. √ঢুক]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ প্রবিষ্ট করান, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ঢুক্—অব্যঃ ঢক্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। অব্যঃ **-ঢুক্**—ক্রমাগত ঢুক্-শব্দ।

ঢুঢু, ঢুঁঢু—অব্য. বিঃ কিছুই নহে, ফাঁকি (তুমি জান ঢুঢু, কাজের বেলায় ঢুঢু) [?]।

ঢুল—বিঃ তন্দ্রা নেশা প্রভৃতির ঘোর বা তজ্জন্য মাথার দোলন। [হি. √ঢুল < প্রাকৃ. √ডোল < সং √দুল]। বিণঃ **-ঢুল, -ঢুলে, ঢুলঢুল**—তন্দ্রা বা নেশার ঘোরযুক্ত, আবেশ-বিভোর ('চোখ দুটি তা'র ঢুলঢুলে': স. দ.; ঢুলুঢুলু নয়ন)। ক্রিঃ **ঢুলঢুল করা** বা **ঢুলুঢুলু করা**—তন্দ্রা নেশা প্রভৃতির আবেশ প্রকাশ করা ('শুনে সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুলুঢুলু': বিহারী)। বিঃ **-নি, ঢুলুনি**—ঢুলুঢুলু অবস্থা বা ভাব। **ঢুলা**—(১)ক্রিঃ তন্দ্রা বা নেশার ঘোরে মাথা দোলান; দোলা (তার মাথা ঢুলছে); বিঃ উক্ত অর্থে। **ঢুলান, ঢুলানো**—(১)ক্রিঃ দোলান (চামর ঢুলান); (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

ঢুলী—বিঃ ঢোল-বাদক, বাঙ্গালী সম্প্রদায়বিশেষ। [সং ঢোল + বাং. ঈ]।

ঢুস—বিঃ (প্রাদে) ঢুঁ। [ঢু দ্রঃ]। ক্রিঃ **ঢুসা**—ঢুসান। **ঢুসান, ঢুসানো,** (বর্জি.) **ঢুষান**—(১)ক্রিঃ মাথা বা শিং দ্বারা আঘাত করা, ঢুঁ মারা। (২)বিঃ অনুরূপ অর্থে। বিঃ **ঢুসাঢুসি**—পরস্পর মাথা বা শিং দ্বারা আঘাত করণ।

ঢেউ—বিঃ তরঙ্গ, ঊর্মি। [দেশী]। বিণঃ **-খেলান, -খেলানো, -তোলা**—তরঙ্গায়িত, ঢেউয়ের ন্যায় উঁচু-নিচু।

ঢেঁকি—বিঃ ধান্যাদি শস্য বা অন্যান্য পদার্থ ভানিবার বা কুটিবার যন্ত্রবিশেষ। [মুণ্ডা. ডিংকি]। বিঃ **-কল**—ঢেঁকির ন্যায় চাপ দিয়া ওঠা-নামা করার জন্য বালকবালিকাদের ক্রীড়াযন্ত্রবিশেষ। বিঃ **-শাক**—শাকবিশেষ। বিঃ **-শাল**—ঢেঁকি-ঘর। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—(প্রধানতঃ পরশ্রীকাতরতার দরুন) মর্মজ্বালায় ছটফট করা। ***ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে***—(খেদোক্তিতে) যাহার ভাগ্য মন্দ তাহার কোন অবস্থাতেই ভাল কিছু হইতে পারে না।

ঢেঁকুর, ঢেঁটা, ঢেঁটরা—যথাক্রমে **ঢেকুর ঢেঁটা** ও **ঢেঁড়া**-র রূপভেদ।

ঢেঁড়স, (বর্জি.) **ঢেঁড়শ**—বিঃ সবজিবিশেষ। [হি. ভিণ্ডি]।

ঢেঁড়া, ঢেঁড়ি১—বিঃ ঢাক (ঢেঁড়া পেটা); ঢোল-শোহরত (ঢেঁড়া দেওয়া)। [হি. ঢিঢোরা]।

ঢেঁড়ি২, (বর্জি) **ঢেঁড়ী**—রমণীদের কর্ণভূষণ-বিশেষ; আফিম গাছের ফল বা বীজকোষ। [দেশী]।

ঢেকুর—বিঃ হিক্কা, উদ্গার। [হি. ডকার]।

ঢেঙ্গা, ঢেঙা—বিণঃ লম্বা, লম্বাটে (ঢেঙ্গা লোক)। [হি. ঢঙ্গা < দেশী]।

ঢেপসা—বিণঃ ঢিপির মত; মোটা; ঢোসকা; [বাং. ঢিপি + সা]।

ঢেমনা—বিঃ লম্পট। [দেশী]। বি(স্ত্রী)ঃ **ঢেমনী**।

ঢের—বিণঃ প্রচুর, দেদার, যথেষ্ট। [তু. হি. ঢের]। বিঃ **ঢেরি**—রাশি, স্তূপ (ঢেরি করা)।

ঢেরা—বিঃ '×'-এই চিহ্ন (ঢেরা দেওয়া বা কাটা); দড়ি পাকাইবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]। বিঃ **-সহি, -সই**—নিরক্ষর ব্যক্তির ×-এই চিহ্নদ্বারা প্রদত্ত সই বা দস্তখত।

ঢেলা—বিঃ ডেলা, ঢিল অপেক্ষা বড় টুকরা। [দেশী]।

ঢোঁক—**ঢোক**-এর বর্জি. রূপ।

ঢোঁড়া১—**ঢুঁড়া**-র চলিত রূপ।

ঢোঁড়া২—বিঃ (প্রধানতঃ জলে বাসকারী) বিষহীন সর্পবিশেষ; (বিদ্রূপে) ক্ষমতাহীন ব্যক্তি। [সং. ডুণ্ডুভ]।

ঢোক—বিঃ যে পরিমাণ তরল পদার্থ একবারে গলাধঃকরণ করা যায় (এক ঢোক জল); গলাধঃকরণ; গলাধঃকরণের ভঙ্গি। [দেশী]।

ক্রিঃ **ঢোক গেলা**—গলাধঃকরণের ভঙ্গি করা; উক্ত ভঙ্গিদ্বারা ইতস্ততঃ ভাব প্রকাশ করা।

ঢোকা, ঢোকান (-নো)—যথাক্রমে **ঢুকা** ও **ঢুকান** -র চলিত রূপ।

ঢোল—(১)বিঃ চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (২)বিণঃ (ঢোলের মত) ফোলা বা ফাঁপা। [মুণ্ডা.]। ক্রিঃ **ঢোল দেওয়া**—ঢেঁড়া পিটিয়া প্রচার করা, ঘোষণা করা। ক্রিঃ **ঢোল পেটা**—ঢোল বাজান; প্রচার করা। **নিজের ঢোল নিজে পেটা**—আত্মপ্রশংসা করা। বিঃ **-ক**—ক্ষুদ্র ঢোলবিশেষ। বিঃ **-শোহরত**—ঢোল পিটিয়া প্রচার বা ঘোষণা।

ঢোলা১—বিণঃ ঢলঢলে, ঢিলা, আলগা। [বাং. ঢোল + আ]।

ঢোলা২, **ঢোলান (-নো)**—যথক্রেমে **ঢুলা** ও **ঢুলান** -র চলিত রূপ (**ঢুল** দ্রঃ)।

ঢ্যাঁড়স (-শ), ঢ্যাঁড়া, ঢ্যাঙ্গা (-ঙা), ঢ্যাপসা, ঢ্যামনা—যথাক্রমে **ঢেঁড়স ঢেঁড়া ঢেঙ্গা ঢেপসা** ও **ঢেমনা**-র বানানভেদ।

ণ

ণ—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ণত্ববিধান, ণত্ববিধি—বিঃ (ব্যাক.) কোন্ কোন্ অবস্থায় 'ন'-র পরিবর্তে 'ণ'-ব্যবহার হয় তাহার নিয়ম।

ণ-ফলা—বিঃ অন্য বর্ণের সঙ্গে 'ণ'-এর যোগ।

ণিচ্—বিঃ (ব্যাক.) সংস্কৃত প্রত্যয়বিশেষ: কর্তা নিজে ক্রিয়া সাধিত না করিয়া অপরের দ্বারা সাধিত করাইলে এই প্রত্যয় হয়, যেমন √দৃশ্ (দেখা) + ণিচ্ = দর্শি (দেখান)।

ণিজন্ত—বিণঃ ণিচ্-প্রত্যয়-যুক্ত। [সং. ণিচ্ + অন্ত]। **ণিজন্ত ধাতু**—যে ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে।

ত

ত১—বাঙ্গালা ভাষার ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ত২—অব্যঃ প্রশ্নসূচক (খেয়েছ ত); দৃঢ়তা নিশ্চয়তা বা সংশয়হীনতাসূচক (এই ত বাড়ি); অনুরোধসূচক (একবার দেখুন ত); যদিও বা সত্ত্বেও অর্থবাচক (তুমি ত দিলে); কিন্তু অর্থবাচক (সে ত খাবে না); তবে বা তাহা হইলে অর্থবাচক (বাঁচতে চাও ত); অন্ততঃ অর্থবাচক (আজ ত নয়); অবধারণসূচক (তাই ত); অনিশ্চয়তাসূচক (যাই ত—দেখি কিছু পাই কি না পাই); পরিণতি ঘটনা অঘটন ইত্যাদি ব্যঞ্জক (বিয়ে ত হল, জল ত হল না); সংশয়সূচক (হয় ত); কথার মাত্রা বা পাদপূরণ-সূচক (আমি ত জানি না)। [সং. তাবৎ]।

ত৩—**তত**-র কথ্য রূপ (যজন খেয়েছে তজনই মরেছে)।

তই—বিঃ আঙটাহীন কড়াই। [দেশী]।

তইখন—অব্যঃ (ব্রজ.) তৎক্ষণে, তখনই, তখন। [সং. তৎক্ষণ ?]।

-তঃ—(-তস্), (চলিত) **-ত**—অব্যঃ হইতে তে প্রভৃতি ৫মী ও ৭মী বিভক্তির স্থানে ও হেতু অর্থে প্রযোজ্য প্রত্যয়বিশেষ (জ্ঞানতঃ, ধর্মতঃ)। [সং. -তস্]।

তঁহি—অব্যঃ (ব্রজ. ও প্রা বাং.) সেখানে; সে; তাহা; তাহাতে [সং. তস্মিন্]।

তক—অব্যঃ অবধি, পর্যন্ত (শেষতক)। [হি.]।

তকতক—অব্যঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতা-সূচক (বাড়িটা তকতক করছে, জল তকতক করছে)। [দেশী]। বিণঃ **তকতকে**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল, নির্মল ও ঝকঝকে।

তকদির, (বিরল) **তকদীর**—বিঃ অদৃষ্ট, নসিব, ভাগ্য। [আ.]।

তকমা—বিঃ চাপরাস; পদক, মেডেল। [তুর. তম্‌গা]।

তকরার—বিঃ বচসা, তর্কাতর্কি। [আ.]।

তকলি, তকলী—বিঃ সুতা-কাটার উপকরণ-বিশেষ, টাকু। [গুজ.—সং. তর্কু]।

তকলিফ—বিঃ কষ্ট। [আ. তকলীফ্]।

তক্‌তক্—**তকতক**-এর বানানভেদ।

তক্ক—তর্ক-এর কথ্য রূপ।

তক্কেতক্কে—**তর্কেতর্কে**-র কথ্য রূপ।

তক্ত—**তখত** দ্রঃ।

তক্তপোশ, তক্তাপোশ, (বর্জি.) **তক্তপোষ, তক্তা-পোষ**—বিঃ কাষ্ঠনির্মিত খাট বা বড় চৌকি-বিশেষ। [ফা. তখ্‌ৎপোশ]। —**তক্তা**-ও দ্রঃ।

তক্তা—বিঃ কাষ্ঠফলক। [ফা. তখ্‌তা]।

তক্তানামা—**তখতনামা**-র অধিকতর চলিত রূপ।

তক্তি—বিঃ ছোট তক্তা; কাঠের দোয়াত; চার-কোনা তক্তার আকারে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বা কণ্ঠা-ভরণবিশেষ। [ফা. তখ্‌তী]।

তক্র—বিঃ ঘোল। [সং.]। বিঃ **-পিণ্ড**—ছানা।

তক্ষক—বিঃ তক্ষণকারী, ছুতার; পরীক্ষিৎকে দংশনকারী সর্পবিশেষ; (বাং.) গিরগিটিজাতীয় বিষধর প্রাণিবিশেষ। [সং. √তক্ষ্+অক (র্তৃ)]।

তক্ষণ—বিঃ অস্ত্রদ্বারা কাষ্ঠাদি চাঁচা বা কোঁদা; ছুতারের কাজ; রেঁদা, বাইশ। [√তক্ষ্+অন (ভা, ণে)]।

তক্ষাণ—তখন-এর কথ্য ও জোরাল রূপ।

তক্ষ্খুণি—**তক্ষাণ**-র প্রাদে. রূপ।

তখত, তখ্‌ত, তক্ত—বিঃ সিংহাসন (রাজতখত)। [ফা. তখ্‌ৎ]। বিঃ **-তাউস**—ময়ূর-সিংহাসন।

তখতনামা—বিঃ বিবাহাদির শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত মনুষ্যবাহিত যানবিশেষ। [ফা. তখ্‌ৎনুমা]।

তখন—(১)অব্য. ক্রি: -বিণঃ সেই সময়ে, সেকালে সে-যুগে (তখন কলিকাতায় ট্রামবাস ছিল না)। (২)অব্য(সমু): তবে, তাহা হইলে (বাপ মরুক তখন বুঝবে ঠেলা); তাই, সেকারণ, ফলে (সারারাত্রি রোগীর মাথায় বরফ দেওয়া হল, তখন সে চোখ মেলল); অবশেষে (চোর পালাল, তখন গৃহস্থের ঘটে বুদ্ধি এল)। (৩)বিঃ সেই সময় (তখন হইতে এক বৎসর)। [সং. তৎক্ষণ]।। বিণঃ **-কার**—সেই সময়ের, সেকালের, সেযুগের। অব্যঃ **-ই, তখনি**—সেই মুহূর্তেই, তৎক্ষণাৎ।

তখমা—তকমা-র রূপভেদ।

ত-খরচ—বিঃ নির্দিষ্ট খরচের আনুষঙ্গিক বাজে খরচ। [আ. তয়+ফা. খর্চ্]।

তগর—বিঃ টগরফুল বা তাহার গাছ। [সং.]।

তগাবি—বিঃ জমির উন্নতিকল্পে কৃষককে সরকার-প্রদত্ত ঋণ, কৃষিঋণ। [আ. তকাবী]।

তঙ্কা—বিঃ টাকা। [সং. টঙ্ক]।

তচনচ, তছনছ—অব্যঃ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত, সম্পূর্ণ নষ্ট। [তু. হি. তহসনহস্]।

তছরূপ, তছরুপ—**তসরুফ**-এর রূপভেদ।

তছু—সর্বঃ (ব্রজ.) তাঁহার ('তছু পায়ে মঝু পরণাম': গো. দা.)। [সং. তস্য]।

তজবিজ, তজবীজ—বিঃ বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত, রায়; খোঁজখবর ও পরীক্ষা; বন্দোবস্ত; ব্যবস্থা; কার্যপ্রণালী। [আ. তজ্‌বীজ্]।

তজ্জনিত—বিণঃ তাহা হইতে প্রসূত বা উৎপন্ন। [সং. তৎ+জনিত]।

তজ্জন্য—অব্যঃ সেই কারণে, সেই হেতু। [সং. তৎ+জন্য]।

তজ্জাত—বিণঃ তাহা হইতে প্রসূত, তজ্জনিত। [সং. তৎ+জাত]।

তঞ্চক—বিণঃ বঞ্চনাকারী, ঠগ। [সং. √তঞ্চ্+অক (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

তঞ্চন—বিঃ সঙ্কোচন; (রসা.) তরল পদার্থের ঘন পিণ্ডাকারে পরিণতি, coagulation (তঞ্চন দ্বারা দুগ্ধ হইতে ছানা বা দধি হয়) [বি. প.]। [সং. √তঞ্চ্+অন (ভা)]।

তঞ্চিত—বিণঃ সঙ্কোচিত; তঞ্চন করা হইয়াছে এমন। [সং. √তঞ্চ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

তট—বিঃ তীর, কূল (সমুদ্রতট); স্থল, উচ্চক্ষেত্র (কটিতট, তটভাগ); সানুদেশ, পর্বতোপরিস্থ সমতলভূমি (গিরিতট)। [সং. √তট্+অ]।

তটস্থ১—বিণঃ ব্যস্তসমস্ত, শশব্যস্ত, বিচলিত। [সং. ত্রস্ত]।

তটস্থ২—বিণঃ তীরে অবস্থিত; সমীপস্থ; অপক্ষ-পাতী, উদাসীন, নির্লিপ্ত ('তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তরতম': চৈ. চ.)। [সং.তট+স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **তটস্থা**। **তটস্থ লক্ষণ**—(দর্শ.) ভগবানের জগৎসৃষ্টিরূপ বাহ্য লক্ষণ। **তটস্থা শক্তি**—(দর্শ.) ভগবান্ যে শক্তিবলে জীব সৃষ্টি করেন, জীব-শক্তি।

তটাক, তটাগ—**তড়াগ**-এর রূপভেদ।

তটিনী—বিঃ নদী। [সং. তট+ইন্+ঈ]।

তড়কা—বিঃ শিশুদের অঙ্গ-আক্ষেপমূলক রোগ-বিশেষ, ধনুষ্টংকার-রোগ। [তু. হি. তড়কনা]।

তড়পা—ক্রিঃ তড়পান। [তু. হি. তড়পনা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লাফান; আস্ফালন করা; অতিরিক্ত উত্তেজনা বা উৎসাহে অস্থিরতা প্রকাশ করা। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **তড়পানি**—তড়পানর ভাব।

তড়বড়—অব্যঃ অতিরিক্ত ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া-সূচক (তড়বড় করে বলা)। [দেশী]। ক্রিঃ **তড়বড়া**—তড়বড়ান। **তড়বড়ান, তড়বড়ানো**—(১) ক্রিঃ তড়বড় করা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **তড়বড়ানি**—তড়বড় করার ভাব। বিণঃ **তড়বড়ে**—তড়বড় করে এমন।

তড়াক্—অব্যঃ হঠাৎ লাফ বা লাফের বেগসূচক (তড়াক্ করে লাফ দেওয়া)। [দেশী]।

তড়াক, তড়াগ—বিঃ বড় ও গভীর পুকুর, দীঘি। [সং. √তড়্+আগ (র্তৃ) অথবা, তট+ √অক্, √অগ্ (কুটিল গতি)+অ (র্তৃ)]।

তড়িঘড়ি—ক্রি-বিণঃ তাড়াতাড়ি, অত্যন্ত তাড়া-তাড়ি; তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে। [দেশী]।

তড়িচ্চালক—বিণ: বিদ্যুৎ-প্রবাহক, electromotive [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+চালক]।

তড়িচ্চুম্বক—বিঃ তড়িৎ-প্রবাহদ্বারা চৌম্বক শক্তি দান করা হইয়াছে এমন লৌহখণ্ড, electromagnet [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+চুম্বক]।

তড়িৎ—বিঃ বিদ্যুৎ। [সং.]। বিঃ **তড়িৎ-শিখা**—বিদ্যুৎ-ঝলক, বিদ্যুতের চমকানি।

তড়িত্বান্ (-ত্বৎ), **তড়িদ্গর্ভ**—বিঃ মেঘ। [সং. তড়িৎ+বৎ, গর্ভ]।

তড়িদ্দ্বার—বিঃ বৈদ্যুতিক তারের উভয় প্রান্ত, electrode [বি. প.]। [সং. তড়িৎ+দ্বার]।

তড়িদ্বিশ্লেষণ—বিঃ তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ, electrolysis [বি প.]। [সং. তড়িৎ+বিশ্লেষণ]।

তড়িদ্বীক্ষণ—বিঃ যে যন্ত্রে তড়িৎ-প্রবাহ ধরা পড়ে। [সং. তড়িৎ+বীক্ষণ]।

তড়িল্লতা—বিঃ লতাকৃতি বিদ্যুৎ। [সং. তড়িৎ+লতা]।

তড়িল্লেখা—বিঃ রেখাকার বিদ্যুৎ। [সং. তড়িৎ+লেখা]।

তণ্ডুল—বিঃ চাউল। [সং.]।

তত১—(১)বিণঃ বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। (২)বিঃ তন্ত্র-নির্মিত বীণাদি বাদ্য (ততযন্ত্র=বীণা সারঙ্গী ইত্যাদি)। [সং. √তন্+ত (র্ম)]।

তত২—অব্যঃ সেই পরিমাণ (যত চাও তত টাকা দিব), সেই অনুপাতে (যত হাসি তত কান্না); তেমন, সেই রকম, আশানুরূপ (বইখানা তত ভাল নয়)। [সং. ততি]। ক্রি-বিণঃ **-ক্ষণ**—ততখানি সময়, সেই পর্যন্ত (যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ থাক); সে সময়ের মধ্যে (ততক্ষণ সে পৌঁছে যাবে)। ক্রি-বিণঃ **-হি, -হিঁ**—(ব্রজ.) তাহাতে ('ততহিঁ বয়ান পুছন্দ': বিদ্যা.)।

ততঃ (-তস্)—ক্রি-বিণঃ তারপর, অতঃপর। [সং. তদ্+তস্]। **ততঃ কিম্**—তারপর কি?

ততক্ষণ, ততহি, ততহিঁ—তত২ দ্রঃ।

ততোধিক—বিণঃ তাহার অপেক্ষা বেশী। [সং. ততঃ+অধিক]।

তৎ (তদ্)—সর্বঃ সে, তিনি; সেই, তাহা। [সং. √তন্+অদ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-কাল**—সেই সময় কাল বা যুগ। বিণঃ **-কালিক, -কালীন**—সেই সময়কার, তদানীন্তন। অব্য-ক্রি-বিণঃ **-ক্ষণাৎ**—সেই মুহূর্তে, অবিলম্বে। **-পর**—(১)ক্রি-বিণঃ তারপর, তদনন্তর; (২)বিণঃ পটু, দক্ষ; যত্নবান্; ব্যগ্র; উদ্যমী, সচেষ্ট; সতর্ক। বিঃ **-পরতা**—পটুতা; প্রযত্ন; সচেষ্টতা; সতর্কতা। বিণঃ **-পরায়ণ**—তাহাতে মনোযোগী বা নিষ্ঠ। বিঃ **-পরায়ণতা**। বিঃ **-পুরুষ**—পরমপুরুষ, ভগবান্; (ব্যাক.) সমাসবিশেষ: ইহাতে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় এবং প্রায়শঃ পরপদের প্রাধান্য হয় (যেমন—গৃহ হইতে আগত =গৃহাগত; রাজার পুত্র=রাজপুত্র; গাছে পাকা=গাছপাকা)। বিণঃ **-সংক্রান্ত**—সেই সম্পর্কিত। বিণঃ **-সদৃশ**—তাহার ন্যায়, তত্তুল্য, তদ্রূপ। বিণঃ **-সম**—তৎসদৃশ; (ব্যাক.) সংস্কৃত হইতে গৃহীত এবং বাঙ্গালাভাষায় অবিকৃতরূপে প্রচলিত (তৎসম শব্দ—যেমন, কৃষ্ণ, বিদ্যা, ইত্যাদি)। বিণঃ **-স্থলাভিষিক্ত**—তাহার পদে নিযুক্ত বা অধিষ্ঠিত; তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ; তাহার বদলী। বিণঃ **-স্বরূপ**—তৎসদৃশ।

তত্তাবৎ—অব্যঃ সেই সমস্ত, সেই সমুদয়। [সং. তৎ+তাবৎ]।

তত্তুল্য—বিণঃ তাহার ন্যায়, সেই প্রকার, তদনুরূপ। [সং. তৎ+তুল্য]।

তত্ত্ব—বিঃ যাথার্থ্য, স্বরূপ, সত্য, তথ্য (তত্ত্বদর্শী); ব্রহ্ম (তত্ত্বজ্ঞান); সুসম্বদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান (প্রাণিতত্ত্ব); সাংখ্যমতে চব্বিশটি মূল পদার্থ; পরমার্থিক জ্ঞান (তত্ত্বকথা); অনুসন্ধান, খোঁজ (তত্ত্ব লওয়া); দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, theory। (বাং.) উপঢৌকন (পূজার তত্ত্ব)। [সং. তদ্+ত্ব (ভা)]। ক্রিঃ **তত্ত্ব করা**—খোঁজ লওয়া; কুটুম্বগৃহে লোকাচার অনুযায়ী উপঢৌকনাদি পাঠান। বিঃ **-চিন্তা**—ব্রহ্ম-সম্বন্ধে চিন্তা; দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তা। বিঃ **-জিজ্ঞাসা**—তত্ত্বজ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা, ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন। বিণঃ **-জিজ্ঞাসু**—তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক, ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ইচ্ছুক। বিণঃ **-জ্ঞ**—তত্ত্ব জানে এমন; ব্রহ্মজ্ঞ; স্বরূপজ্ঞ; দর্শনশাস্ত্রবিদ্। বিঃ **-জ্ঞান**—ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান; দার্শনিক জ্ঞান; প্রকৃত জ্ঞান। বিণঃ **-জ্ঞানী** (-নিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানী; দার্শনিক। বিঃ **-তল্লাস, -তাবাস**—খোঁজখবর ও লৌকিকতা। [সং. তত্ত্ব+আ. তলাশ (>তাবাস)]। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—তত্ত্বজ্ঞানী; জ্ঞানী, বিচক্ষণ; স্বরূপদর্শী। বিঃ **-দর্শিতা**। বিণঃ **-বিৎ** (-দ্)—তত্ত্বজ্ঞানী; তথ্য জানে এমন। বিঃ **তত্ত্বানুসন্ধান**—

বিঃ তথ্যের খোঁজ, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের চেষ্টা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টা। বিণঃ **তত্ত্বানুসন্ধায়ী** (-য়িন্)—তত্ত্বানুসন্ধান করে এমন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু। বিঃ **তত্ত্বাবধান**—(প্রতিষ্ঠানাদির) পরিচালনা বা খোঁজখবর লওয়া, অধ্যক্ষতা; (ব্যক্তির বা বস্তুর) রক্ষণাবেক্ষণ। বিণ.বিঃ **তত্ত্বাবধায়ক**—তত্ত্বাবধানকারী। বিণ.বিঃ **তত্ত্বাবধারক**—তত্ত্বাবধারণকারী। বিঃ **তত্ত্বাবধারণ**—প্রকৃত তত্ত্ব বা তথ্য নির্ধারণ। বিঃ **তত্ত্বালোচনা**—তত্ত্বজ্ঞানচর্চা, দার্শনিক জ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন। বিণঃ **তত্ত্বীয়**—তত্ত্ববিষয়ক, বাদীয়; সিদ্ধান্তসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ প্রয়োগসম্বন্ধীয় নহে), theoretical।

তত্র—অব্য.ক্রি-বিণঃ সেখানে, তথায়, (প্রাদে.) তেমন, তত (যত্র আয় তত্র ব্যয়)। [সং তদ্+ত্র]। বিণঃ **-ত্য**—সেস্থানের, সেখানকার। অব্য. ক্রি-বিণঃ **তত্রাপি**—সেক্ষেত্রেও, তবুও।

তথা—অব্যঃ সেই স্থান, সেখান (তথা হইতে, তথাকার), সেইস্থানে, সেখানে (তথা নাই), সেই রকম, তেমন (যথা আয় তথা ব্যয়); উদাহরণস্বরূপ (তথা রামায়ণে); এবং, অপিচ, আরও, এমন কি (সমগ্র বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ)। [সং. তদ্+থা]। বিণঃ **-কথিত**—উক্ত নামে আখ্যাত বা ঐ বলিয়া প্রচলিত (কিন্তু সত্যই উহা কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে)। বিণঃ **-কার**—সেখানকার। **-গত**—(১)বিঃ (যিনি তথা অর্থাৎ সেইরূপে নির্বাণ গত অর্থাৎ প্রাপ্ত) যাহাতে পুনর্জন্ম না হয় এরূপে নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বুদ্ধদেব, (২)বিণঃ সেইপ্রকারে গত বা আগত। অব্যঃ **-চ, -পি**—তবুও, তাহা সত্ত্বেও। বিণঃ **-বিধ**—সেই রকম, তাদৃশ। বিণঃ **-ভূত**—তদবস্থ, সেই অবস্থা প্রাপ্ত, সেইভাবে উৎপন্ন বা জাত। অব্যঃ **-স্থ**—সেখানে। অব্যঃ **-স্তু**—তাহাই হউক।

তথি—অব্যঃ (প্রা. বাং.) সেখানে; তাহাতে; ও, অপিচ ('গোবিন্দদাস তথি পূরল ইহ রস ওর': গো. দা.)। [সং. তত্র]।

তথৈব—অব্যঃ (অপ্র.) সেই প্রকারই। [সং. তথা+এব]।

তথৈবচ—অব্যঃ (ব্যঙ্গে) সেইপ্রকারই (তুমিও তথৈবচ); প্রকৃত প্রস্তাবে তেমনি নাই (তাহার বিদ্যা নাই, বুদ্ধিও তথৈবচ)। [সং. তথা+এব+চ]।

তথ্য—(১)বিঃ যাথার্থ্য, জ্ঞাতব্য বিষয়, প্রকৃত অবস্থা বা ব্যাপার, ঠিক খবর (তথ্যানুসন্ধান); সত্য (বৈজ্ঞানিক তথ্য)। (২)বিণঃ যথার্থ, প্রমাণিত, অবিসংবাদী (তথ্যবচন)। [সং. তথা+য (ভবার্থে)]। বিণঃ **-বাহী** (-হিন্)—জ্ঞাতব্য-বিষয়পূর্ণ। বিণঃ **-ভাষী** (-ষিন্), **-বাদী** (-দিন্)—সত্যবাদী। বিঃ **তথ্যানুসন্ধান**—প্রকৃত অবস্থা ব্যাপার বা তত্ত্ব জানার চেষ্টা।

তদতিরিক্ত—বিণঃ তাহাব চেযে বেশী; তাহা ছাড়া। [সং. তদ্+অতিরিক্ত]।

তদনন্তর—ক্রি-বিণঃ তারপর, অতঃপর। [সং. তদ্+অনন্তর]।

তদনুগ, তদনুগামী (-মিন্), **তদনুবর্তী** (-র্তিন্), **তদনুসারী** (-রিন্)—বিণঃ তাহাব অনুসরণকারী, তদ্রূপ, সেই রকম, সেই বা তাহার পথ বা মত অবলম্বনকাবী। [সং তদ্+অনুগ, অনুগামী, অনুবর্তী, অনুসাবী]। ক্রি-বিণঃ **তদনুসারে**—সেই প্রণালীতে, তাহা মানিয়া, সেই নির্দেশানুযায়ী।

তদনুযায়ী (-য়িন্)—(১)বিণঃ তদনুগামী, তদ্রূপ। (২)(বাং) ক্রি-বিণঃ তদনুসারে (তদনুযায়ী করা)। [সং. তদ্+অনুযায়িন্]।

তদনুরূপ—(১)বিণঃ সেইরূপ, তাদৃশ, তাহার ন্যায়, তত্তুল্য। (২) (বাং) ক্রি-বিণঃ সেইরূপে, তদনুসারে (তদনুরূপ করা)। [সং. তদ্+অনুরূপ]।

তদনুসারী, তদনুসারে—**তদনুগ** দ্রঃ।

তদন্ত—বিঃ তাহার শেষ; প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান, খোঁজ। [সং. তদ্+অন্ত]।

তদন্য—বিণঃ তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন। [সং. তৎ+অন্য]।

তদবধি—ক্রি-বিণঃ সেই সময় বা ঘটনার পর হইতে; (বিরল) সেই সময় পর্যন্ত। [সং. তৎ+অবধি]।

তদবস্থ—বিণঃ সেই অবস্থা প্রাপ্ত; সেই অবস্থায় অবস্থিত। [সং. তদ্+অবস্থা]।

তদবির—বিঃ দেখাশুনা বা পরিচালনা; উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবস্থাবলম্বন (মকদ্দমায় তদবির করা); যোগাড়যন্ত্র (চাকরির তদবির করা)। [আ. তদ্বীর্]। বি.বিণঃ **-কারক**—যে তদবির করে।

তদর্থ—(১)ক্রি-বিণঃ সেই জন্য, সেই কারণে, তন্নিমিত্ত। (২)বিঃ তাহার মানে। [সং. তদ্+

অর্থ]। বিণ: -ক—এই উদ্দেশ্যে অবস্থিত; বিশেষ, ad hoc [স. প.]। ক্রি-বিণ: তদর্থে—সেই জন্য, সেই কারণে, তন্নিমিত্ত।

তদা—অব্য: সেই সময়ে, সেকালে, তখন। [সং. তদ্+দা]।

তদাত্মা (-ত্মন্)—বিণ: তৎস্বরূপ, তাহার সহিত অভিন্ন। [সং তদ্+আত্মন্]। বি: **তাদাত্ম্য**—তৎস্বরূপতা।

তদানীং (-নীম্)—অব্য: সেই সময়ে, সেকালে, তখন। [সং. তদ্+দানীম্]।

তদানীন্তন—বিণ: তৎকালীন, তখনকার। [সং. তদানীম্+তন]।

তদারক—বি: তদন্ত, অনুসন্ধান (ডাকাতির তদারক করা); তত্ত্বাবধান, দেখাশুনা (সম্পত্তি তদারক করা)। [আ. তদারুক্]।

তদীয়—বিণ: তাহার, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধীয়। [সং. তদ্+ঈয়]।

তদুপরি—অব্য.ক্রি-বিণ: তাহার উপর। [সং. তদ্+উপরি]।

তদুপলক্ষে, তদুপলক্ষ্যে—ক্রি-বিণ: সেই উপলক্ষে সূত্রে বা উদ্দেশ্যে। [সং. তদ্+উপলক্ষ]।

তদেক—বিণ: তাহার সহিত এক বা অভেদ বা অভিন্ন; সেই একমাত্র, অনন্য (তদেকশরণ)। [সং. তদ্+এক]। বিণ: **-চিত্ত**—তদ্গতচিত্ত। বি: **তদেকাত্মরূপ**—ঈশ্বরের রূপত্রয়ের যে কোনটি।

তদ্গত—বিণ: (তাহাতে) অভিনিবিষ্ট বা নিমগ্ন; একাগ্র। [সং. তদ্+গত]। বিণ: **-চিত্ত**—অনন্যমনা, তন্ময়।

তদ্দণ্ডে—ক্রি-বিণ: সেই মুহূর্তে, তৎক্ষণাৎ। [সং. তদ্+দণ্ড]।

তদ্দরুন—ক্রি-বিণ: সেইজন্য। [সং. তদ্+ফা. দরুন]।

তদ্দিন—**তত্তদিন**-এর কথ্য রূপ।

তদ্দ্বারা—সর্ব: তাহার দ্বারা। [সং. তদ্+বাং. দ্বারা]।

তদ্ধিত—বি: (ব্যাক.) শব্দের উত্তর বিহিত প্রত্যয়—যাহার যোগে অন্য শব্দ উৎপন্ন হয় (যেমন, দশরথ+ই=দাশরথি; দুরন্ত+পনা=দুরন্তপনা; গুরু+গিরি=গুরুগিরি)। [সং. তদ্ (সেই অর্থাৎ মূল শব্দে)+হিত (উপযুক্ত)]।

তদ্বৎ—অব্য: সেই রকম, তত্তুল্য। [সং. তদ্+বৎ]।

তদ্বিধ—বিণ: সেইপ্রকার। [সং. তদ্+বিধা]।

তদ্বির—**তদবির**-এর বানানভেদ।

তদ্বিষয়ক—বিণ: সেই বা তাহার বিষয় সম্বন্ধীয়। [সং. তদ্+বিষয়+ক]।

তদ্ব্যতিরিক্ত, তদ্ব্যতীত—(১)বিণ: তদ্ভিন্ন, তাহার অতিরিক্ত, সে বা তাহা ছাড়া অন্য বা পৃথক্ (তদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু, তদ্ব্যতীত কেহ)। (২)ক্রি-বিণ: তাহা ছাড়া, তদ্ব্যতিরেকে (তদ্ব্যতিরিক্ত জানি না)। [সং. তদ্+বি+অতিরিক্ত, অতীত]।

তদ্ভব—বিণ: তাহা হইতে উৎপন্ন; (ব্যাক.) সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমশঃ পরিবর্তিতরূপে প্রচলিত (**তদ্ভব শব্দ**—যথা, বাং. হাত <প্রাকৃ. হত্থ<সং. হস্ত)। [সং. তদ্+সং. √ভূ+অ]।

তদ্ভাব—বি: সেই বা তাহার বিশেষ ভাব অর্থাৎ প্রকৃতি ধর্ম অবস্থা বা সত্তা; তদ্বিষয়ক চিন্তা। [সং. তদ্+ভাব]। বিণ: **তদ্ভাবাপন্ন**—সেই বা তাহার ভাবপ্রাপ্ত; তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন—ক্রি-বিণ: তাহা ছাড়া। [সং. তৎ+ভিন্ন]।

তদ্রূপ—(১)বিণ: সেইরূপ, তত্তুল্য। (২)ক্রি-বিণ: সেই প্রকারে বা ভাবে, তদনুসারে (তদ্রূপ করা)। [সং. তদ্+রূপ]।

তনখা—বি: বেতন। [ফা. তন্খোআহ্]।

তনয়—বি: পুত্র, ছেলে। [সং. √তন্+অয় (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **তনয়া**—কন্যা, মেয়ে।

তনাদি—বি: (ব্যাক.) সংস্কৃত ধাতুর গণবিশেষ।—তন্ প্রভৃতি ধাতু। [সং. তন্+আদি]।

তনিমা (-মন্)—বি: (শরীরের) মনোরম কৃশতা, সূক্ষ্মতা। [সং. তনু+ইমন্]।

তনু, তনূ—(১)বি: দেহ। (২)বিণ: সুন্দর ও কৃশ, কমনীয় (তনুদেহ)। [সং. √তন্+উ, ঊ]। বি: **-চ্ছদ, -ত্র, -ত্রাণ**—বর্ম, সাঁজোয়া। বি: **-জ**—তনয়, পুত্র। বি(স্ত্রী): **-জা**—কন্যা। বি: **-তা**—কৃশতা, সূক্ষ্মতা; কোমলতা। বি: **-ত্যাগ**—দেহত্যাগ, মৃত্যু। **-মধ্যা**—(১)বিণ.বি(স্ত্রী): ক্ষীণকটিবিশিষ্টা নারী; (২)বি: সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বি: **-রুচি**—দেহের কান্তি। বি: **-রুহ** (দেহ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়) লোম; পাখির পালক; পুত্র বা কন্যা। বি: **তনূদ্ভব**—তনু হইতে উদ্ভূত হয় যে বা যাহা, পুত্র। বি(স্ত্রী): **তনূদ্ভবা**—কন্যা। বি: **তনূনপাৎ**—অগ্নি।

তন্তু—বিঃ সুতা ; আঁশ ; তাঁত, gut। [সং. √তন্+তু (র্ম)]। বিঃ **-বায়**. (অপ্র.) **-বাপ**—তাঁতী।

তন্ত্র—(১)বিঃ সাধনপ্রণালী-প্রধান শাস্ত্রবিশেষ ; শিব ও শক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বা উপাসনা-বিধি ; আগম, নিগম, বেদের শাখাবিশেষ ; রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি (প্রজাতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র) ; বিদ্যা বা শাস্ত্র (চিকিৎসাতন্ত্র) ; সাধন-প্রণালী , পন্থা, পথ ; প্রাধান্য, মত, বাদ (বস্তুতন্ত্র, জড়তন্ত্র) ; সিদ্ধান্ত ; অধ্যায়, পরিচ্ছেদ (পঞ্চতন্ত্র) ; মন্ত্রবিদ্যা, ঝাড়-ফুঁক ; তাঁত, বয়নযন্ত্র ; পশুর অন্ত্র ; তার (বীণাতন্ত্র)। (২)বিণঃ অধীন, আয়ত্ত (রাজতন্ত্র শাসন) ; পরতন্ত্র (=পরাধীন)। [সং.]। বিঃ **-ধারক**—ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সময় যে ব্রাহ্মণ পুঁথি দেখিয়া পুরোহিতকে সাহায্য করে বা কর্ম-কর্তাকে মন্ত্রপাঠ করায়। **-ধারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সময় পুঁথি দেখিয়া পুরোহিতকে সাহায্য করে বা কর্মকর্তাকে মন্ত্র-পাঠ করায় এমন ; (২)বিঃ ঐরূপ ব্রাহ্মণ।

তন্ত্রী১—বিঃ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের তাঁত বা তার ; বীণা। [সং √তন্ত্র্+ঈ (গে)]।

তন্ত্রী২ (-ন্ত্রিন্)—বিণঃ তারওয়ালা বা তাঁতযুক্ত (তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র) ; সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত (শৈবতন্ত্রী) ; কোন পন্থা মত বাদ নীতি বা প্রণালী মানিয়া চলে এমন (সমাজতন্ত্রী রাজ্য)। [সং. তন্ত্র+ইন্]।

তন্দুর—বিঃ পাউরুটি প্রভৃতি সেঁকিবার উনান-বিশেষ। [উ. তন্দুর<ফা. তনূর]।

তন্দ্রা—বিঃ নিদ্রার আবেশ, ঘুমের ঝোঁক, পাতলা ঘুম। [সং. √তন্দ্র্+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-বেশ**—ঘুমের ঝোঁক। বিণঃ **-লু, তন্দ্রিত**—ঘুমাইতে চাহে এমন ; তন্দ্রাবেশযুক্ত, তন্দ্রাবিষ্ট।

তন্নতন্ন—ক্রি-বিণ., অব্যঃ পুঙ্খানুপুঙ্খ, পাতিপাতি (তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা, তন্নতন্ন করিয়া দেখা)। [সং. তদ্+ন+তদ্+ন]।

তন্নিবন্ধন—ক্রি-বিণঃ সেজন্য, সে-কারণ। [সং. তৎ+নিবন্ধন]।

তন্মন, তন্মনস্ক, তন্মনাঃ, (চলিত) **তন্মনা**—বিণঃ তদ্গতচিত্ত, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট। [সং. তদ্+মনস্, মনস্ক, মনস্]।

তন্ময়—বিণঃ (অন্য সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া) বিশেষ একটি ব্যাপারে একাগ্রচিত্ত, তদ্গতচিত্ত, তন্মনস্ক। [সং. তদ্+ময়]। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

তন্মাত্র১—(১)অব্য.ক্রি-বিণঃ কেবল সেইটুকুই (তন্মাত্র দেখিয়াছি)। (২)অব্য.ক্রি-বিণঃ কেবল তৎপরিমাণ (তন্মাত্র বস্তু)। [সং. তদ্+মাত্র]।

তন্মাত্র২—বিঃ (সাংখ্যদর্শনে) ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি সূক্ষ্ম অমিশ্র ভূতপঞ্চক ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ : পঞ্চভূতের এই গুণপঞ্চক। [সং. তদ্+মাত্রা]।

তন্বঙ্গী, তন্বী—বিণ(স্ত্রী)ঃ একহারা বা কৃশ দেহ-বিশিষ্টা, তনুদেহধারিণী, সুন্দরী। [সং. তনু+অঙ্গ+ঈ ; তনু+ঈ]।

তপঃ (-পস্), (চলিত) **তপ**—বিঃ কোন সঙ্কল্প-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কঠোর সাধনা, তপস্যা, যোগ, ব্রত। [সং. √তপ্+অস্ (ণে)]। বিঃ **-ক্লেশ**—তপস্যাজনিত কষ্ট। বিঃ **-প্রভাব, তপোবল**—তপস্যাদ্বারা অর্জিত শক্তি ; যোগবল।

তপতী—বিঃ সূর্যপত্নী ছায়া ; সূর্যের কন্যা ; তাপ্তীনদী। [সং. √তপ্+অৎ+ঈ]।

তপন—বিঃ সূর্য , গ্রীষ্মকাল। [সং. √তপ্+অন (র্তৃ)]। বিঃ **-তনয়**—যমরাজ ; শনিদেব ; মহাভারতের কর্ণ। বিঃ **-তনয়া**—যমুনানদী ; শমীবৃক্ষ। বিঃ **-তাপন**—রবিকর, সূর্যকিরণ।

তপনীয়—(১)বিণঃ উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, উত্তপ্ত করা উচিত বা আবশ্যক এমন। (২)বিঃ স্বর্ণ। [সং. √তপ্+অনীয়]।

তপশ্চরণ, -শ্চর্যা, -শ্চারণ—বিঃ তপস্যা। [সং. তপস্+চরণ, চর্যা, চারণ]।

তপসি, তপসী, (কথ্য) **তপসে**—বিঃ ছোট মাছবিশেষ। [সং. তপস্বী]।

তপসিল—**তফসিল**-এর রূপভেদ।

তপস্যা—বিঃ তপ ; পাপক্ষয় বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর নিয়মে দেবতার আরাধনা। [সং.]।

তপস্বী (-স্বিন্)—বিণ.বিঃ যিনি সংসারত্যাগ-পূর্বক অরণ্যবাসী হইয়া কঠোর নিয়মে দেবতার আরাধনা করেন, তাপস, মুনি, যোগী ; তপসে মাছ। [সং. তপস্+বিন্]। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **তপস্বিনী**।

তপাস—**তবাস**-এর অপ্র. রূপ।

তপোধন, তপোনিধি—বিঃ তপস্যাই যাহার সম্পদ্, তপস্বী, মুনি, ঋষি। [সং. তপস্+ধন, নিধি]।

তপোবন—বিঃ তপস্যার সহায়ক বন ; উক্ত বন-মধ্যে মুনিদের আশ্রম। [সং. তপস্+বন]।

তপোবল—**তপঃ** দ্রঃ।

তপোভঙ্গ—বিঃ সাধনাচ্যুতি, তপস্যায় ব্যাঘাত ;

তপস্যা বা ধ্যানের অবসান। [সং. তপস্+ভঙ্গ]।

তপোমূর্তি—বিঃ তপস্যার ফলে শরীরের জ্যোতির্ময় কৃশ রূপ; তপস্বী। [সং. তপস্+মূর্তি]।

তপোলোক—বিঃ পুরাণে বর্ণিত সপ্ত ভুবনের অন্যতম। [সং. তপস্+লোক]।

তপ্ত—বিণঃ তাপযুক্ত, গরম; রুষ্ট, উত্তেজিত (সে তপ্ত হয়ে উঠল); রোষে আরক্ত (তপ্ত আঁখি); অগ্নিদ্বারা শোধিত, পোড়-দেওয়া (তপ্তকাঞ্চন)। [সং. তপ্+ত (র্তৃ)]। বিণঃ **-কাঞ্চনসন্নিভ**—অগ্নিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণবিশিষ্ট।

তপ্পে—বিঃ পরগণার বিভাগবিশেষ, গ্রামসমষ্টি (তপ্পে হরিশপুর)। [?]।

তফসিল, (বিরল) **তফসীল**—বিঃ বিবরণ, তালিকা। [আ. তফ্‌সীল]। **তফসিলী**—(১)বিণঃ তফসিল-ভুক্ত; (২)বিঃ তফসিল-ভুক্ত সম্প্রদায়। **তফসিলী সম্প্রদায়**—সরকারী তফসিলে নির্দিষ্ট ভারতের অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়।

তফাত, তফাৎ—(১)বিঃ ব্যবধান বা ব্যবধানের পরিমাণ (দুই স্কুলের মধ্যে অনেকখানি তফাত); দূরবর্তী স্থান (তফাতে বসা); প্রভেদ, পার্থক্য (তাহাতে আমাতে অনেক তফাত)। (২)বিণঃ দূরগত (তফাত হওয়া), পৃথক্, আলাদা (তফাত করা)। [আ. তফারৎ]।

তবিল—**তহবিল**-এর প্রাদে. রূপ।

তব১—সর্বঃ (কাব্যে) তোমার। [সং.]।

তব২—অব্যঃ (ব্রজ.) তখন; তবে, তাহা হইলে ('তব গাওই দুহুঁ মেলি': বৈষ্ণবদাস)। [হি. তব্]। অব্যঃ **-হি, হিঁ**—তৎক্ষণাৎ, তখনই; তবেই ('তৈখনে রোখ তবহিঁ পরসাদ': গো. দা.)। অব্যঃ **-হু, -হুঁ**—(ব্রজ.) তথাপি, তবুও ('তবহুঁ মনোরথ পুর': রাধা.)।

তবক১—বিঃ সোনা বা রূপার পাত (তবকে মোড়া খিলি); পাত (সোনার তবক); স্তর, থাক (তবকে সাজান কাপড়)। [আ.]।

তবক২—বিঃ বন্দুক ('মুটকির তেজ যেন তবকের গুলি': ক.ক.)। [তুর. তোপক; তুপক]। বিঃ **তবকী**—তবকধারী, বন্দুকধারী যোদ্ধা [তুর. তুপক্‌চী]।

তবর্গ—বিঃ ত থ দ ধ ন: এই পাঁচটি বর্ণ। [ত১+বর্গ]।

তবর্‌রুক—বিঃ প্রসাদ। [আ.]।

তবল—বিঃ কুড়ুল। [ফা. তবর্]। বিঃ **-দার**—কুড়ুল দিয়া যে কাঠ কাটে; কাঠুরিয়া।

তবলচী—বিঃ তবলাবাদক। [আ. তব্‌লা+তুর. চী]।

তবলা—বিঃ একদিকে চর্মাবৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [আ. তব্‌লা]।

তবহিঁ, তবহি, তবহু, তবহুঁ—**তব**২ দ্রঃ।

তবিয়ত, তবিয়ৎ—বিঃ স্বাস্থ্য, শারীরিক অবস্থা; মেজাজ। [আ. তবীঅৎ]।

তবিল তবিলদারি—যথাক্রমে **তহবিল** ও **তহবিলদারি**-র কথ্য রূপ।

তবু, তবুও—অব্যঃ তথাপি, তাহা সত্ত্বেও, তাহা হইলেও। [তু. ম. বাং. তবহুঁ]।

তবে—অব্যঃ তাহা হইলে (যদি সে যায়, তবে আমি যাব না); অতঃপর (তবে আসি); তারপর (আগে অভাবে পড় তবে পয়সা চিনবে); কিন্তু, পক্ষান্তরে (করতে বলি না, তবে যদি কর, বারণ করব না); আক্রমণাত্মক হুঙ্কার (তবে রে)। [হি. তব্+বাং. এ]।

তম১—বিঃ তমোগুণ; অন্ধকার। [সং. √তম্+অ (ণে)]।

-তম২—সংখ্যার পূরক বা ভাগসূচক প্রত্যয় (অশীতিতম)। [সং. তমট্]। স্ত্রীঃ **-তমা, -তমী** (শততমা, শততমী)।

-তম৩—তিন বা ততোধিক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে একের সর্বাধিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষসূচক প্রত্যয় (বৃহত্তম, নীচতম)। [সং. তমপ্—তু. তর]। স্ত্রীঃ **-তমা** (বৃহত্তমা, নীচতমা)।

তমঃ (-মস্)—বিঃ অন্ধকার; প্রকৃতির তৃতীয় বা নিকৃষ্টতম গুণ, তমোগুণ, তামসিক ভাব; অজ্ঞান। [সং. √তম্+অস্ (ণে)]।

তমস—বিঃ অন্ধকার। [সং √তম্+অস (ণে)]।

তমসা—বিঃ নদীবিশেষ: এই নদীতীরে বাল্মীকির কবিত্বলাভ ঘটিয়াছিল; (অপ্র.) অন্ধকার [সং.]।

তমসাচ্ছন্ন, তমসাবৃত—বিণঃ অন্ধকারে ছাওয়া। [সং. তমসা (=তমঃ দ্বারা)+আচ্ছন্ন, আবৃত]।

তমসুক—বিঃ ঋণের দলিল, ঋণস্বীকারপত্র, খত। [আ. তমস্‌সুক]। **বন্ধকি বা বন্ধকী তমসুক**—বাঁধা রাখিবার খত, মর্টগেজের দলিল।

তমস্বিনী—(১)বিণঃ অন্ধকারময়ী। (২)বিঃ অন্ধকার রাত্রি। [সং. তমস্+বিন্+ঈ]।

তমাদি—**তামাদি**-র রূপভেদ।

তমাম—**তামাম**-এর রূপভেদ।

তমাল—বিঃ কৃষ্ণবর্ণ গাবজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-ক**—সুষনি শাক, তেজপাতা। বিঃ **তমালিকা, তমালিনী**—তমালবহুল স্থান, তমলুক; ভুঁই-আমলা। বিঃ **তমালী**—বরুণবৃক্ষ।

তমিস্র—(১)বিঃ অন্ধকার। (২)বিণঃ অন্ধকারময়। [সং. তমস্+র, নি.]। **তমিস্রা**—(১)বিঃ ঘোর অন্ধকার রাত্রি; ঘোর অন্ধকার; (২)বিণঃ অন্ধকারময়ী।

তমোগুণ—বিঃ প্রকৃতির তৃতীয় বা নিকৃষ্টতম গুণ। [সং. তমস্+গুণ]।

তমোঘ্ন—(১)বিণঃ অন্ধকার বা তমোভাব দূরকারী। (২)বিঃ অগ্নি; সূর্য; চন্দ্র; প্রদীপ; জ্ঞান। [সং. তমস্+ √হন্+অ (র্তৃ)]।

তমোময়—বিণঃ অন্ধকারপূর্ণ; তমোভাবে পূর্ণ। [সং. তমস্+ময়]।

তমোহর—**তমোঘ্ন**-এর অনুরূপ। [সং. তমস্+ √হৃ+অ (র্তৃ)]।

তম্বি—বিঃ ভর্ৎসনা, তর্জন; জুলুম, তাড়না। [আ. তম্বীহ্]।

তম্বুর, তম্বুরা—বিঃ তানপুরা। [আ. তন্বুরহ্]।

তয়—বিঃ নিষ্পত্তি, সমাপ্তি; ভাঁজ, পাট (তয় করে রাখা)। [ফা. তহ্]।

তয়খানা—বিঃ (গ্রীষ্মকালে বাসের জন্য) ভূগর্ভস্থ কক্ষ। [ফা. তহ্খানা]।

তয়ফা—বিঃ নাচওয়ালির দল। [আ. তাইফহ্]।

তয়ের—**তৈয়ার**-এর প্রাদে. রূপ।

-তর$_১$—দুই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষসূচক প্রত্যয় (ক্ষুদ্রতর, হীনতর)। [সং. তরপ্—তু. -তম]।

তর$_২$—বিণঃ বিভোর, চুর (নেশায় তর); নেশায় চুর (মদ খেয়ে তর)। [ফা.]।

তর$_৩$—বিঃ বিলম্ব (তর সয় না)। [সং. ত্বরা]।

তর$_৪$—বিণঃ প্রকারের, ধরনের (এমনতর লোক)। [আ. তরহ্]। বিণঃ **-তর, -বেতর**—নানাপ্রকারের, হরেক রকম ('কত তরন্তর মালা': ক.ক.)।

তর$_৫$—বিঃ উত্তরণ, পারগমন, (দুস্তর)। [সং. √তৃ+অ (ভা)]। বিঃ **-পণ্য**—পারানি, পার হইবার মাসুল। বিঃ **-স্থান**—পার হইবার ঘাট, খেয়াঘাট।

তরওয়াল—বিঃ তরবারি। [সং. তরবারি]।

তরকারি—বিঃ আনাজ, ব্যঞ্জন রাঁধিবার ফলমূলাদি; ব্যঞ্জন (বিশেষতঃ ফলমূলাদির)]। [ফা. তরহ্+আনি. কারি]।

তরক্ষু—বিঃ নেকড়ে বাঘ; হায়েনা। [সং.]।

তরঙ্গ—বিঃ (যাহা ঊর্ধ্ব ও বক্রভাবে গমন করে) ঊর্মি, বীচি, লহরী, জলের ঢেউ (তরঙ্গাহত নৌকা); যে-কোন কিছুর ঢেউ বা ঢেউয়ের ন্যায় প্রবাহ (চিন্তাতরঙ্গ, বায়ুতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ)। [সং. √তৃ+অঙ্গ (র্তৃ)]। বিঃ **-ভঙ্গ**—ঢেউয়ের খেলা। বিঃ **-মালা**—(মালার ন্যায় গ্রথিত) ঢেউয়ের পর ঢেউ। ক্রিঃ **তরঙ্গা**—তরঙ্গিত হওয়া বা করা। বিণঃ **তরঙ্গাকুল**—অত্যন্ত ঢেউ বা তুফান উঠিয়াছে এমন। বিঃ **তরঙ্গাভিঘাত**—ঢেউয়ের ধাক্কা। বিণঃ **তরঙ্গায়িত**—ঢেউ-খেলান, কুঞ্চিত। বিঃ **তরঙ্গিণী**—নদী, স্রোতস্বিনী। বিণঃ **তরঙ্গিত**—ঢেউয়ে পূর্ণ; ভঙ্গিমাপূর্ণ। বিণঃ **তরঙ্গিম**—(অপ্র.) তরঙ্গযুক্ত বা ভঙ্গিমাপূর্ণ ('অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম': গো.দা)। বিঃ **তরঙ্গোচ্ছ্বাস**—(বড় বড়) ঢেউয়ের উত্থান-পতন।

তরজমা—বিঃ অনুবাদ, ভাষান্তর। [আ.]।

তরজা—বিঃ কবিগানজাতীয় লোকসঙ্গীতবিশেষ যাহাতে দুইদল সদ্য-সদ্য রচিত গান গাহিয়া পরস্পরকে আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে। [আ. তর্জিহ্-বন্দ্]।

তরণ—বিঃ পার হওয়া, উত্তরণ; উদ্ধার হওয়া; যদ্দ্বারা পার হওয়া যায় অর্থাৎ নৌকা ভেলা ইত্যাদি। [সং. √তৃ+অন]।

তরণী, তরণি—বিঃ যদ্দ্বারা পার হওয়া যায়, তরী, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি, সূর্য। [সং. √তৃ+অনী, অনি (ণে)]।

তরতম—(১)বিণঃ ন্যূনাধিক, কমবেশি। (২)বিঃ (বাং.) ন্যূনাধিক, কমবেশি (চলিত ভাষায় সাধারণতঃ 'তারতম্য' অর্থে ব্যবহৃত, যথা—দুয়ের মধ্যে কোন তরতম করা হয়নি)। [সং. তর+তম (ষ.)]।

তরতর$_২$—**তর**$_৪$ দ্রঃ।

তরতর$_১$—অব্যঃ স্রোতাদির বেগসূচক (তরতর ক'রে বয়ে যাওয়া)। [দেশী]।

তরতাজা—বিণঃ জীবন্ত, টাটকা (তরতাজা মাছ, তরতাজা খবর)। [ফা. তর্-ব-তাজা]।

তরতিব—বিঃ নিয়ম, ক্রম। [আ. তর্তীব]। বিণঃ **-ওয়ারি**—ক্রমানুযায়ী।

তরপণ্য—**তর৫** দ্রঃ।

তরফ—বিঃ দিক, পার্শ্ব, প্রান্ত ; পক্ষ (তার তরফে) ; জমিদারের খাজনা আদায়ের মহাল (তরফ দেবীপুর) ; জমিদারির অংশ বা তাহার মালিক (বড় তরফ)। [আ. তরফ্]। বিঃ **-দার**—তরফের খাজনা আদায়কারী গোমস্তা ; তরফের বা পক্ষের লোক ; উপাধিবিশেষ। বিণঃ **তরফা**—দিকের বা পক্ষের (একতরফা)।

তরবার, তরবারি—বিঃ অসি, তরোয়াল, খড়্গ, কৃপাণ। [সং.]।

তরবুজ—**তরমুজ** দ্রঃ।

তরবেতর—**তর৪** দ্রঃ।

তরমীম—বিঃ সংশোধন বা পরিবর্তন। [আ.]।

তরমুজ, (বিরল) **তরবুজ**—বিঃ ফুটিজাতীয় সরস ফলবিশেষ। [ফা. তর্বুজ]।

তরল—বিণঃ পাতলা, দ্রব, গলিত (তরল পদার্থ) ; বিগলিত, আর্দ্র (দয়ায় তরল হওয়া) ; চঞ্চল, অস্থির (তরলমতি)। [সং. √তৃ+অল (র্তৃ)]। বিণ (স্ত্রী): **তরলা**। বিঃ **-তা, -ত্ব, তারল্য**। বিঃ **-লোচনা**—চঞ্চলনয়না নারী। বিণঃ **তরলিত**—বিগলিত, দ্রবীভূত। বিণঃ **তরলীকৃত**—তরল করা হইয়াছে এমন, গলান।

তরশু—ক্রি-বিণঃ গত পরশুর পূর্বদিন, আগামী পরশুর পরদিন। [সং. তিরঃশ্বঃ]।

তরসা—অব্যঃ শীঘ্র, দ্রুত। [সং.]।

তরস্ত—বিণঃ ব্যস্ত, তটস্থ। [সং. ত্রস্ত]।

তরস্থান—**তর৫** দ্রঃ।

তরস্বান্ (-স্বৎ), তরস্বী (-স্বিন্)—বিণঃ বেগবান্ ; বলবান্। [সং. তরস্+বৎ, বিন্]। বিণ(স্ত্রী): **তরস্বতী, তরস্বিনী**।

তরা—(১)ক্রিঃ (অপ্র) পার হওয়া, উদ্ধার পাওয়া (কতজন তরে গেল), তরান। (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। [সং. √তৃ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পার করা ; উদ্ধার করা (আমাকে কোনরকমে তরিয়ে দাও) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

তরাই—বিঃ পর্বতনিম্নস্থ (সাধারণতঃ সেঁতসেঁতে ও জঙ্গলপূর্ণ) অঞ্চল। [হি. তরাঈ]।

তরাজু—বিঃ দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। [ফা.]।

তরান, তরানো—**তরা** দ্রঃ।

তরাস—বিঃ ভয়, শঙ্কা। [সং ত্রাস]।

তরি—**তরী** দ্রঃ।

তরিকা—**তরীকা**-র বানানভেদ।

তরিতরকারি—বিঃ বিবিধ কাঁচা অর্থাৎ আরাধা শাকসবজি। [ফা. তর্+তরহ্+তামি. কারী]।

তরিত্র—বিঃ যদ্দ্বারা পার হওয়া যায়, নৌকাদি। [সং. √তৃ+ত্র (ণে)]।

তরিবত, তরিবৎ—বিঃ আদবকায়দা, ভদ্রতার রীতিনীতি ; উপদেশ, শিক্ষা। [ফা. তর্বীয়ৎ]।

তরী, তরি—বিঃ তরণী, নৌকা, ডিঙা, জাহাজ প্রভৃতি। [সং. √তৃ+ঈ, ই (ণে)]।

তরীকা—বিঃ পথ, মার্গ, ধর্মপথ, প্রণালী, ধারা, নিয়ম। [আ.]।

তরু—বিঃ গাছ, বৃক্ষ। [সং. √তৃ +উ (র্তৃ)]। বিঃ **-কোটর**—বৃক্ষগাত্রস্থ গর্ত। বিঃ **-তল, -মূল**—বৃক্ষের তলদেশ, গাছতলা। বিঃ **-রাজ, -বর**—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ; বট অশ্বত্থ তাল আম প্রভৃতি বড় গাছ। বিঃ **-শির**—গাছের ডগা বা মাথা।

তরুণ—(১)বিণঃ নবযৌবনপ্রাপ্ত, কিশোর, নূতন (তরুণ জ্বর) ; নবোদিত (তরুণ রবি) ; অপরিণত (তরুণ বয়স, তরুণ যুবক)। (২)বিঃ নবযুবক ; কিশোর বালক। বিঃ **-তা, -ত্ব, তারুণ্য**—তরুণ অবস্থা ; নবযৌবন ; কৈশোর ; নবীনতা, অপরিপক্বতা। বিঃ **তরুণিমা (-মন্)**, (কাব্যে) **তরুণিম**—তারুণ্য। বিণ.বি(স্ত্রী): **তরুণী**—নবযৌবনপ্রাপ্তা যুবতী।

তরে—অব্য (অনুসর্গ): (কাব্যে) জন্য, নিমিত্ত ('সকলের তরে সকলে আমরা' : কামিনী)। [সং. অন্তরে]।

তরোয়াল, (বিরল) **তরোয়ার**—বিঃ তরবারি। [সং তরবারি]।

তর্ক—বিঃ বাদানুবাদ, বিতর্ক ; যুক্তি, বিচার, ন্যায়শাস্ত্র ; হেতু ; অনুমান ; সন্দেহ, বচসা। [সং. √তর্ক্+অ (ভা)]। বিঃ **-জাল**—কূটতর্কের ফাঁদ ; বহু তর্ক। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা, -শাস্ত্র**—ন্যায়শাস্ত্র, logic। বিঃ **-বিতর্ক, তর্কাতর্কি**—বচসা, কথা-কাটাকাটি। বিঃ **তর্কাভাস**—কুতর্ক, ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি। বিণঃ **তর্কিত**—আলোচিত, বিচারিত ; সম্ভাবিত, অনুমিত। বিণ(স্ত্রী): **তর্কিতা**। **তর্কী (-র্কিন্)**—(১)বিণঃ তার্কিক ; তর্ককারী ; তর্কপটু ; তর্কপ্রিয় ; (২)বিঃ নৈয়ায়িক।

তর্কু—বিঃ টাকু, সুতা-কাটার যন্ত্রবিশেষ, তকলি। [সং. √কৃত্+উ (ণে)]।

তর্কেতর্কে, (কথ্য) **তক্কেতক্কে**—ক্রি-বিণঃ সতর্ক-

ভাবে, সাবধানে ; ওত পাতিয়া, প্রতীক্ষায় (তক্কেতক্কে থাকা)। [তু. সং. সতর্ক, তর্ক]।

তর্জন—বিঃ ক্রুদ্ধ গর্জন ; কঠিন তিরস্কার ; ক্রুদ্ধ আস্ফালন ; ভয়প্রদর্শন। [সং. √তর্জ্ +অন (ভা)]। বিঃ **-গর্জন**—ক্রোধভরে উচ্চরবে তিরস্কার বা আস্ফালন।

তর্জনী—বিঃ হাতের বুড়া আঙুলের পাশের আঙুল। [সং. √তর্জ্ +অন (পে)+ঈ]।

তর্জমা—**তরজমা**-র বানানভেদ।

তর্জা১—**তরজা**-র বানানভেদ।

তর্জা২—ক্রিঃ তর্জান। [সং. √তর্জ্ +বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তর্জন করা ; (২)বিঃ তর্জন। বিণঃ **তর্জিত**—ভর্ৎসিত ; তাড়িত ; ভয় দেখান হইয়াছে এমন (তর্জিত ব্যক্তি)।

তর্পণ — বিঃ তৃপ্তিবিধান ; মৃত পূর্বপুরুষের প্রীতির জন্য জীবিত বংশধর কর্তৃক জলদান, পিতৃযজ্ঞ। [সং. √তৃপ্+অন (পে)]। বিণঃ **তর্পিত**—যাহার তর্পণ করা হইয়াছে এমন ; সন্তোষিত। বিণঃ **তর্পী** (-র্পিন্)—তর্পণকারী ; তৃপ্তিকারক। বিণ(স্ত্রী): **তর্পিণী**।

তল—বিঃ নিম্নদেশ, অধোভাগ (চরণতল) ; মূলদেশ (বৃক্ষতল) ; জলাশয়াদির জলের নিমস্থ ভূমি (সাগরতল) ; উপরিভাগ, পৃষ্ঠ (ভূতল) ; ক্ষেত্র (সমতল) ; করতল, হাতের চেটো (তলপ্রহার) ; অট্টালিকাদির তলা (দ্বিতল, ত্রিতল)। [সং √তল্+অ (র্ত্)]। বিঃ **-পেট**—উদরের নিম্নভাগ, নাভি ও মূত্রাশয়ের মধ্যবর্তী দেহাংশ। বিঃ **-প্রহার**—চড়, চপেটাঘাত। ক্রি-বিণঃ **তলে-তলে** — ভিতরে ভিতরে, গোপনে, আত্মগোপন করিয়া, নিজে আড়ালে থাকিয়া।

তলগড়—(১)বিঃ তলে তলে অর্থাৎ গোপনে গোপনে টাকার জোগাড় ('আফিস…তলগড় ও ঢালহুমরে চলেছিল' : টেক)। (২)বিণঃ গড়াইয়া তলায় বা পেটের মধ্যে গিয়াছে এমন ('একবার মুখে দিয়ে দেখুন—কি বড়িয়া হয়েছে ! এদিকে ছ'খানা তলগড়' : কেদার)। [?—তু. তল+ গড়া]।

তলতল—অব্যঃ খুব নরম বা গলিতপ্রায় অবস্থা প্রকাশ (তলতল করা)। [দেশী]। বিণঃ **তলতলে**—অত্যন্ত নরম, গলিতপ্রায়।

তলদা, তলতা—বিঃ সরু ও নরম বাঁশবিশেষ। [দেশী]।

তলপ—**তলব**-এর বিরল রূপ।

তলপি, তলপী—**তল্পি**-র বানানভেদ। বিঃ **-তলপা**—**তল্পিতল্পা**-র বানানভেদ।

তলপেট, তলপ্রহার—**তল** দ্রঃ।

তলব—বিঃ আহ্বান, হাজির হইবার হুকুম (তলব-চিঠি, তলব দেওয়া, তলব করা) ; বেতন। [আ.]। বিঃ **তলবানা**—মকদ্দমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ বা সমন জারি করিবার খরচা।

তলবার—বিঃ তলোয়ার। [হি.—সং. তরবারি-শব্দজ]।

তলা—(১)বিঃ নিম্নদেশ, তলদেশ (পায়ের তলা) ; মূলদেশ (গাছতলা) ; স্থান, অঞ্চল (নিমতলা, রথতলা) ; অট্টালিকাদির উচ্চতার বিভাগ (চারতলা)। (২)ক্রিঃ তলান। [সং তল+বাং. আ]।

তলাও—বিঃ পুকুর। [হি. তালাব]।

তলাতল—বিঃ পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের অন্যতম। [সং.]।

তলান, তলানো—(১)ক্রিঃ ডুবিয়া যাওয়া, জলের তলে যাওয়া (ছেলেটা নদীতে তলিয়ে গেল) ; অন্তরে প্রবেশ করা, ভালভাবে উপলব্ধি করা ; গূঢ় মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা (কথা তলিয়ে বোঝা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [তল দ্রঃ]।

তলানি—বিঃ তরল পদার্থের যে অংশ থিতাইয়া নিচে পড়ে, গাদ, কাইট। [তল দ্রঃ]।

তলাভিঘাত—বিঃ চপেটাঘাত, চাপড়, চড়। [সং. তল+অভিঘাত (৩য়াতৎ.)]।

তলাশ, তলাস—**তল্লাশ**-এর বানানভেদ।

তলিত—বিণঃ তৈল বা ঘৃতে ভর্জিত, ভাজা ('বড় বড় ইছা মাছ করিল তলিত' ; বি. গু.)। [হি. তলনা (=ভাজা)]।

-তলি, -তলী—বিঃ উপকণ্ঠ, প্রান্ত (শহরতলি)। [সং. স্থলী]।

তল্পি—বিঃ বিছানাপত্রের গাঁটরি। [সং. তল্প]। বিঃ **-তল্পা**—বিছানাপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের গাঁটরি ; পোটলা-পুটলি, বোচকা-বুচকি ; বিঃ **-দার, -বাহক**—মোটবাহী ভৃত্য ; মুটিয়া।

তল্লাট—বিঃ অঞ্চল, প্রদেশ (সে এ তল্লাটে নেই)। [দেশী]।

তল্লাশ, (বর্জি.) **তল্লাস**—বিঃ খোঁজ, অনুসন্ধান। [আ. তলাশ]। **তল্লাশি**, (বর্জি.) **তল্লাসি, তল্লাশী** (বর্জি.) **তল্লাসী**—(১)বিঃ অনুসন্ধান, তল্লাশ ; (২)বিণঃ অনুসন্ধানের অধিকারদায়ক (তল্লাশি পরওয়ানা) ; অনুসন্ধান-সম্বন্ধীয়।

তশতরি, তশতরী—বিঃ ছোট রেকাব, পিরিচ। [ফা. তশ্‌ত]।

তশরীফ—বিঃ (ব্যক্তিগত) মহত্ত্ব। [আ.]। **তশরীফ রাখ্‌ন**—(ভদ্রতায়) বসিতে আজ্ঞা হউক।

তসবি, তসবী—বিঃ মুসলমানদের জপমালা। [আ. তস্‌বীহ্‌]।

তসবির, তসবীর—বিঃ চিত্র, ছবি, প্রতিকৃতি। [আ. তসবীর]।

তসর—বিঃ গুটিপোকার সুতা বা তাহা হইতে প্রস্তুত মোটা কাপড়। [সং ত্রসর]।

তসরিফ—**তশরীফ**-এর বানানভেদ।

তসরুফ, তসরূপ—বিঃ (অপরের ধনাদি) অন্যায়ভাবে ও গোপনে আত্মসাৎকরণ, চুরি (তহবিল তসরুফ); অনিষ্ট (ফসলের তসরুফ)। [আ. তসর্‌রুফ]।

তসলা—বিঃ পিতলের বা মাটির রন্ধনপাত্রবিশেষ, বোকনো; হুড়কা, খিল। [হি.]।

তসলিম, তসলীম—বিঃ মুসলমানী প্রথায় অভিবাদন, সালাম, নমস্কার। [আ. তস্‌লীম্‌]। বিঃ **তসলিমাৎ, তসলীমাৎ**—বহুত বহুত সালাম।

তসিল—**তহসিল**-এর চলিত রূপ।

তস্কর—বিঃ চোর, অপহারক। [সং. তৎ+√কৃ+অ(র্তৃ), নি.]। বিঃ **-তা**—তস্করের বৃত্তি, চুরি।

তস্য—সর্বঃ (অধুনা অপ্র.) তাহার। [সং. তদ্‌ (৬ষ্ঠী)]।

তহবিল—বিঃ সঞ্চিত বা মজুদ টাকাকড়ি, নগদ জমা; ধনভাণ্ডার, কোষ। [আ. তহ্‌বীল]। বিঃ **-দার**—কোষাধ্যক্ষ। বিঃ **-দারি**—তহবিলদারের কাজ।

তহরি—বিঃ (প্রধানতঃ দলিল বা চিঠিপত্রাদি) লেখার পারিশ্রমিক; প্রজাগণের নিকট হইতে জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা গৃহীত নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত অর্থ; দোকানদার কর্তৃক খরিদদারের ভৃত্যকে প্রদত্ত বকশিশবিশেষ। [আ. তহ্‌রীর]।

তহসিল, তহশীল—বিঃ আদায়ীকৃত খাজনা; খাজনা আদায়; খাজনা আদায়ের বা দাখিলের দফতর। [আ. তহ্‌সীল]। বিঃ **-দার**—তহসিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; (প্রধানতঃ জমিদারির) খাজনা-আদায়কারী। বিঃ **-দারি**—তহসিলদারের কাজ।

তহি, তহিঁ—অব্যঃ (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) সেখানে; অধিকন্তু; সেজন্য, অতএব; তাহার মধ্যে; তখন। [সং. তস্মিন্‌]।

তহু, তহুঁ—সর্বঃ (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) তাহাতে, সেখানে। [মৈ.]।

তহুরি—**তহরি**-র রূপভেদ।

তা১—**তাহা**-র সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ।

তা২—বিঃ ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা বাহির করিবার জন্য পক্ষিণী কর্তৃক ডিমের উপর উপবেশনপূর্বক প্রদত্ত তাপ (ডিমে তা দেওয়া)। [সং. তাপ]।

তা৩—বিঃ পাক, মোচড়, চাড়া (গোঁফে তা দেওয়া)। [সং. তার]।

তা৪—বিঃ একগোটা, কাগজের সম্পূর্ণ একফালি (কাগজের তা)। [ফা. তাহ্‌]।

তা৫—অব্যঃ কথার মাত্রাবিশেষ (তা তুমি এলে কখন); কিন্তু, তবু (রোজই যাব ভাবি তা আর সময় হয়ে ওঠে না); যাক্‌গে, আচ্ছা (তা তোমার কি মত)। [দেশী]।

-তা৬—ভাবার্থে প্রযুক্ত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ (লঘুতা)।

তাই১—বিঃ করতালি (তাই দিয়ে নাচান)। [সং. তালি]।

তাই২—**তাহাই**-শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ (যা বল তাই করব)। **তাই বলে**—সেজন্য।

তাই৩—অব্যঃ সেজন্য, সুতরাং (জানে না তাই বলে)। [সং তৎ]। অব্যঃ **-ত, -তো**—সেইজন্যই ত (মূর্খ যে তাইত এমন বলে); নিশ্চয়তা বিস্ময় হতবুদ্ধিতা ইত্যাদিসূচক (তাইত ঠিক বলেছ)। অব্যঃ **-তে**—সেইজন্য, তাই (অসুখ করেছিল তাইতে আসতে পারিনি); তাহার জবাবে (তাকে ডেকেছিলাম তাইতে সে একথা বলল)। অব্যঃ **তাই নাকি**—বিস্ময় সন্দেহ বা পরিহাসব্যঞ্জক প্রশ্নসূচক (তাই নাকি? তুমিও দেখেছ?)।

তাইদাদ—**তায়দাদ**-এর রূপভেদ।

তাইরে-নাইরে—অব্যঃ গানের ধ্বনি, কোনক্রমে কালক্ষেপ (তাইরে-নাইরে করে দিন কাটান)। [দেশী]।

তাউই, তওই—**তালুই**-র রূপভেদ।

তাও—বিঃ বস্ত্রাদির ভাঁজ; উত্তাপ; 'তাহাও'-এর কথ্য রূপ। [তা২, তা৪ দ্রঃ]।

তাওয়া১—বিঃ রুটি প্রভৃতি আগুনে সেঁকিবার জন্য ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ, চাটু, তুষাদির

আগুন জ্বালিয়া রাখার জন্য মৃন্ময় পাত্রবিশেষ; ধূমপানের কলিকায় তামাকের উপর বসাইবার চাকতিবিশেষ। [ফা. তাব্]।

তাওয়া₂—ক্রিঃ তাওয়ান। [তাওয়া₁ দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (প্রাদে.) তাতান, তপ্ত করা; হাপরে পোড়াইয়া লাল করা; (আল.) চটান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

তাং—**তারিখ**-এর সংক্ষিপ্ত লিখন-পদ্ধতি।

তাংড়া—ক্রিঃ তাংড়ান। [মরা. √তাঙ্গড়]। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ সামলান (জিনিসপত্র কাজকর্ম ছেলেপিলে তাংড়ান)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

তাঁইস—বিঃ সক্রোধ শাসন। [আ. তইশ—ক্রোধ]।

তাঁকে—**তাঁহাকে**-র চলিত রূপ।

তাঁত—বিঃ কাপড় বুনিবার যন্ত্র; চর্মসূত্র; জীব-জন্তুর নাড়ি হইতে প্রস্তুত সুতা, gut। [সং. তন্ত্র]। ক্রিঃ **তাঁত বোনা**—তাঁতযন্ত্রে কাপড় তৈয়ারি করা। বিঃ **-ঘর, -শালা**—কাপড় বুনিবার ঘর, তাঁতীর কর্মশালা। বিঃ **তাঁতি, তাঁতী**—যে কাপড় বোনে, তন্তুবায়; হিন্দুজাতিবিশেষ। বি(স্ত্রী): **তাঁতিনী**। **অতি লোভে তাঁতি নষ্ট**—অত্যধিক লাভের লোভ করিলে সর্বস্ব নষ্ট হয়।

তাঁবা—**তামা₁**-র প্রাদে. রূপ।

তাঁবু, তাম্বু—বিঃ বস্ত্রগৃহ, শিবির, tent। [আ. তুন্বু, তম্বু]।

তাঁবে—বিঃ (সচ. অধিকরণ কারকরূপে ব্যবহৃত) অধীনতা বা অধীনতায়, শাসন বা শাসনে, কর্তৃত্বে (তাঁহার তাঁবে অনেক লোক আছে)। [আ. তাবে]। **-দার**—(১)বিঃ অধীন বা অনুগত ব্যক্তি; ভৃত্য; (২)বিণঃ অধীন বা অনুগত (তাঁবেদার রাষ্ট্র)। [আ. তাবে+ফা. দার]। বিঃ **-দারি**—তাঁবেদারের কাজ বা অবস্থা, অধীনতা।

তাঁহা, তাঁহি—অব্যঃ (ব্রজ.) সেখানে। [√সং. তৎ]।

তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, তাঁহার, তাঁহারা ইত্যাদি—সর্ব (সম্রমে): যথাক্রমে সেই ব্যক্তিকে ব্যক্তিদিগকে ব্যক্তিদের ব্যক্তির ব্যক্তিরা প্রভৃতি ('তিনি' শব্দের বিভিন্ন বিভক্তির রূপ)।

তাক₁—বিঃ লক্ষ্য, টিপ, তাগ, নিশানা (তীর-ধনুক নিয়ে তাক করা); আন্দাজ, অনুমান (অন্ধকারে তাক করা); ওত (বাঘটা তাক করে আছে); বিহ্বলতা, হতবুদ্ধিতা (বিস্ময়ের তাক লাগা)। [সং. তর্ক]।

তাক₂—বিঃ থাক, দেওয়াল আলমারি প্রভৃতিতে জিনিসপত্রাদি রাখিবার জন্য খাজ বা খুপরি-বিশেষ। [আ.]।

তাক₃—সর্বঃ (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) তাহাকে। তাহার। [<সং. তৎ]।

তাকত, তাকৎ, তাগদ—বিঃ শক্তি, সামর্থ্য। [আ. তাকৎ]।

তাকর—সর্বঃ (ব্রজ.) তাহার। [<সং. তৎ]।

তাকা₁—ক্রিঃ (পরের অমঙ্গলাদি) কামনা করা; টাক করা, প্রতীক্ষা বা লক্ষ্য করা; অনুমান করা। [সং. √তর্ক্+বাং. আ]।

তাকা₂—ক্রিঃ তাকান। [?—তু. তাকা₁]।

তাকাদা—**তাগাদা**-র রূপভেদ।

তাকান, তাকানো—(১)ক্রিঃ দৃষ্টিপাত করা, চাওয়া। (২)বিঃ দৃষ্টিপাতকরণ। [তাকা₂ দ্রঃ]।

তাকাবি, তাকাবী—**তগাবি**-র রূপভেদ।

তাকিদ—**তাগাদা**-র রূপভেদ।

তাকিয়া—বিঃ ঠেসান দিবার বালিশবিশেষ, গির্দা। [ফা. তকীআ]।

তাকে—**তাহাকে**-র চলিত রূপ।

তাগ—বিঃ লক্ষ্য, টিপ, তাক, নিশানা (তার বন্দুকের তাগ ভাল); ওত (বাঘটা তাগ করে আছে)। [সং. তর্ক]।

তাগড়া, তাগড়াই—বিণঃ বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহ, লম্বা-চওড়া (তাগড়া চেহারা, তাগড়া জোয়ান)। [হি. তগ্ড়া]।

তাগা—বিঃ বাহুতে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ; হাত কোমর প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বাঁধিবার মন্ত্রপূত তাবিজ মাদুলি বা সুতা, ডোর, সর্পাঘাতাদিতে রক্ত-চলাচল রোধ করিবার জন্য বন্ধনী। [হি. তাগ, তাগা<প্রাকৃ. তগ্গ]।

তাগাড়—বিঃ রাজমিস্ত্রিরা অট্টালিকাদি নির্মাণের জন্য চুন সুরকি সিমেন্ট প্রভৃতি জলে মিশাইয়া যে মশলা প্রস্তুত করে বা ঐ মশলা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে কুণ্ড খোঁড়ে; বীজধান তুলিবার সময়ে চষা জমিতে জলসেচনদ্বারা যে কাদা তৈয়ারি করা হয়। [তুর্. তগাব]।

তাগাদা—বিঃ বারংবার কিছু দিতে অনুরোধ, প্রাপ্য বস্তুর জন্য বারংবার দাবি (টাকার তাগাদা); কোন কাজ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ (লেখার জন্য তাগাদা); স্মরণ করাইয়া দেওয়া;

জরুরি প্রয়োজন (পৌঁছানর তাগাদা)। [আ. তাকাজা, তাকিদ্]।

তাগারি, তাগারী—বিঃ বৃহৎ গামলাবিশেষ। [দেশী]।

তাগিদ—তাগাদা-র রূপভেদ।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য, (বর্জি.) তাচ্ছীল্য—বিঃ তুচ্ছজ্ঞান; অবহেলা। [< তুচ্ছ]।

তাজ—বিঃ মুকুট, টোপর। [ফা.]।

তাজা—বিণঃ টাটকা (তাজা শাকসবজি); নূতন (তাজা খবর); জীবন্ত (তাজা মাছ); সতেজ, স্ফূর্তিযুক্ত (তাজা প্রাণ, তাজা মন)। [ফা. তাজহ্]।

তাজিয়া—বিঃ মহরমের মিছিলে বাহিত হাসানহোসেনের নকল কবর, গোঁয়ারা। [ফা. তাজিআ]।

তাজী—বিঃ উৎকৃষ্ট অশ্ববিশেষ। [আ.]।

তাজ্জব—(১)বিণঃ অদ্ভুত, বিস্ময়কর; বিস্মিত (তাজ্জব বনা বা হওয়া)। (২)বিঃ বিস্ময় (তাজ্জবের বিষয়)। [আ. তাআজ্জুব]।

তাঞ্জাম—বিঃ সুসজ্জিত চতুর্দোলা, শিবিকাবিশেষ। [হি. তামজান্]।

তাড়—বিঃ বাহুর অলঙ্কারবিশেষ। [সং. তাড়ঙ্ক]।

তাড়ক—বিণঃ তাড়নাকারী। [সং. √তড়্+ণিচ্ +অক (র্তৃ)]।

তাড়কা—বি(স্ত্রী): রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত রাক্ষসীবিশেষ : মারীচের মাতা। [সং. তাড়+ √কৈ +অ (র্তৃ)+আ]।

তাড়ন, তাড়না—বিঃ শাসন; প্রহার; ভর্ৎসনা উৎপীড়ন, অত্যাচার। [সং. √তড়্+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বি(স্ত্রী): **তাড়নী**—কশা চাবুক প্রভৃতি তাড়নার অস্ত্র।

তাড়স—বিঃ বেদনার প্রভাব (ফোড়ার তাড়সে জ্বর হয়েছে)। [স.. তাড় (আঘাত)]। **তাড়সে জ্বর**—কোন কিছুর বেদনাজনিত জ্বর, sympathetic fever।

তাড়া$_1$—বিঃ গোছা, আঁটি, বাণ্ডিল। [সং. তাড়]।

তাড়া$_2$—(১)ক্রিঃ আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন করা (তাড়িয়া ধরা বা যাওয়া); তাড়ান। (২)বিঃ আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন (পুলিশের তাড়া); তাড়না, তিরস্কার, ধমক (গুরুজনের তাড়া); ভয়প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক ব্যবহার (তাড়া পেয়ে বাঘটা সরে পড়েছে)। [সং. √তড়্+বাং. আ]।

তাড়া$_3$—বিঃ তাগিদ, ব্যস্ততা (কাজের তাড়া); শীঘ্রতার প্রয়োজন (আমার এখন তাড়া নেই); শীঘ্র করিবার জন্য পীড়াপীড়ি (তাড়া দেওয়া)। [সং. ত্বরা]।

তাড়াতাড়ি—(১)ক্রি-বিণঃ অতি শীঘ্র, দ্রুত; ব্যস্ততার সঙ্গে। (২)বিঃ ব্যস্ততা; শীঘ্রতার বা ব্যস্ততার প্রয়োজন (কোন তাড়াতাড়ি নেই); ব্যস্ততা-প্রদর্শন। [তাড়া$_3$+তাড়ি (সহচর শব্দ)]।

তাড়ান, তাড়ানো—(১)ক্রিঃ খেদাইয়া দেওয়া, দূরীভূত বা বহিষ্কৃত করা (বাঘ তাড়ান, বাড়ি থেকে তাড়ান); আসিতে না দেওয়া (চোর তাড়ান); তাড়নাপূর্বক চরান (গোরু তাড়ান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [তাড়া$_2$ দ্র:]।

তাড়াহুড়া, (কথ্য.) তাড়াহুড়ো—বিঃ তাড়াতাড়ি (তাড়াহুড়া নেই); শীঘ্র করিবার জন্য উৎপীড়ন (তাড়াহুড়া করা)। [বাং. তাড়া$_3$+হুড়া (সহচর শব্দ)]।

তাড়ি$_1$—বিঃ ছোট তাড়া, গোছা বা বাণ্ডিল। [বাং. তাড়া$_1$+ই]।

তাড়ি$_2$—বিঃ তালের রস; তাল বা খেজুরের রস গাঁজাইয়া প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। [সং তাল > তাড় +ই]।

তাড়িত$_1$—বিণঃ তাড়না করা হইয়াছে এমন, শাসিত, তিরস্কৃত, দণ্ডিত, উৎপীড়িত, প্রহৃত, তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, দূরীভূত। [সং. √তড়্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

তাড়িত$_2$—(১)বিণঃ বৈদ্যুতিক, বিদ্যুৎসম্বন্ধীয়; বিদ্যুৎ হইতে উৎপন্ন; বিদ্যুৎপূর্ণ; বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত। (২)বিঃ বিদ্যুৎ, তড়িৎ। [সং. তড়িৎ +অ]। বিঃ **-বার্তা**—বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা দূরে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম। বিঃ **তাড়িতালোক**—বিদ্যুতের সাহায্যে সৃষ্ট আলো, বিজলী বাতি। বিঃ **তাড়িতী**—বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানে বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, electrician [স. প.]।

তাড়ী—তাড়ি$_2$-র বর্জি. বানান।

তাড্ড—বিঃ ময়রার খুন্তিবিশেষ। [সং. তদ্র্]।

তাড্যমান—বিণঃ তাড়িত আহত বা বাধিত হইতেছে এমন। [সং. √তাড়ি+আন (মান) (র্ম)]।

তাণ্ডব—বিঃ তণ্ডুমুনি-প্রবর্তিত নৃত্য; পুরুষের নৃত্য; উদ্দাম নৃত্য (শিবতাণ্ডব); (আল.)

প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার (বন্যার তাণ্ডব)। [সং. তণ্ডু+অ।—তু. লাস্য]। বিঃ **-লীলা**—প্রলয়কালীন শিবের উদ্দাম নৃত্য।

তাত১—বিঃ পিতা; পিতৃব্য, পিতৃতুল্য গুরুজন; (আদরে) পুত্র বা পুত্রতুল্য ব্যক্তিকে স্নেহসম্বোধন। [সং.]।

তাত২—বিঃ উত্তাপ, আঁচ (আগুনের তাত); (আল.) ক্রুদ্ধ মেজাজ। [সং. তপ্ত]।

তাতল—বিণঃ (ব্রজ.) উত্তপ্ত ('তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম'; বিদ্যা.)।

তাতা—(১)ক্রিঃ তপ্ত হওয়া; (আল.) ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হওয়া; তাতান। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [তাত২ দ্রঃ]।

তাতা-থৈ—অব্যঃ তাণ্ডবনৃত্যের বোলবিশেষ।

তাতান, তাতানো—(১)ক্রিঃ গরম করা; (আল.) খেপান বা উত্তেজিত করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [তাত২ দ্রঃ]।

তাতাল—বিঃ লৌহযষ্টিবিশেষ যাহা তাতাইয়া রাঙ ঝাল লাগান হয়। [তাত২ দ্রঃ]।

তাতে—**তাহাতে**-র চলিত রূপ।

তাৎকালিক—বিণঃ সেই সময়কার, তৎকালীন, সমসাময়িক। [সং. তৎকাল+ইক]।

তাত্ত্বিক—(১)বিণঃ তত্ত্বসম্বন্ধীয়; সত্য, বাস্তবানুগত (তাত্ত্বিক প্রভেদ); তত্ত্বীয় (তাত্ত্বিক জ্ঞান বা আলোচনা), theoretical। (২)বিঃ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি (ভাষাতাত্ত্বিক)। [সং. তত্ত্ব+ইক]।

তাৎপর্য—বিঃ অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, মনোগত ভাব; (রচনাদির) মর্ম, আসল অর্থ; (বিরল) তৎপরতা। [সং. তৎপর+য]।

তাথৈ—**তাতা-থৈ**-র রূপভেদ।

তাথ্যিক—বিণঃ তথ্যমূলক; তথ্যপ্রধান। [সং. তথ্য+ইক]।

তাদাত্ম্য—বিঃ কিছুর সহিত একাত্মতা বা নিবিড় ঐক্য, অভেদ। [সং. তদাত্মন্+য]।

তাদৃশ—বিণঃ সেইরূপ। [সং. তদ্+ √দৃশ্+অ (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **তাদৃশী**।

তাধিন, তাধিনা—**তাতা-থৈ**-র রূপভেদ।

তান—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিস্তার, সুরের আলাপ; সুর, সুরেলা ধ্বনি। [সং. √তন্+অ (র্ম, ভা)]। ক্রিঃ **তান ছাড়া**—মুক্তকণ্ঠে গান গাওয়া। ক্রিঃ **তান তোলা**—ধীরে ধীরে সুর উচ্চে তোলা। ক্রিঃ **তান ধরা**—(কোন বিশেষ সুরে) গান আরম্ভ করা; সুরেলা ধ্বনি করা।

তানপুরা—বিঃ বীণার ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, তম্বুরা। [**তম্বুরা** দ্রঃ—তু. আ. তম্বূরহ্]।

তানা, তানা-পড়েন—যথাক্রমে **টানা** ও **টানা-পড়েন**-এর রূপভেদ।

তানা-না-না—অব্যঃ সঙ্গীতের প্রারম্ভিক সুর-সাধন; (ব্যঙ্গে—আল.) কার্যারম্ভের আড়ম্বর; বৃথা কালক্ষেপ (তানা-না-না করে দিন কাটান)। [দেশী]।

তান্তব—বিণঃ তন্তুসম্বন্ধীয়; তন্তুনির্মিত বা সূত্রনির্মিত। [সং. তন্তু+অ]।

তান্ত্রিক—বিণঃ তন্ত্রশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়, তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ; তন্ত্রশাস্ত্রানুমত সাধনাকারী, তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী (তান্ত্রিক সাধনা)। [সং. তন্ত্র+ইক]। বিঃ **-তা**।

তাপ—বিঃ উষ্ণতা, জ্বর; ক্রোধ; দুঃখ। [সং. √তপ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ত্রয়**—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও অধিভৌতিক: এই ত্রিবিধ দুঃখ। বিঃ **-মান**—উষ্ণতা-পরিমাপক যন্ত্র থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার। বিণঃ **-হর**—তাপনাশক; দুঃখনাশক। বিণ(স্ত্রী): **-হরা**। **-হরণ**—(১)বিঃ উত্তাপ বা দুঃখ দূরীকরণ; (২)-বিণঃ দুঃখহর। বিণঃ **-হারী** (-রিন্)—তাপত্রয়-দূরকারী।

তাপক—বিণঃ তাপদায়ক, দুঃখদায়ক। [সং. √তপ্+অক (র্তৃ)]।

তাপত্রয়—**তাপ** দ্রঃ।

তাপন—(১)বিঃ তাপজনন; তাপপ্রয়োগ, সূর্য। (২)বিণঃ তাপজনক। [সং. √তপ্+ণিচ্+অন (ভা, র্তৃ)]। বিণঃ **তাপনীয়**—তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে বা প্রয়োগের যোগ্য এমন।

তাপমান—**তাপ** দ্রঃ।

তাপস—(১)বিণঃ তপস্যাকারী (তাপস কুমার); (২)বিঃ তপস্বী, মুনি। [সং. তপস্+অ]। বিণ. বি(স্ত্রী): **তাপসী**। বিঃ **-তরু**—ইঙ্গুদী বৃক্ষ। বিঃ **তাপস্য**—তাপসের ধর্ম বা আচরণ।

তাপহর, তাপহরণ, তাপহরা, তাপহারী—**তাপ** দ্রঃ।

তাপা—(১)ক্রিঃ গরম হওয়া, তাতা; পোহান, তাপ লওয়া; তাপান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. তাপ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তপ্ত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। ক্রিঃ **-ল**—(ব্রজ.) সন্তপ্ত করিল, তাপিত করিল।

তাপাস—**তাবাস**-এর অপ্র. রূপ।

তাপিত—বিণঃ তাপপ্রাপ্ত, উত্তপ্ত; ক্লিষ্ট, সন্তপ্ত,

দুঃখিত। [সং. √তপ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ-(স্ত্রী): **তাপিতা**।

তাপী (-পিন্)—বিণ: তাপযুক্ত; সন্তাপযুক্ত, দুঃখক্লিষ্ট; তাপজনক। [সং. তাপ+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **তাপিনী**।

তাফতা—বি: রেশম ও পশম মিশাইয়া তৈয়ারি শীতবস্ত্রবিশেষ, চেলীবস্ত্রবিশেষ। [ফা. তফ্‌তহ্]।

তাবৎ—(১)অব্য.বিণ: সমুদয় (তাবৎ লোকেই জানে); তৎসমুদয়, সেই পরিমাণ, তত (যতই সঞ্চয় কর তাবৎ অর্থ নষ্ট হইবে)। (২)অব্য (সম্): সেই পর্যন্ত, ততক্ষণ (যাবৎ সে না আসে তাবৎ অপেক্ষা কর)। (৩)সর্ব: সকল লোক (এদেশের তাবতের মুখে ঐ কথা)। [সং. তদ্+বৎ]।

তাবন্মাত্র—বিণ: তাবৎ, তত। [সং. তাবৎ+মাত্র]।

তবাস—বি: অন্বেষণ, খোঁজ (তত্বতাবাস)। [আ. তফহ্হস]।

তাবিজ—বি: বাহুর অলঙ্কারবিশেষ; কবচ, মাদুলি। [আ. তবীজ্]।

তামড়ি—বি: তাম্রবর্ণ উপরত্নবিশেষ; garnet। [সং. তাম্র>তাম+ড়ি]।

তামরস—বি: পদ্মফুল; তাম্র; স্বর্ণ; দ্বাদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

তামলি, তামলী—বি: পানব্যবসায়ী হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. তাম্বুলী]।

তামস—বিণ: ঘোর অন্ধকারময়; তামসিক, তমোভাবাপন্ন। [সং. তমস্+অ]। **তামসী**—(১)বিণ: **তামস**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; (২)বি (স্ত্রী): অন্ধকার রজনী। বি: **তামস-যজ্ঞ**—শ্রদ্ধাহীন ও অহঙ্কারপূর্ণ চিত্তে অবিধিপূর্বক যে যজ্ঞ করা হয়।

তামসিক—বিণ: তমোগুণ-সম্বন্ধীয়; তমোভাবপূর্ণ; অজ্ঞান-জনিত; মেঘাচ্ছন্ন। [সং. তমস্+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **তামসিকী**।

তামসী—তামস দ্র:।

তামা—বি: ধাতুবিশেষ। [প্রা. তম্ব<সং. তাম্র]। বিণ: **-টে**—তামার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তাম্রাভ। বি: **তামা-তুলসী**—তামা ও তুলসীপাতা (হিন্দুরা এই বস্তুদ্বয় অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং ইহা স্পর্শ করিয়া শপথ করেন)।

তামাক, তামাকু—বি: তাম্রকূটবৃক্ষ বা তাহার পাতা; (গুড় ও অন্যান্য মসলা মিশান) তাম্রকূটপত্র যাহার ধুম পান করা হয়। [স্প. tabaco>ও. তাম্বুকু]। ক্রি: **তামাক খাওয়া, তামাক টানা, তামাক ফোঁকা**—হুঁকা গড়গড়া প্রভৃতিতে তাম্রকূটপত্র পোড়াইয়া ধূমপান করা। ক্রি: **তামাক সাজা**—ধূমপানের জন্য হুঁকা গড়গড়া প্রভৃতির কলিকাতে তামাক রাখিয়া আগুন ধরান। **বড় তামাক**—(কৌতু.) গাঁজা।

তামাদি, তামাদী—(১)বি: দাবি করিবার নির্দিষ্ট সময় উতরাইয়া যাওয়া। (২)বিণ: দাবি করিবার নির্দিষ্ট সময় উতরাইয়া গিয়াছে এমন, time-barred (তামাদি দলিল, তামাদি হওয়া)। [আ. তমাদি]।

তামাম—বিণ: সমগ্র, সমুদায়, সম্পূর্ণ। [আ. তমাম্]। বি: **তামামি**—অবসান, সমাপ্তি. (সালতামামি)।

তামাশা, তামাসা—বি: খেলা, বাজি (তামাশা দেখান); প্রদর্শনী, কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা (তামাশা করা)। [আ. তমাশা]।

তামিল১—বি: পালন (হুকুম তামিল)। [আ. তাআমীল্]।

তামিল২—বি: মাদ্রাজের ভাষাবিশেষ। [তা.]।

তামুক—**তামাক**-এর গ্রাম্য ও প্রাদে. রূপ।

তাম্বু—**তাঁবু** দ্র:।

তাম্বুরা—**তম্বুরা**-র রূপভেদ।

তাম্বুল—বি: পান, লতাবিশেষের পাতা যাহা সুপারির সহিত চুন খয়ের ইত্যাদি সহযোগে খাওয়া হয়। [সং.]। বি: **-করঙ্ক**—(মূলত: নারিকেল মালায় তৈয়ারি) পানের ডিবে। বি: **-রাগ**—পান খাইলে ঠোঁটে যে লাল রঙ হয়।

তাম্বুলিক, তাম্বুলী—(১)বি: পান-ব্যবসায়ী, তামলি জাতি, (২)বিণ: পান-ব্যবসায়ে রত; তামলিজাতীয়।

তাম্র—(১)বি: ধাতুবিশেষ, তামা। (২)বিণ: তামার ন্যায় বর্ণযুক্ত (তাম্রকেশ)। [সং.]। বি: **-কুণ্ড**—পূজায় ব্যবহৃত তাম্রনির্মিত পাত্রবিশেষ। বি: **-পট্ট, -পত্র, -ফলক**—তামার পাত বা তক্তি (ইহাতে পূর্বকালে রাজাজ্ঞাদি খোদাই করা হইত)। বি: **-পল্লব**—রক্তপল্লব; রক্তপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ; অশোক গাছ। বি: **-পাত্র**—তামাদ্বারা নির্মিত বাসন। **-পুষ্প**—(১)বি: রক্তকাঞ্চন গাছ; ভুঁইচাঁপা; (২)বিণ: তাম্রবর্ণপুষ্পযুক্ত (বৃক্ষ)। **-বর্ণ**—(১)তামার ন্যায় ম্লান লাল রঙ; (২)বিণ: তামার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট,

তামাটে। বিণ: -বর্ণ—তাম্রবর্ণ, পিঙ্গল। বি: -লিপি—তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপি। বি: -শাসন—তাম্রফলকে ক্ষোদিত রাজাজ্ঞা। বি: -সার—রক্তচন্দন।

তাম্রকূট—বি: তামাক। [অর্বাচীন সং.]। বি: -সেবন—তামাক খাওয়া।

তাম্রাভ—বিণ: তামাটে। [সং. তাম্র+আভা]।

তাম্রাশ্ম (-শ্মন্)—বি: পদ্মরাগমণি। [সং. তাম্র +অশ্মন্]।

তায়—(১)সর্ব: (কাব্যে) তাহাকে; তাহাতে। (২)অব্য (সমু.): তাহাতে আবার (একে রাত্রি তায় ঝড়)। [বাং. তাহা+৭মীর ১বচন]।

তায়দাদ—বি: জমির চৌহদ্দি অর্থাৎ চতুঃসীমার বিবরণ। [আ. তাদাদ্]।

তার১—তাহার-এর কথ্য রূপ।

তার২—বিণ: অতি উচ্চ (তারস্বরে)। [সং. √তৃ +অ (র্তৃ)]।

তার৩—বি: উত্তরণ, পারগমন, উদ্ধার। [সং. √তৃ+অ (ভা)]।

তার৪—বি: স্বাদ (রান্নার তার)। [দেশী]।

তার৫—বি: ধাতুনির্মিত সূত্র বা রজ্জু (তামার তার, টেলিগ্রাফের তার); (বাং.) টেলিগ্রাম। [সং. √তৃ+অ(ণে)]। ক্রি: **তার করা, তার পাঠান**—টেলিগ্রাম করা। বি: -বার্তা—টেলিগ্রাম। বি: -বাবু—তারবার্তা প্রেরণার্থ ও গ্রহণার্থ যন্ত্রচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

তারক—(১)বিণ: উদ্ধারকারী, রক্ষক, পারকর্তা। (২)বি: উদ্ধারকারী ব্যক্তি; কর্ণধার, ভেলা; নক্ষত্র, তারা; চক্ষুর তারা; অসুরবিশেষ। [সং. √তৃ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **তারিকা**। বি(স্ত্রী): **তারকা**। বি: -নাথ—শিব। বি: -ব্রহ্ম (-হ্মন্)—৺ শ্রীরামরাম—এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র।

তারকা১—তারক দ্র:।

তারকা২—বি: তারা, নক্ষত্র; চক্ষুর তারা; *—এই চিহ্ন; (সিনেমায়) বিশিষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী (ইংরেজি star শব্দের অনুকরণে)। [সং. √তৃ+ণিচ্+অক (র্তৃ)+আ]। বিণ: **তারকান্বিত**—তারকাযুক্ত, নক্ষত্রখচিত; তারকায় পরিণত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট অভিনেতা বা অভিনেত্রী-রূপে পরিগণিত। বি: **তারকারি**—বি: তারকা-সুর-বধকারী কার্তিকেয়। বিণ: **তারকিত**—তারকাযুক্ত, তারকাচিহ্নবিশিষ্ট। বিণ: **তারকী** (-কিন্)—তারকাযুক্ত, তারকিত। **তারকিণী**—(১)বিণ(স্ত্রী): তারকাময়ী; (২)বি: রাত্রি।

তারণ—(১)বিণ: ত্রাণকারী, উদ্ধারকর্তা (দীন-তারণ, অধমতারণ)। (২)বি: উদ্ধারকরণ, ত্রাণ, পারকরণ। [সং. √তৃ+ণিচ্+অন (র্তৃ, ভা)]। বি: **তারণি**—নৌকাদি যাহা দ্বারা পার হওয়া যায়।

তারতম্য—বি: ন্যূনাধিক্য, ইতরবিশেষ, কমবেশি। [সং. তরতম+য (ভা)]।

তারপর—ক্রি-বিণ: অতঃপর। [তাহার+পর]।

তারবার্তা—তার৫ দ্র:।

তারল্য—বি: তরল অবস্থা, তরলতা; চপলতা, অদৃঢ়তা; অস্থিরমতিত্ব। [সং. তরল+য (ভা)]।

তারা—বি(স্ত্রী): সংসার-দুঃখের ত্রাণকারিণী; দেবী-বিশেষ, দশমহাবিদ্যার অন্যতমা; বৌদ্ধদেবী-বিশেষ; বালী বা সুগ্রীবের স্ত্রী (পঞ্চকন্যার অন্যতমা), (সঙ্গীতে) উচ্চ সপ্তক; নক্ষত্র; চক্ষু-তারকা। [সং. √তৃ+ণিচ+অ (র্তৃ)+আ]। বি: -নাথ, -পতি—চন্দ্র, চাঁদ। বি: -পথ—আকাশ।

তারিকা—তারক দ্র:।

তারিখ—বি: মাসের দিনসংখ্যা। [আ.]।

তারিণী—(১)বিণ(স্ত্রী): ত্রাণকারিণী। (২)বি(স্ত্রী): দুর্গা। [সং. √তৃ+ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

তারিফ, তারিপ—বি: প্রশংসা, বাহবা; বাহাদুরি। [আ তারীফ্]।

তারুণ্য—বি: তরুণ অবস্থা বা বয়স, যৌবন; কাঁচা বা কচি অবস্থা, প্রথমাবস্থা। [সং. তরুণ +য (ভা)]।

তারে—তাকে-র কোমল রূপ।

তারে-নারে—তাইরে-নাইরে-র রূপভেদ।

তার্কিক—বি.বিণ: তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত, নৈয়ায়িক; তর্কপ্রিয়, তর্কাসক্ত, তর্কপটু। [সং. তর্ক+ ইক]।

তার্পিন, তার্পিণ—বি: সরল বা চির জাতীয় বৃক্ষনির্যাসে প্রস্তুত তৈলবিশেষ। [ইং. turpentine]।

তাল১—বি: এক বিঘৎপরিমাণ মাপ (সপ্ততাল জলের নিচে) [সং.]।

তাল২—বি: ধাক্কা, ধকল, আকস্মিক বিপদ্ (তাল সামলান)। [তু. টাল]।

তাল৩—বি: (বাং.) বড় দলা বা পিণ্ড, স্তূপ (এক তাল সোনা)। [সং.]। ক্রি: **তাল করা**—স্তূপ

করা, জড় করা, পিণ্ডাকার করা। ক্রিঃ **তাল-গোল পাকান**—পিণ্ডাকারে পরিণত হওয়া বা করা; বিপর্যস্ত বা বিশৃঙ্খল হওয়া বা করা। ক্রিঃ **তাল পাকান**—পিণ্ডাকারে পরিণত করা বা হওয়া; বিপর্যস্ত করা বা হওয়া। বিণঃ **তাল-তাল**—রাশি রাশি, প্রচুর।

তাল৪—বিঃ পিশাচযোনিবিশেষ। [সং]। বিঃ **তাল-বেতাল**—তাল ও বেতাল নামক পিশাচ-দ্বয় (রাজা বিক্রমাদিত্য ইহাদিগকে স্বীয় অনুচরে পরিণত করিয়াছিলেন)।

তাল৫—বিঃ (সঙ্গীতে) সময়ের বিভাগ বা মাত্রা; করতলে করতলে আঘাত (তাল দেওয়া); নিজের বাহুতে বা উরুতে চাপড় (তাল ঠোকা)। [সং.]। ক্রিঃ **তাল কাটা**—(সঙ্গীতে) তাল ভঙ্গ হওয়া, সময়ের মাত্রার সামঞ্জস্যহানি হওয়া। ক্রিঃ **তাল ঠোকা**—নিজের বাহুতে বা উরুতে চাপড় মারিয়া আস্ফালন করা বা অপরকে (প্রধানতঃ কুশতির) দ্বন্দ্বে আহ্বান করা। ক্রিঃ **তাল রাখা**—সঙ্গীতের তাল বজায় রাখা; অপরের বেগের সঙ্গে নিজের বেগের সমতা রক্ষা করা; অপরের কর্মের সহিত নিজের কর্মের সঙ্গতি বজায় রাখা। **ঢিমা তাল**—সঙ্গীতের বিলম্বিত বা ধীরগতি তাল; (আল.) দীর্ঘসূত্রতা। বিণঃ **-কানা**—(সঙ্গীতে) তালজ্ঞানহীন; ভাল-মন্দজ্ঞানহীন। বিঃ **-ভঙ্গ**—(সঙ্গীতে) সময়ের মাত্রাসমূহের ব্যবধানে সমতাহানি, বেতালা অবস্থা।

তাল৬—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল। [সং.]। ক্রিঃ **তাল পড়া**—বৃক্ষ হইতে তাল-ফলের পতন হওয়া; (ব্যঙ্গে) পিঠে উচ্চশব্দে কিল পড়া। **তালপাতার সেপাই**—(আল.) অত্যন্ত শীর্ণ ও দুর্বল ব্যক্তি। বিঃ **-ক্ষীর**—তালের গোলা জ্বাল দিয়া প্রস্তুত ক্ষীর। বিঃ **-চোঁচ**—বাবুই পাখি। বিঃ **-নবমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী। বিঃ **-পুকুর**—যে পুকুরের চারিপাড়ে তালগাছ আছে। বিঃ **-বৃন্ত**—তালগাছের ডাঁটাসহ পাতা (ইহাদ্বারা হাতপাখা তৈয়ারি হয়)। বিঃ **-শাঁস**—কচি তালের আঁটির শাঁস।

তালই—**তালুই**-র রূপভেদ।

তালব্য—বিণঃ তালু হইতে উচ্চারিত; তালু-সম্বন্ধীয়। [সং. তালু+য]। **তালব্য বর্ণ**—তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ:

তালা১—বিঃ কুলুপ। [সং. তালক]।

তালা২—বিঃ অট্টালিকাদির ঊর্ধ্ব দিকের বিভাগ অর্থাৎ উপর্যুপরি অবস্থিত তল, তলা। [সং. তল]।

তালা৩—বিঃ উচ্চশব্দাদিজনিত শ্রবণশক্তির সাময়িক আচ্ছন্নতা (কানে তালা লাগা)। [দেশী]।

তালাক—বিঃ মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ। [আ. তলাক্]।

তালাশ, তালাস—**তল্লাশ**-এর রূপভেদ।

তালি১, **তালী**—বিঃ তালবৃক্ষ (তালিবন, তালি-কুঞ্জ)। [সং. তাল+অ+ই, ঈ]।

তালি২—বিঃ হাততালি ('তালে তালে দেয় তালি' : রবীন্দ্র)। [সং. তালিক]।

তালি৩—বিঃ পটি (জামায় তালি দেওয়া)। [দেশী]।

তালিকা—বিঃ নির্ঘণ্ট, ফর্দ, list। [আ. তালিকহ্]।

তালিম—বিঃ শিক্ষা, উপদেশ। [আ. তাআলীম্]। ক্রিঃ **তালিম দেওয়া**—উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা অভ্যস্ত করা।

তালী—**তালি**১ দ্রঃ।

তালু—বিঃ টাকরা। [সং.]।

তালুই—বিঃ ভ্রাতা বা ভগ্নীর শ্বশুর। [সং. তাতগু]।

তালুক—বিঃ ভূ-সম্পত্তি; গভর্নমেণ্ট বা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভূ-সম্পত্তি; জমিদারির অংশবিশেষ। [আ. তাআল্লুক]। বিঃ **-দার**—তালুকের মালিক। বিঃ **-দারি**—তালুকদারের বৃত্তি বা ভূ-সম্পত্তি। বিণঃ **-দারী**—তালুক তালুকদার বা তালুকদারি সম্বন্ধীয়।

তালেবর—বিণঃ মান্যগণ্য; ধনী; ওস্তাদ, চৌপশ; লায়েক। [আ. তালাবর]।

তাস—বিঃ খেলিবার জন্য চিত্রিত কাগজখণ্ড-বিশেষ। [আ.]। ক্রিঃ **তাস পেটা**—তাস লইয়া খেলা। **তাসের ঘর, তাসের বাড়ি**—সহজেই পড়িয়া বা ভাঙিয়া যাইতে পারে এমন বাড়ি; অত্যন্ত বিপজ্জনক বা অনিশ্চিত অবস্থা। **তাসা**

—(১)ক্রিঃ তাসান ; (২)বিণঃ তাসান ; (৩)বিঃ তাসান ; আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। **তাসান, তাসানো** —(১)ক্রিঃ গোছার ভিতরের তাস নাড়িয়া-চাড়িয়া উহাদের স্থান অদল-বদল করা, ভেস্তান ; তিরস্কার করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

তাস্কর্য—বিঃ চোরের বৃত্তি, চৌর্য। [সং. তস্কর +য (ভা)]।

তাহা—সর্বঃ সেই বস্তু বা বিষয়। [সং. তদ্]। সর্ব (২য়া): **-কে**, (পদ্যে) **-রে**—সেই ব্যক্তিকে ; (বহুবচনে) **-দিগকে**, (বর্ত. বর্জি.) **-দেরকে**। **-তে** —(১)সর্ব (৭মী): তাহার মধ্যে ; তাহার জন্য বা কারণে, সেইজন্য (তাহাতে ক্ষতি কি) ; তাহা শুনিয়া, তাহার ফলে বা জবাবে, সেই প্রসঙ্গে, তারপর (তাহাতে আমরা বলিলাম) ; তাহার সহিত (তাহাতে আমাতে সদ্ভাব নাই) ; (২)সর্ব (৩য়া): তাহার দ্বারা (তাহাতে অভাব ঘোচে না) ; (২)অব্য (সমু): তথাপি, তাহা সত্ত্বেও (যদি না পার তাহাতে ক্ষতি নাই) ; অন্যপক্ষে আবার (একে ধনী তাহাতে উচ্চপদস্থ)। সর্ব(৬ষ্ঠী): **-র**—সেই ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়ের।

তাহে—(১)অব্য (সমু.): (ব্রজ.) অধিকন্তু, তাহাতে আবার ('একে কুহু যামিনী তাহে কুলকামিনী')। (২)সর্বঃ (কাব্যে) তাহাকে, তাহাতে। [বাং. তাহা (সং. তদ্) + এ]।

তিক্ত—(১)বিণঃ তিত রসযুক্ত বা স্বাদযুক্ত, (আল.) অপ্রীতিকর সম্পর্ক (তিক্ত করিয়া তোলা)। (২)বিঃ তিক্তরস ; তিক্তস্বাদ শাক প্রভৃতি। [সং. √তিজ্ +ত (র্তৃ)]।

তিগ্ম—বিণঃ তীব্র, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ। [সং. √তিজ্ +ম (র্তৃ)]। বিঃ **-কর**—সূর্য ; প্রখর রৌদ্র।

তিঙন্ত—বিণঃ অন্তে তিঙ্ অর্থাৎ ক্রিয়াবিভক্তি-যুক্ত। [সং. তিঙ্ + অন্ত]।

তিজারত, তিজারৎ, তিজারতী—**তেজারত**-এর রূপভেদ।

তিজেল—বিঃ চেপটা হাঁড়িবিশেষ, ব্যঞ্জনাদি রাঁধিবার হাঁড়ি। [পো. tigela]।

তিড়িং, তিড়িক্—অব্যঃ (ফড়িং ইত্যাদির ন্যায়) হঠাৎ সবেগে লাফাইয়া উঠার ভাব। অব্যঃ **তিড়িং-তিড়িং, তিড়িং-বিড়িং**—বারংবার তিড়িং করিয়া লম্ফনের বা চঞ্চলতা-প্রকাশের ভাব।

তিড়্‌বিড়্—অব্যঃ চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব-প্রকাশ (তিড়্‌বিড়্ করা)। [দেশী]। বিণঃ **তিড়্-বিড়ে**—অতিশয় চঞ্চল বা অস্থির।

তিত, তিতো, তিতা$_1$—**তিক্ত**-র কথ্য রূপ।

তিতা$_2$—(১)ক্রিঃ (কাব্যে) ভিজা, সিক্ত হওয়া ('তিতি অশ্রুনীরে' : মধু.) ; তিক্ত হওয়া ('তিতায় তিতিল দে' : চণ্ডী)। (২)বিণঃ সিক্ত ('প্রানান্তে তিতা বস্ত্র এড়িলেন' : চৈ.চ.)। [সং. √তিমিত + বাং. আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—সিক্ত করা, ভিজান ; তিক্ত করা।

তিতিক্ষা—বিঃ সহিষ্ণুতা; ক্ষমা। [সং. √তিজ্ + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণঃ **তিতিক্ষিত**—সহ্য বা ক্ষমা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **তিতিক্ষু**—সহিষ্ণু ; ক্ষমাশীল।

তিতিবিরক্ত—**ত্যক্ত** দ্রঃ।

তিতির—বিঃ পক্ষিবিশেষ। [সং. তিত্তির]।

তিতীর্ষু—বিণঃ পার হইতে বা ত্রাণ লাভ করিতে অভিলাষী। [সং. √তৃ + সন্ + উ (র্তৃ)]।

তিত্তির—বিঃ তিতিরপাখি। [সং.]।

তিথি—বিঃ চান্দ্র দিন, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল—প্রতিপদ্ দ্বিতীয়া ইত্যাদি ; সময় (আজি শুভতিথি)। [সং. √অত্ + ইথি (র্তৃ)]। বিঃ **-কৃত্য**—তিথিবিশেষে বিহিত কার্য। বিঃ **-ক্ষয়**—একদিনে তিন তিথির মিলন, ত্র্যহস্পর্শ, অমাবস্যা।

তিথ্যমৃতযোগ—বিঃ হিন্দু-জ্যোতিষ-মতে শুভক্ষণ-বিশেষ। [সং. তিথি + অমৃতযোগ]।

তিন—বি.বিণঃ ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [প্রাকৃ. তিন্ন]। **তিন সন্ধ্যা**—**ত্রিসন্ধ্যা**-র অনুরূপ। বিঃ **-কাল**—শৈশব (ও বাল্য) যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব। বিঃ **-কুল**—পিতৃবংশ মাতৃবংশ শ্বশুরবংশ। ক্রি-বিণঃ **-লাফে**—(আল.) তাড়াতাড়ি, অতি দ্রুত। বিঃ **তিনাঞ্জলি, তিনাঞ্জলী**—(প্রা. বাং.—তিনবার অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া প্রেত-তর্পণের প্রথা হইতে) চির-বিদায় ('আজি লাজক দিঞা তিনাঞ্জলী' : শ্রীকৃ.) (তু. **তিলাঞ্জলি**)।

তিনি—সর্বঃ (সম্ভ্রমে) সেই ব্যক্তি। [প্রাকৃ. তিন্নি]।

তিন্তিড়ী, তিন্তিলী, তিন্তিড়, তিন্তিড়ীক—বিঃ তেঁতুল গাছ বা ফল। [সং.]।

তিন্দু, তিন্দুক—বিঃ গাবগাছ। [সং.]।

তিপ্পান্ন—বি.বিণঃ ৫৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিপঞ্চাশৎ]।

তিব্বতী—(১)বিণঃ তিব্বতীয়। (২)বিঃ তিব্বতের লোক বা ভাষা। [তিব্বৎ + বাং. ঈ]। বিণঃ **তিব্বতীয়**—তিব্বতে জাত ; তিব্বত-সংক্রান্ত, তিব্বতের। [তিব্বত + সং. ঈয়]।

তিমি—বিঃ বিরাট্‌কায় মৎস্যাকার স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-তিমিঙ্গিল, -ঙ্গিল** —তিমিকেও গিলিতে সক্ষম এমন অতিকায় পৌরাণিক জীববিশেষ।

তিমিত—বিণঃ সিক্ত; নিশ্চল; স্তিমিত। [সং. √তিম্+ত (র্তৃ)]।

তিমির—বিঃ অন্ধকার; চক্ষুর রোগবিশেষ যাহাতে দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়, ছানি। [সং. √তিম্+ইর (ণে)]। বিণঃ **তিমিরাবগুণ্ঠিত**—অন্ধকার-রূপ ঘোমটায় আচ্ছাদিত; ঘন অন্ধকারে আবৃত।

তিয়র—**তেওর**-এর রূপভেদ।

তিয়াত্তর—বি.বিণঃ ৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [প্রাকৃ. তেহত্তরিড়<সং. ত্রিসপ্ততি]।

তিয়াষ, তিয়াস, তিয়াসা—**তৃষা**-র কোমল রূপ।

তিয়াপিত—**তৃপ্ত**-র কোমল রূপ।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী—বিঃ অদৃশ্য হওয়ার বিদ্যা; পর্দা; (আল.) বাধা। [সং. তিরস্+করণী, করিণী, কারিণী]।

তিরস্কার—বিঃ ভর্ৎসনা, ধমক; অনাদর; নিন্দা। [সং. তিরস্+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **তিরস্কৃত** —ভর্ৎসিত; অনাদৃত; নিন্দিত।

তিরানব্বই, (কথ্য.) **তিরানব্বুই**—বি.বিণঃ ৯৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিনবতি]।

তিরাশি, (বর্জি.) **তিরাশী**—বি.বিণঃ ৮৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্র্যশীতি]।

তিরি—বিঃ তিন বিন্দুযুক্ত বা ফোঁটাযুক্ত তাস। [সং. ত্রি]।

তিরিক্ষি, তিরিক্ষে, তিরিক্ষ—বিণঃ উগ্র; একটুতে রাগিয়া উঠে এমন, রগচটা (তিরিক্ষি মেজাজ)। [দেশী]।

তিরিশ—**ত্রিশ**-এর কথ্য রূপ।

তিরিষা—**তৃষা**-র প্রাচীন কোমল রূপ।

তিরী—**তিরি**-র বানানভেদ।

তিরোধান, তিরোভাব—বিঃ অন্তর্ধান, অদৃশ্য হওয়া; (মহাপুরুষদের) মৃত্যু। [সং. তিরস্+ √ধা+অন (ভা), তিরস্+ √ভূ+অ (ভা)]। বিণঃ **তিরোহিত, তিরোভূত**—অন্তর্হিত; মৃত। বিণ(স্ত্রী): **তিরোহিতা, তিরোভূতা**।

তির্যক্—অব্য.বিণঃ কুটিল, বক্র (তির্যক্ গতি); তেরছা, বাঁকা (তির্যক্ রেখা); মানবেতর (তির্যক্ প্রাণী)। [সং. তিরস্+ √অন্চ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-পাতন**—বকযন্ত্রদ্বারা চুয়ানর কাজ। বিঃ **-যোনি**—মানবেতর প্রাণী, পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব।

তিল—(১)বিঃ তৈলপ্রদ ক্ষুদ্র শস্যবিশেষ; গাত্রে তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র চিহ্নবিশেষ; এক কড়ার আশি ভাগের এক ভাগ; অতি সামান্য পরিমাণ বা অংশ (এ ব্যাপারের তিলমাত্র জানি না)। (২)বিণঃ বিন্দুমাত্র, অতিসামান্যমাত্র ('তিল ঠাঁই আর নাহিরে': রবীন্দ্র)। [সং. √তিল্+অ (র্তৃ)]। ক্রিঃ **তিলকে তাল করা**—অতিরঞ্জিত করা। ক্রিঃ **তিলধারণের জায়গা না থাকা**—অত্যন্ত ভিড় হওয়া। বিঃ **-কাঞ্চন** তিল ও যৎসামান্য স্বর্ণের দ্বারা মাতাপিতার শ্রাদ্ধ। **তিল তিল করিয়া**—একটু একটু করিয়া সম্পূর্ণভাবে; ক্রমে ক্রমে কিন্তু অবিচ্ছিন্নভাবে। **-কুটো**—তিলচূর্ণে প্রস্তুত সন্দেশবিশেষ। বিঃ **তিল-তুলসী**—তিল ও তুলসী: ইহা হিন্দুদের অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিশুদ্ধ দানের বা নিঃশেষে দানের উপকরণ ('দেহ তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু': বিদ্যা.)। বিঃ **-পিটালি**—তিলমিশ্রিত পিটালির গোলা। **-মাত্র, তিলার্ধ, তিলার্ধেক, একতিল** (১)বিঃ অতিসামান্য অংশও; (২)বিণঃ বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র (তিলমাত্র বিশ্বাস); (৩)ক্রি-বিণঃ ক্ষণমাত্র (তিলমাত্র দাঁড়ায় নাই); একটুও, বিন্দুমাত্র (তিলমাত্র ভালবাসে না)। ক্রি-বিণঃ **তিলে-তিলে**—**তিল তিল করিয়া**-র অনুরূপ।

তিলক—(১)বিঃ ললাট বাহু ইত্যাদি দেহের বারটি স্থানে (চন্দন প্রভৃতির) ফোঁটা বা ছাপ (তিলক কাটা)। (২)বিণঃ অলঙ্কারস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ (কুল-তিলক)। [সং. তিল+ক]। ক্রিঃ **তিলক কাটা, তিলক পরা**—গাত্রে তিলক আঁকা। বিঃ **-মাটি** গঙ্গানদী বা অন্যান্য তীর্থস্থানের যে মাটি দিয়া তিলক আঁকা হয়। বিঃ **-সেবা, -ছাপা,** (প্রাদে.) **-ছাবা**—বৈষ্ণবগণ কর্তৃক দেহের আটটি স্থানে তিলক আঁকিয়া হরিনাম লিখন। বিঃ **তিলকা** —গাত্রে তিলফুলের ন্যায় চিহ্ন ('অলকা তিলকা ভালে')। বিণঃ **তিলকী** (-কিন্)—তিলকধারী।

তিলাঞ্জলি—বিঃ মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তাহার জীবিত বংশধর কর্তৃক তিল ও জল অঞ্জলি

করিয়া তর্পণ, (আল) সম্পূর্ণ সম্বন্ধত্যাগ ('তিলাঞ্জলি দিনু কূললাজে' · অনন্ত.) [সং. তিল+অঞ্জলি—ভু. তিনাঞ্জলি]।

তিলার্ধ, তিলার্ধেক—**তিল** দ্রঃ।

তিলী—বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং. তিল+বাং. ঈ]।

তিলে—বিঃ তিলমিশ্রিত (তিলে-খাজা)। [সং তিল+বাং. এ<আ, উয়া]।

তিলেক—(১)বিঃ তিলমাত্র, সামান্য অংশও। (২)বিণঃ অত্যল্প, বিন্দুমাত্র (তিলেক সুখ)। (৩)ক্রি-বিণঃ ক্ষণমাত্র, ক্ষণকাল (তিলেক দাঁড়াও), একটুও, বিন্দুমাত্রও (তিলেক ভালবাসে না)। [সং তিল+এক (বাং সন্ধি]।

তিলে-তিলে—**তিল** দ্রঃ।

তিলোত্তমা—বিঃ সুন্দ ও উপসুন্দের বধের জন্য তিল তিল করিয়া সৃষ্টির যাবতীয় সৌন্দর্য আহরণপূর্বক নির্মিতা অপ্সরাবিশেষ। [সং তিল+উত্তমা]।

তিলোদক—বিঃ তিলমিশ্রিত উদক বা জল। [সং তিল+উদক]।

তিষ্ঠা—ক্রিঃ তিষ্ঠান। [সং √স্থা (>তিষ্ঠ্)+বাং. আ]। -ন, **-নো**—(১)ক্রিঃ—টিকিয়া থাকা, অবস্থান করা। (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

তিষ্য—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ, পুষ্যানক্ষত্র। [সং.]।

তিসি—বিঃ তৈলপ্রদ বীজবিশেষ, মসিনা। [সং অতসী]।

তিহাই—**তেহাই**-র রূপভেদ।

তীক্ষ্ণ—বিণঃ অত্যন্ত ধারাল, শাণিত (তীক্ষ্ণ ছুরিকা), সূক্ষ্মাগ্র, সূঁচাল (তীক্ষ্ণ কণ্টক), দুরূহ বিষয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম (তীক্ষ্ণ বুদ্ধি), প্রখর, উগ্র, তীব্র (তীক্ষ্ণ রৌদ্র, তীক্ষ্ণ স্বর, তীক্ষ্ণ বিষ; তীক্ষ্ণ স্বাদ, সূক্ষ্ম, সতর্ক (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি)। [সং √তিজ+ন]। বিণ(স্ত্রী): **তীক্ষ্ণা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-লৌহ, তীক্ষ্ণায়স**—ইস্পাত।

তীবর—বিঃ তিয়র বা তেওর জাতি, ব্যাধ। [সং. √তৃ+বর (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **তীবরী**।

তীব্র—বিণঃ প্রখর, কড়া (তীব্র রৌদ্র), দুঃসহ (তীব্র দুঃখ), উগ্র, কর্কশ (তীব্র ভাষা), উচ্চ (তীব্র স্বর), মারাত্মক, সাংঘাতিক (তীব্র বিষ), কঠিন, ক্রুদ্ধ, তীক্ষ্ণ (তীব্র দৃষ্টি)। [সং √তীব+র (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

তীর১—বিঃ জলাশয়াদির পাড়, কূল। [সং.]।

তীর২—বিঃ বাণ, শর। [ফা]। বি.বিণঃ **-অন্দাজ** তীর নিক্ষেপে ওস্তাদ, ধানুকী।

তীর্ণ—বিণঃ পারগত, উত্তীর্ণ। [সং. √তৃ+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **তীর্ণা**।

তীর্থ—বিঃ পুণ্যস্থান, দেবতা বা মহাপুরুষদের লীলাক্ষেত্র বা বাসভূমি, পাপক্ষালনক্ষেত্র (বারাণসী-তীর্থ), ঋষিসেবিত পবিত্রজল নদ্যাদি (পুষ্করতীর্থ); নদ্যাদিতে অবতরণের বা স্নানের ঘাট, গুরু, শিক্ষক (সতীর্থ), সৎপাত্র, পাণ্ডিত্যের জন্য প্রদত্ত উপাধিবিশেষ (ব্যাকরণ-তীর্থ)। [সং √তৃ+থ (র্থ)]। ক্রিঃ **তীর্থ করা**—তীর্থ দর্শন ও তীর্থকৃত্য সম্পাদন করা। **তীর্থের কাক**—তীর্থযাত্রীরা কখন যজ্ঞস্থানে নৈবেদ্যাদি ছড়াইবে এই আশায় কাক যেমন অপেক্ষা করে তেমনি পরানুগ্রহ-প্রত্যাশী লোভী ব্যক্তি। বিঃ **-যাত্রা**—পাপক্ষালনার্থ তীর্থস্থানে গমন। বিণ.বিঃ **-যাত্রী** (-ত্রিন্)—তীর্থে গমনকারী। বিঃ **-বাস**—তীর্থস্থানে স্থায়িভাবে অবস্থান। বি.বিণঃ **-বাসী** (-সিন্)—তীর্থবাস করিতেছে এমন।

তু১—অব্যঃ কুকুর বিড়াল প্রভৃতিকে ডাকিবার শব্দ (তু করে ডাকা)। [দেশী]।

তু২—সর্বঃ (ব্রজ) তুই, তুমি ('মরণ তু আওরে আও'. রবীন্দ্র)। [হি. তুম্<সং ত্বম্]। সর্বঃ **তুঝ, তুয়**—(ব্রজ) তোমার।

তুই—সর্বঃ তুচ্ছার্থে বা অনাদরার্থে **তুমি**-র রূপভেদ (নিম্নপদস্থ বা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য)। [সং. ত্বম্]। বিঃ **-তোকারি**—তুই তোর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া অসম্মান প্রদর্শন।

তুঁ, তুঁহু—সর্বঃ (ব্রজ.) তুমি; (আদরে) তুই। [হি]।

তুঁত, তুত—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল, mulberry। [আ তূত]। বিঃ **-পোকা**—তুঁতগাছের পত্রভোজী গুটিপোকা: ইহার লালায় রেশম তৈয়ারি হয়।

তুঁতিয়া, তুঁতে—বিঃ তাম্র-গন্ধকাম্লঘটিত পদার্থবিশেষ, copper-sulphate। [সং. তুত্থক]।

তুঁদুল—বিঃ (কথ্য) তন্দুর। [বাং.<উ. তন্দুর]। বিণঃ **তুঁদুলে**—তন্দুরে তৈয়ারি, তন্দুরী।

তুঁষ—**তুষ**-এর রূপভেদ।

তুক—বিঃ বশীকরণের প্রকরণ, গুণ (তুক করা)

বশীকরণ-মন্ত্র, জাদু (তুক জানা)। [দেশী]। বিঃ **-তাক**—জাদুর মন্ত্রতন্ত্র।

তুক্ক—বিঃ শিক্ষাকালে ব্যবহার্য ফলহীন বাণ; (অল.) শ্লোকের শেষ বা চতুর্থ চরণ; কীর্তনের অঙ্গবিশেষ। [ফা. তুকা]।

তুখড়, তুখোড়—বিণঃ চতুর; ওস্তাদ, দক্ষ, অভিজ্ঞ। [সং. তীক্ষ্ণ]।

তুঙ্গ—বিণঃ উঁচু, উন্নত (তুঙ্গশৃঙ্গ)। [সং. √তুঙ্গ্ +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **তুঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—(জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে উচ্চস্থানে অবস্থিত (গ্রহ)।

তুচ্ছ—বিণঃ অকিঞ্চিৎকর, অত্যল্প; নগণ্য, হেয়, অসার। [সং.]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-তাচ্ছল্য, -তাচ্ছিল্য**—তুচ্ছজ্ঞান, অবহেলা, অনাদর।

তুঝ—সর্বঃ (ব্রজ.) তোর, তোমার। [হি.]। সর্বঃ **তুঝে**—তোরে, তোমাকে।

তুড়া১—ক্রিঃ মুখের উপর অপমানজনক কথা বলা বা ধমকান, (প্রধানতঃ কথাদ্বারা) তেজ বা জোর প্রকাশ করা। [সং √তুড্ড+বাং. আ]। অস-ক্রিঃ **তুড়িয়া**, (কথ্য) **তুড়ে**—মুখের উপর অপমানজনক কথা বলিয়া, কড়াভাবে ধমকাইয়া (তুড়ে দেওয়া); চুটাইয়া, জোরে বা তেজ প্রকাশ করিয়া (তুড়ে বক্তৃতা করা)।

তুড়া২—ক্রিঃ ভাঙ্গা বা ভাঙ্গিয়া ফেলা (হাড় তুড়া); সমপরিমাণ খুচরা মুদ্রার সহিত বিনিময় করা (টাকা তুড়া)। [সং. √তুড্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তুড়া, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

তুড়ি—বিঃ অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির সজ্ঘাতদ্বারা শব্দ। [দেশী]। **তুড়ি দিয়ে (বা মেরে) ওড়ান**—অতি সহজেই পরাজিত করা। বিঃ **-লাফ**—স্ফূর্তির বশে হঠাৎ তিড়িং লাফ।

তুড়িয়া, তুড়ুক, তুড়ুম, তুড়ে—যথাক্রমে **তুড়া**১ **তুরুক তুরুম** ও **তুড়া**১ দ্রঃ।

তুণ্ড—বিঃ (প্রধানতঃ জীবজন্তুর) মুখ, ওষ্ঠাধর, চঞ্চু। [সং. √তুণ্ড্ +অ (র্তৃ)]।

তুত, তুতপোকা, তুঁতিয়া, তুতে—যথাক্রমে **তুঁত তুঁতপোকা তুঁতিয়া** ও **তুঁতে**-র রূপভেদ।

তুথ, তুথক—বিঃ তুঁতিয়া। [সং]। বিঃ **তুথাঞ্জন**—তুঁতিয়া হইতে প্রস্তুত কাজল।

তুন্দ, তুন্দি—বিঃ ভুঁড়ি, পেট। [সং]। বিণঃ **তুন্দিভ, তুন্দিল**—ভুঁড়ো, স্থূলোদর, নাদাপেটা, বিশাল বা স্থূল ('তুন্দিল উদর')।

তুফান—বিঃ প্রবল ঝড়; বন্যা। [আ.]। বিঃ **তুফান-মেল**—তুফানের ন্যায় বেগে গমনশীল ডাকগাড়ি।

তুবড়া—(১)বিণঃ চুপসান, টোল-খাওয়া (তুবড়া গাল)। (২)ক্রিঃ চুপসাইয়া যাওয়া বা দেওয়া, টোল খাওয়া বা খাওয়ান। [আ. তোব্‌বা ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তুবড়া, (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

তুবড়ি, তুবড়ী—বিঃ আতসবাজিবিশেষ, সাপুড়িয়াদের লাউয়ের খোলে দুইটি নল লাগান বাঁশী। [তু সং তুম্ব]। **কথার তুবড়ি**—তুবড়ি বাজির আগুনের ফিন্‌কির ন্যায় অনর্গল বাক্য-স্রোত (কথার তুবড়ি ছোটান)।

তুমার—বিঃ জমাখরচের খাতা। [ফা.]। বিঃ **-নবিস, -নবীস**—(প্রধানতঃ জমিদারের) হিসাব-রক্ষক।

তুমি—সর্বঃ দ্বিতীয় বা মধ্যম পুরুষ। [সং. ত্বম্]

তুমুল—(১)বিণঃ ঘোরতর (তুমুল যুদ্ধ)। (২)বিঃ ভীষণ ঝগড়া (দুজনে তুমুল হয়ে গেছে)। [সং. √তু.+মূল]।

তুম্ব, তুম্বক, তুম্বি, তুম্বী—বিঃ লাউ; লাউয়ের শুষ্ক খোল, লাউয়ের শুষ্ক খোলদ্বারা প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র। [সং.]।

তুয়—**তু**২ দ্রঃ।

তুয়া—সর্বঃ (ব্রজ ও প্রা বাং.) তুমি ('নিপট কপট তুয়া শ্যাম': অ. দ.), তোমাকে ('জীবনে মরণে তুয়া পাব': চণ্ডী), তোমার ('তুয়া অনুরূপ এক পট লিখিয়া', যদু)। [সং. ত্বম্, তব]।

তুরক—বিঃ তুরস্কের লোক; তুরস্কবাসী জাতি। [সং তুরুষ্ক, ফা তুর্‌কি]। বিঃ **-সওয়ার**—অশ্বারোহী (তুর্কী) সৈন্য। **তুরকি, তুরকী**—(১)বিণঃ তুরস্কদেশীয়, (২)বিঃ তুরস্কের লোক বা ভাষা বা ঘোড়া। বিঃ **তুরকি-নাচ, তুরকি-নাচন**—ঘুরপাক খাইয়া উদ্দাম নৃত্য; (আল.—প্রধানতঃ পরের নির্দেশে চলিতে বাধ্য হওয়ার ফলে) অত্যন্ত বিব্রত বা নাজেহাল অবস্থা। **তুরকীয়**—(১)বিণঃ তুরস্কদেশীয়, (২)বিঃ তুরস্কের লোক।

তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—বিঃ অশ্ব। [সং তুর (=ত্বরা)+ √গম্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **তুরগী, তুরঙ্গী, তুরঙ্গমী**। বিঃ **তুরগী** (-গিন্), **তুরঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার।

তুরন্ত—ক্রি-বিণঃ অতি সত্বর, তাড়াতাড়ি। [হি তুরন্ত]।

তুরপন—বি: কাঠাদিতে ছিদ্র করার জন্য ছুতারের যন্ত্রবিশেষ, ভোমর। [ফা. তুর্‌ফান্]।

তুরস্ক—বি: দেশবিশেষ, Turkey। [সং. তুরুষ্ক]। বি: **তুরস্ক-মণি** — উপরত্নবিশেষ, ফিরোজা, turquoise।

তুরানি, তুরাণি, তুরাণী—(১)বিণ: তুরস্কদেশীয়। (২)বি: তুরকি ঘোড়া। [সং. তুরুষ্ক—'ইরানি'-র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে ?]।

তুরি, তুরী—বি: তাঁতের মাকু; রণশিঙা। [সং. √তুর্ বা তুর্+ই (র্তৃ), +ঈ]।

তুরিত, তুরিতে—ক্রি-বিণ: (ব্রজ.) দ্রুত, তাড়াতাড়ি ('তুরিতে জ্বালিয়া বাতি হেরিলেন ইতি উতি'; বা. ঘো.)। [সং. ত্বরিত]।

তুরীয় — (১)বিণ: চতুর্থ; চরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত; মায়ার অতীত। (২)বি: সমাধির অবস্থাবিশেষ; ব্রহ্ম। [সং. চতুর (চার)+ঈয় (নি.)]। **তুরীয় বর্ণ**—শূদ্র। বি: **তুরীয়ানন্দ**—তুরীয়াবস্থার আনন্দ, (ব্যঙ্গে) আত্মহারা অবস্থা।

তুরুক১, তুড়ুক—**তুরক**-এর রূপভেদ।

তুরুক২—অব: তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে-সঙ্গে, চট্‌পট্ (তুরুক জবাব)। [তু. ফা. তুর্‌কি]।

তুরুপ, তুরুফ—বি: (তাস খেলায়) রঙের তাস বা রঙের তাসদ্বারা পিট লওয়া। [ওল. troef]।

তুরুম, তুড়ুম—বি: অপরাধীর হাত-পা আটকাইয়া তাহাকে অনড় করিয়া রাখিবার কাটরাবিশেষ। [ফ্রে. trone]। ক্রি: **তুরুমে ঠোকা**—তুরুমে আবদ্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া; কঠোরভাবে ধমকাইয়া দেওয়া।

তুরুষ্ক—বি: তুর্কিস্তান; গন্ধকদ্রব্যবিশেষ, শিলারস। [সং.]।

তুর্ক, তুর্কি (-কী)—যথাক্রমে **তুরক** ও **তুরকি**-র রূপভেদ।

তুল১—**তুলনা** ও **তুল্য**-র কোমল ও কথ্য রূপ। ('নাহি তার তুল রে')।

তুল২—বি: দাঁড়িপাল্লা; তৌলকরণ (তুল করা)। [সং. তুলা]।

তুলকালাম—বি: তুমুল ঝগড়া; হুলস্থুল। [আ. তুল-ই-কলাম]।

তুলট১—(১) বিণ: তুলা হইতে প্রস্তুত (তুলট কাগজ)। (২)বি: তুলা হইতে প্রস্তুত কাগজ (তুলটে লেখা পুঁথি)। [সং. তুল+বাং. ট]।

তুলট২—বি: তুলাদণ্ডে মাপিয়া দাতার সমপরিমাণ অর্থাদি দান, তুলাদান। [সং. তুলা+বাং. ট]।

তুলতুল—অব: (আদরার্থে) অতিশয় কোমলতার ভাব প্রকাশ (তুলতুল করা)। [সং. তুল (বিম্ব)—, সাদৃশ্যার্থে?]। বিণ: **তুলতুলে**—অতিশয় কোমল, টিপিলেই আঙুল বসিয়া যায় এরূপ নরম।

তুলনা—বি: উপমা, সাদৃশ্য (তুলনা নেই); সদৃশ ব্যক্তি বা বিষয় (তেজস্বী ব্যক্তির তুলনা সিংহ); সাদৃশ্য নিরূপণ, অপরের সহিত পার্থক্য বা সদৃশতা নির্ধারণ (তুলনা করা)। [সং. √তুল্ +অন (ভা)+আ]। বিণ: **তুলনীয়**—তুলনার যোগ্য, উপমেয়।

তুলসী—বি: হিন্দুদের নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ক্ষুদ্র গাছবিশেষ বা তাহার পাতা। [সং]। ক্রি: **তুলসী দেওয়া**—নারায়ণের প্রসন্নতালাভের জন্য তাঁহার চরণে তুলসীপাতা দেওয়া। বি: **-মঞ্চ**—হিন্দুরা যে মাটির বেদীর উপর তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া নিত্য পূজা করেন।

তুলা১—বি: কার্পাস; কার্পাস শিমুল প্রভৃতি ফলের আঁশ। [সং. তুল]।

তুলা২—(১)ক্রি: উত্তোলন করা, উঠান, উঁচু করা (মাটি থেকে তুলা, তুলিয়া ধরা); উত্থাপন করা, পাড়া (প্রসঙ্গ তুলা), জাগান (ঘুম থেকে তুলা); উন্নীত করা (জাতে তুলা); খুঁটিয়া সংগ্রহ করা (শাক তুলা); উৎপাটন করা, (বৃন্তাদি হইতে) বিচ্যুত করা (ফুল তুলা, দাঁত তুলা); সংগ্রহ করা (চাঁদা তুলা); অপসারিত করা (দাগ তুলা); তীব্রতর করা (তান তুলা, সুর তুলা); সৃষ্টি করা (গুজব তুলা, আওয়াজ তুলা); সূচিকর্মদ্বারা অঙ্কিত করা (কাপড়ে ফুল তুলা); নির্মাণ করা (বাড়ি তুলা); উচ্ছেদ করা (বাড়ি থেকে ভাড়াটে তুলা); শকটাদিতে আরোহণ করান, চাপান (তাকে গাড়িতে তুলে দিতে হবে); বমন করা (দুধ তুলা); খাটান, সংস্থাপন করা (পাল তুলা); নিঃসৃত করা, ত্যাগ করা (হাই তুলা); গুছাইয়া রাখা; (কালি-করা বেত চাঁছিয়া সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার করা। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √তুল্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: অপরের দ্বারা তুলিবার কাজ করান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

তুলা৩—বি: (কাব্যে) তুলনা, উপমা ('কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা'; ভা. চ.)। [সং. √তুল+অ (ভা)+আ]।

তুলা₄—বিঃ দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি; (জ্যোতিষ.) সপ্তম রাশি; শতপল পরিমাণ, স্বর্ণরৌপ্যের পরিমাণ-বিশেষ (=৪০০ তোলা)। [সং. √তুল্+অ(ণে)+আ]। বিঃ **-দান**—দাতার দেহের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণরৌপ্যাদি দান, তুলট। বিণঃ **-ধারী** (-রিন্)—ওজনকারী; ব্যবসায়ী। বিঃ **-দণ্ড, -যন্ত্র**—ওজন পরিমাপক যন্ত্র, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি।

তুলান, তুলানো—**তুলা**₂ দ্রঃ।

তুলি—বিঃ চিত্রকরের ছবি আঁকিবার লোমাদি নির্মিত লেখনী। [সং. তূলি]।

তুলিত—বিণঃ উপমিত, তুলনা করা হইয়াছে এমন; ওজন করা হইয়াছে এমন। [সং. √তুল্+ত (র্ম)]।

তুলো—**তুলা**₁-র কথ্য রূপ।

তুল্য—বিণঃ সদৃশ, অনুরূপ, সমান। [সং. তুলা+য]। বিঃ **-প্রতিযোগিতা**—সমানে সমানে দ্বন্দ্ব। বিণঃ **-মূল্য**—সমান দামী, সমকক্ষ। বিঃ **-যোগিতা**—সাদৃশ্যমূলক কাব্যালঙ্কারবিশেষ। বিণঃ **-রূপ**—একই রকম। **তুল্যাকৃতি**—(১)বিঃ সদৃশ চেহারা; (২)বিণঃ তুল্যরূপ, একই রকম মূর্তিবিশিষ্ট।

তুষ, তুস—বিঃ ধান্যাদি শস্যের খোসা। [সং. √তুষ্+অ (র্তৃ)]। **তুষের আগুন**—**তুষানল**-এর অনুরূপ।

তুষা—ক্রিঃ (কাব্যে) তুষ্ট করা। [সং. √তুষ্+বাং. আ]।

তুষানল—বিঃ জ্বলন্ত তুষের (সহজে অনির্বাণ) আগুন, তুষের আগুনের ন্যায় দুরপনেয় (মর্ম-) যন্ত্রণা। [সং. তুষ+অনল]।

তুষার—বিঃ হিমানী, নীহার, বরফ (তুষারপাত)। বিণঃ শীতল (তুষারকর)। [সং.]। বিঃ **-গিরি, তুষারাদ্রি**—হিমালয়-পর্বত। বিণঃ **-ধবল**—তুষারের ন্যায় সাদা।

তুষ্ট—বিঃ খুশি, তৃপ্ত, আনন্দিত। [সং. √তুষ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **তুষ্টি**—তৃপ্তি, সন্তোষ।

তুস—বিঃ নরম পশমী বস্ত্রবিশেষ, মলিদা। [আ. তুস]।

তুহ—**তুঁহ**-র রূপভেদ।

তুহার—**তোঁহার**-এর রূপভেদ।

তুহিন—(১)বিঃ তুষার, হিম। (২)বিণঃ অত্যন্ত শীতল। [সং. √তুহ্+ইন (র্তৃ)]।

তুহুঁ, তুহুঁ—**তুঁ**-র রূপভেদ।

তূণ, তূণীর—বিঃ বাণ রাখিবার আধার। [সং.]।

তূবর, তূবরক—বিঃ গোঁফ-দাড়িবিহীন পুরুষ, মাকুন্দ; কষায়রস। [সং. √তু+বর+ক (র্তৃ)]।

তূরী, তূর্য—বিঃ ভারতের প্রাচীন রণবাদ্য-বিশেষ, রণশিঙ্গা। [সং.]।

তূর্ণ—(১)ক্রি-বিণঃ শীঘ্র, সত্বর। (২)বিণঃ দ্রুত। [সং. √ত্বর্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-পত্র**—সত্বর পৌঁছান হয় এমন চিঠি, express letter।

তূর্য—**তূরী** দ্রঃ।

তূল—বিঃ তুলা। [সং. √তূল্+অ (র্তৃ)]।

তূলা—**তুলা**₁-র বানানভেদ।

তূলি, তূলী, তূলিকা—বিঃ লোমাদিদ্বারা প্রস্তুত চিত্রকরের লেখনী, তুলি। [সং. √তূল্+ই, ঈ, ইক্+আ]।

তূষ্ণীম্ভাব—বিঃ মৌন, নীরবতা। [সং. তূষ্ণীম্+√ভূ+অ (ভা)]। বিণঃ **তূষ্ণীম্ভূত**—মৌনী, নীরব।

তৃণ—বিঃ ঘাস খড় এবং ঐ জাতীয় উদ্ভিদ্। [সং. √তৃণ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-জ্ঞান**—তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করণ। বিঃ **-দ্রুম**—তাল নারিকেল খেজুর প্রভৃতি তৃণ-জাতীয় শাখাহীন বৃক্ষ। বিঃ **-ধান্য**—উড়িধান। **-বৎ**—(১)বিণঃ তৃণের সমান; পলকা; তুচ্ছ; প্রতিরোধশক্তিহীন; (২)ক্রি-বিণঃ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া (তৃণবৎ গণ্য করা)। বিণঃ **-ভোজী**, (-জিন্), **তৃণাদ**—তৃণ আহার করিয়া বাঁচে এমন। বিঃ **তৃণাসন**—তৃণাদিদ্বারা নির্মিত আসন; কুশাসন।

তৃতীয়—বিণঃ ৩ সংখ্যার পূরক। [সং. ত্রি+তীয়]। **তৃতীয়া**—(১)বিণ(স্ত্রী): **তৃতীয়**-র অর্থে; (২)বিঃ তিথিবিশেষ।

তৃপ্ত—বিণঃ সন্তুষ্ট, পূর্ণকাম, কামনা পূর্ণ হওয়ার ফলে আনন্দিত। [সং. √তৃপ্+ত (র্ম)]। বিণ-(স্ত্রী): **তৃপ্তা**। বিঃ **তৃপ্তি**—তুষ্টি, তৃষ্ণানিবৃত্তি।

তৃষা, তৃষ্ণা—বিঃ পিপাসা; (ভোগ বা লাভ করিবার) প্রবল ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা (বিষয়তৃষ্ণা, জ্ঞানতৃষা)। [সং. √তৃষ্+ক্বিপ্ (ভা)+আ, √তৃষ্+ন (ভা)+আ]। বিণঃ **-তুর, -র্ত**—পিপাসায় কাতর। বিণ(স্ত্রী): **-তুরা, -র্তা**। বিণঃ **-ন্বিত**—তৃষ্ণাযুক্ত। বিণঃ **তৃষিত**—পিপাসাযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **তৃষিতা**।

তৃষ্য—বিণঃ কাম্য, বাঞ্ছনীয়, লোভনীয়। [সং. √তৃষ+য (র্ম)]।

তে১—বিণ: (প্রা. বাং.) সেই (তেকারণ)। [সং. তদ্]।

-তে২—বিভক্তি : কর্তৃত্বসূচক (পাখিতে খায়); দ্বারা অর্থবাচক (ছুরিতে কেটেছে); হইতে অর্থবাচক (দয়াতে বঞ্চিত); ক্রিয়াবিশেষণসূচক (দ্রুতগতিতে হাঁট), ইত্যাদি।

তে-৩—বিণ: তিন, ত্রি (তেমাথা, তেকোনা)। [সং. ত্রি]। বি: **-এঁটে**—তিন আঁটিযুক্ত; ত্রিশিরা; কুদর্শন; (বাং) বদমাশ, ফিচেল; ধূর্ত। বি: **-কাঁটা, -কাটা**—ত্রিশিরা মনসাসিজের গাছ। বি: **-কাঠা**—তিনখণ্ড কাষ্ঠে নির্মিত তেকোনা আধারবিশেষ (তু. **চৌকাঠ**)। বিণ: **-কোনা**—ত্রিকোণ। বিণ: **-চখো, -চোখো**—তিনচক্ষুযুক্ত। বিণ: **-ঠেঙ্গে, -ঠেঙে**—তিনখানি চরণবিশিষ্ট। **-তলা, -তালা**১—(১)বি: অট্টালিকাদির তৃতীয় তল বা উহাতে অবস্থিত কক্ষ; (২)বিণ: তিনটি তলবিশিষ্ট, ত্রিতল। বি: **-তালা**২—সঙ্গীতের তালবিশেষ (জলদ তেতালা, ঢিমে তেতালা)। বি: **-তাস**—তাসের জুয়াখেলাবিশেষ: ইহাতে এক-একজন খেলোয়াড় তিনখানি করিয়া তাস পায়, ফ্ল্যাশ-খেলা। বি: **-পায়া**—তিনখানি পদযুক্ত বা পায়াওয়ালা টেবিলবিশেষ, টিপয়। **-মাথা**—তিন রাস্তার সংযোগস্থল। বিণ: **-মেটে**—(সাধারণতঃ প্রতিমাকে) তিনবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। বি: **-মোহানা**—তিনটি নদী বা নদীমুখের মিলনস্থল। **-শিরা**—(১)বিণ: তিনটি শিরযুক্ত বা পলযুক্ত; (২)বি: মনসাগাছবিশেষ। **-সূতি, -সুতী**—(১)বিণ: তিনগুণ সুতায় বোনা; (২)বি: ঐরূপ বস্ত্রাদি।

তেই—**তেঁই**-র রূপভেদ।

তেইশ—বি.বিণ: ২৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রয়োবিংশ]। বি.বিণ: **তেইশে**—মাসের তেইশ তারিখ বা তারিখের।

তেউটে—বি: খেসারি ও অন্যান্য রকমের মিশ্রিত দাল। [সং. ত্রিপুটাদি]।

তেউড়—বি: কলাগাছের মূলদেশ হইতে নবোদ্গত চারা; চারাগাছ [দেশী]।

তেএ—অব্য: (প্রা. বাং) তদ্দ্বারা। [সং. তেন]।

তেএঁটে—তে-৩ দ্রঃ।

তেওড়১—বি: খেসারি কলাই। [সং. ত্রিপুট]।

তেওড়২—(১)বিণ: বাঁকা, তোবড়া। (২)বি: বক্রতা। [সং. ত্রি + √বৃৎ]। **তেওড়া**—(১)বিণ.-বি: তেওড়; (২)ক্রি: তেওড়ান। **তেওড়ান, তেওড়ানো**—(১)ক্রি: বক্র করা বা হওয়া; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

তেওর—বি: মৎস্যব্যবসায়ী জাতি। [সং. তীবর]।

তেঁ১—সর্ব: (প্রা. বাং.) তাহারা ('তেঁ সঙ্কে চোরায়ল': শ্রীকৃ.)। [সং. তে]।

তেঁ২, **তেঁই, তেঁউ, তেঁএ**—অব্য: (প্রা. বাং.) তাই, তজ্জন্য ('অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম': ভা.চ.)। [সং. তেন]।

তেঁতুল—বি: টক স্বাদযুক্ত ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. তিন্তিড়ী]। বিণ: **তেঁতুলে**—তেঁতুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট; অত্যন্ত টক স্বাদযুক্ত; (লক্ষ্যার্থে) পাজি, দুষ্ট (তেঁতুলে লোক)। **তেঁতুলে বিছা**—তেঁতুলের ন্যায় লাল গাঁঠযুক্ত বিছা।

তেঁদড়—বিণ: ধৃষ্ট, নির্লজ্জ, বেহায়া, দুষ্ট। [?]। বি: **তেঁদড়ামি**—ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা; দুষ্টামি।

তেকাঁটা, তেকাটা, তেকাঠা, তেকোনা, তেচখো, তেচোখো—তে-৩ দ্রঃ।

তেজঃ (-জস্), (চলিত) **তেজ**—বি: জ্যোতি, দীপ্তি, প্রভা, আলোক, তাপ, শক্তি, বিক্রম, প্রভাব, প্রতাপ, বীর্য, পৌরুষ; রেতঃ, শুক্র। [সং √তিজ্ + অস্ (ভা, র্তৃ)]।

তেজই—তেজা দ্রঃ।

তেজন—বি: তীক্ষ্ণ বা উজ্জ্বল বা উদ্দীপ্ত করা। [সং. √তিজ্ + অন (ভা)]।

তেজপত্র—বি: তেজপাতা। [সং তেজ (তীক্ষ্ণ) + পত্র (কর্ম.)]।

তেজপাতা, (কথ্য) **তেজপাত**—বি: মসলারূপে ব্যবহৃত বৃক্ষবিশেষের পাতা। [সং. তেজপত্র]।

তেজব—তেজা দ্রঃ।

তেজ-বর—বি: যে বর পূর্বে আরও দুইবার বিবাহ করিয়াছে। [সং. তৃতীয় > তেজ + বর]। বিণ: **তেজবরে**—তৃতীয়পক্ষে বিবাহকারী।

তেজস্কর—বিণ: বলদায়ক, শক্তিবর্ধক; তেজাল; উদ্দীপক। [সং তেজঃ + √কৃ + অ (র্তৃ)]।

তেজস্ক্রিয়—বিণ: (বিজ্ঞা.) অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিতে সক্ষম রশ্মি বা কণা স্বতঃই বিকীর্ণ করে এমন, radioactive [বি.প.]। [সং. তেজঃ + ক্রিয়]।

তেজস্বান্ (-স্বৎ), **তেজস্বী** (-স্বিন্)—বিণ: তেজোময়, জ্যোতির্ময়; বিক্রমশালী, বীর্যবান্;

তেজী। [সং. তেজঃ+বৎ, বিন্ (অস্ত্যর্থে)]। বিণ(স্ত্রী): **তেজস্বতী, তেজস্বিনী**।

তেজাল, তেজলু, তেজনু—তেজা দ্রঃ।

তেজা, ত্যজা—ক্রিঃ (কাব্যে) ত্যাগ করা। [বাং. √তেজ্ (<সং. √ত্যজ্)+আ]। ক্রিঃ **তেজই**—(ব্রজ.) ত্যাগ করে। ক্রিঃ **তেজলি** (ব্রজ.) ত্যাগ করিল। ক্রিঃ **তেজলু** (-লুঁ)—(ব্রজ.) ত্যাগ করিলাম। ক্রিঃ **তেজাব**—(ব্রজ.) ত্যাগ করিব।

তেজারত—বিঃ ব্যবসায়-বাণিজ্য; সুদের কারবার। [আ. তিজারৎ]। বিঃ **তেজারতি**—সুদে টাকা লগ্নীকরণ, কুসীদবৃত্তি। বিণঃ **তেজারতী**—কারবার-সম্বন্ধীয়; সুদের ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় (তেজারতী কারবার)।

তেজাল, তেজালো—বিণঃ তেজযুক্ত; তীব্র। [বাং. তেজ+আল, আলো]।

তেজিমন্দি—বিঃ চাহিদার অনুপাতে বাজারে দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। [হি. তেজীমন্দী]।

তেজী—বিণঃ তেজস্বী, বলবান্ (তেজী লোক), তেজস্কর (তেজী ঔষধ); মূল্যবৃদ্ধির লক্ষণযুক্ত, চড়া (তেজী বাজার)। [বাং. তেজ+ঈ]।

তেজীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ অতি তেজস্বী; মহা পরাক্রমশালী। [সং. তেজস্বিন্+ঈয়সু]।

তেজোগর্ভ—বিণঃ গর্ভে অর্থাৎ অভ্যন্তরে তেজ আছে এমন, তেজঃপূর্ণ। [সং. তেজঃ+গর্ভ]।

তেজোময়—বিণঃ জ্যোতির্ময়; দীপ্তিশীল; বীর্যবান্। বিণ(স্ত্রী): **তেজোময়ী**। [সং. তেজঃ+ময়ট্]।

তেজোমূর্তি, তেজোরূপ—(১)বিঃ জ্যোতির্ময় মূর্তি বা পুরুষ। (২)বিণঃ জ্যোতির্ময় বা তেজস্বী মূর্তিবিশিষ্ট। [সং. তেজঃ+মূর্তি, রূপ]।

তেজোহীন—বিণঃ নিস্তেজ; দুর্বল; দীপ্তিহীন; ম্লান। [সং. তেজঃ+হীন]।

তেঞি—তেঁই-র রূপভেদ।

তেঠেঙ্গে, তেঠেঙে—তে-৩ দ্রঃ।

তেড়—তেউড়-এর চলিত রূপ।

তেড়ছা, তেড়চা, তেড়ছ—তেরছা-র রূপভেদ।

তেড়া—টেড়া-র রূপভেদ।

তেড়ে—অস-ক্রি.ক্রি-বিণঃ তাড়িয়া, তাড়া করিয়া, তর্জনসহকারে (তেড়ে মারতে আসা)। [বাং. তাড়া২+ইয়া>এ]। ক্রি-বিণঃ **-ফুঁড়ে**—তেড়ে, তর্জনসহকারে তাড়া করিয়া। ক্রি-বিণঃ **-মেড়ে**—বেগে তাড়া করিয়া, তেড়েফুঁড়ে।—তাড়া১-ও দ্রঃ।

তেতলা, তেতালা—তে-৩ দ্রঃ।

তেতাল্লিশ—বি.বিণঃ ৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিচত্বারিংশৎ]।

তেতাস—তে-৩ দ্রঃ।

তেতো—তিক্ত-র চলিত রূপ।

তেত্রিশ—বি.বিণঃ ৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রয়স্ত্রিংশৎ]।

তেন—অব্যঃ (প্রা. বাং.) তেমন; সেজন্য; তাই; সেই। [সং.]।

তেনা১—তিনি-র প্রাদে. রূপ। সর্বঃ **-কে**—তাঁহাকে। সর্বঃ **-র**—তাঁহার। সর্ব(বহু.): **-দের**—তাঁহাদের। সর্ব(বহু.): **-রা**—তাঁহারা।

তেনা২—টেনা-র রূপভেদ।

তেপান্তর—বিঃ (বাঙ্গালা ছড়া ও রূপকথায় বর্ণিত) জনহীন বিশাল মাঠ। [সং. ত্রি+প্রান্তর]।

তেপায়া—তে-৩ দ্রঃ।

তেপান্ন—তিপ্পান্ন-র কথ্য রূপ।

তেমত—বিণঃ (অপ্র.) সেইরূপ। [বাং. তা(তাহা)+মত]। ক্রি-বিণঃ **তেমতি**—(কাব্যে) সেইরূপ।

তেমন—(১)বিণঃ সেইপ্রকার। (২)ক্রি-বিণঃ সেই প্রকারে। [বাং. তা (তাহা)+মন]। **-ই**—(১)বিণঃ সেই প্রকারই; (২)ক্রি-বিণঃ সেই প্রকারেই। **তেমনি, তেমূনি**—(১)বিণঃ তেমন, ঠিক সেই রকম, উপযুক্ত, যোগ্য (যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর); (২)ক্রি-বিণঃ সঙ্গে সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ (যেমনি গেল তেমনি ফিরল)।

তেমাথা, তেমেটে, তেমোহানা—তে-৩ দ্রঃ।

তেয়াগ—ত্যাগ-এর (স্বরভক্তি-জাত) কোমল রূপ।

তের, তেরো—বি বিণঃ ১৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [হি. তেরহ<পা. তেরস<সং. ত্রয়োদশ]। **-ই**—(১)বিঃ মাসের তের তারিখ; (২)বিণঃ তের তারিখের (তেরই বৈশাখ)।

তেরচা, তেরছা, (ব্রজ.) **তেরছ**—বিণঃ বাঁকা, আড়, বঙ্কিম (তেরছা রেখা বা চাহনি)। [প্রা. তিরিচ্ছ<সং. তির্যচ্]।

তেরপল, তেরস্পর্শ, তেরাত্তির—যথাক্রমে **ত্রিপল ত্র্যহস্পর্শ** ও **ত্রিরাত্র**-র কথ্য রূপ।

তেরিজ—বিঃ অঙ্কের সমষ্টি বা যোগ। [আ.]।

তেরিমেরি—বিঃ চোটপাট; কর্কশ বাক্য প্রয়োগ, অশ্লীল গালিগালাজ। [হি. তেরীমেরী]।

তেরিয়া, তেরিয়াল—বিণঃ উগ্রস্বভাব, উদ্ধত (তেরিয়া লোক); উগ্রমূর্তি, মারমুখী (তেরিয়া হয়ে ওঠা)। [?—তু. তেড়ে]।

তেরেট—বিঃ লিখনকার্যে ব্যবহৃত তালপত্রসদৃশ বৃক্ষপত্রবিশেষ (ইহা তালপত্র অপেক্ষা ঢের বেশী দীর্ঘস্থায়ী হইত)। [দেশী ?]।

তেল—বিঃ তৈল, (ব্যঙ্গে) তেজ অহঙ্কার (তার খুব তেল বেড়েছে)। [সং. তৈল]। ক্রিঃ **তেল দেওয়া**—যন্ত্রাদিতে তৈল প্রয়োগ করা; (আল.) হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রিঃ **তেল মাখান**—(অন্যের শরীরে) তেল লাগান; (আল.) হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রিঃ **তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ওঠা**—(আল.) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইয়া উঠা। বিণঃ **-কুচকুচে, চুকচুকে**—যেন বেশী করিয়া তেল মাখান হইয়াছে এমন চকচকে। বিণঃ **-চিটে**—তৈলাক্ত ও মলিন। বিণঃ **-তেলে**—তৈলাক্তবৎ; মসৃণ; পিচ্ছিল। বিঃ **-ধুতি**—যে কাপড় পড়িয়া গায়ে তেল মাখা হয়। বিঃ **-পড়া**—(রোগাদি দূরীকরণার্থ) মন্ত্রপূত তেল।

তেলা—(১)বিণঃ তৈলাক্ত; মসৃণ; পিচ্ছিল। (২)ক্রিঃ তেলান। [বাং. তেল+আ]। **তেলা মাথায় তেল দেওয়া**—যাহার আছে তাহাকে আরও দেওয়া।

তেলাকুচা, তেলাকুচো—বিঃ পটোলের ন্যায় ফলবিশেষ, বিম্ব (পাকিলে রক্তবর্ণ হয়)। [বাং. তেলা (=তৈলবৎ চিক্কণ)+কুচা (=কুচের মত লাল)]।

তেলান, তেলানো—(১)ক্রিঃ তৈল বা চর্বিযুক্ত হওয়া; তেল মাখান, তেল মাখাইয়া পাকান; (অশি.—ব্যঙ্গে) হীনভাবে তোষামোদ করা; অহঙ্কৃত হওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [তেলা দ্রঃ]। বিঃ **তেলানি**—তৈলযুক্ত বা চর্বিযুক্ত হওয়া; (ব্যঙ্গে) হীন তোষামোদ, তেজ, অহঙ্কার।

তেলাপোকা—বিঃ আরসোলা। [সং. তৈলপায়িকা]।

তেলি, তেলী—বিঃ তৈল ব্যবসায়ী হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. তেল+ই, ঈ]। বি(স্ত্রী): **তেলিনী, তেলেনী**।

তেলিঙ্গানা—বিঃ দক্ষিণ ভারতের তেলেগু-ভাষাভাষী প্রদেশবিশেষ। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।

তেলুগু, (অবাঞ্ছিত) **তেলেগু**—(১)বিঃ দক্ষিণ ভারতের ভাষাবিশেষ। (২)বিণঃ তৈলঙ্গদেশীয় বা অন্ধ্রদেশীয়। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।

তেলেঙ্গা—বিণঃ তৈলঙ্গদেশীয়, অন্ধ্রদেশীয়। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।

তেলেঙ্গানা—**তেলিঙ্গানা**-র রূপভেদ।

তেলেনা—বিঃ সঙ্গীতারম্ভের মুখবন্ধস্বরূপ অর্থহীন বোলসমষ্টি (যেমন—'তেরে নে তেরে নে তুম তানা ও তানা নানা তুম তানা')। ক্রিঃ **তেলেনা ভাঁজা**—(আল.) আসল কথার মুখবন্ধস্বরূপ নানাবিধ বাজে কথা বলা।

তেলেভাজা—(১)বিঃ বেগুন পটল প্রভৃতিতে বেসনের প্রলেপ মাখাইয়া ও তেলে ভাজিয়া তৈয়ারী খাবার অর্থাৎ বেগুনী ফুলুরি প্রভৃতি। (২)বিণঃ (আল.) রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তামাটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে এমন। [বাং. তেল+এ (বিভক্তি)+ভাজা]।

তেলো$_1$—বিঃ ব্রহ্মতালু। [সং. তালু]।

তেলো$_2$—বিঃ করতল; পদতল। [বাং. তল+উয়া<ও]।

তেশিরা—তে-$_3$ দ্রঃ।

তেষট্টি—বি.বিণঃ ৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিষষ্টি]।

তেসরা—বি.বিণঃ মাসের তৃতীয় তারিখ বা তারিখের [সং. ত্রিবাসরা ?]।

তেসূতি, তেস্তি—তে-$_3$ দ্রঃ।

তেহাই$_1$—বিঃ (সঙ্গীতে) সম বা তাল শেষ করিবার পূর্বে আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রে সজোরে তিনবার আঘাত। [সং. ত্রিঘাত]।

তেহাই$_2$—বিঃ তিনভাগের একভাগ ('অর্ধেক পঙ্কেতে তার তেহাই সলিলে': শুভঙ্কর)। [সং. ত্রিভাগিক]।

তেহারা—বিণঃ ত্রিগুণ, তিন থেইযুক্ত বা ভাঁজযুক্ত। [সং. ত্রি-হার (তিন ভাগ)>তেহার+আ (যুক্তার্থে)]।

তৈক্ষ্ণ্য—বিঃ তীক্ষ্ণতা; উষ্ণতা। [সং. তীক্ষ্ণ+য (ভা)]।

তৈখন—অব্য.ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) তখন, তখনই। [সং. তৎক্ষণ]।

তৈছন—বিণঃ (ব্রজ) সেইরূপ। (তু **ঐছন, কৈছন, জৈছন**)। [সং. তাদৃশ]। ক্রি-বিণঃ **তৈছে**—সেইরূপে। (তু. **ঐছে, কৈছে, জৈছে**)।

তৈজস—(১)বিণঃ তেজঃসম্পর্কিত; ধাতুনির্মিত। (২)বিঃ ধাতুনির্মিত বাসন। [সং. তেজস্+অ]। বিঃ **-পত্র**—বাসনকোসন।

তৈত্তিরীয়—(১)বিণঃ যজুর্বেদের তিত্তিরিঋষি প্রোক্ত শাখা সম্বন্ধীয় (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, ইত্যাদি); ঐ শাখাধ্যায়ী।

(২)বিঃ যজুর্বেদের শাখাবিশেষ। [সং. তিত্তিরি+ঈয়]।

তৈয়ার, তৈয়ারি, তৈয়ারী, (কথ্য) **তৈরি, তৈরী**—(১)বিঃ প্রস্তুতকরণ, প্রস্তুতি, গঠন। (২)বিণঃ প্রস্তুত, নির্মিত; ব্যবহারোপযোগী, শিক্ষাপ্রাপ্ত, লায়েক, যোগ্য; (ব্যঙ্গে) ডেঁপো, ফাজিল, অকালপক্ব (তৈরি ছেলে)। [ফা. তইয়ার্]।

তৈল—বিঃ তেল। [সং. তিল+অ]। বিঃ **-কল্ক, -কিট্ট**—তেলের কাইট; খইল। বিঃ **-কার**—তেলী; কলু। বিঃ **-চিত্র**—তেলরঙে আঁকা ছবি, oil-painting। বিঃ **-দান**—যন্ত্রাদি উত্তমরূপে সক্রিয় রাখার জন্য তাহাতে তেল দেওয়া, (অশি) তোষামোদ, খোসামুদি। বিঃ **-চৌরিকা, -প, -পক, -পা, -পায়িকা**—তেলা-পোকা, আরসোলা। বিণঃ **-পক্ব**—তেলে ভাজা; তেল দিয়া রাঁধা, তেল মাখাইয়া মাখাইয়া চকচকে বা শক্ত করা হইয়াছে এমন (তৈলপক্ব বাঁশ বা লাঠি)। বিঃ **-যন্ত্র**—তেলের কল, ঘানি। বিঃ **-সেক**—তৈললেপন। বিঃ **-স্ফটিক**—পীতাভ শিলীভূত পদার্থবিশেষ, amber।

তৈলঙ্গ—বিঃ দক্ষিণ ভারতের অঞ্চলবিশেষ (বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা), ঐ প্রদেশের অধিবাসী। [সং ত্রিকলিঙ্গ]।

তৈলাধার—বিঃ তেলের ভাণ্ড। [সং. তৈল+আধার]।

তৈসন, তৈসে—যথাক্রমে **তৈছন** ও **তৈছে**-র রূপভেদ।

তো$_{১}$—বিঃ বস্ত্রাদির পাট বা ভাঁজ, তহ (কাপড় তো করা)। [ফা. তহ্]।

তো$_{২}$—**ত$_{২}$**-এর বানানভেদ।

তো$_{৩}$, তোঁ—সর্বঃ (ব্রজ ও প্রা. বাং.) তুমি; তুই; তোমা ('তো বিনে উনমত কান': বিদ্যা.); তোর, তোমার ('তো সেবা নাহি জানি': চণ্ডী.)। [সং. তব]। সর্বঃ **-ই**—তোমাকে ('কত পরবধব তোই': বিদ্যা.)।

তোকমারি—বিঃ (প্রধানতঃ পুলটিসে ব্যবহৃত) বীজবিশেষ। [ফা তোখ্ম্-ই-রৈহান্]।

তোকে—**'তুই'**-শব্দের ২য়া ও ৪র্থীর একবচনের রূপ।

তোখড়—**তুখড়**-এর রূপভেদ।

তোড়—বিঃ স্রোতের বেগ বা ধাক্কা। [সং. √তুড্ বাং. অ]। **মুখের তোড়**—বাক্যস্রোত, কথার বেগ।

তোটক—বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

তোড়ই—ক্রিঃ (ব্রজ.) উৎপাটন বা ছিন্ন করে; ভাঙ্গে; খুলিয়া ফেলে। [তু. হি. তোড়না]।

তোড়জোড়—বিঃ উদ্যোগ, প্রস্তুতি; সরঞ্জাম, উপকরণ [দেশী]।

তোড়া$_{১}$—বিঃ থলি (টাকার তোড়া); গোছা, তাড়া, স্তবক (ফুলের তোড়া); পায়ে পরিবার অলঙ্কারবিশেষ। [আ. তুর্রাহ্]।

তোড়া$_{২}$, তোড়ান (-নো)—যথাক্রমে **তুড়া$_{১, ২}$** ও **তুড়ান**-র চলিত রূপ।

তোড়ি, তোড়ী—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [দেশী]।

তোতলা—(১)বিণঃ (জিহ্বার স্থূলতা বা অন্য কোন কারণে) কথা জড়াইয়া যায় বা ফেলে এমন। (২)ক্রিঃ তোতলান। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জড়াইয়া অস্পষ্টভাবে বা তোতলার ন্যায় কথা বলা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-মি**—তোতলার অবস্থা বা তোতলাইয়া কথা বলা।

তোতা—বিঃ টিয়া, শুকপাখী। [ফা তূতী]।

তোৎলা—**তোতলা**-র বানানভেদ।

তোপ—বিঃ কামান। [তুর্.]। বিঃ **-খানা**—যেখানে কামান রাখা বা তৈয়ারি করা হয়। **তোপ দাগা**—কামান হইতে গোলা ছোড়া।

তোফা—বিণঃ চমৎকার, অতি উপাদেয়, খুব সুন্দর বা ভাল। [আ. তুহ্ফাহ্]।

তুবড়া, তুবড়ান (-নো)—যথাক্রমে **তোবড়া** ও **তোবড়ানো**-র চলিত রূপ।

তোবা—অব্যঃ মুসলমানদের অনুতাপসূচক অথবা পাপের প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক খেদোক্তি বা কোন কাজ ভবিষ্যতে আর না করার প্রতিজ্ঞা। [আ. তৌবহ্]।

তোমর—বিঃ প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। [সং.]।

তোমরা—**তুমি**-র বহুবচনের রূপ।

তোমা—সর্বঃ তুমি; তোমাকে। [প্রাকৃ. তুহ্ম]।

তোমার—**তুমি**-র সম্বন্ধার্থক রূপ।

তোয়—বিঃ জল। [সং.]। বিঃ **-দ**—জলদ, মেঘ। বিঃ **-দাগম**—বর্ষাকাল। বিঃ **-নিধি, -ধি**—সমুদ্র।

তোয়া—ক্রিঃ তোয়ান। [তু. হি. টোহ্না]।

তোয়াক্কা—বিঃ সমীহ, অপেক্ষা, ভয়, কেয়ার (তোয়াক্কা করা বা রাখা)। [আ. তৱাক্কু]।

তোয়াজ—বিঃ মনোরঞ্জন, সন্তোষ-সম্পাদন; যত্ন। আরাম। [আ. তৱাজ্জহ্]।

তোয়ান, তোয়ানো—(১)ক্রিঃ হাত দিয়া অনুভব

করিয়া খোঁজা, তল্লাশ করা ; হাত বুলান, মর্দনাদি করা (তোয়াইয়া মন ভোলান)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [তোয়া দ্রঃ]।

তোয়ালে—বিঃ গামছাবিশেষ, towel। [পো. toalha]।

তোর—**তুই**-এর সম্বন্ধার্থক রূপ।

তোরঙ্গ—বিঃ পেটরা, ইস্পাতাদি-নির্মিত বড় বাক্স। [ইং. trunk]।

তোরণ—বিঃ সদর দরজা, সিংহদ্বার, ফটক। [সং. √তুর্+অন (ধি)]।

তোরা$_1$—**তুই**-এর বহুবচনের রূপ।

তোরা$_2$—বিঃ উষ্ণীষের ভূষণবিশেষ, টায়রা। [আ. তুর্‌রা]।

তোরে—**তোকে**-র বর্জি. রূপ।

তোল, তোলক—বিঃ তোলা, ৮০ রতি বা ১৬ মাষা। [সং. √তুল্+অ (ণে), +ক]।

তোলন—বিঃ ওজনকরণ ; উত্তোলন, উত্থাপন। [সং. √তুল্+অন (ভা)]।

তোলপাড়—বিঃ উলটপালট, প্রবল আলোড়ন, বিক্ষোভ ; (আল.) তুমুল কলহ বা গণ্ডগোল (তোলপাড় করা বা হওয়া)। [বাং. তোল (√ তুল্ + অ) + পাড় (√ পাড়্ + অ), বিরোধার্থক দ্ব.]।

তোলা$_1$—বিঃ স্বর্ণাদি ওজনের পরিমাণবিশেষ, ভরি (=৮০ রতি ; $\frac{1}{৮০}$ সের)। [সং. তোল +বাং. আ (স্বার্থে)]।

তোলা$_2$—(১)বিঃ হাট-বাজারের বেপারীদের পণ্যের যে অংশ জমিদারগণ খাজনাবাবদ তুলিয়া লয়। (২)বিণঃ তুলিয়া রাখা হইয়াছে এমন, রক্ষিত, পৃথগ্‌ভাবে রক্ষিত (শিকেয় তোলা খাবার) ; নির্মিত (পরের তোলা বাড়ি) ; (আল.) স্মরণে রাখা হইয়াছে এমন, স্মৃতিগত (সব কথা তোলা আছে) ; পোশাকী (তোলা জামা) ; তুলিয়া আনা হইয়াছে এমন, উত্তোলিত (তোলা জল) ; বৃন্তচ্যুত করা হইয়াছে এমন (তোলা ফুল) ; মন্থন করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন (মাখন-তোলা দুধ) ; স্থানান্তরিত করা যায় এমন (তোলা উনান) ; অঙ্কিত, ছাঁচে ঢালাই-করা (পল-তোলা)। [সং. √তুল্+আ (র্ম)]।

তোলা$_3$**, তোলান (-নো)**—যথাক্রমে **তুলা**$_2$ ও **তুলান**-র চলিত রূপ।

তোলাপাড়া—বিঃ বারংবার চিন্তা (মনে তোলা-পাড়া করা)। [বাং. তোলা$_3$+পাড়া (দ্ব.)]।

তোলিত—বিণঃ ওজন বা তৌল করা হইয়াছে এমন। [সং. √তুল্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

তোলো—বিঃ মাটির বড় হাঁড়ি। [পো. talha]।

তোল্য—বিণঃ ওজন করিতে হইবে এমন ; তুলনীয়। [সং. √তুল্+য (র্ম)]।

তোশক—বিঃ বিছানায় পাতিবার তুলার গদি-বিশেষ। [ফা.]।

তোশা—বিঃ মূল্যবান্ জিনিসপত্র। [ফা.]। বিঃ **-খানা**—মূল্যবান্ জিনিসপত্র রাখিবার ভাণ্ডার।

তোষ, তোষণ—বিঃ সন্তোষ, তৃপ্তি, হর্ষ। [সং. √তুষ্+অ, অন (ভা)] ; সন্তোষসাধন, তুষ্টি-করণ [√তুষ্+ণিচ্+অ, অন (ভা)] ; সন্তোষ-সাধক বস্তু [√তুষ্+অ, অন (ণে)]। বি(স্ত্রী): **তোষিণী**—সন্তোষকারিণী। বিণঃ **তোষণীয়**—তোষণযোগ্য, তুষ্ট করা উচিত বা আবশ্যক এমন।

তোষা$_1$—**তুষা**-র চলিত রূপ।

তোষা$_2$—**তোশা**-র বানানভেদ।

তোষামোদ—বিঃ খোশামোদ, মনোরঞ্জন, চাটু-বৃত্তি, মোসাহেবি। [সং. তোষ-শব্দের অবলম্বনে ফা খুশামদ্ শব্দের প্রভাবে গঠিত]। বিণঃ **তোষামুদে**—চাটুকার, খোশামোদ করার স্বভাববিশিষ্ট।

তোষিত—বিণঃ তুষ্ট করা হইয়াছে এমন। [সং. √তুষ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

তোসদান—বিঃ গুলিবারুদাদি রাখিবার পাত্র। [ফা.]।

তোহে—সর্বঃ (ব্রজ.) তোমাকে ('তোহে ভজব কোন বেলা' : বিদ্যা.)। [তু.$_2$ দ্রঃ]।

তৌজি, তৌজী—বিঃ প্রজাগণের নাম এবং তাহাদের জমি ও খাজনার পরিমাণের তালিকা। [আ. তৌজী]।

তৌর্য—বিঃ তূর্যবাদ্য বা ধ্বনি। [সং. তূর্য +অ]। বিঃ **তৌর্যত্রিক**—একসঙ্গে নৃত্য গীত ও বাদ্য।

তৌল—বিঃ ওজন ; ওজনকরণ ; দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি ; (আল.) তুলনা। [সং. তুলা+অ]।

তৌলন—বিঃ ওজনকরণ। [সং. তুলন+অ]।

তৌলা—ক্রিঃ ওজন করা, মাপা। [তৌল দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ওজন করা বা করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

তৌলিক$_1$—বিঃ চিত্রকর। [সং. তুলি+ইক]।

তৌলিক$_2$—(১)বিঃ যে ওজন করে, কয়াল।

(২)বিণ: **গুরুত্ব-পরিমাপ-সম্বন্ধীয়**, gravimetric [বি. প.]। [সং. তুলা+ইক]।

-ত্ব—বি: কার্য স্বভাব বৃত্তি প্রভৃতি সূচক প্রত্যয়-বিশেষ (দেবত্ব, মহত্ত্ব, রাজত্ব)। [সং.]।

ত্বক্ (ত্বচ্)—বি: গাত্রচর্ম ; ছাল, বাকল (বৃক্ষ-ত্বক্) ; খোসা (ফলাদির ত্বক্) ; স্পর্শেন্দ্রিয়। [সং √ত্বচ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

ত্বদীয়—বিণ: ত্বৎসম্বন্ধীয়, তোমার। [সং. ত্বদ্ (=যুষ্মদ্)+ঈয়]।

ত্বরণ—বি: (বিজ্ঞা.) বেগের ক্রমবৃদ্ধি, acceleration [বি. প.]। [সং. √ত্বর্+অন (ভা)]।

ত্বরমাণ—বিণ: ত্বরান্বিত, শীঘ্রকারী, ব্যস্ত। [সং. √ত্বর্+আন (মান) (র্তৃ)]।

ত্বরা—বি: দ্রুততা ; ব্যস্ততা ; দ্রুততার প্রয়োজন, তাড়া, তাগাদা (কোন ত্বরা নেই)। [সং. √ত্বর্+অ (ভা)+আ]। ক্রি-বিণ: **-য়**—দ্রুত, শীঘ্র, সত্বর।

ত্বরিত১—বিণ: ক্রমশ: বেগ বাড়ান হইয়াছে এমন। [সং. √ত্বর্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ত্বরিত২—বিণ: দ্রুত, ক্ষিপ্র। [সং. √ত্বর্+ত (র্তৃ)]। বিণ: **-গতি, -গমন**—ক্ষিপ্রগামী।

ত্বষ্টা (-ষ্টৃ)—বি: ছুতোর ; দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। [সং. √ত্বক্ষ্+তৃ (র্তৃ)]।

ত্বাচ—বিণ: ত্বক্-সম্বন্ধীয়, ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। [সং. ত্বচ+অ]।

ত্বাদৃশ—বিণ: তোমার সদৃশ। [সং. ত্বদ্ (=যুষ্মদ্)+√দৃশ্+অ (র্ম)]।

ত্বিষাম্পতি—বি: প্রভাকর, সূর্য। [সং. ত্বিষাম্ (দীপ্তি বা তেজোরাশির)+পতি]।

ত্যক্ত—বিণ: পরিত্যাগ বা পরিহার করা হইয়াছে এমন, বর্জিত ; (বাং.) বিরক্ত (ত্যক্ত করা বা হওয়া)। [সং. √ ত্যজ্+ত (র্ম)]। বিণ: **-বিরক্ত**, (কথ্য) **তিতিবিরক্ত**, (কথ্য) **তিক্তবিরক্ত**—উত্ত্যক্ত, অতিশয় বিরক্ত, জ্বালাতন।

ত্যজন—বি: বর্জন, পরিহারকরণ ; ক্ষেপণ। [সং. √ত্যজ্+অন (ভা)]।

ত্যজা—**তেজা** দ্র:।

ত্যজ্যমান—বিণ: ত্যাগ করা হইতেছে এমন। [সং. √ত্যজ্+আন (মান) (র্ম)]।

ত্যাঁদড়—**তেঁদড়**-এর বানানভেদ।

ত্যাগ—বি: বর্জন, পরিহার (কর্মত্যাগ, ধর্মত্যাগ, দেশত্যাগ) ; ক্ষেপণ (শরত্যাগ) ; বিসর্জন (প্রাণত্যাগ)। [সং. √ত্যজ্+অ (ভা)]। বিণ: **ত্যাগী** (-গিন্)—ত্যাগকারী ; বিবাগী, ভোগলালসা-বিমুখ।

ত্যাজ্য—বিণ: ত্যাগযোগ্য, বর্জনীয়। [সং ত্যজ্+য (র্ম)]। বি: **-পুত্র**—পুত্রের অধিকার ও পৈতৃক সম্পত্তি হইতে পিতা কর্তৃক বঞ্চিত পুত্র।

ত্রপমাণ—বিণ: লজ্জা পাইতেছে এমন, লজ্জমান। [সং. √ ত্রপ্+আন (মান) (র্তৃ)]।

ত্রপা—বি: লজ্জা। [সং. ত্রপ্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **ত্রপিত**—লজ্জিত। বিণ(স্ত্রী): **ত্রপিতা**।

ত্রপু—বি: সীসা ; রাঙ ; দস্তা। [সং.]।

ত্রয়—(১)বি: (বস্তু বা ব্যক্তির) তিনটি বা তিনটির সমষ্টি (বেদত্রয়, ব্যক্তিত্রয়)। (২)বিণ: তিনসংখ্যক। [সং. ত্রি+অয়]। **ত্রয়ী**—(১) বিণ(স্ত্রী): **ত্রয়**-এর অর্থে ; (২)বি: ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব : এই ত্রিমূর্তি ; ঋক্ সাম ও যজু: : এই তিন বেদ (ত্রয়ীবিদ্যা)। বি.বিণ: **ত্রয়:-পঞ্চাশৎ**—৫৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **ত্রয়:-পঞ্চাশত্তম**—৫৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **ত্রয়:-পঞ্চাশত্তমী**। বি বিণ: **-শ্চত্বারিংশৎ**—৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-শ্চত্বারিংশত্তম**—৪৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-শ্চত্বারিংশত্তমী**। বি.বিণ: **ত্রয়:ষষ্টি**—৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **ত্রয়:-ষষ্টিতম**—৬৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **ত্রয়:ষষ্টি-তমী**। বি.বিণ: **ত্রয়:সপ্ততি**—৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **ত্রয়:সপ্ততিতম**—৭৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **ত্রয়:সপ্ততিতমী**। বি.বিণ: **-স্ত্রিংশৎ**—৩৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-স্ত্রিংশত্তম**—৩৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-স্ত্রিংশত্তমী**।

ত্রয়োদশ—বিণ: ১৩ সংখ্যার পূরক। [সং. ত্রয়োদশন্+অ]। বি.বিণ: **ত্রয়োদশ** (-শন্)—১৩ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **ত্রয়োদশী**—(১)বিণ(স্ত্রী): ত্রয়োদশস্থানীয়া ; তের বৎসর বয়স্কা (ত্রয়োদশী বালিকা) ; (২)বি: তিথি-বিশেষ।

ত্রয়োবিংশ—বিণ: ২৩ সংখ্যার পূরক। (সং. ত্রয়োবিংশতি+অ]। বি.বিণ: **-তি**—২৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-তিতম**—৩৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-তিতমী**।

ত্রসন—বি: ভীত হওয়া ; ভয়, ত্রাস। [সং. √ত্রস্+অন (ভা)]।

ত্রসরেণু — বি: (বিজ্ঞা.) ছিদ্রপথে আগত আলোকরশ্মির প্রবাহে দৃশ্যত: ভাসমান

ধূলিকণা ; (দর্শ.) ছয় পরমাণু বা তিন দ্ব্যণুকের সমষ্টি। [সং. ত্রস (গমনশীল)+রেণু]।

ত্রস্ত—বিণঃ ত্রাসযুক্ত, ভীত ; চকিত ; ভয়ে বিচলিত। [সং. √ত্রস্+ত (র্তৃ)]।

ত্রাণ—বিঃ (বিপদ্ পাপ ইত্যাদি হইতে) উদ্ধার, রক্ষা, নিষ্কৃতি, মুক্তি। [সং. √ত্রৈ+অন (ভা)]। বিণঃ **ত্রাত**—ত্রাণপ্রাপ্ত। বিণঃ **ত্রাতা** (-তৃ)—ত্রাণকারী। বিণঃ **ত্রায়মাণ**—ত্রাণ লাভ করিতেছে বা ত্রাণ করিতেছে এমন।

ত্রাস—বিঃ ভয়, শঙ্কা। [সং. √ত্রস্+অ (ভা)]। বিণঃ **-জনক**—ভীতিকর। বিণঃ **ত্রাসিত**—ভীত করা হইয়াছে এমন, আতঙ্কিত। বিণ(স্ত্রী): **ত্রাসিতা**।

ত্রাহি—ক্রিঃ ত্রাণ কর, রক্ষা কর, বাঁচাও। [সং √ত্রৈ+হি]। ক্রিঃ **ত্রাহি ত্রাহি করা, ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া**—(বিপদাদি হইতে) উদ্ধারলাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিৎকার করা।

ত্রি—বি.বিণঃ তিন, ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.]। বিঃ **-কাল**—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : এই তিন কাল ; সর্বকাল। বিণঃ **-কালজ্ঞ, -কালদর্শী** (-র্শিন্)—অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : এই তিন কালের ঘটনা জানেন এমন, সর্বজ্ঞ। বিঃ **-কুল**—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। **-কোণ**—(১)বিণঃ তিন কোনবিশিষ্ট, তেকোনা। (২)বিঃ (জ্যামি.) ত্রিভুজ, তেকোনা ক্ষেত্র। বিঃ **-কোণমিতি** — ত্রিকোণ-ক্ষেত্র-পরিমাপক গণিতশাস্ত্রবিশেষ, trigonometry। বিঃ **-গঙ্গ**—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী: এই তিন নদীর মিলন-ক্ষেত্র ; ত্রিবেণী ; প্রয়াগ। **-গুণ**—(১)বিঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিনগুণ, (২)বিণঃ গুণত্রয়-বিশিষ্ট ; তিনদ্বারা গুণিত। **-গুণা**—(১)বিণ-(স্ত্রী): **ত্রিগুণ**-এর অর্থে ; (২)বিঃ দুর্গা। বিণঃ **-গুণাত্মক**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিন গুণযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-গুণাত্মিকা** — সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা তারা)। বিণঃ **-ঘাত**—(গণি.) একই সংখ্যা ক্রমাগত দুইবার নিজেকে নিজে গুণ করে এমন, cubic (যেমন, ত্রিঘাত ৫=৫^{৩}=৫×৫×৫) ; (জ্যোতি.) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ : এই তিনটিই আছে এমন ঘন, ত্রিমাত্রিক। বি.বিণঃ **-চত্বারিংশৎ**—৪৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-চত্বারিংশত্তম**—৪৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-চত্বারিংশত্তমী**। বিঃ **-জগৎ**—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল : এই তিন ভুবন। বিঃ **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—তিন তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; বিণঃ **-তল**—তেতলা। বিঃ **-তাপ**—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক : এই তিন রকম দুঃখ বা যন্ত্রণা। বিঃ. **-ত্ব**—তিনের ভাব বা অবস্থা ; ত্রিমূর্তি ; (খ্রিস্টধর্ম) আধ্যাত্মিক ত্রৈ-ব্যক্তিত্ব, trinity। বিঃ **-দশ**—দেবতা, অমর ; ত্রিশ। বিঃ **-দশবধূ, -দশবনিতা**—অপ্সরা। বিঃ **-দশমঞ্জরী**—তুলসী। বিঃ **-দশাধিপতি**—দেবরাজ ইন্দ্র। বিঃ **-দশালয়**—অমরাবতী, স্বর্গ। বিঃ **-দিব**—স্বর্গ, আকাশ। বিঃ **-দোষ**—বাত পিত্ত কফ : শরীরের এই তিন দোষ। ক্রি-বিণঃ **-ধা**—তিন প্রকারে, তিন দিকে। বিঃ **-ধারা**—তিন স্রোতে বা পথে প্রবাহিতা নদী অর্থাৎ গঙ্গা (স্রোত তিনটির নাম মন্দাকিনী স্বর্গে, ভাগীরথী বা অলকনন্দা মর্ত্যে, ভোগবতী পাতালে) ; তিনটি ধারা বা প্রবাহ। বি.বিণঃ **-নবতি**—৯৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-নবতিতম**—৯৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-নবতিতমী**। বিঃ **-নয়ন, -নেত্র, -লোচন**—(তিন চক্ষুযুক্ত) শিব। বি(স্ত্রী): **-নয়না**, (অশু. কিন্তু চলিত) **-নয়নী**—শিবপত্নী দুর্গা। বিঃ **-নাথ**—ত্রিভুবনের অধীশ্বর, পরমেশ্বর ; শিব ; (প্রাদে.) ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব : এই তিন দেবতা বা সিদ্ধি ও ভাঙ্গের দেবতা। বি.বিণঃ **-পঞ্চাশৎ**—৫৩ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-পঞ্চাশত্তম**—৫৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-পঞ্চাশত্তমী**। বিণঃ **-পণ্ড**—ধর্ম অর্থ মোক্ষ : এই তিনেরই সর্বনাশ-কারী, দুরাত্মা। **-পত্র**—(১)বিণঃ তিনটি পাতা-যুক্ত ; (২)বিঃ বিল্বপত্র। বিঃ **-পথগা, -পথগামিনী**—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল : এই তিন পথে প্রবাহিতা গঙ্গানদী। বিঃ **-পদী**—তেপায়া ; তিন চরণবিশিষ্ট বাঙ্গালা ছন্দ ; গায়ত্রী-নামক বৈদিক ছন্দ। **-পর্ণ**—(১)বিণঃ তিনটি পত্রযুক্ত ; (২)বিঃ পলাশবৃক্ষ। **-পাদ**—(১)বিণঃ তিনখানি পা-যুক্ত ; তিন পদাঙ্ক-পরিমাণ (ত্রিপাদ ভূমি) ; চারভাগের তিনভাগ ; (২)বিঃ (তিনখানি পা আছে বলিয়া) বিষ্ণুর বামনাবতার। বিঃ **-পাপ** অতিপাতক উপপাতক ও মহাপাতক : এই তিন রকম পাপ। বিঃ **-পিটক**—সুত্ত (=সূত্র) অভিধম্ম (=অভিধর্ম) ও বিনয় : এই তিন ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ। বিঃ **-পুণ্ড্র, -পুণ্ড্রক** — ললাটে ত্রিশূলের ন্যায় অঙ্কিত তিলক। বিঃ **-ফলা**—হরীতকী বিভীতকী (বা

বহেড়া) ও আমলকী : এই **ফলত্রয়**। বিঃ **-বর্গ**—ধর্ম অর্থ কাম : এই তিনটি ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিনটি : আয় ব্যয় বৃদ্ধি : এই তিনটি ; ইত্যাদি। বিঃ **-বর্ণ, -বর্ণক**—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য : হিন্দুজাতির এই তিন শ্রেণী। বিঃ **-বলি, -বলী**—কণ্ঠ বা উদরে মাংস-সঙ্কোচের ফলে স্পষ্ট রেখাত্রয়। বিণঃ **-বার্ষিক**—**ত্রৈবার্ষিক**-এর অনুরূপ। বিঃ **-বিদ্যা**—ঋক্ সাম যজুঃ : এই বেদত্রয়, ত্রয়ী। বিণঃ **-বিধ**—তিন রকম। বিণঃ **-বৃত্ত**—ত্রিগুণিত। বিঃ **-বেণী**—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী : এই নদীত্রয় অথবা তাহাদের সংযোগস্থল বা বিয়োগস্থল। বিঃ **-বেদী** (-দিন্)—ঋক্ সাম ও যজুঃ : এই বেদত্রয় অধ্যয়নকারী অথবা তাদৃশ ব্রাহ্মণের বংশগত উপাধিবিশেষ, তেওয়ারী। **-ভঙ্গ**—(১)বিণঃ শরীরের তিন স্থানে বক্রতাযুক্ত ; (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। **ত্রিভঙ্গ মুরারি**—শ্রীকৃষ্ণ। বিণঃ **-ভঙ্গিম**—ত্রিভঙ্গ, শরীরের তিন স্থানে বক্রতাযুক্ত। বিঃ **-ভুজ**—(জ্যামি.) তিন সরলরেখাদ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। **বিষমবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহু পরস্পর অসমান। **সমকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ। **সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের দুইটি বাহু পরস্পর সমান। **সমবাহু ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পব সমান। **সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের তিনটি কোণই সূক্ষ্মকোণ। **স্থূলকোণী ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূলকোণ। বিঃ **-ভুবন**—স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। বিণঃ **-মাত্রিক**—(জ্যোমি.) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ আছে এমন, ত্রিঘাত। বিঃ **-মূর্তি**—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর : এই তিনজন বা এই তিনজনের যুক্ত মূর্তি। বিঃ **-যামা**—রাত্রি (বস্তুতঃ চারি যাম বা প্রহরে এক রাত্রি হয়, কিন্তু প্রথম প্রহরের প্রথমার্ধ এবং শেষ প্রহরের শেষার্ধ যথাক্রমে সন্ধ্যা ও উষার মধ্যে ধরা হয় বলিয়া রাত্রিকে 'ত্রিযামা' বলা হয়)। বিঃ **-রত্ন**—বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘ : বৌদ্ধদের এই পবিত্র বস্তুত্রয়। বিঃ **-রাত্র**—মধ্যবর্তী দুই দিনের সহিত তিন রাত্রি ; তিন রাত্রি ; তিন রাত্রিব্যাপী উপবাস বা উৎসব। বিঃ **-লোক**, (বিরল) **-লোকী**—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। বিঃ **-লোচন**—**ত্রিনয়ন**-এর অনুরূপ। বিঃ **-শঙ্কু**—জনৈক পৌরাণিক নৃপতি : ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে শূন্যে নবনির্মিত লোকে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; (আল.) ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ব্যক্তি, অনিশ্চিতঃ অবস্থায় পতিত ব্যক্তি। বিঃ **-শূল**—তিনটি ফলকযুক্ত অস্ত্রবিশেষ, শিবের প্রহরণ। **-শূলী** (-লিন্), **-শূলধারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ ত্রিশূলধারণকারী ; (২)বিঃ শিব। **-শূলিনী, -শূলধারিণী**—(১)-বিণ(স্ত্রী)ঃ ত্রিশূলধারণকারিণী ; (২)বিঃ শিবপত্নী দুর্গা। বি.বিণঃ **-ষষ্টি**—৬৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-ষষ্টিতম**—৬৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-ষষ্টিতমী**। বিঃ **-সংসার**—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। বিঃ **-সন্ধ্যা**—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নকাল ও অপরাহ্ণ ; তিনবেলা। বি.বিণঃ **-সপ্ততি**—৭৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-সপ্ততিতম**—৭৩ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-সপ্ততিতমী**। বিঃ **-সীমা, -সীমানা**—তিন প্রান্ত ; সান্নিধ্য, সামীপ্য। বিঃ **-স্রোতঃ** (-তস্), (চলিত) **-স্রোতা**—ত্রিধারা, গঙ্গা ; তিস্তা-নদী।

ত্রিংশ—বিণঃ ত্রিশসংখ্যার পূরক। [সং. ত্রিংশৎ+অ]। বি.বিণঃ **ত্রিংশৎ**—৩০ সংখ্যা বা সংখ্যক, ত্রিশ। বিণঃ **ত্রিংশত্তম**—ত্রিংশ, ত্রিশ সংখ্যার পূরক।

ত্রিক—বিঃ মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ ; কটি ; তিন সংখ্যার সমষ্টি ; তেমাথা পথ। [সং.]।

ত্রিপল—বিঃ আলকাতরা-মাখান স্থূল বস্ত্রবিশেষ। [ইং. tarpaulin]।

ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—বিঃ (ত্রিপুর নামক অসুরহন্তা বলিয়া) শিব। [সং. ত্রিপুর+অন্তক, অরি]।

ত্রিশ—বি. বিণঃ ৩০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রিংশৎ]।

ত্রিষ্টুভ্—বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং.]।

ত্রুটি—বিঃ ন্যূনতা, অভাব ; অঙ্গহীনতা ; ক্ষতি, হানি ; স্খলন ; অপরাধ, দোষ। [সং. √ত্রুট্+ই (র্ম)। বিঃ **-বিচ্যুতি**—ভ্রম-প্রমাদ।

ত্রেতা—বিঃ হিন্দু-পুরাণোক্ত সত্য ও দ্বাপরযুগের মধ্যবর্তী যুগ। [সং.]।

ত্রৈকালিক—বিণঃ ত্রিকাল-সম্বন্ধীয় ; ত্রিকাল-ব্যাপী। [সং. ত্রিকাল+ইক]।

ত্রৈগুণ্য—বিঃ সত্ত্ব রজঃ তমঃ : এই তিন

গুণের সমষ্টি সমন্বয় বা ভাব। [সং. ত্রিগুণ +য]।

ত্রৈবার্ষিক—বিণ: তিন বছর অন্তরে অনুষ্ঠিত বা উৎপন্ন ; তিন বৎসরব্যাপী। [সং. ত্রিবর্ষ + ইক]।

ত্রৈমাসিক—(১)বিণ: তিন মাস অন্তরে ঘটে বা জন্মে এমন ; তিন মাসব্যাপী ; তিন মাস বয়স্ক। (২)বি: তিন মাস অন্তরে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা। [সং. ত্রিমাস + ইক]।

ত্রৈরাশিক—বি: (গণি.) তিন রাশির সম্বন্ধ-ঘটিত অঙ্ক-প্রণালীবিশেষ, rule of three। [সং. ত্রিরাশি + ক]।

ত্রৈলঙ্গ, (বিরল) **ত্রৈলিঙ্গ**—(১)বিণ: তৈলঙ্গ প্রদেশ সম্বন্ধীয়, তেলেঙ্গা। (২)বি: ঐ প্রদেশের অধিবাসী বা ভাষা, তেলুগু। [সং. ত্রিকলিঙ্গ]।

ত্রৈলোক্য—বি: স্বর্গ মর্ত্য পাতাল: এই ত্রিলোকের সমষ্টি। [সং. ত্রিলোক + য]।

ত্র্যংশ—বি: তৃতীয় অংশ বা ভাগ। [সং. ত্রি + অংশ]।

ত্র্যক্ষর—(১)বি: ওঁ, ওঙ্কার (= অ উ ম) মন্ত্র, প্রণব। (২)বিণ: বর্ণত্রয়যুক্ত। [সং. ত্রি + অক্ষর]। বি(স্ত্রী): **ত্র্যক্ষরা**—বেদমাতা প্রণব-রূপা পরমা বিদ্যা।

ত্র্যঙ্ক—বিণ: তিন-অঙ্ক-বিশিষ্ট (নাটকাদি)। [সং. ত্রি + অঙ্ক]।

ত্র্যঙ্গুল—বিণ: তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত। [সং. ত্রি + অঙ্গুলি + অ (সমাসান্ত)]।

ত্র্যম্বক—বি: ত্রিলোচন, শিব। [সং. ত্রি + অম্বক]।

ত্র্যস্র—বিণ: তেকোনা, তিন-কোণ-বিশিষ্ট। [সং. ত্রি + অস্র]।

ত্র্যহস্পর্শ—বি: একদিনে তিন তিথির মিলন। [সং. ত্রি + অহন্ + স্পর্শ]।

থ

থ১—বাঙ্গালা বর্ণমালার সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

থ২—বিণ: কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব ; নির্বাক, স্তম্ভিত, অবাক (থ হয়ে যাওয়া)। [সং. স্থ ?]।

থই—বি: (জলাশয়াদির জলের নিচস্থ) স্থলভাগ বা ঠাঁই (নদীতে থই পাওয়া) ; থামিবার স্থান, সীমা (দুঃখের থই পাওয়া) ; আশ্রয়। [সং. স্থল]।

থইথই—অব্য: তরল দ্রব্যাদির পরিব্যাপ্তিসূচক (জল থইথই করছে) ; প্রাচুর্যসূচক (লোক থইথই করছে)।

থকথক, থকথকে—যথাক্রমে **থক্‌থক্** ও **থক্‌থকে**-র বানানভেদ।

থকা—ক্রি: (পরিশ্রমের ফলে) অবসাদগ্রস্ত হওয়া, হাঁপাইয়া যাওয়া, ক্লান্ত হইয়া সহসা থামিয়া যাওয়া। [সং √স্থগ্ + বাং. আ—তু. হি. থক্‌না]। বিণ: **থকিত**—ক্লান্ত হইয়া সহসা থামিয়া গিয়াছে এমন ('থকিত পায়ের চলা দ্বিধা হতে' : রবীন্দ্র)।

থক্—অব্য: থুতু ফেলার আওয়াজ।

থক্‌থক্—অব্য: কাদার ন্যায় ঈষৎ ঘনত্ব ও ঈষৎ তারল্যসূচক ; ক্ষতাদির বিস্তৃতি ও সাংঘাতিক হওয়ার ভাবসূচক। [তু. থক্]। বিণ: **থক্‌থকে**—থক্‌থক্ করিতেছে এমন।

থতমত—অব্য: বিহ্বল হওয়ার বা মুখে কথা সরে না এমন হওয়ার ভাবপ্রকাশক [দেশী]। ক্রি: **থতমত খাওয়া**—ঘাবড়াইয়া যাওয়ার ফলে কি বলিবে তাহা স্থির না করিতে পারা।

থপ, থপ্—অব্য: ভারী কোমল বস্তু স্থাপন বা পতনের শব্দ। [দেশী]। অব্য: **-থপ্**—ক্রমাগত থপ্-আওয়াজ ; স্থূলদেহ প্রাণীর পায়ের শব্দ। অব্য: **থপাস্**—থপ্ অপেক্ষা উচ্চতর শব্দ। অব্য: **থপাস্ থপাস্**—ক্রমাগত থপাস্-আওয়াজ।

থমক—বি: থামিয়া থামিয়া চলন ; ঠমক, হাবভাবযুক্ত চলনভঙ্গি। [দেশী—তু. হি. ঠুমক]। ক্রি: **থমকা**—থমকান। **থমকান, থমকানো**—(১)ক্রি: চলিতে চলিতে বা কাজ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পড়া ; (২)বি: উক্ত অর্থে। বি: **থমকানি**—চলিতে চলিতে বা কাজ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পড়ন।

থমথম, থম্‌থম্—অব্য: নিস্তব্ধতা ও ভয়াবহতাসূচক, আচ্ছন্ন হওয়ার ভাবপ্রকাশক (রাত বা গাটা থমথম করছে) ; জলভারাক্রান্ত বা রসস্থ হওয়ার ভাবপ্রকাশক (আকাশ বা মুখ থমথম করছে)। বিণ: **থমথমে, থম্‌থমে**—নিস্তব্ধ ও ভীতিজনক, সমাচ্ছন্ন ; রসস্থ।

থর—বি: স্তর, থাক, লোল মাংস (পেটে বা কোমরে থর নেমেছে)। [সং. স্তর]। ক্রি-বিণ: **থরে-বিথরে**—নানা স্তরে সাজাইয়া ('সকলি দিলাম তুলে থরে-বিথরে' : রবীন্দ্র)।

থরথর, থর্‌থর্—(১)অব্য: প্রবল কম্পনের ভাব-

সূচক (থরথর করে কাঁপা)। (২)বিণ: কম্পমান (থরথর দেহ)। (৩)ক্রি-বিণ: থরথর করিয়া ('রাই কাঁপে থরথর' : চণ্ডী.)। [দেশী]। বি: **থরথরানি, থর্‌থরানি**—থরথর করিয়া কম্পন। ক্রি-বিণ: **থরথরি**—থরথর করিয়া।

থরহরি—বিণ.ক্রি-বিণ: থরথর করিয়া। [প্রা. থরহরিঅ]।

থল—**স্থল**-এর কোমল রূপ (থলকমল)।

থলথল—অব্য: যুগপৎ স্থূলতা কোমলতা ও শিথিলতার ভাবপ্রকাশক (পেটের মাংস থলথল করা)। [হি. থলথলানা]। বিণ: **থলথলে**—স্থূল কোমল ও শিথিল।

থলি, থলী, থলিয়া, (কথ্য) **থলে**—বি: বস্ত্র চট প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ঝুলি বা ঝোলা। [সং. স্থলী]।

থলো—বি: গোছা, গুচ্ছ, স্তবক। [তু. সং. স্তর > থর > থল + উয়া = থলুয়া, থলো]।

থল্‌থল্‌, থল্‌থলে—যথাক্রমে **থলথল** ও **থলথলে**-র বানানভেদ।

থস্‌থস্‌, থসথস—অব্য: আর্দ্রতা ও শিথিলতা প্রকাশক অনুকার শব্দ। [দেশী]। বিণ: **থস্‌-থসে, থসথসে**—আর্দ্র ও শিথিল; অদৃঢ়।

-থা১—বি: স্থান (হেথা)। [সং. স্থান]।

-থা২—প্রকারার্থবাচক প্রত্যয় (অন্যথা, সর্বথা)। [সং. থাচ্‌]।

থাই—**থই**-এর রূপভেদ।

থাউকা, থাউকো, থাওকা—বিণ: (ওজন অনুসারে না হইয়া) থোক-হিসাবে বা মোটের উপর, থোকে (থাউকা দর)। [তু. হি. থাক—থোক দ্র:]।

থাক—বি: স্তর, শ্রেণী (থাকে থাকে রাখা)। [সং. স্তবক]। বিণ: **-বন্দী**—বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; স্তরে স্তরে সাজান।

থাকবস্তি—বি: জমির সীমাদি নির্ধারণ। [হি. থোক্‌বস্ত]।

থাকা—(১)ক্রি: বাস করা (সে কাশীতে থাকে); অবস্থান করা (ঘরে থাকা); রহা, বিশেষ কোন অবস্থাযুক্ত হওয়া (পালিয়ে থাকা); কালাতিপাত করা (কষ্টে থাকা); অধিকারে রহা (টাকা থাকা); টেঁকা (ঘরে মন থাকে না); জীবিত রহা (বাপ থাকতে তার অভাব হবে না); উপস্থিত রহা (আমি সেখানে থাকলে এতদূর গড়াত না); রক্ষিত বা প্রতিপালিত হওয়া (প্রাণ থাকা, কথা থাকা); সঞ্চিত মজুদ বা অবশিষ্ট রহা (টাকা চিরদিন থাকে না); জাগরূক রহা (মনে থাকা); বজায় রহা (কুল জাত ধর্ম বা মান থাকা); পিছনে পড়িয়া রহা (সবাই ত গেল, আমিই বা আর থাকি কেন); সংশ্লিষ্ট হওয়া (কোন ব্যাপারে বা কথায় থাকা); অভ্যস্ত হওয়া (সে রোজ সকালে চা খেয়ে থাকে); সহবাস করা, সহযোগী হওয়া (সে তার সঙ্গে থাকে); নিরস্ত বা নিবৃত্ত হওয়া, বাদ দেওয়া (ও কথা থাক)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √স্থা + বাং. আ—তু. প্রা. √থক্ক]। বি: **-থাকি**—অবস্থান, বিদ্যমানতা; থাকা ও না থাকা। ক্রি-বিণ: **থাকিয়া-থাকিয়া,** (কথ্য) **থেকে-থেকে**—কিছুকাল অন্তর, মধ্যে মধ্যে।

থান১—(১)বিণ: অখণ্ড, গোটা (থান ইট); পাড়-হীন (থান ধুতি)। (২)বি: একবারে বোনা বস্ত্র-খণ্ড, অখণ্ড বস্ত্র (জামার থান); পাড়হীন সাদা ধুতি। [হি.]।

থান২—বি: পীঠস্থান (বাবার থান); নিকট, ঠাঁই ('ধর্মথানে পাইব মুকতি' : শূ.পু.)। [সং. স্থান]।

থানকুনি—বি: ঔষধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত শাক-বিশেষ। [দেশী]।

থানা—বি: অবস্থান-স্থল, আস্তানা (সৈন্যের থানা); সৈন্যসমাবেশ, ছাউনি (থানা দেওয়া); পুলিসের দপ্তর বা এলাকা, কোতোয়ালি। [হি. < সং. স্থান]। ক্রি: **থানা দেওয়া**—যুদ্ধার্থ সসৈন্যে অবস্থান করা। ক্রি: **থানা-পুলিস করা**—(চৌর্যাদি ব্যাপারে) পুলিসের সাহায্য পাইবার জন্য বারংবার থানায় যাতায়াত করা। বি: **-দার**—পুলিস-থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, বড় দারোগা।

থাপক—বিণ: (প্রা. বাং) প্রতিষ্ঠাতা। [সং. স্থাপক]।

থাপড়, থাপ্পড়—বি: চড়, চাপড়, চপেটাঘাত, থাবা। [তু. হি. থপ্পড়]। **থাপড়া, থাবড়া**—(১)-বি: থাপড়; (২)ক্রি: থাপড় মারা। **থাপড়ান, থাবড়ান, থাবড়ানো**—(১)ক্রি: থাপড় মারা; (২)বি: উক্ত অর্থে।

থাবড়ি—বি: সমস্ত শরীর এলাইয়া ভূমিতে পাছার ভর স্থাপন (থাবড়ি খেয়ে বসা)। [দেশী]।

থাবা—(১)বি: চতুষ্পদ প্রাণীর সম্মুখদিকের পদতল; (অনাদরে) পাঞ্জা, করতল। (২)বিণ: করতলে যতখানি ধরে (এক থাবা চিনি)। (৩)-

ক্রিঃ থাবান। ক্রিঃ **থাবা দেওয়া, থাবা মারা**—থাবান। [সং. স্থাপ—তু. হি. থাপা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ থাবাদ্বারা আঘাত করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

থাম—বিঃ স্তম্ভ, খুঁটি। [সং. স্তম্ভ]।

থামা—(১)ক্রিঃ গতি সংবরণ করা, নিশ্চল হওয়া (গাড়ি থামল) ; চুপ করা (যথেষ্ট বলেছ, এখন থাম) ; বিরত হওয়া (থাম, আর হাসতে হবে না) ; নিবৃত্ত হওয়া (টাকা না পেলে পাওনাদাররা থামবে না) ; বন্ধ হওয়া (বৃষ্টি রক্ত জ্বর রাগ বা কান্না থামা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √স্তম্ভ্ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (অপরের) গতিরোধ করা, নিশ্চল করা ; চুপ করান ; নিরস্ত বিরত বা বন্ধ করা, শান্ত করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

থামাল—বিঃ খাড়া গাঁথনি। [বাং. থাম + আল]।

থাম্বা—**থাম**-এর প্রাদে. রূপ।

থার্মোমিটার—বিঃ দেহতাপ-নির্ণায়ক যন্ত্র, তাপমান। [ইং. thermometer]।

থারি, থারী—বিঃ (কাব্যে) ছোট থালা। [সং. স্থালী]।

থালা, (প্রাদে.) **থাল**—বিঃ ধাতুনির্মিত চেপটা ভোজনপাত্রবিশেষ। [সং. স্থাল]। বিঃ **থালি**—ক্ষুদ্র থালা।

থাসা—**ঠাসা**-র রূপভেদ (**ঠাস** দ্রঃ)।

থিকথিক, থিক্‌থিক্—অব্যঃ বিতৃষ্ণাকর বস্তুর গাদাগাদি করিয়া অবস্থানসূচক (ময়লা বা পোকা থিকথিক করে)। [দেশী]।

থিকা—**থেকে**-র অপ্র. গ্রাম্য রূপ।

থিতা—(১)ক্রিঃ থিতান। [তু. সং. স্থিত]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত কঠিন পদার্থের অথবা নির্মল জলের সহিত মিশ্রিত মলিন অংশের) তলদেশে জমা হওয়া ; (আল.) মন্দীভূত হওয়া (আন্দোলন থিতিয়ে এসেছে) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

থিতু—**স্থিত**-র গ্রাম্য রূপ।

থিয়েটার—বিঃ নাট্যশালা, অভিনয়-গৃহ ; অভিনয়। [ইং. theatre]। বিঃ **-ওয়ালা**—নাট্যশালার মালিক বা পরিচালক ; অভিনেতা। বিণঃ **থিয়েটারী**—নাট্যাভিনয়কালে অভিনেতারা যেরূপ হাবভাব প্রদর্শন করে সেইরূপ হাবভাবপূর্ণ ; নাটুকেপনায় পূর্ণ।

থির—**স্থির**-এর কোমল রূপ।

থু, থুঃ—অব্যঃ থুতু ফেলার শব্দ ; অত্যধিক ঘৃণাবশতঃ থুতু ফেলার ভান করিয়া করা আওয়াজ ; ছিঃ, ধিক্। [দেশী]। অব্যঃ **থু-থু, থুঃ-থুঃ**—ক্রমাগত থুতু ফেলার শব্দ ; ছিঃ ছিঃ, ধিক্ ধিক্।

থুঁতনি, থুঁতি—যথাক্রমে **থুতনি** ও **থুতি**-র রূপভেদ।

থুক—(১)বিঃ থুতু (থুক দেওয়া)। (২)অব্যঃ থুতু ফেলার শব্দ (থুক করা)। [সং. থুৎকার]।

থুকথুক, থুক্‌থুক্—অব্যঃ কীটাদির বিতৃষ্ণাকর সমাবেশসূচক (পোকা থুকথুক করছে)। [দেশী]।

থুড়থুড়—অব্যঃ (দুর্বলতা রোগ শঙ্কা বার্ধক্য প্রভৃতির দরুন) মৃদু অথচ ক্রমাগত কম্পনসূচক ; স্থবিরতাসূচক (থুড়থুড় করা)। [দেশী]। বিণঃ **থুড়থুড়ে**—থুড়থুড় করিতেছে এমন ; অতিশয় বৃদ্ধ।

থুড়া—(১)ক্রিঃ কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটা ; প্রহারে জর্জরিত করা ; (আল.) তিরস্কারে অস্থির করা। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √থুর্ব্ + বাং. আ]।

থুড়ি, থুড়ী—অব্যঃ ভ্রমবশতঃ উচ্চারিত বাক্য বা অনুষ্ঠিত কার্যের প্রত্যাহারসূচক শব্দ।

থুৎকার—বিঃ থুতু ফেলা ; থুঃ-থুঃ-আওয়াজকরণ ; (আল.) ধিক্কার দেওয়া। [সং. থুৎ + √কৃ + অ (ভা)]।

থুতনি, থুতি—বিঃ চিবুক। [সং. ত্রোটি]।

থুতু, থুথু১—বিঃ নিষ্ঠীবন। [সং. থুৎ]।

থু-থু২—**থু** দ্রঃ।

থুথুড়, থুথুর—**থুড়থুড়**-এর বানানভেদ।

থুথুড়ে, থুথুরে—**থুড়থুড়ে**-র বানানভেদ।

থুপ—বিঃ (প্রাদে.) স্তূপ, রাশি (থুপ করা, টাকার থুপ)। [সং. স্তূপ]।

থুপি, থুপী—বিঃ ক্ষুদ্র স্তূপ বা গুচ্ছ, গুছি। [বাং. থুপ (সং. স্তূপ) + ই, ঈ]।

থুপ্—অব্যঃ নরম ভারী জিনিস পড়িবার মৃদু শব্দ (থুপ্ করে বসা বা পড়া)। [দেশী]। অব্যঃ **-থুপ্**—ক্রমাগত থুপ্ শব্দ (থুপ্‌থুপ্ করে চলা)।

থুবড়া১, থুবড়ো১—বিণঃ অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত। [সং. স্থবির]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **থুবড়ী**।

থুবড়া২, থুবড়ো২—বিণঃ অতিশয় বৃদ্ধ। [সং. স্থবির]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **থুবড়ী**।

থুবড়া৩—ক্রিঃ থুবড়ান। [দেশী ?]। **-ন, -নো**—

(১)ক্রিঃ নিম্নমুখ হইয়া বা হুমড়ি খাইয়া পড়া (মুখ থুবড়ে পড়া) ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

থ্‌বড়ী, থ্‌বড়ো—**থ্‌বড়া**১,২ দ্রঃ।

থ্‌য়া—(১)ক্রিঃ রাখা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √স্থা+ণিচ্‌?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ রাখান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

থ্‌রথ্‌র, থ্‌রথ্‌রে, থ্‌রা, থেইথেই—যথাক্রমে **থ্‌ড়্‌থ্‌ড় থ্‌ড়থ্‌ড়ে থ্‌ড়া ও থেইথেই**-র রূপভেদ।

থেঁত, থেঁতো—বিণঃ পিষ্ট, ছেঁচা। [সং. ধূর্ত]। ক্রিঃ **থেঁতা**—থেতান। **থেঁতান, থেঁতানো থেঁতলান, থেঁতলানো**—(১)ক্রিঃ পিষ্ট করা, ছেঁচা, মর্দন করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

থেকা—**থাকা**-র চলিত রূপ।

থেকে—অব্য (বিভক্তি বা অনুসর্গ): হইতে (ঘর থেকে, সেই থেকে) ; চেয়ে, অপেক্ষা (সবার থেকে বড়)। [বাং. থাকিয়া।]

থেকে-থেকে—**থাকা** দ্রঃ।

থেবড়া—(১)বিণঃ চেপটা, ভোঁতা। (২)ক্রিঃ থেবড়ান। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ চেপটা করা ; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

থেলো—বিণঃ বড় খোলযুক্ত, ডাবা (থেলো হুঁকা)। [বাং থালি+উয়া>ও]।

থৈ, থৈথৈ—যথাক্রমে **থই ও থইথই**-এর বানানভেদ।

থোঁতা১—বিণঃ পিষ্ট, থেঁত; দন্তহীন, ভোঁতা (মুখ থোঁতা করে দেওয়া)। [হি. থোথা]।

থোঁতা২—(১)বিঃ স্থূল চিবুক (থোঁতা ভেঙ্গে দেওয়া)। (২)বিণঃ থুঁতনি-যুক্ত, (লক্ষণায়) বড় ও ভারী (থোঁতা মুখ)। [বাং. থুঁতি+আ (অবজ্ঞাসূচক বৃহৎ অর্থে ও যুক্তার্থে)]। **থোঁতা মুখ ভোঁতা করা**—(আল.) দর্পচূর্ণ করা।

থোক—বিঃ মোট, একুন (থোক টাকা) ; দফা, ভাগ (থোকে থোকে) ; থোকা, গুচ্ছ। [হি.]।

থোকা—বিঃ স্তবক, থোলো, গুচ্ছ। [থোক দ্রঃ—তু. সং. স্তবক]।

থোড়—বিঃ কলাগাছের ভিতরকার সারাংশ ; ধানগাছের শিষ বাহির হইবার অবস্থা। [দেশী]।

থোড়া১—**থুড়া**-র চলিত রূপ।

থোড়া২—বিঃ অল্প, সামান্য। [হি.]। ক্রি-বিণঃ **-ই**—মোটেই না, একটুও নহে (থোড়াই কেয়ার করি)।

থোতনা—বিঃ (অবজ্ঞার্থে) বড় থুতনি। [বাং. থুতনি+আ]।

থোতা—**থোঁতা**১-র রূপভেদ।

থোপ—বিঃ গুচ্ছ (থোপ থোপ ঘাস)। [সং. স্তূপ]।

থোপনা—বিঃ বড় গুচ্ছ (গোরুর লেজের থোপনা) ; (অনাদরে) ভারী চিবুক।

থোপা—বিঃ গুচ্ছ, থোলো (চাবির থোপা)। [বাং. থোপ+আ (স্বার্থে)]।

থোয়া, থোয়ান (-নো)—যথাক্রমে **থ্‌য়া ও থ্‌য়ান**-র রূপভেদ।

থোর, থোরি—বিণঃ (ব্রজ.) অল্প, একটু। [হি. থোর, থোরী<সং. স্তোক]।

থোলো, থ্যাতলা, থ্যাতলান (-নো), থ্যাবড়া, থ্যাবড়ান (-নো)—যথাক্রমে **থলো থেঁতলা থেঁতলান থেবড়া ও থেবড়ান**-র বানানভেদ।

দ

দ১—বাঙ্গালা বর্ণমালার অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। **হাড়গোড়-ভাঙ্গা দ**—জরাজীর্ণতার ফলে ন্যুব্জ ও অথর্ব হইয়া মাথাবুক হাঁটুর মধ্যে ঢুকাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় এমন অবস্থা।

দ২—**দহ**-র সংক্ষিপ্ত রূপ ('পেটে পড়ল দ' : দ্বি. রা)। **দয়ে মজান**—নদীগর্ভের গর্তে ডুবান ; (আল.) বিপদে ফেলা, সর্বনাশ করা।

-দ—বিণঃ প্রদানকারী, দাতা (জলদ, সুখদ)। [সং √দা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-দা**।

দই—বিঃ দধি, দুগ্ধের বিকারবিশেষ। [সং. দধি]। ক্রিঃ **দই পাতা**—দই তৈয়ারি করার জন্য দুধে দম্বল দিয়া উহা পাত্রে রাখা।

দউ—বিণঃ (ব্রজ.) দুই, উভয় ('নয়ন-নলিনী দউ' : বিদ্যা.)। [সং. দ্বৌ]।

দং—**দরুন**-এর সংক্ষিপ্ত লেখ্য রূপ।

দংশ—বিঃ ডাঁশ, বড় মশা। [সং. √দন্‌শ্‌+অ (র্তৃ)]। বি.স্ত্রী: **দংশী**।

দংশক—(১)বিণঃ দংশনকারী। (২)বিঃ ডাঁশ। [সং. দন্‌শ্‌+অক (র্তৃ)]।

দংশন—বিঃ কামড়, দন্তাঘাত। [সং. √দন্‌শ্‌ +অন (ভা)]।

দংশল—ক্রিঃ (ব্রজ.) দংশন করিল। [সং √দংন্‌শ্‌]।

দংশা—ক্রিঃ (সচ. কাব্যে) দংশন করা, দন্তাঘাত করা। [সং. √দন্‌শ্‌+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দংশন করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

দংশিত—বিণঃ দংশন করা বা ছোবল মারা হইয়াছে এমন। [সং. √দন্‌শ্‌+ণিচ্‌+ত]।

দংষ্ট্র—বিঃ দাঁত। [সং. √দন্‌শ্‌+ত্র (ণে)]। বিঃ **দংষ্ট্রা**—দাড়া; বড় দাঁত। বিণঃ **দংষ্ট্রাল, দংষ্ট্রী** (-ষ্ট্রিন্‌)—দংষ্ট্রাবিশিষ্ট, দাঁতাল।

দঃ—দস্তুর-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

দক, দ'ক—বিঃ গভীর কর্দম, পাঁক; কর্দমময় স্থান (দক ভাঙ্গা)। [সং. উদক]। **দকে পড়া**—(আল) হঠাৎ ভীষণ বিপদগ্রস্ত হওয়া।

দক্ষ—(১)বিণঃ নিপুণ, পটু, পারদর্শী। (২)বিঃ প্রজাপতিবিশেষ: ইনি সতী ও নক্ষত্ররূপিণী সপ্তবিংশ কন্যার জনক। [সং. √দক্ষ্‌+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **দক্ষা**। বিঃ **-তা**। বিঃ **-কন্যা**—শিবপত্নী, সতী, দুর্গা। বিঃ **-যজ্ঞ**—প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ (এই যজ্ঞস্থলে শিবপত্নী সতী দক্ষমুখে অনুপস্থিত শিবের তীব্র নিন্দা শুনিয়া মর্মপীড়িতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে শিব অনুচরগণসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দক্ষহত্যা ও যজ্ঞনাশ করেন এবং সতীর শব কাঁধে তুলিয়া প্রলয়-নৃত্য আরম্ভ করেন); (আল.) উপযুক্ত নায়ক-অভাবে প্রলয়কাণ্ড, হট্টগোল।

দক্ষিণ—(১)বিঃ উত্তরের বিপরীত দিক্‌ (দক্ষিণে থাকা বা যাওয়া)। (২)বিণঃ উত্তরের বিপরীত (দক্ষিণ দিক্‌); ডাহিন, বামেতর (দক্ষিণ হস্ত); দক্ষিণদিগ্‌বর্তী (দক্ষিণ সমুদ্র): (আল) যুগপৎ বহু নায়িকায় সমানভাবে অনুরক্ত (দক্ষিণ-নায়ক), সরল, প্রসন্ন, উদার (রুদ্রের দক্ষিণ মুখ)। [সং. √দক্ষ্‌+ইন (র্তৃ)]। বিঃ **-কালিকা, দক্ষিণা কালী**—শিবহৃদয়ে দক্ষিণ পদ স্থাপনকারিণী কালিকাদেবী যিনি অভয়া বরদা ও সর্বপাপহরা। বিঃ **-পশ্চিম**—নৈর্ঋতকোণ। বিঃ **-পূর্ব**—অগ্নিকোণ। বিঃ **-মেরু**—**মেরু** দ্রঃ। বিঃ **-সমুদ্র**—**সমুদ্র** দ্রঃ। বিঃ **-হস্ত**—ডান হাত; (আল.) প্রধান সহায় বা অবলম্বন। **দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার**—ভোজন।

দক্ষিণরায়—বিঃ মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সুন্দরবনের বনদেবতা বা ব্যাঘ্রদেবতা।

দক্ষিণা১—বিঃ ক্রিয়াকর্মান্তে গুরু পুরোহিত প্রভৃতির প্রাপ্য পারিশ্রমিক; শিক্ষাসমাপনান্তে শিষ্য বা ছাত্র কর্তৃক উপাধ্যায়কে প্রদত্ত অর্থ; ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার পর প্রদত্ত অর্থ; প্রণামী; দক্ষিণ দিক্‌ (দক্ষিণাপ্রবণ); পূর্ব নায়কের প্রতি সদ্ভাব নষ্ট হয় নাই এমন নায়িকা। [সং. দক্ষিণ+আ (স্ত্রীলিঙ্গে)]।

দক্ষিণা২—বিণঃ দক্ষিণদিক্‌সম্বন্ধীয়, দক্ষিণদিগ্‌বর্তী (দক্ষিণা রীতি বা লোক); দক্ষিণ দিক্‌ হইতে আগত বা প্রবাহিত (দক্ষিণা বাতাস)। [সং. দক্ষিণ+আ (ভাবার্থে)]।

দক্ষিণা কালী—**দক্ষিণ** দ্রঃ।

দক্ষিণাচল—বিঃ পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পর্বত, মলয়গিরি। [সং. দক্ষিণ+অচল]।

দক্ষিণাচার—বিঃ তান্ত্রিক আচারবিশেষ। [সং. দক্ষিণ+আচার]। **দক্ষিণাচারী** (-রিন্‌)—দক্ষিণাচার পালনকারী।

দক্ষিণান্ত—বিঃ পুরোহিতকে দক্ষিণাদানপূর্বক পূজাদি ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান সমাপন (দক্ষিণান্ত করা)। [সং. দক্ষিণা+অন্ত]।

দক্ষিণাপথ—বিঃ বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদিকে অবস্থিত ভারতবর্ষের অংশ, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। [সং. দক্ষিণা+পথ]।

দক্ষিণাবর্ত—(১)বিণঃ দক্ষিণ বা ডান দিকে পাক খাইয়া গিয়াছে এমন (দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ); দক্ষিণ দিকে আবর্তবিশিষ্ট। (২)বিঃ দক্ষিণাপথ। [সং. দক্ষিণ+আবর্ত]।

দক্ষিণাবহ—বিঃ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়বায়ু। [সং. দক্ষিণ+আ+ √বহ্‌+অ (র্তৃ)]।

দক্ষিণায়ন—বিঃ বিষুব-রেখা হইতে সূর্যের ক্রমশঃ দক্ষিণে গমন; সূর্যের উক্ত গমনকাল (অর্থাৎ একুশে জুন হইতে বাইশে ডিসেম্বর) বা গমনপথ। [সং. দক্ষিণ+অয়ন]। বিঃ **দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত**—সূর্যের দক্ষিণায়নের সীমানিরূপক কল্পিত রেখা, Tropic of Capricorn; মকরক্রান্তি।

দক্ষিনে, (বর্জি.) **দক্ষিণে**—**দক্ষিণা**২-র কথ্য রূপ (দক্ষিনে রীতি)।

দখনে, দখনো—**দাখিন** দ্রঃ।

দখল—বিঃ অধিকার, অধীনতা (দখল করা পাওয়া বা দেওয়া, দখলে থাকা); জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি, পটুতা (অঙ্কে দখল থাকা)। [আ. দখ্‌ল্‌]। বিণঃ **-কার, -দার, দখলিকার, দখলিদার**—(সম্পত্তি) দখল করিয়া আছে এমন, অধিকারী। বিঃ **-নামা**—(সম্পত্তিতে) অধিকারের দলিল। বিণঃ **দখলি, দখলী**—দখলসম্বন্ধীয়; দখলে আছে এমন, অধিকৃত। **দখলি স্বত্ব**—দখলে থাকার ফলে জাত স্বত্ব।

দাখিন—দিগ্‌বাচক **দক্ষিণ**-শব্দের কোমল রূপ। বিণঃ **দাখিনা, দখনে,** (প্রাদে.) **দখনো**—**দক্ষিণা**২-র কোমল ও কথ্য রূপ।

দগড়—বিঃ ঢাকজাতীয় (আনদ্ধ) রণবাদ্যবিশেষ, দামামা। [সং. দ্রগড়]।

দগড়া—বিঃ চাবুকাদিদ্বারা প্রহারের লম্বা দাগ; দড়ির ন্যায় লম্বা দাগ। [দেশী—তু. হি. দগ্‌ড়া =রাস্তা, দাগ]।

দগদগ, দগ্‌দগ্‌—অব্যঃ জ্বলন বা ক্ষতের ভাবপ্রকাশক। বিঃ **দগদগানি, দগ্‌দগানি, দগদগি, দগ্‌দগি**—জ্বালা, পোড়ানি, জ্বলুনি ('হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি': চণ্ডী)। বিণঃ **দগদগে, দগ্‌দগে**—দগদগ করিতেছে এমন।

দগ্ধ, (কাব্যে) **দগধ**—বিণঃ পোড়া, পুড়িয়া গিয়াছে এমন (দগ্ধ কাষ্ঠ); অগ্ন্যুত্তাপে ঝলসিত বা ক্ষত (দগ্ধ মাংস, দগ্ধ হস্ত); উত্তপ্ত (দগ্ধ লৌহ); (আল.) যন্ত্রণাগ্রস্ত, সন্তপ্ত (দগ্ধ হৃদয়), (খেদে) হতভাগ্য (দগ্ধ কপাল); নির্দয় (দগ্ধ বিধাতা); অবজ্ঞেয় (দগ্ধোদর)। [সং. √দহ্‌+ত (র্ম)]।

দগ্ধা১—বিঃ (জ্যোতিষ.) অশুভ তিথি (দিনদগ্ধা, মাসদগ্ধা)। [সং. দগ্ধ+আ (স্ত্রী)]।

দগ্ধা২—ক্রিঃ (প্রায়শঃ কাব্যে) পোড়া; পোড়ান; সন্তপ্ত করা। [বাং. √দগ্ধ্‌ (সং. √দহ্‌)+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পোড়ান, দগ্ধ করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

দঙ্গল—বিঃ দল, ভিড়; কুস্তি। [ফা. দংগল]।

দজ্জাল—বিণঃ দুর্দান্ত, দুষ্ট। [আ.]।

দড়—বিণঃ দৃঢ়, শক্ত (বাঁশের চেড়ে দড়); পটু, দক্ষ (কাজে দড়)। [সং. দৃঢ়]। **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়**—(ব্যঙ্গে) পিতার চেয়ে পুত্রের তেজ বা দক্ষতা অধিক।

দড়কচা, দড়কাঁচা—**দর১** দ্রঃ।

দড়বড়—অব্যঃ দৌড়ানর বা ঘোড়ার কদমের শব্দ। [দেশী]। ক্রি-বিণঃ **দড়বড়ি**—(কাব্যে) দড়বড় করিয়া।

দড়মা—**দরমা**-র প্রাদে. রূপ।

দড়া—বিঃ মোটা দড়ি, রজ্জু, কাছি। [হি. ডোরা, ডোর]। বিঃ **-দড়ি**—সরু ও মোটা বিভিন্ন আকারের দড়িসমূহ।

দড়াম্‌—অব্যঃ কঠিন পদার্থের উপর ভারী বস্তুর পতনের বা হঠাৎ ভারী দরজা সশব্দে খুলিয়া ফেলার বা বন্দুক ছুড়িবার আওয়াজ। [দেশী]।

দড়ি, (বর্জি.) **দড়ী**—বিঃ রজ্জু, রশি। [বাং. দড়া +ই (ক্ষুদ্রার্থে)—তু. হি. ডোরী]। বিঃ **দড়ি-কলসি**—আত্মহত্যার উপকরণ (দড়ি-কলসি জোটে না)। বিণঃ **দড়ি-ছেঁড়া**—দড়ি ছিঁড়িয়াছে এমন; বন্ধনমুক্ত। বিঃ **দড়িদড়া**—রজ্জু এবং বন্ধনের উপযুক্ত অনুরূপ বস্তু।

দণ্ড১—বিঃ সময়ের পরিমাপবিশেষ (=৬০ পল =এক প্রহরের সাড়ে সাত ভাগের এক ভাগ =২৪ মিনিট); লাঠি, ডাণ্ডা (লৌহদণ্ড); লাঠির ন্যায় লম্বা বস্তু, কাঠি (মন্থনদণ্ড); শাস্তি (কারাদণ্ড), গচ্চা, জরিমানা, খেসারত (অর্থদণ্ড, দণ্ড দেওয়া); শাসন, রাজনীতিবিশেষ (সামদানভেদদণ্ড); শাসনদণ্ড, রাজদণ্ড (দণ্ডধর) যুদ্ধ, সৈন্য (দণ্ডনায়ক)। [সং. √দণ্ড্‌+অ]। বিঃ **-কাক**—কাকরূপী যম, দাঁড়কাক। বিঃ **-গ্রহণ**—শাস্তি স্বীকার বা ভোগকরণ; সন্ন্যাসধর্মগ্রহণ। বিঃ **-চক্রাদিন্যায়**—একটি ঘট তৈয়ারী করিতে যেমন দণ্ড চক্র সূত্র মৃত্তিকা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন তেমনি যে কার্য বহু কারণ হইতে উদ্ভূত তাহাই দণ্ডচক্রাদিন্যায়। **-ধর** (১)বিঃ নৃপতি, শাসক, পাপীর শাসক যম; (২)বিণঃ যষ্টিধারী। **-ধারী** (-রিন্‌)—(১)বিণঃ যষ্টিধারী; (২)বিঃ সন্ন্যাসী, রাজা। বিঃ **-ন**—সাজা দেওয়া, শাসন; দমন। বিঃ **-নায়ক**—সেনাপতি; দণ্ডবিধানকর্তা। বিঃ **-নীতি**—রাজ্যশাসন-নীতি; শাস্তিদান-নীতি। বিণঃ **-নীয়, দণ্ড্য**—শাস্তিলাভের যোগ্য। বিণ(স্ত্রী): **-নীয়া**। **-পাণি**—(১)বিণঃ দণ্ডধারী; (২)বিঃ যম। বিঃ **-পাল, -পালক**—দ্বারপাল; শাসনকর্তা। **-বৎ**—(১)অব্য.বিঃ (দণ্ডের ন্যায়) ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম (দণ্ডবৎ করা); (২)অব্য.-বিণঃ ঐভাবে প্রণত (দণ্ডবৎ হওয়া)। **খুরে খুরে দণ্ডবৎ**—(ব্যঙ্গে) পরোক্ষভাবে পশু (কারণ খুরবিশিষ্ট) বলিয়া বর্ণনাপূর্বক নিষ্কৃতিকামনা। **-বিধাতা**—(-র্তৃ)—(১)বিণঃ শাস্তিবিধানকারী; শাসনকারী; (২)বিঃ রাজা, বিচারক। বিঃ **-বিধান**—শাস্তিদান; দণ্ডবিধি। বিঃ **-বিধি**—শাস্তিদান-সম্বন্ধীয় নিয়ম; ফৌজদারী আইন। বিঃ **-মুণ্ড**—অতি সাধারণ শাস্তি হইতে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত সকল প্রকার শাস্তি। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা** (-র্তৃ)—সকল প্রকার শাস্তিদানের অধিকারী অর্থাৎ রাজা শাসক বা বিচারপতি। বিঃ **-যাত্রা**—যুদ্ধযাত্রা; শোভাযাত্রা। ক্রি.বিণঃ **দণ্ডে-দণ্ডে**—প্রতি দণ্ডে; ক্ষণে ক্ষণে; বারবার। **এক দণ্ডে**—মুহূর্তমধ্যে।

দণ্ডক—বিঃ পুরাণোক্ত জনৈক রাজা। [সং.]। বিঃ **দণ্ডকা, দণ্ডকারণ্য**—(দণ্ডক রাজার রাজ্য

যাহা ঋষিশাপে বন হইয়াছিল) গোদাবরী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী অরণ্যময় প্রাচীন প্রদেশ-বিশেষ; অধুনা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদিগের পুনর্বাসনার্থে প্রধানতঃ নির্দিষ্ট।

দণ্ডা—ক্রিঃ শাস্তি দেওয়া। [সং √দণ্ড্ + বাং আ]।

দণ্ডায়মান—বিণঃ দাঁড়াইয়া আছে এমন, খাড়া। [সং √দণ্ডায় + আন (মান) (র্তৃ)]।

দণ্ডার্হ—বিণঃ শাস্তিলাভের যোগ্য, দণ্ডনীয়। [সং দণ্ড + √অর্হ্ + অ (র্তৃ)]।

দণ্ডি—বিঃ (দণ্ড অর্থাৎ চারিহস্ত পরিমাণ আছে এরূপ) যজ্ঞসূত্র বা পৈতা। [সং দণ্ড + বাং ই]।

দণ্ডিত—বিণঃ শাস্তিপ্রাপ্ত। [সং √দণ্ড্ + ত (র্ম)]।

দণ্ডী (-ণ্ডিন্)—(১)বিণঃ দণ্ডধারী। (২)বিঃ রাজা; সন্ন্যাসিবিশেষ; যম। [সং দণ্ড + ইন্]।

দণ্ড্য—বিণঃ দণ্ডনীয়। [সং দণ্ড + য]।

দত—**দোয়াত**-এর কথ্য রূপ।

দত্ত—বিণঃ অর্পিত, প্রদান করা হইয়াছে এমন। [সং √দা + ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **দত্তা**—অর্পিতা, বিবাহের জন্য সম্প্রদান করা হইয়াছে এমন (বাগ্‌দত্তা)। বিঃ **-ক, -দত্তক পুত্র**—পোষ্যপুত্র। বিণঃ **-হারী** (-রিন্), **দত্তাপহারী** (-রিন্)—একবার কিছু দান করিয়া পুনরায় তাহা ফেরত নেয় এমন।

দত্যি—**দৈত্য**-র কথ্য রূপ।

দদ্রু—বিঃ দাদ, চর্মরোগবিশেষ। [সং √দদ্ + রু (র্তৃ)]। বিণঃ **-ঘ্ন**—দাদনাশক।

দধি—বিঃ দই। [সং √ধা + ই (র্তৃ)]। বিঃ **-মঙ্গল**—হিন্দুদের বিবাহাদি-কালে পালনীয় আচার-বিশেষ। বিঃ **-মন্থন**—ঘৃত বা ঘোল উৎপাদনের নিমিত্ত দধি ঘুঁটিয়া ননী নিষ্কাশন। বিঃ **-সার**—মাখন, ননি।

দধীচ, দধীচি—বিঃ পৌরাণিক মুনিবিশেষ: ইঁনি অসুর-নিধনকল্পে বজ্র-নির্মাণের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগপূর্বক স্বীয় পঞ্জরাস্থি দেবতাদের দান করেন; (আল.) বিশ্বের মঙ্গলার্থে আত্মদানকারী মহাপুরুষ। [সং]।

দনুজ—বিঃ (দনুর পুত্র বলিয়া) অসুর, দৈত্য। [সং দনু + √জন্ + অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **দনুজা**। বিণ.বি(স্ত্রী): **-দলনী**—অসুরবিনাশিনী দুর্গা।

দন্ত—বিঃ দাঁত। [সং √দম্ + ত (ণে)]। বিঃ **-কচকচি**—খিচিমিচি ঝগড়া। বিঃ **-কাষ্ঠ**—দাঁতন। বিঃ **-ধাবন**—দাঁতের মাজন, দাঁতন; দাঁত পরিষ্করণ। বিঃ **-বিকাশ**—দাঁত দেখান; দাঁত-খিঁচুনি; (বিদ্রূপে) হাসি। বিঃ **-মঞ্জন**—দাঁত পরিষ্কারকরণ; দাঁতের মাজন। বিঃ **-মাংস, -বেষ্ট**—মাঢী। **-মূলীয়**—(১)বিণঃ দন্তমূল-সম্বন্ধীয়; (২)বিঃ দন্তমূল হইতে উচ্চার্য বর্ণসমূহ অর্থাৎ ত-বর্গ ৯ ল স। বিঃ **-শূল**—দাঁতের যন্ত্রণা বা বেদনা। বিঃ **-স্ফুট**—কামড় দেওয়া; (আল) কঠিন বিষয়ের উপলব্ধি বা অর্থবোধ।

দন্তাবল—বিঃ হস্তী। [সং দন্ত + অস্ত্যর্থে বল]।

দন্তী (-ন্তিন্)—(১)বিণঃ দন্তযুক্ত। (২)বিঃ হস্তী। [সং দন্ত + ইন্]।

দন্তুর—বিণঃ দাঁতাল, বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট। [সং দন্ত + উর]।

দন্তোদ্‌গম—বিঃ মাঢী ভেদ করিয়া নূতন দাঁত বাহির হওয়া। [সং দন্ত + উদ্‌গম]।

দন্ত্য—বিণঃ দাঁত-সম্বন্ধীয়; দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত। [সং দন্ত + য]। বিঃ **-বর্ণ**—দাঁতের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণসমূহ অর্থাৎ ত-বর্গ ৯ ল স।

দপ, দপ্—অব্যঃ হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিবার অব্যক্ত শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **দপদপ, দপ্‌দপ্**—ক্রমাগত দপ্-আওয়াজ করিয়া জ্বলন; (ফোঁড়া ক্ষত প্রভৃতির) টাটানির ভাবসূচক।

দফতর, দপ্তর—বিঃ কার্যালয়, অফিস, কাছারি। [ফা. দফ্‌তর্]। বিঃ **দফতরী, দপ্তরী**—অফিসাদির কাগজ কলম প্রভৃতির ভাণ্ডারী ও পরিবেশক; যে পুস্তকাদি বাঁধাই করে।

দফা—বিঃ কিস্তি, বার (দফায় দফায়); ব্যাপার, অবস্থা (দফা রফা)। [আ দফ্‌অ্]। বিঃ **-নিকাশ, -রফা, -শেষ**—সর্বনাশ, ধ্বংস।

দফাদার—বিঃ অশ্বারোহী সৈন্যদের নায়ক; মজুর চৌকিদার প্রভৃতির সর্দার। [আ. দফাহ্‌দার]।

দফে—অব্যঃ বারে, কিস্তিতে (দফে দফে); পুনশ্চ, আরও। [আ. দফহ্]।

দবদব, দব্‌দব্—**দপ্‌দপ্**-এর রূপভেদ।

দবদবা—বিঃ তেজ, পরাক্রম, জাঁকজমক। [দপ্ দ্রঃ]।

দম১—বিঃ শাসন; ইন্দ্রিয়সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা (শমদম অভ্যাস করা)। [সং √দম্ + অ]।

দম২—অব্যঃ লঘু দড়াম-আওয়াজ। [দেশী]। অব্যঃ **-দম**—ক্রমাগত দম-আওয়াজ। ক্রি-বিণঃ **দমাদম**—দমদম করিয়া (দমাদম পিটান)।

দম৩—বিঃ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস (দম বন্ধ হওয়া) ; গৃহীত শ্বাস বা প্রশ্বাস (দম ফুরান) ; প্রাণবায়ু (দম বাহির হওয়া) ; তামাকাদির ধোঁয়া জোর-টানে পান (গাঁজায় দম) ; ঘড়ি মেসিন প্রভৃতি চালু করিবার জন্য উহাদের স্প্রিংয়ে পাক (ঘড়িতে দম) ; ভাঁওতা, ধাপ্পা (দম দিয়ে ভুলান) ; ভাপ, মৃদু আঁচ (দমে বসান মাংস) ; ব্যঞ্জনবিশেষ (আলুর দম)। [ফা.]। ক্রিঃ **দম দেওয়া**—ঘড়ি মেসিন প্রভৃতি চালু করিবার জন্য উহাদের স্প্রিংয়ে পাক দেওয়া। ক্রিঃ **দম ফাটা**—শ্বাস-ত্যাগ না করিতে পারার ফলে বুক ফাটিয়া যাওয়া ; (আল.) গোপন হৃদয়াবেগে অস্থির হওয়া। ক্রিঃ **দম ফুরান**—ক্লান্ত হইয়া পড়া। ক্রিঃ **দম বাহির হওয়া**—মৃতপ্রায় হওয়া ; পরিশ্রান্ত হওয়া। ক্রিঃ **দম রাখা**—শ্বাস রুদ্ধ করিয়া শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। ক্রিঃ **দম লওয়া**—বিশ্রাম গ্রহণ করা। ক্রিঃ **দম লাগান**—গাঁজা তামাক প্রভৃতির ধোঁয়া একবারে যথাশক্তি গলাধঃকরণ করা। **দম ফেলার অবকাশ**—কিছু-মাত্র বা সামান্যতম অবকাশ।

দমক১—বিণঃ দমনকারী। [সং. √দম্+অক]।

দমক২—বিঃ আকস্মিক বেগ, প্রবল ধাক্কা ; চমকানি (বিজুলি-দমকে)। [হি. দমক]।

দমকল—বিঃ জল তুলিবার বা আগুন নিভাইবার যন্ত্রবিশেষ। [ফা. দম্+হি. কল্]। বিঃ **দমকল-বাহিনী**—দমকলের সাহায্যে আগুন নিভানর (সরকারী) প্রতিষ্ঠানের কর্মিবৃন্দ, ফায়ার ব্রিগেডের (fire brigade) কর্মিবৃন্দ।

দমকা—বিণঃ অকস্মাৎ বেগে আগমনকারী (দমকা বাতাস, দমকা খরচ)। [বাং. দমক+আ]।

দমদম—**দম২** দ্রঃ।

দমদমা—বিঃ চাঁদমারির জন্য নির্মিত উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ। [আ. দম্‌দমহ্]।

দমন—বিঃ শাসন (শত্রুদমন) ; সংযমন (ইন্দ্রিয়-দমন) ; নিবারণ (রোগদমন)। [সং. √দম্+অন (ভা)]। বিণঃ **দমনীয়**—দমনযোগ্য। বিণঃ **দময়িতা** (-তৃ)—দমনকারী, শাসক।

দমবাজ—বিণঃ প্রতারক, ধাপ্পাবাজ। [ফা.]। বিঃ **দমবাজি**—প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি।

দমসম—বিণঃ অতিরিক্ত পানভোজনের জন্য পেট ফুলিয়া রুদ্ধশ্বাস (দমসম হওয়া)। [তু. দম২]।

দমা—(১)ক্রিঃ দমিত হওয়া, হার বা বশ মানা (শত্রু এখনও দমে নি) ; হতাশ হওয়া, উৎসাহ বা উদ্যম হারান (সে দমে গেছে) ; বসিয়া যাওয়া (ছাদটা দমে গেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √দম্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দমন করা, বশে আনা, পরাস্ত করা ; নিরুৎসাহ করা ; নমিত করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

দমাদম—**দম১** দ্রঃ।

দমিত—বিণঃ শাসিত, বশীকৃত, সংযত। [সং. √দম+ণিচ্+ত (র্ম)]।

দমী (-মিন্)—বিণঃ দমনশীল ; জিতেন্দ্রিয়। [সং. √দম্+ইন্ (র্তৃ)]।

দম্‌দম্—**দমদম**-এর বানানভেদ।

দম্পতি, দম্পতী—বিঃ স্বামী ও স্ত্রী। [সং. জায়া+পতি]।

দম্বল—বিঃ দধির যে অংশ দুধে মিশাইয়া নূতন দধি পাতা হয়, দইয়ের সাজা। [সং. দধ্যম্ল]।

দম্ভ—বিঃ অহঙ্কার, দর্প ; আস্ফালন ; ধার্মিকতার ভান। [সং. দম্ভ্+অ (ভা)]। বিণঃ **দম্ভী** (-ম্ভিন্)—দম্ভকারী, আস্ফালনকারী ; ধার্মিক-তার ভানকারী ; প্রবঞ্চক।

দম্ভোক্তি—বিঃ বড়াই, আত্মম্ভরিতাসূচক উক্তি। [সং. দম্ভ+উক্তি]।

দম্ভোলি—বিঃ বজ্র। [সং.]।

দম্য—বিণঃ দমনযোগ্য, দমনসাধ্য। [সং. √দম্+য (র্ম)]।

দয়া—বিঃ পরদুঃখমোচনের প্রবৃত্তি ; পরদুঃখ-কাতরতা, সমবেদনা ; করুণা ; অনুকম্পা ; অনুগ্রহ ; (বিরল) বদান্যতা। [সং. √দয়্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-পরতন্ত্র, -পরবশ**—দয়ার বশীভূত। বিণঃ **-বান্** (-বৎ), **-ময়, -ল, -লু, -শীল**—দয়াগুণসম্পন্ন, করুণাময়, কৃপাময়। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-বতী, -ময়ী, -শীলা**। বিণঃ **-র্দ্র**—দয়ায় হৃদয় কোমল হইয়াছে এমন, দয়াপরবশ।

দয়িত—(১)বিণঃ প্রেমপাত্র, প্রিয়। (২)বিঃ প্রণয়ী, পতি। [সং. √দয়্+ত (র্ম)]। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **দয়িতা**।

দয়েল—**দোয়েল**-এর বানানভেদ।

দর১—(১)বিঃ গহ্বর, গর্ত ; (পর্বতের) ফাটল ; ভয় ; কম্প ; প্রবাহ, স্রোত, ক্ষরণ। (২)অব্য বিণঃ অল্প, ঈষৎ (দরকাচা)। [সং. √দৃ+অ]। বিণঃ **-কচা, -কাঁচা, দড়কচা, দড়কাঁচা**—আধ-পাকা আধ-কাঁচা, জামড়াপড়া। অব্যঃ **-দর**—ক্ষরণ বা

স্রাবের আধিক্য। বিণ: -বিগলিত—তরল হইয়া স্রোতের ন্যায় ক্ষরণশীল।

দর২—বি: দাম, মূল্য; মূল্যের হার, নিরিখ; স্তর, মর্যাদা (উঁচুদরের লোক)। [দেশী]। বি: **দর-কষাকষি**—কম দামে কিনিতে ইচ্ছুক ক্রেতা এবং বেশী দামে বেচিতে ইচ্ছুক বিক্রেতার মধ্যে জিনিসের দর লইয়া তর্কবিতর্ক। বি: **-দস্তুর, -দাম**—জিনিসের দর ও ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাদি।

দরওয়াজা—**দরজা**-র রূপভেদ।

দরওয়ান—**দরোয়ান** দ্র:।

দরকার—বি: প্রয়োজন। [ফা]। বিণ: **দরকারী**—প্রয়োজনীয়।

দরখাস্ত—বি: আবেদনপত্র; আবেদন। [ফা. দরখোআস্ত]। বিণ.বি: **-কারী** (-রিন)—আবেদনকারী।

দরগা—বি: পীরের কবর ও তৎসংলগ্ন পবিত্র স্মৃতিমন্দির। [ফা দর্‌গাহ্‌]।

দরজা—বি: দুয়ার, কবাট; থানার দ্বাররক্ষী কনস্টেবল [ফা. দর্‌রাজহ্‌]।

দরজি, দরজী—বি: কাপড় সেলাই করা বা পোশাক তৈয়ারি করা যাহার পেশা, সূচীকর্ম-জীবী। [ফা.]।

দরদ১—(১)বিণ: ভয়প্রদ। (২)বি: প্রাচীন জাতি-বিশেষ, দেশবিশেষ (বর্তমান দর্দিস্থান)। [সং দর+ √দা+অ (র্তৃ)]।

দরদ২—বি: সমবেদনা; মমতা, আকর্ষণ; ব্যথা, যন্ত্রণা। [ফা. দর্দ্‌]।

দরদালান—বি: আচ্ছাদিত বড় বারান্দাবিশেষ। [ফা]।

দরদী, (কাব্যে) **দরদিয়া**—বিণ.বি: সমব্যথী; মরমী। [বাং. দরদ১+ঈ]।

দরপত্তনি, দরপত্তনী—বি: পত্তনিদারের অধীনস্থ জমির পত্তনি। [ফা.]। বি: **-দার**—দরপত্তনি গ্রহণকারী, দরপত্তনি সম্পত্তির মালিক।

দরপন, দরপণ—**দর্পণ**-এর কোমল রূপ।

দরবার—বি: রাজসভা; সভা; উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানা; আদালত; (দরবারে যাতায়াত-পূর্বক) কোন বিষয়ে তদবির বা আবেদন (দরবার করা)। [ফা.]। বিণ: **দরবারি, দরবারী**—দরবারে যাতায়াতকারী (দরবারী লোক); দরবারের উপযুক্ত বা দরবারে ব্যবহৃত (দরবারী পোশাক); আভিজাত্যপূর্ণ। **দরবারি কানাড়া**—সঙ্গীতের সুরবিশেষ।

দরবেশ—বি: মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির; মিঠাই-বিশেষ। [ফা. দরবেশ]।

দরমা—বি: চাঁচারি হইতে প্রস্তুত আবরণ, টাটি, চাঁচ। [দেশী]।

দরমাহা—বি: মাসিক বেতন, মাহিনা। [ফা. দরমহ্‌]।

দরশ, দরশন—**দর্শন**-এর কোমল রূপ।

দরাজ—বিণ: প্রশস্ত (দরাজ জায়গা); অকৃপণ, খরচে (দরাজ হাত); উদার (দরাজ হৃদয়)। [ফা.]।

দরি—**দরী**১,২ দ্র:।

দরিদ্র—বিণ: অভাবগ্রস্ত, গরিব। [সং. √দরিদ্রা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **দরিদ্রা**। বি: **-তা, দারিদ্র্য**। বি: **-নারায়ণ**—দরিদ্ররূপী নারায়ণ; দরিদ্র জনসাধারণ। বিণ: **দরিদ্রিত**—দরিদ্র হইয়াছে এমন, নির্ধনীভূত, দুর্গত।

দরিয়া—বি: সমুদ্র; (বড়) নদী। [ফা. দর্‌ইয়া]।

দরী১, **দরি**১—বি: গুহা, কন্দর; গভীর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ('গিরিদরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে': সত্যেন্দ্র)। [সং. দর+ঈ, ই]।

দরী২, **দরি**২—বি: শতরঞ্চি, সুজনি। [হি.]।

দরুন—অব্য: জন্য, হেতু, নিমিত্ত (অসুস্থতার দরুন)। [ফা.]।

দরূদ—বি: মুসলমানগণ কর্তৃক মহাপুরুষদের প্রতি সম্মানজ্ঞাপক প্রণতিবিশেষ (হজরত মহম্মদ দঃ)। [ফা.]।

দরোয়ান, দরওয়ান—বি: দরজার প্রহরী, দ্বারবান্‌। [ফা. দর্‌বান]। বি: **দরোয়ানি**—দরোয়ানের কাজ।

দর্গা—**দরগা**-র বানানভেদ।

দর্জি—**দরজি**-র বানানভেদ।

দর্দুর—বি: ভেক, ব্যাঙ; মেঘ; দাক্ষিণাত্যের পর্বতবিশেষ। [সং. √দৃ+উর (র্তৃ)]।

দর্প—বি: অহঙ্কার, দম্ভ। [সং. √দৃপ্‌+অ (ভা)]। বিণ: **-হারী** (-রিন্‌)—দর্পনাশকারী। বিণ: **দর্পিত**—দর্পযুক্ত; দৃপ্ত। বিণ: **দর্পী** (র্পিন্‌)—দর্পকারী, দাম্ভিক।

দর্পণ—বি: দেহের প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য

ব্যবহৃত পালিশ-করা ধাতুফলকবিশেষ ; আয়না, আরশি, মুকুর। [সং. √দৃপ্+অন (র্তৃ)]।

দর্পহারী, দর্পিত, দর্পী—**দর্প** দ্রঃ।

দর্বি, দর্বী—বিঃ রন্ধনাদিতে ব্যবহৃত হাতা। [সং.]। বিঃ **দর্বিকা**—ক্ষুদ্র হাতা, চামচ।

দর্ভ—বিঃ কুশ কাশ দূর্বা প্রভৃতি তৃণ। [সং.]। বিঃ **-ট**—নিভৃত বন বা গৃহ। বিণঃ **-ময়**—কুশাদিতৃণনির্মিত। বিঃ **দর্ভাসন**—কুশাসন ; তৃণাসন।

দর্শক—বিণঃ দর্শনকারী। [সং. √দৃশ্+অক (র্তৃ)]।

দর্শন—বিঃ দৃষ্টিপাত, অবলোকন ; সাক্ষাৎকার (কাহারও দর্শনলাভ) ; ভক্তিভরে অবলোকন (ঠাকুরদর্শন, প্রতিমাদর্শন) ; জ্ঞান (ভূয়োদর্শন, বহুদর্শন) ; চক্ষু, দৃষ্টিশক্তি ; তত্ত্বজ্ঞান, জ্ঞানশাস্ত্র (দর্শনশাস্ত্র, হিন্দুদর্শন) ; দর্পণ, চেহারা (কুদর্শন)। [সং. √দৃশ+অন(ভা)]। **দর্শনদারি (-রী), দর্শনডালি, দর্শনডারি (-রী)**—(১)বিঃ রূপের বিচার ('আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারি') ; (২)বিণঃ সুরূপ, সুদর্শন (দর্শনদারী লোক) [সং. দর্শন+ফা. দার্+বাং. ই]। বিঃ **দর্শনী**—দেখিবার বা পরীক্ষা করার বাবদ পারিশ্রমিক ; দেবাদি দর্শন বাবদ প্রদেয় প্রণামী ; থিয়েটার-বায়স্কোপাদি দেখিবার বাবদ মূল্য ; রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য চিকিৎসকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক বা ভিজিট্ [সং. দর্শন+বাং. ঈ]। বিণঃ **দর্শনীয়**—দর্শনযোগ্য ; সুন্দর, মনোজ্ঞ। [সং. √দৃশ্+অনীয় (র্ম)]। বিণঃ **দর্শয়িতা** (-র্তৃ)—প্রদর্শক ; প্রকাশক। [সং. √দৃশ্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। ক্রিঃ **দর্শা**—দেখা যাওয়া, ঘটা (সুফল দর্শে) [বাং. √দর্শ্ (সং. √দৃশ্)+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দেখান ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ **দর্শিত**—দেখান হইয়াছে এমন। [সং. √দৃশ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণঃ (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) : **-দর্শী** (-র্শিন্)—দর্শনকারী, জ্ঞানী (তত্ত্বদর্শী)। [সং. √দৃশ্+ইন্ (র্তৃ)]।

দল—বিঃ পল্লব, পাতা (বিল্বদল) ; পাপড়ি (শতদল) ; খণ্ড ; সমূহ, পাল, সম্প্রদায় (দস্যুদল) ; জোট (দল বাঁধা) ; পক্ষ, তরফ (দুই দলে লড়াই) ; (ব্যঙ্গে) অসৎ সংসর্গ (দলে মেশা) ; বেধ, স্থূলতা (তক্তার দল) ; জলজ তৃণবিশেষ, দাম (কলমীর দল)। [সং. √দল্+অ]। ক্রিঃ **দল পাকান, দল বাঁধা**—দলে একত্র হওয়া ; দলবদ্ধ হওয়া ; ঘোঁট পাকান। **দলে পুরু**—সংখ্যায় অনেক। বিঃ **-কচু**—বড় বড় পত্রযুক্ত কচুবিশেষ। বিণঃ **-ছাড়া, -চ্যুত, -ভ্রষ্ট**—স্বীয় শ্রেণী বা সমাজ হইতে বিচ্যুত। বিঃ **-পতি**—সর্দার, নেতা, সেনাপতি। বিণঃ **-বদ্ধ**—একদলে মিলিত। বিঃ **-বল**—স্বপক্ষীয় লোকজন ও সৈন্যসামন্ত। বিঃ **দলাদলি**—বিভিন্ন বিরোধী দল গঠন বা তাহাদের মধ্যে বিরোধ। বিণঃ **দলীয়**—দলসম্বন্ধীয় ; দলভুক্ত। ক্রি-বিণঃ **দলে-দলে**—নানা দল বাঁধিয়া ; অধিক সংখ্যায়।

দলদল—অব্যঃ অতিরিক্ত নরমের ভাবপ্রকাশক। [দেশী]। বিণঃ **দলদলে**—অত্যন্ত নরম।

দলন—(১)বিঃ পেষণ, মর্দন ; শাসন, পীড়ন (শত্রুদলন)। (২)বিণঃ দলনকারী; দমনকারী (অসুরদলন)। [সং. √দল্+অন]। বিণ(স্ত্রী): **দলনী**—দমনকারিণী (দানবদলনী)।

দলা১—বিঃ ডেলা, পিণ্ডাকার খণ্ড। [সং. দল (খণ্ড)+বাং. আ (স্বার্থে)]।

দলা২—(১)ক্রিঃ দলন বা মর্দন করা, মাড়ান ; দমন করা (শত্রু দলা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ দলিত। [সং. √দল্+বাং. আ]। বিঃ **-ই-মলাই**—সংবাহন, অঙ্গমর্দন।

দলাদলি—**দল** দ্রঃ।

দলিত—বিণঃ মর্দিত, পিষ্ট (দলিত নাগিনী) ; দমিত, শাসিত ; নিপীড়িত (দলিত হৃদয়)। [সং. √দল+ত (র্ম)]।

দলিল, দলীল—বিঃ লিখিত প্রমাণপত্র ; স্বত্ব-সাব্যস্তকারী পত্র। [আ. দলীল]। বিঃ **-দস্তাবেজ**—বিবিধ দলিল।

দলীয়—**দল** দ্রঃ।

দলুজ—বিঃ বৈঠকখানা। [ফা. দেহ্‌লীজ্]।

দলুয়া, দলো—বিঃ রস-ঝরান গুড় হইতে প্রস্তুত লাল-আভাযুক্ত চিনিবিশেষ। [বাং. দলা+উয়া>ও]।

দশ (-শন্)—(১)বিঃ ১০ সংখ্যা ; (আল.) জনসাধারণ (দেশ ও দশ, দশে বলে) ; বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (দশের একজন)। (২)বিণঃ ১০ সংখ্যক। [সং.]। বিঃ **-ক**—একাধিক অঙ্কের দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক (যেমন, ১২-র ১, ১৮৩-র ৮) ; দশটি বস্তু বিষয় বা প্রাণীর সমষ্টি ; প্রত্যেক শতাব্দীর গোড়া হইতে গণনা করিয়া প্রতি দশ বৎসর কাল (বিংশ শতাব্দীর—প্রথম

দশক=১৯০১-১৯১০, তৃতীয় দশক=১৯২১-১৯৩০)। **দশে মিলি করি কাজ—হারি-জিতি নাহি লাজ**—দল বাঁধিয়া কাজ করিলে ব্যক্তি-বিশেষের দায়দায়িত্ব থাকে না এবং সেইজন্য নির্ভয়ে কাজ করা যায় এবং কার্য সুসম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিঃ **দশকথা**—অনেক কথা; বিবিধ কটুবাক্য। বিঃ **-কর্ম**—গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন বিবাহ: হিন্দুর আচরণীয় এই দশবিধ সংস্কার। বিণঃ **-কর্মান্বিত**—দশকর্মে অভিজ্ঞ বা তাহা পালন করে এমন। বিঃ **-কোষী,** (প্রাদে.) **-কুশী**—কীর্তন-গানের তালবিশেষ। বিঃ **-চক্র**—বহুজনের ষড়যন্ত্র বা কুমন্ত্রণা। **দশচক্রে ভগবান্ ভূত**—দশজনের চক্রান্তে অসম্ভবও সম্ভব হয় (এইরূপ চক্রান্তের ফলেই ভগবান্ নামক ব্যক্তি ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল)। বিঃ **-দশা**—**দশা** দ্রঃ। বিঃ **-দিক্**—**দিক্** দ্রঃ। বিঃ **-নামী**—শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ **-পঁচিশ**—কড়িখেলা-বিশেষ। বিঃ **-বল**—দান শীল ক্ষমা বীর্য ধ্যান যজ্ঞ বল উপায় প্রণিধি জ্ঞান: এই দশবলে বলীয়ান্ বুদ্ধদেব। বিঃ **-ভুজা**—(দশহস্তবিশিষ্টা) দুর্গাদেবী। বিণঃ **-ম**—দশের পূরক; ১০ সংখ্যক। বিঃ **-মহাবিদ্যা**—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা (বা রাজরাজেশ্বরী): আদ্যাশক্তি দুর্গার এই দশ মূর্তি। বিঃ **-মাবতার**—বিষ্ণুর কল্কী অবতার। **-মিক**—(১)বিণঃ দশমাংশ-সম্বন্ধীয়, দশগুণোত্তর, decimal; (২)বিঃ দশমাংশ-প্রকাশক ভগ্নাংশ, এইরূপ ভগ্নাংশযুক্ত গণনা-প্রণালী। বিঃ **-মী**—তিথিবিশেষ। বিঃ **-মূল**—বেল শ্যোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারী গোক্ষুর: এই দশটির মূল বা শিকড়, কবিরাজী পাচন-বিশেষ। বিঃ **-রথ**—যাহার রথ দশদিকেই চলিতে পারে; (রামা.) রামের পিতা। **দশসালা বন্দোবস্ত**—ব্রিটিশ আমলে ভারতে বড়লাট লর্ড কর্ণওআলিস কর্তৃক ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারগণকে দশ বৎসরের জন্য জমিদারির মালিকানা স্বত্বদানের ব্যবস্থা। বিঃ **-হরা**—(যেদিন গঙ্গাস্নানে দশবিধ পাপ হরণ করে) জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমী, গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের দিন; বিজয়া দশমী।

দশন—বিঃ দাঁত; দংশন। [সং. √দন্শ্+অন (ণে, ভা)]।

দশা—বিঃ অবস্থা (দুর্দশা); দীপের পলিতা; বস্ত্রপ্রান্ত; ধরন, গতিক (মনের দশা); অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকীর্তন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা মরণ: মানবমনের এই দশবিধ অবস্থা; গর্ভবাস জন্ম বাল্য (ও শৈশব) কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থবিরতা জরা প্রাণরোধ মৃত্যু: মানবজীবনের এই দশ অবস্থা; (জ্যোতিষ.) মানুষের উপরে জন্মকালে রাশিচক্রের অবস্থান-জনিত প্রভাব (শনির দশা); পরলোকগত ব্যক্তির মৃত্যুর পর দশম দিনে আচরণীয় সংস্কার-বিশেষ; (বৈ. শা.) শ্রবণ কীর্তন স্মরণ অর্চন বন্দন পাদসেবন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন স্বীয়-ভাব: এই দশটি ভক্তিভাব; সমাধি, ভাবাবেশ। [সং. √দন্শ্+অ (ভা)+আ]। **দশায় পড়া**—কীর্তন করিতে করিতে ভাবস্থ হওয়া। বিঃ **-বিপর্যয়**—দুরবস্থা, দুর্দশা।

দশানন—বিঃ দশমস্তকবিশিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ। [সং. দশ+আনন]।

দশাবতার—বিঃ মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র বলরাম (মতান্তরে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ-বলরাম) বুদ্ধ কল্কি: বিষ্ণুর এই দশ অবতার বা মূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবীতে আবির্ভাব। [সং. দশ+অবতার]।

দশা-বিপর্যয়—**দশা** দ্রঃ।

দশাশ্ব—বিঃ (দশ অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করেন বলিয়া) চন্দ্রদেব। [সং. দশ+অশ্ব]। বিঃ **-মেধ**—দশবার কৃত অশ্বমেধ যজ্ঞ।

দশাসই—বিণঃ লম্বাচওড়া, দীর্ঘদেহী। [বাং. দশ+সই (পর্যন্ত অর্থে)]।

দশাহ—(১)বিঃ দশ দিন; দশদিনব্যাপী উৎসব। (২)বিণঃ দশদিনব্যাপী, দশম দিনে কর্তব্য (দশাহ-কৃত্য=শ্রাদ্ধাদি)। [সং. দশ+অহন্]।

দশি, দশী—বিঃ কাপড়ের ছিলা ছেঁড়া পাড় ফালি বা সুতা। [সং. দশা+বাং. ই, ঈ (স্বার্থে)]।

দষ্ট—বিণঃ দংশিত (সর্পদষ্ট); দন্তদ্বারা বিদীর্ণ বা ছিন্ন (কীটদষ্ট)। [সং. √দন্শ্+ত]।

আদিতে **দজ-** ও **দশ-**যুক্ত যেসকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **দজ** ও **দশ** দ্রঃ।

দস্তক—বিঃ সমন, পরওয়ানা; গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। [ফা.]।

দস্তখত, দস্তখৎ—বিঃ স্বাক্ষর। [ফা. দস্তখৎ]। বিণঃ **দস্তখতী**—দস্তখৎযুক্ত, স্বাক্ষরিত।

দস্তা—বিঃ ধাতুবিশেষ, zinc। [হি. জস্তা < সং. যশদ]।

দস্তানা—বিঃ হাতের (মুঠির) আবরণবিশেষ, হাতমোজা, gloves। [ফা.]।

দস্তাবেজ, দস্তাবিজ—বিঃ দলিল। [ফা. দস্তাবেজ]।

দস্তুর—বিঃ প্রথা, নিয়ম, কায়দা। [ফা.]। অব্যঃ **-মত, -মাফিক**—যথারীতি; যথেষ্ট, বিলক্ষণ।

দস্তুরি—বিঃ দ্রব্যাদি বিক্রয়কালে বিক্রেতা মূল্যের যে অংশ ছাড়িয়া দেয়, discount; খরিদ্দার জোটাইয়া আনার দরুন পারিশ্রমিকরূপে প্রাপ্য দ্রব্যাদির মূল্যের অংশ, দালালি বা কমিশন। [ফা.]।

দস্যি—বিণঃ (আদরসূচক কথা) দুরন্ত (দস্যি ছেলে)। [সং. দস্যু]। বিঃ **-পনা**—দুরন্ত স্বভাব বা আচরণ।

দস্যু—বিঃ ডাকাত, লুঠেরা। [সং. √দস্+যু (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -বৃত্তি**।

দহ—বিঃ নদ্যাদির অতলস্পর্শ ও ঘূর্ণিময় অংশ; ঘূর্ণিজল; হ্রদ; গভীর গর্ত; (আল.) কঠিন সঙ্কট। [সং. হ্রদ]।—দ$_২$-ও দ্রঃ।

দহই—ক্রিঃ (ব্রজ.) দগ্ধ করে। [সং. √দহ্]।

দহন—(১)বিঃ অগ্নি; অগ্নিক্রিয়া অর্থাৎ পোড়া; জ্বলন, (আল) যন্ত্রণা। (২)বিণঃ দহনকারী (বিশ্বদহন ক্রোধাগ্নি)। [সং √দহ্+অন]। বিণঃ **দহনীয়**—দহনযোগ্য, দাহ্য।

দহরম—বিঃ ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা আত্মীয়তা; বন্ধুত্ব। [ফা. দর্হম্]। বিঃ **-মহরম**—গভীর অন্তরঙ্গতা, মাখামাখি।

দহল—ক্রিঃ (ব্রজ.) দগ্ধ করিল। [সং. √দহ্]।

দহলা—বিঃ দশ-ফোঁটা-চিহ্নিত খেলিবার তাস। [হি.]।

দহা—ক্রিঃ দগ্ধ করা বা হওয়া, পোড়ান বা পোড়া। [সং. √দহ্+বাং. আ]।

দাঁহি—দধি-র বিকৃত রূপ। [তু. হি. দহি]।

দহ্যমান—বিণঃ দগ্ধ হইতেছে এমন। [সং. √দহ্+আন (মান) (র্ম)]।

দা$_১$—দাদা-র সংক্ষিপ্ত রূপ (বড়দা)।

দা$_২$— -দ-এর স্ত্রীলিঙ্গ (প্রাণদা)।

দা$_৩$—বিঃ কাটারি। [সং. দাত্র]। বিণঃ **দা-কাটা**—দা দিয়া কুচান হইয়াছে এমন (দা-কাটা তামাক)।

দাই—ধাই-র চলিত রূপ।

দাইল—দাল-এর বর্জি. রূপ।

দাউদাউ—অব্যঃ প্রবলভাবে আগুন জ্বলার অব্যক্ত আওয়াজ বা ভাবসূচক। [দেশী]।

দাও—বিঃ (প্রাদে.) দা, কাটারি। [সং. দাত্র]।

দাওয়া$_১$—বিঃ স্বত্ব, অধিকার, পাওনা। [আ. দাবা—তু. হি. দাবা]।

দাওয়া$_২$—বিঃ বারান্দা, রোয়াক। [দেশী]।

দাওয়া$_৩$, দাওয়াই—বিঃ ঔষধ। [আ. দৱা]। বিঃ **-খানা**—ঔষধালয়, ডাক্তারখানা।

দাওয়াদ—বিঃ নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ। [ফা.]।

দাওয়ান—দেওয়ান-এর রূপভেদ।

দাঁও, দাঁ—বিঃ সুযোগ (দাঁও পাওয়া); সহজে মোটা লাভ (দাঁও মারা)। [সং. দান]।

দাঁড়—(১)বিঃ নৌকার বৃহৎ ক্ষেপণীবিশেষ (দাঁড় টানা বা মারা); গৃহপালিত পক্ষীদের বসিবার দণ্ড। (২)বিণঃ দণ্ডায়মান, খাড়া; সুপ্রতিষ্ঠিত (কারবার দাঁড় করান); অপেক্ষারত (তাকে দাঁড় করিয়ে এসেছি); রুদ্ধগতি (গাড়ি দাঁড় করান); উপস্থিত (সাক্ষী দাঁড় করান); উত্থাপিত, দায়ের (মামলা দাঁড় করান)। [সং. দণ্ড]।

দাঁড়কাক—বিঃ ঘোর কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট কাকবিশেষ। [সং. দণ্ডকাক]।

দাঁড়া$_১$—বিঃ মেরুদণ্ড (শিরদাঁড়া)। [সং. দণ্ড]।

দাঁড়া$_২$—বিঃ প্রথা, রেওয়াজ, ধারা (উলটা দাঁড়া)। [সং. ধারা]।

দাঁড়া$_৩$—ক্রিঃ দাঁড়ান। [সং. √দণ্ডায়]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ খাড়া হওয়া, দণ্ডায়মান হওয়া (উঠিয়া দাঁড়ান); অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা (তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছি); সবুর বা বিলম্ব করা (একটু দাঁড়াও); গতি সংবরণ করা, থামা (গাড়ি দাঁড়ান); সঞ্চিত হওয়া, জমা (রাস্তায় জল দাঁড়ান); সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া (স্কুলটি দাঁড়িয়ে গেল); শেষ হওয়া (এ ব্যাপার কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে); পরিণত হওয়া (বন্ধু হয়ে দাঁড়ান); পক্ষ সমর্থন করা (আমার হয়ে যে উকিল দাঁড়িয়েছে); (২)বিণঃ দণ্ডায়মান, খাড়া। (৩)বিঃ দণ্ডায়মান হওয়া, দণ্ডায়মান অবস্থা বা দাঁড়ানর ভঙ্গি (তাহার দাঁড়ান দেখলে হাসি পায়)।

দাঁড়া-গুয়া-পান—বিঃ মঙ্গলাচরণে বা বরণকার্যে ব্যবহার্য অখণ্ডিত সুপারি ও পান। [?]।

দাঁড়ান, দাঁড়ানো—**দাঁড়া৩** দ্রঃ।

দাঁড়াশ—বিঃ সর্পবিশেষ। [দেশী]।

দাঁড়ি—বিঃ পূর্ণচ্ছেদ (।); তুলাদণ্ড। [বাং. দাঁড়+ই (ক্ষুদ্রার্থে)]। বিঃ **-পাল্লা**—তুলাদণ্ড।

দাঁড়ী—বিঃ যে নৌকার দাঁড় টানে। [বাং. দাঁড়+ঈ (জীবিকার্থে)]।

দাঁত—বিঃ দন্ত। [সং. দন্ত]। ক্রিঃ **দাঁত কনকন করা**—দাঁতে যন্ত্রণা বা ঠাণ্ডাজনিত তীব্র অনুভূতি হওয়া। ক্রিঃ **দাঁত খিঁচান**—দাঁত বাহির করিয়া তিরস্কার করা। ক্রিঃ **দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না জানা**—যথাকালে সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা। ক্রিঃ **দাঁত ফোটান, দাঁত বসান**—কামড়ান; (আল) উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়া। ক্রিঃ **দাঁত বাঁধান**—(দাঁত পড়িয়া গেলে বা তাহা উঠাইয়া ফেলা হইলে) নকল দাঁত বসান। ক্রিঃ **দাঁত ভাঙা**—(আল.) শক্তি বা দর্প চূর্ণ করা। ক্রিঃ **দাঁতে কুটো করা**—অত্যন্ত হীনভাবে বশ্যতা বা পরাজয় স্বীকার করা। ক্রিঃ **দাঁতে দাঁত লাগা**—শীতের দরুণ উপর পাটির দাঁতের সহিত নিচের পাটির দাঁতের ক্রমাগত ঠোকাঠুকি হওয়া; ভয় মূর্ছা প্রভৃতির দরুন উপর ও নিচের দুই পাটি দাঁত পরস্পর দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া থাকা। **আক্কেল দাঁত**—**আক্কেল** দ্রঃ। **গজ দাঁত**—দাঁতের পাশ দিয়া যে বাড়তি দাঁত উঠে, শাখাদন্ত। **দুধে দাঁত**—দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রথমোদ্গত দাঁত। বিঃ **-কনকনানি**—দাঁতের যন্ত্রণা; দাঁতে ঠাণ্ডাজনিত তীব্র অনুভূতি। বিঃ **-কপাটি**—দাঁতে দাঁত লাগা অবস্থা। বিঃ **-খিঁচুনি**—দাঁত বাহির করিয়া তিরস্কার। বিণঃ **দাঁত-ভাঙা**—(শব্দাদি-সম্বন্ধে) দুরুচ্চার্য; দুর্বোধ্য। বিণঃ **দাঁতাল, দাঁতালো**—(বৃহৎ বা ধারাল) দন্তযুক্ত।

দাঁতন—বিঃ দন্তধাবন, দাঁত পরিষ্কারকরণ; দাঁত মাজিবার জন্য ব্যবহৃত নিম বাবলা প্রভৃতি গাছের ডাল। [সং. দন্তধাবন]।

দাঁত-ভাঙা, দাঁতাল, দাঁতালো—**দাঁত** দ্রঃ।

দাক্ষায়ণী—বিঃ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা; সতী। [সং. দক্ষ+আয়ন (অপত্যার্থে)+ঈ]।

দাক্ষিণাত্য—(১)বিণঃ দক্ষিণদেশীয়; দক্ষিণাপথে স্থিত বা জাত। (২) (অশু.) বিঃ বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদিকস্থ ভারতবর্ষের অংশ, দক্ষিণাপথ। [সং. দক্ষিণা+ত্য]।

দাক্ষিণ্য—বিঃ দয়া, অনুগ্রহ; ঔদার্য; সৌজন্য; সারল্য। [সং. দক্ষিণ+য (ভা)]।

দাখিল—বিণঃ পেশ, উপস্থাপিত (দাখিল করা); শামিল, তুল্য (মরার দাখিল)। [আ.]। বিঃ **-খারিজ**—সরকারী রেকর্ডে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতির পুরাতন মালিকের নাম কাটিয়া নূতন মালিকের নাম লিখন। বিণঃ **দাখিলি, দাখিলী**—পেশ করা হইয়াছে এমন।

দাখিলা—বিঃ (প্রধানতঃ জমিদার কর্তৃক প্রজাকে প্রদত্ত) খাজনা-প্রাপ্তির রসিদ। [আ.]।

দাখিলি, দাখিলী—**দাখিল** দ্রঃ।

দাগ—বিঃ চিহ্ন, ছাপ (কালির দাগ); মরিচা (লোহায় দাগ ধরা); কলঙ্ক (চরিত্রের দাগ); রেখা (দাগ কাটা); পরিচয়-চিহ্ন, মার্কা (দাগ দেওয়া), (আল.) মালিন্য, অভিমান (মনের দাগ)। [ফা.]। বিঃ **-বিলি**—জমি ও প্রজার বিবরণ।

দাগড়া—**দগড়া**-র রূপভেদ।

দাগরাজি—বিঃ (ছাদ ইত্যাদির) ভাঙা বা ফাটা মেরামত; জীর্ণসংস্কার। [ফা. দাগ্‌রাজী]।

দাগা১—**গাদা২**-র রূপভেদ।

দাগা২—(১)ক্রিঃ অঙ্কিত করা (গায়ে হরিনাম দাগা); (তপ্ত লৌহাদিদ্বারা) চিহ্নিত করা (ষাঁড় দাগা); ছোঁড়া (কামান দাগা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. দাগ+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অঙ্কিত করান; চিহ্নিত করান; ছোঁড়ান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

দাগা৩—বিঃ আঘাত, মর্মবেদনা (মনে দাগা দেওয়া বা পাওয়া); বিশ্বাসঘাতকতা, বঞ্চনা (দাগাবাজ); আঁকিয়া-দেওয়া হস্তলিপির আদর্শ (দাগা বুলান)। [ফা. দগা]। **দাগা বুলান**—হস্তলিপির আদর্শের উপর রেখা টানিয়া টানিয়া লেখা অভ্যাস করা। বিণঃ**-দার**—অনিষ্টকারী; কলঙ্কদাতা; বিশ্বাসঘাতক। বিঃ **-দারি**। বিণঃ **-বাজ**—বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, শঠ। বিঃ **-বাজি**—প্রতারণা, জুয়াচুরি।

দাগী—বিণঃ দাগযুক্ত (দাগী আম); কলঙ্কিত; চিহ্নিত; পূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত, ঘাগী (দাগী চোর)। [বাং. দাগ+ঈ]।

দাঙ্গা—বিঃ বহু লোকের মারামারি, কাজিয়া। [হি.]। বিণঃ **-বাজ**—দাঙ্গা করিতে পটু বা অভ্যস্ত। বিঃ **-হাঙ্গামা**—ক্রমাগত বা বিবিধ দাঙ্গা।

দাড়া, দাঢ়া—বিঃ বড় দাঁত বা হুল; কাঁকড়া বা চিংড়ির দাঁতযুক্ত লম্বা ঠ্যাং (গলদা চিংড়ির দাড়া)। [সং. দাঢ়া]।

দাড়ি, দাঢ়ি—বিঃ চিবুক, থুতনি ; শ্মশ্রু, গাল ও চিবুকের লোম। [সং. দাঢ়িকা]। বিণঃ **-য়াল, দেড়েল, দেড়ে**—(ঘন) শ্মশ্রুযুক্ত। বিঃ **চাপদাড়ি**—সমস্ত চোয়াল ও চিবুক জোড়া শ্মশ্রু। বিঃ **ছাগল দাড়ি**—ছাগলের ন্যায় মাত্র চিবুকে পাতলা দাড়ি।

দাড়িম্ব, দাড়িম—বিঃ ডালিম গাছ বা ফল। [সং]।

দাণ্ডা—বিঃ ডাণ্ডা। [সং দণ্ড]।

দাতব্য—বিণঃ দেয়, দানযোগ্য, দান করা হয় এমন (দাতব্য ঔষধ)। [সং. √দা+তব্য]।

দাতা (-তৃ)—বিণঃ দানকারী, দানশীল, বদান্য ; প্রদানকারী (করদাতা)। [সং. √দা+তৃ (তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **দাত্রী**। বিঃ **-কর্ণ**—(আল) অতিশয় দানশীল ব্যক্তি। বিঃ **দাতৃত্ব**—দানশীলতা, বদান্যতা।

দাত্যূহ—বিঃ ডাকপাখি ; চাতক। [সং.]।

দাত্র—বিঃ দা, কাটারি। [সং]।

দাত্রী—দাতা দ্রঃ।

দাদ১—বিঃ চর্মরোগবিশেষ। [সং. দদ্রু]।

দাদ২—বিঃ প্রতিশোধ। [ফা.]। ক্রিঃ **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ নেওয়া।

দাদখানি — বিঃ অত্যুৎকৃষ্ট চাউলবিশেষ। [বাঙ্গালার সুলতান দাউদ খাঁ (-খান)+বাং. ই]।

দাদন—বিঃ অগ্রিম প্রদত্ত মূল্য বা মূল্যের অংশ, বায়না। [ফা]। বিঃ **-দার**—দাদনদাতা।

দাদরা—বিঃ সঙ্গীতের তালবিশেষ। [সং. দর্দুর]।

দাদা—বিঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; ঠাকুরদাদা, পিতামহ, মাতামহ ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতি বা বয়ঃকনিষ্ঠকে স্নেহসম্বোধন, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভাই বা একদলভুক্ত ব্যক্তি বা যে-কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক সম্বোধন। [সং. তাত]। বিঃ **-বাবু**—বড়ভাইয়ের ন্যায় শ্রদ্ধেয় মনিব ; (প্রাদে.) বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি। বিঃ **-ঠাকুর**—হিন্দু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি কর্তৃক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন। বিঃ **-মহাশয়**—পিতামহ বা মাতামহ। বিঃ **-শ্বশুর**—পতি বা পত্নীর পিতামহ বা মাতামহ।

দাদী—বিঃ (মুস. বা হি.) পিতামহী, মাতামহী। [হি.]।

দাদু—বিঃ মাতামহ ; (আদরে) দাদা (সকল অর্থে)। [দাদা দ্রঃ]।

দাদুপন্থী, দাদূপন্থী—বিঃ ভক্ত দাদুর মতাবলম্বী উদার ধর্ম-সম্প্রদায়বিশেষ।

দাদুরী—বিঃ (কাব্যে) ভেক, ব্যাঙ। [সং. দর্দুর]। বি(স্ত্রী)ঃ **দাদুরী**।

-দান১—বিঃ পাত্র, আধার (আতরদান)। [ফা.]।

দান২—বিঃ অর্পণ, প্রদান ; বিতরণ (অন্নদান) ; উৎসর্গ, সম্প্রদান (কন্যাদান) ; ত্যাগ (দানব্রত) ; দত্ত বস্তু (মহামূল্য দান) ; পালা (খেলার প্রথম দান), পাশাদি খেলায় ছক নিক্ষেপ (দান দেওয়া)। [সং. √দা+অন (ভা)]। **যেমন দান তেমনি দক্ষিণা**—নিকৃষ্ট দানের বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিকৃষ্ট কাজ। বিঃ **-ধর্ম**—দানশীলতারূপ ধর্ম। বিঃ **-ধ্যান**—দান ও উপাসনা, দানব্রত ও ধর্মাচরণ। বিঃ **-পত্র**—স্বত্বত্যাগপূর্বক কাহাকেও কিছু দান করিবার দলিল। বিণঃ **-বীর, -শৌণ্ড**—অতি বদান্য। বিণঃ **-শীল**—বদান্যস্বভাবযুক্ত। বিঃ **-সজ্জা, -সামগ্রী**—(বিবাহে) দানের জন্য সাজাইয়া রাখা দ্রব্যসামগ্রী। বিঃ **-সাগর**—শ্রাদ্ধকর্তা কর্তৃক ষোলটি ষোড়শদান।

দানব—বিঃ দনুর পুত্র, অসুর, দৈত্য। [সং. দনু+অ]। বি(স্ত্রী)ঃ **দানবী**। বিঃ **-দলনী**—অসুরনাশিনী দুর্গাদেবী। বিঃ **দানবারি**—দানবের শত্রু, দেবতা, দানববধকর্তা ; বিষ্ণু।

দানা১—**দানব**-এর কথ্য রূপ।

দানা২—বিঃ ছোলা মটর কলাই প্রভৃতি শস্য বা তাহাদের বীজ, বীজ, বীচি (ডালিমের দানা) ; ক্ষুদ্র গুটিকার ন্যায় গোলাকার পদার্থ (সাগুদানা) ; মটরাকৃতি স্বর্ণগুটিকাসমূহে গ্রথিত কণ্ঠহারবিশেষ, খাদ্য (দানাপানি)। [ফা.]। বিঃ **-পানি**—অন্নজল। **দানাদার**—(১) বিণঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকায় গঠিত, দানাওয়ালা, (২)বিঃ দানাওয়ালা মিঠাইবিশেষ। [ফা. দানা+দার]।

-দানী১— **-দান**১-এর রূপভেদ।

দানী২ (-নিন্)—বিণঃ দানশীল। [সং. দান+ইন্]।

দানী৩—বিঃ (প্রা. বাং.) হাটে বা পারঘাটে শুল্ক আদায়কারী, ঘাটোয়াল। [বাং. দান২+ঈ]।

দানীয়—(১)বিণঃ দানের যোগ্য। (২)বিঃ দানের পাত্র বা বস্তু। [সং. √দা+অনীয়]।

দানেশমন্দ—বিঃ পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। [ফা. দানিশ্‌মন্দ্]। **দানেশমন্দি, দানেশমন্দী** — পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা জ্ঞানগর্ভ।

দানো—**দানব**-এর কথ্য রূপ।

দান্ত১—বিণ: দন্ত-সম্বন্ধীয়; দন্তনির্মিত। [সং. দন্ত +অ (ভা)]।

দান্ত২—বিণ: জিতেন্দ্রিয়, দমিত, সংযত; তপঃ-ক্লেশসহিষ্ণু; শাসিত। [সং. √দম্ + ত]। বিঃ **দান্তি**—ইন্দ্রিয়দমন; সংযম।

দাপ—বিঃ অহঙ্কার; দাপট। [সং. দর্প]।

দাপক—বিঃ যে দেওয়ায়। [সং. √দা ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

দাপট—বিঃ তেজ, ভীষণ প্রতাপ বা দর্পোদ্ধত স্বভাব (জমিদারের দাপট)। [বাং. দাপ + ট]।

দাপন—বিঃ দান করান। [সং. √দা + ণিচ্ + অন (ভা)]।

দাপদাপ—**দপদাপ**-এর রূপভেদ।

দাপনা—**দাবনা**-র রূপভেদ।

দাপা—ক্রিঃ দাপান। [বাং. দাপ + আ]। বিঃ **-দাপি**—পুনঃপুনঃ দাপানি; দাপট দেখাইয়া ছুটাছুটি বা হৈচৈ বা গোলমাল; দুরন্তপনা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ আস্ফালন করা; ছটফট করা; দাপাদাপি করা; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-নি**—দাপাদাপি।

দাপিত—বিণ: দেওয়ান হইয়াছে এমন; দণ্ডিত, শাসিত। [সং. √দা + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

দাব১—বিঃ চাপ, শাসন, দমন (দাবে রাখা); তাড়না। [হি.]।

দাব২—বিঃ বন (দাবানল); বনাগ্নি; অগ্নি; তাপ। [সং.]। বিণ: **-দগ্ধ**—বনাগ্নিতে দগ্ধীভূত। বিঃ **-দাহ**—বনাগ্নির তাপ; (আল.) তীব্র যন্ত্রণা।

দাবড়া—ক্রিঃ দাবড়ান। [দেশী—তু. দাপ]। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ ধমক দেওয়া, (শাসনের) ভয় দেখান, পিছনে ধাওয়া করা; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-নি, দাবড়ি**—ধমক, (শাসনের) ভয়প্রদর্শন; তাড়না, তাড়া।

দাবনা—বিঃ উরুর মাংসল স্থল। [দেশী]।

দাবা১—ক্রিঃ দমন করা (দাবিয়া রাখা), চাপা, টেপা (পা দাবা)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [দাপ দ্রঃ]।

দাবা২—বিঃ শতরঞ্চ খেলা; ঐ খেলার ঘুঁটি-বিশেষ, মন্ত্রী। [দেশী]।

দাবাই—**দাওয়াই**-র রূপভেদ।

দাবাগ্নি, দাবানল—বিঃ বৃক্ষে বৃক্ষে ঘর্ষণজাত অরণ্য-দহনকারী অগ্নি। [সং. দাব২ + অগ্নি, অনল]।

দাবাড়ে, দাবাড়ু—বিঃ শতরঞ্চ খেলোয়াড় বা ঐ খেলায় পটু ব্যক্তি। [বাং. দাবা২ + ড়িয়া]।

দাবান, দাবানো—(১)ক্রিঃ দমন করা (শত্রুকে দাবান); টেপা বা টেপান (নিজের বা পরের পা দাবান); চাপ দিয়া নিচু করা (মাটি দাবান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [দাবা১ দ্রঃ]।

দাবাবড়ে, দাবাবোড়ে—বিঃ শতরঞ্চ খেলা বা ঐ খেলার বিভিন্ন ঘুঁটি। [বাং. দাবা২ + বড়ে]।

দাবি, (বর্জি.) **দাবী**—বিঃ অধিকার, স্বত্ব (এ জমিতে তাহার দাবি নাই); অধিকারঘোষণা (দাবি করা); প্রার্থনা, নালিশ। [আ. দাআবী]। বিঃ **-দাওয়া** — অধিকার ও তৎসম্পর্কিত ঘোষণা; অভাব-অভিযোগ। বিণ বিঃ **-দার**—ওয়ারিস, যে দাবি করে; দাবিসম্পন্ন লোক।

দাম১ (-মন্)—বিঃ দড়ি, সুতা (দামোদর); রেখা (বিদ্যুদ্দাম); মালা (কুসুমদাম), গুচ্ছ (কেশ-দাম); দল, জলজ তৃণবিশেষ। [সং.]।

দাম২—বিঃ মূল্য, দর। [সং দ্রম্ম < গ্রী. drachma]।

দামড়া—বিঃ ছিন্নমুষ্ক ষণ্ড; বলদ। [< সং. দম্য (= বাছুর)]।

দামামা—বিঃ ঢাকজাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ। [ফা. দামামহ্]।

দামাল—বিণ: দুর্দান্ত, অতি দুরন্ত বা অশান্ত (দামাল ছেলে)। [দেশী—তু. সং. দুর্দম]।

দামিনী—বি(স্ত্রী): বিদ্যুৎ। [সং. দাম + ইন্ + ঈ (স্ত্রী)]।

দামী—বিণ: মূল্যবান্। [বাং. দাম২ + ঈ]।

দামোদর— বিঃ (যশোদাকর্তৃক উদরে অর্থাৎ কোমরে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ; বিষ্ণু; বঙ্গের নদবিশেষ। [সং. দামন্ + উদর]।

দাম্পত্য—(১) বিণ: দম্পতি-সম্বন্ধীয়। (২) বিঃ দম্পতি-সম্বন্ধ বা অবস্থা, পতিপত্নীর প্রণয়। [সং. দম্পতি + য]।

দাম্ভিক—বিণ: দম্ভ-প্রকাশকারী, গর্বিত, অহঙ্কারী। [সং. দম্ভ + ইক]। বিঃ **-তা**।

দায়১—বিঃ পৈতৃক ধন, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। [সং. √দা (+ য্) + অ (ম)]। বিঃ **-ভাগ**—জীমূতবাহনকৃত পৈতৃক ধনের বিভাগ সম্পর্কিত প্রাচীন আইনগ্রন্থবিশেষ।

দায়২—বিঃ সঙ্কট, বিপদ্ (দায়ে ঠেকা); গরজ, প্রয়োজন (কি দায়ে পড়েছে); গুরুতর কর্তব্য

(মাতৃদায়); দায়িত্ব, ঝুঁকি (পরের দায় ঘাড়ে নেওয়া); অপরাধ (ডাকাতির দায়ে ধরা পড়া)। [সং.—বাং. বিশেষ অর্থে]। ক্রিঃ **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—সঙ্কটাপন্ন হওয়া; বাধ্য হওয়া।

-দায়ক—বিণ: দাতা, প্রদানকারী (ক্লেশদায়ক)। [সং. √দা+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-দায়িকা**।

দায়গ্রস্ত—বিণ: বিপদ্‌গ্রস্ত; দায়িত্ব ও কর্তব্যে ভারাক্রান্ত। [দায়২+গ্রস্ত]।

দায়ভাগ—**দায়১** দ্রঃ।

দায়রা—বিঃ উচ্চ ফৌজদারি আদালত, (পরি.) দণ্ডসত্র, সেসন কোর্ট। [ফা.]। বিণ: **-সোপরূদ্দ, -সোপর্দ**—উচ্চ ফৌজদারি আদালতে বিচারার্থ প্রেরিত।

দায়াদ—বিঃ উত্তরাধিকারের দাবিদার; পুত্র; পৈতৃক ধনভাগী; জ্ঞাতি। [সং.]। **দায়াদী**—(১)বি(স্ত্রী): কন্যা; উত্তরাধিকারিণী; (২)বিণ: উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

দায়িক—বিণ: দায়ী; ঋণগ্রস্ত, খাতক। [বাং. দায়+ইক]।

-দায়িকা— **-দায়ক** দ্রঃ।

দায়িত্ব, দায়িনী—**দায়ী** দ্রঃ।

দায়ী (-য়িন্)—বিণ: দায়ক, প্রদানকারী (কষ্টদায়ী); (বাং.) ঝুঁকি বা দায়িত্ব বর্তিয়াছে এমন (এ কাজের জন্য সে দায়ী); দায়িক, অপরাধী, জবাবদিহি করিতে বাধ্য। [সং. দায়+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **দায়িনী**—প্রদানকারিণী। বিঃ **দায়িত্ব**—(সং.) দাতৃত্ব, (বাং.) কর্তব্যভার (দায়িত্ব পালন); ঝুঁকি (কাজের দায়িত্ব); জবাবদিহির প্রয়োজনপূর্ণ সম্পর্ক, ফলাফলের দায় লইয়া পরিচালনা (নিজের দায়িত্বে কাজ); দোষ (ভুলের দায়িত্ব)।

দায়ের—বিণ: বিচারার্থ আদালতে উপস্থাপিত, রুজু (মামলা দায়ের করা)। [ফা.]।

দার১—বিঃ পত্নী, স্ত্রী। [সং. √দৃ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কর্ম, -গ্রহণ, -পরিগ্রহ**—বিবাহ।

-দার২—প্রত্যয়: যুক্ত (জরিদার), দায়ক, উৎপাদক (মজাদার), মালিক (জমিদার), অধিকারী (পাওনাদার), অধ্যক্ষ (থানাদার), বৃত্তি-অবলম্বনকারী (ব্যবসাদার, বাজনাদার), প্রভৃতি অর্থসূচক প্রত্যয়বিশেষ; -ওয়ালা। [ফা.]। **-দারি**—বৃত্তিসূচক প্রত্যয় (দোকানদারি)।

দারক—(১)বিঃ পুত্র; বালক। (২)বিণ: বিদারক। [সং. √দৃ+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **দারিকা**—কন্যা।

দারওয়ান—**দরোয়ান**-এর রূপভেদ।

দারগা—**দারোগা**-র বর্জি. বানান।

দারচিনি—বিঃ মসলারূপে ব্যবহৃত সুগন্ধ ও মিষ্টস্বাদ গাছের ছালবিশেষ। [ফা. দার্‌চীনী]।

দারা—**দার**-এর বাঙ্গালা চলিত রূপ ('দারাপুত্র পরিবার তুমি কার': হেম.)।

-দারি— **-দার২** দ্রঃ।

দারিকা—**দারক** দ্রঃ।

দারিদ্র্য, দারিদ্র—বিঃ দরিদ্র অবস্থা; অভাব, দীনতা। [সং. দরিদ্র+য, অ (ভা)]।

দারু১—বিঃ মদ। [ফা.]।

দারু২—বিঃ কাঠ। [সং. √দৃ+উ (র্ম)]। বিঃ **-ব্রহ্ম**—জগন্নাথদেবের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি। বিণ: **-ময়**—কাষ্ঠনির্মিত।

দারুচিনি—(**দারু২**-র প্রভাবে) **দারচিনি**-র রূপভেদ।

দারুণ—বিণ: অতিশয় (দারুণ ক্ষুধা); ভীষণ (দারুণ ভয় বা রাগ); প্রবল (দারুণ জ্বর বা বৃষ্টি); উগ্র, তীব্র (দারুণ রৌদ্র); অসহ্য ('কান্ত পাহুন কাম দারুণ': বিদ্যা.); উৎকট, কঠিন (দারুণ সংকল্প); ক্রূর, নৃশংস (দারুণ পীড়ন); মর্মান্তিক (দারুণ বাক্য)। [সং. দৃ+ণিচ্+উন (র্তৃ)]।

দারুব্রহ্ম, দারুময়—**দারু২** দ্রঃ।

দারোগা—বিঃ পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্‌টর বা সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [তুর.]। **বড় দারোগা**—থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্‌পেক্‌টর। বিঃ **ছোট দারোগা**—বড় দারোগার সহকারী ইন্‌স্‌পেক্‌টর।

দারোয়ান—**দরোয়ান**-এর রূপভেদ।

দার্ঢ্য—বিঃ দৃঢ়তা; স্থৈর্য; অনমনীয়তা; কাঠিন্য। [সং. দৃঢ়+য (ভা)]।

দার্শনিক—বিণ: দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ; দর্শনশাস্ত্র-সম্বন্ধীয়; চিন্তাশীল; দর্শনশাস্ত্রসুলভ (দার্শনিক মতিগতি)। [সং. দর্শন+ইক]। বিঃ **-তা**—দার্শনিকের ভাব; চিন্তাশীলতা; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞের ন্যায় মতিগতি; (প্রধানতঃ ব্যঙ্গে) অত্যধিক চিন্তাশীলতা।

দাল—বিঃ মুগ মসুর প্রভৃতি জাতীয় শস্যবিশেষ, ডাল। [সং. দ্বিদল]। বিঃ **-পুরি, -পুরী**—ডালবাটার পুর দিয়া প্রস্তুত পুরি বা লুচিবিশেষ। বিঃ **-মুট**—ঘৃতে ভাজা ও নানারূপ মসলাযুক্ত আভাঙ্গা ছোলা বা মটরের ডাল।

দালনা—**ডালনা**-র রূপভেদ।

দালান—বিঃ ইষ্টকাদিদ্বারা নির্মিত পাকা বাড়ি; আচ্ছাদিত বারান্দা বা মণ্ডপ (পূজার দালান); দরদালান। [ফা.]।

দালাল—বিঃ ব্যবসায়-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য কথাবার্তায় যে ব্যক্তি মধ্যস্থরূপে কাজ করে; (ব্যঙ্গে) অন্যায়ভাবে পক্ষসমর্থনকারী বা সাহায্যকারী (ধনতন্ত্রের দালাল)। [আ. দল্লাল]। বিঃ **দালালি**—দালালের বৃত্তি বা প্রাপ্য পারিশ্রমিক।

দালিম—**দাড়িম্ব**-এর রূপভেদ।

দাশ—বিঃ ধীবর। [সং. √দন্‌শ্‌+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **দাশী**।

দাশরথি, দাশরথ—বিঃ দশরথের পুত্র, রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ। [সং. দশরথ+ই, অ]।

দাস—বিঃ ভৃত্য, চাকর; ক্রীতদাস (দাস-ব্যবসায়); জেলে, কৈবর্ত; শূদ্র, অনার্যজাতি, দস্যু; অধীন বা অনুগত ব্যক্তি (অবস্থার দাস)। [সং. √দাস্‌+অ]। বি(স্ত্রী): **দাসী**। বিঃ **-ত্ব**। **-খত**—দাসত্ব বা ক্রীতদাসত্ব স্বীকারের দলিল। বিঃ **-প্রথা**, **-ত্বপ্রথা**—ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী রাখিবার প্রথা। বিঃ **-ব্যবসায়**—নরনারীকে আজীবন ও বংশানুক্রমে বিনাবেতনে চাকররূপে ক্রয়-বিক্রয়। বিঃ **-মনোভাব**—দাসসুলভ পর-নির্ভরতা ও আত্মসম্মান-বোধের অভাব। বিঃ **দাসানুদাস**—গোলামের গোলাম অর্থাৎ একান্ত অনুগত জন। বিঃ **দাসেয়**—দাসীর গর্ভজাত প্রভুপুত্র। বিঃ **দাসের**-দাস; কৈবর্ত, উষ্ট্র।

দাস্ত—বিঃ মলত্যাগ; উদরাময়। [ফা. দস্ত্]।

দাস্য—বিঃ দাসের ভাব; দাসত্ব, (বৈ. শা.) সেবকভাবে উপাসনা; উপাস্যের প্রতি উপাসকের অথবা সেব্যের প্রতি সেবকের কর্তব্য বা আচরণ (দাস্যভাব)। [সং. দাস+য (ভা)]। বিঃ **-বৃত্তি** চাকরি, গোলামি।

দাস্যাঃ, দাস্যা—বি(স্ত্রী): (মূলতঃ—অশু.) দাসী (পূর্বে শূদ্রার পদবিরূপে ব্যবহৃত হইত, পরে কেবল বিধবা শূদ্রার পদবিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে—সধবাদের ক্ষেত্রে 'দাসী' ব্যবহৃত হয়)। [সং. দাস্যাঃ]।

দাহ—বিঃ দহন, জ্বলন (গৃহদাহ); জ্বালা, উত্তাপ ('জুড়াল রে দিনের দাহ': রবীন্দ্র); শবদাহ, মৃতসৎকার (দাহকার্য); পোড়ানি, যাতনা (গাত্রদাহ, অন্তর্দাহ)। [সং. √দহ্‌+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—দহনকারী; যন্ত্রণাদায়ক। বিণ(স্ত্রী): **দাহিকা**। **দাহিকা শক্তি**—পোড়াইবার ক্ষমতা। বিঃ **দাহন**—দগ্ধকরণ; সন্তাপন; সন্তাপ। বিণঃ **দাহিত**। বিণঃ **দাহী** (-হিন্)—দাহকারী।

দাহ্য—বিণঃ দহনযোগ্য; সহজে জ্বলিয়া উঠিতে পারে এমন। [সং. দহ্‌+য (র্ম)]।

দি—**দিই** (বা **দেই**) ও **দিদি**-র কথ্য রূপ।

দিক১—বিণঃ বিরক্ত, জ্বালাতন (দিক করা)। [আ.]। বিঃ **-দারি, -দারী**—বিরক্তি।

দিক্২ (-শ্‌)—বিঃ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঈশান অগ্নি বায়ু নৈর্ঋত ঊর্ধ্ব অধঃ: এই দশটি কোণের যে কোনটি; অভিমুখ (বাড়ির দিকে); পার্শ্ব (চারিদিক); অংশ (বাড়ির ভিতর দিকটা); পক্ষ, তরফ, দল (তিনি আমার দিকে); অঞ্চল, প্রদেশ (উত্তর দিকের লোক), সীমা (ভারতের তিনদিকে সমুদ্র)। [সং. √দিশ্‌+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-চক্র**—দিঙ্মণ্ডল, চক্রবাল। বিঃ **-পতি**, **-পাল**—ইন্দ্র অগ্নি যম নির্ঋতি বরুণ বায়ু কুবের ঈশান (বা শিব) ব্রহ্মা অনন্ত (বা নারায়ণ): উত্তরপূর্বাদিক্রমে দশদিকের এই দশ অধিদেবতা; (আল.) প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। বিঃ **-শূল**—গ্রহনক্ষত্রাদির অশুভকর অবস্থান বা ঐজন্য কোন বিশেষ দিকে গমনে নিষিদ্ধ দিন।

-দিগকে, -দিকে—২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনের বিভক্তি। [তু. ফা. দিগর]।

দিগঙ্গনা—বিঃ দিকসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দিব্যাঙ্গনা। [সং. দিক্‌+অঙ্গনা]।

দিগন্ত—বিঃ দিকের সীমা, দূর হইতে চাহিয়া দেখিলে যেখানে আকাশ ও পৃথিবী মিলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। [সং. দিক্‌+অন্ত]। বিণঃ **-প্রসারী** (-রিন্), **-ব্যাপী** (-পিন্)—বহু-দূর-বিস্তৃত, অনন্তবিস্তারী।

দিগন্তর—বিঃ দিকের দূরত্ব বা অবকাশ; ভিন্ন দিক। [সং দিক্‌+অন্তর]।

দিগম্বর—(১)বিণঃ দিক্ অম্বর (বস্ত্র) যাহার, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। (২)বিঃ দিগরূপ বস্ত্র; শিব; জৈন-সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. দিক্‌+অম্বর]। বিণ(স্ত্রী): **দিগম্বরী**—(১)বিণঃ বিবসনা; (২)বিঃ শিবপত্নী কালিকাদেবী।

দিগর১—বিঃ (আদালতী ভাষায়) আদি, প্রভৃতি; অঞ্চল, তল্লাট। [ফা.]।

-দিগের, -দিগর২—৬ষ্ঠী ২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনের বিভক্তি।

দিগ্‌গজ—(১)বিঃ পূর্বাদিক্রমে অষ্টদিকের রক্ষক

ঐরাবতাদি **অষ্টহস্তী, দিগ্হস্তী** ; (বাং.—প্রায়শঃ ব্যঙ্গে) মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। (২)বিণ: (বাং.—প্রায়শঃ ব্যঙ্গে) খুব বড় (দিগ্গজ পণ্ডিত)। [সং. দিক্+গজ]।

দিগ্জ্ঞান—বিঃ দিক্সমূহের অবস্থান-সম্বন্ধে বোধ, (আল.) সামান্য জ্ঞান। [সং. দিক্+জ্ঞান]।

দিগ্দর্শন—বিঃ দিক্ নির্ণয় বা প্রদর্শন, অভিজ্ঞতা ; কোন বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা বা ইঙ্গিত দান। [সং. দিক্+দর্শন]। বিঃ **-যন্ত্র**—দিঙ্নির্ণায়ক যন্ত্র, compass। **দিগ্দর্শী** (-র্শিন্)—(১) দিক্ নির্ণয়কারী বা প্রদর্শনকারী ; কোন বিষয়ে অল্প জ্ঞান বা ইঙ্গিত প্রদানকারী ; (২)বিঃ দিগ্দর্শন-যন্ত্র।

দিগ্দিগন্ত—বিঃ সর্বদিক্। [সং. দিক্+দিগন্ত (দ্ব)]। বিঃ **-র**—বিভিন্ন দিক্।

দিগ্ধ—বিণ: লিপ্ত, মিশ্রিত। [সং. √দিহ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **দিগ্ধা**।

দিগ্বধূ—বিঃ দিগঙ্গনা। [সং. দিক্+বধূ]।

দিগ্বলয়—বিঃ চক্রবাল, দিঙ্মণ্ডল, দিগন্ত, দূর হইতে চাহিয়া দেখিলে যেখানে আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয়। [সং. দিক্+বলয়]।

দিগ্বসন—(১)বিণ: দিক্ যাহার বসন, দিগম্বর, উলঙ্গ। (২)বিঃ দিক্রূপ বসন, শিব। [সং. দিক্+বসন]। **দিগ্বসনা**—(১)বিণ(স্ত্রী): উলঙ্গা ; (২)বিঃ কালী।

দিগ্বালা, দিগ্বালিকা—বিঃ দিগ্রূপ বালিকা, দিগঙ্গনা। [সং. দিক্+বালা, বালিকা]।

দিগ্বিজয়—বিঃ (যুদ্ধ পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দ্বারা) সর্বদিক্ বা নানাদেশ জয়করণ। [সং. দিক্+বিজয়]। বিণ: **দিগ্বিজয়ী** (-য়িন্)—দিগ্বিজয়কারী।

দিগ্বিদিক্ (-দিশ্)—বিঃ (দিক্ ও দুইদিকের মধ্যবর্তী কোণ) সর্বদিক্ ; গুরু-লঘু, হিতাহিত, কর্তব্যাকর্তব্য, ন্যায়ান্যায় (দিগ্বিদিগ্জ্ঞান)। [সং. দিক্+বিদিক্ (দ্ব.)]।

দিগ্ভ্রম, -ভ্রান্তি—বিঃ দিঙ্নির্ণয়ে ভুল বা অক্ষমতা ; তাল ঠিক না থাকা। [সং. দিক্+ভ্রম]। বিণ: **দিগ্ভ্রান্ত**—দিশাহারা।

দিঘ—(১)বিঃ (প্রাদে.) দৈর্ঘ্য (আড়েদিঘে)। (২)বিণ: (প্রা. বাং.) দীর্ঘ। [সং. দীর্ঘ]। বিণ: **-ল**—(সচ. কাব্যে) দীর্ঘ, লম্বাটে।

দিঘি—বিঃ বড় পুষ্করিণী, সরোবর। [সং. দীর্ঘিকা]।

দিঙ্নাগ—বিঃ দিগ্গজ ; প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ; (ব্যঙ্গে) স্থূলদর্শী কঠোর সমালোচক। [সং. দিক্+নাগ]।

দিঙ্নির্ণয়—বিঃ কোন্‌টি কোন্ দিক্ তাহা স্থির-করণ। [সং. দিক্+নির্ণয়]। বিঃ **-যন্ত্র**—যে যন্ত্রদ্বারা নাবিকেরা সমুদ্রমধ্যে দিক্ স্থির করে, compass।

দিঙ্মণ্ডল—বিঃ চক্রবাল, দিগ্বলয়। [সং. দিক্+মণ্ডল]।

দিঙ্মূঢ়—বিণ: দিগ্ভ্রান্ত। [সং. দিক্+মূঢ়]।

দিঠ, দিঠি, (প্রা. বাং.) **দিট**—বিঃ (কাব্যে) দৃষ্টি, চক্ষু। [সং দৃষ্টি]।

দিতি—বিঃ কশ্যপমুনির পত্নী, দৈত্যগণের মাতা। [সং.]। বিঃ **-জ, -সুত**—দৈত্য।

দিৎসা—বিঃ দান করিবার ইচ্ছা। [সং. √দা+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **দিৎসু**—দান করিতে অভিলাষী।

দিদি, (আদরে) **দিদা, দিদ্‌দু**—বি(স্ত্রী): জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ; মাতামহী বা পিতামহী বা তত্তুল্যা স্ত্রীলোককে সম্বোধন, পৌত্রী দৌহিত্রী কনিষ্ঠা ভগ্নী বা তত্তুল্যা কাহাকেও সম্বোধন ; নারীকে ভদ্রতাসূচক সম্বোধন। [দেশী]। বিঃ **-ঠাকুরানী, -ঠাকুরানি**, (কথ্য) **-ঠাকরুন**—শ্রদ্ধেয় (প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ) মহিলাকে সম্বোধন। বিঃ **দিদিমা**—মাতামহী।

দিদৃক্ষা—বিঃ দেখিবার ইচ্ছা। [সং. √দৃশ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **দিদৃক্ষমাণ, দিদৃক্ষু**—দর্শনাভিলাষী।

দিন১—বিঃ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল ; দিবস, দিবা ; একবার সূর্যোদয় হইতে পুনরায় সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল (=২৪ ঘণ্টা), দিবারাত্র ; (জ্যোতিষ.) চান্দ্রমাসের ত্রিশভাগের একভাগ বা তিথি (=৬০ দণ্ড=৮ প্রহর)। [সং.]। **দিনগত পাপক্ষয়**—প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পাপ-স্খালনার্থ নিত্যকৃত্য ; (আল.) উৎসাহহীনভাবে শুধুমাত্র শুষ্ক কর্তব্যবোধে কাজ করিয়া যাওয়া। **দিনে ডাকাতি**—প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি ; (আল.) অতি দুঃসাহসিক দুষ্কার্য বা অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা। ক্রিঃ **দিন আসা**—সুবিধাজনক সময় আসা ; সুযোগ আসা। ক্রিঃ **দিন কাটা**—দিন বা সময় অতিবাহিত হওয়া। ক্রিঃ **দিন কাটান**—সময় অতিবাহিত করা। ক্রিঃ **দিন গনা**—(আল.) দীর্ঘকাল ধরিয়া (সাগ্রহে) প্রতীক্ষা করা।

ক্রিঃ **দিন চলা**—জীবনযাত্রার দৈনন্দিন খরচ জোগাড় হওয়া। ক্রিঃ **দিন পাওয়া**—সুবিধা-জনক সময় মেলা; সুযোগ পাওয়া। ক্রিঃ **দিন ফুরান**—দিন শেষ হওয়া; সময় ফুরান; নির্দিষ্ট কাল শেষ হওয়া; আয়ু ফুরান। ক্রিঃ **দিন যাওয়া**—**দিন কাটা**-র অনুরূপ। বিঃ **-কর, -নাথ, -পতি, -মণি**—সূর্য। বিঃ **-কাল**—(আল.) সময় ও অবস্থা (দিনকাল বড় খারাপ)। বিঃ **-ক্ষণ**—জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী দিনের শুভাশুভ ভাব। বিঃ **-ক্ষয়**—তিথিক্ষয়, ত্র্যহস্পর্শ; সন্ধ্যাকাল। বিঃ **-দগ্ধা**—(জ্যোতিষ.) বার ও তিথির যে মিলনে শুভকার্যাদি নিষিদ্ধ। ক্রি-বিণঃ **দিন-দিন**—প্রতিদিন, প্রত্যহ; ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর। বিঃ **-পঞ্জী**—প্রতিদিনের বিবরণ লিখিয়া রাখার খাতা, ডায়েরি। বিঃ **-পাত, -যাপন**—কাল-যাপন। বিঃ **-মান**—দিবাভাগ, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল। বিঃ **-শেষ, দিনাত্যয়, দিনান্ত, দিবাবসান**—দিনমানের অবসান, সন্ধ্যা। ক্রি-বিণঃ **দিনে দিনে**—ক্রমশঃ উত্তরোত্তর। ক্রি-বিণঃ **দিন-দুপুরে**—দিনের বেলায় জনসাধারণের সমক্ষে, প্রকাশ্য দিবালোকে।

দিনেমার—বিঃ ডেনমার্কের লোক। [ফ্রে. Danemark]।

দিনেশ—বিঃ সূর্য। [সং. দিন+ঈশ]।

দিবস—বিঃ দিনমান; দিন, অহোরাত্র। [সং. √দিব্+অস (ধি)]।

দিবা—(১)অব্য.বিঃ দিনমান, দিনের বেলা। (২)অব্য.ক্রি-বিণঃ দিনমানে (দিবা দ্বিপ্রহরে ঘুমান)। [সং. √দিব্+আ (ধি)]। বিঃ **-কর, -বসু**—সূর্য। ক্রি-বিণঃ **-নিশি**, (কাব্যে) **-নিশ, -রাত্র**—দিনরাত, সর্বক্ষণ। **-অন্ধ**—(১)বিণঃ দিনের বেলা দেখিতে পায় না এমন; (২)বিঃ পেচক। বিঃ **-বিহার**—মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম; দিবায় স্ত্রীসঙ্গ। বিঃ **-ভাগ**—দিনের বেলা। বিঃ **-ভীত**—পেচক। বিঃ **-স্বপ্ন**—দিবানিদ্রায় দৃষ্ট স্বপ্ন; (আল.) অলীক কল্পনা; (সং.) দিবানিদ্রা।

দিব্ব, দিব্বি—**দিব্যি**-র রূপভেদ।

দিব্য—(১)বিণঃ আকাশ-সম্বন্ধীয়; স্বর্গীয়; অলৌকিক; মনোহর, সুন্দর। (২)বিঃ শপথ (দিব্য করা)। [সং. √দিব্+য]। বিঃ **-চক্ষু** (-চক্ষুস্ < -চক্ষুঃ), **-দৃষ্টি, -নেত্র**—অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি বা অন্তর্দৃষ্টি যাহাদ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু বা বিষয় দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিঃ **-জ্ঞান**—অতীন্দ্রিয় বস্তু বা বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান, পরম জ্ঞান। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। বিঃ **-নারী, দিব্যাঙ্গনা**—অপ্সরা। বিঃ **-রথ**—শূন্যপথে বিচরণ করিতে পারে এমন রথ। বিঃ **-লোক**—স্বর্গ। বিঃ **দিব্যাস্ত্র**—দেবতাগণের প্রহরণ, স্বর্গীয় অস্ত্র। বিঃ **দিব্যোদক**—বৃষ্টি; শিশির।

দিব্যি—(১)বিণঃ সুন্দর, চমৎকার (দিব্যি ছেলে)। (২)ক্রি-বিণঃ খাসা, বেশ ভালভাবে (দিব্যি হাঁটে)। (৩)বিঃ শপথ (মা কালীর দিব্যি)। [সং. দিব্য]।

দিব্যোদক—**দিব্য** দ্রঃ।

দিয়া—অব্যঃ দ্বারা, সাহায্যে (কাটারি দিয়া কাটা); মারফত (তাহাকে দিয়া পাঠান); সংযোগে (চিনি দিয়া রাঁধা); ধরিয়া, বাহিয়া (এই পথ বা সিঁড়ি দিয়া); সহিত (মনোযোগ দিয়া পড়া)। [বাং. অনুসর্গ]।

দিয়াশলাই—বিঃ ঘষিয়া আগুন জ্বালিবার জন্য মাথায় বারুদ-দেওয়া কাঠি ও তাহার বাক্স। [সং. দীপশলাকা]।

দিয়ালা—**দেয়ালা**-র রূপভেদ।

দিয়ালী—**দেয়ালী**-র রূপভেদ।

দিয়ে—**দিয়া**-র কথ্য রূপ।

দিল—বিঃ মন, হৃদয়; দরাজ হৃদয়, মহাপ্রাণতা (লোকটার দিল আছে)। [ফা.] বিণঃ **-খুশ**, (বর্জিত) **-খুস, -খোশ**, (বর্জিত) **-খোস**—প্রফুল্ল-হৃদয়; মনোরম। বিণঃ **-খোলসা**—অকপট, মন-খোলা। বিণঃ **-দরিয়া**—যাহার হৃদয় দরিয়া অর্থাৎ বড় নদী বা সমুদ্রের মত উদার, বদান্য, উদারহৃদয়। বিণঃ **-দার**—মহানুভব, উদারহৃদয়।

দিল্লীকা লাড্ডু—বিঃ দিল্লীতে প্রস্তুত মিঠাই-বিশেষ; (আল.) যে বস্তু পাইলে মানুষ নিরাশ বা অনুতপ্ত হয় কিন্তু না পাইলেও হতাশ হয়।

দিশ—বিঃ (প্রা. বাং. ও ব্রজ.) দিক্। [সং. দিশ্]। বিঃ **-পাশ**—নির্ধারণ, কূলকিনারা, শৃঙ্খলা (কাজের দিশপাশ নাই)।

দিশা—বিঃ দিক্ (দিশাহারা); সন্ধান, হদিস (দিশা না পাওয়া)। [সং. √দিশ্+কিপ্ (র্তৃ)+আ]। বিণঃ **-রি, -রী**—সঠিক্ দিক্ দেখায় এমন, দিগ্‌দর্শক। বিণঃ **-হারা**—দিগ্‌ভ্রান্ত; (আল.) কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দিশি১—বিঃ দিকে; (বাং.) চারিদিক্ ('অন্ধকারে

ঢাকে দিশি' : রবীন্দ্র)। [সং. দিশ্‌+৭মী ১ বচন]। বি ক্রি-বিণ: -দিশি—দিকে দিকে, সকল দিকে বা দেশে।

দিশি২, (বর্জি.) **দিশী**—**দেশী**-র কথ্য রূপ।

দিশে—**দিশা**-র কথ্য রূপ।

দিস্তা, (কথ্য) **দিস্তে**—(১)বি.বিণ: (কাগজের) ২৪ তা ; ২৪টি বা ২৪ খানা (এক দিস্তা লুচি)। (২)বি: মুষল (হামানদিস্তা)। [ফা.]।

দীক্ষক—বি.বিণ: দীক্ষাদানকারী ; গুরু, শিক্ষক। [সং. √দীক্ষ্‌+অক (র্তৃ)]।

দীক্ষণীয়—বিণ: দীক্ষাদানযোগ্য। [সং. √দীক্ষ্‌ +অনীয় (র্ম)]।

দীক্ষা—বি: তত্ত্বজ্ঞান বা মুক্তিলাভের জন্য মন্ত্রোপদেশ (দীক্ষাগুরু); কোন নির্দিষ্ট সঙ্কল্পসাধনে বা ব্রতসাধনে নিয়োগ (স্বাধীনতার দীক্ষা); উপদেশ, শিক্ষা, সংস্কার; প্রবর্তনা। [সং. √দীক্ষ্‌+অ (ভা)+আ]। বি: -**গুরু**—যিনি দীক্ষাদান করেন। বিণ: **দীক্ষিত**—দীক্ষা লাভ করিয়াছে এমন।

দীগর, **দীঘ**, **দীঘল**, **দীঘি**—যথাক্রমে **দিগর দিঘ দিঘল** ও **দিঘি**-র বানানভেদ।

দীধিতি—বি: কিরণ, আলোক; ন্যায়গ্রন্থবিশেষ। [সং. √দীধী+তি (ভা)]।

দীন১—বি: ধর্ম। [আ.]। **দীনদুনিয়ার মালিক**—ধর্ম ও পৃথিবীর কর্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, আল্লাহ্‌।

দীন২—বিণ: অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র; কাতর; হীন। [সং. √দী+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **দীনা**। বি: -**তা**, **দৈন্য**। বিণ: -**দরিদ্র**—অতি অভাবগ্রস্ত। -**নাথ**, -**বন্ধু**, -**শরণ**—(১)বিণ: দীনজনের আশ্রয়দাতা বা সহায়; (২)বি: ভগবান্‌। বিণ: -**হীন**—অতি দরিদ্র, অত্যন্ত দুঃখী।

দীনার—বি: আরবের স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ। [আ.]।

দীপ—বি: প্রদীপ, বাতি। [সং. √দীপ্‌+অ (র্তৃ)]। বি: -**পুঞ্জ**, -**মালা**—প্রদীপের শ্রেণী। বি: -**বর্তিকা**—প্রদীপের বাতি, সলিতা। বি: -**শলাকা**—দিয়াশলাইয়ের কাঠি বা দিয়াশলাই। বি: -**শিখা**—প্রদীপের শিষ।

দীপক—(১)বিণ: দীপ্তিদায়ক; প্রজ্বালক; উদ্দীপক, উত্তেজক; প্রকাশক; শোভাকর। (২)বি: প্রদীপ (রঘুকুলদীপক); সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. √দীপ্‌+ণিচ্‌+অক]।

দীপন—(১)বি: দীপ্তকরণ; প্রজ্বালন; উদ্দীপন, উত্তেজন; শোভাকরণ। (২)বিণ: দীপক। [সং. √দীপ্‌+অন (ভা, র্তৃ)। বিণ: **দীপনীয়**—দীপ্ত করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এমন; দীপনযোগ্য।

দীপপুঞ্জ, **দীপবর্তিকা**, **দীপমালা**, **দীপশলাকা**, **দীপশিখা**—**দীপ** দ্রঃ।

দীপাধার—বি: দেরকো, পিলসুজ। [সং. দীপ +আধার (৬ষ্ঠীতৎ.)]।

দীপান্বিতা—(১)বি(স্ত্রী): দেওয়ালি; কার্তিকী অমাবস্যা (যেদিন রাত্রিতে বাঙ্গালাদেশে কালীপূজা এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র গৃহাদি আলোকসজ্জিত হয়)। (২)বিণ(স্ত্রী): প্রদীপযুক্তা। [সং. দীপ+অন্বিতা]। বিণ(পুং.): **দীপান্বিত**।

দীপালি, **দীপালী**, **দীপাবলী**—বি: দীপান্বিতা; দেওয়ালি, কালীপূজায় রাত্রিকালে দীপমালাসজ্জিত উৎসব; প্রদীপসমূহ। [সং. দীপ+ আলি, আলী, আবলী]।

দীপিকা—(১)বি(স্ত্রী): জ্যোৎস্না; প্রদীপ; রাগিণীবিশেষ; গ্রন্থাদির টীকা। (২)বিণ(স্ত্রী): দীপনকারিণী; প্রকাশিকা। [সং. দীপক+আ]।

দীপিত—বিণ: প্রজ্বালিত; উদ্ভাসিত; প্রকাশিত; উত্তেজিত। [সং. √দীপ্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

দীপ্ত—বিণ: জ্বলিতেছে এমন; আলোকিত; উজ্জ্বল; প্রকাশিত; তেজোময়। [সং. √দীপ্‌ +ত (র্তৃ)]। বিণ: -**কীর্তি**—প্রথিতযশা। বি: **দীপ্তি**—আলোক; দ্যুতি, প্রভা; তেজ; শোভা। বিণ: -**মান্‌** (-মৎ)—দীপ্তিবিশিষ্ট। বি(স্ত্রী): -**মতী**।

দীপ্য—বিণ: প্রজ্বলনযোগ্য; প্রকাশার্হ। [সং. √দীপ্‌+য (র্ম)]।

দীপ্যমান—বিণ: দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল; প্রকাশমান; শোভমান। [সং. √দীপ্‌+আন (মান) (র্তৃ)]।

দীপ্র—বিণ: দীপ্তিশালী; তীক্ষ্ণ। [সং.]।

দীয়মান—বিণ: প্রদত্ত হইতেছে এমন। [সং. √দা +আন (মান) (র্ম)]।

দীর্ঘ—বিণ: লম্বা (দীর্ঘ কেশ); দূর-প্রসারিত (দীর্ঘ পথ); অধিক (দীর্ঘ সময়); বহুকালব্যাপী (দীর্ঘ নিদ্রা, দীর্ঘায়ুঃ); আয়ত (দীর্ঘ নয়ন); গভীর (দীর্ঘশ্বাস); (ব্যাক. ও সঙ্গীত) বিলম্বিত ধ্বনিযুক্ত (দীর্ঘস্বর, দীর্ঘতাল)। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **দীর্ঘা**। বি: -**তা**। -**গ্রীব**—(১)বিণ: লম্বা গলাবিশিষ্ট; (২)বি: বক; জিরাফ; উট। বিণ: -**জীবী** (-বিন্‌)—বহুকাল বাঁচে এমন। বিণ-

(স্ত্রী): **-জীবিনী**। বিণ: **-তপাঃ** (-পস্)—বহুকাল যাবৎ তপস্যা করিয়াছে এমন। **-দর্শী** (-র্শিন্)—দূরদর্শী। (বিণ(স্ত্রী): **-দর্শিনী**। বিণ: **-নাস**—লম্বা বা বড় নাকওয়ালা। বি: **-নিঃশ্বাস, -নিশ্বাস, -শ্বাস**—(শোকাদি ভাবপ্রাবল্যবশতঃ) গভীর ও বিলম্বিতভাবে সশব্দ শ্বাসত্যাগ। **-পাদ**—(১)বি: লম্বা পদবিশিষ্ট; (২)বি: বক; উট; কঙ্ক। **-রোমা** (-মন্)—(১)বিণ: লম্বালোমযুক্ত। (২)বি: ভল্লুক। বিণ: **-সূত্র, -সূত্রী** (-ত্রিন্)—কার্য করিতে বিলম্ব করে এমন, চিরক্রিয়। বি: **-সূত্রতা**। বিণ: **দীর্ঘাগ্র**—সম্মুখের দিক্ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ: **দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ুঃ** (-য়ুস্)—দীর্ঘজীবী।

দীর্ঘিকা—বি: দীঘি, বৃহৎ পুষ্করিণী। [সং. দীর্ঘ+ক+আ]।

দীর্ণ—বিণ: বিদারিত, ভাঙ্গা, ফাটা; ভীত। [সং. √দৃ+ত]।

দু- —**দুই**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বি: **-আনা, -আনি, দোআনি**—(অধুনা অপ্র.) দুই আনা মূল্যের ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ। বিণ: **-এক**—অল্প, কিছু। বি: **-কথা**—কিছু কথা; কড়া কথা (দুকথা শুনিয়ে দেওয়া)। বি: **-কুল**—পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ; পিতৃবংশ ও শ্বশুরবংশ। বি: **-কূল**১—দুই তীর; (আল.) ইহকাল ও পরকাল; উভয় বিরোধী পক্ষ বা বিকল্প পন্থা, পতিগৃহ ও পিতৃগৃহ। **-খানা,** (আদরে) **-খানি,** (প্রাদে.) **-খান**—(১)বি: দুই খণ্ড; (২)বিণ: দুই খণ্ডে বিভক্ত, অল্প কয়েকখানা। বিণ: **-গুণ**—দ্বিগুণ, ডবল। **-চালা, দোচালা**—(১)বি: দুই চালবিশিষ্ট ঘর; (২)বিণ: দুই চালবিশিষ্ট। বি: **-চোখ**—উভয় চক্ষু; দৃষ্টি। **দুচোখের বিষ**—চক্ষুশূল, অতি অপ্রিয় (বস্তু প্রাণী বা বিষয়)। বিণ: সর্ব: **-টা,** (আদরে) **-টি,** (কথ্য) **-টো**—দুই সংখ্যক (বস্তু বা প্রাণী); অল্প কয়েকটা। বি: **-টানা, দোটানা**—দুই ভিন্ন দিকের বা ভিন্ন বস্তুর প্রতি সমান আকর্ষণ। বিণ: **-তরফা, দোতরফা**—উভয়পক্ষীয়; উভয়-পক্ষের বক্তব্য শুনা হইয়াছে এমন বা উভয়পক্ষই অংশগ্রহণ করিয়াছে এমন (দুতরফা শুনানি)। বি.বিণ: **-তলা, -তালা**—**দো-** দ্র:। **-তারা, দোতারা**—(১)বিণ: দুই তারযুক্ত; (২)বি: ঐরূপ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বিণ: **-ধারী, দোধারী**—দুই বা উভয় পার্শ্বস্থ। বি: **-ন**—(সঙ্গীতে) দ্রুত বা দ্বিগুণ বেগবিশিষ্ট তালে বাদন। **-নলা, -নালা, দোনলা, দোনালা**—(১)বিণ: দুই নল বা চোঙ আছে এমন; (২)বি: দোনলা বন্দুক। বিণ: **-না, -নো**—দ্বিগুণ, ডবল। বি: **-পাক**—দুই চক্র, দুইবার পরিবেষ্টন; অল্প কয়েকবার পরিবেষ্টন; কিছুক্ষণ যাবৎ ভ্রমণ। বিণ: **-পেয়ে, দোপেয়ে**—দুই পদবিশিষ্ট, দ্বিপদ। বিণ: **-ফলা**—**দো-** দ্র:। বি: **-ফাল, -ফালি, দোফাল, দোফালি**—দুই খণ্ড। বিণ: **-ভাষী**—**দো-** দ্র:। বিণ: **-মনা, দোমনা**—দুই ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট মনবিশিষ্ট; দ্বিধাগ্রস্ত; অস্থিরচিত্ত। বিণ: **-মুখো**—দুই মুখ-বিশিষ্ট (দুমুখো সাপ); দুইদিকে গতিবিশিষ্ট (দু-মুখো পথ); দুরকম কথা বলে এমন (দুমুখো লোক)। বিণ: **-মুঠা,** (কথ্য.) **-মুঠো**—দুইমুষ্টি-পরিমাণ; অল্প কিছু। বিণ: **-মেটে, দোমেটে**—(প্রতিমাদি সম্বন্ধে) দুইবার মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে এমন। বি: **-য়ানি, দোয়ানি**—**দুআনি**-র বানানভেদ। ক্রি-বিণ: **-সন্ধ্যা**—দুই-বেলা, দিনে ও রাত্রে। **-সুতি, -সুতী, দোসুতি, দোসুতী**—(১)বি: ডবল সুতায় বোনা মোটা কাপড়; (২)বিণ: ডবল সুতায় বোনা হইয়াছে এমন। **দুহাত এক করা**—বিবাহ দেওয়া; অঞ্জলি করা।

দু-আনা, দু-আনি—**দু-** দ্র:।

দুই—(১)বি: ২ সংখ্যা; উভয় ব্যক্তি বা বস্তু (দুইই খারাপ)। (২)বিণ: ২ সংখ্যক; উভয় (দুই বন্ধুই)। [সং. দ্বি]। বিণ: **দুই-এক**—সামান্য, অল্প কিছু, কয়েকটি।

দু-এক—**দু-** দ্র:।

দুও—**দুয়ো**২-র বানানভেদ।

দুঃ- (দুর্, দুস্)—অব্য: দুষ্ট মন্দ নিষিদ্ধ দুঃখজনক প্রভৃতি অর্থসূচক উপসর্গ। [সং.]। **-শাসন**—(১)বি: পীড়নপূর্ণ শাসন; কু-শাসন; ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র, (২)বিণ: সহজে শাসন করা যায় না এমন; কু-শাসক। বিণ: **-শীল**—দুষ্ট বা অসৎ স্বভাববিশিষ্ট। বিণ: **-শ্রব**—অশ্রাব্য; শুনিলে মনে কষ্ট হয় এমন; আওয়াজের ক্ষীণতাহেতু শুনিতে পাওয়া শক্ত এমন। বি: **-সময়**—অসময়, অশুভ সময়; দুঃখের সময়। বিণ: **-সহ**—সহ্য করা কঠিন এমন; অসহ্য। বিণ: **-সাধ্য**—কষ্টসাধ্য; অসাধ্য (দুঃসাধ্য সঙ্কল্প); অপ্রতি-বিধেয়, অচিকিৎস্য (দুঃসাধ্য ব্যাধি)। বি: **-সাহস**—অনুচিত বা অত্যধিক সাহস। বিণ: **-সাহসিক**

—দুঃসাহসী ; যাহা সম্পাদনের জন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় এমন। বিণঃ **-সাহসী** (-সিন্)—দুঃসাহসসম্পন্ন। বিণঃ **-স্থ, দুস্থ**—দরিদ্র, দুরবস্থাপন্ন ; (বিরল) দুঃখপীড়িত। বিণঃ **-স্থিত, দুস্থিত**—দুঃখপীড়িত ; (পদার্থ.) স্থির থাকে না এমন, unstable [বি. প.]। বিঃ **-স্থিতি, দুস্থিতি**। বিণঃ **-স্পর্শ, দুস্পর্শ**—স্পর্শ করা কঠিন এমন। বিঃ **-স্বপ্ন**—অশুভ ঘটনার স্বপ্ন, কুস্বপ্ন।

দুঃখ—বিঃ কষ্ট, মর্মপীড়া (দুঃখ পাওয়া) ; ক্ষোভ (দুঃখ করা) ; দারিদ্র্য, বিপদ্ (দুঃখে পড়া)। [সং √দুঃখ্ + অ (ভা)]। **দুঃখে দুঃখী**—সমব্যথী। **দুঃখের সাগর**—সীমাহীন দুঃখ, অশেষ দুঃখ। বিণঃ **-কর, -জনক, -দ, -দায়ক, -দায়ী** (-য়িন্), **-প্রদ**—ক্লেশদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক। বিণ(স্ত্রী): **-দায়িনী**। বিঃ **-ধান্ধা**—কষ্ট ও কঠিন চেষ্টা। বিণঃ **-ময়**—কষ্টপূর্ণ। বিঃ **-বাদ**—মানবজীবন ও পৃথিবী কেবল দুঃখে ভরা : এই দার্শনিক মত, নৈরাশ্য-বাদ। বিণঃ **-হর, -হারী** (-রিন্)—দুঃখদূরকারী। বিণ(স্ত্রী): **-হরা, -হারিণী**। বিণঃ **দুঃখার্ত**—দুঃখপীড়িত। বিণঃ **দুঃখিত**—দুঃখপ্রাপ্ত ; ক্ষুণ্ণ। বিণ(স্ত্রী): **দুঃখিতা**। বিণঃ **দুঃখী** (-খিন্)—দুঃখিত, দুঃখভোগকারী, দীন, দরিদ্র। বিণ(স্ত্রী): **দুঃখিনী**।

দুঁদে, (বর্ত. বিরল) **দুঁদিয়া**—বিণঃ ঝানু ; দুর্দান্ত, দুরন্ত। [সং. দ্বন্দ্ব > দুঁদ + বাং. ইয়া > এ]।

দুঁহ, দুঁহা, দুঁহুঁ, দোঁহা—সর্বঃ (ব্রজ. ও প্রা বাং. কাব্যে) উভয়, দুই, দুইজন। [সং. দ্বয়, দ্বৌ]। বিণঃ **-কার**—দুইজনের, উভয়ের।

দুকথা, দুকুল, দুকূল১—দু- দ্রঃ।

দুকূল২—বিঃ রেশমী কাপড় ; সূক্ষ্মবস্ত্র ; শুভ্র বস্ত্র ; ক্ষৌমবস্ত্র। [সং.]।

দুখ, দুখী, দুখিনী—যথাক্রমে **দুঃখ, দুঃখী** ও **দুঃখিনী**-র কোমল রূপ।

দুখান, দুখানা, দুখানি, দুগুণ—দু- দ্রঃ।

দুগ্ধ—বিঃ দুধ, পয়ঃ, ক্ষীর, স্তন্য। [সং. √দুহ্ + ত (ক্ত)]। বিণঃ **-পোষ্য**—দুগ্ধমাত্র পান করাইয়া পালন করিতে হয় এমন (দুগ্ধপোষ্য শিশু)। বিণঃ **-ফেননিভ**—দুধের ফেনার ন্যায় অতি শুভ্র ও কোমল (দুগ্ধফেননিভ শয্যা)। বিণঃ **-বতী**—দুগ্ধদান করে এমন, পয়স্বিনী।

দুচালা, দুচোখ, দুটী, দুটানা, দুটি, দুটো—দু- দ্রঃ।

দুড়দুড়, দুড়দাড়, দুড়্দুড়্, দুড়্দাড়্—অব্যঃ অতি দ্রুত ও উচ্চ পদশব্দ, মেঘগর্জন, ক্রমাগত প্রহারের শব্দ, ভয়াদি-হেতু বুকের মধ্যে অব্যক্ত কম্পনধ্বনি ইত্যাদি ব্যঞ্জক।

দুড়ুম — অব্যঃ দড়াম অপেক্ষা মৃদু অথচ অধিকতর গম্ভীর আওয়াজ।

দুতরফা, দুতও়া, দুতারা, দুতালা—দু- দ্রঃ।

দুৎ—ধুৎ-এর বানানভেদ।

দুত্তোর—ধুত্তোর-এর বানানভেদ।

দুদ্দাড়—দুড়দাড়-এর রূপভেদ।

দুধ—বিঃ দুগ্ধ ; দুধের ন্যায় সাদা রস নির্যাস বা তরল পদার্থ (নারিকেলের দুধ) [সং. দুগ্ধ]। ক্রিঃ **দুধ ছেঁড়া, দুধ কাটা, দুধ ছানা হওয়া**—অম্লাদির যোগে দুধ বিকৃত হওয়া। ক্রিঃ **দুধ তোলা**—শিশু কর্তৃক পান-করা দুগ্ধ বমন করিয়া দেওয়া। ক্রিঃ **দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা**—অতি মারাত্মক শত্রুকে চিনিতে না পারিয়া সাদরে পালন করা। ক্রিঃ **দুধে-ভাতে থাকা**—(আল.) সচ্ছল অবস্থায় বাস করা। ক্রিঃ **দুধের সাধ ঘোলে মেটান**—বাঞ্ছিত উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব নিকৃষ্ট বস্তুদ্বারা মেটান। **দুধে-আলতা রঙ**—দুধে আলতা মিশাইলে যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হয়। **দুধের ছেলে, দুধের বাচ্চা**—দুগ্ধপোষ্য শিশু। বিঃ **-কুসমা**—দুধে ঘোঁটা সিদ্ধির শরবত। বিঃ **-দাঁত, দুধে দাঁত**—শিশুর সর্বপ্রথম যে দুটি দাঁত ওঠে। বিণঃ **-ল, দুধাল,** (চলিত) **দুধেল**—দুগ্ধবতী।

দুধারী, দুন, দুনলা, দুনা, দুনালা—দু -দ্রঃ।

দুনিয়া—বিঃ পৃথিবী, জগৎ। [ফা.]। বিণঃ **-দার**—সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন, সংসারী ; বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ('শোন্ রে মালিক দুনিয়াদার' : সুকান্ত)। বিঃ **-দারি**—সাংসারিক জ্ঞান ; সংসারধর্ম ; বিষয়বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধি।

দুনো—দু- দ্রঃ।

দুন্দুভি—বিঃ দামামাজাতীয় প্রাচীন ভারতীয় রণবাদ্যবিশেষ [সং.]।

দুপ, দুপ্—অব্যঃ সংবৃত ধপ্ আওয়াজ, ধুপ। অব্যঃ **-দাপ্**—ক্রমাগত দুপ-আওয়াজ ; উচ্চ পদশব্দ।

দুপাক—দু- দ্রঃ।

আদিতে দুঃ-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য দুঃ- দ্রঃ।

দুপুর, দুপর (প্রাদে.) **দুপোর**—বি: দ্বিপ্রহর (দিন বা রাত দুপুর) ; মধ্যাহ্ন। [সং. দ্বিপ্রহর]।

দুপেয়ে, দুফলা, দুফাল, দুফালি, দুভাষী—দু- দ্রঃ।

দুম, দুম্—অব্য: মৃদু দুড়ুম শব্দ। অব্য: **-দুম্, -দাম**—ক্রমাগত দুম-শব্দ। ক্রি-বিণ: **দুমাদুম্**—ক্রমাগত দুমদুম করিয়া।

দুমড়া—ক্রি: দুমড়ান। [দেশী]। **দুমড়ান, দুমড়ানো**—(১)ক্রি: মোচড়ানো ; বাঁকান ; (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে।

দুমনা, দুমুখো, দুমুঠা, দুমুঠো, দুমেটে—দু- দ্রঃ।

দুম্বা—বি: ছোট লেজযুক্ত মোটা ভেড়াবিশেষ, গাড়ল। [ফা.]।

দুয়া—**দুয়ো১** ও **দুহা**-র রূপভেদ।

দুয়ানি—দু- দ্রঃ।

দুয়ার, (কথ্য) **দুয়োর**—বি: দরজা। [সং. দ্বার]। বি: **দুয়ারী**—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক। **দুয়ারে হাতি বাঁধা**—প্রচুর ঐশ্বর্য থাকা।

দুয়ো১—বিণ: ভাগ্যহীনা, স্বামীর অপ্রিয়া (দুয়োরানী)। [সং. দুর্ভগা]।

দুয়ো২—অব্য: ধিক্কারসূচক। [দেশী]।

দুরজন—**দুর্জন**-এর কোমল রূপ।

দুরতিক্রমণ—বি: অতি কষ্টে অতিক্রমকরণ বা পার হওয়া। [সং. দুর্+অতিক্রমণ]। বিণ: **দুরতিক্রম, দুরতিক্রম্য, দুরতিক্রমণীয়**—অতিক্রম বা উত্তরণ করা কষ্টসাধ্য এমন, দুর্লঙ্ঘ্য, দুস্তর। বিণ(স্ত্রী): **দুরতিক্রম্যা, দুরতিক্রমণীয়া**।

দুরত্যয়—বিণ: দুরতিক্রম, দুস্তর। [সং. দুর্+অত্যয়]।

দুরদুর—অব্য: ভয়াদিহেতু বুকের মধ্যে অব্যক্ত কম্পনধ্বনি। [দেশী]। **দুরুদুরু**—(১)অব্য. (কাব্যে) দুরদুর-আওয়াজ ; (২)ক্রি-বিণ: দুরদুর করিয়া ('হিয়া দুরুদুরু দুলিছে' : রবীন্দ্র)।

দুরদৃষ্ট—(১)বি: দুর্ভাগ্য। (২)বিণ: দুর্ভাগা। [সং. দুর্+অদৃষ্ট]।

দুরধিগম, দুরধিগম্য—বিণ: দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ ; দুর্গম, দুষ্প্রবেশ্য ; দুর্জ্ঞেয়। [সং. দুর্+অধিগম, অধিগম্য]। বিণ(স্ত্রী): **দুরধিগম্যা**। বি: -তা।

দুরধ্যয়—বিণ: দুষ্পাঠ্য, পড়া দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+অধি+√ই+অ (র্ম)]।

দুরন্ত—বিণ: অশান্ত, দামাল (দুরন্ত শিশু) ; ভীষণ, উগ্র (দুরন্ত ক্রোধ) ; প্রতিবিধান কষ্টসাধ্য এমন (দুরন্ত ব্যাধি) ; প্রচণ্ড তাপপূর্ণ ('দুরন্ত দিন') ; প্রবল (দুরন্ত ঝড়) ; দুরতিক্রমণীয় (দুরন্ত পথ)। [সং. দুর্+অন্ত]। বি: **-পনা**—দুরন্ত আচরণ, দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য।

দুরন্বয়—(১)বি: বাক্যের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির অস্থানে প্রয়োগ বা বিন্যাস'। (২)বিণ: অযথা-বিন্যাসযুক্ত ; দুর্বোধ্য অন্বয় বা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। [সং. দুর্+অন্বয় (প্রাদি, বহু.)]।

দুরপনেয়—বিণ: সহজে মোচন বা দূর করা যায় না এমন। [সং. দুর্+অপনেয়]।

দুরবগম, দুরবগম্য—বিণ: দুরধিগম। [সং. দুর্+অবগম, অবগম্য]। বিণ(স্ত্রী): **দুরবগম্যা**। বি: -তা।

দুরবগাহ—বিণ: (যাহাতে) অবগাহন বা প্রবেশ করা কঠিন ; অত্যন্ত জটিল ; দুর্গম। [সং. দুর্+অব+গাহ্+অ (র্ম)]।

দুরবস্থ—বিণ: দুর্দশাগ্রস্ত ; দরিদ্র। [সং. দুর্+অবস্থা]। বি: **দুরবস্থা**—দুর্দশা, দারিদ্র্য।

দুরভিগ্রহ—বিণ: অতি কষ্টে গ্রহণযোগ্য ; দুর্জ্ঞেয়। [সং. দুর্+অভি+√গ্রহ+অ]।

দুরভিসন্ধি—(১)বি: কু-মতলব, অসৎ উদ্দেশ্য। (২)বিণ: অসদভিপ্রায়বিশিষ্ট। [সং. দুর্+অভিসন্ধি]।

দুরমুশ—বি: খোয়া সুরকি ইত্যাদি পিটিয়া বসাইবার মুষল ; উক্ত মুষলদ্বারা পেটাই। [দেশী—তু. হি. দুর্মট]। ক্রি: **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দ্বারা পিটান ; (আল) অত্যন্ত প্রহার করা।

দুরস্ত—বিণ: নির্ভুল, ঠিক, সংশোধিত (ভুল দুরস্ত করা) ; গোছাল, পরিপাটি, সুশৃঙ্খল (বেশবাস দুরস্ত করা) ; মাফিক, অনুযায়ী (কায়দাদুরস্ত) ; সমভূমি, চৌরস (পিটিয়ে দুরস্ত করা) ; শাসিত, দমিত (অবাধ্য ছেলেকে দুরস্ত করা)। [ফা. দুরস্ত্]

দুরাকাঙ্ক্ষা—বি: দুরাশা, দুর্লভ বস্তু বা বিষয় লাভ করিবার বাসনা ; অন্যায় বা অসৎ আশা। [সং. দুর্+আকাঙ্ক্ষা]। বিণ: **দুরাকাঙ্ক্ষ, দুরাকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্)—দুরাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন। বিণ-(স্ত্রী): **দুরাকাঙ্ক্ষিণী**।

দুরাক্রম, দুরাক্রম্য—বিণ: আক্রমণ করা কঠিন এমন। [সং. দুর্+আক্রম, আক্রম্য]।

দুরাগ্রহ—(১)বি: মন্দ অসৎ বা কষ্টকর বিষয়ে আগ্রহ ; অন্যায় জিদ ; দুশ্চেষ্টা। (২)বিণ: ঐরূপ আগ্রহযুক্ত। [সং. দুর্+আগ্রহ]।

দুরাচরণীয়—বিণ: কৃচ্ছ্রসাধ্য, বহু আয়াসে পালনযোগ্য। [সং. দুর্+আচরণীয়]।

দুরাচার—(১)বিণ: দুর্বৃত্ত, পাপিষ্ঠ; কদাচারী। (২)বি: অসৎ আচরণ, দুর্বৃত্ততা; কদাচার। [সং. দুর্+আচার]। বিণ(স্ত্রী): **দুরাচারিণী**—পাপিষ্ঠা।

দুরাত্মা (-ত্মন্)—বিণ: পাপিষ্ঠ; দুঃশীল; দুর্বৃত্ত; অত্যাচারী। [সং. দুর্+আত্মন্]।

দুরাধর্ষ—বিণ: দুর্ধর্ষ, দুর্দমনীয়। [সং. দুর্+আ+ √ধৃষ্+ণিচ্+অ (র্ম)]।

দুরাপ—বিণ: দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। [সং. দুর্+ √আপ+অ (র্ম)]।

দুরারোগ্য—বিণ: আরোগ্য হওয়া দুঃসাধ্য এমন, দুশ্চিকিৎস্য। [সং. দুর্+আরোগ্য]।

দুরারোহ—বিণ: আরোহণ করা শক্ত এমন; অত্যন্ত উঁচু; দুর্গম। [সং. দুর্+আ+ √রুহ্+অ (র্ম)]।

দুরালাপ—(১)বি: দুষ্ট বাক্য, গালি। (২)বিণ: কটুভাষী। [সং. দুর্+আলাপ]।

দুরাশয়—(১)বি: দুরভিসন্ধি, কু-মতলব। (২)বিণ: দুরভিসন্ধিযুক্ত। [সং. দুর্+আশয়]।

দুরাশা—বি: দুরাকাঙ্ক্ষা। [সং. দুর্+আশা]।

দুরাসদ—বিণ: দুর্ধর্ষ; দুষ্প্রাপ্য; দুর্জ্ঞেয়; দুঃসহ। [সং. দুর্+আ+ √সদ্+অ]।

দুরি—বি: দুই-ফোঁটা-চিহ্নিত খেলিবার তাস। [বাং. দু (দুই)+রি (যুক্তার্থে)]।

দুরিত—(১)বি: পাপ; ক্ষতি। (২)বিণ: পাপিষ্ঠ। [সং. দুর্+ইত (গতি বা কার্য)—বহু., প্রাদি]।

দুরী—দুরি-র বানানভেদ।

দুরুক্তি—বি: কটুবাক্য। [সং. দুর্+উক্তি]।

দুরুচ্চার, দুরুচ্চার্য—বিণ: সহজে উচ্চারণ করা যায় না এমন; অশ্লীল, অকথ্য। [সং. দুর্+উচ্চার, উচ্চার্য]।

দুরুদুরু—দুরদুর দ্র:।

দুরূহ—বিণ: কঠিন, কষ্টসাধ্য; তর্কদ্বারা মীমাংসা করা কঠিন; দুর্জ্ঞেয়; দুর্বোধ। [সং. দুর্+ √উহ্+অ (র্ম)]।

দুরুদুরু—দুরদুর-এর বানানভেদ।

দুর্গ—বি: যেখানে শত্রুর আগমন কষ্টকর এমন আশ্রয়, গড়, কেল্লা। [সং. দুর্+ √গম্+অ (র্ম)]।

দুর্গত—বিণ: দুর্দশাগ্রস্ত, বিপদ্গ্রস্ত; দরিদ্র; দুঃখী। [সং. দুর্+ √গম্+ত (র্ম)]।

দুর্গতি—বি: দুর্দশা, দুরবস্থা; নিগ্রহ; (মৃত্যুর পরে) নরকে গতি; নরক। [সং. দুর্+গতি]।

দুর্গন্ধ—(১)বি: খারাপ গন্ধ। (২)বিণ: খারাপ গন্ধযুক্ত। [সং. দুর্+গন্ধ]। বিণ: **দুর্গন্ধী** (-ন্ধিন্)—দুর্গন্ধযুক্ত।

দুর্গপতি—বি: দুর্গের অধীশ্বর বা রক্ষক। [সং. দুর্গ+পতি]।

দুর্গম—বিণ: যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায়, দুরধিগম্য; দুর্জ্ঞেয়; দুর্বোধ্য। [সং. দুর্+ √গম+অ (র্ম)]।

দুর্গা—বি: দুর্গতিনাশিনী দেবী, শিবপত্নী ভগবতী। [সং. দুর্+ √গম বা গৈ+অ (র্ম)+আ]। বি: **দুর্গা-টুনটুনি**—ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।

দুর্গেশ১—বি: দুর্গের অধীশ্বর বা রক্ষক। [সং. দুর্গ+ঈশ]।

দুর্গেশ২—বি: দুর্গাদেবীর পতি শিব। [সং. দুর্গা+ঈশ]।

দুর্গোৎসব—বি: দুর্গাপূজা-রূপ উৎসব বা দুর্গাপূজা-উপলক্ষে উৎসব। [সং. দুর্গা+উৎসব]।

দুর্গ্রহ১—বি: অশুভ বা দুষ্ট গ্রহ। [সং. দুর্+গ্রহ]।

দুর্গ্রহ২—বিণ: গ্রহণ করা বা জানা কষ্টকর। [সং. দুর্+ √গ্রহ্+অ (র্ম)]।

দুর্ঘট—বিণ: ঘটা শক্ত এমন, সচরাচর ঘটে না এমন; (কথ্য) দুষ্প্রাপ্য। [সং. দুর্+ √ঘট্+অ (র্ম)]।

দুর্ঘটনা—বি: অমঙ্গলকর বা ক্ষতিকর ঘটনা; আকস্মিক বিপৎপাত। [সং. দুর্+ঘটনা]।

দুর্জন—(১)বি: দুষ্ট বা খল ব্যক্তি; দুরাত্মা; দুর্বৃত্ত লোক। (২)বিণ: (বাং) দুষ্ট, খল, দুর্বৃত্ত (দুর্জন ব্যক্তি)। [সং. দুর্+জন]।

দুর্জয়—বিণ: জয় করা শক্ত এমন, অজেয়, অদম্য। [সং. দুর্+ √জি+অ (র্ম)]।

দুর্জ্ঞেয়—বিণ: জানা শক্ত এমন, দুর্বোধ। [সং. দুর্+ √জ্ঞা+য (র্ম)]। বি: -তা।

দুর্দম, দুর্দমনীয়, দুর্দম্য—বিণ: দমন করা শক্ত এমন, দুর্দান্ত, দুরন্ত। [সং. দুর্+ √দম্+অ, অনীয়, য (র্ম)]।

দুর্দশা—বি: দুরবস্থা, দুর্গতি, মন্দ অবস্থা। [সং. দুর্+দশা]।

দুর্দান্ত—বিণ: দমন করা বা বশ মানান শক্ত এমন, দুরন্ত। [সং. দুর্+ √দম্+ত]।

দুর্দিন—বি: অশুভ সময়, বিপদের দিন;

প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ দিন, ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ দিন। [সং. দুর্+দিন]।

দুর্দৈব—বিঃ অশুভ ভাগ্য, দুরদৃষ্ট ; দুর্ঘটনা। [সং. দুর্+দৈব]।

দুর্ধর্ষ—বিণঃ যাহার পরাজয় বা অনিষ্টসাধন করা কষ্টকর ; দুর্জয় ; দুঃসহ ; প্রবল পরাক্রমশালী। [সং. দুর্+ √ধৃষ্+অ (র্ম)]। বিঃ -তা।

দুর্নাম—বিঃ বদনাম, অখ্যাতি। [সং. দুর্+নাম]।

দুর্নিবার, দুর্নিবার্য—বিণঃ নিবারণ বা রোধ করা শক্ত এমন। [সং. দুর্+নিবার, নিবার্য]।

দুর্নিমিত্ত—বিঃ কু-লক্ষণ, অমঙ্গলের চিহ্ন। [সং. দুর্+নিমিত্ত]।

দুর্নিরীক্ষ্য—বিণঃ (যাহার প্রতি) দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+নিরীক্ষ্য]।

দুর্নীত—(১)বিণঃ রীতিনীতি ভাল নয় এমন ; দুর্নীতিপরায়ণ ; দুঃশীল ; অশিষ্ট। (২)বিঃ দুষ্ট-নীতি, নিন্দনীয় রীতি। [সং. দুর্+নীত (নীতি)]।

দুর্নীতি—বিঃ কু-নীতি, কু-রীতি, ন্যায় ও ধর্ম-বিরুদ্ধ আচরণ। [সং. দুর্+নীতি]। বিণঃ **-পরায়ণ**—অসদাচারী, দুঃশীল, দুরাত্মা।

দুর্বচন—(১)বিঃ কটু অশিষ্ট বা উদ্ধত বাক্য, গালি। (২)বিণঃ কটুভাষী, অপ্রিয়ভাষী, উদ্ধত বা অশিষ্ট বাক্য বলে এমন। [সং. দুর্+বচন]।

দুর্বৎসর—বিঃ অশুভ বৎসর, অজন্মা বা আকালের বৎসর। [সং. দুর্+বৎসর]।

দুর্বল—বিণঃ হীনবল, শক্তিহীন ; ক্ষীণ; রুগ্ণ। [সং. দুর্+বল]। বিঃ -তা, **দৌর্বল্য**।

দুর্বহ—বিণঃ বহন করা দুঃসাধ্য এমন, গুরুভার, অসহ্য (দুর্বহ জীবন)। [সং দুর্+ √বহ্+অ (র্ম)]। বিঃ -তা।

দুর্বাক্ (-বাচ)—বিণঃ কটুভাষী বা অপ্রিয়ভাষী। [সং. দুর্+বাচ্]।

দুর্বাক্য—বিঃ কটু কথা ; অশিষ্ট বাক্য ; গালি। [সং. দুর্+বাক্য]।

দুর্বার--বিণঃ নিবারণ করা বা বাধা দেওয়া শক্ত এমন, দুর্নিবার, দুর্দমনীয়। [সং. দুর্+ √বৃ +ণিচ্+অ (র্ম)]।

দুর্বাসনা—বিঃ অপূরণীয় বা অত্যুগ্র বাসনা ('দুর্বাসনার ডোরে' : রবীন্দ্র)। [সং. দুর্+বাসনা]।

দুর্বাসাঃ (-সস্), (চলিত) **দুর্বাসা**—(১)বিণঃ কুৎ-সিত বসনধারী। (২)বিঃ অত্যন্ত কোপন-স্বভাব প্রসিদ্ধ মুনি। [সং. দুর্+বাসস্]।

দুর্বিনীত—বিণঃ অবিনয়ী, উদ্ধত, অশিষ্ট, অভদ্র। [সং. দুর্+বিনীত]।

দুর্বিনেয়—বিণঃ বিনীত বা দমিত করা যায় না এমন। [সং. দুর্+বি+ √নী+য (র্ম)]।

দুর্বিপাক—বিঃ দৈবসঙ্ঘটিত বিপদ্ বা দুর্ঘটনা। [সং দুর্+বিপাক]।

দুর্বিষহ—বিঃ দুঃসহ, অসহ্য। [সং. দুর্+বি+ √সহ্+অ (র্ম)]। বিঃ -তা।

দুর্বুদ্ধি—(১)বিঃ মন্দ বা অসৎ মতি, কুবুদ্ধি ; মূর্খতা। (২)বিণঃ মন্দবুদ্ধিযুক্ত। [সং. দুর্+বুদ্ধি]।

দুর্বৃত্ত—বিণঃ দুশ্চরিত্র, দুষ্টস্বভাব, দুরাত্মা ; উদ্ধত। [সং. দুর্+বৃত্ত (চরিত্র)]। বিঃ -তা, **দুর্বৃত্তি**।

দুর্বোধ—বিণঃ বোঝা শক্ত এমন, দুর্জ্ঞেয়। [সং. দুর্+ √বুধ্+অ (র্ম)]। বিণঃ **দুর্বোধ্য**—বুঝিতে পারা শক্ত এমন।

দুর্ব্যবহার—বিঃ মন্দ বা অভদ্র আচরণ। [সং. দুর্+ব্যবহার]।

দুর্ভক্ষ্য—বিণঃ খাওয়া কষ্টকর এমন। [সং. দুর্+ভক্ষ্য]।

দুর্ভগ—বিণঃ ভাগ্যহীন, দুর্ভাগা। [সং. দুর্+ভগ (ভাগ্য)]। বিণ(স্ত্রী): **দুর্ভগা**—মন্দভাগিনী; স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা, দুয়ো।

দুর্ভর—বিণঃ দুর্বহ ; গুরুভার ; দুঃসহ। [সং দুর্+ √ভৃ+অ (র্ম)]। বিঃ -তা।

দুর্ভাগা—বিণঃ অভাগা, হতভাগ্য। [সং. দুর্+ভাগ (ভাগ্য)+বাং (সমাসান্ত) আ (বহু.)]। বিণ(স্ত্রী) : **দুর্ভাগিনী**।

দুর্ভাগ্য—(১)বিঃ কু-অদৃষ্ট, মন্দ ভাগ্য বা বরাত। (২)বিণঃ দুর্ভাগা, হতভাগ্য। [সং. দুর্+ভাগ্য]।

দুর্ভাবনা—বিঃ দুশ্চিন্তা ; অমঙ্গলাশঙ্কাজনিত চিন্তা ; উদ্বেগ। [সং. দুর্+ভাবনা]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন।

দুর্ভিক্ষ—বিঃ অতি কষ্টে ভিক্ষা মেলে যে অবস্থায় ; ব্যাপক খাদ্যাভাব, আকাল। [সং. দুর্+ভিক্ষা]।

দুর্ভেদ—বিণঃ দুর্ভেদ্য ('দুর্ভেদ বাধা' : রবীন্দ্র)। [সং দুর্+ √ভিদ্+অ]।

দুর্ভেদ্য—বিণঃ ভেদ করা শক্ত এমন, দুষ্প্রবেশ ; দুর্বোধ। [সং. দুর্+ভেদ্য]। বিঃ -তা।

দুর্ভোগ—বিঃ দুর্গতি, লাঞ্ছনা, কষ্ট। [সং. দুর্+ভোগ]।

দুর্মতি—(১)বিঃ অসৎ বা মন্দ বুদ্ধি। (২)বিণঃ মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট। [সং. দুর্+মতি]।

দুর্মদ—বিণঃ প্রমত্ত, দুর্দান্ত। [সং. দুর্+√মদ্+অ (র্তৃ)]।

দুর্মনাঃ (-নস্), (চলতি) **দুর্মনা**—বিণঃ উদ্বিগ্নচিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত। [সং. দুর্+মনস্]। বিণঃ **দুর্মনায়মান**—দুর্ভাবনা করিতেছে এমন।

দুর্মর—বিণঃ মোটেই নরম হয় না এমন; অতি সংরক্ষণশীল, die-hard [বি. প.]।

দুর্মুখ—(১)বিণঃ কটুভাষী, অপ্রিয়ভাষী। (২)বিঃ (রামা.) রামচন্দ্রের গুপ্তচর। [সং. দুর্+মুখ]।

দুর্মূল্য—বিণঃ মহার্ঘ, আক্রা। [সং. দুর্+মূল্য (বহু)]। বিঃ -তা।

দুর্মেধাঃ (-ধস্), (চলিত) **দুর্মেধা**—বিণঃ দুর্বল স্মরণশক্তিবিশিষ্ট; মন্দবুদ্ধি; মূর্খ। [সং. দুর্+মেধস্]।

দুর্যোগ—বিঃ ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাপূর্ণ সময়; দুর্দিন; দুঃসময়। [সং. দুর্+যোগ]।

দুর্যোধন—বিঃ (মহা.) ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। [সং. দুর্+√যুধ্+অন (র্ম)]।

দুর্লক্ষণ—(১) বিঃ অশুভ লক্ষণ। (২) বিণঃ অশুভলক্ষণযুক্ত। [সং. দুর্+লক্ষণ]। বিণ(স্ত্রী): **দুর্লক্ষণা**।

দুর্লক্ষ্য—বিণঃ লক্ষ্য করা বা দেখিতে পাওয়া শক্ত এমন। [সং. দুর্+লক্ষ্য]।

দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য—বিণঃ লঙ্ঘন করা বা ডিঙ্গান শক্ত এমন, দুরতিক্রম; পালন করা দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+লঙ্ঘ, লঙ্ঘ্য]।

দুর্লভ—বিণঃ পাওয়া দুঃসাধ্য এমন, দুষ্প্রাপ্য; দুর্মূল্য। [সং. দুর্+√লভ্+অ (র্ম)]। বিঃ-তা।

দুল—বিঃ রমণীদের কানের গহনাবিশেষ। [বাং. √দুল্ (সং. √দুল্)+অ (র্তৃ)]।

দুলকি—বিঃ (ঘোড়া বা পালকির) দোলজনক মৃদু গমনভঙ্গি (দুলকি চাল)। [হি. দুলকী]।

দুলন—বিঃ দোল খাওয়া; আন্দোলিত হওয়া; ঝুলন। [দুলা দ্রঃ]।

দুলা—(১)ক্রিঃ দোল খাওয়া; আন্দোলিত হওয়া; ঝোলা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √দুল্+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ দোল দেওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

দুলাল—বিঃ স্নেহপাত্র; আদরে প্রতিপালিত পুত্র। [সং. দুর্ললিত—তু. হি. দুলার (=স্নেহ)]। বি(স্ত্রী): **দুলালী**।

দুলিচা—বিঃ ক্ষুদ্র গালিচা বা আসন। [দেশী]।

দুলুনি—বিঃ দুলন; দোল। [দুলা দ্রঃ]।

দুলে—বিঃ পালকি ডুলি প্রভৃতির বাহক হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [দেশী]। বি(স্ত্রী): -নী।

দুশমন—(১)বিঃ শত্রু; দুর্বৃত্ত। (২)বিণঃ বিকট, ভয়ঙ্কর (দুশমন চেহারা)। [ফা.]। বিঃ **দুশমনি**—শত্রুতা; দুর্বৃত্ততা।

দুশ্চর—বিণঃ বিচরণের পক্ষে দুঃসাধ্য এমন, দুর্গম (দুশ্চর অরণ্য); আচরণ করা শক্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য (দুশ্চর তপস্যা)। [সং. দুর্+√চর্+অ (র্ম)]।

দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত—(১)বিণঃ দুষ্টস্বভাববিশিষ্ট। (২)বিঃ মন্দ স্বভাব। [সং. দুঃ+চরিত্র, চরিত (বহু., প্রাদি)]। বিঃ -তা।

দুশ্চিকিৎস্য—বিণঃ দুরারোগ্য। [সং. দুর্+চিকিৎস্য]।

দুশ্চিন্তা—বিঃ দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা; মন্দ বা অশুভ চিন্তা। [সং. দুর্+চিন্তা]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—দুশ্চিন্তাকারী।

দুশ্চেষ্টা—বিঃ অসাধ্যসাধনের প্রয়াস, মিথ্যা বা অন্যায় চেষ্টা। [সং. দুর্+চেষ্টা]। **দুশ্চেষ্টিত**—বিঃ বিফল প্রয়াস, অসদাচরণ।

দুশ্ছেদ্য—বিণঃ ছেদন করা দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+ছেদ্য]।

দুষমন, দুষমনি—যথাক্রমে **দুশমন** ও **দুশমনি**-র বর্জি. বানান।

দুষা—(১)ক্রিঃ দোষ দেওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √দুষ্+বাং. আ]।

দুষ্কর—বিণঃ দুঃসাধ্য। [সং. দুর্+√কৃ+অ (র্ম)]।

দুষ্কর্ম (-র্মন্)—বিঃ কুকর্ম; পাপ। [সং. দুর্+কর্মন্ (প্রাদি)]।

দুষ্কর্মা (-র্মন্)—বিণঃ কুকর্মকারী; পাপাত্মা। [সং. দুর্+কর্মন্ (বহু.)]।

দুষ্কার্য—বিঃ দুষ্কর্ম। [সং. দুর্+কার্য]।

দুষ্কাল—বিঃ অশুভ সময়। [সং. দুর্+কাল]।

দুষ্কুল—বিঃ হীন বা অসৎ বংশ। [সং. দুর্+কুল]।

দুষ্কৃত—(১)বিঃ দুষ্কর্ম; পাপ। (২)বিণঃ দুঃখে বা অন্যায়ভাবে কৃত। [সং. দুর্+কৃত]। বিণঃ **দুষ্কৃতকারী** (-রিন্)—দুষ্কর্মকারী।

দুষ্কৃতি—বিঃ দুষ্কর্ম, পাপ ; দুর্ভাগ্য। [সং. দুর্ +কৃতি]।

দুষ্কৃতী (-তিন্)—বিণঃ দুষ্কর্মকারী, পাপী। [সং. দুষ্কৃত+ইন্]।

দুষ্ক্রিয়া—বিঃ কুকর্ম, পাপ। [সং. দুর্+ক্রিয়া]। বিণঃ -**ন্বিত**—পাপাচারী, কুকর্মরত।

দুষ্ট—বিণঃ দোষযুক্ত, দূষিত (দুষ্টক্ষত) ; অসৎ, মন্দ (দুষ্টচরিত্র) ; অশুভ (দুষ্টগ্রহ) ; (বাং.) অশান্ত, দুরন্ত (দুষ্ট মেয়ে)। [সং. দুষ্ +ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **দুষ্টা**—কুচরিত্রা, ব্যভিচারিণী। বিঃ -**ক্ষুধা**—পেট ভরা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধাবোধ : এ সময়ে খাদ্য গ্রহণ করিলে শরীরের ক্ষতি হয়। বিঃ -**ব্রণ**—মারাত্মক ফোড়াবিশেষ। বিণঃ **দুষ্টাশয়**—দুর্বৃত্ত।

দুষ্টামি—বিঃ চঞ্চলতা ; অসদাচরণ ; দুরন্তপনা। [বাং. দুষ্ট+আমি]।

দুষ্টাশয়—**দুষ্ট** দ্রঃ।

দুষ্টু+বিণঃ (আদরে) দুরন্ত। [দুষ্ট দ্রঃ]। বিঃ -**মি**—(আদরে) দুরন্তপনা।

দুষ্পাচ্য, দুষ্পচ—বিণঃ হজম হওয়া দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+পাচ্য, পচ]। বিঃ -**তা**।

দুষ্প্রবৃত্তি—বিঃ অসৎ বিষয়ে রুচি বা প্রবৃত্তি। [সং. দুর্+প্রবৃত্তি]।

দুষ্প্রবেশ্য, দুষ্প্রবেশ—বিণঃ দুর্গম, দুরধিগম। [সং. দুর্+প্রবেশ্য, প্রবেশ]।

দুষ্প্রাপ্য—বিণঃ পাওয়া দুঃসাধ্য এমন, দুর্লভ। [সং. দুর্+প্রাপ্য]। বিঃ -**তা**।

দুসজ্যা, দুসতি, দুসতী—**দু-** দ্রঃ।

দুস্তর—বিণঃ পার হওয়া দুঃসাধ্য এমন। [সং. দুর্+ √তৃ+অ (র্ম)]।

দুহা, দুহান, দুহানো—(১)ক্রিঃ দোহন করা। (২)বিঃ দোহন। [সং. √দুহ্]।

দুহাতিয়া—বিণঃ দুইহাত-ওয়ালা ; দুই হাত দিয়া হানা (দুহাতিয়া বাড়ি)। [বাং-র্তৃ দু (দুই) +হাত+ইয়া]।

দুহিতা (-র্তৃ)—বিঃ কন্যা, নন্দিনী। [সং. √দুহ্ +তৃ (র্তৃ)]।

দুহ্য—বিণঃ দোহনের যোগ্য। [সং. √দুহ্+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): -**মানা**—যাহাকে দোহন করা হইতেছে।

দূত—বিঃ যে সংবাদ বহন করে, চর ; (বর্ত.) প্রতিনিধি বা সংযোগরক্ষক (রাষ্ট্রদূত)। [সং. √দু+ত (র্তৃ)]।

দূতালি—বিঃ দূতের কাজ, দৌত্য। [সং. দূত +বাং. আলি]।

দূতী, দূতি, (বিরল) **দূতিকা**—বিঃ স্ত্রী-দূত, সংবাদবাহিকা ; প্রণয়ি-প্রণয়িনীর মধ্যে সংবাদ-আদানপ্রদানকারিণী, কুট্টনী। [সং. দূত+ঈ ; √দু+তি (র্তৃ),+ক+আ]।

দূতীয়ালি, দূতিয়ালি, দূতীগিরি, দূতিগিরি—বিঃ দূতীর কার্য। [সং. দূতী (-তি)+বাং আলি, গিরি]।

দূর—(১)বিঃ ব্যবধান, অন্তর ; নিকটে নহে এমন দেশ বা স্থান (দূরবর্তী, দূরে যাওয়া)। (২)বিণঃ অনিকট (দূরদেশ) ; ব্যাপক, গভীর (দূরদৃষ্টি) ; বিস্তৃত (দূরপথ) ; বিতাড়িত, বহিষ্কৃত (দেশ থেকে দূর করা) ; অপগত, দূরীভূত (দূর হওয়া বা করা)। (৩)অব্যঃ ঘৃণা লজ্জা বিরক্তি অবিশ্বাস অসম্মতি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক (দূর ছাই, দূর-দূর)। [সং. দুর্+ √ই+র (র্তৃ)]। ক্রিঃ **দূর করা**—অপনীত বিতাড়িত বা বহিষ্কৃত করা (ময়লা দূর করা, দেশ হইতে দূর করা) ; আরোগ্য করা, ঘোচান (রোগ দূর করা)। বিণঃ -**গ**, -**গামী** (-মিন্)—দূরে গমনকারী। বিণ(স্ত্রী): -**গামিনী**। ক্রিঃ **দূর-ছাই করা**—অবজ্ঞা করা। অব্য. ক্রি-বিণঃ -**তঃ** (তস্)—দূর হইতে। বিঃ -**তা**, -**ত্ব**—ব্যবধান ; পার্থক্য। বিঃ -**দর্শন**—দূর হইতে নিরীক্ষণ, দূরের জিনিস দর্শন ; পরিণাম দর্শন, দূরদৃষ্টি। বিণঃ -**দর্শী** (-র্শিন্)—পরিণামদর্শী ; বিচক্ষণ ; বহুদর্শী। বিঃ -**দর্শিতা**। অব্যঃ **দূর-দূর**—(বিতাড়নসূচক উক্তি) দূর হ ; ছি-ছি। বিঃ -**দৃষ্টি**—ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি। বিণঃ -**বর্তী** (-র্তিন্)—দূরে অবস্থিত, দূরস্থ। বিণ(স্ত্রী): -**বর্তিনী**। বিঃ -**বর্তিতা**। বিঃ -**বীক্ষণ, -বীন**—দূরবর্তী বস্তু স্পষ্টভাবে দেখিবার যন্ত্রবিশেষ, telescope। বিণঃ -**শ্রুত**—দূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া শোনা যাইতেছে এমন। বিণঃ -**স্থ**, -**স্থিত**—দূরবর্তী। অব্যঃ **দূর হউক**—বিরক্তি-প্রকাশক। **দূর হক ছাই**—বিরক্তি উপেক্ষা ঔদাসীন্য প্রভৃতি ভাবসূচক উক্তি। ক্রি-বিণঃ -**হি**—(ব্রজ.) দূরে। বিণঃ **দূরাগত**—দূর হইতে আগমনকারী বা আগত। বিঃ **দূরান্ত**—বহু-দূরবর্তী স্থান। বিঃ **দূরান্তর**— বহুদূরব্যাপী ব্যবধান। বিঃ **দূরীকরণ**—বিতাড়ন, অপসারণ ; মোচন ; বহিষ্করণ। বিণঃ **দূরীকৃত**—বিতাড়িত ; অপসারিত ; মোচিত ; বহিষ্কৃত। বিঃ **দূরীভবন**

—অপসরণ ; বিতাড়িত হওয়া ; বহিষ্কৃত হওয়া। বিণ: **দূরীভূত**—অপসৃত ; বিতাড়িত; বহিষ্কৃত।

দূর্বা—বি: ঘাসবিশেষ। [সং.]। বি: **-দল**—দূর্বাঘাসের পাতা। বিণ: **-দলশ্যাম**—দূর্বাঘাসের পাতার ন্যায় শ্যামবর্ণযুক্ত। বি: **-ষ্টমী**—ভাদ্র-মাসের শুক্লাষ্টমী।

দূষক—বিণ: দোষদায়ক ; নিন্দাকারী। [সং. √দূষ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

দূষণ—(১)বি: দোষারোপ ; অপবিত্রকরণ ; রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ, খরের ভ্রাতা। (২)বিণ: দূষক। [সং. √দুষ্ + ণিচ্ + অন]। বিণ: **দূষণীয়, দূষ্য**—দোষারোপযোগ্য, নিন্দ-নীয়। বি: **দূষয়িতা (-তৃ)**—দূষক, দোষারোপ-কারী। বিণ: **দূষিত**—দোষযুক্ত ; কলুষিত ; অপবিত্র।

দৃক্ (-শ্)—বি: চক্ষু ; দৃষ্টি, জ্ঞান। [সং. √ দৃশ + কিপ্]। বি: **-পাত**— দৃষ্টিনিক্ষেপ ; ভ্রূক্ষেপ (পরের দুঃখে দৃক্‌পাত করে না)।

দৃঢ়—বিণ: শক্ত, কঠিন, মজবুত, পোক্ত (দৃঢ়-ভিত্তি) ; কঠোর (দৃঢ়হস্তে শাসন) ; আঁট (দৃঢ়-সম্বন্ধ) ; বলিষ্ঠ (দৃঢ়দেহ) ; স্থির, অটল, অবিচলিত (দৃঢ়পদ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) ; গাঢ় (দৃঢ়ভক্তি) ; অকম্পিত (দৃঢ়স্বর)। [সং. √দৃহ্ + ত (র্তৃ)]। বি: **-তা**। বিণ: **-নিশ্চয়**—স্থিরসিদ্ধান্ত, সুনিশ্চিত। বিণ: **-ব্রত**—কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হয় না এমন ; কঠোর অধ্যবসায়যুক্ত। বিণ: **-মুষ্টি**—আঁট অর্থাৎ সহজে শিথিল হয় না এমন মুষ্টিবিশিষ্ট ; (আল.) কৃপণ। বিণ: **-সন্ধ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বি: **দৃঢ়ীকরণ**—শক্ত বা পোক্ত করা ; সুপ্রতিষ্ঠ করা। বিণ: **দৃঢ়ীকৃত**। বি: **দৃঢ়ীভবন**—শক্ত বা কঠিন হওয়া ; জমাট বাঁধা ; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। বিণ: **দৃঢ়ীভূত**।

দৃপ্ত, দৃপ্র—বিণ: দর্পযুক্ত, গর্বিত ; উদ্ধত ; তেজঃপূর্ণ। [সং. √দৃপ্ + ত, র (র্তৃ)]।

দৃশ্য—(১)বি: দর্শনযোগ্য বা দৃশ্যমান বস্তু বা বিষয় (ভীষণ দৃশ্য) ; নাটকের অঙ্কান্তর্গত ভাগ বা পরিচ্ছেদ ; নাট্যোল্লিখিত পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী অভিনয়-মঞ্চের সজ্জা, scene। (২)বিণ: দর্শনীয় ; (অভিনয়) দেখিতে হয় এমন (দৃশ্যকাব্য) ; প্রকাশ্য (দৃশ্যতঃ)। [সং √দৃশ্ + য (র্ম)]। বি: **-কাব্য**—যে-সমস্ত কাব্য অভিনীত হইতে দেখিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, যেমন, নাটক। বি: **-পট**—থিয়েটারের সীন (scene)। বিণ: **-মান**—দৃষ্ট হইতেছে এমন। বি: **-সঙ্গীত, -সংগীত**—নৃত্য।

দৃষ্ট—বিণ: দেখা গিয়াছে এমন, লক্ষিত। [সং. √দৃশ্ + ত (র্ম)]। বিণ: **-চর, -পূর্ব**—পূর্বে দেখা গিয়াছে এমন। বিণ: **দৃষ্টাদৃষ্ট**—(যাহা) দেখা গিয়াছে এবং (যাহা) দেখা যায় নাই এমন ; আংশিক দেখা যায় এবং আংশিক দেখা যায় না এমন ; ব্যক্ত ও অব্যক্ত।

দৃষ্টান্ত—বি: উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন ; নজির ; উপমান ; (আল.) কোন বিষয়ের যাথার্থ্য প্রমাণার্থ সদৃশ বিষয়ের উল্লেখ ও বর্ণনা। [সং. দৃষ্ট + অন্ত]। বি: **-স্থল**—উদাহরণ বা নজিরস্বরূপ ব্যবহৃত হইবার যোগ্য বিষয়।

দৃষ্টি—বি: দর্শন, অবলোকন ; জ্ঞান, বোধ (স্থূলদৃষ্টি) ; চক্ষু ; দর্শনের শক্তি (দৃষ্টিহীন) ; নজর, লক্ষ্য (দৃষ্টি রাখা) ; কুনজর (দৃষ্টি দেওয়া)। [সং. √দৃশ্ + তি]। বিণ: **-কৃপণ** — বেশি খরচ করিতে বা দান করিতে অনিচ্ছুক, ছোট-নজর-ওয়ালা। বি: **-ক্ষুধা**—(প্রকৃত) ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও ভোজ্যবস্তু দেখামাত্র খাওয়ার ইচ্ছা। বিণ: **-গোচর**—দেখা যায় এমন। বি: **-পথ**—যত দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বি: **-পাত**—দৃষ্টিনিক্ষেপ, অবলোকন।

দে, —দিয়া-র প্রাদে. সংক্ষিপ্ত রূপ।

দে, —বি: (প্রা. কাব্যে) শরীর ('গৌর নহিত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতু দে' বা. ঘো.)। [সং দেহ]।

দে, —অনু-ক্রি: প্রদান কর। [বাং. √দি]।

দেইজি, দেইজী—বি: জ্ঞাতি। [সং. দায়াদ]।

দেউটি—বি: প্রদীপ ('একে একে নিভিছে দেউটি' : মধু)। [সং. দীপবর্তিকা)]।

দেউড়ি—বি: প্রধান প্রবেশদ্বার, তোরণ, বহির্দ্বার। [সং. দেহলী]।

দেউল—বি: মন্দির, দেবালয়। [সং. দেবকুল]।

দেউলিয়া, (কথ্য.) দেউলে—বিণ: নিঃস্ব ; ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ। [সং. দেবকুলিকা]।

দেওয়া—(১)ক্রি: প্রদান করা (টাকা দেওয়া)। দান বা বিতরণ করা (ভিক্ষা বা বর দেওয়া) ; যোগান (ভাতকাপড় দেওয়া) ; বিবাহাদিতে সম্প্রদান করা (মেয়ে দেওয়া) ; বিসর্জন করা (প্রাণ দেওয়া) ; সিঞ্চন বা মিশ্রণ করা (গাছে বা দুধে জল দেওয়া) ; আরোপ করা (নাম উপাধি বা বদনাম দেওয়া) ; স্থাপন করা (জর বা ঠেস

দেওয়া, রোদে দেওয়া, পথে কাঁটা দেওয়া) ; প্রতিষ্ঠা করা (স্কুল বা মন্দির দেওয়া) ; নির্মাণ করা (বেড়া দেওয়া) ; অঙ্গে বা অন্যত্র ধারণ করা, পরা (পায়ে জুতা মাথায় ছাতা বা চোখে চশমা দেওয়া) ; উৎসর্গ করা (অর্ঘ্য পূজা বা বলি দেওয়া) ; উৎপাদন করা (গাছে ফল দেওয়া) ; প্রয়োগ করা (গানে সুর, ছবিতে রঙ, ঘরে ঝাঁট বা ঝাড়ু, আগুন, আঁচ, ঔষধ, মার, ঘুষি, গালি, উদাহরণ, বাধা, প্রভৃতি দেওয়া) ; নিক্ষেপ করা (জলে দেওয়া, দৃষ্টি দেওয়া) ; সংলগ্ন বা স্পৃষ্ট করা (হাত বা পা দেওয়া) ; আটকান, বন্ধ করা (খিল বা দুয়ার দেওয়া) ; ন্যস্ত করা (দায়িত্ব বা ভার দেওয়া) ; লেখা বা আঁকা (কমা বা তারিখ দেওয়া, ফোঁটা দেওয়া) ; প্রেরণ করা (ডাকে দেওয়া, স্কুলে দেওয়া) ; নিযুক্ত করা (কাজে দেওয়া) ; জ্ঞাপন করা (সংবাদ বা পরিচয় দেওয়া) ; মঞ্জুর করা (ছুটি দেওয়া) ; অনুমতি দেওয়া, বাধা না দেওয়া (বাঁচিতে দেওয়া) ; বপন করা (জমিতে বীজ দেওয়া) ; ঢোকান (গলায় আঙ্গুল দেওয়া) ; রাখা (বাদ দেওয়া) ; ক্ষমতা বা যোগ্যতা দেখান (পরীক্ষা দেওয়া) ; মিলান (তালে তাল দেওয়া) ; সমাপ্ত বা শেষ করা (ফেলিয়া দেওয়া) । (২)বিণ: উক্ত সকল অর্থে ; প্রদত্ত, অর্পিত ('মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়')। (৩)বি: উক্ত সকল অর্থে ; দান বা দত্ত সামগ্রী (দেওয়া-থোওয়া) । [সং. √দা] । **-ন, -নো**—(১)ক্রি: অপরের দ্বারা প্রদান সম্প্রদান অর্পণ প্রভৃতি করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে ।

দেওয়ান—বি: রাজস্বমন্ত্রী, খাজাঞ্চি ; রাজসভা, মন্ত্রণাসভা, মন্ত্রি-পরিষদ্ । [ফা. দীবান্] । বি: **দেওয়ান-ই-আম**—লোকসভা, সাধারণ রাজ-দরবার । বি: **দেওয়ান-ই-খাস** — মন্ত্রিসভা । **দেওয়ানি, দেওয়ানী**—(১)বি: বৃত্তি কর্তব্য বা অধিকার ; (২)বিণ: বিষয়াদির দাবি বা অধিকার সম্বন্ধীয়, অপরাধমূলক ঘটনা সম্বন্ধীয় নহে এমন, civil (দেওয়ানী মকদ্দমা বা আদালত) ।

দেওয়ানা—বিণ.বি: বিবাগী, উদাসী ; পাগল, ভাবোন্মত্ত । [ফা. দিয়ানা, হি. দীবানা] ।

দেওয়ানি, দেওয়ানী—দেওয়ান দ্র: ।

দেওয়াল—বি: প্রাচীর-গাত্র (দেওয়ালে টাঙান) । [ফা. দীয়ার] । বি: **-গিরি**—যে প্রদীপ প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন করিয়া ঝুলাইয়া রাখা যায় । বি: **দেওয়াল-ঘড়ি**—ঘড়ি দ্র: ।

দেওয়ালি, দেওয়ালী—বি: দীপালী, দীপান্বিতা । [সং. দীপাবলী, দীপালি] । **দেওয়ালি পোকা**—দেওয়ালির সমকালে আলোতে পড়িয়া পুড়িয়া মরে এরূপ পতঙ্গবিশেষ ।

দেওর—বি: স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা । [সং. দেবর] । বি: **-ঝি**—দেবরের কন্যা । বি: **-পো**—দেবরের পুত্র ।

দেঁতো—বিণ: দাঁতাল ; দন্তবিকাশকারী ; (আল.) আন্তরিকতাশূন্য (দেঁতো হাসি) । [বাং. দাঁত+উয়া>ও] ।

দেক—**দিক**-এর উচ্চারণভেদ ।

দেখ—(১)অনু-ক্রি: দর্শন কর । (২)অব্য: মনোযোগ-আকর্ষণ ভয়-প্রদর্শন সতর্কীকরণ সম্বোধন ইত্যাদি অর্থসূচক (দেখ গল্পটা শোন, দেখ মার খাবে) । [দেখা দ্র:] ।

দেখতা—(১)বিণ: দৃষ্ট ; সমক্ষে সঙ্ঘটিত (আমাদের দেখতা ব্যাপার) ; (২)ক্রি-বিণ: দৃষ্টির সমক্ষে, সমসময়ে (আমার দেখতা সে বড়লোক হল) । [দেখা দ্র:] ।

দেখন—বি: দর্শন । [দেখা দ্র:] । **-হাসি**—(১)বিণ: দেখা হইলেই হাসে এমন ; দেখিলেই প্রীতির হাসি উদ্রিক্ত করে এমন ; (২)বি: ঐরূপ হাস্যময়ী সখী ।

দেখা—(১)ক্রি: দর্শন করা (মুখ দেখা, চাঁদ দেখা) ; তাকান (এদিকে দেখ) ; অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা (দেখে শেখা) ; বিচার বিবেচনা চিন্তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করা (অবস্থা দেখা, রোগী দেখা, নাড়ী দেখা, লড়াইয়ের গতি দেখা) ; তত্ত্বাবধান বা সেবা-শুশ্রূষা করা (অসময়ে কেউ কাউকে দেখে না) ; উপভোগ করা (মজা দেখা, থিয়েটার দেখা) ; খুঁজিয়া বাহির করা (চাকরি দেখা, বাড়ি দেখা) ; পাঠ করা (দলিলটা দেখ ত) ; বোধ করা (ছেলেটা দেখছি উচ্ছন্নে গেছে) ; চেষ্টা করা (আর দেখে লাভ নেই—এ রোগ সারবে না) ; স্থির করা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া (ভাবিয়া দেখা) ; অবলম্বন বা অনুসরণ করা (নিজের নিজের পথ দেখা) ; অপেক্ষা করা (আর একটু দেখি) । (২)বি: উক্ত সকল অর্থে ; বিশেষত:—দর্শন, সাক্ষাৎ (দেখা দেওয়া বা পাওয়া) । (৩)বিণ: দৃষ্ট (দেখা জিনিস) । [সং. √দৃশ্+বাং আ] । ক্রি: **দেখাইয়া দেওয়া**—শিখান, বাতলান ; (গ্রা.) জব্দ করা । **-দেখি**—(১)বি: পরস্পর নিরীক্ষণ বা সাক্ষাৎকার ;

অন্যায়ভাবে পরস্পর খাতা দেখিয়া নকল করা ; (২)ক্রি-বিণ: অনুকরণে। -ন, -নো—(১)ক্রি: প্রদর্শন করা, দৃষ্ট করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: -শুনো—তত্ত্বাবধান; অভিভাবকতা। বি: -সাক্ষাৎ—পরস্পর সাক্ষাৎ ও খবরাখবরের আদানপ্রদান। **চোখের দেখা**—দর্শনমাত্র—কোনরূপ আলাপ নহে ; বাহ্য দর্শন। ক্রি-বিণ: **দেখিতে দেখিতে**—নিমেষের মধ্যে, অতি দ্রুত।

দেড়—বিণ: এক ও আধ (দেড় পয়সা)। [সং দ্ব্যর্ধ]। বিণ: **দেড়া**—দেড়গুণ (দেড়া ভাড়া)।

দেড়ে, দেড়েল—দাড়ি দ্র:।

দেদার—বিণ: প্রচুর, বিস্তর। [ফা. দীদার্]।

দেদীপ্যমান — বিণ: অতিশয় দীপ্তি লইয়া জ্বলিতেছে এমন, জাজ্বল্যমান। [সং. √দীপ্+যঙ+আন (র্তৃ)]।

দেদো—বিণ: দাদরোগাক্রান্ত। [বাং. দাদ+উয়া>ও]।

দেধান—বি: শস্যবিশেষ, জোয়ার। [সং. দেব-ধান্য]।

দেনদার—দেনা দ্র:।

দেনমোহর—বি: মুসলমানদের বিবাহকালে স্বামিকর্তৃক স্ত্রীকে প্রদেয় যৌতুক। [আ. দয়ন্‌মোহ্‌র্]।

দেনা—বি: কর্জ, ধার ; দেয় অর্থ ; (অর্থাদি) প্রদান (লেনাদেনা)। [আ. দয়েন্]। বি.বিণ: -দার, **দেনদার**—ঋণী, খাতক। বি: **দেনা-পাওনা**—দেয় ও প্রাপ্য অর্থ।

দেনো—বিণ: দানের যোগ্য ; ক্রিয়াকর্মে দানে ব্যবহার করা হয় বা হইয়াছে এমন (দেনো গামছা)। [বাং. দান+উয়া>ও]।

দেব—বি: ঈশ্বর ; পুরুষ-দেবতা ; রাজা প্রভু গুরুজন ব্রাহ্মণ বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্বোধন বা উল্লেখকালে তাঁহাদের প্রতি গৌরবার্থে আরোপ (পিতৃদেব, গুরুদেব) ; ব্রাহ্মণ বা রাজার উপাধিবিশেষ (দেবশর্মা) ; প্রধান বা শ্রেষ্ঠজন (ভূদেব, নরদেব)। [সং. √দিব্+অ (র্তৃ)]। বি-(স্ত্রী): **দেবী** দ্র:। বি: -**কাষ্ঠ**—দেবদারুগাছ। বি: -**কুল**—মন্দির, দেবালয় ; দেবগণ ; দেবতাদের গোষ্ঠী। বি: -**খাত**—স্বাভাবিক হ্রদ। বি: -**গুরু**—বৃহস্পতি। বি: -**গৃহ**—দেবালয়, মন্দির। বি: -**তরু**—মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন : এই পঞ্চবৃক্ষ। বি: -**তা**—দেব বা দেবী (মূলত: স্ত্রীলিঙ্গ—বাঙ্গালায় উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত)। বি: -**ত্ব**—দেবতার ধর্ম গুণ অবস্থা বা ঐশ্বর্য। -**ত্র দেবোত্তর**—(১)বিণ: দেবসেবার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত (দেবত্র সম্পত্তি) ; (২)বি: ঐরূপ সম্পত্তি। বিণ: -**দত্ত**—দেবতা কর্তৃক অথবা দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত, দৈব ; সংস্কৃতে ব্যাকরণাদি গ্রন্থে উদাহরণরূপে ব্যবহৃত নামবিশেষ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের শঙ্খের নাম। বি: -**দর্শন**—মন্দিরমধ্যে বা পূজাস্থলে দেবতার প্রতিমাদর্শন। বি: -**দারু**—বৃক্ষবিশেষ। বি: -**দাসী**—দেবমন্দিরের নর্তকী বা পরিচারিকা। বিণ: -**দুর্লভ**—দেবতাগণের পক্ষেও দুষ্প্রাপ্য এমন। বি: -**দূত**—স্বর্গীয় দূত, ঈশ্বর বা দেবতাগণ কর্তৃক প্রেরিত দূত। বি: -**দেব**—শ্রেষ্ঠ দেবতা ; মহাদেব ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু। -**দ্বেষী** (-ষিন্)—(১)বিণ: দেবগণের হিংসাকারী ; (২)বি: অসুর। বি: -**ধান্য**—জোয়ার, দেধান। বি: -**ধূপ**—গুগ্‌গুল। বি: -**নাগর, -নাগরী**—যে অক্ষরে হিন্দী প্রভৃতি ভাষা লেখা হয়, নাগরী ; বি: -**পতি**—ইন্দ্র। বি: -**পশু**—বলির পশু। বি: -**পুরী**—অমরাবতী, স্বর্গ, ইন্দ্রালয় ; (আল.) অতি সুন্দর ভবন। বি: -**প্রতিষ্ঠা**——দেবমন্দির ও তাহাতে দেবমূর্তি স্থাপন। বি: -**বাক্য, -বাণী**—দৈববাণী। বি: -**ব্রত**—ভীষ্ম। বি: -**ভাষা**—সংস্কৃত ভাষা। বি: -**ভূমি**—স্বর্গ ; হিমালয় ; পবিত্রস্থান ; (আল.) স্বর্গতুল্য সুন্দর স্থান। বি: -**মাতা** (-র্তৃ)—কশ্যপপত্নী অদিতি। বিণ: -**মাতৃক**—(দেশাদি সম্বন্ধে) ইন্দ্রদেব অর্থাৎ তৎসৃষ্ট মেঘ কর্তৃক মাতৃরূপে পালিত ; বৃষ্টিজলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এমন। বি: -**মায়া**—অবিদ্যা, অজ্ঞান ; পার্থিব মোহ। বি: -**যান** দিব্যরথ, ব্যোমযান ; জ্ঞানিগণের স্বর্গগমনের পথ। বি: -**যোনি**—ভূতপ্রেতাদি উপদেবতা। বি: -**রথ**—দেবযান ; সূর্যরথ। বি: -**রাজ**—ইন্দ্র। বি: -**র্ষি**—দেবতা হইয়াও ঋষি (যেমন, নারদ)। বি: -**ল**—পূজারী ব্রাহ্মণ। বি: -**লোক**—অমরাবতী, স্বর্গ। বি: -**শত্রু**—অসুর, দৈত্য। বি: -**শর্মা** (-র্মন্)—ব্রাহ্মণদের সাধারণ উপাধি। বি: -**শিল্পী** (-ল্পিন্)—বিশ্বকর্মা। বি: -**সেনা** দেবতাদের সৈন্য ; কার্তিকেয়পত্নী। বি: -**সেনাপতি**—কার্তিকেয়। বি: -**স্ব**—দেবত্র ; দেবতার প্রাপ্য বা সম্পত্তি।

দেবকী, দৈবকী—বি: বসুদেবের পত্নী, কৃষ্ণের মাতা। [সং. দেবক+অ+ঈ]।

দেবর—বিঃ দেওর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. √দেব্+অর (র্তৃ)]।

দেবা—বিঃ (ব্যঙ্গে) দেব, পুরুষ ('যেমন দেবা তেমনি দেবী': দীন.)। [সং. দেব+বাং. আ (তুচ্ছার্থে)]।

দেবাত্মা (-ত্মন্)—বিণঃ দেবতাস্বরূপ, দেবতাতুল্য, দেবতার ন্যায় মহৎ চিত্তবৃত্তিযুক্ত। [সং. দেব+আত্মন্]।

দেবাদিদেব—বিঃ সর্বপ্রধান দেবতা; মহাদেব; বিষ্ণু; ব্রহ্মা। [সং. দেব+আদিদেব]।

দেবাদেশ—বিঃ প্রত্যাদেশ, দেবতার নির্দেশ; স্বর্গীয় বা দৈব প্রেরণা। [সং. দেব+আদেশ]।

দেবারি—বিঃ দেবতাদের শত্রু; দৈত্য, অসুর। [সং. দেব+অরি]।

দেবালয়, দেবায়তন—বিঃ দেবমন্দির। [সং. দেব+আলয়, আয়তন]।

দেবাশ্রিত—বিণঃ দেবরক্ষিত, দেবতার অনুগ্রহ-প্রাপ্ত বা আশ্রিত। [সং. দেব+আশ্রিত]।

দেবী—বিঃ **দেব**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; দুর্গা, ভগবতী, পরমেশ্বরী, আদ্যা শক্তি; মহিলাদের বিশেষতঃ প্রণম্যাদিগের নাম বা সম্পর্ক-উল্লেখের পরে প্রযোজ্য সম্মানসূচক শব্দ (মাতৃদেবী, বাসন্তী-দেবী ইঃ)। [সং. দেব+ঈ]। বিঃ **-পুরাণ**—চণ্ডীমাহাত্ম্য-সম্বন্ধীয় উপপুরাণবিশেষ। বিঃ **-মাহাত্ম্য**—মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে অংশে চণ্ডিকা-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

দেবেন্দ্র—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. দেব+ইন্দ্র]।

দেবেশ—বিঃ শিব। [সং. দেব+ঈশ]।

দেবোত্তর—(**দেব**-মধ্যে) **দেবত্র** দ্রঃ।

দেবোপম—বিণঃ দেবতুল্য, দেবসদৃশ। [সং. দেব+উপমা]।

দেব্যা—বিঃ (অশু. ও অপ্র.) বিধবা ব্রাহ্মণ নারী-দের পদবিবিশেষ। [সং. দেবী]।

দেমাক, (প্রাদে.) **দেমাগ**—বিঃ গর্ব, অহঙ্কার। [আ. দিমাগ]।

দেয়—বিণঃ দিতে হইবে এমন, দানযোগ্য। [সং. √দা+য (র্ম)]।

দেয়া১—**দেওয়া**-র কথ্য রূপ।

দেয়া২—বিঃ মেঘ। [সং. দেবতা]।

দেয়াল—**দেওয়াল**-এর কথ্য রূপ।

দেয়ালা—বিঃ স্বপ্নঘোরে শিশুর হাসিকান্না। [সং. দেবলীলা]।

দেয়ালি, দেয়ালী—**দেওয়ালি**-র কথ্য রূপ।

দেয়াসিনী—বিঃ দেবসেবিকা; মন্ত্রসিদ্ধা রমণী। [সং. দেবদাসী]।

দেয়াসী, (অশু.) **দেয়াশী**—বিঃ মনসা শীতলা প্রভৃতি দেবতার পূজারি বা পাণ্ডা। [সং. দেব-দাসী—দ্র. দেবদাসী]।

-দের—সম্বন্ধপদে বহুবচনের বিভক্তি (ছেলেদের, তাহাদের)।

দেরকো—বিঃ কাষ্ঠনির্মিত দীপাধার বা পিলসুজ। [সং. দীপবৃক্ষ]।

দেরাজ—বিঃ টেবিল আলমারি প্রভৃতির মধ্যগত আধার বা বাক্সবিশেষ, drawer। [ফা. দরাজ]।

দেরি, (বর্জি.) **দেরী**—বিঃ বিলম্ব। [ফা. দের্]।

দেলকো—**দেরকো**-র কথ্য রূপ।

দেলখোশ, দেলখোস—**দিল** দ্রঃ।

দেশ—বিঃ পৃথিবীর ভৌগোলিক বিভাগবিশেষ (যেমন, ভারতবর্ষ); পৃথিবীর রাজনৈতিক বিভাগবিশেষ, রাষ্ট্র (যেমন, পাকিস্তান); প্রদেশ (বঙ্গদেশ); জন্মভূমি, স্থায়ী বাসভূমি, স্বদেশ (দেশভক্ত), স্বগ্রাম (দেশে যাওয়া); অঞ্চল, স্থান (মেরুদেশ); দিক্, অংশ (অধোদেশ, পার্শ্ব-দেশ); সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-কাল**—স্থান ও সময় বা তাহাদের স্বরূপ; অবস্থা, পরিবেশ। বিঃ **-কালপাত্র**—স্থান সময় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ; অবস্থা, পরিবেশ। বিণঃ **-কালোচিত**—পরিবেশ-অনুযায়ী। বিণঃ **-জ**—স্বদেশে উৎপন্ন, দেশী। বিণঃ **-জোড়া**—**দেশব্যাপী**-র অনুরূপ। বিঃ **-দেশান্তর**—স্বদেশ ও ভিন্নদেশ; নানা দেশ। বিঃ **-দ্রোহ**—স্বদেশের ক্ষতিসাধন। বিণঃ **-দ্রোহী** (-হিন্)—স্বদেশের শত্রু। বিণঃ **প্রসিদ্ধ, -বিখ্যাত**—দেশ-জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন। বিঃ **-বন্ধু**—স্বদেশের মিত্র; স্বর্গীয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশকে জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি। বিঃ **-বিদেশ**—স্বদেশ ও ভিন্ন-দেশ; নানা দেশ। বিণঃ **-ব্যাপী** (-পিন্), **-ময়**—সারা দেশে পরিব্যাপ্ত বা প্রচারিত। **-হিতব্রত**—(১)বিঃ স্বদেশের কল্যাণসাধনের সঙ্কল্প; (২)বিণঃ দেশের হিতসাধন যাহার ব্রত। বিণঃ **-হিতব্রতী** (-তিন্)—দেশহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছে এমন।

দেশলাই—**দিয়াশলাই**-র কথ্য রূপ।

দেশাচার—বিঃ দেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত আচার। [সং. দেশ+আচার]।

দেশাত্মবোধ—বিঃ স্বদেশের সহিত নিজের অভেদ জ্ঞান। [সং. দেশ+আত্মবোধ]।

দেশান্তর—বিঃ অন্য দেশ, দূর দেশ; (ভূগো.) মুখ্য মধ্যরেখা (prime meridian) হইতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের কৌণিক দূরত্ব বা নিরক্ষবৃত্তের চাপ, দ্রাঘিমা, longitude [বি. প]। [সং. দেশ+অন্তর]। বিণঃ **দেশান্তরিত**—অন্য দেশে বা দূর দেশে গত; স্বদেশ হইতে বিতাড়িত; বিদেশবাসী।

দেশান্তরী, (বিরল) **দেশান্তরি**—বিণঃ বিদেশগত; স্বদেশত্যাগী; বিদেশবাসী। [সং. দেশান্তরিত]।

দেশী (-শিন্)—বিণঃ দেশজ; স্বদেশে বা বিশেষ কোন দেশে জাত ব' উৎপন্ন। প্রত্যয়: **-দেশী**—বিশেষ কোন দেশে জাত, উৎপন্ন (পরদেশী)। স্ত্রীঃ **-দেশিনী**। **দেশী কুমড়া**—**কুমড়া** দ্রঃ। [সং দেশ+বাং. ঈ]।

দেশীয়, দেশ্য—বিণঃ দেশী, স্বদেশ বা কোন নির্দিষ্ট দেশ সম্বন্ধীয় বা তাহাতে উৎপন্ন (দেশীয় প্রথা, আরবদেশীয় অশ্ব); (তদ্ধিত-প্রত্যয় রূপে) ঈষৎ উন বা প্রায় (ষোড়শবর্ষদেশীয়=প্রায় ষোড়শবর্ষবয়স্ক)। [সং. দেশ+ঈয়, য]।

দেহ১—ক্রিঃ (কাব্যে) দাও। [দেওয়া দ্রঃ]।

দেহ২—বিঃ শরীর। [সং]। বিঃ **-কোষ**—গাত্রচর্ম; ত্বক্। বিঃ **-ক্ষয়**—দেহের ক্ষতি বা ধ্বংস, স্বাস্থ্যহানি; মৃত্যু। **-জ**—(১) দেহ হইতে উৎপন্ন (দেহজ মল), (২)বিঃ পুত্র। বি(স্ত্রী): **-জা**—কন্যা। বিঃ **-তত্ত্ব**—অঙ্গসংস্থান-বিদ্যা, শারীর স্থান-বিদ্যা, দেহের মধ্যেই সকল সত্তার অবস্থান: এই তত্ত্ব (দেহতত্ত্বের গান)। বিঃ **-ত্যাগ**—প্রাণত্যাগ, মৃত্যু। বিঃ **-ধারণ**—প্রাণধারণ, জীবনযাপন; মূর্তিধারণ; দেবতাগণের মানবজন্মপরিগ্রহ। **-ধারী** (-রিন্)—শরীরী, অঙ্গ বা মূর্তিবিশিষ্ট। বিঃ **-পাত**—**দেহক্ষয়**-এর অনুরূপ। **দেহ আটি করা**—**আটি** দ্রঃ। বিঃ **-যাত্রা**—জীবনযাপন। বিঃ **-রক্ষা**—মৃত্যু। বিঃ **-রক্ষী** রাজা প্রভৃতির যে রক্ষী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

দেহলি, দেহলী—বিঃ বারান্দা, দাওয়া, গৃহসম্মুখস্থ রক; চৌকাঠের উপরের বা নিচের কাঠ। [সং.]।

দেহা—(ব্রজ. ও প্রা. বাং.) শরীর; জীবন। [সং. দেহ]।

দেহাত—বিঃ গ্রাম, পাড়াগাঁ। [ফা.]। বিণঃ **দেহাতী**—গ্রামবাসী; গ্রামে ব্যবহৃত; গ্রাম্য, গেঁয়ো।

দেহাতীত—বিণঃ দেহের অতীত, দৈহিক সম্পর্কবর্জিত (দেহাতীত আনন্দ)। [সং. দেহ+অতীত]।

দেহাত্মপ্রত্যয়—বিঃ দেহই আত্মা: এই বিশ্বাস। [সং. দেহ+আত্মন্+প্রত্যয়]।

দেহাত্মবাদ—বিঃ দেহই আত্মা বা দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মা নাই: এই মত। [সং. দেহাত্মন্+বাদ]। বিণ.বিঃ **দেহাত্মবাদী** (-দিন্)—দেহাত্মবাদে বিশ্বাসী; চার্বাকাদি জড়বাদী দার্শনিক।

দেহান্ত, দেহাবসান—বিঃ মৃত্যু। [সং. দেহ+অন্ত, অবসান]।

দেহান্তর—বিঃ অন্যদেহ; পুনর্জন্ম। [সং. দেহ+অন্তর]।

দেহালা—**দেয়ালা**-র (বিরল) রূপ।

দেহি—অনু-ক্রিঃ দাও (দেহি দেহি রব) [সং.]।

দেহী (-হিন্)—বিণঃ শরীরী, দেহধারী। [সং দেহ+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **দেহিনী**।

দৈ—**দই**-র বানানভেদ।

দৈত্য—বিঃ কশ্যপ-পত্নী দিতির পুত্র, অসুর। [সং. দিতি+য]। বিঃ **-কুল**—দানব-বংশ। বিঃ **-গুরু**—শুক্রাচার্য। বিঃ **-মাতা** (তৃ)—দিতি। বিঃ **দৈত্যারি**—দৈত্যের শত্রু; দেবতা; বিষ্ণু।

দৈন১—বিণঃ দিবসীয়, দৈনিক। [সং. দিন+অ]।

দৈন২—বিঃ দীনতা, দারিদ্র্য। [সং. দীন+অ]।

দৈনন্দিন—বিণঃ প্রতিদিনের, প্রাত্যহিক, দৈনিক। [সং. দিন+দিন+অ]।

দৈনিক—(১)বিণঃ দৈনন্দিন, প্রত্যহ করিতে হয় ঘটে বা প্রকাশিত হয় এমন। (২) বিঃ প্রত্যহ প্রকাশিত হয় এমন সংবাদপত্র। [সং. দিন+ইক]।

দৈন্য—বিঃ দীনতা; অভাব, দুরবস্থা; কার্পণ্য; কাতরতা; হীনতা। [সং দীন+য]। বিঃ **-দশা**—দারিদ্র্য, দুরবস্থা।

দৈব—(১)বিঃ অদৃষ্ট, ভাগ্য (দৈববশে)। (২)বিণঃ দেব-সম্বন্ধীয়; দেবকৃত; বুদ্ধির অগম্য, অলৌকিক (দৈব চিকিৎসা বা ঔষধ)। [সং. দেব+অ]। বিণ(স্ত্রী): **দৈবী**। **দৈবী বাক্**—সংস্কৃত ভাষা। **দৈবী মায়া**—অলৌকিক মায়া; ঐশ্বরিক মায়া। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে, -গতিকে**—দৈবাৎ, ভাগ্যক্রমে। বিঃ **-ঘটনা**—অলৌকিক বা

আকস্মিক ঘটনা অথবা ব্যাপার। বিণঃ **-জ্ঞ**—ভাগ্যগণনাকারী, জ্যোতিষী। বিঃ **-দুর্বিপাক**—যে দুর্ঘটনার জন্য মানুষ দায়ী নহে, দেবসৃষ্ট বিপদ্‌। বিঃ **-দোষ**—অদৃষ্টের বা দেবতার প্রতিকূলতা। ক্রি-বিণঃ **-বশতঃ, -বশে**—দৈবক্রমে-র অনুরূপ। বিঃ **-বাণী**—আকাশবাণী; অলক্ষ্যে অবস্থিত দেবতার ঘোষণা বা উক্তি। বিঃ **-বিড়ম্বনা**—দেবতার বা ভাগ্যের ছলনা বা প্রতিকূলতা। ক্রি-বিণঃ **-যোগে**—দৈবক্রমে-র অনুরূপ। বিঃ **-শক্তি**—ঐশী বা অলৌকিক ক্ষমতা; বিধিদত্ত ক্ষমতা। অব্যঃ **দৈবাৎ**—হঠাৎ, সহসা, দৈববশতঃ। বিঃ **দৈবাদেশ**—দেবতার নির্দেশ, প্রত্যাদেশ; অলৌকিক প্রেরণা। বিণঃ **দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত**—দেবতা বা ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দৈর্ঘ্য—বিঃ লম্বাই, লম্বাদিকের মাপ। [সং. দীর্ঘ +য (ভা)]।

দৈশিক—বিণঃ দেশ-সম্বন্ধীয়; অংশ- বা একদেশ-সংক্রান্ত। [সং. দেশ+ইক]।

দৈহিক—বিণঃ দেহসম্বন্ধীয়, দেহগত। [সং. দেহ +ইক]।

দো- —বিণঃ দুই (দোমুখো)। [হি. <সং. দ্বি]। বিঃ **-আনি**—দু- দ্রঃ। বিঃ **-আব**—দুই নদীর মধ্যবর্তী বা দুই নদীবিশিষ্ট দেশ। বিণঃ **-আঁশ**—এঁটেল ও বেলে মাটির মিশ্রণজাত (দোআঁশ মাটি)। বিণঃ **-আঁশলা,** (অশু ও বর্জি) **-আঁসলা**—বর্ণসঙ্কর (দোআঁশলা কুকুর); দুইপ্রকার পদার্থের মিশ্রণজাত; দোআঁশ। বিণঃ **-কর**—দ্বিগুণ। বিণ.ক্রি-বিণঃ **-কলা, -কা**—মাত্র দুইজন বা দুইজনে; দোসরসহ। বিণ.বিঃ **-চালা**—দু- দ্রঃ। **-ছুট, -ছোট**—দ্বিতীয় বস্ত্র অর্থাৎ উত্তরীয়। **-টানা, -তরফা**—দু- দ্রঃ। **-তলা, -তালা, দুতলা, দুতালা**—(১)বিণঃ দুই স্তর বা তলবিশিষ্ট; (২)বিঃ (অট্টালিকাদির) উপরিদিকস্থ দ্বিতীয় স্তর বা তল। **-তারা, -ধারী, -নলা, -নালা, -পেয়ে**—দু- দ্রঃ। বিণঃ **-পড়া**—গাত্রহরিদ্রান্তে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন (দোপড়া মেয়ে)। বিণঃ **-পাট্টা**—দুই স্তরে বিস্তৃত (দোপাট্টা দাড়ি); মাঝে লম্বালম্বিভাবে জোড়া দেওয়া হইয়াছে এমন (দোপাট্টা চাদর)। বিণঃ **-ফলা, দুফলা**—দুই ফলকযুক্ত (দোফলা ছুরি); বৎসরে দুইবার ফলদান করে এমন (দোফলা গাছ)। বিঃ **দোফাল, দোফালি**—দু- দ্রঃ। **-ভাষী, দুভাষী**—(১)বিণঃ দুইটি ভাষাভিজ্ঞ; (২)বিঃ দুই ভিন্ন ভাষাভাষীর আলাপ-আলোচনাকালে যে উভয়ের বক্তব্য অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেয়, interpreter। **-মনা, -মুখো, -মেটে, -মানি**—দু- দ্রঃ। বিঃ **-য়াব**—দোআব-এর চলিত বানান। বিণঃ **-রকা, -রোকা, -রখা, -রোখা**—উভয় পিঠেই কারুকার্যযুক্ত বা রঙবিশিষ্ট (দোরকা শাল)। বিণঃ **-রসা**—আধপচা (দোরসা মাছ); দোআঁশ (দোরসা জমি); মিঠেকড়া (দোরসা তামাক)। বিঃ **-শালা**—শালের জোড়া। বিঃ **-সূতি, -সুতি**—দু- দ্রঃ। **-হাতিয়া, -হাথিয়া, -হাত্তা**—দুহাতিয়া-র রূপভেদ।

দোআনি, দোআব, দোআঁশ, দোআঁশলা, দোআঁসলা—দো- দ্রঃ।

দোঁহা১—বিঃ অপভ্রংশে এবং মধ্যযুগের হিন্দীতে প্রচলিত বিশেষ ছন্দ অথবা ঐ ছন্দের দুইচরণবিশিষ্ট পদ। [সং. দ্বি]।

দোঁহা২—সর্বঃ (ব্রজ.) দুইজন, উভয়। [সং. দ্বি]। সর্বঃ **-র, -কার**—(ব্রজ. ও কাব্যে) উভয়ের। সর্বঃ **দোঁহে**—(ব্রজ. ও কাব্যে) উভয়ে।

দোকর, দোকলা, দোকা—দো- দ্রঃ।

দোকান—বিঃ বিপণি, পণ্যশালা, দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ। [ফা. দুকান্‌]। ক্রিঃ **দোকান করা**—দোকান স্থাপন করা; দোকান (ও বাজার) হইতে (নিয়মিতভাবে) জিনিসপত্র কেনা। ক্রিঃ **দোকান খোলা**—দোকানের দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করা; দোকান স্থাপন করা। ক্রিঃ **দোকান তোলা**—দৈনন্দিন বেচাকেনার পর দোকান বন্ধ করা। ক্রিঃ **দোকান দেওয়া**—দোকান স্থাপন করা। ক্রিঃ **দোকান-হাট করা**—দোকান ও বাজার হইতে জিনিসপত্র কেনা। বিঃ **-দার, দোকানি,** (বর্জি.) **দোকানী**—দোকানের মালিক, পণ্যবিক্রেতা। **-দারি,** (বর্জি.) **-দারী**—(১)বিঃ দোকানদারের বৃত্তি; স্বার্থপর আচরণ; কেবল আর্থিক লাভালাভের হিসাব; (২)বিণঃ দোকানদারসুলভ। বিঃ **-পাট**—দোকান ও দোকানের পণ্যসামগ্রী।

দোক্তা, দোক্‌তা—বিঃ শুষ্ক তামাকপাতা; মসলামিশ্রিত তামাকপাতাচূর্ণ। [দেশী]।

দোগ্ধা (-গ্ধৃ)—বিণঃ দোহনকারী। [সং. √দুহ্‌ +তৃ (র্তৃ)]। **দোগ্ধ্রী**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ দোহনকারিণী; (২)বি(স্ত্রী)ঃ দুগ্ধবতী গাভী বা ধাত্রী (wet nurse)।

দোচালা, দোছুট, দোছোট—দো- দ্রঃ।

দোজখ—বিঃ (মুস.) নরক। [ফা.]।

দোজবরে, দোজবর—বিণ.বিঃ দ্বিতীয়বার বিবাহার্থী বা বিবাহিত। [দেশী]।

দোটানা, দোতরফা, দোতলা, দোতালা, দোতারা—দো- দ্রঃ।

দোদুল—বিণঃ দোলায়মান। [সং. দোদুল্যমান]।

দোদুল্যমান—বিণঃ ক্রমাগত দুলিতেছে এমন। [সং. √দুল্+যঙ্+আন (মান) (র্তৃ)]।

দোধারী, দোনলা, দোনালা—দো- দ্রঃ।

দোনা—বিঃ পানের খিলি রাখিবার ঠোঙ্গা; পানের খিলি। [সং. দ্রোণ]।

দোপড়া—দো- দ্রঃ।

দোপাটি—বিঃ ফুলবিশেষ। [সং. দ্বিপুটী]।

দোপাট্টা—দো- দ্রঃ।

দোঁপিঁয়াজি, দোঁপিঁয়াজা, দোঁপিয়াজি, দোঁপিয়াজা—বিঃ অত্যধিক পিঁয়াজসহযোগে প্রস্তুত মাংসের ব্যঞ্জনবিশেষ। [ফা. দোপিয়াজ্']।

দোপেয়ে, দোপাট্টা, দোফলা, দোফাল, দোফালি—দো- দ্রঃ।

দোবজা—বিঃ মোটা চাদর, উত্তরীয়বিশেষ। [দেশী]।

দোবরা, দোবারা—বিণঃ দুইবার পরিষ্কৃত সাদা দানাদার (চিনি)। [হি. দোবরা]।

দোভাষী—দো- দ্রঃ।

দোমড়া, দোমড়ান (-নো)—যথাক্রমে **দুমড়া** ও **দুমড়ান**-র চলিত রূপ।

দোমনা—দু- দ্রঃ।

দোমালা—বিণঃ আধপাকা (নারিকেল)। [দেশী]।

দোমুখো, দোমেটে—দো- দ্রঃ।

দোয়া১—**দুহা**-র চলিত রূপ।

দোয়া২—বিঃ আশীর্বাদ। [ফা. দোআ]।

দোয়াত—বিঃ লিখিবার কালি রাখিবার পাত্র, মস্যাধার। [আ. দৱাআৎ]।

দোয়ানি, দোয়াব—দো- দ্রঃ।

দোয়ার, দোয়ারকি—যথাক্রমে **দোহার** ও **দোহারকি**-র চলিত রূপ।

দোয়েল—বিঃ পক্ষিবিশেষ। [দেশী]।

দোর—**দ্বার**-এর কথ্য রূপ।

দোরকা, দোরখা—দো- দ্রঃ।

দোরনা—**দোলনা**-র চলিত রূপ।

দোরসা—দো- দ্রঃ।

দোরস্ত—**দুরস্ত**-র রূপভেদ।

দোরোকা, দোরোখা—দো- দ্রঃ।

দোর্দণ্ড—বিঃ বাহুরূপ দণ্ড, ভুজদণ্ড। [সং. দোস্ + দণ্ড]। **-প্রতাপ**—(১)বিণঃ ভুজদণ্ডে অতিশয় প্রতাপযুক্ত; অত্যন্ত প্রতাপশালী; (২)বিঃ ভুজদণ্ডের প্রতাপ; প্রবল বাহুবল।

দোল—বিঃ দোলন, ঝুলন, আন্দোলন; ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসব বা দোলযাত্রা, হোলি। [সং. √দুল্+ণিচ্+অ (ভা)]। বিঃ **-দুর্গোৎসব**—দোল এবং দুর্গোৎসবস্বরূপ হিন্দুদের প্রধান প্রধান ধর্মোৎসব। বিঃ **-মঞ্চ**—যে বেদীর উপরে দোলযাত্রা উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের দোলা ঝুলান হয়। বিঃ **-যাত্রা**—শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসব।

দোলক—বিঃ যাহা দোলে; ঘড়ি প্রভৃতির যে যন্ত্র দোলে, pendulum। [সং. √দোলি + অক (র্তৃ)]।

দোলন—**দুলন**-এর চলিত রূপ।

দোলনা—বিঃ ঝোলান পিঁড়ি বা ঝুড়িবিশেষ যাহাতে চড়িয়া দোল খাওয়া হয়। [সং. √দুল্ + বাং. না (খি)]।

দোলমা—বিঃ পটোলের মধ্যে মাছ-মাংসের পুর দিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ। [দেশী]।

দোলা১—বিঃ শিবিকাবিশেষ, চতুর্দোল; শব-বহনের খাটুলি; দোলনা। [সং. √দুল্ + অ + আ]।

দোলা২, **দোলান (-নো)**—যথাক্রমে **দুলা** ও **দুলান**-র চলিত রূপ।

দোলাই—বিঃ মোটা শীতবস্ত্রবিশেষ। [হি. দুলাঈ]।

দোলায়মান—বিণঃ দুলিতেছে এমন; দোদুল্যমান; চঞ্চল; সংশয়াপন্ন। [সং. √দোলায় (দোলা + ক্যঙ্) + আন (মান) (র্তৃ)]।

দোলায়িত—বিণঃ দোল দেওয়া হইতেছে বা দুলিতেছে এমন; ঝুলান হইয়াছে বা ঝুলিতেছে এমন। [সং. √দোলায় + ক্ত (র্ম, র্তৃ)]।

দোশালা—দো- দ্রঃ।

দোষ—বিঃ পাপ, অপরাধ (চৌর্যদোষ); কুস্বভাব, কুরীতি (পানদোষ, আলস্যদোষ); ত্রুটি, খুঁত (কাজে দোষ ধরা); বিকার, রোগ (চোখের দোষ); কু-প্রভাব, ফের (গ্রহের দোষ)। [সং. √দুষ্ + অ (ভা)]। বিঃ **-ক্ষালন**—অপরাধ-মোচন। বিণঃ **-গ্রাহী** (-হিন্), **-দর্শী** (-র্শিন্)—(কেবল) অপরের দোষ ধরে এমন, ছিদ্রান্বেষী। **-জ্ঞ**—(১)বিণঃ দোষগুণ-বিচারে সমর্থ; (২)বিঃ

পণ্ডিত; চিকিৎসক। বিঃ -ত্রয়—বাত পিত্ত কফ; রাগ দ্বেষ মোহ। বিণঃ -জ—দোষযুক্ত। ক্রিঃ দোষা—দূষা-র চলিত রূপ। বিণঃ দোষাবহ—দোষযুক্ত, দোষজনক। বিণঃ দোষারোপ—দোষ দেওয়া। বিণঃ দোষাশ্রিত—দোষযুক্ত। বিণঃ দোষী (-ষিন্)—বিণঃ দোষকারী, অপরাধী। বিণ(স্ত্রী): দোষিণী। বিণঃ দোষৈকদর্শী (-র্শিন্), দোষৈকদৃক (-শ্)—(গুণ না দেখিয়া) কেবল দোষই দেখে এমন।

দোসর—বিণ.বিঃ সহযোগী, সহায়; দ্বিতীয়, ভাগীদার। [হি. দুসরা]।

দোসরা—(১)বিণঃ দ্বিতীয়; অন্য; মাসের দ্বিতীয় দিবসের (দোসরা চৈত্র)। (২)বিঃ মাসের দ্বিতীয় দিবস। [হি. দুসরা]।

দোস্যুতি, দোসুতি—দো- দ্রঃ।

দোস্ত—বিঃ বন্ধু। [ফা.]। বিঃ দোস্তি—বন্ধুত্ব।

দোহক—বিণঃ দুগ্ধদোহনকারী; (আল.) শোষণকারী। [সং. দুহ্ + অক (র্তৃ)]।

দোহদ—বিঃ গর্ভিণীর ইচ্ছা, সাধ: ইচ্ছা; গর্ভ। [সং. দোহ + √দা + অ (র্তৃ)]। বিঃ -দান—গর্ভবতী রমণীকে তাহার বাসনানুযায়ী বিবিধ ভোজ্য প্রদানের উৎসব, সাধ দেওয়ার অনুষ্ঠান।

দোহন—বিঃ দুধ দোয়া; (আল.) শোষণ। [সং. √দুহ্ + অন (ভা)]। বিঃ দোহনী—দুগ্ধদোহনপাত্র। বিণঃ দোহনীয়, দোহ্য—দোহনযোগ্য।

দোহা১—দোঁহা১-র রূপভেদ।

দোহা২—দূহা-র চলিত রূপ।

দোহাই—(১)অব্যঃ (নাম লইয়া) শপথ, দিব্য (ঈশ্বরের দোহাই); আবেদন মিনতি বা অনুরোধের ভাবপ্রকাশক (দোহাই মহারাজ; 'দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর্': রবীন্দ্র)। (২)বিঃ সুবিচার প্রার্থনাকরণ: শপথ, দিব্য (ধর্মের দোহাই); ছুতা, অছিলা (রোগের দোহাই); দারিত্ব বা নজির (বৃষ্টির দোহাই, অতীতের দোহাই)।

দোহাতিয়া, দোহাথিয়া, দোহাত্তা—দো- দ্রঃ।

দোহান (-নো)—দুহান-র চলিত রূপ।

দোহার—বিঃ সহকারী গায়ক, যে মূল গায়েন কর্তৃক গীত গানের ধুয়া ধরিয়া গান করে। [সং. ধ্রুবকার]। বিঃ -কি—দোহারের কাজ, গানের ধুয়ার পুনরাবৃত্তি।

দোহারা—বিণঃ দ্বিগুণ; দুই ভাঁজ দুই খেই বা দুই প্রস্থ বুনন আছে এমন (দোহারা সুতো); রোগাও নহে মোটাও নহে এমন, মানানসই (দোহারা চেহারা)। [বাং. দো (দুই) + হার + আ]।

দোহাল—(১)বিণঃ দুগ্ধদানকারী, দোহা হয় এমন, (দোহাল গাই)। (২)বিণ.বিঃ দুগ্ধদোহনকারী, দোহক। [সং. √দোহ + বাং. আল]।

দোহ্য—দোহন দ্রঃ।

দৌড়—বিঃ ছুট; ধাবন, বেগে গমন (দৌড়-প্রতিযোগিতা); বেগে পলায়ন; (ব্যঙ্গে) সীমা, প্রসার (বিদ্যার দৌড়); (ব্যঙ্গে) ক্ষমতা (ওর দৌড় কতখানি দেখা যাক)। [সং. √দ্রু + বাং. অ—তু. হি. মৈ. √দৌড়]। ক্রিঃ দৌড় দেওয়া, দৌড় মারা—ছুটিয়া যাওয়া; বেগে পলায়ন করা। বিঃ -ঝাঁপ, -ধাপ—দৌড় ও লাফ; দাপাদাপি; ব্যস্ততাসহকারে ছুটাছুটি (দৌড়-ঝাঁপ করে কাজ করা)। ক্রিঃ দৌড়া—বেগে চলা, ছোটা (ঘোড়া দৌড়িতেছে)। বিঃ দৌড়া-দৌড়ি—ক্রমাগত ইতস্ততঃ দৌড়, ছুটাছুটি।

দৌড়ান, দৌড়ানো—(১)ক্রিঃ দৌড় দেওয়া, ছোটা (ঘোড়া দৌড়াইতেছে); দৌড় করান (ঘোড়াকে দৌড়াইতেছে); (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

দৌত্য—বিঃ দূতের কার্য বা বৃত্তি। [সং. দূত + য (ভা)]।

দৌবারিক—বিঃ দ্বারবান্, দরোয়ান। [সং. দ্বার + ইক]।

দৌরাত্ম্য—বিঃ উৎপীড়ন, পাপাচরণ; (বাং.) অশান্ত আচরণ, দুরন্তপনা। [সং. দুরাত্মন্ + য]।

দৌর্গন্ধ্য—বিঃ দুর্গন্ধযুক্ততা। [সং. দুর্গন্ধ + য (ভা)]।

দৌর্বল্য—বিঃ দুর্বলতা। [সং. দুর্বল + য (ভা)]।

দৌর্মনস্য—বিঃ উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা; দুঃখ; চিত্তের দুঃখজনিত অবসাদ। [সং. দুর্মনস্ + য (ভা)]।

দৌলত—বিঃ সম্পদ্, ঐশ্বর্য (ধনদৌলত); সাহায্য, অনুগ্রহ, প্রভাব (ঈশ্বরের দৌলতে)। [আ. দওলৎ]। বিঃ -খানা—ঐশ্বর্যপূর্ণ বাসভবন। বিণঃ -দার—ঐশ্বর্যশালী। বিঃ -দারি—ঐশ্বর্যশালিতা; ভোগবিলাস ও প্রতিষ্ঠা (দুনিয়ার দৌলতদারি)।

দৌহিত্র—বিঃ কন্যার পুত্র। [সং. দুহিতৃ + অ]। বি(স্ত্রী): দৌহিত্রী—কন্যার কন্যা।

দ্বন্দ্ব—বিঃ ঝগড়া, বিবাদ; যুদ্ধ; (ব্যাক.) সমপ্রাধান্যপূর্ণ উভয় পদের সমাস (যথা পাপপুণ্য

চখাচখী) ; পরস্পরবিরুদ্ধ যুগ্ম (যথা, সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ) ; যুগল, মিথুন। [সং. দ্বি+দ্বি (নি.)]। বিণ: -জ—কলহজাত। বি: -যুদ্ধ—দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ। বিণ: -দ্বন্দ্বাতীত—সুখদুঃখাদি পরস্পরবিরোধী বোধের অতীত বা তৎসহিষ্ণু। বিণ: দ্বন্দ্বী (-ন্দ্বিন্)—দ্বন্দ্বকারী।

দ্বয়—সর্ব: দুই, উভয়, যুগল। [সং. দ্বি+অয়]।

দ্বাচত্বারিংশ—বিণ: ৪২ সংখ্যক। [সং. দ্বিচত্বারিংশৎ+অ]। বি.বিণ: -ৎ—৪২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বিয়াল্লিশ। বিণ: -ত্তম—৪২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): -ত্তমী।

দ্বাত্রিংশ—বিণ: ৩২ সংখ্যক। [সং. দ্বাত্রিংশৎ+অ]। বি.বিণ: -ৎ—৩২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বত্রিশ। বিণ: -ত্তম—৩২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): -ত্তমী।

দ্বাদশ (-শন্)—বি.বিণ: ১২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বার। [সং. দ্বি+দশন্]। বিণ: দ্বাদশ—১২ সংখ্যক। দ্বাদশী—(১)বি(স্ত্রী): তিথিবিশেষ; (২)বিণ(স্ত্রী): দ্বাদশবর্ষীয়া; দ্বাদশস্থানীয়া।

দ্বাপর—বি: হিন্দু-পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ। [সং. দ্বি+পর]।

দ্বাবিংশ—বিণ: ২২ সংখ্যক। [সং. দ্বাবিংশতি+অ]। বি.বিণ: -তি—২২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাইশ। বিণ: -তম—২২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): -তমী।

দ্বার—বি: প্রবেশ বা বহির্গমনের পথ, দরজা। [সং.]। বি: -দেশ, -প্রান্ত—দরজার সন্নিহিত স্থান। বি: -পাল, -রক্ষক, -রক্ষী (-ক্ষিন্), দ্বারী (-রিন্)—দরোয়ান। বিণ: -স্থ—দ্বারদেশে উপনীত; (আল.) সাহায্যপ্রার্থী বা ভিক্ষাপ্রার্থী।

দ্বারকা, দ্বারাবতী, দ্বারবতী—বি: আরব সাগরের তীরে গুজরাটের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের নগর বলিয়া খ্যাত নগরবিশেষ। বি: দ্বারকানাথ, দ্বারিকানাথ, দ্বারকাপতি, দ্বারিকাপতি, দ্বারকেশ—শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বারবান—বি: দরোয়ান, দ্বারী। [ফা. দর্‌বান্]।

দ্বারা—(বাং.) অব্য.(বিভক্তি): সাহায্যে, দিয়া, যোগে, মারফত। [সং. দ্বার্+৩য়া ১ বচন]।

দ্বারিকানাথ, দ্বারকাপতি—দ্বারকা দ্র:।

দ্বারী—দ্বার দ্র:।

দ্বাষষ্টি—বি.বিণ: ৬২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাষট্টি। [সং.]। বিণ: -তম—৬২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): -তমী।

দ্বাসপ্ততি—বি.বিণ: ৭২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাহাত্তর। [সং.]। বিণ: -তম—৭২ সংখ্যক; বিণ(স্ত্রী): -তমী।

দ্বি—বি.বিণ: ২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দুই। [সং.]। বিণ: -কর্মক—(ব্যাক.—ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে) দুই কর্মপদযুক্ত। বিণ: -খণ্ডিত—(সমান বা অসমান) দুই খণ্ডে বিভক্ত। বি: -গু—(ব্যাক.) সংখ্যা-নির্দেশক সমাসবিশেষ (যেমন, ত্রিভুবন)। বিণ: -গুণ—দুইগুণ, ডবল। বিণ: -গুণিত, -গুণীকৃত—দ্বিগুণ করা হইয়াছে এমন। বি: -ঘাত—গণিতের প্রণালীবিশেষ, quadratic। বিণ(স্ত্রী): -চারিণী—দুই পুরুষের প্রতি আসক্তা; ব্যভিচারিণী। বি: -জ, -জন্মা (-ন্মন্)—(একবার মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম এবং পুনরায় উপনয়নাদি সংস্কাররূপ নবজন্ম লাভ হয় বলিয়া) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি, পাখি প্রভৃতি অণ্ডজ প্রাণী; (বিরল) দন্ত। বি(স্ত্রী): দ্বিজা। বি: -জপতি—ব্রাহ্মণদের অধিপতি বা নেতা; চন্দ্র। বি: -জরাজ—ব্রাহ্মণদের অধিপতি বা নেতা; দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বি: -জিহ্ব—(দুই অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বাবিশিষ্ট বলিয়া) সর্প; (আল.) মিথ্যাবাদী, পরস্পরবিরোধী উক্তিকারী। বি: -জেন্দ্র, -জোত্তম—দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। বি.বিণ: -তয়—২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দুই। বি.বিণ: -তল—দোতলা। বিণ: -তীয়—২ সংখ্যক, দুয়ের পূরক। -তীয়া—(১)বিণ(স্ত্রী): দ্বিতীয়-র অর্থে; (২)বি: তিথিবিশেষ। অব্য.ক্রি-বিণ: -তীয়তঃ (-তস্)—দ্বিতীয় দফায় ক্ষেত্রে বা বারে। বি: -তীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যজীবন। বি: -ত্ব—দ্বিগুণত্ব; পুনরুক্তি; দুইবার ব্যবহার প্রয়োগ ইত্যাদি। -দল—(১)বিণ: দুই পত্রযুক্ত; (২)বি: দাল, ডাল। -ধা—(১)ক্রি-বিণ: দুই ভাগে প্রকারে দিকে প্রভৃতি; (২) (বাং.) বিণ: দুইভাগে বিভক্ত (দেশ দ্বিধা হইয়াছে); (৩)বি: সংশয়, সন্দেহ, মনের ইতস্তত: ভাব। বি: -ধাকরণ—দুইভাগে ভাগকরণ বা বিচ্ছিন্নকরণ। বি.বিণ: -নবতি—৯২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বিরানব্বই। বিণ: -নবতিতম—৯২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): -নবতিতমী। বি: -প—হাতী। বি.বিণ: -পঞ্চাশৎ—৫২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাহান্ন। বিণ: -পঞ্চাশত্তম ৫২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): -পঞ্চাশত্তমী। -পদ—(১)বিণ: দুপেয়ে; (২)বি: মানুষ পাখি প্রভৃতি। বি: -পদী—দুইচরণযুক্ত পদ্যের ছন্দোবিশেষ। বিণ: -পাদ্, -পাদ—দুই পদবিশিষ্ট; দুইপদ-পরিমিত। বি: -প্রহর—দুপুর, মধ্যাহ্ন। বি: -বচন—(ব্যাক.) দ্বিত্ববাচক বিভক্তি। বিণ:

-বার্ষিক—দুই বৎসরোৎপন্ন (শস্যাদি); দুই বছরের। বিণ: **-বিধ**—দুই রকম। **-ভাব**—(১)বিণ: বাহিরে একরকম এবং অন্তরে তাহার বিপরীত ভাবযুক্ত, কপট; (২)বি: দুই ভাব। বিণ.বি: **-ভাষী** (-ষিন্)—দোভাষী। বি.বিণ: **-ভুজ**—দুই হাত বা হাতবিশিষ্ট। বি: **-রদ**—(দুইটি দন্তযুক্ত) হস্তী। বি: **দ্বিরদ-রদ**—গজদন্ত। **-রাগমন**—বিবাহের পর বধূর দ্বিতীয়বার পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আগমনরূপ সংস্কার। বিণ: **-রুক্ত**—দুইবার কথিত লিখিত বা উল্লিখিত। বি: **-রুক্তি**—দ্বিতীয়বার উক্তি বা উল্লেখ; (বাং.) আপত্তি-জ্ঞাপন। বি: **-রেফ**—ভ্রমর। বি.বিণ: **-শত**—২০০ সংখ্যা বা সংখ্যক, দুই শত। বিণ: **-শততম**—২০০ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-শততমী**। বি.বিণ: **-সপ্ততি**—৭২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বাহাত্তর। বিণ: **-সপ্ততিতম**—৭২ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-সপ্ততিতমী**।

দ্বিষৎ—বি: দ্বেষকারী; শত্রু, বৈরী। [সং. √দ্বিষ্ +অৎ (র্তৃ)]।

দ্বিষ্ট—বিণ: হিংসিত, যাহাকে দ্বেষ করা হইয়াছে। [সং. √দ্বিষ্ +ত (র্ম)]।

দ্বীপ—বি: চারিদিকে জলবেষ্টিত স্থলভাগ। [সং. দ্বি+অপ্+অ]। বি: **দ্বীপান্তর**—অন্য দ্বীপ; (বাং.) দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসন। বিণ: **দ্বীপান্তরিত**—দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসিত।

দ্বীপী (-পিন্)—বি: ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ। [সং. দ্বীপ+ইন্]।

দ্বেষ—বি: হিংসা, ঈর্ষা; শত্রুতা; বিরাগ। [সং. √দ্বিষ্ +অ (ভা)]। বি: **-ণ**—দ্বেষকরণ। বিণ: **দ্বেষী** (-ষিন্), **দ্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—দ্বেষকারী। বিণ(স্ত্রী): **দ্বেষিণী**। বিণ: **দ্বেষ্য**—দ্বেষের পাত্র।

দ্বৈত—বি: দ্বিবিধত্ব, দ্বিত্ব; দুইয়ের সত্তা; বনবিশেষ। [সং. দ্বি+ইত+অ]। বি: **-বাদ**—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন: এই দার্শনিক মত। বিণ: **-বাদী** (-দিন্), **দ্বৈতী** (-তিন্)—দ্বৈতবাদ মানে এমন। বি: **-শাসন**—এক রাষ্ট্রে দুই স্বতন্ত্র শাসনকর্তার যুগপৎ শাসন। বি: **-সঙ্গীত**—দুইজনে মিলিয়া গেয় সঙ্গীত, duet। বি: **দ্বৈতাদ্বৈত**—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ; দার্শনিক নিম্বার্কাচার্যের মতবাদ।

দ্বৈধ—বি: দ্বিবিধত্ব; অনৈক্য, বিরোধ; দ্বিধা, সংশয়। [সং. দ্বিধা+অ]।

দ্বৈপ—বিণ: দ্বীপ-সম্বন্ধীয়; চিতাবাঘ-সম্বন্ধীয়। [সং. দ্বীপ বা দ্বীপিন্+অ]। বিণ: **দ্বৈপ্য**—দ্বীপ-সম্বন্ধীয়।

দ্বৈপায়ন—বি: ব্যাসদেব (কৃষ্ণদ্বীপে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন**-ও বলা হয়)। [সং. দ্বীপ+অয়ন+অ]।

দ্বৈবার্ষিক—বিণ: দুই বৎসর অন্তর ঘটে এমন; দুই বৎসরব্যাপী। [সং. দ্বিবর্ষ+ইক]।

দ্বৈবিধ্য—বি: দ্বিবিধতা। [সং. দ্বিবিধ+য]।

দ্বৈমাতৃক—বিণ: নদী ও বৃষ্টির জলে জমি সিক্ত হওয়ায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এমন (দেশ)। [সং. দ্বিমাতৃ+ক]।

দ্বৈরথ—(১)বি: দুই রথারূঢ় যোদ্ধার যুদ্ধ। (২)বিণ: দুই রথারূঢ় যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছে এমন (দ্বৈরথ সমর)। [সং. দ্বিরথ+অ]।

দ্বৈরাজ্য—বি: দ্বৈতশাসনাধীন রাজ্য, diarchy। [সং. দ্বিরাজ+য]।

দ্ব্যক্ষর—(১)বিণ: দুই অক্ষরযুক্ত বা দুই বর্ণবিশিষ্ট। (২)বি: দুই অক্ষরযুক্ত মন্ত্রবিশেষ। [সং. দ্বি+অক্ষর]।

দ্ব্যণুক—বিণ: দুই অণুর সমবায়ে উৎপন্ন। [সং. দ্বি+অণু (+ক)]।

দ্ব্যর্থ—(১)বি: দুইপ্রকার অর্থ। (২)বিণ: দুইপ্রকার অর্থযুক্ত। [সং. দ্বি+অর্থ]। বিণ: **-ক**—দুইপ্রকার অর্থযুক্ত।

দ্ব্যশীতি—বি বিণ: ৮২ সংখ্যা বা সংখ্যক, বিরাশি। [সং. দ্বি+অশীতি]। বি: **-তম**—৮২ সংখ্যার পূরক। বিণ(স্ত্রী): **-তমী**।

দ্ব্যহ—বি: দুই দিন। [সং. দ্বি+অহন্]।

দ্ব্যাত্মবাদী (-দিন্)—বিণ: দ্বৈতবাদী। [সং. দ্বি+আত্মন্+ √বদ্+ইন্ (র্তৃ)]।

দ্ব্যাহিক—বিণ: দুইদিনব্যাপী; দুইদিন অন্তর ঘটে এমন। [সং. দ্বি+অহন্+ইক]।

দ্যু—বি: স্বর্গ; আকাশ। [সং. √দিব্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বি: **-লোক**—স্বর্গলোক।

দ্যুতি—বি: দীপ্তি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য; কিরণ; শোভা। [সং. √দ্যুত্+ই (ভা)]। বিণ: **-মান্** (-মৎ)—দীপ্তি, জ্যোতির্ময়; শোভমান।

দ্যুলোক—দ্যু দ্রঃ।

দ্যূত—বি: (বাজি রাখিয়া) পাশাখেলা; জুয়াখেলা। [সং. √দিব্+ত (ভা)]। বিণ.বি: **-কার**, **-কর**—পাশাক্রীড়ক; জুয়াড়ি।

দ্যোতক—বিণ: সূচক, ব্যঞ্জক; উদ্বোধক। [সং. √দ্যুত্+অক (র্তৃ)]।

দ্যোতনা—বিঃ ব্যঞ্জনা, প্রকাশ। [সং. √দ্যুত্+অন (ভা)+আ]।

দ্রঢ়িষ্ঠ—বিণঃ দৃঢ়তম; অতিশয় দৃঢ়। [সং. দৃঢ়+ইষ্ঠ]। বিণ(স্ত্রী): **দ্রঢ়িষ্ঠা**।

দ্রঢ়ীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ দৃঢ়তর। [সং. দৃঢ়+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **দ্রঢ়ীয়সী**।

দ্রব—(১)বিণঃ তরল, গলিত। (২)বিঃ জলাদিদ্বারা তরলীকৃত পদার্থ, solution [বি. প.]। তরল বস্তু। [সং √দ্রু+অ (র্ম)]। বিঃ **-ত্ব**। বিঃ **-ণ**—তরলীভবন, গলন, solution [বি. প.]। বিণঃ **-ণীয়**—গলান যায় এমন। বিঃ **দ্রবীকরণ**—(কঠিন পদার্থকে) তরলীকরণ। বিণঃ **দ্রবীকৃত**—তরলীকৃত। বিঃ **দ্রবীভবন**—(কঠিন পদার্থের) তরলীভবন। বিণঃ **দ্রবীভূত**—তরলীভূত।

দ্রবিড়—বিঃ দ্রাবিড় জাতি বা দেশ। [সং.]।

দ্রবিণ—বিঃ স্বর্ণ; ধন, সম্পদ্। [সং.]।

দ্রবীকরণ, দ্রবীকৃত, দ্রবীভবন, দ্রবীভূত—দ্রব দ্রঃ।

দ্রব্য—বিঃ বস্তু, পদার্থ, জিনিস। [সং. √দ্রু+য (র্ম)]। বিঃ **-গুণ**—পদার্থের ধর্ম বা ক্রিয়া; প্রাণিদেহের উপর দ্রব্যের প্রভাব বা ক্রিয়া; বিভিন্ন দ্রব্যের গুণাবলী-সম্পর্কে আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থবিশেষ। **-জাত**—(১)বিণঃ দ্রব্যাদির দ্বারা উৎপন্ন; (২)বিঃ দ্রব্যসমূহ। বিঃ **-সামগ্রী**—দ্রব্যাদি, জিনিসপত্র।

দ্রষ্টব্য—বিণঃ দর্শনীয়; (কোন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য) অধ্যয়নযোগ্য, জ্ঞাতব্য, বিবেচ্য। [সং. √দৃশ্+তব্য (র্ম)]।

দ্রষ্টা (-ষ্টৃ)—বিণঃ দর্শনকারী; সাক্ষী; বিচারক। [সং. √দৃশ্+তৃ (র্তৃ)]।

দ্রাক্ষা—বিঃ আঙ্গুর ফল বা লতা। [সং.]।

দ্রাঘিমা (-মন্)—বিঃ কোন নির্দিষ্ট মধ্যরেখা (বর্তমানে গ্রীনিচ-স্থিত) হইতে অন্য কোন স্থানের মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব, দেশান্তর, longitude, দৈর্ঘ্য। [সং. দীর্ঘ+ইমন্ (ভা)]।

দ্রাব—বিঃ দ্রবণ। [সং. √দ্রু+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—দ্রবকারক, solvent [বি. প.]। বিণঃ **-ণ**—দ্রবীকরণ। বিণঃ **দ্রাবিত**—দ্রব করা হইয়াছে এমন।

দ্রাবিড়—(১)বিঃ প্রাচীন ভারতের আর্যেতর জাতিবিশেষ; দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষ (বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্য); ঐ স্থানের অধিবাসী বা তাহাদের ভাষা। (২)বিণঃ দ্রাবিড়-সম্বন্ধীয় বা তদ্দেশজাত। [সং. দ্রবিড়+অ]। বি(স্ত্রী): **দ্রাবিড়ী**—দ্রাবিড় জাতির ভাষা; দ্রাবিড়জাতীয়া রমণী।

দ্রাব্য—বিণঃ দ্রবণীয়। [সং. √দ্রাবি+য (র্ম)]।

দ্রুত—(১)বিণঃ ত্বরান্বিত, ক্ষিপ্র; (বিরল) বিগলিত, দ্রবীভূত। (২)ক্রি-বিণঃ শীঘ্র। [সং. √দ্রু+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**—দ্রুতি। ক্রি-বিণঃ **-পদে**—ক্ষিপ্রগতিতে, সত্বর।

দ্রুম—বিঃ বৃক্ষ, গাছ। [সং. √দ্রু+ম]।

দ্রোণ—বিঃ কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রগুরুর নাম; শস্যাদির পরিমাণবিশেষ; পরিমাপক পাত্রবিশেষ; দাঁড়কাক। [সং. √দ্রু+ন]।

দ্রোণি, দ্রোণী—বিঃ ছোট নৌকাবিশেষ, ডোঙ্গা; জলসেচনী, দুনি; কলসী; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি। [সং. √দ্রু+নি, নী]।

দ্রোহ—বিঃ শত্রুতা, (অপরের) অনিষ্টচিন্তা বা অনিষ্টাচরণ। [সং. √দ্রুহ্+অ (ভা)]। বিঃ **দ্রোহিতা**—দ্রোহের ভাব বা কাজ। বিণঃ **দ্রোহী** (হিন্)—দ্রোহকারী।

দ্রৌণি—বিঃ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা। [সং. দ্রোণ+ই]।

দ্রৌপদী—বিঃ (মহা.) পাণ্ডবের পত্নী দ্রুপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণা। [সং. দ্রুপদ+অ+ঈ]।

ধ

ধ—বাঙ্গালা বর্ণমালার উনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ধকল—বিঃ ধাক্কা; কাজের চাপ, খাটুনি (রোগা শরীরে কত ধকল সয়); ব্যবহারজনিত ক্ষয় (ঘড়িটা খুব ধকল সয়েছে); উপদ্রব, উৎপাত (ছেলেপিলের ধকল)। [হি. ধকেল্, চকেল্]।

ধক্—অব্যঃ হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া ওঠার চাপা আওয়াজ। [দেশী]। অব্যঃ **-ধক্**—প্রবল অগ্নির জ্বলনের এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির অব্যক্ত আওয়াজ; হৃৎপিণ্ডের ক্রমাগত প্রবল স্পন্দনের শব্দ। বিঃ **-ধকানি**—প্রবল স্পন্দন।

ধঞ্চে—ধনিচা-র কথ্য রূপ।

ধটি—বিঃ ধড়া, কটিবসন। [সং. ধটী]।

ধটী, ধটিকা—বিঃ কটিবাস, কৌপীন, ধড়া; পুরাতন বস্ত্র। [সং.]।

ধড়—বিঃ স্কন্ধ হইতে নিতম্ব পর্যন্ত দেহাংশ; ছিন্নমস্তক দেহ। [হি.]।

ধড়ফড়—অব্যঃ অস্থিরতা বা হৃৎপিণ্ডের দ্রুত কম্পনসূচক, ছটফট। [দেশী]। বিঃ **ধড়ফড়ানি**—ধড়ফড়ের ভাব।

ধড়মড়—অব্যঃ আকস্মিক চাঞ্চল্য বা ব্যস্ততা প্রকাশক (ধড়মড় করে ওঠা)। [দেশী]।

ধড়া—বিঃ ধটী, কটিবস্ত্র (পীতধড়া)। [সং. ধটী]। বিঃ **-চূড়া**—শ্রীকৃষ্ণের কটিবাস ও মুকুট: (ব্যঙ্গে) সাজ-পোশাক (প্রধানতঃ সাহেবী)।

ধড়াস্—অব্যঃ জোরে পতন বা হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি; দড়াম্, ধক্। অব্যঃ **ধড়াস্ ধড়াস্**—ক্রমাগত বেগে বক্ষস্পন্দনধ্বনি, প্রবল ধড়ফড়।

ধড়িবাজ, (বর্জি.) **ধড়ীবাজ**—বিণঃ ধূর্ত, কূটকৌশলী, ফন্দিবাজ; প্রতারক। [বাং. ধড় (> সং. ধূর্ত) + ফা. বাজ]। বিঃ **ধড়িবাজি**—ধড়িবাজের ন্যায় আচরণ, ধূর্তামি।

ধড়্‌ফড়্—**ধড়ফড়**-এর বানানভেদ।

ধড়্‌মড়্—**ধড়মড়**-এর বানানভেদ।

ধন—বিঃ অর্থ, সম্পদ্ (ধনশালী); মহামূল্য কাম্য সামগ্রী (মাতৃস্নেহ পরম ধন) স্নেহপাত্রকে সম্বোধন (যাদুধন); (গণি.) যোগচিহ্ন (+)। [সং. √ধন্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কুবের**—(ধনদেবতা কুবেরের ন্যায়) অতিশয় বিভবশালী ব্যক্তি। বিঃ **-গর্ব**—ঐশ্বর্যশালী হওয়ার জন্য অহংকার। বিঃ **-গৌরব**—ধনগর্ব; ধনের মহিমা। বিঃ **-জন**—অর্থবল ও লোকবল। বিঃ **-ঞ্জয়**—(মহা.—ধনজয়কারী) অর্জুন। বিঃ **-তৃষা**, **-তৃষ্ণা**—অর্থলাভের প্রবল বাসনা। **-দ**—(১)বিণঃ ধনদানকারী; (২)বিঃ ধনের অধিদেবতা কুবের। **-দা**—(১)বিণ(স্ত্রী): ধনদানকারিণী; (২)বি(স্ত্রী): ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। বিণঃ **-দাতা** (-তৃ), **-দায়ক**—ধনদানকারী। বিণ(স্ত্রী): **-দাত্রী** **-দায়িকা**, **-দায়িনী**। বিঃ **-দাস**—ধনলাভের জন্য বা ধন সঞ্চয়ের জন্য যে সকলরকম আত্মনিগ্রহ স্বীকার করে; অত্যন্ত কৃপণ বা অর্থলোভী ব্যক্তি। বিঃ **-দেবতা**—কুবের। বিঃ **-দৌলত**—অর্থ এবং অন্যান্য সম্পত্তি। বিঃ **-ধান্য**—টাকাপয়সা ও শস্যপ্রাচুর্য। বিঃ **-পতি**—ধনদেবতা কুবের; অতিশয় ধনশালী ব্যক্তি (তু. ম বাং. সাহিত্যের ধনপতি সদাগর)। বিঃ **-পিপাসা**—**ধনতৃষ্ণা**-র অনুরূপ। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—ধনী। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-বত্তা**। বিঃ **-বিজ্ঞান**—সামাজিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র; অর্থনীতি। বিঃ **-বিনিয়োগ**—ব্যবসায়-বাণিজ্যের মূলধনরূপে অর্থ নিয়োগ। বিঃ **-বিভাগ**—উত্তরাধিকারক্রমে ধন-সম্পত্তির বণ্টন। বিঃ **-ভাণ্ডার**—ধনাগার, কোষ; তহবিল। বিঃ **-মদ**—**ধনগর্ব**-এর অনুরূপ। বিঃ **-মান**—বিত্ত ও সম্মান। বিণঃ **-শালী** (-শালিন্)—ধনী। বিণ(স্ত্রী): **-শালিনী**। বিঃ **-শালিতা**। বিঃ **-শ্রী**—সঙ্গীতের রাগিণী-বিশেষ, ধানসী। বিঃ **-সম্পত্তি**—**ধনদৌলত**-এর অনুরূপ। বিণঃ **-হীন**—নির্ধন, গরিব। বিণ(স্ত্রী): **-হীনা**। বিঃ **ধনাগম**—অর্থোপার্জন, ধনলাভ, আয়। বিঃ **ধনাগার**—ধনভাণ্ডার, কোষ। বিণঃ **ধনাঢ্য**—ধনবান্। বিণ(স্ত্রী): **ধনাঢ্যা**। বিঃ **ধনাধ্যক্ষ**—কোষাধ্যক্ষ, ধনাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। বিঃ **ধনার্জন**—অর্থোপার্জন; টাকা রোজগার; আয়। বিণঃ **ধনার্থী**—অর্থপিপাসু, ধনলাভ করিতে চাহে এমন। বিণ(স্ত্রী): **ধনার্থিনী**।

ধনি১—অব্যঃ (ব্রজ. ও প্রা. বাং. কাব্যে—রমণীকে সম্বোধনকালে ব্যবহৃত) ধন্যা ('ধনি ধনি তুহারি সোহাগ': বিদ্যা.)। [সং. ধন্যা]।

ধনি২—বিণ.বিঃ (কাব্যে) সুন্দরী, যুবতী ('ধনি-মুখমণ্ডল চান্দবিরাজিত': বিদ্যা.)। [সং. ধনিকা]।

ধনিক—বিণ.বিঃ পুঁজিপতি, স্বীয় অর্থবলে (শ্রমিকের সাহায্যে) ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনাকারী; মহাজন; ধনশালী, ধনী। [সং. ধন + ইক]। বিণ বি(স্ত্রী): **ধনিকা**—ধনিক-বধূ; যুবতী; সুন্দরী।

ধনিচা—বিঃ পাটগাছের ন্যায় গাছবিশেষ (সবুজ-সাররূপে ব্যবহৃত হয়)। [দেশী]।

ধনিনী—**ধনী**২ দ্রঃ।

ধনিয়া—বিঃ মসলারূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং. ধন্যাক]।

ধনিষ্ঠা—বিঃ (জ্যোতি.) নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

ধনী১—**ধনি**২-র বানানভেদ।

ধনী২ (-নিন্)—বিণঃ ধনবান্। [সং. ধন + ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **ধনিনী**।

ধনুঃ (-নুস্), (চলিত) **ধনু**—বিঃ যাহা হইতে তীর নিক্ষেপ করা হয়, শরাসন, কার্মুক, কোদণ্ড, চাপ; পরিমাণবিশেষ (= ৪ হাত); (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের নবম রাশি। [সং.]। বিঃ **ধনুর্গুণ**—জ্যা, ধনুকের ছিলা। বিঃ **ধনুর্ধর**—যে যোদ্ধা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করে, তীরন্দাজ; (ব্যঙ্গে) অত্যন্ত বাহাদুর বা দক্ষ। বিঃ **ধনুর্ধারী** (-রিন্)—

তীরন্দাজ। বিঃ **ধনুর্বাণ**—ধনুক ও তীর। বিঃ **ধনুর্বিদ্যা**—তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করার বিদ্যা, প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যা। বিঃ **ধনুর্বেদ**—ধনুর্বিদ্যা-সম্বন্ধীয় প্রাচীন শাস্ত্র, যজুর্বেদের উপবেদ বলিয়া পরিগণিত। **ধনুর্ভঙ্গ পণ**—(আল.) অতি কঠোর পণ; (অশু. কিন্তু চলিত) অতি কঠিন প্রতিজ্ঞা বা সঙ্কল্প। বিঃ **ধনুষ্কোটি**—ধনুকের অগ্রভাগ বা হুল; সেতুবন্ধের নিকটস্থ হিন্দুতীর্থবিশেষ। বিঃ **ধনুষ্টঙ্কার, ধনুষ্টংকার**—ধনুকের ছিলা আকর্ষণের শব্দ; অঙ্গের আক্ষেপমূলক রোগবিশেষ, tetanus।

ধনুক—**ধনু**-এর বাঙ্গালা চলিত রূপ। **ধনুক ভাঙ্গা পণ**—**ধনুর্ভঙ্গ পণ**-এর অনুরূপ।

ধনে—**ধনিয়া**-র কথ্য রূপ।

ধনেশ—(১)বিঃ ধনদেবতা কুবের; দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত পক্ষিবিশেষ। (২)বিণঃ ধনবান্। [সং. ধন+ঈশ]।

ধন্দ, ধন্ধ—বিঃ সংশয়, ধোঁকা, ধাঁধা, ভাবনা-চিন্তা (সংসার-ধন্দ)। [সং. দ্বন্দ্ব]।

ধন্দা—বিঃ (ব্রজ.) সংশয়, ধাঁধা ('মঝু মনে লাগল ধন্দা': বিদ্যা.)। [সং. দ্বন্দ্ব]।

ধন্না—**ধরনা**-র চলিত রূপ।

ধন্ব, ধন্বা (-ন্বন্)—বিঃ ধনু (সুধন্ব, সুধন্বা); মরুভূমি। [সং.]।

ধন্বন্তরি—বিঃ দেবচিকিৎসক; (আল.) অতিশয় সু-চিকিৎসক। [সং.]।

ধন্বী (-ন্বিন্)—বিণঃ ধনুর্ধারী। [সং. ধন্ব+ইন্]।

ধন্য—(১)বিণঃ সৌভাগ্যশালী, কৃতার্থ (ধন্য হওয়া বা করা); প্রশংসনীয়, সাধু (ধন্য লোক)। (২)(বাং.) বিঃ ধন্যবাদ (ধন্য তোমাকে)। [সং. ধন+য]। বিণ(স্ত্রী): **ধন্যা**। বিঃ **-বাদ**—প্রশংসাবাদ; (বাং.) কৃতজ্ঞতা (ধন্যবাদ জানান)।

ধন্যাক—বিঃ ধনিয়া, মসলাবিশেষ। [সং.]।

ধপধপ, ধবধব, ধপ্‌ধপ্‌, ধব্‌ধব্‌—অব্যঃ অতিশয় শুভ্রতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসূচক। [দেশী]। বিণঃ **ধপধপে, ধবধবে, ধপ্‌ধপে, ধব্‌ধবে**—অতিশয় শুভ্র ও উজ্জ্বল।

ধপাৎ, ধপাস্‌—অব্যঃ উচ্চ ধপ-আওয়াজ। [দেশী]।

ধপ্‌—অব্যঃ ভারী বস্তু পতনের শব্দ। [দেশী]।

ধবল—(১)বিণঃ সাদা, শুভ্র (ধবলগিরি)। (২)বিঃ শ্বেত বর্ণ; চর্মরোগবিশেষ: ইহাতে গাত্রচর্ম এবং চুল ও রোমরাজি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **ধবলা**। বিণঃ **ধবলিত**—সাদা রঙ করা হইয়াছে বা শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে এমন। **ধবলিমা** (-মন্)—শুভ্রতা। বিঃ **ধবলী**—শ্বেতবর্ণা গাভী। বিণঃ **ধবলীকৃত**—সাদা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **ধবলীভূত**—সাদা হইয়াছে এমন।

ধমক—বিঃ তিরস্কার, তাড়স, ঘোর (জ্বরের ধমক); তাড়া, চাপ (কাজের ধমক); বেগ (হাসির ধমক)। [হি.]। ক্রিঃ **ধমকা**—ধমকান। **ধমকান, ধমকানো**—(১)ক্রিঃ ধমক দেওয়া; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। **ধমকানি**—ধমক দেওয়া; ধমক।

ধমনী, ধমনি—বিঃ রক্তবাহিকা নাড়ী; দেহের বিভিন্ন স্থানে রক্ত-সঞ্চারক নাড়ী, artery [বি. প.]। [সং.]।

ধম্ম, ধম্মিষ্ঠ—যথাক্রমে **ধর্ম** ও **ধর্মিষ্ঠ**-র অমা. কথ্য রূপ।

ধম্মিল্ল—বিঃ খোঁপা, ঝুঁটি।

-ধর—বিণঃ ধারণকারী (ভূধর, জলধর)। [সং. √ধৃ+অ (কর্তৃ)]।

ধরণ১—**ধরন**-এর বর্জি. বানান।

ধরণ২—বিঃ ধারণ। [সং. √ধৃ+অন (ভা)]।

ধরণী, ধরণি—বিঃ পৃথিবী। [সং. √ধৃ+অনি (কর্তৃ), +ঈ]। বিঃ **-তল**—ভূতল, ধরাপৃষ্ঠ। বিঃ **-ধর**—পর্বত; নারায়ণ; বাসুকিনাগ। বিঃ **-পতি**—রাজা। বিঃ **-সুত**—মঙ্গলগ্রহ। **-সুতা**—(রামা.) সীতাদেবী।

ধরতা—বিঃ পূর্ব হইতে যাহা বাদ ধরিয়া লওয়া হয়, ধরতি; মূল গায়কের মুখ হইতে দোহার কর্তৃক ধরিয়া-লওয়া পদ। [ধরা২ দ্রঃ]।

ধরতি—বিঃ পাছে ওজনে কম হয়, এইজন্য বিক্রেতা যে পরিমাণ অতিরিক্ত মালপত্র ক্রেতাকে আন্দাজে ধরিয়া দেয়। [ধরা২ দ্রঃ]।

ধরন—বিঃ পদ্ধতি, প্রণালী (কাজের ধরন); আকৃতি, চেহারা, ভঙ্গি, চালচলন (তার ধরন দেখে সন্দেহ হচ্ছে)। [সং. ধরণ]। বিঃ **ধরন-ধারণ**—চালচলন; হাবভাব।

ধরনা—বিঃ কোন কামনা পূরণের জন্য কোথায়ও পড়িয়া থাকা, হত্যা দেওয়া (তারকেশ্বরে ধরনা দেওয়া); ঘরের চাল বা আচ্ছাদন যে কাঠের উপর ভর দিয়া থাকে। [দেশী]।

ধরপাকড়—বিঃ পুলিশ কর্তৃক ব্যাপক গ্রেপ্তারকরণ; পীড়াপীড়ি, ধরাধরি (চাকরির জন্য ধরপাকড় করা)। [ধরা২ ও পাকড়া দ্রঃ]।

ধরব—**ধরিব**-র প্রাচীন কোমল রূপ।

ধরম—**ধর্ম**-র কোমল রূপ।

ধরা১—বিঃ পৃথিবী। [সং. √ধৃ+অ (র্তৃ)+আ]। **ধরাকে সরা দেখা**—গর্বে অন্ধ হওয়া বা সব-কিছু তুচ্ছ করা। বিঃ **-তল**—ভূ-পৃষ্ঠ, মাটি। বিঃ **-ধর**—পর্বত। বিঃ **-ধাম**—পৃথিবীরূপ বাসস্থান, সংসার। বিণঃ **-শায়ী** (-য়িন্)—ভূতলে বা মাটিতে শায়িত; ভূপাতিত।

ধরা২—(১)ক্রিঃ হস্তদ্বারা ধারণ বা গ্রহণ করা (পেনসিলটা ধর); পরিধান করা, পরা (বেশ ধরা); গ্রেপ্তার করা (চোর ধরা); অবলম্বন করা, ভর দেওয়া (লাঠি ধরে বা গোঁ ধরে চলা); অনুসরণ করা (পথ ধরা); অবলম্বন দেওয়া (ওকে ধর নইলে পড়ে যাবে); বাধা দেওয়া, আটকান (পাখিটাকে ধরে রাখ নইলে পালিয়ে যাবে); আক্রমণ করা (রোগে বা ডাকাতে ধরা); ক্ষতি করা, কাটা (পোকায় ধরা); উচ্চারণ করা (ঈশ্বরের নাম ধরা); ধরনা বা হত্যা দেওয়া, সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানান বা দরবার করা (তারকেশ্বরে দোর ধরা, চাকুরির জন্য মুরুব্বিদের ধরা); রক্ষা করা, বাঁচান (প্রাণ ধরা); বসিয়া যাওয়া, রুদ্ধ হওয়া (ঠাণ্ডায় গলা ধরা); জন্মান (গাছে ফল ধরা); স্থান দেওয়া, বহন করা, লালন করা (গর্ভে বা বুকে ধরা); সংলগ্ন হওয়া, ছাপ লাগা (ছবিতে রঙ ধরা, লোনা ধরা); যন্ত্রণা হওয়া (মাথা ধরা); ঝাপসা বা অবশ হওয়া (চোখ বা পা ধরে আসা); কার্যকর হওয়া (ঔষধ ধরেছে); বন্ধ বা শেষ হওয়া (বৃষ্টি ধরা); আরম্ভ করা (গান ধরা); খুঁজিয়া বাহির করা (ভুল ছল বা খুঁত ধরা); নির্ধারণ বা স্থির করা (দাম ধরা); রন্ধনকালে পুড়িয়া উঠা (তরকারিটা ধরে গেছে); জ্বলিয়া উঠা (উনান ধরা), আগুন লাগা (কাঠটা ধরে উঠেছে); অনুভূত হওয়া বা আচ্ছন্ন হওয়া (গরমে শীতে বা ভয়ে ধরেছে); নাগাল পাওয়া (হাত দিয়ে চাঁদ ধরা); গণ্য ব. বিবেচনা করা (মানুষের মধ্যে ধরা); যথাসময়ে পাওয়া বা আরোহণ করা (ট্রেন বা ট্রাম ধরা); স্থান সঙ্কুলান হওয়া (এ ঘরে এত লোক ধরবে না); প্রকাশ পাওয়া; ফুটিয়া উঠা (চুলে পাক ধরা), কু-অভ্যাস করা (আফিম ধরা); অনুমান করা (লেখাটা কার ধরা শক্ত); হওয়া, পড়া (টান ধরা); গ্রাহ্য করা ('মোর কথা ধর')। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে, বিশেষতঃ—আত্ম-সমর্পণ (ধরা দেওয়া); ধৃতকরণ। (৩)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে, বিশেষতঃ—যে বা যাহা ধরে এমন, (ধামাধরা লোক, মাছ ধরা জাল); নির্ধারিত (ধরা কথা); রন্ধনকালে পুড়িয়া উঠিয়াছে এমন (ধরা ভাত); ধৃত (তোমার ধরা মাছ)। [সং. √ধৃ+বাং. আ]। ক্রিঃ **ধরিয়া পড়া, ধরিয়া বসা**—সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। বিঃ **-কাট**—কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, বাঁধাবাঁধি। বিঃ **-ছোঁয়া**—কাছে আসা; ধরিতে বা বুঝিতে পারা (ধরা-ছোঁয়ার বাইরে)। বিঃ **-ধরি**—সনির্বন্ধ অনুরোধ বা দরবার, পুলিশ কর্তৃক ব্যাপক গ্রেপ্তার, ধরপাকড়; বহু লোক কর্তৃক বহন (পাগর-পানাকে সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিল)। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ধৃত বা গ্রেপ্তার করান (চোর ধরান); লাগান, জমান (রঙ বা বালি ধরান); স্থান সঙ্কুলান করান (সব ধরান); যথাসময়ে পাওয়াইয়া দেওয়া (ট্রেন ধরান), জ্বালান (উনান ধরান); কু-অভ্যাস করান (মদ ধরান), বুঝাইয়া বা দেখাইয়া দেওয়া (ভুল ধরান); অবলম্বন করান (পথ ধরান); (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **-বাঁধা**—নির্দিষ্ট।

ধরাট—বিঃ ক্রয়বিক্রয়ের বাটা বা কমিশন, ছাড়, যাহা মূল্য হইতে বাদ ধরা হয়। [ধরা২ দ্রঃ]।

ধরাকাট, ধরাছোঁয়া, ধরাধরি, ধরান (-নো), ধরাবাঁধা—**ধরা**২ দ্রঃ]।

ধরাতল, ধরাধর, ধরাধাম, ধরাশায়ী—**ধরা**১ দ্রঃ।

ধরিত্রী—বিঃ ধরণী, পৃথিবী। [সং.]।

ধরিয়া— (১)অব্য(অনুসর্গ): যাবৎ, ব্যাপিয়া (কয়েকদিন ধরিয়া)। (২)ক্রি-বিণঃ ধীরে (ধরিয়া লেখা)। [ধরা২ দ্রঃ]।

ধর্তব্য—বিণঃ ধারণযোগ্য; গণনীয়, বিবেচ্য, গ্রাহ্য। [সং, √ধৃ+তব্য (র্ম)]।

ধর্ম—বিঃ ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি আচার-আচরণ পরকাল প্রভৃতি বিষয়ক নির্দেশ ও তত্ত্ব (হিন্দু-ধর্ম, ইসলাম ধর্ম); পুণ্যকর্ম, সৎকর্ম, কর্তব্য-কর্ম (ক্ষমা শ্রেষ্ঠ ধর্ম); শাস্ত্রবিধান, সুনীতি, (ধর্মসঙ্গত), সাধনার পথ (তান্ত্রিক ধর্ম); শ্রেণী-বিশেষের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য (নারীধর্ম, রাজধর্ম, বীরধর্ম); স্বভাব, শক্তি, প্রভাব, গুণ (মানবধর্ম, কালের ধর্ম, আগুনের ধর্ম); নৈতিক সততা (ধর্মশূন্য আচার-আচরণ); ন্যায়-বিচার (ধর্মাধিকরণ); পুণ্য (ধর্মের সংসারে পাপ); ধর্মের অধিদেবতা যম; ধর্মদেবতা যমের

অংশজাত যুধিষ্ঠির ; ধর্মঠাকুর, নিরঞ্জন ; সতীত্ব (স্ত্রীলোকের ধর্মনাশ) ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে নবম স্থান। [সং. √ধৃ+ম (র্তৃ)]। ক্রি: **ধর্মে সওয়া**—ধর্মের বা ভগবানের শাস্তি এড়ান। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ধর্মের ঢাক আপনি বাজে**—পাপ কখনও গুপ্ত থাকে না, ধর্মের বা ভগবানের বিচার কখনও এড়ান যায় না। **ধর্মের ষাঁড়**—ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত মুক্ত ষাঁড়, (ব্যঙ্গে) যে স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে বাধা দিবার কেহ নাই। **ধর্মের সংসার**—যে সংসারে পাপাচরণ নাই। বি: **ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ**—মানবজীবনের চতুর্বিধ লক্ষ্য বা সাধনা। বি: **-কর্ম, -কার্য**—শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মাদি। বিণ: **-কাম**—শাস্ত্রবিহিত আচার-আচরণাদি পালন-পূর্বক পুণ্যার্জনকামী। বি: **-ক্ষেত্র**—পুণ্যস্থান, তীর্থ। বি: **-গ্রন্থ, -পুস্তক, -শাস্ত্র**—ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি, পরকাল, পুণ্যলাভের উপায়, ধর্ম-সঙ্গত আচার-আচরণ, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বই। বি: **-ঘট**—বৈশাখমাসে ধর্মার্থে ঘটদানব্রতবিশেষ ; কোন ন্যায্য দাবীপূরণের সাপেক্ষে কর্মচারিগণ কর্তৃক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দলবদ্ধভাবে কাজ বন্ধ করণ। বিণ: **-ঘটী**—ধর্মঘটকারী। বি: **-চক্র**—নির্বাণলাভের উপায়স্বরূপ বুদ্ধদেবের উপদেশ-চতুষ্টয়। বি: **-চর্চা**—ধর্মসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা। বি: **-চর্যা, -পালন, -ধর্মাচরণ**—পুণ্যকর্মসাধন, ধর্মসঙ্গত বা শাস্ত্রবিহিত কার্য-করণ। বিণ. **-চারী** (-রিন্), **ধর্মাচারী** (-রিন্)—ধর্মচর্যা করে এমন, ধর্মব্রতী, ধার্মিক। বি: **-চিন্তা**—ধর্মবিষয়ক চিন্তা বা ধ্যান, আধ্যাত্মিক চিন্তা। বি: **-জীবন**—ধর্মব্রতীর জীবন ; সাধুর জীবন। বিণ: **-জ্ঞ**—ধর্মতত্ত্ব জানে এমন। বি: **-ঠাকুর**—বৌদ্ধযুগের পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণেতর জাতির উপাস্য দেবতা, মঙ্গলদেবতাবিশেষ। অব্য.ক্রি-বিণ: **-তঃ** (-তস্)—ধর্মানুসারে। বি: **-তত্ত্ব**—ধর্ম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ; ধর্মজ্ঞান। বি: **-তলা**—ধর্মঠাকুরের অধিষ্ঠিত এবং পূজার্থ স্থান। বিণ: **-দ্রোহী** (-হিন্), **-দ্বেষী** (-ষিন্)—ধর্মসঙ্গত আচরণের বিরোধী ; অধার্মিক। বি: **-দ্রোহ, -দ্রোহিতা**। বিণ: **-ধ্বজী** (-জিন্)—ধার্মিকতার ভানকারী, কপটধার্মিক, বকধার্মিক। বি: **-নাশ**—ধর্মের লোপ বা ক্ষতি ; সতীত্বহানি। বিণ: **-নিষ্ঠ**—ধার্মিক। বি: **-নিষ্ঠা**—ধার্মিকতা। বি: **-পত্নী**—বিবাহিতা স্ত্রী, সহধর্মিণী। বিণ: **-পরায়ণ**—ধার্মিক। বি: **-পরায়ণতা**। বি: **-পিতা** (-তৃ), **-বাপ**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; রক্ষাকর্তা। বি(স্ত্রী): **-মাতা** (-তৃ)। বি: **-পুত্র**—ধর্মের অধি-দেবতা যমের অংশজাত যুধিষ্ঠির, ধর্মতঃ যাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। **ধর্মপুত্র** (বা **ধর্মপুত্তুর**) **যুধিষ্ঠির**—(ব্যঙ্গে) যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদিতার ভানকারী (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দারুণ মিথ্যাবাদী) ব্যক্তি। বিণ: **-প্রবণ**—ধর্মানুরাগী। বি: **-প্রবণতা**। বিণ: **-প্রাণ**—ধর্মকে নিজের প্রাণস্বরূপ মনে করে এমন। বি: **-প্রাণতা**। বি: **-বিপ্লব**—ধর্মসংক্রান্ত বিপ্লব বা বিরাট্ পরিবর্তন। বি: **-বুদ্ধি**—ধর্মসঙ্গত জ্ঞান ; পুণ্যে প্রবণতা। বি: **-ভয়**—ধর্মহানি বা পাপের ভয়। বিণ: **-ভীরু**—ধর্মহানি বা পাপকে ভয় করিয়া চলে এমন ; ধার্মিক। বি: **-ভীরুতা**। বিণ: **-ভ্রষ্ট**—ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত, পতিত। বি: **-ভ্রাতা** (-তৃ), **-ভাই**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, গুরু-ভাই। বি(স্ত্রী): **-ভগ্নী**। বি: **-মঙ্গল**—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থ। বি: **-মন্দির**—দেবালয় ; ভজনালয়। বি: **-যুদ্ধ**—ধর্মরক্ষার্থ যুদ্ধ, জেহাদ। বি: **-রক্ষা**—স্বধর্ম বজায় রাখা, ধর্মাচরণ, সতীত্বরক্ষা। বি: **-রাজ**—যুধিষ্ঠির ; যম ; ধর্মঠাকুর ; বুদ্ধ। বি: **-রাজ্য**—যে রাজ্যে ন্যায়বিচার বর্তমান, ন্যায়ের রাজ্য। বি: **-লক্ষণ**—ধৃতি ক্ষমা আত্মসংযম সততা পরিচ্ছন্নতা ইন্দ্রিয়দমন ধী বিদ্যা সত্যপ্রিয়তা অক্রোধ ধার্মিকতার এই দশটি লক্ষণ। বি: **-লোপ**—ধর্মের অস্তিত্বহানি। বি: **-শালা**—বিচারালয় ; অতিথিশালা, সাধারণ লোকের আশ্রয়স্থান। বি: **-শাসন**—ধর্মের বা শাস্ত্রের অনুশাসন। বি: **-শাস্ত্র**—ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ; স্মৃতিশাস্ত্র। বি **-শিক্ষা**—ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা ; যে শিক্ষায় মনে ধর্ম-জ্ঞানের উদয় হয়। বিণ: **-শীল**—ধার্মিক। বি: **-সংস্কার**—কোন বিশেষ ধর্মের উন্নতিসাধন। বিণ: **-সংস্কারক**—ধর্মসংস্কারকারী। বি: **-সংস্থাপন**—ধর্মের প্রতিষ্ঠা। বি: **-সংহিতা**—মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি-প্রণীত মূল স্মৃতিগ্রন্থ ; ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন-সংবলিত গ্রন্থ। বিণ: **-সঙ্গত**—ধর্মানুশাসন-অনুযায়ী। বি: **-সভা**—ধর্মের আলোচনা উন্নতি ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত সভা। **-সাক্ষী** (-ক্ষিন্)—(১) বিণ:

(যাহাতে বা যাহার) কার্যে ধর্ম সাক্ষী আছেন এরূপ ; (২)বিঃ (বাং.) ধর্মের নামে বা ধর্মানুমোদিত নিয়মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। বিঃ **-সাধন**—ধর্মচর্যা, ধর্মপালন। বিঃ **-হানি**—ধর্মের ক্ষতি বা লোপ, ধর্মনাশ। বিণঃ **-হীন**—অধার্মিক, পাপী। বিঃ **ধর্মাচরণ**—**ধর্মচর্যা** দ্রঃ। বিণঃ **ধর্মাচারী**—**ধর্মচারী** দ্রঃ। বিঃ **ধর্মাত্মা** (-ত্মন্)—অতিশয় ধার্মিক। বিঃ **ধর্মাধর্ম**—ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য। বিঃ **ধর্মাধিকরণ**—বিচারালয় ; বিচারক। বিঃ **ধর্মাধিকরণিক**—বিচারক। বিঃ **ধর্মাধিকার**—বিচারের অধিকার ; বিচারকের কাজ বা পদ। বিঃ **ধর্মাধিকারী** (-রিন্)—বিচারক। বিঃ **ধর্মাধ্যক্ষ**—ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের প্রধান সরকারী তত্ত্বাবধায়ক ; প্রধান বিচারপতি। বিণঃ **ধর্মানুগত, ধর্মানুমোদিত, ধর্মানুযায়ী** (-য়িন্)—ধর্মসঙ্গত ; ন্যায়সঙ্গত ; শাস্ত্রবিহিত। বিঃ **ধর্মানুষ্ঠান**—ধর্মপালন ; শাস্ত্রবিহিত আচার-অনুষ্ঠান। বিঃ **ধর্মান্তর**—ভিন্ন ধর্ম। বিঃ **-গ্রহণ**—স্বধর্ম ত্যাগপূর্বক অন্য ধর্ম গ্রহণ। বিণঃ **ধর্মান্ধ**—স্বধর্মে অন্ধবিশ্বাসী এবং পরধর্মদ্বেষী। বিঃ **ধর্মান্ধতা**। বিঃ **ধর্মাবতার**—মূর্তিমান্ ধর্ম : বিচারক রাজা প্রভু আশ্রয়দাতা প্রভৃতিকে সম্বোধনের রীতি। বিণঃ **ধর্মাবলম্বী** (-ম্বিন্)—(বিশেষ কোন) ধর্মযুক্ত (বৌদ্ধধর্মাবলম্বী) ; ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। **ধর্মার্থ**—(১)বিঃ ধর্ম ও অর্থ ; (২)ক্রি-বিণঃ ধর্মের জন্য। ক্রি-বিণঃ **ধর্মার্থে**—ধর্মের জন্য। বিঃ **ধর্মাসন**—বিচারপতির আসন। বিণঃ **ধর্মিষ্ঠ**—ধর্মের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠাশীল, অত্যন্ত ধার্মিক। বিণ(স্ত্রী): **ধর্মিষ্ঠা**। বিণঃ **ধর্মী** (-র্মিন্)—বিশেষ কোন স্বভাবযুক্ত বা গুণযুক্ত (ভোগ-ধর্মী, মান-ধর্মী) ; ধার্মিক। ক্রি-বিণঃ **ধর্মোদ্দেশে**—ধর্মার্থে, ধর্মের জন্য। বিঃ **ধর্মোপদেশ**—ধর্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ বা শিক্ষা। বিণঃ **ধর্মোপদেষ্টা** (-ষ্টৃ), **ধর্মোপদেশক**—ধর্মোপদেশদানকারী। বিঃ **ধর্মোপাসনা**—ধর্মবিহিত উপাসনা, বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ে প্রচলিত উপাসনা। বিঃ **ধর্মোপাসক**—ধর্মাবলম্বী। বিণ(স্ত্রী): **ধর্মোপাসিকা**। বিণঃ **ধর্ম্য**—ধর্মসঙ্গত ; ধর্মযুক্ত ; ন্যায্য ; ধর্মলব্ধ।

ধর্ষ, ধর্ষণ—বিঃ পীড়ন, অত্যাচার ; (বিশেষতঃ নারীর প্রতি) বলাৎকার ; দমন, পরাজিতকরণ। [সং. √ধৃষ্ + অ, অন (ভা)]। বিণঃ **ধর্ষক**—ধর্ষণকারী। বিণঃ **ধর্ষণীয়**—ধর্ষণযোগ্য, ধর্ষণসাধ্য। বিণঃ **ধর্ষিত**—ধর্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **ধর্ষিতা**—(বিশেষতঃ) বলপূর্বক সতীত্ব নষ্ট করা হইয়াছে এমন (নারী)।

ধলা—বিঃ সাদা, ফরসা। [সং. ধবল]।

ধস—(১)অব্যঃ মৃত্তিকা তুষার প্রস্তর প্রভৃতির বড় চাঙড় উপর হইতে সবেগে খসিয়া পড়ার শব্দ। (২)বিঃ উক্ত ভাবে খসিয়া-পড়া মৃত্তিকাদির চাঙড়। [হি. < সং. ধ্বংস]

ধসকা—(১)বিণঃ ধসিয়া পড়িবার মত, ঢিলা, শিথিল (ধসকা মাটি) ; কমজোর, অন্তঃসারশূন্য (ধসকা শরীর)। (২)ক্রিঃ ধসকান। [ধস দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ধসকা হওয়া ; ধসা, ভাঙ্গিয়া পড়া (নদীর পাড় ধসকেছে) ; ধসান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ধসন—বিঃ ধসা। [ধস দ্রঃ]।

ধসা—(১)ক্রিঃ (পাহাড় নদীর পাড় প্রভৃতি হইতে) মাটি ইত্যাদির চাপ খসিয়া পড়া ; ভাঙ্গিয়া পড়া ; দুর্বল হইয়া যাওয়া (রোগে রোগে শরীর ধসে গেছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [ধস দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ধসকা করা ; (নদীর পাড় ইত্যাদি হইতে) ধস নামান বা ভাঙ্গিয়া ফেলা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ধস্তাধস্তি—বিঃ পরস্পরের প্রতি বলপ্রয়োগ, হাতাহাতি ; দলবদ্ধভাবে ক্রমাগত বলপ্রয়োগ (ধস্তাধস্তি করে মাল তোলা)। [?]।

ধা—বিঃ (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে ধৈবতের সঙ্কেত।

-ধা—(ব্যাক.) প্রকারবাচক প্রত্যয়বিশেষ (শতধা, বহুধা)। [সং. ধাচ্]।

ধাই—বিঃ ধাত্রী ; মাতার ন্যায় পালনকারিণী রমণী, উপমাতা ; যে স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করায় এবং আঁতুড়ঘড়ে প্রসূতি ও নবজাতকের পরিচর্যা করে ; শিশু বা বালক-বালিকাদের পরিচারিকা ; যে স্ত্রীলোক স্বীয় স্তন্যে পরের সন্তান পালন করে। [সং. ধাত্রী]।

ধাউস—**ঢাউস**-এর উচ্চারণভেদ।

ধাওড়া—বিঃ (প্রধানতঃ সাঁওতাল) কুলিদের কুঁড়ে ঘর বা বস্তি। [দেশী]।

ধাওয়া—(১)ক্রিঃ ধাবন করা, দৌড়ান। (২)বিঃ ধাবন ; তাড়া (পিছনে ধাওয়া করা)। [সং. √ধাব্ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দৌড় করান ; তাড়ান ; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ধাঁ—অব্যঃ সহসা আগুন জ্বলার বা প্রহারের শব্দ ; দ্রুতগতি, ঝাঁ, চট্ (ধাঁ করে ছুটে যাওয়া)। অব্যঃ **-ই**—সহসা ও সজোরে মারার শব্দ।

ধাঁচ, ধাঁচা, ধাঁজ—বিঃ আদল ; ধরন, রকম। [তু. হি. ঢাঁচা]।

ধাঁধা—(১)বিঃ দৃষ্টিভ্রম ; ধোঁকা, সংশয় ; দুরূহ সমস্যা বা ব্যাপার; কৌতূহলজনক ও বুদ্ধিবিভ্রম-কারী প্রশ্ন। (২)ক্রিঃ (সাধারণতঃ কাব্যে) দৃষ্টি-ভ্রম জন্মান বা হওয়া। [সং. ধ্বন্দ্ব—তু. হি. ধন্ধা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দৃষ্টিভ্রম জন্মান, চোখ ঝল-সান ; ধাঁধা লাগান ; (২)বি. বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ধাক্কা—(১)বিঃ ঠেলা (দরজায় ধাক্কা) ; সজ্ঘর্ষ, ঠোকাঠুকি (ট্রামে-বাসে ধাক্কা) ; সহসা আগত চাপ, তাড়া বা বেগ (কাজের ধাক্কা)। (২)ক্রিঃ ধাক্কান। [সং. √ধক্ক ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (ক্রমাগত) ঠেলা দেওয়া ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

ধাঙড়, ধাঙড়—বিঃ অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ ; ঝাড়ুদার। [দেশী]।

ধাড়ি, ধাড়ী—(১)বিঃ যে সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে (বাচ্চা ও ধাড়ি) ; সর্দার বা প্রধান ব্যক্তি (চোরের ধাড়ি, অকর্মার ধাড়ি)। (২)বিণঃ বয়স্থ (বুড়োধাড়ি ছেলে) ; পাকা, ঘাগী, অগ্রণী (ধাড়ি শয়তান)। [সং. ধাত্রী]।

ধাত—বিঃ মানসিক প্রকৃতি, স্বভাব, মেজাজ (তার ধাত বোঝা শক্ত) ; শারীরিক প্রকৃতি (পিত্তের ধাত) ; নাড়ী (ধাত ছেড়ে যাওয়া) ; শুক্র (ধাতের রোগ)। [সং. ধাতু]। বিণঃ **-সহ**—ধাতে বা শরীর-ধর্মে সহ্য হয় এমন। বিণঃ **-স্থ**—প্রকৃতিস্থ, সুস্থ, শান্ত।

ধাতব—বিণঃ ধাতু-সম্বন্ধীয় ; ধাতুঘটিত। [সং. ধাতু+অ]।

ধাতসহ, ধাতস্থ—ধাত দ্রঃ।

ধাতা (-তৃ)১—(১)বিঃ বিধাতা ; ব্রহ্মা, পিতা। (২)বিণ.বিঃ ধারণকর্তা ; রক্ষাকর্তা ; সৃষ্টিকর্তা ; নির্মাতা। [সং. √ধা+তৃ (তৃ)]।

ধাতা২—ক্রিঃ ধাতান। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কড়া ধমক দেওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **ধাতানি**—কড়া ধমক।

ধাতু—বিঃ স্বর্ণরৌপ্যাদি খনিজ পদার্থ ; উপাদান (লোকটি কোন্ ধাতুতে গড়া) ; স্বভাব, প্রকৃতি, ধাত (তাহার ধাতুই আলাদা) ; শুক্র (ধাতু-দৌর্বল্য) ; (আয়ু.) দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ মাংস অস্থি প্রভৃতি ; ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম : এই পঞ্চভূত ; (ব্যাক.) ক্রিয়াবাচক শব্দমূল। [সং. √ধা+তু (তুঁ)]। বিণঃ**-গত**—ধাতু-সংক্রান্ত; শারীরিক প্রকৃতিঘটিত ; স্বভাবগত। বিণঃ **-গর্ভ**—অভ্যন্তরে ধাতু আছে এমন ; অভ্যন্তরে মহাপুরুষের দেহাবশেষ আছে এমন। বিণঃ **-ঘটিত**—ধাতুসম্বন্ধীয়, ধাতুসংযোগে প্রস্তুত ; শুক্র-সম্বন্ধীয়। বিণঃ **-ময়**—ধাতুদ্বারা নির্মিত ; ধাতুপূর্ণ। বিঃ **-মল**—মরিচা, জং।

ধাত্রী—(১)বিঃ গর্ভধারিণী মাতা ; ধাই, পালন-কারিণী ; রোগীর শুশ্রূষাকারিণী ; পৃথিবী। (২)বিণঃ ধারণকারিণী। [সং. √ধা+তৃ (তৃ) +ঈ]।

ধাত্রেয়ী—বিঃ ধাই। [সং. ধাত্রী+এয়+ঈ]।

ধান—বিঃ ধান্য, পরিমাণবিশেষ ($=\frac{1}{8}$ রতি বা ৪ তিল)। [সং. ধান্য]। ক্রিঃ **ধান কাটা**—ধান পাকার পর গাছগুলি কাটিয়া স্তূপাকার করা। ক্রিঃ **ধান কাঁড়া**—ধান ভানা-র অনুরূপ। ক্রিঃ **ধান কাড়ান**—আগাছা নষ্ট করার জন্য ধানখেত চষা। ক্রিঃ **ধান ঝাড়া**—খামারে আনার পর ধানগাছ আছড়াইয়া ধান পৃথক্ করিয়া লওয়া। ক্রিঃ **ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা**—অতি স্বল্প-ব্যয়ে বা গুরুদক্ষিণা ফাঁকি দিয়া লেখাপড়া শেখা ; অতি সামান্য বা অকেজো লেখাপড়া শেখা। ক্রিঃ **ধান নাড়িয়া দেওয়া**—খেতে বীজ হইতে চারা গজাইবার পর চারাগুলি উঠাইয়া লইয়া ফাঁক ফাঁক করিয়া রোপণ করা। ক্রিঃ **ধান বোনা**—খেতে ধানবীজ ছড়ান। ক্রিঃ **ধান ভানা**—ঢেঁকিতে কুটিয়া ধানগুলিকে নিস্তুষ করিয়া চাউল বাহির করা। ক্রিঃ **ধান মাড়ান**—গোরুকে দিয়া মাড়াইয়া শিষ্ হইতে ধানগুলি পৃথক্ করা। **কত ধানে কত চাল (হয়)**—প্রকৃত অবস্থা বা কঠিন বাস্তব। **ধানগাছের তক্তা**—অসম্ভব বস্তু। **ধান ভানতে শিবের গীত**—(হাস্যকর) অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। বিঃ **-দূর্বা**—ধান ও দূর্বাঘাস: হিন্দুদের মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ (ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ)।

ধানশী, ধানসী—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [সং. ধানশ্রী]।

ধানাই-পানাই—বিঃ অসম্বদ্ধ উক্তি ; আবোল-তাবোল কথা। [দেশী]।

-ধানী১—বি(স্ত্রী): স্থান, আবাস (রাজধানী)। [সং. √ধা+অন (ণি)+ঈ]।

ধানী২—বিণঃ কাঁচা ধানের ন্যায় সবুজ (ধানী রঙ) ; অতি ক্ষুদ্র (ধানী লঙ্কা) ; ধানযুক্ত। [বাং. ধান+ঈ]।

ধানুকী—বি.বিণ: ধনুর্ধর, ধনুকধারী। [সং. ধানুষ্ক]।

ধানুষ্ক—(১)বিণ: ধনুর্ধর, ধনুর্বিদ্যায় নিপুণ। (২)বি: ধনুর্ধারী সৈন্য। [সং. ধনুস্+ক]।

ধান্দা, ধান্ধা—বি: ধাঁধা, ধোঁকা; সংশয়; দৃষ্টিভ্রম; কাজকর্মের সন্ধান বা চিন্তা। [সং. দ্বন্দ্ব—তু. হি. ধন্ধা]।

ধান্য—বি: ধান; ধানজাতীয় শস্য (যবধান্য)। [সং. ধান+য]। বি: **-বীজ**—ধানের বীজ; ধনিয়া।

ধান্যক, ধান্যাক—বি: ধনিয়া [সং.]।

ধান্যেশ্বরী—বি: (ব্যঙ্গে) চাউলাদি হইতে চোলাই-করা দেশী মদ। [সং. ধান্য+ঈশ্বরী]।

ধাপ—বি: সিঁড়ির পৈঠা, সোপান। [?—তু.হি. ধাপ=দূরত্বের পরিমাণভেদ]।

ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর—বি: (ব্যঙ্গে) অজ্ঞাত ও বহুদূরবর্তী স্থান। [?]।

ধাপা—বি: যে স্থানে জঞ্জালাদির স্তূপ নিক্ষিপ্ত হয় (ধাপার মাঠ)। [দেশী?—তু. সং. স্তূপ, ইং depot]।

ধাপ্পা—বি: মিথ্যা স্তোক আশ্বাস উপদেশ ভয়-প্রদর্শন প্রভৃতি; ধোঁকা, প্রবঞ্চনা। [তু. হি. ধপ্পা]। বিণ: **-বাজ**—ধাপ্পা দেয় এমন। বি: **-বাজি**—ধাপ্পাবাজের কাজ, প্রতারণা।

ধাবক—(১)বিণ: ছোটে এমন; পত্রবাহী বা সংবাদবাহী; ধোয় বা পরিষ্কার করে এমন। (২)বি: ধোপা; প্রক্ষালনকারী; সংবাদবাহক বা পত্রবাহক। [সং. √ধাব্+অক (র্তৃ)]।

ধাবকা—বি: প্রভাব, চাপ। [তু. ধাক্কা]।

ধাবড়া—বি: কালি প্রভৃতির বিস্তৃত ছাপ বা দাগ। [তু.হি. ধব্বা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: কালি প্রভৃতি এলোমেলোভাবে লাগাইয়া নোংরা করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

ধাবধাড়া-গোবিন্দপুর—**ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর**-এর রূপভেদ।

ধাবন—বি: বেগে গমন, ধৌতকরণ; পরিষ্কার-করণ (দন্তধাবন)। [সং. √ধাব+অন (ভা)]।

ধাবমান—বিণ: ছুটিতেছে এমন, ধাবনরত। [সং. √ধাব্+শানচ (র্তৃ)]।

ধাবিত—বিণ: ছুটিয়াছে এমন; অনুসৃত; ধৌত। [সং. √ধাব্+ত (র্তৃ, র্ম)]।

ধাম (-মন্)—বি: গৃহ, বাসস্থান (নামধাম); স্থান (শান্তিধাম); তীর্থ, পবিত্রস্থান (কাশীধাম, গোলোকধাম); আধার (গুণধাম)। [সং. √ধা+মন্ (র্তৃ)]।

ধামনিক—বিণ: ধমনী-সম্বন্ধীয়। [সং. ধমনী+ইক]।

ধামসা—ক্রি: ধামসান। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: দলিত করা; হাত-পা দিয়া চটকান। (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। বি: **ধামসানি**—দলিতকরণ; চটকানি।

ধামা—বি: শস্যাদি রাখিবার বা মাপিবার জন্য বেত্রনির্মিত ঝুড়িবিশেষ। [সং. ধামক]। বিণ: **-চাপা**—অন্যায়ভাবে লোকচক্ষু হইতে অপসৃত। বিণ: **-ধরা**—তোষামুদে।

ধামার—বি: সঙ্গীতের তালবিশেষ বা রাগিণী-বিশেষ। [দেশী—তু. ধামালী]।

ধামাল—**দামাল**-এর অপ্র. রূপ।

ধামালী—বি: রঙ্গ দেখাইবার অভিপ্রায়ে দৌড় বা নাচগান; কৃত্রিম কলহ; চতুরালি। [দেশী]।

ধামি, ধামী—বি: ক্ষুদ্র ধামা। [বাং. ধামা+ই, ঈ]।

ধার১—বি (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) ধারণকারী (কর্ণধার)। [সং. √ধৃ+অ (র্তৃ)]।

ধার২—বিণ: (সচ. কাব্যে) জল প্রভৃতি তরল পদার্থের পতন, ধারা (অশ্রুধার)। [ধারা২ দ্রঃ]।

ধার৩—বি: প্রান্ত, কিনারা, পার্শ্ব (পথের ধার); তীক্ষ্ণতা (ছুরির ধার); তীক্ষ্ণ অংশ, প্রাখর্য (বুদ্ধির ধার); ঋণ; সংস্রব। [সং. √ধৃ+অ (র্ম)]। ক্রি: **ধার করা**—দেনা করা। ক্রি: **ধার দেওয়া**—ঋণ-রূপে দেওয়া। ক্রি: **ধার ধারা**—(কিছুমাত্র) সংস্রবে থাকা। ক্রি: **ধার লওয়া**—ঋণরূপে গ্রহণ করা। ক্রি: **ধার শোধ করা**—দেনা শোধ করা। **হয় ধারে কাটবে নয় ভারে কাটবে**—হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি দক্ষতা প্রভৃতির (=ধারে) জোরে নয় সম্পদের (ভারে) জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ক্রি: **ধারে ডোবা**—দেনায় বিজড়িত হওয়া।

ধারক—(১)বিণ: ধারণকারী; পুস্তক ধরিয়া পুরাণ-পাঠকের অশুদ্ধি সংশোধনকারী, মন্ত্র-পাঠ করানর বৃত্তি-অবলম্বনকারী; ঋণগ্রহণ-কারী; দাস্ত-রোধক (ধারক ঔষধ—তু. **সারক**)। (২)বি: উদরাময়ের ঔষধ। [সং. √ধৃ+অক (র্তৃ)]। বি: **-তা**।

ধারণ—(১)বি: হস্তাদি দ্বারা বা অঙ্গে গ্রহণ (দণ্ড-ধারণ, কণ্ঠে ধারণ, বক্ষে ধারণ); স্মৃতিতে গ্রহণ, ধারণা করণ (উপদেশ ধারণ); স্থাপন (আশীর্বাদী

ফুল শিরে ধারণ) ; অভ্যন্তরে গ্রহণ (এই পাত্র বহু জল ধারণে সক্ষম) ; পরিগ্রহ (রূপধারণ) ; গ্রহণ (নামধারণ) ; বহন (শিরে পৃথিবী-ধারণ) ; সংবরণ (মলমূত্রের বেগ ধারণ)। (২)বিণ: গ্রহণ-কারী। [সং. √ধৃ+ণিচ্+অন]।

ধারণা—বি: বোধ, অনুভূতি, প্রতীতি, উপলব্ধি (ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা); সংস্কার, বিশ্বাস (আবাল্যের ধারণা) ; সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা) ; স্মরণশক্তি, মেধা ; একাগ্রতা, চিত্তবৃত্তিকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া একই বিষয়ে স্থাপন। [সং. √ধৃ+ণিচ্+অন (ভা)+আ]। বিণ: **-তীত**—উপলব্ধি করা অসাধ্য এমন।

ধারণী—বি: বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত অঙ্গগ্রহণ করিবার মন্ত্রবিশেষ, নাড়ী ; শ্রেণী। [সং √ধৃ+ণিচ্+অন (ণে)+ঈ]।

ধারণীয়—বিণ: ধারণযোগ্য। [সং. √ধৃ+ণিচ্+অনীয় (র্ম)]।

ধারয়িতা (-তৃ)—বিণ: ধারণকারী, ধারক। [সং. √ধৃ+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। **ধারয়িত্রী**—(১)বিণ(স্ত্রী): ধারণকারিণী ; (২)বি: পৃথিবী।

ধারয়িষ্ণু—বিণ: ধারণ করিয়া আছে এমন, ধারণ-শীল। [সং. √ধৃ+ণিচ্+ইষ্ণু]।

ধারা১—ক্রি: ঋণী হওয়া বা থাকা (অনেক ধারি), (সংশ্রব) রাখা (ধার ধারা)। [বাং. ধার৩+আ]।

ধারা২—বি: স্রাব, প্রবাহ (রক্তধারা, অশ্রুধারা, আলোকধারা) ; বৃষ্টি (শ্রাবণের ধারা), ঝরনা (সহস্রধারা) ; শৃঙ্খলা, পদ্ধতি, নিয়ম (কাজের ধারা) ; পরম্পরা (চিন্তাধারা) ; রীতি, রকম (এমন ধারা) ; (বাং.) আইনের বিভিন্ন বিধি। [সং. √ধৃ+ণিচ্+অ+আ]। বি: **-কদম্ব**—নীপ ফুল বা তাহার গাছ। ক্রি-বিণ: **-কারে**—ধারা বা বৃষ্টির ন্যায়, অজস্র ধারায়। ক্রি-বিণ: **-ক্রমে**—পরম্পরানুযায়ী ; রীতি অনুসারে। বি: **-গৃহ**—কৃত্রিম ঝরনাযুক্ত ঘর। বি: **-ঙ্কুর**—জল-কণা ; করকা, শিল। বি: **-ধর**—মেঘ। বি: **-পাত**—অবিরাম বৃষ্টিপাত ; (বাং.) পাটীগণিতের প্রাথমিক সূত্রাদি সংবলিত পুস্তক। বি: **-বর্ষ, -বর্ষণ**—মুষলধারে বৃষ্টিপাত। বিণ: **-বাহিক, -বাহী** (-হিন্)—অবিচ্ছিন্ন ; ক্রমিক, পরম্পরা-যুক্ত। বি: **-বাহিকতা, -বাহিতা**। বি: **-যন্ত্র**—ফোয়ারা ; পিচকারী ; স্নানের কৃত্রিম ঝরনা, shower। বি: **-সম্পাত**—অঝোরধারে বৃষ্টি-পাত। বি: **-সার**—মুষলধারে পতিত বৃষ্টি ; ধারাসম্পাত।

ধারাল—বিণ: শাণিত, তীক্ষ্ণধার। [বাং ধার৩+আল]।

ধারি—বি: (প্রাদে.) মেটে ঘরের অপ্রশস্ত বারান্দা ; কোন-কিছুর উঁচু কিনারা (জানালার ধারি)। [বাং. ধার২+ই]।

ধারিণী—(১)বিণ(স্ত্রী): ধারণকারিণী (অস্ত্রধারিণী)। (২)বি(স্ত্রী): পৃথিবী। বিণ(পুং): **ধারী** দ্র:। [সং. √ধৃ+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

ধারিত—বিণ: ধরান হইয়াছে এমন, গ্রাহিত ; বাহিত ; স্থাপিত। [সং. √ধৃ+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ধারী১—**ধারি**-র বানানভেদ।

ধারী২—বিণ: ধারযুক্ত, ধারাল, ঋণী। [বাং. ধার৩+ঈ]।

-ধারী৩ (-রিন্)—বিণ: ধারণকারী (অস্ত্রধারী)। [সং. √ধৃ+ইন্ (র্তৃ)]।

ধারোষ্ণ—বিণ: সদ্য দোহনের ফলে উষ্ণতাযুক্ত। [সং. ধারা+উষ্ণ]।

ধার্তরাষ্ট্র—বি: রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। [সং. ধৃতরাষ্ট্র+অ]।

ধার্মিক—বিণ: ধর্মপরায়ণ। [সং. ধর্ম+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **ধার্মিকী**, (বাং.) **ধার্মিকা**। বি: **-তা**।

ধার্য—বিণ: ধারণযোগ্য, (বাং.) নির্ধারিত, স্থিরীকৃত, নির্দিষ্ট। [সং √ধৃ+য (র্ম)]। বিণ: **-মাণ**—ধরা হইতেছে এমন।

ধার্ষ্টাম, ধাষ্টামি, ধাষ্টামো—বি: ধৃষ্টতা, স্পর্ধা ; নিন্দনীয় আচরণ। [সং ধৃষ্ট+বাং. আম, আমি]।

ধার্ষ্ট্য—বি: ধৃষ্টতা। [সং ধৃষ্ট+য (ভা)]।

ধিকিধিকি—ক্রি-বিণ: ধীরে ধীরে ক্রমাগত (ধিকিধিকি জ্বলা)। [?]।

ধিক্—অব্য: নিন্দা লজ্জাদান ভর্ৎসনা অবজ্ঞা ঘৃণা বিরক্তি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক ; ছিঃ। [সং]। বি: **-কার, ধিক্কার**—ধিক ধিক উক্তি, ঐরূপ উক্তিদ্বারা নিন্দা বা ভর্ৎসনা, (অপ-কর্মাদি-জনিত) বিরাগ বা ঘৃণা (আমার মনে ধিক্কার জন্মিয়াছে)। বিণ: **-কৃত, ধিক্কৃত**—ধিক্-উক্তিদ্বারা নিন্দিত; ভর্ৎসিত; অবজ্ঞাত, ঘৃণিত।

ধিক্‌ধিক্—অব্য: মৃদু ধকধক, ক্রমাগত ধীরে জ্বলনের ভাব।

ধিঙ্গি, ধিঙ্গী—বিণ: স্বেচ্ছাচারিণী, উচ্ছৃঙ্খল ; বেহায়া ; উদ্দাম। [তু. হি. ধিঙ্গ]।

ঝিনঝিন, ঝিন-তা-ঝিন—অব্যঃ নাচের আওয়াজ।

ঝিমা—**চিমা**-র উচ্চারণভেদ।

ধী—বিঃ বুদ্ধি, জ্ঞান, মেধা, মতি। [সং. √ধ্যৈ+ক্বিপ্ (ভা)]। বিঃ **-গুণ**—কৌতূহল শ্রবণ আহরণ স্মৃতিতে ধারণ বা স্মরণ সন্দেহ বা তর্ক সন্দেহ-নিরসন অর্থবোধ মর্মাবধারণ : এই অষ্ট-বিধ বুদ্ধিগুণ। বিণঃ **-মান্** (-মৎ)—ধীসম্পন্ন ; জ্ঞানী। বিণ(স্ত্রী): **-মতী**।

ধীবর—বিঃ জেলে, মৎস্যজীবী। [সং.]। বি(স্ত্রী): **ধীবরী**।

ধীমান্—**ধী** দ্রঃ।

ধীর—বিণঃ মন্থর, মৃদু (ধীর গতি) ; অচঞ্চল, স্থির (ধীর ভাব) ; শান্ত, নম্র (ধীর স্বভাব) ; গম্ভীর (ধীর কণ্ঠ) : ধৈর্যশীল (ধীর চিত্ত) ; বিবেচক, স্থিরবুদ্ধি (ধীর ব্যক্তি)। [সং. ধী+√রা+অ (র্তৃ)]। **ধীরা**—(১)বিণঃ **ধীর**-এর স্ত্রীলিঙ্গ ; (২)বি(স্ত্রী): (অল.) যে নায়িকার কোপ স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। বিঃ **-তা**। বিঃ **-প্রশান্ত**—(অল.) প্রসিদ্ধ গুণাবলীর অধিকারী নায়কবিশেষ। বিঃ **-ললিত**—(অল.) নম্রস্বভাব নিশ্চিন্ত এবং নাচগানে আসক্ত নায়কবিশেষ।

ধীরা—**ধীর** দ্রঃ।

ধীরাধীরা—বি(স্ত্রী): (অল.) যে নায়িকার কোপ কিছু ব্যক্ত ও কিছু অব্যক্ত থাকে। [সং. ধীরা+অধীরা]।

ধীরি, ধীরিধীরি—ক্রি-বিণঃ (কাব্যে) ধীরে, মন্থর বা মৃদু গতিতে। [সং. ধীর]।

ধীরোদাত্ত—বিঃ (অল.) নিরহঙ্কার সুখে-দুঃখে অবিচলিত আশ্রিতজনপালক ও বিনয়ী নায়ক-বিশেষ। [সং. ধীর+উদাত্ত]।

ধীরোদ্ধত—বিঃ (অল.) স্বভাবতঃ স্থিরচিত্ত কিন্তু সময়ে সময়ে উদ্ধত নায়কবিশেষ। [সং. ধীর+উদ্ধত]।

ধুঁকানি, ধুঁকুনি—বিঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ঘন ঘন উত্থান-পতন, হাঁপ। [ধুঁকা দ্রঃ]।

ধুঁকা—(১)ক্রিঃ হাঁপান। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ধ্মা—তু. হি. √ধৌংক]।

ধুঁদল,—ধুন্দল-এর কথ্য রূপ।

ধুঁয়া—**ধোঁয়া**-র রূপভেদ।

ধুকড়ি—ধোকড়-এর রূপভেদ।

ধুকধুক, ধুক্‌ধুক্—অব্যঃ মৃদু হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ। [প্রাকৃ. √ধুক্কাধুক্ক <সং. √ধু+√কম্প]। বিঃ **ধুকধুকানি, ধুক্‌পুকানি**,—মৃদু হৃৎস্পন্দন ; মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতা।

ধুকধুকি, (বিরল) **ধুকধুকী**—বিঃ গলার হারের সহিত সংলগ্ন হইয়া বুকের উপর ঝোলে এরূপ গহনাবিশেষ ; ধুকধুকানি। [দেশী]।

ধুকপুক, ধুক্‌পুক্—অব্যঃ অস্থিরতা উদ্বেগ প্রভৃতি মানসিক চাঞ্চল্যের ভাবপ্রকাশক। [তু. ধুকধুক]।

ধুচনি, ধুচুনি—বিঃ চাউল ধুইবার বা মাছ ধরিবার জন্য বংশশলাকানির্মিত সচ্ছিদ্র পাত্র-বিশেষ। [দেশী]। বিঃ **ধুচনি-টুপি, ধুচুনি-টুপি**—বাঁশ বেত প্রভৃতির শলাকাদ্বারা নির্মিত ধুচুনির আকারের টুপিবিশেষ।

ধুত, ধুত—বিণঃ কম্পিত, বিধুনিত ; বিদূরিত ; ভর্ৎসিত। [সং. √ধু, ধূ+ত]।

ধুতরা, ধুতরো—ধুতুরা-র কথ্য রূপ।

ধুতি—বিঃ সাধারণতঃ পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র ; অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপহার, উৎকোচ। [হি. ধোতী]।

ধুতুরা—বিঃ বিষাক্ত ফলবিশেষ ও তাহার গাছ বা ফুল। [সং. ধুস্তুর]।

ধুৎ—অব্যঃ বিতাড়ন বিরক্তি অবজ্ঞা অবিশ্বাস প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক শব্দ। [দেশী]।

ধুত্তোর—অব্যঃ ধুৎ-এর জোরাল রূপ। [বাং ধুৎ+তোর]।

ধু-ধু—অব্যঃ তীব্র আগুন জ্বলার অব্যক্ত শব্দ, দাউদাউ ; শূন্যতা ব্যাপ্তি উত্তাপ প্রভৃতি ভাব-প্রকাশক। [দেশী]।

ধুনাচি—**ধুনাচি**-র চলিত রূপ।

ধুনন, ধূনন—বিঃ কম্পন, চালন। [সং √ধু, ধূ,+ণিচ্+অন (ভা)]।

ধুনরি, ধুনরী—ধুনারী-র রূপভেদ।

ধুনা১—বিঃ শালগাছের নির্যাস, সর্জরস। [সং. ধূনক]।

ধুনা২—(১)ক্রিঃ ধনুকাকৃতি যন্ত্রদ্বারা (তুলা পিঁজিয়া পরিষ্কার করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [প্রাকৃ. √ধুন <সং. √ধু, (ণিজন্ত) √ধুনি—তু. হি. √ধুন]।

ধুনাচি—বিঃ ধুনা জ্বালাইবার পাত্র। [বাং. ধুনা১+তুর্. চি]।

ধুনারি, ধুনারী—বিঃ যে তুলা ধোনে। [ধুনা২ দ্রঃ]।

ধুনি১—বিঃ সন্ন্যাসীর অগ্নিকুণ্ড। [দেশী]।

ধুনি২, ধুনী—বিঃ নদী (সুরধুনী)। [সং. √ধু+নি (র্তৃ),+ঈ]।
ধুনুচি—**ধুনাচি**-র চলিত রূপ।
ধুনুরি, ধুনুরী—**ধুনারি**-র চলিত রূপ।
ধুন্দুল, (বিরল) **ধুন্দল**—বিঃ ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত ঝিঙাজাতীয় ফলবিশেষ। [দেশী]।
ধুন্ধুমার—(১)বিঃ পুরাণবর্ণিত কুবলয়াশ্ব রাজা; গৃহস্থিত ধূম, ঝুল; (বাং.) তুমুল কোলাহল, বিষম কাণ্ড (ধুন্ধুমার বাধান)। (২) (বাং.) বিণঃ তুমুল (ধুন্ধুমার কাণ্ড)। [সং.—তু. হি. ধুন্ধ্ কার]।
ধুপ—বিঃ রৌদ্র। [হি.]। বি.বিণঃ **-ছায়া**—ময়ূরকণ্ঠী বর্ণ বা বর্ণযুক্ত।
ধুপচি, ধুপ্‌চি—বিঃ ধুনুচি। [সং. ধূপ+তুর. চি]।
ধুপ্—অব্যঃ লঘু ধপ-শব্দ। [দেশী]। অব্যঃ **-ধুপ্, -ধাপ্**—ক্রমাগত ধুপ্-শব্দ।
ধুম—(১)বিঃ প্রাচুর্য, আধিক্য (গঙ্গাস্নানের ধুম); সমারোহ, জাঁকজমক (এবার পূজার বড় ধুম)। (২)বিণঃ তুমুল (ধুম মারামারি)। [দেশী]। বিঃ **-ধড়াক্কা, -ধাম**—প্রচুর জাঁকজমক।
ধুমড়ী—বিঃ (মন্দার্থে) মোটা স্ত্রীলোক। [দেশী]।
ধুমসা, ধুমসো—বিণঃ অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও স্থূল। [দেশী]। বিণ(স্ত্রী): **ধুমসী**।
ধুম্—অব্যঃ ভারী বস্তু পতনের বা কিল মারার শব্দ দুম্। [ধ্বন্যাত্মক]।
ধুম্ব, ধুম্বা—বিণঃ লম্বা ও মোটা। [তু দুম্বা]। বিণ(স্ত্রী): **ধুম্বী**।
ধুয়া১, (কথ্য) **ধুয়ো**—বিঃ গানের যে অংশ দোহাররা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে; (আল.) যে মত বা উক্তি বারংবার আবৃত্তি করা হয়; আবদার, ছুতা (ধুয়া ধরা)। [সং. ধ্রুবা]।
ধুয়া২—(১)ক্রিঃ (জল প্রভৃতি দ্বারা) ধৌত করা; প্রক্ষালন করা; (বস্ত্রাদি) কাচা, ধোলাই করা। (২)বিণ.বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ধাব্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ধৌত বা প্রক্ষালিত করান; কাচান, ধোলাই করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-নি**—যে জল দিয়া কিছু ধোওয়া হইয়াছে।
ধুর—বিঃ ধুরা (উহা দ্রঃ)। [সং. ধুর্]।
ধুরন্ধর, ধুরীণ—বিণঃ (মূলতঃ) ধুর বা ভার বহনকারী; অতি কর্মকুশল বা দক্ষ; অগ্রণী; ওস্তাদ। [সং.]।
ধুরা—বিঃ শকটাদির অগ্রভাগ যাহা অশ্বাদি বাহনের স্কন্ধসংলগ্ন থাকে, জোয়াল; কোনকিছুর সম্মুখের অংশ; অক্ষদণ্ড, চাকার মধ্যবর্তী দণ্ড, ঈষ; ভার। [সং. √ধুর্ব্+ক্বিপ্ (পে)+আ]।
ধুল—বিঃ ধুলা; (গণি.) কড়ার ভগ্নাংশবিশেষ; ১/২০ কাঠা। [সং. ধুলি]।
ধুলট—বিঃ সঙ্কীর্তনের পর ধুলা মাখামাখি বা ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়ার উৎসব। [বাং. ধুলা+ট]।
ধুলা, (কথ্য) **ধুলো**—বিঃ ধূলি; শুষ্ক মাটির বা যে-কোন বস্তুর গুঁড়া, রেণু (গুঁড়াইয়া ধুলা করা)। [সং. ধূলি]। ক্রিঃ **গায়ে ধুলা দেওয়া**—ঘৃণা প্রকাশ করা; ধিক্কার দেওয়া; তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। ক্রিঃ **চক্ষে ধুলা দেওয়া**—ফাঁকি দেওয়া। **ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা-মুঠি হয়**—ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকিলে সামান্য চেষ্টাতেই প্রচুর অর্থাগম হয় বা বিরাট্ সাফল্যলাভ হয়। বিঃ **-পড়া**—মন্ত্রপূত ধূলি।
ধুস্তুর, ধুস্তুরে—বিঃ ধুতুরা। [সং.]।
ধুঁয়া—**ধুয়া**-র বর্জি. বানান।
ধুত, ধুনন—যথাক্রমে **ধূত** ও **ধূনন** দ্রঃ।
ধুনা, ধুলা, ধুলো—যথাক্রমে **ধূনা ধূলা** ও **ধূলো**-র বর্জি. বানান।
ধূপ—বিঃ সুগন্ধ ধোঁয়া উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত গন্ধদ্রব্যবিশেষ বা তাহার বাতি। [সং. √ধূপ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-ন**—ধূপের গন্ধ দ্বারা সুগন্ধীকরণ; ধুনা। বিঃ **-চি**—**ধুপচি**-র বানানভেদ। বিণঃ **ধূপায়িত, ধূপিত**—ধূপের ধোঁয়া বা গন্ধ দিয়া সুগন্ধীকৃত।
ধূম—বিঃ ধোঁয়া। [সং.]। বিঃ **-কেতু, -কেতন**—জ্যোতিষ্কবিশেষ, comet; অগ্নি; (আল.) উৎপাত, অশুভ লক্ষণ। বিঃ **-পান**—তামাক চুরুট বিড়ি সিগারেট প্রভৃতির ধোঁয়া সেবন। বিণঃ **-পায়ী** (-য়িন্)—ধূমপানকারী। বিঃ **-যোনি**—মেঘ; অগ্নি। **-ল**—(১)বিঃ ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণ, কপিশ বর্ণ, বেগুনে রঙ; (২)বিণঃ ঐরূপ বর্ণবিশিষ্ট। বিণঃ **ধূমাভ**—ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ধূমল। বিঃ **ধূমাবতী**—দশমহাবিদ্যার অন্যতম। বিণঃ **ধূমায়মান**—ধোঁয়া ছড়াইতেছে এমন; (আল.) ঘনায়মান, স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্বেই আবির্ভাব সূচনা করিতেছে এমন। বিণঃ **ধূমায়িত, ধূমিত**—ধূমপূর্ণ, মধু-

ব্যাপ্ত, ধোঁয়া ছড়াইতেছে এমন। বিঃ **ধূমোদ্গার** ধোঁয়া বাহির করা ; ধূমনির্গম।

ধূম্র—(১)বি.বিণঃ ধূমল। (২)বিঃ (অশু.) ধোঁয়া। [ধূম্র+ √রা+অ (র্তৃ)]। **-লোচন**—(১)বিণঃ ধূম্রবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট ; (২)বিঃ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি।

ধূর্জটি—বিঃ শিব। [সং.]।

ধূর্ত—বিণঃ (প্রধানতঃ মন্দার্থে) চতুর ; ধড়িবাজ, শঠ, প্রবঞ্চক। [সং]। বিঃ **-তা**। বিঃ **ধূর্তামি, ধূর্তামো, ধূর্তামো**—বিঃ ধূর্ততা।

ধূলট—**ধূলট**-এর বর্জি. বানান।

ধূলি, ধূলী—বিঃ শুষ্ক মাটির গুঁড়া, ধুলা, রজঃ, রেণু। [সং. √ধূ+লি (র্তৃ), +ঈ]। বিণঃ **ধূলিধূসর, ধূলিধূসরিত, ধূলিমলিন**—ধুলা মাখিয়া মলিন হইয়াছে এমন, ধুলামাখা। বিঃ **ধূলিপটল**—আকাশে উড়ন্ত ধুলিরাশি। বিণঃ **ধূলিময়**—ধুলাপূর্ণ। বিঃ **ধূলিশয্যা**—ভূমিতে শয়ন ; মৃত্তিকারূপ শয্যা। বিণঃ **ধূলিসাৎ**—ধুলায় পরিণত।

ধূসর—(১)বিঃ পাংশুবর্ণ, ছাই রঙ। (২)বিণঃ পাংশুল, পাঁশুটে, ছাইরঙা। [সং.]। বিণঃ **ধূসরিত**—ধূসর হইয়াছে এমন। বিঃ **ধূসরিমা** (-মন্)—ধূসরত্ব, ধূসর বর্ণ।

ধূস্তুর, ধূস্তূর—**ধুস্তুর**-এর বানানভেদ।

ধৃত—বিণঃ ধারণ গ্রহণ বা অবলম্বন করা হইয়াছে এমন ; গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন ; উদ্ধৃত। [সং. √ধৃ+ত (র্ম)]। বিণঃ **-ব্রত**—ব্রতধারী। বিঃ **-রাষ্ট্র**—(মহা.) দুর্যোধনাদির পিতা। বিণঃ **ধৃতাত্মা** (-ত্মন্)—সংযতচিত্ত। বিণঃ **ধৃতাস্ত্র**—অস্ত্রধারী। বিঃ **ধৃতি**—ধারণ ; ধারণা, ধৈর্য ; স্থিরচিত্ততা ; সন্তোষ ; অধ্যবসায়। বিঃ **ধৃতিহোম**—হিন্দু-বিবাহে করণীয় হোমবিশেষ।

ধৃষ্ট—(১)বিণঃ উদ্ধত ; স্পর্ধিত, প্রগল্‌ভ, নির্লজ্জ ; লম্পট। (২)বিঃ (অল.) নির্লজ্জ নায়কবিশেষ। [সং. √ধৃষ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **ধৃষ্টা**। বিঃ **-তা**।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—বিঃ দ্রুপদ রাজার পুত্র, দ্রৌপদীর ভ্রাতা।

ধৃষ্য—বিণঃ ধর্ষণীয়, দমনযোগ্য। [সং. √ধৃষ্+য (র্ম)]।

ধেইধেই—অব্যঃ তাণ্ডব নাচের ভঙ্গি বা আওয়াজ। [ধ্বন্যাত্মক]।

ধেড়া—ক্রিঃ ধেড়ান। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বেসামাল হইয়া মলত্যাগপূর্বক কাপড়-চোপড় নষ্ট করা ; (আল.) অপটুতার দরুন কাজ নষ্ট বা বিশৃঙ্খল করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ধেড়ে১—বিঃ উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। [দেশী]।

ধেড়ে২—বিণঃ (কথ্য) ধাড়ি, বয়স্ক ; যৌবন-প্রাপ্ত। [ধাড়ি দ্রঃ]।

ধেৎ—**ধৎ**-এর রূপভেদ।

ধেনু—বিঃ নবপ্রসূতা বা দুগ্ধবতী গাভী। [সং √ধে+নু (র্তৃ)]।

ধেনো—(১)বিণঃ ধান হইতে প্রস্তুত (ধেনো মদ) ; ধান্যপ্রসূ (ধেনো জমি), ধান্যোৎপাদনকারী চাষার ন্যায় মূর্খ (ধেনো বুদ্ধি)। (২)বিঃ ধান হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। [বাং. ধান+উয়া > ও]।

ধেবড়া, ধেবড়ান (-নো)—যথাক্রমে **ধাবড়া** ও **ধাবড়ান**-র চলিত রূপ।

ধেয়—বিণঃ (বিরল) গ্রহণীয় বা জ্ঞেয়। [সং √ধা+য]।

ধেয়া, ধেয়ান১, **ধেয়ানো**—ক্রিঃ (কাব্যে) ধ্যান করা ; স্মরণ করা ; চিন্তা করা। [<সং ধ্যান]।

ধেয়ান২, **ধেয়ানি**—যথাক্রমে **ধ্যান** ও **ধ্যানী**-র কোমল রূপ।

ধৈবত—বিঃ (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর বা 'ধা'। [সং.]।

ধৈর্য, (কাব্যে) **ধৈরজ**—সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা ; ধীরতা ; (বৈ. সা.) নিস্পৃহতা ও প্রশান্তি। [সং. ধীর+য (ভা)]। ক্রিঃ **ধৈর্য ধরা**—সহ্য করিয়া থাকা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা। বিণঃ **ধৈর্যচ্যুত, ধৈর্যহারা**—সহ্য বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে এমন, অসহিষ্ণু। বিঃ **ধৈর্যচ্যুতি, ধৈর্যহানি**—সহিষ্ণুতা-হানি, অসহিষ্ণুতা। বিঃ **ধৈর্যধারণ, ধৈর্যাবলম্বন**—সহিষ্ণু হওয়া, ধীরতা অবলম্বন। বিণঃ **ধৈর্যশালী** (-লিন্), **ধৈর্যশীল**—সহিষ্ণু। বিণ(স্ত্রী)ঃ **ধৈর্যশালিনী, ধৈর্যশীলা**।

ধোঁকা১—**ধুঁকা**-র চলিত রূপ।

ধোঁকা২—বিঃ ডালবাটা দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন-বিশেষ। [দেশী]।

ধোঁকা৩—বিঃ সংশয়, সন্দেহ, ধাঁধা, প্রবঞ্চনা, ফাঁকি। [তু. হি. ধোখা]। ক্রিঃ **ধোঁকা দেওয়া**—ফাঁকি দেওয়া, ধাপ্পা দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা।

ক্রি: **ধোঁকায় পড়া**—সংশয়িত বা সন্দিহান হওয়া (এবং তাহার ফলে প্রায়শ: কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে না পারা)। বিণ: **-বাজ**—ফাঁকিবাজ, ধাপ্পাবাজ, প্রবঞ্চক। বি: **-বাজি**—ফাঁকি, ধাপ্পা, পবঞ্চনা।

ধোঁয়া—বি: ধূম। [সং. ধূম]। **বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া**—ধূমপানের দ্বারা চিন্তাশক্তি প্রগাঢ় করা। বিণ: **-টে**—ধোঁয়ার ন্যায় অস্পষ্ট।

ধোকড়, (প্রাদে) **ধোকড়া**—বি: ছেঁড়া কাঁথা; মোটা কাপড়; মোটা সুতার থলি। [হি. ধোকড়া]। **কথার ধোকড়**—বাক্যবাগীশ। **মাকড় মারলে ধোকড় হয়**—পরের বেলায় যাহা পাপ নিজের বেলায় তাহা মোটেই পাপ নহে: এই মনোভাব।

ধোনা—**ধুনা**২-র চলিত রূপ।

ধোপ, (প্রাদে.) **ধোব**—(১)বি: কাচা, কাচান, ধোলাই (ধোপ পড়া বা দেওয়া)। (২)বিণ: পরিষ্কৃত (ধোপ কাপড়)। [তু. হি. ধোব্ < সং. ধাবন]। বিণ: **-দস্ত, -দুরস্ত**—ধোলাই-করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; ফিটফাট।

ধোপা, (প্রাদে) **ধোবা**—বি: রজক। [বা. ধোপ (ব)+আ]। বি(স্ত্রী): **-নী**। **ধোপা-নাপিত বন্ধ করা**—সমাজচ্যুত বা একঘরে করা।

ধোয়া, ধোয়ান (-নো), ধোয়ানি—যথাক্রমে **ধুয়া ধুয়ান** ও **ধুয়ানি**-র চলিত রূপ।

ধোয়াট—বি: নদী-প্রবাহদ্বারা আনীত মৃত্তিকা, পলি। [ধুয়া দ্রঃ]।

ধোলাই—(১)বি: ধৌতকরণ; ধোপ; ধোয়ার মজুরি। (২)বিণ: ধৌত (ধোলাই কাপড়)। [বাং. √ধু+আই—তু. হি ধুলাঈ]।

ধোসা—বি: পশমী গাত্রবস্ত্রবিশেষ। [হি. ধুস্‌সা]।

ধৌত—বিণ: ধোয়া হইয়াছে এমন, প্রক্ষালিত, জলদ্বারা পরিষ্কৃত। [সং. √ধাব্+ত]।

ধ্যাত—বিণ: ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়াছে এমন। [সং. √ধৈ+ত (র্ম)]। বিণ: **-ব্য**—ধ্যেয়, ধ্যানযোগ্য; স্মরণযোগ্য; চিন্তনীয়। বিণ: **ধ্যাতা** (-তৃ)—ধ্যানকারী।

ধ্যান—বি: গভীর চিন্তা; অভিনিবেশসহকারে মনন বা স্মরণ; (দেবতাদির) রূপচিন্তন। [সং. ধ্যৈ+অন (ভা)]। বিণ: **-গম্ভীর**—ধ্যান দ্বারা বা ধ্যানমগ্নতাহেতু গম্ভীর, প্রশান্তভাবে ধ্যানরত। বিণ: **-গম্য**—(কেবল) ধ্যানযোগে জানা বা চেনা যায় এমন। বি: **-জ্ঞান**—চিন্তা ও বোধ। বি: **-ধারণা**—চিন্তা ও ধারণা; মনন ও স্মরণ। বি: **-ভঙ্গ**—ধ্যানের সমাপ্তি। বিণ: **-মগ্ন**—ধ্যানের মধ্যেই ডুবিয়া গিয়াছে এমন; গভীরভাবে ধ্যানরত। বিণ: **-রত, -স্থ**—ধ্যান করিতেছে এমন। বিণ: **ধ্যানী** (-নিন্)—ধ্যানকারী।

ধ্যাবড়া—**থাবড়া**-র রূপভেদ।

ধ্যেয়—বিণ: ধ্যানযোগ্য; স্মরণীয়; চিন্তনীয়। [সং. √ধ্যৈ+য (র্ম)]।

ধ্রিয়মাণ—বিণ: ধারণ করা বা ধরা হইতেছে এমন। [সং. √ধৃ+আন (মান) (র্ম)]।

ধ্রুপদ—বি: উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-পদ্ধতিবিশেষ। [সং. ধ্রুবপদ]। বিণ.বি: **ধ্রুপদী**—ধ্রুপদগায়ক; ধ্রুপদগানে পারদর্শী; (আল) দুর্বোধ্য ও গুরুগম্ভীর (ধ্রুপদী রচনা, সমালোচনা)।

ধ্রুব—(১)বি: উত্তর-কেন্দ্রস্থ নক্ষত্রবিশেষ যাহা দেখিয়া নাবিকেরা দিঙ্‌নির্ণয় করে; রাজা উত্তানপাদের হরিভক্ত পুত্রের নাম। (২)বিণ: স্থির, নিশ্চিত, বদ্ধমূল (ধ্রুব বিশ্বাস); খাঁটি, যথার্থ (ধ্রুব সত্য)। (৩)ক্রি-বিণ: নিশ্চয়ই (সে ধ্রুব এ কাজ করবে)। [সং. √ধ্রু+অ (র্তৃ)]। বি: **-তা**। বি: **-কা**—গানের ধুয়া। বি: **-গণ**—(জ্যোতিষ.) উত্তরফল্গুনী উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদা ও রোহিণী: এই চারিটি নক্ষত্র। বি: **-তারা, -নক্ষত্র**—দিঙ্‌নির্ণয়ে সাহায্যকারী উত্তরকেন্দ্রস্থ নক্ষত্রবিশেষ, pole-star; (আল.) জীবনের স্থির লক্ষ্য বা আদর্শ। বি: **-পদ**—ধ্রুপদ, স্থিরপদ ('যে ধ্রুবপদ দিয়েছে বাঁধি বিশ্বতানে: রবীন্দ্র)। বি: **-রেখা**—বিষুবরেখা। বি: **-লোক**—ধ্রুব তাঁহার মৃত্যুর পরে বিষ্ণু কর্তৃক যে নবনির্মিত স্বর্গে স্থানলাভ করিয়াছিলেন; নিত্যধাম। বি: **ধ্রুবা**—গানের ধুয়া।

ধ্বংস—বি: বিনাশ, সর্বনাশ, মৃত্যু (আত্মধ্বংস); সংহার, বধ (শত্রুধ্বংস), বিলোপ (স্মৃতিধ্বংস); ক্ষয় (শরীর ধ্বংস); অপচয় (অন্নধ্বংস); ভগ্ন (ধ্বংসাবশেষ), বিনাশ, উচ্ছেদ (রাজ্যধ্বংস, নগরধ্বংস); অধঃপতন। [সং. √ধ্বন্‌স্+অ (ভা)]। **ধ্বংসের পথ**—যে পথে সর্বনাশ হয় বা অধঃপতন ঘটে। বিণ: **-ক**—ধ্বংসকারী। বিণ: **-ন, -সাধন**—ধ্বংসকরণ। বিণ: **-নীয়**—ধ্বংসযোগ্য। বি: **-মুখ**—ধ্বংসের উপক্রম। বি: **-লীলা**—তাণ্ডব; প্রলয়কাণ্ড। ক্রি: **ধ্বংসা**—(কাব্যে) ধ্বংস করা বা ধ্বংস হওয়া। **ধ্বংসান, ধ্বংসানো**

—(১)ক্রিঃ ধ্বংস করা ; নষ্ট করা (পরের অন্ন ধ্বংসান) ; বিনষ্ট করা, উৎসাদিত করা (সৈন্য দিয়ে দেশ ধ্বংসান) ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **ধ্বংসাবশেষ**—নগর প্রাসাদ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে যে চিহ্ন টিঁকিয়া আছে। বিণঃ **ধ্বংসিত**—নাশিত, উৎসাদিত। বিণঃ **ধ্বংসী** (-সিন্)—ধ্বংসকারী ; বিনাশশীল, নশ্বর।

ধ্বজ—বিঃ পতাকা, নিশান ; পুরুষাঙ্গ (ধ্বজভঙ্গ)। [সং. √ধ্বজ+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-বজ্রাঙ্কুশ**—ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ : বিষ্ণুর পদতলস্থ এই তিন চিহ্ন ; (জ্যোতিষ.) রাজচিহ্নবিশেষ। বিঃ **-ভঙ্গ**—পুরুষত্ব-হীনতারূপ ব্যাধি। বিণঃ **ধ্বজী** (-জিন্)—পতাকাধারী।

ধ্বজা—বিঃ নিশান, পতাকা। [সং. ধ্বজ]। বিণঃ **-ধারী** (-রিন্)—(ব্যঙ্গে) টিকিধারী ; উপাধি, বংশ বা ফোঁটাতিলক প্রভৃতির গর্বে গর্বিত ব্যক্তি (ধর্মের ধ্বজাধারী)।

ধ্বনন—বিঃ অব্যক্ত ধ্বনিকরণ ; কোন ধ্বনির অনুকরণ ; (অল.) ব্যঞ্জিত হওয়ার ক্রিয়া, ব্যঞ্জনা। [সং. √ধ্বন্+অন]।

ধ্বনা—ক্রিঃ (কাব্যে) ধ্বনিত হওয়া বা ধ্বনিত করা। [সং √ধ্বন্+বাং. আ]।

ধ্বনি—বিঃ শব্দ, রব ; ব্যঙ্গার্থ। [সং. √ধ্বন্+ই (ভা, র্তৃ)]। বিঃ **-কাব্য**—(অল.) উৎকৃষ্ট কাব্য যাহাতে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থ অধিক মনোহর হয়। বিণঃ **ধ্বনিত**—শব্দিত, নিনাদিত ; ব্যঞ্জনাপ্রতিপাদিত। বিঃ **-রেখা**—শব্দের আঘাতে বাতাসে আলোড়ন ('ধ্বনি-রেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে' : রবীন্দ্র)।

ধ্বন্যাত্মক—বিণঃ ধ্বনিমূলক, শব্দের অনুকার-মূলক, onomatopoetic। [সং. ধ্বনি+আত্মন্]।

ধ্বস্ত—বিণঃ বিনষ্ট, পতিত। [সং. ধ্বন্স্+ত (র্তৃ)]।

ধ্বান্ত—বিঃ অন্ধকার। [সং. √ধ্বন্+ত]। বিঃ **ধ্বান্তারি**—(অন্ধকারের অরি অর্থাৎ অন্ধকার দূরকারী) সূর্য।

ন

ন১—বাঙ্গালা বর্ণমালার বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ন২—বি.বিণঃ ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক, নয়। [সং. নবন্]।

ন৩—বিণঃ (মূলতঃ) নূতন ; চতুর্থ, সেজর পরবর্তী : (নদাদা, নবৌ)। [সং. নব]।

ন৪—অব্যঃ নিষেধসূচক (সাধারণতঃ স্বরাদি শব্দ পরে থাকিলে ইহার স্থানে অন হয়, যথা—ন+উচিত=অনুচিত ; এবং ব্যঞ্জনাদি শব্দ পরে থাকিলে অ হয়, যথা—ন+ধর্ম=অধর্ম ; কথনো কথনো ইহা অপরিবর্তিত থাকে, যথা—ন+অতিদীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ, ন+অক [দুঃখ] =নাক [স্বর্গ], ন+গণ্য=নগণ্য) ; (ক্রিয়া-যোগে) না (নহিলে=না+হইলে, নই=না+হই)। [সং. নঞ্]। —**অ**-ও দ্রঃ।

নই১—**নহা** ও **ন**- দ্রঃ।

নই২—বিঃ (প্রা. বাং.) নদী ('কালিনী-নই-কূলে' : শ্রীকৃষ্ণ)। [সং. নদী]।

নই৩—বিণঃ বকনা, মাদী (নই বাছুর)। [সং. নবী]।

নইচা, নইচে—**নলিচা**-র কথ্য রূপ।

নইলে—**নহিলে**-র চলিত রূপ।

নঈ তালীম—বিঃ নূতন শিক্ষা। [হি. নঈ+আ. তালীম]।

নউই—(১)বিঃ মাসের নয় তারিখ। (২)বিণঃ (মাস-সম্বন্ধে) নয় তারিখের (নউই চৈত্র)। [সং. নবন্]।

নও—**নহা** দ্রঃ।

নওজোয়ান—বি.বিণঃ তরুণ সৈনিক, যুবকবীর ('চল্‌রে নওজোয়ান' : কাজি) ; তরুণ, যুবক। [ফা.]।

নওবত—বিঃ সানাই ইত্যাদির ঐকতান বাদ্য। [ফা.]। বিঃ **-খানা**—যে স্থানে বসিয়া নওবত বাজান হয়।

নওবাব—**নবাব**-এর রূপভেদ।

নওরোজ—বিঃ পারস্যে বৎসরের প্রথম দিন। [ফা.]।

নওল—বিণঃ (ব্রজ.) নবীন (নওলকিশোর)। [সং. নব>নও+ল (স্বার্থে)]।

নং—**নম্বর**-এর সংক্ষেপে লিখন-পদ্ধতি।

নকড়া-ছকড়া—বিঃ অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য। [বাং. নয় কড়া+ছয় কড়া]।

নকল—(১)বিঃ অনুকরণ ; প্রতিরূপ, প্রতিলিপি ; (পরীক্ষাকালে) অন্যায়ভাবে অন্য পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র দেখিয়া লেখন। (২)বিণঃ কৃত্রিম, ঝুটা ; অনুকরণে প্রস্তুত। [আ. নক্‌ল্]। বিঃ **-নবিস, নবীস**—অনুলিপি লেখক, copyist

[স.প.] ; অনুকরণকারী। বিঃ -নবিস। বিঃ -দানা, নকুলদানা—চিনির রসে পাক দেওয়া বড় বড় দানার মত মিষ্টান্নবিশেষ।

নকশা—বিঃ চিত্রাদির কাঠাম বা খসড়া, স্কেচ ; গঠনপ্রণালী-নির্দেশক রেখাচিত্র (বাড়ির নকশা) ; স্থান জমি প্রভৃতির অবস্থান পরিমাণ বিভাগ প্রভৃতি সংবলিত মানচিত্রবিশেষ ; উৎকীর্ণ বা চিত্রিত অলঙ্কার (নকশা কাটা) ; হাস্যরসাত্মক রচনা, ব্যঙ্গচিত্র। [আ. নক্‌শ্]। বিণঃ **নকশা-কাটা**—নকশাদ্বারা অলঙ্কৃত। বিঃ **-কার**—যে ব্যক্তি নকশা প্রস্তুত করে, draftsman [স. প.]। বিণঃ **নকশা-পাড়**—(বস্ত্রাদি-সম্বন্ধে) চিত্রিত পাড়ওয়ালা।

নকশাল—বিঃ (মাও-সে-তুং কর্তৃক ব্যাখ্যাত মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী) চরম উগ্রপন্থী কমিউনিসট। [দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি]। বিণঃ **নকশালী**—উক্ত কমিউনিসট মতাবলম্বী বা মতানুযায়ী।

নকশি, নকশী—বিণঃ নকশাযুক্ত (নকশি কাঁথা)। [বাং. নকশা+ই, ঈ]।

নকাশি, নকাশী—বিঃ চিত্রণ, খোদাই ; ধাতু-পাত্রাদিতে চিত্রণের বা খোদাইয়ের কারুকার্য। [ফা. নক্‌কাশী]।

নকিব, নকীব—বিঃ রাজসভার ঘোষক অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাজার জয় ঘোষণা করে এবং সভায় আগমনকারী ব্যক্তিগণের পরিচয় উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞাপন করে। [আ. নকীব্]।

নকুল—বিঃ নেউল, বেজি ; শিব ; চতুর্থ পাণ্ডব। [সং.]। বিঃ **নকুলেশ্বর**—ভৈরববিশেষ।

নকুলদানা—**নকল** দ্রঃ।

নকুলে—বিণঃ নকল করিতে দক্ষ ; বিদ্রূপাত্মক নকল করিয়া রঙ্গরস করে এমন। [বাং. নকল +ইয়া>এ]।

নকুলেশ্বর—**নকুল** দ্রঃ।

নক্ত—বিঃ রাত্রি। [সং.]। **-চর, -চারী,** (-রিন্), **-শ্বর**—(১)বিণঃ রাত্রিচর ; (২)বিঃ রাক্ষস ; পেচক ; চোর। বিণঃ **নক্তান্ধ**—রাতকানা। বিঃ **নক্তান্ধতা**।

নক্র—বিঃ কুমীর। [সং.]। বি(স্ত্রী): **নক্রা**। বিঃ **-রাজ**—হাঙ্গর।

নক্ষত্র—বিঃ তারকা, তারা ; (জ্যোতিষ.) অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা পুনর্বসু পুষ্যা অশ্লেষা মঘা পূর্বফল্গুনী উত্তরফল্গুনী হস্তা চিত্রা স্বাতী বিশাখা অনুরাধা জ্যেষ্ঠা মূলা পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা পূর্ব-ভাদ্রপদা উত্তরভাদ্রপদা রেবতী : চন্দ্রপত্নীরূপে বর্ণিত এই সাতাশটি তারকাপুঞ্জ। [সং.]। বিঃ **-গতি, -বেগ**—অতি দ্রুত বেগ। বিঃ **-পতি**—চন্দ্র। বিঃ **-পাত**—উল্কাপাত ; (আল.) খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু বা অবনতি। বিঃ **-বিদ্যা**—জ্যোতিষ-শাস্ত্র। বিঃ **-লোক**—যে লোকে নক্ষত্রসকল অবস্থান করে ; আকাশ।

নক্সা—**নকশা**-র বানানভেদ।

নখ—বিঃ আঙুলের অগ্রভাগে অবস্থিত উপাস্থি-বিশেষ। [সং.]। বিঃ **-কুনি, কোনি**—নখের কোণবৃদ্ধিরূপ রোগবিশেষ। বিঃ **-দর্পণ**—যে অলৌকিক বিদ্যাদ্বারা যে-কোন দূরবর্তী ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়কে ইচ্ছামত স্বীয় নখে প্রতিবিম্বিত করাইয়া দেখা যায় ; (আল.) নিখুঁত ও সুস্পষ্ট জ্ঞান (সব-কিছু তাহার নখদর্পণে আছে—তু. ইং. at finger-tips)। বিঃ **-রঞ্জনী**—নরুন ; মেহেদিগাছ বা তাহার পাতা। বিঃ **নখরায়ুধ, নখায়ুধ**—যে-সমস্ত পশুপক্ষীর নখই প্রধান অস্ত্র (যেমন, সিংহ ভল্লুক কুক্কুট শকুন প্রভৃতি)। বিঃ **নখাঘাত**—নখদ্বারা আঘাত, নখের আঁচড়।

নখর—বিঃ (প্রধানতঃ পশুপক্ষীর তীক্ষ্ণধার) নখ। [সং. নখ+√রা+অ (র্তৃ)]।

নখরঞ্জনী, নখরায়ুধ, নখাঘাত, নখায়ুধ—**নখ** দ্রঃ।

নখী১ (-খিন্)—বিণঃ নখরবিশিষ্ট (সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু)। [সং. নখ+ইন্]।

নখী২—বিঃ গন্ধদ্রব্যবিশেষ (একপ্রকার সামুদ্রিক শামুকের খোলা যাহা ভাজিলে সুগন্ধ বাহির হয়)। [সং. √নখ্+অ+ঈ]।

নগ—বিঃ পাহাড় ; গাছ। [সং. ন+√গম্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-নন্দিনী**—পার্বতী, উমা, দুর্গাদেবী। বিঃ **-পতি, -রাজ, নগাধিপ, নগাধিরাজ, নগেন্দ্র**—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়।

নগণ্য—বিণঃ গণনার অযোগ্য ; তুচ্ছ, বাজে। [সং. ন+গণ্য]।

নগদ—(১)বিঃ ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত মূল্য, বাকির বিপরীত (নগদ দিয়ে কেনা) ; খুচরা বা কাঁচা অর্থ অর্থাৎ যে টাকা চেক প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহে, cash (নগদ কি আছে বাহির কর)। (২)বিণঃ সঙ্গে সঙ্গে প্রদেয় বা প্রদানসাধ্য (নগদ টাকা বা দাম)। [আ. নক্‌দ্]। বিঃ **-বিদায়**—কার্যাদির সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পারিশ্রমিক প্রদান। বিণঃ **নগদা**—সঙ্গে

সঙ্গে প্রদেয় (নগদা দাম); দেনাপাওনা সঙ্গে সঙ্গে মিটান হয় এমন (নগদা কারবার); সঙ্গে সঙ্গে মজুরী বা পারিশ্রমিক নেয় এমন (নগদা মজুর)। বিঃ **নগদি, নগদী**—পাইক, বরকন্দাজ, জমিদারের প্রাপ্য খাজনা-আদায়কারী কর্মচারী।

নগনন্দিনী, নগপতি—নগ দ্রঃ।

নগর—বিঃ (পর্বততুল্য সু-উচ্চ অট্টালিকাদ্বারা পরিশোভিত বলিয়া) শহর। [সং. নগ+র]। বি(স্ত্রী): **নগরী** (বাঙ্গালায় **নগর** ও **নগরী** সমভাবেই ব্যবহৃত হয়)। বিঃ **-কীর্তন, -সঙ্কীর্তন, -সংকীর্তন**—নগরের পথে পথে দলবদ্ধভাবে ঘুরিয়া ঈশ্বরের নামগান। বিঃ **-চত্বর**—শহরমধ্যস্থ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান বা বাজার। বিঃ **-পাল**—কোটাল, Commissioner of police [স.প.]। বিণঃ **-স্থ**—নগরে অবস্থিত, নগরের অধিবাসী। বিঃ **নগরাধ্যক্ষ**—নগরের ভারপ্রাপ্ত সরকারী বা বে-সরকারী কর্মচারী (যেমন সিটি-ম্যাজিস্ট্রেট্ মেয়র শেরিফ প্রভৃতি)। বিণঃ **নগরিয়া**—**নগুরে**-র বিরল রূপ। **নগরীয়**—নগর-সম্বন্ধীয়। বিঃ **নগরোপান্ত**—নগরসন্নিহিত। স্থান।

নগরাজ, নগাধিরাজ—নগ দ্রঃ।

নগুরে—বিণঃ নগরবাসী; শহুরে। [সং. নগর+বাং. ইয়া>এ]।

নগেন্দ্র—নগ দ্রঃ।

নগ্ন—বিণঃ উলঙ্গ, বিবস্ত্র, অনাবৃত (নগ্নপদ); অকৃত্রিম, খাঁটি, স্পষ্ট (নগ্ন সত্য)। [সং. নজ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **নগ্না**। **-ক**—(১)বিণঃ উলঙ্গ, (২)বিঃ ক্ষপণক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। **নগ্নিকা**—(১)বিণ(স্ত্রী): বিবস্ত্রা, অপ্রাপ্তবয়স্কা; (২)বি(স্ত্রী): অপ্রাপ্তবয়স্কা বা অজাতরজস্কা নারী; শিশুকন্যা। বিঃ **নগ্নীকরণ**—উলঙ্গ-করণ; আবরণ উন্মোচন।

নঙ্গর—বিঃ শিকল বা কাছির সঙ্গে বাঁধা লৌহ-অঙ্কুশবিশেষ যাহা নদ্যাদির জলের নিচে ফেলিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতির গতিরোধ করা হয়। [ফা. লঙ্গর্]। ক্রিঃ **নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা**—নঙ্গরদ্বারা পোতাদির গতিরোধ করা। ক্রিঃ **নঙ্গর তোলা**—নঙ্গর উঠাইয়া লইয়া নৌকাদি চালু করা।

নচেৎ—অব্যঃ নতুবা, নহিলে, অন্যথায়। [সং. ন+চেৎ]।

নচ্ছার—বিণঃ অপদার্থ, জঘন্য; দুষ্ট, লম্পট। [দেশী]।

নছিব—**নসিব**-এর কথ্য রূপ।

নজর—বিঃ দৃষ্টি (কু-নজর); লক্ষ্য (উঁচু নজর); লুব্ধ বা অশুভ দৃষ্টি (খাবারে নজর); মনোযোগ, তত্ত্বাবধান (নজর বা নজরে রাখা); ধারণা (নেকনজর); ভাল ধারণা (নজরে পড়া); মনোবৃত্তি, উদারতার পরিমাণ (ছোট নজর); ভেট, উপঢৌকন, নজরানা, ঘুস। [আ.]। ক্রিঃ **নজর দেওয়া**—অশুভ বা হিংসাত্মক দৃষ্টি দেওয়া; লুব্ধ দৃষ্টি দেওয়া; লক্ষ্য রাখা; ভেট বা নজরানা বা ঘুস দেওয়া। ক্রিঃ **নজর লাগা**—অশুভ বা হিংসাত্মক দৃষ্টিতে পড়া, প্রেতযোনি-দ্বারা উৎপীড়িত হওয়া। ক্রিঃ **নজরে পড়া**—সুনজরে পড়া; অনুগ্রহ বা সমাদর লাভ করা। ক্রিঃ **নজরে রাখা**—দৃষ্টিবহির্ভূত হইতে না দেওয়া; তত্ত্বাবধান করা, মনোযোগ দেওয়া; লক্ষ্য করা। **নজরবন্দি, নজরবন্দী**—(১)বিণঃ বন্দীর ন্যায় চোখে চোখে রাখা হইয়াছে এমন, (২)বিঃ ঐরূপ ব্যক্তি। বিঃ **নজরানা**—রাজা ভূস্বামী প্রভৃতিকে প্রদত্ত উপঢৌকন, ভেট, সেলামী [আ. নজর্+ফা. আনা]।

নজির, নজীর—বিঃ (প্রধানতঃ মামলা-মকদ্দমায়) প্রমাণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য অনুরূপ পূর্বঘটনা ও তাহার ফলাফল; দৃষ্টান্ত। [আ. নজীর্]।

নঞ্—অব্যঃ নেতিবাচক (অ- ও ন- দ্রঃ)। বিঃ **-তৎপুরুষ**—(ব্যাক.) সাদৃশ্য অভাব অন্যত্ব অল্পতা অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধবাচক নঞ্ বা নঞর্থক শব্দের সহিত নিষ্পন্ন তৎপুরুষ সমাস (যথা, নপুংসক, অসাধু)। বিণঃ **নঞর্থক**—নেতিবাচক, negative।

নট$_1$—বিঃ নর্তক; অভিনেতা। [সং. √নট্+অ (র্তৃ)]; বি(স্ত্রী): **নটী**—নর্তকী; অভিনেত্রী। বিঃ **-বর**—শ্রেষ্ঠ নর্তক বা অভিনেতা; শ্রীকৃষ্ণ (নট$_4$ -ও দ্রঃ]। বিঃ **-রাজ, -নটেশ্বর**—নর্তক-শ্রেষ্ঠ; নৃত্যরত শিব, শিব।

নট$_2$—বিঃ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। [সং. √নশ্+অট (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **নটী**—বেশ্যা।

নট$_3$—বিঃ (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং. নট্ট]। বিঃ **-নারায়ণ**—রাগবিশেষ।

নট$_4$—বিণঃ নষ্টচরিত্র, দুষ্ট, লম্পট। [সং. নষ্ট]। বিঃ **-খট, -খটি**—ছোটখাট গোলমাল বা ঝগ্লাট। বিণঃ **-খটে**—(ছোটখাট) ঝগ্লাটপূর্ণ, গোলমেলে; তুচ্ছ বিষয় লইয়া উপদ্রবকারী। বিঃ **-ঘট, -ঘটি**—নষ্ট বা অবৈধ প্রণয়সূচক

ঘটনা ; কলঙ্ককর ব্যাপার। বিণ: **-ঘটে**—উক্ত ঘটনাযুক্ত। **-বর**—(১)বিণ: লম্পটশ্রেষ্ঠ, (২)বি: শ্রীকৃষ্ণ (**নট**১-ও দ্রঃ)।

নটকান—বি: ছোট গাছবিশেষ বা তাহার বীজ (এই বীজে বাসন্তী রং হয়)। [দেশী]।

নটিনী—বি(স্ত্রী): নর্তকী, বাইজি ; বারাঙ্গনা। [সং. নটী]।

নটিয়া, নটে—বি: শাকবিশেষ। [দেশী]।

নটী—**নট**১ ও **নট**২ দ্রঃ।

নটেশ্বর—**নট**১ দ্রঃ।

নড়চড়—বি: অন্যথা, ব্যত্যয়, চঞ্চলতা। [নড় + চড়া (সহচর শব্দরূপে) দ্রঃ]।

নড়ন—বি: বিচলন, সঞ্চলন, স্পন্দন। [নড়া দ্রঃ]। বিণ: **-চড়নহীন**—অসাড়, নিঃসাড ; স্থির।

নড়নড়, নড়বড়—অব্য: ঢিলা হইয়া নড়িতে থাকার ভাব ; কমজোর হইয়াও একেবারে খসিয়া পড়ে নাই এমন ভাব। [নড়া দ্রঃ+নড়, বড (সহচর শব্দ)]। বিণ: **নড়নড়ে, নড়বড়ে**—শিথিল ; বিচ্ছিন্ন বা ভগ্ন হইয়াও কোনমতে আটকাইয়া আছে এমন।

নড়া১—বি: (অবজ্ঞার্থে) বাহু, হাত। [দেশী]।

নড়া২—(১)ক্রি: আন্দোলিত বিচলিত বা কম্পিত হওয়া (হাওয়ায় পাতা নড়ে), স্থানান্তরে যাওয়া (সে এখান থেকে নড়বে না) ; সরা, চলা (নড়তে অক্ষম) ; শিথিল হওয়া (দাঁত নড়া), অন্যথা হওয়া (কথা নড়া)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং √নড্ + বাং. আ]। বি: **-চড়া**—শরীর সঞ্চালন ; ইতস্তত: বিচরণ। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: আন্দোলিত করা, নাড়া, স্থানচ্যুত করা, চালিত করা, সরান ; শিথিল করা ; অন্যথা করান (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

নড়ি, (বর্জি.) নড়ী—বি: যষ্টি, (আল.) অবলম্বন (অন্ধের নড়ি)। [দেশী]।

নত—বিণ: হেঁট, আনত ; প্রণত ; বিনীত, নম্র, ভূতলের দিকে নিবদ্ধ (নতদৃষ্টি) ; নিচু, অনুন্নত। [সং. √নম্ + ত (র্তৃ)]। বিণ: **-জানু**—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে এমন। বিণ: **-নাস, -নাসিকা**—চেপটা নাকবিশিষ্ট, খাঁদা। বিণ: **-মস্তক, -শির** (-শিরা:>-শিরস)—মাথা নিচু করিয়া আছে এমন। বিণ: **-মুখ**—মুখ নিচু করিয়া আছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**। বি: **নতি**—নত অবস্থা বা ভাব ; ঝোঁক, প্রবণতা ; প্রণাম, নমন ; বিনয়, নম্রতা ; বিনীত প্রার্থনা বা আবেদন (নতি জানান) ; (গণি.) ক্ষিতিজ অথবা কোন সরলরেখা বা তলের সহিত কোণের পরিমাণ, inclination [বি. প.]।

নতুন—**নোতুন**-এর চলিত বানান।

নতুবা—অব্য. নচেৎ, অন্যথায়, নহিলে। [সং. ন + তু + বা]।

নতোদর—বিণ: মধ্যভাগ নত এমন অর্থাৎ কড়াই চাটু প্রভৃতির (পেটের) মত, concave। [সং. নত + উদর]।

নতোন্নত—বিণ: উঁচুনিঁচু, এবড়ো-খেবড়ো। [সং. নত + উন্নত]।

নত্তা—বি: জাতকের জন্মদিন হইতে নবম দিনে হিন্দুদের পালনীয় সংস্কারবিশেষ। [দেশী]।

নথ—বি: নাকের গহনাবিশেষ। [দেশী]।

নথি, (বর্জি) নথী—বি: সুতা দিয়া গাঁথা কাগজের তাড়া ; কোন বিষয়-সংক্রান্ত কাগজপত্র, file [স.প.] ; প্রামাণিক কাগজপত্র। [হি. নথথী]। বিণ: **-ভুক্ত, -সামিল**—প্রামাণিক কাগজপত্র-রূপে গৃহীত ; প্রামাণিক কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত। বি: **-নিবন্ধ**—নথির তালিকাপুস্তক, file-register [স.প.]। বি: **নথি-নিষ্পত্তি-পত্রী**—নথির কাজ শেষ হওয়ার কথা যাহাতে লেখা থাকে, file disposal slip [স.প.]। বি: **-প্রাপক**—নথির কাগজের অনুসন্ধানকারী, record-finder [স.প.]। বি: **-রক্ষক**—record-keeper [স.প.]।

নদ—বি: **নদী**-র পুংলিঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র শোণ প্রভৃতি পুংবাচক নামযুক্ত জলপ্রবাহ। [সং. √নদ্ + অ (র্তৃ)]।

নদী—বি: স্বাভাবিক জলস্রোত, স্রোতস্বিনী, প্রবাহিণী, তটিনী, তরঙ্গিণী। [সং. √নদ্ + অ (র্তৃ) + ঈ]। বি: **-গর্ভ**—নদীর দুই তীরের মধ্যবর্তী জলভাগ বা উহার তলদেশ, নদীর খাত। বিণ: **-বহুল**—বহুনদীবিশিষ্ট। বিণ: **-মাতৃক**—নদীই যাহার মাতার ন্যায় অর্থাৎ কেবলমাত্র নদীজলের সাহায্যে উৎপন্ন শস্যে পালিত (তু. **দেবমাতৃক**) ; বি: **-মুখ**—নদীর মোহনা।

আদিতে **নট**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হয় নাই, তজ্জন্য **নট**১,৩,৪ দ্রঃ।

নদেরচাঁদ—বিঃ নদীয়ার চাঁদ বা গৌরবস্বরূপ ব্যক্তি, নবদ্বীপচন্দ্র ; শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম ; (বিদ্রূপে) অহমিকাপূর্ণ অথচ নির্গুণ বা কুৎসিত লোক। [সং. নবদ্বীপচন্দ্র]।

নদ্ধ—বিণঃ বদ্ধ। [সং. √নহ্ + ত (র্ম)]।

নধর—বিণঃ সরস ; কমনীয় ; সুপুষ্ট, গোলগাল ; সুডৌল ; তাজা। [সং. নবজলধর > নবধর]।

নন—**নহা** দ্রঃ।

ননদ—বিঃ স্বামীর ভগিনী। [সং. ননন্দ্]। বিঃ **ননদাই, নন্দাই**—ননদের স্বামী। বিঃ **ননদী, ননদিনী**—সাধারণতঃ (কাব্যে) ননদ।

ননন্দা (-ন্দ্), **ননান্দা** (-ন্দ্)—বিঃ ননদ। [সং.]।

ননি, ননী—বিঃ দুগ্ধসরজাত স্নেহপদার্থবিশেষ, মাখন। [সং. নবনীত]। **ননির পুতুল**—ননি-দ্বারা গড়া পুতুল যেমন সামান্য তাপে গলিয়া যায় তেমনি কোমলাঙ্গ ; আদুরে দুলাল।

নন্দন—(১)বিঃ পুত্র ; স্বর্গের উদ্যান। (২)বিণঃ আনন্দদায়ক (নয়ননন্দন)। [সং. √নন্দ্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]। বিঃ **-কানন**—স্বর্গের উদ্যান।

নন্দা১—বিঃ দুর্গাদেবী ; (জ্যোতিষ.) প্রতিপদ্ ষষ্ঠী ও একাদশী : এই তিথিত্রয়। [সং. √নন্দ্ + ণিচ্ + অ (র্তৃ) + আ]।

নন্দা২—বিঃ ননদ। [সং. ননান্দ্]। বি(পুং.)ঃ **নন্দাই**—**ননদ** দ্রঃ।

নন্দি—(১)বিঃ শিবের প্রধান অনুচর (নন্দিভৃঙ্গি)। (২)বিণঃ আনন্দজনক। [সং. √নন্দ্ + ই (র্তৃ)] বিঃ **-কেশ্বর**—শিবানুচর নন্দী।—**নন্দী**-ও দ্রঃ।

নন্দিত—বিণঃ আনন্দিত, আহ্লাদিত [সং. √নন্দ্ + ত (র্তৃ)] ; যাহাকে আনন্দ দেওয়া হইয়াছে এমন, তোষিত [সং √নন্দ্ + ণিচ্ + ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **নন্দিতা**।

নন্দিনী—(১)বিঃ দুহিতা, কন্যা ; বশিষ্ঠমুনির কামধেনু। (২)বিণঃ আনন্দদানকারিণী। [সং. √নন্দ্ + ণিচ্ + ইন্ (র্তৃ) + ঈ]।

নন্দী (-ন্দিন্)—(১)বিঃ শিবের প্রধান অনুচর নন্দিকেশ্বর। (২)বিণঃ আনন্দিত। [সং. √নন্দ্ + ইন্]। বিঃ **-ভৃঙ্গী** (-ঙ্গিন্), **-ভৃঙ্গি**—শিবের অনুচরদ্বয় ; (আল.) উভয়পার্শ্বে উপস্থিত মোসাহেবগণ।—**নন্দি**-ও দ্রঃ।

নন্দ্য—বিণঃ আনন্দের যোগ্য। [সং. √নন্দ্ + য (র্ম)]।

নপুংসক—বি.বিণঃ ক্লীব, হিজড়া ; খোজা, ছিন্নমুষ্ক। [সং. ন-স্ত্রী + ন-পুমান্, নি.]।

নফর—বিঃ চাকর, ভৃত্য, পরিচারক। [আ.]। বিঃ **নফরালি**—নফরের বৃত্তি, চাকরগিরি।

নব১—বিণঃ নবীন, নূতন ; সদ্যোজাত ; টাটকা। [সং. √নু + অ (র্ম)]। বিঃ **-কার্তিক**—শিশু কার্তিকেয়ের ন্যায় সুন্দর ব্যক্তি ; (ব্যঙ্গে) অতি কৃষ্ণকায় কুৎসিত ব্যক্তি। বিণঃ **-জলধরশ্যাম**—নূতন মেঘের মত কৃষ্ণাভ বা নীলবর্ণ। বিণঃ **-জাত**—সদ্য প্রসূত উৎপন্ন বা উদ্ভিন্ন। বিঃ **-জাতক**—সদ্যোজাত শিশু ('নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার' : সুকান্ত)। বিঃ **-জীবন**—নূতন জীবন ; পুনর্জীবন ; দুরবস্থার পরবর্তী উন্নত অবস্থা। **-ডঙ্কা, লবডঙ্কা**—(১)বিঃ কিছুই না, ফাঁকি ; (২)অব্যঃ অবজ্ঞা তুচ্ছতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক, ঘোড়ার ডিম। বিঃ **-বিধান**—নূতন নিয়ম বা ব্যবস্থা ; কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মসম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষ। বিঃ **-মল্লিকা**, **-মালিকা** — মালতী-জাতীয় ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ। বিণ.বিঃ **-যুবক**—যাহার যৌবন আরম্ভ হইয়াছে। বিণ. বি(স্ত্রী)ঃ — **যুবতী**। বিঃ **-যৌবন** — নবলব্ধ যৌবন। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **-যৌবনা**—নূতন যৌবন-প্রাপ্তা ; নবযুবতী।

নব২ (-বন্)—বি.বিণঃ ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক, নয়। [সং √নু + অন্ (র্ম)]। বিঃ **-গুণ**—**নবলক্ষণ** দ্রঃ। বিঃ **-গ্রহ**—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু : এই নয়টি গ্রহ। বিঃ **-দুর্গা**—পার্বতী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দ-মাতা কাত্যায়নী কালরাত্রি মহাগৌরী সিদ্ধিদা : এই নয়টি দুর্গামূর্তি। বিঃ **-দ্বার**—দুই চক্ষু দুই কর্ণ দুই নাসারন্ধ্র মুখ পায়ু ও উপস্থ : শরীরের এই নয়টি পথ বা ছিদ্র। অব্য.বিণ.ক্রি-বিণঃ **-ধা**—নয়প্রকার বা নয়প্রকারে ; নয়বার বা নয়-বারে। বিঃ **-পত্রিকা**—কলা কচু ধান হলুদ ডালিম বেল অশোক জয়ন্তী ও মানকচু : এই নয়টি গাছের পাতা দিয়া তৈয়ারী স্ত্রীমূর্তি, কলা-বউ। বিঃ **-রত্ন**—মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য গোমেদ বজ্র বিদ্রুম পদ্মরাগ মরকত নীলকান্ত : এই নয়টি রত্ন ; ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাস বরাহমিহির বররুচি : রাজা বিক্রমাদিত্যের এই নয়জন সভা-পণ্ডিত। বিঃ **নবরত্ন-সভা**—রাজা বিক্রমাদিত্যের

পণ্ডিতসভা। বিঃ -রস—(অল.) আদি বা শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত শান্ত : কাব্যের এই নয়প্রকার রস। বিঃ -রাত্র —আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথির কৃত্য ব্রতবিশেষ। বিঃ -লক্ষণ, গুণ—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বৃত্তি তপ দান : ব্রাহ্মণ বা কুলীনের এই নয়টি গুণ বা কুললক্ষণ। বিঃ -শায়ক, (কথ্য) -শাক, (কথ্য) -শাখ—তিলি মালাকার তাঁতী সদ্গোপ নাপিত বারুই কামার কুম্ভকার ময়রা : বাঙ্গালী হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত এই নয়টি শ্রেণী।

নবত, নবৎ—**নওবত**-এর কথ্য রূপ।

নবতি—বি.বিণঃ নব্বই সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. নবন্+অতি]। বিণঃ **-তম**—নব্বই-সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-তমী**।

নবনী, নবনীত—বিঃ ননি। [সং.]।

নবম—বিণঃ নয়-সংখ্যক। [সং. নবন্+ম]। **নবমী**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ **নবম**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি (স্ত্রী)ঃ তিথিবিশেষ।

নবহুঁ—বিণঃ (প্রা.কাব্যে) নূতন, নবীন। [নব, ব্রঃ]।

নবাংশ—বিঃ (জ্যোতিষ.) মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের প্রত্যেকের নয় ভাগের এক-এক ভাগ। [সং. নব+অংশ]।

নবান্ন—বিঃ হৈমন্তী ধান কাটার পর হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় নূতন চাউল খাইবার উৎসববিশেষ। [সং নব+অন্ন]।

নবাব—বিঃ মুসলমান সামন্ত শাসক বা রাজ-প্রতিনিধি; মুসলমানদের সরকারী খেতাব-বিশেষ; (ব্যঙ্গে) নবাবের তুল্য অহঙ্কারী আরাম-প্রিয় ও বিলাসী ব্যক্তি। [আ. নব্বাব্]। বিঃ **-জাদা**—নবাবের পুত্র। বি(স্ত্রী)ঃ **-জাদী**। বিঃ **-নাজিম**—প্রাদেশিক শাসক ও বিচারক। বিঃ **-পুত্তুর**—(ব্যঙ্গে) নবাবজাদার ন্যায় বিলাসী বা আরামপ্রিয় ব্যক্তি। **নবাবি, নবাবী**—(১)বিঃ নবাবের ন্যায় আচার-আচরণ; (২)বিণঃ নবাব-সম্বন্ধীয়, নবাবের (নবাবী আমল); নবাবসুলভ (নবাবী মেজাজ)।

নবিস১, **-নবীস, -নবিশ, -নবীশ**—বিঃ লেখক (খাসনবিস, জমানবিস, নকলনবিস)। [ফা.]। বিঃ **-নবিশি**—লেখকগিরি।

নবিস২—বিঃ নূতন শিক্ষার্থী; আনাড়ী লোক (লোকটা একেবারে নবিস)। [ইং. novice]। বিঃ **নবিসি**—নূতন শিক্ষার্থীর কাজ।

নবী—বিঃ ঈশ্বরের প্রেরিত দূত, পয়গম্বর। [আ. নবীহ্]।

নবীকরণ—বিঃ পুনরায় নূতন অবস্থায় পরিণত করণ; মেরামতকরণ; জীর্ণসংস্কার। [সং. নব+ঈ+√কৃ+অন (ভা)]। বিণঃ **নবীকৃত**—নবী-করণ করা হইয়াছে এমন।

নবীন—বিণঃ নূতন, নব; নব্য, আধুনিক; তরুণ, তাজা। [সং. নব+খ(=ঈন)]। বিণ (স্ত্রী)ঃ **নবীনা**—নবযৌবনা, অল্পবয়স্কা, তরুণী। বিঃ -তা, -ত্ব।

নবীভবন, নবীভাব—বিঃ নূতন বা সংস্কৃত হওয়া। নূতনত্বপ্রাপ্তি [সং. নব+ঈ+√ভূ+অন, অ (ভা.)]। বিণঃ **নবীভূত**—নূতনত্বপ্রাপ্ত; সংস্কার করা হইয়াছে এমন (গৃহাদি)।

নবেল—**নভেল**-এর বর্জি. রূপ।

নবোঢ়া—বিণ(স্ত্রী)ঃ নববিবাহিতা। [সং. নব+ঊঢ়া]।

নবোদয়—বিঃ সদ্য উদয়; নূতন আবির্ভাব বা প্রকাশ। [সং. নব+উদয়]।

নবোদিত—বিণঃ সদ্য উদিত হইয়াছে এমন, নূতন আবির্ভূত বা প্রকাশিত। [সং. নব+উদিত]।

নবোদ্যম—বিঃ নূতন বা প্রথম উদ্যম। [সং. নব +উদ্যম]।

নব্বই, (কথ্য) নব্বুই—বি.বিণঃ ৯০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. নবতি]।

নব্য—বিণঃ নূতন, নবীন; তরুণ; আধুনিক। [সং. নব+য]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **নব্যা**।

নভ, নভঃ (-ভস্)—বিঃ আকাশ। [সং. √নভ্+অ, অস্ (র্তৃ)]। বিঃ **নভশ্চক্ষুঃ (-ক্ষুস্)**—সূর্য। **নভশ্চর**—(১)বিণঃ আকাশে বিচরণকারী; (২)বিঃ পাখি, বায়ু; মেঘ; নক্ষত্র; সূর্যাদি গ্রহ; বিদ্যাধর গন্ধর্ব প্রভৃতি। বিঃ **নভস্তল, -স্থল** —গগনপৃষ্ঠ, আকাশদেশ। বিণঃ **-স্থ, -স্থিত**— আকাশে অবস্থিত। বিণঃ **নভস্পৃক্ (-স্পৃশ্)** আকাশস্পর্শী। বিঃ **নভস্বান্ (-স্বৎ)**—বায়ু।

নভেম্বর—বিঃ ইংরেজী বৎসরের একাদশ মাস (কার্তিকের মাঝামাঝি হইতে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. November]।

নভেল—বিঃ উপন্যাস। [ইং. novel]। বিঃ **নভেলিয়ানা**—উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার ন্যায় (প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ) আচার-আচরণ।

নভোনীল—(১)বি: আকাশের নীলিমা, আশমানী রং। (২)বিণ: আশমানী রংবিশিষ্ট। [সং. নভস্+নীল]।

নভোমণ্ডল—বি: গগনমণ্ডল, নভস্তল, আকাশ। [সং. নভস্+মণ্ডল]।

নম—নমঃ-এর চলিত রূপ। ক্রি: **নমা**—(কাব্যে) প্রণাম করা ('নমি তব পদাম্বুজে' : মধু.)। ক্রি: **নম করা**—প্রণাম করা। ক্রি: **নম-নম করে সারা**—সংক্ষেপে বা তাড়াতাড়ি করিয়া কোনরকমে শেষ করা।

নমঃ (-মস্)—বি: প্রণাম, নমস্কার। [সং. √নম্+অস্ (র্তৃ)]।

নমঃশূদ্র—**নমশূদ্র**-এর বানানভেদ।

নমন—বি: নত হওয়া; নতি; প্রণাম [সং. √নম্+অন্ (ভা)]; নত করা [সং. √নম্+ণিচ্+অন (ভা)]।

নমনীয়, নম্য—বিণ: নোয়ান যায় এমন। [সং. √নম্+অনীয়, য(র্ম)]। বি: -তা।

নমশূদ্র—বি: বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [?]।

নমস্কর্তা (-র্তৃ)—বি: নমস্কারকারী। [সং. নমস্ + √কৃ+তৃ (তৃ)]।

নমস্কার—বি: প্রণাম; যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন। [সং. নমস্+ √কৃ+অ (ভা)]। বি: **নমস্কারী**—হিন্দুদের বিবাহাদি অনুষ্ঠান-উপলক্ষে মান্য কুটুম্বগণকে দেয় বস্ত্রাদি [সং. নমস্কার+বাং. ঈ]। বিণ: **নমস্কার্য**—নমস্য, নমস্কারযোগ্য। বিণ: **নমস্কৃত**—নমস্কার করা হইয়াছে এমন, প্রণমিত।

নমস্য—বিণ: নমস্কারের যোগ্য, প্রণম্য, পূজনীয়। [সং. নমস্+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **নমস্যা**।

নমাজ — বি: মুসলমানদের (কোরান-বিহিত) উপাসনা [আ.]। বিণ: **নমাজী**—নিয়মিতভাবে নমাজকারী; ধর্মনিষ্ঠ।

নমাসে-ছমাসে—ক্রি-বিণ: কদাচিৎ, কখন-সখন, বড় একটা নহে (নমাসে-ছমাসে ঘটা)। [বাং. নয় মাসে ছয় মাসে]।

নমিত—বিণ: প্রণমিত; নোয়ান হইয়াছে এমন, আনত; বশীভূত, দমিত। [সং. √নম্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

নমুনা—বি: কোন বস্তু বা কর্মের সামান্য অংশ যাহাদ্বারা সমস্ত বস্তু বা কার্যের স্বরূপ বোঝা যায়, sample, specimen; উদাহরণ [ফা.]।

নম্বর—বি: উৎকর্ষ-নির্দেশক বা ক্রমনির্দেশক চিহ্নস্বরূপ সংখ্যা (পয়লা নম্বর, পরীক্ষায় পাশের নম্বর, বাড়ির বা নোটের নম্বর)। [ইং. number]। বিণ: **নম্বরী**—নম্বরযুক্ত।

নম্য—**নমনীয়** দ্র:।

নম্র—বিণ: বিনীত; শান্ত, শিষ্ট; কোমল, নমনীয়; নত, হেঁট (নম্রমুখে)। [সং. √নম্+র (র্তৃ)]। বি: -তা।

নয়১—বি: নীতি; নীতিশাস্ত্র। [সং. √নী+অ (ভা,পে)]। বিণ: -জ্ঞ,-বিৎ (বিদ্), -বিদ—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। বি: -জ্ঞান—রাজনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি: এই তিন শাস্ত্র জ্ঞান।

নয়২—(১)ক্রি: (**নহা** দ্র:) না হয়, নহে (সে রাজা নয়)। (২)বি: অসত্য (হয়কে নয় করা)। (৩)অব্য: না হয়, নতুবা, কিংবা, অথবা (হয় তুমি নয় সে)। [বাং. না+হয়]। ক্রি: **-ক, -কো**—না হয়, নহে। **-ত, -তো**—(১)অব্য: না হয়, নতুবা (হয় সে নয়ত তুমি); (২)ক্রি: অবশ্যই নহে (আমি নয়ত)।

নয়৩—বি.বিণ: ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. নবন্]। বিণ: **-ছয়**—নষ্ট, বিশৃঙ্খল, তছনছ।

নয়ন১—বি: লইয়া যাওয়া; পাওয়াইয়া দেওয়া: যাপন, ক্ষেপণ। [সং. √নী+অন(ভা)]।

নয়ন২—বি: চক্ষু, নেত্র। [সং. √নী+অন (পে)]। বিণ: **-গোচর**—দৃষ্টিপথবর্তী। বি: **-চকোর**—সৌন্দর্যরূপ জ্যোৎস্নাপায়ী নেত্র, রূপমুগ্ধ চক্ষু। বি: **-জল, -নীর**—অশ্রু। বি: **-ঠার**—অপাঙ্গ-দৃষ্টি, চোখের ইশারা। বি: **-তারা**—চক্ষুর মধ্যস্থ তারকার ন্যায় অঙ্গবিশেষ। বি: **-বাণ**—নয়নরূপ বাণ; চিত্তচাঞ্চল্যকর দৃষ্টি, কামোদ্দীপক চাহনি। বি: **-মণি**—চক্ষুর তারকা।

নয়নজুলি—বি: (সচ. পথিপার্শ্বস্থ) অপরিসর জলনালী [?—**জুলি** দ্র:]।

নয়নসুখ, নয়নসুখ—বি: সূক্ষ্ম সুতী কাপড়-বিশেষ। [হি. নয়নসুক্]।

নয়না১—বি: চক্ষু; অপাঙ্গদৃষ্টি, কটাক্ষ (নয়না হানা)। [হি.]।

-নয়না২ **-নয়নী**-র অনুরূপ ('চেয়ো না সুনয়না' : কাজি)।

নয়নানন্দ —(১)বি: দৃষ্টির আনন্দ। (২)বিণ: দেখিলে আনন্দ জন্মে এরূপ। [সং. নয়ন২+আনন্দ]।

নয়নাভিরাম—বিণ: চক্ষুর প্রীতিকর ; প্রিয়দর্শন। [সং. নয়ন২ + অভিরাম]।

-নয়নী—বিণ: (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) নয়নবিশিষ্টা (সুনয়নী)। [নয়ন২ দ্র:]।

নয়নোপান্ত—বি: চক্ষুর কোণ, অপাঙ্গ। [সং. নয়ন২ + উপান্ত]।

নয়া—বিণ: নূতন ; নব্য, আধুনিক। [হি. <সং. নব]। **নয়া পয়সা**—ভারতের নিম্নতম মূল্যের মুদ্রাবিশেষ।

নয়ান—**নয়ন**-এর কোমল রূপ।

নয়ানজুলি—**নয়নজুলি**-র রূপভেদ।

নর১—বি: সারি, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি। [সং. লহরি—তু.ফা. নহ্‌র]। বিণ: (প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত) **নরী**—পঙ্‌ক্তিবিশিষ্ট (সাতনরী হার)।

নর২—বি: মানুষ ; পুরুষ মানুষ ; ঋষিবিশেষ ; (বাং.) মর্দা (নর হরিণ)। [সং. √নৃ + অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **নারী**। বি: **-কঙ্কাল**—মানবদেহের অস্থিময় কাঠাম। বি: **-কপাল**—মড়ার মাথা। বি: **-নারায়ণ**—পৌরাণিক ঋষিদ্বয় যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে জন্মগ্রহণ করেন ; মানুষের রূপে পরমেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ। বি: **-দেব**—মানুষ-রূপী দেবতা, ব্রাহ্মণ। বি: **-পতি**—নৃপতি, রাজা। বি: **-পশু**—পশুবৎ হৃদয়হীন আচরণকারী মানুষ। বি: **-পিশাচ**—পিশাচের ন্যায় জঘন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষ। বি: **-পুঙ্গব**—মানবশ্রেষ্ঠ। বি: **-মেধ**—প্রাচীন যজ্ঞবিশেষ যাহাতে মানুষ বলি দেওয়া হইত। বি: **-লোক**—মর্ত্যধাম, পৃথিবী। বি: **-সমাজ**—মানুষের সমাজ ; মানব-সম্প্রদায়। বি: **-সিংহ, -হরি, নৃসিংহ**—মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত নরাকৃতি এবং কোমরের নিম্নদেশ সিংহাকৃতি বিষ্ণুর অবতারবিশেষ, নৃসিংহ-অবতার ; নরশ্রেষ্ঠ। বি: **-সুন্দর**—(বাং.) নাপিত।

নরক—বি: পাপীদের মৃত্যুর পরে শাস্তিভোগের স্থান, নিরয় ; (আল.) জঘন্য বা আবর্জনাপূর্ণ স্থান ; দৈত্যবিশেষ। [সং. √নৃ + অক (র্ধি)]। বি: **-কুণ্ড**—বিষ্ঠা অগ্নি গলিত ধাতু প্রভৃতি বস্তুপূর্ণ নরকের বিভিন্ন গহ্বর যাহার মধ্যে পাপীদের চুবাইয়া রাখিয়া শাস্তি দেওয়া হয় ; (আল.) অত্যন্ত জঘন্য ও যন্ত্রণাদায়ক স্থান। **নরক গুলজার**—(ব্যঙ্গে) বিভিন্ন পাপীর বা দুর্বৃত্তের সমাবেশে আসর সরগরম। বি: **-যন্ত্রণা**—পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয় ; (আল.) অসহ্য যন্ত্রণা। বিণ: **-স্থ**—পাপের ফলে নরকে গত বা অবস্থিত।

নরকান্তক—বি: নরকাসুর-বধকারী বিষ্ণু। [সং. নরক + অন্তক]।

নরদমা, নরদামা—যথাক্রমে **নর্দমা** ও **নর্দামা**-র বানানভেদ।

নরম—বিণ: কোমল (নরম শরীর) ; মৃদু (নরম সুর) ; শান্ত, অনুগ্র (নরম মেজাজ) ; স্নেহ মায়া দয়া অনুকম্পা প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিবিশিষ্ট (তাহার মনটি ভারী নরম) ; অনুকূল, দয়ার্দ্র (মন নরম হওয়া) ; শিথিল, ঢিলা (বাঁধন নরম হওয়া) ; ঘনীভূত নহে এমন (নরম পাকের সন্দেশ) ; অপ্রবল, কমজোর (তাকে নরম পেয়ে সবাই জ্বালায়) ; হ্রাস (জ্বর নরম পড়া) ; স্নিগ্ধ (নরম আলো)। [ফা. নর্‌ম্]। **-গরম**—(১)বিণ: মিঠে-কড়া ; (২)বি: মিঠে-কড়া কথা (নরম-গরম শুনান)। ক্রি: **নরমা** — নরমান। **নরমান, নরমানো**—(১)ক্রি: নরম হওয়া বা করা ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

নরা—নর১-এর বিকৃত রূপ ('নরা গজা বিশে শয়' : খনার বচন)।

নরাধম—বি: অতিশয় হীন মানুষ। [সং. নর২ + অধম]।

নরাধিপ—বি: নরপতি, রাজা। [সং. নর২ + অধিপ]।

নরান্তক—(১)বি: যম। (২)বিণ: নরঘাতক। [সং. নর২ + অন্তক]।

নরী—**নর১** দ্র:।

নরুন—বি: নখ কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [সং. নখদারণ বা নখরঞ্জনী]। বিণ: **-পেড়ে**—নরুনের ন্যায় সরু পাড়বিশিষ্ট।

নরেন্দ্র, নরেশ—বি: নৃপতি, রাজা ; শ্রেষ্ঠ নর। [সং. নর২ + ইন্দ্র, ঈশ]।

নরোত্তম—বি: শ্রেষ্ঠ নর ; নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ। [সং. নর২ + উত্তম]।

নর্তক—বিণ.বি: নৃত্যকারী ; নৃত্যজীবী, নট। [সং. √নৃত্‌ + অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **নর্তকী**।

আদিতে নয়-, নয়ন- ও নর-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **নয়১,২, নয়ন২ ও নর২** দ্র:।

নর্তন—বিঃ নাচন ; নৃত্য, নাচ। [সং. √নৃত্+অন (ভা)]। বিণঃ **নর্তিত**—নাচিতেছে বা নাচান হইয়াছে এমন ; কম্পিত, আন্দোলিত।

নর্দমা, নর্দামা—বিঃ পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন। [দেশী]।

নর্দিত—বিণঃ শব্দিত। [সং. √নর্দ্ + ত]।

নর্ম (-র্মন্)—বিঃ ক্রীড়া ; রঙ্গ, কৌতুক ; প্রমোদ-বিহার ; বিলাস। [সং. √নৃ+মন্ (পে)]। বিঃ **-সখী, -সহচরী, -সঙ্গিনী**—ক্রীড়াসঙ্গিনী। বিঃ **-সচিব, -সহচর**—ক্রীড়াসঙ্গী ; বিদূষক ; পারিষদ, মোসাহেব।

নর্মদা—বিঃ বিন্ধ্যপর্বত হইতে নিঃসৃত নদীবিশেষ, রেবা নদী। [সং. নর্মন্+ √দা+অ+আ]।

নল—বিঃ চোঙ্গ, পাইপ, ফাঁপা দণ্ড ; দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ ; তৃণবিশেষ, শরগাছ ; দময়ন্তীর স্বামী ; সেতুবন্ধে রামের সাহায্যকারী বানর-বিশেষ। [সং. √নল্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কূপ**—টিউবওএল (tubewell)। ক্রিঃ **নল চালা**—হারান জিনিস বা উহার অপহারকের সন্ধানার্থ মন্ত্রদ্বারা নল চালিত করা। বিঃ **নলী, নলিকা**—ডাঁটা ; চোঙ্গ ; নল ; নাড়ি।

নলচে—**নলিচা**-র কথ্য রূপ।

নলা—(১)বিঃ নলের ন্যায় সরু হাড় বা অঙ্গ (পায়ের নলা)। (২)বিণঃ নলবিশিষ্ট বা চোঙ্গ-বিশিষ্ট (দোনলা)। [সং. নল+বাং. আ]।

নলি, নলী—বিঃ ছোট নল (সুতার নলি) ; ছোট নলের ন্যায় হাড় বা অঙ্গ (হাতের নলি, পাঁঠার নলি) ; ছোট নলের ন্যায় লম্বা পশুপক্ষীর নখ। [সং. নল+বাং. ই, ঈ]।—**নল**-ও দ্রঃ।

নলিকা—**নল** দ্রঃ।

নলিচা—বিঃ হুকার যে দণ্ডের উপর কলিকা বসান হয়। [ফা. নাইচা]।

নলিন—বিঃ পদ্ম। [সং. √নল্+ইন (র্তৃ)]। বি-(স্ত্রী): **নলিনী**—পদ্মিনী, পদ্মসমূহ ; যে স্থানে যথেষ্ট পদ্ম জন্মে ; (বাং.) পদ্ম।

নলী—**নল** ও **নলি** দ্রঃ।

নলেন—বিণঃ খেজুরের নূতন রসে প্রস্তুত (নলেন গুড়)। [তু. নূতন]।

নশ্বর—বিণঃ নাশশীল, অনিত্য, অস্থায়ী। [সং. √নশ্+বর (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

নষ্ট—বিণঃ নাশপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত (নষ্ট রাজ্য বা প্রাণ) ; অপব্যয়িত (টাকা নষ্ট হওয়া) ; ব্যর্থ, বিফল (পরিশ্রম নষ্ট হওয়া) ; পণ্ড (কার্য নষ্ট হওয়া) ; বিকৃত, দোষযুক্ত (নষ্ট দুধ, নষ্ট স্বভাব) ; অসৎ, দুষ্ট (নষ্ট মেয়েমানুষ) ; লুপ্ত, হারাইয়া গিয়াছে এমন (নষ্ট ধন বা চেতনা)। [সং. √নশ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-চন্দ্র**—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্থীর বা শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র যাহা দেখিলে দোষ হয়। বিণঃ **-চেতন**—হতচেতন, সংজ্ঞাহারা। বিণঃ **-প্রকৃতি**—দুষ্টবুদ্ধি ; দুষ্টস্বভাব। বিণ.বি(স্ত্রী): **নষ্টা**—কুচরিত্রা, ভ্রষ্টা, কুলটা। বিঃ **নষ্টামি, নষ্টামো**—দুষ্টামি, বদমাশি। বিঃ **নষ্টোদ্ধার**—লুপ্ত বা হারান বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি।

নস—**নহা** দ্রঃ।

নসিব, নসীব—বিঃ ভাগ্য, অদৃষ্ট। [আ. নসীব]।

নস্য, (কথ্য) **নস্যি**—বিঃ নাসারন্ধ্রে লওয়া হয় এমন তামাকচূর্ণ ; (ব্যঙ্গে) অতি সামান্য পরি-মাণ কোনও দ্রব্য (এই টাকা আমার কাছে নস্য বা নস্যি)। [সং.]।

নস্যাৎ—অব্যঃ তুচ্ছ ; বাতিল, অপলাপ ; মিথ্যা বা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় বলিয়া প্রমাণিত (সকল নজির নস্যাৎ হয়ে গেল)। [সং. ন স্যাৎ]।

নহ—**নহা** দ্রঃ।

নহবত—**নওবত**-এর রূপভেদ।

নহর—বিঃ খাল। [আ. নহ্র্]।

নহলা—বিঃ নয়-ফোঁটা-যুক্ত খেলিবার তাস। [হি. নহ্লা]।

নহলি, নহলী—বিণঃ (প্রা. বাং.) নূতন, নবীন ('নহলী যৌবন' : শ্রীকৃ.)। [প্রা. নয়ল<সং. নব]।

নহা—ক্রিঃ না হওয়া। [বাং. না+ √হ+আ]। **নহি**, (কথ্য.) **নই**, (অপ্র. ও কোমল) **নহ্‌, নহু**—অব্যঃ (প্রা. বাং.) কখনই নহে। ক্রিঃ **নহিস**, (কথ্য) **নস**—হস না। ক্রিঃ **নহ**, (কথ্য) **নও**—হও না। ক্রিঃ **নহে**, (কথ্য) **নয়**—হয় না। ক্রিঃ **নহেন**, (কথ্য) **নন**—(মধ্যম ও প্রথম পুরুষে) হন না।

নহিলে—অব্যঃ নচেৎ, নতুবা, অন্যথায়। [বাং. না+হইলে]।

নহ্‌, নহু, নহে, নহেন—**নহা** দ্রঃ।

না-১—নঞর্থক উপসর্গবিশেষ (নাহক, নারাজ, নাবালক)।

না২—বিঃ (প্রাদে.) নৌকা। [সং. নৌ]।

না৩—অব্যঃ ক্রিয়ার অঘটনসূচক (হবে না) ; অমতসূচক (তার সঙ্গেতেই না) ; প্রশ্নের নেতি-বাচক উত্তর (তুমি কি যাবে? না) ; অনুরোধ বা আদরসূচক (আমায় যেতে দাও না লক্ষ্মীটি, কথাটা কর না) ; সংশয় সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা-

সূচক (রোদ উঠবে না—না?); অভাব বা আধিক্যসূচক (জেলে কত না সুখ, রাজার কত না সৈন্য); প্রশ্ন বা বিস্ময়সূচক (বেড়াতে যাবে না? সেকি আজও গেলে না!); অথবা, কিংবা (কিছুই নেই—না অন্ন না বস্ত্র); ব্যতীত, বিনা (না বুঝিয়া); স্বকথিত প্রশ্ন ও উত্তরের সংযোগবাচক (অর্থ কি? না অনর্থের মূল); নেতিবাচক (না-ধর্মী); ছড়া বা গাথায় স্বার্থে প্রযুক্ত ('কোন্ না কাম করে')। [সং. ন]। বিণ: -ধর্মী—(বিজ্ঞা.) negative।

নাই$_{১}$—অব্য: ক্রিয়ার অঘটনসূচক (যায় নাই); প্রশ্নসূচক (আসে নাই?)। [না+হয় ?]।

নাই$_{২}$—বি: আশকারা, প্রশ্রয়। [সং. স্নেহ>নেহ>নেই, নাই]।

নাই$_{৩}$—বি: নাভি; চক্রাদির কেন্দ্রস্থল; কীলক; কামারের নেহাই। [সং. নাভি]।

নাই$_{৪}$—বি: নাপিত। [সং. নাপিত]।

নাই$_{৫}$—ক্রি: স্নান করি। [সং. √নাহ্]।

নাই$_{৬}$—(১)ক্রি: আছে না বা আছেন না (আমার টাকা নাই, তিনি এখানে নাই)। (২)বিণ: অবিদ্যমান (নাই-মামা); অভাবে পীড়িত (নাই-ঘরে খাই)। [<সং. ন+√অস্]। **নাই-ঘরে খাই**—অভাবের সংসারে পরিজনদের পেটুকপনা।

নাই-আঁকড়া—বিণ: একগুঁয়ে, নাছোড়বান্দা। [বাং. নাভি (=চাকার কেন্দ্রে অবস্থিত পিণ্ড)>'নাই'+আঁকড়া]।

নাইট্রোজেন—বি: মৌলিক গ্যাসবিশেষ, যবক্ষারজান। [ইং. nitrogen]।

নাইয়া—বি: নাবিক, মাঝি। [সং. নাবিক]।

নাও—না$_{২}$ ও নেও$_{২}$-র রূপভেদ।

নাওয়া, নাহা—(১)ক্রি: স্নান করা। (২)বি: স্নান। (৩)বিণ: স্নাত। [সং. √স্না+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: স্নান করান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

নাঃ—না$_{৩}$-র প্রবলতর রূপ।

নাক$_{১}$—বি: স্বর্গ, আকাশ। [সং.]।

নাক$_{২}$—বি: নাসিকা, নাসা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়। [সং. নাসিকা বা নক্র]। ক্রি: **নাক উঁচান, নাক বাঁকান**—(আল.) ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা। ক্রি: **নাক ঝাড়া**—নাসারন্ধ্র হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। ক্রি: **নাক টেপা**—(আল.) ঘৃণা প্রকাশ করা; (ব্রাহ্মণদিগের আহ্নিকের অনুকরণে) পূজা-আহ্নিকের ভান করা। ক্রি: **নাক বিঁধান**—নাকছাবি নোলক প্রভৃতি গহনা পরিবার জন্য নাসিকায় ছিদ্র করা। ক্রি: **নাক মলা**—স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বীয় নাসিকা মর্দন করা। ক্রি: **নাক সিঁটকান**—ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা। বিণ: **-কাটা**—ছিন্ননাস; (আল.) বেহায়া, নির্লজ্জ। বি: **-খত**, **নাকে-খত**—স্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভূমিতলে স্বীয় নাসিকা ঘর্ষণ। বি: **-ছাবি**—নাসিকার অলঙ্কারবিশেষ। ক্রি: **নাকে-মুখে গোঁজা**—অতি দ্রুত আহার করা। **নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা**—পরের ক্ষতি করিবার জন্য নিজের সমূহ ক্ষতি করা। বিণ: **নাকে-কাঁদুনে**—(সচ. তুচ্ছ কারণে বা অকারণে) নাকিসুরে কাঁদিতে অভ্যস্ত, ঘেনঘেনে। বি: **নাকে-কান্না**—খোনা সুরে ক্রন্দন; বায়না বা আবদার লইয়া কৃত্রিম ক্রন্দন।

নাক-কাটা, নাক-খত—নাক$_{২}$ দ্র:।

নাকচ—বিণ: রদ, রহিত, বাতিল (নাকচ করা)। [ফা. নাকিস্]।

নাকছাবি—নাক$_{২}$ দ্র:।

নাকড়া, নাকরা—নাকারা-র রূপভেদ।

নাকসাট—বি: (প্রা. বাং.) নাসিকা-গর্জন। [নাক$_{২}$ দ্র:—'পাকসাট'-এর দৃষ্টান্ত]।

নাকা$_{১}$—বিণ: খোনা, নাকী। [বাং. নাক$_{২}$+আ]।

নাকা$_{২}$—অব্য: (প্রাদে.) মত, সদৃশ। [দেশী]।

নাকাড়া—নাকারা-র রূপভেদ।

নাকানি-চুবানি, নাকানি-চোবানি—বি: জলের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা; (আল.) কাজের চাপে নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত ফেলিবার অবকাশ না পাওয়ার ভাব। [বাং. নাক$_{২}$+আনি+চুবা+আনি]।

নাকারা—বি: ক্ষুদ্র ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [আ. নক্কারা]।

নাকাল—(১)বিণ: জব্দ; হয়রান, শ্রান্ত। (২)বি: নিগ্রহ, নাকানি-চোবানি, বিলক্ষণ শাস্তি। [আ. নকাল্]।

নাকি$_{১}$—অব্য: প্রশ্ন সন্দেহ অনুমান প্রভৃতি ভাব-ব্যঞ্জক, নহে কি, তাই কি, সত্য কি। [তু. সং. কিংস্বিৎ]।

নাকি$_{২}$, নাকী—বিণ: নাক হইতে উচ্চারিত, খোনা, অনুনাসিক (নাকি সুর)। [বাং. নাক$_{২}$-

+ঈ]। বিঃ -কান্না—খোনা সুরে ক্রন্দন; কৃত্রিম ক্রন্দন, মায়াকান্না।

নাকুয়া, নাকু—বিণঃ অনুনাসিক (নাকুয়া কথা); নাক বড় এমন, তুঙ্গনাসিক; নাকী সুরে কথা বলে এমন (নাকুয়া লোক)। [বাং. নাক$_{2}$+উয়া>ও]।

নাকে-খত, নাকে-কাঁদ্‌নে, নাকে-কান্না—নাক$_{2}$ দ্রঃ।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক—বিণঃ নক্ষত্র-সম্পর্কিত। [সং. নক্ষত্র+অ, ইক]। বিণ(স্ত্রী): **নাক্ষত্রিকী**। **নাক্ষত্র বৎসর**—সূর্যের নক্ষত্র-পরিক্রমা-অনুসারে গণিত বৎসর (এই বৎসরে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ৯·৬ সেকণ্ড হয়), Sidereal year।

নাখোদা, নাখ্‌দা—বিঃ জাহাজের কাপ্তান বা অধ্যক্ষ; যে ব্যক্তি জাহাজযোগে আমদানি রপ্তানি করে; মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। [ফা. নাখুদা]।

নাখোশ, নাখ্‌শ—বিণঃ অখুশী, অপ্রসন্ন। [ফা. নাখুশ্]।

নাগ—বিঃ সাপ; হাতি (দিঙ্‌নাগ)। [সং.]। বি(স্ত্রী): **নাগী**, (বাং.) **নাগিনী**। বিঃ **-কেশর, নাগেশ্বর**—পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ। বিঃ **-দন্ত**—হাতির দাঁত; দেওয়ালে লাগান পেরেক বা ছোট আলনা। বিঃ **-পঞ্চমী**—শ্রাবণমাসের শুক্লপঞ্চমী বা আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপঞ্চমী যখন মনসাপূজা ও নাগপূজা হয়। বিঃ **-পাশ**—পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, বরুণের অস্ত্র যাহা ছাড়িলে নাগে বেড়িয়া ধরে বলিয়া বিশ্বাস। বিঃ **-পুষ্প**—নাগকেশর। বিঃ **-মাতা (-তৃ)**—কদ্রু; মনসা। বিঃ **-রাজ**—অনন্ত বা বাসুকি নাগ। বিঃ **-লোক**—পাতাল। বিঃ **অষ্ট নাগ**—অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীন কর্কট শঙ্খ: এই অষ্টসর্প।

নাগর—(১)বিঃ প্রণয়ী; রসিক বা লম্পট পুরুষ। (২)বিণঃ নগরসম্বন্ধীয়, নাগরিক; নগরবাসী; দেবনাগর (অক্ষর)। [সং. নগর+অ]। **নাগরী**—(১)বি(স্ত্রী): প্রণয়িনী; রসিকা রমণী; (২) বিণঃ নগরবাসিনী। বিঃ **-দোলা**—নিচ হইতে উপরে ঘুরপাক খাইবার দোলনাবিশেষ।

নাগরঙ্গ—বিঃ নারঙ্গা-লেবু। [সং.]।

নাগরা—বিঃ চর্মনির্মিত পাদুকাবিশেষ। [দেশী]।

নাগরালি, নাগরালী—বিঃ নাগরের ভাব; প্রণয়-চাতুর্য; লাম্পট্য; রসিকতা। [সং. নাগর+বাং. আলি, আলী]।

নাগরি—বিঃ মাটির কলসীবিশেষ (গুড়ের নাগরি)। [দেশী]।

নাগরিক—(১)বিণঃ নগর বা শহর সম্বন্ধীয়; শহুরে; পৌর; রাষ্ট্রীয় (নাগরিক অধিকার)। (২)বিণ.বিঃ নগরবাসী। (৩)বিঃ প্রজা (ভারতের নাগরিক)। [সং. নগর+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **নাগরিকী**। (বাং.) বিণ.বি(স্ত্রী): **নাগরিকা**—নগরবাসিনী।

নাগরী$_{1}$—**নাগর** দ্রঃ।

নাগরী$_{2}$—বিঃ দেবনাগর অক্ষর। [সং.]।

নাগা—বিঃ উলঙ্গ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়বিশেষ। ভারতের পর্বতবিশেষ; উক্ত পর্বতবাসী প্রাচীন জাতিবিশেষ। [সং নগ্ন]।

নাগাড়—(১)বিণঃ ক্রমাগত, অবিশ্রান্ত (নাগাড় তিনমাস)। (২)বিঃ অবিচ্ছেদ (এক নাগাড়ে বৃষ্টি বা কান্না)। [<সং. লগ্ন]। ক্রি-বিণঃ **নাগাড়ে**—অবিশ্রান্তভাবে।

নাগাদ, নাগাত—অব্যঃ অবধি, পর্যন্ত (শেষ নাগাদ)। [আ. লাগায়েৎ]।

নাগাল—বিঃ নৈকট্য, সন্নিধান, অধিগম্যতা, পৌঁছ, স্পর্শ। [বাং. লাগ+আল]।

নাগিনী, নাগী—**নাগ** দ্রঃ।

নাগেন্দ্র—বিঃ ঐরাবত; অনন্ত নাগ। [সং. নাগ+ইন্দ্র]।

নাগেশ—বিঃ অনন্ত নাগ বা শেষনাগ; শিবলিঙ্গ-বিশেষ; প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। [সং. নাগ+ঈশ]।

নাগেশ্বর—**নাগ** দ্রঃ।

নাঙ, নাঙ্গ—বিঃ উপপতি। [সং. নঙ্গ]।

নাঙ্গা—বিঃ নগ্ন, উলঙ্গ; অনাবৃত। [হি. নাঙ্গা <সং. নগ্ন]।

নাচ—বিঃ নৃত্য; (বিদ্রূপে) হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি, লাফালাফি, অস্থিরতা। [প্রাকৃ. নচ্চ<সং. নৃত্য]। বিঃ **-আলী, -উলী, -ওয়ালী**—পেশাদার নর্তকী, বাইজী। বিঃ **-ঘর**—যেখানে নাচ হয়, রঙ্গমঞ্চ। বিঃ **-ন, -নি, নাচুনি**—নৃত্যাকরণ, নৃত্য; (বিদ্রূপে) হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি, অস্থিরতা। **-নী, নাচুনী**—(১)বিঃ নর্তকী; (২)বিণঃ নৃত্যকারিণী; নৃত্যভঙ্গিযুক্ত (নাচুনী ছন্দ)। **নাচিয়ে**—(১)বিণঃ নৃত্যকারী; (২)বিঃ নর্তক। বিণঃ **নাচুনে**—নৃত্যকারী।

নাচা—(১)ক্রিঃ নৃত্য করা; স্পন্দিত হওয়া (চোখ

নাচা) ; হর্ষোৎফুল্ল হওয়া ('হৃদয় আমার নাচে রে' : রবীন্দ্র) ; উত্তেজিত হওয়া, মাতিয়া উঠা (পরের কথায় নাচে)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [বাং. নাচ্+আ]। **নাচতে এসে ঘোমটা**—কপট বা বৃথা লজ্জা। ক্রি: **নাচিয়া উঠা, (কথ্য) নেচে উঠা**—(আল.) অত্যন্ত উল্লসিত হওয়া। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: নৃত্য করান; স্পন্দিত করান; হর্ষোৎফুল্ল করা; উত্তেজিত করা; দোলান, নাড়ান (পা নাচান, ছেলে নাচান) ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। বি: **-কোঁদা**—(ব্যঙ্গে) অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি ; অসার জাঁক বা বাগাড়ম্বর।

নাচাড়ি, নাচাড়ী—**লাচাড়ি**-র প্রাদে. রূপ।

নাচার—বিণ: নিরুপায়, অসহায়। [ফা. ন-চারহ্]।

নাচি—বিণ: ধাতুপাত প্রভৃতি জুড়িবার জন্য পেরেকবিশেষ, বড় পেরেকবিশেষ, rivet। [দেশী]।

নাচিয়ে, নাচুনি, নাচুনী, নাচুনে—**নাচ** দ্র:।

নাছ—বিণ: পশ্চাদ্দিকস্থ, খিড়কির (নাছ দুয়ার)। [তু. হি. নহ্‌ল্]।

নাছোড়—বিণ: ছাড়ে না এমন, একগুঁয়ে, জেদী, নেই-আঁকড়া। [হি. নাছোড়্]। বি: **-বান্দা**—একগুঁয়ে লোক, যে কিছুতেই ছাড়ে না [বাং. নাছোড়+ফা. বান্দাহ্]।

নাজনে—বি: শজিনা-জাতীয় ডাঁটাবিশেষ। [?—তু. শজিনা]।

নাজানি—অব্য: নাহি জানি, কি জানি, কে জানে, বোধ হয়, সন্দেহ বা সংশয়ের ভাব-প্রকাশক। [না৩+জানি]।

নাজিম—বি: মুসলমান শাসনকর্তা (নবাব-নাজিম)। [আ. নাজীম্]।

নাজির—বি: আদালতে উচ্চ কেরানীবিশেষ। [আ. নাজীর্]।

নাজেহাল—বিণ: নাস্তানাবুদ ; শ্রান্ত-ক্লান্ত ; হয়রান। [আ. নাজা' + হাল্]।

নাঞি—**নাহি**-র প্রাচীন বানান।

নাট—বি: নৃত্য ; অভিনয় ; লীলা ('সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট'—চৈ.চ.), রঙ্গ-কৌতুক ('দেখিতে আইনু নাট : ভা.চ.), (বাং.) রঙ্গমঞ্চ ('ভবের নাটে')। [সং. √নট্+অ]। বি: **-মন্দির**—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ গৃহবিশেষ যেখানে বিগ্রহের প্রীত্যর্থে নৃত্যগীত করা হয়।

নাটক—বি: অভিনয়যোগ্য দৃশ্যকাব্য। [সং. √নট্+অক (র্তৃ)]। বিণ: **নাটকীয়**—নাটক-সম্বন্ধীয়, অস্বাভাবিক ও আকস্মিক (নাটকীয় পরিবর্তন বা আবির্ভাব), কৃত্রিম হাবভাবপূর্ণ।

নাটা১—বি: গোলাকার ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [সং. লতাকরঞ্জ]।

নাটা২—বিণ: বেঁটে। [হি.]।

নাটাই—বি: তাঁত বুনিবার বা ঘুড়ি উড়াইবার সুতা জড়ানর জন্য ব্যবহৃত চরকিবিশেষ। [দেশী]।

নাটিকা—বি: (প্রধানত: চার অঙ্কের) ক্ষুদ্র নাটক। [সং. নাটক+আ]।

নাটুকে—বিণ: নাটক-রচয়িতা (নাটুকে রাম-নারায়ণ) ; নাটকীয়। [সং. নাটক+বাং. ইয়া > এ]। বি: **-পনা**—অভিনেতৃসুলভ কৃত্রিম হাবভাব।

নাটুয়া—বিণ.বি: নট, নর্তক ; অভিনেতা। [সং. নাট+বাং. উয়া]।

নাট্য—বি: নাচ-গান-বাজনা ; অভিনয় ; নৃত্য-ক্রিয়া ; নাটক। [সং. নট+য]। বি: **-কলা**—নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিদ্যা ; অভিনয়-বিদ্যা। বি: **-মন্দির, -শালা**—যেখানে নটেরা কলা-কৌশল প্রদর্শন করে, রঙ্গালয় ; প্রেক্ষাগৃহ। বি: **নাট্যাচার্য**—নটদের শিক্ষক। বি: **নাট্যা-ভিনয়**—নাটক অভিনয়।

নাড়া১—(১)বি: ঝামটা, ঝাঁকানি (মুখনাড়া) ; সঞ্চালন, আন্দোলন (হাত-নাড়া)। (২)ক্রি: আন্দোলিত বা সঞ্চালিত করা (হাত নাড়া) ; ঘোঁটা (চামচ দিয়ে নাড়া) ; ঘাঁটা, বিশৃঙ্খল করা (কাগজপত্র নাড়া), বাজান (ঘণ্টা নাড়া) ; স্থান-চ্যুত বা অপসারিত করা (সিংহাসন থেকে বিগ্রহকে নাড়া) ; চর্চা করা (শাস্ত্র নাড়া)। [সং. √লাড়্+বাং. আ]। বি: **-চাড়া**—ঘাঁটাঘাঁটি ; সঞ্চালন ; স্থানপরিবর্তন, স্থানচ্যুতকরণ (রোগীকে নাড়াচাড়া), বারংবার বিচার (মনে-মনে নাড়া-চাড়া)। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: **নাড়া**১ (ক্রি.)-র অনুরূপ, (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। **-নাড়ি**—(১)বি: ক্রমাগত স্থানপরিবর্তন বা স্থানচ্যুতকরণ ; (২)ক্রি: আন্দোলিত বা স্থানচ্যুত করা ; সরান, নাড়ান ; (৩)বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

নাড়া২—বি: ধানকাটার পর ধানগাছের যে অপ্রয়োজনীয় অংশ জমির মধ্যে প্রোথিত থাকে ; খড়। [সং. নাল]। বিণ.বি: **-বুনে**—নাড়া অর্থাৎ খড়ের বনের লোক, চাষা ; (আল.) মূর্খ, অজ্ঞ,

অরসিক। **যত ছিল নাড়াবুনে হল সব কেত্তুনে**—যত সব অরসিক মর্যাদা বা কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে।

নাড়ি, নাড়ী—বিঃ ধমনী, রক্তবাহী শিরা; (আয়ু.) বাত পিত্ত কফ: মানবদেহের এই ত্রিবিধ অবস্থা-জ্ঞাপক ধমনী; গর্ভনাড়ী যাহার সহিত ভ্রূণ-মধ্যস্থ বা সদ্যঃপ্রসূত শিশু সংযুক্ত থাকে। [সং.]। ক্রিঃ **নাড়ি কাটা**—সদ্যঃপ্রসূত শিশুর গর্ভনাড়ি ছেদন করা। ক্রিঃ **নাড়ি জ্বলা**—ক্ষুধায় অস্থির হওয়া। ক্রিঃ **নাড়ি দেখা**—রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার অবস্থা বিচার করা। ক্রিঃ **নাড়ি মরা**—আহারের শক্তি হ্রাস পাওয়া। **নাড়ি-ছেঁড়া ধন**—সন্তান। বিঃ **-জ্ঞান**—হস্তদ্বারা রোগীর নাড়ীস্পন্দন অনুভব করিয়া তাহার অবস্থা-নির্ণয়ের ক্ষমতা। বিণঃ **-টেপা**—রোগীর নাড়ী দেখে এমন; (অবজ্ঞায়) চিকিৎসা ব্যবসায়ী ('নাড়ীটেপা ডাকতার'. রবীন্দ্র)। বিঃ **-নক্ষত্র**—জন্মনক্ষত্র; আগাগোড়া সমস্ত সংবাদ, জন্মাবধি সকল তথ্য।

নাড়ু—**লাড়ু**-র অধিকতর চলিত রূপ।

নাতজামাই, নাতনী, নাতবৌ—**নাতি** দ্রঃ।

নাতি—বিঃ পৌত্র বা দৌহিত্র, পুত্রের বা পুত্র-স্থানীয়ের কিংবা কন্যা বা কন্যাস্থানীয়ার পুত্র। [সং. নপ্তৃ]। বিঃ **-জামাই,** (কথ্য) **নাতজামাই**—নাতিনীর স্বামী। বি(স্ত্রী): **-নী,** (কথ্য) **নাতনী**—পৌত্রী বা দৌহিত্রী। বিঃ **-বৌ,** (কথ্য) **নাতবৌ**—নাতির স্ত্রী।

নাতি-—বিণ-বিণঃ অনতি, অধিক নহে এমন (নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, নাতিহ্রস্ব, নাতিস্থূল)। [সং. ন+অতি]। বিণঃ **-শীতোষ্ণ**—বেশী ঠাণ্ডাও নয় বেশী গরমও নয় এমন। বিঃ **-শীতোষ্ণমণ্ডল**—উত্তর বা দক্ষিণ হিমমণ্ডল ও গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চল যেখানে শীত বা গ্রীষ্ম কোনটাই প্রবল নহে, temperate zone।

নাথ—বিঃ প্রভু, স্বামী, অধিপতি (জগন্নাথ); পালক, রক্ষক (নরনাথ, দীননাথ)। [সং.]।

নাদ১—বিঃ শব্দ, ধ্বনি, গর্জন। [সং. √নদ্+অ (ভা)]। ক্রিঃ **নাদা**—(কাব্যে) গর্জন করা ('নাদে কাদম্বিনী': মধু)। বিণঃ **-নাদিত**—ধ্বনিত, শব্দিত। বিণঃ **নাদী** (-দিন্)—শব্দকারী, গর্জন-কারী। বিণ(স্ত্রী): **নাদিনী**।

নাদ২—বিঃ (প্রধানতঃ গবাদি) পশুর বিষ্ঠা। [সং. লণ্ড]। ক্রিঃ **নাদা**—(গবাদি পশু কর্তৃক) মলত্যাগ করা। বিঃ **নাদি**—ক্ষুদ্র প্রাণীর বিষ্ঠা (ইঁদুরের নাদি)।

নাদন, নাদনা—বিঃ মোটা খুঁটি বা লাঠি। [দেশী]। বিঃ **নাদনবাড়ি**—মোটা লাঠি।

নাদা১—**নাদ**১,২ দ্রঃ।

নাদা২—বিঃ বড় জালা বা গামলা। [সং. নন্দা]। বিণঃ **-পেটা**—নাদা অর্থাৎ জালার ন্যায় পেট-ওয়ালা, স্থূলোদর।

নাদি—**নাদ**২ দ্রঃ।

নাদিত, নাদিনী, নাদী—**নাদ**১ দ্রঃ।

নাদুসনুদুস—বিণঃ মোটাসোটা, গোলগাল, হৃষ্ট-পুষ্ট। [দেশী]।

নাদেয়, নাদ্য—বিণঃ নদীজাত; নদীসম্বন্ধীয়। [সং. নদ বা নদী+এয়; নদ+য]।

নানকপন্থী—বিণ.বিঃ গুরু নানক কর্তৃক প্রবর্তিত শিখধর্মাবলম্বী।

নানা১, (কথ্য) **নানান, নানান্**—বিণঃ অনেক বহু; বিভিন্ন, বিবিধ। [সং. ন+নাঞ্]।

নানা২—বিঃ মাতামহ। [হি.]। বি(স্ত্রী): **নানী**—মাতামহী।

নান্দী—বিঃ কাব্য-নাটকাদির প্রারম্ভে সুসম্পন্নতা-কামনাপূর্বক দেবতাদির স্তব বা মঙ্গলাচরণ। [সং. √নন্দ্+ণিচ্+ই (র্তৃ)+ঈ]। বিঃ **-মুখ**—শুভকর্মাদির প্রারম্ভে করণীয় শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতা-পিতৃগণ (যথা—পিতা পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ)। বি(স্ত্রী): **-মুখী**—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতৃগণ (যথা—মাতা মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী পিতামহী প্রপিতামহী।

নাপছন্দ—বিণঃ অমনোনীত, অপছন্দ। [ফা. নাপসন্দ্]।

নাপতে—**নাপিত**-এর অবজ্ঞাসূচক রূপ।

নাপাক—বিণঃ অশুচি, অপবিত্র। [ফা.]।

নাপিত—বিঃ ক্ষৌরকার; হিন্দুজাতিবিশেষ। [অর্বাচীন সং.— স্নাপয়িতৃ > প্রা. ণহাপিত]। বি(স্ত্রী): (বাং.) **নাপিতানী, নাপতিনী**।

নাফরা—**লাফরা**-র প্রাদে. রূপ।

নাফা—বিঃ লাভ; উপকার। [আ. নফাআ]।

নাবা, নাবান (-নো)—যথাক্রমে **নামা** ও **নামান**-র প্রাদে. কথ্য রূপ।

নাবাল—বিণঃ নিচু, নিম্ন; ঢালু। [বাং. নামা (>নাবা)+ল]।

নাবালক—বিণ: অপ্রাপ্তবয়স্ক (এদেশের আইনানুসারে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক)। [ফা. নাবালিগ্]। বিণ(স্ত্রী): **নাবালিকা**।

নাবি—**নাবী**-র বানানভেদ।

নাবিক—বি: পোত-চালক; নৌকা জাহাজ প্রভৃতি চালনার কাজ যে করে। [সং. নৌ+ইক]। বি: **-বিদ্যা**—নৌচালনা-বিদ্যা।

নাবী—বিণ: বিলম্বিত, দেরিতে হয় এমন (নাবী ধান)। [বাং. নাবা<নামা]।

নাবো—**নাবাল**-এর প্রাদে. রূপ।

নাব্য—বিণ: নৌকা জাহাজ প্রভৃতি চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত, নৌবাহনসাধ্য, নৌকাদি দ্বারা উত্তরণীয় (নাব্য নদী)। [সং. নৌ+য]।

নাভি—বি: উদরের মধ্যভাগে ক্ষুদ্রাকৃতি আবর্ত-বিশেষ, নাই; চক্রাদির কেন্দ্রাংশ। [সং.]। বি: **-চক্র**—নাভিতে অবস্থিত মণিপুরচক্র। বি: **-পদ্ম**—পদ্মসদৃশ নাভি; (তন্ত্রে) নাভিস্থ পদ্ম, মণিপুরচক্র। বি: **-শ্বাস**—মুমূর্ষু ব্যক্তির শ্বাসের ঊর্ধ্বমুখীন টান; মৃত্যু-যন্ত্রণা, শেষ অবস্থা।

নাম (-মন্)—বি: আখ্যা বা সংজ্ঞা (নাম রাখা বা দেওয়া, লোকের নাম, জিনিসের নাম); খ্যাতি (নামডাক, এ কাজে কোন নাম নেই), পরিচয় (নামহীন গোত্রহীন); উল্লেখ বা স্মরণ (সকলে তার নাম করে); ইষ্টদেবতার নাম (নাম জপ); দোহাই, দিব্য, শপথ (ধর্মের নামে বলছি); অজুহাত (কাজের নামে); বাক্যমাত্র বা শব্দমাত্র (নামেই নেতা); আভাস, অত্যল্প পরিমাণ (নামমাত্র); (ব্যাক.) বিভক্তিহীন (বস্তুবাচক বা বস্তুর বিশেষণবাচক শব্দ)। [সং.]। ক্রি: **নাম করা**—স্মরণ করা, উল্লেখ করা; ইষ্টনাম জপ করা; খ্যাতি অর্জন করা। ক্রি: **নাম কাটা**—(তালিকা হইতে নাম কাটিয়া) বাদ দেওয়া বা বহিষ্কার করা। ক্রি: **নাম জপা**—ইষ্টনাম জপ করা। ক্রি: **নাম ডাকা**—নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকা; (উচ্চৈঃস্বরে নামোচ্চারণপূর্বক) হাজির হইতে বলা; উপস্থিতি জানাইতে বলা। ক্রি: **নাম ডোবান**—সুনাম নষ্ট হওয়া। ক্রি: **নাম ধরা**—নাম উচ্চারণ করা। ক্রি: **নাম রটা**—সুখ্যাতি বা অখ্যাতি প্রচার হওয়া। ক্রি: **নাম রাখা**—নামকরণ করা (ছেলের নাম রাখা); পূর্ব-গৌরবের উপযুক্ত কাজ করা বা গৌরবান্বিত করা (বংশের নাম রাখা, বাপের নাম রাখা); (অক্ষয়) খ্যাতিলাভ করা (পৃথিবীতে নাম রেখে যাওয়া)। ক্রি: **নাম লওয়া**—স্মরণ করা, উপাসনা করা। ক্রি: **নাম লেখান**—ভর্তি বা দলভুক্ত হওয়া। ক্রি: **নাম শোনান**—হরিনাম গান করিয়া শোনান। ক্রি: **নাম হওয়া**—যশ প্রচারিত হওয়া। বি: **-করণ**—শিশুর নাম-প্রদানরূপ সংস্কার; আখ্যান। বিণ: **নাম-করা**, **-জাদা**—প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। বি: **-গন্ধ**—সামান্যতম চিহ্ন বা উল্লেখ, আভাস। বি: **-গান**—ইষ্ট-দেবতার নাম কীর্তন। বিণ: **-জাদা**—বিখ্যাত, খ্যাতনামা। বি: **-জারি**—নাম-ঘোষণা; দলিল-পত্রে নাম লিপিবদ্ধ করা। বি: **-ডাক**—যশ ও প্রতিপত্তি। অব্য: **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—নামে, নামে মাত্র। **-ধর**—নামধারীর অনুরূপ। বি: **-ধাতু**—(ব্যাক.) প্রত্যয়াদিযোগে বিশেষ্য বা বিশেষণ হইতে গঠিত ধাতু (যথা—শব্দ > √শব্দায়, ধ্বংস > √ধ্বংসা)। বি: **-ধাম**—নাম ও ঠিকানা। বিণ: **-ধারী** (-রিন্)—নামযুক্ত, নামবিশিষ্ট। বি: **-ধেয়**—আখ্যা, নাম। বিণ.বি: **-মাত্র**—স্বল্পতম আভাস বা উল্লেখ; যৎকিঞ্চিৎ। ক্রি-বিণ: **নামে-নামে**—প্রত্যেকের নাম করিয়া, জনে-জনে।

-নামক—বহুব্রীহি সমাসে বিশেষ্যের পরবর্তী 'নাম'-শব্দের বিকল্পে এই রূপ হয় (যথা—দশরথ-নামক)। [সং. নামন্+ক (সমাসান্ত)]।

নামঞ্জুর—বিণ: অগ্রাহ্য, বাতিল, অনুমতি দেওয়া হয় নাই এমন। [ফা. না+আ. মঞ্জুর্]।

নামতা—বি: (গণি.) গুণনের ফলাফল স্থির করিবার তালিকাবিশেষ। [সং. নামপত্র]।

নামা১—বি: পত্র লিখন (ওকালতনামা); দলিল (চুক্তিনামা); বিবরণ বা ইতিহাস (শাহ্‌নামা)। [ফা. নামহ্]।

-নামা২—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে 'নাম'-শব্দের রূপ (যথা, খ্যাতনামা=খ্যাত হইয়াছে নাম যাহার; অজ্ঞাতনামা=অজ্ঞাত আছে নাম যাহার)। [সং. নামন্]। স্ত্রী: **-নাম্নী**।

নামা৩—(১)ক্রি: অবতরণ করা, উপর হইতে নিচে আসা (দোতলা হইতে একতলায় নামা); অভ্যন্তরে প্রবেশ করা (জলে নামা); অভ্যন্তর হইতে বাহির হওয়া (গাড়ি হইতে নামা);

অবনত হওয়া, ঝুঁকিয়া পড়া (ছাদ নামিয়া আসা) ; রন্ধন শেষ হওয়া (ভাত নেমেছে) ; হ্রাস পাওয়া, কমা (জিনিসের দর নামা, তাপ নামা) ; (বর্ষণ) শুরু হওয়া (বৃষ্টি নামা) ; ঢলিয়া পড়া, অদৃশ্য হওয়া (সূর্য পশ্চিমে নামিয়াছে) ; নৈতিক অধোগতি হওয়া (সে অনেক দূর নেমে গেছে) ; প্রবাহিত হওয়া, ঝরা (ঘাম নামা) ; অবতীর্ণ হওয়া (আসরে নামা) ; প্রবৃত্ত হওয়া (তর্কে বা যুদ্ধে নামা) । (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে । [সং. (গত্যর্থক) √নম্ + বাং. আ] । -ন, -নো—(১)ক্রি: অবতরণ করান ; অভ্যন্তরে প্রবেশ করান ; অভ্যন্তর হইতে বাহির করান ; রন্ধন শেষ করা ; কমান ; শুরু করান ; নৈতিক অধোগতি করান ; ঝরান ; অবতীর্ণ বা প্রবৃত্ত করান (আসরে, ঝগড়ায় বা কাজে নামান) ; উদরাময় বা পাতলা দাস্ত হওয়া (পেট নামান) ; বিদূরিত করা, তাড়ান (ঘাড়ের ভূত নামান) ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে ।

নামাঙ্কিত—বিণ: নাম খোদাই করা বা লেখা আছে এমন ; নামযুক্ত ; স্বাক্ষরিত । [সং. নাম + অঙ্কিত] ।

নামাজ—**নমাজ**-এর অধিকতর চলিত রূপ ।

নামান, নামানো—**নামা**৩ দ্রঃ ।

নামাবলী, নামাবলি—বি: দেবতাদের নামাঙ্কিত উত্তরীয়বিশেষ ; নামের তালিকা । [সং. নাম + আবলী, আবলি] ।

নামী—বিণ: নামজাদা, খ্যাতিমান্ । [বাং. নাম + ঈ] ।

নামো—**নাবাল**-এর প্রাদে. রূপ ।

নামোচ্চারণ—বি: নাম উচ্চারণ । [সং. নাম + উচ্চারণ] ।

নামোল্লেখ—বি: নাম উল্লেখ করণ । [সং. নাম + উল্লেখ] ।

-নাম্নী— **-নামা**২ দ্রঃ ।

নায়ক—(১)বিণ.বি: নেতা, পরিচালক, সর্দার ; সেনাপতি । (২)বি: (অল.) কাব্য-নাটকাদির প্রধানচরিত্র (ধীরোদাত্ত ধীরপ্রশান্ত ধীরললিত ধীরোদ্ধত : নায়ক এই চার প্রকার) ; প্রণয়ী পুরুষ । [সং. √নী + অক (র্তৃ)] । বিণ.বি:(স্ত্রী): **নায়িকা**—নায়ক-এর স্ত্রীলিঙ্গ ; ভগবতীর অষ্ট-শক্তি (উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা অতিচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডা ও চণ্ডবতী) ।

নায়েক—বি: ভারতীয় সৈন্যবিভাগে সিপাহীদের নেতা (হাবিলদারের নিম্নবর্তী) । [আ. নায়েক] । বি: **ল্যান্স-নায়েক**—সহকারী নায়েক ।

নায়েব—বি: জমিদারের উচ্চ কর্মচারিবিশেষ ; প্রতিনিধি, অধস্তন কর্মচারী (নায়েবমুনশী) । [আ. নায়ব্] । **নায়েবি, নায়েবী**—(১)বি: নায়েবের পদ বা বৃত্তি ; (২)বিণ: নায়েব অথবা তাহার পদ বা বৃত্তি সংক্রান্ত ।

নারক—(১)বিণ: নরকসম্বন্ধীয় ; নরকস্থ । (২)বি: নরক, দুঃখভোগের স্থান । [সং. নরক + অ] । বিণ(স্ত্রী): **নারকী** ।

নারকী১ (-কিন্)—বিণ: নরকভোগী ; নরকে গতি হইবার উপযুক্ত ; পাতকী । [সং. নারক + ইন্] । বিণ(স্ত্রী): **নারকিনী** ।

নারকী২—**নারক** দ্রঃ ।

নারকীয়—বিণ: নরকেরই উপযুক্ত ; পৈশাচিক ; অতি জঘন্য । [সং. নরক + ঈয়] ।

নারকেল, নারকল, নারকোল—**নারিকেল**-এর কথ্য রূপ । **নারকেলি(-লী), নারকুলে**—**নারিকেলী**-র কথ্য রূপ ।

নারঙ্গ, নারঙ্গি—বি: কমলালেবু বা তাহার গাছ । [সং. নারঙ্গ] ।

নারদ—বি: (কলহ-সঙ্ঘটক বলিয়া খ্যাত) দেবর্ষি-বিশেষ । [সং] । বিণ: **নারদীয়** ।

নারসিংহী—বি: দুর্গার মূর্তিবিশেষ ; অর্ধনর ও অর্ধসিংহরূপী নৃসিংহদেবের জ্যোতি হইতে উদ্ভূতা শক্তিকলা । [সং. নরসিংহ + অ + ঈ (স্ত্রী)] ।

নারা—ক্রি: (কাব্যে বা গ্রাম্য) না পারা, অক্ষম হওয়া (যেতে নারি) । [বাং. না + পারা] ।

নারাঙ্গা—বি: কমলালেবু ; (কমলালেবুর মত পীত-লোহিত বর্ণযুক্ত বলিয়া) বিসর্পরোগ । [ফা. নারনজ্—তু. সং. নারঙ্গ] ।

নারাঙ্গি—**নারঙ্গি**-র রূপভেদ ।

নারাচ—বি: লৌহশরবিশেষ । [সং.] ।

নারাজ—বিণ: অরাজী, অসম্মত ; অসন্তুষ্ট । [আ. নারাজ্] ।

নারায়ণ, (কথ্য) নারাণ—বি: হিন্দু দেবতাবিশেষ, লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু । [সং. নার + অয়ন] । বি: **-ক্ষেত্র**—গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চারিহস্ত বিস্তৃত তীর-ভূমি ; উক্ত তীরভূমি কল্পনা করিয়া রচিত ভূমি : এখানে মুমূর্ষু হিন্দুদের স্থাপন করা হয় । বি: **-তৈল**—কবিরাজী তৈলবিশেষ । **নারায়ণী**—(১)বি(স্ত্রী): (নারায়ণের অংশসম্ভূত বলিয়া) মহাশক্তি, দুর্গা ; নারায়ণের পত্নী, লক্ষ্মীদেবী ;

(২)বিণ: নারায়ণসম্বন্ধীয়া। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক সেনাবাহিনী।

নারিকেল—বি: সুস্বাদু জলে ও শাঁসে পূর্ণ এবং কঠিন আবরণযুক্ত ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং.]। বি: **-তৈল**—নারিকেলের শাঁস হইতে প্রস্তুত তৈলবিশেষ। বি: **-খণ্ড**—নারিকেল হইতে প্রস্তুত কবিরাজী ঔষধবিশেষ। বিণ: **নারিকেলী**—নারিকেলাকৃতি; নারিকেলের ন্যায় স্বাদযুক্ত বা শাঁসযুক্ত।

নারী—বি: রমণী, স্ত্রীলোক; পত্নী (পরনারী)। [সং.]। বি: **-ধর্ম**—সতীত্ব মমতা বাৎসল্য প্রভৃতি নারীসুলভ গুণ। বি: **-সমাজ**—নারীগণ।

নার্ভ—বি: দেহস্থ তন্তুবিশেষ যাহার সাহায্যে সংবেদন ও পেশীক্রিয়া নির্বাহিত হয়। [ইং. nerve]।

নাল১—বি: শিরা; নল; মৃণাল; পদ্মের ফাঁপা ডাঁটা। [সং. √নল্+অ (র্তৃ)]।

নাল২—বি: ঘোটকাদি ভারবাহী পশুর খুরে লাগাইবার লৌহফলকবিশেষ। [আ.]।

নাল৩—বি: লালা, থুতু। [সং. লালা]।

নালতে—**নালিতা**-র কথ্য রূপ।

নালা—বি: জল-নিকাশের খাত, বড় নর্দমা, ড্রেন। [সং. নালক]।

নালায়েক—বিণ: অনুপযুক্ত, অক্ষম; নাবালক। [ফা. না+লায়েক্]।

নালি—**নালী**-র বানানভেদ।

নালিক—**নালীক**-এর বানানভেদ।

নালিতা—বি: পাটশাক। [দেশী]।

নালিশ, (বর্জি) **নালিস**—বি: অভিযোগ, ফরিয়াদ; আবেদন; প্রতিকার-প্রার্থনা। [ফা. নালিশ্]।

নালী—বি: ক্ষুদ্র নালা; ছোট চোঙ; শিরা; শোষ (নালী ঘা)। [সং.]। বি: **-ঘা**, **-ব্রণ**—দুষ্ট-ক্ষত, sinus।

নালীক—বি: নলযুক্ত প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ; পদ্মের ডাঁটা। [সং.]।

নাশ—বি: ধ্বংস; ক্ষয়; লোপ; মৃত্যু। [সং. √নশ্+অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—বিনাশকারী। **-ন**—(১)বি: নাশকরণ; (২)বিণ: নাশকারী। **নাশা**—(১)ক্রি: (কাব্যে) নাশ করা; (২)বিণ: (সমাসে উত্তরপদরূপে) নাশকারী, নাশক (সর্বনাশা)। বিণ: **নাশিত**—নাশপ্রাপ্ত, নষ্ট বা ধ্বংস করা হইয়াছে এমন। বিণ: **নাশী** (-শিন্) —বিনাশশীল; বিনাশকারী, নাশক। বিণ(স্ত্রী): **নাশিনী**।

নাশতা—বি: প্রাতরাশ; জলখাবার। [ফা.]।

নাশক, নাশন—**নাশ** দ্র:।

নাশপাতি—বি: আপেলজাতীয় ফলবিশেষ। [ফা. নাশ্পাতী]।

নাশা, নাশিত, নাশিনী, নাশী—**নাশ** দ্র:।

নাস—বি: নস্য; নস্যের ন্যায় টানিয়া লওয়া বস্তু (জলের নাস)। [সং. নস্য]।

নাসত্য—বি: অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [সং.]।

নাসা—বি: নাক, নাসিকা; নাকের ভিতরের ভ্রাণ। [সং.]। বি: **-রন্ধ্র**—নাসিকার মধ্যস্থ শ্বাস-প্রশ্বাসের গর্তদ্বয়।

নাসিক—বি: ভারতবর্ষের হিন্দু তীর্থবিশেষ, প্রাচীন পঞ্চবটী।

-নাসিক — বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে 'নাসিকা'-শব্দের রূপ (উন্নতনাসিক=উন্নত অর্থাৎ উঁচু নাসিকা যাহার)।

নাসিকা—বি: নাসা, নাক। [সং.]।

নাসিক্য—বিণ: আনুনাসিক, নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত। [সং. নাসিকা+য]।

নাস্তা—**নাশতা**-র রূপভেদ।

নাস্তানাবুদ—বিণ: পর্যুদস্ত, নাজেহাল, একান্ত লাঞ্ছিত। [ফা. নীস্ত্+নবুদ্]।

নাস্তি—(১)ক্রি: নাই। (২)বি: সত্তাহীনতা (অস্তি নাস্তি জানি না)। [সং. ন+অস্তি]। বি: **-মান্** (-মৎ)—বিত্তহীন ব্যক্তি, have-nots [স.প.]।

নাস্তিক—বিণ: ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নিরীশ্বরবাদী; বেদ বা শাস্ত্রে অবিশ্বাসী। [সং. নাস্তি+ক]। বি: **-তা**, **নাস্তিক্য**—নাস্তিকের মতবাদ বা আচরণ।

নাহক—ক্রি-বিণ: অনর্থক, মিছামিছি, অন্যায়-পূর্বক। [ফা. না+আ. হক্]।

নাহয়—অব্য: বরং (নাহয় তুমি এলে); অথবা, কিংবা (তুমি নাহয় সে); নতুবা, অন্যথা (কর নাহয় মর); তর্কে স্বীকারসূচক (আমিই নাহয় মানলাম); বড় জোর (নাহয় দশটাকা লাগবে)। [বাং. না+হয়]।

নাহা—**নাওয়া** দ্র:।

নাহি—**নাই**১-এর প্রায় অপ্র. রূপ।

নি১—**নাই**৬-র কথ্য রূপ।

নি২—বি: (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে নিখাদের সঙ্কেত।

নি-৩ —অব্য: সামীপ্য ব্যাপকতা আতিশয্য

অভাব সাদৃশ্য নিশ্চয়তা নিকৃষ্টতা প্রভৃতি ভাব-প্রকাশক উপসর্গবিশেষ (নিকট, নিযুক্ত)। [সং.]।

নিউমোনিয়া—বি: ফুসফুসের প্রদাহ; উক্ত প্রদাহযুক্ত জ্বর। [ইং. pneumonia]।

নিংড়া—ক্রি: নিংড়ান। [দেশী]। (১) **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পাক দিয়া বা পেষণ করিয়া জল বা রস বাহির করা; (আল.) শোষণ করা; (২)বি.বিণ উক্ত সকল অর্থে।

নিঃ- (-নির্)—অব্য: অভাব (নির্জন), নিশ্চয়তা (নির্ণয়), আতিশয্য বা সম্পূর্ণতা (নিঃশেষ), বহির্গমন (নিঃশ্বাস) প্রভৃতি ভাবপ্রকাশক উপসর্গ-বিশেষ। বিণ: **-ক্ষত্র, -ক্ষত্রিয়**—ক্ষত্রিয়শূন্য। বিণ: **-শক্তি**—শক্তিহীন। বিণ: **-শঙ্ক**—নির্ভীক, ভয়শূন্য। বিণ: **-শব্দ**—শব্দহীন, নীরব। বিণ: **-শরণ**—শরণহীন, নিরাশ্রয়। বিণ: **-শেষ**—শেষরহিত; সম্পূর্ণ ('পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার': রবীন্দ্র)। বিণ: **-শেষিত**—সম্পূর্ণ ফুরাইয়া গিয়াছে এমন। বি: **-শ্রেয়স,** (চলিত) **-শ্রেয়**—মোক্ষ বা মুক্তি, পরম মঙ্গল, নির্বাণ, ব্রহ্মজ্ঞান। বি: **-শ্বসন**—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ। বিণ: **-শ্বসিত**—শ্বাসরূপে নির্গত বা গৃহীত। বি: **-শ্বাস**—নাসিকা বা ফুসফুস হইতে বাহিরে নির্গত বায়ু; (বাং.) নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, নাসিকা বা ফুসফুস হইতে বাহিরে নির্গত এবং বাহির হইতে নাসিকা বা ফুসফুসের অভ্যন্তরে গৃহীত বায়ু; দম, শ্বাসগ্রহণকাল (এক নিঃশ্বাসে)। বিণ: **-সংজ্ঞ**—সংজ্ঞাহীন, অচেতন। বিণ: **-সংশয়, -সন্দেহ** — সংশয়হীন, সন্দেহশূন্য, নিশ্চিত। বি: **-সংশয়তা**। **-সঙ্কোচ**—(১)বি: সঙ্কোচহীনতা; (২)বিণ: কুণ্ঠাহীন। বিণ: **-সঙ্গ**—সঙ্গহীন, একাকী, নিরাসক্ত; সম্পর্কহীন। বিণ: **-সত্ত্ব**—অসার; দুর্বল; ধৈর্যশূন্য; প্রাণহীন; প্রাণিশূন্য। বিণ: **-সন্তান**—সন্তানহীন। বিণ: **-সম্পর্ক**—সম্বন্ধহীন, অনাত্মীয়। বিণ: **-সম্বল**—নিঃস্ব, বিত্তহীন, অসহায়। বি: **-সরণ**—নির্গমন, বাহির হওয়া। বিণ: **-সহায়**—সহায়-শূন্য, অসহায়। বিণ: **-সাড়**—সাড়াহীন, অসাড়, শব্দহীন। বিণ: **-সারক**—নিঃসারণকারী। বি: **-সারণ**—বহিষ্করণ, নির্গতকরণ, নিষ্কাশন; নির্বাসন। বিণ: **-সারিত**—নিঃসারণ, বা বাহির করা হইয়াছে এমন। বিণ: **-সীম**—সীমাহীন, অসীম। বিণ: **-সৃত**—নির্গত, বহির্গত। বিণ: **-স্পৃহ**—বাসনাশূন্য। বি: **-স্পৃহতা, নিস্পৃহতা**। বিণ: **-স্ব**—সম্বলহীন, দরিদ্র। বিণ: **-স্বতা**। বি: **-স্বন, -স্বান**—শব্দ, ধ্বনি, রব। বিণ: **-স্বর**—স্বরহীন; স্বর ফোটে না এমন; নীরব। বি: **-স্রব, -স্রাব**—ক্ষরণ, তরল বস্তুর নির্গমন। বি: **স্রোত**—স্রোতশূন্য।

নিঁদ—নিদ্রা-র কোমল রূপ।

নিক—নিকী-র প্রাদে. রূপ।

নিকট—(১)বিণ: সমীপে উপস্থিত (নিকট মৃত্যু); ঘনিষ্ঠ (নিকট জ্ঞাতি)। (২)বি: সামীপ্য, কাছ, (রামের নিকটে বা নিকট); সমীপবর্তী স্থান (বাড়ির নিকটে)। [সং.]। বিণ: **-বর্তী** (-র্তিন্), **-স্থ**—নিকটে আছে এমন, সন্নিহিত, সমীপবর্তী; আসন্ন। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী, -স্থা**। বি: **-বর্তিতা**।

নিকড়িয়া, (কথ্য) **নিকড়ে**—বিণ: কড়ি নাই যাহার, নির্ধন, কড়িবিহীন ('নিকড়িয়া ছুটির অজস্রতা'; রবীন্দ্র)। [বাং. নি (নয়)+কড়িয়া, কড়ে]।

নিকতি—নিক্তি-র বানানভেদ।

নিকর—বি: রাশি, সমূহ (নক্ষত্রনিকর)। [সং. নি+কৃ+অ (র্ম)]।

নিকরুণ—বিণ: নির্দয়, নিষ্ঠুর। [বাং. নি+করুণা]।

নিকষ, (বিরল) **নিকস**—বি: কষ্টিপাথর; শান; কষণচিহ্ন। [সং. নি+ √কষ্, কস্+অ]। **-ণ**—কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ। বিণ: **নিকষিত**—কষ্টিপাথরে ঘর্ষিত; মার্জিত, পালিশ-করা; বিশুদ্ধ বলিয়া পরীক্ষিত ('নিকষিত হেম': চণ্ডী)।

নিকা১—বি: মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিতভাবে বিবাহ (নিকা-নামা) বা বিধবাবিবাহ (নিকার বউ)। [আ নিকাহ্=বিবাহ]। বি: **-নামা**—বিবাহের (দেনমোহরাদির উল্লেখসংবলিত) চুক্তিপত্র।

নিকা২—ক্রি: নিকান। [দেশী]। **-ন, নো**—(১)ক্রি: গোবরগোলা বা মাটিগোলা জলে ভিজান নেকড়ার দ্বারা মেঝে দেওয়াল প্রভৃতি মার্জনা করা বা লেপা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

নিকায়—বি: সমূহ; সমানধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিসমূহ; পালিভাষায় বিশেষ বিশেষ সংগ্রহ-গ্রন্থ (দীঘ-নিকায় ইত্যাদি); লক্ষ্য; আবাস, গৃহ; পরব্রহ্ম। [সং. নি+ √চি+অ]।

নিকারি, নিকারী—বি: মৎস্যজীবী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ। [দেশী]।

নিকাল — অব্য: দূরীভবন বহির্গমন নির্গমন বিতাড়ন প্রভৃতি সূচক (নিকাল যাওয়া, নিকাল দেওয়া) ; দূর হও, বেরিয়ে যাও। [হি.]। **নিকাল হিঁয়াসে**—এখান হইতে বাহির হইয়া যাও বা দূর হও।

নিকাশ, (বর্জি.) নিকাস—বি: নিষ্কাশন (জল-নিকাশ) ; নির্গমন (জল-নিকাশের পথ) ; শেষ, সমাপন (হিসাব-নিকাশ) ; চূড়ান্ত হিসাব (নিকাশ দেওয়া) ; বিনাশ, ধ্বংস, অবসান (দফা-নিকাশ)। [সং. নিকাশ]। বিণ: **নিকাশি, নিকাশী**—চূড়ান্ত হিসাব সংক্রান্ত (নিকাশি কাগজপত্র)।

নিকিরি, নিকিরী—**নিকারী**-র কথ্য রূপ।

নিকী—বি: ছোট উকুন ; উকুনের ডিম। [সং. নিক্ষা]।

নিকুচি—বি: দফারফা, ধ্বংস। [সং. নিকুঞ্চিতা]।

নিকুঞ্জ—বি: উদ্যানে বা বনে লতাদিদ্বারা আবৃত গুহাকার স্থান, লতাগৃহ। [সং.]।

নিকুম্ভিলা—বি: (রামা.) রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক কৃত যজ্ঞবিশেষ : এই যজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক যুদ্ধে গমন করিলে জয়লাভ সুনিশ্চিত হইত।

নিকৃত—বিণ: পরাভূত, অপমানিত, হৃতমান ; নিপীড়িত ; প্রাঞ্ছিত ; তিরস্কৃত। [সং. নি+ √কৃ+ত (র্ম)]। বি: **নিকৃতি**—পরাভব ; অপমান, মানহানি ; নিপীড়ন ; লাঞ্ছনা ; তিরস্কার।

নিকৃষ্ট—বিণ: অপকৃষ্ট, জঘন্য, নীচ। [সং. নি+ √কৃষ্+ত (র্ম)]। বি: -তা।

নিকে—**নিকা**-র কথ্য রূপ।

নিকেতন, নিকেত—বি: আলয়, গৃহ। [সং.]।

নিকেশ—**নিকাশ**-এর কথ্য রূপ।

নিক্তি—বি: সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য ক্ষুদ্র তুলাদণ্ড-বিশেষ। [দেশী]।

নিক্বণ—বি: ঝঙ্কার, ধ্বনি। [সং.]।

নিক্ষত্র—বিণ: ক্ষত্রিয়শূন্য। [সং. নিঃক্ষত্র]। ক্রি: **নিক্ষত্রা**—ক্ষত্রিয়শূন্য করা।

নিক্ষিপ্ত—বিণ: ছুড়িয়া ফেলা বা ছড়ান হইয়াছে এমন ; পরিত্যক্ত, বর্জিত ; অর্পিত ; গচ্ছিত। [সং. নি+ √ক্ষিপ্+ত (র্ম)]।

নিক্ষেপ—বি: ক্ষেপণ, ছুড়িয়া ফেলা (শরনিক্ষেপ) ; সম্মুখে স্থাপন (পদনিক্ষেপ) ; ত্যাগ, অর্পণ। [সং. নি+ √ক্ষিপ্+অ (ভা)]। বিণ: -ক—নিক্ষেপকারী। ক্রি: **নিক্ষেপা**—(কাব্যে) নিক্ষেপ করা।

নিখরচা, নিখরচ—ক্রি-বিণ: বিনাব্যয়ে। [বাং. নি +খরচ]। বিণ: **নিখরচে**—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ।

নিখর্ব—বি: দশ: সহস্র কোটি। [সং.]।

নিখাকি, নিখাকী—(১)বিণ(স্ত্রী): কিছুই খায় না এমন। (২)বি: ঐরূপ স্ত্রীলোক। [নি+খাকী]।

নিখাত—বিণ: খনন করা হইয়াছে এমন ; প্রোথিত, স্থাপিত। [সং. নি+ √খন্+ত (র্ম)]।

নিখাদ১—বি: (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম সুর, নি। [সং. নিষাদ]।

নিখাদ২—বিণ: খাদহীন, ভেজালহীন, বিশুদ্ধ (নিখাদ সোনা)। [বাং. নি+খাদ]।

নিখিল—(১)বিণ: সমুদয়, সমস্ত (নিখিল জগৎ)। (২)বি: সমগ্র সৃষ্টি (নিখিলনাথ)। [সং. নি+ খিল]।

নিখুঁত—বিণ: ত্রুটিহীন, দোষহীন, পূর্ণাঙ্গ। [বাং. নি+খুঁত]।

নিখোঁজ—বিণ: খোঁজ পাওয়া যায় না এমন, নিরুদ্দেশ। [বাং. নি+খোঁজ]।

নিগড়—বি: শৃঙ্খল ; বেড়ি। [সং. নি+ √গড়্ +অ (র্তৃ)]। বিণ: **নিগড়িত**—শৃঙ্খলাবদ্ধ ; বদ্ধ।

নিগদ—বি: উক্তি, কথন। [সং. নি+ √গদ্ +অ (ভা)]। বিণ: **নিগদিত**—কথিত, উল্লিখিত।

নিগম—বি: তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ ; বেদ ; নির্গমন ; পথ ; নগর ; হাট ; পৌরসভা, corporation ; বণিক্‌সঙ্ঘ, guild, সঙ্ঘ [স. প.]। [সং. নি+ √গম্+অ—তু. আগম]। বিণ: **-বদ্ধ, নিগমিত**—সঙ্ঘবদ্ধ।

নিগমন—বি: নির্গমন, বাহির হওয়া। [সং. নি + √গম্+অন (ভা)]।

নিগরণ—বি: গলাধঃকরণ, ভক্ষণ। [সং. নি+ √গৄ+অন (ভা)]।

নিগাবান, নিগাবান—বি: পাহারাদার, তত্ত্বাবধায়ক। [ফা. নিগহ্‌বান]। বি: **নিগাবানি, নিগাবানি**—তত্ত্বাবধান।

নিগার—বি: (অবজ্ঞার্থে) কৃষ্ণাঙ্গ বা অশ্বেতাঙ্গ মানবজাতি, কাফ্রী। [ইং. nigger]।

নিগীর্ণ—বিণ: গলাধঃকৃত, ভক্ষিত। [সং. নি + √গৄ+ত (র্ম)]।

নিগূঢ়—বিণ: একান্ত গুপ্ত ; দুর্জ্ঞেয় ; জটিল ; রহস্যময় ; অতিশয় গভীর। [সং. নি+ √গুহ্ +ত (র্ম)]।

নিগৃহীত—বিণ: নিগ্রহ বা দণ্ড ভোগ করিয়াছে এমন। [সং. নি+ √গ্রহ্ +ত]।
নিগ্রহ—বি: দমন, শাসন (শত্রুনিগ্রহ); অত্যাচার, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা; কষ্ট, খোয়ার; নিরোধ, সংযম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ)। [সং. নি+ √গ্রহ+অ (ভা)]। বি.বিণ: **নিগ্রাহক**—নিগ্রহকারী।
নিঘণ্টু—বি: নির্ঘণ্ট, সূচী; অভিধান: যাস্ক-প্রণীত বৈদিক অভিধান। [সং.]।
নিঙড়া, নিঙড়ান (-নো)—যথাক্রমে **নিংড়া** ও **নিংড়ান**-র বানানভেদ।
নিচ, (প্রাদে.) **নিচা**—(১)বিণ: নিম্ন। (২)বি: নিম্নস্থান। [সং. নীচ]।
নিচয়—বি: সমূহ; বৃদ্ধি, উপচয়। [সং.]।
নিচু১—**লিচু**-র গ্রাম্য কথ্য রূপ।
নিচু২—(১)বিণ: অবনত, অনুন্নত; নিম্ন। (২)বি: নিম্নস্থান। [সং. নীচ ও নিম্ন উভয়ের প্রভাবে]।
নিচুল—বেতগাছ; উত্তরীয়-বস্ত্র। [সং.]।
নিচোল—বি: আচ্ছাদন-বস্ত্র; বিছানার চাদর; উত্তরীয়-বস্ত্র; ঘাগরা, সাঁজোয়া। [সং.]।
নিচ্চিন্দি—**নিশ্চিন্ত**-র গ্রাম্য কথ্য রূপ।
নিচ্ছিদ্র—বিণ: ছিদ্রশূন্য; নিখুঁত। [বাং. নি (=নাই)+ছিদ্র]।
নিছক—বিণ: অমিশ্র, একমাত্র, কেবল (নিছক বাজে কথা)। [দেশী]।
নিছনি, (প্রাদে.) **নিছনি**—বি: বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারের অঙ্গবিশেষ (নিছনি-ডালা); বালাই, অমঙ্গল; লাবণ্য; অঙ্গসজ্জা, প্রসাধন; উপহার, অর্ঘ্য ('দিতে চাই যৌবন নিছনি': অনন্ত); তুলনা। [সং. নির্মঞ্ছন]।
নিছিদ্র—**নিচ্ছিদ্র**-র গ্রাম্য রূপ।
নিজ—(১)বিণ: স্বীয়, স্বকীয় (নিজ মত)। (২)(বাং.)সর্ব: আপনি (নিজের মন, নিজে দেখেছি)। [সং. নি+ √জন্+অ (র্তৃ)]। **নিজের পায়ে কুড়ুল মারা**—(মূর্খতাপূর্বক) নিজে নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনা। **-স্ব**—(১)বি: স্বকীয় ধন বা সম্পত্তি; (২) (বাং.) বিণ: যাহাতে কেবল নিজের অধিকার আছে এমন, স্বকীয় (নিজস্ব সম্পত্তি)। ক্রি-বিণ: **নিজে**—স্বয়ং (সে নিজে করেছে)।
নিজাম—বি: (মুস.) প্রাদেশিক শাসনকর্তা হায়দ্রাবাদের মুসলমান অধিপতির উপাধি। [আ.]। বি: **-ৎ, -ত, -তি**—নিজামের পদ পদবি অধিকার বা সম্পত্তি। বিণ: **-তী**—নিজাম বা নিজামতি সম্বন্ধীয়।
নিজে—**নিজ** দ্র:।
নিঝুম্—**নিঝুম**-এর জোরাল রূপ।
নিঝর—**নির্ঝর**-এর কোমল রূপ।
নিঝুম—বিণ: সম্পূর্ণ নীরব, নিস্পন্দ; সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন বা আবিষ্ট। [?]।
নিট১—বিণ: খাঁটি, প্রকৃত, ন্যায্য। [সং. নিষ্ঠা]।
নিট২—বিণ: আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা বাদে (নিট লাভ)। [ইং. net]।
নিটোল—বিণ: টোল পড়ে নাই এমন; সুগোল, সুডৌল, হৃষ্টপুষ্ট; নিখুঁত। [বাং. নি+টোল (বহু.)]।
নিঠুর—**নিষ্ঠুর**-এর কোমল রূপ।
নিড়া—ক্রি: নিড়ান। [হি. নিড়ানা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: শস্যক্ষেত্রের আগাছা উৎপাটনপূর্বক দূর করা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-নি, নিড়েন**—নিড়ানের যন্ত্র বা কাজ।
নিত, নিতকনে, নিতবর—যথাক্রমে **মিত**১ **মিতকনে** ও **মিতবর**-এর চলিত রূপ।
নিতম্ব—বি: (প্রধানত: স্ত্রীলোকের) পাছা; কটি; (পর্বতের) পার্শ্বদেশ (গিরিনিতম্ব)। [সং.]। **নিতম্বিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): সুগঠিত বা স্থূল নিতম্বযুক্তা; (২)বি: ঐরূপ নারী; নারী।
নিতল—বি: সপ্ত পাতালের অন্যতম; (আল.) অতিশয় গভীর স্থান। [সং.]।
নিতা—বি: (প্রাদে.) নিমন্ত্রণ। [সং. নিমন্ত্রণ; তু. হি. নেওতা]।
নিতাই—বি: নিত্যানন্দ। [সং. নিত্য>নিত+ বাং. আই (আদরে)]।
নিতান্ত—(১)বিণ: অতিশয় (নিতান্ত দুঃখ); অতি ঘনিষ্ঠ (নিতান্ত আত্মীয়)। (২)ক্রি-বিণ: একান্ত, নেহাত (নিতান্তই যদি ভয় পাও)। [সং. নি+ তম্+ত]।
নিতি, নিতুই—যথাক্রমে **নিত্য** ও **নিতাই**-র কোমল রূপ।
নিত্য—(১)ক্রি-বিণ: সতত, সর্বদা, প্রত্যহ (নিত্য এক কাজ করা)। (২)বিণ: প্রাত্যহিক, দৈনন্দিন (নিত্যকৃত্য); অক্ষয়, চিরস্থায়ী (নিত্যানন্দ); অনাদি, অনন্ত, চির (নিত্যকাল); (পদার্থ.) ধ্রুব, অপরিবর্তনীয়, constant [বি. প.]। [সং.]। বি: **-কর্ম, -কৃত্য, -ক্রিয়া**—অবশ্যকরণীয় প্রাত্যহিক কাজ যাহা না করিলে

পাপ হয়, দৈনন্দিন কর্তব্য; সন্ধ্যা-তর্পণাদি প্রত্যহ আচরণীয় শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান। বিঃ **-কাল**—চিরকাল। বিণঃ **-নৈমিত্তিক**—দৈনন্দিন ও বিশেষ উদ্দেশ্যে বা উপলক্ষে করণীয়। বিঃ **-প্রলয়**—সুষুপ্তি, নিদ্রাকাল। বিঃ **-সাক্ষী** (-ক্ষিন্)—সর্বক্ষণের সাক্ষী। বিঃ **-সমাস**—(ব্যাক.) যে সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না বা ভিন্ন পদদ্বারা হয়। বিঃ **-সেবা**—দৈনিক পূজা।

নিত্যানন্দ—(১)বিণঃ সবসময়ে আনন্দে থাকে এমন, সর্বদা আনন্দিত। (২)বিঃ নিত্যানন্দ প্রভু, নিতাই: শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা-সহায়ক। [সং. নিত্য+আনন্দ]।

নিথর—বিণঃ স্থির, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ। [বাং. নি+স্থির>থর—তু. হি. নিথরনা]।

নিদ—নিদ্রা-র কোমল রূপ।

নিদয়—**নির্দয়**-এর কোমল রূপ। স্ত্রীঃ **নিদয়া**।

নিদর্শক—বিণঃ নির্দেশক, সূচক। [সং. নি+√দর্শি+অক]।

নিদর্শন—বিঃ উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, প্রমাণ, উল্লেখ, চিহ্ন, অভিজ্ঞতা। [সং. নি+√দৃশ্+অন (ণে)]। বিঃ **নিদর্শনা**—(অল.) সাদৃশ্যহেতু অস্বাভাবিক গুণ ধর্ম কার্যাদির আরোপ (যথা—'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে': মধু)।

নিদাঘ—বিঃ গ্রীষ্মকাল; উত্তাপ (নিদাঘপীড়িত)। [সং. নি+√দহ্+অ]।

নিদান—(১)বিঃ মূল কারণ (রোগের নিদান); (আয়ু.) রোগের কারণ বা লক্ষণ নির্ণয় (নিদানতত্ত্ব); রোগনির্ণায়ক শাস্ত্র। (২)বিণঃ অন্তিম, চরম, শেষ (নিদানকাল)। [সং. নি+√দা+অন]। বিঃ **-কাল**—মৃত্যুকাল, অন্তিম সময়। বিঃ **-তত্ত্ব**, **-বিদ্যা**, **-শাস্ত্র**—রোগের মূলকারণ ও লক্ষণাদি নির্ণায়ক শাস্ত্র।

নিদারুণ—বিণঃ অতিশয় দারুণ বা কঠোর; একান্ত অসহ্য। [সং. নি+দারুণ]।

নিদালি—বিঃ নিদ্রাকর্ষক মন্ত্রপূত ধুলা বা মাটি। [বাং. নিদ+আলি]।

নিদিধ্যাসন, নিদিধ্যাস—বিঃ শ্রুত অর্থের মনন ও একতান-মনে ধ্যান; নিরন্তর বিচার। [সং. নি+√ধ্যৈ+সন্+অন, অ (ভা)]।

নিদিষ্ট—**নিদেশ** দ্রঃ।

নিদুটি, নিদুলি—**নিদালি**-র রূপভেদ।

নিদেন১—**নিদান**-এর কথ্য রূপ।

নিদেন২—অব্যঃ অন্ততঃ, নেহাতপক্ষে; একান্ত [?]।

নিদেশ—বিঃ আদেশ; নির্দেশ; উক্তি। [সং. নি+√দিশ্+অ (ভা)]। বিঃ **-পত্র**—কোন বিষয়ে নির্দেশ-সংবলিত লিপি, directive [স. প.]। বিণঃ **নিদিষ্ট**—আদিষ্ট; নির্দিষ্ট; উক্ত। বিণঃ **নিদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—আদেশকারী; নির্দেশকারী।

নিদ্রা—বিঃ ঘুম। [সং. নি+√দ্রা+অ (ভা)+আ]। ক্রিঃ **নিদ্রা আসা, নিদ্রা পাওয়া**—ঘুম পাওয়া। ক্রিঃ **নিদ্রা ভাঙা**—ঘুম হইতে জাগা। ক্রিঃ **নিদ্রা যাওয়া**—ঘুমান; নিদ্রিত হওয়া। বিঃ **-কর্ষণ**—ঘুম পাওয়া। বিণঃ **-গত**—নিদ্রিত। বিণঃ **-জনক**—ঘুম-পাড়ানী। বিণঃ **-তুর**—ঘুমে কাতর। বিঃ **-বেশ**—ঘুমের ঘোর; ঘুম পাওয়া। বিঃ **-ভঙ্গ**—ঘুম ভাঙ্গা, জাগরণ। বিণঃ **-ভিভূত**—নিদ্রায় মগ্ন। বিণঃ **-য়মাণ**—ঘুমাইতেছে এমন। বিণঃ **-লস**—ঘুম আসায় জড়তাগ্রস্ত। বিণ(স্ত্রী): **নিদ্রালসা**। বিণঃ **-লু**—নিদ্রাশীল, নিদ্রাপ্রিয়; ঘুম পাইয়াছে এমন। বিণঃ **নিদ্রিত**—ঘুমাইতেছে এমন, ঘুমন্ত। বিণ(স্ত্রী): **নিদ্রিতা**। বিণঃ **নিদ্রোত্থিত**—ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **নিদ্রোত্থিতা**।

নিধন১—বিঃ সংহার, বিনাশ; মৃত্যু; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। [সং. নি+√ধা+অন (ভা)]।

নিধন২—বিণঃ (গ্রা.) ধনহীন, নিঃস্ব। [বাং. নি (=নাই)+ধন (বহু.)]।

নিধান—বিঃ আধার, ভাণ্ডার, আগার (করুণা-নিধান); নিধি; অর্পণ; স্থাপন; (গণি.) লগারিদ্‌মের ঘাতাঙ্কগণনের প্রথম রাশি, base of logarithm [বি. প.]; আমানত, deposit [স. প.]। [সং. নি+√ধা+অনট্]।

নিধি—বিঃ আধার, ভাণ্ডার (গুণনিধি); ধনরত্ন; গচ্ছিত ধন; তহবিল; বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ধন; fund (গান্ধীস্মৃতি-নিধি) [স. প.]; কুবেরের ধন। [সং. নি+√ধা+ই (র্ম)]।

নিধুবন১—বিঃ রমণ, মৈথুন; ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ। [সং. নি+ধুবন]।

নিধুবন২—বিঃ বৃন্দাবনের নিধু নামক বন, রাধা-কৃষ্ণের কেলিকানন।

নিধেয়—বিণঃ গচ্ছিত রাখার যোগ্য। [সং. নি+√ধা+য (র্ম)]।

নিনাদ—বিঃ শব্দ, গর্জন। [সং. নি+নদ্+অ (ভা)]। বিণঃ **নিনাদিত**—ধ্বনিত, গর্জনপূর্ণ।

নিনু—বিণঃ (প্রাদে.) নিচু, হীন। [?—তু. নিচু, নত]।

নিন্দ—**নিদ্রা**-র প্রা. বাং. রূপ।

নিন্দক—বিণঃ নিন্দাকারী। [√নিন্দ্+অক]।

নিন্দন—বিঃ নিন্দাকরণ; নিন্দা। [সং. √নিন্দ্ +অন (ভা)]।

নিন্দা—(১)বিঃ কুৎসা, অপবাদ, অখ্যাতি, কলঙ্ক, বদনাম। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) নিন্দা করা, দোষ দেওয়া, ভর্ৎসনা করা। [সং. √নিন্দ্+অ(ভা) +আ]। বিঃ **-বাদ**—কুৎসা। বিণঃ **-জনক**—কলঙ্ককর। বিণঃ **-র্হ**—নিন্দনীয়। বিণঃ **-সূচক**—নিন্দা বুঝায় এরূপ।

নিন্দিত—বিণঃ নিন্দা করা হইয়াছে এমন, অপবাদিত; গর্হিত; বিনিন্দিত; (অশু.) নিন্দক ('বীণানিন্দিত কণ্ঠে'), যশোম্লানকর, পরাজয়কর, (কমলনিন্দিত)। [সং. √নিন্দ্+ত (র্ম)]।

নিন্দুক—**নিন্দক**-এর অশু. কিন্তু প্রচলিত রূপ। [বাং. √নিন্দ্+উক বা সং. নিন্দা+বাং. উক]।

নিপট১—বিণঃ অত্যন্ত, নিতান্ত, নিশ্চিত ('নিপট কপট তুয়া শ্যাম')। [সং. নিবিড়]।

নিপট২—বিণঃ লম্পট। [সং. লম্পট]।

নিপতন—বিঃ নিম্নে পতন। [সং. নি+ √পত্ +অন (ভা)]। বিণঃ **নিপতিত**—নিম্নে পতিত।

নিপাত—বিঃ মরণ, ধ্বংস, বিনাশ (নিপাত হওয়া বা যাওয়া); অধঃপাত। [সং. নি+ √পত্+অ (ভা)]।

নিপাতন—বিঃ বিনাশন, ধ্বংসসাধন; অধঃ-পাতন; (ব্যাক.) ব্যাকরণের সূত্র বা নিয়মের ব্যতিক্রম। [সং. নি+ √পত্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **নিপাতিত**—অধঃক্ষিপ্ত; বিনাশিত।

নিপান—বিঃ পশুপক্ষী প্রভৃতির জলপান বা স্নানের জন্য নির্মিত কূপাদির পার্শ্বস্থ খাত; চৌবাচ্চা। [সং. নি+ √পা+অন (ধি)]।

নিপীড়ক—বিণঃ নিপীড়নকারী। [সং. নি+ √পীড়্+অক (র্তৃ)]।

নিপীড়ন—বিঃ উৎপীড়ন, নিগ্রহ, কষ্টদান; দলন, মর্দন। [সং. নি+ √পীড়্+অন (ভা)]। বিণঃ **নিপীড়িত**—অত্যাচারিত, নিগৃহীত; মর্দিত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **নিপীড়িতা**।

নিপীত—বিণঃ নিঃশেষে পান করা হইয়াছে এমন। [সং নি+ √পা+ত (র্ম)]।

নিপুণ—বিণঃ দক্ষ, পটু, কুশলী। [সং. নি+ √পুণ্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **নিপুণা**। বিঃ **-তা**, **নৈপুণ্য**।

নিব—বিঃ কলমের অগ্রভাগে স্থিত ধাতুনির্মিত মুখ যদ্দ্বারা লেখা হয়। [ইং. nib]।

নিবদ্ধ—বিণঃ বদ্ধ, আটকান, সংলগ্ন; পরিহিত; নিবেশিত, নিবিষ্ট, স্থাপিত, স্থিরীকৃত (নিবদ্ধ দৃষ্টি); গ্রথিত, বিন্যস্ত (ধারানিবদ্ধ)। [সং. নি+ √বন্ধ্+ত (র্ম)]। বিঃ **নিবদ্ধীকরণ**—রেজিস্ট্রি-ভুক্তকরণ, registration [স.প]।

নির্বানিব, নিবন্ত—**নিবা** দ্রঃ।

নিবন্ধ—বিঃ প্রবন্ধ, রচনা; পুস্তক, গ্রন্থ; কৌশল, ফিকির, উপায়; ব্যবস্থা; নিয়ম; নির্ধারণ; বন্ধন; গীত, গান। [সং. নি+ √বন্ধ্+অ]। বিণঃ **নিবন্ধিত**—রচিত, লিখিত; বদ্ধ, গ্রথিত।

নিবন্ধক—বিঃ যে রেজিস্ট্রি করে, registrar [স.প.]। [সং. নি+ √বন্ধ্+অক (র্তৃ)]।

নিবন্ধন—বিঃ (সমাসের উত্তরপদরূপে) কারণ, হেতু, নিমিত্ত (রোগনিবন্ধন); বন্ধন, স্থিরীকরণ; রেজিস্ট্রিভুক্তকরণ, তালিকাভুক্তকরণ, registration [স.প.]। [সং. নি+ √বন্ধ্+অন]।

নিবন্ধিত—**নিবন্ধ** দ্রঃ।

নিবর্ত—বিণঃ নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। [সং. নি+ √বৃত্ +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ক**—নিবারক; নিবৃত্তি-কারক। বিঃ **-ন**—নিবৃত্তি, বিরতি, ক্ষান্তি; নিবারণ; প্রত্যাগমন। বিণঃ **নিবর্তিত**—নিবৃত্ত হইয়াছে বা নিবৃত্ত করা হইয়াছে এমন; প্রত্যা-বর্তিত; নিবারিত।

নিবসই—ক্রিঃ (প্রা. বাং.) বাস করে। [সং. নিবসতি]।

নিবসতি—বিঃ বাসকরণ; বাসস্থান; গৃহ। [সং. নি+ √বস্+অতি]।

নিবসন—বিঃ বাসস্থান, গৃহ; পরিধেয় বস্ত্র। [সং. নি+ √বস্+অন]।

নিবহ—বিঃ সমূহ, সকল। [সং. নি+ √বহ্+ অ (র্ম)]।

নিবা—(১)ক্রিঃ নির্বাপিত হওয়া (প্রদীপ বা আগুন নিবিল); (আল.) অবসান-প্রাপ্ত হওয়া (উৎসাহ নিবিল)। (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। [পা. √নিব্বা<সং. √নির্-বা]। **-ন**, **-নো**—(১)ক্রিঃ নির্বাপিত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। **নিবানিব, নিবুনিবু, নিবোনিবো**—(১)বিণঃ নির্বাপিতপ্রায়; (২)বিঃ নিবিবার উপক্রম (নিবু-

নিবু করা)। বিণ: **নিবন্ত**—নির্বাপিতপ্রায়; নির্বাপিত।

নিবাত—বিণ: বায়ুহীন; বাতাস না থাকায় স্থির (নিবাত প্রদীপ)। [সং. নি (=নিরুদ্ধ)+বাত]।

নিবান, নিবানো—**নিবা** দ্র:।

নিবাপ—বি: পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান ('পতিকুলে দিতে বাপ নিবাপ-অঞ্জলি': ম.চ.)। [সং. নি+√বপ্+অ (ভা)]।

নিবারক—বিণ: নিবারণকারী। [সং. নি+√বারি+অক (র্তৃ)]।

নিবারণ, নিবার—বি: নিষেধ, বারণ; দূরীকরণ, প্রশমিতকরণ (দুঃখনিবারণ)। [সং. নি+বারি+অন, অ (ভা)]। ক্রি: **নিবারণ করা**—(বিরল) নিষেধ করা, বারণ করা; দূর করা, প্রশমিত করা; থামান; রোধ করা; নিবৃত্ত করা। বিণ: **নিবারণীয়, নিবার্য**—বারণ করিতে হইবে বা করা উচিত এমন, বারণসাধ্য, দমনীয়। ক্রি: **নিবারা**—নিবারণ করা ('নিবারিব শোক তব': মধু.)। বিণ: **নিবারিত**—নিবারণ করা হইয়াছে এমন।

নিবাস—বি: বাসস্থান, আবাস; বাস, অবস্থান, বসতি (নিবাস করা)। [সং. নি+√বস্+অ (ধি, ভা)]। বিণ: **নিবাসী** (-সিন্)—বাসকারী। বিণ(স্ত্রী): **নিবাসিনী**।

নিবিড়—বিণ: নিশ্ছিদ্র, গভীর, গহন, ঘন (নিবিড় বন); সান্দ্র, জমাট (নিবিড় অন্ধকার); গাঢ় (নিবিড় আলিঙ্গন); স্থূল (নিবিড় নিতম্ব)। [সং.]। বি: **-তা**।

নিবিদ—বিণ: বৈদিক দেবতাবিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্যবিষয়ক। [সং. নি+√বিদ্+ক্বিপ্ (নে)]।

নিবিষ্ট—বিণ: গভীর মনোযোগের সহিত রত, মগ্ন; বিন্যস্ত; প্রবিষ্ট। [সং. নি+√বিশ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **নিবিষ্টা**। বি: **-তা**।

নিবীত—বি: ওড়না, আচ্ছাদন; পৈতা, কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র। [সং.]।

নিবুনিবু—**নিবা** দ্র:।

নিবৃত্ত—বি: ক্ষান্ত, বিরত; প্রত্যাবৃত্ত। [সং নি+√বৃৎ+ত (র্তৃ)]। বি: **নিবৃত্তি**—বিরতি, ক্ষান্তি, অবসান (সন্দেহ-নিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবৃত্তি); বৈরাগ্য (নিবৃত্তিমার্গ)।

নিবেদক—বিণ: নিবেদনকারী। [সং. নি+√বেদি+অক (র্তৃ)]।

নিবেদন—বি: বর্ণন; বিনীত উক্তি; আবেদন; জ্ঞাপন (সবিনয় নিবেদন); উৎসর্গ (দেবতাকে নিবেদন); সমর্পণ (আত্মনিবেদন)। [সং. নি+√বেদি (<√বিদ্+ণিচ্)+অন (ভা)]। ক্রি: **নিবেদন করা**—আবেদন করা; জ্ঞাপন করা, জানান; সমর্পণ করা। ক্রি: **নিবেদা**—(কাব্যে) নিবেদন করা (নিবেদিনু তব চরণে)। বিণ: **নিবেদিত**—নিবেদন করা হইয়াছে এমন। বিণ: **নিবেদনীয়, নিবেদ্য**—নিবেদন করিতে হইবে এমন, নিবেদনের যোগ্য (তু. **নৈবেদ্য**)।

নিবেশ—বি: শিবির (সেনানিবেশ); বিন্যাস, স্থাপন (মনোনিবেশ); স্থান; প্রবেশ, উপবেশন। [সং. নি+√বিশ্+অ]। বিণ: **-ক**—নিবেশকারী, স্থাপক; গ্রন্থভুক্তকারী, recorder [স.প.]। বি: **-ন**—প্রবেশ; উপবেশন; স্থাপন; গৃহ; স্থান; গ্রন্থভুক্তকরণ, recording [স.প.]। বিণ: **নিবেশিত**—স্থাপিত, বিন্যস্ত; প্রবেশিত; সংক্রামিত।

নিবোনিবো—**নিবা** দ্র:।

-নিভ—বিণ: সদৃশ, তুল্য (চন্দ্রনিভ, পদ্মনিভ)। [সং. নি+√ভা+অ (র্তৃ)]।

নিভন্ত, নিভা, নিভান (-নো)—যথাক্রমে **নিবন্ত, নিবা** ও **নিবান (-নো)**-র রূপভেদ।

নিভাঁজ—বিণ: ভাঁজহীন; ভেজালহীন, বিশুদ্ধ। [বাং. নি+ভাঁজ]।

নিভৃত—বিণ: অপ্রকাশিত, গুপ্ত, অন্তরালবর্তী। একান্ত (নিভৃত আলাপ); জনহীন, বিজন (নিভৃত কুঞ্জ)। [সং. নি+√ভৃ+ত]।

নিম-$_1$—বিণ: (উপসর্গরূপে ব্যবহৃত) অর্ধেক বা প্রায় (নিমরাজি, নিমখুন)। [ফা. নীম]।

নিম$_2$—বি: তিক্ত ফলবিশেষ, তাহার গাছ। [সং. নিম্ব]। বি: **-ঘি**—নিম ও ঘি সহযোগে ঔষধ।

নিমক—বি: লবণ। [ফা. নমক]। ক্রি: **নিমক খাওয়া**—পরের অন্নে পালিত হওয়া; পরের নিকট উপকৃত হওয়া। বি: **-মহল**—লবণ-উৎপাদক জমি। বিণ: **-হারাম**—কৃতঘ্ন, নুন খাইয়াও (অর্থাৎ উপকার পাইয়াও) যে উহা স্বীকার করে না বা অপকার করে। বি: **-হারামি**। বিণ: **-হালাল**—কৃতজ্ঞ। বি: **-হালালি**—কৃতজ্ঞতা।

নিমকি—বি: ময়দায় প্রস্তুত নোনতা খাবার-বিশেষ। [বাং. নিমক+ই]। বিণ: **নিমকী**—নোনতা।

নিমখুন—বিণ: প্রায় খুন হইয়াছে এমন। [নিম-১ +খুন]।

নিমগন—**নিমগ্ন**-এর কোমল রূপ।

নিমগ্ন—বিণ: সম্পূর্ণ নিমজ্জিত বা ডুবিয়া গিয়াছে এমন; নিবিষ্ট, আচ্ছন্ন (দুঃখে চিন্তায় বা আনন্দে নিমগ্ন)। [সং. নি+ √মস্‌জ্‌+ত (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **নিমগ্না**।

নিমজ্জন—বি: ডুবিয়া যাওয়া, অবগাহন; আচ্ছন্ন বা নিবিষ্ট হওয়া। [সং. নি+ √মস্‌জ্‌+অন (ভা)]; ডুবান [সং. নি+ √মস্‌জ্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]। বিণ: **নিমজ্জিত**—ডুবিয়া গিয়াছে বা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; আচ্ছন্ন, নিবিষ্ট; নিমগ্ন। বিণ(স্ত্রী): **নিমজ্জিতা**। বিণ: (অশু) **নিমজ্জমান**—নিমজ্জিত হইতেছে এমন। বিণ-(স্ত্রী): **নিমজ্জমানা**।

নিমন্ত্রণ—বি: কোন অনুষ্ঠানে সাদর আহ্বান; ভোজে আহ্বান। [সং. নি+ √মন্ত্র্‌+অন (ভা)]। বিণ: **নিমন্ত্রিত**—নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছে এমন, আহূত। বিণ: **নিমন্ত্রয়িতা** (-য়িতৃ)—নিমন্ত্রণকারী। বিণ(স্ত্রী): **নিমন্ত্রয়িত্রী**।

নিমরাজী—বিণ: প্রায় রাজী। [ফা. নিম-১+ আ. রাজি২]।

নিমা—বি: ফতুয়াজাতীয় জামাবিশেষ। [হি. নীমা<ফা. নীম]।

নিমাই—বি: চৈতন্যদেবের ছেলেবেলার নাম। [বাং. নিম+আই (আদরার্থে)]।

নিমিখ—**নিমিষ**-এর কোমল রূপ।

নিমিত্ত—(১)বি: হেতু, কারণ; উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য, প্রয়োজন; শুভাশুভ লক্ষণ (দুর্নিমিত্ত); যাহার দ্বারা কর্ম সাধিত হয় কিন্তু যাহার নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই (নিমিত্তকারণ)। (২) (বাং.) অব্য (অনু.): জন্যে (মৃতের নিমিত্ত শোক)। [সং. নি+মিদ্‌+ত (ণে)]। **নিমিত্তের ভাগী**—প্রকৃত কর্তা না হইয়াও সংস্রব-হেতু কার্যের পরিণামের জন্য অকারণ দায়ী।

নিমিষ, নিমেষ—বি: পলক, চোখের পাতা ফেলা (নিমেষহীন নয়নে); চোখের পাতা ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে, অতি সামান্য সময় (নিমিষে-নিমিষে); মুহূর্তকাল ('নিমেষের তরে নিয়েছি মা দেখে' : রবীন্দ্র)। [সং. নি+ √মিষ্‌+অ]।

নিমীলন—বি: (প্রধানতঃ নেত্রপল্লব) মুদ্রিত-করণ, সঙ্কোচন, বোজা। [সং. নি+ √মীল্‌ +অন (ভা)]। বিণ: **নিমীলনয়ন**—নিমীলিত-নেত্র। ক্রি-বিণ: **নিমীলনয়নে**—চক্ষু বুজিয়া। বিণ: **নিমীলিত**—মুদ্রিত, সঙ্কুচিত।

নিমেষ—**নিমিষ** দ্র:।

নিম্ন—(১)বিণ: নিচু, অনুন্নত (নিম্নভূমি); নিচের, অধোভাগস্থ (নিম্নদেশ)। (২)বি: তলদেশ, নিম্নবর্তী স্থান (পর্বত বা নদীর নিম্নে, নিম্নোক্ত)। [সং.]। বি: **-তা**। বিণ: **-গ, -গামী** (-মিন্‌)—নিচের দিকে যায় এমন, অধোগামী। **-গা**—(১)বিণ: **নিম্নগ**-র স্ত্রীলিঙ্গ; (২)বি: নদী। বিণ: **-প্রাথমিক**—(শিক্ষা বিষয়ে) প্রারম্ভিক, নিম্ন-শ্রেণীর, lower primary। বিণ: **-লিখিত**—নিচে লেখা আছে এমন। বিণ: **নিম্নোক্ত**, **নিম্নোদ্ধৃত**, **নিম্নধৃত**—নিচে উল্লেখ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **নিম্নোন্নত**—অসমতল, উঁচুনিচু, বন্ধুর।

নিম্ব, -ক—বি: নিম (ফল বা গাছ)। [সং.]।

নিম্বু, নিম্বুক—বি: কাগজী লেবু বা তাহার গাছ। [সং.]।

নিয়ত১, নিয়ৎ—**নিয়তি**-র কথ্য রূপ।

নিয়ত২—(১)বিণ: অপরিবর্তনীয়, স্থির; নিয়মিত; সংযত। (২)ক্রি-বিণ: সর্বদা, প্রত্যহ, প্রায়ই (নিয়ত আসা)। [সং. নি+ √যম্‌+ত (র্ম)]। **নিয়তাচার**—(১)বিণ: নিয়মিতভাবে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে এমন; (২)বি: অপরি-বর্তনীয় আচার-অনুষ্ঠান। বিণ: **নিয়তাত্মা** (-ত্মন্‌)—সংযমী। **নিয়তাহার**—(১)বিণ: মিতাহারী (২)বি: নিয়মিত ভোজন।

নিয়তি—বি: বিধাতার বিধান; ভাগ্য, অদৃষ্ট, নসিব; অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। [সং. নি+ √যম্‌ +তি (ণে)]।

নিয়ন্তা (-ন্তৃ)—বিণ: নিয়ন্ত্রণকারী, বিধানকর্তা, নিয়ামক, পরিচালক (ভাগ্য-নিয়ন্তা)। [সং. নি+ √যম্‌+তৃ (র্তৃ)]। (স্ত্রী): **নিয়ন্ত্রী**।

নিয়ন্ত্রণ—বি: নিয়মন, পরিচালন; সংযতকরণ; দমন; শাসন। [সং. নি+ √যন্ত্র্‌+অন (ভা)]। বিণ: **নিয়ন্ত্রিত**—নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন।

নিয়ম—বি: বিধান, নির্দেশ (শাস্ত্রীয় নিয়ম); প্রণালী, পদ্ধতি (কাজের নিয়ম); প্রথা (বহু-প্রচলিত নিয়ম); নির্দিষ্ট কর্তব্য (সাংসারিক নিয়ম); অভ্যাস (প্রাতর্ভ্রমণ তার নিয়ম); সংযত আচার (অনিয়ম); সংযম, শাস্ত্রসম্মত কৃচ্ছ্রসাধন, ব্রত-উপবাসাদি (নিয়মভঙ্গ); আইন (রাজার নিয়ম)। [সং. নি+ √যম্‌+অ (ভা)]।

বিঃ -তন্ত্র—নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ; নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মানিয়া চলার প্রথা (নিয়মতন্ত্রের যুগ)। বিণঃ -তান্ত্রিক—নিয়মতন্ত্র-সম্বন্ধীয় ; নিয়মতন্ত্রের অনুবর্তী, constitutional (নিয়মতান্ত্রিক সরকার)। বিঃ -ন—নিয়মের দ্বারা বন্ধন, ব্যবস্থাপন; নিয়ন্ত্রণ, সংযমন। বিণঃ -নিষ্ঠ—নিষ্ঠাভরে নিয়ম মানিয়া চলে এমন। বিঃ -পালন—নিয়ম মানিয়া চলার অভ্যাস; শাস্ত্রীয় ব্রতাদি পালন। ক্রি-বিণঃ -পূর্বক—নিয়ম বাঁধিয়া: নিয়মিতভাবে; বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুসারে। বিণঃ -বিরুদ্ধ — বিধানবিরুদ্ধ, অবৈধ; অশাস্ত্রীয়; বে-আইনী ; অস্বাভাবিক। বিঃ -ভঙ্গ—নিয়ম বা শর্তাদি অমান্যকরণ; ব্রত-উপবাসাদি উদ্‌যাপন। বিঃ নিয়মানুবর্তিতা—নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলার স্বভাব, discipline। বিণঃ নিয়মানুবর্তী (-র্তিন্)—নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলে এমন। নিয়মানুযায়ী (-য়িন্)—(১)বিণঃ নিয়মানুগত, নিয়মানুবর্তী ; (২) (বাং.) ক্রি-বিণঃ নিয়মের বশবর্তী হইয়া (নিয়মানুযায়ী কাজ করা)। নিয়মিত—(১)বিণঃ নিয়ম-অনুযায়ী ; নিয়ন্ত্রিত ; (২) (বাং.) ক্রি-বিণঃ অবধারিতভাবে, প্রত্যহ নির্দিষ্টভাবে (সে নিয়মিত আসে)। বিণঃ নিয়মী (-মিন্)—নিয়ম-পালনকারী। বিণঃ নিয়ম্য—বাঁধা নিয়মের অধীন করার যোগ্য ; নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

নিয়াই—নিহাই-র কথ্য রূপ।

নিয়ামক—বিণ.বিঃ নিয়ন্ত্রণকারী ; পরিচালক ; ব্যবস্থাপক ; নিয়মকর্তা ; (জ্যামি.) বক্রাদি অঙ্কনে ব্যবহার্য স্থিররেখা, directrix [বি. প.]। [সং. নি+ √যম্+অক (র্তৃ)]। বিঃ নিয়ামন—নিয়ন্ত্রণ ; পরিচালনা ; ব্যবস্থাপনা।

নিযুক্ত—বিণঃ নিয়োজিত ; ব্রতী করান হইয়াছে এমন ; প্রবৃত্ত, ব্যাপৃত ; বহাল (চাকরিতে নিযুক্ত)। [সং. নি+ √যুজ্+ত (র্ম)]।

নিযুত—বি.বিণঃ দশলক্ষ, million। [সং. নি + √যু+ত (র্ম)]।

নিযোক্তা (-ক্তৃ)—বিণঃ নিয়োগকর্তা। [সং. নি + √যুজ্+তৃ (র্তৃ)]।

নিয়োগ—বিঃ নিয়োজন (দুষ্কর্মে নিয়োগ) ; কর্ম-সম্পাদনের ভারদান ; প্রবৃত্ত বা ব্যাপৃত করণ ; বহাল করণ (নিয়োগপত্র) ; প্রয়োগ, নিবেশ (মনোনিয়োগ)। [সং. নি+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিঃ -পত্র—কাজে বহাল করার নির্দেশপূর্ণ চিঠি, appointment letter। নিয়োগী (-গিন্)—(১)বিণঃ নিযুক্ত বা আদিষ্ট হইয়াছে এমন ; (২)বিঃ উপাধিবিশেষ।

নিয়োজক—বিণঃ নিয়োগকর্তা, নিযোক্তা। [সং. নি+ √যুজ্+অক (র্তৃ)]। বিঃ নিয়োজন—কর্মে নিয়োগ ; প্রবর্তন। বিণঃ নিয়োজয়িতা (-র্তৃ)—নিয়োজক। বিণঃ নিয়োজিত—নিযুক্ত ; প্রবৃত্ত। বিণঃ নিয়োজ্য—নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত ; প্রযোজ্য।

নিরংশ—(১)বিঃ (জ্যোতি.) রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন ; সংক্রান্তি। (২)বিণঃ অংশ-ভাগী নহে এমন। [সং. নির্+অংশ]।

নিরক্ষ—বিঃ অক্ষোন্নতিশূন্য দেশ যেখানে দিবা-রাত্রি সমান হয়। [সং. নির্+অক্ষ]। বিঃ -রেখা, -বলয়, -বৃত্ত—(ভূগো.) দুই মেরু হইতে সমান দূরে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী কল্পিত বৃত্তাকার রেখা, ভূ-বিষুবরেখা, equator [বি. প.]। বিণঃ নিরক্ষীয়—নিরক্ষরেখা-সম্বন্ধীয়, equatorial [বি. প.]।

নিরক্ষর—বিণঃ বর্ণজ্ঞানহীন, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। [সং. নির্+অক্ষর]।

নিরখা—ক্রিঃ (কাব্যে) নিরীক্ষণ করা ('নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়' : মধু)। [সং. নির্+ √ঈক্ষ্ +বাং. আ]।

নিরঙ্কুশ—বিণঃ অনিবার্য ; বাধাহীন ; বন্ধনহীন ; স্বেচ্ছাচারী। [সং. নির্+অঙ্কুশ]।

নিরজন—নির্জন-এর কোমল রূপ।

নিরঞ্জন—(১)বিণঃ কলঙ্কহীন, নির্মল। (২)বিঃ পরব্রহ্ম ; শিব ; শূন্যরূপ দেবতা, ধর্মঠাকুর ; (বাং.—অশু. কিন্তু প্রচলিত) প্রতিমা-বিসর্জন। [সং. নির্+অঞ্জন]। নিরঞ্জনা—(১)বিণ(স্ত্রী): নির্মলা ; (২)বি(স্ত্রী): পূর্ণিমা তিথি।

নিরত—বিণঃ ব্যাপৃত, নিযুক্ত; অনুরক্ত ; নিবিষ্ট। [সং. নি+ √রম্+ত(র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): নিরতা।

নিরতিশয়—বিণঃ অত্যন্ত বেশী, অত্যধিক। [সং. নির্+অতিশয়]।

নিরত্যয়—বিণঃ অক্ষয়, অবিনাশী ; বাধা-বিঘ্ন-রহিত। [সং. নির্+অত্যয়]।

নিরন্তর—(১)বিণঃ নিরবচ্ছিন্ন ; নিবিড়, অবিরাম। (২)ক্রি-বিণঃ সর্বদা, অনবরত। [সং. নির্+অন্তর]।

নিরন্ন—বিণঃ খাদ্যসংস্থানহীন ; অতি দরিদ্র। [সং. নির্+অন্ন]।

নিরপত্য—বিণ: নিঃসন্তান। [সং. নির্+অপত্য]।

নিরপরাধ, (অশু.) **নিরপরাধী**—বিণ: অপরাধ করে নাই এমন, অপরাধশূন্য, নির্দোষ। [সং. নির্+অপরাধ]। বিণ(স্ত্রী): **নিরপরাধা,** (অশু.) **নিরপরাধিনী।**

নিরপেক্ষ—বিণ: পক্ষপাতহীন (নিরপেক্ষ বিচার); স্বাধীন, মুখাপেক্ষী নহে এমন (দলনিরপেক্ষ), উদাসীন, প্রয়োজনরহিত; (দর্শ) শর্তাদির অনধীন, অনন্যসম্বন্ধ, সম্বন্ধাতীত, categorical [বি. প.]। [সং. নির্+অপেক্ষা]। বি: -তা।

নিরব—**নীরব**-এর বিরল বানান।

নিরবকাশ—বিণ: অবসরহীন, ফাঁকহীন। [সং. নির্+অবকাশ]।

নিরবগ্রহ—বিণ: ব্যাঘাতরহিত, অব্যাহত; স্বতন্ত্র। [সং. নির্+অবগ্রহ]।

নিরবচ্ছিন্ন—বিণ: ছেদহীন, একটানা; অবিরাম, নিরন্তর। [সং. নির্+অবচ্ছিন্ন]। বি: -তা।

নিরবদ্য—বিণ: অনবদ্য; অনিন্দনীয়; নিখুঁত, নির্দোষ। [সং. নির+অবদ্য]।

নিরবধি—(১)বিণ: সীমাহীন, শেষহীন, অনন্ত (নিরবধি কাল)। (২)ক্রি-বিণ: নিরন্তর, সর্বদা। [সং. নির+অবধি]।

নিরবয়ব—(১)বিণ: মূর্তিহীন, নিরাকার। (২)বি: পরব্রহ্ম; কামদেব; পরমাণু। [সং. নির্+অবয়ব]।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—বিণ: অবলম্বনশূন্য; নিঃসহায়, অনাথ; নিরাশ্রয়। [সং. নির্+অবলম্ব, অবলম্বন]।

নিরবশেষ—বিণ: সম্পূর্ণ, নিঃশেষ। [সং. নির্+অবশেষ]।

নিরভিমান—বিণ: অভিমানশূন্য; নিরহংকার। [সং. নির্+অভিমান]। বিণ(স্ত্রী): **নিরভিমানা।** বিণ: **নিরভিমানী** (-নিন্)—অভিমানহীন, গর্বশূন্য [শব্দটি শুদ্ধ নহে]। বিণ(স্ত্রী): **নিরভিমানিনী।**

নিরমল—**নির্মল**-এর কোমল রূপ।

নিরমা, নিরমান১ (-নো)—যথাক্রমে **নির্মা** ও **নির্মান**-র রূপভেদ।

নিরমান২ (উচ্চা. নিরমান্)—**নির্মাণ**-এর কোমল রূপ।

নিরম্বু—বিণ: জলহীন; জলটুকুও পান করা নিষিদ্ধ যাহাতে এমন (নিরম্বু উপবাস)। [সং. নির্+অম্বু]।

নিরয়—বি: নরক। [সং. নির্+অয় (সৌভাগ্য)]। বি: **নিরয়গমন**—মৃত্যুর পরে নরকে গমন বা নরকবাস। বিণ: **-গামী** (-মিন্)—নরকগামী মৃত্যুর পরে নরকে পতিপ্রাপ্ত।

নিরর্থ—বিণ: অর্থহীন ('নিরর্থ হাহাকারে': রবীন্দ্র)। [সং. নির্+অর্থ]। **নিরর্থক**—(১)বিণ: অর্থহীন, কারণহীন, অকারণ, উদ্দেশ্যহীন; ব্যর্থ; (২)ক্রি-বিণ: বৃথা।

নিরলঙ্কার—বিণ: অলঙ্কারহীন, নিরাভরণ। [সং. নির্+অলঙ্কার]।

নিরলস—বিণ: আলস্যহীন। [সং. নির্ (নয়)+অলস]। বিণ(স্ত্রী): **নিরলসা।**

নিরস—**নীরস**-এর বিরল বানান।

নিরসন—বি: নিরাকরণ, দূরীকরণ, মোচন, খণ্ডন, ভঞ্জন (সন্দেহ বা শঙ্কা বা ভ্রান্তি নিরসন)। [সং. নির+ √অস্+অন (ভা)]।

নিরস্ত—বিণ: ক্ষান্ত, নিবৃত্ত, বিরত, নিরাকৃত, দূরীকৃত। [সং. নির্+ √অস্+ত(র্ম)]।

নিরস্ত্র—বিণ: অস্ত্রহীন। [সং. নির্+অস্ত্র]। বি: **নিরস্ত্রীকরণ**—অস্ত্রহীনকরণ; যুদ্ধসজ্জার বর্জন বা হ্রাসকরণ; পরাজিত প্রতিপক্ষকে অস্ত্রহীন-করণ।

নিরহঙ্কার, নিরহংকার—বিণ: অহঙ্কারশূন্য, গর্বিত নহে এমন। [সং. নির্+অহঙ্কার]। বিণ: **নিরহঙ্কারী** (-রিন্), **নিরহংকারী** (-রিন্)—অহঙ্কারশূন্য [শব্দদ্বয় শুদ্ধ নহে]।

নিরাকরণ—বি: নিরসন, খণ্ডন, ভঞ্জন, দূরীকরণ (সংশয় নিরাকরণ); নিবারণ; প্রত্যাখ্যান; (অশু.) নির্ণয়, অবধারণ। [সং. নির্+আ+ √কৃ+অন (ভা)]। বিণ: **নিরাকৃত**—নিরাকরণ করা হইয়াছে এমন। বি: **নিরাকৃতি**—নিরা-করণ।

নিরাকাঙ্ক্ষ—বিণ: আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অনাসক্ত, নির্লোভ। [সং. নির্+আকাঙ্ক্ষা]।

নিরাকার—(১)বিণ: আকারহীন, মূর্তিহীন। (২)বি: আকাশ; পরব্রহ্ম। [সং. নির+আকার]।

নিরাকুল—বিণ: অত্যন্ত ব্যাকুল; অব্যাকুল, উদ্বেগহীন, প্রশান্ত। [সং. নির্ (=অতিশয় বা নয়)+আকুল]।

নিরাকৃত, নিরাকৃতি১—**নিরাকরণ** দ্র:।

নিরাকৃতি২—বিণ: আকারহীন। [সং. নির্+আকৃতি]।

নিরাতঙ্ক—বিণ: আতঙ্কহীন, ভয়শূন্য। [সং. নির্+আতঙ্ক]।

নিরাতপ—বিণ: আতপহীন, রৌদ্র বা রৌদ্রের তেজশূন্য। [সং. নির্+আতপ]।

নিরাধার—বিণ: আধারহীন; অবলম্বনহীন; আশ্রয়হীন। [সং. নির্+আধার]।

নিরানন্দ—(১)বিণ: আনন্দশূন্য; দুঃখিত। (২)(বাং.) বিঃ আনন্দশূন্যতা; দুঃখ, বিষাদ। [সং. নির্+আনন্দ]।

নিরানব্বই, (কথ্য) **নিরানব্বুই**—বি.বিণ: ৯৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. নবনবতি]।

নিরাপত্তা—বিঃ বিপত্তিশূন্যতা, নিরুপদ্রব অবস্থা, নির্বিঘ্নতা। [সং. নিরাপদ্+তা]।

নিরাপদ্, **নিরাপৎ** (-পদ্), (চলিত) **নিরাপদ**—বিণ: আপৎশূন্য, নির্বিঘ্ন; বিপন্মুক্ত। [সং. নির্+আপদ্]। ক্রি-বিণ: **নিরাপদে**—নির্বিঘ্নে। বিঃ **নিরাপৎসু**, (অশু. কিন্তু প্রচলিত) **নিরাপদেষু**—যাহাকে বিপদ্ স্পর্শ করে না তাহার নিকট: বাঙ্গালার স্নেহপাত্রকে চিঠি লিখিবার সময়ে কল্যাণকামনাপূর্বক সম্বোধন-বিশেষ।

নিরাবরণ—বিণ: আবরণশূন্য, উন্মুক্ত, অনাবৃত। [সং. নির্+আবরণ]।

নিরাভরণ—বিণ: আভরণহীন, নিরলঙ্কার। [সং. নির্+আভরণ]। বিণ(স্ত্রী): **নিরাভরণা**।

নিরাময়—(১)বিণ: নীরোগ; সুস্থ; (বাং.) দূরীকৃত (রোগ নিরাময় করা)। (২)(বাং.)বিঃ দূরীকরণ (রোগ-নিরাময়ের জন্য)। [সং. নির্+আময় (=রোগ)]।

নিরামিষ—বিণ: আমিষ অর্থাৎ মৎস্য মাংস ডিম্ব প্রভৃতি বর্জিত। [সং নির্+আমিষ]। বিণ: **-ভোজী** (-জিন্), **নিরামিষাশী** (-শিন্)—কেবল নিরামিষ খাদ্য আহার করে এমন; আমিষ খাদ্য ভোজন করে না এমন।

নিরালম্ব—বিণ: অবলম্বনহীন; নিঃসহায়, নিরাশ্রয়। [সং. নির্+আলম্ব]।

নিরালা—(১)বিণ: নির্জন, নিভৃত। (২)বিঃ নির্জন বা নিভৃত স্থান। [সং. নিরালয়]।

নিরাশ—বিণ: আশাশূন্য, হতাশ। [সং. নির্+আশা]। বিঃ **নিরাশা**, **নৈরাশ্য**—আশা হীনতা, হতাশা, ভরসাহীনতা।

নিরাশ্রয়—বিণ: আশ্রয়হীন, গৃহহীন; সহায়হীন। [সং. নির্+আশ্রয়]। বিণ(স্ত্রী): **নিরাশ্রয়া**।

নিরাসক্ত—বিণ: অনাসক্ত। [সং. নির্+আসক্ত]। বিঃ **নিরাসক্তি**—অনাসক্তি।

নিরাহার—(১)বিঃ অনাহার, উপবাস। (২)বিণ: অনাহারী, উপবাসী। [সং. নির্+আহার]।

নিরিখ—বিঃ বাজারদর, (মূল্যাদির) হার। [ফা. নির্খ্]।

নিরিন্দ্রিয়—বিণ: ইন্দ্রিয়হীন, চক্ষুকর্ণাদিহীন। [সং. নির্+ইন্দ্রিয়]।

নিরিবিলি—(১)বিণ: নিভৃত, নির্জন (নিরিবিলি জায়গা)। (২)বিঃ নিভৃত স্থান (নিরিবিলিতে বসা)। (৩)ক্রি-বিণ: নিভৃত স্থানে, একান্তে (নিরিবিলি বসা)। [সং. নিরাবিল]।

নিরীক্ষক—বিণ.বিঃ নিরীক্ষণকারী; আয়ব্যয়-পরীক্ষক, auditor [স. প.]। [সং. নির্+√ঈক্ষ্+অক (র্তৃ)]।

নিরীক্ষণ, **নিরীক্ষা**—বিঃ অভিনিবেশসহকারে দর্শন, মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকরণ। [সং. নির্+√ঈক্ষ্+অন (ভা), অ (ভা)+আ]। বিঃ **নিরীক্ষিত**—নিরীক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **নিরীক্ষমাণ**—নিরীক্ষণ করিতেছে এমন। বিণ: **নিরীক্ষ্যমাণ**—নিরীক্ষিত হইতেছে এমন।

নিরীশ্বর—বিণ: ঈশ্বরহীন; ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নাস্তিক; ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকৃতিপূর্ণ (নিরীশ্বর মত)। [সং. নির্+ঈশ্বর]। বিঃ **-বাদ**—ঈশ্বর নাই: এই দার্শনিক মত, নাস্তিক্যবাদ, atheism [বি. প.]। বিণ: **-বাদী** (-দিন্)—নাস্তিক।

নিরীহ—বিণ: (বাং.) নির্বিরোধ, শান্ত, কাহারও ক্ষতি করে না এমন, গোবেচারা; (মূলতঃ) নিশ্চেষ্ট; নিস্পৃহ। [সং. নির্+ঈহা]।

নিরুক্ত—(১)বিঃ যাস্ক-প্রণীত বেদের দুরূহ শব্দ-সমূহের ব্যাখ্যাগ্রন্থবিশেষ। (২)বিণ: নিশ্চয়রূপে কথিত; মীমাংসিত; নির্ণীত। [সং. নির্ (নিশ্চয়রূপে)+উক্ত]।

নিরুক্তি—বিঃ নিশ্চয়োক্তি; শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি নির্দেশ; নির্বচন; মীমাংসা; নির্ণয়; নিরুক্ত গ্রন্থ। [সং. নির্+উক্তি]।

নিরুত্তর—বিণ: উত্তরহীন, জবাবশূন্য; নির্বাক্, নীরব; প্রতিবাদ করে না এমন। [সং. নির্+উত্তর]।

নিরুৎসাহ—(১)বিণ: উৎসাহশূন্য, ভগ্নোদ্যম, হতাশ। (২)বিঃ উৎসাহের অভাব। [সং. নির্+উৎসাহ]।

নিরুৎসুক—বিণ: ঔৎসুক্যহীন, আগ্রহশূন্য; অত্যন্ত উৎসুক। [সং. নির্ (নয় বা অতিশয়) + উৎসুক]।
নিরুদক—বিণ: জলশূন্য। [সং. নির্ + উদক]।
নিরুদ্দিষ্ট—বিণ: নিখোঁজ। [সং. নির্ (নয়) + উদ্দিষ্ট]।
নিরুদ্দেশ—বিণ: লক্ষ্যহীন, উদ্দেশহীন (নিরুদ্দেশ যাত্রা), সন্ধান জানা নাই এমন, নিখোঁজ। [সং. নির্ + উদ্দেশ]।
নিরুদ্ধ—বিণ: অবরুদ্ধ, আবদ্ধ, বাধাপ্রাপ্ত। [সং. নি + √রুধ্ + ত (র্ম)]।
নিরুদ্যম—বিণ: উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট। [সং. নির্ + উদ্যম]।
নিরুদ্বিগ্ন—বিণ: উদ্বেগহীন, শান্ত। [সং. নির্ (নয়) + উদ্বিগ্ন]।
নিরুদ্বেগ—(১)বিণ: উদ্বেগহীন। (২)বি: উদ্বেগহীনতা। [সং. নির্ + উদ্বেগ]।
নিরুপদ্রব—বিণ: উৎপাতশূন্য, নিরাপদ্। [সং. নির্ + উপদ্রব]।
নিরুপম—বিণ: উপমারহিত, অনুপম, অতুলনীয়। [সং. নির + উপমা]। বিণ(স্ত্রী): **নিরুপমা**।
নিরুপাধি, নিরুপাধিক—বিণ: উপাধি (= ভেদক ধর্ম)-শূন্য, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই তিনগুণশূন্য, গুণাতীত বা নির্গুণ (নিরুপাধি ব্রহ্ম)। [সং. নির্ + উপাধি, বিকল্পে ক আগম]।
নিরুপায়—বিণ: উপায়হীন, প্রতিকারের ক্ষমতাহীন, সহায়হীন। [সং. নির্ + উপায়]।
নিরূপক—বিণ: নিরূপণকারী। [সং. নি + √রূপ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।
নিরূপণ—বি: নির্ণয়; অবধারণ, নির্ধারণ। [সং. নি + √রূপ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। ক্রি: **নিরূপণ করা**—নির্ণয় করা, অবধারণ করা; নির্ধারণ করা। বিণ: **নিরূপিত**—নিরূপণ করা হইয়াছে এমন।
নিরেট—বিণ: ফাঁপা বা তরল নহে এমন, কঠিন, ঘন, জমাট; (ব্যঙ্গে) মস্তিষ্কশূন্য, বুদ্ধিহীন।
নিরেনব্বই (-ব্বুই)—নিরানব্বই-র কথ্য রূপ।
নিরেস—বিণ: নিকৃষ্ট। [সং. নীরস]।
নিরোধ—বি: অবরোধ; প্রতিরোধ, বাধাদান, নিগ্রহ, সংযম। [সং. নি + √রুধ্ + অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—নিরোধকারী। বি: **-ন**—রুদ্ধকরণ; বাধাদান; সংযমন।
নির্- —**নিঃ**-র অনুরূপ।
নির্গত—বিণ: বহির্গত, নিঃসৃত। [সং. নির্ + √গম্ + ত (র্তৃ)]।
নির্গন্ধ—বিণ: গন্ধহীন, গন্ধশূন্য। [সং. নির্ + গন্ধ]।
নির্গম, নির্গমন—বি: বহির্গমন, নিঃসরণ। [সং. নির্ + √গম্ + অ, অন (ভা)]।
নির্গলন—বি: বিগলন; চোয়ান, ক্ষরণ। [সং. নির্ + √গল্ + অন (ভা)]। বিণ: **নির্গলিত**—চোয়াইয়া নির্গত, ক্ষরিত, বিগলিত। বি: **নির্গলিতার্থ**—মর্মার্থ, নিহিত অর্থ।
নির্গুণ—(১)বিণ: গুণহীন; সদ্গুণহীন (নির্গুণ লোক); ত্রিগুণাতীত (নির্গুণ ব্রহ্ম)। (২)বি: ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা। [সং. নির্ + গুণ]।
নির্গূঢ়—বিণ: অতিশয় গূঢ়, বিশেষরূপে গোপনীয়। [সং. নির্ (অতিশয়) + গূঢ়]।
নির্গৃহ—বিণ: গৃহহীন; নিরাশ্রয় ('নিরন্ন নির্বস্ত্র নির্গৃহ নরনারী')। [সং. নির্ + গৃহ]।
নির্গ্রন্থ—(১)বিণ: (বস্ত্রে বা চিত্তে) গ্রন্থিশূন্য; বন্ধনহীন, অনাসক্ত। (২)বি: জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ, ক্ষপণক। [সং. নির্ + গ্রন্থ]।
নির্ঘণ্ট—বি: সূচী, বিষয় কার্য বা অনুষ্ঠানাদির ক্রমিক তালিকা, কোনগ্রন্থ বা অভিধান [সং.]।
নির্ঘাত—(১)বি: প্রবল বায়ুর পরস্পর সঙ্ঘাত-ধ্বনি; পরস্পর আঘাতজনিত আওয়াজ; বজ্রাঘাত। (২)বিণ: প্রচণ্ড, ভীষণ, নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক; (বাং.) অব্যর্থ, মোক্ষম (নির্ঘাত সত্য)। (৩)(বাং.) ক্রি-বিণ: অবশ্য, নিশ্চিতভাবে (নির্ঘাত জানা)। [সং. নির্ + √হন্ + অ (ভা, গে)]।
নির্ঘৃণ—বিণ: যাহার ঘৃণা নাই; নির্লজ্জ, বেহায়া; নিষ্ঠুর। [সং. নির + ঘৃণা]।
নির্ঘোষ—বি: প্রচণ্ড আওয়াজ, উচ্চ নিনাদ। [সং. নির্ + √ঘুষ্ + অ (ভা)]।
নির্জন—(১)বিণ: জনশূন্য, নিভৃত। (২)বি: জনশূন্য স্থান। [সং. নির্ + জন]।
নির্জর—(১)বি: দেবতা (জরাশূন্য বলিয়া)। (২)বিণ: জরাশূন্য। [সং. নির্ + জরা]।
নির্জল—বিণ: জলহীন; জলমিশ্রিত নয় এমন (নির্জল মদ্য); যাহাতে জলপান নিষিদ্ধ এমন, নিরম্বু (নির্জল উপবাস)। [সং. নির্ + জল]। বিণ(স্ত্রী): **নির্জলা** (নির্জলা একাদশী)।
নির্জলা১—**নির্জল** দ্র:।
নির্জলা২—বিণ: জলমিশ্রিত নয় এমন, খাঁটি

(নির্জলা দুধ) ; নিরম্বু (নির্জলা উপবাস) ; (ব্যঙ্গে) অবিমিশ্র, নির্ভেজাল, সম্পূর্ণ (নির্জলা মিথ্যা)। [সং. নির্+জল+বাং. আ]।

নির্জিত—বিণ: পরাজিত, দমিত ; বশীকৃত। [সং. নির্+ √জি+ত (র্ম)]।

নির্জীব—বিণ: প্রাণহীন ; জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে এমন, মৃতকল্প ; অত্যন্ত দুর্বল ; একান্ত অবসন্ন বা ক্লান্ত। [সং নির্+জীব]। বিঃ -তা।

নির্ঝঞ্ঝাট—বিণ: নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন। [সং. নির্ +বাং. ঝঞ্ঝাট]। ক্রি-বিণ: **নির্ঝঞ্ঝাটে**—বিনা উপদ্রবে, নির্বিঘ্নে।

নির্ঝর—বিঃ ঝরনা, উৎস। [সং. নির্+ √ঝৃ+ অ (র্তৃ)]। বিঃ **নির্ঝরিণী**—নদী। বিঃ **নির্ঝরী** (-রিন্)—পর্বত।

নির্ণয়, নির্ণয়ন—বিঃ নির্ধারণ ; নিরূপণ ; স্থিরীকরণ ; সিদ্ধান্ত। [সং. নির্+ √নী+অ, অন (ভা)]। ক্রিঃ **নির্ণয় করা**—নির্ধারণ করা ; নিরূপণ করা ; স্থির করা ; সিদ্ধান্ত করা। **নির্ণায়ক**—(১)বিণ: নির্ণয়কর, সিদ্ধান্তকর ; (২)বিঃ (অর্থ.) গুণাগুণ নির্ণয়ের আদর্শ বা মানদণ্ড, criterion [বি.প.]। বিঃ **নির্ণায়ক-সভা**—বিচারকার্যে সহায়তার জন্যে নিযুক্ত বিশেষ সভা [স.প.]। বিঃ **নির্ণায়ক-সভ্য**—নির্ণায়ক-সভার সভ্য, juror [স.প.]। বিণ: **নির্ণেতা** (-তৃ)—নির্ণয়কারী। বিণ: **নির্ণীত**—নির্ণয় করা হইয়াছে এমন। বিণ: **নির্ণেয়**—নির্ণয় করিতে হইবে এমন, নির্ণয় করিবার যোগ্য।

নির্দয়—বিণ: দয়াশূন্য, নিষ্ঠুর। [সং. নির্+দয়া]। বিঃ -তা।

নির্দায়—বিণ: দায়শূন্য ; দায়িত্বমুক্ত। [সং. নির্ +দায়২]।

নির্দিষ্ট—বিণ: নির্দেশ করা হইয়াছে এমন, বিশেষভাবে প্রদর্শিত ; নির্ণীত, স্থিরীকৃত। [সং. নির্+ √দিশ্+ত (র্ম)]।

নির্দেশ—বিঃ বিশেষভাবে প্রদর্শন ; নির্ধারণ, স্থিরীকরণ ; আদেশ ; উপদেশ ; উল্লেখ। [সং. নির্+ √দিশ্+অ (ভা)]। ক্রিঃ **নির্দেশ করা**—বিশেষভাবে প্রদর্শন করা ; নির্ধারণ করা ; আদেশ বা উপদেশ দেওয়া ; উল্লেখ করা। ক্রিঃ **নির্দেশ দেওয়া**—আদেশ বা উপদেশ দেওয়া। বিণ: **-ক, নির্দেষ্টা** (-ষ্টৃ)—নির্দেশকারী। বিঃ **-ন**—নির্দেশকরণ।

নির্দোষ—বিণ: দোষরহিত ; নিরপরাধ ; ত্রুটিশূন্য, নিখুঁত। [সং. নির্+দোষ]। বিণ: (অশু.) **নির্দোষী** (-ষিন্)—নিরপরাধ (নির্দোষীর শাস্তি)।

নির্দ্বন্দ্ব—বিণ: শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ; দ্বন্দ্বহীন ; নির্বিবাদ, নির্বিরোধ। [সং. নির্+দ্বন্দ্ব]।

নির্ধন—বিণ: ধনহীন, দরিদ্র। [সং. নির্+ধন]। বিঃ -তা।

নির্ধার—বিঃ নির্ধারণ ; ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির নির্দেশ। [সং. নির্+ √ধারি+অ (ভা)]। বিঃ -ণ—নির্ণয় ; নিরূপণ ; স্থিরীকরণ ; সিদ্ধান্ত। ক্রিঃ **নির্ধারণ করা**—নির্ণয় করা ; নিরূপণ করা ; স্থির করা ; সিদ্ধান্ত করা। বিণ: **-ক**—নির্ধারণকারী। বিণ: **নির্ধারিত**—নির্ধারণ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **নির্ধার্য**—নির্ধারণ করিতে হইবে এমন, নির্ধারণযোগ্য।

নির্ধূম—বিণ: ধূমহীন। [সং. নির্+ধূম]।

নির্নিমিখ—(১)বিণ: (কাব্যে) পলকহীন। (২)ক্রি-বিণ: পলকহীনভাবে ('সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ' : রবীন্দ্র)। [সং. নির্নিমেষ]।

নির্নিমেষ—বিণ: পলকহীন, নিমেষশূন্য। [সং. নির্+নিমেষ]।

নির্বংশ—বিণ: সন্তান-সন্ততি বিনষ্ট হইয়াছে অথবা বংশ লোপ পাইয়াছে এমন। [সং. নির্ +বংশ]।

নির্বচন—(১)বিঃ বিশেষভাবে বা নিশ্চিতরূপে কথন ; শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ ব্যাখ্যা ; নিরুক্তি, definition [বি.প.] ; (গণি.) জ্যামিতির উপপাদ্যের সূত্রাকারে বিষয়-নির্দেশ, enunciation. [বি.প.]। (২)বিণ: বচনহীন। [সং. নির্ +বচন]।

নির্বর্তন—বিঃ ক্রিয়াসমাপ্তি, নিষ্পাদন। [সং. নির্+ √বৃৎ+অন (ভা)]।

নির্বন্ধ—বিঃ বিধান, নিয়ম, ব্যবস্থা (বিধিনির্বন্ধ, দৈবের নির্বন্ধ) ; একান্ত অনুরোধ, পীড়াপীড়ি, জিদ, আগ্রহ (সনির্বন্ধ, নির্বন্ধাতিশয্য) ; সংযোগ, ঘটনা। [সং. নির্+ √বন্ধ্+অ (ভা)]।

নির্বল—বিণ: বলহীন। [সং. নির্+বল]।

নির্বস্ত্র—বিণ: বস্ত্রহীন ; উলঙ্গ। [সং. নির্+ বস্ত্র]।

নির্বর্ষ—বিণ: বৃষ্টিশূন্য। [সং. নির্+বর্ষ]।

নির্বাক্ (-র্বাচ্)—বিণ: বাক্যহীন, মূক, নীরব ; হতবাক্। [সং. নির্+বাচ্]।

নির্বাচক — বিণ.বিঃ নির্বাচনকারী ; নির্বাচন

করিতে বা ভোট দিতে অধিকারী ব্যক্তি, voter [স. প.]। [সং. নির্+ √বচ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি: **-মণ্ডলী**—নির্বাচকারী জনসমূহ; কেন্দ্রবিশেষের নির্বাচনাধিকারপ্রাপ্ত জনসমষ্টি, constituency [স. প.]।

নির্বাচন—বি: (অনেকের মধ্য হইতে) বাছিয়া লওয়া; ভোটার বা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন, election; স্থিরীকরণ, নির্ধারণ। ক্রি: **নির্বাচন করা**—বাছিয়া লওয়া; মনোনয়ন করা। [সং. নির্+ √বাচি+অন (ভা)]। বি: **-কেন্দ্র**—যে এলাকা হইতে কোন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, constituency [স. প.]। বিণ: **নির্বাচিত**—যাহার নির্বাচন করা হইয়াছে এমন, elected। বিণ: **নির্বাচনী**—নির্বাচন-সম্বন্ধীয়। বিণ: **নির্বাচ্য**—নির্বাচন-যোগ্য; কথনযোগ্য; ব্যাখ্যেয়।

নির্বাণ—(১)বি: নিভিয়া যাওয়া (দীপনির্বাণ); বিলয়, অবসান; মোক্ষ, অজ্ঞান হইতে বা ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি; অস্তগমন। (২)বিণ: নির্বা-পিত (নির্বাণ দীপ); মুক্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত (নির্বাণ মুনি); অস্তমিত (নির্বাণ সূর্য)। [সং. নির্+ √বা+ত (ভা, র্তৃ)]। বিণ: **নির্বাণোন্মুখ**—নির্বাপিতপ্রায়, নিবুনিবু।

নির্বাত—বিণ: বায়ুহীন; নিবাত। [সং. নির্+বাত]।

নির্বাপক—বিণ: নির্বাপণকারী, যে নেভায়। [সং. নির্+ √বাপি (√বা+ণিচ্)+অক (র্তৃ)]।

নির্বাপণ—বি: নিভাইয়া দেওয়া (অগ্নিনির্বাপণ), দূরীকরণ, শান্তকরণ (শোক বা জ্বালা নির্বাপণ)। [সং. নির্+ √বাপি+অন (ভা)]। বিণ: **নির্বা-পিত**—নির্বাপণ করা হইয়াছে এমন।

নির্বারিত—বিণ: অবারিত, অবাধ ('নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়': রবীন্দ্র)। [সং. নির্+বারিত]।

নির্বাসন—বি: (অপরাধের শাস্তিস্বরূপ) স্বদেশ বা স্বগৃহ হইতে বহিষ্কার। ক্রি: **নির্বাসন দেওয়া**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করা। ক্রি: **নির্বাসনে যাওয়া**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া। [সং. নির্+ √বাসি+অন (ভা)]। বিণ: **নির্বাসিত**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। বিণ(স্ত্রী): **নির্বাসিতা**।

নির্বাহ—বি: সম্পাদন (কার্যনির্বাহ); চালান (সংসারযাত্রানির্বাহ); নিষ্পত্তি, সমাপ্তি। [সং. নির্+ √বহ+অ (ভা)]। ক্রি: **নির্বাহ করা**—সম্পাদন করা; নিষ্পন্ন করা; চালান। ক্রি: **নির্বাহ হওয়া**—সম্পাদিত বা নিষ্পন্ন হওয়া; চলা। বিণ: **-ক, নির্বাহী**—নির্বাহকারী, কর্ম-সম্পাদক। বিণ: **নির্বাহিত**—নির্বাহ করা হইয়াছে এমন।

নির্বিকল্প—(১)বিণ: বিকল্পহীন, রূপান্তরহীন; অভ্রান্ত, নিঃসংশয়; জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদহীন। (২)-বি: পূর্ণজ্ঞান। [সং. নির্+বিকল্প]। **নির্বিকল্প সমাধি**—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানভেদশূন্য হইয়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে একাগ্রচিত্তে অবস্থান।

নির্বিকার—বিণ: বিকারশূন্য; পরিবর্তনশূন্য; মানসিক চাঞ্চল্যহীন, নির্লিপ্ত, উদাসীন। [সং. নির্+বিকার]।

নির্বিঘ্ন—বিণ: বিঘ্নশূন্য, নিরুপদ্রব, নিরাপদ। [সং নির্ + বিঘ্ন]। বি: **-তা**। ক্রি-বিণ: **নির্বিঘ্নে**—নিরুপদ্রবে, অবাধে।

নির্বিচার—বিণ: বিচারহীন; বিবেচনাহীন; বাছবিচারশূন্য। [সং. নির্+বিচার]। ক্রি-বিণ: **নির্বিচারে**—বাছবিচার না করিয়া।

নির্বিণ্ণ—বিণ: নির্বেদযুক্ত, বিষয়াদির প্রতি অনা-সক্ত, অনুতপ্ত, দুঃখিত। [সং. নির্+ √বিদ্ +ত]।

নির্বিবাদ—বিণ: বিবাদহীন, নির্বিরোধ, শান্তি-পূর্ণ। [সং. নির্+বিবাদ]। বিণ: (অশু. কিন্তু প্রচলিত) **নির্বিবাদী** (-দিন্)—নির্বিরোধ, নিরীহ। ক্রি-বিণ: **নির্বিবাদে**—বিবাদ না করিয়া।

নির্বিরোধ, (অশু.) **নির্বিরোধী** (-ধিন্)—বিণ: নির্বিবাদ, বিরোধ করে না এমন, নিরীহ। [সং নির্+বিরোধ]।

নির্বিশঙ্ক—বিণ: শঙ্কাশূন্য, নির্ভীক। [সং. নির্ +বিশঙ্কা]।

নির্বিশেষ—বিণ: বিশেষ নাই যাহাতে, ভেদাভেদ-হীন (জাতিধর্মনির্বিশেষে); তুল্য, অভিন্ন (পুত্র-নির্বিশেষে)। [সং. নির্+বিশেষ]।

নির্বিষ—বিণ: বিষশূন্য। [সং. নির্+বিষ]।

নির্বীজ—বিণ: বীজশূন্য; জীবাণুমুক্ত, aseptic [বি. প.]। [সং. নির্+বীজ]। বি: **-ন**—জীবাণুমুক্তকরণ, sterilization, disinfec-tion [বি. প.]। বি: **-সমাধি**—যে সমাধিতে পুনর্বন্ধনের বীজ থাকে না। বিণ: **নির্বীজিত**—নির্বীজন করা হইয়াছে এমন।

নির্বীর—বিণ: বীরশূন্য। [সং. নির্+বীর]। বিণ(স্ত্রী): **নির্বীরা**—বীরশূন্যা; পতিপুত্রহীনা স্ত্রী, অবীরা।
নির্বীর্য—বিণ: বীর্যহীন; দুর্বল; কাপুরুষ। [সং. নির্+বীর্য]।
নির্বুদ্ধি—বিণ: বুদ্ধিহীন, মূর্খ। [সং. নির্+বুদ্ধি]। বি: -তা।
নির্বৃত্ত—বিণ: সম্পাদিত, নিষ্পন্ন। [সং. নির্+√বৃৎ+ত]। বি: **নির্বৃত্তি**—সম্পাদন, নিষ্পত্তি।
নির্বেদ—বি: অনুতাপ, আত্মগ্লানি; নৈরাশ্য; বিষয়বস্তুতে বৈরাগ্য। [সং. নির্+বিদ্+অ]।
নির্বোধ—বিণ: অজ্ঞান, মূর্খ, বুদ্ধিহীন। [সং. নির্+বোধ]।
নির্ব্যাজ—বিণ: ছলনাশূন্য, অকপট, সরল। [সং. নির্+ব্যাজ]।
নির্ব্যূঢ়—বিণ: সত্য বলিয়া প্রমাণিত, নিশ্চিত; অবাধ (নির্ব্যূঢ় অধিকার)। [সং. নির্+বি+√বহ্+ত (র্ম)]।
নির্ভয়—বিণ: ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক। [সং. নির্+ভয়]।
নির্ভর—(১)বি: অবলম্বন, আশ্রয়; ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা। (২)বিণ: পরিপূর্ণ; অধিক। [সং. নির্ √ভৃ+অ (র্ম)]। ক্রি: **নির্ভর করা**—ভরসা করা, আস্থাস্থাপন করা।
নির্ভরসা—বিণ: ভরসাহীন। [সং.নির্+ভরসা]।
নির্ভাবনা—বি: নিশ্চিন্তভাব। [সং. নির্+ভাবনা]।
নির্ভীক—বিণ: ভয়হীন, সাহসী। [সং. নির্+ভী+ক]। বি: -তা।
নির্ভুল—বিণ: ভ্রমহীন, ত্রুটিহীন, সঠিক। [সং. নির্+বাং. ভুল]।
নির্মক্ষিক—বিণ: মক্ষিকাশূন্য; মাছিটিও নাই এমন; জনপ্রাণিহীন, নির্জন। [সং. নির্+মক্ষিকা]।
নির্মধু—বিণ: মধুহীন ('নির্মধু বনে': প্রেমেন্দ্র)। [সং. নির্+মধু]।
নির্মম—বিণ: মমতাহীন; আসক্তিরহিত; নিষ্ঠুর। [সং. নির্+মম]। বি: -তা।
নির্মল—বিণ: ময়লাশূন্য, অমলিন; স্বচ্ছ, অনাবিল; দোষহীন, নিষ্পাপ; বিশুদ্ধ। [সং নির্+মল]। বি: -তা। বিণ(স্ত্রী): **নির্মলা**।
নির্মলি, নির্মলী—বি: জলপরিষ্কারক ফল- বা বীজবিশেষ। [সং. হি. নির্মলী]।
নির্মা—ক্রি: (কাব্যে) নির্মাণ করা। [সং. নির্+√মা]। -ন, -নো—(১)ক্রি: নির্মাণ করা বা করান। (২)বি: উক্ত অর্থে।
নির্মাণ—বি: গঠন, রচনা, প্রস্তুতকরণ; (বিরল) প্রতিষ্ঠাকরণ। [সং. নির্+ √মা+অন (ভা)]। ক্রি: **নির্মাণ করা**—গঠন করা, রচনা করা; তৈয়ারি করা। বিণ: **নির্মাতা** (-তৃ)—নির্মাণকারী। বিণ: **নির্মিত**—নির্মাণ করা হইয়াছে এমন। বি: **নির্মিতি**—নির্মাণ-কার্য। বি: **নির্মিৎসা**—নির্মাণের ইচ্ছা। বিণ: **নির্মীয়মাণ**—নির্মিত হইতেছে এমন।
নির্মাল্য—বি: দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি; দেবতার আশীর্বাদী ফুল বা প্রসাদ। [সং. নির্+মাল্য]।
নির্মিত, নির্মিতি, নির্মিৎসা, নির্মীয়মাণ—**নির্মাণ** দ্র:।
নির্মুকুল—বিণ: মুকুলহীন, কুঁড়িশূন্য, পুষ্পহীন: ('এখনো ঘুমাও শতরূপা এই কুসুমের মাসে নির্মুকুল')। [সং. নির্+মুকুল]।
নির্মুক্ত—বিণ: সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। [সং. নির্+√মুচ্+ত (র্ম)]।
নির্মূল—বিণ: ছিন্নমূল, মূলসহ উৎপাটিত বা বিনষ্ট, অমূলক; বিলুপ্ত। [সং. নির্+মূল]। বিণ: **নির্মূলিত**—নির্মূল করা হইয়াছে এমন।
নির্মূলন—বি: উৎপাটন; উৎসাদন। [সং. নির্+ √মূল্+অন (ভা)]।
নির্মোক—বি: সাপের খোলস; বর্ম। [সং. নির্+ √মুচ্+অ (র্ম)]।
নির্মোচন—বি: নিঃশেষে মোচন, সম্পূর্ণ ত্যাগকরণ; পালক খোলস ইত্যাদি ছাড়া, moulting [বি. প.]। [সং. নির্+ √মুচ্+অন (ভা)]।
নির্মোচ্য—বিণ: মোচনযোগ্য; মোচন করিতে হইবে এমন। [সং. নির্+ √মুচ্+য]।
নির্যাতক—বিণ: নির্যাতনকারী। [সং. নির্+√যত্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।
নির্যাতন—বি: পীড়ন, নিগ্রহ, অত্যাচার; প্রতিহিংসা। [সং. নির্+ √যাতি+অন (ভা)]। বিণ: **নির্যাতিত**—উৎপীড়িত, নিগৃহীত। বিণ(স্ত্রী): **নির্যাতিতা**।
নির্যাস—বি: রস, সার; নিষ্কর্ষ, extract। [সং. নির্+ √যস্+অ (র্ম)]।

নির্লজ্জ—বিণ: লজ্জাশূন্য, বেহায়া। [সং. নির্ +লজ্জা]। বিঃ -তা।

নির্লক্ষ্য—বিণ: লক্ষ্য করা যায় না এমন, লক্ষ্যের বা দৃষ্টির বহির্ভূত ; লক্ষ্যহীন। [সং. নির্+ লক্ষ্য]।

নির্লিপ্ত—বিণ: সম্পর্করহিত, অনাসক্ত ; উদাসীন। [সং. নির্ + √লিপ্+ত (র্ম)]। বিঃ -তা।

নির্লেপ—বিণ: লেপহীন, প্রলেপহীন ; নিঃসম্পর্ক ; স্বতন্ত্র ; নির্লিপ্ত। [সং. নির্+লেপ]।

নির্লোভ, (অশু.) **নির্লোভী**—বিণ: লোভহীন। [সং. নির্+লোভ]।

নির্লোম—বিণ: লোমহীন। [সং. নির্+লোমন্]।

নিলম্বন—বিঃ কোনও ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থগিত বা মুলতুবি রাখা ; অস্থায়িভাবে পদচ্যুতি, suspension [স. প.]। [সং. নি + √লম্ব্+অন (ভা)]। বিণ: **নিলম্বিত**—মুলতুবি ; অস্থায়িভাবে পদচ্যুত, suspended [স. প.]। বিঃ **নিলম্বিত গণিতক**—কাঁচা হিসাব, suspense account [স. প.]।

নিলয়—বিঃ আলয়, গৃহ ; বাসস্থান ; আধার ; (শারীরবৃত্তে) হৃৎপিণ্ডের বা মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র গহ্বরবিশেষ, ventricle [বি. প.] ; নিঃশেষে লয়। [সং. নি+ √লী+অ (ধি. ভা)]।

নিলাজ—**নির্লজ্জ**-এর কোমল রূপ।

নিলাম—বিঃ সমবেত ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদানে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয়। [পো. leilam]। ক্রিঃ **নিলাম করা**—নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করা। ক্রিঃ **নিলাম ডাকা, নিলামে ডাকা** — নিলামকালে মাল কিনিবার জন্য দর। ক্রিঃ **নিলামে চড়া**—বিক্রয়ার্থ নিলাম হওয়া। ক্রিঃ **নিলামে চড়ান**—বিক্রয়ার্থ নিলাম করা। বিণ: **নিলামী**—নিলামে ক্রীত ; নিলাম করা হইবে এমন।

নিলীন—বিণ: অবস্থিত, লুক্কায়িত, নিমগ্ন। [সং. নি+লীন]। বিণ: **নিলীয়মান** — নিলীন হইতেছে এমন।

নিশঙ্ক—**নিঃশঙ্ক**-এর কোমল রূপ।

নিশপিশ—অব্য: অস্থিরতা বা চুলকানির ভাবপ্রকাশক (হাত নিশপিশ করা)।

নিশসা—ক্রিঃ (কাব্যে) নিঃশ্বাস ফেলা। [সং. নির্+ √শ্বস্+বাং. আ]।

নিশা—বিঃ রজনী, রাত্রি। [সং.]। বিঃ **-কর, -কান্ত** —চন্দ্র। বিঃ **-গম**—রাত্রির আগমন। **-চর**—(১)বিঃ রাক্ষস পেচক শ্বাপদ চোর প্রভৃতি যাহারা রাত্রিকালে বিচরণ করে ; (২)বিণ: রাত্রিতে বিচরণকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **-চরী**। বিঃ **-অত্যয়** —রাত্রির অবসান ; প্রভাত। বিঃ **-নাথ, -পতি** —চন্দ্র। বিঃ **-অন্ত**—রাত্রিশেষ। বিণ: **নিশান্ধ** —রাতকানা।

নিশাদল—বিঃ লবণজাতীয় পদার্থবিশেষ, sal-ammoniac, ammonium chloride। [ফা. নৌশাদর্]।

নিশান১—বিঃ পতাকা, ধ্বজা। [ফা.]।

নিশান২, **নিশানা**, (বিরল) **নিশানি**—বিঃ নিদর্শন, চিহ্ন ; পরিচয়, অভিজ্ঞান ; লক্ষ্য, টিপ্। [ফা. নিশান্]। বিণ.বিঃ **নিশানদার**—শনাক্তকারী। বিঃ **নিশানদিহি**—শনাক্তকরণ।

নিশানাথ, নিশান্ত, নিশান্ধ, নিশাপতি—**নিশা** দ্রঃ।

নিশাস—**নিঃশ্বাস**-এর কোমল রূপ।

নিশি—বিঃ (অশু.) রাত্রি, নিশা (দিবানিশি) ; প্রেতযোনিবিশেষ : রাত্রিকালে ইহাদের ডাকে আকৃষ্ট হইয়া মানুষ নিদ্রোত্থিত হইয়া ইহাদের অনুসরণপূর্বক প্রাণ হারায় বলিয়া প্রবাদ আছে। [সং. নিশা]। ক্রি-বিণ: **-দিন, -দিশি**—রাত্রিদিন, সর্বক্ষণ। বিঃ **-পালন**—অমাবস্যা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি উপলক্ষে রাত্রিকালে উপবাস ব. অন্নাহার-বর্জন। বিঃ **-সমাগম**—রাত্রির আগমন, সন্ধ্যা।

নিশিগন্ধা—বিঃ রজনীগন্ধা ফুল বা গাছ। [মরা. নিশি গংধ]।

নিশিত—বিণ: শাণিত, তীক্ষ্ণধার। [সং. নি+ √শো+ত(র্ম)]।

নিশিদিন, নিশিদিশি, নিশিপালন, নিশিসমাগম —**নিশি** দ্রঃ।

নিশীথ—বিঃ অর্ধরাত্র ; গভীর রাত্রি ; রাত্রি। [সং. নি+ √শী+থ (ধি)]।

নিশীথিনী—বিঃ রাত্রি। [সং. নিশীথ+ইন্+ ঈ]।

নিশুতি—বিঃ গভীর রাত্রি (নিশুতিতে)। [সং. নিশীথ]।

নিশুম্ভ—বিঃ শুম্ভ নামক অসুরের ভ্রাতা (**শুম্ভনিশুম্ভ** দ্রঃ)।

নিশ্চয়—(১)বিঃ সন্দেহাতীত জ্ঞান, স্থির ধারণা, নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত (কৃতনিশ্চয়)। (২)(বাং.) বিণ: নিঃসন্দেহ, সংশয়হীন (নিশ্চয় হওয়া) ; স্থির

(নিশ্চয় বাক্য)। (৩)(বাং.) ক্রি-বিণ: নিঃসন্দেহে; অবশ্য (নিশ্চয় জানি)। [সং. নির্‌+ √চি+অ (ভা)]। —(বাং.) বিঃ -তা। বিণ: **নিশ্চায়ক**—নিশ্চয়কারী ; নির্ণেতা, নির্ধারক। **নিশ্চিত**—(১)বিণ: নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ (নিশ্চিত হইয়া) ; (২)(বাং.) ক্রি-বিণ: অবশ্য, নিশ্চয় (নিশ্চিত আসবে)।

নিশ্চল—বিণ: অচল, স্থির, গতিহীন। [সং. নির্‌ + √চল্‌+অ (র্তৃ)]। বিঃ -তা।

নিশ্চায়ক, নিশ্চিত—**নিশ্চয়** দ্রঃ।

নিশ্চিন্ত, (কথ্য. ও গ্রা.) **নিশ্চিন্দি**—বিণ: চিন্তাহীন, নিরুদ্বিগ্ন। [সং. নির্‌+চিন্তা]। বিঃ **নিশ্চিন্ততা**।

নিশ্চুপ—বিণ: সম্পূর্ণ চুপ বা নীরব। [সং. নিঃ (=নিঃশেষে, সম্পূর্ণভাবে)+চুপ]।

নিশ্চেতনা—বিঃ চেতনাহীনতা ; (আল.) উপেক্ষা ('বিধির নিশ্চেতনায়' : রবীন্দ্র) [সং. নির্‌+চেতনা]।

নিশ্চেষ্ট—বিণ: চেষ্টাশূন্য ; অলস ; অচল। [সং. নির্‌+চেষ্টা]। বিঃ **-তা**।

নিশ্ছিদ্র—বিণ: ছিদ্রশূন্য ; ত্রুটিহীন। [সং. নির্‌ +ছিদ্র]।

নিশ্‌পিশ্‌—**নিশপিশ**-এর বানানভেদ।

নিশ্বসন, নিশ্বসিত, নিশ্বাস—যথাক্রমে **নিঃশ্বসন নিঃশ্বসিত** ও **নিঃশ্বাস**-এর বানানভেদ।

নিষঙ্গ—বিঃ বাণ রাখিবার আধারবিশেষ, তূণীর। [সং. নি+ √সন্‌জ্‌+অ (ধি)]। বিণ: **নিষঙ্গী** (-ঙ্গিন্‌)—তূণীরধারী।

নিষণ্ণ—বিণ: অবস্থিত ; উপবিষ্ট ; শয়িত। [সং. নি+ √সদ্‌+ত (র্তৃ)]।

নিষধ—বিঃ প্রাচীন ভারতের রাজ্যবিশেষ ; উক্ত রাজ্যের লোক।

নিষাদ—বিঃ প্রাচীন বন্যজাতিবিশেষ; চণ্ডাল; জেলে; ব্যাধ ; (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর, নিখাদ। [সং. নি+ √সদ্‌+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **নিষাদী**।

নিষাদী১—**নিষাদ** দ্রঃ।

নিষাদী (-দিন্‌)২—বিঃ মাহুত, হস্তিচালক ; গজারোহী। [সং. নি+ √সদ্‌+ইন্‌ (র্তৃ)]।

নিষিক্ত—বিণ: সম্পূর্ণ সিক্ত, অত্যন্ত ভিজা ; ক্ষরিত। [সং. নি+ √সিচ্‌+ত (র্ম)]।

নিষিদ্ধ—বিণ: নিষেধ বা বারণ করা হইয়াছে এমন ; নিবারিত ; অন্যায়, বে-আইনী। [সং. নি+ √সিধ্‌+ত (র্ম)]।

নিষুতি—(১)বিণ: গভীর নিদ্রায় মগ্ন, নিস্তব্ধ (নিষুতি রাত)। (২)বিঃ গভীর নিদ্রা। [সং, নিষুপ্তি]।

নিষুপ্ত—বিণ: গভীর নিদ্রামগ্ন। [সং. নি+ √স্বপ্‌+ত (র্ম)]। বিঃ **নিষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা বা নিদ্রামগ্নতা।

নিষেক—বিঃ সেচন ; বর্ষণ ; ক্ষরণ। [সং. নি +সিচ্‌+অ (ভা)]।

নিষেধ—বিঃ বারণ, মানা ; নিবারণ। [সং. নি +সিধ্‌+অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—নিষেধকারী ; নিবারক।

নিষেবণ—বিঃ সেবা, পরিচর্যা ; ভোগ (বায়ু-নিষেবণ)। [সং. নি+সেব্‌+অন (ভা)]। বিণ: **নিষেবিত**—নিষেবণ করা হইয়াছে এমন।

নিষ্ক—বিঃ স্বর্ণ ; স্বর্ণমুদ্রা ; স্বর্ণের পরিমাণ-বিশেষ, ষোল মাষা। [সং.]।

নিষ্কণ্টক—বিণ: কাঁটাশূন্য ; নির্বিঘ্ন, নিরাপদ্‌ ; শত্রুহীন। [সং. নির্‌+কণ্টক]।

নিষ্কম্প—বিণ: কম্পনহীন, স্থির, নিশ্চল। [সং. নির্‌+কম্প]।

নিষ্কর—বিণ: খাজনা দিতে হয় না এমন, লাখেরাজ। [সং. নির্‌+কর]।

নিষ্করুণ—বিণ: করুণাহীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর। [সং. নির্‌+করুণা]।

নিষ্কর্মা (-র্মন্‌)—বিণ: কর্মহীন, বেকার ; অলস। [সং. নির্‌+কর্মন্‌]।

নিষ্কর্ষ—বিঃ বাহির করা হইয়াছে এমন সারাংশ ; তাৎপর্য। [সং. নির্‌+ √কৃষ্‌+অ (র্ম)]। বিঃ **-ণ**—দূরীকরণ, অপনয়ন ; নিষ্কাশন।

নিষ্কল—(১)বিণ: কলা বা অংশহীন, অখণ্ড ; নষ্টবীর্য ; বৃদ্ধ। (২)বিঃ পরব্রহ্ম। [সং নির্‌+কলা]। বিণ(স্ত্রী): **নিষ্কলা**। বি(স্ত্রী): **নিষ্কলা, নিষ্কলী**—রজোনিবৃত্তি হইয়াছে এরূপ নারী।

নিষ্কলঙ্ক—বিণ: কলঙ্কশূন্য, নির্দোষ। [সং. নির্‌+কলঙ্ক]।

নিষ্কলুষ—বিণ: নিষ্পাপ, নির্দোষ, পবিত্র। [সং. নির্‌+কলুষ]।

নিষ্কাম—বিণ: কামশূন্য ; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত। [সং. নির্‌+কাম]।

নিষ্কারণ—বিণ: অকারণ। [সং. নিঃ+কারণ]। ক্রি-বিণ: **নিষ্কারণে**—অকারণে।

নিষ্কাশ, নিষ্কাস—বিঃ বাহির হওয়া, নিঃসরণ, বহির্গমন। [সং. নির্‌+ √কশ্‌, কস্‌+অ]। বিঃ **-ন**—(জল রস সার ইত্যাদি) বাহির করণ,

নিঃসারণ; বহিষ্করণ; দূরীকরণ; নির্বাসন। বিণ: **নিষ্কাশিত, নিষ্কাসিত**।

নিষ্কৃত—**নিষ্কৃতি** দ্রঃ।

নিষ্কৃতি—বি: নিস্তার, অব্যাহতি। [সং. নির্ + √কৃ + তি (ভা)]। বিণ: **নিষ্কৃত**—নিষ্কৃতি-প্রাপ্ত।

নিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রম—বি: বহির্গমন, নির্গত হওয়া (তু. **মহাভিনিষ্ক্রমণ**—বুদ্ধের সংসার পরিত্যাগ করিয়া বহির্গমন)। [সং. নির্ + √ক্রম্ + অন, অ (ভা)]।

নিষ্ক্রয়—বি: মূল্য; বেতন; মুক্তির বিনিময়ে অর্পিত মূল্য; বিক্রয়। [সং. নির্ + √ক্রী + অ]।

নিষ্ক্রিয়—বিণ: ক্রিয়া নাই যাহার, ক্রিয়াহীন; অলস। [সং. নির্ + ক্রিয়া]। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ**—ক্রিয়াহীনভাবে অর্থাৎ আক্রমণাত্মক কিছু না করিয়া অপরের কার্যে বাধা জন্মান, passive resistance।

নিষ্ঠ$_1$—বিণ: সম্যক্ স্থিত; স্থিতিশীল; (বাং.) নিষ্ঠাযুক্ত। [সং. নি + √স্থা + অ (র্তৃ)]।

-নিষ্ঠ$_2$—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে **নিষ্ঠা**-এর রূপ (নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ)।

নিষ্ঠা—বি: দৃঢ় আস্থা বিশ্বাস অনুরক্তি শ্রদ্ধা ভক্তি বা মনোযোগ (কর্মে নিষ্ঠা); ধর্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ (নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ)। [সং. নি + √স্থা + অ (ভা) + আ]। বিণ: **-বান্** (-বৎ)—নিষ্ঠা আছে যাহার; ধর্মীয় আচারপালনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠীব—বি: থুতু। [সং. নি + √ষ্ঠীব্, ষ্ঠিব্ + অন, অ (র্ম)]।

নিষ্ঠুর—বিণ: নির্দয়; কঠোর। [সং. নি + √স্থা + উর (র্তৃ)]। বি: **-তা**।

নিষ্ঠেব, নিষ্ঠেবন—যথাক্রমে **নিষ্ঠীব** ও **নিষ্ঠীবন**-এর বিরল রূপ।

নিষ্ঠ্যূত—বিণ: উদ্গীর্ণ; মুখ হইতে নিঃসারিত; থু থু করিয়া ফেলা। [সং. নি + √ষ্ঠীব্ + ত]।

নিষ্পত্তি—বি: মীমাংসা (সমস্যার নিষ্পত্তি); সিদ্ধি, সমাপ্তি (কার্যনিষ্পত্তি); উৎপত্তি (বাঙ্-নিষ্পত্তি); (বাং.) মিটমাট (মকদ্দমার নিষ্পত্তি)। [সং. নির্ + √পদ্ + তি]।

নিষ্পত্র—বিণ: (বৃক্ষসম্বন্ধে) পত্রশূন্য। [সং নিঃ + পত্র]।

নিষ্পন্ন—বিণ: সিদ্ধ; সম্পাদিত, সমাপ্ত; জাত। [সং. নির্ + √পদ্ + ত (র্ম)]।

নিষ্পাদক—বিণ: নিষ্পাদনকারী। [সং. নির্ + √পদ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

নিষ্পাদন—বি: সম্পাদন; নিষ্পত্তি। [সং. নির্ + √পদ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণ: **নিষ্পাদ্য, নিষ্পাদনীয়**—নিষ্পাদনযোগ্য। বিণ: **নিষ্পাদিত**—নিষ্পাদন করা হইয়াছে এমন।

নিষ্পাপ—বিণ: পাপহীন, পবিত্র। [সং. নির্ + পাপ]।

নিষ্পিষ্ট—বিণ: অতিশয় পিষ্ট, চূর্ণ, দলিত, মর্দিত। [সং. নির্ + √পিষ্ + ত (র্ম)]।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—বি: সম্পূর্ণরূপে চূর্ণন বা পেষণ বা মর্দন। [সং. নির্ + √পিষ্ + অ, অন (ভা)]। বিণ: **নিষ্পেষক**—নিষ্পেষণকারী। বিণ: **নিষ্পেষিত**—সম্পূর্ণরূপে চূর্ণিত বা পিষ্ট বা মর্দিত।

নিষ্প্রতিভ—বিণ: প্রতিভাশূন্য; প্রভাহীন। [সং. নির্ + প্রতিভা]।

নিষ্প্রদীপ—বিণ: প্রদীপহীন, প্রদীপ জ্বালান হয় নাই এমন, অন্ধকার। [সং. নির্ + প্রদীপ]।

নিষ্প্রভ—বিণ: প্রভা নাই যাহার, দীপ্তিশূন্য; নিস্তেজ। [সং. নির্ + প্রভা]। বি: **-তা**।

নিষ্প্রয়োজন—বিণ: অনাবশ্যক। [সং. নির্ + প্রয়োজন]।

নিষ্প্রাণ—বিণ: প্রাণহীন, মৃত; হৃদয়হীন, নির্মম; সজীবতাশূন্য, জড়। [সং. নির্ + প্রাণ]। বি: **-তা**।

নিষ্ফল—বিণ: ফলবর্জিত, ফল ধরে না এমন; বিফল, ব্যর্থ, পণ্ড; অকারণ, অনর্থক। [সং. নির্ + ফল]। বিণ(স্ত্রী): **নিষ্ফলা**—বন্ধ্যা, ফল-হীনা। বি: **-তা**।

নিষ্ফলা$_1$—**নিষ্ফল** দ্রঃ।

নিষ্ফলা$_2$—বিণ: ফলহীন, ফল ধরে না এমন (নিষ্ফলা গাছ)। [সং. নিষ্ফল + বাং. আ (স্বার্থে)। **নিষ্ফলা বার**—যে দিনে কিছু করিলে ফলের সম্ভাবনা নাই।

নিষ্যন্দ—**নিস্যন্দ**-র বানানভেদ।

নিষ্যাপন—**নিৰ্যাপণ**-এর বানানভেদ।

নিসর্গ—বি: প্রকৃতি, স্বভাব (নিসর্গশোভা); সৃষ্টি। [সং নি + √সৃজ্ + অ]। বিণ: **-জ, নৈসর্গিক**—প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, প্রকৃতি-জাত। বি: **-বেদী** (-দিন্), **নিসর্গী** (-র্গিন্)—প্রকৃতিবিজ্ঞানী, naturalist [বি. প.]।

নিসাড়—বিণ: অসাড়; সাড়াশব্দহীন। [বাং. নি+সাড়া]।

নিসাড়া—বিণ: সাড়াশব্দশূন্য, নিঃশব্দ ('নিসাড়া হইয়া আয় লো সজনী' : চণ্ডী.) (তু. **নিঃসাড়**)। [বাং. নি+সাড়া]।

নিসাদল, নিসান, নিসানা, নিসানি—যথাক্রমে **নিশাদল নিশান নিশানা** ও **নিশানি**-র বানানভেদ।

নিসিন্দা—বিঃ বৃক্ষবিশেষ (ঔষধে লাগে)। [দেশী]।

নিসূদক—বিণ: বিনাশকারী, হন্তা। [সং. নি+ √সূদ্+অক (র্তৃ)]।

নিসূদন—(১)বিঃ বিনাশকরণ, হনন। (২)বিণ: বিনাশকারী (দৈত্যনিসূদন)। [সং. নি+ √সূদ্ +অন]।

নিসৃষ্ট—বিণ: অর্পিত, ন্যস্ত; (প্রধানতঃ বিশেষ কোন অধিকার বা কার্যভারসহ) প্রেরিত, accredited [সং. প.]। [সং. নি+ √সৃজ্+ত (র্ম)]।

নিস্তনী—বিণ: স্তনহীনা। [সং. নি+স্তন+ঈ]।

নিস্তব্ধ—বিণ: সম্পূর্ণ নিস্পন্দ বা নীরব। [সং. নি+ √স্তম্ভ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

নিস্তরঙ্গ—বিণ: তরঙ্গশূন্য, স্থির, অচঞ্চল। [সং. নির্+তরঙ্গ]।

নিস্তরণ—বিঃ পার হওয়া, উত্তরণ; নিস্তার, নিষ্কৃতি, মুক্তি; নির্গমন। [সং. নির্+ √তৃ +অন (ভা)]।

নিস্তল—বিণ: তলশূন্য, তলা নাই অর্থাৎ কোন অংশ সমতল নয় এমন, গোলাল, বর্তুলাকার। [সং. নির্+তল]।

নিস্তার—বিঃ উদ্ধার, অব্যাহতি, নিষ্কৃতি; পরিত্রাণ, মুক্তি। [সং. নির্+ √তৃ+অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—নিস্তারকারী।

নিস্তারিণী—(১)বিণ: তারিণী, মুক্তিদায়িনী। (২)বিঃ দুর্গাদেবী। [সং. নির্+ √তৃ+ণিচ্+ ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

নিস্তুষ—বিণ: তুষশূন্য। [সং. নির্+তুষ্]।

নিস্তেজ—বিণ: যাহার তেজ নাই এমন, দুর্বল, ক্ষীণ; দীপ্তিহীন; শক্তি বা প্রভা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন। [সং. নিস্তেজস্]।

নিস্তেজাঃ (-জস্)—বিণ: নিস্তেজ। [সং. নির্+ তেজস্]।

নিস্পন্দ—বিণ: স্পন্দনহীন; অকম্পিত, স্থির; অসাড়। [সং. নি+ √স্পন্দ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

নিস্পিস্, নিস্পৃহ, নিস্বন, নিস্বান—যথাক্রমে **নিশপিশ্ নিঃস্পৃহ নিঃস্বন** ও **নিঃস্বান**-এর বানানভেদ।

নিস্যন্দ—বিঃ ক্ষরণ, স্রাব; নির্যাস। [সং. নি + √স্যন্দ্+অ (ভা)]। বিণ: **নিস্যন্দিত**—ক্ষরিত। বিণ: **নিস্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণকারী।

নিস্রব, নিস্রাব—যথাক্রমে **নিঃস্রব** ও **নিঃস্রাব**-এর বানানভেদ।

নিহত—বিণ: হত, বিনষ্ট। [সং. নি+ √হন্ +ত (র্ম)]। বিণ: **নিহন্তা** (-ন্তৃ)—বধকারী।

নিহাই—বিঃ যে পীঠিকার উপর স্বর্ণাদি ধাতু রাখিয়া পিটাইয়া পাত প্রস্তুত করা হয়। [সং. নিধাপিকা]।

নিহার—**নীহার**-এর বিরল বানান।

নিহারন—**নিহারা** দ্রঃ।

নিহারা—ক্রি: (কাব্যে.) নিরীক্ষণ করা, দেখা। [প্রা. √নিহাল<সং. নি+ √ভালি+বাং আ —তু.হি. মৈথি. √নিহার]। ক্রি: **নিহারই**—(ব্রজ.) দেখে। ক্রি: **নিহারত**—(ব্রজ.) দেখে; বিঃ **নিহারন**—নিরীক্ষণ, দর্শন। ক্রি: **নিহারিনু**, (ব্রজ) **নিহারনু**—দেখিলাম। ক্রি: **নিহারিল**, (ব্রজ.) **নিহারল**—দেখিল।

নিহিত—বিণ: স্থাপিত; অর্পিত; রক্ষিত; গুপ্ত, নিক্ষিপ্ত। [সং. নি+ √ধা+ত]।

নীচ১—(১)বিণ: হীন, নিকৃষ্ট, ইতর; নিচু, নিম্ন। (২)(বাং.) বিঃ নিম্নস্থান (নীচে যাও)। [সং. ন+ ঈ+ √চি+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। **-যোনি** —(১) নিম্নশ্রেণীর জীব; মনুষ্যেতর প্রাণিরূপে জন্ম, নীচকুলে জন্ম; (২)বিণ: হীনকুলে বা মনুষ্যেতর প্রাণিকুলে জাত।

নীচ২, নীচা, নীচু, নীচে—যথাক্রমে **নিচ নিচা নিচু** ও **নিচে**-এর বানানভেদ।

নীড়—বিঃ কুলায়, পাখির বাসা। [সং.]।

নীত১—বিণ: লইয়া যাওয়া হইয়াছে এমন; গৃহীত; যাপিত। [সং. √নী+ত (র্ম)]।

নীত২—বিঃ রীতি, নিয়ম; নীতি; (বাং.) আচরণ। [সং. √নী+ত (ণে)]।

নীতি—বিঃ ন্যায়সঙ্গত বা সমাজের হিতকর বিধান; হিতাহিত-বিষয়ক উপদেশ (নীতিকথা); ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্য বিচার (নীতিশাস্ত্র); শাস্ত্র, বিদ্যা (রাজনীতি, ধর্মনীতি); প্রথা

(দুর্নীতি) ; প্রণালী, সাধনোপায়, রীতি। [সং. √নী+তি (র্ম)]। বিঃ **-কথা, -বাক্য**—হিতোপদেশ। বিণঃ **-জ্ঞ**—ভালমন্দ ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্য-বিষয়ে বোধসম্পন্ন ; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বিঃ **-জ্ঞান**—ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান। বিণঃ **-বিরুদ্ধ, -বিরোধী** (-ধিন্)—ধর্মসঙ্গত নিয়মের বিপরীত ; নীতিশাস্ত্রবিরোধী ; অন্যায়। বিঃ **-শাস্ত্র**—ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দ কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিচারসম্বন্ধীয় শাস্ত্র, নীতিবিষয়ক গ্রন্থ। বিণঃ **-সঙ্গত, -সম্মত**—প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, ন্যায়সম্মত।

নীদ—**নিদ**-এর বর্জি. বানান।

নীপ—বিঃ কদমফুল বা তাহার গাছ। [সং.]।

নীবার—বিঃ উড়িধান, তৃণধান্য। [সং.]।

নীবি, নীবী—বিঃ (প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের) কটিবন্ধন, কোমরের কাছে পরিধেয় বস্ত্রের গিঁট বা বাঁধন ; মূলধন, পুঁজি। [সং. নী+ √ব্যে+ই (ণে)+ঈ]। বিঃ **-বন্ধ**—রমণীদের কটিদেশে পরিধেয় শাড়ির বাঁধন।

নীয়মান—বিণঃ নীত হইতেছে এমন। [সং. √নী (+য)+আন (মান) (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **নীয়মানা**।

নীর—বিঃ জল, বারি। [সং. √নী+র (র্তৃ)]। **-জ**—(১)বিণঃ জলোৎপন্ন ; (২)বিঃ পদ্ম। বিণ-(স্ত্রী): **-জা**। **-দ**—(১)বিঃ জল দেয় যে, মেঘ, (২)বিণঃ জলদায়ক। বিণ(স্ত্রী): **-দা**। বিণঃ **-দবরণ**—মেঘবর্ণ, ধূমল।

নিরক্ত—বিণঃ রক্তশূন্য। [সং. নিঃ+রক্ত]।

নীরজা—**নীরজাঃ** ও **নীর** দ্রঃ।

নীরজাঃ (-জস্), (চলিত) **নীরজা**—বিণঃ ধূলিরহিত ; রজোগুণরহিত ; পরাগশূন্য (পুষ্পাদি); (স্ত্রী) অরজস্বলা। [সং. নির্+রজস্]।

নীরন্ধ্র—বিণঃ রন্ধ্র বা ছিদ্র নাই এমন ; ফাঁকহীন ; ঘন ; ঠাস-বুনান ; চারিদিক্ রুদ্ধ এমন। [সং. নির্+রন্ধ্র]।

নীরব—বিণঃ নিঃশব্দ ; বাক্যহীন। [সং নির্+রব]। বিঃ **-তা**।

নীরস—বিণঃ রসহীন, শুষ্ক ; রসবোধবর্জিত (নীরস সমালোচক) ; ম্লান, অপ্রসন্ন (নীরস হাসি বা মুখ) ; মন আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না এমন (নীরস বর্ণনা বা খেলা)। [সং. নির্+রস]। বিঃ **-তা**।

নীরাজন—বিঃ শরৎকালে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে স্বীয় অশ্বগজাদির মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রাচীন নৃপতিদিগের অনুষ্ঠিত শান্তিকর্ম ; শান্তিকরণার্থ জলসেচন ; আরতি। [সং. নীর+ √অঞ্জ্+অন (ভা)]। বিঃ **নীরাজনা**—দেবতার আরতি, আরাত্রিক।

নীরোগ, (অশু.) **নিরোগী** (-গিন্)—বিণঃ রোগহীন, সুস্থ। [সং. নির্+রোগ]।

নীল—(১)বিঃ বর্ণবিশেষ ; গাছবিশেষ বা তাহা হইতে উৎপন্ন রঙ ; (বাং.) **নীলকণ্ঠ** শিব (নীলের উপোস)। (২)বিণঃ নীলবর্ণবিশিষ্ট [সং.]। বিঃ **-কণ্ঠ**—(হলাহল-পানের ফলে কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া) শিব ; নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত পক্ষিবিশেষ। বিঃ **-কমল**—নীলবর্ণ পদ্মফুল। বি. বিণঃ **-কর**—(প্রধানতঃ ভারতে ইউরোপীয়) নীলচাষকারী। বিঃ **-কান্তমণি**—দুর্লভ নীলবর্ণ প্রস্তরবিশেষ। বিঃ **-কুঠি, কুঠী**—নীলকর সাহেবের কাছারি বা অফিস। বিঃ **-গাই**—গো-সদৃশ হরিণজাতীয় নীলবর্ণ পশুবিশেষ। বিঃ **-মণি**—নীলকান্তমণি ; শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-লোহিত**—শিব ; (নীল ও লাল বর্ণের সংমিশ্রণজাত বলিয়া) বেগুনী রঙ। বিঃ **-ষষ্ঠী, -পূজা**—চড়কসংক্রান্তি বা তাহার আগের দিনে অনুষ্ঠিত শিবপূজা।

নীলা—বিঃ মূল্যবান্ নীলবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, নীলকান্তমণি, sapphire। [সং. নীল+বাং. আ]।

নীলাচল, নীলাদ্রি—বিঃ নীলবর্ণের অচল (পাহাড়) ; ওড়িশার নীলগিরি পর্বতমালা ; জগন্নাথক্ষেত্র। [সং. নীল+অচল, অদ্রি]।

নীলাঞ্জন—বিঃ তুঁতে ; রসাঞ্জন। [সং. নীল+অঞ্জন]।

নীলাভ—বিণঃ নীল আভা যাহার এমন, নীলবর্ণ। [সং. নীল+আভা]।

নীলাম্বর—(১)বিঃ নীলবর্ণ আকাশ ; নীলবর্ণ বস্ত্র ; (মহা.) বলরামের একটি নাম (তু. পীতাম্বর =শ্রীকৃষ্ণ)। (২)বিণঃ নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধানকারী বা পরিহিত। [সং. নীল+অম্বর]।

নীলাম্বরী—বিঃ নীলবর্ণের শাড়ি। [সং. নীল +বাং. অম্বরী]।

নীলাম্বু, নীলাম্বুধি—বিঃ (নীলবর্ণ অম্বু বা জলপূর্ণ বলিয়া) সমুদ্র। [সং. নীল+অম্বু, অম্বুধি]।

নীলিকা—বিঃ চোখের রোগবিশেষ। [সং.]।

নীলিমা (-মন্)—বিঃ নীলত্ব ; নীল বর্ণ বা আভা। [সং. নীল+ইমন্ (ভা)]।

নীলোৎপল—বিঃ নীলবর্ণ পদ্মফুল। [সং. নীল +উৎপল]।

নীহার—বিঃ তুষার, হিমানী ; বরফ। [সং. নি + √হৃ+অ (র্ম)]।

নীহারিকা—বিঃ আকাশে নীহারস্তূপের স্থায় দৃশ্যমান নক্ষত্রসমষ্টি বা বাষ্পীয় পদার্থ, nebula। [সং. নীহার+ইক+আ]।

-নু—উত্তম পুরুষে অতীতকালের ক্রিয়াবিভক্তি-বিশেষ (যেমন—করিনু, গেনু)।

নুটি—বিঃ সুতা আঁশ লোম প্রভৃতির জড়ান আঁটি বা পিণ্ড। [দেশী]।

নুড়নুড়ি—বিঃ আলজিভ ; ঘণ্টার জিহ্বা, ঘুন্টি। [দেশী]।

নুড়া, নুড়ো—বিঃ (খড় শুষ্ক তৃণ নলখাগড়া প্রভৃতির) গুচ্ছ বা আঁটি। [সং. নড় ?]।

নুড়ি—বিঃ ক্ষুদ্র প্রস্তর ; পাথরের ছোট টুকরা। [সং. লোষ্ট্র]।

নুন—**লবণ**-এর কথ্য রূপ। ক্রিঃ **নুন খাওয়া**—পরের অন্ন খাওয়া; পরের কাছে উপকৃত হওয়া। বিঃ **নুনিয়া**—লবণপ্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ ; পুরীস্থ সমুদ্র-সন্তরণে পটু জাতিবিশেষ ; শাক-বিশেষ।

নুনু—বিঃ শিশু বা বালকের পুরুষাঙ্গ।

নুননুড়ি—**নুড়নুড়ি**-র বানানভেদ।

নুয়া—(১)ক্রিঃ অবনত হওয়া, ঝুঁকিয়া পড়া। (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √নম্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অবনত করা ; (২) বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

নুর—বিঃ আলোক (নুরজাহান্) ; (প্রধানতঃ মুসলমানগণ কর্তৃক) চিবুকে রক্ষিত দাড়ি। [আ. নুর]।

নুরি—বিঃ মালয় উপদ্বীপের একপ্রকার শুক-জাতীয় পাখি। [মালয়ী]।

নুলা, (কথ্য) নুলো—(১)বিণঃ (যাহার) হাত কাটা বা বিকল এমন। (২)বিঃ বিড়ালাদির থাবা। [দেশী]।

নূতন—বিণঃ নোতুন, নবীন, অভিনব, তরুণ। [সং. নব+তন]। বিঃ **-ত্ব**।

নূপুর—বিঃ পায়ের অলঙ্কারবিশেষ, মঞ্জীর, ঘুঙুর, শিঞ্জিনী। [সং.]।

নূর—**নুর**-এর বানানভেদ।

নৃ—বিঃ নর, মনুষ্য। [সং.]। বিঃ **-কুলবিদ্যা**—বিভিন্ন মানবজাতি-সম্বন্ধীয় বিদ্যা বা বিজ্ঞান, ethnology। বিঃ **-তত্ত্ব, -বিদ্যা**—anthropology। বিঃ **-প্রাণ**—মনুষ্যসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ; নরশ্রেষ্ঠ ; রাজা। বিঃ **-মুণ্ড**—মানুষের মাথা। **-মুণ্ডমালিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): নরমুণ্ডসমূহ-গ্রথিত মালা ধারণকারিণী ; (২)বিঃ কালিকা-দেবী। বিঃ **-যজ্ঞ**—অতিথিসৎকাররূপ যজ্ঞ। বিঃ **-লোক**—পৃথিবী।

নৃকুলবিদ্যা, নৃতত্ত্ব—নৃ দ্রঃ।

নৃত্য—বিঃ নাচ, নর্তন। [সং. √নৃৎ+য (ভা)]। বিণ(স্ত্রী): **-পটীয়সী**—নাচিতে পটু (রমণী)। বিণঃ **-পর**—নর্তনাসক্ত ; নাচিতেছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-পরা**। বিঃ **-শালা**—নাচঘর, রঙ্গমঞ্চ।

নৃপ, নৃপতি—বিঃ রাজা, ভূপতি, নরপতি। [সং. নৃ+√পা+অ (র্তৃ), নৃ+পতি]। বিঃ **নৃপবর, নৃপমণি**—ভূপতিশ্রেষ্ঠ। বিঃ **নৃপাসন**—রাজাসন, সিংহাসন।

নৃবিদ্যা, নৃমুণ্ড, নৃমুণ্ডমালিনী, নৃযজ্ঞ, নৃলোক—নৃ- দ্রঃ।

নৃশংস—বিণঃ নিষ্ঠুর ; হিংসক, হিংস্র। [সং. নৃ + √শন্স্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

নৃসিংহ—নর২ দ্রঃ।

নে—**নেও** ও **না**-এর (তুচ্ছার্থে) কথ্য রূপ।

নেই—নাই১-র কথ্য রূপ। **নেই-মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল**—একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে অকিঞ্চিৎকর কিছু থাকাও ভাল।

নেই-আঁকড়া—**নাই-আঁকড়া**-র কথ্য রূপ।

নেউটা—ক্রিঃ ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা ; ব্যত্যয় করা বা হওয়া। [সং. নি+ √বৃৎ+বাং. আ]।

নেউল—বিঃ বেজি। [সং. নকুল]।

নেও১—**নেয়ো**-র বানানভেদ।

নেও২—(১)ক্রিঃ লহ, গ্রহণ কর। (২)অব্যঃ বন্ধ করা থামা বাদ দেওয়া প্রভৃতির অনুরোধসূচক (নেও থাম এখন) ; বিস্ময় বা অবিশ্বাসসূচক (নেও ঠেলা) [নেওয়া দ্রঃ]।

নেওটা, (বিরল) নেওট—বিণঃ অত্যন্ত অনুরক্ত, স্নেহদ্বারা বশীভূত। [সং. স্নেহবৃত্ত]।

নেওয়া—(১)ক্রিঃ গ্রহণ করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √নী+বাং. আ—এই ক্রিয়াটি সাধারণতঃ চলিত ভাষাতেই ব্যবহৃত হয় ; সাধু ভাষায় ইহার প্রয়োগ সর্বজনগৃহীত নহে ; নিয়া, নিয়াছি প্রভৃতির বদলে লইয়া, লইয়াছি প্রভৃতি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় ; কেবল চলতি ভাষায় নিয়ে, নিয়েছি প্রভৃতি রূপ ব্যবহার্য]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গ্রহণ করান ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

নেং, নেংচা, নেংচান (-নো)—যথাক্রমে **লেং লেংচা ও লেংচান**-র প্রাদে. রূপ।
নেংটা, (কথ্য) নেংটো—বিণ: উলঙ্গ, বিবস্ত্র। [সং. নগ্নাট]। **নেংটা গোরা**—(হাফ্-প্যান্ট্ পরিতে অভ্যস্ত বলিয়া) স্কটল্যানডের পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী।
নেংটি₁—**লেজ্টি**-র কথ্য রূপ।
নেংটি₂, নেংটী, (কথ্য) **নেংটে**—বি: ছোট (নেংটি ইঁদুর)। [দেশী]।
নেংড়া, নেংরো—**লেংড়া**-র কথ্য রূপ।
নেংলা — বিণ: লিকলিকে, অত্যন্ত কৃশ। [দেশী]।
নেকড়া—বি: ছেঁড়া কাপড়, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড। [সং. নক্তক]।
নেকড়ে, নেকড়িয়া—বি: কুকুরজাতীয় হিংস্র পশু-বিশেষ, wolf। [দেশী]।
নেকনজর—বি: অনুকূলদৃষ্টি, অনুগ্রহদৃষ্টি ; (ব্যঙ্গে) কুনজর, ক্রোধ। [ফা.]।
নেকরা—বি: ছলাকলা, রঙ্গ-কৌতুক ; নেকামি। [ফা. নখ্রা]।
নেকা—বিণ: ভালোমানুষের স্থায় অজ্ঞতা সারল্য বা সাধুতার ভানকারী। [ফা. নেক]। বিণ(স্ত্রী): **নেকী**। বি: **-ম, -মো, -মি, -পনা**।
নেকার—বি: বমি, বমন। [সং. স্থকার]।
নেঙ, নেঙচা, নেঙচান (-নো)—যথাক্রমে **নেং নেংচা** ও **নেংচান**-র বানানভেদ।
নেঙরা, নেজ, নেজা, নেজুড়—যথাক্রমে **লেংড়া লেজ লেজা** ও **লেজুড়**-এর প্রাদে. রূপ।
নেটা—বিণ: ডানহাতের পরিবর্তে বাঁ-হাত দিয়া অধিকাংশ কাজ করে এমন।
নেড়—বি: দণ্ডাকৃতি বিষ্ঠা। [সং. লেণ্ড]।
নেড়া—(১)বিণ: মুণ্ডিতকেশ (নেড়া মাথা) ; নিরাভরণ (নেড়া হাত) ; নিষ্পত্র (নেড়া গাছ) ; নগ্ন, বৃক্ষাদিশূন্য (নেড়া মাঠ) ; প্রাচীরহীন (নেড়া ছাদ) ; সজ্জাহীন, অশোভন (নেড়া নেড়া দেখায়)। (২)বি: (বিদ্রূপে) বৈষ্ণব বৈরাগী (নেড়ানেড়ীর কাণ্ড)। [তু. 'নাড়িয়া' : চর্যা.]। বিণ.বি(স্ত্রী): **নেড়ী, নেড়ি**।
নেড়িকুত্তা—**কুত্তা** দ্র:।
নেড়ে—বি: (অশি.) নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। [নেড়া দ্র:]।
নেত—বি: প্রাচীন কালের সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রবিশেষ। [সং. নেত্র]।
নেতা₁ (-তৃ)—বিণ.বি: নায়ক, পরিচালক ; পথপ্রদর্শক ; সেনাপতি ; অগ্রণী ; প্রধান। [সং. √নী+তৃ (তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **নেত্রী**। বি: **নেতৃত্ব**—নেতার পদ বা কাজ।
নেতা₂—(প্রাদে.) বি: ছেঁড়া বা জীর্ণ কাপড় ; গৃহতল সম্মার্জনের জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা। [সং. নক্তক]।
নেতা₃—ক্রি: নেতান। [?—তু. নেতা₂]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: অবসন্ন বা দুর্বল হওয়া। (২)বি.-বিণ: উক্ত অর্থে।
নেতৃত্ব—**নেতা₁** দ্র:।
নেত্র—বি: চক্ষু, নয়ন। [সং.]। বিণ: **-গোচর**—দৃষ্টিগোচর। বি: **-চ্ছদ, -পল্লব**—চক্ষুর পাতা। বি: **-পাত**—দৃষ্টিক্ষেপ, অবলোকন। বি: **-মল**—পিঁচুটি।
নেপ, নেপটা, নেপটান (-নো)—যথাক্রমে **লেপ লেপটা** ও **লেপটান**-র প্রাদে. রূপ।
নেপথ্য—বি: রঙ্গালয়ের সাজঘর ; রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান ; অভিনেতৃগণের বেশভূষা। [সং.]। বি: **-বিধান**—অভিনেতৃগণের বেশভূষা সম্পাদন। বি.ক্রি-বিণ: **নেপথ্যে**—রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে (অর্থাৎ সহ-অভিনেতৃগণের অশ্রুত-ভাবে) ; (আল.) সাধারণের অগোচরে।
নেপা, নেপান (-নো)—যথাক্রমে **লেপা** ও **লেপান**-র প্রাদে. রূপ।
নেপালী—(১)বিণ.বি: নেপালের অধিবাসী। (২)বিণ: নেপালে জাত বা উৎপন্ন ; নেপাল-সম্বন্ধীয়। [বাং. নেপাল+ঈ]।
নেপো—বি: অনধিকারী ধূর্ত লোক ; বাটপাড়। [ব্যক্তিনাম 'নেপাল' ?]। **যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দই**—যাহারা পরিশ্রম করে তাহারা পরিশ্রমের ফল পায় না, চালাক লোকে ফাঁকি দিয়া সে ফল ভোগ করে।
নেবা₁—**ন্যাবা**-র বানানভেদ।
নেবা₂, নেবান (-নো)—যথাক্রমে **নিবা** ও **নিবান**-র চলিত রূপ।
নেবু—**লেবু**-র প্রাদে. রূপ।
নেভা, নেভান (-নো) — যথাক্রমে **নেবা** ও **নেবান**-র রূপভেদ।
নেমক, নেমকহারাম—যথাক্রমে **নিমক** ও **নিমক-হারাম**-এর প্রাদে. রূপ।
নেমন্তন্ন—**নিমন্ত্রণ**-এর কথ্য রূপ।
নেমাজ—**নামাজ**-এর রূপভেদ।

নেমি, নেমী—বিঃ চাকার ব্যাস হাল পরিধি বা বেড়। [সং. √নী + মি (ণে), + ঈ]।

নেয়া, নেয়াই, নেয়ান (-নো)—যথাক্রমে **নেওয়া নেহাই** ও **নেওয়ান**-র কথ্য রূপ।

নেয়াপাতি—বিণঃ কচি, কোমল শাঁসযুক্ত (নেয়াপাতি ডাব)। [দেশী]।

নেয়ার, নেয়াড়—বিঃ খাট ছাওয়া ও মশারির পাশে লাগান ইত্যাদি কাজে ব্যবহার্য চওড়া ফিতাবিশেষ।

নেয়ে—বিঃ নাবিক, মাঝি। [সং. নাবিক]।

নেয়ো—**নাহিয়ো**-র কথ্য রূপ।

নেলাখেপা—বিণঃ পাগলাটে, আধপাগলা। [?— তু. খেপা]।

নেশা—বিঃ মাদক দ্রব্য (নেশা খাওয়া), মাদক দ্রব্য ব্যবহারজনিত মত্ততা (নেশার ঘোর); প্রবল আসক্তি আকর্ষণ টান বা ঝোঁক (কাজের নেশা, চোখের নেশা); বিহ্বলতা, মোহ। [আ. নেশা]। ক্রিঃ **নেশা করা**—মাদক সেবন করা। বিণঃ **-খোর**—মাদকসেবী।

নেহ১—ক্রিঃ (প্রা. বাং.) লও। [নেওয়া দ্রঃ]।

নেহ২—বিঃ (প্রা. বাং.) অবলেহন, চাটা ('নাসিকায় নেহ যেন দরশনে পান' : চৈ ভা.)। [সং. লেহন]।

নেহ৩, নেহা—বিঃ (প্রা. বাং. ও ব্রজ.) স্নেহ, আদর। [সং. স্নেহ]।

নেহাই—**নিহাই**-র রূপভেদ।

নেহাত—অব্যঃ নিতান্ত, একান্তপক্ষে, নিদেনপক্ষে (নেহাত যদি যাও); অতিশয়, একেবারে, সম্পূর্ণ (নেহাত বোকা)। [আ. নিহায়ৎ]।

নেহারা, নেহারই, নেহারত, নেহারন, নেহারনু (-রিনু), নেহারল (-রিল)—যথাক্রমে **নিহারা নিহারই নিহারত নিহারন নিহারিনু** ও **নিহারিল**-র রূপভেদ।

নৈ১—**নই২**-র বানানভেদ।

নৈ২—বিণঃ নবজাত (নৈ বাছুর)। [সং. নব]।

নৈকট্য—বিঃ সামীপ্য। [সং. নিকট + য]।

নৈকষেয়—বিঃ নিকষার পুত্র অর্থাৎ রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ। [সং. নিকষা + এয়]।

নৈকষ্য—বিণঃ নিকষে পরীক্ষিত; বিশুদ্ধ, খাটি (নৈকষ্য কুলীন)। [সং. নিকষ + য]।

নৈচা, নৈচে—**নলিচা**-র কথ্য রূপ।

নৈতিক—বিণঃ নীতি-সম্বন্ধীয়। [সং. নীতি + ইক]।

নৈদাঘ—বিণঃ নিদাঘ-সম্পর্কিত; গ্রীষ্মকালীন। [সং. নিদাঘ + অ]। বিণ(স্ত্রী): **নৈদাঘী**।

নৈপুণ্য—বিঃ নিপুণতা। [সং. নিপুণ + য]।

নৈবচ—অব্যঃ এরূপ নয়। [সং. ন + এব + চ]। **নৈবচ নৈবচ**—কখনই হইবে না ('ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ' : ভা.চ.)।

নৈবেদ্য (কথ্য) **নৈবিদ্য, নৈবিদ্যি**—বিঃ দেবতাকে নিবেদনীয় সামগ্রী। [সং. নিবেদ + য]।

নৈমিত্তিক—বিণঃ বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয়, প্রয়োজনার্থক; নিমিত্তবিৎ, শুভাশুভলক্ষণবেত্তা, শকুনজ্ঞ। [সং. নিমিত্ত + ইক]।

নৈমিষারণ্য—বিঃ পুরাণাদিতে বর্ণিত প্রাচীন তপোবনবিশেষ। [সং. নৈমিষ + অরণ্য]।

নৈয়মিক—বিণঃ নিয়ম-সম্বন্ধীয়; নিয়ম-অনুযায়ী। [সং. নিয়ম + ইক]।

নৈয়ায়িক—বিঃ ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা। [সং. ন্যায় + ইক]।

নৈরপেক্ষ্য, নৈরপেক্ষ—বিঃ নিরপেক্ষতা। [সং. নিরপেক্ষ + য, অ (ভা)]।

নৈরাকার—বিণঃ (কথ্য) নিরাকার; একাকার, তছনছ। [সং. নিরাকার]।

নৈরাশ্য, (কথ্য) **নৈরাশ**, (কাব্যে) **নৈরাশা**—বিঃ আশাহীনতা, হতাশা। [সং. নিরাশ + য, অ (ভা)]।

নৈর্ঋত—বিঃ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। [সং. নির্ঋতি + অ]।

নৈর্গুণ্য—বিঃ গুণহীনতা; সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এই তিন গুণের অতীত অবস্থা বা ভাব। [সং. নির্গুণ + য (ভা)]।

নৈর্ব্যক্তিক—বিণঃ ব্যক্তি-সম্পর্কিত নহে এমন; অপৌরুষেয়। [সং. নির্ + ব্যক্তি + ইক]।

নৈলে—**নইলে**-র বানানভেদ।

নৈশ—বিণঃ রাত্রিকালীন, রাত্রি-সম্বন্ধীয়। [সং. নিশা + অ]।

নৈষধ—(১)বিণঃ নিষধদেশীয়; নিষধসম্পর্কিত। (২)বিঃ নিষধ দেশের রাজা নল। [সং. নিষধ + অ]। বিণঃ **নৈষধীয়**—নলরাজ-সম্বন্ধীয়।

নৈষাদ—বিঃ ব্যাধনন্দন। [সং. নিষাদ + অ]।

নৈষ্কর্ম্য — বিঃ সর্বকর্মত্যাগ, নিষ্ক্রিয়তা; বেকারত্ব; কর্মে বীতস্পৃহা বা নিবৃত্তি; আলস্য; মুক্তি। [সং. নিষ্কর্মন্ + য]।

নৈষ্ঠিক—বিণঃ নিষ্ঠাবান্; নিষ্ঠাবিষয়ক; আজীবন গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য-ব্রতাবলম্বী। [সং. নিষ্ঠা + ইক]।

নৈসর্গিক—বিণঃ স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক (নৈসর্গিক সৌন্দর্য)। [সং. নিসর্গ + ইক]।

নোংরা—(১)বিণ: ময়লা; ঘৃণ্য; অশুচি; অশ্লীল। (২)বিঃ আবর্জনা, জঞ্জাল (নোংরা সাফ করা)। বিঃ **-মি, -অ, -মো**—নোংরা ভাব বা আচরণ।

নোকর—বিঃ চাকর। [হি. নৌকর]। বিঃ **নোকরি**—চাকরি।

নোকসান—**লোকসান**-এর প্রাদে. রূপ।

নোকতা—বিঃ আরবী-ফার্সী অক্ষরে যে বিন্দু সংলগ্ন থাকে। [আ. নুক্‌তা]।

নোঙর, নোঙ্গর—**নঙ্গর**-এর রূপভেদ।

নোট—বিঃ মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত কাগজবিশেষ, পত্রমুদ্রা, currency note; স্মারক লেখন; চিঠি; অর্থপুস্তক, টীকা। [ইং. note]। ক্রিঃ **নোট করা**—(সংক্ষিপ্তভাবে) লিখিয়া বা টুকিয়া রাখা। ক্রিঃ **নোট দেওয়া**—(সংক্ষিপ্তভাবে প্রধানতঃ লিখিয়া) মতামত জানান।

নোটিস, নোটিশ—বিঃ বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, সূচনা। [ইং. notice—তু.হি. সূচনা]।

নোড়—বিঃ আমলকীর ন্যায় ছোট সাদা টক ফলবিশেষ। [সং. লবণী]।

নোড়া—বিঃ পাথরের ছোট পেষণদণ্ডবিশেষ, (শিল-নোড়া)। [সং. লোষ্ট্র]।

নোতুন, নতুন—বিণ: নূতন, অভিনব; আধুনিক, নব্য, তরুণ; টাটকা। [সং. নবতন—তু. হি. নৌতুন]।

নোদন—বিঃ প্রেরণ, নিবারণ, অপসারণ (অপনোদন)। [সং. √নুদ্+অন (ভা)]।

নোনতা—(১)বিণ: লবণাক্ত। (২)বিঃ কচুরী-নিমকি-জাতীয় খাবার। [বাং. নুন+তা]।

নোনা১—বিঃ আতা-জাতীয় ফলবিশেষ। [পো. anona]।

নোনা২—(১)বিণ: লবণাক্ত (নোনা জল)। (২)বিঃ মাটির যে লবণজাতীয় উপাদান প্রাচীর প্রভৃতির উপর ফুটিয়া ওঠে (নোনা লাগা)। [সং. লবণাক্ত]।

নোয়া১—বিঃ **লোহা**-র গ্রাম্য রূপ; হিন্দু সধবা স্ত্রীলোকদের লৌহনির্মিত হস্তাভরণবিশেষ। [সং. লৌহ]।

নোয়া২, **নোয়ান (-নো)**—যথাক্রমে **নুয়া** ও **নুয়ান**-র চলিত রূপ।

নোলক—বিঃ নাসিকার অলঙ্কারবিশেষ (নাকে ঝোলে)। [সং. লোলক]।

নোলা—বিঃ জিহ্বা, আহারের লোভ। [সং. লোলা]।

নৌ—বিঃ নৌকা, জলযান, পোত। [সং.]। বিঃ **-বল**—জলযুদ্ধের উপযোগী জাহাজ ও সৈন্যদলের সমষ্টি। বিঃ **-বহর**—(প্রধানতঃ যুদ্ধে ব্যবহৃত) নৌকাসমূহ বা জাহাজসমূহ। বিঃ **-বাহ**—নৌকাবাহক, দাঁড়ী, জাহাজ-চালনা, navigation [স. প.]। বিঃ **-বাহিনী, -সেনা, -সৈন্য**—যুদ্ধার্থ নিযুক্ত জাহাজে আরোহী সৈন্যদল; জলযুদ্ধের জন্য নিযুক্ত সৈন্য। **-বাহী**—(১)বিণ: নৌকাদি চালনার পক্ষে উপযুক্ত (নদী খাল ইত্যাদি)। (২)বি.বিণ: নৌকা চালনাকারী ('নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে': চর্যা.)। বিণ: **-বাহ্য**—জাহাজাদি চালাইবার উপযুক্ত, navigable [স প.]। বিঃ **-বিদ্যা**—নৌকাদি নির্মাণ বা চালনার বিদ্যা। বিঃ **-যুদ্ধ**—জলযুদ্ধ।

নৌকতা—'সামাজিক ব্যবহার' অর্থে **লৌকিকতা**-র প্রাদে. রূপ।

নৌকা—বিঃ তরণী, তরী; দাবাখেলার বলবিশেষ। [সং. নৌ+ক+আ]। দ্র.-**নৌকায় পা দেওয়া**—দুই বিরুদ্ধ দলের সহিত মিতালি বজায় রাখার চেষ্টা করা। বিঃ **-পথ**—নদীবক্ষে নৌকা চলাচলের পথ, জলপথ, নদীপথ। বিঃ **-বিলাস, -বিহার, -লীলা**—নৌকায় চড়িয়া বেড়ান; রাধিকাদি গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষ বিণ: **-রোহী** (-হিন্)—নৌকায় আরোহণকারী, নৌকাযাত্রী। বিঃ **-যাত্রী** (-ত্রিন্)—নৌকাযোগে গমনকারী।

নৌজোয়ান—**নওজোয়ান**-এর রূপভেদ।

নৌবল, নৌবাহ, নৌবাহিনী, নৌবাহী, নৌবাহ্য, নৌবিদ্যা, নৌযুদ্ধ, নৌসেনা, নৌসৈন্য—**নৌ** দ্রঃ।

ন্যক্কার—বিঃ বমন, বমি; অত্যন্ত ঘৃণা। [সং ন্যক্+√কৃ+অ (ভা)]। বিণ: **-জনক**—বমনোদ্রেককর; অত্যন্ত ঘৃণাজনক।

ন্যগ্রোধ—বিঃ বটগাছ। [সং.]।

ন্যস্ত—বিণ: অর্পিত, প্রদত্ত, গচ্ছিত, রক্ষিত; স্থাপিত, নিহিত; প্রক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত। [সং. নি+√অস্+ত (র্ম)]।

ন্যাওটা, ন্যাংটা, ন্যাংটো, ন্যাকড়া, ন্যাকরা, ন্যাকা, ন্যাকার, ন্যাটা—যথাক্রমে **নেওটা নেংটা নেংটো নেকড়া নেকরা নেকা নেকার** ও **নেটা**-র বানানভেদ।

ন্যাবা—বিঃ পাণ্ডুরোগ, কাঁওলারোগ, jaundice। [দেশী]।

ন্যায়—(১)বিঃ যুক্তি, নীতি, সুবিচার, সত্য, সততা (ন্যায়সঙ্গত, ন্যায়বিরুদ্ধ, ন্যায়বিচার,

ন্যায়নিষ্ঠ) ; তর্কশাস্ত্র, গোতমপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র-বিশেষ ; যুক্তির দৃষ্টান্ত (অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়), (বিরল) বিতর্ক। (২)(বাং.) অব্যঃ তুল্য, সদৃশ, মত (পিতার ন্যায় পূজনীয়)। [সং. নি+ √ই +অ (ভা)]। বিঃ -কর্তা (-র্তৃ)—বিচারক ; ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা। অব্য-ক্রি-বিণঃ -তঃ (-তস্) —সুবিচার-অনুসারে। বিণঃ -নিষ্ঠ, -পর, -পরায়ণ, -বান্ (-বৎ)—ন্যায়কে মানিয়া চলে এমন। বিঃ -নিষ্ঠা, -পরতা, -পরায়ণতা, -বত্তা। বিঃ -পথ, -মার্গ—সত্য বা ধর্মসঙ্গত পথ। বিঃ -বুদ্ধি—বিচারবুদ্ধি ; বিবেক। বিঃ -শাস্ত্র —তর্কশাস্ত্র। বিণঃ -সঙ্গত, -সম্মত—যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য। বিঃ ন্যায়াধীশ—বিচারপতি। বিঃ ন্যায়ালঙ্কার, -তীর্থ—ন্যায়শাস্ত্রবেত্তার উপাধি। বিঃ ন্যায়ালয়—আদালত [স. প.]। বিঃ ন্যায়াধিকরণ—বিচারালয় ; দেওয়ানী আদালত [স. প.]। বিণঃ ন্যায়িক—বিচারসংক্রান্ত, judicial [স প.]।

ন্যাব্য—বিণঃ যুক্তিযুক্ত, উচিত ; যোগ্য, ন্যায়সঙ্গত। [সং. ন্যায়+য]।

ন্যালনেলে—বিণঃ লালার মত, লালাযুক্ত ; জিহ্বা হইতে লালা পড়ে এমন। [ধ্বন্যাত্মক]।

ন্যাস—বিঃ গচ্ছিত রাখা ; গচ্ছিত বস্তু ; গচ্ছিত সম্পত্তি বা তাহা রক্ষার ভার, trust [স. প.] ; অর্পণ ; রক্ষণাবেক্ষণ ; শ্বাসসংযম, প্রাণায়ামাদি ; ত্যাগ (কামাকর্ম-ন্যাস)। [সং. নি+ √অস্+ অ]। বিণ বিঃ -রক্ষক—গচ্ছিত বস্তুর রক্ষাকারী বা তাহার ভাণ্ডারী। বিঃ -পাল—ন্যাসরক্ষক, trustee [স. প.]।

ন্যুব্জ—বিণঃ কুব্জ, কুঁজো, বক্র ; উপুড়। [সং. নি+ √উব্জ্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ ন্যুব্জা। বিঃ -তা।

ন্যূন—বিণঃ অপেক্ষাকৃত কম বা অল্প। [সং. নি+ √ঊন্+অ (র্তৃ)]। বিঃ -তা। ক্রি-বিণঃ -কল্পে, -পক্ষে—নিদেনপক্ষে, কম করিয়া ধরিলেও। বিণঃ ন্যূনাধিক—কমবেশী। বিঃ ন্যূনাধিক্য—কমবেশীর ভাব ; তারতম্য।

প

প—বাঙ্গালা বর্ণমালার একবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

-প—বিণঃ পালনকারী (গোপ) ; পানকারী (মধুপ)। [সং. পা+অ (র্তৃ)]।

পইছা—প'ইছা-র রূপভেদ।

পইঠা—বিঃ সোপান, সিঁড়ি ; ধাপ। [সং. প্রতিষ্ঠা]।

পইতা—বিঃ ব্রাহ্মণাদির কণ্ঠে ধারণীয় যজ্ঞসূত্র, উপবীত। [সং. পবিত্র (=উপবীত)]।

পইপই—অব্যঃ বারংবার, পুনঃপুনঃ। [সং. পদে পদে ?]।

পউষ—পৌষ-এর বানানভেদ।

প'ইছা—বিঃ স্ত্রীলোকদের মণিবন্ধের অলঙ্কার-বিশেষ। [হি. পোহুংচী]।

প'ইত্রিশ—পঁয়ত্রিশ-এর কথ্য রূপ।

প'চাত্তর—বি.বিণঃ ৭৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং পঞ্চসপ্ততি]।

প'চানব্বই, (কথ্য) **প'চানব্বুই**—বি.বিণঃ ৯৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চনবতি]।

প'চাশি, (বর্জি.) **প'চাশী**—বি.বিণঃ ৮৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চাশীতি]।

পঁচিশ—বি.বিণঃ ২৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চবিংশতি]। **পঁচিশে**—(১)বিঃ মাসের পঁচিশ তারিখ ; (২)বিণঃ (মাস-সম্বন্ধে) পঁচিশ তারিখের।

প'য়তাল্লিশ—বি.বিণঃ ৪৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চচত্বারিংশৎ]।

পঁয়ত্রিশ—বি.বিণঃ ৩৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং পঞ্চত্রিংশৎ]।

প'য়ষট্টি—বি.বিণঃ ৬৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চষষ্টি]।

প'হুছা, প'হুছান (-নো)—যথাক্রমে **পৌঁছা** ও **পৌঁছান**-র অপ্র. রূপ।

পকেট—বিঃ জেব, জামার সংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিবিশেষ। [ইং pocket]। ক্রিঃ **পকেট কাটা, পকেট মারা** —পরের পকেট হইতে চুরি করা। ক্রিঃ **পকেটস্থ করা**—আত্মসাৎ করা। বিঃ **-ঘড়ি**—**ঘড়ি** দ্রঃ। বিঃ **-মার, -কাটা**—যে অপরের পকেট হইতে চুরি করে।

পক্ক—বিণঃ পাকা, কাচার বিপরীত (পক্ক ফল) ; সাদা, পলিত (পক্ক কেশ) ; পরিণত, অভিজ্ঞ (পক্ক বুদ্ধি) ; গাঢ় (পক্ক মধু), পাক করা বা রান্না করা হইয়াছে এমন (ঘৃতপক্ক)। [সং. √পচ্ +ত (র্তৃ)]। বিঃ -তা। -কেশ—(১)বিণঃ পলিতকেশযুক্ত ; প্রবীণ, (২)বিঃ পাকা চুল। বিঃ পক্কাশয়—পাকস্থলী, পাকাশয়।

পক্ষ—বিঃ চন্দ্রের বৃদ্ধিকাল বা হ্রাসকাল (শুক্লপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ), প্রতিপদ্ হইতে পঞ্চদশ তিথি, মাসার্ধ, পাখির ডানা বা পালক, বাণের গোড়ায় পাখনার ন্যায় অংশ ; দল, তরফ,

team, party (মিত্রপক্ষ, সরকারপক্ষ) ; দিক্ (অপরপক্ষে) ; পার্শ্ব (পক্ষদেশ, পক্ষাঘাত) ; সন্নিহিত কক্ষ বা বারান্দা ; তর্কে প্রশ্ন বা উত্তর (পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ) ; বিশেষ অবস্থা (পারত-পক্ষে, দ্বিতীয় পক্ষে) . (একাধিকবার বিবাহিত ব্যক্তির) স্ত্রী (দ্বিতীয় পক্ষ)। [সং. √পক্ষ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-গ্রহণ**—দলবিশেষকে সমর্থন ; বিঃ **-চ্ছেদ**—ডানা ছিন্নকরণ। বিঃ **-জ**, **-ধর**—চন্দ্র। বিঃ **-পাত**—বিরোধী দলসমূহের মধ্যে যে-কোন একটির প্রতি অন্যায় অতিরিক্ত আকর্ষণ, এক-চোখোমি, অসমদর্শিতা। বিণঃ **-পাতী** (-তিন্)—পক্ষপাতবিশিষ্ট, একচোখো, অসমদর্শী ; অনুরক্ত। বিঃ **-পাতিতা**, **-পাতিত্ব**—পক্ষপাত। বিঃ **-পুট**—ডানার অভ্যন্তর। বিণঃ **-ল**—পক্ষ-যুক্ত, ডানাযুক্ত ; (উদ্ভি.) পাখির পালকের ন্যায় যাহার ডাঁটার দুই দিকে পাতা সাজান থাকে, pinnate [বি. প.]। বিঃ **-বল**—(পাখির) পাখার জোর ; দলস্থ লোকগণের জোর ; সহায়কবর্গ বা সাহায্যকারী সৈন্যদল বা রাজশক্তি। বিঃ **-সঞ্চালন**—ডানা ঝাপটান। বিঃ **-সমর্থন**—দলবিশেষে যোগদান বা তাহার পৃষ্ঠপোষকতা। বিঃ **পক্ষাঘাত**—বাতব্যাধিবিশেষ, paralysis। বিঃ **পক্ষান্ত**—পক্ষের শেষ, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। বিঃ **পক্ষান্তর**—অপর দিক পার্শ্ব বা অবস্থা। ক্রি-বিণঃ **পক্ষান্তরে**—অপরদিকে, পরন্তু ; অন্য-দিক দিয়া বিচার করিলে। বিঃ **পক্ষাপক্ষ**—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ ; শত্রু-মিত্র।

পক্ষিরাজ—**পক্ষী** দ্রঃ।

পক্ষী (-ক্ষিন্)—বিঃ পাখি, বিহগ, বিহঙ্গম। [সং. পক্ষ + ইন্]। বি(স্ত্রী): **পক্ষিণী**। বিঃ **পক্ষিরাজ**—পক্ষীদের রাজা ; গরুড় , (রূপকথায়) ডানা-ওয়ালা কাল্পনিক ঘোড়া। বিঃ **পক্ষীন্দ্র**—পক্ষী-দের রাজা।

পক্ষীয়—বিণঃ দল-সম্বন্ধীয় , দলভুক্ত। [সং. পক্ষ + ঈয়]।

পক্ষোদ্‌গম, **পক্ষোদ্ভেদ** —বিঃ পাখির ডানা গজান। [সং. পক্ষ + উদ্‌গম, উদ্ভেদ]।

পক্ষ্ম (-ক্ষ্মন্) —বিঃ চক্ষুর লোম , পাখির পালক। [সং. √পক্ষ + মন্ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ল**—সুন্দর পক্ষ্মযুক্ত ; লোমশ।

পগার—বিঃ জমির সীমানির্দেশক খাত বা নালা। [সং প্রাকার]। **পগার পার হওয়া**—পলাইয়া সীমার বা নাগালের বাহিরে যাওয়া।

পঙ্ক—বিঃ কাদা, পাঁক ; (দেহে চন্দনাদির) প্রলেপ ; পঙ্খ, ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের প্রলেপদ্বারা কারুকার্য। [সং. √পঞ্চ্ + অ (র্তৃ)]। **-জ**—(১)বিণঃ কর্দমজাত ; (২)বিঃ পদ্ম। বিণ(স্ত্রী): **-জা**। বি(স্ত্রী): **-জিনী**—যেখানে পদ্ম জন্মে এমন পুকুর ; পদ্মের ঝাড়, পদ্মসমূহ ; (অশু.) পদ্ম। বিঃ **-রুহ**—পদ্ম। বিণঃ **পঙ্কিল**—কর্দমাক্ত, কাদাভরা। বিঃ **পঙ্কিলতা**। বিঃ **পঙ্কোদ্ধার**—পাঁক তুলিয়া ফেলিয়া পুষ্করিণী প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

পঙ্‌ক্তি—বিঃ সারি, পাঁতি, শ্রেণী ; লেখার লাইন। [সং. √পঞ্চ্ + তি (র্ম)]। বিণ.বিঃ **-দূষক**—যাহার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে দোষ হয়, অপাঙ্‌ক্তেয় ব্যক্তি। বিঃ **-ভোজন**—একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া আহার।

পঙ্খ—বিঃ ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে চুনের প্রলেপদ্বারা কারুকার্য। [সং. পঙ্ক]।

পঙ্খী—(১)বিঃ **পক্ষী**-র গ্রাম্য রূপ (পঙ্খীর দল)। (২)বিণঃ পক্ষীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট (ময়ূরপঙ্খী)।

পঙ্গপাল—বিঃ ফড়িংয়ের ন্যায় একপ্রকার পতঙ্গের প্রকাণ্ড দল যাহা শস্যক্ষেত্রে পড়িয়া শস্য নিঃশেষ করে ; (লক্ষ্যার্থে) অসংখ্য লোক। [সং. পতঙ্গ-পালি]।

পঙ্গু—বিণঃ খোঁড়া, বিকলপদ, চলচ্ছক্তিহীন। [সং.]।

পচ—বিঃ বিকৃতি, গলন, পচন (পচ ধরা)। [পচা দ্রঃ]।

পচন১—বিঃ পাককরণ, রন্ধন ; পরিপাক। [সং. √পচ্ + অন (ভা)]।

পচন২—বিঃ বিকৃতি, গলন, পচিয়া যাওয়া (পচন-নিবারক ঔষধ)। [পচা দ্রঃ]। বিণঃ **-শীল**—পচিয়া যাইতেছে বা সহজেই পচিয়া যায় এমন।

পচপচ—**প্যাচপ্যাচ**-এর রূপভেদ।

পচা—(১)ক্রিঃ বিকৃত হওয়া, খারাপ বা নষ্ট হওয়া, গলিয়া যাওয়া। (২)বিঃ পচন। (৩)বিণঃ পচিয়া গিয়াছে এমন, বিকৃত ; গুমট, ভাপসা (পচা গরম) ; যখন সবকিছু পচিয়া উঠে এমন (পচা ভাদ্র) ; দূষিত (পচা ঘা)। [সং. √পচ্ + বাং. আ]। **-ন**, **-নো**—(১)ক্রিঃ বিকৃত নষ্ট গলিত বা দূষিত করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **পচানি**—পচা জিনিসের রস ; পচন।

পচ্‌পচ্‌—**পচপচ**-এর বানানভেদ।

পচ্য—বিণ: রাঁধিবার যোগ্য। [সং. √পচ্ + য (র্য)]।

পছন্দ—(১)বিণ: মনঃপূত, মনের মতন ; মনোনীত। (২)বি: মনোনয়ন, নির্বাচন (পছন্দ করা) ; রুচি (পছন্দ মত জিনিস)। [ফা. পসন্দ্]। বিণ: **-সই**—মনের মত।

পজ্‌ঝটিকা—বি: ছন্দোবিশেষ (যেমন, 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' : চর্যা)। [সং.]।

পঞ্চ (-ঞ্চন্)—বি.বিণ: ৫ সংখ্যা বা সংখ্যক, পাঁচ। [সং.]। বি: **-ক**—পাঁচের সমষ্টি, পাঁচটি (গীত-পঞ্চক)। বি: **-কন্যা**—অহল্যা দ্রৌপদী তারা কুন্তী ও মন্দোদরী : এই পাঁচজন। বি: **-কর্ম**—বমন বিরেচন প্রভৃতি পাঁচ প্রকার চিকিৎসা-ব্যবস্থা (আয়ুর্বেদমতে)। বি: **-গব্য**—গব্য দ্রঃ। বি: **-গুণ**—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ : এই পাঁচরকম গুণ। বি: **-গৌড়**—সরস্বতী নদীর তীরস্থ ভূ-ভাগ এবং কনৌজ উৎকল মিথিলা ও গৌড় : এই পাঁচটি প্রদেশ। বি.বিণ: **-চত্বারিংশৎ**—৪৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-চত্বারিংশত্তম**—৪৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-চত্বারিংশত্তমী**। বি: **-চামর**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ (যেমন, 'মহৎ ভয়ের মুরত সাগর, বরণ তোমার তমঃ শ্যামল' : সত্যেন্দ্র)। বি: **-তন্ত্র**—বিষ্ণুশর্মাকৃত পঞ্চভাগে বিভক্ত সংস্কৃত নীতি-গ্রন্থবিশেষ। বিণ: **-তপাঃ** (-পস্) **-তপা**—চারিপাশে চারিটি অগ্নিকুণ্ড এবং ঊর্ধ্ব দিকে সূর্য : এই পঞ্চ অগ্নির মধ্যে তপস্যাকারী ; কঠিন তপস্যাকারী। বি: **-তিক্ত**—নিম গুলঞ্চ বাসক পলতা ও কণ্টকারী। বি: **-তীর্থ**—জ্ঞানবাপী নন্দিকেশ্বর তারকেশ্বর মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি : কাশীস্থ এই পাঁচটি পুণ্যস্থান ; সংস্কৃতে স্নাতকদের উপাধিবিশেষ। বি: **-ত্ব**—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম : এই পঞ্চভূতে মিলিত হওয়া অর্থাৎ মৃত্যু। বিণ: **-ত্বপ্রাপ্ত**—মৃত। বি: **-ত্বপ্রাপ্তি**—মৃত্যু। বি.বিণ: **-ত্রিংশৎ**—৩৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-ত্রিংশত্তম**—৩৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-ত্রিংশত্তমী**। বি.বিণ: **-দশ** (-শন্)—১৫ সংখ্যা বা সংখ্যক, পনের। বিণ: **-দশ**—১৫ সংখ্যার পূরক। **-দশী**—(১)-বিণ(স্ত্রী): পঞ্চদশস্থানীয়া, পনের বৎসর বয়স্কা ; (২)বি: পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ; বেদান্তগ্রন্থবিশেষ। ক্রি-বিণ: **-ধা**—পাঁচ রকমে বা খণ্ডে বা দিকে ; পাঁচবার। বিণ: **-নখ**—পায়ে পাঁচটি নখ আছে এরূপ (শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম)। বি: **-নদ**—শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা : এই পাঁচটি নদীর দ্বারা বিধৌত দেশ, পঞ্জাবপ্রদেশ ; কিরণা ধূতপাপা সরস্বতী গঙ্গা ও যমুনা : এই পাঁচটি নদীর সমাহার বা এই পাঁচটি নদীযুক্ত তীর্থস্থান। বি.বিণ: **-নবতি**—৯৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-নবতিতম**—৯৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-নবতিতমী**। বি: **-নিম্ব**—নিমগাছের শিকড় ছাল পাতা ফুল ও ফল। বি.বিণ: **-পঞ্চাশৎ, -পঞ্চাশ**—৫৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-পঞ্চাশত্তম**—৫৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-পঞ্চাশত্তমী**। বি: **-পল্লব**—আম্র অশ্বত্থ বট প্লক্ষ ও যজ্ঞডুমুর : এই পঞ্চ বৃক্ষের পল্লব। বি: **-পাণ্ডব**—যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব : এই পাঁচ ভাই। বি: **-পাত্র**—দেবপক্ষদ্বয় ও পিতৃপক্ষত্রয় : এই পঞ্চ-পাত্রের জন্য কর্তব্য শ্রাদ্ধ ; পাঁচটি পাত্র ; (বাং.) হিন্দুদের পূজায় ব্যবহৃত তাম্রাদি ধাতুনির্মিত পাত্রবিশেষ। বি: **-পিতা** (-তৃ)—জন্মদাতা ভয়ত্রাতা শ্বশুর বিদ্যা বা দীক্ষাদাতা ও অন্নদাতা। বি: **-প্রদীপ**—আরতি করিবার জন্য পঞ্চমুখ প্রদীপবিশেষ। বি: **-বটী**—অশ্বত্থ বট বিল্ব আমলকী ও অশোক : এই বৃক্ষপঞ্চক বা উহা-দ্বারা রচিত বন, রামায়ণোক্ত দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ। বি: **-বাণ**—সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন স্তম্ভন (অথবা, অরবিন্দ অশোক আম্র নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল) : এই পাঁচ বাণ অথবা ইহাদের ব্যবহারকর্তা মদনদেব। বি: **-বায়ু**—প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান : শরীরস্থ এই পঞ্চবায়ু। বি.বিণ: **-বিংশতি**—২৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-বিংশতিতম**—২৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-বিংশতিতমী**। বি: **-ভুজ**—(জ্যামি.) পাঁচটি সরলরেখাদ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র **pentagon** [বি. প.]। বি: **-ভূত**—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম। **-ম**—(১)বিণ: পাঁচের পূরক, (২) বি: (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর বা 'পা' ; কোকিলের ধ্বনি ; মাদ্রাজরাজ্যের অস্পৃশ্য জাতি। বি: **-মস্বর, -মরাগ**—(সঙ্গীতে) স্বর-গ্রামের পঞ্চম স্বর ; কোকিলের ধ্বনি। বি: **-মকার**—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন : তান্ত্রিক সাধনার এই পাঁচটি অঙ্গ। বি: **-মহা-পাতক**—ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মস্বহরণ গুরুপত্নীতে উপ-গমন সুরাপান এবং এই সকল পাপে লিপ্ত

ব্যক্তিগণের সংসর্গে বাস। বিঃ **-মহাযজ্ঞ**—ব্রহ্ম-যজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ (অর্থাৎ মনুষ্যেতর জীবের তৃপ্তি বিধান) ও নৃযজ্ঞ (অর্থাৎ অতিথি-পূজা)। **-মী**—(১)বিণ(স্ত্রী): পঞ্চমস্থানীয়া; (২)বিঃ তিথিবিশেষ। **-মুখ**—(১)বিঃ (পাঁচটি মুখবিশিষ্ট বলিয়া) শিব; (২) (বাং.) বিণঃ অতি-শয় বাচাল, বহুভাষী ('কুকথায় পঞ্চমুখ': ভা. চ.)। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**—পাঁচ মুখওয়ালা। বিঃ **-রঙ, -রং**—দাবাখেলায় মাত করিবার প্রণালীবিশেষ। বিঃ **-রত্ন**—নীলকান্ত হীরক পদ্মরাগ মুক্তা ও প্রবাল। বিঃ **-শর**—**পঞ্চবাণ**-এর অনুরূপ। বিঃ **-শস্য**—ধান্য মাষ যব তিল (বা শ্বেতসর্ষপ) ও মুগ। বি.বিণঃ **-ষষ্টি** ৬৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণঃ **-ষষ্টিতম**—৬৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-ষষ্টিতমী**।

পঞ্চাইত, পঞ্চাইতী—যথাক্রমে **পঞ্চায়ত** ও **পঞ্চায়তী**-র রূপভেদ।

পঞ্চাঙ্ক—বিণঃ পাঁচটি অধ্যায়বিশিষ্ট (নাটক)। [সং. পঞ্চ+অঙ্ক]।

পঞ্চানন—বিঃ (পঞ্চমুখবিশিষ্ট বলিয়া) শিব। [সং. পঞ্চ+আনন]।

পঞ্চামৃত—বিঃ দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও চিনি: এই পাঁচটি অমৃততুল্য বস্তু; গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে তাহাকে উক্ত দ্রব্যসমূহ ভোজন করাইয়া অনু-ষ্ঠিত সংস্কারবিশেষ।

পঞ্চায়ত, পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েত—বিঃ গ্রাম বা পল্লীর (মূলতঃ পঞ্চজন) প্রধানদের দ্বারা গঠিত বেসর-কারী বিচারসভা বা উন্নয়নসাধক প্রতিনিধি-সভা। [হি. পংচায়ত]। **পঞ্চায়তি, পঞ্চায়েতি, পঞ্চায়তী, পঞ্চায়েতী**—(১)বিঃ পঞ্চায়েতের কার্য বা বিচার; পঞ্চায়েতের বিচারকের অথবা প্রতি-নিধির পদ বা কাজ; (২)বিণঃ পঞ্চায়েত-সম্বন্ধীয়।

পঞ্চায়ুধ—বিঃ তরবারি শক্তি ধনুঃ পরশু ও বর্ম: এই পাঁচটি আয়ুধ বা অস্ত্র। [সং. পঞ্চ+আয়ুধ]।

পঞ্চাল—বিঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাচীন প্রদেশ।

পঞ্চালিকা—বিঃ মৃত্তিকা, ধাতু বা কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকা। [সং. পঞ্চ(বর্ণ)+ √অল্ (অলঙ্করণ) +অ+ক+আ]।

পঞ্চাশ—বি.বিণঃ ৫০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চাশৎ]। বি.ক্রি-বিণঃ **-বার**—বহুবার (পঞ্চাশ-বার সাবধান করা)।

পঞ্চাশৎ—বি.বিণঃ ৫০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.]। বিণঃ **পঞ্চাশত্তম**—৫০ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **পঞ্চাশত্তমী**।

পঞ্চাশিকা—বি(স্ত্রী): পঞ্চাশটি কবিতা প্রভৃতির সমষ্টি। [সং. পঞ্চাশৎ+অক+আ]।

পঞ্চাশীতি—বি.বিণঃ ৮৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ+অশীতি]। বিণঃ **-তম**—৮৫ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-তমী**।

পঞ্চেন্দ্রিয়—বিঃ চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্: এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ: এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়। [সং. পঞ্চ+ইন্দ্রিয়]।

পঞ্জর—বিঃ পাঁজরা, বুকের খাঁচা বা কঙ্কাল; পিঞ্জর, খাঁচা। [সং.]। বিঃ **পঞ্জরাস্থি**—পাঁজরার হাড়।

পঞ্জা—বিঃ পাঁচ-ফোটা-চিহ্নিত তাস; অঙ্গুলি-সমেত করতল; বাদশাহ্‌দের করতলের ছাপ-যুক্ত ফরমান। [ফা. পঞ্জ্‌হ্]।

পঞ্জাবী—(১)বিঃ পঞ্জাবের অধিবাসী বা ভাষা। (২)বিণঃ পঞ্জাবদেশ সম্বন্ধীয় বা সেখানে জাত। [সং. পঞ্চ+আপ্+ঈ—গুরুমুখী ভাষার প্রভাবে উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটিয়াছে]।

পঞ্জি, পঞ্জী, পঞ্জিকা—বিঃ তিথি নক্ষত্র তারিখ শুভাশুভ কাল প্রভৃতি জ্ঞাপক পুস্তকবিশেষ, পাঁজি; বিবরণী। [সং.]।

পঞ্জুড়ি, পঞ্জুড়ী—বিঃ পাশাখেলায় পাঁচের দান অর্থাৎ দুই জুড়ি ও পোয়া: ইহা অত্যন্ত ছোট দান ('খেলতে পাশা······প্রথমে পঞ্জুড়ি প'লো': রা. প্র.)। [পঞ্চ+জুড়ি—তু. মরা. পংজড়ী]।

পট১—অব্যঃ স্ফুটন বা মৃদু বিদারণ অথবা বিস্ফোরণের শব্দ; হঠাৎ, খুব তাড়াতাড়ি। [দেশী]। অব্যঃ **-পট**—ক্রমাগত পট-শব্দ; অতি দ্রুত। ক্রি-বিণঃ **পটাপট**—পটপট করিয়া; ক্রমাগত অতি দ্রুততার সহিত।

পট২—বিঃ কাপড় (পটমণ্ডপ); ছবি, চিত্রপট, ছবি আঁকার উপযুক্ত স্থূল বস্ত্রখণ্ড ('তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা': রবীন্দ্র); দৃশ্য-পট, থিয়েটারের সীন (পট-পরিবর্তন)। [সং. √পট্+অ]। বিঃ **-বাস, পটাবাস**—তাঁবু, বস্ত্র-গৃহ। বিঃ **-ভূমি, -ভূমিকা**—পশ্চাদ্‌ভূমি; যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় করা হয়; মূল ছবির চারিপার্শ্বে অঙ্কিত দৃশ্য; পরিবেশ। বিঃ **-মণ্ডপ**—সামিয়ানাদিদ্বারা নির্মিত মণ্ডপ; তাঁবু।

পটকা১—(১)বিণঃ অতিশয় দুর্বল (রোগাপটকা)। (২)বিঃ শব্দকর আতশবাজিবিশেষ; মাছের পেটের বায়ুপূর্ণ থলি, পটপটি। [ধ্বন্যাত্মক]।

পটকা২—ক্রিঃ পটকান। [হি. পটকানা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ভূপাতিত করা; আছাড় দেওয়া; পরাজিত করা, ঘায়েল করা; রোগাক্রান্ত হওয়া; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

পটপট—**পট্১** দ্রঃ।

পটপটি১—**পপ্‌টি**-র কথ্য রূপ।

পটপটি২—বিঃ অত্যধিক শুচিবাইয়ের ভাব; বাড়াবাড়ি, আস্ফালন (মুখেই যত পটপটি); পটপট শব্দকারক বাজিবিশেষ; খেলনা বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ; মৎস্যের ফুসফুস বা বায়ুকোষ; ক্ষুদ্র লতাবিশেষ বা তাহার ফল। [দেশী]।

পটবাস, পটভূমি, পটভূমিকা, পটমণ্ডপ—**পট২** দ্রঃ।

পটল১—বিঃ সমূহ, রাশি (নবজলধরপটল); পরিচ্ছেদ, অধ্যায়; ছাদ; চক্ষুরোগবিশেষ, ছানি। [সং. √পট্+অল]। ক্রিঃ **পটল তোলা**—(কৌতু.) মারা যাওয়া।

পটল২, পটল-চেরা—যথাক্রমে **পটোল** ও **পটোল-চেরা**-র অশু. রূপ।

পটহ—বিঃ জয়ঢাক, রণবাদ্যবিশেষ; ঝিল্লী, পরদা (কর্ণপটহ)। [সং. পট+√হন্+অ]।

পটা—(১)ক্রিঃ বনিবনাও হওয়া, খাপ খাওয়া (তার সঙ্গে পটে না); ঘনিষ্ঠ হওয়া (মেয়েটা তার সঙ্গে পটেছে); রাজী হওয়া (অনেক বোঝানর পর পটেছে)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি. পটকানা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বনান, খাপ খাওয়ান; রাজী করা; ভুলাইয়া বশীভূত করা; ভুলান (মেয়েটাকে পটিয়েছে); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

পটাপট—**পট্১** দ্রঃ।

পটাবাস—**পট২** দ্রঃ।

পটাশ—বিঃ রাসায়নিক পদার্থবিশেষ। [ইং. potash]।

পটাস, পটাস্—অব্যঃ উচ্চ পট্ শব্দ।

পটি১—বিঃ কাপড়ের ছোট খণ্ড; ক্ষতাদিতে জড়াইবার কাপড়ের লম্বা ফালি, bandage [বি. প.]। [সং. পট্টিকা]।

পটি২, পট্টি—বিঃ বাজারের পাড়া বা বিভাগ (সুতাপটি, লোহাপট্টি)। [সং. পট্ট, পাটক]।

পটীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ অত্যন্ত পটু; দুইয়ের মধ্যে অধিকতর পটু। [সং. পটু+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **পটীয়সী**।

পটু—বিণঃ দক্ষ, নিপুণ; সমর্থ, সক্ষম; চতুর। [সং. √পট্+উ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব, পাটব**।

পটুয়া, (কথ্য) **পটো**—বিঃ পটে অঙ্কনকারী, চিত্রকর; চিত্রকর জাতিবিশেষ; পাটের সুতা দ্বারা শিকা ঘুনসি প্রভৃতি প্রস্তুতকারক। [বাং. পট+উয়া>ও]।

পটোল—বিঃ সবজি ফলবিশেষ। [সং.]। বিণঃ **-চেরা**—(চক্ষু-সম্বন্ধে) লম্বালম্বিভাবে দ্বিখণ্ডিত পটোলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও আয়ত। বিঃ **-পাতা, -লতা**—পলতা।

পট্—**পট১**-এর বানানভেদ।

পট্ট—বিঃ পাটা, তক্তা, ফলক (তাম্রপট্ট); পিঁড়ি, আসন, সিংহাসন (রাজপট্ট); রাজকীয় সনদ, পাট্টা; পাট, রেশমাদি (পট্টবস্ত্র); গ্রাম, নগর; পাগড়ি; উত্তরীয়। [সং.]। বিঃ **-নায়ক**—প্রধান নায়ক; মোড়লের উপাধিবিশেষ। বিঃ **-মহিষী, -দেবী**—পাটরানী, প্রধানা মহিষী, সিংহাসনে বসিবার যোগ্যা কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী।

পট্টন—বিঃ নগর, পত্তন। [সং.]।

পট্টাবাস—বিঃ তাবু, বস্ত্রগৃহ। [সং. পট্ট+আবাস]।

পট্টি১—**পটি২** দ্রঃ।

পট্টি২—বিঃ ধাপ্পা, ফাঁকি। [হি. পট্টী]। ক্রিঃ **পট্টি মারা**—ধাপ্পা দেওয়া।

পট্টি৩—বিঃ গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ে জড়াইবার মোটা কাপড়ের ফালি। [হি.]।

পট্টিশ, পট্টিস—বিঃ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। [সং. √পট্+টিশ, টিস (র্তৃ)]।

পট্টু—বিঃ মোটা পশমী কাপড়বিশেষ। [তু. সং. পট্ট]।

পট্‌পট্—**পটপট**-এর বানানভেদ (**পট্১** দ্রঃ)।

পঠদ্দশা—বিঃ ছাত্রজীবন, ছাত্রাবস্থা। [সং. পঠৎ +দশা]।

পঠন—বিঃ পড়ার কাজ, অধ্যয়ন, পাঠ, আবৃত্তি। [সং. √পঠ্+অন(ভা)]। বিণঃ **পঠনীয়**—পড়িতে হইবে বা পড়া উচিত এমন, পাঠ্য, পাঠযোগ্য। বিণঃ **পঠিত**—অধীত, পাঠ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **পঠিতব্য**—পঠনীয়; পাঠ করিতে হইবে এমন। বিণঃ **পঠ্যমান**—পঠিত হইতেছে এমন।

পড়তা—বিঃ(পাশাদি খেলায়) ক্রমাগত জয়ের দান; ভাগ্য (পড়তা মন্দ); সুসময়, সৌভাগ্য (পড়তা পড়েছে); গড়ে হিসাব করিলে যে সংখ্যা মিলে (গড়পড়তা); পণ্য উৎপাদনের বা সংগ্রহের মোট খরচা (পড়তা পোষান)। [বাং. পড়া১+তা]।

পড়তি—(১)বিঃ পতনের অবস্থা, অবনতি (পড়তির মুখ) ; মূল্যহ্রাস, মন্দা (উঠতি-পড়তি) , যাহা পড়িয়া যায় (ঝড়তি-পড়তি) । (২)বিণঃ পতনোন্মুখ, অবনতিপ্রাপ্ত হইতেছে এমন (পড়তি দশা) ; বন্ধ হইবার বা লোপ পাইবার উপক্রম করিয়াছে এমন (পড়তি কারবার) । [বাং. পড়া১ + তি] । **পড়তি বাজার**—পণ্যদ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে মূল্যহ্রাস হইতেছে এমন অবস্থা ।

পড়ন্ত—বিণঃ পতনোন্মুখ ; শেষ হইয়া আসিতেছে এমন (পড়ন্ত বেলা) । [বাং. পড়া১ + অন্ত] ।

পড়পড়১—অব্যঃ বস্ত্রাদি ছেঁড়ার শব্দ । [দেশী] ।

পড়পড়২—বিণঃ পতনোন্মুখ (বাড়িটা পড়পড় হয়েছে) । [বাং. পড়া১ (উন্মুখতা-অর্থে দ্বিত্ব)] ।

পড়শী, (বিরল) পড়সী—বিঃ প্রতিবেশী, প্রতিবাসী । [সং. প্রতিবেশী—তু. হি. পড়োশী] ।

পড়া১—(১)ক্রিঃ উপর হইতে নিচে পতিত হওয়া (সিঁড়ি দিয়া পড়া, আকাশ হইতে পড়া) ; ঢলা (গায়ে পড়া) ; অঙ্গের বিশেষ কোন ভঙ্গি করা (বসিয়া পড়া, শুইয়া পড়া) ; (প্রধানতঃ মন্দার্থে) অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া (কষ্টে পড়া, বিপদে পড়া) , অকর্ষিত বা অনাবাদী থাকা (জমি পড়িয়া থাকা) ; খালি বা বাসিন্দাশূন্য হইয়া থাকা (বাড়ি পড়িয়া থাকা) ; থাকা বা রহা (পিছনে পড়া) , অনাদায় থাকা (অনেক টাকা পড়িয়া আছে) ; আরম্ভ হওয়া (আকাল পড়া) ; আক্রমণ করা (ডাকাত পড়া, পোকা পড়া) ; আক্রান্ত হওয়া (রোগে পড়া) ; ধরা পড়া বা আবদ্ধ হওয়া (জালে মাছ পড়া) ; আসা বা উপস্থিত হওয়া (সে সেখানে গিয়ে পড়ল) ; সংলগ্ন হওয়া বা জমা (মেচেতা পড়া, মরচে পড়া) ; উপস্থিত হওয়া (ঠাণ্ডা পড়া, গরম পড়া) ; উদয় হওয়া (মনে পড়া) ; প্রয়োজন বা ব্যয়িত হওয়া (বই কিনিতে অনেক টাকা পড়বে) ; ঝরা বা নিঃসৃত হওয়া (রক্ত পড়া, লালা পড়া, বরফ পড়া, বৃষ্টি পড়া) ; সৃষ্ট হওয়া (ছানি পড়া, টাক পড়া) ; উৎপাটিত হওয়া (দাঁত পড়া, চুল পড়া) ; অবসানপ্রাপ্ত হওয়া (বেলা পড়া) ; প্রযুক্ত হওয়া (হাত পড়া) ; শান্ত হওয়া (রাগ পড়া) ; কমিয়া যাওয়া (তেজ পড়া, ধার পড়িয়া যাওয়া) ; নিবদ্ধ বা স্থাপিত হওয়া (চোখ পড়া) ; অভ্যন্তরে যাওয়া (পেটে পড়া) ; বিবাহিত হওয়া (মেয়েটি বড় ঘরে পড়েছে) । (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে ; পতন । (৩)বিণঃ পতিত, পরিত্যক্ত (পড়া মাল) ; (বিরল) পড়ো (পড়া বাড়ি বা জমি) । [সং. √পত্ + বাং. আ] । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পাতিত করা ; ধরান, লাগান, উৎপন্ন করা (পোকা পড়ান, ছাতা পড়ান, কালশিরা পড়ান) ; তৈয়ারি করা (কাজল পাড়ান) , (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে । **পড়িয়া পড়িয়া বা পড়ে পড়ে কিল বা মার খাওয়া**—স্বেচ্ছায় নীরবে বা বিনা প্রতিবাদে অবিরাম অপমান অথবা অত্যাচার সহ্য করা ।

পড়া২—(১)ক্রিঃ পাঠ করা, অধ্যয়ন করা (বই পড়া, স্কুলে পড়া) ; আবৃত্তি করা (মন্ত্র পড়া) । (২)বিঃ পঠন, অধ্যয়ন ; নির্ধারিত পাঠ (পড়া দেওয়া) । (৩)বিণঃ পঠিত (পড়া বই) । [সং. √পঠ্ + বাং. আ] । ক্রিঃ **পড়া করা**—নির্ধারিত পাঠ অভ্যাস করা । ক্রিঃ **পড়া ধরা, পড়া লওয়া**—মৌখিক প্রশ্নদ্বারা অভ্যস্ত পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করা । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ; অধ্যাপনা করা (কলেজে পড়ান) ; আবৃত্তি করান (মন্ত্র পড়ান) ; মন্ত্রণা দেওয়া (উকিল সাক্ষীকে দিনরাত পড়াচ্ছে) ; বুলি শেখান (পাখি পড়ান) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে । বিঃ **-শুনা, -শোনা**—অধ্যয়ন ও উপদেশ শ্রবণ ; পাঠাভ্যাস, অধ্যয়ন ; বিদ্যা ।

পড়াং—অব্যঃ চাবুক বেত প্রভৃতির দ্বারা আঘাতের শব্দ । [ধ্বন্যাত্মক] ।

পড়ান, পড়ানো—**পড়া১** ও **পড়া২** দ্রঃ ।

পড়িয়ান—**পড়েন**-এর মার্জিত রূপ ।

পড়ুয়া, পড়ো১—বিঃ ছাত্র, অধ্যয়নকারী । [বাং. পড়া২ + উয়া > ও] ।

পড়েন১—বিঃ বস্ত্রাদির প্রস্থের দিকের বুনানির সুতা (টানাপড়েন) । [সং. পরিমাণ] ।

পড়েন২—বিঃ ওজন করিবার বাটখারা । [সং. প্রতিমান] ।

পড়ো১—**পড়ুয়া** দ্রঃ ।

পড়ো২—বিণঃ পতিত, অকর্ষিত (পড়ো জমি) ; অব্যবহৃত, বাসিন্দাশূন্য (পড়ো বাড়ি বা ভিটা) । [বাং. পড়া১ + উয়া > ও] ।

পণ—বিঃ প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সঙ্কল্প (পণরক্ষা) ; বাজি, খেলার হারজিতের মূল্য (প্রাণপণ, পাশাখেলার পণ) ; শর্ত, কড়ার (ধনুকভাঙ্গা পণ) ; বিবাহে বরপক্ষকে বা কন্যাপক্ষকে দেয় শুল্ক, বরপণ (পণপ্রথা) ; ক্রেয় বা বিক্রেয় বস্তু ; সংখ্যার পরিমাণবিশেষ, কুড়ি গণ্ডা । [সং.] । বিঃ **-ক্রিয়া**

—(গণি.) কুড়ি গণ্ডা বা পণ-সম্বন্ধীয় গণনা। বিঃ -ন—বিনিময়, বিক্রয়। বিঃ -প্রথা—বিবাহাদিতে বরপক্ষকে বা কন্যাপক্ষকে (বাধ্যতামূলকভাবে) অর্থ দিবার রীতি। বিণঃ -বদ্ধ—অঙ্গীকারবদ্ধ।

পণফর—বিঃ (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চম অষ্টম ও একাদশ স্থান। [সং.]।

পণব—বিঃ ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. পণ+ √বা+অ (র্তৃ)]।

পণ্ড—বিণঃ নিষ্ফল, ব্যর্থ (পণ্ডশ্রম), নষ্ট (কর্ম পণ্ড করা)। [সং. √পণ্‌+ড (র্ম)]। বিঃ -শ্রম—বৃথা পরিশ্রম।

পণ্ডিত—(১)বিণঃ বিদ্বান্‌, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী; অভিজ্ঞ, নিপুণ। (২)(বাং.)বিঃ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক। [সং. পণ্ডা+ইত]। বিণ(স্ত্রী): **পণ্ডিতা**। বিণঃ -মূর্খ—শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানশূন্য। বিণঃ -মানী (-নিন্‌), -মন্য, **পণ্ডিতাভিমানী**—(পাণ্ডিত্যহীন হইয়াও) নিজেকে পণ্ডিত মনে করে এমন। বি(স্ত্রী): **পণ্ডিতানি, পণ্ডিতানী**—পণ্ডিতের স্ত্রী। বিঃ **পণ্ডিতি**—পণ্ডিতের বৃত্তি পদ বা কাজ; (ব্যঙ্গে) পাণ্ডিত্য (পণ্ডিতি ফলান)। বিণঃ **পণ্ডিতী**—পণ্ডিতের তুল্য বা সেকেলে পণ্ডিতগণের অনুযায়ী (পণ্ডিতী চালচলন); সংস্কৃতবহুল (পণ্ডিতী ভাষা)।

পণ্য—(১)বিণঃ বিক্রেয় (পণ্যদ্রব্য)। (২)বিঃ বিক্রেয় বস্তু, বেসাত; দাম, মাসুল, ভাড়া। [সং. √পণ্‌+য (র্ম)]। বিণঃ -জীবী (-বিন্‌), **পণ্যাজীব**—বণিক, ব্যবসায়ী। বিঃ -বীথি, -বীথী, -বীথিকা—দোকানের সারি; হাট, বাজার। বিঃ -শালা—দোকান; বাজার, হাট, গঞ্জ; পণ্যোৎপাদনের স্থান। বিঃ -স্ত্রী, **পণ্যাঙ্গনা**—বেশ্যা।

পতগ—বিঃ পক্ষী। [সং. পত+ √গম্‌+অ]।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—বিঃ পত বা পক্ষদ্বারা যায় যে, উড্ডয়নশীল কীট বা পোকা; (প্রাণি.) ষট্‌পদ কীট insect [বি. প.]; (সং.) পক্ষী; বাণ; সূর্য। [সং.]। বিণঃ -বৃত্ত—পতঙ্গবৎ অন্ধভাবে আগুন অর্থাৎ সুন্দর বস্তুর মোহে ধাবিত হওয়ার ফলে আত্মনাশকারী। বিঃ -বৃত্তি।

পতৎ—বিণঃ পতনশীল। [সং √পত্‌+অৎ(র্তৃ)]।

পতত্র—বিঃ পাখির ডানা। [সং. √পত্‌+অত্র (ণে)]। বিঃ **পতত্রি, পতত্রী** (-ত্রিন্‌)—পক্ষী।

পতন—বিঃ পাত, পড়িয়া যাওয়া; বর্ষণ; অধোগতি, অবনতি, দুর্দশাপ্রাপ্তি; স্খলন; বিনাশ; শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হওয়া (দুর্গের পতন)। [সং. √পত্‌+অন (ভা)]। বিণঃ -শীল—পড়িয়া যায় বা যাইতেছে এমন। বিণঃ **পতনোন্মুখ**—পড়পড়, পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন।

পতপত—অব্যঃ পতাকাদি বাতাসে আন্দোলিত হইবার শব্দ; উড়ন্ত পাখির ডানা ঝাপটানর শব্দ। [ধ্বন্যাত্মক]।

পতর—বিঃ লৌহাদি ধাতুর পাতলা সরু পাত। [সং. পত্র]।

পতাকা—বিঃ ধ্বজপট; নিশান, ধ্বজা, কেতন, ঝাণ্ডা। [সং. √পত্‌+অক (র্ম)+আ]। **পতাকী** (-কিন্‌)—(১) বিণঃ পতাকাধারী; (২) বিঃ (জ্যোতিষ.) শুভাশুভবোধক চক্রবিশেষ। বিণ(স্ত্রী): **পতাকিনী**।

পতি—বিঃ স্বামী, ভর্তা; কর্তা, প্রভু; অধীশ্বর, রাজা; পালক, রক্ষক; প্রধান ব্যক্তি, পরিচালক, নেতা। [সং. √পা+অতি (র্তৃ)]। বিণ. বিঃ **পতিংবরা**—স্বয়ংবরা, নিজেই নিজের পতি নির্বাচনকারিণী। বিণ(স্ত্রী): -ঘাতিনী—স্বামিহন্ত্রী। বিঃ -ত্ব—পতির পদ বা কাজ। -দেবতা—(১)বিঃ পতিরূপ দেবতা; (২)বিণঃ পতিই যাহার দেবতাস্বরূপ। বিণ(স্ত্রী): -পরায়ণা—পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা। বিণ(স্ত্রী): -প্রাণা—স্বামীকে নিজের প্রাণস্বরূপ জ্ঞানকারিণী; পতিব্রতা। বিণ(স্ত্রী): -বত্নী—সভর্তৃকা, সধবা। বিণ(স্ত্রী): -ব্রতা—পতিসেবাকে পুণ্যব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছে এমন, পতিপরায়ণা, সাধ্বী। বিণ(স্ত্রী): -মতী—প্রভুযুক্তা (পতিমতী পৃথ্বী)। বিঃ -সেবা—স্ত্রী কর্তৃক পতির পরিচর্যা।

পতিত—বিণঃ পড়িয়া গিয়াছে বা ঝরিয়া গিয়াছে এমন; ভ্রষ্ট, স্খলিত; অধোগত; বর্ষিত; দুর্দশাপ্রাপ্ত, সমাজে অবনত (পতিত জাতি); পাপী; অকর্ষিত, অনাবাদী (পতিত জমি); উপস্থিত (দৃষ্টিপথে পতিত)। [সং. √পত্‌+ত (র্তৃ)]। বিণঃ -পাবন—পাপীদের ত্রাণকর্তা। বিণ(স্ত্রী): -পাবনী। **পতিতা**—(১) ভ্রষ্টা, কুলটা কুচরিত্রা, (২)বিঃ (বাং.) বেশ্যা। বিঃ **পতিতাবৃত্তি**—বেশ্যাগিরি। বিঃ **পতিতালয়**—বেশ্যাবাড়ি।

আদিতে **পতি-** ও **পতিত-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **পতি** ও **পতিত** দ্রঃ।

পত্তন—বিঃ নগর, পট্টন ; (বাং.) ভিত্তি ; নির্মাণ ; প্রতিষ্ঠা ; সন্নিবেশ ; আরম্ভ, সূত্রপাত ; দৈর্ঘ্য, বহর (কোঁচার পত্তন) ; জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মেয়াদ ও খাজনাদির শর্তে গৃহীত ভূমি-স্বত্ব। [সং. √পত্+তন]।

পত্তনি—বিঃ যে ভূসম্পত্তি পত্তন লওয়া হইয়াছে। [বাং. পত্তন+ই]। বিঃ **-দার, পত্তনদার**—যে ব্যক্তি পত্তন নিয়াছে [বাং. পত্তনি, পত্তন+ফা. দার]। বিণ: **পত্তনী**—নির্দিষ্ট মেয়াদ ও খাজনাদির শর্তে গৃহীত।

পত্তর—**পত্র**-র বিকৃত রূপ (চিঠিপত্তর)।

পত্তি—বিঃ পদাতিক সৈন্য। [সং. √পদ্+তি (র্তৃ)]।

পত্নী—বিঃ ভার্যা, জায়া, স্ত্রী, সহধর্মিণী। [সং. পতি+ঈ (ন আগম)]।

পত্র—বিঃ পাতা (পুস্তকের পত্র, বৃক্ষপত্র) ; ধাতু-পাত, ফলক ; চিঠি (পত্রপ্রাপ্তি); লিখিত কাগজ, দলিল (বায়নাপত্র, আদেশপত্র); ছাপান কাগজ (সংবাদপত্র) ; পাখির ডানা, (বাং.) সমূহ, প্রভৃতি, ইত্যাদি (বিছানাপত্র, মালপত্র)। [সং. √পত্+ত্র]। ক্রিঃ **পত্র করা**—বিবাহের সম্বন্ধ লিখিতভাবে পাকাপাকি স্থির করা। **-পাঠ**—(১)বিঃ চিঠি পড়া ; (২) (বাং.) ক্রি-বিণ: পত্র পড়িবামাত্র, অবিলম্বে। বিঃ **-পুট**—বৃক্ষপত্রাদি-দ্বারা নির্মিত ঠোঙ্গা। বিণ.বিঃ **-বাহ, -বাহক**—লেখকের নিকট হইতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে লিপি বহনকারী ; ডাক-হরকরা। বিঃ **-বিনিময়, -ব্যবহার**—চিঠির আদানপ্রদান। বিঃ **-ভঙ্গ, -রেখা, -লেখা**—কপোলাদিতে তিলক বা চিত্র রচনা। বিঃ **-মঞ্জরী**—বৃক্ষপত্রাদির অগ্রভাগ। বিঃ **-মুদ্রা**—কাগজের টাকা, নোট। বিঃ **পত্রাঙ্ক**—পুস্তকাদির পৃষ্ঠার (ক্রমিক) সংখ্যা। বিঃ **পত্রাবলী, পত্রাবলি, পত্রালি, পত্রালী**—পত্রসমূহ ; পত্রলেখা। বিঃ **পত্রালিকা**—গোপন বা ক্ষুদ্র পত্রলেখা।

পত্রিকা—বিঃ চিঠি ; খবরের কাগজ (দৈনিক বা মাসিক পত্রিকা) ; লিখিত কাগজ (জন্ম-পত্রিকা)। [সং. পত্র+ক+আ]।

পত্রী১—বিঃ চিঠি, পত্রিকা। [সং. পত্র+ঈ]।

পত্রী২ (-ত্রিন্)—(১)বিণ: পত্রযুক্ত। (২)বিঃ পাখি ; গাছ ; বাণ। [সং. পত্র+ইন্]।

পথ—বিঃ রাস্তা, সড়ক, সরণি, মার্গ ; দ্বার, ছিদ্র (প্রবেশপথ) ; উপায়, কৌশল (মুক্তির পথ) ; অভিমুখ, দিক্ (সর্বনাশের পথ) ; গমনের দিক্ (পথ দেখান) ; গোচর (দৃষ্টিপথে)। [সং. √পথ্+অ (ণে)]। ক্রিঃ **পথ চাওয়া**—আগমন প্রতীক্ষা করা। ক্রিঃ **পথ জোড়া** — পথ আটকান ; বাধা দেওয়া। ক্রিঃ **পথ দেওয়া**—পথ ছাড়া। ক্রিঃ **পথ দেখা**—প্রকৃত পথ বা উপায় নির্ণয় করা ; (ব্যঙ্গে) প্রস্থান করা। ক্রিঃ **পথ দেখান**—প্রকৃত রাস্তা বা উপায় প্রদর্শন করা ; (ব্যঙ্গে) তাড়ান। ক্রিঃ **পথ ধরা**—(বিশেষ কোন) পথে অগ্রসর হওয়া। ক্রিঃ **পথ মাড়ান**—পথ দিয়া চলা ; (আল.) নিকটে বা সংস্রবে আসা। ক্রিঃ **পথে আসা**—বশবর্তী হওয়া ; বিরোধিতা ত্যাগ করা ; ঠিক পথ ধরা। ক্রিঃ **পথে কাঁটা দেওয়া**—পথরোধ করা। ক্রিঃ **পথে বসা**—সর্বনাশগ্রস্ত বা নিঃস্ব হওয়া। ক্রিঃ **পথে বসান**—সর্বনাশগ্রস্ত বা নিঃস্ব করা। **পথের কাঁটা**—প্রতিবন্ধক। **পথের কুকুর**—(আল.) পথে পথে বিচরণকারী ইতরশ্রেণীর কুকুরের ন্যায় নিরাশ্রয় ও অনাদৃত ব্যক্তি। **পথের পথিক**—যে ব্যক্তি পথেই বাস করিতে বাধ্য ; অন্য কাহারও মত পথ প্রভৃতি অবলম্বনকারী। বিঃ **-কর**—পথ দিয়া চলাচল বা পথনির্মাণের জন্য প্রজা কর্তৃক রাজাকে বা জমিদারকে দেয় খাজনা। বিঃ **-খরচা, -খরচ**—পাথেয়, গমনা-গমনের প্রয়োজনীয় খরচা। বিণ: **পথ-চল্‌তি**—পথ দিয়া চলিতেছে এমন ; পথচলাকালীন। বিণ.বিঃ **-চারী** (-রিন্)—পথিক, পথ দিয়া (পায়ে হাঁটিয়া) ভ্রমণকারী। বি.বিণ: **-প্রদর্শক**—প্রকৃত রাস্তা বা উপায় নির্দেশকারী। বিণ: **-ভোলা, -ভ্রষ্ট, -ভ্রান্ত, -হারা**—প্রকৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন, বিপথগামী ; দিশা-হারা। বিণ: **-শ্রান্ত**—পথভ্রমণের ফলে ক্লান্ত।

পথিক—বিণ.বিঃ পথ দিয়া (পায়ে হাঁটিয়া) গমন-কারী, পথচারী, পান্থ, ভ্রমণকারী মুসাফির। [সং. পথিন্+ক]।

পথিকৃৎ—বিণ: পথ-নির্মাণকারী ; কোন কর্ম-পথের প্রথম কর্মী। [সং. পথিন্+ √কৃ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

পথিমধ্যে—(সপ্তম্যন্ত) বিঃ পথের মধ্যে, রাস্তায়। [সং. পথিন্+মধ্য+বাং. এ]।

পথেঘাটে—ক্রি-বিণ: সর্বত্র ; যেখানে-সেখানে। [পথ+ঘাট]।

পথ্য—(১)বিণ: উপকারক, হিতকর। (২)বিঃ

রোগীর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য (ঔষধপথ্য) ; সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় গ্রহণীয় খাদ্য (পথ্য করা)। [সং. পথিন্+য]। বিঃ **পথ্যাপথ্য**—রোগীর পক্ষে বিহিত ও নিষিদ্ধ খাদ্য।

পদ—বিঃ পা, চরণ ; পদক্ষেপ (প্রতিপদে) ; পদাঙ্ক, পায়ের দাগ (পদানুসরণ), কবিতার পঙ্‌ক্তি (ত্রিপদী, চতুর্দশপদী) ; শ্লোক, বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীতিকবিতা বা গান (পদকর্তা) ; কর্মভার, চাকরি (পদপ্রার্থী, পদচ্যুত) ; আধিপত্য, ঐশ্বর্য, অবস্থা, উপাধি (রাজপদ) ; পূজ্য ব্যক্তির অনুগ্রহ, আশ্রয় (পদে রাখা) ; স্থান, বসতি (জনপদ) ; চতুর্থাংশ ; বিভিন্ন প্রকারের বস্তু (বহু পদ রান্না হয়েছে) ; (ব্যাক.) বিভক্তিযুক্ত শব্দ। [সং.]। ক্রিঃ **পদে থাকা**—চলনসই থাকা ; কোন প্রকারে পদে অধিষ্ঠিত থাকা। বিণ.বিঃ **-কর্তা** (-র্তৃ)—বৈষ্ণব পদ বা গীতিকবিতা রচয়িতা। বি.বিণ(স্ত্রী): **-কর্ত্রী**। **-কার**—(১)বিণঃ বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী ; (২)বিঃ বেদের মন্ত্র-পদবিভাজক গ্রন্থকার। বিঃ **-ক্ষেপ**—পা ফেলা, কদম ; পদার্পণ। বিঃ **-গৌরব**—পদ বা আধিপত্যের মর্যাদা। বিঃ **-চারণ, -চালনা**—পায়চারি। বিঃ **-চিহ্ন**—পায়ের দাগ। বিণঃ **-চ্যুত**—অধিকারভ্রষ্ট ; কর্মচ্যুত, বরখাস্ত। বিঃ **-চ্যুতি**। বিঃ **-চ্ছায়া, -ছায়া**—চরণতলে আশ্রয় ; অনুগ্রহ। বিঃ **-ত্যাগ**—আধিপত্য কর্মভার বা চাকরি পরিত্যাগ। বিণঃ **-দলিত**—পায়ের তলায় পিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-দলিতা**। বিঃ **-ধূলি**—পায়ের তলার ধুলা। বিঃ **-ধ্বনি**—**পদশব্দ**-এর অনুরূপ। বিঃ **-পঙ্কজ**—পাদপদ্ম, চরণরূপ পদ্ম। বিঃ **-পল্লব**—পল্লবের ন্যায় কোমল চরণ। বিঃ **-পাঠ**—বেদসংহিতার অন্তর্গত মন্ত্রসমূহের পদ-বিশ্লেষণ। বিঃ **-পৃষ্ঠ**—পায়ের পাতা। বিঃ **-প্রান্ত**—চরণতল ; পায়ের সমীপবর্তী স্থান। বিণঃ **-প্রার্থী** (র্থিন্)—বিশেষ কোন কর্ম চাকরি বা অধিকারলাভে ইচ্ছুক ; চরণাশ্রয়প্রার্থী। বিণ(স্ত্রী): **-প্রার্থিনী**। বিঃ **-বিক্ষেপ, -বিন্যাস**—**পদক্ষেপ**-এর অনুরূপ। বিঃ **-ব্রজ**—পায়ে হাঁটিয়া গমন। বিঃ **-মর্যাদা**—**পদগৌরব**-এর অনুরূপ। বিঃ **-যুগল**—চরণদ্বয়। বিঃ **-রজ, -রজঃ** (-জস্), **-রেণু**—পদধূলি। বিঃ **-লেহন**—পা চাটা ; অত্যন্ত হীনভাবে তোষামোদ। বিঃ **-শব্দ**—হাঁটার সময়ে পায়ের (অর্থাৎ পা ফেলার) আওয়াজ। বিঃ **-সেবা**—পা-টেপা। বিঃ **-স্খলন**—পা পিছলাইয়া পড়া ; নৈতিক অধঃপতন। বিণঃ **-স্খলিত**—পা পিছলাইয়া পড়িয়াছে এমন ; নৈতিক অধঃপাতে গিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-স্খলিতা**। বিণঃ **-স্থ**—পদে বা অধিকারে প্রতিষ্ঠিত ; উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ক্রি-বিণঃ **পদে-পদে, প্রতিপদে**—(প্রায়) সকল সময়ে বা বিষয়ে ; যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই।

পদক—বিঃ কণ্ঠভূষণবিশেষ, লকেট ; সম্মান বা প্রশংসার নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত ধাতুনির্মিত তক্তি, medal [সং. পদ+ক]।

পদবি, পদবী—বিঃ উপাধি ; উপনাম ; বংশসূচক নাম। [সং. √পদ্+অবি (ণে), +ঈ]।

পদাংশ—বিঃ বিভক্তিযুক্ত শব্দের অংশ, syllable। [সং. পদ+অংশ]।

পদাঙ্ক—বিঃ পদচিহ্ন, পা ফেলার দাগ ; (লক্ষ্যার্থে) কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কৃত কার্য বা চরিত্র। [সং. পদ+অঙ্ক]।

পদাতি, পদাতিক—বিঃ যে সৈন্য পায়ে হাঁটিয়া লড়াই করে ; পাইক ; (কৌতুকে) পথচারী। [সং. পদ+ √অৎ+ই (র্তৃ)+ক্]।

পদানত, পদাবনত—বিণঃ চরণে পতিত ; সম্পূর্ণ বশীভূত বা অধীন। [সং. পদ+আনত, অবনত]। বিণ(স্ত্রী): **পদানতা, পদাবনতা**।

পদানুবর্তী (-র্তিন্)—বিণঃ অনুসরণকারী। [সং. পদ+অনুবর্তিন্]। বিণ(স্ত্রী): **পদানুবর্তিনী**।

পদান্বয়—বিঃ (ব্যাক.) পদের অন্বয়, পদ-পরিচয়। [সং. পদ+অন্বয়]। বিণঃ **পদান্বয়ী** (-য়িন্)—(ব্যাক.) বিভিন্ন পদের মধ্যে অন্বয়-সংসাধক (পদান্বয়ী অব্যয়)।

পদাবনত—**পদানত** দ্রঃ।

পদাবলী—বিঃ পদ বা গানসমূহ ; বৈষ্ণব কবিগণ কর্তৃক রচিত পদসমূহ বা সঙ্গীতাবলী। [সং. পদ+আবলী]।

পদাম্বুজ, পদারবিন্দ—বিঃ চরণকমল ; চরণরূপ পদ্ম। [সং. পদ+অম্বুজ, অরবিন্দ]।

পদার্থ—বিঃ পদের বা শব্দের প্রতিপাদ্য ; দ্রব্য, বস্তু, জিনিস ; সার (এতে কোন পদার্থ নেই) ; (বৈশেষিক দর্শ.) দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বা শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি সমবায় বা গুণ ও ক্রিয়ার যোগ

আদিতে **পদ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **পদ** দ্রঃ।

এবং অভাব ; (তর্কবিদ্যাদিতে) জ্ঞানের বিষয়সমূহ যে-সমস্ত ব্যাপক বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে, category [বি.প.]। [সং. পদ + অর্থ]। বিঃ **-বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—জড়পদার্থসমূহের ধর্মাদি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, physics।

পদার্পণ—বিঃ চরণস্থাপন, প্রবেশ ; উপস্থিত হওয়া। [সং. পদ + অর্পণ]। ক্রিঃ **পদার্পণ করা**—(কিছুর উপরে) চরণ স্থাপন করা ; প্রবেশ করা ; উপস্থিত হওয়া ; আসা।

পদাশ্রয়—বিঃ চরণরূপ আশ্রয় বা চরণে আশ্রয় ; অধীনতা ; অনুগ্রহ। [সং. পদ + আশ্রয়]। বিণঃ **পদাশ্রয়ী** (-য়িন্)—চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এমন। বিণঃ **পদাশ্রিত**—চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এমন ; অনুগৃহীত। বিণ(স্ত্রী): **পদাশ্রিতা**।

পদাহত—বিণঃ চরণদ্বারা প্রহৃত, লাথি খাইয়াছে এমন। [সং. পদ + আহত]।

পদোন্নতি—বিঃ চাকরিতে বা পদের উন্নতি ; আধিপত্যের মর্যাদার বা ক্ষমতার বৃদ্ধি। [সং পদ + উন্নতি]।

পদ্ধতি—বিঃ পথ, প্রণালী, রীতি, প্রথা, আচার ; শ্রেণী ; প্রবাহ ; রেখা। [সং পাদ + √হন্ + তি (র্ম)]।

পদ্ম—(১)বিঃ পুষ্পবিশেষ, কমল, পঙ্কজ, উৎপল, অরবিন্দ, ইন্দীবর, শতদল, নলিন, রাজীব, পুণ্ডরীক, কুবলয়, কোকনদ, তামরস, পুষ্কর, তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দেহের চক্রবিশেষ। (২)বি.বিণঃ ১০০০০০০০০০০০০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.]। বিঃ **-আঁখি**—শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র। বিঃ **-গোখ্‌রা**—মস্তকে পদ্মচিহ্নযুক্ত গোখরো সাপ। বিঃ **-নাভ**—(নাভিতে পদ্ম আছে বলিয়া) বিষ্ণু। বিণঃ **-নেত্র**—পদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুযুক্ত, কমললোচন। বিঃ **-পলাশ**—পদ্মের পাতা বা পদ্মফুলের পাপড়ি। **-পলাশলোচন**—(১)বিণঃ পদ্মের পাপড়ির ন্যায় সুন্দর ও আয়ত চক্ষুবিশিষ্ট, (২)বিঃ (এরূপ বলিয়া) বিষ্ণু। **-পাণি**—(১)বিণঃ যাহার হস্তে পদ্ম আছে, পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও কোমল হস্তযুক্ত ; (২)বিঃ ব্রহ্মা, সূর্য ; বুদ্ধ। **-মুখ**—(১)বিণঃ পদ্মের ন্যায় সুন্দর বা কমনীয় মুখবিশিষ্ট, (২)বিঃ পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখ। বিণ(স্ত্রী): *-মুখী*। *বিঃ -যোনি, -ভূ, পদ্মোদ্ভব—পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যাহার যোনি বা উৎপত্তিস্থল,* ব্রহ্মা। বিঃ **-রাগ**—মূল্যবান্ মণিবিশেষ, চুনি, ruby [বি.প.]। বিণঃ **-লোচন**—পদ্মনেত্র।

পদ্মা—বিঃ লক্ষ্মীদেবী ; মনসাদেবী ; বঙ্গদেশের নদীবিশেষ। [সং. পদ্ম + অ + আ]।

পদ্মাকর—বিঃ যে জলাশয়ে বহু পদ্ম জন্মে। [সং. পদ্ম + আকর]।

পদ্মাক্ষ—(১)বিণঃ পদ্মের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, পদ্মলোচন। (২)বিঃ পদ্মের বীজ। [সং. পদ্ম + অক্ষি + অ]।

পদ্মাবতী—বিঃ মনসাদেবী ; কর্ণের পত্নী ; পদ্মানদী। [সং পদ্ম + বৎ + ঈ]।

পদ্মালয়া—বিঃ লক্ষ্মী। [সং. পদ্ম + আলয় + আ]।

পদ্মাসন—বিঃ যোগের আসনবিশেষ ; ব্রহ্মা। [সং. পদ্ম + আসন]। বি(স্ত্রী): **পদ্মাসনা**—লক্ষ্মী।

পদ্মিনী—(১)বিণঃ পদ্মবিশিষ্ট। (২)বিঃ পদ্মসমূহ, পদ্মের ঝাড়, (অশু.) পদ্মফুল ; চারিজাতি নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠজাতীয়া সুলক্ষণা নারী। [সং. পদ্ম + ইন্ + ঈ]। বিঃ **-কান্ত, -বল্লভ**—সূর্য (ইহার উদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া)।

পদ্মোদ্ভব—**পদ্ম** দ্রঃ।

পদ্য—বিঃ ছন্দোবদ্ধ রচনা। [সং পদ + য]।

পনর—**পনের**-র রূপভেদ।

পনস—বিঃ কাঁটাল বা কাঁটালগাছ। [সং.]।

-পনা—ভাববাচক প্রত্যয়বিশেষ (গিন্নীপনা, ইংরেজিপনা)। [?]।

পনি—**পোনি**-র বানানভেদ।

পনির, পনীর—বিঃ লবণাক্ত ছানার প্রকারভেদ, cheese। [ফা. পনীর্]।

পনের—বি.বিণঃ ১৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [তু. হি. পন্‌রহ্ < সং. পঞ্চদশন্]। বি.বিণঃ **-ই**—মাসের পনের তারিখ বা তারিখের।

পন্থ—বিঃ (ব্রজ. ও প্রা. বাং.) পথ ('পন্থ বিপথ নাহি মান' : বিদ্যা.) ; ধর্মসম্প্রদায়, ধর্মমত (কবীরপন্থ)। [সং পথিন্]।

পন্থা—বিঃ পথ ; উপায় ; সাধনার মার্গ (তান্ত্রিক পন্থা) ; ধারা বা রীতি (রবীন্দ্রপন্থা)। [সং. পথিন্ শব্দের ১মার ১বচনে **পন্থাঃ**, তাহার বাঙ্গালা চলিত রূপ]।

-পন্থী—বিণঃ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত (নানকপন্থী) ; মতাবলম্বী (প্রাচীনপন্থী) ; ধারা বা রীতি অবলম্বনকারী (রবীন্দ্রপন্থী)। [বাং. পন্থা + ঈ]।

পন্নগ—বিঃ সাপ। [সং. পদ্+ন+ √গম্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **পন্নগী**।

পবন—বিঃ বায়ু; বাতাসের অধিদেবতা। [সং. √পূ+অন (র্তৃ)]। বি.বিণ: **-গতি**—বায়ুবৎ শীঘ্রগতি। বিঃ **-নন্দন**—হনুমান্; ভীম। ক্রি-বিণ: **-বেগে**—অতি দ্রুতবেগে, বায়ুবেগে।

পবিত্র—বিণ: পূত, পুণ্যজনক; বিশুদ্ধ; নিষ্পাপ। [সং. √পূ+ইত্র (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পবিত্রা**। বিঃ **-তা**। বিণ: **পবিত্রিত**—পবিত্র হইয়াছে এমন। বিণ: **পবিত্রীকৃত**—পবিত্র করা হইয়াছে এমন। বিঃ **পবিত্রীকরণ**।

পমেটম—বিঃ কেশ-প্রসাধনদ্রব্যবিশেষ। [ইং. pomatum]।

পম্প—**পাম্প**-র বর্জি. রূপ।

পয়১—বিঃ সুলক্ষণ; সৌভাগ্য। [<সং. পদ?]। বিণ: **-মন্ত, পয়া**—সুলক্ষণযুক্ত; ভাগ্যবান্।

পয়২—বিঃ (প্রা. অপ্র.) জল। [সং. পয়স্]। বিঃ **-নালা, -নালী**—নর্দমা।

পয়ঃ (-য়স্)—বিঃ দুধ; জল। [সং √পা+অস্ (র্ম)]। বিঃ **-প্রণালী**, **পয়োনালী**—জলনিকাশের পথ, নর্দমা।

পয়গম্বর, (বিরল) **পয়গাম্বর**—বিঃ ঈশ্বরপ্রেরিত দূত, prophet। [ফা. পয়্গম্বর্]।

পয়জার—বিঃ চটিজুতা। [ফা. পয়্জার্]।

পয়দল—**পায়দল**-এর বিরল রূপ।

পয়দা—বিঃ জন্ম, উৎপত্তি, জন্মদান। [ফা]।

পয়নালা—**পয়**২ দ্রঃ।

পয়মন্ত—**পয়**১ দ্রঃ।

পয়মাল—বিণ: নষ্ট; ধ্বংস। [ফা. পায়্মাল্]।

পয়রা—বিঃ পাতলা নলেন গুড়, নূতন খেজুরি গুড়। [<বাং. পয়লা]।

পয়লা—**পহেলা**-র চলিত রূপ।

পয়সা—বিঃ $\frac{১}{১০০}$ টাকা পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ; (পূর্বে) $\frac{১}{৪}$ আনা বা $\frac{১}{৬৪}$ টাকা পরিমাণ তাম্রমুদ্রা; ধন, টাকাকড়ি (সে পয়সা করেছে)। [সং. পাদ (=চতুর্থাংশ) >পাই >পয়+বাং. সা]। বিণ: **-ওয়ালা**—ধনবান্। **-কড়ি**—নগদ টাকাপয়সা; আর্থিক সম্বল।

পয়স্য—বিণ: দুগ্ধজাত। [সং. পয়স্+য]।

পয়স্বিনী—(১)বিঃ দুগ্ধবতী গাভী; নদী। *(২)বিণ: দুগ্ধবতী; জলপূর্ণা। [সং. পয়স্+বিন্* +ঈ]।

পয়া—**পয়**১ দ্রঃ।

পয়ার—বিঃ চতুর্দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ (যেমন, 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান': কাশী.)। [সং. পদকার]।

পয়োদ—বিঃ মেঘ। [সং. পয়স্+ √দা+অ]।

পয়োধর—বিঃ মেঘ; স্ত্রীলোকের স্তন; নারিকেল। [সং. পয়স্+ধৃ+অ (র্তৃ)]।

পয়োধি, পয়োনিধি—বিঃ সমুদ্র। [সং. পয়স্+ধি (√ধা+ই), নিধি]।

পয়োনালী—**পয়ঃ** দ্রঃ।

পয়োনিধি—**পয়োধি** দ্রঃ।

পয়োমুক্ (-মুচ্)—বিঃ মেঘ। [সং. পয়স্+ √মুচ্+ক্বিপ (র্তৃ)]।

পর১, **'পর**—**উপর**-এর কথ্য সংক্ষিপ্ত রূপ ('মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস': রবীন্দ্র)।

পর২—**প্রহর**-এর কথ্য সংক্ষিপ্ত রূপ (তিনপর বেলা)।

পর৩—(১)বিণ: অন্য, ভিন্ন (পরপুরুষ); অনাত্মীয় (সে পর নয়); শ্রেষ্ঠ, প্রধান, পরম, চরম (পরব্রহ্ম)। (২)বিঃ শত্রু (পরন্তপ); অন্য ব্যক্তি (পরচর্চা); মুক্তি; পরমাত্মা; ব্রহ্ম। (৩)ক্রি-বিণ: অনন্তর, পশ্চাৎ, পরে (অতঃপর, পরবর্তী)। [সং. √পৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পরা** (**পরা**১-ও দ্রঃ)। **পরের ধনে পোদ্দারি**—অন্য লোকের ধনাদি সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিমাত্র হইয়া উক্ত ধনের মালিকরূপে নিজেকে জাহির করা। **পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা, পরের মাথায় হাত বুলান**—ফাঁকি দিয়া পরস্ব আত্মসাৎ করা।

-পর৪—বিণ: নিষ্ঠ, নিরত, আসক্ত (**স্বার্থপর**)। [সং পৃ+অ (ণে)]। বিণ(স্ত্রী): **-পরা** (ধ্যানপরা, নৃত্যপরা)।

পরওয়া—**পরোয়া**-র বানানভেদ।

পরওয়ানা—বিঃ লিখিত আদেশ; আদেশপত্র। [ফা. পর্বানা]।

পরক—বিণ: ভিন্নদেশীয়, alien [স. প.]। [সং. পর+ক]।

পরকলা—বিঃ কাচ; (চশমাদিতে ব্যবহৃত) কাচের চাকতি, lens; আয়না। [ফা. পর্কালা]।

পরকাল—বিঃ মৃত্যুর পরে প্রাপ্ত অবস্থা, পরলোক; ভবিষ্যৎ (পরকাল খাওয়া)। [সং. পর৩ +কাল]। **পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করা।

পরকাশ—**প্রকাশ**-এর কোমল রূপ।

পরকীকরণ—বিঃ হস্তান্তরিতকরণ, alienation

[স. প.]। [সং. পরক+ঈ (চ্বি)+ √কৃ+অন (ভা)]।

পরকীয়—বিণ: অন্যের; অন্য-সম্বন্ধীয়। [সং. পরক (পর+ক)+ঈয়]। **পরকীয়া**—(১)বিণ: **পরকীয়**-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি: নায়িকাবিশেষ, যে প্রণয়িনী অপরের পত্নী বা কুমারী (তু. **স্বকীয়া**)। বি: **পরকীয়াবাদ**—বৈষ্ণবধর্মে প্রেম-বিষয়ে মতবাদবিশেষ।

পরখ—বি: পরীক্ষা, যাচাই, বিচার। [সং. পরীক্ষা]। ক্রি: **পরখা**—(কাব্যে) পরীক্ষা করা। বি: **পরখাই**—(প্রাদে.) পরখ।

পরগনা, (বর্জি.) **পরগণা**—বি: চাকলা, গ্রাম-সমষ্টি, জেলার অংশ। [ফা.]।

পরগাছা—বি: যে গাছ বা লতা অপর গাছের উপরে জন্মায় এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া বাঁচে; (ব্যঙ্গে) হীন পরাশ্রিত ব্যক্তি। [সং. পর৩+ বাং. গাছ+আ (জাতার্থে)]।

পরচর্চা—বি: পরের সম্বন্ধে (প্রধানত: বিরুদ্ধে) আলোচনা; পরনিন্দা। [সং. পর৩+চর্চা]।

পরচা—বি: জমির পরিচয়পত্র; হিসাব, তালিকা; বংশাবলীর পরিচয়। [হি—তু. সং. পর্যায়, পরিচয়]।

পরচুলা, (বিরল) **পরচুল,** (কথ্য) **পরচুলো**—বি: কৃত্রিম চুল। [সং. পর৩+বাং. চুল]।

পরচ্ছন্দ—(১)বি: পরের ইচ্ছা, পরের মতলব (পরচ্ছন্দানুবর্তী)। (২)বিণ: পরবশ, পরের বুদ্ধিতে চলে এমন। [সং. পর৩+ছন্দ]।

পরচ্ছিদ্র—বি: পরের দোষ বা ত্রুটি। [সং. পর৩ +ছিদ্র]। বি: **পরচ্ছিদ্রান্বেষণ**—পরের দোষ খুঁজিয়া বাহির করণ। বিণ: **পরচ্ছিদ্রান্বেষী** (-ষিন্)—পরের দোষ খোঁজে এমন।

পরজীবী (-বিন্)—বিণ.বি: যে পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, (বিজ্ঞা.) পরাঙ্গপুষ্ট জীব, যে জীব (উদ্ভিদ্ বা প্রাণী) অন্য জীবের দেহে বাস করিয়া ও দেহের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, parasite [বি. প.]। [সং. পর৩+ √জীব্ +ইন্]।

পরঞ্জয়—বিণ: শত্রুজয়কারী। [সং. পর+ √জি +অ (র্তৃ)]।

পরটা—বি: অল্প ঘিয়ে ভাজা রুটিবিশেষ। [হি. পরেটা]।

পরত—বি: ভাঁজ, স্তর (হৃদয়ের পরতে পরতে)। [সং পত্র, তু. আ. ফরদ]।

পরতঃ (-তস্)—অব্য: অপর হইতে; অপরেতে। [সং. পর৩+তস্]।

পরতন্ত্র—বিণ: পরাধীন, পরবশ। [সং. পর৩ +তন্ত্র]।

পরতাপ—**প্রতাপ**-এর কোমল রূপ।

পরতীত—**প্রতীত**-এর কোমল রূপ।

পরত্র—অব্য.ক্রি-বিণ: পরকালে। [সং. পর৩ +ত্র]।

পরদা—বি: বস্ত্রাদিতে নির্মিত আবরণ, যবনিকা (পরদা ফেলা, পরদা তোলা); অন্তঃপুরে অবরোধমধ্যে বাস; ঘোমটা বা বোরখা; অক্ষি-পল্লব (চোখে পরদা নেই); চক্ষুর ছানি (চোখে পরদা পড়া); পরত, স্তর (এক পরদা চামড়া); সুরের বা কণ্ঠস্বরের স্তর, স্বরগ্রাম (উঁচু পরদায় গান); বাদ্যযন্ত্রাদির ঘাট বা চাবি (হারমোনি-য়ামের পরদা)। [ফা.]। বিণ: **-নশিন, -নশীন** —অন্তঃপুরবাসিনী, অবরোধবাসিনী। বি: **-প্রথা** —স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে রাখার রীতি।

পরদার—বি: অন্যের পত্নী। [সং. পর৩+দার]। বি: **-গমন**—অপরের পত্নীতে উপগত হওয়া। বি: **-গামী** (-মিন্), **পরদারিক, পারদারিক**— অপরের পত্নীকে সম্ভোগকারী।

পরদুঃখ—বি: পরের দুঃখ, অন্য লোকের দুঃখ। [সং. পর৩+দুঃখ]।

পরদেশ—বি: বিদেশ, অন্য দেশ। [সং. পর৩+ দেশ]।

পরদেশিয়া, পরদেশী—বিণ: বিদেশী। [সং পর-দেশ+বাং. ইয়া, ঈ]। বিণ(স্ত্রী): **পরদেশিনী**।

পরদ্বেষ—বি: অপরের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা। [সং. পর৩+দ্বেষ]। বিণ: **পরদ্বেষী** (-ষিন্)— পরকে হিংসা করে এমন। বিণ(স্ত্রী):—**পর-দ্বেষিণী**।

পরধন—বি: পরের টাকাকড়ি বা সম্পদ; পরস্ব। [সং. পর৩+ধন]।

পরধর্ম—বি: পরের ধর্ম, নিজ সংস্কার জাতি সমাজ বা প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম। [সং. পর৩+ ধর্ম]।

পরন—বি: পরিধান [পরা৪ দ্রঃ]।

পরনারী—বি: পরের স্ত্রী। [সং. পর৩+নারী]

পরনিন্দা—বি: অপরের কুৎসা বা দোষকীর্তন। [সং. পর৩+নিন্দা]।

পরন্তপ—বিণ: শত্রুদমনকারী, অবিক্রম। [সং পর(শত্রু)+ √তপ্+ণিচ্+অ]।

পরন্তু—অব্য: অপরঞ্চ ; পক্ষান্তরে ; কিন্তু। [সং. পরম্‌+তু]।

পরপতি—বি: উপপতি ; অন্য নারীর স্বামী ; পরম প্রভু অর্থাৎ ভগবান্ ('তোরা পরপতি সনে সদাই গোপনে সতত করিবি লেহা' : চণ্ডী.)। [সং. পর৩ (= অন্য, শ্রেষ্ঠ) + পতি]।

পরপর—ক্রি-বিণ: উপর্যুপরি, উত্তরোত্তর ; একটির পর একটি করিয়া ; ক্রমান্বয়ে ; পাশাপাশি। [পর৩ দ্রঃ]।

পরপীড়ক—বিণ: অন্যকে পীড়নকারী। [সং. পর৩+পীড়ক]।

পরপীড়ন—বি: অপরের উপরে অত্যাচার। [সং. পর৩+পীড়ন]।

পরপুরুষ—বি: স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ ; শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ ভগবান্ ; (প্রাদে.) পরবর্তী বংশধর। [সং. পর৩ (অন্য, শ্রেষ্ঠ) + পুরুষ]।

পরপুষ্ট—(১)বিণ: পরের দ্বারা পালিত। (২)বি: কোকিল। [সং. পর৩+পুষ্ট]। **পরপুষ্টা**—(১)বিণ: পরের দ্বারা প্রতিপালিতা ; (২)বি: বেশ্যা।

পরপূর্বা—বিণ(স্ত্রী): পূর্বে অপরের বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা ছিল এমন, অন্যপূর্বা। [সং. পর৩+ পূর্ব+আ]।

পরব—বি: উৎসব। [সং. পর্বন্]।

পরবর্তী (-র্তিন্)—বিণ: পিছনে বা পরে অবস্থিত। [সং. পর৩+ √বৃৎ+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পরবর্তিনী**।

পরবশ—বিণ: পরাধীন ; অধীন (ক্রোধপরবশ)। [সং. পর৩+বশ]।

পরবস্তি—বি: ভরণপোষণ, প্রতিপালন। [ফা. পরবরিশ্]।

পরবাদ১—**প্রবাদ**-এর কথ্য ও কোমল রূপ।

পরবাদ২—বি: নিন্দা ; প্রত্যুত্তর। [সং]। বিণ: **পরবাদী** (-দিন্)—নিন্দক ; প্রত্যুত্তরকারী। বিণ(স্ত্রী): **পরবাদিনী**।

পরবাস—বি: অন্যের গৃহ। [সং. পর৩+বাস]। **-বাসী**—(কাব্যে) প্রবাসী। বিণ(স্ত্রী): **পরবাসিনী**।

পরবেশ—**প্রবেশ**-এর কোমল রূপ।

পরবোধ—**প্রবোধ**-এর কোমল রূপ।

পরব্রহ্ম (-হ্মন্)—বি: বাক্য ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্ম, পরম পুরুষ। [সং. পর৩+ ব্রহ্মন্]।

পরভাগ্যোপজীবী (-বিন্)—বিণ: জীবনধারণের জন্য অন্যের ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে এমন। [সং. পরভাগ্য৩+উপ+ √জীব্+ইন্]। বিণ-(স্ত্রী): **পরভাগ্যোপজীবিনী**।

পরভাত—**প্রভাত**-এর প্রা. কোমল রূপ।

পরভৃৎ—বি: (পরকে অর্থাৎ কোকিলশাবককে পালন করে বলিয়া) কাক। [সং. পর৩+ √ভৃ +কিপ্ (র্তৃ)]।

পরভৃত—(১)বিণ: পরের দ্বারা পালিত, পরপুষ্ট ; (২)বি: কোকিল। [সং. পর৩+ √ভৃ+ত (র্ম)] বিণ.বি(স্ত্রী): **পরভৃতা**।

পরম—বিণ: প্রথম, আদ্য, প্রকৃত (পরম কারণ); শ্রেষ্ঠ, প্রধান, সর্বাতীত, মহান্ (পরম পুরুষ) ; অত্যন্ত, চরম (পরম দুঃখ বা শত্রুতা)। [সং. পর৩+ √মা+অ (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **পরমা**। বি: **-পদ**—শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা স্থান ; মোক্ষ। বি: **-পদার্থ**—শ্রেষ্ঠ বা মূল সত্তা অর্থাৎ পরব্রহ্ম। বি: **-পিতা** (-তৃ), **-পুরুষ**, **-ব্রহ্ম**—ভগবান্। বি: **-হংস**—শুদ্ধচিত্ত সংযতাত্মা নির্বিকার ব্রহ্মানন্দে মগ্ন যোগিপুরুষ।

পরমত—বি: অপরের অভিমত ধারণা বা ধর্ম। [সং পর৩+মত]। বিণ: **-সহিষ্ণু**—অপরের মত সহ্য করিতে পারে এমন। বি: **-সহিষ্ণুতা**। বিণ: **পরমতাবলম্বী** (-ম্বিন্)—অপরের মত গ্রহণকারী। বিণ: **পরমতাসহিষ্ণু**—অন্যের মত সহ্য করিতে পারে না এমন।

পরমা—**পরম**-এর স্ত্রীলিঙ্গ। **পরমা গতি**—মুক্তি। **পরমা প্রকৃতি**—আদ্যা শক্তি, সৃষ্টির আদিভূত মহামায়া।

পরমাই—**পরমায়ু**-র গ্রাম্য রূপ।

পরমাণু—বি: মৌল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাহা আর ভাগ করা যায় না, atom। [সং. পরম+অণু]। বিণ: **পরমাণবিক**—পরমাণু-সংক্রান্ত ; পরমাণুদ্বারা গঠিত বা সৃষ্ট।

পরমাত্মা (-ত্মন্)—বি: গুণাতীত ব্রহ্ম, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্যামী পুরুষ, ঈশ্বর, ভগবান্। [সং. পরম+ আত্মন্]।

পরমাত্মীয়—বিণ.বি: যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ। [সং. পরম+আত্মীয়]। বিণ.বি(স্ত্রী) **পরমাত্মীয়া**। বি: **-তা**।

পরমাদ—**প্রমাদ**-এর কোমল রূপ।

পরমাদর—বি: প্রগাঢ় আদর বা যত্ন, অত্যন্ত খাতির। [সং. পরম+আদর]।

পরমাদৃত—বিণ: অত্যন্ত আদৃত। [সং. পরম+আদৃত]।

পরমান, পরমাণ—**প্রমাণ**-এর কোমল রূপ।

পরমানন্দ—বি: গভীর আনন্দ। [সং. পরম+আনন্দ]।

পরমানিক—বি: নাপিত, ক্ষৌরকার। [< প্রামাণিক]।

পরমান্ন—বি: পায়সান্ন, দুগ্ধ চিনি প্রভৃতি যোগে পক্ক অন্ন। [সং. পরম+অন্ন]।

পরমায়ুঃ (-যুস্), **পরমায়ু**—বি: জীবনকাল, আয়ু। [সং. পরম+আয়ুস্]।

পরমার্থ—বি: অভীষ্টতম বা শ্রেষ্ঠ বস্তু; পরম সত্য; ধর্ম। [সং. পরম+অর্থ]। বি: **-চিন্তা**—ব্রহ্মধ্যান; ধর্মচিন্তা।

পরমুখাপেক্ষা—বি: পরের উপর নির্ভর, পরের নিকট হইতে সাহায্যলাভের প্রত্যাশা। [সং. পরমুখ+অপেক্ষা]। বিণ: **পরমুখাপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—পরের উপরে নির্ভরশীল। বি: **পরমুখাপেক্ষিতা**।

পরমেশ, পরমেশ্বর—বি: জগদীশ্বর, ভগবান্। [সং. পরম+ঈশ, ঈশ্বর]। বি(স্ত্রী): **পরমেশ্বরী**—ভগবতী, দুর্গা।

পরমেষ্ঠী (-ষ্ঠিন্)—বি: ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; দীক্ষাগুরু। [সং. পরম+ √স্থা+ইন্]।

পরমোৎসব—বি: শ্রেষ্ঠ উৎসব, মহান্ বা পবিত্র উৎসব। [সং. পরম+উৎসব]।

পরম্পর—বিণ: পরপর, ধারানুযায়ী, অনুক্রমাগত (পরম্পর বিষয়সমূহ)। [সং. পরম্পরা+অ]।

পরম্পরা—বি: ধারা, অনুক্রম (বংশপরম্পরা)। [সং. পরম্+ √পৃ+অ (র্ভ)+আ]। বিণ: **-গত, পরম্পরীণ**—পরম্পরায় আগত, ধারাবাহিক; কুলক্রমাগত। ক্রি-বিণ: **-য়, -ক্রমে**—পরপর, ক্রমানুসারে।

পররাষ্ট্র—বি: বিদেশী রাষ্ট্র। [সং. পর৩+রাষ্ট্র]।

পরলোক—বি: লোকান্তর, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থান-স্থান, পরকাল; মৃত্যু। [সং. পর৩+লোক (কর্ম)]। বি: **-গমন, -প্রাপ্তি**—মৃত্যু।

পরশ, পরশন—যথাক্রমে **স্পর্শ** ও **স্পর্শন**-এর কোমল রূপ।

পরশপাথর, পরশমণি—বি: কাল্পনিক প্রস্তরবিশেষ যাহার স্পর্শে লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয়। [বাং. পরশ+পাথর, মণি]।

পরশু১—ক্রি-বিণ.বি: পরশ্ব। [সং. পরশ্বস্]।

পরশু২—বি: কুঠার, টাঙ্গি। [সং.]। বি: **-রাম**—জমদগ্নি-ঋষির পুত্র, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার, ক্ষত্রিয়কুল-নির্মূলকারী কুঠার- বা পরশুধারী রাম।

পরশ্রীকাতর—বিণ: পরের ঐশ্বর্য বা উন্নতি দেখিলে কাতর বা ঈর্ষান্বিত হয় এমন। [সং. পর৩+শ্রী+কাতর]। বি: **-তা**।

পরশ্বঃ (-শ্বস্), (চলিত) **পরশ্ব**—(১)অব্য.ক্রি-বিণ: আগামী দিনের পরদিনে বা গতদিনের পূর্বদিনে (সে পরশ্ব আসিবে বা আসিয়াছিল)। (২)বি: আগামী দিনের পরদিন বা গতদিনের পূর্বদিন (পরশ্ব ছিল বা হবে রবিবার)। [সং. পরশ্বস্]।

পরসঙ্গ১—**প্রসঙ্গ**-এর কোমল রূপ।

পরসঙ্গ২—বি: অন্যের সহিত মেলামেশা। [সং. পর+সঙ্গ]।

পরসাদ—**প্রসাদ**-এর কোমল রূপ।

পরস্ত্রী—বি: পরের পত্নী, পরদার। [সং. পর৩+স্ত্রী]।

পরস্পর—বিণ.সর্ব: উভয় বা অনেকের মধ্যে; একের প্রতি বা সঙ্গে অন্য, অন্যোন্য, ইতরেতর। [সং. পর৩+পর৩]।

পরস্ব—বি: অপরের ধন বা সম্পদ্। [সং. পর৩+স্ব]। বি: **-হরণ, পরস্বাপহরণ**—পরধন আত্মসাৎকরণ। বিণ: **-হারী** (-রিন্), **পরস্বাপহারী** (-রিন্)—পরধন আত্মসাৎকারী।

পরস্মৈপদ—বি: (সং. ব্যাক.) পরোদ্দেশ্যকত্ব-প্রকাশক ধাতুবিভক্তিবিশেষ। [সং.]। বিণ: **পরস্মৈপদী**—পরস্মৈপদে ব্যবহৃত হয় এরূপ; পরস্মৈপদের বিভক্তিযুক্ত, (ব্যঙ্গে) পরের উপরে ভার দিয়া কৃত বা পরের জন্য কৃত (সব কাজই কি পরস্মৈপদী করিলে চলে?); পরের (পরস্মৈপদী টাকায় বাবুগিরি)।

পরহিংসা—বি: পরের ক্ষতিসাধন; অন্যের অনিষ্টসাধনপ্রবৃত্তি। [সং. পর৩+হিংসা]। বিণ.বি: **পরহিংসক**—পরের ক্ষতিকারক।

পরহিত—বি: অপরের মঙ্গল, পরোপকার। [সং. পর৩+হিত]। **-ব্রত**—(১)বি: পরোপকাররূপ ব্রত। (২)বিণ: পরোপকার করাই যাহার ব্রত।

পরহিতৈষণা—বি: পরোপকারের ইচ্ছা বা চেষ্টা। [সং. পর৩+হিতৈষণা]।

পরহিতৈষী (-ষিন্)—বিণ: অপরের মঙ্গলাভিলাষী। [সং. পর৩+হিতৈষী]।

-পরা১— **-পর৪** দ্রঃ।

পরা$_2$—উপ: আতিশয্য বৈপরীত্য ইত্যাদি সূচক (পরাক্রম, পরাজয়)। [সং. √পৃ+আ (র্তৃ)]।

পরা$_3$—বিণ: পরমা, শ্রেষ্ঠা, প্রধানা (পরা প্রকৃতি)। [সং. √পৃ+অ (ণে)+আ]।

পরা$_4$—(১)ক্রি: পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা (জামা পরা, টিপ পরা)। (২)বি: পরিধান, অঙ্গে ধারণ। (৩)বিণ: পরিহিত (জুতাপরা পা)। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পরিধান করান; (২)বি. বিণ: উক্ত অর্থে।

পরাকরণ—বি: ঘৃণাকরণ, অবহেলন; প্রত্যাখ্যান। [সং. পরা$_2$ + √কৃ+অন (ভা)]।

পরাকাষ্ঠা—বি: চরম উৎকর্ষ, চরম সীমা, চূড়ান্ত। [সং. পরা$_3$+কাষ্ঠা (সমস্ত শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত অসমস্ত পদদ্বয়)।

পরাকৃত— বিণ: ঘৃণা করা হইয়াছে এমন; ঘৃণিত; অবহেলিত। [সং. পরা$_2$ + √কৃ+ত (র্ম)]।

পরাক্রম—বি: বল, বিক্রম, বীরত্ব, দাপট। [সং. পরা$_2$ + √ক্রম্+অ (ভা)]। বিণ: **-শালী** (-লিন্)—পরাক্রমযুক্ত, বলশালী, তেজী, বীরত্বপূর্ণ। বি: **-শালিতা**।

পরাক্রান্ত—বিণ: পরাক্রমশালী, বলশালী, তেজী, বীরত্বপূর্ণ। [সং. পরা$_2$+ √ক্রম্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পরাক্রান্তা**।

পরাগ—বি: ফুলরেণু, পুষ্পরজঃ, pollen। [সং. পরা$_2$+ √গম্+অ (র্তৃ)]। বি: **-কেশর**— য়ে যে কেশরে পরাগ থাকে, stamen। বি: **-ধানী**—পরাগকেশরের শীর্ষভাগ যেখানে পরাগ থাকে, anther [বি. প.]। বি: **-মিলন, -যোগ** —ফুলের গর্ভকেশরে পরাগ ছড়ান, pollination [বি. প.]। বিণ: **পরাগিত**—পরাগযুক্ত, pollinated [বি. প.]। বি: **-স্থলী**— পরাগধানীর কোটর যাহার মধ্যে পরাগ থাকে, pollen-sac [বি. প.]।

পরাগত$_1$—বিণ: ব্যাপ্ত; যুক্ত; বিকশিত। [সং. পরা$_2$+ √গম্+ত (র্ম)]।

পরাগত$_2$—বিণ: প্রত্যাগত; পশ্চাৎ আগত। [সং. পরা$_2$+আগত]। **পরাগত সমীভবন**— (ভাষাতত্ত্বে) পশ্চাদ্বর্তী ধ্বনি কর্তৃক পূর্বধ্বনির পরিবর্তন, regressive assimilation (যথা, ধম্ম<ধর্ম, তজ্জন্য<তৎ+জন্য)।

পরাঙ্মুখ—বিণ: মুখ ফিরাইয়া আছে এমন, বিমুখ; প্রতিকূল; নিবৃত্ত। [সং. পরাঙ্+মুখ]।

পরাজয়—বি: হার, পরাভব। [সং. পরা$_2$+ √জি+অ (ভা)]। বিণ: **পরাজিত**—পরাভূত, হারিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **পরাজিতা**।

পরাণ, পরাণি—যথাক্রমে **পরান** ও **পরানি**-র বানানভেদ।

পরাত—বি: বড় থালাবিশেষ। [পো. prato]।

পরাৎপর—(১)বিণ: শ্রেষ্ঠের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; সর্বশ্রেষ্ঠ। (২)বি: পরমেশ্বর। [সং]।

পরাধীন—বিণ: পরের অধীন, পরবশ। [সং. পর$_3$+অধীন]। বিণ(স্ত্রী): **পরাধীনা**। বি: **-তা**।

পরান$_1$, **পরানি**—**প্রাণ**-এর কোমল রূপ।

পরান$_2$, **পরানো**—**পরা**$_3$ দ্র:।

পরান্ন—বি: পরের অন্ন অর্থাৎ যে অন্নের অধিকারী বা রন্ধনকারী অপর কেহ। [সং. পর$_3$ +অন্ন]। বিণ: **-জীবী** (-বিন্)—পরের অন্ন খাইয়া জীবনধারণকারী। বিণ: **-পুষ্ট**—পরের অন্ন খাইয়া পরিপুষ্ট, পরান্নে প্রতিপালিত। বিণ: **-ভোজী** (-জিন্)—পরান্নভোজনকারী; পরোপজীবী।

পরাবর্ত—বি: বিনিময়, পরিবর্ত; প্রত্যাবর্তন। [সং. পরা$_2$+বৃৎ+অ (ভা)]।

পরাবর্তন—বি: প্রত্যাবর্তন; প্রতিফলন। [সং. পরা$_2$ + √বৃৎ+অন (ভা)]।

পরাবর্তিত—বিণ: ফিরান হইয়াছে এমন, প্রত্যাবর্তিত। [সং. পরা$_2$+ √বৃৎ+ণিচ্+ত (র্ম)]।

পরাবৃত্ত$_1$—বি: (জ্যামি.) শঙ্কু ও সমতলের পরস্পর ছেদন হইতে উৎপন্ন বক্ররেখার একটি, hyperbola [বি. প.]। [সং. পরা$_2$+বৃত্ত]।

পরাবৃত্ত$_2$—বিণ: ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত; পলায়িত, পরিবর্তিত। [সং. পরা$_2$+ √বৃৎ+ত (র্তৃ)]। বি: **পরাবৃত্তি**— প্রত্যাবর্তন; পলায়ন।

পরাভব—বি: হার, পরাজয়। [সং. পরা$_2$+ √ভূ+অ (ভা)]। বিণ: **পরাভূত**—পরাজিত। বিণ(স্ত্রী): **পরাভূতা**।

পরামর্শ—বি: মন্ত্রণা; যুক্তি, কর্তব্য সম্বন্ধে অভিমত, উপদেশ। [সং. পরা$_2$+ √মৃশ্+অ (ভা)]। ক্রি: **পরামর্শ করা**—(অন্যের সঙ্গে) মন্ত্রণা করা বা যুক্তি করা। ক্রি: **পরামর্শ দেওয়া**— মন্ত্রণা বা যুক্তি বা উপদেশ দেওয়া।

পরামর্ষ—বি: সহন; ক্ষমা। [সং. পরা$_2$+ √মৃষ্+অ (ভা)]।

পরামানিক—বিঃ নাপিত। [সং. প্রামাণিক]।

পরায়ণ১—বিঃ শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বা অবলম্বন; বিষ্ণু। [সং. পর+অয়ন]।

-পরায়ণ২—বিণঃ অতিশয় আসক্ত (কর্তব্য-পরায়ণ)। [সং. পর (শ্রেষ্ঠ)+অয়ন]। বিণ(স্ত্রী): **-পরায়ণা**।

পরায়ত্ত—বিণঃ পরের অধিকারভুক্ত বা অধীন। [সং. পর৩+আয়ত্ত]।

পরার্থ—বিঃ পরের উপকার বা প্রয়োজন। [সং. পর৩+অর্থ]। বিণঃ **-পর**—পরোপকারপরায়ণ। বিঃ **-পরতা**। ক্রি-বিণঃ **পরার্থে**—পরের জন্য। বিঃ **-বাদ, পরার্থিতা**—পরহিতের জন্যই মানুষের জন্ম হইয়াছে: এই দার্শনিক মত, altruism [বি.প.]।

পরার্ধ—বি.বিণঃ শেষার্ধ; ১০০০০০০০০০০০০০০০০০ সংখ্যা বা সংখ্যাক; ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধ। [সং. পর৩+অর্ধ]।

পরাশ্রয়—বিঃ অপরের আশ্রয় বা গৃহ। [সং. পর৩+আশ্রয়]। বিণঃ **পরাশ্রয়ী** (-য়িন্)—অপরকে আশ্রয় বা অবলম্বন করে এমন (পরাশ্রয়ী ছাত্র)। বিণঃ **পরাশ্রিত**— অপরের আশ্রিত; পর-পালিত। বিণ(স্ত্রী): **পরাশ্রিতা**।

পরাস্ত—বিণঃ পরাজিত, পরাভূত। [সং. পরা২+ √অস্+ত (র্ম)]।

পরাহ—বিঃ পরের দিন। [সং. পর৩+অহন্]।

পরাহত—বিণঃ পরাজিত; আক্রান্ত, বাধাপ্রাপ্ত। [সং. পরা২+ √হন্+ত (র্ম)]।

পরাহ্ণ—বিঃ অপরাহ্ণ, বিকালবেলা। [সং. পর৩+অহন্+অ]।

পরি- —অব্যঃ সম্যক্‌প্রকার ব্যাপ্তি আতিশয্য বিশিষ্টতা বিরোধ নিন্দা চিহ্ন প্রভৃতি সূচক উপসর্গবিশেষ। [সং. √পৃ+ই (র্তৃ)]।

পরিকর—বিঃ কটিবন্ধ (বদ্ধপরিকর); সহচর, সহকারী; পরিজন। [সং. পরি+ √কৃ+অ]।

পরিকর্তা (-র্তৃ)—বিঃ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের পরিণয় সংস্কারকারী যাজক। [সং. পরি+কর্তা]।

পরিকর্ম (-র্মন্)—বিঃ প্রসাধন, সৌন্দর্যবর্ধন, সজ্জিতকরণ। [সং. পরি+কর্ম]। বিঃ **পরিকর্মা** (-র্মন্)—ভৃত্য, পরিচারক।

পরিকর্ষ—বিঃ বিশেষ উন্নতি; (অশু.) সংস্কৃতি, কৃষ্টি। [সং. পরি+ √কৃষ্+অ (ভা)]।

পরিকল্পক—বিঃ পরিকল্পনাকারী, পরিকল্পনা রচনাকারী সরকারী আধিকারিক, planning officer। [সং. পরি+ √কৃপ্+নিচ্+অক (র্তৃ)]।

পরিকল্পন, পরিকল্পনা—বিঃ সঙ্কল্পিত রচনাদির প্রণালী, নকশা, plan; প্রণালী নকশা বা উপায় চিন্তন অথবা উদ্ভাবন, planning। [সং. পরি+ √কৃপ্+অন (ভা)+আ]। বিঃ **পরিকল্পনাধিকারিক** — পরিকল্পনারচনাকারী সরকারী কর্মচারী, planning officer [স.প.]। বিণঃ **পরিকল্পিত**—পরিকল্পনা করা হইয়াছে এমন; স্থিরীকৃত, সঙ্কল্পিত।

পরিকীর্ণ—বিণঃ সম্যগ্‌ভাবে বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত বা ব্যাপ্ত। [সং. পরি+কীর্ণ]।

পরিকীর্তন—বিঃ বিশেষভাবে কীর্তন কথন বা প্রশংসা। [সং. পরি+কীর্তন]। বিণঃ **পরি-কীর্তিত**—বিশেষভাবে কীর্তিত কথিত বা প্রশংসিত।

পরিকেন্দ্র—বিঃ (জ্যামি.) সীমারেখা স্পর্শ করিয়া অঙ্কিত বৃত্তের কেন্দ্র, circumcentre [বি.প.]। [সং. পরি+কেন্দ্র]।

পরিক্রম, পরিক্রমণ—বিঃ পায়চারি; ভ্রমণ; প্রদক্ষিণ। [সং. পরি+ √ক্রম্+অ, অন (ভা)]। বিঃ (বাং.) **পরিক্রমা**—তীর্থস্থান প্রদক্ষিণ (ব্রজ-পরিক্রমা); ভ্রমণ (বিদেশ-পরিক্রমা); (আল.) পর্যালোচনা (সাহিত্যপরিক্রমা)।

পরিক্লিষ্ট—বিণঃ অত্যন্ত ক্লেশপ্রাপ্ত। [সং. পরি+ক্লিষ্ট]।

পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত—**পরীক্ষিৎ**-এর বানানভেদ।

পরিক্ষিপ্ত—বিণঃ বিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত; বেষ্টিত। [সং. পরি+ √ক্ষিপ্+ত (র্ম)]।

পরিক্ষেপ—বিঃ বিক্ষেপ; পরিত্যাগ; পরিবেষ্টন। [সং. পরি+ √ক্ষিপ্+অ (ভা)। বিঃ **-ক**—পরিক্ষেপকারী।

পরিখা—বিঃ শত্রুর আক্রমণ রোধার্থ দুর্গাদির চতুর্দিকে নির্মিত খাত, গড়খাই। [সং. পরি+ √খন্+অ (র্ম)+আ]।

পরিখ্যাত—বিণঃ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। [সং. পরি+খ্যাত]।

পরিগণন, পরিগণনা—বিঃ বিশেষভাবে গণনা। [সং. পরি+গণন, গণনা]। বিণঃ **পরিগণিত**—পরিগণনা করা হইয়াছে এমন, বিশেষভাবে সংখ্যাত; বিবেচিত (সাধু বলিয়া পরিগণিত)। বিণ(স্ত্রী): **পরিগণিতা**।

পরিগম—বি: পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রতিবেশ, environment [বি.প.]। [সং. পরি+ √গম্ +অ]।

পরিগৃহীত—**পরিগ্রহ** দ্র:।

পরিগ্রহ—বি: বিশেষভাবে গ্রহণ বা স্বীকার (দার-পরিগ্রহ), ধারণ, পরিধান (বেশপরিগ্রহ)। [সং. পরি+ √গ্রহ্ +অ (ভা)]। বিণ: **পরিগৃহীত**—পরিগ্রহ করা হইয়াছে এমন। বি: **পরিগ্রাহক**—পরিগ্রহকারী। বি(স্ত্রী): **পরিগ্রাহিকা**।

পরিঘ—বি: মুদ্গরজাতীয় প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; অর্গল বা হুড়কা [সং. পরি+ √হন্+অ (ণে)]।

পরিঘাত, পরিঘাতন — বি: পরিঘ; হনন; মারাত্মক আঘাত। [সং. পরি √হন্+ণিচ্+অ, অন (ণে ভা)]।

পরিচয়—বি: আলাপ, জানাশোনা; নাম ধাম বংশ প্রভৃতির বিবরণ; অভিজ্ঞতা; অভ্যাস, চিহ্ন, অভিজ্ঞান, নিদর্শন (ভদ্রতার পরিচয়); প্রণয় ('নবপরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে': চণ্ডী.)। [সং. পরি+ √চি+অ (ভা)]।

পরিচর—বি: অনুচর, ভৃত্য। [সং. পরি+ √চর্ +অ (র্তৃ)]।

পরিচর্যা—বি: সেবা; শুশ্রূষা; পূজা। [সং. পরি + √চর্+য (ভা)+আ]।

পরিচলন—বি: সঞ্চলন; (বিজ্ঞা.) বায়ব বা তরল পদার্থের প্রবাহের সঙ্গে তাপ ও তড়িতের সঞ্চলন, convection [স.প.]। [সং. পরি+ √চল্+অন (ভা)]।

পরিচায়ক—বি: পরিচয়দানকারী; জ্ঞাপক, সূচক। [সং. পরি+ √চি+অক (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **পরিচায়িকা**।

পরিচারক—বি: ভৃত্য, সেবক। [সং. পরি+ √চর্+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **পরিচারিকা**—**দাসী**।

পরিচারণ—বি: সেবা। [সং. পরি+ √চর্+অন (ভা)]।

পরিচালক—বিণ.বি: পরিচালনাকারী, manager [স.প.]; (বাস ট্রাম প্রভৃতির) কনডাকটর, conductor [স.প.]; অধ্যক্ষ, নায়ক; সঞ্চালনকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **পরিচালিকা**।

পরিচালন, পরিচালনা —বি: চালনা করণ; শাসনকার্য, শাসন, administration [স.প.]; অধ্যক্ষতা; সঞ্চালন। বিণ: **পরিচালিত**—পরিচালনা করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

পরিচিত—বিণ: পরিচয় জানা আছে এমন; চেনা বা জানা; জ্ঞাত; অভ্যস্ত। [সং. পরি+ √চি+ত(র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **পরিচিতা**। বি: **পরিচিতি**—পরিচয়।

পরিচিন্তন—বি: বিশেষভাবে চিন্তা; পরিকল্পনা। [সং. পরি+চিন্তন]। বিণ: **পরিচিন্তিত**—বিশেষভাবে চিন্তিত, পরিকল্পিত।

পরিচেয়—বিণ: পরিচয়যোগ্য। [সং. পরি+ √চি+য (র্ম)]।

পরিচ্ছদ—বি: আচ্ছাদন; পোশাক, জামাকাপড়। [সং. পরি+ √ছদ্+ণিচ্+অ (ণে)]।

পরিচ্ছন্ন—বিণ: গোছান, ফিট্‌ফাট্; পরিষ্কৃত। [সং. পরি+ √ছদ্+ত (র্ম)]। বি: **-তা**।

পরিচ্ছিন্ন—বিণ: বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন; সীমাবদ্ধ; পরিমিত। [সং. পরি+ √ছিদ্+ত (র্ম)]।

পরিচ্ছেদ—বি: অংশ; (গ্রন্থাদির) অধ্যায়; সীমা (প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ); নির্ণয়, নির্ধারণ। [সং. পরি+ √ছিদ্+অ (র্ম, ভা)]।

পরিজন—বি: পরিবারের লোক; পোষ্য ব্যক্তি; স্বজন, আত্মীয়; পরিচারক। [সং. পরি+জন]।

পরিজ্ঞাত—বিণ: বিশেষভাবে বা সম্যগ্‌ভাবে জ্ঞাত অথবা পরিচিত। [সং. পরি+জ্ঞাত]।

পরিজ্ঞান—বি: সম্যক্ জ্ঞান বা পরিচয়; অন্তর্দৃষ্টি, insight [বি.প.]। [সং. পরি+জ্ঞান]।

পরিণত—বিণ: পরিপক্ব; পূর্ণতাপ্রাপ্ত; পর্যবসিত; বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত; বৃদ্ধ (পরিণত বয়স); শেষ অবস্থায় উপনীত। [সং. পরি+ √নম্+ত (র্তৃ)]। বি: **পরিণতি**—পূর্ণতাপ্রাপ্তি; পর্যবসান; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; পরিসমাপ্তি; শেষ।

পরিণদ্ধ—বিণ: সম্বদ্ধ; পরিবেষ্টিত; বিস্তৃত। [সং. পরি+ √নহ্+ত (র্ম)]।

পরিণয়, পরিণয়ন—বি: বিবাহ। [সং. পরি+ √নী+অ, অন (ভা)]। বি: **পরিণয়সূত্র**—বিবাহরূপ বন্ধন।

পরিণাম—বি: শেষ অবস্থা দশা বা ফল, পরিণতি; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, আখের, ভবিষ্যৎ। [সং. পরি + √নম্+অ (ভা)]। বিণ: **-দর্শী** (-র্শিন্)—পরিণামে বা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারে এমন, দূরদর্শী। বি: **-দর্শিতা**।

পরিণাহ—বি: বিস্তার, প্রসার; বাহ্যরেখা, সীমান্ত রেখা, contour [বি. প.]। [সং. পরি+নহ্+অ (ণে)]।

পরিণীত—বিণ: বিবাহিত। [সং. পরি+ √নী +ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **পরিণীতা**।

পরিণেতা (-তৃ)—বি: বিবাহকর্তা, স্বামী। [সং. পরি+ √নী+তৃ (র্তৃ)]।

পরিণেয়—বিণ: বিবাহযোগ্য। [সং. পরি+ √নী +য (র্ম)]।

পরিতাপ—বি: বিশেষ দুঃখ বা খেদ, মনস্তাপ, আপসোস। [সং. পরি+তাপ]।

পরিতুষ্ট—বিণ: অতিশয় তৃপ্ত আনন্দিত বা খুশী। [সং. পরি+তুষ্ট]। বিণ(স্ত্রী): **পরিতুষ্টা**। বি: **পরিতুষ্টি**—গভীর তৃপ্তি বা আনন্দ।

পরিতৃপ্ত—বিণ: অতিশয় বা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত। [সং. পরি+তৃপ্ত]। বি: **পরিতৃপ্তি**—গভীর বা পূর্ণ তৃপ্তি।

পরিতোষ—বি: গভীর তৃপ্তি বা আনন্দ। [সং. পরি+ √তুষ্ +অ (ভা)]।

পরিত্যক্ত—বিণ: বর্জিত। [সং. পরি+ √ত্যজ্ +ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **পরিত্যক্তা**।

পরিত্যজন, -ত্যাগ—বি: বর্জন; পরিহার। [সং. পরি+ত্যজন, ত্যাগ]। বিণ: **পরিত্যাজ্য**—বর্জনীয়, পরিহারযোগ্য। বিণ(স্ত্রী): **পরিত্যাজ্যা**।

পরিত্রাণ—বি: নিষ্কৃতি, মুক্তি, উদ্ধার। [সং. পরি+ত্রাণ]। বিণ.বি: **পরিত্রাতা**—পরিত্রাণকারী। ক্রি: **পরিত্রাহি**—পরিত্রাণ কর।

পরিদর্শক—বিণ.বি: পর্যবেক্ষক; পরিদর্শনকারী, inspector [স. প.]। [সং. পরি+দর্শক]।

পরিদর্শন—বি: সম্যগ্‌রূপে দর্শন; পর্যবেক্ষণ; তত্ত্বাবধান; অবস্থা ক্রিয়াকলাপ অবধারণার্থ দর্শন, inspection [স. প.]। [সং. পরি+দর্শন]। বিণ: **পরিদর্শী** (-র্শিন্)—পরিদর্শন করে এমন, inspecting [স. প.]।

পরিদৃশ্যমান—বিণ: চতুর্দিকে দৃশ্যমান বা দৃষ্টিগোচর, সুস্পষ্ট। [সং. পরি+দৃশ্যমান]।

পরিদৃষ্ট—বিণ: সম্যগ্‌রূপে দৃষ্ট। [সং. পরি+দৃষ্ট]।

পরিদেবন, পরিদেবনা—বি: খেদোক্তি, বিলাপ; অনুতাপ। [সং. পরি+ √দিব্ +অন (ভা), +আ]।

পরিধান—বি: পরিধেয় জামাকাপড় প্রভৃতি, পোশাক; পরন, অঙ্গে ধারণ। [সং. পরি+ √ধা+অন (র্ম, ভা)]।

পরিধায়ী (-য়িন্)—বিণ: পরিধানকারী। [সং. পরি+ √ধা+ইন্ (র্তৃ)]।

পরিধি—বি: বৃত্তের বেষ্টনরেখা, circumference [বি. প.]; প্রান্ত, বেড়, চতুর্দিকস্থ সীমারেখা, periphery [বি. প.]। [সং. পরি + √ধা+ই (র্ম)]। বি: **-মাপক**—ক্ষেত্রাদির সীমারেখা বা ভুজসমষ্টি, পরিসীমা, perimeter [বি. প.]।

পরিধেয় — (১)বিণ: পরিধানযোগ্য। (২)বি: পরিবার জামাকাপড় প্রভৃতি। [সং. পরি+ √ধা+য (র্ম)]।

পরিনির্বাণ—বি: মোক্ষ; বুদ্ধত্ব; ভববন্ধন হইতে মুক্তি। [সং. পরি+নির্বাণ]।

পরিপক্ব—বিণ: সম্পূর্ণ পাকা, সুপক্ব; পরিণত; বিচক্ষণ। [সং. পরি+পক্ব]। বি: -তা।

পরিপত্র—বি: সরকারী ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি, circular [স প.]। [সং. পরি+পত্র]।

পরিপন্থী (-ন্থিন্)—বিণ: প্রতিকূল; বাধাদায়ক, প্রতিবন্ধকস্বরূপ; শত্রুভাবাপন্ন; বিরোধী। [সং. পরি+ √পন্থ্ +ইন্]।

পরিপাক—বি: হজম। [সং. পরি+ √পচ্+ অ (ভা)]।

পরিপাটি, পরিপাটী—(১)বি: সুবিন্যাস; শৃঙ্খলা; নৈপুণ্য। (২)বিণ: সুবিন্যস্ত; সুশৃঙ্খল; নিপুণ। [সং. পরি+পাটি, দ্র:]।

পরিপার্শ্ব—বি: চতুর্দিক্; চতুর্দিকের অবস্থা। [সং. পরি+পার্শ্ব]।

পরিপালক—বি: প্রতিপালক; পরিচালক; অধ্যক্ষ, শাসক, administrator [স. প.]। [সং. পরি+পালক]।

পরিপালন—বি: প্রতিপালন। [সং. পরি+ পালন]। বিণ: **পরিপালিত**—প্রতিপালিত।

পরিপুষ্ট—বিণ: অতিশয় পুষ্ট, সুপুষ্ট; বিশেষভাবে প্রতিপালিত। [সং. পরি+পুষ্ট]। বিণ(স্ত্রী): **পরিপুষ্টা**। বি: -তা, **পরিপুষ্টি**।

পরিপূরক—বিণ: পরিপূর্ণকারী; সম্পূর্ণকারী। [সং. পরি+পূরক]।

পরিপূরণ—বি: পরিপূর্ণ করা; অভাব দূরীকরণ। [সং. পরি+পূরণ]। বিণ: **পরিপূরিত**—পরিপূর্ণ।

পরিপূর্ণ—বিণ: সম্যগ্‌ভাবে পূর্ণ বা ভরতি; সম্পূর্ণ; সকল। [সং. পরি+পূর্ণ]। বিণ(স্ত্রী): **পরিপূর্ণা**। বি: -তা।

পরিপৃক্ত—বিণ: সম্যগ্‌রূপে সিক্ত, saturated [বি. প.]। [সং. পরি+ √পৃচ্+ত (র্ম)]। বি: **পরিপৃক্তি**—সম্যক্ সিক্ততা।

পরিপোষণ—বিঃ বিশেষভাবে প্রতিপালন বা সংরক্ষণ ; মনে ধারণ (ক্রোধ পরিপোষণ)। বিণঃ **পরিপোষিত**—পরিপোষণ করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

পরিপ্রেক্ষিত—বিঃ দৃশ্যমান বস্তুর অংশসমূহের দূরত্ব নিকটত্ব ঘনত্ব ইত্যাদি চিত্রে প্রতিফলন, পটভূমিকা, perspective। [সং. পরি+প্র+ঈক্ষ্+ত (র্ম)]।

পরিপ্লব—(১)বিণঃ (বিরল) কম্পমান। (২)বিঃ প্লাবন ; উপদ্রব। [সং. পরি+ √প্লু+অ (র্তৃ)]।

পরিপ্লুত—বিণঃ সম্যগ্‌রূপে প্লাবিত সিক্ত বা নিমজ্জিত ; (বিরল) কম্পমান। [সং. পরি+ √প্লু+ত (র্ম)]।

পরিবর্জন—বিঃ সম্পূর্ণরূপে বর্জন। [সং. পরি+বর্জন]। বিণঃ **পরিবর্জিত**—সম্পূর্ণরূপে বর্জিত।

পরিবর্ত—বিঃ বিনিময়, বদল ; বদলি। [সং. পরি+ √বৃত্+অ (ভা, র্তৃ)]।

পরিবর্তক—বিণ.বিঃ পরিবর্তনকারী ; প্রত্যাবর্তনকারী। [সং. পরি+ √বৃত+অক (র্তৃ)]।

পরিবর্তন—বিঃ বদলকরণ ; বদল ; অবস্থান্তর ; বিশেষভাবে আবর্তন। [সং. পরি+ √বৃত্+অন (ভা)]। বিণঃ **পরিবর্তনীয়**—পরিবর্তিত করা যায় করিতে হইবে বা করা উচিত এমন। বিণঃ **পরিবর্তিত**—বদলান হইয়াছে বা বদলাইয়াছে এমন। বিণঃ **পরিবর্তী** (-র্তিন্)—পরিবর্তনশীল ; (পদার্থ.) মধ্যে মধ্যে দিক্ পরিবর্তনশীল, alternating [বি. প.]।

পরিবর্ধক—বিণ.বিঃ পরিবর্ধনকারী। [সং. পরি+বর্ধক]।

পরিবর্ধন—বিঃ সম্যক্ বর্ধন উন্নতিসাধন বা সম্প্রসারণ; লালনপালন, বৃদ্ধিসাধন, enlargement [বি. প.]। [সং. পরি+বর্ধন]। বিণঃ **পরিবর্ধিত**—পরিবর্ধন করা হইয়াছে এমন।

পরিবহণ—বিঃ (মানুষ মাল প্রভৃতি) বহনপূর্বক স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া, transport [স. প.]; (বিজ্ঞা) কোন কিছুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ তাপ প্রভৃতি সঞ্চালন, conduction [বি. প.]। [সং. পরি+বহন]।

পরিবাদ—বিঃ অপবাদ, নিন্দা, কুৎসা। [সং. পরি+ √বদ্+অ (ভা)—তু. প্রবাদ]। বিণঃ-ক, **পরিবাদী** (-দিন্)—নিন্দাকারী। **পরিবাদিনী**—(১)বিণঃ **পরিবাদী**-র স্ত্রীলিঙ্গে ; (২)বিঃ সপ্ততন্ত্রী বীণাবিশেষ।

পরিবার—বিঃ পরিজন ; পোষ্যবর্গ ; একান্নবর্তী সংসার ; (বাং.) পত্নী। [সং. পরি+ √বৃ+অ (ণে)]।

পরিবাহ—বিঃ প্লাবন, জলোচ্ছ্বাস ; পয়ঃপ্রণালী। [সং. পরি+ √বহ্+অ (ভা. ণে)]।

পরিবাহণ—বিঃ সঞ্চালন। [সং. পরি+বাহন]। বিণ.বিঃ **পরিবাহী** (-হিন্)—পরিবহণকারী ; (বিজ্ঞা.) ভিতর দিয়া তাপাদি সঞ্চালনের পক্ষে যোগ্য (বস্তু), conducting বা conductor। বিঃ **পরিবাহিতা**—পরিবহণ-ক্ষমতা, conductivity।

পরিবৃত — বিণঃ সমাগ্‌রূপে পরিবেষ্টিত বা আবৃত। [সং. পরি+ √বৃ+ত (র্ম)]। বিঃ **পরিবৃতি**—সম্যগ্‌রূপে পরিবেষ্টন বা আবরণ।

পরিবৃত্ত—বিঃ কোন ক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া অঙ্কিত বৃত্ত, circumcircle [বি. প.]। [সং. পরি+বৃত্ত]।

পরিবৃত্তি—বিঃ পরিবর্তন ; বিনিময়। [সং. পরি+ √বৃ+তি (ভা)]।

পরিবেত্তা (-ত্তৃ)—বিঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে। [সং. পরি+ √বিদ্+তৃ (র্তৃ)]।

পরিবেদন—বিঃ জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকা সত্ত্বেও কনিষ্ঠের বিবাহ। [সং. পরি+ √বিদ্+অন (ভা)]।

পরিবেদনা—বিঃ অতিশয় বেদনা যন্ত্রণা বা ক্লেশ ; সুবিবেচনা। [সং. পরি+বেদনা]।

পরিবেশ, পরিবেষ—বিঃ পরিধি ; পরিবেষ্টন ; মণ্ডল ; চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা, প্রতিবেশ। [সং. পরি+ √বিশ্, বিষ্+অ (ণে)]।

পরিবেশক, পরিবেষক—**পরিবেশন** দ্রঃ।

পরিবেশন, পরিবেষণ—বিঃ বিতরণ ; বণ্টন, ভোজনকালে খাদ্যবস্তু ভাগ করিয়া বিতরণ। [সং. পরি+ √বিশ্, বিষ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **পরিবেশক, পরিবেষক**—পরিবেশনকারী।

পরিবেষ্টন—বিঃ আবেষ্টন, ঘের ; ঘেরাওকরণ ; প্রদক্ষিণ। [সং. পরি+বেষ্টন]। বিঃ **পরিবেষ্টনী**—ঘের ; প্রতিবেশ। বিণঃ **পরিবেষ্টিত**—ঘেরা ; ঘেরাও-করা।

পরিব্রজ্যা—বিঃ প্রব্রজ্যা, সন্ন্যাস ; ধর্মার্থে তীর্থভ্রমণ। [সং. পরি+ √ব্রজ্+য (ভা)+আ]।

পরিব্রাজক—বিঃ পর্যটক ; অনবরত পর্যটনকারী

ভিক্ষু, চতুর্থ আশ্রমাবলম্বী সন্ন্যাসী। [সং. পরি + √ব্রজ্ + অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **পরিব্রাজিকা**।

পরিব্রাজন—বি: পর্যটন। [সং. পরি + √ব্রজ্ + অন (ভা)]।

পরিভব—বি: পরাভব, পরাজয়, হার। [সং. পরি + √ভূ + অ (ভা)]।

পরিভাবা—ক্রি: (প্রা. কাব্যে) বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা, বিচার করা ('হেন পরিভাবি রাধা': শ্রীকৃ.)। [সং. পরি + √ভাবি]।

পরিভাষা—বি: বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা সংজ্ঞা, technical word। [সং. পরি + ভাষা]। বিণ: **পরিভাষিত**—পরিভাষার সাহায্যে ব্যক্ত; বিজ্ঞাপিত।

পরিভুক্ত—বিণ: সম্ভোগ করা হইয়াছে এমন; সম্যগ্‌রূপে উপভোগ করা হইয়াছে এমন। [সং. পরি + ভুক্ত]।

পরিভৃতি—বি: পারিশ্রমিক, বেতন, emolument [স. প.]। [সং. পরি + √ভৃ + ত (ণে)]।

পরিভোগ—বি: সম্ভোগ; সম্যগ্‌রূপে উপভোগ। [সং. পরি + ভোগ]।

পরিভ্রমণ—বি: চতুর্দিকে ভ্রমণ, প্রদক্ষিণ; পর্যটন। [সং. পরি + ভ্রমণ]।

পরিভ্রষ্ট—বিণ: বিচ্যুত হইয়া পতিত। [সং. পরি + ভ্রষ্ট]।

পরিমণ্ডল—(১)বি: মণ্ডল; পরিধি; পরিবেষ্টন। (২)বিণ: বর্তুলাকার, গোলাকার। [সং. পরি + মণ্ডল]।

পরিমণ্ডিত—বিণ: বিশেষভাবে অলঙ্কৃত বা সজ্জিত। [সং. পরি + মণ্ডিত]।

পরিমল—বি: (চন্দনাদির) মর্দনজনিত সুগন্ধ; পুষ্পচন্দনাদির সুগন্ধ; (অশু.) পুষ্পমধু ('পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল': তর্কা.)। [সং. পরি + √মল্ + অ (র্তৃ)]।

পরিমাণ—বি: মাপ, ওজন, মাত্রা, সংখ্যা; গুরুত্ব, বিস্তার। [সং. পরি + মান:]। বি: **-ফল**—(গণি.) পরিমাপের ফল; ক্ষেত্রফল, বর্গফল, ঘনফল।

পরিমাপ—বি: পরিমাণ-নির্ধারণ, মাপন; পরিমাণ, মাপ; জরীপ, survey [স. প.]। [সং. পরি + মাপ]। বি: **-ক**—পরিমাপকারী; জরীপকারী, surveyor। বি: **-ন**—পরিমাপ-নির্ধারণ।

পরিমিত—বিণ: ঠিক প্রয়োজনানুরূপ; সংযত-পরিমাণ; সংযত; পরিমাণবিশিষ্ট (চারিহস্ত-পরিমিত); মাপা হইয়াছে এমন। [সং. পরি + √মা + ত (র্ম)]। বি: **পরিমিতি**—মাপ; (গণি) ভূমির পরিমাপনশাস্ত্র, ক্ষেত্রমিতি, mensuration [বি. প.]।

পরিমেয়—বিণ: পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এমন; সসীম, finite [স. প.]। [সং. পরি + √মা + য (র্ম)]।

পরিমেল—বি: বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সঙ্ঘ, association [স. প.]। [সং. পরি + √মিল্ + অ (ণে)]। বি: **-নিয়মাবলী**—পরিমেলের আইন-কানুন; articles of association। বি: **-বৃত্ত**—পরিমেলের কার্যবিবরণী, memorandum of association।

পরিমোক্ষ, পরিমোক্ষণ—বি: বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি; পরিনির্বাণ। [সং. পরি + মোক্ষ, মোক্ষণ]।

পরিম্লান—বিণ: অতিশয় ম্লান। [সং. পরি + ম্লান]।

পরিযাণ—বি: মাল বা যাত্রীর যাতায়াত, traffic [স. প.]; বসবাসের জন্য ভিন্ন দেশে গমন, migration। [সং. পরি + √যা + অন (ভা)]। বি: **-ব্যবস্থাপক**—পরিযাণের বন্দোবস্ত করার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, traffic manager। বিণ: **পরিযায়ী**—(ক্রমাগত) যাতায়াতকারী; ভ্রমণশীল; বসবাসের জন্য ভিন্ন দেশে গমনকারী, migratory।

পরিরক্ষণ—বি: সংরক্ষণ; উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ। [সং. পরি + রক্ষণ]। বিণ: **পরিরক্ষিত**—পরিরক্ষণ করা হইয়াছে এমন।

পরিরম্ভ, পরিরম্ভণ—বি: দৃঢ় আলিঙ্গন; রমণ। [সং. পরি + √রভ্ + অ, অন (ভা)]।

পরিলিখিত—বিণ: (জ্যামি.) চতুর্দিকে অঙ্কিত, circumscribed [বি. প.]। [সং. পরি + লিখিত]।

পরিলেখ—বি: সীমানির্দেশক রেখা, নকশা, খসড়া, আদরা, outline। [বি. প.]। [সং. পরি + √লিখ্ + অ (র্ম)]।

পরিশিষ্ট—(১)বিণ: অবশিষ্ট, বাকী। (২)বি: গ্রন্থাদির শেষে সংযুক্ত মূল পাঠ্যবস্তুর অতিরিক্ত অংশ, appendix। [সং. পরি + √শিষ্ + ত (র্ম)]।

পরিশীলন—বি: চর্চা, অনুশীলন; আলিঙ্গন;

অনুলেপন ; অবগাহন। [সং. পরি+ √শীল্ +অন (ভা)]। বিণ: **পরিশীলিত**—পরিশীলন করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

পরিশুদ্ধ—বিণ: বিশেষভাবে পরিষ্কৃত শোধিত বা পবিত্রীকৃত। [সং. পরি+শুদ্ধ]। বি: -তা, **পরিশুদ্ধি**।

পরিশুষ্ক—বিণ: অতিশয় শুষ্ক। [সং. পরি+শুষ্ক]।

পরিশেষ—(১)বি: অবশেষ; শেষকাল; উপসংহার, শেষাংশ। (২)বিণ: অবশিষ্ট। [সং. পরি+শেষ]।

পরিশোধ—বি: প্রত্যর্পণ; ঋণাদি শোধ। বিণ: **পরিশোধ্য**—পরিশোধ করা যায় বা করিতে হইবে এমন।

পরিশ্রম—বি: খাটুনি, মেহনত; আয়াস। [সং. পরি+শ্রম]। বিণ: **পরিশ্রমী** (-মিন্)—পরিশ্রমে সমর্থ অকাতর বা অভ্যস্ত; (স্বভাবত:) পরিশ্রম করে এমন, খাটিয়ে।

পরিশ্রান্ত—বিণ: পরিশ্রমের ফলে অতিশয় ক্লান্ত। [সং. পরি+শ্রান্ত]। বি: **পরিশ্রান্তি**—পরিশ্রমের ফলে অতিশয় ক্লান্তি।

পরিশ্লেষ—বি: আলিঙ্গন। [সং. পরি+শ্লেষ]।

পরিষদ্, পরিষৎ—বি: সভা, সংসদ্; সমাজ; (ব্যবস্থাপক) সভা, (legislative) council [স. প.]। [সং.]। বি: **-পাল**—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, Chairman of the Legislative Council [স. প]।

পরিষেবা—বি: (রোগীর) শুশ্রূষা, nursing [স. প.]। [সং. পরি+সেবা]। বিণ: **পরিষেবক**—(রোগীর) শুশ্রূষাকারী, nurse। বিণ(স্ত্রী): **পরিষেবিকা**।

পরিষ্করণ—বি: পরিষ্কারকরণ; শোধন। [সং. পরি+ √কৃ+অন (ভা)]।

পরিষ্কার—(১)বি: নির্মলতা; পরিচ্ছন্নতা; স্বচ্ছতা। (২) (বাং.) বিণ: পরিষ্কৃত; নির্মল; পরিচ্ছন্ন; পরিপাটি (পরিষ্কার কাজ); স্বচ্ছ (পরিষ্কার জল); সহজবোধ্য, স্পষ্ট (পরিষ্কার কথা); সুন্দর, ফরসা, উজ্জ্বল (পরিষ্কার রঙ, পরিষ্কার আলো); অকপট (পরিষ্কার মন); বুদ্ধিযুক্ত, বিচারক্ষম (পরিষ্কার মাথা); স্বাভাবিক বা রোগমুক্ত (পরিষ্কার বুক); সুরেলা (পরিষ্কার গলা); তীক্ষ্ণ, নির্দোষ (পরিষ্কার দৃষ্টি); মেঘমুক্ত (পরিষ্কার আকাশ)। [সং. পরি+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণ: **পরিষ্কৃত**—পরিষ্কার বা সাফ করা হইয়াছে এমন; শোধিত; মার্জিত; কাচান (পরিষ্কৃত বস্ত্র)।

পরিসংখ্যা—বি: বিশেষভাবে নিরূপিত সংখ্যা; বিশেষভাবে গণনা। [সং. পরি+সংখ্যা]। বিণ: **-ত**—বিশেষভাবে গণিত। বি: **-ন**—কোন বিষয়ের তথ্যজ্ঞাপক মোটামুটি হিসাব বা সংখ্যা, statistics [স. প.]। বিণ.বি: **-য়ক**—পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রাহক বা হিসাবকারী, statistician।

পরিসমাপ্তি—বি: অবসান; পর্যবসান; পরিণতি; সম্পূর্ণতা। [সং. পরি+সমাপ্তি]।

পরিসম্পৎ—বি: যে সম্পত্তি বা সম্পদ্ ঋণাদি পরিশোধে ব্যবহার করা যায়, assets [স. প.]। [সং. পরি+সম্পৎ]।

পরিসর—বি: ব্যাপ্তি, বিস্তার; অবধি; প্রস্থ। [সং. পরি+ √সৃ+অ (ধি)]।

পরিসাজ—বি: পুস্তকাদির বাঁধান মুদ্রণ প্রভৃতির শোভা। [সং. পরি+সাজ]।

পরিসীমা (-মন্)—বি: অবধি, ইয়ত্তা, সীমা; সমতল ক্ষেত্রের চতুঃসীমার বা বাহুসমূহের সমষ্টি, perimeter [বি. প.]। [সং. পরি+সীমা]।

পরিস্থিতি—বি: পারিপার্শ্বিক অবস্থা। [সং. পরি+স্থিতি]।

পরিস্ফুট—বিণ: স্পষ্টরূপে প্রকাশিত; বিকশিত; সুস্পষ্ট। [সং. পরি+স্ফুট]।

পরিস্রাবণ, পরিস্রুতি—বি: ক্ষরণ; তরল পদার্থ ছাঁকিয়া শোধন, filtration [বি. প.]। [সং. পরি+ √স্রু+ণিচ্+অন(ভা), পরি+ √স্রু+তি (ভা)]। বিণ: **পরিস্রুত**—ক্ষরিত, চোয়াইয়া পড়িয়াছে এমন; ছাঁকিয়া শোধন করা হইয়াছে এমন, filtered।

পরিহরণ—বি: পরিহার, ত্যাগ, বর্জন। [সং. পরি+হরণ]। বিণ: **পরিহরণীয়**—বর্জনীয়, পরিহারযোগ্য। ক্রি: **পরিহরা**—(কাব্যে) ত্যাগ করা, এড়াইয়া যাওয়া, পরিহার করা।

পরিহসনীয়—বিণ: পরিহাসের যোগ্য। [সং পরি+ √হস্+অনীয় (র্ম)]।

পরিহার—বি: ত্যাগ, বর্জন, উপেক্ষা। [সং. পরি + √হৃ+অ (ভা)]।

পরিহার্য—বিণ: বর্জনীয়, উপেক্ষণীয়। [সং. পরি+ √হৃ+য (র্ম)]।

পরিহাস—বি: ঠাট্টা, তামাশা। [সং. পরি+ √হস্+অ (ভা)]।

পরিহিত—বিণ: পরিধান করা হইয়াছে বা করিয়াছে এমন; সজ্জিত। [সং. পরি+ √ধা +ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **পরিহিতা**।

পরী—বি: পক্ষযুক্তা উপদেবীবিশেষ; (আল.) অতি সুন্দরী নারী। [ফা.]। **ডানাকাটা পরী**—নিখুঁত সুন্দরী নারী।

পরীক্ষক, পরীক্ষণ—**পরীক্ষা** দ্র:।

পরীক্ষা—বি: দোষগুণ ভালমন্দ উৎকর্ষ-অপকর্ষ যোগ্যতা যাথার্থ্য পরিমাণ প্রভৃতির বিচার; ছাত্রের বিদ্যাবত্তা-নির্ণয়, examination; যাচাই (রত্নাদি পরীক্ষা); সত্যাসত্য নিরূপণ (সাক্ষীর পরীক্ষা); স্বরূপ নির্ণয় (অবস্থা-পরীক্ষা, রোগ-পরীক্ষা); গবেষণা (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা); ব্যবহার করিয়া গুণাগুণ বিচার (হতাশ রোগীর ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখ); ক্রিয়াদ্বারা স্বরূপ বা প্রকৃতি অনুধাবন (ভাগ্য-পরীক্ষা)। [সং. পরি+ √ঈক্ষ্+অ (ভা)]। বিণ.বি: **পরীক্ষক**—পরীক্ষাকারী। বি: **পরীক্ষণ**—পরীক্ষা করা। বিণ: **পরীক্ষণীয়**—পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এমন; বিচার্য; পরীক্ষাযোগ্য। বি: **-গার**—যেখানে পরীক্ষা দেওয়া বা করা হয়; বিদ্যার্থীদের পরীক্ষাদানের স্থান; বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, laboratory। বিণ: **-ধীন**—পরীক্ষিত হইতেছে এমন; বিচার্য; পরীক্ষা-সাপেক্ষ। বিণ: **-র্থী** (-র্থিন্)—পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত বা পরীক্ষা দিবে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-র্থিনী**। বিণ: **পরীক্ষিত**—পরীক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণ: **পরীক্ষোত্তীর্ণ**—পরীক্ষায় উপযুক্ত সত্য ভাল প্রভৃতি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এমন; পরীক্ষায় সফল হইয়াছে এমন।

পরুষ—বিণ: কর্কশ, কঠোর, উদ্ধত, নিষ্ঠুর (পরুষ বচন, পরুষ ভাষা)। [সং. √পৃ+উস (র্তৃ)]। বি: **-তা, -ত্ব, পারুষ্য** দ্র:।

পরে—ক্রি-বিণ: পিছনে, পশ্চাতে (সে পরে আসছে); অনন্তর (পরে সেখানে গেলাম); ভবিষ্যতে (মজা পরে টের পাবে); কোন ঘটনাদি অবসান হইয়া গেলে (ট্রেন ছাড়ার পরে সে স্টেশনে পৌঁছিল)। [সং. পর৩]।

পরেশ — বি: পরমেশ্বর। [সং. পর১+ ঈশ]।

পরেশনাথ—**পার্শ্বনাথ**-এর চলিত রূপ।

পরেশান—বিণ: অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; হয়রান, নাকাল। [ফা.]।

পরোক্ষ—বিণ: অপ্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়াতীত অথচ জ্ঞাত, সাক্ষাৎ জ্ঞানের বহির্ভূত (পরোক্ষ প্রমাণ); সরাসরি নহে এমন, গৌণ (পরোক্ষভাবে)। [সং. পরস্+অক্ষ—তু. **প্রত্যক্ষ**]।

পরোটা—**পরটা**-র বানানভেদ।

পরোপকার—বি: পরের উপকার বা মঙ্গল। [সং. পর৩+উপকার]। বিণ: **-ক, পরোপকারী** (-রিন্)—অপরের উপকারী। বিণ(স্ত্রী): **পরোপকারিণী**। বি: **পরোপকারিতা**। **পরোপকৃত**—(১)বিণ: অন্যের দ্বারা উপকৃত; (২)বি: অন্যের উপকার।

পরোপজীবী (-বিন্)—বিণ: পরের সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করে বা বাঁচে এমন; পরনির্ভর। [সং. পর৩+ উপ+ √জীব্+ ইন্]। বিণ: **পরোপজীব্য**— পরকে আশ্রয়পূর্বক জীবন-যাপনকারী, পরের গলগ্রহ।

পরোয়া—বি: গ্রাহ্য বা গণনীয় বলিয়া বোধ; ভয়, ডর, আশঙ্কা; ভাবনা, উৎকণ্ঠা। [ফা. পর্‌ৱা]। **কুছ পরোয়া নেই**—কোনও ভয় নাই।

পরোয়ানা—**পরওয়ানা**-র রূপভেদ।

পর্কটি, পর্কটী (-টিন্)—বি: পাকুড়গাছ। [সং. √পৃচ্+অটি, অটিন্ (র্তৃ)]।

পর্চা—**পরচা**-র বানানভেদ।

পর্জন্য—বি: গর্জনকারী ও জলবর্ষী মেঘ; ইন্দ্র। [সং. √পৃষ্+অন্য (র্তৃ)]।

পর্ণ—বি: বৃক্ষাদির পাতা (পর্ণকুটীর, পর্ণশয্যা), পান, তাম্বূলপত্র; পাখির পালক (সুপর্ণ)। [সং.]। বি: **-কারী**—পান-ব্যবসায়ী বা পান-চাষী, বারুইজাতি। বি: **-কুটীর, -শালা**—বৃক্ষ-পত্রে ছাওয়া গৃহ, কুঁড়েঘর। বিণ: **-মোচী** (-চিন্)—পত্রত্যাগী, শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায় এরূপ, (বৃক্ষ-সম্বন্ধে) deciduous [বি. প.]। বি: **-শবরী**—বৌদ্ধ দেবীবিশেষ; দুর্গার নামবিশেষ। বি: **পর্ণাহার**—শাকপাতাদি ভোজন। বি: **পর্ণিক**—শাকপাতা উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা। **পর্ণী** (-র্ণিন্)—(১)বিণ: পত্রযুক্ত (সপ্তপর্ণী); (২)বি: বৃক্ষ।

পর্দা—**পরদা**-র বানানভেদ।

পর্পট—বি: পাঁপর। [সং.]। বি: **পর্পটি**—পাঁপর; ঔষধবিশেষ।

পর্ব (-র্বন্)—বি: দেবতাবিশেষের পূজার জন্য

নির্দিষ্ট দিন, শাস্ত্রোক্ত ধর্মানুষ্ঠানসমূহ পালনের জন্য নির্দিষ্ট দিন, পার্বণ ; সংক্রান্তি এবং অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি ; পরব, উৎসব ; গ্রন্থি, গাঁট ; সন্ধি, জোড় ; পাব, দুই গ্রন্থির বা গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ (অঙ্গুলির পর্ব) ; (উদ্ভি.) কাণ্ডের জোড়মুখ, বৃন্তের যে অংশ হইতে পত্রোদ্গম হয়, node [বি. পি.]। [সং.]। বিঃ -মধ্য—(উদ্ভি) দুই পর্বের মধ্যবর্তী অংশ, পাব, internode [বি. প.]।

পর্বত—বিঃ পাহাড়, গিরি, শৈল, অচল, অদ্রি, নগ, ভূধর। [সং.]। বিঃ **-পতি**—হিমালয়। বিণঃ **-প্রমাণ**—পর্বতের ন্যায় উচ্চ বা বৃহৎ। বিণঃ **পর্বতীয়, পার্বত, পার্বতীয়,** (অশু.) **পার্বত্য**—পর্বত-সম্বন্ধীয়; পর্বতে জাত; পর্বতের অধিবাসী।

পর্বাস্ফোট—বিঃ আঙুল মটকান। [সং. পর্ব + আস্ফোট]।

পর্বাহ—বিঃ পর্বদিন। [সং. পর্ব + অহন্]।

পর্যঙ্ক—বিঃ পালঙ্ক, মূল্যবান্ খাট ; (ভূগো.) নদীর অববাহিকা, basin [বি. প.]। [সং পরি + √অঞ্চ্ + অ]।

পর্যটক—**পর্যটন** দ্রঃ।

পর্যটন—বিঃ (ব্যাপকভাবে) ভ্রমণ। [সং. পরি + √অট্ + অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **পর্যটক**—ভ্রমণকারী।

পর্যন্ত—(১)বিঃ সীমা, প্রান্ত। (২) (বাং.) অব্যঃ অবধি (পা থেকে মাথা পর্যন্ত) ; ও, অপিচ (তিনি পর্যন্ত দলে আছেন)। [সং. পরি + অন্ত]।

পর্যবসান—বিঃ সমাপ্তি, অবসান ; পরিণাম, পরিণতি। [সং. পরি + অবসান]। বিণঃ **পর্যবসিত**—পর্যবসান লাভ করিয়াছে এমন, পরিণত, রূপান্তরিত।

পর্যবেক্ষক—**পর্যবেক্ষণ** দ্রঃ।

পর্যবেক্ষণ—বিঃ পরিদর্শন, নিরীক্ষণ, মনোযোগের সহিত লক্ষ্যকরণ ; (বিজ্ঞা.) প্রাকৃতিক ঘটনা অবেক্ষণ, observation [বি. প.]। [সং. পরি + অবেক্ষণ]। বিণ.বিঃ **পর্যবেক্ষক**—পর্যবেক্ষণ-কারী। বিণঃ **পর্যবেক্ষিত**—পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **পর্যবেক্ষণিকা**—মান-মন্দির।

পর্যসন—বিঃ দূরীকরণ ; চতুর্দিকে ক্ষেপণ। [সং. পরি + √অস্ + অন (ভা)]।

পর্যস্ত—বিণঃ দূরীকৃত ; বিক্ষিপ্ত ; উলটান, বিপর্যস্ত। [সং. পরি + √অস্ + ত (র্ম)]।

পর্যাকুল—বিণঃ অতিশয় আকুল বা কাতর। [সং. পরি + আকুল]।

পর্যাটক—**পর্যটক**-এর রূপভেদ।

পর্যাণ—বিঃ পালান, জিন, পশুপৃষ্ঠে বসিবার আসন। [সং. পরি + √যা + অন]।

পর্যাপ্ত—বিণঃ প্রচুর, যথেষ্ট ; প্রয়োজন মিটাই-বার উপযুক্ত ; পরিমিত ; সক্ষম। [সং. পরি + √আপ্ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **পর্যাপ্তি**—প্রাচুর্য ; পরিমিততা ; পরিপূর্ণতা ; সামর্থ্য।

পর্যায়—বিঃ পালা, ক্রম, আনুপূর্ব্য (পর্যায়ক্রমে) ; অবস্থা, ক্রম (নবপর্যায়) ; বংশের প্রবর্তক হইতে পুরুষ-পরম্পরাগত সংখ্যা, generation ; সমানার্থবোধক শব্দ, synonym ; (বিজ্ঞা.) নির্দিষ্ট-পরিমাণ কাল, গ্রহাদির আবর্তন কাল, period [বি. প.] [সং. পরি + √ই + অ (ভা)]।

পর্যাবৃত্ত—বিণঃ (বিজ্ঞা.) পর্যায়-অনুসারে সংঘটিত হয় এমন, periodic [বি. প.]। [<সং. পর্যায় + বৃত্ত]। বিঃ **পর্যাবৃত্তি** — পর্যায়-অনুসারে সঙ্ঘটনশীলতা, periodicity [বি. প.]।

পর্যালোচন, পর্যালোচনা—বিঃ সম্যক্ আলোচনা অনুশীলন বা বিচার। [সং. পরি + আলোচন, আলোচনা]। বিণঃ **পর্যালোচিত** — যাহার পর্যালোচনা করা হইয়াছে এমন।

পর্যাস—বিঃ উলটপালট ; বিপর্যয় ; পরিবর্তন ; বিনাশ। [সং. পরি + √অস্ + অ (ভা)]।

পর্যুদস্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ পরাজিত নিবারিত বা নিষিদ্ধ ; পণ্ড। [সং পরি + উৎ + √অস্ + ত (র্ম)]। বিঃ **পর্যুদাস**—পূর্ণ পরাজয় ; সম্পূর্ণ নিষেধ বা নিবারণ ; নিয়মের ব্যতিক্রম।

পর্যুষিত—বিণঃ বাসি (পর্যুষিত অন্ন)। [সং. পরি + √বস্ + ত (র্ম)]।

পর্যেষণ, পর্যেষণা—বিঃ অন্বেষণ, অনুসন্ধান ; গবেষণা। [সং. পরি + এষণ, এষণা]।

পর্ষদ, পর্ষৎ (-দ্)—বিঃ পরিষদ্, সভা ; পরি-চালক সমিতি, board [স. প.]। [সং.]।

পল১—বিঃ $\frac{১}{৬০}$ দণ্ড বা ২৪ সেকেণ্ড ; ক্ষণকাল ; চার তোলা ; মাংস (পলান্ন) ; বিচালি, খড়। [সং.]।

পল২—বিঃ দ্রব্যাদির শিরাল পার্শ্বদেশ (পলতোলা, চৌপল বোতল)। (ফা. পহ্‌লু)।

পলক—বিঃ নিমেষ, চক্ষুর পাতা ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে (পলকের মধ্যে ; চক্ষুর পাতা

(পলকপাত)। [ফা.]। ক্রি: **পলকে হারান**—নিমেষ-মধ্যে হারান। বিণ: **-হীন -বিহীন, -রহিত**—অপলক, নির্নিমেষ।

পলকা—বিণ: ভঙ্গুর ; অসার ; অদৃঢ়। [?—তু. মরা. পলকা]।

পলটন—বি: সৈন্যদল, ফৌজ। [ইং. platoon]।

পলটা—ক্রি: (প্রা. বাং. ও ব্রজ.) উলটান ('পলটি বসাল কনক কটোরা' : বি.প.) ; পিছন ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা ('পুন কাহে পলটি ন পৈঠালি পানী' : বি.প.) ; বেড়িয়া দেওয়া, জড়াইয়া দেওয়া ('ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পলটাইয়া' : গোপী)। [হি.মৈ. √পলট<প্রা. √পল্লট্ট<সং. পরি+ √অস্ (=পর্যস্)]।

পলতা—বি: পটোলের পাতা বা লতা। [বাং. পটোললতা]।

পলতে—**পলিতা**-র কথ্য রূপ।

পলল—বি: মাংস ; পঙ্ক ; পলি, মিষ্টান্নবিশেষ। [সং.]।

পলস্তরা—বি: (প্রধানত: চুন সুরকি বালি সিমেন্ট প্রভৃতির মিশ্রিত) প্রলেপ। [ইং. plaster]।

পলা₁—বি: রত্নবিশেষ, প্রবাল। [সং. প্রবাল]।

পলা₂—বি: তৈলাদি তুলিবার জন্য অগ্রভাগে বাটির ন্যায় পাত্রযুক্ত লম্বা দণ্ডবিশেষ। [সং. পল +বাং. আ]।

পলা₃—ক্রি: পলায়ন করা। [পা.প্রা. √পলায় <সং. পরা₂+ √অয়্]।

পলাগ্নি—বি: পিত্ত। [সং. পল (মাংস)+ অগ্নি]।

পলাগ—বি: বৃহদাকার জলজন্তুবিশেষ, শুশুক। [সং. পল+ √গম্+অ]।

পলাণ্ডু—বি: পিঁয়াজ। [সং.]।

পলাতক—বিণ: পলাইয়াছে এমন ; নিরুদ্দেশ। [সং. পলায়ক]। বিণ(স্ত্রী): **পলাতকা**।

পলান, পলানো—(১)ক্রি: পলায়ন করা। (২)বি: পলায়ন। (৩)বিণ: পলায়িত ; পলাতক। [পলা₃ দ্র:]।

পলান্ন—বি: মাংস মিশাইয়া পাক করা অন্ন ; পোলাও। [সং. পল (=মাংস)+অন্ন]।

পলায়ন—বি: (ভয়ে বা অন্য কোন কারণে) দৃষ্টির বাহিরে গমন, চম্পট, পলান। [সং. পরা₂+ √অয়্+অন (ভা)]। বিণ: **পলায়মান**—পলাইতেছে এমন। বিণ: **পলায়িত**—পলাইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **পলায়িতা**।

পলাশ—বি: ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ, কিংশুক ; পাতা। [সং.]।

পলি—বি: বন্যার বা নদীপ্রবাহের ঘোলা জল হইতে থিতাইয়া পড়া নরম মাটির স্তর বা প্রলেপ, alluvium [বি.প]। [তু. সং. পলল]। বিণ: **-জ**—(ভূবি.) পলি হইতে জাত, পাললিক, alluvial [বি.প.]।

পলিত—(১)বি: বার্ধক্যহেতু কেশাদির শুক্লতা। (২)বিণ: বার্ধক্যহেতু শুক্লতাপ্রাপ্ত, পাকা ; বৃদ্ধ। [সং. √পল্+ত]। বিণ: **-কেশ**—কেশ বার্ধক্য-হেতু শুক্লতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন ; বৃদ্ধ।

পলিতা—বি: প্রদীপের সলিতা। [ফা. পলীতাহ্]।

পলু—বি: তুঁতপোকা, রেশমকীট। [দেশী]।

পলুই, পলো—বি: বংশশলাকানির্মিত ঝুড়ির ন্যায় আকারযুক্ত মাছ ধরিবার যন্ত্রবিশেষ। [সং. পলব]।

পল্টন—**পলটন**-এর বানানভেদ।

পল্যঙ্ক—বি: পালঙ্ক, খাট। [সং. পরি+ √অঙ্ক্+অ (ধি)]।

পল্লব—বি: পাতা (চক্ষুপল্লব) ; বৃক্ষাদির নূতন পাতা, কিশলয় ; নূতন পত্রযুক্ত কচি ডালের অগ্রভাগ। [সং.]। বিণ: **-গ্রাহী** (-হিন্)—নানা বিষয়ে একটু একটু জ্ঞান আহরণ করে এমন ; ভাসা ভাসা জ্ঞানসম্পন্ন। বি: **-গ্রাহিতা**। বিণ: **পল্লবিত**—পল্লবযুক্ত ; বিস্তারিত ; অতিরঞ্জিত (পল্লবিত বর্ণনা)।

পল্লী, পল্লি—বি: বসতি, পাড়া (গোপপল্লী) ; গ্রাম, পাড়াগাঁ (পল্লীজীবন) ; শহর বা নগরের পাড়া (কলিকাতার ছয়ের পল্লী)। [সং.]। বি: **-উন্নয়ন**—পল্লীর উন্নতিসাধন। বি: **-গ্রাম**—পাড়াগাঁ। বিণ: **-বাসী** (-সিন্)—গ্রামবাসী (অর্থাৎ শহরবাসী নহে এমন)। বিণ(স্ত্রী): **-বাসিনী**। বি: **-মঙ্গল**—পল্লীর উপকার বা মঙ্গলসাধন ; কলিকাতা বেতারের অনুষ্ঠানবিশেষ। বি: **-সঙ্গীত**—গ্রাম্যভাষায় রচিত ও গ্রাম্যসুরে গেয় সঙ্গীতবিশেষ।

পল্বল—বি: বিল ডোবা প্রভৃতি ক্ষুদ্র জলাশয়। [সং. √পল্+বল (র্তৃ)]।

পশতু, পশতো—বি: আফগানদিগের ভাষা। [পশতু]।

পশম—বি: মেষাদি পশুর লোম, ঊর্ণা। [ফা. পশম্]। বি: **পশমিনা**—পশমী কাপড়বিশেষ। বিণ: **পশমী**—পশমদ্বারা প্রস্তুত।

পশরা—**পসরা**-র বানানভেদ।

পশলা—**পসলা**-র বানানভেদ।

পশা—ক্রিঃ (কাব্যে) প্রবেশ করা ('কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো': চণ্ডী.)। [বাং. প্রবেশা]।

পশার—**পসার১**-এর বানানভেদ।

পশারী—**পসারী**-র বানানভেদ।

পশু—বিঃ লাঙ্গুলবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু, জানোয়ার; বলির জন্তু; মোহাচ্ছন্ন জীব (পশুপতি); পশুবৎ অজ্ঞান বা দুর্বৃত্ত মানুষ; (তন্ত্রমতে) মদ্য-মাংসবর্জনকারী শুদ্ধ ও সংযতাচারী সাধক; শিবের অনুচর। [সং.]। বিঃ **-ত্ব**—পশুর ভাব বা ধর্ম; পশুর ন্যায় আচরণ। বিঃ **-ধর্ম**—পশুর স্বাভাবিক বৃত্তি; মৈথুন। বিণঃ **-ধর্মা** (-র্মন্)—পশুর ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট; ঐরূপ মৈথুনপরায়ণ। বিঃ **-পতি**—শিব। বিঃ **-রাজ**—সিংহ। বিঃ **-শালা**—চিড়িয়াখানা।

পশুরি—**পসুরি**-র বানানভেদ।

পশ্চাৎ—(১)অব্য.ক্রি-বিণঃ পরে (পশ্চাৎ বলিব); পিছনে (পশ্চাৎ আসিতেছে); পশ্চিমে (তু. **পাশ্চাত্ত্য**)। (২)(বাং.)বিঃ পৃষ্ঠদেশ, পিছন (গৃহের পশ্চাতে, পশ্চাতের দিকে); পরবর্তী কাল, ভবিষ্যৎ (পশ্চাতে দুঃখ পাবে)। [সং. অপর + আৎ (নি.)]। বিঃ **পশ্চাত্তাপ**—অনুতাপ। বিণঃ **পশ্চাৎপদ**—হটিয়া আসিয়াছে এমন (কাজে পশ্চাৎপদ)। বিণঃ **পশ্চাদ্‌গামী** (-মিন্)—পিছনে পিছনে গমনকারী। বিঃ **পশ্চাদ্ধাবন**—পিছনে পিছনে ধাবন, সবেগে অনুসরণ। বিণঃ **পশ্চাদ্বর্তী**—পিছনে অবস্থিত বা অনুগমনরত। বিঃ **পশ্চাদ্ভাগ**—পিছনের অংশ; পাছা, নিতম্ব। বিঃ **পশ্চাদ্‌ভূমি**—পিছনের জায়গা; চিত্রাদির বিষয়বস্তুকে বৈশিষ্ট্য প্রদানকারী পশ্চাদ্‌বর্তী বা দূরবর্তী দৃশ্যাবলী, পটভূমি, background; নদীর বা সমুদ্রের বন্দরের পশ্চাদ্‌বর্তী আমদানি-রপ্তানি-কার্যের উপযুক্ত স্থানসমূহ, hinterland [বি.প.]।

পশ্চার্ধ—বিঃ নাভি হইতে পা পর্যন্ত দেহাংশ, অধমাঙ্গ; নিম্নার্ধ; শেষার্ধ; অপরার্ধ। [সং. অপর (=পশ্চ)+অর্ধ]।

পশ্চিম—(১)(বাং.)বিঃ পূর্বের বিপরীত দিক, যে দিকে সূর্য অস্ত যায়, প্রতীচী, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশ ('পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার': রবীন্দ্র)। (২)বিণঃ (সং.) চরম, শেষ; অনন্তর; পশ্চিমে অবস্থিত (পশ্চিম দেশ)। [সং. পশ্চাৎ+ইম]। **পশ্চিমা**, (কথ্য) **পশ্চিমে**—(১)বিণঃ পশ্চিম-দেশীয়; পশ্চিম দিকের (পশ্চিমে বাতাস); (২)বিঃ পশ্চিমাঞ্চল-বাসী লোক।

পশ্বাচার—বিঃ শুদ্ধাচারী তান্ত্রিক সাধকের আচার-বিশেষ; পশুবৎ আচরণ। [সং. পশু+আচার]। বিণঃ **-চারী** (-রিন্)—যে পশ্বাচার করে।

পশ্বাধম—বিণঃ (**পশ্বধম** শব্দের অশু. রূপ) পশুরও অধম। [সং. পশু+অধম]।

পশ্য—ক্রিঃ দেখ। [সং.]।

পষ্ট—**স্পষ্ট**-এর কথ্য রূপ।

পষ্টাপষ্টি—**স্পষ্টাস্পষ্টি**-র কথ্য রূপ।

পসন্দ—**পছন্দ**-র রূপভেদ।

পসরা—বিঃ বিক্রেয় দ্রব্যের স্তূপ ঝুড়ি বা বোঝা; পণ্যদ্রব্য, বেসাত। [সং. পণ্যসম্ভার ?]।

পসলা—বিঃ একবারের বর্ষণ, আসার (এক পসলা বৃষ্টি)। [তু. মরা. পহাল]।

পসার১—হাট-বাজার, দোকান; পণ্যসম্ভার (দোকানপসার)। [সং. পণ্যশালা]।

পসার২—বিঃ ব্যবসায়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, খরিদ্দার মক্কেল প্রভৃতির প্রাচুর্য। [সং. প্রসার]।

পসারা১—ক্রিঃ (কাব্যে) প্রসারিত করা, বাড়াইয়া দেওয়া ('দুবাহু পসারি বলরাম ধরি': মাধব.)। [সং. প্র+ √সৃ+বাং. আ]।

পসারা২—বিঃ (প্রা. কা.) পণ্যসামগ্রী, পসরা। [পসার১ দ্রঃ]।

পসারি, পসারী—বিঃ দোকানদার, বিক্রেতা। [পসার১ দ্রঃ—তু.হি. পসারী। বি(স্ত্রী)ঃ **পসারিনী, পসারিণী**।

পসুরি, পসুরী—(১)বিঃ পাঁচ সের ওজন; পাঁচ সের ওজনের খুচি বা বাটখারা। (২)বিণঃ পাঁচ সের ওজনের (দুই পসুরি গম)। [সং. পঞ্চ>প +বাং. সেরি>সুরি]।

পস্তা—ক্রিঃ পস্তান। [<সং. পশ্চাত্তাপ ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পশ্চাত্তাপ পাওয়া; অনুশোচনা বা আপসোস করা; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিঃ **পস্তানি**—পশ্চাত্তাপ।

পস্তু—**পশতু**-র বানানভেদ।

পহর—**প্রহর**-এর কথ্য ও কোমল রূপ।

পহিল—বিণঃ (ব্রজ.) প্রথম, নবীন, তরুণ। [হি. পহ্‌লা]। ক্রি-বিণঃ **-হি**—প্রথমে, প্রথমেই ('পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল': রামানন্দ)।

পহু১—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) পুনরায়। [সং. পুনঃ]।

পহু২, পহুঁ—বিঃ (ব্রজ.) প্রভু। [সং. প্রভু]।

পহেলা—(১)বিঃ মাসের প্রথম তারিখ। (২)বিণঃ (মাস-সম্বন্ধে) প্রথম তারিখের (পহেলা চৈত্র); প্রথম; সেরা। (৩)ক্রি-বিণঃ প্রথমে, অগ্রে। [হি. পহিলা—তু. সং. প্রথম]।

পহ্লব—বিঃ প্রাচীন পারসীক জাতিবিশেষ। [ফা. পেহ্লবী]। **পহ্লবী**—(১)বিণঃ পহ্লব-সংক্রান্ত। (২)বিঃ পহ্লবদের ভাষা; পদবি বিশেষ।

পা১—বিঃ স্বরগ্রামের পঞ্চমের সঙ্কেত।

পা২—বিঃ চরণ, পদ, কুঁচকি হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেহাংশ; পায়ের পাতা; আসবাব-পত্রাদির পায়া। [সং. পাদ]। ক্রিঃ **পা চাটা**—অতি হীনভাবে তোষামোদ করা। ক্রি. **পা ধূতেও না আসা**—অত্যন্ত ঘৃণায় সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া চলা। ক্রিঃ **পা না ওঠা**—প্রস্থান করিতে বা প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হওয়া। ক্রিঃ **পা বাড়ান**—যাইতে উদ্যত হওয়া। ক্রিঃ **পায়ে তেল দেওয়া**—অত্যন্ত হীনভাবে খোশামোদ করা। ক্রিঃ **পায়ে ধরা**—একান্ত বিনীতভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। ক্রিঃ **পায়ের উপর পা দিয়ে থাকা**—পরম আরাম ও বিলাসের মধ্যে থাকা। ক্রিঃ **পায়ে রাখা**—আশ্রয় দেওয়া; কৃপা করা। ক্রিঃ **পায়ে হাত দেওয়া**—প্রণাম করা। **পায়ের পাতা**—পদতলের বিপরীত পৃষ্ঠ, পদপৃষ্ঠ। বিণঃ **পা-চাটা**—অতি হীনভাবে তোষামোদকারী। ক্রি-বিণঃ **পায়-পায়, পায়ে-পায়ে**—প্রতিপদে (পায়-পায় বাধা); ধীরে ধীরে হাঁটিয়া (পায় পায় যাওয়া); এক পায়ের সঙ্গে অন্য পা মিশিয়া (পায়ে-পায়ে জড়ান); ঠিক পিছনে পিছনে (পায়-পায় অনুসরণ করা)।

পাই—বিঃ সিকিভাগ, পোয়া অংশ; মুদ্রাবিশেষ (= $\frac{1}{3}$ পয়সা)। [সং. পাদ]।

পাইক—বিঃ পদাতিক সৈনিক; লাঠিয়াল; পেয়াদা। [সং পদাতিক]।

পাইকা—বিঃ ছাপার অক্ষরবিশেষ। [ইং. pica]।

পাইকার, (কথ্য) পাইকের—বিঃ যে একসঙ্গে অনেক জিনিস কেনে বা বেচে; একসঙ্গে অনেক জিনিস কিনিয়া খুচরা বেচে এমন দোকানদার; ফেরিওয়ালা। [ফা.]। বিণঃ **পাইকারি, পাইকারী**—থোক ক্রয়-বিক্রয়-সংক্রান্ত, খুচরার বিপরীত (পাইকারি ব্যবসা বা দাম); একসঙ্গে অনেক জিনিস বেচে বা কেনে এমন (পাইকারি ব্যবসায়ী বা খদ্দের); সমষ্টিগতভাবে ধার্য, collective (পাইকারি জরিমানা)।

পাইখানা—**পায়খানা**-র রূপভেদ।

পাইন—**পান২**-এর অপ্র. রূপ।

পাইপ—বিঃ নল। [ইং. pipe]।

পাইল১—**পাল২,৩**-এর অপ্র. রূপ।

পাইল২—বিঃ একত্রীকরণ; ভালমন্দ মিহি-মোটা প্রভৃতি দুই (বা ততোধিক) ভিন্নজাতীয় বস্তুর সংমিশ্রণ। [ইং. pile]।

পাউডার—বিঃ চূর্ণ, গুঁড়া; চূর্ণ অঙ্গরাগবিশেষ। [ইং. powder]।

পাউন্ড—বিঃ প্রায় ৪৫৪ গ্রাম ওজন; ইংল্যানডের মুদ্রাবিশেষ (= প্রায় ১৩·২৫ টাকা)। [ইং. pound]।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—বিঃ ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তৈয়ারী রুটি। [পো. pao]।

পাওনা—(১)বিণঃ প্রাপ্য (পাওনা টাকা)। (২)বিঃ প্রাপ্য অর্থ; প্রাপ্তি, লাভ (পাওনা-থোওনা)। [পাওয়া দ্র:]। বিঃ **-গণ্ডা**—প্রাপ্য অর্থাদি। বিঃ **-দার**—যে টাকা পাইবে, মহাজন।

পাওয়া—(১)ক্রিঃ প্রাপ্ত হওয়া (চিঠি বা চাকরি পাওয়া); মেলা বা জোটা (জবাব বা সাড়া পাওয়া); আয় করা, লাভ করা (পয়সা বা ফল পাওয়া); সমর্থ হওয়া (শুনিতে পাওয়া); উদ্রিক্ত হওয়া (কান্না বা ক্ষুধা পাওয়া); বোধ বা অনুভব করা (ব্যথা পাওয়া, ভয় পাওয়া, গন্ধ পাওয়া); ভোগ করা (আরাম পাওয়া); গ্রস্ত হওয়া (ভূতে পাওয়া)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ প্রাপ্ত, লব্ধ; গ্রস্ত (ভূতে-পাওয়া)। [সং. প্র + √আপ্ + বাং. আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ প্রাপিত করা, লাভ করান; সমর্থ করান; উদ্রিক্ত করান; বোধ করান, ভোগ করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

পাংশন—বিণঃ দূষক, কলঙ্কিতকারী (কুল-পাংশন)। [সং. √পংশ্ + অন (র্তৃ), নি.]।

পাংশু—বিঃ ছাই, পাঁশ; ধুলা; কলঙ্ক, দোষ। [সং. √পংশ্ + উ (ণে)]। **-বর্ণ**—(১)বিঃ ধুলার রঙ; (২)বিণঃ ধুলার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; ফেকাসে। বিণঃ **-মুখ**—পাংশুবর্ণ মুখবিশিষ্ট; শুষ্কমুখ; বিবর্ণবদন; বিষণ্ণবদন। **-ল**—(১)বিণঃ ধূলি-পূর্ণ; কলঙ্কযুক্ত; পাপিষ্ঠ; (২)বিঃ শিব। **-লা**—(১)বি(স্ত্রী)ঃ ধূলিপূর্ণা; পাপিষ্ঠা, দুশ্চরিত্রা; (২)বিঃ কুলটা; রজস্বলা রমণী; পৃথিবী।

পাইজ—**পুঁজি**-এর অপ্র. রূপ।
পাইজর—**পায়জোর**-এর রূপভেদ।
পাইট—বিঃ তরল পদার্থের পরিমাণবিশেষ (= প্রায় ·৫৬৮ লিটার)। [ইং. pint]।
পাঁউরুটি—**পাউরুটি** দ্রঃ।
পাঁক—বিঃ কাদা। [সং. পঙ্ক]।
পাঁকাটি—**পাকাটি**-র চলিত রূপ।
পাঁকাল—(১)বিঃ মৎস্যবিশেষ। (২)বিণঃ পঙ্কযুক্ত। [বাং. পাঁক + আল]।
পাঁকুই—বিঃ আঙুলের হাজা রোগ। [< পাঁক]।
পাঁচ—বি.বিণঃ ৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চ]। **পাঁচ কথা**—অনেক কথা; বিবিধ কথা; কটুবাক্য। **-ই, পাঁচুই**—(১)বিঃ মাসের পাঁচ তারিখ; (২)বিণঃ (মাস-সম্বন্ধে) পাঁচ তারিখের (পাঁচুই পৌষ)। বিঃ **-চুলা**, (কথ্য) **-চুলো**—বিশ্রী অসমানভাবে চুল ছাঁটা (সং. পঞ্চচূড়)। বিঃ **-জন**—জনসাধারণ। বিঃ **-ফোড়ন**—রন্ধনে ব্যবহৃত পাঁচরকমের মসলা (জিরা কালজিরা মেথি মৌরি ও রাঁধুনি)। বিণঃ **-মিশালী**, (কথ্য) **-মিশ্‌লী**—বিবিধ দ্রব্যের মিশ্রণজাত; মিশ্রিত।
পাঁচড়া—বিঃ খোস, চুলকনা-রোগবিশেষ। [সং. পিচ্চট]।
পাঁচন—বিঃ বিবিধ গাছগাছড়া সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত ঔষধ। [সং. পাচন]।
পাঁচনবাড়ি, পাঁচনি—যথাক্রমে **পাচনবাড়ি** ও **পাচনি**-র রূপভেদ।
পাঁচালি, পাঁচালী—বিঃ বাঙ্গালা গীতিকাব্য বা গানবিশেষ। [সং. পঞ্চালিকা ?]।
পাঁচিল—বিঃ প্রাচীর, দেওয়াল, জাঙ্গাল। [সং. প্রাচীর]।
পাঁজ—বিঃ পেঁজা তুলার বাতি বা নল। [সং. পঞ্জি]।
পাঁজর, পাঁজরা—বিঃ পঞ্জর, বুকের ও পার্শ্ব-দেশের হাড়। [সং. পঞ্জর]।
পাঁজা১—বিঃ ইট পুড়াইবার ভাটি, পুড়াইবার জন্য ইটের স্তূপ। [ফা. পজারা]।
পাঁজা২—বিঃ আঁটি, গুচ্ছ, রাশি। [সং. পুঞ্জ]।
পাঁজা৩—বিঃ দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া জড়াইয়া ধারণ (পাঁজা করে তোলা)। [ফা. পঞ্জহ্‌]। বিণঃ **-কোলা**—প্রসারিত দুই হস্তে আঁকড়াইয়া কোলের কাছে উত্তোলিত।
পাঁজি, (বর্জি.) **পাঁজী**—বিঃ পঞ্জিকা। [সং. পঞ্জিকা]। বিঃ **-পুঁথি**—শাস্ত্রগ্রন্থাদি, পুঁথি-পত্র।
পাঁট—**পাইট**-এর রূপভেদ।
পাঁঠা—বিঃ ছাগ; (গালিতে) বুদ্ধিহীন ব্যক্তি। [তু. হি. পট্‌ঠা]। বি(স্ত্রী)ঃ **পাঁঠী**।
পাঁড়—বিণঃ পাকা (পাঁড় শসা); সম্পূর্ণ, অত্যন্ত (পাঁড় মাতাল)। [সং. পণ্ড]।
পাঁড়ে—বিঃ হিন্দুস্থানী চতুর্বেদী বা পঞ্চবেদী ব্রাহ্মণদের উপাধিবিশেষ। [হি. পাণ্ডে]।
পাঁতি—বিঃ পঙ্‌ক্তি, সারি (দাঁতের পাতি); শাস্ত্রীয় বচনের পঙক্তি, ব্যবস্থাপত্র (পাঁতি দেওয়া); ধরন, পদ্ধতি ('কথার দেখ পাঁতি': ক. ক.); পত্র, চিঠি ('লিখন করিয়া পাঁতি': ক. ক.)। [সং. পঙ্‌ক্তি]।
পাঁদাড়—বিঃ বাড়ির পিছনের নোংরা জঙ্গালপূর্ণ জায়গা। [দেশী]।
পাঁপর১—বিঃ ডালবাটাদ্বারা প্রস্তুত পাতলা রুটি-বিশেষ। [সং. পর্পট]।
পাঁপর২—বিঃ নিঃস্ব লোক যাহার মকদ্দমা সরকারী ব্যয়ে চলে। [ইং. pauper]।
পাঁয়জোর, (বিরল) **পাঁয়জর**—বিঃ নূপুরবিশেষ। [হি. পাঁয় (< সং. পদ) + জেবর]।
পাঁয়তারা—বিঃ মল্লযুদ্ধাদিতে আক্রমণের উদ্যোগ-স্বরূপ পদবিন্যাস; কাজের পূর্বে আস্ফালন (পাঁয়তারা কষা)। [সং. পদান্তর ?]।
পাঁশ—বিঃ ছাই; ছাইয়ের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ (কি ছাইপাঁশ বকছে)। [সং. পাংশু]।
পাঁশুটে—বিণঃ ছাইবর্ণবিশিষ্ট, ফেকাসে। [সং. পাংশু + বাং. টে]।
পাক১—বিণঃ পবিত্র। [ফা.]।
পাক২—বিঃ অসুরবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-শাসন**—পাকাসুরহন্তা ইন্দ্র। বিঃ **-শাসনি**—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ও অর্জুন।
পাক৩—বিঃ ঘূর্ণন; প্রদক্ষিণ; পেঁচ (জিলিপির পাক); মোচড়; মোড়; দৈবঘটনা; চক্রান্ত, কৌশল, ফাঁদ। [?]। ক্রিঃ **পাক খাওয়া**—ঘোরা; প্রদক্ষিণ করা; বেড়ান; পেঁচ-খাওয়া, মোচড় খাওয়া (স্ক্রুটা পাক খাচ্ছে না); মোচড়ান। ক্রিঃ **পাক দেওয়া**—মোচড়ান; পাকান; ঘোরা; বেড়ান। ক্রিঃ **পাক মারা**—(অশি.) ঘোরা বা বেড়ান। ক্রিঃ **পাকে ফেলা**—ফাঁদে ফেলা। ক্রি-বিণঃ **-চক্রে, পাকেচক্রে**—ঘটনাচক্রে; দৈবক্রমে; কলে-কৌশলে। বিঃ

-দণ্ডী—যে পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহাড়ে উঠিয়া গিয়াছে। ক্রি-বিণ: **পাকেপ্রকারে**—কলে-কৌশলে ; যে কোন ক্রমে।

পাক৪—বি: রন্ধন ; অগ্নিতাপে প্রস্তুতকরণ (সন্দেশের পাক) ; হজম, পরিপাক (অপাক) ; পরিণতি (বিপাক) ; পক্বতা, শুভ্রতা ('কেশে আমার পাক ধরেছে' : রবীন্দ্র)। [সং. √পচ্ +অ (ভা)]। ক্রি: **পাক করা**—রাঁধা। ক্রি: **পাক ধরা**—পাকিয়া উঠা ; সাদা হইতে আরম্ভ করা। ক্রি: **পাক নামা**—রান্না শেষ হওয়া (এবং সেকারণে উনান হইতে হাঁড়ি প্রভৃতি নামা)। বি: **-ঘর**—রান্নাঘর। বি: **-যজ্ঞ**—পাক বা রন্ধন-সাপেক্ষ পুণ্যকর্ম : অষ্টকাশ্রাদ্ধ অতিথি-সৎকার নিত্যশ্রাদ্ধ (পিতৃযজ্ঞ) ইঃ। বি: **-শালা**—রান্না-ঘর। বি: **-স্থলী**—পাকাশয়, উদরের ভিতরে যে অংশে পৌঁছিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি হজম হয়, stomach। বি: **-স্থালী, -পাত্র**—রন্ধনপাত্র। বি: **-স্পর্শ**—বউভাত, হিন্দু-বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ।

পাকড়—বি: ধৃতকরণ, গ্রেপ্তারকরণ (ধরপাকড়)। [পাকড়া দ্রঃ]।

পাকড়া—ক্রি: পাকড়ান। [হি. মৈ. √পকড় <সং. প্র+ √কৃষ্]। **-ও**—(১)বি: সবলে ধৃত করা, গ্রেপ্তার ; নির্বন্ধাতিশয্যসহকারে ধরা ; (২)বিণ: সবলে ধৃত, গ্রেপ্তার ; (৩)ক্রি: ধর ; গ্রেপ্তার কর। ক্রি: **পাকড়াও করা**—সবলে ধৃত করা ; গ্রেপ্তার করা ; নির্বন্ধাতিশয্যসহকারে ধরা (চাকরির জন্য মন্ত্রীকে পাকড়াও করা)। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: সবলে ধরা, গ্রেপ্তার করা, নির্বন্ধাতিশয্যসহকারে ধরা (চাঁদার জন্য পাকড়ান) ; (২)বি: উক্ত সকল অর্থে।

পাকলা, পাকলান—ক্রি: (কাব্যে) রক্তবর্ণ করা ('চক্ষু পাকলিয়া বলে রোখে' : কাশী.)। [?]।

পাকসাট—**পাখসাট**-এর রূপভেদ।

পাকা১—ক্রি: পাকান। [বাং. পাক৩+আ]।

পাকা২—(১)ক্রি: পক্ব বা পরিণত হওয়া (ফল পাকা, বুদ্ধি পাকা) ; শুভ্র হওয়া (চুল পাকা) ; পুঁজে পূর্ণ হওয়া (ফোড়া পাকা), নিপুণ প্রবীণ অভিজ্ঞ বা ঝানু হওয়া (ছেলেটা দুষ্টবুদ্ধিতে পেকেছে)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: পরিণত, পরিপক্ব (পাকা ফল) ; নিপুণ, অভিজ্ঞ (পাকা কারিগর বা চোর) ; বড় (পাকা রুই, পাকা মাছ) ; ঝানু, বুড়োটে (পাকা ছেলে) ; নিপুণভাবে কৃত (পাকা কাজ) ; দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে নির্দিষ্ট রূপপ্রাপ্ত (পাকা লেখা) ; মজবুত, স্থায়ী (পাকা রঙ) ; পুরাপুরি (পাকা পাঁচ সের) ; ৮০ তোলায় ১ সের : এই পরিমাপ-অনুযায়ী (পাকা ওজন) ; অগ্নিপক্ব, অগ্নিদগ্ধ (পাকা ইট) ; ইষ্টকাদিদ্বারা নির্মিত (পাকা গাঁথুনি, পাকা বাড়ি) ; স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় (পাকা কথা) ; আইনানুসারে সম্পাদিত (পাকা দলিল) ; অমিশ্র, খাঁটি (পাকা সোনা) ; ক্রমে অভ্যস্ত (পাকা হাড়) ; উচ্চ ধরনের ; লুচি-মিঠাই-সংবলিত (পাকা ফলার)। [সং. √পচ্+বাং. আ]। **পাকা কথা**—সঠিক কথা বা প্রতিশ্রুতি। **পাকা কাজ**—সুসম্পন্ন কার্য ; যে কার্যের ফলাফল উলটাইয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। **পাকা ঘুঁটি**—(পাশা প্রভৃতি খেলার) যে ঘুঁটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম-পূর্বক ঘরে উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। ক্রি: **পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যাওয়া**—(আল.) সম্পন্নপ্রায় কার্য পণ্ড হওয়া। **পাকা দেখা**—বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া বর বা কনেকে আশীর্বাদ করিবার জন্য দেখা। **পাকা ধানে মই**—(আল.) নিশ্চিত প্রাপ্তির বা লাভের আশা পণ্ড ; (আল.) সুসম্পন্ন কর্ম পণ্ড। **পাকা-পাকা কথা**—শিশুর মুখে বয়স্কের মত কথা। **পাকা মাথা**—প্রধান অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাথা বা মগজ বা বুদ্ধি। ক্রি: **পাকা মাথায় সিঁদুর পরা**—(স্ত্রীলোকদের) বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সধবা থাকা। **পাকা সোনা**—সোনা দ্রঃ। **পাকা হাত**—হাত দ্রঃ। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পক্ব করা ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বিণ: **-পাকি**—স্থিরীকৃত ; সুনিশ্চিত। বিণ: **-পোক্ত**—কায়েমী ; দৃঢ়। বি: **-ম, -মো, -মি**—অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় প্রবীণের ন্যায় আচরণ।

পাকাটি—বি: জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত পাটগাছের শুষ্ক ডাঁটা। [সং. পাট+কাটি]।

পাকান, পাকানো—(১)ক্রি: পাক দেওয়া, মোচড়ান (সুতা পাকান) ; গোলাকার করা (দলা পাকান) ; জটিল করা (জট পাকান) ; গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা (দল পাকান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [পাকা১ দ্রঃ]।

পাকাশয়—বি: পাকস্থলী, stomach। [সং.

আদিতে **পাক**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **পাক২,৩,৪** দ্রঃ

পাক$_4$+আশয়]। বিণ: **পাকাশয়িক**—পাকাশয়-সম্বন্ধীয়।

পাকিস্তান, (অশু.) **পাকিস্থান**—বি: ভারত-ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম-পঞ্জাব সিন্ধু বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ লইয়া গঠিত রাষ্ট্র। [ফা. পাক$_1$+ই+স্তান]। বিণ: **পাকিস্তানী**—পাকিস্তানের; পাকিস্তানবাসী।

পাকী—বিণ: ৮০ তোলায় ১ সের: এই পরিমাণ-বিশিষ্ট (পাকী ওজন)। [বাং. পাকা$_2$+ঈ—তু.হি. পক্কী]।

পাকুড়—বি: অশ্বত্থজাতীয় বৃক্ষবিশেষ। [সং. পর্কটী]।

পাকেচক্রে, পাকেপ্রকারে—পাক$_3$ দ্র:।

পাক্কা—পাকা$_2$-র রূপভেদ।

পাক্ষিক—(১)বিণ: অর্ধমাস বা পক্ষকাল অন্তর অন্তর সংঘটিত হয় এমন; পক্ষ বা দল-সংক্রান্ত (দ্বিপাক্ষিক আলোচনা)। (২)(বাং)বি: প্রতি পক্ষান্তে প্রকাশিত হয় এরূপ সাময়িক পত্রিকা। [সং. পক্ষ+ইক]।

পাখ, পাখনা—বি: পক্ষী পতঙ্গ মৎস্য প্রভৃতির ডানা। [সং. পক্ষ>পাখ+না (স্বার্থে)]।

পাখলা—ক্রি: পাখলান। [সং. প্র+√ক্ষল্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: রগড়াইয়া ধোয়া, প্রক্ষালন করা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

পাখসাট—বি: পাখির ডানার ঝাপট। [বাং. পাখ+ছাট]।

পাখা—বি: পাখির বা পতঙ্গের ডানা অথবা পালক; যদ্দ্বারা বাতাস করা হয়, ব্যজনী। [বাং. পাখ+আ]।

পাখালা—**পাখলা**-র রূপভেদ।

পাখি, পাখী—বি: পক্ষী; খড়খড়ির তক্তা; চরকার ধুরাসংলগ্ন কাষ্ঠদণ্ড; মইয়ের ধাপ। [সং. পক্ষিন্]। ক্রি: **পাখি পড়ান**—অর্থ না বুঝাইয়া পাখির ন্যায় মুখস্থ করান; মুখস্থ করাইবার জন্য বারংবার বলা। **পাখির প্রাণ**—ক্ষীণ প্রাণ।

পাখোয়াজ—(১)বি: মৃদঙ্গ, ঢোলের ন্যায় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (২)বিণ: (অশি.—মন্দার্থে) ওস্তাদ, ধূর্ত, অকালপক্ক (পাখোয়াজ ছেলে)। [ফা. পখৱাজ—তু. সং. পক্ষবাদ্য]। বি: **পাখোয়াজি, পাখোয়াজী**—পাখোয়াজ-বাদক।

পাগড়ি, পাগড়ী, (প্রধানত: কাব্যে) **পাগ**—বি: উষ্ণীষ, মাথায় জড়াইবার কাপড়। [হি.]।

পাগল—বিণ.বি: উন্মাদ, বাতুল, খেপা; মত্ত, প্রমত্ত; অস্থির (পাগলা ঝোরা), (আদরে) অবোধ। [সং.]। বিণ.বি(স্ত্রী): **পাগলী,** (বাং) **পাগলিনী**। বিণ.বি: **পাগলা**—(প্রায়শ: আদরে) পাগল। বিণ.বি(স্ত্রী): **পাগলী**। বি: **পাগলা-গারদ** পাগলদের হাসপাতাল। বিণ: **পাগলাটে**—ছিট-গ্রস্ত, ঈষৎ পাগলামিযুক্ত। বি: **পাগলামি, পাগলাম, পাগলামো**—পাগলের ভাব বা আচরণ।

পাঙাশ—**পাঙাশ**-এর বানানভেদ।

পাঙ্‌ক্তেয়—বিণ: পঙ্‌ক্তিভুক্ত বা সমশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য; এক সারিতে বসিয়া আহার করিবার যোগ্য। [সং. পঙ্‌ক্তি+এয়]।

পাঙাশ$_1$—বি: আড়টেংরাজাতীয় বৃহদাকার মৎস্যবিশেষ। [সং. পিঙ্গাশ]।

পাঙাশ$_2$—বিণ: পাংশুবর্ণ, ফেকাসে। [সং. পাংশু]।

পাচক—(১)বিণ: পরিপাক করায় এমন, হজমি; রন্ধনকারী। (২)বি: রাঁধুনি, সূপকার। [সং. √পচ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বি.বিণ(স্ত্রী): **পাচিকা**—রন্ধনকারিণী। বি: **-রস**—পাকস্থলীর রস-বিশেষ যাহা ভুক্ত দ্রব্য হজম করায়, gastric juice [বি.প.]।

পাচন—(১)বিণ: পরিপাক করায় এমন, হজমি। (২)বি: **পাঁচন**-এর বানানভেদ। [সং. √পচ্+ণিচ্+অন (র্তৃ)]। বি: **-যন্ত্র**—পরিপাক-যন্ত্র, digestive organ [বি.প.]।

পাচনবাড়ি, পাচনি—বি: গোরু তাড়াইবার ছোট লাঠি। [সং. প্রাজন]।

পাচার—(১)বি: সাবাড়, খতম; গোপনে অপ-সারণ, চুরি করিয়া শেষকরণ (পাচার করা)। (২)বিণ: একপিঠ হইতে অন্য পিঠ পর্যন্ত (পাচার বিঁধ)। [হি. পছাড়]।

পাচিকা—**পাচক** দ্র:।

পাচিত—বিণ: রাঁধা ভাজা বা ঝলসান হইয়াছে এমন। [সং. √পচ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

পাচ্য—বিণ: রাঁধার যোগ্য; পরিপাকসাধ্য। [সং. √পচ্+য (র্ম)]।

পাছ—বি: পিছন। [সং. পশ্চাৎ]। বি: **-দুয়ার**—পিছনের দরজা, খিড়কি। ক্রি.বিণ: **পাছে$_1$**—পিছনে, পরে;

পাছড়া$_1$—বি: দোপাট্টা, গায়ের চাদরবিশেষ। [সং. প্রচ্ছদপট]।

পাছড়া$_2$—ক্রি: পাছড়ান। [**পাছাড়** দ্র:]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পাছাড় দিয়া ভূপাতিত করা;

(ছাগাদি) হাড়িকাঠে মাথা ঢুকাইয়া পিছন হইতে পা টানিয়া ধরা; কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

পাছা—বি: নিতম্ব। [প্রা. পচ্ছা < সং. পশ্চাৎ]। বিণ: **-পেড়ে**—পাছার উপরে স্থাপিত হয় এমন পাড়বিশিষ্ট (পাছাপেড়ে শাড়ি)।

পাছাড়—বি: পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিয়া আছাড়। [হি. পছাড়]।

পাছু—(১)বি: পিছন (পাছু হইতে)। (২)ক্রি.বিণ: পিছন দিকে (পাছু হাঁটা); পিছন হইতে (পাছু ডাকা); পরে (পাছু শুনবে); পিছনে (পাছু লাগা)। [সং. পশ্চাৎ]।

পাছুড়ি—**পাছড়া**$_1$-র রূপভেদ।

পাছে$_1$—**পাছ** দ্র:।

পাছে$_2$—অব্য: আশঙ্কায়, যদি ঘটে এই ভয়ে (পাছে পড়িয়া যাই)। [তু. পাছ]।

পাজামা—**পায়জামা**-র রূপভেদ।

পাজি, পাজী—বিণ: নীচ, নচ্ছার, দুষ্ট, বদমাশ। [ফা.]। **পাজির পা-ঝাড়া**—(অশি.) নিতান্ত পাজী।

পাঞ্চ—বিণ: (প্রা. বাং.) পাঁচ ('পাঞ্চতত্ত্ব': চর্যা)]। [সং. পঞ্চ]।

পাঞ্চজন্য—বি: (পঞ্চজন-নামক দৈত্যের অস্থি-দ্বারা নির্মিত) বিষ্ণুর শঙ্খ। [সং. পঞ্চজন + য]।

পাঞ্চবার্ষিক—বিণ: পঞ্চবর্ষস্থায়ী, পাঁচ বছরের। [সং. পঞ্চবর্ষ + ইক]।

পাঞ্চভৌতিক—বিণ: ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি পঞ্চ-ভূতদ্বারা গঠিত, পঞ্চভূত-সম্বন্ধীয়। [সং. পঞ্চ-ভূত + ইক]।

পাঞ্চাল—(১)বিণ: পঞ্চালদেশীয়। (২)বি: পাঞ্চাল-দেশ। [সং. পঞ্চাল + অ]। বি: **পাঞ্চালী**—(মহা.) পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদী; কাষ্ঠাদি-নির্মিত পুতুল।

পাঞ্জর—বি: (প্রা. কাব্যে) পঞ্জর, শরীর, দেহ। [সং. পঞ্জর]।

পাঞ্জা—**পঞ্জা**-র রূপভেদ। ক্রি: **পাঞ্জা কষা** বা **লড়া**—পরস্পরের পাঁচটি আঙুলে জড়াজড়ি করিয়া পাঞ্জার জোর পরীক্ষা করা; প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করা।

পাঞ্জাব, পাঞ্জাবী$_1$—যথাক্রমে **পঞ্জাব** ও **পঞ্জাবী**-র ইংরেজী বাচনভঙ্গী-প্রভাবিত রূপ।

পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবী$_2$—বি: ঢিলা জামাবিশেষ। [পঞ্জাবীরা পরে বলিয়া ?]।

পাট$_1$—বি: রেশম, কৌষের; কোষ্টা গাছ বা উহার আঁশ, jute; পাটা, তক্তা, ফলক (ধোপার পাট); বৈষ্ণবদিগের পীঠস্থান, তীর্থ (শ্রীপাট); আসন, গদি, সিংহাসন (পাটে বসা, পাটরানী, রাজ্যপাট); অস্তাচল (সূর্য পাটে নামে); স্তর, ভাঁজ (কাপড়ের পাট)। [সং. পট্ট]।

পাট$_2$—বি: লেপন মার্জন প্রভৃতি দ্বারা পারি-পাট্যসাধন; গৃহকর্ম বা নিত্যকর্মের ধারা বা অনুষ্ঠান, রীতি, প্রথা (পাট সারা বা তুলে দেওয়া)। [সং. পাটি]।

পাট$_3$—বি: পাতকুয়ার মধ্যস্থ পোড়া মাটির বেষ্টনী। [সং. পাটক]।

পাট$_4$—বি: অভিনেতার বা অভিনেত্রীর বক্তব্য। [ইং. part]।

পাটকিলে—বিণ: ইটের রঙবিশিষ্ট। ফেকাসে লালবর্ণ, পাটল। [বাং. পাটকেল + ইয়া > এ]।

পাটকেল—বি: ইটের টুকরা (ইটপাটকেল)। [দেশী]।

পাটন—বি: নগর, জনবসতি (গৌড় পাটন, সিংহল পাটন); বাণিজ্য। [সং. পট্টন]।

পাটনাই—বিণ: পাটনায় উৎপন্ন; পাটনা-সম্বন্ধীয়। [পাটনা + বাং. ই]।

পাটনি, পাটনী—বি: খেয়ামাঝি, পারঘাটার ঠিকাদার বা মাঝি। [সং. নৌ-পত্তন ?—তু. হি. পটনী]।

পাটব—বি: পটুতা। [সং. পটু + অ (ভা)]।

পাটরানী, (বর্জি.) **পাটরাণী**,—বি: প্রধানা মহিষী, পাটে অর্থাৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা রানী। [বাং. পাট$_1$ + রানী]।

পাটল—বিণ: পাটকিলে, ফিকে লাল, গোলাপী। [সং.]। বি: **পাটলা, পাটলি, পাটলী**—পারুল (বা গোলাপ) ফুল বা তাহার গাছ।

পাটলিপুত্র—বি: প্রাচীন মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বেহারের রাজধানী, আধুনিক পাটনা শহর।

পাটা—বি: তক্তা, ফলক; জমির ক্রয় বা পত্তনি-সম্বন্ধীয় দলিল, পাট্টা। [সং. পট্টক]। বি: **-তন** তক্তাদি-নির্মিত মাচা বা মেঝে; জাহাজ নৌকা প্রভৃতির ডেক।

পাটালি, (বর্জি.) **পাটালী**—বি: শুকনা গুড়ের বরফি বা তক্তি। [তু. পাট$_1$ — স্তর]।

পাটি$_1$—বি: জলজ তৃণবিশেষ হইতে নির্মিত মাদুরবিশেষ (শীতলপাটি)। [সং. পট্টি ?]।

পাটি$_2$, **পাটী**—বিঃ শৃঙ্খলা, ধারা, প্রণালী ; একজাতীয় শ্রেণী, পঙক্তি (দন্তপাটি) ; (বাং.) জোড়ার একটি (জুতার পাটি) ; (প্রা. কা.) কেশবিন্যাস ('চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটি' : ক.ক.) ; গৃহকর্ম ('সংসারের পাটি' : শি.) ; (গণি.) অঙ্কদ্বারা সংখ্যাদিনির্দেশপূর্বক গণনা। [সং. √পট্+ণিচ্+ই, ঈ (র্তৃ)]।

পাটিসাপ্‌টা—বিঃ পিষ্টকবিশেষ। [?]।

পাটীগণিত, (বিরল) **পাটিগণিত**—বিঃ অঙ্কদ্বারা গণনা সংক্রান্ত গণিত। [সং. পাটী (যুক্ত) +গণিত]।

পাটুনি, পাটুনী—**পাটনি**-র রূপভেদ।

পাটেশ্বরী—বিঃ পাটরানী। [বাং. পাট$_2$+ ঈশ্বরী]।

পাটোয়ার—(১)বিঃ যে কর্মচারী খাজনা আদায় করে ও তাহার হিসাব রাখে ; ঘুনসি মালা ইত্যাদি প্রস্তুতকারক। (২)বিণঃ অতিহিসাবী (পাটোয়ার লোক)। [হি. পাটোয়ারী]। **পাটোয়ারি, পাটোয়ারী**—(১)বিণঃ পাটোয়ার-সুলভ (পাটোয়ারী বুদ্ধি) ; অতিহিসাবী ; (২)বিঃ পাটোয়ার (সকল অর্থে)।

পাট্টা—বিঃ জমির ক্রয়-বিক্রয় বা পত্তনি সম্বন্ধীয় দলিল ; ভাঁজ, পাট (দোপাট্টা) ; ঘন স্তব, চাপ (গালপাট্টা)। [সং. পট্টক]।

পাঠ—বিঃ পঠন, অধ্যয়ন ; আবৃত্তি ; পাঠ্য বিষয় (পাঠ নেওয়া) ; পাঠ্য **পুস্তক** (প্রথম পাঠ)। [সং. √পঠ্+অ]। বিণ.বিঃ **-ক**—পাঠকারী, আবৃত্তিকারী ; ছাত্র ; পড়ুয়া ; পুরাণপাঠকারী, কথক ; পাঠনাকারী, শিক্ষক, অধ্যাপক। বিণ বি(স্ত্রী): **পাঠিকা**। বিঃ **-গ্রহণ**—শিক্ষকের নিকট হইতে পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ-গ্রহণ। বিঃ **-ন, -না**—শিক্ষাদান, অধ্যাপনা। বিঃ **-মন্দির**—পড়িবার ঘর ; বিদ্যালয়। বিঃ **-শালা** বিদ্যালয় ; (বাং.) প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাঠা—ক্রিঃ পাঠান। [সং. প্র+ √স্থা]।

পাঠান$_1$—বিঃ অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের প্রধানতঃ আফগানিস্থানের মুসলমান জাতিবিশেষ : ইহারা মূলতঃ তুর্কিস্তানের লোক। [হি. পঠান]।

পাঠান$_2$, **পাঠানো**—(১)ক্রিঃ প্রেরণ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [পাঠা দ্রঃ]। ক্রিঃ **ডেকে পাঠান**—লোক পাঠাইয়া ডাকান। ক্রিঃ **বলে পাঠান**—লোকদ্বারা সংবাদ দেওয়া।

পাঠান্তর—বিঃ মুদ্রিত বা লিখিত অংশের ভিন্ন রূপ। [সং. পাঠ+অন্তর (নিত্য)]।

পাঠাভ্যাস—বিঃ পাঠ্য বিষয় প্রস্তুত বা চর্চা করণ। [সং. পাঠ+অভ্যাস]।

পাঠার্থী (-র্থিন্)—বিণ.বিঃ যে পড়িতে চায়, বিদ্যার্থী, ছাত্র। [সং. পাঠ+অর্থ+ইন্]। বিণ.বি(স্ত্রী): **পাঠার্থিনী**।

পাঠিকা—**পাঠ** দ্রঃ।

পাঠী (-ঠিন্)—বিণঃ পাঠকারী, পাঠক (সমপাঠী)। [সং. √পঠ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পাঠিনী**।

পাঠ্য—বিণঃ পঠনীয়, পঠনযোগ্য ; পাঠ করিতে হয় বা হইবে এমন (পাঠ্যপুস্তক)। [সং. √পঠ্ +য (র্ম)]। বিঃ **-তালিকা**—পাঠ্যপুস্তকাবলীর তালিকা। বিঃ **-সূচি, -সূচী**—পাঠ্য অংশের বা বিষয়ের বর্ণনা।

পাঠ্যাবস্থা—বিঃ ছাত্রজীবন। [সং. পাঠ্য< √পঠ্+য (ধি)+আ+অবস্থা]।

পাড়$_1$—বিঃ তট, জলাশয়াদির তীর ; ক্ষেত্রের আলি ; কূপের চতুর্দিক্‌স্থ বেষ্টনী। [সং. পাটক]।

পাড়$_2$—বিঃ পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত (লালপাড় শাড়ি)। [সং. পট্ট]।

পাড়$_3$—বিঃ যন্ত্রাদি চালু করিবার জন্য প্রদত্ত পায়ের চাপ (ঢেঁকিতে পাড়)। [সং. পাত]।

পাড়$_4$—বিঃ ঘরের চাল ধরিয়া রাখার জন্য খুঁটির উপর স্থাপিত লম্বা বাঁশ বা কাঠ। [তু. পাড়$_1$ (তক্তা অর্থে)]।

পাড়া$_1$—(১)ক্রিঃ পাতিত করা (ফল পাড়া) ; নামান (তাক হইতে পাড়া) ; অভিভূত করা (জ্বরে পেড়ে ফেলা) ; আঘাতদ্বারা ভূতলশায়ী করা (এক কোপে পেড়ে ফেলা) ; প্রসব করা (ডিম পাড়া) ; উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করা (গালি বা হাঁক পাড়া) ; পাতা, বিছান (বিছানা পাড়া)। (২)বি বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √পাতি+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পরের দ্বারা পাতিত করান বা নামান ; (নিদ্রায়) প্রবৃত্ত করান (ঘুম পাড়ান) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **পাড়ানি, পাড়ানী, পাড়ানিয়া**—(যে বা যাহা) পাড়ায় বা ঘনাইয়া আনে এমন (ঘুমপাড়ানী গান)।

পাড়া$_2$—বিঃ পল্লী, মহল্লা (গয়লাপাড়া)। [সং. পদ্র]। বি.বিণ(স্ত্রী): **পাড়া-কুঁদুলী**—প্রতি-

বেশীদের সঙ্গে সারাক্ষণ ঝগড়া করিয়া পাড়া মাতাইয়া রাখে এমন। বিঃ **-গাঁ**—পল্লীগ্রাম। বিণঃ **-গেঁয়ে**—গ্রামে জাত, গ্রামবাসী ; গ্রাম্য। বিঃ **-পড়শী**—এক পাড়ার লোক, পাড়ার প্রতিবেশী।

পাড়ি—বিঃ পার হওয়া, উত্তরণ (পাড়ি দেওয়া) ; নদ্যাদির এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত বিস্তার (লম্বা পাড়ি)। ক্রিঃ **পাড়ি জমান**—পার হওয়া, অপর পারে পৌঁছান।

পাণ—পান১-এর বর্জি. বানান।

পাণি—বিঃ হাত। [সং.]। বিঃ **-গ্রহ, -গ্রহণ, -পীড়ন**—বিবাহ, পরিণয়।

পাণিনি—বিঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা ; উক্ত ব্যাকরণ। [সং.]। বিণঃ **পাণিনীয়**—পাণিনি-সংক্রান্ত বা তদ্রচিত ব্যাকরণ-সংক্রান্ত।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—বিঃ পাণ্ডুরাজের পুত্র। [সং. পাণ্ডু+অ, এয়]। বিণঃ **পাণ্ডব-বর্জিত**—(দেশ সম্বন্ধে) অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পাণ্ডবগণ যেখানে যান নাই এমন। বিঃ **পাণ্ডব-সখা** (-খি), **পাণ্ডব-সখ**—শ্রীকৃষ্ণ। বিণঃ **পাণ্ডবীয়**—পাণ্ডব-সংক্রান্ত ; পাণ্ডবদের।

পাণ্ডর—বিণঃ পাণ্ডুবর্ণ, ফেকাশে। [সং. পাণ্ডু+র]।

পাণ্ডা—বিঃ তীর্থস্থানের পূজারী ব্রাহ্মণ ; উদ্যোক্তা, নায়ক, কর্মকর্তা। [তু.হি. পাণ্ডে=ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ]।

পাণ্ডাল—**প্যানডেল**-এর অপ্র. রূপ।

পাণ্ডিত্য—বিঃ বিদ্যাবত্তা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা। [সং. পণ্ডিত+য]।

পাণ্ডু১—বিঃ (মহা) যুধিষ্ঠিরাদির পিতা। [সং. √পন্ড্+উ (র্তৃ)]।

পাণ্ডু২, পাণ্ডুর—(১)বিঃ শুক্লপীত বর্ণ ; শ্বেত বর্ণ ; নেবারোগ। (২)বিণঃ শুক্লপীতবর্ণবিশিষ্ট, ফেকাসে, শুভ্রবর্ণযুক্ত। [সং. √পণ্ড্+উ (র্তৃ), পাণ্ডু+র]।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ, পাণ্ডুলেখ্য—বিঃ হাতে-লেখা কাগজ, খসড়া বা মুসাবিদা ; মুদ্রণের জন্য কপি, manuscript। [সং পাণ্ডু+লিপি, লেখ, লেখ্য]।

পাণ্ডে—বিঃ পাঁড়ে, হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। [সং. পণ্ডিত]।

পাণ্ড্য—বিঃ দক্ষিণভারতীয় প্রাচীন দেশ বা জাতি। [সং.]।

পাত১—বিঃ পতন, ক্ষরণ (বৃষ্টিপাত, রক্তপাত) ; নিপাত, বিনাশ, ক্ষয় (দেহপাত) ; নিক্ষেপ, স্থাপন (দৃষ্টিপাত) ; সঙ্ঘটন ('বিপৎপাত')। [সং. √পত্+অ (ভা)]।

পাত২—বিঃ বৃক্ষ বহি প্রভৃতির পাতা (কলা-পাত) ; ধাতুর চাদর (লৌহপাত) ; ভোজনপাত্র-রূপে ব্যবহৃত বৃক্ষপত্র (পাত করা)। [সং. পত্র]। ক্রিঃ **পাত করা**—**পাতা২** দ্রঃ। ক্রিঃ **পাত পাতা**—কোথাও (বিশেষতঃ পরের বাড়িতে) খাইতে বসা। বিঃ **-ক্ষীর**—ঘন ক্ষীরবিশেষ। বিঃ **-খোলা**—অর্ধদগ্ধ মাটির পাত। বিঃ **-গালা**—গাছের পাতার ন্যায় গালার পাতলা পাতা। বিণঃ **পাত-চাটা**—**পাতা১** দ্রঃ। বিঃ **-ড়া**—উচ্ছিষ্ট পাতা, কলাপাতায় করিয়া ভর্জন-প্রণালীবিশেষ বা উক্তরূপে ভর্জিত খাদ্য (মাছ-পাতড়া)। বিঃ **-তাড়ি**—(কাগজের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য প্রধানতঃ তালগাছের) পাতার আটি। ক্রিঃ **পাততাড়ি গুটান**—প্রস্থান করা, পলায়ন করা ; দোকানাদি প্রতিষ্ঠান তুলিয়া দেওয়া।

পাতক—বিঃ পাপ। [সং. √পত্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ.বিঃ **পাতকী** (-কিন্)—পাপী। বিণ.বি(স্ত্রী): **পাতকিনী**।

পাতকুয়া, পাতকুয়া, (কথ্য) **পাতকুয়ো,** (প্রাদে.) **পাতকো**—বিঃ ছোট কুয়া। [বাং. পাত (পাতি, পাঁতি=ছোট)+কুয়া (সং. কূপ)]।

পাতখোলা, পাতগালা, পাত-চাটা—পাত১ দ্রঃ।

পাতঞ্জল—বিণঃ পতঞ্জলিকৃত। [পতঞ্জলি+অ]। বিঃ **পাতঞ্জল-দর্শন**—যোগদর্শন।

পাতড়া, পাততাড়ি—পাত২ দ্রঃ।

পাতন—বিঃ অধঃক্ষেপণ ; চুয়ান, বকযন্ত্রদ্বারা নিষ্কাশন, distillation (তির্যক্ পাতন) ; বিছাইয়া দেওয়া ; নিপাতকরণ। [সং. √পত+ণিচ্+অন (ভা)]।

পাতলা, (প্রাদে) **পাতল**—বিণঃ ঘন নহে এমন, তরল (পাতলা দুধ), পুরু নহে এমন (পাতলা চামড়া, পাতলা কাগজ) ; সরু (পাতলা বেত ব. সুতা), ফাঁক-ফাঁক, বিরল (পাতলা চুল) ; অগভীর, জমাট নহে এমন (পাতলা ঝোপ অন্ধকার মেঘ ঘুম বা নেশা) ; কৃশ (পাতলা দেহ)। [বাং. পাতা বা পাত (সং. পত্র)+ল। (সাদৃশ্যার্থে)]।

পাতশা, পাতশাহ্, (বর্জি.) **পাতসা, পাতসাহ**—

বিঃ (মুসলমান) সম্রাট্ বা নৃপতি। [ফা. পাত্শাহ্]। বিণঃ **পাতশাহী,** (বর্জি.) **পাতসাহী** —পাতশাহ্‌র; রাজকীয়।

পাতা১ (-তৃ)—বিণঃ পালক, রক্ষক (বিশ্বপাতা)। [সং. √পা+তৃ (র্তৃ)]।

পাতা২—বিঃ পত্র (গাছের পাতা, বইয়ের পাতা); বইয়ের পৃষ্ঠা (তিনের পাতা); ভোজনপাত্ররূপে ব্যবহৃত বৃক্ষপত্র (পাতা করা); পাতার ন্যায় বিন্যাস (পাতা-কাটা চুল)। [সং. পত্র]। ক্রিঃ **পাতা করা,** (কথ্য) **পাত করা**—আহারের জন্য আসন করা। বিণঃ **-কুড়ুনী**—অপরের উচ্ছিষ্ট পাতা হইতে ভুক্তাবশিষ্ট সংগ্রহপূর্বক তাহা আহার করিয়া জীবনধারণকারিণী অর্থাৎ অত্যন্ত দরিদ্রা। বিণঃ **-চাটা,** (কথ্য) **পাত-চাটা**—অপরের উচ্ছিষ্ট পাতা চাটিয়া বেড়ায় এমন অর্থাৎ হীন অনুগ্রহপ্রার্থী।

পাতা৩—(১)ক্রিঃ বিস্তারিত করা, বিছান (বিছানা পাতা); স্থাপন করা (পূজার ঘট পাতা, সংসার পাতা); নিয়োগ করা (আড়ি পাতা, কান পাতা); সম্মুখে নোয়াইয়া বা মেলিয়া দেওয়া (পিঠ পাতা, মাথা পাতা, হাত পাতা); প্রস্তুত করিয়া রাখা (ফাঁদ পাতা), জমাট বাঁধানর ব্যবস্থা করা (দই পাতা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √পাত্ (সং. √পত্+ণিচ্)+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিস্তারিত করান, বিছাইয়া লওয়ান; সম্মুখে নোয়াইয়া বা মেলিয়া দেওয়ান; প্রস্তুত করান; জমাট বাঁধানর ব্যবস্থা করান; সম্বন্ধাদি স্থাপন করা (বন্ধুত্ব পাতান); (২)বিঃ প্রথম দুইটি অর্থে; (৩)বিণঃ অপরের দ্বারা বিছাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন; জন্মগত নহে এমন, কৃত্রিম (পাতান সম্পর্ক)।

পাতাবাহার—বিঃ বেড়া দেওয়ার কার্যে ব্যবহৃত বিচিত্র বর্ণের বাহারী পাতাযুক্ত গাছবিশেষ। [পাতা২+বাহার দ্রঃ]।

পাতাল—বিঃ পুরাণোক্ত ত্রিভুবনের সর্বনিম্নস্থ ভুবন; নাগলোক; পৃথিবীর অধোদেশস্থ ভুবন, ভূগর্ভ; নরক। [সং.]।

পাতি১—বিঃ ঠিকানা। [পাত্তা দ্রঃ]।

পাতি২—বিঃ মাদুর বুনিবার ঘাসবিশেষ। [বাং. পাতা+ই ?]।

পাতি৩—বিঃ সারি (পাতিপাতি)। [সং. পঙ্ক্তি]। **পাতিপাতি করিয়া**—(প্রত্যেক সারিতে) তন্নতন্ন করিয়া।

পাতি৪—বিণঃ ক্ষুদ্র বা নিম্নশ্রেণীভুক্ত (**পাতিলেবু, পাতিশিয়াল, পাতিহাঁস**)।

পাতিত—বিণঃ নিচে ফেলা হইয়াছে এমন, নিক্ষিপ্ত (ভূপাতিত); (রসা.) চুয়ান, distilled [বি. প.]। [সং. √পত্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

পাতিত্য—বিঃ পতিতের অবস্থা বা ভাব। [সং. পতিত+য (ভা)]।

পাতিপাতি—**পাতি৩** দ্রঃ।

পাতিব্রত্য—বিঃ পতিব্রতার ভাব বা ধর্ম, পতি-পরায়ণতা। [সং. পতিব্রতা+য (ভা)]।

পাতিল—বিঃ (প্রাদে.) ক্ষুদ্র হাঁড়ি, তিজেল। [দেশী]।

পাতিলেবু, পাতিশিয়াল, পাতিহাঁস—**পাতি-** দ্রঃ।

পাতী (-তিন্)—বিণঃ (সমাসে উত্তরপদরূপে) পতনশীল ('অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী': মধু.) ভুক্ত (অন্তঃপাতী); (উদ্ভি.) শীতকালে পাতা ঝরায় এমন, পর্ণমোচী, deciduous [বি. প.]। [সং. √পত্+ইন্ (র্তৃ)]।

পাত্তর—**পাত্র**-এর বিকৃত রূপ।

পাত্তা—বিঃ সংবাদ, খোঁজ, ঠিকানা। [হি. পতা —তু. সং. প্রত্যয়]।

পাত্যমান—বিণঃ ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে এমন। [সং. √পৎ+ণিচ্+আন (মান)]।

পাত্র—বিঃ আধার (ভোজনপাত্র); মন্ত্রী, উপদেষ্টা (পাত্রমিত্র); যোগ্য ব্যক্তি (প্রশংসার পাত্র); আস্পদ, ভাজন (স্নেহপাত্র); ব্যক্তি (ভুল করার পাত্র); নাটকে বর্ণিত চরিত্র; বিবাহের বর (পাত্রপক্ষ)। [সং. √পা+ত্র]। বি(স্ত্রী): **পাত্রী** ('আধার' ও 'মন্ত্রী' ব্যতীত সকল অর্থে)। বিঃ **-তা**—যোগ্যতা; গৌরব। বিণঃ **-স্থ**—বরের হস্তে সমর্পিত। বিঃ **পাত্রাপাত্র**—যোগ্য ও অযোগ্য পাত্র।

পাথর—বিঃ পাষাণ, প্রস্তর; প্রস্তরনির্মিত থালা; রত্ন, মণি (গোমেদ পাথর)। [সং. প্রস্তর]। **পাথর-চাপা কপাল**—নড়ান যায় না এমন ভারী পাথরের ন্যায় দুরদৃষ্টে আচ্ছন্ন ভাগ্য অর্থাৎ যে ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। **পাথরে পাঁচ কিল**—উপর্যুপরি কিল মারিয়া যেমন পাথরের কোন অনিষ্ট করা যায় না তেমনি কিছুতেই ক্ষতিসাধন করা যায় না এমন ভাগ্য অর্থাৎ অতিশয় সুদিন। বিঃ **-কুচি**

—পাথরের ছোট টুকরা ; ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষ। বিঃ **পাথরচুন**—**চুন** দ্রঃ।

পাথরি—**বিঃ** মূত্রাশয়ের ব্যাধিবিশেষ, অশ্মরী। [বাং. পাথর+ই (যুক্তার্থে)]।

পাথরিয়া—**পাথুরে** দ্রঃ।

পাথার—বিঃ সমুদ্র, বিস্তীর্ণ জলরাশি ('কোন্ অকূল গরল-পাথারে' : র. সে.)। [<সং. পাথস্ (=জল)]।

পাথুরি—**পাথরি**-র রূপভেদ।

পাথুরে, পাথরিয়া, পাথুরিয়া—বিণ: প্রস্তর-নির্মিত (পাথুরে বাটি) ; প্রস্তর-সম্বন্ধীয়, প্রস্তর-সদৃশ, প্রস্তরবৎ কঠিন (পাথুরে কয়লা)। [বাং. পাথর+ইয়া>এ]।

পাথেয়—বিঃ পথে যাতায়াতের খরচা বা সম্বল। [সং পথিন্+এয়]।

পাদ১—বিঃ (অশি.) পায়ুপথে নিঃসৃত বায়ু ; বাতকর্ম। [সং. পর্দন]। **পাদা**—(১)ক্রিঃ বাত-কর্ম করা ; (২)বিঃ বাতকর্ম।

পাদ২—বিঃ পা, পদ, চরণ (পাদচারণা) ; মূল (পর্বতের পাদদেশ), গাছের শিকড় (পাদপ), শ্লোকের পঙ্‌ক্তি ; চতুর্থাংশ (এক পাদ ধর্ম) ; সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ (প্রভুপাদ)। [সং. √পদ+অ (ণে)]। বিঃ **-গ্রহণ**—চরণবন্দনা। বিঃ **-চারণা -চারণ, -চার**—পায়চারি। বি.বিণ: **-চারী** (-রিন্)—পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণকারী। বিঃ **-টীকা**—পুস্তকাদির পৃষ্ঠার নিম্নদেশস্থ টীকা। বিঃ **-ত্রাণ**—জুতা। বিঃ **-দেশ**—মূলদেশ, নিম্ন-দেশ। বিঃ **-পদ্ম**—পদ্মের ন্যায় সুন্দর বা কোমল পা। বিঃ **-পীঠ**—পা রাখিবার স্থান, পিঁড়ি টুল প্রভৃতি। বিঃ **-পূরণ**—শ্লোকাদির অরচিত অংশ বা পঙ্‌ক্তি রচনা। বিঃ **-প্রহার**—লাথি। বিঃ **-বিক্ষেপ**—পদবিন্যাস, চরণ সংস্থাপন। বিঃ **-মূল**—পায়ের নিম্নদেশ, গোড়ালি। বিঃ **-লেহন**—পা চাটা, হীন তোষামোদ। বিঃ **-শৈল**—বৃহৎ পর্বতের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র পর্বত। বিঃ **-স্ফোট**—কুষ্ঠরোগবিশেষ।

পাদক—**পাদোদক**-শব্দের সঙ্কুচিত কথ্য রূপ।

পাদপ—বিঃ (পা অর্থাৎ শিকড় দিয়া পান করে বলিয়া) বৃক্ষ, গাছ। [সং. পাদ+ √পা+অ (র্তৃ)]।

পাদবিক—বিণ: ভ্রমণকারী, পথিক। [সং. পদবী+ইক]।

পাদরি, পাদরী—বিঃ খ্রিস্টান পুরোহিত বা ধর্মপ্রচারক। [পো padre]।

পাদা—**পাদ**১ দ্রঃ।

পাদান, পাদানি—বিঃ গাড়িতে উঠিবার সময়ে যে স্থানে পা রাখিতে হয়, footboard। [ফা. পাদান]।

পাদুকা—বিঃ জুতা। [সং.]।

পাদোদক—**বিঃ** পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া জল, চরণামৃত। [সং. পাদ+উদক]।

পাদ্য—বিঃ পা ধুইবার জল। [সং. পাদ+য]।

পাদ্রি, পাদ্রী—**পাদরি**-র বানানভেদ।

পান১—বিঃ তাম্বূল। [সং. পর্ণ]। **পান থেকে চুন খসা**—(আল.) সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি হওয়া। ক্রিঃ **পান সাজা**—মসলাদি-সহযোগে পানের খিলি রচনা করা।

পান২—**বিঃ** ঝাল, যে নিকৃষ্ট ধাতু গলাইয়া ধাতুদ্রব্যাদি জোড়া দেওয়া হয় ; ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুতে কাঠিন্য সঞ্চার (পান দেওয়া = to temper)। [দেশী]। ক্রিঃ **পান মরা**—মিশ্রিত খাদের জন্য গহনার স্বর্ণাদির ওজন কমা। বিঃ **পান-মরা**—মিশ্রিত খাদের জন্য গহনার স্বর্ণাদির হ্রাসপ্রাপ্ত ওজন।

পান৩—বিঃ তরল পদার্থ গলাধঃকরণ (দুগ্ধ পান করা), সুরাপান, মদ্যপান (পানদোষ)। [সং. √পা+অন (ভা)]। বিঃ **-গোষ্ঠী, -গোষ্ঠিকা**—মদ্যপানের আড্ডা। বিঃ **-দোষ**—মদ্যপান-রূপ কু-অভ্যাস। বিঃ **-পাত্র**—মদ জল প্রভৃতি পান করিবার পাত্র। বিণ: **-শৌণ্ড**—অত্যন্ত মদ্যপানাসক্ত।

পানই—বিঃ (প্রা. বাং.) পাদুকা, খড়ম ('বাঁধা পানই হাতে লইও' : যাদবেন্দ্র)। [সং. উপানহ্]।

পানকৌড়ি, (গ্রা.) পানকৌটি—বিঃ মৎস্যশিকারী পাখিবিশেষ। [তু. সং. অম্বুকুক্কুটিকা]।

পানতা—বিঃ জলে ভিজাইয়া-রাখা বাসি ভাত। [পানি+ভাত দ্রঃ]। **পানতা ভাতে ঘি**—(আল.) অযথা উৎকৃষ্ট বস্তুর অপচয়।

পানতি—বিঃ উচ্চ কিনারাযুক্ত থালাবিশেষ। [দেশী]।

পানতুয়া—বিঃ কড়া করিয়া ভাজা রসগোল্লা-জাতীয় মিঠাইবিশেষ। [হি. পানি+ফা. তবা (=তাওয়া)]।

পানফল, পানবসন্ত—**পানি** দ্রঃ।

পানস—বিণ: কাঁটাল-সম্বন্ধীয় ; কাঁটাল হইতে প্রস্তুত। [সং. পনস+অ]।

পানসি, পানসী—বিঃ ছই-ঢাকা ছোট নৌকা-বিশেষ। [ইং. pinnace]।

পানসে—বিণ: জলো, বিস্বাদ, ফিকা। [হি. পনসা]।

-পানা১—সদৃশার্থবাচক বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়-বিশেষ (চাঁদপানা)। ['পনা' প্রত্যয়ের (সং. -ত্বন) রূপান্তর]।

পানা২—বিঃ শরবত (চিনির পানা)। [সং পানক]।

পানা৩—বিঃ শৈবালজাতীয় জলজ উদ্ভিদ্-বিশেষ। [সং. পর্ণ]।

পানা৪—বিঃ বিস্তার, প্রস্থ। [?]।

পানা৫—ক্রিঃ পানান। [প্রা. √পণ্হঅ < সং. প্র + √স্নু—তু.হি. √পেন্হা]।

পানাই—**পানই**-র রূপভেদ।

পানান, পানানো—(১)ক্রিঃ দুগ্ধ-দোহনের পূর্বে বাছুরদ্বারা গাভীর স্তন বারংবার আকর্ষণ করাইয়া উহা দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া লওয়া; লোহার অস্ত্রাদিতে পান দেওয়া। (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। [পানা৫ দ্রঃ]।

পানাসক্ত—বিণ: সুরাপানে আসক্ত, মদ্যপ। [সং. পান + আসক্ত]। বিঃ **পানাসক্তি**—সুরাপানে আসক্তি।

পানি—বিঃ জল। [হি. পানি < সং. পানীয়]। বিঃ **-ফল, পানফল**—জলজ ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। বিঃ **-বসন্ত, পানবসন্ত**—জলবসন্ত, গুটিকা রোগ-বিশেষ। বিঃ **পানি-পাঁড়ে**—পানীয় জল-বিক্রেতা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ।

পানীয়—(১)বিণ: পানযোগ্য, পেয়, পান করা হয় এমন। (২)বিঃ জল মদ শরবত প্রভৃতি। [সং. √পা + অনীয় (র্ম)]।

পানে—অব্যঃ (গ্রা) দিকে, প্রতি, অভিমুখে ('মুখপানে কেন চাস' : রবীন্দ্র)। [প্রা পঅণ < সং. প্রবণ ?]।

পান্তা, পান্তি, পান্তুয়া—যথাক্রমে **পানতা পানতি** ও **পানতুয়া**-র বানানভেদ।

পান্থ—বিঃ পথিক, পথভ্রমণকারী। [সং. পথিন্ + অ]। বিঃ **-নিবাস, -শালা**—পথিকদের বিশ্রামের স্থান, সরাই, চটি; (আধুনিক) হোটেল, বোর্ডিং, মেস। বিঃ **-পাদপ**—মাদাগাস্কার-দ্বীপের বৃক্ষবিশেষ (ইহার দেহে আঘাত করিলে নির্মল জল বাহির হয়)।

পান্না১—**পারণা**-র সংক্ষেপিত কথা রূপ।

পান্না২—বিঃ মণিবিশেষ, মরকত। [হি. পন্না]।

পান্সি, পান্সী—**পানসি**-র বানানভেদ।

পাপ—(১)বিঃ কলুষ, কল্মষ, দুরিত: অন্যায় অবিহিত বা অশাস্ত্রীয় কার্য; অধর্ম; পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, আপদ্ (পাপ গেলে বাঁচি)। (২)বিণ: অশুভ (পাপগ্রহ); পাপী (পাপাত্মা); পাপজনক (পাপযোগ)। [সং.]। বিণ: **-কৃৎ**—পাপকারী। বিঃ **-গ্রহ**—(জ্যোতিষ.) শনি মঙ্গল প্রভৃতি অশুভ গ্রহ। বিণ: **-ঘ্ন, -হর**—পাপদূরকারী। বিণ: **-বুদ্ধি, -মতি**—দুর্মতি। বিণ: **-ভাক্** (-জ্)—পাপী; পাপকারী। বিণ: **-ভাগী** (-গিন্)—পাপী, পাপ-কর্মের অংশীদার। বিঃ **-যোগ**—(জ্যোতিষ.) তিথি বার প্রভৃতির পাপজনক বা অশুভ সম্মেলন।

পাপাচার—(১)বিণ: দুরাচার, পাপিষ্ঠ; (২)বিঃ পাপকর্ম। বিণ: **পাপাচারী** (-রিন্)—পাপিষ্ঠ, দুরাচার। বিণ: **পাপাত্মা** (-ত্মন্), **পাপাশয়, পাপিষ্ঠ**—অতিশয় পাপী; দুরাচার। বিণ(স্ত্রী): **পাপিষ্ঠা**। বিণ: **পাপী** (-পিন্)—পাপকর্ম-কারী, পাপাচারী। বিণ(স্ত্রী): **পাপিনী**। বিণ(স্ত্রী): **পাপীয়সী**—মহাপাপকারিণী।

পাপড়ি—বিঃ ফুলের দল। [সং. পর্ব]।

পাপাচার, পাপাত্মা, পাপাশয়—**পাপ** দ্রঃ।

পাপিয়া—বিঃ কোকিলজাতীয় গায়ক পক্ষি-বিশেষ। [তু. হি. পপীহা]।

পাপিষ্ঠ, পাপী, পাপীয়সী—**পাপ** দ্রঃ।

পাপোশ—বিঃ পা বা পাদুকার তলা ঘষিয়া ধুলিমুক্ত করিবার জন্য নারিকেল-ছোবড়াদি-দ্বারা নির্মিত আস্তরণবিশেষ। [ফা.]।

পাব—বিঃ গ্রন্থি, গাঁট, পর্ব; দুই গাঁটের মধ্য-বর্তী অংশ (সচ. **পাবড়া**)। [সং. পর্ব]।

পাবক—(১)বিঃ আগুন। (২)বিণ: শোধনকারী, শোধক। [সং. √পূ + অক (তৃ)]।

পাবদা—বিঃ আঁশহীন ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. পর্বত]।

পাবন—(১)বিণ: পবিত্রকারী, শোধক (কুল-পাবন); ত্রাণকারী (পতিতপাবন)। (২)বিঃ শোধন; অগ্নি। [সং. √পূ + ণিচ্ + অন]।

পাবনি—বিণ: পবননন্দন হনুমান্। [সং. পবন + ই]।

পাবনী—(১)বিণ: **পাবন**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; (২)বিঃ গঙ্গানদী।

পামর—বিণ: পাপিষ্ঠ; নরাধম; মূর্খ, নীচ (আপামর)। [সং. পামন্ + √রা + অ (র্তৃ)]; বিণ(স্ত্রী): **পামরী**।

পাম্প, পামপ—বিঃ বাতাস জল প্রভৃতি ভরিবার বা বাহির করিবার বা তুলিবার জন্ম যন্ত্রবিশেষ। [ইং. pump]। ক্রিঃ **পাম্প করা**—পাম্পের সাহায্যে বাতাস জল প্রভৃতি ভরা বা বাহির করা বা তোলা।

পায়খানা—বিঃ মলত্যাগের স্থান; মলত্যাগ। [ফা.]। ক্রিঃ **পায়খানা করা**—মলত্যাগ করা।

পায়চারি—বিঃ পদব্রজে ভ্রমণ। [সং. পাদচারণা]।

পায়জামা—বিঃ ইজার, ঢিলা ট্রাউজারবিশেষ। [ফা. পা-জামা]।

পায়দল—ক্রি-বিণঃ পদব্রজে, হাঁটিয়া। [হি পৈদল < সং. পদতল]।

পায়-পায়, পায়ে-পায়ে—পা২ দ্রঃ।

পায়রা—বিঃ কবুতর, কপোত। [সং. পারাবত]। বিঃ **-চাঁদা, -তেলি (-তেলী)**—বিভিন্ন প্রকার মৎস্যবিশেষ।

পায়স—(১)বিঃ দুধ চিনি চাউল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, পরমান্ন। (২)বিণঃ দুগ্ধ-সম্বন্ধীয়; দুগ্ধজাত। [সং. পয়স্+অ]। বিঃ **পায়সান্ন**—পরমান্ন।

পায়া—বিঃ টেবিল চেয়ার প্রভৃতির নিম্নদেশে সংলগ্ন খুঁটি বা খুরা; পা বা দেহের নিম্নভাগ; উচ্চপদ, পদগৌরব (পায়াভারী)। [ফা. পায়হ্]। বিঃ **-ভারি**—উচ্চপদের জন্ম অহঙ্কারবুদ্ধি বা গুমর (তার পায়াভারি হয়েছে)। বিণঃ **-ভারী**—উচ্চপদের জন্ম গর্বিত (পায়াভারী লোক)।

-পায়ী (-য়িন্)—বিণঃ পানকারী (স্তন্যপায়ী)। [সং. √পা+ইন্ (র্তৃ)]।

পায়ু—বিঃ মলদ্বার, গুহ্যদেশ। [সং.]।

পায়েস—বিঃ **পায়স**-এর কথ্য রূপ।

পার—বিঃ নদ্যাদির বিপরীত তীর, কূল, কিনারা; প্রান্ত, সীমা (মাঠের পারে); উত্তরণ; অতিক্রমণ (সে আমাকে পার হয়ে গেল); পরিত্রাণ, উদ্ধার। [সং.]। ক্রিঃ **পার পাওয়া**—নিষ্কৃতি পাওয়া; এড়াইতে সমর্থ হওয়া। বিণঃ **-গ, -জম, -ংগম**—পারগামী; সমর্থ। বিণঃ **-গত**—পারে গিয়াছে এমন, উত্তীর্ণ; উদ্ধার লাভ করিয়াছে এমন। বিঃ **-ঘাট, -ঘাটা**—খেয়াঘাট।

পারক—বিণঃ সমর্থ; পটু। [সং. √পৃ+অক (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

পারগ, পারগত, পারঘাট, পারঘাটা, পারজম, পারংগম—**পার** দ্রঃ।

পারণ, পারণা—বিঃ ব্রতাদি উদ্‌যাপনের পর ভোজনদ্বারা প্রথম উপবাস ভঙ্গকরণ। [সং. √পার্+অন (ভা), +আ]।

পারতন্ত্র্য—বিঃ পরাধীনতা, পরতন্ত্রতা। [সং. পরতন্ত্র+য (ভা)]।

পারতপক্ষে—ক্রি-বিণঃ পারিলে, সম্ভব হইলে; পারিলে প্রায় কখনই না (পারতপক্ষে সেখানে যাই না, অর্থাৎ না যাইয়া পারিলে যাই না)। [সং. পারকপক্ষে ?]।

পারত্রিক—বিণঃ পরলোক-সংক্রান্ত, পারলৌকিক। [সং. পরত্র+ইক]।

পারদ—বিঃ তরল ধাতুবিশেষ, পারা, mercury। [সং. পার+ √দা+অ (র্তৃ)]।

পারদর্শী (র্শিন্)—বিণঃ নিপুণ, বহুদর্শী, বিচক্ষণ; পটু, সমর্থ। [সং. পার+ √দৃশ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পারদর্শিনী**। বিঃ **পারদর্শিতা**।

পারদারিক—বিণ.বিঃ পরস্ত্রীকে সম্ভোগকারী। [সং. পরদার+ইক]।

পারদার্য—বিঃ পরস্ত্রীগমন, ব্যভিচার। [সং. পরদার+য (ভা)]।

পারদেশ্য—বিণঃ প্রবাসী, বিদেশগত; বিদেশী। [সং. পরদেশ+য]।

পারবশ্য—বিঃ পরাধীনতা, পরবশতা। [সং. পরবশ+য (ভা)]।

পারমাণব, পারমাণবিক—বিণঃ পরমাণুসম্বন্ধীয়; পরমাণুজাত। [সং. পরমাণু+অ, ইক]।

পারমার্থিক—বিণঃ পরমার্থ-সংক্রান্ত, আধ্যাত্মিক; ব্যবহারিকের বিপরীত। [সং. পরমার্থ+ইক]।

পারমিট—বিঃ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মাল ক্রয় বা বিক্রয়ের অনুমতি-পত্র। [ইং. permit]।

পারম্পর্য—বিঃ অনুক্রম, ধারাবাহিকতা। [সং. পরম্পরা+য (ভা)]।

পারলৌকিক—বিণঃ পরলোক-সংক্রান্ত; পরলোকের পক্ষে হিতজনক। [সং. পরলোক+ইক]।

পারশী, পারশীক—**পারসী** দ্রঃ।

পারশে—বিঃ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [দেশী]।

পারশ্য—**পারস্য**-র বানানভেদ।

পারসিক—**পারসীক**-এর বানানভেদ।

পারসী, (বর্জি.) **পারশী**—(১)বিঃ পারস্যদেশীয় ভাষা, ফারসী; প্রাচীনকালে পারস্যদেশ হইতে আগত জরথুস্ত্রপন্থী ভারতীয় জাতিবিশেষ। (২)বিণঃ পারস্যদেশজাত; পারসী জাতি সম্বন্ধীয় (পারসী শাড়ি)। [সং. পারস্য+ঈ (ভবার্থে)]।

-ক—(১)বিণ: পারস্যদেশীয়; (২)বিণ.বি: পারস্য-দেশবাসী, ইরানী।

পারস্য—বি: এশিয়ার দেশবিশেষ, ইরান। [সং.]।

পারা১—বি: ধাতুবিশেষ, পারদ। [সং. পারদ]।

পারা২—অব্য.বিণ: (সাধারণতঃ কাব্যে) সদৃশ, তুল্য (পাগলপারা)। [সং. প্রায়]।

পারা৩—ক্রি: সমর্থ হওয়া; আঁটিয়া উঠিতে বা বশে আনিতে সক্ষম হওয়া (তার সঙ্গে পারা শক্ত); বাধাহীন বা অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া (এখন যেতে পারে)। [সং. √পৄ+বাং. আ]।

পারা৪—ক্রি: পারান। [বাং. পার+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পার করা, পার হওয়া, পেরন। (২)বি: উক্ত অর্থে। বি: **পারানি**—পার হইবার মাসুল, খেয়ার কড়ি।

পারাপার—বি: নদ্যাদির উভয় তীর; (বাং.) এক পার হইতে অন্য পারে গমন (নদী পারা-পার করা); (সং.) সমুদ্র, পারাবার। [সং. পার+অপার]।

পারাবত—বি: পায়রা, কপোত। [সং]।

পারাবার—বি: সমুদ্র; (সং.) উভয় তীর। [সং. পার (অপর কূল)+অবার (এই কূল)]।

পারায়ণ—বি: সম্পূর্ণতা; নিয়মিত সময়মধ্যে গ্রন্থপাঠ-সমাপ্তি। [সং. পার+অয়ন]।

পারাশর—(১)বি: পরাশরমুনির পুত্র বেদব্যাস। (২)বিণ: পরাশর-সম্বন্ধীয়, পরাশরকৃত। [সং. পরাশর+অ]।

পারিজাত—বি: সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন স্বর্গীয় বৃক্ষ বা তাহার পুষ্প। [সং. পারিন্ (সমুদ্র)+জাত]।

পারিতোষিক—বি: পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দেওয়া হয়, পুরস্কার, বকশিশ। [সং. পরিতোষ+ইক]।

পারিপাট্য—বি: গোছগাছ, শৃঙ্খলা; পরিচ্ছন্নতা। [সং. পরিপাটি+য]।

পারিপার্শ্বিক—(১)বিণ: চারিদিকস্থ; পার্শ্ববর্তী। (২)বি: পারিষদ; (অল.) সূত্রধারের সহচর নট। [সং. পরিপার্শ্ব+ইক]।

পারিব্রজ্য—বি: পরিব্রাজকের ভাব, পরিব্রজ্যা। [সং. পরিব্রাজ+য]।

পারিভাষিক—বিণ: পরিভাষা-সম্বন্ধীয়। [সং. পরিভাষা+ইক]।

পারিশ্রমিক—বি: পরিশ্রমের মূল্য, মজুরি। [সং. পরিশ্রম+ইক]।

পারিষদ—(১)বি: সভাসদ, সদস্য; (বাং.) পার্শ্বচর। (২)বিণ: পরিষৎ-সম্বন্ধীয়। [সং. পরিষদ্+অ]।

পারুল—বি: পাটলবর্ণ সুগন্ধি ফুলবিশেষ। [সং. পাটলী]।

পারুষ্য—বি: পরুষতা, কর্কশ বা রুক্ষ আচরণ; অপ্রিয় বাক্য। [সং. পরুষ+য (ভা)]।

পার্টি, (বর্জি.) **পার্টী**—বি: দল, পক্ষ (স্বরাজ্য-পার্টি); পাশ্চাত্ত্য প্রথায় ভোজ (পার্টি দেওয়া)। [ইং. party]।

পার্থক্য—বি: প্রভেদ, বিভিন্নতা, বৈসাদৃশ্য। [সং. পৃথক্+য (ভা)]।

পার্থিব—(১)বিণ: পৃথিবী-সম্বন্ধীয়, জাগতিক, ঐহিক। (২)বি: রাজা। [সং. পৃথিবী+অ]।

পার্বণ—(১)বি: অমাবস্যাদি পর্বদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ; (বাং.) পর্ব, উৎসব (পৌষপার্বণ)। (২)বিণ: পর্ব-সম্বন্ধীয়; পর্বদিনে করণীয় (পার্বণ শ্রাদ্ধ)। [সং. পর্বন্+অ]। **পার্বণী**—(১)বিণ: **পার্বণ**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; (২) (বাং.) বি: পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত পারিতোষিক।

পার্বত, (অশু কিন্তু চলিত) **পার্বতীয়, পার্বত্য**—বিণ: পর্বত-সম্বন্ধীয়; পর্বতময়; পর্বতবাসী; পর্বতে জাত, পাহাড়িয়া। [সং. পর্বত+অ, ঈয়, য]।

পার্বতী—বি: হিমালয়-পর্বতের কন্যা উমা বা দুর্গাদেবী। [সং পর্বত+অ+ঈ]।

পার্লামেন্ট, (বর্জি.) **পার্লেমেন্ট**—বি: রাষ্ট্রের আইনসভা বা বিধান-পরিষদ্, লোকসভা বা রাজ্যসভা। [ইং. parliament]।

পার্শে—**পারশে**-র বানানভেদ।

পার্শ্ব—বি: পাশ, দিক্ (দক্ষিণ পার্শ্ব); ধার, কিনারা, প্রান্ত (থালার পার্শ্বে); সন্নিধান, সন্নিহিত স্থান (গৃহের পার্শ্বে)। [সং. √স্পৃশ্+ব (র্শ)]। বিণ.বি: **-চর**—অনুচর; মোসাহেব; সঙ্গী; পরিচারক। বিণ(স্ত্রী): **-চরী**। বি: **-পরিবর্তন**—পাশ ফেরা। বিণ: **-বর্তী** (-র্তিন্), **-স্থ**—পাশে অবস্থিত। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী, -স্থা**।

পার্ষদ—বি: পারিষদ, সভাসদ্। [সং. পর্ষদ্+অ]।

পার্সী—**পারসী**-র বানানভেদ।

পার্সেল—বি: (প্রধানতঃ ডাকযোগে প্রেরিত) পুলিন্দা। [ইং. parcel]।

-পাল১—বিণ: রক্ষক, পালক (রাজ্যপাল, নর-পাল)। [সং. √পাল বা পা-ণিচ্+অ]।

পাল২—বি: গবাদি পশুর সঙ্গম বা প্রজনন (পাল দেওয়া, পাল ধরান)। [দেশী]।

পাল$_৩$—**বিঃ** বাতাসের সাহায্যে চালাইবার জন্য নৌকাদির মাস্তুলে খাটান বস্ত্রখণ্ড ; চাঁদোয়া। বিণঃ **-তোলা**—চালাইবার সময়ে পাল খাটান হয় এমন (পাল-তোলা নৌকা)। [দেশী]।

পাল$_৪$—**বিঃ** দল (ভেড়ার পাল)। [সং. পালি]। **পালের গোদা**—(সচ. মন্দার্থে) দলের সরদার।

পালওয়ান—**পালোয়ান**-এর বানানভেদ।

পালক$_১$—বিণ বিঃ পালনকর্তা, প্রতিপালক, রক্ষক। [সং. √পাল্ বা পা+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **পালিকা**।

পালক, পালখ—**বিঃ** পাখির পাখা বা ডানা অথবা ডানার অংশ। [<সং. পক্ষ]।

পালকি, (বর্জি.) **পালকী**—**বিঃ** মনুষ্যবাহিত যান-বিশেষ, শিবিকা। [সং. পল্যঙ্কিকা]।

পালঙ$_১$, **পালং**$_১$—**বিঃ** শাকবিশেষ। [সং. পালঙ্ক]।

পালঙ্ক, পালঙ্গ, পালঙ$_২$, **পালং**$_২$—**বিঃ** মূল্যবান্ খাট, পর্যঙ্ক। [সং পল্যঙ্ক, পর্যঙ্ক]। **বিঃ -পোষ**—পালঙ্কের ঢাকনা ; পালঙ্ক ও বিছানা ; পালঙ্ক [বাং. পালঙ্ক+ফা. পোষ]।

পালট—**বিঃ** প্রত্যাবর্তন, পুনরাবর্তন (উলট-পালট)। [হি. পলটা<প্রা. পল্লট্ট<সং. পর্যস্ত]।

পালটা—(১)বিণঃ বিপরীত, উলটা (পালটা হুকুম), প্রতিপক্ষীয়, বিরুদ্ধ (পালটা জবাব) ; বদল বিনিময় (পালটাপালটি)। (২)ক্রিঃ পালটান। [হি. √পলট<প্রা. পলোট্ট<সং. পরি+√অস্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ উলটান; বদলান, পরিবর্তিত করা (জামা পালটান, হুকুম পালটান) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

পালটি$_১$—**বিণঃ** সমান বংশমর্যাদাসম্পন্ন ও বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের উপযুক্ত (পালটি ঘর)। [বাং. পালট+ই]।

পালটি$_২$, **পালটিয়া**—অস-ক্রিঃ (কাব্যে) প্রত্যা-বর্তন করিয়া ; পিছন ফিরিয়া। [পালটা দ্রঃ]।

পালন—**বিঃ** প্রতিপালন (সন্তানপালন) ; ভরণ-পোষণ (পরিবারবর্গ-পালন) ; তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ (পশুপালন) ; মান্যকরণ (আজ্ঞাপালন) ; ব্যত্যয় বা অন্যথা হইতে না দেওয়া (প্রতিজ্ঞা-পালন)। [সং. √পা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **পালনীয়**—পালনযোগ্য, পালন করিতে হইবে এমন।

পালপার্বণ—**বিঃ** বিবিধ পালনীয় উৎসব। [সং. পাল্যপার্বণ]।

পালম—**পালঙ**$_১$-এর রূপভেদ।

পালয়িতা (-য়িতৃ)—**বিণঃ** পালনকারী, প্রতি-পালক। [সং √পা+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **পালয়িত্রী**।

পাললিক—বিণঃ পলি-সংক্রান্ত ; পলিজাত। [সং পলল(=পঙ্ক)+ইক]।

পালা$_১$—বিঃ পল্লব, প্রশাখা, ক্ষুদ্র ডাল। [সং. পল্লব]।

পালা$_২$—বিঃ পর্যায়, বার, অনুক্রম (পালাজ্বর) ; গীত বা নাটকের বিষয় (বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর পালা)। [সং. পালি]।

পালা$_৩$—(১)ক্রিঃ পালন করা, পোষা (গোরু পালা) ; প্রতিপালন করা (সন্তান পালা) ; মান্য করা (আদেশ পালা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √পাল্+বাং. আ]।

পালা$_৪$, **পালান**$_১$ (**-নো**)—যথাক্রমে **পলা**$_৩$ ও **পলান**-র চলিত রূপ।

পালান (উচ্চা. পালান্)—বিঃ ভারবাহী পশুর পিঠের গদি ; গোরুর স্তন। [সং. পল্যয়ন]।

পালি$_১$—**বিঃ** মধ্য-ভারতীয়-আর্য ভাষাবিশেষ (যে ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন বা যে ভাষায় তাঁহার উপদেশ রক্ষিত হইয়াছে)।

পালি$_২$—বিঃ পঙ্‌ক্তি, লাইন ; রাশি ; দল ; প্রান্ত ; (বাং.) শস্যাদির পরিমাণবিশেষ। [সং. √পাল্+ই (র্তৃ)]।

পালিকা—**পালক**$_১$ দ্রঃ।

পালিত—বিণঃ পোষা (পালিত পশু) ; প্রতি-পালিত, জন্মগত কোন সম্পর্ক নাই অথচ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় প্রতিপালিত (পালিত সন্তান) ; রক্ষিত (প্রতিশ্রুতি পালিত হওয়া) ; মান্য করা হইয়াছে এমন (আজ্ঞা পালিত হওয়া)। [সং. √পা+ণিচ+ত (র্ম)]। বিণ-(স্ত্রী): **পালিতা**।

পালিত্য—বিঃ বার্ধক্য-হেতু কেশের পক্বতা বা শুভ্রতা। [সং. পলিত+য (ভা)]।

পালিনী— বিণ.বিঃ পালনকারিণী (জগৎ-পালিনী)। [সং. √পাল্ বা পা-ণিচ্+ইন্+ঈ]।

পালিশ—বিঃ মসৃণতা ; ঔজ্জ্বল্য ; উজ্জ্বলতা সম্পাদন ; উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ ; মার্জিত ভাব বা আচরণ (ভদ্রতার পালিশ)। [ইং. polish]।

পালী—**পালি**$_২$-র বানানভেদ।

পালুই—বিঃ ধানের খড়ের বা খড়সমেত ধানের গাদা। [সং. পল্ল]।

পালো—বিঃ শটি পানফল প্রভৃতির শ্বেতসার। [দেশী]।

পালোয়ান—(১)বিঃ কুস্তিগীর, মল্ল। (২)বিণঃ বলবান্; ব্যায়ামপটু; বীর। [ফা. পহ্লুবান]।

পাল্কি (-ল্কী), পাল্টা, পাল্টান (-নো)—যথাক্রমে **পালকি পালটা** ও **পালটান**-র বানানভেদ।

পাল্য—বিণঃ পালনযোগ্য, পালনীয়। [সং. √পাল্ বা পা-ণিচ্+য (র্ম)]।

পাল্লা—বিঃ খণ্ড, স্তর, পরদা (এক পাল্লা চামড়া); জোড়ার একটি, দুই খণ্ড বা ভাগের একটি (দরজার পাল্লা); তৌলযন্ত্রে দ্রব্য বা বাটখারা রাখার স্থান অথবা পাত্র (দাঁড়িপাল্লা); বাটখারা (পাল্লা চাপান); প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা (পাল্লা দেওয়া); ব্যবধান, দূরত্ব (দূর পাল্লা); বেগ, গতি ('পায়ের পাল্লা); আয়ত্তি, কবল, সঙ্গ (পাল্লায় পড়া)। [তু. হি. পল্লা]।

পাশ১—**পাস**-এর বর্জি. বানান।

পাশ২—বিঃ সুগন্ধ জল প্রভৃতি ছিটাইবার পাত্রবিশেষ (গুলাবপাশ)। [ফা.]।

পাশ৩—বিঃ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ; বরুণদেবের অস্ত্র; বন্ধন, ফাঁস (ভুজপাশ); ফাঁদ, জাল (পাশবদ্ধ); রজ্জু, দড়ি; গুচ্ছ (কেশপাশ)। [সং. √পশ্+অ (ণে)]।

পাশ৪—বিঃ পার্শ্ব, সামীপ্য; ধার, প্রান্ত। [সং. পার্শ্ব]। ক্রিঃ **পাশ কাটান**—এক পাশ ঘেঁষিয়া অতিক্রম করা; সরিয়া দাঁড়ান; এড়ান। বিঃ **-বালিশ**—**বালিশ** দ্রঃ।

পাশ, পাশক—বিঃ খেলিবার পাশা, অক্ষ। [সং. √পশ্+অ, অক (র্তৃ)]। বিঃ **-ক্রীড়া**—পাশাখেলা।

পাশব, (অশু.) পাশবিক—বিণঃ পশু-সম্বন্ধীয়; পশুবৎ; অমানুষিক। [সং. পশু+অ]। বিঃ **-তা**।

পাশরন, পাশরণ—**পাসরন**-এর বানানভেদ।

পাশরা—**পাসরা**-র বানানভেদ।

পাশা১—বিঃ অক্ষ; অক্ষক্রীড়া; কানের গহনাবিশেষ (কানপাশা)। [সং. পাশক]।

পাশা২—বিঃ তুরস্কের শাসনকর্তা সেনাপতি উচ্চ সরকারী কর্মচারী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপাধি। [তুর.]।

পাশাপাশি—(১)বিণঃ কাছাকাছি, পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত (পাশাপাশি বাড়ি)। (২)ক্রি-বিণঃ পরস্পরের পার্শ্ববর্তী হইয়া (পাশাপাশি বসা)। [বাং. পাশ৪+পাশ৪+ই]।

পাশী (-শিন্)—(১)বিণঃ পাশ-অস্ত্রধারী। (২)বিঃ বরুণদেব; যম; ব্যাধ। [সং. পাশ৩+ইন্]।

পাশুপত—(১)বিণঃ পশুপতি অর্থাৎ শিব সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ শিব কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র; শিবের তুষ্ট্যর্থে সম্পাদনীয় ব্রতবিশেষ; পশুপতি বা শিবের উপাসক; শৈব সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. পশুপতি+অ]।

পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্ত্য—(১)বিণঃ পশ্চিম জগৎ বা দেশ সম্বন্ধীয়, প্রতীচ্য, ইউরোপ ও মার্কিন দেশীয়; পশ্চাদ্বর্তী · পশ্চাৎ আগত। (২)বিঃ পশ্চিম পৃথিবী (অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিআ)। [সং. পশ্চাৎ+য, ত্য]।

পাষণ্ড, পাষণ্ডী (-ণ্ডিন্)—বিণ.বিঃ নাস্তিক, ধর্মদ্বেষী; পাপিষ্ঠ। [সং.]।

পাষাণ—(১)বিঃ পাথর, প্রস্তর; (আল.) নিষ্ঠুর ব্যক্তি (রে পাষাণ); (বাং.) তুলাদণ্ডের ফের (পাষাণ ভাঙ্গা); তুলাদণ্ডের ফের ভাঙ্গিবার পাথর বা বাটখারা (পাষাণ চাপান)। (২)বিণঃ (সমাসে পূর্বপদরূপে) প্রস্তরবৎ (পাষাণভার, পাষাণহৃদয়)। [সং.]। বি(স্ত্রী): **পাষাণী**—নিষ্ঠুরা বা দয়াহীনা রমণী।

পাস—(১)বিঃ সাফল্যলাভ (পরীক্ষায় পাস করা); অনুমতিপত্র, ছাড়পত্র (গেটপাস); আংশিক ব্যয়ে বা বিনামূল্যে প্রবেশ দর্শন ভ্রমণ প্রভৃতির অনুমতিপত্র (রেলের বা সিনেমার পাস)। (২)বিণঃ সফল (পরীক্ষায় পাস হওয়া)। [ইং. pass]।

পাসরন, পাসরণ— বিঃ (কাব্যে) বিস্মরণ। [পাসরা দ্রঃ]।

পাসরা—(১)ক্রিঃ (কাব্যে) বিস্মৃত হওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. প্র+ √স্মর্+বাং. আ]।

পাহাড়—বিঃ (ক্ষুদ্র) পর্বত; স্তূপ, ঢিবি (বালির পাহাড়); পাড়, উচ্চ তীরভূমি। [তু. হি. পহাড়]। বিঃ **-তলি**—পর্বতের পাদদেশ বা পাদদেশস্থ সমতল ভূমি; উপত্যকা; তরাই। বিণঃ **পাহাড়িয়া, পাহাড়ে**—পার্বত; পর্বতময়; পর্বতস্থ; পর্বতজাত; পর্বত-সম্বন্ধীয়; (আল.) প্রকাণ্ড, মস্ত, ভীষণ। **পাহাড়ী**—(১)বিণঃ

পাহাড়িয়া ; (২)বিঃ পাহাড়িয়া জাতি ; (সঙ্গীতে) রাগিণীবিশেষ।

পাহারা—বিঃ প্রহরীর কার্য, চৌকি। [সং. প্রহর]। বিঃ **-ওয়ালা, -ওলা**—চৌকিদার, শান্ত্রী, আরক্ষিক, কনস্টেবল।

পাহুন$_1$—বিণ: (প্রা. কা.) নির্মম, নিষ্ঠুর ('পুরুষ পাহুন' : গো. দা.)। [সং. পাষাণ]।

পাহুন$_2$—বিঃ (ব্রজ.) অতিথি প্রবাসী ('কান্ত পাহুন' : বিদ্যা.)। [সং. প্রাঘুণ]।

পিউড়ি—বিঃ গোমূত্র হইতে প্রস্তুত হলদে রঙ-বিশেষ, গোরোচনা। [সং. পীত ?]।

পিউপিউ—অব্যঃ পাপিয়ার ধ্বনি। [ধ্বন্যা.]।

পিউলি—বিঃ ফিকা হলুদবর্ণ ফুলবিশেষ। [সং. পীত ?]।

পিওন—**পিয়ন**-এর বানানভেদ।

পিঁচুটি—বিঃ নেত্রমল, চোখের ক্লেদ। [সং. পিচ্চট]।

পিঁজরা, (কথ্য) পিঁজরে—বিঃ খাঁচা। [সং. পিঞ্জর]। **পিঁজরাপোল**—অকর্মণ্য গবাদি পশু রাখিবার স্থান।

পিঁজা—(১)ক্রিঃ তুলা বা অনুরূপ পদার্থের আঁশ ধুনিয়া বা টানিয়া পৃথক্ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √পিঞ্জ্ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তুলা প্রভৃতির আঁশ ধুনিয়া বা টানিয়া পৃথক্ করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

পিঁড়া—বিঃ ঘরের দাওয়া ; পিঁড়ি। [সং. পিণ্ড]।

পিঁড়ি, (কথ্য) পিঁড়ে—বিঃ ক্ষুদ্র ও নিচু কাষ্ঠা-সনবিশেষ ; আসন (লক্ষ্মীর পিঁড়ি)। [সং. পিণ্ডি]।

পিঁপড়া, (কথ্য) পিঁপড়ে, (বর্জি.) পিঁপীড়া—বিঃ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। [সং. পিপীলিকা]।

পিঁপুল—বিঃ ঔষধে ব্যবহৃত ছোট ঝাল ফল-বিশেষ বা তাহার গাছ। [সং পিপ্পলী]।

পিঁয়াজ, পিঁয়াজি, পিঁয়াজী—যথাক্রমে **পিয়াজ পিয়াজি ও পিয়াজী**-র চলিত রূপ।

পিক$_1$—বিঃ কোকিল। [সং. অপি + √কৈ + অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **পিকী**। বিঃ **-তান**—কোকিলের ধ্বনি।

পিক$_2$—বিঃ চিবান পানের রস ; থুতু। [দেশী]। বিঃ **-দান, -দানি**—পিক ফেলার পাত্র।

পিকনিক—বিঃ বনভোজন, চড়ুইভাতি। [ইং. picnic]।

পিকী—**পিক**$_1$ দ্রঃ।

পিকেটিং—বিঃ কোন-কিছু বর্জন করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করিতে দোকান কার-খানা ইত্যাদির সম্মুখে অবস্থান বা প্রহরাদান। [ইং. picketing]।

পিঙ্গল, পিঙ্গ—(১)বিঃ অগ্নিসদৃশ বা কপিল বর্ণ, পীত আভাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, কপিশ। (২)বিণঃ ঐরূপ বর্ণযুক্ত। [সং.]। **পিঙ্গলা**—(১)বিণ. **পিঙ্গল**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; (২)বিঃ তন্ত্রোক্ত নাড়িবিশেষ।

পিচ$_1$—**পিক**$_2$-এর রূপভেদ।

পিচ$_2$—বিঃ আলকাতরা হইতে প্রস্তুত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থবিশেষ। [ইং. pitch]।

পিচ$_3$—**পীচ**-এর বানানভেদ।

পিচকারি, (বর্জি.) পিচকারী—তীব্রবেগে জল ছিটাইবার যন্ত্রবিশেষ, সিরিঞ্জ। [হি.]।

পিচবোর্ড—**পিজবোর্ড**-এর রূপভেদ।

পিচাশ—(বর্ণবিপর্যয়ের ফলে) **পিশাচ**-এর বিকৃত রূপ।

পিচুটি—**পিঁচুটি**-র রূপভেদ।

পিচ্ছ—বিঃ ময়ূরপুচ্ছ ; পুচ্ছ ; চূড়া। [সং.]।

পিচ্ছিল, পিচ্ছল—বিণঃ পিছল, (প্রধানতঃ জল-কাদায় সিক্ত হওয়ার ফলে) পা হড়কাইয়া যায় এমন মসৃণ ; হড়হড়ে, লালাময়। [সং.]।

পিছ, পিছন$_1$—বিঃ পশ্চাৎ, মুখের বিপরীত দিক্ বা ভাগ। [সং. পশ্চাৎ]। বিঃ **-টান**—পিছনদিক্ হইতে আকর্ষণ ; ফেলিয়া-আসা বস্তুর প্রতি মায়া, পরিত্যক্ত সংসারের প্রতি মায়া। বিণঃ **পিছমোড়া**—দুই হস্ত পিছনের দিকে লইয়া আবদ্ধ। বিণঃ **পিছপা**—পশ্চাৎ-পদ, কর্মে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ।

পিছল, পিছলা$_1$—**পিচ্ছল**-এর কোমল ও কথ্য রূপ।

পিছলা$_2$—ক্রিঃ পিছলান। [পিছলা$_1$ দ্রঃ—তু. হি. √ফিসল]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ভূমিতলের মসৃণতাহেতু পা হড়কাইয়া যাওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

পিছা$_1$—বিঃ (প্রাদে.) ঝাঁটা। [সং. পিচ্ছিকা]।

পিছা$_2$—ক্রিঃ পিছান। [বাং. পিছ + আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পশ্চাতে হটিয়া আসা ; অন্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে না পারা ; পিছনের দিকে চলা ; কর্মাদি হইতে নিরস্ত হওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

পিছিলা$_1$—বিণঃ পিছল। [সং. পিচ্ছিল]।

পিছিলা২—বিণ: (কাব্যে) পশ্চাৎদিকস্থ ('পিছিলা ঘাটে' : চণ্ডী.)। [বাং. পিছ+ইলা]।

পিছু—**পাছু** ও **পিছ**-র রূপভেদ।

পিজবোর্ড—বি: কাগজে তৈয়ারি শক্ত ও পুরু ফলকবিশেষ। [ইং. pasteboard]।

পিঞ্জন—বি: তুলাদি ধুনিবার যন্ত্র, ধুনখারা; তুলা ধোনা। [সং √পিঞ্জ্+অন (ভা)]।

পিঞ্জর—বি: খাঁচা, পিঁজরা; পঞ্জর। [সং.]।

পিঞ্জিকা—বি: তুলার পাঁজ। [সং.]।

পিট—**পিঠ**-এর চলিত রূপ।

পিটন, পিটনা, পিটনি—**পিটা** দ্র:।

পিটপিট—অব্য: মিটমিট, আধবোজা চক্ষে দর্শনের ভাবসূচক, অস্পষ্ট দৃষ্টিনিক্ষেপের ভাবপ্রকাশক (পিটপিট করে চাওয়া); শুচিবাইজনিত স্পর্শভীতিসূচক বা অসন্তোষসূচক ভাবপ্রকাশক (সে রাতদিন পিটপিট করে)। [?]। ক্রি: **পিটপিটা**—পিটপিট করা। **পিটপিটান, পিটপিটানো**—(১)ক্রি: পিটপিট করা; (২)বি: পিটপিটানি। বি: **পিটপিটানি**—পিটপিট করা। বিণ: **পিটপিটে**—শুচিবাইজনিত স্পর্শভীতির ফলে সর্বদা খিটখিট করে এমন, শুচিবাইগ্রস্ত।

পিটা—(১)ক্রি: আঘাত করা; ঘা মারা; আঘাত করিয়া বাজান (ঢোল পিটা); প্রহার করা, মারা (ছেলেটাকে পিটছে)। (২)বি: উক্ত অর্থে। (৩)বিণ: (বিশেষণ-অর্থে **পেটা** চলিত); পিটিয়া বা ঘা মারিয়া মারিয়া পাত করা বা নিরেট করা হইয়াছে এমন (পিটা লোহা); পিটা লোহায় তৈয়ারি (পিটা কড়াই); পিটিয়া বাজান হয় এমন (পিটা ঘড়ি)। [সং. √পিট্ট+বাং. আ—তু. পিটনা]। বি: **-ই**—পিটিয়া পাত করার বা নিরেট করার কাজ (ছাদ-পিটাই, লোহা-পিটাই)। বি: **পিটন, পিটান, পিটানি পিটুনি**—পিটা; প্রহার, মার; পিটাই। বি: **পিটনা**—ছাদ মেঝে প্রভৃতি পিটিবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র মুগুরবিশেষ। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পিটা; পিটাই করান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

পিটালি, পিটুলি—বি: জল দিয়া চটকান চাউলবাটা। [সং. পিষ্টতণ্ডুল]

পিটিশন—বি: আবেদন, দরখাস্ত। [ইং. petition]।

পিট্‌টান, পিট্টান—বি: চম্পট, পলায়ন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন। [সং. প্রস্থান ?]।

পিট্‌পিট্—**পিটপিট**-এর বানানভেদ।

পিঠ—বি: পৃষ্ঠ, মুখের বিপরীত দিকে ঘাড় হইতে কোমর পর্যন্ত দেহাংশ; পশ্চাৎ (পিঠে পিঠে জন্ম); তাসখেলার দান। [সং. পৃষ্ঠ]। ক্রি: **পিঠ চাপড়ান**—উৎসাহ দিয়া বা প্রশংসা করিয়া পিঠে বারংবার মৃদু চাপড় মারা। **পিঠের চামড়া তোলা**—যৎপরোনাস্তি প্রহার করা। বিণ: **-মোড়া**—হস্তদ্বয় পিঠের দিকে লইয়া বাঁধা হইয়াছে এমন।

পিঠা—বি: পিষ্টক, মিঠাইবিশেষ। [সং. পিষ্টক]।

পিঠাপিঠি—(১)বিণ: ঠিক পর পর জাত (পিঠাপিঠি ভাই); পরস্পরের পৃষ্ঠে অবস্থিত (পিঠাপিঠি ছবি)। (২)ক্রি-বিণ: পরস্পরের পিঠে পিঠ ঠেকাইয়া (পিঠাপিঠি বসা)। [বাং. পিঠ+আ+পিঠ+ই]।

পিঠালি—**পিটালি**-র রূপভেদ।

পিড়া, পিড়ি, পিড়ে—**পিঁড়ি**-র রূপভেদ।

পিণ্ড—বি: ডেলা (মাংসপিণ্ড); পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্নের ডেলা (পিণ্ডদান); অন্নের ডেলা; দেহ। [সং.]। ক্রি: **পিণ্ড চটকান**—(অশি.) সর্বনাশ করা। বি: **-খর্জুর**—পিণ্ডাকারে সংরক্ষিত বৃহদাকার খর্জুরবিশেষ। বিণ.বি: **-দ**—মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানকারী বা পিণ্ডদানের অধিকারী; অন্নদানকারী। বি: **-দান**—হিন্দুগণ কর্তৃক মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎসর্গীকরণের অনুষ্ঠানবিশেষ। বি: **-লোপ**—পিণ্ডদানের অধিকারীদের বিনাশ; পিণ্ডদানের অধিকারী কেহ নাই এমন অবস্থা; বংশলোপ। বিণ: **পিণ্ডাকৃতি**—গোলাকৃতি ও নিরেট।

পিণ্ডারী—বি: অধুনালুপ্ত মারাঠী দস্যুদলবিশেষ। [মা. পেণ্ঢারী]।

পিণ্ডি১—**পিণ্ড**-এর কথ্য রূপ।

পিণ্ডি২**, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী**—বি: চক্রের কেন্দ্রস্থল বা নাভি; পায়ের গুলি; বেদী; রোয়াক। [সং.]।

পিণ্ডিত—বিণ: পিণ্ডাকার করা হইয়াছে এমন; একত্রীকৃত, রাশীকৃত। [সং. √পিণ্ড্+ত(র্ম)]।

পিতঃ—বি: হে জনক বা আর্য। [সং পিতৃ (সম্বোধনের ১বচন)]।

পিত্তল—বি: তামা ও দস্তা মিশাইয়া প্রস্তুত উপধাতুবিশেষ। [সং. পিত্তল]।

পিতা (-তৃ)—বিঃ জনক, বাপ। [সং. √পা+তৃ (তৃ)]। বিঃ **-মহ**—ঠাকুরদাদা, পিতার পিতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি ; ব্রহ্মা। বি(স্ত্রী): **-মহী**—ঠাকুরমা ; পিতামহের পত্নী। বিঃ **পঞ্চপিতা**—**পঞ্চ** দ্রঃ।

পিতুঃস্বসা, পিতুঃষ্বসা—**পিতৃ** দ্রঃ।

পিতৃ—বিঃ **পিতা**-র মূল সংস্কৃত রূপ। **-কল্প**—(১)বিণঃ পিতার তুল্য ; (২)বিঃ মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণাদি অনুষ্ঠান। বিঃ **-কুল**—বাপের বংশ। বিঃ **-কার্য, -কৃত্য, -ক্রিয়া**—মৃত পিতা বা পূর্বপুরুষদের শ্রাদ্ধ বা তর্পণ। বিঃ **-গণ**—পিতৃলোকবাসী যে মুনিগণ হইতে মানবগোষ্ঠী উৎপন্ন হইয়াছে ; মৃত পূর্বপুরুষগণ। বিঃ **-গৃহ** বাপের বাড়ি। বিঃ **-তর্পণ**—পিতৃপুরুষের তৃপ্তিবিধানার্থ জলদানরূপ অনুষ্ঠানবিশেষ। বিঃ **-দায়**—মৃত পিতার শ্রাদ্ধকার্যনির্বাহের গুরু-দায়িত্ব। বিঃ **-দেব**—পিতৃরূপী দেবতা। বিঃ **-পক্ষ**—প্রেতপক্ষ ; আশ্বিন-মাসীয় শুক্লপক্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কৃষ্ণপক্ষ ; পিতৃবংশ। বিঃ **-পুরুষ**—পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ। বিণঃ **-বৎ**—পিতার তুল্য। বিঃ **-বিয়োগ**—পিতার মৃত্যু। বিঃ **-ব্য**—পিতার ভ্রাতা, জেঠা বা খুড়া। বিঃ **-ভক্তি**—পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। বিঃ **-ভূমি**—পূর্বপুরুষের বা পিতা পিতামহ প্রভৃতির স্বদেশ। বিঃ **-মেধ, -যজ্ঞ**—পিতৃতর্পণ, পিতৃশ্রাদ্ধ। বিঃ **-যান**—মৃত পিতৃপুরুষদের চন্দ্রলোকে গমনের পথ। বিঃ **-রিষ্টি**—(জ্যোতিষ.) জাতকের জন্মচক্রে রাশি-গণের যে অবস্থান পিতৃবিয়োগ সূচিত করে। বিঃ **-লোক**—চন্দ্রলোকস্থিত স্থানবিশেষ যেখানে পিতৃগণ বা পূর্বপুরুষগণ বাস করেন ; মৃত পূর্ব-পুরুষগণ। বিঃ **-শোক**—পিতৃবিয়োগজনিত শোক। বিঃ **-শ্রাদ্ধ**—মৃত পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। বিঃ **-ষ্বসা** (-স্), **পিতুঃষ্বসা** (-স্), **পিতুঃস্বসা** (-স্)—পিসী, পিতার ভগিনী। বিণঃ **-সম**—পিতার তুল্য। বিঃ **-সেবা**—পিতার পরিচর্যা। বিণঃ **-স্থানীয়**—পিতার তুল্য। বিণঃ **-হন্তা** (-ন্তৃ), **-হা** (-হন্)—পিতাকে বধকারী। বিণ-(স্ত্রী): **-হন্ত্রী**।

পিত্ত, (কথ্য) **পিত্তি**—বিঃ যকৃৎ হইতে নিঃসৃত তিক্ত রসবিশেষ ; পিত্তের দোষ বা ব্যাধি (সচ. **পিত্তি**—'তেলতামাকে পিত্তিনাশ') ; অসন্তোষ বা বিরক্তি (সচ. **পিত্তি**—ঘেন্নাপিত্তি)। [সং. পিত্ত]। ক্রিঃ **পিত্ত গলা**—(পচন ধরার ফলে মৎস্যাদির) পিত্ত ফাটিয়া যাওয়া। ক্রিঃ **পিত্ত জ্বলা**—অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হওয়া ; দারুণ ক্রোধের সঞ্চার হওয়া। ক্রিঃ **পিত্ত পড়া**—ক্ষুধার সময়ে খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যহানিকররূপে পিত্তের স্রাব হওয়া। **পিত্তের দোষ**—পিত্তঘটিত ব্যাধি। বিঃ **-কোষ, পিত্তাশয়**—উদরমধ্যস্থ যে থলির ন্যায় আধারে পিত্ত সঞ্চিত থাকে। বিণঃ **-ঘ্ন, -নাশক**—পিত্তের দোষ বা প্রকোপ দূরকারী। বিঃ **-জ্বর**—পিত্তদোষজনিত জ্বর। বিঃ **-নাশ**—(মাছের পিত্ত ফাটিয়া গেলে তাহার রসে মাছ বিস্বাদ হয় বলিয়া) জঘন্যরূপ বিকৃতি। বিঃ **-বিকার**—পিত্তদোষ, পিত্তের রোগ। বিঃ **-রক্ষা**—অতি সামান্য খাদ্যদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ; (ব্যঙ্গে) নামে মাত্র আকাঙ্ক্ষাপূরণ। বিঃ **পিত্তাতিসার**—পিত্তবিকারহেতু উদরাময়।

পিত্তল—বিঃ পিতল, তামা ও দস্তার মিশ্রণ-জাত উপধাতুবিশেষ। [সং. পিত্ত+ √লা+অ]।

পিত্তাতিসার, পিত্তাশয়, পিত্তি—**পিত্ত** দ্রঃ।

পিত্তোশ, পিত্তেস—**প্রত্যাশা**-র বিকৃত রূপ।

পিত্রালয়—বিঃ বাপের বাড়ি। [সং. পিতৃ+আলয়]।

পিত্র্য—বিণঃ পিতৃ-সম্বন্ধীয়, পৈত্রিক। [সং. পিতৃ+য]।

পিদিম—**প্রদীপ**-এর বিকৃত রূপ।

পিধান—বিঃ (তরোয়াল ছোরা প্রভৃতির) খাপ ; ঢাকনি, আবরণ। [সং. অপি+ √ধা+অন]।

পিন—বিঃ কাগজ কাপড় প্রভৃতি আটকাইবার জন্য ব্যবহৃত অতি ক্ষুদ্র পেরেকবিশেষ, আলপিন। [ইং. pin]।

পিনদ্ধ—বিণঃ বন্ধন বা পরিধান করা হইয়াছে এমন। [সং. অপি+ √নহ্+ত (র্ম)]।

পিনাক—বিঃ শিবধনু ; শিবের ধনুকাকৃতি বাদ্য-যন্ত্র ; ত্রিশূল। [সং.]। বিঃ **-পাণি, পিনাকী** (-কিন্)—শিব।

পিনাল কোড—বিঃ ফৌজদারী দণ্ডবিধি [ইং. penal code]।

পিনাস, পিনেস—**পীনস**-এর রূপভেদ।

পিন্ধন—বিঃ (প্রা. কা.) পরিধান। [পিন্ধা দ্রঃ]।

পিন্ধা—ক্রিঃ (প্রা. কা.) পরিধান করা। [প্রা.

<পিংধ বা √পিণিধা]। ক্রিঃ **-ওল**—(ব্রজ.) পরিধান করাইল।

পিপা—বিঃ ঢাকের আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের পাত্রবিশেষ; তরল পদার্থের বৃহৎ আধার। [পো. pipa]।

পিপাসা—বিঃ তৃষ্ণা, (প্রধানতঃ জল) পানের ইচ্ছা; (আল.) প্রবল আকাঙ্ক্ষা। [সং. √পা + সন্ + অ (ভা) + আ]। বিণঃ **পিপাসিত, পিপাসী** (-সিন্)—পিপাসাযুক্ত; লোলুপ। বিণ(স্ত্রী): **পিপাসিতা, পিপাসিনী**। বিণঃ **পিপাসু**—পান করিতে ইচ্ছুক।

পিপীলিকা—বিঃ পিঁপড়া। [সং.]।

পিপুল—**পিঁপুল** দ্রঃ।

পিপে—**পিপা**-র কথ্য রূপ।

পিপ্পল—বিঃ অশ্বত্থ গাছ। [সং.]।

পিপ্পলি, পিপ্পলী—বিঃ ঔষধে ব্যবহৃত ছোট ঝাল ফলবিশেষ বা তাহার গাছ, পিঁপুল। [সং.]।

পিয়—**প্রিয়** ও **প্রিয়া**-র কোমল রূপ।

পিয়ন—বিঃ ডাকহরকরা; পত্রবাহক, আরদালি, বেয়ারা; পেয়াদা। [ইং. peon]। বিঃ **পিয়নি**—পিয়নগিরি, পিয়নের কাজ।

পিয়া১—**প্রিয়** ও **প্রিয়া**-র কোমল রূপ।

পিয়া২—ক্রিঃ (কাব্যে) পান করা বা পান করান। [প্রা. √পিঅ]।

পিয়াজ—বিঃ উগ্রগন্ধ কন্দবিশেষ, পলাণ্ডু। [ফা.]। বিঃ **-কলি**—পিয়াজগাছের ডাঁটা। বিঃ **পিয়াজি**—প্রধানতঃ পিয়াজদ্বারা প্রস্তুত বড়াবিশেষ। বিণঃ **পিয়াজী**—পিয়াজরঙের, ফিকা বেগুনী।

পিয়াদা—বিঃ পাইক; সংবাদবাহক, দূত; চাপরাসী। [ফা. পিয়াদহ্]।

পিয়ান, পিয়ানো১—(১)ক্রিঃ (কাব্যে) পান করান ('স্তন্যদুগ্ধ যবে পিয়াও': ক. ক.)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [পিয়া২ দ্রঃ]।

পিয়ানো২—বিঃ হারমোনিয়ম-জাতীয় বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ইং. piano]।

পিয়ার, পিয়ারা১, **পিয়ারী**—**পেয়ার**২ দ্রঃ।

পিয়ারা২—**পেয়ারা**-র গ্রাম্য রূপ।

পিয়াল—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফল অথবা বীজ। [সং.]।

পিয়ালা—বিঃ পানপাত্র, বাটি, cup। [ফা.]।

পিয়াস, পিয়াসা, পিয়াসি(সী), পিয়াসু—যথাক্রমে **পিপাসা, পিপাসা, পিপাসী** ও **পিপাসু**-র কোমল রূপ।

পিরান—বিঃ ঢিলা জামাবিশেষ। [ফা. পৈরাহান্]।

পিরামিড—বিঃ শিলাগঠিত ত্রিকোণাকার অত্যুচ্চ সমাধিস্তূপবিশেষ। [ইং. pyramid]।

পিরালী, পিরালি, (কথ্য) **পিরিলি**—বিঃ মুসলমানের অন্নগ্রহণরূপ দোষযুক্ত বলিয়া কথিত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের শ্রেণীবিশেষ। [ফা. পীর + আ. আলী]।

পিরিচ—বিঃ রেকাবি, ক্ষুদ্র ডিশ্। [পো. pires]।

পিরিত, পিরীত, পিরীতি—বিঃ প্রেম, প্রণয়, প্রীতি, অনুরাগ; গোপন বা অবৈধ প্রণয়। [সং. প্রীতি]।

পিল১—বিঃ (ঔষধের) বটিকা। [ইং. pill]।

পিল২—বিঃ হস্তী; দাবাখেলার ঘুঁটিবিশেষ। [ফা. পীল্হ্]। বিঃ **-খানা**—হস্তিশালা, হাতির আস্তাবল। বিঃ **-পা, -পে**—(হাতির পায়ের ন্যায় স্থূল বলিয়া) থাম, স্তম্ভ; জমির সীমানা-জ্ঞাপক স্তম্ভ।

পিলপিল—অব্যঃ পিপীলিকাদির ন্যায় অনেকের সমাবেশ অথবা একত্র গমন বা নির্গমনের ভাব প্রকাশক (লোক পিলপিল করছে, পিলপিল করে চলেছে, পিলপিল করে বেরুচ্ছে)।

পিলপে—**পিল**২ দ্রঃ।

পিলসুজ—বিঃ দীপাধার, শামাদান। [আ. ফতীলহ্ + ফা. সোজ]।

পিলা—বিঃ পিলে। [সং. প্লীহা]।

পিলু—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [?]।

পিলে১—বিঃ প্লীহা; প্লীহার স্ফীতিরোগ। [সং. প্লীহা]।

-পিলে২—ছেলের সহচর শব্দ (ছেলেপিলে)।

পিল্পা, পিল্পে—যথাক্রমে **পিলপা** ও **পিলপে**-র বানানভেদ।

পিশাচ—বিঃ মাংসাশী প্রেতযোনি বা ভূতবিশেষ; (আল.) নীচ নিষ্ঠুর বা জঘন্যপ্রকৃতির মানুষ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **পিশাচী**। বিণঃ **-সিদ্ধ**—সাধনাবলে কোন পিশাচকে স্বীয় দাসরূপে পাইয়াছে এমন।

পিশিত—বিঃ কাঁচা মাংস। [সং. √পিশ্ + ত]।

পিশুন—(১)বিণঃ কুৎসা-রটনাকারী; খল, ক্রূর। (২)বিঃ গুপ্তচর। [সং. √পিশ্ + উন (র্তৃ)]।

পিষণ—বিঃ বাটা; দলন, মর্দন; চূর্ণন। [সং. √পিষ্ + অন (ভা)]। বিঃ **পিষণি, পিষণী**—শিল-নোড়া; হামানদিস্তা; জাঁতা;

পিষা—(১)ক্রিঃ বাটা ; দলন করা, মর্দন করা ; চূর্ণিত করা ; (আল.) পীড়ন করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-ই**—পিষণ ; পিষণের মজুরি। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ পরের দ্বারা পিষাই ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

পিষ্ট—বিণঃ পেষা হইয়াছে এমন, চূর্ণিত, কুট্টিত, মর্দিত। [সং. √পিষ্ + ত (র্ম)]।

পিষ্টক—বিঃ পিঠা। [সং. পিষ্ট + ক]।

পিসতুত, পিসতুতা, পিসতুতো, পিসশ্বশুর, পিসশাশুড়ী, পিসা, পিসে—**পিসি** দ্রঃ।

পিসবোর্ড—**পিজবোর্ড**-এর রূপভেদ।

পিসি, পিসী—বি(স্ত্রী): পিতার ভগিনী। [সং. পিতৃষ্বসৃ]। বিণঃ **পিসতুত, পিসতুতো, পিসতুতা**—**পিসি** বা পিসশাশুড়ীর সন্তান এরূপ (পিসতুত ভাই দেওর বা শালা)। বিঃ **পিসশ্বশুর**—স্বামীর বা পত্নীর পিসা। বি(স্ত্রী): **পিসশাশুড়ী**। বি(পুং): **পিসা, পিসে**—পিসীর স্বামী।

পিস্তল—বিঃ ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ। [পো. pistola]।

পিহিত—বিণঃ খাপে-ঢাকা, পিধানে রক্ষিত ; আচ্ছাদিত। [সং. অপি + √ধা + ত (র্ম)]।

পীচ—বিঃ ফলবিশেষ। [ইং. peach]।

পীঠ—বিঃ পিঁড়ি ; বেদী ; (প্রধানতঃ দেবদেবীর) আসন বা অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, তীর্থ ; সুদর্শন-চক্রে খণ্ডবিখণ্ড সতীর দেহ যে যে স্থানে পড়িয়াছিল (একান্ন পীঠ) ; প্রতিষ্ঠান, সাধনার ক্ষেত্র (জ্ঞানপীঠ, বিদ্যাপীঠ)। [সং.]।

পীড়ক—**পীড়ন** দ্রঃ।

পীড়ন—বিঃ অত্যাচার, নির্যাতন, ক্লেশদান ; নিষ্পেষণ, মর্দন ; চাপ , সাদরে বা বিশেষভাবে গ্রহণ (পাণিপীড়ন)। [সং. √পীড্ + অন (ভা)]। বিণঃ **পীড়ক**—পীড়নকারী।

পীড়া—বিঃ কষ্ট, যন্ত্রণা, বেদনা (মনঃপীড়া, শিরঃপীড়া), রোগ, ব্যাধি (পীড়াগ্রস্ত)। [সং. √পীড্ + অ (ভা) + আ]।

পীড়াপীড়ি—বিঃ বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ , বিশেষভাবে বারংবার চাপ প্রদান। [পীড়া দ্রঃ]।

পীড়িত—বিণঃ ব্যাধিগ্রস্ত ; ক্লেশপ্রাপ্ত ; মর্দিত ; নির্যাতিত। [সং. √পীড্ + ত (র্ম)]।

পীড্যমান—বিণঃ পীড়িত হইতেছে এমন। [সং. √পীড্ + আন (মান) (র্ম)]।

পীত—(১)বিঃ হরিদ্রাবর্ণ। (২)বিণঃ হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট, হলদে ; পান করা হইয়াছে এমন। [সং. √পা + ত (র্ম)]। বিঃ **-ধড়া**—হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত কটিবাস ; শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় বস্ত্র। **-বাস, পীতাম্বর**—(১)বিঃ হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র ; (পীতবস্ত্রধারী) শ্রীকৃষ্ণ ; (২)বিণঃ পীতবস্ত্রধারী।

পীন—বিণঃ প্রবৃদ্ধ, স্থূল (পীনপয়োধর)। [সং. √প্যায়্ + ত (র্তৃ)]।

পীনস—বিঃ নাসিকার ক্ষতরোগবিশেষ। [সং.]।

পীনাল কোড—**পিনাল কোড**-এর বানানভেদ।

পীনোন্নত—বিণঃ স্থূল ও উঁচু। [সং. পীন + উন্নত]।

পীবর—বিণঃ পীন, স্থূল, পরিপুষ্ট ; বলিষ্ঠ। [সং. √প্যায়্ + বর (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **পীবরা, পীবরী**—স্থূলাঙ্গী।

পীযূষ—বিঃ অমৃত। [সং.]।

পীর—বিঃ মুসলমান সাধু, মহাপুরুষ (সত্যপীর)। [ফা.]।

পীরিতি—**পিরিত**-এর রূপভেদ।

পুং১—**পুনশ্চ**-এর সংক্ষিপ্ত লেখ্য রূপ।

পুং২—(১)বিঃ (অন্য শব্দ বা প্রত্যয়ের পূর্বে পুম্স্শব্দের রূপ) পুরুষ প্রাণী। (২)বিণঃ পুরুষজাতীয়। [সং.]। বিঃ **-কেশর**—যে অংশে পরাগ জন্মে, stamen। বিঃ **-গব**—**পুঙ্গব** দ্রঃ। বিণঃ **-বাচক**—পুরুষ বোঝায় এমন। **-লিঙ্গ**—(১)বিঃ (ব্যাক.) শব্দের পুরুষবাচকত্ব ; পুংশ্চিহ্ন ; শিশ্ন ; (২)বিণঃ পুরুষবাচক। বি(স্ত্রী): **-শ্চলী**—বেশ্যা, কুলটা। বিঃ **-শ্চিহ্ন**—পুরুষের শিশ্ন ও অন্যান্য দৈহিক লক্ষণ (যেমন, গোঁপদাড়ি)। বিঃ **-সন্তান**—ছেলে। বিঃ **-সবন**—গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে পুত্রসন্তানকামনায় পালনীয় সংস্কারবিশেষ। বিঃ **-স্কোকিল**—পুরুষ কোকিল। বিঃ **-স্ত্ব**—পুরুষত্ব ; বীর্য ; পুংলিঙ্গতা।

পুঁই—বিঃ ভক্ষ্য শাকবিশেষ অথবা উহার ডাঁটা বা লতানে গাছ। [সং. পুতিকা]। ক্রিঃ **পুঁইয়ে পাওয়া**—যে রোগে শিশুরা ডাঁটার মত ক্রমশঃ শুকাইয়া ক্ষীণ হইয়া যায় তাহাতে আক্রান্ত হওয়া। বিণঃ **-য়া, -পুঁয়ে**—পুঁই-ডাঁটার মত লতানে (পুঁইয়া সাপ)। **পুঁইয়ে-পাওয়া, পুঁয়ে-পাওয়া**—(১)বিঃ যে রোগে শিশুদের শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়, infantile atrophy, (অশু.) rickets ; (২)বিণঃ উক্ত রোগগ্রস্ত।

পুঁচকে—বিণঃ নিতান্ত ক্ষুদ্র। [দেশী]।

পুঁছা—(১)ক্রিঃ মোছা, সম্মার্জন করা। (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. প্র + √উঞ্ছ্ + বাং.

আ]। -ন, নো—(১)ক্রিঃ মোছান ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

পুঁজ—বিঃ পাকা ফোড়া বা ক্ষতাদি হইতে নিঃসৃত বিকৃত রক্ত। [সং. পূয]।

পুঁজি—বিঃ সঞ্চিত ধন, রেস্ত ; মূলধন ; সঞ্চয় ; সম্বল ; পুঞ্জ। [সং. পুঞ্জ]। বিঃ **-পাটা**—স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ্ ; সঞ্চিত ধনসম্পত্তি।

পুঁটলি, পুঁটুলি—বিঃ ছোট গাঁঠরি বা বোঁচকা। [সং. পোট্টলী]।

পুঁটি, পুঁটী, পুঁঠি, পুঁঠী—বিঃ ক্ষুদ্রকায় মৎস্য-বিশেষ। [সং. প্রোষ্ঠী]। **পুঁটিমাছের প্রাণ**—পুঁটিমাছের ন্যায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তি বা অকিঞ্চিৎকর শক্তি ; ক্ষুদ্রচেতা লোক।

পুঁটে—বিঃ বালাজাতীয় গহনার মুখ ; ঘুন্টি। [দেশী]।

পুঁতা—(১)ক্রিঃ ভূমি গৃহতল প্রাচীর প্রভৃতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ঢুকাইয়া রাখা, গাড়া ; রোপণ করা (চারা পুঁতা)। (২) বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √প্রোথ্+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ গাড়ান ; রোপণ করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

পুঁতি—বিঃ মুক্তাকারে নির্মিত ছিদ্রযুক্ত কাচের টুকরা (পুঁতির মালা)। [তু. হি. পোতী < সং. প্রোত-]।

পুঁথি—বিঃ পুস্তক ; হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক। [সং. পুস্তিকা]। বিণঃ **-গত**—পুঁথিতেই নিবদ্ধ অর্থাৎ অকার্যকর বা প্রয়োগরহিত। ক্রিঃ **পুঁথি বাড়ান**—বিনা প্রয়োজনে বাড়াইয়া লেখা বা বলা। বিঃ **-শালা**—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী।

পুকুর—বিঃ ক্ষুদ্র জলাশয়বিশেষ, পুষ্করিণী। [সং. পুষ্কর]। বিঃ **পুকুর-চুরি**—বিরাট আকারের জুয়াচুরি বা অনুরূপ অপকর্ম। ক্রিঃ **পুকুর ঝালান**—পুকুর হইতে পাঁক এবং অন্যান্য আবর্জনা তুলিয়া ফেলিয়া নূতন জল আনা। **পুকুর প্রতিষ্ঠা করা**—পুকুর কাটাইয়া শাস্ত্রবিহিতভাবে উৎসর্গ করা।

পুঙ্খ—বিঃ বাণমূল। [সং.]। বিণঃ **পুঙ্খানুপুঙ্খ**—(বাং.) তন্ন তন্ন, অতি সূক্ষ্ম, পাতিপাতি।

পুঙ্গব, পুংগব—বিঃ বৃষ, ষণ্ড ; (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ জন (নরপুঙ্গব)। [সং. পুম্স্+গো+অ]।

পুচ্ছ—বিঃ লেজ, লাঙ্গুল ; পশ্চাদ্ভাগ। [সং. √পুচ্ছ্+অ (র্তৃ)]।

পুছা—ক্রিঃ (কাব্যে বা গ্রা) প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা ('পুছত গোবিন্দদাস' : গো. দা) ; গ্রাহ্য করা (তাকে কেউ পোছে না)। [সং. √প্রচ্ছ্+বাং. আ—তু.হি. √পুছ্]।

পুজারি, (কথ্য.) **পূজারি**—বিণ.বিঃ পূজাজীবী, পূজারী। [পূজা দ্রঃ]।

পুঞ্জ—বিঃ স্তূপ, রাশি, সমূহ। [সং]। বিণঃ **পুঞ্জিত, পুঞ্জীভূত**—জমিয়া উঠিয়াছে এমন, সঞ্চিত, রাশীভূত। বিণঃ **পুঞ্জীকৃত**—জমান হইয়াছে এমন, স্তূপীকৃত, রাশীকৃত।

পুট১—বিঃ মেরুদণ্ড হইতে বগল পর্যন্ত দেহাংশ বা তাহার দৈর্ঘ্য। [সং. পৃষ্ঠ ?]।

পুট২—বিঃ আধার, পাত্র, কোষ (করপুট) ; কোটা, ঠোঙ্গা, খাপ (পর্ণপুট) ; যদ্দ্বারা ধরা বা আবৃত করা যায় (চঞ্চুপুট, কক্ষপুট) ; ঔষধের পাকপাত্র, মুচি (পুটপাক)। [সং. √পুট্+অ (র্ম)]। বিঃ **-ক**—ঠোঙ্গা, পত্রাদিনির্মিত পাত্র।

পুটলি—**পুঁটলি**-র রূপভেদ।

পুটিং—বিঃ কাচ কাঠ ইত্যাদি জুড়িবার জন্য বা ফাঁক বুজাইবার জন্য খড়িচূর্ণ তিসির তেল প্রভৃতি মিশাইয়া প্রস্তুত পলস্তারাবিশেষ। [ইং putty]।

পুটিত—বিণঃ ঠুসিতে বা মুচিতে অগ্নি-পক্ব ; আবৃত ; গ্রথিত ; মর্দিত। [সং. √পুট্+ত (র্ম)]।

পুটুলি, পুটুলী—**পুঁটুলি**-র বানানভেদ।

পুডিং—বিঃ ছানা ডিম প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [ইং. pudding]।

পুড়ানি—**পুড়া** দ্রঃ।

পুড়া—(১)ক্রিঃ দগ্ধ হওয়া ; জ্বালা করা (রোদে গা পুড়ছে) ; অত্যন্ত গরম হওয়া (জ্বরে গা পুড়ছে) ; অত্যন্ত সন্তপ্ত হওয়া (মন পুড়ছে)। (২)বিঃ দহন ; যন্ত্রণা। (৩)বিণঃ দগ্ধ। [সং. √পুট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ দগ্ধ করা ; জ্বালা বা যন্ত্রণা দেওয়া ; অত্যন্ত গরম করা ; সন্তপ্ত করা ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **পুড়ানি, -নি, পুড়নে**—দাহ ; জ্বালা, যন্ত্রণা ; সন্তাপ। বিণঃ **-নিয়া, -নে**—দাহকর ; জ্বালাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক ; সন্তাপজনক।

পুণ্ডরীক—বিঃ শ্বেতপদ্ম। [সং.]। বিঃ **পুণ্ডরীকাক্ষ**—পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি (চোখ) যাঁহার, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র—বিঃ ইক্ষুবিশেষ ; তিলক, ফোঁটা ; বঙ্গের প্রাচীন জাতিবিশেষ (=পোদ) বা তাহাদের দেশ (=উত্তরবঙ্গ)। [সং.]।

পুণ্য—(১)বিঃ সৎকার্য, ধর্মানুষ্ঠান ; সুকৃতি, সৎকার্যাদির যে শুভ ফলে পরলোকে সদ্গতি লাভ হয়। (২)বিণঃ পবিত্র (পুণ্যতীর্থ) ; ধার্মিক, পুণ্যবান্ (পুণ্যাত্মা)। [সং.]। বিঃ **-ক**—পুণ্যলাভার্থে পালনীয় ব্রত-উপবাসাদি। বিণঃ **-কর্মা** (-র্মন্) —পুণ্যকর্মকারী। বিঃ **-কাল**—ধর্মানুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত সময়। বিঃ **-কীর্তি**—ধার্মিক বা পুণ্যবান্ বলিয়া খ্যাতিসম্পন্ন। বিঃ **-ক্ষয়**—সঞ্চিত পুণ্যের হ্রাস। বিঃ **-ক্ষেত্র**—পবিত্র স্থান; তীর্থ। বিণঃ **-তোয়া**—(নদীসম্বন্ধীয়) পবিত্র জলপূর্ণ। বিণঃ **-দ**—পুণ্যদানকারী, পুণ্যজনক। বিণ(স্ত্রী): **-দা**। বিণঃ **-দর্শন**—(যাহাকে) দেখিলে পুণ্যলাভ হয় এমন। বিঃ **-বল**—কৃত পুণ্যকার্যের ফলে অর্জিত শক্তি বা অধিকার। বিণঃ **-বান্** (বৎ)—পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে এমন ; ধার্মিক। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-যোগ**—শুভযোগ, শাস্ত্রমতে পুণ্যকর্মাদি অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত সময়। বিঃ **-লোক**—পবিত্র ভুবন ; স্বর্গ। বিণঃ **-শীল**—পুণ্যকর্ম-সাধনের স্বভাবযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-শীলা**। বিণঃ **-শ্লোক**—পুণ্যকীর্তি ; পবিত্রচরিত্র। বিঃ **-সঞ্চয়**—পুণ্যকর্মাদি পালনদ্বারা ভবিষ্যতে বা পরলোকে শুভফললাভের অধিকার সঞ্চয়। বিণঃ **পুণ্যাত্মা** (-ত্মন্)—ধার্মিক, পুণ্যবান্। বিঃ **পুণ্যাহ**—পুণ্যকর্মানুষ্ঠানের পক্ষে শাস্ত্রমতে প্রশস্ত দিন ; (বাং.) জমিদার কর্তৃক প্রজাগণের নিকট হইতে নূতন বৎসরের জন্য খাজনা আদায় করার আরম্ভরূপ অনুষ্ঠান।

পুণ্যি—**পুণ্য**-র কথ্য রূপ। বিঃ **পুণ্যিপুকুর**—হিন্দু কুমারীদের ব্রতবিশেষ।

পুত—বিঃ (গ্রা.) পুত্র। [সং. পুত্র]। বি(স্ত্রী): **পুতী**—পৌত্রী। বিণ(স্ত্রী): **পুতন্তী**—(গ্রা.) পুত্রবতী।

পুতলি—বিঃ পুতুল (স্নেহের পুতলি) ; চোখের তারা (নয়নপুতলি)। [সং. পুত্তলি]।

পুতুপুতু—অব্যঃ রক্ষণাবেক্ষণ বা প্রতিপালনে যত্ন ও সতর্কতার আতিশয্যসূচক। [দেশী]।

পুতুল—বিঃ (প্রধানতঃ ক্রীড়নকরূপে নির্মিত) জীবাদির প্রতিমূর্তি ; (ব্যঙ্গে) প্রতিমা (পুতুল-পূজা)। [সং. পুত্তল]। বিঃ **-খেলা**—পুতুল লইয়া খেলা ; (আল.) ছেলেখেলা। বিঃ **-নাচ**—খেলাবিশেষ : ইহাতে সূত্রাদির সাহায্যে পুতুলসমূহকে এমনভাবে নাচান হয় যে সেগুলিকে জীবন্ত বলিয়া মনে হয়।

পুত্তল, পুত্তলক—বিঃ খড় পাতা প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারি শবপ্রতিমূর্তি, পর্ণনর ; পুতুল। [সং. পুত্র+ √লা+অ (র্তৃ),+ক]।

পুত্তলি, পুত্তলী, পুত্তলিকা—বিঃ পুতুল ; জীবদেহের মৃত্তিকাদি নির্মিত প্রতিমূর্তি। [সং.]। বিঃ **-পূজা**—মূর্তিপূজা।

পুত্তিকা—বিঃ উইপোকা ; মউমাছি। [সং.]।

পুত্র, পুত্ত—বিঃ পুরুষ-সন্তান, ছেলে, তনয়, নন্দন, সুত ; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি। [সং.]। বিঃ **-ক**—পুত্র ; স্নেহপাত্র। বি(স্ত্রী): **-কা, পুত্রিকা**—কন্যা, মেয়ে ; দত্তা কন্যা ; পুতুল। বিণঃ **-কাম**—পুত্রলাভে অভিলাষী। বিণ(স্ত্রী): **-কামা**। বি(স্ত্রী): **-বধূ**—পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের স্ত্রী। বি(স্ত্রী): **পুত্রী**—কন্যা-সন্তান, মেয়ে, তনয়া, নন্দিনী ; কন্যাস্থানীয়া পাত্রী। বিণঃ **পুত্রীয়**—পুত্রসম্বন্ধীয় ; পুত্রনিমিত্ত। বিঃ **পুত্রেষ্টি**—পুত্রকামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিশেষ।

পুথি—**পুঁথি**-র অপ্র. রূপ।

পুদিনা—বিঃ সুগন্ধি শাকবিশেষ। [ফা. পোদিনাহ্]।

পুন—**পুনঃ**-র চলিত ও কোমল রূপ।

পুনঃ (-নর্)—অব্যঃ ক্রি-বিণঃ আবার, দ্বিতীয় বার। [সং.]। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-পুনঃ**—বারংবার। বিঃ **পুনরধিকার**—হারান বস্তু পুনরায় আয়ত্তে আনয়ন। অব্য.ক্রি-বিণঃ **পুনরপি**—পুনশ্চ, আবারও। বিঃ **পুনরাগমন**—প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা। বিঃ **পুনরাবৃত্তি**—পুনরায় পাঠকরণ বা কথন ; পুনরায় করণ বা সঙ্ঘটন ; প্রত্যাবর্তন। বিণঃ **পুনরাবৃত্ত**—প্রত্যাবৃত্ত ; পুনর্বার কৃত কথিত বা সঙ্ঘটিত। অব্য.ক্রি-বিণঃ **পুনরায়**—আবার। বিণঃ **পুনরুক্ত**—পুনরায় বলা হইয়াছে এমন। বিঃ **পুনরুক্তি**—পুনরায় কথন ; পুনরায় যাহা বলা হইয়াছে। বিণঃ **পুনরুজ্জীবিত**—পুনরায় জীবন বা চেতনা লাভ করিয়াছে এমন। বিঃ **পুনরুত্থান**—পুনরায় উত্থান ; (খ্রিস্টধর্মে) মৃত্যুর পরে যিশুর সশরীর পুনর্জীবনলাভ অর্থাৎ শাশ্বত জীবনলাভ, কবর হইতে মৃতের আত্মার উত্থান, resurrection ; পুনরায় জাগরণ বা উন্নতি। বিণঃ **পুনরুত্থিত**—পুনরুত্থানপ্রাপ্ত। বিঃ **পুনরুৎপত্তি, পুনরুদ্ভব, পুনর্জন্ম**—পুনরায় উৎপত্তি বা জন্ম ; মরিয়া পুনরায় উৎপন্ন হওয়া বা জন্মলাভ। বিণঃ **পুনরুৎপন্ন, পুনরুদ্ভূত, পুনর্জাত**—

পুনরায় বা মৃত্যুর পরে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা জন্মিয়াছে এমন। বিঃ **পুনর্জীবন**—পুনঃপ্রাপ্ত জীবন; নূতন জীবন; একবার মৃত্যুর পরে পুনঃপ্রাপ্ত জীবন। বিঃ **পুনর্নব**—নখ। বিঃ **পুনর্নবা**—শাকবিশেষ। বিঃ **পুনর্বসতি**—এক স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ভিন্নস্থানে বসতিস্থাপন, বা উক্ত নূতন বসতি, rehabilitation। বিঃ **পুনর্বসু**—(জ্যোতিষ.) সপ্তম নক্ষত্র। ক্রি-বিণঃ **পুনর্বার**—পুনরায়, আবার। বিঃ **পুনর্বাসন**—স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগকারীকে নূতন স্থানে উপনিবেশিত করণ। বিঃ **পুনর্বিচার**—একবার বিচার হইয়া যাওয়া বিষয়ের নূতন করিয়া বিচার। **পুনর্ভব**—(১)বিণঃ পুনর্বার উৎপন্ন বা জাত; (২)বিঃ পুনর্জন্ম, জন্মান্তর; নখ। বিঃ **পুনর্ভূ**—বিধবা হইবার পর পুনরায় বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা হওয়ার পর ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা স্ত্রী। বিঃ **পুনর্মিলন**—বিরহের পর পুনরায় মিলন। **পুনর্মূষিকো ভব**—পুনরায় ইঁদুর হও; (আল.) পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হও। বিঃ **পুনর্যাত্রা**—পুনর্বার গমন বা আগমন; উলটা রথ। অব্য. ক্রি-বিণঃ **পুনশ্চ**—পুনরপি, আবারও।

পুন্নাগ—বিঃ শ্বেতপদ্ম, শ্বেতহস্তী; নাগকেশর বৃক্ষ; নরশ্রেষ্ঠ। [সং. পুমস্+নাগ]।

পুন্নামনরক—বিঃ 'পুং'-নামক নরক যেখানে অপুত্রকদিগকে যাইতে হয়। [সং পুং+নামন্+নরক]।

পুব—**পূর্ব**-এর কোমল ও কথ্য রূপ। বিণঃ **পুবাল, পুবালি, পুবালী, পুবে**—পূর্বদিক্ হইতে আগত বা প্রবাহিত।

পুয়া, পুয়ান (-নো)—যথাক্রমে **পোহা** ও **পোহান**-র কথ্য রূপ।

পুর১—বিঃ যাহা পিষ্টকাদির ভিতরে পোরা হয় (ক্ষীরের পুর)। [পুরা২ দ্রঃ]।

পুর২—বিঃ গৃহ, আলয়, নিকেতন, ভবন (নন্দপুর); নগর, শহর, গ্রাম (হস্তিনাপুর)। [সং.]। বিঃ **-দ্বার**—নগরের বা গৃহের দ্বার। বিঃ **-নারী, পুরস্ত্রী**—অন্তঃপুরবাসিনী নারী; কুলনারী। বিণঃ **-বাসী (-সিন)**—নগরবাসী; গৃহস্থ। বিণ(স্ত্রী): **-বাসিনী**।

পুরঃসর—বিণঃ অগ্রসর; (সমাসে) ক্রিয়াবিশেষণ-পদ গঠনকারী উত্তরপদবিশেষ (যথা—প্রণামপুরঃসর=আগে প্রণাম করিয়া, প্রণামপূর্বক)। [সং. পুরস্+√সৃ+অ]।

পুরতঃ (-তস্), (চলিত) **পুরত**—অব্যঃ সম্মুখে, অগ্রে। [সং.পুর+অতস্ (র্তৃ)]।

পুরদ্বার, পুরনারী—**পুর**২ দ্রঃ।

পুরন্ত—বিণঃ পরিপুষ্ট, নিটোল; সম্পূর্ণ। [পুরা২ দ্রঃ]।

পুরন্দর—বিঃ ইন্দ্র। [সং. পুর+√দৃ+অ]।

পুরন্ধ্রী, পুরন্ধ্রি—বিঃ গৃহিণী; প্রবীণা কুলাঙ্গনা; পতিপুত্রবতী স্ত্রী। [সং. পুর+√ধৃ+অ (র্তৃ)+ঈ]।

পুরব—**পূর্ব**-এর কোমল রূপ।

পুরবাসী—**পুর**২ দ্রঃ।

পুরবী—**পূরবী**-র বানানভেদ।

পুরশ্চরণ—বিঃ অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইষ্টদেবতার পূজার্চনা ইত্যাদি। [সং.পুরস্+√চর্+অন(ভা)]।

পুরস্কার—বিঃ পারিতোষিক, বকশিশ; অভ্যর্থনা, পূজা ('বসাইলা আসনে তারে করি পুরস্কার': চৈ.ভা.); সমাদর, সম্মান ('বণিক-সমাজে তারে করে পুরস্কার': ক.ক.)। [সং. পুরস্+√কৃ+অ (র্ম)]। বিণঃ **পুরস্কৃত**—পুরস্কারপ্রাপ্ত। বিঃ **পুরস্ক্রিয়া**—পুরস্কার-দান।

পুরস্ত্রী—**পুর**২ দ্রঃ।

পুরহর—বিঃ ত্রিপুরারি, শিব। [সং. পুর (=ত্রিপুরাসুর)+√হৃ+অ (র্তৃ)]।

পুরা১—অব্যঃ পূর্বে, পুর্বকালীন, প্রাচীন। [সং.]।

পুরা২—(১)ক্রিঃ পূর্ণ করা, ভরতি করা (কলসি জলে পুরা); ভরা, ঢোকান (ঝুলিতে কাপড় পুরা); ভিতরে আবদ্ধ করা (জেলে পুরা); ফুঁ দিয়া বাজান (বেণু পুরা); সম্পূর্ণ হওয়া (কাজ পুরা); মিটা (আশা পুরা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ পরিপূর্ণ (পুরা কলসি); সম্পূর্ণ, অখণ্ড (পুরা সময়, পুরা দেশটা)। (৪)বিণ.বিণ.-ক্রি-বিণঃ পূর্ণরূপে, পুরাপুরি (পুরা পাঁচ হাত, পুরা জানা)। [সং. √পুরি]।

পুরাকাল—বিঃ প্রাচীন কাল। [পুরা১+কাল]।

পুরাঙ্গনা—বিঃ পুরনারী, কুলনারী। [সং. পুর-(বাসিনী)+অঙ্গনা]।

পুরাণ—(১)বিঃ প্রাচীন কালের ইতিহাস বা জনশ্রুতি লইয়া রচিত শাস্ত্রবিশেষ (সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর ও বংশানুচরিত: পুরাণের এই পাঁচটি লক্ষণ; বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণ প্রসিদ্ধ; ইহা ছাড়া বহু উপপুরাণ

রহিয়াছে)। (২)বিণ: পুরাতন, প্রাচীন; অনাদি। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **পুরাণা, পুরাণী**। বিণ: **-কর্তা** (-র্তৃ), **-কার**—পুরাণ-রচয়িতা। বি: **-পুরুষ**—পরব্রহ্ম, বিষ্ণু। বি: **-প্রসিদ্ধি**—পুরাণশাস্ত্রে উল্লেখ; অতি প্রাচীন খ্যাতি।

পুরাতত্ত্ব—বি: প্রাচীনকালের বৃত্তান্ত, প্রাচীন ইতিহাস। [পুরা১+তত্ত্ব]। **পুরাতাত্ত্বিক**—(১)-বিণ: প্রাচীনকালের ইতিহাস-সংক্রান্ত বা উক্ত ইতিহাসজ্ঞ। (২) বি: প্রাচীনকালের ইতিহাসে পণ্ডিত।

পুরাতন—বিণ: প্রাচীন (পুরাতন যুগ); বৃদ্ধ (পুরাতন লোক); পরিত্যক্ত বা সেকেলে (পুরাতন ফ্যাশন); দীর্ঘপ্রচলিত (পুরাতন প্রথা); অভিজ্ঞ (পুরাতন কর্মচারী); দাগী (পুরাতন পাপী)। [সং. পুরা+তন]। বিণ(স্ত্রী): **পুরাতনী**।

পুরাদস্তুর—ক্রি-বিণ: পূর্ণমাত্রায়, সম্পূর্ণরূপে। [বাং. পুরা২+ফা. দস্তুর]।

পুরাধ্যক্ষ—বি: নগরী বা গৃহের কর্তা বা তত্ত্বাবধায়ক। [সং. পুর১+অধ্যক্ষ]।

পুরান১, **পুরানো**১, (প্রাদে.) **পুরানা**—বিণ: প্রাচীন, পুরাতন, সেকেলে (পুরান কথা, পুরান আমল); বৃদ্ধ (পুরান লোক); অভিজ্ঞ (পুরান কর্মচারী); দাগী (পুরান পাপী)। [সং. পুরাতন]।

পুরান২, **পুরানো**২—(১)ক্রি: পূর্ণ করা, মিটান (সাধ পুরান, অভাব পুরান)। (২)বি: উক্ত অর্থে। [পুরা২ দ্র:]।

পুরাপুরি—(১)বিণ: সম্পূর্ণ। (২)বিণ-বিণ.ক্রি-বিণ: সম্পূর্ণরূপে। [পুরা২ দ্র:]।

পুরাবিৎ (-বিদ্)—বি: পুরাতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। [সং. পুরা১+√বিদ্+অ (র্তৃ)]।

পুরাবৃত্ত—**পুরাতত্ত্ব**-র অনুরূপ।

পুরি—বি: আটার লুচি। [সং. পুরিকা]।

পুরিয়া—বি: কাগজের মোড়ক; কাগজে মোড়া ঔষধাদি বা অনুরূপ বস্তু। [হি. পুড়িয়া<সং. পুটিক]।

পুরী১—**পুরি**-র বানানভেদ।

পুরী২—বি: ভবন, গৃহ, আলয় (রাজপুরী); নগরী; ওড়িশার অন্তর্গত জগন্নাথক্ষেত্র (পুরীধাম); সন্ন্যাসীদের উপাধিবিশেষ (ঈশ্বরপুরী)। [সং. পুর+ঈ]।

পুরীষ—বি: বিষ্ঠা, মল। [সং. পৄ+ঈষ]।

পুরু—বিণ: স্থূল, মোটা; ভাঁজবিশিষ্ট (সাতপুরু)। [দেশী]।

পুরুখ—**পুরুষ**-এর প্রা. অপ্র. কোমল রূপ।

পুরুত, (অপ্র.) **পুরুৎ**—**পুরোহিত**-এর কথ্য রূপ।

পুরুষ—(১)বি: নর, মনুষ্য (মহাপুরুষ); পুং-জাতীয় প্রাণী; আত্মা (পুরুষ ও প্রকৃতি); ঈশ্বর, পরব্রহ্ম; (বাং.) বংশের পর্যায় (সাতপুরুষ); (ব্যাক.) যদ্দ্বারা (আমি তুমি বা সে—এইরূপে) ব্যক্তির ভেদ বোধগম্য হয়, person (উত্তম মধ্যম ও প্রথম পুরুষ)। (২)বিণ: পুংজাতীয় (পুরুষজন্তু)। [সং.]। বি: **-কার**—পৌরুষ; দৈব-নিরপেক্ষ প্রযত্ন বা উদ্যম। বি: **-ত্ব**—পৌরুষ; উদ্যম; তেজ; পুরুষের রতিশক্তি (পুরুষত্বহানি)। বি: **-পরম্পরা**—বংশানুক্রম। **-প্রকৃতি**—(১)বি: সাংখ্যদর্শনোক্ত চৈতন্যময় পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; ঈশ্বর ও মায়া; পুরুষ ও স্ত্রী, যুগল, মিথুন; পুরুষের স্বভাব। (২)বিণ: পুরুষের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট। বি: **-পুঙ্গব, -ব্যাঘ্র, -শার্দূল, -সিংহ**—নরশ্রেষ্ঠ। বি: **-মানুষ**—পুরুষ, নর; পৌরুষপূর্ণ ব্যক্তি। বিণ: **-সুলভ**—পুরুষোচিত। বি: **পুরুষাঙ্গ**—পুং-প্রাণীর জননেন্দ্রিয়। বি: **পুরুষাদ্য**—পরব্রহ্ম; বিষ্ণু; জিনবিশেষ। ক্রি-বিণ: **পুরুষানুক্রমে**—বংশপরম্পরায়। বি: **পুরুষার্থ**—পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্বর্গ: ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ; সুখ; মুক্তি। বি: **পুরুষালি**—পুরুষের ভাব, পুরুষ-পুরুষ ভাব (স্ত্রীলোকের পুরুষালি অসহ্য)। বিণ: **পুরুষালী**—পুরুষসুলভ, পুরুষবৎ (পুরুষালী মেয়ে)। বিণ: **পুরুষোচিত**—পুরুষের অর্থাৎ মরদের উপযুক্ত। বি: **পুরুষোত্তম**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; পরব্রহ্ম, বিষ্ণু, জগন্নাথদেব।

পুরুষ্টু—বিণ: (কথ্য) পরিপুষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল। [বাং. পুরু+সং. পুষ্ট]।

পুরোগ, পুরোগামী (-মিন্)—বিণ: অগ্রে সম্মুখে বা পূর্বে যায় এমন; অগ্রগামী; নায়ক, প্রধান। [সং. পুরস্+√গম্+অ (র্তৃ),+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ: **পুরোগত**—অগ্রে সম্মুখে বা পূর্বে গিয়াছে এমন।

পুরোধাঃ (-ধস্), (চলিত) **পুরোধা**—বি: পুরোহিত। [সং. পুরস্+√ধা+অস্ (র্ম)]।

পুরোবর্তী (র্তিন্)—বিণ: সম্মুখে বা অগ্রে অবস্থিত। [সং. পুরস্+√বৃৎ+ইন্]।

পুরোভূমি—বি: সম্মুখবর্তী ভূমি; চিত্রের বা দৃশ্যের সম্মুখের অংশ, foreground। [সং. পুরস্+ভূমি]।

পুরোযায়ী (-য়িন্)—বিণ: অগ্রগামী, প্রবর্তক। [সং. পুরস্+ √যা+ইন্ (র্তৃ)]।
পুরোহিত—বি: গৃহস্থের মঙ্গলার্থ যিনি দেবার্চনাদি করেন, ঋত্বিক্, যজনকর্তা। [সং. পুরস্ + √ধা+ত (র্ম)]।
পুল—বি: সেতু, সাঁকো। [ফা.]।
পুলক—বি: রোমাঞ্চ, ভাবাবেগবশতঃ দেহের লোম খাড়া হইয়া উঠা; (বাং.) আনন্দ, হর্ষ। [সং.]। বিণ: **পুলকিত**—রোমাঞ্চিত; (বাং.) আনন্দিত।
পুলটিস—বি: ফোড়া ক্ষত প্রভৃতিতে লাগাইবার জন্য গরম মলমবিশেষ। [ইং. poultice]।
পুলি১—বি: পিষ্টকবিশেষ (ক্ষীরপুলি, চন্দ্রপুলি)। [সং. পোলী]।
পুলি২—বি: আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান নগর পোর্ট ব্লেয়ার যেখানে ইংরেজ আমলে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত ভারতীয় অপরাধীদের শাস্তিভোগের জন্য পাঠান হইত। [ইং. Port Blair]। বি: **-পোলাও**—নির্বাসনদণ্ড, দ্বীপান্তর (তার পুলিপোলাও হয়েছে)।
পুলিন—বি: নদ্যাদির বালুকাময় তীরের যে পর্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, সৈকত, চড়া। [সং.]।
পুলিন্দা—বি: পুঁটলি, বাণ্ডিল। [হি.]।
পুলিস, (বর্জি.) **পুলিশ**—বি: শান্তিরক্ষাদি কার্যে নিযুক্ত সরকারী বিভাগ, আরক্ষা; আরক্ষাবিভাগের কর্মচারী, আরক্ষিক, কোতোয়াল। [ইং. police]। বি: **-স্টেশন**—কোতোয়ালী থানা।
-পুলে—বি: **ছেলে**-র সমার্থক সহচর শব্দ (ছেলেপুলে)। [দেশী]।
পুশিদা—বিণ: লুক্কায়িত; অন্তরালবর্তী; গুপ্তভাবে অবস্থিত। [ফা.]।
পুষা—(১)ক্রি: লালন করা; পালন করা; বশ মানাইয়া পালন করা (সে বাঁদর পুষেছে); সযত্নে রক্ষা করা (আশা পুষে রাখা)। (২)বি: উক্ত অর্থে। [সং. √পুষ্+বাং. আ]।
পুষ্কর—বি: পদ্ম; পদ্মকোষ; জল; মেঘবিশেষ; আকাশ; আজমীরের নিকটবর্তী হিন্দু তীর্থরূপে পরিগণিত হ্রদবিশেষ। [সং.]।
পুষ্করিণী—বি: পুকুর, সরোবর। [সং. পুষ্কর +ইন্+ঈ]।
পুষ্ট—বিণ: প্রতিপালিত; বর্ধিত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; মোটাসোটা, নধর; পরিণত, সুপক্ব। [সং. √পুষ্+ত (র্ম)]। বি: **পুষ্টি**—পোষণ, পালন, বর্ধন; বৃদ্ধি; পরিপুষ্ট ভাব, স্থূলতা; পরিণতি। বিণ: **পুষ্টিকর**—পুষ্টিদানকারী (পুষ্টিকর খাদ্য)।
পুষ্প—বি: ফুল, কুসুম, প্রসূন; স্ত্রী-রজঃ; চক্ষুর রোগবিশেষ। [সং.]। বি: **-ক**—আকাশগামী পৌরাণিক রথবিশেষ, কুবেরের রথ। বি: **-কেতন, -কেতু, -ধন্বা** (-ন্বন্)—কামদেব, কন্দর্প। বি: **-চাপ, -ধনুঃ** (-ধনুস্), (চলিত) **-ধনু**—কামদেবের ফুলদ্বারা গঠিত ধনুক; কামদেব। বিণ.বি: **-জীবী** (-বিন্)—ফুলব্যবসায়ী, মালী, মালাকার। বি: **-নির্যাস**—ফুলের রস বা এসেন্স, ফুলের মধু। বি: **-পত্র**—ফুলের পাপড়ি; ফুল ও পাতা। বি: **-পাত্র**—(প্রধানতঃ পূজার) ফুল রাখিবার পালা। বিণ: **-বতী**—রজস্বলা। বি: **-বাটিকা, -বাটী**—ফুলবাগান; বাগানবাড়ি। বি: **-বাণ**—ফুলদ্বারা নির্মিত কামদেবের বাণ বা তীর; কামদেব। বি: **-বৃষ্টি**—উপর হইতে পুষ্প বর্ষণ। বি: **-মাস** চৈত্রমাস; বসন্ত ঋতু। বি: **-রজঃ** (-জস্), **-রেণু**—ফুলের রেণু বা পরাগ। বি: **-রথ**—পুষ্পক। বি: **-রস**—ফুলের মধু। বি: **-রাগ, -রাজ**—পোখরাজ, পদ্মরাগমণি। বি: **-শর**—পুষ্পবাণ। বি: **-সার**—পুষ্পনির্যাস। বিণ.বি: **পুষ্পাজীব**—পুষ্পজীবী। বি: **পুষ্পাঞ্জলি**—দেবতাকে নিবেদ্য অঞ্জলিপূর্ণ ফুল। বি: **পুষ্পাভরণ**—ফুলদ্বারা নির্মিত গহনা। বি: **পুষ্পাসব**—ফুলের মধু। বি: **পুষ্পাসার**—পুষ্পবৃষ্টি। বি: **পুষ্পাগম, পুষ্পাগমকাল**—ফুল ফোটার কাল, বসন্তকাল। বি: **পুষ্পিকা**—গ্রন্থাদির শেষে বা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত বিষয়বস্তুর পরিচয়; ভণিতা। বিণ: **পুষ্পিত**—ফুল ধরিয়াছে এমন, কুসুমিত। বিণ(স্ত্রী): **পুষ্পিতা** — কুসুমিতা (পুষ্পিতা লতা); ঋতুমতী (পুষ্পিতা বালা)।
পুষ্যা—বি: (জ্যোতিষ.) অষ্টম নক্ষত্র। [সং. √পুষ্+য (র্তৃ)+আ]।
পুষ্যি—(১)বিণ: (কথ্য) প্রতিপাল্য; দত্তক (পুষ্যিপুত্তুর)। (২)বি: প্রতিপাল্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি (পুষ্যি অনেক, বৃহৎ পুষ্যি)। [সং. পোষ্য]।
পুস্তক—বি: বই, গ্রন্থ। [সং.— মূলে ফা. পোস্ত্]। বিণ: **-স্থ**—পুস্তকে লিখিত। বি: **পুস্তকাগার**—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী। বি: **পুস্তকালয়**—বইয়ের দোকান; পুস্তকাগার। বি: **পুস্তিকা, পুস্তী**—ক্ষুদ্র পুস্তক।

পুস্তান, পুস্তনী—বিঃ মলাট আটকানর জন্য বইয়ের প্রথম ও শেষ দুইখানি পাতা (ইহা অমুদ্রিত থাকে এবং পুরু ও শক্ত কাগজে তৈয়ারী হয়। [তু. পুস্তক, পুস্তা]।

পুস্তা, পুস্তান—বিঃ অবলম্বন, ঠেস; সহায়; পোস্তা; বই বাঁধিবার সময় উহার পিঠে আড়ভাবে স্থাপিত মোটা সুতা। [ফা. পুশ্‌তা]।

পূগ—বিঃ সুপারি; সমূহ, রাশি। [সং.]।

পূজক—বিণঃ পূজাকারী, উপাসক। [সং. √পূজ্‌+অক (র্তৃ)]।

পূজন—বিঃ পূজাকরণ, অর্চনা, উপাসনা। [সং. √পূজ্‌+অন (ভা)]। বিণঃ **পূজনীয়**—পূজার যোগ্য, উপাস্য, আরাধ্য; শ্রদ্ধেয়; গুরুস্থানীয়। বিণঃ **পূজয়িতা** (-তৃ)—পূজক, উপাসক। বিণ(স্ত্রী): **পূজয়িত্রী**।

পূজা—(১)বিঃ আরাধনা, অর্চনা, উপাসনা; ভক্তি, শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধাজ্ঞাপন; সংবর্ধনা; প্রশংসা। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) আরাধনা করা, অর্চনা করা; শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা; সংবর্ধনা করা। [সং. √পূজ্‌+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-বকাশ**—দুর্গোৎসবাদি উপলক্ষে শরৎকালীন ছুটি। **-রী**—(১)বিণ.বিঃ পূজাকারী; উপাসক, (২)বিঃ বিগ্রহের নিত্য পূজক; দেবল ব্রাহ্মণ: পুরোহিত। বিণ.বি-(স্ত্রী): **-রিণী, -রিনী**—পূজাকারিণী, উপাসিকা। বিণঃ **-র্হ**—পূজার যোগ্য, পূজ্য। বিঃ **-হ্নিক**—নিত্য আচরণীয় জপতপাদি।

পূজিত—বিণঃ অর্চিত, আরাধিত; সম্মানিত, সংবর্ধিত, আদৃত। [সং. √পূজ্‌+ত]।

পূজ্য—বিণঃ পূজনীয় (সকল অর্থে)। [সং. √ পূজ্‌+য (র্ম)]। বিণঃ **-পাদ**—অত্যন্ত পূজনীয়, পরমশ্রদ্ধেয়।

পূজ্যমান—বিণঃ পূজিত হইতেছে এমন। [সং. √পূজ+আন (মান) (র্ম)]।

পূত—বিণঃ পবিত্র, বিশুদ্ধ। [সং. √পূ+ত (র্ম)]। বিণঃ **পূতাত্মা** (-ত্মন্)—পবিত্রচরিত্র, ধার্মিক।

পূতনা—বিঃ কৃষ্ণ-কর্তৃক স্তন্যপানচ্ছলে নিহত মায়াবিনী দানবীবিশেষ। [সং.]।

পূতি—(১)বিঃ দুর্গন্ধ। (২)বিণঃ দুর্গন্ধময়। [সং. √পূয়্‌+তি (ভা, র্তৃ)]। বিঃ **-গন্ধ**—দুর্গন্ধ।

পূতিকা—বিঃ পুঁই শাক। [সং. পূতি+ √কৈ +অ+আ]।

পূপ—বিঃ পিষ্টক। [সং. √পূ+প (র্ম)]।

পূব, পূবাল, পূবালী, পূবে—যথাক্রমে **পুব পুবাল, পুবালী** ও **পুবে**-র বর্জি. বানান।

পূয, পূয়—বিঃ পুঁজ। [সং. √ পূয়্‌+অ]।

পূর১—**পুর১**-এর বর্জি. বানান।

পূর২—বিঃ পরিপূরণ; জলরাশি; প্রবাহ; খাদ্যবিশেষ, পুরি। [সং. √পূর্‌+অ (ভা, র্তৃ)]।

পূরক—বিণঃ পূর্ণকারক (বাসনাপূরক); (জ্যামি.) যে দুই কোণের যোগে এক সমকোণ হয় তাহাদের যে কোনটি, complimentary [বি. প.]; (পাটী.) গুণক; multiplier; প্রাণায়ামকালে অন্তরে বায়ুগ্রহণ। [সং. √পূর্‌+অক (র্তৃ)]।

পূরণ—(১)বিঃ পূর্ণ করা বা হওয়া (বাসনাপূরণ); সমাধান (সমস্যাপূরণ); বৃদ্ধি; (গণি.) গুণন, multiplication। (২)বিণঃ পূর্ণকারক, পূরক। [সং. √পূর্‌+অন]।

পূরব—**পুরব**-এর বর্জি. বানান।

পূরবী—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ (সন্ধ্যায় গেয়)। [দেশী]।

পূরয়িতা (-য়িতৃ)—বিণঃ পরিপূর্ণকারী। [সং. √পূর্‌+ণিচ্‌+তৃ (র্তৃ)]।

পূরা—**পুরা২**-এর বর্জি. বানান।

পূরিকা—**পূরী** দ্রঃ।

পূরিত—বিণঃ পরিপূর্ণ, ভরতি, ভরা হইয়াছে এমন; গুণিত। [সং. √পূর্‌+ত (র্ম)]।

পূরী, পূরিকা—বিঃ পুরযুক্ত আহার্য বস্তু, পুরি, কচুরি ইত্যাদি। [সং. √পূর্‌+অ (র্ম)+ঈ, +ক (স্বার্থে)+আ]।

পূর্ণ—বিণঃ পুরা, ভরতি (পূর্ণকুম্ভ); কমতি বা ঘাটতি নাই এমন (পূর্ণ রূপ); সমগ্র, অখণ্ড; সফল, সিদ্ধ (আশা পূর্ণ হওয়া); নিঃশেষ, সমাপ্ত (কাল পূর্ণ হওয়া); সমস্ত (পূর্ণ দায়িত্ব)] [সং. √পূর্‌+ত (র্ম), নি.]। **পূর্ণা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **পূর্ণ**-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি(স্ত্রী): (জ্যোতিষ.) পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ **-কাম**—(যাহার) বাসনা সফল হইয়াছে এমন। বিণঃ **-গর্ভা**—আসন্নপ্রসবা, গর্ভধারণের কাল পূর্ণ হইয়াছে এমন। বিঃ **-গ্রাস**—গ্রহণকালে চন্দ্রসূর্যের সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়া। (তু. খণ্ডগ্রাস)। বিঃ **-চন্দ্র**—পূর্ণিমারাত্রের চন্দ্র। বিঃ **-চ্ছেদ**—যতিচিহ্নবিশেষ, দাঁড়ি। বিণঃ **-বয়স্ক**—পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত; সাবালক। বিণ(স্ত্রী): **-বয়স্কা**। বিঃ **-ব্রহ্ম**—অখণ্ড পরমব্রহ্ম (যিনি অবতার দেবতা বা সগুণ নহেন)। বিঃ **-আত্মা**

—পুরা পরিমাণ। বিঃ **-মাসী**—পূর্ণিমা। বিণঃ **পূর্ণাঙ্গ**—সকল অঙ্গবিশিষ্ট। বিঃ **পূর্ণানন্দ**—পরিপূর্ণ আনন্দ; ভগবান্‌। বিঃ **পূর্ণাবতার**—নৃসিংহ রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অথবা কেবল শ্রীকৃষ্ণ। **পূর্ণাবয়ব**—(১)বিণঃ সকল অঙ্গবিশিষ্ট; (২)বিঃ পূর্ণরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ। বিণঃ **পূর্ণায়ুঃ**, (চলিত) **পূর্ণায়ু**—শতবর্ষজীবী; নীরোগ ব্যক্তির যোগ্য পরমায়ু ভোগকারী; দীর্ঘজীবী। বিঃ **পূর্ণাহুতি**—যে আহুতি দিয়া যজ্ঞাদি শেষ করা হয়।

পূর্ণিমা—বিঃ যে তিথিতে চন্দ্র ষোলকলা অর্থাৎ পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। [সং. পূর্ণি+√মা+অ (র্তৃ)+আ]।

পূর্ণেন্দু—বিঃ পূর্ণিমাতিথির চন্দ্র। [সং. পূর্ণ+ইন্দু]।

পূর্ণোপমা—বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যে উপমায় উপমান উপমেয় সাধারণ ধর্ম ও তুলনাবাচক শব্দাদির স্পষ্ট উল্লেখ থাকে। [সং. পূর্ণ+উপমা]।

পূর্ত—বিঃ জনকল্যাণার্থ জলাশয়াদি খনন এবং পথ পান্থশালা মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ। [সং. √পৃ+ত (ভা)]। বিঃ **-বিভাগ**—সরকারী পাব্লিক ওয়ার্ক্‌স্‌ ডিপার্টমেন্ট (P.W.D.)।

পূর্তি—বিঃ পূরণ (উদরপূর্তি)। [সং. √পূর্+তি (ভা)]।

পূর্ব—(১)বিঃ পূর্বদিক্‌, প্রাচী; অগ্র, অতীতকাল (পূর্বকথিত); সম্মুখ (পূর্ববর্তী)। (২)বিণঃ প্রথম; জ্যেষ্ঠ; অতীত, আগেকার (পূর্বপুরুষ); পূর্বদিকস্থ, প্রাচ্য (পূর্বপল্লাব)। [সং. √পূর্ব্‌+অ (র্তৃ)]। **-ক**—(বহুব্রীহি-সমাসে উত্তরপদরূপে **পূর্ব**-শব্দের রূপ: ইহার যোগে ক্রি-বিণ. পদ গঠিত হয়) পূর্বে করিয়া, পুরঃসর (প্রণামপূর্বক), সহকারে (প্রীতিপূর্বক)। বিঃ **-কায়**—নাভির উর্ধ্বস্থিত দেহাংশ, উত্তমাঙ্গ। বিঃ **-কাল**—প্রাচীন বা অতীত সময়। বিণঃ **-কালিক, -কালীন**—পূর্বকালের। বিণঃ **-গামী** (-মিন্‌)—সম্মুখে আগে বা অতীতে গমনকারী। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**। বিঃ **-জ**—অগ্রজ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা; পূর্বপুরুষ। বি.বিণঃ(স্ত্রী): **-জা**—অগ্রজা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বিঃ **-জন্ম**—বর্তমান জীবজীবনের পূর্ববর্তী জীবন। বিঃ **-জ্ঞান**—অতীতে লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা; পূর্বজীবনের জ্ঞান; ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান, anticipation [বি. প.]। বিণ. **-তন**—পূর্বকালীন, বিগত। বিণঃ **-দৃষ্ট**—আগে দেখা হইয়াছে এমন; ঘটিবার পূর্বেই ধারণা করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-দৃষ্টি**—দূরদর্শিতা। বিঃ **-পক্ষ**—অভিযোগ; (তর্ক.) প্রশ্ন, বিচারের জন্য উপস্থাপিত বিষয়। বিঃ **-পুরুষ**—পিতা-পিতামহাদি বংশের পুরোগামী ব্যক্তি। বিঃ**-ফল্গুনী**—(জ্যোতিষ.) একাদশ নক্ষত্র। বিঃ **-বঙ্গ**—বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গদেশের অংশ। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-বৎ**—আগেকার মত। বিণঃ **-বর্ণিত**—আগে বর্ণনা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-বর্তী** (-র্তিন্‌)—আগেকার, অতীতের; সম্মুখে স্থিত। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী**। বিঃ- **বাদ**—প্রথম আবেদন, প্রথম নালিশ। বিঃ **-বাদী** (-দিন্‌)—(প্রথমে) অভিযোগকারী, বাদী, ফরিয়াদী। বিঃ **-ভাদ্রপদ**—(জ্যোতিষ.) পঞ্চবিংশতিতম নক্ষত্র। বিঃ **-মীমাংসা**—জৈমিনি-মুনিকৃত দর্শনশাস্ত্র (তু. **উত্তরমীমাংসা**)। বিঃ **-রঙ্গ**—নাটকাদির প্রস্তাবনা। বিঃ **-রাগ**—অনুরাগের প্রথম অবস্থা; শ্রবণ বা দর্শনের দ্বারা যেখানে যুবক-যুবতীর অন্তরে অনুরাগ সঞ্চারিত হয় অথচ মিলন হয় না সেই অবস্থায় তাহাদের চিত্তগত ভাব। বিঃ **-রাত্র**—রাত্রির প্রথম ভাগ। বিঃ **-রাত্রি**—গতরাত্রি। বিঃ **-লক্ষণ**—ভাবী ঘটনাদির চিহ্ন, সূচনা। বিঃ **-সংস্কার**—পূর্বজন্ম বা অতীতকালে লব্ধ সংস্কার; আগেকার ধারণা বা অভ্যাস। বিঃ **পূর্বাচল, পূর্বাদ্রি**—উদয়গিরি, যে কল্পিত পর্বতশিখরে প্রত্যহ সূর্যোদয় হয়। বিঃ **পূর্বাধিকার**—পূর্বে লব্ধ অধিকার, প্রথমাধিকার, জ্যেষ্ঠাধিকার, পূর্বের স্বত্ব। বিণঃ **পূর্বাপর**—আগাগোড়া, আনুপূর্বিক, আগের ও পরের (পূর্বাপর বৃত্তান্ত)। অব্যঃ **পূর্বাপেক্ষা**—আগেকার চেয়ে। অব্যঃ **পূর্বাবধি**—পূর্ব হইতে; প্রথম হইতে। বিঃ **পূর্বাভাষ**—সূচনা; মুখবন্ধ, ভূমিকা। বিঃ **পূর্বাভাস**—ভাবী ঘটনার সঙ্কেত বা চিহ্ন; পূর্বসূচনা। বিঃ **পূর্বাশা**—পূর্বদিক্‌। বিঃ **পূর্বাষাঢ়া**—(জ্যোতিষ.) বিংশতিতম নক্ষত্র। বিঃ **পূর্বাহ্ণ**—দিনের প্রথম ভাগ, সকালবেলা। বিণঃ **পূর্বাহ্ণিক**—পূর্বাহ্ণে করণীয়; পূর্বাহ্ণকালীন। বিঃ **পূর্বতা**—প্রথমে বিবেচিত বা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা, অগ্রগণ্যতা, priority [স. প.]। বিণঃ **পূর্বোক্ত**—আগে বলা হইয়াছে এমন। বিণঃ **পূর্বোদ্ধৃত**—আগে উদ্ধৃত।

পূষা (-ষন্)—বিঃ সূর্য। [সং. পূষন্]।
পৃক্ত—বিণঃ সংলগ্ন, যুক্ত, সংশ্লিষ্ট ; মিশ্রিত ; সম্পর্কিত। [সং. √পৃচ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **পৃক্তি**—পৃক্ত অবস্থা।
পৃচ্ছা—বিঃ প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। [সং. √প্রচ্ছ্+অ (ভা)+আ]।
পৃথক্—অব্য.বিণঃ স্বতন্ত্র, ফারাক, তফাৎ ; অন্য, ভিন্ন, আলাদা। [সং. √পৃথ্+অক্ (র্ম)]। বিঃ **-করণ, পৃথক্করণ**—বিযুক্ত বা আলাদা করণ। বিণঃ **-কৃত, পৃথক্কৃত**।
পৃথগন্ন—বিণঃ এক পরিবারের বা বংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও আলাদাভাবে রাঁধিয়া খায় এমন, একান্নবর্তী নহে এমন। [সং. পৃথক্+অন্ন]।
পৃথগ্বিধ—বিণঃ অন্যপ্রকার ; বিভিন্ন ধরনের। [সং. পৃথক্+বিধা]।
পৃথা—বিঃ (মহা.)কুন্তী। [সং. √পৃথ্+অ+আ]।
পৃথিবী, পৃথ্বী—বিঃ ভূমণ্ডল, ভূ, অবনী, ক্ষিতি, ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, বসুমতী, বসুন্ধরা, মহী, মেদিনী, জগৎ। [সং. √প্রথ্+ইব (র্তৃ)+ঈ, পৃথু+ঈ (র্তৃ)]। বিঃ **-পতি,-প**—ভূপতি, রাজা, সম্রাট্।
পৃথু—(১)বিঃ পৌরাণিক রাজাবিশেষ। (২)বিণঃ স্থূল ; বিস্তৃত ; মহৎ। [সং. প্রথ্+উ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ল**—বিস্তৃত ; মহৎ ; স্থূল।
পৃষ্ট—বিণঃ জিজ্ঞাসিত। [সং. √প্রচ্ছ্+ত(র্ম)]।
পৃষ্ঠ—বিঃ পিঠ, বক্ষের বিপরীত দিক্ ; পিছন দিক্ ; উপরিভাগ, তল (পৃথিবীপৃষ্ঠ)। [সং. √পৃষ্+থ (র্ম)]। বিঃ **-দেশ**—পিঠ, দেহের পশ্চাদ্ভাগ। বিণঃ **-পোষক**—সহায়ক, সমর্থক। বিঃ **-পোষণ, -পোষকতা**। বিঃ **-প্রদর্শন**—পলায়ন। বিঃ **-বংশ**—মেরুদণ্ড [বি. প.]। বিঃ **-ব্রণ**—পিঠের উপর উদ্গত ফোড়া। বিঃ **-ভঙ্গ**—পরাজিত হইয়া পলায়ন। বিণ.বিঃ **-রক্ষক**—পশ্চাদ্ভাগ রক্ষাকারী ; দেহরক্ষী। বিঃ **-রক্ষা**—দেহরক্ষীর কাজ ; পশ্চাদ্ভাগ রক্ষণ।
পৃষ্ঠা—বিঃ পুস্তকাদির পাতার এক পিঠ। [সং. পৃষ্ঠ+বাং.আ]। বিঃ**-ঙ্ক**—পৃষ্ঠার ক্রমসূচক অঙ্ক।
পৃষ্ঠোপরি—ক্রি-বিণঃ পিঠের উপর। [সং. পৃষ্ঠ+উপরি]।
পেঁকাটি—**পাকাটি**-র রূপভেদ।
পেঁকো—বিণঃ পাঁকযুক্ত (পেঁকো ডোবা) ; পাঁকের মত (পেঁকো গন্ধ)। [বাং. পাঁক+উয়া>ও]।
পেঁচ—বিঃ পাক, মোচড় (পেঁচ দেওয়া) ; স্ক্রু (পেঁচ আঁটা) ; কূট চাল, চক্রান্ত (কথার পেঁচ, পেঁচে ফেলা) ; কঠিন সমস্যা, সঙ্কট (পেঁচে পড়া) ; আক্রমণ করার বা আঁকড়াইয়া ধরার কৌশল (কুশতির পেঁচ) ; পরস্পর জড়াজড়ি (ঘুড়ির পেঁচ)। [ফা. পেচ্]।
পেঁচা$_1$—বিঃ পেচক, উলূক, পাখিবিশেষ। [সং. পেচক]। বি(স্ত্রী)ঃ **পেঁচী**।
পেঁচা$_2$—ক্রিঃ পেঁচান। [ফা. পেচ+বাং. আ]।
পেঁচাও, পেঁচাল, পেঁচালো, পেঁচোয়া—বিণঃ কুটিল, জটিল। [বাং. পেঁচ+আও, আল, উয়া]।
পেঁচান, পেঁচানো—(১)ক্রিঃ পাকান, জড়ান ; ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আঁটা ; কূট চালের দ্বারা জটিল করিয়া তোলা ; কোন বিষয়ে জড়িত করা (তাকে এ ব্যাপারে পেঁচাচ্ছ কেন)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [পেঁচা$_2$ দ্রঃ]।
পেঁচো—বিঃ পঞ্চানন্দ-নামক কল্পিত অপদেবতাবিশেষ যাহার আক্রমণে শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার হয় বলিয়া বিশ্বাস। ক্রিঃ **পেঁচোয় পাওয়া**—ধনুষ্টঙ্কার-রোগগ্রস্ত হওয়া।
পেঁজা, পেঁজান (-নো), পেঁটরা, পেঁড়া—যথাক্রমে **পিঁজা পিঁজান পেটরা** ও **পেড়া**$_2$-র চলিত রূপ।
পেঁদান, পেঁদানো—(১)ক্রিঃ (অশি.) সাঙ্ঘাতিকভাবে প্রহার করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √পেঁদ+আন]। বিঃ **পেঁদানি**—সাঙ্ঘাতিক প্রহার।
পেঁপে—বিঃ ফলবিশেষ। [পো. papaya]।
পেঁয়াজ, পেঁয়াজি, পেঁয়াজী—যথাক্রমে **পিয়াজ পিয়াজি** ও **পিয়াজী**-র রূপ।
পেখন—বিঃ (ব্রজ.) দর্শন। [সং. প্রেক্ষণ]।
পেখম—বিঃ ময়ূরাদি প্রাণীর বিস্তৃত পুচ্ছ বা পাখা। [সং. পক্ষ]। ক্রিঃ **পেখম ধরা, পেখম ফ্লোন**—(ময়ূরাদি কর্তৃক নাচিবার জন্য) পুচ্ছ বিস্তার করা ; (আল.) উৎফুল্ল হইয়া উঠা ; পরম যত্নে সাজসজ্জা করা।
পেখা—ক্রিঃ (প্রা. কা.) দেখা, নিরীক্ষণ করা। [সং. প্র+√ঈক্ষ্+বাং. আ]। ক্রিঃ **পেখলু, পেখলুঁ, পেখলুঁ**—(ব্রজ.) দেখিলাম।
পেচ—**পেঁচ**-এর রূপভেদ।
পেচক—বিঃ পেঁচা, কুদর্শন পক্ষিবিশেষ। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **পেচকী**।
পেছন, পেছপা, পেছু—যথাক্রমে **পিছন পিছপা**

ও পিছু-র প্রাদে. রূপ। ক্রি: পেছু নেওয়া—অনুসরণ করা। ক্রি: পেছু লাগা—উত্যক্ত করা; নাছোড়বান্দা হইয়া রত থাকা বা অনুসরণ করা।

পেজমি, পেজমো, পেজম—যথাক্রমে **পেজোমি, পেজোমো** ও **পেজোম**-র বানানভেদ।

পেজি, পেজী—বিণ: পৃষ্ঠাযুক্ত (আটপেজি, ষোল-পেজি)। [ইং. পেজ (page)+বাং. ঈ]।

পেট১—বি: উদর, জঠর; পাকস্থলী (জলটুকুও পেটে থাকছে না); (অশি.) গর্ভ (পেট হওয়া, পেটে ধরা); মন (পেটের কথা); উদরান্ন (পেট চালান)। [তা. পেট্টু ?]। ক্রি: **পেট আঁটা**—কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া। ক্রি: **পেট খসা**—(অশি.) গর্ভপাত হওয়া। ক্রি: **পেট চলা**—পেটের খোরাক জোগাড় হওয়া বা সঙ্কুলান হওয়া। ক্রি: **পেট চালান**—নিয়মিতভাবে পেটের খোরাক জোগাড় করা। ক্রি: **পেট নামা**—পাতলা দাস্ত হওয়া। ক্রি: **পেট ভরা**—আহার-দ্বারা ক্ষুধা শান্ত হওয়া। ক্রি: **পেট মরা**—(সচ. দীর্ঘকাল যাবত অনাহার ও অল্পাহারের দরুন) অধিক আহারের বা স্বাভাবিক আহারের শক্তি হারাইয়া যাওয়া। ক্রি: **পেট হওয়া**—গর্ভসঞ্চার হওয়া। ক্রি: **পেটে আসা**—গর্ভে জন্ম লওয়া। ক্রি: **পেটে জলান**—হজম হওয়া। ক্রি: **পেটে থাকা**—হজম হওয়া; মনে গোপন থাকা (তার পেটে কথা থাকে না)। ক্রি: **পেটে ধরা**—গর্ভে বহন করা। ক্রি: **পেটে মারা**—**মারা** দ্র:। ক্রি: **পেটে সওয়া**—হজম করিতে সক্ষম হওয়া। **পেটে এক মুখে এক বা আর**—কুটিল আচরণ। **পেটে খিদে মুখে লাজ**—মনের প্রবল বাসনাও লজ্জাবশত: প্রকাশ না করা। **পেটে খেলে পিঠে সয়**—লাভের জন্য কষ্ট সহ্য করা যায়। **পেটে বোমা মারলেও কিছু (বার বা বের) না হওয়া**—কোন বিদ্যা না থাকা। **পেটের কথা**—মনের গোপন কথা। **পেটের জ্বালা, পেটের দায়**—ক্ষুধার তাড়না। **পেটের ভাত চাল হওয়া**—অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ভীত হওয়া। **পেটের ভিতর হাত পা সেঁধুন**—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। **পেটের শত্রু**—যে সন্তান জননীর দুঃখের কারণ। **পেটে পেটে**—মনে মনে, গোপনে। **খালি পেট**—ক্ষুধার্ত অবস্থা। **-ভাতা**—(১)বি: মাহিনা বাবদ কেবল আহার; (২)ক্রি-বিণ: শুধু খাইতে দিয়া বা পাইয়া, বিনা বেতনে (পেটভাতা খাটান বা খাটা)। বিণ: **-রোগা** কিছু খাইয়া হজম করিতে পারে না এমন; অজীর্ণরোগগ্রস্ত। বিণ: **-মরা**—বিশেষ খাইতে পারে না এমন। বিণ: **-মোটা**—ভুঁড়িবিশিষ্ট। বিণ: **-সর্বস্ব**—অত্যন্ত পেটুক বা ভোজনবিলাসী।

পেট২, পেটক, পেটিকা, পেটী—বি: পেটরা। [সং.]।

পেটন, পেটানি—যথাক্রমে **পিটন** ও **পিটানি**-র চলিত রূপ।

পেটরা—বি: ঝাঁপি, বাক্স, তোরঙ্গ। [সং. পেটক]।

পেটা, পেটান (-নো)—যথাক্রমে **পিটা** ও **পিটান**-র চলিত রূপ।

পেটি—বি: কোমরবন্ধ; মাছের কোল বা পেটের অংশ। [বাং. পেট+ই]।

পেটিকা, পেটী—**পেট২** দ্র:।

পেটুক—বিণ: উদরপরায়ণ, ঔদরিক। [বাং. পেট+উক]।

পেটুনি—**পিটুনি**-র প্রাদে. রূপ।

পেটেন্ট—(১)বি: সরকারী সনদবলে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বা প্রস্তুত করার একচেটিয়া অধিকার (পেটেন্ট লওয়া)। (২)বিণ: সরকারী সনদবলে স্বত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে এমন (পেটেন্ট ঔষধ); (আল.) একঘেয়ে, অভ্যস্ত (পেটেন্ট পরিহাস)। [ইং. patent]।

পেটো১—বিণ: পাটনির্মিত, পাটজাত; পাট-সম্পর্কিত (পেটো সাহেব)। [বাং. পাট+উয়া > ও]।

পেটো২—বি: কলাগাছের খোলা; কপালের উপর পাতার মত করিয়া কেশবিন্যাস (পেটো পাড়া)। [সং. পত্র]।

পেটোয়া—বিণ: অনুগত; পৃষ্ঠপোষিত; অধীন। [দেশী]।

পেট্রল—বি: কেরোসিনজাতীয় খনিজ তৈল-বিশেষ। [ইং. petrol]।

পেড়া১—বি: পেটরা। [সং. পেটক]।

পেড়া২—বি:ক্ষীরদ্বারাপ্রস্তুত মিঠাইবিশেষ।[হি.]।

পেড়াপীড়ি—**পীড়াপীড়ি**-র প্রাদে. রূপ।

পেণ্ট, পেণ্টুলন—বি: পায়জামাবিশেষ। [ইং. pantaloons]।

পেণ্ডুলাম—বি: ঘড়ির দোলক। [ইং. pendulum]।

পেত্নী—বি: প্রেতিনী, স্ত্রী-ভূত; (ব্যঙ্গে) কুশ্রী বা নোংরা নারী। [বাং. প্রেত্নী]।

পেতল—**পিতল**-এর কথ্য রূপ।

পেতে—বিঃ ছোট চুপড়ি। [সং. পত্র ?]।

পেন১—বিঃ ফাউনটেন পেন, ঝরনা-কলম ; (বিরল) কলম। [ইং. pen]।

পেন২—বিঃ ব্যথা (বুকে পেন হচ্ছে) ; গর্ভবেদনা (পোয়াতির পেন উঠেছে)। [ইং. pain]।

পেনশন, (বর্জি.) **পেনসন**—বিঃ চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত ভাতা। [ইং. pension]।

পেনসিল—বিঃ (বিনা কালিতে লিখিবার) লেখনী-বিশেষ। [ইং. pencil]

পেনেট—বিঃ শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ গৌরীপট্ট। [?]।

পেয়—(১)বিণঃ পানযোগ্য, পানীয়। (২)বিঃ জল দুগ্ধ প্রভৃতি পানযোগ্য পদার্থ। [সং. √পা+য (র্ম)]।

পেয়াদা—**পিয়াদা**-র চলিত রূপ।

পেয়ার১—বিঃ তাসখেলায় সাহেব-বিবির জোড়া বা তাহার যে-কোন একটি। [ইং. pair]।

পেয়ার২, পিয়ার—বিঃ আদর, সোহাগ ; প্রীতি, প্রেম। [সং. প্রিয়কার—তু. হি. পিয়ার (=প্রেম)]। বিঃ **পেয়ারা, পিয়ারা**—প্রিয়পাত্র ; প্রণয়ী, প্রেমপাত্র। বি(স্ত্রী): **পেয়ারী, পিয়ারী, প্যারী**—প্রেমপাত্রী, প্রণয়িনী ; শ্রীরাধিকা।

পেয়ারা১—বিঃ ফলবিশেষ বা তাহার গাছ। [পো. pera]।

পেয়ালা—**পিয়ালা**-র চলিত রূপ।

-পেয়ে—বিণঃ পদযুক্ত (চারপেয়ে)। [বাং. পা+ইয়া>এ]।

পেরন, পেরনো—(১)ক্রিঃ পার হওয়া (নদী পেরন) ; অতিবাহিত হওয়া (দশ দিন পেরিয়েছে)। (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। [পারা৪ দ্রঃ]।

পেরু—বিঃ মোরগজাতীয় পাখিবিশেষ ; turkey। [পো. peru]।

পেরুন, পেরুনো—**পেরন**-র প্রাদে. রূপ।

পেরুভীয়—বিণঃ পেরুদেশবাসী। [ইং. Peruvian]।

পেরেক—বিঃ ছোট লৌহনির্মিত কাঁটা বা কীলক। [পো. prego]।

পেরোন, পেরোনো—**পেরন**-র বানানভেদ।

পেলব—বিণঃ অত্যন্ত কোমল ; মৃদু ; কৃশ, ক্ষীণ ; ভঙ্গুর ; লঘু। [সং.]। বিঃ **-তা**।

পেলা—বিঃ সঙ্গীতাদির আসরে শিল্পীদিগকে শ্রোতৃগণ কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার (এই পুরস্কার সচরাচর রুমালাদিতে বাঁধিয়া প্রাপককে ছুড়িয়া দেওয়া হয়) ; ঠেকনা, ঠেস, prop। [দেশী]

পেল্লয়, (প্রাদে.) **পেল্লায়**—বিণঃ (গ্রা.) বিশাল, মস্ত। [সং. প্রলয়]।

পেশ—বিঃ সম্মুখে স্থাপন ; দাখিল ; নিবেদন। [ফা.]। বিঃ **-কার**—যে কর্মচারী (প্রধানতঃ বিচারকের সম্মুখে) কাগজপত্রাদি উপস্থাপিত করে ও তাহা সংরক্ষণ করে। বিঃ **-কারি**—পেশকারের কাজ বা পদ।

পেশওয়া—**পেশোয়া**-র বানানভেদ।

পেশওয়াজ—**পেশোয়াজ**-এর বানানভেদ।

পেশকার—**পেশ** দ্রঃ।

পেশল—বিণঃ সুন্দর, মনোহর, নিপুণ ; (অশু.) পেশীবহুল, বলিষ্ঠ। [সং. √পিশ্+অল (র্তৃ)]।

পেশা—বিঃ বৃত্তি, ব্যবসায় ; (আল.) স্বভাব, অভ্যাস। [ফা.]। বিঃ **-কার, -কর**—বেশ্যা। বিণঃ **-দার**—কোন কাজ কেবল ব্যবসায় হিসাবে করে এমন, ব্যবসায়ী। **-দারি, -দারী**—(১)বিঃ পেশাদারের আচরণ বা বৃত্তি ; (২)বিণঃ পেশাদার-সম্বন্ধীয়।

পেশি, পেশী—বিঃ দেহের বা যে-কোন অঙ্গের মাংসপিণ্ড যাহার সঙ্কোচনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নড়ে, muscle ; তরবারির খাপ। [সং. √পিশ্+ই, ঈ (র্তৃ)]।

পেশোয়া—বিঃ মহারাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী বা তাঁহাদের বংশ ; মহারাষ্ট্রের নেতৃবংশ। [ফা. পেশ্‌রা]।

পেশোয়াজ—বিঃ মুসলমান স্ত্রীলোক বা নর্তকীদের পরিধেয় পায়জামাবিশেষ। [ফা. পেশ্‌রাজ]।

পেষক—বিণঃ পেষণকারী। [সং. √পিষ্+অক (র্তৃ)]।

পেষণ, পেষা, পেষাই, পেষান (-নো)—যথাক্রমে **পিষণ পিষা পিষাই** ও **পিষান**-র চলিত রূপ।

পেষল, পেসল—**পেশল**-এর বানানভেদ।

পেস্তা—বিঃ কাবুলে উৎপন্ন বাদামজাতীয় ফল-বিশেষ। [ফা. পিস্তা]।

পৈছা, পৈঠা, পৈতা—যথাক্রমে **পইছা পইঠা** ও **পইতা**-র বানানভেদ।

পৈতামহ—বিণঃ পিতামহ-সম্বন্ধীয়। [সং. পিতা-মহ+অ]।

পৈতৃক, পৈত্র, পৈত্র্য—বিণঃ পিতা বা পূর্বপুরুষদের

সম্বন্ধীয় অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। [সং. পিতৃ+ক, অ, য]।

পৈত্তিক, পৈত্ত—বিণ: পিত্ত-সংক্রান্ত; পিত্তদোষ-জাত (রোগ)। [সং. পিত্ত+ইক, অ]।

পৈত্রিক—**পৈতৃক**-এর অশু. রূপ।

পৈশাচ—(১)বিণ: পিশাচসম্বন্ধীয়; পিশাচসুলভ। (২)বি: বল ছল বা কৌশল প্রয়োগে বিবাহ-পদ্ধতিবিশেষ। [সং. পিশাচ+অ]। **পৈশাচী**—(১)বিণ: **পৈশাচ**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি: উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাবিশেষ। বিণ: **পৈশাচিক**—বিণ: পিশাচসুলভ; পিশাচ-সম্বন্ধীয়। বিণ(স্ত্রী): **পৈশাচিকী**।

পৈশুন, পৈশুন্য—বি: পিশুনের ভাব বা আচরণ; খলতা, ক্রূরতা; দ্বেষ, malice [বি.প.]। [সং. পিশুন+অ, য]।

পো১—বি: (গ্রা.) ছেলে। [সং. পুত্র]।

পো২—**পোয়া**-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

পোঁ—অব্য: সানাইর বা বাঁশির একটানা শব্দ। ক্রি: **পোঁ ধরা**—(ব্যঙ্গে) সব ব্যাপারে কাহারও মত অন্ধভাবে সমর্থন করা; মোসাহেবি করা। অব্য: **-পোঁ**—অতি দ্রুত (পোঁ-পোঁ দৌড়)।

পোঁচ—বি: প্রলেপ (কালির পোঁচ)। বি: **-ড়া, -ন্দা**—প্রলেপ; চুনকাম করিবার জন্য পাটের আঁশ দিয়া তৈয়ারী তুলিবিশেষ।

পোঁচা—**পোঁছা**-র কথ্য রূপ।

পোঁছ—বি: সম্মার্জনা (ঝাড়পোঁছ)। [বাং. √পুঁছ্ +অ (ভা)]।

পোঁছা১—বি: মাছের লেজের অংশ; হাতের কব্জা হইতে প্রান্তভাগ পর্যন্ত অংশ। [সং. পুচ্ছ]।

পোঁছা২, পোঁছান (-নো)—যথাক্রমে **পুঁছা** ও **পুঁছান**-র চলিত রূপ।

পোঁটলা—বি: বড় পুঁটলি, বোঁচকা, গাঁটরি। [সং. পোট্টলি]।

পোঁটা—বি: নাড়ী, অন্ত্র, আঁত (মাছের পোঁটা); শ্লেষ্মা, শিকনি (নাকের পোঁটা); (আল.—অনাদরে) ছোট ছেলে। [দেশী]।

পোঁত—বি: প্রোথিত অংশের পরিমাপ; প্রোথন (তিন হাত পোঁত)। [বাং. √পুঁত্+অ]।

পোঁতা১—**পোতা১**-র রূপভেদ।

পোঁতা২, পোঁতান (-নো)—যথাক্রমে **পুঁতা** ও **পুঁতান**-র চলিত রূপ।

পোঁদ—বি: (অশি.) মলদ্বার; পাছা। [দেশী]।

পোকা, (প্রাদে.) পোক—বি: কীট; ক্ষুদ্র পতঙ্গ। **কুমরে পোকা**—বিভিন্ন আকারের মাটির বাসা নির্মাণকারী পোকাবিশেষ। **গাঁধি পোকা**—অতি দুর্গন্ধ পোকাবিশেষ। **গুটি পোকা**—রেশমকীট। **গুবরে পোকা**—পচা গোবরস্তূপে জাত কীটবিশেষ।

পোক্ত—বিণ: মজবুত, দৃঢ়; পরিপক্ব, অভিজ্ঞ। [ফা. পুখ্‌তহ্]।

পোখরাজ—বি: মণিবিশেষ, পুষ্পরাগমণি, topaz। [সং. পুষ্পরাগ ?]।

পোগণ্ড—বি: পাঁচ হইতে পনর বৎসর বয়স্ক, (মতান্তরে ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক), অপোগণ্ড; বিকলাঙ্গ। [সং. অপ+ √গম্+ড (র্তৃ), নি]।

পোছা—**পুছা**-র চলিত রূপ।

পোট—বি: সদ্ভাব, মিল, ভালবাসা। [বাং. √পট্+অ (ভা)]।

পোটলা—**পোঁটলা**-র রূপভেদ।

পোড়—বি: জ্বলন, দহন। [পুড়া দ্র:]। বিণ: **পোড়-খাওয়া**—পুড়িয়াছে বা দহন সহ্য করিয়াছে এমন; (আল.) অভিজ্ঞ।

পোড়ানি—**পুড়ানি**-র চলিত রূপ।

পোড়া—(১)ক্রি.বি.বিণ: **পুড়া**-র চলিত রূপ। (২)বিণ: দগ্ধ (পোড়া মাটি); বিড়ম্বিত, হতভাগ্য, মন্দ (পোড়া ভাগ্য, পোড়া দেশ); কলঙ্কিত (পোড়া মুখ); বিরূপ, প্রতিকূল (পোড়া ভগবান)। [পুড়া দ্র:]। **পোড়া কপাল**—মন্দ ভাগ্য, দুরদৃষ্ট। বিণ: **-কপালে**—মন্দভাগ্য, হতভাগ্য। বিণ(স্ত্রী): **-কপালী**। বিণ: **পোড়ার-মুখ**—কলঙ্কিত; মৃদু গালিবিশেষ। বিণ(স্ত্রী): **পোড়ার-মুখী**।

পুড়ান (-নো), পোড়ানি, পোড়ানিয়া পোড়ানে—যথাক্রমে **পুড়ান পুড়ানি পুড়ানিয়া** ও **পোড়ানে**-র চলিত রূপ।

পোড়ো—**পড়ো১**-র বানানভেদ।

পোণা—**পোনা**-র বর্জি. বানান।

পোত—বি: নৌকা জাহাজ প্রভৃতি জলযান। [সং. √পূ+ত (র্তৃ)]। বি: **পোতাধ্যক্ষ**—পোতের প্রধান চালক। বিণ.বি: **পোতারোহী**—পোতের যাত্রী। বি: **পোতাশ্রয়**—জাহাজের নিরাপদ্ আশ্রয়স্থান, harbour।

পোতা১—বি: ঘরের ভিত, ভিটা। [সং. পোত+বাং. আ]।

পোতা২(-তৃ)—বি: পুত্রের পুত্র; বৈদিক যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক্। [সং. পৌত্র]।

পোতাধ্যক্ষ, পোতারোহী, পোতাশ্রয়—পোত দ্রঃ।

পোদ—বিঃ বাঙ্গালী হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং. পুণ্ড্র]।

পোদ্দার—বিঃ মুদ্রাদির বিশুদ্ধতা-পরীক্ষক বা বিনিময়কারী; যে ব্যক্তি বন্ধকী কারবার করে; মহাজন। [ফা. ফোত্‌হ্‌+দার্]। বিঃ **পোদ্দারি**—পোদ্দারের বৃত্তি; (ব্যঙ্গে) কর্তাপনা। **পরের ধনে পোদ্দারি—পর**৩ দ্রঃ।

পোনা—বিঃ মাছের (বিশেষতঃ রুই-কাতলার) বাচ্ছা। [দেশী]। বিঃ **-মাছ**—রুই-কাতলা বা তজ্জাতীয় মাছ।

পোনি—বিঃ টাট্টু ঘোড়া। [ইং. pony]।

পোয়া—বিঃ চারভাগের একভাগ, সিকি (পোয়া মাইল); এক সেরের সিকি ভাগ (এক পোয়া দুধ); এক ক্রোশ বা দুই মাইলের সিকি পথ (একপোয়া পথ)। [সং. পাদ]। বিঃ **-বার, -বারো**—পাশাখেলার দানবিশেষ; (ব্যঙ্গে) পরম সৌভাগ্য। **চারপোয়া—চার**১ দ্রঃ।

পোয়াতি, পোয়াতী—বিঃ গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা; প্রসূতি; নবজাত সন্তানের জননী। [সং. পোতবতী]।

পোয়া, পোয়ান (-নো)—যথাক্রমে **পোহা** ও **পোহান**-র চলিত রূপ।

পোয়াল—বিঃ বিচালি, খড়। [সং. পলাল]।

পোর—বিঃ শুধু ঘুঁটের মৃদু জ্বাল (পোরের ভাত)। [দেশী]।

পোরা, পোরান (নো), পোল—যথাক্রমে **পূরা**২ **পূরান** ও **পূল**-এর চলিত রূপ।

পোলা—বিঃ (প্রাদে.) পুত্র, ছেলে। [দেশী]।

পোলাও—বিঃ ঘি মসলা ইত্যাদি (এবং মাছ বা মাংস) সহযোগে পক্ব অন্ন। [ফা. পলাও; তু. সং. পলান্ন]।

পোলো১—**পলো**-র রূপভেদ।

পোলো২—বিঃ ঘোড়ায় চড়িয়া হকির ন্যায় খেলাবিশেষ। [ইং. polo]।

পোশাক—বিঃ পরিচ্ছদ; সভ্য সমাজের উপযুক্ত জামাকাপড়। [ফা.]। বিণঃ **পোশাকি, পোশাকী**— সভ্য-সমাজের উপযুক্ত; আটপৌরের বিপরীত, বিশেষ সমাজে যাইবার জন্য বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরিধেয় (পোশাকি জামা); সুরুচি ও ভদ্রতা অনুযায়ী; (ব্যঙ্গে) বাহ্য (পোশাকি ভদ্রতা)।

পোষ১—**পৌষ**-এর কথ্য রূপ।

পোষ২—বিঃ পালকের বশ্যতা (পোষ মানা)। [সং. √পুষ্‌+বাং. অ]।

পোষক—বিণঃ পোষণকারী; পুষ্টিকর; সহায়ক; সমর্থক। [সং. √পুষ্‌+অক (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**—সমর্থন; সহায়তা।

পোষড়া—বিঃ পৌষপার্বণ। [বাং. পোষ২+ড়া]।

পোষণ—বিঃ পালন; পুষ্টকরণ; মনে ধারণ (মত পোষণ করা); পুষ্টি। [সং. √পুষ্‌+অন (ভা)]। বিণঃ **পোষণীয়, পোষ্য**—পোষণের উপযুক্ত, প্রতিপাল্য।

পোষা১—ক্রিঃ পোষান। [?]।

পোষা২—(১)ক্রি.বিঃ **পূষা**-র চলিত রূপ। (২)-বিণঃ পালন করা হইয়াছে বা পোষ মানিয়াছে এমন (পোষা বানর)। [পুষা দ্রঃ]। **পোষা কুকুর** (বিদ্রূপে) একান্ত অনুগত ব্যক্তি।

পোষাক, পোষাকী (-কি)—যথাক্রমে **পোশাক** ও **পোশাকী**-র বর্জি. বানান।

পোষান, পোষানো—(১)ক্রিঃ সঙ্কুলান হওয়া, কুলান; বনিবনাও হওয়া (তোমার সঙ্গে আমার পোষাবে না); প্রতিপালন করান; উপযুক্ত মূল্য বা পারিশ্রমিক দেওয়া অথবা ক্ষতিপূরণ করা (খাটুনি বা লোকসান পুষিয়ে দেওয়া); সহ্য হওয়া (এত খাটুনি তার পোষাবে না)। [পোষা১ দ্রঃ]।

পোষ্ট—**পোস্ট**-এর বর্জি. বানান।

পোষ্টা (ষ্টৃ)—বিণঃ পোষক, প্রতিপালক। [সং. √পুষ্‌+তৃ (র্তৃ)]।

পোষ্টাই—(১)বিণঃ পুষ্টিকর। (২)বিঃ **পুষ্টি, পুষ্টি**-কর ঔষধ। [সং. পুষ্ট+বাং. আই]।

পোষ্য—বিণঃ প্রতিপাল্য। [সং. √পুষ্‌+য (র্ম)]। বিঃ **-পুত্র**—দত্তকপুত্র, আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্বীয় সন্তানরূপে গৃহীত ও প্রতিপালিত অপরের পুত্র। বিঃ **-বর্গ**—প্রতিপাল্য ব্যক্তি-বর্গ।

পোস্ট—বিঃ ডাকবিলির সরকারী ব্যবস্থা, ডাক (আজকের পোস্টে তার চিঠি এল); খুঁটি, থাম (ল্যাম্প-পোস্ট, টেলিগ্রাফের পোস্ট); পদ, অধিকার (হেড ক্লার্কের পোস্ট)। [ইং. post]। বিঃ **-অফিস, পোস্টাপিস**—ডাকঘর। বিঃ **-কার্ড**—ডাকখানা হইতে বিক্রেয় চিঠি লেখার শক্ত কাগজবিশেষ। বিঃ **-মাস্টার**—ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

পোস্ট-গ্রাজুয়েট—বিণ: স্নাতকোত্তর ; বি-এ বি-এস্‌সি বি-কম্ প্রভৃতি উপাধিলাভের পরবর্তী। [ইং. post-graduate]।

পোস্টমাস্টার, পোস্টাপিস—পোস্ট দ্র:।

পোস্ত১—বি: আফিমফলের বীজ। [ফা. পোস্‌ত্]।

পোস্তা, (কথ্য) **পোস্ত**২—বি: গ্রন্থি (মেরে পোস্তা ওড়ান) ; গগ্ন. আড়ত (আলুপোস্তা) ; দেওয়াল বাঁধ প্রভৃতি মজবুত করিবার জন্ম গাঁথনি বা ঠেস (পোস্তা বাঁধান)। [ফা. পুশ্‌তাহ্]।

পোহা—ক্রি: পোহান। [সং. প্র+√ভা+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: ভোর হওয়া, শেষ হওয়া (রাত পোহান) ; কাটান (জীবন পোহান) ; সেবন করা (রোদ পোহান) ; ভোগ করা, সহ্য করা (ঝামেলা পোহান)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে।

পোঁছ—বি: নাগাল ; গন্তব্যস্থানে উপস্থিতি (পোঁছ খবর)। [পৌঁছা দ্র:]।

পৌঁছা—(১)ক্রি: উপস্থিত হওয়া, উদ্দিষ্ট স্থানে আসা বা যাইয়া উপস্থিত হওয়া (দিল্লী পৌঁছেছে) ; নাগাল পাওয়া (হাত পৌঁছে না)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [<সং. প্র+√ভূ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পৌঁছা (সকল অর্থে) ; উদ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসা বা লইয়া যাওয়া (আমাকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দাও) ; নিকটে বা সামীপ্যে লইয়া যাওয়া (চিঠিখানা তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও) ; (২)বি: উক্ত সকল অর্থে।

পৌণ্ড্র—পুণ্ড্র দ্র:।

পৌত্তলিক—বিণ: প্রতিমাপূজক। [সং. পুত্তলি +ক]। বি: **-তা**।

পৌত্র—বি: পুত্রের পুত্র বা তত্তুল্য ব্যক্তি, নাতি। [সং. পুত্র+অ]। বি(স্ত্রী): **পৌত্রী**—পুত্রের কন্যা বা তৎস্থানীয়া স্ত্রীলোক, নাতিনী।

পৌনঃপুনিক—বিণ: বারংবার ঘটে এমন, (গণি.) একরূপে বারংবার উৎপন্ন হয় এমন, recurring (পৌনঃপুনিক দশমিক) ; [সং. পুনঃ+পুনঃ+ইক]। বি: **-তা, পৌনঃপুন্য**।

পৌনে—বিণ: সিকি বা এক পাদ অংশ কম। [সং. পাদোন]।

পৌর—বি: নগরবাসী, পুরবাসী (পৌরজন) ; নগর বা পুরী সম্বন্ধীয়, মিউনিসিপ্যাল (পৌর-সভা) ; নগরের অধিবাসিরূপে প্রাপ্য, নাগরিক (পৌর অধিকার)। [সং. পুর+অ]। বি: **-পিতা**—মিউনিসিপ্যালিটি অর্থাৎ পৌরসভার সদস্য। বি: **-মুখ্য**—বিশেষভাবে নির্বাচিত পৌরসভার সদস্য, alderman [স. প.]। বি: **-সভা**—নগরের পরিচ্ছন্নতা পথঘাট স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাব-ধায়ক সভা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। বি: **-স্ত্রী**—পুরনারী, অন্তঃপুরবাসিনী, কুলনারী।

পৌরন্দর—বিণ: পুরন্দর অর্থাৎ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়, ঐন্দ্র। [সং. পুরন্দর+অ]।

পৌরব—বিণ: পুরুরাজের বংশজাত। [সং. পুরু +অ]।

পৌরাঙ্গনা—বি: অন্তঃপুরিকা, পুরনারী। [সং. পৌর+অঙ্গনা]।

পৌরাণিক—বিণ: পুরাণ-সম্বন্ধীয় ; পুরাণবেত্তা ; প্রাচীন ; পুরাণের বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত (পৌরাণিক নাটক)। [সং. পুরাণ+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **পৌরাণিকী**।

পৌরুষ—বি: পুরুষোচিত ভাব ধর্ম বা আচরণ ; পুরুষকার ; তেজ, বীর্য, পরাক্রম ; পুরুষত্ব। [সং. পুরুষ+অ (ভা)]।

পৌরুষেয়—বিণ: পুরুষ-সম্বন্ধীয় ; মানবিক ; মনুষ্যকৃত। [সং. পুরুষ+এয়]।

পৌরোহিত্য—বি: পুরোহিতের বৃত্তি, পুরোহিত-গিরি, যাজন ; সভাপতিত্ব, নেতৃত্ব (সভায় পৌরোহিত্য করা)। [সং. পুরোহিত+য]।

পৌর্ণমাসী—বি: পূর্ণিমাতিথি ; বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণলীলা সঙ্ঘটনকারিণী যোগমায়ার রূপভেদ ; বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিতা বর্ষীয়সী রমণী। [সং. পূর্ণমাস+অ+ঈ]।

পৌর্ব—বিণ: পূর্বকালের, আগের, বিগত (পৌর্ব-দেহ) ; পূর্বদিকের ; পূর্বাঞ্চলের, প্রাচ্য। [সং. পূর্ব+য]। বিণ(স্ত্রী): **পৌর্বী**। বিণ: **-দৈহিক, -দৈহিক**—পূর্বদেহঘটিত ; পূর্বজন্মের।

পৌর্বাপর্য—বি: পূর্বাপর-সম্বন্ধ ; অনুক্রম। [সং. পূর্বাপর+য]।

পৌর্বাহ্নিক—বিণ: পূর্বাহ্নকালীন ; পূর্বাহ্নসম্বন্ধীয় ; প্রাতঃকাল-সম্পর্কীয়। [সং পূর্বাহ্ন+ইক]।

পৌলস্ত্য—বি: পুলস্ত্যমুনির পুত্র অর্থাৎ কুবের রাবণ কুম্ভকর্ণ এবং বিভীষণ। [সং. পুলস্ত্য+অ (অপত্যার্থে)]।

পৌলোমী—বি: পুলোমাদৈত্যের কন্যা, ইন্দ্রপত্নী শচী। [সং. পুলোমন্+অ+ঈ]।

পৌষ—বি: বাঙ্গালা বৎসরের নবম মাস। [সং. পৌষী+অ]। বি: **-পার্বণ**—পৌষসংক্রান্তিতে (প্রধানতঃ নূতন চাউলে) পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া

দেবতাকে নিবেদন করার উৎসব। বিণ: **পৌষালী** — পৌষমাস-সংক্রান্ত বা পৌষমাসে উৎপন্ন।

পৌষ্টিক—(১)বিণ: পুষ্টিকর ; (২)বি: পুষ্টিসাধন কর্ম। [সং. পুষ্টি+ক]।

প্যাঁক—অব্য: হাঁসের ডাক। [ধ্বন্যা.]।

প্যাঁকাটি—**পাকাটি**-র রূপভেদ।

প্যাঁচ—**পেঁচ** র বানানভেদ।

প্যাঁচা—**পেঁচা**-র বানানভেদ।

প্যাঁটরা—**পেটরা**-র রূপভেদ।

প্যাঁড়া—**পেড়া**-র রূপভেদ।

প্যাকবন্দী—বিণ: বাক্স বা অন্য কোন আধারে সম্পূর্ণ আবদ্ধ। [ইং. packing+বাং. বন্দী]।

প্যাকিং—বি: কোন-কিছুর ভিতরে আবদ্ধকরণ, মোড়ক। [ইং. packing]।

প্যাচপ্যাচ—অব্য: জলকাদা মাড়াইয়া চলিবার শব্দ বা জলকাদায় বিশ্রীভাবে ভরিয়া যাইবার ভাব প্রকাশক (চারদিক কাদা প্যাচপ্যাচ করছে)। [দেশী]। বিণ: **প্যাচপেচে**— প্যাচপ্যাচ করে এমন।

প্যাডেল—বি: পায়ের চাপ দিয়া যন্ত্র বা যান চালাইবার জন্য পাদানবিশেষ। [ইং. paddle]।

প্যান্ট—বি: ইজের ; ইউরোপীয় পারজামা। [ইং pantaloons]। বি: **ফুলপ্যান্ট**—গোড়ালি অবধি লম্বিত পায়জামাবিশেষ। বি: **হাফপ্যান্ট্**—হাঁটু পর্যন্ত লম্বিত পায়জামাবিশেষ।

প্যানডেল—বি: সভা পূজা প্রদর্শনী প্রভৃতির জন্য অস্থায়ী মণ্ডপ। [?]।

প্যানপ্যান—অব্য: নাকিকান্না বা নাছোড়বান্দা অনুনয়ের ভাবসূচক। **প্যানপ্যানান, প্যানপ্যানানো**—(১)ক্রি: প্যানপ্যান করা ; (২)বি: উক্ত অর্থে। বি: **প্যানপ্যানানি**—প্যানপ্যান করণ। বিণ: **প্যানপেনে**—প্যানপ্যান করে এমন ; প্যানপ্যানানিপূর্ণ।

প্যারী—**পেয়ারি** দ্র:।

প্যালা—**পেলা**-র বানানভেদ।

প্যাসেঞ্জার—(১)বি: শকটারোহী, যানাদির যাত্রী (রেলের প্যাসেঞ্জার)। (২)বিণ: যাত্রিবাহী (প্যাসেঞ্জার ট্রেন)। [ইং. passenger]।

প্র- —অব্য: উৎকর্ষ প্রসিদ্ধি আধিক্য ব্যাপকতা আরম্ভ প্রভৃতি ভাবসূচক। [সং.]।

প্রকট —বিণ: প্রকৃষ্টরূপে বা বিশেষরূপে ব্যক্ত অথবা প্রকাশিত, স্পষ্ট। [সং. প্র+ √কট+অ (র্তৃ)]। বি: **-ন**—প্রকটীকরণ। বিণ: **প্রকটিত**—প্রকট হইয়াছে বা করা হইয়াছে এমন। বি: **-লীলা**—শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে ও অন্যত্র ব্যক্ত লীলা।

প্রকম্প, প্রকম্পন—বি: অতিশয় কম্পন। [সং. প্র+কম্প, কম্পন]। বিণ: **প্রকম্পিত**—প্রকম্পযুক্ত।

প্রকরণ—বি: গ্রন্থাদির অধ্যায় বা অংশ ; প্রক্রিয়া ; প্রস্তাব, প্রসঙ্গ, আলোচ্য বিষয়। [সং. প্র+ √কৃ+অন (ভা)।

প্রকর্ষ—বি: উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, উন্নতি। [সং. প্র+ √কৃষ্+অ (ভা)]। বি: **প্রকর্ষণ**—বিশেষরূপে বা সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ ; প্রকর্ষ ; উন্নতিসাধনার্থ প্রকৃষ্টরূপে অনুশীলন।

প্রকাণ্ড—(১)বিণ: অতি বৃহৎ, মস্ত, বিশাল। (২)বি: গাছের গুঁড়ি। [সং.]।

প্রকার—বি: জাতি, শ্রেণী, রকম (বহুপ্রকার ফুল) ; রীতি, প্রণালী, উপায় (কি প্রকারে) ; প্রভেদ। [সং.]। বি: **প্রকারান্তর**—অন্য বা ভিন্ন প্রকার।

প্রকাশ—(১)বি: প্রকটন, প্রদর্শন, ব্যঞ্জনা, ব্যক্ত করা বা হওয়া (দুঃখপ্রকাশ) ; উদয়, বিকাশ (সূর্যের প্রকাশ) ; প্রস্ফুটন (ফুলের প্রকাশ) ; সাধারণের সমক্ষে প্রচার, জাহির (গুপ্তকথা প্রকাশ) ; ছাপাইয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থাকরণ (পত্রিকা প্রকাশ)। (২)বিণ: ব্যক্ত, বিজ্ঞাত, প্রচারিত (প্রকাশ যে)। [সং. প্র+ √কাশ্+অ (ভা, র্তৃ)]। **-ক**—(১)বিণ.বি: প্রকাশকারী ; (২)বি: যে ব্যক্তি পুস্তকাদি ছাপাইয়া প্রকাশ করে, publisher। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রকাশিকা**। বি: **-ন, -না**—পুস্তকাদি প্রকাশ করণ। বিণ: **-নীয়**—প্রকাশযোগ্য। বিণ: **-মান**—প্রকাশিত হইতেছে বা প্রকাশ পাইতেছে এমন ; স্পষ্ট, ব্যক্ত। বিণ: **প্রকাশিত**—প্রকাশ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **প্রকাশিতব্য** — প্রকাশযোগ্য ; প্রকাশ করিতে হইবে বা প্রকাশিত হইবে এমন। বিণ: **প্রকাশ্য**—প্রকাশযোগ্য ; প্রকাশিত হইবে এমন (ক্রমশ: প্রকাশ্য) ; সাধারণের অধিগম্য (প্রকাশ্য সভা) ; খোলাখুলি, সকলের সামনে কৃত বা সংঘটিত (প্রকাশ্য বিচার বা আলোচনা)। **প্রকাশ্য দিবালোকে**—দিনের বেলায় ও সর্বজনের দৃষ্টিগোচরে। ক্রি-বিণ: **প্রকাশ্যে, প্রকাশ্যতঃ,** (চলিত) **প্রকাশ্যত**—সাধারণের সামনে (প্রকাশ্যে বলা)।

প্রকীর্ণ—বিণ: বিকীর্ণ, ছড়ান ; বিবিধ। [সং. প্র+কীর্ণ]।

প্রকীর্তি—বিঃ বিপুল যশঃ, বিশেষ খ্যাতি। [সং. প্র+কীর্তি]। বিণঃ **-ত**—বিশেষভাবে খ্যাতি প্রচার করা হইয়াছে এমন; অতিশয় খ্যাতিমান্; প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিত।

প্রকুপিত—বিণঃ অত্যন্ত রুষ্ট বা রাগান্বিত; অত্যন্ত দূষিত (পিত্ত প্রকুপিত)। [সং. প্র+কুপিত]। বিণ(স্ত্রী): **প্রকুপিতা**।

প্রকৃত—বিণঃ সত্য, বিশুদ্ধ, আসল, যথার্থ, বাস্তবিক। [সং. প্র+√কৃ+ত (র্ম)]। বিঃ -ত্ব। ক্রি-বিণঃ **-পক্ষে, -প্রস্তাবে**—আসলে, বস্তুতঃ, বাস্তবিক। বিঃ **প্রকৃতার্থ**—আসল মানে, গূঢ় মর্ম।

প্রকৃতি—বিঃ স্বভাব, চরিত্র, অভ্যস্ত আচরণ (দুষ্টপ্রকৃতি); স্বাভাবিক গুণাগুণ, ধর্ম (বস্তু-প্রকৃতি); বাহ্যজগৎ, নিসর্গ (প্রকৃতির শোভা); সৃষ্টির মূল বা আদি কারণ, আদ্যাশক্তি; সত্ত্ব রজ ও তম: এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা আধার; সাংখ্যমতে নির্গুণ চৈতন্যময় পুরুষের বিপরীত ত্রিগুণাত্মক জড় তত্ত্ব (পুরুষ-সান্নিধ্যদ্বারা ইহার ভিতরে চৈতন্যের আধান হয়); প্রজাপুঞ্জ (প্রকৃতিরঞ্জন); নারী; অবিদ্যা, মায়া; (ব্যাক.) বিভক্তিহীন শব্দ বা ধাতু (প্রকৃতি-প্রত্যয়)। [সং. প্র+√কৃ+তি]। বিণঃ **-গত**—স্বভাবসিদ্ধ। বিণঃ **-জ, -জাত, -সিদ্ধ**—স্বভাবজাত, স্বাভাবিক; নৈসর্গিক। বিঃ **প্রকৃতি-পূজা**—বৃক্ষ-পর্বতাদি জড়প্রকৃতির উপাসনা। বিঃ **-বাদ**—প্রকৃতির দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও নিয়মন সাধিত হইতেছে: এই মত, জড়বাদ; শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বা মূল অর্থের বিচার। বিণঃ **-বিরুদ্ধ**—স্বভাবগত নহে এমন, অস্বাভাবিক। বিণঃ **-স্থ**—স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, স্বাভাবিক; সুস্থ, ধাতস্থ।

প্রকৃষ্ট—বিণঃ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, প্রশস্ত। [সং. প্র+√কৃষ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রকৃষ্টা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

প্রকোপ—বিঃ প্রাবল্য (রোগের প্রকোপ); বিষম ক্রোধ। [সং. প্র+কোপ]। বিঃ **-ন, -ণ**—উত্তেজন; ক্রুদ্ধকরণ; বৃদ্ধিকরণ। বিণঃ **প্রকোপিত**—উত্তেজিত; ক্রুদ্ধ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

প্রকোষ্ঠ—বিঃ কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত দেহাংশ; কক্ষ, ঘর; দরজার পার্শ্বস্থ ঘর; মহল। [সং. প্র+√কুষ্+থ]।

প্রক্রিয়া—বিঃ কার্যসাধন গবেষণা প্রভৃতির প্রণালী; গ্রন্থের বিশেষ অধ্যায় বা প্রকরণ; প্রয়োগ বা অনুষ্ঠান। [সং. প্র+ক্রিয়া]।

প্রক্ষালন—বিঃ ধৌতকরণ। [সং. প্র+√ক্ষালি+অন (ভা)]। বিণঃ **প্রক্ষালিত**—ধৌত।

প্রক্ষিপ্ত—**প্রক্ষেপ** দ্রঃ।

প্রক্ষেপ—বিঃ নিক্ষেপ; অন্তরে স্থাপন; বিন্যাস; রচনার মধ্যে লেখক ভিন্ন অন্যকর্তৃক সন্নিবেশিত অংশ, interpolation। [সং. প্র+√ক্ষিপ্+অ (ভা)]। বিণঃ **প্রক্ষিপ্ত**—নিক্ষিপ্ত; অন্তর্নিবেশিত; রচনার মধ্যে মূল লেখক ব্যতীত অন্য কাহারও লেখা ঢুকান হইয়াছে এমন। বিণ.বিঃ **-ক**—প্রক্ষেপকারী। বিঃ **-ণ**—প্রক্ষিপ্ত-করা। বিণঃ **-ণীয়**—প্রক্ষেপণের যোগ্য।

প্রক্ষোভ—বিঃ ভাবাবেগ, emotion [বি. প.]। [সং. প্র+ক্ষোভ]।

প্রখর—বিণঃ অতিশয় ধারাল; তীব্র, কড়া। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **প্রখরা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

প্রখ্যাত—বিণঃ বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [সং. প্র+খ্যাত]। বিণঃ **-নামা** (-মন্)—স্বনামপ্রসিদ্ধ, যশস্বী।

প্রখ্যাপন—বিঃ ঘোষণাকরণ। [সং. প্র+√খ্যা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **প্রখ্যাপক**—ঘোষণা-কারী। বিণঃ **প্রখ্যাপিত**—ঘোষিত।

প্রগণ্ড—বিঃ কনুই হইতে কাঁধ পর্যন্ত বাহুভাগ। [সং. প্র+গণ্ড]।

প্রগত—বিণঃ প্রস্থিত; মৃত; পৃথগ্‌ভূত। [সং. প্র+গত]।

প্রগতি—বিঃ অগ্রগতি, উন্নতি; ক্রমোন্নতি; (গণি.) নিয়মিতভাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যা-শ্রেণী progression [বি. প.]। [সং. প্র+গতি]।

প্রগমন—বিঃ প্রস্থান, দূরে গমন। [সং. প্র+গমন]।

প্রগল্‌ভ—বিণঃ দাম্ভিক; ধৃষ্ট, নির্লজ্জ; অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ, নির্ভীক; অসঙ্কোচে কথা বলে এমন। [সং. প্র+√গল্‌ভ্+অ (র্তৃ)]। **প্রগল্‌ভা**—(১) বিণঃ **প্রগল্‌ভ**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ কামার্তা রতিকুশলা তরুণী নায়িকা। বিঃ **-তা**।

প্রগাঢ়—বিণঃ অতিশয় গাঢ়। [সং. প্র+গাঢ়]। বিঃ **-তা**।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—বিঃ লাগাম, বল্‌গা; বাঁধিবার দড়ি। [সং. প্র+√গ্রহ্+অ (ণে)]।

প্রচণ্ড—বিণঃ প্রখর, অত্যুগ্র; দুর্ধর্ষ; প্রবল; ভীষণ; অসহ্য। [সং. প্র+চণ্ড]। বিঃ **তা**।

প্রচয়—বিঃ চয়ন; সঞ্চয়; রাশি; বৃদ্ধি। [সং. প্র+√চি+অ]।

প্রচল—(১)বিণঃ প্রচলিত, চালু। (২)বিঃ প্রচলিত

রীতি, convention [বি. প.]। [সং. প্র+চল্]। বিঃ **প্রচলন**—প্রবর্তন, চালুকরণ ; চলন ; প্রচার। বিণঃ **প্রচলিত**—প্রচলন করা হইয়াছে এমন ; প্রবর্তিত ; চালু।

প্রচায়—**প্রচয়**-এর রূপভেদ।

প্রচার—বিঃ প্রচলন ; ঘোষণা ; বিজ্ঞপ্তি ; কোন-কিছু চালু করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বিজ্ঞপ্তি-দান ; রটনা ; প্রকাশ। [সং. প্র+√চর্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—প্রচারকারী। বিঃ **-ণ, -ণা**—প্রচারের কাজ। বিণঃ **প্রচারিত**—প্রচার করা হইয়াছে এমন।

প্রচিত—বিণঃ চয়িত, সংগৃহীত ; সঞ্চিত ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [সং. প্র+√চি+ত (র্ম)]।

প্রচীয়মান—বিণঃ উপচীয়মান, বর্ধমান, বৃদ্ধিশীল। [সং. প্র+√চি+আন (মান)]।

প্রচুর—বিণঃ প্রভূত, ঢের, বহু, অনেক ; পর্যাপ্ত, যথেষ্ট। [সং. প্র+√চুর্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **প্রাচুর্য** দ্রঃ।

প্রচেতাঃ (-তস্), (চলিত) **প্রচেতা**—(১)বিণঃ প্রকৃষ্টচিত্ত, জ্ঞানী ; হৃষ্ট, সুখী, প্রশান্তচিত্ত। (২)বিঃ জলদেবতা বরুণ ; প্রজাপতিবিশেষ। [সং. প্র (উৎকৃষ্ট)+চেতস্]।

প্রচেষ্টা—বিঃ বিশেষভাবে চেষ্টা, প্রয়াস ; সাধনা, অধ্যবসায় ; বিশেষ উদ্যম। [সং. প্র+চেষ্টা]।

প্রচ্ছদ—বিঃ আবরণ, আচ্ছাদন। [সং. প্র+√ছদ্+ণিচ্+অ (ণে)]। বিঃ **-পট**—আবরণের কাপড় বা কাগজ ; মলাট।

প্রচ্ছন্ন—বিণঃ আবৃত ; গুপ্ত, লুক্কায়িত। [সং. প্র+√ছদ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিঃ **-তা**।

প্রচ্ছাদন—বিঃ আচ্ছাদন, আবরণ ; উত্তরীয়বস্ত্র ; আবরণবস্ত্র ; আস্তরণবস্ত্র। [সং প্র+√ছদ্+ণিচ্+অন (ভা, ণে)]। বিণঃ **প্রচ্ছাদিত**—আবৃত, আচ্ছাদিত।

প্রচ্ছায়—বিঃ নিবিড় ছায়া বা ছায়াময় স্থান। [সং. প্র+ছায়া]। বিঃ **প্রচ্ছায়া**—(জ্যোতি.) গ্রহণের সময় চন্দ্র বা পৃথিবী হইতে নিক্ষিপ্ত নিবিড় ছায়া, umbra [বি. প.]।

প্রজন—বিঃ গবাদি পশুর গর্ভসঞ্চারকরণ, breeding। [সং. প্র+√জন্+ণিচ্+অ (ভা)]।

প্রজনন—বিঃ সন্তানোৎপাদন ; প্রসব, জন্মদান। [সং. প্র+√জন্+ণিচ্+অন (ভা)]।

প্রজা—বিঃ প্রাণিবর্গ (প্রজাপতি) ; সন্তান, সন্ততি (প্রজাবতী) ; রাষ্ট্রের বা জমিদারির শাসনাধীন লোকসমূহ, রায়ত ; ভাড়াটে ; জনসাধারণ। [সং. প্র+√জন্+অ (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-তন্ত্র**—সাধারণতন্ত্র; প্রজাবর্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসন বা শাসিত রাষ্ট্র, republic। বিণঃ **-তান্ত্রিক, -তন্ত্রী**—প্রজাতন্ত্রবিধিদ্বারা শাসিত। বিঃ **-পতি**- -জীববর্গের স্রষ্টা বা প্রধান পালক, বিধাতা (প্রজাপতির নির্বন্ধ) ; ব্রহ্মা ; মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ : ব্রহ্মার এই দশজন মানসপুত্র ; (বাং.) বিচিত্রপক্ষ ষট্‌পদী পতঙ্গবিশেষ। **-বতী**—(১)বিণঃ সন্তানশালিনী ; (২)বিঃ ভ্রাতৃজায়া। বিঃ **-বিলি**—নির্দিষ্ট খাজনায় জমিদার কর্তৃক প্রজাকে জমি চাষবাসপূর্বক ভোগ করার অধিকারদানের বন্দোবস্ত। বিঃ **-বৃদ্ধি**—বংশ-বৃদ্ধি ; রাষ্ট্র দেশ প্রভৃতির জনসংখ্যাবৃদ্ধি। বিঃ **-শক্তি**—সম্মিলিত প্রজাবর্গের ক্ষমতা।

প্রজাত—বিণঃ উৎপন্ন। [সং. প্র+জাত]। বিণ-(স্ত্রী): **প্রজাতা**। বিঃ **প্রজাতি**—কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের শ্রেণী, species।

প্রজায়িনী—বিঃ মাতা, সন্তানপ্রসবকারিণী। [সং. প্র+√জন্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

প্রজ্ঞ—বিণঃ জ্ঞানবান্, বিচক্ষণ। [সং. প্র+√জ্ঞা+অ (র্তৃ)]।

প্রজ্ঞপ্তি—বিঃ বিশেষভাবে জ্ঞাতকরণ, নিবেদন। [সং. প্র+√জ্ঞা+ণিচ্+তি]।

প্রজ্ঞা—বিঃ উৎকৃষ্ট বোধশক্তি বা বুদ্ধি ; গভীর জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। [সং. প্র+√জ্ঞা+অ (ভা)]। বিঃ **-চক্ষু**—জ্ঞাননেত্র ; তত্ত্বজ্ঞান লাভের শক্তি। বিণঃ **-ত**—বিশেষভাবে বিদিত বা অবগত ; অতি প্রসিদ্ধ। বিঃ **-ন**—বিশেষ জ্ঞান ; তত্ত্ব-জ্ঞান ; চিহ্ন; সঙ্কেত। বিণঃ **-পক**—বিশেষভাবে প্রচারকারী। বিঃ **-পন**—বিশেষভাবে প্রচার। বিঃ **-পারমিতা**—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ; (বৌদ্ধ-মতে) জ্ঞানের দেবী ; জ্ঞানের পরিপূর্ণতা। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—তত্ত্বজ্ঞানী।

প্রজ্বলন—বিঃ অতিশয় জ্বলন ; প্রদীপন। [সং. প্র+জ্বলন]। বিণঃ **প্রজ্বলিত**—জ্বলন্ত, প্রদীপ্ত। বিঃ **প্রজ্বালন**—প্রজ্বলিত করা। বিণঃ **প্রজ্বালিত**—ভালভাবে জ্বালান হইয়াছে এমন।

প্রণত—বিণঃ প্রণাম বা নমস্কার করিতেছে এমন ; নত হইয়াছে বা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এমন। [সং. প্র+নত]। বিঃ **প্রণতি**—প্রণাম, নমস্কার ; নত অবস্থা।

প্রণব—বিঃ ওঁকার (হিন্দুগণ যে মন্ত্র পাঠপূর্বক ঈশ্বরের আরাধনা করে) ; আদিধ্বনি ; বিষ্ণু ; বেদের মূল। [সং. প্র+ √নু+অ (ণে)]।

প্রণয়—বিঃ প্রেম, ভালবাসা ; অনুরাগ, প্রীতি ; সৌহার্দ্য ; বন্ধুত্ব। [সং. প্র+ √নী+অ]।

প্রণয়ন—বিঃ রচনা, নির্মাণ। [সং. প্র+ √নী +অন (ভা)]।

প্রণয়ী (-য়িন্)—(১)বিঃ প্রেমপাত্র ; অনুরক্ত বা অনুরাগলাভের উপযুক্ত পুরুষ অথবা নায়ক। (২)বিণঃ প্রেমিক, প্রণয়াস্পদ। [সং. প্রণয়+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **প্রণয়িনী**।

প্রণাম—বিঃ প্রণতি, ভূমিতে বা পায়ের উপর আনত হইয়া অভিবাদন ; নমস্কার। [সং. প্র + √নম্+অ (ভা)]। **দণ্ডবৎ প্রণাম**—লাঠির ন্যায় ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক দুই চক্ষু দুই কর বক্ষঃস্থল দুই জানু ও দুই চরণ মাটিতে প্রসারিত করিয়া বাক্য-ও-মনঃসংযোগদ্বারা প্রণাম। **প্রণামী**—(১)বিঃ প্রতিমা গুরু পুরোহিত প্রভৃতিকে প্রণামকালে প্রদেয় দক্ষিণা ; (২)বিণঃ প্রণামকালে দেয় (প্রণামী কাপড়)।

প্রণালী—বিঃ নর্দমা, জলনালী ; (ভূগো.) দুই বৃহৎ জলভাগের মধ্যে যোগস্থাপক সঙ্কীর্ণ জলভাগ ; পদ্ধতি, ধারা, রীতি ; কার্যক্রম, procedure [স. প.]। [সং. প্র+নালী]।

প্রণাশ—বিঃ বিনাশ, মৃত্যু, লয়। [সং. প্র+নাশ]।

প্রণিধান—বিঃ একাগ্রভাবে মনোনিবেশ, অভিনিবেশ ; ধ্যান, সমাধি ; অর্পণ, স্থাপন। [সং. প্র+নিধান]।

প্রণিধি—বিঃ চর ; দূত ; প্রণিধান ; প্রার্থনা। [সং. প্র+নি+ √ধা+ই (র্ম, ভা)]।

প্রণিপাত—বিঃ প্রণাম ; ভূমিতে লুটাইয়া অভিবাদন। [সং. প্র+নি+ √পত্+অ]।

প্রণিহিত—বিণঃ অভিনিবিষ্ট ; সমাহিত ; অর্পিত ; স্থাপিত। [সং. প্র+নি+ √ধা+ত (র্ম)]।

প্রণীত—বিণঃ রচিত, কৃত, নির্মিত। [সং. প্র+ √নী+ত (র্ম)]।

প্রণেতা (-তৃ)—বিণঃ প্রণয়নকারী ; রচনাকারী, নির্মাতা। [সং. প্র+ √নী+তৃ (র্তৃ)]।

প্রণোদন—বিঃ প্রেরণা দান, প্রোৎসাহন ; প্ররোচন ; নিয়োজন। [সং. প্র+ √নুদ্+ণিচ্ +অন (ভা)]। বিণঃ **প্রণোদিত**—প্রণোদন লাভ করিয়াছে বা দেওয়া হইয়াছে এমন।

প্রতপ্ত—বিণঃ অতিশয় উত্তপ্ত। [সং. প্র+তপ্ত]।

প্রতর্ক—বিঃ সন্দেহ, সংশয়, অনুমান ; বিচার। [সং. প্র+তর্ক]। বিণঃ **প্রতর্ক্য**—বিচার বা অনুমানদ্বারা স্থির করা যায় এমন।

প্রতত—বিণঃ বিস্তারযুক্ত, দূরপ্রসারী। [সং. প্র + √তন্+ত (র্তৃ)]।

প্রতনু—বিণঃ অতি সূক্ষ্ম বা সরু। [সং. প্র+তনু]।

প্রতান—বিঃ (লতাদির) বিস্তার ; লতার আঁশ বা আকর্ষ। [সং. প্র+ √তন্+অ]।

প্রতাপ—বিঃ পরাক্রম, প্রচণ্ড ক্ষমতা ; তেজ ; প্রভাব ; উত্তাপ। [সং. প্র+তাপ]। বিণঃ **প্রতাপী** (-পিন্)—প্রতাপসম্পন্ন।

প্রতারক—**প্রতারণা** দ্রঃ।

প্রতারণা, প্রতারণ—বিঃ প্রবঞ্চনা, ঠকামি, জুয়াচুরি, ছলনা, শঠতা। [সং. প্র+ √তৃ+ণিচ্+অন (ভা),+আ]। বিণঃ **প্রতারক**—প্রতারণাকারী, প্রবঞ্চক। বিণঃ **প্রতারিত**—প্রবঞ্চিত, ঠকিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **প্রতারিতা**।

প্রতি—অব্যঃ (শব্দটি অনুসর্গ বা উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়) উপর, সম্বন্ধে, বিষয়ে (ফুলের প্রতি আকর্ষণ) ; দিকে, অভিমুখে (গৃহের প্রতি ধাবন) ; প্রত্যেক, সমস্ত (প্রতিক্ষণ) ; পরিবর্ত (প্রতিনিধি) ; পালটা (প্রতিহিংসা) ; সমীপ (প্রতিবাসী) ; বিপরীত, বিরুদ্ধ (প্রতিবিধান) ; অনুরূপ, অবিকল (প্রতিমূর্তি) ; উদ্দেশে, লক্ষ্য করিয়া (দস্যুপ্রতি উক্তি) ; সমান (প্রতিযোগিতা) ; অংশ (প্রতিজিহ্বা)। [সং.]।

প্রতিকরণীয়, প্রতিকর্তা—**প্রতিকার** দ্রঃ।

প্রতিকর্ম—বিঃ প্রতিকার ; প্রতিশোধ ; প্রসাধন। [সং. প্রতি+কর্ম]।

প্রতিকর্ষ—বিঃ আকর্ষণ। [সং. প্রতি+ √কৃষ্ +অ (ভা)]।

প্রতিকায়—বিঃ প্রতিমূর্তি। [সং. প্রতি+কায়]।

প্রতিকার—বিঃ প্রতিবিধান ; প্রতিশোধ ; দমন ; নিবারণ। [সং. প্রতি+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **প্রতিকরণীয়, প্রতিকার্য**—প্রতিকার করা উচিত বা প্রতিকার করিতে হইবে এমন। বিণ.বিঃ **প্রতিকর্তা** (-র্তৃ)—প্রতিকারকারী ; প্রতিফলদানকারী। বিণঃ **প্রতিকৃত**—প্রতিকার করা হইয়াছে এমন ; উপশমিত ; দমিত।

প্রতিকূল—বিণঃ বিরুদ্ধ ; বিপরীত ; বিপক্ষ ; বাম ; শত্রুতাপূর্ণ ; অপ্রসন্ন। [সং. প্রতি+কূল]। বিঃ -তা।

প্রতিকৃত—প্রতিকার দ্রঃ।

প্রতিকৃতি—বিঃ প্রতিমূর্তি, কোন ব্যক্তির দেহের ছবি; (বিরল) প্রতিকার। [সং. প্রতি+ √কৃ +তি (র্ম, ভা)]।

প্রতিক্রম—বিঃ বিপরীত ক্রম। [সং. প্রতি+ক্রম]।

প্রতিক্রিয়া—বিঃ (ঔষধ খাদ্য শক্তি আপন ব্যবস্থা প্রভৃতি) প্রয়োগের ফলে যে ক্রিয়া আরম্ভ হয় (বিষের প্রতিক্রিয়া); উত্তেজনাদি শেষ হইয়া গেলে যে অবসাদ আসে (ব্যর্থ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া); বাহিরের ঘটনায় মানসিক অবস্থার রূপান্তর; প্রগতিবিরুদ্ধ ক্রিয়া বা আচরণ; প্রতিবিধান। [সং. প্রতি+ক্রিয়া]। বিণঃ **-শীল**—প্রগতিবিরুদ্ধ, reactionary।

প্রতিক্ষণ—ক্রি-বিণঃ প্রতিমুহূর্তে; সর্বদা। [সং. প্রতি+ক্ষণ]।

প্রতিগমন—বিঃ প্রত্যাবর্তন। [সং. প্রতি+গমন]। ক্রিঃ **প্রতিগমন করা**—ফিরিয়া যাওয়া বা আসা।

প্রতিগ্রহ—বিঃ দানগ্রহণ; স্বীকার; অঙ্গীকার; প্রদত্ত বা দেয় বস্তু; (জ্যোতিষ.) প্রতিকূল গ্রহ। [সং. প্রতি+ √গ্রহ্+অ (ভা, র্ম, র্তৃ)]। বিঃ **-ণ**—দানগ্রহণ; স্বীকার। বিণঃ **-ণীয়**—প্রতিগ্রহণযোগ্য।

প্রতিগ্রাহ—বিঃ স্বীকার; দানগ্রহণ। [সং. প্রতি + √গ্রহ্+ণিচ্+অ (ভা)]। বিণঃ **প্রতিগ্রাহিত**—দান গ্রহণ করিতে সম্মত করান হইয়াছে এমন। বিণ.বিঃ **প্রতিগ্রাহী** (-হিন্)—দানগ্রহণকারী। বিণঃ **প্রতিগ্রাহ্য**—প্রতিগ্রহণযোগ্য।

প্রতিঘ—(১)বিঃ প্রতিবন্ধক; ক্রোধ। (২)বিণঃ প্রতিকূল। [সং. প্রতি+ √হন্+অ (পে)]।

প্রতিঘাত—বিঃ আঘাতের বদলে আঘাত। [সং. প্রতি+ √হন্+অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—বধ, সংহার। বিণঃ **প্রতিঘাতী** (-তিন্)—সংহারকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **প্রতিঘাতিনী**।

প্রতিচক্ষুঃ (-ক্ষুস্), (চলিত) **প্রতিচক্ষু**—বিঃ চশমা। [সং. প্রতি+চক্ষুস্]।

প্রতিচিত্র—বিঃ চিত্রাদির অবিকল নকল, blueprint। [সং. প্রতি+চিত্র]।

প্রতিচ্ছায়া—বিঃ প্রতিবিম্ব; প্রতিকৃতি, সাদৃশ্য। [সং. প্রতি+ছায়া]।

প্রতিজিহ্বা—বিঃ আলজিভ। [সং. প্রতি+ জিহ্বা]।

প্রতিজ্ঞা—বিঃ সঙ্কল্প, দৃঢ় পণ; শপথ, অঙ্গীকার; (জ্যামি) প্রতিপাদ্য সম্পাদ্য বা উপপাদ্য বিষয়। [সং. প্রতি+ √জ্ঞা+অ (ভা)]। বিণঃ **-ত**—অবধারিত; সঙ্কল্পিত; অঙ্গীকৃত; স্বীকৃত; প্রস্তাবিত। বিঃ **-পত্র**—অঙ্গীকারপত্র, প্রতিজ্ঞার লিখিত দলিল, একরারনামা। বিণঃ **প্রতিজ্ঞেয়**—অঙ্গীকারযোগ্য; অঙ্গীকারের বিষয়ীভূত।

প্রতিদত্ত—বিণঃ প্রতিদানরূপে প্রদত্ত, প্রত্যর্পিত। [সং. প্রতি+দত্ত]।

প্রতিদান—বিঃ দানের বদলে দান; প্রত্যর্পণ, ফেরত; পরিশোধ। [সং. প্রতি+দান]।

প্রতিদিন—ক্রি-বিণঃ প্রত্যহ, রোজ। [সং. প্রতি +দিন]।

প্রতিদিষ্ট—বিণঃ অন্য বা অধিকতর ক্ষমতাবান্ আদেশদ্বারা প্রত্যাহৃত। [সং. প্রতি+ √দিশ্ +ত (র্ম)]।

প্রতিদেয়—বিণঃ প্রতিদানের যোগ্য বা বিনয়ী-ভূত। [সং. প্রতি+দেয়]।

প্রতিদ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—বিঃ পরস্পরের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ; প্রতিযোগিতা; অপরের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা বা সমকক্ষতা। [সং. প্রতি+দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বিতা]। বিণ.বিঃ **প্রতিদ্বন্দ্বী** (-দ্বিন্)—বিপক্ষ, প্রতিযোগী। বিণ.বিঃ(স্ত্রী) **প্রতিদ্বন্দ্বিনী**।

প্রতিধ্বনি—বিঃ শব্দ প্রতিহত হইয়া যে শব্দ সৃষ্টি করে। [সং. প্রতি+ধ্বনি]। বিণঃ **প্রতিধ্বনিত**—প্রতিধ্বনিদ্বারা মুখরিত; প্রতিধ্বনি উত্থিত হইয়াছে বা প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে এমন।

প্রতিনিধি—বিঃ প্রতিভূ; জামিন; কাহারও পরিবর্তে কাজ করার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি; বদলি; অনুকল্প। [সং. প্রতি+নি+ √ধা+ই (র্তৃ)]। বিঃ **-ত্ব**—প্রতিনিধির কাজ পদ বা কার্যকাল।

প্রতিনিবর্তন—**প্রতিনিবৃত্ত** দ্রঃ।

প্রতিনিবৃত্ত—বিণঃ প্রত্যাবৃত্ত; নিরস্ত। [সং. প্রতি+নিবৃত্ত]। বিঃ **প্রতিনিবৃত্তি, প্রতিনিবর্তন**—প্রত্যাবর্তন; নিরস্ত হওয়া।

প্রতিনিয়ত—ক্রি-বিণঃ সর্বদা। [সং. প্রতি+ নিয়ত]।

প্রতিপক্ষ—বিঃ শত্রুপক্ষ; বিরোধী দল; প্রতিবাদী। [সং. প্রতি+পক্ষ]।

প্রতিপত্তি—বিঃ সম্মান; প্রতিষ্ঠা; প্রভাব; ক্ষমতা; (বিরল) প্রমাণ। [সং. প্রতি+ √পদ্+তি (ভা)]। বিণঃ **-শালী, -শীল**—প্রতিপত্তিসম্পন্ন।

প্রতিপদ্—বিঃ শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। [সং. প্রতি+ √পদ্+ক্বিপ্ (ধি)]।

প্রতিপদে—**পদ** দ্রঃ।

প্রতিপন্ন—বিণঃ অবধারিত ; প্রমাণসিদ্ধ ; যুক্তি-দ্বারা সমর্থিত বা মীমাংসিত ; প্রাপ্ত ; প্রতিশ্রুত। [সং. প্রতি+ √পদ্+ত (র্তৃ)]।

প্রতিপাদক—**প্রতিপাদন** দ্রঃ।

প্রতিপাদন—বিঃ প্রতিপন্নকরণ ; যুক্তি বা প্রমাণের সাহায্যে অবধারণ ; নির্ণয় ; মীমাংসা ; সম্পাদন। [সং. প্রতি+ √পদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **প্রতিপাদক**—প্রতিপাদনকারী। বিণ(স্ত্রী): **প্রতিপাদিকা**। বিণঃ **প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য**—প্রতিপাদনের যোগ্য বা বিষয়ীভূত। বিণঃ **প্রতিপাদিত**—প্রতিপাদন করা হইয়াছে এমন।

প্রতিপালক—**প্রতিপালন** দ্রঃ।

প্রতিপালন—বিঃ পোষণ, লালন (সন্তান-প্রতিপালন) ; রক্ষণ (প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালন) ; রক্ষণাবেক্ষণ (রাজ্যের বা প্রজার প্রতিপালন)। [সং. প্রতি+পালন]। বিণ বিঃ **প্রতিপালক**—প্রতিপালনকারী ; রক্ষণাবেক্ষণকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রতিপালিকা**। বিণঃ **প্রতিপালনীয়, প্রতিপাল্য**—প্রতিপালনযোগ্য ; প্রতিপালন করিতে হইবে এমন। বিণঃ **প্রতিপালিত**—প্রতিপালন করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **প্রতিপালিতা**।

প্রতিপোষক—**প্রতিপোষণ** দ্রঃ।

প্রতিপোষণ—বিঃ সমর্থন ; সাহায্যকরণ। [সং. প্রতি+পোষণ]। বিণঃ **প্রতিপোষক**—প্রতিপোষণকারী।

প্রতিফল—বিঃ প্রতিশোধ, শাস্তি। [সং. প্রতি+ফল]।

প্রতিফলন—বিঃ প্রতিবিম্বপাত ; দর্পণাদিতে পতিত আলোকের প্রত্যাবর্তন, reflection। [সং. প্রতি+ √ফল্+অন (ভা)]।

প্রতিফলিত—বিণঃ প্রতিবিম্বিত, পতিত আলোক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে এমন বা উক্ত প্রত্যাবৃত্ত আলোকে উদ্ভাসিত, reflected। [প্রতি+ √ফল্+ত(র্ম)]।

প্রতিবচন—বিঃ উত্তর ; প্রত্যুত্তর ; প্রতিকূল বাক্য ; সমানার্থক বাক্য ; প্রতিধ্বনি। [সং. প্রতি+বচন]।

প্রতিবদ্ধ—বিণঃ বাধাপ্রাপ্ত ; ব্যাহত। [সং. প্রতি+বদ্ধ]।

প্রতিবন্ধ—বিঃ বাধা, অন্তরায়। [সং. প্রতি+ √বন্ধ্+অ (ভা)]। **-ক**—(১)বিণঃ বাধাজনক ; পরিপন্থী ; (২)বিঃ বাধা, অন্তরায়। বিণঃ **প্রতিবন্ধী** (-ন্ধিন্)—বাধাযুক্ত ; বাধাজনক।

প্রতিবল—(১)বিণঃ সমান শক্তিমান্। (২)বিঃ শত্রুপক্ষীয় সৈন্য। [সং. প্রতি+বল]।

প্রতিবস্তূপমা—বিঃ উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য হয় এমন অর্থালঙ্কার-বিশেষ। [সং. প্রতি-+বস্তু+উপমা]।

প্রতিবাক্য—বিঃ উত্তর ; প্রত্যুত্তর ; প্রতিকূল বাক্য। [সং. প্রতি+বাক্য]।

প্রতিবাত—বিণ.ক্রি-বিণঃ বায়ুর প্রতিকূল বা প্রতিকূলে, যে দিক্ দিয়া বায়ু বহিতেছে সে দিকের অভিমুখ বা অভিমুখে। [সং প্রতি+ বাত₂ দ্রঃ]।

প্রতিবাদ—বিঃ কোন উক্তি খণ্ডনের জন্য প্রত্যুক্তি ; আপত্তিজ্ঞাপন ; বিরুদ্ধ উক্তি। [সং. প্রতি+ √বদ্+অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **প্রতিবাদী** (-দিন্)—বিরুদ্ধবাদী ; প্রতিপক্ষ ; বিবাদী ; আসামী। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রতিবাদিনী**।

প্রতিবাসী (-সিন্)—বিণ.বিঃ প্রতিবেশী, পড়শী, নিকটে বা পাশাপাশি বাসকারী। [সং. প্রতি+ √বস্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রতিবাসিনী**।

প্রতিবিধান—বিঃ প্রতিকার ; নিবারণের বা দূরীকরণের উপায় ; প্রতিশোধ। [সং. প্রতি+ বিধান]।

প্রতিবিধিৎসা—বিঃ প্রতিবিধানের ইচ্ছা। [সং. প্রতি+বি+ √ধা+সন্+অ+আ]।

প্রতিবিপ্লব—বিঃ কোন বিপ্লবের ফলাফল উলটাইয়া দিবার জন্য পরবর্তিকালীন ভিন্ন বিপ্লব। [সং. প্রতি+বিপ্লব]। **প্রতিবিপ্লবী**—(১)বিণঃ প্রতিবিপ্লবমূলক ; প্রতিবিপ্লবপন্থী ; (২)বিঃ. প্রতিবিপ্লবকামী বা প্রতিবিপ্লবসাধক ব্যক্তি।

প্রতিবিম্ব—বিঃ দর্পণাদিতে প্রতিফলিত মূর্তি, প্রতিচ্ছায়া। [সং. প্রতি+বিম্ব]। বিঃ **-ন**—প্রতিফলন, প্রতিবিম্বপাত। বিণঃ **প্রতিবিম্বিত**—প্রতিফলিত ; প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে বা ফেলিয়াছে এমন।

প্রতিবিহিত—বিণঃ প্রতিবিধান করা হইয়াছে এমন। [সং. প্রতি+বি+ √ধা+ত (র্ম)]।

প্রতিবেদন—বিঃ অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন ; বিবরণী ; রিপোর্ট (report)। [সং. প্রতি+ √বিদ্+ণিচ্+অন (ভা)]।

প্রতিবেশ—বিঃ সন্নিহিত বাসগৃহসমূহ ; প্রতি-

বাসীদের গৃহ ; পরিপার্শ্ব ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা। [সং. প্রতি+ √বিশ্+অ (ধি)]।

প্রতিবেশী (-শিন্)—বিণ.বি: সন্নিহিত স্থানে বাসকারী, পড়শী। [সং. প্রতি+ √বিশ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রতিবেশিনী**।

প্রতিবোধ, প্রতিবোধন—বি: বিকাশ ; জাগরণ ; প্রবোধ। [সং. প্রতি+বোধ, বোধন]।

প্রতিভা—বি: সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ; উদ্ভাবনী বুদ্ধি, (আল.) অপূর্বনির্মাণশক্তিসম্পন্না প্রজ্ঞা ; প্রভা, দীপ্তি। [সং. প্রতি+ √ভা+অ (ভা)]। বিণ: **-ধর, -শালী**—প্রতিভাযুক্ত।

প্রতিভাত—বিণ: উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত ; স্পষ্টরূপে ব্যক্ত ; জ্ঞাত ; আলোকিত ; প্রতিফলিত, [সং. প্রতি+ √ভা+ত (র্ম)]।

প্রতিভাস—বি: প্রকাশ, দীপ্তি। [সং. প্রতি+ভাস্+অ (ভা)]। বিণ: **প্রতিভাসিত**—ব্যক্ত, শোভিত, প্রভাযুক্ত।

প্রতিভূ—বি: প্রতিনিধি ; জামিন। [সং. প্রতি+ √ভূ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

প্রতিম—বিণ: (সচরাচর অন্ত শব্দের শেষে যুক্ত হয়) তুল্য, সদৃশ (দেবপ্রতিম)। [সং. প্রতি+ √মা+অ (র্তৃ)]।

প্রতিমা—বি: প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি, কল্পিত বা গঠিত দেবমূর্তি, বিগ্রহ। [সং. প্রতি+ √মা+অ (র্ম)]।

প্রতিমুখ—বি: অভিমুখ ; সম্মুখ। [সং. প্রতি+মুখ]।

প্রতিমুহূর্ত—ক্রি-বিণ: প্রতিক্ষণ, সর্বদা। [সং. প্রতি+মুহূর্ত]।

প্রতিমূর্তি—বি: প্রতিকৃতি ; অনুরূপ চেহারা, প্রতিমা। [সং. প্রতি+মূর্তি]।

প্রতিযোগ—বি: শত্রুতা ; বিরোধ ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [সং. প্রতি+যোগ]। বিণ.বি: **প্রতিযোগী** (-গিন্)—প্রতিদ্বন্দ্বী ; পরস্পর শক্তি-পরীক্ষাকারী, সমকক্ষ ; প্রতিপক্ষ ; বিপক্ষ। বিণ বি: (স্ত্রী): **প্রতিযোগিনী**। বি: **প্রতিযোগিতা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; বিপক্ষতা ; সমকক্ষতা।

প্রতিরক্ষা—বি: সম্ভাব্য বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রাদিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা, defence। [সং. প্রতিরক্ষা]। বি: **প্রতিরক্ষা-বাহিনী**—প্রতিরক্ষাকার্যে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী, defence force।

প্রতিরুদ্ধ—**প্রতিরোধ** দ্র:।

প্রতিরূপ—(১)বি: প্রতিমূর্তি ; প্রতিবিম্ব; সাদৃশ্য। (২)বিণ: সদৃশ, তুল্য। [সং. প্রতি+রূপ]।

প্রতিরোধ—বি: নিবারণ ; বাধাদান ; নিরোধ ; অবরোধ ; আটক ; প্রতিবন্ধ ; ব্যাঘাত। [সং. প্রতি+রোধ]। বিণ: **প্রতিরুদ্ধ, প্রতিরোধিত**—প্রতিরোধ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **-ক, প্রতিরোধী** (-ধিন্)—প্রতিরোধকারী। বিণ: **প্রতিরোধ্য**—প্রতিরোধ করা সম্ভব বা প্রতিরোধ করিতে হইবে এমন।

প্রতিলিপি—বি: লেখা ছবি প্রভৃতির যথাযথ নকল। [সং. প্রতি+লিপি]।

প্রতিলোম—বিণ: বিপরীত, উল্টা ; প্রতিকূল। [সং. প্রতি+লোমন্+অ]। **প্রতিলোম বিবাহ**—নিম্নবংশীয় পুরুষের সঙ্গে উচ্চবংশীয়া নারীর বিবাহ।

প্রতিশব্দ—বি: সমার্থক শব্দ ; প্রতিধ্বনি। [সং. প্রতি+শব্দ]।

প্রতিশয়, প্রতিশয়ন—বি: দেবমন্দিরে প্রত্যাদেশ-কামনায় ধরনা বা হত্যা। [সং. প্রতি+ √শী+অ, অন (ভা)]।

প্রতিশোধ—বি: অন্যায়কারীর অনিষ্টসাধন, প্রতিহিংসা। [সং. প্রতি+শোধ]।

প্রতিশ্রুত—বিণ: অঙ্গীকৃত। [সং. প্রতি+ √শ্রু+ত (র্ম)]। বি: **প্রতিশ্রুতি**—অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা।

প্রতিষিদ্ধ—**প্রতিষেধ** দ্র:।

প্রতিষেধ—বি: নিষেধ, নিবারণ ; ত্যাগ, বর্জন। [সং. প্রতি+ √সিধ্+অ (ভা)]। বিণ: **প্রতিষিদ্ধ**—প্রতিষেধ করা হইয়াছে এমন। **-ক**—(১)বিণ: প্রতিষেধ বা নিবারণ করে এমন, নিবারক ; (২)বি: প্রতিষেধকর পদার্থ।

প্রতিষ্টম্ভ—বি: বাধা, প্রতিবন্ধ, প্রতিরোধ। [সং. প্রতি+ √স্তম্ভ্+অ (ভা)]।

প্রতিষ্ঠা—বি: সংস্থাপন (মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা) ; উৎসর্গ (বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা) ; (ব্রতাদি) উদ্‌যাপন ; অবস্থান, স্থিতি ; প্রতিপত্তি, খ্যাতি, গৌরব। [সং. প্রতি+ √স্থা+অ (ভা)+আ]। বিণ.বি: **-তা** (-তৃ)—প্রতিষ্ঠাকারী। বিণ.বি. (স্ত্রী): **-ত্রী**। বি: **-ন**—সংস্থাপন ; অবস্থান ; সমিতি, সংস্থা, institution। বিণ: **প্রতিষ্ঠিত**—প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন ; বদ্ধমূল।

প্রতিষ্ঠাপন—বি: সংস্থাপন ; অর্পণ ; উৎসর্গ।

[সং. প্রতি+ √ স্থা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **প্রতিষ্ঠাপয়িতা** (-তৃ)—প্রতিষ্ঠাকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রতিষ্ঠাপয়িত্রী**। বিণঃ **প্রতিষ্ঠাপিত**—প্রতিষ্ঠাপন করা হইয়াছে এমন।

প্রতিষ্ঠিত—**প্রতিষ্ঠা** দ্রঃ।

প্রতিসংহার—বিঃ (অস্ত্রাদি) সংবরণ; নিবর্তন; ফিরাইয়া লওয়া। [সং. প্রতি+সম্+ √হৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **প্রতিসংহৃত**—ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন।

প্রতিসরণ—বিঃ (বিজ্ঞা.) এক স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্ন স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিলে আলোকরশ্মির স্বাভাবিক গতিপথের যে পরিবর্তন হয়, refraction [বি. প.]। [সং. প্রতি+ √সৃ+ অন (ভা)]। বিণঃ **প্রতিসৃত**—(বিজ্ঞা.) প্রতিসরণযুক্ত, পরাবর্তিত।

প্রতিসর্গ—বিঃ ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্যের পর তাঁহার মানসপুত্রগণ কর্তৃক সৃষ্টি; প্রলয়। [সং. প্রতি +সর্গ (=সৃষ্টি)]।

প্রতিসারণ—বিঃ দূরীকরণ, অপসারণ। [সং. প্রতি+ √সৃ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **প্রতিসারিত**—দূরীকৃত; পরিচালিত; সংশোধিত।

প্রতিসারী (-রিন্)—বিণঃ বিপরীতগামী বা প্রতিকূলগামী। [সং. প্রতি+ √সৃ+ইন্ (র্তৃ)]।

প্রতিসৃত—**প্রতিসরণ** দ্রঃ।

প্রতিস্পর্ধী (-স্পর্ধিন্)—বিঃ প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী। [সং. প্রতি+স্পর্ধা+ইন্]।

প্রতিহত—বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত; বাধাপ্রাপ্ত; আহত; নিবারিত; ব্যাহত। [সং. প্রতি+ √হন্+ত (র্ম)]।

প্রতিহনন—বিঃ হত্যাকারীকে বধ। [সং. প্রতি +হনন]।

প্রতিহন্তা (-ন্তৃ)—বিণ.বিঃ প্রতিহননকারী। [সং. প্রতি+হন্তা]।

প্রতিহর্তা (-র্তৃ)—বিণ.বিঃ প্রতিঘাতকারী; নিবারণকারী। [সং. প্রতি+ √হৃ+তৃ (র্তৃ)]।

প্রতিহার—বিঃ (বিরল) সদর দরজা; দৌবারিক; পরিহার, বর্জন। [সং. প্রতি+ √হৃ+অ (র্ম. র্তৃ. ভা)]। বিঃ **প্রতিহারী** (-রিন্)—দৌবারিক। বি(স্ত্রী): **প্রতিহারিণী**।

প্রতিহার্য—বিণঃ পরিহারযোগ্য, বর্জনীয়। [সং. প্রতি+ √হৃ+য (র্ম)]।

প্রতিহিংসা—বিঃ বৈরনির্যাতন; হিংসার বদলে হিংসা; প্রতিশোধ। [সং. প্রতি+হিংসা]।

প্রতীক—(১)বিঃ অবয়ব, অঙ্গ; প্রতিমা; চিহ্ন, নিদর্শন, সঙ্কেত, symbol। (২)বিণঃ প্রতিকূল। [সং. প্রতি+ √ই+ঈক]। বিঃ **-বাদ, -তা, প্রতীকীবাদ**—সাহিত্যে(বিশেষতঃ কাব্যে) সঙ্কেত দ্বারা ভাবপ্রকাশের পদ্ধতি, symbolism।

প্রতীকার—**প্রতিকার**-এর বানানভেদ।

প্রতীক্ষা—(১)বিঃ অপেক্ষা, সবুর, আশা, প্রত্যাশা: সম্ভাবিত বিষয়ের জন্য অপেক্ষা। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) অপেক্ষা করা। [সং. প্রতি+ √ঈক্ষ্+অ (ভা) +আ)]। বিণঃ **প্রতীক্ষমাণ**—প্রতীক্ষাকারী। বিণ(স্ত্রী): **প্রতীক্ষমাণা**। বিণঃ **প্রতীক্ষিত**—(যাহার) প্রতীক্ষা করা হইয়াছে এমন, আপেক্ষিত। বিণঃ **প্রতীক্ষ্যমাণ**—(যাহার) অপেক্ষা করা হইতেছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **প্রতীক্ষ্যমাণা**। বিণঃ **প্রতীক্ষ্য**—প্রতীক্ষা'র যোগ্য; পূজ্য, আরাধ্য।

প্রতীচী—বিঃ পশ্চিম দিক্; (বাং.) পৃথিবীর পশ্চিম অংশস্থ দেশসমূহ। [সং. প্রতি+ √অঞ্চ্ +ক্বিপ্+ঈ]। বিণঃ **-ন, প্রতীচ্য**—পশ্চিম দিকস্থ: পাশ্চাত্ত্য, পশ্চিমদেশীয় (বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার)।

প্রতীত—**প্রতীতি** দ্রঃ।

প্রতীতি—বিঃ উপলব্ধি, জ্ঞান, বোধ; ধারণা; প্রত্যয়, বিশ্বাস। [সং. প্রতি+ √ই+তি (ভা)]। বিণঃ **প্রতীত**—প্রতীতি বা বিশ্বাস জন্মিয়াছে এমন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ—বিঃ (বৌদ্ধমতে) কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে অপর বস্তুর উৎপাদন বা উদ্ভব (dependent origination)। [সং.]।

প্রতীপ—(১)বিণঃ (জ্যামি) ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত (প্রতীপ কোণ); বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল (প্রতীপগামী)। (২)বিঃ অর্থালঙ্কারবিশেষ: ইহাতে প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তু উপমেয়রূপে কল্পিত হয়, বা প্রসিদ্ধ উপমান-বস্তুর নিষ্ফলতা বর্ণিত হয় (যেমন—'আজ বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে': রবীন্দ্র)। [সং.]।

প্রতীয়মান—বিণঃ অনুভূত বা জ্ঞাত হইতেছে এমন। [সং. প্রতি+ √ই+আন (মান)]।

প্রতীহার, প্রতীহারী—যথাক্রমে **প্রতিহার** ও **প্রতিহারী**-র বানানভেদ।

প্রতুল—(১)বিঃ প্রাচুর্য; শ্রীবৃদ্ধি। (২)বিণঃ প্রচুর। [সং. প্র+তুলা (+অ)]।

প্রত্ন—বিণ: প্রাচীন, পুরাতন। [সং.]। বিঃ **-তত্ত্ব, -বিদ্যা**—প্রাচীনকালের মুদ্রা লিপি গ্রন্থ বা অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ বিচারদ্বারা সেকালের ইতিহাস আবিষ্কার, পুরাতত্ত্ব। বিঃ **-তত্ত্ববিৎ** (-বিদ্)—প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

প্রত্যক্ষ—(১)বিণ: ইন্দ্রিয়গোচর, সাক্ষাৎ, দৃশ্য (প্রত্যক্ষ দেবতা); ব্যক্ত, স্পষ্ট। (২)বিঃ ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান; ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি, দর্শন। [সং. প্রতি+অক্ষ]। বিণ: **-কারী** (-রিন্)—প্রত্যক্ষ করিয়াছে এমন। বিঃ **-দর্শন**—সাক্ষাৎদর্শন, স্বচক্ষে দর্শন। বিণ: **-দর্শী** (-র্শিন্)—প্রত্যক্ষ-দর্শনকারী। বিঃ **-প্রমাণ**—দৃষ্টির বা ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত প্রমাণ; চাক্ষুষ সাক্ষী। বিঃ **-ফল**—কারণ হইতে সরাসরি উদ্ভূত ফল অর্থাৎ যে ফলের কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। বিণ: **প্রত্যক্ষী** (-ক্ষিন্)—প্রত্যক্ষকারী। বিণ: **প্রত্যক্ষীকৃত**—পূর্বে প্রত্যক্ষ ছিল না এখন প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **প্রত্যক্ষীকরণ**। বিণ: **প্রত্যক্ষীভূত**—পূর্বে প্রত্যক্ষ ছিল না এখন প্রত্যক্ষ হইয়াছে এমন।

প্রত্যগাত্মা—বিঃ পরমেশ্বর; অন্তর্যামী, ব্রহ্মচৈতন্য। [সং. প্রত্যক্ (=জীব)+আত্মা]।

প্রত্যঙ্গ—বিঃ শাখা অঙ্গ, ক্ষুদ্র অঙ্গ, উপাঙ্গ। [সং. প্রতি+অঙ্গ (প্রাদি)]।

প্রত্যনীক—বিণ: শত্রুভাবাপন্ন, বিরুদ্ধ। বিঃ শত্রু-সৈন্য। [সং. প্রতি (বিরুদ্ধ)+অনীক (সেনা)]।

প্রত্যন্ত—(১)বিণ: প্রান্তবর্তী; সীমান্তের সন্নিহিত। (২)বিঃ প্রান্তদেশ; সীমান্ত অঞ্চল; (সং.) ম্লেচ্ছদেশ। [সং. প্রতি+অন্ত]। বিঃ **-পর্বত**—বৃহৎ পর্বতের সন্নিহিত ক্ষুদ্র পর্বত, উপশৈল।

প্রত্যবয়ব—বিঃ প্রত্যঙ্গ। [সং. প্রতি+অবয়ব]।

প্রত্যবায়—বিঃ পাপ; অনিষ্ট। [সং. প্রতি+অব+√ই+অ (ভা)]।

প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষা—বিঃ অনুসন্ধান; পর্যবেক্ষণ; গবেষণা; বিচার; তত্ত্বাবধান। [সং. প্রতি+অব+√ঈক্ষ্+অন, অ+আ]।

প্রত্যভিজ্ঞা, প্রত্যভিজ্ঞান—বিঃ পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে চেতনা, পূর্বপরিচিতকে চেনা, recognition। [সং. প্রতি+অভি+√জ্ঞা+অ+আ, অন (ভা)]।

প্রত্যভিবাদন, প্রত্যভিবাদ—বিঃ অভিবাদনের প্রতিদানে অভিবাদন, প্রতি-নমস্কার। [সং. প্রতি+অভিবাদন, অভিবাদ]।

প্রত্যভিযোগ—বিঃ পালটা নালিশ, অভিযোগ-কারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। [সং. প্রতি+অভি-যোগ]।

প্রত্যয়—বিঃ বিশ্বাস, প্রতীতি, স্থির ধারণা, নিঃসংশয়তা; (ব্যাক.) শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হইয়া যে শব্দাংশ বিশেষ অর্থের নির্দেশ করে (তদ্ধিত-প্রত্যয়, কৃৎ-প্রত্যয়)। [সং. প্রতি+√ই+অ (ভা, ণে)]। বিণ: **প্রত্যয়িত**—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসপাত্র; (দলিলপত্রাদি সম্বন্ধে) বিশ্বস্ত ব্যক্তির সত্যতা-স্বীকারমূলক স্বাক্ষরযুক্ত, তসদিক-করা, attested (**প্রত্যয়িত নকল**=attested copy)। বিণ: **প্রত্যয়ী** (-য়িন্)—বিশ্বাসকারী; বিশ্বাসী।

প্রত্যর্থী (-র্থিন্)—বিঃ প্রতিবাদী, বিপক্ষ; আসামী; শত্রু। [সং. প্রতি+অর্থ (প্রয়োজন)+ইন্]।

প্রত্যর্পণ—বিঃ ফেরত দেওয়া; পরিশোধ। [সং. প্রতি+অর্পণ]। বিণ: **প্রত্যর্পিত**—প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যহ—অব্য.ক্রি:-বিণ: প্রত্যেক দিন, রোজ রোজ। [সং. প্রতি+অহন্+অ]।

প্রত্যাখ্যান—বিঃ গ্রহণ বা স্বীকার না করা, অগ্রাহ্যকরণ, বিমুখকরণ; উপেক্ষা, অনাদর; পরিত্যাগ, পরিহার। [সং. প্রতি+আ+√খ্যা+অন (ভা)]। বিণ: **প্রত্যাখ্যাত**—প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যাগত—বিণ: ফিরিয়া আসিয়াছে এমন, প্রত্যাবৃত্ত। [সং. প্রতি+আগত]। বিঃ **প্রত্যাগমন**—ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন, প্রত্যাবর্তন।

প্রত্যাঘাত—বিঃ আঘাতের বদলে আঘাত। [সং. প্রতি+আঘাত]।

প্রত্যাদেশ—বিঃ দৈবাদেশ, দৈববাণী; পূর্বের আদেশ বাতিলকরণ; প্রত্যাখ্যান; নিরাকরণ। [সং. প্রতি+আ+√দিশ্+অ (ভা)]। বিণ: **প্রত্যাদিষ্ট**—প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত; প্রত্যাখ্যাত। বিণ: **প্রত্যাদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—প্রত্যাদেশ-দানকারী।

প্রত্যানয়ন—বিঃ ফিরাইয়া আনা, পুনরায় আনয়ন। [সং. প্রতি+আনয়ন]। বিণ: **প্রত্যানীত**—প্রত্যানয়ন করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যাবর্তন—বিঃ ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন। [সং. প্রতি+আবর্তন]। বিণ: **প্রত্যাবৃত্ত**—প্রত্যাবর্তন করিয়াছে বা ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **প্রত্যাবৃত্তা**। বিঃ **প্রত্যাবৃত্তি**—ফেরত গতি।

প্রত্যালীঢ়—বিঃ (তীরনিক্ষেপকালে লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য) বামপদ প্রসারিত ও দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত করিয়া উপবেশন। [সং. প্রতি+আ+ √লিহ্+ত (ভা)]।

প্রত্যাশা—বিঃ আশা, কামনা; সম্ভাবনা; প্রতীক্ষা। [সং. প্রতি+আশা]। বিণ: **প্রত্যাশিত**—প্রত্যাশা করা হইয়াছে এমন; সম্ভাবিত। বিণ: **প্রত্যাশী** (-শিন্)—প্রত্যাশাকারী।

প্রত্যাসন্ন—বিণ: অতি আসন্ন, নিকটবর্তী। [সং. প্রতি+আসন্ন]।

প্রত্যাহত—বিণ: বাধাপ্রাপ্ত, নিবারিত, ব্যাহত; সঙ্কুচিত। [সং. প্রতি+আহত]।

প্রত্যাহরণ, প্রত্যাহার—বিঃ ফিরাইয়া লওয়া। [প্রতি+আ+ √হৃ+অন, অ (ভা)]। বিণ: **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাহার করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যুক্তি—বিঃ জবাব, উত্তর, উক্তির জবাবে উক্তি। [সং. প্রতি+উক্তি]।

প্রত্যুত—অব্য: পরন্তু, পক্ষান্তরে, বরং। [সং.]।

প্রত্যুত্তর—বিঃ উত্তরের উত্তর; মুখ-চোপরা। [সং. প্রতি+উত্তর]।

প্রত্যুত্থান—বিঃ আগন্তুকের সম্মানার্থ উঠিয়া দণ্ডায়মান হওয়া। [সং. প্রতি+উত্থান]। বিণ: **প্রত্যুত্থিত**—প্রত্যুত্থান করিয়াছে এমন।

প্রত্যুৎপন্ন—বিণ: সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন, তৎক্ষণাৎ জাত। [সং. প্রতি+উৎপন্ন]। **-মতি**—(১)বিঃ উপস্থিতবুদ্ধি, প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে জাত বুদ্ধি; (২)বিণ: উপস্থিতবুদ্ধিযুক্ত। বিঃ **-মতিত্ব**—উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা।

প্রত্যুদাহরণ—বিঃ প্রদত্ত দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত। [সং. প্রতি+উদাহরণ]।

প্রত্যুদ্‌গমন, প্রত্যুদ্‌গম—বিঃ আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়া; কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা। [সং. প্রতি+উদ্+ √গম্+অন, অ]। বিণ: **প্রত্যুদ্‌গত**—অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছে এমন।

প্রত্যুপকার—বিঃ উপকারের পরিবর্তে উপকার। [সং. প্রতি+উপকার]। বিণ: **প্রত্যুপকর্তা** (-র্তৃ), **প্রত্যুপকারী** (-রিন্)—উপকারকের উপকারকারী। বিণ: **প্রত্যুপকৃত**—প্রত্যুপকারপ্রাপ্ত।

প্রত্যূষ, (বিরল) প্রত্যুষ—বিঃ প্রভাত, ভোর, ঊষা। [সং. প্রতি+ √উষ্, উষ্+অ (র্তৃ)]।

প্রত্যেক—বিণ.সর্ব: এক এক করিয়া সমুদয়। [সং. প্রতি+এক]।

প্রথম—বিণ: আদি, আদিম (প্রথম যুগ); আরম্ভকালীন (প্রথমাবস্থা); শ্রেষ্ঠ, প্রধান (প্রথম পুরস্কার); জ্যেষ্ঠ (প্রথম পুত্র); সর্বাগ্রবর্তী (প্রথম সারি); সর্বোৎকৃষ্ট; সর্বোচ্চ (পরীক্ষায় প্রথম হওয়া)। [সং. √প্রথ্+অম (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **প্রথমা**। অব্য.ক্রি-বিণ: **-তঃ** (-তস্)—প্রথমে, অগ্রে; প্রধানতঃ। **প্রথম প্রথম**—গোড়ার দিকে।

প্রথা—বিঃ রীতি, প্রচলিত আচার (সামাজিক প্রথা); নিয়ম, পদ্ধতি (শিক্ষাদানের প্রথা)। [সং. √প্রথ্+অ (ভা)+আ]।

প্রথিত—বিণ: বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [সং. √প্রথ্+ত (র্তৃ)]। বিণ: **-নামা** (-মন্)—প্রসিদ্ধ নামবিশিষ্ট; খ্যাতিমান্। বিণ: **-যশাঃ** (-শস্), (বাং.) **-যশা**—ব্যাপক যশঃসম্পন্ন।

-প্রদ—বিণ: দানকারী (সুখপ্রদ)। [সং. প্র+ √দা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-প্রদা**।

প্রদক্ষিণ—(১)বিঃ হিন্দু আচার অনুযায়ী দেবমূর্তি বা পূজ্য ব্যক্তিকে দক্ষিণে রাখিয়া পরিভ্রমণ; (বাং.) পরিবেষ্টন, পরিক্রমণ; উপাসনা, বন্দনা। (২)বিণ: অতিশয় অনুকূল। [সং. প্র+দক্ষিণ]।

প্রদত্ত—বিণ: প্রদান করা হইয়াছে এমন, অর্পিত। [সং. প্র+ √দা+ত (র্ম)]।

প্রদমিত—বিণ: দমন শাসন নিবারণ বা সংযত করা হইয়াছে এমন। [সং. প্র+দমিত]।

প্রদর—বিঃ স্ত্রীরোগবিশেষ। [সং. প্র+ √দৃ +অ (ভা)]।

প্রদর্শক—বিণ: প্রদর্শনকারী। [সং. প্র+ √দৃশ +অক]। বিণ(স্ত্রী): **প্রদর্শিকা**।

প্রদর্শন—বিঃ সম্যক্ দর্শন, পর্যবেক্ষণ। [সং. প্র + √দৃশ্+অন (ভা)]; দর্শন করানর কাজ; উল্লেখ করণ। [সং. প্র+ √দৃশ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিঃ **প্রদর্শনী**—যেখানে বিভিন্ন বস্তু প্রাণী বা ক্রীড়াকৌতুকাদি দেখান হয়, মেলা, exhibition। বিণ: **প্রদর্শিত**—দেখান হইয়াছে এমন।

প্রদর্শশালা—বিঃ জাদুঘর, museum। [সং. প্র+ √দৃশ্+অ (ভা)+শালা]।

প্রদর্শিত—**প্রদর্শন** দ্রঃ।

-প্রদা—**-প্রদ** দ্রঃ।

প্রদাতা, প্রদাত্রী—**প্রদান** দ্রঃ।

প্রদান—বিঃ সম্যক্‌রূপে দান, সমর্পণ, বিতরণ। [সং. প্র+ √দা+অন (ভা)]। বিণঃ **প্রদাতা** (তৃ), **প্রদায়ক, প্রদায়ী** (-য়িন্‌)—প্রদানকারী। বি(স্ত্রী): **প্রদাত্রী, প্রদায়িকা, প্রদায়িনী**।

প্রদাহ—বিঃ সন্তাপ; যন্ত্রণা, জ্বালা, টাটানি। [সং. প্র+ √দহ্‌+অ (ভা)]। বিণঃ **প্রদাহী** (-হিন্‌)—প্রদাহদানকারী।

প্রদীপ—বিঃ দীপ, বাতি; আলো; আলোক-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (কুরুকুলপ্রদীপ)। [সং. প্র+ √দীপ্‌+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ক**—উজ্জ্বলকারী; উদ্দীপক; প্রকাশক। বিঃ **-ন**—প্রকাশন; উজ্জ্বলকরণ; উদ্দীপন। বিণঃ **প্রদীপ্ত**—প্রখর-রূপে উজ্জ্বল; জ্বলন্ত। বিঃ **প্রদীপ্তি**—প্রখর উজ্জ্বলতা; জ্বলন্ত অবস্থা।

প্রদৃপ্ত—বিণঃ অতিশয় দৃপ্ত বা গর্বিত। [সং. প্র+দৃপ্ত]।

প্রদেয়—বিণঃ প্রদানযোগ্য। [সং. প্র+ √দা+য (র্ম)]।

প্রদেশ—বিঃ দেশের অথবা রাষ্ট্রের বিভাগ বা অংশ; কতিপয় বিভাগের সমষ্টি; সুবা; দেশ, রাষ্ট্র; অঞ্চল (মরুপ্রদেশ)। [সং প্র+ √দিশ্‌+অ]।

প্রদোষ—বিঃ সন্ধ্যা, সায়ংকাল; রাত্রি। [সং.]।

প্রদ্যোত—বিঃ দীপ্তি; আভা; রশ্মি। [সং. প্র + √দ্যুত্‌+অ (ভা)]।

প্রধান—(১)বিণঃ শ্রেষ্ঠ, মুখ্য। (২)বিঃ নায়ক, সর্দার; অমাত্য; পরমেশ্বর; সাংখ্যদর্শনে আদি প্রকৃতি (পুরুষ ও প্রধান=পুরুষ ও প্রকৃতি)। [সং. প্র+ √ধা+অন(র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রধানা**। বিঃ **-তা, প্রাধান্য**। ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (তস্‌)—মুখ্যতঃ, সর্বাগ্রে।

প্রধূমিত — বিণঃ বিশেষভাবে ধূমায়িত; জ্বলনোন্মুখ। [সং. প্র+ধূম+ইত]। বিণ(স্ত্রী): **প্রধূমিতা**।

প্রনষ্ট—বিণঃ সম্পূর্ণ নষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত; বিনষ্ট। [সং. প্র+ √নশ্‌+ক্ত (র্তৃ)]।

প্রপঞ্চ—বিঃ বিস্তার; মায়া; প্রবঞ্চনা; সংসার; ভ্রম; অসত্য; সমূহ। [সং. প্র+ √পঞ্চ্‌+ অ(র্ম)]। বিণঃ **প্রপঞ্চিত**—বিস্তীর্ণ; ভ্রান্তিযুক্ত।

প্রপতন—বিঃ সম্যক্‌ পতন ও মৃত্যু, বিনাশ। [সং. প্র+ √পত্‌+অন (ভা)]।

প্রপা, প্রপান—বিঃ যে স্থানে পানীয় পাওয়া যায়; জলসত্র। [সং. প্র+ √পা+অ, অন (ধি)]।

প্রপাত—বিঃ যে স্থানে নির্ঝর পতিত হয়; জল-প্রপাত; ভৃগু বা পর্বতশিখরস্থ সমতল ভূমি; জলধারাদির উচ্চ হইতে নিম্নে পতন। [সং. প্র + √পত্‌+অ (অ)]।

প্রপিতামহ—বিঃ ঠাকুরদাদার পিতা; ব্রহ্মা। [সং. প্র+পিতামহ]। বি(স্ত্রী): **প্রপিতামহী**—ঠাকুরদাদার মাতা।

প্রপৌত্র—বিঃ পৌত্রের পুত্র। [সং. প্র+পৌত্র]। বি(স্ত্রী): **প্রপৌত্রী**—পৌত্রের কন্যা।

প্রফুল্ল—বিণঃ প্রস্ফুটিত, বিকশিত (প্রফুল্ল কমল); প্রসন্ন, আনন্দিত, সহাস্য। [সং. প্র+ফুল্ল]। বিঃ -তা। বিণঃ (অশু.) **প্রফুল্লিত**—প্রফুল্ল হইয়াছে এমন।

প্রফেসর—বিঃ কলেজের অধ্যাপক। [ইং. professor]।

প্রবচন—বিঃ প্রবাদ; বহুপ্রচলিত উক্তি; বাক্‌পটুতা, ব্যাখ্যান। [সং. প্র+বচন]। বিণঃ **প্রবচনীয়**—প্রকৃষ্টরূপে বাচ্য বা বচনীয়।

প্রবঞ্চক—**প্রবঞ্চন** দ্রঃ।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা—বিঃ প্রতারণা, জুয়াচুরি। [সং. প্র+বঞ্চন, বঞ্চনা]। বিঃ **প্রবঞ্চক**—প্রবঞ্চনা-কারী। বিণঃ **প্রবঞ্চিত**—প্রতারিত।

প্রবণ—বিণঃ ঝোঁকবিশিষ্ট, প্রবৃত্তিযুক্ত (ভাব-প্রবণ); আসক্ত, রত; উন্মুখ; নত, ঢালু, ক্রমনিম্ন; অনুকূল; নিপুণ। [সং. √প্রু (গত্যর্থক)+অন(ণে)]। বিঃ **-তা**।

প্রবন্ধ—বিঃ রচনা, সন্দর্ভ, নিবন্ধ; পূর্বাপর সঙ্গতি; আরম্ভ; ব্যবস্থাপনা, কৌশল ('যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে': কৃত্তি.)। [সং. প্র+ √বন্ধ্‌+অ]। বিণ.বিঃ **-কার**—প্রবন্ধরচয়িতা।

প্রবর—(১)বিণঃ শ্রেষ্ঠ, অত্যুৎকৃষ্ট (ধার্মিকপ্রবর)। (২)বিঃ গোত্র; গোত্রের প্রবর্তক বা তদ্বংশীয় ঋষি। [সং.]।

প্রবর্তক—**প্রবর্তন** দ্রঃ।

প্রবর্তন—বিঃ প্রচলিত করণ; আরম্ভ করণ; সূচনা; নিয়োজন। [সং. প্র+ √বৃৎ+ণিচ্‌+ অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **প্রবর্তক**—প্রবর্তনকারী; প্রবৃত্তিদায়ক। বিঃ **প্রবর্তনা**—প্রবর্তন; প্রবৃত্তি-দান; প্রেরণা (কর্মপ্রবর্তনা); উত্তেজনা। বিণঃ **প্রবর্তিত**—প্রবর্তন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **প্রবর্তয়িতা**—প্রবর্তনকারী।

প্রবর্তমান—বিণঃ কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন। [সং. প্র+ √বৃৎ+আন (মান)]।

প্রবর্তয়িতা, প্রবর্তিত—প্রবর্তন দ্রঃ।

প্রবল—বিণ: অত্যন্ত বলশালী (প্রবল বৈরী); প্রচণ্ড, তীব্র (প্রবল দুঃখ, প্রবল বেগ)। [সং. প্র (প্রকৃষ্ট)+বল]। বিণ(স্ত্রী): **প্রবলা**। বি: **-তা, প্রাবল্য**।

·**প্রবসন**—বি: স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভিন্নদেশে স্থায়িভাবে বাসের জন্য গমন, emigration [স. প.]। [সং. প্র+ √বস্+অন (ভা)]। বিণ: **প্রবাসিত**—প্রবসন করিয়াছে এমন।

প্রবহ—বি: প্রবাহ; পুরাণোক্ত সপ্ত বায়ুর অন্যতম। [সং. প্র+ √বহ্+অ]। বি: **-ণ**—প্রবাহিত হওয়া। বিণ: (অশু.) **-মান**—প্রবাহিত হইতেছে এমন; চলিত।

প্রবাদ—বি: পরম্পরাগত বাক্য, জনশ্রুতি; অপবাদ। [সং. প্র+বাদ]।

প্রবাল—বি: সামুদ্রিক কীটবিশেষ হইতে উপজাত রক্তবর্ণ রত্নবিশেষ, পলা, বিদ্রুম; কিশলয়, অঙ্কুর। [সং.]। বি: **-কীট**—সামুদ্রিক কীটবিশেষ যাহাদের হাড় হইতে প্রবাল জন্মে। বি: **-দ্বীপ**—প্রবালকীটের অস্থিদ্বারা গঠিত দ্বীপ। বি: **-প্রাচীর**—সমুদ্রাদির মধ্যে প্রবালকীটের অস্থিতে গঠিত প্রাচীর, coral-reef। বি: **-ফল**—রক্তচন্দন।

প্রবাস—বি: বিদেশে বাস; বিদেশ। [সং. প্র+ √বস্+অ]। বি: **-ন**—প্রবাসে প্রেরণ; নির্বাসন। বিণ: **প্রবাসী** (-সিন্)—প্রবাসে বাসকারী। বিণ(স্ত্রী): **প্রবাসিনী**।

প্রবাহ—বি: স্রোত, ধারা, অবিরাম গতি। [সং. প্র+ √বহ্+অ (ভা)]। বিণ: **প্রবাহিত**—প্রবাহবিশিষ্ট স্রোতের ন্যায় বহমান। বিণ(স্ত্রী): **প্রবাহিতা**। বিণ: **প্রবাহী** (-হিন্)—প্রবাহযুক্ত; প্রবহমান। **প্রবাহিণী**—(১)বিণ: প্রবাহযুক্তা; (২)বি: নদী।

প্রবিষ্ট—বিণ: প্রবেশ করিয়াছে এমন, অভ্যন্তরে গত। [সং. প্র+ √বিশ্+ত (র্তৃ)। বিণ(স্ত্রী): **প্রবিষ্টা**।

প্রবীণ—বিণ: বৃদ্ধ; বিজ্ঞ; বহুদর্শী; নিপুণ; আনন্দিত ('দুঃখী দেখে প্রবীণ প্রবীণ চিত হয়')। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **প্রবীণা**। বি: **-তা, -ত্ব**।

প্রবীর—(১)বি: প্রকৃষ্ট বীর; (মহা.) নীলধ্বজ রাজা ও জনার পুত্র। (২)বিণ: প্রধান, শ্রেষ্ঠ; অতিশয় বলবান্। [সং. প্র+বীর]।

প্রবুদ্ধ—বিণ: জ্ঞানপ্রাপ্ত; উদ্বুদ্ধ, চেতনাপ্রাপ্ত, জাগরিত (প্রবুদ্ধ ভারত); প্রকৃষ্ট জ্ঞানী। [সং. প্র+ √বুধ্+ত (র্তৃ)]।

প্রবৃত্ত—বিণ: নিযুক্ত, রত; আরব্ধ। [সং. প্র + √বৃৎ+ত (র্তৃ)]।

প্রবৃত্তি—বি: নিযুক্ত বা রত হওয়া; স্পৃহা, অভিরুচি; প্রবণতা, ঝোঁক। [সং. প্র+ √বৃৎ +তি (ভা)]। বি: **-মার্গ**—ভোগের পথ, সংসার-জীবন।

প্রবৃদ্ধ—বিণ: অত্যন্ত বৃদ্ধ; অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বিস্তৃত। [সং. প্র+ √বৃধ্+ত (র্তৃ)]; **প্রবৃদ্ধ কোণ**—দুই সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু চারি সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণ, reflex angle [বি. প.]।

প্রবেট—বি: আদালতে মঞ্জুরীকৃত উইলের নকল। [ইং. probate]।

প্রবেশ—বি: ভিতরে গমন; ঢুকিবার ক্ষমতা, অধিকার (প্রবেশ নিষেধ)। [সং. প্র+ √বিশ্ +অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—প্রবেশকারী। ক্রি: **প্রবেশা**—(কাব্যে) প্রবেশ করা, ঢোকা। **প্রবেশিকা**—(১)বিণ(স্ত্রী): প্রবেশকারিণী; যাহা-দ্বারা প্রবেশ করা যায় (প্রবেশিকা পরীক্ষা =বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা যাহাতে উত্তীর্ণ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে প্রবেশ করা যায়); (২)বি(স্ত্রী): প্রাথমিক পুস্তক (ব্যাকরণ-প্রবেশিকা); টিকিট। বি: **-ন**—প্রবেশ করণ; ঢুকান; প্রবেশের প্রধান পথ, সিংহদ্বার। বিণ: **প্রবেশিত**—প্রবেশ করান হইয়াছে এমন। বিণ: **প্রবেশ্য**—প্রবেশযোগ্য। বিণ: **প্রবেষ্টা** (-ষ্টৃ)—প্রবেশকারী।

প্রবোধ—বি: সান্ত্বনা, শোক-দুঃখ-উদ্বেগাদি দমনকারী বাক্য, আশ্বাস; জ্ঞান; বিকাশ; জাগরণ। [সং. প্র+ √বুধ্+অ (ভা)]। বি: **-ন**—প্রবোধদান; জাগরিত করণ। ক্রি: **প্রবোধা**—(কাব্যে) প্রবোধ দেওয়া। বিণ: **প্রবোধিত**—প্রবোধপ্রাপ্ত।

প্রব্রজ্যা—বি: সন্ন্যাস-অবলম্বনপূর্বক পরিভ্রমণ; ব্রাহ্মণের চতুর্থ আশ্রম; প্রবাস। [সং. প্র+ √ব্রজ্+য (ভা)+আ]।

প্রব্রাজন—বি: নির্বাসন। [সং. প্র+ √ব্রজ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ: **প্রব্রাজিত**—নির্বাসিত।

প্রভঞ্জন—বি: ঝড়, প্রবল বায়ু; বায়ু। [সং. প্র + √ভঞ্জ্+অন (র্তৃ)]।

প্রভব—বিঃ কারণ ; উৎপত্তিস্থান, উৎস ; উৎপত্তি ; প্রভাব। [সং. প্র+ √ভূ+অ (ভা)]।

প্রভা—বিঃ দীপ্তি, কিরণ ; তেজঃ, ঔজ্জ্বল্য ; প্রকাশ। [সং. প্র+ √ভা+অ (ভা)]। বিঃ **-কর**—সূর্য। বিঃ **-কীট**—জোনাকি পোকা। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—দীপ্তিময়। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**।

প্রভাত—(১)বিঃ প্রাতঃকাল। (২)বিণঃ প্রভাযুক্ত। [সং. প্র+ √ভা+ত (ভা, র্তৃ)]।

প্রভাতফেরি, প্রভাতফেরী— বিঃ ভোরবেলা পাড়ায় পাড়ায় উদ্বোধনী সঙ্গীত গাহিয়া পুরবাসীদের জাগরিত করণ। [গুজ.]।

প্রভাতী, প্রভাতি—(১)বিণঃ প্রভাতকালীন। (২)বিঃ প্রভাতে গেয় সঙ্গীত বা পাঠ্য স্তব ('এসেছিলে শুধু গাইতে প্রভাতী' : বড়াল)। [সং. প্রভাত+বাং. ঈ, ই]।

প্রভাব—বিঃ প্রভুশক্তি, প্রভুত্ব, প্রতাপ, influence ; শক্তি, ক্ষমতা ; মহিমা। [সং. প্র √ভূ+অ]। বিণঃ **-শালী**—প্রভাবসম্পন্ন। বিণঃ **প্রভাবান্বিত**—প্রভাব আছে এমন ; প্রভাবিত। বিণঃ **প্রভাবিত**—(অপরের) প্রভাবদ্বারা আচ্ছন্ন বা বশীভূত।

প্রভু—বিঃ মনিব ; স্বামী ; নৃপতি ; ঈশ্বর ; মহাপুরুষ ; অতি পূজনীয় ব্যক্তি ; নেতা। [সং. প্র+ √ভূ+উ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**—প্রভুর ভাব ; কর্তৃত্ব, আধিপত্য। বিঃ **-পত্নী**—মনিবপত্নী। বিণঃ **-পরায়ণ, -ভক্ত**—মনিবের প্রতি অনুরক্ত। বিঃ **-পরায়ণতা, -ভক্তি**। বিঃ **-পাদ**—বৈষ্ণবদিগের ধর্মগুরুর নামোল্লেখের পূর্বে ব্যবহার্য সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। বিঃ **-শক্তি**—রাজশক্তি ; আধিপত্য ; প্রভাব ; প্রতাপ।

প্রভূত—বিণঃ প্রচুর, অত্যন্ত ; উদ্ভূত, উৎপন্ন। [সং. প্র+ √ভূ+ত (র্তৃ)]।

প্রভৃতি—(১)বিণঃ ইত্যাদি, এইরূপ সমস্ত। (২)অব্যঃ (অপ্র.) অবধি, হইতে (অদ্য প্রভৃতি)। [সং. প্র+ √ভৃ+তি]।

প্রভেদ—বিঃ পার্থক্য, বিভিন্নতা। [সং. প্র+ √ভিদ্+অ (ভা)]।

প্রমত্ত—বিণঃ অতিশয় মত্ত ; অত্যন্ত আসক্ত ; অসতর্ক ; প্রমাদযুক্ত। [সং. প্র+মত্ত]। বিঃ **-তা**।

প্রমথ—বিঃ নৃত্যগীতাদিতে দক্ষ শিবানুচরবিশেষ। [সং. প্র+ √মথ্+অ (র্তৃ)]।

প্রমথন—বিঃ আলোড়ন, মর্দন ; পরাজয় ; দমন ; হত্যা।

প্রমথেশ—বিঃ (প্রমথদের প্রভু বলিয়া) শিব। [সং. প্রমথ+ঈশ]।

প্রমদা—বিঃ সুন্দরী যুবতী ; রমণী। [সং.]।

প্রমা—বিঃ সত্য বা যথার্থ জ্ঞান ; স্থির প্রতীতি। [সং. প্র+ √মা+অ (ণে)+আ]।

প্রমাই—**পরমায়ু**-র বিকৃত রূপ।

প্রমাণ—(১)বিঃ সত্যাসত্য বিচারের উপায় বা নিদর্শন, যাহাদ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান লাভ করা যায় ; বিশ্বাসের হেতু ; সাক্ষ্য, নজির ; যথার্থ-জ্ঞান, নিশ্চয়-বোধ। (২) (বাং.) বিণঃ পরিমাণ, পুরামাপের, পূর্ণবয়স্কের উপযুক্ত (প্রমাণ শার্ট)। [সং. প্র+ √মা+অন (ণে)]। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্)—প্রমাণানুসারে। বিঃ **-পঞ্জী**—কোন বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত গ্রন্থাদির তালিকা। বিঃ **-পত্র**—দলিল ; রসিদ ; সার্টিফিকেট। বিণঃ **-সই**—পূর্ণপরিমাণ। বিণঃ **-সাপেক্ষ**—প্রমাণদ্বারা যাহার যথার্থতা নির্ধারণ করার প্রয়োজন আছে। বিণঃ **-সিদ্ধ**—যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত। বিণঃ **প্রমাণিত, প্রমাণীকৃত**—প্রমাণ-প্রদর্শনদ্বারা যথার্থরূপে স্থিরীকৃত, প্রমাণসিদ্ধ।

প্রমাতা (-তৃ)—বিণঃ প্রমাণকারী। [সং প্র+ √মা+তৃ (র্তৃ)]।

প্রমাতামহ—বিঃ মাতামহের পিতা। [সং. প্র+মাতামহ]। বি(স্ত্রী): **প্রমাতামহী**।

প্রমাথী (-থিন্)—বিণঃ মর্দনকারী, দলনকারী, দমনকারী, বিক্ষোভকারী। [সং. প্র+ √মথ +ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রমাথিনী**।

প্রমাদ—বিঃ অনবধানতা, ভ্রান্তি, বিমূঢ়তা ; বিস্মৃতি ; প্রমত্ততা ; নিদারুণ বিপদ্ (প্রমাদ ঘটিবে)। [সং. প্র+ √মদ্+অ (ভা)]।

প্রমিত—বিণঃ নিশ্চিত, নির্ধারিত ; জ্ঞাত ; প্রমাণিত ; পরিমিত (চারিহস্তপ্রমিত, প্রমিতাক্ষরা বাণী)। [সং. প্র+ √মা+ত (র্ম)]। বিঃ **প্রমিতি**—পরিমাণ ; নিশ্চয়জ্ঞান ; প্রমাণ।

প্রমীলা—বিঃ তন্দ্রা ; অবসাদ ; (রামা.) ইন্দ্রজিতের পত্নী ; (কৌতু.) নারী (প্রমীলার রাজ্য), তেজী স্ত্রীলোক (প্রমীলাদের দাপট)। [সং. প্র + √মীল্+অ+আ]।

প্রমুখ—(১)বিঃ আরম্ভ। (২)বিণঃ (সমাসে উত্তরপদরূপে) আদি, প্রথম, প্রধান, প্রভৃতি (ব্যাসপ্রমুখ কবিগণ)। [সং. প্র+মুখ]।

প্রমুখাৎ—অব্যঃ মুখ হইতে, জবানি(দূতের প্রমুখাৎ এইকথা শুনিয়া)। [সং.প্রমুখ+(৫মীস্থানে)আৎ]।

প্রমুদিত—বিণ: অতিশয় আহ্লাদিত বা আমোদিত ; পূর্ণ বিকশিত। [প্র+মুদিত]।

প্রমূর্ত—বিণ: স্পষ্টভাবে মূর্ত বা অভিব্যক্ত। [সং. প্র+মূর্ত]।

প্রমেয়—বিণ: পরিমাপনসাধ্য বা প্রমাণসাধ্য ; প্রমিতির বিষয়ীভূত ; পরিমেয় ; অবধার্য। [সং. প্র+ √মা+য (র্ম)]।

প্রমেহ—বিঃ প্রস্রাব বা জননেন্দ্রিয়ের রোগ-বিশেষ ; বহুমূত্ররোগ ; গনোরিয়া। [সং. প্র+ √মিহ্+অ (র্ম)]।

প্রমোদ—বিঃ আনন্দ ; আমোদ ; বিলাস। [সং. প্র+ √মুদ+অ (ভা)]। **-ন**—(১)বিঃ আনন্দ-দান ; (২)বিণ: আনন্দদায়ক। বিঃ **-ভ্রমণ**—আনন্দলাভার্থ ভ্রমণ। বিণ: **প্রমোদিত**—প্রমোদ-বিশিষ্ট ; হৃষ্ট ; আমোদিত। বিণ: **প্রমোদী** (-দিন্)—আনন্দদায়ক।

প্রমোশন—বিঃ উচ্চতর ক্লাসে বা শ্রেণীতে অথবা পদে উন্নয়ন। [ইং. promotion]।

প্রযত—বিণ: সংযত, পবিত্র। [সং. প্র+ √যত্ +অ]।

প্রযত্ন—বিঃ বারংবার বা সম্যক্ চেষ্টা, অধ্যবসায়। [সং. প্র+যত্ন]।

প্রয়াগ—বিঃ হিন্দুতীর্থবিশেষ : গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ; এলাহাবাদ। [সং. প্র+ √যজ্+অ (ধি)]।

প্রয়াণ—বিঃ প্রস্থান, গমন। [সং. প্র+ √যা+ অন (ভা)]। বিণ: **প্রয়াত**—প্রয়াণ করিয়াছে এমন।

প্রয়াস—বিঃ পরিশ্রমের সহিত চেষ্টা, প্রযত্ন ; বিশেষ আয়াস, পরিশ্রম ; অভিলাষ। [সং. প্র + √যস্+অ (ভা)]। বিণ: **প্রয়াসী** (-সিন্)—প্রযত্নকারী ; অভিলাষী।

প্রযুক্ত—(১)বিণ: নিযুক্ত, প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন ; উল্লিখিত। (২) (বাং.) অব্য: জন্য, হেতু, নিবন্ধন (স্নেহপ্রযুক্ত)। [সং. প্র+যুক্ত]।

প্রযুক্তি—বিঃ প্রয়োগ ; শিল্পাদিতে প্রয়োগ-কৌশল, technique [স. প.]। [সং. প্র+ √যুজ্+তি (ভা)]। বিঃ **-বিদ্যা**—শ্রমশিল্প-বিজ্ঞান, technology [স. প.]।

প্রযুজ্যমান—বিণ: প্রয়োগ করা হইতেছে এমন। [সং. প্র+ √যুজ্+আন (মান) (র্ম)]।

প্রযোক্তা (-ক্তৃ)—বিণ.বিঃ প্রয়োগকারী, নিয়োগ-কারী; অনুষ্ঠাতা। [সং. প্র+ √যুজ্+তৃ (র্তৃ)]।

প্রয়োগ—বিঃ নিয়োগ; ব্যবহার; উল্লেখ ; দৃষ্টান্ত। [সং. প্র+ √যুজ্+অ (ভা)]।

প্রয়োজক—বিণ: প্রয়োগকর্তা ; অনুষ্ঠাতা ; প্রবর্তক। [সং. প্র+ √যুজ্+অক (র্তৃ)]।

প্রযোজক (বাং.)—(১)বিণ.বিঃ প্রয়োজক। (২)বিঃ যাহার অর্থে ও উদ্যমে বায়স্কোপের ছবি তোলা হয়, producer (ব্যাক.) ণিজন্তধাতুর কর্তার প্রেরক। [সং প্র+ √যুজ্+অক (র্তৃ)]।

প্রয়োজন—বিঃ দরকার ; দরকারী কাজ ; হেতু, কারণ ; প্রয়োগকরণ। [সং. প্র+ √যুজ্+অন (ভা)]। বিণ: **প্রয়োজনীয়**—দরকারী। বিঃ **প্রয়োজনীয়তা**।

প্রযোজ্য—বিণ: প্রয়োগ করার যোগ্য বা প্রয়োগ করিতে হইবে এমন। [সং প্র+যোজ্য]।

প্ররোচক—**প্ররোচন** দ্র:।

প্ররোচন, প্ররোচনা—বিঃ (প্রধানতঃ মন্দার্থে) নিয়োজন, প্রবৃত্তকরণ, উৎসাহদান ; উত্তেজনা, প্রেরণা। [সং. প্র+ √রুচ্+ণিচ্+অন (ভা) +আ]। বিণ.বিঃ **প্ররোচক**—প্ররোচনাদায়ক। বিণ: **প্ররোচিত**—প্ররোচনাপ্রাপ্ত।

প্ররোহ—বিঃ অঙ্কুর ; বটবৃক্ষাদির ঝুরি বা শাখা-মূল ; শাখাপ্রশাখা। [সং. প্র+ √রুহ+অ (র্ম)]।

প্রলপন—বিঃ প্রলাপোক্তি করণ, প্রলাপ। [সং. প্র+ √লপ্+অন (ভা)]। **প্রলপিত**—(১)বিণ: বৃথা উক্ত ; (২)বিঃ প্রলাপ।

প্রলম্ব—বিঃ গাছের ঝুরি বা শাখা ; লম্বমান বা লতাইয়া যাওয়া বস্তু। [সং প্র+ √লম্ব্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-ন**—লম্বিত হওয়া, লতাইয়া যাওয়া; ঝুলিয়া থাকা। বিণ: **প্রলম্বিত**—লম্বিত, ঝুলিয়া পড়িয়াছে বা লতাইয়া গিয়াছে এমন।

প্রলয়—বিঃ সৃষ্টিনাশ ; সম্পূর্ণ বা ব্যাপক ধ্বংস ; সর্বনাশ। [সং. প্র+লয়]। বিণ: **-ঙ্কর, -ংকর**—প্রলয়কারী। বিণ(স্ত্রী): **-ঙ্করী, -ংকরী**।

প্রলাপ—বিঃ অর্থহীন উক্তি বা বাক্য (পাগলের প্রলাপ)। [সং. প্র+ √লপ্+অ (ভা)]। বিণ: **প্রলাপী** (-পিন্)—প্রলাপকারী। বিণ(স্ত্রী): **প্রলাপিনী**।

প্রলিপ্ত—বিণ: (উত্তমরূপে বা প্রগাঢ়ভাবে) লেপন-করা। [সং. প্র+লিপ্ত]।

প্রলুব্ধ—বিণ: অত্যন্ত লোভযুক্ত ; আকৃষ্ট। [সং. প্র+লুব্ধ]। বিণ(স্ত্রী): **প্রলুব্ধা**। বিঃ **-তা**।

প্রলেপ—বিঃ লেপিয়া লাগান বস্তু (কাদার

প্রলেপ) ; লেপন করিবার দ্রব্য, মলম ; লেপন, মাখান। [সং. প্র+লেপ]। বিণ: **-ক**—প্রলেপ-কারী। বি: **-ন**—প্রকৃষ্টরূপে লেপন।

প্রলোভ—বি: অতিশয় লোভ। [সং. প্র+লোভ]। বি: **প্রলোভন**—লোভ উৎপাদন ; লোভজনকতা (ঐশ্বর্যের প্রলোভন) ; লোভজনক বিষয়। বিণ: **প্রলোভিত**—প্রলোভনপ্রাপ্ত, প্রলুব্ধ।

প্রশংসন—বি: প্রশংসাকরণ। [সং. প্র+ √শন্‌স্‌ +অন (ভা)]। বিণ: **প্রশংসনীয়**—প্রশংসার যোগ্য। বি: **প্রশংসা**—গুণকীর্তন, সাধুবাদ, সুখ্যাতি। বি: **-পত্র**—প্রশংসা-সংবলিত লিখন। বি: **-বাদ**—প্রশংসা-বাক্য। বিণ: **প্রশংসিত**—প্রশংসা করা হইয়াছে এমন, প্রশংসাপ্রাপ্ত।

প্রশমন—বি: শান্ত নিবৃত্ত বা সংযত করণ; নিবারণ, দমন ; শান্তি। [সং. প্র+ √শম্‌+ অন(ভা)]। বিণ: **প্রশমিত**—নিবারিত ; (রসা.) ক্ষার বা অম্ল নয় এমন, neutral [বি.প.]।

প্রশস্ত—বিণ: প্রশংসা করা হইয়াছে এমন ; উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ; উপযুক্ত, যোগ্যতম (প্রশস্ত সময়) ; উদার (প্রশস্ত হৃদয়) ; (বাং.) বিস্তৃত, চওড়া, প্রসারিত (প্রশস্ত বক্ষ)। [সং. প্র+ √শন্‌স্‌+ত (র্ম)]। বি: **-তা**, **প্রাশস্ত্য**।

প্রশস্তি—বি: প্রশংসা ; স্তুতি, স্তব। [সং. প্র+ √শন্‌স্‌+তি (ভা)]।

প্রশস্য—বিণ: প্রশংসনীয়। [সং. প্র+ √শন্‌স্‌+ য (র্ম)]। বি: **-তা**।

প্রশাখা—বি: শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্রতর শাখা। [সং. প্র (প্রগত)+শাখা]।

প্রশান্ত—বিণ: অতিশয় শান্ত বা স্থির, অচঞ্চল, বিক্ষোভহীন। [সং. প্র+শান্ত]। বি: **প্রশান্তমহাসাগর**—মহাসমুদ্রবিশেষ, Pacific Ocean। বি: **প্রশান্তি**—প্রশান্ত অবস্থা বা ভাব।

প্রশাসক—বি: (প্রধানতঃ রাষ্ট্রের) শাসনকর্তা, administrator। [সং. প্র+শাসক]।

প্রশাসন—বি: (প্রধানতঃ রাষ্ট্রের) শাসন। [সং প্র+শাসন]। বিণ: **প্রশাসনিক**—(প্রধানতঃ রাষ্ট্রের) শাসন-সংক্রান্ত, administrative।

প্রশিক্ষণ—বি: কারিগরি বিষয়াদিতে পাঠ্য শিক্ষার সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষা। [সং প্র+শিক্ষণ]। বি: **প্রশিক্ষক**—উক্ত শিক্ষণ-কার্যের শিক্ষক।

প্রশিষ্য—বি: শিষ্যের শিষ্য। [সং. প্র (পরবর্তী) + শিষ্য]। বি(স্ত্রী): **প্রশিষ্যা**।

প্রশ্ন—বি: জিজ্ঞাসা (প্রশ্ন করা) ; জিজ্ঞাসিত বিষয় (দুরূহ প্রশ্ন) ; অনুসন্ধেয় বিষয় (জীবন-প্রশ্ন)। [সং. √প্রচ্ছ্‌+ন (ভা)]। বি: **-কর্তা** (-র্তৃ) —যে ব্যক্তি প্রশ্ন বা পরীক্ষা করে। বি(স্ত্রী): **-কর্ত্রী**। বি: **-পত্র**—পরীক্ষার জিজ্ঞাস্য-বিষয়-সংবলিত পত্র। বি: **-মালা**—প্রশ্নসমূহ। বি: **প্রশ্নোত্তর**—প্রশ্ন ও তাহার জবাব।

প্রশ্রয়—বি:(সং.) বিনয়, নম্রতা; (বাং.) আশকারা, নাই, অতিশয় আদর (প্রশ্রয় দেওয়া বা পাওয়া)। [সং. প্র+ √শ্রি+অ (ভা)]। বিণ: **প্রশ্রিত**—প্রশ্রয়প্রাপ্ত ; আদৃত ; বিনীত।

প্রশ্বাস—বি: নাসিকাপথে গৃহীত বায়ু; শ্বাস-গ্রহণ। [সং. প্র+শ্বাস]।

প্রসক্ত—বিণ: অতিশয় আসক্ত। [সং. প্র+ √সন্‌জ্‌+ত (র্তৃ)]। বি: **প্রসক্তি**—গভীর আসক্তি।

প্রসঙ্গ—বি: আলোচ্য বিষয়, প্রস্তাব ; আলোচনা, আখ্যান (রামায়ণ-প্রসঙ্গ) ; সম্পর্ক, সঙ্গতি, context (আলোচনা-প্রসঙ্গে)। [সং. প্র+ সঙ্গ্‌+অ (ভা)]। ক্রি-বিণ: **-ক্রমে**, **-তঃ** (-তস্‌) —আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গরূপে বা তাহার সূত্রে। বি: **প্রসঙ্গান্তর**—ভিন্ন প্রসঙ্গ।

প্রসন্ন—বিণ: সন্তুষ্ট, হৃষ্ট ; সদয়, অনুকূল ; নির্মল (প্রসন্নসলিলা) ; শান্ত ও প্রফুল্ল, উজ্জ্বল (প্রসন্ন হাসি)। [সং. প্র+ √সদ্‌+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রসন্না**। বি: **-তা**।

প্রসব—বি: গর্ভবিমোচন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া বা করা ; উৎপাদন ; জন্ম, সৃষ্টি। [সং. প্র+ √সূ +অ (ভা)]। বি: **-বেদনা**—সন্তানের জন্মদান-কালে প্রসূতির বেদনা। বিণ: **প্রসবিতা** (-তৃ), **প্রসবী** (-বিন্‌)—প্রসবকারী, জন্মদানকারী। বিণ(স্ত্রী): **প্রসবিত্রী**, **প্রসবিনী**।

প্রসর—বি: গমন, গতি, বেগ, বিস্তার, ব্যাপ্তি। [সং. প্র+ √সৃ+অ (ভা)]। বি: **-ণ**—ইতস্ততঃ ভ্রমণ; শত্রুসেনাদলকে পরিবেষ্টন ; ব্যাপ্তি, বিস্তার।

প্রসাদ—বি: প্রসন্নতা, অনুগ্রহ ; দেবতাকে নিবেদিত ভোজ্যসামগ্রী বা গুরুজনের ভুক্তা-বশেষ ; সৌম্যতা ; (কাব্যাদির) মনোহর প্রাঞ্জলতা-গুণ। [সং. প্র+ √সদ্‌+অ (ভা)]। বি: **-ন**, **-না**—সন্তুষ্টকরণ, তুষ্টিবিধান। অব্য.ক্রি-বিণ: **প্রসাদাৎ**—অনুগ্রহের ফলে, অনুগ্রহে (ঈশ্বরপ্রসাদাৎ)। বিণ: **প্রসাদিত**—প্রসাদন করা হইয়াছে এমন। বিণ: **প্রসাদী**, (বিরল) **প্রসাদি**

—দেবতাকে নিবেদিত বা গুরুজনকর্তৃক উপভুক্ত ও প্রসাদরূপে গণ্য (প্রসাদী ফুল)।

প্রসাধক—**প্রসাধন** দ্রঃ।

প্রসাধন—বিঃ অঙ্গসজ্জা-সম্পাদন, বেশবিন্যাস; অঙ্গসজ্জা, অঙ্গরাগ; অলঙ্করণ, সজ্জিতকরণ, চিত্রণ; সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন। [সং. প্র + √সাধ্, √সাধি + অন]। বিণ.বিঃ **প্রসাধক**—প্রসাধনকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রসাধিকা**। বিঃ **প্রসাধনী**—চিরুনি; প্রসাধনদ্রব্য, অঙ্গরাগ। বিণঃ **প্রসাধিত**—প্রসাধন করা হইয়াছে এমন।

প্রসার—বিঃ বিস্তার, বিস্তৃতিলাভ (ব্যবসায়ের বা ফ্যাশানের প্রসার); নির্গম। [সং. প্র + √সৃ + অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—প্রসারিত করা বা হওয়া। বিণঃ **প্রসারিত**—প্রসার লাভ করিয়াছে এমন; বিস্তৃত। বিণঃ **প্রসারী** (-রিন্)—প্রসার লাভ করে এমন; ব্যাপক, বিস্তৃত; প্রসারিত করে এমন। বিণ(স্ত্রী): **প্রসারিণী**। বিণঃ **প্রসার্য**—বিস্তারযোগ্য; প্রসারিত করা যায় এমন। বিণঃ **প্রসার্যমান**—প্রসারিত হইতেছে এমন।

প্রসিক্ত—বিণঃ সম্পূর্ণরূপে সিক্ত। [সং. প্র + সিক্ত]।

প্রসিদ্ধ—বিণঃ বিখ্যাত, ব্যাপকভাবে পরিচিত। [সং. প্র + √সিধ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রসিদ্ধা**। বিঃ **প্রসিদ্ধি**—খ্যাতি; ব্যাপক পরিচিতি; জনশ্রুতি।

প্রসীদ—ক্রিঃ প্রসন্ন হও, অনুগ্রহ কর, সদয় হও (প্রসীদ হে দেবি)। [সং.]।

প্রসুপ্ত—বিণঃ গভীর নিদ্রামগ্ন। [সং. প্র + সুপ্ত]। বিঃ **প্রসুপ্তি**—গভীর নিদ্রা।

প্রসূ—বিঃ প্রসবকারিণী, উৎপাদনকারিণী (স্বর্ণপ্রসূ, ফলপ্রসূ)। [সং. প্র + √সূ + ক্বিপ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ত**—সঞ্জাত, উৎপন্ন; গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ। বিণ(স্ত্রী): **-তা**—উৎপন্না, ভূমিষ্ঠা; সন্তান প্রসব করিয়াছে এমন, জাতসন্তানা। বিঃ **-তি**—জননী, প্রসবিনী, পোয়াতী।

প্রসূন—বিঃ ফুল; ফল; মুকুল, কুঁড়ি। [সং. প্র + √সূ + ত (র্ম)]।

প্রসৃত—বিণঃ নির্গত; বিস্তৃত। [সং. প্র + √সৃ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **প্রসৃতি**।

প্রস্থ—বি.বিণঃ দফা, সেট; পোশাকাদির সমূহ। [দেশী ?]।

প্রস্তর—বিঃ পাথর, পাষাণ, শিলা, উপল, অশ্ম; মণি। [সং. প্র + √স্তৃ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-যুগ**—যে যুগে মানুষ প্রস্তরদ্বারা পশুহননাদি করিত এবং ধাতুর ব্যবহার জানিত না। বিণঃ **প্রস্তরীভূত**—পাথরে পরিণত।

প্রস্তাব—বিঃ প্রসঙ্গ; কথার উত্থাপন; আলোচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়; গ্রন্থাদির অধ্যায়; প্রকরণ। [সং. প্র + √স্তু + অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—প্রস্তাবকারী। বিঃ **-না**—আরম্ভ, সূচনা, ভূমিকা; (সং. নাটকে) সূত্রধার নটনটী প্রভৃতি কর্তৃক বাক্যালাপপ্রসঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তুর অবতারণা। বিণঃ **প্রস্তাবিত**—প্রস্তাব করা হইয়াছে এমন, উত্থাপিত; প্রস্তাব বা আলোচনার বিষয়ীভূত।

প্রস্তুত—বিণঃ তৈয়ারী, নির্মিত; উদ্যুক্ত, সম্মত, আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে বা করিয়াছে এমন (যাইতে প্রস্তুত)। [সং. প্র + √স্তু + ত (র্তৃ)]। বিঃ **প্রস্তুতি**—আয়োজন বা উদ্যোগ; প্রস্তুতের ভাব।

প্রস্থ১—**প্রস্থ**-র বিকৃত রূপ।

প্রস্থ২—বিঃ চওড়ার মাপ; বিস্তার, পরিসর; সমতল ভূমি (ইন্দ্রপ্রস্থ); পর্বতের সানুদেশ। [সং. প্র + √স্থা + অ]।

প্রস্থান—বিঃ যাত্রা, প্রয়াণ, চলিয়া যাওয়া। [সং. প্র + √স্থা + অন (ভা)]। বিণঃ **প্রস্থিত**—প্রস্থান করিয়াছে এমন।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—বিণঃ পূর্ণ বিকশিত, সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়াছে এমন; সম্পূর্ণ প্রকাশিত বা ব্যক্ত। [সং. প্র + √স্ফুট + অ, ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রস্ফুটিতা**। বিঃ **প্রস্ফুটন**—প্রস্ফুটিত হওয়া।

প্রস্ফুরণ—বিঃ ঈষৎ স্পন্দন বা কম্পন। [সং. প্র + √স্ফুর্ + অন (ভা)]। বিণঃ **প্রস্ফুরিত**—ঈষৎ স্পন্দিত বা কম্পিত, প্রস্ফুরণযুক্ত।

প্রস্রবণ—বিঃ ঝরনা, নির্ঝর, ক্ষরণ। [সং. প্র + √স্রু + অন (র্তৃ)]।

প্রস্রাব—বিঃ মূত্র; মূত্রত্যাগ (প্রস্রাব করা)। [সং. প্র + √স্রু + অ (ম, ভা)]।

প্রস্রুত—বিণঃ ক্ষরিত, নিঃসৃত। [সং. প্র + √স্রু + ত (র্তৃ)]।

প্রস্বাপন—(১)বিণঃ নিদ্রাজনক। (২)বিঃ নিদ্রাজনক পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ। [সং. প্র + √স্বপ্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]।

প্রহত—বিণঃ আঘাতপ্রাপ্ত, আহত। [সং. প্র + হন্ + ত (র্তৃ)]।

প্রহর—বিঃ তিনঘণ্টা কাল; দিবারাত্রের আটভাগের এক ভাগ, যাম। [সং. প্র + √হৃ + অ (ধি)]।

প্রহরণ—বিঃ অস্ত্র ; প্রহার। [সং. প্র+ √হৃ+ অন (ণে, ভা)]।
প্রহরা—বিঃ পাহারা। [সং. প্রহর+বাং. আ]।
প্রহরার্ধ—বিঃ অর্ধ প্রহর, দেড় ঘণ্টা। [সং. প্রহর +অর্ধ]।
প্রহরী (-রিন্)—বিঃ চৌকিদার, পাহারাওয়ালা। [সং. প্রহর+ইন্]। বি(স্ত্রী): **প্রহরিণী**।
প্রহর্তা (-র্তৃ)—বিণঃ প্রহারকারী। [সং. প্র+ √হৃ+তৃ(র্তৃ)]।
প্রহসন—বিঃ হাস্যরসাত্মক নাটক, farce ; পরিহাস। [সং. প্র+ √হস্+অন (ভা)]।
প্রহার—বিঃ মার, আঘাত ; নিগ্রহ। [সং. প্র+ √হৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **প্রহৃত**—মার খাইয়াছে এমন ; আঘাতপ্রাপ্ত, নিগৃহীত। **প্রহারেণ ধনঞ্জয়**—(গল্পে) শত অপমানেও শ্বশুরালয়-ত্যাগে অনিচ্ছুক ধনঞ্জয় শেষ পর্যন্ত প্রহৃত হইয়া শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করিয়াছিল ; (আল.) যাহাকে কিছুতেই বাগ মানান যায় না, অনেক সময়ে তাহাকে প্রহার করিয়া বশে আনা যায়।
প্রহেলিকা—বিঃ দুর্বোধ্য কূটপ্রশ্ন ; হেঁয়ালি, ধাঁধা। [সং.]।
প্রাইজ—বিঃ পারিতোষিক, পুরস্কার।[ইং. prize]।
প্রাইভেট টিউটর—বিঃ গৃহশিক্ষক। [ইং. private tutor]।
প্রাইমারি, প্রাইমারী—বিণঃ প্রাথমিক ; প্রাথমিক পাঠ্য। [ইং. primary]।
প্রাংশু—বিণঃ উন্নত, উঁচু ; দীর্ঘকায়। [সং. প্র +অংশু]।
প্রাক্ (প্রাচ্)—অব্যঃ পূর্ববর্তী ; পূর্বদিকস্থ। [সং. প্র+ √অঞ্চ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-কলন**—কোন ব্যাপারের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব, estimate [স. প.]।
প্রাকাম্য—বিঃ স্বচ্ছন্দানুবর্তিতারূপ অলৌকিক শক্তি ; ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা। [সং. প্রকাম+য (ভা)]।
প্রাকার—বিঃ প্রাচীর, দেওয়াল। [সং. প্র+ √কৃ+অ (ণে)]।
প্রাকৃত১—(১)বিণঃ প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক ; প্রজাসম্বন্ধীয় ; লৌকিক ; সাধারণ, সামান্য। (২)বিঃ সংস্কৃতের অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ। [সং. প্রকৃতি+অ]।
প্রাকৃত২—বিণঃ নীচ, অধম, ইতর (প্রাকৃতজন)। [সং. প্র+অকৃত (=অকার্য যাহার)]।
প্রাকৃতিক—বিণঃ প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়, স্বাভাবিক, নৈসর্গিক ; জড়পদার্থ-সম্বন্ধীয় (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান)। [সং. প্রকৃতি+ইক]।
প্রাক্কাল—বিঃ পূর্ববর্তী বা প্রারম্ভিক কাল। [সং. প্রাচ্+কাল]। বিণঃ **প্রাক্কালিক, প্রাক্কালীন**—প্রাক্কালের।
প্রাক্তন—(১)বিণঃ পূর্বকালীন, ভূতপূর্ব ; জন্মান্তরীণ, পূর্বজন্মে অর্জিত। (২)বিঃ অদৃষ্ট, পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মের ফল। [সং. প্রাচ্+তন (ভা)]।
প্রাখর্য—বিঃ প্রখরতা। [সং. প্রখর+য (ভা)]।
প্রাগভাব—বিঃ (দর্শ.) (কোন প্রাণী বা পদার্থের) জন্মলাভের পূর্বে বা উৎপন্ন হইবার পূর্বে। [সং. প্রাক্+ভাব]।
প্রাগল্‌ভ্য—বিঃ প্রগল্‌ভতা ; ঔদ্ধত্য ; স্ত্রীলোকের প্রণয়াদি বিষয়ে নির্লজ্জতা। [সং. প্রগল্‌ভ+য (ভা)]।
প্রাগুক্ত—বিণঃ পূর্বোক্ত, পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত। [সং. প্রাচ্+উক্ত]।
প্রাগৈতিহাসিক—বিণঃ (অশু.) যে যুগ হইতে ইতিহাস জানা গিয়াছে তাহার পূর্ববর্তী যুগের, prehistoric। [সং. প্রাচ্+ঐতিহাসিক]।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ—বিঃ কামরূপ বা ঐ দেশবাসীর প্রাচীন নাম। [সং. প্রাচ্+জ্যোতিষ]।
প্রাঙ্গণ—বিঃ উঠান, অঙ্গন। [সং. প্র+অঙ্গন]।
প্রাঙ্‌মুখ—বিণঃ পূর্বদিকে মুখ রহিয়াছে এমন, পূর্বমুখ। [সং. প্রাচ্+মুখ]।
প্রাচী—বিঃ পূর্বদিক। [সং. প্রাচ্+ঈ]।
প্রাচীন—বিণঃ পুরাতন, বৃদ্ধ, সেকেলে। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **প্রাচীনা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**।
প্রাচীর—বিঃ পাঁচিল, দেওয়াল, প্রাকার। [সং.]।
প্রাচুর্য—বিঃ প্রচুরতা, আধিক্য। [সং. প্রচুর+ য (ভা)]।
প্রাচ্য—বিণঃ পূর্বদিকস্থ ; পূর্বদেশীয় ; পূর্বদিগ্‌বর্তী। [সং. প্রাচ্+য (ভবার্থে)]।
প্রাজন—বিঃ পাচনবাড়ি, পশুতাড়নদণ্ড। [সং.]।
প্রাজাপত্য—(১)বিঃ অষ্টবিধ হিন্দুবিবাহের অন্যতম। (২)বিণঃ প্রজাপতি-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রজাপতি+য]।
প্রাজ্ঞ—বিণঃ পণ্ডিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান্। [সং. প্রজ্ঞা+অ]। বিণ(স্ত্রী): **প্রাজ্ঞা, প্রাজ্ঞী** (পত্নী অর্থে)। বিঃ **-তা**।
প্রাঞ্জল—বিণঃ সরল, সুখবোধ্য ; পরিষ্কার, স্বচ্ছ। [সং.]। বিঃ **-তা**।

প্রাণ—বিঃ জীবন ; হৃদয়স্থ বায়ু, শ্বাসরূপে গৃহীত বায়ু ; প্রাণ অপান সমান উদার ও ব্যান : দেহস্থ এই পঞ্চবায়ু ; জীবনী শক্তি ; হৃদয়, মন ('প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়' : রবীন্দ্র)। [সং.]। ক্রিঃ **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—ভয়াদিতে মৃতপ্রায় হওয়া। ক্রিঃ **প্রাণ দেওয়া**—স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করা ; পরের জীবন রক্ষা করা। ক্রিঃ **প্রাণ যাওয়া**—মৃত্যু হওয়া; অত্যন্ত কষ্ট হওয়া। ক্রিঃ **প্রাণ লওয়া**—বধ করা। ক্রিঃ **প্রাণ হারান**—মারা যাওয়া। ক্রিঃ **প্রাণে মারা**—মৃত্যু ঘটান; হত্যা করা। **প্রাণের প্রাণ**—(আল.) প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তি। বিঃ **-কান্ত**—হৃদয়েশ্বর ; স্বামী, পতি ; নাগর, প্রণয়ী। বিঃ **-কৃষ্ণ**—প্রাণসম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ; (আল.) পরমাদরের পাত্র। বিণঃ **প্রাণ-খোলা**—**খোলা** দ্রঃ। বিণঃ **-গত**—হৃদয়গত, মনোগত ; আন্তরিক। বিণঃ **-গতিক**—জীবন বা জীবন-যাত্রা সম্বন্ধীয় ; শারীরিক। বিণঃ **-ঘাতী**—মৃত্যু ঘটায় এমন। বিণঃ **-তুল্য**—জীবনের মত মূল্যবান্ বা প্রিয়। বিঃ **-ত্যাগ**—মৃত্যু : জীবন-বিসর্জন। ক্রিঃ **প্রাণ থাকা**—বাঁচিয়া থাকা। বিঃ **-দণ্ড**—মৃত্যুদণ্ড ; অপরাধের জন্য মৃত্যুরূপ শাস্তি। বিণঃ **-দাতা** (-তৃ)—জীবন-রক্ষাকারী। বিণ(স্ত্রী): **-দাত্রী**। বিঃ **-দান**—জীবনরক্ষা; মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা। বিঃ **-নাথ**—**প্রাণকান্ত**-র অনুরূপ। বিঃ **-নাশ**—বধ, হত্যা। বিণঃ **-পণ**—স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া কার্যসাধনের সঙ্কল্পপূর্ণ। বিঃ **-পতি**—**প্রাণকান্ত**-র অনুরূপ। বিঃ **-পাখি**—পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় দেহগত প্রাণ। বিণঃ **-পূর্ণ**—**প্রাণবন্ত**-এর অনুরূপ। বিণঃ **-প্রতিম**—প্রাণতুল্য, প্রাণের ন্যায় প্রিয়। বিঃ **-প্রতিষ্ঠা** — মন্ত্রপাঠদ্বারা প্রতিমায় দেবতাকে অধিষ্ঠিত করা ; (আল.) **জীবন্ত** করণ। বিণঃ **-প্রদ**—জীবনদায়ক, বল-দায়ক। বিণঃ **-প্রিয়**—প্রাণের সমান অথবা প্রাণের অধিক প্রিয়। বিঃ **-বঁধু**—সখা, প্রাণ-প্রিয় বন্ধু। বিঃ **-বল্লভ**—**প্রাণকান্ত**-র অনুরূপ। বিণঃ **-বান্** (-বৎ), **-বন্ত**—জীবন্ত, সজীব ; স্ফূর্তিযুক্ত ; সহৃদয় ; ক্রিয়াশীল, স্থবিরের বা নিষ্ক্রিয়ের বিপরীত। বিঃ **-বায়ু**—প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান : জীবদেহস্থ এই পঞ্চবায়ু ; জীবন্ত প্রাণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস। বিঃ **-বিয়োগ**—মৃত্যু। বিঃ **-বিসর্জন**—মৃত্যুবরণ। বিণঃ **-ময়**—জীবন্ত, সজীব ; স্ফূর্তি-যুক্ত ; **সমস্ত জীবন-লক্ষণে পূর্ণ** ; হৃদয়বান্, উদার ; **জীবনসর্বস্ব**। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। **প্রাণময় কোষ**—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চবায়ুময় শরীরস্থ আধার-বিশেষ। বিণঃ **-শূন্য, -হীন**—মৃত ; জড় ; উদ্যমহীন, হৃদয়হীন, নির্মম। বিণ(স্ত্রী): **-শূন্যা, -হীনা**। বিঃ **-সংশয়, -সঙ্কট**—মৃত্যুর আশঙ্কা, জীবন-সঙ্কট। বিঃ **-সংহার**—হত্যা, বধ। বিঃ **-সঞ্চার**—মৃত জড় বা অচেতন দেহ সজীব করণ ; (আল.) উদ্যম বা প্রেরণা দান। বিণঃ **-হন্তা** (-ন্তৃ)—হত্যাকারী। বিণ(স্ত্রী): **-হন্ত্রী**। বিণঃ **-হর, -হারক, -হারী** (-রিন্)—জীবননাশক ; সাংঘাতিক। বিণ(স্ত্রী):**-হরা,-হারিকা, -হারিণী**। বিণঃ **-হীন**—**প্রাণশূন্য** দ্রঃ। বিঃ **প্রাণাতিপাত**—জীবনাশ ; নিদারুণ কষ্ট। বিঃ **প্রাণাত্যয়**—মৃত্যু ; জীবননাশের সময়। বিণঃ **প্রাণাধিক**—প্রাণের অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। বিণ(স্ত্রী): **প্রাণাধিকা**। বিঃ **প্রাণান্ত**—মৃত্যু ; নিদারুণ কষ্ট। বিঃ **প্রাণান্তপরিচ্ছেদ**—মৃত্যুতে যাহার শেষ ; যাহা মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপিয়া আছে ; অশেষ পরিশ্রম বা কষ্ট। **প্রাণে-প্রাণে**—(১)বিণঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ ; (২)ক্রি-বিণঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে। বিঃ **প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর** — **জীবনের** অধীশ্বর ; স্বামী, পতি ; প্রেমিক, নাগর। বিঃ **প্রাণোৎসর্গ**—জীবনদান, মৃত্যুবরণ।

প্রাণায়াম—বিঃ যোগসাধনার অঙ্গবিশেষ, শ্বাস-গ্রহণ (পূরক) শ্বাসধারণ (কুম্ভক) ও শ্বাসত্যাগ (রেচক) : এই প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় নাম। [সং. প্রাণ + আ + √যম্ + অ]।

প্রাণী (-ণিন্)—বিঃ প্রাণ বা জীবন আছে যাহার, মানুষ পশু পাখি কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সচেতন জীব ; (বাং.) লোক (বাড়িতে দুইটি-মাত্র প্রাণী বাস করে) ; (প্রা. বাং.) প্রাণ ('কেমন করিছে প্রাণী' : চণ্ডী.)। [সং. প্রাণ + ইন্]। বিঃ **প্রাণিজগৎ**—জীবজগৎ, সমস্ত প্রাণী। বিঃ **প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা**—জীবজন্তু-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, zoology। বিঃ **প্রাণিহিংসা**—জীব-জন্তু হত্যাকরণ।

প্রাণে-প্রাণে, প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর, প্রাণোৎসর্গ—**প্রাণ** দ্রঃ।

প্রাত—বিঃ প্রাতঃকাল (প্রাতে আসিবে)। [সং. প্রাতর্]।

প্রাতঃ (-তর্)—অব্যঃ প্রভাত, সকালবেলা ; (আল.) সূচনা, সূচনাকাল। [সং.]। বিঃ **-কাল**—

প্রভাত, সকালবেলা। বিণ: **-কালীন**—প্রাতঃকালের। বি: **-কৃত্য, -ক্রিয়া**—মলমূত্রত্যাগ দন্তধাবন স্নান ও উপাসনা : প্রাতঃকালে করণীয় এই কর্মচতুষ্টয়। বি: **-প্রণাম**—প্রভাতকালীন অভিবাদন। বি: **-সন্ধ্যা**—পূর্বসন্ধ্যা, প্রত্যুষ; প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনা। বি: **-স্নান**—সূর্যোদয়কালে স্নান। বিণ: **-স্মরণীয়**—প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গেই স্মরণযোগ্য, পুণ্যশ্লোক।

প্রাতরাশ, প্রাতর্ভোজন—বি: প্রাতঃকালের প্রথম আহার। [সং. প্রাতর্+আশ, ভোজন]।

প্রাতর্বাক্য—বি: প্রাতঃকালীন প্রথমোচ্চারিত বাক্য (আশীর্বাদ বা অভিশাপ)। [সং. প্রাতর্ +বাক্য]।

প্রাতর্ভ্রমণ—বি: (প্রধানতঃ লঘু ব্যায়ামার্থ) সকালবেলায় মুক্তবায়ুতে পায়চারি। [সং প্রাতঃ+ভ্রমণ]।

প্রাতিকূল্য—বি: প্রতিকূলতা, বিরোধিতা। [সং. প্রতিকূল+য (ভা)]।

প্রাতিপদিক—(১)বি: (ব্যাক.) বিভক্তিবিহীন বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ। (২)বিণ: প্রতিপদ-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রতিপদ+ইক]।

প্রাতিভাসিক—বিণ: প্রতিভাসে বা ইন্দ্রিয়গোচরে বলিয়া মনে হয় কিন্তু পরমার্থত নহে এমন, বাস্তব না হইয়াও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান (তু. **পারমার্থিক**)। [সং. প্রতিভাস+ইক]।

প্রাতিহার, প্রাতিহারক, প্রাতিহারিক—(১)বি: প্রতিহারীর বা দৌবারিকের কার্য; বাজিকর, ঐন্দ্রজালিক। (২)বিণ: মায়াবী। [সং. প্রতিহার+অ, ক, ইক]।

প্রাত্যহিক—বিণ: দৈনিক; প্রত্যহ সঙ্ঘটিত হয় অথবা পালন করিতে হয় এমন। [সং. প্রত্যহ +ইক]। বিণ(স্ত্রী): **প্রাত্যহিকী**।

প্রাথমিক--বিণ: আদ্য, প্রারম্ভকালীন। [সং. প্রথম+ইক]।

প্রাদি—বি: প্র পরা অপ সম নি অব অনু নির্ দুর্ বি অভি অধি সু উৎ পরি প্রতি অপি অতি উপ আ: এই কুড়িটি উপসর্গ। [সং.প্র+আদি]। বি: **-সমাস**—উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন তৎপুরুষ সমাসবিশেষ (যেমন, প্রচবন, পরিপুষ্ট, বিচ্যুত)।

প্রাদুর্ভাব—বি: আবির্ভাব, প্রকাশ; (বাং.) (মন্দার্থে) প্রবল আবির্ভাব, ভীতিকর প্রকাশ; বহুল বা ব্যাপক আবির্ভাব; ভীতিপ্রদ আধিক্য (রোগের প্রাদুর্ভাব; মশার প্রাদুর্ভাব)। [সং. প্রাদুস্+ √ভূ+অ (ভা)]। বিণ: **প্রাদুর্ভূত**—আবির্ভূত, প্রকাশিত; (বাং.) প্রবলভাবে ভীতিকররূপে বহুলভাবে বা ব্যাপকভাবে আবির্ভূত।

প্রাদেশিক—বিণ: প্রদেশ-সম্বন্ধীয়; প্রদেশজাত; দেশের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ (প্রাদেশিক শব্দ); সমগ্র দেশে বিস্তৃত না হইয়া স্বীয় প্রদেশে নিবদ্ধ (প্রাদেশিক মনোভাব)। [সং. প্রদেশ+ইক]। বি: **-তা**—প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য; ভাষার প্রাদেশিক অর্থাৎ প্রদেশানুযায়ী বিকার; নিজ প্রদেশের প্রতি অন্যায় পক্ষপাত এবং অপর প্রদেশের প্রতি বিদ্বেষ।

প্রাধান্য—বি: শ্রেষ্ঠতা; নেতৃত্ব; প্রভুত্ব; মোড়লি, আধিক্য। [সং. প্রধান+য]।

প্রান্ত—বি: সীমা, অন্তভাগ, কিনারা, ধার। [সং. প্র+অন্ত]। বিণ: **-বর্তী** (-র্তিন্)—প্রান্তে অবস্থিত।

প্রান্তর—বি: বৃক্ষ জল বসতি প্রভৃতি নাই এমন বিস্তৃত ভূমি, মাঠ। [সং. প্র+অন্তর]।

প্রান্তিক, প্রান্তীয়—বিণ: প্রান্তবর্তী; প্রান্ত-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রান্ত+ইক, ঈয়]।

প্রাপক—বিণ.বি: যে প্রাপ্ত হয় [সং. প্র+ √আপ্ +অক (র্তৃ)]; যে অপরকে পাওয়াইয়া দেয় [প্র+ √আপ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

প্রাপণ—বি: পাওয়া, প্রাপ্তি [সং. প্র+ √আপ্ +অন (ভা)]; পাওয়ান [প্র+ √আপ্+ণিচ্ +অন (ভা)]।

প্রাপ্ত—বিণ: পাওয়া গিয়াছে এমন, লব্ধ। [সং. প্র+ √আপ্+ত (র্ম)]। বিণ: **-কাল**—মুমূর্ষু, মৃত্যুমুখী। বিণ: **-বয়স্ক, -বয়াঃ** (-য়স্)—উপযুক্ত বয়স পাইয়াছে এমন, বয়ঃপ্রাপ্ত, পূর্ণবয়স্ক; সাবালক। বিণ: **-ব্য**—প্রাপ্য, প্রাপ্তিযোগ্য। বিণ: **-ব্যবহার**—বিষয়কর্ম করিবার উপযুক্ত বয়স পাইয়াছে এমন, সাবালক। বিণ: **-যৌবন**—যৌবন লাভ করিয়াছে এমন, যুবক, পূর্ণবয়স্ক। বিণ(স্ত্রী): **-যৌবনা**। বি: **প্রাপ্তি**—পাওয়া; লাভ, আয়, উপার্জন।

প্রাপ্য—বিণ: প্রাপ্তিযোগ্য, লভ্য, প্রাপ্তব্য; পাওনা। [সং. প্র+ √আপ্+য (র্ম)]।

প্রাবরণ, প্রাবার—বি: উত্তরীয়বস্ত্র; আবরণবস্ত্র। [সং. প্র+ √বৃ+অন, অ (পে)]।

প্রাবল্য—বি: প্রবলতা। [সং প্রবল+য (ভা)]।

প্রাবাসিক—বিণ: প্রবাস-সম্বন্ধীয়; প্রবাসকালীন। [সং. প্রবাস+ইক]।

প্রাবীণ্য—বিণ: প্রবীণতা; অভিজ্ঞতা; নৈপুণ্য। [সং. প্রবীণ+য (ভা)]।

প্রাবৃট্ (-বৃষ্)—বি: বর্ষাকাল। [সং. প্র+আ+√বৃষ্+ক্বিপ্ (ধি)]। বিণ: **প্রাবৃষিক, প্রাবৃষ্য**—বর্ষাকালীন।

প্রাবৃত—বিণ: আচ্ছাদিত; বেষ্টিত। [সং. প্র+আবৃত]। বি: **প্রাবৃতি**—বেড়া; আবরণ।

প্রাবৃষিক, প্রাবৃষ্য—**প্রাবৃট্** দ্র:।

প্রাবেশন—বি: শিল্পভবন। [সং.]।

প্রাভাতিক—বিণ: প্রভাতকালীন। [সং. প্রভাত+ইক]।

প্রামাণিক—(১)বিণ: প্রমাণসিদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য। (২)বি: অধ্যক্ষ; পণ্ডিত; সমাজপতি; হিন্দু শ্রেণীবিশেষের বংশগত উপাধি; (বাং.) নাপিত। [সং. প্রমাণ+ইক]। বি: **-তা**।

প্রামাণ্য—(১)বি: প্রামাণিকতা। (২)(বাং) বিণ: প্রামাণিক (প্রামাণ্য গ্রন্থ)। [সং. প্রমাণ+য (ভা)]।

প্রায়১—ক্রি-বিণ: সাধারণত:, সচরাচর (এমনিই ত প্রায় ঘটে), ঘন ঘন, অল্পকাল অন্তর বারংবার (সে প্রায় আসে)। [সং. প্রায়স্]।

প্রায়২—বিণ: (শব্দের শেষে যুক্ত হইলে) সদৃশ, তুল্য (গতপ্রায়); কাছাকাছি, কিছু কম (প্রায় প্রতিদিন)। [সং. প্র+√ই বা অয়্+অ (র্তৃ)]।

প্রায়৩—বি: অনশনে মৃত্যু; মৃত্যু-কামনায় উপবাস (প্রায়োপবেশন); বাহুল্য। [সং. প্র+√ই বা অয়্+অ (ভা)]।

প্রায়শ: (শস্), (চলিত) **প্রায়শ**—অব্য. ক্রি-বিণ: প্রায়ই, সচরাচর, অতি ঘন ঘন (প্রায়শ: এইরূপ হয়, প্রায়শ: সেখানে যাই)। [সং. প্রায়+শস্]।

প্রায়শ্চিত্ত—বি: পাপক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠান বা স্বেচ্ছায় গৃহীত শাস্তি; চিত্তের বিশুদ্ধতাসাধন। [সং.]।

প্রায়ান্ধকার—**অন্ধকারপ্রায়**-এর অশু. কিন্তু বহুল-প্রচলিত রূপ।

প্রায়োপবিষ্ট—**প্রায়োপবেশ** দ্র:।

প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশন—বি: মৃত্যু-কামনায় উপবাসী থাকিয়া উপবেশন। [সং. প্রায়৩+উপবেশ, উপবেশন]। বিণ: **প্রায়োপবিষ্ট**—প্রায়োপবেশন করিয়াছে এমন।

প্রারব্ধ—(১)বিণ: আরব্ধ বা শুরু হইয়াছে এমন (প্রারব্ধ কর্ম)। (২)বি: অদৃষ্ট, পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল যাহার ভোগ শুরু হইয়াছে (ভোগদ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয়)। [সং. প্র+আরব্ধ]।

প্রারম্ভ—বি: আরম্ভ, সূত্রপাত, ভূমিকা। [সং. প্র+আরম্ভ]। বিণ: **প্রারম্ভিক**—আরম্ভকালীন।

প্রার্থক—বিণ: প্রার্থনাকারী, প্রার্থী। [সং. প্র+√অর্থ্+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রার্থিকা**।

প্রার্থন, প্রার্থনা—বি: আবেদন, যাচ্ঞা। [সং. প্র+√অর্থ্+অন (ভা), +আ]। বিণ: **প্রার্থনীয়, প্রার্থয়িতব্য**—প্রার্থনার যোগ্য। বিণ: **প্রার্থয়িতা** (-তৃ), **প্রার্থী** (-র্থিন্)—প্রার্থনাকারী, যাচক। বিণ(স্ত্রী): **প্রার্থিনী**। বিণ: **প্রার্থিত**—(যাহা) প্রার্থনা করা হইয়াছে এমন, যাচিত; অভিলষিত।

প্রাশন—বি: আহার, ভোজন (অন্নপ্রাশন)। [সং. প্র+অশন]।

প্রাশস্ত্য—বি: প্রশস্ততা, উৎকর্ষ; বিস্তার। [সং. প্রশস্ত+য]।

প্রাশ্নিক—বিণ: প্রশ্নকারী; প্রশ্ন শুনিয়া যে মীমাংসা করে। [সং. প্রশ্ন+ইক]।

প্রাস—বি: প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। [সং.]।

প্রাসঙ্গিক—বিণ: প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত বা উত্থাপিত। [সং. প্রসঙ্গ+ইক]।

প্রাসাদ—বি: রাজভবন; বড় অট্টালিকা, হর্ম্য। [সং. প্র+√সদ্+অ (ধি)]। বি: **-কুক্কুট**—পায়রা।

প্রাস্থানিক—বিণ: প্রস্থান-সংক্রান্ত বা বিদায়-সম্পর্কিত; বিদায়কালোচিত; বিদায়কালীন। [সং. প্রস্থান+ইক]।

প্রাহরিক—বিণ: প্রহর-সম্বন্ধীয়। [সং. প্রহর+ইক]।

প্রাহসনিক—বিণ: প্রহসন-সম্বন্ধীয়; প্রহসনে অভিনয়কারী। [সং. প্রহসন+ইক]।

প্রাহ্ণ—বি: পূর্বাহ্ণ। [সং. প্র+অহন্]।

প্রিন্টার—বি: মুদ্রাকর, যে ব্যক্তি ছাপাখানায় পুস্তকাদি ছাপিয়া দেয়। [ইং. printer]।

প্রিন্সিপাল—বি: (উচ্চ) বিদ্যালয়াদির বা কলেজের অধ্যক্ষ। [ইং. principal]।

প্রিভি কাউন্সিল—বি: গ্রেট বৃটেনের উচ্চতম আদালত। [ইং. Privy Council]।

প্রিয়—(১)বি: ভালবাসার বা প্রণয়ের পাত্র; (সম্বোধনে) স্বামী; বন্ধু, সুহৃদ্। (২)বিণ: প্রীতি-ভাজন; প্রেমাস্পদ, স্নেহভাজন; ভাল লাগে এমন, কাম্য (প্রিয় সামগ্রী, প্রিয়জন)। [সং.]।

বি.বিণ(স্ত্রী): প্রিয়া। বিণ: **প্রিয়ংবদ**—মধুরভাষী। বিণ(স্ত্রী): **-ংবদা**। বিণ: **-কার, -কারক, -কারী** (-রিন্)—প্রিয় কার্য করে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-কারিণী**। বি: **-ঙ্গু**—শ্যামালতা। বি: **-চিকীর্ষা**—প্রিয় কার্য করিবার ইচ্ছা। বিণ: **-চিকীর্ষু**—প্রিয়চিকীর্ষাযুক্ত। বি: **-জন**—প্রিয় ব্যক্তি, প্রিয়পাত্র; আত্মীয়; বন্ধু, সুহৃৎ। বিণ: **-তম**—সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় বা প্রণয়ভাজন। বিণ(স্ত্রী): **-তমা**। বিণ: **-দর্শন**—সুদৃশ্য, সুন্দর। **-দর্শী** (-র্শিন্)—(১)বিণ: সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখে এমন; (২)বি: সম্রাট্ অশোক। বিণ: **-পাত্র**—প্রীতিভাজন; স্নেহাস্পদ; প্রণয়ভাজন। বিণ(স্ত্রী): **-পাত্রী**। বি: **-বচন, -বাক্য**—মিষ্ট কথা, মনোরম কথা। বিণ: **-বাদী** (-দিন্)—মধুরভাষী। বি: **-বিয়োগ**—প্রিয়পাত্রের মৃত্যু বা তাহার সহিত বিচ্ছেদ। বিণ: **-ভাষী** (-ষিন্)—মিষ্টভাষী। বিণ(স্ত্রী): **-ভাষিণী**। বি: **-সখ**, (অশু.) **-সখা**—প্রীতিভাজন বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। বি(স্ত্রী): **-সখী**। বি: **-সমাগম**—প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন; প্রিয়জনের আগমন।

প্রীণন—বি: প্রীতি-সম্পাদন। [সং. √প্রী+ণিচ্+অন (ভা)]।

প্রীত—(১)বিণ: সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, আনন্দিত, আহ্লাদিত, খুশি। (২)বি: (প্রা. কা) প্রেম, প্রণয়, পীরিত ('কুলকলঙ্কিনী হইনু করিয়া প্রীত': চণ্ডী.); প্রীতিসাধন ('শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি': কৃত্তি.)। [সং. √প্রী+ত (র্তৃ)]।

প্রীতি—বি: সন্তোষ, তৃপ্তি; আহ্লাদ; প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, অনুরাগ; বন্ধুত্ব। [সং. √প্রী+তি (ভা)]। বি: **-উপহার**—প্রীতিজ্ঞাপক উপহার। বিণ: **-ভাজন**—স্নেহাস্পদ, প্রণয়াস্পদ। বি: **-ভোজ, -ভোজন**—আনন্দোৎসব উপলক্ষে ভোজ। বি: **-সম্ভাষণ**—প্রণয়- স্নেহ- বা বন্ধুত্ব-জ্ঞাপক আলাপ। বিণ: **-সূচক**—প্রীতিজ্ঞাপক।

প্রীয়মাণ—বিণ: প্রীতি লাভ করিতেছে এমন। [সং. √প্রী+আন (মান) (র্ম)]।

প্রেক্ষক—বিণ: দর্শক। [সং. প্র+ √ঈক্ষ্+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রেক্ষিকা**।

প্রেক্ষণ—বি: দর্শন, দৃষ্টি; চক্ষু। [সং. প্র+ √ঈক্ষ্+অন]। বিণ: **প্রেক্ষণীয়**—দেখিবার মত, সম্যক্ দর্শনীয়, পর্যবেক্ষণীয়।

প্রেক্ষা—বি: দর্শন, পর্যবেক্ষণ; পর্যালোচনা; নৃত্য বা অভিনয় দর্শন। [সং. প্র+ √ঈক্ষ্+অ (ভা) +আ]। বি: **-গার, -গৃহ**—রঙ্গালয়; মান-মন্দির।

প্রেক্ষিত—বিণ: প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হইয়াছে এমন। [সং. প্র+ √ঈক্ষ্+ত (র্ম)]।

প্রেত—বি: ভূত, পিশাচ; মৃত, মৃতের আত্মা। [সং. প্র+ √ই+ত (র্তৃ)]। বি: **-কর্ম, -কার্য, -কৃত্য, -ক্রিয়া**—মৃতের দাহন ও সপিণ্ডীকরণাদি কার্য। বি: **-তর্পণ**—মৃতের তৃপ্তির জন্য জলদান। বি: **-দেহ**—মৃত্যুর পরে জীবের সূক্ষ্ম শরীর। বি: **-নদী**—বৈতরণী। বি: **-পক্ষ**—চান্দ্র আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ (এই পক্ষে প্রেত পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়)। বি: **-পুরী, -লোক**—যমালয়, নরক। বি: **-মূর্তি**—প্রেতের বা প্রেতের ন্যায় আকৃতি। বি: **-যোনি**—পিশাচ, ভূত। বি: **প্রেতাত্মা** (-ত্মন্)—মৃতের আত্মা, প্রেতরূপী আত্মা, ভূত। বি: **প্রেতাধিপ**—যমরাজ। বি: **প্রেতাশৌচ**—শবদাহজনিত অশৌচ।

প্রেতিনী—**প্রেত**-এর বাং. স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রেপ্সু—বিণ: পাইতে ইচ্ছুক। [সং. প্র+ √আপ্+সন্+উ (র্তৃ)]।

প্রেম (-মন্)—বি: ভালবাসা, প্রণয়, অনুরাগ; প্রীতি, স্নেহ; ভক্তি। [সং. প্রিয়+ইমন্]। বিণ: **-বান্**—প্রণয়ী; অনুরাগী। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বি.বিণ: **প্রেমিক**—যে ভালবাসে, অনুরাগী; প্রণয়ী; ভক্ত। বিণ.বি(স্ত্রী): **প্রেমিকা**। বিণ: **প্রেমী** (-মিন্)—প্রেমযুক্ত, অনুরক্ত।

প্রেমারা—বি: তাসখেলাবিশেষ। [পো. primeiro]।

প্রেমিক, প্রেমী—**প্রেম** দ্র:।

প্রেয়: (-য়স্), (চলিত) **প্রেয়**—বিণ: বাঞ্ছিত, প্রিয়, মনোমত। [সং. প্রেয়স্]।

প্রেয়সী—বিণ(স্ত্রী): প্রিয়তমা। [সং. প্রেয়স্+ঈ]।

প্রেরক—**প্রেরণ** দ্র:।

প্রেরণ—বি: পাঠাইয়া দেওয়া; নিয়োগ। [সং. প্র+ √ঈর্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বি: **প্রেরক, প্রেরয়িতা** (-তৃ)—প্রেরণকারী। বিণ.বি.(স্ত্রী): **প্রেরিকা, প্রেরয়িত্রী**।

প্রেরণা—বি: উৎসাহ প্রবৃত্তি প্রভৃতির সঞ্চার; বিশেষ কোন কর্মসম্পাদনের জন্য মানুষের অন্তরস্থিত ঐশ্বরিক শক্তি বা আবেগ; প্রবল আবেগ বা প্রবৃত্তি। [সং. প্রেরণ+আ]।

প্রেরয়িতা, প্রেরয়িত্রী—**প্রেরণ** দ্রঃ।
প্রেরিত—বিণ: প্রেরণ করা হইয়াছে এমন; প্রেরণাপ্রাপ্ত। [সং.প্র+ √ঈর্+ণিচ্+ত(র্ম)]।
প্রেষক—**প্রেষণ** দ্রঃ।
প্রেষণ, প্রেষণা—বিঃ প্রেরণ; মন্ত্রাদি পাঠদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ; প্রেরণা। [সং. প্র + √ইষ্+ণিচ্+অন (ভা),+আ]। বিণ: **প্রেষক**—প্রেষণকারী, প্রেরক। বিণ(স্ত্রী): **প্রেষিকা**। বিণ: **প্রেষণীয়**—প্রেষণযোগ্য। বিণ: **প্রেষিত**—প্রেষণ করা হইয়াছে এমন, প্রেরিত; প্রেরণাপ্রাপ্ত; নিয়োজিত। বিণ(স্ত্রী): **প্রেষিতা**।
প্রেষ্য, প্রৈষ্য—(১)বিণ: প্রেরণীয়, পাঠাইবার মত; (২)বিঃ দাস; দূত। বি(স্ত্রী): **প্রেষ্যা**—দাসী। বিঃ **প্রেষণী**—(প্রা. কা.) দাসী, দূতী। [প্রেষণ দ্রঃ]।
প্রেষ্ঠ—বিণ: প্রিয়তম। [সং. প্রিয়+ইষ্ঠ]। বিণ(স্ত্রী): **প্রেষ্ঠা**।
প্রেস—বিঃ ছাপাখানা। [ইং. press]।
প্রেসক্রিপ্শন—বিঃ চিকিৎসক কর্তৃক রোগীকে প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র। [ইং. prescription]।
প্রেসিডেন্ট—বিঃ সভাপতি; রাষ্ট্রপতি। [ইং. president]।
প্রোক্ত—বিণ: বিশেষরূপে উক্ত, কথিত, বর্ণিত। [সং. প্র+উক্ত]।
প্রোগ্রাম—বিঃ কর্মসূচী, অনুষ্ঠেয় কর্মসমূহের পরপর তালিকা। [ইং. programme]।
প্রোত—বিণ: সূত্রমধ্যে গ্রথিত বা নিবদ্ধ; খচিত। [সং. প্র+ √বে+ত (র্ম)]।
প্রোৎসাহ—বিঃ প্রবল উৎসাহ বা প্রযত্ন, উত্তেজনা। [সং. প্র+উৎসাহ]। বিণ: **-ক**—উৎসাহদাতা। বিঃ **-ন**—বিশেষভাবে উৎসাহদান। বিণ: **প্রোৎসাহিত**—প্রোৎসাহপ্রাপ্ত; প্রোৎসাহযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **প্রোৎসাহিতা**।
প্রোথিত—বিণ: পোঁতা হইয়াছে এমন, ভূমিগর্ভে নিহিত। [সং. √প্রোথ্+ত (র্ম)]।
প্রোদ্ভিন্ন—বিণ: (ভূমি কুঁড়ি প্রভৃতি) বিদারণ করিয়া বাহির হইয়াছে এমন, উদ্গত, প্রস্ফুটিত (প্রোদ্ভিন্ন যৌবন)। [সং. প্র+উদ্ভিন্ন]।
প্রোন্নত—বিণ: অতি উচ্চ। [সং. প্র+উন্নত]।
প্রোফেসর, প্রোফেসার—**প্রফেসর**-এর রূপভেদ।
প্রোবেট—**প্রবেট**-এর রূপভেদ।
প্রোষিত—বিণ: বিদেশগত, প্রবাসী। [সং. প্র+ √বস্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-ভর্তৃকা**—যে স্ত্রীর পতি প্রবাসে বা বিদেশে আছে। বি(পুং): **-পত্নীক, -ভার্য**—যে স্বামীর স্ত্রী প্রবাসে বা বিদেশে আছে।
প্রৌঢ়—বিণ: যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থাপ্রাপ্ত, আধাবয়সী, প্রবীণ। [সং. প্র+ √বহ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **প্রৌঢ়া**। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **প্রৌঢ়ি**—প্রবৃদ্ধি, পরিপূর্ণতা; সামর্থ্য, যোগ্যতা; উদ্যোগ, অধ্যবসায়; নিপুণতা; প্রগল্ভতা, হঠকারিতাপূর্ণ উক্তি।
প্র্যাকটিস—বিঃ ক্রমাগত অভ্যাস (খেলার প্র্যাকটিস); স্বাধীন বৃত্তি বা পেশার অনুশীলন (ডাক্তারী প্র্যাকটিস)। [ইং. practice]।
প্লক্ষ—বিঃ পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের অন্যতম; পাকুড় বা অশ্বত্থগাছ। [সং.]।
প্লব—বিঃ লম্ফন; সন্তরণ; ভাসা; ঝাঁপ; ভেলা; ভেক; জলচর পক্ষী। [সং.]। বিঃ **-গতি**—ভেক শশক প্রভৃতি যে-সকল জীব লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। বিঃ **-ঙ্গ, -ঙ্গম**—ভেক; বানর, মৃগ। বিঃ **-চর**—হংসাদি উভচর পাখি। বিঃ **-তা**—ভাসিবার ক্ষমতা। বিঃ **-ন**—ভাসা; সন্তরণ; লাফাইয়া লাফাইয়া চলা। বিণ: **-মান**—ভাসিতেছে এমন।
প্লাকার্ড—বিঃ প্রাচীরপত্র, দেওয়াল-বিজ্ঞাপন। [ইং. placard]।
প্লাটফর্ম—বিঃ রেল-স্টেশনে গাড়ি ভিড়িবার বা যাত্রীদের অপেক্ষা করিবার স্থান; মঞ্চ। [ইং. platform]।
প্লাবক—**প্লাবন** দ্রঃ।
প্লাবন, প্লাব—বিঃ প্রবল বন্যা, নদ্যাদির জলের ব্যাপক স্ফীতি। [সং. √প্লু+ণিচ্+অন, অ (ভা)]। **প্লাবক**—(১)বিঃ প্লাবনকারী; (২)বিণ: প্লাবনকর। বিণ: **প্লাবিত**—প্লাবনমগ্ন, বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে এমন। বিঃ **প্লাবিতা**—প্লাবিত করিবার শক্তি। বিণ: **প্লাবী** (-বিন্)—প্লাবক, প্লাবনকারী, প্লাবিতকারী।
প্লাস১—বিঃ তার বাঁকাইবার বা কিছু শক্ত করিয়া ধরিবার সাঁড়াশিবিশেষ। [ইং. pliers]।
প্লাস২—বিঃ (গণি.) যোগচিহ্ন। [ইং. plus]।
প্লাস্টিক—বিঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈয়ারি পদার্থবিশেষ। [ইং. plastic]।
প্লীডার—বিঃ উকিল। [ইং. pleader]। বিঃ **প্লীডারি**—ওকালতি।
প্লীহা (-হন্)—বিঃ পাকস্থলীর বামভাগে অবস্থিত দেহাংশবিশেষ; প্লীহাবৃদ্ধিরোগ। [সং.]।

প্লুত—(১)বি: তিনমাত্রাবিশিষ্ট স্বর ; লম্ফ ; অশ্বের **স্বচ্ছন্দ চলনভঙ্গি**। (২)বিণ: **প্লাবিত** ; সম্পূর্ণ সিক্ত। [সং.]। বি: **-গতি**—লম্ফ দিয়া গমন ; লম্ফ দিয়া গমনকারী জীব।

প্লেগ—বি: সংক্রামক মারাত্মক রোগবিশেষ। [ইং. plague]।

প্লেট—বি: থালা রেকাবি ডিশ প্রভৃতি বাসন। [ইং. plate]।

প্লেন১—বিণ: মসৃণ, সমতল। [ইং. plane]।

প্লেন২—বিণ: সাদাসিধা। [ইং. plain]।

প্লেন৩—বি: বিমানপোত। [ইং. plane < aeroplane]।

প্ল্যান—বি: নকশা ; ফন্দি, পরিকল্পনা ; ষড়যন্ত্র। [ইং. plan]।

প্ল্যাসটার—বি: পুলটিস ; প্রলেপ ; দেওয়ালে চুনবালির লেপ। [ইং. plaster]।

ফ

ফ—বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বাবিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

ফইজত, (বর্জি) **ফইজৎ**—বি: কলঙ্ক, বদনাম, ভর্ৎসনা ; ঝগড়া, বিবাদ, হাঙ্গামা। [আ. ফজীহৎ]।

ফকির, ফকীর—বি: মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক। [আ.]। **ফকিরি, ফকীরি, ফকিরী, ফকীরী**—(১)বি: ফকিরের বৃত্তি বা ভাব, (২)বিণ: ফকির বা ফকিরের বৃত্তিসংক্রান্ত অথবা তত্তুল্য।

ফক্কড়—বি: ফাজিল বা প্রগলভ ব্যক্তি ; ধড়িবাজ বা ধূর্ত ব্যক্তি। [হি.]। বি: **ফক্কাড়ি, ফক্কুড়ি, ফক্কোড়ি**—ফক্কড়ের আচরণ বা ভাব।

ফক্কা—বিণ: ফাঁকা, কিছুই নয় এমন, ভুয়া। [সং. ফক্কিকা]।

ফক্কিকা—বি: ফাঁকি ; কূটপ্রশ্ন। [সং. √ফক্ক্ + ইক + আ]। বি: **-কার, -কারি**—ফাঁকিবাজি।

ফক্কুড়ি—**ফক্কড়** দ্র:।

ফঙ্গবেনে, ফঙ্গবানি—বিণ: ঠুনকো, ভঙ্গুর ; অসার। [সং. ভঙ্গপ্রবণ]।

ফচকে—বিণ: বাচাল, ফক্কড়, চটুল, লঘুপ্রকৃতি। [দেশী]। বি: **-মি, -মো, -মো**—ফচকের ভাব।

ফচফচ, ফচ্‌ফচ্—অব্য: বাচালতা, ক্রমাগত নিরর্থক ও অসভ্য কথা বলা।

ফজর—বি: প্রত্যূষ। [আ. ফজর]।

ফজলি—বি: মালদহ অঞ্চলের একপ্রকার বড় আম। [আ. ফজল ?]।

ফট্—অব্য: ফাটিবার শব্দ। অব্য: **-ফট্**—ক্রমাগত ফট্‌-শব্দ। ক্রি-বিণ: **ফটাফট্**—ফট্‌ফট্ করিয়া (ফটাফট্ কাটা)।

ফটক—বি: সদর দরজা। [হি. ফাটক]।

ফটকা—বি: (প্রধানত: পণ্যদ্রব্যের বাজারদর বা তাস লইয়া) জুয়াখেলাবিশেষ। [হি. ফাট]। **-বাজ**—পণ্যদ্রব্যের জুয়াড়ি।

ফটকিরি, ফটকিরী—বি: রাসায়নিক কষায়-দ্রব্যবিশেষ, alum। [সং. স্ফটিকারি]।

ফটাফট্—**ফট্** দ্র:।

ফটিক—(১)বি: স্ফটিক। (২)বিণ: স্বচ্ছ, নির্মল (ফটিক জল)। [সং. স্ফটিক]।

ফটোগ্রাফ—**ফোটোগ্রাফ**-এর চলিত বানান।

ফড়ফড়—অব্য: বস্ত্রাদি ফাড়িয়া ফেলিবার শব্দ ; বকবক ; অতি ব্যস্ততার ভাব।

ফড়িঙ, ফড়িং—বি: পতঙ্গবিশেষ। [সং. পতঙ্গ]। বি: **ফড়িঙ্গা**—ঝিঁঝি-পোকা।

ফড়িয়া, ফড়ে—বি: পাইকার, যাহারা মূল উৎপাদকের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে মাল কিনিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে বিক্রয় করে। [দেশী]।

ফড়্‌ফড়্—**ফড়ফড়**-এর বানানভেদ।

ফণ, ফণা—বি: সাপের চেপ্টা মাথা, চক্র। [সং. √ফণ্ + অ (র্তৃ), + আ]। বি: **-ধর**—ফণাওয়ালা সাপ ; সাপ।

ফণী (-ণিন্)—বি: (অধিকাংশই ফণাবিশিষ্ট বলিয়া) সর্প, ভুজঙ্গ। [সং. ফণ, ফণা + ইন্]। বি(স্ত্রী): **ফণিনী**। বি: **-পতি, -রাজ**—নাগরাজ, বাসুকি। বি: **-মনসা**—ফণার মত আকারের ক্ষুদ্র কাঁটা-গাছবিশেষ।

ফণ্ড—**ফন্দ**-এর বানানভেদ।

ফতুয়া—বি: হাত-কাটা ছোট জামাবিশেষ। [আ. ফতূহী]।

ফতুর—বিণ: নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত। [আ. ফুতুর]।

ফতে—বি: সিদ্ধি ; জয়। [আ. ফতহ্]।

ফতো—বিণ: পরপুষ্ট, অন্তঃসারশূন্য। [আ. ফৌত]। **ফতো নবাব, ফতো বাবু**—যাহার বাবুগিরি বা নবাবের ন্যায় বাহ্য আচরণ-মাত্রই আছে অথচ তদুপযুক্ত সম্বল কিছুই নাই।

ফতোয়া—বিঃ ইসলামী শাস্ত্রানুযায়ী রায়; নির্দেশ বা আদেশ। [আ. ফৎওয়া]।

ফনড—**ফানড**-এর রূপভেদ।

ফন্দি, ফন্দী—বিঃ কূট কৌশল; মতলব। [আ. ফন্, ফা. ফন্দ্—তু. সং. প্রবন্ধ]। বিণঃ **-বাজ**—ফন্দি আঁটে বা ফন্দি আঁটায় দক্ষ এমন।

ফপরদালাল, ফপলদালাল—বিঃ যে ব্যক্তি উপর-পড়া হইয়া অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ও বৃথা মাতব্বরি করে। হি. ফফড়+আ. দলাল]। বিঃ **ফপরদালালি, ফপলদালালি**—ফপরদালালের আচরণ।

ফয়তা—বিঃ মুসলমানগণ কর্তৃক মৃতের আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা ও ভোজ্যাদি দান। [আ. ফতিহা]।

ফয়দা—**ফায়দা**-র রূপভেদ।

ফয়সালা, ফয়সলা—বিঃ মকদ্দমার নিষ্পত্তি, রায়, মীমাংসা। [আ. ফয়সলাহ্]।

ফরক—(১)বিঃ প্রভেদ, তফাৎ; দূরত্ব। (২)বিণঃ দূর; পৃথক্, আলাদা (আশমান জমিন ফরক]। [আ. ফর্ক্]।

ফরকা—ক্রিঃ ফরকান। [হি. √ফরকা]। **-ন, নো**—(১)ক্রিঃ ঠিকরাইয়া বাহির হওয়া; আস্ফালন করা; ফাঁক করা; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

ফরজ—বিণঃ ঈশ্বর-নির্দেশে অবশ্যকরণীয় বলিয়া কোরানে উক্ত। [আ. ফর্জ]।

ফরফর—অব্যঃ পাতলা বস্তু হাওয়ায় উড়িবার শব্দ (পতাকাটা ফরফর করছে): অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্রমাগত দ্রুত নড়িবার-চড়িবার ভাব বা শব্দ (পুঁটিমাছ ফরফর করে)। বিঃ **ফর-ফরানি**—ফরফর করার ভাব। বিণঃ **ফরফরে**—চঞ্চল; ফরফরকারী।

ফরম—বিঃ (আবেদনাদি করিবার জন্য) নির্দিষ্ট বিবরণপত্রবিশেষ। [ইং. form]।

ফরমা১—বিঃ পুস্তকাদির যতগুলি পৃষ্ঠা একসঙ্গে ছাপা হয়; ছাঁপ। [ফ্রে. বা পো. format]।

ফরমা২—ক্রিঃ ফরমান। [ফরমান১ দ্রঃ]।

ফরমাইশ—**ফরমাশ**-এর রূপভেদ।

ফরমান১ (উচ্চা. ফর্‌মান্)—বিঃ (প্রধানতঃ বাদশাহী) হুকুম বা হুকুমনামা। [ফা.]।

ফরমান২, **ফরমানো**—(১)ক্রিঃ আদেশ করা, হুকুম দেওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [ফরমা২ দ্রঃ]।

ফরমাশ, ফরমায়েশ—বিঃ আদেশ, হুকুম, নির্মাণ করার বা তৈয়ারি করার জন্য আদেশ, অর্ডার। [ফা. ফরমায়শ্]। বিণঃ **ফরমাশি, ফরমায়েশি, ফরমাশী, ফরমায়েশী**—তৈয়ারি করার জন্য ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে এমন, অর্ডারী।

ফরসা, (বর্জি.) **ফরশা**—বিণঃ গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল (ফর্সা রঙ); পরিষ্কৃত (ফরসা কাপড়); নির্মল, আলোকোজ্জ্বল, মেঘহীন (ফর্সা আকাশ), নিঃশেষ, সাবাড় (গুদাম ফরসা, কলেরায় গ্রাম ফরসা হল)।

ফরাস, (বর্জি.) **ফরসী**—বিঃ লম্বা নলযুক্ত ধূমপানের হুঁকাবিশেষ। [আ. ফর্শী]।

ফরাকত, ফরাকৎ—বিঃ ছাড়াছাড়ি, বিচ্ছেদ, স্বাতন্ত্র্য, বিচ্ছিন্ন অবস্থা; ফাঁকা জায়গা, অবসর। [আ. ফরাগৎ]।

ফরাশ, ফরাস—বিঃ মেঝে বা তক্তাপোশাদিতে পাতিবার জন্য আস্তরণ; বিছানা পাতা বাতি জ্বালা ঘর ও আসবাবপত্রাদি ঝাড়া-মোছা করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত ভৃত্য। [আ ফর্‌শ্]।

ফরাসী—(১)বিঃ ফ্রান্সের অধিবাসী বা ভাষা। (২)বিণঃ ফ্রান্সদেশীয়। [পো. Francez]।

ফরিক, ফরিকান, ফরিকার, ফরিকাল—বিঃ সৈন্য। [আ. ফরীক]।

ফরিয়াদ—বিঃ আদালতে নালিশ, মামলা, মকদ্দমা। [ফা ফরীয়াদ]। বিঃ **ফরিয়াদি, ফরিয়াদী**—অভিযোগকারী, বাদী।

ফর্দ—বিঃ তালিকা, ফিরিস্তি; টুকরা, ফালি (এক ফর্দ কাপড়)। [আ. ফরদ্]।

ফর্দা—বিণঃ ফাঁকা, খোলা, উন্মুক্ত; বিস্তৃত। [আ. ফর্দ্+বাং. আ]। বিণঃ **-ফাই**—ছিন্নভিন্ন হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে এমন।

ফর্‌ফর্, ফর্ম, ফর্মা, ফর্সা (র্শা)—যথাক্রমে **ফর-ফর ফরম ফরমা** ও **ফরসা**-র বানানভেদ।

ফল—বিঃ বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদের শস্য (আম্রফল), উৎপন্ন বস্তু, লাভ, উপকার ('কি ফল লভিনু হায়' : মধু), নির্ধারিত সিদ্ধান্ত বা সম্ভাবনা (গণিতের বা জ্যোতিষগণনার ফল); রায়, মীমাংসা, কার্যসিদ্ধি (চেষ্টায় ফললাভ হইবেই); পরিণাম (কর্মফল); পরলোকে প্রাপ্য পুরস্কার বা শাস্তি। [সং.]। **-কথা**—(১)বিঃ মোটকথা; সারকথা; শেষকথা; (২)ক্রি-বিণঃ ফলতঃ, বস্তুতঃ। **-কর**—(১) বৃক্ষাদির ফল উপভোগের জন্য দেয় কর; ফলের খেত বা বাগান; (২)

বিণ: ফল ধরে এমন, ফলবান্ (ফলকর বৃক্ষ); উপকারক, সুফলদায়ক। অব্য.ক্রি-বিণ: -তঃ (তস্), (চলিত)* ফলত, ফলে—মোটের উপর; পরিণামে; বস্তুতঃ। বিণ: -দ, -দায়ক, -প্রদ, -প্রসূ —ফল দেয় এমন; উদ্দেশ্যপূরণকর, সিদ্ধিদায়ক। বিণ: -দর্শী (-র্শিন্)—পরিণামদর্শী। বি: -ন—বৃক্ষে ফলের জন্ম, ফলোৎপাদন; উৎপত্তি; সংঘটন, সত্য হওয়া। বিণ: -বন্ত—ফলবান্-এর অনুরূপ। বি: -পাকড়—বিবিধ ফল ও মূল। বিণ: -পাকান্ত—ফল পাকিলে মরিয়া যায় এমন (ফলপাকান্ত উদ্ভিদ্)। বি: -প্রাপ্তি—কর্মে সিদ্ধিলাভ। বিণ: -বান্ (-বৎ), -শালী (-লিন্)—ফলপূর্ণ; সফল, কৃতকার্য। বিণ(স্ত্রী): -বতী, -শালিনী। বিণ: -ভাগী (-গিন্)—কোন কার্যের পরিণামের অংশীদার। বিণ(স্ত্রী): -ভাগিনী। বি: -ভোগ—কৃতকর্মজনিত ভালমন্দ অবস্থাপ্রাপ্তি। বি: -শ্রুতি—পুণ্যকর্ম করিলে যে ফল হয় তাহার বিবরণ বা তাহা শ্রবণ; (সাহিত্য-সমালোচনায়) কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠে মনের উপরে মোটামুটি যে ফল হয়।

ফলই—**ফলুই**-র রূপভেদ।

ফলক—বি: অস্ত্রের ফলা, সূক্ষ্মাগ্র মুখ (তীরের ফলক); পাত, পাটা, পট্ট (তাম্রফলক); ঢাল, ললাটের অস্থি। [সং.]।

ফলকথা, ফলকর, ফলত, ফলতঃ, ফলদ, ফলদর্শী, ফলদায়ক, ফলন—**ফল** দ্র:।

ফলনা—বি: অমুক ব্যক্তি। [আ. ফলানা]।

ফলন্ত, ফলপাকান্ত, ফলপ্রদ, ফলপ্রাপ্তি, ফলবতী, ফলবান্, ফলভাগী, ফলভোগ, ফলশালী, ফলশ্রুতি—**ফল** দ্র:।

ফলসা—বি: অম্লমধুর ফলবিশেষ। [ফা. ফালসা]।

ফলা১—বি: ফলক, তীক্ষ্ণ প্রান্ত; যুক্তাক্ষরে যোজ্য ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন (যেমন, য-ফলা র-ফলা প্রভৃতি)। [সং. ফলক]।

ফলা২—(১)ক্রি: উৎপন্ন হওয়া (পাপের ফল ফলবেই, এবার খুব আম ফলেছে); ফলবান্ হওয়া (গাছটা ফলেছে); সত্য হওয়া (আমার কথা ফলবে); ফলান। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: (সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে যুক্ত হইলে) ফলপ্রসূ (দোফলা গাছ); ফলন্ত। [সং. ফল+বাং. আ—তু. হি. √ফলা]।

ফলাও—বিণ: বিস্তীর্ণ, ব্যাপক, ঢালাও (ফলাও কারবার); প্রচুর, মেলা, পরিপূর্ণ (ফলাও ভোজ)। [আ. ফলাহ্]। ক্রি: **ফলাও করা**—উন্নতিসাধন করা; অতিরঞ্জিত করা।

ফলাকাঙ্ক্ষা—বি: কর্ম করিয়া সেই কর্মের ফলের আশা। [সং. ফল+আকাঙ্ক্ষা]।

ফলাগম—বি: ফলোৎপত্তি; ফল ধরিবার সময়। [সং. ফল+আগম]।

ফলান, ফলানো—(১)ক্রি: উৎপাদন করা, জন্মান (ফল ফলান), (ব্যঙ্গে) জাহির করা (বিদ্যা ফলান); ফুটাইয়া তোলা (রঙ ফলান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং. ফল+বাং. আন]।

ফলানা—**ফলনা**-র রূপভেদ।

ফলান্বেষণ—বি: ফলের খোঁজ; কার্যসিদ্ধির প্রত্যাশা। [সং. ফল+অন্বেষণ]। বিণ: **ফলান্বেষী** (-ষিন্)—ফলান্বেষণকারী।

ফলাফল—বি: কাজের ভালমন্দ, পরিণাম। [সং. ফল+অফল]।

ফলার—বি: ভাত ছাড়া অন্য নিরামিষ দ্রব্য (সাধারণতঃ চিড়া দই মিঠাই বা লুচি মণ্ডা প্রভৃতি) দ্বারা প্রদত্ত ভোজ বা ঐরূপ দ্রব্য আহার। [সং. ফলাহার]। বিণ: **ফলারে**—ফলার করিতে পটু বা ফলার খাইতে ভালবাসে এমন (ফলারে বামুন)।

ফলাহার—বি: ফল-ভোজন; (বাং.) ফলার। [সং. ফল+আহার]। বিণ: **ফলাহারী** (-রিন্)—ফলভোজনকারী।

ফলিত—বিণ: ফলবিশিষ্ট; সফল, সত্যরূপে প্রমাণিত; পরীক্ষা বা গবেষণার দ্বারা সিদ্ধ, প্রক্রিয়ামূলক, applied, practical (ফলিত রসায়ন)। [সং. ফল+ইত]। বি. **-জ্যোতিষ**—জ্যোতিষ-শাস্ত্রের যে-বিভাগের সাহায্যে শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। বি: **ফলিতার্থ**—তাৎপর্যগত মানে।

ফলী—**ফলুই**-র রূপভেদ।

ফলুই, ফলি—বি: চিতলাকৃতি ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং. ফলকী, ফলী]।

ফলে—**ফল** দ্র:।

ফলোদয়—বি: ফলের উৎপত্তি; উদ্দেশ্যসিদ্ধি। [সং. ফল+উদয়]।

ফলোন্মুখ—বিণ: শীঘ্র ফল ধরিবে এমন। [সং. ফল+উন্মুখ]।

ফল্গু—বি: গয়ার অন্তঃসলিলা নদীবিশেষ। [সং.]।

ফল্গুনী—বিঃ (জ্যোতি.) যুগ্ম বা যমজ নক্ষত্র-বিশেষ (**উত্তরফল্গুনী, পূর্বফল্গুনী**)। [সং]।

ফষ্টিনষ্টি, ফষ্টিনাষ্টি—বিঃ হাসিঠাট্টা, লঘু পরিহাস, ফাজলামি। [বাং. ফষ্টি (সহচর শব্দ) + নষ্ট + ঈ]।

ফস্—অব্যঃ অসাবধানতা আকস্মিকতা বা অতি দ্রুততাসূচক (ফস্ করে কথাটা বলে ফেলল)।

ফসকা—(১)বিণঃ আলগা, শিথিল। (২)ক্রিঃ ফসকান। [আ. ফস্থ্]। **-ন, -নো, ফস্কান, ফস্কানো**—(১)ক্রিঃ পিছলান (পা ফসকান); আয়ত্তের বাহিরে যাওয়া (শিকার ফসকান); (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ফসফরস, ফসফরাস—বিঃ সহজে জ্বলিয়া ওঠে এবং অন্ধকারে দীপ্তিমান্ হয় এমন মৌলিক পদার্থবিশেষ। [ইং. phosphorus]।

ফসল—বিঃ (একবারে) উৎপন্ন শস্য; (আল.) উৎপন্ন সুফল। [আ. ফস্ল্]। **ফসলী**—(১)বিণঃ ফসল-সম্বন্ধীয়; শস্যকর্তনের কাল হইতে গণিত; (২)বিঃ আকবর-প্রবর্তিত অব্দবিশেষ।

ফস্কান, ফস্কানো—**ফসকা** দ্রঃ।

ফাইন—বিঃ জরিমানা, অর্থদণ্ড। [ইং. fine]।

ফাইফরমাশ—বিঃ ছোটখাট বিবিধ ফরমাশ। [বাং. ফাই (সহচর শব্দ) + ফা. ফরমাশ]।

ফাইল—বিঃ নথিপত্রের তাড়া; উখা। [ইং. file]। ক্রিঃ **ফাইল করা**—নির্দিষ্ট তাড়ার মধ্যে রাখা; পেশ করা, দাখিল করা, রুজু করা।

ফাউ—**ফাও**-এর রূপভেদ।

ফাউড়া, ফাউড়া—**ফাবড়া**-র প্রাদে. ও প্রাচীন রূপ।

ফাউন্টেন-পেন—বিঃ যে কলমে একবার কালি ভরিয়া লইলে দীর্ঘকাল লেখা যায়, ঝরনাকলম। [ইং. fountain-pen]।

ফাও—বিঃ যথার্থ প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু। [দেশী]।

ফাঁক—(১)বিঃ তফাত, ব্যবধান (বাড়ি দুখানিতে অনেক ফাঁক); ছিদ্র, ফাটল (দরজার ফাঁক); ফাঁকা জায়গা (ফাঁকে বেড়ান); অবসর, অবকাশ (কাজের ফাঁক); সুবিধা, সুযোগ (এই ফাঁকে); আড়াল (ফাঁকে ফাঁকে বেড়ান); বাদ (ফাঁক যাওয়া, ফাঁক পড়া); দোষ, ত্রুটি (শনিঠাকুর ফাঁক পেলেন); লুণ্ঠন (তহবিল ফাঁক করা); সঙ্গীতের মাত্রাবিশেষ (তিন তাল এক ফাঁক)। (২)বিণঃ পৃথক্, তফাত, ব্যবহিত (ঠোঁট ফাঁক করা); নিঃশেষ, শূন্য (পকেট ফাঁক করা)। [সং. √ফক্ক্?]। বিঃ **-তাল, -তালা**—সহসালব্ধ সুযোগ (ফাঁকতালে কাজ গোছান)। বিণঃ **ফাঁক-ফাঁক**—পরস্পর হইতে তফাত-তফাত (ফাঁক-ফাঁক হয়ে দাঁড়ান)। ক্রি-বিণঃ **ফাঁকে-ফাঁকে**—আড়ালে আড়ালে; এড়াইয়া এড়াইয়া।

ফাঁকা—(১)বিণঃ খোলা, উন্মুক্ত, অনাবৃত (ফাঁকা মাঠ); জনহীন, নির্জন (ফাঁকা বাড়ি); খালি (ফাঁকা হাত); অসার; ভিত্তিহীন, মিথ্যা, অবিশ্বাস্য (ফাঁকা কথা); অন্তঃসারশূন্য, ফাঁকি দেয় এমন (ফাঁকা আওয়াজ)। (২)বিঃ উন্মুক্ত স্থান (ফাঁকায় যাওয়া)। [বাং. ফাঁক + আ (যুক্তার্থে)]। **ফাঁকা আওয়াজ**—বন্দুকে গুলি না ভরিয়া ছুড়িলে কেবল বারুদের জন্য যে আওয়াজ হয়; (আল.) বৃথা আস্ফালন, মিথ্যা ভয়প্রদর্শন। ক্রিঃ **ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকা**—শূন্যপ্রায় বা প্রায় নির্জন বোধ হওয়া।

ফাঁকি—বিঃ বঞ্চনা, ছলনা, প্রতারণা; ধাপ্পা, ধোঁকা; কূটতর্ক (ন্যায়ের ফাঁকি); অপরের অলক্ষ্যে কর্তব্যে অবহেলা (কাজে ফাঁকি); গুঁড়া, সূক্ষ্ম চূর্ণ। [সং. ফক্কিকা]। বিণঃ **-বাজ**—ফাঁকি দিতে দক্ষ বা অভ্যস্ত। বিঃ **-বাজি**—ফাঁকিবাজের আচরণ।

ফাঁড়া—বিঃ জ্যোতিষ-গণনানুসারে বিপদের (বিশেষতঃ মৃত্যুর) সম্ভাবনা, রিষ্টি। ক্রিঃ **ফাঁড়া কাটান**—(আল.) সম্ভাব্য বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া।

ফাঁড়ি, ফাঁড়ী—বিঃ পুলিসের ঘাঁটি, চৌকি, ক্ষুদ্র থানা। [দেশী]। বিঃ **-দার**—ফাঁড়ির অধ্যক্ষ।

ফাঁদ—বিঃ পশুপক্ষী ধরিবার যন্ত্র (ফাঁদ পাতা); (আল.) কৌশল, চক্রান্ত; (চুড়ি নথ প্রভৃতির) ব্যাস। [তু. ফা. ফন্দ্]। ক্রিঃ **ফাঁদ পাতা**—(আল.) কাহারও অনিষ্ট করিবার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করা বা চক্রান্ত করা।

ফাঁদা—(১)ক্রিঃ পত্তন বা আরম্ভ করা (ব্যবসায় বা বাড়ি ফাঁদা); বিস্তার করা; আঁটা, (মন্দার্থে) স্থির করা (মতলব ফাঁদা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [ফাঁদ দ্রঃ]।

ফাঁদাল, ফাঁদালো—বিণঃ বড় ব্যাসের, চওড়া মুখওয়ালা বা পেটওয়ালা; বৃহদাকার। [ফাঁদ দ্রঃ]।

ফাঁপ—বিঃ স্ফীতি। [ফাঁপা দ্রঃ]।

ফাঁপর—(১)বি: বিপদ্, মুশকিল, হতবুদ্ধিতা (ফাঁপরে পড়া)। (২)বিণ: হতবুদ্ধি, বিপন্ন ('ফাঁপর হইল হর' : ভা.চ.)। [দেশী—তু. হি. ফেফড়ী]।

ফাঁপা—(১)ক্রি: স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া বা বাড়িয়া ওঠা ; বায়ুপূর্ণ হওয়া (পেট ফাঁপা) ; সমৃদ্ধ হওয়া (লোকটি ফেঁপে উঠেছে) ; ফাঁপান। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: স্ফীত ; শূন্যগর্ভ ; বায়ু-পূর্ণ। [সং. √স্ফায়্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: ফাঁপাইয়া তোলা ; স্ফীত করা, ফুলান, বায়ুপূর্ণ করা ; অতিরিক্ত প্রশংসাদি দ্বারা গর্বিত করিয়া তোলা. (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

ফাঁফর—**ফাঁপর**-এর রূপভেদ।

ফাঁশ—**ফাঁস**-এর বানানভেদ।

ফাঁশি—**ফাঁসি**-র বানানভেদ।

ফাঁস$_{১}$—বি: ইচ্ছামত আলগা বা আঁট করা যায় এমন দড়ির বাঁধন ; ফাঁসি। [সং. পাশ]।

ফাঁস$_{২}$—বিণ: শিথিল ; (গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে) প্রকাশিত, ব্যক্ত। [ফা. ফাশ্]।

ফাঁসা—(১)ক্রি: (বস্ত্রাদির বুনন) বিচ্ছিন্ন হওয়া, ছিঁড়িয়া যাওয়া ; খুলিয়া বা ধ্বসিয়া পড়া (হাঁড়ির তলা ফাঁসা) ; পণ্ড বা বিফল হওয়া (বিয়ের সম্বন্ধ ফাঁসা) ; (গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে) প্রকাশিত হওয়া (ষড়্যন্ত্র ফাঁসা) ; ফাসান। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [ফাঁস$_{১}$ দ্র:]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: বিচ্ছিন্ন করা ; ধসান ; পণ্ড করা ; ব্যক্ত করা ; বিপদ্-গ্রস্ত করা ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

ফাঁসি, ফাঁসী—বি: গলায় দড়ির ফাঁস আঁটিয়া বধ বা আত্মহত্যা, উদ্বন্ধন ; জীবননাশের জন্য গলায় পরিবার ফাঁস, উদ্বন্ধন-রজ্জু ; গলায় ফাঁস আঁটিয়া মৃত্যুদণ্ড ; ফাঁস, ইচ্ছামত শক্ত বা আলগা করা যায় এমন বাঁধন। [সং. পাশ]।

ফাঁসুড়ে—বি: পথিকদের গলায় দড়ির ফাঁস পরাইয়া তাহাদের প্রাণবধ করে এমন দস্যু। [বাং. ফাঁস+উড়িয়া>উড়ে]।

ফাগ, ফাগু, ফাগুয়া—বি: আবীর (চূর্ণ) ; উৎসববিশেষ। [তু. হি. ফাগুয়া<সং. ফল্গু]।

ফাগুন—**ফাল্গুন**-এর কোমল ও কথ্য রূপ।

ফাজলামি, ফাজলাম, ফাজলামো—বি: ফাজিলের ন্যায় আচরণ ; বাচালতা। [আ. ফাজিল+বাং. আমি, আম]।

ফাজিল—(১)বিণ: বাচাল, প্রগল্ভ, বখাটে ; অতিরিক্ত। (২)বি: জমার অপেক্ষা খরচের আধিক্য। [আ.]।

ফাট—বি: বিদারণ, চিড়, ফাঁক। [ফাটা দ্র:]। বি: **-ন**—ফাটিয়া যাওয়া। বি: **-ল**—চিড়, ছিদ্র।

ফাটক—বি: সিংহদ্বার ; হাজত, কারাগার, জেল ; কারাদণ্ড (তার ফাটক হয়েছে)। [হি.]।

ফাটন, ফাটল—**ফাট** দ্র:।

ফাটা—(১)ক্রি: বিদীর্ণ হওয়া, চিরিয়া যাওয়া ; ফাটান। (২)বিণ: বিদীর্ণ। (৩)বি: বিদারণ ; বিদীর্ণ স্থান, ফাটল। [সং. √স্ফট্+বাং. আ]। **ফাটা কপাল**—দুর্ভাগ্য। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: বিদীর্ণ করা, ফাড়া ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-ফাটি**—পরস্পর আহতকরণ, মারামারি ; প্রবল দ্বন্দ্ব।

ফাড়া—(১)ক্রি: চেরা, ছেঁড়া ; ফাড়ান। (২)বি-বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √স্ফট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পরের দ্বারা চেরান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

ফাণিত—বি: ফেনি বাতাসা ; ঘনীভূত ইক্ষু-গুড়। [সং. √ফণ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

ফাতনা, (বর্জি.) ফাৎনা—বি: মাছ ধরিবার ছিপের সূতায় বাঁধা ভাসন্ত পদার্থ যাহা মাছে টোপ গিলিলে জলের মধ্যে ডুবিয়া যায়।

ফানড—বি: তহবিল ; নিধি। [ইং. fund]।

ফানুস, (বর্জি.) ফানস, ফানুশ—বি: কাগজনির্মিত বেলুনবিশেষ যাহা তপ্ত ধোঁয়ার বা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে উড়ান হয় ; দীপের আবরণ। [আ. ফানুস্]।

ফান্দ—**ফাঁদ**-এর রূপভেদ।

ফাবড়া—**পাবড়া**-র রূপভেদ।

ফায়দা—বি: সুফল, উপকার, লাভ। [আ. ফাইদহ্]।

ফারক—বিণ: বিচ্ছিন্ন, পৃথক্ (ফারক হওয়া) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, মুক্ত ('ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে' : ক.ক)। [আ. ফারগ্]।

ফারখত, ফারকত—বি: ত্যাগ-পত্র ; মুসলমানদের তালাক-পত্র ; সম্বন্ধচ্ছেদ। [আ. ফারিগ্খত্তি]।

ফারসী—(১)বিণ: পারস্যদেশীয়। (২)বি: পারস্য-দেশের ভাষা। [আ. ফার্সী]।

ফারম$_{১}$—বি: ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। [ইং. firm]।

ফারম$_{২}$—**ফরম**-এর রূপভেদ।

ফারাক—**ফরক**-এর চলিত রূপ।

ফাল$_{১}$—**ফালা**-র বিরল রূপ।

ফাল$_{২}$—বি: লাঙ্গলের ফলক। [সং.]।

ফাল$_{৩}$—বি: (প্রাদে.) লাফ (তু. প্রাদে **লাফফাল**

—দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি)। [বাং. লাফ— metathesis-এর উদাহরণ]।

ফালতু, (প্রাদে.) **ফালতো**—বিণ: অতিরিক্ত, বাড়তি ; বাজে। [হি. ফালতু]।

ফালা—বি: লম্বা টুকরা। [সং. ফাল+বাং. আ]। ক্রি: **ফালা দেওয়া**—লম্বালম্বি কাটা। ক্রি: **ফালা-ফালা করা**—একেবারে ছিঁড়িয়া ফেলা ; লম্বা-লম্বা টুকরা করিয়া ছেঁড়া।

ফালাও—**ফলাও**-র রূপভেদ।

ফালি—বি: ছোট ফালা। [বাং. ফালা+ই]।

ফাল্গুন—বি: বাঙ্গালা বৎসরের একাদশ মাস ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। [সং. ফল্গুন+অ]। বি: **ফাল্গুনি**—অর্জুন। বি: **ফাল্গুনী**—ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা।

ফাস্ট১—বিণ: উচিত অপেক্ষা অধিকতর বেগ-সম্পন্ন (ঘড়িটা ফাস্ট) ; দ্রুতগামী (ফাস্ট ট্রেইন)। [ইং. fast]।

ফাস্ট২, (গ্রা.) **ফাস্টো**—**ফার্স্ট**-এর কথ্য রূপ (ফাস্ট কেলাস)।

ফি১—**ফী**১-র বানানভেদ।

ফি২—বিণ: প্রত্যেক (ফি বছর)। [আ. ফী]।

ফিক—(১)বি: পেশীসঙ্কোচনজাত হঠাৎ বেদনা, স্নায়ুর আকস্মিক আক্ষেপ (ফিক ধরা, ফিক ব্যথা)। (২)অব্য: দন্তবিকাশপূর্বক ঈষৎ হাস্যের ভাবসূচক (ফিক করে হাসা)। [দেশী]। অব্য: -**ফিক**—ক্রমাগত ঐরূপ করার ভাবসূচক।

ফিকা, (কথ্য) **ফিকে**—বিণ: অনুজ্জ্বল, ফেকাসে, হালকা (ফিকে লাল) ; বিস্বাদ, পানসে, জলো ; অসার, বাজে (ফিকে কথা)। [দেশী]।

ফিকির—বি: উপায়চিন্তা, অনুসন্ধান, মতলব (চাকরির ফিকির) ; (প্রধানতঃ মন্দার্থে) কৌশল, ফন্দি ; ছলনা। [আ. ফিক্‌র্‌]।

ফিক্‌—**ফিক**-এর বানানভেদ।

ফিঙা, ফিঙ্গা, (কথ্য) **ফিঙে, ফিঙ্গে**—বি: পাখি-বিশেষ ; 'y'-এই আকারবিশিষ্ট কাঠের টুকরা ; রজ্জুনির্মিত পাথর ছুড়িবার কলবিশেষ। [সং. ফিঙ্গক, ভৃঙ্গ]।

ফিঙ্গক—বি: ফিঙ্গে পাখি। [সং.]।

ফিচেল, (বিরল) **ফিচাল**—বিণ: ধূর্ত, প্রবঞ্চক ; ফাজিল। [দেশী]।

ফিট১—বি: মূর্ছা। [ইং. (fainting) fit]।

ফিট২—(১)বি: সংযোগ (কারখানায় ইঞ্জিন ফিট করা) ; মাপমত হওয়া (জামাটা ফিট করেছে)। (২)বিণ: মাপমত, মানানসই (বেশ ফিট হয়েছে) ; সুসজ্জিত, পরিপাটী, নিখুঁত (ফিট বাবু)। [ইং. fit]। বিণ: -**ফাট**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটী।

ফিটকিরি—**ফটকিরি**-র রূপভেদ।

ফিটন—বি: চার চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ (হাওয়ার জন্য ইহার ছাদ খোলা যায়)। [ইং. phaeton]।

ফিতা, (কথ্য) **ফিতে**—বি: বস্ত্রনির্মিত চেপটা ও লম্বা ফালিবিশেষ। [পো. fita]। বি: -**কৃমি**—লম্বা ও চেপটা কৃমিবিশেষ।

ফিনকি—বি: স্ফুলিঙ্গ (আগুনের ফিনকি) ; সবেগে নির্গত তরল পদার্থের ধারা (রক্তের ফিনকি)।

ফিনফিন, ফিন্‌ফিন্‌—অব্য: (বস্ত্রাদি সম্বন্ধে) অতি মিহি বা সূক্ষ্ম। [ইং. fine]। ক্রি: **ফিনফিন করা**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা মিহি বলিয়া প্রতিভাত হওয়া। বিণ: **ফিনফিনে, ফিন্‌ফিনে**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম বা মিহি।

ফিনাইল—বি: দুর্গন্ধহর ও জীবাণুনাশক তরল-পদার্থবিশেষ। [ইং. phenyl]।

ফিনিক—বি: দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য (জ্যোৎস্নার ফিনিক ফোটা)। [সং. স্ফুলিঙ্গ]।

ফিরঙ্গ—বিণ: ইউরোপীয়। [অর্বাচীন সং. ; পো. Francez ; ফা. ফিরঙ্গী, ফিরাঙ্গী]। বি: **ফিরঙ্গ-ব্যাধি** — গরমিরোগ, উপদংশ। বি: **ফিরঙ্গী** (-ঙ্গিন্‌)—ফিরঙ্গদেশোদ্ভব পুরুষ।

ফিরত, (বর্জি.) **ফিরৎ**—(১)বি: প্রত্যর্পণ ; পরিশোধ ; প্রত্যাবর্তন। (২)বিণ: প্রত্যর্পিত ; প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও কেহ গ্রহণ করে নাই এমন (ফিরত চিঠি) ; প্রত্যাগত (বিদেশ-ফিরত) ; অব্যবহিত পরেই প্রত্যাগামী (ফিরত ডাক) ; প্রত্যাবর্তী ; পালটা। [ফিরা দ্র:]। ক্রি: **ফিরত আসা বা যাওয়া**—প্রত্যাবর্তন করা ; (চিঠিপত্রাদিসম্বন্ধে) কেহ গ্রহণ না করায় পুনরায় প্রেরকের কাছে আসা বা যাওয়া। ক্রি: **ফিরত দেওয়া**—(চিঠিপত্রাদিসম্বন্ধে) গ্রহণ করিতে অস্বীকারপূর্বক পুনরায় প্রেরকের নিকটে পাঠান ; প্রত্যাখ্যান করা (নিমন্ত্রণ ফিরত দেওয়া) ; প্রত্যর্পণ করা ; পরিশোধ করা।

ফিরতা—(১)বিণ: প্রত্যাগত (বিলাত-ফিরতা) ; (২)বি: পরিবেষ্টন বা পুনঃপরিবেষ্টন (ফিরতা দিয়া কাপড় পরা) ; পরিবর্তন, বদল (হাত-

ফিরতা) ; পুনরাবর্তন (তাল-ফিরতা) ; (৩)ক্রি-বিণ: প্রত্যাবর্তনকালে (অফিস-ফিরতা যাব)।

ফিরতি—(১)বিণ: ফেরত, ফিরিয়াছে এমন (ফিরতি টাকা) ; (২)বি: যাহা ফিরিয়াছে (পাঁচ টাকার ফিরতি) ; প্রত্যাগমন (ফিরতির পথে) ; ফিরিবার সময় (ফিরতিতে দিয়ে যাব)। (৩)ক্রি-বিণ: ফিরিবার কালে (দেশ থেকে ফিরতি দিয়ে যাব)।

ফিরা—(১)ক্রি: প্রত্যাবর্তন করা; অভিমুখ হওয়া, ঘোরা (ডাইনে বা পিছনে ফিরা) ; ফিরত আসা ; ভালর দিকে পরিবর্তিত হওয়া, উন্নতিলাভ করা (অবস্থা ফিরা) ; নিবৃত্ত হওয়া (মন ফিরা) ; বেড়ান (পথে পথে ফিরা) ; বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করা বা প্রস্থান করা (দুয়ার হইতে ফিরা) ; প্রত্যাহত বা ব্যর্থ হওয়া, প্রত্যাহত বা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসা (নিক্ষিপ্ত শর ফিরা) ; ফিরান। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ফির]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: প্রত্যাবর্তিত করা ; ঘোরান ; উন্নত করা ; নিবৃত্ত করা ; প্রার্থনাদি পূরণ না করিয়া বিদায় দেওয়া ; প্রত্যাহত বা ব্যর্থ করা ; নূতন করিয়া লেপন করা (কলি ফিরান) ; আঁচড়ান বা উলটাইয়া আঁচড়ান (চুল ফিরান) ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। বি: **-ফিরি**—বারংবার ফিরত বা বদল।

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী—বি: ইউরোপীয় জাতি ; ভারতীয় ও ইউরোপীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণ-সঙ্কর জাতি, ইউরেশীয় জাতি। [পো. Francez ; ফা. ফিরঙ্গী, ফিরাঙ্গী—তু. ফিরঙ্গ]।

ফিরিস্তি, (বিরল) **ফিরিস্তা**—বি: ফর্দ, তালিকা। [ফা. ফেহ্‌রিস্ত]।

ফিরে—(১)অস-ক্রি: **ফিরিয়া**-র কথ্য রূপ। (২)বিণ: পরবর্তী (ফিরে বার)। (৩)ক্রি-বিণ: পুনরায় (ফিরে একথা বলো না)। [ফিরা দ্র:]।

ফিরোজা—(১)বি: নীলাভ মণিবিশেষ ; ঐরূপ বর্ণ-বিশেষ। (২)বিণ:—নীলাভ। [ফা. ফীরোজহ্]।

ফিলম—বি: ফোটোগ্রাফাদি তোলার কার্যে ব্যবহৃত পাতবিশেষ ; ছায়াচিত্র। [ইং. film]।

ফিলহাল—ক্রি-বিণ: হালফিল, সম্প্রতি। [আ.]।

ফিস্‌ফিস্—অব্য: চাপা স্বরব্যঞ্জক। বি: **ফিস্‌-ফিসানি**—চাপা স্বরে বাক্যালাপ।

ফী১—**ফি**২-র বানানভেদ।

ফী২—বি: পারিশ্রমিক, দর্শনী। (ডাক্তারের ফী) ; বেতন (কলেজের ফী) ; মাসুল, কর (কোর্ট ফী) ; প্রবেশমূল্য, মূল্য (পরীক্ষার ফী)। [ইং. fee]।

ফুঁ—বি: ফুৎকার, মুখ হইতে বেগে বহিষ্কৃত বায়ু। [সং. ফুৎকার]।

ফুঁক—বি: মন্ত্র আবৃত্তির সহিত ফুৎকার (ঝাড়ফুঁক) ; ফুঁ। [সং. ফুৎকার]।

ফুঁকা—(১)ক্রি: ফুঁ দেওয়া ; ফুঁ দিয়া বাজান বা পান করা (শিঙা ফুঁকা, চুরুট ফুঁকা) ; অপব্যয় করা, বাজে খরচে উড়াইয়া দেওয়া (সম্পত্তি ফুঁকে দেওয়া)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [হি. √ফুঁক < প্রা. √ফুক্কা < সং. ফুৎকার]।

ফুঁড়া—(১)ক্রি: বিদ্ধ করা বা ভেদ করা ; ছেঁদা করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [প্রা. √ফুড় < সং. স্ফোটি+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: বিদ্ধ করান বা ভেদ করান ; ছেঁদা করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। বি: **-ফুঁড়ি**—বারংবার বিদ্ধ করা বা ভেদ করা।

ফুঁপা—ক্রি: ফুঁপান। [ধ্বন্যা.]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: গুমরাইয়া কাঁদা ; রাগে চাপা গর্জন করা ; (২)বি: উক্ত উভয় অর্থে। বি: **-নি**—গুমরাইয়া ক্রন্দন ; ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন।

ফুঁসা, ফুঁসান, ফুঁসানো—(১)ক্রি: ফোঁস্‌ফোঁস্ শব্দ করা ; ক্রোধে (চাপা) গর্জন করা। (২)বি: উক্ত উভয় অর্থে। [ধ্বন্যা.]। বি: **ফুঁসানি**—ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ ; চাপা গর্জন।

ফুক্—অব্য. অতি দ্রুত (ফুক্ করে উড়ে গেল)।

ফুকর—বি: ছিদ্র, গর্ত, খোপ। [সং. ভুক ?]।

ফুকরা—ক্রি: ফুকরান। [হি. √পুকার]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: উচ্চৈঃস্বরে ডাকা, কাঁদা ('চোরের জননী ফুকারি কাঁদিতে নাহি পারে') বা হাঁকা ('নকীব ফুকরায়') ; চেঁচান (ফুকরাইয়া কাঁদা)। বি: **ফুকার**—উচ্চ চিৎকার বা ডাক।

ফুকা১—**ফুঁকা**-র রূপভেদ।

ফুকা২, (কথ্য) **ফুকো**—(১)বি: অতিরিক্ত দুগ্ধ নিঃসারণের জন্য গোরুর যোনিমুখে প্রদত্ত ফুৎকার (ফুকা দেওয়া)। (২)বিণ: ফাঁপা ও হালকা। [সং. ফুৎকার]।

ফুকার—ফুকরা দ্র:।

ফুক্কুড়ি—ফক্কড় দ্র:।

ফুঙ্গী, ফুঙ্গি—বি: (প্রধানত: ব্রহ্মদেশীয়) বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা পুরোহিত। [বর্মী]।

ফুচকা—বি: ক্ষুদ্র কচুরি-জাতীয় খাবারবিশেষ। [হি.]।

ফুচকে—বিণ: নিতান্ত ছোট, ক্ষুদ্র, পুচকে। [দেশী]।

ফুট১—বি: মাপবিশেষ (১ ফুট=১২ ইঞ্চি=⅓ গজ)। [ইং foot]।

ফুট২—বিণ: বিকশিত ; বিদীর্ণ। [সং. √স্ফুট্+অ (র্ম), নি.]।

ফুট৩—বি: ছোট দাগ বা ফোঁটা। **-ফুট১**—(১)বি: ছোট ছোট দাগ বা ফোঁটা (তার সর্বাঙ্গে ফুটফুট আছে) ; (২)বিণ: ছোট ছোট দাগ বা ফোঁটা বিশিষ্ট (ফুটফুট একটা পাখি)।

ফুট৪—বি: তরল পদার্থ উত্তাপাদিতে ফুটিবার সময় উহাতে উত্থিত বুদ্বুদ (ডালের ফুটটা দেখ) ; ফুটিবার অবস্থা (রসে ফুট ধরেছে) ; ফাট, চিড়। [ফুটা২ দ্র:]। বি: **-কলাই, -কড়াই**—ফুটান বা ভাজা মটর।

ফুটকি—বি: ক্ষুদ্র বিন্দু বা ফোঁটা। [দেশী]।

ফুটন—বি: প্রস্ফুটিত হওয়া ; (তরল দ্রব্যাদির) জ্বাল পাইবার ফলে বুদ্বুদযুক্ত হওয়া। [ফুটা২ দ্র:]।

ফুটন্ত—বিণ: প্রস্ফুটিত ; অগ্ন্যুত্তাপে ফুটিতেছে এমন। [ফুটা২ দ্র:]।

ফুটপাত—বি: (প্রধানত: শহরের) পথের যে অংশ পায়ে-চলা পথিকদের জন্য (যানবাহনাদির জন্য নহে) নির্দিষ্ট। [ইং. foot-path]।

ফুটফুট১—**ফুট৩** দ্র:।

ফুটফুট২—অব্য: স্বচ্ছতা উজ্জ্বলতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাবপ্রকাশ (জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে)। [সং. স্ফুট]। বিণ: **ফুটফুটে**—অত্যন্ত পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল, ধবধবে (ফুটফুটে জ্যোৎস্না) ; অত্যন্ত ফরসা ও সুশ্রী (ফুটফুটে মেয়ে)।

ফুটবল—বি: পা দিয়া খেলিবার জন্য চর্মনির্মিত বল। [football]।

ফুটা১—(১)বি: ছিদ্র, রন্ধ্র। (২)বিণ: সচ্ছিদ্র। [দেশী]।

ফুটা২—(১)ক্রি: প্রস্ফুটিত বা বিকশিত হওয়া, মুকুল ভেদ করিয়া বাহির হওয়া (ফুল ফুটা) ; উদিত বা প্রকাশিত হওয়া (আকাশে তারা ফুটা, জোছনা ফুটা) ; প্রথম উন্মীলিত হওয়া (পাখির ছানার চোখ ফুটা) ; ধ্বনিত হওয়া (কথা ফুটা) ; অগ্ন্যুত্তাপে জ্বাল পাইয়া বুদ্বুদযুক্ত হওয়া বা ফাটিয়া যাওয়া, ফুট ধরা (জল ফুটা, খই ফুটা) ; সিদ্ধ হওয়া (ভাত ফুটা) ; অভিব্যক্ত হওয়া, পরিস্ফুট হওয়া (ভাব বা রঙ ফুটা) ; বিদ্ধ হওয়া (কাঁটা ফুটা) ; ফুটান। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √স্ফুট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: প্রস্ফুটিত বা প্রকাশিত করা ; প্রথম উন্মীলিত করা ; ধ্বনিত করা ; অগ্ন্যুত্তাপে ফুট ধরান বা সিদ্ধ করা, অভিব্যক্ত করা, পরিস্ফুট করা ; বিদ্ধ করা ; (২)বি বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

ফুটানি, (কথ্য) **ফুটুনি**—বি: জাঁক, আড়ম্বর-প্রকাশ, অহঙ্কার। [সং. √স্ফুট্+বাং. আনি]।

ফুটি—বি: পাকিয়া ফাটিয়া যায় এমন কাঁকুড়-বিশেষ। [সং. স্ফুটি]। বিণ: **-ফাটা**—ফুটির ন্যায় সম্পূর্ণ ফাটিয়া গিয়াছে এমন।

ফুটো—**ফুটা**-র কথ্য রূপ।

ফুড়ুক, ফুড়ুৎ—অব্য: চকিতে উড়িয়া যাইবার ভাবপ্রকাশ ; হুঁকায় তামাক খাইবার শব্দ। অব্য: **-ফাড়ুক**—ক্রমাগত ওড়ার পালানর বা চঞ্চলতার ভাবপ্রকাশক।

ফুৎকার—বি: ফুঁ, ফুঁ দেওয়া ; ফুস্ ফুস্ শব্দ। [সং ফুৎ+ √কৃ+অ (ভা)]। ক্রি·বিণ: **ফুৎকারে**—অনায়াসে ; নিমেষমধ্যে।

ফুফা, (কথ্য) **ফুপা**—বি: (বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে প্রচলিত) পিসা। [হি. ফুফা]। বি(স্ত্রী): **ফুফু**, (কথ্য) **ফুপু**—পিসী। বিণ: **-ত**—পিসতুতো।

ফুরন—বি: কাজ বা পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি· লইবার চুক্তি, ঠিকা চুক্তি। [সং. পুরণ ?]।

ফুরফুর—অব্য: মৃদুমন্দ বায়ু-প্রবহনের ভাব-সূচক ; বাতাসে চুল কাপড় প্রভৃতি পাতলা ও হালকা পদার্থের উড়িবার ভাবব্যঞ্জক। বিণ: **ফুরফুরে**—ফুরফুর করে এমন ; লঘু ও মনোরম (ফুরফুরে হাওয়া)।

ফুরসত, (বর্জি.) **ফুরসৎ**, (কথ্য) **ফুরসুত, ফুরসুৎ**—বি: অবসর, অবকাশ। [আ. ফুরসৎ]।

ফুরসি, ফুরসী—**ফরসি**-র রূপভেদ।

ফুরা—ক্রি: ফুরান। [সং. √পূরি]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: শেষ বা অবসান হওয়া (দিন ফুরান) ; সমাপ্ত হওয়া (গল্প ফুরান) ; ব্যয়িত বা নিঃশেষ হওয়া (টাকা ফুরান) ; না থাকা (আশা ফুরান) ; ফুরান করা, চুক্তি নির্ধারণ করা (মজুরি ফুরান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

ফুর্তি—বি: আনন্দ, হর্ষ। [সং. স্ফূর্তি]।

ফুর্‌ফুর্—**ফুরফুর**-এর বানানভেদ।

ফুল১—বিণ: পুরা মাপের, নির্দিষ্ট অঙ্গ সম্পূর্ণ

আবৃত করে এমন (ফুলশার্ট, ফুলহাতা); পুরা মূল্যের (ফুল-টিকেট)। [ইং. full]।

ফুল₂—বিঃ কুসুম, পুষ্প; কুসুমাকৃতি নকশা (ফুল-কাটা বাসন, কাপড়ে ফুল তোলা); জরায়ু ও সন্তানের নাভির সঙ্গে যে মাংসপিণ্ড সংযুক্ত থাকে, অমরা। [সং. ফুল্ল]। ক্রিঃ **ফুল তোলা**—বৃক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করা; বস্ত্রাদিতে পুষ্পাকারে নকশা বয়ন করা। ক্রিঃ **ফুল দেওয়া**—পুষ্পদ্বারা দেবতার পূজা করা। ক্রিঃ **ফুল পড়া**—প্রসবান্তে গর্ভস্থ অমরা স্খলিত হওয়া। ক্রিঃ **ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া**—অতি সামান্য কারণে কাতর হওয়া বা কাতর হওয়ার ভান করা। বিঃ **-কপি**—কপি দ্রঃ। বিণঃ **-কাটা**—পুষ্পবৎ নকশাদ্বারা শোভিত। বিঃ **-কারি**—কাপড়ে ফুলের নকশা বা বুটির কাজ। বিঃ **-খড়ি**—খড়ি দ্রঃ। বিঃ **-ঝুরি, -ঝরি**—আতশবাজি-বিশেষ যাহা হইতে পুষ্পবর্ষণের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। বিণঃ **-তোলা**—ফুলের মত নকশা-যুক্ত বা বুটির কারুকার্যযুক্ত। বিঃ **-দানি, ফুল-দানী, ফুলদান**—ফুল সাজাইয়া রাখিবার পাত্রবিশেষ [ফা. ফুলদান]। বিণঃ **-দার**—পুষ্প-বৎ নকশাযুক্ত। বিঃ **-দোল**—বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পসজ্জিত দোলায় দোল-যাত্রাবিশেষ। বিঃ **-ধনু, -বাণ, -শর**—কামদেবের পুষ্পনির্মিত ধনু; মদনদেব, কন্দর্প। বিঃ **-বাতাসা**—পুষ্পবৎ হালকা বাতাসা। বিঃ **-বাবু**—অত্যন্ত বাবু বা শৌখিন লোক। বিঃ **-শয্যা**—কুসুমাবৃত শয্যা; বিবাহের পর দম্পতির প্রথমবার একত্র ফুল-ছড়ান বিছানায় শয়নরূপ অনুষ্ঠান।

ফুলকা, (কথ্য) ফুলকো—(১)বিঃ মাছের কানের নিম্নস্থ চিরুনির ন্যায় শ্বাসযন্ত্র; ফোলান বস্তুর পাতলা আবরণ (লুচির ফুলকা)। (২)বিণঃ পাতলা ফাঁপা ও ফোলান (ফুলকা লুচি)। [হি.]।

ফুলকি—বিঃ স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা। [সং. স্ফুলিঙ্গ]।

ফুলরি—ফুলুরি-র রূপভেদ।

ফুলল—ফুলেল-এর রূপভেদ।

ফুলস্কেপ, ফুলস্ক্যাপ, (চলিত) ফুলিস্ক্যাপ—বিণঃ (কাগজ সম্বন্ধে) দৈর্ঘ্যে ১৭″ ও প্রস্থে ১৩½″ মাপবিশিষ্ট। [ইং. foolscap]।

ফুলা—(১)ক্রিঃ স্ফীত হওয়া; ফাঁপিয়া ওঠা; মোটা হওয়া; (আল.) স্বাস্থ্যবান্ বা ধনবান্ বা গর্বিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া; ফুলান। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √ফুল < সং. √ফুল্ল্ < √স্ফুট্—তু. হি. ফুলনা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ স্ফীত করা; ফাঁপান; মোটা করা; (আল.) স্বাস্থ্যবান্ বা ধনবান্ বা গর্বিত বা বর্ধিত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

ফুলুট—বিঃ বাঁশিবিশেষ। [ইং. flute]।

ফুলুরি—বিঃ বেসনের বড়াভাজাবিশেষ। [হি. ফুলৌরী]।

ফুলেল—বিণঃ তিল হইতে নিষ্কাশিত এবং ফুলের গন্ধে সুবাসিত (ফুলেল তেল); পুষ্প-গন্ধযুক্ত; পুষ্পময় ('ফুলেল ফাগুন': কান্তি)। [বাং. ফুল+তেল বা ল (যুক্তার্থে)]।

ফুল্কো, ফুল্কি, ফুল্কো—যথাক্রমে **ফুলকা ফুলকি ও ফুলকো**-র বানানভেদ।

ফুল্ল—বিণঃ প্রস্ফুটিত (ফুল্ল কুসুম); পূর্ণ প্রকাশিত (ফুল্ল জ্যোৎস্না); অতিশয় প্রফুল্ল (ফুল্ল নয়ন)। [সং. √ফুল্ল্+অ (র্তৃ)]।

ফুসকুড়ি—বিঃ ক্ষুদ্র ফোড়া, ব্রণ। [তু. সং. স্ফোটক]।

ফুসফুস₁—অব্যঃ ফিসফিস। [ধ্বন্যা.]।

ফুসফুস₂—বিঃ জীবদেহের শ্বাসযন্ত্র। [সং. ফুপ্ফুস]। বিঃ **-প্রদাহ**—নিউমোনিয়া-রোগ।

ফুসমন্তর—বিঃ ফুসলানর বা ফাঁকির মন্ত্র; গোপন উপদেশ। [বাং. ফুসলা+সং. মন্ত্র]।

ফুসলা—ক্রিঃ ফুসলান। [হি. ফুসলানা—তু. ফুসফুস₁]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কুকর্মে রত হইবার বা কুপথে চলিবার জন্য গোপনে প্রবৃত্তি দেওয়া; স্বমতে আনিবার জন্য গোপনে পরামর্শ দেওয়া; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ফুস্কুড়ি—ফুসকুড়ি-র বানানভেদ।

ফেউ—বিঃ শৃগাল; পাগলা শিয়াল; যে শিয়াল বাঘের পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক চিৎকার করে। [সং. ফেরু]। ক্রিঃ **ফেউ লাগা**—পিছনে লাগিয়া থাকিয়া উত্যক্ত করা।

ফেঁকড়া—বিঃ প্রশাখা; মূল বিষয় হইতে উদ্ভূত অন্য বিষয়; আনুষঙ্গিক ফেসাদ বাধা বা গোল-মাল। [তু. সং. ফর্করীক]।

ফেঁকাসিয়া, ফেঁকাসে—যথাক্রমে **ফেকাসিয়া ও ফেকাসে**-র বানানভেদ।

ফেঁসো—বিঃ পাট প্রভৃতির আঁশ; সুতার সূক্ষ্ম অংশ। [বাং. ফাঁস+উয়া>ও]।

ফেকাসে, (বিরল) ফেকাসিয়া—বিণঃ পাণ্ডুবর্ণ; রক্তহীন; ফিকা, অনুজ্জ্বল। [বাং. ফিকা+সিয়া>সে]।

ফেকো—বিঃ দীর্ঘ উপবাসহেতু (কথা বলিবার সময়ে) মুখ হইতে নির্গত ফেনবৎ শুষ্ক থুতু। [হি. ফাক্তা < আ. ফাকাঃ]।

ফেকাং—বিঃ কেঁকড়া; আনুষঙ্গিক ফেসাদ। [দেশী]।

ফেটা১—বিঃ জড়ান কাপড়, পটি। [হি. ফেংটা < সং. পট্টিকা]।

ফেটা২—ক্রিঃ ফেটান। [হি. √ফেংট < সং. পিষ্ট]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নাড়িয়া নাড়িয়া ফেনান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

ফেটি, (বর্জি.) **ফেটী**—বিঃ ছোট পাগড়ি; কাপড়ের পটি বা ব্যাণ্ডেজ; একত্রবদ্ধ কয়েক গোছা সুতা। [বাং. ফেটা১ + ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

ফেটিন—**ফিটন**-এর অপ্র. রূপ।

ফেণ—**ফেন**-এর বর্জি. বানান।

ফেণী, ফেণি—**ফেনি**-র বর্জি. বানান।

ফেন—বিঃ ফেনা, গাঁজ; মাড় (ভাতের ফেন)। [সং.]। বিঃ **-দুগ্ধা**—দুধফেনি পিঠা। বিণঃ **-নিভ**—ফেনার মত কোমল (ও সচ. শুভ্র)।

ফেনা—(১)বিঃ ফেন, গাঁজ, একত্র উত্থিত বুদ্বুদ-সমূহ। (২)ক্রিঃ ফেনান। [সং. ফেন]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নাড়িয়া নাড়িয়া ফেনিল করিয়া তোলা; (আল.) ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বাড়াইয়া তোলা; অতিরঞ্জিত করা; (২)বি-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **-য়মান**—ফেনা-যুক্ত হইতেছে এমন। বিণঃ **-য়িত**—ফেনাযুক্ত হইয়াছে এমন।

ফেনি—বিঃ বড় বাতাসাবিশেষ; চিনিদ্বারা প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীবিশেষ। [সং. ফাণিত]। বিঃ **-বাতাসা**—চিনি দিয়া তৈয়ারি বড় বাতাসা-বিশেষ।

ফেনিল—বিণঃ সফেন, ফেনাযুক্ত; ফেনায়িত। [সং. ফেন + ইল]।

ফেব্রুআরি, ফেব্রুয়ারি—বিঃ ইংরেজী সনের দ্বিতীয় মাস (মাঘের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [সং. February]।

ফের—(১)বিঃ সঙ্কট, বিপদ্, দায় (ফেরে পড়া); অশুভ প্রভাব (অদৃষ্টের ফের); বদল, পরিবর্তন, বিনিময় (রকমফের); কৌশল, ছলনা (কথার ফের); বেড়, বেষ্টন (কাপড়ের ফের)। (২)ক্রি-বিণঃ পুনরায়, আবার (সে ফের এসেছে)। [তু. হি. ফের্]। বিঃ **-ফার**—ছল, কৌশল; কথার মারপ্যাঁচ; দায়, সঙ্কট।

ফেরত, (বর্জি.) **ফেরৎ, ফেরতা, ফেরা, ফেরান (-নো), ফেরাফিরি**—যথাক্রমে **ফিরত ফিরৎ ফিরতা ফিরা ফিরান** ও **ফিরাফিরি**-র চলিত রূপ।

ফেরার—বিণঃ পলায়িত, আত্মগোপনকারী (ফেরার হওয়া)। [আ. ফিরার্]। বিণঃ **ফেরারী**—পলাতক (ফেরারী আসামী)।

ফেরি—বিঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পণ্যবিক্রয়। [তু. হি. ফেরী]। বিঃ **-ওয়ালা**—যে ফেরি করে।

ফেরু—বিঃ শৃগাল। [সং]।

ফেরেব—বিঃ প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি। [ফা. ফরেব]। বিণঃ **-বাজ**—প্রবঞ্চক, জুয়াচোর। বিঃ **-বাজি**—ফেরেববাজের কাজ বৃত্তি বা আচরণ। **ফেরেবি, ফেরেবী**—(১)বিঃ প্রবঞ্চনা; (২)বিণঃ প্রবঞ্চক; প্রবঞ্চনাপূর্ণ।

ফেরেশতা— বিঃ (মুস.) দেবদূত। [ফা. ফরিশ্‌তহ্]।

ফেল—বিণঃ অনুত্তীর্ণ (পরীক্ষায় ফেল); ব্যর্থ (ডাক্তারের ফেল হওয়া); নিষ্ক্রিয় (হার্টফেল হওয়া); দেউলিয়া (ব্যাঙ্ক ফেল পড়া); বন্ধ (কারবার ফেল পড়া); যথাসময়ে উপস্থিত হইতে অক্ষম (গাড়ি ফেল করা)। [ইং. fail]।

ফেলনা—বিণঃ ফেলিয়া দিবার বা বর্জন করার যোগ্য, অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। [ফেলা দ্রঃ]।

ফেলফেল—**ফ্যালফ্যাল**-এর বানানভেদ।

ফেলসানি—বিঃ ব্যভিচার; ব্যভিচারজাত গর্ভ-পাত। [আ. ফিয়েল শানিয়া]।

ফেলা—(১)ক্রিঃ নিক্ষেপ করা, পাতিত করা, ঢালা (থুতু ফেলা, জল ফেলা); ক্ষেপণ করা, ছোড়া (জাল ফেলা); চুকান, শেষ করা (খাইয়া ফেলা); খাটান, বিনিয়োগ করা, খরচ করা, ছড়ান (টাকা ফেলা); পরিহার করা, বর্জন করা (ডালটা ফেলে গেলে যে—খেলে না); স্থাপন করা (পা ফেলা); অমান্য করা (কথা ফেলা); হঠাৎ করা (বলিয়া ফেলা); নির্ধারিত করা (তারিখ ফেলা, দিন ফেলা); লেখা বা লিপিবদ্ধ করা (অঙ্ক ফেলা); ত্যাগ করা (নিঃশ্বাস ফেলা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √ফেল্ল < সং. √ক্ষিপ্]। বিঃ **-ছড়া, -ফেলি**—অযত্নে ছড়ান; অপব্যয়।

ফেসাদ—বিঃ ঝঞ্জাট, মুশকিল, বিপত্তি, ঝামেলা; কলহ। [আ. ফসাদ্]। বিণঃ **ফেসাদে**—ফেসাদ বাধায় এমন; ফেসাদ-প্রিয়।

ফৈজং—**ফইজং**-এর বানানভেদ।

ফোঁকা—**ফুঁকা**-র চলিত রূপ।

ফোঁটা—(১)বিঃ তিলক, টিপ; বিন্দুবৎ তরল পদার্থ (বৃষ্টির ফোঁটা); বিন্দুবৎ চিহ্ন; তাসের চিহ্ন। (২)বিণঃ অতি ক্ষুদ্র (এক ফোঁটা ছেলে)। [সং. √স্ফুট্ ?]।

ফোঁড়—বিঃ বেঁধন; ছিদ্র। [বাং. √ ফুঁড়্+অ (ভা)]। বিণঃ **এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়**—এক দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য দিক্ পর্যন্ত বিদ্ধ।

ফোঁড়া১—**ফোড়া**-র রূপভেদ।

ফোঁড়া২, ফোঁড়ান (-নো), ফোঁড়াফুঁড়ি—যথাক্রমে **ফুঁড়া ফুঁড়ান** ও **ফুঁড়াফুঁড়ি**-র চলিত রূপ।

ফোঁপর—**ফোঁপল** দ্রঃ।

ফোঁপরা—বিণঃ ঝাঁঝরা, ছিদ্রবহুল; ফাঁপা, শূন্যগর্ভ। [হি. ফোঁপর]।

ফোঁপল, ফোঁপর—বিঃ নারিকেলের অভ্যন্তরে জাত অঙ্কুর। [দেশী]। বিঃ **-দালান**—**ফপর-দালাল**-এর রূপভেদ।

ফোঁপা, ফোঁপান (-নো), ফোঁপানি—যথাক্রমে **ফুঁপা ফুঁপান** ও **ফুঁপানি**-র চলিত রূপ।

ফোঁস—অব্যঃ দুঃখাদি চাপা আবেগের আকস্মিক প্রকাশের ফলে তীব্র নিঃশ্বাসের শব্দ; সাপের গর্জন; ক্রুদ্ধ গর্জন। [ধ্বন্যা.]। ক্রিঃ **ফোঁসান, -ফোঁসানো**—**ফোঁসা**-র অনুরূপ। বিঃ **-ফোঁসানি**—**ফোঁসানি**-র অনুরূপ।

ফোঁসা, ফোঁসান (-নো), ফোঁসানি, ফোকর—যথাক্রমে **ফুসা ফুসান ফুসানি** ও **ফুকর**-এর চলিত রূপ।

ফোকলা—বিণঃ দন্তহীন। [দেশী]।

ফোকা, ফোক্কা, ফোটা, ফোটান (-নো)—যথাক্রমে **ফুকা ফক্কা ফুটা** ও **ফুটান**-র চলিত রূপ।

ফোটো, ফোটোগ্রাফ—বিঃ আলোকরশ্মির সাহায্যে গৃহীত প্রতিচ্ছবি, আলোকচিত্র। [ইং. photograph]।

ফোড়ন—বিঃ স্বাদবৃদ্ধির জন্য তপ্ত তৈল বা ঘৃতে মসলা ভাজিয়া ব্যঞ্জনের সহিত মিশ্রণ, সম্বরা; সম্বরার মসলা; অন্যের কথার মধ্যে টিপ্পনী। [সং. স্ফোটন]। ক্রিঃ **ফোড়ন দেওয়া, ফোড়ন কাটা**—(পরের) কথার মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ করা।

ফোড়া—বিঃ ব্রণ। [সং. স্ফোটক]।

ফোতো—**ফতো**-র বানানভেদ।

ফোন—বিঃ টেলিফোন। [ইং. phone]।

ফোমেণ্ট—বিঃ গরম জলের সেঁক। [ইং. foment]।

ফোয়ারা—বিঃ প্রস্রবণ, উৎস। [আ. ফওয়ারহ্]।

ফোরম্যান—বিঃ সর্দার-শ্রমিক; শ্রমিকগণের পরিচালক কর্মচারী; মুখপাত্র। [ইং. foreman]।

ফোলা, ফোলান (-নো)—যথাক্রমে **ফুলা** ও **ফুলান**-র চলিত রূপ।

ফোসকা, ফোস্কা—বিঃ বুদ্বুদের ন্যায় জলপূর্ণ স্ফোটক; লুচি প্রভৃতির ফোলা স্তর। [দেশী—তু. সং. স্ফোটক]।

ফৌজ—বিঃ সৈন্যদল। [আ.]। বিঃ **-দার**—সেনাপতি; কোতোয়াল; আঞ্চলিক শাসনকর্তা [আ. ফৌজ+ফা. দার্]। বিণঃ **-দারী**—মারপিট খুনজখম ইত্যাদি সম্বন্ধীয় [আ. ফৌজ্+ফা. দার্+বাং. ঈ]। বিঃ **-দারি**—ফৌজদারি মকদ্দমা, criminal case। বিণঃ **ফৌজি, ফৌজী**—সামরিক, জঙ্গী। [আ. ফৌজ্+বাং. ঈ]।

ফৌত, (বর্জি.) **ফৌৎ**—বিণঃ মৃত; দেউলিয়া; ফতুর, সর্বস্বান্ত; নির্বংশ, উত্তরাধিকারশূন্য অবস্থায় মৃত। [ফা.]।

ফ্যাঁকড়া, ফ্যাঁকাসে, ফ্যাকাসে, ফ্যাচাং—যথাক্রমে **ফেঁকড়া ফেঁকাসে ফেকাসে ফেচাং**-এর চলিত রূপ।

ফ্যা-ফ্যা—অব্যঃ ক্রমাগত বৃথা বাক্যব্যয়সূচক, বকবক; নিরন্তর ব্যর্থ প্রার্থনাসূচক; ক্রমাগত নিষ্ফল অনুসন্ধানের ভাবব্যঞ্জক।

ফ্যালনা—**ফেলনা**-র বানানভেদ।

ফ্যালফ্যাল—অব্যঃ একদৃষ্টে বিমূঢ় চাহনির ভাবসূচক।

ফ্যালসানি—**ফেলসানি**-র বানানভেদ।

ফ্যাশন, ফ্যাশান—বিঃ শৌখিন রীতি বা প্রথা; রেওয়াজ; চাল; রকম, ধরন, ঢং; চালিয়াতি, বাবুগিরি। [ইং. fashion]।

ফ্যাসাদ—**ফেসাদ**-এর বানানভেদ।

ফ্রক—বিঃ ঘাগরাজাতীয় মেয়েদের পোশাকবিশেষ। [ইং. frock]।

ফ্রী, ফ্রি—বিণঃ অবৈতনিক; মূল্য দিতে হয় না এমন। [ইং. free]।

ফ্রেম—বিঃ কোন-কিছু বাঁধাইয়া বা আটকাইয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত বেষ্টনী বা কাঠামো (ছবির বা চশমার ফ্রেম)। [ইং. frame]।

ফ্ল্যানেল—বিঃ পশমী কাপড়বিশেষ। [ইং. flannel]।

ফ্ল্যাট—(১)বিঃ অট্টালিকার (স্বয়ংসম্পূর্ণ) অংশ; জাহাজঘাটার ভাসমান প্ল্যাটফর্ম; চেপটা তলযুক্ত নৌকাবিশেষ, মালবাহী স্টীমারবিশেষ। (২)বিণঃ চিৎপাত; হতাশ। [ইং. flat]।

ব

[দ্রষ্টব্য :—সংস্কৃত শব্দাবলীর আদ্য ব-এর পূর্বে *-চিহ্ন থাকিলে বর্গীয় ব, †-চিহ্ন থাকিলে বিকল্পে বর্গীয় বা অন্তঃস্থ ব, এবং কোন চিহ্ন না থাকিলে অন্তঃস্থ ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমস্ত অ-সংস্কৃত শব্দের আদ্য-ব বর্গীয়]।

ব—বাঙ্গালা বর্ণমালার ত্রয়োবিংশ এবং ঊনত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

বই১—বিঃ পুস্তক, গ্রন্থ; খাতা (হিসেবের বই)। [আ. বহী]। **বইয়ের পোকা**—পুস্তকপাঠে মাত্রাধিক আসক্ত ব্যক্তি।

বই২—বিঃ কচুর লতা। [দেশী]।

বই৩—ক্রিঃ বহন করি। [বহা দ্রঃ]।

বই৪—অব্যঃ ব্যতীত, ছাড়া, ভিন্ন। [সং. ব্যতীত]। অব্যঃ **-কি**—নিশ্চয়তাসূচক (যায় বইকি); অস্বীকারসূচক (তা বইকি)।

বইঠা—বিঃ নৌকার ক্ষুদ্র দাঁড়বিশেষ। [সং. বহিত্র]।

বউ, বৌ—বিঃ বধূ, পত্নী; পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা; কুলবধূ, কুলনারী (ঘরের বউ); নববধূ (বউভাত)। [প্রা. বহু<সং. বধূ]। বিঃ **বউ-কথা-কও**—কোকিলজাতীয় পাখিবিশেষ, পাপিয়া। বিঃ **-কাটকী**—যে শাশুড়ি পুত্রবধূকে নিরন্তর অসহ্য খোঁটা ও যন্ত্রণা দেয়। বিঃ **বউড়ি, -ড়ী**—অল্পবয়স্কা বধূ। বিঃ **-দিদি**—দাদার বউ। বিঃ **-ভাত**—হিন্দু-বিবাহে বরের আত্মীয়স্বজন কর্তৃক নববধূর স্পৃষ্ট অন্নগ্রহণরূপ অনুষ্ঠানবিশেষ, পাকস্পর্শ। বিঃ **-মা**—পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা কোন বধূ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। বিঃ **-মানুষ**—কুলবধূ; নববধূ। বিঃ **-রক্ষা**—পুত্রসন্তান উৎপাদনপূর্বক বংশধারা টিকাইয়া রাখা।

বউনি১—বিঃ বহনের মজুরি। [সং. বহন+বাং. ই]।

বউনি২, বউনী—বিঃ দিনের প্রথম বিক্রয় বা তদ্বারা লব্ধ মূল্য। [সং. বর্ধনী]।

বউল—বিঃ মুকুল। [সং. মুকুল]।

বউলি, বউলী—**বৌলি**-র বানানভেদ।

বওয়া১—**বহা**-র চলিত রূপ।

বওয়া২, বওয়াটে—যথাক্রমে **বখা** ও **বখাটে**-র কথ্য রূপ।

বংশ১—বিঃ বাঁশ; বাঁশি; পিঠের দাঁড়া। [সং.]। বিঃ **-দণ্ড**—বাঁশের লাঠি। বিঃ **-পত্র**—বাঁশপাতা। বিঃ **-লোচন**—বাঁশের মধ্যে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণ দ্রব্যবিশেষ।

বংশ২—বিঃ পুরুষপরম্পরা; কুল, গোষ্ঠী; গোত্র; সন্তান-সন্ততি। [সং.]। **বংশে বাতি দেওয়া**—মৃত পিতৃপুরুষদের আত্মার মঙ্গল-কামনায় কার্তিক মাসের পিতৃপক্ষে আকাশ-প্রদীপ জ্বালা; (আল.) বংশধররূপে বংশ বাঁচাইয়া রাখা। বিণঃ **-গত**—পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত, কুলের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। বিঃ **-গতি**—বংশানুক্রমে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ, heredity [বি. প.]। বিণঃ **-জ**—বংশে জাত; সদ্বংশীয়; কুলভ্রষ্ট কুলীন, মৌলিক। বিঃ **-দণ্ড**—বাঁশের লাঠি। বিঃ **-ধর**—কুলের অস্তিত্ব যে বজায় রাখে; সন্তান। বিঃ **-বৃদ্ধি**—বংশধরদের সংখ্যাবৃদ্ধি। বিঃ **-মর্যাদা**—কুলের ঐতিহ্যানুযায়ী প্রাপ্য সম্মান, আভিজাত্য। বিঃ **-রক্ষা**—বংশধর উৎপাদনপূর্বক বংশকে টিকাইয়া রাখা; (কৌতু.) পুত্রের জন্মদান। ক্রিঃ **বংশ-রক্ষা করা**—বংশকে টিকাইয়া রাখার জন্য বংশধর বা পুত্রসন্তান উৎপাদন করা; (কৌতু.) পুত্রের জন্ম দেওয়া। বিঃ **-লতা**—শাখাপ্রশাখাক্রমে বিন্যস্ত বংশতালিকা।

বংশানুক্রম—বিঃ বংশপরম্পরা, পুরুষপরম্পরা। [সং. বংশ+অনুক্রম]। বিণঃ **বংশানুক্রমিক**—পুরুষপরম্পরাগত।

বংশানুচরিত—বিঃ বংশের পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস। [সং. বংশ+অনুচরিত]।

বংশাবতংস—বিঃ কুলের অলঙ্কারস্বরূপ, কুলচূড়ামণি। [সং. বংশ+অবতংস]।

বংশাবলী, বংশাবলি—বিঃ বংশের তালিকা, কুলজি। [সং. বংশ+আবলী, আবলি]।

বংশী—বিঃ বাঁশি। [সং. বংশ+ঈ]। **-ধর, -ধারী** (-রিন্), **-বদন**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-বট**—বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতেন (ইহা বৈষ্ণব তীর্থবিশেষ)।

বংশীয়, বংশ্য—বিণঃ কুলোদ্ভূত, কুলে জাত; কুল-সম্বন্ধীয়। [সং. বংশ+ঈয়, য]।

বঃ—**বকলম**-এর সংক্ষিপ্ত লেখ্য রূপ।
বঁইচি—বিঃ অম্লমধুর বন্য ফলবিশেষ। [দেশী]।
বঁটি—বিঃ মাছ তরকারি প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। [মুণ্ডা. বইন্‌টি]। বিঃ -**ঝাঁপ**—**ঝাঁপ**১ দ্রঃ।
বঁড়শি, বঁড়শী—**বড়শি**-র রূপভেদ।
বঁদিয়া—**বাঁদিয়া**-র রূপভেদ।
বঁদে—**বাঁদিয়া**-র কথ্য রূপ।
বঁধু, বঁধুয়া—বিঃ (কাব্যে) বন্ধু, প্রণয়ী, নাগর, বল্লভ, প্রিয়। [সং. বন্ধু]।
†**বক**—বিঃ মৎস্যশিকারে পটু পক্ষিবিশেষ; ফুলবিশেষ। [সং.]। ক্রিঃ **বক দেখান**—বকের গলা ও মুখের ন্যায় হাত বাঁকাইয়া বিদ্রূপ করা।
বকধার্মিক—বিণ.বিঃ বকের ন্যায় ধার্মিকতার ভানকারী; ধর্মধ্বজী; ভণ্ড। [সং. বক+ধার্মিক]।
বকনা—বিঃ এখনও গর্ভধারণ করে নাই এমন (অল্পবয়স্কা) গাভী; স্ত্রী-বাছুর। [সং. বষ্কয়ণী]।
বকবক—অব্যঃ অতিশয় বিরক্তিকর বাচালতার ভাবপ্রকাশক। [ধ্বন্যা.]।
বকবকম—অব্যঃ পায়রার ডাকের আওয়াজ।
বকবকা—ক্রিঃ বকবক করা। [বকবক দ্রঃ]। -**ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বকবক করা; (২)বিঃ বকবকানি। বিঃ -**নি**—বকবক করা।
বকবৃত্তি—(১)বিঃ কপট ধার্মিকতা; ভণ্ডামি। (২)বি.বিণঃ বকধার্মিক; ভণ্ড; ধূর্ত। [সং. বক+বৃত্তি]।
বকম-কাঠ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। [দেশী]।
বকযন্ত্র—পাতনযন্ত্র; রোগীর বক্ষ ও শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষার জন্য ডাক্তারি যন্ত্রবিশেষ, স্টেথসকোপ। [সং. বক (সদৃশার্থে)+যন্ত্র]।
বকরা—বিঃ ছাগ। [আ. বক্‌র্‌ বা সং. বর্কর]। বি(স্ত্রী): **বকরী**।
বকরীদ—বিঃ ইব্রাহিম (তু. ইহুদী আব্রাহাম) কর্তৃক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রকে বলিদানের স্মারকস্বরূপ মুসলমানী পর্ব, ইদ্‌-উজ্‌-জুহা। [আ. বক্‌র্‌+ঈদ্‌]।
বকলম—বিঃ (প্রধানতঃ লিপিতে অক্ষম এমন) অপর ব্যক্তির পরিবর্তে যে সহি করে; (আল.) একের আড়ালে অপর বস্তুর স্বরূপ গোপন। [আ. বকলম্‌]।
বকলস—বিঃ ফিতা বেল্ট প্রভৃতি আটকাইবার খিলবিশেষ। [ইং. buckles]।
বকশিশ, (বিরল) বকশীশ, বখশিস—বিঃ পুরস্কার। [ফা. বখ্‌শীশ]।
বকশী, বকসী, বখশি—বিঃ (মুসলমান আমলের) নগর বা গ্রামের বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারিবিশেষ; উপাধিবিশেষ। [তুর. বখ্‌শী]।
বকা১—(১)ক্রিঃ বাচালতা প্রকাশ করা, বকবক করা; (অধিক বা নিরর্থক) কথা বলা; তিরস্কার করা, ধমকান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বচ্‌+বাং আ]। -**ন, নো**—(১)ক্রিঃ (অধিক বা নিরর্থক) কথা বলান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -**বকি**—বিতর্ক; কলহ; তিরস্কার।
বকা২, **বকাট, বকাটে, বকামি, বকাল**—যথাক্রমে **বখা, বখাট বখাটে** ও **বক্কাল**-এর রূপভেদ।
বকাণ্ডপ্রত্যাশা—বিঃ বক কর্তৃক বৃষের অণ্ড পাইবার আশার ন্যায় বৃথা আশা; দুর্লভ বস্তু লাভের আশা। [সং. বক+অণ্ডপ্রত্যাশা]।
বকুনি—বিঃ ভর্ৎসনা, ধমক; বকবক করণ, বকবকানি। [বকা১ দ্রঃ]।
†**বকুল**—বিঃ সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ। [সং.]।
বকেয়া১—বিণঃ অবশিষ্ট, বাকি; পুরাতন। [আ. বকীয়া]। **বকেয়া বাকী**—গত বৎসরের বাবদ বাকী।
বকেয়া২—বিঃ সেলাইয়ের প্রণালীবিশেষ। [ফা. বখিয়া]।
বক্কাল—বিঃ ঔষধরূপে ব্যবহৃত গাছগাছড়া; বেণে মসলাবিশেষ। [আ.]।
বক্তব্য—(১)বিণঃ বলিতে হইবে এমন; বলিবার যোগ্য; আলোচ্য; উল্লেখনীয়। (২)বিঃ কথা, আলোচ্য বিষয়, প্রস্তাব। [সং. √বচ্‌+তব্য (র্ম, ভা)]।
বক্তা (-ক্তৃ)—বিণ.বিঃ বক্তৃতাকারী; উক্তিকারী; (সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে) ভাষণদানকারী; বাক্‌পটু। [সং. √বচ্‌+তৃ]।
বক্তার—বিণ.বিঃ বক্তৃতা-পটু; দিব্য আবেশের প্রভাবে বক্তৃতাকারী। [সং. বক্তৃ]।
বক্তৃতা—বিঃ (সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে) ভাষণ; বাগ্‌বিন্যাস; বাক্‌পটুতা। [সং. বক্তৃ + তা (ভা)]।
বক্ত্র—বিঃ মুখ। [সং. √বচ্‌+ত্র (শে)]।
বক্র—(১)বিণঃ বাঁকা, অসরল; কুটিল। (২)বিঃ

বাঁক, মোড়। [সং. √বক্ক্‌+র (র্তৃ)]। বিঃ -ণ—বক্রীকরণ। বিঃ -দৃষ্টি—বাঁকা চাহনি; কুটিল চাহনি; কটাক্ষ। বিণঃ -নাস—(টিয়া প্রভৃতি পাখির ন্যায়) বাঁকা নাকওয়ালা। বিঃ বক্রিমা (-মন্‌)—বক্রতা।

বক্রী১—**বাকি**-র বিকৃত রূপ।

বক্রী২ (-ক্রিন্‌)—বিণঃ বাঁকা; প্রতিকূল। [সং. বক্র+ইন্‌]।

বক্রীকরণ—বিঃ বাঁকান। [সং. বক্র+ঈ (চ্বি)+√কৃ+অন (ভা)]।

বক্রোক্তি—বিঃ শ্লেষ বা ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্য; প্রচ্ছন্ন নিন্দাবাদ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ (ইহাতে বক্তা যে অর্থে যে কথা বলিয়াছেন শ্রোতা সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করে; আলঙ্কারিক কুন্তকের মতে বাক্যের প্রতীয়মান অর্থের পশ্চাতে যে চারুত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে তাহাই বক্রোক্তির তাৎপর্য এবং এই জাতীয় বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণবস্তু—'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্‌); প্রচলিত প্রথাবর্জনপূর্বক ভিন্নভাবে নিষ্পন্ন বর্ণনাবৈচিত্র্য। [সং. বক্রা+উক্তি]।

বক্ষঃ (-ক্ষস্‌), (চলিত) **বক্ষ**—বিঃ বুক; হৃদয়, অন্তর। [সং.]। বিঃ **বক্ষঃস্থল**—বুকের উপরিভাগ, বুক, হৃদয়।

বক্ষোজ, বক্ষোরুহ—বিঃ স্তন, পয়োধর। [সং. বক্ষস্‌+√জন্‌+অ, বক্ষস্‌+√রুহ্‌+অ]।

বক্ষ্যমাণ—বিণঃ বলা হইবে এমন, পরে বক্তব্য। [সং. √বচ্‌+স্যমান (র্ম)]।

বক্সী—**বকশী**-র বানানভেদ।

বখরা—বিঃ অংশ, ভাগ। [ফা.]। বিঃ -দার—অংশীদার। বিণঃ -দারি, -দারী—অংশীদারী।

বখশী, বখসী—**বকশী**-র রূপভেদ।

বখশীশ, বখসিস—**বকশিশ**-এর রূপভেদ।

বখা—(১)ক্রিঃ কুসংসর্গে নষ্ট হওয়া, বয়ে যাওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া; বখান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ বখিয়া গিয়াছে এমন; বাচাল, ফাজিল। [সং. √বহ্‌+বাং. আ]। বিণঃ -টে, -টে—বখা। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ বখাটে করা (ছেলেটাকে বখিয়াছে); (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -মি, -মো, -মো—বখা লোকের আচরণ বা ভাব; ফাজলামি; বাচালতা।

বখিল, বখীল—বিণঃ কৃপণ। [আ. বখীল্‌]।

বখেড়া—বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধক; ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন; ঝগড়া। [হি. বখেড়া—তু. বাগড়া]।

বখেয়া—**বকেয়া২**-র রূপভেদ।

বগ—**বক**-এর গ্রাম্য রূপ।

বগয়রহ—**গয়রহ**-র রূপভেদ।

বগল—বিঃ কক্ষ, বাহুমূলের নিম্নদেশ; পার্শ্ব; সামীপ্য। [ফা.]। ক্রিঃ **বগল বাজান**—আনন্দাদি প্রকাশার্থ বগলে করতল চাপিয়া শব্দ করা; (আল.) জয়োল্লাস প্রকাশ করা। বিঃ -দাবা—বগলে চাপিয়া রাখা; (আল.) গোপনে অপহরণ; আয়ত্তে আনয়ন।

বগলস—**বকলস**-এর প্রাদে. রূপ।

বগলা—বিঃ দশমহাবিদ্যার একটি রূপ। [সং.]।

বগলি, বগলী—বিঃ ক্ষুদ্র থলি, বটুয়া। [ফা. বগ্‌লী]।

বগা—বিঃ (ব্যঙ্গার্থে বা তুচ্ছার্থে) বক। [বাং. বগ+আ (তুচ্ছার্থে)]।

বগি১, (বর্জি.) **বগী১**—বিঃ ছাদওয়ালা ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। [ইং. buggy]।

বগি২, (বর্জি) **বগী২**—বিঃ রেলে যাত্রিবাহী গাড়ির কামরা। [ইং. bogie]।

বগি৩, বগী৩—(১)বিঃ কানা-উঁচা কাঁসার থালা। (২)বিণঃ কানা-উঁচা (বগী থালা)। [বাং. বগ+ই, ঈ (সদৃশার্থে)]।

বঙ্ক—(১)বিঃ নদীর বাঁক। (২)বিণঃ বাঁকা। [প্রা. < সং. বক্র]।

বঙ্কা—বিণঃ (প্রা. কা.) বাঁকা। [বঙ্ক দ্রঃ]।

বঙ্কিম—বিণঃ বাঁকা; ঈষৎ বক্র; কুটিল (বঙ্কিম চাহনি)। [বঙ্ক দ্রঃ+বাং. ইম (তুল্যার্থে)]। বিঃ -বিহারী—শ্রীকৃষ্ণ।

বঙ্গ১—বিঃ রাং, টিন। [সং. √বঙ্গ্‌+অ (র্তৃ)]।

বঙ্গ২—বিঃ বাঙ্গালা প্রদেশ; পূর্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। [সং.]। -জ—(১)বিণঃ বঙ্গদেশে উৎপন্ন; (২)বিঃ বাঙ্গালী কায়স্থদিগের শ্রেণীবিশেষ। বিঃ -ভঙ্গ—(ইতি.) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ। বিঃ **বঙ্গাব্দ**—৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে গণিত বাঙ্গালা সাল। **বঙ্গীয়**—বঙ্গদেশসম্বন্ধীয়; বঙ্গদেশে জাত।

বচ—বিঃ ঝাল কন্দবিশেষ। [সং. বচা]।

বচন—বিঃ বাক্য, কথা; উক্তি; প্রবচন; কথন; (ব্যাক.) পদের একত্ব বা বহুত্ব। [সং. √বচ্‌+অন]। বিণঃ -বাগীশ—কেবল কথা বলিতেই (কিন্তু কাজ করিতে নহে) দক্ষ। বিণঃ **বচনীয়**—বাচ্য, কথনযোগ্য; নিন্দনীয়।

বচসা—বিঃ তর্কাতর্কি; ঝগড়া। [সং. বচস্+বাং. আ. (স্বার্থে)]।
বচ্ছর—**বৎসর**-এর কথ্য রূপ।
বজর—**বজ্র**-এর প্রা. কোমল রূপ।
বজরা—বিঃ বৃহৎ নৌকাবিশেষ, ভড়। [ইং. barge?]।
বজায়—বিণঃ কায়েম, বলবৎ, রক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত। [ফা. বজাএ]।
বজ্জর—**বজ্র**-এর কথ্য রূপ।
বজ্জাত—বিণঃ দুষ্ট, বদমাশ, দুর্বৃত্ত। [ফা. বদ্জাত]। বিঃ **বজ্জাতি**—বজ্জাতের আচরণ, দুর্বৃত্ততা।
বজ্‌বজ্‌—অব্যঃ ঘন ও নরম পচা পদার্থ হইতে বুদ্‌বুদ ওঠার শব্দ।
বজ্র—(১)বিঃ বাজ, অশনি, কুলিশ; দধীচির অস্থিনির্মিত ইন্দ্রের অস্ত্র; ×—এই চিহ্ন; (জ্যোতিষ.) মানবদেহে (বিশেষতঃ হাতের চেটো ও পায়ের তলায়) ×—এই চিহ্ন; যোগবিশেষ; হীরক। (২)বিণঃ অত্যন্ত কঠিন বা প্রচণ্ড, নিদারুণ। [সং.]। বিণঃ **-গম্ভীর**—বজ্রনাদের ন্যায় গম্ভীর। বিঃ **বজ্রগুণন**—(বীজ.) cross-multiplication। বিঃ **-ধর, -পাণি, বজ্রী (-ব্রিন)**—ইন্দ্র। বিঃ **-ধ্বনি, -নাদ, নির্ঘোষ**—বজ্রপাতের শব্দ। বিঃ **-পাত**—বাজ পড়া। বিঃ **-মুষ্টি,** (কথ্য) **-মুঠি**—বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মুষ্টি। বিঃ **-যান**—তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নামবিশেষ, শূন্যতাবান। বিঃ **-লেপ**—শ্রীবাসক-রস গুগ্‌গুলু ভল্লাতক কুন্দুরু সর্জরস অতসী ও বিল্ব মিশাইয়া প্রস্তুত কবিরাজী প্রলেপবিশেষ। **বজ্রাগ্নি**—বিদ্যুৎ। বিঃ **বজ্রাসন**—যোগের আসনবিশেষ।
বঞ্চক—**বঞ্চন** দ্রঃ।
বঞ্চন, বঞ্চনা—বিঃ প্রতারণা, শঠতা। [সং. √বঞ্চ্+ণিচ্+অন, +আ]। বিণ.বিঃ **বঞ্চক**—বঞ্চনাকারী। বিণঃ **বঞ্চিত**—প্রতারিত; বিহীন, বিরহিত।
বঞ্চা—(১)ক্রিঃ (প্রধানতঃ কাব্যে) প্রতারিত করা; বিরহিত বা বিহীন করা; কাটান, যাপন করা ('সুখে বঞ্চিবে দিন'); বাস করা ('আমি বঞ্চি একাকিনী': চণ্ডী.)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. বঞ্চ্+বাং. আ]।
বঞ্চিত—**বঞ্চন** দ্রঃ।
বঞ্জুল—(১)বিঃ বেতস; অশোক ফুল বা গাছ; স্থলপদ্মবিশেষ; পক্ষিবিশেষ। (২)বিণঃ বক্র।[সং.]।

বট—বিঃ সুবৃহৎ ও দীর্ঘজীবী বৃক্ষবিশেষ, ন্যগ্রোধ। [সং.]।
বটকেরা, বটখেরা—বিঃ ঠাট্টাতামাসা। [সং. বর্কর]।
বটা—ক্রিঃ হওয়া (আমি বটি, তুমি বট, তুই বটিস, সে বটে, তিনি বটেন)। [সং. √বৃৎ+বাং. আ]।
বটিকা—বিঃ বড়ি, গুলি। [সং.]।
বটী—বিঃ বড়ি, গুলি। [সং.]।
বটু, বটুক—বিঃ ব্রাহ্মণবালক। [সং.]।
বটুয়া—বিঃ বস্ত্রনির্মিত ক্ষুদ্র থলি। [ওড়ি.]।
বটে—অব্যঃ (অবধারণার্থক) সত্যই, প্রকৃতই (ঠিক বটে); (সন্দেহসূচক বা বিস্ময়সূচক প্রশ্নে) তাই নাকি (বটে? এমন কথা); ব্যঙ্গে (বীর বটে); শাসনে বা ভয়প্রদর্শনে (বটেরে! বটে! এত আস্পর্ধা)। [বটা দ্রঃ]।
বটের—বিঃ তিতিরজাতীয় পক্ষিবিশেষ, লাব। [দেশী]।
বট্‌ঠাকুর—বিঃ (কথ্য) ভাশুর। [বাং. বড়$_2$+ঠাকুর]।
বড়$_1$—বিঃ খড়ের মোটা দড়ি। [দেশী]।
বড়$_2$—(১)বিণঃ বৃহৎ, প্রকাণ্ড (বড় মন্দির); দীর্ঘ, লম্বা (বড় বাঁশ); স্ফীত, স্থূল (বড় জালা বা পেট); প্রশস্ত (বড় ঘর); উচ্চৈঃস্বরযুক্ত (বড় গলা); তীব্রপ্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ (বড় লড়াই খেলা বা মকদ্দমা); অধিক, খুব, অত্যন্ত (বড় দুঃখ); জ্যেষ্ঠ (বড় ভাই); শ্রেষ্ঠ (বড় লোক); মহান্‌, উদার (বড় মন); উচ্চপদস্থ (বড় সাহেব); সম্ভ্রান্ত (বড় বংশ); ধনবান্‌ (বড়-মানষি); আসল (বড় কথা); গর্বিত (বড় মুখ); যোগ্য দক্ষ বা খ্যাতিমান্‌ (বড় উকিল)। (২)বিণ-বিণঃ নিতান্ত, নেহাত (বড় জোর, বড় খারাপ নয়)। (৩)অব্যঃ বিদ্রূপসূচক (বড় ত চাকরি); বিস্ময়সূচক (এলে যে বড়)। [সং. বড্র]। ক্রিঃ **বড় করা**—বাড়ান; বর্ধিত বা প্রলম্বিত করা; অতিরিক্ত প্রশংসা করা (মোসাহেবেরা মুরুব্বিকে বড় করে); অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া (নিজের দুঃখ বড় করা); উন্নতি-সাধন করা (অবস্থা বড় করা, প্রিয়পাত্রকে বড় করা); লালনপালনপূর্বক পূর্ণবয়স্ক করিয়া তোলা (ছেলেপিলে বড় করা)। ক্রিঃ **বড় হওয়া**—বাড়া; বৃদ্ধি পাওয়া; বর্ধিত বা প্রলম্বিত হওয়া; বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া; ধন মান যশ

প্রকৃতিতে উন্নতি লাভ করা ; গুরুত্ব পাওয়া (দেশে আজ খাদ্যসমস্যা বড় হয়ে উঠেছে)। **বড় একটা**—বিশেষ ; তেমন বেশি পরিমাণে। **বড় কথা**—আত্মম্ভরিতাপূর্ণ উক্তি ; স্পর্ধিত উক্তি বা বৃদ্ধের ন্যায় কথা (ছোট মুখে বড় কথা) ; প্রধান বিষয় (এইটেই বড় কথা)। **বড় কুটুম্ব, বড় কুটুম**—সম্বন্ধী, শালা ; পত্নীর বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। **বড় গলা**—গর্ব (বড় গলায় বলা)। **বড় জোর**—খুব বেশি হইলে, খুব বেশি হিসাব ধরিলে। **বড়লাট**—**লাট** দ্র:। **বড় হাজরি**—**হাজরি** দ্র:। বি: **-ত্ব**—জ্যেষ্ঠত্ব ; মহত্ব।

বড়দিন—বি: (মূলত:) ২৩শে ডিসেম্বর : এই তারিখ হইতে দিন ক্রমশ: বড় এবং রাত্রি ছোট হইতে আরম্ভ হয় ; (বর্ত. চলিত) খ্রিষ্টের জন্মদিন : ২৫শে ডিসেম্বর। [বড়$_২$+দিন]।

বড়কন্দাই—**বরকন্দাই**-র অশু. রূপ।

বড়বা—বি: পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ; ঘোটকী ; অশ্বিনী নক্ষত্র। [সং.]। বি: **-গ্নি, -নল**—সমুদ্রগর্ভস্থিত বা সমুদ্রোত্থিত অগ্নি ; বড়বার মুখনি:সৃত অগ্নি।

বড়মানুষ, বড়লোক—বি: ধনী ব্যক্তি। [বড়$_২$+মানুষ, লোক]। বি: **বড়মানুষি,** (কথ্য) **বড়মানষি, বড়লোকি**—ধনী ব্যক্তির ন্যায় চাল-চলন।

বড়শি, বড়শী—বি: বাঁকা সুচাল লোহার কাঁটা-বিশেষ যাহাতে টোপ গাঁথিয়া মাছ ধরা হয়। [সং. বড়িশ]।

বড়া—বি: পিষ্ট খাদ্যদ্রব্যের ভাজা পিণ্ডবিশেষ (ডালের বড়া) ; মিঠাইবিশেষ (তালের বড়া, রসবড়া)। [সং. বটক]।

বড়াই$_১$—বি: গর্ব, জাঁক। [বাং. বড়+আই]।

বড়াই$_২$, বড়ায়ি, বড়াইবুড়ী—বি: যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধা রাধাকৃষ্ণের মিলনসংঘটনকারিণী বৃন্দাবনের বৃদ্ধা নারী ; অতি বৃদ্ধা রমণী ; মাতামহী। [সং. বৃদ্ধ-আর্যিকা]।

বডি, বডিস—বি: স্ত্রীলোকের জামাবিশেষ। [ইং. bodice]।

বড়ি—বি: গুলি, বটিকা, ক্ষুদ্র গোলাকার যে-কোন বস্তু ; পিষ্ট দাল হইতে রৌদ্রে শুকাইয়া প্রস্তুত ক্ষুদ্র গুলি। [সং. বটিকা]।

বড়ু—বি: (অপ্র.) ব্রাহ্মণসন্তান, দ্বিজ (বড়ু চণ্ডীদাস)। [সং. বটু]।

বড়ুই—**বাড়ুই**-র রূপভেদ।

বড়ে—বি: দাবাখেলার ঘুঁটিবিশেষ। [সং. বটিকা]।

বড়ো—**বড়**-র বানানভেদ।

বড্ড—**বড়**-র প্রাদে. রূপ।

†**বণিক্** (-ণিজ্), (চলিত) **বণিক**—বি: বেনে, সওদাগর, ব্যবসায়ী। [সং. √পণ্+ইজ্ (র্তৃ)]। বি: **বণিগ্বৃত্তি**—বাণিজ্য, ব্যবসায় ; সব বিষয়ে শুধু টাকা-পয়সা বা লাভ-লোকসান খতাইবার বৃত্তি।

বণ্টক—**বণ্টন** দ্র:।

বণ্টন—বি: বিভাজন, বাঁটিয়া দেওয়া, প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ। [সং. √বণ্ট্+অন (ভা)]। বিণ.বি: **বণ্টক**—বণ্টনকারী। বিণ: **বণ্টিত**—বণ্টন করা হইয়াছে এমন।

-বৎ—অব্য: (প্রত্যয়ের ন্যায় ব্যবহৃত) তুল্য, সদৃশ (পশুবৎ)। [সং.]।

বতারিখ—ক্রি-বিণ: তারিখ-অনুযায়ী। [ফা ব-তারীখ্]।

-বতী—**বান্**-এর স্ত্রীলিঙ্গ।

বত্রিশ—বি.বিণ: ৩২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাত্রিংশৎ]। **বত্রিশা,** (কথ্য) **বত্রিশে**—(১)বি: মাসের বত্রিশ তারিখ ; (২)বিণ: বত্রিশ তারিখের (বত্রিশা আষাঢ়)।

বৎস—বি: বাছুর, গো-শিশু ; পশু-শাবক ; (স্নেহসম্বোধনে) বাছা। [সং.]। বি: **-তর**—এঁড়ে বাছুর। বি(স্ত্রী): **-তরী**। বি(স্ত্রী): **বৎসা**—(স্নেহসম্বোধনে) বাছা।

বৎসর—বি: বার মাস, বছর, বর্ষ, অব্দ, সন। [সং. √বস্+সর (খি)]।

বৎসল—বিণ: স্নেহপূর্ণ বা অনুরাগযুক্ত। [সং. বৎস+√লা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বৎসলা**। বি: **-তা, বাৎসল্য**।

বৎসা—**বৎস** দ্র:।

বৎসাদনী—বি: গুলঞ্চ লতা, গুড়ুচী। [সং.]।

বদ—বিণ: খারাপ, মন্দ (বদ গন্ধ) ; অসৎ (বদখেয়াল) ; রুক্ষ (বদমেজাজ) ; হঠাৎ বা একটুতেই হইয়া পড়ে এমন, অভ্যাস (বদ-রাগী) ; দূষিত (বদরক্ত)। [ফা.]। বিণ: **-খত, -খৎ**—হস্তাক্ষর সুন্দর নহে এমন ; বেয়াড়া, দুষ্ট। বি: **-খেয়াল**—অসৎ প্রবৃত্তি। বি: **-জবান**—কুবাক্য, গালি। **বদজাত, বদজাতি**—যথাক্রমে **বজ্জাত** ও **বজ্জাতি**-র মূল রূপ। বি: **-নাম**—দুর্নাম, অপযশ। বি: **-বু, -বো**—

দুর্গন্ধ। বিণ: -আশ, (বর্জি.) -মাস, -মাইশ, -মাইস, -মায়েশ, -মায়েস—দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। বি: -মাশি, (বর্জি.) -মাসি, -মাইশি, -মাইসি, -মায়েশি, -মায়েসি—বদমাশের ভাব বা আচরণ। -মেজাজ—(১)বি: রুক্ষ বা উগ্র মেজাজ; (২)বিণ: ঐরূপ মেজাজবিশিষ্ট। বিণ: -মেজাজি, -মেজাজী—বদমেজাজবিশিষ্ট। -রঙ্গ, -রঙ, -রং—(১)বি: বেরঙ তাস; মন্দ রঙ; (২)বিণ: বিবর্ণ। বিণ:; -রসিক—রসিকতা বরদাস্ত করিতে বা উপলব্ধি করিতে পারে না এমন; রসিকতা করিতে যাইয়া অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করে এমন। বি: -রাগ—অন্যায় রাগ। বিণ: -রাগী—রগচটা, একটুতেই ক্রুদ্ধ হয় এমন। বি: -হজম—অজীর্ণ, অপরিপাক।

বদখত (-ৎ), বদখেয়াল, বদজবান—**বদ** দ্রঃ।

বদন—বি: মুখ; মুখমণ্ডল; মুখবিবর। [সং.]।

বদনা—বি: গাড়ুজাতীয় জলপাত্রবিশেষ। [সং. বর্ধনী]।

বদনাম, বদবু (-বো), বদমাইশ (-স), বদমাইশি (-সি), বদমায়েশ (-স), বদমায়েশি (-শি), বদমাশি (-সি), বদমেজাজ—**বদ** দ্রঃ।

†**বদর**১, **বদরিকা, বদরী**—বি: কুলগাছ; কুল-ফল। [সং.]।

বদর২—বি: পূর্ণচন্দ্র বা পীরবিশেষ: জলযাত্রা নির্বিঘ্ন হইবার জন্য মুসলমান মাঝিগণ যাঁহার নাম স্মরণ করে। [আ. বদর্]।

বদরঙ্গ, বদরঙ, বদরং, বদরসিক, বদরাগ, বদরাগী—**বদ** দ্রঃ।

†**বদরিকাশ্রম**—বি: হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত হিন্দু-তীর্থবিশেষ।

বদল—বি: পরিবর্ত, বিনিময় ('নাকের বদলে নরুন পেলাম'); পরিবর্তন (ভোল বদল)। **বদলা**—(১)বি: (গ্রা.) প্রতিশোধ (অপমানের বদলা নেওয়া); (২)ক্রি: বদলান। **বদলান, বদলানো**—(১)ক্রি: বিনিময় বা পরিবর্তন করা; (২)বি. বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **বদলা-বদলি**—পরস্পর বা বারংবার বিনিময় অথবা পরিবর্তন। বি: **বদলি**—বিনিময়; এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে স্থানান্তরিত হওয়া। বিণ.বি: **বদলী**—অন্যের বদলে সাময়িকভাবে কর্মে নিযুক্ত; প্রতিনিধি; (পরি.) স্থানাপন্ন।

বদহজম—**বদ** দ্রঃ।

বদান্য—বিণ: দানশীল, উদার; সবক্তা; প্রিয়ভাষী। [সং. √বদ্+আন্য (র্তৃ)]। বি: -তা।

***বদ্ধ**—বিণ: বাঁধা, আবদ্ধ (বদ্ধ সিংহ); গ্রথিত (বদ্ধ কবরী); রুদ্ধ, বন্ধ, সঙ্কুচিত (বদ্ধদ্বার বদ্ধমুষ্টি); আটক, বন্দী (জালবদ্ধ); অবরুদ্ধ (বদ্ধস্রোত); যুক্ত (বদ্ধাঙ্গুলি); বিন্যস্ত (শৃঙ্খলা-বদ্ধ); স্থির, স্তব্ধ (বদ্ধদৃষ্টি); দৃঢ়, অপরিবর্তনীয় (বদ্ধমূল, বদ্ধ ধারণা); সম্পূর্ণ, নিরেট (বদ্ধ পাগল)। [সং. √বন্ধ্+ত (র্ম)]। -দৃষ্টি—(১)বি: স্থির অপলক বা অনিমেষ লক্ষ্য; (২)বিণ: স্থিরদৃষ্টিসম্পন্ন। বিণ: -পরিকর—কোমর বাঁধিয়াছে এমন; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিণ: -মুষ্টি—মুষ্টি দৃঢ় বা সঙ্কুচিত করিয়াছে এমন; কৃপণ। বিণ: -মূল—শিকড় মাটিতে শক্তভাবে প্রোথিত আছে এমন; দৃঢ়, বিচ্যুত করা যায় না এমন। বিণ: বদ্ধাঞ্জলি—যুক্তকর, জোড়হস্ত।

বদ্বীপ—বি: সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীর পলিদ্বারা সৃষ্ট Δ —এই আকারের জলবেষ্টিত ভূভাগ, delta। [বাং. ব (সদৃশ)+দ্বীপ]।

†**বধ**—বি: হত্যা, হনন। [সং. √হন্+অ(ভা)]। বি: -স্থলী, -স্থান, বধ্যভূমি—যেখানে বধ করা হয়, মশান। বি: -পাল—কারারক্ষক, gaoler। বিণ.ক্রি-বিণ: বধার্থ—বধের জন্য। বিণ: বধার্হ, †বধ্য—বধের যোগ্য; বধ করিতে হইবে এমন। বিণ: বধোদ্যত—হত্যা করিতে উদ্যত। বিণ(স্ত্রী): বধোদ্যতা। বি: বধোদ্যম—হত্যার উদ্যোগ।

***বধির**—বিণ: শ্রবণশক্তিহীন, কালা। [সং. √বন্ধ্+ইর (র্তৃ)]। বি: -তা, -ত্ব।

†**বধূ**—বি: স্ত্রী, পত্নী, বনিতা (রামের বধূ); নবপরিণীতা স্ত্রী, কনে ('ওগো বর, ওগো বধূ': রবীন্দ্র); মহিলা (রাক্ষসবধূ); কুলনারী; পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের পত্নী। [সং.]। বি: -জন—বিবাহিতা যুবতী, বৌ; সধবা নারী। বি: -টী—বালিকাবধূ। বি: -উৎসব—নববধূর প্রথম রজোদর্শনরূপ উৎসব। বি: -মাতা (-তৃ)—বউমা, পুত্রবধূ বা তত্তুল্যা বধূ।

বধোদ্যত, বধোদ্যম, বধ্য—**বধ** দ্রঃ।

বন—বি: অটবী, অরণ্য, কানন, গহন, বিপিন, জঙ্গল, উপবন, কুঞ্জ। [সং.]। বি: -কপোত—বুনো পায়রা। বি: -কর—অরণ্যবাবদ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব। বি: কুক্কুট—বনমোরগ; যে মোরগ গৃহপালিত নহে এবং বনে বিচরণ করে। বিণ: -চর, বনেচর—বনে বাস বা বিচরণ করে এমন। বিণ: -চারী (-রিন্)—বনবাসী; বনে

বিচরণ করে এমন। বিণ: -জ, -জাত—বনে উৎপন্ন। বিঃ -জঙ্গল—ঝোপঝাড়। বিঃ -জ্যোৎস্না—মল্লিকাফুল। বিঃ -পাল—বনের তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষক, conservator of forests [স. প.]। বিঃ -বাদাড়—ঝোপঝাড়। বিঃ -বাস—বনে বাস; অরণ্যে নির্বাসন। বিণ: -বাসী (-সিন্)—অরণ্যে বাসকারী। বিণ(স্ত্রী): -বাসিনী। বিঃ -বিড়াল—অরণ্যচর হিংস্র বিড়ালবিশেষ। -বিহারী (-রিন্)—(১)বিণ: অরণ্যচারী; বনে বিচরণ ও আমোদ-প্রমোদ করে এমন; (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -ভোজ, -ভোজন—অরণ্যাদি রম্যস্থানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রন্ধন ও আহার, চড়ুইভাতি। বিঃ -মল্লিকা—কাঠমল্লিকা নামক অতি সুগন্ধি ফুল। বিঃ -মানুষ—নরাকৃতি ও অরণ্যচর বানর-বিশেষ। বিঃ -মালা—বনফুলে গ্রথিত মালা; নানা ফুলে রচিত আজানুলম্বিত মালা। বিঃ -মালী (-লিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ -মোরগ—যে মোরগ বনে বিচরণ করে এবং গৃহপালিত নহে। বিঃ রাজি, রাজী—বনশ্রেণী। বিণ: -স্থ—বনে অবস্থিত বা জাত। বিঃ -স্পতি—অশ্বত্থ বট প্রভৃতি যে বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল ধরে না; বনের পতি বা কর্তা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য অতি বিশাল বৃক্ষ।

বনবন১—অব্য: দ্রুতবেগে ঘুরিবার ভাবপ্রকাশক।

বনবন২—বিঃ কৃমি-দমনকারী মিঠাইবিশেষ। [ইং. bonbon]।

বনয়ারি, বনয়ারী—বনোয়ারি-র বানানভেদ।

বনা—ক্রিঃ পটা, মনের বা মতের মিল হওয়া (তার সঙ্গে বনে না); সদৃশ হওয়া, পরিণত হওয়া (বোকা বনা, ফকির বনা); বনান। [বাং. √বন্+আ—তু. হি. বন্না]।

বনাত—বিঃ পশমী কাপড়বিশেষ। [হি.]।

বনান, বনানো—ক্রিঃ সদ্ভাব বজায় রাখা বা সামঞ্জস্যবিধান করা। [বাং. বনা+আন]।

বনানী—বিঃ মহাবন, বিস্তৃত অরণ্য। [সং. অরণ্যানীর অনুকরণে বন হইতে গঠিত]।

বনাম—অব্য: বিরুদ্ধে (মোহনবাগান বনাম ইষ্ট বেঙ্গল); ওরফে, নামান্তর। [ফা.]।

বনিতা—বিঃ নারী; ভার্যা; প্রিয়া। [সং]।

বনিবনাও—বিঃ সদ্ভাব, মনের মিল। [হি.]।

বনিয়াদ—বিঃ ভিত্তি, মূল। [ফা. বুনিয়াদ্]। বিণ: বনিয়াদি, বনিয়াদী—সুপ্রতিষ্ঠিত, দীর্ঘ-কাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত; প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত (বনিয়াদী বংশ); ভিত্তিস্বরূপ (বনিয়াদী শিক্ষা)।

বনীকরণ—বিঃ বনে পরিণত করা, afforestation [স. প.]। [সং বন+ঈ (চি)+√কৃ+অন (ভা)]।

বনেচর—বন দ্রঃ।

বনেদ, বনেদি (-দী)—যথাক্রমে বনিয়াদ ও বনিয়াদি-র কথ্য রূপ।

বনোয়ারি, বনোয়ারী—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। [হি.<সং বনবিহারী]।

-বন্ত—বিশিষ্ট সম্পন্ন যুক্ত প্রভৃতি অর্থপ্রকাশক প্রত্যয়বিশেষ (লক্ষ্মীবন্ত)। [সং. বৎ]।

বন্দ—বিঃ গৃহাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমষ্টির পরিমাণ (পঁচিশের বন্দ ঘর); খণ্ড (তিন বন্দ জমি)। [ফা বন্দ্]।

বন্দক—বন্দন দ্রঃ।

বন্দন, বন্দনা—বিঃ স্তব, স্তুতি, প্রণাম। [সং. √বন্দ্+অন (ভা),+আ]। বিণ.বিঃ বন্দক—বন্দনাকারী। বিণ: বন্দনীয়, বন্দ্য২—বন্দনার যোগ্য। বিণ(স্ত্রী): বন্দনীয়া, বন্দ্যা। বিঃ বন্দ্যঘটি—বন্দ্যোপাধ্যায়। বিঃ বন্দ্যবংশ—বন্দনীয় বা মান্য বা সম্ভ্রান্ত বংশ অথবা বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ('বন্দ্যবংশখ্যাত': ভা. চ.)।

বন্দর—বিঃ সমুদ্রের বা বড় নদীর তীরে জাহাজাদি ভিড়াইবার স্থান, port। [ফা.]।

বন্দা১—বান্দা-র রূপভেদ।

বন্দা২—ক্রিঃ (কাব্যে) বন্দনা করা ('বন্দি ও চরণারবিন্দ': মধু.)। [সং. √বন্দ্+বাং. আ]।

বন্দি—বন্দী১-র বানানভেদ।

বন্দিত—বিণ: যাহার বন্দনা করা হইয়াছে, প্রশংসিত। [সং. √বন্দ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): বন্দিতা।

বন্দিদশা, বন্দিপাল, বন্দিশালা—বন্দী১ দ্রঃ।

বন্দিনী—বন্দী১ ও বন্দী২ দ্রঃ।

বন্দী১—(১)বিঃ অবরুদ্ধ ব্যক্তি, কয়েদি। (২)বিণ: অবরুদ্ধ, আটক। [সং.]। (বাং.) বিণ বি(স্ত্রী): বন্দিনী। বিঃ বন্দিদশা—বন্দী অবস্থা। বিঃ বন্দিপাল—কারাধ্যক্ষ, jail superintendent। বিঃ -শালা—কারাগার।

*আদিতে বন-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য বন দ্রঃ

বন্দী২ (-ন্দিন্)—(১)বিঃ (প্রধানতঃ রাজা-রাজড়াদের) বন্দনাগায়ক ('বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান' : রবীন্দ্র)। (২)বিণঃ বন্দনাকারী। [সং. √বন্দ্+ইন্]। বি.বিণ(স্ত্রী): বন্দিনী।

বন্দুক—বিঃ আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ [তু. বন্দুক্]; বিণ.বিঃ -চী—বন্দুক-চালক।

বন্দে—ক্রিঃ বন্দনা করি। [সং. √বন্দ্+(লট্) এ]। বন্দে মাতরম্—মাতাকে (দেশমাতাকে) বন্দনা করি।

বন্দেগি, বন্দেগী—বিঃ সেলাম; নমস্কার বা প্রণাম, সশ্রদ্ধ অভিবাদন। [ফা বন্দ্গী]।

বন্দেজ—বিঃ ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, বিলি; শৃঙ্খলা। [ফা. বন্দিশ্]।

বন্দোবস্ত—বিঃ বিলিব্যবস্থা, বন্দেজ; আয়োজন; প্রজা কর্তৃক জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট শর্তে গৃহীত জমির পত্তনি, জমির মালিকানা বা দখল সম্বন্ধীয় শর্তাদি অথবা ব্যবস্থা। [ফা. বন্দ্-ও-বস্ত্]।

বন্ধ্য, বন্ধ্যঘাট, বন্ধ্যবশে, বন্ধ্যা—বন্দন দ্রঃ।

*বন্ধ—(১)বিঃ বাঁধিবার উপকরণ (কোমরবন্ধ); বাঁধন (বন্ধ দূর করা); আবেষ্টন (ভুজবন্ধ); বাধা, অবরোধ (স্রোতোবন্ধ); গ্রথন, রচনা (সেতুবন্ধ); সংযমন; (বাং.) অবসান, অবকাশ, ছুটি (গ্রীষ্মের বন্ধ)। (২)(বাং.)বিণঃ রুদ্ধ (বন্ধ জানালা); রহিত (কথা বন্ধ করা); কাজ স্থগিত আছে এমন (অফিস বন্ধ); বাধাপ্রাপ্ত (বন্ধ স্রোত); অচল, কর্মহীন, গতিহীন ('বন্ধ করো না পাখা' : রবীন্দ্র); বন্দী, আটক (কারাগারে বন্ধ)। [সং. √বন্ধ্+অ]।

*বন্ধক—বিঃ গৃহীত ঋণের জামিনস্বরূপ কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা বা গচ্ছিত দ্রব্য। [সং. √বন্ধ্+অক (ভা, র্ম)]। বিণঃ বন্ধকী—বন্ধক-রূপে প্রদত্ত বা গৃহীত; বন্ধক-সম্বন্ধীয়।

*বন্ধন—বিঃ বাঁধন, বন্ধকরণ (রজ্জুদ্বারা বন্ধন); আবেষ্টন (ভুজবন্ধন); আটক, অবরোধ (কারা-বন্ধন); গ্রন্থন, রচনা (কবরীবন্ধন); সম্পর্ক-স্থাপন, একত্রকরণ (বিবাহবন্ধন); সংযমন, নিরোধ; বাঁধিবার উপকরণ। [সং. √বন্ধ্+অন]। বিঃ বন্ধনী—বাঁধিবার উপকরণ; ( ) { } [ ]—এই সমস্ত চিহ্ন, ব্র্যাকেট (bracket)।

*বন্ধু—বিঃ মিত্র, সখা; সুহৃৎ, হিতৈষী ব্যক্তি; স্বজন; প্রিয়জন, প্রণয়ী। [সং. √বন্ধ্+উ (র্তৃ)]। বিঃ -কৃত্য—বন্ধুর কাজ বা কর্তব্য। বিঃ -ত্ব, -তা। বিণঃ -ত্বমূলক—বন্ধুত্ব-সংক্রান্ত; বন্ধুত্বপূর্ণ।

*বন্ধুক, *বন্ধুজীব, *বন্ধুজীবক, *বন্ধুলি—বিঃ রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ, বাঁধুলি ফুল। [সং.]।

বন্ধুকৃত্য, বন্ধুতা, বন্ধুত্ব—বন্ধু দ্রঃ।

*বন্ধুর— বিণঃ অসমতল, উঁচুনিচু, এবড়ো-খেবড়ো। [সং.]। বিঃ -তা।

*বন্ধ্য—বিণঃ বন্ধনযোগ্য; ফলহীন (বন্ধ্য বৃক্ষ); নিষ্ফল, নিঃসন্তান। [সং. √বন্ধ্+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): বন্ধ্যা—বন্ধনযোগ্য; বাঁজা। বিঃ -ত্ব, -ত্ব। বিঃ বন্ধ্যাসুত—বন্ধ্যার পুত্রের ন্যায় অলীক বস্তু।

বন্য—বিণঃ বুনো, বনজাত (বন্য বৃক্ষ); বনচর, বনবাসী (বন্য জাতি); বনবাসীর যোগ্য অর্থাৎ জনসমাজের অনুপযুক্ত, অসামাজিক (বন্য স্বভাব); বন-সম্বন্ধীয়। [সং. বন+য]। বিণ-(স্ত্রী): বন্যা২।

বন্যা১—বিঃ জলপ্লাবন, বান। [সং. বন (=জল) +য+আ]।

বন্যা২—বন্য দ্রঃ।

বপন—বিঃ বীজরোপণ, বোনা। [সং. √বপ্+অন (ভা)]।

বপা—ক্রিঃ (কাব্যে) বপন করা। [সং. √বপ্+বাং. আ]।

বপু—বিঃ দেহ, শরীর। [সং. বপুস্]।

বপুষ্মান্ (-ষ্মৎ) — বিণঃ বিরাট্-দেহবিশিষ্ট, প্রকাণ্ডকায়। [সং. বপুস্+মৎ]। বিণ(স্ত্রী): বপুষ্মতী।

বপ্তা (-প্তৃ)—বিণঃ বপনকারী। [সং. √বপ্+তৃ (র্তৃ)]।

বপ্র—বিঃ ক্ষেত্র, ভূমি; প্রাচীর, দুর্গাদির পরিখা হইতে উদ্ধৃত মাটির স্তূপ, rampart; পর্বতের সানুদেশ। [সং. √বপ্+র]। বিঃ -ক্রীড়া—পর্বতের সানুদেশে বা উপত্যকায় পশুগণের শিঙ বা দাঁত দিয়া মাটি খুঁড়িয়া খেলা, উৎখাতকেলি।

ব-ফলা—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব-যোগ (যেমন, ক শ্ব ব্ব)।

বম্, বমবম, বমরবম, বোম, বোমবোম—অব্যঃ গালবাদ্যের আওয়াজ। [ধ্বন্যা.]।

বমন—বিঃ বমি, ওকার; উদ্গিরণ। [সং. বম্+অন (ভা)]। বিণঃ বমনীয়—বমনযোগ্য।

বমাল—বামাল-এর রূপভেদ।

বমি—বিঃ বমন ; বমিত বস্তু। [সং. √বম্+ই]। **গা বমি-বমি করা**—ক্রমাগত বমনেচ্ছা হওয়া।

বমিত—বিণঃ উদ্গীর্ণ, বমি করিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন। [সং. √বম্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

বম্বাই—বোম্বাই-র বানানভেদ।

বম্বেটে—বোম্বেটে-র বানানভেদ।

বয়$_1$—বিঃ অল্পবয়স্ক ভৃত্য বা পরিচারক (রেস্তরাঁর বয়)। [ইং. boy]।

বয়$_2$—বিঃ বিক্রয় (বয়নামা) ; গন্ধ (খোশবয়)। [আ.]। বিঃ **-নামা**—বিক্রয়ের দলিল।

বয়ঃ (-য়স্)—বিঃ বয়স ; আয়ু, জীবনকাল ; যৌবন, সাবালক অবস্থা (বয়ঃপ্রাপ্ত)। [সং. √বয়্+অস্ (র্তৃ)]। বিঃ **-ক্রম**—বয়স। বিণঃ **-প্রাপ্ত**— প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক, যৌবনপ্রাপ্ত। বিঃ **-সন্ধি**— বাল্যের শেষ এবং যৌবন বা কৈশোরের আরম্ভকাল। বিণঃ **-স্থ, বয়স্থ**—বয়ঃপ্রাপ্ত ; যুবক ; মধ্যবয়স্ক, প্রৌঢ় ; প্রবীণ। বিণ(স্ত্রী): **-স্থা, বয়স্থা**—বয়ঃপ্রাপ্তা ; সোমত্ত, বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্তা ; মধ্যবয়স্কা, প্রৌঢ়া ; প্রবীণা।

বয়কট— বিঃ (প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে) বর্জন, পরিহার ; একঘরে করা। [ইং. boycott]।

বয়ড়া—বহেড়া-র কথ্য রূপ।

বয়ন$_1$—বিঃ (বস্ত্রাদি) বোনা। [সং. √বে+অন (ভা)]।

বয়ন$_2$—বিঃ (প্রা. কা.) মুখ। [সং. বদন]।

বয়নামা—বয়$_2$ দ্রঃ।

বয়লার—বিঃ বাষ্পচালিত যন্ত্রের যে অংশের কয়লাদির জ্বালে জল গরম করিয়া বাষ্প প্রস্তুত করা হয়। [ইং. boiler]।

বয়স—বিঃ বয়ঃক্রম ; অধিক বা পরিণত বয়ঃ (তার বয়স হয়েছে) ; যৌবন, বয়ঃপ্রাপ্তি (বয়সকাল)। [সং. বয়স্]। **বয়সের গাছপাথর নাই**—(আল.) খুব বেশি বয়স হইয়াছে। বিঃ **-কাল**—সাবালক অবস্থা, যৌবন, পরিণত বয়স। বিঃ **-ফোড়া**—যৌবনে মানুষের মুখমণ্ডলে যে ব্রণ ওঠে। ক্রিঃ **বয়স হওয়া**—বয়ঃপ্রাপ্ত বা পরিণতবয়স্ক বা প্রাচীন হওয়া। বিঃ **বয়সা**—যৌবনারম্ভে কণ্ঠস্বরের বিকার (বয়সা ধরা)। বিণঃ **বয়সী**—বয়সযুক্ত (সমবয়সী) ; সমবয়স্ক (আমার বয়সী) ; বয়স্ক (বয়সী লোক)।

বয়স্ক$_1$—বিণঃ বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক ; অধিক বয়সবিশিষ্ট। [সং. বয়স্থ]।

-বয়স্ক$_2$—(বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে বয়ঃ শব্দের বৈকল্পিক রূপ ; অন্য রূপ বয়াঃ) বয়সযুক্ত। [সং. বয়স্+ক]।

বয়স্থ—বয়ঃ দ্রঃ।

বয়স্বী (-স্বিন্)—(১)বিণঃ পূর্ণবয়স্ক। (২)বিঃ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি বা প্রাণী, adult [বি. প.]। [সং. বয়স্+বিন্]।

বয়স্য—বিঃ সমবয়সী বন্ধু, সখা, সহচর। [সং. বয়স্+য]। বিণ(স্ত্রী): **বয়স্যা**।

বয়া—বিঃ নদী বা সমুদ্রের মধ্যে চড়ার অবস্থান-নির্দেশক অথবা উপকূলের নিকট জাহাজের পক্ষে নঙ্গরযোগ্য স্থান-নির্দেশক ভাসন্ত পিপাবিশেষ ; জলে পতিত ব্যক্তির ভাসিবার সহায়ক উপকরণবিশেষ, লাইফ্‌বয়। [ইং. buoy]।

বয়াটে—বখাটে-র কথ্য রূপ।

বয়ান$_1$—বয়ন$_2$-এর রূপভেদ।

বয়ান$_2$—বিঃ বর্ণনা, বিবরণ। [আ.]।

বয়াম, (কথ্য) বয়েম—বিঃ চিনামাটিতে তৈয়ারী বোতলবিশেষ। [পো. boiao]।

বয়ে$_1$—বখিয়া-র কথ্য রূপ।

বয়ে$_2$—বহিয়া-র কথ্য রূপ। ক্রিঃ **বয়ে যাওয়া**—(কথ্য) ক্ষতি বা লোকসান হওয়া (তোমার চাকরি গেলে আমার কি বয়ে যাবে) ; (কথ্য—ব্যঙ্গে) কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছা না হওয়া (সেখানে যেতে আমার বয়ে গেছে)।

বয়েত, বয়েৎ—বিঃ আরবী ফারসী বা উর্দু শ্লোক ; কবিতা বা কবিতার চরণ। [আ. বয়েৎ]।

বয়েস—বয়স-এর কথ্য রূপ।

বয়োগুণ, বয়োধর্ম—বিঃ বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম বা গুণ। [সং. বয়স্+গুণ, ধর্ম]।

বয়োজ্যেষ্ঠ—বিণঃ বয়সে বড়। [সং. বয়স্+জ্যেষ্ঠ]।

বয়োবৃদ্ধ—বিণঃ অধিকবয়স্ক, বুড়া। [সং. বয়ঃ+বৃদ্ধ]। বিণ(স্ত্রী): **বয়োবৃদ্ধা**। বিঃ **বয়োবৃদ্ধি**—বয়সের বাড়।

বর—(১)বিঃ দেবতা গুরুজন প্রভৃতির নিকট হইতে ঈপ্সিত বস্তু ; আশীর্বাদ ; বিবাহের পাত্র (বরাভরণ) ; স্বামী, পতি (ঘরবর) ; বিবাহকর্তা, জামাতা ; হাতের অঙ্গুলিদ্বারা কৃত অনুগ্রহসূচক ভঙ্গিবিশেষ বা মুদ্রা (বরাভয়)। (২) বিণঃ

ঈপ্সিত ; শ্রেষ্ঠ, উত্তম (নৃপবর) ; উৎকৃষ্ট (বর-তনু)। [সং. √বৃ+অ]। **বরের ঘরের মাসি কনের ঘরের পিসি**—যে ব্যক্তি বিবদমান উভয় পক্ষের সহিতই সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলে অথচ উভয়কেই উভয়ের বিরুদ্ধে উসকাইয়া দেয়। বিঃ **-কনে**—বিবাহের পাত্র ও পাত্রী। বিঃ **-কর্তা** (-র্তৃ)—বিবাহের পাত্রপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তি। বিঃ **-চন্দন**—দেবদারু ; অগুরু। বিণঃ **-দ**—বরদাতা। **-দা**—(১)বিণ(স্ত্রী): বরদাত্রী ; (২)বিঃ দুর্গা। বিঃ **-পক্ষ**—বিবাহের পাত্রপক্ষীয় ব্যক্তিগণ। বিণঃ **-পণ**—বিবাহে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বরপক্ষের প্রাপ্য অর্থ। বিঃ **-পুত্র**—দেববরে জাত পুত্র ; দেবানুগৃহীত ব্যক্তি ; শ্রেষ্ঠ পুত্র। বিণঃ **-প্রদ**—অভীষ্টপূর্ণকারী। বিণ(স্ত্রী): **-প্রদা**। বিঃ **-বধূ**—বিবাহের পাত্র ও পাত্রী। বিঃ **-বর্ণিনী**—শ্রেষ্ঠা রমণী ; সুন্দরী স্ত্রী। বিঃ **-মাল্য**—বিবাহের পাত্রী কর্তৃক পাত্রকে প্রদেয় ফুলমালা ; শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক মালা। বিঃ **-যাত্রী** (-ত্রিন্), **-যাত্র**—বিবাহকালে পাত্রের সঙ্গী। বিণঃ **-য়িতা**—বরণকারী। বিণ(স্ত্রী): **-য়িত্রী**।

বরং (-রম্)—অব্যঃ অপেক্ষাকৃত ভাল বা যুক্তিযুক্ত। [সং. √বৃ+অ (মৃ)]।

বরকত, বরকৎ—বিঃ সৌভাগ্য ; প্রাচুর্য। [আ.]।

বরকনে—**বর** দ্রঃ।

বরকন্দাজ—বিঃ বন্দুকধারী সিপাহী বা দেহরক্ষী। [আ. বর্ক্+ফা. অন্দাজ্]।

বরকর্তা (-র্তৃ)—**বর** দ্রঃ।

বরখন্তি—ক্রিঃ (ব্রজ.) বর্ষণ করিতেছে। [সং. বর্ষন্তি]। বিঃ **বরখন্তিয়া**—(ব্রজ.) বর্ষা ; বর্ষণ ; ধারাপতন।

বরখাস্ত—বিণঃ কর্মচ্যুত। [ফা. বরখাস্‌ৎ]।

বরগা১—বিঃ কড়ির উপরিস্থ পাতলা ছোট কাঠ বা লোহার পাত যাহার উপরে ছাদ নির্মিত হয়। [পো. verga]।

বরগা২—বিঃ ভাগে চাষযোগ্য জমি বা তাহার বন্দোবস্ত। [দেশী]। বিঃ **-দার**—যে ব্যক্তি পরের জমি ভাগে চাষ করে।

বরচন্দন—**বর** দ্রঃ।

বরজ১—**ব্রজ**-এর প্রা. কোমল রূপ।

বরজ২—বিঃ পানগাছের খেত। [আ. বুর্জ্]।

বরঞ্চ—অব্যঃ বরং। [সং. বরম্+চ]।

বরণ১—**বর্ণ**-এর বর্জি. বানান।

বরণ২—বিঃ সম্মানের সহিত বা সাদরে নিয়োগ গ্রহণ অথবা অভ্যর্থনা (গুরুবরণ, বধূবরণ সভাপতিপদে বরণ) ; পূজার জন্য দেবতাকে বা কন্যাদানকালে জামাতাকে অভ্যর্থনা ; স্বেচ্ছায় স্বীকার (মৃত্যুবরণ) ; প্রার্থনা ; নির্বাচন, মনোনয়ন ; বরণ করিবার কাপড়। [সং. √বৃ+অন]। বিঃ **-ডালা**—বরণের উপকরণ রাখার ডালা। বিঃ **-মালা**—যে মালা অর্পণপূর্বক পতিরূপে স্বীকার করা হয়। বিঃ **বরণাঙ্গুরী**—জামাতৃরূপে স্বীকারপূর্বক প্রদত্ত অঙ্গুরী। বিণঃ **বরণীয়**—বরণযোগ্য ; পূজনীয় ; গ্রহণীয় ; প্রার্থনীয়। বিণ(স্ত্রী): **বরণীয়া**।

বরতরফ—বিণঃ বরখাস্ত, পদচ্যুত। [ফা.]।

বরদ, বরদা—**বর** দ্রঃ।

-বরদার—বিঃ বাহক (আসা-বরদার) ; তামিলকারী, পালক (হুকুম-বরদার)। [ফা.]।

বরদাস্ত—বিঃ সহ্য করা ; সহ্য ; সহিষ্ণুতা। [ফা.]।

বরন—**বর্ণ**-এর কোমল রূপ।

বরপুত্র, বরপ্রদ—**বর** দ্রঃ।

বরফ—বিঃ তুষার ; জমাট-বাঁধা জল। [ফা.]।

বরফট্টাই—বিঃ বড়াই, মিথ্যা জাঁক। [সং. বাহ্বাস্ফোট]।

বরফি—বিঃ ক্ষীরদ্বারা প্রস্তুত চতুষ্কোণ মিঠাই-বিশেষ। [হি. বর্‌ফী]। বিণঃ **-কাটা**—বরফির আকারে কর্তিত বা গঠিত।

বরবাট, বরবটী—**বর্বটী**-র চলিত বানান।

বরবর্ণিনী—**বর** দ্রঃ।

বরবাদ—বিণঃ সম্পূর্ণ নষ্ট, উৎসন্ন। [ফা.]।

বরমাল্য, বরযাত্র, বরযাত্রী, বরয়িতা, বরয়িত্রী—**বর** দ্রঃ।

বরশা—বিঃ দণ্ডাকার সূক্ষ্মমুখ বেধনাস্ত্রবিশেষ, বল্লম, সড়কি। [হি. বরছা]।

বরষ, বরষণ, বরষা—যথাক্রমে **বর্ষ বর্ষণ** ও **বর্ষা**-র কোমল রূপ।

বরা১—বিঃ বরাহ, শূকর। [সং. বরাহ]।

বরা২—(১)ক্রিঃ বরণ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √বৃ+বাং. আ]।

বরাঙ্গ—(১)বিঃ শ্রেষ্ঠ অবয়ব ; মস্তক ; গুহ্যদেশ। (২)বিণঃ উত্তম অঙ্গযুক্ত। [সং. বর+অঙ্গ]। বিণ(স্ত্রী): **বরাঙ্গা, বরাঙ্গী**।

বরাঙ্গনা—বিঃ উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী রমণী। [সং. বরা+অঙ্গনা]।

বরাত—বিঃ দায়িত্ব, কর্মভার (কাজের বরাত),

দরকার, প্রয়োজন (এদিকে আমার বরাত ছিল) ; প্রতিনিধিত্ব বা ক্ষমতা দানকারী চিঠি ; হুণ্ডী ; ভাগ্য, অদৃষ্ট (বরাত মন্দ)। [আ.]। বিণ: **বরাতি, বরাতী**—প্রতিনিধিত্ব বা দায়িত্ব প্রদায়ক ; দরকারি যে বিষয়ের ভার অপরের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে এমন।

বরাদ্দ—(১)বি: নির্ধারণ বা নির্ধারিত ব্যবস্থা (আমার ভাগ্যে দুঃখই বরাদ্দ) ; নির্দিষ্ট ভাগ ; খরচাদির পূর্ব হইতে নির্ধারিত পরিমাণ (বরাদ্দের বেশী খরচা)। (২)বিণ: নির্ধারিত (বরাদ্দ ভাতা)। [ফা. বরার্দ]।

বরাননা—বিণ(স্ত্রী) সুন্দর মুখবিশিষ্টা। [সং বর+আনন+আ]।

বরানুগমন—বি: বিবাহের পাত্রের সঙ্গিরূপে পাত্রীর ভবনে গমন। [সং. বর+অনুগমন]।

বরাবর—(১)ক্রি-বিণ: চিরকাল, প্রতিবার, সকল সময়ে (বরাবর করা) ; সোজা, সিধা, একটানা (এখান থেকে বরাবর পাকা রাস্তা) ; সমীপে, নিকটে, দিকে (নদী-বরাবর)। (২)বিণ: তুল্য ('সুধা বিষে বরাবর' : ভা.চ.)। [ফা.]। ক্রি-বিণ: **বরাবরেষু**—নিকটে, উদ্দেশে (বাঙ্গালা পত্র-লিখনে ব্যবহৃত শিরোনামবিশেষ)।

বরাভয়—বি: আশীর্বাদের বা অভয়দানের ভাবপূর্ণ করাঙ্গুলিদ্বারা কৃত একপ্রকার ভঙ্গি বা মুদ্রা ; আশীর্বাদ ও অভয়দান বা আশ্বাস। [সং. বর+অভয়]।

বরাভরণ—বি: বিবাহের পাত্রকে প্রদেয় পোশাক ও অলঙ্কারাদি। [সং. বর+আভরণ]।

বরারোহা—বিণ(স্ত্রী): সুডৌল ও সুস্পষ্ট নিতম্ব-বিশিষ্টা, নিতম্বিনী। [সং. বর+আরোহ+আ]।

বরাসন—বি: বিবাহসভায় পাত্রের বসিবার আসন ; সম্মানজনক সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ আসন। [সং. বর+আসন]।

বরাহ—বি: শূকর ; বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম (যে মূর্তিতে তিনি বর-নামক অসুরকে বধ করেন)। [সং. বর+আ+ √হন্+অ (র্তৃ)]।

বরিখ, বরিখন (-ণ), **বরিখা, বরিষ, বরিষণ, বরিষা**—যথাক্রমে **বর্ষা বর্ষণ বর্ষা বর্ষণ** ও **বর্ষা**-র কোমল রূপ।

বরিষ্ঠ—বিণ: শ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান, সর্বাগ্রে বরণীয়। [সং. উরু+ইষ্ঠ]। বিণ(স্ত্রী): **বরিষ্ঠা**। **বরিষ্ঠ সেবিকা**—প্রথম শ্রেণীর শুশ্রূষাকারিণী, senior nurse।

বরীয়ান্ (-য়স্)—বিণ: (দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর উৎকৃষ্ট ; (অশু. কিন্তু চলিত) বরিষ্ঠ। [সং. উরু+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **বরীয়সী**।

বরুণ—বি: সমুদ্র জল-বৃষ্টি এবং পশ্চিমদিকের অধিদেবতা, প্রচেতা। [সং. √বৃ+উন]।

বরেণ্য—বিণ: বরণীয় ; শ্রেষ্ঠ ; প্রার্থনীয়। [সং. √বৃ+এন্য (র্ম)]।

বরেন্দ্র, বরেন্দ্রভূমি—বি: প্রাচীন গৌড়-দেশ, উত্তরবঙ্গ।

বর্গ—বি: দল, জাতি (প্রাণিবর্গ) ; সমূহ, গণ (স্বজনবর্গ) ; বর্ণমালার স্পর্শবর্ণসমূহের শ্রেণী (প-বর্গ) ; (গণি.) সমান দুই রাশির গুণ (বর্গ-ফল) ; গ্রন্থের ভাগ বা অধ্যায় ; বর্জন। [সং. √বৃজ্+অ]। বি: **-মূল**—(গণি.) নিজদ্বারা গুণিত হইয়া যে রাশি কোন নির্দিষ্ট রাশি উৎপন্ন করিয়াছে। বিণ: **বর্গীয়, বর্গ্য**—বর্গ-সম্বন্ধীয়। **বর্গীয় বর্ণ**—(ব্যাক.) স্পর্শবর্ণসমূহের যে কোনটি।

বর্গা, বর্গাদার—যথাক্রমে **বরগা**২ ও **বরগাদার**-এর বানানভেদ।

বর্গী, বর্গি—বি: প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদল। [ফা. বার্গীর্]।

বর্গীয়, বর্গ্য—**বর্গ** দ্র:।

বর্চঃ (র্চস্)—বি: তেজ ; কান্তি ; মল, বিষ্ঠা ; (বর্চঃকুটির)। [সং. √বর্চ্+অস্]।

বর্জন—বি: ত্যাগ, পরিহার। [সং. √বৃজ্+অন (ভা)]। বিণ: **বর্জনীয়, বর্জ্য**—বর্জনযোগ্য। বিণ(স্ত্রী): **বর্জনীয়া**। বিণ: **বর্জিত**—বর্জন করা হইয়াছে এমন, ত্যক্ত ; বিরহিত, বিহীন (শান্তি-বর্জিত)। বিণ(স্ত্রী): **বর্জিতা**।

বর্জাইস—বি: ছাপার অক্ষরের মাপ বা আকার-বিশেষ। [ইং. bourgeois]।

বর্জিত, বর্জ্য—**বর্জন** দ্র:।

বর্ণ—বি: রঙ (কৃষ্ণবর্ণ) ; অক্ষর (ব্যঞ্জনবর্ণ) ; (বিরল) প্রশংসা ; (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র) জাতি ; (জ্যোতিষ.) রাশি-অনুসারে জাতকের শ্রেণীভেদ (বিপ্রবর্ণ)। [সং. √বর্ণ্+অ]। বিণ: **-চোরা**—স্বাভাবিক বর্ণ গোপন রাখে এমন ; বাহির দেখিয়া ভিতর বোঝা যায় না এমন। বিণ: **-জ্ঞানহীন**—নিরক্ষর। বি: **-জ্যেষ্ঠ, -শ্রেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। বি(স্ত্রী): **-শ্রেষ্ঠা**। **-পরিচয়**—অ-আ -ক-খ শিক্ষা ; (আল.) প্রাথমিক জ্ঞান। বি: **-মালা**—(যে-কোন ভাষার) অক্ষরসমূহ। বি.বিণ:

-**সঙ্কর**, -**সংকর**—ভিন্নজাতীয় মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন জাতি : দো-আঁশলা। বিণ: -**হীন**—রঙহীন, বিবর্ণ। ক্রি-বিণ: **বর্ণানুক্রমে**—অক্ষরের পরম্পরানুসারে। বিণ: **বর্ণান্ধ**—রঙের পার্থক্য ধরিতে পারে না এমন। বি: **বর্ণাশ্রম**—ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম। বি: **বর্ণাশ্রম-ধর্ম**—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে পালনীয় কর্ম।

বর্ণন, বর্ণনা—বি: বিবরণ ; ব্যাখ্যা ; দোষগুণ কথন ; বর্ণবিন্যাস, রঙ লেপন। [সং. √বর্ণ্ + অন (ভা),+আ]। বিণ: **বর্ণনাকুশল**—বর্ণনা করিতে পটু। বিণ: **বর্ণনাতীত**—বর্ণনা করা যায় না এমন। বি: **বর্ণনাপত্র**—লিখিত বিবরণ-সংবলিত কাগজ বা দলিল। বিণ: **বর্ণনীয়**—বর্ণনার যোগ্য ; বর্ণনা করিতে হইবে বা বর্ণনা করা যায় এমন। বিণ: **বর্ণিত**—বর্ণনা করা হইয়াছে এমন, বিবৃত ; রঞ্জিত।

বর্ণনীয়, বর্ণানুক্রমে, বর্ণান্ধ—যথাক্রমে **বর্ণন বর্ণ** ও **বর্ণ** দ্র:।

বর্ণা, বর্ণানো—যথাক্রমে **বর্না** ও **বর্নান**-র বানানভেদ।

বর্ণালী, বর্ণালি—বি: তেকোনা কাচের ভিতর দিয়া আলোকরশ্মির রামধনুর ন্যায় যে প্রতিসরণ হয়, spectrum [বি.প.]। [সং. বর্ণ+আলী, আলি]।

বর্ণাশ্রম—**বর্ণ** দ্র:।

বর্ণিত—**বর্ণন** দ্র:।

বর্ণিনী—বি: রমণী, সুন্দরী স্ত্রী (বরবর্ণিনী) ; লেখিকা ; চিত্রকরী। [সং. বর্ণ+ইন্+ঈ]।

বর্ণী (-র্ণিন্)—বি: ব্রহ্মচারী ; চিত্রকর। [সং. বর্ণ (=প্রশংসা, রঙ)+ইন্]।

বর্তন১—বি: বৃত্তি, জীবিকা ; স্থিতি। [সং. √বৃৎ+অন (ভা)]।

বর্তন২—বি: পেষণ ; স্থাপন। [সং. √বৃৎ+ণিচ +অন (ভা)]।

বর্তন৩—বি: বাসন। [হি.]।

বর্তমান—(১)বি: উপস্থিত কাল (বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)। (২)বিণ: উপস্থিত, উপস্থিত কালের, এখনকার (বর্তমান অবস্থা) ; বিদ্যমান, জীবিত (বর্তমান থাকা)। [সং. √বৃৎ+আন (মান) (র্তৃ)]।

বর্তা, বর্তান, বর্তানো—(১)ক্রি: অর্সান, উত্তরাধিকারাদিসূত্রে প্রাপ্য হওয়া (পিতার সম্পত্তি পুত্রে বর্তে বা বর্তায়) ; বর্তমান থাকা (বেঁচে বর্তে থাকা) ; বাঁচা, রক্ষা পাওয়া, কৃতার্থ হওয়া (পেয়ে বর্তে যাবে)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বৃৎ+বাং. আ, আন]।

বর্তি, বর্তী, বর্তিক, বর্তিকা—বি: প্রদীপ, প্রদীপের সলিতা, বাতি ; তুলি। [সং. √বৃৎ+ ই, +ঈ, +ক, +ক+আ]।

বর্তিত—বিণ: নিষ্পাদিত। [সং. √বৃৎ+ণিচ্ +ত (র্ম)]।

বর্তিষ্ণু—বিণ: স্থিতিশীল। [সং √বৃৎ+ইষ্ণু (র্তৃ)]।

-**বর্তী** (-র্তিন্)—বিণ: স্থিতিশীল, বিদ্যমান (নিকটবর্তী)। [সং. √বৃৎ+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): -**বর্তিনী**।

বর্তুল—(১)বিণ: গোলাকার। (২)বি: গোলাকার বস্তু, গোলক, sphere ; বাটুল। [সং.]।

বর্ত্ম (-র্ত্মন্)—বি: পথ, রাস্তা, মার্গ ; আচার ; (আল.) উপায়। [সং. √বৃৎ+মন্ (র্তৃ)]।

বর্ধক—**বর্ধন** দ্র:।

বর্ধন—(১)বি: বৃদ্ধি, উন্নতি ; বৃদ্ধিকরণ ; বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। (২)বিণ: বৃদ্ধিকর (গৌরববর্ধন কার্য)। [সং]। বিণ.বি: **বর্ধক**—বর্ধনকারী। বিণ: **বর্ধমান, বর্ধিষ্ণু**—বাড়িতেছে এমন, বৃদ্ধিশীল। বিণ: **বর্ধিত**—বাড়ান হইয়াছে এমন, বৃদ্ধিপ্রাপিত।

বর্ধাপন—বি: নবজাতকের নাড়ীচ্ছেদনের সংস্কারবিশেষ ; জন্মদিনাদিতে মঙ্গলকামনায় অনুষ্ঠিত উৎসব, জয়ন্তী। [সং.]।

বর্না, বর্নান, বর্নানো—ক্রি: (কাব্যে) বর্ণনা করা ('বর্ণিল পঞ্চছন্দে', 'বর্ণাইয়া কৈলা স্তব' : অন্ন. চ.)। [সং. √ বর্ণ+বাং. আ, আন]।

বর্বটী—বি: শিমজাতীয় সবজিবিশেষ। [সং.]।

+**বর্বর**—(১)বি: অসভ্য জাতি। (২)বিণ: অসভ্য ; নীচ ; মূর্খ ; পাশবিক, নিষ্ঠুর (বর্বর আনন্দ)। [সং.]। বি: -**তা**।

বর্ম (-র্মন্)—বি(ক্লী): (প্রধানতঃ অস্ত্রাদির) আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত দেহাবরণ, তনুত্রাণ, কবচ, সাঁজোয়া। [সং. √ বৃ+মন্ (ণ)]। বিণ: **বর্মিত, বর্মী** (-র্মিন্)—বর্মধারী, বর্মাচ্ছাদিত, বর্মাবৃত।

বর্মা—(১)বি: ব্রহ্মদেশ। (২)বিণ: ব্রহ্মদেশীয় (বর্মা চুরুট)। [ই. Burmah ?—তু. ব্রহ্ম]। **বর্মী**—(১)বি: ব্রহ্মদেশবাসী বা ব্রহ্মদেশের ভাষা ; (২)বিণ: ব্রহ্মদেশীয়।

বর্শা—**বরশা**-র বানানভেদ।
বর্ষ—বিঃ বৎসর; পুরাণোক্ত জম্বুদ্বীপের নয়টি অংশ (এশিয়ার বিভিন্ন দেশ); বৃষ্টি; মেঘ। [সং. √বৃষ্+অ]। বিঃ **-কাল**—এক বৎসর। বিঃ **-জীবী** (-বিন্)—যে উদ্ভিদ্ এক বৎসর মাত্র বাঁচে। বিঃ **-প্রবেশ**—নববর্ষারম্ভ। বিণঃ **-মাপ**—বর্ষণকর। বিঃ **-মান**—বর্ষামাপক যন্ত্র।
বর্ষণ—বিঃ বৃষ্টিপাত; বৃষ্টি, ধারাপতন; অকাতরে দান (অনুগ্রহবর্ষণ); উপর হইতে নিয়ে ছড়াইয়া দেওয়া। [সং. √বৃষ্+অন (ভা)]। বিণঃ **বর্ষণোন্মুখ**—বর্ষিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন।
বর্ষা১—বিঃ যে ঋতুতে বৃষ্টি হয় অর্থাৎ আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, প্রাবৃট্‌কাল; (বাং.) বৃষ্টিপাত। [সং. √বৃষ্+অ (খি)+আ]।
বর্ষা২—ক্রিঃ বর্ষণ করা। [সং. √বৃষ্+বাং. আ]।
বর্ষাগম—বিঃ বর্ষাকালের আরম্ভ। [বর্ষা২+আগম]।
বর্ষাতি—বিঃ ছাতা; বৃষ্টির জল হইতে দেহ বাঁচাইবার জামাবিশেষ, ওআটারপ্রুফ কোট। [হি.]।
বর্ষাতী—বিণঃ বর্ষাকালে উৎপন্ন (বর্ষাতী ফসল)। [সং. বর্ষাজাত>বর্ষাত+বাং. ঈ]।
বর্ষাত্যয়—বিঃ বৃষ্টির অবসান; শরৎকাল। [সং. বর্ষা+অত্যয়]।
বর্ষান, বর্ষানো—(১)ক্রিঃ বর্ষণ করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √বৃষ্+বাং. আন]।
বর্ষিত—বিণঃ ধারাকারে নিক্ষিপ্ত। [সং √বৃষ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।
বর্ষিষ্ঠ—বিণঃ সর্বজ্যেষ্ঠ; অতিশয় বৃদ্ধ। [সং. বৃদ্ধ+ইষ্ঠ]।
-বর্ষী (-র্ষিন্)—বিণঃ বর্ষণশীল, বর্ষণকর (আলোকবর্ষী)। [সং. √বৃষ্+ইন্ (র্তৃ)]।
-বর্ষীয়—বিণঃ (উল্লিখিত বৎসর) বয়সযুক্ত (ষোড়শ-বর্ষীয়)। [সং. বর্ষ+ঈয়]। বিণ(স্ত্রী): **-বর্ষীয়া**।
বর্ষীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ (দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর বৃদ্ধ; অতিশয় বৃদ্ধ; (অশু. কিন্তু চলিত) বর্ষিষ্ঠ। [সং. বৃদ্ধ+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **বর্ষীয়সী**।
বর্ষোপল—বিঃ হিমশিলা, করকা। [সং. বর্ষ+উপল]।
†**বর্হ**—বিঃ ময়ূরপুচ্ছ। [সং. √বর্হ্+অ (র্ম)]। বিঃ **বর্হিণ, বর্হী** (-র্হিন্)—ময়ূর।
বল১—বিঃ খেলিবার ভাঁটা বা গোলক; ক্রীড়া-কন্দুকবিশেষ (ফুটবল, ব্যাটবল); ইউরোপীয় নাচনিগণের মজলিস। [ইং. ball]।
*__বল২__—বিঃ শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য, জোর (যোগবল, ধনবল); সৈন্য (চতুরঙ্গ বল); দাবা-খেলার ঘুঁটি; সহায়। [সং. √বল্+অ]। বিণঃ **-কর, -দ**—বলদায়ক। বিণঃ **-গর্বিত, -দৃপ্ত**—ক্ষমতা-গর্বিত; শক্তিমত্ত। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বক**—জোর করিয়া, সবলে। বিণ(ক্লী): **-বৎ**—শক্তি-যুক্ত; কার্যকর, প্রচলিত, বহাল (আইনটি বলবৎ আছে)। বিণঃ **-বত্তর**—(দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর বলশালী; আরও শক্তিশালী। বিঃ **-বত্তা**—শক্তিশালিতা। বিণঃ **-বন্ত**—বলবৎ, বলবান্। [সং. বল+বাং. বন্ত]। বিণ(পুং) **-বান্** (-বৎ)—শক্তিশালী, ক্ষমতাবান্। বিণ-(স্ত্রী): **-বতী**। **-বর্ধন**—(১)বিঃ শক্তির বৃদ্ধি; (২)বিণঃ শক্তিবৃদ্ধিকর। বিঃ **-বিদ্যা**—পদার্থের বেগ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, mechanics। বিঃ **-বিন্যাস**—যুদ্ধার্থ সৈন্যস্থাপন, ব্যূহরচনা। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—শক্তিমান্। বিণ(স্ত্রী): **-শালিনী**। বিঃ **-শালিতা**। বিণঃ **-হীন**—দুর্বল।
বলক—বিঃ দুগ্ধাদি জ্বাল দিবার সময়ে উথলিত হওয়া। [তু. হি বলক্‌না]। বিণঃ **বলকা**—বলকযুক্ত।
*__বলগর্বিত__—**বল২** দ্রঃ।
বলদ১—বিঃ বৃষ, ষাঁড়; দামড়া, গাড়ি-টানা বা হাল-টানা বৃষ। [সং. বলীবর্দ]।
*__বলদ২__, *__বলদৃপ্ত__—**বল২** দ্রঃ।
*__বলদেব__—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলরাম।
বলন১—বিঃ কথন, ভাষণ। [বলা২ দ্রঃ]।
বলন২—বিঃ বৃদ্ধি। [বলা১ দ্রঃ]।
বলন৩, বলান—বিঃ (প্রা. কা.) সুপুষ্ট গঠন, সুগোল আকার, সুডৌল। [?—তু. বলন১]।
*__বলনিসূদন, -নিষূদন__—বিঃ (বল-নামক দৈত্যের হন্তারক বলিয়া) ইন্দ্র। [সং. বল+নিসূদন, নিষূদন]।
*__বলপূর্বক__, *__বলবতী__, *__বলবৎ__, *__বলবত্তা__, *__বলবত্তা__, *__বলবান্__, *__বলবর্ধন__, *__বলবিদ্যা__, *__বলবিন্যাস__—**বল২** দ্রঃ।
*__বলভদ্র__—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজের নাম; বল-শালী ব্যক্তি। [সং. বল+ভদ্র]।
বলভি, বলভী—বিঃ গৃহচূড়া; ছাদের উপরিস্থ গৃহ; ছাদ; ছাদ বা চালের পাড়। [সং.]।
বলয়—বিঃ বালা, কঙ্কণ; মণ্ডল। [সং.]। বিণঃ

বলয়িত— বেষ্টিত ; বলয়যুক্ত ; বলয়াকৃতি ; বলয়াকারে বেষ্টিত।

*__বলরাম__—বিঃ কৃষ্ণের অগ্রজের নাম।

*__বলশালী, বলহীন__—__বল__$_2$ দ্রঃ।

বলা$_1$—ক্রিঃ (প্রাদে.) বৃদ্ধি পাওয়া (লতাটা অনেকখানি বলেছে)। [সং √বৃধ্ + বাং. আ]। __-ন, -নো__—বাড়ান।

বলা$_2$—(১)ক্রিঃ কহা (কথা বলা) ; উল্লেখ করা (সে কথা আর বলিস না) ; জানান, জ্ঞাপন করা (সংবাদ বলা) ; অনুমতি বা সম্মতি দেওয়া (তুমি বললে গাইব) ; আদেশ বা অনুরোধ করা (তাহাকে আসিতে বলিও) ; পরামর্শ মন্ত্রণা বা উপদেশ দেওয়া (অবস্থা ত এই—এখন কি বল) ; নিমন্ত্রণ করা, আহ্বান করা, ডাকা (এ উৎসবে তাকে বলনি) ; প্রকাশ করা (মনের দুঃখ বলাই ভাল) ; বিবৃত করা বা বর্ণনা করা (ছেলেবেলার কথা বলা); তিরস্কার বা নিন্দা করা, লজ্জা দেওয়া (বড় লাগছে—আর বলো না) ; বিচার করিয়া দেখা (অর্থ বল মান বল সকলই বৃথা)। (২)বিঃ কথন ; উল্লেখকরণ ; জ্ঞাপন ; বর্ণন। (৩)বিণঃ বলা হইয়াছে এমন (বলা গল্প)। [সং. √বদ্ বা √ব্রূ + বাং. আ]। বিঃ __-কহা, বলা-কওয়া__—বিশেষ করিয়া বলা বা অনুরোধ (বলা-কহা করে রাজি করান) ; জ্ঞাপন (যাবার আগে বাড়ির লোককে বলা-কহা)। __-ন, -নো__—(১)ক্রিঃ পরকে দিয়া বলার কাজ করান, কহান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ __-বলি__—কথোপকথন ; পরস্পর আলাপ-আলোচনা ; ক্রমাগত অনুরোধ।

বলাই—__বলরাম__-এর সাদর সম্বোধনের রূপ। (তু. __কানাই__)।

†**বলাক**—বিঃ ক্ষুদ্রজাতীয় বকবিশেষ, কোঁচবক। [সং.]। বি(স্ত্রী): __বলাকা__—বলাকের শ্রেণী।

বলা-কওয়া, বলা-কহা—__বলা__$_2$ দ্রঃ।

*__বলাৎকার__—বিঃ বলপূর্বক করা ; বলপ্রয়োগ ; ধর্ষণ, বলপূর্বক অভিগমন। [সং. বলাৎ + √কৃ + অ (ভা)]।

*__বলাধান__—বিঃ শক্তির সঞ্চার। [সং. বল + আধান]।

*__বলাধিক্য__—বিঃ শক্তির আধিক্য। [সং. বল + আধিক্য]।

*__বলাধ্যক্ষ__—বিঃ সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি। [সং. বল + অধ্যক্ষ]।

বলান, বলানো—__বলা__$_1$ ও __বলা__$_2$ দ্রঃ।

*__বলান্বিত__—বিণঃ শক্তিমান্ ; সৈন্যবিশিষ্ট। [সং. বল + অন্বিত]।

*__বলাবল__—বিঃ সামর্থ্য ও অসামর্থ্য। [সং. বল + অবল]।

বলাবলি—__বলা__$_2$ দ্রঃ।

†**বলাহক**—বিঃ মেঘ ; পর্বত। [সং.]।

†**বলি**$_1$—বিঃ যজ্ঞাদিতে নিবেদ্য বস্তু ; যজ্ঞাদি উপলক্ষে প্রাণিহত্যা বা হন্তব্য প্রাণী ; উৎসর্গ ; উপহার ; জীবগণকে খাদ্যদান, ভূতযজ্ঞ ; রাজস্ব ; বিষ্ণুকর্তৃক বামনরূপে বিজিত দৈত্য-রাজ। [সং. √বল্ + ই]। বিঃ __-দান__—দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ বা প্রাণিবধ ; মহৎকার্যে বিনিয়োগ বা সম্পূর্ণ ত্যাগ (আত্মবলিদান)। বিঃ __-পুষ্ট__—কাক। বিঃ __-ভুক্__ (__-ভুজ্__)—কাক চড়াই প্রভৃতি পাখি যাহারা পরিত্যক্ত খাদ্যা-বশিষ্ট ভোজন করে।

†**বলি**$_2$, †**বলী**—বিঃ গাত্রচর্মের বা মাংসের কুঞ্চনজনিত রেখা (ত্রিবলী) ; জরাজনিত গাত্র-চর্মের শিথিলতা ; ত্রিবলী ; অর্শরোগে মলদ্বারে বহির্গত মাংসপিণ্ড। [সং. √বল্ + ই (র্তৃ), + ঈ]। বিণঃ __বলিত__—বলিযুক্ত, শিথিলচর্ম, লোলচর্ম।

বলিদান, বলিপুষ্ট, বলিভুক্—__বলি__$_1$ দ্রঃ।

বলিয়া, (কথ্য) **বলে**—(১)ক্রিঃ __বলা__$_1$-র অসমা-পিকা রূপ। (২)অব্যঃ কারণে, জন্য, হেতু, অছিলায় (তাই বলিয়া) ; এখনই, শীঘ্র (জল এল বলে)। [বলা$_2$ দ্রঃ]। ক্রিঃ __বলিয়া রাখা__—আগে হইতে জানান বা অনুমতি লওয়া।

বলিয়ে—বিণঃ সুবক্তা। [বাং. বলা$_2$ + ইয়ে]।

*__বলিষ্ঠ__—বিণঃ অত্যন্ত বলবান্, শক্তিমান্। [সং. বলবৎ + ইষ্ঠ]।

বলিহারি—(১)বিণঃ চমৎকার (বলিহারি বুদ্ধি)। (২)ক্রি-বিণঃ বলিতে হারিয়া অর্থাৎ হতবাক্ হইয়া, চমৎকৃত হইয়া (বলিহারি যাই)। (৩)অব্যঃ বাহবা, শাবাশ। [বাং. বলি (= বলিতে) + হারি]।

বলী$_1$—__বলি__$_2$ দ্রঃ।

*__বলী__$_2$ (__-লিন্__)—বিণঃ বলবান্ ; বীর। [সং. বল + ইন্]। বিণঃ __-শ্রেষ্ঠ__—সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিমান্, বীরশ্রেষ্ঠ।

*__বলীবর্দ__—বিঃ ষাঁড়, বৃষ, বলদ। [সং.]।

*__বলীয়ান্__ (__-য়স্__)—বিণঃ অতিশয় বলশালী। [সং. বলবৎ + ঈয়স্]।

বলে—**বলিয়া** দ্রঃ।
বল্কল—বিঃ গাছের ছাল ; বাকল। [সং.]।
বল্কা—**বলকা**-র বানানভেদ।
বল্গা, বল্গা—বিঃ লাগাম। [সং.]। বিঃ **-হরিণ**—মেরুপ্রদেশের গাড়ি-টানা হরিণবিশেষ।
বল্মীক, বাল্মিক—বিঃ উইঢিপি। [সং.]।
***বল্য**—বিণঃ বলকারক। [সং. বল+য]।
বল্লকী—বিঃ বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; শল্লকী-বৃক্ষ। [সং.]।
বল্লব—বিঃ গোয়ালা, গোপ ; পাচক। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বল্লবী**—গোপী।
বল্লভ—বিঃ পতি ; প্রণয়ী, প্রিয়। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বল্লভা, (অশু) বল্লভী**।
বল্লম—বিঃ বর্শাবিশেষ, ভল্ল। [সং. ভল্ল]।
বল্লরী, বল্লরি—বিঃ মুকুল, মঞ্জরী; লতা। [সং.]।
বল্লা—বিঃ (প্রাদে.) বোলতা। [সং. বরল বা বরট]।
বল্লালী—(১)বিণঃ বঙ্গেশ্বর বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত বা কৃত ; বল্লাল সেন সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত কৌলীন্য-প্রথা। [বাং. বল্লাল+ঈ]।
বল্লী, বল্লি—বিঃ লতা। [সং.]।
বশ—(১)বিঃ আজ্ঞাধীনতা, ইচ্ছানুবর্তিতা (বশে থাকা) ; কর্তৃত্ব, অধিকার, প্রভাব (মোহবশে)। (২)বিণঃ আয়ত্ত, অধীন (বশ হওয়া) ; (মন্ত্রাদি দ্বারা) মোহিত ; নেওটা (ছেলেটা তার ভারী বশ)। [সং.]। অব্যঃ **-তঃ** (-তস্), **-ত**—বশ্যতা-হেতু, প্রযুক্ত, নিমিত্ত (অক্ষমতাবশতঃ)। বিঃ **-তা** বশ হইবার বা বশে থাকিবার ভাব, অধীনতা। বিণঃ **-বর্তী** (-র্তিন্)—অধীন, অনুগত। বিণ-(স্ত্রী): **-বর্তিনী**। বিঃ **-বর্তিতা**।
বশংগত, বশগত—বিণঃ বশে আগত ; অধীন বা আয়ত্ত। [সং. বশ+ √গম্+ত (র্তৃ)]।
বশংবদ, (অশু) বশম্বদ—বিণঃ অনুগত, অধীন, বশবর্তী। [সং. বশ(+ম) √বদ্+অ]।
বশিতা, বশিত্ব—বিঃ শিবের অষ্টৈশ্বর্যের অন্যতম, যোগলব্ধ ঐশ্বরিক শক্তিবিশেষ ; বশীকরণের ক্ষমতা ; অপার্থিব স্বাধীনতা। [সং. বশিন্+তা, ত্ব (ভা)]।
বশিষ্ঠ—বিঃ মুনিবিশেষ, সূর্যবংশের কুলগুরু। [সং.]।
বশী (-শিন্)—বিণঃ জিতেন্দ্রিয় ; বশকারী ; বশবর্তী ; স্বাধীন। [সং. বশ+ইন্]।
বশীকরণ—বিঃ অপরকে বশে আনয়ন ; অপরকে বশে আনিবার জন্য অভিচারক্রিয়া। [সং. বশ+ঈ (চ্বি)+ √কৃ+অন (ভা, গে)]। বিণঃ **বশীকৃত**—বশ করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **বশীকৃতা**।
বশীভূত—বিণঃ বশ হইয়াছে এমন। [সং. বশ+ঈ (চ্বি)+ √ভূ+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **বশীভূতা**। বিঃ **বশীভবন**—বশ হওয়া।
বশ্য—বিণঃ বশ মানান যায় এমন ; বশবর্তী। [সং. বশ+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **বশ্যা**। বিঃ **-তা**—বশবর্তিতা, আনুগত্য, অধীনতা।
বষট্—বিঃ দেবোদ্দেশে আহুতিদানের মন্ত্র। [সং.]। বিঃ **-কার**—আহুতি, হোম।
বসত—**বসতি**-র কথ্য রূপ। বিঃ **-বাটী, -বাড়ি**—বাস করিবার বাড়ি, ভদ্রাসন, পৈতৃক বাসগৃহ।
বসতি, বসতী—বিঃ বাস (বসতি করা) ; বাস-স্থান, লোকালয় (নিকটে বসতি নাই)। [সং.]।
বসন—বিঃ বস্ত্র ; পরিবার কাপড় ; আচ্ছাদন, বাস। [সং.]। বিঃ **বসনাঞ্চল**—কাপড়ের খুঁট।
বসন্ত—বিঃ ফাল্গুন ও চৈত্রমাসব্যাপী ঋতু, মধু-কাল ; মসুরিকা রোগ ; (সঙ্গীত) রাগবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-তিলক**—চতুর্দশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। বিঃ **-দূত**—কোকিল। বি(স্ত্রী): **-দূতী**। বিঃ **-পঞ্চমী**—মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি, শ্রীপঞ্চমী। বিঃ **-বায়ু**—দক্ষিণা বাতাস, মলয় বাতাস। বিঃ **-সখ**—বসন্তের সখা, কোকিল। বিঃ **-সখা**—বসন্ত সখা যাহার, কামদেব। বিঃ **বসন্তোৎসব**—প্রাচীন হিন্দু-ভারতে প্রচলিত বসন্তকালে অনুষ্ঠিত কামদেবের পূজানুষ্ঠান ; আধুনিক দোল বা হোলি।
বসবাস—বিঃ স্থায়িভাবে বাস। [হি.]।
বসা১—বিঃ চর্বি, মেদ ; মজ্জা। [সং.]।
বসা২—(১)ক্রিঃ উপবেশন করা (চৌকির উপরে বসা) ; অধিষ্ঠান করা (পাটে ঘটে বা গদিতে বসা) ; (স্থায়িভাবে) বাস করা ; স্থাপিত হওয়া (গ্রামে একটি স্কুল বসেছে) ; আরম্ভ হওয়া, কার্যরত হওয়া (বেলা এগারটায় স্কুল বসে) ; জমাট বাঁধা (দইটা বসেনি, বুকে সর্দি বসা) ; মাপসই হওয়া, খাপ খাওয়া (টুপিটা মাথায় বেশ বসেছে) ; নিবদ্ধ বা নিবিষ্ট হওয়া (মন বসা) ; প্রবিষ্ট বা প্রোথিত হওয়া (গায়ে জল বসা, দেওয়ালে পেরেকটা বসছে না, কাদায়

গাড়ির চাকা বসা) ; শুষ্ক হওয়া, রুগ্ণ দেখান, চুপসান (চোখমুখ বসিয়া যাওয়া) ; অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা (কাহারও জন্ম বসিয়া থাকা) ; অবরুদ্ধ হওয়া (স্বর বসিয়া যাওয়া) ; বাস স্থাপন করা (বাড়িতে ভাড়াটে বসা) ; নাবাল হওয়া (ঘরের মেঝে বসে গেছে) ; রত বা নিযুক্ত হওয়া (বিচারে বা সভায় বসা) ; থিতান (তেলের ময়লা বসা) ; অঙ্কিত বা বিদ্ধ হওয়া (দাগ বা দাঁত বসা) ; অকস্মাৎ উক্ত কাজ করা (বলে বসা, করে বসা) ; বসান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে ; নিচু বা নিম্ন ; বেকার, কর্মহীন (আমারই তিনটি ছেলে বসা)। [সং. √বস্+বাং. আ]। ক্রিঃ **বসিয়া থাকা**—অপেক্ষা বা প্রতীক্ষা করা ; বেকার থাকা। ক্রিঃ **বসিয়া পড়া**—হতাশ হওয়া (আর ট্রেন নেই দেখে বসে পড়লাম) ; বিপন্ন বোধ করা (মামলায় হেরে গিয়ে একেবারে বসে পড়লাম)। ক্রিঃ **বসিয়া বসিয়া খাওয়া**—নিষ্কর্মা বা বেকার হইয়া পরান্নে বা সঞ্চিত অর্থে জীবননির্বাহ করা। ক্রিঃ **বসিয়া যাওয়া**—নাবাল হওয়া ; ডুবিয়া বা মিলাইয়া যাওয়া (ফোড়াটা বসিয়া গিয়াছে) ; হতাশ হওয়া (ট্রেন চলে গেছে দেখে সে বসে গেল) ; সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (এই লোকসানে বসিয়া গেলাম) ; বিরত বা উদাসীন থাকা (আর খেল না—বসে যাও)। ক্রি-বিণঃ **বসিয়া বসিয়া**—বহুক্ষণ যাবত উপবিষ্ট থাকিয়া বা অপেক্ষা করিয়া। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ উপবিষ্ট করান (তাহারা আমাকে বসাইল) ; স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠা করা (স্কুল বসান) ; বাস করান (বাড়িতে ভাড়াটে বসান) ; প্রবিষ্ট করান (দেওয়ালে পেরেক বসান) ; বেঁধান (দাঁত বসান) ; খচিত করা (আংটিতে পাথর বসান) ; মারা (চড় বসান) ; চড়ান, চাপান (উনুনে হাঁড়ি বসান) ; জমান (দৈ বসান) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। ক্রিঃ **বসাইয়া দেওয়া**—দমাইয়া দেওয়া, নিরুৎসাহ করা ; সর্বনাশ করা।

বসিষ্ঠ—**বশিষ্ঠ**-এর বানানভেদ।

বসু—বিঃ গণদেবতাবিশেষ, গঙ্গার অষ্ট পুত্র ; ধন। [সং.]। বিঃ **-দেব**—শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম ; ধনাধিপতি কুবের। বিঃ **-ধা, -ন্ধরা, -মতী**—পৃথিবী। বিঃ **-ধারা**—বিবাহাদি হিন্দু-অনুষ্ঠানে দেওয়ালে চালিয়া দেওয়া ঘৃতের পাঁচটি বা সাতটি স্রোত ; ধনপ্রবাহ। বিঃ **অষ্টবসু**—ভব ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনিল অনল প্রত্যূষ প্রভব : গঙ্গা হইতে উৎপন্ন এই অষ্ট গণদেবতা ; (প্রভব বশিষ্ঠমুনির শাপে ভীষ্মরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন)।

বস্—অব্যঃ যথেষ্ট হইয়াছে, আর না (বস্ আর দিয়ো না) ; নিঃশেষিত হইয়াছে, ফুরাইয়াছে, এই শেষ (বস্ আর নেই) ; নিবৃত্তি বা ক্ষান্তি সূচক (বস্ আর খেলা নয়) ; অমনি, সঙ্গে সঙ্গে (বস্ লড়াই বেঁধে গেল)। [ফা.]।

বস্তা—বিঃ বড় থলি, বোরা ; গাঁট। [ফা.]। বিণঃ **-পচা**—বহুদিন বস্তায় আবদ্ধ থাকার ফলে নষ্ট ; (আল.) বহু পুরাতন ও নীরস। বিণঃ **-বন্দী**—বস্তার মধ্যে আবদ্ধ।

বস্তি১—বিঃ পল্লী ; দরিদ্রপল্লী ; শহরে টিন খোলা প্রভৃতি দিয়া ছাওয়া অপরিচ্ছন্ন ও ঘন-সন্নিবিষ্ট গৃহশ্রেণী। [সং. বসতি]।

বস্তি২, **বস্তী**—বিঃ তলপেট ; মূত্রাশয় ; বাসস্থান। [সং.]।

বস্তু—বিঃ জিনিস, পদার্থ ; সার ; সত্য ; যাহা ঘটে বা প্রত্যক্ষ হয় (বস্তুতন্ত্র)। [সং.]। বিঃ **-জ্ঞান**—অসাধারণ বস্তু বলিয়া বোধ। অব্যঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবিক। বিঃ **-তত্ত্ব**—বস্তু-সম্বন্ধীয় বিদ্যা বা শাস্ত্র। বিঃ **-তন্ত্র**—বাস্তব বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে প্রাধান্য দান, realism। বিণঃ **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্), **-তন্ত্রীয়, -তান্ত্রিক**—বস্তুতন্ত্রমূলক; বস্তুতন্ত্রবাদী। বিঃ **বস্তূপমা** — অর্থালঙ্কারবিশেষ : ইহাতে উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম অনুক্ত থাকে এবং উহা প্রণিধান করিয়া লইতে হয়।

বস্ত্র—বিঃ কাপড়, বসন ; পরিধেয় ; আচ্ছাদন। [সং.]। বিঃ **-কুট্টিম, -গৃহ, বস্ত্রাবাস**—তাঁবু। বিঃ **-হরণ**—পরিধেয় বসন জোরপূর্বক খুলিয়া লইয়া নগ্নীকরণ ; শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের কাপড় লুকাইয়া রাখা রূপ লীলা।

বহ—(১)বিণঃ বহনকারী (বার্তাবহ, গন্ধবহ) ; প্রতিপালনকারী (আজ্ঞাবহ)। (২)বিঃ বাহন, যান ; পথ ; বায়ু ; বাহু ; নদ। [সং. √বহ্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **বহা**—নদী।

বহতা—বিণঃ বহিয়া যাইতেছে এমন, বহমান (বহতা খাল)। [বহা দ্রঃ]।

বহন—বিঃ লইয়া গমন (ভারবহন) ; সহ্য করা (দুঃখ বহন) ; অঙ্গে ধারণ ; বহিয়া যাওয়া।

[সং. √বহ্+অন (ভা)]। বিণ: **বহনীয়**—বহনযোগ্য, ধারণযোগ্য।

বহমান—বি: প্রবাহিত হইতেছে এমন; বহন করিতেছে এমন। [সং. √ বহ্ + আন (মান) (র্তৃ)]।

বহর—বি: পোত তরী জাহাজ প্রভৃতির শ্রেণী (নৌবহর); জলযানসমূহ, fleet (নৌবহর); প্রস্থ (কাপড়ের বহর); বাহার, ঘটা (রূপের বহর)। [আ. বহ্‌র্]।

বহা—(১)ক্রি: বহন করা; সহ্য করা; ধারণ করা; প্রবাহিত হওয়া (নদী বহা); অতিবাহিত হওয়া (দিন বহে না); চালু বা সমর্থ থাকা (শরীর আর বহে না)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বহ্+বাং. আ]। -**ন**, -**নো**—(১)ক্রি: বহন করান; প্রবাহিত করা, (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে।

বহাল—বিণ: প্রতিষ্ঠিত, পুনরায় নিযুক্ত (চাকরিতে বহাল হওয়া); সুস্থ (বহাল তবিয়তে)। [আ.]। **বহাল তবিয়তে**—সুস্থ শরীরে।

বহি—**বই**১-র প্রায় অপ্র. রূপ।

*__বহিঃ__ (-হিস্)—অব্য: বাহির। [সং. √বহ্+ইস্ (র্তৃ)]। বিণ: -**স্থ**, **বহিস্থ**—বাহ্য; বাহিরে স্থিত। বি: -**শুল্ক**—পণ্য আমদানি-রপ্তানির উপরে ধার্য শুল্ক, customs duty [স. প.]।

বহিত্র—বি: পোত, নৌকা; বৈঠা; দাঁড়। [সং.]।

বহিন—বি: ভগিনী, বোন। [প্রা. ভইনী]।

*__বহিরঙ্গ__—(১)বিণ: বাহ্য; অপ্রধান। (২)বি: বাহ্য অঙ্গ। [সং. বহিস্+অঙ্গ]।

*__বহিরাগত__—বিণ: বাহিরে আগত; প্রকাশিত; বাহির হইতে আগত। [সং. বহিস্+আগত]।

*__বহিরাগমন__—বি: বাহিরে আগমন; প্রকাশিত হওয়া। [সং. বহিস্+আগমন]।

*__বহিরাবরণ__—বি: বাহ্য আবরণ; দেহের উপরের আচ্ছাদন; পোশাক; খোলস। [সং. বহিস্+আবরণ]।

*__বহিরিন্দ্রিয়__—বি: চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্: এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। [সং. বহিস্+ইন্দ্রিয়]।

*__বহির্গত__—বিণ: বাহিরে গিয়াছে বা বাহির হইয়াছে এমন; নির্গত; উদ্গত। [সং. বহিস্+গত]।

*__বহির্গমন__—বি: বাহিরে যাওয়া, নির্গমন। [সং. বহিস্+গমন]।

*__বহির্জগৎ__—বি: বাহিরের জগৎ; দৃশ্যমান বা বাহ্য জগৎ; জড় জগৎ। [সং. বহিস্+জগৎ]।

*__বহির্দেশ__—বি: বাহিরের অংশ বা দিক্। [সং. বহিস্+দেশ]।

*__বহির্দ্বার__—বি: সদর দরজা। [সং. বহিস্+দ্বার]।

*__বহির্বাটী__—বি: বাহির-বাড়ি; বৈঠকখানা। [সং. বহিস্+বাটী]।

*__বহির্বাণিজ্য__—বি: বিদেশের সহিত বাণিজ্য। [সং. বহিস্+বাণিজ্য]।

*__বহির্বাস__—বি: বৈষ্ণবদের বা সন্ন্যাসিগণের কৌপিনের উপর পরিবার বস্ত্র; উত্তরীয়। [সং. বহিস্+বাস]।

*__বহির্ভাগ__—বি: বাহিরের অংশ। [সং. বহিস্+ভাগ]।

*__বহির্ভূত__—বিণ: বহির্গত; বহিস্থ, বাহিরে অবস্থিত। [সং. বহিস্+ভূত]।

*__বহির্মুখ__—(১)বিণ: বাহিরের দিকে মুখ করিয়া আছে এমন; বিষয়াসক্ত। (২)বি: বাহিরে অবস্থিত মুখ। [সং. বহিস্+মুখ]। বিণ(স্ত্রী): **বহির্মুখা, বহির্মুখী**।

*__বহিষ্করণ__, *__বহিষ্কার__—বি: দূরীকরণ, বর্জন; নির্বাসন; নিষ্কাশন; আবিষ্কার। [সং. বহিস্+√কৃ+অন, অ (ভা)]। বিণ: **বহিষ্কান্ত**—বাহির হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ: **বহিষ্কৃত**—বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; দূরীকৃত; আবিষ্কৃত।

*__বহিস্থ__—**বহিঃ** দ্র:।

বহু১—**বধূ**-র প্রাচীন কোমল রূপ।

বহু২—ক্রি: (ব্রজ.) বহে বা বহুক ('মলয় পবন বহে মন্দা': বিদ্যা)। [বহা দ্র:]

*__বহু__৩—বিণ: অনেক, নানা (বহু লোক, বহু রকম); অধিক, প্রচুর, মহা (বহু দুঃখ, বহু ব্যয়, বহু বল); দীর্ঘ (বহু কাল); একের অধিক (বহু বিবাহ)। [সং. √বংহ্ (বৃদ্ধি)+উ (র্তৃ)]। বিণ: -**জ্ঞ**—অনেক বিষয় জানে এমন; বহুদর্শী; অভিজ্ঞ। বিণ: -**তর**—আরও বহু; অত্যধিক; বিবিধ; অনেক, প্রচুর। বি: -**তা**, -**ত্ব**—বহুর ভাব; অনেকত্ব; আধিক্য; প্রাচুর্য। অব্য.ক্রি-বিণ: -**ত্র**—বহুক্ষেত্রে। বিণ: -**দর্শী** (-র্শিন্)—অনেক দেখিয়াছে এমন; বিচক্ষণ; বহুজ্ঞ, অভিজ্ঞ। বি: -**দর্শিতা**। বিণ(স্ত্রী): -**দর্শিনী**। -**দূর**—(১)বি: অনেক দূর বা ব্যবধান (বহুদূর হইতে

আসি) ; (২)বিণ: অনেক দূরে অবস্থিত (বহুদূর দেশ) ; অনেক দীর্ঘ (বহুদূর পথ)। অব্য.ক্রি-বিণ: **-ধা**—নানা প্রকারে দিকে বা খণ্ডে ; অনেক বার। বিণ: **-পত্নীক**—একাধিক বা অনেক পত্নীবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-প্রসবিনী**—বহু সন্তানের জন্মদাত্রী। বি: **-বচন**—(ব্যাক.) একের (সংস্কৃতে দুইয়ের) অধিক বাচক পদ। বি: **-বল্লভ**—বহু-জনের বা বহু রমণীর প্রিয় ব্যক্তি ; শ্রীকৃষ্ণ। বি(স্ত্রী): **-বল্লভা**। বিণ: **-বিধ**—অনেক রকম। বিণ: **-বেত্তা** (-তৃ)—**বহুজ্ঞ**-র অনুরূপ। বি: **-ব্রীহি**—(১)(ব্যাক.) যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনও একটি পদের অর্থ প্রধানরূপে না বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য পদার্থকে প্রধানরূপে বুঝায় : বহুব্রীহি সমাস অন্যপদার্থ-প্রধান ও সর্বদাই বিশেষণ (যথা—পীতাম্বর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) ; (২)বিণ: বহুধান্যাদিসম্পন্ন। **-ভাগ -ভাগ্য**—(১)বিণ: অতি সৌভাগ্যশালী ; (২)বি: অতিশয় প্রসন্ন অদৃষ্ট। বিণ: **-ভাষী** (-ষিন্)—নানা ভাষা বলে এমন ; বাচাল। বিণ: **-মত**—অতিশয় সমাদৃত। বি: **-মান**—অতিশয় সমাদর। বিণ: **-মুখ**—অনেক মুখবিশিষ্ট ; অনেক দিকে বা বিষয়ে ব্যাপৃত ; multipurpose। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**। বি: **-মূত্র**—রোগবিশেষ (diabetes), ইহাতে অত্যধিক প্রস্রাব হয়। বিণ: **-মূল্য**—অত্যন্ত দামী, মহার্ঘ। **-রূপ**, (বাং.) **-রূপী**—(১)বিণ: নানা রূপ বা মূর্তি ধারণকারী ; (২)বি: (বহুবার দেহের রঙ বদলায় বলিয়া) গিরগিটিজাতীয় জীববিশেষ, কাঁকলাস। অব্য.ক্রি-বিণ: **-শ** (-শস্)—অনেক বার। বিণ: **-শাখ**—অনেক শাখাযুক্ত। বিণ: **-স্বামিক**—অনেক প্রভু বা স্বত্বাধিকারী আছে এমন।

বহুড়ি, বহুড়ী—বি: বালিকা বা যুবতী বধূ, বউড়ি। [সং. বধূটী]। বিণ: **-মান্**—জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত।

***বহুল**১—বিণ: অনেক, প্রচুর। [সং. √বংহ + উল (র্তৃ)]। বি: **-তা, -ত্ব, বাহুল্য**।

***বহুল**২—(১)বিণ: কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। (২)বি: কৃষ্ণ-বর্ণ ; কৃষ্ণপক্ষ। [সং. বহু + √লা + অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **বহুলা**—গাভী ; কৃত্তিকানক্ষত্র।

বহেড়া—বি: হরীতকী-জাতীয় ফলবিশেষ। [প্রা. বহেড়অ, < সং. বিভীতক]।

বহ্নি—বি: অগ্নি, আগুন। [সং.]। বি: **-জ্বালা**—আগুনের শিখা আঁচ বা তাপ। বিণ: **-মান্**—জ্বলন্ত, প্রজ্বলিত। বি: **-সংস্কার**—শবদাহ।

***বহ্বাড়ম্বর**—বি: অত্যধিক ঘটা বা জাঁকজমক। [সং. বহু৩ + আড়ম্বর]।

***বহ্বারম্ভ**—বি: ঘটা করিয়া আরম্ভ। [সং. বহু৩ + আরম্ভ]। **বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া**—বহু জাঁক-জমকসহকারে আরব্ধ কর্মে তুচ্ছ পরিণতি বা সামান্য ফললাভ।

বা১—**বাঃ**-এর রূপভেদ।

বা২—বি: (ব্রজ. ও প্রা. কা.) বাতাস ('সিরীষির বা' : বিদ্যা)। [সং. বাত]

বা৩—অব্য: কিংবা, অথবা ; সম্ভাবনাসূচক বা সন্দেহসূচক (হবেও বা) ; প্রশ্নাত্মক (তুমিই বা গেলে না কেন) ; বিতর্কে নিশ্চয়ার্থক (কেনই বা হবে না)। [সং. √বা + ক্বিপ্]।

বাই১—**বাঈ**-র বানানভেদ।

বাই২—বি: বায়ুরোগ, বাতিক, ছিট্ (শুচিবাই) ; প্রবল ও উৎকট শখ বা ঝোঁক, নেশা (খেলা দেখার বাই)। [সং. বায়ু]।

বাই৩—বি: পেশাদার নৃত্যগীতকারিণী। [**বাঈ** দ্র:]। বি: **-ওয়ালী, -জী**—পেশাদার নর্তকী। বি: **-নাচ**—পেশাদার নর্তকীর নৃত্য।

বাইচ, বাচ—বি: নৌচালন-প্রতিযোগিতা (বাচ খেলা)। [সং. বহিত্র]।

বাইতি—বি: বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ। [সং. বাদিত্রিন্]।

বাইন—**বান** ও **বায়েন** দ্র:।

বাইবেল, (বিরল) **বাইবল**—বি: খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। [ইং. Bible]।

বাইরে—**বাহির** ও **বাহিরে**-র কথ্য রূপ।

বাইল—বি: তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের বৃন্তসহ পাতা ; কপাটের পাল্লা। [দেশী]।

বাইশ—বি.বিণ: ২২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাবিংশ]। **বাইশে**, (প্রাদে) **বাইশা**—(১)বি: মাসের বাইশ তারিখ ; (২)বিণ: বাইশ তারিখের (বাইশে শ্রাবণ)।

বাইস১—বি: ক্ষুদ্র কোদালের ন্যায় ছুতারের অস্ত্র-বিশেষ। [সং. বাসি]।

বাইস২—বি: যে-কোন বস্তু আঁটিয়া ধরার জন্য প্লাস-জাতীয় যন্ত্রবিশেষ, পাকসাঁড়াশি। [ইং.

vice]। বিঃ **-ম্যান**—যে শ্রমিক পাকসাঁড়াশি ব্যবহার করে। [ইং. vice+man]।

বাইসিকেল, বাইসিকল, বাইসাইকেল—বিঃ পদ-চালিত দ্বিচক্রযানবিশেষ। [ইং. bicycle]।

বাঈ—বিঃ মহিলা; মহারাষ্ট্র রাজপুতানা গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের মহিলাদের উপাধি (লক্ষ্মীবাঈ)। [তুর্. বাজী]।

বাউটি, বাউটী—বিঃ বলয়জাতীয় বাহুর গহনা-বিশেষ। [সং. বাহু+প্রা. টী]।

বাউণ্ডুলে—বিণঃ ছন্নছাড়া; অকর্মণ্য, ভবঘুরে। [দেশী]।

বাউরা—বিণঃ খেপা, পাগল। [হি. বাউরা<সং বাতুল]।

বাউরি, বাউরী—বিঃ নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু-জাতিবিশেষ। [?—তু. সং. বাগুরা]।

বাউল—বিঃ উদাসীন ও গায়ক সাধকসম্প্রদায়-বিশেষ; খেপা লোক, পাগল। [সং. বাতুল—তু. হি. বাউরা]। বিঃ **-গান**—উক্ত সাধকসম্প্রদায়ে প্রচলিত বিশেষ সুরে গেয় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত। বিঃ **-সুর**—বাউলগান যে সুরে গাওয়া হয়।

বাওয়া১—**বাহা**১-র চলিত রূপ।

বাওয়া২—বিণঃ জ্রূণহীন অর্থাৎ শাবক উৎপাদনে অক্ষম (বাওয়া ডিম)। [দেশী]।

বাংলা—বাঙলা ও বাংলো-র রূপভেদ।

বাংলো—বিঃ (সচ. চারচালা ও একতালা) বাস-ভবনবিশেষ। [হি. বাংলা—ইং. bungalow-দ্বারা প্রভাবিত]।

বাঃ—অব্যঃ বাহবা প্রশংসা বিস্ময় উপহাস প্রভৃতি সূচক। [ফা. বাহ্]।

বাঁ, (প্রাদে.) **বাঁও**১—বি.বিণঃ বাম, দক্ষিণের বিপরীত (বাঁ-দিক্)। [সং. বাম]। **বাঁ-হাতের ব্যাপার**—ঘুসগ্রহণ; ঘুস।

বাঁও২, **বাম**—(১)বিঃ সাড়ে তিন (মতান্তরে চার) হাত পরিমিত গভীরতা। (২) বিণঃ ঐরূপ পরিমাণবিশিষ্ট (বিশ বাঁও জলের নিচে)। [সং. ব্যাম]।

বাঁওড়—বিঃ নদীর যে বাঁকে স্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে। [বাং. বাঁক+মোড় ?]।

বাঁওয়া—বিণঃ (প্রাদে.) হ্যাটা; প্রধানতঃ বাঁ-হাত দিয়া কাজ করে এমন। [বাং. বাঁ+উয়া]।

বাঁক—বিঃ বক্রতা; নদীর বা রাস্তার মোড়; ভারবহনের জন্য ব্যবহৃত বক্র দণ্ডবিশেষ। [প্রা. বক্ক<সং. বক্র]। বিঃ **-নল**—যে বাঁকা নলের মধ্য দিয়া ফুৎকার প্রদান করিয়া চুল্লীর আগুন জ্বালান হয়, blowpipe; মধ্যযুগের সাধক-সম্প্রদায় কর্তৃক উল্লিখিত সূক্ষ্ম নাড়ি যাহা বাহিয়া মাথার চাঁদি হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়! বিঃ **-মল**—বাঁকা বা পাক-দেওয়া (পায়ের অলঙ্কার) মলবিশেষ।

বাঁকা—(১)ক্রিঃ বক্র হওয়া, ঘোরা (পথটা এখানে বাঁকিয়াছে): অসম্মত বা প্রতিকূল হওয়া (সে বেঁকে বসেছে); বাঁকান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে; শ্রীকৃষ্ণ। (৩)বিণঃ বক্র, সিধার বিপরীত (বাঁকা বাঁশ); কুব্জ, ন্যুব্জ (বাঁকা পিঠ); তির্যক্, আড়, কাত (খুঁটিখানা বাঁকা হয়ে বসেছে); ঘোরাল, সিধা নহে এমন (বাঁকা পথ); চোরা (বাঁকা চাহনি); কুটিল, অসরল (বাঁকা মন); কড়া, রূঢ়, বিপরীত (বাঁকা কথা); প্রতিকূল (অমন বাঁকা হয়ো না)। [<প্রা. বক্ক<সং. বক্র]। ক্রিঃ **বাঁকিয়া বসা**—বক্রভাবে স্থাপিত হওয়া; দৃঢ়তার সহিত অসম্মত বা প্রতিকূল হওয়া; পূর্বমত পরিবর্তন করা। বিণঃ **-চোরা**—আঁকাবাঁকা, নানাদিকে বাঁকা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বক্র করা; (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে।

বাঁখারি—বাখারি-র রূপভেদ।

বাঁচন—বিঃ প্রাণধারণ; জীবিত অবস্থা: জীবন বা পুনর্জীবন লাভ; নিষ্কৃতি লাভ। [বাঁচা দ্রঃ]।

বাঁচা—(১)ক্রিঃ প্রাণধারণ করা, জীবিত থাকা; জীবন বা পুনর্জীবন লাভ করা; রক্ষা পাওয়া, নিষ্কৃতি বা রেহাই পাওয়া; বজায় থাকা (মান বাঁচা); না হওয়া (খরচ বাঁচা); উদ্বৃত্ত হওয়া (অনেকটা দই বেঁচে গেল); বাঁচান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [হি. √বচ্<সং. রক্ষ্]। **-ন, -নো**—(১) ক্রিঃ জীবন্ত করা; জীবন বা পুনর্জীবন দান করা; রক্ষা করা, নিষ্কৃতি পাওয়ান; উদ্বৃত্ত বা সঞ্চিত করা (টাকা বাঁচান); বজায় রাখা (চাকরি বাঁচান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বাঁচোয়া—বিঃ জীবনরক্ষা; রেহাই, নিস্তার। [বাং. বাঁচা+ওয়া—তু. হি. বচাব]।

বাঁজা, বাঁঝা—(১)বিণ(স্ত্রী): বন্ধ্যা; সন্তানোৎপাদনে বা ফলোৎপাদনে অক্ষম। (২)বি(স্ত্রী): বন্ধ্যা নারী। [সং. বন্ধ্যা]।

বাঁট১—বিঃ ছুরি তরোয়াল প্রভৃতির হাতল [প্রা. বণ্ট]।

বাঁট২—বিঃ গবাদি পশুর স্তনের বোঁটা। [সং. বাণ]।

বাঁটওয়ারা—**বাটোয়ারা**-র রূপভেদ।

বাঁটন১—বিঃ বণ্টন, বিভাজন; ভাগ করিয়া বিতরণ। [বাঁটা দ্রঃ]।

বাঁটন২, **বাঁটা**১, **বাঁটান (-নো)**১—যথাক্রমে **বাটন বাটা** ও **বাটান**-র রূপভেদ।

বাঁটা২—(১)ক্রিঃ বণ্টন করা, ভাগ করা; অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া; প্রাপ্য অংশানুযায়ী বিতরণ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ বণ্ট্‌ + বাং. আ]। **-ন**২, **-নো**২—(১)ক্রিঃ পরের দ্বারা বণ্টন বা বিভাজন করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

বাঁটুল—বিঃ গুলি, বল। [সং. বর্তুল]।

বাঁটোয়ারা—**বাঁটওয়ারা**-র বানানভেদ।

বাঁদর—বিঃ বানর। [সং. বানর]। বি(স্ত্রী): **বাঁদরী**। ক্রিঃ **বাঁদর নাচান**—বাঁদরকে খেলান; (আল.) বিরক্তিকর উৎপাত করার জন্য উসকান। বিণঃ **-মুখো**, (প্রাদে.) **-মুখা**—বানরের ন্যায় কুৎসিত মুখবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**। বিঃ **বাঁদরামি, বাঁদরাম, বাঁদরামো**—বানরের ন্যায় উৎকট দুষ্টামি, অসভ্য আচরণ। বিণঃ **বাঁদুরে**—বানরসুলভ; বানরের ন্যায় উৎকট দুষ্টামিবিশিষ্ট।

বাঁদিপোতা—বিঃ বিভিন্ন রঙের ডোরা-কাটা ও চৌখুপী বস্ত্রবিশেষ। [?]।

বাঁদী—বিঃ দাসী; ঝি; ক্রীতদাসী। [ফা বান্দী]। বি(পুং): **বান্দা** দ্রঃ।

বাঁধ—বিঃ জলস্রোত ঠেকাইবার জন্য আলি বা প্রাচীর। [সং. বন্ধ]।

বাঁধন—বিঃ বন্ধন, গ্রন্থি; অবরোধ; বাঁধুনি, সংহতিপূর্ণ বিন্যাস (কথার বাঁধন); শৃঙ্খলা (কাজের বাঁধন)। [বাঁধা২ দ্রঃ]। বিঃ **বাঁধনি**—(সচ. কাব্যে) 'অবরোধ' ব্যতীত অন্য সকল অর্থে **বাঁধন**-এর অনুরূপ।

বাঁধা১—বিঃ বন্ধক, ঋণের জামিনস্বরূপ গচ্ছিত রাখা (বাঁধা দেওয়া)। [সং. বন্ধ]।

বাঁধা২—(১)ক্রিঃ বন্ধন করা (দড়ি দিয়ে বাঁধা), আটক করা; (জলস্রোতাদিতে) বাঁধ দেওয়া (খাল বাঁধা); থামান (গাড়ি বাঁধা); সংযত করা বা শান্ত করা (মন বাঁধা); গ্রথিত করা বা রচনা করা (গান বা খোঁপা বাঁধা); স্থায়ী করা, নির্মাণ করা (ঘর বাঁধা); সংযোগ করা (সুর বাঁধা); একত্র করা (প্রাণে প্রাণে বাঁধা); সংহত হওয়া (দানা বাঁধা, জমাট বাঁধা); রাঁধান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ আবদ্ধ, বন্ধনযুক্ত (বাঁধা হাত); আটক (বাঁধা গোরু); বাঁধ-দেওয়া, অবরুদ্ধ (বাঁধা খাল); অপরিবর্তনীয় (বাঁধা নিয়ম); নিয়মিত (বাঁধা মক্কেল বা খরিদ্দার); নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত (বাঁধা মাইনে); ইষ্টকাদিদ্বারা নির্মিত (বাঁধা ঘাট)। [সং. √বন্ধ্‌ +বাং. আ]। বিঃ **-ই**—বাঁধার কাজ বা পারিশ্রমিক। বিঃ **বাঁধাকপি**—কেবল পত্রযুক্ত আহার্য কপিবিশেষ। বিঃ **-গৎ**—(আল.) অপরিবর্তনীয় নিয়ম বা রীতি। বিঃ **-ছাঁদা**—পোটলা-পুটলি গুছাইয়া বাঁধা। বিণঃ **-ধরা**—নির্দিষ্ট; অপরিবর্তনীয়; একঘেয়ে। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (পুস্তকাদি) সম্বদ্ধ করা (বই বাঁধান); ফ্রেমে আবদ্ধ করা (ছবি বাঁধান); নির্মাণ করান (দাঁত বাঁধান); খচিত করা, মোড়া (সোনা দিয়া বাঁধান); ইষ্টকাদি দ্বারা পাকা করান (রাস্তা বাঁধান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। **-বাঁধি**—(১)বিণঃ ধরাবাঁধা, নির্দিষ্ট, নিয়মবদ্ধ; (২)বিঃ ধরাবাঁধা নিয়ম।

বাঁধি-গৎ—**বাঁধা-গৎ**-এর রূপভেদ।

বাঁধুনি, (বর্জি.) **বাঁধুনী**—**বাঁধনি**-র রূপভেদ।

বাঁয়া—বিঃ তবলার সহচররূপে ব্যবহৃত এবং বাম হস্তে বাজাইতে হয় এমন আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ডুগি। [সং. বামা]।

বাঁশ—বিঃ তৃণজাতীয় লম্বা গাছবিশেষ, বেণু। [সং. বংশ]। বিঃ **-গাড়ি**—জমির সীমা নির্দেশ করিয়া বাঁশের খুঁটি প্রোথিত করা। ক্রিঃ **বাঁশ দেওয়া**—সর্বনাশ করা। **বাঁশবনে ডোম কানা**—বাঁশের কাজে অভ্যস্ত হইয়াও ডোম যেরূপ বহুসংখ্যক বাঁশের মধ্যে ভাল একটি বাঁশ বাছিয়া লইতে পারে না সেইরূপ অসংখ্য বস্তুর মধ্যে উপযুক্ত একটি বাছিয়া লইতে অক্ষম হওয়া; দিশাহারা। **বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়**—আসল লোকের অপেক্ষা তাহার অনুচরের বা পিতার অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর প্রতাপ অথবা কঠোরতা।

বাঁশরি, বাঁশরী—বিঃ (প্রধানতঃ কাব্যে) বাঁশি। [বাং. বাঁশ+র (অত্যর্থে)+ই, ঈ (কোমল প্রয়োগে বা স্ত্রীলিঙ্গে)]।

বাঁশি, বাঁশী—বিঃ ফুঁ দিয়া বাজাইবার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মুরলী। [সং. বংশী]।

বাকল, (কথ্য) **বাকলা**—বিঃ গাছের ছাল। [সং. বল্কল]।

বাকি, বাকী—(১)বিণঃ অবশিষ্ট, উদ্বৃত্ত (বাকি টাকা); অসম্পন্ন (বাকি কাজ); অনাদায়ী, প্রাপ্য (বাকি পাওনা); আগামী (বাকি জীবন)। (২)বিঃ উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্ট অংশ ('বাকি কোথা নাহি জানে': রবীন্দ্র); দেয় টাকা (বাকি শোধ); পাওনা (বাকি আদায়)। [আ. বাকী]। **বাকি জায়**—অনাদায়ী খাজনার তালিকা। ক্রিঃ **বাকি পড়া**—(পাওনাদি) অনাদায়ী থাকা। বিঃ **-বকেয়া**—পরের নিকট পাওনা।

বাক্ (বাচ্)—বিঃ বাক্য, শব্দ, কথা; বিদ্যা; সরস্বতী, বাগিন্দ্রিয়। [সং. √বচ্+ক্বিপ্]। বিঃ **-কলহ**—ঝগড়া; তর্কাতর্কি। বিঃ **-চাতুরি, -চাতুর্য**—কথা বলার দক্ষতা; ছলনাপূর্ণ বাক্য; বিঃ **-ছল**—কথার কৌশল; দ্ব্যর্থক কথা; ছলনাপূর্ণ কথা। বিণঃ **-পটু**—কথা বলিতে দক্ষ। বিঃ **-পারুষ্য**—কর্কশ বা রূঢ় বাক্য; কথা বলার রূঢ়তা; অপমানকর উক্তি, কটূক্তি। বিঃ **-প্রণালী**—কথা বলার কায়দা বা রীতি। বিঃ **-রোধ** (অশু. কিন্তু চলিত)—কথা বলার শক্তি লোপ; স্বর বন্ধ হওয়া। বিঃ **-শক্তি**—কথা বলার ক্ষমতা। বিঃ **-সংযম**—মিতভাষিতা। বিণঃ **-সিদ্ধ**—যাহা বলে তাহাই সত্য হয় এমন। বিণ(স্ত্রী): **-সিদ্ধা**। বিণঃ **-সর্বস্ব**—কেবল কথা বলিতেই ওস্তাদ (কাজে কিছুই নহে) এমন। বিঃ **-স্ফূর্তি**—কথা বাহির হওয়া।

বাক্য—বিঃ কথা, বচন; (ব্যাক) পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পরস্পর-অন্বয়যুক্ত পদসমষ্টি, sentence। [সং. √বচ্+য (র্ঘ)]। বিঃ **-দান**—অঙ্গীকার করণ, প্রতিশ্রুতি। বিণঃ **-নবাব, -বাগীশ, -বিশারদ**—বাক্পটু; বাচাল। বিঃ **-বাণ**—তীরের ন্যায় মর্মভেদী কথা, অতি তীক্ষ্ণ ও কঠোর বচন। বিঃ **-ব্যয়**—কথা বলা। বিঃ **-স্ফূর্তি**—কথা বাহির হওয়া। বিঃ **বাক্যালাপ**—কথোপকথন।

বাক্স, বাক্‌স—বিঃ ঢাকনিওয়ালা আধারবিশেষ, মঞ্জুষা, পেটিকা। [ইং. box]। বিণঃ **-জাত, -বন্দী**—বাক্সের মধ্যে রক্ষিত। বিঃ **ক্যাশ-বাক্স**—নগদ টাকাকড়ি রাখিবার বাক্স। বিঃ **হাত-বাক্স**—নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য হালকা ক্ষুদ্র বাক্স।

বাখান—বিঃ ব্যাখ্যান; গুণকীর্তন, প্রশংসা; বিস্তৃত বর্ণনা; (বিদ্রূপে) বর্ণনা। [সং. ব্যাখ্যান]। ক্রিঃ **বাখানা** (কাব্যে)—বর্ণনা করা, প্রশংসা করা ('বাখানি সাহস তোর': মধু.)।

বাখারি, (বর্জি.) **বাখারী**—বিঃ বাঁশের ফালি বা চটা। [দেশী]।

বাখারি চুন—বিঃ ঝিনুক শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া প্রস্তুত চুন। [?]।

বাগ১—বিঃ বাগান, উদ্যান (গুলবাগ)। [ফা.]।

বাগ২—বিঃ (অপ্র.) বল্গা (বাগডোর); বশ, শাসন (বাগ মামান), কৌশল (কাজের বাগ); সুযোগ, সুবিধা (বাগ পেয়ে); আয়ত্তি (বাগে পেয়ে); (গ্রা.) পথ, দিক্ (কোন্ বাগে গেল)। [সং. বল্গা]।

বাগড়া—বিঃ ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধক, বাধা। [সং. ব্যাঘাত]।

বাগডোর—বিঃ ঘোড়ার মুখের লাগাম বা দড়ি। [হি.—তু. **বাক, ডোর**]।

বাগদা চিংড়ি—**চিংড়ি** দ্রঃ।

বাগদী, বাগদি—বিঃ নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দু জাতিবিশেষ। [দেশী]। বি(স্ত্রী): **বাগদিনী**।

বাগা—ক্রিঃ বাগান। [প্রা. বগ্গা<সং. বল্গা+ বাং আ]।

বাগাড়ম্বর—বিঃ কথার ঘটা, বড় বড় কথা। [সং. বাক্ (বাচ্)+আড়ম্বর]।

বাগান১ (উচ্চা. বাগান্)—বিঃ উদ্যান, উপবন। [ফা. বাগ]। বিঃ **-বাড়ি**—বাগান-শোভিত প্রমোদভবন।

বাগান২, বাগানো—(১)ক্রিঃ কৌশলে আয়ত্ত বা বশীভূত করা (বদমেজাজি ঘোড়াকে বাগান); আদায় করা, লাভ করা (কাজ বাগান); বিন্যাস করা (তেড়ি বাগান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাগা দ্রঃ]।

বাগি, বাগী—বিঃ (সচ. কুঁচকিতে উদ্‌গত) উপদংশজনিত দুষ্ট স্ফোটকবিশেষ। [দেশী]।

বাগিচা—বিঃ ক্ষুদ্র বাগান। [ফা. বাগ্‌চহ্]।

বাগীশ, বাগীশ্বর—বিঃ বাক্পটু; বাগ্মী; বাচস্পতি; বৃহস্পতি। [সং. বাচ্+ঈশ, ঈশ্বর]। বি(স্ত্রী): **বাগীশা, বাগীশ্বরী**—সরস্বতীদেবী।

বাগুড়া, বাগুরা, বাগুলা—বিঃ সুপারি নারিকেল কলা প্রভৃতির সবৃন্ত পত্র; ফাঁদ, জাল। [দেশী]। বিঃ **বাগুরিক**—জেলে; ব্যাধ।

বাগ্‌জাল—বিঃ কথার ফাঁদ ; বাগাড়ম্বর। [সং. বাচ্‌+জাল]।

বাগ্‌ডম্বর—বিঃ বাগাড়ম্বর। [সং. বাচ্‌+ডম্বর]।

বাগ্‌দণ্ড—বিঃ তিরস্কার, গালিগালাজ ; (বিরল প্রয়োগ) বাক্‌-সংযম। [সং. বাচ্‌+দণ্ড]।

বাগ্‌দত্তা, বাগ্দত্তা—বিণ.বি(স্ত্রী): বাক্যদ্বারা দত্তা অর্থাৎ যে কন্যাকে নির্দিষ্ট কোন পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার কথা বিধিপূর্বক দেওয়া হইয়াছে। [সং. বাচ্‌+দত্তা]। বিঃ **বাগ্‌দান**—কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি ; (অশু কিন্তু চলিত) পাত্র কর্তৃক পাত্রীকে বা পাত্রী কর্তৃক পাত্রকে বিবাহের প্রতিশ্রুতিদান, betrothal.

বাগ্‌দেবী, বাগ্দেবী, বাগ্‌বাদিনী, বাগ্বাদিনী—বিঃ বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। [সং. বাচ্‌+দেবী, বাদিনী]।

বাগ্‌বিতণ্ডা, বাগ্বিতণ্ডা—বিঃ তর্কবিতর্ক ; ঝগড়া। [সং. বাচ্‌+বিতণ্ডা]।

বাগ্‌বিদগ্ধ, বাগ্বিদগ্ধ—বিণঃ বাক্যে পণ্ডিত, বাক্যনিপুণ। [সং. বাচ্‌+বিদগ্ধ]। বিঃ **বাগ্‌বৈদগ্ধ, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য**—বাক্‌চাতুর্য, বাক্‌পটুতা, বক্তৃতায় নিপুণতা।

বাগ্মী (-গ্মিন্)—বিণঃ সুবক্তা ; বাক্‌পটু। [সং. বাচ্‌+মিন্]। বিঃ **বাগ্মিতা**।

বাগ্‌যুদ্ধ—বিঃ তর্কাতর্কি, কথা-কাটাকাটি। [সং. বাচ্‌+যুদ্ধ]।

বাগ্‌রোধ—**বাক্‌রোধ**-এর শুদ্ধ রূপ।

বাঘ—বিঃ ব্যাঘ্র, শার্দুল। [সং ব্যাঘ্র]। বি(স্ত্রী): **বাঘিনী, বাঘী**। **বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়া**—(আল.) শাসনের দাপটে বাধ্য হইয়া বিবাদ-বিসংবাদ ত্যাগ করিয়া শান্তিতে বসবাস করা। **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**—প্রবল বাঘের বাসস্থানে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণী ঘোগের শত্রুতাসাধনার্থ গুপ্তভাবে অবস্থানের ন্যায় ব্যাপার। **বাঘের মাসী**—বিড়াল। বিঃ **-ছড়, -ছড়ি**—বাঘের ছাল, ব্যাঘ্রচর্ম। বিঃ **-নখ**—বাঘের নখ ; গলার গহনাবিশেষ ; শিবাজীর দস্তানারূপে ব্যবহৃত ব্যাঘ্রনখাকৃতি অস্ত্রবিশেষ ; গন্ধদ্রব্যবিশেষ। বিঃ **-বন্দী**—ক্রীড়াবিশেষ।

বাঘা—(১)বিঃ (তুচ্ছার্থে) বাঘ। (২)বিণঃ বৃহৎ, প্রকাণ্ড (বাঘা কুকুর) ; কড়া, তীব্র (বাঘা তেঁতুল) ; রাশভারী (বাঘা লোক)। [বাং. বাঘ+আ]।

বাঘাম্বর—বিঃ বাঘছালের বস্ত্র। [সং. ব্যাঘ্রাম্বর]।

বাঙ্গী—**বাঁগি**-র রূপভেদ।

বাঙ্গাল—বিঃ পূর্ববঙ্গবাসী ; (বিদ্রূপে) গ্রাম্য লোক। (২)বিণঃ পূর্ববঙ্গীয় (বাঙ্গাল প্রথা)। [সং. বঙ্গ+বাং. আল]। বি(স্ত্রী): **বাঙ্গালিনী, বাঙ্গালনী**, (চলিত) **বাঙালিনী, বাঙালনী**। বিণঃ **বাঙ্গালে**, (চলিত) **বাঙালে**—বাঙ্গালসম্বন্ধীয় (বাঙালে গোঁ), পূর্ববঙ্গীয়।

বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা—(১)বিঃ বঙ্গদেশ বা তত্রত্য অধিবাসীদের ভাষা। (২)বিণঃ বঙ্গভাষায় রচিত (বাঙলা উপন্যাস) ; বঙ্গদেশীয় (বাঙলা ভাষা)। [ফা. বঙ্গালহ্‌]।

বাঙ্গালী, বাঙালী—(১)বিঃ বঙ্গদেশের অধিবাসী। (২)বিণঃ বঙ্গদেশীয় (বাঙ্গালী প্রথা)। [বাং. বাঙ্গালা+ঈ]। বি(স্ত্রী): **বাঙ্গালিনী, বাঙালিনী**।

বাঙ্গী—বিঃ দুইদিকে শিকাতে ভার বহিবার বাঁক। [দেশী]। বিঃ **-দার**—বাঙ্গীতে ভার-বহনকারী।

বাঙ্‌নিষ্পত্তি—বিঃ বাক্যোচ্চারণ। [সং. বাচ্‌+নিষ্পত্তি]।

বাঙ্ময়—বিণঃ শব্দপূর্ণ ; বাক্যদ্বারা গঠিত ; ভাষায় রূপান্তরিত। [সং. বাচ্‌+ময়]। **বাঙ্ময়ী**—(১)বিণঃ **বাঙ্ময়**-এর স্ত্রীলিঙ্গ ; (২)বিঃ সরস্বতী-দেবী।

বাচ—**বাইচ** দ্রঃ।

বাচক১—বিণঃ বোধক, অর্থজ্ঞাপক ; কথক ; পাঠক। [সং. √বচ্‌+অক (র্তৃ)]।

বাচক২—বিঃ (গ্রা.) বাছবিচার বা নিষেধ। [বাছা দ্রঃ]।

বাচন—বিঃ কথন ; উক্তি ; পাঠ ; ব্যাখ্যা ˉ রণ। [সং. √বচ্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)]। বিণঃ **বাচনিক**—মৌখিক, কথার দ্বারা প্রকাশিত বা জ্ঞাপিত।

বাচবিচার—**বাছবিচার**-এর রূপভেদ।

বাচস্পতি—বিঃ বাক্‌পটু ব্যক্তি, বাগ্মী লোক ; বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ; বৃহস্পতি ; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। [সং. বাচঃ+পতি]। **বাচস্পত্য**—(১)বিঃ বাগ্মিতা ; উত্তম বক্তৃতা ; পাণ্ডিত্য ; (২)বিণঃ বাচস্পতি-সম্বন্ধীয়।

বাচাল—বিণঃ প্রগল্‌ভ, বেশী কথা বলে এমন। [সং. বাচ্‌+আল]। বিঃ **-তা**।

বাচিক—বিণঃ বাচনিক। [সং. বাচ্‌+ইক]।

বাচ্চা, বাচ্ছা—(১)বিঃ বৎস, শিশু ; সন্তান ; শাবক, ছানা (কুকুরের বাচ্চা)। (২)বিণঃ অল্প-

বয়স্ক (বাচ্চা ছেলে)। [প্রা. বচ্ছ<সং. বৎস—তু. হি. ফা. বাচ্চা]। বিঃ **-কাচ্চা**—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, শিশুসন্তান।

বাচ্য—(১)বিণঃ বলার যোগ্য; বলিতে হইবে এমন, কথ্য; গণ্য; অভিধেয়। (২)বিঃ (ব্যাক.) বাক্যের বা উহার ক্রিয়ার কর্তা কর্ম প্রভৃতির যে-কোনটিকে প্রধানরূপে বুঝাইবার শক্তি, voice; ধাতুর উত্তর যে বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রত্যয় হয়। [সং. √বচ্+য]। বিঃ **বাচ্যার্থ**—বিঃ শব্দের বা বাক্যের অভিহিতার্থ অর্থাৎ স্বাভাবিক বা মুখ্যার্থ (তু. লক্ষ্যার্থ; ব্যঙ্গার্থ)।

বাছন, বাছনি$_{১}$—বিঃ নির্বাচন, বাছাই, অপকৃষ্ট অংশ হইতে পৃথক্করণ; মনোনয়ন, পছন্দ করণ। [বাছা$_{২}$ দ্রঃ]।

বাছনি$_{২}$—বিঃ (কাব্যে) বৎস, বাছা। [<বাং. বাছাধন—বাছা$_{১}$ দ্রঃ]।

বাছবিচার—বিঃ (প্রধানতঃ মাত্রাতিরিক্তভাবে বা উৎকটভাবে) বিচারপূর্বক বাছাই; ভাল-মন্দের বা কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার। [বাং. বাছা$_{২}$+বিচার]।

বাছা$_{১}$—বিঃ বৎস, শিশুসন্তান; পুত্রকন্যা-স্থানীয়দের বা বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি স্নেহ-সম্বোধন। [সং. বৎস]। বিঃ **-ধন**—প্রিয় বৎস; স্নেহ-পাত্রকে সম্বোধনবিশেষ।

বাছা$_{২}$—(১)ক্রিঃ নির্বাচন করা, মনোনয়ন করা, পছন্দ করা; পৃথক্ করা (ভালমন্দ বাছা); আবর্জনামুক্ত করা (চাউল বাছা); খুঁজিয়া বাহির করিয়া বাদ দেওয়া (উকুন বাছা); বাছান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ নির্বাচিত; আবর্জনামুক্ত, পরিষ্কৃত (বাছা চাউল); সেরা (বাছা লোক)। [?]। বিণঃ **বাছাবাছা**—সেরা-সেরা। **-ই**—(১)বিঃ নির্বাচন; আবর্জনা-মুক্ত করা; (২)বিণঃ নির্বাচিত; পছন্দসই; সেরা। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অন্যের দ্বারা নির্বাচন বা মনোনয়ন করান; পৃথক্ করান; আবর্জনা-মুক্ত করান; খুঁজিয়া বাহির করাইয়া বাদ দেওয়ান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

বাছারি—বিণঃ (নৌকা-সম্বন্ধে) বাইচ খেলায় ব্যবহৃত; বাছার অর্থাৎ গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত। [বাং. বাইচ+আরি; বাছার (=যে ব্যক্তি একক প্রচেষ্টায় তালগাছের গুঁড়ি উত্তোলন করিয়া ও গড়াইয়া দিয়া গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্ ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে)+আরি]।

বাছাল—বিণঃ বাছাই-করা, বাছা। [বাছা$_{২}$ দ্রঃ]।

বাছুনি—বাছনি$_{২}$-র রূপভেদ।

বাছুর—বিঃ গোবৎস। [সং. বৎসরূপ]।

-বাজ$_{১}$—(সচ. মন্দার্থে) দক্ষ অভ্যস্ত আসক্ত ইত্যাদি অর্থবাচক ফার্সী প্রত্যয়বিশেষ (ফন্দি-বাজ, মামলাবাজ)। **-বাজি**—দক্ষতা আসক্তি ইত্যাদি অর্থবাচক প্রত্যয় (ফন্দিবাজি, মামলা-বাজি)। [ফা. বাজ+বাং. ই]।

বাজ$_{২}$—বিঃ বজ্র। [সং. বজ্র]।

বাজ$_{৩}$—বিঃ শিকারি পাখিবিশেষ, শ্যেন। [ফা.]। বিঃ **-বহরি, -বহরী, -বৈরি, -বৈরী**—বৃহদাকার বাজবিশেষ।

বাজখাঁই—বিণঃ অত্যন্ত কর্কশ ও উচ্চ। [বাজখাঁ (গায়কবিশেষ)+ই]।

বাজন—(১)বিঃ বাজা, বাদ্য, বাদ্যধ্বনি। (২)বিণঃ বাজে এমন ('বাজন নূপুর পায়': গো. দা.)। [বাজা দ্রঃ]। বিঃ **-দার**—পেশাদার বাদক।

বাজনা—বিঃ বাদ্য; বাদ্যধ্বনি; বাদ্যযন্ত্র; বাদন। [বাজা দ্রঃ]। বিঃ **-ওয়ালা, -দার**—পেশাদার বাদ্য-বাদক।

বাজপেয়—বিঃ বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। [সং.]। বিণ. বিঃ **বাজপেয়ী** (-য়িন্)—বাজপেয়-যজ্ঞকারী।

বাজবহরি, বাজবহরী, বাজবৈরি, বাজবৈরী—বাজ$_{৩}$ দ্রঃ।

বাজরা$_{১}$—বিঃ শস্যবিশেষ। [হি.]।

বাজরা$_{২}$—বিঃ বড় ঝুড়ি। [<বাজার?—মূলতঃ বাজারের ঝুড়ি?]।

বাজা—(১)ক্রিঃ বাদিত বা ধ্বনিত হওয়া (ঘণ্টা বাজা); আওয়াজ করিয়া সময় সূচিত করা (প্রহর বাজা); ঘড়িতে সময় নির্দেশ করা (কটা বেজেছে); কঠোর বা কর্কশ বা অপ্রীতি-কর বোধ হওয়া (দাঁতে হাতে বা কানে বাজা); বিদ্ধ হওয়া, আঘাত করা (মর্মে বাজা); বাজান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ বাজে এমন (বাজা ঘড়ি)। [প্রা. বজ্জ—তু. সং. বাদ্য]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বাদিত বা ধ্বনিত করা; হাসিল করা (কাজ বাজান), বাধান (লড়াই বাজান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বাজার—বিঃ নিত্যনিয়মিত হাটবিশেষ, ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান; দোকানের শ্রেণী; বাজার হইতে ক্রীত (প্রধানতঃ রন্ধনযোগ্য) সামগ্রী

(আজকের বাজারটা কই) ; দ্রব্যাদির দর (চড়া বাজার) ; দ্রব্যাদি ক্রয় (বাজার করা) । [ফা. বাজার্] । ক্রি: **বাজার গরম হওয়া**—পণ্য-দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি বা অধিক কাটতি হওয়া । ক্রি: **বাজার চড়া**—পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়া । ক্রি: **বাজার নরম** বা **মন্দা হওয়া**—পণ্য-সামগ্রীর মূল্য বা চাহিদা হ্রাস পাওয়া । ক্রি: **বাজার বসা**—বাজারে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হওয়া ; নূতন বাজার স্থাপিত হওয়া ; (আল.) অসহ্য হট্টগোল হওয়া । বি: **-খরচ**—বাজার হইতে দ্রব্যাদি কেনার খরচা । বি: **-দর**—বর্তমানে যে দামে পণ্যসামগ্রী বিক্রীত হইতেছে । বিণ: **বাজারে**—বাজারে প্রচলিত বা বাজারের দোকানদারদের মধ্যে প্রচলিত, অশিষ্ট ও অশ্লীল (বাজারে কথাবার্তা) ; যাহার দেহ সাধারণের উপভোগ্য অর্থাৎ বেশ্যাবৃত্তি-ধারিণী ('সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে' : মধু.) ।

-বাজি$_1$— **-বাজ$_1$** দ্র: ।

বাজি$_2$—বি: ইন্দ্রজাল, ভেলকি (ভোজবাজি) ; খেলার দফা (এক বাজি দাবা) ; আতশবাজি (বাজি পোড়ান) ; জুয়াখেলার পণ (বাজি রাখা) ; (আল.) জীবলীলা, ভবের খেলা ('এবার বাজি ভোর' : রা. প্র.) । [ফা. বাজী] । বি: **-কর**—ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর । বি: **-মাত, -মাৎ** খেলায় বা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ ।

বাজিয়ে—বিণ: বাদ্যকর, বাদ্যনিপুণ । [বাং. বাজা + ইয়ে] ।

বাজী$_1$—**বাজি$_2$**-র বানানভেদ ।

বাজী$_2$ (-জিন্)—বি: অশ্ব ; বাণ । [সং. বাজ + ইন্] । বি(স্ত্রী): **বাজিনী** । বি: **-করণ**—রতিশক্তিবর্ধক ঔষধ বা প্রক্রিয়া । [সং. বাজিন্ + ঈ (চ্বি) + √কৃ + অন] ।

বাজু—বি: তাগাজাতীয় হাতের গহনাবিশেষ ; বাহু ; পার্শ্ব ; খাটের উপরিস্থ পাশের কাঠ ; দরজার চৌকাঠের দুইপাশের কাঠ । [ফা.] । বি: **-বন্ধ**—তাগাজাতীয় বাহুর অলঙ্কারবিশেষ ।

বাজে—বিণ: খেলো অকেজো (বাজে মাল) ; তুচ্ছ, অপ্রধান (বাজে লোক) ; অসার, মিথ্যা (বাজে কথা) ; অনর্থক, নিরর্থক (বাজে খাটুনি) ; বাড়তি, ফালতু, অতিরিক্ত (বাজে খরচ, বাজে আদায়) । [আ. বাজ্] । বিণ: **-মার্কা**—নিরেশ বা খেলো ।

বাজেয়াপ্ত—বিণ: সরকার জমিদার প্রভৃতি কর্তৃক অধিকৃত, confiscated । [ফা. বাজ্ + য়াফ্ৎ] ।

বাঞ্ছন, বাঞ্ছনীয়—**বাঞ্ছা** দ্র: ।

বাঞ্ছা—বি: অভিলাষ ; কামনা, সাধ, ইচ্ছা । [সং. √বাঞ্ছ্ + অ (ভা) + আ] । বি: **বাঞ্ছন**—বাঞ্ছা । বিণ: **বাঞ্ছনীয়**—কাম্য, অভিলষণীয় । বি: **-কল্পতরু**—সকল অভিলাষ পূর্ণকারী স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ ; যিনি সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন । বিণ: **বাঞ্ছিত**—অভিলষিত, ঈপ্সিত । বিণ(স্ত্রী): **বাঞ্ছিতা** ।

বাট$_1$—বি: (সাধারণতঃ কাব্যে) পথ রাস্তা ('যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' : রবীন্দ্র) । [সং. √বট্ + ণিচ্ + অ (ঘ)] ।

বাট$_2$—বি: স্বর্ণ ও রৌপ্যের তাল বা পিণ্ড, bullion [বি প.] ।

বাটখারা—বি: দ্রব্যসামগ্রীর ওজন নির্ণয় করিবার জন্য নির্দিষ্ট ওজনের লৌহখণ্ডাদি, পড়িয়ান । [তু. হি. বট্খারা < সং. বটক] ।

বাটনা—বি: শিল-নোড়ার দ্বারা পিষ্ট মসলা ; বাটিতে হইবে এমন মসলা । [বাটা$_5$ দ্র:] ।

বাটপাড়, (বিরল) **বাটপার**—বি: রাহাজান, দস্যু, লুঠেরা । [তু হি. বাট্মারনা, বাট্পারনা] । বি: **বাটপাড়ি**, (বিরল) **বাটপারি**—বাটপাড়ের বৃত্তি ।

বাটা$_1$—**বাট্টা**-র রূপভেদ ।

বাটা$_2$—বি: পাত্রবিশেষ ; পানের থালা । [দেশী] ।

বাটা$_3$—বি: জামাতার কল্যাণ কামনায় বাটাভরা খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদানপূর্বক করণীয় ব্রতবিশেষ (ষষ্ঠীবাটা) । [তু বাটা$_2$] ।

বাটা$_4$—বি: শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ । [দেশী] ।

বাটা$_5$—(১)ক্রি: (প্রধানতঃ শিলনোড়ায়) পেষণ করা ; বাটান । (২)বিণ: উক্ত অর্থে । (৩)বি: (শিলনোড়ায়) পেষণ, (শিলনোড়ায়) পিষ্ট বস্তু । [?] । **-ন, -নো**—ক্রি: (শিলনোড়ায়) পেষণ করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে ।

বাটালি, বাটালী—বি: ছুতার কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্রবিশেষ । [দেশী] ।

বাটি—বি: কানা-উঁচু ক্ষুদ্র বাসনবিশেষ, পেয়ালা । [দেশী] । ক্রি: **বাটি চালা**—অজ্ঞাত অপরাধীকে ধরিবার জন্য মন্ত্রবলে বাটিকে গতিযুক্ত করা ।

বাটিকা—বি: ছোট বাড়ি (উদ্যানবাটিকা) । [সং. বাটী + ক + আ] ।

বাটী$_1$—বি: বাড়ি, গৃহ, আবাস । [সং.] ।

বাটী২—**বাটি**-র বানানভেদ।
বাটুল—**বটুল**-র রূপভেদ।
বাটোয়ারা—বিঃ বণ্টন, বিভাজন, অংশ ভাগ-করণ। [তু. হি. বটবানা]।
বাট্টা—বিঃ ক্রয়-বিক্রয়কালে প্রকৃত মূল্যের যে অংশ বাদ দেওয়া হয়, ধরাট, discount। [তু. হি. বট্টা]।
বাড়—বিঃ বৃদ্ধি, পুষ্টি (গাছের বাড়); স্পর্ধা (তোর বড় বাড় বেড়েছে)। [বাড়া দ্রঃ]। **-তি**—(১)বিঃ বৃদ্ধি (বাড়তির মুখে)। (২)বিণঃ উদ্বৃত্ত, প্রয়োজনাতিরিক্ত (বাড়তি মাল)। বিঃ **-ন**—বাড়, বৃদ্ধি; পুষ্টি। বিণঃ **-ন্ত**—বৃদ্ধিশীল, বর্ধমান (বাড়ন্ত গড়ন); (কথ্য) নিঃশেষিত (ঘরে চাল বাড়ন্ত)। বিঃ **-বাড়ন্ত**—অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি।
বাড়ই—বিঃ ছুতার; ঘরামি। [সং. বর্ধকি]।
বাড়ন১—বিঃ সম্মার্জনী, ঝাঁটা। [সং. বর্ধনী]।
বাড়ন২, বাড়ন্ত—**বাড়** দ্রঃ।
†**বাড়ব**—(১)বিঃ সমুদ্রোত্থিত অগ্নি, সিন্ধুঘোটকের মুখনিঃসৃত অগ্নি। (২)বিণঃ বড়বা অর্থাৎ সিন্ধুঘোটক সম্বন্ধীয় (বাড়বাগ্নি)। [সং. বড়বা +অ]।
বাড়া—(১)ক্রিঃ বৃদ্ধি পাওয়া (শরীর, বয়স, লোক বাড়া), ভোজনপাত্রে সাজাইয়া দেওয়া (ভাত বাড়া); শিস বাহির করিবার জন্য কাটা (পেনসিল বাড়া)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে; অধিক ('সে মাটি মায়ের বাড়া' : রবীন্দ্র)। [সং. √বৃধ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)-ক্রিঃ বর্ধিত করা (মান বাড়ান); প্রসারিত করা (গলা বা হাত বাড়ান); ভোজনপাত্রে অপরের দ্বারা সাজাইয়া দিবার ব্যবস্থা করান; শিষ বাহির করিবার জন্য কাটান (পেনসিল বাড়ান); সম্মানবৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত প্রশংসা করা (তুমি আমাকে বাড়িয়ো না); অতিরঞ্জিত করা (বাড়িয়ে বলা); অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়া (সে ছেলেটাকে বাড়িয়ে তুলেছে); প্রকৃত অপেক্ষা অধিক করিয়া জ্ঞাপন করা (বয়স বাড়ান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-বাড়ি**—অত্যধিক বাড় (বাড়াবাড়ি হওয়া); কোন কার্যে বা আচরণে সীমালঙ্ঘন (বাড়াবাড়ি করা)।
বাড়ি১—বিঃ আঘাত; লাঠি, দণ্ড। [দেশী]।
বাড়ি২, (বর্জি.) বাড়ী—বিঃ বাসস্থান, গৃহ। [সং. বাটী]। বিঃ **-ওয়ালা**—(প্রধানতঃ ভাড়াটিয়া বাড়ির) মালিক। বি(স্ত্রী): **-ওয়ালী, -উলী, -ওয়ালি, -উলি**। বিঃ **-ঘর, ঘরবাড়ি**—বাসগৃহ ও তৎসংলগ্ন সমস্ত গৃহাদি।
বাড়ুই—**বাড়ই**-র বিকৃত রূপ।
†**বাণ**—বিঃ তীর, শর, শায়ক, ইষু, বিশিখ, ধনু হইতে যে সূচীমুখ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়; (বাং.) তান্ত্রিক মারণমন্ত্রবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-লিঙ্গ**—(নর্মদাজাত ?) শিবলিঙ্গবিশেষ।
†**বাণিজ্য**—বিঃ ব্যবসায়, পণ্যদ্রব্যাদি কেনা-বেচা। [সং. বণিজ্+য (ষ্যঞ্)]। বিঃ **-দূত**—কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার্থ তথা হইতে আগত সরকারী দূত।
বাণিয়া—**বানিয়া**-র বর্জি. বানান।
বাণী—বিঃ কথা, উক্তি (আকাশবাণী, দৈববাণী); ভাষণ, উপদেশপূর্ণ উক্তি (কবির বা মহাপুরুষের বাণী); সরস্বতী। [সং.]।
বাণ্ডিল—বিঃ পুলিন্দা, আঁটি, তাড়া। [ইং. bundle]।
বাত১—বিঃ কথা, বাক্য ('শুনিতে তাহারি বাত' : চণ্ডী.); খবর, সংবাদ ('ঘরে বসে পুছে বাত' : ধ. ব.)। [সং. বার্তা]।
বাত২—বিঃ বায়ু, বাতাস (বাতাবর্ত); রোগ-বিশেষ (গ্রন্থিবাত); দেহস্থ ধাতুবিশেষ (বাত-পিত্ত-কফ)। [সং.]। বিঃ **-কর্ম** (**-র্মন্**)—অপানবায়ুত্যাগ। বিঃ **-রক্ত**—রক্তদুষ্টিজনিত রোগবিশেষ। বিণঃ **-ল**—বাতযুক্ত, বায়ুময়; স্ফীত; কাঁপা; (বাং.) বাতরোগগ্রস্ত; (বাং.) বায়ুরোগগ্রস্ত।
বাতলা—ক্রিঃ বাতলান। [হি. বাত্‌লানা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (উপায়াদি) বলিয়া বা বুঝাইয়া দেওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।
বাতা—বিঃ বাঁশের বা কাঠের পাতলা লম্বা ফালি; কাঁচা ঘরের চালে ব্যবহৃত ঐরূপ ফালি। [দেশী]
বাতান্বিত—বিণঃ বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে এমন, aerated [বি.প.]। [সং. বাত+অন্বিত]।
বাতাপি, বাতাপী—**বাতাবি**-র প্রাদে. রূপ।
বাতাবর্ত—বিঃ ঘূর্ণিবায়ু। [সং. বাত+আবর্ত]।
বাতাবি, বাতাবী—বিঃ বৃহৎ লেবুবিশেষ। [জাভার রাজধানী 'বাটাভিয়া']।
বাতায়ন—বিঃ কক্ষমধ্যে বায়ুপ্রবেশের জানালা, গবাক্ষ। [সং. বাত+অয়ন]।
বাতাস—বিঃ হাওয়া, বায়ু, বায়ুপ্রবাহ (ঝড়ো বাতাস); ব্যজন (বাতাস করা); (প্রধানতঃ

মন্দার্থে) প্রভাব, সংস্রব (ভূতের বাতাস); অপদেবতাদির (অদৃশ্য) আক্রমণ (ছেলেটার গায়ে বাতাস লেগেছে)। [সং. বাত]। ক্রি: **বাতাস দেওয়া**—(আল.) উত্তেজিত করা।

বাতাসা—বি: চিনি বা গুড় দিয়া প্রস্তুত মিঠাই-বিশেষ। [দেশী]।

বাতাহত—বিণ: প্রবল বায়ুদ্বারা আহত বা আন্দোলিত। [সং. বাত+আহত]।

বাতি—বি: দীপ, প্রদীপ; আলো; ভিতরে সলিতা-ভরা মোম ইত্যাদির ছোট দণ্ডবিশেষ, candle; গাছের সরু লম্বা গুঁজি; মোমবাতির ন্যায় লম্বা আকারের জিনিস (গালার বাতি)। [সং. বর্তি]। **-দান**—দীপাধার।

বাতিক—(১)বি: বায়ুরোগ; (বাং.) বাই, পাগলামি, ক্ষেপাটে ভাব, ছিট; প্রবল শখ (বেড়ানর বাতিক)। (২)বিণ: বাতোৎপন্ন, বায়ু-জনিত (বাতিক ব্যাধি)। [সং. বাত+ইক]।

বাতিল—বি: পরিত্যক্ত; অগ্রাহ্য; নাকচ। [আ বাতীল্]।

বাতুল, (বিরল) **বাতুলে**—বিণ: বায়ুরোগগ্রস্ত; পাগল, উন্মাদ, ক্ষেপা। [সং. বাত+উল, উল]। বি: **-তা**।

বাত্যা—বি: প্রবল বায়ু, ঝড়। [সং. বাত+য+আ]। বিণ: **-পীড়িত**—ঝড়ের মুখে পড়িয়াছে এমন, ঝটিকাহত।

বাৎসরিক—বিণ: বৎসর-সম্বন্ধীয়; বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত অথবা উপস্থিত, বার্ষিক। [সং. বৎসর+ইক]।

বাৎসল্য—বি: বৎসলতা, স্নেহ; (অল.) রসবিশেষ (বৈষ্ণবসাহিত্যে নন্দ-যশোদা বা বসুদেব-দেবকী এবং কৃষ্ণকে লইয়া রচিত পদে ব্যঞ্জিত রস; ভক্ত এবং ভগবানের ভিতরে মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত ভাবরসের অনুরূপ ভাবরস)। [সং. বৎসল+য (ভা)]।

বাথান—বি: গোশালা; গোচারণ-ভূমি; গবাদি পশুর পাল। [সং. বাসস্থান?]। বিণ: **বাথানিয়া,** (কথ্য) **বাথানে**—আসঙ্গলিপ্স্ ('ষাঁড় চাঞ্চা বুলে যেন বাথানিয়া গাই' : ক. ক.)।

বাথুয়া—বি: শাকবিশেষ। [সং. বাস্তুক]।

বাদ১—বি: বাধা, বিঘ্ন; বৈরিতা। [সং. বাধ]। ক্রি: **বাদ সাধা**—বিঘ্ন সৃষ্টি করা; বৈরসাধন করা।

বাদ২—বি: উক্তি, কথন (সাধুবাদ); বাক্য (অনুবাদ); তর্ক (বাদপ্রতিবাদ); কলহ (বাদ-বিসংবাদ); (ন্যায়.) যথার্থ বিচার; মত, theory (সাম্যবাদ) [বি.প.]। [সং. √বদ্+অ (ভা)]। বি: **-প্রতিবাদ**—তর্কাতর্কি। বি: **-বিতণ্ডা**—কথা-কাটাকাটি, প্রবল তর্কাতর্কি। বি: **-বিসংবাদ**—ঝগড়াঝাঁটি।

বাদ৩—অব্য.বি: ছাড় (বাদ দেওয়া, বাদ পড়া, বাদ যাওয়া, বাদ হওয়া)। [আ.]। বিণ: **-বাকি**—অবশিষ্ট। বি: **-সাদ**—ছাড়ছোড়, কিছু-পরিমাণে বাদ। অব্য: **বাদে**—ব্যতীত (তুমি বাদে সবাই জানে); পরে (তিন দিন বাদে এস)।

বাদক—**বাদন** দ্র:।

বাদন—বি: বাদ্যকরণ, বাজান। [সং. √বদ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বি: **বাদক**—বাদ্যকর, বাজিয়ে।

বাদপ্রতিবাদ, বাদবিতণ্ডা, বাদবিসংবাদ—**বাদ২** দ্র:।

বাদবাকি—**বাদ৩** দ্র:।

বাদর—**বাদল**-এর কোমল রূপ ('ভরা বাদর')।

বাদল—বি: বর্ষা; মেঘবৃষ্টি, দুর্দিন। [সং. বার্দল]।

বাদলা২—(১)বিণ: বর্ষাকালীন; বর্ষাসিক্ত; (২)বি: বাদল। বিণ: **বাদুলে,** (বিরল) **বাদলে**—বাদল-সম্বন্ধীয়; বর্ষাকালে জাত (বাদুলে পোকা)।

বাদলা১—বি: জরির সুতা (বাদলার কাজ)। [হি.]।

বাদলা২—**বাদল** দ্র:।

বাদশাহ্, বাদশাহ, (কথ্য) **বাদশা**—বি: মুসলমান সম্রাট্ বা রাজাধিরাজ। [ফা.]। বি: **-জাদা**—বাদশাহ্‌র পুত্র। বি(স্ত্রী): **-জাদী**—বাদশাহ্‌র কন্যা। **বাদশাহি, বাদশাহী,** (কথ্য) **বাদশাই**—(১)বি: বাদশাহ্‌র পদ অধিকার বা রাজ্য; বাদশাহের বা তত্তুল্য আড়ম্বরময় জীবন যাপন; (২)বিণ: বাদশাহ-সম্বন্ধীয়; বাদশাহ্‌র উপযুক্ত বা তুল্য।

বাদসাদ—**বাদ৩** দ্র:।

বাদা—বি: বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দক্ষিণবঙ্গে অকর্ষিত ও জঙ্গলময় অঞ্চল। [আ. বাদিয়্]। বি: **-চিংড়ি**—ছোট চিংড়িবিশেষ: ইহা বাদার লোনা জলে পাওয়া যায়।

বাদাড়—বি: জঙ্গল (বনবাদাড়)। [দেশী]।

বাদানুবাদ—বি: তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি। [সং. বাদ+অনুবাদ]।

বাদাম১—বিঃ কঠিন আবরণযুক্ত বিভিন্ন ফলবীজ যাহার শাঁস খাওয়া যায়। [ফা]।

বাদাম২—বিঃ নৌকার পাল ('রাধার নামে বাদাম দিয়ে')। [ফা. বাদ্‌বান্]।

বাদামী—বিণঃ বাদামের খোসার ন্যায় বর্ণযুক্ত, পাটকিলা, পীতধূসর; বাদামসদৃশ। [বাং. বাদাম১+ঈ]।

বাদিত—বিণঃ শব্দিত; ধ্বনিত। [সং. √বদ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

বাদিতা, বাদিনী—**বাদী** দ্রঃ।

বাদিত্র—বিঃ বাদ্যযন্ত্র, বাজনা। [সং. √বদ্+ণিচ্ ইত্র (র্ম)]।

বাদিয়া—**বেদিয়া**-র রূপভেদ।

বাদী (-দিন্)—(১)বিণঃ বক্তা (সত্যবাদী); মতাবলম্বী (বাস্তববাদী); অভিযোক্তা, ফরিয়াদী (বাদী পক্ষ)। (২)বিঃ (সঙ্গীতে) রাগ-রাগিণীর প্রধান স্বর। [সং. √বদ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বাদিনী**। বিঃ **বাদিতা**।

বাদুড়—বিঃ বৃহদাকার চামচিকার ন্যায় স্তন্যপায়ী ও পক্ষযুক্ত প্রাণিবিশেষ। [সং. বাতুলি]। বিণঃ **-ঝোলা**—বাদুড়ের মত ঝুলন্ত অবস্থায়।

বাদ্‌লে—**বাদল** দ্রঃ।

বাদে—**বাদ৩** দ্রঃ।

বাদ্য—বিঃ বাজনা; বাজনার যন্ত্র। [সং. √বদ্+ণিচ্+য(ভা.র্ম)। বিঃ **-কর**—বাজনদার, বাজিয়ে। বিঃ **-ভাণ্ড**—বাদ্যযন্ত্রসমূহ। বিঃ **বাদ্যোদ্যম**—(সচ. নানা যন্ত্রের মিলিত) বাদ্যজনিত কোলাহল; (শিথি.) বাজনা বাজাইবার উদ্যোগ।

†**বাধ**—বিঃ বাধা, উপদ্রব; পীড়া। [সং. √বাধ্ +অ (ভা)]।

†**বাধক**—(১)বিণঃ বাধাজনক, প্রতিবন্ধক। (২)বিঃ গর্ভধারণে বাধাদায়ক স্ত্রীরোগবিশেষ, রজোদোষ। [সং. √বাধ্+অক (র্তৃ)]।

বাধবাধ, বাধোবাধো—ক্রি-বিণঃ (সঙ্ঘর্ষাদি) শুরু হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন; কুণ্ঠাযুক্ত। [বাধা২ ও বাধা৩ দ্রঃ]।

বাধা১—বিঃ চামড়ার ফিতা দিয়া বাঁধা একপ্রকার চটিজুতা বা খড়ম ('নন্দের বাধা')। [সং. বধ্রী]।

†**বাধা২**—বিঃ ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন; নিষেধ; উপদ্রব। [সং. √বাধ্+অ (ভা)+আ]।

বাধা৩—(১)ক্রিঃ জড়িত হওয়া, আটকান (কাঁটায় কাপড় বাধা); বাধা পাওয়া, বিরুদ্ধ হওয়া (ধর্মে বাধে); ঘটা, আরম্ভ হওয়া (বুঝতে বাধে); বাধান। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ আবদ্ধ। [সং. √বাধ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বদ্ধ করা, আটকান; সঙ্ঘটন করা, (ঝগড়া বাধান); (২)বি. বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

†**বাধিত**—বিণঃ বাধাপ্রাপ্ত, ব্যাহত; নিবারিত; বশীভূত; (বাং.) অনুগৃহীত, উপকারের ঋণে আবদ্ধ (বাধিত হওয়া বা থাকা)। [সং. √বাধ্ +ত (র্ম)]।

†**বাধ্য**—বিণঃ বারণযোগ্য, নিষেধ্য; (বাং.) অনুগত, বশীভূত, আজ্ঞাবহ (বাধ্য ছেলে); অন্যথা হইবার নহে এমন (সে হারিতে বাধ্য)। [সং. √ বাধ্+য (র্ম)]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-বাধকতা**—পারস্পরিক বশ্যতা; বাঁধাবাঁধি।

-বান্১ (-বৎ)—যুক্ত অন্বিত প্রভৃতি বিশেষণ অর্থ-বাচক সংস্কৃত প্রত্যয়বিশেষ (বেগবান্, ফলবান্)। স্ত্রীঃ **-বতী**।

বান২—বিঃ বন্যা, জলপ্লাবন; নদনদীর অকস্মাৎ জলস্ফীতি। [সং.]। ক্রিঃ **বানের জলে ভাসিয়া আসা**—(আল.) অনায়াসে বা অযাচিতভাবে মেলা। ক্রিঃ **বানের জলে ভাসিয়া যাওয়া**—(আল.) অসহায় বা নিরাশ্রয় হওয়া, সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া।

বানকে—বিণঃ বায়না ধরিতে অভ্যস্ত (বানকে ছেলে)। [বায়না১ দ্রঃ]।

বানচাল—বিণঃ তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে এমন (নৌকা বানচাল হওয়া); বিপর্যস্ত [দেশী]।

বানডিল—**বাণ্ডিল**-এর বানানভেদ।

বানতৈল—বিঃ উদ্বায়ী-তৈল, essential oil। [?]

বানপ্রস্থ—(১)বিঃ হিন্দুধর্মানুযায়ী তৃতীয় আশ্রম অর্থাৎ প্রৌঢ় বয়সে সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া বন-গমনপূর্বক ঈশ্বরচিন্তায় অবশিষ্ট জীবনযাপন। (২)বিণঃ তৃতীয় আশ্রম অবলম্বনকারী। [সং.]।

বানর—বিঃ বাঁদর, কপি। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বানরী**।

বানা—ক্রিঃ বানান। [প্রা. √বন্ন < সং. √বর্ণি—তু. হি. √বনা]।

বানান১ (উচ্চা. বানান্)—বিঃ শব্দমধ্যস্থ বর্ণসমূহের ক্রমিক বর্ণন। [সং. বর্ণন]।

বানান২, বানানো—(১)ক্রিঃ প্রস্তুত করা, গঠন করা, রচনা করা; কোন কিছুর ভুলা বলিয়া প্রতিপন্ন করা (ভেড়া বানান); কিছুতে পরিণত করা (বোকা বানান); রাঁধিবার উপযুক্ত করিয়া

কোটা (মাংস বানান); রাঁধা (কোর্মা বানান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [বানা দ্র:]।

বানি—বি: (অলঙ্কারাদি) তৈয়ার করার মজুরি। [হি. বন্‌বাঈ]।

বানিয়া—বি: ব্যবসায়ী; দোকানী; (মন্দার্থে) প্রবল ব্যবসায়বুদ্ধিযুক্ত লোক। [সং. বণিক্]।

বানুরে—বিণ: বানরসুলভ; বানরোচিত। [সং. বানর+বাং. ইয়া>এ]।

বান্ত—বিণ: বমি করিয়া ফেলা হইয়াছে এমন, উদ্গীর্ণ। [সং. √ বম্+ত (র্ম)]।

বান্দর—**বানর**-এর প্রাদে. রূপ।

বান্দা—বি: ক্রীতদাস, ভৃত্য; অনুগত বা অধীন ব্যক্তি, (বিদ্রূপে) ব্যক্তি (সহজ বান্দা নয়)। [ফা. বন্দাহ্]। বি(স্ত্রী): **বান্দী, বাঁদী**।

***বান্ধব**—বি: স্বজন, আত্মীয়; বন্ধু। [সং বন্ধু +অ (স্বার্থে)]। বি(স্ত্রী): **বান্ধবী**—স্ত্রী-বন্ধু, সখী।

বান্ধা—**বাঁধা**-র রূপভেদ ('দুয়ারে বান্ধা হাতী')।

বান্ধুলি—বি: পুষ্পবিশেষ। [সং. বন্ধুলি]।

বাপ—বি: বাবা, পিতা; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহসম্বোধন। [সং. বপ্র]। ক্রি: **বাপ তোলা**—বাপান্ত করা। **বাপকা বেটা, বাপের বেটা**—পিতার উপযুক্ত পুত্র। **বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া**—সন্তান তাহার পৈতৃক গুণাদি কিছু না কিছু অবশ্যই পায়। **বাপের জন্মে, বাপের বয়সে**—(আল.) কোনও কালে। **কারও বাপের সাধ্য নেই**—(আল.) সবার অসাধ্য। বি: **-ঠাকুরদাদা, -দাদা**—পিতৃপুরুষগণ। অব্য: **-ধন**—পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে বিশেষ স্নেহসম্বোধন। বি: **বাপা**—(আদরে বা বিদ্রূপে) বাবা। বি: **বাপান্ত**—কাহারও বাপের নাম উল্লেখ করিয়া বা বাপকে ছোট করিয়া গালি-প্রদান ('উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত': রবীন্দ্র)। বি অব্য: **বাপু**—স্নেহপাত্রকে বা পদমর্যাদায় হীনতর ব্যক্তিকে সম্বোধন; বিরক্তি ক্রোধ প্রভৃতি সূচক। অব্য: **বাপ্, বাপস্**—ভয়-বিস্ময়াদিসূচক।

বাপক—**বাপন** দ্র:।

বাপন—বি: (পরের দ্বারা) বপন বয়ন বা মুণ্ডন। [সং. √বপ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বি: **বাপক**—বাপনকারী। বিণ: **বাপিত**—বাপন করা হইয়াছে এমন।

বাপা, বাপান্ত—**বাপ** দ্র:।

বাপি—**বাপী**-র বানানভেদ।

বাপিত—**বাপন** দ্র:।

বাপী—বি: বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি। [সং. √বপ্+ই (ণি)+ঈ]।

বাপু, বাপ্, বাপস্—**বাপ** দ্র:।

বাফতা—বি: রেশম ও কার্পাস মিশাইয়া প্রস্তুত বস্ত্রবিশেষ। [ফা. বাফ্‌তা]।

বাব—বি: হিসাবের ভাগ বা খাত। [আ.]।

বাবই—**বাবুই**-র রূপভেদ।

বাবত, বাবদ—অব্য: জন্য, দরুন। [আ. বাবৎ]।

বাবরি, (বর্জি.) **বাবরী**—বি: সিংহের কেশরের ন্যায় কোঁকড়ান চুল, কান পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ান চুল। [ফা. ববর (=সিংহ)+বাং. ই, ঈ]। বিণ: **-কাটা**—বাবরির ন্যায় কুঞ্চিত।

বাবলা—বি: কাঁটাওয়ালা গাছবিশেষ (ইহার আঠায় গঁদ হয়)। [সং. বর্বুর]।

বাবা—(১)বি: পিতা, জনক; পুত্রস্থানীয়কে স্নেহ-সম্বোধন; সাধু-সন্ন্যাসীর ও দেবতার উপাধি-বিশেষ, ঠাকুর (পওহারী বাবা, বাবা তারকনাথ)। (২)অব্য: বাবা:। [তুর্. ?—তু. সং. বপ্র]। বি: **-জী**—সাধুসন্ন্যাসীদের (বিশেষত: বৈষ্ণব সাধুদের) উপাধি; পুত্রস্থানীয়ের সম্মানজনক উপাধিবিশেষ। বি: **-জীবন**—পুত্রস্থানীয়কে (বিশেষত: জামাতাকে) স্নেহসম্বোধন। অব্য: **বাবাঃ**—ভয় বিস্ময় বিদ্রূপ প্রভৃতি সূচক।

বাবু—(১)বি: হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত ব্যবহৃত উপাধি (হরিবাবু); কেরানি ('হেড অফিসের বড়বাবু': সুকু.); হিন্দু ভদ্র পরিবারের গৃহকর্তা বা অল্প বয়স্ক পুরুষ; মনিব, স্বামী, পতি; পিতা, বাবা; বৎস, বাছা। (২)বিণ: শৌখিন, বিলাসী; আয়েসী। [বাং. বাপু, ফা. বাবু]। বি: **-গিরি, -য়ানা, -য়ানি**—শৌখিন বা বিলাসী চালচলন। বি: **-জী, -মশাই**—ভদ্র-লোককে সম্বোধন।

বাবুই—বি: গৃহনির্মাণে দক্ষ পক্ষিবিশেষ; এক-প্রকার দৃঢ় ও দীর্ঘ তৃণ। [দেশী]। বি: **-তুলসী**—তুলসীগাছের প্রকারভেদ, বনতুলসী।

বাবুর্চী, বাবুর্চি—বি: মুসলমান পাচক। [তুর্. বাবর্‌চী]। বি: **-খানা**—(বাবুর্চীর) রান্নাঘর।

বাম১—**বাঁও** দ্র:।

বাম২—(১)বি: বাঁ-দিক্, ডাহিনের বিপরীত দিক্; শিব ('পতি মোর বাম': ভা. চ.)। (২)বিণ: বাঁ, দক্ষিণেতর; বিমুখ, প্রতিকূল; সুন্দর, মনোহর

(বামলোচনা)। [সং.]। বিঃ **-দেব**—শিব, মহাদেব; মনুবিশেষ।

বামন১—(১)বিঃ বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার (এই অবতারে বিষ্ণু খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণের মূর্তিতে দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেন)। (২)বিণঃ খর্বকায়, বেঁটে। [সং.]।

বামন২—বিঃ ব্রাহ্মণ, হিন্দু চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ; পুরোহিত; পাচক। [সং. ব্রাহ্মণ]। বি(স্ত্রী). **বামনী**। বিঃ **বামনা**—(তুচ্ছার্থে) বামন। বিঃ **বামনাই**—(বিদ্রূপে) ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার অথবা আতিশয্য-প্রদর্শন। বিঃ **-ঠাকুর**—পুরোহিত, পাচক-ব্রাহ্মণ।

বামা—(১)বিঃ সুন্দরী নারী, রমণী। (২)বিণঃ বিমুখী, প্রতিকূলা। [সং. বাম২ + আ]।

বামাচার—বিঃ তান্ত্রিক আচার বা স্ত্রীপুরুষে মিলিত সাধনাবিশেষ। [সং. বাম২ + আচার]। বিণঃ **বামাচারী** (-রিন্)—বামাচার পালনকারী।

বামাবর্ত—(১)বিণঃ বামদিকে আবর্তযুক্ত, বাম-অভিমুখী, বামদিকে ঘোরে এমন। (২)বিঃ বামদিকে আবর্তন। [সং. বাম২ + আবর্ত]।

বামাল—(১)বিঃ অপহৃত বা লুণ্ঠিত বস্তু। (২)ক্রি-বিণঃ চোরাই মালের সহিত (বামাল ধরা পড়া)। [ফা. ব-মাল্]।

বামী—বি(স্ত্রী): ঘোটকী; গর্দভী; হস্তিনী, শৃগালী। [সং. বাম২ + ঈ]।

বামুন—**বামন২**-এর চলিত রূপ। **বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর**—(আল.) মালিক বা তত্ত্বাবধায়ক নজর না রাখিলে ভৃত্য বা কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দেয়। **বামুনের গোরু**—(আল.) অতি অল্প খরচে অত্যধিক কাজ দেয় এমন ব্যক্তি বা বস্তু।

বামেতর—বিণঃ দক্ষিণ, ডাহিন। [সং. বাম২ + ইতর]।

বামোরু—বিঃ সুন্দর উরুযুক্তা রমণী। [সং. বাম২ + উরু]।

বাম্য—বিণঃ (বৈ. সা.) প্রতিকূল, বিরুদ্ধ ('তথাপি সর্বদা বাম্য বক্রব্যবহার': চৈ. চ.)। [সং. বাম২ + য]।

বায়—**বায়ু**-র বা **বায়ুতে**-র কোমল রূপ।

বায়ক—বিণঃ বপনকারী। [সং.]।

বায়না১—বিঃ আবদার; কোন কিছুর জন্য অবিরত প্রার্থনা (ছেলেটা ঘুড়ির জন্য বায়না ধরেছে); ছল, ছুতা, ওজর (এই অর্থে **বাহানা**-ই অধিকতর চলিত; যেমন—বাহানা করা, টালবাহানা)। [ফা. বাহানা]।

বায়না২—বিঃ মূল্যাদির অগ্রিম প্রদত্ত অংশ, দাদন; মূল্যাদির কিছু অংশ দিয়া ক্রয়াদির অঙ্গীকার (বায়না করা)। [আ. বয়্ + ফা. আনা]। বিঃ **-পত্র**—বায়না দিয়া করা ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল।

বায়নাক্কা—বিঃ বিশদ বিবরণ; খুঁটিনাটি; টালবাহানা। [বায়না২-শব্দজ]।

বায়ব, বায়বীয়, বায়ব্য—বিণঃ বায়ু-সংক্রান্ত; বায়ুজাত; বায়ুপথে বিচরণকারী; বায়ুবৎ। [সং. বায়ু + অ, ঈয়, য]।

বায়স—বিঃ কাক। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বায়সী**।

বায়স্কোপ—বিঃ চলচ্চিত্র, ছায়াচিত্র, সিনেমা। [ইং. bioscope]।

বায়াত্তুরে—**বাহাত্তুরে**-র গ্রা. রূপ।

বায়ান্ন—**বাহান্ন**-র গ্রা. রূপ।

বায়ু—বিঃ হাওয়া, বাতাস, পবন, সমীরণ, সমীর, বাত, অনিল, মরুৎ, মারুত, প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান: দেহস্থ এই পঞ্চবায়ু; (আয়ু.) দেহমধ্যস্থ ধাতুবিশেষ; কুপিত বায়ু; বায়ুরোগ; বাতিক, বাই। [সং.]। বিঃ **-কোণ**—উত্তর ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী কোণ। বিণঃ **-গ্রস্ত**—বায়ুরোগাক্রান্ত; বাতিকগ্রস্ত, খেপা। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্)—কেবল বায়ু-আহারপূর্বক জীবনধারণকারী, aerobic [বি. প.]। বিঃ **-পরিবর্তন**—স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থানান্তরে গমন। বিঃ **-প্রবাহ**—ধাবমান বায়ুর স্রোত বা বেগ। **-ভুক্** (-ভুজ্)—(১)বিণঃ বায়ুভক্ষণকারী; (২)বিঃ সর্প। বিঃ **-মণ্ডল**—পৃথিবীর উপরিস্থ যে স্থান পর্যন্ত ব্যাপিয়া বায়ু আছে; (অশু.) আকাশ, শূন্য। বিঃ **-রোগ**—উন্মাদরোগ; কুপিত বায়ুজনিত রোগ। বিঃ **-সেবন**—উন্মুক্ত স্থানে বিচরণপূর্বক বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত দেহমধ্যে গ্রহণ।

বায়েন—বিঃ বাদক; দক্ষ বাদক। [সং. বাদন]।

বার১—**বাহির**-এর কথ্য রূপ।

বার২—বিঃ রাজসভা, দরবার ('বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়': ভা. চ.); দরবারে দর্শনদান ('বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছিলেন': ব. চ.)। [ফা. দরবার]।

বার৩—বিঃ ভার, বোঝা। [ফা.]। বিঃ **-বরদার**—মুটিয়া, কুলি; তল্পিবাহক। **-বরদারি, -বরদারী**—(১)বিঃ বারবরদারের বৃত্তি; মোট বা

তল্পি বহনের মজুরি বা খরচ; (২)বিণঃ মোট-বহন বা তল্পি-বহন বা বারবরদার সংক্রান্ত।

বার$_{৪}$—বিঃ উকিলসমাজ; কোন আদালতের উকিলসমূহ। [ইং. bar]। বিঃ **-লাইব্রেরী**—আইনজীবীদের ব্যবহারার্থ আদালতের (প্রধানতঃ আইনবিষয়ক পুস্তকের) গ্রন্থাগার।

বার$_{৫}$—বিঃ দিন (হাটবার); সপ্তাহের বিভিন্ন দিবস (আজ কোন্ বার); পুণ্যতিথি (বারব্রত); দফা, খেপ (প্রতিবার); পালা, পর্যায়, সমূহ, সাধারণ (বারাঙ্গনা); বাধাদান, নিবারণ। [সং. √বৃ+অ]। ক্রি-বিণঃ **-ংবার, -বার**—পুনঃ-পুনঃ। বিঃ **-দিগর**—(আদালতী ভাষায়) অন্যবার, দ্বিতীয়বার, পুনর্বার। বিঃ **-ব্রত**—শাস্ত্রানুযায়ী বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান।

বার$_{৬}$, বারো—বি.বিণঃ ১২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দ্বাদশ। [হি. বারহ্>সং. দ্বাদশন্]। **-ই**—(১)বিঃ মাসের দ্বাদশ তারিখ; (২)বিণঃ দ্বাদশ তারিখের (বারই ফাল্গুন)। **-ইয়ারি, -ইয়ারী, -য়ারি, -য়ারী**—(১)বিঃ সমবেতভাবে কৃত অনুষ্ঠান; (২)বিণঃ সমবেতভাবে অনুষ্ঠিত [সং. বার+ফা. য়ারী (=ওয়ারী)]। বিঃ **-জন**—জনসাধারণ, নানা লোক। বিণঃ **-দুয়ারি, -দুয়ারী**—বারখানি দরজাযুক্ত। বিঃ **-ভুঁইয়া, -ভুঞা**—**ভুঁইয়া** দ্রঃ। বিঃ **-ভূত**—নানা বা বহু অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। অব্যঃ **-মাস**—এক বৎসর; সর্বদা। **বারমাস ত্রিশ দিন**—সর্বদা। **বারমাসে তের পার্বণ**—সমগ্র বৎসরে অনুষ্ঠেয় সকল-প্রকারের ধর্মীয় এবং অন্যান্য কর্তব্য,—কোনটিকে বাদ না দিয়া। বিঃ **-মাস্যা, -মাসি**—বিরহিণী নায়িকার একবৎসরব্যাপী সুখ-দুঃখের কাহিনী-সংবলিত কবিতা। বিণঃ **-মেসে**—বৎসরের সকল সময়েই হয় এমন। **বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি**—মুখ্য বস্তু বা বিষয়ের তুলনায় গৌণ বিষয়ে বাড়াবাড়ি।

বারই—**বার$_{৬}$** ও **বারুই** দ্রঃ।

বারইয়ারি, বারইয়ারী—**বার$_{৬}$** দ্রঃ।

বারংবার—**বার$_{৫}$** দ্রঃ।

বারক—**বারণ$_{২}$** দ্রঃ।

বারকোশ—বিঃ কাষ্ঠনির্মিত বড় থালাবিশেষ। [ফা. বারকশ্]।

বারজন—**বার$_{৬}$** দ্রঃ।

বারণ$_{১}$—বিঃ হস্তী। [সং. √বৃ+ণিচ্+অন (র্ক)]।

বারণ$_{২}$—বিঃ নিষেধ, মানা; নিবারণ; রোধ। [সং. √বৃ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **বারক**—নিবারক, নিষেধকারী; প্রতিবন্ধক। বিণঃ **বারণীয়**—নিবারণযোগ্য; নিবার্য।

বারতা—**বার্তা$_{১}$**-র কোমল রূপ।

বারদরিয়া—বিঃ বহিঃসমুদ্র, সমুদ্রের বা বিশাল নদীর তীর হইতে দূরবর্তী অংশ। [বাং. বার$_{১}$+দরিয়া]।

বারদিগর—**বার$_{৫}$** দ্রঃ।

বারদুয়ারি, বারদুয়ারী—**বার$_{৬}$** দ্রঃ।

বারনারী—বিঃ বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং.]।

বারফট্টাই—বিঃ বাহিরের অর্থাৎ মৌখিক আস্ফালন বা বড়াই। [দেশী]।

বারবধূ, বারবনিতা—বিঃ বেশ্যা, বারাঙ্গনা। [সং.]।

বারবরদার, বারবরদারি, বারবরদারী—**বার$_{৩}$** দ্রঃ।

বারবার—**বার$_{৫}$** দ্রঃ।

বারবিলাসিনী—বিঃ বারাঙ্গনা, বেশ্যা। [সং.]।

বারবেলা—বিঃ দিবসের যে অংশে যাত্রা ও অন্যান্য শুভকার্য করা নিষিদ্ধ। [সং. বার$_{৫}$+বেলা]।

বারব্রত—**বার$_{৫}$** দ্রঃ।

বারভুঁইয়া, বারভুঞা, বারভূত, বারমাস, বারমাসি, বারমাস্যা—**বার$_{৬}$** দ্রঃ।

বারমুখো—বিণঃ বেশ্যাসক্ত, গৃহের বাহিরে রাত্রি-যাপন করিতে ভালবাসে এমন। [বাং. বার$_{১}$+মুখ+আ]।

বারমুখ্যা—বিঃ প্রধানা বেশ্যা। [সং. বার+মুখ্যা]।

বারমেসে, বারয়ারি, বারয়ারী—**বার$_{৬}$** দ্রঃ।

বারয়িতা (-তৃ)—বিণঃ বারক, নিবারণকারী। [সং. √বৃ+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বারয়িত্রী**।

বারযোষিৎ—বিঃ বারাঙ্গনা, বেশ্যা। [সং.]।

বার-লাইব্রেরী—**বার$_{৪}$** দ্রঃ।

বারশিঙ্গা—বিঃ প্রতিশৃঙ্গে ছয়টি শাখাযুক্ত হরিণ-বিশেষ। [বাং. বার$_{৬}$+শিঙ+আ]।

বারা—ক্রিঃ (সাধারণতঃ কাব্যে) নিবারণ করা, নিষেধ করা, বাধা দেওয়া; এড়ান। [সং. √বৃ+ণিচ্+বাং. আ]।

বারাঙ্গনা—বিঃ বেশ্যা, বারনারী। [সং. বার+অঙ্গনা]।

বারাণসী—বিঃ কাশীতীর্থের অপর নাম। [সং. বরণাসী (বরণা+অসি (<নাশী)+অ+ঈ)]।

বারাণ্ডা—**বারান্দা**-র রূপভেদ।

বারান্তর—বিঃ অন্য সময় বা বার। [সং. বার+অন্তর]।

বারান্দা—বিঃ ঘরের সম্মুখস্থ (আচ্ছাদনযুক্ত বা আচ্ছাদনহীন) চত্বরবিশেষ, অলিন্দ, দাওয়া। [ফা. বরামদা]।

বারি১—**বারী**-র বানানভেদ।

বারি২—বিঃ জল। [সং.]। বিঃ **-দ, -বাহ, -বাহক, -বাহন**—মেঘ। **-ধর, -ধি, -নিধি**—সমুদ্র। বিঃ **-প্রবাহ**—জলের স্রোত বা তোড়।

বারিক—বিঃ সৈন্যদলের বাসগৃহ। [ইং. barrack]।

বারিত—বিণঃ নিবারিত; নিষিদ্ধ। [সং. √বৃ+ণিচ্+ত(র্ম)]।

বারিদ, বারিধর, বারিধি, বারিনিধি, বারিপ্রবাহ, বারিবাহ, বারিবাহক, বারিবাহন—**বারি২** দ্রঃ।

বারী—বিঃ হাতি বাঁধার দাঁড় বা স্থান; জলপাত্র, কলসী। [সং. √বৃ+ণিচ্+ই+ঈ]।

বারীন্দ্র, বারীশ—বিঃ সমুদ্র। [সং. বারি+ইন্দ্র, ঈশ]।

বারুই, বারই—বিঃ পান-চাষকারী হিন্দু জাতি-বিশেষ। [দেশী]।

বারুজীবী (-বিন্)—বিঃ বারুই। [সং. বারু+√জীব্+ইন্(র্তৃ)]।

বারুণ—(১)বিণঃ বরুণ-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ জল; জলদ্বারা স্নান। [সং. বরুণ+অ]। বি(স্ত্রী): **বারুণী**—মদ্যবিশেষ; পশ্চিম দিক্; শতভিষা-নক্ষত্র; ঐ নক্ষত্রযুক্তা কৃষ্ণাচতুর্দশী-তিথিতে পুণ্য-স্নানাদি দ্বারা পালনীয় পর্ববিশেষ; (বাং.) বরুণের পত্নী।

বারুদ—বিঃ কামান-বন্দুকাদির মধ্যে ভরিয়া গুলি ছুড়িবার বিস্ফোরক চূর্ণবিশেষ। [তুর্. বারুত]। বিঃ **-খানা**—যে কক্ষে বারুদ রাখা হয়।

বারেক—ক্রিঃ-বিণঃ (কাব্যে) একবার, মাত্র একবার। [সং. বার+এক (বাং. সন্ধি)]।

বারেন্দ্র—বিঃ বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। [সং. বরেন্দ্র+অ]। বি(স্ত্রী): **বারেন্দ্রী**—বরেন্দ্রভূমি।

বারো—**বার৬** দ্রঃ।

বারোয়াঁ, বারোঁয়া, বারোয়ারি১—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [হি. বরবা]।

বারোয়ারি২, বারোয়ারী—**বার৬** দ্রঃ।

বার্ণিক—বিঃ লেখক, লিপিকর; চিত্রকর। [সং. বর্ণ+ইক]।

বার্তা১—বিঃ বৃত্তি; কৃষি-গোরক্ষণাদি। [সং. বৃত্তি+অ+আ]।

বার্তা২—বিঃ সংবাদ, খবর; বৃত্তান্ত; জনশ্রুতি। [সং. বৃত্ত+অ+আ]। বি.বিণঃ **-জীবী**—সংবাদপত্রে (প্রধানতঃ লেখকের) কাজ করিয়া জীবিকার্জনকারী। **-বহ**—(১)বিঃ সংবাদবাহক; দূত; (২)বিণঃ সংবাদবাহী (বার্তাবহ পায়রা)। বিঃ **-বহন**—সংবাদবহন।

বার্তাকু, বার্তাকী—বিঃ বেগুন। [সং.]।

বার্ধক্য—বিঃ বৃদ্ধাবস্থা; জরা। [সং. বার্ধক+য (ভা)]।

বার্য১—বিণঃ জল-সম্বন্ধীয়। [সং. বারি+য]।

বার্য২—বিণঃ নিবারণীয়, নিবারণযোগ্য। [সং. √বৃ+ণিচ্+য (র্ম)]। বিণঃ **-মাণ**—নিবারণ করা হইতেছে এমন।

বার্লি—বিঃ যব, যবের গুড়া। [ইং. barley]।

বার্ষিক১—বিণঃ বাৎসরিক; বৎসর-সংক্রান্ত; প্রতিবৎসর অনুষ্ঠেয় বা দেয় (বার্ষিক উৎসব, বার্ষিক চাঁদা)। [সং. বর্ষ+ইক]। **বার্ষিকী**—(১)বি(স্ত্রী): বর্ষকর্তব্য পূজাদি; (২)বিণ(স্ত্রী): বর্ষে বর্ষে জন্মে ঘটে বা প্রকাশিত হয় এমন (বার্ষিকী পূজা, বার্ষিকী পত্রিকা)।

বার্ষিক২—বিণঃ বর্ষাকালীন। [সং. বর্ষা+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **বার্ষিকী**।

†**বার্হস্পত্য**—(১)বিণঃ বৃহস্পতি-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র; নীতিশাস্ত্র; বৌদ্ধশাস্ত্র; চার্বাক। [সং. বৃহস্পতি+য]।

†**বাল**—বিঃ বালক; শিশু (বালভাষিত)। [সং. √বল্+অ]। বি(স্ত্রী): **বালা**। বিঃ **-ক্রীড়া**—ছেলেখেলা, শিশু-বয়সের খেলা। বিঃ **-খিল্য**—অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ঋষিবিশেষ: ইঁহারা সংখ্যায় ষাট হাজার। বিঃ **-গর্ভিণী**—প্রথম গর্ভধারিণী গাভী। বিঃ **-গোপাল**—বালক শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **চর্যা**—শিশুপালন। বিঃ **-চাপল্য**—শিশুসুলভ চঞ্চলতা। বিঃ **-বাচ্চা**—ছেলেপুলে [হি.]। বিঃ **-বিধবা**—যে রমণী বালিকাবস্থায় বিধবা হইয়াছে। বিঃ **-বৈধব্য**—বালিকাবস্থায় বৈধব্য-দশা। বিঃ **-ভোগ**—বালগোপালের প্রাতঃকালীন ভোগ। বিঃ **-রোগ**—শিশুদের রোগ। বিঃ **-শশী** (-শিন্)—শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার চাঁদ। বিণঃ **-সুলভ**—বালকের পক্ষে স্বাভাবিক এমন। বিঃ **-সূর্য**—প্রভাতের নবোদিত সূর্য।

†**বালক**—বিঃ শিশু, অল্পবয়স্ক (বিশেষতঃ ষোল

বৎসরের অনধিক) পুরুষ; অর্বাচীন বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। [সং. বাল+ক (স্বার্থে)]। বিঃ **-ত্ব, -তা** —বালকের ভাব। বিণঃ **-সুলভ, বালকোচিত** —বালকের পক্ষে স্বাভাবিক এমন। বি(স্ত্রী): **বালিকা**।

বালক্রীড়া, বালখিল্য, বালগর্ভিণী, বালচাপল্য —**বাল** দ্রঃ।

বালতি১—বিঃ টবের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হাতল-যুক্ত জলপাত্র। [পো. balde]।

বালতি২, বালতী—বিঃ বহুসন্তানবতী দুঃখিনী বা দরিদ্রা নারী। [সং. বালপুত্রিকা]।

বালদো—বিঃ তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষের সবৃন্ত পাতা, বাইল। [দেশী]।

বালবাচ্চা, বালবিধবা, বালবৈধব্য, বালভোগ, বালরোগ, বালশশী, বালসুলভ, বালসূর্য—**বাল** দ্রঃ।

†**বালা১**—বিঃ বালিকা (বিশেষতঃ ষোল বৎসরের অনূর্ধ্ব); তরুণী, যুবতী; কন্যা। [সং. বাল+আ]।

বালা২—বিঃ বলয়, হাতের গহনাবিশেষ। [সং. বলয়]।

বালাই—(১)বিঃ অমঙ্গল; উৎপাত। (২)অব্যঃ অশুভ উক্তির খণ্ডনসূচক (বালাই! ষাট!)। [আ. বলা]। **বালাই লয়ে মরা**—(মঙ্গলপ্রার্থনায় কৃত উক্তিবিশেষ) অন্য কাহারও সকল অমঙ্গলের বোঝা নিজে বহন করিয়া মরা। অব্যঃ **বালাই ষাট!**—অশুভ উক্তি বা অমঙ্গলাদি খণ্ডনসূচক। বিঃ **আপদ্-বালাই**—বিঘ্নবিপদ্।

বালাখানা—বিঃ দ্বিতল বা তদূর্ধ্ব তলবিশিষ্ট অট্টালিকা; উপরতলার ঘর। [ফা. বালা-খানহ্]।

বালাচি—**বালামচি**-র রূপভেদ।

বালাপোশ, (বর্জি.) বালাপোষ — বিঃ পাতলা লেপজাতীয় গাত্রবস্ত্রবিশেষ। [ফা. বালাপোশ]।

বালাম—বিঃ বাখরগঞ্জে উৎপন্ন ধান্য হইতে প্রস্তুত সরু চাউলবিশেষ; চাউল বহন করিবার নৌকা-বিশেষ। [দেশী]।

বালামচি—বিঃ ঘোড়ার লেজের বা কাঁধের চুল। [দেশী]।

†**বালার্ক**—বিঃ নবোদিত সূর্য। [সং. বাল+অর্ক]।

বালি১—বি. (ব্রজ.) অল্পবয়স্কা রমণী, বালিকা ('বালি বিলাসিনী' : বিদ্যা.)। [সং. বালিকা]।

বালি২—বিঃ বালু, বালুকা। [সং. বালুকা]। **বালির বাঁধ**—(আল.) ক্ষণস্থায়ী বস্তু বা ব্যাপার ('বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' : ভা. চ.)। বিঃ **বালিঘড়ি**—সময়নির্ণয়ার্থ বালুকাপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ।

বালিকা—**বালক** দ্রঃ।

বালিয়াড়ি —বিঃ সমুদ্র বা নদনদীর বালিপূর্ণ উচ্চ তীরভূমি। [দেশী]।

***বালিশ**—(১)বিঃ উপাধান, শয়নকালে মস্তক রাখিবার আধারবিশেষ। (২)বিণঃ (বিরল) নির্বোধ, মূর্খ। [সং.]। বিঃ **কোলবালিশ, পাশ-বালিশ**—দুই হাত দিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিবার বালিশবিশেষ।

বালু—বিঃ বালি। [সং. বালুকা]। বিঃ **-চর**—বালির পলি পড়িয়া উৎপন্ন চর।

†**বালুকা**—বিঃ বালি, সিকতা। [সং.]।

†**বালেন্দু**—বিঃ শুক্লা প্রতিপদের চাঁদ। [সং. বাল+ইন্দু]।

বাল্মীকি—বিঃ রামায়ণ-রচয়িতা আদিকবি ও মহাতপা মুনি (বল্মীক বা উইঢিবির নিচে বসিয়া ইনি দীর্ঘকাল রামনাম জপিয়াছিলেন)। [সং. বল্মীক+ই]।

†**বাল্য**—বিঃ ছেলেবেলা, বালকবয়স, ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনকাল। [সং. বাল+য(ভা)]। বিঃ **-কাল**—বালক-বয়স। বিঃ **-প্রণয়, -প্রেম**—অপ্রাপ্তবয়সে সঞ্জাত প্রেম। বিঃ **-বন্ধু, -সখা, -সুহৃৎ**—বাল্যকাল হইতেই যাহার সহিত বন্ধুত্ব আছে। বিঃ **-বিবাহ**—বাল্যকালে বা অপরিণত বয়সে বিবাহ। বিঃ **-সঙ্গী (-ঙ্গিন্), -সহচর**—বাল্যকালের সাথী। বিঃ **-শিক্ষা**—বালকবয়সের শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা।

বাশুলী—বিঃ বঙ্গের দেবীবিশেষ; চণ্ডীর রূপ-ভেদ; বিশালাক্ষী দেবী (কবি চণ্ডীদাসের উপাস্যা)। [সং. বাগীশ্বরী? বিশালাক্ষী?—বৌদ্ধতন্ত্রাদিতেও এই দেবী 'বাশুলী'-নামেই উল্লিখিতা]।

বাষট্টি—বি.বিণঃ ৬২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাষষ্টি]।

†**বাষ্প, †বাস্প**—বিঃ তরল পদার্থের বায়বীয় অবস্থা; ভাপ; ধোঁয়া; অশ্রু (বাষ্পপূর্ণ নয়নে); (আল.) আভাসমাত্র (ব্যাপারটির বাষ্পও জানিতাম না)। [সং.]। বিঃ **-পোত**—বাষ্প-চালিত জাহাজ, স্টীমার। বিঃ **-যান, -রথ, -শকট** —বাষ্পদ্বারা চালিত গাড়ি অর্থাৎ রেলগাড়ি।

বিঃ **-স্নান**—(প্রধানতঃ রোগপ্রতিকারকল্পে) সর্বাঙ্গে গরম ধোঁয়া বা ভাপরা প্রয়োগ। বিণঃ **বাষ্পাকুল**—অশ্রুপূর্ণ, অশ্রুমাখা। বিণঃ **বাষ্পীয়**—বাষ্প-সংক্রান্ত; বাষ্পদ্বারা চালিত।

বাস১—**বাইস**-এর রূপভেদ।

বাস২—বিঃ আবাস, বাসস্থান (আদিবাস); অবস্থান (বিদেশবাস); বস্ত্র, কাপড়, বসন। [সং. √বস্+অ]।

বাস৩—বিঃ সুগন্ধ, সৌরভ ('কুসুমের বাস')। [সং. √বাস্+অ (র্তৃ)]।

বাস৪—বিঃ বৃহৎ আকারের যাত্রিবাহী মোটর-গাড়িবিশেষ। [ইং. bus]।

বাসক১—(১)বিঃ ঔষধে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র গাছবিশেষ, বাসকগাছ। (২)বিণঃ সুগন্ধকারক। [সং. √বাস্+অক (র্তৃ)]।

বাসক২—বিঃ শয়ন-গৃহ ('বাসক-শয়ন পরে': রবীন্দ্র)। [সং. বাস+ক (স্বার্থে)]। বিঃ **বাসক-সজ্জা, বাসসজ্জা**—নায়কের আসার আশায় যে নায়িকা সুসজ্জিতা হইয়া বাসরগৃহ সাজাইয়া রাখে।

বাসন১—বিঃ সুবাসিত করণ; ধূপন। [সং. √বাস+অন (ভা)]।

বাসন২—বিঃ (সং) জলপাত্র, আধার-বিশেষ; বাক্স; (বাং.) রন্ধন ভোজন ইত্যাদি গৃহস্থালির কার্যে ব্যবহৃত পাত্র; বসবাস করিতে সাহায্য বা প্রেরণা-দান (পুনর্বাসন)। [সং. √বস্+ণিচ্+অন (ধি)]।

বাসনা১—বিঃ প্রত্যাশা, কামনা, বাঞ্ছা, অভি-লাষ। [সং.]। বিণঃ **-কুল**—বাসনায় অধীর।

বাসনা২—বিঃ কলাগাছ ইত্যাদির শুকনা ছাল বা পাতা। [দেশী—তু. বাস২]।

বাসন্ত, বাসন্তিক—বিণঃ বসন্তকালীন, বসন্তকাল-সম্বন্ধীয়। [সং. বসন্ত+অ, ইক]।

বাসন্তী—(১)বিঃ দুর্গা। (২)বিণঃ বসন্ত-সম্বন্ধীয়া; (বাং.) ফিকা কমলালেবুর বর্ণযুক্ত ('বাসন্তী-বাসপরা': রবীন্দ্র)। [সং. বাসন্ত+ঈ]। বিঃ **-পূজা**—বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা (ইহাই কালের পূজা—শারদীয় দুর্গোৎসব অকালের)।

বাসব—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. বসু+অ]।

বাসর১—বিঃ যে কক্ষে বরকন্যা বিবাহরজনী যাপন করে। [সং. বাসগৃহ]। বিঃ **-ঘর**—বরকন্যার বিবাহরজনী যাপনের কক্ষ। বিঃ **-জাগানি**—বাসরে রাত্রিজাগরণের বাবদ বর-পক্ষীয়দের নিকট হইতে কন্যাপক্ষীয়দের প্রাপ্য অর্থাদি।

বাসর২—বিঃ দিবস (জন্মবাসর); বার (রবি-বাসর)। [সং. √বস্+ণিচ্+অর]। বিণঃ **বাসরীয়**—দিবসের (রবিবাসরীয়)।

বাসসজ্জা—**বাসক২** দ্রঃ।

বাসা১—বিঃ বাসকগাছ (বাসারিষ্ট)। [সং. √বাস্+অ+আ]।

বাসা২—ক্রিঃ মনে করা (বেসেছি ভাল); (বিরল) অনুভব করা (ভয় বাসা)। [সং. √বস্+বাং. আ]।

বাসা৩—বিঃ বাসস্থান (চোরের বাসা); কুলায়, নীড়, কীটপতঙ্গ-পশুপক্ষীদের বাসস্থান (পিঁপড়ের বাঘের সাপের বা কাকের বাসা); অস্থায়ী বাসস্থান (বাসা নেওয়া); ভাড়াটিয়া বাড়ি (বাসা ভাড়া করা)। [সং. বাস+বাং. আ (স্বার্থে)]। দি বিণঃ **-ড়ে**—বাসাবাড়ির বাসিন্দা। বিঃ **-বাড়ি**—বাসের জন্য ভাড়াটে বাড়ি।

বাসি—**বাসী১**-র বানানভেদ।

বাসিত—বিণঃ গন্ধযুক্ত (সুবাসিত)। [সং. √বাসি (নামধাতু)+ত(র্ম)]।

বাসিন্দা—বিণঃ বাসকারী, নিবাসী, অধিবাসী। [ফা. বাশিন্দহ্]।

বাসী১—বিণঃ ধৌত (কাপড় বাসী করা); পর্যুষিত, টাটকা নহে এমন; পূর্বদিনে বা পূর্ব-রাত্রে ব্যবহৃত প্রস্তুত সজ্ঘটিত জাত প্রভৃতি; অতি পুরাতন, নূতনত্ববিহীন (বাসী খবর)। [সং. বাসিত]। **বাসী কাপড়**—পূর্বরাত্রে (বিশেষতঃ শয়নকালে) ব্যবহৃত বস্ত্র। **বাসী ঘর**—দিনের মধ্যে যে ঘর সাফ করা হয় নাই। **বাসী জল**—পূর্বদিনে বা পূর্বরাত্রে তোলা জল। **বাসী দুধ**—পূর্বদিনে দোহন-করা দুধ। **বাসী ফুল**—গতরাত্রে বা গতদিনে তোলা ফুল। **বাসী বিয়ে**—হিন্দু বিবাহের পরদিন আচরণীয় অনুষ্ঠান। **বাসী ভাত**—পূর্বরাত্রে বা পূর্বদিনে রাঁধা ভাত; পান্তাভাত। **বাসী মড়া**—যে শব গতরাত্রের মধ্যে দাহ করা হয় নাই। **বাসী মুখ**—প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পর যে মুখ ধোয়া হয় নাই।

বাসী২ (-সিন্)—বিণঃ বাসকারী (দেশবাসী)। [সং. √বস্+ইন্(র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **-বাসিনী**।

বাসুকি, বাসুকেয়—বিঃ সর্পরাজ অনন্ত। [সং. বসুক+ই, এয়]।

বাসুদেব—বিঃ বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। [সং. বসুদেব+অ]।

বাসুলী—**বাশুলী**-র বানানভেদ।

বাস্—**বস্**-এর রূপভেদ।

বাস্তব—(১)বিণঃ প্রকৃত, যথার্থ, সত্তাযুক্ত; (দর্শ.) ইন্দ্রিয়গোচর। (২)বিঃ সত্য; (দর্শ.) ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। [সং. বস্তু+অ]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-বাদ**—ইন্দ্রিয়গোচর জগৎই একমাত্র সত্য: এই মত, realism। বিণ.বিঃ **-বাদী** (-দিন্)—বাস্তববাদ মানে এমন।

বাস্তবিক—(১)বিণঃ যথার্থ, নিশ্চিত, প্রকৃত। (২)(বাং.) ক্রি-বিণঃ যথার্থতঃ, সত্য সত্য, প্রকৃতপক্ষে। [সং. বস্তু+ইক]। বিঃ **-তা**।

বাস্তব্য—বিণঃ বাসস্থাপনের বা বসবাসের উপযুক্ত, বাসোপযোগী; বাস করান যায় এমন। [সং. √বস্+ণিচ্+তব্য]।

বাস্তু—বিঃ বাসস্থান; বাসগৃহ, স্থায়ী বসতভূমি বা বসতবাটী। [সং. √বস্+তু (ণি)]। বিঃ **-ক**—বেথুয়া শাক। বিঃ **-কর্ম**—বাসভবনাদি নির্মাণ। বিঃ **-কার**—গৃহাদি নির্মাতা, civil engineer [স. প.]। বিঃ **-ঘুঘু**—(আল.) বহুকাল হইতে গৃহে বাস করে এমন অনপসরণীয় দুষ্ট ও সর্বনাশা ব্যক্তি। বিঃ **-দেবতা, -পুরুষ**—গৃহ বা বংশের অধিদেবতা; পুরুষানুক্রমে উপাসিত দেবতা। বিঃ **-ভিটা**—যে ভূমিখণ্ডের উপর পুরুষানুক্রমিক বাসগৃহ স্থাপিত। বিঃ **-সাপ**—যে সাপ দীর্ঘকাল যাবৎ কোন বাস্তুভিটায় নিরুপদ্রবে বাস করিয়া আসিতেছে।

বাস্তুক—বিঃ বেথুয়া শাক। [সং. বাস্তু+ক]।

-বাহ—বিণঃ বহনকারী (ভারবাহ)। [সং. √বহ্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-বাহী**।

বাহক—(১)বিণঃ বহনকারী। (২)বিঃ সারথি। [সং. √বহ্ বা বাহি+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বাহিকা**।

বাহন—বিঃ যাহা দ্বারা বহন করা হয় বা যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়, যান (মূষিক গণেশের বাহন); মাধ্যম (মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন); (বিদ্রূপে) অনুচর। [সং. √বহ্+ণিচ্+অন (ণে)]।

বাহবা, বাহা১—**বাঃ**-এর রূপভেদ।

বাহা২—(১)ক্রিঃ চালান (নৌকা বাওয়া); অতিক্রম করা (পথ বাহিয়া যাওয়া, গাল বাহিয়া চোখের জল পড়া, সিঁড়ি বাহিয়া উঠা)। (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। [সং. √বহ্+ণিচ্+বাং. আ]।

বাহাত্তর—বি.বিণঃ ৭২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাসপ্ততি]। বিণঃ **বাহাত্তুরে**—বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক; বলবুদ্ধিহীন অকর্মণ্য বৃদ্ধ; ভীমরতিগ্রস্ত।

বাহাদুর—(১)বিণঃ কৃতী, অসাধ্যসাধনকারী; কুশলী, বীর; প্রশংসার্হ। (২)বিঃ সরকারী খেতাববিশেষ (রাজাবাহাদুর, নবাববাহাদুর)। [ফা.]। বিঃ **বাহাদুরি**—বাহাদুরের ভাব বা কাজ।

বাহাদুরী কাঠ—বিঃ শাল সেগুন প্রভৃতি গাছের বড় গুঁড়ি। [দেশী]।

বাহানা—**বায়না১**-র রূপভেদ।

বাহান্ন—বি.বিণঃ ৫২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাপঞ্চাশৎ]। **যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন**—(আল.) বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই; এতখানি যদি করা হইয়া থাকে তবে আর অল্প একটু করিতে কি দোষ: এইরূপ বেপরোয়া ভাব।

বাহার—বিঃ শোভা, মনোহারিত্ব; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [ফা. বহার্]। বিণঃ **বাহারি**, **বাহারে**—সুন্দর, মনোরম, শোভাময়।

বাহাল—**বহাল**-এর রূপভেদ।

বাহিত—বিণঃ বহন করা বা চালনা করা হইয়াছে এমন; নীত, চালিত; প্রবাহিত। [সং. √বহ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **বাহিতা**।

-বাহিনী১—**-বাহী২** দ্রঃ।

বাহিনী২—বিঃ ৮১ হস্তী ৮১ রথ ২৪৩ অশ্ব ও ৪০৫ পদাতিক সংবলিত সেনাদল; সেনাদল; দল; নদী, প্রবাহিণী। [সং. বাহ্+ইন্+ঈ]।

বাহির—(১)বিঃ বহির্ভাগ, বহির্দেশ। (২)বিণঃ বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত (ঘর হইতে বাহির হওয়া); উদ্গত (চারা বা ফুল বাহির হওয়া); নিষ্কাশিত (খাপ হইতে ছুরি বাহির করা, নর্দমা দিয়া জল বাহির করা); নিঃসৃত, ক্ষরিত (রক্ত বাহির হওয়া); প্রকাশিত (বই বাহির করা); বিজ্ঞাপিত (পরীক্ষার ফল বাহির করা); প্রদর্শিত, আবিষ্কৃত (খুঁত বাহির করা); বহিষ্কৃত (গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া); দূরীকৃত, দমিত (দুষ্টামি বাহির করা); আয়ত্তের বহির্ভূত, অতীত (শাসনের বাহির); বহির্দেশস্থ (বাহির মহল)। [সং. বহিস্]। **বাহিরে**—(১)বি(অধি-৭মী): বহির্ভাগ (বাহিরে গিয়াছে); অন্তস্থান (ঘরে-বাহিরে); (২)অব্য-(অনু.): অতিরিক্ত (ইহার বাহিরে কিছু জানি না)।

বাহিরা—ক্রিঃ বাহিরান। [বাং. বাহির+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (কাব্যে) বহির্গত হওয়া, বাহিরে যাওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

-বাহী১— **-বাহ** দ্রঃ।
-বাহী২ (-হিন্)—বিণ: বহনকারী (ভারবাহী)। [সং. √বহ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-বাহিনী**।
*__বাহু__—বি: ভুজ, কাঁধ হইতে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত দেহাংশ; (জ্যামি.) চতুর্ভুজ ত্রিভুজ প্রভৃতির পার্শ্বরেখা। [সং.]। বি: **-ত্র, -ত্রাণ**—যোদ্ধৃগণের হস্তাবরক বর্মবিশেষ। বি: **-বন্ধন**—আলিঙ্গন। বি: **-বল**—গায়ের জোর। বি: **-মূল**—বগল, কক্ষ। বি: **-যুদ্ধ**—কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, হাতাহাতি। বি: **-লতা**—লতাসদৃশ কোমল ও সুন্দর বাহু (সচ. নারীর বাহু সম্বন্ধে প্রযোজ্য)।
বাহুড়া—ক্রি: বাহুড়ান। [প্রা. √বাহুড় <সং. বি + আ+ √ঘুট্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: প্রত্যাবর্তিত করান, ফিরান; নিবৃত্ত বা প্রতিহত করা; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।
*__বাহুল্য__—বি: বহুলতা, আধিক্য; বাড়াবাড়ি। [সং. বহুল+য (ভা)]।
বাহ্য১—বিণ: বহনীয়। [সং. √বহ্+য]।
*__বাহ্য__২—বিণ: বহিস্থ, বাহিরের (বাহ্য দৃশ্য); দৃশ্য কিন্তু অযথার্থ বা অপ্রধান ('এহ বাহ্য')। [সং. বহিস্+য] বি: **-জগৎ**—জড়জগৎ। বি: **-জ্ঞান**—বহির্বিষয়ের জ্ঞান; ইন্দ্রিয়দ্বারা লব্ধ জ্ঞান; চেতনা। বি: **-দৃষ্টি**—চর্মচক্ষুদ্বারা দর্শন, অন্তর্দৃষ্টির বিপরীত; আপাতদৃষ্টি। বিণ: **বাহ্যিক** (অশু.)—বাহিরের; আপাতদৃষ্ট।
বাহ্যমান—বিণ: বহন করান হইতেছে এমন। [সং. √বহ্+ণিচ্+আন (মান) (র্ম)]।
বাহ্যিক—**বাহ্য**২ দ্রঃ।
বাহ্যে—বি: মল, বিষ্ঠা; মলত্যাগ (বাহ্যে করা); মলত্যাগের বেগ (বাহ্যে পাওয়া)। [দেশী]।
বাহ্যেন্দ্রিয়—বি: চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্: এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। [সং. বাহ্য+ইন্দ্রিয়]।
*__বাহ্বাস্ফোট__—বি: বাহুতে চাপড় মারিয়া আস্ফালন, মালসাট। [সং. বাহু+আস্ফোট]।
বি- —অব্য: বৈপরীত্য (বিপক্ষ), অভাব, বিহীনতা (বিগুণ, বিকল), মন্দত্ব (বিপথ), বিকার (বিবর্ণ) বিশেষ (বিখ্যাত) প্রভৃতি ভাবসূচক উপসর্গ-বিশেষ। [সং.]।
বি. ই. — বি: এনজিনিয়ারিং-শাস্ত্রে স্নাতক উপাধি। [ইং. B.E.]।
বিউনি, বিউনী—বি: বেণী, বিনুনি। [সং. বেণি, বেণী]।
বিউলি, বিউলী—বি: খোসা-ছাড়ান মাষকলাই। [সং. বিদলিত]।
বি. এ.—বি: কলাশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ইং. B.A.]।
বি.এল.—বি: আইন-পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ইং. B.L.]।
বি. এস্.-সি—বি: বিজ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ইং. B.Sc.]।
বিংশ—বিণ: কুড়ি সংখ্যার পূরক। [সং. বিংশতি +অ]। বি বিণ: **-তি**—কুড়ি, বিশ, ২০ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিণ: **-তিতম**—কুড়ি সংখ্যার পূরক। বিণ(স্ত্রী): **-তিতমী**।
বিঁড়া, (কথ্য) **বিঁড়ে**—**বিড়া**-র রূপভেদ।
বিঁধ—বি: ছিদ্র, ছেঁদা; ফোঁড়। [সং. √বিধ্+ বাং. অ]। বি: **-ন**—ছিদ্র করা; ফুটাইয়া দেওয়া।
বিঁধা—(১)ক্রি: বিদ্ধ হওয়া, ফোটা; ছিদ্র করা (কান বিঁধা), বিঁধান। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √বিধ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: বিদ্ধ করা বা করান, ফুটাইয়া দেওয়া বা দেওয়ান; ছিদ্র করা বা করান; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।
বিকচ১—বিণ: বিকশিত ('করুণা-কিরণে বিকচ নয়ান': রবীন্দ্র)। [সং. বি+ √কচ্+অ]।
বিকচ২—বিণ: কেশহীন। [সং. বি+কচ]।
বিকচ্ছ—বিণ: কাছাশূন্য; কাছা খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। [সং. বি+কচ্ছ]।
বিকট—বিণ: উৎকট ও বিশাল, ভয়ঙ্কর ও বিরাট্। [সং. বি+ √কট্+অ (র্তৃ)]। **বিকটাকার**—(১)বি: বিকট মূর্তি; (২)বিণ: বিকটমূর্তিবিশিষ্ট।
বি. কম—বি: বাণিজ্যশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি। [ইং. B. Com.]।
বিকম্পিত—বিণ: অতিশয় কম্পিত। [সং. বি + √কম্প্+ত(র্ম)]।
বিকর্ণ—(১)বিণ: কর্ণহীন; ছিন্নকর্ণ। (২)বি: দুর্যোধনের এক ভাই। [সং. বি+কর্ণ]।
বিকর্তন—(১)বিণ: ছেদনকারী; বিনাশক। (২)বি: সূর্য। [সং. বি+কর্তন]।
বিকর্ষ, বিকর্ষণ—বি: (বাং.) উলটা টান; (বিজ্ঞা.) আকর্ষণের বিপরীত, বিপ্রকর্ষণ, repulsion [বি.প.]। [সং. বি+কর্ষ, কর্ষণ]।
বিকল—বিণ: কলাহীন, অংশহীন (বিকলাঙ্গ); অক্ষম, অসমর্থ, অবশ (বিকল শরীর); অচল (বিকল যন্ত্র); অস্থির, বিহ্বল (বিকল প্রাণ)।

[সং. বি+কলা]। বি -তা, বৈকল্য। বিণঃ **বিকলাঙ্গ, বিকলেন্দ্রিয়**—অঙ্গহীন, দেহের কোন অঙ্গ নাই বা কোন অঙ্গে ত্রুটি আছে এমন।

বিকলা—বিঃ (জ্যামি.) কলা অর্থাৎ মিনিটের $\frac{1}{60}$ অংশ, second [বি. প.]। [সং.]।

বিকলাঙ্গ, বিকলেন্দ্রিয়—**বিকল** দ্রঃ।

বিকল্প—বিঃ পরিবর্ত বা বিপরীত কল্পনা; বিভিন্ন বা নানাপ্রকার কল্পনা; ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা; সংশয়; (ব্যাক.) নিয়মাবলী বা শব্দাদির একাধিক রূপ, বিভাষা (যেমন, 'বিকশিত' শব্দের বানান বিকল্পে 'বিকসিত'); (দর্শ.) বাস্তবে যাহা নাই, শুধু শব্দজন্য প্রতীতি (যেমন, আকাশ-কুসুম)। [সং.বি+কল্প]। বিণঃ **বিকল্পিত**—বিকল্পযুক্ত; বিপরীতরূপে কল্পিত; সংশয়যুক্ত, বিভাষিত।

বিকশিত, বিকসিত — বিণঃ বিকাশ লাভ করিয়াছে এমন; প্রকাশিত, ব্যক্ত; প্রস্ফুটিত, ফুল্ল। [সং. বি+ √কশ্, কস্+ত(র্ম)]।

বিকা—ক্রিঃ বিকান। [সং.বি+ √ ক্রী+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিক্রীত হওয়া, (আল.) বিলাইয়া দেওয়া (জীবন বিকান); গৃহীত বা আদৃত হওয়া (নামে বিকান)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

বিকার—বিঃ স্বাভাবিক অবস্থার অন্যথা, বৈগুণ্য; অস্বাভাবিক রূপান্তর বা ভাব (মনোবিকার), অস্বাস্থ্য, রোগ; ব্যাধির ঘোরে উচ্চারিত প্রলাপ ও মস্তিষ্কবিকৃতি (জ্বরবিকার); বিকৃতি, মন্দ হওয়া বা পচ ধরা; পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন বস্তু, রূপান্তর (স্বর্ণের বিকার অলঙ্কার)। [সং. বি+ √কৃ+অ(ভা)]। বিণঃ **-গ্রস্ত**—বিকারদ্বারা আক্রান্ত, প্রলাপ বকিতেছে এমন; বিকৃতিপ্রাপ্ত। বিণঃ **বিকারী** (-রিন্)—পরিবর্তনশীল, বিকারযুক্ত। বিণঃ **বিকার্য**—পরিবর্তনীয়, বিকারযোগ্য।

বিকাল—বিঃ অপরাহ্ণ, দিবাভাগের শেষ দুই বা তিন প্রহর কাল। [সং.]।

বিকাশ, বিকাস—বিঃ প্রকাশ (দন্তবিকাশ); উন্মেষ (ভাবের বিকাশ); বিস্তার, প্রসার (ভাষার বিকাশ); প্রস্ফুটন (পুষ্পের বিকাশ)। [সং. বি + √ কাশ্, কাস্+অ (ভা)। বিঃ **-ন**—প্রকাশিতকরণ। বিণঃ **বিকাশিত, বিকাসিত**—প্রকাশিত। বিণঃ **বিকাশোন্মুখ**—বিকশিত হওয়ার উপক্রম করিয়াছে এমন।

বিকি—বিঃ বিক্রয়। [সং. বিক্রয়]। বিঃ **-কিনি**—বেচাকেনা।

বিকিরণ—বিঃ বিক্ষেপ করণ বা বিস্তার করণ; ছড়ান। [সং.বি + √ কৄ+অন (ভা)]। বিণঃ **বিকীর্ণ** — ছড়ান হইয়াছে এমন। বিণঃ **বিকীর্যমাণ**—বিকীর্ণ হইতেছে এমন।

বিকুলি—বিঃ (কাব্যে) ব্যাকুল ভাব, ব্যাকুলতা; ব্যাকুলতা-প্রকাশ। [সং. ব্যাকুল > বিকুল+বাং. ই(ভা)]।

বিকৃত—বিণঃ বিকারপ্রাপ্ত, অস্বাভাবিক রূপপ্রাপ্ত বা অবস্থাপ্রাপ্ত; শ্রীভ্রষ্ট (বিকৃত চেহারা); বিকট (বিকৃত মূর্তি); পচা (বিকৃত মাংস); দোষযুক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত (বিকৃতমস্তিষ্ক)। [সং. বি+ √কৃ+ত (র্ম)]। **-কণ্ঠ, -স্বর**—(১)বিঃ অস্বাভাবিক স্বর; ভাঙ্গা গলা; (২)বিণঃ গলা ভাঙ্গিয়াছে বা স্বর বিকৃত হইয়াছে এমন। **-মস্তিষ্ক**—(১)বিণঃ উন্মাদগ্রস্ত, পাগল, (২)বিঃ বিকারগ্রস্ত মস্তিষ্ক। **-রুচি**—(১)বিঃ কুরুচি; (২)বিণঃ অসুন্দর রুচিযুক্ত। বিঃ **বিকৃতি**—বিকৃত ভাব বা অবস্থা; বিকার; রোগ।

বিকৃষ্ট—বিণঃ আকৃষ্ট; উদ্ধৃত; (বাং.) বিপরীত দিকে আকৃষ্ট। [সং. বি+কৃষ্+ত(র্ম)]।

বিকেন্দ্রণ—বিঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া প্রাদেশিক সরকারের শাসনাধীন করণ, decentralization [স.প.]। [বাং. নামধাতু √বিকেন্দ্র < সং. বি+কেন্দ্র]। বিণঃ **বিকেন্দ্রিত**—বিকেন্দ্রণ করা হইয়াছে এমন, decentralized। বিঃ **বিকেন্দ্রীকরণ**—**বিকেন্দ্রণ**-এর অনুরূপ।

বিক্রম—বিঃ শক্তি, বল; পরাক্রম, প্রতাপ; শৌর্য, বীরত্ব। [সং. বি+ √ ক্রম্+অ (ভা)]। বিণঃ **-শালী** (-লিন্), **বিক্রমী** (-মিন্), **বিক্রান্ত**—বিক্রমপূর্ণ, পরাক্রান্ত।

বিক্রমাদিত্য—বিঃ উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ রাজা (ইঁহার নবরত্ন-সভায় কবি কালিদাস ছিলেন বলিয়া বলা হয়); প্রাচীন ভারতের কোন কোন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজার উপাধিবিশেষ। বিক্রম+আদিত্য(সূর্য)।

বিক্রমাব্দ—**সংবৎ**-এর অনুরূপ।

বিক্রমী—**বিক্রম** দ্রঃ।

বিক্রয়—বিঃ মূল্যের বিনিময়ে অধিকার ত্যাগ, বেচা। [সং. বি+ক্রয়]। বিণঃ **বিক্রয়িক, বিক্রয়ী** (-য়িন্), **বিক্রেতা** (-তৃ)—বিক্রয়কারী।

বিণ(স্ত্রী): **বিক্রয়িকা, বিক্রয়িণী, বিক্রেত্রী**। বিণ: **বিক্রীত**—বিক্রয় করা হইয়াছে এমন। বিণ: **বিক্রেয়**—বিক্রয়যোগ্য; বিক্রয়সাধ্য; বিক্রয় করা হইবে এমন।

বিক্রান্ত—**বিক্রম** দ্রঃ।

বিক্রি—**বিক্রয়**-এর কথ্য রূপ।

বিক্রিয়া—বিঃ বিকৃতি, বিকার (চিত্তবিক্রিয়া); (রাসায়নিক) প্রতিক্রিয়া [বি.প.]। [সং. বি+ক্রিয়া]।

বিক্রীড়িত—বিঃ নানাপ্রকার খেলা। [সং. বি+√ক্রীড়্+ত(ভা)]।

বিক্রীত, বিক্রেতা, বিক্রেয়—**বিক্রয়** দ্রঃ।

বিক্ষত—বিণ: বিশেষভাবে আহত বা আঘাতের ফলে ক্ষত। [সং. বি+ক্ষত]।

বিক্ষিপ্ত—বিণ: ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত বা বিকীর্ণ; এলোমেলো; অস্থির, অব্যবস্থিত। [সং. বি+ √ক্ষিপ্+ত(র্ম)]।

বিক্ষুব্ধ—বিণঃ ক্ষোভযুক্ত, বিশেষ দুঃখিত; বিচলিত, আলোড়িত, অস্থির, চঞ্চল। [সং. বি+ক্ষুব্ধ]।

বিক্ষেপ—বিঃ ইতস্ততঃ নিক্ষেপ; চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। [সং. বি+ √ক্ষিপ্+অ(ভা)]।

বিক্ষোভ—বিঃ আলোড়ন, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা; বিশেষ অসন্তোষ ও তজ্জনিত আন্দোলন। [সং. বি+ক্ষোভ]।

বিখাউজ—বিঃ হাজা বা তজ্জাতীয় চর্মরোগ। [তু. সং. খর্জু]।

বিখ্যাত—বিণ: প্রসিদ্ধ, বিশেষভাবে খ্যাত। [সং. বি+খ্যাত]। বিণ(স্ত্রী): **বিখ্যাতা**। বিঃ **বিখ্যাতি**—বিশেষ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

বিগড়া—ক্রিঃ বিগড়ান। [সং. বি+ √ঘট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিকৃত বা খারাপ হওয়া বা করা (বুদ্ধি বিগড়ান); অচল হওয়া বা করা (কল বিগড়ান); কুপথে যাওয়া বা কুপথগামী করা, অধঃপতিত হওয়া বা করা (চরিত্র বিগড়ান); প্রতিকূল হওয়া বা করা (সাক্ষী বিগড়ান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

বিগত—বিণ: প্রস্থিত; অতীত; মৃত; অপগত; নষ্ট। [সং. বি+গত]। বিণ: **-প্রাণ**—মৃত। বিণ(স্ত্রী): **-প্রাণা**। বিণ(স্ত্রী): **-যৌবনা**—যৌবনকাল অতিক্রম করিয়াছে এমন। বিণ(পুং) **-যৌবন**। বিঃ **বিগম**—অবসান, অপগম; নাশ।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—বিঃ অপবাদ, নিন্দা; তিরস্কার; কলহ। [সং. বি+গর্হ্+অন(ভা),+আ]।

বিগর্হিত—বিণ: অতিশয় নিন্দিত; তিরস্কৃত; নিষিদ্ধ; দূষিত; বিশেষ কলঙ্কজনক। [সং. বি+গর্হিত]।

বিগলন—বিঃ বিগলিত হওয়া, দ্রবণ; ক্ষরণ, স্খলন। [সং. বি+গলন]। বিণ: **বিগলিত**—সম্পূর্ণরূপে গলিত; দ্রবীভূত; বিশেষভাবে ক্ষরিত বা নিঃসৃত (বিগলিত অশ্রু); স্খলিত (বিগলিত-বসনা); একেবারে পচা (বিগলিত শব)। বিণ(স্ত্রী): **বিগলিতা**।

বিগুণ—(১)বিণ: গুণহীন; বিকৃত; প্রতিকূল ('বিধি বিগুণ আমায়': কৃত্তি.); জ্যাশূন্য। (২)বিঃ বিরুদ্ধ গুণ; অপকার। [সং. বি+গুণ]।

বিগ্ন—বিণ: ভীত, উদ্বিগ্ন। [সং. √বিজ্+ত]।

বিগ্রহ—বিঃ দেবপ্রতিমা; দেহ; যুদ্ধ; কলহ; বিভাগ; বিস্তার; (ব্যাক.) সমাসের ব্যাসবাক্য। [সং. বি+ √গ্রহ্+অ]।

বিঘটন—বিঃ বিশ্লেষণ; ব্যাঘাত; বিরোধ; অনিষ্ট; বিকাশ। [সং. বি + √ ঘট্+অন(ভা)]। **বিঘটিত**—(১)বিণ: বিশ্লেষিত, ব্যাহত; বিশেষরূপে রচিত; বিকশিত; (২)বিঃ (ব্রজ.) বিপরীত বা মন্দ ঘটনা, অনিষ্ট ('এ বিঘটিত বিহি নিরমাণ': বিদ্যা.)।

বিঘত, বিঘৎ—বিঃ হাতের চেটো প্রসারিত করিলে বৃদ্ধাঙ্গুলির শীর্ষ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির শীর্ষ পর্যন্ত মাপ, অর্ধহস্ত বা দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমাণ। [সং. বিতস্তি]।

বিঘা—বিঃ ভূমির পরিমাণবিশেষ (=২০ কাঠা বা ৬৪০০ বর্গহাত বা প্রায় ⅓ একর)। [সং. বিগ্রহ বা বর্গ]। বিঃ **-কালি**—বিঘার হিসাবে জমির পরিমাপ।

বিঘাতক, বিঘাতী (-তিন্)—বিণ: বিনাশকারী; বাধাদায়ক, নিবারক। [সং. বি+ √হন্+অক, ইন্(র্তৃ)]।

বিঘ্নিন—**বিঘ্ন**-র প্রা. কোমল রূপ।

বিঘূর্ণন—বিঃ বিশেষরূপে ঘূর্ণন। [সং. বি+ঘূর্ণন]। বিণ: **বিঘূর্ণিত**।

বিঘোর—**বেঘোর**-এর মার্জিত রূপ।

বিঘোষণ—**বিঘোষিত** দ্রঃ।

বিঘোষিত—বিণ: সর্বত্র বা ব্যাপকভাবে ঘোষিত অথবা প্রচারিত। [সং. বি+ √ঘুষ্+ণিচ্+ত(র্ম)]। বিঃ **বিঘোষণ**—ব্যাপক ঘোষণা বা প্রচার।

বিঘ্ন—বিঃ বাধা, প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। [সং. বি+ √হন্+অ(র্তৃ)]। **-নাশন, -বিনাশন, -হর, -হারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ বিঘ্ন দূরকারী; (২)বিঃ সিদ্ধিদাতা গণেশ। বিণঃ **বিঘ্নিত**—বাধাপ্রাপ্ত, প্রতিহত।

বিচ—(১)বিঃ মধ্য। (২)ক্রি-বিণঃ মধ্যে। [হি.]।

বিচক্ষণ—বিণঃ সুবিবেচক; জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, বিদ্বান্, পণ্ডিত; দূরদর্শী; কর্মকুশল। [সং বি+ √চক্ষ্+অন(র্তৃ)]। বিঃ -তা।

বিচঞ্চল—বিণঃ বিশেষভাবে বা অতিশয় চঞ্চল। [সং. বি+চঞ্চল]।

বিচয়ন, বিচয়—বিঃ একত্রীকরণ; সংগ্রহ; অনুসন্ধান। [সং. বি+ √চি+অন, অ(ভা)]। বিণঃ **বিচিত**—একত্রীকৃত, সংগৃহীত; অনুসন্ধিত।

বিচরণ—বিঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ। [সং. বি+ √চর্ +অন(ভা)]।

বিচরা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিচরণ করা, বেড়ান ('বিচরে সুখে')। [সং. বি+ √চর্+বাং. আ]।

বিচর্চিকা—বিঃ খোস-পাঁচড়াদি চর্মরোগ। [সং. বি+ √চর্চ্+অক(র্তৃ)+আ]।

বিচলিত, বিচল—বিণঃ চঞ্চল, অস্থির; আন্দোলিত, আলোড়িত; স্থানচ্যুত; স্খলিত, ভ্রষ্ট। [সং. বি+ √চল্+ত, অ(র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **বিচলিতা, বিচলা**। বিঃ **বিচলন**—অস্থিরতা, আলোড়ন; স্থানচ্যুতি, স্খলন।

বিচার—বিঃ বিবেচনা, গবেষণা, যুক্তিপ্রয়োগ, স্বরূপ-নির্ণয়; সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, মীমাংসা, নিষ্পত্তি, সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় হার-জিত প্রভৃতি নিরূপণ। [সং.]। বিঃ **-ক, -কর্তা** (-র্তৃ), **-পতি**—যিনি বিচার করেন, জজ। বিণঃ **-ক্ষম**—সুবিচার করিতে সমর্থ। বিঃ **-ণ, -ণা**—বিচারকার্য; বিবেচনা। বিণঃ **-ণীয়, বিচার্য**—যুক্তির দ্বারা নিরূপণীয়; নির্ণয় বা বিচার করিতে হইবে এমন, বিবেচ্য। বিঃ **-ফল**—বিচারকের সিদ্ধান্ত, রায়। বিঃ **-বিবেচনা**—বিশেষভাবে চিন্তা ও বিচার। বিণঃ **-বিহীন, -শূন্য**—ন্যায়-বিচারবিরহিত; অবিবেচক। বিণঃ **-সাপেক্ষ**—কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তাদি গ্রহণের পূর্বে বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে এমন। ক্রিঃ **বিচারা**—(কাব্যে) বিচার করা, বিবেচনা করা। বিণঃ **বিচারাধীন**—বিচার-বিবেচনা করা হইতেছে বা হইবে এমন; বিচার্য। বিঃ **বিচারালয়**—যেখানে বিচার করা হয়, আদালত, ধর্মাধিকরণ। বিণঃ **বিচারিত**—বিচার করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **বিচারী** (-রিন্)—বিচারকারী।

বিচালি—বিঃ ধানের খড়। [দেশী]।

বিচি—বিঃ ফল বা শস্যাদির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র আঁঠি, বীজ; অণ্ডকোষ। [সং. বীজ]।

বিচিকিচ্ছি—বিণঃ অত্যন্ত কুৎসিত বা বিকট, কিম্ভূতকিমাকার, বীভৎস, বিশ্রী। [সং বিচিকিৎস্য]।

বিচিকিৎসা—বিঃ সন্দেহ, সংশয়। [সং. বি+ √কিৎ+সন্+অ(ভা)+আ]।

বিচিত—**বিচয়ন** দ্রঃ।

বিচিত্র—বিণঃ নানাবর্ণবিশিষ্ট, নানাভাবে চিত্রিত; নানারূপ বিষয় সমন্বিত (বিচিত্র জগৎ); বিস্ময়কর (বিচিত্র লীলা); মনোরম, সুন্দর (বিচিত্র দৃশ্য)। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **বিচিত্রা**। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-বর্ণ**—নানাবর্ণবিশিষ্ট। বিণঃ **বিচিত্রিত**—বিচিত্র করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **বিচিত্রিতা**।

বিচিত্রবীর্য—(১)বিণঃ বিস্ময়কর বীরত্ববিশিষ্ট। (২)বিঃ শান্তনু রাজার পুত্র (সত্যবতীর গর্ভজাত)। [সং. বিচিত্র+বীর্য]।

বিচিন্তিত—বিণঃ বিশেষভাবে চিন্তা বিবেচনা বা ধ্যান করা হইয়াছে এমন। [সং. বি+ √চিন্ত্+ ত(র্ম)]।

বিচিলি, বিচুলি—**বিচালি**-র কথ্য রূপ।

বিচূর্ণ, বিচূর্ণিত—বিণঃ বিশেষভাবে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। [সং. বি+চূর্ণ, চূর্ণিত]। বিঃ **বিচূর্ণন**—উত্তমরূপে চূর্ণীকরণ, trituration [বি. প.]।

বিচেতন—বিণঃ অচেতন। [সং. বি+চেতনা]।

বিচেষ্ট, বিচেষ্টিত১—বিণঃ চেষ্টাশূন্য, উদ্যমহীন। [সং. বি+চেষ্টা, চেষ্টিত]।

বিচেষ্টিত২—(১)বিঃ বিশেষ চেষ্টা। (২)বিণঃ অন্বেষিত। [সং. বি+ √চেষ্ট্+ত(ভা, র্ম)]।

বিচ্ছায়—(১)বিঃ ছায়াহীনতা। (২)বিণঃ ছায়াহীন। [সং. বি+ছায়া]।

বিচ্ছিত্তি—বিঃ বিচ্ছেদ; বিনাশ; বৈশিষ্ট্য; বৈচিত্র্য। [সং. বি+ √ছিদ্+তি(ভা)]।

বিচ্ছিন্ন—বিণঃ সম্পূর্ণ ছিন্ন বা পৃথক্‌কৃত, বিযুক্ত, বিভক্ত। [সং. বি+ √ছিদ্+ত(র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **বিচ্ছিন্না**। বিঃ **-তা**।

বিচ্ছিরি—**বিশ্রী**-র কথ্য রূপ।

বিচ্ছু—বিঃ কাঁকড়া বিছা, বৃশ্চিক; (অশি.)

অতিশয় ধূর্ত ও অনিষ্টকারী লোক ; অত্যধিক দুরন্ত শিশু। [হি.<সং. বৃশ্চিক]।

বিচ্ছুরণ—বিঃ (সং.) অনুলেপন ; অনুরঞ্জন ; (বিজ্ঞা.) আলোকরশ্মির বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লেষণ বা বিকিরণ, dispersion [বি. প.]। [সং. বি+ √ছুর্+অন(ভা)]। বিণ: **বিচ্ছুরিত**—অনুলেপিত ; রঞ্জিত ; বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট, বিকীর্ণ।

বিচ্ছেদ—বিঃ বিয়োগ, বিরহ, ছাড়াছাড়ি; বিভেদ; পার্থক্য ; বিরতি, বিরাম। [সং. বি+ √ছিদ্ +অ(ভা)]।

বিচ্যুত—বিণ: স্খলিত, পতিত, ভ্রষ্ট ; বিচ্ছিন্ন। [সং. বি+ √চ্যু+ত(র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিচ্যুতা**। বিঃ **বিচ্যুতি**—স্খলন, পতন, ভ্রষ্ট হওয়া; বিচ্ছিন্ন হওয়া।

বিছা১—বিঃ বৃশ্চিক ; বিছাহার ; ভূষণবিশেষ। [সং. বৃশ্চিক]।

বিছা২—ক্রিঃ বিছান। [সং. বি+ √ছদ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিস্তার করা, পাতা (মাদুর বিছান); ছড়ান, বিস্তৃত করা (কাঁকর বিছান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

বিছানা—বিঃ শয্যা। [সং. বিচ্ছাদন]।

বিছানো—**বিছা২** দ্রঃ।

বিছুটি, বিছুতি—বিঃ ক্ষুদ্র বন্য গাছবিশেষ যাহা শরীরে স্পৃষ্ট হইলে চুলকায় ও জ্বালা করে। [সং. বৃশ্চিক ('ওষধি'-অর্থক)]।

বিছুরেন, বিছুরণ—**বিস্মরণ**-এর প্রাচীন কোমল রূপ।

বিছুরো, বিছুরান—ক্রিঃ বিস্মৃত হওয়া; ত্যাগ করা। [সং. বি+ √স্মৃ]।

বিজড়িত—বিণ: বিশেষভাবে বা বিশ্রীরকম জড়াইয়া গিয়াছে এমন। [সং. বি+জড়িত]।

বিজন—বিণ: জনহীন, নির্জন, নিভৃত। [সং.বি+জন]।

বিজনন—বিঃ জন্মদান ; প্রসব ; জন্ম ; উৎপত্তি। [সং. বি+ √জন্+অন (ভা)]।

বিজনি, বিজনী—বিঃ হাত-পাখা ('বেহুলা বিজনী বুনিল' : বি. গু.)। [সং. ব্যজনী]।

বিজন্মা (-ন্মন্)—বিণ: জারজ, বেজন্মা। [সং. বি(বিরুদ্ধ)+জন্মন্]।

বিজবিজ—অব্যঃ বহু কীটের সমাবেশের ভাব-প্রকাশক, গিজগিজ, থিকথিক।

বিজয়—বিঃ জয়, জিত, প্রতিপক্ষকে পরাজিত বা দমিত করা ; (প্রা. বাং.) গমন, প্রস্থান ('গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয়' : চৈ. ভা.)। [সং. বি +জয়]। বিঃ **-গর্ব**—জয়লাভ-হেতু গর্ব। বিণ: **-দৃপ্ত**—জয়লাভের ফলে গর্বিত। বিঃ **-লক্ষ্মী**—জয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিণ: **বিজয়ী** (-য়িন্), **বিজেতা** (তৃ)—জয়লাভকারী। বিণ(স্ত্রী): **বিজয়িনী, বিজেত্রী**। বিঃ **বিজয়োৎসব**—বিজয়া দশমীর উৎসব; জয়লাভ-উপলক্ষে উৎসব। **বিজিত**—পরাজিত (বিজিত শত্রু) ; জয় করা হইয়াছে এমন (বিজিত দেশ)। বিণ(স্ত্রী): **বিজিতা**। বিণ: **বিজেয়**—জয়সাধ্য; জয়যোগ্য।

বিজয়া—বিঃ দুর্গা ; দুর্গাদেবীর অনৈকা সখী (মতান্তরে কন্যা) ; সিদ্ধি ; ভাং ; বিজয়াদশমী। [সং.বি+জয়+আ]। বিঃ **-দশমী**—যে তিথিতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিঃ **-সঙ্গীত**—পার্বতীর বা উমার আশ্বিনমাসে পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়ার বেদনাকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালী কবিগণ কর্তৃক রচিত সঙ্গীত (তু. আগমনী সঙ্গীত)।

বিজয়িনী, বিজয়ী, বিজয়োৎসব—**বিজয়** দ্রঃ।

বিজর—বিণ: জরারহিত, বার্ধক্যহীন। [সং বি+জরা]।

বিজলি, বিজলী—বিঃ বিদ্যুৎ, তড়িৎ, সৌদামিনী ; বৈদ্যুতিক বাতি (সচ. **বিজলি-বাতি**)। [প্রা. বিজ্জুলী<বিদ্যুৎ]।

বিজাত—বিণ: জারজ, বেজন্মা। [সং. বি(বিরুদ্ধ) +জাত (উৎপন্ন)]।

বিজাতি—বিঃ ভিন্ন জাতি। [সং. বি (ভিন্ন)+ জাতি]।

বিজাতীয়—বিণ: ভিন্ন জাতি-সম্বন্ধীয় (বিজাতীয় বেশভূষা); (বাং.) বিষম, উৎকট (বিজাতীয় ঘৃণা)। [সং. বিজাতি+ঈয়]। বিঃ **-তা**। **বিজাতীয় ভেদ**—পরস্পর ভিন্ন জাতির ভিতর-কার ভেদ (যেমন, মানুষ ও কুকুর ইহারা দুইটি ভিন্ন জাতি—ইহাদের ভিতরকার ভেদ বা এই জাতীয় ভেদ)।

বিজিগীষা—বিঃ বিজয়লাভের ইচ্ছা। [সং. বি + √জি+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **বিজি-গীষু**—বিজয়লাভে ইচ্ছুক।

বিজিত—**বিজয়** দ্রঃ।

বিজুত—**বেজুত**-এর প্রাদে. রূপ।

বিজুরি, বিজুরী, বিজুলি, বিজুলী—**বিজলি**-র কোমল রূপ।

বিজৃম্ভণ—বি: হাই তোলা; ইচ্ছা; বিস্তার, বিকাশ। [সং. বি+জৃম্ভণ]। বিণ: **বিজৃম্ভিত**—বিকশিত; বিস্তারিত; ব্যাপ্ত।

বিজেতা, বিজেত্রী, বিজেয়—**বিজয়** দ্র:।

বিজোড়—বিণ: অযুগ্ম, জোড়হীন; দুই দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় না এমন, বিষম। [বাং বি (=নয়)+জোড়]।

বিজ্ঞ—বিণ: পণ্ডিত, জ্ঞানী; অভিজ্ঞ; বিচক্ষণ। [সং. বি+ √জ্ঞা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিজ্ঞা**। বি: **-তা, -ত্ব**।

বিজ্ঞপ্তি—**বিজ্ঞাপন** দ্র:।

বিজ্ঞাত—বিণ: বিশেষরূপে অবগত বা বিদিত; বিখ্যাত। [সং. বি+ √জ্ঞা+ত (র্ম)]।

বিজ্ঞান—বি: বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান; নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে ক্রম অনুসারে লব্ধ জ্ঞান, science; (পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান); শিল্পাদির শাস্ত্র (সঙ্গীতবিজ্ঞান)। [সং. বি+জ্ঞান]। বি: **বিজ্ঞানী** (-নিন্)—বিজ্ঞানবিৎ।

বিজ্ঞাপন—বি: বিশেষভাবে জ্ঞাপন প্রচার বা ঘোষণা; নিবেদন; **বিজ্ঞপ্তি**; সাধারণকে জানাইবার জন্য লেখন, বিজ্ঞাপনী, ইশতিহার, নোটিস। [সং. বি+জ্ঞাপন]। বি: **বিজ্ঞাপনী**—বিজ্ঞাপনপত্র, ইশতিহার। বিণ: **বিজ্ঞাপনীয়**—জানাইবার যোগ্য; বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রচার করিতে হইবে এমন। বিণ: **বিজ্ঞাপিত**—বিজ্ঞাপনদ্বারা ঘোষিত বা প্রচারিত; নিবেদিত। বি: **বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি**—বিজ্ঞাপন; প্রারম্ভিক নিবেদন।

বিজ্ঞেয়—বিণ: বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য। [সং. বি+ √জ্ঞা+য (র্ম)]।

বিজ্বর—বিণ: জ্বরমুক্ত। [সং. বি+জ্বর]।

বিট১—**বীট১** ও **বীট২**-এর বানানভেদ।

বিট২—বি: ধূর্ত বা শঠ লোক; কামুক বা লম্পট ব্যক্তি; ঔষধার্থ কৃত্রিম লবণবিশেষ। [সং.]।

বিটকেল, (প্রাদে.) **বিটকাল**—বিণ: অস্বাভাবিক রকম কুৎসিত বিকট বা কদর্য। [দেশী]।

বিটংক—বি: পায়রা প্রভৃতির থাকিবার স্থান; পাখি ধরিবার ফাঁদ। [সং]।

বিটপ—বি: গাছের ডাল, শাখা; পল্লব। [সং.]। বি: **বিটপী** (-পিন্)—বৃক্ষ, গাছ।

বিটপালং, বিটপালম—যথাক্রমে **বীটপালং** ও **বীটপালম**-এর বানানভেদ।

বিটলবণ—বি: ঔষধার্থ কৃত্রিম লবণ। [সং.]।

বিটলে, বিটলা, বিটেল—বিণ: প্রবঞ্চক, শঠ, দুষ্ট। [সং. বিট১+বাং. লে, লা, ল]।

বি. টি.—বি: শিক্ষাদানশাস্ত্রে স্নাতক উপাধি। [ইং. B.T.]।

বিড়ঙ্গ—বি: কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত ফলবিশেষ [সং.]।

বিড়বিড়—অব্য: (প্রধানত: আপনমনে) অস্পষ্ট ও অনুচ্চ কথন। [দেশী]।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বি: বঞ্চনা, ছলনা (ভাগ্য-বিড়ম্বনা); অনর্থক দুর্ভোগ; অনুকরণ। [সং. বি+ √ডম্ব্+অ (ভা), +আ]। বিণ: **বিড়ম্বিত**—বঞ্চিত; ক্লেশিত; ক্লেশপ্রাপ্ত; অনুকৃত।

বিড়া—বি: হাঁড়ি কলসি প্রভৃতি বসাইয়া রাখিবার জন্য খড়কুটা বা বস্ত্রাদিতে তৈয়ারি বেষ্টনীবিশেষ; পান ইত্যাদির জড়াইয়া বাঁধা ছোট বাণ্ডিল বা গোছ; মাথায় ভার বহিবার জন্য বা পাগড়ি-রূপে ব্যবহার্য দড়ি খড় প্রভৃতিতে তৈয়ারি বেষ্টনী-বিশেষ। [সং. বীটি, বীটিকা]।

†**বিড়াল**—বি: ইঁদুর-শিকারে দক্ষ চতুষ্পদ প্রাণি-বিশেষ, মার্জার। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বিড়ালী**। বিণ(স্ত্রী) **বিড়ালাক্ষী**—বিড়ালের ন্যায় কটা নেত্রযুক্তা। **বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা**—ইঁদুর কর্তৃক বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত অসাধ্য-সাধন করিয়া কোন কাজের গোড়াপত্তন করা (ইংরেজি to bell the cat-এর অনুবাদ)। **বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া**—(আল.) ভাগ্যক্রমে ঈপ্সিত সুযোগ মেলা। বি: **-তপস্বী**—(আল) সাধুর ছদ্মবেশে শয়তান, ভণ্ড ব্যক্তি।

বিড়ি, বিড়ী—বি: শাল কেন্দু প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে তামাকচূর্ণ মুড়িয়া প্রস্তুত চুরুটবিশেষ। [সং. বীটি, বীটী]।

বিড়ে—**বিড়া**-র কথ্য রূপ।

বিতংস—বি: বিশদ বিবরণ। [সং. বিততম্ ?—তু. সং. বিস্তারিতম্]।

বিতংস—বি: পক্ষী মৃগ প্রভৃতিকে বন্ধন করিবার রজ্জু ইত্যাদি; ফাঁদ। [সং.]।

বিতণ্ডা—বি: মিথ্যা বিচার, বাজে তর্ক; (দর্শ.) স্বমত প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক কেবল পরমত খণ্ডনার্থ বাগাড়ম্বর। [সং.]।

বিতত—বিণ: বিস্তৃত, প্রসারিত; ব্যাপ্ত। [সং. বি+ √তন্+ত (র্ম)]। বি: **বিততি**—বিস্তার, প্রসার; ব্যাপ্তি।

বিতথ, বিতথ্য—বিণ: মিথ্যা ; বৃথা। [সং.]।
বিতস্ত্র—বিঃ পঞ্জাবের প্রাচীন নদীবিশেষ।
বিতরণ—বিঃ বিলান, বণ্টন, ভাগ করিয়া দেওয়া, বহু লোককে দান। [সং. বি+ √তৃ+অন (ভা)]। ক্রিঃ **বিতরা**—(কাব্যে) বিতরণ করা, বিলান। বিণ: **বিতরিত**—বিতরণ করা হইয়াছে এমন, বণ্টিত।
বিতর্ক—বিঃ আলোচনা, তর্ক, বিচার; বাদানুবাদ; সংশয়; অনুমান। [সং. বি+তর্ক]। বিণ: **বিতর্কিত**—বিচারিত, আলোচিত; সন্দিগ্ধ; অনুমিত। বিঃ **বিতর্কিকা**—কোন বিষয়ে সামান্য তর্কাতর্কি; তর্ক-বিতর্কের আসর, সংবাদপত্রাদিতে আলোচনা বা তর্কাতর্কি প্রকাশের স্থান। [সং. বিতর্ক+বাং. ইকা (ক্ষুদ্রার্থে)]।
বিতল—বিঃ পুরাণোক্ত সপ্ত পাতালের দ্বিতীয়টি। [সং.]।
বিতস্তা—বিঃ পঞ্জাবের প্রাচীন নদীবিশেষ, আধুনিক ঝিলম।
বিতস্তি—বিঃ বিঘত, অর্ধহস্তপরিমিত বা দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত মাপ [সং.]।
বিতান—বিঃ মণ্ডপ (লতাবিতান); চন্দ্রাতপ; তাঁবু, পটমণ্ডপ; বিস্তার; (বিরল) যজ্ঞ। [সং.]।
বিতারিখ—**বেতারিখ**-এর অধিকতর চলিত রূপ।
বিতিকিচ্ছি, বিতিকিচ্ছি—**বিচিকিচ্ছি**-র রূপভেদ।
বিতীর্ণ—বিণ: ব্যাপ্ত; উত্তীর্ণ; বিতরিত। [সং. বি+ √তৃ+ত (র্ণ)]।
বিতৃষ্ণ—**বিতৃষ্ণা** দ্র:।
বিতৃষ্ণা—বিঃ তৃষ্ণাভাব; অনিচ্ছা, অরুচি। [সং. বি+তৃষ্ণা]। বিণ: **বিতৃষ্ণ**—তৃষ্ণাশূন্য; নিস্পৃহ, উদাসীন; রুচিহীন; বিমুখ।
-বিৎ (-দ্), -বিদ্—বিণ: জানে এমন, বেত্তা (বিজ্ঞানবিৎ)। [সং. √বিদ্+কিপ্]।
বিত্ত—বিঃ ধন, সম্পদ্। [সং. √বিদ্+ত (ণে)]। বিণ: **-বান্** (-বৎ), **-শালী**—সম্পত্তিশালী; ধনী। বিণ: **-হীন**—দরিদ্র।
বিত্রস্ত—বিণ: অতিশয় ভীত। [সং. বি+ত্রস্ত]।
বিথান—বিণ: (কাব্যে) বিপ্রস্ত, আলুথালু; স্থানভ্রষ্ট। [সং. বিস্থান]।
বিথার—(১)বিণ: (কাব্যে) ছড়ান, আলুলায়িত ('কেশ বেশ যদি বিথার হইল' : চণ্ডী.); পরিব্যাপ্ত, পূর্ণ ('স্রোত বিথার জলে' : মৃ. ভ.)। (২)বিঃ (কাব্যে) বিস্তার। [সং. বিস্তার]। ক্রিঃ **বিথারা**—(কাব্যে) বিস্তার করা বা হওয়া, ছড়ান ('দুহাত বিথারি' : রবীন্দ্র)।
বিদকুটে—**বিদঘুটে**-র রূপভেদ।
বিদগ্ধ—বিণ: রসিক, রসজ্ঞ; বিদ্বান্, পণ্ডিত; নিপুণ, চতুর। [সং. বি+দগ্ধ]। **বিদগ্ধা**—(১)বিণ: বিদগ্ধ-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ রসগ্রহণে সমর্থা বা সুরসিকা নায়িকা। বিঃ **-সমাজ**—পণ্ডিতমণ্ডলী; রসিকজনসমূহ।
বিদঘুটে—বিণ: কুৎসিত, বিশ্রী; জটিল। [দেশী]।
বিদরা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিদীর্ণ হওয়া বা করা ('বিদরে পরান')। [সং. বি+ √দৃ+বাং. আ]।
বিদরি, বিদরী—বিঃ এক ধাতুনির্মিত পাত্রাদিতে ভিন্ন ধাতুর দ্বারা খোদাই-করা নকশা। [তু. হি. বিদরী]।
বিদর্ভ—বিঃ আধুনিক মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বিদর রাজ্যের প্রাচীন নাম। [সং.]।
বিদল—(১)বিঃ দ্বিধাবিভক্ত কলার প্রভৃতি, ডাল; বাঁশের চটায় প্রস্তুত ডালা কুলা প্রভৃতি। (২)বিণ: বিকশিত; দলহীন, পত্রহীন। [সং.]।
বিদলন—বিঃ সম্পূর্ণরূপে দলন পেষণ বিমর্দন বা বিদারণ; সম্পূর্ণ পরাজিত করা; অতিশয় নিপীড়িত করণ। [সং. বি+দলন]। বিণ: **বিদলিত**—সম্পূর্ণ দলিত পিষ্ট বিমর্দিত বিদারিত বা পরাজিত; অতিশয় নিপীড়িত।
বিদা, (চলিত) বিদে—বিঃ খেত আঁচড়াইয়া তৃণাদি তোলার জন্য চিরুনির ন্যায় লৌহনির্মিত চাষের যন্ত্রবিশেষ। [সং. বিদ্ধক]। বিঃ **বিদেকাটি, বিদেকাঠি**—উক্ত যন্ত্রের লৌহশলাকা।
বিদায়১—বিঃ দান; বিসর্জন। [সং. বি+ √দা+অ (ভা)]।
বিদায়২—(১)বিঃ দূরীকরণ (বিদায় করা); প্রস্থান করার অনুমতি (বিদায় মাগা); প্রস্থান (তাহার বিদায়ের পর); বিচ্ছেদ (চির-বিদায়); কর্ম বা বৃত্তি হইতে অবসর (চাকরি হইতে পেনসনসহ বিদায়গ্রহণ); কার্যান্তে বা বিদায়দানকালে প্রদত্ত দক্ষিণা পারিশ্রমিক বা পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত অর্থাদি বা উহা বিতরণ (ব্রাহ্মণবিদায়)। (২)বিণ: প্রস্থিত (বিদায় হওয়া)। [আ. বিদাআ]। বিণ: **-ভোগী**—কর্ম বা বৃত্তি হইতে অবসরপ্রাপ্ত। বিঃ **-সম্ভাষণ**—প্রস্থানকালীন আলাপ ও নমস্কারাদিবিনিময়। **বিদায়ী**—(১)বিণ: বিদায় হইতেছে এমন; (২)বিঃ বিদায়ের কালে প্রদত্ত অর্থ ও উপহারদ্রব্যাদি।

বিদার—বিঃ বিদারণ, বিদীর্ণ হওয়া ('ধরণী বিদার দেউ': শ্রীকৃ.)। [সং. বি + √দৃ + অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—বিদারনকারী। বিঃ **-ণ**—বিদীর্ণ করা, ফাড়িয়া বা খুঁড়িয়া বা কাটাইয়া ফেলা; ভেদন; মারা, হনন। ক্রিঃ **বিদারা**—বিদীর্ণ করা, চেরা, ফাড়া ('কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে': বিদ্যা.)। বিণঃ **বিদারিত**—বিদীর্ণ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **বিদারী** (-রিন্)—বিদীর্ণ করে এমন।

বিদাহী (-হিন্)—বিণঃ প্রদাহ জন্মায় পোড়ায় বা ক্ষয় করে এমন, caustic [বি. প.]। [সং. বি + √দহ্ + ইন্ (র্তৃ)]।

বিদিক্ (-দিশ্)—বিঃ দুইদিকের মধ্যভাগ, অগ্নি নৈর্ঋত প্রভৃতি কোণ; (বাং.) বিপরীত প্রতিকূল বা ভুল দিক্। [সং. বি + দিশ্]।

বিদিত—বিণঃ জ্ঞাত, জানা হইয়াছে এমন (বিদিত বিষয়); খ্যাত (জগদ্বিদিত); অবগত, জানিয়াছে এমন (বিদিত আছি)। [সং. √বিদ্ + ত (র্ম, র্তৃ)]।

বিদিশা—বি(স্ত্রী): বিদিক্। [সং.]।

বিদীর্ণ—বিণঃ ছিন্নভিন্ন; খণ্ডিত; ভগ্ন; ফাটিয়া গিয়াছে এমন। [সং. বি + দীর্ণ]।

বিদুর—বিঃ ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দাসীপুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত)। **বিদুরের খুদ**—কুরুরাজ দুর্যোধনের রাজভোগ প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদুরপ্রদত্ত যে সামান্য তণ্ডুলকণা ভোজন করিয়াছিলেন; (আল.) দীনজনের শ্রদ্ধার উপহার।

বিদুষী—বিণ.বিঃ উচ্চশিক্ষিতা, বিদ্যাবতী রমণী। [সং. বিদ্বস্ + ঈ]।

বিদূর—(১)বিণঃ অতি দূরবর্তী (বিদূর সম্বন্ধ)। (২)বিঃ অতি দূরবর্তী স্থান বা দেশ (দূরে বিদূরে)। [সং. বি + দূর]। বিণঃ **বিদূরিত**—দূরীভূত, বিতাড়িত।

বিদূষক—(১)বিঃ (নাট্যে) নায়কের রসিক সহচর, ভাঁড়। (২)বিণঃ নিন্দক। [সং. বি + √দূষ্ + ণিচ + অক (র্তৃ)]।

বিদূষণ—বিঃ দোষ দেওয়া; অপবাদ, নিন্দা। [সং. বি + √দূষ্ + ণিচ্ + অন (ভা)]।

বিদে—**বিদা** দ্রঃ।

বিদেশ—বিঃ প্রবাস, স্বদেশ ভিন্ন অন্য দেশ। [সং. বি + দেশ]। বিণঃ **বিদেশাগত**—বিদেশ হইতে আসিয়াছে এমন। বিণঃ **বিদেশী**—ভিন্নদেশবাসী। [সং. বিদেশ + ইন্, বা সং. বিদেশ + বাং. ঈ]। বিণ(স্ত্রী): **বিদেশিনী**। বিণঃ **বিদেশীয়**, **বৈদেশিক**—বিদেশ-সম্বন্ধীয়; ভিন্নদেশজাত; ভিন্নদেশবাসী।

বিদেহ—(১)বিণঃ দেহশূন্য, অশরীরী। (২)বিঃ মিথিলা প্রদেশ। [সং. বি + দেহ]। বিণ(স্ত্রী): **বিদেহা**। বিণঃ (অশু.) **বিদেহী** (-হিন্)—দেহহীন, অশরীরী।

বিদ্—**বিৎ** দ্রঃ।

বিদ্ধ—বিণঃ ফোঁড়া বেঁধা বা ছেঁদা করা হইয়াছে এমন; আহত; উৎকীর্ণ। [সং. √ব্যধ্ + ত (র্ম)]।

বিদ্যমান—বিণঃ বর্তমান; অস্তিত্বশীল; উপস্থিত; জীবিত। [সং. √বিদ্ + আন (মান) (র্ম)]। বিঃ **-তা**—বর্তমান আছে এমন অবস্থা; অস্তিত্ব; উপস্থিতি; জীবিত অবস্থা।

বিদ্যা—বি(স্ত্রী): অধ্যয়ন অনুশীলন প্রভৃতির দ্বারা লব্ধ জ্ঞান; পাণ্ডিত্য; দক্ষতা; শিক্ষণীয় বিষয়, শাস্ত্র (চিকিৎসাবিদ্যা); তত্ত্বজ্ঞান; সরস্বতীদেবী; দুর্গাদেবী; ভগবতীদেবী (মহাবিদ্যা)। [সং. √বিদ্ + য (ণে) + আ]। বিঃ **-দাতা** (-তৃ)—শিক্ষক, গুরু। বি(স্ত্রী): **-দাত্রী**। বিঃ **-দান**—শিক্ষা দেওয়া, অধ্যাপনা। বিঃ **-ধর**—স্বর্গের গায়করূপে বর্ণিত দেবযোনিবিশেষ। বি(স্ত্রী): **-ধরী**। বিঃ **-নিধি**, **-সাগর**, **-র্ণব**—বিদ্যার সমুদ্র, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যযুক্ত; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। বিঃ **-নুরাগ**—বিদ্যার জন্য বা বিদ্যালাভের জন্য আগ্রহ। বিণঃ **-নুরাগী** (-গিন্)—বিদ্যানুরাগযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-নুরাগিণী**। বিঃ **-পীঠ**, **-মন্দির**—বিদ্যালয়, শিক্ষালাভের স্থান। বিঃ **-বত্তা**—পাণ্ডিত্য। বিঃ **-বল**—বিদ্যালাভের ফলে লব্ধ শক্তি। বিণঃ **-বান্** (-বৎ)—পণ্ডিত, বিদ্বান্, সুশিক্ষিত। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-বিনোদ**, **-বিশারদ**, **-ভূষণ**, **-রত্ন**, **-লঙ্কার**—পণ্ডিত ব্যক্তি; সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপাধিবিশেষ। বিণঃ **-বিহীন**, **-হীন**, **-শূন্য**—অশিক্ষিত, মূর্খ। বিণ(স্ত্রী): **-বিহীনা**, **-হীনা**, **-শূন্যা**। বিণ. বিঃ **-ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—অর্থ লইয়া বিদ্যা দান করে এমন, বেতনভোগী শিক্ষক। বিঃ **-ভ্যাস**—বিদ্যাচর্চা, বিদ্যাশিক্ষা। বিঃ **-রম্ভ**—বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ, হাতে-খড়ি। বিঃ **-র্জন**—বিদ্যা শিক্ষা বা অধিগত করণ। **-র্থী**—(১)বিণঃ বিদ্যাশিক্ষায় অভিলাষী; (২)বিঃ ছাত্র, শিষ্য। বিণ.বি(স্ত্রী): **-র্থিনী**। বিঃ **-লাপ**—শাস্ত্রালোচনা।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—(১)বিণঃ বিদ্যুৎরেখাতুল্য সরু ও

রক্তবর্ণ জিহ্বাবিশিষ্ট। (২)বিঃ রামায়ণোক্ত রাক্ষস-বিশেষ। [সং. বিদ্যুৎ+জিহ্বা]।

বিদ্যুৎ—বিঃ বিজলী, তড়িৎ, ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, চপলা, চঞ্চলা, চিকুর। [সং. বি+ √দ্যুৎ +ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-কটাক্ষ**—বিদ্যুতের ন্যায় তীব্র অর্থাৎ মর্মস্পর্শী চাহনি। বিণঃ **-প্রভ**—বিদ্যুতের ন্যায় চোখ-ধাঁধান ঔজ্জ্বল্যযুক্ত। বিণ-(স্ত্রী): **-প্রভা**। বিঃ **-স্পন্দন, স্ফুরণ**—বিদ্যুতের চমক। বিণঃ **-স্পৃষ্ট**—বিদ্যুতের ছোঁয়া পাইয়াছে এমন ; তড়িতাহত। বিঃ **-স্ফুলিঙ্গ**—বিদ্যুতের কণা। বিণঃ **বিদ্যুদ্গর্ভ**—বিদ্যুৎপূর্ণ। বিঃ **বিদ্যুদ্দাম, বিদ্যুন্মালা**—বিদ্যুতের মালিকাকার রেখাসমূহ। বিণঃ **বিদ্যুদ্দীপ্ত** — বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত। বিঃ **বিদ্যুদ্দীপ্তি**—বিদ্যুতের আলো। বিঃ **বিদ্যুদ্বিকাশ**—বিদ্যুতের স্ফুরণ। বিঃ **বিদ্যুদ্বেগ**—বিদ্যুদ্বৎ অতি দ্রুত গতি। বিঃ **বিদ্যুল্লতা**—লতার ন্যায় সরু বিদ্যুদ্-রেখা।

বিদ্যোৎসাহী (-হিন্)—বিণ.বিঃ বিদ্যার প্রসারে উৎসাহদানকারী। [সং. বিদ্যা+উৎসাহিন্]। বিণ.বি(স্ত্রী): **বিদ্যোৎসাহিনী** (বিদ্যোৎসাহিনী সভা)।

বিদ্যোপার্জন—বিঃ বিদ্যালাভ, বিদ্যাশিক্ষা। [সং. বিদ্যা+উপার্জন]।

বিদ্রাবণ—বিঃ দ্রবীকরণ; বিতাড়ন। [সং. বি+ দ্রাবণ]। বিণঃ **বিদ্রাবিত**—দ্রবীকৃত; বিতাড়িত।

বিদ্রুত—বিণঃ দ্রবীভূত ; পলায়িত। [সং. বি + √দ্রু+ত(র্ম)]।

বিদ্রুম—বিঃ পদ্মরাগমণি, প্রবাল, পলা; কিশলয়। [সং.]।

বিদ্রূপ—বিঃ শ্লেষমিশ্রিত উপহাস, ঠাট্টা। [সং. বিদ্রব]। বিণঃ **বিদ্রূপাত্মক**—বিদ্রূপপূর্ণ।

বিদ্রোহ—বিঃ বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ; শাসন অগ্রাহ্য করা ; বর্তমান ব্যবস্থাদির প্রতিকূলতা ; বিরোধিতা। [সং. বি+দ্রোহ]। বিঃ **বিদ্রোহাচরণ**—বিদ্রোহকরণ। বিণ.বিঃ **বিদ্রোহী** (-হিন্)—বিদ্রোহকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **বিদ্রোহিণী**।

বিদ্বজ্জন—বিঃ পণ্ডিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তি। [সং. বিদ্বস্+জন]।

বিদ্বৎকল্প—বিণঃ পণ্ডিতের মত, অল্পবিদ্বান্। [সং. বিদ্বস্+কল্প (ঈষদূনার্থে)]।

বিদ্বৎকুল—বিঃ পণ্ডিতসমাজ। [সং. বিদ্বস্+ কুল]।

বিদ্বত্তম—বিণঃ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা বিদ্বান্। [সং. বিদ্বস্+তম]। বিণ(স্ত্রী): **বিদ্বত্তমা**।

বিদ্বান্ (-দ্বস্)—বিণ.বিঃ পণ্ডিত, সুশিক্ষিত ; জ্ঞানী। [সং. √ বিদ্ + বস্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিদুষী** দ্রঃ।

বিদ্বিষ্ট—বিণঃ বিদ্বেষের পাত্র, বিদ্বেষভাজন। [সং. বি+ √দ্বিষ্ +ত(র্ম)]।

বিদ্বেষ—বিঃ ঈর্ষা, শত্রুতা, হিংসা। [সং. বি+ √দ্বিষ্ +অ(ভা)]। বিণঃ **-পরায়ণ**—অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এমন, দ্বেষশীল। বিঃ **-বুদ্ধি**—ঈর্ষা বা শত্রুতার মনোবৃত্তি। বিঃ **বিদ্বেষানল**—বিদ্বেষবুদ্ধিজনিত আগুন অর্থাৎ যন্ত্রণা। বিণ.বিঃ **বিদ্বেষী** (-ষিন্), **বিদ্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—বিদ্বেষকারী, শত্রু।

-বিধ—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদরূপে **বিধা**-শব্দের রূপ (বহুবিধ)।

বিধবা—বি.বিণঃ পতিহীনা, মৃতভর্তৃকা। [সং. বি+ধব(স্বামী)+আ]। বিঃ **-বিবাহ**—বিধবা স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ।

বিধর্মা (-র্মন্), **বিধর্মী** (-র্মিন্)—বিণঃ অন্য-ধর্মাবলম্বী। [সং. বি+ধর্ম+অন, ইন্]।

বিধা—বিঃ প্রকার, ধারা; ব্যবস্থা (সুবিধা)। [সং.]।

বিধাতা (-তৃ)—বিঃ বিধানকর্তা ('ভারতভাগ্য-বিধাতা' : রবীন্দ্র) ; ঈশ্বর ; ব্রহ্মা। [সং. বি + √ধা+তৃ(র্তৃ)]। বিঃ **-পুরুষ**—(বাং.) ঈশ্বর ; ব্রহ্ম।

বিধান—বিঃ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা বা নিয়ম ; রীতি (শাস্ত্রীয় বিধান) ; ব্যবস্থা, সম্পাদন (আনন্দ-বিধান) ; আইন বা আইন-প্রণয়ন (বিধান-পরিষদ্)। [সং. বি+ √ধা+অন]। বিঃ **-সভা**—রাষ্ট্রপরিচালনা ও আইন-প্রণয়নাদির জন্য প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি-সভা, Legislative Assembly [স. প.]। বিঃ **-পরিষদ্**—রাষ্ট্র-পরিচালনা ও নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নাদির জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রজাদের প্রতিনিধি-সভা, Legislative Council [স. প.]।

বিধায়—অব্যঃ কারণে, জন্য, বলিয়া (অসুস্থতা বিধায় আসিতে পারেন নাই)। [<সং. বিধা]।

বিধায়ক, বিধায়ী (-য়িন্)—বিণঃ বিধানকর্তা, ব্যবস্থাপক ; সঙ্ঘটনকারী বা সম্পাদনকারী। [সং. বি+ √ ধা+অক, ইন্(র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিধায়িকা, বিধায়িনী**।

বিধি—বিঃ বিধান, নিয়ম, ব্যবস্থা (স্বাস্থ্যবিধি), উপায় ; প্রণালী, ক্রম (কার্যবিধি) ; ভাগ্য, দৈব (বিধিবিড়ম্বনা) ; বিধানকর্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মা (বিধির লিখন)। [সং. বি+ √ধা+ই]। বিণঃ **-জ্ঞ**—শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি জানে এমন। বিণঃ **-বদ্ধ**—ব্যবস্থাপিত ; নিয়মবদ্ধ ; নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী, যথাবিধি, formal। বিঃ **-বিড়ম্বনা**—ভাগ্যের ছলনা। বিণঃ **-মত**—শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী, যথাবিহিত ; উপযুক্ত (বিধিমত শাস্তি) ; যথাসাধ্য (বিধিমত চেষ্টা)। বিঃ **-লিপি**—ভাগ্য বা ভাগ্যের লিখন। বিঃ **-শাস্ত্র**—স্মৃতিশাস্ত্র ; ব্যবহারশাস্ত্র, আইন। বিণঃ **-সঙ্গত, -সম্মত**—শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী ; নিয়মানুযায়ী।

বিধিৎসা—বিঃ বিধান করার বা ব্যবস্থা করার ইচ্ছা। [সং. বি+ √ধা+সন্+অ(ভা)+আ]। বিণঃ **বিধিৎসু**—বিধান করিতে ইচ্ছুক।

বিধু—বিঃ চন্দ্র, চাঁদ। [সং.]। **-বদন, -মুখ**—(১)বিণঃ চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট ; (২)বিঃ ঐরূপ মুখ। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-বদনা, -মুখী**।

বিধুত—বিণঃ কম্পিত। [সং. বি+ √ধু+ত (র্ম)]।

বিধুনন, বিধূনন—বিঃ কম্পন। [সং. বি+ √ধু, ধূ + ণিচ্ + অন (ভা)]। বিণঃ **বিধুনিত, বিধূনিত**—কম্পিত।

বিধুর—বিণঃ দুঃখিত, কাতর, ক্লিষ্ট (বিরহবিধুর) ; ভীত ; বিমূঢ় ; বিকল, ভারাক্রান্ত ('গন্ধ-বিধুর সমীরণে' : রবীন্দ্র)। [সং. বি+ধুর (=কার্যভার)+অ(সমাসান্ত)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বিধুরা**। বিঃ **-তা**।

বিধৃত—বিণঃ ধরা বা ধারণ করা হইয়াছে এমন, ধৃত ; সযত্নে ধৃত ; পরিহিত। [সং. বি+ধৃত]। বিঃ **বিধৃতি**—গ্রেপ্তার, পাকড়াও ; ধারণ ; সযত্নে ধারণ ; পরিধান।

বিধেয়—(১)বিণঃ বিধিসম্মত, ন্যায়সঙ্গত, উচিত ; করণীয়। (২)বিঃ (ব্যাক.) যে বাক্যাংশে উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় অর্থাৎ ক্রিয়া ও তাহার সহযোগী শব্দসমূহ, predicate ; (দর্শ.) অপরিজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু, 'অনুবাদ'-এর বিপরীত ('অনুবাদ আগে পাছে বিধেয় স্থাপন' : চৈ. চ.)। [সং. বি+ √ধা+য(র্ম)]। বিঃ **বিধেয়ক**—প্রবর্তনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া, bill [স.প.]।

বিধ্বংস—বিঃ সম্পূর্ণ ধ্বংস বিনাশ বা লোপ। [সং. বি+ধ্বংস]। বিণঃ **বিধ্বংসিত**—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসিত বিনাশিত বা বিলোপিত। বিণঃ **বিধ্বংসী** (-সিন্)—বিধ্বংসকর।

বিধ্বস্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত ; বিনাশিত ; ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। [সং. বি+ √ধ্বন্স্+ত(র্তৃ, র্ম)]।

বিনত—বিণঃ অবনত ; প্রণত ; নম্র। [সং. বি+নত]। **বিনতা**—(১)বিণঃ **বিনত**-র স্ত্রীলিঙ্গে, (২)বিঃ কশ্যপমুনির পত্নী। বিঃ **বিনতানন্দন**—বিনতার পুত্র অরুণ ও গরুড় (তু. বৈনতেয়)। বিঃ **বিনতি**—প্রণতি ; নম্রতা, বিনয় ; বিনয়-পূর্বক নিবেদন, অনুনয়।

বিননি, বিননী—**বিনুনি**-র রূপভেদ।

বিনম্র—বিণঃ অতিশয় নম্র ; বিনয়াবনত। [সং. বি+নম্র]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বিনম্রা**। বিঃ **-তা**।

বিনয়—বিঃ নম্রতা ; মিনতি ; শিক্ষা, discipline ; দমন, শাসন। [সং. বি+ √নী+অ (ভা)]। বিণঃ **বিনয়াবনত**—বিনয়বশে আনত ; অতি বিনয়ী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বিনয়াবনতা**। বিণঃ **বিনয়ী** (-য়িন্)—বিনয়যুক্ত।

বিনয়ন—বিঃ দমন, শাসন ; শিক্ষাদান ; অপনয়ন, মোচন। [সং. বি+ √নী+অন(ভা)]।

বিনষ্ট—বিণঃ বিনাশপ্রাপ্ত। [সং. বি+নষ্ট]।

বিনা১—অব্যঃ ভিন্ন, ছাড়া, ব্যতীত। [সং.]।

বিনা২—ক্রিঃ বিনান। [সং √ বর্ণ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১) বেণী রচনা করা; জড়াইয়া বেণীর মত করা ; ধীরে ধীরে বিস্তারিত করিয়া বর্ণনা করা বা বিলাপ করা (বিনাইয়া বলা বা কাঁদা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ জড়াইয়া বেণীর মত করা হইয়াছে এমন।

বিনামা১—বিঃ জুতা। [সং. বি + নামন্—মালিন্যযুক্ত, অতএব নামহীন অর্থাৎ নামোল্লেখ অনুচিত]।

বিনামা২ (-মন্)—বিণঃ কল্পিত নামযুক্ত ; নামহীন। [সং. বি+নামন্]।

বিনায়ক—বিঃ গণনায়ক, গণেশ ; শিক্ষক, গুরু ; বুদ্ধদেব ; গরুড়। [সং. বি+ √নী+অক]।

বিনাশ—বিঃ ধ্বংস ; লোপ ; উচ্ছেদ ; মৃত্যু। [সং. বি+নাশ]। বিণঃ **-ক**—বিনাশকারী। **-ন**—(১)বিঃ বিনাশ করা ; (২)বিণঃ বিনাশকর (বিঘ্নবিনাশন)। বিণঃ **বিনাশিত**—বিনষ্ট করা হইয়াছে এমন ; নিহত। বিণঃ **বিনাশী** (-শিন্)—বিনাশশীল ; বিনাশক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বিনাশিনী**।

বিনি—**বিনা**-র প্রাদে. ও কথ্য রূপ (বিনিসুতার মালা)।

বিনিঃসরণ—বিঃ বাহির হওয়া, নির্গমন। [সং. বি+নিঃসরণ]। বিণঃ **বিনিঃসৃত**—বহির্গত, নির্গত।

বিনিদ্র—বিণঃ নিদ্রাহীন। [সং. বি+নিদ্রা]।

বিনিন্দিত—বিণঃ নিন্দিত, গঞ্জিত (শব্দটি সাধারণতঃ বহুব্রীহিসমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা—মৃণালবিনিন্দিত = মৃণাল নিন্দিত যাহা কর্তৃক)। [সং. বি+নিন্দিত]। বিণ(স্ত্রী): **বিনিন্দিতা**।

বিনিপাত—বিঃ বিশেষরূপে নিপাত, মৃত্যু; অধঃপাত, দৈব দুঃখ। [সং. বি+নিপাত]।

বিনিবর্তন—বিঃ পুনরায় গমন বা আগমন, প্রত্যাবর্তন; বিরতি [সং. বি+নি+ √বৃৎ+অন+(ভা)]; ফেরান [সং. বি+নি+ √বৃৎ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **বিনিবর্তিত**—ফিরান বা নিরস্ত করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **বিনিবৃত্ত**—ফিরিয়াছে বা নিরস্ত হইয়াছে এমন।

বিনিময়—বিঃ বদল; পরিবর্ত; প্রতিদান। [সং. বি+নি+ √মী+অ (ভা)]। বিণঃ **বিনিমেয়**—বিনিময়ের যোগ্য; বিনিময় করিতে হইবে এমন।

বিনিযুক্ত—বিণঃ নিযুক্ত; প্রেরিত; অর্পিত; (ব্যবসায়াদিতে মূলধনরূপে) খাটান হইয়াছে এমন। [সং. বি+নিযুক্ত]।

বিনিয়োগ—বিঃ নিয়োগ; প্রেরণ; অর্পণ; (ব্যবসায়াদিতে মূলধনরূপে) কাজে লাগান। [সং. বি+নিয়োগ]।

বিনিয়োজিত—বিণঃ বিনিয়োগ করা হইয়াছে এমন; অর্পিত; প্রেরিত; নিযুক্ত; প্রবর্তিত। [সং. বি+নিয়োজিত]।

বিনির্গত—বিণঃ বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত। [সং. বি+নির্গত]। বিঃ **বিনির্গম, বিনির্গমন**—বহির্গমন, নিষ্ক্রমণ; নিঃসরণ।

বিনির্ণয়—বিঃ স্থিরীকরণ, নির্ধারণ; বিচারপূর্বক প্রদত্ত ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ, award [স.প.]। [সং. বি+নির্ণয়]। বিণঃ **বিনির্ণীত**—স্থিরীকৃত, বিশেষভাবে নির্ধারিত।

বিনিশ্চয়—বিঃ স্থির বা সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত (চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়)। [সং. বি+নিশ্চয়]। বিণঃ **বিনিশ্চিত**—সন্দেহাতীতভাবে স্থিরীকৃত; অভ্রান্ত।

বিনীত—বিণঃ বিনয়যুক্ত, বিনম্র; শান্ত; সংযত; শিক্ষিত। [সং. বি+ √নী+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিনীতা**।

বিনু—**বিনা**-র ব্রজ. ও প্রা. কোমল রূপ ('তাহা বিনু আর কারো নই' : জ্ঞান.)]।

বিনুনি—বিঃ বেণী, বিনান চুল ইত্যাদি; বেণী-রচনা। [বাং. বিনা১+উনি]।

বিনে—**বিনা**-র কোমল রূপ ('তো বিনে উনমত কান' : বিদ্যা.)]।

বিনেতা (-তৃ)—বিণঃ নিয়ন্তা; শিক্ষক। [সং. বি+ √নী+তৃ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিনেত্রী**।

বিনোদ—(১)বিঃ আমোদিতকরণ; আমোদ, বিহার। (২)বিণঃ মনোরম (বিনোদ বেণী); সুন্দর (বিনোদ নাগর)। [সং. বি+ √নুদ্+অ]। বিঃ **-ন**—আনন্দদান; অপনোদন (শ্রমবিনোদন)। বিণঃ **বিনোদিত**—আমোদিত বা তুষ্ট করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **বিনোদিয়া**—(প্রা. কা.) আনন্দদায়ক, রমণীয় ('বিনোদিয়া বেণীর শোভায়' : ভা. চ.)। বিণঃ **বিনোদী** (-দিন্)—বিনোদনকারী, আনন্দদায়ক। **বিনোদিনী**—(১)বিণঃ **বিনোদী**-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ শ্রীরাধিকা।

বিন্তি, বিন্তী—বিঃ তাসের খেলাবিশেষ। [পো vinte]।

†**বিন্দু**—বিঃ ফোঁটা (ঘর্মবিন্দু); ফুটকি বা অনুরূপ আকারের চিহ্ন (সিন্দুরবিন্দু); (জ্যামি.) দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধহীন অবস্থান-নির্দেশক চিহ্ন, point; শুক্র (বিন্দুধারণ); অনুস্বার; কণা, কণিকা (বিন্দুমাত্র দুঃখ)। [সং.]। **বিন্দুতে সিন্ধুজ্ঞান**—অকিঞ্চিৎকর পরিমাণকেই প্রচুর বলিয়া কল্পনা বা ধারণা। বিঃ **-বিসর্গ**—(মূলতঃ) অনুস্বার ও বিসর্গ; (আল.) অতি সামান্য-পরিমাণ; সামান্যতম আভাস। বিঃ **-মাত্র**—সামান্যমাত্র, লেশমাত্র।

বিন্ধা—ক্রিঃ (প্রা. কা.) বিদ্ধ করা ('বিন্ধহ পরম নিবাণে' : চর্যা.)। [বাং. বিঁধা]।

বিন্ধ্য—বিঃ ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী পর্বতমালাবিশেষ (সচ. বিন্ধ্যাচল)। [সং.]। **-বাসিনী**—(১)বি(স্ত্রী): দুর্গাদেবী; (২)বিণ(স্ত্রী): বিন্ধ্যপর্বতে বাসকারিণী।

বিন্যস্ত—**বিন্যাস** দ্র:।

বিন্যাস—বিঃ সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপন বা রক্ষণ; সুন্দরভাবে রচনা বা সজ্জা (কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস)। [সং. বি+ন্যাস]। বিণঃ **বিন্যস্ত**—সুশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত বা রক্ষিত।

বিপক্ষ—বিঃ বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ, শত্রু। [সং. বি+পক্ষ]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **বিপক্ষীয়**—বিপক্ষ-সম্বন্ধীয়; বিপক্ষভুক্ত।

বিপজ্জনক—বিণঃ বিপদ্ সৃষ্টি করে বা বিপদে ফেলে এমন; বিপদের ভয় আছে এমন। [সং. বিপদ্+জনক]।

বিপণন—বিঃ বিক্রয়ার্থ বাজারে দেওয়া, বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করণ, marketing। [সং. বি + √পণ্+অন (ভা)]।

বিপণি, বিপণী—বিঃ দোকান; বাজার, হাট। [সং. বি+ √পণ্+ই (ঘি),+ঈ]।

বিপৎ—**বিপদ্** দ্রঃ।

বিপত্তারিণী—(১)বিণ(স্ত্রী): বিপদ্ হইতে ত্রাণকারিণী। (২)বিঃ লৌকিক দেবীবিশেষ। [সং. বিপৎ+তারিণী]।

বিপত্তি—বিঃ বিপদ্; ঝঞ্ঝাট; দুরবস্থা। [সং. বি + √পদ্+তি (ভা)]।

বিপত্নীক—বিণঃ মৃতদার, পত্নী মারা গিয়াছে এমন। [সং. বি+পত্নী+ক]।

বিপথ—বিঃ মন্দ বা ভুল পথ, অসৎ পথ বা জীবনযাত্রা-প্রণালী। [সং. বি+পথ]। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—বিপথে গিয়াছে এমন; নষ্টচরিত্র। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**।

বিপদ্, বিপৎ (-দ্), (চলিত) **বিপদ**—বিঃ আপদ্; দুর্ঘটনা; ঝঞ্ঝাট; দুরবস্থা। [সং. বি+ √পদ্+ক্বিপ্ (ভা)]। বিঃ **বিপৎকাল**—বিপৎপূর্ণ সময়। বিণঃ **বিপদ্গর্ভ**—বিপদের সম্ভাবনাযুক্ত। বিঃ **বিপদ্পাত**—বিপদের উদয়, বিপদ্-সঙ্ঘটন, বিপদ্ ঘটা। বিণঃ **বিপদ্বহুল**—বিপৎপূর্ণ। বি.বিণঃ **বিপদ্ভঞ্জন**—বিপদ্ দূরকারী। বিঃ **বিপদ্রেখা, বিপদ্সীমা**—নদ্যাদির জলস্ফীতি যে রেখা বা সীমা ছাপাইয়া উঠিলে প্লাবনজনিত বিপদের আশঙ্কা থাকে। বিণঃ **-সঙ্কুল, বিপদাত্মক**—বিপজ্জনক। বিঃ **বিপদাপদ্**—নানা প্রকার বিপদ্। বিণঃ **বিপদাপন্ন**—বিপন্ন। বিঃ **বিপদুদ্ধার**—বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি। বিঃ **বিপন্নদশা**—বিপন্ন অবস্থা।

বিপন্ন—বিণঃ বিপদে পতিত, বিপদ্গ্রস্ত। [সং. বি+ √পদ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিপন্না**।

বিপন্মুক্ত—বিণঃ বিপদ্ হইতে মুক্ত বা উদ্ধারপ্রাপ্ত। [সং. বিপদ্+মুক্ত]। বিঃ **বিপন্মুক্তি**—বিপদ্ হইতে মুক্তি বা উদ্ধারলাভ।

বিপরিণত—বিণঃ পরিবর্তিত; বিপর্যস্ত। [সং. বি+পরিণত]। বিঃ **বিপরিণতি**—পরিবর্তন; বিপর্যয়।

বিপরিণাম—বিণঃ পরিবর্তন; বিপর্যয়। [সং. বি +পরিণাম]। বিণঃ **বিপরিণামী** (-মিন্)—পরিবর্তনশীল; বিপরীত-পরিণাম-প্রাপ্ত; বিপাকগ্রস্ত।

বিপরীত—বিণঃ উলটা; বিরুদ্ধ, প্রতিকূল; (বাং.) বিষম, উৎকট, অস্বাভাবিক (বিপরীত কাণ্ড)। [সং. বি+পরি+ √ই+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-কাল**—অস্বাভাবিক ঘটনাদিপূর্ণ সময়, দুর্যোগপূর্ণ সময়। বিণঃ **বিপরীতার্থক**—(শব্দাদি-সম্বন্ধে) নির্দিষ্ট শব্দাদির উলটা মানে বোঝায় এমন।

বিপর্যয়, বিপর্যায়, বিপর্যাস—বিঃ উলটপালট, বিপ্লব; বিশৃঙ্খল অবস্থা; বৈপরীত্য; ব্যতিক্রম; ধ্বংস। [সং.]। বিণঃ **বিপর্যস্ত**—বিপর্যয়গ্রস্ত; সম্পূর্ণ পরিবর্তিত; ছত্রভঙ্গ।

বিপল—বিঃ কালের পরিমাপবিশেষ (= $\frac{1}{60}$ পল = $\frac{2}{5}$ সেকেণ্ড)। [সং. বি (বিভক্ত)+পল]।

বিপাক—বিঃ (এই জন্মের বা জন্মান্তরের) কর্মফল; মন্দ পরিণাম; দুর্ভোগ, বিড়ম্বনা (দৈববিপাক); পরিপাক, জীর্ণতা; (জীব) দেহে খাদ্যের পরিণাম, metabolism [বি. প.]। [সং. বি+ √পচ্+অ (ভা)]। বিণঃ **বিপাকীয়**—বিপাক-সম্বন্ধীয়, metabolic [বি. প]।

বিপিতা (-তৃ)—বিঃ জন্মদাতা পিতা ভিন্ন মাতার অন্য স্বামী, সৎ-বাপ। [সং. বি+পিতৃ]।

বিপিন—বিঃ অরণ্য, বন। [সং.]। **-বিহারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ বনে ভ্রমণকারী; (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণ।

বিপুল—বিণঃ বিশাল, অতি বৃহৎ (বিপুলকায়); প্রশস্ত (বিপুল সমুদ্র); অগাধ, সুগভীর (বিপুল স্নেহ); মহৎ, উদার (বিপুল হৃদয়)। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **বিপুলা**।

বিপ্র—বিঃ ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। [সং.]।

বিপ্রকর্ষ—বিঃ দূরত্ব; দূরে অবস্থান; (ব্যাক.) স্বরভক্তি অর্থাৎ উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন (যথা—কর্ম > করম, স্নান > সিনান)। [সং. বি+প্র+ √কৃষ্+অ (ভা)]। বিঃ **বিপ্রকর্ষণ**—দূরে সরাইয়া দেওয়া, ঠেলা, বিকর্ষণ। বিণঃ **বিপ্রকৃষ্ট**—বিপ্রকর্ষণ করা হইয়াছে এমন; দূরবর্তী।

বিপ্রতিপত্তি—বিঃ বিরোধ; বিরুদ্ধ জ্ঞান; পার্থক্য; সংশয়। [সং. বি+প্রতিপত্তি]। বিণঃ **বিপ্রতি-**

পন্ন—বিরুদ্ধ; বিরুদ্ধ জ্ঞানপূর্ণ; পার্থক্যযুক্ত, পৃথক্; সংশয়পূর্ণ।

বিপ্রতীপ—বিণ: প্রতিকূল, সম্পূর্ণ বিপরীত। [সং. বি+প্রতীপ]।

বিপ্রযুক্ত—বিঃ সংযোগরহিত, বিচ্ছিন্ন, বিশ্লিষ্ট। [সং. বি+প্রযুক্ত]। বিঃ **বিপ্রয়োগ**—বিশ্লেষ, বিয়োগ; বিরহ।

বিপ্রলব্ধ—বিণ: বঞ্চিত, প্রতারিত। [সং. বি+প্র + √লভ্+ত (র্ম)]। **বিপ্রলব্ধা**—(১)বিণ: প্রতারিতা, বঞ্চিতা; (২)বিঃ (অল.) সঙ্কেতস্থানে গিয়া নায়কের সাক্ষাৎ হইতে বঞ্চিতা নায়িকা।

বিপ্রলম্ভ—বিঃ প্রতারণা; কলহ; বিরহ; নায়কনায়িকার সম্ভোগাভাব বা বিচ্ছেদ। [সং. বি+ প্র + √লভ্+অ (ভা)]।

বিপ্রলাপ—বিঃ অনর্থক ঝগড়া; বিরুদ্ধ বাক্য কথন। [সং. বি+প্র+ √লপ্+অ (ভা)]।

বিপ্রসাৎ—অব্য: ব্রাহ্মণকে দেয় বা দত্ত; ব্রাহ্মণাধীন। [সং. বিপ্র+সাৎ]।

বিপ্লব—বিঃ (রাষ্ট্র বা সমাজ প্রভৃতির) আমূল ও অতি দ্রুত পরিবর্তন; বিদ্রোহ; উপদ্রব; ব্যাপক ধ্বংস। [সং. বি+ √প্লু+অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **বিপ্লবী** (-বিন্)—বিপ্লব-সঙ্ঘটনে চেষ্টিত বা ইচ্ছুক; (সমাজ-) বিপ্লবের সমর্থক বা সঙ্ঘটক।

বিপ্লুত—বিণ: বিপর্যস্ত; উপদ্রুত; বিহ্বল (ভয়-বিপ্লুত); প্লাবিত (অশ্রুবিপ্লুত)। [সং. বি+ প্লুত]।

বিফল—বিণ: ব্যর্থ, নিষ্ফল, নিরর্থক, অসিদ্ধ, অকৃতকার্য। [সং. বি (=বিনষ্ট)+ফল]। বিঃ -তা।

বিবক্ষা—বিঃ বলিবার ইচ্ছা। [সং.]। বিণ: **বিবক্ষিত**—বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে এমন। বিণ: **বিবক্ষু**—বলিতে ইচ্ছুক।

বিবৎসা১—বিঃ বাস করিবার ইচ্ছা। [সং. √বস্ +সন্+অ (ভা)+আ]।

বিবৎসা২—বিণ: বৎসহীনা। [সং. বি+বৎস + আ]।

বিবদমান — বিণ: বিবাদ করিতেছে এমন, বিবাদরত, কলহকারী। [সং. বি+ √ বদ্+ আন (মান) (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিবদমানা**।

বিবমিষা—বিঃ বমন করিবার ইচ্ছা। [সং.]। বিণ: **বিবমিষু**—বমনেচ্ছু।

বিবর—বিঃ গর্ত, গহ্বর, ছিদ্র। [সং.]।

বিবরণ১—**বিবর্ণ**-এর কোমল রূপ।

বিবরণ২—বিঃ বিবৃতি, বর্ণনা; বর্ণন, ব্যাখ্যান; বৃত্তান্ত। [সং. বি+ √ বৃ+অন(ভা)]। বিঃ **বিবরণী**—(বাং.) বিবরণপূর্ণ লিপি।

বিবরা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিবৃত করা, বিশদভাবে বলা ('কহ মোরে বিবরিয়া' : মধু.)। [সং. বি+ √বৃ +বাং. আ]।

বিবর্জন—বিঃ সম্পূর্ণ বর্জন, পরিত্যাগ। [সং. বি +বর্জন]। বিণ: **বিবর্জিত**—সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত; রহিত। বিণ(স্ত্রী): **বিবর্জিতা**।

বিবর্ণ—বিণ: ফেকাসে, বিকৃতবর্ণ, মলিন। [সং. বি(=বিকৃত)+বর্ণ]। বিণ(স্ত্রী): **বিবর্ণা**। বিঃ -তা।

বিবর্ত—বিঃ ঘূর্ণন; ভ্রমণ; পরিবর্ত; পরিবর্তিত অবস্থা, পরিণাম; বিশেষরূপে স্থিতি; (দর্শ.) মায়াময়রূপে স্থিতি, ভ্রম। [সং. বি+ √বৃৎ+ অ(ভা)]। বিঃ **-বাদ**—(দর্শ.) মায়াবাদ, রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে অসত্য মায়াময় জগতের অস্তিত্ব-ভ্রম হয় : এই মত।

বিবর্তন — বিঃ ঘূর্ণন; ভ্রমণ; প্রত্যাবর্তন; পরিবর্তন। [সং. বি+ √ বৃৎ+অন(ভা)]। বিঃ **-বাদ**—ক্রমবিকাশবাদ, theory of evolution।

বিবর্তিত—বিণ: ঘুরান বা ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন; ঘূর্ণিত; প্রত্যাবর্তিত; পরিবর্তিত। [সং. বি+ √বৃৎ+ণিচ্+ত]।

বিবর্ধক—বিণ: বিবর্ধনকারী। [সং. বি+বর্ধক]। বিঃ **-কাচ**—যে কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে অক্ষরাদি বড় দেখায়।

বিবর্ধন—বিঃ সম্যক্ বৃদ্ধিসাধন। [সং. বি+ √বৃধ্+ণিচ্+অন(ভা)]; সম্যক্ বৃদ্ধি [বি+ √বৃধ্+অন(ভা)]। বিণ: **বিবর্ধিত**—সম্যক্ বর্ধিত; বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

বিবশ—বিণ: অবশ; বিহ্বল; নিশ্চেষ্ট। [সং. বি(=বিগত)+বশ]। বিণ(স্ত্রী): **বিবশা**।

বিবসন, বিবস্ত্র—বিণ: বস্ত্রবিহীন, উলঙ্গ। [সং. বি(=বিগত)+বসন, বস্ত্র]। বিণ(স্ত্রী): **বিবসনা, বিবস্ত্রা**।

বিবস্বান্ (-স্বৎ)—বিঃ সূর্য। [সং.]। বিণ: **বৈবস্বত** দ্রঃ।

বিবাগী—বিণ: উদাসীন ('বল কার লাগি হয়েছ বিবাগী' : কাজি); সংসারধর্মত্যাগী; ভোগসুখে বিমুখ [সং. বি+বাং. বাগ২(=পথ)]।

বিবাদ—বিঃ বিরোধ, কলহ, ঝগড়া; তর্কাতর্কি;

মকদ্দমা ; লড়াই। [সং. বি+ √ বদ্+অ]। বিণ: **-প্রিয়**—বিবাদ করিতে ভালবাসে এমন, ঝগড়াটে। বি: **বিবাদ-বিসংবাদ**—ঝগড়াঝাটি।

বিবাদী১ (-দিন্) —(১)বিণ: বিবাদকারী ; বিরোধী ; (২)বি: মকদ্দমায় প্রতিপক্ষ ; (সঙ্গীতে) বাদী স্বরের বিরোধী স্বর। বিণ(স্ত্রী): **বিবাদিনী**।

বিবাদিনী, বিবাদী১—**বিবাদ** দ্র:।

বিবাদী২—বিণ: বিবাদ-সংক্রান্ত, বিবাদের বিষয়ীভূত (বিবাদী সম্পত্তি)। [সং. বিবাদ+বাং.ঈ]।

বিবাসন, বিবাস—বি: স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, নির্বাসন। [সং. বি + বাসন, বাস]। বিণ: **বিবাসিত**—নির্বাসিত।

বিবাহ—বি: পরিণয়, উদ্বাহ, পাণিগ্রহণ। [সং. বি+ √বহ্ +অ(ভা)]। বি: **-বিচ্ছেদ**—আইনবলে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের অবসান, divorce। বিণ: **বিবাহিত**—বিবাহ করিয়াছে এমন ; পরিণীত। বিণ(স্ত্রী): **বিবাহিতা**।

বিবি —(১)বি: মুসলমান মহিলা ; সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পত্নী ; ইউরোপীয় মহিলা, মেম ; স্ত্রীমূর্তি-চিহ্নিত তাসবিশেষ। (২)বিণ: বিলাসিনী, আরামপ্রিয়া (বিবি বউ)। [ফা. বীবী]। **সোনার বিবি**—(মুস.) কনের প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময়ে তাহার সঙ্গে যে স্ত্রীলোক (সচ. দাদি বা নানি) যায়। বি: **-জান**—বিবিকে প্রিয় সম্বোধন। বি: **-য়ানা**—মেমের ন্যায় বিলাসিতা বা সাজসজ্জা।

বিবিক্ত—বিণ: অসম্পৃক্ত, একাকী ; স্বতন্ত্র, পৃথক্ ; জনশূন্য, নিভৃত ; একাগ্র ; বিশুদ্ধ। [সং. বি+ √বিচ্ +ত(র্ত্)]। বিণ: **-সেবী** (-বিন্)—নির্জনস্থানবাসী।

বিবিক্ষা—বি: প্রবেশের ইচ্ছা। [সং.]। বিণ: **বিবিক্ষু**—প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক।

বিবিধ—বিণ: নানারকম। [সং. বি (=বিভিন্ন) +বিধা]।

বিবুধ—বি: পণ্ডিত ; দেবতা। [সং. বি+বুধ]।

বিবৃত — বিণ: বর্ণিত ; ব্যাখ্যাত ; উন্মুক্ত ; প্রসারিত। [সং. বি+ √ বৃ+ত (র্ম)]। বি: **বিবৃতি**—বর্ণনা, বিবরণ ; ব্যাখ্যা ; উন্মুক্ত বা প্রসারিত করণ ; সাধারণ্যে জ্ঞাপনার্থ কাহারও বক্তব্য, statement।

বিবৃত্ত—বিণ: ঘূর্ণিত ; পরাবৃত্ত ; প্রত্যাবৃত্ত। [সং. বি+ √বৃৎ+ত (র্ত্)]। বি: **বিবৃত্তি**—ঘূর্ণন ; চক্রবৎ ভ্রমণ।

বিবেক—বি: ভাল-মন্দ ধর্মাধর্ম প্রভৃতির যথার্থ পার্থক্য বিচারার্থ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ; পাপ-পুণ্য বা ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি ; বিচার, বিবেচনা ; তত্ত্বজ্ঞান ; বৈরাগ্য। [সং. বি + √ বিচ্ + অ (ভা)]। বি: **-বুদ্ধি**—বিবেকানুমত বুদ্ধি। বিণ: **-হীন**—বিবেক নাই এমন। বিণ: **বিবেকী** (-কিন্)—বিবেকসম্পন্ন।

বিবেচক—**বিবেচনা** দ্র:।

বিবেচনা—বি: বিশেষভাবে চিন্তা বিশ্লেষণ প্রভৃতির দ্বারা বিচার ; বিচক্ষণতা ; পরের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য। [সং. বি+ √ বিচ্+অন(ভা)+আ]। বিণ: **বিবেচক**—বিবেচনা-গুণসম্পন্ন। বিণ: **বিবেচনীয়, বিবেচ্য**—বিবেচনার যোগ্য। বিণ: **বিবেচিত**—বিবেচনা করা হইয়াছে এমন।

বিব্রত—বিণ: ব্যতিব্যস্ত ; বিপন্ন। [তু. ব্রত (ব্রতের গুরুদায়িত্ব)]।

বিভক্ত—বিণ: ভাগ করা হইয়াছে এমন ; খণ্ডিত, পৃথক্কৃত ; বণ্টিত। [সং. বি+ √ভজ্+ত(র্ম)]।

বিভক্তি—বি: বিভাজন, বণ্টন ; (ব্যাক.) পুরুষ কারক বচন কাল প্রভৃতি সূচক যে প্রত্যয় ধাতু বা প্রাতিপদিকে যুক্ত হয়। [সং. বি+ √ভজ্+ তি(র্ম, ণে)]।

বিভঙ্গ—বি: বিন্যাস, রচনা ; ভঙ্গি ; খণ্ড, ছেদ। [সং. বি+ভঙ্গ]।

বিভঙ্গি, বিভঙ্গী—বি: (প্রা. কা.) ভঙ্গি ; রকম। [সং. বিভঙ্গ]।

বিভজনীয়—বিণ: ভাগযোগ্য, বিভাজ্য, বণ্টনীয়। [সং. বি+ √ভজ্+অনীয়]।

বিভজ্যমান—বিণ: বিভক্ত করা হইতেছে এমন। [সং বি+ √ভজ্+আন(মান)(র্ম)]।

বিভব—বি: ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য ; শক্তি ; মহত্ত্ব ; ঔদার্য ; বিভুত্ব। [সং বি+ √ভূ+অ]।

বিভল—**বিভোল**-এর প্রাচীন রূপ।

বিভা—বি: প্রভা, দীপ্তি, কিরণ, আলোক ; সৌন্দর্য। [সং. বি+ √ভা+অ(ভা)+আ]। বি: **-কর, -বসু**—সূর্য।

বিভাগ—বি: ভাগ করা, বণ্টন ; খণ্ড, অংশ ; সরকারী ভাগ-অনুযায়ী কোন দেশের জেলা-সমষ্টি অঞ্চল বা অংশ (প্রেসিডেন্সি বিভাগ) ; বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অংশ, department (বিচার-বিভাগ)। [সং. বি + √ ভজ্ + অ]। বিণ: **বিভাগীয়**—বিভাগসম্বন্ধীয় ; দেশের বা

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ সম্পর্কিত বা বিভাগে নিযুক্ত, divisional, departmental।

বিভাজক—**বিভাজন** দ্রঃ।

বিভাজন—বিঃ ভাগকরণ, অংশনিরূপণ। [সং. বি + √ভজ্ + অন(ভা)]। বিণঃ **বিভাজক**—ভাগকারী; যাহার দ্বারা ভাগ করা যায় এমন। বিণ(স্ত্রী): **বিভাজিকা**। বিণঃ **বিভাজ্য**—ভাগ করিতে হইবে বা ভাগ করা যায় এমন, ভাগ-যোগ্য, বণ্টনীয়; (গণি.—রাশি সম্বন্ধে) নির্দিষ্ট কোন রাশিদ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে না এমন। বিঃ **বিভাজ্যতা**।

বিভাব—বিঃ (অল.) চিত্তে শোকাদি নয়প্রকার স্থায়িভাব সৃষ্টির কারণ অর্থাৎ যাহা অবলম্বনে স্থায়িভাব উদ্রিক্ত হয়, আলম্বন ও উদ্দীপন; শৃঙ্গার করুণ প্রভৃতি রসের উৎপত্তি-হেতু। [সং. বি + √ভূ + অ(ণে)]।

বিভাবন—বিঃ বিবেচনা, চিন্তন; অবধারণ; প্রকাশন, খ্যাপন। [সং. বি + √ভূ + ণিচ্ + অন(ভা)]। বিঃ **বিভাবনা**—বিভাবন; (অল.) কাব্যালঙ্কারবিশেষ (কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি হইয়াছে বলা হইলে এই অলঙ্কার হয়; যেমন, 'বিনামেঘে বজ্রাঘাত, অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত, বিনা-বাতে নিবে গেল মঙ্গলপ্রদীপ' : অ. ব.)। বিণঃ **বিভাবনীয়, বিভাব্য** — বিভাবনযোগ্য। বিণঃ **বিভাবিত**—বিবেচিত, বিচিন্তিত; অনুভূত; বিশেষরূপে ভাবাবিষ্ট ('গোরাভাবে বিভাবিত')।

বিভাবনা—**বিভাবন** দ্রঃ।

বিভাবরী—বিঃ রাত্রি। [সং. বি + √ভা + বন্ (র্তৃ) + ঈ—ন্-স্থানে র্ আগম]।

বিভাবসু—**বিভা** দ্রঃ।

বিভাবিত, বিভাব্য—**বিভাবন** দ্রঃ।

বিভাষা—বিঃ ভিন্নদেশীয় বা বিজাতীয় ভাষা; বিকল্প। [সং. বি (=বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ) + ভাষা]।

বিভাস—বিঃ রাগিণীবিশেষ। [সং.]।

বিভাসিত—বিণঃ আলোকিত; প্রকাশিত। [সং. বি + √ভাস্ + ত (র্ম)]।

বিভিন্ন—বিণঃ নানারকম; ভিন্নরকম; বিভক্ত। [সং. বি + ভিন্ন]। বিঃ **-তা**।

বিভীতক, বিভীতকী—বিঃ বহেড়া গাছ বা ফল। [সং.]।

বিভীষণ—(১)বিণঃ অতি ভয়ঙ্কর। (২)বিঃ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; (আল.) গৃহশত্রু। [সং. বি + ভীষণ]। বিঃ **বিভীষণ-বাহিনী** — দেশের আভ্যন্তরিক শত্রুসমূহ যাহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বদেশের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেয়, fifth column। **গৃহশত্রু** বা **ঘরের শত্রু বিভীষণ**—যে ব্যক্তি (প্রধানতঃ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া) স্বীয় দেশের পরিবারের বা প্রতিষ্ঠানাদির সর্বনাশ করে।

বিভীষিকা—বিঃ ভয়প্রদর্শন; (বাং.) ভীষণ ভয় বা আতঙ্ক; ভীতিপূর্ণ দৃশ্য। [সং. বি + √ভী + ণিচ্ + অক (ভা) + আ]।

বিভু—(১)বিঃ পরমেশ্বর; প্রভু; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। (২)বিণঃ সর্বব্যাপী। [সং.]। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

বিভুঁই—বিঃ বিদেশ। [সং. বি (=ভিন্ন) + বাং. ভুঁই (সং. ভূমি)]।

বিভূতি—বিঃ ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তি; অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা : এই অষ্টবিধ যোগলব্ধ ঐশ্বর্য; সমৃদ্ধি; সম্পত্তি; ভস্ম। [সং.]। **-ভূষণ**—(১)-বিণঃ ভস্ম ভূষণ যাহার; (২)বিঃ ভস্মরূপ অলঙ্কার। শিব।

বিভূষণ১—বিণঃ ভূষণহীন, নিরলঙ্কার। [সং. বি (=বিগত) + ভূষণ]। বিণ(স্ত্রী): **বিভূষণা**।

বিভূষণ২—বিঃ অলঙ্কার; শোভা। [সং. বি (=বিশিষ্ট) + ভূষণ]। বিণঃ **বিভূষিত**—অলঙ্কৃত। বিণ(স্ত্রী): **বিভূষিতা**।

বিভেদ—বিঃ প্রভেদ, পার্থক্য; দলাদলি; বিভাগ; বিদারণ। [সং. বি + ভেদ]। বিণঃ **-ক**—বিভেদ-কারী। বিঃ **-ন**—বিভেদ করা।

বিভোর, বিভোল—**বিহ্বল**-এর কোমল রূপ।

বিভ্রম—বিঃ ভ্রান্তি; সংশয়; (প্রধানতঃ প্রণয়-জনিত) মানসিক চাঞ্চল্য বা বিমূঢ়তা; লীলা; বিলাস; শোভা। [সং. বি + ভ্রম]। বিণঃ **বিভ্রান্ত**—বিভ্রমযুক্ত; বিমূঢ়। বিঃ **বিভ্রান্তি**—বিভ্রান্ত হওয়ার ভাব; বিমূঢ়তা; ভুল, ভ্রান্তি; ত্বরা।

বিভ্রাট—বিঃ (বাং.) সঙ্কট, আপদ্; গোলযোগ, ঝামেলা, ঝঞ্ঝাট; দুর্ঘটনা। [সং.]।

বিভ্রান্ত, বিভ্রান্তি—**বিভ্রম** দ্রঃ।

বিমজিম, বিমর্জিম—অব্যঃ অনুযায়ী। [ফা. বমুজিব্]।

বিমনস্ক, বিমনাঃ (-নস্), (চলিত) **বিমনা**—বিণঃ অন্যমনস্ক; উদ্বিগ্নচিত্ত; বিষণ্ণ। [সং. বি (=বিচলিত) + মনস্]।

বিমরিষ—**বিমর্ষ**-এর প্রা. কোমল রূপ।

বিমর্দ, **বিমর্দন**—বিঃ পেষণ ; চূর্ণন ; ঘর্ষণ ; মন্থন ; বিনাশ। [সং. বি+ √মৃদ্+অ, অন (ভা)]। বিণ: **-ক**—বিমর্দনকারী। বিণ: **বিমর্দিত**—পিষ্ট ; চূর্ণিত ; দলিত ; ঘৃষ্ট ; সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

বিমর্শ, **বিমর্শন**—বিঃ বিশেষভাবে বিচার বা বিবেচনা। [সং. বি+ √মৃশ্+অ, +অন (ভা)]।

বিমর্ষ—(১)বিঃ (সং) অসন্তোষ ; অসহিষ্ণুতা ; (অল.) সংস্কৃত নাটকের পাঁচটি 'সন্ধি'র অন্যতম। (২)বিণ: (বাং.) বিষণ্ণ, দুঃখিত (বিমর্ষভাবে)। [সং. বি+ √মৃষ্+অ (ভা)]। বিঃ **-তা**—বিষণ্ণতা।

বিমল—বিণ: নির্মল ; স্বচ্ছ ; পবিত্র ; অকলঙ্ক। [বি (=বিগত)+মল]। বিণ(স্ত্রী): **বিমলা**। বিঃ **-তা**।

বিমা—বিঃ কিশতিতে কিশতিতে অল্পপরিমাণে চাঁদা দিয়া ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ঘটিলে বা মৃত্যু ঘটিলে বা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলে মোটা টাকা পাইবার চুক্তি, insurance। [ফা. বিমাহ্]। বিঃ **-পত্র**—বিমার দলিল, insurance policy।

বিমাতা (-তৃ)—বিঃ সৎ-মা। [সং. বি (=বিরুদ্ধ) +মাতৃ]।

বিমান—বিঃ এরোপ্লেন প্রভৃতি আকাশগামী যান, ব্যোমযান (সচ. বিমানপোত) ; মন্দিরের গর্ভ-গৃহ ; (বাং.) আকাশ।। [সং.]। বিঃ **-ঘাঁটি**, **-শালা**—বিমানপোতের মেরামতি ব্যবস্থা-সংবলিত উড্ডয়ন ও অবতরণের স্থান, aerodrome বা air-base। বি.বিণ: **-চারী** (-রিন্) —বিমানচালক বা বিমানযাত্রী। বিঃ **-ডাক**—বিমানে বাহিত ডাক, air-mail। বিঃ **-পত্তন**, **-বন্দর**—বিমানপোতের উড্ডয়ন ও অবতরণের জন্য স্থান, air-port। বিঃ **-বল**, **-বাহিনী**—বৈমানিক সৈন্যবাহিনী, air-force। বিঃ **-বিদ্যা**—বিমানপোত চালনা মেরামত প্রভৃতি সংক্রান্ত বিদ্যা, aeronautics। বিণ: **-বিধ্বংসী** —(শত্রুর) বিমানপোত ধ্বংস করিতে সক্ষম। বিঃ **বিমানাঙ্গন**—**বিমানপত্তন**-এর অনুরূপ।

বিমাপত্র—**বিমা** দ্রঃ।

বিমিশ্র—বিণ: মিশ্রিত। [সং. বি+মিশ্র]।

বিমুক্ত—বিণ: মুক্তিপ্রাপ্ত, মুক্ত ; মোক্ষপ্রাপ্ত ; পরিত্যক্ত। [সং. বি+মুক্ত]। বিঃ **বিমুক্তি**—বিমুক্ত হওয়া ; মোক্ষ।

বিমুখ—বিণ: নিবৃত্ত, স্পৃহাহীন (ভোগবিমুখ) ; প্রতিকূল, অপ্রসন্ন ('দেবতা বিমুখ তারে' : রবীন্দ্র) ; প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই এমন (বিমুখ করা)। [সং. বি (=বিরুদ্ধ)+মুখ]। ক্রি: **বিমুখা** —(কাব্যে) নিবৃত্ত করা ; অপ্রসন্ন বা প্রতিকূল করা ; প্রার্থনা পূরণ না করা, বিমুখ করা।

বিমুগ্ধ—বিণ: বিশেষভাবে মুগ্ধ ; সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত। [সং. বি+মুগ্ধ]। বিণ(স্ত্রী): **বিমুগ্ধা**। বিঃ **-তা**।

বিমূঢ়—বিণ: কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানহীন, মূর্খ, অজ্ঞান ; সম্পূর্ণ মুগ্ধ ; বিহ্বল। [সং. বি+মূঢ়]। বিঃ **-তা**।

বিমূর্ত—বিণ: মূর্তিহীন ; ভাবমূলক, abstract [বি প.]। [সং বি+ √মূর্ছ্+ত (র্তৃ), নি.]।

বিমৃষ্ট—বিণ: বিবেচিত, বিচারিত। [সং. বি+ √মৃশ্+ত (র্ম)]।

বিমৃশ্যকারী (-রিন্), (অশু) **বিমৃষ্যকারী** (-রিন্) —বিণ: বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য করে এমন। [সং. বিমৃশ্য, বিমৃষ্য+ √কৃ+ইন্ (র্তৃ)]। বিঃ **বিমৃশ্যকারিতা**, (অশু.) **বিমৃষ্যকারিতা**।

বিমোচন—বিঃ মুক্তি ; মুক্তকরণ ; উদ্ধার ; (শরাদি সম্বন্ধে) ধনুকাদি হইতে পরিত্যাগ। [সং. বি+ মোচন]। বিণ: **বিমোচিত**—মুক্ত ; (শরাদি সম্বন্ধে) ধনুকাদি হইতে পরিত্যক্ত।

বিমোহ—বিঃ জড়তা, মোহ। [সং. বি+মোহ]। **-ন**—(১)বিঃ মুগ্ধ করা ; (২)বিণ: মোহজনক, মুগ্ধ করে এমন। ক্রি: **বিমোহা**—(কাব্যে) মোহিত করা। বিণ: **বিমোহিত**—মোহগ্রস্ত ; মুগ্ধ ; অভিভূত ; মূর্ছিত।

†**বিম্ব**—বিঃ বুদ্বুদ ; প্রতিবিম্ব, ছায়া ; প্রতিবিম্বের মূল বস্তু ; (প্রধানতঃ চন্দ্রের বা সূর্যের) মণ্ডল ; তেলাকুচা ফল (বিম্বাধর)। [সং.]। বিণ: **বিম্বাগত**, **বিম্বিত** — প্রতিফলিত। **বিম্বাধর**, **বিম্বোষ্ঠ**, **বিম্বৌষ্ঠ**—(১)বিঃ তেলাকুচা ফলের ন্যায় টকটকে লাল ঠোঁট ; (২)বিণ: ঐরূপ ঠোঁট-বিশিষ্ট।

বিয়ন্ত—বিণ: সদ্য প্রসবকারিণী। [বাং. বিয়া$_2$+ অন্ত]।

বিয়া$_1$—বিঃ (অপ্র.) বিবাহ। [সং. বিবাহ]।

বিয়া$_2$—ক্রি: প্রসব করা। [সং. √বী+বাং.আ]।

বিয়াই—**বেহাই**-র গ্রা. রূপ।

বিয়াকুল—**ব্যাকুল**-এর প্রা. কোমল রূপ।

বিয়ান$_1$ (উচ্চা: বিয়ান্)—**বিহান$_2$** ও **বেহান**-এর প্রাদে. রূপ।

বিয়ান$_2$ (উচ্চা: বিয়ান্)—বিঃ প্রসব। [**বিয়া$_2$** দ্রঃ]।

বিয়ান৩, বিয়ানো—(১)ক্রিঃ প্রসব করা। (২)বি.-বিণঃ উক্ত অর্থে। [বিয়া২ দ্রঃ]।

বিয়াল্লিশ—বি:বিণঃ ৪২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং দ্বাচত্বারিংশৎ]।

বিযুক্ত, বিযুত—বিণঃ বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন, পৃথক্ ; (গণি.) বিয়োগ করা হইয়াছে এমন। [সং. বি+ √যুজ্, যু+ত (র্ম)]।

বিয়ে—বিয়া-র কথ্য রূপ। **বিয়ের ফুল ফোটা** —বিবাহ আসন্ন হওয়া।

বিয়েন—**বিয়ান**২-এর কথ্য রূপ।

বিয়োগ—বিঃ বিচ্ছেদ, বিরহ ; মৃত্যু ; অভাব ; (গণি.) এক রাশি হইতে অন্য রাশি বাদ দেওয়া, ব্যবকলন। [সং. বি+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিণঃ **বিয়োগান্ত**—নায়ক-নায়িকাদির বিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত (বিয়োগান্ত নাটক)। বিণঃ **বিয়োগী** (-গিন্) — বিচ্ছেদযুক্ত, বিরহী। বিণ(স্ত্রী): **বিয়োগিনী**।

বিয়োজন—বিঃ বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা ; পৃথগীকরণ ; বিরহিত করা। [সং. বি+ √যুজ্+অন (র্তৃ)]। বিণঃ **বিয়োজিত**—বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এমন ; পৃথককৃত ; বিরহিত।

বিযোড়—বিণঃ অযুগ্ম। [সং বি+যোড়]।

বিরক্ত—বিণঃ অনুরক্তিহীন বা আসক্তিহীন, বৈরাগ্যযুক্ত, উদাসীন ; (বাং.) অসন্তুষ্ট, জ্বালাতন। [সং. বি+ √রন্জ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **বিরক্তি**—বিরক্ত হওয়ার ভাব।

বিরচন—বিঃ লিখন ; রচনা, প্রণয়ন, নির্মাণ ; গ্রথন। [সং. বি+রচন]। বিণঃ **বিরচিত**—লিখিত ; প্রণীত, নির্মিত ; গ্রথিত।

বিরজা—বিঃ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত নদীবিশেষ যাহা পার হইয়া বৈকুণ্ঠধামে পৌঁছিতে হয় ; শ্রীক্ষেত্র ; রাধিকার জনৈকা সখী। [সং.]। বিঃ **-ধাম**—জগন্নাথক্ষেত্র।

বিরত—বিণঃ ক্ষান্ত, নিরস্ত, নিবৃত্ত। [সং. বি+রত]। বিণ(স্ত্রী): **বিরতা**। বিঃ **বিরতি**—নিবৃত্তি, ক্ষান্তি ; বিরাম ; অবসান।

বিরল—(১)বিণঃ ফাঁকযুক্ত, অনিবিড় (বিরল দন্ত) ; অতি অল্প (জনবিরল) ; কদাচিৎ ঘটে বা দেখা যায় এমন (এমন ভক্ত বিরল)। (২)বিঃ (বাং.) নির্জন স্থান ('বসিয়া বিরলে' : চণ্ডী.)। [সং. বি + √রা+অল (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

বিরস—বিণঃ রসহীন ; নিরানন্দ, ম্লান। [সং. বি (= বিগত) + রস]।

বিরহ—বিঃ অভাব ; প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ; শৃঙ্গাররসের অন্যতম অবস্থা। [সং. বি+ √রহ্ +অ(ভা)]। বিঃ **-জ্বালা, বিরহানল**—বিরহজনিত অন্তর্দাহ। বিণঃ **বিরহিত**—বিহীন ; বিযুক্ত। বিণঃ **বিরহী** (-হিন্)—বিরহ-পীড়িত। বিণ(স্ত্রী): **বিরহিণী**।

বিরাগ — বিঃ অনুরাগের অভাব, ঔদাসীন্য, নিস্পৃহতা ; বিরক্তি। [সং. বি+ √ রন্জ্+অ (ভা)]। বিণঃ **বিরাগী** (-গিন্)—বিরাগযুক্ত ; উদাসীন, নিস্পৃহ ; বিরক্ত। বিণ(স্ত্রী): **বিরাগিণী** ;

বিরাজ—বিঃ শোভমান হইয়া অবস্থান (বিরাজ করা)। [সং. বি+ √ রাজ্+অ(র্তৃ)]। বিণঃ **-মান**—শোভমান ; বিরাজ করিতেছে এমন। ক্রিঃ **বিরাজা**—বিরাজ করা, শোভা পাওয়া ('বিরাজ হৃদি-মন্দিরে' : ব্র. স.)। বিণঃ **বিরাজিত**—শোভমান হইয়া অবস্থিত ; সম্যক্ শোভিত ; প্রকাশিত।

বিরাট্ (-জ্), (চলিত) **বিরাট**—(১)বিঃ সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর। (২)বিণঃ (বাং.) অত্যন্ত বৃহৎ, বিশাল। [সং. বি+ √রাজ্+ক্বিপ্]।

বিরানব্বই, (কথ্য) **বিরানব্বুই**—বি.বিণঃ ৯২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বিনবতি]।

বিরাম—বিঃ বিরতি ; নিবৃত্তি ; বিশ্রাম ; অবসান ; অবসর। [সং. বি+ √ রম্+অ]।

বিরাল—বিড়াল-এর রূপভেদ। বিঃ **বিরালাক্ষ**—জপমালার গুটিকারূপে ব্যবহৃত ফলবিশেষ।

বিরাশি, (বর্জি.) **বিরাশী**—বি.বিণঃ ৮২ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্ব্যশীতি]। **বিরাশি সিক্কা**—খুব ভারী ওজন বা শক্তি (বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুসি)।

বিরিঞ্চি—বিঃ ব্রহ্মা ; (বিরল) বিষ্ণু ; শিব। [সং.]।

বিরুদ্ধ—বিণঃ প্রতিকূল, পরিপন্থী ; বিপরীত, উলটা ; বিরোধী। [সং. বি+ √রুধ্+ত(র্তৃ)]। বিঃ -তা। বিণঃ **-বাদী**—বিরুদ্ধ মতপূর্ণ ; বিরোধী। বিঃ **বিরুদ্ধাচরণ** — প্রতিকূলতা, বিপক্ষতা, শত্রুতা। ক্রি-বিণঃ **বিরুদ্ধে**—বিপক্ষে।

বিরূপ—বিণ. কুরূপ ; (বাং.) বিমুখ, অসন্তুষ্ট (বিরূপ হওয়া)। [সং. বি (= বিকৃত) + রূপ]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **বিরূপাক্ষ**—বিঃ বিরূপ অক্ষি যাঁহার, শিব।

বিরেচক — (১)বিণঃ মলনিঃসারক, দাস্তকর। (২)বিঃ যাহা খাইলে দাস্ত হয়, জোলাপ। [সং.

বি+রেচক]। **বিরেচন**—(১)বিঃ মলনিঃসারণ, ভেদ; (২)বিণঃ মলনিঃসারক।

বিরোচন—বিঃ সূর্য; অগ্নি; চন্দ্র; দৈত্যবিশেষ, বলির পিতা। [সং.]।

বিরোধ—বিঃ শত্রুতা, কলহ; যুদ্ধ; অনৈক্য; পরস্পর বৈপরীত্য। [সং. বি+ √রুধ্+অ]। বিঃ **বিরোধাভাস** — অর্থালঙ্কারবিশেষ (যেখানে যথার্থ বিরোধ না থাকিলেও আপাততঃ বিরোধের প্রতীতি হয় সেখানে এই অলঙ্কার হয়; যেমন—'অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান': ভা. চ.)। বিণঃ **বিরোধিত**—বিরোধ-যুক্ত। বিণঃ **বিরোধী** (-ধিন্)—বিরোধকারী, বিরুদ্ধাচরণকারী; বিপক্ষ, শত্রু; প্রতিকূল, বিরুদ্ধ। বিঃ **বিরোধিতা**। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বিরোধিনী**।

বিল$_1$—বিঃ (সং.) গর্ত, ছিদ্র; গুহা; (বাং) স্রোতোহীন জলময় নিম্নভূমি, বাওড়। [সং. √বিল্+অ(র্তৃ)]।

বিল$_2$—বিঃ বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে প্রদত্ত বিক্রীত পণ্যের পরিমাণ ও মূল্যের হিসাবসম্বলিত লিপি; বিধান-সভায় উপস্থাপিত আইনের খসড়া। [ইং. bill]।

বিলকুল—বিণঃ সম্পূর্ণ, সমস্ত; একদম [আ.]।

বিলক্ষণ—(১)বিণঃ বিভিন্ন, পৃথক্ ('স্বর্ণ আর লোহ যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ': চৈ. চ.); অসাধারণ ('সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ': চৈ. ভা.)। (২)ক্রি-বিণঃ (বাং) ভালরকম, খুব (বিলক্ষণ প্রহার করা)। (৩)অব্যঃ বিস্ময় বিরক্তি ইত্যাদি সূচক, আচ্ছা বেশ, ভাল কথা, ঢের হয়েছে (বিলক্ষণ, এখন থাম)। [সং. বি (=বিশিষ্ট বা বিভিন্ন)+লক্ষণ]।

বিলজ্জ—বিণঃ লজ্জাহীন: [সং. বি+লজ্জা]।

বিলজ্জমান—বিণঃ বিশেষরূপে লজ্জিত। [সং. বি+ √লস্জ্+আন(মান)(র্তৃ)]।

বিলপন—বিঃ বিলাপ। [সং. বি+ √লপ্+অন (ভা)]। বিণঃ **বিলপমান**—বিলাপ করিতেছে এমন।

বিলপা, বিলাপা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিলাপ করা। [সং. বি+ √লপ্+বাং. আ]।

বিলম্ব—বিঃ দেরি, গৌণ; ঝুলন, বিলম্বন। [সং. বি+ √লম্ব্+অ(ভা)]। বিঃ **-ন**—বিলম্ব; দেরি করা; ঝুলন। ক্রিঃ **বিলম্বা**—(কাব্যে) দেরি করা। বিণঃ **বিলম্বিত**—বিলম্বযুক্ত, ধীর-গতিযুক্ত; লম্বমান, ঝোলান হইয়াছে বা ঝুলিতেছে এমন। বিণঃ **বিলম্বী** (-ম্বিন্)—বিলম্বকারী; ঝুলিতেছে এমন।

বিলয়$_1$—বিঃ প্রলয়; বিনাশ, ধ্বংস, বিলোপ। [সং. বি (=বিশেষ)+লয়]। বিঃ **-ন**—লয়করণ; বিনাশন।

বিলয়$_2$ –বিণঃ লয়বহির্ভূত, লয়হীন, তালশূন্য। [সং. বি (=বিগত)+লয়]।

বিলসন—বিঃ বিলাস, লীলা, হাবভাবপ্রদর্শন; ক্রীড়া; প্রকাশ; শোভা; স্ফুরণ। [সং. বি+ √লস্+অন(ভা)]। ক্রিঃ **বিলসা**—বিলাস করা; লীলাভরে বিচরণ করা ('দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ': রবীন্দ্র)। **বিলসিত**—(১)বিঃ বিলসন; (২)বিণঃ শোভিত; ক্রীড়িত; স্ফুরিত; প্রকাশিত।

বিলা—ক্রিঃ বিলান। [?]।

বিলাত$_1$ — বিঃ অনাদায় (বিলাত বাকি)। [বিলাত$_2$ দ্রঃ]।

বিলাত$_2$—বিঃ ইংলণ্ড; ইউরোপ। [ফা. বিলায়ৎ]। বিণঃ **-ফেরত**, **-ফেরতা**—ইংলণ্ড বা ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে এমন। বিণঃ **বিলাতি, বিলাতী**—বিলাতে উৎপন্ন বা প্রচলিত; বিলাত বা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া এদেশে প্রচলিত। বিঃ **বিলাতিয়ানা**—বিলাতি চাল-চলন।

বিলান, বিলানো—(১)ক্রিঃ বিতরণ করা। (২)বি.-বিণঃ উক্ত অর্থে। [বিলা দ্রঃ]।

বিলাপ—বিঃ খেদোক্তি, শোকপ্রকাশ। [সং. বি + √লপ্+অ(ভা)]। ক্রিঃ **বিলাপা**—**বিলপা** দ্রঃ। বিণঃ **বিলাপী** (-পিন্)—বিলাপকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বিলাপিনী**।

বিলাস—বিঃ সুখভোগ, শৌখিনতা, বাবুগিরি; লীলা, কেলি, বিহার, প্রমোদ; লীলায়িত হাবভাব বা ভঙ্গি। [সং. বি+ √লস্+অ(ভা)]। বিঃ **-কানন**—প্রমোদোদ্যান। বিঃ **বিলাসিতা**—বিলাসপূর্ণ চালচলন। বিণঃ **বিলাসী** (-সিন্)—বিলাসপরায়ণ, সুখভোগে রত, শৌখিন। **বিলাসিনী** — (১) বিণ(স্ত্রী)ঃ বিলাসপরায়ণা; (২)বিঃ নারী; বারাঙ্গনা।

বিলি—বিঃ বিতরণ (চিঠি বিলি); বন্দোবস্ত, খাজনার বিনিময়ে প্রদান (জমি বিলি); সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ বা বন্টন (কাজ বিলি); শৃঙ্খলা। [বাং. বিলা+ই]।

বিলিখন—বিঃ খনন, বিদারণ; আঁচড়ান। [সং.

বি+লিখন]। বিণ: **বিলিখিত**—বিলিখন করা হইয়াছে এমন।

বিলীন—বিণ: মিলাইয়া গিয়াছে এমন, বিলয়-প্রাপ্ত ; সম্পূর্ণ লুপ্ত, অন্তর্হিত বা মগ্ন। [সং. বি+লীন]।

বিলীয়মান—বিণ: মিলাইয়া যাইতেছে এমন ; বিলয়প্রাপ্ত লুপ্ত বা অন্তর্হিত হইতেছে এমন। [সং. বি+ √লী+আন(র্তৃ)]।

বিলুণ্ঠন—বি: গড়াগড়ি দেওয়া ; অপহরণ। [সং. বি+লুণ্ঠন]। বিণ: **বিলুণ্ঠিত**—গড়াগড়ি দিতেছে এমন ; অপহৃত। বিণ(স্ত্রী): **বিলুণ্ঠিতা**।

বিলুপ্ত—বিণ: বিলীন ; সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত। [সং. বি+লুপ্ত]। বি: **বিলুপ্তি**—বিলীন বা সম্পূর্ণ লোপপ্রাপ্ত অবস্থা।

বিলেপ, বিলেপন—বি: লেপ বা পোঁচ্ দেওয়া, মাখান ; যাহা মাখান হয়। [সং. বি+লেপ, লেপন]।

বিলোকন—বি: সাগ্রহে দর্শন, অবলোকন। [সং. বি+ √লোক্+অন(ভা)]। বিণ: **বিলোকিত**—অবলোকিত, দৃষ্ট।

বিলোচন১—(১)বিণ: বিকৃতনয়ন। (২)বি: শিব, মহাদেব ('বিবাহে চলিলা বিলোচন' : রবীন্দ্র)। [সং. বি(=বিকৃত)+লোচন]।

বিলোচন২—বি: দর্শন ; চক্ষু। [সং. বি+ √লোচ্+অন(ভা, ণে)]।

বিলোড়ন—বি: মন্থন, আলোড়ন। [সং. বি+ √লুড্+ণিচ্+অন(ভা)]। বিণ: **বিলোড়িত**—মথিত, আলোড়িত।

বিলোপ, বিলোপন—বি: লুপ্ত হওয়া ; সম্পূর্ণ ধ্বংস বা লোপ ; বিনাশ ; মৃত্যু ; তিরোভাব। [সং. বি+ √লুপ্+অ, অন(ভা)]।

বিলোভন — বি: বিশেষভাবে লোভপ্রদর্শন ; লোভনীয় বস্তু। [সং. বি+লোভন]।

বিলোম—বিণ: প্রতিকূল, বিরুদ্ধ ; বিপরীত, প্রতিলোম। [সং. বি+লোমন্+অ]।

বিলোল—বিণ: চপল, চঞ্চল (বিলোল কটাক্ষ) ; অত্যন্ত লুব্ধ ; অসম্বদ্ধ, এলোমেলো (বিলোল বেশবাস)। [সং. বি+ √লুল্+অ]।

বিল্ব—বি: বেল ফল বা গাছ ; শ্রীফল। [সং.]। বিণ: **বিল্বস্তনী**—বেলের ন্যায় সুগোল ও দৃঢ় স্তনবিশিষ্ট।

বিশ—বি.বিণ: ২০ সংখ্যা বা সংখ্যক, কুড়ি। [সং. বিংশতি]।

বিশদ—বিণ: স্পষ্ট (বিশদ বিবরণ) ; শুভ্র ; নির্মল। [সং.]। বি: **-তা**।

বিশল্য—বিণ: শল্যহীন ; বেদনাহীন ; ভাবনা-হীন। [সং. বি (=বিগত)+শল্য]। **বিশল্যা**—(১)বিণ: **বিশল্য**-র স্ত্রীলিঙ্গে ; প্রসববেদনাশূন্যা ; (২)বি: বেদনানাশিনী লতাবিশেষ, গুলঞ্চ। বি: **-করণী**—(রামা.) শল্য-উন্মোচন ও বাধা-নিবারণের ঔষধরূপে বর্ণিত লতাবিশেষ।

বিশা—**বিশে** দ্র:।

বিশাই—বি: দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। [সং. বিশ্বকর্মা]।

বিশাখ১—বি: কার্তিকেয়। [সং. বিশাখা১+অ]।

বিশাখ২—বিণ: শাখাহীন। [সং. বি (=বিনষ্ট)+শাখা]। বিণ(স্ত্রী): **বিশাখা**২।

বিশাখা১—বি: রাধিকার সখীদের অন্যতমা ; (জ্যোতিষ.) সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম। [সং বি + √শাখ্+অ (র্তৃ)+আ]।

বিশাখা২—**বিশাখ**২ দ্র:।

বিশারদ—বিণ: পণ্ডিত ; সু-প্রগল্‌ভ ; পারদর্শী। [সং. বি (=বিপরীত)+শারদ (=অপ্রতিভ)]।

বিশাল—বিণ: বৃহৎ, বিস্তীর্ণ ; অতিশয় উদার। [সং.]। বি: **-তা -ত্ব**। বিণ(স্ত্রী): **বিশালা ,-লী**। **বিশালাক্ষী**—(১)বিণ: আয়তলোচনা ; (২)বি: দুর্গাদেবী। বিণ(পুং): **বিশালাক্ষ**।

বিশিখ—(১)বি: বাণ, তোমরাস্ত্র, শরগাছ। (২)বিণ: শিখাশূন্য। [সং. বি+শিখা]।

বিশিষ্ট—বিণ: অসাধারণ, বিশেষপ্রকার, অতি-শয় (বিশিষ্ট ভদ্রলোক) ; বিখ্যাত (বিশিষ্ট কবি) ; যুক্ত, সংবলিত (লেজবিশিষ্ট)। [সং. বি+ √শিষ্+ত (র্ম)]। বি: **-তা**।

বিশীর্ণ—বিণ: অতি শীর্ণ কৃশ জীর্ণ বা শুষ্ক। [সং. বি+শীর্ণ]। বিণ(স্ত্রী): **বিশীর্ণা**। বি: **-তা, -ত্ব**।

বিশুদ্ধ—বিণ: অতি শুদ্ধ বা নির্মল ; পবিত্র ; সম্পূর্ণ নির্দোষ ; খাঁটি ; অমিশ্র। [সং. বি+শুদ্ধ]। বি: **-তা, বিশুদ্ধি**।

বিশুষ্ক—বিণ: অত্যন্ত শুষ্ক ; ম্লান। [সং. বি+শুষ্ক]। বি: **-তা**।

বিশৃঙ্খল—বিণ: শৃঙ্খলাহীন, এলোমেলো, বিপ-র্যস্ত ; নিয়মশূন্য ; উচ্ছৃঙ্খল। [সং. বি (=বিগতা)+শৃঙ্খলা]। বি: **-তা, বিশৃঙ্খলা**।

বিশে, বিশা—(১)বি: মাসের কুড়ি তারিখ। (২)-বিণ: কুড়ি তারিখের (বিশে চৈত্র)। [বাং. বিশ+আ>এ]।

বিশেষ—(১)বিঃ আধিক্য, প্রকর্ষ; প্রভেদ, তারতম্য, বৈলক্ষণ্য; প্রকার, রকম; বৈচিত্র্য। (২)-বিণ: অধিক, প্রকৃষ্ট; ভিন্ন; বিশিষ্ট, অসামান্য; দলের বা গোষ্ঠীর মধ্যের একটির বৈশিষ্ট্যসূচক বা তৎসংক্রান্ত, particular। [সং. বি+ √শিষ্ +অ]। বিণ: **-ক**—বিশেষকারক, বৈশিষ্ট্যসূচক; প্রভেদক। বিণ: **-জ্ঞ**—বিশেষ কোন বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত; বিশেষ জ্ঞানী। অব্য.ক্রি-বিণ: **-তঃ** (-তস্)—বিশেষভাবে, প্রধানতঃ; অধিকন্তু। বিঃ **-ত্ব**—বিশেষ ভাব, বৈশিষ্ট্য, অনন্যসাধারণ বা বিশেষ গুণ।

বিশেষণ—বিঃ গুণনির্দেশ; বিশেষিতকরণ, বিশেষ ধর্ম; চিহ্ন; (ব্যাক.) বিশেষ্যের বা সর্বনামের গুণ ভাব অথবা অবস্থা নির্দেশক পদ। [সং. বি+ √শিষ্ +অন (ভা, ণে)]। বিণ: **বিশেষিত**—বিশেষণ বা বিশেষ গুণোল্লেখের দ্বারা নির্দিষ্ট, পৃথক্কৃত।

বিশেষোক্তি—বিঃ কাব্যালঙ্কারবিশেষ (কারণসত্ত্বেও কার্যের অভাব দেখা গেলে এই অলঙ্কার হয়; যেমন, 'যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ, অনলে সলিলে মৃত্যু নাই': ভা চ.)। [সং. বিশেষ+উক্তি]।

বিশেষ্য—(১)বিঃ (ব্যাক) ব্যক্তি প্রাণী বস্তু পদার্থ জাতি ক্রিয়া গুণ ভাব প্রভৃতির সংজ্ঞানির্দেশক পদ। (২)বিণ: গুণাদিদ্বারা প্রভেদ্য; ধর্মী। [সং. বি+ √শিষ্ +য (র্ম)]।

বিশোক—(১)বিণ: শোকহীন, অশোক। (২)বিঃ অশোক ফুল বা বৃক্ষ। [সং. বি+শোক]। বিণ-(স্ত্রী): **বিশোকা**।

বিশোধক—**বিশোধন** দ্রঃ।

বিশোধন—বিঃ বিশুদ্ধকরণ, সম্যক্ শোধন; সংশোধন। [সং বি+শোধন]। বিণ: **বিশোধক**—বিশোধনকর। বিণ: **বিশোধনীয়, বিশোধ্য**—বিশোধনযোগ্য। বিণ: **বিশোধিত**—বিশুদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

বিশোষণ—বিঃ বিশেষভাবে শোষণ, তরল পদার্থাদি শুষিয়া আপন অঙ্গীভূত করা, absorption [বি. প.]। [সং বি+শোষণ]। বিণ: **বিশোষিত**—বিশেষভাবে শোষিত।

বিশ্ব—(১)বিঃ ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ। (২)বিণ: সর্ব, সমস্ত, যাবতীয় (বিশ্বসংসার, বিশ্বমানব)। [সং]। বিঃ **-কবি**—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বিঃ **-কর্মা** (-র্মন্)—দেবশিল্পী, যাবতীয় শিল্পের অধিদেবতা। বিঃ **-কোষ**—জগতের যাবতীয় বিষয়ের অভিধান, encyclopædia। বিণ: **-গ্রাসী**—সমগ্র পৃথিবীকে গলাধঃকরণ বা দখল করিতে চাহে এমন (বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, বিশ্বগ্রাসী লোভ)। বিঃ **-চরাচর**—স্থাবর-জঙ্গমাদিসহ সমুদয় জগৎ। বিঃ **-জন**—পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, মানবজাতি। বিণ: **-জনীন**—পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সম্বন্ধীয়: জগদ্ব্যাপী; সর্বজনহিতকর। বিঃ **-জনীনতা**। **-জিৎ**—(১)—বিণ: জগজ্জয়ী; (২)বিঃ যজ্ঞবিশেষ। অব্য: **-তঃ** (-তস্)—সর্বতঃ। বিণ: **-ত্রাস**—পৃথিবীর সমস্ত লোককে ভীত করায় এমন। বিঃ **-দেব**—অগ্নি; গণদেবতাবিশেষ। বিঃ **-নাথ**—জগদীশ্বর; মহাদেব। বিঃ **-নিখিল**—সমস্ত জগৎ। বিণ: **-নিন্দক, -নিন্দুক**—প্রত্যেকেরই বা প্রত্যেক বিষয়ের নিন্দাকারী। বিঃ **-পা**—জগৎপালক, পরমেশ্বর; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি। বিণ.বিঃ **-পাতা** (-তৃ)—জগৎপালক। বিঃ **-প্রেম** (-মন্)—সর্বজনের প্রতি সমান প্রীতি। বিণ: **-প্রেমিক**—বিশ্বের সর্বজনকে ভালবাসে এমন। বিণ: **-বকা, -বকাট, -বকাটে, -বখা, -বখাট, -বখাটে**—যৎপরোনাস্তি ফাজিল বা নষ্টচরিত্র। **-বাসী** (-সিন্)—(১)বিণ: জগদ্বাসী; (২)বিঃ জগতের সমগ্র মানবজাতি। বিঃ **-বিদ্যালয়**—সকল প্রকার বিদ্যাশিক্ষার জন্য উচ্চতম প্রতিষ্ঠান, university। বিঃ **-বিধাতা** (-তৃ)—সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর। বিণ: **-বিমোহন, বিমোহী** (-হিন্)—সমগ্র-জগৎমুগ্ধকারী। বিণ-(স্ত্রী): **বিমোহিনী**। বিণ: **-বিশ্রুত**—জগতের সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বিণ: **-ব্যাপী** (-পিন্)—পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত, সকল স্থানে বর্তমান। বিঃ **-ভ্রাতৃত্ব**—পৃথিবীর সমস্ত লোকের মধ্যে ভ্রাতৃবৎ সৌহার্দ্য। বিঃ **-মৈত্রী**—বিশ্বের সমস্ত মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব। **-ম্ভর**—(১)বিণ.বিঃ জগতের ভরণকর্তা; (২)বিঃ নারায়ণ। বিঃ **-ম্ভরা**—পৃথিবী। বিঃ **-রূপ**—যে এক দেহের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী প্রতিফলিত হয়; সমগ্র বিশ্বই যাঁহার রূপ বা আকৃতি, বিরাট্রূপী নারায়ণ; পরমেশ্বর। বিঃ **-লোক, -সংসার**—**বিশ্ব-নিখিল**-এর অনুরূপ। বিঃ **-সাহিত্য**—বিশ্বের সাহিত্য; সর্বদেশকালোপযোগী সাহিত্য।

বিশ্বাসিত—বিণ: বিশ্বাস করা হইয়াছে বা করিয়াছে এমন, বিশ্বাসপাত্র; বিশ্বাসকারক। [সং. বি+ √শ্বস্+ত (র্ম, র্তৃ)]।

বিশ্বস্ত—বিণঃ বিশ্বাসভাজন; বিশ্বাসী, বিশ্বাস-কারী। [সং. বি+ √শ্বস্+ত (র্ম, র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।। ক্রি-বিণঃ **-সূত্রে**—বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা কারণ হইতে।

বিশ্বাস—বিঃ প্রত্যয়, সত্য বলিয়া ধারণা (বিশ্বাস করা); আস্থা (নেতার উপরে বিশ্বাস); শ্রদ্ধা। [সং. বি+ √শ্বস্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ঘাতক, -ঘাতী** (-তিন্), **-হন্তা** (-তৃ)—বিশ্বাসভঙ্গকারী, বিশ্বস্ত পাত্র হইয়াও অবিশ্বাসের কাজ করে বা ঠকায় এমন, বেঈমান। বিণ(স্ত্রী): **-ঘাতিকা, -ঘাতিনী, হন্ত্রী**। বিঃ **-ঘাতকতা**। বিণঃ **-ভাজন**—বিশ্বাসের পাত্র। বিণঃ **বিশ্বাসী** (-সিন্)—বিশ্বাসভাজন (বিশ্বাসী চাকর); বিশ্বাস করে এমন (ভগবদ্বিশ্বাসী)। বিণঃ **বিশ্বাস্য**—বিশ্বাস-যোগ্য।

বিশ্বেশ্বর—বিঃ পরমেশ্বর; শিব, কাশীর শিবলিঙ্গ। [সং. বিশ্ব+ঈশ্বর]। বি(স্ত্রী): **বিশ্বেশ্বরী**—পরমেশ্বরী, আদ্যাশক্তি; দুর্গাদেবী।

বিশ্রব্ধ—বিণঃ বিশ্বস্ত (বিশ্রব্ধ আলোচনা); প্রগাঢ়; প্রশান্ত; নিঃশঙ্ক। [সং. বি+ √শ্রম্ভ্+ত (র্তৃ)]।

বিশ্রম্ভ—বিঃ কেলিকলহ; প্রণয়; বিশ্বাস; স্বচ্ছন্দ বিহার। [সং. বি+ √শ্রম্ভ্+অ (ভা)]। বিঃ **বিশ্রম্ভালাপ**—প্রণয়ালাপ; বিশ্বস্ত আলাপ।

বিশ্রান্ত—বিণঃ বিগতশ্রম; বিশ্রাম করিয়াছে এমন; ক্ষান্ত, নিবৃত্ত; অতিশয় শ্রান্ত। [সং. বি+শ্রান্ত]। বিঃ **বিশ্রান্তি**—বিশ্রাম; বিরতি।

বিশ্রাম—বিঃ শ্রান্তি অপনোদন; বিরাম, নিবৃত্তি। [সং. বি+ √শ্রম্+অ (ভা)]।

বিশ্রী—বিণঃ শ্রীহীন, কুৎসিত; লজ্জাকর, জঘন্য, ঘৃণ্য (বিশ্রী ব্যাপার)। [সং. বি (=বিগতা)+ শ্রী]।

বিশ্রুত—বিণঃ বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। [সং. বি+ শ্রুত]। বিঃ **বিশ্রুতি**—প্রসিদ্ধি।

বিশ্লিষ্ট—**বিশ্লেষ** দ্রঃ।

বিশ্লেষ—বিঃ অসংযোগ, বিচ্ছেদ; বিভাগ; বিচ্যুতি। [সং. বি+ √শ্লিষ্+অ (ভা)]। বিণঃ **বিশ্লিষ্ট**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরস্পর পৃথক্ করিয়া লইয়া পর্যবেক্ষণ করা ও বিচার করা হইয়াছে এমন; বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন; পৃথককৃত। বিঃ **-ণ**—পৃথক্করণ; অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পরস্পর পৃথক্ করিয়া লইয়া পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনিরূপণ। বিণঃ **বিশ্লেষিত**—বিশ্লিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

বিষ১—**বিস**-এর বানানভেদ।

বিষ২—বিঃ যে পদার্থ দেহে ঢুকিলে মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানি ঘটে, গরল, হলাহল; (আল.) অতি অপ্রীতিকর বস্তু বা ব্যক্তি (দুচোখের বিষ); হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি (মনের বিষ)। [সং.]। ক্রিঃ **বিষ মরা**—বিষ নষ্ট হওয়া; (আল.) তেজ নষ্ট হওয়া। ক্রিঃ **বিষ মারা**—বিষ নষ্ট করা; (আল.) তেজ নষ্ট করা। **বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর**—বিষহীন সর্পের ফণার ন্যায় উপেক্ষণীয় হাস্যকর অসার আস্ফালন বা ক্রোধ। **-কণ্ঠ**—(১)বিঃ বিষের ন্যায় অসহ্য কণ্ঠস্বর বা ভাষা; (২)বিণঃ ঐরূপ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট বা ভাষাবিশিষ্ট। বিঃ **-কন্যা** — অতি শিশুকাল হইতে যে বালিকাকে নিয়মিতভাবে বিষসেবনদ্বারা এমন অবস্থায় পরিণত করা হইয়াছে যে তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বিষবায়ু প্রবাহিত হইয়া পরের মৃত্যু ঘটাইতে পারে (চাণক্যকে বধ করার জন্য নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষস এইরূপ একটি বিষকন্যা তৈয়ারি করিয়াছিলেন)। বিঃ **কাঁটালি**—অতি বিষাক্ত লতাবিশেষ, belladonna। বিঃ **-কুম্ভ**—বিষে পূর্ণ কলসি; (আল.) হিংসাপূর্ণ অন্তরবিশিষ্ট ব্যক্তি। বিঃ **-ক্রিয়া**—দেহের মধ্যে বিষের যে কার্যের ফলে মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিণঃ **-ঘ্ন**—বিষক্রিয়ানাশক। বিঃ **-ণ**—বিষসঞ্চার, poisoning [বি. প.]। বিণঃ **-দ**—বিষদায়ক। বিঃ **-দন্ত**, (কথ্য) **-দাঁত**—সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষপূর্ণ থলি থাকে; (আল.) দম্ভের বা অহঙ্কারের মূল কারণ। বিণঃ **-দিগ্ধ**—বিষের দ্বারা লিপ্ত, বিষ-মাখা। বিণ(স্ত্রী): **-দিগ্ধা**। বিণঃ **-দুষ্ট**—বিষাক্ত। বিঃ **-দৃষ্টি, -নয়ন**—হিংস্র বা হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি; কুনজর; অত্যন্ত বিদ্বেষ। **-ধর**—(১)বিণঃ (প্রধানতঃ দন্তে) বিষ ধারণ করে এমন, সবিষ; (২)বিঃ যে সাপের দাঁতে বিষ আছে; (শিথি.) সর্প। বিণঃ **-নাশক**—**বিষঘ্ন**-র অনুরূপ। বিঃ **-প্রয়োগ**—হত্যার উদ্দেশ্যে কাহারও দেহাভ্যন্তরে বিষ ঢোকান। বিঃ **-ফল**—বিষাক্ত বা বিষপূর্ণ ফল। বিঃ **-বিদ্যা**—দেহাদি হইতে বিষ দূর করার বিদ্যা। বিঃ **-বৃক্ষ**—বিষফলের বৃক্ষ; (আল.) যাহা লালন করিলে ধ্বংসের কারণ হয়। বিঃ **-বৈদ্য**—বিষ-ক্রিয়ার চিকিৎসক, বিষবিদ্যাবিৎ ব্যক্তি, রোজা। **-মুখ**—(১)বিণঃ

কটুভাষী ; (২)বিঃ বিষযুক্ত মুখ। বিণঃ **-হর**—বিষঘ্ন। বিণ(স্ত্রী): **-হরা**। বি(স্ত্রী): **-হরী**—মনসাদেবী।

বিষণ্ণ—বিণঃ বিষাদযুক্ত ; দুঃখিত ; ম্লান। [সং. বি + √সদ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিষণ্ণা**। বিঃ **-তা**।

বিষফোঁড়া—বিঃ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া। [সং. বিস্ফোটক]।

বিষম—(১)বিণঃ দারুণ, দুঃসহ, বেজায় (বিষম তাপ বা ক্রোধ) ; সাঙ্ঘাতিক, উৎকট (বিষম কাণ্ড) ; অত্যন্ত কঠিন (বিষম সমস্যা) ; অসমান (বিষম বস্তুদ্বয়) ; অসমতল (বিষম ক্ষেত্র) ; অযুগ্ম, বিজোড় (বিষম রাশি)। (২)বিঃ (বাং.) খাদ্য-পানীয়াদি গলাধঃকরণকালে আকস্মিক শ্বাস-রোধ ও হিক্কা (বিষম লাগা)। [সং. বি+সম]। বিঃ **-জ্বর**—দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বরবিশেষ।

বিষয়—বিঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ভোগ্য বস্তু (বিষয়-বাসনা) ; সম্পত্তি (বিষয়-আশয়) ; (বিরল) অধিকারভুক্ত স্থান ; জেলা [স প.] ; বর্ণনীয় আলোচ্য জ্ঞেয় ইত্যাদি বস্তু (বক্তৃতার বিষয়) ; কারণ, হেতু (শোকের বিষয়) ; সম্বন্ধীয় ব্যাপার (তাহার বিষয় বলিব)। [সং.]। বিঃ **-আশয়**—ধনসম্পত্তি। বিণঃ **-বিষয়ক**—বহুব্রীহি-সমাসে উত্তরপদরূপে **বিষয়**-শব্দের রূপ, সম্পর্কিত, সংক্রান্ত (নীতিবিষয়ক)। বিঃ **-কর্ম**—বৈষয়িক বা সাংসারিক কাজ ; জমিদারি বা অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ও পরিচালনার কাজ। বিঃ **-তৃষ্ণা, -বাসনা, -লালসা**—ধনসম্পত্তির বা সাংসারিক সুখভোগের লোভ। বিণঃ **-পরায়ণ, বিষয়াসক্ত**—ধনসম্পদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ; ঘোর সংসারী ; মোহাচ্ছন্ন। বিঃ **-বিতৃষ্ণা, -বৈরাগ্য**—ধনসম্পত্তি প্রভৃতি ভোগে অনিচ্ছা বা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্য। বিঃ **-বুদ্ধি**—সম্পত্তি পরিচালনার্থ কূটবুদ্ধি, বৈষয়িক বা সাংসারিক জ্ঞান। বিঃ **-সূচী**—আলোচ্য ব্যাপারসমূহের ধারাবাহিক তালিকা। বিঃ **বিষয়ান্তর**—(আলোচনাদির) অন্য বিষয়। বিঃ **বিষয়াসক্তি** ধনসম্পত্তির বা ভোগ্যবস্তুর প্রতি আকর্ষণ।

বিষয়ী (-য়িন্)—(১)বিণঃ বিষয়াসক্ত ; সম্পত্তি-শালী, (২)বিঃ (দর্শ.) আত্মা, জ্ঞাতা, ইন্দ্রিয়। বিণঃ **বিষয়ীভূত**—(আলোচনাদির) বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অব্যঃ **বিষয়ে**—সম্বন্ধে, সম্পর্কে।

বিষা—ক্রিঃ বিষান। [সং. বিষ+বাং. আ]।

বিষাক্ত—বিণঃ বিষযুক্ত, বিষমিশ্রিত। [সং. বিষ +অক্ত]।

বিষাণ—বিঃ পশুশৃঙ্গ ; শৃঙ্গনির্মিত বা শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র, শিঙা ; হস্তি-শূকরাদির বৃহৎ দন্ত। [সং.]।

বিষাদ—বিঃ স্ফূর্তিহীনতা ; দুঃখ ; আশাভঙ্গ-জনিত খেদ। [সং.]। বিণঃ **বিষাদিত, বিষাদী** (-দিন্) — বিষাদযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **বিষাদিতা, বিষাদিনী**।

বিষান, বিষানো—(১)ক্রিঃ বিষাক্ত হওয়া ; যন্ত্রণা-পূর্ণ হওয়া, টাটান ; (আল.) বিদ্বেষযুক্ত করা বা হওয়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বিষা দ্রঃ]।

বিষিত—বিণঃ বিষযুক্ত, poisoned। [বি. প.]। [সং. বিষ+ইত]।

বিষুব—বিঃ যে সময়ে দিন ও রাত্রি সমান দীর্ঘ হয়, equinox [সং.]। বিঃ **-বৃত্ত**—নিরক্ষ-বৃত্তের সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক বৃত্ত, equinoctial [বি. প.]। বিঃ **-রেখা**—মেরুদ্বয় হইতে সমদূরবর্তী ভূগোলক বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা, equator (পরি. **ভু-বিষুবরেখা**)। বিঃ **-লম্ব**—বিষুববৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব, declination [বি. প.]। বিঃ **-সংক্রান্তি**—সূর্যের তুলামেষ-সংক্রান্তিবিশেষ। বিণঃ **বিষুবীয়**—বিষুব-সংক্রান্ত।

বিষ্কম্ভ, বিষ্কম্ভক—বিঃ সংস্কৃত নাটকের কোন অঙ্কের প্রারম্ভে যে অংশে কোন চরিত্রের মুখে অপ্রদর্শিত ঘটনা বর্ণিত হয়। [সং.]।

বিষ্টব্ধ—বিণঃ বাধাযুক্ত ; প্রতিরুদ্ধ ; জড়তা-গ্রস্ত। [সং. বি+ √স্তম্ভ্+ত (র্তৃ)]।

বিষ্টম্ভ—বিঃ প্রতিবন্ধ, বাধা ; জড়তা। [সং. বি + √স্তম্ভ্+অ (ভা)]।

বিষ্টি—**বৃষ্টি**-র গ্রা. রূপ।

বিষ্টিভদ্রা—বিঃ (জ্যোতিষ.) শুভকর্ম ও যাত্রাদির পক্ষে অশুভ যোগবিশেষ।

বিষ্টু—**বিষ্ণু**-র গ্রা. রূপ।

বিষ্ঠা—বিঃ গু, মল, পুরীষ। [সং]।

বিষ্ণু—বিঃ নারায়ণ, হরি ; জগৎপালক। [সং.]। বিঃ **-প্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী।

বিস—বি. পদ্মাদির মৃণাল। [সং.]।

---

*আদিতে **বিষ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **বিষ**₂ দ্রঃ।

বিসংগত—**বিসঙ্গত**-র বানানভেদ।

বিসংবাদ—বিঃ বিরোধ, কলহ; মতানৈক্য; অমিল। [সং. বি+সম্+ √বদ্+অ (ভা)]। বিণঃ **বিসংবাদিত**—বিরোধ বা প্রতিবাদের বিষয়ীভূত। বিণঃ **বিসংবাদী** (-দিন্)—বিসংবাদকারী; বিরুদ্ধবাদী, প্রতিপক্ষ।

বিসকুট—বিঃ ময়দাদির দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ [ইং. biscuit]।

বিসঙ্গত—বিণঃ অসঙ্গত, বেথাপ; বেসুরা। [সং. বি+সঙ্গত]।

বিসদৃশ—বিণঃ অন্যপ্রকার, বিপরীত, বিরুদ্ধ, সামঞ্জস্যহীন। [সং. বি+সদৃশ]।

বিসমিল্লা, বিসমোল্লা—বিঃ কার্যারম্ভে আল্লাহ্‌র নামে দোহাই। [আ. বিস্‌মিল্লাহ্]। **বিসমিল্লায় গলদ**—আরম্ভেই ভুল বা ত্রুটি।

বিসরণ১—**বিস্মরণ**-এর কোমল রূপ।

বিসরণ২—বিঃ বিস্তার; প্রবাহ। [সং. বি+ √সৃ+অন (ভা)]।

বিসরা—ক্রিঃ (ব্রজ. ও প্রা. কা.) ভুলিয়া যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া। [সং. বি+ √স্মৃ+বাং. আ.]। ক্রিঃ **বিসরল**—বিস্মৃত হইল। বিণঃ **বিসরিত** —বিস্মৃত।

বিসর্গ—বিঃ বর্ণবিশেষ, ঃ; বিসর্জন; ত্যাগ বা দান। [সং. বি+ √সৃজ্+অ (ভা)]।

বিসর্জন—বিঃ ত্যাগ (জীবন বা ধন বিসর্জন, অশ্রু-বিসর্জন); পূজাবসানে নদ্যাদির জলে প্রতিমা-নিক্ষেপ (বিসর্জনের বাজনা)। [সং. বি + √সৃজ+অন (ভা)]। ক্রিঃ **বিসর্জন করা, বিসর্জন দেওয়া**—ত্যাগ করা; পূজান্তে নদ্যাদির জলে (প্রতিমা) নিক্ষেপ করা। বিণঃ **বিসর্জনীয়**—বিসর্জনযোগ্য। ক্রিঃ **বিসর্জা**—বিসর্জন দেওয়া। বিণঃ **বিসর্জিত**—বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **বিসর্জিতা**।

বিসর্প১—বিঃ চর্মের প্রদাহরোগবিশেষ। [সং. বি+ √সৃপ্+অ (র্তৃ)]।

বিসর্প২, বিসর্পণ—বিঃ ধীরে ধীরে সঞ্চরণ; প্রসারণ, ব্যাপ্তি, বিস্তার-প্রাপ্তি। [সং. বি+ √সৃপ্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **বিসর্পিত**। বিঃ **বিসর্পী** (-র্পিন্)—বিসর্পণশীল। বিণ(স্ত্রী): **বিসর্পিণী**।

বিসাই—**বিশাই**-র বানানভেদ।

বিসার—বিঃ বিস্তার; প্রবাহ। [সং. বি+ √সৃ +অ (ভা)]। বিণঃ **বিসারিত**—বিস্তারিত, প্রসারিত। বিণঃ **বিসারী** (-রিন্)—বিস্তারশীল, প্রসারী। বিণ(স্ত্রী): **বিসারিণী**।

বিসূচিকা—বিঃ ওলাউঠা-রোগ, কলেরা। [সং. বি+ √সূচি+অক (র্তৃ)+আ]।

বিসৃত—বিণঃ বিস্তৃত, ব্যাপ্ত। [সং. বি+ √সৃ +ত (র্তৃ)]।

বিসৃষ্ট—বিণঃ নিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত, প্রেরিত। [সং. বি+ √সৃজ্+ত (র্ম)]।

বিস্কুট—**বিসকুট**-এর বানানভেদ।

বিস্তর—(১)বিঃ (সং.) সমূহ; বিশেষ বর্ণন; বাগ্‌বিস্তার; বিস্তার। (২)বিণঃ (বাং.) প্রচুর, অনেক, ঢের। [সং. বি+ √স্তৃ+অ(র্তৃ)]।

বিস্তার—বিঃ প্রসারণ, বর্ধন; ব্যাপ্তি, প্রসার, পরিসর; প্রস্থ, চওড়াই। [সং. বি+ √স্তৃ+অ (ভা)]। ক্রিঃ **বিস্তরা**—(কাব্যে) বিস্তারিত করা (বিস্তারিয়া বলা)। বিণঃ **বিস্তারিত, বিস্তৃত**—প্রসারিত; বিছান বা ছড়ান হইয়াছে এমন, ব্যাপক; সবিশেষ। বিণঃ **বিস্তার্য**—বিস্তারযোগ্য; বিস্তৃত করিতে বা বিছাইতে হইবে এমন। বিণঃ **বিস্তীর্ণ**—ব্যাপ্ত, বিস্তৃত; বিশাল। বিঃ **বিস্তৃতি**—ব্যাপ্তি, বিস্তার, প্রসার।

বিস্ফার, বিস্ফারণ—বিঃ বিস্তার; স্ফূর্তি; প্রসারণ; বিকাশন; কম্পন। [সং. বি+ √স্ফুর্ +অ, অন (ভা)]। বিণঃ **বিস্ফারিত**—বিকশিত; প্রসারিত, বিস্তারিত, কম্পিত।

বিস্ফুরণ—বিঃ কম্পন, হঠাৎ প্রকাশিত হওয়া বা দীপ্তি পাওয়া। [সং. বি+স্ফুরণ]। বিণঃ **বিস্ফুরিত**—কম্পিত; স্ফীত; বর্ধিত; দীপ্ত।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—বিঃ ফোড়া। [সং.]।

বিস্ফোরক—**বিস্ফোরণ** দ্রঃ।

বিস্ফোরণ—বিঃ সহসা সশব্দে ফাটিয়া যাওয়া, explosion। [সং. বি+ √স্ফুর্+ণিচ্+অন (ভা)]। **বিস্ফোরক**—(১)বিণঃ সহসা জ্বলিয়া ওঠে এমন; (২)বিঃ ঐরূপ পদার্থ, explosive।

বিস্বাদ—বিণঃ স্বাদহীন; খাইতে ভাল লাগে না এমন; (আল.) আকর্ষণশূন্য। [সং. বি+ স্বাদ]।

বিস্ময়—বিঃ আশ্চর্য, চমৎকৃত ভাব বা অবস্থা। [সং]। বিণঃ **-কর, -জনক, বিস্ময়াবহ**—আশ্চর্যজনক। বিঃ **-চিহ্ন**—! এই চিহ্ন। বিণঃ **বিস্ময়াকুল, বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময়াভিভূত**—বিস্ময়ে বিহ্বল। বিণঃ **বিস্ময়ান্বিত, বিস্ময়াপন্ন**—বিস্মিত, চমৎকৃত। বিণঃ **বিস্ময়োৎফুল্ল**—

বিস্ময়জনিত আনন্দে উদ্ভাসিত বা বিস্ফারিত (বিস্ময়োৎফুল্ল আনন বা নয়ন)।

বিস্মরণ—বিঃ বিস্মৃতি, স্মৃতিলোপ, ভুলিয়া যাওয়া। [সং. বি+স্মরণ]। বিণ: **-শীল**—ভুলিয়া যায় এমন; ভুলো।

বিস্মাপন, বিস্মায়ন—বিঃ বিস্ময় উৎপাদন। [সং বি+ √স্মি+ণিচ্+অন (ভা)]।

বিস্মিত—বিণঃ বিস্ময়যুক্ত, আশ্চর্যান্বিত, চমৎকৃত, অবাক্; [সং. বি+ √স্মি+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিস্মিতা**।

বিস্মৃত—বিণঃ ভুলিয়া গিয়াছে এমন, বিস্মৃতিযুক্ত (বিস্মৃত হওয়া); স্মরণে নাই এমন (বিস্মৃত বিষয়)। [সং. বি+ √স্মৃ+ত]। বিণ(স্ত্রী): **বিস্মৃতা**। বিঃ **বিস্মৃতি**—বিস্মরণ, স্মৃতিলোপ।

বিস্রংস, বিস্রংসন—বিঃ পতন, স্খলন; ক্ষরণ। [সং. বি+ √স্রন্স্+অ, অন (ভা)]। বিণ: **বিস্রংসী** (-সিন্)—পতনশীল; স্খলনশীল; ক্ষরণশীল।

বিস্রদ্ধ—**বিশ্রদ্ধ**-র বানানভেদ।

বিস্রম্ভ—**বিশ্রম্ভ**-র বানানভেদ।

বিস্রস্ত—বিণঃ পতিত; স্খলিত; ক্ষরিত। [সং. বি+ √স্রন্স্+ত (র্ম)]।

বিস্রুত—বিণঃ ক্ষরিত; পতিত; পরিশ্রুত; প্রবাহিত। [সং. বি+ √স্রু+ত (র্ম)]। বিঃ **বিস্রুতি**—ক্ষরণ; পতন; পরিস্রাবণ; প্রবহণ।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—বিঃ পক্ষী। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বিহগী, বিহঙ্গী, বিহঙ্গমী,** (কাব্যে) **বিহঙ্গিনী**।

বিহঙ্গমা—বিঃ বাঙ্গালা রূপকথার পক্ষিবিশেষ, ব্যাঙ্গমা। [সং. বিহঙ্গম+বাং. আ]। বি(স্ত্রী): **বিহঙ্গমী**—ব্যাঙ্গমী।

বিহনে—অব্য: (কাব্যে) অভাবে, বিনা। [সং. বিহীন]।

বিহরণ—বিঃ বিহার; ভ্রমণ। [সং. বি+ √হৃ +অন (ভা)]।

বিহরা—ক্রিঃ (কাব্যে) বিহার করা। [সং. বি + √হৃ+বাং. আ]। ক্রিঃ **বিহরত, বিহরই**—(প্রা. কা) বিহার করে বা করিতেছে।

বিহান১—**বেহান**-এর রূপভেদ।

বিহান২—বিঃ (অপ্র.) প্রভাত। [সং. বিভাত]।

বিহার১—বিঃ পশ্চিম-বঙ্গের উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রদেশবিশেষ। [সং. বিহার+অ (অত্যর্থে)]।

বিহারী—(১)বিণঃ বিহার-সম্বন্ধী; বিহারে উৎপন্ন; বিহারের অধিবাসী, (২)বিঃ বিহারের লোক।

বিহার২—বিঃ ক্রীড়া; রতিক্রীড়া; ক্রীড়ার্থ ভ্রমণ বা বিচরণ; ক্রীড়াস্থান; বৌদ্ধ মঠ। [সং. বি + √হৃ+অ (ভা, ধি)]। বিণ: **বিহারী** (-রিন্)—বিহারকারী। বিণ(স্ত্রী): **বিহারিণী**।

বিহি—**বিধি**-র কোমল রূপ।

বিহিত—(১)বিণঃ যথাবিধি, উচিত; অনুষ্ঠিত। (২)বিঃ বিধান; যথোচিত ব্যবস্থা; (বাং.) প্রতিবিধান। [সং. বি+ √ধা+ত]। বিঃ **বিহিতক**—আইন, act [স. প.]।

বিহীন—বিণঃ বর্জিত, বিরহিত, ত্যক্ত। [সং. বি+ √হা+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **বিহীনা**। বিঃ **-তা**।

বিহ্বল—বিণঃ অভিভূত, বিবশ, অচেতন, আত্মহারা, বিভোল। [সং. বি+ √হ্বল্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **বিহ্বলা**। বিঃ **-তা**।

বীক্ষণ—বিঃ বিশেষভাবে দর্শন, নিরীক্ষণ। [সং. বি+ √ঈক্ষ্+অন (ভা)]। বিণ: **বীক্ষণীয়**—বীক্ষণযোগ্য; বীক্ষণসাধ্য। বিণ: **বীক্ষমাণ**—নিরীক্ষণ করিতেছে এমন। বিণ: **বীক্ষিত**—বিশেষভাবে দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। বিণ: **বীক্ষ্যমাণ**—নিরীক্ষিত হইতেছে এমন।

বীচি১—বিঃ বীজ, আঁঠি; অণ্ডকোষ। [সং. বীজ]।

বীচি২—বিঃ তরঙ্গ, ঢেউ; দীপ্তি, কিরণ। [সং]। বিঃ **-ভঙ্গ**—ঢেউ ওঠা।

বীজ—বিঃ শস্যাদির ফল বীচি বা আঁঠি যাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; সংরক্ষিত শস্য যাহা রোপণ করিয়া নূতন ফসল উৎপাদন করা হয় (ধান্যবীজ); জীবাণু (রোগের বীজ); মূল কারণ (ঝগড়ার বীজ); সন্তানোৎপাদক শুক্র বা বীর্য। [সং.]। বিঃ **-কোষ**, (বিরল) **-কোশ**—পুষ্পের যে অংশে বীজ থাকে। বিণ: **-ঘ্ন**—জীবাণু-নাশক, disinfectant [বি. প]। বিঃ **-ধান**—নূতন বীজ উৎপাদনার্থ ধান। বিণ: **-বারক**—জীবাণুর উৎপত্তি নিবারণ করে এমন, antiseptic [বি. প.]।

বীজকোষ, বীজকোশ—**বীজ** দ্রঃ।

বীজগণিত—বিঃ গণিতশাস্ত্রের শাখাবিশেষ, algebra। [সং. বীজ+গণিত]।

বীজঘ্ন, বীজধান—**বীজ** দ্রঃ।

বীজন—বিঃ ব্যজন, বাতাস দেওয়া; পাখা চামর

প্রভৃতি যাহাদ্বারা বাতাস দেওয়া হয়। [সং. √বীজ্+অন (ভা, ণে)]।

বীজবারক—**বীজ** দ্র:।

বীজমন্ত্র—বি: ইষ্টমন্ত্র, ইষ্টদেবতার প্রতীকস্বরূপ মন্ত্র। [সং. বীজ+মন্ত্র]।

বীজাকার—(১)বি: শস্যবীজ বা জীবাণুর ন্যায় আকার বা অবস্থা। (২)বিণ: ঐরূপ আকারযুক্ত বা অবস্থাপ্রাপ্ত। [সং. বীজ+আকার]।

বীজাঙ্কুর—বি: বীজ হইতে উদ্গত অঙ্কুর; বীজ ও অঙ্কুর। [সং. বীজ+অঙ্কুর]।

বীজিত—বিণ: (যাহাকে) বাতাস দেওয়া হইয়াছে বা হইতেছে এমন। [সং. √বীজ্+ত (র্ম)]।

বীট১—বি: পিয়ন পাহারাওয়ালা প্রভৃতির এলাকা বা টহল দিবার সীমা। [ইং. beat]।

বীট২—বি: পালমজাতীয় কন্দবিশেষ। [ইং. beet]। বি: **-পালং, -পালম**—পালংশাক; বীট।

বীণ—**বীন**-এর বর্জি. বানান।

বীণা—বি: সপ্ততারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং.]। বিণ: **-নিন্দিত, -বিনিন্দিত**—বীণার ধ্বনি হইতেও মধুর। বিণ(স্ত্রী): **-নিন্দিতা, -বিনিন্দিতা**। বি: **-পাণি**—সরস্বতীদেবী।

বীত—বিণ: অতীত, বিগত, অপগত, নিবৃত্ত। [সং. বি+√ই+ত (র্তৃ)]। বিণ: **-কাম**—কামনাবিরহিত হইয়াছে এমন। বিণ: **-নিদ্র**—নিদ্রাহীন। বিণ: **-ভয়**—ভয়মুক্ত। বিণ: **-রাগ**—অনাসক্ত; বিমুখ; বিরক্ত। বিণ: **-শোক**—শোকমুক্ত। বিণ: **-শ্রদ্ধ**—শ্রদ্ধা বা আস্থা হারাইয়াছে এমন; বিরক্ত। বিণ: **-স্পৃহ**—স্পৃহাহীন; বীতরাগ; বিরক্ত।

বীতংস—**বিতংস**-এর বানানভেদ।

বীতকাম, বীতনিদ্র, বীতভয়, বীতরাগ, বীতশোক, বীতশ্রদ্ধ, বীতস্পৃহ—**বীত** দ্র:।

বীতিহোত্র—বি: অগ্নি; সূর্য। [সং.]।

বীথি, বীথিকা, বীথী—বি: সারি, পঙ্ক্তি (তরুবীথি, পণ্যবীথি); উভয়পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণীযুক্ত পথ, avenue। [সং.]।

বীন—বি: বীণা। [সং. বীণা]। বি: **-কার**—বীণাবাদক।

বীপ্সা—বি: যুগপৎ ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা; কোন শব্দের বারংবার আবৃত্তি বা প্রয়োগ (তু. tautology); পুনঃপুনঃ সঙ্ঘটনসাধন। [সং.]।

বীবর—বি: উত্তর আমেরিকার মূষিকজাতীয় উভচর জন্তুবিশেষ। [ইং. beaver]।

***বীভৎস**—(১)বিণ: অত্যন্ত ঘৃণ্য কদর্য বা বিকৃত। (২)বি: (অল) ঘৃণা-উৎপাদক রসবিশেষ। [সং. √বধ্+সন্+অ (র্ম)]। বি: **-তা**। বি: **বীভৎসু**—(যুদ্ধে নিন্দার কার্য করিতেন না বলিয়া) অর্জুন।

বীম—বি: কড়িকাঠ, কাষ্ঠনির্মিত বা লৌহনির্মিত কড়ি। [ইং. beam]।

বীমা—**বিমা**-র বানানভেদ।

বীর—(১)বিণ: শূর, বলবান্ ও সাহসী; রণকুশল; তেজস্বী; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; তান্ত্রিক বীরাচারী। (২)বি: বলবীর্যসম্পন্ন পুরুষ; বীরপুরুষ (সকল অর্থে); কাব্যের রসবিশেষ; তান্ত্রিক কুলাচারবিশেষ; (বাং.) বানরদলের নেতা, গোদা। [সং.]। বি: **-ত্ব**। বি: **-নারী**—বীরত্বপূর্ণা নারী; বীরের স্ত্রী। বিণ: **-প্রসবিনী, -প্রসূ**—বীর সন্তান প্রসবকারিণী। বি: **-বর**—শ্রেষ্ঠ বীর। বি: **-বৌলি**—পুরুষের কানের গহনাবিশেষ, কুণ্ডল। বি: **-ভদ্র**—শিবানুচর বা রুদ্রবিশেষ; নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। বিণ: **-ভোগ্যা**—কেবল বীরপুরুষের ভোগের উপযুক্তা (বীরভোগ্যা বসুন্ধরা)।

বীরখণ্ডি, বীরখণ্ডী—বি: তিল ও গুড় বা চিনির দ্বারা প্রস্তুত মিঠাইবিশেষ। [দেশী]।

বীরা—(১)বিণ: বীর্যবতী; শ্রেষ্ঠা। (২)বি: পতি-পুত্রবতী নারী; মদিরা। [সং. বীর+আ]।

বীরাঙ্গনা—বি: বীরনারী। [সং. বীর+অঙ্গনা]।

বীরাচার—বি: তন্ত্রোক্ত বামমার্গীয় সাধনপদ্ধতিবিশেষ। [সং. বীর+আচার]। বিণ: **বীরাচারী** (-রিন্)—বীরাচার-মতে সাধন করে এমন।

বীরাসন—বি: যোগশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে দক্ষিণ ও বাম পদ যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপনপূর্বক উপবেশন। [সং. বীর+আসন]।

বীরেশ্বর—বি: শ্রেষ্ঠ বীর। [সং. বীর+ঈশ্বর]।

বীর্য—বি: বীরত্ব, শৌর্য; তেজঃ, পরাক্রম; শক্তি; রেতঃ, শুক্র। [সং.]। বিণ: **-বন্ত**—বীর্যবান্ [সং বীর্য+বাং. বন্ত]। বিণ: **-বান্** (-বৎ); **-শালী** (-লিন্)—বীরত্বপূর্ণ, বীর। বিণ(স্ত্রী): **-বতী, -শালিনী**। বি: **-বত্তা**।

বুঁচকি—বি: ক্ষুদ্র বোঁচকা (সচ. **বোঁচকা**-র সহচর শব্দরূপে ব্যবহৃত)। (হি. বুকচী)।

বুঁদ১—বিণ: বিহ্বল, অভিভূত (নেশায় বুঁদ হওয়া)। [সং. মুদ?]।

বুঁদ২, বুঁদি—বি: ভুড়ভুড়ি। [হি. বূঁদ < সং. বিন্দু]।

বুঁদিয়া—বি: গুটিকাকৃতি মিঠাইবিশেষ। [বাং. বুঁদ২ + ইয়া]।

বুক১—বি: বক্ষঃস্থল ; বক্ষের ছাতি (বুক ফুলান), অন্তর, হৃদয় (বুক ভরা)। [সং. বুক্ক, বক্ষঃ]। ক্রি: **বুক চাপড়ান**—শোকপ্রকাশপূর্বক বারংবার বুকে চাপড় মারা। ক্রি: **বুক চিতান**—সাহস বা দম্ভ প্রকাশ করা। ক্রি: **বুক জুড়ান**—মনে শান্তি দেওয়া। ক্রি: **বুক ঠোকা**—বুকে আঘাত করিয়া সাহস প্রকাশ করা। ক্রি: **বুক দশ হাত হওয়া, বুক ফুলিয়া ওঠা**—গর্বিত বা আনন্দিত হওয়া। ক্রি: **বুক দিয়া পড়া**—সর্বশক্তি লইয়া উদ্যোগী হওয়া। ক্রি: **বুক ফাটা**—(বেদনাদিতে) অন্তর বিদীর্ণ হওয়া। **বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না**—অন্তরের গোপন কথা বা বাসনা প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও মুখে উচ্চারিত হয় না। ক্রি: **বুক ফোলান**—গর্ব প্রকাশ করা। ক্রি: **বুক বাঁধা**—বিপদে ধৈর্য ও সাহস অবলম্বন করা। ক্রি: **বুক বাড়া** — দুঃসাহস হওয়া, অতিরিক্ত সাহস বাড়া। ক্রি: **বুক ভাঙা**—অত্যন্ত মনঃকষ্ট হওয়া ; দুঃখে অন্তর হইতে উৎসাহ সাহস ও আনন্দ দূর হওয়া। ক্রি: **বুক শুকান**—ভয়াদির জন্য বুকের মধ্যে শুষ্কতা বোধ করা। ক্রি: **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—অতিশয় ভয়াদিতে অন্তর প্রবলভাবে কম্পিত হওয়া, হিংসায় প্রবল মনঃকষ্ট পাওয়া। ক্রি: **বুকে বসে দাড়ি ওপড়ান**—আশ্রয়দাতার বা প্রতিপালকের অনিষ্টসাধন করা। ক্রি: **বুকে বাঁশ দেওয়া**—বুকের নিচে বাঁশ স্থাপনপূর্বক দলন করা (শাস্তিদানের প্রণালীবিশেষ)। ক্রি: **বুকের রক্ত চুষিয়া খাওয়া**—(আল.) অত্যাচারদ্বারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া। ক্রি: **বুকের রক্ত দেওয়া**—প্রাণ দেওয়া, আত্মোৎসর্গ করা। ক্রি: **বুকে হাত দিয়া বলা**—বিবেকের নির্দেশ মানিয়া বলা ; সাহসের সঙ্গে বলা। **বুকের পাটা**—বুকের ছাতি ; (আল.) সাহস, দুঃসাহস ('তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস্ আমার বুকের পাটা' : রা. প্র.)। বি: **-জল**—বুক পর্যন্ত ডুবিয়া যায় এমন গভীর জল। বিণ: **-জুড়ান**—মনে শান্তিদায়ক। বিণ: **-ফাটা, -ভাঙা**—তীব্র যন্ত্রণাপূর্ণ, মর্মান্তিক (বুকফাটা কান্না, বুকভাঙা ব্যথা)।

বুক২—বি: অগ্রিম মূল্য দিয়া আসনাদি সংরক্ষণ, রেলে মালপ্রেরণের ব্যবস্থা ; পুস্তক, বই। [ইং. book]।

বুককীপিং—বি: ব্যবসায়-বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাব-রক্ষণ। [ইং. book-keeping]।

বুকড়ি—বিণ: মোটা (বুকড়ি চাল)। [দেশী]।

বুকনি—বি: কণা ; ছিটে ; কথার ফোড়ন, এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ (ইংরেজীর বুকনি)। [হি. বুকনী < প্রা. বুক্কই < সং. √বুক্ক]।

বুকপোস্ট— বি: ডাকযোগে খোলা চিঠিপত্র, কাগজের মোড়ক প্রভৃতি প্রেরণের ব্যবস্থা। [ইং. book-post]।

বুকশেলফ—বি: বই রাখার তাক। [ইং. book-shelf]।

বুক্ক—বি: হৃৎপিণ্ড ; ছাগল। [সং.]।

বুজকুড়ি—বি: বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। [দেশী]।

বুজরুক—বিণ: পাণ্ডিত্যের বা অলৌকিক শক্তির ভানকারী ; প্রতারক। [ফা. বুজুর্গ]। বি: **বুজরুকি** — পাণ্ডিত্যের বা ধর্মনিষ্ঠার বা অলৌকিক শক্তির ভান ; প্রতারণা।

বুজা—(১)ক্রি: বন্ধ বা নিমীলিত করা অথবা হওয়া (চক্ষু বুজা) ; ভরাট করা বা হওয়া (গর্ত বুজা)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: বন্ধ বা নিমীলিত করা বা করান ; ভরাট করা বা করান ; (২) বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

বুঝ—বি: প্রবোধ (বুঝ মানা) ; বোধ, জ্ঞান (বুঝসুঝ নেই) ; ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ (হিসাবের বুঝ) ; যথাযথ হিসাব (বুঝ দেওয়া) ; বিচার। [বুঝা দ্র:]। বিণ: **-দার**—প্রবোধ মানে এমন, বোঝে এমন।

বুঝা—(১)ক্রি: বোধ করা, উপলব্ধি করা, সমঝা, জানা (অর্থ বুঝা, ভাষা বুঝা) ; পরীক্ষা করিয়া জানা (মন বুঝা) ; বিবেচনা বা বিচার করা (বুঝে জবাব দেওয়া) ; বুঝান। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. √বুজ্ঝ < সং. √বুধ্ + আ]। **-না, -নো**—(১)ক্রি: বোধ দেওয়া, উপলব্ধি করান, সমঝান বা শেখান (কবিতা বুঝান), উপদেশ দেওয়া বা যুক্তি দেখান (বুঝিয়ে রাজি করান) ; সান্ত্বনা দেওয়া ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। বি: **-পড়া**—কথাবার্তাদ্বারা

মীমাংসা বা নিষ্পত্তি। বিঃ **-বুঝি**—পরস্পর বা পরস্পরকে বুঝা (ভুল বুঝাবুঝি)।

বুঝি—অব্যঃ বোধহয়, হয়ত, সম্ভবতঃ, নাকি (তাই বুঝি)। [বাং. √বুঝ্+ই]।

বুট১—বিঃ চণক, ছোলা। [হি.]।

বুট২—বিঃ যে জুতায় গোঁড়ালির কিছু উপর বা পায়ের ডিম পর্যন্ত ঢাকা পড়ে। [ইং. boot]।

বুটি, বুটী—বিঃ সূচ-সুতা দিয়া বস্ত্রাদিতে তোলা ফুল। [হি. বুটা]। বিণঃ **-দার**—বুটিযুক্ত।

বুড়—বুড়া১ দ্রঃ।

বুড়া১—ক্রিঃ (গ্রা.) ডোবা (জলে বুড়েছে); ভরিয়া যাওয়া (জঙ্গলে বুড়েছে); বুড়ান। [হি.]। **-ন, -নো** — (১)ক্রিঃ ডোবান; ভরিয়া দেওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

বুড়া২, (কথ্য) **বুড়ো, বুড়**—(১)বিণঃ বৃদ্ধ, প্রবীণ, অধিকবয়স্ক (বুড়ো পাঁঠা); প্রাচীন, অতি পুরাতন (বুড়া বট); অকালপক্ব, ফাজিল, জেঠা (বুড়ো ছেলে)। (২)বিঃ বুড়া লোক। (৩)ক্রিঃ বুড়ান, বুড়া হওয়া। [প্রা. বুড্ঢ < সং. বৃদ্ধ]। বিণ-বি(স্ত্রী): **বুড়ি, বুড়ী**। **পাকা বুড়ি**—(কৌতু.) বৃদ্ধার ন্যায় আচরণকারিণী। **বুড়া আঙ্গুল**—অঙ্গুষ্ঠ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বৃদ্ধ হওয়া; (২)বি.-বিণঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ **-টে, বুড়ুটে**—বুড়ার তুল্য; প্রায় বুড়া। বিঃ **-পনা, -ম, -মি, -মো**—বৃদ্ধ না হইয়াও বৃদ্ধের তুল্য আচরণ, পাকামি, জেঠামি।

বুড়াটে—বুড়া২ দ্রঃ।

বুড়ান, বুড়ানো—বুড়া১ ও **বুড়া২** দ্রঃ।

বুড়াপনা, বুড়াম, বুড়ামি, বুড়ামো—বুড়া২ দ্রঃ।

বুড়ি১—বিঃ পাঁচ গণ্ডা বা সিকি পণ। [সং. বোড্রী]। বিঃ **-কিয়া, -কে**—বুড়িবিষয়ক অঙ্ক-প্রণালী।

বুড়ি২, বুড়ী, বুড়ুটে, বুড়ো—বুড়া২ দ্রঃ।

বুৎপরস্ত—বিণ.বিঃ প্রতিমাপূজক। [ফা.—বুদ্ধ-মূর্তির পূজারী]।

•**বুদ্ধ**—(১)বিণঃ জাগরিত, জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত; জ্ঞানী। (২)বিঃ বৌদ্ধধর্মপ্রচারক শাক্যসিংহ, গৌতম, সিদ্ধার্থ (ইনি বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে পরিগণিত)। [সং. √বুধ্+ত(র্ত্)]। বিঃ **-ত্ব**—বুদ্ধের ভাব বা অবস্থা।

•**বুদ্ধি**—বিঃ বোধ, বিচারশক্তি, মনীষা, ধী; জ্ঞান; পরামর্শ, মন্ত্রণা (বুদ্ধি দেওয়া); কৌশল, ফন্দী (টাকা আয়ের বুদ্ধি); মতি, মনোবৃত্তি (পাপবুদ্ধি)। [সং. √বুধ্+তি]। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—নিরেট মূর্খ। বিণঃ **-গম্য, -গ্রাহ্য**—বুদ্ধিদ্বারা জানা যায় এমন। বিঃ **-চাতুর্য**—বুদ্ধিকৌশল। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্)—বুদ্ধিবলে বা বুদ্ধির কাজ-দ্বারা জীবিকার্জনকারী। **বুদ্ধিতে বৃহস্পতি**—(দেবগুরু বৃহস্পতির ন্যায়) অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। বিঃ **-নাশ, -ভ্রংশ, -লোপ, -হানি**—বুদ্ধির লোপ। বিণঃ **-বন্ত, -মন্ত**—বুদ্ধিমান্। বিঃ **-বৃত্তি**—জ্ঞানলাভের মানসিক শক্তি, বুদ্ধিশক্তি। বিঃ **-ভ্রম**—বুঝিবার ভুল। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে এমন। বিঃ **-মত্তা** — বুদ্ধিশালিতা, মনীষা, ধী-শক্তি। বিণঃ **-মান্** (-মৎ)—বুদ্ধি-যুক্ত, ধীমান্, জ্ঞানী; চালাক। বিণ(স্ত্রী): **-মতী**। বিঃ **-শুদ্ধি**—বোধশক্তি ও বিচারশক্তি (ও মনের ঝোঁক)। বিণঃ **-শূন্য, -হীন**—নির্বোধ, বোকা।

বুদ্ধীন্দ্রিয়—বিঃ যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়। [সং. বুদ্ধি+ইন্দ্রিয়]।

বুদ্বুদ—বিঃ জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। [সং.]। বিঃ **-ন**—বুদ্বুদোদ্গম, ভুড়ভুড়ি ওঠা, effervescence [বি. প.]। বিণঃ **বুদ্বুদিত**—বুদ্বুদ-যুক্ত। বিণঃ **বুদ্বুদী** (-দিন্)—বুদ্বুদ-নিঃসারক।

•**বুধ**—বিঃ গ্রহবিশেষ; সপ্তাহের বারবিশেষ; চন্দ্রের পুত্র; পণ্ডিত বা জ্ঞানী বা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। [সং.]।

বুনট—বিঃ বস্ত্রাদির জমি বা বুনানি; বয়নকার্য, বয়নের পারিশ্রমিক। [তু. হি. বুনাবট]।

বুনন১—বিঃ (শস্যবীজাদি) বপন। [বুনা১ দ্রঃ]।

বুনন২, বুনানি—বুনান২-এর চলিত রূপ।

বুনা১—(১)ক্রিঃ নূতন চারা উৎপাদনার্থ (শস্য-বীজাদি) খেতে ছড়ান, বপন করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. বপন+বাং. আ]।

বুনা২—(১)ক্রিঃ তুলা রেশম পশম প্রভৃতির সুতাসকল পাশাপাশি ও আড়াআড়িভাবে স্থাপনপূর্বক তৈয়ারি করা (কাপড় বুনা); বাঁশ বেত বা অন্যান্য তৃণের সরু পাতিসমূহ পাশাপাশি ও আড়াআড়িভাবে স্থাপনপূর্বক তৈয়ারি করা (ঝুড়ি বুনা, মাদুর বুনা); ঐরূপভাবে সুতা অথবা তৃণ বা ধাতুর পাত দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা ফাঁক রাখিয়া তৈয়ারি করা (জাল বুনা, খাঁচা বুনা); বুনান। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. বয়ন+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ

অঙ্গের দ্বারা বুনার কাজ করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: -ন$_{2}$(উচ্চা. বুনান্), -নি, **বুনন, বুনানি, বুনুনি**—বস্ত্রাদির বয়নকার্য বা বয়ন-কৌশল ; বস্ত্রাদির জমি ; বয়নের পারিশ্রমিক।

বুনিয়াদ—**বনিয়াদ**-এর রূপভেদ।

বুনুনি—**বুনা$_{2}$** দ্র:।

বুনো—(১)বিণ: বন্য, বনজাত, বনবাসী, জঙ্গলী, অসভ্য, অমার্জিত। (২)বি.বিণ: (অশি. ও তুচ্ছার্থে) আদিবাসী। [সং. বন+বাং. উয়া >ও]।

বুভুক্ষা—বি: ভোজনের ইচ্ছা। [সং. √ ভুজ্ + সন্ +অ(ভা) + আ]। বিণ: **বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু**—ক্ষুধিত ; ভোজনেচ্ছু।

বুরুজ—বি: দুর্গপ্রাকারাদির বহির্দিকে প্রসারিত অংশবিশেষ, **গুম্বজ** ; তাসখেলাবিশেষ। [আ. বুর্জ্]।

বুরুল—বি: বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রস্থ বা তিন যব পরিমাণ (=প্রায় ১ ইঞ্চি)। [বাং বুড়া আঙ্গুল ?]।

বুরুশ—বি: পশুলোমাদিদ্বারা প্রস্তুত মার্জনী। [ইং. brush]।

বুলবুল, বুলবুলি—বি: গায়ক পক্ষিবিশেষ। [আ. বুল্‌বুল্]।

বুলা$_{1}$—ক্রি: (প্রা. কা.) ভ্রমণ বা বিচরণ করা ('ভ্রমর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে' : গো. দা.)। [প্রা. √বোল্ল+বাং. আ]।

বুলা$_{2}$—ক্রি: বুলান। [বুলা$_{1}$ দ্র:]। -ন, -নো—(১)ক্রি: আলতোভাবে ছুঁইয়া চালনা করা বা ঘর্ষণ করা (তুলি বুলান, হাত বুলান); অবহেলা-ভরে বা তাড়াহুড়াসহকার সঞ্চালন করা (চোখ বুলান)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

বুলি—বি: বোল, বাক্য, ভাষা। (ইংরেজি বুলি) ; অস্পষ্ট বাক্য বা ভাষা (পাখির বুলি) ; মুখস্থ ভাষা, প্রচলিত গং (বুলি আওড়ান)। [হি. বোলী]।

বুলেট—বি: বন্দুকের গুলি। [ইং. bullet]।

বুহিত—বি: (অপ্র.) নৌকা। [সং. বহিত্র]। বি: **বুহিতাল**—নৌকার মাঝি, পাটনি ; নৌকার মালিক : সওদাগর। বি: **বুহিতালি**—নৌ-বাণিজ্য, সওদাগরি।

বৃংহণ—(১)বিণ: পুষ্টিকর। (২)বি: হাতির ডাক। [সং. √বৃন্‌হ্+অন]।

বৃংহিত—(১)বিণ: পুষ্ট, বর্ধিত। (২)বি: হাতির ডাক। [সং. √বৃন্‌হ্+ত]।

বৃক—বি: নেকড়ে বাঘ ; কাক ; শৃগাল ; জঠরাগ্নি। [সং.]। বি: **বৃকোদর**—ভীম, মধ্যম পাণ্ডব।

বৃক্ক—বি: তলপেটের মূত্রনিঃসারক যন্ত্র, kidney [বি. প.]। [সং.]।

বৃক্ষ—বি: গাছ, তরু, পাদপ, বিটপী, দ্রুম, মহীরুহ, শাখী। [সং.]। বি: **-চ্ছায়**—বৃক্ষশ্রেণীর বহুপরিমাণ ছায়া। বি: **-চ্ছায়া**—গাছের ছায়া। **-বাটিকা**—বাগানবাড়ি। বি: **বৃক্ষাগ্র**—তরুশির, গাছের মাথা। বি: **বৃক্ষান্তরাল**—গাছের আড়াল।

বৃটিশ—**ব্রিটিশ**-এর বানানভেদ।

বৃত—বিণ: বরণ করা হইয়াছে এমন, সসম্মানে নিযুক্ত (সভাপতিপদে বৃত) ; প্রার্থিত, আচ্ছাদিত। [সং. √বৃ+ত (র্ম)]। বি: **বৃতি**—বরণ ; নিয়োগ ; প্রার্থনা ; আবৃত বা আচ্ছাদিত করা ; বেড়া, বেষ্টনী ; ফুলের বহিরাবরণ, calyx [বি. প.]।

বৃত্ত—(১)বি: (জ্যামি.) গোলাকার ক্ষেত্র যাহার মধ্যবিন্দু হইতে পরিধি-রেখা সর্বত্র সমব্যবধান-বিশিষ্ট, circle ; চরিত্র (দুর্বৃত্ত) ; অক্ষরাদির সংখ্যাদ্বারা নিয়মিত ছন্দ (স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত)। (২)বিণ: গোলাকার, বর্তুল ; আচ্ছাদিত ; নিযুক্ত ; অভ্যস্ত ; জাত। [সং.]। বি: **-কলা**—(জ্যামি.) দুই ব্যাসার্ধদ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ, sector। বি: **-গন্ধি**—যে গদ্যরচনার অংশ-বিশেষ অক্ষরবদ্ধ পদ্যের ন্যায় মনে হয়।

বৃত্তাকার—(১)বিণ: গোলাকার। (২)বি: বৃত্তের ন্যায় আকার। [সং. বৃত্ত+আকার]।

বৃত্তান্ত—বি: বিবরণ ; বার্তা, সংবাদ। [সং.]।

বৃত্তাভাস—(১)বি: বৃত্তের ন্যায় গোলাকার ক্ষেত্র। (২)বিণ: প্রায় বৃত্তাকার [সং. বৃত্ত+আভাস]।

বৃত্তি—বি: ধর্ম, faculty (চিত্তবৃত্তি) ; প্রবৃত্তি, স্বভাব (নীচবৃত্তি) ; আচরণ (বকবৃত্তি); জীবিকা, পেশা (চৌর্যবৃত্তি) ; নিয়মিত ভাতা (ছাত্রবৃত্তি) ; অর্থপ্রকাশের ব্যাপারে শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি (তু. অভিধাবৃত্তি, লক্ষণাবৃত্তি, ব্যঞ্জনাবৃত্তি) ; অক্ষরসংখ্যা দ্বারা নিরূপিত ছন্দ ; ব্যাখ্যান বা টীকা (সূত্রবৃত্তি)। [সং.]।

বৃত্য—বিণ: বরণীয়, বরেণ্য। [সং. √বৃ+য (র্ম)]।

বৃত্র, বৃত্রাসুর—বি: অসুরবিশেষ। [সং.]। বি: **-হা (-হন্), বৃত্রারি**—বৃত্র-সংহারক ইন্দ্র।

বৃথা—অব্য.ক্রি.-বিণ.বিণ: অকারণ, নিরর্থক, মিছামিছি, শুধু-শুধু; নিষ্ফল। [সং.]। বিঃ **-মাংস**—দেবদেবীকে অনিবেদিত পশুমাংস।

বৃদ্ধ—(১)বিণ: বুড়া (বৃদ্ধ লোক); বয়োজ্যেষ্ঠ (তোমার অপেক্ষা বৃদ্ধ); প্রবীণ (বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞান-বৃদ্ধ); প্রাচীন, পুরাতন (বৃদ্ধ বট); বৃদ্ধিযুক্ত (প্রবৃদ্ধ)। (২)বিঃ বুড়ো লোক, অধিকবয়স্ক ব্যক্তি। [সং. √বৃধ্+ত (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **বৃদ্ধা**। বিঃ **-ত্ব**—বৃদ্ধের ভাব বা অবস্থা, বার্ধক্য। বিঃ **-প্রপিতামহ**—প্রপিতামহের পিতা। বি(স্ত্রী): **-প্রপিতামহী**—বৃদ্ধপ্রপিতামহের পত্নী। বিঃ **-প্রমাতামহ**—প্রমাতামহে পিতা। বি(স্ত্রী): **-প্রমাতামহী**—বৃদ্ধপ্রমাতামহের পত্নী। বিঃ **বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ**—বুড়ো আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ।

বৃদ্ধি—বিঃ বাড়; আধিক্য; প্রসার; উন্নতি, অভ্যুদয়; সুদ (বৃদ্ধিজীবী)। [সং. √বৃধ্+তি (ভা)]। বিঃ **-শ্রাদ্ধ**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

বৃদ্ধ্যাজীব—বিণ.বিঃ সুদখোর, মহাজন। [সং. বৃদ্ধি+আজীব]।

বৃন্ত—বিঃ ফুল ফল বা পাতার বোঁটা; স্তনাগ্র, স্তনের বোঁটা। [সং.]। বিণ: **-চ্যুত**—বোঁটা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে এমন।

বৃন্তাক—বিঃ বেগুন গাছ; বেগুন। [সং.]।

বৃন্দ—(১)বিঃ গণ, সমূহ (প্রজাবৃন্দ)। (২)বি.বিণ: শতকোটি সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং.]।

বৃন্দা—বিঃ রাধিকার দূতী।

বৃন্দাবন—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ভূমি (মথুরার নিকটবর্তী শহর)।

বৃশ্চিক—বিঃ বিছা; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের অষ্টম রাশি। [সং.]। বিঃ **-দংশন**—বিছার কামড়; (আল.) নিদারুণ মর্মজ্বালা।

বৃষ, বৃষভ—বিঃ ষাঁড়, ষণ্ড, বলদ, বলীবর্দ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের দ্বিতীয় রাশি (সচ. **বৃষরাশি**); (সমাসের উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠ (নরবৃষ, নরবৃষভ)। [সং.]। বিঃ **বৃষকাষ্ঠ**—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষবন্ধনের খুঁটি। বিঃ **বৃষধ্বজ, -বাহন**—শিব। বিণ: **বৃষস্কন্ধ**—ষাঁড়ের ন্যায় স্থূল ও প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট; অতিশয় বলবান্।

বৃষভানুসুতা, বৃষভানুনন্দিনী—বিঃ গোপরাজ বৃকভানু বা বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধিকা।

বৃষল—(১)বিঃ শূদ্র। (২)বিণ: পাপী, পতিত। [সং.]। বিণ.বি(স্ত্রী): **বৃষলী**—অনূঢ়া ঋতুমতী (কন্যা); শূদ্রা; বন্ধ্যা বা মৃতবৎসা (স্ত্রী); ঋতুমতী; ব্যভিচারিণী।

বৃষোৎসর্গ—বিঃ শ্রাদ্ধবিশেষ যাহাতে শ্রাদ্ধকর্তা চারটি বৃষ উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। [সং. বৃষ+উৎসর্গ]।

বৃষ্টি—বিঃ মেঘ হইতে জলের পতন; বর্ষণ; মেঘ হইতে পতিত জল। [সং. √বৃষ্+তি]। **-পাত**—মেঘ হইতে বারিবর্ষণ। বিঃ **-বিন্দু**—বৃষ্টির জলের ফোঁটা। বিঃ **-স্নাত**—বৃষ্টির জলে সম্পূর্ণ সিক্ত।

বৃষ্য—বিণ: বীর্যবর্ধক। [সং. √বৃষ্+য]।

বৃহৎ—বিণ: প্রকাণ্ড, বড়; মহৎ, উদার (বৃহৎ হৃদয়); সমারোহপূর্ণ (বৃহৎ ব্যাপার)। [সং. √বৃহ্+অৎ (র্তৃ)]। **বৃহতী**—(১)বিণ(স্ত্রী): প্রকাণ্ড, মহতী; (২)বিঃ ক্ষুদ্রাকৃতি বেগুনবিশেষ।

বৃহদন্ত্র—বিঃ মলাশয় হইতে মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত প্রায় ৬ ফুট লম্বা অন্ত্রবিশেষ, large intestine। [সং. বৃহৎ+অন্ত্র]।

বৃহন্নলা—(১)বিণ: দীর্ঘভুজা। (২)বিঃ অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত অর্জুনের ছদ্মনাম; (আল.) ক্লীব। [সং. বৃহৎ+নল+আ]।

বৃহস্পতি—বিঃ দেবগুরু; তত্তুল্য পণ্ডিত ব্যক্তি; (জ্যোতিষ.) গ্রহবিশেষ; সপ্তাহের বারবিশেষ। [সং. বৃহৎ+পতি]। **একাদশে বৃহস্পতি**—(জ্যোতিষ.) জাতকের রাশিচক্রের একাদশ কক্ষে বৃহস্পতি-গ্রহের অবস্থান: ইহা অতি শুভদায়ক। **বুদ্ধিতে বৃহস্পতি**—অতিশয় বুদ্ধিমান্।

বে- —অব্য: অভাব বিহীনতা বৈপরীত্য বিরোধ নিন্দা মন্দত্ব প্রভৃতি সূচক উপসর্গ। [ফা.—তু. সং. বি-]।

বেঅকুফ, বেঅকুব—বিণ: অজ্ঞান, বোকা, বেআক্কেল। [বে-+অকুব দ্র:]। বিঃ **বেঅকুফি, বেঅকুবি**—অজ্ঞানতা, বোকামি, আক্কেলের অভাব।

বেআইনী, বেআইন — বিণ: আইনবিরুদ্ধ; অরাজক; আইনের চক্ষে অপরাধী বা নিষিদ্ধ (বেআইনী লোক, বেআইনী পুস্তক)। [বে-+আইন দ্র:]।

বেআক্কেল—বিণ: বুদ্ধিহীন; কাণ্ডজ্ঞানহীন। [বে-+আ. আক্কেল]।

বেআদব—বিণ: অশিষ্ট; অভদ্র; ধৃষ্ট। [বে-+আদব দ্র:]। বিঃ **বেআদবি**—অশিষ্টতা; অভদ্রতা; ধৃষ্টতা।

বেআন্দাজ, বেআন্দাজি, বেআন্দাজী—বিণ: যথাযথভাবে আন্দাজ করা হয় নাই এমন; (খরচাদি সম্বন্ধে) সম্ভাব্য পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে চিন্তা বা হিসাব করা হয় নাই এমন; বেহিসাব; অপরিমিত। [বে-+আন্দাজ দ্র:]।

বেআবরু—বিণ: পর্দা অপসারণ করা হইয়াছে এমন; অন্তঃপুরে থাকে না এমন; আবরণ-হীন; জনসাধারণের নিকট অনভিপ্রেতভাবে প্রকাশিত; নির্লজ্জ, হৃতসম্ভ্রম বা ইজ্জতভ্রষ্ট। [বে-+আবরু দ্র:]।

বেইজ্জত, বেইজ্জৎ—(১)বিণ: হৃতসম্ভ্রম, অপমানিত; অপদস্থ; হৃতসতীত্ব। (২)বি: সম্ভ্রম-হানি; শ্লীলতাহানি; সতীত্বনাশ। [বে-+ইজ্জত দ্র:]। বি: **বেইজ্জতি**—**বেইজ্জত** (বি.)-এর অনুরূপ।

বেইমান, বেঈমান—বিণ: বিশ্বাসঘাতক। [বে-+ইমান দ্র:]। **বেইমানি, বেঈমানি, বেইমানী, বেঈমানী**—(১)বি: বিশ্বাসঘাতকতা; (২)বিণ: (বিরল) বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ।

বেউড় বাঁশ—বি: কাঁটাযুক্ত বাঁশবিশেষ (ইহাদ্বারা বেড়া দেওয়া হয়)। [দেশী]।

বেএক্তিয়ার—বিণ: এলাকা বা ক্ষমতার বহির্ভূত। [বে-+এক্তিয়ার দ্র:]।

বেওজর—(১)বিণ: ওজরশূন্য; আপত্তিহীন। (২)ক্রি-বিণ: বিনা ওজরে বা আপত্তিতে। [বে-+ওজর দ্র:]।

বেওয়া—বি: সন্তানহীনা বিধবা (এবং সচরাচর অসহায়া) নারী। [ফা.]।

বেওয়ারিস—বিণ: মালিকহীন; দাবিদারশূন্য; উত্তরাধিকারী কেহ নাই এমন। [বে-+ওয়ারিস দ্র:]।

বেং—**বেঙ**-এর বানানভেদ।

বেঁউতি-জাল—বি: মাছ ধরার জন্য মোটা সুতায় বোনা মোচাকার জালবিশেষ। [?]।

বেঁক—**বাঁক**-এর গ্রা. রূপ।

বেঁকা—**বাঁকা**-র গ্রা. রূপ।

বেঁজি—**বেজি**-র রূপভেদ।

বেঁড়ে—বিণ: লেজকাটা, লাঙ্গুলহীন; বেঁটে। [সং. বণ্ড]।

বেঁধা, বেঁধান (-নো)—যথাক্রমে **বিঁধা** ও **বিঁধান**-র চলিত রূপ।

বেকসুর—বিণ: নির্দোষ, নিরপরাধ। [বে-+কসুর দ্র:]। **বেকসুর খালাস**—নিরপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার ফলে অভিযোগমুক্ত বা অভিযোগ হইতে মুক্তি।

বেকায়দা—(১)বিণ: কৌশল খাটান যায় না এমন; আয়ত্তে আনার অসাধ্য; অসুবিধাপূর্ণ। (২)বি: বেকায়দা অবস্থা। [বে-+কায়দা দ্র:]।

বেকার—(১) বিণ: (প্রধানত: জীবিকার্জনের উপায়স্বরূপ) কর্মহীন; জীবিকাহীন; নিরর্থক (বেকার পরিশ্রম)। (২)বি: বেকার লোক। [ফা.]। বি: **-ভাতা**—বেকারদিগকে (ন্যূনতম) অন্নবস্ত্রাদি সংস্থানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থসাহায্য। বি: **বেকারি, বেকারী**—বেকার অবস্থা।

বেকুব, বেকুবি—যথাক্রমে **বেঅকুফ** ও **বেঅকুফি**-র অধিকতর চলিত রূপ।

বেখাপ, বেখাপ্পা—বিণ: খাপ খায় না এমন, বেমানান। [বে-+খাপ দ্র:]।

বেগ১—বি: মুঘল জমিদারের বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খেতাববিশেষ। [তুর্.]।

বেগ২—বি: দ্রুত গতি, ত্বরা (বেগে গমন); গতির পরিমাণ (ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগ); প্রবাহ, স্রোত (বেগহীন নদী); মলমূত্রাদি ত্যাগের প্রবৃত্তি (বেগধারণ); আয়াস, ক্লেশ (বেগ পাওয়া); প্রকোপ, প্রবলতা। [সং.]। বিণ: **-বান্** (-বৎ)—দ্রুতগতিসম্পন্ন; ত্বরান্বিত; খর-স্রোত (বেগবান্ নদ); দুর্দমনীয় (বেগবান্ হৃদয়)। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিণ: **বেগার্ত**—অতিশয় বেগপূর্ণ ('বেগার্ত নদীর বাঁক': বিষ্ণু)। বিণ: **বেগিত, বেগী** (-গিন্)—বেগযুক্ত।

বেগতিক—(১)বি: উপায়হীন বা প্রতিকূল অবস্থা; সঙ্কট; বিপদ্। (২)বিণ: উপায়হীন; প্রতিকূল। [সং. বি-+গতিক]।

বেগনি বেগনী—**বেগুনী**-র রূপভেদ।

বেগম—বি: মুসলমান সম্রাজ্ঞী রানী বা সম্ভ্রান্ত মহিলা। [তুর্. বেগুম্]।

বেগর—অব্য: বিনা, ব্যতীত। [আ. বগয়র্]।

বেগার—বি: বিনাবেতনে (প্রধানত: বাধ্যতা-মূলক) খাটুনি; যে ব্যক্তি বিনাবেতনে খাটে বা খাটিতে বাধ্য হয়। [ফা.]। বিণ: **-ঠেলা**—অনিচ্ছা ও তাচ্ছিল্যের সহিত কৃত।

বেগার্ত, বেগিত, বেগী—**বেগ২** দ্র:।

বেগুন, (অশু.) বেগুণ—বি: ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাই-বার ফলবিশেষ, বার্তাকু। [সং. বাতিঙ্গণ]।

বেগ্‌নি, বেগ্‌নী—(১)বিণ: বেগুনের খোসার ন্থায় রক্তিমাভ নীলবর্ণ ; (২)বিঃ উক্ত বর্ণ ; বেসম মাখাইয়া ভাজা বেগুনের ফালি।

বেগোছ — (১) বিণ: বিশৃঙ্খল ; এলোমেলো ; অস্থবিধাপূর্ণ। (২)বিঃ অস্থবিধা। [বে- + গোছ দ্রঃ]।

বেঘোর—বিঃ বিষম নিরুপায় বা সঙ্কটময় অবস্থা (বেঘোরে প্রাণ দেওয়া) ; অচেতন অবস্থা (বেঘোরে ঘুমান)। [বে- + ঘোর দ্রঃ]।

বেঙ, বেঙ্গ—বিঃ ভেক, মণ্ডূক। [সং. ব্যঙ্গ]। **বেঙের আধুলি**—(আল.) অতি দরিদ্র ব্যক্তির সামান্ত সঞ্চয়। **বেঙের ছাতা**—ছত্রাক, উদ্ভিদ্‌-বিশেষ। **বেঙের সর্দি**—সহজেই ধরা যায় এমন ভণ্ডামি বা ভান। বিঃ **-তড়কা**—ভেকের ন্থায় তড়াক্ করিয়া লাফ। বিঃ **বেঙাচি, বেঙ্গাচি,** (অপ্র.) **বেঙাছি, বেঙ্গাছি**—বেঙ্গের ছানা।

বেঙ্গমা—বিঃ রূপকথায় বর্ণিত মনুষ্যভাষাভাষী পক্ষিবিশেষ। [সং. বিহঙ্গমা]। বি(স্ত্রী): **বেঙ্গমী**।

বেঙ্গাচি, বেঙাচি—**বেঙ** দ্রঃ।

বেচা—(১)ক্রিঃ বিক্রয় করা ; বেচান। (২)বি.-বিণ: উক্ত অর্থে। [হি. √বেচ < সং. বি + √ক্রী]। বিঃ **-কেনা, কেনাবেচা**—ক্রয়-বিক্রয়। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিক্রয় করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

বেচারা, বেচারি, বেচারী—বিঃ নিরুপায়, ভাগ্য-হীন বা নিরীহ ব্যক্তি। [ফা. বেচারা]।

বেচাল—(১)বিণ: মন্দ চালচলনবিশিষ্ট ; অস-চ্চরিত্র ; বেয়াড়া। (২)বিঃ মন্দ চালচলন ; অসৎ চরিত্র ; বেয়াড়া ভাব বা স্বভাব। [বে- + চাল$_3$ দ্রঃ]।

বেজন্মা—বিণ: জারজ। [সং. বি + জন্ম + আ]।

বেজাত—(১)বিঃ ভিন্ন বা পতিত জাতি। (২) বিণ: জাতিচ্যুত ; জারজ। [সং. বি- + জাত$_2$]।

বেজায়— বিণ. ক্রি-বিণ: অত্যন্ত, খুব, বিস্তর (বেজায় কষ্ট, বেজায় ঘুমায়)। [ফা.]।

বেজার—বিণ: বিরক্ত, অপ্রসন্ন। [ফা.]।

বেজি, বেজী—বিঃ নকুল, নেউল। [দেশী]।

বেজুত—বিঃ অনভিপ্রেত অবস্থা ; অস্থবিধা। [বে- + জুত$_2$ দ্রঃ]।

বেঞ্চ, বেঞ্চি—বিঃ লম্বা ও উচ্চ কাষ্ঠাসনবিশেষ। [ইং. bench]।

বেটা—(১)বিঃ পুত্র, ছেলে ; (আদরে) শিশু-পুত্র বা বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষ, খোকা (বেটা ভারী আদুরে) ; (অবজ্ঞায় বা ভর্ৎসনায়) পুরুষ লোক (এক বেটা, বেটা নবাব)। (২)বিণ: পুরুষজাতীয় (বেটামানুষ)। [সং. বটু ?]। বি(স্ত্রী): **বেটী, বেটি**। বিঃ **-ছেলে**—পুত্রসন্তান ; পুরুষমানুষ। **বেটার ছেলে, -ছেলে**—গালিবিশেষ।

বেটাইম— (১)বিঃ অসময়। (২)বিণ: নির্দিষ্ট সময়-বহির্ভূত। [ফা. বে- + ইং. time]।

বেটি, বেটী—**বেটা** দ্রঃ।

বেটে—বিঃ দড়ির বৃত্তাকার বাণ্ডিল ; (মোটা) দড়ি বা কাছি। [হি. বটা < সং. বট]।

বেঠিক—বিণ: অসত্য; ভ্রমপূর্ণ। [বে- + ঠিক দ্রঃ]।

বেড়—বিঃ বেষ্টন ; ঘের, পরিধি। [বেড়া দ্রঃ]। ক্রিঃ **বেড় দেওয়া**—বেষ্টন করা, ঘেরা।

বেড়া$_1$—(১)ক্রিঃ বেষ্টন করা, ঘেরা। (২)বিঃ বেষ্টন ; যদ্দ্বারা বেষ্টন করা বা ঘেরাও করা হয়, বেষ্টনী। (৩)বিণ: বেষ্টনকর বা পরিবেষ্টনকর (বেড়া আগুন, বেড়াজাল) ; বেষ্টিত (বেড়া জায়গা)। [সং. √বেষ্ট্ + বাং. আ]।

বেড়া$_2$—ক্রিঃ বেড়ান। [বেড়া$_1$ দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ভ্রমণ বা বিচরণ করা ; পাদচারণ করা, হাঁটা ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

বেড়ি, (বর্জি.) **বেড়ী**—বিঃ লৌহবেষ্টনী (পায়ের বেড়ি) ; পা বাঁধিবার শিকল ; হাঁড়ির কানা বেষ্টন করিয়া ধরিবার যন্ত্রবিশেষ (হাতাবেড়ি)। [বাং. বেড়া$_1$ + ই, ঈ]।

বেড়ে — অব্য: চমৎকার, বেশ, উত্তম। [হি. বঢ়িয়া]।

বেড়েন—বিঃ লাঠির দ্বারা প্রহার। [বাং. বাড়ি + আন]।

বেডৌল—বিণ: বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্যহীন, কুগঠন ; কুশ্রী। [বে + ডৌল দ্রঃ]।

বেঢং, বেঢঙ্গ, বেঢক, বেঢপ—বিণ: বেমানান ; ফ্যাশন-বহির্ভূত ; কুশ্রী ; কুগঠন। [বে + ঢং, ঢঙ্গ, ঢক, ঢপ দ্রঃ]।

বেঢ়ল, বেঢ়ালি—**বেঢ়া** দ্রঃ।

বেঢ়া—ক্রিঃ (কাব্যে) বেষ্টন করা। [বেড়া$_1$ দ্রঃ]। ক্রিঃ **বেঢ়ল, বেঢ়ালি**—(প্রা. কা.) বেষ্টন করিল, ঘিরিয়া ধরিল।

বেণা—**বেনা**-র অশু. বানান।

বেণী, বেণি—বিঃ বিননী ; বিনান চুল (বেণী-বন্ধন) ; জলপ্রবাহ (ত্রিবেণী)। [সং.]। বিঃ **-সংহার** — আলুলায়িত চুল বেণীর আকারে রচনা, বেণীবন্ধন।

বেণু—বিঃ বাঁশ (বেণুকুঞ্জ) ; বাঁশি (বেণুধ্বনি)। [সং.]। বিঃ **-ক**—পাচনবাড়ি।

বেণে—**বেনে**-র অশু. বানান।

বেত—বিঃ বেত্র ; বেত্রাঘাত ('যত পায় বেত না পায় বেতন' : রবীন্দ্র) [সং. বেত্র]। ক্রিঃ **বেত মারা, বেত লাগান**—বেত দিয়া মারা, বেতান।

বেতদবির — বিঃ তদবিরের বা তত্ত্বাবধানের অভাব। [বে+তদবির দ্রঃ]।

বেতন—বিঃ মাহিয়ানা, পারিশ্রমিক, মজুরি, ভাতা, ভৃতি ; কর্ম বা পরিশ্রম বাবদ পাওনা। [সং.]। বিণঃ **-গ্রাহী** (-হিন্), **-ভুক্** (-ভুজ্), **-ভোগী** (-গিন্)—বেতন লইয়া কাজ করে এমন।

বেতমীজ—বিণঃ অশিষ্ট। [ফা. বে- +আ. তমীজ]।

বেতর—বিণঃ অসুস্থ ; অপ্রকৃতিস্থ ; বিসদৃশ, বিষম। [ফা. বে- +আ. তরহ্]।

বেতরিবত, বেতরিবৎ—বিণঃ অশিক্ষিত ; কুশিক্ষা-প্রাপ্ত ; অভদ্র ; আদবকায়দা জানে না এমন। [বে- +তরিবৎ দ্রঃ]।

বেতস—বিঃ বেতগাছ ; বেণুবাঁশ ('এই বেতসের বাঁশিতে' : রবীন্দ্র)। [সং.]। বিঃ **-বৃত্তি**—বেত-গাছের ন্যায় নমনশীলতা ; সহজেই নতি-স্বীকারের স্বভাব।

বেতা—ক্রিঃ বেতান। [বাং. বেত+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বেত দিয়া প্রহার করা, (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

বেতার১—(১)বিণঃ বিস্বাদ; স্বাদহীন। [সং. বি- + তার দ্রঃ]।

বেতার২—(১)বিণঃ তারহীন, wireless। (২)বিঃ রেডিও। [বে- +তার দ্রঃ]। বিঃ **-বার্তা**—তারের সাহায্য বিনা প্রেরিত খবর ; ওয়ারলেসে (wireless) প্রেরিত খবর ; রেডিওতে সম্প্রচারিত খবরাখবর, আকাশবাণী। বিঃ **-যন্ত্র**—যে যন্ত্র-দ্বারা বিনা তারে দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পাঠান যায়, রেডিও।

বেতাল১—বিঃ ভূতাবিষ্ট শব ; শিবানুচরবিশেষ। [সং. বে (=বায়ুতে)+তাল (=আবাস)]।

বেতাল২—(১)বিঃ (সঙ্গীতে) তালের অভাব ; তালভঙ্গ। (২)বিণঃ বেতালা। [বে+তাল দ্রঃ]। বিণঃ **বেতালা**—(সঙ্গীতে) তালের সমতাহীন, তানলয়হীন ; (আল.) কোন নিয়ম মানিয়া চলে না এমন (বেতালা লোক, বেতালা অবস্থা)।

বেতো—বিণঃ বাতরোগাক্রান্ত (বেতো শরীর) ; (প্রধানতঃ বার্ধক্যের ফলে) অথর্ব (বেতো ঘোড়া)। [বাং. বাত+উয়া>ও]।

বেত্তা (-ত্তৃ)—বিণঃ অভিজ্ঞ, জ্ঞানসম্পন্ন (শাস্ত্র-বেত্তা)। [সং. √বিদ্+তৃ(র্তৃ)]।

বেত্র—বিঃ বেত গাছ (বেত্রকুঞ্জ) ; বেতের ছড়ি (বেত্রাঘাত)। [সং.]। বিঃ **-দণ্ড**—বেত্রদ্বারা নির্মিত ছড়ি ; বেত্রাঘাতরূপ শাস্তি। বিণঃ **-ধর**—বেত্র-দণ্ডধারী। **-পাণি**—(১)বিণ.বিঃ হাতে বেত্রদণ্ড আছে এমন ; (২)বিঃ. বেত্রধর গুরুমহাশয়। **-বতী**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ বেত্রদণ্ডধারিণী ; (২)বিঃ প্রাচীন মালবদেশের নদীবিশেষ। বিঃ **বেত্রাঘাত**—বেতের ছড়িদ্বারা প্রহার। বিণঃ **বেত্রাহত**—বেতের ছড়িদ্বারা প্রহৃত।

বেথুয়া, বেথো—বিঃ শাকবিশেষ। [সং.-বাস্তূক]।

বেদ—বিঃ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব : এই চার ভাগে বিভক্ত ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও সাহিত্য ; বেদবাক্যতুল্য অমোঘ বা সত্য বাক্য ('শূর্পণখা রাণ্ডীর কথা তোরে হল বেদ' : কৃত্তি.)। [সং.]। বিণঃ **-জ্ঞ**—বেদ জানে এমন, বেদবিৎ। বিঃ **-ব্যাস**—বেদের বিভাগকর্তা ব্যাসমুনি (ইনি পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র। বিঃ **-মাতা** (-তৃ)—গায়ত্রী।

বেদখল — বিণঃ অধিকারচ্যুত। [বে+দখল দ্রঃ]। বিণঃ **বেদখলি, বেদখলী**—অন্যায়ভাবে অধিকৃত।

বেদড়া—**বেদাঁড়া**-র রূপভেদ।

বেদন—বিঃ বোধ, অনুভূতি, জ্ঞান ; বেদনা ; বিবাহ ; দান। [সং. √বিদ্+অন(ভা)]। বিঃ **বেদনা**—অনুভূতি ; ব্যথা ; যন্ত্রণা ; দুঃখ ; মনস্তাপ। বিণঃ **বেদনীয়**—জ্ঞেয় ; অনুভবনীয়।

বেদম—বিণঃ দম ফুরাইয়া গিয়াছে এমন (বেদম হইয়া পড়া) ; শ্বাসরোধী, ঊর্ধ্বশ্বাস (বেদম ছুট) ; নিঃশ্বাস ফেলারও অবসর পাওয়া যায় না এমন, নিরবকাশ (বেদম কাজ) ; শ্বাস বা প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দেয় এমন অর্থাৎ মারাত্মক (বেদম মার) ; শ্বাস লওয়ার জন্যও থামে না এমন (বেদম ভোজন)। [ফা.]।

বেদল—(১)বিঃ ভিন্ন দল ; বিপক্ষ ; শত্রুপক্ষ। (২)বিণঃ দলছাড়া। [বে+দল দ্রঃ]। বিণঃ **বেদলীয়**—ভিন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত বা সম্পর্কিত ; বিপক্ষীয় ; শত্রুপক্ষীয়।

বেদস্তুর—বিণ: নিয়মবিরুদ্ধ বা প্রথাবিরুদ্ধ। [ফা.]।

বেদাঁড়া—বিণ: রীতিবহির্ভূত, বেদস্তুর; বিপরীত স্বভাববিশিষ্ট; গোঁয়ার ও স্বেচ্ছাচারী; দুষ্ট-স্বভাব। [ফা. বে+দাঁড়া দ্রঃ—তু. ফা. বদরাহ্]।

বেদাগ—বিণ: দাগহীন; অচিহ্নিত; নিষ্কলঙ্ক; সরকারীভাবে জরিপ করা হয় নাই এমন (বেদাগ জমি)। [ফা.]।

বেদাঙ্গ—বি: শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ: বেদের আনুষঙ্গিক এই ছয় প্রকার শাস্ত্র। [সং. বেদ+অঙ্গ]।

বেদানা—বি: উচ্চ শ্রেণীর ডালিমবিশেষ। [ফা. বিহিদানা]।

বেদান্ত—বি: বেদের শেষভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড, উপনিষৎ; বেদব্যাস কর্তৃক রচিত ব্রহ্মপ্রতি-পাদক দর্শনশাস্ত্র। [সং. বেদ+অন্ত]। বি: **-বাদ**—বেদান্তদর্শনের মত। বিণ: **-বাদী** (-দিন্), **বেদান্তী** (-ন্তিন্)—বেদান্তবাদ মানে এমন।

বেদাশ্রয়—বি: যাহাকে অবলম্বন করিয়া বেদ রচিত হইয়াছে, বিষ্ণু, নারায়ণ। [সং. বেদ+আশ্রয়]।

বেদি, বেদী, বেদিকা—বি: যজ্ঞ বা পূজাদির জন্য প্রস্তুত পরিষ্কৃত উচ্চ ভূমি; উপবেশন বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য নির্মিত উচ্চ ভূমি বা ভিত্তি, মঞ্চ, পীঠ, platform। [সং.]।

বেদিত—বিণ: নিবেদিত; জ্ঞাপিত। [সং. √বিদ্+ণিচ্+ত(র্ম)]।

বেদিতব্য—বিণ: জ্ঞাতব্য। [সং. বিদ্+তব্য]।

বেদিয়া—বি: ভারতের যাযাবর জাতিবিশেষ। [দেশী]। বি(স্ত্রী): **-নী**।

বেদী—**বেদি** দ্রঃ।

বেদুইন, বেদুঈন, (বর্জি.) **বেদ্যুয়িন** — বি: আরবের যাযাবর জাতিবিশেষ। [আ. বদবী < ইং. bedouin]।

বেদে—**বেদিয়া**-র কথ্য রূপ। স্ত্রী: **বেদেনী**।

বেদ্য—বিণ: জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়। [সং. √বিদ্+য(র্ম)]।

বেধ—বি: গভীরতা, স্থূলতা; বিঁধ, ছিদ্র; বিদ্ধ-করণ (কর্ণবেধ); (জ্যোতিষ.) বিবাহাদি শুভকর্ম-নিষেধক গ্রহসংস্থানবিশেষ। [সং. √ বিধ্+অ (ভা)]। বি: **-ক**—বিদ্ধকারী। বি: **-ন**—বিদ্ধ-করণ। বি: **-নী, -নিকা**—বেধনযন্ত্র; শলাকা, সূচী। বিণ: **-নীয়, বেধ্য**—বেধনযোগ্য; বেধন-সাধ্য; লক্ষ্য। বিণ: **বেধিত** — বিদ্ধ করা হইয়াছে এমন। বিণ: **বেধী** (-ধিন্)—বেধক।

বেধড়ক—বিণ: অপরিমিত; বেজায় (বেধড়ক মার)। [বে- +হি. ধড়ক]।

বেনা—বি: সুগন্ধ তৃণবিশেষ, খসখস। [সং. বীরণ]। বি: **বেনার মূল**—বেনার শিকড়, উশীর। **বেনাবনে মুক্তা ছড়ান**—(আল.) অপাত্রে মূল্যবান্ বস্তু দান করা।

বেনাম—বি: প্রকৃত মালিক কর্তা প্রণেতা প্রভৃতির নামের বদলে ব্যবহৃত অন্য ব্যক্তির নাম। [বে-+নাম দ্রঃ]। বি: **-দার**—প্রকৃত মালিকাদির নামের পরিবর্তে যাহার নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। বিণ: **বেনামা, বেনামী**—প্রকৃত মালিকের নাম গোপন করিয়া অন্যের নাম মালিকরূপে প্রচার করা হইয়াছে এমন (বেনামা সম্পত্তি); প্রণেতা রচয়িতা প্রভৃতির নামোল্লেখহীন (বেনামী চিঠি); নামহীন ('বেনামী বন্দর': প্রেমেন্দ্র)।

বেনারসী—(১)বিণ: বারাণসীতে প্রস্তুত বা উপজাত (বেনারসী শাড়ি)। (২)বি: বেনারসী শাড়ি। [বাং. বেনারস+ঈ]।

বেনিয়া—**বানিয়া**-র কথ্য রূপ।

বেনিয়ান১—বি: (প্রধানতঃ ভারতের ইউরোপীয়) ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দালাল বা মুৎসুদ্দী যে মূল্য আদান-প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী থাকে। [সং. বণিক্]।

বেনিয়ান২—বি: খাট কোর্তাবিশেষ। [আ. বয়নিয়ন্]।

বেনে—**বানিয়া**-র কথ্য রূপ।

বেনো—বিণ: বন্যাজাত বা বন্যাদ্বারা আনীত; বন্যা-সংক্রান্ত। [বাং. বান+উয়া > ও]।

বেলট—বি: কোমরবন্ধ। [ইং. belt]।

বেপথু, বেপন—বি: কম্প, শিহরণ। [সং. √বেপ্+অথু, অন (ভা)]। বিণ: **বেপমান**—**কম্পমান**। [সং. √বেপ্+আন(মান)(র্তৃ)]।

বেপরদা, বেপর্দা—(১)বিণ: আবরণহীন, উন্মুক্ত, ঘোমটাহীন; অন্তঃপুরে থাকে না এমন; বে-আবরু। (২)বি: (সঙ্গীতে) সুরের ভুল পর্দা। [ফা.]।

বেপরোয়া—বিণ: কিছুকে বা কাহাকেও গ্রাহ্য করে না এমন; নির্ভয়; লজ্জা-সঙ্কোচহীন। [ফা.]।

বেপার—বি: কেনা-বেচা, ব্যবসায়; ঘটনা। [সং ব্যাপার]। বি: **বেপারি, বেপারী**—ব্যবসায়ী, বণিক্, সওদাগর।

বেফাঁস—বিণ: (গুপ্ত তথ্যাদি সম্বন্ধে) প্রকাশিত, ব্যক্ত; বন্ধনহীন, আলগা, অসংযত, অভদ্রোচিত (বেফাঁস উক্তি, বেফাঁস মুখ)। [ফা.]।
বেফায়দা—বিণ: অনর্থক; ব্যর্থ। [বে- +ফায়দা]।
বেবন্দেজ—বিণ: অগোছাল, বিশৃঙ্খল, ব্যবস্থা-হীন। [বে+বন্দেজ দ্র:]।
বেবন্দোবস্ত—(১)বিণ: বিশৃঙ্খল। (২)বি: বিশৃঙ্খলা। [বে+বন্দোবস্ত দ্র:]।
বেবাক—বিণ.বি: সমস্ত, সমুদায়। [ফা. বে- +আ. বাকী]।
বেভার—**ব্যাভার**-এর বানানভেদ।
বেভুল—(১)বি: (অশি.) ভুল, সংশয়, বিভ্রান্তি। (২)বিণ: বিহ্বল, বিবশ, অভিভূত, বিভ্রান্ত। [সং. বিহ্বল]।
বেমক্কা—(১)বিণ অসঙ্গত; অশোভন; অসংযত (বেমক্কাভাবে বলে ফেলা)। (২)ক্রি:বিণ: অসংযত-ভাবে (বেমক্কা বলে ফেলা)। [ফা. বেমউকা—মওকা দ্র:]।
বেমতলব—বি: অনিচ্ছা। [বে- +মতলব দ্র:]।
বেমানান—বিণ: মানায় না এমন; অশোভন; বেথাপ্পা। [বে- +মানান২ দ্র:]।
বেমারি—বি: পীড়া, ব্যাধি। [ফা. বীমারী]।
বেমালুম—বিণ.ক্রি-বিণ: বোঝা যায় না বা টের পাওয়া যায় না এমন অথবা এমনভাবে; (অপরের) অজ্ঞাত বা অজ্ঞাতে। [বে- +মালুম দ্র:]।
বেমেরামত—(১)বি: মেরামত করা হয় নাই বা হয় না এমন অবস্থা। (২)বিণ: মেরামত করা হয় নাই এমন। [বে- +মেরামত দ্র:]।
বেয়াই—**বেহাই**-র কথ্য রূপ।
বেয়াকুল—**ব্যাকুল**-এর প্রা. কোমল রূপ।
বেয়াক্কেল—**বেআক্কেল**-এর বানানভেদ।
বেয়াড়া—বিণ: বিশ্রী, বেঢপ; বদ, মন্দ। [<বাং. বেদাঁড়া]।
বেয়াধি—**ব্যাধি**-র প্রা. কোমল রূপ।
বেয়ান—**বেহান**-এর কথ্য রূপ।
বেয়ারা—বি: বাহক, পিয়ন। [ইং. bearer]।
বেয়ারাম—**ব্যায়রাম**-এর বিরল বানান।
বেয়ারিং—বিণ: বিনা-মাসুলে প্রেরিত; (আল.) বিনা-খরচায়। [ইং. bearing]।
বেয়াল্লিশ—**বিয়াল্লিশ**-এর কথ্য রূপ।
বের—**বাহির**-এর কথ্য রূপ।
বেরং, বেরঙ, বেরঙ্গ—বি: বিকৃত রঙ, অন্য রঙ; (তাসখেলায়) ডাকের বহির্ভূত রঙ। [হি. বিরংগ<সং. বি- +রঙ্গ]।
বেরন, বেরনো—**বেরা** দ্র:।
বেরসিক—বিণ: রসজ্ঞানহীন, অরসিক। [বে- +রসিক দ্র:]।
বেরা—ক্রি: বাহির হওয়া। [বাং. বের+আ]। **-ন, -নো,** (চলিত) **বেরন, বেরনো,** (প্রাদে.) **বেরুন, বেরুনো**—(১)ক্রি: বাহির হওয়া; (২)বি বিণ: উক্ত অর্থে। ক্রি: **বেরিয়ে যাওয়া**—বাহির হওয়া; বাহিরে যাওয়া; স্থানত্যাগ করা; গৃহের বাহিরে যাওয়া; কুলত্যাগ করা।
বেরাদার—বি: ভাই; বন্ধু; জ্ঞাতি। [ফা. বিরাদর্]।
বেরাল—**বিড়াল**-এর কথ্য রূপ।
বেরিবেরি—বি: শোথজাতীয় রোগবিশেষ। [ইং. beriberi]।
বেরিয়ে যাওয়া, বেরুন—**বেরা** দ্র:।
বেরুচ, বেরুশ—বি: চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি-বিশেষ। [ইং. barouche]।
বেল১—বি: বেলফুল, বেলা, মল্লিকা। [তু. বেল৫]।
বেল২—বি: ঘণ্টা (বেল বাজা)। [ইং. bell]।
বেল৩—বি: গাঁট (একবেল পাট)। [ইং. bale]।
বেল৪—বি: আসামী যথাসময়ে হাজির হইবে এই শর্তে জামিন (বেলে খালাস)। [ইং. bail]।
বেল৫—বি: ফলবিশেষ, শ্রীফল। [সং. বিল্ব]। **বেল পাকলে কাকের কি**—(আল) উপভোগ করিতে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট সামগ্রীর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল। বি: **-শুঁঠ**—বেলের শুষ্কীকৃত টুকরা বা ফালি।
বেল৬—বি: নকশা-কাটা জাদের ফিতা। [ফা.]। বিণ: **-দার১**—ঐরূপ ফিতাযুক্ত (বেলদার কাপড়)।
বেলচা—বি: কোদালজাতীয় খননাস্ত্রবিশেষ। [হি.]।
বেলট—বি: কোমরবন্ধ। [ইং. belt]।
বেলদার১—**বেল৬** দ্র:।
বেলদার২—বি: খনক। [হি. বেল্+ফা. দার্]। বি(স্ত্রী): **-নী**।
বেলন, বেলনা—বি: রুটি লুচি প্রভৃতি বেলিবার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার দণ্ড; গোল দণ্ডের ন্যায় পদার্থ, cylinder। [সং. বেল্লন]। বিণ:

বেলনাকার — বেলনের ন্যায় গোল ও লম্বা, cylindrical [বি. প.]।

বেলমুক্তা, বেলমোক্তা—ক্রি-বিণঃ সর্বসমেত, মোট। [আ. বিল্‌মুক্তা]।

বেলশুঁঠ—বেল৫ দ্রঃ।

বেলা১—বি' বেলফুল, মল্লিকা। [তু. সং বেল্লি (লতাবাচক)]।

বেলা২—বিঃ সমুদ্রের তীর ; সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ; সীমা। [সং. √ বেল্‌+অ+আ]। বিঃ **-ভূমি**—নদী বা সমুদ্রের তীরদেশ।

বেলা৩—(১)বিঃ সময় (বেলা বারটা), দিনমান, দিবাভাগ ('বেলা যে পড়ে এল' : রবীন্দ্র) ; (পূর্বাহ্নে) কালাতিক্রম, বিলম্ব (বেলা করা, বেলা হওয়া) ; ব্যাপ্তি, পরিসর (জীবনের বেলা) ; অবসর, সুযোগ (এইবেলা) ; বয়স (এতটুকু বেলা থেকে)। (২)(বাং.) অব্যঃ (অনুসর্গ)ঃ পক্ষে, সম্বন্ধে (নিজের বেলা, পরের বেলায়)। [সং. √বেল্‌+অ (র্তৃ)+আ]। ক্রি' **বেলা পড়া**—অপরাহ্ন ঘনাইয়া আসা। ক্রিঃ **বেলা বাড়া**—মধ্যাহ্নের দিকে দিবাভাগ অগ্রসর হওয়া। ক্রিঃ **বেলা হওয়া**—দেরি হওয়া ; মধ্যাহ্নের দিকে দিবাভাগ অগ্রসর হওয়া। ক্রি-বিণঃ **-বেলি** — দিনমান থাকিতে থাকিতে।

বেলা৪—(১)ক্রিঃ বেলুন দিয়া চাকির উপরে চাপিয়া ময়দা আটা ইত্যাদির পিণ্ড পাতলা করা। (২)বি·বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √বেল্ল+বাং. আ]।

বেলাবেলি—বেলা৩ দ্রঃ।

বেলাভূমি—বেলা২ দ্রঃ।

বেলুন১—বেলন-এর রূপভেদ।

বেলুন২—বিঃ গ্যাসদ্বারা চালিত ব্যোমযান-বিশেষ ; ফানুস। [ইং. balloon]।

বেলে—(১)বিণঃ বালুকাপূর্ণ (বেলে মাটি)। (২)বিঃ (বালির মধ্যে থাকে এরূপ) মৎস্যবিশেষ। [বাং. বালি+ইয়া>এ]।

বেলেল্লা—বিণঃ উচ্ছৃঙ্খল; নির্লজ্জ; বখাটে, লম্পট; মাতাল। [ফা. বে- +আ. লিল্লাহ্‌—তু. সং. বেল্লহল]। বিঃ **-গিরি, -পনা**—উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।

বেলেস্তারা—বিঃ ফোসকা উৎপাত করিবার প্রলেপ-বিশেষ। [ইং. blister]।

বেলোয়ারি, বেলোয়ারী—বিণঃ স্ফটিকের ন্যায় পলতোলা কাচদ্বারা নির্মিত, খাসগেলাশে তৈয়ারি। [ফা. বিল্লৌরী]।

বেল্লিক—বিণঃ লম্পট ; দুঃশীল ; বেহায়া ; ভাঁড় বা বিদূষক। [সং. বাল্মীক]।

বেশ১—(১)বিণঃ উত্তম, চমৎকার (বেশ ছেলে) ; অধিক, যথেষ্ট (বেশ করে মারা)। (২)ক্রি-বিণঃ উত্তমরূপে, বিলক্ষণ (সে বেশ খেতে পারে)। (৩)বিঃ আধিক্য (কমবেশ)। (৪) অব্যঃ অনুমোদন-সূচক (বেশ, খাও)। [ফা.]।

বেশ২—বিঃ সজ্জা, পোশাক। [সং.]। বিঃ **-বিন্যাস**—সাজসজ্জাকরণ। বিঃ **-ভূষা**—বসন-ভূষণ। বিণঃ **-বেশী২** (-শিন্)—বেশধারী (সাধ-বেশী)। বিণঃ **-বেশিনী**।

বেশক—ক্রি-বিণঃ নিশ্চয়, অবশ্য। [আ.]।

বেশবিন্যাস, বেশভূষা—বেশ২ দ্রঃ।

বেশর—বিঃ (প্রা. বাং) স্ত্রীলোকের নাসিকার অলঙ্কারবিশেষ ('নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে' : চণ্ডী.)। [দেশী]।

বেশরম—বিণঃ নিলজ্জ, বেহায়া। [ফা.]।

বেশি, বেশী১—(১)বিঃ আধিক্য (এর আর কম-বেশি কি ?) ; অধিকাংশ পরিমাণ (বেশিটাই নষ্ট হয়ে গেছে)। (২)বিণঃ অধিক, খুব। [ফা. বেশ+বাং. ই, ঈ]।

-বেশিনী, -বেশী২—বেশ২ দ্রঃ।

বেশুমার—বিণঃ অসংখ্য। [ফা.]।

বেশ্ম (-শ্মন্)—বিঃ গৃহ, নিকেতন। [সং.]।

বেশ্যা—বিঃ বারাঙ্গনা, গণিকা, দেহোপজীবিনী (বেশ্যাবৃত্তি)। [সং. বেশ+য+আ]।

বেষ্ট—বিঃ বেড়া, বেষ্টনী ; বেষ্টন। [সং. √বেষ্ট্‌+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—বেষ্টনকারী। বিঃ **-ন**—ঘেরা ; জড়ান ; ঘেরাও ; প্রদক্ষিণ ; বেড়া, প্রাচীর ; বেড, পরিধি। বিঃ **-বংশ**—বেউড বাঁশ। বিঃ **বেষ্টনী**—যদ্দ্বারা বেষ্টন করা হয়, বেড়া, প্রাচীর ; বন্ধনী-চিহ্ন বা ব্র্যাকেট্‌ (bracket)। ক্রি **বেষ্টা**—(কা.) বেষ্টন করা। বিণঃ **বেষ্টিত**—বেষ্টন করা হইয়াছে এমন।

বেসন, (কথ্য) **বেসম**—বিঃ ডালের গুঁড়া। [সং. √বেস্‌+অন (ম)]।

বেসক, বেসর, বেসরম—যথাক্রমে **বেশক, বেশর** ও **বেশরম**-এর বানানভেদ।

বেসরকারী—বিণ' গভর্নমেণ্টের বা সরকারের নহে এমন ; অফিসগত নহে এমন ; ব্যক্তিগত। [বে- +সরকার দ্রঃ]।

বেসাত—বিঃ পণ্যদ্রব্য। [আ. বিসাৎ]। বিঃ

বেসাতি—পণ্যদ্রব্য ; পণ্যবিক্রয়। বিঃ **বেসাতী**—(বিরল) দোকানদার, পসারী।

বেসামাল—বিণঃ সামলাইতে অক্ষম, অসামাল। [বে- +সামাল দ্রঃ]।

বেসালি—বিঃ দুধ দোহাইবার জন্য মাটির কেঁড়ে; দুধ জ্বাল দিবার বা দই পাতিবার মাটির কড়াই। [পোর্তু. vasilha]।

বেসুর, বেসুরা, বেসুরো—বিণঃ সঠিক সুরের বহির্ভূত ; সুর ঠিক থাকে না বা ঠিক রাখিতে পারে না এমন ; শ্রুতিকটু ; ব্যাহত বা অসঙ্গ (বেসুরো জীবন)। [বে- +সুর দ্রঃ] :

বেহদ্দ—বিণঃ বেজায়, অত্যন্ত, সীমাহীন। [ফা. বে- +আ. হদ্দ]।

বেহাই—বিঃ পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর। [সং. বৈবাহিক]। বি(স্ত্রী): **বেহান**।

বেহাগ—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [হি.]।

বেহাত—বিণঃ হাতছাড়া ; আয়ত্তি-বহির্ভূত; পর-হস্তগত। [বে- +হাত দ্রঃ]।

বেহায়া—বিণঃ নির্লজ্জ। [ফা.]। বিঃ **-পনা**—নির্লজ্জ আচরণ।

বেহার—বিঃ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিমস্থ রাজ্য। [সং. বিহার]।

বেহারা — বিঃ পালকিবাহক, কাহার। [সং. বাহক]।

বেহাল—(১)বিঃ দুর্দশা, দুরবস্থা, নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য অবস্থা; বিশৃঙ্খলা। (২)বিণঃ দুর্দশাগ্রস্ত, দুরবস্থা-পন্ন ; (অবস্থাদি সম্বন্ধে) নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য ; বিশৃঙ্খল। [ফা. বে- +আ. হাল]।

বেহালা—বিঃ তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [পো. viola]।

বেহিসাব—(১)বিণঃ হিসাবহীন ; অবাধ ; অসংখ্য ; অপরিণামদর্শী, হঠকারী ; অসতর্ক। (২)বিঃ হিসাবহীনতা ; অপরিণামদর্শিতা, হঠকারিতা ; অসতর্কতা। [বে- + হিসাব দ্রঃ]। বিণঃ **বেহিসাবী**—হিসাব করিয়া চলে না এমন, অপরিণামদর্শী, হঠকারী ; অসতর্ক।

বেহুঁশ—বিণঃ হুঁশশূন্য, খেয়ালশূন্য ; অচৈতন্য, মূর্ছিত, চেতনাহীন। [বে- +হুঁশ দ্রঃ]।

বেহুদা—বিণঃ অনুচিত ; অনর্থক, বাজে। [ফা.]।

বেহেড—বিণঃ মস্তিভ্রষ্ট ; কাণ্ডজ্ঞানহীন ; চিন্তা-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন (বেহেড মাতাল) ; অমত্ত (বেহেড লোক)। [ফা. বে- +ইং. *head*]।

বেহেশ্‌ত্‌, বেহেস্ত—বিঃ স্বর্গ। [ফা. বিহিশ্‌ত্‌]।

বেহোঁশ—**বেহুঁশ**-এর রূপভেদ।

বেহ্ম—বি.,বিণঃ (গ্রা. সং. বিদ্রূপে) ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্ম। [ব্রাহ্ম দ্র.]।

বৈ—**বই**১, **বই**২ ও **বই**৩-র বানানভেদ।

বৈঁচি—**বঁইচি**-র বানানভেদ।

বৈকর্তন—(১)বিঃ (মহা.) মহাবীর কর্ণ। (২)বিণঃ সূর্যবংশীয় ; সৌর ; [সং. বিকর্তন+অ]।

বৈকল্পিক—বিণঃ বিকল্পে সিদ্ধ, ঐচ্ছিক। [সং. বিকল্প+ইক]।

বৈকল্য—বিঃ বিকলতা, অঙ্গহীনতা ; বিহ্বলতা। [সং. বিকল+য (ভা)]।

বৈকাল—বিঃ বিকাল, অপরাহ্ণ। [সং. বিকাল+অ]। বিঃ **বৈকালি, বৈকালী**১ — দেবতাকে নিবেদিত বৈকালিক ভোগ। **বৈকালিক**—(১)বিণঃ বিকাল বা অপরাহ্ণ-সম্বন্ধীয়, বিকাল-বেলার, (২)বিঃ দেবতাকে অপরাহ্ণকালে নিবেদিত ভোগ। বিণঃ **বৈকালীন**—বিকাল-বেলার, অপরাহ্ণসম্বন্ধীয়। বিণ(স্ত্রী): **বৈকালিকী, বৈকালীনী, বৈকালী**২।

বৈকুণ্ঠ — বিঃ বিষ্ণু ; বিষ্ণুলোক, গোলোক [সং.]। বিঃ **-নাথ, -পতি**—বিষ্ণু।

বৈকৃত—বিণঃ বিকৃত, বীভৎস, ঘৃণার্হ। [সং. বিকৃত+অ]। বিণঃ **-কাম**—বীভৎস, যৌন-বাসনাসম্পন্ন বা যৌনসংসর্গরত (তু. sex pervert=বৈকৃতকাম ব্যক্তি)।

বৈক্লব্য—বিঃ কাতরতা, চিত্তচাঞ্চল্য ; বিহ্বলতা। [সং. বিক্লব+য (ভা)]।

বৈগুণ্য—বিঃ বিগুণতা, গুণহীনতা ; বৈকল্য ; ত্রুটি ; বিরোধিতা, প্রতিকূলতা (গ্রহবৈগুণ্য)। [সং. বিগুণ+য (ভা)]।

বৈচিত্র্য, বৈচিত্র—বিঃ বিচিত্রতা ; নানারূপতা ; বিচিত্র শোভা বা সৌন্দর্য। [সং. বিচিত্র+য, অ]।

বৈজয়ন্ত—বিঃ ইন্দ্রপুরী ; ইন্দ্রের ধ্বজ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বৈজয়ন্তী**—পতাকা ; ধ্বজা ; মালা।

বৈজয়িক—বিণঃ বিজয়-সম্বন্ধীয়। [সং. বিজয়+ইক]।

বৈজাত্য—বিঃ বিজাতীয়তা, বিজাতীয়ের ভাব ; বৈলক্ষণ্য। [সং. বিজাত+য (ভা)]।

বৈজ্ঞানিক—বিণঃ বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয়, বিজ্ঞানসম্মত ; বিজ্ঞানে নিপুণ, বিজ্ঞানবিৎ। [সং. বিজ্ঞান+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **বৈজ্ঞানিকী**।

বৈঠক—বিঃ সভা, মজলিস, আসর ; হুঁকা রাখিবার আধারবিশেষ ; বারংবার ওঠবোসরূপ ব্যায়াম। [হি.]। বিঃ **-খানা** — সভাগৃহ, মজলিসের ঘর ; বহির্বাটীতে বসিবার ঘর। বিণঃ **বৈঠকি, বৈঠকী**—বৈঠকের উপযুক্ত, মজলিসী (বৈঠকী গান, বৈঠকী গল্প)।

বৈঠা১—**বইঠা**-র বানানভেদ।

বৈঠা২—ক্রিঃ (প্রা. কা.) বসা ('বৈঠল মঝু পাশ' : বিদ্যা.)। [হি. √বৈঠ < সং. উপবিষ্ট]।

†**বৈড়াল**—বিণঃ বিড়াল-সংক্রান্ত ; বিড়ালসুলভ। [সং. বিড়াল+অ]। বিঃ **-ব্রত**—(আল.) কপট ধার্মিকতা, ভণ্ডামি।

বৈতনিক—বিণঃ বেতনভোগী ; বেতন দিতে হয় বা পাওয়া যায় এমন। [সং. বেতন+ইক]।

বৈতরণী, (বিরল) **বৈতরণি**—বিঃ যমদ্বারস্থ নদী ; উড়িষ্যার নদীবিশেষ। [সং.]।

বৈতান, বৈতানিক—(১)বিণঃ যজ্ঞীয়, যজ্ঞসংক্রান্ত। (২)বিঃ যজ্ঞাগ্নি ; হোম ; হোমার্থ নৈবেদ্য। [সং. বিতান+অ, ইক]।

বৈতাল১, **বৈতালিক**১—বিঃ স্তুতিপাঠক, বন্দী। [সং. বেতাল+অ, ইক]।

বৈতাল২, **বৈতালিক**২—বিণঃ বেতাল-সম্বন্ধীয়। [সং. বেতাল+অ, ইক]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বৈতালী**। **বৈতালিকী**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ **বৈতালী**-র অনুরূপ ; (২)বিঃ (বাং.) রাজরাজড়াদের ঘুম ভাঙানোর জন্য স্তুতিপাঠকের গান।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য—বিঃ বিদগ্ধের ভাব ; পাণ্ডিত্য ; রসবোধ ; চাতুর্য। [সং. বিদগ্ধ+অ, য]।

বৈদর্ভ—বিণঃ বিদর্ভদেশীয়। [সং. বিদর্ভ+অ]। **বৈদর্ভী**—(১)বিণঃ **বৈদর্ভ**-র স্ত্রীলিঙ্গে। (২)বিঃ (মহা.) নলরাজার পত্নী দময়ন্তী। **বৈদর্ভী রীতি**—অল্পসমাসযুক্ত পদমাধুর্যপূর্ণ রচনা-রীতিবিশেষ।

বৈদান্তিক—(১)বিণঃ বেদান্তসংক্রান্ত, বেদান্তসম্মত, বেদান্তদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (২)বিঃ বেদান্তদর্শনে পণ্ডিত ব্যক্তি। [সং. বেদান্ত+ইক]।

বৈদিক—(১)বিণঃ বেদ-সম্বন্ধীয় ; বেদোক্ত ; বেদসম্মত। (২)বিঃ ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ ; বেদজ্ঞ লোক। [সং. বেদ+ইক]।

বৈদূর্য—বিঃ কৃষ্ণপীতবর্ণ মণিবিশেষ, নীলকান্তমণি। [সং.]।

বৈদেশিক—**বিদেশ** দ্রঃ।

বৈদেহ—(১)বিণঃ বিদেহ অর্থাৎ মিথিলা সম্বন্ধীয় ; মিথিলার অধিবাসী ; মিথিলায় উৎপন্ন। (২)বিঃ মিথিলার রাজা জনক। [সং. বিদেহ+অ]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বৈদেহী**—(১)বিণঃ **বৈদেহ**-র স্ত্রীলিঙ্গে ; (২)বিঃ (রামা.) জনকনন্দিনী সীতা।

বৈদ্য—বিঃ চিকিৎসক, কবিরাজ; বাঙ্গালী হিন্দু-জাতিবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-ক, -শাস্ত্র**—আয়ুর্বেদ। বিঃ **-নাথ**—শিব, দেওঘরের শিব। বিঃ **-শালা**—চিকিৎসালয় ; হাসপাতাল। বিঃ **-সঙ্কট, -সংকট**—(যুগপৎ) বহু চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসার ফলে রোগীর বিপদ্।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক—বিণঃ বিদ্যুদ্‌বিষয়ক, বিদ্যুৎ-পূর্ণ। [সং. বিদ্যুৎ+অ, ইক]।

বৈধ—বিণঃ বিধিসম্মত, উচিত। [সং. বিধি+অ]। বিঃ **-তা**।

বৈধব্য—বিঃ বিধবার অবস্থা। [সং. বিধবা+য (ভা)]।

বৈধর্ম্য—বিঃ বিরুদ্ধ ধর্মের ভাব বা আচরণ ; ধর্ম-বিরোধিতা, নাস্তিক্য ; বৈষম্য। [সং. বিধর্ম+য (ভা)]।

বৈনতেয়—বিঃ বিনতার পুত্র ; গরুড় ; অরুণ। [সং. বিনতা+এয়]।

বৈপরীত্য — বিঃ বিপরীত ভাব, বিরুদ্ধতা ; বিপর্যয়। [সং. বিপরীত+য (ভা)]।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—বিণঃ এক মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত। [সং. বিপিতৃ+অ, এয়]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বৈপিত্রী, বৈপিত্রেয়ী**।

বৈপ্লবিক—বিণঃ বিপ্লব-সংক্রান্ত ; বিপ্লবাত্মক ; বিপ্লবসাধক। [সং. বিপ্লব+ইক]।

বৈবর্ণ, বৈবর্ণ্য—বিঃ বিবর্ণতা। [সং. বিবর্ণ+অ, য]।

বৈবস্বত—(১)বিঃ সূর্যতনয়, সপ্তম মনু ; যম, শনি। (২)বিণঃ সৌর (বৈবস্বত মন্বন্তর)। [সং. বিবস্বৎ+অ]।

বৈবাহিক—(১)বিণঃ বিবাহসম্বন্ধীয় ; বিবাহঘটিত (বৈবাহিক সম্পর্ক) ; বিবাহোপযোগী। (২)বিঃ পুত্র বা কন্যার শ্বশুর, বেহাই। [সং. বিবাহ+ইক]। বি(স্ত্রী)ঃ **বৈবাহিকী,** (বাং.) **বৈবাহিকা**—বেহান।

বৈভব—বিঃ বিভূতি, ঐশ্বর্য, বিভব, মহিমা ; ধন-সম্পত্তি। [সং. বিভব+অ]।

বৈভাষিক—(১)বিণঃ বৈকল্পিক। (২)বিঃ বৌদ্ধ-দর্শনের মতবিশেষ। [সং. বিভাষা+ইক]।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয় — বিণঃ বিমাতার গর্ভজাত। [সং. বিমাতৃ+অ, এয়]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী**।

বৈমানিক—(১)বিণ: বিমান-সংক্রান্ত; বিমানচারী। (২)বি: বিমানপোত-চালক, বিমানপোতে ভ্রমণকারী। [সং. বিমান+ইক]।
বৈমুখ—**বিমুখ**-এর কথ্য ও কোমল রূপ। স্ত্রী: **বৈমুখী**।
বৈমুখ্য—বি: বিমুখতা; অনিচ্ছা। [সং. বিমুখ+য]।
বৈয়ক্তিক—বিণ: ব্যক্তিগত (এবং গুপ্ত), personal। [সং. ব্যক্তি+ইক]।
বৈয়াকরণ—(১)বিণ: ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয়। (২)বিণ. বি: ব্যাকরণবিদ্, ব্যাকরণে পণ্ডিত ('আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ'—রবীন্দ্র)। [সং. ব্যাকরণ+অ]।
বৈয়াঘ্র—বিণ: ব্যাঘ্র-সম্বন্ধীয়, ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত। [সং. ব্যাঘ্র+অ]।
বৈয়াম—**ব্যায়াম**-এর প্রাদে. রূপ।
বৈয়াসক, বৈয়াসিক—বিণ: ব্যাস-সম্বন্ধীয়; ব্যাসপ্রণীত। [সং. ব্যাস+অক, ইক]। বি: **বৈয়াসকি**—ব্যাসপুত্র শুকদেব। [সং. ব্যাস+ক+ই]। **বৈয়াসকী, বৈয়াসিকী**—(১)বিণ: যথাক্রমে **বৈয়াসক** ও **বৈয়াসিক**-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি: ব্যাসপ্রণীত সংহিতা।
বৈর—বি: শত্রুতা। [সং. বীর+অ]। বি: **নির্যাতন**—শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা গ্রহণ। বি: **-সাধন**—শত্রুতাকরণ। বিণ বি: **বৈরী** (-রিন্)—শত্রু, বিদ্বেষী। বি: **বৈরিতা**—শত্রুতা; বিদ্বেষ।
বৈরাগ বৈরাগ্য দ্র:।
বৈরাগী (-গিন্)—(১)বিণ: সংসারে অনাসক্ত, সন্ন্যাসী। (২)(বাং.) বি. বৈষ্ণব ভিক্ষু। [সং. বৈরাগ+ইন্]।
বৈরাগ্য, বৈরাগ—বি: সংসারে অনাসক্তি, বিষয়-ভোগে ঔদাসীন্য, বিবেক (বৈরাগ্যোদয়)। [সং. বিরাগ+য, অ (ভা)]।
বৈরিতা, বৈরী—**বৈর** দ্র:।
বৈরূপ্য—বি: বিরূপতা; বিকৃতি। [সং. বিরূপ+য (ভা)]।
বৈলক্ষণ্য—বি: ভাবান্তর, ভাবের পরিবর্তন; প্রভেদ, ভিন্নতা; অসাধারণতা। [সং. বিলক্ষণ+য (ভা)]।
বৈশাখ—বি: বাঙ্গালা সনের প্রথম মাস। [সং. বৈশাখী+অ]। বি(স্ত্রী): **বৈশাখী**,—বিশাখা-নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। বিণ: **বৈশাখী**,—বৈশাখ-মাসসংক্রান্ত; বৈশাখ মাসের। [সং. বৈশাখ+বাং. ঈ]।
বৈশিষ্ট্য—বি: বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব, অসাধারণত্ব; প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য। [সং. বিশিষ্ট+য]।
বৈশেষিক—বি: কণাদমুনি-কৃত দর্শনশাস্ত্র। [সং. বিশেষ+ইক]।
বৈশ্বানর—বি: অগ্নি, আগুনের অধিদেবতা। [সং. বিশ্বানর+অ]।
বৈশ্য—বি: হিন্দু চতুর্বর্ণের তৃতীয় বর্ণ; বণিক্ বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। [সং.]। বি(স্ত্রী): **বৈশ্যা**। বি(স্ত্রী): **বৈশ্যানী**—বৈশ্যেতর জাতীয় পুরুষের বৈশ্যজাতীয়া পত্নী।
বৈশ্রবণ—বি: বিশ্রবা-মুনির পুত্র—কুবের, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ। [সং. বৈশ্রবস্+অ]।
বৈষম্য—বি: বৈসাদৃশ্য, অসমতা, প্রভেদ। [সং. বিষম+য (ভা)]।
বৈষয়িক—বিণ: বিষয়-সম্বন্ধীয়। [সং. বিষয়+ইক]।
বৈষ্ণব—(১)বিণ: বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়; বিষ্ণুভক্ত। (২)বি: বিষ্ণু-উপাসক ধর্মসম্প্রদায়বিশেষ; শ্রীচৈতন্যের অনুগামী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। [সং বিষ্ণু+অ]। বিণ.বি(স্ত্রী): **বৈষ্ণবী**।
বৈসাদৃশ্য—বি: বৈষম্য, অমিল; প্রভেদ। [সং. বিসদৃশ+য (ভা)]।
বৈসাম্য—বি: সাম্যের অভাব, ইতরবিশেষ, প্রভেদ ('সহেতুক বৈসাম্য': ভূদেব)। [বাং. বৈ-(=বিপরীত)+সাম্য দ্র:]।
বোঁ—অব্য: বেগে ঘূর্ণন গমন ধাবন উড়ন প্রভৃতি ভাববাচক।
বোঁচকা—বি: পোঁটলা, গাঁটরি, মোট। [তুর্. বুগচা]। বি: **বোঁচকা-বুঁচকি**—পোঁটলা-পুটলি, যাত্রীর লটবহর।
বোঁচা—বিণ: ছিন্ননাস, নাসিকাহীন; থ্যাবড়া নাকবিশিষ্ট, খাঁদা। [দেশী]।
বোঁটা—বি: বৃন্ত; ডাঁটা; স্তনাগ্র। [সং. বৃন্ত]।
বোঁদে—**বুঁদিয়া**-র কথ্য রূপ।
বোকা—বিণ: নির্বোধ। [তু. সং. বুক, বর্কর (=ছাগ)]। বিণ: **-কান্ত, -রাম**—বোকার সেরা। বি: **-মি, -মো**—বোকার ভাব বা আচরণ।
বোঙ্গা—বি: কোল জাতির দেবতা বা আত্মা। [কোল]। বি(স্ত্রী): **বুঙ্গি**।
বোচকা—**বোঁচকা**-র রূপভেদ।
বোজা, বোজান (-নো), বোজা১**, বোজান(-নো),**

বোঝাপড়া—যথাক্রমে **বুজা বুজান বুঝা বুঝান** ও **বুঝাপড়া**-র চলিত রূপ।

বোঝা১—বিঃ ভার, মোট, যাহা বহন করা হয়। [দেশী]। **-ই**—(১)বিঃ ভারস্থাপন; পূর্ণ বা ভরতি করণ; (২)বিণঃ পূর্ণ, ভরতি, মাল যাত্রী প্রভৃতিতে পূর্ণ (মালবোঝাই লরি, বোঝাই নৌকা)।

বোট—বিঃ নৌকা, তরী। [ইং. boat]।

বোটকা—বিণঃ ছাগল এবং সিংহব্যাঘ্রাদি কতিপয় বন্য জন্তুর গায়ের গন্ধের ন্যায় (বোটকা গন্ধ)। [দেশী]।

বোটে—বিঃ (কথ্য) বৈঠা। [সং. বহিত্র]।

বোড়া১—**বড়া১**-র চলিত রূপ।

বোড়া২—বিঃ সর্পবিশেষ। [সং. বোড্র]।

বোড়ে—**বড়ে**-র বানানভেদ।

বোতল—বিঃ সরুমুখ ও স্থূলোদর কাচপাত্র-বিশেষ, বড় শিশি [পো. botelha]।

বোতাম—বিঃ জামা পোশাক ব্যাগ প্রভৃতির দুই ভাগ একত্র বদ্ধ করিবার গুটিকা। [পো. botao]।

বোদা—বিণঃ বিস্বাদ। [সং বিস্বাদ]।

বোদাল—বিঃ বোয়ালমাছ। [সং. বোদ+√**অল্**+অ (র্তৃ)]।

***বোদ্ধা** (-দ্ধৃ)—বিণঃ বুঝিতে সমর্থ, সমঝদার। [সং. √বুধ্+তৃ (র্তৃ)]।

***বোধ**—বিঃ জ্ঞান, বুদ্ধি (বোধগম্য); অনুভূতি, উপলব্ধি (বেদনাবোধ), চেতনা; সান্ত্বনা (বোধ মানা); অনুমান, ধারণা (বোধ হয়)। [সং. √বুধ্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**, **-য়িতা** (-তৃ)—জ্ঞাপক, সূচক; বোধদানকারী; প্রবুদ্ধকারী, চেতনাদানকারী। বিণ(স্ত্রী): **বোধিকা**, **-য়িত্রী**। বিণঃ **-গম্য**—অর্থ বুঝিতে পারা যায় এমন। বিঃ **-ন**—জ্ঞানদান; বোধসম্পাদন; উদ্বোধন, নিদ্রাভঙ্গকরণ; দুর্গাপূজার পূর্বে দেবীর জাগরণের জন্য ক্রিয়াবিশেষ; উদ্দীপন। বিঃ **-শোধ**—বুদ্ধি-শুদ্ধি, সহজবুদ্ধি। বিণঃ **বোধাতীত**—জ্ঞানের অতীত; জানিতে পারা যায় না এমন। বিণঃ **বোধিত**—বোধপ্রাপ্ত; চেতনাপ্রাপ্ত; উদ্বোধিত; জাগরিত। বিণঃ **বোধিতব্য**—জ্ঞাতব্য। বিঃ **বোধোদয়**—জ্ঞান বা চেতনার সঞ্চার। বিণঃ **বোধ্য**—বোধগম্য।

***বোধি**—বিঃ সমাধিবিশেষ; পরম জ্ঞান; অশ্বত্থ বৃক্ষ (বিশেষতঃ যে বৃক্ষটির নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন)। [সং. √বুধ্+ই (ভা, র্তৃ)]। বিঃ **-দ্রুম**, **-বৃক্ষ**—যে অশ্বত্থগাছের নিচে বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিঃ **-সত্ত্ব**—বুদ্ধত্ব-লাভের পূর্ববর্তী জন্ম ও অবস্থায় বুদ্ধের নাম।

বোধাতীত, বোধিকা, বোধিত, বোধিতব্য, বোধোদয়, বোধ্য—**বোধ** দ্রঃ।

বোন—বিঃ ভগিনী। [সং. ভগিনী]। বিঃ **-ঝি**—ভগিনীর কন্যা। বিঃ **-পো**—ভগিনীর পুত্র। বিঃ **-বোনাই**—ভগিনীপতি।

বোনা, বোনান (**-নো**)—যথাক্রমে **বুনা** ও **বুনান**-এর রূপভেদ।

বোনাই—**বোন** দ্রঃ।

বোবা—বিণঃ বাক্‌শক্তিহীন, মূক; প্রকাশের অসাধ্য, চাপা (বোবা ব্যথা)। [দেশী]। **বোবা কান্না**—যে ক্রন্দনের কোন বহিঃপ্রকাশ নেই।

বোম১—বিঃ গাড়ির যোয়াল, যুগন্ধর। [দেশী]।

বোমা১, (কথ্য) **বোম২**—বিঃ মারাত্মক বিস্ফোরক অস্ত্রবিশেষ যাহা ছুড়িয়া মারিতে হয়। [পো. bomba]। বিণঃ **বোমারু**—বোমা-নিক্ষেপক, যাহা হইতে বোমা নিক্ষেপ করা যায় এমন (বোমারু বিমান)।

বোমা২—বিঃ জল তুলিবার যন্ত্রবিশেষ, পাম্প। [ইং. pump]।

বোমা৩—বিঃ বস্তা হইতে মালের নমুনা বাহির করিবার সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রবিশেষ।

বোমারু—**বোমা১** দ্রঃ

বোম্বাই—(১)বিঃ ভারতের অন্যতম রাজ্য বা ঐ রাজ্যের প্রধান নগর। (২)বিণঃ বোম্বাইতে উৎপন্ন (বোম্বাই ছিট), বিভিন্ন কারণে বোম্বাই নামের সহিত যুক্ত (বোম্বাই আগ, বোম্বাই আম)।

বোম্বাচাক—বিঃ বাঙ্গালাদেশের অধুনালুপ্ত এক-প্রকার সঙ। [?]।

বোম্বেটে—বিঃ জলদস্যু; বেপরোয়া বা সাংঘাতিক ব্যক্তি। [পো. bombardeiro]।

বোয়াল—বিঃ অতি বৃহৎ মৎস্যবিশেষ [সং. বোদাল]।

বোর—বিঃ স্বর্ণরৌপ্য-নির্মিত কুলের আঁটির ন্যায় দানা। [সং. বদর]।

বোরকা, বোরখা—বিঃ মুসলমান রমণীদের আপাদমস্তক ঢাকিবার অঙ্গাবরণ। [আ. বুর্কা]।

বোরা—বিঃ থলি, বস্তা। [হি. বোরা]।

বোরো—বিঃ ধানের জাতিবিশেষ। [সং. বোরব]।
বোর্ড—বিঃ ফলক, পট্ট, পাটা, তক্তা (ব্ল্যাক-বোর্ড) ; স্থায়ী সমিতি, পর্ষদ্ (শিক্ষা-বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড)। [ইং. board]।
বোল১—**বউল**-এর কথ্য রূপ।
বোল২—বিঃ বুলি, কথা, ভাষা; বাজনার গৎ; বাদ্য। [প্রা. বোল্ল]। বিঃ **-চাল**—কথা ও আচরণ; চালাকি। বিঃ **-বোলা, -বোলাও**—প্রভাব, প্রতাপ; নামডাক; হাঁকডাক।
বোলটু—বিঃ পেরেকজাতীয় ছিটকিনিবিশেষ। [ইং. bolt]।
বোলতা—বিঃ দংশনকারী বিষাক্ত পতঙ্গবিশেষ। [সং. বরটা]।
বোলা১, **বোলান (-নো)**—যথাক্রমে **বল্যা** ও **বল্যান**-র চলিত রূপ।
বোলা২—ক্রিঃ ডাকিয়া পাঠান। [বোল২ দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ডাকিয়া পাঠান, ডাকা, কথা বলান; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।
বোল্টু—**বোলটু**-র বানানভেদ।
বোষ্টম—বিঃ শ্রীচৈতন্যের অনুগামী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। [বৈষ্ণবের বিকৃত রূপ]। বি(স্ত্রী): **বোষ্টমী**।
বৌ, বৌঠান, বৌদিদি, বৌভাত, বৌমা—**বউ** দ্রঃ।
*__বৌদ্ধ__—(১)বিণঃ বুদ্ধদেব কর্তৃক প্রবর্তিত; বুদ্ধ-সম্বন্ধীয়; বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম অবলম্বনকারী বা উক্ত ধর্ম সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ বুদ্ধ-মতাবলম্বী। [সং. বুদ্ধ+অ]।
ব্যক্ত—বিণঃ প্রকাশিত; স্পষ্ট, প্রকট। [সং. বি + √অন্জ্+ত (র্ম)]। বিঃ **-রাশি**—(গণি.) যে রাশি জানা গিয়াছে, known quantity।
ব্যক্তি—বিঃ লোক, মানুষ; প্রকাশ; (দর্শনে) বিশেষ, ব্যষ্টি, অসামান্য, individual [বি. প.]। [সং. বি+ √অন্জ্+তি]। বিণঃ **-ক, -গত**—ব্যক্তিবিশেষ-সংক্রান্ত; নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যান্তর্গত, প্রাতিস্বিক, individual [বি. প.]। বিণঃ **-কেন্দ্রিক**—সমাজের বদলে ব্যক্তিই প্রাধান্য পায় এমন, individualistic। বিঃ **-তন্ত্র, -বাদ**—স্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজবাদের বিপরীত নীতি, সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিই বড়: এই নীতি। বিঃ **-ত্ব**—ব্যক্তির বিশেষত্ব, individuality [বি. প.]। বিঃ **-স্ব**—ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বিণঃ **-স্বব্যঞ্জক** — ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক। বিণঃ **-স্বশালী, -স্বসম্পন্ন**—ব্যক্তি-গত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিঃ **-পূজা**—মহান্ ব্যক্তিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি, hero-worship। বিঃ **-সত্তা**—ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক প্রভাবমুক্ত অস্তিত্ব, ব্যক্তির মূল বা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। বিঃ **-স্বাতন্ত্র্য**—(বিরল.) ব্যক্তির স্বেচ্ছানুযায়ী বসবাসের ও আচার-আচরণের অধিকার; (চলিত.) অন্যদের সঙ্গে পার্থক্যসূচক ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।
ব্যক্তীকৃত—বিণঃ ব্যক্ত করা হইয়াছে এমন। [সং. ব্যক্ত+ঈ (চ্বি)+ √কৃ+ত (র্ম)]।
ব্যগ্র—বিণঃ আগ্রহান্বিত; ব্যস্ত, ব্যাকুল; উৎসুক। [সং. বি+অগ্র]। বিঃ **-তা**।
ব্যঙ্গ১—(১)বিণঃ বিকলাঙ্গ; অঙ্গহীন। (২)বিঃ ভেক। [সং. বি- (= বিকৃত)+অঙ্গ]।
ব্যঙ্গ২—বিঃ বিদ্রূপ, উপহাস। [সং. ব্যঙ্গ্য]। বিণঃ **-প্রিয়**—ব্যঙ্গ করিতে ভালবাসে এমন। **ব্যঙ্গোক্তি**—বিদ্রূপপূর্ণ কথা।
ব্যঙ্গ্য—বিণঃ ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা বোধ্য; নিগূঢ়। [সং. বি+ √অন্জ্+য (র্ম)]। বিঃ **ব্যঙ্গ্যার্থ**—সহজ বা বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থের পশ্চাতে নিহিত গভীরতর অর্থ, বাক্যের ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা লভ্য অর্থ। বিঃ **ব্যঙ্গ্যোক্তি**—বক্রোক্তি (তু. শ্লেষোক্তি); ব্যঞ্জনাময় বাক্য।
ব্যজন—বিঃ বাতাসকরণ, বীজন; পাখা। [সং. বি+ √অজ্+অন (ভা, পে)]। বিঃ **ব্যজনী**—তালবৃন্ত, পাখা।
ব্যঞ্জক—বিণঃ প্রকাশক, সূচক, দ্যোতক, বোধক। [সং. বি+ √অন্জ্+অক]।
ব্যঞ্জন—বিঃ রাঁধা তরকারী, ব্যান্নন; প্রকাশন; বৈশিষ্ট্যবোধক লক্ষণ বা চিহ্ন; (ব্যাক.) ক হইতে হ পর্যন্ত বর্ণ (সচ. **ব্যঞ্জনবর্ণ**)। [সং. বি+ √ অন্জ্+অন]। বিঃ **-সন্ধি**—(ব্যাক.) ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের সন্ধি। বিণঃ **ব্যঞ্জনান্ত**—(ব্যাক.) শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে এমন (ব্যঞ্জনান্ত শব্দ)। বিঃ **অন্ন-ব্যঞ্জন**—ভাত ও রাঁধা তরকারি।
ব্যঞ্জনা—বিঃ (অল.) শব্দের গূঢ়ার্থ-প্রকাশক বৃত্তি; শব্দের বা বাক্যের অভিধেয় অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থের দ্যোতনা; প্রকাশনা। [সং. ব্যঞ্জন+আ]। বিণঃ **ব্যঞ্জিত**—ব্যঞ্জনা দ্বারা অভিব্যক্ত; সূচিত, বোধিত।
ব্যতিক্রম—বিঃ (নিয়মাদি) লঙ্ঘন; অন্যথা,

বৈপরীত্য। [সং. বি+অতি + √ ক্রম্ + অ (ভা)]। বিণ: **ব্যতিক্রান্ত** — ব্যতিক্রমযুক্ত; ব্যতিক্রম করা হইয়াছে এমন।

ব্যতিব্যস্ত—বিণ: অতিশয় ব্যস্ত; বিব্রত; উত্ত্যক্ত। [সং. বি+অতিব্যস্ত]।

ব্যতিরিক্ত—বিণ: ব্যতীত, ভিন্ন, বাদে; অতিরিক্ত। [সং. বি+অতিরিক্ত]।

ব্যতিরেক—বি: অভাব; ভেদ; অতিক্রম; বৃদ্ধি বা আধিক্য; (অল) যে অলঙ্কারে উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে অধিকতর প্রাধান্য দিয়া বর্ণনা করা হয় (যেমন 'খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি')। [সং. বি+অতি+ √রিচ্+অ (ভা)]। বিণ: **ব্যতিরেকী** (-কিন্)—অভাববিশিষ্ট, প্রভেদক। অব্য: **ব্যতিরেকে**—বিনা, বাদে, ব্যতীত (ধর্ম ব্যতিরেকে সুখ নাই)।

ব্যতিহার—বি: বিনিময়, পরিবর্ত; একাধিক ব্যক্তির যুগপৎ একই আচরণ। [সং. বি+অতি + √হৃ+অ (ভা)]। বি: **ব্যতিহার-বহুব্রীহি** —(ব্যাক.) সমাসবিশেষ, পরস্পর ক্রিয়াবিনিময় (বিশেষতঃ দ্বন্দ্ব-কলহ) বুঝাইলে এই সমাস হয় (যেমন—লাঠালাঠি, মুখামুখি)।

ব্যতীত—(১)বিণ: বিগত, অতিবাহিত। (২)(বাং.) অব্য: ভিন্ন, বাদে, বিনা, ছাড়া। [সং. বি+অতীত]।

ব্যতীপাত—বি: উৎপাত; ভূমিকম্প ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি মহাবিপৎসূচক নৈসর্গিক দুর্যোগ বা উৎপাত; (জ্যোতিষ.) অশুভ যোগবিশেষ। [সং. বি+অতি+ √পত্+অ]।

ব্যতীহার—**ব্যতিহার**-এর বানানভেদ।

ব্যত্যয়—বি: ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য, অন্যথাভাব। [সং. বি+অতি+ √ই+অ (ভা)]।

ব্যত্যাস—বি: ব্যত্যয়। [সং. বি+অতি+ √অস্ +অ (ভা)]। বিণ: **ব্যত্যস্ত** — ব্যতিক্রান্ত; বিপরীত; চেরাকাটার ন্যায় বিপরীতভাবে অবস্থিত, crossed।

ব্যথা—বি: বেদনা, কষ্ট; (বাং.) প্রসববেদনা (ব্যথা ওঠা)। [সং.]। বিণ: **ব্যথিত**—ব্যথাযুক্ত, ব্যথা পাইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **ব্যথিতা**। বিণ: **ব্যথী** (-থিন্)—বেদনাযুক্ত (সমব্যথী)। বিণ(স্ত্রী): **ব্যথিনী**। **ব্যথার ব্যথী** — যে পরের দুঃখে দুঃখানুভব করে, সমব্যথী বা দরদী লোক।

ব্যধিকরণ—বিণ: (ব্যা) বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত। [সং. বি+অধিকরণ]। বি: **ব্যধিকরণ-বহুব্রীহি**—(ব্যাক.) যে বহুব্রীহিসমাসে সমস্যমান পদদ্বয় বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত।

ব্যপদেশ—বি: ছল, ছুতা, অছিলা; ইঙ্গিত; নামোল্লেখ; (অপ্র.) প্রয়োজন। [সং.]। বিণ: **ব্যপদিষ্ট** — ব্যপদেশযুক্ত। বিণ: **ব্যপদেষ্টা** (-ষ্টৃ) — ছলকারী, ভানকারী; কপটী; নামোল্লেখকারী।

ব্যপনয়ন—বি: প্রত্যাখ্যান; অপসারণ। [সং. বি+অপনয়ন]। বিণ: **ব্যপনীত**—ব্যপনয়ন করা হইয়াছে এমন।

ব্যপহরণ—বি: স্বীয় তত্ত্বাবধানে রক্ষিত অপরের (সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানাদির) অর্থাদি আত্মসাৎ করণ, defalcation [স. প.]। [সং. বি+অপহরণ]।

ব্যবকলন—বি: বিয়োগ, বাদ দেওয়া। [সং. বি+অব+ √ কল্+অন (ভা)]। বিণ: **ব্যবকলিত** —বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন।

ব্যবচ্ছেদ—বি: বিশ্লেষণ বা পৃথক্করণ; পরীক্ষার জন্য খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগকরণ, dissection (শবব্যবচ্ছেদ)। [সং বি+অব+ √ ছিদ্+অ (ভা)]। বিণ: **ব্যবচ্ছিন্ন**—ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে এমন।

ব্যবধান, (বিরল) **ব্যবধা, ব্যবধি**—বি: (মধ্যবর্তী) দূরত্ব; অন্তরাল; আবরণ; তিরোধান। [সং.]। **নিরাপদ ব্যবধান**—যতটা ব্যবধান থাকিলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না (ইং. safe distance-এর অনুবাদ)।

ব্যবসা—**ব্যবসায়**-এর কথ্য রূপ। বিণ.বি: **-দার** —ব্যবসা করে এমন, ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়—বি: পেশা, জীবিকা, বৃত্তি; কারবার, বাণিজ্য; উদ্যম, যত্ন; অনুষ্ঠান; ব্যবহার; অভিপ্রায়। [সং.]। বিণ.বি: **ব্যবসায়ী** (-য়িন্) —ব্যবসাদার; বণিক, সওদাগর; নির্দিষ্ট কর্মে দক্ষ; উদ্যোগী, উদ্যমী; অনুষ্ঠানকারী। বিণ: **ব্যবসিত**—উদ্যত, চেষ্টাযুক্ত; চেষ্টিত; অনুষ্ঠিত; স্থিরীকৃত।

ব্যবস্থা — বি: বন্দোবস্ত, আয়োজন, যোগাড়, (চাকরির ব্যবস্থা); বিধান (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা); আইন, নিয়ম (ব্যবস্থানুসারে); কার্যবিধি; শৃঙ্খলা; পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থাপন; স্থিতি; স্থিরতা। [সং. বি+অব+ √স্থা+অ(ভা)+আ]। বি: **-ন**—অবস্থান। ক্রি: **ব্যবস্থা দেওয়া**—ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সেবন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া;

পাপাদির প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নির্দেশ দেওয়া। বি: -শাস্ত্র—স্মৃতিশাস্ত্র, আইন। বিণ: **ব্যবস্থিত**—ব্যবস্থা করা হইয়াছে এমন, ব্যবস্থা-যুক্ত, স্থিরীকৃত ; পৃথককৃত ; বিশেষরূপে স্থিত, অবস্থিত ; নিযুক্ত।

ব্যবস্থাপক—ব্যবস্থাপন দ্র:।

ব্যবস্থাপন—বি: নিয়ম বিধান বা আইন-প্রণয়ন ; সংস্থাপন। [সং বি+অব+ √স্থা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ বি: **ব্যবস্থাপক**—নিয়ম বিধান বা আইন গঠনকারী, legislative বা legislator ; নিয়ামক, বিধায়ক, আইনকর্তা ; সংস্থাপক। বিণ বি(স্ত্রী): **ব্যবস্থাপিকা**। **ব্যবস্থাপক সভা** — আইন-সভা, Legislative Assembly। বিণ: **ব্যবস্থাপিত**—ব্যবস্থাপন করা হইয়াছে এমন।

ব্যবহর্তব্য, ব্যবহর্তা—ব্যবহার দ্র:।

ব্যবহার—বি: আচরণ (বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার) ; আইন (ব্যবহারজীবী), মকদ্দমা ; বিষয়কর্ম, বাণিজ্য ; প্রথা, রীতি, আচার ; প্রয়োগ (ঔষধ ব্যবহার) ; (পরিধানাদি) কাজে নিয়োগ (টুপি ব্যবহার) ; উপহার, লৌকিকতার জন্য প্রদত্ত বস্তু, ব্যাভার। [সং. বি+অব+ √হৃ+অ (ভা)]। বি: **-জীবী** (-বিন্), **ব্যবহারাজীব**—ব্যারিস্টার উকিল মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবী। বি: **-লেশক** — আইনজীবীবিশেষ, অ্যাটর্নি (attorney) বা সলিসিটার (solicitor) [স. প]। বি: **-শাস্ত্র**—আইনগ্রন্থ ; আইনশাস্ত্র। বিণ: **ব্যবহারিক, ব্যাবহারিক**—ব্যবহার-সম্বন্ধীয়, কাজে লাগান যায় এমন, applied, আইন-বিষয়ক, বিষয়কর্ম-সম্বন্ধীয়, সাংসারিক (ব্যবহারিক জীবন) ; প্রথানুযায়ী, (দর্শ.) অবাস্তব অথচ গ্রাহ্য বা স্বীকার্য বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্য আছে এমন (ব্যাবহারিক সত্য)। বিণ: **ব্যবহর্তব্য, ব্যবহার্য**—ব্যবহারযোগ্য ; ব্যবহার করিতে হইবে এমন। বিণ: **ব্যবহর্তা** (র্তৃ)—ব্যবহারকারী ; বিচারক। বিণ: **ব্যবহৃত**—ব্যবহার করা হইয়াছে এমন।

ব্যবহর্তব্য, ব্যবহর্তা, ব্যবহার্য—ব্যবহার দ্র:।

ব্যবহিত—বিণ: ব্যবধানে অবস্থিত, ব্যবধান-বিশিষ্ট ; অন্তরিত, দূরীকৃত ; আচ্ছাদিত ; অন্তর্হিত। [সং. বি+অব+ √ধা+ত]।

ব্যবহৃত—ব্যবহার দ্র:।

ব্যভিচার — বি: বিপরীত অন্যায় বা গর্হিত আচরণ ; অন্যথাচরণ ; স্খলন ; স্ত্রীপুরুষের অবৈধ যৌনসম্পর্ক। [সং. বি+অভিচার]। **ব্যভিচারী** (-রিন্)—(১)বিণ: ব্যভিচারকারী ; অন্যথাচারী, (দর্শ.) অব্যাপ্ত, অতিব্যাপ্ত ; (২)বি: (অল.) রসসৃষ্টির ব্যাপারে স্থায়িভাবের পুষ্টি-সাধক অস্থায়ী ভাববিশেষ। বিণ(স্ত্রী): **ব্যভিচারিণী**।

ব্যয়—বি: খরচ, ক্ষয় (শক্তিব্যয়) ; অপচয়, নাশ (জীবন ব্যয় করা) ; প্রয়োগ (বুদ্ধিব্যয়)। [সং বি+ √ই+অ (ভা)]। বিণ: **-কুণ্ঠ**—কৃপণ। বি: **-কুণ্ঠতা**। বি: **-ন**—খরচ করা, পাওনাদি প্রদান, disbursement [স. প.]। বিণ: **-বহুল**—অধিক খরচ-পূর্ণ। বি: **-বহুলতা, -বাহুল্য**। বি: **ব্যয়ব্যসন, ব্যয়দূষণ**—ব্যয়াধিক্য। বিণ: **-সাধ্য, -সাপেক্ষ**—(অধিক) টাকা খরচ না করিলে সাফল্যলাভ অসম্ভব এমন, (অত্যন্ত) খরচ করায় এমন। বিণ: **ব্যয়িত**—ব্যয় হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ: **ব্যয়ী** (-য়িন্)—ব্যয়কারী, খরচে।

ব্যর্থ—বিণ: বিফল, বৃথা, নিরর্থক ; অসিদ্ধ, অকৃতকার্য। [সং. বি+অর্থ]। বি: **-তা**।

ব্যষ্টি—বি: পৃথক্ পৃথক বা স্ব স্ব ভাব, পৃথক পৃথক্ ব্যক্তি, সমষ্টির বিপরীত। [সং. বি+ √অশ্+তি (ভা, র্ম)]।

ব্যসন—বি: কামজ ও কোপজ দোষ (যেমন মদ্যপান বেশ্যাগমন দিবানিদ্রা পরনিন্দা মৃগয়া বৃথাভ্রমণ জুয়াখেলা নৃত্য গীত খেলাধুলা : এই দশপ্রকার কামজ এবং অত্যাচার দুষ্টতা ক্ষতি প্রবঞ্চনা ঈর্ষা দ্বেষ কটূক্তি নিষ্ঠুরতা : এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ) ; চিত্তবিক্ষেপের কারণ, নেশা ; পাপ ; বিপদ্ ; অমঙ্গল, বিনাশ। [সং.]। বিণ: **ব্যসনী** (-নিন্)—ব্যসনাসক্ত।

ব্যস্ত—বিণ: ব্যগ্র, ব্যাকুল, অস্থির, উৎকণ্ঠিত, উদ্গ্রীব ; ত্বরান্বিত ; ব্যাপৃত, নিযুক্ত (কাজে ব্যস্ত থাকা) ; বিক্ষিপ্ত, বিভক্ত। [সং. বি+ √অস্ +ত (র্ম)]। বি: **-তা**। বিণ: **-বাগীশ** (ব্যঙ্গে) —মাত্রাতিরিক্তভাবে ত্বরান্বিত হইয়া উঠে এমন। বিণ: **-সমস্ত**—অত্যন্ত ব্যস্ত, অস্থির।

ব্যাং—বেঙ-এর বানানভেদ।

ব্যাংক—ব্যাঙ্ক-এর বানানভেদ।

ব্যাকরণ—বি: শব্দব্যুৎপাদক শাস্ত্র ; কোন ভাষা বিশুদ্ধরূপে শিক্ষা করার সহায়ক শাস্ত্র। [সং.]।

ব্যাকুল—বিণ: অত্যন্ত আকুল, অস্থির, উদ্গ্রীব, ব্যগ্র, উৎকণ্ঠিত। [সং. বি+আকুল]। বিণ(স্ত্রী):

ব্যাকুলা১। ক্রিঃ **ব্যাকুলা**২—ব্যাকুল করা বা হওয়া। বিঃ **-তা**। বিণঃ **ব্যাকুলিত**—ব্যাকুল। বিণ(স্ত্রী): **ব্যাকুলিতা**।

ব্যাখ্যা, (গ্রা.) **ব্যাখ্যানা**—বিঃ বিশদ বিবরণ বা বর্ণনা; টীকা; অর্থাদি প্রকাশ; বিশদ বিবরণ দান। [সং. বি+আ+ √খ্যা+অ+আ]। বিণঃ **-ত**—ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-তা** (-তৃ)—ব্যাখ্যাকর্তা। বিঃ **-ন**—ব্যাখ্যা (সকল অর্থে); (ব্যঙ্গে) বিস্তৃতভাবে বর্ণনা বা অতিরঞ্জন। বিণঃ **ব্যাখ্যেয়**—ব্যাখ্যাযোগ্য, ব্যাখ্যা করিতে হইবে এমন।

ব্যাগ—বিঃ চর্ম বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত থলি বা পেটিকা। [ইং. bag]।

ব্যাঘাত—বিঃ বিঘ্ন, প্রতিবন্ধ। [সং. বি+আ+ √হন্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—ব্যাঘাতকারী; প্রতিবন্ধক।

ব্যাঘ্র—বিঃ অতি শক্তিশালী হিংস্র পশুবিশেষ, বাঘ, শার্দূল; (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ প্রধান বা শক্তিমান্ ব্যক্তি (নরব্যাঘ্র)। [সং.]। বি(স্ত্রী): **ব্যাঘ্রী**।

ব্যাঙ—**বেঙ**-এর বানানভেদ।

ব্যাঙ্ক—বিঃ টাকা লগ্নীর প্রতিষ্ঠানবিশেষ। [ইং. bank]।

ব্যাঙমা—**বেঙমা**-র বানানভেদ।

ব্যাজ১—বিঃ দল বা পেশা ইত্যাদি নির্দেশক তকমা। [ইং. badge]।

ব্যাজ২—বিঃ ছল, কপট, বিঘ্ন; (বাং.) বিলম্ব; সুদ। [সং]। বিঃ **-স্তুতি**—কপট স্তুতি; (অল) নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দারূপ অলঙ্কার (যেমন—'অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ': ভা. চ.)। বিঃ **ব্যাজোক্তি**—ছলপূর্ণ কথা; (অল) স্পষ্টরূপে প্রকাশিত বিষয়ের ছল দ্বারা গোপন।

ব্যাট—বিঃ খেলার বল চালনা করিবার জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠফলকবিশেষ। [ইং. bat]।

ব্যাটা—**বেটা**-র বানানভেদ।

ব্যান্ড—বিঃ ঐকতান-বাদন; ঐকতান-বাদনের দল। [ইং. band]। বিঃ **-মাস্টার**—ঐকতান-বাদকদলের অধিকারী অর্থাৎ নেতা বা শিক্ষক। [ইং. bandmaster]।

ব্যাত্ত—**ব্যাদান** দ্রঃ।

ব্যাদড়া—বিণঃ বেয়াড়া, দুষ্ট; কুৎসিত। [বেঁদাড়া দ্রঃ]।

ব্যাদত্ত—**ব্যাদান** দ্রঃ।

ব্যাদান—বিঃ বিস্তার; উদ্ঘাটন, খোলা; প্রসারণ। [সং. বি+আ+ √দা+অন (ভা)]। বিণঃ (অশু) **ব্যাদিত**, (শু.) **ব্যাত্ত**, **ব্যাদত্ত**—বিবৃত; উদ্ঘাটিত; প্রসারিত।

ব্যাধ—বিঃ শিকারী জাতিবিশেষ; পশুপক্ষিবধকারী। [সং. √ব্যধ্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী.): **ব্যাধিনী**।

ব্যাধি—বিঃ রোগ, পীড়া। [সং. বি+আ+ √ধা+ই (ণে)]। বিণঃ **-ত**—ব্যাধিগ্রস্ত। বিঃ **-মন্দির**—রোগের আলয়; শরীর, দেহ।

ব্যান১—**বেহান**-এর গ্রা. রূপ।

ব্যান২—বিঃ শরীরের পঞ্চবায়ুর অন্যতম। [সং.]।

ব্যান্নন—বিঃ ব্যঞ্জন, রাঁধা তরকারী। [সং. ব্যঞ্জন]।

ব্যাপক—বিণঃ ব্যাপনশীল, ব্যাপ্তিযুক্ত, বহুদূরবিস্তৃত; বহু বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন। [সং. বি+ √আপ্+অক (র্তৃ)]। **ব্যাপিকা**—(১)বিণঃ **ব্যাপক**-এর স্ত্রীলিঙ্গে, (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে) প্রগল্ভা ও চঞ্চলা, ধিঙ্গি; (২)-বিঃ প্রগল্ভা ও চঞ্চলা নারী; ধিঙ্গি স্ত্রীলোক।

ব্যাপন—বিঃ ব্যাপ্তি, বিস্তার, প্রসারণ; আচ্ছাদন। [সং. বি+ √আপ্+অন(ভা)]।

ব্যাপা—(১)ক্রিঃ ব্যাপ্ত হওয়া, ছড়ান, বিস্তৃত হওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. বি+ √আপ্+বাং. আ]।

ব্যাপাদন—বিঃ বধ, হত্যা। [সং. বি+আ+ √পদ্+ণিচ্+অন(ভা)]। বিণঃ **ব্যাপাদিত**—নিহত।

ব্যাপার—বিঃ ঘটনা (বিষম ব্যাপার); অনুষ্ঠান (বিবাহব্যাপার), বিষয় (সমস্ত ব্যাপারে), ব্যবসায়, বাণিজ্য; নিয়োগ। [সং. বি+আ+ √পৃ+অ (ভা)]। বিণঃ **ব্যাপারী** (-রিন্)—ব্যবসায়ী।

ব্যাপিকা—**ব্যাপক** দ্রঃ।

ব্যাপী (-পিন্)—বিণঃ ব্যাপক, প্রসারী, ব্যাপ্তিশীল (বহুদূরব্যাপী)। [সং. বি+ √আপ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ব্যাপিনী**।

ব্যাপৃত—বিণঃ নিযুক্ত, রত। [সং বি+আ+ √পৃ+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **ব্যাপৃতা**। বিঃ **ব্যাপৃতি**—নিযুক্ত হওয়া বা রত থাকার ভাব।

ব্যাপ্ত—বিণঃ বিস্তৃত, প্রসারিত; আচ্ছন্ন; পরিপূর্ণ। [সং. বি+ √আপ্+ত (র্ম)]। বিঃ

ব্যাপ্তার্থ—প্রসারিত অর্থ বা মানে; যে মানে টানিয়া করা হইয়াছে। বিঃ **ব্যাপ্তি**—বিস্তৃতি, প্রসার; আবরণ।

ব্যাবর্তন—বিঃ প্রত্যাবর্তন, আবর্তন, প্রত্যাবর্তিত বা আবর্তিত করা; (বিজ্ঞা.) মোচড়। [সং. বি+আ+√বৃৎ, বৃৎ-ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **ব্যাবর্তিত**—প্রত্যাবৃত্ত; প্রত্যাবর্তিত, আবর্তিত; মোচড়ান হইয়াছে এমন। বিণঃ **ব্যাবৃত্ত**—প্রত্যাবৃত্ত, নিবৃত্ত; খণ্ডিত; নিরাকৃত। বিঃ **ব্যাবৃত্তি**—ব্যাবর্তন।

ব্যাবসা—**ব্যবসা**-র বানানভেদ।

ব্যাবহারিক—**ব্যবহার** দ্রঃ।

ব্যাবৃত্ত, ব্যাবৃত্তি—**ব্যাবর্তন** দ্রঃ।

ব্যাভার—**ব্যবহার**-এর কথ্য রূপ। বিঃ **-বেনে**—ব্যবসাদার বেনে; যে বেনে তেজারতি কারবার করে।

ব্যাম—বিঃ বাঁও, প্রসারিত বাহুদ্বয়ের একখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অপরখানির অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপ। [সং.]।

ব্যামো—বিঃ ব্যাধি, পীড়া, রোগ। [সং. ব্যামোহ]।

ব্যামোহ—বিঃ অজ্ঞানতা; বিমূঢ়তা, অতিমুগ্ধতা। [সং. বি+আ+√মুহ্+অ (ভা)]।

ব্যারাম—বিঃ রোগ, ব্যাধি, পীড়া। [ফা. বে-+আরাম$_2$ দ্রঃ]। বিণ.বিঃ **ব্যারামী**—রোগগ্রস্ত, পীড়িত (ব্যক্তি)।

ব্যায়াম—বিঃ স্বাস্থ্যরক্ষার বা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অঙ্গচালনা অথবা পরিশ্রম। [সং. বি-+আয়াম$_1$]। বিঃ **-চর্চা**—ব্যায়ামের অনুশীলন, ব্যায়াম করা। বিঃ **-বীর**—ব্যায়ামে বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি। বিঃ **ব্যায়ামাগার**—ব্যায়ামানুশীলনার্থ কক্ষ বা বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান।

ব্যারিস্টার—বিঃ উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারজীবিবিশেষ। [ইং. barrister]। বিঃ **ব্যারিস্টারি**—ব্যারিস্টারের কার্য।

ব্যাল—বিঃ সর্প; হিংস্র জানোয়ার। [সং.]।

ব্যালোল—বিণঃ বিলোল; অতিশয় চঞ্চল; ব্যাকুল। [সং. বি+আলোল]।

ব্যাস—বিঃ বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া দুইদিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা; বৃত্তের সর্বাধিক প্রস্থ; বিভাগ; বিস্তার; বেদব্যাস। [সং.]। বিঃ **ব্যাসার্ধ**—বৃত্তের পরিধি হইতে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত সরলরেখা, ব্যাসের অর্ধাংশ।

ব্যাসকূট—বিঃ বেদব্যাসের রচনার দুর্বোধ্য অংশ; দুর্বোধ্য লেখা। [সং. (বেদ-) ব্যাস+কূট দ্রঃ]

ব্যাসক্ত—বিণঃ অতিশয় আসক্ত; সংলগ্ন। [সং. বি+আসক্ত]। বিঃ **ব্যাসক্তি**।

ব্যাসবাক্য—বিঃ (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ পদসমূহের ব্যাখ্যাকর বাক্য (যেমন, পীতাম্বর=পীত অম্বর যাহার]। [সং.]।

ব্যাসার্ধ—**ব্যাস** দ্রঃ।

ব্যাহত—বিণঃ বাধাপ্রাপ্ত; নিবারিত; বিফলীকৃত। [সং. বি+আহত]।

ব্যাহৃতি—বিঃ উক্তি; মন্ত্রাঙ্গবিশেষ (=ভূঃ ভুবঃ স্বঃ)। [সং. বি+আ+√হৃ+তি]।

ব্যুৎক্রম—বিঃ ক্রমবিপর্যয়, প্রতিক্রম; ব্যতিক্রম, অনিয়ম। [সং. বি+উৎক্রম]। বিণঃ **ব্যুৎক্রান্ত**—ব্যুৎক্রমযুক্ত।

ব্যুৎপত্তি—বিঃ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বোধ; পারদর্শিতা; শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য বা সংস্কার; (ব্যাক.) প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি বিশ্লেষণপূর্বক শব্দের গঠনবিচার। [সং বি+উৎপত্তি]। বিণঃ **-গত**—(শব্দের) প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিগত। বিণঃ **ব্যুৎপন্ন**—জ্ঞানী; শাস্ত্রপণ্ডিত; (ব্যাক.) প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিযোগে উৎপন্ন। বিণঃ **ব্যুৎপাদক**—ব্যুৎপত্তি-দানকারী। বিণ(স্ত্রী): **ব্যুৎপাদিকা**। বিণঃ **ব্যুৎপাদিত**—ব্যুৎপন্ন হইয়াছে এমন।

ব্যূঢ়—বিণঃ বিবাহিত; স্ফীত, প্রসারিত, বিস্তৃত (ব্যূঢ় বক্ষঃস্থল); (ব্যূহাদি) বিন্যস্ত, সংস্থাপিত (**ব্যূহ**-ও দ্রঃ)। [সং. বি+√বহ্+ত (র্ম)]। বিণঃ **ব্যূঢ়োরস্ক**—বিশাল বক্ষঃস্থলবিশিষ্ট।

ব্যূহ—বিঃ যুদ্ধার্থে কৌশলসহকারে সৈন্যবিন্যাস। [সং.]। বিণঃ **ব্যূহিত, ব্যূঢ়**—ব্যূহাকারে বিন্যস্ত।

ব্যোম—বিঃ আকাশ, শূন্য; (আল.) ফাঁকি। [সং.]। বিঃ **-কেশ**—শিব। **ব্যোমচারী** (-রিন্)-(১)বিণঃ আকাশপথে যায় এমন; (২)বিঃ দেবতা; বৈমানিক। বিঃ **-যাত্রা**—বিমানপোতে চড়িয়া শূন্যে ভ্রমণ। বিঃ **-যান**—আকাশগামী যান, বিমান, এরোপ্লেন।

ব্রঙ্কাইটিস—বিঃ শ্লেষ্মাদিজনিত শ্বাসনালীর প্রদাহ-রোগবিশেষ। [ইং. bronchitis]।

ব্রজ—বিঃ গোষ্ঠ (ব্রজবিহারী); পথ ('বৃন্দাবনের ব্রজে ব্রজে'); সমূহ; শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বলিয়া বর্ণিত মথুরার নিকটবর্তী গ্রামবিশেষ (সচ. **ব্রজধাম**)। [সং. √ব্রজ্+অ (ঘ)]। বিঃ **-কিশোর, -দুলাল, -বল্লভ,**

-মোহন, -রাজ, -সুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। বি(স্ত্রী): **-কিশোরী, সুন্দরী**—রাধা। বিঃ **-বুলি**—বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাচীন মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণে সৃষ্ট মিশ্রভাষাবিশেষ। **-ভাষা**—হিন্দীভাষার শাখাবিশেষ। বিঃ **-লীলা**—ব্রজধামে কৃষ্ণের মধুর লীলা। বিঃ **ব্রজাঙ্গনা**—ব্রজগ্রামের অধিবাসিনী গোপনারী। বিঃ **ব্রজেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **ব্রজেশ্বরী**—রাধিকা। বিঃ **ব্রজ্যা**—ভ্রমণ, পর্যটন।

ব্রণ—বিঃ ফোড়া, ফুস্কুড়ি; ঘা। [সং]।

ব্রত—বিঃ পুণ্যলাভ ইষ্টলাভ পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মকার্য, ধর্মানুষ্ঠান; তপস্যা; সংযম। [সং √বৃ+অত (র্ম)]। বিঃ **-কথা**—যে দেবতার আরাধনাকল্পে ব্রত করা হয়, সেই দেবতার মাহাত্ম্য-কাহিনী। **-চারী** (-রিন্)—(১)বিণ.বিঃ ব্রতপালনকারী; (২)বিঃ গুরুসদয় দত্ত কর্তৃক প্রবর্তিত নৃত্যবিশেষ; উক্ত নৃত্যের নর্তক। স্ত্রীঃ **-চারিণী**। বিণঃ **-ধারী** (-রিন্), **ব্রতী** (-তিন্)—ব্রতচারী। বিণ(স্ত্রী): **-ধারিণী ব্রতিনী**।

ব্রততী, ব্রততি—বিঃ লতা। [সং]

ব্রহ্ম$_1$—বিঃ বর্মা দেশ।

ব্রহ্ম$_2$ (-হ্মন্)—বিঃ নির্গুণ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম; সগুণ পরমেশ্বর, বিধাতা; ব্রহ্মা; ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মহত্যা); তপস্যা; বেদ। [সং. √বৃংহ্+মন্(র্ত্)]। বিঃ **-চর্য**—বেদাদি শাস্ত্রানুশীলন এবং মৈথুন ও অন্যান্য ভোগবাসনাবর্জিত পবিত্র সংযত জীবনযাপন। বিঃ **-চর্যাশ্রম**—হিন্দুশাস্ত্রানুমত জীবনের প্রথম অবস্থা। বিণ.বিঃ **-চারী** (-রিন্)—ব্রহ্মচর্যপালনকারী; উপনয়নান্তে গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ব্রাহ্মণকুমার। বিণ.বি(স্ত্রী): **-চারিণী**। বিণঃ **-জ্ঞ**—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। বিঃ **-জ্ঞান**—ব্রহ্মের স্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। বিণ.বিঃ **-জ্ঞানী** (-নিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানবিৎ; ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। **-ণ্য**—(১)বিণঃ ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় বা তদুপযোগী; (২)বিঃ ব্রহ্মতেজ; নারায়ণ। বিঃ **-তালু**—মাথার চাঁদি। বিঃ **-তেজঃ** (-জস্), (চলিত) **-তেজ**—ব্রহ্মজ্ঞানজনিত শক্তি; ব্রাহ্মণের শক্তি। বিঃ **-ত্ব**—ব্রহ্মের বা ব্রহ্মতুল্য ভাব বা পদ। বিঃ **-ত্র, -ত্রা**—ব্রহ্মোত্তর। বিঃ **-দৈত্য, -পিশাচ, -রাক্ষস**—ব্রাহ্মণের প্রেতযোনি। বিঃ **-দারু**—বিষ্ণু। বিঃ **-ঘাতক**—ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ। বিঃ **-পুরী**—ব্রহ্মার বাসস্থান; পুরাণোক্ত সপ্তলোকের মধ্যে উচ্চতম লোক; স্বর্গ। বিঃ **-বন্ধু**—হীন বা পতিত ব্রাহ্মণ। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্)—ব্রহ্মবিদ্যার বক্তা; বেদাধ্যায়ী; ব্রহ্মজ্ঞানী; বৈদান্তিক। বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী**। বিঃ **-বিদ্যা**—ব্রহ্মজ্ঞান বা তদ্‌বিষয়ক শাস্ত্র। বিঃ **-বৈবর্ত**—অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম। বি(স্ত্রী): **-ময়ী**—কালিকাদেবী। বিঃ **-রন্ধ্র**—ব্রহ্মতালুর কেন্দ্র বা কেন্দ্রবর্তী ছিদ্র। বিঃ **-র্ষি**—ঋষি-ব্রাহ্মণ। বিঃ **-লোক**—**ব্রহ্মপুরী**-র অনুরূপ। বিঃ **-শাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ। বিঃ **-শিরঃ**, (চলিত) **ব্রহ্মশির, -শিরা**—পুরাণোক্ত অস্ত্রবিশেষ। বিঃ **-সংহিতা**—চৈতন্যদেব কর্তৃক দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত বৈষ্ণবগ্রন্থবিশেষ, ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক বৈদিক গ্রন্থ। বিঃ **-সঙ্গীত**—ব্রহ্মের উপাসনামূলক সঙ্গীত। বিঃ **-সাবর্ণি**—দশম মনু। বিঃ **-সূত্র**—পৈতা, উপবীত; বেদব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র। বিঃ **-স্ব**—ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। বিঃ **-হত্যা**—ব্রাহ্মণবধ।

ব্রহ্মডাঙ্গা—বিঃ অনুর্বর উচ্চভূমি। [তু. ব্রহ্ম$_2$+ডাঙ্গা]।

ব্রহ্মা (-হ্মন্)—বিঃ জগৎস্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, চতুরানন, কমলাসন, প্রজাপতি, বিরিঞ্চি, হিরণ্যগর্ভ, স্বয়ম্ভু, লোকপিতামহ। [সং. √বৃংহ্+মন্ (র্ত্)]। বিঃ **-ণ্ড**—জগৎ, সৃষ্টি। বি(স্ত্রী): **-ণী**—ব্রহ্মার পত্নী বা শক্তি। বিঃ **-রণ্য**—বেদাধ্যয়নের জন্য প্রকৃষ্ট পৌরাণিক স্থান। বিঃ **-স্ত্র**—ব্রহ্মতেজোময় পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ।

ব্রহ্মোত্তর—বিঃ ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। [সং. ব্রহ্মত্র]।

ব্রান্ডি—**ব্র্যান্ডি**-র বানানভেদ।

ব্রাত্য—বিণঃ পতিত, ব্রতভ্রষ্ট; আচারভ্রষ্ট। [সং. ব্রত+য]।

ব্রাহ্ম—(১)বিণঃ ব্রহ্মসম্বন্ধীয়; ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। (২)(বাং.) বিঃ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। [সং. ব্রহ্মন্+অ]। বিঃ **-ধর্ম**—রামমোহন রায়ের ভাবধারানুসারী একেশ্বরবাদী ধর্মবিশেষ। বিঃ **-বিবাহ**—বরকে আহ্বানপূর্বক যথাবিধি কন্যাদান; ব্রাহ্মধর্মের নিয়মানুসারে বিবাহ। বিঃ **-মুহূর্ত**—সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল। বিঃ **-সমাজ**—ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সম্প্রদায়। বিণঃ **-সমাজী**—ব্রাহ্মসমাজভুক্ত; ব্রাহ্মসমাজগত।

ব্রাহ্মণ—বি: ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ; দ্বিজশ্রেষ্ঠ বা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; বিপ্র, বামুন ; ব্রাহ্মণ পাচক বা পুরোহিত ; বেদের অংশবিশেষ। [সং. ব্রহ্মন্+অ]। বি(স্ত্রী): **ব্রাহ্মণী**। বি: **-ত্ব**—ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা বা অধিকার ; (মন্দার্থে) বামনাই। বি: **-ভোজন**—ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণপূর্বক খাওয়ান। বি: **-সমাজ**—ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। বি: **ব্রাহ্মণ্য**—ব্রাহ্মণত্ব ; ব্রাহ্মণের ধর্ম ; ব্রাহ্মণসমাজ।

ব্রাহ্মিকা—বি: ব্রাহ্ম নারী। [বাং. ব্রাহ্ম+ইকা]।

ব্রাহ্মী—(১)বিণ: ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া ; ব্রহ্মজ্ঞা। (২)বি: ব্রহ্মার শক্তি, মাতৃকাবিশেষ ; বাগ্‌দেবী ; ভাষা, ভারতের প্রাচীন লিপিবিশেষ ; (ঔষধরূপে ব্যবহৃত) শাকবিশেষ। [সং ব্রাহ্ম+ঈ]।

ব্রিজ—বি: সেতু, পোল ; তাসখেলাবিশেষ। [ইং. bridge]।

ব্রিটিশ — (১)বিণ: গ্রেট ব্রিটেনের। (২)বি: ব্রিটেনের অধিবাসী। [ইং. British]

ব্রীড়া—বি: লজ্জা। [সং. √ব্রীড্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **ব্রীড়িত**—লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত।

ব্রীহি—বি: আশুধান্য, ধান্য। [সং.]।

ব্রোচ, ব্রুচ—বি: সেফটি-পিনজাতীয় অলঙ্কারবিশেষ। [ইং. brooch]।

ব্র্যাকেট—বি: ঘরের দেওয়ালসংলগ্ন তাকবিশেষ, (গণি.) বন্ধনী-চিহ্নবিশেষ। [ইং. bracket]।

ব্র্যান্ডি, ব্র্যাণ্ডি, ব্র্যাণ্ডী—বি: আঙ্গুরের রস হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। [ইং. brandy]।

ব্লটিং—বি: শোষক কাগজ, চোসকাগজ। [ইং. blotting paper]।

ব্লাউজ — বি: মেয়েদের জামাবিশেষ। [ইং. blouse]।

ব্ল্যাকবোর্ড—বি: বিদ্যালয়াদিতে (প্রধানতঃ খড়ি দিয়া) লিখনকার্যে ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণ তক্তাবিশেষ। [ইং. blackboard]।



ভ১—বাঙ্গালা ভাষার চতুর্বিংশতি ব্যঞ্জনবর্ণ।

ভ২—বি: নক্ষত্র ; গ্রহ। [সং. √ ভা+অ(র্তৃ)]। বি: **-গোল, -চক্র, -পঞ্জর, -মণ্ডল**—(জ্যোতিষ.) রাশিচক্র।

ভইষ, ভঁইষ, ভইস, ভঁইস—বি: মহিষ। [হি. <সং. মহিষ]। বিণ: **ভইষা, ভঁইষা, ভইসা, ভঁইসা, ভয়সা, ভঁয়সা, ভয়সা, ভঁয়সা**—মহিষ-দুগ্ধজাত (ভয়সা ঘি) ; মহিষবাহিত (ভইষা গাড়ি)।

ভক, ভক্—অব্য: আবদ্ধ স্থানাদি হইতে ধূম গন্ধ বমি প্রভৃতির সহসা বেগে নির্গত হওয়ার ভাব-প্রকাশক।

ভকত—**ভক্ত**-শব্দের কোমল রূপ।

ভকা—**ভখা**-র রূপভেদ।

ভক্ত—বিণ: ভক্তিমান ; পূজক, সেবক ; অনুগত (শক্তের ভক্ত)। (২)বি: ঐরূপ ব্যক্তি। [সং √ভজ্+ত(র্ম)]। বিণ: **-বৎসল**—ভক্তের প্রতি অনুরক্ত। বি.বিণ: **-বাঞ্ছাকল্পতরু**—যিনি স্বর্গের কল্পতরুর ন্যায় ভক্তের সকল কামনা পূরণ করেন। বিণ: **-বিটেল**—কপট ভক্ত, ভণ্ড। বিণ: **ভক্তাগ্রগণ্য**—প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বিণ: **ভক্তাধীন**—ভক্তের বশীভূত।

ভক্তি—বি: ঈশ্বর বা পূজ্য ব্যক্তির প্রতি সুগভীর অনুরাগ, শ্রদ্ধা। [সং. √ভজ্+তি (ভা)]। বি: **-গ্রন্থ**—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সার্থকতা বিষয়ক বা ভক্তি-উৎপাদক গ্রন্থ। বি: **-চিহ্ন**—ভক্তির লক্ষণ। বি: **-তত্ত্ব**—ভক্তি-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। বি: **-পথ, -মার্গ**—ভক্তিবলে মোক্ষ-লাভের উপায়। বি: **-বাদ**—জ্ঞান-কর্ম ব্যতিরেকে কেবল ভক্তিদ্বারা সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায় : এই দার্শনিক মত। বিণ: **-বিহ্বল**—ভক্তিতে আত্মহারা। বি: **-বিহ্বলতা**। ক্রি-বিণ: **-ভরে**—ভক্তির সহিত। বিণ: **-মান্** (-মৎ)—ভক্ত ; ভক্তিযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-মতী**। বিণ: **-মূলক**—ভক্তিসম্বন্ধীয়। বি: **-যোগ**—ভক্তিবলে ঈশ্বরসাধনা। বি: **-রস** — (অল.) সাহিত্যের নবরসের অন্যতম।

ভক্ষক—**ভক্ষণ** দ্র:।

ভক্ষণ—বি: ভোজন, আহার, খাওয়া। [সং. √ভক্ষ্+অন (ভা)]। বিণ বি: **ভক্ষক**—ভক্ষণ-কারী, খাদক। **ভক্ষণীয়, ভক্ষ্য**—(১)বিণ: ভক্ষণযোগ্য, আহার্য ; (২)বি: খাদ্যদ্রব্য। বিণ: **ভক্ষিত**—খাওয়া হইয়াছে এমন, খাদিত। বি: **ভক্ষ্যাবশেষ**—ভোজনের পরে খাদ্যের যে অংশ (প্রধানতঃ ভোজনপাত্রে) পড়িয়া থাকে, ভুক্তা-বশিষ্ট দ্রব্য। **ভক্ষ্যাভক্ষ্য**—(১)বি: শাস্ত্রানুসারে আহারের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বস্তু, খাদ্যাখাদ্য ; (২)বিণ: আহারের উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত।

ভক্ষ্য—**ভক্ষণ** দ্র:।

ভখা—ক্রি: (প্রা. কা.) ভক্ষণ করা। [সং. √ভক্ষ+বাং. আ]। ক্রি: **ভখিমু**—ভক্ষণ করিব।

ভগ—বিঃ ঐশ্বর্য (=ঈশ্বরত্ব) বীর্য যশঃ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য : এই ছয় গুণ (ভগবান্) ; মাহাত্ম্য ; সৌভাগ্য ; সৌন্দর্য (সুভগ) ; ধর্ম ; স্ত্রী-যোনি (ভগাঙ্কুর) ; মলদ্বার (ভগন্দর)। [সং. √ভজ্ + অ (র্ম)]।

ভগন্দর—বিঃ মলদ্বারে নালী-ঘা, anal fistula। [সং. ভগ + √দৃ + অ (র্তৃ)]।

ভগবতী—**ভগবান্** দ্রঃ।

ভগবদারাধনা—বিঃ ঈশ্বরের উপাসনা। [সং. ভগবৎ + আরাধনা]।

ভগবদ্‌গীতা—বিঃ মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী সংবলিত গ্রন্থবিশেষ (ইহার পুরা নাম 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা উপনিষদ্', সংক্ষেপে 'গীতা')। [সং. ভগবৎ + গীতা]।

ভগবদ্দত্ত—বিণঃ ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত, ঐশ্বরিক। [সং. ভগবৎ + দত্ত]।

ভগবদ্ভক্ত—বিণঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্। [সং. ভগবৎ + ভক্ত]।. বিঃ **ভগবদ্ভক্তি**—ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি।

ভগবন্—বিঃ (সম্বোধনে) হে ভগবান্ ; হে প্রভু।

ভগবান্ (-বৎ)—(১)বিঃ পরমেশ্বর। (২)বিণঃ ঐশ্বর্যাদি ষড়্‌গুণসম্পন্ন ; পূজ্য, মান্য। [সং. ভগ + বৎ]। **ভগবতী**—(১)বি(স্ত্রী): দুর্গা ; (২)বিণঃ ঐশ্বর্যাদি ষড়্‌গুণসম্পন্না, মান্যা।

ভগিনী—বি(স্ত্রী): সহোদরা ; বোন ; সহোদরা-স্থানীয়া নারী। [সং.]। বিঃ **-পতি**—ভগিনীর স্বামী।

ভগোল—ভ₂ দ্রঃ।

ভগ্ন—বিণঃ ভাঙ্গা ; খণ্ডিত, ছিন্ন (ভগ্নশাখা) ; চূর্ণিত (ভগ্নঘট) ; বক্র, কুব্জ (ভগ্নপৃষ্ঠ) ; জীর্ণ (ভগ্নগৃহ) ; স্বাস্থ্যহীন (ভগ্নদেহ) ; ব্যর্থ, নষ্ট (ভগ্ন-মনোরথ) ; দুঃখে অবসন্ন, হতাশ (ভগ্নহৃদয়) ; পরাজিত। [সং. √ভন্‌জ্ + ত (র্ম)]। বিণঃ **-কণ্ঠ**—স্বরভঙ্গযুক্ত। বিঃ **-দশা**—ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। বিঃ **-দূত**—যুদ্ধক্ষেত্র হইতে স্বপক্ষের পরাজয়-সংবাদ বহনকারী দূত। বিণঃ **-দেহ**—হৃতস্বাস্থ্য। বিঃ **-পাইক**—যে পাইক বা সৈনিক রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়া স্বীয় নৃপতি প্রভৃতিকে পরাজয়ের সংবাদ দেয়, ভগ্নদূত। বিণঃ **-প্রায়**—ধ্বংসোন্মুখ, প্রায় ভগ্ন হইয়াছে এমন। বিণঃ **-মনোরথ**—আশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, আশাহত। বিঃ **-স্তূপ**—স্তূপাকার ধ্বংসাবশেষ। **-স্বর**—(১)বিণঃ গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন, (২)বিঃ ঐরূপ স্বর। বিণঃ **-হৃদয়**—হতাশ, হতোদ্যম, মনমরা। বিঃ **ভগ্নাংশ**—ভগ্ন বা খণ্ডিত বস্তুর খণ্ড ; (গণি.) ভগ্নাঙ্ক। বিঃ **ভগ্নাঙ্ক**—(গণি.) ১-এর অংশঘটিত বা ১-এর অপেক্ষা কম রাশি, ভগ্নাংশ। বিঃ **ভগ্নাবশেষ**—মূল বস্তুর ধ্বংসের পর যাহা পড়িয়া থাকে। বিণঃ **ভগ্নাবশিষ্ট**—ভগ্নাবশেষরূপে পতিত। বিঃ **ভগ্নাবস্থা**—ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। বিণঃ **ভগ্নাবস্থ**—ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত।

ভগ্নী—**ভগিনী**-র অশু. রূপ।

ভগ্নোৎসাহ, ভগ্নোদ্যম—বিণঃ উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে এমন, হতাশ। [সং. ভগ্ন + উৎসাহ, উদ্যম]।

ভঙ্গ—বিঃ ভাঙ্গন, ভঞ্জন (ধনুর্ভঙ্গ) ; লঙ্ঘন (প্রতিজ্ঞাভঙ্গ) ; হানি, নাশ (স্বাস্থ্যভঙ্গ), অবসান, সমাপ্তি (সভাভঙ্গ) ; ভাঙ্গার ভাব, বক্রতা, ভাঁজ (ত্রিভঙ্গ) ; ভঙ্গি (ভ্রূভঙ্গ, তরঙ্গভঙ্গ) ; পরাজিত হইয়া পলায়ন (রণে ভঙ্গ দেওয়া) ; নিরসন ; বাধা, রচনা, তরঙ্গ। [সং. √ভন্‌জ্ + অ]। বিঃ **-কুলীন**—কৌলিন্যের বিধানসম্মত আচার লঙ্ঘনকারী কুলীন বা কুলীনবংশ। বিঃ **-পয়ার**—পয়ার-ছন্দের প্রকারভেদ। বিণঃ **-প্রবণ**—সহজেই ভাঙ্গে এমন, ভঙ্গুর, পলকা, ঠুনকো।

ভঙ্গা—বিঃ ভাং। [সং. ভঙ্গ + আ]।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—বিঃ ঢং, ধরন ; অঙ্গবিন্যাস ; মনোভাবসূচক অঙ্গচালনা, হাবভাব ; চাতুরি ; শোভা ; রচনা, বিন্যাস। [সং. √ভঙ্গ (নামধাতু) + ই, ঈ]। বিণঃ **ভঙ্গিম**—ভঙ্গিযুক্ত ; বক্র, বঙ্কিম, কুটিল। বিঃ **ভঙ্গিমা**—ভঙ্গি ; ধরন ; বক্রতা।

ভঙ্গিল—বিণঃ ভঙ্গপ্রবণ ; ভাঁজযুক্ত (ভঙ্গিল পর্বত)। [সং. ভঙ্গ + ইল]।

ভঙ্গুর—বিণঃ ভঙ্গপ্রবণ, ঠুনকো ; ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর (ভঙ্গুর জীবন)। [সং. √ভন্‌জ্ + উর]। বিঃ **-তা**।

ভচক্র—ভ₂ দ্রঃ।

ভজকট—বিঃ (প্রাদে.) ব্যাঘাত, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা ; কষ্টসাধ্য আয়োজন ; ফেসাদ। [দেশী]।

ভজন—বিঃ দেবতার স্তুতি ও মহিমাকীর্তন ; আরাধনা, সেবাকরণ ; (সঙ্গীতে) সঙ্গীতের শ্রেণীবিশেষ যাহা গাহিয়া দেবতার স্তব করা হয়। [সং. ভজ্ + অন (ভা)]। বিঃ **ভজনা**—আরাধনা, উপাসনা। বিঃ **ভজনালয়**—উপাসনা-গৃহ।

ভজমান—বিণ: ভজনা করিতেছে এমন, সেবমান; বিভাজক। [সং. √ ভজ্+আন (মান) (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **ভজমানা**।

ভজা—(১)ক্রি: ভজনা করা, উপাসনা করা; বরণ করা (প্রধানতঃ পতিরূপে)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: ভজনাকারী (কর্তাভজা)। [সং. √ভজ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: উপাসনা করান; বরণ করান; সাক্ষ্য-প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন করা, মোকাবিলা করা; (সচ. মন্দার্থে) পরামর্শ দিয়া সম্মত করান বা স্বপক্ষে আনা, প্রবর্তিত করা; ফুসলান; (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: প্রবর্তিত বা ফুসলান হইয়াছে এমন।

ভজ্যমান—বিণ: উপাসিত হইতেছে এমন, সেব্যমান; বিভক্ত হইতেছে এমন। [সং. √ভজ্+আন (মান) (র্ম)]।

ভঞ্জক—**ভঞ্জন** দ্র:।

ভঞ্জন—(১)বি: ভঙ্গকরণ; দূরীকরণ, নিবারণ, নিরসন। (২)বিণ: দূরকারী, নিরসনকারী (বিপদ্‌ভঞ্জন)। [সং. √ভন্‌জ্+অন]। বি: **ভঞ্জক**—ভঞ্জনকারী।

ভঞ্জা—ক্রি: (কাব্যে) ভঞ্জন করা, ভাঙ্গা; ঘুচান; দূর করা। [সং. √ভন্‌জ্+বাং. আ]।

ভট্‌চাজ্জি—**ভট্টাচার্য**-র কথ্য রূপ।

ভটভট, ভট্‌ভট্—অব্য: বুদ্‌বুদ ফাটিবার বা বায়ু বাহির হইবার শব্দ।

ভট্ট—বি: ভাট, স্তুতিপাঠক; (প্রধানতঃ বেদজ্ঞ) পণ্ডিত; অধ্যাপক। [সং.]। বি: **-পল্লী**—পণ্ডিত-অধ্যুষিত স্থান; ভাটপাড়া।

ভট্টাচার্য—বি: পুরোহিত ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [সং. ভট্ট+আচার্য]। **কথার ভট্টাচার্য**—খুব কথা বলে এমন। বি: **ভট্টাচার্য-ব্রাহ্মণ**—পূজারি-ব্রাহ্মণ।

ভট্টারক—বি: পণ্ডিত; ঋষি, মুনি; (সংস্কৃত নাটকে উল্লেখে বা সম্বোধনে) রাজা; রবি (ভট্টারকবার); দেবতা। [সং.]।

ভড়—বি: প্রচুর ভারবহনোপযোগী বড় নৌকাবিশেষ। [সং. বহিত্র ?]।

ভড়ং—বি: বাহ্য আড়ম্বর, চাল বুজরুকি। [দেশী]। বিণ: **-দার**—বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ, চটকদার।

ভড়ক—বি: ভড়ং, জাঁক। [দেশী]।

ভড়কা—ক্রি: হঠাৎ ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ বা নিবৃত্ত হওয়া; হঠাৎ ভয় পাওয়া। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: ভড়কা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-নি**—উক্ত অর্থে। [সং. ভ্রষ্ট ?]।

ভড়কাল—বিণ: ভড়কযুক্ত। [ভড়ক দ্র:]।

ভড়ভড়, ভড়্‌ভড়্—অব্য: বুদ্‌বুদ সৃষ্টি বায়ুর বহির্গমন প্রভৃতি ভাবসূচক।

ভণা—**ভনা**-র বানানভেদ।

ভণিত—(১)বিণ: কথিত। (২)বি: কথন। [সং. √ভণ্+ত (র্ম, ভা)]। **ভণিতা**—(১)বিণ(স্ত্রী): কথিতা; (২)(বাং.) বি: কাব্যের আরম্ভে বা শেষে কবির নামযুক্ত উক্তি; (ব্যঙ্গে) আড়ম্বরপূর্ণ কথারম্ভ।

ভণ্ড১—বিণ: নষ্ট (তু লণ্ডভণ্ড)। [?]।

ভণ্ড২—বি.বিণ: ভানকারী, শঠ; কপট, ছদ্ম। [সং. √ভণ্ড্ (চুরাদি)+অ (র্তৃ, ভা)]। বি: **-তা, -ত্ব**। বি: **-ন**—ভাঁড়ান, প্রবঞ্চনা। **ভণ্ডান, ভণ্ডানো**—(১)ক্রি (কাব্যে) ঠকান, ভাঁড়ান, প্রবঞ্চনা করা; (২)বি: উক্ত অর্থে। বি: **ভণ্ডামি, ভণ্ডাম, ভণ্ডামো**—ছল, ভান, চাতুরি, ভণ্ডতা।

ভণ্ডুল—বিণ: পণ্ড, ব্যর্থ। [<ভণ্ড ?]।

ভদন্ত—(১)বিণ: মান্য, সম্ভ্রান্ত। (২)বি: বৌদ্ধ-যতিবিশেষ। [সং. √ভন্দ্+অন্ত (র্তৃ)]।

ভদ্র—(১)বিণ: মার্জিতরুচি বা মার্জিত আচরণ-সম্পন্ন; শিষ্ট সভ্য; সজ্জন; উচ্চসমাজভুক্ত; মঙ্গলজনক, হিতকর, সাধু। (২)বি: মঙ্গল, কল্যাণ, শিব। [সং. √ভন্দ+র (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-ভদ্রা**। বি: **-তা**—ভদ্র ভাব বা আচরণ। বি: **-কালী**—দুর্গাদেবীর রূপভেদ। বি: **-জন, -লোক**—ভদ্র বা ভদ্রবংশীয় বা সজ্জন ব্যক্তি। বিণ: **-জনোচিত**—ভদ্রলোকসুলভ; ভদ্রতাপূর্ণ। বি: **-মহিলা**—ভদ্র বা ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক। বি: **-সন্তান**—ভদ্রবংশের লোক। বি: **-সূতা**—মঙ্গল। বি(স্ত্রী): **ভদ্রাণী**—শিবপত্নী দুর্গাদেবী। বি: **ভদ্রাসন**—(বাং.) বসতবাটী, বাস্তুভিটা। বি: **ভদ্রে**—(সচ. কৌতু.) ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন-সূচক শব্দ। বি: **ভদ্রেশ্বর**—শিবমূর্তিবিশেষ। বিণ: **ভদ্রোচিত**—ভদ্রতাসম্পন্ন, ভদ্রলোকের উপযুক্ত।

ভনভন, ভন্‌ভন্—অব্য: মাছি প্রভৃতির গুঞ্জন-ধ্বনি।

ভনা—ক্রি: (কাব্যে) বলা ('কাশীরাম দাস ভনে')। [সং. √ভণ্+বাং. আ]।

ভপঞ্জর—**ভ২** দ্র:।

ভব—(১)বি: সত্তা, স্থিতি; জন্ম, উৎপত্তি;

প্রাপ্তি, ইহলোক, সংসার, জগৎ ; ঈশ্বর ; শিব ; মঙ্গল, কল্যাণ। (২)বিণ: (সমাসে উত্তরপদ-রূপে) উৎপন্ন (তদ্ভব)। [সং. √ভূ+অ]। বি: -কারা—ইহলোকরূপ বা সংসাররূপ কারাগার। বিণ: -ঘুরে—বিনা কাজে সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায় এমন। বিণ: -তারণ—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিদাতা, মোক্ষদাতা। -তারিণী—(১)বিণ(স্ত্রী): মোক্ষদাত্রী ; (২)বি: দুর্গাদেবী। বি: -ধব—জগৎপতি। বি: -নদী—সংসাররূপ নদী। বি: -পার—সংসাররূপ সমুদ্র উত্তরণ, জীবজন্ম হইতে মুক্তি : বি: যন্ত্রণা—পার্থিব জীবনের জ্বালাযন্ত্রণা। বি: -পারাবার, -সমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু—সংসাররূপ সমুদ্র। বি: -বন্ধন—সংসাররূপ বন্ধন ; পুন: পুন: জন্ম। বি: -ভবন—শিবের আলয়, কৈলাস ; জগৎ, সৃষ্টি। বি: -ভয়—পৃথিবীতে জীবরূপে অবস্থানকালীন ভয় ; পুনর্জন্মের ভয়। বি: -ভার—সাংসারিক ও জাগতিক দুঃখকষ্টের বোঝা। বি: -মণ্ডল—জগৎ, পৃথিবী, সৃষ্টি। বি: -লীলা—ইহজীবনের কার্য ; সংসারের খেলা। ক্রি: ভবলীলা সাঙ্গ করা—মারা যাওয়া। বি: -লোক—পৃথিবী, মরজগৎ।

ভবদীয়—বিণ: আপনার, তোমার। [সং. ভবৎ+ঈয়]।

ভবন—বি: গৃহ ; বাসস্থান ; স্থিতি বা ভাব (গনী-ভবন)। বি: -শিখী—গৃহপালিত ময়ূর। [সং. √ভূ+অন]।

ভবাদৃশ—বিণ: আপনার ন্যায়। [সং. ভবৎ+√দৃশ্+অ (র্ম)]।

ভবানী—বি: শিবপত্নী দুর্গা। [সং. ভব+আনী]। বি: -পতি—শিব, মহাদেব।

ভবার্ণব—বি: সংসাররূপ সমুদ্র। [সং. ভব+অর্ণব]।

ভবিতব্য—বিণ: ঘটিবেই এমন, অবশ্যম্ভাবী। [সং. √ভূ+তব্য (র্ম)]। বি: -তা—অবশ্যম্ভাবিতা ; ভাগ্যলিপি, অদৃষ্ট।

ভবিষ্য—(১)বিণ: ভাবী, ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন। (২)বি: পুরাণবিশেষ। [সং. √ভূ+স্যতৃ (র্তৃ)]। বি: -সূচনা—পূর্বাভাস, ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন ঘটনার লক্ষণ।

ভবিষ্যৎ—(১)বিণ: ভাবী, আগামী, পরে ঘটিবে এমন। (২)বি: ভাবী বা আগামী কাল ; ভাবী অবস্থা, পরিণাম, আখের (তাহার ভবিষ্যৎ খুব খারাপ) ; ভাবী উন্নতির আশা (ভবিষ্যৎ খোয়ান)। [সং. √ভূ+স্যতৃ (র্তৃ)]। বি: ভবিষ্যদ্বক্তা (-ক্তৃ)—যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা পূর্বেই বলে বা বলিতে পারে। বি: ভবিষ্যদ্বাণী—ভবিষ্যতে কি ঘটিবে সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে উক্তি।

ভবী—বি: নাছোড়বান্দা নারী (পুরুষের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয় ; যেমন—শত্রুকে বুঝান বৃথা—ভবী ভোলবার নয়)। [সং. ভব+ঈ]।

ভবেশ—বি: মঙ্গলকর্তা শিব। [সং. ভব+ঈশ]।

ভব্য—বিণ: ভদ্র, শিষ্ট, শান্ত, বিনয়ী, মার্জিত-রুচি, সাধু ; ভাবী ; কল্যাণকর। [সং. √ভূ+য (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): ভব্যা। বি: -তা।

ভব্যযুক্ত—বিণ: (কথ্য) শান্তশিষ্ট, ভব্য। [সং. ভব্যতাযুক্ত]।

ভয়—বি: শঙ্কা, ভীতি, ডর, ত্রাস, আতঙ্ক। [সং √ভী+অ (ভা)]। ক্রি: ভয় করা, ভয় খাওয়া, ভয় পাওয়া—ভীত হওয়া। ক্রি: ভয় দেখান—ভীত করা। ক্রি: ভয় ভাঙা—ভয় দূর করা। ভয়ে কেঁচো—ভয়ে জড়সড় বা সম্পূর্ণ পৌরুষ-হারা। -তরাসে—বিণ: (কথ্য) একটুতেই ভয়ে অস্থির হইয়া ওঠে এমন (ভয়তরাসে লোক)।

ভয়ঙ্কর, ভয়ংকর—বিণ: ভীতিজনক, ভীষণ ; (কথ্য) অত্যন্ত, মাত্রাতিরিক্ত। [সং. ভয়+√কৃ+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): ভয়ঙ্করী, ভয়ংকরী।

ভয়দ—বিণ: ভীতিজনক, ভীষণ। [সং. ভয়+√দা+অ (র্তৃ)]।

ভয়বা, ভয়সা—ভইষ দ্র:।

ভয়াতুর, ভয়ার্ত—বিণ: ভয়ে কাতর। [সং. ভয়+আতুর, ঋত]।

ভয়ানক—(১)বিণ: ভয়ঙ্কর ; (কথ্য) অত্যন্ত (ভয়ানক লোভ)। (২)বি: (অল.) রসবিশেষ যাহার স্থায়ী ভাব ভয়। [সং. √ভী+আনক]।

ভয়াবহ—বিণ: ভয়ঙ্কর। [সং. ভয়+আবহ]।

ভয়াল—বিণ: ভয়ঙ্কর। [সং. ভয়+বাং. আল]।

ভর১—অনু: ব্যাপিয়া (জীবনভর, রাতভর) ; পরিমিত (তোলাভর)। [<ভরিয়া]।

ভর২—(১)বি: ভার (ভর সহ্য করা) ; ভরনা, ঠেকনা, নির্ভর, অবলম্বন (ভাগ্যে ভর করা, শ্রদ্ধাভরে) ; দেবতা প্রেতযোনি প্রভৃতির অধিষ্ঠান

• আদিতে ভব-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য ভব দ্র:।

(কাঁধে পেত্নী ভর করা) ; (বিজ্ঞা.) পদার্থমাত্রা, mass [বি. প.]। (২) (বাং.) বিণ: সারা, সমস্ত (ভর রাত) ; পরিপূর্ণ (ভরপেট) ; পরিমিত (পোয়াভর)। [সং. √ভৃ+অ]।

ভরণ—বি: পূর্ণকরণ ; প্রতিপালন ; বেতন ; ভৃতি। [সং. √ভৃ+অন]। বি: **-পোষণ**—অন্নবস্ত্রাদি যোগাইয়া প্রতিপালন। বিণ: **ভরণীয়, ভরণ্য, ভর্তব্য**—প্রতিপাল্য, পূরণীয়।

ভরণী—বি: (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

ভরণীয়, ভরণ্য—**ভরণ** দ্র:।

ভরত১—বি: ভারুই পাখি। [সং. ভরদ্বাজ]।

ভরত২—বি: রামচন্দ্রের বৈমাত্র ভ্রাতা ; রাজর্ষিবিশেষ ; জড়ভরত ; নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি ; শকুন্তলার পুত্র। [সং. √ভৃ+অত (র্তৃ)]।

ভরতি—(১)বিণ: ভরা, পরিপূর্ণ, পুরিত ; নিযুক্ত, বাহাল (কাজে ভরতি হওয়া), (সচ. অধ্যয়নার্থ) প্রবিষ্ট (কলেজে ভরতি হওয়া)। (২)বি: ভরতির কাজ (কলেজে বা কারখানায় ভরতি চলেছে)। [ভরা দ্র:]

ভরদ্বাজ—বি: মুনিবিশেষ ; পক্ষিবিশেষ, ভারুই পাখি। [সং.]।

ভরন—বি: তামা দস্তা ও রাং মিশ্রিত নিকৃষ্ট কাঁসাবিশেষ। [ভরা দ্র:]।

ভরনা—বি: ভার, ভর, অবলম্বন। [ভর২ দ্র:]।

ভরনিশি—বি: গভীর রাত্রি, মধ্যরাত্রি। [বাং. ভরা নিশি]।

ভরন্ত—বিণ: জলে ভরা ('ভরন্ত ডাবরী,: কৃত্তি.)। [ভরা দ্র:]।

ভরপুর, (বর্জি.) **ভরপূর**—বিণ: পরিপূর্ণ (আনন্দে ভরপুর)। [বাং. ভরা+পুরা]।

ভরপেট—(১)বিণ: পেট ভরে এমন (ভরপেট খাবার)। (২)ক্রি-বিণ: পেট ভরিয়া (ভরপেট খাওয়া)। [বাং. ভর+পেট]।

ভরভর—অব্য: (উচ্চা. ভরোভরো) প্রায় পূর্ণতার ভাবপ্রকাশক (জলে ভরভর) ; (উচ্চা. ভরভর্) গন্ধাদিদ্বারা আমোদিত বা পরিপূর্ণ হওয়ার ভাবপ্রকাশক।

ভরম—**ভ্রম**-এর প্রা. কোমল রূপ।

ভরমা—**সম্ভ্রম**-এর প্রা. কোমল রূপ।

ভরসা—বি: নির্ভর, আস্থা ; বিশ্বাস ; অবলম্বন, আশ্রয় ; আশা, আশ্বাস ('কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' : রবীন্দ্র) ; সাহস (কোন্ ভরসায় চাকরি ছাড়লে)। [বাং. ভর২ ?—তু. হি. ভরোসা]।

ভরা—(১)ক্রি: পূর্ণ করা (দুধ দিয়ে ঘটিটা ভর) ; পরিপূর্ণ হওয়া (দুধে ঘটি ভরে গেছে) ; ভরতি করা (থলিতে জিনিসপত্র ভর) ; পরিব্যাপ্ত হওয়া (দুঃখে হৃদয় ভরিল)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে, এবং—বোঝাই নৌকা (ভরাডুবি)। (৩)বিণ: উক্ত সকল অর্থে : এবং—জলে পরিপূর্ণ (ভরা নদী) ; ঘোর (ভরা সাঁঝ)। [সং. √ভৃ+বাং. আ]। **ভরা যৌবন**—পূর্ণযৌবন। **-ট**—(১)বি: পূর্তি ; পূরণ। (২)বিণ: পূরিত ; পূর্ণ। বি: **-ডুবি**—পণ্যাদিতে বোঝাই নৌকার নিমজ্জন ; (আল.) সমূহ সর্বনাশ। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পূর্ণ করান ; বোঝাই করান ; পরিব্যাপ্ত করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। বিণ: **ভরাপুরা, ভরাপূরা**—ভরপুর, পূর্ণ ; পরিপূর্ণ, জনাকীর্ণ (ভরাপুরা সংসার), প্রৌঢ় (ভরাপুরা বয়স)।

ভরাভর—বি: বিশেষ ঝোঁক, নিশ্চিত আশ্রয়। [বাং. ভরা+ভর—তু. মতামত]।

ভরি—বি: স্বর্ণরৌপ্যাদির ওজনবিশেষ ; তোলা। [দে]।

ভরিত—বিণ: পূর্ণ, পূরিত ; পোষিত, প্রতিপালিত। [সং. √ভৃ+ইত (র্ম)]।

ভর্জন—বি: ভাজার কাজ। [সং. √ভ্রস্জ্+অন (ভা)]। বিণ: **ভর্জিত, ভৃষ্ট**—ভাজা হইয়াছে এমন।

ভর্তব্য—**ভরণ** দ্র:।

ভর্তা (-র্তৃ)—(১)বি: স্বামী, পতি, রাজা ; প্রভু, মনিব। (২)বিণ: প্রতিপালনকারী। [সং. √ভৃ+তৃ (র্তৃ)]। বি.বিণ(স্ত্রী): **ভর্ত্রী**।

ভর্তি—**ভরতি** র বানানভেদ।

ভর্তৃদারক—বি: (সংস্কৃত নাটকে) রাজপুত্র। [সং. ভর্তৃ+দারক]। বি:(স্ত্রী): **ভর্তৃদারিকা**—রাজকন্যা।

ভর্তৃহীনা—বিণ(স্ত্রী): (যাহার) স্বামী মারা গিয়াছে এমন, পতিহীনা। [সং. ভর্তৃ+হীন+আ]।

ভর্ৎসক—**ভর্ৎসন** দ্র:।

ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা—বি: তিরস্কার, ধমক, নিন্দা। [সং. √ভর্ৎস্+অন (ভা), +আ]। বিণ.বি: **ভর্ৎসক**—ভর্ৎসনাকারী। বিণ: **ভর্ৎসিত**—ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত, তিরস্কৃত। বিণ(স্ত্রী): **ভর্ৎসিতা**।

ভলানটিয়ার, ভলান্টিয়ার—বি: স্বেচ্ছাসেবক ; স্বেচ্ছাকর্মী, স্বেচ্ছাসৈনিক। [ইং. volunteer]।

ভল্ল—বিঃ বর্শাজাতীয় বেধনাস্ত্রবিশেষ। [সং. √ভল্ল্+অ (ণ)]।

ভল্লাত, ভল্লাতক—বিঃ ভেলা-গাছ। [সং.]।

ভল্লুক, ভল্লূক—বিঃ অত্যন্ত শক্তিশালী পশু-বিশেষ, ঋক্ষ, ভালুক। [সং.]। বি(স্ত্রী): **ভল্লুকা, ভল্লুকী**।

ভসকা, ভস্কা—বিণঃ আঁট নাই এমন ; জলবৎ, পানসে। [ধ্বন্যাত্মক]।

ভস্ত্রা—বিঃ কামারের হাপর, জাতা ; জলের মশক, ভিস্তি। [সং]।

ভস্ ভস্—অব্যঃ ক্রমাগত বায়ুনিঃসরণের শব্দ-সূচক।

ভস্ম (-স্মন্)—বিঃ ছাই। [সং. √ভস্+মন্ (র্তৃ)]। বিণঃ **-লিপ্ত** — ছাই-মাখা। বিঃ **-লোচন**—রামায়ণোক্ত রাক্ষসবিশেষ: ইহার দৃষ্টিপাতে শত্রু ভস্মীভূত হইত। অব্যঃ **-সাৎ**—সম্পূর্ণ ছাইয়ে পরিণত বা ভস্মীভূত। বিঃ **-স্তূপ**—ছাইয়ের গাদা। বিণঃ **ভস্মাচ্ছন্ন, ভস্মাচ্ছাদিত, ভস্মাবৃত**—ছাইয়ে ঢাকা। বিঃ **ভস্মাধার**—ছাই (বিশেষতঃ শবদেহের ভস্মাবশেষ) রাখিবার পাত্র। বিঃ **ভস্মাবশেষ**—দগ্ধ পদার্থের (প্রধানতঃ ভস্মাকারে) যাহা অবশিষ্ট থাকে। বিণঃ **ভস্মিত, ভস্মীভূত**—ছাইয়ে পরিণত; সম্পূর্ণ বিনাশিত। বিঃ **ভস্মীকরণ**—(প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে) ভস্মে পরিণত করা। বিণঃ **ভস্মীকৃত**—ভস্মে পরিণত করা হইয়াছে এমন।

ভা—বিঃ দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতিঃ; আলোক, কিরণ। [সং. √ভা+অ (ভা)]।

ভাই—বিঃ ভ্রাতা, সহোদর, ভ্রাতা সখা সঙ্গী নাতি বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন। [সং. ভ্রাতৃ]। বিঃ **-জ**—ভ্রাতৃজায়া, ভাজ। বিঃ **-ঝি** ভাইয়ের মেয়ে, ভ্রাতুষ্পুত্রী। বিঃ **-পো**—ভাইয়ের ছেলে, ভ্রাতুষ্পুত্র। বিঃ **-ফোঁটা**—ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় ভগ্নী কর্তৃক ভ্রাতার কল্যাণকামনায় তাহার কপালে ফোঁটা দেওয়া ও তদুপলক্ষে উৎসব। বিঃ **-বেরাদার** — আত্মীয়স্বজন ('ভাইবেরাদার পালাও এখন' : কাজি) [বাং. ভাই+ফা. বেরাদর]। বিঃ **-বৌ**—ভ্রাতার পত্নী।

ভাউলিয়া, (কথ্য) **ভাউলে**—বিঃ বাসের ঘরের ব্যবস্থাযুক্ত নৌকাবিশেষ। [সং. বহল]।

ভাও—বিঃ ভাব, হালচাল; দাম, দর, মূল্য। [হিং. <সং. ভাব]।

ভাওলি, ভাওলী—বিঃ জমিদারকে খাজনার পরিবর্তে দেয় শস্য। [দেশী]।

ভাং—বিঃ সিদ্ধিগাছ; সিদ্ধিগাছের পাতাদ্বারা প্রস্তুত মাদকবিশেষ। [সং. ভঙ্গা]।

ভাংচি—বিঃ নিরস্ত বা বিরোধী করিবার জন্য প্রদত্ত কুমন্ত্রণা, ভাঙ্গানি। [<সং. √ভঞ্জ্ বা ভঙ্গ]।

ভাংটী—বিঃ (প্রাদে.) খুচরা টাকাপয়সা। [ভাঙ্গা দ্রঃ]।

ভাঁওতা—বিঃ ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা, ফাঁকি।

ভাঁজ—বিঃ পাট, তা, দুমড়ান, মোড়া। [ভাঁজা দ্রঃ]।

ভাঁজা—(১)ক্রিঃ ভাঁজ করা, (প্রধানতঃ সঙ্গীতের সুর) অভ্যাস বা আলাপ করা; (মুগুরাদি) সঞ্চালন করা; (খেলার তাসের) বিন্যাস নষ্ট করা; (প্রধানতঃ মন্দার্থে) মতলব ফন্দি ফিকির প্রভৃতি স্থির করা বা আঁটা। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং √ভন্জ্+বাং. আ]।

ভাঁট—বিঃ ঘেঁটুফুলের গাছ। [সং. ভাণ্ডীর]।

ভাঁটা$_1$—বিঃ বাঁটুল, খেলিবার গোলকবিশেষ। [দেশী]।

ভাঁটা$_2$—**ভাটা**-র রূপভেদ।

ভাঁটি—**ভাটি**-র রূপভেদ।

ভাঁটুই—বিঃ তৃণবিশেষ ও উহার সকণ্টক ফল (উহা সহজেই কাপড়ে ফুটিয়া যায়)। [?]

ভাঁড়$_1$—বিঃ ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রবিশেষ। [সং. ভাণ্ড]।

ভাঁড়$_2$—বিঃ নাপিতের অস্ত্রাধার। [সং ভাণ্ডি]।

ভাঁড়$_3$—বিঃ বিদূষক, পরিহাসদক্ষ ব্যক্তি। [সং. ভণ্ড]।

ভাঁড়$_4$—বিঃ ভাঁড়ার। [সং. ভাণ্ডার]। **ভাঁড়ে ভবানী**—ভাণ্ডার শূন্য; নিঃস্ব অবস্থা।

ভাঁড়া—ক্রিঃ প্রতারণা করা, ছলনা করা; প্রতারণার উদ্দেশ্যে গোপন করা (নাম ভাঁড়িয়েছে)। [সং. √ভণ্ড্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ভাঁড়া; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-ভাঁড়ি**—ক্রমাগত প্রতারণা।

ভাঁড়ামি, ভাঁড়াম, ভাঁড়ামো—বিঃ প্রতারণা, ছলনা, রঙ্গকৌতুক, বিদূষকের আচরণ। [বাং. ভাঁড়$_3$ + -আমি, -আম, -মো]।

ভাঁড়ার, ভাঁড়ারি (-রী)—যথাক্রমে **ভাণ্ডার** ও **ভাণ্ডারী**-র কথ্য রূপ।

-ভাক্ (-ভাজ্)—বিণঃ অংশী, ভাগী (ধনভাক্, পাপভাক্)। [সং. √ভজ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

ভাঁত—**ভাত**-র বানানভেদ।

ভাক্ত—বিণ: গৌণ (তু. মুখ্য), অপ্রধান; লাক্ষণিক; ঔপচারিক; কপট (ভাক্ত বৈষ্ণব)। [সং. ভক্ত+অ]।

ভাগ১—**ভাগ্য**-এর কোমল রূপ ('আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু' : বিদ্যা.)।

ভাগ২—বি: বিভাগ, বাটোয়ারা (দেশভাগ); টুকরা, খণ্ড (শতভাগে পরিণত); অংশ, বখরা (আমার ভাগ); কালাংশ (দিবাভাগ); স্থান, প্রদেশ (নিম্নভাগ), ভাগ্য (মহাভাগ); (গণি.) বিভাজন, হরণ। [সং. √ভজ্+অ (র্ম, ভা)]। বি: **-চাষী**—যে চাষী কেবল ফসলের ভাগ লইয়া পরের জমি চাষ করে। **-ধেয়**—(১)বিণ: দায়াদ, উত্তরাধিকারী; (২)বি: ভাগ; রাজস্ব; ভাগ্য। বি: **-ফল**—এক রাশিকে অপর রাশিদ্বারা ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যায়। বি: **-বাঁটা**—ভাগাভাগি, অংশাদি বিভাজন। বি: **-বাটোয়ারা**—অংশে অংশে ভাগ করিয়া বাঁটিয়া দেওয়া। বি: **-শেষ**—(গণি.)—বিভাজিত হইবার পর রাশির যে অংশ অবশিষ্ট থাকে। বিণ: **-হর**—অংশগ্রহণকারী। বি: **-হার**—অংশগ্রহণ, ভাগ করার প্রণালী। **ভাগের মা গঙ্গা পায় না**—(আল.) ভাগাভাগির কাজ সুসিদ্ধ হয় না।

ভাগনা, ভাগনে—**ভাগিনেয়**-র কথ্য রূপ। স্ত্রী: **ভাগনী**।

ভাগবত—(১)বিণ: ভগবদ্‌বিষয়ক; ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব। (২)বি: ভক্তিমার্গের সাধক (পরম-ভাগবত); শ্রীমদ্ভাগবত-নামক পুরাণবিশেষ। [সং. ভগবৎ+অ]।

ভাগা১—বি: (প্রাদে.) পৃথক পৃথক ভাগ (ভাগা দিয়ে বিক্রি করা)। [বাং. ভাগ২+আ]।

ভাগা২—(১)ক্রি: পলায়ন করা। (২)বি: উক্ত অর্থে। [সং. ভঞ্জ—তু হি. ভাগ্‌না]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: তাড়ান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

ভাগাড়—বি: যেখানে মৃত গবাদি পশু ফেলা হয়। [দেশী]।

ভাগান, ভাগানো—**ভাগা**২ দ্র:।

ভাগাভাগি—বি: নিজেদের মধ্যে বণ্টন, আপসে ভাগ। [বাং. ভাগ+আ+ভাগ+ই]।

ভাগি—**ভাগ্য**-এর কোমল প্রাচীন রূপ। ('হামারি আছল কত পুরবক ভাগি' : বিদ্যা.)।

ভাগিনেয়, (কথ্য) ভাগনা—(বি: পুরুষের পক্ষে) ভগিনীর পুত্র; (স্ত্রীলোকের পক্ষে) ননদের পুত্র। [সং. ভগিনী+এয়]। বি(স্ত্রী): **ভাগিনেয়ী, (কথ্য) ভাগনী**।

ভাগী১ (-গিন্)—বিণ.বি: ভাগ পাইবার অধিকারী (সম্পত্তির ভাগী)। [সং. ভাগ+ইন্]। বিণ.বি(স্ত্রী): **ভাগিনী**। বি: **-দার**—অংশীদার।

ভাগী২ (-গিন্)—বিণ: গ্রহণকারী (পাপভাগী)। [সং. √ভজ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভাগিনী**।

ভাগী৩—বিণ: (ব্রজ.) ভাগ্যবান্, ভাগ্য ('সো পাওয়ে বহুভাগী' : বিদ্যা.)।

ভাগীদার—**ভাগী**১ দ্র:।

ভাগীরথী—বি: ভগীরথ কর্তৃক আনীত নদী, গঙ্গা, জাহ্নবী; (ভূগো.) গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। [সং. ভগীরথ+অ+ঈ]।

ভাগ্না, ভাগ্নী—যথাক্রমে **ভাগনা** ও **ভাগনী**-র বানানভেদ।

ভাগ্য—বি: অদৃষ্ট, নিয়তি, কপাল, নসিব, বরাত (ভাগ্য-গণনা); সৌভাগ্য (ভাগ্যবান্)। [সং. ভজ্+য (র্ম)]। ক্রি-বিণ: **-ক্রমে, -গুণে, ভাগ্যে**—সৌভাগ্যবশত:। বি: **-গণনা**—জ্যোতিষদ্বারা ভাগ্যের ফলাফল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়। বি: **-চক্র**—ঘূর্ণায়মান চক্রবৎ ভাগ্য, সর্বদা পরিবর্তনশীল অদৃষ্ট। বি: **-দেবতা, -বিধাতা** (-তৃ)—যে দেবতা অদৃষ্টের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন; ভাগ্যের অধিদেবতা। বি(স্ত্রী): **-দেবী, -বিধাত্রী**। বিণ: **-ধর**—ভাগ্যবান্। বি: **-ফল**—মানুষের ভাগ্যে নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ শুভাশুভ। বিণ: **-বন্ত, -মন্ত**—(কথ্য) ভাগ্যবান্। বি: **-বল**—ভাগ্যের আনুকূল্য; সৌভাগ্য। বিণ: **-বান্** (-বৎ)—সৌভাগ্যশালী। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বি: **-বিপর্যয়**—অদৃষ্টের দুরবস্থাপ্রাপ্তি, দুর্ভাগ্য। বি: **-রেখা**—জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী হাতের তালুর যে রেখায় ভাগ্যের নির্দেশ থাকে। বি: **-লিখন, -লিপি**—পূর্বাহ্নে নির্দিষ্ট ভাগ্যের গতি। বিণ: **-হত, -হীন**—হতভাগ্য। বিণ(স্ত্রী): **-হতা, -হীনা**। বি: **-হীনতা**। বিণ: **ভাগ্যায়ত্ত**—দৈবাধীন। বি: **ভাগ্যোদয়**—সৌভাগ্যের সঞ্চার।

ভাগ্যি—(১)বি: ভাগ্য। (২)অব্য: ভাগ্য ভাল তাই, সৌভাগ্যের বিষয় যে (ভাগ্যি এলে)। [সং. ভাগ্য]। বিণ: **-মান্**—ভাগ্যবান্। বিণ(স্ত্রী):

• আদিতে **ভাগ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **ভাগ**২ দ্র:।

-আনী। অব্যঃ **-স**—সৌভাগ্যের বিষয় যে (ভাগ্যিস যাওনি !)।

ভাগ্যোদয়—ভাগ্য দ্রঃ।

ভাঙ, ভাঙ্গ—**ভাং**-এর বানানভেদ।

ভাঙচি, ভাঙ্গচি—**ভাংচি**-র বানানভেদ।

ভাঙটা, ভাঙ্গটা—**ভাংটা**-র বানানভেদ।

ভাঙড়, ভাঙ্গড়—বিণঃ সিদ্ধিখোর। [বাং. ভাঙ, ভাঙ্গ+ড়]। বিঃ **-ভোলা**—শিব।

ভাঙ্গন১, **ভাঙন**১—বিঃ ভাঙ্গিয়া পড়া, নদীর পাড় ধসা; (আল.) অবনতির সূত্রপাত (জমিদারিতে ভাঙ্গন ধরেছে)। [ভাঙ্গা দ্রঃ]।

ভাঙ্গন২, **ভাঙন**২—বিঃ মৎস্যের শ্রেণীবিশেষ। [দেশী]।

ভাঙ্গভাঙ্গ—বিণঃ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে এমন, ভগ্নপ্রায়; প্রায় শেষ। [ভাঙ্গা দ্রঃ]।

ভাঙ্গা, ভাঙা—(১)ক্রিঃ ভগ্ন বা চূর্ণ করা বা হওয়া (পাথর ভাঙ্গা); মন্দ অবনত বা হীনতাপ্রাপ্ত হওয়া বা করা (কুল বা কপাল ভাঙ্গা); দুর্বল বা হতাশ করা বা হওয়া (মন ভাঙ্গা); দূর হওয়া বা করা, ঘুচা বা ঘুচান (ঘুম বা মান ভাঙ্গা); নষ্ট পণ্ড বাতিল বা ছিন্ন করা বা হওয়া (সম্বন্ধ ভাঙ্গা); প্রকাশ করা, বিশদ করা (কথাটা সে ভাঙল না, ভাঙ্গিয়া বলা); বিকৃত বা অস্বাভাবিক হওয়া (গলা ভাঙ্গা); হাঁটিয়া অতিক্রম করা (বহু দূর পথ ভাঙ্গা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এমন; ভগ্ন, চূর্ণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত ('ভাঙা দেউলের দেবতা': রবীন্দ্র); ভাঙ্গে এমন, চূর্ণকর (হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি); স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল (ভাঙ্গা শরীর); হতাশ (ভাঙ্গা হৃদয়); মন্দ (ভাঙ্গা কপাল); অবরুদ্ধ (ভাঙ্গা গলা); অশুদ্ধ বা বিকৃত (ভাঙ্গা ইংরেজী)। [সং. √ভন্‌জ্‌+বাং. আ]। **ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা**—দুঃসময় বা দুরদৃষ্ট শেষ হওয়া, ভাগ্য ফেরা। **ভাঙা হাট**—দিনের বেচা-কেনা অবসানপ্রায় হওয়ায় অধিকাংশ দোকানি-পসারী দোকানপত্র ভাঙ্গিয়া যে হাট হইতে চলিয়া গিয়াছে বা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। বিঃ **-গড়া**—কোন বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বা ধ্বংস করিয়া পুনরায় গঠন। বিণঃ **-চুরা, -চোরা**—ভগ্নতাপ্রাপ্ত, টুটাফুটা। বিণঃ **ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, ভাঙা-ভাঙা**—ভগ্নপ্রায়; বিকৃত, অশুদ্ধ (ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দী); অর্ধস্ফুট, আধো-আধো (ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা)। ক্রিঃ **ঘাড় ভাঙ্গা, মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা**—(আল.) কৌশল-পূর্বক অপরের খরচে নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করা।

ভাঙ্গান, ভাঙ্গানো, ভাঙান, ভাঙানো—(১)ক্রিঃ ভগ্ন বা চূর্ণ করান; দূর করা, ঘুচান (ঘুম বা মান ভাঙ্গান); ভাঙচি দিয়া প্রতিকূল করা বা বিচ্ছিন্ন করা (মন ভাঙ্গান, ঘর ভাঙ্গান); বিনিময়ে খুচরা পাওয়া (টাকা ভাঙ্গান)। (২)-বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. √ভাঙ্গা, ভাঙা+আন]। **ভাঙ্গানি, ভাঙানি, ভাঙ্গানী, ভাঙানী**—(১)বিঃ খুচরা মুদ্রা; ভাঙচি; (২)-বিণ(স্ত্রী): ভাঙচি দিয়া বিচ্ছেদ জন্মায় এমন (ঘরভাঙ্গানী বউ)। বিণ(পুং): **ভাঙ্গানে, ভাঙানে**।

ভাঙ্গী১—বিণঃ ভাঙ্গখোর, ভাঙড়। [ভাং দ্রঃ]।

ভাঙ্গী২—বিঃ মেথর, ধাঙড়। [হি.]।

ভাজ—বিঃ ভাইয়ের স্ত্রী। [সং. ভ্রাতৃজায়া]।

ভাজক—(১)বিণঃ ভাগকারী। (২)বিঃ (গণি.) যাহাদ্বারা ভাগ করা যায় এমন রাশি, divisor। [সং. √ ভাজ্‌+অক (র্তৃ, ণো)]।

ভাজন—বিঃ পাত্র, আধার (স্নেহভাজন); ভাগ করা। [সং. √ভাজ্‌+অন (র্ম, ভা)]।

ভাজনা—বিণঃ ভাজিবার কার্যে ব্যবহৃত (ভাজনা খোলা)। [ভাজা দ্রঃ]।

ভাজা—(১)ক্রিঃ ভর্জিত করা, তপ্ত তৈলাদিতে বা কেবল তাপে রন্ধন করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ ভ্রস্‌জ্‌+বাং. আ]। বিণঃ **ভাজাভাজা**—প্রায় ভর্জিত; (আল.) জ্বালাতন। বিঃ **-ভুজা, -ভুজি**—ভাজা খাবার।

ভাজি—বিঃ ভাজা তরকারি। [ভাজা দ্রঃ]।

ভাজিত—বিণঃ বিভক্ত; পৃথক্‌কৃত। [সং. √ভাজ্‌+ত (র্ম)]।

ভাজ্য—(১)বিণঃ ভাগযোগ্য, ভাগার্হ। (২)বিঃ (গণি.) যে রাশিকে অন্য রাশিদ্বারা ভাগ করিতে হইবে, dividend। [সং. √ভাজ্‌+য]।

ভাট—বিঃ জাতিবিশেষ, বংশপরিচয়দান-ব্যবসায়ী; বন্দী, স্তুতিপাঠক। [সং. ভট্ট]।

ভাটক—বিঃ গাড়িভাড়া; ভাড়া; বেতন; মজুরি; কর, খাজনা। [সং.]।

ভাটা—বিঃ নদীতে বা সমুদ্রে জলস্ফীতির হ্রাস; নদীর স্বাভাবিক স্রোতের দিক্‌; (আল.) অবনতি, পতনের দিকে গতি (ঐশ্বর্যে বা যৌবনে ভাটা পড়া)। [দেশী]।

ভাটি১—বিঃ (প্রধানতঃ ইষ্টকাদি পোড়াইবার) চুল্লী; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র; মদ চুয়াইবার পাত্র বা স্থান। [তু. হি. ভট্টী <সং. ভ্রাষ্ট্র]।

ভাটি২—বিঃ নদ্যাদির স্বাভাবিক স্রোতের দিক্, উজানের বিপরীত; নিম্নদিক। [ভাটা দ্রঃ]।

ভাটিয়ালি, ভাটিয়ালী, (বিরল) **ভাটিয়ারী**—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ (ভাটার স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া যে রাগিণীতে গান গাওয়া হয়)। [ভাটা দ্রঃ]।

ভাড়া—(১)বিঃ সাময়িক ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কালান্তরে দেয় অর্থ, কেরায়া (বাড়িভাড়া, গাড়িভাড়া); মজুরি (কুলিভাড়া)। (২)বিণঃ ভাড়ার শর্তে নিযুক্ত বা নিয়োগযোগ্য (ভাড়া-বাড়ি বা ভাড়া-গাড়ি)। [সং. ভাটক]। ক্রিঃ **ভাড়া করা**—ভাড়া দিবার শর্তে অপরের দ্রব্য নিজের কাজের জন্য লওয়া। ক্রিঃ **ভাড়া খাটা**—ভাড়া লইয়া পরের কাজে লাগা। **-টিয়া,** (চলিত) **-টে**—(১)বিণঃ ভাড়ার বিনিময়ে পাওয়া যায় এমন (ভাড়াটিয়া বাড়ি); ভাড়া খাটে এমন, ঠিকা (ভাড়াটে লেখক); কেবল অর্থের লোভে অসত্য বা অন্যায় কিছু করে এমন (ভাড়াটে সাক্ষী); (২)বিঃ ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা।

ভাণ১—**ভান**-এর অশু. রূপ।

ভাণ২—বিঃ সংস্কৃত রূপক-নাটকবিশেষ। [সং √ভণ্ +অ (ধি)]।

ভাণ্ড—বিঃ পাত্র, আধার, ভাঁড়, পেটিকা; বাদ্যযন্ত্র, মূলধন, পুঁজি। [সং.]।

ভাণ্ডা, ভাণ্ডান, ভাণ্ডানো—ক্রিঃ (প্রা. কা.) ভাঁড়ান, প্রতারণা করা। [সং. √ভণ্ড্]।

ভাণ্ডার—বিঃ ধন খাদ্য বা অন্য বস্তু সংরক্ষণের স্থান, ভাঁড়ার। [সং.]। বিঃ **ভাণ্ডারী** (-রিন্)—ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, ভাঁড়ারী, ধনরক্ষক।

ভাণ্ডীর—বিঃ বটগাছ; ভাঁট বা ঘেঁটু গাছ। [সং. ভাণ্ড+ √ঈর+অ (র্তৃ)]।

ভাত১—বিণঃ আলোকিত, উদ্ভাসিত। [সং. √ভা+ত (র্তৃ)]।

ভাত২—বিঃ গরম জলে চাউল সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত খাদ্য, অন্ন। [সং. ভক্ত]। **ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না**—(আল.) পয়সা জোগাইতে পারিলে সর্বদাই অনুচর বা সহচর লাভ করা যায়। বিঃ **-কাপড়**—অন্নবস্ত্র। ক্রিঃ **ভাত মারা**—অন্ন ভোজন করা; বেকার বসিয়া বসিয়া খাইয়া অন্ন ধ্বংস করা; রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করা। ক্রিঃ **ভাতে মারা—মারা দ্রঃ**। বিণঃ **ভাতুড়িয়া, ভাতুড়ে**—অন্নের জন্য পরের গলগ্রহ। বিণঃ **ভাতুয়া, ভেতো**—প্রধানতঃ ভাতই খায় এমন, ভাত খাইতে ভালবাসে এমন; (আল.) দুর্বল, নির্জীব, ভীতু। **ভাতে**—(১)বিণঃ ভাতের সহিত সিদ্ধ-করা (আলু ভাতে); গরম ভাতের ভাপে সিদ্ধ (মাছ ভাতে); (২)বিঃ ঐরূপভাবে সিদ্ধ-করা তরকারি বা মাছ। বিঃ **ভাতে-ভাত** ভাত ও ভাতের সহিত সিদ্ধ-করা তরকারি।

ভাতা১—বিঃ অতিরিক্ত বেতন; খাদ্যাদির ব্যয়-নির্বাহার্থ অর্থ; বৃত্তি। [সং. ভৃতি]।

ভাতা২—ক্রিঃ দীপ্তি পাওয়া, জ্বলা; শোভা পাওয়া; প্রকাশ পাওয়া, উদিত হওয়া। [সং. √ভা]।

ভাতার—বিঃ (অশি.) স্বামী। [সং. ভর্তা]। বিণ.বিঃ **-খাকি, -খাকী, -খাগী**—(গালিতে) স্বামিহন্ত্রী।

ভাতি১—বিঃ দীপ্তি, প্রভা, দ্যুতি; কান্তি; শোভা, আবির্ভাব, প্রকাশ ('যেন ঘোর নিশাভাতি'. রবীন্দ্র)। [সং. √ভা+তি (ভা)]।

ভাতি২—বিঃ প্রকার, রকম ('প্রিয়বাক্য নানা-ভাতি': ভক্ত); নির্মাণ, রচনা; রচনাকৌশল, গঠন ('দুই লোচন সুভাতি': চৈ ভা.); সাদৃশ্য, তুলনা। [সং. ভক্তি]।

ভাতিজা—বিঃ ভাইপো। [হি. ভাতীজা <সং. ভ্রাতৃজ]।

ভাতুড়িয়া, ভাতুড়ে, ভাতুয়া, ভাতে—ভাত দ্রঃ।

ভাদর—ভাদ্র-র কোমল রূপ। বিণঃ **ভাদুরে**—ভাদ্রমাসীয়।

ভাদ্দর—ভাদ্র-র কথ্য রূপ।

ভাদ্দরবউ—ভাদ্রবধূ-র কথ্য রূপ।

ভাদ্দুরে—বিণঃ (কথ্য) ভাদ্রমাসীয়। [ভাদ্দর দ্রঃ]।

ভাদ্র—বিঃ বাঙ্গালা বৎসরের পঞ্চম মাস। [সং.]। বিঃ **-পদ**—ভাদ্রমাস। বিঃ **-পদা**—পূর্বভাদ্রপদা নক্ষত্র। বিঃ **-পদী**—ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা-তিথি।

ভাদ্রবধূ—বিঃ (প্রধানতঃ কনিষ্ঠ) ভ্রাতার পত্নী। [সং. ভ্রাতৃবধূ]।

ভান১—বিঃ ছল, কৃত্রিম আচরণ। [সং. √ভা +অন (ভা)]।

ভান২—বিঃ দীপ্তি; শোভা; প্রকাশ; জ্ঞান। [সং. √ভা+অন (ভা)]।

ভানা—(১)ক্রিঃ শস্য হইতে তুষ পৃথক্ করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ভন্‌জ্+বাং.-আ]। বিঃ **-ই**—ভানার কাজ বা মজুরি। ক্রিঃ **-ন**, **-নো**—অন্যের দ্বারা শস্য নিস্তুষ করা। বিঃ **-নি**—ভানাই।

ভানু—বিঃ সূর্য; কিরণ, কান্তি। [সং √ভা+নু (র্তৃ, ভা)]। বিণ(স্ত্রী): **-মতী**—কান্তিমতী, সুন্দরী। বিণ(পুং): **-মান্‌** (-মৎ)। **ভানুমতীর খেলা**—(বিক্রমাদিত্যের পত্নী ও ভোজরাজের কন্যা ভানুমতী জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া) জাদুবিদ্যা, ভোজবাজি, ইন্দ্রজাল।

ভাপ, ভাপরা—বিঃ গরম বাষ্প; উত্তাপ; গরম সেক। [সং. বাষ্প]। বিণঃ **-সা**—অবরুদ্ধ বাষ্প বা তাপের মত (ভাপসা গরম); বায়ুচলাচলহীন অবরুদ্ধ অবস্থাজাত (ভাপসা গন্ধ)। ক্রিঃ **ভাপা**—ভাপযুক্ত হওয়া বা করা। **-ন**, **-নো**—(১)ক্রিঃ ভাপযুক্ত করা, ভাপ দেওয়া, (২)বিঃ-বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

ভাব—বিঃ জন্ম, উৎপত্তি, সৃষ্টি; অস্তিত্ব, সত্তা, অভাবের বৈপরীত্য; অভিপ্রায়; (মনোভাব), মানসিক অবস্থা (ভাবান্তর), স্বভাব, প্রকৃতি (তার ভাবখানাই ঐ); প্রীতি, প্রণয় (দুজনের মধ্যে ভাব আছে), প্রকার, রকম (সম্পূর্ণ-ভাবে); নিগূঢ় অর্থ, মর্ম (কবিতার ভাব), চিন্তা, ধ্যান (ভাবমগ্ন), ভক্তি, আবেশ (ঠাকুর ভাবে বিভোর হলেন); অনুভূতির আধিক্য, হৃদয়াবেগ, emotion (স্থায়িভাব, ব্যভিচারি-ভাব ইত্যাদি)। [সং. √ভূ+অ (ভা)]। ক্রিঃ **ভাব করা**—বন্ধুত্বস্থাপন করা। ক্রিঃ **ভাব লাগা**—ভাবাবেশ হওয়া। ক্রিঃ **ভাব হওয়া**—পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া, কলহান্তে পুনর্মিলন হওয়া। বিণঃ **-গত**—নিগূঢ় অর্থ বা চিন্তাধারা সম্বন্ধীয়। বিঃ **-গতিক**, **-ভঙ্গি**—অভিপ্রায় ও চেষ্টা; চালচলন; ধরন। বিণঃ **-গর্ভ**—ভাবপূর্ণ, নিগূঢ় অর্থপূর্ণ। বিণঃ **-গ্রাহী** (-হিন্‌)—নিগূঢ় অর্থ অবধারণে সক্ষম, মর্মজ্ঞ। বিণঃ **-প্রবণ**—অনুভূতির আধিক্যযুক্ত, আবেগপরায়ণ। বিঃ **-প্রবণতা**। বিঃ **-বাচ্য**—(ব্যাক.) যে বাচ্যে ক্রিয়ার অর্থই প্রধান। বিণঃ **-বিলাসী** (-সিন্‌)—কল্পনাপ্রিয়। বিণঃ **-ব্যঞ্জক**, **-সূচক**—অর্থ-প্রকাশক। বিঃ **-মূর্তি**—ধ্যান বা কল্পনার দ্বারা গঠিত মূর্তি, image। বিণঃ **ভাবাত্মক**—ভাব-পূর্ণ, ভাবময়; ভাবপ্রকাশক। বিঃ **ভাবানুষঙ্গ**—এক বিষয় চিন্তনকালে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা, association of ideas। বিণঃ **ভাবানুগ**—স্বভাবানুযায়ী; স্বাভাবিক। বিঃ **ভাবান্তর**—মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। বিঃ **ভাবাবেশ**—হৃদয়াবেগজনিত বিহ্বলতা; ভাবের উদ্রেক বা সঞ্চার। বিঃ **ভাবাভাস**—ভাবের আভাস বা ইঙ্গিত, অস্পষ্ট ভাব। বিঃ **ভাবার্থ**—নিগূঢ় অর্থ, মর্ম। বিণঃ **ভাবালু**—ভাব-প্রবণ। বিঃ **ভাবোচ্ছ্বাস**—প্রবল আবেগ বা ভাব। বিঃ **ভাবোদয়, ভাবোন্মেষ**—ভাবের সঞ্চার। বিণঃ **ভাবোদ্দীপক**—ভাব সঞ্চার-কারী, ভাবের প্রেরণাদায়ক। বিঃ **ভাবোদ্দীপন**—ভাবের সঞ্চার। বিণঃ **ভাবোন্মত্ত**—ভাবে অভিভূত। বিঃ **ভাবোন্মাদ**—ভাবজনিত আকুলতা বা মত্ততা।

ভাবক—বিণঃ চিন্তাকারী; উৎপাদক। [সং. √ভূ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

ভাবন—বিঃ চিন্তন; কল্পনা বা ধ্যান করা; সৃজন; স্রষ্টা; প্রসাধন ও সজ্জিত করা। (ঔষধাদির) শোধন বা সংস্কার (বিশেষতঃ কোনও রসজাতীয় দ্রব্যে ভিজাইয়া রাখা)। [সং. √ভূ+ণিচ্+অন (ভা)]। বিঃ **ভাবনা**—চিন্তা; দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ; ঔষধাদি বারংবার চূর্ণকরণ ও শোধন। বিণঃ **ভাবনীয়**—উদ্ভাবনসাধ্য, চিন্তনীয়।

ভাবা—(১)ক্রিঃ চিন্তা করা; দুশ্চিন্তা করা; বিচার বা বিবেচনা করা (ভেবে স্থির করেছে); সঙ্কল্প করা (কি ভেবে পড়া ছাড়লে); অনুমান করা (বৃষ্টি হবে ভাবা), গণ্য করা (পণ্ডিত ভাবা); উদ্ভাবন করা (উপায় ভাবা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ভাবি—তু. ভাব]। **-ন**, **-নো**—(১)ক্রিঃ চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করা; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

ভাবাত্মক, ভাবান্তর, ভাবাবেশ, ভাবাভাস, ভাবার্থ—**ভাব** দ্রঃ।

ভাবালু—বিণঃ ভাবপূর্ণ; ভাবপ্রবণ; কল্পনা-প্রিয়। ['কৃপালু' 'দয়ালু' ইত্যাদির অনুকরণে জাত]। বিঃ **-তা**।

ভাবিক—(১)বিণঃ উদ্দীপক; স্বাভাবিক; ভাবযুক্ত,

* আদিতে **ভাব**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **ভাব** দ্রঃ।

ভবিষ্যৎকালিক ; (২)বি: কাব্যের অলঙ্কার-বিশেষ। [সং. ভাব+ইক]।
ভাবিত—বিণ: চিন্তিত ; উদ্বিগ্ন (ভাবিত হয়ে পড়া) ; প্রাপ্ত ; প্রাপিত ; শোধিত ; বাসিত। [সং. √ভূ+ণিচ্+ত (র্ম)]।
ভাবিনী১—**ভাবী১** দ্র:।
ভাবিনী২—বি: কামিনী, ভাবময়ী নারী ('ভাবের ভাবিনী রাধা')। [সং. ভাব+ইন্+ঈ]।
ভাবী১ (-বিন্)—বিণ: ভবিষ্যৎ, আগামী (ভাবী কাল) ; ভবিষ্যতে হইবে এমন (ভাবী পতি)। [সং. √ভূ+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভাবিনী১**।
ভাবী২—বি: (প্রধানত: জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতার পত্নী, ভ্রাতৃজায়া, বৌদিদি। [হি.]।
ভাবুক—বিণ: চিন্তাশীল ; কল্পনা করিতে সক্ষম ; ভাবগ্রাহী ; অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। [সং. √ভূ+উক (র্তৃ)]। বি: -**তা**।
ভাবুনে—বিণ: বিলাসপ্রিয়, প্রসাধনপ্রিয় ; রঙ্গরসপ্রিয় ; কপটতাপ্রিয়। [সং. ভাবন+বাং. ইয়া>এ]।
ভাবোচ্ছ্বাস, ভাবোদয়, ভাবোদ্দীপক, ভাবোদ্দীপন, ভাবোন্মত্ত, ভাবোন্মেষ, ভাবোন্মাদ—**ভাব** দ্র:।
ভাব্য—বিণ: ভবিতব্য, যাহা অবশ্য হইবে, সাধ্য, নিষ্পাদ্য ; চিন্তনীয়। [সং. √ভূ+য]।
ভাম—বি: খট্টাশজাতীয় জন্তুবিশেষ। [দেশী]।
ভামিনী—বি: কোপনস্বভাবা রমণী, নারী। [সং. ভাম (কোপ)+ইন্+ঈ]।
ভায়—ক্রি: (কাব্যে) দীপ্ত বা শোভা পায় ; ভাল লাগে ('মোর মনে আন নাহি ভায়' : অ. ম.)। [বাং. √ভা (সং. √ভা)]।
ভায়রা, ভায়রাভাই—বি: শ্যালীপতি। [দেশী]।
ভায়া—বি: ভাই বা ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি। [সং. ভ্রাতৃ]।
ভার—(১)বি: ওজন (লঘুভার) ; বোঝা, মোট (ভারবাহী) ; চাপ, উদ্বেগ (দুঃখের বা ঋণের ভার) ; দায়িত্ব (কাজের ভার) ; রাশি, সমূহ (কেশভার) ; বোঝাবহনের জন্য ব্যবহৃত যষ্টি-বিশেষ, বাঁক (ভার কাঁধে দইওয়ালা যায়)। (২)-(বাং.)বিণ: ভারী, অধিক ওজনবিশিষ্ট (জিনিসটা বড় ভার) ; বোঝাস্বরূপ, দুর্বহ, দুঃসহ, দুঃখপূর্ণ (জীবন ভার হয়ে উঠল) ; অপটু বা অসুস্থ (দেহটা ভার-ভার ঠেকছে) ; ক্রোধে দুঃখে বা অভিমানে ভারাক্রান্ত (মন ভার হওয়া)। [সং. √ভৃ+অ]। বি: -**কেন্দ্র**—গুরুত্বের বা ভারের ব্যাপ্তির মধ্যবিন্দু। বিণ.বি: -**বাহ, -বাহক, -বাহী** (-হিন্)—বোঝা-বহনকারী। বি: -**যষ্টি**—বাঁক। বিণ: -**সহ**—ভার বা ওজন সহ্য করিতে সক্ষম। বি: -**সাম্য**—বিভিন্ন দিকের ওজনের সমতা ; মানসিক স্থৈর্য বা অবিচলতা ; (রাজ) বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সমতা, balance of power। বিণ: -**হীন**—হালকা। বিণ: **ভারাক্রান্ত**—অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট বা দুঃখক্লিষ্ট (ভারাক্রান্ত চিত্তে)। বি: **ভারার্পণ**—ভার বা দায়িত্ব প্রদান। বিণ: **ভারার্পিত**—ভার বা দায়িত্ব পাইয়াছে এমন।
ভারুই—**ভারুই**-র রূপভেদ।
ভারত — (১)বি: ভারতবর্ষ ; পাকিস্তান-বাদে ভারতবর্ষ (ভারত-রাষ্ট্র) ; ভরতের সন্তান ; মহাভারত ; ভরত-সূত্র ; নট। (২)বিণ: ভরত-বংশীয়। [সং. ভরত+অ]। বিণ.বি: **ভারতবাসী** (-সিন্)—ভারতবর্ষের অধিবাসী। বিণ: **ভারতীয়**—ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা বাসকারী ; ভারতবর্ষ-সম্পর্কিত। বি: **ভারতমহাসাগর**—ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র।
ভারতবর্ষ—বি: হিমালয়-পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ। [সং. ভারত+বর্ষ]। বিণ: **ভারতবর্ষীয়**—ভারতে জাত ; ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয়।
ভারতী—বি: সরস্বতীদেবী ; বাণী, বাক্য, কথা ; ভাষা ; সংবাদ, বিবরণ ; সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়-বিশেষের উপাধি। [সং.]।
ভারতীয়—**ভারত** দ্র:।
ভারবাহ, ভারবাহক, ভারবাহী—**ভার** দ্র:।
ভারা—বি: উচ্চস্থানে বসিয়া কাজ করিবার জন্য বংশাদিদ্বারা নির্মিত মঞ্চবিশেষ, মাচা। [তু. ভার]।
ভারাক্রান্ত, ভারার্পণ, ভারার্পিত—**ভার** দ্র:।
ভারি—**ভারী**-র বানানভেদ।
ভারিক্কি, (প্রাদে.) **ভারিক্কে**—বিণ: গাম্ভীর্যপূর্ণ ; রাশভারী ; মুরুব্বির মত। [তু. ভার, ভারী১]।
ভারিভুরি—বি: জাঁক, আড়ম্বর, দম্ভ ('রাখ তোমার ভারিভুরি' : চৈ. ভা.)। [তু. ভার]।
ভারী১—বিণ: বেশী ওজনের, গুরুভার ; কঠিন, বড়, দায়িত্বপূর্ণ (ভারী কাজ) ; অত্যধিক, খুব (ভারী আনন্দ বা কষ্ট)। [সং. ভার+বাং. ঈ]।
ভারী২ (-রিন্)—(১)বিণ.বি: ভারবাহক। (২)বি:

যে ব্যক্তি কলসি প্রভৃতিতে ভরিয়া বাড়ি-বাড়ি জল সরবরাহ করে। [সং. ভার+ইন্]।

ভারুই—বিঃ ভরতপক্ষী। [সং. ভরত]।

ভার্যা—বিঃ পত্নী, জায়া, স্ত্রী। [সং. √ভৃ+য (র্ম) +আ (স্ত্রী)]।

ভাল১—বিঃ ললাট, কপাল; ভাগ্য। [সং.]।

ভাল২—(১)বিণঃ উত্তম (ভাল উপায়); শুভ, হিতকর (ভাল উপদেশ); নীরোগ, সুস্থ (ভাল শরীর); সৎ (ভাল লোক); নিরীহ (ভাল মানুষ); শোভন (ভাল দেখান); দক্ষ, পটু (ভাল কর্মী)। (২)বিঃ শুভ, হিত, উপকার (পরের ভাল); মঙ্গল, কল্যাণ (তোমার ভাল হউক)। (৩)অব্যঃ বেশ, আচ্ছা (ভাল, তাহাই হউক)। [সং. ভদ্রক>প্রা. ভল্লঅ]। **ভাল আপদ্, ভাল জ্বালা**—বিরক্তিকষ্ট প্রভৃতি সূচক উক্তিবিশেষ। **ভাল কথা**—হিত-বাক্য, উৎকৃষ্ট উপদেশ; ভাগ্যক্রমে মনে পড়িল: এইরূপ ভাবপ্রকাশক উক্তি। **ভাল রে ভাল**—বিরক্তি কষ্ট বিস্ময় প্রভৃতি সূচক উক্তি। **ভালয় ভালয়**—নিরাপদে। ক্রিঃ **ভাল করা**—রোগমুক্ত করা বা উপকার করা। ক্রিঃ **ভাল থাকা**—সুস্থ বা স্বচ্ছন্দ থাকা। ক্রিঃ **ভাল দেখান**—সুন্দর দেখান। ক্রিঃ **ভাল লাগা**—উত্তম তৃপ্তিকর বা স্বাদু মনে হওয়া; সুস্থ বোধ হওয়া। ক্রিঃ **ভাল হওয়া**—রোগমুক্ত হওয়া; অসৎ হইতে সৎ হওয়া; উপকার বা মঙ্গল হওয়া। বিঃ **-মন্দ**—শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল। ক্রি-বিণঃ **-মনে**—সরল হৃদয়ে।

ভালবাসা—(১)ক্রিঃ প্রণয়যুক্ত বা প্রেমযুক্ত হওয়া, অনুরাগী হওয়া, প্রীতিভাবাপন্ন হওয়া; স্নেহ করা; শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা; আসক্ত বা আকৃষ্ট হওয়া; পছন্দ করা। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে; প্রণয়, প্রেম, অনুরাগ; প্রীতি, সদ্ভাব, বন্ধুত্ব; স্নেহ; শ্রদ্ধা, ভক্তি; আসক্তি, আকর্ষণ, টান; পছন্দ। [ভাল২+বাসা৩]।

ভালমানুষ—বিঃ সৎলোক; নিরীহলোক; নির্দোষ বা নিরপরাধ ব্যক্তি। [ভাল২+মানুষ দ্রঃ]। ক্রিঃ **ভালমানুষ সাজা**—ভালমানুষির ভান করা। বিঃ **ভালমানুষি**—সততা; নিরীহ স্বভাব; দোষ-শূন্যতা বা অপরাধহীনতা। ক্রিঃ **ভালমানুষি করা**—নিরীহ ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা; (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও) ক্ষতিসাধন না করা।

ভালাই—বিঃ কল্যাণ, মঙ্গল। [বাং. ভাল২+আই]।

ভালুক, (বিরল) ভাল্লুক—**ভল্লুক**-এর কথ্য রূপ।

ভালো, ভালোবাসা—যথাক্রমে **ভাল ও ভালবাসা**-র বানানভেদ।

ভাশুর—বিঃ পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি। [সং. ভ্রাতৃ-শ্বশুর?]। বিঃ **-ঝি**—ভাশুরের কন্যা। বিঃ **-পো**—ভাশুরের পুত্র।

ভাষ, ভাষণ—বিঃ বাক্য, উক্তি, কথন; বিবৃতি। [সং. √ভাষ্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **ভাষক**—ভাষী, বক্তা, উক্তিকারী। বিণ(স্ত্রী): **ভাষিকা**। বিণঃ **ভাষিত**—কথিত, উক্ত।

ভাষা—বিঃ শব্দের সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি (মানুষের ভাষা, শিশুর ভাষা), নির্দিষ্ট কোন দেশের বা অঞ্চলের অধিবাসী কর্তৃক অথবা কোন জাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক মনের ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও তাহার প্রয়োগরীতি (ইংরেজি ভাষা, পূববঙ্গের ভাষা); অর্থপূর্ণ শব্দ দ্বারা ভাবপ্রকাশের প্রণালী (রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রূঢ় ভাষা); ভাবপ্রকাশক সঙ্কেত (জীব-জন্তুর ভাষা, আকাশের ভাষা), উক্তি, বচন (ভাষা শুনে পিত্তি জ্বলে), সংস্কৃত নহে এমন চলিত বা কথিত ভারতীয় ভাষা ('প্রেমদাস রচিল ভাষায়')। [সং. √ভাষ্+অ (ভা)+আ]। বিঃ **-জ্ঞান**—ভাষার সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য। বিঃ **-তত্ত্ব**—ভাষার উৎপত্তি বিবর্তন প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। বিণঃ **-তীত**—ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন, অনির্বচনীয়। বিঃ **-ন্তর**—অনুবাদ। বিঃ **ভাষা-ন্তরিক**—দোভাষী, interpreter [স. প.]। **-ন্তরিত**—অনূদিত।

ভাষিকা, ভাষিত—**ভাষ** দ্রঃ।

ভাষিণী—**ভাষী** দ্রঃ।

ভাষী (-ষিন্)—বিণঃ ভাষা ব্যবহারকারী, কথক (রূঢ়ভাষী, হিন্দীভাষী)। [সং. √ভাষ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভাষিণী**।

ভাষ্য—(১)বিঃ ব্যাখ্যান, সূত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (২)বিণঃ কথনীয়। [সং. √ভাষ্+য (র্ম)]। বিণ.বিঃ **-কার**—ব্যাখ্যাকারী।

ভাস—বিঃ দীপ্তি, আভা; শোভা, প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যকারবিশেষ। [সং.]।

ভাসন্ত—বিণঃ ভাসিতেছে এমন। [বাং. ভাসা+অন্ত]।

ভাসমান—বিণঃ শোভমান, দীপ্তিমান্; (বাং.) ভাসিতেছে এমন। [সং. √ভাস্+আন (মান)—তু. ভাসা]।

ভাসা—(১)ক্রিঃ জলাদি তরল পদার্থের উপরে বা

বায়ুর উপরে ভর করিয়া থাকা বা সঞ্চরণ করা; ডুবিয়া না যাওয়া (শোলা জলে ভাসে) ; উদিত হওয়া (মনে ভাসিয়া উঠা) ; প্লাবিত হওয়া (বন্যার জলে দেশ ভাসা, চোখের জলে বুক ভাসা)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: ভাসন্ত ; প্লাবিত। [সং. √ভাস+বাং. আ]। বিণ: **ভাসা-ভাসা**—অগভীর, যৎসামান্য (ভাসা-ভাসা জ্ঞান)। বি: **-ন**১ (উচ্চা ভাসান্)—নদ্যাদির জলে বিসর্জন (প্রতিমার ভাসান) ; মনসাদেবীর কাহিনী-অবলম্বনে রচিত পালা-গান ; ভাসন্ত অবস্থা। **-ন**২ (উচ্চা. ভাসানো), **-নো**—(১)ক্রি: ভাসিতে দেওয়া ('তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব' : রবীন্দ্র) ; প্লাবিত করা (কেঁদে বুক ভাসান) ; (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে।

ভাস্‌র—**ভাশুর**-এর বানানভেদ।

ভাস্কর—বি: সূর্য ; (বাং.) ধাতু প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা মূর্তি-নির্মাণকারী। [সং. ভাস্+ √কৃ+অ (র্তৃ)]। বি: **ভাস্কর্য**—(বাং.) উক্তভাবে মূর্তি-নির্মাণশিল্প।

ভাস্বতী—**ভাস্বান্** দ্র:।

ভাস্বর—বিণ: দীপ্তিমান্ ; উজ্জ্বল। [সং √ভাস্+বর (র্তৃ)]।

ভাস্বান্ (-স্বৎ)—(১)বিণ: দীপ্তিমান্ ; উজ্জ্বল। (২)বি: সূর্য। [সং. √ভাস্+বৎ]। বিণ.বি(স্ত্রী): **ভাস্বতী**।

ভি আই. পি.—বিণ: (লোক-সম্বন্ধে) অতীব বিশিষ্ট, (অন্য ক্ষেত্রে) অতীব গুরুত্বপূর্ণ। [ইং. very important personage]।

ভিক্ষা—বি: প্রার্থনা, যাচ্ঞা, দানরূপে প্রদত্ত বস্তু ; দান। [সং. √ ভিক্ষ্+অ (ভা)+আ]। বি: **-কাল**—সন্ন্যাসীর ভোজনকাল। বি: **-চর্যা**, **-বৃত্তি**—ভিক্ষারূপ পেশা। বিণ: **-জীবী** (-বিন্), **ভিক্ষোপজীবী** (-বিন্) — ভিক্ষালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবনযাপনকারী, ভিক্ষুক। বিণ(স্ত্রী): **ভিক্ষা-জীবিনী**, **ভিক্ষোপজীবিনী**। বি: **-টন**—ভিক্ষার্থ গমন, ভিক্ষাচর্যা। বি: **-ন্ন**—ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ খাদ্য। বি: **-পাত্র**, **-ভাণ্ড**—ভিক্ষালব্ধ বস্তু রাখিবার আধার। বি: **-পুত্র**—উপনয়নকালে ব্রতভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পুত্রস্থানীয় হইয়াছে এমন দ্বিজকুমার। বি: **-মা**—ঐরূপ ভিক্ষাদানকারিণী নারী। বিণ: **-র্থী** (-র্থিন্)—ভিক্ষাপ্রার্থী, যাচক। বিণ(স্ত্রী): **-র্থিনী**। বিণ: **ভিক্ষিত**—যাচিত, প্রার্থিত।

ভিক্ষু—বি: (প্রধানত: বৌদ্ধ) সন্ন্যাসী (যাহারা ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করে), শ্রমণ ; চতুর্থা-শ্রমী সন্ন্যাসী ; ভিক্ষুক। [সং. √ভিক্ষ্+উ(র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **-ণী**।

ভিক্ষুক—বিণ.বি: ভিখারী, ভিক্ষাজীবী ; ভিক্ষা-প্রার্থী, প্রার্থী। [সং. ভিক্ষু+ক (স্বার্থে)]।

ভিখ—**ভিক্ষা**-র কথ্য রূপ।

ভিখারি, ভিখারী, (কথ্য) **ভিখিরি**—বিণ.বি: ভিক্ষাজীবী ; ভিক্ষুক ; ভিক্ষাপ্রার্থী ; যাচক। [বাং. ভিখ+আরি, আরী (<সং. কারী)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **ভিখারিনী**, (বর্জি.) **ভিখারিণী**।

ভিজা—(১)ক্রি: সিক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া (বৃষ্টিতে ভিজা, রসে ভিজা) ; কোমল বা করুণাপরবশ হওয়া (মন ভিজা)। (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। [সং. অভি+ √ অনজ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: সিক্ত বা আর্দ্র করা ; কোমল বা করুণাপরবশ করা ; (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে।

ভিজিট—বি: রোগীকে পরীক্ষা করার বাবদ চিকিৎসককে প্রদেয় পারিশ্রমিক বা দর্শনী। [ইং. visit]।

ভিজে—**ভিজা** (বিণ)-র কথ্য রূপ। **ভিজে বেড়াল**—(আল.) দেখিতে নিরীহ হইলেও প্রকৃতপক্ষে দুষ্ট ও অনিষ্টসাধক ব্যক্তি।

ভিটা—বি: (প্রধানত: বংশানুক্রমিক) বাস্তুভূমি ; ঘরের ভিত, পোতা। [সং. ভিত্তি—তু. তামি. বিটি]। **ভিটামাটি চাটি করা**—বাসগৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করা। **ভিটায় ঘুঘু চরান বা সরিষা বোনা**—সর্বস্বান্ত করা, উৎসন্ন করা।

ভিটামিন—বি: খাদ্যবস্তুর যে অংশ মানুষকে জীবনীশক্তি দান করে, খাদ্যপ্রাণ। [ইং. vitamin]।

ভিটে—**ভিটা**-র কথ্য রূপ।

ভিড়—বি: বহুলোকের বিশৃঙ্খল সমাবেশ, জনতা (ভিড় জমা, ভিড় হওয়া) ; কোন প্রাণী বা অন্য কিছুর নিবিড় সমাবেশ অথবা অধিক সংখ্যায় বা পরিমাণে অবস্থিতি (পিঁপড়ের ভিড়, কাজের ভিড়)। [দেশী]।

ভিড়া—(১)ক্রি: লগ্ন হওয়া (কূলে ভিড়া) ; তীরবর্তী হওয়া (নৌকা ভিড়া) ; মিলিত হওয়া, মেশা (দলে ভিড়া)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [হি.(√ভিড়্)]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: লগ্ন করা, তীরবর্তী করা ('তরণী ভিড়াও তীরে' : রবীন্দ্র) ;

মিলিত করান (দলে ভিড়ান) ; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

ভিত—বি: দেওয়ালের বা গৃহতলের যে অংশ ভূমধ্যে প্রোথিত থাকে, ভিত্তি, বনিয়াদ ; (প্রা. কা.) দিক্, পার্শ্ব (চারি ভিতে)। [সং. ভিত্তি]।

ভিতর—(১)বি: অভ্যন্তর, মধ্য (বনের ভিতর, মনের ভিতর)। (২)বিণ: অভ্যন্তরস্থ, অন্তর্বর্তী (ভিতর মহল)। [সং. অভ্যন্তর]। বি: **-বাড়ি, বাড়ী**—অন্দরমহল। **ভিতরে ভিতরে**—তলে তলে, গোপনে।

ভিতু—**ভীতু**-র বর্ত. চলিত বানান।

ভিত্তি—বি: ভিত, বনিয়াদ ; দেওয়াল ; মূল, কারণ (ভিত্তিহীন)। [সং. √ভিদ্+তি (র্ম)]। বি: **-প্রস্তর**—বনিয়াদ নির্মাণকালে প্রথম যে প্রস্তরখণ্ড বা ইট স্থাপন করা হয়। বি: **-ভূমি**—যে ভূমি ব্যাপিয়া ভিত নির্মিত হয়। বি: **-মূল**—বনিয়াদের যে অংশ মাটির নিচে থাকে। বিণ: **-হীন**—অমূলক।

ভিদ্যমান—বিণ: ভেদ করা হইতেছে এমন। [সং. √ভিদ্+আন (মান) (র্ম)]।

ভিন—**ভিন্ন**-র কোমল রূপ। বি: **-দেশ**—অন্য দেশ, বিদেশ।

ভিন্দিপাল—বি: প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। [সং.]।

ভিন্ন—(১)বিণ: অন্য (ভিন্ন কথা) ; পৃথক্, আলাদা, স্বতন্ত্র (ভিন্ন করা) ; বিচ্যুত, বিযুক্ত, বিভক্ত, একান্নবর্তী নহে এমন (ভিন্ন হওয়া) ; ছিন্ন, বিদীর্ণ, খণ্ডিত (ছিন্নভিন্ন)। (২)(বাং.) অব্য-(অপু): ছাড়া, বিনা, ব্যতীত (সে ভিন্ন কেহ নহে)। [সং. √ভিদ্+ত (র্তৃ)]। বি: **-তা**। বিণ: **-রুচি**—পৃথক্ রুচিবিশিষ্ট। **ভিন্নার্থ**—(১)বি: অন্য তাৎপর্য বা প্রয়োজন ; (২)বিণ: অন্য তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য আছে এমন। বিণ: **ভিন্নার্থক**—ভিন্নার্থ।

ভি. পি.—বি: ডাকে প্রেরিত যে পুলিন্দাদির ডাকমাশুল গ্রহণকালে প্রাপককে দিতে হয়। [ইং. value payable post]। **ভি. পি. করিয়া**—প্রাপক ডাকমাশুল দিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া।

ভিমরুল—বি: বোলতাজাতীয় বিষধর পতঙ্গ-বিশেষ। [সং. ভৃঙ্গরোল]। **ভিমরুলের চাক**—দলবদ্ধ ভিমরুলগণ কর্তৃক নির্মিত গোলাকার বাসা। **ভিমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া**—(ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিলে যেমন দলবদ্ধ ভিমরুলের দংশন সহ্য করিতে হয় সেইরূপ) নিজের আচরণদ্বারা হিংস্র ও একতাবদ্ধ জনতাকে খেপান বা ব্যাপক শত্রুতা সৃষ্টি করা।

ভিয়া—ক্রি: সন্দেশাদি মিঠাই পাক করা। [দেশী]। বি: **ভিয়ান,** (কথ্য) **ভিয়েন**—মিঠাই পাক করার কাজ।

ভিরকুটি, ভিরকুটী—বি: ভ্রূভঙ্গি, ভেংচানি। [সং. ভৃকুটী]।

ভিরমি, ভির্মি—বি: আকস্মিক মাথাঘোরা, মূর্ছা। [সং. ভ্রমি]।

ভিল—বি: ভারতের আদিম জাতিবিশেষ। [সং. ভিল্ল]।

ভিষক্ (-ষজ্)—বি: চিকিৎসক। [সং. √ভিষজ্ (কণ্ড্বাদি)+কিপ্]।

ভিশতি, ভিস্তি, ভিস্তী—বি: জল বহনের জন্য ব্যবহৃত চর্মনির্মিত থলিবিশেষ, মশক ; মশকে করিয়া যে জল বহন ও সরবরাহ করে। [ফা. বিহিশ্ৎ]। বি: **-ওয়ালা**—যে ব্যক্তি মশকে ভরিয়া জল সরবরাহ করে।

ভিসা—বি: পাসপোর্টে বা ছাড়পত্রে বিদেশে বাসকালাদির নির্দেশসহ স্বাক্ষর, প্রবাসাজ্ঞা [স প.]। [ইং. visa]।

ভীড়—**ভিড়**-এর বানানভেদ।

ভীত—বিণ: ভয়প্রাপ্ত, শঙ্কিত। [সং. √ভী+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভীতা**। বি: **ভীতি**—ভয়, শঙ্কা, ত্রাস। বিণ: **ভীতু**—ভীরু, সহজেই ভয় পায় এমন। [সং. ভীত+বাং. উ]।

ভীম—(১)বিণ: ভীষণ, প্রচণ্ড (ভীমদর্শন, ভীম-নাদ)। (২)বি: মধ্যমপাণ্ডব, ভীমসেন। [সং. √ভী+ম]। বিণ(স্ত্রী): **ভীমা**।

ভীমপলশ্রী, (কথ্য) **ভীমপলাশী**—বি: রাগিণী-বিশেষ। [?]।

ভীমরথী, (কথ্য) **ভীমরতি**—বি: বার্ধক্যজনিত ঈষৎ বুদ্ধিভ্রংশ বা খেপামি ; (মূলতঃ) ৭৭ বৎসর ৭ মাস বয়সের সপ্তম রাত্রি। [সং.]।

ভীমরুল—**ভিমরুল**-এর বানানভেদ।

ভীমা—**ভীম** দ্রঃ।

ভীরু—বিণ: ভয়শীল, ভীতু, সহজেই ভয় পায় এমন। [সং. √ভী+রু (র্তৃ)]। বি: **-তা**। বিণ: **-ক**—ভীরু, ভয়শীল।

ভীল—**ভিল**-এর বানানভেদ।

ভীষণ—বিণ: ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ, ভয়াল। [সং:

√ভী + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভীষণা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**।

ভীষিত—বিণঃ ভয় দেখান হইয়াছে এমন। [সং. √ভী + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

ভীষ্ম—(১)বিণঃ ভীষণ। (২)বিঃ (মহা.) রাজা শান্তনু ও গঙ্গাদেবীর পুত্র এবং কৌরবপাণ্ডবের পিতামহ দেবব্রতের আখ্যা: ইনি রাজপদবর্জন এবং চিরকৌমার্যপালনের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলে 'ভীষ্ম' আখ্যা লাভ করেন। [সং. √ভী + ম (পে)। **ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা**—অতি কঠিন ও অটল প্রতিজ্ঞা।

ভুও—**ভুয়ো**-র বিরল বানান।

ভুঁই—বিঃ ভূমি; ঠাঁই, স্থান; মাটি; খেত; দেশ (বিভুঁই)। [সং. ভূমি]। বিঃ **-কুমড়া**—কুমড়ার জাতিবিশেষ। বিঃ **-চাঁপা**—সুগন্ধি ফুলবিশেষ। **-ফোড়, -ফোঁড়**—(১)বিণঃ অকস্মাৎ উচ্চ অবস্থার অধিকারী অর্থাৎ বনিয়াদী নহে এমন, হঠাৎ বড়লোক; (২)বিঃ ছত্রাকগোত্রীয় উদ্ভিদ্‌বিশেষ। [সং. ভূমিস্ফোট]। বিঃ **-মালী**—ঝাড়ুদার।

ভুঁইয়া—বিঃ (সামন্ত) নৃপতি বা জমিদার। [সং. ভৌমিক]। **বার ভুঁইয়া**—বাঙ্গালার ঐতিহাসিক দ্বাদশ ভৌমিক: (১) শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায় (২) চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, (৩) যশোহরের প্রতাপাদিত্য, (৪) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, (৫) ভূষণার মুকুন্দ রায়, (৬) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, (৭) ভাওয়ালের ফজল গাজি, (৮) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল্ল, (৯) দিনাজপুরের গণেশ রায়, (১০) তাহেরপুরের কংসনারায়ণ, (১১) পুঁটীয়ার পীতাম্বর, এবং (১২) সাতৈলের রামকৃষ্ণ।

ভুঁড়ি—বিঃ স্থূল উদর, বড় বা মোটা পেট। বিণঃ **ভুঁড়ো**—ভুঁড়িযুক্ত, ভুঁড়িওয়ালা। [দেশী]।

ভুঁদো—বিণঃ স্থূলকায়, মোটা; স্থূলবুদ্ধি, বোকা। [?]। বিণ(স্ত্রী): **ভুঁদি, ভুঁদী**।

ভুক—**ভুখ**-এর রূপভেদ।

ভুক্ত—বিণঃ ভোজন করা বা ভোগ করা হইয়াছে এমন; অন্তর্গত। [সং. √ভুজ্ + ত (র্ম)]। বিণঃ **-পূর্ব**—পূর্বে ভুক্তি। বিণঃ **-ভোগী (-গিন্)**—ভুগিয়াছে এমন। বিঃ **ভুক্তাবশেষ**—আহারের পর পাতে যাহা পড়িয়া থাকে। বিণঃ **ভুক্তাবশিষ্ট**। বিঃ **ভুক্তি**—বিঃ ভোজন; ভোগ; দখল; প্রাচীন জনপদভাগ (দণ্ডভুক্তি, তীরভুক্তি)।

ভুখ—বিঃ ক্ষুধা। [সং. বুভুক্ষা]। বিণঃ **ভুখা**—ক্ষুধার্ত। **ভুখা ভগবান্**—ক্ষুধার্ত মানব। বিঃ **ভুখা-মিছিল, ভুখ-মিছিল**—ক্ষুধার্ত জনগণের অন্নাভাবের প্রতিকার প্রার্থনায় শোভাযাত্রা ('নগরীর পথে ভুখ-মিছিলের আড়ম্বর'), hunger march।

ভুগা—(১)ক্রিঃ (দুঃখকষ্টাদি) সহ্য করা; ক্লেশ পাওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √ভুনজ্ + বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (দুঃখকষ্টাদি) সহ্য করান; ক্লেশ দেওয়া; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

ভুজ—বিঃ হাত, বাহু; (জ্যামি.) ক্ষেত্রাদির সীমানির্দেশক সরলরেখা। [সং. √ভুজ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-পাশ, -বন্ধন**—বাহুর বেষ্টন, আলিঙ্গন। বিঃ **-বল**—দেহের শক্তি।

ভুজংভাজাং—বিঃ অসত্য বা অকিঞ্চিৎকর যুক্তিতর্কাদিদ্বারা বুঝ বা প্রবোধ (ভুজংভাজাং দিয়ে দলে টানা)। [দেশী]।

ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—বিঃ সর্প। [সং. ভুজ + √গম্ + অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **ভুজগী, ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গমী**, (বাং.) **ভুজঙ্গিনী**। বিঃ **ভুজঙ্গপ্রয়াত**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

ভুজপাশ, ভুজবন্ধন, ভুজবল—**ভুজ** দ্রঃ।

ভুঞ্জন—বিঃ উপভোগ; ভোজন। [সং. √ভুজ্ + অন (ভা)]।

ভুঞ্জা—ক্রিঃ (কাব্যে) ভোগ করা; উপভোগ করা; ভোজন করা। [সং. √ভুজ্ + বাং. আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ভোগ করান বা আহার করান। বিণঃ **ভুঞ্জিত**—ভোগ বা আহার করা হইয়াছে এমন, ভুক্ত।

ভুটভাট, ভুট্‌ভাট্—অব্যঃ পেটের মধ্যে অজীর্ণজনিত শব্দ।

ভুট্টা—বিঃ শস্যবিশেষ, মকাই। [হি.]।

ভুড়্‌ভুড়, ভুড়্‌ভুড়্—অব্যঃ ক্রমাগত বুদ্‌বুদ কাটার শব্দ। বিঃ **ভুড়ভুড়ি**—বুদ্‌বুদ।

ভুতি, ভুতুড়ি—বিঃ কাঁঠালাদি ফলের মধ্যস্থ বর্জনীয় অংশ। [সং. বৃন্ত]।

ভুতুড়ে, ভূতুড়ে—(১)বিণঃ ভূত-প্রেত-সম্বন্ধীয় (ভুতুড়ে গল্প); ভূত-প্রেতদ্বারা কৃত (ভুতুড়ে কাণ্ড)। (২)বিঃ ভূতের রোজা; ভূত-প্রেত লইয়া যে ব্যক্তি কারবার করে। [সং. ভূত + বাং. উড়িয়া > উড়ে]।

ভুনিখিচুড়ি—বিঃ যে খিচুড়িতে চাল-ডাল ঘিয়ে অল্প ভাজিয়া লওয়া হয়। [হি.]।

ভুবঃ (-বস্), ভুবর্লোক—বিঃ পুরাণোক্ত সপ্তস্বর্গের অন্যতম; অন্তরীক্ষ। [সং.]।

ভুবন—বিঃ পুরাণোক্ত সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দশ লোক, জগৎ; পৃথিবী। [সং. √ভূ+অন (র্তৃ)]। বিণঃ **-বিখ্যাত**—বিশ্ববিখ্যাত। বিণঃ **-মোহন**—সর্বজনমুগ্ধকারী। বিণ(স্ত্রী): **-মোহিনী**। বিঃ **ভুবনেশ্বর**—ত্রিভুবনের অধিপতি, ঈশ্বর; ওড়িশার অন্তর্গত তীর্থস্থানবিশেষ; ঐ স্থানের শিবলিঙ্গবিশেষ। বি(স্ত্রী): **ভুবনেশ্বরী**—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা।

ভুয়া, (কথ্য) **ভুয়ো**—বিণঃ অমূলক (ভুয়ো খবর); শূন্যগর্ভ (ভুয়া প্রতিজ্ঞা বা প্রলোভন); অসার; অলীক, মিথ্যা।

ভুরভুর—অব্যঃ (গন্ধাদিদ্বারা) পরিপূর্ণ বা আমোদিত হওয়ার ভাবপ্রকাশক।

ভুরা, ভুরো—বিঃ অপরিষ্কৃত ও মোটা দানাযুক্ত চিনিবিশেষ। [দেশী]।

ভুরু, ভুরূ—ভ্রূ-র কথ্য রূপ।

ভুল—(১)বিঃ ভ্রান্তি, ভ্রম (বইখানা ভুলে ভরা); বিস্মৃতি (তরকারিতে লবণ দিতে ভুল); অযথার্থ ধারণা (বন্ধুকে শত্রু বলে ভুল); প্রলাপ (ভুল বকা)। (২)বিণঃ ভ্রান্ত, অযথার্থ (ভুল খবর); বেঠিক (ভুল অঙ্ক)। [সং. √স্খল্]। বিঃ **-চুক, -ভ্রান্তি**—বিবিধ ভুল। **ঠিকে ভুল**—যোগে ভুল। বিণ(সচ.স্ত্রী): **-নী, ভুলানী, ভুলনী**—ভোলায় এমন, বিস্মৃতিকারক; অন্যমনস্ক করে এমন; মোহগ্রস্ত করে এমন। বিণ(সচ. পুং.): **ভুলানে, ভুলনে**। ক্রিঃ **ভুলা**—ভুল করা (পথ ভুলা); বিস্মৃত হওয়া (প্রতিজ্ঞা ভুলা); মুগ্ধ হওয়া (স্তাবে ভুলা)। **ভুলান, ভুলানো**—(১)ক্রিঃ ভুল করান; বিস্মৃত করান; মুগ্ধ করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিণঃ **ভুলো**—প্রায়ই ভুল করে বা বিস্মৃত হয় এমন, বিস্মরণশীল।

ভুশ, ভুশ্—অব্যঃ জল কাদা প্রভৃতি ভেদ করার শব্দ (ভুশ করে ভেসে ওঠা)।

ভুশণ্ডি—বিঃ কাঁঠালের ভুতুড়ি। [?]। ক্রিঃ **ভুশণ্ডি ভাঙা**—ভুরিভোজন করা। **গল্পের ভুশণ্ডি ভাঙা**—ক্রমাগত একটির পর একটি গল্প বলা।

ভুশণ্ডি—**ভুশণ্ড**-র কথ্য রূপ।

ভুষা, ভুষি, ভুষো—যথাক্রমে **ভুসা, ভুসি** ও **ভুসো**-র বানানভেদ।

ভুষ্টিনাশ—বিঃ ধ্বংস (টাকার ভুষ্টিনাশ); সর্বনাশ (কাজের ভুষ্টিনাশ)। [দেশী]।

ভুসা, ভুসো১—বিঃ আগুনের ধোঁয়া হইতে উৎপন্ন কালি বা ঝুল, কাজল (ভুসাকালি)। [সং. ভস্মন্]। বিঃ **-কালি**—ভুসা হইতে প্রস্তুত কালি।

ভুসি, ভুসো২—বিঃ শস্যের গোসা বা চোকলা। [সং. বুস]। বিঃ **-মাল**—বাজে বা সারহীন বস্তু।

ভূ১ (ভূস্)—অব্য.বিঃ পুরাণোক্ত সপ্তলোকের অন্যতম, পৃথিবী। [সং. √ভূ+স্‌ক্ (র্তৃ)]।

ভূ২—বিঃ পৃথিবী; স্থল, স্থান, ভূমি (ভূভাগ)। [সং. √ভূ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-কম্প, -কম্পন**—ভূমিকম্প। বিঃ **গর্ভ**—পৃথিবী বা মৃত্তিকার অভ্যন্তর। বিঃ **-গোল**—পৃথিবীর বিবরণ, geography। বিঃ **-গোলক**—পৃথিবীর আকারাদির চিত্র ও মূর্তি সংবলিত গোলক। বিণঃ **-চর**—স্থলচর। বিঃ **-চিত্র**—মানচিত্র। বিণঃ **-ছায়া**—(গ্রহণকালে চন্দ্রে পতিত) পৃথিবীর ছায়া। বিঃ **-তত্ত্ব, -বিজ্ঞান, -বিদ্যা**—ভূপৃষ্ঠ ও তাহার নিম্নবর্তী স্তরসমূহ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, geology। বিঃ **-তল**—পৃথিবীপৃষ্ঠ; পাতাল। বিঃ **-দেব**—ব্রাহ্মণ। বিঃ **-ধর, -ভৃৎ**—পর্বত। বিঃ **-প, -পতি, -পাল**—রাজা। বিণঃ **-পতিত**—ভূপৃষ্ঠে বা মাটিব উপরে পতিত। বিণঃ **পাতিত**—ভূপৃষ্ঠে বা মাটির উপরে নিক্ষিপ্ত। বিঃ **-ভার**—পৃথিবীর পাপের বোঝা। বিঃ **-ভারত**—পৃথিবী ও ভারতবর্ষ, সমস্ত পৃথিবী। বিঃ **-মণ্ডল**—পৃথিবী, সমস্ত পৃথিবী। বিঃ **-মধ্য**—পৃথিবীর মধ্যস্থল; পৃথিবীর যে কোন স্থান (ভূমধ্যে কোথাও বায়ুশূন্য স্থান নাই)। বিঃ **-মধ্যরেখা**—(ভূগো.) পৃথিবীর মধ্যস্থল বেষ্টনকারী কল্পিত রেখা। বিঃ **-মধ্যসাগর**—ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত সাগরবিশেষ। বিণঃ **-লুণ্ঠিত**—পৃথিবীপৃষ্ঠে অর্থাৎ মাটিতে বা ধুলায় লুটাইতেছে এমন। বিঃ **-লোক**—পৃথিবী। বিঃ **-শয্যা**—মাটিরূপ শয্যা। বিঃ **-সম্পত্তি**—জমিজমা, ক্ষেতখামার, জমিদারি। বিঃ **-স্বর্গ**—মেরুপর্বত; (আল) কাশ্মীর। বিঃ **-স্বামী** (-মিন্)—জমিদার।

ভূঁই—**ভুঁই**-র বানানভেদ।

ভূঁইয়া—**ভুঁইয়া**-র বানানভেদ।

ভূকম্প, ভূকম্পন, ভূগর্ভ, ভূগোল, ভূগোলক, ভূচর, ভূচিত্র, ভূচ্ছায়া—ভূ২ দ্রঃ।

ভূত—(১)বিঃ দেবযোনিবিশেষ, শিবানুচর (ভূতনাথ); প্রেত, পিশাচ (মরে ভূত হওয়া); জীব, প্রাণী (সর্বভূত); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম

(পঞ্চভূত)। (২)বিণ: অতীত (ভূতকাল); সজ্ঘটিত, পরিণত (শিলীভূত)। [সং. √ভূ+ত (র্তৃ)]। **পাঁচ ভূত, বার ভূত**—(সচ. অবাঞ্ছিত) আত্মীয়-স্বজন পরিজন ও বন্ধুবান্ধব। **ঘাড়ে ভূত চাপা**—দুর্বুদ্ধির উদয় হওয়া। ক্রি: **ভূত ছাড়ান, ভূত ঝাড়ান, ভূত নামান**—(প্রধানত: প্রচণ্ড প্রহার-দ্বারা) ভূতের প্রভাব হইতে মুক্ত করা; (আল.) কু-প্রভাব হইতে মুক্ত করা; দুষ্টবুদ্ধি দূর করা। ক্রি: **ভূত নাচা**—শিবানুচরদের নৃত্য করা; (আল.) দৌরাত্ম্য বা গোলমাল হওয়া; অস্থিরতা বোধ করা (মাথায় ভূত নাচা)। ক্রি: **ভূতে ধরা, ভূতে পাওয়া**—প্রেতযোনিদ্বারা আক্রান্ত বা আবিষ্ট হওয়া। ক্রি: **ভূতের বেগার খাটা, ভূতের বোঝা বওয়া**—অনর্থক পরিশ্রম করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—(আল.) অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা। বি: **-ঈশ্বর**—শিব। বিণ: **-গ্রস্ত**—প্রেতাদিদ্বারা আক্রান্ত বা বা আবিষ্ট। বি: **-চতুর্দশী**—কার্তিকমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথি। বি: **-ধাত্রী, -ধারিণী**—পৃথিবী। বি: **-নাথ**—শিব। বিণ: **-পূর্ব**—পূর্বে ছিল কিন্তু এখন-আর নাই এমন, প্রাক্তন। বি: **-প্রেত**—প্রেতযোনিসমূহ। বি: **-বলি, -যজ্ঞ**—জীবে অন্নদানরূপ গৃহস্তের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য। বি: **-ভাবন**—জীবগণের সৃষ্টিকর্তা বা পালক; শিব। বিণ: **-ময়**—পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত। বি: **-যোনি**—প্রেতজন্ম; ভূত পিশাচ প্রভৃতি। বি: **-শুদ্ধি**—পূজাদিদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের সংস্কার। বি: **ভূতাবাস**—শরীর; বিষ্ণু। বিণ: **ভূতাবিষ্ট**—ভূতগ্রস্ত। বি: **ভূতাবেশ**—ভূতের আক্রমণ; ভূতগ্রস্ত অবস্থা।

ভূতত্ত্ব, ভূতল—ভূ২ দ্র:।

ভূতাবাস, ভূতাবিষ্ট, ভূতাবেশ—ভূত দ্র:।

ভূতি—বি: অণিমা মহিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য ঈশিতা বশিতা কামাবশায়িতা: এই অষ্টৈশ্বর্য, বিভূতি; উৎপত্তি; অভ্যুদয়। [সং √ভূ+তি (ণে, ভা)]।

ভূতুড়ে,—ভুতুড়ে দ্র:।

ভূদেব, ভূধর, ভূপ, ভূপতি, ভূপতিত, ভূপাতিত, ভূপাল—ভূ২ দ্র:।

ভূপালি, ভূপালী,—বি: সঙ্গীতের রাগিণী-বিশেষ। [?]।

ভূবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা; ভূভার, ভূভারত, ভূভৃৎ, ভূমণ্ডল, ভূমধ্য, ভূমধ্যরেখা, ভূমধ্যসাগর—ভূ২ দ্র:।

ভূমা (-মন্)—(১)বি: সর্বব্যাপী পুরুষ, বিরাট্; বহুত্ব। (২)বিণ: ভূয়িষ্ঠ, বহুল (ভূমানন্দ)। [সং. বহু+ইমন্]।

ভূমি—বি: পৃথিবী; ভূপৃষ্ঠ, মাটি; মেঝে (ভূমি-শয্যা); ক্ষেত্র, জমি (নিষ্কর ভূমি); স্থান (রণ-ভূমি); দেশ (জন্মভূমি); আকর, আধার (বিশ্বাসভূমি); তলা (সপ্তভূমিক প্রাসাদ); (জ্যামি.) ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুর বিপরীত দিকস্থ বাহু, base। [সং. √ভূ+মি (ধি)]। বি: **-কম্প**—ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর আন্দোলন। বি: **-গর্ভ**—পৃথিবীর অভ্যন্তর, ভূপৃষ্ঠের নিম্ন-বর্তী স্থান। বিণ: **-জ**—মাটিতে বা ক্ষেত্রে উৎ-পন্ন। বি: **-তল**—ভূপৃষ্ঠ, মাটির বা জমির উপরি-ভাগ, ভূতল। বি: **-সংস্কার**—চাষের জমির উন্নতিসাধন। বিণ: **-হীন**—কর্ষণোপযোগী জমি-বিহীন (ভূমিহীন প্রজা)। বি: **-শয্যা**—মাটিতে বা মেঝেতে শয্যা, অনাবৃত ভূমিতলরূপ শয্যা। অব্য.বিণ: **-সাৎ**—ভূমিতে পতিত; সমভূমি।

ভূমিকম্প—ভূমি দ্র:।

ভূমিকা—বি: (প্রধানত: বক্তব্য বিষয় বা গ্রন্থাদির) মুখবন্ধ, সূচনা, পূর্বাভাষ; বেশধারণ, রূপান্তর-পরিগ্রহ; অভিনেয় অংশ বা চরিত্র। [সং. ভূমি+ক+আ]।

ভূমিগর্ভ, ভূমিজ, ভূমিতল, ভূমিশয্যা—ভূমি দ্র:।

ভূমিষ্ঠ—বিণ: ভূমিতে পতিত; ভূলুণ্ঠিত; (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম); প্রসূত (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া)। [সং. ভূমি+√স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভূমিষ্ঠা**।

ভূমিসংস্কার, ভূমিসাৎ, ভূমিহীন—ভূমি দ্র:।

ভূম্যধিকারী (-রিন্)—বি: জমিদার, ভূস্বামী। [সং. ভূমি+অধিকারী]। বি(স্ত্রী): **ভূম্যধি-কারিণী**।

ভূয়: (-য়স্)—অব্য.ক্রি-বিণ: পুনরায়, প্রচুর। [সং. বহু+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **ভূয়সী**—প্রচুর, বহুল (ভূয়সী প্রশংসা)। বি: **ভূয়োদর্শন, -দর্শিতা**—বহু দেখিয়া শুনিয়া লব্ধ অভিজ্ঞতা। অব্য.ক্রি-বিণ: **ভূয়োভূয়:**—পুন:পুন:।

ভূয়সী—ভূয়: দ্র:।

ভূয়িষ্ঠ—বিণ: প্রচুর, অনেক; বহুল। [সং. বহু +ইষ্ঠ]। বি: **-তা**।

ভূয়োদর্শন, ভূয়োদর্শিতা, ভূয়োভূয়:—ভূয়: দ্র:।

ভূরি—বিণ: প্রভূত, প্রচুর, অনেক, বহু (ভূরি-

ভোজন, ভূরি ভূরি প্রমাণ)। [সং. √ভূ+রি (র্তৃ)]। অব্য.ক্রি-বিণ: **-শঃ** (-শস্)—প্রচুর-পরিমাণে ; বহুবার।

ভূর্জ—বি: কোমল বল্কলযুক্ত বৃক্ষবিশেষ। [সং.]। বি: **-পত্র**—ভূর্জবৃক্ষ ; ভূর্জবৃক্ষের বাকল (প্রাচীন-কালে কাগজের পরিবর্তে ইহাতে লেখা হইত ; বর্তমানেও কবচাদি লেখা হয়)।

ভূর্লোক—বি: পৃথিবী, ভূলোক। [সং. ভূঃ+লোক—ভূ১ দ্রঃ।

ভূলুণ্ঠিত, ভূলোক—ভূ১ দ্রঃ।

ভূশণ্ড, ভূশণ্ডী, ভূষণ্ডি—বি: পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাক ; (আল.) বহু প্রাচীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক (ঈষৎ ব্যঙ্গে)। [সং.]।

ভূশয্যা—ভূ২ দ্রঃ।

ভূষণ, ভূষা—বি: অলঙ্কার, গহনা ; সজ্জা ; শোভা ; অলঙ্কৃতকরণ। [সং. √ভূষ্+অন, অ+আ]। বিণ: **ভূষিত**—অলঙ্কৃত ; সজ্জিত ; পরিশোভিত ; বিণ(স্ত্রী): **ভূষিতা**।

ভূসম্পত্তি, ভূস্বর্গ, ভূস্বামী—ভূ১ দ্রঃ।

ভৃগু—বি: পর্বতোপরিস্থ সমতল স্থান ; পর্বতাদির ঢালুপ্রদেশ ; অত্যুচ্চ স্থান ; পৌরাণিক মুনি-বিশেষ—জমদগ্নি। [সং.]। বি: **-পদচিহ্ন**—(পুরাণে) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ ভৃগুমুনির পদাঘাতের চিহ্ন। বি: **-সুত**—শুক্রাচার্য, পরশুরাম।

ভৃঙ্গ—বি: ভ্রমর ; ফিঙা পাখি। [সং √ভৃ (+ন্)+গ (র্তৃ)]। বি: **-রোল**—ভিমরুল।

ভৃঙ্গার—বি: গাড়ু, ঝারি। [সং.]।

ভৃঙ্গারিকা—বি: ঝিঁঝিঁ পোকা। [সং.]।

ভৃঙ্গি, ভৃঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বি: শিবানুচরবিশেষ। [সং.]।

ভৃত—বিণ: বেতনাদিদ্বারা পালিত, পূর্ণ। [সং √ভৃ+ত (র্ম)]। **-ক**—(১)বিণ: বেতনগ্রহণ-কারী ; (২)বি: বেতন। বি: **ভৃতি**—বেতন ; পালন, ভরণ, পূরণ। বিণ: **ভৃতিভুক্** (-ভুজ্)—বেতনগ্রহণকারী।

ভৃত্য—বি: বেতনভোগী, চাকর। [সং. √ভৃ+য (র্ম)]।

ভৃষ্ট—বিণ: ভর্জিত, ভাজা হইয়াছে এমন। [সং. √ভ্রস্জ্+ত (র্ম)]।

ভেউভেউ—অব্য: আকুল ক্রন্দনধ্বনি, কুকুরের ডাক।

ভেংচা—ক্রি: ভেংচান। [< সং. ভঙ্গ ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: উপহাস বিরক্তি প্রভৃতি সূচক বিকৃত মুখভঙ্গি করা ; (২)বি: উক্ত অর্থে। বি: **ভেংচি, ভেঙচি, ভেঙ্গচি**—বিকৃত মুখভঙ্গি।

ভেঁপু—বি: বাঁশিবিশেষ। [দেশী]।

ভেক১—**ভেখ**-এর রূপভেদ।

ভেক২—বি: বেঙ, মণ্ডূক। [সং.]।

ভেকা, (কথ্য) ভেকো—বিণ: হতবুদ্ধি, হতভম্ব। [দেশী—তু. ভেবাচেকা]।

ভেকুট—বি: ভেটকিমাছ। [সং. ভেকট]।

ভেখ—বি: সন্ন্যাসীর বা বৈরাগীর ধর্ম ; বৈরাগীর বেশ ; ছদ্মবেশ। [সং. ভৈক্ষ্য]। বিণ: **-ধারী** (-রিন্)—সংসারত্যাগী বৈরাগ্যধর্মাবলম্বী ; ছদ্ম-বেশী ; ভণ্ড।

ভেঙা, ভেঙ্গা—**ভেংচা**-র রূপভেদ।

ভেঙান (-নো), ভেঙ্গান (-নো)—**ভেংচান**-র রূপভেদ।

ভেজা১—ক্রি: প্রেরণ করা, পাঠান। [হি. √ভেজ]।

ভেজা২—ক্রি: ভেজান। [প্রাকৃ. √ভিজ্জ < সং. √ভিদ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: (কপাট দুয়ার পাল্লা প্রভৃতি) খিল না দিয়া রুদ্ধ বা বন্ধ করা (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

ভেজা৩, ভেজান (-নো)—যথাক্রমে **ভিজা** ও **ভিজান**-র চলিত রূপ।

ভেজাল—(১)বি: নিকৃষ্ট পদার্থ যাহা উৎকৃষ্ট পদার্থের সহিত মিশান হয় ; নিকৃষ্ট দ্রব্যমিশ্রণ ; (প্রাদে.) ঝামেলা, উৎপাত, বিশৃঙ্খলা (এ কী ভেজাল !)। (২)বিণ: নিকৃষ্ট পদার্থমিশ্রিত, খাঁটি বা বিশুদ্ধ নহে এমন (ভেজাল তেল) ; কৃত্রিম, মেকি। [?]।

ভেট—বি: সওগাত, উপঢৌকন, নজরানা ; সাক্ষাৎ, দর্শন, মোলাকাত ; মিলন। [হি.]।

ভেটকি—বি: মাছবিশেষ। [সং. ভেকট—বর্ণ-বিপর্যয়ের ফলে]।

ভেটা—ক্রি: সাক্ষাৎ করা ; মিলিত হওয়া। [ভেট দ্রঃ]।

ভেটেরাখানা—বি: সরাই, চটী ; হট্টগোলের স্থান। [ফা. ?]।

ভেড়া১ ভেড়ান (-নো)—যথাক্রমে **ভিড়া** ও **ভিড়ান**-র চলিত রূপ।

ভেড়া২—বি: মেষ। [সং. ভেড়, ভেড়ক]। বি-(স্ত্রী): **ভেড়ী**। বি: **-কান্ত**—বোকার সেরা। বিণ.বি: **ভেড়ুয়া, ভেড়ো**—ভেড়ার তুল্য কাপুরুষ, স্ত্রৈণ ; বাইজীর সঙ্গে বাজায় এমন

বাজকর। বিণ: ভেড়ে—অপদার্থ; বোকা; কাপুরুষ; স্ত্রৈণ।

ভেড়ি—বি: জলরোধ বা জলরক্ষার জন্ম বাঁধ। [দেশী]।

ভেড়ী, ভেড়ুয়া, ভেড়ে, ভেড়ো—ভেড়া₂ দ্রঃ।

ভেণ্ডার—বি: পণ্যবিক্রেতা, ফেরিওয়ালাবিশেষ। [ইং. vendor]।

ভেতো—ভাত₂ দ্রঃ।

ভেত্তা (-ত্তৃ)—বিণ: ভেদকারক; ছেদনকারী। [সং. √ভিদ্+তৃ (র্তৃ)]।

ভেদ—বি: বেধন, বিদারণ, ছেদন (লক্ষ্যভেদ, মৃত্তিকাভেদ); পার্থক্য, অনৈক্য, বিরোধ (মতভেদ, ভেদবুদ্ধি); বিচ্ছেদ, মনান্তর, পরস্পর বিরূপতা (ভেদ সৃষ্টি করা); স্বাতন্ত্র্য (ভেদজ্ঞান), সবলে বাধা দূর করিয়া প্রবেশ (ব্যূহভেদ); রাজনৈতিক পন্থাবিশেষ, শত্রুদের বা বিরোধীদের মধ্যে কলহসৃষ্টি (ভেদনীতি); উন্মেষ, প্রকাশ; ব্যাখ্যান (অর্থভেদ); পরিবর্তন (বুদ্ধিভেদ), বিশেষ, প্রকার (রূপভেদ, অর্থভেদ); রেচন, দাস্ত, উদরভঙ্গ (ভেদবমি)। [সং. √ভিদ্+অ (ভা)]। বিণ: -ক, ভেদী (-দিন্)—ভেদকর। বি: -জ্ঞান, -বুদ্ধি—পার্থক্যবোধ; সমদর্শিতার অভাব। বি: -ন—ভেদকরণ। বিণ: -নীয়, ভেদ্য—ভেদনযোগ্য; ভেদনসাধ্য। বি: ভেদা-ভেদ—ভিন্নাভিন্ন বা আপনপর জ্ঞান; বৈষম্য ও সাম্য। বিণ: ভেদিত—ভেদ করা হইয়াছে এমন।

ভেপসা—ভাপসা-র চলিত রূপ (ভাপ দ্রঃ)।

ভেবড়া—ক্রি: ভেবড়ান। [হি. √ভভর]। -ন, -নো—(১)ক্রি: ভয় বিস্ময় প্রভৃতিতে বিহ্বল ও হতবাক্ হওয়া বা করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

ভেবা—বিণ: বিহ্বল; মূর্খ, হাঁদা। [দেশী]। বি: -গঙ্গারাম—নিরেট বোকা। বি: -চেকা—হত-বুদ্ধি বা বিহ্বল অবস্থা।

ভের, ভেরী—বি: ঢাক, পটহ। [সং.]।

ভেরেণ্ডা—বি: এরণ্ড, রেড়িগাছ। [সং. এরণ্ড]। ক্রি: ভেরেণ্ডা ভাজা—অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করা; কিছু উপার্জন না করা।

ভেল₁—ক্রি: (ব্রজ.) হইল ('দশদিশ ভেল নিরদন্দা': বিদ্যা.)। [সং. √ভূ]।

ভেল₂—বিণ: কৃত্রিম, ঝুটা; ভেজাল। [দেশী]।

ভেলকি—বি: জাদু, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি; ধোঁকা। [দেশী]। বি: -বাজি—জাদুর খেলা, ম্যাজিক।

ভেলভেল—(১)অব্য: বিহ্বল, ফেলফেল। (২)ক্রি-বিণ: বিহ্বলভাবে, ফেলফেল করিয়া। [সং. বিহ্বল]।

ভেলসা—(১)বিণ: মিঠে-কড়া। (২)বি: মিঠে-কড়া তামাক। [?]।

ভেলা₁—বি: কলাগাছের খণ্ড কাঠ প্রভৃতিদ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র তরীবিশেষ, উড়ুপ। [সং. ভেল, ভেলক]।

ভেলা₂—বি: একপ্রকার ফল বা তাহার বীজ যাহার রসে কাপড় চিহ্নিত করা হয়। [সং. ভল্লাতক]।

ভেলি, ভেলী—বি: গুড়বিশেষ। [হি. ভেলী]।

ভেল্কি—ভেলকি-র বানানভেদ।

ভেষজ—বি: ঔষধ। [সং. ভেষ (রোগ)+ √জি +অ (র্তৃ)]।

ভেস্ত—বেহেশ্‌ত-এর রূপভেদ।

ভেস্তা—(১)বিণ: নষ্ট, পণ্ড ('সাত নকলে আসল ভেস্তা')। (২)ক্রি: ভেস্তান (ভেস্তে যাওয়া)। [? তু. সং. বিপর্যস্ত]। -ন, -নো—(১)ক্রি: বিপর্যস্ত বা নষ্ট বা পণ্ড করা বা হওয়া; (২)বি: বিণ: উক্ত অর্থে।

ভৈ'রো—বি: সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. ভৈরব]।

ভৈক্ষ্য, ভৈক্ষ—(১)বিণ: ভিক্ষালব্ধ। (২)বি: সন্ন্যাসাশ্রম, ভিক্ষুধর্ম; ভিক্ষাসমূহ; ভিক্ষান্ন; ভিক্ষা। [সং. ভিক্ষা+য, অ]।

ভৈরব—(১)বি: শিব, শিবের রুদ্রমূর্তি; সঙ্গীতের রাগবিশেষ; নদবিশেষ। (২)বিণ: ভীষণ (ভৈরব গর্জন, ভৈরব মূর্তি)। [সং. ভীরু+অ]। ভৈরবী —(১)বি(স্ত্রী): দশমহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি; শৈবসন্ন্যাসিনী; সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ; (২)-বিণ: ভীষণা। বি: ভৈরবীচক্র—তান্ত্রিক সাধনার একপ্রকার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী; তন্ত্রমতে পঞ্চ-মকার, বিশেষতঃ মদ্যপানে রত সাধকমণ্ডলী বা চক্র।

ভৈল—ক্রি: (ব্রজ.) হইল। [সং. √ভূ]।

ভৈষজ্য, ভৈষজ—বি: ঔষধ, চিকিৎসা। [সং. ভেষজ+য, অ]।

ভো—অব্য: হে ওহে প্রভৃতি অর্থবাচক সম্বোধনাত্মক শব্দ। [সং.]।

ভোঁ₁—ভোম-এর অধিকতর চলিত রূপ।

ভোঁ₂—অব্য: বায়ু-চলাচল দ্রুতধাবন হইলে

প্রভৃতির আওয়াজ ; ঘূর্ণন ইত্যাদির শব্দ (ভোঁ করে বাজা) ; কারখানা রেল প্রভৃতির বাঁশি বা হুইস্‌ল্ (কলের ভোঁ বাজা)।

ভোঁতা—বিণ: ধারহীন (ভোঁতা ছুরি) ; মোটা, স্থূলাগ্র (ভোঁতা ঠোঁট) ; জড়, বোকাটে (ভোঁতা বুদ্ধি) ; নির্বাক্ ('মুখ হৈল ভোঁতা' : হেম)। [হি. ভোংতরা]।

ভোঁদড়—বি: উদ্বিড়ালজাতীয় মৎস্যাশী জন্তু-বিশেষ। [সং. উদ্র]।

ভোঁদা—**ভ্যাঁদো**-র রূপভেদ।

ভোঁস—অব্য: গম্ভীর ফোঁস্-আওয়াজ ; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনি।

ভোকছানি—বি: ক্ষুধাজনিত শারীরিক অবসাদ। [?]।

ভোক্তব্য—বিণ: ভক্ষণীয় ; উপভোগ্য। [সং. √ভুজ্ + তব্য (র্ম)]।

ভোক্তা (-ক্তৃ)—বিণ.বি: ভোজনকারী ; উপভোগ-কারী। [সং. √ ভুজ্ + তৃ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ভোক্ত্রী**।

ভোগ—বি: সুখদুঃখাদির অনুভূতি (সুখভোগ) ; ক্লেশাদি সহ্যকরণ (রোগভোগ) ; উপভোগ (বিষয়-ভোগ, ভোগে আসা) ; ইন্দ্রিয়সুখ, ধনৈশ্বর্য (ভোগবিলাস) ; উপভোগের বা ভোজনের বস্তু, নৈবেদ্য (নারায়ণের ভোগ), সাপের ফণা, সাপ। [সং. √ভুজ্ + অ (ভা)]। বি: **-তৃষ্ণা, -পিপাসা**—সুখৈশ্বর্য উপভোগ করার প্রবল ইচ্ছা। বি(স্ত্রী): **-বতী**—পাতালস্থ গঙ্গা। বি: **-বিলাস**—পার্থিব সুখ-শান্তি ও ধনৈশ্বর্য ভোগ। বি: **-রাগ**—দেবতার বিবিধ নৈবেদ্য ও সানুরাগ পূজা-বন্দনাদি।

ভোগা১—বি: ফাঁকি, প্রতারণা, ধোঁকা (ভোগা দেওয়া)। [তু. হি. ভগল]।

ভোগা২, **ভোগান** (-নো)—যথাক্রমে **ভুগা** ও **ভুগান**-র চলিত রূপ। বিণ: **ভোগানে**—ভোগায় এমন ; কষ্টদায়ক। বি: **ভোগান্ত, ভোগান্তি**—নিদারুণ দুর্ভোগ, চরম ক্লেশ।

ভোগায়তন—বি: ভোগের আশ্রয় বা আধার ; দেহ ; স্থূলদেহ। [সং. ভোগ + আয়তন]

ভোগার্হ—বিণ: উপভোগের যোগ্য। [সং. ভোগ + অর্হ]।

ভোগাসক্ত—বিণ: ভোগবিলাসে অনুরক্ত। [সং. ভোগ + আসক্ত]। বি: **ভোগাসক্তি**—ভোগ-বিলাসের প্রতি আসক্তি।

ভোগী (-গিন্)—বিণ: ভোগকর্তা ; বিলাসী। [সং. ভোগ + ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **ভোগিনী**।

ভোগ্য—বিণ: উপভোগের যোগ্য। [সং. √ভুজ্ + য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **ভোগ্যা**।

ভোজ১—বি: ভোজনোৎসব ; সম্মিলিতভাবে ভোজন। [সং. ভোজন]।

ভোজ২—বি: দেশবিশেষ, ভোজপুর ; ঐ দেশের জনৈক রাজা। [সং. √ভুজ্ + অ]। বি: **-বাজি, -বাজী**—জাদুর খেলা, ভেলকি, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক। বি: **-বিদ্যা**—ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা, ইন্দ্রজাল।

ভোজন—বি: ভক্ষণ, আহার (ভোজন করা) ; ভোজনোৎসব, ভোজ (বনভোজন) ; খাওয়ান (কাঙ্গালী-ভোজন) ; আহার্য দ্রব্য (কুভোজন)। [সং. √ ভুজ + অন]। বিণ: **-পটু**—অধিক ভোজনে সমর্থ। বি: **-পাত্র**—খাবার থালা। বিণ: **-বিলাসী** (-সিন্)—আহারবিষয়ে শৌখিন ; পেটুক। বি: **-শালা, ভোজনাগার**—খাবার ঘর ; হোটেল। **ভোজনং যত্রতত্র চ শয়নং হট্ট-মন্দিরে**—(আল.) ছন্নছাড়া জীবন।

ভোজপুরী—বিণ: ভোজপুরে জাত বা উৎপন্ন ; ভোজপুরের অধিবাসী। [সং. ভোজপুর + বাং. ঈ]।

ভোজবাজি (-জী), **ভোজবিদ্যা**—**ভোজ**২ দ্র:।

ভোজয়িতা (-তৃ)—বি: যে অপরকে অন্নদান করে বা খাওয়ায়। [সং. √ ভুজ্ + ণিচ + তৃ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **ভোজয়িত্রী**।

ভোজালি—বি: নেপালীদের বড় ছোরাবিশেষ। [সং. ভুজপাল বা ভুজবাল]।

ভোজী (-জিন্)—বিণ: ভোজনকারী (তৃণভোজী, তণ্ডুলভোজী)। [সং. √ ভুজ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **ভোজিনী**।

ভোজ্য—বিণ.বি: ভোজনযোগ্য খাদ্য, আহার্য ; পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে দেয় অন্নাদি। [সং. √ভুজ্ + য (র্ম)]।

ভোট১—(১)বি: ভুটান দেশ। (২)(বাং.) বিণ: ভুটানদেশীয় (ভোটকম্বল)। [সং.]।

ভোট২—বি: নির্বাচনসূচক বা সমর্থনজ্ঞাপক মত। [ই. vote]। বি: **ভোটার**—নির্বাচক, ভোটদাতা। [ই. voter]।

ভোম—বিণ: বিহ্বল, চুর (নেশায় ভোম হয়ে থাকা)। [দেশী]।

ভোমর১—বিঃ বেধনাস্ত্র-বিশেষ, তুরপুন, drill। [সং. ভ্রমরক]।

ভোমর২, **ভোমরা**—**ভ্রমর**-এর কথ্য রূপ।

ভোর১—**ভর**১-এর রূপভেদ।

ভোর২—বিণঃ তন্ময়, বিভোর, অভিভূত (চিন্তায় স্বপ্নে নেশায় ভোর)। [বিভোর-এর খণ্ডিত রূপ —তু. সং. বিহ্বল > বিভোর]।

ভোর৩ — বিঃ উষা, প্রত্যুষ (ভোরবেলা); নিশাবসান (ভোর হওয়া); অবসান (নিশি-ভোরে)। [হি.]। **ভোরাই**—(১)বিঃ ভোরবেলার উপযুক্ত গান বা স্তব; (২)বিণঃ প্রাভাতিক, প্রভাতী।

ভোল১—বিঃ বেশ, সাজ (ভোল ফেরান); ছদ্মবেশ (ভোল ধরা)। [ভেল১-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি]।

ভোল২—বিণঃ (প্রা. কা.) আত্মবিস্মৃত, বিভোর। [সং. বিহ্বল]।

ভোলা—(১)ক্রিঃ **ভুলা**-র চলিত রূপ। (২)বিণঃ বিস্মরণশীল, ভুলো (ভোলা মন), বিস্মৃত; বিহ্বল; আত্মবিস্মৃত। (৩)বিঃ ভুলো লোক; শিব। [ভুল দ্রঃ]। ক্রি-বি.বিণঃ **-ন, -নো**—**ভুলান**-র চলিত রূপ। বিঃ **-নাথ**—শিব। বিণ-(স্ত্রী): **-নী**—**ভুলানী**-র রূপভেদ।

ভৌগোলিক—বিণঃ ভূগোলসম্বন্ধীয়। [সং. ভূগোল + ইক]।

ভৌত, ভৌতিক—বিণঃ ভূত-সম্বন্ধীয়; ভূতঘটিত, ভূতকৃত, ভুতুড়ে, (বিজ্ঞা.) পঞ্চভূত-সম্বন্ধীয়, material। [সং. ভূত + অ, ইক]।

ভৌম—(১)বিঃ মঙ্গলগ্রহ; আকাশ। (২)বিণঃ ভূমিজ; ভূমিসম্বন্ধীয়। [সং. ভূমি + অ]।

ভৌমিক—বিঃ ভূস্বামী, জমিদার। [সং. ভূমি + ইক]।

ভৌমী—(১)বি(স্ত্রী): (ভূমি হইতে উদ্ভূতা বলিয়া) সীতাদেবী। (২)বিণ(স্ত্রী): ভূমিসম্বন্ধীয়া; ভূমি-জাতা। [সং. ভৌম + ঈ]।

ভ্যা—অব্যঃ ছাগল-ভেড়ার ডাক বা শিশুদের ক্রন্দনধ্বনি।

ভ্যাজা, ভ্যাজান (-নো)—যথাক্রমে **ভেজা** ও **ভেজান**-র বানানভেদ।

ভ্যানভ্যান, ভ্যানরভ্যানর—অব্যঃ মশামাছির ক্রমাগত বিরক্তিকর গুঞ্জন বা একটানা অনভিপ্রেত অনুরোধের ধ্বনি।

ভ্যাবা, ভ্যাবাগঙ্গারাম, ভ্যাবাচ্যাকা—যথাক্রমে **ভেবা, ভেবাগঙ্গারাম** ও **ভেবাচেকা**-র বানানভেদ।

ভ্যালা—বিদ্রূপ বিরক্তি প্রভৃতিতে **ভাল**-র রূপ ('ভ্যালা মোর ভাই' : গী. ঘো.)।

ভ্রংশ—বিঃ পতন, চ্যুতি (জাতিভ্রংশ) : নাশ (বুদ্ধি-ভ্রংশ)। [সং. √ভ্রন্‌শ্ + অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—ভ্রষ্টকরণ; ভ্রংশ। বিণঃ **ভ্রংশিত**—অধঃপতিত, বিচ্যুত; বিনষ্ট।

ভ্রম—বিঃ ভুল, ভ্রান্তি; ভুল ধারণা, মিথ্যাজ্ঞান, ধাঁধা; বিস্মৃতি; আবর্ত, ঘূর্ণি। [সং. √ভ্রম্ + অ (ভা)]। বিঃ **-নিরসন**—ভুল সংশোধন। বিঃ **-প্রমাদ**—ভুলত্রুটি। ক্রি-বিণঃ **-বশতঃ** (-তস্)—ভুল করিয়া; ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া। বিণঃ **-সংকুল, -সঙ্কুল**—ভুলে পূর্ণ।

ভ্রমণ—বিঃ পর্যটন, বেড়ান; ঘূর্ণন। [সং. √ভ্রম্ + অন (ভা)]। বিণঃ **-কারী** (-রিন্) পর্যটক, পরিব্রাজক। বিঃ **-বৃত্তান্ত**—পর্যটনের কাহিনী।

ভ্রমর, (কাব্যে) **ভ্রমরা**—বিঃ ভৃঙ্গ, অলি, মৌমাছি, মধুপ, মধুকর, ষট্‌পদ, দ্বিরেফ। [সং ভ্রমর]। বি-(স্ত্রী): **ভ্রমরী**। বিণঃ **-কৃষ্ণ**—ভ্রমরের ন্যায় অত্যন্ত গাঢ় ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

ভ্রমা—ক্রিঃ (কাব্যে) ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ান। [সং. √ভ্রম্ + বাং. আ]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—ভ্রমণ করান, ঘুরান।

ভ্রমাত্মক—বিণঃ ভ্রান্তিমূলক। [সং. ভ্রম + আত্মন্ + ক]।

ভ্রমান্ধ—বিণঃ ভ্রান্তিবশতঃ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়াছে এমন। [সং. ভ্রম + অন্ধ]।

ভ্রমি, (বিরল) **ভ্রমী**—বিঃ ঘূর্ণিজল, আবর্ত। [সং]।

ভ্রষ্ট—বিণঃ চ্যুত; পতিত; ধর্মবিরুদ্ধ; দুষ্ট, দোষ-যুক্ত; নষ্ট, ব্যভিচারী। [সং. √ভ্রন্‌শ্ + ত (র্ত্ত)]। বিণ(স্ত্রী): **ভ্রষ্টা**। বিঃ **-তা**। বিঃ **ভ্রষ্টাচরণ, ভ্রষ্টাচার**—কদাচার, দুর্নীতি; ধর্মপথ হইতে বিচ্যুতি।

ভ্রাতা (-তৃ)—বিঃ ভাই; ভাইয়ের তুল্য ব্যক্তি। [সং. √ভ্রাজ্ + তৃ (র্ত্ত)]।

ভ্রাতুষ্পুত্র—বিঃ ভাইপো, ভাইয়ের ছেলে। [সং. ভ্রাতুঃ + পুত্র]। বি(স্ত্রী): **ভ্রাতুষ্পুত্রী**—ভাইঝি, ভাইয়ের মেয়ে।

ভ্রাতৃ—বিঃ ভাই। [সং.] বিঃ **-জায়া, -বধূ**—ভাইয়ের স্ত্রী। বিঃ **-ত্ব**—ভাইয়ের সম্পর্ক ভাব বা

* আদিতে **ভ্রম**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **ভ্রম** দ্রঃ।

অধিকার। বিঃ -দ্বিতীয়া—কার্তিকমাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে ভগ্নী কর্তৃক ভ্রাতার কল্যাণকামনায় তাহার ললাটে তিলক দান, ভাইফোঁটা। বিঃ -প্রেম, -স্নেহ—ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা বা মমতা। বিঃ -ব্য—ভাইপো। বিঃ -ভাব—সৌভ্রাত্র, ভাই-ভাই ভাব। বিণঃ -স্থানীয়—ভ্রাতার ন্যায় সম্বন্ধযুক্ত; ভ্রাতৃবৎ গণনীয়।

ভ্রাত্রীয়—(১)বিঃ ভ্রাতুষ্পুত্র। (২)বিণঃ ভ্রাতৃ-সম্বন্ধীয়; ভ্রাতার তুল্য। [সং. ভ্রাতৃ+ঈয়]।

ভ্রান্ত—বিণঃ ভ্রমযুক্ত, ভুলিয়াছে এমন (ভ্রান্ত ধারণা, দিগ্‌ভ্রান্ত)। [সং. √ভ্রম্+ত]।

ভ্রান্তি—বিঃ ভ্রম, ভুল; মিথ্যা ধারণা; বিস্মৃতি। [সং. √ভ্রম্+তি (ভা)]। বিণঃ -জনক, -প্রদ—ভ্রমোৎপাদক। ক্রি-বিণঃ -বশতঃ (-তস্)—ভ্রম-হেতু। -মান্ (-মৎ)—(১)বিণঃ ভ্রান্তিযুক্ত; (২)বিঃ কাব্যের অর্থালঙ্কারবিশেষ। বিণঃ -মূলক—ভ্রমাত্মক।

ভ্রামর—(১)বিঃ মধু; অয়স্কান্তমণি, চুম্বক, পাথর। (২)বিণঃ ভ্রমরসম্বন্ধীয়; ভ্রমরজাত। [সং. ভ্রমর+অ]। ভ্রামরী—(১)বি(স্ত্রী)ঃ দুর্গা; (২)বিণঃ ভ্রমরসম্বন্ধীয়। ভ্রামরী মিত্রতা—যেমন কেবল ফুলে মধু থাকিলেই ভ্রমর তাহার সহিত মিত্রতা করে সেইরূপ মিত্রতা, সম্পৎকালের বন্ধুত্ব।

ভ্রাম্যমাণ—বিণঃ ভ্রমণ করান বা ঘুরান হইতেছে এমন, ঘূর্ণ্যমান; (অশু.) ঘুরিয়া বেড়ায় এমন, ভ্রমণশীল (ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা)। [সং. √ভ্রম্+ণিচ্+আন (মান) (র্ম)]।

ভ্রূ, ভ্রূ—বিঃ ঠিক চক্ষুর উপরের এবং ললাটের নিম্নস্থ রোমরাজি, ভুরু। [সং]। বিঃ -কুঞ্চন, -কুটি, ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূভঙ্গি—ক্রোধ বিরক্তি নিষেধ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য ভ্রূদ্বয় সঙ্কুচিত করা। বিঃ ভ্রূক্ষেপ—দৃষ্টিপাত; (আল.) গ্রাহ্য করা। বিঃ ভ্রূচাপ, ভ্রূধনু—ধনুকের ন্যায় আবক্র ভ্রূ। বিঃ ভ্রূবিলাস, ভ্রূবিভ্রম—মনোহর ভ্রূভঙ্গি। বিঃ ভ্রূমধ্য—দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থান। বিঃ ভ্রূলতা—লতার ন্যায় সুন্দর ভ্রূ। বিঃ ভ্রূসঙ্কেত, -সংকেত ভ্রূকুঞ্চনদ্বারা ইশারা।

ভ্রূণ—বিঃ গর্ভস্থ সন্তান। [সং. √ভ্রূণ্+অ (র্ম)]। বিণঃ -ঘ্ন, -হা (-হন্)—ভ্রূণহত্যাকারী। বিঃ -হত্যা—গর্ভস্থ সন্তানকে হত্যা; গর্ভপাত করা।

ম

ম—বাঙ্গালা ভাষার পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

মই—বিঃ বাঁশ ও কাঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত সিঁড়িবিশেষ; কর্ষিত ক্ষেত্রের মাটি গুঁড়া করিবার জন্য বাঁশে তৈয়ারি যন্ত্রবিশেষ। [সং. মদিকা, মদি]। ক্রিঃ মই দেওয়া—মই চালাইয়া কর্ষিত জমির মাটি গুঁড়া করা।

মইসা, মইসে—বিঃ বস্ত্রাদিতে অতি ক্ষুদ্র ফোঁটা ফোঁটা ছাতা পড়ার কাল দাগ। [সং. মসি]।

মউ—বিঃ মধু, মৌ। [সং. মধু]। বিঃ -চাক—মউমাছি যে মোমনির্মিত বাসায় মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে। বিঃ -মাছি—মধু-সংগ্রহকারী পতঙ্গবিশেষ, মধুমক্ষিকা। বিঃ -লোভী—মধু-প্রিয় ব্যক্তি বা প্রাণী।

মউড়—বিঃ বিবাহের টোপর, কনের সোলার মুকুট (সীঁথিমউড়)। [সং. মুকুট]।

মউচাক—মউ দ্রঃ।

মউতাত—মৌতাত-এর বানানভেদ।

মউনি—বিঃ মন্থনদণ্ড (ঘোল-মউনি)। [সং. মথনিকা]।

মউমাছি—মউ দ্রঃ।

মউরলা—মৌরলা-র বানানভেদ।

মউরি—মৌরি-র বানানভেদ।

মউল১—বিঃ বউল। [সং. মুকুল]

মউল২—বিঃ মহুয়া। [সং. মধুক]।

মউলোভী—মউ দ্রঃ।

মউসা—বিঃ মেসো। [সং. মাতৃষ্বসৃ]।

মওড়া—মহড়া-র কথ্য রূপ।

মওয়া—ক্রিঃ মন্থন করা। [সং. মথ্+বাং. আ]।

মওলবী—মৌলবী-র রূপভেদ।

মওলানা—মৌলানা-র রূপভেদ।

মকদুর, মকদুর—বিঃ শক্তিসামর্থ্য, ক্ষমতা। [আ. নক্‌দর্]।

মকদ্দমা—বিঃ মামলা, আদালতে অভিযোগ ও তাহার বিচার; ব্যাপার (একদিনের মকদ্দমা)। [আ. মুকদ্দমা]।

মকমক—অব্যঃ ব্যাঙের ডাকের শব্দ (মকমক করা)। বিঃ মকমাকি—ব্যাঙের ডাক।

মকর—বিঃ পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ, গঙ্গাদেবীর বাহন; কন্দর্পের ধ্বজচিহ্ন; (জ্যোতিষ.) রাশি-চক্রের দশম রাশি; নদীর পাতাল নাম। [সং.]। বিঃ -কুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। বিঃ -কেতন,

-**কেতু**—যাহার পতাকায় মকর আছে ; কন্দর্প-দেব। বিঃ -**ক্রান্তি, -ক্রান্তিবৃত্ত**—নিরক্ষরেখার ২৩°২৭´ দক্ষিণস্থ সমাক্ষরেখা, দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত। বিঃ -**ধ্বজ**—তেজস্কর আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ ; কন্দর্প। বিঃ -**বাহিনী**—গঙ্গাদেবী। বিঃ -**ব্যূহ** মকরাকারে স্থাপিত সৈন্যসমাবেশ। বিঃ -**সংক্রান্তি**—মাঘমাসের সংক্রান্তি-তিথি যেদিন সূর্য মকররাশিতে সংক্রমণপূর্বক উত্তরায়ণ আরম্ভ করে।

মকরন্দ—বিঃ পুষ্পমধু। [সং]।

মকাই, মক্কা১—বিঃ শস্যবিশেষ, ভুট্টা [হি.]।

ম-কার—পঞ্চ দ্রঃ।

মকুব, মকুফ—বিঃ অব্যাহতি, রেহাই, নিষ্কৃতি, মাফ। [আ. মৌকুফ্]।

মক্কা১—**মকাই** দ্রঃ।

মক্কা২—বিঃ আরব দেশের নগরবিশেষ, হজরত মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানগণের প্রধান তীর্থ। [আ. মক্কহ্]।

মক্কেল—বিঃ উকিলের সাহায্যগ্রহণকারী ব্যক্তি। [আ. মুঅক্কল]।

মক্তব—বিঃ মুসলমানদের প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা। [আ.]।

মক্স, মক্‌শ—বিঃ অভ্যাস ; দাগা বুলান, হস্ত-লিপির আদর্শের উপর বারংবার লেখনী চালনা। [আ. মস্‌ক]।

মক্ষিকা, মক্ষী—বিঃ মাছি [সং.]।

মখদম—বিঃ মৌলবী, মুসলমান গুরুমহাশয় বা প্রাথমিক শিক্ষক। [আ. মকদুম]।

মখমল—বিঃ কোমল চিক্কণ ও স্থূল বস্ত্রবিশেষ, ভেলভেট। [আ.]।

মগ১—বিঃ হাতলওয়ালা ছোট পাত্রবিশেষ, পেয়ালাবিশেষ। [ইং. mug]।

মগ২—বিঃ ব্রহ্মদেশ বা আরাকানের অধিবাসী। [বর্মী মঙ]। **মগের মুলুক, মগের মুল্লুক**—ব্রহ্মদেশ, আরাকান রাজ্য ; (আরাকানী বা মগ দস্যুদের যথেচ্ছ অত্যাচার হইতে) যথেচ্ছাচারের রাজ্য, অরাজক দেশ।

মগজ—বিঃ মস্তিষ্ক। [ফা. মগ্‌জ্]।

মগজি—বিঃ জামা ইত্যাদি মুমড়াইয়া সেলাই-করা প্রান্তদেশ। [ফা. মগজী]।

মগডাল—বিঃ বৃক্ষের সর্বোচ্চ ডাল। [দেশী]।

মগধ—বিঃ পূর্বভারতীয় প্রাচীন দেশবিশেষ (আধুনিক বিহারের অন্তর্গত)।

মগ্ন, (কাব্যে) **মগন**—বিণঃ নিমজ্জিত ; অন্তঃ-প্রবিষ্ট ; বিভোর, তন্ময়, সমাহিত। [সং. মস্‌জ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মগ্না**। বিঃ **মগ্ন-চৈতন্য**—(মনস্তত্ত্বে) নিজের যে সদা সক্রিয় চেতন মন সম্বন্ধে মানুষ অবহিত থাকে না (এরূপ মনের কোন বাহ্যক্রিয়া দৃষ্ট হয় না), subconscious।

মঘবান্—বিঃ ইন্দ্র। [সং. মঘবন্]। বি(স্ত্রী): **মঘবতী**—ইন্দ্রাণী।

মঘা—বিঃ অশুভ নক্ষত্রবিশেষ। [সং.]।

মঙ্গল—(১)বিঃ শুভ, হিত, কল্যাণ (মঙ্গলকামনা) ; (জ্যোতি) কুজগ্রহ, ভৌমগ্রহ, সপ্তাহের বার-বিশেষ ; (বাং) লৌকিক দেবতাদের কাহিনী ও মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যবিশেষ (মনসামঙ্গল, চণ্ডী-মঙ্গল)। (২)বিণঃ শুভদায়ক। [সং]। বিঃ -**ঘট, -কলস**—মঙ্গলকামনায় স্থাপিত ডাব আম্রপল্লব প্রভৃতিতে পরিশোভিত জলপূর্ণ ঘট বা কলসি। বিঃ -**ক**—খনিজ পদার্থবিশেষ, ম্যাঙ্গানীজ। **মঙ্গলা**—(১)বিণ(স্ত্রী): শুভদায়িনী ; (২)বিঃ দুর্গা। বিঃ -**কামনা, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা**—কল্যাণকামনা। বিণঃ -**কামী** (-মিন্), **মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী** (-ক্ষিন্)—শুভার্থী। বিঃ -**গীত**—দেবমাহাত্ম্য-বর্ণনা-মূলক গান। বিঃ -**চণ্ডী—চণ্ডী** দ্রঃ। বিণঃ -**দায়ক**—কল্যাণকর, শুভদ। বিণ(স্ত্রী): -**দায়িকা**। বিণঃ -**ময়**—মঙ্গলে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্ব মঙ্গলের আধারস্বরূপ বা উৎসস্বরূপ ; মঙ্গল-কর। বিণ(স্ত্রী): -**ময়ী**। বিঃ -**সমাচার**—কুশল-সংবাদ ; শুভ সংবাদ। বিঃ **মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার**—আরব্ধ কর্মের আরম্ভে তাহার সুসম্পন্নতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানবিশেষ ; মঙ্গলদায়ক অনুষ্ঠান। বিঃ **মঙ্গলামঙ্গল**—শুভাশুভ। বি.বিণঃ **মঙ্গল্য**—মাঙ্গলিক (সকল অর্থে)। বিণ.বি.(স্ত্রী): **মঙ্গল্যা**—**মঙ্গলা**-র অনুরূপ।

মঙ্গোল—মোঙ্গল-এর রূপভেদ।

মচ, মচ্—অব্যঃ পাতলা কাঠ মুড়ি প্রভৃতি সহজে ভাঙ্গে অথচ তুলতুলে বা নরম নহে এমন বস্তু ভাঙ্গার শব্দ ; মচকাইয়া যাওয়ার আওয়াজ। অব্যঃ -**মচ**—ক্রমাগত মচ শব্দ ; মস্‌মস্। বিণঃ -**মচে**—মচমচ শব্দকারী ; নরম বা মিয়ান নহে এমন।

মচকা, মচকান, মচকানো—(১)ক্রিঃ হঠাৎ মোচড় লাগা ; মুমড়ান ; ভগ্নপ্রায় হওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [তু. হি. মচ্‌কানা]। বিঃ **মচকানি**—হঠাৎ মোচড়-লাগা অবস্থা।

মজ্জুব—**মহোৎসব**-এর বিকৃত রূপ।

মজ্ছি—বিঃ মৎস্য। [হি.]।

মছলন্দ—**মসলন্দ**-এর বিকৃত রূপ।

মছলি—বিঃ মৎস্য। [হি.]।

মজকুর—(১)বিঃ লিখিত বা উল্লিখিত বিবরণ। (২)বিণঃ পূর্বোক্ত, উল্লিখিত। [আ. মজ্কূর্]।

মজদুর—**মজুর** দ্রঃ।

মজবুত—বিণঃ শক্ত, দৃঢ ; দক্ষ, দড় (আড্ডা দিতে মজবুত) ; টেকসই (জুতাজোড়া বেশ মজবুত)। [আ.]।

মজলিস, (বর্জি.) **মজলিশ**—বিঃ আসর, বৈঠক, সভা ; সমিতি, সঙ্ঘ। [আ. মজ্লিস্]। বিণঃ **মজলিসী,** (বর্জি.) **মজলিশী**—মজলিস-সম্বন্ধীয় ; মজলিস জমাইতে পারে এমন ; মজলিসের অনুরাগী বা উপযুক্ত।

মজা১—বিঃ আনন্দ, আমোদ, কৌতুক, তামাশা, রঙ্গ, রগড় ; ঠাট্টা, উপহাস ; কৌতুকাবহ বা আনন্দজনক ব্যাপার। [ফা. মজহ্]। ক্রিঃ **মজা করা**—রগড় করা ; অপরকে অপদস্থ করিয়া কৌতুক করা। ক্রিঃ **মজা টের পাওয়া**—বিপদে পড়া ; জব্দ হইয়া অনুতাপ ভোগ করা। ক্রিঃ **মজা দেখা**—অপরের বিপদে কৌতুক বা আনন্দ অনুভব করা। ক্রিঃ **মজা দেখান, মজা টের পাওয়ান**—বিপদে ফেলিয়া শাসিত করা ; জব্দ করা। ক্রিঃ **মজা মারা, মজা লোটা**—আমোদ বা আনন্দ উপভোগ করা। বিণঃ **-দার**—কৌতুকাবহ, আমোদপ্রদ।

মজা২—(১)ক্রিঃ মুগ্ধ বিভোর বা আসক্ত হওয়া (প্রেমে মজা, নেশায় মজা, মন মজা) ; পঙ্কাদিতে ভরিয়া উঠিয়া জলশূন্য হওয়া (পুকুরটা মজে গেছে), সুপরিণত বা উপভোগ্য হওয়া (আচারটা এখনও মজেনি), অতিরিক্ত পাকিয়া যাওয়া বা পাকিয়া গলিয়া যাওয়া (আমটা মজে গেছে) ; বিপদ্‌গ্রস্ত বা সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে আমি মজলাম)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ অতিরিক্ত পক্কতার ফলে গলিত (মজা কলা), পঙ্কাদিতে পরিপূর্ণ ও জলশূন্য (মজা দীঘি)। [সং. √ মস্‌জ্‌+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নিমজ্জিত করা, মুগ্ধ করা ; পাকান ; বিপদ্‌গ্রস্ত বা সর্বনাশগ্রস্ত করা, (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

মজুদ, মজুত—বিণঃ সঞ্চিত ; বর্তমান। [আ. মৌজুদ্]। **মজুদ তহবিল**—ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা অর্থাদি। বিঃ **-দার**—যে ব্যক্তি দ্রব্যাদি (সচ. অন্যায়ভাবে) মজুদ করিয়া রাখে। বিঃ **-দারি**—(সচ. অন্যায়ভাবে) মজুদ করা।

মজুমদার—বিঃ মুসলমান আমলের রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাবরক্ষক ; পদবিশেষ। [ফা.]।

মজুর, মজদুর—বিঃ দৈহিক শ্রমদ্বারা জীবিকা-র্জনকারী ; শ্রমিক, শ্রমজীবী। [ফা. মজ্দুর্]। বিঃ **মজুরি, মজদুরি**—মজুরের কাজ ; মজুরের বা কোন শিল্পকর্মের পারিশ্রমিক।

মজ্জন—বিঃ নিমজ্জিত হওয়া, ডোবা। [সং. √ মস্‌জ্‌+অন (ভা)]। বিণঃ **মজ্জমান**—ডুবিয়া যাইতেছে এমন, ডুবন্ত।

মজ্জা—বিঃ জীবদেহের হাড়ের মধ্যে যে নরম স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে। [সং.]। বিণঃ **-গত**—অন্তর্নিহিত, জন্মগত, অবিচ্ছেদ্য ; অসংশোধনীয়।

মঝু—সর্বঃ (ব্রজ.) আমার ('আজু মঝু দেহ ভেল দেহা', বিদ্যা.)। [সং. মহ্যম্]।

মঞ্চ—বিঃ মাচা, টঙ ; বেদী, প্ল্যাটফর্ম। [সং.]।

মঞ্জন—বিঃ মাজন, মাজিয়া পরিষ্কার করা ; মাজন, মাজিবার উপকরণ। [সং √ মন্‌জ্‌ বা √ মৃজ্‌+অন (ভা, নে)]।

মঞ্জরা—ক্রিঃ (কাব্যে) মঞ্জরিত বা মুকুলিত হওয়া ('অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া' : রবীন্দ্র)। [সং. মঞ্জর (=মঞ্জরী)+বাং. আ—নামধাতু]।

মঞ্জরি, মঞ্জরী—বিঃ কিশলয়যুক্ত কচি ডাল ; অঙ্কুর, মুকুল ; শীষ। [সং. মঞ্জু+ √ ঋ (গতি বা প্রাপ্তি)+ই]। বিণঃ **মঞ্জরিত**—মুকুলিত ; অঙ্কুরিত।

মঞ্জিমা (-মন্)—বিঃ শোভা, সৌন্দর্য ; মনোজ্ঞতা। [সং. মঞ্জু+ইমন্ (ভা)]।

মঞ্জিরা—বিঃ বাঁশি। [সং. √মন্‌জ্‌+ইর+আ]।

মঞ্জিল—বিঃ প্রাসাদ। [আ. মন্‌জিল্]।

মঞ্জিষ্ঠা—বিঃ লাল রংয়ের লতাবিশেষ। [সং. মঞ্জু+ √ স্থা+অ (র্তৃ)+আ]।

মঞ্জীর—বিঃ নূপুর। [সং. √ মন্‌জ্‌+ঈর]।

মঞ্জু—বিণঃ সুন্দর ; মনোহর ; মধুর। [সং. √মন্‌জ্‌+উ (র্তৃ)]। বিঃ **-ঘোষ, -শ্রী**—জৈন ও বৌদ্ধ দেবতাবিশেষ।

মঞ্জুর—বিণঃ অনুমোদিত ; গৃহীত ; অনুমতি-প্রাপ্ত। [আ. মন্‌জুর]। বিঃ **মঞ্জুরি**—অনু-মোদন ; অনুমতি।

মঞ্জুল—(১)বিণ: সুন্দর, মনোহর, মধুর। (২)বিঃ কুঞ্জবন। [সং. মঞ্জু + √লা + অ (র্তৃ)]।

মঞ্জুষা, (বিরল) **মঞ্জূষা**—বিঃ ঝাঁপি, পেটিকা। [সং.]।

মটকা$_1$—বিঃ মোটা তসরবস্ত্রবিশেষ; কাঁচা ঘরের চালের শীর্ষদেশ; কপট নিদ্রা, নিদ্রার ভান; মাটির বড় জালা। [দেশী]। **মটকা মারা**—কাঁচা ঘরের চালের শীর্ষস্থ ফাঁক বন্ধ করা; (আল.) নিদ্রার ভানে শুইয়া থাকা।

মটকা$_2$—ক্রিঃ মটকান। [ধ্বন্যা.]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মট্ শব্দ করিয়া দুমড়ান (আঙুল ঘাড় বা গাছের ডাল মটকান)। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

মটকি, মটকী—বিঃ মৃন্ময় আধারবিশেষ, মাটির জালা। [দেশী]।

মটন—বিঃ ভেড়ার মাংস। [ইং. mutton]। বিঃ **-চপ**—ভেড়ার মাংসের বড়াবিশেষ। [ইং. mutton chop]।

মটর$_1$—**মোটর**-এর রূপভেদ।

মটর$_2$—বিঃ শস্যবিশেষ, কড়াইশুঁটির দানা। [হি.]।

মট্—অব্যঃ শক্ত জিনিস ভাঙ্গিবার শব্দ। অব্যঃ **-মট্**—ক্রমাগত মট্ শব্দ।

মঠ—বিঃ সন্ন্যাসীদের আশ্রম বা আখড়া; মন্দির; টোল, বিদ্যাপীঠ; (বাং.) মন্দিরাকৃতি চিনির ঢেলা। [সং.]। বিঃ **-ধারী** (-রিন্)—মঠের অধ্যক্ষ বা মোহান্ত।

মড়ক—বিঃ মহামারী, মারী, রোগাদিহেতু ক্রমাগত অধিকসংখ্যক লোকের মৃত্যু। [সং. মরক]।

মড়মড়—অব্যঃ (হাড় কাঠ ইত্যাদি) কঠিন দ্রব্য ভাঙ্গিবার শব্দ।

মড়া—বিঃ শব, মৃতদেহ, লাশ। [সং. মৃত]। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—(আল.) রুগ্‌ণ দুর্বল বা দুর্গত ব্যক্তির উপর নির্মম অত্যাচার। [মরা দ্রঃ]।

মড়িঘর—বিঃ হাসপাতালাদিতে যে ঘরে মৃতদেহ রাখা হয়, মর্গ (morgue)। [বাং. মড়ি < মড়া + ঘর]।

মড়িপোড়া—বিঃ শবদাহকার্যে সাহায্যকারী পতিত ব্রাহ্মণ। [বাং. মড়ি < মড়া + পোড়া]।

মড়ুঞ্চে—বিণ(স্ত্রী): মৃতবৎসা, সন্তান হইয়া হইয়া বাঁচে না এমন (নারী)। [মড়া দ্রঃ—তু. সং. মৃতাপত্যা]।

মণ—**মন**$_2$-এর বর্জি. বানান।

মণি—বিঃ দীপ্তিশালী মূল্যবান্ প্রস্তর, বহুমূল্য রত্ন; (আল.) পরম মূল্যবান্ ব্যক্তি (খোকনমণি); বংশ-উজ্জ্বলকারী ব্যক্তি (রঘুকুলমণি)। [সং.]। বিঃ **-ক**—মণি; খনিজ, mineral। বিঃ **-কাঞ্চনযোগ**—(মণি ও সোনার একত্র সমাবেশ অত্যন্ত শোভন বলিয়া) অতি শুভ বা শোভন মিলন; যোগ্যের সহিত যোগ্যের সার্থক সংযোগ। বিঃ **-কার**—রত্নবণিক্, জহুরী; যে ব্যক্তি মণিরত্নাদি কাটিয়া পালিশ করে, মণি-শিল্পী। বিঃ **-কুট্টিম**—মণিময় গৃহতল, রত্ন-নির্মিত বা পাথরবাঁধান মেঝে। বিঃ **-কোঠা**—মণিময় গৃহ। বিণ: **-খচিত, -ময়**—মণিদ্বারা খচিত নির্মিত বা শোভিত। বিঃ **-মাণিক্য**—বিবিধ বহুমূল্য প্রস্তর। বিঃ **-মালা**—মণিময় হার। বিঃ **-রাগ**—হিঙ্গুল। **মণিহারা ফণী** (-ণিন্) (মাথার মণি হারাইয়া গেলে সাপ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে—এই প্রবাদ হইতে) সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে হারানর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি।

মণিপুরী—বিণ: মণিপুর-সম্বন্ধীয়; মণিপুরে জাত উৎপন্ন বা প্রচলিত; মণিপুরের অধিবাসী। [বাং. মণিপুর + ঈ]।

মণিবন্ধ—বিঃ হাতের কবজি। [সং.]।

মণিহারী—**মনিহারী**-র বানানভেদ।

মণ্ড—বিঃ (চাউল যব চিড়া প্রভৃতি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত) ক্বাথ, মাড়; লেই বা কাইয়ের তুল্য বস্তু। [সং.]।

মণ্ডন—বিঃ অলঙ্করণ, প্রসাধন; অলঙ্কার। [সং. √মণ্ড্ + অন (ভা, গে)]। বিণ: **মণ্ডিত**—অলঙ্কৃত; পরিশোভিত; খচিত। বিণ(স্ত্রী): **মণ্ডিতা**।

মণ্ডপ—বিঃ (পূজা সভা প্রভৃতির জন্য নির্মিত) ছাদযুক্ত চত্বর বা স্থান; নাটমন্দির; চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান, প্যাণ্ডাল। [সং. মণ্ড + √পা + অ (র্তৃ)]।

মণ্ডল—বিঃ গোলাকার স্থান, গোলক (মণ্ডলাকার); চক্র, বেড়, পরিধি (দিঙ্‌মণ্ডল); সমূহ, সঙ্ঘ (মন্ত্রিমণ্ডল); স্থান (নক্ষত্রমণ্ডল); সাম্রাজ্য, বৃহৎ রাজ্য (মণ্ডলেশ্বর); দেশ, সীমাবদ্ধ ভূমি-ভাগ (ব্রজমণ্ডল); (বাং.) গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল। [সং. √মণ্ড্ + অল (র্তৃ)]। বিণ: **মণ্ডলাকার**—গোল। বিঃ **মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলে-**

শ্বর—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্; ৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি। বিঃ **মণ্ডলী**—সমূহ (প্রজা-মণ্ডলী); চক্র, বৃত্ত (মণ্ডলী করিয়া বসা)।

মণ্ডা১—বিঃ সন্দেশজাতীয় মিঠাইবিশেষ। [সং. মণ্ডল]।

মণ্ডা২—ক্রিঃ (কাব্যে) মণ্ডিত করা, ভূষিত করা। [সং. √মণ্ড্+বাং. আ]।

মণ্ডি—মণ্ডি-এর রূপভেদ।

মণ্ডিত—**মণ্ডন** দ্রঃ।

মণ্ডূক—বিঃ ভেক, বেঙ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **মণ্ডূকী**।

মণ্ডূর—বিঃ লোহার মরিচা। [সং.]।

মত১, মতন—(১)বিণঃ সদৃশ, ন্যায়, তুল্য (ফুলের মত মেয়ে); অনুযায়ী, অনুরূপ (কথামত কাজ, মনের মত বই); যোগ্য, উপযুক্ত (রাজার মত আচরণ)। (২)বিঃ প্রকার (নানা মতে)। (৩)অব্যঃ জন্য (কালকের মত)। [মত২ দ্রঃ]।

মত২—বিঃ মনোগত ভাব, অভিমত, ধারণা (এ সম্বন্ধে তার মত কি); সম্মতি, সমর্থন (এ কাজে তাহার মত নাই); বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত (বৈজ্ঞানিক মত); প্রণালী, ধারা (কবিরাজী মতে চিকিৎসা); বিধি, বিধান (হিন্দুমতে বিবাহ)। [সং. √মন্+ত (ভা)]। ক্রিঃ **মত দেওয়া**—সম্মতি দেওয়া। বিঃ **-বাদ**—যুক্তি-প্রমাণাদিবলে সৃষ্ট ও গৃহীত সিদ্ধান্ত, theory। বিঃ **-বিরোধ -ভেদ**—মতানৈক্য, মতের অমিল। ক্রিঃ **মত লওয়া**—সম্মতি গ্রহণ করা। বিঃ **মতান্তর**—মতের অমিল; ভিন্ন মত বা উপায়। বিঃ **মতাবলম্বন**—মত গ্রহণ বা মানিয়া লওয়া। বিণঃ **মতাবলম্বী** (-ম্বিন্)—মতগ্রহণকারী। বিঃ **মতামত**—সম্মতি ও অসম্মতি; সম্মতি-অসম্মতি বা সমর্থন-অসমর্থন সূচক মনোগত ভাব।

মতলব—বিঃ অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি (কি মতলবে এখানে আসা); ফন্দি, কৌশল (মতলব আঁটা)। [আ. মৎলব্]। বিণঃ **-বাজ, মতলবি, মতলবী**—ফন্দিবাজ; স্বার্থপর। [আ. মৎলব্ +ফা. বাজ, বাং. ঈ]।

মতান্তর, মতাবলম্বন, মতাবলম্বী, মতামত—**মত২** দ্রঃ।

মতাহিয়া—বিণঃ মুসলমান শিয়াসম্প্রদায়ে প্রচলিত সাময়িক বিবাহপ্রথানুযায়ী ('মতাহিয়া বেগম': ব. চ.)। [আ. মুতাহ্—সাময়িক বিবাহ]।

মতি১, মতিচুর, মতিয়া—যথাক্রমে **মোতি১, মোতিচুর** ও **মোতিয়া**-র অশু. বানান।

মতি২—বিঃ বুদ্ধি; আক্কেল (মতিভ্রম); জ্ঞান (কু-মতি); স্মরণশক্তি (মতিভ্রংশ); প্রবণতা, ইচ্ছা, অনুরক্তি ('ধর্মে যেন মতি থাকে': ব.চ.); চিত্ত, মন ('হরষিত মতি': কাশী.)। [সং. মন্+তি (ভা, ৭)]। বিঃ **-গতি**—মনের ভাব; অভিপ্রায় ও চেষ্টা। **-চ্ছন্ন**—(১)বিণঃ নষ্টবুদ্ধি; দুর্মতি; (২)বিঃ বুদ্ধিনাশ। বিঃ **-ভ্রংশ, -ভ্রম, -হীনতা**—স্মৃতি- বা বুদ্ধিনাশ। বিণঃ **-ভ্রষ্ট, -হীন**—স্মৃতি বা বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে এমন। বিণঃ **-মন্ত, -মান্** (-মৎ)—বুদ্ধিমান্, ধীসম্পন্ন। বিণ-(স্ত্রী): **-মতী**। বিঃ **-স্থৈর্য**—ইচ্ছা, ধারণা বা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা।

মতিহারী—বিণঃ বিহারের অন্তর্গত মতিহারীতে উৎপন্ন (মতিহারী তামাক)।

মৎ-—সর্বঃ (সমাসে পূর্বপদরূপে সং. 'অস্মদ্'-শব্দের রূপ) আমি (মৎকর্তৃক, মৎসম্বন্ধীয়)।

মৎকুণ—বিঃ ছারপোকা; শ্মশ্রুহীন পুরুষ, মাকুন্দ। [সং.]।

মত্ত—বিণঃ মাতাল, প্রমত্ত (নেশায় মত্ত); উন্মত্ত, পাগল, ক্ষিপ্ত (মত্ত-হস্তী); অতিশয় ক্রুদ্ধ ('মত্ত মোগল রক্তপাগল': রবীন্দ্র); অতি গর্বিত উল্লসিত আত্মহারা বা বিহ্বল (ধনমত্ত, ভোগমত্ত)। [সং. √মদ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মত্তা**। বিঃ **-তা**।

মৎসর—(১)বিঃ ঈর্ষা; হিংসা; দ্বেষ; পরশ্রী-কাতরতা; ক্রোধ। (২)বিণঃ ঈর্ষাকারী; দ্বেষ-যুক্ত; পরশ্রীকাতর; ক্রুদ্ধ। [সং. √মদ্+সর (ভা, র্তৃ)]। বিণঃ **মৎসরী** (-রিন্)—ঈর্ষাকারী; হিংসুক; দ্বেষকারী; পরশ্রীকাতর; খল; নীচ; লোভী; ক্রুদ্ধ। বিণ(স্ত্রী): **মৎসরিণী**।

মৎস্য—বিঃ মাছ, মীন; বিষ্ণুর প্রথম অবতার; পুরাণবিশেষ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি; করতলের ও পদতলের শুভচিহ্নবিশেষ; প্রাচীন রাজ্যবিশেষ, বিরাটদেশ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **মৎসী**। বিঃ **-করণ্ডিকা**—খালুই, চুপড়ি। বিঃ **-গন্ধা, মৎস্যোদরী**—ব্যাসমাতা ও শান্তনুরাজ-পত্নী সত্যবতীর নামান্তর। বিঃ **-জীবী** (-বিন্), **মৎস্যোপজীবী** (-বিন্)—ধীবর, জেলে। বিঃ **-ন্যায়, -নীতি, মাৎস্যন্যায়, মাৎস্যনীতি**—জলাশয়ে মৎস্যকুলের মধ্যে দুর্বলের প্রতি প্রবলের আক্রমণ ও অত্যাচারের নীতি; (আল.) পরস্পর

হানাহানি, অরাজকতা। বিঃ -পুরাণ—মৎস্যাবতারের কাহিনীপূর্ণ পুরাণ। বিঃ -রঙ্গ—মাছরাঙা পাখি। বিণঃ মৎস্যাশী (-শিন্)—মৎস্য-ভোজী।

মথন—(১)বিঃ মন্থন, আলোড়ন, ঘোটন; দলন, নাশন, সম্পূর্ণ পরাজিত করা। (২)বিণঃ দলন-কারী, বিনাশক। [সং. √মথ্ + অন (ভা,র্তৃ)]। বিঃ **মথনী**—মাথন; মন্থনদণ্ড, মউনি।। বিণঃ **মথিত**—মথন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **মথ্যমান**—মথন করা হইতেছে এমন।

মথা—ক্রিঃ (কাব্যে) মথন করা। [সং. √মথ্ + বাং আ]।

মথিত, মথ্যমান—**মথন** দ্রঃ।

মদ—বিঃ ষড়্‌রিপুর অন্যতম, দম্ভ; প্রমত্ততা, সম্মোহ, আনন্দজনিত বিহ্বলতা (মদমুকুলিতাক্ষ); কস্তূরী (মৃগমদ); মদ্য (মদের দোকান); প্রমত্তকর রস (মহুয়ার মদ); হস্তীর গণ্ডস্থলাদি হইতে নিঃসৃত স্রাববিশেষ। [সং.]। **-কল**—(১)বিণঃ মত্ততাহেতু কলধ্বনিকারী; (২)বিঃ মত্তহস্তী। বিণঃ **-খোর**—মদ্যপ, মদ্যপায়ী। [সং. মদ + ফা. খোর]। বিঃ **-গর্ব**—মত্ততাজনিত দর্প। বিণঃ **-মত্ত, মদোন্মত্ত**—সুরাপানের ফলে মাতাল; গর্বোন্মত্ত। বিণ(স্ত্রী): **মত্তা**। **মদমত্ত হস্তী**—গণ্ডস্থল বাহিয়া রসনির্গমহেতু উত্তেজিত হাতি (এই অবস্থাপ্রাপ্ত হস্তীকে ভারী সুন্দর দেখায়)। বিঃ **মদাত্যয়**—মদ্যপানজনিত পীড়াবিশেষ। বিণঃ **মদান্ধ**—গর্বান্ধ। বিণঃ **মদালস**—মদ্যপানের ফলে বা আবেশহেতু বিহ্বল। বিণ(স্ত্রী): **মদালসা**। বিণঃ **মদো**—মদের ন্যায় (মদো গন্ধ); মদখোর।

মদখোর, মদগর্ব—মদ দ্রঃ

মদত, (বিরল) **মদৎ, মদদ**—বিঃ সাহায্য; সহযোগিতা। [আ. মদদ্]।

মদন—(১)বিঃ প্রেম ও কামের অধিদেবতা, কামদেব, কন্দর্প, অতনু, অনঙ্গ, মন্মথ, মনসিজ, মনোভব, পঞ্চশর, পুষ্পধন্বা, মকরকেতন, স্মর, রতিপতি। (২)বিণঃ মত্ততাজনক। [সং. √মদ্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]। বিঃ **-গোপাল, -মোহন**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **মদনোৎসব**—বসন্তোৎসব; হোলি।

মদমত্ত, মদাত্যয়, মদান্ধ, মদালস—**মদ** দ্রঃ।

মদির—বিণঃ মত্ততাজনক। [সং. √মদ্ + ইর (র্তৃ)]। বিঃ **মদিরা**—মদ্যবিশেষ, বারুণী। বিণ.বিঃ **মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা**—মত্ততাজনক-লোচন-বিশিষ্টা, মত্তলোচনা; মত্ত খঞ্জনবৎ নেত্রযুক্তা নারী; সুলোচনা রমণী।

মদীয়—বিণঃ আমার। [মদ্ ও মৎ দ্রঃ]।

মদোন্মত্ত, মদো—**মদ** দ্রঃ।

মদ্—**মৎ**-এর রূপভেদ।

মদ্‌গুর— বিঃ মাগুরমাছ। [সং.]।

মদ্দ, মদ্দা, মদ্দানি—যথাক্রমে **মর্দ, মর্দা** ও **মর্দানি**-র কথ্য রূপ।

মদ্য—বিঃ মদ, মদিরা, সুরা। [সং.]। বিণঃ **-প, -পায়ী** (-য়িন্)—মদখোর, মাতাল।

মদ্র—বিঃ প্রাচীন দেশবিশেষ (বর্তমান পঞ্জাব বা তৎসন্নিকটস্থ অঞ্চল—মাদ্রাজ নহে)।

মধু—(১)বিঃ পুষ্পরস, মউ, মিষ্ট রস, মিষ্ট পদার্থ; মদ্য, সুরা; চৈত্রমাস (মধুমাস); বসন্তকাল ('কালি মধুযামিনীতে' : রবীন্দ্র); (আল.) মাধুর্য ('গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল' : ন. ভ.) সুখ-সুবিধা (এ কাজের মধু ফুরিয়ে গেছে)। (২)বিণঃ মধুবৎ মিষ্ট বা স্বাদু; মধুর (মধুকণ্ঠ); মধুপূর্ণ (মধু-মালতী)। [সং. √মন্ + উ (ণে)]। বিঃ **-ক**—মহুয়াগাছ; গাঢ়পিঙ্গলনেত্র পক্ষিবিশেষ; সীসা। বিঃ **-কর, -প, -পায়ী** (-য়িন্), **-ব্রত, -লিট্**, **-মক্ষিকা**—ভ্রমর, মউমাছি। বি(স্ত্রী): **-করী**। বিণঃ **-কণ্ঠ**—মধুরস্বরবিশিষ্ট। বিঃ **-কোষ, -ক্রম, -চক্র, -ছত্র, -জালক**—মউচাক। বিঃ **-চন্দ্র, -চন্দ্রিকা, -চন্দ্রিমা**—বিবাহের অব্যবহিত পরে নবদম্পতির প্রমোদ-বিহার (ইং. honeymoon-এর অনুবাদে সৃষ্ট শব্দ)। বিঃ **-নিশি, -যামিনী, -রাতি**—বসন্তকালের রাত্রি, মনোরম রাত্রি। বিঃ **-পর্ক**—ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ শর্করা মিশাইয়া প্রস্তুত দেবতাকে নিবেদ্য বস্তু। বিঃ **-বন**—বৃন্দাবনস্থ বনবিশেষ; মথুরার অন্তর্গত বনবিশেষ। বিণঃ **-বর্ষী** (-র্ষিন্)—মধু-বর্ষণকর, অত্যন্ত মধুর। বিণঃ **-ময়**—মধুতে পূর্ণ বা মাখা; অতি মিষ্ট বা মধুর। বিণঃ **-মাখা**—(আল.) মধুর, সুমিষ্ট (মধুমাখা স্বর বা কথা)। বিঃ **-মাধব**—চৈত্র ও বৈশাখ মাস। বিঃ **-মাধবী**—মদ, সুরা। বিঃ **-মাস**—চৈত্রমাস। বিঃ **-লিট্** (-লিহ্), **-লিহ, -লেহ, -লেহী**—ভ্রমর। বিঃ **-সখ**—কোকিল। বিঃ **-স্বর**—মধুর কণ্ঠস্বর; কোকিল।

মধুকৈটভারি—বিঃ মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের হন্তা বিষ্ণু। [সং. মধু + কৈটভ + অরি]।

মধুর—বিণঃ অতিশয় মিষ্ট বা মনোহর। [সং. মধু

+র]। বিণ(স্ত্রী): **মধুরা**। বি: **-তা, -ত্ব, মধুরিমা** (-মন্), **মাধুর্য, মাধুরী**।

মধুসূদন—বি: মধু নামক দৈত্যের হন্তারক বিষ্ণু।

মধূত্থ—বি: মোম। [সং. মধু+উৎ+ √স্থা+অ (র্তৃ)]।

মধূৎসব—বি: বসন্তোৎসব ; বসন্তকালীন হোলি-উৎসব। [সং. মধু+উৎসব]।

মধ্য—(১)বি: মাঝ বা মাঝামাঝি স্থান (ক্রমমধ্য); প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী স্থান, কেন্দ্র (ভূমধ্য) ; দেহের মাঝামাঝি অংশ, কোমর, কটি (ক্ষীণ-মধ্যা) ; অভ্যন্তর, ভিতর (বনমধ্যে) ; অন্তরাল, অবকাশ, ফাঁক (ইতোমধ্যে) ; (সঙ্গীতে) তাল-বিশেষ। (২)বিণ: মাঝামাঝি, মাঝের, কেন্দ্রস্থ, প্রান্ত হইতে সমদূরবর্তী স্থানের বা উক্ত স্থানে অবস্থিত (মধ্যবিন্দু, মধ্যরাত্রি) ; ভিতরস্থ, অন্তর্বর্তী ; মধ্যম। [সং.]। বিণ: **-গ**—মধ্যবর্তী। বিণ(স্ত্রী): **-গা**। বি: **-চ্ছদা**—জীবদেহের আবরক পাতলা ঝিল্লিবিশেষ, diaphragm। বি: **-দেশ**—মধ্যভাগ, ভিতর ; প্রাচীন ভারতে হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যবর্তী ভূভাগবিশেষ এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য-বিশেষ। বি: **-দিন**—মধ্যাহ্ন, দ্বিপ্রহর, দুপুর-বেলা। বি: **-পথ**—পথের মধ্যদেশ ; মধ্যপন্থা। বি: **-পন্থা**—দুই বিপরীত চরম মত উপায় বা ভাবের মধ্যবর্তী মত উপায় বা ভাব, নরমপন্থা, golden mean। বিণ: **-পদলোপী** (-লোপিন্)—(ব্যা ক.) মধ্যবর্তী পদের লোপ হয় এমন (সমাস—যেমন, সিংহ-চিহ্নিত আসন=সিংহাসন)। বি: **-প্রদেশ**—মধ্যস্থল ; ইংরেজ আমলে ভারত-বর্ষের প্রদেশবিশেষ। বিণ: **-বয়স্ক**—প্রৌঢ়, আধাবয়সী। বিণ(স্ত্রী): **-বয়স্কা**। বিণ: **-বর্তী** (-র্তিন্)—মাঝামাঝি স্থানে বা অভ্যন্তরে অবস্থিত। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী**। বি: **-বর্তিতা**—মধ্যবর্তী অবস্থা ; মধ্যে অবস্থান ; মধ্যস্থতা, সালিসি। বিণ: **-বিত্ত**—(আর্থিক দিক দিয়া) মাঝামাঝি অবস্থাবিশিষ্ট অথচ শিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্রের মাঝামাঝি অবস্থাযুক্ত। বিণ: **-বিধ**—মাঝামাঝি রকমের। বি: **-ভারত**—ভারতবর্ষের মাঝামাঝি অঞ্চল। **-ম**—(১)বিণ: মধ্যবর্তী ; মেজ, দ্বিতীয় ; (মধ্যম ভ্রাতা) ; মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত (মধ্যমাঙ্গুলি); মাঝারি, কমও নহে বেশীও নহে বা ভালও নহে মন্দও নহে এমন (মধ্যমাবস্থা), (২)বি: কটিদেশ (সুমধ্যমা); (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, মা। **মধ্যম পাণ্ডব**—ভীম। বিণ: **মধ্যমবয়স্ক**—প্রৌঢ়, আধাবয়সী। বিণ(স্ত্রী): **মধ্যমবয়স্কা**। বি: **-মা**—মাঝের আঙ্গুল, হাতের সর্বাপেক্ষা লম্বা আঙ্গুল। বি: **-মান**—সঙ্গীতের তালবিশেষ। বি: **-যুগ**—মোটামুটিভাবে ১১শ-১৭শ শতাব্দী : এই যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে কিন্তু ইহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি না হওয়ায় মানুষের জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরি-বর্তন সাধিত হয় নাই, middle Ages। বিণ: **-যুগীয়, -যুগী**—মধ্যযুগের। বি: **-রাত্র**—দুপুর রাত, নিশীথ। বি: **-রেখা**—(ভূগো.) ভূগোলকের উভয় মেরুর মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত বৃত্তাকার রেখা ; (জ্যোতি.) যে কল্পিত বৃত্ত দ্রষ্টার মস্তকের উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়া নভোমণ্ডলকে পূর্ব ও পশ্চিমে সমভাবে বিভক্ত করে, meridian [বি. প.]। **-স্থ**—(১)বিণ: অভ্যন্তরস্থ ; (২)বি: সালিস। বি: **-স্থতা**। বি: **-স্থল**—মাঝখান, কেন্দ্র, মধ্যভাগ। বিণ-(স্ত্রী): **মধ্যা**—মধ্যবর্তিনী। **মধ্যে**—(১)বি: মধ্য-স্থলে ; অভ্যন্তরে (হৃদয়মধ্যে) ; অবসরে, অবকাশে (ইতোমধ্যে) ; অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে (সন্ধ্যার মধ্যে, সপ্তাহকাল মধ্যে) ; (২)ক্রি-বিণ: কিছুকাল পূর্বে (মধ্যে কিছু টাকা পেয়েছিলাম)। ক্রি: **মধ্যে পড়া**—ভিতরে পতিত হওয়া (নদীর মধ্যে পড়া) ; আক্রান্ত বা পরিবেষ্টিত হওয়া (শত্রুদলের বা হিংস্র পশুদের মধ্যে পড়া), প্রবেশ করা (নৌকাখানি খালের মধ্যে পড়ল) ; মধ্যস্থতা করা (মধ্যে পড়ে ঝগড়া মিটান)। **মধ্যে মধ্যে**—স্থানের বা কালের ব্যবধান দিয়া, মাঝে-মাঝে, থাকিয়া থাকিয়া (মরুভূমির মধ্যে মধ্যে মরূদ্যান আছে, তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসেন)।

মধ্যা—মধ্য দ্র:।

মধ্যাহ্ন—বি: দিনের মধ্যভাগ, দ্বিপ্রহর, দুপুরবেলা। [সং. মধ্য+অহন্]। বি: **-তপন**—দুপুরবেলার প্রখরতম তাপবিশিষ্ট সূর্য। বি: **-ভোজন**—দ্বিপ্রহরের আহার, দিবাভাগের প্রধান আহার।

মধ্যে—মধ্য দ্র:।

মধ্বাসব—বি: মধুজাত সুরা। [সং. মধু+আসব]।

মন১—বি: চিত্ত, অন্তঃকরণ, হৃদয় (মনে লাগা, মন গলা) ; বিবেচনা ; ধারণা ; বোধ (আমার মনে হয়) ; স্মৃতি (মনে না পড়া) ; প্রবৃত্তি, ইচ্ছা (মন যাওয়া) ; একাগ্রতা, নিবিষ্টতা, অভিনিবেশ (পড়াশুনায় মন নেই) ; নিষ্ঠা, আন্তরিকতা (মন

দিয়ে কাজ করা) ; পছন্দ (মনের মত) ; সঙ্কল্প (তীর্থে যেতে মন করা)। [সং. মনস্]। ক্রিঃ মন ওঠা—আশা মেটা ; তুষ্ট বা তৃপ্ত হওয়া ; খুশী হওয়া। ক্রিঃ মন করা—সঙ্কল্প করা ; ইচ্ছা করা ; সম্মত হওয়া। ক্রিঃ মনকলা খাওয়া—কল্পনায় ঈপ্সিত বস্তু উপভোগ করা। ক্রিঃ মন কাড়া—অত্যন্ত মুগ্ধ বা আকৃষ্ট করা। মন কেমন করা—অস্থির বা ব্যাকুল হওয়া। মন খারাপ হওয়া—বিষাদগ্রস্ত হওয়া। ক্রিঃ মন খোলা—মনের কথা অকপটে খুলিয়া বলা। ক্রিঃ মন গলা—করুণাপরবশ হওয়া। ক্রিঃ মন ছোটা—কোথাও যাইবার জন্য বা অন্য কোন কিছুর জন্য মনোমধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হওয়া। ক্রিঃ মন জানা—অপরের অন্তরের ভাব জানা। ক্রিঃ মন জোগান—মনের মত কাজ করিয়া সন্তুষ্ট করা ; তোষামোদের দ্বারা খুশী করা। ক্রিঃ মন টলা—বিচলিত হওয়া ; বিরূপতা দূর হওয়া ; ভয় পাওয়া। ক্রিঃ মন টানা—আকৃষ্ট করা। বিণঃ -ঢালা—সম্পূর্ণ আন্তরিক। ক্রিঃ মন থাকা—ইচ্ছা প্রবৃত্তি বা আকর্ষণ থাকা। ক্রিঃ মন দমা—উদ্যম নষ্ট হওয়া। ক্রিঃ মন দেওয়া—মনোনিবেশ করা, মনোযোগ দেওয়া ; ভালবাসা। ক্রিঃ মন বসা, মন লাগা—ভাল লাগা। ক্রিঃ মন ভোলান—মুগ্ধ করা। ক্রিঃ মন মাতান—অত্যন্ত আনন্দিত বা মুগ্ধ করা। ক্রিঃ মন মানা—প্রবোধ পাওয়া। ক্রিঃ মন রাখা—অন্যের তুষ্টিবিধান করা। ক্রিঃ মন লাগান—মনোযোগ দেওয়া। ক্রিঃ মন সরা—ইচ্ছা হওয়া, প্রবৃত্তি হওয়া ; ভাল লাগা। ক্রিঃ মন হওয়া—ইচ্ছা হওয়া, বাসনা হওয়া। ক্রিঃ মন হারান—আত্মহারা বা মুগ্ধ হওয়া। ক্রিঃ মনে করা—স্মরণ করা ; ধারণা করা ; স্থির করা ; সঙ্কল্প করা ; বোধ করা। ক্রিঃ মনে জাগা—স্মরণ হওয়া ; খেয়াল হওয়া ; মনোমধ্যে (ভাব ফন্দি প্রভৃতি) উদিত বা উদ্ভাবিত হওয়া। ক্রিঃ মনে জানা—অনুভব করা। ক্রিঃ মনে থাকা—স্মরণ থাকা। মনে দাগ কাটা বা মনে দাগ থাকা—অন্তরে জাগরূক থাকা, স্থায়ী স্মৃতি থাকা। ক্রিঃ মনে ধরা—পছন্দ হওয়া। ক্রিঃ মনে পড়া—স্মরণ হওয়া। মনে পুষে রাখা—অন্তরের মধ্যে (স্থায়ী স্মৃতিরূপে) গোপন রাখা। ক্রিঃ মনে রাখা—স্মরণ রাখা। ক্রিঃ মনে লওয়া, মনে হওয়া—ধারণা হওয়া ; ইচ্ছা হওয়া। ক্রিঃ মনে লাগা—মনে ধরা-র অনুরূপ। মন থেকে—আন্তরিকভাবে (মন থেকে সেবা করা) ; কল্পনাবলে (মন থেকে বানান) ; স্মৃতি হইতে (মন থেকে বলা)। মনের আগুন—শোক-দুঃখাদিজনিত মানসিক যন্ত্রণা। মনের কালি, মনের ময়লা—মনোমালিন্য ; বিদ্বেষ ; গুপ্ত পাপ। মনের গোল—সন্দেহ ; দ্বিধা, সংশয়। মনের জোর—মনোবল ; আত্মবিশ্বাস। মনের ঝাল মিটান—অন্তরে পুষিয়া রাখা ক্রোধ প্রকাশ করা। মনের বিষ—গোপন হিংসা বা বিদ্বেষ। মনের মত—পছন্দসই, ইচ্ছানুযায়ী, বাসনানুরূপ। মনের মানুষ—পছন্দসই ব্যক্তি, প্রীতির পাত্র। মনের মিল—সদ্ভাব, ঐক্য। বিঃ -কষাকষি—পরস্পর মনোমালিন্য। বিণঃ -খোলা—সরল, উদার, অকপট। বিণঃ -গড়া—কাল্পনিক ; অবাস্তব ; অলীক। বিঃ -চোর, -চোরা—মনোহরণকর্তা। বিঃ মন-দেওয়া-নেওয়া, মন-দেয়া-নেয়া—পরস্পর ভালবাসা ; হৃদয়-বিনিময়। বিঃ -পবন—মনোরূপ প্রাণবায়ু (যোগশাস্ত্রে প্রাণবায়ুর সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করা হয় এবং কোথাও কোথাও মনকেই পবন বা বায়ু বলা হয়)। মনপবনের দাঁড়—(রূপকথায়) কল্পিত দাঁড়বিশেষ : ইহার দ্বারা ইচ্ছামত বেগে নৌকা চালান যায়। বিণঃ -মরা—বিমর্ষ, বিষণ্ণ। বিঃ -রক্ষা—(প্রধানতঃ তোষামোদ বা মনোমত কাজের দ্বারা) সন্তোষবিধান। ক্রি-বিণঃ মনে-প্রাণে—ঐকান্তিকভাবে। ক্রি-বিণঃ মনে-মনে—আপন মনে এবং অন্যের অজ্ঞাতে, স্বগত ; কল্পনায়।

মন$_{২}$—বিঃ ওজনের মাপবিশেষ (= ৪০ সের বা প্রায় ৩৭½ কিলোগ্রাম)। [আ. মন্]। বিঃ -কষা—(গণি.) ওজনের পরিমাণ ; পরিমাণানুযায়ী মূল্যাদি নিরূপণের অঙ্ক। বিঃ -কিয়া—(গণি.) মন হিসাবের তালিকা। ক্রি-বিণঃ -কে—মন-প্রতি, প্রত্যেক মনে।

মনঃ (মনস্)—বিঃ মন, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তি, সর্বেন্দ্রিয়-প্রবর্তক অন্তরিন্দ্রিয়। [সং. √মন্ + অস্ (গে)]। বিণঃ -কল্পিত—মনগড়া। বিঃ -কষ্ট, -ক্ষোভ, মনোদুঃখ, মনোবেদনা—মানসিক

* আদিতে মন-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য মন$_{১}$ দ্রঃ।

ক্লেশ বা যন্ত্রণা। বিণ: **-ক্ষুণ্ণ**—দুঃখিত; নিরাশ; অসন্তুষ্ট। বিণ: **-পূত**—পছন্দসই, মনোনীত। বি: **-প্রাণ**—সমস্ত মন; বুদ্ধি ও আন্তরিকতা। বি: **-সংযোগ**—মনোযোগ, অভিনিবেশ। বি: **-সমীক্ষণ** — (বিজ্ঞা.) মানবমনের প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও বিচার, psycho-analysis [বি. প.]। বিণ: **-স্থ**—সঙ্কল্পিত।

মনঃশিলা—বি: মনছাল। [সং. মনস্+শিলা]।

মনঃস্থ—(১)বিণ: মনে স্থিত; সঙ্কল্পিত, স্থিরীকৃত। (২)বি(বাং): সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। [সং. মনস্+ √স্থা+অ (র্তৃ)]।

মনকষা, মনকিয়া—মন২ দ্র:।

মনকির-নাকির—বি: (মুস.) যে দুই ফেরেশতা (স্বর্গীয় দূত) মৃত ব্যক্তিকে কবরে তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে। [আ.]।

মনক্কা—বি: শুষ্ক বড় আঙুর। [আ. মুনক্কা]।

মনছাল—বি: রক্তবর্ণ পাহাড়িয়া উপধাতুবিশেষ। [সং. মনঃশিলা]।

মনন—বি: চিন্তন; অনুমান; সঙ্কল্প; ধারণা। [সং. √মন্+অন (ভা)]। বিণ: **-শীল**—বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় অভ্যস্ত, তাদৃশ চিন্তা-বা-বিচারশক্তি-সম্পন্ন, বুদ্ধিজীবী, intellectual। বি: **-শীলতা**—বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাশক্তি বা বিচারশক্তি। বিণ: **মননীয়**—চিন্তনীয়।

মনমথ—**মন্মথ**-শব্দের কোমল রূপ।

মনশ্চক্ষুঃ, (চলিত) **মনশ্চক্ষু**—বি: অন্তর্দৃষ্টি; কল্পনা। [সং. মনস্+চক্ষুস্]।

মনশ্চাঞ্চল্য—বি: মনের চঞ্চলতা; উদ্বেগ। [সং. মনস্+চাঞ্চল্য]।

মনসবদার — বি: জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধিবিশেষ। [আ. মনসব+ফা. দার]। বি: **মনসবদারি**—মনসবদারের পদ বা কার্য।

মনসা—বি: নাগমাতা, সর্পদেবী, বিষহরী; (বাং.) সিজগাছ। [সং. মনস্+আ]। বি: **-মঙ্গল**—মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও কাহিনীবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ।

মনসিজ—বি: কামদেব, মদন। [সং. মনসি+ √জন্+অ (র্তৃ)]।

মনস্কাম, মনস্কামনা—বি: অন্তরের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য। [সং. মনস্+কাম, কামনা]।

মনস্তত্ত্ব—বি: মনোবিজ্ঞান, psychology; কাহারও মনের গূঢ় ধারা। [সং. মনস্+তত্ত্ব]।

মনস্তাপ—বি: মনঃকষ্ট; অনুতাপ, অনুশোচনা। [সং. মনস্+তাপ]।

মনস্তুষ্টি—বি: মনের সন্তোষ। [সং. মনস্ +তুষ্টি]।

মনস্থ—**মনঃস্থ**-র অধিকতর চলিত রূপ।

মনস্বী (-স্বিন্)—বিণ: উদার; অভিমানী; দৃঢ়চিত্ত। [সং. মনস্+বিন্]। বিণ(স্ত্রী): **মনস্বিনী**। বি: **মনস্বিতা**।

মনাছিব, মনাসিব—**মুনাসিব**-এর রূপভেদ।

মনান্তর—বি: মনোমালিন্য, কলহ, ঝগড়া। [বাং. মন১+অন্তর]।

মনি-অডার, মনি-অর্ডার—বি: ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ বা প্রেরিত অর্থ। [ইং. money-order]।

মনিব—বি: প্রভু। [আ. মুনীব]। বি: **মনিবানা** —প্রভুত্ব।

মনিব্যাগ—বি: টাকা রাখিবার ছোট থলিবিশেষ। '[ইং. money-bag]।

মনিষ—বি: (গ্রা.) মজুর; দিনমজুর; ঠিকা মজুর; চাকর; মানুষ। [বাং. মানুষ<সং. মনুষ্য]।

মনিহারী—বিণ: খেলনা ও শৌখিন দ্রব্যাদিসংক্রান্ত; উক্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয় এমন (মনিহারী দোকান)। [আ. মনহিয়ার্+বাং. ঈ]।

মনীষা—বিণ: তীক্ষ্ণবুদ্ধি; প্রতিভা; প্রজ্ঞা। [সং. মনস্+ঈষা]। **মনীষী** (-ষিন্)—(১)বিণ: মনীষাসম্পন্ন; (২)বি: বিদ্বান্ বা পণ্ডিত ব্যক্তি। বিণ: **মনীষিত**—অভীষ্ট, বাঞ্ছিত। বি: **মনীষিতা**—মনীষীর বা মনীষিসুলভ ভাব।

মনু—বি: ব্রহ্মার চতুর্দশ পুত্র—বৈবস্বত মনু, আদিমানব; মনুষ্যজাতির বিধানকর্তা ও শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। [সং √মন্+উ (র্তৃ)]। বি: **-জ**—মনুর সন্তান, মানুষ। বি: **-জেন্দ্র**—রাজা। বি: **-সংহিতা**—মনু-প্রণীত মনুষ্যজাতির অবশ্যপালনীয় আচার-আচরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থবিশেষ।

মনুষী—**মনুষ্য** দ্র:।

মনুষ্য—বি: মানুষ, মানব, নর। [সং. মনু (+ষ) +য]। বি(স্ত্রী): **মনুষী**। বিণ: **-কৃত**—মানুষের দ্বারা রচিত বা সম্পাদিত। বি: **-চরিত্র**—মানবজাতির চরিত্র বা স্বভাব। বি: **-জন্ম**—মানুষরূপে জন্মগ্রহণ। বি: **-ত্ব**—মানবোচিত গুণ বা বৈশিষ্ট্য, মানবতা। বিণ: **-ত্ববর্জিত**—মানবোচিত গুণবর্জিত; পশুবৎ। বিণ: **-ধর্মা** (-র্মন্)—মনুষ্যত্বপূর্ণ। বি: **-যজ্ঞ**—অতিথিসেবা। বি: **-লোক**—মর্ত্যলোক, পৃথিবী। বি: **মনুষ্যালয়**—লোকালয়.

জনপদ। বিণ: **মনুষ্যোচিত**—মানবধর্মানুমত; মনুষ্যত্বপূর্ণ।

মনোগত—বিণ: হৃদ্‌গত, অন্তরের (মনোগত ভাব)। [সং. মনস্‌+গত]।

মনোজ—(১)বিণ: মনে জাত। (২)বি: কামদেব, কন্দর্প। [সং. মনস্‌+ √জন্‌+অ]।

মনোজগৎ—বি: মনোরূপ জগৎ, অন্তর্জগৎ, চিন্তা-রাজ্য; ভাবজগৎ। [সং. মনস্‌+জগৎ]।

মনোজ্ঞ—বিণ: সুন্দর, মনোহর, চিত্তাকর্ষী। [সং. মনস্‌+ √জ্ঞা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মনোজ্ঞা**। বি: **-তা**।

মনোদুঃখ—বি: শোক, মনের কষ্ট, মানসিক যন্ত্রণা। [সং. মনস্‌+দুঃখ]।

মনোনয়ন—বি: পছন্দ করা, নির্বাচন। [সং. মনস্‌+ √নী+অন (ভা)]।

মনোনিবেশ—বি: মনোযোগ দেওয়া, মনঃসংযোগ। [সং. মনস্‌+নিবেশ]।

মনোনীত—বিণ: মনোনয়নপ্রাপ্ত; পছন্দ করা হইয়াছে এমন। [সং. মনস্‌+ √নী+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মনোনীতা**।

মনোবাঞ্ছা—বি: মনস্কাম, অভীষ্ট, মনের সাধ। [সং. মনস্‌+বাঞ্ছা]।

মনোবিকার—বি: মনের অস্বাভাবিক অবস্থা; চিত্তচাঞ্চল্য; মনের ব্যাধি। [সং. মনস্‌+বিকার]।

মনোবিচ্ছেদ—বি: মনোমালিন্য, মনান্তর, ঝগড়া। [সং. মনস্‌+বিচ্ছেদ]।

মনোবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা—বি: মনের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, psychology। [সং মনস্‌+বিজ্ঞান, বিদ্যা]।

মনোবিবাদ—বি: মনান্তর, ঝগড়া। [সং. মনস্‌+বিবাদ]।

মনোবৃত্তি—বি: স্মৃতি চিন্তা বিচার সঙ্কল্প প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া; মনের ভাব, চিত্তবৃত্তি। [সং. মনস্‌+বৃত্তি]।

মনোবেদনা, মনোব্যথা—বি: মানসিক দুঃখ। [সং. মনস্‌+বেদনা, ব্যথা]।

মনোভঙ্গ—বি: নৈরাশ্য, উদ্যমহানি, বিষাদ। [সং মনস্‌+ভঙ্গ]।

মনোভব—বি: মদন, কামদেব। [সং. মনস্‌+ √ভূ+অ (র্তৃ)]।

মনোভাব—বি: মনের প্রকৃতি, মনের গতি; উদ্দেশ্য। [সং. মনস্‌+ভাব]।

মনোভার—বি: দুঃখ-অভিমানাদি-জনিত মানসিক ক্লেশ ('নামাতে পারি যদি মনোভার': রবীন্দ্র)। [সং. মনস্‌+ভার]।

মনোমত—বিণ: পছন্দসই, মনের মতন। [সং. মনস্‌+মত]।

মনোমদ—বি: দম্ভ; মিথ্যা গর্ব। [সং. মনস্‌+মদ]।

মনোময়—বিণ: মনের দ্বারা বা কল্পনাদ্বারা গঠিত, মানস; মনঃস্বরূপ। [সং. মনস্‌+ময়]। **মনোময় কোষ**—আত্মার তৃতীয় আবরণ।

মনোমালিন্য—বি: মনান্তর; কলহ। [সং. মনস্‌+মালিন্য]।

মনোমোহন — বিণ: চিত্তাকর্ষক, মনোহারী, মনোরম, অতি সুন্দর। [সং. মনস্‌+মোহন]। বিণ(স্ত্রী): **মনোমোহিনী**।

মনোযোগ — বি: অভিনিবেশ, প্রণিধান; একাগ্রতা। [সং. মনস্‌+যোগ]। বিণ: **মনোযোগী** (-গিন্‌)—মনোযোগ করিয়াছে এমন, অভিনিবিষ্ট। বি: **মনোযোগিতা**।

মনোরঞ্জন—(১)বি: চিত্তের সন্তোষবিধান, মনে আনন্দদান, তোষামোদ। (২)বিণ: চিত্তের সন্তোষ-বিধায়ক, মনে আনন্দদায়ক। [সং. মনস্‌+রঞ্জন]। বিণ(স্ত্রী): **মনোরঞ্জনী**।

মনোরথ—বি: অভিলাষ, বাসনা; সঙ্কল্প। [সং. মনস্‌+রথ]। **-গতি**—(১)বি: যথেচ্ছ গমনশক্তি; (২)বিণ: মনের বা চিন্তার ন্যায় অতি দ্রুতগামী।

মনোরম—বিণ: মনোহর: মনোরঞ্জক; রমণীয়, সুন্দর। [সং. মনস্‌+ √রম্‌+ণিচ্‌+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মনোরমা**।

মনোরাজ্য—বি: হৃদয়রূপ রাজ্য, মনোজগৎ; ভাবজগৎ। [সং. মনস্‌+রাজ্য]।

মনোলোভা—বিণ(স্ত্রী): চিত্তহারিণী, রমণীয়া। [সং. মনস্‌+ √লুভ্‌+ণিচ্‌+অ (র্তৃ)+আ]।

মনোহর—বিণ: রমণীয়, অতি সুন্দর। [সং. মনস্‌+ √হৃ+অ (র্তৃ)]। **মনোহরা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **মনোহর**-এর স্ত্রীলিঙ্গ, (২)বি: সন্দেশবিশেষ। বি: **-ণ**—মন মুগ্ধ করা। বি: **-শাহী, -সাহী**—কীর্তনগানের সুরবিশেষ।

মনোহারী১ (-রিন্‌)—বিণ: রমণীয়, চিত্তাকর্ষী, অতি সুন্দর। [সং. মনস্‌+ √হৃ+ইন্‌ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মনোহারিণী**। বি: **মনোহারিত্ব**।

মনোহারী২—**মনিহারী**-র রূপভেদ।

মন্তব্য—(১)বিণ: চিন্তনীয়, বিবেচনীয়, বিচার্য।

(২)বিঃ অভিমত, মতামত ; টীকা, টিপ্পনী। [সং. √মন্ + তব্য + (র্ম)]।

-মন্ত—যুক্ত বিশিষ্ট সম্পন্ন প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক প্রত্যয়বিশেষ (বুদ্ধিমন্ত, লক্ষ্মীমন্ত)। [সং. মৎ]।

মন্তর—**মন্ত্র** শব্দের গ্রা. রূপ।

মন্তা (-ন্তৃ)—বিণ বিঃ মননকর্তা, চিন্তক; পরামর্শদাতা। [সং. √মন্ + তৃ (র্তৃ)]।

মন্ত্র—বিঃ পবিত্র শব্দ বা বাক্য যাহা উচ্চারণপূর্বক দেবতার উপাসনা করা হয়; যাহা মনন করিলে ত্রাণ পাওয়া যায় (শিবমন্ত্র, মন্ত্রজপ); বশীকরণাদি ব্যাপারে ব্যবহৃত শব্দ (মারণমন্ত্র)। বেদাংশবিশেষ; নীতি (অহিংসামন্ত্র); মন্ত্রণা উপদেশ, পরামর্শ; রহস্য। [সং. √মন্ত্র্ + অ (র্ম, ভা)]। বিণঃ **-কুশল**—পরামর্শদানে পটু। বিঃ **-গুপ্তি**—মন্ত্রণার গোপনীয়তা-রক্ষা। বিঃ **-গূঢ়**—গুপ্তচর। বিঃ **-গৃহ**—পরামর্শের জন্য (প্রধানতঃ গুপ্ত) স্থান। বিঃ **-গ্রহণ**—দীক্ষাগ্রহণ; পরামর্শগ্রহণ; কোন কার্যাদিসাধনের ব্রতগ্রহণ। বিঃ **-জিহ্ব**—অগ্নি। বিঃ **-তন্ত্র**—(প্রধানতঃ অবজ্ঞায় বা মন্দার্থে) বিবিধ মন্ত্র। বি বিণঃ **-দাতা** (-তৃ)—দীক্ষা বা পরামর্শ দানকারী। বি.বিণ(স্ত্রী): **-দাত্রী**। বিণঃ **-পূত**—মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত (মন্ত্রপূত কবচ)। বিঃ **-বল, -শক্তি**—মন্ত্রের জোর বা ক্ষমতা। **-বিৎ** (-বিদ্)—(১)বিণঃ মন্ত্রজ্ঞ; মন্ত্রণাজ্ঞ; (২)বিঃ মন্ত্রী। বিঃ **-ভেদ**—অন্যের গুপ্ত মন্ত্রণা বা পরামর্শ (কৌশলে) জানা। বিণঃ **-মুগ্ধ**—মন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত। বিণ(স্ত্রী): **-মুগ্ধা**। বিঃ **-শিষ্য**—(কোন ব্যক্তি কর্তৃক দীক্ষিত) শিষ্য; একান্ত অনুগামী ব্যক্তি। বিঃ **-সাধন**—মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস, মন্ত্রে নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণ। বিণঃ **-সাধক**—মন্ত্রদ্বারা সাধনকারী। বিণঃ **-সিদ্ধ**—মন্ত্রজপদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত। বিঃ **-সিদ্ধি**—মন্ত্রজপদ্বারা সিদ্ধিলাভ।

মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—বিঃ (প্রধানতঃ গুপ্ত) পরামর্শ, কর্তব্য-সম্বন্ধে অন্যের সহিত আলোচনা; যুক্তি, কর্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ (মন্ত্রণা দেওয়া)। [সং. √মন্ত্র্ + অন (ভা), + আ]। বিঃ **-গৃহ**—পরামর্শের জন্য (প্রধানতঃ গুপ্ত) স্থান। বিণঃ **-দাতা** (-তৃ)—পরামর্শদানকারী। বিণঃ **মন্ত্রণীয়**—মন্ত্রণা করার যোগ্য। বিণঃ **মন্ত্রিত**—পরামর্শপূর্বক স্থিরীকৃত।

মন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—(১)বিঃ রাজার পরামর্শদাতা, অমাত্য, সচিব, উজির, রাষ্ট্রশাসনের বিভাগবিশেষের ভারপ্রাপ্ত অমাত্য (শিক্ষামন্ত্রী)। (২)বিণঃ মন্ত্রণাদাতা। [সং. মন্ত্র্ + ইন্]। বিঃ **মন্ত্রিত্ব**—মন্ত্রীর পদ বা কাজ।

মন্থ—বিঃ মন্থন; মন্থনদণ্ড; ছাতুমিশান পানীয়বিশেষ। [সং. √মন্থ্ + অ]।

মন্থন—বিঃ মথিত করা, আলোড়ন, মওয়া; দলন, বিনষ্ট করা। [সং. √মন্থ্ + অন (ভা)]। বিঃ **মন্থনী**—মন্থনদণ্ড, মউনি; মন্থনপাত্র। বিণঃ **মন্থী** (-ন্থিন্) মন্থনকারী।

মন্থর—বিণঃ চটপটে বা দ্রুতের বিপরীত, ধীরজ, ধীর; অলস; মন্দগামী; নত। [সং. √মন্থ্ + অর(র্তৃ)]। **মন্থরা**—(১)বিণঃ **মন্থর**-এর স্ত্রীলিঙ্গ, (২)বি(স্ত্রী): (রামা.) দশরথের পত্নী কৈকেয়ীর কুপরামর্শদাত্রী কুব্জা দাসী, (আল.) কুপরামর্শদাত্রী। বিঃ **-তা**।

মন্দ—বিণঃ ধীর, মৃদু, অলস, মন্থর (মন্দগামী); ধীরগামী (মন্দ বায়ু); খারাপ, অপকৃষ্ট (মন্দ বস্তু); কু, অসৎ, দুষ্ট (মন্দ লোক); অশুভ, অননুকূল, প্রতিকূল (মন্দ ভাগ্য), অসুস্থ (শরীর মন্দ); কটু, কর্কশ (মন্দ বাক্য); ক্ষীণ, অতীক্ষ্ণ (মন্দ বুদ্ধি)। [সং. √মন্দ্ + অ(র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মন্দা**। **মন্দ নয়**—খারাপ নহে; একরকম ভালই, (ব্যঙ্গে) বিলক্ষণ, ভালই বটে (অর্থাৎ একেবারে খারাপ বা বাজে)। **মন্দের ভাল**—(অবস্থাদি সম্বন্ধে) অবাঞ্ছিত বা মন্দ হওয়া সত্ত্বেও উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ। বিঃ **-তা, -ত্ব, মান্দ্য**। **-গতি**—(১)বিঃ ধীর গতি; (২)বিণঃ ধীরগতিবিশিষ্ট। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—ধীরগামী, ধীরে চলে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**। বিণঃ **-ছন্দ**—(কথ্য.) মন্দ বা কিছুটা মন্দ। বিণঃ **-বুদ্ধি**—কুবুদ্ধি, দুষ্ট, অসৎ; ক্ষীণ বা অতীক্ষ্ণ বোধশক্তিসম্পন্ন। **-ভাগ, -ভাগ্য**—(১)বিণঃ হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট, (২)বিঃ খারাপ অদৃষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-ভাগা, -ভাগ্যা**, (বাং.) **-ভাগিনী**। ক্রি-বিণঃ **-মন্দ**—ধীরে ধীরে। বিণঃ **-মন্দ**—(কথ্য) মন্দ বা কিছুটা মন্দ।

মন্দন—বিঃ (বিজ্ঞা.) বেগের ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তি,

* আদিতে **মন্ত্র**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **মন্ত্র** দ্রঃ।

retardation. [বি.প.]। [সং. √মন্দ্ + অন (ভা)]।

মন্দর—বিঃ সমুদ্র-মন্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত পর্বতবিশেষ। [সং. √মন্দ্ + অর]।

মন্দা$_{১}$—**মন্দ** দ্রঃ।

মন্দা$_{২}$—(১)বিণঃ পণ্যদ্রব্যের মূল্য বা ক্রয়বিক্রয় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এমন (মন্দা বাজার) ; হ্রাস-প্রাপ্ত, লঘু ('পথশ্রম হবে মন্দা' : ক.ক.) ; (২)বিঃ অবনতি, হ্রাস ; পণ্যদ্রব্যের মূল্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের হ্রাস, depression (মন্দার সময়) ; (প্রা. কা.) মন্দলোক, দুষ্ট ব্যক্তি ('অধর নীরস মধু করলহি মন্দা' : বিদ্যা.)। [সং. মন্দ + বাং. আ (স্বার্থে)]।

মন্দাকিনী—বিঃ স্বর্গের গঙ্গা। [সং.]।

মন্দাক্রান্তা—বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. মন্দ + আক্রান্ত (গতি) + আ]।

মন্দাগ্নি—বিঃ ক্ষুধার অল্পতা, অগ্নিমান্দ্য। [সং. মন্দ + অগ্নি]।

মন্দার—বিঃ স্বর্গীয় বৃক্ষবিশেষ বা তাহার ফুল ; মাদার গাছ। [সং.]।

মন্দির—বিঃ দেবালয়, উপাসনা-গৃহ ; গৃহ, ভবন। [সং. √মন্দ্ + ইর (ধি)]।

মন্দিরা—বিঃ করতালজাতীয় কাংস্যনির্মিত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। [সং. মঞ্জীর]।

মন্দীভূত—বিণঃ মৃদু বা ক্ষীণ হইয়াছে এমন, হ্রাসপ্রাপ্ত। [সং. মন্দ + ঈ (চি) + √ভূ + ত (র্ম)]।

মন্দুরা—বিঃ অশ্বশালা ; মাদুর। [সং.]।

মন্দ্র—(১)বিঃ গম্ভীর ধ্বনি ; মৃদঙ্গ। (২)বিণঃ গম্ভীর (মন্দ্রকণ্ঠে)। [সং. √মন্দ্ + র (সে, র্তৃ)]। বিণঃ **মন্দ্রিত**—গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত।

মন্মথ—বিঃ কামদেব, মদন, কন্দর্প। [মনস্ + √মথ্ + অ (র্তৃ)]।

মন্যু—বিঃ ক্রোধ ; শোক ; দৈন্য ; যজ্ঞ। [সং. √মন্ + যু (র্তৃ)]।

মন্বন্তর—বিঃ হিন্দু পুরাণমতে এক এক মনুর রাজত্ব-কাল; (বাং.) দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ বা আকাল (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর)। [সং. মনু + অন্তর]।

ম-ফলা—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ম্-যোগ।

মফস্বল, মফঃস্বল—বিঃ নগর বা রাজধানী ব্যতীত স্থান, গ্রামাঞ্চল। [আ. মুফস্সল]।

মবলগ—বিণঃ মোট, থোক ; নগদ (মবলগ পাঁচ টাকা)। [আ. মব্লগ্]।

মবারক—**মুবারক**-এর চলিত রূপ।

মম—বিণঃ (কাব্যে) আমার। [সং.]।

মমতা, মমত্ব—বিঃ আপন বলিয়া জ্ঞান ; স্নেহ, মায়া ; আসক্তি। [সং. মম + তা, ত্ব]। বিণঃ **-ময়**—মমতায় ভরা, স্নেহময়। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**।

মমি—বিঃ প্রাচীন মিশরে অজানিত ভেষজাদির প্রলেপবলে সংরক্ষিত মৃতদেহ। [ইং. mummy]।

-ময় (-য়ট্)—পরিপূর্ণ, যুক্ত, সমন্বিত (করুণাময়) ; নির্মিত (লৌহময় বর্ম) ; (বাং.) ব্যাপী (রাজ্যময়) ; প্রভৃতি অর্থসূচক প্রত্যয়বিশেষ। [সং.]। স্ত্রীঃ **-ময়ী**।

ময়দা—বিঃ (পরিষ্কৃত) মিহি গোধূমচূর্ণ। [ফা.]।

ময়দান—বিঃ মাঠ। [ফা.]।

ময়না$_{১}$—বিঃ সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ। [সং. মদনিকা]।

ময়না$_{২}$—বিঃ (রাজা মানিকচন্দ্রের জাদুকরী স্ত্রী ময়নামতীর নাম হইতে) ডাকিনী বা খল-স্বভাবা নারী (ময়না বুড়ী)।

ময়না$_{৩}$—বিণঃ (প্রধানতঃ অপমৃত্যু-সম্বন্ধে) অনু-সন্ধান ও প্রত্যক্ষ পরিদর্শন সহকারে কৃত (ময়না তদন্ত)। [আ. মুআয়নহ্]।

ময়রা—বিঃ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা, মোদক জাতি। [সং. মোদক]। বি(স্ত্রী): **ময়রানী**, (বর্জি.) **ময়রাণী**।

ময়লা—(১) বিঃ মল, বিষ্ঠা ; আবর্জনা (ময়লার গাড়ী) ; মালিন্য, মলিনতা (মনের ময়লা)। (২) বিণঃ মলিন, মলযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন (ময়লা পোশাক) ; অনুজ্জ্বল, অগৌর, কাল (ময়লা রং) ; কলঙ্কযুক্ত, কুটিল (ময়লা মন)। [তু. সং. মল]। বিণঃ **-টে**—অল্প ময়লা।

ময়ান—বিঃ ময়দা ঠাসিবার কালে তাহাতে যে ঘি মিশান হয়। [দেশী]।

ময়াল—বিঃ বৃহদাকার সর্পবিশেষ। [সং. মহা-কাল]।

ময়ূখ—বিঃ কিরণ, রশ্মি, জ্যোতিঃ। [সং.] বিঃ **-মালী** (-লিন্)—সূর্য।

ময়ূর—বিঃ বিচিত্রবর্ণ ও নৃত্যশীল পক্ষিবিশেষ, শিখী, কলাপী। [সং.]। বি(স্ত্রী): **ময়ূরী**। বিণঃ **-কণ্ঠী**—ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ-

*আদিতে **মন্দ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **মন্দ** দ্রঃ।

যুক্ত। বিঃ -পঙ্খ, -পঙ্খী—ময়ূরাকৃতি নৌকা-বিশেষ।

মর—বিণঃ নশ্বর, বিনাশশীল (মর-লোক, মর-দেহ)। [সং. √মৃ+অ(ভা)]।

মরক—**মড়ক**-এর বানানভেদ।

মরকত—বিঃ বহুমূল্য সবুজবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, পান্না। [সং. মরক+ √তৄ+অ(র্তৃ)]।

মরচে—**মরিচা**-র কথ্য রূপ।

মরজি—বিঃ ইচ্ছা, খুশি। [আ. মর্জী]। বিণঃ **-মাফিক**—ইচ্ছামত; খেয়ালখুশিমত; মনোমত।

মরণ—বিঃ মৃত্যু, জীবনের অবসান (মানুষের মরণ, গাছের মরণ)। [সং. √মৃ+অন(ভা)]। **মরণ আর কি**—লজ্জা সস্নেহ তিরস্কার প্রভৃতি সূচক উক্তিবিশেষ। বিঃ **মরণ-কামড়**—নিজের মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া প্রতিহিংসা-গ্রহণার্থ শেষ ও কঠিনতম আঘাত। বিণঃ **-পণ**—মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করা হইবে এমন প্রতিজ্ঞাসংবলিত। বিঃ **মরণ-বাড়**—যে বিষম দর্প বা আস্পর্ধা পতনের কারণ হয়। বিণঃ **-শীল**—নশ্বর। বিণঃ **মরণাপন্ন, মরণোন্মুখ**—মুমূর্ষু। বিঃ **মরণাশৌচ**—শাস্ত্রবিধানানুযায়ী জ্ঞাতির মৃত্যুহেতু অশৌচ।

মরত—**মর্ত্য**-এর কোমল রূপ। বিঃ **-ভবন**—পৃথিবী, মরজগৎ।

মরদ, মর্দ—(১)বিঃ পুরুষ; পুরুষোচিত গুণে ভূষিত ব্যক্তি, সাহসী বা বীরপুরুষ; জোয়ান লোক, যুবক; (গ্রা.) স্বামী (মেয়ে-মরদে খাটে)। (২)বিণঃ সাহসী, বীর (মরদ মানুষের কাজ); পুংজাতীয় (মরদ সন্তান)। [ফা. মর্‌দ]। **মরদকা বা মরদকি বাত**—বীরপুরুষের কথা বা প্রতিজ্ঞা যাহার প্রত্যবায় হয় না। বিঃ **মরদ-বাচ্ছা, মরদের বাচ্ছা**—বীরপুরুষের উপযুক্ত পুত্র; সাহসী পুরুষ। বিণঃ **মরদা**—পুংজাতীয়। **মরদানা**—(১)বিঃ পুরুষলোক; (২)বিণঃ পুরুষজাতীয়; পুরুষোচিত, পুরুষের। বিঃ **মরদানি, মর্দানি**—বীরত্ব; পুরুষত্ব; (মেয়েদের ক্ষেত্রে); পুরুষালি ভাব। বিঃ **মরদানি, মরদানী, মর্দানি, মর্দানী**—(নিন্দার্থে) পুংস্বভাবা নারী।

মরদুম—বিঃ মানুষ। [ফা.]।

মরম—**মর্ম**-এর কোমল রূপ।

মরমর১—**মর্মর**-এর বানানভেদ।

মরমর২—বিণঃ মৃতপ্রায়; মুমূর্ষু। [মরা দ্রঃ]।

মরমিয়া—(১)বিণ.বিঃ ধর্মাদির বহিরাড়ম্বর বর্জন-পূর্বক উহার মর্মোদ্ঘাটনে প্রচেষ্টাকারী। (২)বিণঃ অতীন্দ্রিয় গূঢ় ঐশ্বরিক বিষয়সম্বন্ধীয় (মরমিয়া তত্ত্ব); অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধি করিতে সমর্থ (মরমিয়া সাধক)। [বাং. মরম+ইয়া]।

মরমী—বিণঃ মর্ম উপলব্ধি করে বা জানে এমন; মরমিয়া বা অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা-কারী, mystic (মরমী কবি); সহানুভূতিশীল, দরদী (মরমী বন্ধু)। [বাং. মরম+ঈ]।

মরসুম, মরশুম—বিঃ ঋতু (শীতের মরসুম); সুবিধা, সুযোগ (মরসুম পাওয়া); প্রশস্ত কাল, অনুষ্ঠানাদির জন্য নির্দিষ্ট সময় (পূজার বা রেসের মরসুম)। [ফা. মৌসিম]। বিণঃ **মরসুমি, মরসুমী**—নির্দিষ্ট ঋতুতে জন্মায় ও বাঁচিয়া থাকে এমন (মরসুমি ফুল—তু. মৌসুমী)।

মরহুম—বিণঃ মৃত. লোকান্তরিত। [আ.]।

মরা—(১)ক্রিঃ প্রাণত্যাগ করা; সর্বস্বহারা বা সর্বনাশগ্রস্ত হওয়া (চাকরি গেলে লোকটা মরবে); নিদারুণ কষ্ট পাওয়া (লজ্জায় মরা, ভেবে মরা), শুষ্ক হওয়া, মজা (নদী মরে যাওয়া); হ্রাস পাওয়া (রস মরে গেছে, ব্যথা মরা); নির্জীব হওয়া (লোকটা অভাবে মরে আছে); লুপ্ত হওয়া ('বাতাস আলো গেল মরে'; রবীন্দ্র)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ মৃত; শুষ্ক, মজা; নির্জীব: লুপ্ত; খাদযুক্ত (মরা সোনা)। [সং. √মৃ+বাং. আ]। **মরা কটাল**—কটাল দ্রঃ। বিঃ **-কান্না**—বাড়িতে কেহ মারা গেলে পরিজনেরা যেরূপ উচ্চরোলে কাঁদে সেই-রূপ ক্রন্দন। **মরা গাঙ, মরা নদী**—মজা নদী ('বান ডেকেছে মরা গাঙে' : মুকুন্দ দাস)। **মরা পেট, মরা নাড়ি**—বহুদিন ধরিয়া খাদ্যাভাব সহ্য করিবার ফলে অধিক আহার গ্রহণে অসমর্থ পাকস্থলী। বিঃ **-মাস**—খুশকি। বিণঃ **-হাজা**—মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত; জীর্ণশীর্ণ।

মরাই—বিঃ হোগলা বেত প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত ধান রাখিবার বৃহৎ আধারবিশেষ। [সং. মরার]

মরাকান্না—**মরা** দ্রঃ।

মরাঠা—(১) বিঃ মহারাষ্ট্রের অধিবাসী। (২) বিণঃ মহারাষ্ট্রীয়। [সং. মহারাষ্ট্র > মরাঠ+বাং. আ]। **মরাঠী**—(১) বিঃ মহারাষ্ট্রের অধিবাসী বা ভাষা; (২)বিণঃ মহারাষ্ট্রীয়।

মরামাস—**মরা** দ্রঃ।

মরাল—বিঃ রাজহংস, কারণ্ডব। [সং. √মৃ+

আল(র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **মরালী**। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী** —রাজহংসীবৎ সুন্দর গতিযুক্তা।

মরাহাজা—মরা দ্রঃ।

মরিচ—বিঃ মসলারূপে ব্যবহৃত ঝালস্বাদযুক্ত ক্ষুদ্র গোলাকার ফলবিশেষ, গোলমরিচ; (প্রাদে.) লঙ্কা (কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ)। [সং]।

মরিচা—বিঃ লৌহমল, ধাতুমল, জং। [ফা. মোর্‌চা]।

মরি-মরি—অব্যঃ সৌন্দর্যাদিদর্শনে বিস্ময় প্রশংসা বিদ্রূপ প্রভৃতি সূচক।

মরিয়া—বিণঃ জীবনে হতাশ হইয়া বিপদের সম্মুখীন ও বেপরোয়া, নিজে মরিয়াও মারিতে প্রস্তুত, desperate (দেশের লোক এখন মরিয়া)। [বাং. √ মর্ + ইয়া]।

মরিয়াদ—মর্যাদা-র প্রা. কোমল রূপ।

মরীচি—বিঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র; কিরণ, রশ্মি। [সং. √ মৃ + ঈচি (ণে)]। বিঃ **-মালী** (-লিন্) —সূর্য।

মরীচিকা—বিঃ মৃগতৃষ্ণিকা, মরুভূমির বালুকারাশির উপরে পতিত সূর্যকিরণে জলভ্রম। [সং. মরীচি + ক (= জল) + আ]।

মরু—বিঃ জল-উদ্ভিদ্-প্রাণিশূন্য বালুকাময় বিস্তীর্ণ স্থলভাগ। [সং. √মৃ + উ (ধি)]। বিঃ **-ঝড়**—মরুভূমিতে বালুকার যে ঝড় বহে, সাইমুম। বিঃ **-ভূ, -ভূমি, -স্থল, -স্থলী**—মরুময় স্থান। বিণঃ **-সম্ভব**—মরুভূমিতে জাত।

মরুৎ, মরুত—বিঃ বায়ু। [সং √মৃ + উৎ (পে), + অ]।

মরূদ্যান—বিঃ মরুভূমির মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দৃষ্ট বারি-বৃক্ষাদিপূর্ণ স্থান, oasis। [সং.মরু + উদ্যান]।

মর্কট—বিঃ ক্ষুদ্রজাতীয় বানর [সং.]। বি(স্ত্রী): **মর্কটী**। বিঃ **-বৈরাগ্য**—অন্তরে বিষয়বাসনা ও যৌনসংসর্গাদি ভোগলালসা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে লোক-দেখান বৈরাগ্য ও বিষয়ভোগে নিস্পৃহতা।

মর্গ—বিঃ শনাক্তকরণের জন্য শব রাখিবার ঘর, মড়াঘর। [ই. morgue]

মর্জি—মরজি-র বানানভেদ।

মর্টগেজ—বিঃ গৃহী ঋণাদির জামিনস্বরূপ সম্পত্তি বন্ধক রাখা। [ইং. mortgage]। বিণঃ **মর্টগেজি, মর্টগেজী**—মর্টগেজরূপে দায়বদ্ধ।

মর্তমান—বিঃ কদলীর জাতিবিশেষ, বর্মাদেশের মার্তাবান-দ্বীপ হইতে আনীত কলা। [ইং. Martaban]।

মর্ত, মর্ত্য—(১)বিঃ পৃথিবী, মরলোক, ইহলোক; মনুষ্য। (২)বিণঃ মরণশীল, নশ্বর। [সং. √মৃ + ত(র্তৃ), + য]। বিঃ **-ধাম, -ভূমি, -লোক**—পৃথিবী। বিঃ **-লীলা**—মানবজীবনের কার্যকলাপ।

মর্তুকাম—বিণঃ মৃত্যুকামী, মরণাভিলাষী। [সং. √মৃ + তু(ম্) + কাম]।

মর্দ—মরদ দ্রঃ।

মর্দন—(১)বিঃ দলন, পেষণ, পিষ্টকরণ; পীড়ন। (২)বিণঃ দলনকারী, দমনকারী (অরাতিমর্দন, মুণ্ডমর্দন)। [সং. √মৃদ্ + অন (ভা, র্তৃ)]। বিণঃ **মর্দিত**—দলিত বা পিষ্ট হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **মর্দিতা**।

মর্দা, মর্দানা, মর্দানি, মর্দানী—মরদ দ্রঃ।

মর্দিত—মর্দন দ্রঃ।

-মর্দিনী— -মর্দী দ্রঃ।

-মর্দী (-র্দিন্)—বিণ.বিঃ মর্দনকারী। [সং. √ মৃদ্ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ, বি(স্ত্রী): **-মর্দিনী**—মর্দনকারিণী (মহিষমর্দিনী)।

মর্ম (-র্মন্)—বিঃ দেহমধ্যস্থ এমন স্থান যেখানে আঘাত করিলে মৃত্যু হইতে পারে; অন্তরের কোমলতম ও নিগূঢ়তম প্রদেশ; হৃদয়; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়; তাৎপর্য (সারমর্ম); গূঢ় অর্থ, রহস্য (মর্মোদ্ধার)। [সং. √মৃ + মন্]। বিঃ **-কথা**—অন্তরের কথা; গূঢ় রহস্য। বিঃ **-গ্রহণ, মর্মবিধারণ**—তাৎপর্য উপলব্ধিকরণ। বিণঃ **-গ্রাহী** (-হিন্)—মর্মগ্রহণকারী। বিণঃ **-ঘাতী** (-তিন্), **-ন্তুদ** (বাং.), **-ভেদী** (-দিন্), **মর্মান্তিক**—হৃদয়-বিদারক; সাঙ্ঘাতিক, মারাত্মক (মর্মঘাতী আঘাত); অতি করুণ, শোচনীয় (মর্মন্তুদ দৃশ্য)। বিণঃ **-জ্ঞ**—তাৎপর্য জানে এমন। বিঃ **-পীড়া, -বেদনা, -ব্যথা**—মনোদুঃখ শোক অভিমান প্রভৃতি কারণে মানসিক যন্ত্রণা। বিঃ **-স্থল, -স্থান**—দেহস্থ প্রাণকোষ; অন্তরের কোমলতম ও নিগূঢ়তম প্রদেশ; হৃদয়। বিণঃ **-স্পর্শী** (-র্শিন্), **-স্পৃক্** (-স্পৃশ্)—হৃদয় ব্যাকুল এমন, মন গলায় এমন; হৃদয়ে বেদনাদায়ক। বিঃ **মর্মাঘাত**—মর্মস্থলে বা হৃদয়ে আঘাত। বিণঃ **মর্মাবগত**—তাৎপর্য জানিয়াছে এমন। বিঃ **মর্মার্থ**—তাৎপর্য, গূঢ় অর্থ। বিণঃ **মর্মাহত**—মনঃপীড়াপ্রাপ্ত। বিণঃ **মর্মী** (-র্মিন্)—গূঢ় রহস্য উপলব্ধিকারী, মরমী; দরদী। বিঃ **মর্মোদ্ঘাটন**,

মর্মোদ্ভেদ—স্বরূপ-প্রকাশ ; গোপন বা রহস্য প্রকাশ ; মর্মার্থপ্রকাশ ।

মর্মর১—বিঃ মারবেল পাথর । [ফা.] ।

মর্মর২—বিঃ শুষ্ক পত্রাদির মর্‌মর্‌ শব্দ । [সং. √মৃ+অর (র্তৃ)—ম আগম] । ক্রিঃ **মর্মরা**—(কাব্যে) মর্মরধ্বনি করা । বিণঃ **মর্মরিত**—মর্মরধ্বনিযুক্ত ।

মর্মাঘাত, মর্মান্তিক, মর্মাবগত, মর্মাবধারণ, মর্মার্থ*, মর্মাহত, মর্মী, মর্মোদ্ঘাটন, মর্মোদ্ভেদ—**মর্ম** দ্রঃ ।

মর্যাদা—বিঃ গৌরব, সম্ভ্রম, (বংশমর্যাদা) ; সম্মান, খাতির (মর্যাদা দেওয়া) ; সীমা (মর্যাদা-লঙ্ঘন) ; ন্যায়সঙ্গত ও শালীনতাসম্মত নিয়ম (মর্যাদাপূর্ণ আচরণ) ; মূল্য, দক্ষিণা, পণ (কুলীনভোজনের মর্যাদা) ; সেলামি, নজর (জমিদারের মর্যাদা) । [সং. মরি+আ+ √দা+অ (ভা, র্ম)+আ] ।

মর্শুম—**মরশুম**-এর বানানভেদ ।

মর্ষ, মর্ষণ—বিঃ সহ্যকরণ, ক্ষমা ; তিতিক্ষা । [সং. √মৃষ্‌+অ, অন (ভা)] । বিণঃ **মর্ষিত**—ক্ষান্ত, ক্ষমাশীল ।

মর্সুম—**মরসুম**-এর বানানভেদ ।

মল১—বিঃ নূপুরজাতীয় চরণালঙ্কারবিশেষ । [দেশী] ।

মল২—বিঃ ময়লা, ক্লেদ (নেত্র-মল) ; বিষ্ঠা ; কলঙ্ক ; মালিন্য ; মরিচা (লৌহমল) ; শিটা, কাইট ; পাপ । [সং. √মল্‌+অ (র্ম)] । বিঃ **-ত্যাগ**—বিষ্ঠাত্যাগ । বিণঃ **-দূষিত**—আবর্জনা-মিশ্রিত । বিঃ **-দ্বার**—পায়ু, গুহ্যদেশ । বিঃ **-নালী**—মলদ্বারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্র । বিঃ **-ভাণ্ড**—উদরমধ্যে অন্ত্রের যে অংশে মল থাকে ।

মলন—বিঃ মর্দন । [সং. √মল্‌+অন] ।

মলম—বিঃ লেপিয়া প্রয়োগ করিবার ঔষধবিশেষ, প্রলেপ । [ফা. মর্‌হম্‌] ।

মলমল—বিঃ মিহি সুতিবস্ত্রবিশেষ । [হি.—তু. সং. মলমল্লক] ।

মলমাস—বিঃ দুই অমাবস্যাযুক্ত ও রবিসংক্রান্তি-বর্জিত অতিরিক্ত চান্দ্রমাস, অধিমাস (এই মাসে হিন্দুদের পূজা-পার্বণ বা কোনও শুভকার্য নিষিদ্ধ ; সৌরবৎসরের সহিত চান্দ্রবৎসরের ঐক্যবিধানার্থ কয়েক বৎসর পর পর এই মল-মাস গণনা হইতে বর্জিত হয়) । [সং. মল (যুক্ত)+মাস] ।

মলম্বা—বিণঃ সোনার পাত দিয়া ঢাকা বা গিলটি করা । [আ. মুলম্মা] ।

মলয়—বিঃ দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বত-মালা ; মালাবার দেশ ; মালয় উপদ্বীপ , স্বর্গীয় উদ্যান, নন্দনকানন ; মলয়পর্বত হইতে আগত বায়ু, স্নিগ্ধ দখিনা বাতাস । [সং. √মল্‌+অয় (র্তৃ)] । **-জ**—(১)বিণঃ মলয়পর্বতে জাত ; (২)বিঃ চন্দন ; মলয়বায়ু, দখিনা বাতাস । বিঃ **-পবন, -বায়ু, -মারুত, মলয়ানিল**—মলয়পর্বত হইতে আগত বায়ু, দখিনা বাতাস । বিঃ **মলয়াচল**—মলয়পর্বত ।

মলা১—বিঃ মল, ময়লা ; মালিন্য (মনের মলা) । [সং. মল+বাং. আ (স্বার্থে)] ।

মলা২—(১)ক্রিঃ মর্দন করা, ডলা । (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে । [সং. √মল্‌+বাং আ] । বিঃ **-ই** মর্দনের কাজ, ডলন (ডলাইমলাই) । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মর্দন বা পিষ্ট করান । (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে ।

মলাট — বিঃ পুস্তকাদির বহিরাবরণ । [সং. মলপট্ট] ।

মলিদা—বিঃ পাতলা ও নরম পশমী কাপড়-বিশেষ । [ফা. মলীদা] ।

মলিন—বিণঃ ময়লাযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন (মলিন বস্ত্র) ; অগৌর (মলিন গাত্রবর্ণ) ; অনুজ্জ্বল (মলিন শ্যাম-বর্ণ) ; কলঙ্কিত (ধুলিমলিন) ; বিষণ্ণ, ম্লান (মলিন মুখ) । [সং. √ মল্‌ + ইন (র্তৃ)] । বিণ(স্ত্রী)ঃ **মলিনা** । বিঃ **-তা, -ত্ব, মলিনিমা, মালিন্য** ।

মল্ল—বিঃ কুশতিগির, বাহুযোদ্ধা, পালোয়ান । [সং. √মল্ল্‌+অ (র্তৃ)] । বিঃ **-ভূমি**—যে স্থানে কুশতি লড়া হয় ; মল্লগণের রণস্থল ; বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রাচীন নাম । বিঃ **-যুদ্ধ**—বাহুযুদ্ধ, হাতাহাতি লড়াই ।

মল্লার—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ । [সং.] । বি-(স্ত্রী)ঃ **মল্লারী**—রাগিণীবিশেষ ।

মল্লিকা, মল্লি, মল্লী—বিঃ বেলফুল । [সং.] ।

মশক১—বিঃ দংশনকারী ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ, মশা । [সং. √মশ্‌+অক (র্তৃ)] ।

মশক২—বিঃ জল বহনার্থ চামড়ার থলিবিশেষ, ভিস্তি । [ফা. মশ্‌ক্‌] ।

---

*আদিতে **মর্ম**- ও **মল**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে দেওয়া হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **মর্ম** ও **মল** দ্রঃ ।

মশগুল—বিণ: বিভোর, নিবিষ্ট, তন্ময়। [আ.]।

মশমশ—অব্য: শুষ্ক চর্মাদি দুমড়াইবার শব্দ।

মশলা, মশল্লা—যথাক্রমে **মসলা** ও **মসল্লা**-র বানানভেদ।

মশহুর—বিণ: নামজাদা, খ্যাতিমান্। [আ. মশ্হুর]।

মশা—বি: দংশনকারী ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ, মশক। [সং. মশ+বাং. আ (স্বার্থে)]। **মশা মারতে কামান দাগা**—সামান্য কার্যসাধনের জন্য বিপুল আয়োজন করা।

মশাই—**মশায়**-এর রূপভেদ।

মশান—বি: শ্মশান; অপরাধীদের বধ্যভূমি। [সং. শ্মশান]।

মশায়—**মহাশয়**-এর কথ্য রূপ। **মশায়-মশায় করা**—তোষামোদ করা।

মশারি, মশারী—বি: মশকদংশন এড়ানর জন্য শয্যার উপরে খাটাইবার উপযোগী বস্ত্রনির্মিত আচ্ছাদনবিশেষ। [সং. মশহরী]।

মশাল—বি: ছোট লাঠি বা দণ্ডের মাথায় তেল-মাখান নেকড়া চট প্রভৃতি জড়াইয়া প্রস্তুত বড় বাতিবিশেষ। [আ. মশল্]। বি: **-চী**—মশাল-বাহক। [আ. মশল্+তু. চী]।

মশুর—**মশহুর**-এর চলিত রূপ।

মশ্‌মশ্—**মশমশ**-এর বানানভেদ।

মসগুল—**মশগুল**-এর বানানভেদ।

মসজিদ, মসজেদ—বি: ইসলামী ভজনালয়। [আ. মস্জিদ]।

মসনদ—বি: রাজাসন। [আ.]। বিণ: **মসনদি, মসনদী**—মসনদ-সংক্রান্ত; রাজকীয়, সরকারী।

মসনে—**মসীনা**-র কথ্য রূপ।

মসমস—**মশমশ**-এর বানানভেদ।

মসলন্দ—বি: অতি সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট মাদুরবিশেষ। [আ. মস্নদ]।

মসলা, মসল্লা—বি: ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করিবার উপকরণবিশেষ; উপকরণ (গাঁথুনির মসলা)। [আ. মসালহ্]।

মসলিন—বি: অতি মিহি কার্পাসবস্ত্রবিশেষ। [আ.]।

মসি, মসী—বি: লিখিবার কালি; ঝুল; কলঙ্ক ('পূর্ণ শশী মাখে মসি নোঙরা বলুক দেখি': রবীন্দ্র)। [সং. √মস্+ই (র্তৃ),+ঈ]। বিণ: **-কৃষ্ণ**—ঝুলকালির মত কাল, ঘোর কাল। বিণ.বি: **-জীবী** (-বিন্)—লেখক; কেরানি। বিণ: **-নিন্দিত, -লাঞ্ছিত**—কালিও হার মানে এমন ঘোর কাল। বিণ: **-ময়**—কালিতে মাখা; ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

মসিনা, মসীনা—বি: তৈলবীজবিশেষ, তিসি। [সং. √মস্+ঈন (র্তৃ)+আ]।

মসুর, মসূর, (চলিত) মসুরি—বি: এক প্রকার দাল। [সং. মস্+উর, ঊর (র্ম)]।

মসূরী, মসূরিকা—বি: বসন্তরোগ। [সং. √মস্ ঊর (র্তৃ)+ঈ,+ক+আ]।

মসৃণ—বিণ: কোথাও উঁচুনিচু নাই এরূপ উপরিভাগবিশিষ্ট; চিক্কণ, তেলা; স্নিগ্ধ, কোমল। [সং.]। বি: **-তা**।

মস্করা—বি: পরিহাস, ঠাট্টা-তামাসা, রঙ্গকৌতুক (মস্করা করা)। [আ. মস্খরহ্]।

মস্ত—(১)বি: মস্তক (ছিন্নমস্তা, মস্তে ধরা)। (২)বিণ: উচ্চ (মস্ত বৃক্ষ); (বাং.) প্রকাণ্ড, বৃহৎ (মস্ত বাড়ি); বিস্তৃত (মস্ত নদী); মহৎ (মস্ত লোক); মূল্যবান্ (মস্ত কথা)। (৩)(বাং.) বিণ.-বিণ: অতিশয় (মস্ত বড়, মস্ত ধনী)। [সং. √মস্ +ত (র্ম)]।

মস্তক—বি: মাথা, শির, মুণ্ড; চূড়া, অগ্রভাগ। [সং. মস্ত+ক]।

মস্তান—(১)বিণ: যৌবনমদে মত্ত; অসংযত-চরিত্র; উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র ও দৈহিক বলের জোরে পাড়ায় পাড়ায় সরদারি করার নামে উপদ্রব করে এমন। (২)বি: ঐরূপ যুবক। [ফা. মস্তানা =মাতাল]। বি: **মস্তানি**—মাতলামি; মস্তানের আচরণ।

মস্তিষ্ক—বি: মগজ; মাথার খুলির নিম্নস্থ নরম পদার্থ, ঘিলু; বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধি। [সং.]। বিণ: **-হীন**—বুদ্ধিশক্তিশূন্য।

মস্যাধার—বি: দোয়াত। [সং. মসী+আধার]।

মহকুমা—বি: কয়েকটি থানার সমষ্টি বা জেলার অংশ। [আ. মহ্কুমা]। **মহকুমা-হাকিম**—এস. ডি. ও. (S.D.O.), সদরআলা।

মহড়া—বি: সম্মুখ, অগ্রভাগ; যুদ্ধাদিতে বিপক্ষের অগ্রবর্তী সেনাদল (মহড়া ফেরান); বিপক্ষের সম্মুখবর্তী স্থান (মহড়া নেওয়া); অভিনয়াদির জন্য প্রস্তুতি বা অভ্যাস, মহলা (মহড়া দেওয়া)। [সং. মুখ>মুহ>মহ+বাং. ড়া (স্বার্থে)]। **মহড়া নেওয়া**—লড়াইয়ে বিপক্ষের সম্মুখে অবস্থান করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

মহৎ—(১)বিণ: বড়, বৃহৎ (মহৎ অরণ্য) ; শ্রেষ্ঠ, উন্নত, উদার (মহৎ কার্য বা লোক) ; অতিশয়, প্রবল (মহৎ ভয়) ; গুরু (মহৎ ভার)। (২)বি: উচ্চমনা: উন্নতচরিত্র বা উদারহৃদয় ব্যক্তি ('আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ' : মা.ব.)। [শব্দ তৈল প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হইলে **মহৎ** শব্দে বিপরীত বা অসুন্দর অর্থ প্রকাশ পায় যেমন, মহাযাত্রা, মহানিদ্রা। সংস্কৃতে মহৎ-শব্দের ১মার ১ বচনে পুংলিঙ্গে **মহান্** ও ক্লীবলিঙ্গে **মহৎ** হয়। বাঙ্গালায় এই **মহান্** ও **মহৎ**-ই যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের বিশেষণ হয়, কিন্তু এই পার্থক্য সর্বত্র মানা হয় না; যেমন—মহান্ আদর্শ, মহৎ আদর্শ। ১মার ১ বচন ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে শব্দটি বিশেষ্য হয় এবং সে স্থলে মূল **মহৎ**-শব্দের সহিতই বিভক্তি যুক্ত হয় : যেমন—মহতেরা বলেন, মহতের আদর্শ। সাধারণত: **মহৎ** অপেক্ষা জোর বুঝাইতে **মহান্** ব্যবহৃত হয় ; যেমন—মহান্ চরিত্র, মহান্ দৃশ্য]। [সং. √ মহ্ + অৎ (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মহতী**। বি: **মহত্ত্ব**—মহৎ ভাব ; মহতের ভাব। বিণ: **মহত্তম**—সর্বাপেক্ষা মহৎ। বিণ: **মহত্তর**—(দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর মহৎ।

মহতী, মহত্ত্ব, মহত্তম, মহত্তর—**মহৎ** দ্র:।

মহদাশয় (অশু)—বিণ: উন্নতমনা:, সদাশয়। [সং. মহৎ + আশয়]।

মহদ্দোষ—**মহাদোষ**-এর অশু. রূপ।

মহদাশ্রয়—বি: মহৎ লোকের আশ্রয়। [সং. মহৎ + আশ্রয়]।

মহনীয়—বিণ: পূজনীয়, মান্য। [সং. √ মহ্ + অনীয় (র্ম)]।

মহন্ত—বি: মঠাধ্যক্ষ, দেবমন্দিরাদির পরিচালক সন্ন্যাসী। [সং. √ মহ্ + অন্ত (র্ম)]।

মহব্বত—বি: প্রেম, প্রীতি, স্নেহ। [ফা.]।

•**মহম্মদ, মহম্মদীয়**—যথাক্রমে **মোহাম্মদ** ও **মোহাম্মদীয়**-র অবাঞ্ছিত বানান।

মহরত, মহরৎ—বি: নূতন আরম্ভ, পত্তন, সূত্রপাত (খাতা মহরত করা) ; উদ্বোধন, কার্যারম্ভ (ফিল্ম-স্টুডিয়োতে বইয়ের মহরত)। [কা. মহলৎ]।

মহরম—**মোহাররম**-এর অবাঞ্ছিত বানান।

•**মহর্ষি**—বি: ঋষিশ্রেষ্ঠ। [সং. মহৎ + ঋষি]।

মহল—বি: গৃহ, ভবন ; বাসভবনের অংশ (অন্দর-মহল, বাহিরমহল) ; ভূ-সম্পত্তির অংশ, তালুক (খাসমহল) ; সমাজ (মেয়েমহল)। [আ.]।

মহলা১—বিণ: (সমাসে উত্তরপদরূপে) মহলবিশিষ্ট (চারমহলা বাড়ি)। [মহল দ্র:]।

মহলা২—বি: অভিনয়াদির অভ্যাস, মহড়া ; শিক্ষার পরিচয় (মহলা দেওয়া)। [দেশী]।

মহল্লা—বি: নগরের অংশ, পাড়া, পল্লী, অঞ্চল। [ফা.]।

মহা১—(১)বিণ: (কথ্য) প্রচণ্ড, প্রবল (মহা রাগ, মহা ফূর্তি), বিশাল (মহা জঙ্গল)। (২)বিণ-বিণ: অতিশয়, অত্যন্ত (মহা অভিমানী, মহা চালাক)। [সং. মহৎ]।

মহা-২—কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদ হইলে **মহৎ, মহান্** ও **মহতী**-র স্থানে এই রূপ হয়। [মহৎ দ্র:]। বি: **-কবি** মহাকাব্য-রচয়িতা। বি: **-করণ**—প্রধান সরকারি দফতরখানা, secretariat [স. প.]। বি: **-কর্ষ**—(বিজ্ঞা.) জড়বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, gravitation। বি: **-কাব্য**—দেবাংশজাত নায়কের বৃত্তান্ত লইয়া অষ্টাধিক সর্গে রচিত পৌরাণিক কাব্য; আধুনিককালের ইংরেজি এপিক (epic)। বিণ: **-কায়**—অতি বৃহদাকার। বি: **-কাল**—শিবের রুদ্ররূপ ; অনবচ্ছিন্ন কাল ; ভাবী কাল, উত্তরকাল। বি(স্ত্রী): **-কালী**—মহাকালের পত্নী ; আদ্যাশক্তির রুদ্রাণীরূপ ; কালী। বি: **-কুষ্ঠ**—প্রাণঘাতী কুষ্ঠরোগবিশেষ। বি: **-কোশল**—দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যবিশেষ। বি: **-গুরু**—পিতা মাতা দীক্ষাদাতা বা পতি। বি: **-জন**—অতি ধার্মিক বা মহৎ ব্যক্তি ; বড় বেপারি, আড়তদার, বণিক্ ; উত্তমর্ণ ; যে ব্যক্তি তেজারতি করে, কুসীদজীবী ; বৈষ্ণব পদকর্তা ; (বিরল) বিশাল জনতা। বি: **-জনি, জনী**—তেজারতি। বিণ: **-জনী**—তেজারতি সম্পর্কিত। বি: **-জ্ঞান**—শ্রেষ্ঠ বা পরম জ্ঞান ; (মনসা-মঙ্গলে) যে বিদ্যাবলে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। বিণ: **-জ্ঞানী**—পরম জ্ঞানবান্। বি.বিণ: **-তপা:** (-পস্)—অতি কঠোর তপস্যাকারী ; শ্রেষ্ঠ তপস্বী। বিণ: **-তেজস্বী** (-স্বিন্), **-তেজা:** (-জস্)—অতিশয় তেজসম্পন্ন। বি: **-তৈল**—নরদেহের চর্বি। **মহাত্মা** (-ত্মন্)—(১)বিণ: অতি মহৎ, মহামনা:; (২)বি: ভারতের মহান্ নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আখ্যা [সং. মহান্ + আত্মন্]। বি: **-দেব**—শিব, শঙ্কর। বি(স্ত্রী): **-দেবী**—দুর্গাদেবী, ভগবতী; পাটরানী। বি: **-দেশ**—পৃথিবীর ভূভাগের বৃহত্তম ভৌগোলিক

বিভাগ (এশিয়া মহাদেশ)। বিঃ **-দোষ**—প্রধান বা বিষম দোষ। বিঃ **-দ্রাবক**—(ঔষধরূপে ব্যবহৃত) গন্ধকাম্ল। বিঃ **-নগর, -নগরী**—অতি বৃহৎ নগর। **মহানন্দ**—(১)বিঃ অতিশয় আনন্দ ; পরমানন্দ ; (২)বিণঃ অতিশয় আনন্দিত [সং. মহান্+আনন্দ]। বিঃ **-নবমী**—শারদীয়া শুক্লা নবমী তিথি যখন দুর্গাপূজা হয়। বিঃ **-মহানস**—রন্ধন-শালা [সং. মহৎ+অনস্+অ]। **-নাদ**—(১)বিঃ ভয়ঙ্কর শব্দ, অতি উচ্চ ধ্বনি, (২)বিণঃ অত্যুচ্চ-ধ্বনিযুক্ত, মহানাদকারী। বিঃ **-নিদ্রা**—মৃত্যু। বিঃ **-নির্বাণ**—(বৌদ্ধমতে) মোক্ষ, বুদ্ধের দেহ-ত্যাগ। বিঃ **-নিশা**—রাত্রির মধ্যভাগ, মধ্যরাত্রি, রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর বা দ্বিতীয় প্রহরের শেষার্ধ এবং তৃতীয় প্রহরের প্রথমার্ধ। **-নীল**—(১)বিণঃ গাঢ় নীলবর্ণ ; (২)বিঃ সিংহলে প্রাপ্ত নীলকান্তমণি। বিণঃ **মহানুভব, মহানুভাব**—উদারচিত্ত, মহামনাঃ [মহান্+অনুভব, অনু-ভাব]। বিঃ **মহানুভবতা, মহানুভাবতা**। বি.-বিণঃ **-পদ্ম**—শতকোটিলক্ষ সংখ্যা বা সংখ্যক। বিঃ **-পাতক, -পাপ**—জঘন্যতম পাপ, ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মস্বাপহরণ সুরাপান গুরুপত্নীহরণ এবং এই সব পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে সংসর্গ ; এই পঞ্চবিধ ঘোর পাপ। বিণ.বিঃ **-পাতকী, -পাপী** (-কিন)—মহাপাতককারী, মহাপাপী। বিঃ **-পাত্র**—প্রধান অমাত্য। বিঃ **-পুরাণ**—পুরাণ দ্রঃ। বিঃ **-পুরুষ**—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, পরমহংস, মহাত্মা ব্যক্তি। বিঃ **-প্রভু**—শিব, পরমেশ্বর ; চৈতন্যদেব, পুরীর জগন্নাথদেব। বিঃ **-প্রয়াণ**—মৃত্যু, মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা। বিঃ **-প্রলয়**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস, ব্রহ্মা ও তাঁহার সৃষ্টির বিনাশ। বিঃ **-প্রসাদ**—জগন্নাথদেবের প্রসাদ ; শ্রেষ্ঠ প্রসাদ ; দেবতাকে নিবেদিত অন্নাদি ; (বাং.) দেবীকে নিবেদিত ছাগমাংস। বিঃ **-প্রস্থান**—মৃত্যু ; মৃত্যুর উদ্দেশ্যে যাত্রা। **-প্রাণ**—(১)বিণঃ উদারহৃদয়, মহামনাঃ, (ব্যাক.—বর্ণ সম্বন্ধে) অধিক প্রাণ বা বায়ুর সাহায্যে উচ্চারিত, (২)বিঃ মহাপ্রাণ বর্ণ (প্রতি বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ এবং শ ষ স হ)। বিঃ **-প্রাণী** (-ণিন্)—(বাং) জীবাত্মা। বিঃ **-বন**—বৃহৎ ও গভীর বন। বিণঃ **-বল**—অত্যন্ত শক্তিশালী। বিঃ **-বাক্য**—ঋষির বাণী, মহাজন বা মহাপুরুষের বাণী। বিণঃ **-বাহু**—দীর্ঘ ও শক্তিশালী বাহুযুক্ত ; মহাবল। বিঃ **-বিদ্যা**—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা : দুর্গাদেবীর এই দশ মূর্তি, (বিরল) শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার বিদ্যা ; (কৌতুকে) চুরিবিদ্যা, চৌর্য। বিঃ **-বিদ্যালয়**—কলেজ। বিঃ **-বিভ্রাট**—বিষম গোলযোগ ঝঞ্ঝাট উৎপাত বা বিশৃঙ্খলা। বিঃ **-বিষুব**—সূর্যের মেষরাশিতে সংক্রমণ, চৈত্রসংক্রান্তি, vernal equinox। **-বীর**—(১)বিণঃ অত্যন্ত বীর্যবান্ বা বিক্রমশালী ; (২)বিঃ রামায়ণোক্ত হনুমান ; জৈন তীর্থঙ্করবিশেষ। বিঃ **-বেগ**—অতি দ্রুত বেগ। বিণঃ **-বেগবান্**—অতি দ্রুত বেগযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-বেগবতী**। বিঃ **-বৈদ্য**—শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ; (ব্যঙ্গে) হাতুড়ে চিকিৎসক, যম। বিঃ **-বোধি**—বুদ্ধদেব। বিঃ **-ব্যাধি**—কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি ; কুষ্ঠ। বিঃ **-ব্যোম**—মহাকাশ, নভোমণ্ডল। বি.বিণঃ **-ভাগ**—পরম সৌভাগ্যবান্ ; মহাশয় ; দয়াদি সদ্গুণ-শালী [সং. মহান্+ভাগ (=ভাগ্য)]। বিঃ **-ভাব**—প্রেম ভক্তি প্রভৃতির পরম অবস্থা ('মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী' : চৈ.চ.। বিঃ **-ভারত**—বেদব্যাস-রচিত কুরুপাণ্ডবের কাহিনী-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য ; (আল.) অতি বিস্তৃত কাহিনী, বিরাট্ গ্রন্থ বা ব্যাপার। **মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া**—বিশেষ কোন দোষ হওয়া। **মহাভারত আরম্ভ করা**—(অসহ্যরকম) বিস্তৃত ভূমিকা করা বা বর্ণনা করা। বিণঃ **-ভুজ**—দীর্ঘ ও শক্তিশালী বাহুযুক্ত ; মহাবল। বিঃ **-ভুল**—বিষম বা মস্ত ভুল। বিঃ **-ভৈরব**—মহাদেবের মূর্তিবিশেষ। বিঃ **-ভ্রম**—বিষম বা মস্ত ভুল। বিঃ **-মণ্ডল**—রাষ্ট্রাধ্যক্ষ ; (বাং) প্রধান মোড়ল ('আমি মহামণ্ডল, আমার আগে তোলা' : ক.ক.) ; (বাং) অতি বৃহৎ সমবায় বা সঙ্ঘ। বিণঃ **-মতি, -মনাঃ** (-নস্)—মহানুভব ; মহাত্মা। বিণঃ **-মহিম, -মহি-মান্বিত**—অতিশয় মহিমাপূর্ণ ; মহান্ ; ভূস্বামী, উচ্চপদাধিকারী সরকারি কর্মচারী প্রভৃতির নামের পূর্বে ব্যবহার্য আখ্যাবিশেষ। বিঃ **-মহো-পাধ্যায়**—সংস্কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণকে সরকার-দত্ত উপাধিবিশেষ। বিঃ **-মাংস**—নরমাংস। বিঃ **মহামাত্য**—প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রী। [সং. মহান্+অমাত্য]। বিঃ **মহামাত্র**—প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যের কর্মকর্তা ; ধনাঢ্য ব্যক্তি ; মাহুত ; [সং. মহতী+মাত্রা]। বিণঃ **-মানী** (-নিন্)—অতি গৌরবযুক্ত। বিণঃ **-মান্য**—অত্যন্ত মাননীয় বা

সম্মানের পাত্র। বিঃ -মায়া—অবিদ্যা : প্রকৃতি; ভগবতী, আদ্যাশক্তি, দুর্গা। -মার—(১)বিণঃ মহাদৌরাত্ম্যকারী ('মোর দেশে পরদল আইল মহামার' : বি.গু.) ; (২)বিঃ বিষম উপদ্রব বা দৌরাত্ম্য ; ভীষণ আক্রমণ বা যুদ্ধ ; ব্যাপক হত্যাকাণ্ড: মহাবিপদ্; মহাকষ্ট; বিষম হাহাকার। বিঃ -মারী—মড়ক, সংক্রামক রোগাদিজনিত ব্যাপক মৃত্যু। মহামারী কাণ্ড—সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার, হৈচৈপূর্ণ ব্যাপার। বিঃ -মুনি—শ্রেষ্ঠ মুনি। বিণঃ -মূল্য—অত্যন্ত দামী; দুর্মূল্য। বিঃ -মোহ—বিষয়বাসনারূপ অজ্ঞানতা। বিঃ -যজ্ঞ—বেদপাঠ অগ্নিহোত্র তর্পণ অতিথি-সেবা ও ভূতবলি : এই পাঁচ প্রকার সৎকার্য। [সং. মহান্+যজ্ঞ]। বিণঃ -যশাঃ (-শস্)—অতি কীর্তিমান্। বিঃ -যাত্রা—মহাপ্রয়াণ। বিঃ -যান—দার্শনিক নাগার্জুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ (তু. হীনযান)। বিঃ -যুদ্ধ—ভীষণ ও ব্যাপক যুদ্ধ। বিঃ -যোগী (-গিন্)—শ্রেষ্ঠ যোগী। বিঃ মহারণ্য—অতি বৃহৎ ও ঘন বন, মহাবন [সং. মহৎ+অরণ্য]। বিঃ -রত্ন—শ্রেষ্ঠ বা অতি মূল্যবান্ রত্ন ; হীরক পদ্মরাগ নীলকান্ত মরকত ও মুক্তা : এই পাঁচটি রত্ন। বিঃ -রথ—বিঃ অসাধারণ যুদ্ধকুশল বীর, শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা। বিঃ -রথী (-থিন্) —মহারথ-এর ভিন্ন রূপ। বিঃ -রস—খেজুর ; ইক্ষু ; কেশুর ; পারদ ; অষ্টধাতু ; শিববীর্য। বিঃ -রাজ—বড় রাজা, অধিরাজ, সম্রাট্ ; (বাং) বড় সন্ন্যাসীর আখ্যাবিশেষ [সং মহান্+রাজা]। বি(স্ত্রী): -রাজ্ঞী—কেবল প্রথম অর্থে। বিঃ -রাজা—ভারতের সামন্ত রাজা বা বড় জমিদারকে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত খেতাববিশেষ। বি(স্ত্রী): -রানী, (অশু.) -রাণী—মহারাজ ও মহারাজার স্ত্রীলিঙ্গে। বিঃ -রাজাধিরাজ—সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী। বিঃ -রানা, (অশু.) -রাণা—উদয়পুরের নৃপতির উপাধি। বিঃ -রাষ্ট্র—মারহাট্টা দেশ। বিঃ -রাষ্ট্রী—মহারাষ্ট্রের ভাষা, মরাঠা, প্রাকৃত ভাষাবিশেষ; মহারাষ্ট্রের অধিবাসী, মরাঠী। বিণঃ -রাষ্ট্রীয়—মহারাষ্ট্রসংক্রান্ত ; মহারাষ্ট্রে জাত, মরাঠী। বিঃ -রুদ্র—মহাদেব বা শিবের প্রলয়-মূর্তি। বিঃ -রোগ—কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধি। বিঃ -রৌরব—মহাপাতকীদের শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট নরকের সর্বাধিক যন্ত্রণাময় অংশ। বিণঃ মহার্ঘ, মহার্হ—অত্যন্ত দামী, দুর্মূল্য [সং. মহৎ+অর্ঘ, অর্হ]। বিঃ মহার্ঘতা। বিঃ মহার্ণব—মহাসাগর [সং. মহান্+অর্ণব]। বিঃ-মহালয়া—হিন্দুদের পিতৃ-তর্পণের জন্য নির্দিষ্ট শারদীয় দুর্গাপূজার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অমাবস্যা-তিথি [সং. মহালয় (মহান্ + আলয়) + আ]। -শক্তি—(১)বিঃ আদ্যাশক্তি, দুর্গাদেবী ; (২)বিণঃ অতি পরাক্রান্ত। -শঙ্খ—(১)বিঃ মড়ার মাথার খুলি, মানুষের হাড়, বৃহৎ শঙ্খ ; (২)বি.বিণঃ দশলক্ষ কোটি সংখ্যা বা সংখ্যক। মহাশয়—(১)বিণঃ উদারচিত্ত; মহাত্মা; (২)বিঃ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক বা ভদ্রতাসূচক সম্বোধন-বিশেষ [সং. মহান্+আশ্রয়]। বিণ.বি(স্ত্রী): মহাশয়া। বিঃ -শূন্য—অনন্ত আকাশ বা নভস্তল ; (বিজ্ঞা.) সৌর আকাশের বহির্ভূত আকাশ। বিঃ -শ্মশান—লোকালয় হইতে দূর-বর্তী স্থানে অবস্থিত বিশাল শ্মশান ; বারাণসী, কাশী। বিঃ -শ্বেতা—সরস্বতীদেবী। বিঃ মহাষ্টমী—শারদীয় দুর্গোৎসবের অষ্টমী তিথি [সং. মহতী+অষ্টমী]। -সত্ত্ব—(১)বিণঃ মহা-বলশালী, সদাশয় ; উন্নতমনাঃ ; (২)বিঃ অতিকায় জীব [সং. মহান্ বা মহৎ সত্ত্ব]। বিঃ -সভা—বিরাট্ বা ব্যাপক সভা অথবা সঙ্ঘ; রাষ্ট্রের (প্রতিনিধিমূলক) ব্যবস্থাপক সভা। বিঃ -সমারোহ—বিরাট্ আয়োজন বা প্রচুর জাঁকজমক। বিঃ -সমুদ্র,-সাগর,-সিন্ধু—পৃথিবীর জলভাগের প্রধান বিভাগ, অতি বৃহৎ সমুদ্র। বিঃ -স্থবির—প্রবীণ ও সঙ্ঘমধ্যে সর্ব-বন্দিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসিবিশেষ।

মহান্—মহৎ দ্রঃ।

মহান্ত১—বিঃ নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত। [সং. মহৎ+অন্ত]।

মহান্ত২—বিঃ মঠাধ্যক্ষ। [সং. মহন্ত]।

মহাফেজ—বিঃ সরকারি দলিলপত্ররক্ষক, record-keeper। [ফা. মুহাফিজ্]। বিঃ -খানা—দলিলপত্র সংরক্ষিত করিয়া রাখার কক্ষ।

মহাল—বিঃ জমিদারির অংশ বা বিভাগ, তালুক। [আ.]।

মহি (বিরল)—বিঃ পৃথিবী। [সং. √মহ্+ই (ম)]। বিঃ -তল—ভূতল।

মহিমময়, (অশু.) **মহিমাময়**—বিণ: মহিমাপূর্ণ। [সং. মহিমন্+ময়]। বিণ(স্ত্রী): **মহিমময়ী**।

মহিমা (-মন্)—বি: মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব, গৌরব; যোগলব্ধ অষ্টৈশ্বর্যের অন্যতম; শিবের বিভূতিবিশেষ। [সং. মহৎ+ইমন]। বি: **-কীর্তন**—মাহাত্ম্য-বর্ণনা। বিণ: **-ন্বিত**—মহিমাযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-ন্বিতা**। বিণ: **-ব্যঞ্জক**—মহিমা-প্রকাশক, মহিমাসূচক। বি: **-র্ণব**—সমুদ্রবৎ অসীম মহিমাপূর্ণ ব্যক্তি।

মহিলা—বি: নারী; (বাং.) ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত রমণী। [সং. √মহ্+ইল (র্ম)+আ]।

মহিষ—বি: গবাদিজাতীয় পশুবিশেষ; মহিষাসুর। [সং. √মহ্+ইষ (ণে)]। বি(স্ত্রী): **মহিষী** দ্র:। বি: **-ধ্বজ, -বাহন**—যম। বি(স্ত্রী): **-মর্দিনী**—মহিষাসুরহন্ত্রী দুর্গাদেবী। বি: **মহিষাসুর**—পৌরাণিক মহিষরূপী অসুরবিশেষ।

মহিষী—বি(স্ত্রী): প্রধানা রানী, কৃতাভিষেকা রাজপত্নী; স্ত্রী-মহিষ। [সং. মহিষ+ঈ]।

মহী—বি: পৃথিবী। [সং. √মহ্+ই (র্ম)+ঈ]। বি: **-তল**—ভূতল। বি: **-ধর**—পর্বত। বি: **-নাথ, -ন্দ্র, -প, -পতি, -পাল, -শ**—নৃপতি, রাজা। বি: **-রুহ**—বৃক্ষ। বি: **-লতা**—কেঁচো। বি: **-সুত**—মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। বি: **-সুতা**—সীতা।

মহীয়সী—**মহীয়ান্** দ্র:।

মহীয়ান্ (-য়স্)—বিণ: অতি মহৎ, সুমহান্। [সং. মহৎ+ঈয়স্]। বিণ(স্ত্রী): **মহীয়সী**।

মহুয়া—বি: বৃক্ষবিশেষ, মউল গাছ; মউল ফুল। [সং. মধুক]।

মহেন্দ্র—বি: দেবরাজ ইন্দ্র; পৌরাণিক পর্বত-বিশেষ (বর্তমান পূর্বঘাট-পর্বতমালা)। [সং. মহান্+ইন্দ্র]। বি(স্ত্রী): **মহেন্দ্রাণী**—ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী। বি: **-নগরী, -পুরী, -ভবন**—অমরাবতী, ইন্দ্রপুরী।

মহেশ, মহেশান, মহেশ্বর—বি: মহাদেব, শিব। [সং. মহান্+ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর]। বি(স্ত্রী): **মহেশী, মহেশানী, মহেশ্বরী**—দুর্গাদেবী। বি: **-পুরী**—কৈলাসধাম।

মহেষ্বাস—বি: মহাধনুর্ধর। [সং. মহান্+ইষ্বাস]।

মহোৎসব—বি: আনন্দাদি উপভোগের বিরাট্ অনুষ্ঠান; বৈষ্ণবদের সংকীর্তন ও ভোজের বিরাট্ উৎসব, মচ্ছব। [সং. মহান্+উৎসব]।

মহোৎসাহ—বি: প্রবল উদ্যম। [সং. মহৎ+উৎসাহ]।

মহোদধি—বি: মহাসাগর। [সং. মহান্+উদধি]।

মহোদয়—বিণ: সদাশয়, মহাশয়, মহানুভাব; অতিসমৃদ্ধ; অত্যুন্নত। [সং. মহান্+উদয়]। বিণ(স্ত্রী): **মহোদয়া**।

মহোপকার—বি: পরম উপকার। [সং. মহৎ+উপকার]। বিণ: **মহোপকারী** (-রিন্)—পরম উপকারী।

মহোপাধ্যায়—বি: (সংস্কৃতে) পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ; (আল.) বড় পণ্ডিত। [সং. মহান্+উপাধ্যায়]।

মহৌষধ—বি: অত্যুৎকৃষ্ট বা অব্যর্থ ঔষধ। [সং. মহৎ+ঔষধ]।

মহৌষধি, মহৌষধী—বি: রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণলতাদি; দূর্বা; উত্তম ভেষজগুণসম্পন্ন ফল-পাকান্ত উদ্ভিদ্। [সং. মহতী+ওষধি, ওষধী]।

মা$_1$—বি: (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ বা মধ্যম সুর। [মধ্যম-এর সংক্ষেপ]।

মা$_2$—(১)বি: মাতা, জননী; দেবী; মাতৃস্থানীয়া নারী কন্যা ও কন্যাস্থানীয়া নারীকে সম্বোধন। (২) (বাং.) অব্য: ভয়-বিস্ময়-যন্ত্রণাদি-প্রকাশক (মাগো! ওমা!)। [<সং. মাতৃ বা অম্বা]। **মায়ের জাত**—নারীজাতি।

মাই—বি: মাতৃস্তন্য; স্তন, পয়োধর। বি: **-পোষ**—শিশুদের দুগ্ধাদি খাওয়াইবার জন্য চুষিযুক্ত বোতলবিশেষ।

মাইক—বি: ধ্বনি-বিবর্ধক যন্ত্রবিশেষ। [ইং. microphone]।

মাইজ—**মাজ** দ্র:।

মাইনদার, মাইন্দার—বি: (প্রাদে.) বেতনভুক্ শ্রমিক বা ভৃত্য। [ফা. মাহিয়ানা+দার]।

মাইনর, মাইনার—(১)বিণ: (শিক্ষা-সম্পর্কে) নিম্ন-স্তরের মাধ্যমিক (মাইনর পরীক্ষা)। (২)বি: নাবালক। [ইং. minor]।

মাইনা, মাইনে—**মাহিনা**-র রূপভেদ।

মাইন্দার—**মাইনদার** দ্র:।

মাইপোশ—বি: বিছানার নিচে গুপ্ত বাক্স থাকে এমন তক্তাপোশ। [দেশী ?]।

মাইপোষ—**মাই** দ্র:।

মাইফেল—বি: নাচগানের আসর বা মজলিস। [আ. মহ্‌ফিল্]।

মাইরি—অব্য: দিব্য বা শপথ করিতে প্রযুক্ত শব্দ-বিশেষ। [পো. Maria—তু. ইং. Mary]।

মাইল—বি: দূরত্বের পরিমাণবিশেষ, প্রায় অর্ধ-

ক্রোশ (১ মাইল=১৭৬০ গজ=৩৫২০ হাত=১·৬০৯ কিলোমিটার)। [ইং. mile]।

মাউই, মাউই-মা, মাঐ, মাঐ-মা—বিঃ (প্রাদে.) ভ্রাতা বা ভগ্নীর শাশুড়ী বা তৎস্থানীয়া নারী, আবুই বা আবুইমা। [<সং. মাতৃক বা মাতৃকা]।

মাওরা, মাওড়া—বিণঃ (প্রাদে.) মা-হারা, মা-মরা। [বাং. মা-হারা]।

মাং—মারফত-এর লেখ্য সংক্ষেপ।

মাংস—বিঃ জীবদেহের অস্থি ও চর্মের মধ্যবর্তী কোমল উপাদানবিশেষ, পিশিত। [সং.]। বিঃ **-পেশী, -পেশি**—জীবদেহের সঞ্চালনক্রিয়াসাধক মাংসপিণ্ড। বিণঃ **-ভোজী** (-জিন্), **মাংসাদ, মাংসাশী** (-শিন্)—মাংসখাদক। বিণঃ **-ল**—মাংসবহুল। বিণ.বিঃ **মাংসিক**—মাংস-ব্যবসায়ী, কসাই।

মাকড়, মাকড়সা, মাকসা—বিঃ উর্ণনাভ, লূতা, অষ্টপদী কীটবিশেষ। [সং. মর্কট]। **মাকড়সার জাল**—কীটপতঙ্গাদি ধরার জন্য মাকড়সা স্বীয় দেহনিঃসৃত লালায় যে সূক্ষ্ম জাল রচনা করে, লূতাতন্তু।

মাকড়ি, মাকড়ী—বিঃ কানের গহনাবিশেষ। [দেশী]।

মাকনা—বিঃ গজদন্ত উঠে নাই এরূপ হস্তিশিশু। [দেশী]।

মাকাল—বিঃ বাহিরে সুদৃশ্য অথচ ভিতরে দুর্গন্ধ ও অখাদ্য শাঁসযুক্ত ফলবিশেষ, রাখালশসা; (আল.) সুদর্শন অথচ গুণহীন ব্যক্তি। [সং. মহাকাল]।

মাকু—বিঃ তাঁত-বোনার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ। [ফা.]।

মাকুন্দ—(১)বিণঃ (বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও) দাঁড়ি-গোফ ওঠে না এমন। (২)বিঃ ঐরূপ পুরুষ। [সং. মৎকুণ]।

মাক্ষিক, মাক্ষীক—(১)বিণঃ মক্ষিকা-সংক্রান্ত। (২)বিঃ মধু; খনিজ উপধাতুবিশেষ। [সং. মক্ষিকা+অ]।

মাখন, (প্রাদে.) **মাখম**—বিঃ দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থবিশেষ, নবনীত, নবনী। [সং. ম্রক্ষণ]।

মাখা—(১)ক্রিঃ লেপন করা (গায়ে তেল মাখা); মর্দন করা, চটকান (ময়দা মাখা)। (২)বি. ও বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ম্রক্ষ্+বাং. আ]। বিঃ **-মাখি**—পরস্পর লেপন; অত্যধিক লেপন; অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা, মেলামেশা; ছোঁয়াছুঁয়ি। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লেপন করা (পরের গায়ে তেল মাখান); লেপন করান (চাকর দিয়া তেল মাখান); মর্দন করান (পাচক দিয়া ময়দা মাখান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মাগ—বিঃ (অশি.) পত্নী। [পা. মাতুগাম]।

মাগধ—(১)বিণঃ মগধদেশীয়। (২)বিঃ বন্দী, স্তুতি-পাঠক। [সং. মগধ+অ]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **মাগধী**—বিঃ মগধের প্রাচীন ভাষা, প্রাকৃতবিশেষ। বিঃ **অর্ধ-মাগধী**—প্রধানতঃ জৈন-ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রাকৃত-ভাষাবিশেষ : ইহা মাগধী প্রাকৃত এবং অন্য পশ্চিমী প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণে জাত।

মাগন—বিঃ যাচ্ঞা বা ভিক্ষা করা, প্রার্থনা। [বাং. √মাগ্+অন (ভা)]।

মাগনা—(১)বিণঃ বিনামূল্যে প্রাপ্ত, ভিক্ষালব্ধ। (২)ক্রি-বিণঃ বিনামূল্যে (মাগনা পাওয়া)। [বাং. মাগন+আ]।

মাগা—(১)ক্রিঃ যাচ্ঞা করা বা প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √মার্গ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ আনান, ভিক্ষা করান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

মাগী—বিঃ (অশি.—অবজ্ঞায়) প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী-লোক; বেশ্যা। [পা. মাতুগাম]। বিঃ **-বাড়ি**—বেশ্যালয়।

মাগুর—বিঃ স্তন্যপায়ী মৎস্যবিশেষ। [সং. মদ্গুর]।

মাগ্‌গি, মাগ্যি—বিণঃ দুর্মূল্য। [সং. মহার্ঘ]। বিঃ **-ভাতা**—জিনিসপত্রাদির মূল্যবৃদ্ধির জন্য কর্মচারীদিগকে প্রদত্ত বাড়তি বেতন, dearness allowance। **মাগ্‌গি-গণ্ডার বাজার**—দুর্মূল্যতার দিন বা কাল।

মাঘ—বিঃ বাঙ্গালা সনের দশম মাস। [সং. মাঘী (মঘা+অ+ঈ)+অ]। **মাঘী**—(১)বিণঃ মাঘ মাসের; (২)বিঃ মঘানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা।

মাঙন—মাগন-এর রূপভেদ।

মাঙনা—মাগনা-র রূপভেদ।

মাঙ্গন$_{১}$—**মাগন**-এর রূপভেদ।

মাঙ্গন$_{২}$—বিঃ জমিদার কর্তৃক প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনার অতিরিক্ত যে অর্থ বলপূর্বক আদায় করা হয়। [<বাং. √মাঙ্গা$_{২}$]।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—(১)বিঃ গোরোচনা-চন্দনাদি শুভদায়ক বস্তু; মঙ্গল। (২)বিণঃ শুভপ্রদ। [সং. মঙ্গল+ইক, য]।

মাজা১—বিণ: দুর্মূল্য। [সং. মহার্ঘ]।

মাজা২, **মাজান**—যথাক্রমে **মাগা** ও **মাগান**-এর রূপভেদ।

মাচা, মাচাং, মাচান—বি: বংশাদিনির্মিত উচ্চ বেদীবিশেষ, মঞ্চ। [সং মঞ্চ]।

মাছ—বি: মৎস্য। [পা. মচ্ছ<সং. মৎস্য]। বি: **-রাজা, -রাঙা**—মৎস্যভুক্ পক্ষিবিশেষ, মৎস্যরঙ্গ। **মাছুয়া**—(১)বিণ: মাছের, মৎস্যসম্বন্ধীয়, মৎস্যভুক্; (২)বি: মৎস্যজীবী, জেলে। বি(স্ত্রী): **মাছুয়ানী**।

মাছি—বি: মক্ষিকা, পতঙ্গবিশেষ; নিশানার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য বন্দুকসংলগ্ন চিহ্নবিশেষ। [প্রা. মচ্ছিআ<সং. মক্ষিকা]। বিণ: **-মারা**—(আল.) ভালমন্দ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়া অন্ধের মত নকল করে এমন (মাছিমারা কেরানি)।

মাজ, মাইজ—বি: বৃক্ষকাণ্ডাদির মধ্যাংশ বা সারভাগ। [সং. মজ্জা]।

মাজন—বি: ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করা, (প্রধানত: দাঁত) মাজার জন্য গুঁড়া প্রভৃতি। [<বাং. √মাজা২]।

মাজা১—বি: কোমর, কটি, দেহের মধ্যভাগ। [প্রা. মজ্ঝ]।

মাজা২—(১)ক্রি: মার্জিত করা, ঘর্ষণদ্বারা পরিষ্কার বা উজ্জ্বল করা। (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে। [সং. √মার্জ+বাং. আ]। **-ঘষা**—(১)বি: উত্তমরূপে পরিমার্জন। (২)বিণ: উত্তমরূপে পরিমার্জিত। **-ন, -নো**—(১)বি: পরিমার্জিত করান, (২)বি বিণ: উক্ত অর্থে।

মাজুফল—বি: বড় বড় বৃক্ষে কীটদ্বারা সৃষ্ট কষায় কোষবিশেষ। [ফা. মাজ]।

মাঝ—(১)বি: মধ্যস্থল (মাঝের ঘর), অভ্যন্তর, ভিতর (পথমাঝ); (২)বিণ: মধ্য (মাঝপথ)। [প্রা. মজ্ঝ]। বি: **-খান**—মধ্যস্থান, মধ্যভাগ। **মাঝামাঝি**—(১)বিণ: মধ্যবর্তী (মাঝামাঝি জায়গা); মাঝারি (মাঝামাঝি অবস্থা); (২)ক্রি-বিণ: মধ্যভাগে বা প্রায় মধ্যভাগে (মাঝামাঝি যাওয়া)। ক্রি:-বিণ: **মাঝে**—কিছুকাল পূর্বে (মাঝে সে এসেছিল)। **মাঝে মাঝে**—কিছুকাল বা কিছুদূর অন্তর অন্তর (মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে আছে)।

মাঝা—**মাজা**১-র প্রা. রূপ।

মাঝামাঝি—**মাঝ** দ্র:।

মাঝার—বি: (কাব্যে) মধ্য, ভিতর (হিয়ার মাঝারে)। [বাং. মাঝ+আর (স্বার্থে)]।

মাঝারি—বিণ: মধ্যম আকারের বা প্রকারের বা অবস্থার। [বাং. মাঝ+আরি]।

মাঝিয়ান—**মাঝী**২ দ্র:।

মাঝী১, **মাঝি**১—বি: নৌকাচালক, কর্ণধার। [তু. মাঝ]। বি: **-গিরি**—মাঝীর কাজ। বি: **-মাল্লা**—মাঝী ও তাহার সহকর্মিগণ। বি: **দাঁড়ীমাঝী**—দাঁড় টানিবার ও হাল ধরিবার লোক।

মাঝী২, **মাঝি**২—বি: সাঁওতাল-পল্লীর প্রধান ব্যক্তি। [তু. মাঝ]। বি(স্ত্রী): **মাঝিয়ান, মেঝেন**।

মাঝে মাঝে—**মাঝ** দ্র:।

মাঞ্জা—বি: সুতা মজবুত (ও ধারাল) করার জন্য কাচচূর্ণাদিদ্বারা প্রস্তুত আঠা বা লেপ। [সং √মস্জ্]।

মাট—বিণ: মাটির মধ্যে উৎপন্ন (মাটকলাই); মাটিদ্বারা নির্মিত (মাটকোঠা)। [বাং. মাটি+ইয়া>এ>অ]। বি: **-কলাই**—চীনাবাদাম। **-কোঠা**—মাটিদ্বারা নির্মিত দুই বা ততোধিক তলবিশিষ্ট গৃহ।

মাটাপালাম—বি: (প্রধানত: মছলিপত্তমে প্রস্তুত) মোটা পানকাপড়বিশেষ। [তেলে মাটাপোল্লাম]।

মাটাম—(১)বি: সমকোণ কি না তাহা স্থিরীকরণার্থ ছুতারের যন্ত্রবিশেষ। (২)বিণ: সমকোণে বিন্যস্ত, মাটামসই। [?—তু. ও. মটাম]। বিণ: **-সাঁই, -সই** (অশু.)—সমকোণে বিন্যস্ত।

মাটি, মাটী—(১)বি: মৃত্তিকা (মাটির পুতুল); ভূতল (মাটিতে বসা); ভূসম্পত্তি (লাঠি যার মাটি তার); স্থির থাকিবার বা ভর দিবার উপায় (পায়ের তলায় মাটি না থাকা)। (২)বিণ: পণ্ড, নষ্ট। [প্রা. মট্টিআ<সং. মৃত্তিকা]। ক্রি: **মাটি করা**—নষ্ট করা; পণ্ড করা; সর্বনাশ করা। ক্রি: **হাড় বা দেহ মাটি করা**—দেহপাত করা, জীবন ব্যয় করা। ক্রি: **মাটি কামড়ে (পড়ে) থাকা**—যথাশক্তি নিশ্চল হইয়া মাটিতে শুইয়া থাকা; (আল.) নাছোড়বান্দা হইয়া লাগিয়া থাকা। ক্রি: **মাটি খাওয়া**—যাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে হয় এমন অন্যায় কাজ করা। ক্রি: **মাটি তোলা**—মাটি খুঁড়িয়া উঠান; পঙ্কোদ্ধার করা। ক্রি: **মাটি দেওয়া**—কবরস্থ করা। ক্রি: **মাটি নেওয়া**—কুস্তি ইত্যাদিতে

মাটি আঁকড়াইয়া থাকা। ক্রিঃ **মাটি মাড়ান**—পদার্পণ করা, আসা। ক্রিঃ **মাটি হওয়া**—নষ্ট বা পণ্ড হওয়া। **মাটির দর**—অতি সস্তা দাম। **মাটির মানুষ**—অত্যন্ত সহিষ্ণু ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ।

মাটো—বিণঃ অনুজ্জ্বল, চাপা (মাটো রং)। [সং. মন্দ]।

মাঠ১—**মাট**-এর রূপভেদ।

মাঠ২—বিঃ প্রান্তর, ময়দান (লড়াইয়ের মাঠ); বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ('মাঠের পরে মাঠ': রবীন্দ্র); কৃষিক্ষেত্র (মাঠের কাজ); পশুচারণ-ভূমি ('রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে': তর্কা.)। [দেশী]। বিঃ **-ঘাট**—সকল স্থান। ক্রিঃ **মাঠে মারা যাওয়া**—সম্পূর্ণ নিষ্ফল বা ব্যর্থ বা পণ্ড হওয়া।

মাঠা—বিঃ ননি, মাখন; ঘোল। [সং. মৃষ্ট]।

মাঠান১—**মাটাম**-এর রূপভেদ।

মাঠান২—**মা-ঠাকুরাণী**-র কথ্য রূপ।

মাড়—বিঃ শুভ্রতাবর্ধনার্থ ধৌত বস্ত্রাদিতে লাগাইবার জন্য তণ্ডুলাদির মণ্ড; ফেন। [সং. মণ্ড]।

মাড়ওয়ারী—(১)বিণঃ মাড়ওয়ার-দেশীয়। (২)বিঃ মাড়ওয়ারের অধিবাসী; মাড়ওয়ারের ভাষা। [বাং. মাড়ওয়ার+ঈ]।

মাড়া—(১)ক্রিঃ মর্দন করা, পেষণ করা। (২)বি.-বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। [সং. √মৃদ্+বাং. আ]। বিঃ **-ই**—মাড়ানর কাজ (ধান-মাড়াই, আখ-মাড়াই)। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মর্দিত বা পিষ্ট করান; পদদলিত করা; পদার্পণ করা, আসা বা যাওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মাড়ি১—**মাঢ়ী**-র বিকৃত রূপ।

মাড়ি২—বিঃ মাড, ফেন, তাল কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের ঘন রস। [বাং. মাড+ই]।

মাড়ুয়া—বিঃ শস্যবিশেষ। [দেশী]।

মাড়োয়ারী—**মাড়ওয়ারী**-র বানানভেদ।

মাঢ়ী, মাঢ়ি—বিঃ দন্তমূলীয় মাংস বা মাংসপ্রাচীর, দন্তবেষ্ট। [সং.]।

মাণবক—বিঃ বালক; বামন, ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ। [সং. মনু+অ+ক]।

মাণিক—**মানিক**-এর বর্জি. বানান।

মাণিক্য—বিঃ রত্নবিশেষ, পদ্মরাগ, চুনি। [সং. মণিক (=নগরবিশেষ)+য]।

মাত১—বিণঃ মত্ত, বিভোর, মুগ্ধ (গন্ধে মাত)। [সং. মত্ত]।

মাত২, মাৎ—বিঃ বিপক্ষের পরাজয়, জিত (বাজি মাত করা)। [আ. মাৎ]।

মাত৩—বিঃ অসার ভাগ (মাত কাটা); অসার গুড় (মাতগুড়)। [সং. মস্তু]।

মাতঃ—বিঃ মাতৃ-শব্দের সম্বোধনের রূপ, ওগো মা ('হে মাতঃ বঙ্গ': রবীন্দ্র)। [সং.]।

মাতগুড়—বিঃ গুড়ের অসার ভাগ, চিটেগুড়। [মাত৩+গুড়]।

মাতঙ্গ—বিঃ হস্তী। [সং. মতঙ্গ+অ]। বি(স্ত্রী): **মাতঙ্গী**, (বাং.) **মাতঙ্গিনী**—হস্তিনী; দশ-মহাবিদ্যার অন্যতম মূর্তি।

মাতন—বিঃ মত্ততা; উৎসাহ-সহকারে প্রবৃত্ত হওয়া; গাঁজিয়া ওঠা। [<বাং. √মাতা২]।

মাতব্বর—বি.বিণঃ মুরব্বী, সর্দার, মণ্ডল, প্রধান ব্যক্তি, গণ্যমান্য লোক। [আ. মু'অতবর্]। বিঃ **মাতব্বরি**—মাতব্বরের পদ বা কাজ; মাতব্বরের ন্যায় আচরণ।

মাতলাম, মাতলামো, মাতলামি—বিঃ মাতালের আচরণ। [বাং. মাতাল+আম, আমি]।

মাতলি—বিঃ ইন্দ্রের সারথি। [সং.]।

মাতা১ (-তৃ)—বিঃ মা, জননী; গর্ভধারিণী ধাত্রী গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নী পৃথিবী গাভী: শাস্ত্র-মতে এই সপ্তমাতা, মাতৃস্থানীয়া বা কন্যা-স্থানীয়া নারী (শ্বশ্রমাতা, বধূমাতা)। [সং. √মা+তৃ (তৃ)]। বিঃ **-পিতা** (তৃ)—জনক-জননী, বাপ-মা। বিঃ **-মহ**—মায়ের বাপ। বি(স্ত্রী): **-মহী**।

মাতা২—(১)ক্রিঃ মত্ত হওয়া, ক্ষেপিয়া যাওয়া (হাতিটা মেতে গেছে); মুগ্ধ বিভোর বা আত্মহারা হওয়া, উৎসাহভরে নিবিষ্ট হওয়া (খেলায় মাতা); গাঁজিয়া উঠা (খেজুররস মাতা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √মদ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মত্ত করা; মুগ্ধ ও উল্লসিত করা, বিভোর বা আত্মহারা করা; গাঁজান; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে; (৩)বিণঃ উক্ত সকল অর্থে; (সমাসে উত্তরপদরূপে) মত্ত উৎসাহিত বা উল্লসিত করে এমন (প্রাণমাতান সুর)। বিঃ **-মাতি**—ক্রমাগত মাতালের ন্যায় আচরণ; মত্ততা, দাপাদাপি, দুরন্তপনা।

মাতাল—(১)বিণঃ মদ্যপানজনিত মত্ততাযুক্ত; সুরাসক্ত, মদ্যপ; আত্মহারা, বিভোর। (২)বিঃ মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তি। [বাং. √মাতা২+ল]।

মাতুঃস্বসা (-স্ব), **মাতুঃষ্বসা** (-স্ব), **মাতৃষ্বসা** (-স্ব) —বিঃ মাতার ভগিনী বা তৎস্থানীয়া নারী, মাসী। [সং. মাতুঃ+স্বসৃ, মাতৃ+স্বসৃ]।

মাতুল—বিঃ মামা। [সং. মাতৃ+উল]। বি(স্ত্রী): **মাতুলানী**, (বিরল) **মাতুলা**, **মাতুলী**—মাতুলের পত্নী, মামী। বিঃ **-কন্যা**, **-পুত্রী**—মামাত বোন। বিঃ **-পুত্র**—মামাত ভাই। বিঃ **মাতুলালয়** —মামার বাড়ি।

মাতৃ—বিঃ **মাতা**-শব্দের সংস্কৃত মূল রূপ। বিণঃ **-ক**—মাতৃসম্বন্ধীয়; তু. **পৈতৃক**। বিঃ **-কা**—গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা কুলদেবতা: এই ষোড়শ দেবী; মাতা; মাতামহী; ধাত্রী; কারণ; অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ। বিঃ **-গণ**—ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী ঐন্দ্রী বারাহী বৈষ্ণবী কৌমারী চামুণ্ডা বা কৌবেরী ও চর্চিকা: এই অষ্টশক্তি। বিণঃ **-ঘাতক**, **-ঘাতী** (-তিন্)—মাতার প্রাণবধকারী। বিঃ **-দায়**—মৃতা জননীর শ্রাদ্ধাদির দায়িত্ব। বিঃ **-দুগ্ধ**—মাতার স্তনদুগ্ধ। বিঃ **-পক্ষ**—**পক্ষ** দ্রঃ। বিঃ **-পূজা**—জননীকে পূজা। অব্যঃ **-বৎ**—মায়ের মতন। বিঃ **-বন্দনা** জননীকে অভিবাদন বা উপাসনা; জন্মভূমিকে অভিবাদন বা উপাসনা। বিঃ **-বিয়োগ**—মায়ের মৃত্যু। বিণঃ **-ভক্ত**—মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাহার অনুগত। বিঃ **-ভক্তি**—মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। বিঃ **-ভাষা**—স্বজাতির ভাষা। বিঃ **-ভূমি**—স্বদেশ, জন্মভূমি। বিঃ **-রিষ্টি**—(জ্যোতিষ.) মাতার পক্ষে অশুভসূচক যোগবিশেষ। বিঃ **-শাসন**—রাজ্যাদি শাসনে বা পরিবার-পরিচালনায় স্ত্রীলোকের কর্তৃত্ব, matriarchy। বিণঃ **-শাসিত**—স্ত্রীলোকে কর্তৃত্ব করে এমন, স্ত্রীলোকদ্বারা শাসিত। বিঃ **-শ্রাদ্ধ**—মৃতা জননীর প্রেতকৃত্য। বিঃ **-সেবা**—জননীকে পরিচর্যা। বিঃ **-স্নেহ**—মায়ের ভালবাসা। বিঃ **-ষ্বসা** (-স্ব)—**মাতৃঃষ্বসা** দ্রঃ। বিঃ **-ষ্বস্রীয়**, **-ষ্বসেয়**, **-ষ্বস্রেয়**,—মাসতুত ভাই। বি(স্ত্রী): **-ষ্বস্রীয়া**, **-ষ্বস্রীয়া**, **-ষ্বসেয়ী**, **-ষ্বসেয়া**, **-ষ্বস্রেয়ী**, **-ষ্বস্রেয়া**—মাসতুত বোন। বিণঃ**-সমা** —মায়ের সমান। বিঃ **-স্তন্য**—মাতৃদুগ্ধ। বিঃ **-স্তব**, **-স্তোত্র**—মাতাকে উপাসনা করিবার মন্ত্র বা শ্লোক। বিঃ **-হত্যা**—মাতার প্রাণনাশ করা। বিঃ **-হন্তা** (-ন্তৃ)—মাতৃঘাতক। বিণঃ **-হীন**—মাতৃহারা, মা-মরা। বিণ(স্ত্রী): **-হীনা**।

মাতোয়ারা, (বিরল) **মাতোয়ালা**—বিণঃ বিভোর, আত্মহারা; মাতাল, মত্ত। [হি. মতয়ালা]।

মাতোয়ালি, **মাতোয়ালী**, **মুতওল্লী**—বিঃ মুসলমানদিগের ধর্মার্থ বা লোকসেবার্থ প্রদত্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। [আ. মুতওল্লি]।

মাৎ—**মাত**$_2$ দ্রঃ।

মাত্র—(১)বিঃ পরিমাণ, অবধারণ; সাকল্য। (২)-(বাং.) অব্যঃ পরিমিত (দু-সের **মাত্র**, **ক্ষণমাত্র**); শুধু, কেবল (মাত্র এইটুকু); সঙ্গে-সঙ্গে (আমি যাওয়ামাত্র); প্রত্যেক (মনুষ্যমাত্র)। [সং. √মা +ত্র (ভা)]।

মাত্রা—বিঃ পরিমাণ (শীতের মাত্রা); একবারে গ্রহণীয় পরিমাণ (দুই মাত্রা ঔষধ); সীমা (মাত্রাহীন অত্যাচার) বর্ণের মস্তকোপরি সরলরেখা (ও-তে মাত্রা নাই); বর্ণের উচ্চারণকালের পরিমাণ (দীর্ঘ মাত্রা, হ্রস্ব মাত্রা); (সঙ্গীতে) তালের ভাগ বা তাহার পরিমাণ (চারমাত্রা তাল); (গণি.) আয়তন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ও বেধ, dimension [বি. প.]। [সং. √মা+ত্র (ণে)+আ]। বিঃ **-জ্ঞান**, **-বোধ**—পরিমিতি বা সীমা সম্বন্ধে চেতনা। বিণঃ **-তীত**—মাত্রা বা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন; অপরিমিত। বিঃ **-বৃত্ত** —অক্ষর-সংখ্যার পরিবর্তে লঘু-গুরু উচ্চারণকে ভিত্তি করিয়া রচিত কবিতার ছন্দ। বিণঃ **মাত্রিক**—মাত্রাযুক্ত।

মাৎসর্য—বিঃ পরশ্রীকাতরতা। [সং. মৎসর+য (ভা)]।

মাৎস্য—(১)বিণঃ মৎস্য-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ পুরাণবিশেষ। [সং. মৎস্য+অ]। বিঃ **-ন্যায়**—**মৎস্য** দ্রঃ।

মাথট—বিঃ মাথা-পিছু ধার্য কর বা চাঁদা। [সং. মস্তকবর্ত]।

মাথা—(১)বিঃ মস্তক, শির; আগা, ডগা (আঙুলের মাথা); শীর্ষ, উপরিভাগ চূড়া (পাহাড়ের মাথা); আরম্ভস্থল, প্রান্ত (রাস্তার বা মোড়ের মাথায়); মোড়, বাঁক; নৌকার অগ্রভাগ বা গলুই; মস্তিষ্ক, বোধশক্তি (ছাত্রটির বেশ মাথা); প্রধান ব্যক্তি, সর্দার, বুদ্ধিদাতা বা পরামর্শদাতা ব্যক্তি (গাঁয়ের মাথা); ঝোঁক, প্রভাব (রাগের মাথায়)। (২)অব্যঃ কিছু না: এই অর্থব্যঞ্জক (মাথা হবে)। [সং মস্তক]। ক্রিঃ **মাথা আঁচড়ান** —কেশবিন্যাস করা। ক্রিঃ **মাথা উঁচু করা**—**মাথা তোলা**-র অনুরূপ। ক্রিঃ **মাথা উড়ান**—প্রাণ-

বধ করা। ক্রি: **মাথা করা**—কিছু না করিতে পারা (ও আমার মাথা করবে)। ক্রি: **মাথা কাটা যাওয়া**—অত্যন্ত লজ্জা পাওয়া; সম্ভ্রমহানি হওয়া। ক্রি: **মাথা কোটা, মাথা খোঁড়া**—অসহ দুঃখ-কষ্টে অথবা অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ভূমির বা দেওয়ালের উপর মাথা ঠোকা; সনির্বন্ধ অনুরোধ করা, নাছোড়বান্দাভাবে মিনতি করা। **মাথা খাও**—শপথবিশেষ: মাথার দিব্য দিতেছি। ক্রি: **মাথা খাওয়া**—সর্বনাশ করা; উৎসন্নে দেওয়া, বখাইয়া বা বিগড়াইয়া দেওয়া। ক্রি: **মাথা খারাপ করা**—(দুশ্চিন্তাদিহেতু) অস্থির বা বিভ্রান্ত হওয়া। ক্রি: **মাথা খেলান**—বুদ্ধিচালনা করা। ক্রি: **মাথা গরম করা**—ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। ক্রি: **মাথা গরম হওয়া**—মনে ক্রোধসৃষ্টি হওয়া; বায়ুবৃদ্ধিরোগে আক্রান্ত হওয়া। ক্রি: **মাথা গুঁড়া করা**—(আল.) অত্যন্ত প্রহার করা। ক্রি: **মাথা গুনতি করা**—লোকসংখ্যা গণনা করা। ক্রি: **মাথা গুলিয়ে দেওয়া**—হতবুদ্ধি করা। ক্রি: **মাথা গোঁজা**—কোনরকমে আশ্রয় লওয়া বা বাস করা। বি: **-ঘষা**—চুলে মাখিবার বা কেশতৈলে মিশাইবার জন্য সুগন্ধ মসলাবিশেষ। ক্রি: **মাথা ঘামান**—অনর্থক মস্তিষ্ক চালনা করা বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। ক্রি: **মাথা ঘোরা**—শিরঃপীড়া হওয়া; (আল.) বিহ্বল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। ক্রি: **মাথা চাড়া দেওয়া**—**মাথা তোলা**-র অনুরূপ। ক্রি: **মাথা চুলকান**—জবাব-উপায়-সঙ্কল্পাদি স্থির না করিতে পারার লক্ষণস্বরূপ মাথার মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করা। ক্রি: **মাথা ঠাণ্ডা করা**—উত্তেজনা দূর করা, শান্ত হওয়া। ক্রি: **মাথা তোলা**—সতেজ হইয়া ওঠা; উন্নতি করা; অভ্যুত্থিত হওয়া; সগৌরবে নিজেকে জাহির করা; বিদ্রোহী হওয়া; (বিপদাদি) কাটাইয়া ওঠা। ক্রি: **মাথা দেওয়া**—জীবন উৎসর্গ করা; কোন কাজে বা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বা ব্যাপৃত হওয়া কিংবা মনোযোগ দেওয়া। ক্রি: **মাথা ধরা**—মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হওয়া। **মাথা নেই তার মাথা ব্যথা**—(আল.) অকারণ দুশ্চিন্তা। ক্রি: **মাথা পাতিয়া লওয়া**—সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া, শিরোধার্য করা। ক্রি: **মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বিকান**—সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করা। ক্রি: **মাথা মাটি হওয়া**—ধীশক্তি লোপ পাওয়া। ক্রি: **মাথা হেঁট করা**—লজ্জায় অধোবদন হওয়া; শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া। ক্রি: **মাথা হেঁট হওয়া**—সম্ভ্রমহানি হওয়া। ক্রি: **মাথায় ওঠা**—**মাথায় চড়া**-র অনুরূপ। ক্রি: **মাথায় করা**—অত্যন্ত আদর বা প্রশ্রয় দেওয়া; অত্যন্ত সম্মান বা ভক্তি করা। ক্রি: **মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা**—**ভাঙ্গা** দ্র:। ক্রি: **মাথায় কাপড় দেওয়া**—ঘোমটা দেওয়া। ক্রি: **মাথায় ঘোল ঢালা**—**ঘোল** দ্র:। ক্রি: **মাথায় চড়া**—(রক্তাদি সম্বন্ধে) মস্তিষ্কমধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া; (মানুষ বা অন্য প্রাণী সম্বন্ধে) প্রশ্রয় পাইয়া ধৃষ্ট হইয়া ওঠা। ক্রি: **মাথায় ঢোকা**—বোধগম্য হওয়া। ক্রি: **মাথায় রাখা**—ভক্তি সম্মান বা আদরযত্ন করা। ক্রি: **মাথায় হাত দেওয়া**—বিস্ময় সর্বনাশ প্রভৃতির জন্য হতবাক্ হওয়া। ক্রি: **মাথায় হাত বোলান**—কৌশলে বা ফাঁকি দিয়া অপহরণ করা। **মাথার উপর কেহ না থাকা**—অভিভাবকহীন হওয়া। **মাথার খুলি**—করোটি। **মাথার ঘি**—ঘিলু; মস্তিষ্ক। **মাথার ঠাকুর**—অতি শ্রদ্ধেয় বা সম্মানার্হ ব্যক্তি। **মাথার ঠিক না থাকা**—বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া। **মাথার দিব্য**—শপথ। বিণ: **-ওয়ালা**—বুদ্ধিমান্। বিণ: **-খারাপ**—উন্মাদ; খেপাটে। বিণ: **-গরম**—কোপনস্বভাব; বদমেজাজি। বি: **-ঘোরা, -ধরা**—মাথার মধ্যে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া। বিণ: **-পাগলা**—পাগলাটে, খেপাটে। ক্রি-বিণ: **-পিছু**—জনপ্রতি, প্রত্যেক লোক-হিসাবে। বি: **-ব্যথা**—মাথার মধ্যে যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া; (আল.) দুশ্চিন্তা বা দায় বা গরজ। বিণ: **-মোটা**—স্থূলবুদ্ধি; বোকাটে। **মাথায়-মাথায়**—(১) ক্রি-বিণ: টায়েটায়ে; কানায়-কানায়; সোজা দাঁড়াইলে পরস্পরের মাথা পর্যন্ত মাপে; (২) বিণ: সমান দীর্ঘ বা প্রায় সমান দীর্ঘ। বি: **-ল** [উচ্চা. মাথাল]—তৃণাদি নির্মিত ছাতাবিশেষ, টোকা। বিণ: **-ল, -লো** [উচ্চা. মাথালো]—মাথাওয়ালা, বুদ্ধিমান্।

মাথি—বি: তাল-নারিকেল-খর্জুর-আনারসাদি বৃক্ষকাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ ভক্ষণীয় কোমল অংশবিশেষ। [বাং. মাথা > মাথ + ই]।

মাথুর—(১) বিণ: মথুরা-সম্বন্ধীয়। (২) বি: কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় গেলে ব্রজবাসিগণের মনে যে বিরহ-তাপ জাগে তাহা অবলম্বন করিয়া রচিত গীতি-কবিতা। [সং. মথুরা + অ]।

মাদক—(১) বিণ: মত্ততাদায়ক (মাদক দ্রব্য)। (২) বি: মত্ততাদায়ক দ্রব্য, নেশার বস্তু (মোদক সেবন)। [সং. √মদ্ + ণিচ + অক (র্তৃ)]। বি:

-তা—মত্ততা বা নেশা জন্মানর শক্তি। বিঃ -সেবন—মাদকদ্রব্য পান বা ভোজন। বিণঃ -সেবী (-বিন্)—নেশাখোর।

মাদল—বিঃ ঢোলের ন্যায় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. মর্দল]।

মাদার—বিঃ অম্লাস্বাদ ফলধর কণ্টকবৃক্ষবিশেষ। [সং. মন্দার]।

মাদী, মাদি, (প্রাদে.) **মাদা**—বিণঃ স্ত্রীজাতীয় (পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীব)। [ফা মাদহ্, মাদীন্]।

মাদুর—বিঃ তৃণনির্মিত আস্তরণবিশেষ। [সং. মন্দুরা]।

মাদুলি, মাদুলী—বিঃ ক্ষুদ্র মাদলাকৃতি কবচ। [বাং. মাদল+ই]।

মাদৃশ—বিণঃ আমার ন্যায়। [সং. অস্মদ্+√দৃশ্+অ (র্ম)]।

মাদ্রাজী—(১)বিণঃ মাদ্রাজ-সম্বন্ধীয়; মাদ্রাজে জাত বা উৎপন্ন। (২)বিঃ মাদ্রাজের অধিবাসী। [বাং. মাদ্রাজ+ঈ]।

মাদ্রাসা—বিঃ মুসলমানী উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ। [ফা. মদ্রাসহ্]।

মাধব১—বিঃ শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। [সং. মা(=লক্ষ্মী)+ধব]।

মাধব২—(১)বিঃ বসন্তকাল, বৈশাখমাস। (২)বিণঃ মধু-সম্বন্ধীয়। [সং. মধু+অ]।

মাধবী, মাধবিকা—বি(স্ত্রী)ঃ চিরহরিৎ লতাবিশেষ; মাধবের পত্নী। [সং. মাধব+ঈ, ক+আ]। বিঃ -কুঞ্জ—মাধবীলতাদ্বারা সমাচ্ছন্ন স্থান।

মাধুকরী—বিঃ মধুকরেরা যেমন ফুলে-ফুলে মধু সংগ্রহ করে তেমনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা; অন্ততঃ পাঁচটি বিভিন্ন গৃহ হইতে সংগৃহীত ভিক্ষা। [সং. মধুকর+অ+ঈ]।

মাধুরী—বিঃ মধুরতা; মনোহারিতা; সৌন্দর্য, শোভা। [সং. মধুর+অ+ঈ]।

মাধুর্য—বিঃ মাধুরী (সকল অর্থে); (অল.) কাব্যের যে গুণে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত হয়। [সং. মধুর+য]।

মাধ্যন্দিন—বিণঃ মধ্যাহ্নকালীন। [সং মধ্যন্দিন+অ]।

মাধ্যম—বিঃ যাহার মধ্যস্থতায় বা সাহায্যে কার্যাদি নিষ্পন্ন হয়, সহায়, বাহন, medium। [সং. মধ্যম+অ]। বিণঃ মাধ্যমিক — মধ্যবর্তী। মাধ্যমিক শিক্ষা—মাঝামাঝি মানের শিক্ষা, স্কুলের উচ্চতম শিক্ষা।

মাধ্যাকর্ষণ—বিঃ জড়পদার্থের পরস্পর আকর্ষণ-শক্তি যাহার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও পদার্থ পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থির থাকে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ। [সং. মাধ্য+আকর্ষণ]।

মাধ্যাহ্নিক—বিণঃ মধ্যাহ্নকালীন; মধ্যাহ্নসম্বন্ধীয়। [সং. মধ্যাহ্ন+ইক]।

মাধ্বী১—বিঃ মধুজাত মদ্যবিশেষ; মহুয়া; দ্রাক্ষা। [সং. মধু+ঈ]। বিঃ -ক—দ্রাক্ষা, মহুয়া-জাত বা মধুজাত মদ্য; মধু।

মাধ্বী২—(১)বিণঃ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য মধ্বাচার্য সম্বন্ধীয় (মাধ্বীমত, মাধ্বীদর্শন)। (২)বিঃ মধ্বাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। [সং. মধ্ব+বাং. ঈ]।

-মান্১ (-মৎ)—'যুক্ত' বা 'অন্বিত' অর্থবাচক সংস্কৃত প্রত্যয়বিশেষ (যে-সকল শব্দের অন্তে বা উপান্তে অ আ অথবা ম আছে এবং যে সকল শব্দের অন্তে ঙ ঞ ণ ও ন ভিন্ন বর্গীয় বর্ণ আছে তাহাদের পর -মান্ স্থানে -বান্ হয়; যথা—বুদ্ধিমান্, ধীমান্; কিন্তু জ্ঞানবান্, বিদ্বান্ ইত্যাদি)। স্ত্রীঃ -মতী।

মান২—বিঃ মাপিবার উপকরণ বা মাত্রা; তৌল-করণ, মাপ-নির্ধারণ, (সঙ্গীতে) তালের বিরাম বা মাত্রা; (গণি.) প্রকৃত মূল্য, value; উৎকর্ষের বা অপকর্ষের পরিমাণ, standard। [সং. √মা+অন]। বিঃ -চিত্র—ভূখণ্ড দেশ বা পৃথিবীর পরিমাপ-অনুযায়ী নকশা, ম্যাপ। বিঃ -দণ্ড—দাঁড়িপাল্লা। বিঃ -মন্দির—বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির জন্য গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণার্থ গৃহ।

মান৩—বিঃ সম্মান, পূজা, সমাদর (মানীর মান); মর্যাদা, গৌরব, সম্ভ্রম (মান রাখা)। [সং. √মান্+অ(ভা)]। বিণঃ -দ—সম্মানদায়ক। বিণ(স্ত্রী)ঃ -দা। বিঃ -ন, না—সম্মান, পূজা বা আদর করা। বিণঃ -নীয়—সম্মানার্হ। বিণ(স্ত্রী)ঃ -নীয়া। বি(পত্রে)ঃ -নীয়েষু শ্রদ্ধেয় বা সম্মানযোগ্য ব্যক্তির নিকট পত্রলিখনকালে পাঠবিধি। স্ত্রীঃ -নীয়াসু। বিঃ -পত্র—গৌরব-সূচক বা সম্মানসূচক অভিনন্দনপত্র। বিঃ -হানি—সম্মানের লাঘব, মর্যাদানাশ। বিণঃ -হীন—সম্মানশূন্য; মর্যাদাশূন্য।

মান৪—বিঃ প্রণয়ভঙ্গ আশাহানি প্রভৃতি কারণে প্রিয়তমের প্রতি অব্যক্ত ক্রোধ (মান করা, মান ভাঙান); গর্ব, দম্ভ, আত্মাভিমান (অভিমান;

পতনের কারণ)। বিঃ **-কলি**—স্ত্রীপুরুষের অভিমানজ কলহ। বিঃ **-ভঞ্জন**—অভিমান দূরীকরণ। **মানভঞ্জন পালা**—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জনবিষয়ক গীতিকাব্যবিশেষ।

মান$_{৫}$, মানকচু—বিঃ রাঁধিয়া খাইবার উপযোগী কন্দবিশেষ। [সং. মানক]।

মানকলি—মান$_{৪}$ দ্রঃ।

মানচিত্র—মান$_{২}$ দ্রঃ।

মানত, (বর্জি) **মানৎ**—বিঃ কোন বিষয়ে অনুগ্রহলাভার্থ দেবতাকে কিছু দিবার মানসিক অঙ্গীকার, মানসিক (মানত করা)। [সং. মনস্থ]।

মানদ, মানদা—মান$_{৩}$ দ্রঃ।

মানদণ্ড—মান$_{২}$ দ্রঃ।

মানন, মাননা, মাননীয়, মানপত্র—মান$_{৩}$ দ্রঃ।

মানব—(১)বিঃ মনুষ্য, মানুষ, নর। (২)বিণঃ মনুসম্বন্ধীয়, মনু-প্রণীত (মানব ধর্মশাস্ত্র)। [সং. মনু+অ]। বি(স্ত্রী): **মানবী**। বিঃ **-ক**—**মাণবক**-এর অশুদ্ধ রূপ। বিঃ **-তা, -ত্ব**—মনুষ্যের গুণ ধর্ম বা ভাব। বিঃ **-লীলা**—নররূপে পৃথিবীতে জীবনযাপনকালে ক্রিয়াকলাপ। ক্রিঃ **মানবলীলা সংবরণ করা**—মারা যাওয়া। বিঃ **-সমাজ**—পৃথিবীর মনুষ্যগণ। বিঃ **-হৃদয়**—মানুষের হৃদয়; মনুষ্যত্বপূর্ণ অন্তঃকরণ; মনুষ্যোচিত অনুভূতি। বিণঃ **মানবিক**—মনুষ্যসংক্রান্ত; মনুষ্যোচিত; মনুষ্যগুণগত; মনুষ্যত্বপূর্ণ। বিণঃ **মানবীয়**—মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। বিণঃ **মানবোচিত**—মনুষ্যগণের পক্ষে উপযুক্ত।

মানভঞ্জন—মান$_{৪}$ দ্রঃ।

মানমন্দির—মান$_{২}$ দ্রঃ।

মানস—(১)বিঃ মন, চিত্ত; অভিলাষ, ইচ্ছা (মানস করা); মানস-সরোবর। (২)বিণঃ মানসিক (মানস পাপ); কল্পনাপ্রসূত (মানস মূর্তি)। [সং. মনস্+অ]। বিঃ **-তা**—মনের প্রকৃতি ভাব বা প্রবণতা, mentality [বি প.]। বিঃ **-নেত্র, -লোচন**—মনশ্চক্ষু, অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা। বিঃ **-পুত্র**—মন বা কল্পনা হইতে জাত পুত্র। বি(স্ত্রী): **-কন্যা**। বিঃ **-প্রতিমা**—কল্পনায় গঠিত মূর্তি। বিঃ **মানস-সরোবর**—কৈলাসপর্বতের নিকটবর্তী হ্রদবিশেষ। বিঃ **-সিদ্ধি**—আশাপূরণ, ইষ্টলাভ। বিঃ **মানসাঙ্ক**—যে অঙ্ক না লিখিয়া মনে-মনে কষিতে হয়। **মানসিক**—(১)বিণঃ মনঃসম্বন্ধীয়; কল্পনাপ্রসূত; (২)(বাং) বিঃ মানত। **মানসী**—(১)বিণ(স্ত্রী): মনঃকল্পিতা (মানসী মূর্তি); (২)বিঃ যে মনে-মনে প্রিয়ারূপে কল্পিতা (কবির মানসী)।

মানহানি, মানহীন—মান$_{৩}$ দ্রঃ।

মানা$_{১}$—বিঃ নিষেধ, বারণ। [আ. মনহ্]।

মানা$_{২}$—(১)ক্রিঃ মান্য করা, সম্মান করা (শিক্ষককে মানা); বিশ্বাস করা (ভূতপ্রেত মানা); বোধ করা বা জ্ঞান করা (ভাগ্য বলিয়া মানা); স্বীকার করা (দোষ মানা); গ্রাহ্য করা (বাধা মানা); পালন করা (উপদেশ মানা); নির্দিষ্ট করা (কাহাকেও মুরুব্বি মানা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √মান্+বাং.আ]।

মানান$_{১}$ (উচ্চা. মানানো), **মানানো$_{১}$**—(১)ক্রিঃ মান্য করান; স্বীকার করান; গ্রাহ্য করান; পালন করান। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [মানা$_{২}$ দ্রঃ]।

মানান$_{২}$ (উচ্চা. মানানো), **মানানো$_{২}$**—(১)ক্রিঃ শোভন বা উপযুক্ত হওয়া (তোমার মুখে এমন কথা মানায় না); খাপ খাওয়া, মাপ-অনুযায়ী হওয়া (বেশ মানিয়েছে)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [<বাং. √মানা$_{২}$]।

মানান$_{৩}$ (উচ্চা. মানান্) (১)বিঃ উপযুক্ততা; শোভা। (২)বিণঃ শোভন; উপযুক্ত। [<বাং. √মানা$_{২}$]। বিণঃ **মানানসহি, মানানসই**—উপযুক্ত; শোভন; মাপ-অনুযায়ী।

মানিক—বিঃ মাণিক্য, চুনি; স্নেহপাত্রকে আদরের সম্বোধন। [সং. মাণিক্য]। বিঃ **-জোড়**—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ; (ব্যঙ্গে) দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সম-শ্রেণীর মন্দ লোক।

মানিত—বিণঃ পূজিত, সম্মানিত। [সং. √মান্+ত (র্ম)]।

মানী (-নিন্)—বিণঃ মান্য, সম্মানার্হ; অভিমানী, গর্বী। [সং. মান+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **মানিনী**—মান্যা, সম্মানার্হা; গর্বিণী; অভিমানবতী; প্রণয়কোপবতী।

মানুষ—(১)বিঃ মনুষ্য, মানব; ব্যক্তি (মেয়েমানুষ, মনের মানুষ)। (২)বিণঃ মনুষ্যসম্বন্ধীয়; মনুষ্যোচিত গুণসম্পন্ন, লায়েক (মানুষ হওয়া); লালনপালনদ্বারা বর্ধিত বা বয়ঃপ্রাপ্ত (ছেলে মানুষ করা)। [সং. মনু (+ষ)+অ]। বি(স্ত্রী): **মানুষী**। বিণঃ **মানুষিক**—মনুষ্য-সম্বন্ধীয়; মনুষ্যকৃত। ক্রিঃ **মানুষ করা**—লালনপালন করিয়া বড় করা। ক্রিঃ **মানুষ হওয়া**—প্রতিপালিত হওয়া; মনুষ্যোচিত গুণসম্পন্ন হইয়া

ওঠা। **মানুষের মত মানুষ**—মনুষ্যোচিত সকল গুণের অধিকারী লোক, আদর্শ পুরুষ।

মানে—বিঃ তাৎপর্য, অর্থ (শব্দের মানে, মানের বই); উদ্দেশ্য, হেতু, কারণ (চাকরি ছাড়ার মানে)। [আ. মানি]।

মানোয়ার—বিঃ যুদ্ধ-জাহাজ। [ইং. man-of-war]। বিণঃ **মানোয়ারী, মানোয়ারি**—যুদ্ধ-জাহাজে কর্মরত অর্থাৎ নৌযোদ্ধা (মানোয়ারী গোরা); যুদ্ধে ব্যবহৃত (মানোয়ারী জাহাজ)।

মান্দার—বিঃ (প্রাদে.) মাদার গাছ, শিমুল গাছ। [সং. মন্দার]।

মান্দাস—বিঃ ভেলা (কলার মান্দাস)। [দেশী]।

মান্দ্য—বিঃ অল্পতা, হ্রাস, মন্দতা (ক্ষুধামান্দ্য); আলস্য, জড়তা; হানি, ক্ষতি। [সং. মন্দ+য (ভা)]।

মান্ধাতা—(-তৃ)—বিঃ সূর্যবংশীয় প্রাচীন রাজা-বিশেষ। **মান্ধাতার আমল**—অতি প্রাচীন কাল।

মান্য—(১)বিণঃ মাননীয়, শ্রদ্ধেয়, সম্মানযোগ্য (মান্য ব্যক্তি)। (২)(বাং.)বিঃ সম্মান, সমাদর (মান্য করা); সম্মানসূচক অর্ঘ্য (মান্য দেওয়া); অনুবর্তন, পালন (কথা মান্য করা)। [সং. √মান্+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মান্যা**। বিণঃ **-গণ্য**—সম্ভ্রান্ত। বিণঃ **-বর**—অতি সম্ভ্রান্ত বা মাননীয়। বি(৭মী): **-বরেষু**—সম্মানিত ব্যক্তির নিকট পত্রে ব্যবহৃত পাঠবিশেষ।

মাপ১—বিঃ মার্জনা, ক্ষমা; রেহাই, অব্যাহতি, ছাড় (টাকার সুদ মাপ করা)। [আ. মুআফ্]।

মাপ২—বিঃ পরিমাণ, পরিমাপ (মাপ করা, মাপ নেওয়া, দেহের মাপ)। [সং √মাপি]। বিঃ **-কাঠি**—মানদণ্ড, মাপ স্থির করার যন্ত্রবিশেষ। বিঃ **-জোখ**—পরিমাপন; পরিমাপ। বিণঃ **-সাহি, -সই**—মাপ-অনুযায়ী।

মাপক—মাপন দ্রঃ।

মাপন—বিঃ পরিমাপ করা; ওজন বা তৌল করা। [সং. √মা+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **মাপক**—পরিমাপ বা ওজন করে এমন।

মাপা—(১)ক্রিঃ পরিমাপ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √মা+বাং. আ]। **-জোখা**—(১)বিণঃ নির্দিষ্টভাবে মাপা হইয়াছে এমন; একান্ত পরিমিত; (২)বিঃ মাপন। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অপরের দ্বারা পরিমাপ করান; ভাগ্যরূপে নির্দিষ্ট করা, (বিধাতা তার ভাগ্যে এই মাপিয়েছেন); (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

মাফ—মাপ১-এর রূপভেদ।

মাফিক—বিণঃ অনুযায়ী, তুল্য। [আ. মুআফিক]।

মাভৈঃ—(১)অমু-ক্রিঃ ভয় করিও না। (২)(বাং.) বিণঃ অভয়সূচক (মাভৈঃ বাণী)। [সং.]।

মামড়ি, মামড়ী—বিঃ ক্ষত সারিয়া আসিবার সময়ে তাহার উপরে শুকনা চামড়ার যে আবরণ পড়ে। [?]

মামদো—(১)বিণঃ মুসলমানধর্মাবলম্বী (মামদো ভূত)। (২)বিঃ প্রেতযোনিপ্রাপ্ত মুসলমান। [আ. মোহাম্মদ+বাং. ঈয়]।

মামলা—বিঃ মকদ্দমা; ব্যাপার, বিষয় (এক-দিনের মামলা)। [আ. মুআম্লা]। বিণঃ **-বাজ**—আদালতে মকদ্দমা করিতে অভ্যস্ত বা পটু; মকদ্দমাপ্রিয়।

মামলেট—বিঃ ডিমের কুসুম ও শ্বেতাংশ একত্র ফেটাইয়া (সচ. পাটিসাপটাপিঠার আকারে) একপ্রকার বড়া-ভাজা। [ইং. omelet]।

মামা—বিঃ মায়ের ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, মাতুল। [সং. মামক]। বি(স্ত্রী): **মামী**—মামার পত্নী। বিণঃ **-ত, -তো**—নিজের অথবা পতি বা পত্নীর মামার সন্তানরূপে সম্পর্কবদ্ধ (মামাত ভাই)। বিঃ **-শ্বশুর**—পতির বা পত্নীর মামা। বি(স্ত্রী): **মামী-শাশুড়ী**—মামাশ্বশুর-এর পত্নী।

মামুলি, মামুলী—বিণঃ গতানুগতিক (মামুলি ধরন); চিরাচরিত, চিরকেলে (মামুলি স্বত্ব); অতি সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর (মামুলি ব্যাপার)। [আ. মঅ্মূলী]।

মায়—অব্যঃ সহিত, সমেত (জমিজিরেত মায় ঘরবাড়ি)। [আ. ম'এ]।

মায়া—বিঃ (দর্শ) অবিদ্যা, অজ্ঞান, ব্রহ্মের অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তি, সত্ত্বরজস্তমোময়ী প্রকৃতি; ভ্রান্তি, মোহ, স্নেহ, মমতা, টান; ইন্দ্রজাল, জাদু (মায়াবিদ্যা); কাপট্য, ছলনা; ছদ্মবেশ। [সং. √মা+য (ণে)+আ]। বিঃ **-কানন**—জাদু-বলে সৃষ্ট উপবন বা উদ্যান। বিঃ **-কান্না**—কপট ক্রন্দন, কান্নার ভান। বিঃ **-ঘোর**—মোহের বা জাদুর প্রভাব। বিঃ **-ডোর, -পাশ, -রজ্জু**—মোহ মমতা বা স্নেহের বন্ধন। বিঃ **-দণ্ড**—জাদুদণ্ড। বিঃ **-প্রপঞ্চ**—মায়ার বিস্তার বা ব্যাপ্তি; মায়ার প্রকাশ বা সৃষ্টি। বিণঃ **-বদ্ধ**—মোহঘোরে বা মমতাবশে সংসারে আসক্ত। বিঃ **-বাদ**—(দর্শ.) জগৎ-প্রপঞ্চ সকলই মিথ্যা—ব্রহ্মই শুধু সত্য: এই মতবাদ। বিণঃ **-বাদী**

(-দিন্)—মায়াবাদ মানে এমন। বিঃ -বিদ্যা—জাদুবিদ্যা। -বী (-বিন্)—(১)বিণ.বিঃ ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর; (২)বিণঃ কপটাচারী, শঠ, মায়াবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): -বিনী। বিণঃ -ময়—ছলনাপূর্ণ; মোহদ্বারা পরিব্যাপ্ত। বিণ(স্ত্রী): -ময়ী। বিণঃ -মুক্ত—মোহমুক্ত। বিঃ -মৃগ (রামা.) মায়াবলে গঠিত যে মৃগ সমূহ বিপদের কারণ; যে মৃগ প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী অন্য প্রাণী। বিঃ -রথ—জাদুবলে নির্মিত যানবিশেষ যাহাতে চাপিয়া বিনা সারথিতে যথেচ্ছ ভ্রমণ করা যায়। বিঃ -রাজ্য—জাদুবলে সৃষ্ট রাজ্য; মায়ার অধিকৃত স্থান। বিণঃ মায়িক, মায়ী (-য়িন্)—ঐন্দ্রজালিক; মায়াবিশিষ্ট, মায়াময়।

মায়ূর—বিণঃ ময়ূর-সম্বন্ধীয়, ময়ূরের। [সং. ময়ূর+ক]।

মার১—বিঃ মরণ, মৃত্যু, বিনাশ (সত্যের মার নেই)। [সং. √মৃ+অ (ভা)]।

মার২—বিঃ কন্দর্প, কামদেব; (বৌ. শা.) বুদ্ধদেবের তপোবিঘ্ন করিতে চেষ্টাকারী দেবতাবিশেষ; মারণ, বধ। [সং. √মৃ+ণিচ্+অ(র্তৃ, ভা)]। -ক—(১)বিঃ মারী, মড়ক; (২)বিণঃ বধকারী, নাশক।

মার৩—বিঃ প্রহার, আঘাত (মার দেওয়া); লোকসান (ব্যবসায়ে মার খাওয়া)। [মারা দ্রঃ—তু. মারি]। ক্রিঃ মার খাওয়া—প্রহৃত হওয়া। ক্রিঃ মার দেওয়া—প্রহার করা, পিটান। -কাট, মারমার-কাটকাট—(১)বিঃ মারামারি কাটাকাটি; অতিশয় ব্যস্ততা ও হৈচৈ (মারকাট করে কাজ করা); (২)বিণঃ বড়জোর, ঊর্ধ্বপক্ষে (এর দাম মারকাট শ-টাকা)। বিণঃ -কুটে, -কুটো—অল্পেই মারিতে চাওয়া যাহার স্বভাব এমন। বিণঃ -খেকো—প্রায়ই মার খায় এমন। বিঃ -ধর—প্রহার করা; মারা ও ধরা। বিঃ -পিট—প্রহার; অতিশয় প্রহার; মারামারি; দাঙ্গা। বিণঃ -মুখ, -মুখো—প্রহারোদ্যত। বিণ(স্ত্রী): -মুখী। বিণঃ -মূর্তি—প্রহারোদ্যত।

মারক—মার২ দ্রঃ।

মারকত—বিণঃ মরকত সম্বন্ধীয়। [সং. মরকত +ক]।

মারখেকো, মারধর, মারপিট, মারমুখ, মারমুখী, মারমুখো, মারমূর্তি—মার৩ দ্রঃ।

মারণ—(১)বিঃ বধ, হনন; বধের উদ্দেশ্যে তন্ত্রোক্ত অভিচারবিশেষ (মারণমন্ত্র); (বিজ্ঞা.) ধাতু ও ধাতব পদার্থাদি ভস্মীকরণ। (২)বিণঃ বিনাশকারী, মারাত্মক (মারণাস্ত্র); [সং. √মৃ+ণিচ্ +অন (ভা)]। বিণঃ মারিত—হত, বিনাশিত; ভস্মীকৃত।

মারপেঁচ, মারপ্যাঁচ—বিঃ কূটকৌশল, ফাঁদ, জটিল কায়দা। [বাং. মার৩+পেঁচ]।

মারফত, মারফৎ—অব্যঃ দ্বারা, মধ্যস্থতায় (কাহারও মারফত দেওয়া পাওয়া বা পাঠান)। [আ. মঅ'রফৎ]। বিঃ -দার—মধ্যস্থ, যাহার মারফতে দেওয়া পাওয়া বা পাঠান হয়।

মারবাড়ী—মারোয়াড়ী-র রূপভেদ।

মারবেল—বিঃ মর্মর প্রস্তর; পাথর কাচ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত খেলিবার ক্ষুদ্র গুটিকাবিশেষ। [ইং. marble]।

মারহাট্টা, মারহাটা, মারহাঠা—(১)বিঃ মহারাষ্ট্র দেশ; ঐ দেশবাসী। (২)বিণঃ মহারাষ্ট্রদেশীয়। [সং. মহারাষ্ট্র]।

মারা—(১)ক্রিঃ বিনাশ করা বা বধ করা (সাপ মারা); প্রহার করা (ছাত্রকে মারা); বধ করার জন্য বা আঘাতের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা (ছুরি মারা, চাবুক মারা); নষ্ট করা (বিষ মারা, জাত মারা); শুষ্ক বা দূর করা (রস মারা); প্রবিষ্ট করান, ঠুকিয়া বসান (পেরেক মারা); জুড়িয়া বা আঁটিয়া দেওয়া (তালি মারা, টিকেট মারা); বুজাইয়া দেওয়া (ফাঁক মারা); অপহরণ করা (পকেট মারা); অসদুপায়ে লাভ করা, আত্মসাৎ করা (টাকা মারা); বন্ধ করা, ভোগ করিতে না দেওয়া (ভাত মারা, হুঁকা মারা); ছাড়া (হাঁক মারা); অবরুদ্ধ করা, রোধ করা (পথ মারা); ধারণ করা (মালকোঁচা মারা); হঠাৎ লাভ করা (লটারিতে টাকা মারা); খুব খাওয়া (লুচিমাংস মারা); উপভোগ করা (ফূর্তি মারা); দেওয়া (উঁকি মারা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ নিহত (গুলিতে মারা বাঘ); বসান লাগান বা আঁটা হইয়াছে এমন (পেরেক-মারা জুতা, টিকেট-মারা খাম); বধকারী (মাছিমারা, বাঘমারা); অসদুপায়ে লব্ধ (মারা টাকা); নষ্ট, মৃত (মারা যাওয়া)। [সং. √মৃ+ণিচ্+বাং. আ]। ক্রিঃ মারা পড়া, মারা যাওয়া—প্রাণ হারান; নষ্ট হওয়া (নৌকা বা টাকা মারা যাওয়া)। বিঃ -মারি—পরস্পর প্রহার; দাঙ্গা, লড়াই। ক্রিঃ পেটে মারা, ভাতে

মারা—না খাইতে দিয়া দুর্বল বা বিনষ্ট করা ; খাদ্যসংগ্রহের উপায় নষ্ট করিয়া দেওয়া।

মারাঠা, মারাঠী—যথাক্রমে **মরাঠা** ও **মরাঠী**-র অবাঞ্ছিত রূপ।

মারাত্মক—বিণ: জীবননাশক ; সাঙ্ঘাতিক। [সং. মার+আত্মন্+ক]।

মারি, মারী—বি: মরক, সংক্রামক রোগাদিহেতু ব্যাপক লোকক্ষয় ; বসন্তরোগ। [সং. √মৃ+ণিচ্ +ই, ঈ (ভা)]। বি: **-গুটিকা**—বসন্তরোগের গুটি।

মারিত—**মারণ** দ্র:।

মারুত—বি: উনপঞ্চাশৎবায়ু, বাতাস। [সং. মরুৎ+অ (স্বার্থে)]। বি: **মারুতি**—পবননন্দন, হনুমান্।

মারোয়াড়ী (-ড়ি), মারবাড়ী—**মাড়োয়ারী**-র রূপভেদ।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—বি: মুনিবিশেষ বা তৎপ্রণীত পুরাণবিশেষ। [সং. মৃকণ্ডু+অ, এয়]। **মার্কণ্ডেয় চণ্ডী**—মার্কণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্য-বর্ণনা, চণ্ডীকাব্য।

মার্কা—বি: চিহ্ন। [ইং. mark]। বিণ: **-মারা**—চিহ্নিত ; দাগী (মার্কামারা চোর) ; অত্যুৎকৃষ্টরূপে চিহ্নিত বা সুপরিচিত (মার্কামারা জিনিস)।

মার্কিন— (১) বি: মোটা সূতীকাপড়বিশেষ ; আমেরিকার যুক্তরাজ্য ; ঐ রাজ্যবাসী। (২) বিণ: ঐ রাজ্য-সম্পর্কিত (মার্কিন সংবাদ)। [ইং. American]।

মার্কেট—বি: বাজার। [ইং. market]।

মার্গ—বি: পথ ; উপায় ; সাধন-প্রণালী (ভক্তি-মার্গ) ; গুহ্যদ্বার ; সঙ্গীতের খাঁটি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি (মার্গসঙ্গীত)। [সং. √মৃজ্+অ (র্ম)]।

মার্গণ—বি: প্রার্থনা ; অন্বেষণ ; (বিরল) ধনুকের বাণ। [সং √মার্গ্+অন (ভা)]।

মার্গশির, মার্গশীর্ষ—বি: যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরা-নক্ষত্রযুক্ত, অগ্রহায়ণ মাস। [সং. মার্গশিরী+অ, মার্গশীর্ষী+অ]।

মার্চ—বি: ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস (ফাল্গুনের মাঝামাঝি হইতে চৈত্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. March]।

***মার্জক*—*মার্জন* দ্র:।**

***মার্জন*—বি: প্রক্ষালন, মাজা, (প্রধানত: ঘর্ষণ-দ্বারা) পরিষ্কার করা ; শোধন ; দোষক্ষালন।** [সং. √মার্জ্+অন (ভা)]। বিণ: **মার্জক**—মার্জিত করে এমন। বি: **মার্জনা**—ক্ষমা (ত্রুটি মার্জনা করা) ; মার্জন (সকল অর্থে)। বি: **মার্জনী**—যাহাদ্বারা মাজা বা পরিষ্কার করা যায় ; সম্মার্জনী, ঝাড়ু, বুরুশ।

মার্জার—বি: বিড়াল। [সং. √মৃজ্+আর (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **মার্জারী, মার্জারিকা**।

মার্জিত—বিণ: মার্জন করা হইয়াছে এমন, প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত ; দোষমুক্ত ; অনুশীলনের দ্বারা উৎকর্ষপ্রাপ্ত ; সভ্য। [সং. √মার্জ্+ণিচ্ +ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মার্জিতা**। বিণ: **-বুদ্ধি**—সুশিক্ষার ফলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন। বিণ: **-রুচি**—সুরুচিসম্পন্ন।

মার্তণ্ড—বি: সূর্য। [সং. মৃতণ্ড+অ]।

মার্দব—বি: মৃদুতা, কোমল-ভাব। [সং. মৃদু+অ]।

মার্বেল—**মারবেল**-এর বানানভেদ।

মাল$_1$—বি: অনুন্নত জাতিবিশেষ ; (বাং.) সাপুড়িয়া, সাপের ওঝা। [সং. মল+অ]। বি: **-বৈদ্য**—সর্পবিষচিকিৎসক, সাপের ওঝা।

মাল$_2$—বি: উন্নত ক্ষেত্র। [সং. মা+ল]। বি: **-ভূমি**—চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ অপেক্ষা উচ্চ বিশাল সমতল প্রদেশ, plateau।

মাল$_3$—বি: কুশতিগীর, মল্লযোদ্ধা। [সং. মল্ল]। বি: **-কোঁচা**—মল্লের ন্যায় দুই পায়ের ফাঁক দিয়া টানিয়া পিছনে গোঁজা কোঁচা। বি: **-সাট, -সাট**—মালকোঁচা ; আস্ফালন, বাহ্বাস্ফোট।

মাল$_4$—বি: (অশি.) মদ। [ফা. মল্]। ক্রি: **মাল টানা**—(ব্যঙ্গে) মদ খাওয়া।

মাল$_5$—বি: (কাব্যে) মালা ('মুকুতার মাল' : ক. ক.)। [সং. মাল্য]।

মাল$_6$—বি: পণ্যদ্রব্য (দোকানের মাল) ; দ্রব্য, জিনিসপত্র (মালগাড়ি) ; ধন, সম্পদ্ (মালদার), রাজস্ব, খাজনা (মালগুজার), গভর্নমেণ্টে খাজনা-দেওয়া জমি। [আ.]। ক্রি: **মাল কাটা**—পণ্য-দ্রব্য বিক্রীত হওয়া। বি: **মালক্রোক**—(প্রধানত: আদালতের আদেশে) অস্থাবর সম্পত্তি আটক। বি: **-খানা**—বহুমূল্য দ্রব্যাদি রাখিবার ঘর ; খাজনাখানা। বি: **-গাড়ি**—(প্রধানত: রেলের) মালবাহী গাড়ি। বি: **-গুজার**—যে রাজস্ব দেয়, জমিদার। বি: **-গুজারদার**—যে মালগুজারি দেয়। বি: **-গুজারি**—ভূমিকর, খাজনা। বি: **-গুদাম**—মালপত্র রাখিবার ঘর। বি: **-জমি**

—খাজনা-করা জমি। বিঃ **-জামিন**—সম্পত্তির জামিন; জামিনস্বরূপে রক্ষিত সম্পত্তি। বিণঃ **-দার**—সম্পত্তিশালী, ধনবান্। বিঃ **-পত্র**—জিনিসপত্র, বিবিধ দ্রব্য। বিঃ **-মসলা**—উপাদান, উপকরণ। বিঃ **-মাত্তা**—ধনসম্পত্তি; অস্থাবর সম্পত্তি।

মালকোঁচা—**মাল**৩ দ্রঃ।

মালকোশ, মালকোষ—বিঃ সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. মালকোশ<কৌশিক—তু. মাল১]।

মালক্রোক, মালখানা, মালগাড়ি, মালগুজার, মালগুদাম, মালজমি, মালজামিন—**মাল**৬ দ্রঃ।

মালঝাঁপ—বিঃ বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। [মাল১+ঝাঁপ ?]।

মালঞ্চ—বিঃ ফুলবাগান। [সং. মালা-মঞ্চ]।

মালতী—বিঃ একপ্রকার ফুল বা লতা; চামেলী ফুল, সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. মা+√লত্+অ (র্তৃ)+ঈ]।

মালদার, মালপত্র—**মাল**৬ দ্রঃ।

মালপুয়া, (কথ্য) **মালপো**—ময়দা বা তণ্ডুলচূর্ণে তৈয়ারি লুচিজাতীয় মিষ্টখাবারবিশেষ। [দেশী]।

মালব—বিঃ মধ্যভারতের দেশবিশেষ, মালোআ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. মাল+√বা+অ (র্তৃ)]।

মালবৈদ্য—**মাল**১ দ্রঃ।

মালভূমি—**মাল**২ দ্রঃ।

মালমসলা, মালমাত্তা—**মাল**৬ দ্রঃ।

মালশাট—**মাল**৩ দ্রঃ।

মালশী—**মালসী**-র বানানভেদ।

মালসা—বিঃ সরাজাতীয় অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর মৃন্ময় পাত্রবিশেষ। [দেশী]।

মালসাট—**মাল**৩ দ্রঃ।

মালসি—বিঃ ছোট মালসা। [বাং. মালসা+ই]।

মালসী—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ, শ্যামা-সঙ্গীতবিশেষ। [সং. মালশ্রী ?]।

মালা১—বিঃ ধীবর, জেলে, বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। [সং. মাল]।

মালা২—বিঃ (নারিকেলের) বাটির আকারের খোল। [সং. মালক]।

মালা৩—বিঃ মালা, হার; পুষ্পমালা; শ্রেণী, সমূহ (ঊর্মিমালা, প্রাসাদমালা)। [সং. মা+√লা+অ (র্তৃ)+আ]। ক্রিঃ **মালা জপা**—রুদ্রাক্ষাদি দ্বারা গ্রথিত মালার দানা গনিয়া গনিয়া ইষ্টদেবতার নাম জপ করা। বি.বিণঃ **-কর, -কার**—পুষ্পমালা-রচনাকারী, মালী; হিন্দু বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। বিঃ **-চন্দন**—পূজ্য বা সম্মানার্হ ব্যক্তিকে বরণ করার উপকরণরূপে ব্যবহৃত পুষ্পমালা ও চন্দন। বিঃ **-বদল**—বিবাহের বরকনের মাল্যবিনিময়।

মালাই—বিঃ দুধের সর। [ফা. বালাই]। বিঃ **-বরফ**—বরফে জমান দুধে তৈয়ারি মিষ্ট খাবার-বিশেষ।

মালাইচাকি—বিঃ মানুষের হাঁটুর চক্রাকার হাড়। [সং. মালাচক্রক]।

মালাকর, মালাকার—**মালা**৩ দ্রঃ।

মালাবারী—(১)বিণঃ মালাবারদেশীয়। (২)বিঃ ঐ দেশবাসী। [মালাবার+বাং. ঈ]।

মালিক—বিঃ অধিকারী, স্বামী; প্রভু (দীন-দুনিয়ার মালিক)। [আ.]। বিঃ **মালিকানা**—অধিকার, স্বামিত্ব; মালিকের প্রাপ্য অর্থাদি। বিঃ **মালিকি**—মালিকত্ব, মালিকানা। বিণঃ **মালিকী**—মালিক-সংক্রান্ত; মালিকানা-সংক্রান্ত।

মালিকা—বিঃ ক্ষুদ্র মালা। [সং. মালা+ক (স্বার্থে)+আ]।

মালিকানা, মালিকি, মালিকী—**মালিক** দ্রঃ।

মালিনী—**মালী** দ্রঃ।

মালিন্য—**মলিন** দ্রঃ।

মালিশ, মালিস—বিঃ মর্দন (তেল মালিশ করা); মর্দন করিয়া লাগাইবার ঔষধ (মালিশ লাগান)। [ফা. মালিশ্]।

মালী (-লিন্)—(১)বিঃ মালা-রচনাকারী, মালা-কর; (বাং.) বাগানের কাজে নিযুক্ত ভৃত্য, উদ্যানপালক, হিন্দুজাতিবিশেষ। (২) বিণঃ মালাধারী, মালাযুক্ত (বনমালী, কিরণমালী)। [সং. মালা৩+ইন্]। বি.বিণ(স্ত্রী): **মালিনী**।

মালুম—বিঃ বোধ, জ্ঞান, উপলব্ধি। [আ. মা'লূম]।

মালুমকাঠ, মালুমকাষ্ঠ—বিঃ জাহাজের মাস্তুল। [আ. মুআল্লিম+বাং. কাঠ, কাষ্ঠ]।

মালো—**মালা**১-র চলিত রূপ।

মালোপমা—বিঃ (অল.) কাব্যালঙ্কারবিশেষ: ইহাতে মালার ন্যায় একই উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকে। [সং. মালা৩+উপমা]।

মাল্য—বিঃ মালা, হার; পুষ্পমালা। [সং. মালা৩+য (ভা)]। **-বান্** (-বৎ)—(১)বিণঃ মাল্য-ধারী; (২)বি রামায়ণে উক্ত পর্বতবিশেষ। বিণ-(স্ত্রী): **-বতী**।

মাল্লা—বিঃ নাবিক, নৌকাদির চালক (মাঝী-মাল্লা) ; বাঙ্গালী জাতিবিশেষ ; [আ. মল্লাহ্]।

মাশুক—বিঃ প্রেমাস্পদ। [আ. মাআশুক্]।

মাশুল—**মাসুল**-এর বর্জি. বানান।

মাষ, মাস—বিঃ দালবিশেষ, মাষকলাই ; পরিমাণবিশেষ, মাষা। [সং.]।

মাষকলাই—বিঃ বিরিকলাই। [সং. মাষকলায়]।

মাষা—বিঃ স্বর্ণাদির ওজনবিশেষ, $\frac{1}{12}$ বা $\frac{1}{10}$ তোলা, (কবিরাজী ওজনে $\frac{1}{8}$ তোলা)। [সং. মাষ+বাং. আ]।

মাস্টার—**মাস্টার**-এর বর্জি. বানান।

মাস১—**মাংস**-এর কথ্য রূপ (হাড়মাস)।

মাস২—**মাষ** দ্রঃ।

মাস৩—বিঃ বৎসরের ভাগবিশেষ (১২ মাস=১ বৎসর); (স্থূল হিসাবে) ৩০ দিন। [সং.]। বিঃ **-কাবার**—মাসের শেষ বা শেষদিন। [সং. মাস+আ. কুবর্—তু. পোতু. mes=মাস, acabar=শেষ]। বিণঃ **-ওয়ারি, -ওয়ারী**—মাসিক। বিণঃ **-কাবারি, -কাবারী**—মাসান্তে করণীয় বা প্রয়োজনীয় ; একমাসের উপযুক্ত ; মাসিক বরাদ্দ। বিঃ **-মাহিনা**—মাসিক বেতন। বিঃ **-হরা, -হারা, মাসোহারা**—(ভরণপোষণ বা অন্য কোন খরচের জন্য) প্রতি মাসে প্রদেয় ভাতা বা বৃত্তি। [আ. মুশাহারা বা সং. মাসহার+বাং. আ]।

মাসওয়ারি (-রী), মাসকাবার, মাসকাবারি(-রী)—**মাস৩** দ্রঃ।

মাসতুত, মাসতুতো, (অপ্র.) **মাসতুতা**—বিণঃ নিজের অথবা পতি বা পত্নীর মেসোর সন্তান-রূপে সম্পর্কিত (মাসতুত ভাই, মাসতুত দেওর)। [বাং. মাসী+তুত]।

মাসমাহিনা—**মাস৩** দ্রঃ।

মাসশাশুড়ী—**মাসশ্বশুর** দ্রঃ।

মাসশ্বশুর—বিঃ স্বামীর বা পত্নীর মেসো। [বাং. মেসো+শ্বশুর]। বি(স্ত্রী): **মাসশাশুড়ি, মাস-শাশুড়ী,** (প্রাদে.) **মাসাশ**—পতির বা পত্নীর মাসী।

মাসহরা, মাসহারা—**মাস২** দ্রঃ।

মাসান্ত—বিঃ মাসের শেষ বা শেষ দিন, মাস-কাবার। [সং. মাস+অন্ত]।

মাসাশ—**মাসশ্বশুর** দ্রঃ।

মাসি—**মাসী**-র বানানভেদ।

মাসিক—(১)বিণঃ মাস-সম্পর্কিত ; প্রতিমাসে ঘটে (মাসিক সভা) বা দিতে হয় এমন (মাসিক চাঁদা)। (২)বিঃ প্রতিমাসে করণীয় শ্রাদ্ধবিশেষ ; (বাং.) যে পত্রিকা প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ; স্ত্রী-রজঃ। [সং. মাস+ইক]।

মাসী, মাসীমা, মাসীমাতা—বিঃ মায়ের ভগিনী। [সং. মাতৃষ্বসৃ]।

মাসুল—বিঃ শুল্ক ; ভাড়া ; ডাক ট্রেন প্রভৃতির মারফত মালপত্রাদি প্রেরণের জন্য দেয় মূল্য। [আ. মহ্সুল্]।

মাসোহারা—**মাস৩** দ্রঃ।

মাস্টার—বিঃ শিক্ষক ; অধ্যক্ষ (পোস্টমাস্টার, স্টেশনমাস্টার) ; (অশি. বিদ্রূপে) মহাশয়। [ইং. master]। বিঃ **মাস্টারি**—শিক্ষকতা।

মাস্তুল—বিঃ পোতাদিতে সংলগ্ন পাল খাটাইবার কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ। [পো. mastro]।

মাহ১—বিঃ (ব্রজ) মাস ('এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' : বিদ্যা.)। [সং. মাস]।

মাহ২, মাহা১—অব্য (ব্রজ.) মাঝে, ভিতরে ('হৃদয় মাহ মধু' : রবীন্দ্র)। [সং. মধ্য]।

মাহা২—বিঃ মাস। [ফা. মাহ্]।

মাহাজনিক—বিণঃ মহাজন-সম্বন্ধীয়। [সং. মহাজন+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **মাহাজনিকী**।

মাহাত্ম্য—বিঃ মহতের ভাব, মহত্ত্ব, মহানুভবতা ; মহিমা, গৌরব। [সং. মহাত্মন্+য (ভা)]।

মাহিনা, মাহিয়ানা—বিঃ মাসিক বেতন। [ফা. মাহ্-আনহ্]।

মাহিষ—বিণঃ মহিষ বা মহিষী সম্বন্ধীয় ; মহিষ-দুগ্ধজাত, ভঁয়ষা। [সং. মহিষ, মহিষী+অ]।

মাহিষ্য—(১)বিঃ হিন্দুজাতিবিশেষ। (২)বিণঃ মহিষ বা মহিষী সম্বন্ধীয়। [সং. মহিষী, মহিষ+য]।

মাহুত—বিঃ হস্তিচালক। [সং. মহামাত্র]।

মাহেন্দ্র—বিণঃ মহেন্দ্র বা দেবরাজ ইন্দ্র সম্বন্ধীয়। [সং. মহেন্দ্র+অ]। বিঃ **-ক্ষণ**—(জ্যোতিষ.) শুভযোগবিশেষ।

মিউ, মিউমিউ—অব্যঃ বিড়ালছানার ডাক। [ধ্বন্যা.]।

মিউজিয়াম (-য়ম)—বিঃ প্রত্নতাত্ত্বিক বা অন্য-বিষয়ক নিদর্শনাদির সংরক্ষণশালা, জাদুঘর। [ইং. museum]।

মিউনিসিপ্যালিটি — বিঃ পৌরসঙ্ঘ, নগর-তত্ত্বাবধানের জন্য নাগরিকগণের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। [ইং. municipality]।

বিণ: **মিউনিসিপ্যাল** — মিউনিসিপ্যালিটি-সংক্রান্ত ; মিউনিসিপ্যালিটির করণীয়, পৌর।

মিঃ—বিঃ 'মহাশয়' অর্থজ্ঞাপক ইংরেজি মিস্টার (mister) শব্দের লেখ্য সংক্ষেপ। [ইং. Mr.]।

মিছরি, মিছরী—বিঃ স্ফটিকের ন্যায় দানাবাঁধা চিনি। [তু. হি. মিস্‌রী]। **মিছরির ছুরি**—বাহ্যতঃ মধুর হইলেও প্রকৃতপক্ষে কষ্টদায়ক বা সর্বনাশা (কথাগুলি বা লোকটি যেন মিছরির ছুরি)।

মিছা—(১)বিঃ মিথ্যা কথা ('সে কহে বিস্তর মিছা' : ভা. চ.)। (২)বিণঃ অসত্য, অমূলক (মিছা কথা) ; নিষ্ফল, বৃথা (মিছা কাজ)। (৩)ক্রি-বিণঃ অনর্থক, অকারণে, মিছামিছি (মিছা দিন গেল)। [সং. মিথ্যা]। ক্রি-বিণঃ **-মিছি**—বিনা কারণে, মিথ্যা করিয়া ; অনর্থক ; বৃথা, কোন লাভ না পাইয়া।

মিছিল—বিঃ শোভাযাত্রা ; মকদ্দমা বা তৎসংক্রান্ত নথিপত্র। [আ. মিস্‌ল]।

মিছে—**মিছা**-র কথ্য রূপ। বিঃ **-কান্না**—অকারণে ক্রন্দন ; নিষ্ফল ক্রন্দন।

মিজরাব—বিঃ সেতারাদি তারযন্ত্র বাদনকালে (প্রধানতঃ দক্ষিণহস্তের) অঙ্গুলিতে ব্যবহার্য তারনির্মিত অঙ্গুলিত্রবিশেষ। [আ.]।

মিঞা—**মিয়া**-র বানানভেদ।

মিট—বিঃ মিল ; বিবাদের নিষ্পত্তি। [মিটা দ্রঃ]। বিঃ **-মাট** — আপসনিষ্পত্তি, রফা ; মীমাংসা।

মিটমিট, মিটমিটে—যথাক্রমে **মিট্‌মিট্‌** ও **মিট্‌-মিটে**-র বানানভেদ।

মিটা—(১)ক্রিঃ নিষ্পন্ন হওয়া, শেষ হওয়া, চোকা (কাজ মিটা) ; দূর হওয়া (দুঃখ বা অভাব মিটা) ; মীমাংসিত হওয়া বা মিটমাট হওয়া (ঝগড়া মিটা) ; তৃপ্ত হওয়া (আশ মিটা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [দেশী]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নিষ্পন্ন করা, শেষ করা, চুকান ; দূর করা ; মীমাংসা করা, তৃপ্ত করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

মিটিমিটি—**মিট্‌মিট্‌** দ্রঃ।

মিটিং—**মীটিং**-এর বানানভেদ।

মিট্‌মিট্‌—অব্যঃ ক্ষীণ বা স্তিমিতপ্রায় আলোক বিকিরণের ভাবপ্রকাশক (পিদিমটা মিট্‌মিট্‌ করছে) ; নিমীলিত-প্রায় বা আধ-বোজা চাহনির ভাবপ্রকাশক (মিট্‌মিট্‌ করে চাওয়া)। বিণঃ **মিট্‌মিটে**—মিট্‌মিট্‌ করে এমন ; মৃদু, ক্ষীণ ; প্রচ্ছন্ন (মিট্‌মিটে শয়তান)। **মিট্‌মিটে ডাইন, মিট্‌মিটে শয়তান**—প্রচ্ছন্ন ডাইন বা শয়তান, যে ডাইন বা শয়তান নিরীহ ভালমানুষের ভান করে। ক্রি-বিণঃ **মিটিমিটি**—মিট্‌মিট্‌ করিয়া (মিটিমিটি জ্বলা)।

মিঠা, (কথ্য) **মিঠে**—বিণঃ মিষ্ট ; স্বাদু (মিঠা জল) ; মধুর (মিঠা সুর)। [সং. মিষ্ট]। বিণঃ **-কড়া**—মধুর অথচ তীব্র বা ঝাঁজাল। বিঃ **-কুমড়া**—**কুমড়া** দ্রঃ।

মিঠাই—বিঃ মিষ্ট খাবার, মিষ্টান্ন ; ডালদ্বারা প্রস্তুত লাড়ুবিশেষ। [সং. মিষ্ট > মিঠ+বাং. আই]। বিঃ **-ওয়ালা**—মিঠাই-ব্যবসায়ী, মিঠাই-বিক্রেতা।

মিঠাকড়া, মিঠাকুমড়া, মিঠে—**মিঠা** দ্রঃ।

মিড়—বিঃ (সঙ্গীতে) অনবচ্ছিন্নভাবে স্বর হইতে স্বরান্তরে গমন। [দেশী]।

মিত$_1$—বিঃ (প্রা কা.) মিত্র। [সং. মিত্র]।

মিত$_2$—বিণঃ পরিমিত, অল্প, সংযত। [সং. √মা + ত (র্ম)]। বিণঃ **-বাক্‌** (-বাচ্‌), **-ভাষী** (-ষিন্‌)—অল্পভাষী, সংযতবাক্‌। বিণ(স্ত্রী): **-ভাষিণী**। বিঃ **-ভাষিতা**। বিঃ **-ব্যয়**—পরিমিত ব্যয় ; আয়-অনুযায়ী ব্যয়। বিঃ **-ব্যয়িতা**—পরিমিত-ভাবে ব্যয় করার স্বভাব। বিণঃ **ব্যয়ী** (-য়িন্‌)—পরিমিতভাবে বা আয়-অনুযায়ী ব্যয় করে এমন, হিসাবী। বিঃ **-ভোজন, মিতাশন, মিতাহার**—পরিমিত আহার, সংযত আহার। বিণঃ **-ভোজী** (-জিন্‌), **মিতাশী** (-শিন্‌), **মিতাহারী** (-রিন্‌)—পরিমিতভাবে বা সংযত-ভাবে ভোজনকারী। বিঃ **মিতাচার**—সংযত ব্যবহার। বিণঃ **মিতাচারী** (-রিন্‌)—সংযমী। বিণ(স্ত্রী): **মিতাচারিণী**।

মিতবর—বিঃ বিবাহকালে যে বালক বরের সহ-যাত্রী হয় ও পাশে থাকে, নিতবর। [সং. মিত্রবর]। বি(স্ত্রী): **মিতকনে**—বিবাহকালে যে সখী কনের পাশে থাকে।

মিতবাক্‌, মিতব্যয়, মিতভাষী, মিতভোজন, মিতভোজী—**মিত$_2$** দ্রঃ।

মিতা—বিঃ বন্ধু, সখা, সুহৃদ্‌। [সং. মিত্র]। বি-(স্ত্রী): **মিতিন**। বিঃ **-লি, -লী**—বন্ধুত্ব, সখ্য, মিত্রতা।

মিতাক্ষর—**মিতাক্ষর** দ্রঃ।

মিতাক্ষরা—বিঃ বিজ্ঞানেশ্বর-রচিত উত্তরাধিকার-

বিধি-বিষয়ক স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। [সং. মিত + অক্ষর + আ]।

মিতাচার—**মিত**২ দ্রঃ।

মিতালি, মিতালী—**মিতা** দ্রঃ।

মিতাশন, মিতাশী, মিতাহার—মিত২ দ্রঃ।

মিতি — বিঃ পরিমাপ, পরিমাণ-নির্ধারণ (জ্যামিতি) ; জ্ঞান। [সং. √মা + তি (ভা)]।

মিতে—**মিতা**-র কথ্য রূপ।

মিত্র—বিঃ বন্ধু, সখা, একক্রিয় সুহৃদ ; সূর্য ; বাঙ্গালী হিন্দুর পদবিবিশেষ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **মিত্রা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**—বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য। বিঃ **মিত্রামিত্র**—বন্ধু ও শত্রু।

মিত্রাক্ষর, মিতাক্ষর—বিঃ অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দ। [সং. মিত্র, মিত + অক্ষর]।

মিথিলা — বিঃ প্রাচীন বিদেহ, আধুনিক ত্রিহুত।

মিথুন—বিঃ স্ত্রীপুরুষ, যুগল (হংসমিথুন) ; স্ত্রী-পুরুষের মিলন ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের তৃতীয় রাশি। [সং. √মিথ্ + উন]।

মিথ্যা—(১)বিণঃ অসত্য (মিথ্যা কথা) ; অযথার্থ, অমূলক, কল্পিত (মিথ্যা কাহিনী) ; নিষ্ফল, অনর্থক (মিথ্যা চেষ্টা)। (২)বিঃ অসত্য কথা বা বিষয় (মিথ্যা অস্থায়ী)। (৩)ক্রি-বিণঃ অকারণে, বৃথা, মিছামিছি (মিথ্যা ভাবিও না)। [সং. √মিথ্ + য (র্য) + আ]। **মিথ্যার জাহাজ, মিথ্যার ঝুড়ি**—অতিশয় মিথ্যাবাদী ব্যক্তি। বিঃ **-চরণ, -চার**—মিথ্যাকথা বলা ; কপট ব্যবহার, কপটতা। বিণঃ **-চারী** (-রিন্)—মিথ্যাবাদী ; কপটস্বভাব। বিণ(স্ত্রী): **-চারিণী**। বিঃ **-পবাদ**—অহেতুক নিন্দা, অন্যায়ভাবে দোষারোপ। বিঃ **-বাদ, -ভাষণ**—মিথ্যা কথা ; মিথ্যা বলা। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্), **-ভাষী** (-ষিন্)—মিথ্যা কথা বলে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী, -ভাষিণী**। বিঃ **-সাক্ষী** (-ক্ষিন্)—যে সাক্ষী আদালতে ঘটনাদির মিথ্যা বিবরণ দেয় ; সাজস সাক্ষী।

মিথ্যুক—বিণঃ মিথ্যাবাদী। [সং. মিথ্যা + বাং. উক]।

মিথ্যে—**মিথ্যা**-র কথ্য রূপ।

মিনতি—বিঃ বিনীত প্রার্থনা বা নিবেদন, আবেদন ('মিনতি মম শুন হে সুন্দরী' : রবীন্দ্র) ; অনুরোধ ('মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' : বিদ্যা.) ; অনুনয়-বিনয় (মিনতিপূর্বক)। [সং. বিজ্ঞপ্তি এবং আ. মিন্নৎ, এই উভয় শব্দের সংমিশ্রণজাত]।

মিনমিন—অব্যঃ ক্ষীণতা বা দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশক (মিনমিন করে কথা বলা)। বিণঃ **মিনমিনে**—মিনমিন করে এমন (মিনমিনে লোক) ; ক্ষীণতা দুর্বলতা বা নিরীহতা প্রকাশক (মিনমিনে স্বভাব)।

মিনসা (বিরল), (চলিত) **মিনসে**—বিঃ (অবজ্ঞায়) বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ; স্বামী, পতি। [সং. মনুষ্য]।

মিনা—বিঃ ধাতুর উপর কাচের ন্যায় মসৃণ পদার্থের কলাই। [ফা.]।

মিনার—বিঃ অট্টালিকাদির স্তম্ভাকৃতি উচ্চ চূড়া (প্রাসাদ-মিনার) ; গম্বুজাকৃতি অট্টালিকা বা মন্দির (রাজার মিনার)। [ফা. মীনার্]।

মিনি—বিণঃ (কথ্য) বিনা (মিনিসুতার মালা)। [সং. বিনা]।

মিনিট—বিঃ সময়ের একপ্রকার ভাগ বা পরিমাপ (১ মিনিট = ৬০ সেকেণ্ড = ২½ পল) ; অত্যল্পকাল (মিনিটের মধ্যে)। [ইং. minute]। ক্রি-বিণঃ **মিনিটে-মিনিটে**—প্রতি মুহূর্তে, ক্ষণেক্ষণে।

মিয়া১—ক্রিঃ মিয়ান। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ নরম হইয়া যাওয়া, মুচমুচে না থাকা (মুড়ি মিয়ান) ; নির্জীব বা নিরুদ্যম হইয়া পড়া (দুঃখে মিয়ান) ; মন্দীভূত হওয়া (উৎসাহ মিয়ান) ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মিয়া২, **মিয়াসাহেব**—বিঃ মুসলমান ভদ্রলোক, মহাশয়। [ফা. মিআঁ]।

মিয়াদ—বিঃ ধার্য সময় বা কাল (টাকা দেওয়ার মিয়াদ), কারাদণ্ড, কয়েদ (মিয়াদ হওয়া বা খাটা)। [আ]। বিণঃ **মিয়াদী**—নির্দিষ্ট কালযুক্ত বা কালপরিমাণযুক্ত (মিয়াদী পাট্টা)।

মিয়ান, মিয়ানো—**মিয়া**১ দ্রঃ।

মিয়ানী—বিঃ (অপ্র.) একপ্রকার পালকি বা ডুলি। [ফা. মিয়ান]।

মিয়াসাহেব—**মিয়া**২ দ্রঃ।

মিরগেল—মৃগেল-এর রূপভেদ।

মিরাস, (বর্জি.) **মিরাশ**—বিঃ পুরুষানুক্রমিকভাবে ভোগ করিবার অধিকার-যুক্ত সম্পত্তি। [আ. মিরাস্]। বিণঃ **মিরাসি, মিরাসী**, (বর্জি.) **মিরাশী**—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

মিল১—বিঃ যে কারখানায় যন্ত্রদ্বারা কাজ করা হয়। [ইং. mill]।

মিল$_2$—বিঃ মিলন, যোগ ; ঐক্য, সামঞ্জস্য (মতের মিল, কথায় ও কাজে মিল) ; সাদৃশ্য (চেহারার মিল) ; সদ্ভাব (দুজনে মিল নাই) ; সঙ্গতি, খাপ খাওয়ার ভাব (জোড়ের মুখে মুখে মিল) ; কবিতার এক চরণের অন্ত্যধ্বনির সহিত অপর চরণের অন্ত্যধ্বনির সমতা। [সং. √মিল +বাং. অ]। বিঃ **-মিলাও, -মিশ**—সদ্ভাব, বনিবনাও।

মিলন—বিঃ সংযোগ, সন্ধি, সদ্ভাবস্থাপন (দুই শত্রুর মিলন) ; কলহান্তে পুনরায় সদ্ভাব ; সাক্ষাৎকার (প্রণয়ী-প্রণয়িনীর মিলন) ; ঐক্য ; সম্মেলন (মিলনোৎসব)। [সং. √মিল্+অন (ভা)]। বিণঃ **মিলনান্ত**—উপসংহারে নায়ক-নায়িকার মিলনসাধন হইয়াছে এমন (নাটক কাব্যাদি)।

মিলমিলাও, মিলমিশ—মিল$_2$ দ্রঃ।

মিলমিলে, মিলমিলা—বিঃ হাম-রোগ। [দেশী]।

মিলা—(১)ক্রিঃ একত্র হওয়া ('হেথায় সবারে হবে মিলিবারে' : রবীন্দ্র) ; বনিবনাও হওয়া (ভায়ে ভায়ে মিলে না) ; মিশ খাওয়া, খাপ খাওয়া (জোড় মিলা) ; সংযুক্ত হওয়া, মেশা (দুটি নদী বা পথ মিলেছে) ; (সম্পূর্ণ) মিশ্রিত হওয়া (তেলে জলে মিলা) ; লীন বা বিলীন হওয়া (আকাশে মিলা) ; মিলবিশিষ্ট হওয়া (পদ্য মিলা) ; জোটা (বাজারে মাছ মিলে না) ; (গণি.) ঠিক হওয়া (অঙ্কের উত্তর মিলা) ; (গণি.) অবশিষ্ট না থাকা (ভাগ মিলা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √ মিল্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ একত্র বা মিশ্রিত বা সংযুক্ত করা ; মিলন ঘটান ; মিশ খাওয়ান বা খাপ খাওয়ান ; মিল খুঁজিয়া বাহির করা (পদ্য মিলান) ; জোটান ; তুলনা করা ; গলিয়া বা লীন হইয়া যাওয়া (জলে লবণ মিলান) ; (২)বি-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-মিশা**—সংসর্গ ; পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ ও সঙ্গ।

মিলিত—বিণঃ সমবেত, একত্র আগত : সংযুক্ত, মিশ্রিত ; প্রাপ্ত ; উপস্থিত ; কৃতসাক্ষাৎ। [সং. √মিল্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **মিলিতা**।

মিশ$_1$—**মিস$_2$**-এর বানানভেদ।

মিশ$_2$—বিঃ মিশ্রণ ; মিল। [মিশা দ্রঃ]। ক্রিঃ **মিশ খাওয়া**—খাপ খাওয়া বা মেলা ; বনিবনাও হওয়া।

মিশন—বিঃ ধর্মপ্রচার ; ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরিত ব্যক্তিবর্গ ; ধর্মপ্রচার-সমিতি। [ইং. mission]।

মিশনারি, মিশনারী—(১)বিঃ ধর্মপ্রচারক ; (২)বিণঃ ধর্মপ্রচার-সম্বন্ধীয় ; ধর্মপ্রচার-সমিতি কর্তৃক পরিচালিত। [ইং. missionary]।

মিশমিশে, মিশর—যথাক্রমে **মিসমিসে** ও **মিসর**-এর বানানভেদ।

মিশা—(১)ক্রিঃ একত্র বা মিশ্রিত হওয়া (চালে ডালে মিশা) ; মিলিত হওয়া (সাগরে নদী মিশা) ; সংযোজিত হওয়া (দুই পথ বা দুই নদী মিশা ; সংসর্গে থাকা বা যাওয়া (দলে মিশা) ; খাপ খাওয়া, মানান (জোড় মিশা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. মিস্স<সং. মিশ্র +বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ একত্র বা মিশ্রিত বা মিলিত করা ; সংসর্গে লইয়া যাওয়া ; খাপ খাওয়ান ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে ; (৩)বিণঃ মিশ্রিত (জলমিশান দুধ) ; মিলিত। বিঃ **-মিশি** — আলাপ-পরিচয় ; ঘনিষ্ঠতা ; সংসর্গ। বিঃ **-ন**—মিশ্রণ।

মিশি—**মিসি**-র বানানভেদ।

মিশুক—বিণঃ অপরের সহিত মিশিতে বা আলাপ করিতে পটু, সামাজিক। [মিশা দ্রঃ]।

মিশ্র—(১)বিণঃ মিশ্রিত, অন্যের সহিত মিশান হইয়াছে এমন (মিশ্র স্বর) ; অবিশুদ্ধ (মিশ্র সুর) ; (গণি.) জটিল, যৌগিক, টাকা-আনা পাউণ্ড-শিলিং প্রভৃতি অর্থ-পরিমাণ-সম্বন্ধীয়, compound (মিশ্র যোগ)। (২)বিঃ (বিজ্ঞা.) মিশ্রিত দ্রব্য ; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। [সং. √মিশ্র্+অ]। বিঃ **-ণ**—মিশ্রিত করা বা হওয়া ; মিলন ; সংযোগসাধন ; ভেজাল। বিণঃ **মিশ্রিত**—মিশান হইয়াছে এমন।

মিশ্রি—**মিছরি**-র রূপভেদ।

মিষ্ট, (কথ্য) **মিষ্টি**—(১)বিণঃ শর্করার বা মধুর ন্যায় স্বাদযুক্ত ; সুমধুর ; প্রীতিপ্রদ। (২)বিঃ মিঠাই, মিষ্টান্ন। [সং.]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-মুখ**—যৎসামান্য মিষ্টান্নভোজন (মিষ্টমুখ করা) ; মধুর বা কোমল ভাষা (মিষ্টমুখে বলা)। বিঃ **মিষ্টান্ন**—মিঠাই, মিষ্ট খাবার ; পায়স।

মিস$_1$—বিঃ অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের আখ্যা, কুমারী, শ্রীমতী। [ইং. miss]।

মিস$_2$—বিণ-বিণঃ মসীবৎ, ঘোর (মিসকাল রঙ)। [সং. মসি বা ফা. মিসী]। অব্যঃ **-মিস**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভাবসূচক (মিসমিস করা)। **-মিসে**—(১)বিণঃ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (মিসমিসে রঙ) ; (২)বিণ-বিণঃ মসীবৎ, ঘোর (মিসমিসে কাল রঙ)।

মিসর—বিঃ ইজিপ্টদেশ। [আ. মিস্‌র্]।

মিসি—বিঃ হীরাকস তামাকচূর্ণ প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত দন্তমাজনবিশেষ। [হি. মিস্‌সী]।

মিসিবাবা—বিঃ (ভৃত্যদের ভাষায়) অবিবাহিতা প্রভুনন্দিনী। [ইং. miss+হি. বাবা]।

মিসেস—বিঃ বিবাহিতা স্ত্রীলোকের আখ্যা, শ্রীযুক্তা। [ইং. mistress]।

মিস্টার—বিঃ ভদ্রলোকের আখ্যা, মহাশয়, শ্রীযুক্ত, বাবু, জনাব। [ইং. mister]।

মিস্ত্রি, মিস্ত্রী—বিঃ কারিগর, যন্ত্রশিল্পী ; সর্দার কারিগর। [পো. mestre]।

মিহি—বিণঃ সূক্ষ্ম ; পাতলা (মিহি কাপড়) ; সরু (মিহি সুর); অতি ক্ষুদ্র (মিহি দানা), ভালভাবে চূর্ণিত (মিহি গুঁড়া) ; মৃদু, মৃদুস্বরযুক্ত (মিহি গলা)। [ফা. মহীন্]। বিঃ **-দানা**—মিঠাইবিশেষ, মতিচুর]।

মিহির—বিঃ সূর্য, তপন। [সং. < প্রাচীন ইরানীয়]।

মীটিং—বিঃ জনসভা ; সভা। [ইং. meeting]।

মীড়—বিঃ **মিড়**-এর বানানভেদ।

মীন—বিঃ মাছ, মৎস্য ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশি। [সং.]। বিঃ **-কেতন, -ধ্বজ**—কামদেব, কন্দর্প (ইঁহার ধ্বজা মীনাঙ্কিত)। **মীনাক্ষী**—(১)বিণ(স্ত্রী): মাছের ন্যায় সুন্দর নয়নবিশিষ্টা ; (২)বিঃ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধা দেবী।

মীমাংসক—**মীমাংসা** দ্রঃ।

মীমাংসা—বিঃ বিরোধ সমস্যা প্রভৃতির সমাধান ; জটিলতা সংশয় সন্দেহ অনৈক্য প্রভৃতি দূরীকরণ ; সিদ্ধান্ত, নিষ্পত্তি, মিটমাট ; জৈমিনিমুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। [সং. √ মান্+সন্+অ (ভা)+আ]। **মীমাংসক**—(১)বিণঃ মীমাংসাকারী ; (২)বিঃ মীমাংসাদর্শনে পণ্ডিত। বিণ(স্ত্রী): **মীমাংসিকা**। বিণঃ **মীমাংসিত**—মীমাংসা করা হইয়াছে এমন।

মীরবহর—বিঃ প্রধান নৌ-সেনাপতির উপাধি। [ফা. মীর্-ঈ বহর]।

মীরমুনশী—বিঃ প্রধান কেরানী। [ফা.]।

মুই, মুঞি—**আমি**-র প্রা. কোমল রূপ।

মুকতি—**মুক্তি**-র কোমল রূপ।

মুকদ্দম—বিঃ গ্রামের মোড়ল ; অগ্রবর্তী রক্ষিদল। [আ.]।

মুকররি (-রী), মুকাবিলা—যথাক্রমে **মোকররি** ও **মোকাবিলা**-র রূপভেদ।

মুকুট—বিঃ কিরীট, শিরোভূষণ। [সং. √মন্‌ক্+উট (র্তৃ)]।

মুকুতা—**মুক্তা**-র কোমল রূপ।

মুকুন্দ—বিঃ মোক্ষদাতা ; বিষ্ণু। [সং.]।

মুকুর—বিঃ দর্পণ, আরশি। [সং.]।

মুকুল—বিঃ কুঁড়ি, কোরক, কলিকা ; বউল (আমের মুকুল)। [সং. √ মুচ্+উল (র্তৃ)]। বিণঃ **মুকুলিত**—মুকুল ধরিয়াছে এমন ; ঈষৎ বিকশিত ; অর্ধ-প্রস্ফুটিত।

মুকেদ—**মুকদ্দম**-এর প্রাচীন রূপ।

মুকেরি—বিঃ বলদের পৃষ্ঠে মালবহনকারী মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ ('বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি' : ক.ক.)। [আ.]।

মুক্ত—বিণঃ মোক্ষপ্রাপ্ত, ত্রাণপ্রাপ্ত (মুক্ত আত্মা) ; মোহহীন, উদার (মুক্ত প্রাণ বা মন) ; খালাসপ্রাপ্ত (কারামুক্ত) ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত (অভিযোগ হইতে মুক্ত, ঋণমুক্ত) ; আরোগ্যপ্রাপ্ত (রোগমুক্ত) ; খোলা, উন্মোচিত, নিষ্কাশিত (মুক্তদ্বার, মুক্তকৃপাণ) ; অবাধ, অবারিত, অব্যাহত (মুক্তধারা, মুক্তবায়ু) ; অবদ্ধ (মুক্তকচ্ছ, মুক্তবেণী) ; অসঙ্কোচ, স্পষ্ট (মুক্তকণ্ঠ) ; (বাং.) পরিষ্কৃত, সাফ (সকড়ি মুক্ত করা)। [সং. √মুচ্+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মুক্তা**। বিণঃ **-কচ্ছ**—কাছাখোলা। ক্রি-বিণঃ **-কণ্ঠে** — উচ্চৈঃস্বরে ; অসঙ্কোচে ; স্পষ্টভাষায়। **-কেশ**—(১)বিঃ খোলা চুল ; (২)বিণঃ চুল খুলিয়া গিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-কেশা**—চুল খোলা-অবস্থায় আছে এমন ; আলুলায়িত কেশযুক্তা। **-কেশী**—(১)বিণ(স্ত্রী): মুক্তকেশা ; (২)বিঃ কালিকাদেবী। **মুক্ত ছন্দ**—ছন্দের বাঁধাধরা নিয়মবর্জিত কবিতা, free verse। **-বেণী**—(১)বিণঃ বিনুনী বাঁধে নাই এমন। (২)বিঃ হুগলি জেলার ত্রিবেণী। বিণঃ **-সঙ্গ**—বিষয়বাসনা-রহিত, আসক্তিহীন। বিণঃ **-হস্ত**—বদান্য, দানশীল ; ব্যয়শীল। বিঃ **-হস্ততা**।

মুক্তা১—**মুক্ত** দ্রঃ।

মুক্তা২—বিঃ মোতি, শুক্তির অর্থাৎ ঝিনুকের গর্ভে জাত রত্নবিশেষ। [সং. √মুচ্+ত (র্ম)+আ]।

মুক্তি—বিঃ মোক্ষ ; জীবজন্ম-পরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি ; মোহ-বাসনাদির অবসান ; পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি, রেহাই (দায়মুক্তি) ; অবরোধ বন্ধন বাধা নির্যাতন প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি বা উদ্ধার (কারামুক্তি) ; আরোগ্যলাভ (রোগমুক্তি) ;

স্বাধীনতালাভ (দেশের মুক্তি)। [সং. √মুচ্+তি (ভা)]। বিঃ **-দাতা** (-তৃ)—যে মুক্তি দেয়। বি-(স্ত্রী): **-দাত্রী**। বিঃ **-পণ**—মুক্তিলাভার্থ প্রদেয় অর্থাদি। বিঃ **-পত্র**—(প্রধানতঃ ঋণ বন্ধক কারা-দণ্ড প্রভৃতি হইতে) অব্যাহতি-লাভের নির্দেশসূচক লিপি বা দলিল। বিঃ **-যোদ্ধা** (-দ্ধৃ)—দেশাদির মুক্তি বা স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম করে। বিঃ **-স্নান**—চন্দ্রসূর্যের গ্রহণমুক্তি উপলক্ষে স্নান।

মুক্তিয়ার—**মোক্তার**-এর রূপভেদ।

মুখ—(১)বিঃ আনন, বদন, আস্য; মুখমণ্ডল (নতমুখ); মুখবিবর (মুখ ফাঁক করা); বাচন-শক্তি, বাগ্মিতা (উকিলটির মুখ নেই); বাক্য, ভাষা, বাক্প্রণালী (মুখমিষ্টি, দুর্মুখ); প্রবেশ-পথ (গুহামুখ); ছিদ্র (ফোড়ার মুখ); মোহানা (নদীর মুখ); ডগা, অগ্রভাগ (সুচের মুখ); প্রান্ত (রাস্তার মুখ); আরম্ভ, সূত্রপাত (কাজের মুখ, উন্নতির মুখ); আক্রমণ, কবল, প্রাতিকূল্য (বিপদের মুখ, স্রোতের মুখে, বাঘের মুখে); অভিমুখ (গৃহমুখে)। (২)বিণঃ প্রধান (মুখপাত্র)। [সং.]। ক্রিঃ **মুখ উজ্জ্বল করা**—গৌরবান্বিত করা। ক্রিঃ **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল বাক্য বলা। ক্রিঃ **মুখ খিচান**—ভেংচান; মুখভঙ্গি-সহকারে তিরস্কার করা। ক্রিঃ **মুখ খোলা**—নীরব থাকার পর কথা বলা; বলিতে আরম্ভ করা। ক্রিঃ **মুখ গোঁজ করা**—অভিমানাদিহেতু মুখের চেহারা বিকৃত করা বা মলিন করা। ক্রিঃ **মুখ চলা**—কথা আহার বা গালাগালি চলিতে থাকা। ক্রিঃ **মুখ চাওয়া**—কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশী হওয়া; কাহাকেও খাতির করা। ক্রিঃ **মুখ চুন করা**—ভয়-লজ্জাদি-হেতু মুখ বিবর্ণ করা। ক্রিঃ **মুখ ছোটা**—(ব্যক্তিবিশেষের) মুখ হইতে প্রচুর গালিগালাজ বা বক্তৃতা বাহির হওয়া। ক্রিঃ **মুখ ছোটান**—প্রচুর গালিগালাজ করা; অবাধে বক্তৃতা করা। ক্রিঃ **মুখ ছোট করা**—গৌরবহানি করা। ক্রিঃ **মুখ টিপিয়া হাসা**—অপ্রকাশ্যে হাস্য করা। ক্রিঃ **মুখ তুলিতে না পারা**—লজ্জাদি-হেতু সঙ্কুচিত হওয়া। ক্রিঃ **মুখ তুলিয়া চাওয়া, মুখ তোলা**—প্রসন্ন বা অনুকূল হওয়া। ক্রিঃ **মুখ থাকা**—সম্মান বজায় থাকা। ক্রিঃ **মুখ দেখা**—বিবাহের পূর্বে বর বা কনেকে আশীর্বাদের জন্য দেখা। ক্রিঃ **মুখ দেখাইতে না পারা**—**মুখ তুলিতে না পারা**-র অনুরূপ। ক্রিঃ **মুখ ফসকান**—অনবধানতাবশতঃ বলিয়া ফেলা। ক্রিঃ **মুখ ফেরান**—প্রতিকূল হওয়া, বিমুখ হওয়া। ক্রিঃ **মুখ ফোটা**—মুখ হইতে বাক্য নির্গত হওয়া। ক্রিঃ **মুখ ফোলান**—(অসন্তোষাদিবশতঃ) মুখ গোমড়া করা। ক্রিঃ **মুখ বন্ধ করা, মুখ বোজা**—কথা না বলা। ক্রিঃ **মুখ ভার করা**—**মুখ ফোলান**-র অনুরূপ। ক্রিঃ **মুখ মারা**—গৌরবহানি করা; নির্বাক্ করিয়া দেওয়া; জিহ্বার স্বাদগ্রহণক্ষমতা নষ্ট করা বা আহারে অরুচি জন্মান। ক্রিঃ **মুখ রাখা**—সম্মান বাঁচান। ক্রিঃ **মুখ লাগা**—মুখ কুটকুট করা; হিংসাসূচক প্রশংসায় অমঙ্গল হওয়া। ক্রিঃ **মুখ শুকান**—ভয় বা রোগাদিহেতু মুখমণ্ডল বিবর্ণ হওয়া। ক্রিঃ **মুখ সামলান**—সতর্ক হইয়া কথা-বার্তা বলা। ক্রিঃ **মুখ সেলাই করিয়া দেওয়া**—কথা বলিতে না দেওয়া। ক্রিঃ **মুখ হওয়া**—ফোড়াদি হইতে পুঁজ রক্ত প্রভৃতি নির্গমনের ছিদ্র হওয়া; তিরস্কার করায় বা গালিগালাজ দেওয়ার স্বভাব হওয়া। **মুখে আগুন**—কাহারও মরণকামনা-সূচক গালিবিশেষ। ক্রিঃ **মুখে আনা**—উচ্চারণ করা, বলা। ক্রিঃ **মুখে আসা**—বলিবার প্রবৃত্তি হওয়া। **মুখে খই ফোটা**—প্রগল্ভভাবে বাক্স্ফূর্তি হওয়া। **মুখে জল আসা**—(আল.) আহারের প্রবল লালসা হওয়া। **মুখে জল দেওয়া**—(প্রধানতঃ উপবাসাদির পর) যৎসামান্য আহার বা জলযোগ করা; (হিন্দু-প্রথা) মুমূর্ষু ব্যক্তিকে জলপান করান। **মুখে দড়**—বাক্পটু (কিন্তু কাজে অক্ষম)। ক্রিঃ **মুখে দেওয়া**—খাওয়া; খাওয়ান। **মুখে ফুলচন্দন পড়া**—মুখ ধন্য হওয়া (শুভ উক্তি—বিশেষতঃ, শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য বা তাহা সফল হইবার জন্য বক্তা সম্বন্ধে কামনা)। **মুখের উপর**—সামনাসামনি; সঙ্গে-সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ। **মুখের কথা**—(আল.) সহজ কাজ; মৌখিক (লিখিত নহে) প্রতিশ্রুতি। **মুখের ভয়ে**—তিরস্কারের ভয়ে। **মুখের মত**—যথোপযুক্ত। **কোন্ মুখে**—কোন্ গর্বে। বিণঃ **-আলগা**—কোন কথা বলিতে মুখে বাধে না এমন; কোন কথা গোপন রাখিতে অক্ষম। বিঃ **-কমল**—পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর মুখ। বিঃ **-খিস্তি**—অশ্লীল বাক্য; অশ্লীল বাক্যোচ্চারণ। ক্রিঃ **মুখখিস্তি করা**—অশ্লীল বাক্য বলা। বিঃ **-চন্দ্র**—চাঁদের মত সুন্দর মুখ। বিঃ **-চন্দ্রিকা**—মুখের জ্যোৎস্না অর্থাৎ মুখের সুন্দর দীপ্তি; বরকন্যার শুভদৃষ্টি।

বিণ: **-চোরা**—লাজুক ; কথা বলিতে বা আলাপ করিতে অপটু। বিঃ **-ছটা, -ছবি**—মুখাবয়বের সৌন্দর্য। বিঃ **-ছোপা** — **মুখ-ঝামটা**-র অনুরূপ। বিণ: **-জ**—মুখ হইতে উৎপন্ন বা নির্গত ; মুখজাত। বিঃ **-ঝামটা, -নাড়া**—মুখ-ভঙ্গিসহকারে তিরস্কার। বিঃ **-পত্র, -পাত**—ভূমিকা ; প্রস্তাবনা ; সূত্রপাত ; (সচ. রাজ.) দল প্রভৃতির বক্তব্যসংবলিত ইশতিহার বা পত্রিকা। বিঃ **-পদ্ম**—**মুখকমল**-এর অনুরূপ। বিঃ **-পাত্র** অগ্রণী ব্যক্তি বা প্রতিনিধি বা সরদার। বিঃ **-পোড়া**—গালিবিশেষ ; হনুমান্। বিণ: **-ফোড়**—স্পষ্টবক্তা ; দুর্মুখ। বিঃ **-বন্ধ**—**মুখপত্র**-র অনুরূপ। বিঃ **-ব্যাদান**—হাঁ করা। বিঃ **-ভঙ্গি**—মুখবিকৃতি, ভেংচি। বিঃ **-মণ্ডল**—ললাট হইতে চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখ। **-মিষ্টি**—(১)বিঃ মধুর ভাষা ; (২)বিণ: মধুরভাষী। বিঃ **-রক্ষা**—সম্মান-রক্ষা। বিঃ **-রুচি**—মুখের সৌন্দর্য। বিণ: **-রোচক**—সুস্বাদ। বিঃ **-শশী**—চাঁদের মত সুন্দর মুখ। বিঃ **-শুদ্ধি**—(সচ. ভোজনান্তে) তাম্বুলাদি চর্বণদ্বারা মুখের দুর্গন্ধ নাশ। বিঃ **-শ্রী**—মুখের সৌন্দর্য। বিণ: **-সর্বস্ব**—কেবল বাকপটু (কর্মপটু নহে)। বিণ: **-স্থ**—কণ্ঠস্থ, স্মৃতিগত ; এমনভাবে মনে রাখা হইয়াছে যে প্রয়োজন হইলে যথাযথভাবে আবৃত্তি করা সম্ভব। ক্রি-বিণ: **মুখে-মুখে**—(লিখন ব্যতীত) কেবল কথা বলিয়া, মৌখিক (মুখে-মুখে অঙ্ক কষা) ; বিভিন্ন ব্যক্তির আলোচনার ফলে (মুখে-মুখে প্রচার হওয়া) ; পুরুষ-পরম্পরায় কথিত হইয়া (ছড়াগুলি বহুকাল ধরিয়া মুখে-মুখে চলিয়া আসিয়াছে) ; মুখের উপর, (উক্তির) সঙ্গে সঙ্গে (মুখে-মুখে জবাব)।।

মুখটি১—বিঃ (বোতলাদির) মুখের ঢাকনা বা ছিপিবিশেষ। [সং. মুখ+বাং. টি]।

মুখটি২ — বিঃ মুখোপাধ্যায় বংশ (ফুলের মুখটি)।

মুখর—বিণ: বাচাল, অতিভাষী ; কটুভাষী, ধ্বনিপূর্ণ (মুখর নূপুর)। [সং. মুখ+র]। বিণ(স্ত্রী): **মুখরা**। বিঃ **-তা**। বিণ: **মুখরিত**—ধ্বনিত। বিণ(স্ত্রী): **মুখরিতা**।

মুখস—**মুখোশ**-এর বানানভেদ।

-মুখা—**-মুখো**-র কথ্য রূপ।

মুখাগ্নি—বিঃ দাহকালে শবের মুখে অগ্নি প্রদান বা প্রদত্ত অগ্নি। [সং. মুখ+অগ্নি]।

মুখান, মুখানো—(১)ক্রিঃ উন্মুখ বা ব্যগ্র হওয়া (কথাটা বলার জন্য মুখিয়ে থাকা)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [<বাং. মুখ (নামধাতু)+আন]।

মুখানি- **-মুখখানি**-র সংক্ষিপ্ত ও কোমল রূপ।

মুখাপেক্ষা—বিঃ পরের অনুগ্রহের বা সাহায্যের প্রত্যাশা, পরের উপর ভরসা। [সং. মুখ+অপেক্ষা]। বিণ: **মুখাপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—মুখাপেক্ষাকারী। বিণ(স্ত্রী): **মুখাপেক্ষিণী**। বিঃ **মুখাপেক্ষিতা**।

মুখামুখি—(১)ক্রি-বিণ: সামনা-সামনি, মৌখিক-ভাবে সম্মুখে (মুখামুখি বলা)। (২)বিণ: পরস্পর সম্মুখীন (শত্রুর মুখামুখি) ; অভিমুখ (দরজার মুখামুখি), পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ (দুজনে মুখামুখি)। (৩)বিঃ বাগ্‌যুদ্ধ (মুখামুখি ছেড়ে হাতাহাতি)। [সং. মুখ+আ+মুখ+ই]।

মুখামৃত—বিঃ থুতু ; (মহাপুরুষদের) বাণী। [সং. মুখ (নিঃসৃত)+অমৃত]।

মুখি—বিঃ ওল প্রভৃতির অঙ্কুর বা ফেঁকড়া। [সং. মুখ+বাং. ই]।

-মুখী১—**-মুখো** দ্রঃ।

-মুখী২ (-খিন্)—বিণ(পুং): অভিমুখী (গৃহাভি-মুখী) ; মুখবিশিষ্ট (ম্লানমুখী)। [সং. মুখ+ইন্—এই প্রয়োগ সুষ্ঠু নহে]।

মুখুজ্জে—**মুখোপাধ্যায়**-এর কথ্য রূপ।

-মুখো—বাঙ্গালা বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে **মুখ**-শব্দের রূপ (ঘরমুখো, পোড়ামুখো)। স্ত্রীঃ **-মুখী**১ (বহুমুখী প্রতিভা, চন্দ্রমুখী, কালামুখী, পোড়ামুখী)।

মুখোপাধ্যায়—বিঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পদবি-বিশেষ। [সং. মুখ+উপাধ্যায়]।

মুখোমুখি—**মুখামুখি**-র চলিত রূপ।

মুখোশ, মুখোষ—বিঃ মুখাবরক নকল মুখ ; (আল.) কপট ভাব। [সং. মুখকোশ, মুখকোষ]। ক্রিঃ **মুখোশ খোলা**—স্বরূপ বা প্রকৃত রূপ প্রকাশ করা বা প্রকাশিত হওয়া।

মুখ্য—বিণ: প্রধান, শ্রেষ্ঠ, প্রথম (মুখ্য উদ্দেশ্য বা ব্যক্তি)। [সং. মুখ+য]।

মুদ্গ—বিঃ দালবিশেষ। [সং. মুদ্গ]।

---

* আদিতে **মুখ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **মুখ** দ্রঃ।

মুগধ—**মুগ্ধ**-র কোমল রূপ।

মুগা—বিঃ রেশম-কীটবিশেষ : মুগা-কীটের লালাদ্বারা সৃষ্ট একপ্রকার মুগবর্ণ মোটা রেশম বা উহাতে তৈয়ারি বস্ত্র। [অ.]।

মুগুর—বিঃ কাষ্ঠ লৌহ প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত স্থূল দণ্ডবিশেষ, গদা। [সং. মুদ্গর]।

মুগ্ধ—বিণঃ মোহগ্রস্ত (রূপমুগ্ধ) ; মোহিত, বিহ্বল, আত্মহারা, বিভোর, নিবিষ্ট (অভিনয়ে মুগ্ধ) ; বশীভূত (মিষ্ট কথায় মুগ্ধ) ; মূঢ, মূর্খ (মুগ্ধবোধ) ; সরল (মুগ্ধ-স্বভাব)। [সং. √মুহ্ + ত (র্তৃ)]। **মুগ্ধা**—(১)বিণঃ **মুগ্ধ**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ নায়কের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণা নায়িকা ; সরলা বালিকা। বিঃ **-তা**।

মুঘল, মুচকুন্দ, মুচকা১, মুচকান (-নো)১—যথাক্রমে **মোগল মুচুকুন্দ মচকা** ও **মচকান**-র রূপভেদ।

মুচকা২, মুচকান (-নো)২—ক্রিঃ চাপা হাসি হাসা ; বাঁকান বা ভাঁজ করা ; বিকৃত করা। [মচকি দ্রঃ]।

মুচকি—বিণঃ ঈষৎ, অস্পষ্ট, বদ্ধ ঠোঁটে সামান্যভাবে প্রকাশিত (মুচকি হাসি)। [<সং. স্মিত ?]।

মুচড়া—ক্রিঃ মোচড়ান। [?] **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (দড়ি দেহ প্রভৃতি) বারংবার আবর্তিত করা বা পাকান, মোচড় দেওয়া ; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

মুচমুচ—অব্যঃ মৃদু মচমচ-শব্দ।

মুচলেকা—বিঃ শর্তভঙ্গ করিলে দণ্ডভোগ করিতে হইবে: এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকারপত্র, bond। [তুর্. মুচল্‌কা]।

মুচি১—বিঃ ধাতু গলাইবার পাত্র ; ক্ষুদ্র সরা-বিশেষ ; কচি নারিকেল। [সং. মূষা]।

মুচি২, মুচী—বিঃ চর্মকার। [ম. বাং. মোচী, প্রা. মোচিঅ < পহ্লবী মোচক—তু. হি. মোচী]। বি(স্ত্রী): **মুচিনী**।

মুচুকুন্দ—বিঃ স্বর্ণচাঁপা-জাতীয় ফুলবিশেষ বা তাহার গাছ ; মান্ধাতা রাজার পুত্র ; মুনি-বিশেষ ; দৈত্যবিশেষ। [সং.]।

মুচ্ছদী, মুচ্ছুদী—**মুৎসুদ্দী**-র কথ্য রূপ।

মুছলমান—**মুসলমান**-এর রূপভেদ।

মুছা—(১)ক্রিঃ (বস্ত্রাদিদ্বারা) ঘসিয়া পরিষ্কার করা বা শুষ্ক করা (ঘর মুছা, গা মুছা) ; ঘসিয়া তুলিয়া ফেলা (কালির দাগ মুছা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। [বাং. পুঁছা—'মাজা'-র প্রভাবে 'পুঁ' 'মু'-তে পরিবর্তিত]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অন্যকে দিয়া ঘসাইয়া পরিষ্কার করা বা শুকান বা তুলিয়া ফেলা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মুজরা, (চলিত) **মুজরো**—বিঃ নাচগানের অনুশীলন বা প্রতিযোগিতা (মুজরা করা) ; প্রাপ্য টাকা হইতে ছাড়। [আ. মুজ্‌রা]।

মুজা—**মোজা**-র প্রাদে রূপ।

মুঝে—সর্বঃ (পদা.) আমাকে। [সং. মহ্যম্ (অস্মদ্-শব্দের ৪র্থীর ১ বচনে)]।

মুঞি—**মুই**-র বানানভেদ।

মুঞ্জ—বিঃ তৃণবিশেষ, মুঞ্জঘাস। [সং.]।

মুট—**মুঠ**-এর রূপভেদ।

মুটিয়া, মুটে—বিঃ মোটবহনকারী। [বাং. মোট + ইয়া > এ]। বিঃ **মুটে-মজুর**—দরিদ্র শ্রমিক ; নিম্নশ্রেণীর সাধারণ শ্রমজীবী।

মুঠ, মুঠা, মুঠি, মুঠো—(১)বিঃ মুষ্টি, সঙ্কুচিত করতল; অধিকার, কবল (মুঠার মধ্যে পাওয়া) ; হাতল। (২)বিণঃ মুষ্টি-পরিমিত (একমুঠো চাল)। [সং. মুষ্টি]।

মুড়কি, মুড়কী—বিঃ গুড় বা চিনির রসে জারিত খই। [দেশী]।

মুড়মুড়—অব্যঃ (হালকা জিনিসের) মৃদু মড়মড় শব্দ। বিণঃ **মুড়মুড়ে**—মুড়মুড় করে এমন।

মুড়া১—(১)ক্রিঃ আবৃত বা বেষ্টিত করা, জড়ান (কাগজে মুড়া) ; ভাঁজ করা বা সঙ্কুচিত করা (হাঁটু মুড়া) ; মোচড়ান বা বাঁকান বা ফেরান (অঙ্গ মুড়া) ; পাকান (আঙুলে তার মুড়া)। (২)বি বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [প্রা. মংড < সং. √মণ্ড্—তু. হি √মড়]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ আবৃত বা বেষ্টিত করান ; ভাঁজ করান বা সঙ্কুচিত করান ; পাক বা মোচড় দেওয়ান অথবা দেওয়া ; বক্র করান অথবা করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

মুড়া২—(১)বিঃ মুণ্ড (মাছের মুড়া) ; অগ্রভাগ ; প্রান্ত (এমুড়া হইতে ওমুড়া) ; আঁচলা-ছেড়া কাপড় ; পরিধেয় বস্ত্রের খুঁট বা টুকরা। (২)বিণঃ মুণ্ডিত, নেড়া (মুড়া গাছ) ; ক্ষয়প্রাপ্ত (মুড়া ঝাঁটা) ; নির্জল (মুড়া মাখন)। (৩)ক্রিঃ মুণ্ডিত করা, নেড়া করা (মাথা মুড়া) ; অগ্রভাগ বা বাড়তি ডালপালা ছাঁটা (গাছ মুড়া) ; বৃক্ষাদির অগ্রভাগ খাওয়া (ছাগলে গাছগুলি মুড়িয়েছে)।

[সং. মুণ্ড, √মুণ্ড্]। -না, -নো—(১)ক্রিঃ মুণ্ডিত করা বা করান, নেড়া করা বা করান; অগ্রভাগ বা বাড়তি ডালপালা ছাঁটা বা ছাঁটান; বৃক্ষাদির অগ্রভাগ খাওয়া। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

মুড়ি১—বিঃ তপ্ত বালিতে চাউল ভাজিয়া তৈয়ারি খাবারবিশেষ। [ধ্বন্যা.—তু. মুড়মুড়]।

মুড়ি২—বিঃ বস্ত্রাদির ভাঁজ-করা কিনারা (মুড়িসেলাই); আবরণ, ঢাকনা (কাঁথা মুড়ি দেওয়া)। [মুড়া১ দ্রঃ]।

মুড়ি৩—বিঃ মুণ্ড, মাথা (পাঁঠার মুড়ি); প্রথম প্রান্তের অংশ (চেকমুড়ি)। [বাং. মুড়া২ + ই]। বিঃ **-ঘণ্ট**—মৎস্যাদির মুড়ার দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ।

মুড়ো—**মুড়া২** (বি.বিণ)-এর কথ্য রূপ।

মুণ্ড—বিঃ মাথা, মস্তক। [সং. √মুণ্ড্ + অ (র্ম)]। **মুণ্ড ঘুরে যাওয়া**—(আকস্মিক ভয়-ভাবনা-বিপদাদিতে) হতবুদ্ধি হইয়া পড়া। বিঃ **-চ্ছেদ, -চ্ছেদন**—মস্তক-কর্তন। বিঃ **-পাত**—শিরশ্ছেদ; (আল.) শাস্তি, অভিশাপ, সর্বনাশ। বিঃ **-মালা**—নরমুণ্ডসমূহে গাঁথা মালা। **-মালিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): মুণ্ডমালাধারিণী; (২)বিঃ কালিকাদেবী।

মুণ্ডন—বিঃ (মস্তকের) কেশ কামাইয়া ফেলা, নেড়া করা (বৃক্ষাদির) অগ্রভাগ বা বাড়তি ডালপালা ছেদন। [সং. √মুণ্ড্ + অন (ভা)]।

মুণ্ডি—বিঃ গুটিকাকৃতি মিঠাইবিশেষ (রস-মুণ্ডি)। [বাং. মণ্ডা + ই (ক্ষুদ্রার্থে)]।

মুণ্ডিত—বিণ: মুণ্ডন করা হইয়াছে এমন। [সং. √মুণ্ড্ + ত (র্ম)]। বিণ: **-কেশ**—মাথা নেড়া করা হইয়াছে এমন।

মুণ্ডু—**মুণ্ড**-র কথ্য রূপ।

মুত—বিঃ (কথ্য) প্রস্রাব। [সং. মূত্র]।

মুতওল্লী—**মাতোয়ালী** দ্রঃ।

মুতফরাক্কা—বিণ: বিবিধ; নগণ্য। [আ. মুত্‌ফর্‌রিক্]।

মুতা—(১)ক্রিঃ প্রস্রাব করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং. মুত + আ (নামধাতু)]। **-না, -নো**—(১)ক্রিঃ প্রস্রাব করান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

মুতাবেক—**মোতাবেক**-এর রূপভেদ।

মুৎসুদ্দি, মুৎসুদ্দী—বিঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; প্রধান কেরানী; প্রতিনিধি। [আ. মুতসদ্দী]।

মুথা, (কথ্য) **মুথো**—বিঃ সুগন্ধি শিকড়যুক্ত তৃণবিশেষ। [সং. মুস্ত]।

মুদা—ক্রিঃ মুদ্রিত বা নিমীলিত করা, বোজা। [প্রা. √মুদ্দ < সং. √মুদ্র—তু হি √মূঁদ]।

মুদারা—বিঃ সঙ্গীতের ত্রিবিধ স্বরগ্রামের দ্বিতীয়টি। [?]।

মুদি—বিঃ চাউল ডাল তেল প্রভৃতির বিক্রেতা। [হি. মোদী]। বিঃ **-খানা**—মুদির দোকান [হি. মোদী + ফা. খানা]।

মুদিত১—বিণ: হৃষ্ট, আহ্লাদিত। [সং. √মুদ্ + ত (র্তৃ)]।

মুদিত২—বিণ: মুদ্রিত, নিমীলিত (চক্ষু মুদিত করা)। [সং. মুদ্রিত]।

মুদী—**মুদি**-র বানানভেদ।

মুদ্গ—বিঃ মুগ দাল। [সং.]।

মুদ্গর—বিঃ মুগুর, গদা। [সং.]।

মুদ্দই, মুদ্দাই—বিঃ বাদী, ফরিয়াদী; শত্রু। [আ. মুদ্দই]।

মুদ্দত, মুদ্দৎ—বিঃ মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময়। [আ. মুদ্দৎ]। বিণ: **মুদ্দতি, মুদ্দতী**—নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎ থাকে এমন, মেয়াদী।

মুদ্দাফরাশ, মুদ্দোফরাশ—**মুর্দাফরাস**-এর কথ্য রূপ।

মুদ্রণ—বিঃ মুদ্রিত করা, নিমীলন; ছাপানর বা ছাপাইয়ের কাজ, printing, stamping; চাপ দিয়া গঠন। [সং. √মুদ্রি (নামধাতু) + অন (ভা)]।

মুদ্রা—বিঃ টাকা সিকি পয়সা প্রভৃতি; ধন, অর্থ (মুদ্রাস্ফীতি); সীলমোহর (মুদ্রাঙ্কিত); ছাপ; দেবারাধনাকালে বিবিধ ভঙ্গিতে করাঙ্গুলি-বিন্যাস; নৃত্যকালে অঙ্গভঙ্গি; অঙ্গভঙ্গি (মুদ্রাদোষ); মদের চাট; (জ্যোতিষ.) করতলে বা পদতলে মোহরসদৃশ চিহ্ন (মুদ্রাচিহ্ন)। [সং. √মুদ্ + র (ণে) + আ]। বিঃ **-কর**—ছাপাখানায় যে ব্যক্তি পুস্তকাদি ছাপে। বিঃ **মুদ্রাকরপ্রমাদ**—ছাপার ভুল। বিঃ **-ক্ষর**—ছাপার কাজে ব্যবহৃত ধাতব অক্ষর, printing type. বিঃ **-ঙ্কন**—ছাপ দেওয়া; ছাপান; সীলমোহর করা। বিণ: **-ঙ্কিত**—মুদ্রাঙ্কন করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-দোষ**—একই প্রকার বাচনভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি করার কুঅভ্যাস। বিঃ **-বিজ্ঞান**—(প্রধানতঃ প্রাচীন যুগের) মোহর টাকা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্বন্ধীয় অর্থনীতির শাখাবিশেষ, numismatics। বিঃ **-মান**—আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের

মুদ্রার দর। বিঃ **-যন্ত্র**—ছাপানর কল। বিঃ **-স্ফীতি**—ক্রয়ক্ষমতার তুলনায় মুদ্রার অবৈধ পরিমাণবৃদ্ধি।

মুদ্রাশঙ্খ—বিঃ সীসকভস্মবিশেষ। [সং. মৃদ্দার-শৃঙ্গ]।

মুদ্রিকা—বিঃ ধাতুনির্মিত টাকা-পয়সা ইঃ; ছাপ; ছাপ দিবার সীল। [সং. মুদ্রা+ক+আ]।

মুদ্রিত—বিণঃ ছাপান বা ছাপ দেওয়া হইয়াছে এমন, মুদ্রাঙ্কিত; নিমীলিত। [সং. মুদ্রা+ইত]।

মুনফা—**মুনাফা**-র রূপভেদ।

মুনশি, মুনশী—বিঃ কেরানি; লেখক; উর্দু শিক্ষক; বিদ্বান্। [আ.]। বিঃ **-গিরি**—মুনশির কাজ বা পেশা। বিঃ **-য়ানা**—পাণ্ডিত্য; লিখন-কার্যে বা রচনায় পটুতা, রচনাকৌশল। বিঃ **খাসমুনশি(-শী)**—নিজস্ব বা ব্যক্তিগত কেরানি, প্রাইভেট সেক্রেটারি।

মুনসেফ—বিঃ নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক [আ. মুন্সিফ্]। **মুনসেফি, মুনসেফী**—(১) বিঃ মুনসেফের পেশা বা পদ; (২)বিণঃ মুন-সেফের এলাকাভুক্ত (মুনসেফি আদালত)।

মুনাফা—বিঃ লভ্যাংশ, লাভ। [আ.]।

মুনাসিব—বিণঃ পছন্দসই, মনোমত; যোগ্য। [আ.]।

মুনি—বিঃ তপস্বী, ঋষি, যোগী। [সং.]।

মুনিব—**মনিব**-এর গ্রা. রূপ।

মুনিয়া—বিঃ বিভিন্ন বর্ণের অতি ক্ষুদ্র পক্ষি-বিশেষ। [দেশী]।

মুন্সি, মুন্সী—**মুনশি**-র বানানভেদ।

মুনীম—বিণঃ বদান্য, দানশীল; উদার। [আ. মুন্ঈম্]।

মুন্সেফ—**মুনসেফ**-এর বানানভেদ।

মুফৎ, মুফত—অব্যঃ মাগনা, বিনামূল্যে। [আ. মুফ্ৎ]।

মুফতি—বিঃ মুসলমান আইন-ব্যাখ্যাতা বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-নির্দেশক। [ফা.]।

মুবারক—বিঃ শুভ, মঙ্গল। [আ.]।

মুমুক্ষা—বিঃ মোক্ষলাভেচ্ছা। [সং. √মুচ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **মুমুক্ষু**—মোক্ষ-কামী।

মুমূর্ষু—বিণঃ মরণাপন্ন, মরণোন্মুখ। [সং. √মৃ+সন্+উ (র্তৃ)]। বিঃ **মুমূর্ষা**—মরণেচ্ছা।

মুয়াজ্জীন—বিঃ নামাজের সময়ে মসজিদের মিনার হইতে উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহ্‌র নাম ঘোষণা-কারী। [আ.]।

মুরগা—**মোরগ**-এর রূপভেদ।

মুরগি—বিঃ কুক্কুট বা কুক্কুটী। [ফা. মুর্গ্]। বি(স্ত্রী): **মুরগী**—কুক্কুটী।

মুরছা—(১)বিঃ **মূর্ছা**-র কোমল রূপ। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) মূর্ছা যাওয়া। বিণঃ **মুরছিত**—(কাব্যে) মূর্ছিত।

মুরজ—বিঃ আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মৃদঙ্গ। [সং]।

মুরজা—বিঃ কুবের-পত্নী। [সং. মুরজ+আ]।

মুরতি—**মূর্তি**-র কোমল রূপ।

মুরদ—বিঃ ক্ষমতা, সামর্থ্য। [আ. মুরাদ]।

মুরব্বি, মুরব্বী—বিঃ অভিভাবক; পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক; রক্ষক। [আ]। বিঃ **-য়ানা**—(ব্যঙ্গে) মুরব্বির আচরণ, মাতব্বরি, অভিভাবকত্ব।

মুরলী—বিঃ বাঁশী। [সং]। বিঃ **-ধর**—শ্রীকৃষ্ণ।

মুরারি—বিঃ (মুর-নামক দৈত্যকে বধ করিয়া-ছিলেন বলিয়া) শ্রীকৃষ্ণ। [সং. মুর+অরি]।

মুরি—বিঃ জলনালী, নরদমা। [দেশী]।

মুরীদ—বিঃ মুসলমান ভক্ত বা তপস্বী। [আ.]।

মুরুব্বি, মুরুব্বী—**মুরব্বি**-র চলিত রূপ।

মুর্গি, মুর্গী—**মুরগি**-র বানানভেদ।

মুর্দা—বিঃ শব, মৃতদেহ, মড়া। [ফা. মুর্দহ্]। বিঃ **-ফরাশ, -ফরাস**—শবদাহনকারী, ডোম [ফা. মুর্দাহ্-ফরোশ্]। বি.অব্যঃ **-বাদ**—মারা যাক, ধ্বংস হউক প্রভৃতি অর্থসূচক ধ্বনি।

মুল, মুল—**মূল্য**-র কোমল রূপ ('হেরি অকালের ফুল শুধাইল কত মূল' : রবীন্দ্র)।

মুলতবি, মুলতবী, (কথ্য.) **মুলতুবি (-বী)**—বিণঃ স্থগিত (মুলতবি রাখা)। [আ. মুল্তবী]।

মুলতান—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ; পঞ্জাবের জেলাবিশেষ, উহার প্রধান নগর। [সং. মূল-স্থান]। বিণঃ **মুলতানী**—মুলতানের, মুলতানে জাত (মুলতানী গোরু)।

মুলা$_1$—বিঃ কন্দবিশেষ। [সং. মূলক]।

মুলা$_2$, **মুলান (-নো)**—ক্রিঃ দর করা; কেনা। [তু. √মূলা]।

মুলাকাত—বিঃ সাক্ষাৎ, ভেট। [আ.]।

মুলুক, মুল্লুক—বিঃ দেশ (মগের মুল্লুক); স্বদেশ। [আ. মুল্ক্]।

মুলো—**মুলা**১-র কথ্য রূপ।
মুশকিল—বিঃ সঙ্কট, বিপত্তি, বিঘ্ন, বাধা; অসুবিধা। [আ.]। বিঃ **-আসান**—বিপদ্ বা অসুবিধা মোচন।
মুশল, মুষড়া, মুষড়ান (-নো)—যথাক্রমে **মুষল মুসড়া** ও **মুসড়ান**-র বানানভেদ।
মুষল—বিঃ মুদ্গর; ঢেঁকির মোনা; উদূখলের মর্দক বা পেষণদণ্ড অথবা ঐ প্রকার যে-কোন পদার্থ। [সং.]। বিঃ **-ধার, -ধারা**—অত্যন্ত মোটা ধারা।
মুষা—বিঃ স্বর্ণাদি ধাতু গলাইবার পাত্র, মুচি। [সং.]।
মুষ্ক—বিঃ অণ্ডকোষ। [সং.]।
মুষ্টামুষ্টি—বিঃ কিলাকিলি, ঘুষাঘুষি, মুষ্টি-যুদ্ধ। [সং. **মুষ্টি+মুষ্টি** (নি.)]।
মুষ্টি—(১)বিঃ মুঠা, মুঠি, আঙুল সঙ্কুচিত করিয়া রাখা করতল; ঘুষি, কিল (মুষ্টিপ্রহার); মুঠ, হাতল (তরোয়ালের মুষ্টি)। (২)(বাং.)বিণঃ মুঠা-পরিমিত, মুঠাভরা (একমুষ্টি চাউল)। [সং.]। বিণঃ **-বদ্ধ**—আঙুল মুড়িয়া বা মুঠা করিয়া রাখা হইয়াছে এমন। বিঃ **-ভিক্ষা**—প্রত্যেক গৃহ বা দাতার নিকট হইতে এক-মুঠা পরিমাণ চাউল ইত্যাদি ভিক্ষা। বিণঃ **-মেয়**—মুষ্টি-পরিমাণ; অল্পপরিমাণ; অল্পসংখ্যক। বিঃ **-যুদ্ধ**—ঘুষাঘুষিদ্বারা লড়াই, boxing। বিঃ **-যোগ**—টোটকা ঔষধ। বিঃ **-যোদ্ধা (-দ্ধৃ)**—মুষ্টি-যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি, boxer। বিঃ **মুষ্ট্যাঘাত**—মুষ্টি অর্থাৎ কিল বা ঘুষি মারা।
মুসড়া—ক্রিঃ মুসড়ান। [<সং. মুষিত]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হতাশ বা নিরুদ্যম বা বিষণ্ণ হইয়া পড়া; ম্লান বা শুষ্কপ্রায় হওয়া; (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।
মুসব্বর—বিঃ অগুরু-জাতীয় গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [আ. মুসব্বর্]।
মুসম্বী—**মোসম্বী**-র রূপভেদ।
মুসম্মৎ—বিঃ মুসলমান মহিলাদের উপাধিবিশেষ; শ্রীযুক্তা, শ্রীমতী। [ফা.]।
মুসল—**মুষল**-এর বিরল বানান।
মুসলমান, মুসলিম—(১)বিঃ হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় বা ব্যক্তি। (২)বিণঃ হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম-সম্বন্ধীয় বা ধর্মাবলম্বী। [ফা. মুসল্‌মান্, আ. মুস্‌লিম্]। **মুসলমানি, মুসলমানী**—(১)বিঃ মুসলমান-ধর্মানুমত আচার-আচরণ; (২)বি(স্ত্রী): মুসলমান নারী; (৩)বিণঃ মুসলমান ধর্মসংক্রান্ত বা ধর্মসুলভ।
মুসা—বিঃ ইহুদীদের প্রসিদ্ধ ধর্মবিধানদাতা। [আ.—তু. ইং. Moses]।
মুসাফির—বিঃ পথিক; বিদেশীয় ভ্রমণকারী ব্যক্তি। [আ.]। বিঃ **-খানা**—পান্থশালা, সরাই, চটি।
মুসাবিদা — বিঃ খসড়া, পাণ্ডুলিপি। [ফা. মুসব্বদহ্]।
মুহ—বিঃ (প্রা কা) মুখ। [সং. মুখ]।
মুহম্মদ—**মোহাম্মদ**-এর রূপভেদ।
মুহরি১—বিঃ নরদমা, জলনালী, মুরি; নরদমার উপরিস্থ ঝাঁঝরি; পেঁচের মুখে আঁটিবার ধাতুখণ্ড, nut; পায়জামার নিম্নপ্রান্তের বা জামার আস্তিনের মুখের ঘের। [হি.]।
মুহরি২, **মুহরী**—বিঃ কেরানি। [আ. মুহর্‌রির্]। বিঃ **-গিরি**—কেরানির বৃত্তি।
মুহুঃ (-হুস্)—অব্যঃ পুনরায়, বারংবার; সদ্যঃ [সং.]। অব্যঃ **মুহুর্মুহুঃ** (-হুস্)—বারংবার, পুনঃপুনঃ, ঘনঘন।
মুহূর্ত—বিঃ দিনরাত্রের ৩০ ভাগের একভাগ, প্রায় দুই দণ্ডকাল বা আটচল্লিশ মিনিট; অতি অল্প সময়। [সং.]। বি.বিণ. বা ক্রি-বিণঃ **মুহূর্তেক**—এক মুহূর্ত, অত্যল্পকাল। **এই মুহূর্তে**—এখনই, অবিলম্বে।
মুহ্যমান—বিণঃ মোহগ্রস্ত, আচ্ছন্ন, বিহ্বল, আত্মহারা; অতিশয় কাতর। [সং. √মুহ্+য +আন (মান) (র্ম)=মোহ্যমান-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ]।
মূক—বিণঃ বোবা, বাক্‌শক্তিহীন। [সং. √মূ+ক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মূকা**। বিঃ **-তা**।
মূঢ়—বিণঃ মোহগ্রস্ত; মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞান; অবিবেচক; জড়। [সং. √মুহ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মূঢ়া**। বিঃ **-তা**।
মূত্র—বিঃ প্রস্রাব। [সং.]। বিঃ **-কৃচ্ছ্র**—রোগ-বিশেষ যাহাতে মূত্রত্যাগ করিতে কষ্ট হয়। বিঃ **-নালী**—মূত্রাশয় হইতে প্রস্রাব নির্গমনের নালী বা পথ। বিঃ **মূত্রাশয়**—উদরমধ্যে যে থলিতে মূত্র জমে, বস্তি, bladder।
মূরছা—**মূর্ছা**-র বানানভেদ।
মূরতি—**মূর্তি**-র বানানভেদ।
মূর্খ — বিণঃ বোকা, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ;

অশিক্ষিত ; অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ। [সং. √মুহ্+খ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): মূর্খা। বিঃ -তা।

মূর্ছনা—বিঃ সঙ্গীতের স্বরগ্রামের আরোহ বা অবরোহের ক্রম, সুরের সুমধুর কম্পনবিশেষ ; কণ্ঠস্বরের তরঙ্গ ; প্রতিফলন ; ঔষধের সংস্কার-বিশেষ। [সং. √মূর্ছ্+অন (ভা)+আ]।

মূর্ছা—(১)বিঃ চৈতন্যলোপ, মোহপ্রাপ্তি ; প্রতিফলন। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) মূর্ছিত হওয়া। [সং. √মূর্ছ্+অ (ভা)+আ]। বিঃ -ভঙ্গ—মোহপ্রাপ্ত বা অচৈতন্য অবস্থার অবসান, অচেতন অবস্থা হইতে পুনরায় চেতনা-লাভ। বিণঃ মূর্ছিত—মোহগ্রস্ত, অচেতন, জ্ঞানহারা ; প্রতিফলিত। বিণ(স্ত্রী): মূর্ছিতা।

মূর্ত—বিণঃ মূর্তিযুক্ত, আকার বা শরীর ধারণ করিয়াছে এমন, সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশকারী, (আল.) স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। [সং. √মূর্ছ্+ত (র্তৃ)]।

মূর্তি—বিঃ দেহ, শরীর (মূর্তিমান্) ; আকৃতি, চেহারা, রূপ (সৌম্যমূর্তি) ; প্রতিমা (মূর্তিপূজা)। [সং. √মূর্ছ্+তি (র্তৃ)]। বিঃ -পরিগ্রহ—(অশরীরীর) দেহধারণ। বিঃ -পূজা—সাকার-উপাসনা, প্রতিমা-পূজা। বিণঃ -মন্ত, -মান্ (-মৎ)—মূর্তিবিশিষ্ট, দেহধারী, সাকার ; স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ। বিণ(স্ত্রী): -মতী।

মূর্ধন্য—(১)বিণঃ মস্তকোৎপন্ন ; মূর্ধা বা মস্তক হইতে অর্থাৎ জিহ্বাগ্র তালুতে স্পৃষ্ট করিয়া উচ্চার্য। (২)বিঃ ঐরূপে উচ্চার্য বর্ণ অর্থাৎ ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ। [সং. মূর্ধন্+য]।

মূর্ধা (-র্ধন্)—বিঃ মস্তক। [সং. √মূর্ধ্+অন্ (ধি)]। বিণঃ -ভিষিক্ত—রাজ্যার্পণকালে যাহার মস্তক অভিষিক্ত করা হইয়াছে ; রাজপদাভিষিক্ত।

মূর্বা, মূর্বী—বিঃ গুল্মবিশেষ যাহার ছালে ধনুকের ছিলা তৈয়ার হয়। [সং]।

মূল—(১)বিঃ শিকড়, বৃক্ষাদির গোড়ার অংশ-বিশেষ যদ্দ্বারা বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে আহার গ্রহণ করে ; আলু কচু প্রভৃতি কন্দজাতীয় উদ্ভিদ্ ; আদি, গোড়া (মূলে) ; আদি কারণ ; উৎপত্তির হেতু বা স্থান, উৎস ; পুঁজি, মূলধন ; ভিত্তি ; (গণি.) যে রাশি আপনার দ্বারা একবার বা বহুবার গুণিত হইয়া অন্য রাশি উৎপন্ন করিয়াছে, root (বর্গমূল)। (২)বিণঃ আদ্য, প্রথম (মূল-গ্রন্থ) ; প্রধান (মূল লক্ষ্য, মূল গায়েন) ; বিনিয়োজিত, আসল (মূলধন)। [সং. √মূল্+অ (র্তৃ)]। -মূলক—বহুব্রীহি-সমাসে উত্তরপদ হইলে ক-যোগে মূল-শব্দের রূপ (ভ্রান্তিমূলক —মূলে ভ্রান্তি আছে এমন, ভ্রান্তিজনিত)। বিঃ মূলক—কন্দবিশেষ, মূলা। বিঃ -কারণ—সৃষ্টি জন্ম বা উৎপত্তির প্রথম প্রধান অথবা প্রকৃত হেতু। বিণঃ -গত—শিকড়স্বরূপ, ভিত্তিস্বরূপ ; মৌলিক ; অবিচ্ছেদ্য। বিঃ -গায়েন—সর্দার গায়ক ; ঐকতান সঙ্গীতে যে ব্যক্তি প্রথমে একাকী গানের কলি গাহে এবং পরে অন্যান্য গায়কেরা সমবেতভাবে তাহার অনুসরণ করে। বিঃ -চ্ছেদ, -চ্ছেদন—শিকড় কাটিয়া বাদ দেওয়া ; (আল.) সম্পূর্ণ বিনাশ। অব্য.ক্রি-বিণঃ -তঃ (-তস্)—মূলে ; প্রকৃতপক্ষে। বিঃ -তত্ত্ব—মৌলিক তত্ত্ব যাহার উপর ভিত্তি করিয়া অন্যান্য তত্ত্ব গড়িয়া উঠে। বিঃ -ধন—পুঁজি, ব্যবসায়াদিতে বিনিয়োজিত অর্থ বা সম্পত্তি। বিঃ -নীতি—প্রধান প্রকৃত বা মৌলিক নীতি। বিঃ -প্রকৃতি—পরমা প্রকৃতি, আদ্যা শক্তি। বিঃ -ভিত্তি—ভিতের সর্বনিম্ন স্তর, গোড়াপত্তন ; প্রধান আধার। বিঃ -মন্ত্র—বীজমন্ত্র (মূলমন্ত্র জপ করা) ; প্রধান সঙ্কল্প (জীবনের মূলমন্ত্র)। বিঃ -সূত্র—আদি কারণ ; প্রধান বা প্রাথমিক যুক্তি হেতু বা উৎস ('ভাষাতত্ত্বের মূলসূত্র' : সুনীতি)। বিঃ মূলাকর্ষণ—শিকড় ধরিয়া টান। বিঃ মূলাধার—পায়ু ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান ; আসল কারণ। মূলী (-লিন্)—(১)বিণঃ মূলযুক্ত ; শিকড়যুক্ত ; (২)বিঃ বৃক্ষ। বিঃ মূলীকরণ—(গণি.) বর্গমূল নিষ্কাশন। বিণঃ মূলীভূত—আদিকারণস্বরূপ ; ভিত্তিস্বরূপ ; মূলগত। ক্রি-বিণঃ মূলে—আদিতে, গোড়ায় ; আদৌ, মোটে। বিঃ মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন—শিকড়সমেত উপড়াইয়া ফেলা ; সম্পূর্ণ বিনাশ।

মূলা১—মুলা-র বানানভেদ।

মূলা২—বিঃ নক্ষত্রবিশেষ। [সং. মূল+আ]।

মূলাকর্ষণ, মূলাধার, মূলী, মূলীভূত, মূলে, মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন—মূল দ্রঃ।

মূল্য—বিঃ দাম, পণ ; বেতন, পারিশ্রমিক ; ভাড়া ; মাসুল। [সং. মূল+য]। বিণঃ -বান্ (-বৎ.)—দামী, মহার্ঘ, বহুমূল্য। বিণঃ -হীন—যে-কোন দামের অযোগ্য ; তুচ্ছ ; অসার, অকিঞ্চিৎকর। বিঃ মূল্যাবধারণ—দাম স্থিরী-করণ। বিঃ মূল্যায়ন—মূল্য-নিরূপণ।

মূষ, মূষা—বিঃ স্বর্ণাদি ধাতু গলাইবার পাত্র,

মুচি ; ইঁদুর ('গণেশ চড়িয়া মূষ' : কাশী.)। [সং. √মূষ্‌+অ (র্তৃ),+আ]।

মূষিক, (বিরল) **মূষীক**—বিঃ ইঁদুর। [সং. √মূষ্‌+ইক, ঈক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **মূষিকা**।

মৃগ—বিঃ হরিণ ; পশু (মৃগরাজ, শাখামৃগ)। [সং.]। বি(স্ত্রী): **মৃগী**—হরিণী ; স্ত্রী-পশু ; অপস্মার, মূর্চ্ছারোগ। বিঃ **-চর্ম**—হরিণের চামড়া ; পশুর চামড়া। বিঃ **-তৃষা, তৃষ্ণা, -তৃষ্ণিকা**—মরীচিকা। বিণ(স্ত্রী): **-নয়না, -নেত্রা, -লোচনা, মৃগাক্ষী**—হরিণের ন্যায় সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্টা। বিঃ **-নাভি, -মদ**—কস্তুরী। বিঃ **-য়া**—বন্য পশু-পক্ষী শিকার। বিঃ **-রাজ**—পশুরাজ সিংহ। বিঃ **-শিরা, -শিরাঃ** (-রস্‌), **-শীর্ষ**—(জ্যোতি.) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের পঞ্চম নক্ষত্র (তু. **মার্গশীর্ষ**)। বিঃ **মৃগাঙ্ক**—(মৃগ যাহার চিহ্ন) চন্দ্র, চাঁদ, শশাঙ্ক। বিঃ **মৃগাঙ্কশেখর**—শিব, চন্দ্রচূড়। বিঃ **মৃগেন্দ্র**—পশুরাজ সিংহ।

মৃগেল—বিঃ বড় মাছবিশেষ। [দেশী]।

মৃণাল—বিঃ পদ্মের ডাঁটা বা নাল ; পদ্মের শ্বেত-বর্ণ ভক্ষণীয় কন্দ। [সং. √মৃণ্‌+আল (র্ম)]। বি(স্ত্রী): **মৃণালিনী**—পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী ; (বাং.) পদ্ম।

মৃৎ (মৃদ্‌)—বিঃ মাটি, মৃত্তিকা। [সং. √মৃদ্‌+ক্বিপ্‌ (র্ম)]। বিঃ **-পাত্র**—মাটির বাসন।

মৃত—বিণঃ বিগতপ্রাণ, মারা গিয়াছে এমন। [সং. √মৃ+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-ক**—আত্মীয়াদির মরণজনিত অশৌচ ; শব। বিণঃ **-কল্প, -প্রায়**—মুমূর্ষু, মরণাপন্ন, মর-মর। বিণঃ **-দার**—বিপত্নীক। বিণ(স্ত্রী): **-বৎসা**—সন্তান শৈশবে (মূলে অনধিক আড়াই বৎসর বয়সে) মারা যায় এমন (নারী), মড়ুঞ্চে। বিঃ **-সঞ্জীবনী**—যাহা-দ্বারা মৃতকে পুনর্জীবিত করা যায়। বিণঃ **মৃতাপত্যা** — মৃতবৎসা। বিঃ **মৃতাশৌচ**—মরণাশৌচ।

মৃত্তিকা—বিঃ মাটি (মৃত্তিকানির্মিত) ; ভূমি, ভূতল (মৃত্তিকাগর্ভে)। [সং. মৃদ্‌+তিক+আ]।

মৃত্যু—বিঃ মরণ, প্রাণত্যাগ ; মরণের অধিদেবতা, যম। [সং. √মৃ+ত্যু (ভা)]। **-ঞ্জয়**—(১)বিঃ শিব ; (২)বিণঃ মরণজয়ী। বিঃ **-যোগ**—(জ্যোতি.) নক্ষত্রাদির যে যোগে জাতকের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। বিঃ **-বাণ**—(রামা.) ব্রহ্মা কর্তৃক রাবণকে প্রদত্ত বাণবিশেষ : এই বাণ ব্যতীত অন্য বাণে বা অস্ত্রে রাবণের মৃত্যু হওয়া সম্ভব ছিল না ; (আল.) নিহত বা পরাজিত করার অমোঘ অস্ত্র। বিঃ **-লোক**—যমপুরী। **-শয্যা**—যে শয্যায় শয়নাবস্থায় মৃত্যু ঘটে ; মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যা, শেষশয্যা।

মৃদঙ্গ—বিঃ দুই দিকে চামড়ায় ছাওয়া (সাধারণতঃ মৃত্তিকানির্মিত) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, মুরজ, পাখোয়াজ, শ্রীখোল। [সং. মৃদ্‌+অঙ্গ]। বিণঃ **মৃদঙ্গী**—মৃদঙ্গবাদক।

মৃদু—বিণঃ কোমল, নরম (মৃদুগাত্রী) ; আলতো (মৃদুস্পর্শ) ; লঘু, হালকা (মৃদু ভার) ; ধীর, মন্থর, অদ্রুত (মৃদু গতি) ; ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল (মৃদু আলোক) ; অনুচ্চ, চাপা (মৃদু স্বর) ; অপ্রখর (মৃদু তাপ) ; শান্ত, উত্তেজনাহীন (মৃদু স্বভাব) ; অতীক্ষ্ণ, ভোঁতা। [সং. √মৃদ্‌+উ (র্ম)]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-গণ**—(জ্যোতিষ.) চিত্রা অনুরাধা মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্র। **-গমনা**—(১)বিণ-(স্ত্রী): মন্থরগতিযুক্তা ; (২)বিঃ মৃদুগামিনী নারী ; হংসী। **মৃদুজল**—লবণ ক্ষার ইত্যাদির ভাগ কম এমন জল, soft water। **-মন্দ**—(১)বিণঃ মন্থর ; কোমল ও মধুর ; (২)ক্রি-বিণঃ ধীরে ধীরে। বিণঃ **-ল**—কোমল ; ধীর। বিণ(স্ত্রী): **-লা**।

মৃদ্ভাণ্ড—বিঃ মাটির ভাঁড়। [সং. মৃৎ+ভাণ্ড]।

মৃন্ময়—বিণঃ মৃত্তিকানির্মিত, মেটে। [সং. মৃদ্‌+ময়]। বিণ(স্ত্রী): **মৃন্ময়ী**।

মে—বিঃ ইংরেজি বৎসরের পঞ্চম মাস (বৈশাখের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. May]।

মেও—অব্যঃ বিড়ালের ডাক। ক্রিঃ **মেও ধরা**—ঝুঁকি ও (আর্থিক) দায়িত্ব লওয়া।

মেওয়া—বিঃ বেদানা ডালিম আঙ্গুর বাদাম প্রভৃতি পুষ্টিকর ফল। [ফা. মেওয়াহ্‌]।

মেকি, মেকী—বিণঃ কৃত্রিম, নকল, জাল। [আ. মক্‌র্‌]।

মেখলা—বিঃ কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ; কোমরের তাগা ; খড়্গাদির মুখস্থিত চর্মাদির বেষ্টনী। [সং.]।

মেঘ—বিঃ ঘন, জলধর, জীমূত, বারিদ, নীরদ ; সঙ্গীতের রাগবিশেষ। [সং. √মিহ্‌+অ (র্তৃ)]। ক্রিঃ **মেঘ করা, মেঘ ঘনান, মেঘ জমা**—আকাশে মেঘ পুঞ্জিত হওয়া। ক্রিঃ **মেঘ ডাকা**—মেঘের গর্জন হওয়া। **মেঘে মেঘে বেলা হওয়া**—আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার ফলে

বেলা বুঝিতে পারা না গেলেও প্রকৃতপক্ষে বেশ বেলা হওয়া ; (আল.) চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও (বেশ) বয়স হওয়া। বিঃ **-গর্জন**—মেঘের ডাক, বজ্রনাদ। **জলো মেঘ**—যে মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। **ঝড়ো মেঘ**—যে মেঘ হইতে ঝড় বহে। **রাঙা মেঘ, সিঁদুরে মেঘ**—রক্তবর্ণ মেঘ। বিঃ **-জাল**—মেঘসমূহ, পুঞ্জীভূত মেঘ। বিঃ **-ডম্বর**—মেঘের আড়ম্বর, ঘনঘটা ; মেঘ-গর্জন। **মেঘডম্বর শাড়ি, (কথ্য) মেঘডুম্বুরে শাড়ি**—মেঘবর্ণ শাড়ি, নীলাম্বরী শাড়ি। বিঃ **-নাদ**—মেঘগর্জন ; রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। বিঃ **-নির্ঘোষ**—**মেঘগর্জন**-এর অনুরূপ। বিঃ **-বাহন**—ইন্দ্র। **-মন্দ্র**—(১)বিঃ মেঘের গম্ভীর গর্জন ; (২)বিণঃ উক্ত গর্জনবৎ। বিঃ **-মল্লার**—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। বিণঃ **-মেদুর**—মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে স্নিগ্ধ। বিণঃ **-রুচি**—মেঘবর্ণ। বিণঃ **-লা**—মেঘাচ্ছন্ন। বিঃ **মেঘাড়ম্বর**—**মেঘডম্বর**-এর অনুরূপ। বিঃ **মেঘাত্যয়**—মেঘের অপগমন বা অভাব ; শরৎকাল। বিণঃ **মেঘাবৃত, মেঘাচ্ছন্ন**—মেঘে ঢাকা।

মেচেতা, মেছেতা—বিঃ মুখমণ্ডলে উৎপন্ন কাল কাল দাগ। [দেশী]।

মেছুয়া, (কথ্য) মেছো—(১)বিঃ মৎস্যবিক্রেতা ; ধীবর। (২)বিণঃ মৎস্য-সম্বন্ধীয় ; যেখানে মৎস্য বিক্রয় হয় এমন (মেছোহাটা, মেছুয়াবাজার) ; মৎস্যখাদক (মেছো কুমীর)। [বাং. মাছ+উয়া>ও]। বি(স্ত্রী): **-নী, মেছুনী**। বিঃ **মেছোঘেরি**—মাছ-চাষের জন্য কৃত্রিম জলাশয়, fishery।

মেজ১—বিঃ টেবিল। [ফা.]।

মেজ২—বিণঃ (সমাসে পূর্বপদরূপে) মেঝো, মধ্যম, দ্বিতীয় (মেজদিদি)। [সং. মধ্য]।

মেজবান—বিঃ আপ্যায়নকারী গৃহস্থ। [ফা.]।

মেজর—বিঃ স্থলবাহিনীতে ক্যাপটেন-এর অব্য-বহিত ঊর্ধ্বতন পদ। [ইং. major]।

মেজরাব—**মিজরাব**-এর রূপভেদ।

মেজমেজ—অব্যঃ আলস্য বা অসুস্থতার লক্ষণ-সূচক (শরীর মেজমেজ করা)।

মেজাজ—বিঃ মানসিক অবস্থা (মেজাজ খারাপ হওয়া) ; ধাত, প্রকৃতি (রুক্ষ মেজাজ) ; ক্রোধ, উগ্রতা (মেজাজ দেখান)। [আ. মিজাজ]। বিণঃ **মেজাজি, মেজাজী**—মেজাজবিশিষ্ট (বদ-মেজাজী) ; দাম্ভিক।

মেজে, মেঝে—বিঃ গৃহতল। [প্রা. মজ্ঝ]।

মেজেনটা, মেজেন্টা—**ম্যাজেনটা**-র রূপভেদ।

মেজো, (অপ্র.) মেঝো—বিণঃ মধ্যম, দ্বিতীয় (মেজো ছেলে)। [বাং. মাজ+উয়া>ও]।

মেট—বিঃ সরদার (কুলিদের মেট) ; সরদার-খালাসি ; সরদার-কয়েদি। [ইং. mate]।

মেটা, মেটান (-নো)—যথাক্রমে **মিটা** ও **মিটান**-র চলিত রূপ।

মেটুলি, মেটুলী, মেটে১—বিঃ পাঁঠা ছাগল প্রভৃতি পশুর যকৃৎ। [দেশী]।

মেটে২—বিণঃ মৃত্তিকা-নির্মিত (মেটে ঘর) ; মাটির প্রলেপযুক্ত (দোমেটে) ; মাটির তুল্য (মেটে রঙ)। [বাং. মাটি+ইয়া>এ]। **মেটে সাপ**—মেটে রঙের নির্বিষ সর্পবিশেষ।

মেট্রন—বিঃ হাসপাতালের নার্সদের কর্ত্রী, প্রধানা নার্স, (স.প.) মাতৃকা। [ইং. matron]।

মেঠাই—**মিঠাই**-র কথ্য রূপ।

মেঠো—বিণঃ মাঠ-সম্বন্ধীয় (মেঠো পথ) ; মাঠের উপযুক্ত (মেঠো বক্তৃতা)। [বাং. মাঠ+উয়া>ও]।

মেড়া—বিঃ লড়াই-পটু ভেড়া ; ভেড়া ; (আল.) ভেড়ার ন্যায় নির্বোধ বা নিস্তেজ ব্যক্তি। [সং. মেঢ্র]।

মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী—**মেড়ো**-র রূপভেদ।

মেডেল—বিঃ প্রশংসা সম্মান উৎকর্ষ বা বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ (প্রধানতঃ ধাতুনির্মিত) পদক-বিশেষ। [ইং. medal]। বিণঃ **-ধারী** (-রিন্)—মেডেলপ্রাপ্ত, পদকপ্রাপ্ত।

মেড়ো—বিঃ (অবজ্ঞায়) মাড়োয়ারী বা হিন্দুস্থানী। [বাং. মাড়োয়ারী]।

মেঢ্র—বিঃ পুরুষের লিঙ্গ, শিশ্ন ; ভেড়া। [সং.]।

মেথর—বিঃ যে মল সাফ করে, ভাঙ্গি ; (শিথি.) যে ময়লা সাফ করে, ঝাড়ুদার। [ফা. মিহ্‌তর্]। বি(স্ত্রী): **মেথরানী**। বিঃ **-গিরী**—মেথরের বৃত্তি।

মেথি—বিঃ ফোড়নের মসলারূপে ব্যবহৃত বীজ-বিশেষ। [সং. মেথিকা]।

মেদ—বিঃ বসা, চর্বি। [সং. মেদস্]।

মেদা—বিণঃ মাদীর মত, নিস্তেজ, নির্জীব, অকর্মণ্য। [ফা. মাদাহ্]। বিণঃ **-মারা**—নির্জীব, পৌরুষহীন।

মেদি—**মেহেদি**-র কথ্য রূপ।

মেদিনী—বিঃ পৃথিবী (পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে মধুকৈটভের মেদে পৃথিবী তৈয়ারি হইয়াছে। [সং. মেদ+ইন্+ঈ]।

মেদুর—বিণ: স্নিগ্ধ, মসৃণ, চিক্কণ; শ্যামল, ঘনভাবে আচ্ছন্ন। [সং. √মিদ্+উর (র্ভ)]।

মেধ—বিঃ যজ্ঞ (অশ্বমেধ)। [সং. √মেধ্+অ (ঘি)]।

মেধা—বিঃ ধীশক্তি, বোধশক্তি; স্মরণশক্তি। [সং. √মেধ্+অ (ণে)+আ]। বিণ: **-বী** (-বিন্)—ধীমান্, বুদ্ধিমান্; স্থিরবুদ্ধি। বিণ(স্ত্রী): **-বিনী**।

মেধ্য—বিণ: যজ্ঞীয়, যজ্ঞের উপযুক্ত; পবিত্র। [সং. √মেধ্+য (র্য)]।

মেনকা—বিঃ হিমালয়-পত্নী ও গৌরী-জননী; স্বর্গের অপ্সরাবিশেষ। [সং.]।

মেনি, মেনী—বিঃ (আদরে) বিড়ালী। [?]। বিণ: **-মুখো**—লাজুক।

মেনে—অব্য তথাপি তবু কিন্তু প্রভৃতি অর্থসূচক কথার মাত্রাবিশেষ ('যদি গৌর না হইত কি মেনে হইত': বা. ঘো.)। [<মনে হয় ?]।

মেন্ধী—বিঃ মেহেদি গাছ। [সং.]।

মেম—বিঃ ইউরোপীয় নারী। [ইং. ma'am<madam]। বিঃ **মেমসাহেব**—মেম; মেমের ন্যায় চালচলনে অভ্যস্তা অ-ইউরোপীয় নারী।

মেম্বার, মেম্বর—বিঃ সভ্য, সদস্য। [ইং. member]।

মেয়—বিণ: পরিমাণ অনুমান বা জ্ঞানের যোগ্য (মুষ্টিমেয়)। [সং. √মা+য (র্য)]।

মেয়াদ—**মিয়াদ**-এর রূপভেদ।

মেয়ে—(১)বিঃ কন্যা, দুহিতা (বামুনের মেয়ে); বালিকা (ছেলেমেয়ে); নারী, স্ত্রীলোক (মেয়ে-পুরুষ)। (২)বিণঃ স্ত্রীজাতীয় (মেয়েবিড়াল)। [সং. মাতৃকা?]। বিঃ **-ছেলে, -মানুষ**—স্ত্রীলোক, নারী। বিণ: **-লি, -লী**—নারীসুলভ, কেবল মেয়েদেরই (পুরুষের নহে) পক্ষে স্বাভাবিক এমন। বিঃ **-লিপনা, -লীপনা**—নারীসুলভ হাবভাব বা আচার-আচরণ।

মেরজাই—বিঃ ফতুয়াজাতীয় জামাবিশেষ। [ফা. মির্জাই]।

মেরাপ—বিঃ দরমা হোগলা প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত অস্থায়ী মণ্ডপ। [আ. মেহ্‌রাব্]।

মেরামত—বিঃ জীর্ণসংস্কার। [আ. মরাম্মৎ]। **মেরামতি, মেরামতী** — (১)বিঃ মেরামতের কাজ; (২)বিণ: মেরামত-সম্বন্ধীয়; মেরামত করা হইয়াছে বা হইবে এমন।

মেরিনো, মেরুনো — (১)বিঃ স্পেইন-দেশীয় মেরিনো ভেড়ার লোমে তৈয়ারি পাতলা কাপড়-বিশেষ। (২)বিণ: উক্ত ভেড়ার লোমে তৈয়ারি। [পো. Merino]।

মেরু—বিঃ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তদেশ, pole (উত্তর মেরু); সুমেরু পর্বত; জপমালার গ্রন্থিবীজ বা প্রধান বীজ; পিঠের দাঁড়া। [সং.]। বিঃ **-দণ্ড**—শিরদাঁড়া। বিঃ **-জ্যোতি, -প্রভা**—মেরু-অঞ্চলে আকাশে দৃষ্ট আলোক-চ্ছটাবিশেষ, aurora। বিণ: **-দণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—মেরুদণ্ডবিশিষ্ট (প্রাণী)। বিঃ **-রেখা**—পৃথিবীর বা যে-কোন ঘূর্ণমান বস্তুর কেন্দ্ররেখা, axis।

মেল$_1$—(১)বিঃ ডাক (আজকের মেলের চিঠি); ডাক ও যাত্রী বহনকারী গাড়ি (পঞ্জাব মেল)। (২)বিণ: ডাকবাহী (মেল ট্রেন)। [ইং. mail]।

মেল$_2$—বিঃ মিলন, ঐক্য; জনতা, উৎসব-স্থানাদিতে জনসমাবেশ (বহুলোকের মেল); (বাং.) বিবাহ-ব্যাপারে কুলগত মিল (ফুলিয়া মেল); (প্রধানতঃ গৃহপালিত) পশুদের সঙ্গম। [সং. √মিল্+অ (ভা)]। **-ক**—(১)বিণ: মিলন-কর; (২)বিঃ সঙ্গ, সহবাস; সমূহ। বিঃ **-ন**—মিলন।

মেলা$_1$—**মিলা**-র চলিত রূপ।

মেলা$_2$—বিঃ অস্থায়ী হাট যাহা সাধারণতঃ উৎসবাদি উপলক্ষে বসে এবং যেখানে নানারূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে (পূজার মেলা, রথের মেলা); অস্থায়ী প্রদর্শনী (স্বদেশী শিল্পের মেলা); জনসমাগম; সমাজ, সভা (পণ্ডিতের মেলা)। [সং. √মিল্+অ (ভা)+আ]।

মেলা$_3$—বিণঃ বহু, অনেক (মেলা লোক, মেলা খাবার)। [দেশী]।

মেলা$_4$—(১)ক্রি: খোলা, উন্মীলিত করা (চোখ মেলা); প্রসারিত করা, বিছান (রোদে কাপড় মেলা)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √মীল্+বাং. আ]।

মেলান (-নো)$_1$—**মিলান**-র চলিত রূপ।

মেলান$_2$**, মেলানো**$_2$—(১)ক্রি: খোলা বা খোলান, উন্মীলিত করা বা করান; প্রসারিত করা বা করান, বিছান। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [মেলা$_4$ দ্র:]।

মেলানি—বিঃ (প্রা. কা.) মিলন; বিদায়-কালীন প্রীতি-সম্ভাষণ; বিদায়-উপহার; ভেট, তত্ত্ব। [মেল$_2$ দ্র:]।

মেলামেশা—**মিলামিশা**-র চলিত রূপ।

মেশা, মেশান (-নো), মেশামিশি—যথাক্রমে **মিশা মিশান ও মিশামিশি**-র চলিত রূপ।

মেশিন—বিঃ যন্ত্র, কল। [ইং. machine]।

মেষ—বিঃ ভেড়া, মেড়া; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের প্রথম রাশি। [সং.]। লি(স্ত্রী): **মেষী**।

মেস—বিঃ বিভিন্ন ব্যক্তি চাঁদা দিয়া যেখানে একত্র বাস ও আহার করে, আহারের ও বাসের বারোয়ারী স্থান। [ইং. mess]।

মেসো—বিঃ মাসীর পতি। [বাং. মাসী+উয়া >ও]।

মেস্তা—বিঃ একপ্রকার পাটগাছ। [?]।

মেহ—বিঃ প্রস্রাবের পীড়াবিশেষ। [সং.]।

মেহগনি—বিঃ মূল্যবান্ কাষ্ঠবিশেষ বা তাহার গাছ। [ইং. mahogany]।

মেহনত, মেহনৎ, মেহন্নত—বিঃ (প্রধানতঃ দৈহিক) পরিশ্রম। [আ. মিহ্নৎ]। বিঃ **মেহনতানা, মেহনতি**—পারিশ্রমিক, মজুরি। বিণঃ **মেহনতি, মেহনতী**—মেহনতকারী, শ্রমকারী (মেহনতি মানুষ); শ্রমসাধ্য (মেহনতি কাজ)।

মেহেদি—বিঃ চিরসবুজ ছোট গাছবিশেষ, হেনা-ফুল বা তাহার গাছ অথবা পাতা। [হি. মেহ্দী < সং. মেন্ধী]।

মেহেরবান—বিণঃ দয়ালু। [ফা. মিহ্রবান্]। বিঃ **মেহেরবানি**—দয়া।

মৈ—**মই**-র বানানভেদ।

মৈত্র—(১)বিণঃ মিত্র-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; ব্রাহ্মণের পদবিবিশেষ। [সং. মিত্র+অ (ভা)]। বিঃ **মৈত্রী, মৈত্র্য**—মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য; সন্ধি, সহযোগ। **মৈত্রেয়**—(১)বিণঃ মিত্র-সম্বন্ধীয়; (২)বিঃ বুদ্ধদেব; ভাবী বুদ্ধ; মুনিবিশেষ।

মৈথিল—বিণঃ মিথিলাদেশীয়, মিথিলাবাসী। [সং. মিথিলা+অ]। বি(স্ত্রী): **মৈথিলী**—মিথিলারাজকন্যা সীতা; মিথিলার ভাষা।

মৈথুন—বিঃ রতিক্রিয়া, স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সংসর্গ। [সং. মিথুন+অ]।

মৈনাক—বিঃ পৌরাণিক পর্বতবিশেষ। [সং.]।

মোকদ্দমা—**মকদ্দমা**-র বানানভেদ।

মোকররি, মোকররী—বিণঃ নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে ভোগ্য (মোকররি জমি)। [আ. মুকর্‌রর্]।

মোকাবিলা—বিঃ সামনাসামনি বোঝাপড়া, নিষ্পত্তি। [আ. মুকাবলা]।

মোকাম—বিঃ বাসস্থান; আড্ডা, আস্তানা; বাণিজ্যস্থান। [আ. মুকাম্]।

মোকুব—**মকুব**-এর বিরল বানান।

মোক্তা১—বিণঃ মোটামুটি (মোক্তা হিসাব)। [আ. মুকাত্তা]।

মোক্তা২ (-ক্তৃ)—বিণঃ মোচনকর্তা, মুক্তিদাতা। [সং. √মুচ্+তৃ (তৃ)]।

মোক্তার—বিঃ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণিভুক্ত আইন-জীবিবিশেষ; মকদ্দমাদি চালাইবার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধি, আমমোক্তার। [আ. মুখ্‌তাআর্]। বিঃ **-নামা**—আমমোক্তারনিয়োগপত্র। বিঃ **মোক্তারি**—মোক্তারের বৃত্তি।

মোক্ষ—বিঃ ভববন্ধন হইতে মুক্তি; কৈবল্য, অপবর্গ, নির্বাণ; নিষ্কৃতি; মুক্তি; মৃত্যু। [সং. √মোক্ষ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—মোচন, নিঃসারণ, ক্ষরণ (রক্তমোক্ষণ)। বিণঃ **-দ**—মোক্ষদায়ক। **-দা**—(১)বিণ(স্ত্রী): মোক্ষদায়িনী; (২)বিঃ দুর্গা। বিঃ **-ধাম**—কৈবল্যধাম। বিঃ **-পদ**—মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থা, মুক্তব্যক্তির অবস্থা।

মোক্ষম—বিণঃ নির্ঘাত; সাংঘাতিক, কঠিন। [আ. মহ্কম্]।

মোগল, মোঙ্গল—বিঃ মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী তাতার-জাতির শাখাবিশেষ; তুর্কমানজাতির শাখাবিশেষ। [ফা. মুগল্]। বিণঃ **মোগলাই**—মোগলসুলভ; মোগলদের মধ্যে প্রচলিত; মোগল-সম্বন্ধীয়। **মোগলাই পরটা**—ডিম পিঁয়াজ মসলা প্রভৃতির পুর দিয়া তৈয়ারি পরটা।

মোচ—বিঃ কলমাদির অগ্রভাগ, নিব (কলমের মোচ); গোঁফ। [প্রা. মস্সু < সং. শ্মশ্রু]।

মোচক—**মোচন** দ্রঃ।

মোচড়—বিঃ পাক; (আল.) বাগে পাইয়া চাপ দেওয়া (মোচড় দিয়ে টাকা আদায়)। [মুচড়া দ্রঃ]।

মোচড়া, মোচড়ান (-নো)—যথাক্রমে **মুচড়া** ও **মুচড়ান**-র চলিত রূপ।

মোচন—বিঃ মুক্তিদান; উন্মুক্ত করা, উদ্ঘাটন (দ্বারমোচন); অপনোদন, দূরীকরণ (দুঃখ-মোচন); ত্যাগ, নিক্ষেপ (অশ্রুমোচন, শর-মোচন); [সং. √মুচ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **মোচক**—মোচন করে এমন। বিণঃ **মোচিত**—মোচন করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **মোচনীয়, মোচ্য**—মোচনযোগ্য, ছাড়া পাওয়ার বা ছাড়ানর

উপযুক্ত। বিণ(সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত): **মোচী**—মোচন করে বা খসায় এমন (পর্ণ-মোচী)।

মোচা—বিঃ (বাং.) কদলীফলের মঞ্জরী ; (সং.) কলাগাছ। [সং. মোচ+আ]। বিণঃ **-কৃতি**—মোচার ন্যায় আকারবিশিষ্ট, শাঙ্কবাকার, conical।

মোচিত, মোচী, মোচ্য—**মোচন** দ্রঃ।

মোচ্ছব—**মচ্ছব**-এর বানানভেদ।

মোছ—**মোচ**-এর বিরল বানান।

মোছা, মোছান (-নো)—যথাক্রমে **মুছা** ও **মুছান**-র চলিত রূপ।

মোজা—বিঃ সুতা রেশম পশম প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত পদাবরণবিশেষ। [ফা. মোজহ্]। **গরম মোজা**—পশমী মোজা। **ফুল মোজা**—হাঁটু হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত ঢাকে এমন মোজা। বিঃ **হাত-মোজা**—দস্তানা। বিঃ **হাফমোজা**—পদাঙ্গুলি হইতে পায়ের ডিম পর্যন্ত ঢাকে এমন মোজা।

মোট১—বিণঃ আসল, সার, মোদ্দা (মোট কথা)। [সং. মূল]। **মোট কথা**—আসল কথা ; সংক্ষিপ্তসার।

মোট২—(১)বিঃ সমষ্টি (বিভিন্ন সংখ্যার মোট)। (২)বিণঃ সর্বসমেত, সাকল্যে, সমুদয়ে (মোট তিন মাস, মোট লোক)। [সং. সমষ্টি]। **মোট কথা**—সংক্ষেপে আসল কথা। বিণ.ক্রি-বিণঃ **মোটামুটি**—স্থূল হিসাবে (মোটামুটি একমাস) ; স্থূলভাবে (মোটামুটি জানি) ; মোটের উপর। ক্রি-বিণঃ **মোটে**—সাকল্যে, একুনে (মোটে দুটাকা) ; সবেমাত্র (মোটে ত এলাম) ; আদৌ (মোটে পড়ে না) ; কেবল (মোটে এইটুকু)। ক্রি-বিণঃ **মোটেই**—একেবারেই, আদৌ, একটুও (মোটেই ভাল নয়)। **মোটের উপর**—স্থূলতঃ, সবকিছু বিচার করিয়া দেখিলে (মোটের উপর ভাল)।

মোট৩—বিঃ বোঝা, ভার (মোট বওয়া) ; বস্তা, গাঁটরি (মোট বাঁধা)। [তা. মোট্টই]। বিঃ **-ঘাট**—পোঁটলা-পুঁটলি, গাঁটরিসমূহ। বিণঃ **-বাহক**—মুটে।

মোটর—বিঃ হাওয়া-গাড়ি ; বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র-বিশেষ যদ্দ্বারা অন্য যন্ত্র চালান হয়। [ইং. motor]। বিঃ **-গাড়ি**—হাওয়া-গাড়ি।

মোটা—(১)বিণঃ মাংসল, মেদবহুল (মোটা শরীর) ; স্থূল, পুরু (মোটা কাপড়) ; সরু বা মিহির বিপরীত (মোটা চাল) ; ভারী, কর্কশ (মোটা গলা বা সুর) ; অতীক্ষ্ণ, ভোঁতা (মোটা বুদ্ধি) ; অনেক (মোটা লাভ, মোটা খরচ, মোটা টাকা) ; সহজ, সাধারণ (মোটা কথা) ; নিপুণতা-হীন, অসূক্ষ্ম (মোটা কাজ)। (২)ক্রিঃ মোটান। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মোটা হওয়া, স্থূলাঙ্গ হওয়া ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ **-সোটা**—হৃষ্টপুষ্ট।

মোটামুটি, মোটে, মোটেই—**মোট২** দ্রঃ।

মোড়—বিঃ বাঁক (রাস্তার মোড়)। [সং. মুণ্ড]।

মোড়ক—বিঃ পুরিয়া, পুলিন্দা, প্যাকেট। [তু. মোড়া২]।

মোড়ল—বিঃ গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, গ্রামণী ; দলের প্রধান ব্যক্তি, সর্দার, পাণ্ডা ; মণ্ডল। [সং. মণ্ডল]। বিঃ **মোড়লি**—মোড়লের পদ বা কাজ ; (শ্লেষে) অনাবশ্যক বা অবাঞ্ছিত কর্তৃত্ব।

মোড়া১—বিঃ বেত্রাদি-নির্মিত টুলজাতীয় আসন-বিশেষ ; বেত্রাদি-নির্মিত ধান-চাউল রাখিবার আধারবিশেষ। [হি.]।

মোড়া২, মোড়ান(-নো)—যথাক্রমে **মুড়া১,২** ও **মুড়ান**-র চলিত রূপ।

মোড়া৩—বিঃ পাক, মোচড় (মোড়া দেওয়া, মোড়া খাওয়া)। [মুড়া১ দ্রঃ]। বিঃ **-মুড়ি**—বারংবার পাক দেওয়া, মোচড়ামুচড়ি, (আল.) অনেক দর-কষাকষি।

মোণ্ডা—**মণ্ডা**-র রূপভেদ।

মোতফরাক্কা, মোতা, মোতান(-নো)—যথাক্রমে **মুতফরাক্কা, মুতা** ও **মুতান**-র চলিত রূপ।

মোতাবেক—ক্রি-বিণঃ অনুসারে, অনুযায়ী (আইন মোতাবেক)। [আ. মুতাবিক্]।

মোতায়েন—বিণঃ নিযুক্ত, রত (পাহারায় মোতায়েন) ; পাহারারত (মোতায়েন প্রহরী)। [আ. মুতাইন্]।

মোতি—বিঃ মুক্তা। [সং. মৌক্তিক]। বিণঃ **-য়া**—(প্রা. কা.) মুক্তানির্মিত। বিঃ **-চুর**—মিঠাই-বিশেষ, মিহিদানা।

মোতিয়া—বিঃ বেলজাতীয় পুষ্পবিশেষ। [হি.]।

মোথা—বিঃ (প্রাদে.) মূল, গোড়া (বাঁশের মোথা)। [সং. মস্ত]।

মোদক—(১)বিঃ মোয়া, লাড়ু ; ভাঙদ্বারা তৈয়ারি একপ্রকার কবিরাজি ঔষধ বা মোদক ; ময়রা,

হিন্দু জাতিবিশেষ। (২)বিণ: আনন্দদায়ক। [সং. √মুদ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

মোদা—বিণ: আবৃত, ঢাকা। [মুদা দ্র:]।

মোদিত—বিণ: আমোদিত; আনন্দিত, প্রফুল্ল। [সং. √মুদ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মোদিতা**।

মোদী (-দিন্)—বিণ: আনন্দদায়ক [সং. √মুদ্+ণিচ্+ইন্ (র্তৃ)]; হর্ষযুক্ত। [সং. √মুদ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **মোদিনী**।

মোদের—সর্ব: (কা. ও গ্রা.) আমাদের; আমাদিগকে।

মোদ্দা—অব্য: কিন্তু (মোদ্দা যাওয়া চাই-ই); আসল, প্রকৃত (মোদ্দা কথা)। [আ. মুদ্দাআ]।

মোনা—বি: ঢেঁকির মুষল। [দেশী]।

মোনাসেব (-সিব), মোবারক—যথাক্রমে **মুনাসিব** ও **মুবারক**-এর চলিত রূপ।

মোম—বি: মৌচাকের উপাদান, মধুথ; প্যারাফিন চর্বি ইত্যাদিতে প্রস্তুত পদার্থবিশেষ। [ফা.]। **মোমের পুতুল**—মোমনির্মিত পুতুল; (আল.) সামান্য পরিশ্রমে বা কষ্টে কাতর হইয়া পড়ে এমন ব্যক্তি। বি: **-জামা, -ঢাল, -ঢালা**—মোমের প্রলেপ দেওয়া বস্ত্র যাহা জলে ভেজে না। বি: **-বাতি**—প্যারাফিন চর্বি প্রভৃতিতে প্রস্তুত বাতি।

মোমিন—বি: ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান; মুসলমান-তন্তুবায় সম্প্রদায়। [আ. মুমিন]।

মোয়—সর্ব: (প্রা. কা.) আমায়, আমাতে; আমাকে।

মোয়া—বি: নাড়ু। [সং. মোদক]। **ছেলের হাতের মোয়া**—(আল.) অতি সহজলভ্য বস্তু।

মোয়াজ্জিম—**মুয়াজ্জীম**-এর রূপভেদ।

মোর—সর্ব: (কা ও গ্রা.) আমার।

মোরগ—বি: কুক্কুট। [ফা. মুর্গ]। বি(স্ত্রী): **মুরগী, মুর্গী**। বি: **-ফুল**—মোরগের ঝুঁটির ন্যায় আকারের রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

মোরচা—বি: বিভিন্ন দল প্রভৃতির জোট। [হি.]।

মোরব্বা—বি: চিনির রসে পাক-করা ফলমূল। [আ. মুরব্বা]।

মোরা—সর্ব: (কা. ও গ্রা.) আমরা।

মোরে—সর্ব: (কা. ও গ্রা.) আমাকে।

মোর্চা—**মোরচা**-র বানানভেদ।

মোলাকাত—**মুলাকাত**-এর রূপভেদ।

মোলায়েম—বিণ: কোমল ও মসৃণ। [আ. মুলাইম্]।

মোলাহেজা—বিশেষভাবে পরীক্ষা বা বিচার। [আ. মুলাহজা]।

মোল্লা—বি: মুসলমান পণ্ডিত পুরোহিত বা ব্যবস্থাপক। [তুর. মুল্লা]। **মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত**—মোল্লার জ্ঞান ও ক্ষমতার পরিধি মসজিদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ; (আল.) লোকের জ্ঞান ও ক্ষমতা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্র মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মোষ—**মহিষ**-এর কথ্য রূপ।

মোসড়া, মোষড়া—**মুসড়া**-র চলিত রূপ। **-ন-(-নো)**—**মুসড়ান**-র চলিত রূপ।

মোসম্বী—বি: কমলাজাতীয় লেবুবিশেষ। [?]

মোসম্মৎ—**মুসম্মৎ**-এর রূপভেদ।

মোসলেম—**মুসলমান** দ্র:।

মোসাহেব—বি: চাটুকার, তোষামুদে পার্শ্বচর। [আ. মুসাহিব]। বি: **মোসাহেবি**—মোসাহেবের বৃত্তি, চাটুকারিতা।

মোহ—বি: ষড়রিপুর অন্যতম; অজ্ঞান, অবিদ্যা, মূঢ়তা, অচৈতন্য, ভ্রান্তি; বুদ্ধিভ্রংশ; বিবেক-হীনতা; মূর্ছা; মায়া; মমতা। [সং. √মুহ্+অ (ভা)]। বি: **-ঘোর, -তিমির**—মোহরূপ অন্ধকার; অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি। বি: **-নিদ্রা**—মোহরূপ নিদ্রা বা অচেতন অবস্থা। বি: **-নিরসন**—মোহনাশ। বি: **-বন্ধ, -বন্ধন**—মায়ার বাঁধন বা প্রভাব। বি: **-মদ**—অজ্ঞানতাজনিত দম্ভ। বিণ: **-মুগ্ধ**—মায়াদ্বারা প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন। বি: **-মুদ্গর**—শঙ্করাচার্য-প্রণীত মোহ দূরীকরণের পন্থানির্দেশক শ্লোকসমষ্টি।

মোহড়া—**মহড়া**-র বিরল রূপ।

মোহন—(১)বি: সম্মোহন, মুগ্ধ করা; কামদেবের সম্মোহক বাণবিশেষ। (২)বিণ: মুগ্ধকারী (গোপী-মোহন); চিত্তাকর্ষক, মনোহর (মোহন বেণু)। [সং. √মুহ্+ণিচ্+অন]। বি: **-ভোগ**—সুজি চিনি দুধ প্রভৃতিতে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, সুজির পায়স। **মোহন মালা**—স্বর্ণনির্মিত হারবিশেষ। বিণ: **মোহনিয়া**—(কাব্যে) মুগ্ধকর।

মোহনা—**মোহানা**-র রূপভেদ।

মোহনিয়া—**মোহন** দ্র:।

মোহন্ত—**মহান্ত**-র রূপভেদ।

মোহর—বি: স্বর্ণমুদ্রা; সীল বা নামের ছাপ; [ফা.]।

মোহরত—**মহরত**-এর রূপভেদ।

মোহরার, মোহরের—**মুহুরি**২-র রূপভেদ।

মোহা—ক্রি: মুগ্ধ বা মোহিত করা। [মোহ দ্র:—নামধাতু]।

মোহানা—বি: জলাশয়াদির জল গমনাগমনের পথ বা মুখ; নদীর যে অংশ অন্য নদীতে বা সমুদ্রে মিলিয়াছে। [হি. মুহনা (সং. মুখ>মুহ+আনা)]।

মোহান্ত—**মহান্ত**-র রূপভেদ।

মোহাম্মদীয় — বিণ: মুসলমান-সম্প্রদায়ের; মুসলমান-ধর্মের; ইসলামি। [আ. মোহাম্মদ+বাং. ঈয়]।

মোহারম—বি: ইমাম হাসান ও হোসেনের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে মুসলমানদের পালনীয় শোক-পর্ববিশেষ; একটি মুসলমানী মাসের নাম। [আ.]।

মোহিত—বিণ: মোহপ্রাপ্ত, আত্মহারা [সং. মোহ+ইত]; মুগ্ধ করা হইয়াছে এমন; মোহ-প্রাপিত [সং. √মুহ্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **মোহিতা**।

মোহিনী—(১)বিণ(স্ত্রী): মুগ্ধকারিণী, মনো-হারিণী; পরমাসুন্দরী। (২)বি: সম্মোহনবিদ্যা: সমুদ্রমন্থনের পর নারায়ণ যে অপরূপ নারীমূর্তি ধারণ করিয়া অসুরদের ছলনাপূর্বক অমৃত হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। [সং. মোহ+ইন্+ঈ]। বি: **-বিদ্যা**—সম্মোহন-বিদ্যা।

মোহ্যমান—**মুহ্যমান**-এর শুদ্ধ রূপ

মৌ—**মউ**-এর বানানভেদ।

মৌকুব—**মকুব**-এর রূপভেদ।

মৌক্তিক—বি: মুক্তা। [সং. মুক্তা+ইক (স্বার্থে)]।

মৌখিক—বিণ: বাচনিক; অ-লিখিত (মৌখিক স্বীকৃতি, মৌখিক পরীক্ষা); কেবল কথায় প্রকাশ করা হয় কিন্তু আন্তরিক নহে এমন (মৌখিক ভালবাসা); কথ্য (মৌখিক ভাষা); মুখ-সম্বন্ধীয়। [সং. মুখ+ইক]।

মৌচাক—**মউচাক**-এর বানানভেদ।

মৌজ—বি: নেশাগ্রস্ত অবস্থা, নেশাঘোর, বিভোরতা। [আ.]।

মৌজা—বি: গ্রাম; গ্রামসমষ্টি; পরগনার বিভাগ বা অংশ। [আ. মৌজাআ]।

মৌতাত—বি: নিয়ম-মাফিক সময়ে মাদকদ্রব্য সেবনের বা নেশা করিবার প্রবল স্পৃহা; নিয়মিত সময়ে মাদকদ্রব্য সেবন। '[আ. মৌতাদ]।

মৌদ্গল্য—বি: মুদ্গল-মুনির সন্তান বা বংশ, গোত্রবিশেষ। [সং. মুদ্গল+য]।

মৌন—(১)বি: বাক্‌সংযম, তূষ্ণীম্ভাব, নীরবতা (মৌনভঙ্গ)। (২) (অশু. কিন্তু চলিত) বিণ: নীরব, নিঃশব্দ (মৌন থাকা)। [সং. মুনি+অ (ভা)]। বি: **-ভঙ্গ**—মৌনভাব ত্যাগ। বি: **-ব্রত**—বাক্-সংযম-ব্রত। বি: **মৌনাবলম্বন**—কথা বলা বন্ধ-করা। বিণ: **মৌনী** (-নিন্)—মৌনাবলম্বী, কথা বলা বন্ধ করিয়াছে এমন, নির্বাক্।

মৌমাছি—**মউমাছি**-র বানানভেদ।

মৌরলা, মৌরালা—বি: ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। [সং মুরলা]।

মৌরসি, মৌরসী—**মৌরূসি**-র রূপভেদ।

মৌরি—বি: মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ। [সং. মধুরিকা]।

মৌরূসি, মৌরূসী—বি: পৈতৃক; পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত বা ভোগ্য। [আ. মউরূস]। **মৌরূসি পাট্টা**—খাজনার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ করার বন্দোবস্ত বা ঐ বন্দোবস্তের দলিল।

মৌর্বী—বি: মূর্বাতৃণ-নির্মিত জ্যা, ধনুকের ছিলা। [সং. মূর্বা+অ+ঈ]।

মৌর্য—বি: মুরার সন্তান চন্দ্রগুপ্ত বা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। [সং. মুরা+অ]।

মৌল১—(১)বিণ: মূল-সম্বন্ধীয়; মূলোৎপন্ন; আদিম। (২)বি: (বিজ্ঞা.) কেবল একজাতীয় পরমাণুর সমবায়ে সৃষ্ট পদার্থ, element [বি. প.]। [সং. মূল+অ]।

মৌল২—বি: মুকুল; মঞ্জরী। [সং. মুকুল]।

মৌলবী—বি: মুসলমান পণ্ডিত বা অধ্যাপক। [আ.]।

মৌলানা—বি: মৌলবী অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমান পণ্ডিত। [আ.]।

মৌলি, মৌলী—বি: মুকুট, কিরীট; মস্তক (চন্দ্রমৌলি); চূড়াবাঁধা কেশ। [সং. মূল+ই, ঈ]।

মৌলিক—বিণ: মৌল; মূল-সম্বন্ধীয়; মূলোৎপন্ন; আদিম; মূলগত; অবিভাজ্য (মৌলিক স্বরধ্বনি); প্রথম উদ্ভাবিত, নিজস্ব (মৌলিক রচনা); স্বাধীন (মৌলিক চিন্তা); বংশজ, অকুলীন (মৌলিক বংশ); (বিজ্ঞা.) কেবল একজাতীয় পরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন, elementary [বি. প.]। [সং. মূল+ইক]। বি: -তা, -ত্ব।

মৌষল, মৌসল—বিণ: মুষল-সম্বন্ধীয়। [সং. মুষল, মুসল+অ]।

মৌসম্—বিঃ ঋতু, মরসুম ; দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে প্রবাহিত বায়ুস্রোতবিশেষ যাহাতে বর্ষা আনয়ন করে ; monsoon ; বর্ষাকাল। [আ. মৌসিম]। বিণঃ **মৌসমি, মৌসমী**—বর্ষাকালীন, বারিবর্ষী ; ঋতুগত, মরসুমি।

ম্যাও—মেও-এর বানানভেদ।

ম্যাগাজিন—বিঃ সাময়িক পত্রিকা ; বারুদঘর ; অস্ত্রভাণ্ডার। [ইং. magazine]।

ম্যাচ১—বিঃ দুই দলের ক্রীড়া-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [ইং. match]।

ম্যাচ২, ম্যাচিস—বিঃ দিয়াশলাই। [ইং. matches]।

ম্যাজম্যাজ—**মেজমেজ**-এর বানানভেদ।

ম্যাজিস্ট্রেট—বিঃ (সাধারণতঃ জেলার) ফৌজদারী বিচারক ও শাসনকর্তা। [ইং magistrate]।

ম্যাজেন্টা—বিঃ ঈষৎ বেগনী আভাযুক্ত লাল রঙবিশেষ। [ইং. magenta]।

ম্যাড়ম্যাড়—অব্যঃ মালিন্যের বা অনুজ্জ্বলতার ভাবপ্রকাশক। [?]। বিণঃ **ম্যাড়মেড়ে**—মলিন ; অনুজ্জ্বল।

ম্যানেজার—বিঃ অধ্যক্ষ, পরিচালক, প্রধান কর্মচারী। [ইং. manager]।

ম্যাপ—বিঃ মানচিত্র, দেশ জমি প্রভৃতির নকশা। [ইং. map]।

ম্যালেরিয়া — বিঃ কম্পজ্বরবিশেষ। [ইং. malaria]।

ম্রক্ষণ—বিঃ মাখা, লেপন ; মিশ্রণ। [সং. √ ম্রক্ষ্ +অন (ভা)]।

ম্রিয়মাণ—বিণঃ (সং.) মরণাপন্ন, (বাং.) বিষণ্ণ। [সং. √ মৃ+আন (মান) (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **ম্রিয়মাণা**।

ম্লান—বিণঃ মলিন (ম্লান রূপ) ; বিশীর্ণ (রোগে ম্লান) ; ক্ষীণ, নিষ্প্রভ (ম্লান আলোক) ; বিষণ্ণ (ম্লান মুখ) ; ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল (ম্লান কণ্ঠে) ; হ্রাসপ্রাপ্ত (গৌরব ম্লান হওয়া)। [সং. √ ম্লৈ +ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব, ম্লানি**। বিঃ **ম্লানিমা** (-মন্)—ম্লান ভাব। বিণঃ **ম্লানায়মান**—ম্লান হইতেছে এমন।

ম্লায়মান—বিণঃ ম্লান বা অন্ধকার হইয়া আসিতেছে এমন ('ম্লায়মান পথ' : রবীন্দ্র)। [সং. ম্লৈ+আন (মান) (র্তৃ)]।

ম্লেচ্ছ—(১)বিঃ অনার্য জাতি ; যবন ; অহিন্দু। (২)বিণঃ অনার্যসুলভ ; যাবনিক ; হিন্দুবিরোধী ; পাপিষ্ঠ, কদাচারী। [সং.]। বিঃ **ম্লেচ্ছাচার**—ম্লেচ্ছের ন্যায় আচরণ ; কদাচার। বিণঃ **ম্লেচ্ছাচারী**—ম্লেচ্ছাচার করে এমন ; কদাচারী।

য

য১—বাঙ্‌লা বর্ণমালার ষড়্‌বিংশ বর্ণ।

য২—**যত**-র সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ (যদিন)।

য৩—**জ২**-এর বানানভেদ।

যক—বিঃ যক্ষ ; ভূগর্ভে প্রোথিত অর্থরাশির রক্ষক প্রেতযোনি ; (আল) অতি কৃপণ ব্যক্তি। [সং. যক্ষ]। ক্রিঃ **যক দেওয়া**—সঞ্চিত ধনরত্নসহ একটি জীবন্ত বালককে পূজানুষ্ঠানসহকারে ভূগর্ভে সমাধি দেওয়া যাহাতে ঐ বালক মৃত্যুর পরে যক্ষরূপ ধারণপূর্বক উক্ত ধনরাশি রক্ষা করে (পূর্বে কৃপণরা ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া এই অনুষ্ঠান করিত) ; (অশি.) ঠকাইয়া লওয়া। **যকের ধন**—যক-দেওয়া ধন বা যক কর্তৃক রক্ষিত ধন ; (আল.) অতিশয় কৃপণের ধন।

যকৃৎ—বিঃ উদরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত পিত্তনিঃসারক গ্রন্থিময় যন্ত্র, liver ; পিত্তাশয়বর্ধক পীড়াবিশেষ। [সং.]।

যক্ষ—বিঃ দেবযোনিবিশেষ ; যক ; (বিদ্রূপে) অতি কৃপণ ব্যক্তি। [সং.]। বিঃ **-পুরী**—কৈলাসপর্বতোপরি কুবেরের রাজধানী, অলকা। বিঃ **-রাজ**—ধনাদির অধিদেবতা কুবের।

যক্ষুনি, যক্ষুনি—**যখনই**-র কথ্য রূপ।

যক্ষ্মা (-ক্ষ্মন্)—বিঃ ক্ষয়রোগবিশেষ, ক্ষয়কাশ, phthisis। [সং. √ যক্ষ্+মন্ (ধি)]।

যখন—ক্রি-বিণঃ যে-সময়ে ; যেহেতু (দেরী যখন হলই তখন একটু বস)। [সং. যৎক্ষণ]। **যখন যেমন তখন তেমন**—(পারিপার্শ্বিক) অবস্থানুযায়ী আচরণ। ক্রি-বিণঃ **-ই, যখনি**—যেইমাত্র (যখনি খিদে পাবে তখনি খেও) ; যে-কোন সময়েই (যখনই ডাকি তখনি তুমি পালাও)। বিণঃ **-কার**—যে সময়ের। **যখনকার যা তখনকার তা**—সময়ের কাজ সময়েই করা উচিত। ক্রি-বিণঃ **যখন-তখন**—সময়-অসময় বিচার না করিয়া ; ঘনঘন ; যে-কোন সময়েই।

যহু—সর্বঃ (প্রা. কা.) যাহার ('যহু পদযুগে গায়' : চৈ. চ)। [সং. যস্য]।

যজন—বিঃ যজ্ঞ বা পূজা করা। [সং. √ যজ্ +অন (ভা)]। বিণঃ **যজনীয়, যজ্য**—যজন-যোগ্য।

যজমান—বিঃ যজ্ঞ বা পূজাদির অনুষ্ঠাপক; পুরোহিত যাহার মঙ্গলার্থ দেবোপাসনা করেন। [সং. √ যজ্+আন (মান)]।

যজমানি—বিঃ পৌরোহিত্য-ব্যবসায়। [সং. 'যজমান+বাং. ই]। বিণঃ **যজমানী, যজমেনে**—পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী।

যজা—ক্রিঃ যজান। [সং. √ যজ্+বাং. আ]। **যজান, যজানো**—(১)ক্রিঃ (অবজ্ঞার্থে) পৌরোহিত্য করা, যাজন করা; (অশি.) বিষম ক্ষতি করা বা সর্বনাশ করা। (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিণঃ **যজানে**—(অবজ্ঞার্থে) পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী (যজানে বামুন); (অশি.) সর্বনেশে।

যজুঃ (-জুস্), **যজুর্বেদ**—বিঃ যজ্ঞাদির বিধি সংবলিত গদ্যে রচিত বেদবিশেষ। [সং. √ যজ্ +উস্ (সে), +বেদ]। বিণঃ **যজুর্বেদী** (-দিন্)—যজুর্বেদজ্ঞ; যজুর্বেদানুসারে কর্মকারী। বিণঃ **যজুর্বেদীয়**—যজুর্বেদ-সম্বন্ধীয়।

যজ্ঞ—বিঃ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের অনুষ্ঠান; বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ, যাগ, ক্রতু; হোম; (আল.) বিরাট্ ব্যাপার বা অনুষ্ঠান (এই অর্থে কথ্যভাষায় উচ্চারণ 'যজ্ঞি' বা 'যগ্যি')। [সং. √যজ্ +ন (ভা)]। বিঃ **-কর্তা** (-র্তৃ)—যাজক। বিঃ **-কুণ্ড**—হোমাগ্নি জ্বালিবার জন্য যজ্ঞস্থলে যে গর্ত খনন করা হয়। বিঃ **-ডুমুর**, (কথ্য) **যজ্ঞিডুমুর**—বড় ডুমুরবিশেষ। বিঃ **-ধূম**—হোমাগ্নির ধোঁয়া। বিঃ **-পশু**—যজ্ঞে বলি দিবার প্রাণী; ছাগ; অশ্ব। বিঃ **-পাত্র**—যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় বাসনকোসন। বিঃ **-পুরুষ, যজ্ঞেশ্বর**—নারায়ণ, বিষ্ণু। বিঃ **-বেদী**—যজ্ঞস্থলে যে উচ্চ বেদী প্রস্তুত করা হয়। বিঃ **-ভূমি, -শালা, -স্থল**—যে স্থানে যজ্ঞ করা হয়। বিঃ **-সূত্র, যজ্ঞোপবীত**—পৈতা। বিঃ **যজ্ঞাংশভুক্** (-ভুজ্)—দেবতা। বিঃ **যজ্ঞাগ্নি, যজ্ঞানল**—হোমের আগুন। বিণঃ **যজ্ঞীয়**—যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

যজ্য—**যজন** দ্রঃ।

যত—(১)সর্বঃ যে-পরিমাণ ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতি (যত এল তত গেল, যত ছিল সব গেছে)। (২)বিণঃ যে-সংখ্যক (যত জন); যে-পরিমাণ (যত হাসি তত কান্না); যাহা-কিছু (যত দুঃখ সব ঘুচবে); যাহা-কিছু সমস্ত, সকল (যত নষ্টের গোড়া)। (২)ক্রি-বিণঃ যে-পরিমাণে (যত দেখছি)। [সং. যতি]। **যত নষ্টের গোড়া**—সকল অনিষ্ট বা বদমাশির হেতু। **যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা**—ছোট মুখে বড় কথা, স্পর্ধিত উক্তি। ক্রি-বিণঃ **-বার**—যে কয়গুণ; যে-কয় দফা বা ক্ষেপ। সব.বিণ.ক্রি-বিণঃ **-ই**—যত-কিছুই; যতখানিই; যে-পরিমাণে। ক্রি-বিণঃ **-কাল, -ক্ষণ, -দিন**—যে সময় পর্যন্ত, যাবৎ, যে অবধি। সর্ব.বিণঃ **-কিছু**—যাহা-কিছু সব; যে পরিমাণ। সর্ব.বিণঃ **-খানি**—যে-পরিমাণ। সর্ব.বিণঃ **-গুলি**—যে-সংখ্যক; যে-কয়টি।

যতন—**যত্ন**-এর কোমল রূপ। **যতনে রতন মেলে**—চেষ্টা করিলে বা খাটিলে শুভফল পাওয়া যায়।

যতমান—বিণঃ যত্ন করিতেছে এমন, যত্নবান্। [সং. √যৎ+আন (মান)+(র্তৃ)]।

যতি$_1$—বিঃ সন্ন্যাসী, তপস্বী, মুনি; ভিক্ষু; পরিব্রাজক। [সং. √যৎ+ই (র্তৃ)]।

যতি$_2$—বিঃ বিধবা। [সং. √যম্+তি (র্তৃ)]।।

যতি$_3$—বিঃ পাঠমধ্যে শ্বাসগ্রহণের জন্য বিরাম-স্থান। [সং. √যম্+তি (ধি)]। বিঃ **-চিহ্ন**—রচনাদি পাঠকালে কোথায় কোথায় থামিতে হইবে তাহার নির্দেশ-চিহ্ন অর্থাৎ দাঁড়ি কমা প্রভৃতি। বিঃ **-পাত, -ভঙ্গ**—ছন্দের ত্রুটি বা দোষবিশেষ।

যতী (-তিন্)—বিঃ তপস্বী, মুনি, সন্ন্যাসী। [সং. যত (√যম্+ক্ত)+ইন্]। বি(স্ত্রী)ঃ **যতিনী**—সদাচারপরায়ণা বিধবা।

যতেক—বিণঃ (কাব্যে) যে-পরিমাণ; যে-সংখ্যক; সমস্ত। [বাং যত+এক]।

যৎ$_1$—বিঃ সঙ্গীতের তালবিশেষ। [?]।

যৎ$_2$ (-যদ্) — বিণঃ যে (যৎকালে); যাহা (যদিচ্ছা)। [সং. √যজ্+অদ্ (র্তৃ)]। ক্রি-বিণঃ **-কালে**—যে সময়ে। বিণঃ **-কিঞ্চিৎ, -সামান্য**—(সামান্য) যাহা-কিছু; কিয়ৎপরিমাণ; অত্যল্প, একটুমাত্র। বিণঃ **-পরিমাণ**—যে পরিমাণ, যতটা, যতটুকু। বিণঃ **-পরোনাস্তি**—যারপরনাই, অত্যন্ত, নিরতিশয়।

যত্ন—বিঃ পরিশ্রমসহকারে চেষ্টা, প্রয়াস (চাকরির জন্য যত্ন); সানুরাগ মনোযোগ (পড়াশুনায় যত্ন, দেহের যত্ন, সন্তানের যত্ন), শুশ্রূষা, সেবা (রোগীকে যত্ন); আদর, খাতির (কুটুম্বকে যত্ন)। [সং. √যৎ+ন]। ক্রি-বিণঃ **-পূর্বক**—যত্নের

সহিত, সযত্নে। বিণ: **-বান্** (-বৎ), **-শীল**—যত্নকারী, সচেষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-বতী, -শীলা**।

যত্র—অব্য: যে স্থানে বা বিষয়ে; যে-পরিমাণ, যেমন। [সং. যদ্+ত্র]। **যত্র আয় তত্র ব্যয়**—আয়ের সমস্তই ব্যয় হয় অর্থাৎ কিছুই জমে না। ক্রি-বিণ: **-তত্র**—যেখানে-সেখানে; ইতস্ততঃ, স্থানের ভালমন্দ বিচার না করিয়া; সর্বত্র।

যথা—অব্য: যেমন, যেরূপ ('যথা ভীম ভীমসেন কৌরবসমরে': মধু.); যেরূপ···সেইরূপ (যথা-শক্তি করা); উচিত, উপযুক্ত, নির্দিষ্ট (যথাকাল, যথাস্থান); যে স্থান বা বিষয় (যথায়); দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বা উদাহরণস্বরূপ (দ্বীপ, যথা—সিংহল)। [সং. যদ্+থা (প্রকারার্থে)]। ক্রি-বিণ: **-কথঞ্চিৎ**—যে-কোন রকমে; কষ্টেসৃষ্টে। বিণ ক্রি-বিণ: **-কর্তব্য**—কর্তব্যানুযায়ী, কর্তব্যানুসারে। ক্রি-বিণ: **-কালে, -সময়ে**—উপযুক্ত সময়ে। ক্রি-বিণ: **-ক্রমে**—ক্রমানুসারে, পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে। ক্রি-বিণ: **-জ্ঞান**—জ্ঞানানুসারে। ক্রি-বিণ: **-তথা**—যেথানে-সেখানে, যত্রতত্র। **-দিষ্ট**—(১)বিণ: আদেশানুরূপ; (২)ক্রি-বিণ: আদেশানুসারে। বিণ.ক্রি-বিণ: **-নিয়ম, -বিধি**—বিধানানুযায়ী, নিয়ম-অনুযায়ী। বিণ.ক্রি-বিণ: **-নুপূর্ব**—সুশৃঙ্খল ধারানুযায়ী বা পরম্পরানুযায়ী। বিণ.-ক্রি-বিণ: **-ন্যায়**—ন্যায়ানুযায়ী। বিণ.ক্রি-বিণ: **-পূর্ব**—পূর্ব বা অতীতের মত। **যথা পূর্বং তথা পরং**—অবস্থা পূর্বের মতই: কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিণ.ক্রি-বিণ: **-বৎ**—বিধি-অনুযায়ী; আগের মত, অপরিবর্তিত। বিণ.ক্রি-বিণ: **-বিধি, -বিহিত**—বিধানানুরূপ। বিণ.-ক্রি-বিণ: **-ভিমত**—ইচ্ছানুরূপ। বিণ.ক্রি-বিণ: **-যথ**—পরম্পরানুযায়ী; ঠিক ঠিক; উপযুক্তমত। বিণ: **-যোগ্য**—ঠিক উপযুক্তমত। ক্রি-বিণ: **-য়**—যেথানে। বিণ.ক্রি-বিণ: **-রীতি**—প্রচলিত আচার-অনুযায়ী, প্রথামত। বিণ.ক্রি-বিণ: **-রুচি**—প্রবৃত্তি-অনুযায়ী; পছন্দমত। বিণ.ক্রি-বিণ: **-র্হ**—যথাযোগ্য; যথোচিত। বিণ.ক্রি-বিণ: **-শক্তি, -সাধ্য**—ক্ষমতানুযায়ী। বিণ.ক্রি-বিণ: **-শাস্ত্র**—শাস্ত্রীয় বিধান-অনুযায়ী। বিণ.ক্রি-বিণ: **-সম্ভব**—যতদূর সম্ভব হইতে বা ঘটিতে পারে ততদূর। বি: **-সর্বস্ব**—সমস্ত ধনসম্পদ্। বি: **-স্থান**—উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট স্থান। **-স্থিত**—(১)বিণ: প্রকৃত; সত্য; (২)ক্রি-বিণ: যথার্থ-রূপে।

যথার্থ—বিণ: প্রকৃত, খাঁটি, সত্য। [সং. যথা+অর্থ]। বি: **-তা, যাথার্থ্য** দ্র:।

যথেচ্ছ, (বিরল) **যথেচ্ছা**—বিণ.ক্রি-বিণ: ইচ্ছামত, ইচ্ছানুসারে। [সং. যথা + ইচ্ছা]। বি: **যথেচ্ছাচার**—খুশিমত আচার-আচরণ, স্বেচ্ছা-চার, স্বৈরাচার; উচ্ছৃঙ্খলতা। বিণ: **যথেচ্ছাচারী** (-রিন্)—স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী; উচ্ছৃঙ্খল। বিণ(স্ত্রী): **যথেচ্ছাচারিণী**।

যথেষ্ট—বিণ.ক্রি-বিণ: ইচ্ছামত; ইচ্ছানুরূপ; (বাং.) প্রচুর, ঢের, খুব। [সং. যথা+ইষ্ট]।

যথোচিত, যথোপযুক্ত—**যথা** দ্র:।

যদবধি—ক্রি-বিণ: যে সময় পর্যন্ত; যে সময় হইতে। [সং. যদ্+অবধি]।

যদা—অব্য: যে সময়ে, যখন; যেহেতু। [সং. যদ্+দা]।

যদি—অব্য(সমু.): কার্যকারণ-সম্পর্ক বা হেতু (যদি মশায় কামড়ায় তবে জ্বর হবে); অবধারণ বা বিকল্প (যদি থাক তবে খুশি হই); সম্ভাবনা (রোগী যদি জাগে তবে এই ঔষধ দিও); সংশয় বা আশঙ্কা (যদি বৃষ্টি নামে তাই ছাতা নিলাম); যখন ('ব্যথা যদি দিলে আমায় ব্যথার মত ব্যথা দাও')প্রভৃতি অর্থজ্ঞাপক ও সংযোগমূলক শব্দ। [সং. √যৎ+ই (ভা)]। অব্য: **-ই, -স্যাৎ**—যদি-র দৃঢ়তাব্যঞ্জক রূপ; একান্তই (যাবে যদিই তবে যাও)। অব্য: **-ও, -চ**—সত্ত্বেও। অব্য: **-না**—না যদি হইত বা হয়, না হইলেও। অব্য: **-বা**—যদিই; তবু যদি; অথবা যদি; একান্তই যদি।

যদু—বি: রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। [সং.]। বি: **-কুলপতি, -নাথ, -পতি**—শ্রীকৃষ্ণ। বি: **-বংশ**—শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন (তু. যাদব)। বি: **-মধু**—(তুচ্ছার্থে) যে কোন লোক, ইতর-সাধারণ।

যদৃচ্ছা—বি: স্বেচ্ছা, নিজের বাসনা বা খুশি (যদৃচ্ছাক্রমে); দৈবক্রম, স্বতঃসঙ্ঘটন, অনায়াস (যদৃচ্ছালব্ধ)। [সং. যদ্+ √ঋচ্ছ্+অ (ভা)+আ]।

যদ্দিন—**যতদিন**-এর কথ্য রূপ।

যদ্যপি—অব্য: যদিও; একান্তই যদি, যদিই। [সং. যদি+অপি]।

যনি—অব্য: **জন্** ও **জনির** রূপভেদ।

যন্ত্র, (কথ্য) **যন্তর**—বি: কল, মেশিন (বৈদ্যুতিক যন্ত্র); শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণের হাতিয়ার (ছুতারের

যন্ত্র) ; বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম (তাপমান যন্ত্র) ; সঙ্গীতাদি চারুকলা অনুশীলনের সাধনোপায় (বাদ্যযন্ত্র) ; জীবদেহের ক্রিয়াসাধক অঙ্গাদি (শ্বাস-যন্ত্র) ; বাদ্য ; জাঁতা ; (তন্ত্রে) দেবাদির অধিষ্ঠান-চক্র ; (জ্যোতিষ.) গ্রহাদির অবস্থানচিত্র ; (আল.) যে ব্যক্তিকে হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহারপূর্বক কার্যোদ্ধার করা হয়। [সং. √যন্ত্র্ + অ (ণ)]। বিঃ **-কৌশল**—যন্ত্রসাহায্যে কাজ করার বা যন্ত্র ব্যবহার করার কৌশল। বিঃ **-তন্ত্র, -পাতি**—যন্ত্রসমূহ ; যন্ত্রাদি ও অন্যান্য সরঞ্জাম। বিঃ **-দানব**—জীবনযাত্রায় যন্ত্র প্রাধান্য লাভ করার ফলে মানুষের শান্তি বিনষ্ট হইয়াছে—এই ধারণা হইতে যন্ত্রকে দানবরূপে কল্পনা। বিণঃ **-বৎ**—যন্ত্রের মত ইচ্ছাশক্তিবিহীনভাবে কাজ করে এমন, mechanical। বিণ.বিঃ **-বিৎ** (-বিদ্)—যন্ত্রের গঠন ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ। বিঃ **-বিদ্যা, -বিজ্ঞান**—যন্ত্র ব্যবহারের বা নির্মাণের বিদ্যা। বিঃ **-যুগ**—যে যুগে মানুষের জীবনযাত্রায় যন্ত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিঃ **-শালা**—যে ঘরে যন্ত্রদ্বারা কাজ চলে, মেশিন-ঘর। বিঃ **-শিল্পী** (-ল্পিন্)—যন্ত্রাদি প্রয়োগে বা নির্মাণে দক্ষ ব্যক্তি, মেকানিক, এঞ্জিনিয়ার। বিণঃ **-স্থ**—(পুস্তকাদিসম্বন্ধে) ছাপার মেশিনে ছাপা হইতেছে এমন, অর্থাৎ শীঘ্রই ছাপা শেষ হইয়া প্রকাশিত হইবে এমন।

যন্ত্রণ—বিঃ দমন, শাসন ; সঙ্কোচন ; পীড়ন। [সং. √যন্ত্র্ + অন (ভা)]।

যন্ত্রণা—বিঃ যাতনা, ক্লেশ, বেদনা। [সং. √যন্ত্র্ + অন (ভা) + আ]।

যন্ত্রিত—বিণঃ দমিত, শাসিত ; সংযমিত ; বদ্ধ ; মুদ্রিত। [সং. √যন্ত্র্ + ত (র্ম)]।

যন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—বিঃ যন্ত্রচালক ; বাদ্যযন্ত্র বাদনে বা যন্ত্র পরিচালনায় দক্ষ ব্যক্তি, বাদক ; ষড়্‌যন্ত্র-কারী ; (আল.) অপরকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা-কারী, পরিচালক। [সং. যন্ত্র + ইন্]।

যব১—বিঃ ধান্য বা গোধূমজাতীয় শস্যবিশেষ, barley ; (জ্যোতিষ.) বৃদ্ধাঙ্গুলির যবাকার রেখাবিশেষ ; পরিমাণবিশেষ (১ যব = ⅛ ইঞ্চি)। [সং. যু + অ (র্তৃ)]।

যব২—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) যখন। [সং. যদা]। ক্রি-বিণঃ **-হুঁ**—যখনই।

যবক্ষার—বিঃ ক্ষারবিশেষ, carbonate of potash ; (অশু.) শোরা বা শোরাজাতীয় ক্ষার। [সং. যব (জাত) + ক্ষার]। বিঃ **-জান**—নেত্রজন, নাইট্রোজেন।

যবথব—**যবস্থব**-র কথ্য রূপ।

যবদ্বীপ—বিঃ ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপবিশেষ, জাভা।

যবন—বিঃ প্রাচীন গ্রীকজাতি ; যে কোন অহিন্দু বা ম্লেচ্ছ জাতি, বিধর্মী। [গ্রিক Ionian ; সং. √যু + অন (র্ধ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **যবনী**। **যবনানী**—যবন জাতির লিপিসমূহ। বিণঃ **যাবনিক**—যবন-সংক্রান্ত ; যবনসুলভ।

যবনিকা—বিঃ পর্দা, কানাত ; রঙ্গমঞ্চের পটাবরণ, drop-scene। [সং. যবনী + ক + আ]। বিঃ **-পতন, -পাত**—নাটকাভিনয়ের শেষ পর্দা পড়া ; (আল.) শেষ।

যবস্থব—বিণঃ জবুথবু ; অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া গিয়াছে এমন ; পথিমধ্যে রুদ্ধগতি ; অনিষ্পন্ন, অমীমাংসিত। [দেশী.—তু. সং. ন যযৌ ন তস্থৌ]।

যবাগূ—বিঃ যবের মণ্ড বা কাথ। [সং.]।

যবানী—**যমানী** দ্রঃ।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ কনিষ্ঠ, অতিশয় তরুণ। [সং. যুবন্ + ইষ্ঠ, ঈয়স্]।

যবুথবু—**জবুথবু**-র বানানভেদ।

যবে—অব্য.ক্রি-বিণঃ যখন, যে-সময়ে। [হি. যব]।

যবোদর—বিঃ এক যবের প্রস্থপরিমাণ মাপ অর্থাৎ ⅛ ইঞ্চি। [সং. যব + উদর]।

যম১—বিঃ সংযমন ; অন্তঃকরণের বহির্বৃত্তি নিরোধ করিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ। [সং. √যম্ + অ (ভা)]।

যম২—বিঃ মৃত্যুর অধিদেবতা, শমন, কৃতান্ত, অন্তক, *মহিষবাহন, দণ্ডধর, ধর্মরাজ, মৃত্যু। [সং. √ যম্ + ণিচ্ + অ (র্তৃ)]। ক্রিঃ **যমে ধরা**—মারা যাওয়া ; মুমূর্ষু হওয়া ; সর্বনাশা দুর্বুদ্ধি-গ্রস্ত হওয়া। **যমের অরুচি**—(যমের অর্থাৎ মৃত্যুর কোন প্রাণীতেই অরুচি নাই কারণ সমস্ত প্রাণীই মরণশীল—কিন্তু) এমন জঘন্য যে যমও স্পর্শ করে না : গালিবিশেষ। **যমের দোসর**—(আল.) ভয়ঙ্কর ব্যক্তি। বিণঃ **-জয়ী** (-য়িন্)—

*আদিতে **মহিষ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **মহিষ** দ্রঃ।

মৃত্যুঞ্জয়, অমর, মৃত্যুহীন। বিঃ **-জাঙাল**—আকাশগঙ্গা, ছায়াপথ। বিঃ **-দণ্ড**—যমের আয়ুধ ; যমপ্রদত্ত শাস্তি ; মৃত্যুদণ্ড, মৃত্যু। বিঃ **-দূত**—যমের অনুচর ; (আল.) মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ সংবাদবাহক ; ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক। বিঃ **-দ্বার**—যমের রাজ্য, নরকের দরজা। বিঃ **-দ্বিতীয়া**—কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া যে তিথিতে ভাইফোঁটা দেওয়া হয়, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বি(স্ত্রী): **-নী**—যমের স্ত্রী। বিঃ **-পুকুর**—কার্তিক মাসে অনুষ্ঠেয় কুমারীব্রতবিশেষ। বিঃ **-পুরী, যমালয়, যমের বাড়ি**—মৃত্যুপুরী, নরক। **যমের বাড়ি যাওয়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ; গালিবিশেষ। বিঃ **-যন্ত্রণা, -যাতনা**—যমপ্রদত্ত দুঃখ ; মৃত্যুর বা নরকভোগের ন্যায় কঠিন ক্লেশ। বিঃ **-রাজ**—মৃত্যু নরক দক্ষিণ দিক্ ও ধর্মের অধিদেবতা, যম। বিঃ **যমান্তক**—যমজয়ী শিব, মৃত্যুঞ্জয়।

যমক—(১)বিণঃ একই গর্ভ হইতে একসাথে জাত, যমজ। (২)বিঃ (আল.) একই শব্দের ভিন্নার্থে পুনরাবৃত্তি (যেমন—'আনা দরে আনা যায় কত আনারস' : ঈ. গু.)। [সং যম+ক]।

যমজ—বিণ: একসাথে একই গর্ভজাত। [সং. যম+ √ জন্+অ (র্তৃ)]।

যমল—বিঃ যুগ্ম, জোড়া (তু. **যামল**)। [সং. যম + √ লা+অ(র্তৃ)]।

যমানী, যমানিকা, যবানী—বিঃ মসলাবিশেষ, যোয়ান। [সং.]।

যমান্তক, যমালয়—**যম** দ্রঃ।

যমী (-মিন্)—বিণঃ সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। [সং. যম+ইন]।

যমুনা—বিঃ উত্তর ভারতের নদীবিশেষ, কালিন্দী ; বাঙ্গালাদেশের নদীবিশেষ, যমের ভগিনী। [সং. √ যম্+উন (র্তৃ)+আ]।

যশঃ (-শস্), (চলিত) **যশ**—বিঃ কীর্তি, খ্যাতি। [সং. √ অশ্+অস্ (র্তৃ), নি.]। বিঃ **যশকীর্তন, যশঃখ্যাপন, যশোগান**—খ্যাতি বা গৌরব প্রচার। বিণঃ **যশস্কর, যশস্য**—যশস্বী বা কীর্তিমান্ করে এমন, খ্যাতিজনক। বিণঃ **যশস্কাম**—খ্যাতিকামনাকারী। বিণঃ **যশস্বান্** (-স্বৎ), **যশস্বী** (-স্বিন্), **যশোধন**—কীর্তিমান্, খ্যাতিসম্পন্ন। বিণ(স্ত্রী): **যশস্বতী, যশস্বিনী**। বিঃ **যশোগাথা, যশোগীতি**—কীর্তির বর্ণনাপূর্ণ সঙ্গীত। **যশোদ**—(১)বিণঃ কীর্তিদায়ক, যশস্কর ; (২)বিঃ পারদ। **যশোদা**—(১)বিণ(স্ত্রী): খ্যাতিদায়িনী ; (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা (নন্দের স্ত্রী)। বিণঃ **যশোভাক্** (-ভাজ্)—যশের অংশীদার। বিঃ **যশোভাগ্য**—যশোলাভের অদৃষ্ট। বিঃ **যশোমতী**—যশোদা। বিঃ **যশোরাশি**—বহু যশ। বিঃ **যশোহানি**—খ্যাতিনাশ, অখ্যাতি।

যশদ—বিঃ দস্তা। [সং.]।

যশুরে—বিণঃ যশোহরের। **যশুরে কই**—যশোহরের কইমাছ ; (আল.) যশোহরের কইমাছের মত খুব বড় মাথাওয়ালা লোক।

যষ্টি—বিঃ লাঠি, ছড়ি ; দণ্ড, বৃক্ষশাখা। [সং.]। বিঃ **-মধু**—বৃক্ষবিশেষের মিষ্টস্বাদ শিকড়।

যস্য—বিণঃ যাহার। [সং. √ যদ্]।

যা₁—বিঃ স্বামীর ভ্রাতৃজায়া। [সং. যাতৃ]।

যা₂—**যাহা**-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

যা₃—ক্রিঃ (অবজ্ঞায়) গমন কর্ (তুই যা)। [বাং. √ যাওয়া]। **ঐ যা, গেল যা**—হঠাৎ বিস্মরণজনিত অনভিপ্রেত ঘটনাদির ফলে ক্ষোভপ্রকাশমূলক।

যাই—অব্য(সমু): যেহেতু (যাই এলে তাইত জানলুম) ; যখনি, যেই (যাই গেল সেই ঝড় উঠল)। [সং. যদা]।

যাওন—বিঃ (প্রাদে.) গমন। [যাওয়া দ্রঃ]।

যাওয়া—(১)ক্রিঃ গমন করা (স্কুলে যাওয়া, স্বস্থানে যাওয়া) ; শেষ বা অবসান হওয়া (বেলা যাওয়া) ; অতিবাহিত হওয়া, কাটিয়া যাওয়া (দিন যাওয়া) ; নষ্ট বা ধ্বংস হওয়া (জীবন যাওয়া, রাজ্য যাওয়া) ; ব্যয়িত হওয়া (টাকা যাওয়া) ; কোন ক্রিয়া শেষ করা (মরে যাওয়া) ; কোন ক্রিয়া ঘটা (চুরি যাওয়া) ; কোন অবস্থায় আসা বা থাকা (খোয়া যাওয়া, ফেলা যাওয়া, বাদ যাওয়া) ; টেকা (জামাটা একবছর যাবে)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √যা]। **যেতে বসা**—নষ্ট হইবার উপক্রম করা। বিঃ **যাওয়া-আসা**—গমনাগমন।

যাঁতা—**জাঁতা**-র রূপভেদ।

যাঁতি—**জাঁতি**-র রূপভেদ।

* আদিতে **যম-**, **যশ-** ও **যশো-**যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য যথাক্রমে **যম₂** ও **যশঃ** দ্রঃ।

যাঁহা—অব্য: (ব্রজ. ও কথ্য) যেখানে ('যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি : গো. দা.) ; যেইমাত্র (যাঁহা শোনা অমনি দৌড়) । [হি.] ।
যাগ—বি: যজ্ঞ, হোম । [সং. √যজ্‌+অ] ।
যাচক—যাচন২ দ্র: ।
যাচন১—বি: যাচাই । [যাচা২] । বিণ: **-দার**—যাচাইকারী ।
যাচন২, যাচনা—বি: প্রার্থনা, ভিক্ষা । [সং. √যাচ্‌ +অন (ভা), +আ] । বিণ.বি: **যাচক**—যাচ্ঞা-কারী, প্রার্থী । বিণ: **যাচনীয়, যাচ্য**—প্রার্থনীয় । বিণ: **যাচমান**—প্রার্থনা করিতেছে এমন । বিণ: **যাচ্যমান**—(যাহার নিকট বা যাহা) প্রার্থনা করা হইতেছে এমন । বিণ: **যাচিত**—প্রার্থিত ।
যাচা১—(১)ক্রি: যাচ্ঞা করা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, উপযাচক হওয়া (যেচে দেওয়া) । (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে । [সং. √যাচ্‌+বাং. আ] ।
যাচা২—ক্রি: যাচাই করা, পরীক্ষাদ্বারা মূল্য নির্ধারণ করা ; দিবার অনুমতি প্রার্থনাপূর্বক দান করা (যাচিয়ে দেওয়া বা খাওয়ান) । [যাচা১] । বি: **-ই**—পরীক্ষা বা অনুসন্ধানের দ্বারা দ্রব্যাদির উৎকর্ষ বা মূল্য নিরূপণ । **-ন, -নো**—(১)ক্রি: যাচাই করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে ।
যাচিত—যাচন২ দ্র: ।
যাচ্ছেতাই—বিণ: (মূলত—বিরল) যাহা ইচ্ছা তাহাই ; (চলিত) অত্যন্ত বিশ্রী । [বাং. যা+ইচ্ছে+তা+ই] ।
যাচ্ঞা—বি: প্রার্থনা, যাচনা । [সং. √যাচ্‌+ন (ভা)+আ] ।
যাচ্য, যাচ্যমান—যাচন২ দ্র: ।
যাজক—যাজন দ্র: ।
যাজন—বি: পৌরোহিত্য, ঋত্বিকের বৃত্তি । [সং √যজ্‌+অন (ভা)] । বি: **যাজক**—যজ্ঞকর্তা, ঋত্বিক্‌, পুরোহিত । বি(স্ত্রী): **যাজিকা** । বিণ: **যাজনিক**—পৌরোহিত্য-সম্বন্ধীয় ; যজ্ঞসম্বন্ধীয় । বিণ: **যাজি, যাজী** (-জিন্‌)—যজ্ঞকারী, পূজারী, যাজক । বিণ: **যাজ্য**—যাজনযোগ্য, যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য ; যাহার জন্য যাগ করা যায় ।
যাজ্ঞবল্ক্য—বি: যজুর্বেদপ্রবক্তা ধর্মশাস্ত্রকার ঋষি-বিশেষ । [সং. যজ্ঞবল্ক+য] ।
যাজ্ঞসেনী—বি: যজ্ঞসেন অর্থাৎ দ্রুপদরাজের কন্যা দ্রৌপদী । [সং. যজ্ঞসেন+অ+ঈ] ।
যাজ্ঞিক—(১)বি: যজ্ঞকর্তা, পুরোহিত । (২)বিণ: যজ্ঞীয় । [সং. যজ্ঞ+ইক] ।
যাজ্য—যাজন দ্র: ।
যাঠা—বি: লাঠিজাতীয় প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ । [সং. যষ্টি] ।
যাত—বিণ: গত, অতীত ; লব্ধ ; জাত । [সং. √যা+ত (র্তৃ, র্ম)] ।
যাতনা—বি: যন্ত্রণা, তীব্র বেদনা । [সং. √যত্‌+ণিচ্‌+অন (ভা)+আ] ।
যাতব্য — বিণ: গমনযোগ্য, অভিগন্তব্য ; আক্রমণীয় । [সং. √যা+তব্য (র্ম)] ।
যা-তা—(১)বিণ: খেলো, বাজে (যা-তা কাপড়) ; খেয়াল-খুশি-অনুযায়ী, যথেচ্ছ (যা-তা কাজ করা) । (২)সর্ব.বি: অনির্দিষ্ট মন্দ কিছু (যা-তা করা বলা খাওয়া) । [বাং. যাহা-তাহার সংক্ষিপ্ত রূপ] ।
যাতায়াত—বি: গমনাগমন, যাওয়া-আসা । [সং. যাত+আয়াত] । বি: **যাতায়াত-খরচা**—যাওয়া-আসার খরচ ; ঐজন্য ভাতা ।
যাত্রা—বি: গমন (তীর্থযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা) ; প্রস্থান, নির্গমন (যাত্রা করা) ; অতিবাহন, যাপন, নির্বাহ (জীবনযাত্রা, সংসারযাত্রা) ; দেবতার উৎসবাদি (ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা) ; (বাং.) দৃশ্যপটহীন মঞ্চে অভিনয়বিশেষ (যাত্রার দল) ; বার, দফা (এ যাত্রা বেঁচে গেলে) । [সং. √যা+ত্র (ভা)+আ] । বি: **-বদল**—যে স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করা হইয়াছিল, সে স্থানে ফিরিয়া আসিয়া নূতন করিয়া যাত্রারম্ভ ।
যাত্রিক—(১)বিণ: যাত্রাসম্বন্ধীয় ; যাত্রাযোগ্য ; গমনসাধ্য, অভিগম্য ; যাত্রাকারী, গমনকারী । (২)বি: পাথেয়, পথ-খরচ ; পথিক ; উৎসব । [সং যাত্রা+ইক] ।
যাত্রী (-ত্রিন্‌)—বিণ.বি: যাত্রাকারী, গমনকারী (বিলাতযাত্রী) ; ভ্রমণকারী (বাসের যাত্রী) ; তীর্থযাত্রী । [সং. যাত্রা+ইন্‌] । বিণ(স্ত্রী): **যাত্রিণী** ।
যথাতথ্য—বি: প্রকৃত তথ্য, সত্য ঘটনা । [সং. যথাতথা+য] ।
যথাযথ্য—বি: যথাযথ অবস্থা । [সং. যথাযথ+য] ।
যাথার্থ্য—বি: যথার্থতা, সত্যতা, প্রকৃত তথ্য । [সং. যথার্থ+য (ভা)] ।
যাদঃপতি—বি: সমুদ্র ; বরুণ । [সং. যাদস্‌ (জলজন্তু)+পতি] । বি: **যাদঃপতিরোধঃ**—সমুদ্রতীর, সমুদ্রোপকূল ('যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' : মধু.) ।

যাদব—(১)বিণ: যদুবংশীয়। (২)বি: শ্রীকৃষ্ণ। [সং. যদু+অ]। বিণ(স্ত্রী): **যাদবী**।

যাদু—**জাদু**-র বানানভেদ।

যাদৃশ, যাদৃক্ (-শ্)—বিণ: যেমন, যেরকম। [সং. যদ্+ √দৃশ্+অ, ক্বিপ্]। বিণ(স্ত্রী): **যাদৃশী**।

যান—বি: (অশ্ব, শকট প্রভৃতি) যাহাতে চড়িয়া যাওয়া যায়, বাহন; যাত্রা বা নির্গমন (সাধারণত উপসর্গ-যোগে,—অভিযান, প্রয়াণ ই:)। [সং. √যা+অন (ণে, ভা)]।

যান্ত্রিক—বিণ: যন্ত্রসম্বন্ধীয়; যন্ত্রবিশারদ, যন্ত্র-নির্মাণে বা যন্ত্রচালনে দক্ষ। [সং. যন্ত্র+ইক]। বিণ(স্ত্রী): **যান্ত্রিকী**। **যান্ত্রিক সভ্যতা**—আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে যে সভ্যতা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বি: **-তা**।

যাপক—**যাপন** দ্র:।

যাপন—বি: অতিবাহন। [সং. √যা+ণিচ+অন (ভা)]। বিণ: **যাপক**—যাপনকারী। বিণ: **যাপনীয়**—যাপনযোগ্য। বিণ: **যাপিত**—যাপন করা হইয়াছে এমন, অতিবাহিত।

যাপা—ক্রি: যাপন করা, কাটান। [বাং. √যাপ্ (সং. √যাপি)+আ]।

যাপিত—**যাপন** দ্র:।

যাপ্য—বিণ: যাপনীয়; নিন্দনীয়; নিকৃষ্ট; গোপনীয়; নিঃশেষে যাহার প্রতিকার হয় না এমন (যাপ্য রোগ)। [সং. √যা+ণিচ্+য (র্ম)]।

যাবক—বি: আলতা (যাবক-রেখা)। [সং]।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর—ক্রি-বিণ: চন্দ্রসূর্য যতকাল থাকিবে ততকাল অর্থাৎ চিরকাল। [সং. যাবৎ +চন্দ্র+দিবাকর]।

যাবজ্জীবন—ক্রি-বিণ: যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন, চিরজীবন, আমরণ। [সং. যাবৎ+ জীবন]।

যাবৎ—(১)ক্রি-বিণ: যতক্ষণ বা যতদিন পর্যন্ত, যে পর্যন্ত (যাবৎ চন্দ্রসূর্য থাকিবে তাবৎ গৌরব থাকিবে); পর্যন্ত, ধরিয়া (এ যাবৎ, বহুদিন যাবৎ)। (২)বিণ: যত, যাহা-কিছু সমুদয় (যাবৎ দুঃখ)। [সং.]। বিণ: **যাবতীয়**—যত-কিছু, সমস্ত।

যাবনিক—**যবন** দ্র:।

যাম—বি: সমস্ত রাত্রিদিনের ⅛ ভাগ সময়, প্রহর, তিন ঘণ্টা। [সং.]। বি: **-ঘোষ**—শৃগাল। বি: **যামার্ধ**—অর্ধ প্রহর, দেড় ঘণ্টা।

যামল—বি: যুগ্ম, যুগল; তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। [সং. যমল+অ]।

যামিনী—বি: রাত্রি। [সং. যাম+ইন্+ঈ]।

যাম্য—বিণ: দক্ষিণদিক্স্থ। [সং. যামী+য]। বি: **যাম্যোত্তরবৃত্ত**—**মধ্যরেখা**-র অনুরূপ।

যায়—বি: তালিকা, ফর্দ (যায়মাফিক); বাবদ, দরুন (কিসের যায়ে)। [জায় দ্র:]।

যাযাবর—বি.বিণ: নিয়ত ভ্রমণকারী, ভবঘুরে, নির্দিষ্ট আবাসহীন বা গৃহহীন। [সং. √যা+যঙ্ +বর (র্তৃ)]।

যার—**যাহার**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বিণ: **-তার**—এক বা একাধিক তুচ্ছ ব্যক্তির। বিণ: **যার-পরনাই**—যৎপরোনাস্তি, নিরতিশয়।

যাহা—সর্ব: যে বস্তু বা বিষয়। [সং. যৎ]। সর্ব. বিণ: **যাহা-তাহা**—**যা-তা** দ্র:। অব্য(৭মী): **যাহে** -(কা.) যাহাতে।

যিনি—সর্ব: (গৌরবে) যে ব্যক্তি। [সং. যঃ]। সর্ব(বহুব): **যাঁহারা**।

যুঁই—**জুঁই**-এর রূপভেদ।

যুকুতি, যুকতি—**যুক্তি**-র কোমল রূপ।

যুক্ত—বিণ: সংলগ্ন, একত্র, মিলিত (যুক্তকর); অন্বিত, বিশিষ্ট, সম্পন্ন (শ্রীযুক্ত, ক্রোধযুক্ত); নিয়োজিত, রত, ব্যাপৃত (কর্মে যুক্ত, ঘানিতে যুক্ত); উপযুক্ত, সমন্বিত (যুক্তিযুক্ত); পরিমিত (যুক্তাহারবিহার); যোগরত; (গণি.) সঙ্কলিত, যোগ করা হইয়াছে এমন। [সং. √যুজ্+ত (র্তৃ, র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **-যুক্তা**। **-কর**—(১)বিণ: কৃতাঞ্জলি, জোড়হাত; (২)বি: জোড়করা হাত। বি: **-প্রদেশ**—বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশ অর্থাৎ আগ্রা ও অযোধ্যা প্রদেশের অধুনা বর্জিত নাম। বি: **-বেণী**—গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গম, ত্রিবেণী। বি: **-রাজ্য**—গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ড। বি: **-রাষ্ট্র**—প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্র-সমূহ। বি: **যুক্তাক্ষর**—সংযুক্ত বর্ণ, একত্রে লিখিত ও উচ্চারিত একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণ (যেমন—র্ম, ধ্র, চ্ছ)।

যুক্তি—বি: সংযোগ, মিলন; কারণ, হেতু (যুক্তিপ্রদর্শন); ন্যায়, বিচার (যুক্তিসহ); পরামর্শ, মন্ত্রণা (যুক্তি করা)। [সং. √যুজ্+তি (ভা)]। বিণ: **-গ্রাহ্য, -যুক্ত, -সঙ্গত, -সম্মত, -সহ**—ন্যায়সঙ্গত। বিণ: **-দাতা** (-র্তৃ)—পরামর্শদাতা, মন্ত্রণাদাতা। ক্রি-বিণ: **-পূর্বক**—পরামর্শ করিয়া। বিণ: **-হীন**—অন্যায়, অকারণ।

যুগ—বি: বার বৎসর কাল; সত্য ত্রেতা দ্বাপর

ও কলি ; এই চার পৌরাণিক কাল ; আমল, সময়, কাল (যুগের হাওয়া) ; জোয়াল (যুগন্ধর) ; জোড়া, যুগল (পদযুগ) ; চারহাত পরিমাণ মাপ। [সং. √যু+গ (র্তৃ)]। বিঃ **-ক্ষয়, যুগান্ত**—যুগের অবসান, প্রলয়কাল। বিঃ **-ধর্ম**—যুগোপযোগী ধর্ম ; নির্দিষ্ট যুগের বৈশিষ্ট্য বা ঝোঁক ; কালোচিত আচার-আচরণ। বিঃ **-ন্ধর** জোয়ালের সহিত সংলগ্ন কাষ্ঠ, লাঙ্গলের ঈষা বা গাড়ির বোম ; (আল.) একটি বিশেষ যুগের প্রবর্তক বা প্রতিনিধি। বিঃ **-সন্ধি**—যে সময়ে এক যুগের অবসান এবং অন্য যুগের সঞ্চার হয়, transition। বিঃ **যুগান্তর**—অন্য যুগ। বিণঃ **যুগোপযোগী**—নির্দিষ্ট যুগের পক্ষে উপযুক্ত।

যুগপৎ—অব্য.ক্রি-বিণঃ একই সময়ে। [সং. যুগ + √পদ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

যুগল—বিঃ একজোড়া, দুইটি (নয়নযুগল) ; যুগ্ম (যুগলমূর্তি)। [সং. যুগ+ল]।

যুগা, যুগান (-নো)—যথাক্রমে **জুগা** ও **জুগান**-র রূপভেদ।

যুগান্ত, যুগান্তর—**যুগ** দ্রঃ।

যুগী—বিঃ (কথ্য) নাথধর্মাবলম্বী হিন্দু-সম্প্রদায়-বিশেষ। [সং. যোগিন্>যোগী।]।

যুগোপযোগী—**যুগ** দ্রঃ।

যুগ্ম—(১)বিঃ জোড়া, যুগল। (২)বিণঃ সহযোগী (যুগ্ম সম্পাদক) ; (গণি.) জোড়, দুই দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় এমন, even (যুগ্ম রাশি)। [সং. √যুজ্+ম (র্ম)]।

যুগ্যি—**যোগ্য**-র কথ্য রূপ।

যুঝা—(১)ক্রিঃ লড়া, যুদ্ধ করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √যুধ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লড়াই করান ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

যুটি—(১)বিঃ যুগ্ম ; সহচরী, সঙ্গিনী। (২)বিণঃ অনুরূপ বয়সী (সমযুটি মেয়েরা)। [সং. যুক্তি]।

যুত১—বিণঃ যুক্ত (শ্রীযুত)। [সং. √যু+ত (র্তৃ)]। বিঃ **যুতি**—মিশ্রণ ; যোগ ; মিলন।

যুত২, যুৎ—**জুৎ**-এর রূপভেদ।

যুদ্ধ—বিঃ সংগ্রাম, সমর, আহব, রণ, বিগ্রহ, লড়াই ; দ্বন্দ্ব, ক্রীড়া বা শক্তির প্রতিযোগিতা (মুষ্টিযুদ্ধ)। [সং. √যুধ্+ত (ভা)]। বিঃ **-নীতি, -রীতি**—যুদ্ধের আইন-কানুন ; যুদ্ধের কৌশল। বিঃ **-বিগ্রহ**—যুদ্ধ বিবাদ প্রভৃতি। বিঃ **-বিদ্যা**—সংগ্রাম-কৌশলসম্বন্ধীয় শাস্ত্র ; যুদ্ধকৌশল। বিণঃ **-বিশারদ**—রণনিপুণ। বিঃ **-যাত্রা**—সংগ্রামার্থ অভিযান। বিণ.বিঃ **যুদ্ধাজীব**—সৈনিকবৃত্তি-অবলম্বনকারী, যোদ্ধা। বিঃ **যুদ্ধাবসান**—সংগ্রামের সমাপ্তি, শান্তি বা সন্ধি। ক্রি-বিণঃ **যুদ্ধার্থ**—যুদ্ধের জন্য ; যুদ্ধ করার জন্য। বিণঃ **যুদ্ধার্থী** (-র্থিন্)—রণপ্রার্থী, যুদ্ধ করিবার উপক্রমকারী। বিণঃ **যুদ্ধোত্তর**—যুদ্ধের পরবর্তী কালের। **যুদ্ধোন্মাদ**—(১)বিঃ যুদ্ধজনিত উন্মত্ততা ; যুদ্ধ করিবার প্রবল বাসনা ; (২)বিণ, রণোন্মত্ত।

যুধিষ্ঠির—(১)বিণঃ যুদ্ধকালে বুদ্ধি স্থির রাখিতে পারে বা ঘাবড়ায় না এমন। (২)বিঃ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। [সং. যুধি+স্থির]।

যুধ্যমান—বিণঃ যুদ্ধ করিতেছে এমন, যুদ্ধরত। [সং. √যুধ্+আন (মান) (র্তৃ)]।

যুনানী—**ইউনানী**-র বর্জি. রূপ।

যুবক, যুবতী, যুবতি, যুবজানি—**যুবা** দ্রঃ।

যুব-—সমাসে পূর্বপদরূপে **যুবা** (-বন্) শব্দের রূপ (যুবসম্প্রদায়, যুবসম্মেলন)।

যুবরাজ—বিঃ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজকার্যের সহায়ক) ; বর্তমান নৃপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। [সং. যুবন্+রাজন্]।

যুবা (-বন্), **যুবক**—বিণ.বিঃ প্রাপ্তযৌবন ; ১৬ হইতে ৪০ বৎসর পর্যন্ত (শাস্ত্রমতে ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত) বয়স্ক, পূর্ণবয়স্ক ; তরুণ, জোয়ান। [সং. √যু+অন্ (র্তৃ),+ক]। বিণ-বি(স্ত্রী): **যুবতী**, (অপ্র.) **যুবতি, যুনী**। বিঃ **-বয়স, -কাল**—যৌবন। বিঃ **যুবজানি**—যুবতী ভার্যার পতি। [সং. যুবতী+জায়া]।

যুয়ান—**জুয়ান**-র বানানভেদ।

যুযুৎসা—বিঃ যুদ্ধাভিলাষ, সংগ্রামের ইচ্ছা। [সং. √যুধ্+সন্+অ (ভা) + আ]। বিণঃ **যুযুৎসু**—যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক।

যুযুধান—(১)বিণঃ যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। (২)বিঃ ক্ষত্রিয় ; সাত্যকি। [সং √যুধ্+আন(র্তৃ)]।

যুঁই—**জুঁই**-র রূপভেদ।

যূথ—বিঃ পশুপক্ষীর দল বা পাল। [সং. √যু+থ (র্তৃ)]। বিণঃ **-চর, -চারী** (-রিন্)—(পশুপক্ষী সম্বন্ধে) দলবদ্ধভাবে বিচরণকারী। বিঃ **-পতি**—বুনোহাতি প্রভৃতি পশু-দলের সর্দার। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—দলছাড়া, দল হইতে বিচ্ছিন্ন।

যূথিকা, যূথী—বিঃ জুঁইফুল। [সং.]।

যূনী—**যুবা** দ্রঃ।

যূপ—বিঃ বলির জন্য যজ্ঞপশু-বন্ধনের কাষ্ঠদণ্ড-বিশেষ, হাড়িকাঠ ; জয়স্তম্ভ। [সং.]।

যূষ—বিঃ কাথ, ঝোল। [সং. √যূষ্ +অ]।

যে—(১)সর্বঃ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (যে যাবে সে যাক)। (২)বিণঃ যাহার কথা বলা হইতেছে (যে ছোকরা, যে বিষয়)। (৩) অব্যঃ মিশ্রবাক্যে অপ্রধান বাক্যের সূচনায় (তিনি বলিলেন যে বৃষ্টি হইবে) ; সংশয় প্রকাশে (কি যে হবে কে জানে) ; হেতু-নির্দেশে ('বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' : রবীন্দ্র) ; আধিক্য-প্রকাশে (যে ঠাণ্ডা! মাছের যে দাম!) অনভিপ্রেত ঘটনাজনিত শাসনে বা প্রশ্নে (মিথ্যে বললি যে, খেলি না যে) ; বিস্ময় বা বিরক্তি প্রকাশে (আবার জল এল যে) ; স্বীকারকরণে (যে আজ্ঞা) ; ইত্যাদি। [প্রা.]। **যে আজ্ঞা**—যথা আজ্ঞা অর্থাৎ আজ্ঞানুসারে কাজ করা হইবে। সর্বঃ **যে-কে, যে-সে**—(দলের) প্রত্যেকেই ; অনেকেই ; সাধারণ লোকও। সর্বঃ **যে বা**—যে কেহ, যে কোনটি বা কোনজন। সর্বঃ **যে-যে**—যাহারা।

যেই—(১)ক্রি-বিণঃ যে মুহূর্তে, যখনই, যেমনি। (২)বিণঃ (কাব্যে) যে (যেইদিন)। [সং. যদা]।

যে-কে-সেই—অব্যঃ যেমন ছিল তেমনই, পূর্ববৎ। [তু. হি. জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ]।

যেখান—বিঃ যে স্থান (যেখান হইতে আসিয়াছে)। [সং. যৎস্থান]। বিণঃ **-কার**—যে স্থানের। বিঃ **যেখান-সেখান**—সকল স্থান। ক্রি-বিণঃ **যেখানে**—যে স্থানে ; যে অবস্থায়। ক্রি-বিণঃ **যেখানে-সেখানে**—সর্বত্র ; স্থানের বাছবিচার না করিয়া ; ইতস্ততঃ।

যেথা—(১)বিঃ (কথ্য ও কাব্যে) যে স্থান (যেথা হতে)। (২)ক্রি-বিণঃ যেখানে (যেথা যাই)। [সং. যথা]। বিণঃ **-কার**—যে স্থানের। ক্রি-বিণঃ **-য়**—যেখানে। ক্রি-বিণঃ **যেথা-সেথা**—(কথ্য) যেখানে-সেখানে।

যেন—অব্যঃ উপমায় (সুন্দর যেন কন্দর্প) ; অনুমানে (মনে হচ্ছে যেন) ; কল্পনায় ('মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে' : রবীন্দ্র) ; কামনা প্রার্থনা বা অভিলাষ প্রকাশে (হে ঈশ্বর, মানুষ যেন হই) ; সতর্কীকরণে (টাকা যেন না হারায় দেখো) ; স্বীকারকরণে (তাই যেন হল)। [সং. যদ্]। **যেন-তেন প্রকারে**—যে-কোন উপায়ে ; যেমন-তেমন করিয়া, অসুষ্ঠুভাবে।

যেমতি, যেমত—ক্রি-বিণঃ (কাব্যে) যেমন, যেরূপ, যে-প্রকার। [বাং. যে+মতি, মত]।

যেমন—(১)বিণঃ যেরূপ, যে রকম (যেমন কুকুর তেমনি মুগুর) ; যথা, উদাহরণস্বরূপ (জলবেষ্টিত ভূ-ভাগকে দ্বীপ বলে—যেমন সিংহল)। (২)ক্রি-বিণঃ যেইমাত্র (যেমন বেরলাম অমনি বৃষ্টি)। (৩)অব্যঃ বিস্ময়াদিসূচক (তুমিও যেমন)। [বাং. যে+মন (সাদৃশ্যার্থে)]। বিণঃ **-ই**—যে-প্রকারই। বিণঃ **যেমন-তেমন**—যে-কোনও রকম ; সামান্য (যেমন-তেমন কাজ)। ক্রি-বিণঃ **যেমনি**—যেমন ; যেইমাত্র।

যেহেতু — অব্য(সমু)ঃ কারণ-নির্দেশক (সে আসেনি যেহেতু সে অসুস্থ)। [যে+হেতু]।

যেহ্—**যেন**-র প্রাচীন রূপ।

যৈছন, যৈছে—ক্রি-বিণঃ (ব্রজ.) যেরূপ, যে প্রকারে, যেমন। [হি. জৈছন, যৈসে]।

যো$_1$—সর্বঃ (ব্রজ.) যে ব্যক্তি, যিনি ; যাহা (যো হুকুম)। [সং. যঃ, যৎ]।

যো$_2$—**জো**-র বানানভেদ।

যোই—সর্বঃ (ব্রজ.) যাহা, যে। [হি. যো]।

যোক্তা (-ক্তৃ)—বিণঃ যোগকর্তা, যোগকারী। [সং. √যুজ্+তৃ (তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **যোক্ত্রী**।

যোক্ত্র, যোত্র—বিঃ লাঙ্গলাদির জোয়াল বাঁধিবার দড়ি বা জোত। [সং.]।

যোগ—বিঃ মিলন ('জীবনে জীবন যোগ করা' : রবীন্দ্র) ; সম্বন্ধ, সম্পর্ক (রক্তের যোগ) ; সংসর্গ, সংস্রব (দলের সঙ্গে যোগ রাখা) ; সহযোগিতা (একযোগে) ; ধ্যান, সাধনা, তপস্যা, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, আত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন, যম নিয়ম প্রাণায়ামাদি (যোগে বসা) ; উপায়, অবলম্বন (নৌকাযোগে) ; মারফত (ডাকযোগে) ; সাধনার পন্থা (কর্মযোগ) ; সময় (রজনীযোগে) ; (জ্যোতি.) তিথিনক্ষত্রের মিলনবিশেষ (বিষ্কুম্ভ-যোগ, মৃত্যুযোগ) ; শুভকাল (বিবাহের যোগ) ; ঔষধ (মুষ্টিযোগ) ; সৌভাগ্য (প্রাপ্তিযোগ, লাভের যোগ) ; প্রয়োগ, নিবেশ (মনোযোগ) ; (গণি.) সঙ্কলন, সমষ্টি (দুইয়ে আর দুইয়ে যোগ) ; সঙ্কলনের চিহ্ন(+)। [সং. √যুজ্+অ)]। বিঃ **-ক্ষেম**—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ। বিঃ **-দান**—সহযোগ ; সংস্রব-স্থাপন। বিঃ **-নিদ্রা**—প্রলয়কালে বিষ্ণুর আংশিক নিদ্রিত-ভাব এবং আংশিক যোগাবস্থা ; যোগরূপ নিদ্রা। বিঃ **-ফল**—(গণি.) সঙ্কলনের ফলে প্রাপ্ত রাশি

(২ আর ২-এর যোগফল হইল ৪)। বিঃ **-বল**—যোগলব্ধ ক্ষমতা, যোগের প্রভাব। বিণঃ **-বাহী** (-হিন্)—সংযোগকারী ; মাধ্যম। বিঃ **-ভঙ্গ**—ধ্যানাবসান। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—সিদ্ধিলাভের পূর্বেই তপস্যা ত্যাগ করিয়াছে এমন ; যোগমার্গ হইতে স্খলিত। বিঃ **-মায়া**—ভগবানের লীলাবিস্তারিণী শক্তি ; দুর্গাদেবী ; মহামায়া ; আদ্যা শক্তি। বিঃ **-মার্গ**—যোগসাধনার বা যোগসাধনরূপ পথ। বিণঃ **-রূঢ়**—যৌগিক অথচ বিশেষ একটি অর্থে সীমাবদ্ধ (যেমন—পঙ্কজ, জলদ)। বিঃ **-শাস্ত্র**—যোগসাধনাবিষয়ক শাস্ত্র বা গ্রন্থ। বিঃ **-সাজশ**—(অন্যায় কার্যে) গোপনে পরস্পর সহযোগিতা ; ষড়্‌যন্ত্র। বিঃ **-সাধন, -সাধনা**—যম নিয়ম প্রাণায়ামাদি অভ্যাস। বিঃ **-সিদ্ধি**—যোগসাধনায় সাফল্য। বিঃ **যোগাযোগ**—মিলন ; ঐক্য, সামঞ্জস্য ; যোগ, সংস্রব ; খবরাখবরের লেনদেন ; দেখাশুনা ; সহযোগিতা। বিণঃ **যোগারূঢ়**—যোগসাধনায় মগ্ন। বিঃ **যোগাসন**—যোগসাধনায় বসিবার প্রণালী ; যোগসাধনার্থ উপবেশন। বিণঃ **যোগাসীন**—যোগসাধনায় উপবিষ্ট, উপবিষ্ট অবস্থায় যোগরত।

যোগাড়—বিঃ সংগ্রহ ; আয়োজন। [সং. যোগ + বাং. আড়]। বিঃ **-যন্ত্র**—কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা ও উপকরণাদির আয়োজন। বিণঃ **যোগাড়ে, যোগাড়িয়া**—যোগাড় করিতে পটু, সাহায্যকারী।

যোগান (উচ্চা. যোগান্)—বিঃ সরবরাহ। [যোগ দ্রঃ]। **যোগান** (উচ্চা. যোগানো), **যোগানো**—(১)ক্রিঃ সরবরাহ করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-দার, যোগানিয়া**—সরবরাহকারী। বিণঃ **যোগানে**—সরবরাহ করে এমন।

যোগাযোগ, যোগারূঢ়, যোগাসন, যোগাসীন—যোগ দ্রঃ।

যোগালিয়া—বিঃ রাজমিস্ত্রিকে কাজের উপকরণাদি তৈয়ারি করিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য নিযুক্ত মজুর। [বাং. যোগাড়>যোগাল + ইয়া]।

যোগিনী—বি(স্ত্রী): দুর্গাদেবীর চৌষট্টি সহচরীর যে কোনজন ; তপস্বিনী, যোগসাধনাকারিণী ; (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ। [সং. √যুজ্ + ইন্ + ঈ]।

যোগী (-গিন্)—বিঃ যোগসাধক, তপস্বী। [সং. √যুজ্ + ইন্]। বিঃ **-ন্দ্র, -শ, -শ্বর, যোগেশ, যোগেশ্বর**—যোগিশ্রেষ্ঠ ; শিব।

যোগ্য—বিণঃ উপযুক্ত (যোগ্য কাজ, সম্মানের যোগ্য, ব্যবহারযোগ্য) ; উচিত (যোগ্য সম্মান বা বেতন) ; সমর্থ, কার্যদক্ষ (যোগ্য ব্যক্তি)। [সং. √যুজ্ + য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **যোগ্যা**। বিঃ **-তা**।

যোজক—(১)বিঃ (ভূগো.) দুই বৃহৎ স্থলভাগের মধ্যে সংযোগস্থাপক সঙ্কীর্ণ স্থলভাগ, isthmus। (২)বিণঃ সংযোগকারী। [সং. √যুজ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

যোজন—বিঃ একত্রকরণ ; নিয়োজন ; সঙ্ঘটন : চারিক্রোশ পরিমাণ দৈর্ঘ্য। [সং. √যুজ্ + অন]। বিঃ **-গন্ধা**—কস্তুরী ; ব্যাসমাতা সত্যবতী। বিঃ **যোজনা**—একত্রকরণ ; নিয়োজন ; সঙ্ঘটন ; কর্মোদ্যোগ বা তাহার পরিকল্পনা, planning। বিণঃ **যোজনীয়**—যোজনার যোগ্য। বিণঃ **যোজিত**—যোজনা করা হইয়াছে এমন।

যোজ্ঞা—**যজ্ঞা**-র চলিত রূপ।

যোটক—বিঃ মিলন। [সং. √যু + ট (ভা) + ক (স্বার্থে)]।

যোটা, যোটান (-নো), যোড়, যোড়া, যোড়ান (-নো), যোত, যোতা, যোতান (-নো)—যথাক্রমে **জোটা জোটান জোড় জোড়া জোড়ান জোত জোতা ও জোতান**-র বানানভেদ।

যোত্র—**যোক্ত্র** দ্রঃ।

যোদ্ধা (-দ্ধৃ)—বিঃ যুদ্ধকারী, সৈনিক। [সং. √যুধ + তৃ (র্তৃ)]। বিঃ **যোদ্ধৃবর্গ**—যুদ্ধে রত সৈনিকগণ। বিঃ **যোদ্ধৃবেশ** — সৈনিকের পোশাক।

যোধ—বিঃ যুদ্ধ, যোদ্ধা। [সং. √যুধ্ + অ (ভা, র্তৃ)]।

যোধন—বিঃ যুদ্ধ ; যোদ্ধা ; যুদ্ধাস্ত্র। [সং. √যুধ্ + অন (ভা, র্তৃ, ণে)]।

যোনি—বিঃ স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ; উৎপত্তিস্থান (কমলযোনি) ; জন্ম, জাতি (দেবযোনি)। [সং. √যু + নি (র্তৃ)]।

যোয়ান—বিঃ মসলাজাতীয় ক্ষুদ্র শস্যবিশেষ। [সং. যমানী]।

যোয়াল—**জোয়াল**-এর বানানভেদ।

যোষা, যোষিৎ, যোষিতা—বিঃ নারী [সং.]।

যৌ—**জউ**-এর বানানভেদ।

যৌক্তিক—বিণঃ যুক্তিসঙ্গত ; প্রামাণিক। [সং. যুক্তি + ইক]। বিঃ **-তা**।

যৌগিক—বিণঃ একাধিক উপাদানের সংযোগে

গঠিত ; (তু. **মৌলিক**) ; মিশ্রিত ; যোগ-সম্বন্ধীয় (যৌগিক সাধনা) ; (ব্যাক.) প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে গঠিত (শব্দ) ; (বিজ্ঞা.) একাধিক মৌল উপাদান-দ্বারা গঠিত ; (গণি.) জটিল, মিশ্র সংখ্যা। [সং. যোগ+ইক]। **যৌগিক ক্রিয়া** — (ব্যাক.) অসমাপিকা ক্রিয়াপদের সহিত অন্য ক্রিয়াপদের যোগে গঠিত ক্রিয়া (যেমন—জাগিয়া থাকা, কাটিয়া ফেলা)। **যৌগিক বাক্য**—(ব্যাক.) অব্যয় যোগে সংযোজিত দুই বা ততোধিক বাক্য, compound sentence।

যৌতুক, (কথ্য) **যৌতক**—বিঃ বিবাহকালে বর-কন্যাকে প্রদত্ত ধন ; অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে প্রদত্ত ধন। [সং.]।

যৌথ—বিণ: একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক মিলিতভাবে কৃত, যুক্ত (যৌথ সম্পত্তি), মিলিত। [সং. যূথ +অ]। **যৌথ কারবার**—একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক মিলিতভাবে কৃত ব্যবসায়।

যৌন—বিণ: যোনি-সম্বন্ধীয়, যোনিজাত ; স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম-সম্বন্ধীয়। [সং. যোনি+অ]।

যৌবন—বিঃ যুবাবস্থা, তারুণ্য, তরুণ বয়স (শাস্ত্র-মতে ১৬ হইতে ৩০)। [সং. যুবন্+অ (ভা)]। বিঃ **-কণ্টক**—বয়সফোড়া। বি(স্ত্রী): **-বতী**—যুবতী। বিঃ **-ভার**—যৌবনজনিত দৈহিক পুষ্টি। বিঃ **-লক্ষণ**—যৌবনজনিত শারীরিক পরিবর্তন। বিণ: **-সুলভ**—তরুণবয়সের পক্ষে স্বাভাবিক। বিঃ **যৌবনাবস্থা**—যৌবনবয়স, যৌবনকাল। **যৌবনোদয়**—যৌবন-সমাগম, যৌবনারম্ভ।

যৌবরাজ্য—বিঃ যুবরাজের পদ ; বর্তমান নৃপতির সাহায্যার্থ তৎপুত্রের রাজপদ। [সং. যুবরাজ+য (ভা)]

র

র—বাঙ্গালা ভাষার সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

রই—বিঃ পুষ্করিণীর তলদেশে গভীর খাত। [?]।

রইরই—বিঃ উচ্চরব, গোলমাল, হৈচৈ, হল্লা।

রওয়া—**রহা**-র কথ্য রূপ।

রওয়ানা, রওনা—(১)বিঃ যাত্রা (তীর্থে রওয়ানা) ; প্রেরণ (মাল রওয়ানা করা)। (২)বিণ: যাত্রার জন্য নিক্রান্ত (রওয়ানা হওয়া)। [ফা. রৱানা]।

রং—**রঙ** দ্রঃ।

রংরুট—বিঃ সামরিক পুলিশ প্রভৃতি বিভাগে শিক্ষানবীশ, রিক্রুট। [ইং. recruit]।

রক১—বিঃ কাল্পনিক বৃহৎ পক্ষিবিশেষ। [আ.]।

রক২—**রোয়াক**-এর কথ্য রূপ। বিণ: **-বাজ**—রোয়াকে বসিয়া (সচ. বাজে ও নোংরা) আড্ডা দিয়া বৃথা সময় কাটাইতে অভ্যস্ত। বিঃ **-বাজি**—ঐরূপ আড্ডা বা আড্ডা দেওয়ায় অভ্যাস।

রকম—(১)বিঃ প্রকার (হরেক রকম) ; ধরন, রীতি (তার রকমই ঐ)। (২)বিণ: প্রায় (চার আনা রকম সম্পত্তি)। [আ. রক্ম্]। বি.বিণ: **-ফের**—(একই বস্তুর) ভিন্ন রকম। বিঃ **-সকম**—ভাব-ভঙ্গি, চালচলন। বিণ: **রকমারি, রকমওয়ারি**—নানাপ্রকার।

রক্ত—(১) বিঃ শোণিত, রুধির। (২)বিণ: শোণিতবৎ লালবর্ণবিশিষ্ট (রক্তজবা) ; রঞ্জিত ; ক্রোধাদিজনিত রক্তিম (রক্তআঁখি) ; আসক্ত, অনু-রক্ত। [সং. √রঞ্জ্+ত]। ক্রিঃ **রক্ত ওঠা**—রক্ত-বমন হওয়া। ক্রিঃ **রক্ত ঝরা** বা **পড়া**—শরীরের ভিতর হইতে রক্ত বাহির হওয়া। ক্রিঃ **রক্ত হওয়া**—রক্তহীনতা বা রক্তাল্পতা দূর হইয়া দেহের রক্তবৃদ্ধি হওয়া। **রক্তমাংসের শরীর**—(আল.) জীবদেহ ; (আল.) মানুষের শরীর যাহার পক্ষে উত্তেজনাদি স্বাভাবিক। **রক্তের অক্ষরে লেখা**—(আল.) বহু জীবননাশের বা প্রচুর রক্তপাতের কাহিনী-সংবলিত ইতিহাস ; ঐরূপ ইতিহাস রচনা করা। **রক্তের টান**—রক্তের সম্পর্ক থাকার ফলে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা মায়া। **রক্তের সম্পর্ক** বা **সম্বন্ধ**—একই পরিবারের বা বংশের বিভিন্ন লোকের মধ্যে সম্বন্ধ। **-আঁখি**—(১)বিঃ ক্রোধবশতঃ আরক্ত চক্ষু, রোষদৃষ্টি ; (২)বিণ: রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। বিঃ **-ক**—রক্ত ; লাল কাপড়। বিঃ **-কমল**—লালবর্ণ পদ্ম, কোকনদ। বিঃ **-করবী**—লালবর্ণ করবী। বিণ: **-ক্ষয়ী** (-য়িন্)—বহু লোকের রক্তপাত অর্থাৎ বিনাশ ঘটায় এমন (রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম)। বিঃ **-গঙ্গা**—(আল.) প্রচুর রক্তপাত, খুনাখুনি। ক্রিঃ **রক্ত গরম হওয়া**—উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া। বিঃ **-চক্ষু**—**রক্তআঁখি**-র অনুরূপ। বিঃ **-চন্দন**—লালবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ। **-জিহ্ব**—(১)বিণ: (যাহার) জিহ্বা রক্তবর্ণ এমন ; (২)বিঃ সিংহ। বিঃ **-দন্তিকা, -দন্তী**—চণ্ডীতে বর্ণিত ভগবতীর রূপবিশেষ। ক্রিঃ **রক্ত দর্শন করা**—অস্ত্রাঘাতদ্বারা খুন করা। বিঃ **-দৃষ্টি, -দোষ**—রক্তবিকৃতিরূপ ব্যাধিবিশেষ। বিঃ **-নদী**—**রক্তগঙ্গা**-র অনুরূপ। বিঃ **-নয়ন**—**রক্তআঁখি**-র অনুরূপ। বিঃ **-নিশান**—লালবর্ণ

পতাকা। বিঃ -**নেত্র**—**রক্তআঁখি**-র অনুরূপ। বিঃ -**পাত**—দেহের অংশবিশেষ ছিন্ন হইয়া বা কাটিয়া যাইয়া রক্ত বাহির হওয়া; (পরের) দেহের রক্ত বাহির করা। বিণঃ -**প**, -**পায়ী** (-য়িন্)—রক্তপানকারী। বিঃ -**পিণ্ড**—জমাট রক্তের ঢেলা। বিঃ -**পিত্ত**—পিত্তবিকারের ফলে দূষিত রক্তের আধিক্য বা রক্তবমন। বিঃ -**পিপাসা**—রক্তপানের ইচ্ছা। বিণঃ -**পিপাসু**—রক্ত-পিপাসাযুক্ত। বিঃ -**প্রদর**—রক্তস্রাবযুক্ত প্রদর-রোগবিশেষ। বিঃ -**বমন**—শরীরের রক্ত বমিকরণ; রক্তপিত্ত। -**বর্ণ**—(১)বিঃ রক্তের ন্যায় লাল রঙ; (২)বিণঃ উক্ত রঙ-যুক্ত। বিণঃ -**বাহী** (-হিন্)—(যাহার) মধ্য দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় এমন, শোণিতবাহক। বিঃ -**বীজ**—অসুর-বিশেষ যাহার রক্তের প্রতি ফোঁটা মাটিতে পড়িয়া এক নূতন অসুর সৃষ্টি করিত; দাড়িম্ব-বিশেষ। **রক্তবীজের বংশ** বা **ঝাড়**—(আল.) যাহার যে বংশের বা যে দলের কোন প্রকারেই বিনাশ নাই। বিঃ -**রাগ**—রক্তের ন্যায় লাল আভা বা রঙ। বিঃ -**মোক্ষণ**—চিকিৎসার্থ দেহের রক্ত নিষ্কাশন। বিঃ -**শোষণ**—চুষিয়া রক্তপান; (আল) সর্বস্ব আত্মসাৎ করা। বিঃ -**স্রবণ**—দেহের রক্ত বাহির হওয়া। বিঃ -**স্রোত**—রক্তের প্রবাহ। বিণঃ -**হীন**—রক্তশূন্য; পাণ্ডুর; পাণ্ডুরোগাক্রান্ত। বিঃ -**হীনতা**। বিণঃ **রক্তাক্ত**—রক্তে-মাখা। বিঃ **রক্তাতিসার**—রক্তস্রাবযুক্ত উদরাময় রোগবিশেষ। বিঃ **রক্তাধিক্য**—দেহের রক্তের পরিমাণবৃদ্ধিরূপ রোগ। **রক্তাম্বর**—(১)বিঃ লালবর্ণ কাপড়; (২)বিণঃ (যাহার) পরিহিতবস্ত্র রক্তবর্ণ এমন। বিঃ **রক্তারক্তি**—পরস্পরের রক্তপাত; রক্তের ছড়াছড়ি। বিণঃ **রক্তিম**—রক্তের আভাযুক্ত, লাল আভাযুক্ত। [অশু. বা সং. রক্ত+বাং. ইম]। বিঃ **রক্তিমা** (-মন্)—রক্তবর্ণ অবস্থা, লাল আভা। বিঃ **রক্তোৎপল**—লালবর্ণ পদ্ম। বিঃ **রক্তোপল**—গিরিমাটি।

রক্ষ১—(১)বিঃ রক্ষা। (২)বিণঃ রক্ষাকর্তা। [সং. √রক্ষ+অ (ভা, র্তৃ)]।

রক্ষঃ (-ক্ষস্)—বিঃ রাক্ষস। [সং. √রক্ষ্+অস্ (পে)]। বিঃ -**কুল**—রাক্ষসবংশ। বিঃ -**পুরী**—রাক্ষসদের বাসস্থান; লঙ্কা।

রক্ষক—**রক্ষণ** দ্রঃ।

রক্ষণ—(১)বিঃ রক্ষা করা। (২)বিণঃ রক্ষক ('রাক্ষস-কুলরক্ষণ': মধু)। [সং. √রক্ষ্+অন (ভা, র্তৃ)]। বিণ.বিঃ **রক্ষক**—রক্ষাকর্তা; তত্ত্বাবধায়ক (উদ্যানরক্ষক); প্রহরী (দ্বাররক্ষক); ত্রাণকর্তা; বিপদে রক্ষাকর্তা। বি.বিণ(স্ত্রী): **রক্ষিকা**। বিণঃ -**শীল**—পুরাতনকে টিকাইয়া রাখিবার পক্ষপাতী এবং নূতনত্বের বিরোধী, conservative। বিঃ **রক্ষণাবেক্ষণ**—তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করা, সযত্নে রক্ষা। বিণঃ **রক্ষণীয়**—রক্ষা করিবার যোগ্য।

রক্ষা—(১)বিঃ উদ্ধার, পরিত্রাণ ('বিপদে মোরে রক্ষা কর': রবীন্দ্র); অব্যাহতি, নিস্তার, বাঁচোয়া (টাকা ছিল তাই রক্ষা); নষ্ট হইতে না দেওয়া, সংরক্ষণ (সম্পত্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা); পালন (প্রতিজ্ঞারক্ষা); তত্ত্বাবধান (উদ্যানরক্ষা); প্রহরা, পাহারা (দ্বাররক্ষা); বিপন্ন হইতে না দেওয়া (পার্শ্বরক্ষা, পৃষ্ঠরক্ষা, রক্ষাকবচ); রাখা (ভূতলে রক্ষা করা)। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) রক্ষা করা ('কে রক্ষিবে তোরে: মধু)। [সং. √রক্ষ্+অ (ভা) +আ]। বিঃ -**কবচ**—বিপদ এড়ানর জন্য ধারণীয় মন্ত্রপূত কবচ। বিঃ -**কালী**—রোগ মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণলাভার্থ যে কালীমূর্তির উপাসনা করা হয়। বিঃ -**মন্ত্র**—যে মন্ত্র জপ করিলে বিপদ এড়ান যায়; রক্ষা পাইবার উপায়। বিণঃ **রক্ষিত**—রক্ষা করা বা রাখা হইয়াছে এমন, পরিত্রাত, পালিত; গচ্ছিত (তাহার গহনাগুলি ব্যাঙ্কে রক্ষিত আছে)। **রক্ষিতা**—(১)বিঃ (সং.) রক্ষাকর্তা; (বাং.) পালিতা উপপত্নী; (২)বিণঃ রক্ষাকারী। বিণ-(স্ত্রী): **রক্ষিত্রী**।

রক্ষী (-ক্ষিন্)—বিণ.বিঃ রক্ষক; প্রহরী। [সং. √রক্ষ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **রক্ষিণী**। বিঃ **রক্ষিসৈন্য**—আক্রমণাদি হইতে রক্ষা করার জন্য নিয়োজিত সৈন্য।

রক্ষ্য—বিণঃ রক্ষণীয়। [সং. √রক্ষ্+য]।

রগ—বিঃ ললাটের পার্শ্বদেশ। [ফা.]। বিণঃ -**চটা**—একটুতেই রাগিয়া উঠে এমন, কোপনস্বভাব।

রগড়১—বিঃ ঢক্কাদিতে কাঠির আঘাত; মর্দন; পেষণ; ঘর্ষণ। [হি.]।

রগড়২—বিঃ মজা, কৌতুক, রঙ্গ, তামাশা। বিণঃ **রগড়ে, রগুড়িয়া**—রঙ্গপ্রিয়; কৌতুক-কারী; কৌতুকপূর্ণ।

রগড়া—(১)বিঃ পেষণ; মর্দন। (২)ক্রিঃ রগড়ান। [রগড়১ দ্রঃ]। -**ন**, -**নো**—(১)ক্রিঃ পেষণ বা

মর্দন করা ; ঘর্ষণ করা ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: -রগড়ি—পরস্পর বা ক্রমাগত রগড়ানি, ঘষাঘষি ; (আল.) দর-কষাকষি, বহু বোঝাপড়া ; বহুল ব্যবহার ; ঝগড়া ; এক বিষয়ের অত্যধিক আলোচনা।

রগড়িয়া—রগড়২ দ্রঃ।

রগরগ—অব্য: উজ্জ্বলতা বা বর্ণের উগ্রভাব প্রকাশ (রগরগ করা)। [রাগ-এর দ্বিত্ব ?]। বিণ: **রগরগে**—রগরগ করিতেছে এমন, টকটকে (রগরগে লাল)।

রগড়ে—রগড়২ দ্রঃ।

রঘু—বি: সূর্যবংশের বিখ্যাত নৃপতি ও রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। বি: **-কুল**—রঘুর বংশ। বি: **-কুলতিলক**—রঘুবংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ রামচন্দ্র। বি: **-কুলপতি, -নন্দন, -নাথ, -পতি, -বর, -মণি**—রামচন্দ্র। বি: **-বংশ**—রঘুকুল ; মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ মহাকাব্য।

রঙ, রং—বি: বর্ণ (লাল রঙ, মেঘের রঙ) ; রঞ্জন দ্রব্য (রঙ মাখান) ; দেহের বর্ণ (তার রঙ ফরসা) ; তাসের রুইতন হরতন প্রভৃতি চিহ্নভেদ ; যে চিহ্নের তাসকে যেবারে খেলায় প্রাধান্য দেওয়া হয় ; ধরন (কোন্ রঙের কথা) ; কৌতুক, আতিশয্য (বর্ণনায় রঙ চড়ান)। [সং. রঙ্গ]। ক্রি: **রঙ ফলান**—অতিরঞ্জিত করা। বি: **রঙচঙ, রংচং**—বিবিধ বা বিচিত্র বর্ণ। বিণ: **রঙচঙা, রঙচঙে**—বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিচিত্রবর্ণের। বিণ: **রঙবেরঙ, রংবেরং**—নানা বর্ণের। বিণ: **-দার**—রঙ্গিন। বি: **-মশাল**—আতশবাজিবিশেষ।

রঙচঙ, রংচং, রঙমহল, রংমহল—রঙ্গ১ দ্রঃ।

-রঙা, রঙান (-নো), রাঙলা—যথাক্রমে **-রঙ্গা রঙ্গান** ও **রঙ্গিলা**-র বানানভেদ।

রঙ্কিণী১—**রঙ্গিনী**-র বিকৃত রূপ (রঙ্কিণী কালী)।

রঙ্কিণী২—বিণ(স্ত্রী): দরিদ্রা ('রঙ্কিণী রাজার বেটি' : শি.)। [সং. রঙ্ক+ইন্+ঈ (স্ত্রী)]।

রঙ্কু—বি: মৃগবিশেষ। [সং.]।

রঙ্গ১—বি: বর্ণ, রং ; রঞ্জক দ্রব্য ; নৃত্যগীতাভিনয় (রঙ্গমঞ্চ) ; ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ (রঙ্গভূমি) ; লীলায়িত হাবভাব বা ভঙ্গি, লীলা ; ভঙ্গি, ধরন ; নাট্যশালা ; রণভূমি ; রাংধাতু। [সং. √রঞ্জ্+অ]। বি: **-ভূমি**—রণস্থল : ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার স্থান, মল্লভূমি, কুস্তির আখড়া, খেলার মাঠ ; নাট্যশালা। বি: **-মঞ্চ**—যে মঞ্চের উপরে অভিনয় করা হয়, স্টেজ। বি: **-শালা**—অভিনয়গৃহ। বি: **-স্থল**—**রঙ্গভূমি**-র অনুরূপ। বি: **রঙ্গালয়**—নাট্যশালা, থিয়েটার। বিণ(স্ত্রী): **রঙ্গিণী**—রঙ্গপ্রিয়া ; আমোদিনী, কৌতুকময়ী ; লীলাময়ী ; লীলামত্তা (রণরঙ্গিণী) ; রণরঙ্গিণী। বিণ: **রঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—**রঙ্গিণী**-র পুংলিঙ্গ।

রঙ্গ২—বি: কৌতুক, তামাশা, পরিহাস, ঠাট্টা (রঙ্গ করা) ; ভাঁড়, মজা (রঙ্গ দেখা) ; আমোদ, আনন্দ (রঙ্গে মাতা)। [ফা. রংগ্]। বি: **-চিজা** —যে বালক রঙ্গ দেখিতে ভালবাসে ; চেঙ্গড়া ছেলে। বি: **রঙচঙ, রংচং**—হাস্যপরিহাস ; অভিনেতৃসুলভ হাবভাব। বিণ: **-দার**—মজাদার। বিণ: **-প্রিয়**—কৌতুকপ্রিয়, হাস্যপরিহাস করিতে ভালবাসে এমন। বি: **-প্রিয়তা**। বি: **-ভঙ্গ**—কৌতুকজনক অঙ্গভঙ্গি। বি: **-মহল, রঙমহল, রংমহল**—মুসলমান নৃপতিদের বিলাসভবন বা অন্তঃপুর ; আনন্দনিকেতন। বি: **-রস**—হাস্যকৌতুক, আমোদ-প্রমোদ।

রঞ্জক—বি: জীব উদ্ভিদ্ প্রভৃতির দেহে প্রাপ্ত রঞ্জক পদার্থ, pigment [বি. প.]। [সং. রঞ্জ্+অক (র্তৃ)]।

রঞ্জন—বি: চিত্রকরণ ; রক্তবর্ণ পুষ্পবিশেষ। [রঙ্গ১ দ্রঃ]।

-রঙ্গা—বিণ: বর্ণবিশিষ্ট (সাতরঙ্গা)। [বাং. রঙ্গ১+আ]।

রঙ্গান, রঙ্গানো—(১)ক্রি: রঞ্জিত করা, ছোপান। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [বাং. রঙ্গ১+আ—নামধাতু]।

রঙ্গিণী—রঙ্গ১ দ্রঃ।

রঙ্গিন—বিণ: রঞ্জিত ; রঙযুক্ত ; নানারঙে শোভিত। [বাং. রঙ্গ১+ইন]।

রঙ্গিয়া—বিণ: (প্রা. কা.) রসিক, রঙ্গপ্রিয় ; রসিকা, রঙ্গপ্রিয়া। [বাং. রঙ্গ২+ইয়া]।

রঙ্গিল—বিণ: রঙ্গিন। [হি.]।

রঙ্গিলা১—বিণ(স্ত্রী): রঞ্জিতা (রঙ্গিলা শাড়ি) ; রাঙ্গা (রঙ্গিলা গাই)। [রঙ্গিল্-এর স্ত্রীলিঙ্গ]।

রঙ্গিলা২—বিণ: রঙ্গপ্রিয়, রঙ্গকারী ; স্ফূর্তিবাজ। [হি.]।

আদিতে **রঙ্গ**- -যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **রঙ্গ**১ ও **রঙ্গ**২ দ্রঃ।

রজীন—**রজিন**-র বানানভেদ।

রচক—বিঃ রচনাকারী। [সং. √ রচ্+অক]।

রচন—বিঃ রচনা করা। [সং. √ রচ্+ণিচ্+অন (ভা)]।

রচনা—বিঃ রচন, নির্মাণ, গঠন; বিন্যাস, গ্রন্থন (কবরী-রচনা); সৃষ্টি (বিশ্ব-রচনা); রচিত বস্তু; লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কবিতাদি। [সং. √ রচ্+অন (ভা)+আ]। বিঃ **-কৌশল, -প্রণালী, -পদ্ধতি**—নির্মাণের রীতি; প্রবন্ধাদি রচনার ধারা। বিঃ **-শৈলী**—প্রবন্ধাদি রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, style। বিণ: **রচনীয়**—রচনা করিতে হইবে এমন। বিণ বিঃ **রচয়িতা** (-তৃ)—রচনাকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **রচয়িত্রী**। বিণ: **রচিত**—রচনা করা হইয়াছে এমন।

রচা—(১)ক্রিঃ রচনা করা, কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √ রচ্+বাং. আ]।

রচিত—**রচনা** দ্রঃ।

রজঃ (-জস্), (চলিত) **রজ**—বিঃ ধূলা (পদরজঃ); পরাগ, পুষ্পরেণু (পুষ্পরজঃ), যৌবনপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের মাসিক রক্তস্রাব বা ঋতু (রজোদর্শন); (দর্শনে) প্রকৃতির ত্রিবিধ গুণের মধ্যমটি (রজোগুণ)। [সং. √ রঞ্জ্+অস্ (ণে), অ (র্ম)]। বিঃ **রজঃকণা**—ধূলিকণা। বিণ(স্ত্রী): **রজস্বলা**—ঋতুমতী। বিঃ **রজোগুণ**—প্রকৃতির ত্রিবিধ ধর্ম বা গুণের মধ্যমটি। বিঃ **রজোদর্শন**—স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুস্রাব।

রজক—বিঃ (অপ্র.) রঙকারক; ধোপা। [সং. √ রঞ্জ্+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **রজকী**, (বাং.) **রজকিনী**।

রজত—(১)বিঃ রৌপ্য। (২)বিণ: সাদা। [সং. √ রঞ্জ্+অত (ণে)]। **-কান্তি**—(১)বিণ: রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র বা সুন্দর; সাদা; (২)বিঃ রৌপ্যের ন্যায় সৌন্দর্য, অতিশয় শুভ্র বর্ণ। বিঃ **-গিরি**—(শুভ্র তুষারে আবৃত বলিয়া) কৈলাস-পর্বত। বিঃ **রজতজয়ন্তী**—**জয়ন্তী** দ্রঃ। **-বর্ণ**—(১)বিণ: রূপার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট; (২)বিঃ রূপার ন্যায় সাদা রঙ। বিণ(স্ত্রী): **-বর্ণা**।

রজন—বিঃ চির-গাছের নির্যাস হইতে তাপিন-তৈল নিষ্কাশিত করিয়া লওয়ার পর যে অংশ থাকে তাহা শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত পদার্থবিশেষ। [ইং. rosin]।

রজনী—বিঃ রাত্রি, নিশা, যামিনী, বিভাবরী। [সং. √ রঞ্জ্+অনি (র্ম)+ঈ]। বিঃ **-কান্ত, -নাথ**—চন্দ্র। বিঃ **-গন্ধা**—অতি সুগন্ধি সাদা ফুলবিশেষ (ইহা সন্ধ্যাবেলায় প্রস্ফুটিত হয়)।

রজস্বলা, রজোগুণ, রজোদর্শন—**রজঃ** দ্রঃ।

রজ্জু—বিঃ দড়ি। [সং.]। **সর্পে রজ্জু ভ্রম**—স্থিরভাবে পতিত সর্পকে দেখিয়া রজ্জু বলিয়া ভুল ধারণা করা।

রঞ্জক১—**রঞ্জন** দ্রঃ।

রঞ্জক২—বিঃ বারুদ। [?]। বিঃ **-ঘর**—সেকালের কামান-বন্দুকাদির যে অংশে বারুদ পোরা হইত।

রঞ্জন—(১)বিঃ রঙ করা (বস্ত্ররঞ্জন); তুষ্টি-সম্পাদন, আনন্দদান (মনোরঞ্জন, প্রজারঞ্জন)। (২)বিঃ প্রীতিজনক, আনন্দদায়ক (নয়নরঞ্জন রূপ)। [সং. √ রঞ্জ্+ণিচ্+অন (ভা, র্তৃ)]। **রঞ্জক**১—(১)বিণ: রঞ্জনকারী; অনুরাগ-উৎপাদক; প্রীতিকর; (২)বিঃ রঞ্জকদ্রব্য। বিণ(স্ত্রী): **রঞ্জিকা**। বিঃ **রঞ্জকদ্রব্য**—যে বস্তুদ্বারা রঙ করা হয়। বিণ(স্ত্রী): **রঞ্জনী**—প্রীতিদায়িনী। বিণ: **রঞ্জিত**—রঞ্জন করা হইয়াছে এমন, সন্তোষিত; বংযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **রঞ্জিতা**।

রঞ্জনরশ্মি—বিঃ (বিজ্ঞা.) অসাধারণ ভেদনশক্তি-যুক্ত আলোকরশ্মিবিশেষ। [ইং. Röntgen rays]।

রঞ্জা—ক্রিঃ (কাব্যে) রঞ্জিত করা। [সং. √ রঞ্জ্+বাং. আ]।

রঞ্জিকা, রঞ্জিত—**রঞ্জন** দ্রঃ।

রঞ্জিনী—**রঞ্জী** দ্রঃ।

রঞ্জী (-ঞ্জিন্)—বিণ: রঞ্জক। [সং. √ রঞ্জ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **রঞ্জিনী**।

রটন, রটনা—বিঃ প্রচার, ঘোষণা; কথন; খ্যাতি। [সং √ রট্+অন (ভা), +আ]। বিণ: **রটিত**—প্রচারিত; খ্যাত; কথিত।

রটন্তী—বিঃ মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী। [সং. √ রট্+অৎ (র্তৃ)+ঈ]।

রটা—ক্রিঃ প্রচারিত বা রাষ্ট্র হওয়া (যা রটে তা' বটে); বলা, প্রচার করা ('রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সবঘটে': রা. প্র.)। [সং. √ রট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১) প্রচার করা; (মন্দ অর্থে) রাষ্ট্র করা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

রটিত—**রটন** দ্রঃ।

রড—বিঃ লৌহদণ্ড; ডাণ্ডা। [ইং. rod]।

রড়—বিঃ (প্রা. কা.) ছুট, দৌড়। [দেশী]।

রণ—বিঃ যুদ্ধ, সংগ্রাম, সমর ; শব্দ, রব। [সং. √রণ্+অ (ধি, ভা)]। বিণঃ **-কুশল**—যুদ্ধ করিতে বা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। বিঃ **-কৌশল**—যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধবিদ্যা। বিঃ **-ক্ষেত্র**—যেখানে লড়াই চলিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্র। **-চণ্ডী**—**চণ্ডী** দ্রঃ। বিণঃ **-জয়ী, -জিৎ**—যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে বা করে এমন। বিঃ **-তরঙ্গ**—যুদ্ধরূপ ঢেউ। বিঃ **-তরী, -তরি, -পোত**—যে নৌকা বা জাহাজে চড়িয়া যুদ্ধ করা হয়। বিণঃ **-পণ্ডিত**—রণকুশল। বিঃ **-বেশ**—যুদ্ধোপযোগী বেশ, সৈনিকের পোশাক। বিঃ **-ভঙ্গ**—(পরাজিত হইয়া) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন। বিণঃ **-মত্ত**—যুদ্ধ করার জন্য বা যুদ্ধ করিতে করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে এমন। বিঃ **-যাত্রা**—যুদ্ধার্থ গমন, অভিযান। বিণ(স্ত্রী): **-রঙ্গিণী**—রণমত্তা ; যুদ্ধ করিতে ভালবাসে এমন (রমণী)। বিঃ **-সজ্জা, -সাজ**—রণবেশ। বিঃ **-স্থল, রণাঙ্গন**—রণক্ষেত্র।

রণৎ—বিণঃ শব্দায়মান। [সং. √রণ্+অৎ]

রণন—বিঃ শব্দ করা, (বাং.) রনরন শব্দ, ঝঙ্কার। [সং. √রণ্+অন (ভা)]। **রণিত**—(১)বিণঃ শব্দিত ; (বাং.) ঝঙ্কৃত ; (২)বিঃ শব্দ।

রণপা, রণরণ, রণরণি—যথাক্রমে **রনপা রনরন** ও **রনরনি**-র বর্জি বানান।

রণাঙ্গন—**রণ** দ্রঃ।

রণিত—**রণন** দ্রঃ।

রণ্ড—বিণঃ (ব্যক্তি সম্বন্ধে) সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ; (বৃক্ষাদি সম্বন্ধে) ফলফুল উৎপাদনে অক্ষম, বন্ধ্যা। [সং. √রম্+ড (র্তৃ)]। **রণ্ডা**—(১)বিণ(স্ত্রী): বন্ধ্যা, বিধবা, রাঁড় ; (২)বিঃ বেশ্যা।

রত—(১)বিণঃ নিযুক্ত (পাঠরত, কর্মরত) ; আসক্ত (ভোগরত, বিষয়রত)। (২)বিঃ রতি, রমণ। [সং. √রম্+ত (র্তৃ, ভা)]।

রতন—**রত্ন**-র কোমল ও কথ্য রূপ। বিঃ **-চুড়, -চুর**—হাতের গহনাবিশেষ। **রতনে রতন চেনে**—অসৎ লোক অসৎ লোককে দেখিলেই বুঝিতে পারে ; অসৎ লোক অসৎ লোকেরই সহিত সংসর্গ করে।

রতি১—(১)বিঃ ১ কুঁচের সমান ওজন। (২)বিণঃ উক্ত ওজনবিশিষ্ট। [সং. রক্তি]।

রতি২—বিঃ কন্দর্প-পত্নী ; মৈথুন, রমণ, আসক্তি, আনন্দ, অনুরাগ ; (অল.) চিত্তের অনুকূল বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণজনিত আকুলতা। [সং. √রম্+তি (র্তৃ, ভা)]। বিঃ **-কান্ত, -পতি**—কামদেব। বিঃ **-শক্তি**—রমণের ক্ষমতা।

রত্তি—**রতি১**-র কথ্য রূপ।

রত্ন—বিঃ হীরা-মাণিক্যাদি বহুমূল্য মণিমুক্তা ; (আল.) শ্রেষ্ঠ বস্তু, কোন জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট (রমণীরত্ন)। [সং. √রম্+ন (র্তৃ)]। বিণঃ **-খচিত**—হীরা-মাণিক্যাদি বসান আছে এমন, মণিময়। **-গর্ভ**—(১)বিণঃ মধ্যে রত্ন আছে এমন ; (২)বিঃ সমুদ্র। **-গর্ভা**—(১)বিণঃ(স্ত্রী): (আল) সুসন্তানবতী ; (২)বিঃ গুণবান্ সন্তানের জননী ; (বিদ্রূপে) কুসন্তানের জননী ('মা আমার রত্নগর্ভা—একটি মাতাল, একটি জোচ্চোর, একটি চোর' : গি. ঘো.) ; পৃথিবী। বিঃ **-গিরি**—সুমেরু পর্বত। বিঃ **-দ্বীপ**—প্রবালদ্বীপ। বিণঃ **-প্রভ**—রত্নের ন্যায় উজ্জ্বল বা দীপ্তিশালী। **-প্রভা**—(১) হীরা-মাণিক্যাদির দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্য ; (২)বিণ(স্ত্রী): রত্নের ন্যায় উজ্জ্বলা বা দীপ্তিশালিনী। বিণ(স্ত্রী): **-প্রসবিত্রী, -প্রসবিনী, -প্রসূ**—রত্ন প্রসব করে এমন, মণিমাণিক্যাদি উৎপাদনকারিণী, রত্নগর্ভা ; (আল.) সুসন্তানবতী। বিঃ **-বণিক্** (-ণিজ্)—মণিমুক্তার কারবারী, মণিকার, জহুরী। বিণঃ **-ময়**—রত্নদ্বারা নির্মিত বা গঠিত ; রত্নপূর্ণ। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বিঃ **রত্নাকর**—রত্নের খনি ; সমুদ্র, (কৃত্তিবাসী রামায়ণে উক্ত) বাল্মীকির পূর্বনাম। বিঃ **রত্নাবলী**—রত্নশ্রেণী ; রত্নহার ; সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থবিশেষ। বিঃ **রত্নাভরণ, রত্নালঙ্কার, রত্নালংকার**—জড়োয়া গহনা।

রত্নি—বিঃ কনুই হইতে বদ্ধমুষ্টি-হস্তাগ্র পর্যন্ত পরিমাণ, মুটমহাত। [সং.]।

রথ—বিঃ অশ্বাদিবাহিত চক্রযুক্ত প্রাচীন যানবিশেষ ; প্রাচীন যুদ্ধযান (রথযুদ্ধ) ; জগন্নাথদেবের যান বা তদনুকরণে নির্মিত যান (রথযাত্রা) ; যে-কোন গাড়ি (বাষ্পরথ)। [সং. √রম্+থ (ণে)]। ক্রিঃ **রথ টানা**—রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে ভক্তবৃন্দ কর্তৃক (প্রধানতঃ পুরীর মন্দিরের) রথ রজ্জুবদ্ধ করিয়া টানা। ক্রিঃ **রথ দেখা ও কলা বেচা**—(আল.) একই সঙ্গে আনন্দ উপভোগ ও

* আদিতে **রণ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **রণ** দ্রঃ।

অর্থোপার্জন করা। বিঃ **-চক্র, রথাঙ্গ**—রথের চাকা। বিঃ **-যাত্রা**— আষাঢ়-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথভ্রমণোৎসব।

রথী (-থিন্)—বিঃ রথারূঢ় ব্যক্তি ; যে ব্যক্তি রথে চড়িয়া যুদ্ধ করে ; যোদ্ধা ; (আল.) বীর-পুরুষ [সং. রথ+ইন্]।

রথো—বিণঃ (কথ্য) একান্ত বাজে, অব্যবহার্য (রথো মাল) ; অকর্মণ্য (রথো লোক)। [তু. রদ্দি]।

রথ্যা—বিঃ রাস্তা, পথ ; রথসমূহ। [সং. রথ +য+আ]।

রদ১—(১)বিণঃ খারিজ, মকুফ, রহিত, প্রত্যাহৃত (হুকুম রদ করা বা হওয়া)। (২)বিঃ খারিজ করা বা রহিত করা (নিলাম-রদ)। বিঃ **-বদল**— পরিবর্তন।

রদ২, **রদন**—বিঃ দাঁত ('দ্বিরদরদনির্মিত' : মধু , 'বদনে রদন নড়ে' : ভা.চ.)। [সং. √রদ্+অ, অন (ণ)]। বিঃ **রদী** (-দিন্), **রদনী** (-নিন্), —দন্তী, হাতি।

রদন, রদনী, রদবদল, রদী, রদ্দী—যথাক্রমে রদ২ রদ২ রদ১ রদ২ ও রদ্দি দ্রঃ।

রদ্দা—বিঃ (বাহুদ্বারা ঘাড়ে) ঘর্ষণ (রদ্দা মারা) ; গলাধাক্কা (রদ্দা দেওয়া)। [হি.]।

রদ্দি, রদ্দী—বিণঃ নিকৃষ্ট, ওঁচা, বাজে। [হি. < আ. রদ্দী]।

রনপা—বিঃ পূর্বকালে বাঙ্গালার দস্যুগণ কর্তৃক দ্রুতগমনের জন্য ব্যবহৃত অতি দীর্ঘ যুগলদণ্ড-বিশেষ। [সং. রণ+বাং. পা]।

রনরন, রনরনি—বিঃ অস্ত্রাদির ঘাতপ্রতিঘাত-জাত ঝনৎকার ; অলঙ্কারাদির শিঞ্জন, রুনু-রুনু শব্দ, ঝঙ্কার।

রন্ধন—বিঃ রান্না, পাক করা। [সং. √রধ্+অন (ভা)]। বিঃ **-গৃহ, -শালা**—রান্নাঘর। বিণঃ **রন্ধিত**—রাঁধা হইয়াছে এমন।

রন্ধ্র—বিঃ ছিদ্র, গর্ত ; দোষ, ত্রুটি ; কুক্ষি ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান, বিনাশস্থান। [সং]। **রন্ধ্রগত শনি**—রাশিচক্রে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে শনিগ্রহের অবস্থান : ইহা জাতকের পক্ষে মৃত্যুযোগ বলিয়া বিবেচিত হয়।

রপ্ত—বিণঃ অভ্যস্ত (রপ্ত করা বা হওয়া)। [আ. রব্ৎ]। ক্রি-বিণঃ **রপ্তে রপ্তে**—অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ ; ধীরে ধীরে।

রপ্তানি—বিঃ বিক্রয়ের জন্য পণ্যদ্রব্য বিদেশে প্রেরণ। [ফা. রফ্তানী]। বিণঃ **রপ্তানী**—রপ্তানি করা হইতেছে বা হইয়াছে এমন।

রফা—বিঃ আপস-মীমাংসা, মিটমাট, নিষ্পত্তি (রফা করা) ; বিনাশ, শেষ (দফারফা)। [আ. রফ্‌আ]। বিঃ **-নামা**—আপস-মীমাংসার শর্তাদি সংবলিত লিপি।

রব—বিঃ শব্দ, ধ্বনি ; গুজব (রব উঠা)। [সং.]। বিণঃ **রবাহূত**—লোকমুখে ভোজের সংবাদ পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া উপস্থিত, অনিমন্ত্রিত আগন্তুক।

রবাব—বিঃ বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ; রুদ্র-বীণা। [ফা.]।

রবার—বিঃ বৃক্ষবিশেষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক পদার্থবিশেষ। [ইং. rubber]।

রবাহূত—রব দ্রঃ।

রবি—বিঃ সূর্য, ভাস্কর, দিবাকর। [সং.]। বিঃ **-কর, -রশ্মি**—সূর্যের কিরণ। বিঃ **-ছবি**—সূর্যের দীপ্তি বা শোভা। বিঃ **-তনয়, -নন্দন, -সুত**—সূর্যের পুত্র ; শনি ; যম , কর্ণ। বি(স্ত্রী): **-তনয়া, -নন্দিনী, -সুতা**—সূর্যের কন্যা, যমুনা। বিঃ **-বর্ষ**—(জ্যোতি.) এক নক্ষত্র হইতে যাত্রা-রম্ভ করিয়া সমুদয় রাশিচক্র পরিক্রমণপূর্বক পুনরায় সেই নক্ষত্রে সঞ্চারিত হইতে সূর্যের যে সময় লাগে। বিঃ **-বার, -বাসর**—সপ্তাহের প্রথম দিন। বিঃ **-মণ্ডল**—সূর্যের পরিধি বা পরিবেশ। বিঃ **-মার্গ**—সূর্যের পরিক্রমণপথ। বিঃ **-রশ্মি**—**রবিকর** দ্রঃ। বিঃ **-সুত**—**রবি-তনয়** দ্রঃ।

রবিখন্দ, রবিশস্য—বিঃ গম যব প্রভৃতি বসন্ত-কালীন শস্য। [আ. রবী (=বসন্তকাল)+ খন্দ১, শস্য]।

রবীউল্-আউআল্—বিঃ মুসলমানী বৎসরের তৃতীয় মাস। [আ. রবীঅ-উল্-আব্বল]।

রভস—বিঃ ঔৎসুক্য ; প্রবল ভাবাবেগ ; গভীর শোক ; উল্লাস ('জলসিক্তিক্ষিতিসৌরভরভসে' : রবীন্দ্র) ; (প্রা. কা) মিলন, সম্ভোগ, কেলি-বিলাস ('কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়নু' : বিদ্যা.)। [সং. √রভ্+অস]।

রম—(১)বিণঃ রমণীয় ; আনন্দজনক। (২)বিঃ স্বামী, পতি ; কন্দর্প। [সং. √রম্+ণিচ্+অ]।

রমজান—বিঃ মুসলমানী বৎসরের নবম মাস রোজার মাস। [আ]।

রমণ১—বিঃ ক্রীড়া, কেলি, প্রমোদ-বিহার ; মৈথুন, রতিক্রিয়া। [সং. √রম্ + অন (ভা)]।

রমণ২—(১)বিঃ কন্দর্প ; পতি, বল্লভ (রাধারমণ)। (২)বিণঃ প্রিয় ; সন্তোষবিধায়ক। [সং. √রম্ + ণিচ্ + অন (র্তৃ)]। বি.বিণ(স্ত্রী): **রমণা**।

রমণী—(১)বিঃ সুন্দরী নারী ; নারী ; পত্নী। (২)বিণঃ প্রিয়া ; সন্তোষবিধায়িত্রী। [সং. রমণ + ঈ]। বিঃ **-রত্ন**—শ্রেষ্ঠা নারী।

রমণীয়—বিণঃ মনোরম, সুন্দর, ক্ষণে ক্ষণে নব নব মনোহর রূপ ধারণ করে এমন। [সং. √রম্ + ণিচ্ + অনীয় (র্তৃ)]।

রমা১—ক্রিঃ (কাব্যে) ক্রীড়া করা বা বিহার করা। [সং. √রম্ + বাং. আ]।

রমা২—বিঃ লক্ষ্মীদেবী ; প্রিয়া ; সুন্দরী নারী। [সং. √রম্ + ণিচ্ + অ (র্তৃ) + আ]। বিঃ **-কান্ত**, **-নাথ**, **-পতি**, **রমেশ**—নারায়ণ, বিষ্ণু।

রমিত—বিণঃ কৃতরমণ ; রতিপ্রাপিত ; ক্রীড়িত ; আনন্দময়, উজ্জ্বল ('বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে' : মধু.)। [সং. √রম্ + ণিচ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **রমিতা**।

রমেশ—**রমা**২ দ্রঃ।

রম্ভা—বিঃ অপ্সরাবিশেষ ; কলাগাছ, কদলী। [সং.]। বিঃ **রম্ভোরু**—কদলীবৃক্ষের ন্যায় সুপুষ্ট ও সুন্দর উরুবিশিষ্টা রমণী।

রম্য—বিণঃ রমণীয়, মনোরম, সুন্দর। [সং. √রম্ + য (ধি)]। বিণ(স্ত্রী): **রম্যা**। **রম্য রচনা**—প্রধানতঃ লঘুচালে লিখিত হাস্যরসাশ্রিত সুখ-পাঠ্য রচনা বা প্রবন্ধাদি, belles-lettres।

রয়—বিঃ প্রবাহ, স্রোত ; বেগ। [সং.]।

রয়ানী—বিঃ (প্রাদে) মনসামঙ্গল-গান। [দেশী]।

রলা—বিঃ শাল প্রভৃতি বড় গাছের সরু গুঁড়ি। [দেশী]।

রশনা১—**রসনা**২-র বিরল বানান।

রশনা২—বিঃ স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার প্রভৃতি। [সং. √রশ্ + অন + (র্তৃ) + আ]।

রশারশি—বিঃ ছোট-বড় দড়ি ; [হি. রস্‌সা + বাং. রশি]।

রশি—বিঃ দড়ি, রজ্জু ; জমি-জরীপের পরিমাপ-শিকল বা চেন। [সং. রশ্মি]।

রশুন—**রসুন**-এর বানানভেদ।

রশ্মি—বিঃ কিরণ ; রজ্জু ; লাগাম ; পক্ষ্ম, নেত্র-লোম। [সং. অশ্ + মি (র্তৃ), নি.]।

রস—বিঃ স্বাদ ; কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর : রসনাদ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য (বিশেষতঃ খাদ্য-দ্রব্য) স্পর্শ করার ফলে লব্ধ এই ছয় প্রকার অনুভূতি ; ইহা হইতে 'ছয়' এই সংখ্যার সঙ্কেত (যথা "নিশাপতি রস ঋতু আর দ্বিজরাজ"—১৬৬১) ; দ্রব, কঠিন পদার্থের গলিত বা জল-মিশ্রিত অবস্থা (চিনির রস) ; নির্যাস (ফলের রস) ; নিঃস্রাব (খেজুর রস, ঘায়ের রস) ; তরল সারভাগ (অন্নরস) ; শ্লেষ্মা (রসাধিক্য) ; শুক্র ; প্রবল অনুরাগ বা আসক্তি ('রসভারে দুঁহুঁ তনু থরথর কাঁপই' : চণ্ডী.) ; দেহগত ধাতুবিশেষ (রস নামা) ; (অল.) শৃঙ্গার বা আদি বীর করুণ অদ্ভুত রৌদ্র ভয়ানক হাস্য বীভৎস ও শান্ত : সাহিত্যের এই নয় প্রকার বর্ণনাবৈশিষ্ট্য ; শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর বা উজ্জ্বল : বৈষ্ণব সাধন ও সাহিত্যের এই পাঁচপ্রকার বৈশিষ্ট্য বা পন্থা ; তাৎপর্য, গূঢ় মর্ম (রস গ্রহণ করা) ; (অশি.) তেজ, অহঙ্কার (ভারী রস হয়েছে) ; রঙ্গ, কৌতুক, রসিকতা (আর রস করতে হবে না) ; হর্ষ, উল্লাস (রসে মাতা) ; ভোগসুখ, আনন্দ (ও-রসে বঞ্চিত), সম্বল, পুঁজি, অর্থবল (তার রস ফুরিয়ে গেছে) ; আকর্ষণ, মজা, লাভ (চাকরিতে আর রস নেই) ; (আয়ু) পারদ (রসকপূর, রসসিন্দুর)। [সং. √রস্ + অ (ম)]। বিঃ **-করা**—চিনির রসে পাক-করা নারিকেলের লাড়ুবিশেষ। বিঃ **-কর্পূর** — পারদঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ। বিঃ **-কলি**—বৈষ্ণবগণ কর্তৃক ললাটে অঙ্কিত পুষ্পকলির ন্যায় তিলক। বিঃ **-কষ**—মাধুর্য ও কোমলতা, সামান্যমাত্র রস। বিণঃ **-গর্ভ**—সরস, রসপূর্ণ। বিঃ **-গোল্লা**—চিনির রসে পাক-করা ছানার গোল্লাবিশেষ। বিণঃ **-ঘন**—প্রগাঢ় রসযুক্ত। **-ঘ্ন**—(১)বিণঃ দেহস্থ রসের আধিক্যনাশক ; (২)বিঃ সোহাগা। বিণঃ **-জ্ঞ**—মর্মগ্রাহী, সমঝদার, রসিক। বিণ(স্ত্রী): **-জ্ঞা**। বিঃ **-জ্ঞতা**। বিঃ **-জ্ঞান**—রসবোধ, রস উপলব্ধি, উপলব্ধি করার বা উপভোগ করার শক্তি। বিণঃ **রসাত্মক**—রসগর্ভ (রসাত্মক বাক্য)। বিঃ **-বড়া**—গুড় বা চিনির রসে পাক-করা দালবড়া। বিঃ **-বড়ি**—বিষ-বড়ি, পারদ-ঘটিত কবিরাজী ঔষধবিশেষ। **-বতী**—(১)বিণ(স্ত্রী): সুরসিকা ; (২)বিঃ সুন্দরী ও রসিকা যুবতী ; (সং.) রান্নাঘর। বিঃ **-বাত**—দেহে রসাধিক্য-ঘটিত বাতরোগ। বিঃ **-বৃদ্ধি**, **রসাধিক্য**—দেহস্থ রসের আধিক্য বা প্রাবল্য ; শ্লেষ্মাবৃদ্ধি। বিণঃ

-বেত্তা (-ত্তৃ)—**রসজ্ঞ**-র অনুরূপ। বিঃ **-বোধ**—**রসজ্ঞান**-এর অনুরূপ। বিঃ **-ভঙ্গ**—সরস প্রসঙ্গে অথবা রস-উপভোগে অপ্রত্যাশিত বাধা। বিণঃ **-ময়**—রসপূর্ণ; রসিক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-ময়ী**। বিঃ **-মুণ্ডী**—অতি ক্ষুদ্র রসগোল্লাতুল্য মিঠাই-বিশেষ। বিঃ **-রঙ্গ**—সরস আমোদ-প্রমোদ; হাসিঠাট্টা। বিঃ **-রচনা**—রসিকতাপূর্ণ বা হাস্য-রসাত্মক রচনা। বিঃ **-রাজ**—রসিকশ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ; রসাঞ্জন; পারদ। বিঃ **-শালা**—রাসায়নিক গবেষণাগার বা কার্যালয়। বিঃ **-সিন্দূর**—গন্ধক বা পারদ একত্রে ভস্মীভূত করিলে যে সিন্দুরবৎ পদার্থ পাওয়া যায়, হিঙ্গুল। বিণঃ **-স্থ**—(দেহে) রসের আধিক্য হইয়াছে এমন, শ্লেষ্মাপীড়িত। বিণঃ **-হীন**—নীরস, শুষ্ক; আকর্ষণহীন। বিঃ **রসাঞ্জন**—সুর্মা; অ্যানটিমনি ও গন্ধক মিশ্রিত খনিজ পদার্থবিশেষ। বিঃ **রসাধিক্য**—দেহে শ্লেষ্মার আধিক্য। বিঃ **রসাবেশ**—প্রবল অনুরাগ বা আসক্তি বা বাসনার সঞ্চার। বিঃ **রসাভাস**—(আল.) পরিবেশের বা বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধ রস বা বর্ণনা; নীচ বা অনুচিত বর্ণনা বা রস। বিঃ **রসালাপ**—সরস বা কৌতুকজনক কথাবার্তা। বিঃ **রসসিন্দূর** (অশু.)—রসসিন্দুর। বিঃ **রসাস্বাদ, রসাস্বাদন**—রসের স্বাদ গ্রহণ করা; মর্ম উপলব্ধি করা। বিঃ **রসেন্দ্র**—পারদ। বিণঃ **রসোত্তীর্ণ**—রস-পরিবেশনে সফল বা সার্থক। বিঃ **রসোদ্গার**—(বৈ. সা.) মিলনে পূর্ণতৃপ্তি বোধ না হওয়ায় পুনরায় মিলনের প্রবল বাসনা লইয়া সখিগণমধ্যে মিলনে আস্বাদিত সকল রসের স্মরণ ও আস্বাদন।

রসদ—বিঃ (প্রধানতঃ সৈন্যদলকে প্রদত্ত বা তাহাদের জন্য সঞ্চিত) খাদ্যদ্রব্য, ration; খোরাক; (আল.) উপকরণ (আনন্দের রসদ); প্রয়োজনীয় অর্থ (বড়মানুষি করার রসদ)। [ফা.]।

রসন—বিঃ রসগ্রহণ, আস্বাদন; ধ্বনন, জিহ্বা। [সং √রস্+অন (ভা, ণে)]।

রসনা১—**রশনা**১-র বানানভেদ।

রসনা২, **রসনেন্দ্রিয়**—বিঃ আস্বাদনের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা। [সং. রসন+আ, ইন্দ্রিয়]।

রসম—বিঃ রীতি, নিয়ম, আচার, ধারা। [আ. রস্‌ম্]।

রসা১—বিঃ পৃথিবী (রসাতল)। [সং. রস+অ+আ]।

রসা২—(১)বিণঃ রসযুক্ত; প্রচুর রস আছে এমন (রসা কাঁঠাল); ঈষৎ পচা (রসা মাছ)। (২)বিঃ মাছ মাংস প্রভৃতির অল্প ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জনবিশেষ। (৩)ক্রিঃ রসযুক্ত হওয়া (মাটি রসেছে); শ্লেষ্মাদিতে ভারাক্রান্ত হওয়া (চোখ-মুখ রসেছে); অল্প পচা (মাছটা রসেছে)। **-ন**২, **-নো**—(১)ক্রিঃ রসযুক্ত করা; আর্দ্র কোমল বা রসভাবযুক্ত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. রস+বাং. আ]।

রসাঞ্জন—**রস** দ্রঃ।

রসাতল—বিঃ পুরাণোক্ত সপ্তপাতালের নিম্নতমটি, পাতাল; ভূতল; (বাং.) অধঃপাত, ধ্বংস (রসাতলে যাওয়া বা দেওয়া)। [সং. রসা১+তল]।

রসাধিক্য—**রস** দ্রঃ।

রসান১ (উচ্চা. রসান্)—বিঃ রসসিক্ত করা; স্বর্ণাদি ধাতু উজ্জ্বলীকরণ বা উজ্জ্বল করার উপকরণ অথবা পালিশ-পাথর; (আল.) তীব্র রসাত্মক বাক্য, ফোড়ন (রসান দিয়া বলা)। [সং. রসায়ন]।

রসান২ (**-নো**), **রসাবেশ**, **রসাভাস**—যথাক্রমে **রসা**২ **রস** ও **রস** দ্রঃ।

রসায়ন—বিঃ আয়ুর্বৃদ্ধিকর এবং রোগজরানাশক ঔষধ; পদার্থসমূহের উপাদান গুণ পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা, chemistry। [সং. রস+অয়ন]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **রসায়নী**—রসায়নসম্বন্ধীয়া (রসায়নী বিদ্যা)। [সং. রসায়ন+ঈ]। বিণ.বিঃ **রসায়নী** (-নিন্)—রসায়নজ্ঞ, chemist। [সং. রসায়ন+ইন্]।

রসাল—(১)বিণঃ সরস, রসপূর্ণ। (২)বিঃ আম-গাছ। [সং. রস+আ+ √লা+অ (র্তৃ)]।

রসালাপ, রসাসিন্দূর, রসাস্বাদ, রসাস্বাদন—**রস** দ্রঃ।

রসিক—বিণঃ রসজ্ঞ, তাৎপর্য জানে বা বুঝিতে পারে এমন, মর্মগ্রাহী (কাব্যরসিক); আদি-রসের বোধসম্পন্ন (রসিক নাগর); রঙ্গরসে পটু, রঙ্গপ্রিয় (রসিক লোক)। [সং. রস+ইক]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **রসিকা**, (প্রা. কা.) **রসিকিনী**। বিঃ **-তা**—হাস্যরসের বা আদিরসযুক্ত রঙ্গরসের অবতারণা; হাস্যপরিহাস, রঙ্গরস।

রসিত—(১)বিণ: আস্বাদিত। (২)বি: (বিরল) নিনাদ, গর্জন (মেঘরসিত)। [সং. √রস্+ত]।

রসিদ, (বিরল) **রসীদ**—বি: অর্থাদির প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র। [ফা. রসীদ্]।

রসিয়া—**রসিক**-এর প্রা. কোমল রূপ ('অঙ্গনে আওব যব রসিয়া' : বিদ্যা)।

রসুই—বি: রন্ধন [তু. হি. রসোই < সং. রসবতী ?]। বি: **-ঘর**—পাকশালা, রান্নাঘর। বিণ: **-য়ে, রসুয়ে**—রন্ধনকারী।

রসুন১, **লশুন**—বি: পিঁয়াজের ন্যায় আকার-যুক্ত উগ্রগন্ধী ও শ্বেতবর্ণ কন্দবিশেষ। [সং.]।

রসুন২—অনু-ক্রি: থামুন, অপেক্ষা করুন। [?—তু. রসো]।

রসুয়ে—**রসুই** দ্র:।

রসুল—বি: ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর, ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ। [আ. রসূল্]।

রসেন্দ্র, রসোত্তীর্ণ, রসোদ্গার—**রস** দ্র:।

রসো—অনু-ক্রি: থাম, অপেক্ষা কর। [? —তু. রসুন২]।

রহমৎ, (চলিত) **রহম**—বি: করুণা, দয়া, কৃপা। [আ. রহ্মৎ]।

রহমান—বিণ: করুণাময়। [আ. রহ্মান্]।

রহস—বি: (প্রা. কা.) সংস্রব, সহবাস। [সং. রহস্]।

রহসি—ক্রি-বিণ: (ব্রজ.) নির্জনে, নিভৃতে। [সং. রহস্(৭মী ১বচন)]।

রহস্য—(১)বি: গূঢ় তাৎপর্য বা মর্ম, দুর্বোধ্য গুপ্ত তথ্য (রহস্যময়, রহস্যাবৃত) ; রসিকতা, হাস্য-পরিহাস (রহস্য করিয়া বলা)। (২)বিণ: গোপনীয় (রহস্য কথা)। [সং. রহস্+য]। বিণ: **-ঘন**—অত্যন্ত গূঢ়তাপূর্ণ বা দুর্বোধ্য জটিলতাপূর্ণ। ক্রি-বিণ: **-চ্ছলে**—রসিকতা বা ঠাট্টা করিয়া। বিণ: **-পূর্ণ, -ময়**—গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ বা তথ্য-পূর্ণ; দুর্বোধ্য। বি: **-ভেদ**—গূঢ় তথ্য আবিষ্কার; মর্মাবধারণ। বি: **রহস্যালাপ**—গোপনীয় আলাপ ; রসালাপ ; হাস্য-পরিহাসযুক্ত কথা-বার্তা।

রহা—ক্রি: থাকা ; বাস করা ; অবস্থান করা ; সবুর করা (রও সে আগে আসুক) ; বিরতি দেওয়া ('রহিয়া রহিয়া বিপুল উল্লাসে' : রবীন্দ্র) ; নিবৃত্ত হওয়া, থামা। [সং. √রহ+বাং. আ]। ক্রি: **-ন, -নো**—থাকান ; অপেক্ষা করান ; থামান ; আটকান।

রহিত—বিণ: বর্জিত, বিরহিত, বিহীন (হাস্য-রহিত, জনমানবরহিত) ; বাতিল, রদ, প্রত্যাহৃত (নিলাম বা আইন রহিত করা) ; নিবৃত্ত, বন্ধ (যাওয়া-আসা রহিত করা) ; প্রতিহত (আক্রমণ রহিত করা)। [সং. √রহ+ত (র্ম)]।

-রা১ —বহুবচন-সূচক বিভক্তিবিশেষ (ছেলেরা)।

রা২—বি: রব, মুখের শব্দ বা কথা। [সং. রাব]। ক্রি: **রা করা, রা কাড়া**—কোন কথা বলা। ক্রি: **রা সরা**—বাক্যস্ফূর্তি হওয়া।

রাই১—বি: সরিষাবিশেষ, mustard। [সং. রাজিকা]।

রাই২—বি: শ্রীরাধিকা। [সং. রাধিকা]। বি: **-কিশোরী**—কিশোরী রাধিকা।

রাইফেল—বি: বড় ও শক্তিশালী বন্দুকবিশেষ। [ইং. rifle]।

রাইয়ত, রায়ত—বি: প্রজা। [আ. রঈয়্যৎ]। বিণ: **রাইয়তি, রাইয়তী, রায়তি, রায়তী**—রাইয়ত-সংক্রান্ত ; রাইয়তের দাবিযুক্ত ; রাই-য়তের প্রাপ্য ; রাইয়তকে প্রদত্ত অর্থাৎ রাইয়ত বসান হইয়াছে এমন।

রাও১—**রা**২-এর প্রাদে. রূপ।

রাও২, **রাওল**—বি: রাজা ; রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত সরকারী খেতাববিশেষ। [সং. রাজ, রাজকুল]।

রাং১—বি: নিহত পশুপক্ষীর জঙ্ঘা (পাঁঠার রাং)। [ফা. রান]।

রাং২—বি: ধাতুবিশেষ। [সং. রঙ্গ] বি: **-ঝাল**—ধাতুদ্রব্যাদি জুড়িবার জন্য বা তাহাদের ছিদ্রাদি বন্ধ করিবার জন্য রাং-সীসা-মিশ্রিত পাইন। বি: **-তা**—রাংয়ের পাতা বা তবক।

রাংচিতা—বি: গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র গাছবিশেষ ; চিতা-গাছ। [সং. রক্তচিত্রক]।

রাঁড়—বি: বিধবা ; বেশ্যা ; উপপত্নী। [সং. রণ্ডা]। **রাঁড়ের বাড়ি**—বেশ্যালয়।

রাঁড়া—(১)বি: ফলহীন বৃক্ষ ; বন্ধ্যা নারী। (২)বিণ: ফলহীন ; বন্ধ্যা। [সং. রণ্ডা]।

রাঁড়ী, (বিরল) **রাঁড়ি**—বি: বিধবা। [সং. রণ্ডা]।

রাঁদা—**রেঁদা**-র রূপভেদ।

রাঁধন—বি: (প্রাদে.) রন্ধন, পাক করা। [বাং. √রাঁধ্+অন (ভা)]।

রাঁধনি, রাঁধুনি, (অপ্র.) **রান্ধনি**—বি: মশলা-বিশেষ। [সং. রন্ধনিকা]।

রাঁধনী, রাঁধুনী—(১)বি(স্ত্রী): পাচিকা। (২)বিণ-

(স্ত্রী, পুঃ) রাঁধে এমন (রাঁধুনী বামুন)। [রাঁধা দ্রঃ]।

রাঁধা—(১)ক্রিঃ রন্ধন বা পাক করা। (২)বিঃ রন্ধন। (৩)বিণঃ রন্ধিত। [সং. √রধ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ রন্ধন করান; (২)-বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-বাড়া**—রন্ধন ও পরিবেশন।

রাকা—বিঃ প্রতিপদ্‌যুক্ত পূর্ণিমা তিথি (রাকাশশী)। [সং. √রা+ক (র্ম)+আ]।

রাক্ষস—(১)বিঃ পুরাণোক্ত নরখাদক ও যজ্ঞনষ্ট-কারী অনার্য জাতিবিশেষ, রক্ষঃ, নিশাচর, কর্বুর; (ব্যঙ্গে) পেটুক ব্যক্তি। (২)বিণঃ রক্ষঃ বা রাক্ষস সম্বন্ধীয়। [সং. রক্ষস্+অ]। বি.বিণ (স্ত্রী): **রাক্ষসী**। **রাক্ষস বিবাহ**—কন্যাকে অপহরণ করিয়া বলপূর্বক বিবাহ। **রাক্ষসী বেলা**—পনেরো ভাগে বিভক্ত দিনমানের শেষ তিন ভাগ; দিবসের শেষ প্রায় আড়াইঘণ্টাকাল। **রাক্ষসী মায়া**—রাক্ষসকর্তৃক বা রাক্ষসসুলভ, ছলনা; মারাত্মক ছলনা। বিঃ **-গণ**—(জ্যোতিষ.) জাতকের ত্রিবিধ প্রকৃতির অন্যতম। বিণঃ **রাক্কুসে**—রাক্ষসসুলভ, রাক্ষসসম্বন্ধীয় (রাক্কুসে কাণ্ড); প্রচণ্ড, অত্যন্ত অধিক (রাক্কুসে ক্ষুধা); মস্ত বড়, প্রকাণ্ড (রাক্কুসে মুলা)।

রাখন—বিঃ (প্রাদে.) রক্ষা, রাখা। [রাখা দ্রঃ]।

রাখা—(১)ক্রিঃ স্থাপন করা, থোয়া (মাটিতে রাখা); আশ্রয় দেওয়া, থাকিতে দেওয়া (পায়ে রাখা); রক্ষা করা, আক্রান্ত হইতে না দেওয়া, উদ্ধার করা (বাঘের মুখ থেকে রাখা); সংরক্ষিত করা (বাক্সে রাখা, মুঠায় রাখা, ব্যাঙ্কে রাখা); বহন করা বা ধারণ করা (মাথায় রাখা, টিকি রাখা); বিকৃত হইতে বা হ্রাস পাইতে না দেওয়া (কুল রাখা, বাপ-ঠাকুরদাদার নাম রাখা); হানি হইতে না দেওয়া (প্রাণ রাখা, আশা রাখা, ধৈর্য রাখা); গচ্ছিত দেওয়া (ব্যাঙ্কে টাকা রাখা); বন্ধক দেওয়া বা গ্রহণ করা (গয়না রেখে কর্জ নেওয়া বা দেওয়া); নিযুক্ত করা (ঝি রাখা); পোষা (বাড়িতে কুকুর-বেড়াল রাখা); ভোগ করা (গাড়ি রাখা), সঞ্চিত করা, মজুত করা (অতিথির জন্য খাবার রাখা); উত্থাপন না করা (তার কথা রাখ—ঢের শুনেছি); ত্যাগ করা, স্থগিত করা (খেলা রাখ—পড়তে বস); গ্রাহ্য বা পালন করা, মানা (মিনতি বা অনুরোধ রাখা); পোষণ করা (মনে অভিমান রাখা); ফেলিয়া বা ছাড়িয়া যাওয়া (কলমটা ও-ঘরে রেখে এসেছি); গতিরোধ করা, থামান (গাড়িখানা একটু রাখ); ক্রয় করা (ফেরিওয়ালার কাছ থেকে রাখা); বন্দোবস্ত লওয়া (জমি রাখা); প্রদান করা (নাম রাখা); তুষ্ট করা (মন রাখা); কোন ক্রিয়া পূর্বেই সম্পাদন করা (করিয়া রাখা)। (২) বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ রক্ষিত; আশ্রিত; স্থাপিত; নিযুক্ত; ক্রীত; বন্দোবস্ত-লওয়া; প্রদত্ত; রাখিবার জন্য কৃত (মন-রাখা কথা)। [সং. √রক্ষ্+বাং. আ]। ক্রিঃ **কথা রাখা**—অনুরোধ পালন করা। ক্রিঃ **চোখ রাখা, নজর রাখা**—সতর্ক দৃষ্টি বা পাহারা দেওয়া। ক্রিঃ **নাম রাখা**—নাম দেওয়া; গৌরব বজায় রাখা।

রাখাল—বিঃ গোরক্ষক, গোরু চরান ও গোরুর তত্ত্বাবধান করা যাহার কাজ। [সং. রক্ষাপাল]। বিঃ **-রাজ**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **রাখালি**—রাখালের পেশা; রাখালের মজুরি। বিণঃ **রাখালিয়া, রাখালী**—রাখালসম্বন্ধীয়; রাখালসুলভ।

রাখি, রাখী—বিঃ বিপদ্ হইতে রক্ষাকামনায় প্রিয়জনের মণিবন্ধে যে মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয়। [সং. রক্ষী ?]। বিঃ **-পূর্ণিমা**—শ্রাবণ-মাসের পূর্ণিমা-তিথি। বিঃ **-বন্ধন**—শ্রাবণ-পূর্ণিমায় প্রিয়জনের হাতে রাখি বাঁধিয়া দেওয়া।

রাগ—বিঃ রং, রঞ্জকদ্রব্য (বকুরাগ); রক্তিমা, লালবর্ণ (অরুণরাগ, তাম্বূলরাগ), প্রেম, অনু-রাগ, আসক্তি (পূর্বরাগ), ক্রোধ, রোষ (রাগ করা), (সঙ্গীতে) স্বরবিন্যাসের ছয়টি মূল পদ্ধতি অর্থাৎ ভৈরব কৌশিক হিন্দোল দীপক শ্রী ও মেঘ। [সং. √রঞ্জ্+অ]।

রাগত—বিণঃ ক্রোধযুক্ত, রুষ্ট। [রাগা দ্রঃ]।

রাগা—(১)ক্রিঃ রাগ করা, ক্রুদ্ধ বা রুষ্ট হওয়া, চটা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √রঞ্জ্+অ (ভা)+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ক্রুদ্ধ করা, চটান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

রাগাত্মক—বিণঃ সঙ্গীতের রাগসম্বন্ধীয় বা রাগ-রাগিণীর প্রাধান্যপূর্ণ। [রাগ দ্রঃ]।

রাগান্ধ—বিণঃ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। [বাং. রাগ+অন্ধ]।

রাগান্বিত—বিণঃ অনুরাগযুক্ত; (বাং.) ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ। [সং. রাগ+অন্বিত]।

রাগারাগি—বিঃ ক্রোধপ্রকাশ; ঝগড়াঝাটি। [বাং. রাগ+আ+রাগ+ই]।

রাগিণী—বি(স্ত্রী): (সঙ্গীতে) ছয় রাগের ছত্রিশ পত্নী অর্থাৎ ছয়টি মূল সুর হইতে উপজাত ভৈরবী ভূপালী মালশ্রী ইত্যাদি ছত্রিশটি প্রধান সুর; সুর, গান। [সং. রাগ+ইন্+ঈ]।

রাগী (-গিন্)—বিণ: অনুরাগযুক্ত; আসক্তিপূর্ণ; (বাং) ক্রোধী, কোপনস্বভাব; ক্রুদ্ধ, রুষ্ট। [সং. রাগ+ইন্]।

রাঘব—বি: রঘুবংশধর; শ্রীরামচন্দ্র [সং. রঘু+অ]। **রাঘব বোয়াল**—অতি প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ, (ব্যঙ্গে) অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি, ধনী ও দুষ্কর্মকারী অথচ অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। বি: **-প্রিয়া, -বাঞ্ছা**—রামচন্দ্রের পত্নী সীতা। বি: **রাঘবারি**—লঙ্কাধিপতি রাবণ।

রাঙ (রাঙ), রাঙচিতা (রাঙচিতা), রাঙতা (রাঙতা)—যথাক্রমে **রাং রাংচিতা** ও **রাংতা**-র বানানভেদ।

রাঙা, রাঙা—বিণ: রক্তবর্ণ, লাল; ফরসা, গৌরবর্ণ (রাঙা বৌ)। [সং. রঙ্গ+বাং. আ (যুক্তার্থে)]। বি: **-আলু**—কন্দবিশেষ। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: রক্তিম করা; লালবর্ণে রঞ্জিত করা; রঞ্জিত করা; আলোকিত বা উজ্জ্বল করা, (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। **রাঙা বাস**—গেরুয়া বস্ত্র। **রাঙা মাটি**—গিরিমাটি। **রাঙা মূলা**—লালবর্ণ মূলা, (আল.) সুদর্শন অথচ গুণহীন ব্যক্তি।

রাজ১—**রাজমিস্ত্রি**-র সংক্ষেপ।

রাজ২—বি: রাজ্য (স্বরাজ)। [সং. রাজ্য]।

-রাজ৩—(সমাসে উত্তরপদে **রাজন্**-শব্দের রূপ) রাজা (গ্রীকরাজ); শ্রেষ্ঠজন (গজরাজ)।

রাজ-৪—(সমাসে পূর্বপদে **রাজন্**- শব্দের রূপ) রাজা, শ্রেষ্ঠ জন, সরকার, গভরনমেনট। বি: **-কন্যা**—রাজার মেয়ে। বি: **-কবি**—দেশের নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত ও সম্মানিত কবি; নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যে কবি নিয়মিতভাবে রাজসভায় উপস্থিত থাকে; দেশের শ্রেষ্ঠ কবি। বি: **-কর**—রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা, রাজস্ব। বি: **-কর্ম** (-মন্), **-কার্য**—সরকারী কাজ; রাজ্যশাসন; নৃপতির কর্তব্য। বি: **-কর্মচারী** (-রিন্)—নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত বা রাজকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী; সরকারী চাকরে। বি: **-কুমার** রাজার ছেলে। বি(স্ত্রী): **-কুমারী**—রাজার মেয়ে। বি: **-কুল**—রাজার বংশ; নৃপতিসমূহ। বি: **-কোষ**—রাজকীয় ধনভাণ্ডার, ট্রেজারি। বি: **-গদি**—রাজার আসন, রাজতক্ত, সিংহাসন। বি: **-চক্রবর্তী** (-র্তিন্)—সার্বভৌম নৃপতি, সম্রাট্। বি: **-ছত্র**, (অশু.) **ছত্র**—(প্রধানত: ভারতবর্ষে) রাজার মাথার উপর যে ছাতা ধরা হয়। বি: **-টিকা, -টীকা**—রাজ্যাভিষেককালে রাজার ললাটে যে তিলক পরান হয়। বি: **-তক্ত**—রাজাসন; সিংহাসন; রাজপদ। [সং. রাজ+ফা. তখ্‌ত্]। বি: **-তন্ত্র**—নৃপতি কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থা বা উক্তভাবে শাসিত রাষ্ট্র, monarchy; (বিরল) রাজ্যশাসননীতি। বি: **-তরু**—কর্ণিকারবৃক্ষ, সোনালগাছ। বি: **-তিলক**—রাজটিকা। বি: **-দণ্ড**—রাজপদের নিদর্শনস্বরূপ রাজা যে দণ্ড হস্তে বহন করেন; রাজবিধি অনুযায়ী শাস্তি; (জ্যোতিষ.) ললাটদেশের উর্ধ্বরেখা। বিণ: **-দত্ত**—নৃপতি কর্তৃক প্রদত্ত। বি: **-দন্ত**—দুই পাটীর সম্মুখের চারিটি দাঁত বা উপরের পাটীর মাঝখানের দুইটি দাঁত। বি: **-দম্পতী, -দম্পতি**—রাজা ও তাঁহার পত্নী। বি: **-দরবার**—রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজা যে সভায় বসেন, রাজসভা। বি: **-দর্শন**—রাজাকে দেখা; রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ; রাজা কর্তৃক সাক্ষাৎকার। বি: **-দূত**—নৃপতি বা সরকার কর্তৃক প্রেরিত দূত অথবা সংবাদবাহক; ভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য নিযুক্ত রাজপুরুষ, ambassador। বি: **-দ্রোহ, -দ্রোহিতা**—প্রকাশ্যভাবে নৃপতির বা সরকারের (প্রধানত: সশস্ত্র) বিরুদ্ধাচরণ। বিণ.-বি: **-দ্রোহী** (-হিন্)—রাজদ্রোহকারী। বি: **-দ্বার**—রাজসকাশ; আদালত। বি: **-ধর্ম**—রাজার কর্তব্য; দেশশাসন ও প্রজাপালন। বি: **-ধানী**—রাজ্যের যে নগরে রাজা বা তাঁহার প্রতিনিধি বাস করেন অথবা উচ্চতম সরকারী দফতর থাকে; রাজ্যশাসনের কেন্দ্রস্থল বা প্রধান নগর [সং. রাজন্+√ধা+অন (ধি)+ঈ]। বি: **-নন্দন**—রাজার ছেলে। বি(স্ত্রী): **-নন্দিনী**—রাজার মেয়ে। বি: **-নামা**—নৃপতিদের নামের তালিকা বা বংশের ইতিহাস। বি: **-নিয়ম**—রাজার আইন; সরকারী আইন। বি: **-পট্ট**—রাজাসন, রাজপাট; রাজপদ; রাজদত্ত সনদ; কৃষ্ণবর্ণ রত্নবিশেষ। বি: **-পত্র**—রাজপ্রদত্ত হুকুমনামা বা ছাড়। বি: **-পাট**—রাজাসন, সিংহাসন। বি: **-পুত্র**—রাজার ছেলে। বি(স্ত্রী): **-পুত্রী**। বি: **-পুরী**—রাজার বা শাসকের বাসভবন; রাজধানী। বি: **-পুরুষ**—রাজকর্মচারী; (প্রধানত:

উচ্চপদস্থ) সরকারী চাকরে। বি: -**প্রসাদ**—রাজার অনুগ্রহ বা দান। বি: -**প্রাসাদ**—রাজার বাসভবন। বি: -**বংশ**—নৃপতিদের বংশ, নৃপতি যে বংশে জন্মিয়াছেন। বিণ: -**বংশীয়**—রাজ-বংশ-সংক্রান্ত; রাজবংশে জাত। বিণ(স্ত্রী): -**বংশীয়া**। বি: -**বাটি**, -**বাড়ি**—রাজার বাস-ভবন। বি: -**বালা**—রাজার মেয়ে। বি: -**বিদ্রোহ**—রাজদ্রোহ। বি: -**বিধি**—রাজার বা সরকারের আইন। বি: -**বিপ্লব**—রাজ্যশাসনের প্রচলিত নিয়মের আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন। বি: -**বেশ**—রাজার (পদমর্যাদাসূচক) পোশাক। বি: -**ভক্ত**—রাজার প্রতি অনুরক্ত; রাজার অনুগত। বি: -**ভক্তি**—রাজার প্রতি অনুরক্তি বা আনুগত্য। বি: -**ভবন**—নৃপতির বা তৎ-প্রতিনিধির বাসভবন। বি: -**ভয়**—নৃপতি বা সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হইবার ভয়। বি: -**ভৃত্য**—রাজার চাকর; রাজকর্মচারী। বি: -**ভোগ**—রাজার যোগ্য খাদ্য বা ভোগ্য সামগ্রী; (বাং.) বৃহদাকার রসগোল্লার ন্যায় মিঠাইবিশেষ। বিণ: -**ভোগ্য**—নৃপতি কর্তৃক উপভোগের যোগ্য। বিণ(স্ত্রী): -**ভোগ্যা**। বি: -**মহিষী**—নৃপতির প্রধানা রানী যিনি রাজ-সম্মানের অংশভাগিনী, পাটরানী। বি: -**মান্য**—প্রজাদের নিকট হইতে ভূস্বামীর প্রাপ্য উপঢৌকনাদি। বি: -**মুকুট**—রাজার পদমর্যাদাসূচক শিরোভূষণ; (আল) সর্বাপেক্ষা গৌরবময় পদ। বি: -**রাজ**—রাজার রাজা, সম্রাট্; কুবের। বি: -**রাজড়া**—বিভিন্ন নৃপতি ও সামন্ত নৃপতি। বি: -**রাজেশ্বর**—রাজার রাজা, সম্রাট্। বি(স্ত্রী): -**রাজেশ্বরী**—সম্রাজ্ঞী; দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। বি: -**রানী**—রাজমহিষী, পাটরানী। বি: -**লক্ষ্মী**, -**শ্রী**—রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী ও মঙ্গলকারিণী দেবী, রাজশ্রী। বি: -**শক্তি**—নৃপতির বা সরকারের শাসনশক্তি অথবা সৈন্যবল। বি: -**শয্যা**—নৃপতির উপযুক্ত বিছানা। বি: -**শেখর**—রাজ-চক্রবর্তী, সম্রাট্। বি: -**সদন**—রাজপ্রাসাদ। বি: -**সভা**—রাজদরবার। বি: -**সভাসদ্**—মন্ত্রণাদি দানের জন্য যে ব্যক্তি রাজার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া নিয়মিতভাবে রাজসভায় বসে। বি: -**সরকার**—রাজার শাসন বা শাসন-যন্ত্র, গভর্নমেন্ট্ [সং. রাজ- + ফা. সরকার]। বি: -**সিংহাসন**—রাজার আসন। বি: -**সাক্ষী**—যে ফৌজদারি আসামী সরকারপক্ষের সাক্ষী হইয়া স্বীয় দলের দুষ্কর্মাদি প্রকাশ করে, approver। বি: -**সেবা**—রাজার পরিচর্যা; রাজকীয় বা সরকারী চাকরি। বি: -**হস্তী** (-স্তিন্)—যে হাতি রাজাকে বহন করে; রাজাকে বহন করার যোগ্য হাতি; শ্রেষ্ঠ হাতি।

রাজক—বি: সরকার, গভরনমেনট [স.প.]। [সং. রাজন্ + ক]।

রাজকীয়—বিণ: নৃপতিসম্বন্ধীয়; সরকারি। [সং. রাজন্ + ক + ঈয়]।

রাজগি—বি: নৃপতির পদ বা অধিকার। [হি]।

রাজড়া—বি: ক্ষুদ্র বা সামন্ত নৃপতি; রাজতুল্য ব্যক্তি। [সং. রাজ-৪ + বাং. ড়া]।

রাজত্ব—বি: রাজ্য, রাজার অধিকার বা শাসন বা আমল। [সং. রাজন্ + ত্ব (ভা)]।

রাজনীতি—বি: রাষ্ট্রশাসনের ও রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি, politics, (সং) সাম দান ভেদ দণ্ড: রাজ্যশাসনের এই চতুর্বিধ উপায়। [সং. রাজ-৪ + নীতি]। বিণ: -**ক**, **রাজনৈতিক**—রাজনীতি-গত; রাজ্যশাসনঘটিত; রাজনীতিজ্ঞ। বি: **জ্ঞ**—রাজনীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত।

রাজন্—বি: (সম্বো.) হে রাজা; (বাং.) রাজা, নৃপতি ('রাজ্যরক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে': কাশী.)। [সং.]।

রাজন্য—বি: সামন্ত নৃপতি; রাজবংশের লোক, ক্ষত্রিয়। [সং. রাজন্ + ষ্য]। বি: -**ক**—রাজন্য-সমূহ।

রাজপথ—বি: নগরাদির প্রধান রাস্তা, সর্ব-সাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা; সদর রাস্তা। [সং. রাজ-৪ + পথ]।

রাজপুত—বি: রাজপুতানার অধিবাসী। [সং. রাজপুত্র]। বি(স্ত্রী): **রাজপুতানী**।

রাজপ্রমুখ—বি: স্বাধীনতালাভের পর ভারতের করদ রাজ্যসমূহের প্রধানরূপে নিযুক্ত সামন্ত নৃপতির আখ্যা। [সং. রাজ-৪ + প্রমুখ]।

রাজবংশী—বি: হিন্দু জাতিবিশেষ। [সং রাজ-বংশ্য]।

রাজবর্ত্ম (-র্ত্মন্)—বি: রাজপথ। [সং. রাজ-৪ + বর্ত্ম]।

রাজভাষা—বি: নৃপতির বা শাসকজাতির মাতৃ-ভাষা; সরকারি কাজকর্মে ব্যবহৃত ভাষা, রাষ্ট্র-ভাষা, (ইংরেজ আমলে) ইংরেজি ভাষা। [সং রাজ-৪ + ভাষা]।

রাজমজুর—বিঃ রাজমিস্ত্রির সাহায্যকারী মিস্ত্রি। [রাজ১ + মজুর দ্রঃ]।

রাজমার্গ—বিঃ রাজপথ। [সং. রাজ-৪ + মার্গ]।

রাজমিস্ত্রি (-স্ত্রী)—বিঃ অট্টালিকাদি নির্মাণকারী কারিগর। [রাজ-৪ + মিস্ত্রি দ্রঃ]।

রাজযক্ষ্মা (-ক্ষ্মন্)—বিঃ কঠিনতম যক্ষ্মা। [সং. রাজ-৪ + যক্ষ্মা]।

রাজযোগ—বিঃ যৌগিক সাধনপদ্ধতিবিশেষ। [সং. রাজ-৪ + যোগ]।

রাজযোটক—বিঃ (জ্যোতিষ.) বরকন্যার রাশিচক্রে শ্রেষ্ঠ মিল। [সং. রাজ-৪ + যোটক]।

রাজর্ষি—বিঃ ঋষির ন্যায় জীবনযাপনকারী রাজা। [সং. রাজন্ + ঋষি]।

রাজস—বিণঃ প্রভুত্ব গর্ব প্রভৃতি রজোগুণসম্বন্ধীয়; রজোগুণবিশিষ্ট। [সং. রজস্ + অ]। বিণ(স্ত্রী): **রাজসী**।

রাজসংস্করণ—বিঃ পুস্তকাদির সুন্দরতম বা শ্রেষ্ঠ সংস্করণ। [সং. রাজ-৪ + সংস্করণ]।

রাজসর্প—বিঃ অতি বৃহৎ ও তীব্র বিষধর সর্প; শঙ্খচূড়-সাপ। [সং. রাজ-৪ + সর্প]।

রাজসিক—বিণঃ রাজস; সমারোহপূর্ণ, আড়ম্বর-বহুল (রাজসিক ব্যাপার বা আয়োজন)। [সং. রজস্ + ইক]। বিণ(স্ত্রী): **রাজসিকী**।

রাজসী—**রাজস** দ্রঃ।

রাজসূয়—বিঃ রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট্ হইতে হইলে যে যজ্ঞ করিতে হয়। [সং. রাজ-৪ + √সূ + য (ধি)]।

রাজস্ব—বিঃ রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা। [সং. রাজ-৪ + স্ব (ধন)]।

রাজহংস, (কথ্য) **রাজহাঁস**—বিঃ লম্বা ও উঁচু গলা-ওয়ালা এবং বড় আকারের একপ্রকার হাঁস, মরাল। [সং. রাজ-৪ + হংস, বাং. হাঁস]।

রাজহস্তী (-স্তিন্)—বিঃ যে হাতি রাজাকে বহন করে; রাজাকে বহন করার উপযুক্ত হাতি; সেরা হাতি। [সং. রাজ-৪ + হস্তী]।

রাজা১—ক্রিঃ (কাব্যে) বিরাজ করা বা শোভা পাওয়া ('তোমারি সঙ্গ রাজে' : রবীন্দ্র)। [সং. √রাজ্ + বাং. আ]।

রাজা২ (-জন্)—বিঃ দেশের অধিপতি বা শাসক, নৃপতি, নরপতি, নৃপ, ভূপতি, ভূপাল; খেতাব-বিশেষ; (আল.) অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তি (রাজা মানুষ)। [সং. √রাজ্ + অন্ (র্তৃ)]। ক্রিঃ **রাজা করা**—প্রচুর প্রতিপত্তি ও ধনসম্পদের অধিকারী করা। বিঃ **রাজা-উজির**—ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ। **রাজা-উজির মারা**—বড় বড় কথা বলা বা নিজের ক্ষমতাদি সম্বন্ধে বাহাদুরি প্রকাশ করা।

রাজাজ্ঞা, রাজাদেশ—বিঃ রাজার হুকুম, সরকারি হুকুম। [সং. রাজ-৪ + আজ্ঞা, আদেশ]।

রাজাধিরাজ—বিঃ রাজাদের রাজা, সম্রাট্। [সং. রাজ-৪ + অধিরাজ]।

রাজানুকম্পা, রাজানুগ্রহ—বিঃ রাজার অথবা সরকারের দয়া বা দান। [সং. রাজ-৪ + অনু-কম্পা, অনুগ্রহ]।

রাজান্তঃপুর—বিঃ রাজবাড়ির অন্দরমহল। [সং. রাজ-৪ + অন্তঃপুর]।

রাজাবলি, রাজাবলী—বিঃ কোন রাজ্যের নৃপতিদের ধারাবাহিক নামসমূহ বা বংশ-তালিকা। [সং. রাজ-৪ + আবলি, আবলী]।

রাজাসন—বিঃ রাজার আসন বা পদ, সিংহাসন। [সং. রাজ-৪ + আসন]।

রাজি১, রাজী১—বিঃ শ্রেণী, সারি (বৃক্ষরাজি); সমূহ (পত্ররাজি); রেখা (রোমরাজি)। [সং. √রাজ্ + ই, ঈ (র্তৃ)]।

রাজি২, রাজী২—বিণঃ সম্মত, স্বীকৃত। [আ.]। বিঃ **-নামা**—মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে রাজী উভয়পক্ষের আদালতে সম্মতিসূচক দরখাস্ত, সম্মতিপত্র।

রাজিত—বিণঃ শোভিত; শোভমান; বিরাজিত। [সং √রাজ্ + ত (র্ম)]।

রাজীব—বিঃ পদ্ম। [সং. রাজী১ + ব]। **-লোচন**—(১)বিণঃ পদ্মের ন্যায় সুন্দর নয়নবিশিষ্ট, কমলনয়ন; (২)বিঃ শ্রীরামচন্দ্র।

রাজেন্দ্র—বিঃ শ্রেষ্ঠ রাজা; সম্রাট্। [সং. রাজন্ + ইন্দ্র]। বি(স্ত্রী): **রাজেন্দ্রাণী**।

রাজ্ঞী—বিঃ রাজমহিষী, রানী। [সং. রাজন্ + ঈ]।

রাজ্য, (প্রা.) **রাজ্যি**—বিঃ স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা-সমন্বিত দেশ বা প্রদেশ, রাষ্ট্র; রাজার অধিকার-ভুক্ত দেশ, রাজত্ব, (আল.) দেশ, পৃথিবী, সকল (রাজ্যের দুঃখ তার বুকে, রাজ্যের লোক এসে জুটেছে)। [সং. রাজন্ + য]। বিণঃ **রাজ্যচ্যুত, রাজ্যভ্রষ্ট, রাজ্যহারা**—স্বীয় রাজ্য বা রাজপদ হইতে বঞ্চিত। বিঃ **রাজ্যপাল**—স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাসমন্বিত প্রদেশের বা রাজ্যের শাসক, governor [স. প.]। বিঃ **রাজ্যভার**—রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব। বিঃ **রাজ্যশাসন**—রাষ্ট্র-

পরিচালনা। বিঃ **রাজ্যেশ্বর**—রাজ্যের মালিক বা অধিপতি, রাজা। বি(স্ত্রী): **রাজ্যেশ্বরী**।

রাঢ়—বিঃ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ বঙ্গদেশের অংশ। [প্রাচীন লাঢ]। বিঃ **-বঙ্গ**—পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ। বিণঃ **রাঢ়ী, রাঢ়ীয়**—রাঢ়দেশীয়।

রাণা—**রানা**-র বর্জি. বানান।

রাণী—**রানী**-র বর্জি. বানান।

রাণ্ডী—**রাঁড়ী**-র রূপভেদ।

রাত, (কাব্যে) **রাতি,** (প্রা. কা) **রাতিয়া**—বিঃ রাত্রি। [সং. রাত্রি]। ক্রিঃ **রাত কাটান**—রাত্রি যাপন বা অতিবাহন করা। বিণঃ **রাতকানা,** (অশু.) **রাতকাণা**—দিনে দেখিতে পাইলেও রাত্রিতে ভাল দেখিতে পায় না এমন। ক্রি-বিণঃ **রাতদিন**—অহর্নিশ ; সর্বদা। ক্রি-বিণঃ **রাতভর, রাতভোর**—সমস্ত রাত্রি ধরিয়া। ক্রি-বিণঃ **রাতারাতি**—রাত্রির মধ্যে, রাত থাকিতে থাকিতে; (আল) অতি অল্প সময়ের মধ্যে (রাতারাতি বড়লোক হওয়া)।

রাতুল—বিণঃ রক্তবর্ণ, রাঙা, লাল। [সং. রক্ত-তুল্য]।

-রাত্র—সমাসে উত্তরপদ হইলে স্থানবিশেষে **রাত্রি**-শব্দের রূপ (অহোরাত্র, মধ্যরাত্র)।

রাত্রি—বিঃ রজনী, যামিনী, নিশা, নিশীথিনী, শর্বরী, বিভাবরী, ক্ষণদা। [সং]। **-চর, -ঞ্চর**—(১)বিণঃ রাত্রিতে বিচরণকারী ; (২)বিঃ রাক্ষস, চোর। বিণ বি(স্ত্রী): **-চরী, -ঞ্চরী**। বিঃ **-জাগরণ**—নিশাকালে নিদ্রা না যাওয়া। বিঃ **-পুষ্প**—নালফুল। বিঃ **-বাস**—রাত্রি যাপন, রাত্রিতে অবস্থান ; রাত্রিতে যে পোশাক পরিয়া ঘুমান হয়। ক্রি-বিণঃ **-বেলা**—রজনীতে, নিশাকালে। বিঃ **-মণি**—চন্দ্র, নিশাকর। বিণঃ **রাত্র্যন্ধ**—রাতকানা।

রাধা, রাধিকা—বিঃ বৃষভানু গোপের কন্যা ও আয়ান ঘোষের পত্নী শ্রীরাধিকা (ইনি কৃষ্ণপ্রেমে সর্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন)। [সং]। বিঃ **-কান্ত, -নাথ, -বল্লভ, -মাধব, -রঞ্জন, -রমণ**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-কৃষ্ণ**—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-পদ্ম**—সূর্যমুখী ফুল। বিঃ **-বল্লভী**—লুচি ও ডালপুরীর মধ্যবর্তী খাবারবিশেষ ; রাধাকেই প্রধান স্থান দিয়া হিত হরিবংশ কর্তৃক প্রচারিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ **-ষ্টমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী : রাধার জন্মতিথি।

রাধেকৃষ্ণ—অব্যঃ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক রাধা ও কৃষ্ণের নামোচ্চারণের কথ্য রূপ ; ঘৃণাদি ভাবসূচক উক্তিবিশেষ। [বাং. রাধা+কৃষ্ণ]।

রাধেয়—বিঃ অধিরথের পত্নী রাধার পালিত পুত্র কর্ণ। [সং. রাধা+এয়]।

রানা১—বিঃ উদয়পুরের নৃপতিদের খেতাব ; রাজা। [সং. রাজন্]।

রানা২—বিঃ পুষ্করিণীর বাঁধান ঘাটের দুই পার্শ্বস্থ উঁচু চাতাল। [ফা. রান্]।

রানী—বিঃ রাজপত্নী। [সং. রাজ্ঞী]।

রান্ধন, রান্ধনি, রান্ধুনী, রান্ধা—যথাক্রমে **রাঁধন, রাঁধুনী** ও **রাঁধা**-র অপ্র. রূপ।

রান্না—বিঃ রন্ধন ; যে খাদ্য বা পদ বাঁধা হইয়াছে। [বাং. বান্ধা < সং. রন্ধন+বাং. আ]। বিঃ **-ঘর**—পাকশালা। বিঃ **-বাড়া**—রাঁধাবাড়া।

রাব—বিঃ মাতগুড়। [হি.]।

রাবড়ি—বিঃ চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ দিয়া চাপ চাপ সরে প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ। [হি.]।

রাবণ—বিঃ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক নিহত লঙ্কাধিপতি দশানন। [সং.]। **রাবণের চিতা**—(আল.) অনন্ত যন্ত্রণা বা নিরবচ্ছিন্ন মর্মদাহ (প্রবাদ যে, রাবণের চিতা অনির্বাণ)। বিণঃ **-মুখো**—উগ্রমূর্তি, উগ্র-চণ্ডী। বিণ(স্ত্রী): **-মুখী**। **রাবণারি**—শ্রীরামচন্দ্র। বিঃ **রাবণি**—রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ।

রাবিশ—বিঃ অট্টালিকার ভগ্ন পলেস্তারাদি; আবর্জনা ; (আল.) অপদার্থ বা নিকৃষ্ট বা বাজে বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি। [ইং. rubbish]।

রাম—(১)বিঃ বিষ্ণুর সপ্তম অবতার দশরথপুত্র রামচন্দ্র, রাঘব ; বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম; বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। (২)বিণঃ সুন্দর, রমণীয় ; (বাং. যৌগিক শব্দে পূর্বপদ হইলে) বৃহৎ (রামছাগল) ; (বাং. যৌগিক শব্দে উত্তরপদরূপে) সেরা (বোকারাম)। [সং. √রম্+অ (ধি)]। **রাম কহ** বা **রাম বল**—অবজ্ঞা-ঘৃণাদিসূচক উক্তিবিশেষ। ক্রিঃ **রামনাম জপ করা**—পুণ্যার্থ বারংবার রামনাম উচ্চারণ করা ; (সচ. ভূতের) ভয় এড়াইবার জন্য বারংবার রামনাম উচ্চারণ করা। **রাম না হতে রামায়ণ**—কারণের পূর্বেই কার্যের সঙ্ঘটন অর্থাৎ অবাস্তব ও অসম্ভব ব্যাপার। **রাম রাম**—নিন্দা-ঘৃণা-অবজ্ঞাদিসূচক উক্তিবিশেষ। **না রাম না গঙ্গা**—(আল.) কোন ধর্মের ধার ধারে না বা কোন কিছু মানে না এমন (হিন্দুদের মৃত্যুকালে রাম-নাম উচ্চারণ ও গঙ্গাজল পানের বিধান হইতে)।

সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—(আল.) প্রাচীনকালের সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য ও তাহার অধিপতি আর নাই—অতীতের লুপ্ত সুখশান্তি স্মরণ করিয়া আক্ষেপ। অব্য: **রামঃ, রামো**—নিন্দাঘৃণা-অবজ্ঞাদিসূচক। বিঃ **-কান্ত**—(বিদ্রূপে) লাঠি। বিঃ **-কেলি, -কেলী**—সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। বিঃ **-খড়ি**—লিখনকার্যে ব্যবহৃত গৌরবর্ণ খড়িমাটিবিশেষ। **-চন্দ্র**—(১)বিঃ রাম ; (২)অব্যঃ অবজ্ঞা-ঘৃণাদিসূচক। বিঃ **-ছাগল**—বৃহদাকার ছাগলবিশেষ। বিঃ **-দা**—বৃহৎ কাটারিবিশেষ। বিঃ **-ধনু, -ধনুক**—মেঘ হইতে পতিত জলকণাসমূহ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া আকাশে যে বিচিত্রবর্ণ সুবৃহৎ ধনুকাকৃতি প্রতিবিম্ব রচনা করে, ইন্দ্রধনু। বিঃ **-ধুন**—অযোধ্যাপতি রামের গুণকীর্তন [হি.]। বিঃ **-নবমী**—চৈত্রমাসের শুক্লা নবমী : রামচন্দ্রের জন্মতিথি। বিঃ **-পাখি, -পাখী**—(কৌতু.) মোরগ। বিঃ **-ভক্ত**—হনুমান্ ; ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ। বিঃ **-যাত্রা**—দশরথপুত্র রামের জীবনী-বিষয়ক যাত্রাভিনয়। বিঃ **-রহিম**—হিন্দু ও মুসলমানদের উপাস্য। বিঃ **-রাজত্ব**—(ব্যঙ্গে) অবাধ বা একচেটিয়া অধিকার, রামরাজ্য। বিঃ **-রাজ্য**—অযোধ্যাপতি রামের রাজ্য (আল) আদর্শভাবে শাসিত অতীব সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য। বিঃ **-লীলা**—রামচন্দ্রের জীবনী বা ক্রিয়া-কলাপ ; রামচন্দ্রের জীবনীবিষয়ক যাত্রাভিনয়। বিঃ **-শালিক**—বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বিঃ **-শিঙা, -শিঙা**—ফুঁ দিয়া বাজাইতে হয় এমন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, বড় শিঙ্গা। বিঃ **-শ্যাম, রামাশ্যামা** যে-কোন লোক, যে-সে, বাজে লোক। বিঃ **রামানুজ**—দশরথপুত্র রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ ভরত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ ; ১১শ শতাব্দীর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারক জনৈক বৈষ্ণব সাধক। বিঃ **রামায়ণ** — বাল্মীকি-বিরচিত দশরথপুত্র রামের জীবনীবিষয়ক মহাকাব্য। বিঃ **রামায়ণকার**—রামায়ণ-রচয়িতা। বিঃ **রামায়ণ-গান**—সমগ্র রামায়ণ বা তাহার অংশবিশেষ গাওয়া।

রামা—বিঃ সুন্দরী নারী ; গীতকলাভিজ্ঞা নারী ; প্রিয়া। [সং. √রম্+অ+আ]।

রামানুজ, রামায়ণ, রামাশ্যামা—**রাম** দ্রঃ।

রামায়েত, রামাইত—বিঃ বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। [হি. রামায়ত]।

রায়$_1$—বিঃ আদালতের বা বিচারকের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ, বিচারফল। [আ.]।

রায়$_2$—(১)বিঃ নৃপতি, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণের খেতাববিশেষ। (২)বিণঃ বৃহৎ, দীর্ঘ। [সং. রাজন্]। বিঃ **-জাদা**—রায়ের ছেলে ; রাজকুমার। বিঃ **-বাঘিনী**—বৃহৎ ব্যাঘ্রী ; (আল.) অত্যন্ত উগ্রা বা দাপটপূর্ণা নারী। বিঃ **-বার**—নৃপতির যশোবার্তা ; রাজার নিকট দূত কর্তৃক নিবেদন (অঙ্গদ রায়বার)। বিঃ **-বাঁশ**—বাঁশের বড় লাঠিবিশেষ। **-বেঁশে**—(১)বিঃ লাঠিয়াল ; রায়বাঁশ লইয়া নাচ ; (২)বিণঃ রায়বাঁশ-সহযোগে কৃত (রায়বেঁশে নাচ)। বিঃ **-বাহাদুর, -রায়ান, -সাহেব**—সরকারি খেতাব-বিশেষ।

রায়ট—বিঃ দাঙ্গা। [ইং. riot]।

রায়ত—**রাইয়ত**-এর চলিত রূপ।

রাশ$_1$—**রাস**$_1$-এর বানানভেদ।

রাশ$_2$—বিঃ স্তূপ, গাদা (রাশ রাশ ময়লা) ; জন্ম-রাশি (রাশনাম) ; প্রকৃতি (রাশভারী)। [সং. রাশি]। বিঃ **-নাম**—জন্মরাশি অনুযায়ী নাম। বিণঃ **-পাতলা**—ছেবলা। বিণঃ **-ভারী**—গম্ভীর-প্রকৃতি। বিণঃ **-হালকা**—লঘুপ্রকৃতি।

রাশি—বিঃ স্তূপ, পুঞ্জ ; সমূহ ; (গণি.) সাঙ্কেতিক ও আঙ্কিক সংখ্যা ; (জ্যোতিষ.) মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন : নক্ষত্রপুঞ্জস্বরূপ এই দ্বাদশ চিহ্ন ; (আল.) অদৃষ্ট, ভাগ্য (সুখ তার রাশিতে নেই)। [সং.]। **রাশি রাশি**—প্রভূত, অসংখ্য। বিঃ **-চক্র**—(জ্যোতিষ.) জাতকের ভাগ্যবিচারের জন্য ব্যবহৃত দ্বাদশরাশিচিহ্নিত বৃত্তবিশেষ। বিণঃ **রাশীকৃত**—স্তূপীকৃত, গাদা-দেওয়া।

রাষ্ট্র—(১)বিঃ এক শাসনতন্ত্রাধীন এক বা একাধিক দেশ বা কোন দেশের অংশ, রাজ্য, স্টেট ; দেশ, প্রদেশ। (২)(বাং) বিণঃ (দেশময়) প্রচারিত, ঘোষিত, বিদিত (কথা রাষ্ট্র হওয়া)। [সং. √রাজ্+ষ্ট্র (র্তৃ)]। ক্রিঃ **রাষ্ট্র করা**—(দেশময়) প্রচার বা ঘোষণা করা। বিঃ **-দূত**—রাজদূত। বিঃ **-নায়ক**—রাষ্ট্রের শাসক বা পরিচালক। বিঃ **-নীতি**—রাজনীতি। বিণঃ

• আদিতে **রায়**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **রায়**$_2$ দ্রঃ।

-**নীতিক**, (অশু. কিন্তু চলিত) **নৈতিক**—রাজনীতিমূলক। বিঃ **-পতি**—রাষ্ট্রের অধিপতি, নৃপতি; ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের নির্বাচিত পরিচালক, President। বিঃ **-বিপ্লব**—রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের সর্বাত্মক পরিবর্তন, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহাদি, গৃহযুদ্ধ। বিণঃ **রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়**—রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

রাস১—বিঃ অশ্ববল্গা, লাগাম। [আ.]। ক্রিঃ **রাস আল্‌গা করা, রাস ঢিলা করা**—(আল.) শাসন না করা, যথেচ্ছ আচরণ করিতে দেওয়া। ক্রিঃ **রাস টানা**—লাগাম ধরিয়া টানা; (আল.) সংযত করা।

রাস২—বিঃ কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপনারীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব। [সং]। বিঃ **-পূর্ণিমা**—কার্তিকী পূর্ণিমা। বিঃ **-বিহারী** (-রিন্)- শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-মণ্ডপ, -মণ্ডল**—রাধাকৃষ্ণের রাসনৃত্যের স্থান বা তদনুকরণে নির্মিত মণ্ডপ। বিঃ **-যাত্রা, -লীলা**—রাস।

রাসকেল—বিঃ পাজি, বদমাশ। [ইং. rascal]।

রাসন—বিণঃ রসনা বা আস্বাদ সম্বন্ধীয়, gustatory [বি. প.]। [সং. রসনা+অ (সম্বন্ধার্থে)]।

রাসভ—বিঃ গর্দভ, গাধা। [সং]। বি(স্ত্রী): **রাসভী**। বিণঃ **-নিন্দিত**—(বাং.) হার মানায় বা লজ্জা দেয় এমন; অতিশয় শ্রুতিকটু।

রাসায়নিক—(১)বিণঃ রসায়ন-সম্বন্ধীয়; রসায়নঘটিত। (২)বিণ.বিঃ রসায়নশাস্ত্রবিৎ। [সং রসায়ন+ইক]।

রাসেশ্বরী—বিঃ শ্রীরাধিকা। [সং. রাস২ + ঈশ্বরী]। বি(পুং): **রাসেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ।

রাস্কেল—**রাসকেল**-এর বানানভেদ।

রাস্তা—বিঃ পথ। ক্রিঃ **রাস্তা দেখ**—(আল.) এখানে কিছু হবে না বা পাবে না—অন্য জায়গায় যাও। [ফা.—তু. সং. রথ্যা]।

রাস্না—বিঃ পরগাছাজাতীয় লতাবিশেষ, একপ্রকার অর্কিড। [সং.]।

রাহা—বিঃ পথ (রাহাজানি); উপায় (সুরাহা)। [ফা. রাহ্]। বিঃ **-খরচ**—ভ্রমণকালে গাড়িভাড়াদি প্রয়োজনীয় খরচা। বিঃ **-জান**—যে ব্যক্তি রাজপথে ডাকাতি করে। বিঃ **-জানি**—রাহাজানের বৃত্তি।

রাহি১, রাহী১—বিঃ পথচারী। [ফা.]।

রাহি২, রাহী২—বিঃ (প্রা. বাং.) শ্রীরাধিকা। [সং. রাধিকা]।

রাহিত্য—বিঃ অভাব, বিহীনতা। [সং. রহিত+য (ভা)]।

রাহু—বিঃ (জ্যোতিষ.) অষ্টম গ্রহ; গ্রহণকালে যাহা সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে (বর্তমানে গ্রহ বলিয়া গণ্য নহে); পৌরাণিক অসুরবিশেষের ছিন্ন মুণ্ড; (আল.) শত্রু, সর্বনাশকারী ব্যক্তি (তুমিই আমার রাহু)। [সং.]। **রাহুর দশা**—(জ্যোতিষ.) অতি কষ্টকর এবং প্রাণঘাতী দশা। বিণঃ **-গ্রস্ত**—রাহু কর্তৃক গ্রাসিত হইয়াছে এমন (হিন্দুপুরাণে বর্ণিত আছে যে রাহু চন্দ্র সূর্যকে গিলিয়া ফেলে বলিয়া গ্রহণ হয় (**গ্রহণ**-ও দ্রঃ), (আল.) দুর্ভাগ্যগ্রস্ত; অসৎ বা সর্বনাশা ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়াছে এমন।

রি, রে১—অব্যঃ (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের ঋষভের সঙ্কেত, ঋ।

রিং, রিঙ—বিঃ চাবি রাখিবার কড়া বা আংটাবিশেষ; আংটা; আংটি; ঘণ্টাধ্বনি; টেলিফোনে আহ্বান। [ইং. ring]। ক্রিঃ **রিং করা**—টেলিফোনে ডাকা।

রিক্ত—বিণঃ শূন্য, খালি (রিক্তহস্ত); নিঃস্ব, নিঃসম্বল, অতি দরিদ্র। [সং. √রিচ্+ত (র্ম)]।

রিক্তা—(১)বিণঃ **রিক্ত**-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ (জ্যোতিষ.) চতুর্থী নবমী ও চতুর্দশী তিথি। বিঃ **-তা**।

রিক্‌থ—বিঃ ধন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি; উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পত্তি। [সং. √রিচ্+থ (র্ম)]।

রিকশ, রিকশা—বিঃ মনুষ্যবাহিত যাত্রিবাহী দ্বিচক্র যানবিশেষ। [জাপ. জিন্‌রিক্‌শা]। বিঃ **-ওয়ালা**—রিকশা-বাহক।

রিঠা১, (কথ্য) রিঠে১—বিঃ কাপড় কাচার কার্যে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [সং. অরিষ্ট]।

রিঠা২, (কথ্য) রিঠে২—বিঃ মৎস্যবিশেষ, ইটামাছ। [দেশী]।

রিনঝিন, রিনিঝিনি, রিনিকিঝিনি—অব্যঃ সেতারাদি তারযন্ত্র বাদনের বা নূপুরের শব্দ বা ঝঙ্কার। [ধ্বন্যা.]।

রিপিট—বিঃ ধাতুপাতাদি জুড়িবার কার্যে ব্যবহৃত পেরেকবিশেষ: ইহার উভয় প্রান্তই স্থূল। [ইং. rivet]।

রিপু১—**রিফু**-র বানানভেদ।

রিপু২—বিঃ শত্রু; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য: এই ষড়্‌রিপু অর্থাৎ মানুষের মহত্ত্বের

অন্তরায় ছয়টি ইন্দ্রিয়গত প্রবৃত্তি। [সং]। বিণ: **-জয়, -জয়ী** (-য়িন্)—রিপু জয় করিয়াছে বা দমন করিয়াছে এমন।

রিপোর্ট—বি: বিবরণ (কাগজের রিপোর্ট, কাজের রিপোর্ট) ; অনুসন্ধান পরীক্ষা বা গবেষণার ফল সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ (পুলিসের রিপোর্ট, রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট) ; অভিযোগ, নালিশ (কাহারও বিরুদ্ধে রিপোর্ট করা)। [ইং. report]।

রিফু—বি: সুচ-সুতা দিয়া বুনিয়া বস্ত্রাদির জীর্ণ-সংস্কার। [আ. রফু]।

রিভলবার, রিভলভর, রিভলবর—বি: ক্ষুদ্র বন্দুকবিশেষ। [ইং. revolver]।

রিম—**রীম**-এর বানানভেদ।

রিমঝিম, রিম্ ঝিম্—অব্য: মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ। ক্রি-বিণ: **রিমিঝিমি**—রিমঝিম করিয়া (রিমি-ঝিমি বৃষ্টি পড়ে)।

রিরংসা—বি: রমণের বা সঙ্গমের ইচ্ছা, কাম। [সং. √রম্+সন্+অ+আ]। বিণ: **রিরংসু**—রমণে ইচ্ছুক।

রিরি—অব্য: রোমাঞ্চ-সূচক অথবা তীব্র ক্রোধাদির অনুভূতিব্যঞ্জক শব্দ (রাগে গা রিরি করছে)।

রিল—**রীল**-এর বানানভেদ।

রিষ, (বিরল) **রেষ**—বি: দ্বেষ, আক্রোশ। [সং. ঈর্ষা]। বি: **রিষারিষি, রেষারিষি, রেষারেষি**—পরস্পর বিদ্বেষ ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

রিষ্ট, রিষ্টি—বি: পাপ, অমঙ্গল ; গ্রহদোষ ; কল্যাণ। [সং. √রিষ্+ত, তি (ণে)]।

রিসালা—বি: অশ্বারোহী সৈন্যদল। [আ. রিসালহ্]। বি: **-দার, রিসালদার**—অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক।

রিস্টওয়াচ—বি: যে ঘড়ি মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখা যায়, হাতঘড়ি। [ইং. wrist-watch]।

রিহার্সাল—বি: (প্রধানত: অভিনয়াদির) মহলা, তালিম। [ইং. rehearsal]।

রীতি, (প্রাদে.) **রীত**—বি: প্রণালী, পদ্ধতি (চিকিৎসার রীতি) ; প্রথা, ধারা, দস্তুর (সমাজের রীতি) ; প্রকৃতি, স্বভাব, আচরণ (খলের রীতি) ; রচনা-প্রণালী, স্টাইল (গদ্যরীতি) ; গতিক, ধরন। [সং.]। বি: **রীতিনীতি**—আচার-ব্যবহার। বিণ: **রীতিবিরুদ্ধ**—প্রথাবিরুদ্ধ। ক্রি-বিণ: **রীতিমত**—যথারীতি, রীতি-অনুসারে ; (কথ্য) ভালরকম, আশানুরূপ (রীতিমত খাওয়া)।

রীম—বি: কাগজের পরিমাণবিশেষ (১ রীম = ২০ দিস্তা = ৪৮০ বা ৫০০ খণ্ড)। [ইং. ream]।

রীল—বি: সেলাইয়ের সুতা জড়ানর জন্য কাঠের নলি ; ছিপের সুতা গুটানর জন্য চাকা। [ইং. reel]।

রুই—বি: রোহিত মৎস্য। [সং. রোহিত]। বি: **-কাতলা**—সমাজের বিত্তশালী ও প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায়।

রুইতন—বি: খেলার তাসের রংবিশেষ। [ওল. ruiten]।

রুইদাস—বি: চর্মকার, মুচি, চামার ; চামার-জাতির আদিপুরুষরূপে পরিগণিত মহাপুরুষ। [হি. রয়দাস]।

রুক্মিণী—বি: শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা পত্নী। [সং. রুক্ম+ইন্+ঈ]।

রুক্ষ—বিণ: কর্কশ, খসখসে, অ-মসৃণ (রুক্ষ চর্ম) ; তৈলবর্জিত, অচিক্কণ (রুক্ষ কেশ) ; কঠোর, শ্রুতিকটু (রুক্ষ ভাষা) ; স্নেহবর্জিত, নিষ্ঠুর (রুক্ষ ব্যবহার) ; ক্রুদ্ধ, উগ্র (রুক্ষ মেজাজ) ; শক্ত, কঠিন (রুক্ষ মাটি) ; এবড়ো-খেবড়ো, অসমতল (রুক্ষ পথ)। [সং.]। বি: **-তা**। বিণ: **-ভাষী** (-ষিন্)—কর্কশ ভাষা ব্যবহারকারী। বিণ: **-মূর্তি**—ক্রুদ্ধ চেহারা-যুক্ত ('ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্তি' : রবীন্দ্র)।

রুখা১—(১)ক্রি: ক্রুদ্ধ বা আক্রমণোদ্যত হওয়া (অল্পেই রুখে ওঠা) ; গতিরোধ করা, থামান (গাড়ী রুখা) ; বাধা দেওয়া, আটকান, ঠেকান (শত্রুকে রুখা)। (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √রুষ্+বাং. আ]।

রুখা২, রুখু, রুখো—বিণ: শুষ্ক, ব্যঞ্জনাদিবর্জিত (রুখু ভাত) ; তৈলহীন (রুখু মাথা) ; খোরাক দিতে হয় না এমন (রুখু মাইনের চাকর)। [সং. রুক্ষ]।

রুগী—**রোগী**-র কথ্য রূপ।

রুগ্ণ—বিণ: পীড়িত ; রোগহেতু কাহিল (রুগ্ণ স্বাস্থ্য, রুগ্ণ চেহারা)। [সং. √রুজ্+ত (ণ্ণ)]। বিণ(স্ত্রী): **রুগ্ণা**। বি: **-তা**।

রুচা—ক্রি: রুচিকর হওয়া, ভাল লাগা। [সং. √রুচ্+বাং. আ]।

রুচি—বি: শোভা, দীপ্তি (তনুরুচি, দন্তরুচি) ; পছন্দ (কুরুচি) ; মার্জিত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি (তাহার

গৃহসজ্জায় ও বেশভূষায় রুচির পরিচয় আছে) ; স্পৃহা, ইচ্ছা (আহারে রুচি) ; পানাহারে প্রবৃত্তি (রোগীর রুচি নেই) ; অনুরাগ, আকর্ষণ। [সং. √রুচ্‌+ই (ভা)]। বিণ: **-কর**—স্পৃহাজনক ; পানাহারে প্রবৃত্তিদায়ক ; সুস্বাদ; প্রীতিকর ; বিণ: **-বাগীশ**—(বিদ্রূপে) সুরুচি বা শোভনতা সম্বন্ধে মাত্রাধিক সতর্ক। বি: **-ভেদ**—রুচিজ্ঞানের বা পছন্দের বৈষম্য।

রুচির—বিণ: শোভন, সুন্দর, মনোরম ; উজ্জ্বল। [সং. √রুচ্‌+ইর (র্তৃ)]। **রুচিরা**—(১)বিণ: **রুচির**-এর স্ত্রীলিঙ্গে ; (২)বি: সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

রুচ্য—বিণ: রুচিকর। [সং. রুচি+য]।

রুজ—**রুজ**-এর বানানভেদ।

রুজি—বি: জীবিকা, উদরান্ন, উপার্জন। [হি. রোজী]। **-রোজগার**—জীবিকার্জন।

রুজু১—বিণ: দায়ের, দাখিল, উপস্থাপিত (মামলা রুজু করা)। [আ]।

রুজু২—বিণ: খাড়া, সোজা ; সম্মুখবর্তী ; সমান, অনুযায়ী। [সং. ঋজু]। ক্রি: **রুজু দেওয়া**—হিসাবের কোন দফাকে মূলের অনুযায়ী করা। বিণ: **রুজু-রুজু**—পরস্পরের সম্মুখবর্তী।

রুটি—বি: আটা ময়দা প্রভৃতি জলে চটকাইয়া প্রস্তুত পিণ্ড হইতে তৈয়ারি পাতলা চাকতি যাহা আগুনে সেঁকিয়া লইতে হয় ; চাপাটি ; পাউরুটি ; (আল) জীবিকা (রুটি মারা)। [সং. রোটিকা, হি. রোটি]। **রুটি গড়া**—রুটি প্রস্তুত করা। **রুটি বেলা**—চাকি-বেলুন দিয়া রুটি প্রস্তুত করা। ক্রি: **রুটি মারা**—জীবিকার্জনের পথ বন্ধ করা।

রুটিন, রুটীন—বি: (প্রধানত: দৈনন্দিন) করণীয় কার্যের নির্দিষ্ট পরম্পরা। [ই. routine]। বিণ: **রুটিন-বাঁধা**—রুটিন মানিয়া চলে বা চলিতে হয় এমন।

রুঠ, (কথ্য) **রুঠো**—বিণ: (প্রাদে.) রুক্ষ, নীরস। [সং. রূঢ]।

রুণুঝুণু, **রুণুরুণু**—যথাক্রমে **রুনুঝুনু** ও **রুনুরুনু**-র বর্জি. বানান।

রুদিত—(১)বিণ: কাঁদিয়াছে এমন, ক্রন্দনকারী। (২)বি: ক্রন্দন, রোদন। [সং. √রুদ্‌+ত (র্তৃ, ভা)]।

রুদ্ধ—বিণ: বন্ধ (রুদ্ধদ্বার) ; অবরুদ্ধ, আটক (কারারুদ্ধ) ; চাপা; স্তম্ভিত, গতিহীন (রুদ্ধ ক্রন্দন, রুদ্ধ শ্বাস, রুদ্ধ বাতাস) ; প্রতিহত, বাধাপ্রাপ্ত (রুদ্ধ স্রোত)। [সং. √রুধ্‌+ত (র্ম)]। বি: **-কক্ষ**—যে ঘরের দরজা বন্ধ। বিণ: **-শ্বাস** শ্বাসবায়ু বন্ধ হইয়াছে এমন ; ত্বরাবিস্ময়াদির আধিক্যহেতু শ্বাস ফেলিতেও অক্ষম। ক্রি-বিণ: **-শ্বাসে**—শ্বাস রুদ্ধ হয় এরূপ বেগে (রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ান)।

রুদ্দমান—**রোরুদ্যমান**-এর অসাধু রূপ।

রুদ্র—(১)বি: শিব ; শিবের প্রলয়মূর্তি। (২)বিণ: উগ্র, ভীষণ, সংহারক (রুদ্র রোষ বা রূপ)। [সং.]। বি: **-জটা**—শিবের জটা ; লতাবিশেষ। বি: **-তাল**—সঙ্গীতের তালবিশেষ, তাণ্ডবনৃত্যের তাল। বিণ: **-মূর্তি**—ক্রুদ্ধ চেহারা-যুক্ত। বি: **রুদ্রাক্ষ**—শুষ্ক ফলবিশেষ ; যদ্দ্বারা জপমালা প্রস্তুত হয়। বি: **রুদ্রাক্ষমালা**—রুদ্রাক্ষদ্বারা তৈয়ারি জপমালা। বি(স্ত্রী): **রুদ্রাণী**—শিবপত্নী ভবানী।

রুধা—(১)ক্রি: বাধা দেওয়া, আটকান, প্রতিহত করা। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। [সং. √রুধ্‌ +আ]।

রুধির—বি: রক্ত, শোণিত। [সং.]। বিণ: **-রঞ্জিত, রুধিরাক্ত**—রক্ত-মাখা।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু—অব্য: নূপুর ঘুঙুর মঞ্জীর প্রভৃতির আওয়াজ। [ধ্বন্যা.]।

রুপা, রূপা, (কথ্য) **রুপো**—রৌপ্য। [সং. রূপ্য]। **রূপার চাকতি**—(ব্যঙ্গে) টাকা। বিণ: **-লি, -লী**—রূপার পাতে মোড়া, রৌপ্যমণ্ডিত ; রূপার ন্যায় সাদা।

রুপিয়া, রুপেয়া—বি: রৌপ্যমুদ্রা, টাকা। [ফা. রূপৈয়া]।

রুমঝুম—অব্য: মল বা নূপুরের আওয়াজ। [ধ্বন্যা.]।

রুমাল—বি: হাত-মুখ মুছিবার জন্য চতুষ্কোণ বস্ত্রখণ্ড। [ফা.]।

রুমি মস্তকী—বি: বার্নিশের উপাদানবিশেষ। [ফা.]।

রুয়া—(১)ক্রি: রোপণ করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √রুহ্‌+ণিচ্‌+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: রোপণ করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

রুরু—বি: মহাকৃষ্ণসার, মৃগবিশেষ। [সং.]।

রুল১—বি: লাইন, রেখা (রুল টানা) ; (মুদ্রণে) পঙ্‌ক্তিসমূহের মধ্যে ব্যবধান রাখার জন্য ব্যবহৃত

সীসকাদির পাতলা পাত ; আইন ; নজির ; নির্দেশ। [ইং. rule]। **রুল জারি করা**—(প্রধানতঃ আদালত কর্তৃক) নির্দেশ দেওয়া।

রুল২—বিঃ সরলরেখা টানিবার কাজে বা প্রহারের জন্য ব্যবহৃত কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ। [ইং. ruler]।

রুলি, রুলী—বিঃ বলয়জাতীয় হাতের গহনা-বিশেষ। [হি. রোলি]।

রুষা—ক্রিঃ (কাব্যে) ক্রুদ্ধ হওয়া। [সং. √রুষ্ + বাং. আ]।

রুষিত, রুষ্ট—বিণঃ ক্রুদ্ধ, কুপিত, রাগান্বিত। [সং. √রুষ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **রুষিতা, রুষ্টা**।

রুসুম—বিঃ আচার ও প্রথা ; কায়দা-কানুন ; মাশুল প্রভৃতি। [আ]।

-রুহ—বিণঃ জাত (মহীরুহ)। [সং. √রুহ্ + অ (র্তৃ)]।

রুহিতন—**রুইতন**-এর রূপভেদ।

রুহিদাস—**রুইদাস**-এর রূপভেদ।

রুক্ষ—**রুক্ষ**-র অপ্র. বানান।

রুজ—বিঃ ওষ্ঠাধর গণ্ডদেশ প্রভৃতি রঞ্জিত করিবার অঙ্গরাগবিশেষ। [ইং. rouge]।

রূঢ়—বিণঃ উৎপন্ন, জাত ; বিখ্যাত ; ব্যুৎপত্তি-বহির্ভূত অর্থপ্রকাশক (রূঢ় শব্দ) ; (বাং.) কর্কশ রুক্ষ, কঠোর, অপ্রিয়। [সং. √রুহ্ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**—(বাং.) কার্কশ্য, কঠোরতা, রুক্ষতা। বিঃ **-পদার্থ**—(বিজ্ঞা.) অমিশ্র মূলপদার্থ। বিণঃ **-মূল**—বদ্ধমূল।

রূঢ়ি—বিঃ উৎপত্তি ; প্রসিদ্ধি ; ব্যুৎপত্তিবহির্ভূত অর্থ প্রকাশের শক্তি ; লোকপ্রসিদ্ধি। [সং. √রুহ্ + তি (ভা)]। বিঃ **-শব্দ**—ব্যাকরণ-বহির্ভূত কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ শব্দ।

রূপ—বিঃ মূর্তি, শরীর ('অরূপেরে রূপ দিক' : রবীন্দ্র) ; আকৃতি, চেহারা (নবরূপে অবতীর্ণ) ; সৌন্দর্য, শ্রী, শোভা (রূপ ফেটে পড়ছে) ; প্রকার, রকম, ধরন (এরূপ ঘটনা) ; বর্ণ, রঙ ('কালরূপ ছাড়া আন রূপ দেখব না') ; তুলা, অভিন্ন (স্নেহ-রূপ বন্ধন) ; (ব্যাক.) শব্দমূলের বা ধাতুমূলের সহিত বিভক্তি-যোগ (শব্দরূপ, ধাতুরূপ) ; (দর্শনে) দৃষ্টিসাধ্য বা প্রত্যক্ষ বিষয়। [সং. √রূপ্ + অ (র্ম)]। ক্রিঃ **রূপ করা**—শব্দমূলের বা ধাতুমূলের সহিত বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করা। **রূপের ডালি**—অসীম বা প্রচুর সৌন্দর্যের আধার। **রূপের ধুচুনি**—(বিদ্রূপে) প্রচুর সৌন্দর্যের আধার অর্থাৎ অতিশয় কুরূপ। বিঃ **-কার**—রূপদাতা ; শিল্পী ; যে ব্যক্তি (প্রধানতঃ অভি-নেতাদের) পোশাক পরায়, সজ্জাকর। বিণঃ **-জ**—রূপজনিত। বিণঃ **-দক্ষ**—(প্রধানতঃ ছদ্ম বা অভিনেয়) বেশধারণে পারদর্শী ; রূপদানে বা রূপায়িত করিতে দক্ষ শিল্পী, artist। বিঃ **-ধারণ**—মূর্তিপরিগ্রহ ; (প্রধানতঃ ছদ্ম বা অভিনেয়) পোশাক পরিধান। বিণঃ **-ধারী** (-রিন্)—রূপ-ধারণ করিয়াছে এমন। বিণঃ **-বন্ত** (বাং.), **-বান্** (-বৎ)—সুন্দর। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**। বিঃ **-মাধুরী**—সৌন্দর্যের কমনীয়তা। বিঃ **-মোহ**—সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ ; রূপবিহ্বলতা।

রূপক—বিঃ (বিরল) রৌপ্যমুদ্রা ; উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনামূলক অর্থালঙ্কারবিশেষ (যেমন মুখচন্দ্র) ; যে দৃশ্যকাব্যে বা নাটকে এক-জনের উপর অন্য কাহারও রূপের আরোপ হয়। [সং. √রূপ্ + ণিচ্ + অক (র্তৃ)]।

রূপকথা—বিঃ অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী, ছেলে-ভুলান অসম্ভব গল্প। [সং. উপকথা]।

রূপচাঁদ—বিঃ (ব্যঙ্গে) রৌপ্যমুদ্রা, টাকা। [সং. রূপ্য বা রূপ + চাঁদ]।

রূপণ—বিঃ বর্ণন ; নিরূপণ ; অভিনয়। [সং. √রূপ + ণিচ্ + অন (ভা)]।

রূপদস্তা—বিঃ সীসা ও দস্তার মিশ্রধাতু, জার্মান সিলভার। [সং. রূপ্য বা রূপ + দস্তা দ্রঃ]।

রূপসী—বিণ(স্ত্রী): রূপবতী, সুন্দরী। [সং. রূপীয়সী]।

রূপা—**রূপা**-র বানানভেদ।

রূপাজীবা—বি(স্ত্রী): বেশ্যা। [সং. রূপ + আজীব + আ]।

রূপান্তর—বিঃ ভিন্ন মূর্তি বা অবস্থা ; ভিন্ন আকৃতি ধারণ বা ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তি। [সং. রূপ + অন্তর]। বিণঃ **রূপান্তরিত**—ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে বা ভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়াছে এমন।

রূপায়ণ—বিঃ রূপদান ; মূর্তিদান ; রচনা ; অভিনয়ে ভূমিকা-গ্রহণ। [সং. রূপ + কাঙ্ + অন (ভা)]। বিণঃ **রূপায়িত**—রূপদান করা হইয়াছে এমন ; মূর্ত ; বর্ণিত।

রূপিণী—**রূপী**২ দ্রঃ।

আদিতে রূপ-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য রূপ দ্রঃ।

রূপিত—বিণ: রূপযুক্ত; বর্ণিত। [সং. রূপ+ত (র্ম)]।

রূপিয়া—**রুপিয়া**-র বানানভেদ।

রূপী১—বি: লালমুখ বানরবিশেষ। [সং. রূপ+বাং. ঈ]।

রূপী২ (-পিন্)—বিণ: মূর্তিধারী (নররূপী নারায়ণ); বেশধারী (বহুরূপী)। [সং. রূপ+ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **রূপিণী**।

রূপোন্মত্ত—বিণ: রূপ দেখিয়া উন্মত্ত বা ব্যাকুল। [সং. রূপ+উন্মত্ত]। বি: **রূপোন্মাদ**—রূপদর্শনের ফলে উন্মত্ততা বা ব্যাকুলতা।

রূপোপজীবিনী—বি: বেশ্যা। [সং. রূপ+উপজীবিনী]।

রূপ্য—বি: রুপা, রজত। [সং. রূপ+য]।

রূবকারী—বি: মকদ্দমার বিচারলিপি বা রিপোর্ট। [ফা.]।

রে১—**রি** দ্র:।

রে২ — অব্য: স্নেহ-ভর্ৎসনা-বা-অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনে (শোন্ রে খোকা, রে পাপিষ্ঠ, শোন্ রে বেটা); বিস্ময়-ও-খেদসূচক (তাই ত রে, হায় রে)।

রেউচিনি, রেউচিনী—বি: উদ্ভিদ্‌বিশেষের মূল। [ফা. রেবন্দ-ই-চীনী]।

রেউলা—বি: রাজান্তঃপুর; রাজান্তঃপুরস্থিত মহল ('তোমার পৃথক্ রেউলা হইবে': ব. চ.)।

রেও—**রেয়ো**-র বানানভেদ।

রেওয়া—বি: বাৎসরিক আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাবের কাগজ। [ফা.]।

রেওয়াজ—বি: প্রথা, রীতি, দস্তুর, প্রচলন। [আ.]।

রেঁদা—বি: কাঠাদি মসৃণ করিবার জন্য ছুতারের যন্ত্রবিশেষ। [ফা. রন্দ]।

রেক১, রেখ১—বি: শস্যাদি মাপিবার পাত্রবিশেষ (১ রেক = ৪ কুনিকা)। [দেশী]।

রেক২, রেখ২—**রেখা**-র কথ্য ও কোমল রূপ।

রেকাব১—বি: ঘোড়ার দুই পার্শ্বে জিনসংলগ্ন অশ্বারোহীর পা-দান [আ. রিকাব]।

রেকাব২, রেকাবি—বি: ক্ষুদ্র থালা। [ফা. রকাবি]।

রেখা—বি: লম্বা চিহ্ন বা দাগ (হস্তরেখা); কষি, ডোরা (রেখাঙ্কন); ঈষৎ চিহ্ন বা আভাস (গোঁফের রেখা); সারি; (জ্যামি) বেধহীন ও প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য, line (সরলরেখা)। [সং. √লিখ্+অ(র্ম)+আ]। **ঊর্ধ্বরেখা**—বি: (সচ.) মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলিমূল পর্যন্ত প্রসারিত করতলস্থ রেখাবিশেষ: ইহার দ্বারা ভাগ্যবিচার করা হয়। **বক্র রেখা**—আঁকাবাঁকা রেখা। **সরল রেখা**—যে রেখা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও দিক্‌পরিবর্তন করে না, সিধা বা সোজা রেখা। বি: **-ংশ**—দ্রাঘিমার অংশ বা ডিগ্রি। বি: **-গণিত**—জ্যামিতি। বি: **-ঙ্কন**—কষি টানা; চিত্রাঙ্কন। বিণ: **-ঙ্কিত**—রেখাযুক্ত, ruled; ডোরাকাটা। বি: **-চিত্র**—ছবির মুসাবিদা, কোনও বিষয়ের মোটামুটি চিত্র (rough sketch)। বি: **-পাত**—দাগ কাটা, মনে কোন স্থায়ী ভাবের সৃষ্টি।

রেচক—**রেচন** দ্র:।

রেচন—বি: মলভেদ, দাস্ত। [সং. √রিচ্+অন (ভা)]। **রেচক**—(১)বিণ: বিরেচক, ভেদকারক; (২)বি: জোলাপ, (যোগশাস্ত্রে) প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। বিণ: **রেচিত**—বিরেচিত; ত্যক্ত।

রেজাগি, রেজগী, রেজকি, রেজকী—বি: এক টাকা হইতে কম মূল্যের মুদ্রা, টাকার ভাঙ্গানি, খুচরা। [ফা. রেজ্‌গী]।

রেজা—বি: খুব ছোট টুকরা; রাজমিস্ত্রির সাহায্যকারী মজুর বা জোগাড়ে। [ফা.]।

রেজাই—বি: লেপ বা বালাপোশ। [ফা. রজাই]।

রেজিস্ট্রি, রেজিস্ট্রী (কথ্য) **রেজিস্টারি (-রী)**—(১)বি: প্রমাণস্বরূপ সরকারি বহিতে লিপিবদ্ধ করা, নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ; রেজিস্ট্রি করার খাতা, নিবন্ধপুস্তক। (২)বিণ: রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে এমন (রেজিস্ট্রি পার্সেল)। [ইং. registration]।

রেট—বি: দর ('জিলিপির রেট': রবীন্দ্র); হার (পাশের রেট); দস্তুর, রেওয়াজ (আজকালকার রেট)। [ইং. rate]।

রেড়ি, রেড়ী—বি: এরণ্ড ফল, ভেরেণ্ডা। [সং. এরণ্ড]। **রেড়ির তেল**—ভেরেণ্ডা-বীজ হইতে প্রস্তুত তৈল, castor oil।

রেডিও, রেডিয়ো—বি: বেতারে বার্তাদি প্রেরণের যন্ত্র বা ব্যবস্থা। [ইং. radio]।

রেণু—বি: ধুলা (পদরেণু); গুঁড়া, চূর্ণ (রেণু-রেণু-করা কাচ); পরাগ (পুষ্পরেণু)। [সং. √রী (গত্যর্থক)+নু (র্তৃ)]।

রেতঃ (-তস্), (অপ্র.) **রেত১**—বি: শুক্র, বীর্য, পুরুষদেহের সন্তানোৎপাদক সারপদার্থবিশেষ। [সং. √রী (ক্ষরণার্থক)]।

রেতি, (প্রাদে.) রেত₂—বি: উখা, লৌহাদি ঘষিয়া ক্ষয় করিবার যন্ত্রবিশেষ। [হি. রেতী]।

রেপার—**র‍্যাপার**-এর বানানভেদ।

রেফ—বি: অক্ষরের মস্তকে যুক্ত র্-চিহ্ন (´); মস্তকস্থ রেফাকৃতি শূক বা লোম (দ্বিরেফ)। [সং. র+ইফ্]।

রেফারি, রেফারী—বি: (ফুটবল প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায়) বিচারক বা মধ্যস্থ। [ইং. referee]।

রেবতী₁—বি: রেবত রাজার কন্যা, বলরামের পত্নী। [সং. রেবত+অ+ঈ]। বি: **-রমণ**—রেবতীর স্বামী, বলরাম।

রেবতী₂—বি: সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র। [সং. √রেব্+অত+ঈ]। বি: **-রমণ**—চন্দ্র।

রেবা—বি: নর্মদানদী। [সং.]।

রেয়াত, রেয়াৎ—বি: অব্যাহতিদান, রেহাই; খাতির, অনুগ্রহ। [আ. রিআয়ৎ]।

রেয়ো—বিণ: রবাহূত, বিনানিমন্ত্রণে আগমনকারী। [বাং. রা+উয়া>ও]। বি: **-ভাট**—শ্রাদ্ধাদির সংবাদ শুনিয়া আগত ভিখারী।

রেল₁—বি: বাষ্পচালিত শকট (রেলে চড়া); লৌহবর্ত্ম, রেলের লাইন। [ইং. rail]। বি: **-গাড়ি**—রেললাইনের উপর দিয়া গমনকারী বাষ্পীয় শকটবিশেষ। ক্রি.বিণ: **-যোগে**—রেলগাড়িতে চড়িয়া বা চাপাইয়া। বি: **-লাইন**—যে লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া রেলগাড়ি চলে। বি: **-স্টেশন**—যাত্রী ও মালের উঠা-নামার জন্য যে-সব স্থানে রেলগাড়ি থামে।

রেলিং, রেলিঙ, রেল₂—বি: লোহা কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে নির্মিত কাঠগড়া বা বেড়া। [ইং. railing]।

রেশ—বি: শব্দ বা সুর শেষ হইয়া গেলেও মনের মধ্যে যে অনুরণন হইতে থাকে (সুরের রেশ); বিলীয়মান অনুভূতি (আনন্দের রেশ)। [ফা. রেশা ?]।

রেশম—বি: গুটিপোকার লালাজাত তন্তু; উহা হইতে প্রস্তুত সুতা [ফা.]। বি: **-কীট**—তুঁত-পোকা। বিণ: **রেশমি, রেশমী**—রেশম সুতায় প্রস্তুত।

রেষ, রেষারিষি, রেষারেষি—**রিষ** দ্র:।

রেস—বি: দৌড়-প্রতিযোগিতা; (প্রধানত: বাজি রাখিয়া) ঘোড়দৌড় [ইং. race]।

রেসালা—বি: অশ্বারোহী সৈন্য; (বাং.) বিবাহাদিতে সাংযাত্রিক দল; শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী। [আ. রিসালা]।

রেসুড়ে—বি: ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ি। [ইং. race +বাং.-উড়িয়া]।

রেস্ত—বি: পুঁজি, অর্থসম্বল। [পো. resto]।

রেস্তরাঁ, রেস্টুরেন্ট—বি: চা জলখাবার প্রভৃতি বসিয়া খাইবার দোকান [ইং. restaurant]।

রেহাই—বি: নিষ্কৃতি, অব্যাহতি, ছাড়। [ফা. রিহাঈ]।

রেহান—বি: বন্ধক। [আ. রিহ্ন্]।

রৈখিক—বিণ: রেখা-সম্বন্ধীয়; রেখাদ্বারা রচিত। [সং. রেখা+ইক]।

রৈ-রৈ—**রইরই**-র বানানভেদ।

রোঁদ—বি: নির্দিষ্ট এলাকায় ঘুরিয়া নির্দিষ্ট সময়-ব্যাপী পাহারা (রোঁদ দেওয়া, রোঁদে বেরন)। [ইং. round]।

রোঁয়া—বি: লোম। [সং. রোমন্]।

রোক₁—**রোখ**-এর রূপভেদ।

রোক₂—(১)বি: (মূল সং.) ক্রয়বিশেষ; নগদ-ক্রয়; গর্ত; (বাং.) নগদ টাকা (রোক দেওয়া)। (২) (বাং.) বিণ: নগদ (রোক টাকা)। [সং.]। বি: **-ড়**—নগদ টাকাকড়ির হিসাব; হিসাবের পাকা খাতা (রোকড়ে ওঠা); নগদ টাকা (রোকড়-বিক্রি); সোনারুপার গহনাপত্র (রোকড়ের দোকান)। বি: **-শোধ**—নগদ টাকায় ঋণ-পরিশোধ।

রোক্কা—বি: ক্ষুদ্র চিঠি, হাতচিঠা। [আ. রুক্কা]।

রোখ—বি: জিদ, ঝোঁক (রোখ চাপা); তেজ (রোখ দেখান); বাড় (গাছের রোখ)। [সং. রোষ]।

রোখা₁—**রুখা**-র চলিত রূপ।

রোখা₂—বিণ: রোখযুক্ত, জেদী, তেজস্বী (এক-রোখা লোক)। [বাং. রোখ+আ]। বিণ: **-ল**—রোখা (রোখাল লোক); বাড়ন্ত (রোখাল চারা)।

রোগ—বি: ব্যাধি, পীড়া; (আল.) কু-অভ্যাস (সিনেমা দেখার রোগ)। [সং.]। ক্রি: **রোগ হওয়া, রোগে ধরা, রোগে পড়া**—ব্যাধিগ্রস্ত বা পীড়িত হওয়া। বি: **-জীবাণু—জীবাণু** দ্র:। বিণ: **-জীর্ণ**—ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার ফলে শীর্ণ। বি: **-ভোগ**—ব্যাধিতে কষ্ট লাভ। বিণ: **-মুক্ত**—আরোগ্য লাভ করিয়াছে এমন। বি: **-যন্ত্রণা**—ব্যাধিজনিত কষ্ট। বি: **-শয্যা**—রোগীর বিছানা। বি: **-শান্তি**—আরোগ্য লাভ। বি:

-শোক—দৈহিক পীড়া ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ।

রোগা—বিণ: ব্যাধিগ্রস্ত ; কৃশ ; দুর্বল। [সং. রোগ +বাং. আ]। বিণ: **-টে**—ব্যাধিগ্রস্তপ্রায় ; কৃশ। বিণ: **রোগা-পটকা**—কৃশ ও দুর্বল।

রোগী (-গিন্)—(১)বিণ: ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত। (২)বি: পীড়িত ব্যক্তি। [সং. রোগ+ইন্]। বিণ.বি(স্ত্রী): **রোগিণী**।

রোচক—বিণ: রুচিকর (মুখরোচক)। [সং. √রুচ্ +ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

রোচনা, রোচনী—বি(স্ত্রী): গোরোচনা। [সং. √রুচ্+অন (র্তৃ)]+আ, ঈ]।

রোচা—**রুচা**-র চলিত রূপ।

রোচ্য—**রুচ্য**-র অসাধু রূপ।

রোজ—(১)বি: তারিখ (সাতুই রোজ) ; দিন (তিন রোজ) ; দৈনিক মজুরি (দু-টাকা রোজে কাজ) ; দৈনিক যোগান (রোজ করা বা দেওয়া)। (২)ক্রি-বিণ: প্রত্যহ (রোজ বেড়াতে যায়)। [ফা.]। **রোজ রোজ**—প্রত্যহ, নিত্য নিত্য। বি: **রোজ-কেয়ামত** — ইসলাম-শাস্ত্রানুযায়ী মৃতদের শেষবিচারের দিন।

রোজগার—বি: উপার্জন, আয়। [ফা.]। বিণ: **রোজগারি, রোজগারী,** (কথ্য) **রোজগেরে**—উপার্জনকারী।

রোজনামচা, রোজনামা—বি: জীবনের দৈনিক বিবরণের বহি, দিনলিপি, diary। [ফা.]।

রোজা১—বি: রমজান-মাসে মুসলমানগণ কর্তৃক প্রতিদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস। [ফা. রোজা]।

রোজা২—বি: ওঝা, বিষ বা প্রেতযোনির আক্রমণের চিকিৎসক। [সং. উপাধ্যায়< ওঝা]।

রোটিকা—বি: রুটি ('রোটিকার স্তরে স্তরে মেখে' : রবীন্দ্র)। [সং]।

রোড—বি: প্রশস্ত রাস্তা, বড় রাস্তা। [ইং. road]।

রোথো—**রথো**-র বানানভেদ।

রোদ—**রৌদ্র**-র কথ্য রূপ। ক্রি: **রোদ ওঠা**—সূর্যালোক প্রকাশ পাওয়া, বেলা হওয়া। **রোদ পড়া**—ক্রি: অপরাহ্নের ছায়া ঘনান ; অপরাহ্ন হওয়া ; (অপরাহ্নে) রোদের তেজ কমা। ক্রি: **রোদ পোহান**—রৌদ্রতাপ উপভোগ করা। ক্রি: **রোদে দেওয়া**—সূর্যতাপে শুষ্ক হইবার জন্য মেলিয়া বা ছড়াইয়া দেওয়া।

রোদন—বি: ক্রন্দন, কান্না। [সং. √রুদ্+অন (ভা)]।

রোদসী—বি: একত্রে পৃথিবী ও স্বর্গ। [সং রোদস্+ঈ—'ক্রন্দসী'র অনুকরণে]।

রোদিতি—ক্রি: (ব্রজ.) কাঁদে। [সং. √রুদ্]।

রোদ্দুর—**রৌদ্র**-এর কথ্য রূপ।

রোদ্ধা (-দ্ধৃ)—বিণ: রোধকারী। [সং. √রুধ্+তৃ (র্তৃ)]।

রোধ—বি: বাধা, অবরোধ ; বাধাদান। [সং. √রুধ্+অ (ভা)]। বিণ: **-ক**—রোধকারী। **-ন**—(১)বি: বাধাদান, রুদ্ধ করা ; (২)বিণ: রোধকারী।

রোধঃ (-ধস্)—বি: কূল, তীর ('যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে' : মধু.)। [সং. √রুধ্+ অস্ (ণে)]।

রোধা—**রুধা**-র চলিত রূপ।

রোধী (-ধিন্)—বিণ: রোধকারী। [সং. √রুধ্+ ইন্]। বিণ(স্ত্রী): **রোধিনী**।

রোপণ, রোপ—বি: গাছের চারা বা বীজ মাটিতে পুঁতিয়া রাখা ; বপন ; স্থাপন ; আরোপ। [সং. √রুহ্+ণিচ্+অন,অ (ভা)]। **রোপা**—(১)ক্রি: রোপণ করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বিণ: **রোপিত**—রোপন করা হইয়াছে এমন ; প্রোথিত, আরোপিত।

রোবাইয়াৎ—বি: আরবী বা ফার্সী চতুষ্পদী কবিতাসমূহ। [আ. রুবাঈআৎ]।

রোম (-মন্), **লোম** (-মন্)—বি: কেশ ; (প্রধানত: মস্তক ও মুখমণ্ডল ব্যতীত দেহের অন্যান্য অবয়বের) চুল ; পশম। [সং.]। বি: **-কূপ**—লোমের মূলদেশস্থ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র। বিণ: **-জ**—লোম হইতে উৎপন্ন ; পশমী। বি: **-ফোঁড়া**—রোমকূপের মুখে উদ্গত স্ফোটক। বি: **-রাজি**—লোমসমূহ। বিণ: **-শ**—লোমবহুল। বি: **-হর্ষ**—শিহরণ, ভয়বিস্ময়াদিতে শরীরের লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া। **-হর্ষণ**—(১)বি: লোমহর্ষ ; (২)বিণ: শিহরণ জাগায় এমন ; রোমাঞ্চকর।

রোমক—(১)বি: (বিরল) রোমনগর, Rome।

আদিতে রোম-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য রোম দ্রঃ।

(২)বিণ: রোম-সম্বন্ধীয়; রোমের অধিবাসী, Roman। [অর্বাচীন সং.]।

রোমন্থ, রোমন্থন—বি: গিলিত বস্তু উদ্গার করিয়া পুনরায় চর্বণ, চর্বিতচর্বণ, জাবর কাটা। [সং.]। বি: **রোমন্থক, রোমন্থিক**—রোমন্থনকারী পশু অর্থাৎ গবাদি পশু।

রোমাঞ্চ, লোমাঞ্চ—বি: ভয়বিস্ময়াদিহেতু দেহের লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া, শিহরণ, লোমহর্ষ, পুলক। [সং. রোমন্, লোমন্+√অন্চ্+অ (ভা)]। বিণ: **-কর**—রোমাঞ্চসৃজক, শিহরণ জাগায় এমন, লোমহর্ষক। বিণ: **রোমাঞ্চিত, লোমাঞ্চিত**—রোমাঞ্চযুক্ত; পুলকিত। বিণ(স্ত্রী): **রোমাঞ্চিতা, লোমাঞ্চিতা**।

রোমান ক্যাথলিক—বি: খ্রিষ্টান সম্প্রদায়বিশেষ। [ইং. Roman Catholic]।

রোমাবলি, লোমাবলি, রোমাবলী, লোমাবলী—বি: রোমরাজি, লোমসমূহ; নাভির উর্ধ্বভাগ পর্যন্ত প্রসারিত উদরের লোমশ্রেণী। [সং. রোমন্, লোমন্+আবলি, আবলী]।

রোমীয়—বিণ: রোমদেশীয়; রোমের অধিবাসী। [ইং. রোম+বাং. ঈয়]।

রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ, লোমোদ্গম, লোমোদ্ভেদ—বি: লোম গজান, রোমহর্ষ। [সং. রোমন্, লোমন্+উদ্গম, উদ্ভেদ]।

রোয়া১—**রুয়া**-র চলিত রূপ।

রোয়া২—ক্রি: (প্রাদে. কাব্যে ও ব্রজ.) ক্রন্দন করা। [হি. রোনা]।

রোয়া৩—বি: (প্রাদে.) কোয়া, কোষ। [দেশী]।

রোয়াক—বি: বাড়ির সম্মুখস্থ খোলা চাতাল বা বারান্দা। [তুর্. রওয়াক্, আ. রিওয়াক্]।

রোয়ান (-নো)—**রুয়ান**-র চলিত রূপ।

রোয়েদাদ—বি: বিভাজনপূর্বক অংশপ্রদান অথবা তৎসম্পর্কে নির্দেশ। [আ.]

রোরুদ্যমান—বিণ: অতিশয় বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরত। [সং. √রুদ্+যঙ্+আন (মান) (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **রোরুদ্যমানা**।

রোল১—বি: অব্যক্ত শব্দ, রব, চিৎকার (কলরোল)। [সং.]।

রোল২—বি: নামের ক্রমিক তালিকা। [ইং. roll]।

রোলার—বি: চাপ দিয়া রাস্তা প্রভৃতি সমতল করার জন্য একপ্রকার ভারী যন্ত্র বা এনজিন; গম ইত্যাদি পিষিবার কলবিশেষ (রোলার আটা)। [ইং. roller]।

রোশনচৌকি—বি: সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রসহযোগে ঐকতানবাদ্য। [ফা. রোশন+বাং. চৌকি]।

রোশনাই, রোশ্নি—বি: আলোক; আলোকসজ্জা; ঔজ্জ্বল্য। [ফা. রোশ্নী]।

রোষ—বি: ক্রোধ, কোপ, রাগ। [সং. √রুষ্+অ (ভা)]। বিণ: **-কষায়িত**—ক্রোধে আরক্ত। বি: **-ণ**—কোপন। বি: **রোষাগ্নি, রোষানল**—ক্রোধের দাহ বা জ্বালা: তীব্র ক্রোধ। বিণ: **রোষাবিষ্ট**—ক্রুদ্ধ হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **রোষাবিষ্টা**। বিণ: **রোষিত**—রাগান হইয়াছে এমন, ক্রোধিত।

রোস, রোসো—ক্রি: অপেক্ষা কর, থাম। [বাং. √রহা]।

রোস্ট—বি: মাংসাদি ঝলসাইয়া বা ভাজিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জনবিশেষ। [ইং. roast]।

রোহ, রোহণ—বি: আরোহণ। [সং. √রুহ্+অ, অন (ভা)]।

রোহিণী১—বি: চন্দ্রপত্নী; বলরামের জননী; নবমবর্ষীয়া কন্যা (রোহিণী দান); (জ্যোতিষ.) নক্ষত্রবিশেষ। [সং. √রুহ্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]।

রোহিণী২—**রোহী** দ্র:।

রোহিত, রোহিতক—(১)বি: রুইমাছ। (২)বিণ: রক্তবর্ণ, লাল। [সং.]।

রোহিতাশ্ব—বি: রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র; অগ্নি। [সং. রোহিত+অশ্ব]।

রোহী (-হিন্)—বিণ: আরোহী। [সং. √রুহ্+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **রোহিণী**।

রৌদ্র—(১)বি: রোদ, সূর্যের কিরণ বা তাপ; (অল.) কাব্যের রসবিশেষ (২)বিণ: রুদ্রসম্বন্ধীয়; প্রচণ্ড, ভয়ানক। [সং রুদ্র+অ]। ক্রি: **রৌদ্র সেবন করা**—দেহে রৌদ্র লাগান। বিণ: **-দগ্ধ**—সূর্যতাপে ঝলসিত। বিণ: **-পক্ক**—সূর্যতাপে সিদ্ধ। বি: **-স্নান**—সর্বাঙ্গে রৌদ্রতাপ লাগানরূপ চিকিৎসা। বিণ: **রৌদ্রোজ্জ্বল**—সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত।

রৌপ্য—বি: ধাতুবিশেষ, রূপা, রজত। [সং. রূপ্য+অ]। বি: **রৌপ্যজয়ন্তী**—**জয়ন্তী** দ্র:। বিণ: **-ময়**—রূপার তৈয়ারি। বি: **-মুদ্রা**—রৌপ্যনির্মিত মুদ্রা। ক্রি-বিণ: **-মূল্যে**—দাম-বাবদ রূপা বা টাকা দিয়া, রূপা বা টাকার বিনিময়ে।

বিঃ **রৌপ্যালঙ্কার, রৌপ্যালংকার**—রুপার গহনা।

রৌরব—বিঃ ভীষণ পাপীদের জন্য নির্দিষ্ট নরক। [সং.]।

র‍্যাপার—বিঃ গরম চাদর, আলোয়ান। [ইং. wrapper]।

ল

ল$_1$—বাঙ্গালা ভাষার অষ্টবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ল$_2$—বিঃ আইন; আইন-পরীক্ষা (ল দিয়েছে)। [ইং. law]।

লওয়া—(১)ক্রিঃ গ্রহণ করা (টাকা লওয়া, ধার লওয়া); কাড়া (হাত মুচড়াইয়া লওয়া, ছোঁ মারিয়া লওয়া); সঙ্গে রাখা (সে ছাতা লইয়া বেড়াইতে গেল); স্থাপন করা (চরণধুলা মাথায় লওয়া); বহন করা (কাঁধে লওয়া, পৃষ্ঠে লওয়া); ধারণ করা (মাদুলি লওয়া); অনুসরণ করা (পথ লওয়া, উপদেশ লওয়া); অবলম্বন করা (ব্রত মন্ত্র বা ধর্ম লওয়া); সম্বল করা (কি লইয়া থাকিব), ব্যাপৃত থাকা (পড়া লইয়া ব্যস্ত); পরীক্ষা করা (ছাত্রের পড়া লওয়া); উচ্চারণ বা স্মরণ করা (রামনাম লওয়া); কেনা (বাকিতে জিনিস লওয়া, বাজার হইতে লওয়া); স্বীকার করা (নিমন্ত্রণ লওয়া); আদায় করা (খাজনা লওয়া); ঋণ করা (বাঁধা দিয়া টাকা লওয়া); ধারণা হওয়া (মনে লওয়া); ঔষধরূপে গ্রহণ করা (ইনজেকশন বা জোলাপ লওয়া)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √লভ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ অপরকে দিয়া লওয়ার কাজ করান, গ্রহণ করান; ধারণ করান, প্রবৃত্ত করান (ধর্মে-কর্মে লওয়ান), (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

লওয়াজিম—বিঃ দরকারী জিনিস। [আ.]।

লংকা—**লঙ্কা$_1$**-র বানানভেদ।

লংক্লথ—বিঃ থাপি সুতি-কাপড়বিশেষ। [ইং. long-cloth]।

লক—**লখ**-এর রূপভেদ।

লকট—বিঃ চীনা ফলবিশেষ, loquat। [চী.]

লকড়ি—বিঃ কাঠ; জ্বালানি কাঠ। [হি.]।

লকলক—অব্যঃ নমনীয় পদার্থের প্রসারণ বা আন্দোলনের ভাবসূচক (জিহ্বা বা বেত লকলক করা)। বিণঃ **লকলকে**—লকলক করিতেছে এমন।

ল-কার—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ল-এর যোগ।

লকুচ—বিঃ ডেহুয়া বা মাদার গাছ; উহার ফল। [সং. √লক্+উচ (র্ম)]।

লকেট$_1$—**লকট**-এর রূপভেদ।

লকেট$_2$—বিঃ প্রধানতঃ কণ্ঠহারের সহিত সংলগ্ন পদকবিশেষ, ধুকধুকি। [ইং. locket]।

লক্কা—বিঃ ঘন ও বিস্তৃত পুচ্ছযুক্ত পারাবতজাতি; (বিদ্রূপে) পোশাকপ্রিয় ব্যক্তি। [আ.]।

লক্‌লক্‌—**লকলক**-এর বানানভেদ।

লক্ষ$_1$—**লক্ষ্য**-র অশু. বানান।

লক্ষ$_2$—(১)বিঃ ১০০০০০ সংখ্যা। (২)বিণঃ শত-সহস্রসংখ্যক; বহু, অসংখ্য (লক্ষবার তোমাকে বলেছি)। [সং. √লক্ষ্+অ (র্ম)]। বিঃ **-পতি**—লক্ষ বা তদূর্ধ্ব টাকার মালিক; ধনবান্ ব্যক্তি। বিণঃ **-লক্ষ**—অসংখ্য।

লক্ষণ—বিঃ চিহ্ন (সধবার লক্ষণ); পরিচয় (স্বরূপ লক্ষণ); নিদর্শন (বুদ্ধির লক্ষণ); আভাস (ঝড়ের লক্ষণ)। [সং. √লক্ষ্+অন]।

লক্ষণা—বিঃ (অল.) শব্দের যে বৃত্তিতে বাচ্যার্থের বাধা ঘটিলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থ প্রকাশ পায় (যেমন—সারা গাঁ ক্ষেপে উঠল =গাঁয়ের সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠল। (তু. metonymy)। [সং. লক্ষণ+আ]।

লক্ষণীয়—বিণঃ লক্ষ্য করিবার যোগ্য, দর্শনযোগ্য, অনুভবনীয়। [সং. √লক্ষ্+অনীয় (র্ম)]।

লক্ষিত—বিণঃ দৃষ্ট; উদ্দিষ্ট; অনুভূত; নিশানা করা হইয়াছে এমন; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত। [সং. √লক্ষ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **লক্ষিতা**।

লক্ষ্মণ—বিঃ রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন। [সং. লক্ষ্মন্+অ]।

লক্ষ্মী—(১)বি(স্ত্রী): বিষ্ণুপত্নী এবং ধনসম্পদ্ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কমলা, রমা; সৌভাগ্য, শ্রী, শোভা। (২)(বাং.) বিণঃ শান্ত-প্রকৃতি, সুবোধ (লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে)। [সং. √লক্ষ্+ম+ঈ (র্ম)]। **লক্ষ্মীর বাহন**—পেঁচা, (আল.) অতি ধনশালী ব্যক্তি। **লক্ষ্মীর ভাণ্ডার**—(আল.) অফুরান ভাণ্ডার। বিঃ **-কান্ত, -পতি**—নারায়ণ। বিণঃ **-ছাড়া** — শ্রীভ্রষ্ট; দুর্ভাগা; দুষ্ট। বিঃ **-জনার্দন**—লক্ষ্মী ও নারায়ণ;

আদিতে **লক্ষ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **লক্ষ$_2$** দ্রঃ।

শালগ্রামবিশেষ। **লক্ষ্মীটি**—বিঃ সুবোধ বা শান্তপ্রকৃতি ব্যক্তি। বিঃ **-নারায়ণ**—লক্ষ্মী ও নারায়ণ; শালগ্রামবিশেষ। বিণঃ **-বান্** (-বৎ), (বাং) **-বন্ত, -মন্ত**—সৌভাগ্যবান্, ধনবান্। বিঃ **-বিলাস**—কবিরাজী তৈল বা জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। বিঃ **-শ্রী**—সৌভাগ্য-বা-সুখ-সম্পদ্জনিত শোভা; লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা। বিণঃ **-স্বরূপিণী**—মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায়, রূপে-গুণে লক্ষ্মীতুল্যা।

লক্ষ্য—(১)বিণঃ দর্শনযোগ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়, লক্ষণাশক্তিদ্বারা বোধ্য, অভিপ্রেত, উদ্দিষ্ট (লক্ষ্যবস্তু)। (২)বিঃ অভিপ্রেত বা কাম্য বস্তু, মনোযোগের বিষয় (ধনী হওয়া বা মন্ত্রিত্ব তার লক্ষ্য), লক্ষ্য করিয়া বলা); নজর, দৃষ্টি; উদ্দেশ্য, তাক, নিশানা। [সং. √লক্ষ্ + য (র্ম)]। বিণঃ **-চ্যুত, -ভ্রষ্ট**—উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত চলিতে পারে নাই এমন; নিশানা ভেদ করিতে পারে নাই এমন। বিণঃ **-হীন**—উদ্দেশ্যহীন। বিণঃ **লক্ষ্যীকৃত**—লক্ষ্য করা হইয়াছে এমন; লক্ষ্যপূর্বক বিদ্ধ করা বা ভেদ করা হইয়াছে এমন।

লখ, লখলাইন—বিঃ মাঞ্জা-দেওয়া রেশমী সুতা। [ফা. নখ্ + ইং. line]।

লখা—ক্রিঃ (কাব্যে) লক্ষ্য করা, দেখা; নির্ধারণ বা উপলব্ধি করিতে পারা, চিনিতে পারা; নিশানা করিতে পারা। [সং. √লক্ষ্ + বাং. আ]।

লখাই, লখিন্দর—**লক্ষ্মীন্দ্র** বা **লক্ষ্মীন্দর**-এর কথ্য রূপ।

লগন—লগ্ন-র কথ্য ও কোমল রূপ। বিঃ **-সা**—যে সময়ে বহু লগ্ন আছে [সং. লগ্নসময়]।

লগবগ—অব্যঃ ঋজু না থাকার বা চঞ্চলতার ভাবপ্রকাশক। বিণঃ **লগবগে**—লগবগ করে এমন।

লগা—বিঃ বাঁশ ইত্যাদির লম্বা দণ্ড; আঁকশি। [সং. লগ্ন > লগ + বাং. আ]।

লগি—বিঃ নৌকা ঠেলিয়া চালাইবার বাঁশ ইত্যাদির সরু লম্বা দণ্ড; ছোট লগা। [বাং লগা + ই]।

লগুড়—বিঃ মোটা লাঠি, কোঁতকা। [সং.]।

লগেজ—**লাগেজ**-এর চলিত রূপ।

লগ্ন১—বিণঃ সংযুক্ত, সংসক্ত (কণ্ঠলগ্ন); আসক্ত। [সং. লগ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **লগ্না**।

লগ্ন২—বিঃ (জ্যোতিষ.) রাশির উদয়কাল; সূর্যের রাশি-সংক্রমণের মুহূর্ত; উপযুক্ত বা শুভ সময় (বিয়ের লগ্ন)। [সং. √লগ্ + ত (ধি)]। বিঃ **-পত্র**—যে লিপিতে বিবাহের লগ্ন জ্যোতিষ-বিচারদ্বারা স্থির করা হইয়াছে। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—লগ্নকালের মধ্যে কার্যবস্থ করিতে পারে নাই এমন; উপযুক্ত বা শুভ সময় হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন। বিঃ **লগ্নাচার্য**—দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী।

লগ্নি—বিঃ সুদে টাকা খাটান (লগ্নি করা)। [দেশী ?—তু. বাং. লাগান, সং লগ্ন১]। বিণঃ **লগ্নী**—সুদে খাটান হইয়াছে এমন (লগ্নী টাকা)।

লঘিমা (-মন্)—বিঃ লঘুতা, লাঘব; যে ঐশী শক্তিদ্বারা দেহকে ইচ্ছামত লঘু বা সূক্ষ্ম করা যায়। [সং. লঘু + ইমন্ (ভা)]।

লঘিষ্ঠ—বিণঃ সর্বাপেক্ষা হালকা; সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; অতি লঘু, অতি ক্ষুদ্র। [সং. লঘু + ইষ্ঠ]। বিণ(স্ত্রী): **লঘিষ্ঠা**। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক** বা **গুণিতক** (সংক্ষেপে **ল.সা.গু.**)—(গণি.) দুই বা ততোধিক রাশিদ্বারা যে সর্বনিম্ন রাশিকে ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, L.C.M.।

লঘীয়ান্ (-য়স্)—বিণঃ দুইয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হালকা বা ছোট; অতি লঘু, অতি ক্ষুদ্র। [সং. লঘু + ঈয়স্]।

লঘু১—বিণঃ হালকা, অল্প ওজনবিশিষ্ট (লঘুভার); অল্প, পরিমিত, সহজপাচ্য (লঘু ভোজন); সামান্য (লঘু পাপ); ক্ষুদ্র, খর্ব (লঘুকায়), অগভীর, চিন্তাশূন্য (লঘুপ্রকৃতি); চিন্তাশক্তিহীন (লঘুমস্তিষ্ক); মৃদু অথচ ক্ষিপ্র (লঘু বাতাস, লঘুগামী, লঘুহস্ত); সহজবোধ্য (লঘুপাঠ); নীচ, হেয় (লঘুজ্ঞান, লঘুজাতি); অসার; সূক্ষ্ম; তরল; অপমানিত; (ব্যাক.) হ্রস্বমাত্রাযুক্ত (লঘুস্বর)। [সং. √লন্‌ঘ্ + উ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণ(স্ত্রী): **লঘু, লঘ্বী**। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে গমনকারী। বিঃ **-গুরুজ্ঞান, -গুরুবোধ**—বয়ঃকনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠের মধ্যে তারতম্য-সম্বন্ধে ধারণা বা উক্ত তারতম্যপূর্বক তাহাদের প্রতি যথাযথ আচরণ। বিণঃ **-চিত্ত, -চেতাঃ** (-তস্), (চলিত) **-চেতা**—সঙ্কীর্ণমনা; গাম্ভীর্যহীন বা ছেবলা। বিঃ **-ত্রিপদী**—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ (যথা, 'নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী, প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি': রবীন্দ্র)। বিণঃ **-পাক**

—সহজে হজম হয় এমন, সহজপাচ্য। বিণ: **-হস্ত**—শীঘ্রকারী, ক্ষিপ্রহস্ত।

লঘূকরণ—বি: ভারী জিনিসকে হালকা করা; জটিল বিষয়কে সরল করা; (গণি.) মিশ্র রাশিকে অমিশ্র এবং অমিশ্র রাশিকে মিশ্র রাশিতে পরিণত করা, reduction। [সং. লঘু+চ্বি+কৃ+অন (ভা)]। বিণ: **লঘূকৃত**—লঘু করা হইয়াছে এমন; (গণি.) লঘূকরণ করা হইয়াছে এমন।

লঙ্কা১—বি: মসলারূপে ব্যবহৃত ঝাল ফলবিশেষ, লঙ্কামরিচ। [দেশী]। বি: **-বাটা**—জলের সহিত পিষ্ট লঙ্কা।

লঙ্কা২—বি: রামায়ণোক্ত দ্বীপবিশেষ: ইহা রাবণের পুরী (প্রচলিত মতে বর্তমান সিংহল)। [সং. √লক্+অ (ধি)+আ, নি.]। বি: **-কাণ্ড**—রামায়ণের লঙ্কা-ধ্বংস-অধ্যায়; (আল.) ভীষণ ধ্বংসকাণ্ড, তুমুল ঝগড়াঝাটি। বি: **-দাহন**—হনুমান্ কর্তৃক লঙ্কাপুরী পোড়ান। বি: **-দাহী** (-হিন্)—লঙ্কাদাহকারী, হনুমান্। বি: **-ধিপতি, -পতি, লঙ্কেশ**—রাবণ।

লঙ্গ—**লবঙ্গ**-র প্রাদে. রূপ।

লঙ্গর—**নঙ্গর**-এর প্রাদে. রূপ।

লঙ্গরখানা—বি: সাধারণের রান্নাঘর; বিনামূল্যে অন্ন বিতরণের স্থান। [ফা. লঙ্গরখানহ্]।

লঙ্ঘন—বি: উপবাস; ডিঙ্গাইয়া যাওয়া; অতিক্রম; পালন না করা; অবহেলা বা অগ্রাহ্য বা অমান্য করা। [সং. √লঙ্ঘ্+অন (ভা)]। বিণ: **লঙ্ঘনীয়**—লঙ্ঘনযোগ্য। বিণ: **লঙ্ঘিত**—লঙ্ঘন করা হইয়াছে এমন।

লঙ্ঘা—ক্রি: লঙ্ঘন করা ('এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘে')। [সং. √লঙ্ঘ্+বাং. আ]।

লছমী, লছিমী—**লক্ষ্মী**-র প্রা, কোমল রূপ।

লজেঞ্জস, লবনচুষ—বি: শর্করাদির দ্বারা প্রস্তুত চোষ্য মিঠাইবিশেষ। [ইং. lozenges]।

লজ্জত—বি: প্রকাশ; পরিচয় ('রাজপুতানীর লজ্জত': ব. চ.); যে অঙ্গে ব্রীড়া ফুটিয়া ওঠে অর্থাৎ মুখমণ্ডল ('চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জত': সত্যেন্দ্র)। [আ. লজ্জৎ—তু. হি. লজ্জত]।

লজ্জমান—বিণ: লজ্জা বোধ করিতেছে এমন। [সং. √লজ্জ্+আন (মান) (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **লজ্জমানা**।

লজ্জা—বি: ব্রীড়া, শরম, হ্রী; (গোপনীয় বিষয় বা অনুচিত কার্যাদি অপরে জানার জন্য) সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা। [সং. √লজ্জ্+অ(ভা)+আ]। বিণ: **-কর, -জনক**—লজ্জার কারণস্বরূপ। বিণ: **-নত**—কুণ্ঠার দরুন মুখ তুলিতে পারিতেছে না এমন। বিণ: **-বান্** (-বৎ), **-শীল**—লাজুক, লজ্জাযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-বতী, -শীলা**। বি: **-বত্তা, -শীলতা**। বি: **-বতী লতা**—লতাবিশেষ: ইহার পাতা স্পর্শমাত্রে সঙ্কুচিত হয়। বিণ: **-লু**—লজ্জাশীল, লাজুক। বিণ: **-হীন, -শূন্য**—বেহায়া, নির্লজ্জ। বিণ(স্ত্রী): **-হীনা, -শূন্যা**। বি: **-হীনতা, -শূন্যতা**। বিণ: **লজ্জিত**—লজ্জাযুক্ত। বিণ-(স্ত্রী): **লজ্জিতা**।

লজ্ঝড়—বিণ: অলস, অপদার্থ, ভগ্নপ্রায় বা অকেজো (লজ্ঝড় গাড়ি বা লোক); গোলমেলে, বাজে (লজ্ঝড় কাজ)। [দেশী—তু. হি লক্কড়]।

লটকা—ক্রি: টাঙ্গান; ঝুলান। [হি. √লটকা]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: টাঙ্গান, ঝুলান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

লটখট, লটখটী—**নটখট**-এর রূপভেদ।

লটপট—(১)অব্য: লুটাপুটি খাওয়া বা লুটান এবং দুলিবার ভাবপ্রকাশক ('লটপট করে বাঘছাল': রবীন্দ্র)। (২)বিণ: শিথিলভাবে দোদুল্যমান ('লটপট তার বেশ': চণ্ডী.)। বিণ: **লটপটে**—লটপট করিতেছে এমন। বিণ: **লটাপট**—(কাব্যে) লটপট করিতেছে এমন ('লটাপট জটাজুট': ভা. চ.)।

লটবহর — বি: (প্রধানত: যাত্রীদের) সঙ্গের মালপত্র। [তু. লাট১+বহর]।

লটরপটর—**লটপট**-এর বিকৃত রূপ।

লটারি—বি: সুরতি খেলা, ভাগ্যপরীক্ষার খেলা। [ইং. lottery]।

লড়—বি: (প্রা. কা.) দৌড়। বি: **-চড়**—(গ্রা.) নড়চড়।

লড়া১—(১)ক্রি: (গ্রা.) নড়া। (২)বি বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √লড়+বাং. আ]।

লড়া২—(১)ক্রি: যুদ্ধ করা; পরস্পর শক্তিপরীক্ষা করা। (২)বি: উক্ত অর্থে। [হি. √লড়—তু. সং. √লড়]। বি: **-ই**—যুদ্ধ; পরস্পর শক্তি-পরীক্ষা। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: লড়াই করান। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বিণ: **-য়ে, লড়াইয়ে**—লড়াইকারী, জঙ্গী; যুদ্ধপ্রিয়; সামরিক। বি: **-লড়ি**—পরস্পর লড়াই। বিণ: **লড়িয়ে, লড়ুয়ে**—লড়াইপ্রিয়; লড়াইতে পটু।

লাড়ি, লড়ী—**নাড়ি**-র রূপভেদ।

লড্ডু, লড্ডুক—বিঃ লাড়ু। [সং]।

লণ্ঠন—বিঃ কাচবেষ্টিত প্রদীপবিশেষ। [ইং. lantern]।

লণ্ডভণ্ড—অব্যঃ বিপর্যস্ত, ছারখার, তছনছ। [দেশী]।

লতা—(১)বিঃ যে উদ্ভিদ্ অবলম্বনের জন্য অপর কিছুকে জড়াইয়া বাড়ে, ব্রততী, বল্লরী। (২)ক্রিঃ (বাং.) লতাইয়া ওঠা, লতান। [সং. √লত্+অ (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-গৃহ**—লতামণ্ডিত নিকুঞ্জ। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লতার ন্যায় প্রসারিত হওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। বিণঃ **-নিয়া, -নে**—লতার তুল্য; লতার ন্যায় প্রসারিত বা প্রসরণশীল। বিঃ **-মণ্ডপ**—লতাপল্লবদ্বারা রচিত মণ্ডপ, লতাগৃহ। বিণঃ **-য়িত**—লতার ন্যায় প্রসারিত।

লতি—বিঃ কানের নিম্নভাগের নরম মাংস। [সং. লতা+বাং. ই]।

লতিকা—বিঃ ক্ষুদ্র লতা; লতা। [সং. লতা+ক+আ]।

লপটা—ক্রিঃ জড়িত হওয়া; জড়ান। [মৈ. লপটায়<সং. লিপ্ত]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জড়িত হওয়া; জড়ান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

লপেটা—বিঃ নাগরা ও পম্পশুর মধ্যবর্তী আকারযুক্ত পাদুকাবিশেষ। [তু. লিপ্ত]।

লপ্ত—বিঃ অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাশাপাশি থাকার ভাব (এক লপ্তে তাহার তিনটি ঘর বা পাঁচ বিঘা জমি)। [সং. লিপ্ত]।

লপ্সি—বিঃ দাল ময়দা প্রভৃতির তরল মণ্ড-বিশেষ; দুগ্ধ বা দধি হইতে প্রস্তুত ঘোলবিশেষ। [সং. লপ্সিকা]।

লব—বিঃ (গণি.) বিভাজ্য অঙ্ক, numerator; অতি সূক্ষ্ম কালাংশ; অতি অল্প, লেশ; বিন্দু; শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র। [সং. √লূ+অ (র্ম)]।

লবঙ্গ—বিঃ মসলা বা মুখশুদ্ধির উপকরণরূপে ব্যবহৃত শুষ্ক ফুলবিশেষ। [সং. √লূ+অঙ্গ (ম)]। বিঃ **-লতা, -লতিকা**—সুগন্ধি ফুলফলযুক্ত লতা-বিশেষ; (আল.) গুণবতী ও নম্রা নারী।

লবজ—বিঃ শব্দ; বাচনভঙ্গি; কথার মাত্রারূপে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ। [উ. লব্জ]।

লবডংকা—অব্যঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন; ফাঁকি; কিছু-না। [দেশী]।

লবণ—(১)বিঃ ক্ষাররসযুক্ত পদার্থবিশেষ; নুন; ক্ষার; ক্ষারযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ (ভাস্কর লবণ)। (২)বিণঃ ক্ষারযুক্ত, নোনা (লবণজল)। [সং. √লূ+অন (র্তৃ)]। বিণঃ **-পোড়া**—অত্যধিক লবণ মিশান হইয়াছে এমন (ব্যঞ্জনাদি)। বিণঃ **লবণাক্ত**—লবণমিশ্রিত; নোনা। বিঃ **লবণাম্বুধি**—লবণসমুদ্র, নোনাজলযুক্ত সমুদ্র। বিঃ **লবণাম্বুরাশি**—লবণাক্ত জলরাশি; সমুদ্র।

লবনচুষ—**লজেঞ্চুস**-এর প্রাদে. রূপ।

লবেজান—বিণঃ প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে এমন; অতিশয় অস্থির বা উৎকণ্ঠিত ('বিবিজান লবেজান')। [ফা. লব্-ই-জান্]।

লব্জ—**লবজ**-এর বানানভেদ।

লব্ধ—বিণঃ লাভ করিয়াছে বা করা হইয়াছে এমন, প্রাপ্ত, অর্জিত। [সং. √লভ্+ত (র্ম)]। বিণ-(স্ত্রী): **লব্ধা**। বিণঃ **-কাম**—সফল-মনোরথ, বাসনা চরিতার্থ হইয়াছে এমন। বিণঃ **-কীর্তি**—যশোলাভ করিয়াছে এমন। বিণঃ **-প্রতিষ্ঠ**—প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন, খ্যাতিমান্। বিণঃ **-প্রবেশ**—ভিতরে ঢুকিয়াছে এমন, প্রবিষ্ট।

লভ্য—(১)বিণঃ লাভের যোগ্য, লাভস্বরূপ প্রাপ্তির সম্ভাবনাযুক্ত; প্রাপ্য। (২)(বাং.)বিঃ লাভ, প্রাপ্তি। [সং. √লভ্+য (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **লভ্যা**।

লম্পট—বিণ.বিঃ কামুক; বহুস্ত্রীগামী; চরিত্র-হীন। [সং. √রম্+অট (র্তৃ), নি.]। বিঃ **-তা, লাম্পট্য**।

লম্ফ১, ল্যাম্প—বিঃ ক্ষুদ্র বাতিবিশেষ, কেরো-সিন-ডিবা [ইং. lamp]।

লম্ফ২—বিঃ লাফ; উল্লম্ফন। [সং. রম্ফ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ঝম্প**—লাফালাফি, লাফঝাঁপ; (আল.) অতিশয় চঞ্চলতা বা দম্ভ প্রকাশ; আস্ফালন; হাঁকডাক। বিঃ **-ন**—লাফ দেওয়া, লাফ।

লম্ব—(১)বিণঃ দোলায়মান, লম্বাভাবে ঝুলিতেছে এমন; দীর্ঘ; খাড়া; ঋজু; সমকোণে স্থিত, মাটামসহি। (২)বিঃ দীর্ঘ রেখা; সমকোণে অবস্থিত রেখা। [সং. √লম্ব্+অ (র্তৃ)]। **-কর্ণ**—(১)বিণঃ দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট; (২)বিঃ (লম্বা কান-যুক্ত বলিয়া) গাধা খরগোস হাতি প্রভৃতি জীব। বিঃ **-ন**—ঝুলন, দোলন; অবলম্বন। বিণঃ **-মান**—দোলায়মান, ঝুলিতেছে এমন। বিঃ **-শাট**—বঞ্চনার্থ ছদ্মবেশ। বিণঃ **-শাটপটাবৃত**—লম্বা জামাকাপড় পরিহিত।

লম্বরদার—বিঃ প্রজাগণের যে মুখপাত্রের উপর অন্যান্য প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভার ন্যস্ত করা হয় ; মোড়ল। [ইং. number +ফা. দার]।

লম্বশাট, লম্বশাটপটাবৃত—লম্ব দ্রঃ।

লম্বা—(১)বিণঃ দীর্ঘ, ঢেঙ্গা, সম্মুখে প্রসারিত বা উপরে-নিচে বিস্তৃত (দু-হাত লম্বা, লম্বা মানুষ, লম্বা পথ) ; দীর্ঘকালব্যাপী (লম্বা দিন, লম্বা ঘুম) ; (আল.) ধরাশায়ী (লম্বা হওয়া), দম্ভপূর্ণ (লম্বা কথা)। (২)বিঃ দৈর্ঘ্য (লম্বায় দশ-হাত) ; ঝুল (জামাটা লম্বায় খাট)। [সং. লম্ব্ +বাং. আ]। **লম্বা কথা**—দম্ভোক্তি, বড়াই। **লম্বা চাল**—অবস্থার অতিরিক্ত আড়ম্বর। ক্রিঃ **লম্বা করা**—প্রসারিত করা ; দীর্ঘ করা ; বাড়ান ; (আল.) প্রহারদ্বারা লম্বালম্বিভাবে ধরাশায়ী করা। ক্রিঃ **লম্বা দেওয়া**—দ্রুত ছুটিয়া পালান ; চম্পট দেওয়া। ক্রিঃ **লম্বা হওয়া**—প্রসারিত হওয়া ; বাড়া ; হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়া। বিঃ **-ই**—দৈর্ঘ্য ; ঝুলের মাপ। বিঃ **-ই-চওড়াই**—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ ; দম্ভপূর্ণ উক্তি, আস্ফালন। বিণঃ **-টে**—লম্বা ধরনের ; অল্পপরিমাণে লম্বা। ক্রি-বিণঃ **-লম্বি**—দৈর্ঘ্যের দিকে, অনুদীর্ঘভাবে।

লম্বিত—বিণঃ ঝোলান হইয়াছে বা ঝুলিতেছে এমন ; দোলিত। [সং. √লম্ব্ +ত]।

লম্বোদর—(১)বিণঃ ভুঁড়ো, স্থূলোদর। (২)বিঃ (লম্বা পেটযুক্ত বলিয়া) গণেশ। [সং. লম্ব+ উদর]।

লয়—বিঃ (বৃহত্তর বস্তুতে) বিলীন হওয়া ; বিনাশ বা মৃত্যু ('লয়কালে'), প্রলয় ; (সঙ্গীতে) নৃত্য-গীতবাদ্যের তালসাম্য বা তালের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ। [সং. √লী + অ (ভা)]।

ললৎ—বিণঃ কম্পমান ; দোলায়মান ; লেহন-কারী। [সং. √লল্ + অৎ (র্তৃ)]।

ললনা—বিঃ নারী ; পত্নী। [সং. √লল্ + অন(র্তৃ) + আ]।

ললন্তিকা—বিঃ নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার। [সং. ললৎ+ক+আ]।

ললাট—বিঃ কপাল ; ভাগ্য, অদৃষ্ট ; ভাগ্যলিপি। [সং.]। বিঃ **ললাটিকা**—তিলক, ললাট-ভূষণ ('ললাটিকা মেয়ে' : বিহারী.)।

ললাম—বিঃ ভূষণ ; শ্রেষ্ঠ বস্তু ; তিলক। [সং.]।

ললিত—(১)বিণঃ সুন্দর, চারু, কমনীয়, কোমল। (২)বিঃ স্ত্রীনৃত্য, লাস্য ; বিলাস ; সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ। [সং. √লল্ + ত]। বিঃ **-কলা**—গীতবাদ্য চিত্রাঙ্কন সাহিত্য-রচনা প্রভৃতি চারু-কলা। **ললিতা**—(১)বিণঃ **ললিত**-এর স্ত্রীলিঙ্গে ; (২)বিঃ দেবীবিশেষ ; দুর্গাদেবী ; রাধিকার জনৈকা সখী। **ললিতা সপ্তমী**—ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমীতিথি।

লশকর—বিঃ সৈন্য, ফৌজ ; নৌসৈন্য ; জাহাজের খালাসী। [ফা.]।

লশুন—রসুন দ্রঃ।

লস্কর—**লশকর**-এর বানানভেদ।

লহনা—বিঃ খাজনা ব্যতীত অন্য পাওনা ; লভ্য, পাওনা। [< সং. √লভ্—তু. হি. লহনা = ভাগ, কিস্মৎ]।

লহমা—বিঃ মুহূর্ত, অতি অল্প সময় (লহমার মধ্যে)। [আ. লম্‌হহ্]।

লহর—বিঃ ঢেউ ; শ্রেণী, সারি, পেঁচ (সাত লহর হার)। [সং. লহরী]।

লহরি, লহরী—বিঃ তরঙ্গ, ঢেউ। [সং. লহরী]।

লহা—ক্রিঃ (কাব্যে) লওয়া, গ্রহণ করা। [লওয়া দ্রঃ]।

লহু১—বিঃ রক্ত। [সং. লোহিত]।

লহু২—বিণঃ (ব্রজ.) মৃদু ('লহুলহু হাস' : বিদ্যা.)। [সং. লঘু]।

লা১—**লাক্ষা**-র কথ্য রূপ।

লা২—অব্যঃ স্ত্রীলোকদের অবজ্ঞাসূচক সম্বোধনের শব্দ। [> শৌরসেনী প্রা. হলা]।

লা৩—বিঃ (প্রাদে. ও প্রা. কা.) নৌকা। [সং. নৌ]।

লা৪—অব্যঃ (বিরল) নঞর্থক উপসর্গবিশেষ (লাখেরাজ)। [আ.]।

লাইট—বিঃ বাতি বৈদ্যুতিক বাতি। [ইং. light]।

লাইন—বিঃ রেখা (লাইন টানা) ; নিজ নিজ পালার জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের সারি (টিকেট বা রেশনের লাইন) ; শ্রেণী (ফুলগাছের লাইন) ; লৌহপথ (রেলের বা ট্রামের লাইন) ; পথ, ধারা (কাজের লাইন, বে-লাইন)। [ইং. line]।

লাইনিং—বিঃ জামার ভিতরদিকের অতিরিক্ত কাপড়, অস্তর। [ইং. lining]।

লাইফবেলট, লাইফবেল্ট—বিঃ ভগ্নপোত ব্যক্তির ভাসিয়া থাকিবার সাহায্যের জন্য নির্মিত চক্র-বিশেষ। [ইং. life-belt]।

লাইফবোট—বিঃ ভগ্নপোত ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থে

ব্যবহৃত (এবং প্রধানতঃ জাহাজ-সংলগ্ন) ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী নৌকাবিশেষ। [ইং. life-boat]।

লাইব্রেরি, লাইব্রেরী—বিঃ গ্রন্থাগার, পুস্তক-ভাণ্ডার। [ইং. library]।

লাইসেনস, লাইসেন্স—বিঃ ব্যবসায় বা বৃত্তি অবলম্বন করার সরকারী অনুমতি। [ইং. licence]।

লাউ—বিঃ কুমড়াজাতীয় ফলবিশেষ, কদু। [সং. অলাবু]। বিঃ **-ডগা**—লাউগাছ বা লাউশাকের আগা; বিষধর সর্পবিশেষ। বিঃ **-মাচা**—লাউ-গাছ লতাইয়া বাড়িবার জন্য বংশাদিদ্বারা যে মাচা নির্মাণ করা হয়।

লার্কাড়—**লর্কাড়**-র রূপভেদ।

লাক্ষণিক, লাক্ষণ্য—বিণঃ লক্ষণ-সম্বন্ধীয়; লক্ষণ-যুক্ত; লক্ষণস্বরূপ; লক্ষণ বা লক্ষণার দ্বারা বোধ্য; দৈবজ্ঞ। [সং. লক্ষণ+ইক, য]।

লাক্ষা—বিঃ লোহিতবর্ণ বৃক্ষনির্যাসবিশেষ, লা, জতু, জৌ, গালা, চাচ। [সং.]। বিঃ **-রস**—লাক্ষাজাত তরল রঙ, আলতা।

লাখ—(১)বিঃ ১০০০০০ সংখ্যা। (২)বিণঃ ১০০০০০ সংখ্যক; বহু, অসংখ্য, অগণিত। [সং. লক্ষ]। **লাখ কথার এক কথা**—বহু কথার মধ্যে প্রকৃত মূল্যবান্ কথা, সার কথা। **লাখে লাখে, লাখো লাখো**—অসংখ্য।

লাখেরাজ—(১)বিণঃ নিষ্কর। (২)বিঃ নিষ্কর জমি। [আ. লা-খিরাজ]।

লাগ—বিঃ নাগাল; স্পর্শ; নৈকট্য; সঙ্গ। [লাগা দ্রঃ]।

লাগসই—বিণঃ উপযুক্ত, জুতসই। [বাং লাগ +সই]।

লাগা—ক্রিঃ যুক্ত বা লিপ্ত বা সংলগ্ন হওয়া (জুতায় কাদা লাগা); স্পর্শ করা (গায়ে বাতাস লাগা); ভিড়া (তীরে নৌকা লাগা); থামা (গাড়ি লাগা); রত নিযুক্ত বা ব্যাপৃত হওয়া (চাকরিতে লাগা); আরম্ভ হওয়া, ঘটা (গ্রহণ লাগা); করিতে থাকা, রত থাকা (গাইতে লাগিল), অনুভূত হওয়া (ভাল লাগা, গরম লাগা); ক্লেশবোধ বা যন্ত্রণাবোধ হওয়া (বড় লাগছে); সঙ্গত হওয়া, খাপ খাওয়া, মানান (শব্দটা ওখানে লাগল না); তুল্য হওয়া (মহাভারতের কাছে অন্য মহাকাব্য কি আর লাগে); প্রয়োজন হওয়া (দু-দিন লাগা, টাকা লাগবে); মূল্যরূপে ব্যয়িত হওয়া (কিনতে দশ টাকা লেগেছে); সফল হওয়া (ওষুধটা লেগেছে, তার ভবিষ্যদ্বাণী লাগল না); বিবাদ বাধা (দু-পক্ষে আবার লাগল); সফল হওয়া (এমন জায়গায় যাত্রা লাগে না); জ্বালাতন বা শত্রুতা করা (কারও পিছনে লাগা); বিদ্ধ হওয়া, বেঁধা (গুলিটা বুকে লেগেছে); আঘাত পাওয়া (ঘুসি লাগা, চোট লাগা); ধারণা বা অনুভব হওয়া (কুসুমসমান লাগে); আটকাইয়া যাওয়া (গলায় লাগা); কু-প্রভাব পড়া (এঁড়ে লাগা, শনি লাগা)। [সং. √লগ+বাং আ]। ক্রিঃ **লাগিয়া থাকা**—নাছোড়বান্দাভাবে রত থাকা।

লাগাও—বিণঃ সংযুক্ত, সন্নিহিত, পাশাপাশি। [লাগা দ্রঃ]।

লাগাতার, লাগাতর—বিণঃ অবিরাম, এক-টানা। [হি. লগাতার]।

লাগাৎ, লাগাদ—**নাগাদ**-এর রূপভেদ।

লাগান, লাগানো—ক্রিঃ সংযুক্ত করা (খামে টিকিট লাগান, ঘরে আগুন লাগান); লিপ্ত করা (দেওয়ালে রং লাগান); ছোঁয়ান (গায়ে গা লাগান); সেবন করা, লাগিতে দেওয়া (মাথায় রোদ লাগান); ভিড়ান (ঘাটে নৌকা লাগান); রোপণ করা (চারা লাগান); নিযুক্ত করা (কাজে লাগান, মন লাগান, পিছনে লোক লাগান); প্রয়োগ করা (বেত লাগান); বাধাইয়া দেওয়া (ঝগড়া লাগান); ব্যয় করা (সময় লাগান); মনে উৎপাদন করা (তাক লাগান, ভয় লাগান); গোপনে বিরুদ্ধে বলা, চুকলি করা (কাহারও নামে লাগান)। [লাগা দ্রঃ]। বিঃ **লাগানি**—গোপন নালিশ, চুকলি। বিঃ **লাগানি-ভাজানি**—কাহারও কাছে গোপনে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তির মন বিগড়াইয়া দেওয়া।

লাগাম—বিঃ ঘোড়ার বল্গা, রাস। [ফা.]। বিণঃ **-ছাড়া**—যথেচ্ছাচারী; অবাধ; অসংযত।

লাগায়েৎ, লাগায়েত—**নাগাদ**-এর রূপভেদ।

লাগাল—**নাগাল**-এর রূপভেদ।

লাগি, লাগিয়া—অব্যঃ (কাব্যে) জন্য, তরে ('কার লাগি হয়েছ বিবাগী' : কাজি)।

লাগোয়া—**লাগাও**-র রূপভেদ।

লাগেজ—বিঃ যাত্রীদের সঙ্গের মালপত্র। [ইং. luggage]। ক্রিঃ **লাগেজ করা**—যাত্রী কর্তৃক মাশুলের বিনিময়ে সঙ্গের মালপত্র বহনের ভার রেলকোম্পানি বা স্টীমারকোম্পানিকে দেওয়া।

লাঘব—বিঃ হ্রাস, লঘুতা; গৌরবহানি, মর্যাদা-

হানি ; ক্ষিপ্রতা, পটুতা (হস্তলাঘব)। [সং. লঘু + অ (ভা)]।

লাঙ্গল, (চলিত) **লাঙল**—বিঃ জমি চষিবার যন্ত্র-বিশেষ, হল। [সং.]। ক্রিঃ **লাঙ্গল চষা**—লাঙ্গলের দ্বারা জমি চাষ করা। বিণঃ **-টানা**—হলবহনকারী। বিঃ **-দড়ি**—যে দড়ি দিয়া হলের সহিত মই বাঁধা হয়। বিঃ **লাঙ্গলী**—কৃষক ; বলরাম।

লাঙ্গুল, লাঙুল—বিঃ লেজ, পুচ্ছ। [সং.]। **লাঙ্গুলী** (-লিন্) **লাঙুলী**—(১)বিণঃ লেজ-বিশিষ্ট ; (২)বিঃ বানর।

লাচাড়ি, লাচাড়ী—বিঃ নৃত্যোপযোগী ত্রিপদী ছন্দোবিশেষ বা উক্ত ছন্দে রচিত গান। ['নাচ'-শব্দজ]।

লাচার—বিণঃ নিরুপায়, নিঃসহায়। [আ. লা৪ + ফা. চারা]।

লাজ১—**লজ্জা**-র কোমল ও কথ্য রূপ।

লাজ২—বিঃ খই [সং.]। বিঃ **-বর্ষণ**—কোনও শুভ অনুষ্ঠানে ইতস্তত: খই নিক্ষেপ। বিঃ **লাজাঞ্জলি**—মুঠা-ভরতি খই ; খই-ভরতি অঞ্জলি বা মুঠি।

লাজুক—বিণঃ লজ্জাশীল ; লোকের সঙ্গে মিশিতে বা কথা বলিতে লজ্জা পায় এমন। [বাং. লাজ১ + উক]।

লাঞ্ছন—বিঃ কলঙ্ক, চিহ্ন (শশলাঞ্ছন, ব্যাঘ্রলাঞ্ছন) ; ধ্বজ (মকরলাঞ্ছন = কন্দর্প) ; উপাধি, নাম ; অঙ্কন। [সং. √লাঞ্ছ্ + অন (ণে, ভা)]।

লাঞ্ছনা—বিঃ ভর্ৎসনা, নিন্দা, অপমান, উৎপীড়ন। [সং. √লাঞ্ছ্ + অন + আ]।

লাঞ্ছিত—বিণঃ ভর্ৎসিত, নিন্দিত, অপমানিত, অপদস্থ; উৎপীড়িত; কলঙ্কিত; চিহ্নিত, অঙ্কিত ; ধ্বজযুক্ত ; নামযুক্ত। [সং. √লাঞ্ছ্ + ত (র্ম)]।

লাট১—বিণঃ পাট-ভাঙ্গা, বিপর্যস্ত (কাপড় লাট করা) ; ধরাশায়ী, নির্জীব (মেরে লাট করা)। [দেশী]। ক্রিঃ **লাট খাওয়া**—(উড্ডীয়মান বস্তুর) পতনোন্মুখ হওয়া বা ঘুরিয়া পড়া।

লাট২—(১)বিঃ বিদগ্ধ ব্যক্তি, পণ্ডিত বা রসজ্ঞ লোক ; জীর্ণ বস্ত্রাদি। (২)বিণঃ ব্যবহৃত, পুরাতন, মলিন, জীর্ণ। [সং. লাট + অ]।

লাট৩—বিঃ স্তম্ভ (অশোক-লাট)। [হি. লাঠ্]।

লাট৪—বিঃ জমিদারির অংশ (লাটের খাজনা) ; নিলামে একত্র বিক্রেয় দ্রব্যসমষ্টি (লাটের মাল)। [ইং. lot]। বিণঃ **-বন্দি, -বন্দী**—(জমি-সম্বন্ধে) লাটের তালিকাভুক্ত।

লাট৫—বিঃ দেশের প্রধান শাসক, গভরনর, রাজ্যপাল (বাঙ্গালার লাট) ; সর্বাধিনায়ক (জঙ্গিলাট) ; রাজ্যপালাদির ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। [ইং. lord]। **ছোট লাট**—প্রাদেশিক শাসনকর্তা, lieutenant governor। **জঙ্গী(-ঙ্গি) লাট**—প্রধান সেনাপতি। **বড় লাট**—দেশের প্রধান শাসনকর্তা, গভরনর জেনারেল। বিঃ **-বেলাট**—রাজ্যপালাদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিঃ **-সাহেব**—গভরনর, রাজ্যপাল ; (ব্যঙ্গে) চালচলন ও বেশভূষায় আত্মম্ভরিতাপূর্ণ ব্যক্তি।

লাট৬—বিঃ গুজরাটের প্রাচীন নাম। [সং.]।

লাটানুপ্রাস—লাটবাসিগণের প্রিয় শব্দালঙ্কার-বিশেষ।

লাটাই—**নাটাই**-এর রূপভেদ।

লাটিম, লাটীম, লাট্টু—বিঃ কাঠের খেলনাবিশেষ যাহা ঘুরান হয়। [হি. লট্টু—তু. সং. √লট্]। বিণঃ **লাট্টুদার**—লাট্টুর ন্যায় পাকাইয়া চূড়া-করা (লাট্টুদার পাগড়ি)।

লাঠালাঠি—বিঃ লাঠিদ্বারা পরস্পর প্রহার ; তুমুল বিবাদ। [বাং. লাঠি + লাঠি]।

লাঠি—বিঃ যষ্টি, লগুড। [প্রা. লট্‌ঠি < সং. যষ্টি]। বিঃ **-খেলা**—ক্রীড়াপ্রদর্শনার্থ বা অনুশীলনার্থ পরস্পর লাঠি লইয়া লড়াই। বিঃ **-বাজি**—লাঠি লইয়া লড়াই ; লাঠির দ্বারা শাসন বা নিপীড়ন। বিঃ **-য়াল, লেঠেল**—লাঠিদ্বারা যুদ্ধ করিতে পটু ব্যক্তি। বিঃ **-য়ালি, লেঠেলি**—লাঠিয়ালের বৃত্তি। বিঃ **লাঠ্যৌষধি**—লাঠির দ্বারা প্রহাররূপ ঔষধ বা সংশোধনের উপায়।

লাড়ু, (সচ. অমা.) **লাড্ডু**—বিঃ গোলাকার মিঠাইবিশেষ। [সং. লড্ডু]। বিঃ **-গোপাল**—এক হাতে লাড়ু লইয়া হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে অবস্থিত শিশু কৃষ্ণের মূর্তি।

লাথি, (প্রাদে.) **লাথ**—বিঃ পদাঘাত, চরণদ্বারা প্রহার। [তু. হি. লাত্]। বিণঃ **লাথি-খেকো**—লাথি খাইতে অভ্যস্ত ; (আল.) অত্যন্ত হেয়।

লাদ, লাদা১, লাদি—যথাক্রমে **নাদ২, নাদা** ও **নাদি**-র রূপভেদ।

লাদা২—ক্রিঃ ভার চাপান, বোঝাই করা। [বাং. √লাদ্ + আ]। বিণ.বিঃ **-ই**—বোঝাই।

লান্সনায়েক—**নায়েক** দ্রঃ।

লাফ—বিঃ লম্ফ। [সং. লম্ফ]। ক্রিঃ **লাফ দেওয়া, লাফ মারা**—(প্রধানতঃ কিছু ডিঙ্গানর জন্য) লাফান। বিঃ **-ঝাঁপ**—লম্ফ ও ঝম্প ; হুড়াহুড়ি;

(আল.) অত্যধিক ব্যস্ততা বা আস্ফালন। বিঃ **লাফালাফি**—ক্রমাগত লাফ দেওয়া; (আল.) অত্যধিক ব্যস্ততা; আস্ফালন।

লাফড়া, লাফরা—**লাবড়া**-র রূপভেদ।

লাফা—ক্রিঃ লাফ দেওয়া। [সং. লম্ফ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লাফ দেওয়া; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **লাফানি**—লাফ দেওয়া, লাফ; ছটফটানি, আস্ফালন। বিণঃ **লাফানে**—লাফায় এমন, লম্ফনশীল।

লাব—বিঃ বটের-পাখি। [সং.]।

লাবড়া—বিঃ বিবিধ তরকারি-সহযোগে পাঁচ-মিশালী ব্যঞ্জন, ঘাঁট। [সং. লাবু+বাং. ড়া>লাবুড়া>লাবড়া]।

লাবণ—বিণঃ লবণ-সম্বন্ধীয়, নোনা, লবণাক্ত। [সং. লবণ+অ]।

লাবণি—**লাবনি**-র বানানভেদ।

লাবণিক—(১)বিণঃ লাবণ। (২)বিঃ লবণবিক্রেতা। [সং. লবণ+ইক]।

লাবণ্য—বিঃ কান্তি, সৌন্দর্য। [সং. লবণ+য (ভা)]। বিণঃ **-ময়**—কান্তিযুক্ত, সৌন্দর্যশালী। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বিঃ **লাবনি**—(প্রা. কা.) লাবণ্য ('কাঁচা অঙ্গের লাবনি' : গো. দা.)।

লাভ—বিঃ মূলধন বা খরচের অতিরিক্ত আয় (ব্যবসায়ে লাভ), মুনাফা (শতকরা দশ টাকা লাভ); উপস্বত্ব, আয় (দোকান থেকে প্রচুর টাকা লাভ হয়); ক্ষতির বিপরীত, উপকার (একাজে লাভ নেই); প্রাপ্তি (বরলাভ, বন্ধু-লাভ)। [সং. √লভ্+অ (ভা)]। ক্রিঃ **লাভ করা**—লাভস্বরূপ পাওয়া; মুনাফা আয় করা; অর্জন করা; পাওয়া। বিণঃ **-বান্**—লাভ করিয়াছে বা মুনাফা রোজগার করিয়াছে এমন। বিঃ **লাভালাভ**—লাভ ও ক্ষতি।

লামা—বিঃ তিব্বতীয় বৌদ্ধ পুরোহিত। [তিব্বতী লামা]।

লাম্পট্য—বিঃ লম্পটের ভাব বা বৃত্তি, লম্পটতা, ব্যভিচার [সং. লম্পট+য]।

লায়েক—বিণঃ সাবালক; যোগ্য, সমর্থ, কাজ করিবার উপযুক্ত। [আ লায়ক]।

লাল১—বিঃ লালা, থুতু.। [সং. লালা]

লাল২—বিণঃ (নামের যোগে) সুন্দর, প্রিয় (নন্দ-লাল, লালচাঁদ, লালগোপাল)। [হি.]।

লাল৩—বি.বিণঃ রক্তবর্ণ, লোহিত (লাল কাপড়)। [ফা.]। বিণঃ **-চে**—ঈষৎ রক্তবর্ণ। **-মুখ**—(১)বিণঃ রক্তবর্ণ মুখযুক্ত; (২)বিঃ রক্তবর্ণ মুখ; (আল.) মর্কট, বানর; সাহেব। **চোখ লাল করা**—ক্রোধ প্রদর্শন করা।

লালচ—**লালসা**-র গ্রা. রূপ।

লালন—বিঃ সযত্নে পালন। [সং. √লল্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিঃ **-পালন**—প্রতিপালন।

লালমোহন—বিঃ পানতোয়া-জাতীয় লালচে মিঠাইবিশেষ। [বাং. লাল৩+মোহন]।

লালস১—বিণঃ লোলুপ, লোভী। [সং লালসা+অ (অস্ত্যর্থে)]।

লালসা, (গ্রা.) **লালস**২—বিঃ লোলুপতা, লিপ্সা, স্পৃহা, লোভ। [সং. √লস্+যঙ্লুক্+অ (ভা)+আ]।

লালা১—বিঃ হিন্দুস্থানী কায়স্থের পদবিবিশেষ। [হি.]।

লালা২—বিঃ মুখজাত জল, লাল, নাল। [সং. √লল্+ণিচ্+অ+আ]।

লালাটিক—বিণঃ কপাল-সম্বন্ধীয় বা ভাগ্য-সম্বন্ধীয়; ভাগ্যালক্ষ; ললাটভূষণ। [সং. ললাট+ইক]।

লালাপোষ—বিঃ (প্রধানতঃ শিশুর) মুখের লালায় যাহাতে পরিহিত পোশাক নোংরা না হয় তজ্জন্য গলায় যে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড ঝুলান হয়। [লালা২, পোষা দ্রঃ]।

লালায়িত—বিণঃ লুব্ধ, লোলুপ; অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। [সং. √লালায় (নামধাতু)+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **লালায়িতা**।

লালাস্রাব—বিঃ মুখের লাল ঝরা। [বাং. লালা২+স্রাব]।

লালিত—বিণঃ লালন করা হইয়াছে এমন, প্রতি-পালিত, পোষিত। [সং. √লড্ (চুরাদি)+ত (র্ম)]। বিণঃ **-পালিত**—প্রতিপালিত।

লালিত্য—বিঃ ললিত ভাব, কমনীয়তা, কান্তি, সৌন্দর্য, মাধুর্য। [সং. ললিত+য(ভা)]।

লালিমা—বিঃ লাল আভা, রক্তিমা। [বাং. লাল৩ ইমা]।

লাশ, লাস১—বিঃ শব, মৃতদেহ। [ফা. লাশ্]।

লাস২—বিঃ জুতার ফরমা বা কাঠাম। [ইং. last]।

লাস্য, লাস৩—বিঃ স্ত্রীলোকের নৃত্য বা লীলায়িত ভাবভঙ্গি। [সং. √লস্+য, অ (ভা)]। বিণ(স্ত্রী): **লাস্যময়ী**—নৃত্যময়ী; লীলায়িত ভাব-ভঙ্গিপূর্ণা।

লিকলিক, লিক্‌লিক্—অব্য: মৃদু নকলক-ভাবপ্রকাশক ; কৃশতার ভাবসূচক। বিণ: **লিকলিকে, লিক্‌লিকে**—লিকলিক করিতেছে এমন ; কৃশ।

লিকি—বি: উকুনের ডিম বা শাবক। [সং লিক্ষা]।

লিখন—বি: লেখা, অক্ষরবিন্যাস ; চিত্রণ ; অঙ্কন ; লিখিত বিষয়; পত্র, লিপি। [সং. √লিখ্+অন।] **দেওয়ালের লিখন**—ভবিষ্যৎ পতন ও বিপর্যয়ের আভাসদায়ক ঘটনা (ইং. writing on the wall-এর অনুবাদ)। বি: **-পদ্ধতি**—লিখিবার বা রচনা করিবার ধারা।

লিখা১—**লেখা১**-র বিরল রূপ।

লিখা২—(১)ক্রি: অক্ষরবিন্যাস করা, লিপিবদ্ধ করা ; গ্রন্থাদি রচনা করা ; আইন-সিদ্ধ দলিলাদি সম্পাদনপূর্বক হস্তান্তর করা (জমি লিখে দেওয়া) ; চিঠিপত্রাদি রচনা করা বা চিঠিপত্রাদির দ্বারা জানান (আমি তাকে লিখব) ; অঙ্কন করা। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: লিখিত। [সং. √লিখ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: অপরের দ্বারা লেখার কাজ করান ; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। বি: **-লিখি**—ক্রমাগত আবেদন বা পত্রপ্রেরণ।

লিখিত—বিণ: লেখা হইয়াছে এমন ; রচিত ; অঙ্কিত ; মৌখিকের বিপরীত। [সং. √লিখ্+ত (র্ম)]।

লিখিতব্য—বিণ: লেখনীয়, লিখিতে হইবে বা লেখা উচিত বা আবশ্যক এমন। [সং. √লিখ্+তব্য (র্ম)]।

লিখিয়ে—বিণ.বি: লেখক ; রচনাকারী ; লিখন-পটু (ব্যক্তি)। [সং. √লিখ্+বাং. ইয়ে]।

লিঙ্গ—বি: পুং-জননেন্দ্রিয়, শিশ্ন ; শিবমূর্তি-বিশেষ ; পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব ; (ব্যাক.) শব্দের পুং-স্ত্রী-ক্লীবভেদ। [সং.]। বি: **-দেহ, -শরীর**—সূক্ষ্মদেহ। বি: **লিঙ্গায়েত** — শিবোপাসক সম্প্রদায়বিশেষ।

লিচু—বি: সুমিষ্ট ক্ষুদ্র ফলবিশেষ। [চীনি চি]।

লিজ্‌জে—ক্রি: ধরে বা ধরিবে ('কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে': শুভ.)। [প্রা.<সং. গৃহ্যতে]।

লিটার—বি: তরল পদার্থের ওজনের মাপবিশেষ (=প্রায় ৫ ছটাক)। [ইং. litre]।

লিপস্টিক—বি: ঠোঁট রাঙাইবার জন্য রঙের কাঠি। [ইং. lipstick]।

লিপি—বি: চিঠি, পত্র (লিপিপ্রেরণ) ; লিখন (ভাগ্যলিপি) ; অক্ষর, বর্ণমালা (ব্রাহ্মীলিপি)। [সং. √লিপ্+ই (র্ম, ভা)]। বি: **-কর, -কার**—লেখক ; নকলনবিস। বি: **-কা**—(ক্ষুদ্র) পত্র। বি: **-কৌশল**—অক্ষরবিন্যাস-দক্ষতা ; লিখিবার কায়দা। বি: **-চাতুর্য**—পত্রাদি রচনায় পটুতা। বিণ: **-বদ্ধ, -ভুক্ত**—লিখিত ; পত্রাদিতে লিখিত।

লিপ্ত—বিণ: লেপা বা মাখান হইয়াছে এমন (তৈললিপ্ত) ; সংশ্লিষ্ট, জড়িত (অপরাধে লিপ্ত) ; ব্যাপৃত (রাজকর্মে লিপ্ত) ; জোড়া, সংযুক্ত (লিপ্তপাদ)। [সং. √লিপ্+ত (র্ম)]। বিণ: **-পদ, -পাদ**—পাতলা চামড়া দিয়া পায়ের সমস্ত আঙুল পরস্পর সংযুক্ত এমন (যথা—হাঁস)।

লিপ্যন্তর—বি: এক ভাষার অক্ষর হইতে অন্য ভাষার অক্ষরে লিখন, প্রতিবর্ণীকরণ। [সং. লিপি+অন্তর]।

লিপ্সা—বি: প্রাপ্তির বা লাভের প্রবল বাসনা, লোভ, প্রবল স্পৃহা। [সং. √লভ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **লিপ্সু** — লিপ্সাযুক্ত ; লোলুপ।

লিভার—বি: যকৃৎ। [ইং. liver]।

লিমনেড—বি: খনিজ পদার্থমিশ্রিত অম্লমধুর পানীয়বিশেষ। [ইং. lemonade]।

লিলা—ক্রি: লিলান। ['লে লে' ধ্বনি হইতে]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: কাহাকেও আক্রমণার্থ অন্য কাহাকেও উত্তেজিত করা বা উত্তেজিত করিয়া পাঠান ; (২)বি: উক্ত অর্থে।

লিস্ট, (কথ্য) **লিস্টি**—বি: তালিকা। [ইং. list]।

লীগ—বি: সঙ্ঘ (মুসলিম লীগ, আই. এফ. এ. লীগ)। [ইং. league]। **লীগের খেলা**—কোন সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত (প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক) খেলা।

লীঢ়—বিণ: লেহন করা হইয়াছে এমন ; আস্বাদিত। [সং. √লিহ্+ত (র্ম)]।

লীন—বিণ: লয়প্রাপ্ত ; মিলিত (ব্রহ্মে লীন) ; লুপ্ত, অদৃশ্য ; সংলগ্ন (কণ্ঠলীন)। [সং. √লী+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **লীনা**।

লীলা—বি: খেলা, ক্রীড়া, কেলি, প্রমোদ, বিলাস ; হাবভাব ; দেবতা বা মানুষের নির্দিষ্ট-কালব্যাপী কার্যকলাপ (কৃষ্ণের নরলীলা, ভবলীলা) ; গূঢ় মর্মপূর্ণ খেলা বা কাষ ('কে বোঝে তোমার লীলা লীলাময়ী তারা')। [সং.]। বি: **-কমল, -পদ্ম**—কেলিপদ্ম, খেলিবার পদ্ম।

বিঃ **-কানন**—প্রমোদ-উদ্যান। বিঃ **-ক্ষেত্র, -ভূমি**—লীলাখেলার স্থান। বিঃ **-খেলা**—বিশেষ বা গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ খেলা বা কার্য; কার্যকলাপ। ক্রিঃ **লীলাখেলা সাঙ্গ হওয়া**—মৃত্যু হওয়া। বিণঃ **-চঞ্চল**—লীলাভরে অস্থির, মধুর চপলতা-পূর্ণ। **-বতী**—(১)বিণ(স্ত্রী): লীলাচঞ্চলা, হাবভাব-যুক্তা; (২)বিঃ ভাস্করাচার্য-রচিত গণিতগ্রন্থ-বিশেষ। বিণঃ **-ময়**—লীলাপূর্ণ, ক্রীড়াপরায়ণ; যাহার কার্যকলাপ মানুষে বুঝিতে পারে না এমন। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বিণঃ **-য়িত**—মনোহর ভঙ্গিযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-য়িতা**।

লু—বিঃ গ্রীষ্মকালের অতিশয় উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ-বিশেষ। [হি.]।

লুই—বিঃ পশুলোমনির্মিত শীতবস্ত্রবিশেষ। [সং. লোমন্?]।

লুকা—ক্রিঃ লুকান। [প্রা. √লুক্ক<সং. নি-√লী]।

লুকাচুরি, (কথ্য) **লুকোচুরি**—বিঃ শিশুক্রীড়া-বিশেষ (ইহাতে একটি বালক পুলিস সাজে এবং অন্য সকলে চোর সাজিয়া তাহার হাত এড়াইতে চেষ্টা করে); ছাপাছাপি, গোপনীয়তা। [বাং. লুকা+চুরি]।

লুকান, লুকানো—(১)ক্রিঃ আত্মগোপন করা, আড়াল হওয়া; প্রচ্ছন্ন থাকা; গোপন করিয়া রাখা, দৃষ্টির আড়ালে রাখা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [বাং. লুকা+আন]।

লুক্কায়িত—বিণঃ লুকাইয়াছে এমন; প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত; গোপনে রক্ষিত; অদৃশ্য। [সং. √লুক্কায়+ত (র্তৃ)]।

লুঙ্গি, লুঙ্গী, লুঙি, লুঙী—বিঃ পুরুষদের পরিধেয় কাছা-কোঁচাহীন ধুতিবিশেষ। [বর্মী. লুন্‌গি—তু. ফা. লুঙ্গী]।

লুচি—বিঃ ঘৃতে ভাজা ময়দার পাতলা ও ছোট রুটিবিশেষ। [সং. লোচিকা—তু. মরা. লূচী]।

লুচ্চা—**লোচ্চা**-র রূপভেদ।

লুট, লুঠ—বিঃ লুণ্ঠন, বলপূর্বক অপহরণ, ডাকাতি; অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ (দুহাতে লুঠ করা); দেবতার প্রসাদ বিতরণ বা অনেকে মিলিয়া গ্রহণ (হরির লুট)। [সং. √লুন্ঠ্]। বিঃ **-তরাজ, -পাট**—ব্যাপক লুণ্ঠন।

লুটা, লুঠা—(১)ক্রিঃ লুঠ করা; অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা (জনসাধারণের টাকা লুটা); প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করা (মজা লুটা); গড়াগড়ি দেওয়া, লুণ্ঠিত হওয়া (ধুলায় লুটা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √লুঠ্, √লুণ্ঠ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ লুঠ করান; গড়াগড়ি দেওয়া বা দেওয়ান; (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

লুটাপুটি, (কথ্য) **লুটোপুটি**—বিঃ গড়াগড়ি। [তু. হি. লৌটপৌট]। ক্রিঃ **লুটাপুটি খাওয়া**—গড়াগড়ি দেওয়া।

লুটেরা, লুঠেরা, লুটেল, লুঠেল—(১)বিণ.বিঃ লুণ্ঠনকারী, অপহরণকারী। (২)বিঃ দস্যু। [সং. √লুঠ্+বাং. এরা, এল]।

লুঠন—বিঃ গড়াগড়ি। [সং. √লুঠ্+অন (ভা)]। বিণঃ **লুঠিত**—গড়াগড়ি দিতেছে এমন।

লুড়া—**নুড়া**-র রূপভেদ।

লুড়ি, লুড়ী—**নুড়ি**-র রূপভেদ।

লুন, লুণ—**নুন**-এর প্রাদে. রূপ।

লুণ্ঠন—বিঃ লুঠ, অপহরণ, অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ-করণ; ভূমিতলে গড়াগড়ি দেওয়া। [সং. √লুণ্ঠ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **লুণ্ঠক**—লুণ্ঠনকারী; দস্যু, চোর। বিণ.বি(স্ত্রী): **লুণ্ঠিকা**। বিণঃ **লুণ্ঠিত**—অপহৃত, লুঠ হইয়াছে এমন; ভূমি-তলে পতিত, গড়াগড়ি দিতেছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **লুণ্ঠিতা**।

লুপ্ত—বিণঃ লোপপ্রাপ্ত, বিলীন; ধ্বংসপ্রাপ্ত; বিনষ্ট; অপহৃত; সমাবৃত, আচ্ছন্ন; অদৃশ্য। [সং. √লুপ্+ত (র্ম)]। বিণঃ **-প্রায়**—প্রায় লোপপ্রাপ্ত বা অদৃশ্য। বিঃ **লুপ্তি**—লোপপ্রাপ্তি, লোপ; ধ্বংস, বিনাশ; আচ্ছন্নতা; অদৃশ্য-ভবন। বিঃ **লুপ্তোদ্ধার**—হারান বিষয়ের বা বস্তুর উদ্ধার; গুপ্ত বস্তুর বা বিষয়ের আবিষ্কার; বিনষ্ট বস্তুর বা বিষয়ের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার।

লুফা—(১)ক্রিঃ শূন্য হইতে পতনশীল বস্তুকে ভূমি স্পর্শ করিবার পূর্বে ধরা (সে বল লুফেছে)। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √লুপ্+বাং. আ]।

লুব্ধ, (কাব্যে) **লুবধ**—বিণঃ লোভযুক্ত, লোলুপ, লোভী। [সং. √লুভ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **লুব্ধা**। বিঃ **-তা**।

লুব্ধক—বিঃ ব্যাধ; লম্পট; নক্ষত্রমণ্ডলবিশেষ, Sirius; উক্ত নক্ষত্রমণ্ডলের প্রধান নক্ষত্র। [সং. লুব্ধ+ক (স্বার্থে)]।

লুলিত—বিণঃ আন্দোলিত, কম্পিত; সুন্দর, মনোহর। [সং. √লুল্+ত (র্ম)]।

লূতা—বিঃ মাকড়সা। [সং.]। বিঃ **-তন্তু**—মাকড়সার জাল।

লেই—বিঃ কাই, আঠাল মণ্ড। [সং. লেপ]।

লেং—বিঃ পা। [হি. টাঙ্গ<সং. টঙ্গ]। ক্রিঃ **লেং মারা**—নিজের পা দিয়া অন্যের পা জড়াইয়া তাহার গমনে বাধা দেওয়া বা তাহাকে ভূপাতিত করা।

লেংচা১—বিঃ লম্বা আকারের পানতুয়াবিশেষ। [দেশী]।

লেংচা২—বিণঃ খঞ্জ, খোঁড়া। [সং. লঙ্গ+বাং. চা]। ক্রিঃ **-ন, -নো**—খোঁড়ান।

লেংটা—বিণঃ উলঙ্গ। [সং. নগ্নবৃত্ত—তু. উলঙ্গ]।

লেংটি—**লেঙ্গটি**-র বানানভেদ।

লেংড়া১—বিণঃ খঞ্জ, খোঁড়া। [সং. লঙ্গ+বাং. ড়া—তু. হি. লঁগড়া]।

লেংড়া২—বিঃ উৎকৃষ্ট আম্রবিশেষ। [দেশী]।

লেকচার—বিঃ বক্তৃতা; (ব্যঙ্গে) বাগাড়ম্বর, উপদেশ। [ইং. lecture]।

লেখ, লেখন—**লিখন**-এর রূপভেদ।

লেখক—বিঃ লিপিকার, যে লেখে; গ্রন্থাদির রচয়িতা। [সং. √লিখ্+অক (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **লেখিকা**।

লেখনী—বিঃ কলম পেনসিল প্রভৃতি যাহাদ্বারা লেখা হয়; তুলি। [সং. লিখ্+অন(ণে)+ঈ]।

লেখনীয় — বিণঃ লিখিতব্য; লিখনযোগ্য; লিখনের বিষয়ীভূত। [সং. √লিখ্+অনীয়(র্ম)]।

লেখা১—বিঃ লিখন; বিন্যস্ত অক্ষর (হাতের লেখা); রেখা, শ্রেণী; চিহ্ন। [সং. √লিখ্+অ+আ]।

লেখা২, লেখান(-নো), লেখালেখি—যথাক্রমে **লিখা২, লিখান** ও **লিখালিখি**-র রূপভেদ।

লেখাজোখা—বিঃ হিসাব। [বাং. লিখা২+জোখা]।

লেখাপড়া—বিঃ বিদ্যাভ্যাস (শিশুরা লেখাপড়া করছে); লিখন ও পঠন (লেখাপড়া জানা); বিদ্যা (লেখাপড়া শেখা); আইনানুসারে লিখিয়া সম্পাদন (দলিল লেখাপড়া); আইনানুসারে দলিলাদি সম্পাদনপূর্বক হস্তান্তর (সম্পত্তি লেখাপড়া)। [বাং. লিখা১+পড়া]।

লেখিকা—**লেখক** দ্রঃ।

লেখিত—বিণঃ লেখান হইয়াছে এমন; অঙ্কিত, চিত্রিত। [সং √লিখ্+ণিচ্+ত (র্ম)]।

লেখ্য—(১)বিণঃ লেখনীয়, লেখার যোগ্য; লিখিতে হইবে এমন; লিখিবার জন্যই শুধু ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কথ্য নহে এমন (লেখ্য ভাষা)। (২)বিঃ লিখিত পত্র বা চিত্র; দলিল। [সং. √লিখ্+য (র্ম)]। বিঃ **লেখ্যোপকরণ**—কাগজ কলম কালি দোয়াত প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম।

লেঙ্গ, লেঙ—**লেং**-এর বানানভেদ।

লেঙ্গচা, লেঙচা—**লেংচা**-র বানানভেদ।

লেঙ্গট, লেঙট—বিঃ (প্রধানতঃ মল্লযোদ্ধা ও সন্ন্যাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত) পুরুষের লজ্জাস্থানমাত্র আবৃত করে এমন কৌপীনবিশেষ। [সং. লিঙ্গপট্ট]। বিঃ **লেঙ্গটি, লেঙটি**—ক্ষুদ্র লেঙ্গট।

লেঙ্গটা(-ঙ-), লেঙ্গটি(-ঙ-), লেঙ্গড়া(-ঙ-)—যথাক্রমে **লেংটা লেংটি** ও **লেংড়া**-র বানানভেদ।

লেঙ্গি, লেঙ্গী—**লেং**-এর রূপভেদ।

লেঙ্গুড়, লেঙুড়—বিঃ লাঙ্গুল, লেজ, লেজুড়। [সং. লাঙ্গুল]।

লেচি—বিঃ লুচি পুরি প্রভৃতি বেলিবার জন্য তৈয়ারি জল দিয়া মাখা ময়দার ডেলা। [তু. সং. লোপ্‌ত্রী]।

লেজ—বিঃ লাঙ্গুল; পুচ্ছ। [সং. লগ্ন]। ক্রিঃ **লেজ গুটান**—(কুকুরের মত) পরাজয় স্বীকার করা, পশ্চাৎপদ হওয়া। ক্রিঃ **লেজে খেলান**—কাহারও সহিত ক্রমাগত চাতুরি করা। বিঃ **-কাটা(শিয়াল)**—যাহার সম্মান নষ্ট হইয়াছে; বেহায়া। বিণঃ **-ঝোলা**—ঝোলান লেজওয়ালা।

লেজে-গোবরে—বিণঃ (অক্ষমতার ফলে) সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বা পর্যুদস্ত।

লেজা১—বিঃ বল্লমজাতীয় অস্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

লেজা২—বিঃ মাছের লেজ; শেষভাগ। [বাং. লেজ+আ]। বিঃ **-মুড়া,** (কথ্য) **-মুড়ো**—(আল) আগাগোড়া, সমস্ত।

লেজুড়—বিঃ লেজ, যাহা পশ্চাতে যুক্ত হয়; (বিদ্রূপে) উপাধি, খেতাব (তাহার নামের লেজুড় অনেকগুলি)। [বাং. লেজ+উড়]।

লেগ্ন—বিঃ লেজ। [সং. লগ্ন]।

লেট—(১)বিঃ বিলম্ব। (২)বিণঃ বিলম্ব করিয়াছে এমন (লেট হওয়া)। [ইং. late]।

লেটার-বক্স—বিঃ ডাকযোগে প্রেরণের জন্য পত্রাদি রাখিবার বাক্স, ডাকবাক্স; ডাকযোগে প্রাপ্ত পত্রাদি পিয়ন কর্তৃক রাখিয়া যাইবার বাক্স, চিঠির বাক্স। [ইং. letter-box]।

লেঠা—বিঃ ঝঞ্ঝাট; বিঘ্ন; মৎস্যবিশেষ, ল্যাটামাছ; [দেশী]।

লেড়্কা—বিঃ বালক, শিশু, ছেলে, (অল্পবয়স্ক) পুত্রসন্তান। [হি. লড়্কা]। বি(স্ত্রী): **লেড়্কী**।

লেডি—বিঃ নাইট (knight) উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্ত্রী; (প্রধানতঃ বিদ্রূপে) সম্ভ্রান্ত মহিলা। [ইং. lady]।

লেডিকেনি—বিঃ পানতুয়ার মত মিঠাইবিশেষ। [ইং. Lady Canning]।

লেড়ে—**নেড়ে**-র রূপভেদ।

লেত্তি, লেত্তি—বিঃ যে দড়ি দিয়া লাটিম ঘুরান হয়। [তু. হি. লত্তী]।

লেদাড়ু—বিণঃ অলস, চটপটের বিপরীত। [দেশী]।

লেনদেন, লেনাদেনা—বিঃ আদান-প্রদান; দান-প্রতিদান। [হি. লেনদেন]।

লেপ১—বিঃ শয়নকালে ব্যবহার্য তুলাভরা শীত-নিবারক গাত্রাবরণবিশেষ। [আ. লিহা'ফ]।

লেপ২—বিঃ প্রলেপ, পোঁচ (মাটির লেপ); লেপিয়া জুড়িবার জিনিস (বজ্রলেপ)। [সং. √লিপ্+অ (ভা)]। বিণঃ **-ক**—লেপনকারী। বিঃ **-ন**—প্রলেপ বা পোঁচ দেওয়া; লেপা বা মাপা যায় এমন বস্তু। বিণঃ **-নীয়, লেপ্য**—লেপনযোগ্য।

লেপচা—বিঃ হিমালয়প্রদেশের পার্বত্য জাতি-বিশেষ। [দেশী]।

লেপটা—ক্রিঃ লেপটান। [সং. লিপ্ত+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জড়াইয়া যাওয়া বা লওয়া; লিপ্ত হওয়া; লেপা; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

লেপন, লেপনীয়, লেপ্য—**লেপ২** দ্রঃ।

লেপা—(১)ক্রিঃ তরল পদার্থের পোঁচ দেওয়া, লেপন করা, নিকান। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √লিপ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ তরল পদার্থের পোঁচ দেওয়ান, লেপন করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

লেফটেন্যানট(-ন্যান্ট)—(১)বিঃ স্থলবাহিনীর নিম্নতমপদস্থ সেনাপতির উপাধি। (২) 'অবর' বা 'প্রতিনিধি' অর্থসূচক উপসর্গ, উপ- (লেফটে-ন্যানট গভরনর বা কর্ণেল)। [ইং. lieutenant]।

লেফাফা—বিঃ খাম, envelope। [ফা. লিফাফহ্]। বিণঃ **-দোরস্ত, -দুরস্ত**—বাহিরের আদবকায়দায় ত্রুটিহীন (অথচ আসল কাজে ফাঁকিবাজ)।

লেবু—বিঃ (প্রধানতঃ অম্লরসাত্মক) ফলবিশেষ (পাতিলেবু, কমলালেবু)। (অর্বাচীন সং. নিম্বু]।

লেবেল—বিঃ আধারের বা জিনিসের গায়ে আঁটা আধারস্থ বস্তুর পরিচয়পত্রবিশেষ। [ইং. label]।

লেভি—বিঃ ধান পাট প্রভৃতি ফসলের যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট মূল্যে কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। [ইং. levy]।

লেভেনডার(লেভেন্ডার), লেমনেড, লেলা, লেলাখেপা, লেলান(-নো)—যথাক্রমে **ল্যাভেন-ডার লিমনেড লিলা, লেলাখেপা** ও **লিলান**-র রূপভেদ।

লেলিহান—বিণঃ বারংবার লেহনকারী; লকলকে জিহ্বাবিশিষ্ট (লেলিহান শিখা)। [সং. √লিহ্ +যঙলুক্+আন (র্তৃ)]।

লেশ—বিঃ অত্যল্প পরিমাণ, সামান্য অংশ, কণা, বিন্দু। [সং. √লিশ্+অ (র্তৃ)]। বি.বিণঃ **-মাত্র**—একটুও, নামমাত্র।

লেস—বিঃ জামা-কাপড়ে লাগাইবার জন্য নকশাকাটা পাড়বিশেষ। [ইং. lace]।

লেহ১, লেহন—বিঃ জিহ্বাদ্বারা রসগ্রহণ; চাটার কাজ। [সং √লিহ্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **লেহনীয়, লেহ্য**—চাটিয়া খাইতে হয় এমন; লেহনযোগ্য। বিণঃ **লেহী** (-হিন্)—লেহনকারী (পদলেহী)।

লেহ২, লেহা—বিঃ (কাব্যে) স্নেহ; ভালবাসা, প্রণয় ('মুখে মুখ শারীশুক লেহা বিস্তর': সত্যেন্দ্র)। [সং. স্নেহ]।

লৈখিক—বিণঃ লেখা-সম্বন্ধীয়, লেখ্য। [সং. লেখা +ইক]।

লৈঙ্গ, লৈঙ্গিক—বিণঃ লিঙ্গ-সম্বন্ধীয়। [সং. লিঙ্গ +অ, ইক]।

লো—অব্যঃ স্ত্রীলোকের পরস্পর সম্বোধনাত্মক শব্দ, ওলো [সং.—তু. শৌরসেনী হলা]।

লোক—বিঃ মনুষ্য, ব্যক্তি (বহু লোক); জন-সাধারণ (লোকনিন্দা, লোকমত); স্বর্গ মর্ত্য পাতাল: এই তিন জগৎ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য: এই সপ্ত ভুবন; ভুবন, জগৎ (মর্ত্যলোক, বিষ্ণুলোক)। [সং.]। ক্রিঃ **লোক হাসান**—জনসাধারণের বিদ্রূপের উপলক্ষ হওয়া। বিঃ **-গাথা**—যেগাথা বহুকাল ধরিয়া জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত। বিঃ **-চক্ষুঃ**, (চলিত) **-চক্ষু**—জনসাধারণের বা সর্বসাধারণের দৃষ্টি। বিঃ **-চরিত্র**—মানবপ্রকৃতি। বিঃ **-জন**—মনুষ্যগণ; অনুচরবর্গ, দলবল, সহকর্মিগণ। অব্যঃ. **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—লোকচক্ষুতে, সমাজের দৃষ্টিতে বা বিচারে। বিঃ **-নাথ**—জগদীশ্বর; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; নৃপতি। বিঃ **-নিন্দা**—জনসাধারণ

কর্তৃক নিন্দা। বিঃ -পরম্পরা—পরপর বহু-লোক, লোকের ক্রম বা ধারা, পুরুষানুক্রম। বিঃ -পাল—রাজা; ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্‌পাল। বিঃ -পিতামহ—ব্রহ্মা। বিঃ -প্রবাদ—জনশ্রুতি। বিণ: -প্রসিদ্ধ—বিখ্যাত। বিঃ -বল—জনবল; সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ। বিণ: -বহির্ভূত, -বাহ্য—মনুষ্য-সমাজের বহির্ভূত, মানুষের মধ্যে দেখা যায় না এমন। বিঃ -ব্যবহার—লোকাচার। বিঃ -যাত্রা—সংসারযাত্রা। বিঃ -লজ্জা, (প্রধানতঃ কাব্যে) -লাজ—জনসাধারণের নিকট লজ্জা। বিঃ -লশকর, -লস্কর—সৈন্যবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট লোকজন, সৈন্যসামন্ত। বিঃ -লীলা—ভবলীলা, জীবদ্দশা। বিঃ -শিক্ষা—আপামর সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা। বিঃ -সঙ্গীত—আপামর সর্ব-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান, folk-song। বিঃ -সভা—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত সর্বোচ্চ আইন-সভা, Parliament। বিঃ -সমাজ—মনুষ্য-সমাজ, মনুষ্যজাতি। বিঃ -স্থিতি—মনুষ্যসমাজের স্থায়িত্ব; সমাজবন্ধন। বিঃ -হাসাহাসি—জনসাধারণ কর্তৃক উপহাস। বিঃ -হিত—মনুষ্যজাতির কল্যাণ। বিণ: -হিতৈষী (-ষিন্)—মনুষ্যজাতির কল্যাণকামী।

লোকসান—বিঃ ক্ষতি; পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে মূল দরের অপেক্ষাও কম মূল্যপ্রাপ্তি বা মূল্যগ্রহণ (লোকসান দিয়ে বিক্রী করা)। [আ. নুক্‌সান]।

লোকাকীর্ণ—বিণ: বহু লোকের ভিড়ে পূর্ণ। [সং. লোক+আকীর্ণ]।

লোকাচার — বিঃ মনুষ্যসমাজের রীতিনীতি, সামাজিক প্রথা। [সং. লোক+আচার]।

লোকাতীত—বিণ: অলৌকিক, অসাধারণ। [সং. লোক+অতীত]।

লোকান্তর—বিঃ ভিন্ন জগৎ; পরলোক। [সং. লোক+অন্তর]। বিণ: **লোকান্তরিত**—পর-লোকগত, মৃত। বিণ(স্ত্রী): **লোকান্তরিতা**।

লোকাপবাদ—বিঃ জনসাধারণ কর্তৃক নিন্দা। [সং. লোক+অপবাদ]।

লোকাভাব—বিঃ লোক কম এমন অবস্থা; সাহায্যকারী বা কর্মীর অভাব; জনবিরলতা। [সং. লোক+অভাব]।

লোকায়ত — (১)বিণ: চার্বাকের মতাবলম্বী, নাস্তিক; ধর্মনিরপেক্ষ (লোকায়ত সরকার)। (২)বিঃ চার্বাকের মত, নাস্তিক্যবাদ। [সং. লোক+আয়ত]। **লোকায়তিক** — (১)বিণ: চার্বাকের মতাবলম্বী, নাস্তিক; (২)বিঃ চার্বাক।

লোকারণ্য—বিঃ বহু বা অসংখ্য লোকের সমাবেশ। [সং. লোক+অরণ্য]।

লোকাল বোর্ড—কতিপয় সন্নিহিত গ্রামের উন্নতিকল্পে ঐ সকল গ্রামের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সঙ্ঘ। [ইং. local board]।

লোকালয়—বিঃ নগর গ্রাম প্রভৃতি মনুষ্যের আবাস, জনপদ। [সং. লোক+আলয়]।

লোকেশ—বিঃ জগদীশ্বর; ব্রহ্মা; নৃপতি। [সং. লোক+ঈশ]।

লোকোত্তর—বিঃ অলৌকিক; অসাধারণ। [সং. লোক+উত্তর]।

লোচন—বিঃ চক্ষু, নয়ন, নেত্র। [সং.]।

লোচ্চা—বিণ: লম্পট। [ফা. লুচ্চা]।

লোটন — বিঃ ভূমিতলে গড়াগড়ি দেওয়া; ঝুটিওয়ালা পারাবতবিশেষ; ঢিলা করিয়া বাঁধা খোঁপা। [সং. √লুঠ্+বাং. অন]।

লোটা১—বিঃ ঘটি। [হি.]।

লোটা২, **লোটান, লোড়া**—যথাক্রমে **লুটা লুটান** ও **নোড়া**-র রূপভেদ।

লোধ্র, লোধ—বিঃ বৃক্ষবিশেষ। [সং.]। বিঃ -**রেণু**—লোধ্রগাছের ছালের গুঁড়া (প্রাচীন যুগের প্রসাধন-দ্রব্য)]।

লোনা—(১)বিণ: লবণাক্ত (লোনা জল)। (২)বিঃ দেওয়ালাদির গায়ে মাটির যে লবণজাতীয় উপাদান ফুটিয়া বাহির হয় (লোনা ধরা, লোনা লাগা); মাটিতে বা জলে লবণের আধিক্য (লোনায় স্বাস্থ্যহানি হওয়া)। [বাং. নুন+আ]।

লোপ—বিঃ বিনাশ, ধ্বংস; অন্তর্ধান। [সং. √লুপ্+অ (ভা)]।

লোপাট—বিণ: সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত বা আত্মসাৎ করা হইয়াছে এমন; নিশ্চিহ্ন, লোপপ্রাপ্ত, লুপ্ত, অন্তর্হিত। [সং. লুপ্ত-শব্দজ]।

লোপাপত্তি—বিঃ লোপাট, বিলুপ্তি। [তু. লোপ, লোপাট]।

লোফা—**লুফা**-র চলিত রূপ। বিঃ -**লুফি**—পরস্পরের প্রতি ছুড়িয়া দেওয়া ও লোফা।

লোবান—বিঃ ধূনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাস-বিশেষ। [আ. লুবান]।

লোভ—বিঃ লিপ্সা, পাইবার জন্য বা লাভ করিবার জন্য প্রবল বাসনা; পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিবার প্রবৃত্তি; বিষয়-তৃষ্ণা। [সং. √লুভ+

অ (ভা)]। -ন—(১)বিঃ প্রলুব্ধ করা ; প্রলোভন ; (২)বিণঃ লোভজনক, লুব্ধ করে এমন। বিণঃ -নীয়—লোভজনক ; স্পৃহণীয়। বিণ(স্ত্রী): -নীয়া। বিণঃ লোভা—লোভনীয় (প্রাদে.) লোভী। বিণঃ লোভাতুর—অতিশয় লোলুপ হইয়াছে এমন, লোভপীড়িত। বিণ(স্ত্রী): লোভাতুরা। বিণঃ লোভার্ত্ত, লোভিষ্ঠ, লোভিষ্ঠি—অতিলোভী। বিণঃ লোভিত—প্রলোভিত। বিণঃ লোভী (-ভিন্)—লোভযুক্ত, লোলুপ।

লোম, লোমফোড়া, লোমশ, লোমহর্ষ, লোমাঞ্চ, লোমাবলি (-লী), লোমোদ্গম, লোমোচ্ছেদ—যথাক্রমে **রোম ফোড়া রোম রোম রোমাঞ্চ রোমাবলি রোমোদ্গম** ও **রোমোচ্ছেদ** দ্রঃ।

লোর—বিঃ (প্রা. কা.) অশ্রু ('নয়নকো লোর' : গো. দা.)। [সং. লোত্র]।

লোল—বিণঃ চঞ্চল, চটুল, বিলোল (লোল কটাক্ষ) ; লকলকে (লোল রসনা) ; লোলুপ, সতৃষ্ণ (লোল দৃষ্টি) ; শিথিল, ঢিলা (লোল চর্ম)। [সং √লুড্ (=লুল্)+অ (র্তৃ)]। **লোলা**—(১)বিণঃ **লোল**-এর স্ত্রীলিঙ্গে, (২)বিঃ জিহ্বা ; লক্ষ্মী। বিণঃ **-চর্ম**—(প্রধানতঃ বার্ধক্যবশতঃ) গায়ের চামড়া ঝুলিয়া গিয়াছে এমন। বিণঃ **-জিহ্ব**—(যাহার) জিহ্বা লালসাযুক্ত চঞ্চল বা লকলকে এমন। বিঃ **-জিহ্বা**—লালসাযুক্ত চঞ্চল বা লকলকে জিহ্বা। বিঃ **-দৃষ্টি**—সতৃষ্ণ বা লোভার্ত চাহনি। বিণঃ **লোলায়মান**—লকলক করিতেছে এমন, দোলায়মান। বিণঃ **লোলিত**—কম্পিত, আন্দোলিত ; চঞ্চল ; শ্লথ, ঝোলা।

লোলুপ—বিণঃ লোভাতুর, অত্যন্ত লুব্ধ বা লোভী। [সং. √লুপ্+যঙ্লুক্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

লোষ্ট্র—বিঃ ঢিল, শক্ত মাটি ইট পাথর প্রভৃতির টুকরা। [সং. লোষ্ট-শব্দজ]।

লোহ১—বিঃ লৌহ ; ধাতু ; রক্ত। [সং. √লু+হ (ম)]।

লোহ২—বিঃ (প্রা. কা,) চোখের জল ('চক্ষে বহে লোহ' : ঘ.)। [সং. লোত্র]।

লোহা — বিঃ লৌহ, এয়োতির চিহ্নস্বরূপ স্ত্রীলোকের ধারণীয় লৌহবলয়বিশেষ। [সং. লোহ+বাং. আ (স্বার্থে)] **লোহার কার্তিক**—**কার্তিক** দ্রঃ। বিঃ **-লক্কড়**—লোহা কাঠ প্রভৃতি দ্রব্যের সমষ্টি। **লোহার**—বিঃ কর্মকার; জাতিবিশেষ। [সং. লোহকার]।

লোহি—বিঃ পশমী চাদরবিশেষ, লুই। [হি.]।

লোহিত—(১)বিণঃ লাল, রক্তবর্ণ। (২)বিঃ লাল রং। [সং. রুহ্+ইত (র্তৃ)]। বিঃ **-ক**—পদ্মরাগ-মণি ; পিতল। বিঃ **-সাগর, -সমুদ্র**—আফ্রিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী রেড সী (the Red Sea)।

লোহু—(১)বিঃ (কাব্যে) রক্ত। (২)বিণঃ লাল, রক্তবর্ণ। [সং. লোহ]।

লৌকতা — **লৌকিকতা**-র কথ্য রূপ (লোক-লৌকতা)।

লৌকিক—বিণঃ মনুষ্য জনসাধারণ সমাজ বা পৃথিবী সম্বন্ধীয়, মানবিক ; সাধারণ ; সামাজিক ; পার্থিব। [সং. লোক+ইক]। বিঃ **-তা**—সামাজিকতা ; (বাং.) বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে প্রদত্ত উপহার বা উপহারাদির আদান-প্রদান।

লৌল্য—বিঃ লোলতা, লোলুপতা (রসনালৌল্য) ; চাঞ্চল্য। [সং. লোল+য]।

লৌহ—(১)বিঃ লোহা। (২)বিণঃ লোহার তৈয়ারি। [সং. লোহ+অ]। বিঃ **-কণ্টক**—নঙ্গর। বিঃ **-কার**—কামার। বিঃ **-বর্ত্ম**—রেললাইন। বিঃ **-মল**—মরিচা।

লৌহিত্য—বিঃ রক্তিমা, লাল রং, ব্রহ্মপুত্র নদ। [সং. লোহিত+য]।

ল্যাং, ল্যাংচা, ল্যাংটা, ল্যাংড়া—যথাক্রমে **লেং লেংচা লেংটা** ও **লেংড়া**-র বানানভেদ।

ল্যাংবোট—বিঃ জাহাজের পিছনে যে নৌকা বাঁধা থাকে ; (ব্যঙ্গে) নিত্যসঙ্গী অনুচর। [ইং. long-boat]।

ল্যাজ—**লেজ**-এর কথ্য রূপ।

ল্যাঠা—**লেঠা**-র বানানভেদ।

ল্যাভেনডার, (বর্জি.) ল্যাভেণ্ডার—বিঃ ইউরোপের ল্যাভেনডার নামক বৃক্ষবিশেষের সুগন্ধি নির্যাস বা উক্ত নির্যাসদ্বারা সুবাসিত জল। [ইং. lavender]।

ব (অন্তঃস্থ)

ব—বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের ঊনত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। 'সোয়াস্তি' (স্বস্তি), 'সোয়ামী' (স্বামী)—কথ্য ভাষার এইরূপ দুই-চারিটি প্রয়োগের কথা বাদ দিলে, উচ্চারণের দিক দিয়া বাঙ্গালায় প্রায় সমস্ত ব-এর উচ্চারণই বর্গীয় ব-এর ন্যায় ; তবে

বানানের সময় সন্ধির নিয়মানুসারে অন্তঃস্থ ব-এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী পদান্ত ম্ ং-এ পরিবর্তিত হয়।

শ

শ১—বাঙ্গালা ভাষার ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

শ২—**শত**-এর কথ্য রূপ।

শউল—**শোল**-এর বানানভেদ।

শংকর—**শঙ্কর**-এর বানানভেদ।

শংসন, শংসা—বিঃ প্রশংসা; কথন, উক্তি, অভিলাষ। [সং. √শন্‌স্+অন (ভা), অ (ভা) +আ]। বিঃ **শংসাপত্র**—প্রশংসাপত্র, প্রমাণপত্র, certificate। বিণঃ **শংসিত**—প্রশংসিত; উক্ত, ঈপ্সিত। বিণঃ **প্রশস্য**—প্রশংসনীয়, কথনযোগ্য; কাম্য।

শক—বিঃ মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ, Scythian; শকাব্দ প্রবর্তক রাজা শকাদিত্য বা শালিবাহন; শকরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত বৎসর, শকাব্দ; দেশবিশেষ; শকদেশীয় লোক। [সং.]। বিঃ **শকাব্দ**—শকরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ। (বঙ্গাব্দ+৫১৫=খ্রীষ্টাব্দ—৭৮, ৭৯ বৎসর)। বিঃ **শকারি**—শকদিগের শত্রু ও বিজেতা, রাজা বিক্রমাদিত্য।

শকট—বিঃ গাড়ি; দৈত্যবিশেষ। [সং. √শক+অট (র্তৃ)]। বিঃ **-চালক**—গাড়োয়ান। বিঃ **শকটারি**—শকট-দৈত্যহন্তা শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **শকটিকা**—ছোট গাড়ি, কাঠ প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারি খেলিবার গাড়ি।

শকতি—**শক্তি**-র কোমল রূপ।

শকরকন্দ—বিঃ মিষ্ট আলু, লাল আলু। [সং. শর্করাকন্দ]।

শকল—বিঃ খণ্ড, অংশ; মাছের আঁইশ, শল্ক। [সং.]। **শকলী** (-লিন্)—(১)বিণঃ আঁশযুক্ত; (২)বিঃ মাছ।

শকাব্দ, শকারি—**শক** দ্রঃ।

শকার-বকার—বিঃ শ-কারান্ত ও ব-কারান্ত শব্দযোগে অশ্লীল গালিগালাজ।

শকুন—বিঃ বৃহদাকার পক্ষিবিশেষ, গৃধ্র; শুভাশুভসূচক চিহ্ন বা লক্ষণ। [সং. √শক+উন (র্তৃ)]। বিণঃ **-জ্ঞ**—লক্ষণ বা চিহ্নের দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ে পারদর্শী।

শকুনি—বিঃ শকুনপাখি, গৃধ্র; দুর্যোধনের কূটবুদ্ধি গৃহভেদী মাতুল; (আল.) দুর্যোধনের মাতুলের ন্যায় কূটবুদ্ধি গৃহভেদী ব্যক্তি। [সং. √শক+উনি (র্তৃ)]।

শকুন্ত—বিঃ পক্ষী; ভাসপক্ষী। [সং.] বি(স্ত্রী): **-লা**—পক্ষিলালিতা, কণ্বমুনির পালিতা মেনকা-বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং দুষ্মন্ত রাজার পত্নী।

শক্ত১—বিণঃ সমর্থ, কার্যক্ষম (বৃদ্ধবয়সেও সে শক্ত আছে), শক্তিযুক্ত, বলবান্ (শক্ত দেহ); কর্মকুশল, বিচক্ষণ, পাকা (শক্ত ব্যবসায়ী)। [সং. √শক্+ত (র্তৃ)]।

শক্ত২—বিণঃ কঠিন, সহজে ভাঙ্গে না এমন, অনমনীয় (শক্ত লাঠি), মজবুত, টেঁকসই (শক্ত বাঁধন); কঠোর, নির্মম (শক্ত হাকিম); দৃঢ়, অবিচলিত (শক্ত মন); নড়ে না এমন (খুঁটিটা শক্ত করে বসাও), কৃপণ (খরচের বেলায় সে ভারী শক্ত); রূঢ়, কড়া, কর্কশ (শক্ত কথা); অসহ্য (শক্ত ব্যথা), জটিল, দুর্বোধ্য (শক্ত বই); দুরুত্তর, দুরূহ (শক্ত প্রশ্ন); দুরারোগ্য (শক্ত রোগ); কষ্টসাধ্য (চাকরি মেলা শক্ত); সমাধান সহজ নহে এমন (শক্ত মামলা, শক্ত খেলা)। [ফা. সখ্‌ৎ]। **শক্ত ঘানি**—(আল.) কঠোর-প্রকৃতি জবরদস্ত ব্যক্তি (বিশেষতঃ যে নির্মমভাবে কাজ আদায় করিয়া লয়)। **শক্তের ভক্ত নরমের যম**—কঠোর-প্রকৃতি শক্তিমান্ জবরদস্ত লোকের নিকট বিনীত ও বাধ্য থাকে এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার করে এমন ব্যক্তি।

শক্তি—বিঃ ক্ষমতা, সামর্থ্য, বল, (রাজনীতি) প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্রণা—নৃপতিদিগের এই ত্রিবিধ প্রতাপ; (ইংরেজীর অনুবাদে) পরাক্রান্ত স্বাধীন রাষ্ট্র (ইউরোপীয় শক্তিবর্গ); হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রম (আর্নিকা ৩০ শক্তি); স্ত্রী-দেবতা; দুর্গা, কালিকা, কমলা; পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ (শক্তিশেল); দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের অস্ত্র; (বিজ্ঞা.) কর্মক্ষমতাদির মাত্রা, energy [বি. প.]। [সং. √শক+তি (ভা)]। বিণ বিঃ **-উপাসক**—দুর্গা কালিকা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার উপাসক, শাক্ত। **-ধর**—(১)বিণঃ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী; (২)বিঃ 'শক্তি'-অস্ত্রধারী কার্তিকেয়ের এক নাম। বিঃ **-পূজা**—দুর্গা কালিকা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার উপাসনা। বিণঃ **-মান্** (-মৎ), **-শালী** (-লিন্)—শক্তিসম্পন্ন, বলবান্। বিণ(স্ত্রী): **-মতী, -শালিনী**। বিঃ **-মত্তা, -শালিতা**। বিঃ **-শেল**—রাবণের অনিবার্য

ও মারাত্মক অস্ত্রবিশেষ যাহার আঘাতে লক্ষ্মণ প্রায় নিহত হইয়াছিলেন। **-সাধক—শাক্ত-উপাসক**-এর অনুরূপ। বিণ: **-হীন**—দুর্বল। বিণ(স্ত্রী): **হীনা**। বি: **-হীনতা**।

শক্তু₂—সক্তু₂-র অশুদ্ধ রূপ।

শক্য—বিণ: সাধ্য, করিতে পারা যায় এমন। [সং. √শক+য (র্ম)]।

শক্র—বি: দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. √শক+র]।

শখ—বি: আগ্রহ, মনের ঝোঁক (ছবি আঁকার শখ), পছন্দ, সাধ, লাভাকাঙ্ক্ষাহীন খেয়াল বা রুচি (শখের জিনিস), চিত্তবিনোদনের অভিপ্রায় (শখ করে করা)। [আ শৌক]।

শঙ্কনীয়- বিণ: ভয়ের যোগ্য। [সং. √শঙ্ক্+অনীয় (র্ম)]।

শংকর—(১)বিণ: মঙ্গলকারী। (২)বি: শিব; বেদান্তাদির ভাষ্যকার আচার্য, শঙ্করাচার্য, সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষ। [সং. শম্=(মঙ্গল)+√কৃ+অ(র্তৃ)]। **শংকরী**—(১)বিণ(স্ত্রী): মঙ্গলকারিণী, (২)বি(স্ত্রী): শিবপত্নী, দুর্গা।

শংকা—বি: ভয়, আশঙ্কা; সংশয়। [সং. √শঙ্ক্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **-হর, -হরণ**—শঙ্কাদূরকারী। বিণ(স্ত্রী): **-হরা**। বিণ: **শংকিত**—শঙ্কাপ্রাপ্ত, শঙ্কাযুক্ত, ভীত। বিণ(স্ত্রী): **শংকিতা**। বিণ: **শংকিল**—শঙ্কাপূর্ণ বা বিপজ্জনক ('শঙ্কিল পঙ্কিল বাট': গো. দা.)।

শংকু—বি: পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, শেল; শলাকা, শলা; কীলক, গোঁজ, (জ্যোতিষ) সূর্যের ছায়া মাপিবার জন্য ব্যবহৃত দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমাণ কাঠিবিশেষ; বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন। [সং. √শঙ্ক্+উ (পে)]। বি: **-পট্ট**—সূর্যঘড়ি, sun-dial।

শংখ—(১)বি: বৃহদাকার শামুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ, শাঁখ, কম্বু; মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে ফুৎকারদ্বারা বাদিত শঙ্খের খোলা; প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ, শঙ্খনির্মিত বলয়বিশেষ, শাঁখা। (২)বি.বিণ: লক্ষকোটি সংখ্যা বা সংখ্যক, ১০০০০০০০০০০০০ সংখ্যা। [সং.]। বি: **-কার**—শাঁখের গহনা ও জিনিসপত্র নির্মাতা, শাঁখারী, শঙ্খব্যবসায়ী। বি: **-চক্রগদাপদ্মধারী** (-রিন্)—বিষ্ণু, নারায়ণ। বি: **-চিল**—শুভ্র বক্ষোদেশযুক্ত চিলবিশেষ। বি: **-চূড়**—বিষধর সর্পবিশেষ। বি: **-চূর্ণী**—সধবা নারীর প্রেত, শাঁকচুন্নী। বি: **-ধ্বনি, -নাদ**—শাঁখ বাজাইবার শব্দ। বি: **-বণিক্** (-ণিজ্)—শাঁখারী। বি: **-বলয়—শঙ্খ**-নির্মিত বলয়, শাঁখা। বি: **-বিষ**—(বাং.)সেঁকোবিষ।

শংখিনী—বি(স্ত্রী): নায়িকা বা স্ত্রীজাতির শ্রেণীবিশেষ, সধবা নারীর প্রেত, শাঁকচুন্নী [সং. শঙ্খ+ইন্+ঈ(স্ত্রী)]।

শচী, শচি—বি: দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী; শ্রীচৈতন্যের মাতা। [সং.]। বি: **-নন্দন**—শ্রীচৈতন্য। বি: **-ন্দ্র, -পতি, -বিলাস, -শ**—ইন্দ্র। বি: **-মাতা** (-তৃ)—শ্রীচৈতন্যের জননী।

শজারু₁—বি: বড় বড় কাঁটায় সর্বাঙ্গ আবৃত জন্তুবিশেষ, শল্লকী। [সং. শল্লকরূপ]।

শজিনা, (কথ্য) **শজনে**—বি: গাছবিশেষ। [সং. শোভাঞ্জন]। বি: **-খাড়া**—তরকারিরূপে ব্যবহার্য শজিনাগাছের ডাঁটা।

শটকা—সটকা-র বানানভেদ।

শটকান—সটকান-র বানানভেদ।

শটকে—শর্তকিয়া-র কথ্য রূপ।

শটন—বি: পচিয়া যাওয়া। [সং √শট্+অন (ভা)]। বিণ **শটিত**—পচা, শড়া।

শটি—বি: হলুদজাতীয় ওষধিবিশেষ বা উহার কন্দ যাহা হইতে পালো হয়। [সং √শট্+ই (র্তৃ)]। বি: **-ফুড**—শটির পালো।

শটিত—শটন দ্রঃ।

শটী—শটি-র বানানভেদ।

শঠ—বিণ: খল, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত; ক্রূর। [সং. √শঠ্+অ (র্তৃ)]। **শঠে শাঠ্যং**—শঠ ব্যক্তির সঙ্গে শঠতা (করার নীতি)। বি: **-তা—শাঠ্য** দ্রঃ।

শড়কি—সড়কি-র বানানভেদ।

শড়া—(১)ক্রি: পচিয়া যাওয়া। (২)বি: উক্ত অর্থে। [সং. √শট্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: পচান, পচাইয়া ফেলা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

শণ—বি: ক্ষুদ্র গাছবিশেষ বা তাহার আঁশ। [সং.]। **শণের দড়ি**—শণের আঁশে তৈয়ারি দড়ি। **শণের নুড়ি**—ম্লান শুভ্রবর্ণ শণের আঁশের গোছা; (আল.) পাকা চুল। বি: **-সূত্র**—শণের আঁশে তৈয়ারি সুতা।

শণ্ড, শণ্ঢ—বি: নপুংসক, অন্তঃপুরের খোজা প্রহরী; ষাঁড়। [সং.]।

শণ্ডামর্ক—বি: শণ্ড ও মর্ক নামক শুক্রাচার্যের দুর্বৃত্ত পুত্রদ্বয় ও প্রহ্লাদের শিক্ষক, (আল.) বলিষ্ঠ ও গোঁয়ার (এবং মূর্খ ও দুর্বৃত্ত) ব্যক্তি। [সং. শণ্ড+মর্ক (দ্বন্দ্ব)]।

শত—(১)বি: ১০০ সংখ্যা। (২)বিণ: ১০০

সংখ্যক ; নানা, বিবিধ (শতরকম) ; অসংখ্য ('শতরূপে শতবার' : রবীন্দ্র)। [সং.]। **-ক**—(১)বিণঃ শতসংখ্যাযুক্ত ; (২)বিঃ শতসংখ্যা ; শতাব্দী (অষ্টাদশ শতক), একশতটি বস্তুর সমষ্টি ; একশত শ্লোক বা কবিতা সংবলিত কাব্য (সপ্তাবশতক)। অব্যঃ **-করা**—প্রতি একশতে, শতের অনুপাতে। বিঃ **-কিয়া**—এক হইতে একশত পর্যন্ত গণনা। বিণঃ **-কোটি**—(আল.) অসংখ্য। বিঃ **-ক্রতু**—(একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া) ইন্দ্র। বিণঃ **-গ্রন্থি**—একশত বা অসংখ্য গিঁটযুক্ত। বিঃ **-ঘ্নী**—এককালে একশত যোদ্ধা হননে সমর্থ প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। বিঃ **-চ্ছদ**—শতদল পদ্ম ; কাঠঠোকরা পাখি। বিণঃ **-চ্ছিন্ন**—নানাস্থানে ছিন্ন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন। বিণঃ **-তম**—শতসংখ্যার পূরক। বিঃ **-দল**—(বহুপাপড়িবিশিষ্ট বলিয়া) পদ্মফুল। বিঃ **-দলবাসিনী**—লক্ষ্মীদেবী। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-ধা**—শতরকমের ; শতবার। **-ধার**—(১)শত ধারযুক্ত বা প্রান্তবিশিষ্ট ; বহু স্রোতযুক্ত বা ধারাযুক্ত ; (২)বিঃ বজ্র। ক্রি.বিণঃ **-ধারে**—অজস্রধারায়। বিঃ **-পত্র**—শতচ্ছদ। **শতপথ ব্রাহ্মণ**—যজুর্বেদান্তর্গত ব্রাহ্মণাংশবিশেষ। বিঃ **-পদী**—বৃশ্চিক, বিছা ; কেন্নো। বিঃ **-ভিষক্** (-ষজ্), **-ভিষা**—নক্ষত্রবিশেষ। বিঃ **-মারী** (-রিন্)—শতবার পারদ-জারণকারী ; উত্তম-চিকিৎসক ; (ব্যঙ্গে) শতজন রোগীর প্রাণবধ করিয়া যে চিকিৎসক হইয়াছে, হাতুড়ে চিকিৎসক, কুবৈদ্য। বিণঃ **-মুখ**—কোনও বিষয়ে উচ্ছ্বাসের সহিত পুনঃপুনঃ কথা বলে এমন, মুখর (নিন্দায় শতমুখ হওয়া)। বিঃ **-মুখী**—ঝাঁটা। ক্রিঃ **শত মুখে বলা**—নানাভাবে বা বারংবার বলা। বিঃ **-মূলী**—লতাবিশেষ বা তাহার শিকড়। **-রূপা**—(১)বিঃ সরস্বতী দেবী ; ব্রহ্মার কন্যা সাবিত্রী ; (২)বিণঃ শত বা বহু বর্ণে অথবা রূপে পরিশোভিতা ('শতরূপা এই কুসুমের মাসে')। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-শঃ** (-শস্)—শতশত করিয়া। বিণঃ **-সহস্র**—বহু, অসংখ্য। বিঃ **-হ্রদা**—বিদ্যুৎ।

শতরঞ্চ, শতরঞ্জ—বিঃ দাবাখেলা। [আ. শৎরঞ্জ্ < সং. চতুরঙ্গ]।

শতরঞ্চি, শতরঞ্জি—বিঃ মোটা সুতায় নির্মিত পাতিয়া বসিবার বিস্তৃত চাদরবিশেষ। [আ. শৎরঞ্জী]।

শতাংশ—বিঃ একশত ভাগ ; একশত ভাগের একভাগ। [সং. শত+অংশ]।

শতাব্দ, শতাব্দী—বিঃ একশতবর্ষব্যাপী কালপরিমাণ, শতক, century। [সং. শত+অব্দ+ঈ]।

শতায়ুঃ (-য়ুস্), (চলিত) **শতায়ু**—বিণঃ শতবর্ষজীবী ; দীর্ঘজীবী। [সং. শত+আয়ুস্, আয়ু]।

শতেক—বিণঃ একশত ; বহুশত, অসংখ্য, বহু। [সং. শত+এক (বাং. সন্ধি)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-খোয়ারি, -খোয়ারী**—যাহার ভাগ্যে বহু খোয়ার বা দুর্গতি আছে এমন নারী ; (শিথি.) যে নারী বহু স্বজনকে খোয়াইয়াছে (গালিবিশেষ)।

শত্রু, (কথ্য) **শত্তুর**—বিঃ অরি, বৈরী, রিপু ; বিপক্ষ, প্রতিপক্ষ। [সং. √শদ্+রু (র্ত্)]। **শত্রুর মুখে ছাই**—শত্রুর উপায় ব্যর্থ হওয়ার কামনা। **-ঘ্ন**—(১)বিণঃ শত্রুধ্বংসকারী ; (২)বিঃ সুমিত্রার গর্ভজাত দশরথের চতুর্থ পুত্র। বিণঃ **-জয়ী** (-য়িন্), **-জিৎ, -ঞ্জয়**—শত্রুদমনকারী, শত্রুকে পরাজয়কারী। বিঃ **-তা**—শত্রুর ন্যায় আচরণ, বৈরিতা, প্রতিকূলতা। বিঃ **-মিত্রভেদ**—কে বন্ধু কে শত্রু তাহা বিচার, আত্মপরবিচার। বিণঃ **-সংকুল, -সংকুল**—শত্রুপূর্ণ।

শনশন—অব্যঃ বাতাস বাণ প্রভৃতির অতি দ্রুত বেগসূচক। [ধ্বন্যা.]।

শনাক্ত—বিঃ নিশানদিহি, জ্ঞাত বা পরিচিত বলিয়া নির্দেশ। [আ. শিনাখ্‌ৎ]।

শনি—বিঃ সূর্যপুত্র, অশুভ গ্রহবিশেষ ; সপ্তাহের বারবিশেষ ; (আল.) শত্রু, সর্বনাশকারী। [সং.]। **শনির দশা, শনির দৃষ্টি**—(আল.) অতি দুঃসময় বা দুর্দশা। বিঃ **-বার**—সপ্তাহের সপ্তম বা শেষ দিন (শনিদেব এই দিবসের অধিদেবতা)।

শনৈঃ (-নৈস্)—অব্য.-ক্রি-বিণঃ ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে। [সং.]। **শনৈঃ শনৈঃ**—আস্তে আস্তে, অদ্রুত।

শনৈশ্চর—বিঃ শনিগ্রহ। [সং. শনৈস্+চর]।

শন্‌শন্—**শনশন**-এর বানানভেদ।

শপ—বিঃ বৃহৎ মাদুরবিশেষ। [দেশী]।

আদিতে **শত-** ও **শব-** যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **শত** ও **শব** দ্রঃ।

শপথ, (কাব্যে) **শপতি**—বিঃ প্রতিজ্ঞা, দিব্য। [সং. শপথ]।

শপ্ত—বিণঃ শাপগ্রস্ত, অভিশপ্ত। [সং. √শপ্+ত (র্ম)]।

শফর, শফরী—বিঃ পুঁটিমাছ। [সং. শফ+ √রা +অ, ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)]।

শব—বিঃ মৃতদেহ, মড়া, লাশ। [সং. √শব্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-দহন, -দাহ**—অগ্নিযোগে মৃতদেহ ভস্মীভূত করা। বিঃ **-দাহস্থান**—শ্মশান, যেখানে মড়া পোড়ান হয়। বিঃ **-দেহ**—মৃতদেহ, মড়া। বিঃ **-ব্যবচ্ছেদ**—শারীরবিজ্ঞান শিক্ষার্থ বা মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ার্থ মৃতদেহ অস্ত্রদ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা। বিঃ **-যাত্রা**—দাহ বা কবরিত করার জন্য মৃতদেহ লইয়া যাওয়া। বিঃ **-যান**—(প্রধানতঃ কবর দিবার জন্য) মৃতদেহ বা মৃত-দেহপূর্ণ কফিন অর্থাৎ শবাধার বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার গাড়ি। বিঃ **-সৎকার**—শবদাহ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। বিঃ **-সাধনা**—শবের উপরে উপবেশনপূর্বক তান্ত্রিক সাধনাবিশেষ। বিঃ **শবাধার**—যে আধার বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া শবদেহ কবর দেওয়া হয়। বিঃ **শবানুগমন**—শবদেহ শ্মশানে বা কবরে লইয়া যাইবার সময়ে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বা তাহার জন্য শোকপ্রকাশার্থ সঙ্গে গমন। বিঃ **শবানুযাত্রী** (-ত্রিন্) — শবানুগমনকারী। বিঃ **শবাসন**—তান্ত্রিক সাধনায় আসনরূপে ব্যবহৃত শবদেহ। বিঃ **শবাসনা**—কালিকাদেবী।

শবদ—**শব্দ**-র কোমল রূপ।

শবর—বিঃ ব্যাধ, কিরাত, ভারতের প্রাচীন জাতিবিশেষ। [সং. শব+ √রা+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **শবরী**।

শবল—বিণঃ নানাবর্ণযুক্ত। [সং. √শপ্+অল (র্ম)]। **শবলা, শবলী**—(১)বিণঃ **শবল**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ বহুবর্ণা গাভী; বশিষ্ঠের কামধেনু।

শবাধার, শবানুগমন, শবানুযাত্রী, শবাসন, শবাসনা —**শব** দ্রঃ।

শবেবরাত—বিঃ মুসলমানী পর্ববিশেষ। [ফা. শব্ +ই+বরাত্]।

শব্দ—বিঃ আওয়াজ, ধ্বনি, রব, নাদ, স্বন; অর্থসূচক ধ্বনি অক্ষর বা অক্ষরসমষ্টি। [সং.]। **টুঁ-শব্দ**—সামান্যতম আওয়াজ। বিঃ **-কোষ**—অভিধান। **-বহ**—(১)বিঃ বাতাস; আকাশ; (২)বিণঃ শব্দবহনকর। বিঃ **-বিন্যাস**—যথাস্থানে শব্দস্থাপনপূর্বক বাক্যরচনা। বিণঃ **-বেধী** (-ধিন্) **-ভেদী** (-দিন্)—শব্দ শুনিয়া লক্ষ্যভেদে সমর্থ। বিঃ **-ব্রহ্ম**—শব্দরূপ বা শব্দাত্মক ব্রহ্ম; বেদ। বিঃ **-শক্তি**—অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দের অর্থপ্রবোধিকা বৃত্তি। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-শঃ** (-শস্), (চলিত) **-শ**—শব্দানুসারে। বিঃ **-শাস্ত্র**—ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। বিণঃ **-হীন**—নিঃশব্দ, নীরব, ধ্বনিশূন্য। বিণঃ **শব্দাতীত**—শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না এমন, অনির্বচনীয়। বিণঃ **শব্দায়মান**—শব্দ করিতেছে এমন। বিঃ **শব্দার্থ**—শব্দের মানে। বিঃ **শব্দালঙ্কার, শব্দালংকার**—(অল.) রচনার মাধুর্যসাধক, বিশিষ্ট ভঙ্গির শব্দবিন্যাস অর্থাৎ অনুপ্রাস যমক শ্লেষ প্রভৃতি (তু. **অর্থালঙ্কার**)। বিণঃ **শব্দিত**—ধ্বনিত, আওয়াজযুক্ত। বিঃ **শব্দেন্দ্রিয়**—কান, কর্ণ।

শম—বিঃ শান্তি, নিবৃত্তি, উপশম, চিত্তের স্থিরতা বা সংযম, বাসনার নিবৃত্তি। [সং. √শম্+অ (ভা)]। বিণঃ **শমী১** (-মিন্)—শমগুণবিশিষ্ট, সংযমী; শান্ত।

শমন—বিঃ মৃত্যুর দেবতা, যম, প্রশমন, শান্তি-সম্পাদন; শান্তি; দমন; যজ্ঞার্থ পশুবধ। [সং. √শম্+ণিচ্+অন (র্তৃ, ভা)]। বিঃ **-সদন, -ভবন**—যমালয়। বিণঃ **শমনীয়**—প্রশমন-যোগ্য, সংযমনীয়; দমনযোগ্য বা বিনাশযোগ্য।

শময়িতা (-তৃ)—বিণঃ উপশমকারী, নিবারক; দমনকারী; বিনাশক। [সং. √শম্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]।

শমি, শমী২—বিঃ বাবলাজাতীয় বৃক্ষবিশেষ, সাঁই-গাছ (ইহার কাষ্ঠদ্বারা যজ্ঞাগ্নি জ্বালান হইত)। [সং. √শম্+ই (র্তৃ), +ঈ]।

শমিত—বিণঃ প্রশমিত, নিবারিত, দমিত; বিনাশিত। [সং. √শম্+ণিচ্+ত (র্ম)]। বিণ-(স্ত্রী)ঃ **শমিতা**।

শমী১, শমী২ (-মিন্)—**শম** ও **শমি** দ্রঃ।

শম্পা—বিঃ বিদ্যুৎ, বিজলী। [সং.]।

শম্ব—বিঃ লৌহাবৃত মুখযুক্ত মুদ্গর; মুদ্গরাদির মুখের লৌহাবরণ, শামা, বজ্র। [সং.]।

শম্বর—বিঃ মৃগবিশেষ; মৎস্যবিশেষ; অসুর-বিশেষ; জল। [সং.]। বিঃ **শম্বরারি**—**শম্বরাসুর**-হন্তা কামদেব।

শম্বুক, শম্বূক—বিঃ জলচর প্রাণিবিশেষ, শামুক; শূদ্র হইয়াও তপস্যা করার অপরাধে

রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত তাপসবিশেষ। [সং.]। **-গতি**—(১)বিঃ অতি ধীর গতি, শামুকের ন্যায় অতি ধীরে গড়াইয়া গড়াইয়া চলন ; (আল.) দীর্ঘসূত্রতা, (২)বিঃ শামুকের ন্যায় ধীরে ধীরে চলে এমন।

শম্ভু—বিঃ শিব। [সং. শম্ + √ভূ + উ (র্তৃ)]।

শয়তান—বিঃ ইহুদী খ্রিস্টীয় ও ইসলামি পুরাণোক্ত ঈশ্বরদ্বেষী দেবদূতবিশেষ ; পাপাত্মা, অতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তি। [আ. শৈতান্]। বিঃ **শয়তানি**—দুর্বৃত্ততা, বদমাশি। **শয়তানী** — (১)বি(স্ত্রী)ঃ অতি দুষ্টা নারী, (২)বিণঃ শয়তান-সংক্রান্ত বা তাহার যোগ্য।

শয়ন—বিঃ শোয়া (শয্যায় শয়ন), নিদ্রা ('শয়নে স্বপনে নিশিজাগরণে' : রবীন্দ্র), বিছানা (শয়ন-শিয়রে)। [সং. √শী + অন (ভা, ধি)]। বিঃ **-কক্ষ, -গৃহ, -মন্দির, শয়নাগার**—ঘুমানর জন্য নির্দিষ্ট ঘর। বিঃ **-কাল**—নিদ্রার সময়।

শয়ান, শয়িত—বিণঃ শুইয়া আছে এমন ('দুয়ারের কাছে কে ওই শয়ান' : রবীন্দ্র), নিদ্রিত। [সং. √শী + আন (র্তৃ), ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শয়ানা, শয়িতা**।

শয্যা—বিঃ বিছানা ; যাহার উপরে বা যেখানে শয়ন করা হয় (ধূলিশয্যা) ; শয়ন (শয্যাগৃহ)। [সং. √শী + য (ধি, ভা) + আ]। ক্রিঃ **শয্যা লওয়া**—(প্রধানতঃ পীড়িতাবস্থায়) শয্যাশায়ী হওয়া। বিঃ **-কণ্টক, -কণ্টকী**—যে ব্যাধিতে বিছানায় শুইলে গায়ে কাঁটা বিঁধে বলিয়া মনে হয়। বিণঃ **-গত**—বিছানায় শুইয়া আছে এমন ; (পীড়াদিহেতু) বিছানা হইতে উঠিতে অক্ষম। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-গতা**। বিঃ **-গার, -গৃহ**—ঘুমাইবার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ। বিঃ **-তল**—বিছানার তলদেশ, বিছানার উপরিভাগ (সে শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল)। বিঃ **-তুলানি**—বিবাহের পরদিন ভোরে বরবধূর বাসরের শয্যা তোলার বাবদ বরের নিকট কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক দাবিকৃত বা আদায়ীকৃত অর্থ। বিঃ **-তোলা**—বিবাহের পরদিন ভোরে বরবধূর বাসরের শয্যা তোলার স্ত্রী-আচারবিশেষ। বিঃ **-রচনা**—বিছানা পাতা। বিণঃ **-শায়ী, -শয্যাগত**-এর অনুরূপ। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শায়িনী**। বি(স্ত্রী)ঃ **-সঙ্গিনী**—পত্নী, স্ত্রী। বিঃ **-স্তরণ**—বিছানার চাদর।

শর১—**সর**-এর বানানভেদ।

শর২—বিঃ বাণ, তীর ; তৃণবিশেষ, খাগড়াগাছ। [সং]। বিঃ **-ক্ষেপ, -ক্ষেপণ, -ত্যাগ, -নিক্ষেপ**—লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাণ ছোড়া। বিঃ **-জাল**—বাণসমূহ ; একসঙ্গে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর। বিঃ **-বন**—শরতৃণে পূর্ণ ভূমি। বিঃ **-বর্ষণ**—একই সময়ে বহু শর নিক্ষেপ। বিণঃ **-বিদ্ধ**—বাণদ্বারা বিদ্ধ। বিঃ **-ব্য**—বাণ নিক্ষেপের লক্ষ্য, যাহার প্রতি তীর ছোড়া হয়, নিশানা। বিঃ **-শয্যা**—বাণদ্বারা নির্মিত শয্যা (তীরগুলি এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে তাহাদের একপ্রান্ত মাটির মধ্যে ও অপরপ্রান্ত শয়ান ব্যক্তির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ ব্যক্তির দেহ মাটি হইতে কিছু উপরে অবস্থান করিতেছে)। বিঃ **-সন্ধান**—ধনুকে বাণ যোজনা ; বাণ নিক্ষেপ। বিঃ **-স্তম্ভ**—বাণের গতিরোধ। বিণঃ **শরাহত**—নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা আহত।

শরচ্চন্দ্র—বিঃ শরৎকালের চাঁদ। [সং. শরদ্ + চন্দ্র]।

শরণ—বিঃ আশ্রয় ; গৃহ, আশ্রয়দাতা, রক্ষক (দীনশরণ)। [সং √শৃ + অন (ভা, র্তৃ)]। বিণঃ **শরণাগত, শরণাপন্ন, শরণার্থী** (-র্থিন্)—আশ্রয়-প্রার্থী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শরণাগতা, শরণাপন্না, শরণার্থিনী**। বিণঃ **শরণ্য**—রক্ষাকর্তা ; রক্ষণসমর্থ ; রক্ষণীয়। **শরণ্যা**—(১)বিণঃ **শরণ্য**-এর স্ত্রীলিঙ্গ ; (২)বিঃ দুর্গা।

শরণি, শরণী—**সরণি**-র বানানভেদ।

শরণ্য—**শরণ** দ্রঃ।

শরৎ (-দ্)—বিঃ (চলিত মতে ভাদ্র-আশ্বিনব্যাপী) ঋতুবিশেষ। [সং. √শৃ + অদ্ (ধি)]।

শরদ—বিঃ বীণাযন্ত্রবিশেষ, সরোদ। [সং. শারদা]।

শরদিন্দু—বিঃ শরৎকালের চাঁদ যাহা অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল। [সং. শরদ্ + ইন্দু]। বিণঃ **-নিভাননা**—শরৎকালের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও ও সুন্দর) মুখবিশিষ্ট।

শরবত, শরবৎ—বিঃ চিনি ফলের রস প্রভৃতি মিশাইয়া প্রস্তুত পানীয়বিশেষ। [আ.]। বিঃ **শরবতি, শরবতী**—লেবুবিশেষ।

শরভ—বিঃ মৃগবিশেষ, পৌরাণিক অষ্টপদ ও সিংহাপেক্ষা বলবান মৃগবিশেষ; উষ্ট্র ; হস্তিশাবক ; পতঙ্গবিশেষ, শলভ। [সং]।

শরম—বিঃ লজ্জা। [ফা.]।

শরা, সরা—বিঃ মাটির তৈয়ারি (হাঁড়ি কলসীর) ঢাকনি। [সং. শরাব, সরাব]।

শরাব—বিঃ মদ্য, সুরা। [আ.]।

শরাসন—বিঃ ধনু [সং শর+আসন]।

শরিক, শরীক—বিঃ অংশী, ভাগীদার। [ফা. শরীক্]। বিঃ **শরিকান, শরীকান**—একাধিক শরিক। বিঃ **শরিকানা, শরীকানা**—শরিকের প্রাপ্য অংশ। বিণঃ **শরিকানি, শরিকানী, শরীকানী, শরিকি, শরিকী, শরীকী**—একাধিক অংশী আছে এমন, এজমালী।

শরিফ, শরীফ—বিণঃ মহানুভব, পবিত্র, উচ্চমনা (শরিফ আদমি); অভিজাত; মক্কার শাসনকর্তার উপাধি; খুশি, প্রফুল্ল (মেজাজ শরীফ)। [আ শরীফ্]।

শরিয়ৎ, শরীয়ৎ—বিঃ ইসলাম ধর্মশাস্ত্র। [আ. শরীয়ৎ]।

শরীর—বিঃ দেহ। [সং. √শৄ+ঈর (র্ম)]। বিণঃ **-গত**—শারীরিক, দেহস্থ; শরীরের অভ্যন্তরস্থ। বিণঃ **-জ**—শরীর হইতে উৎপন্ন, দেহজাত। বিণ.বিঃ **শরীরী** (-রিন্)—দেহধারী, দেহবিশিষ্ট, দেহী; প্রাণী; মনুষ্য, জীবাত্মা। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **শরীরিণী**।

শর্করা—বিঃ চিনি; (সং.) কাঁকর; দানা; পাথরি। [সং.]। বিণঃ **-বৎ**—দানাওয়ালা।

শর্ত—বিঃ চুক্তির নিয়ন্ত্রক নিয়ম, কড়ার। [আ. শর্ৎ]।

শর্ব—বিঃ শিব। [সং. √শর্ব্+অ(র্তৃ)]। বি(স্ত্রী)ঃ **শর্বাণী**—শিবানী, দুর্গা।

শর্বরী—বিঃ রাত্রি, রজনী। [সং. √শৄ+বর (র্তৃ)+ঈ]।

শর্ম (-র্মন্)—বি(ক্লী)ঃ সুখ; কল্যাণ। [সং. √শৄ+মন্ (র্তৃ)]।

শর্মা (র্মন)—বি(পুং)ঃ ব্রাহ্মণের উপাধি; (বাং.—আত্মগৌরবে) আমি রূপ এই ব্যক্তি (শর্মা ভুলবে না)। [সং. √শৄ+মন (তৃ)]।

শলভ—বিঃ শস্যনাশক পতঙ্গবিশেষ। [সং.]।

শলা১—**সলা২**-র বানানভেদ।

শলা২—বিঃ সরু কাঠি বা সিক; চিকিৎসার অস্ত্রবিশেষ। [সং. শলাকা]।

শলাকা—বিঃ শলা, কাঠি। [সং. √শল্+আক (র্তৃ)+আ]।

শলি, শলী—বিঃ ধান্যাদির পরিমাণবিশেষ। [সং. শুব]।

শল্ক—বিঃ (প্রধানতঃ মাছের) আঁশ; বল্কল। [সং √শল্+ক (র্তৃ)]। **শল্কী** (-ল্কিন্)—(১)বিণঃ শল্কযুক্ত, (২)বিঃ মাছ।

শল্য—বিঃ শলাকা, শলা; কাঁটা; পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, শেল; বাণ, অস্থি; শজারু। [সং. √শল্+য (র্ম)]। বিঃ **-চিকিৎসা**—অস্ত্রচিকিৎসা, দেহে অস্ত্রোপচার। বিঃ **শল্যোদ্ধার**—(প্রধানতঃ দেহে) বিদ্ধ বাণ কাঁটা প্রভৃতি উৎপাটন; বাস্তুভূমি হইতে প্রোথিত অস্থি উত্তোলন।

শল্ল, শল্লক—বিঃ আঁশ; বল্কল। [সং.]। বিঃ **শল্লকী**—শজারু; বাবলাগাছ।

শশ, শশক—বিঃ খরগোশ। [সং]। বিঃ **শশধর, শশভৃৎ, শশলক্ষণ, শশলাঞ্ছন**—চন্দ্র। বিঃ **শশবিন্দু**—বিষ্ণু, চন্দ্র। বিঃ **শশবিষাণ, শশশৃঙ্গ**—খরগোশের শিং অর্থাৎ অসম্ভব বস্তু। বিণঃ **শশব্যস্ত**—(খরগোশের ন্যায়) অতি ত্বরান্বিত বা ব্যস্ত। বিঃ **শশাঙ্ক**—চন্দ্র।

শশিকর—বিঃ চন্দ্রালোক, জ্যোৎস্না। [সং. শশিন্+কর]।

শশিকলা—বিঃ চন্দ্রের কলা বা অংশ; সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ। [সং. শশিন্+কলা]।

শশিকান্ত—বিঃ কুমুদ; চন্দ্রকান্ত মণি। [সং. শশিন্+কান্ত]।

শশিভূষণ, শশিশেখর—বিঃ শশী ভূষণ বা শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার; শিব। [সং শশিন্+ভূষণ, শেখর]।

শশী (-শিন্)—বিঃ চন্দ্র। [সং. শশ+ইন্]।

শশ্বৎ—অব্য.ক্রি-বিণঃ সর্বদা; বারংবার। [সং. √শশ্+বৎ (তৃ)]। বিণঃ **শাশ্বত, শাশ্বতিক** দ্রঃ।

শষ্প—বিঃ কচি ঘাস। [সং.]। বিণঃ **শষ্পাবৃত**—কচি ঘাসে ঢাকা।

শসন—বিঃ যজ্ঞার্থ পশুহত্যা, বধ। [সং √শস্+অন (ভা)]।

শসা—বিঃ ফলবিশেষ; ক্ষীরিকা। [দেশী]।

শস্ত্র—বিঃ (মূলতঃ) যে প্রহরণ হাতে ধরিয়া অর্থাৎ নিক্ষেপ না করিয়া আঘাত করা হয় (তু. **অস্ত্র**); প্রহরণ, আয়ুধ, অস্ত্র; কারিগরি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতি; অস্ত্রচিকিৎসার (বিশেষতঃ আয়ুর্বেদের) অস্ত্র। [সং.]। বিণ. বিঃ **-জীবী** (-বিন্), **শস্ত্রাজীব**—যুদ্ধব্যবসায়ী, যোদ্ধা, সৈনিক। বিণ.বিঃ **-ধর, ধারী**, (-রিন্), **-পাণি, -ভৃৎ, শস্ত্রী** (-স্ত্রিন্) অস্ত্রধারী; যোদ্ধা। বিঃ **-বিদ্যা**—অস্ত্রচালনা-বিদ্যা।

শষ্প, শষ্পাবৃত—যথাক্রমে **শষ্প** ও **শষ্পাবৃত**-এর বানানভেদ।

শস্য—বিঃ ফসল, কৃষিজাত ফল বা বীজ; ফলের ভক্ষণীয় অংশ বা সারভাগ (কাঁঠালটায় শস্য নেই)। [সং.] বিঃ **-ক্ষেত্র**—শস্যোৎপাদনের জমি। বিণঃ **-শ্যামল**—সবুজ শস্যপূর্ণ; প্রচুর শস্যের সবুজ আভায় উদ্ভাসিত। বিণ(স্ত্রী): **-শ্যামলা**। বিঃ **শস্যাগার**—ধান্যাদি ফসলের ভাণ্ডার বা সংরক্ষণস্থান, গোলা।

শহর—বিঃ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নগর। [ফা.] বিঃ **-তলি**—শহরের উপকণ্ঠ। বিণঃ **-স্থ**—শহরের। বিণঃ **শহুরে**—শহরসুলভ, শহরবাসী; শহরে উৎপন্ন।

শহরৎ—**শোহরত**-এর বর্জি. রূপ।

শহিদ, শহীদ—বিঃ ধর্মযুদ্ধে নিহত বা ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি। [আ শহীদ্]।

শা—**শাহ্**-র রূপভেদ।

শাংকর—**শাঙ্কর**-এর বানানভেদ।

শাঁ—অব্যঃ দ্রুত বেগসূচক।

শাঁউড়ি, শাউড়ী—**শাশুড়ি**-র গ্রা. রূপ।

শাওন, শাওণ—**শ্রাবণ**-এর কোমল রূপ।

শাঁই১—বিঃ শমীবৃক্ষ। [সং. সমী]।

শাঁই২—অব্যঃ ক্ষিপ্রতাসূচক (শাঁই করে যাওয়া)। অব্যঃ **-শাঁই**—(প্রধানতঃ বায়ুপ্রবাহের) প্রবল বেগসূচক।

শাঁখ, শাঁক—বিঃ সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহৃত তাহার খোলা, শঙ্খ। [সং. শঙ্খ]। **শাঁখের করাত**—শঙ্খ কাটিবার করাত: ইহার দাঁতগুলি এমনভাবে তৈয়ারি যে সামনে টানিলেও কাটে পিছনে টানিলেও কাটে, (আল.) যাহা হইতে সহজে নিস্তার পাওয়া যায় না; উভয়সঙ্কট। বিঃ **-চুর্ণী, -চুন্নি, -চুন্নী, শাঁকিনী, শাঁখিনী**—প্রেতযোনিপ্রাপ্ত সধবা নারীর আত্মা। বিঃ **শাঁক আলু, শাঁখ আলু, শাঁকালু, শাঁখালু**—ভক্ষ্য শুভ্র কন্দবিশেষ।

শাঁখা—বিঃ শঙ্খনির্মিত বলয় বা কঙ্কণবিশেষ: ইহা এয়োতির চিহ্ন। [বাং. শাঁখ+আ]।

শাঁখারি, শাঁখারী—বিঃ শঙ্খের গহনা বা দ্রব্যাদি নির্মাতা; শঙ্খ-ব্যবসায়ী; হিন্দু জাতিবিশেষ। [বাং. শাঁখ+আরি, আরী]।

শাঁখিনী—**শাঁখ** দ্রঃ।

শাঁড়া—**ষাঁড়া**-র বানানভেদ।

শাঁপ—**শাঁস** দ্রঃ।

শাঁস—বিঃ ফলাদির অভ্যন্তরস্থ সারভাগ; ফলের আঁটির বা বীজের অভ্যন্তরস্থ নরম অংশ; সার-পদার্থ (মগজে শাঁস না থাকা)। [সং. শস্য]। বিণঃ **শাঁসাল, শাঁসালো**—শাঁসযুক্ত; সারবান্; (আল.) অর্থশালী।

শাক—বিঃ রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য লতাবৃক্ষ-পত্রাদি (নটে শাক, কলমি শাক, লাউ শাক), পুরাণোক্ত দ্বীপবিশেষ; সেগুন গাছ; শকাব্দ। [সং.]। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—জঘন্য কর্ম গোপনের ব্যর্থ ও হাস্যকর চেষ্টা করা। বিঃ **-পাতা**—বিভিন্ন শাক; নিরামিষ ও অকিঞ্চিৎকর আহার্য। বিঃ **-ভাত, শাকান্ন**—উপকরণহীন বা ব্যঞ্জনবর্জিত খাদ্য; অত্যন্ত দরিদ্রোপযোগী খাদ্য। বিঃ **-সবজি**—তরি-তরকারি।

শাকম্ভরী—বিঃ দুর্গাদেবী, হিন্দু তীর্থবিশেষ; শম্বরহ্রদ। [সং.]।

শাকান্ন—**শাক** দ্রঃ।

শাকুন—(১)বিঃ পশুপক্ষীর রবদ্বারা শুভাশুভ নির্ধারণের শাস্ত্র, কাকচরিত্র-গ্রন্থ। (২)বিণঃ শকুনজ্ঞ, পশুপক্ষীর রবদ্বারা শুভাশুভ বিচারে পারদর্শী; পক্ষিসম্বন্ধীয়। [সং. শকুন+অ]। বিঃ **শাকুনিক**—পক্ষিবধকারী ব্যাধ; শকুনজ্ঞ ব্যক্তি; শকুনিসমূহ।

শাক্ত—বিণ.বিঃ শক্তির উপাসক; তান্ত্রিক। [সং. শক্তি+অ]।

শাক্য—বিঃ ক্ষত্রিয় বংশবিশেষ, বুদ্ধদেব। [সং. শাক+য]। বিঃ **-মুনি, -সিংহ**—বুদ্ধদেব।

শাখা—বিঃ গাছের ডাল; বাহু; অংশ (রাজবংশের একটি শাখা); গ্রন্থাদির বিশেষতঃ বেদের যে কোন অংশ; বৃহৎ বস্তু বা বিষয় হইতে উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু বা বিষয় (শাখানদী)। [সং.]। বিণঃ **-চ্যুত**—বৃক্ষডাল হইতে স্খলিত। বিঃ **-ধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদের যে কোন শাখা অধ্যয়নকারী। বিঃ **-নদী**—কোন নদী হইতে উৎপন্ন নদী। বিঃ **-মৃগ**—বানর। বিঃ **-ন্তরাল**—গাছের ডালের আড়াল। **শাখী** (-খিন্)—(১)বিঃ বৃক্ষ; (২)বিণঃ ডালবিশিষ্ট।

শাখোট, শাখোটক—বিঃ শেওড়া গাছ। [?]।

শাগ—**শাক**-এর কথ্য রূপ।

শাগরেদ—বিঃ শিষ্য, ছাত্র, চেলা। [ফা. শাগির্দ]। বিঃ **শাগরেদি**—শিষ্যত্ব, চেলাগিরি।

শাঙন—**শ্রাবণ**-এর কোমল রূপ।

শাঙ্কর—বিণ: শঙ্কর-সম্বন্ধীয় ; শঙ্করাচার্য-প্রণীত (শাঙ্কর ভাষ্য)। [সং. শঙ্কর+অ]।

শাজাদা, শাজাদী — যথাক্রমে **শাহ্‌জাদা** ও **শাহ্‌জাদী**-র বানানভেদ।

শাট—বি: ধুতি (লম্বশাটপটাবৃত)। [সং.]। বি-(স্ত্রী): **শাটী, শাটিকা**—শাড়ি।

শাঠ্য—বি: শঠতা, ধূর্ততা। [সং. শঠ+য]।

শাড়ি, শাড়ী—বি: স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র। [সং. শাটী]।

শাণ—বি: কষ্টিপাথর ; অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর বা যন্ত্র। [সং. √শো+ণ (ধি)]।

শাণিত—বিণ: তীক্ষ্ণীকৃত, ধারাল। [সং. শাণ+ইত বা √শাণ্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

শাণ্ডিল্য—বি: গোত্রপ্রবর্তক মুনিবিশেষ। [সং. শণ্ডিল+য]।

শাতন—বি: ছেদন ('পক্ষধরের পক্ষশাতন' : সত্যেন্দ্র)। [সং. √শদ্‌+ণিচ্‌+অন]।

শাদি—বি: বিবাহ, পরিণয়। [ফা.]।

শাদ্বল—বি: কচিঘাসে ঢাকা জমি। [সং. শাদ+বল]।

শান১—বি: পাকা মেঝে। [দেশী]। বিণ: **-বাঁধান**—ইট-পাথরে তৈয়ারি, পাকা।

শান২—বি: কষ্টিপাথর ; অস্ত্রাদিতে ধার দিবার পাথর বা যন্ত্র ; তীক্ষ্ণীকরণ। [শাণ দ্রঃ]। ক্রি: **শান দেওয়া**—শানযন্ত্রে বা শানপাথরে অস্ত্রাদিতে ধার দেওয়া ; তীক্ষ্ণ করা। বি: **-ওয়ালা**—যে শানপাথরে বা শানযন্ত্রে অস্ত্রাদিতে ধার দেওয়ার ব্যবসায় করে। বি: **-পাথর**—অস্ত্রাদিতে ধার দিবার বা ধাতু পালিশ করিবার পাথর।

শানা১—বি: তাঁতযন্ত্রের চিরুনির ন্যায় অংশ-বিশেষ। [দেশী]।

শানা২—বি: বর্ম, সাঁজোয়া। [সং. শানী]।

শানা৩, শানান১, শানানো১ — ক্রি: ক্ষুধা-আকাঙ্ক্ষাদি শান্ত বা পরিতৃপ্ত হওয়া, মেটা (এত কমে তার শানে বা শানায় না)। (২)বি: উক্ত অর্থে। [সং. √শম্‌+বাং. আ]।

শানা৪—ক্রি: শান দেওয়া। [সং. √শান্‌+আ]। **-ন২, -নো২**—(১)ক্রি: শান দেওয়া ; তীক্ষ্ণ করা ; (২)বি.বিণ: উক্ত উভয় অর্থে।

শান্ত—(১)বিণ: শান্তিযুক্ত ; নিবৃত্ত (ক্ষুধা শান্ত করা) ; ধীর, অনুদ্ধত, শিষ্ট (শান্ত মেয়ে, শান্ত স্বভাব)। (২)বি: (অল.) বৈষ্ণব মতে শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণমূলক রসবিশেষ। [সং. √শম্‌+ত (র্তৃ)]। বি: **-ভাব**—হিংসা ক্রোধ দুঃখ শোক প্রভৃতি সর্বপ্রকার অস্থিরতাবর্জিত মানসিক অবস্থা, উত্তেজনাশূন্য চিত্তবৃত্তি, প্রশান্তি। **-মূর্তি**—(১)বি: শান্তভাবপূর্ণ চেহারা ; সৌম্য আকৃতি ; (২)বিণ: সৌম্য-আকৃতি-বিশিষ্ট। বিণ: **-শিষ্ট**—নম্র ও ভদ্র। বিণ: **-স্বভাব**—ধীর, অনুদ্ধত, নম্র, বিনয়ী।

শান্তি—বি: শমগুণ, প্রশান্তি, উদ্বেগরাহিত্য, স্থিরতা (মানসিক শান্তি) ; লালসারাহিত্য, নিস্পৃহতা, ইন্দ্রিয়জনিত বাসনা-কামনার দমন, প্রবৃত্তিদমন (লোভের বা ক্রোধের শান্তি) ; নিবৃত্তি, উপশম (রোগের শান্তি, দুঃখের শান্তি) ; উপদ্রব-হীনতা (শান্তিরক্ষা) ; অবসান (যুদ্ধশান্তি) ; যুদ্ধাবসান (শান্তিস্থাপন) ; কল্যাণ (শান্তি-স্বস্ত্যয়ন) ; বিশ্রাম (শান্তিলাভার্থ শয়ন)। [সং. √শম্‌+তি (ভা)]। বি: **-জল**—পূজার্চনাদ্বারা মন্ত্রপূত জল যাহা উপাসকদের কল্যাণ-কামনায় তাহাদের দেহে ছিটান হয়। বি: **-পাঠ**—শান্তি-কামনায় মন্ত্রাদি পাঠ। বিণ: **-প্রিয়**—(স্বভাবতঃ) নিরুপদ্রব অবস্থা ভালবাসে এমন। বি: **-রক্ষক**—(বিশেষ অর্থে) কোতোয়াল, পুলিস। বি: **-রক্ষা**—(প্রধানতঃ সাধারণের জীবন) উপদ্রব হইতে রক্ষা ; পুলিসের কার্য, বিবাদ-বিসংবাদ বা হৈচৈ হইতে না দেওয়া। বি: **-স্থাপন**—(বিশেষ অর্থে)—যুদ্ধাদির অবসান করিয়া সন্ধিস্থাপন। বি: **-স্বস্ত্যয়ন**—রোগ-উপদ্রবাদির অবসান কামনায় দেবার্চনা।

শান্তিপুরী—(১)বিণ: শান্তিপুরে প্রস্তুত। (২)বি: শান্তিপুরে তৈয়ারি উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়। [শান্তিপুর+ঈ]। বিণ: **শান্তিপুরে**—শান্তিপুরে প্রচলিত বা উৎপন্ন ; শান্তিপুরবাসী।

শাপ—বি: অভিসম্পাত, অভিশাপ। [সং.]। বিণ: **-গ্রস্ত**—শাপের ফলে দুর্দশাপন্ন ; অভিশপ্ত। বিণ(স্ত্রী): **-গ্রস্তা**। বিণ: **-ভ্রষ্ট**—শাপের ফলে হীনজন্মপ্রাপ্ত। বিণ(স্ত্রী): **-ভ্রষ্টা**। বি: **-মুক্তি**—অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ। বি: **-মোচন**—অভিশাপ খণ্ডন। ক্রি: **শাপা**—অভিশাপ দেওয়া। বি: **শাপান্ত**—শাপমোচন, শাপভঙ্গ ; (বাং.) সর্বরকম অভিশাপ (শাপ-শাপান্ত করা)। বিণ: **শাপিত**—শাপগ্রস্ত ; শাপপ্রাপ্ত।

শাবক, শাব—বি: বাচ্চা, ছানা। [সং.]।

শাবর—বিণ: শবরজাতি-সম্বন্ধীয়। [সং. শবর+অ]।

শাবল—বিঃ মৃত্তিকাদি খুঁড়িবার বা লৌহকপাটাদি ভাঙ্গিবার জন্য খন্তাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ। [সং. শর্বলা]।

শাবান—বিঃ ইসলামি বৎসরের অষ্টম মাস। [আ. শাআবান্]।

শাবাশ—অব্যঃ প্রশংসাসূচক উক্তিবিশেষ, ধন্য, বলিহারি। [ফা.]। ক্রিঃ **শাবাশি**—কাহাকেও শাবাশ দেওয়া অর্থাৎ প্রশংসা করা।

শাব্দ—বিণঃ শব্দ-সম্বন্ধীয়। [সং. শব্দ+অ]। বিণঃ **শাব্দিক**—শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, বৈয়াকরণ; শব্দ-সম্বন্ধীয়।

শামর—বিণঃ (ব্রজ.) শ্যামবর্ণ। [সং. শ্যামল]। বিণ(স্ত্রী): **শামরী**।

শামলা১—বিণঃ শ্যামবর্ণা, কাল (শামলা গাই)। [সং. শ্যামলা]।

শামলা২—বিঃ শালের পাগড়িবিশেষ (উকিলের শামলা)। [আ.]।

শামা১—বিঃ প্রদীপ, বাতি। [আ.]। বিঃ **-দান**—সেজ ও দীপাধার।

শামা২, **শামি, শাম্বী, শাঁপি**—বিঃ মুদ্গরাদির লৌহমণ্ডিত মুখ বা মুখের লৌহাবরণী। [সং. শম্ব]।

শামিয়ানা—বিঃ বস্ত্রনির্মিত অস্থায়ী ছাদবিশেষ, চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। [ফা. শাম্-আনহ্]।

শামিল—বিণঃ সদৃশ (মরার শামিল); অন্তর্ভুক্ত (শামিল করা বা হওয়া)। [আ.]।

শামি কাবাব—মুসলমানি প্রথায় প্রস্তুত মাংসের বড়াবিশেষ। [ফা. ?]।

শামুক—বিঃ ঝিনুকতুল্য শক্ত আবরণযুক্ত জলচর প্রাণিবিশেষ। [সং. শম্বুক]। **শামুক চুন**—**চুন** দ্রঃ]।

শায়ক—বিঃ বাণ, তীর, শর। [সং. √শো+অক (ক্তৃ)]।

শায়িত—বিণঃ শয়ন করান হইয়াছে এমন; নিপাতিত। [সং. √শী+ণিচ্+ত (ম)]। বিণ(স্ত্রী): **শায়িতা**।

শায়ী (-য়িন্)—বিণঃ শয়নকারী, শয়িত (ধরাশায়ী)। [সং. √শী+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শায়িনী**।

শায়েস্তা—বিণঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত; শাস্তিপ্রাপ্ত; দমিত, শাসিত। [ফা. শৈস্তা]।

শারঙ্গী—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গ। [সং.]।

শারদ, শারদীয়—বিণঃ শরৎকালীন। [সং. শরদ্+অ, ঈয়]। বিণ(স্ত্রী): **শারদী, শারদীয়া**। বি. **শারদা**—দুর্গাদেবী; সরস্বতী; বীণাবিশেষ।

শারি, শারিকা, শারী—বি(স্ত্রী): স্ত্রী-শালিক; (বাং.) শুকের পত্নী বা স্ত্রী-শুক; পাশার গুটি। [সং.]।

শারীর, শারীরিক—বিণঃ শরীর-সম্বন্ধীয়; দেহজ, শরীর হইতে উৎপন্ন। [সং. শরীর+অ, ইক]। বিঃ **-বিদ্যা**—শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত, anatomy and physiology। বিঃ **শারীরবৃত্ত, শারীরবৃত্তি**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়া-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, physiology। বিঃ **শারীরস্থান**—দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচয়াদি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, anatomy।

শার্কর—বিণঃ শর্করা-সম্বন্ধীয়, শর্করামিশ্রিত; দানাওয়ালা; কাঁকুরে, কাঁকরে ভরা। [সং. শর্করা+অ]।

শার্ঙ্গ—(১)বিণঃ শৃঙ্গসম্বন্ধীয়, শৃঙ্গজাত; শৃঙ্গ-নির্মিত। (২)বিঃ শৃঙ্গনির্মিত ধনু; বিষ্ণুর ধনু। [সং. শৃঙ্গ+অ]। বিঃ **-ধর, -পাণি, শার্ঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—বিষ্ণু; ধনুর্ধর।

শার্ট—বিঃ পুরুষের জামাবিশেষ। [ইং. shirt]। **ফুল শার্ট**—মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতাওয়ালা শার্ট। **হাউই শার্ট**—কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা ও কোটের ন্যায় আকারের শার্টবিশেষ। **হাফ শার্ট**—কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা শার্ট ঝুলের শার্ট-বিশেষ।

শার্দূল—বিঃ ব্যাঘ্র; (সমাসে উত্তরপদে) শ্রেষ্ঠ (নরশার্দূল)। [সং.]। বি(স্ত্রী): **শার্দূলী**। বিঃ **-বিক্রীড়িত**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

শার্শি, শার্সি—**শার্সি**-র রূপভেদ।

শাল১—বিঃ বৃহৎ শূল (শালে চড়ান); শেল; (আল.) মর্মান্তিক দুঃখ ('হৃদয়ে রহিল শাল': ক. ক.)। [সং. শল্য]।

শাল২—বিঃ গৃহ (হাতিশাল); কারখানা (কামার-শাল)। [সং. শালা]।

শাল৩—বিঃ দামী পশমী গাত্রবস্ত্রবিশেষ। [ফা.]। বিঃ **-ওয়ালা**—শাল-বিক্রেতা। বিঃ **-কর**—শালওয়ালা; যে ব্যক্তি শাল কাচে ও রিপু-কর্মাদি করে।

শাল৪—বিঃ বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার মূল্যবান্ কাঠ; শোলজাতীয় বৃহৎ মৎস্যবিশেষ। [সং.]। **শালের কোঁড়া**—শালগাছের তেজী চারা। বিঃ **-তি**—শালগাছের গুঁড়িতে তৈয়ারি ক্ষুদ্র অথচ

ক্ষিপ্রগামী নৌকাবিশেষ। বিঃ **-নির্যাস**—ধুনা। বিণঃ **-প্রাংশু**—(দেহ বা অঙ্গ সম্বন্ধে) শাল-গাছের ন্যায় দীর্ঘাকার।

শালগম—বিঃ রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য কন্দ-বিশেষ। [আ. শলগম্]।

শালগ্রাম—বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত গণ্ডকী-নদীজাত শিলা। [সং. শালগ্রাম (দেশবিশেষ) + অ]। **শালগ্রামের শোওয়া-বসা**—(সচ. হৃষ্ট-পুষ্ট ও অলস ব্যক্তি সম্বন্ধে—গোলাকার শালগ্রামের ন্যায়) সকল সময়ে একই ভাবে অবস্থান।

শালতি, শালনির্যাস, শালপ্রাংশু—**শাল**৪ দ্রঃ।

শালা১—বিঃ আলয়, আগার, স্থান (অতিথিশালা, ধর্মশালা); ঘর, কক্ষ (ভোজনশালা), কারখানা (কামারশালা), ভাঁড়ার (শস্যশালা)। [সং. √শল্ + অ (র্তৃ) + আ]।

শালা২—বিঃ পত্নীর ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, সম্বন্ধী; গালিবিশেষ। [সং. শ্যালক]। বি(স্ত্রী): **শালী**১—পত্নীর ভগ্নী বা তৎস্থানীয়া নারী, গালিবিশেষ। বি(স্ত্রী): **-জ, -বৌ**—শ্যালকের পত্নী।

শালি—বিঃ হৈমন্তিক ধান্য। [সং.]

শালিক—বিঃ পাখিবিশেষ। [সং. শারিকা]।

শালী১—**শালা**২ দ্রঃ।

-শালী২ (-লিন্)—বিণঃ যুক্ত, বিশিষ্ট, সম্পন্ন (অর্থশালী)। [সং. √শাল্ + ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **-শালিনী**।

শালীন—বিণঃ লজ্জাশীল, নম্র, বিনয়ী, ভদ্র। [সং. শালা + ঈন]। বিঃ **-তা**।

শালুক, শালূক—বিঃ পদ্মাদির মূল; (বাং) কুমুদ, নাল। [সং. শাল্ + উক, ঊক]।

শাল্মলি, শাল্মলী, শাল্মল—বিঃ শিমুলগাছ; পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপের অন্যতম। [সং.]।

শাশুড়ি, শাশুড়ী—বিঃ পতি বা পত্নীর জননী বা তৎস্থানীয়া, শ্বশ্রূ। [সং. শ্বশ্রূ + বাং. ড়ি, ড়ী]।

শাশ্বত, শাশ্বতিক—বিণঃ নিত্য, অবিনশ্বর, চির-স্থায়ী। [সং. শশ্বৎ + অ, ইক]। বিণ(স্ত্রী): **শাশ্বতী, শাশ্বতিকী**।

শাসক—**শাসন** দ্রঃ।

শাসন—বিঃ দমন (দুষ্টের শাসন); সুব্যবস্থার সহিত প্রতিপালন (প্রজাশাসন); পরিচালনা (রাজ্যশাসন); রাজ্য-পরিচালনা (ইংরেজশাসন); নিয়ন্ত্রণ, সংযমন (ইন্দ্রিয়শাসন); উপদেশ, নির্দেশ, আজ্ঞা, বিধি (শাস্ত্রের শাসন); আজ্ঞাপত্র, সনদ (তাম্রশাসন); তিরস্কার, শাস্তিদান (পুত্রকে শাসন)। [সং. √শাস্ + অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **শাসক**—শাসনকারী, শাস্তা, শাসনকর্তা। বিঃ **-কর্তা** (-র্তৃ)—যে শাসন করে; নৃপতি; রাজ-প্রতিনিধি; গভর্নর। বিঃ **-তন্ত্র**—রাজ্যশাসন-প্রণালী। বিণঃ **শাসনাধীন**—শাসকের এলাকাভুক্ত। বিণঃ **শাসনীয়, শাস্য**—শাসন-যোগ্য, দণ্ডনীয়, শিক্ষণীয়। বিণঃ **শাসিত**—শাসন করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **শাসিতা**১।

শাসা—ক্রিঃ (কাব্যে) শাসন করা। [সং. √শাস্ + বাং. আ]।

শাসান, শাসানো—(১)ক্রিঃ প্রতিশোধ লইবার বা শাস্তি দিবার ভয় দেখান। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [শাসা দ্রঃ]। বিঃ **শাসানি**—প্রতিশোধগ্রহণের বা শাস্তিদানের ভয়প্রদর্শন।

শাসি—বিঃ কাচের কপাট। [ফ্রে. chassis]।

শাসিত, শাসিতা১—**শাসন** দ্রঃ।

শাসিতা২ (-তৃ)—বিঃ শাসনকর্তা; উপদেষ্টা, শিক্ষক। [সং. √শাস্ (+ই) + তৃ (র্তৃ)]।

শাস্তা (-স্তৃ)—বিঃ শাসনকর্তা, নৃপতি; উপদেষ্টা, গুরু, শিক্ষক; বুদ্ধদেব। [সং. √শাস্ + তৃ (র্তৃ)]।

শাস্তি—বিঃ সাজা, দণ্ড, নিগ্রহ। [সং. √শাস্ + তি (ভা)]। বিঃ **-বিধান**—শাস্তি দেওয়া।

শাস্ত্র—বিঃ বেদ স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি হিন্দুধর্মের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ (শাস্ত্রবিং, শাস্ত্র মানিয়া চলা); ধর্মগ্রন্থ (হিন্দুশাস্ত্র, ইসলামশাস্ত্র); বিধান নির্দেশ প্রভৃতি সংবলিত গ্রন্থ (নীতিশাস্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র), বিদ্যাবিজ্ঞানাদি-বিষয়ক গ্রন্থ (গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র), বিদ্যা বা বিজ্ঞান। [সং. √শাস্ + ত্র (ণে)]। বিণঃ **-কার**—শাস্ত্র-রচনাকারী। বিঃ **-চর্চা, শাস্ত্রানুশীলন, শাস্ত্রালোচনা**—শাস্ত্র-পাঠ ও আলোচনা। বিণঃ **-জ্ঞ, -জ্ঞানী** (-নিন্) **-দর্শী** (-র্শিন্)—শাস্ত্র জানে এমন। বিঃ **-বিধি**—শাস্ত্রের নির্দেশ বা অনুশাসন। বিণঃ **-বিহিত, -সঙ্গত, -সম্মত, শাস্ত্রানুমত, শাস্ত্রানুমোদিত**—শাস্ত্রনির্দিষ্ট। বিঃ **-ব্যাখ্যা**—শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশের অর্থ বা তাৎপর্য কথন। বিঃ **শাস্ত্রার্থ**—শাস্ত্রের তাৎপর্য। **শাস্ত্রী** (-স্ত্রিন্)—(১)বিণঃ শাস্ত্রজ্ঞ; (২)বিঃ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। বিণঃ **শাস্ত্রীয়**—শাস্ত্রসম্বন্ধীয়, শাস্ত্রোক্ত, শাস্ত্রানুমত। বিণঃ **শাস্ত্রোক্ত**—শাস্ত্রে উল্লিখিত।

শাস্য—**শাসন** দ্রঃ।

শাহ্—বিঃ বাদশাহ্, নৃপতি; পারস্যরাজের উপাধি। [ফা.]। বিঃ **-জাদা**—রাজকুমার। বি(স্ত্রী): **-জাদী**—রাজকুমারী। বিঃ **শাহানশাহ্**—রাজাধিরাজ। বিণঃ **শাহি, শাহী**—রাজকীয়, বড়মানুষি, নবাবি (শাহি চালচলন)।

শাহানা—বিঃ সঙ্গীতের রাগিণীবিশেষ। [ফা.]।

শাহী—**শাহ্** দ্রঃ।

শিউরা, শিউরান (-নো)—যথাক্রমে **শিহরা** ও **শিহরান**-র কথ্য রূপ।

শিউলি১, **শিউলী**—**সিউলি**-র বানানভেদ।

শিউলি২—বিঃ শেফালিকা ফুল বা তাহার গাছ। [সং. শেফালি]। বিঃ **-তলা**—শেফালিকা-গাছের তলদেশ।

শিং—বিঃ পশুর মাথার দীর্ঘ শক্ত ও সূচীমুখ হাড়বিশেষ, শৃঙ্গ। [সং. শৃঙ্গ]।

শিংশপা—বিঃ শিশুগাছ। [সং.]।

শিক—**সিক**-এর বানানভেদ।

শিকড়—বিঃ বৃক্ষাদির মূল। [দেশী]। ক্রিঃ **শিকড় গাড়া**—(আল.) অনড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

শিকনি—বিঃ নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গত শ্লেষ্মা, পোঁটা। [সং. শিঙ্ঘাণ]।

শিকল, (কথ্য) **শিকলি**—বিঃ শৃঙ্খল; নিগড়। [সং. শৃঙ্খল]।

শিকস্ত—বিঃ পাকা হাতের টানা লেখা। [ফা.]।

শিকা, (কথ্য) **শিকে**—বিঃ দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য দড়ি বা তারে নির্মিত ঝুলন্ত আধারবিশেষ। [সং. শিক্য—তু. হি. ছীংকা]। **শিকেয় তুলে রাখা**—(আল.) স্থগিত রাখা, বর্তমানে অব্যবহার্য বা অকেজো মনে করা (এসব শিকেয় তুলে রাখগে)।

শিকায়ৎ, শিকায়েত—বিঃ দোষারোপ; নিন্দা, অভিযোগ, নালিশ। [আ]।

শিকার—বিঃ অস্ত্রাদির সাহায্যে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল জন্তুর প্রাণবধ; মৃগয়া; মৃগয়ালব্ধ প্রাণী; (আল.) হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি দুষ্কর্মের লক্ষ্য, নিরীহ ব্যক্তি (গুণ্ডামির শিকার)। [ফা.]। বি.বিণঃ **শিকারি, শিকারী**—যে শিকার করে।

শিক্ষক—বিণ.বিঃ শিক্ষাদাতা, অধ্যাপক, উপদেষ্টা, গুরু, মাস্টার। [সং √শিক্ষ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **শিক্ষিকা**। বিঃ **-তা**—শিক্ষকের বৃত্তি বা পদ।

শিক্ষণ—বিঃ শিক্ষাগ্রহণ, অধ্যয়ন। [সং. √শিক্ষ্+অন (ভা)]; শিক্ষাদান, অধ্যাপনা। [সং. √শিক্ষ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণঃ **শিক্ষণীয়**—শিখিবার বা শিখাইবার যোগ্য।

শিক্ষয়িতা (-তৃ)—বিণঃ শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। [সং. √শিক্ষ্+ণিচ্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শিক্ষয়িত্রী**।

শিক্ষা—বিঃ অভ্যাস চর্চা প্রভৃতির দ্বারা আয়ত্তীকরণ (অসিশিক্ষা, সীবনশিক্ষা); বিদ্যাভ্যাস, অধ্যয়ন (কলেজি শিক্ষা); জ্ঞানার্জন, বিদ্যার্জন (শিক্ষার হার); উপদেশ, নির্দেশ (শাস্ত্রের শিক্ষা), অভিজ্ঞতা, জ্ঞান (ব্যবসায়-সম্বন্ধে); আক্কেল, তিক্ত অভিজ্ঞতা (শঠের সংসর্গে বেশ শিক্ষা পেয়েছি); দণ্ড, শাস্তি (চোরকে শিক্ষা দেওয়া); উচ্চারণ-বিষয়ক বেদাঙ্গ গ্রন্থবিশেষ। [সং. √শিক্ষ্+অ (ভা, ণে)+আ]। বিঃ **-কর**—রাজ্যমধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারকে দেয় কর বা খাজনা। বিঃ **-গুরু, -দাতা** (তৃ)—শিক্ষক। বিঃ **-দীক্ষা**—শাস্ত্রাধ্যয়ন ও মন্ত্রগ্রহণ; শিক্ষা ও আচরণ। বিণঃ **-ধীন**—শিক্ষানবিস, apprentice। বি.বিণঃ **-নবিস**—(প্রধানতঃ কারিগরি বিদ্যার) শিক্ষার্থী। বিণঃ **-প্রদ**—শিক্ষাদায়ক; নীতিমূলক। বিণঃ **-মূলক**—শিক্ষাসংক্রান্ত; শিক্ষাপ্রদ। বিণঃ **শিক্ষিত**—শিক্ষাপ্রাপ্ত; বিদ্বান্; শিক্ষা করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **শিক্ষিতা**।

শিখ—বিঃ গুরু নানক-প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষ। [গুরু. শিখ > সং. শিষ্য]।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—বিঃ ময়ূরপুচ্ছ; শিখা, চূড়া; কাকপক্ষ, জুলপি। [সং. শিখিন্+ √অম্+ড (তৃ), +ক]। বিঃ **শিখণ্ডিক**—কুক্কুট। **শিখণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—(১)বিঃ ময়ূর; দ্রুপদরাজের পুত্র—তাহার আড়ালে থাকিয়া অন্যায়ভাবে তীর নিক্ষেপপূর্বক অর্জুন ভীষ্মকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; (আল.) যাহার আড়ালে থাকিয়া অন্যায় কাজ করা যায়; (২)বিণঃ শিখণ্ডযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **শিখণ্ডিনী**।

শিখর—বিঃ চূড়া, শীর্ষদেশ, উপরিভাগ; পর্বত-শৃঙ্গ। [সং.]। **শিখরিণী**—(১)বিণ(স্ত্রী): শিখরযুক্তা; (২)বিঃ উত্তমা স্ত্রী। **শিখরী** (-রিন্)—(১)বিঃ পর্বত; পার্বত্য দুর্গ; বৃক্ষ; (২)বিণঃ শিখরযুক্ত।

শিখা১—বিঃ চূড়া, শীর্ষদেশ; টিকি; আগুনের শিখ। [সং. √শী+খ+আ]।

শিখা₂—(১)ক্রিঃ শিক্ষা করা; অভ্যাস করা, চর্চা করা; জ্ঞানলাভ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √শিক্ষ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ শিক্ষা দেওয়া; অভ্যাস করান, চর্চা করান; জ্ঞানদান করা; বানাইয়া বলিতে শিক্ষা দেওয়া (সাক্ষীকে শিখান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

শিখী (-খিন্)—বিঃ ময়ূর। [সং. শিখা₁+ইন্]। বি(স্ত্রী): **শিখিনী**। বিঃ **শিখিধ্বজ, শিখিবাহন**—দেবসেনাপতি কার্তিকেয়।

শিগ্‌গির—**শীঘ্র**-র কথ্য রূপ।

শিঙ—**শিং**-এর বানানভেদ।

শিঙ্গা, শিঙা, (কথ্য) **শিঙে**—বিঃ ফুঁ দিয়া বাজাইবার জন্য শৃঙ্গনির্মিত বা ধাতুনির্মিত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ। [সং. শৃঙ্গ]। ক্রিঃ **শিঙ্গা ফোঁকা**—(অশি.) মারা যাওয়া।

শিঙ্গাড়া, শিঙাড়া—বিঃ পানিফল; মসলামিশ্রিত আলু কপি প্রভৃতির পুর-দেওয়া তে-কোণা খাবারবিশেষ। [সং. শৃঙ্গাটক]।

শিঙ্গার—বিঃ নায়ক-নায়িকার মিলনসজ্জা। [সং. শৃঙ্গার]।

শিঙ্গি, শিঙি—বিঃ মাথায় সরু দাঁড়াওয়ালা মাগুরজাতীয় মৎস্যবিশেষ। [সং. শৃঙ্গী]।

শিঞ্জন, শিঞ্জিত₁—বিঃ নূপুর ইত্যাদির শব্দ, ভূষণধ্বনি। [সং. √শিঞ্জ্+অন, ত(ক্ত)]।

শিঞ্জিত₂—বিণঃ মুখর, শব্দকারী ('নূপুরশিঞ্জিত পদ': রবীন্দ্র)। [সং. শিঞ্জা+ইত]।

শিঞ্জিনী—বিঃ নূপুর; ধনুর্গুণ। [সং. √শিঞ্জ+ইন্ (কর্তৃ)+ঈ]।

শিটা, শিঠা, (কথ্য) **শিটে**—বিঃ গাদ, কাইট। [সং. শিষ্ট]।

শিটি—**সিটি**-র বানানভেদ।

শিতান—**শিথান**-এর রূপভেদ।

শিতি—(১)বিঃ শুক্লবর্ণ (বিরল); কৃষ্ণ বা নীল বর্ণ। (২)বিণঃ শুক্ল; কৃষ্ণ বা নীল। [সং. √শি+তি (র্ক্ত)]। বিঃ **-কণ্ঠ**—শিব; ময়ূর।

শিথান—বিঃ শিয়রদেশ, ('কেশরাশি শিথান ঢাকি পড়েছে': রবীন্দ্র); মাথার বালিশ ('পিরীতি শিথান মাথে': চণ্ডী)। [সং. শিরঃস্থান]।

শিথিল—বিণঃ শ্লথ, লোল (শিথিল চর্ম); আলুলায়িত (শিথিল কবরী); বিস্রস্ত, আলুথালু (শিথিল কেশবাস); আলগা, ঢিলা ('শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন': রবীন্দ্র); অবসন্ন, ক্লান্ত (শিথিল দেহ); মন্থর, অলস (শিথিল গতি)। [সং √শ্লথ্ অথবা, বৈদিক সং. শ্রথির(ল)-শব্দজ]। বিঃ **-তা**।

শিন্নি—**শিরনি**-র কথ্য রূপ।

শিপ্রা—বিঃ উজ্জয়িনীতে প্রবাহিত চম্বল-নদীর শাখাবিশেষ।

শিব—(১)বিঃ শুভ, মঙ্গল (শিব ও অশিব); মহাদেব, মহেশ, মহেশ্বর, ঈশান, ধূর্জটি, পশুপতি, শঙ্কর, শম্ভু, ভোলানাথ, ত্রিলোচন, কৃত্তিবাস, চন্দ্রশেখর, নীলকণ্ঠ, ব্যোমকেশ, রুদ্র, আশুতোষ, পিনাকী, কাশীশ্বর, উমাপতি, গঙ্গাধর, ত্র্যম্বক। (২)বিণঃ শুভদ; সুখদ; রম্য। [সং. √শী+ব (গে)]। **শিব গড়তে বাঁদর গড়া**—(আল.) খুব ভাল কিছু করিতে গিয়া খারাপ কিছু করা। **শিবরাত্রির সলতে**—(আল.) একমাত্র সন্তান বা বংশধর। **শিবহীন যজ্ঞ**—(আল) প্রধান ব্যক্তিকে বাদ দিয়া কৃত অনুষ্ঠান। **শিবের অসাধ্য**—(আল.) সর্বতোভাবে ও সর্বজনের পক্ষে অসাধ্য। বি(স্ত্রী): **শিবা**—শিবজায়া, দুর্গাদেবী; শৃগালী। বি(স্ত্রী): **শিবানী**—দুর্গাদেবী। বিঃ **-চতুর্দশী**—ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী। বিঃ **-জ্ঞান**—শুভজ্ঞান, সমস্তই মঙ্গল: এই ধারণা (যাত্রায় শিবজ্ঞান)। বিঃ **-ত্ব**—শিবের পদ। বিঃ **-ত্বপ্রাপ্তি**—মৃত্যু। বিঃ **-নেত্র**—ধ্যানী শিবের ন্যায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি (মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে চোখের চাহনি এরূপ হয়)। বিঃ **-পুরী, -লোক**—শিবের বাসস্থান; কৈলাস; বারাণসী। বিঃ **-প্রিয়া**—দুর্গাদেবী। বিঃ **-বাহন**—বৃষ। বিঃ **-রাত্রি**—শিব-চতুর্দশীর রাত্রি। বিঃ **-লিঙ্গ**—শিবের প্রস্তর-মৃত্তিকাদিগঠিত লিঙ্গমূর্তি। বিঃ **শিবালয়**—শিবমন্দির।

শিবিকা—বিঃ পালকি। [সং]।

শিবির—বিঃ ছাউনি, তাঁবু; সেনানিবাস। [সং. শব্(গত্যর্থক)+ইর(ধি)]।

শিম—বিঃ রাঁধিয়া খাইবার যোগ্য ফলবিশেষ। [সং. শিম্ব]।

শিমুল—বিঃ তুলাপ্রসূ বৃক্ষবিশেষ, শাল্মলী। [সং. শাল্মলী]।

শিম্ব, শিম্বা, শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—বিঃ শিম; শুঁটি; শিমগাছ। [সং.]।

শিয়র—বিঃ শয়নকারীর শীর্ষদেশ বা মাথার দিক্ ('শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে: রবীন্দ্র); (আল.)

সন্নিকট (শিয়রে শমন)। [সং. শয্যা > শিয় > শিয়র]। **শিয়রে শমন**—মরণ ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন।

শিয়া—বিঃ মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ : ইহাদের মতে আলী হইলেন হজরত মোহাম্মদের অব্যবহিত পরবর্তী খলিফা। [আ. শিআহ্]।

শিয়াকুল—বিঃ বন্য কাঁটালতাবিশেষ। [সং. শৃগালকোলি]।

শিয়াল—বিঃ শৃগাল, শিবা। [সং. শৃগাল]। **শিয়ালের যুক্তি**—যে যুক্তি পালন করা অসম্ভব জানিয়াও গৃহীত বা প্রদত্ত হয়। **সব শিয়ালের এক রা**—সমদলভুক্ত সকল ব্যক্তিরই একই রকম মত বা আচরণ। বিঃ **-কাঁটা**—বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। বিঃ **-পণ্ডিত**—(রূপকথা হইতে) যে ব্যক্তি মূর্খ কিন্তু অতি চতুর। বিঃ **-ফাঁকি**—রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপাদন করাইয়া প্রতারণা, মৃত্যুর বা চলনশক্তিহীনতার ভান করিয়া এড়ান।

শির১—বিঃ রগ, নাড়ী (হাত-পায়ের শির) : উচ্চ রেখা (পাতার শির)। [সং. শিরা]।

শির২, শিরঃ (-রস্)—বিঃ মস্তক, মাথা, শীর্ষ, চূড়া, উপরিভাগ, অগ্রদেশ। [সং. √শ্রি + অ, অস্ (র্ম)]। **শিরে সংক্রান্তি**—আসন্ন বিপদ্ বা ঝঞ্ঝাট। বিঃ **শিরঃপীড়া, শিরঃশূল**—মাথার যন্ত্রণা, মাথা-ধরা। বিঃ **শিরশ্ছেদ, শিরশ্ছেদন**—মস্তকচ্ছেদন। বিঃ **শিরসিজ**—মাথার চুল। বিঃ **শিরস্ক, শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ**—পাগড়ি, উষ্ণীষ, টুপি ; মাথায় পরিবার বর্ম, helmet।

শিরণি, শিরণী—**শিরনি**-র বানানভেদ।

শিরদাঁড়া—বিঃ মেরুদণ্ড। [সং. শিরস্ + দণ্ড]।

শিরনামা—বিঃ পত্রাদির উপরে লিখিত নাম-ঠিকানা; প্রবন্ধাদির নাম, heading। [ফা. সর্‌নামহ্]।

শিরনি—বিঃ পীর সত্যনারায়ণ প্রভৃতিকে এবং আল্লাহ্ দেবদেবী বা মহাপুরুষদিগকে নিবেদ্য আটা-ময়দা চিনি-কলা ইত্যাদির মিশ্রিত ভোগ। [ফা. শীরীনী]।

শিরপা—**শিরোপা**-র অপ্র. বানান।

শিরপেচ—বিঃ পাগড়িবিশেষ। [ফা. সর্‌পেচ্]।

শিরশির—অব্যঃ শিহরণের ভাবসূচক।

শিরা—বিঃ রক্তবাহিকা নাড়ী, ধমনী; উচ্চ রেখা। [সং. √শৃ + অ (র্ম) + আ]। বিণঃ **-ল**—শিরাবহুল, শিরাবিশিষ্ট।

শিরীষ১—**সিরিশ**-এর বানানভেদ।

শিরীষ২—বিঃ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার অতিশয় কোমল ফুল। [সং]।

শিরোদেশ—বিঃ মস্তক, শীর্ষ। [সং. শিরস্ + দেশ]।

শিরোধার্য—বিণঃ মস্তকে ধারণীয়; অবশ্য পালনীয়; অতিশয় মান্য। [সং. শিরস্ + ধার্য]।

শিরোনামা—বিঃ শিরনামা। [সং. শিরস্ + নামন্—ফা. সর্‌নামহ্-র (শিরনামা দ্রঃ) প্রভাবে অন্ত্য -আ যোগ]।

শিরোপা—বিঃ পারিতোষিকরূপে প্রদত্ত উষ্ণীষ; উষ্ণীষ; পারিতোষিক। [ফা. সর্-ও-পা]।

শিরোমণি, শিরোরত্ন—বিঃ মস্তকে ধারণীয় রত্ন; সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ; শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (চতুরশিরোমণি)। [সং. শিরস্ + মণি, রত্ন]।

শিরোরুহ—বিঃ মাথার চুল। [সং. শিরস্ + √রুহ্ + অ (র্ত্)]।

শিরোরোগ—বিঃ শিরঃপীড়া, মাথার যন্ত্রণা। [সং. শিরস্ + রোগ]।

শির্নী—**শিরনি**-র বানানভেদ।

শিল—বিঃ মসলাদি বাটিবার শিলাপট্ট বা প্রস্তরফলক (শিলনোড়া); হিমশিলা, করকা (শিল পড়া), শানপাথর। [সং. শিলা]।

শিলা—বিঃ প্রস্তর, পাথর, করকা (শিলাবৃষ্টি)। [সং.]। বিঃ **-জতু**—শিলীভূত জান্তব পদার্থবিশেষ; পাবত্য উপধাতুবিশেষ, bitumen। বিঃ **-পট্ট**—পাথরের পাটা; বাটিবার শিল। বিঃ **-বৃষ্টি**—বৃষ্টির সহিত করকাপাত। বিঃ **-রস**—বৃক্ষবিশেষের সুগন্ধি নির্যাস, শৈলেয়। বিঃ **-লিপি**—পাষাণে খোদিত লেখন। বিণঃ **-ময়**—পাষাণনির্মিত।

শিলীন্ধ্র—বিঃ কদলীবৃক্ষ; কদলীবৃক্ষাদির মোচা; ব্যাঙের ছাতা, ছত্রাক; মৎস্যবিশেষ। [সং]। বি(স্ত্রী): **শিলীন্ধ্রা**—কদলী; মৃত্তিকা; পক্ষিণীবিশেষ। বি(স্ত্রী): **শিলীন্ধ্রী**—কেঁচো; মৃত্তিকা; ভেকী; পক্ষিণীবিশেষ।

শিলীপদ—বিঃ গোদ, শ্লীপদ। [সং. শিলী (= স্তম্ভশীর্ষ) + পদ]।

আদিতে শির-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **শির২** দ্রঃ।

শিলীভূত—বিণ: প্রস্তরীভূত, শিলায় পরিণত। [সং. শিলা+ঈ (চ্বি)+ √ভূ+ত (র্ম)]।

শিলীমুখ—বি: বাণ; ভ্রমর, মৌমাছি। [সং. শিলী (শল্য)+মুখ]।

শিলোঞ্ছ—বি: কৃষকেরা ফসল কাটিয়া লইয়া যাইবার পর ক্ষেত্রে যে শস্যকণা পড়িয়া থাকে তাহা সংগ্রহপূর্বক জীবনধারণ। [সং. শিল+উঞ্ছ]।

শিল্প—বি: কারুকর্ম, কারিগরি; বিবিধ দ্রব্য নির্মাণের কাজ, industry; চারুকলা। [সং.]। বি: **-কলা**—কলা$_1$ দ্র:। বিণ.বি: **-কার**—শিল্পকর্মকারী, শিল্পী, কারিগর। বি: **-কৌশল**—শিল্পদ্রব্যাদি নির্মাণে দক্ষতা বা নির্মাণের কৌশল। বি: **-বিদ্যালয়**—শিল্পকর্ম শিক্ষার বিদ্যালয়; আর্ট স্কুল; ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল। বি: **-রূপায়ণ**—শিল্পিজনোচিত রূপদান। বি: **-শালা**—কারখানা; স্টুডিয়ো। বিণ: **শিল্পিক**—শিল্পিসম্বন্ধীয়, শিল্পগত। বি.বিণ: **শিল্পী** (-ল্পিন্)—কারিগর; আর্টিস্ট।

শিশমহল—বি: কাচনির্মিত বাড়ি। [ফা. শীশ-মহল]।

শিশা—বি: কাচ। [ফা. শীসহ্]।

শিশি—বি: কাচনির্মিত ক্ষুদ্র বোতল [ফা. শীসহ্]।

শিশির—বি: নীহার, নিশাজল, হিম, শীতকাল; তুষার। [সং. √শশ্+ইর (ধি)]। বিণ: **-ধৌত, -স্নাত**—শিশিরে ভেজা।

শিশু$_1$—বি: শিংশপা, বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাষ্ঠ। [সং. শিংশপা]।

শিশু$_2$—(১)বি: অতি অল্পবয়স্ক বা আট (বা ষোল) বৎসরের অনধিকবয়স্ক বালক; শাবক (ছাগশিশু); (বাং.) অতি অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা (শিশুপাঠ্য বই)। (২)(বাং.) বিণ: অতি অল্পবয়স্ক বা অল্পবয়স্কা (শিশুপুত্র, শিশুকন্যা)। [সং.]। বি: **-কাল**—বাল্য, শৈশব। বি: **-ত্ব**—শিশুর ভাব, শৈশব। বি: **-পাঠ**—শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। বিণ: **-পাঠ্য**—শিশুদের পাঠোপযোগী। **-প্রকৃতি, -স্বভাব**—(১)বিণ: শিশুসুলভ সরল স্বভাববিশিষ্ট। (২)বি: শিশুর স্বভাব। বি: **-সাহিত্য**—শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য। বিণ: **-সুলভ**—শিশুতুল্য; শিশুর মত। **-হৃদয়**—(১)বি: শিশুর ন্যায় সরল হৃদয়; (২)বিণ: শিশুর ন্যায় সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট।

শিশুক, শিশুমার—বি: জলজন্তুবিশেষ, শুশুক। [সং.]।

শিশুপাল—বি: কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত চেদিবংশীয় রাজাবিশেষ।

শিশ্ন—বি: পুংজননেন্দ্রিয়, লিঙ্গ, মেঢ্র। [সং]। বিণ: **শিশ্নোদরপরায়ণ**—কামপ্রবৃত্তি ও উদরের তৃপ্তিই যাহার একমাত্র লক্ষ্য এমন।

শিষ$_1$, শিষ্—**শিস**-এর বানানভেদ।

শিষ$_2$—বি: শস্যমঞ্জরী, ধান্যাদির শীর্ষ; (প্রদীপাদির) শিখা। [সং. শীর্ষ]।

শিষ্ট—বিণ: শান্ত, ভদ্র; সুশীল, সুবোধ; নীতিমান্; শিক্ষিত; মার্জিত। [সং. √শাস্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **শিষ্টা**। বি: **-তা**। বি: **শিষ্টাচার**—ভদ্র ব্যবহার।

শিষ্য—বি: ছাত্র; চেলা; নির্দিষ্ট কাহারও মতাবলম্বী ব্যক্তি, ভক্ত (গান্ধীর শিষ্য)। [সং. √শাস্+য (র্ম)]। বি(স্ত্রী): **শিষ্যা**। বি: **-ত্ব**—শিষ্যের ভাব বা পদ।

শিস, শিস্—বি: ঠোঁট ও জিহ্বার সাহায্যে উৎপন্ন বাঁশির ন্যায় শব্দ।

শিহরন, শিহরণ—বি: রোমাঞ্চ; কম্পন। [দেশী]।

শিহরা—ক্রি: রোমাঞ্চিত হওয়া; কাঁপা। [শিহরন দ্র:]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: রোমাঞ্চিত হওয়া বা করা; কাঁপা বা কাঁপান।

শীকর—বি: বাতাসে চালিত জলকণা; জলবিন্দু। [সং.]।

শীঘ্র, (কথ্য) **শীগ্গির**—(১)ক্রি-বিণ: সত্বর, ত্বরায়, আশু, ক্ষিপ্র, অবিলম্বে। (২)বিণ: ত্বরিত, দ্রুত। [সং. শীঘ্র]। বিণ: **-গতি, -গামী**—দ্রুতগামী। বি: **-তা**।

শীত—(১)বি: হিমঋতু, (সাধারণ মতে) পউষ ও মাঘ মাস; হিম, ঠাণ্ডাভাব (শীত পড়া); ঠাণ্ডাবোধ, শীতলবোধ (শীত করা)। (২)বিণ: শীতল, ঠাণ্ডা, হিমযুক্ত ('শীত চন্দনপঙ্কে': রবীন্দ্র); হিমঋতুর উপযুক্ত (শীতবস্ত্র)। [সং.]। ক্রি: **শীত করা, শীত ধরা, শীতে ধরা, শীত পাওয়া, শীত লাগা**—ঠাণ্ডা বোধ হওয়া, শীতদ্বারা পীড়িত হওয়া। ক্রি: **শীত কাটা**—শীতঋতুর অবসান হওয়া; ঠাণ্ডাবোধ দূর হওয়া। ক্রি: **শীত কাটান**—শীতঋতু অতিবাহিত করা; ঠাণ্ডাবোধ দূর করা। বি: **শীত-কাটা**—(অকস্মাৎ) শীতার্ত হওয়ায় ফলে

রোমাঞ্চবিশেষ। বিণ: **-কাতুরে**—ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না এমন। বিণ: **-প্রধান**—শীতের প্রাবল্যবিশিষ্ট; (যেখানে) শীত অধিক দিন স্থায়ী হয় এমন। বি: **-বস্ত্র**—শীতনিবারক বা শীতকালের উপযোগী কাপড়চোপড়। বি: **শীতাগম**—শীতঋতুর আবির্ভাব। বি: **শীতাতপ**—শীত-গ্রীষ্ম, ঠাণ্ডা ও গরম। বি: **শীতাধিক্য**—শীতের প্রাবল্য। বিণ: **শীতার্ত, শীতালু**—ঠাণ্ডায় পীড়িত বা কাতর, শীতকাতর। বিণ: **শীতোষ্ণ**—ঠাণ্ডা ও গরম।

শীতল—(১)বিণ: ঠাণ্ডা, হিমযুক্ত (শীতল বারি, শীতল বায়ু); শান্তিপ্রাপ্ত, উদ্বেগরহিত বা উত্তেজনা-রহিত, তৃপ্ত (মনঃপ্রাণ শীতল হওয়া)। (২)(বাং.) বি: গৃহস্থের শান্তিকামনায় দেবতাকে প্রদেয় সায়ংকালীন ভোগ (দেবীর শীতল)। [সং. শীত+ল]। বি: **-তা**। বি: **-পাটি**—ঠাণ্ডা ও মসৃণ মাদুরবিশেষ।

শীতলা—(১)বি: বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (২)বিণ: শীতযুক্তা। [সং. শীতল+আ]। বি: **-খোলা, -তলা**—বারোয়ারি শীতলাপূজার স্থান।

শীতাংশু—বি: চন্দ্র। [সং. শীত+অংশু]।

শীতাগম, শীতাতপ, শীতাধিক্য, শীতার্ত শীতালু, শীতোষ্ণ—**শীত** দ্র:।

শীৎকার, শীৎকৃত—বি: বরস্ত্রীদের রমণকালীন ধ্বনি, 'ইস' এই শব্দ; শিহরন। [সং. শীৎ+√কৃ+অ, ত (ভা)]।

শীধু—বি: মধু; ইক্ষুরসজাত মদ্য। [সং.]।

শীরীন—বিণ: সুমিষ্ট, মধুর, মনোহর ('লাল শীরীন ঠোঁট': কাজি)। [ফা.]।

শীর্ণ—বিণ: রোগা, কৃশ, ক্ষীণ (শীর্ণদেহ, শীর্ণ-চন্দ্র)। [সং √শৄ+ত (র্ত)]। বিণ(স্ত্রী): **শীর্ণা**। বি: **-তা**।

শীর্ষ—বি: মস্তক, চূড়া; উপরিভাগ; উপরে লিখিত নাম; অগ্রভাগ, আগা; সর্বোচ্চ বা প্রধান স্থান (তাহার নাম সবার শীর্ষে); (গণি.) ত্রিভুজাদির কোণের প্রান্তবর্তী বিন্দু। [সং.]। **-ক**—সমাসে উত্তরপদে **শীর্ষ**-শব্দের রূপ (সহস্রশীর্ষক, শিক্ষাসংস্কারশীর্ষক প্রবন্ধ)। বি: **-স্থান**—মস্তক; উপরিভাগ; প্রধান স্থান। বিণ: **-স্থানীয়**—মস্তকোপরি বা শীর্ষে অবস্থিত বা অবস্থানের যোগ্য; প্রধান। বিণ(স্ত্রী): **-স্থানীয়া**।

শীল—বি: স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ, রীতিনীতি (কুলশীল); কৌলীন্য, সম্ভ্রম, মর্যাদা (শীলমান); সৎ স্বভাব। [সং. √শীল্+অ (ণে)]। বি: **শীলতা**—(অসাধু) সদাচার।

শীলন—বি: অনুশীলন, চর্চা, আলোচনা, অভ্যাস। [সং. √শীল্+অন (ভা)]।

শীলিত—বিণ: অনুশীলন করা হইয়াছে এমন। [সং. √শীল্+ক্ত (র্ম)]।

শীষ—**শিষ**-এর বানানভেদ।

শুঁকা, শুঁখা—(১)ক্রি: ঘ্রাণ বা গন্ধ লওয়া। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √শিঙ্ঘ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: ঘ্রাণ বা গন্ধ লওয়ান; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

শুঁটকা, (কথ্য) শুঁটকো—বিণ: শুষ্ক ও শীর্ণ। [<সং. শুষ্ক]। **শুঁটকি, শুঁটকী**—(১)বিণ: শুঁটকো, (মৎস্যাদি সম্বন্ধে) শুষ্কীকৃত; (২)বি: শুষ্কীকৃত মৎস্য।

শুঁটি, শুঁটী—বি: লম্বা বীজপুট বা বীজকোষ (কলাইশুঁটি)। [দেশী]।

শুঁঠ—বি: শুষ্ক আদা। [সং. শুণ্ঠি]।

শুঁড়—বি: পশুবিশেষের লম্বা ও গোলাকার মুখ বা নাসিকা (হাতির বা কচ্ছপের শুঁড়)। [সং. শুণ্ড]।

শুঁড়ি১—বিণ: শুঁড়ের ন্যায় লম্বা ও সরু (শুঁড়ি পথ)। [শুঁড় দ্র:]।

শুঁড়ি২, শুঁড়ী—বি: মদ্যবিক্রেতা, শৌণ্ডিক, হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. শৌণ্ডিক]। **শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল**—(আল.) অসৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তিরই সমর্থন করে।

শুঁয়া, (কথ্য) শুঁয়ো—বি: অতি সূক্ষ্ম লোমের তুল্য কেশবিশেষ বা অঙ্গবিশেষ, শূক (যবের শুঁয়া)। [সং. শূক]। বি: **-পোকা**—শুঁয়াযুক্ত কীটবিশেষ, শূককীট, প্রজাপতির প্রথম রূপ।

শুক—বি: টিয়াপাখি। [সং.]।

শুকতারা—বি: সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে যে নক্ষত্র দীপ্তি পায়, শুক্রগ্রহ। [সং. শুকতারকা]।

শুকনা, (কথ্য) শুকনো—বিণ: শুষ্ক (শুকনা কাঠ); রসহীন, মাধুর্যহীন (শুকনা কবিতা); মলিন, বিষণ্ণ (শুকনা মুখ); অসার, ফাঁকা (শুকনা কথা)। [<সং. শুষ্ক]। **শুকনা কথায় চিঁড়ে ভেজে না**—(আল.) কেবল মুখের কথায় কায সফল হয় না।

শুকনাস—বিণ: টিয়াপাখির ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট। [সং. শুক+নাস]।

শুকশিম্বা—বি: আলকুশি-গাছ। [সং. শূকশিম্বা]।

শুকো১—শুখো-র রূপভেদ।

শুকো২—ক্রি: শুকান। [সং. শুষ্ক+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রি: শুষ্ক করা বা হওয়া; শীর্ণ হওয়া (ছেলেটা শুকিয়ে যাচ্ছে); (ক্ষতাদি-সম্বন্ধে) আরোগ্য হওয়া; (২)বি.বিণ: উক্ত সকল অর্থে।

শুকুতা—শুক্তা-র অপ্র. রূপ।

শুক্কুর—শুক্র-র কথ্য রূপ।

শুক্ত—(১)বি: ব্যঞ্জনবিশেষের যূষ; আমানি; সিরকা। (২)বিণ: পর্যুষিত বা বিকৃত হইয়া অম্লযুক্ত। [সং. √শুচ্+ত (র্তৃ)]।

শুক্তা, (কথ্য) শুক্তো, শুক্তানি, শুক্তুনি, শুক্তুনি—বি: তিক্তাস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং. শুক্ত+বাং. আ]।

শুক্তি, শুক্তিকা—বি: ঝিনুক। [সং. √শুচ্ +তি (ণে), +ক+আ]।

শুক্র—বি: গ্রহবিশেষ, শুকতারা; দৈত্যগুরু ভার্গব; রেতঃ, বীর্য। [সং.]। বি: -বার—সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস: শুক্রাচার্য এই দিনের অধিদেবতা। বি: শুক্রাচার্য—দৈত্যগুরু।

শুক্ল—(১)বি: শ্বেত বর্ণ। (২)বিণ: শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, শুভ্র, ধবল, সিত, সাদা, নির্মল, পবিত্র (শুক্ল বসন)। [সং. √শুক্ (গত্যর্থক)+ল (র্তৃ) নি.]। বিণ(স্ত্রী): শুক্লা। বি: -তা, -ত্ব। বি: -পক্ষ—পূর্ণিমা-তিথিতে যে পক্ষের অবসান হয়।

শুখা, (কথ্য) শুখো—(১)বিণ: শুষ্ক, নীরস; খোর-পোষবর্জিত (শুখা মাহিনার কাজ)। (২)বি: অনাবৃষ্টি (হাজা শুখা); যে রোগে শিশু ক্রমেই শুকাইতে থাকে; চুন-মাখান শুষ্ক তামাক-পাতা, খইনি। [সং. শুষ্ক]। বিণ: -রুখা—শুষ্ক ও নীরস। শুখারুখার সময়—গরমের সময়, গ্রীষ্মকাল।

শুখান—শুকান-র রূপভেদ।

শুঙ্গ, শুঙ্গা—বি: শুঁয়া, শূক। [সং.]।

শুচি—বিণ: পবিত্র, শুদ্ধ; নির্মল, পরিষ্কার; নির্দোষ; শুভ্র। [সং. শুচ্+ই (র্তৃ)]। বি: -তা। বি: -বায়ু, -বাই—শুচিতা-সম্বন্ধে অতিরিক্ত মনোযোগরূপ বাতিক বা রোগ। বিণ: -স্মিত—উজ্জ্বল বা বিশুদ্ধ হাস্যময়। বিণ(স্ত্রী): -স্মিতা।

শুজনি, শুজনী—বি: চিত্রিত ও মোটা বিছানার চাদরবিশেষ। [তু. সং. শয্যা+বাং. নী]।

শুণ্ড—বি: শুঁড়। [সং. √শুন্+ড (র্তৃ)]। বি-(স্ত্রী): শুণ্ডা—হাতির শুঁড়; জলহস্তিনী; মদ। বি: শুণ্ডী (-ণ্ডিন্)—হস্তী; শুঁড়ী।

শুণ্ঠি, শুণ্ঠী—বি: শুকনা আদা, শুঁঠ। [সং. √শুণ্ঠ্+ই]।

শুতা—সুতা-র অপ্র. বানান।

শুদ্ধ—বিণ: নির্দোষ; নির্মল; শোধিত; পবিত্র, শুচি; খাঁটি, ভেজালহীন; নির্ভুল (অঙ্কটি শুদ্ধ হইয়াছে); শুধু, কেবল (শুদ্ধ একবস্ত্রে)। [সং. √শুধ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): শুদ্ধা। বি: -তা, -ত্ব। -চিত্ত, -মতি—(১)বিণ: পবিত্র হৃদয়-বিশিষ্ট: (২)বি: পবিত্র হৃদয়। শুদ্ধাচার—(১)বি: পবিত্র আচরণ; (২)বিণ: আচার-আচরণ পবিত্র এমন। বি: শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর; অন্তঃপুরস্ত্রী। বি: শুদ্ধি—শোধন; ভ্রম দূরীকরণ; পবিত্রতা, শুদ্ধতা, নির্মলতা; ভ্রমশূন্যতা; ভেজাল-বিহীনতা; শাস্ত্রীয় সংস্কারদ্বারা ধর্মচ্যুত অস্পৃশ্য বা ভিন্নধর্মাবলম্বী ব্যক্তির উদ্ধার। বি: শুদ্ধি-পত্র—গ্রন্থাদির ভ্রমসংশোধন তালিকা। বি: শুদ্ধোদন—বুদ্ধদেবের পিতা। বি: শুদ্ধোদনি—শুদ্ধোদনের পুত্র, বুদ্ধ। বি: শুদ্ধাশুদ্ধি—পবিত্রতা ও অপবিত্রতা; ভ্রমহীনতা ও ভ্রম-যুক্ততা।

শুধরা—ক্রি: শুধরান। [সং. √শুধ্+বাং. রা]। -ন, -নো—(১)ক্রি: সংশোধন করা বা সংশোধিত হওয়া; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

শুধা১—(১)ক্রি: (ঋণাদি) পরিশোধ করা। (২)বি-বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √শুধ্+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রি: পরিশোধ করান; (২)বি: উক্ত অর্থে।

শুধা২—ক্রি: জিজ্ঞাসা করা। [<হি. √সুধা ?]। -ন, -নো—(১)ক্রি: জিজ্ঞাসা করা; (২)বি: উক্ত অর্থে।

শুধু, (অপ্র.) শুধা৩—(১)বিণ: শূন্য, খালি (শুধু চোখে দেখা)। (২)বিণ. বিণ-বিণ. ক্রি-বিণ: কেবল (শুধু জল, শুধু পাঁচ টাকা, শুধু বসব)। [সং. শুদ্ধ]। ক্রি-বিণ: -শুধু, শুধাশুধি—অকারণে, বৃথা।

শুন, শুনক, শুনি—বি: কুকুর। [সং.]। বি(স্ত্রী): শুনি, শুনী।

শুনা—(১)ক্রি: শ্রবণ করা, কর্ণগোচর করা;

(আদেশাদি) পালন করা বা মান্য করা। (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। (৩)বিণঃ শ্রুত (শুনা কাহিনী)। [সং. √শ্রু+বাং. আ]। **শুনা কথা**—শ্রুত কথা; যে ঘটনাদি কেবল লোকমুখে শ্রুত হইয়াছে, কিন্তু উহা সত্য কিনা জানা নাই। ক্রিঃ **কথা শুনা**—আদেশাদি পালন করা বা মান্য করা, ভর্ৎসনা-বাক্য শ্রবণ করা, তিরস্কৃত হওয়া। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ শ্রবণ করান; পালন করান বা মান্য করান; অপ্রিয় কথা বলা (আমি তাকে খুব শুনিয়েছি); (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে; (৩)বিণঃ শ্রবণ করান হইয়াছে এমন। ক্রিঃ **কথা শুনান**—আদেশাদি পালন করান বা মান্য করান; ভর্ৎসনা করা। বিঃ **-নি**—বিচারক কর্তৃক বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ।

শুনানি, শুনী—শুন দ্রঃ।

শুবচনী—**সুবচনী**-র বানানভেদ।

শুবা, শুবে—বিঃ সন্দেহ। [আ. শুবহ্]।

শুভ—(১)বিঃ মঙ্গল, কল্যাণ। (২)বিণঃ মঙ্গলজনক, কল্যাণকর; মঙ্গলসূচক। [সং. √শুভ্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শুভা**। বিঃ **-ক্ষণ**—কল্যাণকর সময়; সুযোগ। বিঃ **-গ্রহ**—(জ্যোতিষ.) যে গ্রহের প্রভাবে জাতকের মঙ্গল হয়। **-ঙ্কর, -ংকর**—(১)বিণঃ মঙ্গলজনক; (২)বিঃ শুভঙ্করী-নামক গণিতশাস্ত্রের রচয়িতা। **-ঙ্করী, -ংকরী**—(১)বিণ(স্ত্রী): মঙ্গলকারিণী; (২)বিঃ দুর্গাদেবী; শুভঙ্কর-রচিত গণিতশাস্ত্র। বিণঃ **-দ**—কল্যাণকারী। বিণ(স্ত্রী): **-দা**। বিঃ **-দৃষ্টি**—কল্যাণকর দৃষ্টি, সুনজর; বিবাহকালে বর-কন্যার পরস্পরকে দর্শনরূপ অনুষ্ঠানবিশেষ। বিঃ **শুভাকাঙ্ক্ষা, শুভানুধ্যান**—কল্যাণকামনা, হিতকামনা। বিণঃ **শুভাকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্), **শুভানুধ্যায়ী** (-য়িন্), **শুভার্থী** (-র্থিন্)—কল্যাণকামী, হিতকামী। বিণ(স্ত্রী): **শুভাকাঙ্ক্ষিণী, শুভানুধ্যায়িনী, শুভার্থিনী**। বিণঃ **শুভানন**—সুন্দর ও মঙ্গলপ্রদ মুখবিশিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **শুভাননা**, (অশু.) **শুভাননী**। বিঃ **শুভানুষ্ঠান**—মাঙ্গলিক কর্ম। বিঃ **শুভাশংসা**—মঙ্গলকামনা। বিঃ **শুভাশীর্বাদ, শুভাশীষ**—মঙ্গলকামনাপূর্ণ আশীর্বাদ। বিঃ **শুভাশুভ**—মঙ্গল ও অমঙ্গল, হিতাহিত।

শুভ্র—বিণঃ সাদা, শ্বেত, শুক্ল, ধবল, নির্মল। [সং. √শুভ +র (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শুভ্রা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**। **-কেশ**—(১)বিণঃ পাকাচুলওয়ালা; (২)বিঃ পাকা চুল। বিঃ **শুভ্রাংশু**—যাহার কিরণ শুভ্র, চন্দ্র।

শুমার—বিঃ গণনা (আদম শুমার)। [ফা.]।

শুম্ভনিশুম্ভ—বিঃ শুম্ভ ও নিশুম্ভ: দুর্গার সহিত যুদ্ধে নিহত অসুর-ভ্রাতৃদ্বয়।

শুয়া—(১)ক্রিঃ শয়ন করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. √শী+আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ শয়ন করান; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-বসা**—(আল.) বসবাস।

শুয়ার, (কথ্য) **শুয়োর**—বিঃ শূকর। [সং. শূকর]।

শুরু—বিঃ আরম্ভ, সূত্রপাত; গোড়া। [আ.]।

শুরুয়া—বিঃ মাংসাদির কাথ। [ফা. শোরবা]।

শুলফা, (কথ্য) **শুলফো**—বিঃ মৌরিজাতীয় সুগন্ধি শাক বা তাহার বীজ। [সং. শতপুষ্পা—তু হি. সৌফ্]।

শুল্ক—বিঃ পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির উপর স্থাপিত কর বা মাসুল, duty; কর, tax; বিবাহের পণ (কন্যাশুল্ক); মূল্য। [সং.]।

শুশুক—বিঃ মৎস্যাকার স্তন্যপায়ী জলজন্তু-বিশেষ। [সং. শিশুক]।

শুশ্রূষা—বিঃ (প্রধানতঃ রোগীর) পরিচর্যা বা সেবা, শুনিবার ইচ্ছা। [সং. √শ্রু+সন্+অ+আ]। বিণ.বি(স্ত্রী): **-কারিণী**—সেবিকা, নার্স। বিণ.বি(পুং): **-কারী** (-রিন্)। বিণঃ **শুশ্রূষু**—শুনিতে ইচ্ছুক; সেবা করিতে ইচ্ছুক; সেবক।

শুষা—(১)ক্রিঃ (রস জল প্রভৃতি তরল পদার্থ) টানিয়া লওয়া অথবা টানিয়া লইয়া আত্মসাৎ করা বা পান করা; শুষ্ক করা; (পরের ধনাদি সচ. কলে-কৌশলে বা বলপ্রয়োগে) আদায় করিয়া আত্মসাৎ করা। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √শুষ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ (তরল পদার্থ) টানিয়া লওয়ান অথবা টানিয়া লইয়া আত্মসাৎ করান বা পান করান; (ধনাদি) আদায় করিয়া আত্মসাৎ করান; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

শুষির—**সুষির**-এর বানানভেদ।

শুষ্ক—বিণঃ শুকনা (শুষ্ক কাঠ); নীরস, আকর্ষণহীন (শুষ্ক তর্ক); রোগাদিহেতু বিরস বা মলিন (শুষ্ক মুখ); পিপাসায় রুক্ষ (শুষ্ক কণ্ঠ); কর্কশ (শুষ্ক স্বর)। [সং. √শুষ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

শূক—বিঃ শুঁয়া, শস্যাদির সূক্ষ্ম লোমের ন্যায় অগ্রভাগ; প্রজাপতির অপরিণত অবস্থা। [সং.]। বিঃ **-কীট**—শুঁয়াপোকা। বিঃ **-ধান্য**—যব গম প্রভৃতি শুঁয়াবিশিষ্ট শস্য।

শূকর—বিঃ পশুবিশেষ, বরাহ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **শূকরী**।

শূদ্র, (কথ্য) **শূদ্দর**—বিঃ হিন্দু চতুর্বর্ণের চতুর্থ টি। [সং. √শুচ্+র (র্তৃ) নি.]। বি(স্ত্রী): **শূদ্রা**—শূদ্রজাতীয়া রমণী। বি(স্ত্রী): **শূদ্রী**—শূদ্রের পত্নী। (বাং.) বি(স্ত্রী): **শূদ্রাণী**—শূদ্রজাতীয়া রমণী বা শূদ্রের পত্নী।

শূন—বিণ: (ব্রজ.) খালি, শূন্য।। [সং. শূন্য]।

শূন্য—(১)বিঃ 0 : এই চিহ্ন, রিক্ততাসূচক চিহ্ন; আকাশ (অসীম শূন্যে, শূন্যতল); অনস্তিত্ব; অভাব। (২)বিণঃ রিক্ত, বিহীন, রহিত (জনশূন্য); খালি, ফাঁকা (শূন্য কলসী); উদাস (শূন্য হৃদয়)। [সং.]। বিঃ **-কুম্ভ**—জলহীন কলসি। বিণঃ **-গর্ভ**—অভ্যন্তরে কিছু নাই এমন। বিঃ **-তা**। বিঃ **-তাপূরণ**—ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করা। বিঃ **-দৃষ্টি**—উদাস চাহনি। বিঃ **-পথ**—আকাশরূপ পথ। বিঃ **-বাদ**—শূন্যই একমাত্র সত্য এবং তাহা হইতেই উৎপত্তি ও বিনাশ: এই মত; নাস্তিকা; বৌদ্ধমত। বিণঃ **-ময়**—ফাঁকা, খালি, লোকজন বা অন্য কিছু নাই এমন।

শূর—বিণ.বিঃ বীর, শৌর্যশালী, শক্তিমান্। [সং. √শূর্+অ]। বিণ বি(স্ত্রী): **শূরা**। বিঃ **-সেন**—মথুরা ও উহার সন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীন নাম।

শূর্প—বিঃ কুলা, শস্যাদি ঝাড়িবার পাত্রবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-ণখা**—রাবণের ভগিনী। বিঃ **শূর্পী**—ছোট কুলা।

শূল—বিঃ তীক্ষ্ণাগ্র বধকাষ্ঠবিশেষ (শূলে চড়ান); ত্রিশূল (শূলপাণি); শলাকা, সিক; পেটের ব্যথাবিশেষ; বেদনা (দন্তশূল)। [সং.]। ক্রিঃ **শূলে চড়ান, শূলে দেওয়া**—বধার্থ শূলবিদ্ধ করা। বিণঃ **-ঘ্ন**—শূলবেদনা-নাশক। বিণঃ **-পক্ব**—শলাকাবিদ্ধ করিয়া রাঁধা বা পোড়ান। বিঃ **-পাণি, শূলী** (-লিন্)—(হস্তে শূল ধারণ করেন বলিয়া) শিব। বি(স্ত্রী): **শূলিনী**—(হস্তে শূল ধারণ করেন বলিয়া) দুর্গা। বিঃ **শূলাগ্র**—শূলের ডগা। বিণঃ **শূল্য**—শূলপক্ব। বিঃ **শূল্যমাংস**—শলাকাবিদ্ধ করিয়া দগ্ধ মাংস, সিককাবাব।

শূলা—ক্রিঃ শূলান। [সং শূল+বাং. আ—নামধাতু]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ বেদনা করা, কটকট করা; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। বিঃ **-নি**—বেদনা, কটকটানি।

শূলাগ্র, শূলিনী, শূলী, শূল্য—শূল দ্রঃ।

শৃগাল—বিঃ কুকুরজাতীয় জন্তুবিশেষ, শিয়াল, ফেরু। [সং.]। বি(স্ত্রী): **শৃগালী**।

শৃঙ্খল—বিঃ শিকল, নিগড়; রীতি, নিয়ম, বন্দোবস্ত, ব্যবস্থা (সুশৃঙ্খল)। [সং.]। বিঃ **শৃঙ্খলা**—রীতি, নিয়ম, ধারা; বন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা; শৃঙ্খল। বিণঃ **শৃঙ্খলাবদ্ধ, শৃঙ্খলিত**—শিকলদ্বারা আবদ্ধ; সুশৃঙ্খলাযুক্ত, সুবিন্যস্ত।

শৃঙ্গ—বিঃ পশুর শিং, পর্বতাদির চূড়া; পশুর শিং-দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, শিঙা; পিচকারি। [সং.]। বিঃ **-ধর**—পর্বত।

শৃঙ্গবের—বিঃ আদা; রামায়ণোক্ত গুহকচণ্ডালের নগর [সং.]।

শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিকা—বিঃ পানিফল। [সং.]।

শৃঙ্গার—বিঃ (অল) আদিরস, নায়ক-নায়িকার সম্ভোগমূলক রস; রতিক্রিয়া; (হস্তীর) সিন্দুরাদি মণ্ডল; (দেবতার) চন্দনাদিদ্বারা অঙ্গরাগ। [সং. শৃঙ্গ+ √ঋ+অ (ভা)]।

শৃঙ্গী১, **শৃঙ্গি**—বিঃ শিঙ্গি মাছ। [সং.]।

শৃঙ্গী২ (-ঙ্গিন্)—(১)বিণঃ শৃঙ্গযুক্ত। (২)বিঃ পর্বত, বৃক্ষ। [সং. শৃঙ্গ+ইন্]।

শেওড়া—বিঃ বন্য বৃক্ষবিশেষ। [সং. শাখোটক]।

শেওলা—বিঃ শৈবাল, moss; জলজ তৃণবিশেষ। [সং. শৈবাল]।

শেঁকো—**সেঁকো**-র বানানভেদ।

শেখ—বিঃ স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ কর্তৃক যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে বা তাঁহার বংশধর; সম্ভ্রান্ত মুসলমান-সম্প্রদায়বিশেষ। [আ.]।

শেখর—বিঃ কিরীট; শিরোমাল্য; চূড়া। [সং]।

শেখা, শেখান (-নো)—যথাক্রমে **শিখা**২ ও **শিখান**-র চলিত রূপ।

শেগুন—**সেগুন**-এর বানানভেদ।

শেজ১—বিঃ শয্যা, বিছানা। [সং. শয্যা]।

শেজ২—বিঃ কাচের আবরণীর মধ্যে অবস্থিত দীপ। [দেশী]।

শেঠ—বিঃ বণিক্, সওদাগর; হিন্দু সম্প্রদায়-বিশেষের পদবি। [সং. শ্রেষ্ঠী]।

শেতল, শেতলা—যথাক্রমে **শীতল** ও **শীতলা**-র গ্রা. রূপ।

শেফালি, শেফালী, শেফালিকা—বিঃ সুগন্ধি ক্ষুদ্র পুষ্পবিশেষ বা তাহার গাছ, শিউলি। [সং.]।

শেমিজ—বিঃ স্ত্রীলোকের লম্বা ও ঢিলা জামা-বিশেষ। [ইং. chemise]।

শেয়াকুল—বিঃ কুলজাতীয় বন্য কাঁটাগাছবিশেষ। [সং. শৃগালকোলি]।

শেয়ার—বিঃ অংশ, ভাগ; ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশ। [ইং. share]। বিঃ **-মার্কেট**—ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অংশ বিক্রয়ের বাজার, ফাটকা বাজার। [ইং. share-market]।

শেয়াল—**শিয়াল**-এর কথ্য রূপ।

শেয়ালা—**শেওলা**-র প্রাদে. রূপ।

শেরওয়ানী—বিঃ লম্বা কুর্তাবিশেষ। [হি.]।

শেল১—বিঃ প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ, শূল (শক্তিশেল)। [সং. শল্য]।

শেল২—বিঃ কামানের গোলা। [ইং. shell]।

শেষ—(১)বিঃ সর্পরাজ অনন্ত, বাসুকি; বলরাম; অবসান, সমাপ্তি, অন্ত (দুঃখের শেষ নেই); সীমা (পথের শেষ); ধ্বংস, বিনাশ (কাহারও শেষ দেখা), পশ্চাৎ, সর্বনিম্ন স্থান (শেষের দিকে); অবশেষ (কাজের শেষ রাখিতে নাই); নিষ্পত্তি (এ বিবাদের শেষ নাই)। (২)বিণঃ অন্তিম, অন্ত-কালীন (শেষ দশা); সমাপ্ত, সাঙ্গ (কাজ শেষ করা); বিনষ্ট (জীবন শেষ হওয়া); অবশিষ্ট (শেষ কাজটুকু); চরম (শেষ সতর্কবাণী); যাহার পরে আর নাই (শেষ কথা); সবার পিছনে বা নিম্নে (শেষ স্থান)। [সং. √শিষ্‌+অ (র্তৃ, ভা)]। ক্রিঃ **শেষ করা**—সমাপ্ত করা; ধ্বংস করা, বিনষ্ট বা বিকল করা। বিঃ **শেষশয়ন**—(শেষনাগের উপর শয়ন করেন বলিয়া) বিষ্ণু। বিঃ **শেষান্ন**—উচ্ছিষ্ট, ভুক্তাবশেষ। ক্রি-বিণঃ—**শেষাশেষি**—প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে। বিণঃ **শেষোক্ত**—সবার পরে উক্ত বা উল্লিখিত।

শেহালা—**শেওলা**-র প্রা. কোমল রূপ।

শৈত্য—বিঃ শীতলতা; শীতভাব। [সং. শীত+য (ভা)]।

শৈথিল্য—বিঃ শিথিলতা, লোলতা, আলগা বা ঢিলা হওয়ার ভাব; ঢিলেমি, কুঁড়েমি; অমনো-যোগিতা। [সং. শিথিল+য (ভা)]।

শৈব—(১)বিণঃ শিবসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ শিবো-পাসক। [সং. শিব+অ]।

শৈবাল, (বিরল) **শৈবল**—বিঃ শেওলা। [সং.]। বি(স্ত্রী): **শৈবালিনী**—নদী।

শৈল—(১)বিঃ পর্বত। (২)বিণঃ শিলাসম্বন্ধীয়: শিলাজাত; পর্বত-সম্বন্ধীয়। [সং. শিলা+অ]। বিণঃ **-জ**—পর্বতজাত, পর্বতীয়। **-জা**—(১)বিণঃ **শৈলজ**-র স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ পার্বতী, উমা, গৌরী। বিঃ **-জায়া**—হিমালয়-পত্নী মেনকা। বিণঃ **-ময়**—পর্বতময়। বিঃ **-রাজ, শৈলেন্দ্র**—হিমালয়। বিঃ **-সুতা**—পার্বতী, উমা, গৌরী।

শৈলেয়—(১)বিণঃ পর্বতজাত, পার্বত্য; (২)বিঃ সিংহ, ভ্রমর। বি(স্ত্রী): **শৈলেয়ী** — দুর্গা, পার্বতী।

শৈলী—বিঃ রীতি, প্রণালী, style (রচনাশৈলী)। [সং. শীল+অ+ঈ]।

শৈলেন্দ্র, শৈলেয়—**শৈল** দ্রঃ।

শৈশব—বিঃ শিশুত্ব, বাল্যকাল, ছেলেবেলা। [সং. শিশু+অ (ভা)]। বিঃ **-সঙ্গী** (-ঙ্গিন্‌)—ছেলেবেলার সহচর। বিঃ **-স্মৃতি**—ছেলেবেলার যে-সব কাহিনী মনে আছে। বিঃ **শৈশবাবস্থা**—শৈশব, ছেলেবেলা।

শোঁকা, শোঁকান(-নো) — যথাক্রমে **শুঁকা** ও **শুঁকান**-র রূপভেদ।

শোঁ-শোঁ—অব্যঃ বাতাসের প্রবল বেগসূচক। [ধ্বন্যা.]।

শোক—বিঃ প্রিয় ব্যক্তি বস্তু প্রভৃতিকে হারাইবার ফলে মানসিক যন্ত্রণা বা দুঃখ। [সং. √শুচ্‌+অ (ভা)]। বিঃ **-গাথা, -সঙ্গীত**—শোকপ্রকাশক গান, elegy। বিণঃ **-গ্রস্ত**—শোক ভোগ করিতেছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-গ্রস্তা**। বিণঃ **শোকাকুল, শোকাতুর, শোকার্ত**—শোকে কাতর। বিণ(স্ত্রী): **শোকাকুলা, শোকাতুরা, শোকার্তা**। বিঃ **শোকানল, শোকাগ্নি**—শোকের যন্ত্রণা। বিঃ **শোকাপনোদন**—শোক দূরীকরণ। বিঃ **শোকাবেগ, শোকোচ্ছ্বাস**—শোকের ঢেউ বা ধাক্কা, শোকের প্রাবল্য।

শোচন, শোচনা—বিঃ শোক করা, বিলাপ; অনুতাপ। [সং. √শুচ্‌+অন (ভা), +আ]। বিণঃ **শোচনীয়, শোচ্য**—শোকের যোগ্য বা বিষয়ীভূত।

শোচিত—বিণঃ যাহার জন্য শোক করা হইয়াছে এমন। [সং. √শুচ্‌+ণিচ্‌+ত (র্ম)]।

শোচ্য—**শোচন** দ্রঃ।

শোণ—(১)বিঃ রক্ত বর্ণ; রক্ত; নদবিশেষ।

(২)বিণ: রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লাল। [সং.]। বিণ(স্ত্রী): **শোণা, শোণী**। বি: **শোণিমা** (-মন্)—রক্তিমা, লাল আভা।

শোণিত—বি: রক্ত, রুধির। [সং. শোণ+ইত]। বি: **-ধারা, -প্রবাহ**—রক্তের স্রোত। বি: **-মোক্ষণ**—(প্রধানত: রোগ নিরাময়ের জন্য) অস্ত্রোপচারাদি দ্বারা দেহের রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া। বিণ: **-রঞ্জিত, শোণিতাক্ত**—রক্তমাখা। বি: **-শোষণ**—রক্ত শুষিয়া লওয়া; (আল.) অন্যায় দাবি আদায়পূর্বক নির্জীব করা।

শোণিমা, শোণী—**শোণ** দ্র:।

শোথ—বি: জলসঞ্চারহেতু দেহের ফোলা রোগ, dropsy। [সং. √শ্বি(=বৃদ্ধি)+থ (ণে)]।

শোধ—বি: (ঋণাদি) পরিশোধ, প্রত্যর্পণ (শোধ করা); প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা-গ্রহণ (শোধ লওয়া); শোধন, শুদ্ধি। [সং. √শুধ্+অ (ভা)]। ক্রি: **শোধ করা, শোধ দেওয়া**—ঋণ পরিশোধ করা, দেনা মেটান। ক্রি: **শোধ যাওয়া**—পরিশোধ হওয়া। ক্রি: **শোধ লওয়া**—প্রতিহিংসা গ্রহণ করা, দাদ তোলা। **জন্মের শোধ**—জন্মের মত; শেষবার। বি: **-বোধ**—হিংসা ও প্রতিহিংসা বা হার-জিত সমান সমান হওয়া, মিটমাট।

শোধক—বিণ: শোধনকারী, সংস্কারক। [সং. √শুধ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

শোধন—বি: পবিত্র বা নির্মল করা; সংস্কার; ভুল দূরীকরণ, সংশোধন; (ঋণাদি) পরিশোধ। [সং. √শুধ্+অন (ভা)]। **শোধনী**—(১)বি(স্ত্রী): সম্মার্জনী, ঝাঁটা; (২)বিণ: শুদ্ধিকারিকা, পরিষ্কারিকা। বিণ: **শোধনীয়, শোধ্য**—শোধনযোগ্য; শোধন বা শোধ করিতে হইবে এমন। বিণ: **শোধিত**—শোধন বা শোধ করা হইয়াছে এমন।

শোধরা, শোধরান (নো), শোধা, শোধান (নো)—যথাক্রমে **শুধরা শুধরান শুধা**১ ও **শুধান**-র চলিত রূপ।

শোধিত, শোধ্য—**শোধন** দ্র:।

শোনা, শোনান (নো)—যথাক্রমে **শুনা** ও **শুনান**-র চলিত রূপ।

শোবে—বি: সন্দেহ। [আ. শুবহ্]।

শোভন—বিণ: শোভাযুক্ত, সুন্দর; মানায় বা ভাল দেখায় এমন, শোভাজনক। [সং. √শুভ্+অন (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শোভনা**। বি: **-তা**। বিণ: **শোভনীয়**—শোভা পাইবার উপযুক্ত, সুন্দর, শোভন। বিণ(স্ত্রী): **শোভনীয়া**।

শোভমান—বিণ: শোভা পাইতেছে এমন। [সং. √শুভ্+আন (মান) (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শোভমানা**।

শোভা—বি: সৌন্দর্য, কান্তি, বাহার; সৌন্দর্যের বা উজ্জ্বলতার বিকাশ। [সং. √শুভ্+অ (ভা)+আ]। ক্রি: **শোভা পাওয়া**—সৌন্দর্য বিস্তার করা, শোভাযুক্ত হইয়া বিরাজ করা; মানান, ভাল দেখান (ধনীর সকলি শোভা পায়)। বিণ: **-কর**—শোভাদায়ক। বি: **-ঞ্জন**—শজিনা-গাছ। অব্য: **-স্বরী**—চমৎকার, বেশ বেশ, শাবাশ। বিণ: **-ময়**—শোভাপূর্ণ। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বি: **-যাত্রা**—বহুলোকের একত্রে সমারোহের সহিত গমন, মিছিল। বি.বিণ: **-যাত্রী** (-ত্রিন্)—মিছিলের সঙ্গে গমনকারী। বিণ: **-শূন্য, -হীন**—সৌন্দর্যহীন; সৌন্দর্যের বিকাশশূন্য। বিণ: **শোভিত**—শোভাযুক্ত, ভূষিত। বিণ(স্ত্রী): **শোভিতা**। বিণ: **শোভী** (-ভিন্)—শোভাদানকারী; শোভাযুক্ত, সুন্দর। বিণ(স্ত্রী): **শোভিনী**।

শোয়া, শোয়ান (-নো), শোয়াবসা—যথাক্রমে **শুয়া শুয়ান** ও **শুয়াবসা**-র চলিত রূপ।

শোর—বি: উচ্চ রব, চীৎকার। [ফা.]। বি: **-গোল**—হৈ-চৈ, তীব্র গোলমাল, গণ্ডগোল।

শোরা—বি: লবণজাতীয় পদার্থবিশেষ, যবক্ষার, nitre। [ফা.]।

শোল—বি: মৎস্যবিশেষ। [সং. শকুল]।

শোলা—**সোলা**-র বানানভেদ।

শোষ—বি: শুষ্কতা, নীরসতা; ক্ষয়রোগ; (বাং.) নালী-ঘা, sinus। [সং. √শুষ্+অ (ভা)]।

শোষক—**শোষণ** দ্র:।

শোষণ—বি: (রস জল প্রভৃতি তরল পদার্থ) আকর্ষণ অথবা আকর্ষণপূর্বক আত্মসাৎ করা বা পান করা; (ধনসম্পদাদি—সচ. কলেকৌশলে বা বলপ্রয়োগে) আদায় করিয়া আত্মসাৎ করা (ধনী কর্তৃক দরিদ্রের শোষণ); শুষ্কীকরণ। [সং. √শুষ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বি: **শোষক**—শোষণকর। বিণ: **শোষিত**—শোষণ করা হইয়াছে এমন, নীরসীকৃত।

শোষা, শোষান (-নো)—যথাক্রমে **শুষা** ও **শুষান**-র চলিত রূপ।

শোষিত—**শোষণ** দ্র:।

শোহরত—বিঃ ঘোষণা বা প্রচার (ঢোল-শোহরত)। [আ. শুহ্‌রৎ]।
শোহিনী—বিঃ (সঙ্গীতে) রাগিণীবিশেষ। [সং শোভিনী]।
শৌকর—বিণঃ শূকর-সম্বন্ধীয়। [সং. শূকর+অ]। বিঃ **শৌকর্য**—শূকরত্ব।
শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয়—(১)বিণঃ শুক্তিসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ মুক্তা। [সং. শুক্তিকা+এয়, শুক্তি+এয়]।
শৌক্ল্য—বিঃ শুক্লতা, শুভ্রতা। [সং. শুক্ল+য (ভা)]।
শৌখিন, (বিরল) **শৌখীন**—বিণঃ শখযুক্ত, বিলাসী; রুচিসম্পন্ন; মনোরম, শখ মিটায় এমন (শৌখিন দ্রব্য)। [আ. শৌকীন্]।
শৌচ—বিঃ শুচিতা; শাস্ত্রানুসারে অন্তর ও দেহের শোধন; মলত্যাগের পর মলদ্বার নিতম্ব প্রভৃতি পরিষ্কার করা। [সং. শুচি+অ (ভা)]। বিঃ **শৌচাগার**—মলত্যাগাদির জন্য ঘর, lavatory।
শৌণ্ড—বিণঃ মাতাল, মত্ত; অত্যন্ত আসক্ত বা অভ্যস্ত (অক্ষশৌণ্ড); বিখ্যাত (দানশৌণ্ড)। [সং. শুণ্ডা+অ]। বিঃ **শৌণ্ডিক, শৌণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—মদ্যব্যবসায়ী, শুঁড়ি। বিঃ **শৌণ্ডিকালয়**—মদের দোকান।
শৌদ্র—বিণঃ শূদ্র-সম্বন্ধীয়; শূদ্রের পক্ষে বিহিত; শূদ্রসুলভ। [সং. শূদ্র+অ]।
শৌরি—বিঃ শূর বংশের অপত্য, শ্রীকৃষ্ণ; শনি-গ্রহ। [সং. শূর+ই]।
শৌর্য—বিঃ বীরত্ব, বীর্য; শক্তি ও সাহস। [সং. শূর+য (ভা)]। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—শৌর্য-যুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-শালিনী**।
শৌল—**শোল**-এর রূপভেদ।
শৌল্ক, শৌল্কিক—(১)বিণঃ শুল্ক-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ শুল্কাধ্যক্ষ, শুল্ক-আদায়কারী। [সং. শুল্ক+অ, ইক]।
শৌহর—বিঃ(বিরল) স্বামী, পতি। [ফা. শৌহর্]।
শ্বদন্ত—বিঃ কুকুরের দাঁতের ন্যায় সুচল দাঁত, canine tooth। [সং. শ্বন্+দন্ত]।
শ্ববৃত্তি—বিঃ কুকুরতুল্য আচরণ; সেবা, চাকরি, পরনির্ভরতা; খোশামোদ; খোশামুদির দ্বারা জীবিকার্জন। [সং. শ্বন্+বৃত্তি]।
শ্বশুর—বিঃ পতির বা পত্নীর পিতা অথবা তত্তুল্য ব্যক্তি। [সং.]। বি(স্ত্রী): **শ্বশ্রূ**—শ্বশুরের পত্নী। বিঃ **-ঘর**—পতিগৃহ। ক্রিঃ **শ্বশুরঘর করা**—পতিগৃহে যাইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করা। বিঃ **-বাড়ি, -মন্দির, শ্বশুরালয়**—শ্বশুরের বাস-ভবন।
শ্বসন—বিঃ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। [সং. √শ্বস্+অন (ভা)]। বিণঃ **শ্বসিত**—শ্বাসরূপে গ্রহণ ও ত্যাগ করা হইয়াছে বা হইতেছে এমন; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত। বিণঃ **শ্বসমান**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে রত।
শ্বাপদ—বিঃ (মূলতঃ) যাহার পা কুকুরের পায়ের ন্যায়; শিকারী মাংসাশী হিংস্র পশু। [সং. শ্বন্+পদ]। বিণঃ **-সঙ্কুল, -সংকুল, -সমাকীর্ণ**—হিংস্র জন্তুপূর্ণ।
শ্বাস—বিঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস; হাঁপানি রোগ; মৃত্যুর পূর্বের শ্বাস। [সং. √শ্বস্+অ (ভা)]। ক্রিঃ **শ্বাস ওঠা**—আসন্ন মৃত্যুসূচক শ্বাসকষ্ট হওয়া। বিঃ **-কর্ম, -কার্য, -ক্রিয়া**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। বিঃ **-কষ্ট**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে কষ্ট-বোধরূপ রোগ; মুমূর্ষু অবস্থায় শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণে কষ্টবোধ। বিঃ **-প্রশ্বাস**—গৃহীত ও পরিত্যক্ত শ্বাস; শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ। বিঃ **-রোগ**—হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগ। বিঃ **-রোধ**—শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে বাধা বা অক্ষমতা; শ্বাসবন্ধ। বিঃ **শ্বাসারি**—শ্বাসরোগ-দূরকারী ঔষধ।
শ্বিত্র—বিঃ শ্বেতি বা ধবল রোগ। [সং. √শ্বিৎ+র (ণে)]।
শ্বেত—(১)বিঃ সাদা রঙ। (২)বিণঃ শুভ্র, সাদা, ধবল, শুক্ল, সিত। [সং. √শ্বিৎ+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **শ্বেতা**। বিঃ **-কুষ্ঠ**—ধবলরোগ। **-চর্ম**—(১)বিঃ সাদা চামড়া; ইউরোপীয় বা ইংরেজ যাহাদের গায়ের রঙ সাদা; (২)বিণঃ সাদা চামড়া-বিশিষ্ট। বিঃ **-দ্বীপ**—পৌরাণিক দ্বীপবিশেষ, চন্দ্রদ্বীপ; (ব্যঙ্গে) গ্রেট বৃটেন। বিঃ **-প্রস্তর, -পাথর**—শ্বেতবর্ণ মর্মর পাথর। বিঃ **-প্রদর**—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের ব্যাধিবিশেষ। বিঃ **-সার**—খাদ্যশস্য বা ফলমূলাদির শ্বেতাংশ, পালো, starch। বিঃ **শ্বেতাম্বর**—শুভ্রবসন-ধারী জৈনসম্প্রদায়বিশেষ। বিণঃ **শ্বেতাভ**—সাদা আভাযুক্ত, ঈষৎ সাদা। বিঃ **শ্বেতি, শ্বেতী**—ধবলরোগ।
শ্বৈত্য—বিঃ শ্বেতভাব, শুক্লতা। [সং. শ্বেত+য(ষ্য)]।

শ্মশান—বিঃ শবদাহস্থান। [সং.]। বিঃ **-কালী** —শ্মশানচারিণীরূপে কল্পিত কালিকামূর্তি। **-চারী** (-রিন্), **-বাসী** (-সিন্)—(১)বিণঃ শ্মশানে বিচরণকারী বা বাসকারী; (২)বিঃ শিব, ভূতনাথ ; প্রেত। **-চারিণী, -বাসিনী**—(১)-বিণ(স্ত্রী)ঃ শ্মশানে বিচরণকারিণী বা বাসকারিণী; (২)বিঃ কালিকাদেবী। বিঃ **-পুরী, -ভূমি** —শবদাহস্থান, শ্মশান, (আল.) জনশূন্য হওয়ার ফলে শ্মশানবৎ প্রতীয়মান স্থান। বিঃ **-বন্ধু**—যে ব্যক্তি দাহকার্যের জন্য শবানুগমন করিয়া শ্মশানে যায়। বিঃ **-বৈরাগ্য**—শ্মশানে শবদাহকালে সাময়িকভাবে বিষয়বাসনা-সম্পর্কে ঔদাসীন্য বা বিমুখতা।

শ্মশ্রু—বিঃ দাড়িগোঁফ ; (বাং.) দাড়ি। [সং.]। বিণঃ **-মণ্ডিত, -ল, -শোভিত**—শ্মশ্রুময়, শ্মশ্রুতে ঢাকা।

শ্যাম—(১)বিণঃ মেঘবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, ঘন নীলবর্ণ; ফরসা নয় এমন (শ্যামাঙ্গী) ; সবুজবর্ণ (শ্যাম দূর্বাদল)। (২)বিঃ শ্রীকৃষ্ণ। [সং. √শ্যৈ+ম (র্তৃ)]। **শ্যাম রাখি কি কুল রাখি**—একদিকে পর-পুরুষ শ্যামের প্রতি সুগভীর আসক্তি, অন্য-দিকে সতীত্বধর্ম ও বংশমর্যাদা : এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া রাধিকার মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়া ; (আল.) উভয়সঙ্কটে পড়া। বিঃ **-চাঁদ** —শ্রীকৃষ্ণ ; (কৌতু.) প্রজাপীড়নার্থ নীলকর সাহেবদের চাবুক। বিঃ **-রায়**—শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-সুন্দর**—শ্রীকৃষ্ণ। বিণঃ **শ্যামাঙ্গ**—কৃষ্ণবর্ণ-দেহ-যুক্ত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শ্যামাঙ্গা, শ্যামাঙ্গী,** (বাং.) **শ্যামাঙ্গিনী**। বিণঃ **শ্যামায়মান**—শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শ্যামায়মানা**।

শ্যামক—বিঃ ধান্যবিশেষ। [সং.]।

শ্যামল, (প্রা. কা.) **শ্যামর**—বিণঃ শ্যামবর্ণযুক্ত। [সং. শ্যাম+ল]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শ্যামলা**। বিঃ **-তা, -ত্ব, শ্যামলিমা** (মন্)। বিঃ **শ্যামলী**—শ্যামবর্ণা গাভীর নাম।

শ্যামা১—বিঃ ক্ষুদ্র বন্য ধান্যবিশেষ। [সং. শ্যামাক]।

শ্যামা২—(১)বিঃ শীতকালে সুখোষ্ণা গ্রীষ্মকালে সুখশীতলা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী যুবতী ; কৃষ্ণ-বর্ণা স্ত্রী ; কালিকাদেবী ; পক্ষিণীবিশেষ, শ্যামা-পাখি ; যমুনানদী ; লতাবিশেষ। (২)বিণঃ শ্যামবর্ণা। [সং. শ্যাম+আ]। বিঃ **-পোকা** সবুজ পোকাবিশেষ, দেওয়ালি-পোকা।

শ্যামাক—**শ্যামক**-এর রূপভেদ।

শ্যামাঙ্গ, শ্যামায়মান—**শ্যাম** দ্রঃ।

শ্যালক, (অপ্র.) **শ্যাল**—বিঃ পত্নীর ভ্রাতা বা তৎস্থানীয় ব্যক্তি, শালা। [সং. শ্যৈ+আল (র্তৃ)+ক]। বি(স্ত্রী)ঃ **শ্যালী, শ্যালিকা**—পত্নীর ভগ্নী বা তৎস্থানীয়া নারী। বিঃ **শ্যালী-পতি**—পত্নীর ভগ্নীপতি।

শ্যেন—বিঃ বাজপাখি। [সং.]। বি(স্ত্রী)ঃ **শ্যেনী**। বিঃ **-চক্ষুঃ** (-ক্ষুস্), (চলিত) **-চক্ষু, -দৃষ্টি**—বাজপাখির ন্যায় তীক্ষ্ণ নজর।

শ্রদ্দধান—বিণঃ শ্রদ্ধাপূর্ণ, সশ্রদ্ধ। [সং. শ্রৎ+ √ধা+আন (র্তৃ)]।

শ্রদ্ধা—বিঃ সাদর সম্মান, ভক্তি (শ্রদ্ধা করা) ; শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়, আস্থা, বিশ্বাস (কবিরাজি চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা) ; নিষ্ঠা (শ্রদ্ধাহীন পূজা) ; স্পৃহা, রুচি (মিথ্যাবাদীর সঙ্গে কথা বলতে শ্রদ্ধা হয় না)। [সং. শ্রৎ+ √ধা+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-ন্বিত, -বান্** (-বৎ), **-লু** —শ্রদ্ধাযুক্ত। বিণঃ **-ভাজন, -স্পদ**—শ্রদ্ধার পাত্র। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-স্পদা** (অশু.)। বি(৭মী)ঃ **-ভাজনেষু, -স্পদেষু**—শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির নিকট পত্র লেখার পাঠবিশেষ। বিণঃ **শ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধার যোগ্য। বিণ(স্ত্রী)ঃ **শ্রদ্ধেয়া**।

শ্রবণ—বিঃ শোনা, আকর্ণন ; কান। [সং. √শ্রু +অন (ভা, ণে)]। বিঃ **-পথ**—কান। বিঃ **-বিবর**—কানের ছিদ্র। বিণঃ **-মধুর**—শুনিতে মধুর। বিণঃ **-বহির্ভূত, শ্রবণাতীত**—শোনা অসাধ্য এমন। বিঃ **-সুখ**—কানের পরিতৃপ্তি ; শ্রুতিমধুরতা। বিণঃ **-সুখকর** শুনিতে ভাল লাগে এমন, শ্রুতিমধুর। বিণঃ **শ্রবণীয়, শ্রব্য, শ্রাব্য**—শ্রবণযোগ্য ; শুনিতে পারা যায় এমন। **শ্রব্য কাব্য**—যে সাহিত্যগ্রন্থ অভিনয়োপযোগী নহে অর্থাৎ যাহা শুনিতে বা পড়িতে হয় (তু. দৃশ্যকাব্য)।

শ্রবণা—বিঃ (জ্যোতিষ.) দ্বাবিংশ নক্ষত্র। [সং. √শ্রু+অন (র্তৃ)+আ]।

শ্রবণীয়, শ্রব্য—**শ্রবণ** দ্রঃ।

শ্রম—বিঃ মেহনত, পরিশ্রম, খাটুনি। [সং.]। বিঃ **-আদালত**—কারখানাদির শ্রমিকদের বা কর্মচারীদের সঙ্গে মালিক প্রভৃতির বিরোধ-জনিত মকদ্দমা বিচারার্থ আদালত, labour tribunal। বিণঃ **-কাতর**—পরিশ্রম করিতে কষ্টবোধ করে এমন। বিঃ **-জল, -বারি**—ঘাম।

বিণ.বিঃ **-জীবী** (-বিন্)—দৈহিক শ্রমদ্বারা জীবিকার্জনকারী, শ্রমিক, মজুর। বিঃ **-দফতর, -দপ্তর**—কারখানাদির শ্রমিকদের বা কর্মচারীদের সম্বন্ধীয় ব্যাপারাদির ভারপ্রাপ্ত সরকারি দফতর, labour department। বিঃ **-বণ্টন, -বিভাগ**—কারখানাদিতে একই শ্রমিককে কোন মাল সম্পূর্ণ করিতে না দিয়া তাহার অংশবিশেষ বিভিন্ন শ্রমিকের দ্বারা প্রস্তুত করানর ব্যবস্থা, division of labour। বিণঃ **-বিমুখ**—পরিশ্রম করিতে চাহে না এমন; অলস। বিণঃ **-লব্ধ**—পরিশ্রমের ফলে অর্জিত। বিণঃ **-শীল**—পরিশ্রমী। বিণঃ **-সাধ্য**—সম্পাদন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন এমন (শ্রমসাধ্য কাজ)।

শ্রমণ—বিঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। [সং. √শ্রম্ + অন (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **শ্রমণা**।

শ্রমিক—বিঃ শ্রমজীবী, মজুর। [সং. শ্রম + ইক]। বি(স্ত্রী): **শ্রমিকা**।

শ্রমী (-মিন্)—বিণঃ পরিশ্রমী, শ্রমশীল। [সং. শ্রম + ইন্]। বি(স্ত্রী): **শ্রমিণী**।

শ্রমোপজীবী (-বিন্)—বিণঃ দৈহিক পরিশ্রমদ্বারা জীবিকার্জনকারী, মেহনতী। [সং. শ্রম + উপ + √জীব্ + ইন্ (র্তৃ)]।

শ্রয়, শ্রয়ণ—বিঃ আশ্রয়, অবলম্বন, সহায়। [সং. √শ্রি + অ, অন (ভা)]। বিণঃ **শ্রিত**—আশ্রয়রূপে গৃহীত, অবলম্বিত।

শ্রাদ্ধ—বিঃ শ্রদ্ধার সহিত মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান; (ব্যঙ্গে) অযথা বারংবার প্রয়োগ বা ব্যয়, অপচয় (কথার শ্রাদ্ধ, টাকার শ্রাদ্ধ); দারুণ উৎপীড়ন, সর্বনাশ (সে তার শ্রাদ্ধ করে ছাড়ল); (অশি.) বিশৃঙ্খল বা অবাঞ্ছিত ব্যাপার (শ্রাদ্ধ গড়ান)। [সং. শ্রদ্ধা + অ]। ক্রিঃ **শ্রাদ্ধ খাওয়া**—শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করা। ক্রিঃ **শ্রাদ্ধ গড়ান**—অবাঞ্ছিত ব্যাপার দীর্ঘস্থায়ী হওয়া; বিসদৃশ কাণ্ডে পরিণত হওয়া। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—বিশৃঙ্খল ব্যাপার। বিঃ **-শান্তি**—মৃতের আত্মার শান্তি-কামনায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান। বিণঃ **শ্রাদ্ধিক, শ্রাদ্ধীয়**—শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধীয়।

শ্রান্ত—বিণঃ পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত; মন্দীভূত; শান্ত, নিবৃত্ত। [সং. √শ্রম্ + ত (র্তৃ)]। বিঃ **শ্রান্তি**—পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি মন্থরতা বা নিবৃত্তি; বিশ্রাম, বিরাম। বিণঃ **শ্রান্তিহীন**—পরিশ্রমে ক্লান্ত হয় না এমন; অবিশ্রাম, অবিরাম।

শ্রাবক—বিঃ শ্রবণকারী, শ্রোতা; শিষ্য; বৌদ্ধ গৃহস্থ। [সং. √শ্রু + অক (র্তৃ)]।

শ্রাবণ১—বিঃ বাঙ্গলা বৎসরের চতুর্থ মাস। [সং. শ্রাবণী + অ]।

শ্রাবণ২—বিণঃ শ্রবণেন্দ্রিয়জনিত (শ্রাবণ জ্ঞান); শ্রবণেন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয়। [সং. শ্রবণ + অ]।

শ্রাবণ৩—বিণঃ শ্রবণা-নক্ষত্র-সম্বন্ধীয়। [সং. শ্রবণা + অ]।

শ্রাবিত—বিণঃ শুনান হইয়াছে এমন। [সং √শ্রু + ণিচ্ + ত (র্ম)]।

শ্রাব্য—**শ্রবণ** দ্রঃ।

শ্রিত—**শ্রয়** দ্রঃ।

শ্রী—বিঃ লক্ষ্মীদেবী; সরস্বতীদেবী; ঐশ্বর্য, সম্পদ্, সৌভাগ্য (শ্রীবৃদ্ধি); সৌন্দর্য, লাবণ্য, শোভা (মুখশ্রী, শ্রীহীন); চেহারা; ঢং, ভঙ্গি (কথার শ্রী); জীবিত ব্যক্তি দেবতা অবতার বা মহাপুরুষের নামের পূর্বে এবং বৈষ্ণবদিগের পবিত্র বস্তু ও তীর্থস্থানাদির উল্লেখের পূর্বে বিশেষণের ন্যায় ব্যবহার্য শব্দবিশেষ (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅঙ্গ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীখোল); (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং. √শ্রি + ক্বিপ্ (র্ম)]। বিঃ **-অঙ্গ**—সুন্দর বা পবিত্র দেহ (সচ. দেবতা, পূজ্য ব্যক্তি ও প্রিয়জনের দেহসম্বন্ধে প্রযোজ্য)। বিঃ **-কণ্ঠ**—শিব। বিঃ **-কান্ত**—বিষ্ণু। বিঃ **-ক্ষেত্র**—পুরীধাম। বিঃ **-খণ্ড**—চন্দনকাঠ। বিঃ **-খণ্ডী**—মঙ্গলানুষ্ঠানে পরিধেয় বস্ত্র; বিবাহের পিঁড়ি। বিঃ **-ঘর**—(ব্যঙ্গে) জেলখানা, কারাগার। বিঃ **-চরণ, -চরণকমল**—পূজ্য ব্যক্তি বা গুরুজনের চরণ। বি(৭মী): **-চরণকমলেষু, -চরণেষু**—পূজ্য ব্যক্তির নিকট চিঠি লেখার পাঠবিশেষ। বিঃ **-ধর**—বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। বিঃ **-পতি, -নিবাস**—বিষ্ণু। বিঃ **-পঞ্চমী**—মাঘী শুক্লা পঞ্চমী: ইহা সরস্বতী-পূজার তিথি। বিঃ **-পদ, -পদপঙ্কজ, -পদপল্লব, -পাদ, -পাদপদ্ম**—**শ্রীচরণ**-এর অনুরূপ। বিঃ **-পর্ণ**—পদ্ম। বিঃ **-ফল**—বেল। বিঃ **-বৎস**—শনিকর্তৃক উৎপীড়িত পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ; বিষ্ণুর বক্ষস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী। বিঃ **-বৎসলাঞ্ছন**—বিষ্ণু। বিঃ **-বৃদ্ধি**—সম্পদ্বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি; উন্নতি। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—সম্পদ্ বা সৌন্দর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এমন; লক্ষ্মীছাড়া। বিণঃ **-মৎ**—

মহিমময় : সাধুসন্ন্যাসীদের এবং পবিত্র-গ্রন্থাদির নামের পূর্বে প্রযুক্ত সম্মানসূচক শব্দ (শ্রীমদ্-রামানুজ, শ্রীমদ্ভাগবত)। **-মতী**—(১)বিণ(স্ত্রী): সৌভাগ্যবতী (প্রধানতঃ' বয়ঃকনিষ্ঠার বা আশীর্বাদের পাত্রীর নামের পূর্বে প্রযোজ্য); (২)বিঃ সুন্দরী নারী, যুবতী; রাধিকা। বিণঃ **-মত্যা**—শ্রীমতী (বিধবার নামের পূর্বে প্রযোজ্য)। বিণঃ **-মন্ত**—সৌভাগ্যবান্, সম্পদ্‌শালী। বিণঃ **-মান্** (-মৎ)—সুন্দর, কান্তিমান্; সৌভাগ্যশালী, লক্ষ্মীমন্ত (প্রধানতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের বা আশীর্বাদের পাত্রের নামের পূর্বে প্রযোজ্য)। বিঃ **-মুখ**—সুন্দর বা পবিত্র মুখ (সচ. দেবতা, পূজ্য ব্যক্তি বা প্রিয়জনের মুখসম্বন্ধে প্রযোজ্য)। বিণঃ **-যুক্ত, -যুত**—সৌভাগ্যযুক্ত, মহাশয় (মান্য পুরুষের নামের পূর্বে প্রযুক্ত)। বিণ(স্ত্রী): **-যুক্তা**। বিণঃ **-ল**—সৌভাগ্যবান্, লক্ষ্মীমন্ত (বিশেষ মান্য পুরুষের নামের পূর্বে প্রযুক্ত)। বিঃ **-শ**—বিষ্ণু। বিঃ **-হস্ত**—সুন্দর বা পবিত্র হস্ত (সচ. দেবতা, পূজ্য ব্যক্তি বা প্রিয়জনের হস্তসম্বন্ধে প্রযোজ্য)। বিণঃ **-হীন**—শোভাসৌন্দর্যহীন বা সৌভাগ্যহীন।

শ্রুত—বিণঃ শোনা হইয়াছে এমন; প্রসিদ্ধ; বিখ্যাত (শ্রুতকীর্তি)। [সং. √শ্রু+ত (র্ম)]। বিণঃ **-কীর্তি**—বিখ্যাত, যশস্বী। বিণঃ **-ধর**—শ্রুতি দ্রঃ। ক্রি-বিণ., অব্যঃ **-মাত্র**—শোনা-মাত্র।

শ্রুতি—বিঃ শ্রবণ; শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ (শ্রুতিপথ); লোকপরম্পরাগত কাহিনী প্রবচন প্রভৃতি, কিংবদন্তী, প্রবাদ (জনশ্রুতি); বেদ; (সঙ্গীতে) স্বর হইতে স্বরান্তরে কণ্ঠপরিবর্তনকালে যে সূক্ষ্ম স্বরাংশ শ্রুত হয়। [সং. √শ্রু+তি (ভা)]। বিণঃ **-কটু, -কঠোর**—শুনিতে কর্কশ। বিণঃ **-গম্য, -গোচর**—শোনা যায় বা যাইতে পারে এমন। বিণঃ **-ধর, শ্রুতধর**—শ্রবণমাত্র স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ। বিঃ **-পথ**—কানের ছিদ্র; কর্ণরূপ পথ। বিণঃ **-মধুর**—শুনিতে মধুর। বিঃ **-মূল**—কানের গোড়া।

শ্রূয়মাণ—বিণঃ শোনা যাইতেছে বা হইতেছে এমন। [সং. √শ্রু+আন (মান) (র্ম)]।

শ্রেঢ়ী—বিঃ (গণি.) নির্দিষ্ট পার্থক্য বজায় রাখিয়া পাতিত সংখ্যাশ্রেণী (যেমন, ২ ৪ ৬ ৮ ১০, ২ ৪ ৮ ১৬ ৩২), progression। [সং. শ্রেণি + √ঢৌক্+অ+ঈ]।

শ্রেণী, শ্রেণি—বিঃ পঙক্তি, সারি (শ্রেণীবদ্ধ); সম্প্রদায়, সমাজ, সমধর্মী বা সমকর্মী ব্যক্তিগণ (ব্যবসায়িশ্রেণী); দল, পাল (হস্তিশ্রেণী); বিভাগ, ক্লাস (প্রথম শ্রেণী)। [সং. √শ্রি+নি (র্তৃ)+ঈ]। বিণঃ **-বদ্ধ**—সারিবাঁধা। বিঃ **-বিন্যাস**—বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজাইয়া রাখা। বিণঃ **-ভুক্ত**—(নির্দিষ্ট) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, দলভুক্ত। বিঃ **-সংঘাত, -সংগ্রাম**—(রাজ.) প্রতিষ্ঠালাভ বা প্রাধান্যলাভের জন্য বিভিন্ন আর্থিক শ্রেণীভুক্ত (বিশেষতঃ ধনী ও দরিদ্র) মানবসম্প্রদায়ের বিরোধ বা লড়াই, class-struggle।

শ্রেয়ঃ (-য়স্), (চলিত) **শ্রেয়**—(১)বিঃ মঙ্গল, শুভ, হিত; ধর্ম; মোক্ষ। (২)বিণঃ হিতকর; প্রশস্ত, (দুইয়ের মধ্যে) অধিকতর প্রশংসনীয়। [সং. প্রশস্য > শ্র+ঈয়স্]। বিণঃ **শ্রেয়ঃকল্প**—শুভ বা শ্রেষ্ঠসদৃশ। বিণঃ **শ্রেয়স্কর**—হিতকর। বিণ(স্ত্রী): **শ্রেয়স্করী**। বিণ(পুং): **শ্রেয়ান্** (-য়স্)—হিতকর; শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত। বিণ(স্ত্রী): **শ্রেয়সী**। বিঃ **শ্রেয়োলাভ**—কল্যাণপ্রাপ্তি।

শ্রেষ্ঠ—বিণঃ সর্বপ্রধান; উত্তম, উৎকৃষ্ট। [সং. প্রশস্য > শ্র+ইষ্ঠ]। বিণ(স্ত্রী): **শ্রেষ্ঠা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিণঃ **-তর**—(অশু. কিন্তু চলিত) দুইয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টতর। বিণঃ **-তম**—(অশু. কিন্তু চলিত) উৎকৃষ্টতম।

শ্রেষ্ঠী (-ষ্ঠিন্)—বিঃ বণিক্, শেঠ; অতি ধনী ব্যক্তি। [সং. শ্রেষ্ঠ+ইন্]।

শ্রোণি, শ্রোণী—বিঃ নিতম্ব, পাছা। [সং.]।

শ্রোতব্য—বিণঃ শ্রবণীয়, শ্রবণযোগ্য; শ্রবণ করিতে হয় এমন। [সং √শ্রু+তব্য]।

শ্রোতা (-তৃ)—বিণ.বিঃ শ্রবণকারী। [সং. √শ্রু +তৃ (র্তৃ)]। বিঃ **শ্রোতৃবর্গ, শ্রোতৃমণ্ডলী**—শ্রোতৃগণ, audience।

শ্রোত্র—বিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ; বেদ, শ্রুতি। [সং. √শ্রু+ত্র (ণে, র্ম)]।

শ্রোত্রিয়—বিঃ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; অকুলীন ব্রাহ্মণের শাখাবিশেষ। [সং.]।

শ্রৌত—বিণঃ বেদনির্দিষ্ট, বেদানুমত; বেদবিষয়ক। [সং. শ্রুতি+অ]।

শ্লথ—বিণঃ শিথিল, ঢিলা (বন্ধন শ্লথ হওয়া); দীর্ঘসূত্র (সে কাজে বড় শ্লথ); মন্থর ('শ্লথ পায়ে চলি'); আলুথালু, বিস্রস্ত (শ্লথ বেশ)। [সং. √শ্লথ্+অ (র্তৃ)]।

শ্লাঘা—বিঃ প্রশংসা; আত্মপ্রশংসা। [সং. √শ্লাঘ্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **শ্লাঘ্য, শ্লাঘনীয়**—প্রশংসার্হ; স্পৃহণীয়।

শ্লিষ্ট—বিণ: সংযুক্ত, জড়িত; আলিঙ্গিত; শ্লেষযুক্ত, দ্ব্যর্থবাচক, একাধিক অর্থজ্ঞাপক। [সং. √শ্লিষ্‌+ত (র্তৃ)]।

শ্লীপদ—বি: পায়ের শোথরোগ, গোদ, elephantiasis। [সং. শ্রী+পদ]।

শ্লীল—বিণ: ভদ্র, শিষ্ট; রুচিসঙ্গত। [সং. শ্রী+ল]। বি: -তা।

শ্লেষ—বি: সংযোগ, সংশ্রব; আলিঙ্গন; (অল.) একাধিক অর্থে একই শব্দের ব্যবহার রূপ শব্দালঙ্কার, pun (যেমন, 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ'); (বাং.) প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। [সং.]।

শ্লেষ্মা (-ষ্মন্‌)—বি: কফ, সর্দি; শিকনি, গয়ের। [সং.]। বিণ: **শ্লৈষ্মিক**—শ্লেষ্মা-সংক্রান্ত; শ্লেষ্মাবাহী। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী**—দেহান্তর্গত শ্লেষ্মা উৎপাদক ও নিঃসারক সূক্ষ্ম জলবৎ আবরণ-বিশেষ, mucous membrane।

শ্লোক—বি: কবিতা, পদ্য; খ্যাতি, যশঃ (পুণ্যশ্লোক)। [সং.]। বিণ: **শ্লোকাত্মক**—শ্লোকময়; শ্লোকে রচিত।

ষ

ষ—বাঙ্গালা ভাষার একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

ষট্‌ (ষষ্‌)—বি.বিণ: ছয় সংখ্যা বা সংখ্যক, ৬। [সং.]। বি: **ষট্‌ক**—(সনেট্‌-জাতীয় কবিতার) ছয়টি চরণের সমষ্টি, sestet। বি: **-কর্ম** (-র্মন্‌)—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও প্রতিগ্রহ; ব্রাহ্মণের করণীয় এই ছয় কর্ম; মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি ছয়টি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। **-কর্মা** (-র্মন্‌)—(১)বি: ষট্‌কর্মকারী ব্রাহ্মণ; (২)বিণ: ষট্‌কর্মকারী। বি: **-চক্র**—মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুরক অনাহত বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা: যোগশাস্ত্রে কথিত দেহমধ্যস্থ এই ছয় চক্র। বিণ: **-চত্বারিংশ, -চত্বারিংশত্তম**—ছেচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-চত্বারিংশত্তমী**। বি.বিণ: **-চত্বারিংশৎ**—ছেচল্লিশ সংখ্যা বা সংখ্যক, ৪৬। বিণ: **-ত্রিংশ, -ত্রিংশত্তম**—ছত্রিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-ত্রিংশত্তমী**। বি.বিণ: **-ত্রিংশৎ**—ছত্রিশ সংখ্যা বা সংখ্যক, ৩৬। বিণ: **-পঞ্চাশ, -পঞ্চাশত্তম**—ছাপ্পান্ন সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-পঞ্চাশত্তমী**। বি.বিণ: **-পঞ্চাশৎ**—ছাপ্পান্ন সংখ্যা বা সংখ্যক, ৫৬। **-পদ**—(১)বিণ: ছপেয়ে, ছয়খানি পা-যুক্ত; (২)বি: ভ্রমর। **-পদী**—(১)বিণ: **ষট্‌পদ**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি: উকুন; ভ্রমরী; ছয়চরণযুক্ত ছন্দোবিশেষ। বিণ: **-ষষ্ঠ, -ষষ্টিতম**—ছেষট্টি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-ষষ্টিতমী**। বি.বিণ: **-ষষ্টি**—ছেষট্টী সংখ্যা বা সংখ্যক, ৬৬। বি.বিণ: **-সপ্ততি**—ছিয়াত্তর সংখ্যা বা সংখ্যক, ৭৬। বিণ: **-সপ্ততিতম**—ছিয়াত্তর সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-সপ্ততিতমী**।

ষড়ঙ্গ—(১)বি: মস্তক হস্তদ্বয় কোমর চরণদ্বয়: দেহের এই ছয় অঙ্গ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ: বেদের এই ছয় অবয়ব বা আনুষঙ্গিক শাস্ত্র; ছয় বেদাঙ্গ; গোমূত্র গোময় দুগ্ধ দধি ঘৃত গোরোচনা: এই ছয়টি মাঙ্গল্য দ্রব্য। (২)বিণ: ছয় অঙ্গযুক্ত। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+অঙ্গ]।

ষড়ভিজ্ঞ—বি: বুদ্ধদেব। [সং. ষট্‌ (দান-শীল-ক্ষান্তি ই: বিষয়ে) অভিজ্ঞা (অপূর্ব জ্ঞান) যাঁহার]।

ষড়যন্ত্র,—ষড়্‌যন্ত্র-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ।

ষড়শীতি—বি.বিণ: ছিয়াশি সংখ্যা বা সংখ্যক, ৮৬। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+অশীতি]। বিণ: **-তম**—ছিয়াশি সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়।

ষড়ানন—বি: কার্তিকেয়। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+আনন]।

ষড়ৈশ্বর্য—বি: ভগবানের ঐশ্বর্যাদি ছয়টি গুণ। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+ঐশ্বর্য]।

ষড়্‌ঋতু—বি: গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত: এই ছয়টি কালবিভাগ। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+ঋতু]।

ষড়্‌গুণ—(১)বি: সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ আশ্রয়: রাজাদিগের এই ছয় গুণ। (২)বিণ: ছয় সংখ্যার দ্বারা গুণিত, ছয়গুণ। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+গুণ]।

ষড়্‌জ—বি: (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামের (নাসাদি ছয় অঙ্গ হইতে জাত) প্রথম স্বর 'সা'। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+ √জন্‌+অ (র্তৃ)]।

ষড়্‌দর্শন—বি: সাংখ্য পাতঞ্জল পূর্বমীমাংসা উত্তরমীমাংসা বা (বেদান্ত) ন্যায় ও বৈশেষিক: এই ছয়টি দর্শনশাস্ত্র। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+দর্শন]।

ষড়্‌ধা—অব্য: ছয় প্রকার বা প্রকারে; ছয়বার। [সং. ষট্‌ (-ষ্‌)+ধা]।

ষড়্‌বর্গ—**ষড়্‌রিপু** দ্রঃ।

ষড়্‌বিধ—বিণঃ ছয় প্রকার। [সং. ষট্ (-ষ্‌)+বিধা]।

ষড়্‌যন্ত্র—বিঃ (মূলতঃ) ছয়জনের বা ছয়প্রকার যন্ত্রের কূট পরামর্শ; কাহারও বিরুদ্ধাচরণের জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা, চক্রান্ত। [সং. ষট্ (-ষ্‌)+যন্ত্র]।

ষড়্‌রস—বিঃ লবণ অম্ল কষায় কটু তিক্ত মধুর: এই ছয় প্রকার রস বা স্বাদ। [সং. ষট্ (-ষ্‌)+রস]।

ষড়্‌রিপু, ষড়্‌বর্গ—বিঃ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য: এই ছয়টি শরীরস্থ শত্রু। [সং. ষট্ (-ষ্‌)+রিপু, বর্গ]।

ষণ্ড—বিঃ ষাঁড়, বৃষ; নপুংসক। [সং.]।

ষণ্ডা—বিণঃ ষাঁড়ের ন্যায় গোঁয়ার ও বলবান্; বলিষ্ঠ। [সং. ষণ্ড+বাং. আ]। বিঃ **-মি**—গোঁয়ার্তুমি, গুণ্ডামি।

ষণ্ডামর্ক, (চলিত) **ষণ্ডামার্ক**—**শণ্ডামর্ক**-র রূপভেদ।

ষন্নবতি—বি.বিণঃ ছিয়ানব্বই সংখ্যা বা সংখ্যক, ৯৬। [সং. ষট্+নবতি]। বিণঃ **-তম**—ছিয়ানব্বই সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-তমী**।

ষণ্মাস—বিঃ ছয় মাস, অর্ধ বৎসর। [সং. ষট্ (-ষ্‌)+মাস]।

ষত্ব—বিঃ (ব্যাক.) 'ষ'-এর ব্যবহারবিধি (ষত্ব-বিধান)। [সং. ষ+ত্ব (ভা)]।

ষষ্টি—বি.বিণঃ ষাট সংখ্যা বা সংখ্যক, ৬০। [সং. ষষ্+দশতি, নি.]। বিণঃ **-তম**—ষাটের পূরক।

ষষ্ঠ—বিণঃ ছয়ের পূরক। [সং. ষষ্+থ]।

ষষ্ঠী—(১)বিণঃ ছয়ের স্থানীয়া। (২)বিঃ সন্তানের রক্ষাকারিণী দেবীবিশেষ; কৃত্তিকা; (ব্যাক.) সম্বন্ধপদের বিভক্তি; (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ। [সং. ষষ্ঠ+ঈ]। **ষষ্ঠীর বাহন**—বিড়াল। বিঃ **-তৎপুরুষ**—(ব্যাক.) ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত পদের সহিত অন্য পদের সমাস। বিঃ **-তলা**—বারোয়ারি ষষ্ঠীপূজার স্থান। বিঃ **-পূজা**—ষষ্ঠী-দেবীর পূজা; জাতকের জন্মের ষষ্ঠদিবসে অনুষ্ঠেয় মঙ্গলকর্মবিশেষ। বিঃ **-বাটা**—জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব। বিঃ **-বুড়ী**—ষষ্ঠীদেবী; জরা রাক্ষসী। **ষষ্ঠীর কৃপা**—সন্তানলাভ।

ষাঁড়—বিঃ ষণ্ড, বৃষ। [সং. ষণ্ড]। **গোকুলের ষাঁড়**—(ব্যঙ্গে) স্বেচ্ছাবিহারী বা উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি। **ষাঁড়ের গোবর, ষাঁড়ের নাদ**—(ব্যঙ্গে) ষাঁড়ের গোবর যেরূপ কোন পুণ্যকর্মে ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ যে লোক কোন কাজে লাগে না, অকর্মণ্য লোক।

ষাঁড়া—বিণঃ নপুংসক; বন্ধ্যা, ঝাঁঝা [সং. ষণ্ড]।

ষাঁড়াষাঁড়ি—বিঃ ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই। [বাং. ষাঁড় (+আ)+ষাঁড় (+ই), ব্যতি. বহু.]। **ষাঁড়াষাঁড়ির বান**—(দ্বন্দ্বরত ষাঁড়ের ন্যায় গর্জন-যুক্ত বলিয়া) গঙ্গার জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাস-বিশেষ।

ষাট১, (অপ্র.) **ষাটি**—বি.বিণঃ ৬০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষষ্টি]।

ষাট২, **ষাঠ**—অব্যঃ পুত্রকন্যা বা কনিষ্ঠদের অমঙ্গলনিবারণার্থ ষষ্ঠীদেবীর নামোচ্চারণ। [সং. ষষ্ঠী]।

ষাণ্মাসিক—বিণঃ ছয় মাস অন্তর-অন্তর ঘটে বা প্রকাশিত হয় এমন; ছয় মাসে করণীয়। [সং. ষণ্মাস+ইক]।

ষেট, ষেটে—বিঃ ষষ্ঠীদেবী। [সং. ষষ্ঠী]। **ষেটের বাছা, ষেটের কোলের বাছা**—ষষ্ঠীদেবীর অনু-গৃহীত সন্তান (সন্তান-সম্বন্ধে আশীর্বাদসূচক উক্তিবিশেষ)। বিঃ **ষেটেরা**—শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় ষষ্ঠীপূজাদি মাঙ্গলিক কর্ম।

ষোড়শ১ (-শন্)—(১)বিঃ ষোল সংখ্যা, ১৬; শ্রাদ্ধে ১৬ প্রকার বস্তু দান। (২)বিণঃ ষোলসংখ্যক। [সং. ষট্ (-ষ্‌)+দশন্]। বিঃ **-মাতৃকা**—গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি কুলদেবতা আত্মদেবতা; এই ষোলজন মাতৃকা বা উপ-দেবী। বিঃ **ষোড়শোপচার**—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ প্রভৃতি, পূজার ষোল প্রকার উপকরণ।

ষোড়শ২—বিণঃ ষোল সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। [সং. ষোড়শন্+অ]। **ষোড়শী**—(১)বিণ(স্ত্রী): ষোল-স্থানীয়া; ষোল বৎসর বয়স্কা; (২)বিঃ দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা; ষোল বৎসরের যুবতী।

ষোল—বি.বিণঃ ১৬ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ষোড়শন্]। **-আনা**—(১)বিঃ একটাকা; (২)বিণ.ক্রি-বিণঃ সম্পূর্ণ, পুরাপুরি (ষোলআনা কাজ, ষোলআনা সম্পত্তি)। **-কলা**—(১)বিঃ চন্দ্রের ষোলটি অংশ; (২)ক্রি-বিণঃ (আল.) সর্বতোভাবে, পুরাপুরি।

ষ্ঠীবন—বিঃ থুতু ফেলা, থুৎকার। [সং. √ষ্ঠিব্ +অন (ভা)]।

স

স—বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

স-১—বিণঃ (সমাসে বিশেষ্যসূচক শব্দের পূর্বে সহ ও সমান শব্দের রূপ) তৎসহ; বর্তমান (সচন্দন, সবন্ধু); সমান (সগোত্র, সতীর্থ)।

স-২—অব্যঃ 'অতিশয়' অর্থবাচক (সঘন) এবং স্বার্থে ব্যবহৃত (সঠিক, সক্ষম) বাং. উপসর্গ-বিশেষ।

সই১—**সহি২** দ্রঃ।

সই২—**সখী**-র কথ্য রূপ।

-সই৩—যোগ্য (পছন্দসই, টেঁকসই) এবং পর্যন্ত (বুকসই, মাথাসই) অর্থবাচক বাং. প্রত্যয়-বিশেষ। [ফা.—তু. হি. সহীহ (=দুরস্ত)]।

সইয়া—**সওয়া১**-র রূপভেদ।

সইস—বিঃ অশ্বের তত্ত্বাবধায়ক বা পালক। [ফা. সাইস্]।

সওগাত, সওগাৎ, সওগাদ—বিঃ উপঢৌকন, ভেট। [তুর. সওগৎ]।

সওদা—বিঃ ক্রয়, খরিদ; পণ্যদ্রব্য, বেসাতি। [ফা.]।

সওদাগর—বিঃ বণিক্, বড় ব্যবসাদার। [ফা.]। **সওদাগরি, সওদাগরী**—(১)বিণঃ বণিক্ বা বাণিজ্য সম্বন্ধীয়; (২)বিঃ সওদাগরের কাজ, বাণিজ্য।

সওয়া১—বি.বিণঃ এক ও একচতুর্থাংশ, ১¼। [সং. সপাদ]। বিঃ **-ইয়া**—(গণি.) সওয়ার হিসাবের তালিকা।

সওয়া২, সওয়ান—যথাক্রমে **সহা** ও **সহান**-র চলিত রূপ।

সওয়ার—(১)বিঃ আরোহী (ঘোড়-সওয়ার); অশ্বারোহী। (২)বিণঃ আরূঢ় (সওয়ার হওয়া)। [ফা. সবার্]। **সওয়ারি, সওয়ারী**—(১)বিণ.বিঃ যানবাহনে আরোহী; (২)বিঃ যানবাহন।

সওয়াল—বিঃ প্রশ্ন, জেরা। [আ. সবাল্]। বিঃ **-জবাব**—প্রশ্নোত্তর; মকদ্দমায় উকিলের বাদ-প্রতিবাদ।

সং—**সঙ** দ্রঃ।

সংকট, সংকর, সংকর্ষণ, সংকলক, সংকলন, সংকলয়িতা, সংকলিত, সংকল্প, সংকাশ, সংকীর্ণ, সংকীর্তন, সংকীর্তিত, সংকুচিত, সংকুল সংকুলান, সংকেত, সংকোচ, সংকোচন—**সঙ্কট, সঙ্কর** প্রভৃতির বানানভেদ।

সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রাম—বিঃ সংক্রান্তি, সঞ্চার, সঞ্চরণ, গমন; সূর্যাদির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে সঞ্চার; রোগাদির এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চার; সোপান; সেতু; উপায়। [সং.]। বিণঃ **সংক্রমিত, সংক্রামিত**—এক দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চারিত; প্রবিষ্ট; স্থাপিত, নিবেশিত; গমিত। বিণঃ **সংক্রামক, সংক্রামী** (-মিন্)—সংস্পর্শদ্বারা দেহ হইতে দেহান্তরে সঞ্চরণশীল, ছোঁয়াচে, infectious; সংস্পর্শে উৎপন্ন হয় এমন; ব্যাপক।

সংক্রান্ত—বিণঃ সম্পর্কিত, সংসৃষ্ট, সম্বন্ধীয়; সঞ্চারিত; ব্যাপ্ত; প্রাপ্ত; প্রবিষ্ট। [সং. সম্ + √ক্রম্+ত (র্তৃ)]।

সংক্রান্তি—বিঃ সূর্যাদির এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন; সঞ্চার, গমন; ব্যাপ্তি; বাঙ্লা মাসের শেষ দিন। [সং. সম্+ক্রান্তি]।

সংক্রামক, সংক্রামী—**সংক্রম** দ্রঃ।

সংক্ষিপ্ত—বিণঃ সংক্ষেপ করা হইয়াছে এমন; অল্পীকৃত, হ্রস্বীকৃত; একত্রীকৃত, রাশীকৃত। [সং. সম্+ √ক্ষিপ্+ত (র্ম)]।

সংক্ষুব্ধ—বিণঃ অতিশয় ক্ষুব্ধ; আকুল; আলোড়িত, সঞ্চালিত। [সং. সম্+ক্ষুব্ধ]।

সংক্ষেপ—বিঃ সঙ্কোচ; অল্পীকরণ; সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, চুম্বক। [সং. সম্+ √ক্ষিপ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—সংক্ষেপ করা। ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্)—সংক্ষেপে, সংক্ষিপ্তভাবে। বিণঃ **সংক্ষেপিত**—সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে এমন।

সংক্ষোভ—বিঃ চাঞ্চল্য; আলোড়ন; অতিশয় ক্ষোভ। [সং. সম্+ক্ষোভ]।

-সংখ্যক—বহুব্রীহি সমাসে উত্তরপদে সংখ্যা-শব্দের রূপ (যথা—বহুসংখ্যক, শতসংখ্যক)।

সংখ্যা—বিঃ গণনা, হিসাব (সংখ্যা করা); রাশি (পূর্ণসংখ্যা); অঙ্ক, রাশিলিখনে ব্যবহৃত ১ ২ ৩ প্রভৃতি বর্ণ (সংখ্যাপাত); বিচার ('সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা': ভা.চ.)। [সং. সম্+ √খ্যা +অ (ভা)+আ]। বিণঃ **-গরিষ্ঠ**—সংখ্যায় সবচেয়ে বড় এমন (সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়)। বিণঃ **-গুরু**—সংখ্যায় বড় এমন, majority [স. প.]। বিণঃ **-ত**—গণিত; বিচারিত। বিণঃ **-তীত**—সংখ্যা করা যায় না এমন, অসংখ্য,

অগণিত। বিঃ -ন—গণনা। বিণঃ -লঘিষ্ঠ—সংখ্যায় সবচেয়ে ছোট এমন। বিণঃ -লঘু, -অল্প—সংখ্যায় ছোট এমন, minority [স. প.]।

সংখ্যাপন—বিঃ স্থিরীকরণ, নির্ধারণ ; উত্তমরূপে জ্ঞাপন বা প্রচার। [সং. সম্+খ্যাপন]। বিণঃ **সংখ্যাপিত**—স্থিরীকৃত, নির্ধারিত।

সংখ্যেয়—বিণঃ গণনীয়। [সং. সম্+ √খ্যা+য (র্ম)]।

সংগঠন—বিঃ সম্যগরূপে গঠন, বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ সাধন ; সঙ্ঘবদ্ধ করা ; সুব্যবস্থা করা ; সঙ্ঘ। [সং.<সংঘটন]। বিণঃ **সংগঠক**—সংগঠনকারী। বিণঃ **সংগঠিত**—সংগঠন করা হইয়াছে এমন।

সংগত, সংগতি, সংগম, সংগীত—যথাক্রমে **সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গম** ও **সঙ্গীত**-এর বানানভেদ।

সংগৃহীত—বিণঃ সংগ্রহ করা হইয়াছে এমন, আহৃত, সঙ্কলিত। [সং. সম্+গৃহীত]।

সংগোপন—**সঙ্গোপন**-এর বানানভেদ।

সংগোপিত—**সঙ্গোপিত**-এর বানানভেদ।

সংগ্রহ, সংগ্রহণ—বিঃ একত্রীকরণ, আহরণ ; সঙ্কলন (কবিতাসংগ্রহ) ; চয়ন (পুষ্পসংগ্রহ) ; সঞ্চয়। [সং. সম্+ √গ্রহ্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **সংগ্রহীতা** (-তৃ), **সংগ্রাহক**—সংগ্রহকারী। বিণ(স্ত্রী): **সংগ্রহীত্রী, সংগ্রাহিকা**।

সংগ্রাম—বিঃ যুদ্ধ। [সং.]।

সংঘ, সংঘটক, সংঘটন, সংঘটিত, সংঘট্ট, সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ, সংঘাত—যথাক্রমে **সঙ্ঘ, সঙ্ঘটক**, প্রভৃতির বানানভেদ।

সংচূর্ণিত—বিণঃ উত্তমরূপে গুঁড়া করা হইয়াছে এমন। [সং. সম্+চূর্ণিত]।

সংজ্ঞা—বিঃ চৈতন্য (সংজ্ঞালোপ), নাম, আখ্যা ; সূর্যপত্নী ; গায়ত্রী ; বিশেষ্য পদ। [সং. সম্+ √জ্ঞা+অ (ণে)+আ]। বিণঃ **সংজ্ঞক**—নাম-যুক্ত, আখ্যাযুক্ত (আর্দ্রা-সংজ্ঞক নক্ষত্র)। বিঃ -ন—চৈতন্য ; স্পষ্ট জ্ঞান। বিঃ -র্থ—পারিভাষিক অর্থ, definition [বি. প.]। বিণঃ **সংজ্ঞিত**—আখ্যাত, নামযুক্ত ; কথিত।

সংনমন—বিঃ (বিজ্ঞা.) চাপ-প্রয়োগে সঙ্কোচন, compression [বি. প.]। [সং. সম্+নমন]।

সংবৎ—বিঃ বিক্রমাদিত্য বা শালিবাহন কর্তৃক প্রবর্তিত অব্দ (খ্রিস্টাব্দের ৫৬ বা ৫৭ বৎসর অগ্রবর্তী) ; বৎসর। [সং. সম্+ √বস্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

সংবৎসর—বিঃ পুরা এক বৎসরকাল। [সং. সম্+বৎসর]।

সংবরণ—বিঃ নিবারণ, সংযমন, দমন (লোভ-সংবরণ) ; আবরণ ; সংগোপন। [সং. সম্+ √বৃ+অন (ভা)]।

সংবরা—ক্রিঃ (কাব্যে) সংবরণ করা ('সংবর সংবর শূল' : গি. ঘো.)। [সং. সম্+ √বৃ+বাং. আ]।

সংবর্ত—বিঃ মহাপ্রলয় ; প্রলয়কালীন মেঘ-বিশেষ। [সং. সম্+ √বৃৎ+অ (ভা, র্তৃ)]। বিঃ -ক, -ন—প্রলয়কালীন মেঘবিশেষ। বিঃ **সংবর্তি, সংবর্তিকা**—বিঃ পদ্মাদির নবপত্র ; প্রদীপের শিখা ; দীপাদির সলিতা।

সংবর্ধক—**সংবর্ধন** দ্রঃ।

সংবর্ধন, সংবর্ধনা—বিঃ সম্যক্ বৃদ্ধি ; সসম্মান অভ্যর্থনা ; সম্মান-প্রদর্শন। [সং. সম্+ √বৃধ্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **সংবর্ধক**—সংবর্ধনাকারী। বিণঃ **সংবর্ধিত**—সংবর্ধনা করা হইয়াছে এমন।

সংবলিত—বিণঃ যুক্ত, সমন্বিত। [সং. সম্+ √বল্+ত (র্ম)]।

সংবহন—বিঃ (বিজ্ঞা.) এক স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় সেই স্থানে আগমন, সঞ্চলন, circulation [বি. প.]। [সং. সম্+ √বহ]।

সংবাদ—বিঃ খবর, সমাচার, বার্তা ; বৃত্তান্ত ; আলাপ, পরস্পর কথোপকথন (সখীসংবাদ) ; (বিরল) মতের ঐক্য (তু. **বিসংবাদ**)। [সং. সম্+ √বদ্+অ (ভা)]। বিঃ -পত্র—খবরের কাগজ।

সংবাদী (-দিন্)—(১)বিণঃ কথোপকথনে নিরত ; অনৈক্যরহিত, তুল্য, সদৃশ। (২)বিঃ (সঙ্গীতে) মূল বাদী সুরের সহায়ক সুর। [সং. সম্+ √বদ্+ইন্ (র্তৃ)]।

সংবাহন, সংবাহ—বিঃ ভারাদি বহন ; অঙ্গমর্দন, massage। [সং. সম্+ √বহ্+ণিচ্+অন, অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **সংবাহক**—ভারাদি বহন-কারী ; অঙ্গমর্দনকারী। বিণ(স্ত্রী): **সংবাহিকা** (রক্তসংবাহিকা নাড়ী)। বিণঃ **সংবাহিত**—সমাগ্‌রূপে বহন করা হইয়াছে এমন ; মর্দিত।

সংবিগ্ন—বিণঃ উদ্বিগ্ন ; ভীত। [সং. সম্+ √বিজ্+ত (র্ম)]।

সংবিৎ (-বিদ্)—বিঃ প্রতিজ্ঞা ; নাম ; চেতনা, জ্ঞান, consciousness [বি. প.]। [সং. সম্+ √বিদ্+ক্বিপ্ (ভা)]। বিঃ -শক্তি—বৈষ্ণব-

মতে ভগবানের স্বরূপশক্তির মধ্যে যে শক্তির দ্বারা তিনি চৈতন্যময়।

সংবিত্তি—বিঃ অনুভব, বোধ; চেতনা, জ্ঞান; পূর্বস্মৃতি। [সং. সম্+ √বিদ্+তি]।

সংবিদা—বিঃ কর্মসম্পাদনাদির জন্য কৃত চুক্তি, agreement [স. প.]। [সং. সম্+ √বিদ্+ ক্বিপ্ (ভা)+আ]।

সংবিদিত—বিণঃ অবগত, পরিজ্ঞাত। [সং. সম্ +বিদিত]।

সংবিধান—বিঃ সঙ্ঘটন; রচনা; প্রণয়ন; ব্যবস্থাপনা; উপচার, সেবাসামগ্রী; নিয়ম, বিধি, রাষ্ট্রের সংগঠনের ও পরিচালনের পদ্ধতিসংক্রান্ত নিয়মাবলী, শাসনতন্ত্র; constitution। [সং. সম্+বিধান]।

সংবিষ্ট—বিণঃ শয়িত, নিদ্রিত; নিবিষ্ট; সম্মোহিত, hypnotized [বি.প.]। [সং. সম্ √বিশ্+ত (র্তৃ)]।

সংবীক্ষণ—বিঃ সম্যগ্‌রূপে দর্শন, পর্যবেক্ষণ। [সং. সম্+বি+ √ঈক্ষ্+অন (ভা)]।

সংবৃত—বিণঃ আচ্ছাদিত, আবৃত; গুপ্ত, লুক্কায়িত; সঙ্কুচিত। [সং সম্+ √বৃ+ত (র্ম)]। বিঃ **সংবৃতি**—আবরণ; সংবৃত অবস্থা।

সংবৃত্ত—বিণঃ সম্পাদিত, নিষ্পন্ন; জাত। [সং. সম্+ √বৃৎ+ত (র্তৃ)]। বিঃ **সংবৃত্তি**—সম্পাদন; জন্ম।

সংবেগ—বিঃ আবেগ, উদ্বেগ; ভয়জনিত ত্বরা। [সং. সম্+বেগ]।

সংবেদ, সংবেদন, সংবেদনা—বিঃ জ্ঞান, অনুভব, বোধ, sensation। [সং. সম্+ √বিদ্+অ, অন (ভা), +ণিচ্ (চুরাদি)+আ]। বিণঃ **-শীল**—অনুভূতিপ্রবণ, sensitive। বিণঃ **সংবেদ্য**—অনুভবযোগ্য; জ্ঞেয়।

সংবেশ—বিঃ উপবেশন; শয়ন; নিদ্রা। [সং. সম্ + √বিশ্+অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **-ক**—সম্মোহনকারী, hypnotist [বি. প.]। বিঃ **-ন**—সংবেশ; সম্মোহাবস্থা, hypnosis; সম্মোহন, hypnotism [বি. প.]। বিণঃ **সংবেশিত**।

সংমিশ্রণ—বিঃ সম্পূর্ণরূপে মিশ্রণ; সংসর্গ। [সং. সম্+মিশ্রণ]।

সংযত—বিণঃ নিয়ন্ত্রিত, নিয়মিত; পরিমিত (সংযতাহার); নিবৃত্ত, প্রতিহত (শর সংযত করা); প্রশমিত, বশীভূত (লোভ সংযত করা); রুদ্ধ (বেগ সংযত করা); বিনীত, শান্ত (সংযত আচরণ)। [সং. সম্+ √যম্+ত (র্ম)]। **-চিত্ত**—(১)বিঃ বশীভূত বা শান্ত মন। (২)বিণঃ (যাহার) মন শান্ত হইয়াছে এমন, শান্তমনাঃ। বিণঃ **-বাক্** (-বাচ্)—মিতভাষী। বিণঃ **সংযতাত্মা** (-ত্মন্)—আত্মসংযম করিয়াছে এমন, জিতেন্দ্রিয়; স্থিরমনাঃ। বিণঃ **সংযতেন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়জয়কারী।

সংযম—বিঃ নিয়ন্ত্রণ, নিয়মন (বাক্‌সংযম); নিগ্রহ, দমন (ইন্দ্রিয়সংযম); রোধ, নিরোধ (বেগসংযম); ব্রতাদির পূর্বদিনে করণীয় উপবাসাদি (সংযম পালন করা); ব্রত, নিয়ম। [সং. সম্+ √যম্ +অ (ভা)]। বিঃ **-ন**—সংযম; সংযত করা; ব্রতাদি পালন। বিণঃ **সংযমিত**—সংযত করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **সংযমী** (-মিন্)—সংযমপরায়ণ; জিতেন্দ্রিয়।

সংযুক্ত—সংযোগবিশিষ্ট; মিলিত, একত্রীকৃত; সংলগ্ন। [সং. সম্+যুক্ত]।

সংযোগ—বিঃ মিলন; সংলগ্নতা; মিশ্রণ; সম্পর্ক, যোগাযোগ। [সং. সম্ + যোগ]। বিণঃ **সংযোগিত, সংযোগী** (-গিন্)—সংযোগবিশিষ্ট।

সংযোজন, সংযোজনা—বিঃ যোগসাধন, সংযুক্ত করা, একত্রীকরণ। [সং. সম্+যোজন, যোজনা]। বিণঃ **সংযোজিত**—সংযুক্ত করা হইয়াছে এমন, সম্মেলিত, একত্রীকৃত।

সংরক্ষক—**সংরক্ষণ** দ্রঃ।

সংরক্ষণ, সংরক্ষা—বিঃ সম্যক্ রক্ষা; কাহারও জন্য বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথগ্‌ভাবে রক্ষণ, reservation, (ক্ষয় বা পচন নিবারণের জন্য) বিশেষ প্রকারে রক্ষণ; preservation; পরিত্রাণ, রক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও রক্ষা করা। [সং. সম্+রক্ষণ]। বিণ.বিঃ **সংরক্ষক**—সংরক্ষণকারী। বিণঃ **সংরক্ষিত**—কাহারও জন্য বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বা বিশেষ প্রকারে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এমন; সম্যক্ রক্ষিত বা পালিত।

সংরাজ্ঞী—**সম্রাজ্ঞী** দ্রঃ।

সংরুদ্ধ—বিণঃ নিরুদ্ধ, প্রতিরুদ্ধ; প্রতিবদ্ধ। [সং. সম্+রুদ্ধ]।

সংরোধ—বিঃ নিরোধ, প্রতিরোধ; প্রতিবন্ধ। [সং. সম্+রোধ]।

সংলগ্ন—বিণঃ সংযুক্ত, লাগাও। [সং. সম্+লগ্ন]।

সংলাপ—বিঃ আলাপ; নাটকের চরিত্রাবলীর পরস্পর কথোপকথন, dialogue। [সং. সম্+ √লপ্+অ (ভা)]।

সংলিপ্ত—বিণ: সম্যগ্ভাবে লিপ্ত বা জড়িত; সংযুক্ত। [সং. সম্+লিপ্ত]। বি: **-তা**।

সংলেপ—বি: সংলিপ্ত অবস্থা। [সং. সম্+লেপ২]।

সংশপ্তক—বি: যুদ্ধে 'জয়লাভ অথবা মৃত্যু' এরূপ শপথকারী সৈন্য: শ্রীকৃষ্ণের দেবাংশজাত সেনাদল, নারায়ণী সেনা। [সং. সংশপ্ত (=শপথ)+ণিচ্ (নামধাতু)+অক]।

সংশয়—বি: সন্দেহ, দ্বিধা; (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে) ভয়। [সং. সম্+ √শী+অ (ভা)]। বিণ: **সংশয়াকুল**—অতিশয় সংশয়যুক্ত। বি: **সংশয়াপনোদন**—সংশয় দূরীকরণ বা দূরীভবন। বিণ: **সংশয়িত**—যাহা সংশয়ের বিষয় বা যে সম্বন্ধে সংশয় করা হইয়াছে এমন। বিণ: **সংশয়ান, সংশয়ালু, সংশয়িতা** (-তৃ), **সংশয়ী** (-য়িন্)—সংশয়কারী; সন্দিগ্ধচিত্ত।

সংশিত—বিণ: সম্পাদিত; স্থিরীকৃত। [সং. সম্ + √শো+ত (র্ম)]।

সংশুদ্ধি—বি: সম্যক্ শুদ্ধি; বিশেষরূপে শোধন পরিষ্করণ বা মার্জন। [সং. সম্+শুদ্ধি]।

সংশোধক—**সংশোধন** দ্র:।

সংশোধন—বি: সংশুদ্ধি; পবিত্রীকরণ; পাপ বা কু-অভ্যাস দূরীকরণ (চরিত্র সংশোধন); বিশোধন; ভুল বা ভ্রান্তি দূরীকরণ। [সং. সম্+শোধন]। বিণ.বি: **সংশোধক**—সংশোধনকারী। বিণ: **সংশোধিত**—সংশোধন করা হইয়াছে এমন।

সংশ্রয়—বি: আশ্রয়; অবলম্বন, সহায়। [সং. সম্ + √শ্রি+অ (র্ম)]। বিণ: **সংশ্রিত**—আশ্রিত।

সংশ্লিষ্ট—বিণ: মিলিত, জড়িত (অপরাধে সংশ্লিষ্ট); সংস্রবযুক্ত (অসৎসংসর্গে সংশ্লিষ্ট); সম্বন্ধযুক্ত, সংক্রান্ত (মকদ্দমা-সংশ্লিষ্ট); সম্পর্কযুক্ত (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)। [সং. সম্+ √শ্লিষ্+ত(র্ম)]।

সংশ্লেষ—বি: সংশ্লিষ্ট অবস্থা; সংশ্লিষ্ট হওয়া; সংযোগ; সংমিশ্রণ; একাধিক বস্তুর মিশ্রণে নূতন বস্তুর সৃষ্টি, synthesis [স. প.]। [সং. সম্+ √শ্লিষ্+অ (ভা)]। বি: **-ণ**—একত্রীকরণ; 'বিশ্লেষণ'-এর বিপরীত; (রসা.) যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন রূঢ় পদার্থের মিশ্রণ [বি. প.]।

সংসক্ত—বিণ: আসক্ত; সংলগ্ন; সম্পৃক্ত। [সং. সম্+ √সন্জ্+ত (র্তৃ)]। বি: **সংসক্তি**—আসক্তি, সংলগ্নতা; (বিজ্ঞানে) আকর্ষণশক্তি-বিশেষ যাহার প্রভাবে পরমাণুসমূহ পরস্পর সংলগ্ন থাকে, cohesion [বি. প.]।

সংসদ্, সংসৎ (-সদ্)—বি: সমিতি, সঙ্ঘ, সভা, পরিষৎ; ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা, Parliament। [সং. সম্ + √সদ্ + ক্বিপ্ (র্ধি)]।

সংসর্গ—বি: একত্র বাস, সঙ্গ, মেলামেশা (সাধু-সংসর্গে জীবনযাপন, অসৎসংসর্গ); সম্বন্ধ, সম্পর্ক (সংসর্গ ত্যাগ করা); সহবাস, সঙ্গম (স্ত্রীসংসর্গ)। [সং. সম্+ √সৃজ্+অ (ভা)]। বি: **সংসর্গাভাব**—সম্বন্ধশূন্যতা।

সংসর্প, সংসর্পণ—বি: সম্যক্প্রকারে গমন; ক্রমশঃ বিস্তৃতি; সাপের ন্যায় আঁকাবাঁকা গতি। [সং. সম্+ √সৃপ্+অ, অন]। বিণ: **সংসর্পী** (-র্পিন্)—সংসর্পবিশিষ্ট।

সংসার—বি: জগৎ, পৃথিবী, ইহলোক, মর্ত্যলোক (সংসারলীলা); গার্হস্থ্যজীবন, পরিবার, ঘরকন্না (সংসারাশ্রম); মায়াবন্ধন, পার্থিব আকর্ষণ (সংসারবিরাগী); (বাং.) বিবাহ (কর্তার দুই সংসার); পত্নী (প্রথম পক্ষের সংসার)। [সং. সম + √সৃ + অ]। ক্রি: **সংসার পাতা**—বিবাহাদি করিয়া ঘরকন্না আরম্ভ করা। বিণ: **-ত্যাগী** (-গিন্)—গার্হস্থ্যজীবন-পরিত্যাগী; বৈরাগী, সন্ন্যাসী। বি: **-ধর্ম, সংসারাশ্রম**—গার্হস্থ্যজীবন। বি: **সংসারবন্ধন**—মায়াবন্ধন, পার্থিব আকর্ষণ; গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি টান। **সংসারবাসনা**—গার্হস্থ্য জীবনযাপনের ইচ্ছা, সংসার পাতার ইচ্ছা; পার্থিব বাসনা। বি: **সংসারযাত্রা**—জীবনযাত্রা, পার্থিব জীবন; গার্হস্থ্য জীবন। বি: **সংসারলীলা**—পার্থিব জীবন; মানবজন্ম; জীবজন্ম। বি: **সংসারস্রোত**—সৃষ্টির জীবনপ্রবাহ। বিণ: **সংসারাসক্ত**—প্রবল সংসার-বাসনাযুক্ত। বিণ: **সংসারী** (-রিন্)—গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী, গৃহী। **ঘোর সংসারী**—পার্থিব বিষয়মোহে অতিশয় মত্ত।

সংসিদ্ধ—বিণ: সম্পূর্ণ সফল; সুসম্পন্ন; স্বভাব-সিদ্ধ। [সং. সম্+সিদ্ধ]। বি: **সংসিদ্ধি**—সম্পূর্ণ সফলতালাভ।

সংসৃতি—বি: সহগমন; প্রবাহ, স্রোত, সংসার। [সং. সম্+সৃতি]। বিণ: **সংসৃত**—সহগমনকারী; প্রবাহিত।

সংসৃষ্ট—বিণ: সম্পর্কিত, সংস্রবযুক্ত; মিলিত। [সং. সম্+ √সৃজ্+ত (র্তৃ)]। বি: **সংসৃষ্টি**—

সংশ্রব, সংসর্গ, মিলন; (অল.) পরস্পরনিরপেক্ষ একাধিক অলঙ্কারের একত্র মিলন।

সংস্করণ—বিঃ সংস্কারসাধন, বিশোধন, সংশোধন, (বাং.) গ্রন্থাদির মুদ্রিত রূপ, মুদ্রণ, প্রকাশন, edition (প্রথম সংস্করণ)। [সং. সম্+ √কৃ+ অন (ভা)]।

সংস্কর্তা (-র্তৃ)—বিঃ সংস্কারক; উপনয়ন প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠাতা। [সং. সম্+(স্)+ কর্তা]।

সংস্কার—বিঃ শুদ্ধি; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিদ্বারা পবিত্রীকরণ শোধন বা পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার; বিবাহ গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন: হিন্দুধর্মের এই দশবিধ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান; শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা (দেহসংস্কার); অলঙ্করণ বা প্রসাধন, উৎকর্ষ-সাধন, উন্নতিবিধান, ভ্রমাদি সংশোধন (শিক্ষা-সংস্কার); মেরামত (জীর্ণসংস্কার); ধারণা, বিশ্বাস (কুসংস্কার); সহজাত ধারণা, জন্মগত জ্ঞান প্রবৃত্তি বা অনুভূতি (পূর্বজন্মের সংস্কার); প্রবৃত্তি, ঝোঁক (সংস্কারবশতঃ, সংস্কারবদ্ধ)। [সং. সম্+ √কৃ+অ (ভা)]। বিণ বিঃ **-ক**—সংশোধক, বিশোধক; মেরামতকারী; উৎকর্ষ-সাধক; ভ্রমপ্রমাদ-দূরকারী; কুসংস্কারদূরকারী।

সংস্কৃত—(১)বিণঃ সংস্কার করা হইয়াছে এমন; মণ্ডিত বা সজ্জিত। (২)বিঃ ভারতের প্রাচীন আর্যভাষাবিশেষ। [সং. সম্+ √কৃ+ত (র্ম, র্তৃ)]। বিণঃ **-জ্ঞ**—সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত; সংস্কৃত ভাষা জানে এমন। বিঃ **সংস্কৃতি**—সংস্কার; অনুশীলনদ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতা-জনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, culture। বিণঃ **সংস্কৃতি-বান্**—সংস্কৃতিসম্পন্ন, cultured।

সংস্ক্রিয়া—বিঃ সংস্কার-কার্য। [সং. সম্+ক্রিয়া]।

সংস্থা—বিঃ স্থিতি; সমাজ, সমিতি, সঙ্ঘ; প্রতিষ্ঠান; ব্যবস্থা। [সং. সম্+ √স্থা+অ (ভা) +আ]।

সংস্থান—বিঃ সন্নিবেশ, বিন্যাস; গঠন, আকৃতি, গঠনকৌশল (অঙ্গসংস্থান); সঞ্চয়; ব্যবস্থা; যোগাড়, সংগ্রহ (অর্থসংস্থান, অন্নসংস্থান)। [সং. সম্+ √স্থা+অন (ভা)]।

সংস্থাপক—**সংস্থাপন** দ্রঃ।

সংস্থাপন—বিঃ বিশেষরূপে বা সম্যগ্‌রূপে স্থাপন, প্রতিষ্ঠা। [সং. সম্+স্থাপন]। বিণ.বিঃ **সংস্থাপক, সংস্থাপয়িতা**—সংস্থাপনকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **সংস্থাপিকা, সংস্থাপয়িত্রী**। বিণঃ **সংস্থাপিত**—সংস্থাপন বা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এমন।

সংস্থিত—বিণঃ সন্নিবিষ্ট, বিন্যস্ত; সঞ্চিত; ব্যবস্থাপিত, আয়োজিত; সংগৃহীত; (বিরল) স্থিতিশীল, মৃত। [সং. সম্+স্থিত]। বিঃ **সংস্থিতি**—সংস্থান; একত্র স্থিতি; আশ্রয়।

সংস্পর্শ—বিঃ সম্পর্ক, সংশ্রব, সঙ্গ; ছোঁয়াচ। [সং. সম্+স্পর্শ]।

সংস্পৃষ্ট—বিণঃ সংস্পর্শযুক্ত, সম্পৃক্ত। [সং. সম্ +স্পৃষ্ট]।

সংস্রব—বিঃ সম্পর্ক, সম্বন্ধ; মিলন। [সং. সম্+ √স্রু+অ (ভা)]।

সংহত—বিণঃ সম্যগ্‌রূপে মিলিত বা একত্রীভূত; সঙ্ঘবদ্ধ; ঘনীভূত, জমাট; সুদৃঢ়। [সং. সম্+ √হন্+ত (র্ম)]। বিঃ **সংহতি**—সম্যক্ মিলন বা একত্রীভবন; সঙ্ঘ; জমাট বা ঘনীভূত হওয়া; সমূহ, সমষ্টি।

সংহরণ—বিঃ সংহার; প্রত্যাকর্ষণ, সংযত করা, সংবরণ; সঙ্কোচন; সংক্ষেপ করা। [সং. সম্ + √হৃ+অন (ভা)]।

সংহর্তা (-র্তৃ)—বিণ.বিঃ সংহরণকারী; সংহারক। [সং. সম্+ √হৃ+তৃ (র্তৃ)]।

সংহার—বিঃ বধ, বিনাশ (বৃত্রসংহার); ধ্বংস, প্রলয় (সৃষ্টিসংহার); অবসান (উপসংহার); প্রত্যাকর্ষণ, প্রত্যাহার (বাক্যসংহার); সঙ্কোচন, সংগ্রহ (বেণীসংহার)। [সং. সম্+ √হৃ+অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **-ক**—সংহারকারী, বধকারী, বিনাশক। ক্রিঃ **সংহারা**—(কাব্যে) বধ করা।

সংহিত—বিণঃ মিলিত; সংগৃহীত, সঙ্কলিত। [সং. সম্+ √ধা+ত (র্ম)]।

সংহিতা—বিঃ সংগৃহীত রচনাসমূহ, সঙ্কলনগ্রন্থ; বেদের মন্ত্র-সমষ্টি; মন্বাদিকৃত স্মৃতিশাস্ত্র; (আল.) পবিত্র ও অবশ্যপালনীয় নির্দেশসমূহ বা গ্রন্থ; (ব্যাক.) সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি। [সং.]।

সংহৃত—বিণঃ সংগৃহীত; সঞ্চিত; বিনাশিত, হত; প্রত্যাকৃষ্ট, সঙ্কুচিত। [সং. সম্+ √হৃ+ ত (র্ম)]। বিঃ **সংহৃতি**—সংগ্রহ; সংহার, বিনাশ; প্রত্যাকর্ষণ, সঙ্কোচ।

সঁপা—(১)ক্রিঃ সমর্পণ করা (দেবতার পায়ে জীবন সঁপা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সং. সম্+ √অৃ+ণিচ্+বাং. আ]।

সকড়ি—(১)বিঃ এঁটো (সকড়ি মুক্ত করা), রক্ষিত অন্নব্যঞ্জনাদি বা তাহার স্পর্শজনিত দোষ। (২)বিণঃ অন্নব্যঞ্জনাদির স্পর্শদোষযুক্ত (হাত সকড়ি করা)। [সং. সস্কার]।

সকণ্টক—বিণঃ কাঁটাযুক্ত। [সং. সহ+কণ্টক]।

সকরুণ—বিণঃ সদয়, করুণাপূর্ণ, অতি করুণ বা দুঃখপূর্ণ (সকরুণ প্রার্থনা)। [সং. সহ+করুণা]।

সকর্মক—বিণঃ (ব্যাক.) যে ক্রিয়ার কর্ম আছে এমন (সকর্মক ক্রিয়া)। [সং. সহ+কর্ম+ক]।

সকল—(১)বিণঃ সমস্ত, সমুদায়, সমগ্র, সম্পূর্ণ। (২)(বাং.) বিঃ সমস্ত লোক ('সকলের তরে সকলে আমরা' : কামিনী)। [সং সহ+কলা]।

সকাণ্ড—বিণঃ (বিরল) শবসহ; (উদ্ভি.) কাণ্ডযুক্ত, canlescent। [সং. সহ+কাণ্ড]।

সকাম—বিণঃ কামনাযুক্ত; ফলের আশাযুক্ত (সকাম কর্ম); চরিতার্থ (বিরল প্রয়োগ)। [সং. সহ+কাম]।

সকাল—বিঃ প্রাতঃকাল, প্রভাত (সকালবেলা, সকাল হওয়া); ত্বরা, অবিলম্ব (সকাল করা)। [সং. সহ+কাল]। **সকাল সকাল**—ত্বরায়, শীঘ্র করিয়া; বেলা থাকিতে থাকিতে।

সকাশ—(১)বিণ. সমীপস্থ, সন্নিহিত। (২)বি(বাং.) সন্নিধান। [সং.]।

সকুণ্ডল—বিণঃ কুণ্ডলসহ বা কর্ণাভরণসহ। [সং সহ+কুণ্ডল]।

সকুল্য—(১)বিঃ জ্ঞাতি; সপিণ্ডের ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষ ও অধস্তন তিনপুরুষ। (২)বিণঃ সমকুলজাত বা এককুলজাত; সগোত্র। [সং. সকুল (সমান+কুল)+য]।

সকৃৎ—অব্যঃ একবারমাত্র; সর্বদা [সং]।

সকৌতুক—বিণঃ কৌতুকপূর্ণ। [সং. সহ+কৌতুক]।

সক্ত—বিণঃ আসক্ত; সংলগ্ন। [সং. √সন্‌জ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **সক্তি**—আসক্ত বা সংলগ্ন অবস্থা।

সক্তু—বিঃ ছাতু। [সং √সচ্+তু (র্ম)]।

সক্রিয়—বিণঃ ক্রিয়ারত, কর্মশীল (সক্রিয় থাকা), কার্যকর, কার্যযুক্ত (সক্রিয় সাহায্য)। [সং. সহ+ক্রিয়া]। বিঃ **-তা**।

সক্ষম—বিণঃ সমর্থ; সবল, শক্তিযুক্ত (বৃদ্ধ এখনও সক্ষম)। [বাং. স-২+সং. ক্ষম]। বিণ(স্ত্রী): **সক্ষমা**। বিঃ **-তা**।

সখ—**শখ**-এর বর্জি. বানান।

সখা (-খি)—বিঃ বয়স্য, বন্ধু, সুহৃৎ; সঙ্গী, সহচর। [সং. সহ বা সমান+√খ্যা+ই (র্ম)]। বি(স্ত্রী): **সখী**। বিঃ **সখিতা, সখিত্ব**—মিত্রতা, সখীতুল্য আচরণ, সখীভাব। বিঃ **সখীতত্ত্ব**—(বৈ. শা.) ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীরা শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিস্তারিকা এবং নানাভাবে শ্রীরাধার প্রেমাভিব্যক্তির সহায়িকা: এই তত্ত্ব। বিঃ **সখীভাব**—সখীতুল্য আচরণ, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের সখীতুল্য জ্ঞানরূপ বৈষ্ণব সাধন-প্রণালীবিশেষ। বিঃ **সখীসংবাদ**—মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দাদূতী কর্তৃক বিরহপীড়িতা রাধিকার মনোবেদনা জ্ঞাপন। বিঃ **সখ্য**, (অসাধু) **সখ্যতা**—বন্ধুত্ব, (বৈ শা) বৈষ্ণব মতে ভগবানের সহিত সমপ্রাণতামূলক রসবিশেষ।

সখেদ—বিণঃ খেদযুক্ত, খেদপূর্ণ। [সং. সহ+খেদ]। ক্রি-বিণঃ **সখেদে**—খেদের সঙ্গে।

সগর্ভা—বিণঃ গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। [সং. সহ+গর্ভ+আ]।

সগুণ—বিণঃ গুণযুক্ত, ছিলাযুক্ত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ: এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন। [সং. সহ+গুণ]।

সগোত্র—বিণ.বিঃ একবংশজাত; জ্ঞাতি। [সং. সমান+গোত্র]। বিণ বি(স্ত্রী): **সগোত্রা**।

সঘন১—বিণঃ মেঘযুক্ত, মেঘাবৃত ('সঘন গগন মহী পঙ্কা' : বিদ্যা.)। [সং. সহ+ঘন]।

সঘন২—বিণ.ক্রি-বিণঃ ঘনঘন, নিরন্তর (সঘন শব্দ)। [বাং. স-২+সং. ঘন]। ক্রি-বিণঃ **সঘনে** (কাব্যে) ঘনঘন, উচ্চৈঃস্বরে ('দাদুরী ডাকিছে সঘনে' : রবীন্দ্র)।

সঘর—বিঃ বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের পক্ষে উপযুক্ত বংশ (তু. অঘর)। [বাং স-২+ঘর]।

সঘৃণ—বিণঃ ঘৃণাযুক্ত; ঘৃণাপূর্ণ। [সং. সহ+ঘৃণা]।

সঘৃত—বিণঃ ঘৃতযুক্ত; ঘৃতমিশ্রিত। [সং. সহ+ঘৃত]।

সঙ, সং—বিঃ অদ্ভুত পোশাকধারী হাস্যকৌতুককারী অভিনেতা (সঙ সাজা)। [দেশী]।

সঙিন, সঙীন—**সঙ্গিন**-এর বানানভেদ।

সঙে—**সনে**-র অপ্র. বানান।

সঙ্কট—(১)বিঃ কঠিন বিপদ্; সমস্যা; অতি সঙ্কীর্ণ পথ (গিরিসঙ্কট)। (২)বিণঃ বিপজ্জনক (সঙ্কটাবস্থা); সঙ্কীর্ণ; অভেদ্য; নিবিড়। [সং.

সম্+ √কট্+অ (র্তৃ)]। বিণ: **সঙ্কটাপন্ন**—বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত।

সঙ্কর—বি: একজাতীয় পুরুষ ও অন্যজাতীয় স্ত্রীর মিলনে উৎপন্ন ব্যক্তি জাতি বা জীব; (বিজ্ঞা.) বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে জাত প্রাণী বা উদ্ভিদ্, hybrid [বি. প.]; মিশ্রণ, মিলন; পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থের একত্র অবস্থান; (অল.) পরস্পর নির্ভরশীল একাধিক অলঙ্কারের একত্র সমাবেশ (তু. **সংসৃষ্টি**)। [সং. সম্+কৃ+অ (ভা)]। বি: **সঙ্করীকরণ**—মিশ্রণ, একত্রীকরণ; জাতিভ্রংশ করা।

সঙ্কর্ষণ—বি: সজোরে আকর্ষণ; কৃষিকর্ম; বলরাম। [সং. সম্+কর্ষণ]।

সঙ্কলক—সঙ্কলন দ্র:।

সঙ্কলন—বি: সংগ্রহ; একত্রীকরণ; মিলন; (গণি.) অঙ্ক যোগ দেওয়া। [সং. সম্+কলন]। বিণ.বি: **সঙ্কলক, সঙ্কলয়িতা** (-তৃ)—সঙ্কলনকারী। বিণ.বি(স্ত্রী): **সঙ্কলয়িত্রী**। বিণ: **সঙ্কলিত**—সঙ্কলন করা হইয়াছে এমন।

সঙ্কল্প—বি: স্থিরীকৃত কার্য, মানসকর্ম; মনোরথ; অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য; ধর্মকর্ম করিবার পূর্বে কৃত প্রতিজ্ঞা; সভাদিতে গৃহীত প্রস্তাব, resolution [স. প.]। [সং. সম্+ √কৢপ্ +অ (ভা)]। বি: **-বিকল্প**—বাসনা ও সংশয়; নিশ্চয় ও সন্দেহ, দ্বৈধ। বিণ: **সঙ্কল্পিত**—সঙ্কল্পের বিষয়ীভূত; কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত; অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত।

সঙ্কাশ—বিণ: নিকট, সমীপস্থ; (সমাসে উত্তরপদরূপে) তুল্য, সদৃশ (আদিত্যসঙ্কাশ)। [সং. সম্+ √কাশ্+অ (র্তৃ)]।

সঙ্কীর্ণ—বিণ: অপ্রশস্ত, সঙ্কুচিত (সঙ্কীর্ণ পথ); অনুদার (সঙ্কীর্ণ হৃদয়); সমাকীর্ণ; নানাবিধ বস্তুতে বা বহুলোকে সমাকীর্ণ। [সং. সম্+ √কৄ+ত (র্ম)]। বি: **-তা**।

সংকীর্তন—বি: গুণ বা মহিমা বর্ণন; কৃষ্ণলীলাগান; হরিগুণগান; দেবতা বা ভগবানের মহিমা-বর্ণনাত্মক সঙ্গীত। [সং. সম্+কীর্তন]। বিণ: **সঙ্কীর্তিত**—সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত বা কীর্তিত; সুখ্যাতিপ্রাপ্ত।

সংকুচিত—বিণ: হ্রস্বীকৃত; গুটাইয়া বা কোঁচকাইয়া গিয়াছে এমন; সঙ্কীর্ণ, অপ্রসারিত; মুদ্রিত, নিমীলিত; কুণ্ঠিত, জড়সড়। [সং. সম্+ √কুচ্+ত (র্তৃ)]।

সংকুল—বিণ: পরিপূর্ণ, সমাকীর্ণ (বিপৎসঙ্কুল); মিশ্রিত; সঙ্কীর্ণ। [সং. সম্+ √কুল্+অ (র্তৃ)]।

সংকুলান—বি: যাহাতে কুলায় এমন অবস্থা, যথেষ্ট বা প্রয়োজনমত হওয়ার অবস্থা, পর্যাপ্তি। [সং. সম্ + বাং. √কুলা + আন (ভা)]।

সংকেত—বি: ইঙ্গিত, ইশারা; নিয়ম; চিহ্ন, লক্ষণ; সন্ধান, সূত্র; শব্দের অর্থবোধনশক্তি, অভিধা; নায়ক-নায়িকার গোপনে মিলিত হইবার স্থান বা মিলন-ব্যবস্থা। [সং. সম্+ √কিৎ+অ (ভা, ধি)]।

সংকোচ—বি: হ্রস্বীকরণ, সংক্ষেপ; কুণ্ঠা, জড়সড়ভাব। [সং. সম্+ √কুচ্+অ (ভা)]। বি: **-ন**—হ্রস্বীকরণ, সংক্ষেপ; হ্রস্ব হওয়া, নিমীলন। বিণ: **-শূন্য, -হীন**—অকুণ্ঠ, লজ্জাশূন্য, জড়ভাববিহীন।

সংক্রম, সংক্রমণ, সঙ্ক্রমিত, সংক্রান্ত, সংক্রান্তি, সংক্রাম, সংক্রামক, সঙ্ক্রামিত, সংক্রামী, সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপ, সংক্ষোভ, সংক্ষুব্ধ, সংখ্যক, সংখ্যা, সংখ্যাত, সংখ্যান, সংখ্যাপন, সংখ্যেয়—যথাক্রমে **সংক্রম, সংক্রমণ** ইত্যাদির বানানভেদ।

সঙ্গ—বি: মিলন, সংসর্গ (সঙ্গলাভ, সাধুসঙ্গ); আসক্তি। [সং. √সঞ্জ্+অ (ভা)]। বি: **-দোষ**—কুসংসর্গজনিত চরিত্রদোষ। বিণ.বি: **সঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—সহচর, সাথী। বিণ.বি (স্ত্রী): **সঙ্গিনী**।

সঙ্গত—(১)বিণ: (বিরল) মিলিত (কাহারও সহিত সঙ্গত হওয়া); অনুগত, অনুযায়ী (ন্যায়সঙ্গত); উপযুক্ত, উচিত, সমীচীন (সঙ্গত কথা, সঙ্গত উপায়)। (২)বি: গানের সহিত বাজনার মিল; গানের সঙ্গে মিলযুক্ত বাজনা। [সং. সম্+ √গম্+ত (র্তৃ)]।

সঙ্গতি—বি: মিলন; মিল, সামঞ্জস্য; যুক্তিযুক্ততা; সংস্থান, সঞ্চয়; (বাং.) ধন, সম্পদ্ (সঙ্গতিশালী)। [সং. সম্+ √গম্+তি (ভা)]। বিণ: **-পন্ন, -শালী** (-লিন্), **-সম্পন্ন**—ধনবান্। বিণ: **-শূন্য, -হীন**—ধনহীন, সম্বলহীন, দরিদ্র।

সঙ্গম—বি: মিলন; যৌনমিলন, সহবাস, সম্ভোগ (স্ত্রীসঙ্গম); নদ্যাদির মিলন বা মিলন-স্থান (ত্রিবেণীসঙ্গম, সাগরসঙ্গম)। [সং. সম্+ √গম্ +অ (ভা, ধি)]।

সঙ্গিন—(১)বি: বন্দুকের মুখসংলগ্ন বেধনাস্ত্রবিশেষ, bayonet। (২)বিণ: কঠিন, গুরুতর, বিপজ্জনক (সঙ্গিন অবস্থা)। [ফা.]।

সঙ্গী, সঙ্গিনী—**সঙ্গ** দ্রঃ।

সঙ্গীত, সংগীত—বিঃ গান ; **গীতবাদ্য** (সঙ্গীত-চর্চা) ; (সং.) তৌর্যত্রিক, নৃত্যগীতবাদ্য। [সং. সম্ + √গৈ + ত (ভা)]।

সঙ্গীন—**সঙিন**-এর বানানভেদ।

সঙ্গোপন—বিঃ সম্পূর্ণ গোপন। [সং. সম্ + গোপন]। ক্রি-বিণঃ **সঙ্গোপনে**—সম্পূর্ণ গোপনে বা গুপ্তভাবে ; লুকাইয়া ; অন্যের অগোচরে। বিণঃ **সঙ্গোপিত**—সম্পূর্ণ গুপ্ত বা লুক্কায়িত।

সঙ্গে—অব্য (অনু.) সহিত (তার সঙ্গে থাকি, ইহার সঙ্গে তুলনা)। [সং. সঙ্গ + বাং. এ]। **সঙ্গে সঙ্গে**—সর্বদা সঙ্গে (সঙ্গে সঙ্গে থাকা) ; তৎক্ষণাৎ, যুগপৎ (সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল)।

সঙ্ঘ—বিঃ দল, সমূহ (সঙ্ঘবদ্ধ) ; সমিতি (সঙ্ঘের সভা) ; বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সমাজ ('সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি')। [সং. সম্ + √হন্ + অ (র্ম)]।

সঙ্ঘটক—**সঙ্ঘটন** দ্রঃ।

সঙ্ঘটন—বিঃ যোজন, মেলন, একত্রীকরণ ; ঘটানর কাজ ; ঘটনা। [সং. সম্ + ঘটন]। বিণ.বিঃ **সঙ্ঘটক**—সঙ্ঘটনকারী। বিণঃ **সঙ্ঘটিত**—ঘটিয়াছে বা ঘটান হইয়াছে এমন ; যোজিত।

সঙ্ঘট্ট—বিঃ পরস্পর ঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষ ; সঙ্ঘটন ; মেলন। [সং. সম্ + √ঘট্ট্ + অ]।

সঙ্ঘর্ষ, সঙ্ঘর্ষণ—বিঃ পরস্পর আঘাত বা ধাক্কা বা ঘর্ষণ ; বিবাদ। [সং. সম্ + ঘর্ষ, ঘর্ষণ]।

সঙ্ঘাত—বিঃ পরস্পর আঘাত ; সমূহ, সমষ্টি ; ঘনসংযোগ ; (বলবিদ্যায়) কোন গতিশীল বস্তুর অন্য বস্তুর সহিত সঙ্ঘর্ষ, impact [বি.প.]। [সং. সম্ + ঘাত]।

সঙ্ঘারাম—বিঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের আবাস-স্থান, বৌদ্ধ মঠ। [সং. সঙ্ঘ + আরাম]।

সঙ্ঘৃষ্ট—বিণঃ পরস্পর আহত ধাক্কাপ্রাপ্ত বা ঘর্ষিত ; বিবদমান। [সং. সম্ + ঘৃষ্ট]।

সচকিত—বিণঃ ভয়ে চমকিত বা কম্পিত ; সভয়, ত্রস্ত। [সং. সহ + চকিত (ভয়)]। বিণ(স্ত্রী): **সচকিতা**।

সচন্দন—বিণঃ চন্দনযুক্ত, চন্দনলিপ্ত। [সং. সহ + চন্দন]।

সচরাচর—(১)বিণঃ চরাচরসহিত, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক। (২)(বাং.) ক্রি-বিণঃ সাধারণতঃ, প্রায়শঃ। [সং. সহ + চরাচর]।

সচল—বিণঃ গতিশীল, চলন্ত ; চলিতে সক্ষম ; কার্যকর; চালু, প্রচলিত। [বাং. স-২ + সং. চল]।

সচি, সচী—**শচী**-র বিরল বানান।

সচিত্র—বিণঃ চিত্রযুক্ত (সচিত্র প্রবন্ধ)। [সং. সহ + চিত্র]।

সচিব—বিঃ মন্ত্রী ; সঙ্গী, সহায় ; কর্মসম্পাদক secretary [স. প.] [সং.]।

সচেতক—বিঃ (প্রধানতঃ আইন সভায়) রাজনীতিক দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, হুইপ (whip)। [সং. স-১ (= সম্যগ্) + চেতক]।

সচেতন—বিণঃ চেতনাযুক্ত ; জীবন্ত ; সজ্ঞান, সজাগ, সতর্ক। [সং. সহ + চেতনা]।

সচেষ্ট—বিণঃ চেষ্টাযুক্ত, তৎপর, উদ্যোগী। [সং. সহ + চেষ্টা]।

সচ্চরিত্র—বিণঃ সৎস্বভাব, সদাচারী। [সং সৎ + চরিত্র]। বিণ(স্ত্রী): **সচ্চরিত্রা**। বিঃ **-তা**।

সচ্চিদানন্দ—(১)বিঃ নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। (২)বিণঃ নিত্যজ্ঞানসুখময় (সচ্চিদানন্দ হরি)। [সং. সৎ + চিৎ + আনন্দ]।

সচ্ছল—বিণঃ সঙ্গতিপন্ন, অভাবশূন্য। [সং. সৎ + শীল]। বিঃ **-তা**।

সচ্ছিদ্র—বিণঃ ছিদ্রযুক্ত। [সং. সহ + ছিদ্র]।

সজনী—বিঃ (কাব্যে) সখী, সহচরী ; প্রণয়িনী। [সং স্বজনী]।

সজল—বিণঃ জলপূর্ণ (সজল মেঘ) ; ভিজা, আর্দ্র (সজল নয়ন)। [সং. সহ + জল]।

সজাগ—বিণঃ জাগ্রৎ ; সতর্ক ; সচেতন ; একটুতেই যাহা হইতে জাগিয়া উঠে এমন (সজাগ ঘুম)। [সং. সজাগর]।

সজাতি—(১)বিণঃ একজাতীয়, সমশ্রেণীস্থ। (২)বিঃ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক। [সং. সমান + জাতি]। বিণঃ **সজাতীয়**—একই জাতির অন্তর্ভুক্ত, সমশ্রেণীস্থ। বিণ(স্ত্রী): **সজাতীয়া**।

সজারু—**শজারু**-র বর্জি. বানান।

সজিনা—**শজিনা**-র বর্জি. বানান।

সজীব—বিণঃ জীবন্ত, জীবিত ; প্রাণশক্তিপূর্ণ। [সং. সহ + জীব (= জীবন)]। বিঃ **-তা**।

সজোর—বিণঃ জোরযুক্ত। [সং. সহ + বাং. জোর]। ক্রি-বিণঃ **সজোরে**—জোরের সহিত।

সজ্জন১—বিঃ সাধু ব্যক্তি, ভাল লোক। [সং. সৎ + জন]।

সজ্জন২, **সজ্জনা**—বিঃ সজ্জিত করা ; আয়োজন ; সৈন্যসংস্থাপন। [সং. √সজ্জ্ + অন (ভা), + আ]।

সজ্জা—বিঃ বেশভূষা, সাজপোশাক : অলঙ্করণ ; আয়োজন, উদ্যোগ , সরঞ্জাম , উপকরণ। [সং. √সজ্জ + অ (ভা) + আ]। বিঃ **-সজ্জা**—উদ্যোগ-আয়োজন, সাজ-গোজ।

সজ্জিত—বিণঃ সাজপোশাক পরিয়াছে বা পরিয়া কর্মের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে এমন , সাজান হইয়াছে এমন। [সং. সজ্জা + ইত]। বিণ(স্ত্রী): **সজ্জিতা**।

সজ্ঞান—বিণঃ সচেতন, জ্ঞানযুক্ত। [সং সহ + জ্ঞান]। ক্রি-বিণঃ **সজ্ঞানে**—জ্ঞানতঃ , সচেতন অবস্থায়।

সঞে—অব্যঃ (প্রা. কা.) সঙ্গে, সহিত ; হইতে, থেকে ('ঘর সঞে বাহির হোয়' : বিদ্যা.)। [মৈ. —তু. সঙ্গে, সনে]।

সঞ্চয়—বিঃ আহরণ, সংগ্রহ, চয়ন (মধুসঞ্চয়) ; জমাইয়া রাখা, পুঞ্জিত করা (অর্থসঞ্চয়) ; পুঁজি, অর্থসংস্থান , সমূহ, রাশি। [সং. সম্ + √চি + অ (ভা, ম)]। বিঃ **-ন**—সঞ্চয় করা , সংগ্রহ করা। বি(স্ত্রী): **সঞ্চয়িতা**—কবিতাদির সংগ্রহ। [সঞ্চয় + ইত + আ(স্ত্রী)]। বিণঃ **সঞ্চয়ী** (-য়িন্)—সঞ্চয়কারী ; (প্রধানতঃ মিতব্যয়িতার দ্বারা) জমাইয়া রাখিবার স্বভাববিশিষ্ট। বিণঃ **সঞ্চিত**—সঞ্চয় করা হইয়াছে এমন ; রাশীকৃত। বি(স্ত্রী): **সঞ্চিতা**—কবিতাদির সংগ্রহ। বিণঃ **সঞ্চীয়মান**—সঞ্চয় করা হইতেছে এমন, উপচীয়মান। বিণঃ **সঞ্চেয়**—সঞ্চয়যোগ্য।

সঞ্চরণ—বিঃ বিচরণ, চলন ; কম্পন। [সং. সম্ + √চর্ + অন (ভা)]। বিণঃ **সঞ্চরমাণ**—সঞ্চরণ করিতেছে এমন, গতিশীল। বিণঃ **সঞ্চরিত**—সঞ্চরণ করিয়াছে এমন ; প্রস্থিত।

সঞ্চলন—বিঃ বিচরণ, চলন, নড়নচড়ন ; কম্পন, আন্দোলন। [সং. সম্ + চলন]। বিণঃ **সঞ্চলিত**—সঞ্চরিত ; কম্পিত, আন্দোলিত।

সঞ্চার, **সঞ্চারণ**—বিঃ সংক্রমণ, একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন ; (জ্যোতিষ) গ্রহাদির রাশ্যন্তরে গমন বা অধিষ্ঠান ; গতি ; ব্যাপ্তি ; আবির্ভাব, উদয় (মেঘসঞ্চার) , প্রতিষ্ঠাকরণ, স্থাপন (প্রাণ-সঞ্চার) ; উত্তেজন, উদ্রেক (ভয়সঞ্চার, বল-সঞ্চার) , সঞ্চালন (রক্তসঞ্চার)। [সং. সম্ + √চর্ + অ, অন (ভা)]। বিণঃ **সঞ্চারক**—সঞ্চারকারী। বিঃ **সঞ্চারিকা**—দূতী, কুটনী। বিণঃ **সঞ্চারিত**—সঞ্চার করিয়াছে বা করান হইয়াছে এমন। **সঞ্চারী** (-রিন্)—(১)বিণঃ সঞ্চরণশীল ; অস্থায়ী ; আগন্তুক ; (২)বিঃ (অল.) হৃদয়ের যে ভাবগুলি স্থায়ী নহে—অন্য-কিছুকে কেন্দ্র করিয়া আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হয়, ব্যভিচারী ভাব ; (সঙ্গীতে) রাগ বা রাগিণীর আলাপের তৃতীয় চরণ। বিণ(স্ত্রী): **সঞ্চারিণী**।

সঞ্চালক—**সঞ্চালন** দ্রঃ।

সঞ্চালন—বিঃ চালনা, নাড়নচাড়ন ; আন্দোলন। [সং. সম্ + চালন]। বিণঃ **সঞ্চালক**—সঞ্চালন-কারী। বিণঃ **সঞ্চালিত**—চালিত, আন্দোলিত।

সঞ্চিত, সঞ্চীয়মান, সঞ্চেয়—**সঞ্চয়** দ্রঃ।

সঞ্জনন, সঞ্জননা—বিঃ উৎপাদন। [সং. সম্ + √জন্ + ণিচ্ + অন (ভা), + আ]।

সঞ্জাত—বিণঃ উৎপন্ন। [সং. সম্ + জাত]।

সঞ্জাব—বিঃ কাপড়ে লাগান পাড়। [ফা. সনজাফ্]।

সঞ্জীবন১—বিঃ প্রাণধারণ। [সং. সম্ + √জীব্ + অন (ভা)]।

সঞ্জীবন২—(১)বিঃ জীবন-সঞ্চার, জীবন্ত করা। (২)বিণঃ জীবনদায়ী, প্রাণসঞ্চারক। [সং. সম্ + √জীব্ + ণিচ্ + অন (ভা, র্তৃ)]। **সঞ্জীবনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): প্রাণসঞ্চারকারিণী ; (২)বিঃ জীবনদায়িনী ওষধিবিশেষ।

সট—**সট্**-এর বানানভেদ।

সটকা১—বিঃ আলবোলার নল। [দেশী]।

সটকা২—ক্রিঃ পলায়ন করা। [হি.]। বিঃ **-ন** (উচ্চা সট্‌কান্)—পলায়ন, চম্পট। **-ন** (উচ্চা. সট্‌কানো), **-নো**—(১)ক্রিঃ পলায়ন করা ; (২)বিঃ পলায়ন।

সটান, সটাং—(১)বিণঃ একটানা (সটান রাস্তা) ; সোজা, টানটান (সটান হওয়া)। (২)ক্রি-বিণঃ সোজাসুজি (সটান দৌড়ান) ; লম্বাভাবে (সটান শুয়ে পড়া) ; আদৌ বিলম্ব না করিয়া (সটান পাড়ি দেওয়া)। [সং সহ + বাং. টান]।

সটীক—বিণঃ ব্যাখ্যাদিযুক্ত, টীকাযুক্ত। [সং. সহ + টীকা]।

সট্—অব্যঃ অতিশয় দ্রুততাসূচক বা অতর্কিত ভাবসূচক (সট্ করে সরে পড়া)।

সঠিক—(১)বিণঃ সম্পূর্ণ ঠিক বা খাঁটি ; নির্ভুল ; যথার্থ। (২)ক্রি-বিণঃ ঠিকমত (সঠিক জানা)। [বাং. স-২ + ঠিক]।

সডাক—বিণ: ডাকমাশুলসহ। [সং. সহ+বাং. ডাক]।

সড়—বি: গুপ্ত পরামর্শ, চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র। [আ. সব, সলাহ্]। ক্রি: **সড় থাকা**—ষড়্‌যন্ত্রের ব্যাপারে যোগাযোগ থাকা।

সড়ক—বি: বড় রাস্তা ; রাস্তা। [সং. সরক, আ শরক]।

সড়কি—বি: বর্শা, বল্লম। [দেশী]।

সড়গড়—বিণ: উত্তমরূপে আয়ত্ত অভ্যস্ত বা বপ্ত, মুখস্থ। [দেশী]।

সড়সড়—অব্য: সর্পাদি সরীসৃপের দ্রুত গমন-সূচক, পিচ্ছিলতাসূচক অনুকার শব্দ।

সড়াক্, সড়াৎ—অব্য: সর্পাদির দ্রুতগতির ন্যায় বেগসূচক অনুকার শব্দ।

সতত—ক্রি-বিণ: সর্বদা, নিরন্তর। [সং. সম্+√তন্+ত (ভা)]।

সততা—বি: সাধুতা। [সং. সত্তা]।

সতর—সতের-র রূপভেদ।

সতরঞ্চ, সতরঞ্জ—শতরঞ্চ-র রূপভেদ।

সতরঞ্চি, সতরঞ্জি—শতরঞ্চি-র রূপভেদ।

সতর্ক—বিণ: সাবধান, অবহিত। [সং সহ+তর্ক]। বি: **-তা**। বি: **সতর্কীকরণ**—সাবধান করিয়া দেওয়া।

সতা—বি: (প্রা. কা.) সতিন ('গঙ্গা নামে সতা তার' : ভা চ.)। [সং. সপত্নী]। বি: **-ই**—(প্রা. কা.) বিমাতা ('শুন সুমিত্রা সতাই' : কৃত্তি.)। বিণ: **-ত, -তো**—বৈমাত্রেয় (সতাত ভাই)।

সতিন, (অপ্র.) **সতিনী**—বি: সপত্নী, পতির অপর পত্নী। [সং. সপত্নী]। বি: **-কাঁটা**—সুখ-পথে সতিনরূপ কণ্টক বা বিঘ্ন। বি: **-ঝি**—সপত্নীর কন্যা। বি: **-পো**—সপত্নীপুত্র।

সতী—(১)বি: দক্ষকন্যা ও শিবপত্নী, সাধ্বী বা পতিব্রতা নারী (সতীর তেজ), (বাং.) স্বামীর শবের সহিত একই চিতায় আরোহণপূর্বক যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় জীবন্ত পুড়িয়া মরে, সহমৃতা নারী (সতীদাহ)। (২)বিণ: সাধ্বী, পতিব্রতা (সতী রমণী)। [সং. সৎ+ঈ]। বি: **-চ্ছদ**—অরক্ষতা বা অরমিতা নারীর যোনিমুখের পাতলা চর্মাবরণ-বিশেষ। বি: **-ত্ব**—পাতিব্রত্য, সতী স্ত্রীর ধর্ম। বি: **-ত্বনাশ**—পরপুরুষ-সঙ্গমে পাতিব্রত্যধর্মের লোপ। বি: **-দাহ**—স্বামীর শবের সহিত একই চিতায় আরোহণপূর্বক জীবন্ত পত্নীর পুড়িয়া মরণ। বি: **-নাথ, -পতি, -শ**—শিব। বি: **-পনা, -গিরি** (ব্যঙ্গে) পাতিব্রত্যের বা সতীত্বের ভান, সতীত্বের অত্যধিক গর্ব। বি: **-লক্ষ্মী**—সাধ্বী ও সুলক্ষণা স্ত্রী। বি: **-সাধ্বী**—অত্যন্ত সাধ্বী স্ত্রী। বি: **-সাবিত্রী**—সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী স্ত্রী।

সতীন—সতিন-এর বানানভেদ।

সতীর্থ, সতীর্থ্য—বি: একই সময়ে একই গুরুর ছাত্র, সহপাঠী, সহাধ্যায়ী। [সং সমান+তীর্থ (গুরু), সতীর্থ+য]।

সতুষ—বিণ: তুষযুক্ত। [সং. সহ+তুষ]।

সতৃষ্ণ—বিণ: পিপাসিত, তৃষ্ণাযুক্ত ; (আল.) স্পৃহাযুক্ত, লালায়িত। [সং. সহ+তৃষ্ণা]।

সতেজ—বিণ: তেজী, তেজাল, বলবান্। [সং. সহ+বাং. তেজ]।

সতের, সতেরো—বি বিণ: ১৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তদশ]। বি বিণ: **-ই**—মাসের সতের তারিখ বা তারিখের।

সৎ১—(১)বিণ: সত্তাযুক্ত, অস্তিত্বশীল, বিদ্যমান ; নিত্য ; সত্য ; সাধু (সৎ ব্যক্তি), সু, উত্তম (সৎপুত্র) ; প্রশস্ত, শুভ (সৎকর্ম)। (২)বি: অস্তিত্বমাত্র (সৎস্বরূপ) ; ব্রহ্ম (ওঁতৎসৎ)। [সং. √অস্+অৎ (তৃ)]। বি: **-কর্ম** (-মন্), **-কার্য**—ভাল কাজ, লোকহিতকর বা পুণ্যকর্ম।

সৎ২—বিণ: সতিন-সম্পর্কিত। [সং. সপত্নী]। বি: **-ছেলে**—সতীনের ছেলে, সপত্নীপুত্র। বি-(স্ত্রী): **-মেয়ে**। বি: **-ভাই**—সৎ মায়ের ছেলে, বৈমাত্র ভাই। বি(স্ত্রী): **-বোন**। বি: **-মা**—গর্ভধারিণীর সতিন, বিমাতা। বি: **-শাশুড়ি**—শাশুড়ির সতিন।

সৎকার, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া—বি: সমাদর, সম্মান, পূজা, সেবা (অতিথি-সৎকার), মড়া পোড়াইবার কাজ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (মৃতের সৎকার করা)। [সং. সৎ+√কৃ+অ, তি (ভা), অ (ভা)+আ]। বিণ: **সৎকৃত**—সৎকার করা হইয়াছে এমন।

সত্তম—বিণ: অত্যুত্তম ; সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ; সাধুতম। [সং. সৎ+তম]।

সত্তর—বি বিণ: ৭০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ততি]।

সত্তা—বি: অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা ; নিত্যতা ; উৎপত্তি ; শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ ; সাধুতা। [সং. সৎ+তা (ভা)]।

সত্ত্ব—বি: সত্তা, অস্তিত্ব (ধনসত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত) ; ত্রিগুণের শ্রেষ্ঠটি, সত্ত্বগুণ ; স্বভাব, প্রকৃতি

(বোধিসত্ত্ব); আত্মা; প্রাণ; চৈতন্য; শক্তি (মহাসত্ত্ব নৃপতি), পরাক্রম, সাহস; প্রাণী, জীব (অন্তঃসত্ত্বা); পদার্থ; ঐশ্বর্য; (বাং.) রস বা রসদ্বারা প্রস্তুত পদার্থ (আমসত্ত্ব)। অব্য: **সত্ত্বেও**—কোন কিছু থাকিলেও বা পাইলেও বা হইলেও বা ঘটিলেও প্রভৃতি। [সং. সৎ+ত্ব]।

সত্য, (কথ্য) **সত্যি**—(১)বিণ: প্রকৃত, যথার্থ; বাস্তব; ঠিক, নির্ভুল। (২)বি: সত্তা, বিদ্যমানতা, নিত্যতা; যাথার্থ্য; প্রতিজ্ঞা (সত্য রক্ষা, সত্য বলা), শপথ, দিব্য (তিন সত্য করা); হিন্দুমতে চার যুগের প্রথমটি; পৌরাণিক সপ্তলোকের অন্যতম। [সং. সৎ+য (ভা)]। **তিন সত্য**—এক সঙ্গে একই প্রতিজ্ঞা তিনবার উচ্চারণ; দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বিণ: **-কার, -কারের**—সত্য, যথার্থ, প্রকৃত। বি: **-তা**। বি: **-নারায়ণ**—হিন্দু-দেবতাবিশেষ, সত্যপীর। বিণ: **-নিষ্ঠ, -পরায়ণ**—সত্যবাদী; সত্যানুরাগী। বি: **-পথ**—প্রকৃত পথ বা উপায়। বি: **-পীর**—হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের প্রতীকস্বরূপ দেবতাবিশেষ, মুসলমান পীররূপী নারায়ণ। বিণ: **-প্রতিজ্ঞ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিণ: **-প্রিয়**—সত্য ভালবাসে এমন; সত্যনিষ্ঠ। বিণ: **-বাদী** (-দিন্)—সত্য কথা বলে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী**। বি: **-বাদিতা**। **-বান্** (-বৎ)—(১)বিণ: সত্যযুক্ত; সত্যনিষ্ঠ; (২)বি: দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র, সাবিত্রীর স্বামী। বিণ.-বি: **-ব্রত**—যাহার কাছে সত্যপালন অবশ্য-পালনীয় ব্রততুল্য। বি: **-ভঙ্গ**—প্রতিশ্রুতি পালন না করা। বি: **-রক্ষা**—প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য করা। বিণ: **-সন্ধ**—সত্যপ্রতিজ্ঞ। বি: **সত্যাগ্রহ**—ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্যসাধনার্থ কষ্টস্বীকার বা কৃচ্ছ্রসাধন; (শিথি.) ধর্মঘট। বিণ.বি: **সত্যাগ্রহী** (-হিন্)—সত্যাগ্রহপালনকারী; (শিথি.) ধর্মঘটী। বি: **সত্যানুসন্ধান**—প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য অনুসন্ধান বা গবেষণা। বি: **সত্যাপন, সত্যাপনা**—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান; দাদন বা বায়না দেওয়া; দাদন, বায়না। [সং. √সত্যাপি (নামধাতু)+অন (ভা), +আ]। বি: **সত্যাসত্য**—সত্য ও মিথ্যা।

সত্র—বি: অন্নাদি বিতরণের স্থান, সদাব্রত, ছত্র (জলসত্র, অন্নসত্র); যজ্ঞ; উচ্চবিচারালয় ব্যবস্থাপক-পরিষদ্ ইত্যাদির অধিবেশন, session [স.প.]। [সং. √সদ্+ত্র]।

সত্রাস—বিণ: সভয়; ভীত। [সং. সহ+ত্রাস]। ক্রি-বিণ: **সত্রাসে**—ভয়ের সঙ্গে; ভীত অবস্থায়।

সত্বর—বিণ ক্রি-বিণ: ত্বরাযুক্ত; শীঘ্র, ত্বরায়। [সং. সহ+ত্বরা]।

সদন—বি: গৃহ, আলয়; সকাশ, সমীপ (রাজ-সদনে)। [সং. √সদ্+অন]।

সদনুষ্ঠান—বি: সংকার্য। [সং. সৎ১+অনুষ্ঠান]।

সদভিপ্রায়—বি: সাধু উদ্দেশ্য। [সং. সৎ১+অভিপ্রায়]।

সদম্ভ—বিণ: দম্ভযুক্ত, দাম্ভিক, গর্বিত। [সং. সহ+দম্ভ]। ক্রি-বিণ: **সদম্ভে**—দম্ভভরে।

সদয়—বিণ: দয়ালু; অনুকূল। [সং. সহ+দয়া]।

সদর—(১)বি: জেলার প্রধান নগর (মকদ্দমার তদারকে সদরে যাওয়া); বহির্বাটী, অন্তঃপুরের বাহির; বাহিরের পিঠ। (২)বিণ: জেলার প্রধান নগর সম্পর্কিত; প্রধান (সদর কাছারি); বাহিরের (সদর দরজা, সদর রাস্তা)। [আ. সদ্র]। **সদর কাছাড়ি**—প্রধান কার্যালয় বা দফতর। **সদর খাজনা, সদর জমা**—সরকারকে দেয় রাজস্ব। **সদর দরজা**—বাড়ির বাহিরে যাইবার প্রধান দরজা, সিংহদ্বার। **সদর নায়েব**—সদর কাছারির নায়েব। **ঘুঁটেকুড়ানির ছেলে সদর নায়েব**—(বিদ্রূ.) অতি হীন ব্যক্তির উচ্চপদ-লাভ। বি: **সদরআলা,** (কথ্য) **সদরালা**—সাবজজ।

সদর্থক—বিণ: অস্তিত্ববাচক, ধনাত্মক, positive; সাধু বা উত্তম অর্থসূচক। [সং. সৎ১+অর্থ+ক]।

সদর্প—বিণ: দর্পযুক্ত, অহঙ্কৃত, গর্বিত। [সং. সহ+দর্প]। ক্রি-বিণ: **সদর্পে**—দর্পভরে, দর্পের সহিত।

সদসৎ—বিণ: ভাল ও মন্দ; ন্যায় ও অন্যায়; অস্তিত্ববিশিষ্ট ও অস্তিত্বহীন। [সং. সৎ১+অসৎ]।

সদস্য—বি: সভা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সভ্য, মেম্বার। [সং. সদস্+য]।

সদা অব্য.ক্রি-বিণ: সর্বদা, সতত, সকল সময়ে, চিরকাল। [সং. সর্ব+দা (নি.)]। **-নন্দ**—(১)বিণ: চির-আনন্দময়; (২)বি: শিব। বিণ: **-আনন্দময়**—সর্বদা আনন্দপূর্ণ। বি: **-ব্রত**—অন্নসত্র। **-শিব**—(১)বি: মহাদেব; (২)বিণ: অতি উদার, সর্বদাই এবং অল্পে সন্তুষ্ট (সদাশিব ব্যক্তি)। বিণ: **-শ্রুত**—সর্বদা বা প্রায়ই শোনা

যায় বা শোনা হয় এমন। অব্যঃ **সর্বদা**—সারাক্ষণ।

সদাগর—**সওদাগর**-এর কথ্য রূপ।

সদাচার—বিঃ শাস্ত্রবিহিত বা সাধু আচরণ। [সং. সৎ১+আচার]। বিণঃ **সদাচারী** (-রিন্)—সদাচারসম্পন্ন।

সদাত্মা (-ত্মন্)—বিণঃ সাধু, সদাশয়। [সং. সৎ১+আত্মন্]।

সদানন্দ, **সদাব্রত**—**সদা** দ্রঃ।

সদালাপ—বিঃ সৎ বা সাধু বিষয়ে কথোপকথন। [সং. সৎ১+আলাপ]। বিণঃ **সদালাপী** (-পিন্)—সদালাপকারী।

সদাশয়—বিণঃ উদারচেতা, মহাশয়, সহৃদয়। [সং. সৎ১+আশয়]। বিণ(স্ত্রী): **সদাশয়া**। বিঃ **-তা**।

সদাশিব, **সদাপ্রবৃত্ত**—**সদা** দ্রঃ।

সদিচ্ছা—বিঃ সাধু বা সৎ বাসনা; শুভকামনা। [সং. সৎ১+ইচ্ছা]।

সদুত্তর—বিঃ প্রশ্নের যথাযথ বা সন্তোষজনক জবাব [সং. সৎ১+উত্তর]।

সদুদ্দেশ্য—বিঃ সৎ বা সাধু অভিপ্রায়। [সং. সৎ১+উদ্দেশ্য]।

সদুপায়—বিঃ সাধু বা অনিন্দনীয় পন্থা, উত্তম বা উপযুক্ত উপায়। [সং. সৎ১+উপায়]।

সদৃশ—বিণঃ অনুরূপ, তুল্য, সমান। [সং. সমান+√দৃশ্+অ (র্ম)]। বিঃ **-তা**। **সদৃশ বিধান**—রোগোৎপাদক বস্তুদ্বারাই রোগের চিকিৎসা-পদ্ধতি, হোমিওপ্যাথি।

সদোষ—বিণঃ দোষযুক্ত। [সং. সহ+দোষ]।

সদ্গতি—বিঃ উত্তম গতি বা পরিণাম; স্বর্গলাভ; মুক্তি। [সং. সৎ১+গতি]।

সদ্গোপ—বিঃ বাঙ্গালী জাতিবিশেষ। [সং. সৎ১+গোপ]।

সদ্ধর্ম—বিঃ উত্তম ধর্ম; বৌদ্ধধর্ম। [সং. সৎ১+ধর্ম]।

সদ্বংশ—বিঃ উত্তম বংশ বা কুল। [সং. সৎ১+বংশ]। বিণঃ **-জাত**—উত্তম বংশে জন্মিয়াছে এমন।

সদ্বিচার—বিঃ ন্যায়বিচার, সুবিচার। [সং. সৎ১+বিচার]।

সদ্বিবেচক—**সদ্বিবেচনা** দ্রঃ।

সদ্বিবেচনা—বিঃ সদ্বিচার; সুমীমাংসা; উত্তম নির্ধারণ। [.সং. সৎ১+বিবেচনা]। বিণঃ **সদ্বিবেচক**—সদ্বিবেচনাকারী।

সদ্‌বুদ্ধি, **সদ্বুদ্ধি**—বিঃ শুভ বা উত্তম বুদ্ধি, সুবুদ্ধি। [সং. সৎ১+বুদ্ধি]।

সদ্ব্যবহার—বিঃ উত্তম বা ভদ্র ব্যবহার, শিষ্টাচার; সদুদ্দেশ্যে এবং ঠিকমত প্রয়োগ। [সং. সৎ১+ব্যবহার]।

সদ্ভাব—বিঃ সত্তা, অস্তিত্ব (অর্থের সদ্ভাব সত্ত্বেও অশান্তি); সৌহার্দ্য, বন্ধুভাব, প্রণয়। [সং. সৎ১+ভাব]।

সদ্ম (-দ্মন্)—বিঃ আবাস, গৃহ। [সং. √সদ্+মন্ (ধি)]।

সদ্যঃ (-দ্যস্), (চলিত) **সদ্য**—অব্যঃ তৎক্ষণে, তখনি; এখনই, উপস্থিত সময়ে, সবে, এইমাত্র; টাটকা। [সং. সমে অহনি, নি.]। **সদ্য সদ্য**—তৎক্ষণাৎ, সঙ্গে সঙ্গে। বিণঃ **-পক্ক**—এইমাত্র রাঁধা হইয়াছে বা পাকিয়াছে এমন। বিণঃ **সদ্যঃপাতী** (-তিন্)—উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া যায় এমন; অতিশয় নশ্বর। বিণঃ **সদ্যঃপ্রসূত**—এইমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন। বিণঃ **সদ্যঃস্নাত**—এইমাত্র স্নান করিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সদ্যঃস্নাতা**। বিণঃ **সদ্যোজাগ্রৎ**—এইমাত্র জাগরিত হইয়াছে এমন। বিণঃ **সদ্যোজাত**—সদ্যঃপ্রসূত। বিণঃ **সদ্যোজীবী**—জন্মমাত্র মারা পড়ে বা বিনষ্ট হয় এমন, ক্ষণস্থায়ী ('জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী' : মধু.)। বিণঃ **সদ্যোমুক্ত**—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত বা মোক্ষপ্রাপ্ত ('এখানে জন্মিবে যেই সদ্যোমুক্ত হবে সেই' : ভা. চ.); সবে মুক্তিপ্রাপ্ত। বিণঃ **সদ্যোমৃত**—এইমাত্র মারা গিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সদ্যোমৃতা**।

সদ্‌যুক্তি—বিঃ উত্তম যুক্তি বা পরামর্শ। [সং. সৎ১+যুক্তি]।

সধবা—বিঃ যে নারীর পতি জীবিত আছে, এয়োস্ত্রী। [সং. সহ+ধব+আ]।

সধর্মা (-র্মন্), **সধর্মী** (-র্মিন্)—বিণঃ একই ধর্ম গুণ বা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছে এমন; তুল্য, সদৃশ। [সং. সমান+ধর্মন্, সধর্ম+ইন্]।

সন—বিঃ সাল, অব্দ; বৎসর। [আ.]।

সনদ, **সনন্দ**—বিঃ (প্রধানতঃ সরকারী) হুকুম-নামা, ফার্মান; দলিল; উপাধিপত্র। [আ. সনদ]।

সনসন—**শনশন**-এর বানানভেদ।

সনাক্ত—**শনাক্ত**-র বানানভেদ।

সনাতন—(১)বিণঃ নিত্য, চিরবর্তমান; শাশ্বত; বহুকাল-প্রচলিত (সনাতন প্রথা)। (২)বিঃ ঈশ্বর;

ব্রহ্মা ; শিব ; বিষ্ণু । [সং. সনা+তন] । **সনাতনী**—(১)বিণ: **সনাতন**-এর স্ত্রীলিঙ্গে ; (২)বি(স্ত্রী): দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ; (৩)(বাং.) বিণ.বি: প্রাচীনপন্থী । বি: **-ধর্ম**—অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী ধর্ম, বহুকাল-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্ম ।

সনাথ—বিণ: প্রভুযুক্ত ; পতিযুক্ত ; যুক্ত, সমন্বিত । [সং. সহ+নাথ] । বিণ(স্ত্রী): **সনাথা** ।

সনির্বন্ধ—বিণ: অতিশয় আগ্রহযুক্ত বা মিনতি-যুক্ত, সাগ্রহ, সানুনয় । [সং. সহ+নির্বন্ধ] ।

সনে—**সঙ্গে**-র কোমল রূপ ।

সনেট—বি: চতুর্দশপদী কবিতাবিশেষ । [ইং. sonnet] ।

সন্ত—বি: সন্ন্যাসী, সাধু । [হি সন্ত্ > সং. সৎ, তু. ইং. saint] ।

সন্তত—বিণ: অবিচ্ছিন্ন, বহুদূর-ব্যাপী । [সং. সম্+ √তন্+ত (র্তৃ)] ।

সন্ততি—বি: সন্তান, অপত্য, পুত্র বা কন্যা ; বংশ, গোত্র ; পারম্পর্য, অবিচ্ছেদ (ভাবসন্ততি) ; শ্রেণী (দীপসন্ততি) ; ব্যাপ্তি ; বিস্তার । [সং. সম্ + √তন্+তি] ।

সন্তপ্ত—বিণ: সন্তাপযুক্ত, মানসিক যন্ত্রণাযুক্ত, শোকার্ত ; উত্তপ্ত, জ্বরাদিহেতু দেহে অধিক তাপযুক্ত । [সং. সম্+তপ্ত] ।

সন্তরণ—বি: সাঁতার । [সং সম্+তরণ] । বিণ: **-দক্ষ, -পটু**—উত্তম সাঁতারু ।

সন্তর্পণ—(১)বি: তৃপ্ত করা। (২)বিণ: তৃপ্তি-দায়ক । [সং. সম্+তর্পণ] । (বাং) ক্রি-বিণ: **সন্তর্পণে**—সতর্কতার সহিত, অতি সাবধানে ।

সন্তলন—**সন্তোলন**-এর রূপভেদ ।

সন্তাড়িত—বিণ: বিশেষভাবে আলোড়িত বা চঞ্চলীকৃত । [সং. সম্+তাড়িত] ।

সন্তান—বি: অপত্য, পুত্র বা কন্যা ; বংশধর ; অবিচ্ছেদ ধারা ; বিস্তার । [সং. সম্+ √তন্+ অ (ণে, ভা)] । বিণ(স্ত্রী): **-বতী**—সন্তানের জন্ম-দান করিয়াছে এমন ; সন্তানযুক্তা । বিণ(পুং): **-বান্** (-বৎ) । বি: **-বাৎসল্য**—সন্তানের প্রতি স্নেহ । বি: **-সন্ততি**—পুত্রকন্যা, ছেলেমেয়ে ; বংশধরগণ । বি: **-সম্ভাবনা**—সন্তানের জন্ম হইবার সম্ভাবনা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা । বিণ: **-হীন**—নিঃসন্তান । বিণ(স্ত্রী): **-হীনা** । বিণ: **সন্তানোচিত**—সন্তানের পক্ষে উপযুক্ত বা করণীয় । বি: **সন্তানোৎপাদন**—সন্তানের জন্মদান ।

সন্তাপ—বি: উত্তাপ ; মানসিক যন্ত্রণা, মনস্তাপ, শোক ; জ্বরাদিহেতু দেহের তাপবৃদ্ধি । [সং. সম্ +তাপ] । **-ন**—(১)বি: সন্তাপদান ; (২)বিণ: সন্তাপজনক । বিণ: **সন্তাপিত**—মনস্তাপযুক্ত, সন্তপ্ত । বিণ: **সন্তাপী**(-পিন্)—সন্তপ্ত, সন্তাপ-যুক্ত ।

সন্তুষ্ট—বিণ: সন্তোষযুক্ত ; অতিশয় তুষ্ট বা তৃপ্ত, লাভালাভ বা সুখদুঃখে সুপ্রসন্নচিত্ত । [সং. সম +তুষ্ট] । বিণ(স্ত্রী): **সন্তুষ্টা** । বি: **সন্তুষ্টি**—সন্তোষ, অতিশয় তৃপ্তি বা আহ্লাদ ।

সন্তোলন—বি: তেল বা ঘিতে অল্প ভাজা, সাঁতলান । [সং. সম্+হি. √তল (=ভাজা)] ; ক্রি: **সন্তোলা**—(প্রা. কা.) সাঁতলান ।

সন্তোষ—বি: সন্তুষ্টি, সম্যক্ তৃপ্তি বা তুষ্টি, নিরাকাঙ্ক্ষতা, হর্ষ । [সং. সম্+তোষ] ।

সন্ত্রস্ত—বিণ: অত্যন্ত ভীত ; ভয়ে ব্যাকুল । [সং. সম্+ত্রস্ত] । বিণ(স্ত্রী): **সন্ত্রস্তা** ।

সন্ত্রাস—বি: অতিশয় ত্রাস বা ভয় । [সং. সম্+ ত্রাস] । বি: **-বাদ**—রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য অত্যাচার হত্যা প্রভৃতি ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বনীয় : এই মত, terrorism । বিণ.বি: **-বাদী** (-দিন্)—যে সন্ত্রাসবাদে আস্থাশীল বা তদনুযায়ী কাজ করে, terrorist । বিণ: **সন্ত্রাসিত**—সন্ত্রাসযুক্ত, সন্ত্রস্ত ।

সন্দ—**সন্দেহ**-র গ্রা. রূপ ।

সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী—বি: (যাহা সম্যক্-প্রকারে দংশন করে) সাঁড়াশি, চিমটা, জাতি ইত্যাদি । [সং. সম্+ √দন্‌শ+অ, +ক+আ, +ঈ] । বিণ: **সন্দষ্ট**—কামড়ান হইয়াছে এমন ; সংলগ্ন ।

সন্দর্ভ—বি: রচনা, প্রবন্ধ, গ্রন্থ (সুপপাঠ্য সন্দর্ভ) ; সংগ্রহ (রচনা-সন্দর্ভ) । [সং. সম্+ √দৃভ্+অ (ভা, র্ম)] ।

সন্দর্শন—বি: সম্যক্ দর্শন বা অবলোকন । [সং সম্+দর্শন] ।

সন্দিগ্ধ—বিণ: সন্দেহযুক্ত (সন্দিগ্ধমনা), অনিশ্চয় (সন্দিগ্ধ বিষয়) । [সং. সম্+ √দিহ্+ত (র্তৃ, র্ম)] । বি: **-তা** ।

সন্দিষ্ট—বিণ: আদিষ্ট, নির্দেশপ্রাপ্ত । [সং. সম + √দিশ্+ত (র্ম)] ।

সন্দিহান—বিণ: সন্দেহ করিতেছে এমন, সন্দেহ-যুক্ত (সন্দিহান হওয়া) । [সং. সম্+ √দিহ্+ আন (র্তৃ)] ।

সন্দীপক—**সন্দীপন** দ্রঃ।

সন্দীপন—(১)বিঃ প্রজ্বলন; উৎসাহিত করা। (২)বিণঃ প্রজ্বালক; উৎসাহক। [সং. সম্+ দীপন]। বিণঃ **সন্দীপক**—উৎসাহক বা প্রেরণা-দাতা। বিণঃ **সন্দীপিত**, **সন্দীপ্ত**—প্রজ্বলিত; উৎসাহিত।

সন্দেশ—বিঃ সংবাদ, বার্তা; আদেশ; (বাং.) মিঠাইবিশেষ। [সং. সম্+ √দিশ্+অ (ভা)]। বিঃ **-বহ**—দূত, সংবাদ-বহনকারী।

সন্দেহ—বিঃ সংশয়, সত্যতা-নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা; অপরাধী বলিয়া অনুমান (আপনি কাহাকে সন্দেহ করেন?)। [সং. সম্+ √দিহ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ভঞ্জন**—সংশয়মোচন।

সন্ধান—বিঃ অন্বেষণ, খোঁজ (চোরের সন্ধান), ঠিকানা, পাত্তা (লোকটির সন্ধান নেই); গোপন তথ্য, রহস্য (সৃষ্টির সন্ধান); গোপন প্রবেশ-পথ ('সন্ধান লব বুঝিয়া': রবীন্দ্র); (ধনুকাদিতে শর) যোজনা (শরসন্ধান); (মদ্যাদি) গাঁজানর কাজ, fermentation; সন্ধি, মিলন, বন্ধন; মিশ্রণ; সংঘটন। [সং. সম্+ √ধা+অন (ভা)]। বিণঃ **সন্ধানী** (-নিন্), **সন্ধায়ী** (-য়িন্)—সন্ধানকারী; গোপন তথ্য জানিতে পটু বা উৎসুক (সন্ধানী মন); খোঁজ-খবর রাখে এমন (ব্যক্তি)।

সন্ধি—বিঃ মিলন, বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে ঐক্যস্থাপন বা শান্তিস্থাপন, রাজনৈতিক চুক্তি (ভার্সাইয়ের সন্ধি); মিলন-স্থান বা জোড় (সন্ধি-মুখ); শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনস্থান বা গ্রন্থি-মুখ (উরুসন্ধি); মিলন-কাল (যুগসন্ধি, বয়ঃসন্ধি); দিনরাত্রি বা দুই তিথি ইত্যাদির মিলনকাল (সন্ধিক্ষণ, সন্ধিপূজা); খোঁজ, সন্ধান, রহস্য ('নারীর মায়ার সন্ধি': কৃত্তি.); কৌশল ('কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি': ক. ক.); সুড়ঙ্গ, সিঁদ (সন্ধিপথ); (ব্যাক.) দুই বর্ণের মিলন (স্বরসন্ধি)। [সং. সম্+ √ধা+ই]। বিঃ **-ক্ষণ**—সংযোগকাল, এক কালের অবসান ও অন্য কালের আরম্ভের সময়। বিঃ **-পূজা**—মহাষ্টমীর অবসান হইয়া মহানবমীর সঞ্চার হইতেছে ঠিক এমন সময়ে দুর্গাপূজা। বিণঃ **-বদ্ধ**—রাজনৈতিক সন্ধি বা চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ। বিঃ **-বাত**—গেঁটে বাত। বিঃ **-বিগ্রহ**—রাজনৈতিক সন্ধি ও যুদ্ধ। বিঃ **-ভঙ্গ**—রাজনৈতিক চুক্তিবিরোধী কার্য।

সন্ধিত—বিণঃ মিলিত; সন্ধিদ্বারা বদ্ধ; বদ্ধ; মদ্যে পরিণত, গাঁজান, fermented। [সং. সন্ধা+ইত]।

সন্ধিৎসা—বিঃ সন্ধান করিবার ইচ্ছা। [সং. সম্ + √ধা+সন্+অ+আ]। বিণঃ **সন্ধিৎসু**—সন্ধান করিতে ইচ্ছুক।

সন্ধুক্ষণ—বিঃ উদ্দীপন, উত্তেজন। [সং. সম্+ √ধুক্ষ্ + অন (ভা)]। বিণঃ **সন্ধুক্ষিত**—উদ্দীপিত, উত্তেজিত।

সন্ধ্যা—বিঃ দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ (প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা); রাত্রির আরম্ভ, সাঁঝ (সন্ধ্যাবেলা); দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে ঈশ্বরোপাসনা, আহ্নিক (সন্ধ্যা করা); বেলা, বার (দু-সন্ধ্যা খাওয়া); পুরা এক দিন-রাত্রি (তিন সন্ধ্যাব্যাপী উপবাস); যুগসন্ধি, যুগের আরম্ভকাল (কলির সন্ধ্যা); (আল.) অবসান-কাল (জীবন-সন্ধ্যা)। [সং. সম্+ √ধৈ+অ+আ]। ক্রিঃ **সন্ধ্যা করা**—(ত্রিসন্ধ্যা) ঈশ্বরোপাসনা করা। বিঃ **সন্ধ্যা-আহ্নিক, -হ্নিক, -বন্দনা**—সায়ংকালীন ঈশ্বরোপাসনা; ত্রিসন্ধ্যা ঈশ্বরবন্দনা। বিঃ **-তারা**—সন্ধ্যাবেলায় যে তারা সবাগ্রে উদিত হয়। বিঃ **-দীপ**—সন্ধ্যাবেলায় যে প্রদীপ জ্বালিয়া তুলসী-মঞ্চে বা গৃহে দেবতার সম্মুখে রাখা হয়। বি.ক্রি-বিণঃ **-বেলা**—দিবসের অবসান ও রাত্রির সঞ্চারের অন্তবর্তী সময়। বিঃ **-রাগ**—অস্তোন্মুখ সূর্যের আলোকচ্ছটা। বিঃ **-লোক**—অস্তগামী সূর্যের ম্লান আলো।

সন্নত—বিণঃ প্রণত; অবনত। [সং. সম্+ √নম্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **সন্নতি**—প্রণাম; অবনতি, নম্রতা।

সন্নদ্ধ—বিণঃ (অস্ত্রাদি দ্বারা) সম্যক্রূপে সজ্জিত; বর্ম-পরিহিত; সংবদ্ধ; শ্রেণীবদ্ধ, বিন্যস্ত (ঘন সন্নদ্ধ)। [সং. সম্+ √নহ্+ত (র্তৃ, র্ম)]।

সন্না—বিঃ ক্ষুদ্র চিমটা। [সং. সন্দংশ]।

সন্নাহ—বিঃ বর্ম; পরিচ্ছদ। [সং. সম্+ √নহ্ +অ (ণে)]।

সন্নিকট—(১)বিঃ সন্নিধান (সন্নিকটে অবস্থিত)। (২)ক্রি-বিণঃ অতি নিকটে (সন্নিকট যাওয়া)। (৩)বিণঃ অতি নিকটবর্তী (সন্নিকট মৃত্যু)। [সং. সম্+নিকট]। ক্রি-বিণঃ **সন্নিকটে**—অতি নিকটে।

সন্নিকর্ষ—বিঃ সান্নিধ্য, নৈকট্য। [সং. সম্+ নি+ √কৃষ্+অ (ভা)]। বিঃ **-ণ**—নিকটে অবস্থান। বিণঃ **সন্নিকৃষ্ট**—সমীপবর্তী।

সন্নিধান, সন্নিধি—বিঃ নৈকট্য, সামীপ্য ; সমাগম ; আবির্ভাব ; স্থিতি। [সং. সম্+নি+√ধা+অন, ই (র্ব, ভা)]।

সন্নিপাত—বিঃ একত্র মিলন ; সমষ্টি ; সম্পূর্ণ পতন বা বিনাশ ; (আয়ু.) বাত পিত্ত কফের ত্রিবিধ দোষযুক্ত বিকারযোগ, টাইফয়েড। [সং. সম্+নিপাত]।

সন্নিবদ্ধ—বিণঃ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ; গ্রথিত। [সং সম্+নিবদ্ধ]। বিঃ **সন্নিবদ্ধ, সন্নিবন্ধন**—দৃঢ়-বন্ধন, গ্রন্থন ; দৃঢ়রূপে একত্র সঙ্কলন।

সন্নিবিষ্ট—বিণঃ বিন্যস্ত, ভিতরে প্রবিষ্ট। [সং. সম্+নিবিষ্ট]।

সন্নিবৃত্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ নিবৃত্ত বা বিরত ; প্রত্যাগত। [সং. সম্+নিবৃত্ত]। বিঃ **সন্নিবৃত্তি**—সম্পূর্ণ বিরতি ; প্রত্যাগমন।

সন্নিবেশ—বিঃ সংস্থাপন ; স্থিতি ; ভিতরে প্রবেশ করান ; বিন্যাস ; সংযোগ। [সং. সম্+নিবেশ]। বিণঃ **সন্নিবেশিত**—সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এমন।

-সন্নিভ—বিণঃ সদৃশ, তুল্য (কৃতান্তকসন্নিভ)। [সং. সম্+নি+ √ভা+অ (র্তৃ)]।

সন্নিয়োগ—বিঃ সম্যক্ বা বিধিমতে নিয়োগ ; আদেশ ; সংযোগ। [সং. সম্+নিয়োগ]।

সন্নিহিত—বিণঃ নিকটবর্তী, সান্নিধ্যে অবস্থিত ; সম্যক্ স্থাপিত। [সং. সম্+নিহিত]।

সন্ন্যস্ত—বিণঃ নিক্ষিপ্ত ; সমর্পিত ; পরিত্যক্ত। [সং. সম্+ন্যস্ত]।

সন্ন্যাস—বিঃ ভিক্ষুধর্ম ; সংসার-বাসনাত্যাগ, সংসারত্যাগপূর্বক ঈশ্বরচিন্তায় জীবনযাপন ও ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ ; হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী চতুরাশ্রমের অর্থাৎ জীবনের চার পর্যায়ের শেষটি ; রোগবিশেষ, apoplexy। [সং. সম্+নি+√অস্+অ (ভা)]। বিণ.বিঃ **সন্ন্যাসী** (-সিন্)—সন্ন্যাস অবলম্বনকারী। বিণ(স্ত্রী): **সন্ন্যাসিনী**। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—কোন কাজে কর্মকর্তার সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হইলে কাজ নষ্ট হয়।

সন্মার্গ—বিঃ সৎ পথ বা উপায়। [সং. সৎ+মার্গ]।

সন্মিত্র—বিঃ সৎ বা অকপট মিত্র। [সং. সৎ১+মিত্র]।

সপ—বিঃ বড় মাদুরবিশেষ ; [আ. সফ্]।

সপক্ষ১—বিণঃ পক্ষযুক্ত, ডানাওয়ালা। [সং. সহ+পক্ষ]। বিঃ **-তা**।

সপক্ষ২—বিণঃ একপক্ষাবলম্বী ; অনুকূল। [সং. সমান+পক্ষ]। বিঃ **-তা**।

সপত্ন—বিঃ শত্রু। [সং. সপত্নী+অ (=সপত্নী-তুল্য)]।

সপত্নী—বিঃ সতিন। [সং. সমান+পতি+ঈ]।

সপত্নীক—বিণ.ক্রি-বিণঃ পত্নীর সহিত, সস্ত্রীক। [সং. সহ+পত্নী+ক]।

সপরিবার—বিণঃ স্ত্রীপুত্রকন্যাদিসহ স্থিত। [সং. সহ+পরিবার]। ক্রি-বিণঃ **সপরিবারে**—পরিবারবর্গের সহিত।

সপর্যা—বিঃ আরাধনা, পূজা। [সং.]।

সপসপ—**সপ্‌সপ্**-এর বানানভেদ।

সপাসপ—ক্রি-বিণঃ ক্রমাগত দ্রুত সপসপ শব্দ করিয়া (সপাসপ খাওয়া) ; সপাং-সপাং করিয়া (সপাসপ বেত লাগান)।

সপাং, সপাৎ—অব্যঃ বেত্রাদিদ্বারা সজোরে প্রহারের শব্দ। [ধ্বন্যা.]। অব্যঃ **সপাং-সপাং, সপাৎ-সপাৎ**—ক্রমাগত সপাং ও সপাৎ শব্দ।

সপাদ—বিণঃ পদযুক্ত ; সওয়া। [সং. সহ+পাদ (=পা, চতুর্থাংশ)]।

সপিণ্ড—বিণ.বিঃ পিণ্ডাধিকারী অর্থাৎ সপ্ত-পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি। [সং. সমান+পিণ্ড]। বিঃ **-তা**—পিণ্ডাধিকার ; জ্ঞাতিত্ব। বিঃ **সপিণ্ডী-করণ**—মৃত্যুর এক বৎসর পরে (প্রেতত্বমোচনের জন্য) কৃত শ্রাদ্ধ, মৃত পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মার জন্য কৃত শ্রাদ্ধবিশেষ ; (বিদ্রূপে) সমূহ বিনাশ।

সপিনা—বিঃ আদালতে হাজির হইবার পর-ওয়ানা, সমন। [ইং. subpoena, আ সফীনা]।

সপেটা—বিঃ ভক্ষ্য ফলবিশেষ। [পো. zapota]।

সপ্ত (-প্তন্)—বি বিণঃ ৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সাত। [সং.]। **-ক**—(১)বিণঃ সপ্তসংখ্যক ; একসঙ্গে সাতটি ; (২)বিঃ সাতটির সমষ্টি ; (সঙ্গীতে) সুরের স্বরগ্রাম অর্থাৎ সা ঋ গা মা পা ধা নি : এই সাতটি সুরের সমষ্টি। বিণঃ **-চত্বারিংশ, চত্বারিংশতম**—সাতচল্লিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **চত্বারিংশী, চত্বারিংশত্তমী**। বি.বিণঃ **-চত্বারিংশৎ**—৪৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সাতচল্লিশ। বিঃ **-চ্ছদ**—ছাতিম গাছ। বিণঃ **-তল**—(অট্টালিকাদি সম্বন্ধে) সাততলা, সাততলবিশিষ্ট। বিণঃ **-তাল**—সাতটি তালগাছের দৈর্ঘ্যের সমান গভীর। বি.বিণঃ **-তি**—৭০ সংখ্যা বা সংখ্যক, সত্তর। বিণঃ **-তিতম**—সত্তর সংখ্যার পূরক

বা স্থানীয়। বিণ: **-ত্রিংশ, -ত্রিশত্তম**—সাঁইত্রিশ সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-ত্রিংশত্তমী**। বি.বিণ: **-ত্রিংশৎ**—৩৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সাঁইত্রিশ। বি.বিণ: **-দশ** (-দশন্)—১৭ সংখ্যা বা সংখ্যক, সতের। বিণ: **-দশ**—সতের সংখ্যার পূরক বা স্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-দশী**—সতের স্থানীয়া; সতের বৎসর বয়স্কা। বি: **-দ্বীপ**—জম্বু কুশ প্লক্ষ শাল্মলী ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর: হিন্দু-পুরাণোক্ত এই সাতটি দ্বীপ বা পৃথিবীর সাতটি বিভাগ। **-দ্বীপা**—(১)বিণ(স্ত্রী): সপ্তদ্বীপযুক্তা; (২)বি: পৃথিবী। অব্য.ক্রি-বিণ: **-ধা**—সাত প্রকারে ভাগে বা দিকে; সাতবার। বিণ: **-নবতি**—সাতানব্বই। বিণ: **-নবতিতম**—সাতানব্বই সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-নবতিতমী**। বি.বিণ: **-পঞ্চাশৎ**—সাতান্ন। বিণ: **-পঞ্চাশত্তম**—সাতান্ন সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-পঞ্চাশত্তমী**। **-পদী**—(১)বি: হিন্দুপরিণয়কালে বরবধূর একত্রে সপ্তপদগমনরূপ অনুষ্ঠান; (২)বিণ(স্ত্রী): সাত-খানি চরণযুক্তা। বি: **-পর্ণ**—**সপ্তচ্ছদ**-এর অনুরূপ। বি: **-পাতাল**—তল অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল: হিন্দুপুরাণোক্ত এই সপ্ত অধোভুবন। বি.বিণ: **-বিংশতি**—সাতাশ। বিণ: **-বিংশতিতম**—সাতাশ সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-বিংশতিতমী**। বিণ: **-ম**—সাতের পূরক। **-মী**—(১)বিণ: **সপ্তম**-এর স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বি: (জ্যোতিষ.) তিথিবিশেষ। বি: **-রথী** (-থিন্)—দ্রোণাচার্য কর্ণ কৃপাচার্য অশ্বত্থামা শকুনি দুর্যোধন দুঃশাসন: বালক অভিমন্যুকে একযোগে আক্রমণপূর্বক বধকারী এই সপ্ত বীর। বি: **-র্ষি**—মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ: এই সাত ঋষিশ্রেষ্ঠ; নক্ষত্র-পুঞ্জবিশেষ, Great Bear, Ursa Major। বি: **-র্ষিমণ্ডল**—সপ্তর্ষি নামে খ্যাত নক্ষত্রসমূহের সমবায়। বি: **লোক, -স্বর্গ**—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ জন মহঃ তপঃ সত্য: হিন্দুপুরাণোক্ত এই সপ্ত ভুবন। বি: **-শতী**—সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী; সাত শতের সমবায়। বি.বিণ: **-ষষ্টি**—সাতষট্টি। বিণ: **-ষষ্টিতম**—সাতষট্টি সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী):—**-ষষ্টিতমী**। বি: **-সমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু**—লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি ক্ষীর স্বাদূদক: হিন্দুপুরাণোক্ত এই সাত সমুদ্র। বি: **-সুর, -স্বর**—(সঙ্গীতে) ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ: স্বরগ্রামভুক্ত এই সাতটি সুর। বি: **স্বরা**—জলতরঙ্গবাদ্য।

সপ্তা—**সপ্তাহ**-র কথ্য রূপ।

সপ্তাশীতি—বি.বিণ: সাতাশি। [সং. সপ্ত+অশীতি]। বিণ: **-তম**—সাতাশি সংখ্যক। বিণ(স্ত্রী): **-তমী**।

সপ্তাশ্ব—বি: (সপ্ত অশ্ববাহিত রথারূঢ় বলিয়া) সূর্য। [সং. সপ্ত+অশ্ব]।

সপ্তাহ—বি: রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি: এই সাত দিন; পরপর যে-কোন সাত দিন। [সং. সপ্ত+অহন্]।

সপ্রতিভ—বিণ: প্রতিভান্বিত; লজ্জা পায় না বা ঘাবড়ায় না এমন, সঙ্কোচ-মুক্ত, চট্পটে। [সং. সহ+প্রতিভা]।

সপ্রমাণ—বিণ: প্রমাণযুক্ত; প্রমাণিত। [সং. সহ+প্রমাণ]।

সপ্সপ্—অব্য: সম্যক্ সিক্ততার ভাবপ্রকাশ (ভিজে সপ্সপ্ করা); তরল বস্তু খাইবার শব্দ (সপ্সপ্ করে পায়স খাওয়া)। বিণ: **সপ্সপে**—ভিজিয়া সপ্সপ্ করিতেছে এমন।

সফর১—বি: দেশভ্রমণ; ভ্রমণ; মুসলমানি বৎসরের অন্যতম মাস। [আ.]। **সফরি, সফরিয়া**—(১)বিণ: সফর-সংক্রান্ত; সমুদ্রযাত্রা বা সমুদ্রবাণিজ্য সংক্রান্ত; (২)বিণ.বি: বাণিজ্য-পোতারোহী।

সফরী, সফর২—বি: পুঁটিমাছ। [সং.]। **অগভীর জলে সফরী ফরফরায়তে**—অল্প জলে পুঁটিমাছ ফরফর করিয়া বেড়ায়; (আল.) সামান্য-বিদ্যার অধিকারীরাই বিদ্যা জাহির করে বেশী।

সফল—বিণ: ফলবান্; সিদ্ধিযুক্ত, সিদ্ধ। [সং. সহ+ফল]। বি: **-তা**।

সফেদ—বিণ: সাদা, শ্বেত, শুভ্র। [ফা.]।

সফেদা—বি: চাউলের গুঁড়া; সুমিষ্টফলবিশেষ; সীসা হইতে প্রস্তুত সাদা রঙ। [উ.]।

সফেন—বিণ: ফেনাযুক্ত (সফেন তরঙ্গ); মাড়-সমেত (সফেন ভাত)। [সং. সহ+ফেন]।

সব১—**সাব**-এর রূপভেদ।

সব২—(১)বিণ: সমস্ত, সকল (সব মানুষ, 'পাখী সব')। (২)সর্ব: সকল লোক বা বিষয় (সবে বলে, সব জানি); সমস্ত সম্পদ্ (সব হারান)। [সং. সর্ব]। বিণ: **-চিন**—সবার সহিত পরিচয় আছে বা সকলকে চেনে এমন। বিণ: **-জান্তা**—(ব্যঙ্গে) সব-কিছু জানে এমন, সর্বজ্ঞ।

বিণ-বিণ.ক্রি-বিণ: **-সমেত**—মোট, সর্বসমেত। বিণ-বিণ: **-সে**—সর্বাপেক্ষা [হি. সব্‌সে]। সর্ব: **সবাই,** (কথ্য) **সব্বাই**—সকলেই, সর্বজনেই; প্রত্যেকেই। বিণ: **সবাকার, সবার**—সকলের, সর্বজনের; প্রত্যেকের। সর্ব: **সবে**—সর্বজনে, সকলে।

সবংশ—বিণ: বংশের সমস্ত ব্যক্তির সহিত। [সং. সহ+বংশ]। ক্রি-বিণ: **সবংশে**—বংশের সমস্ত ব্যক্তির সহিত।

সবজি, সবজী—বি: রাঁধিয়া খাইবার উপযোগী তরিতরকারি, আনাজ। [ফা. সবজী]। বি: **-বাগ**—সবজির ক্ষেত।

সবৎস—বিণ: বাছুর-সহিত (সবৎসা গাভী); (কৌতু.) সন্তান-সহিত। [সং. সহ+বৎস]। বিণ(স্ত্রী): **সবৎসা**।

সবন্ধু—বিণ: বন্ধুসহিত। [সং. সহ+বন্ধু]।

সবরী কলা—বি: মর্তমান কলা। [দেশী]।

সবর্ণ—(১)বি: সমান বর্ণ বা জাতি; (ব্যাক.) যাহাদের উচ্চারণস্থান বা উচ্চারণের প্রযত্ন সমান এমন বর্ণ। (২)বিণ: সমজাতিভুক্ত, সদৃশ। [সং. সমান+বর্ণ]।

সবল—বিণ: বলশালী; সসৈন্য। [সং. সহ+বল]। বিণ(স্ত্রী): **সবলা**। বি: **-তা**। ক্রি-বিণ: **সবলে**—শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সজোরে; দলবল লইয়া, সসৈন্যে।

সবলোট—বিণ: সমস্ত লুঠ করে বা আত্মসাৎ করে এমন। [সব২+লুঠ দ্র:]।

সবাই, সবাকার, সবার—**সব**২ দ্র:।

সবাক্—বিণ: কথা বলে এমন। [সং. সহ+বাক্]। বি: **-চিত্র**—যে বায়স্কোপের ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা শোনা যায়, talkie।

সবান্ধব—বিণ: বান্ধবদের সহিত। [সং. সহ+বান্ধব]।

সবিকল্প—বিণ: বিকল্পযুক্ত। [সং. সহ+বিকল্প]। **সবিকল্প সমাধি**—যোগের এক-প্রকার সমাধি (তু. **নির্বিকল্প সমাধি**)।

সবিতা (-তৃ)—(১)বিণ: প্রসবকারী, জনয়িতা। (২)বি: সূর্য; ঈশ্বর। [সং.]। **সবিত্রী**—(১)বিণ(স্ত্রী): প্রসবকারিণী, (২)বি: জননী।

সবিনয়—বিণ: বিনয়যুক্ত, বিনীত (সবিনয় নিবেদন)। [সং. সহ+বিনয়]। ক্রি-বিণ: **সবিনয়ে**—বিনয়ের সহিত।

সবিরাম—বিণ: বিরতিযুক্ত বা বিশ্রামযুক্ত, ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয় এমন, intermittent (সবিরাম জ্বর)। [সং. সহ+বিরাম]।

সবিশেষ—(১)বিণ: সম্যক্‌প্রকার; বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, খুঁটিনাটির সহিত। (২)ক্রি-বিণ: বিশেষরূপে বা বিশদরূপে। [সং. সহ+বিশেষ]।

সবিষ—বিণ: বিষযুক্ত, বিষধর; বিষমিশ্রিত। [সং. সহ+বিষ]।

সবিস্তার, (বিরল) **সবিস্তর**—বিণ: বিশদ; বিস্তার-যুক্ত বা বাহুল্যযুক্ত। [সং. সহ+বিস্তার, বিস্তর]। ক্রি-বিণ: **সবিস্তারে**—বিস্তারিতভাবে।

সবিস্ময়—বিণ: বিস্ময়যুক্ত, বিস্মিত। [সং. সহ+বিস্ময়]। ক্রি-বিণ: **সবিস্ময়ে**—বিস্ময়ের সহিত।

সবুজ—বিণ.বি: বর্ণবিশেষ, হরিৎ; (আল.) অল্পবয়স্ক বা তরুণ ('ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা': রবীন্দ্র)। [ফা. সব্‌জ]।

সবুর—বি: ধৈর্যধারণ; অপেক্ষা, কালবিলম্ব, দেরি। [আ. সব্‌র্]। **সবুরে মেওয়া ফলে**—ধৈর্যধারণ করিলে উত্তম ফল লাভ হয়।

সবে১—**সব**২ দ্র:।

সবে২—অব্য: মোটে, সবশুদ্ধ, সর্বসাকল্যে (সবে একশ লোক); মাত্র, কেবল (সবে দু-দিন এসেছি), এইমাত্র (সবে ভোর হল, সবে এল)। [সং. সব]। **সবে ধন নীলমণি**—একমাত্র সম্বল। অব্য: **-মাত্র**—এইমাত্র; কেবল; এক-মাত্র।

সবেবরাত (-রাৎ)—**শবেবরাত**-এর বানানভেদ।

সব্জী—**সবজি**-র বানানভেদ।

সব্য—বিণ: বাম, বাঁ, বাম ও দক্ষিণ উভয়। [সং. √সূ+য (র্য)]। **-সাচী** (-চিন্)—(১)বিণ: দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই সমভাবে শরচালনায় সমর্থ; (২)বি: (উভয় হস্তদ্বারাই সমভাবে শর-নিক্ষেপে সমর্থ ছিলেন বলিয়া) অর্জুন।

সভক্তি—বিণ: ভক্তিযুক্ত। [সং. সহ+ভক্তি]।

সভয়—বিণ: ভয়যুক্ত, ভীত। [সং. সহ+ভয়]। ক্রি-বিণ: **সভয়ে**—ভয়ের সহিত।

সভর্তৃকা—বিণ(স্ত্রী): সধবা। [সং. সহ+ভর্তৃ+ক+আ]।

সভা—বি: সমিতি, পরিষৎ (আইনসভা); সঙ্ঘ, ক্লাব (সাংবাদিক সভা); সমাজ, গোষ্ঠী (ব্রাহ্মণসভা); সম্মেলন, বৈঠক, কোন-কিছু আলোচনার জন্য লোক-সমাগম (সভা করা); দরবার (রাজসভা)। [সং.]। ক্রি: **সভা আহ্বান**

করা, সভা ডাকা—সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা-পূর্বক সভ্যগণকে বা জনসাধারণকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা। ক্রিঃ **সভা করা**—সভার অনুষ্ঠান করা। বিঃ **-কক্ষ, -গৃহ, -তল, -মণ্ডপ, -স্থল**—যে স্থানে সভার অধিবেশন হয়। বিঃ **-কবি**—রাজসভাদিতে নিযুক্ত কবি। বিঃ **-কুট্টিম**—সভার পাকা মেজে। বিঃ **-খণ্ড**—সভাগণ। বিঃ **-জন**—সভাস্থ লোক, সভ্য, সভাসদ্। বি(স্ত্রী)ঃ **-নেত্রী**—সভার কার্যাদির পরিচালিকা। বিঃ **-পতি**—সভার কার্যাদির পরিচালক। বিঃ **-ভঙ্গ**—সভার অধিবেশনের কার্য শেষ। বিঃ **-রম্ভ**—সভার অধিবেশনের আরম্ভ। বিঃ **-সদ্, -সৎ** (-সদ্)—সভায় যোগদানকারী, সদস্য। বিঃ **-সমিতি**—বিবিধ সভা। বিঃ **সভা-সাহিত্য**—রাজসভাদির পৃষ্ঠপোষকতায় সভাসাহিত্যিকগণ কর্তৃক রচিত সাহিত্য, court literature। বিঃ **সভা-সাহিত্যিক**—রাজসভাদিতে নিযুক্ত সাহিত্যিক। বিণঃ **-সীন**—সভায় বা দরবারে উপস্থিত বা উপবিষ্ট। বিণঃ **-স্থ**—সভায় উপস্থিত।

সভে—**সবে**১-র অপ্র রূপ।

সভ্য—(১)বিঃ সভা বা সঙ্ঘের সদস্য। (২)বিণঃ ভদ্র, শিষ্ট, মার্জিত, সুরুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতি-সম্পন্ন। [সং সভা+য]। স্ত্রীঃ **সভ্যা**। বিঃ **-তা—সভ্য** (বিণ.)-এর সকল অর্থে, ভদ্র আচরণ, মার্জিত রুচি, জীবনযাপন-প্রণালীর একটি বিশিষ্ট উৎকর্ষ। বিণঃ **-তাভিমানী** (-নিন্)—সুরুচিসম্পন্ন বা সংস্কৃতিসম্পন্ন বলিয়া গর্বকারী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-তাভিমানিনী**। বিণঃ **-ভব্য**—শিষ্ট ও ভদ্র। বিঃ **-সমাজ**—সমাজের অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিষ্ট ও মার্জিতরুচি সম্প্রদায়।

সম—(১)বিণঃ তুল্য, সমান, অনুরূপ (সমকক্ষ, সমপদস্থ, কালসম); অভিন্ন, একই (সমকাল); ঋজু, অবক্র (সমরেখা, সমতল); যুগ্ম (সমরাশি); সম্পূর্ণ; সাধু। (২)বিঃ (সঙ্গীতে) তালের মাত্রাবিশেষ বা সমাপ্তি। [সং √সম্ +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-কক্ষ**—তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী বা বলশালী; তুল্য; সমান। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-কক্ষা**। বিঃ -তা। বিঃ **-কাল**—একই কাল বা সময়। বিণঃ **-কালিক, -কালীন**—একই কালের বা সময়ের, সমসাময়িক। বিণঃ **-কেন্দ্রিক**—একই কেন্দ্রযুক্ত, concentric। বিঃ **-কোণ**—(জ্যামি.) একটি সরলরেখার উপর লম্বভাবে অন্য একটি সরলরেখা অঙ্কন করিলে যে কোণ উৎপন্ন হয়, right angle। বিণঃ **-কৌণিক**—সমকোণযুক্ত; সমকোণসংক্রান্ত। বিঃ **-গুণশ্রেঢ়ী**—(গণি) যে শ্রেঢ়ীর সংখ্যাসমূহ সমভাবে গুণিত, geometrical progression। বিঃ **-ঘন**—(জ্যামি.) সমান গুণযুক্ত বা আকারযুক্ত ঘন। বিঃ **-চতুর্ভুজ**—(জ্যামি.) যে চতুষ্কোণের বাহুচতুষ্টয় ও কোণচতুষ্টয় পরস্পর সমান। **-জাতি**—(১)বিঃ সমান শ্রেণী; একই জাতি; (২)বিণঃ একজাতিভুক্ত। বিঃ **-জাতিতা, -জাতিত্ব**। বিণঃ **-জাতীয়**—একই জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-জাতীয়া**। বিঃ **-জাতীয়তা, -জাতীয়ত্ব**। বিঃ **-তট**—পূর্ববঙ্গ। বিণঃ **-তল**—অবন্ধুর, চৌরস, এবড়ো-খেবড়ো নহে এমন, plain। বিঃ **-তা**—তুল্য বা সমান অবস্থা, আনুরূপ্য; অভিন্নতা; ঋজুতা; অবন্ধুর অবস্থা; যুগ্মতা, সাম্পূর্ণ্য; সাধুতা। বিণঃ **-তুল**—সমান ওজনবিশিষ্ট, সমান-সমান; সমকক্ষ। বিণঃ **-তুল্য** (অশু.)—সমান-সমান; সমকক্ষ। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-তুল্যা**। বিঃ **-তুল্যতা**। বিঃ **-দর্শন**—সমানজ্ঞানে অর্থাৎ কোন ভেদাভেদ না করিয়া দর্শন বা বিচার, নিরপেক্ষ বিচার। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—সমদর্শনকারী; রাগদ্বেষবর্জিত; নিরপেক্ষ, ভেদাভেদ করে না এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-দর্শিনী**। **-দঃখ**—(১)বিণঃ সমদুঃখী; (২)বিঃ সমান দুঃখ। বিণঃ **-দঃখী** (-খিন্)—সমান দুঃখযুক্ত; সমব্যথী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-দঃখিনী**। বিণঃ **-দূরবর্তী** (-র্তিন্)—কোন নির্দিষ্ট স্থান হইতে সমান দূরে অবস্থিত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-দূরবর্তিনী**। বিঃ **-দূরবর্তিতা**। বিঃ **-দৃষ্টি**—সমদর্শন; নিরপেক্ষ বিচারের ক্ষমতা। বিঃ **-দ্বিভুজ**—(জ্যামি.) সমদ্বিবাহু ক্ষেত্র, rhomboid। বিণঃ **-ধর্মা** (-র্মন্)—সমান অথবা একরূপ ধর্মবিশিষ্ট বা গুণযুক্ত; (বাং.) একই ধর্মাবলম্বী। বিণঃ **-পদস্থ**—সমান পদে অধিষ্ঠিত; সমান অধিকারপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-পদস্থা**। বিণঃ **-পৃষ্ঠ**—সমতল, অবন্ধুর। বিণঃ **-প্রাণ**—অভিন্নহৃদয়; অন্তরঙ্গ। বিণ(স্ত্রী)ঃ— **-প্রাণা**। বিঃ **-প্রাণতা**। বিণঃ **-বয়সী, -বয়স্ক**—সমপরিমাণ বয়সবিশিষ্ট, একবয়সী। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-বয়সী, -বয়স্কা**। **-বৃত্ত**—(১)বিণঃ (ছন্দ.) প্রত্যেক চরণে সমসংখ্যক অক্ষরযুক্ত; (২)বিঃ ঐরূপ

ছন্দ। বিঃ **-বেদনা, -ব্যথা**—পরদুঃখে দুঃখবোধ, সহানুভূতি, দরদ। বিণঃ **-ব্যথী**—সমবেদনা-পীড়িত ; সমবেদনা বোধ করে এমন ; দরদী। বিণ(স্ত্রী): **-ব্যথিনী**। বিঃ **-ভাব**—একই ভাব বা ধরন ; সমান অবস্থা ; সাদৃশ্য। **-ভূমি**—(১)বিণঃ সমতল ; ভূমির সমান উঁচু (ঘরবাড়ি সমভূমি করা=ঘরবাড়ি চূর্ণ করিয়া মাটিতে মিশান) ; (২)বিঃ সমতল ভূমি ; সমান উচ্চ ভূমি। **-মূল্য**—(১)বিঃ সমান বা একই দাম ; (২)বিণঃ সমান বা একই মূল্যবিশিষ্ট ; তুল্য-গৌরবযুক্ত। বিঃ **-মূল্যতা**। বিঃ **-রস**—সমান সুখ, তুল্য আনন্দ ; যে আনন্দানুভূতির ভিতরে নব আনন্দানুভূতি এক হইয়া গিয়াছে। বিঃ **-রাশি**—(গণি.) যুগ্ম সংখ্যা (যেমন ২ ১৪ ২১০)। **-শ্রেণী**—(১)বিঃ একই জাতি বা গোষ্ঠী বা দল; (২)বিণঃ একই জাতি বা গোষ্ঠী বা দলের অন্তর্ভুক্ত। বিঃ **-সময়**—একই সময়। বিণঃ **-সাময়িক** (অশু. কিন্তু চলিত), (শুদ্ধ) **সামসময়িক**—একই কালের বা যুগের বা সময়ের। বিঃ **-সাময়িকতা** (অশু.), (শুদ্ধ) **সামসময়িকতা**। বিঃ **-সূত্র**—দিক্‌চক্রবালের পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দু ভেদকারী কাল্পনিক বৃত্তবিশেষ ; একই সরল-রেখা (সমসূত্রে অবস্থান) ; একই সূতা অর্থাৎ বন্ধন গ্রথন প্রভৃতির উপকরণ (সমসূত্রে গ্রথিত) ; একই উপায় (সমসূত্রে জ্ঞাত হওয়া)। বিঃ **-স্থলী**—গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থলভাগ, দোয়াব। বিঃ **-স্বামিত্ব**—সমানাধিকার, সমান মালিকানা।

সমক্ষ—(১)অব্যঃ দৃষ্টির সম্মুখে। (২)বিণঃ অগ্রবর্তী ; প্রত্যক্ষ। [সং. সম্+অক্ষি+অ]। ক্রি-বিণঃ **সমক্ষে**—দৃষ্টির সম্মুখে ; সামনে।

সমগ্র—বিণঃ সমস্ত, সম্পূর্ণ, আগাগোড়া। [সং. সম+ √গ্রস্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

সমঙ্গ—বিঃ (প্রাণি.) পতঙ্গের পূর্ণাবয়ব রূপ, imago। [সং. সম্+অঙ্গ]।

সমঙ্গা—বিণঃ সর্বত্রগামিনী। [সং. সম্+ √অনগ্+অ (র্তৃ)+আ]।

সমঝ, সমজ—বিঃ বুদ্ধি, বোধ ; বিবেচনা ; উপলব্ধি। [হি. সমঝ]। বিণঃ **-দার**—উপলব্ধি করিতে সমর্থ, রসজ্ঞ ; বোঝে এমন। [হি. সমঝ্+ফা. দার]। ক্রিঃ **সমঝা, সমজা**—সমঝান। **সমঝান, সমঝানো, সমজান, সমজানো**—(১)ক্রিঃ বুঝা ; বুঝান, উপলব্ধি করান ; সতর্ক বা শাসন করা ; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

সমঞ্জস—বিণঃ সম্পূর্ণ উচিত বা উপযুক্ত, সমীচীন, ঠিক ; সদৃশ। [সং. সম্+অঞ্জস্+অ]।

সমতীত—বিণঃ সম্পূর্ণ অতীত, বিগত। [সং. সম্+অতীত]।

সমন্ত—**সোমন্ত**-র রূপভেদ।

সমধিক—বিণঃ অত্যন্ত অধিক, ঢের বেশী। [সং. সম্+অধিক]।

সমন—বিঃ আদালতে হাজির হইবার হুকুমনামা। [ইং summons]।

সমন্তাৎ, সমন্ততঃ (-তস্)—অব্যঃ সর্বতঃ, সর্বদিকে, সর্বত্র। [সং. সমন্ত+আৎ, তস্]।

সমন্বয়—বিঃ সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, অবিরোধ, মিলন। [সং. সম্+অন্বয়]। বিণঃ **সমন্বিত**—যুক্ত, বিশিষ্ট ; সমন্বয়যুক্ত, অবিরুদ্ধ। বিণ(স্ত্রী): **সমন্বিতা**।

সমবর্তী (র্তিন্)—বিণঃ সমানভাবে বা সদৃশভাবে অবস্থিত। [সং. সম+ √বৃৎ+ইন্ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সমবর্তিনী**। বিঃ **সমবর্তিতা**।

সমবস্থ—বিণঃ সদৃশ বা একই অবস্থাযুক্ত। [সং. সম্+অবস্থা দ্রঃ]।

সমবায়—বিঃ মিলন ; নিত্য সম্বন্ধ, সমবেত বা যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, co-operation। [সং. সম্+অব+ √ই+অ (ভা)]। বিঃ **-সমিতি**—পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য যৌথভাবে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানাদি, co-operative society। বিণঃ **সমবায়ী** (-য়িন্)—নিত্যসম্বন্ধ ; উপাদানস্বরূপ।

সমবেত—বিণঃ সম্মিলিত একত্রীকৃত বা একত্রীভূত ; সঞ্চিত ; নিত্যসম্বন্ধ। [সং. সম্+অব + √ই+ত (র্তৃ)]।

সমভিব্যাহার—বিঃ সঙ্গ, একত্র অবস্থান বা গমন। [সং. সম্ + অভি + বি+আ + √হৃ + অ (ভা)]। বিণঃ **সমভিব্যাহারী** (-রিন্)—সাথী, সঙ্গী। ক্রি-বিণঃ **সমভিব্যাহারে** — সঙ্গে, সহিত।

সময়—বিঃ কাল, বেলা (পাঁচটার সময়, সন্ধ্যার সময়) ; ফুরসত, অবসর (কথা বলিবারও সময় নাই), উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট কাল ('এখনো আমার সময় হয়নি' : রবীন্দ্র, সময়ের কাজ সময়ে করা, খাবার সময় হয়েছে) ; সুযোগ (সময় বুঝে কাজ করা) ; আমল, যুগ (অশোকের সময়) ; দিন-

কাল (সময়টা খারাপ) ; সুদিন (সময়ের বন্ধু) ; অন্তিমকাল (বুড়োর সময় হয়েছে) ; আয়ুষ্কাল (সময় ফুরলে সবাই মরবে); রীতি, প্রথা, প্রচলন (কবিসময়প্রসিদ্ধি)। [সং. সম্ + √ই+অ (র্তৃ)]। বিণ: **-নিষ্ঠ**—নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করে বা আসে এমন, punctual। বি: **-নিষ্ঠা**। ক্রি-বিণ: **সময়-সময়, সময়ে সময়ে**—কখনও কখনও, মাঝে মাঝে। বিণ: **-সেবী** (-বিন্), **-সেবক**—সময় বুঝিয়া স্বীয় মত ও কর্মপ্রণালীর পরিবর্তন করে এমন, সুবিধাবাদী। বি: **সময়ান্তর**—ভিন্ন সময়। বিণ: **সময়োচিত, সময়োপযোগী** (-গিন্)—বিশেষ এক সময়ের পক্ষে উচিত বা উপযুক্ত।

সমর—বি: যুদ্ধ। [সং.]। বি: **-শয্যা**—(যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির পক্ষে) যুদ্ধক্ষেত্ররূপ শয্যা। বিণ: **-শায়ী** (-য়িন্)—যুদ্ধস্থলে নিহত। বি: **-সজ্জা**—সৈনিকের পোশাক ; যুদ্ধের আয়োজন। বি: **সমরাঙ্গন**—যুদ্ধক্ষেত্র। বি: **সমরানল**—যুদ্ধরূপ আগুন বা যুদ্ধের ভয়াবহ স্বরূপ।

সমর্থ—বিণ: সক্ষম, পারগ ; যোগ্য, উপযুক্ত ; কর্মক্ষম, বলিষ্ঠ (সমর্থ দেহ)। [সং. সম্+ √অর্থ্+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সমর্থা**। বি: **-তা**।

সমর্থক—বিণ.বি: সমর্থনকারী। [সং. সম্+ √অর্থ্+অক (র্তৃ)]।

সমর্থন, সমর্থনা—বি: প্রতিপোষণ, পক্ষাবলম্বন, দৃঢ়ীকরণ; [সং. সম্+ √অর্থ্+অন (ভা), + আ]। বিণ: **সমর্থিত**—সমর্থন করা হইয়াছে এমন, সমর্থনপ্রাপ্ত। বিণ(স্ত্রী): **সমর্থিতা**।

সমর্পণ—বি: সকল স্বত্ব ত্যাগপূর্বক দান, উৎসর্গ ; প্রদান, অর্পণ ; স্থাপন। [সং. সম্+ অর্পণ]। ক্রি: **সমর্পা**—(কাব্যে) সমর্পণ করা। বিণ: **সমর্পিত**—সমর্পণ করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সমর্পিতা**।

সমল—বিণ: ময়লাযুক্ত। [সং. সহ+মল]।

সমলংকৃত—বিণ: সুসজ্জিত ; যথাযথ বেশভূষা-পরিহিত। [সং. সম্+অলঙ্কৃত]।

সমষ্টি—বি: সাকল্য, সমগ্রতা ; মোট ; যোগফল। [সং. সম্+ √অশ্+তি (র্ম)]।

সমস্ত—বিণ: সকল, সমুদায়, সম্পূর্ণ ; (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ। [সং. সম্+ √অস্+ত (র্তৃ)]।

সমস্যমান—বিণ: (ব্যাক.) সমাসবদ্ধ করা হইতেছে এমন। [সং. সম্+ √অস্+আন (র্ম)]।

সমস্যা—বি: অতি জটিল প্রশ্ন বা বিষয় ; সঙ্কট ; চারিপাদ বা দ্বিপাদ শ্লোকের যে একপাদ অরচিত রাখিয়া অন্য কাহাকেও পূরণ করিতে দেওয়া হয়। [সং. সম্+ √অস্+য (র্ম)+আ]। বি: **-পূরণ**—সমস্যার সমাধান।

সমা—(১)বিণ: **সম**-র স্ত্রীলিঙ্গ। (২)বি: সংবৎসর। [সম দ্র:]।

সমাংশ—বি: সমান অংশ বা ভাগ। [সং. সম +অংশ]। বিণ: **সমাংশিত**—সমাংশে বিভক্ত।

সমাকর্ষণ—বি: সম্যক আকর্ষণ। [সং. সম্+ আকর্ষণ]। **সমাকর্ষী** (-র্ষিন্)—(১)বিণ: সমাকর্ষণকারী ; (২)বি: বহুদূরগামী গন্ধ।

সমাকীর্ণ—বিণ: পরিব্যাপ্ত, সঙ্কুল (বিপৎ-সমাকীর্ণ)। [সং. সম্+আকীর্ণ]।

সমাকুল—বিণ: অত্যন্ত আকুল বা কাতর ; পরিব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ (গন্ধসমাকুল) ; সংশয়যুক্ত। [সং. সম্+আকুল]। বি: **-তা**।

সমাক্রান্ত—বিণ: আক্রান্ত ; গৃহীত ; অধিষ্ঠিত ; পরিব্যাপ্ত। [সং. সম্+আক্রান্ত]। বিণ(স্ত্রী): **সমাক্রান্তা**।

সমাক্ষ—বিণ: সমান অক্ষবিশিষ্ট, একাক্ষিক, co-axial [বি. প.]। [সং. সম+অক্ষ]। বি: **-রেখা**—(ভূগো.) নিরক্ষরেখার সমান্তরালবর্তী ভূপৃষ্ঠস্থ কাল্পনিক রেখা, parallel of latitude [বি. প.]।

সমাক্ষর—বিণ: সমান অক্ষরযুক্ত। [সং. সম+ অক্ষর]।

সমাগত—বিণ: সমুপস্থিত ; সম্মিলিত। [সং. সম্+আগত]। বিণ(স্ত্রী): **সমাগতা**। বি: **সমাগতি, সমাগম**—উপস্থিতি, আগমন ; সম্মিলন।

সমাঘ্রাত—বিণ: বিশেষভাবে ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন। [সং. সম্+আঘ্রাত]।

সমাচার—বি: উত্তম আচরণ, শিষ্টাচার ; সংবাদ, খবর, বার্তা। [সং. সম্+আ+ √চর্+অ (ভা)]।

সমাচ্ছন্ন—বিণ: সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন বা আবৃত ; অভিভূত। [সং. সম্+আচ্ছন্ন]। বিণ(স্ত্রী): **সমাচ্ছন্না**। বি: **-তা**।

সমাজ—বিঃ পরস্পর সহযোগিতাপূর্বক বাসকারী মনুষ্য-সঙ্ঘ (সমাজে মিলেমিশে বাস করতে হয়); একজাতীয় প্রাণীর দল পাল বা যূথ (পশুসমাজ, পক্ষিসমাজ); জাতি, সম্প্রদায় (ক্ষত্রিয়-সমাজ, শিল্প-সমাজ); সঙ্ঘ, সভা; (বাং.) বৈষ্ণবদিগের সমাধিস্থান। [সং.]। বিণঃ **-চ্যুত**—সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, একঘরে। বিঃ **-তত্ত্ব**—মানবসমাজের ইতিহাস গঠনপ্রণালী উন্নতিবিধান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, sociology। বিণঃ **-তাত্ত্বিক**—সমাজবিজ্ঞানে পণ্ডিত। বিঃ **-তন্ত্র**—সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির হিতার্থে ভূমি ও কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত: এই মতবাদমূলক রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থা, socialism। বিণঃ **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—সমাজতন্ত্রের মতবাদ বিশ্বাস ও সমর্থন করে এমন, socialist; সমাজতন্ত্রের নীতি-অনুসারী, socialistic। বিঃ **-পতি**—গ্রাম বা সম্প্রদায়ের সামাজিক বিধিনিয়মের প্রধান সংরক্ষক, সমাজের নেতা; ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। বিণঃ **-বদ্ধ**—একত্রে সমাজে বাসকারী। **-বিজ্ঞান, -বিজ্ঞানী** (-নিন্)—যথাক্রমে **সমাজতত্ত্ব** ও **সমাজতাত্ত্বিক**-এর অনুরূপ। বিঃ **-বিদ্যা**—**সমাজতত্ত্ব**-এর অনুরূপ। বিঃ **-বিধি**—সমাজের আইনকানুন। বিণঃ **-বিরুদ্ধ, -বিরোধী** (-ধিন্)—সমাজ-জীবনের বিপক্ষ; সামাজিক রীতি-নীতির প্রতিকূল; উচ্ছৃঙ্খল। বিঃ **-শাসন**—সমাজের বিধিনিয়ম। বিঃ **-সংস্কার**—সমাজের দোষত্রুটি দূরীকরণ। বিণঃ **-সংস্কারক**—সমাজ-সংস্কারকারী। বিণঃ **-হিতৈষী** (-ষিন্)—সমাজবদ্ধ মানবগণের মঙ্গলকামী।

সমাদর—বিঃ অতিশয় আদর ও যত্ন, সংবর্ধনা। [সং. সম্+আদর]। বিণঃ **সমাদৃত**—সমাদর-প্রাপ্ত। বিণ(স্ত্রী): **সমাদৃতা**।

সমাধা, সমাধান—বিঃ সমাপন; নিষ্পত্তি, মীমাংসা; প্রতিকার। [সং. সম্+আ+ √ধা+ +অ (ভা)+আ, অন (ভা)]।

সমাধি—বিঃ পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মার নিবেশ, চিত্তবৃত্তির নিরোধপূর্বক স্বরূপে অবস্থিতি; বাহ্য-জ্ঞানহীন ধ্যান; সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পণ; গভীর তন্ময়তা; সমাধান, কবর দেওয়া; কবর, গোর। [সং. সম্+আ+ √ধা+ই]। বিঃ **-ক্ষেত্র, -স্থল, -স্থান**—গোরস্থান, কবরখানা। বিঃ **-প্রস্তর**—কবরের উপরে স্থাপিত স্মৃতিপ্রস্তর। বিণঃ **-মগ্ন, -স্থ**—সমাধিতে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া ধ্যানরত। বিঃ **-মন্দির**—কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতি-মন্দির। বিঃ **-স্তম্ভ**—কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।

সমাধ্যায়ী (-য়িন্)—বিণঃ সমপাঠী, সতীর্থ। [সং. সম্+অধি+ √ই+ইন্ (র্তৃ)]।

সমান—বিণঃ সদৃশ, একরূপ (দুজনের চেহারা সমান), তুল্য, অনুরূপ (তার সমান বুদ্ধি); অভিন্ন (দুইটি দ্রব্যেরই মূল্য সমান); একটানা, বরাবর (সে সমানে দাঁড়িয়ে রইল); ঋজু, সোজা (লাইন সমান করা), সমতল (ছাদ পিটে সমান করা। [সং. সম্+আ+ √নী +অ (র্তৃ)]। বিণঃ **সমান-সমান**—তুল্যমূল্য; তুল্যবলশালী, সদৃশ, অভিন্ন। **সমানাধিকরণ**—(১)বিঃ জাতীয় সাধারণ গুণ; একধর্ম যাহাতে সমানজাতীয় কোন পদার্থেরই ভিন্নভাব থাকে না; (২)বিণঃ আশ্রয়স্থল বা অবস্থা এক একরূপ; (ব্যাক.) বিশেষ্যবিশেষণ-সম্বন্ধ-যুক্ত এবং এক বা অভিন্ন বিভক্তি বিশিষ্ট। বিঃ **সমানাধিকার**—রাষ্ট্রে ধনিদরিদ্র-জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রজার সমান অধিকার বা ক্ষমতা।

সমানুপাত—বিঃ সদৃশ সম্বন্ধ; (গণি.) আনুপাতিক সমতা, proportion। [সং. সম+অনুপাত]।

সমান্তর—বিণঃ (গণি.) সমান দূরত্ববিশিষ্ট, equidistant; সমান পার্থক্যযুক্ত (যেমন, ২ ৬ ১০ ইত্যাদি)। [সং সম+অন্তর]। **সমান্তর শ্রেঢ়ী**—সমান ব্যবধানযুক্ত সংখ্যাসমূহ (যেমন, ৩ ৬ ৯ ১২ ১৫) arithmetical progression। বিণ (জ্যামি.) **সমান্তরাল**—সর্বত্র সমান ব্যবধান-বিশিষ্ট, parallel।

সমাপক—**সমাপন** দ্রঃ।

সমাপন—বিঃ সমাধা করা, সম্পূর্ণ করা; উদ্‌যাপন; সমাপ্তি। [সং. সম্+ √আপ্+অন (ভা)]। বিণঃ **সমাপক**—সমাপনকারী। বিণ(স্ত্রী): **সমাপিকা**—সমাপনকারিণী; (ব্যাক.) বাক্যার্থ সম্পূর্ণ-কারিণী (সমাপিকা ক্রিয়া)। বিণঃ **সমাপিত**—সম্পাদিত, নিষ্পাদিত; সমাপ্তিপ্রাপিত, শেষিত।

সমাপ্ত—বিণঃ সম্পূর্ণ; নিষ্পন্ন। [সং. সম্+ √আপ্ +ত (র্ম)]। বিঃ **সমাপ্তি**—সমাধা, সমাপন, অবসান, শেষ।

সমাবর্তন—বিঃ প্রত্যাবর্তন; ব্রহ্মচর্য পালনের পর গুরুগৃহ হইতে গার্হস্থ্যজীবনে প্রত্যাগমন;

(বাং.) 'স্নাতক' ছাত্রগণকে উপাধি-বিতরণের সভা, convocation। [সং. সম্+আবর্তন]। বিণ: **সমাবৃত্ত**—প্রত্যাবৃত্ত; ব্রহ্মচর্য পালনের পর গৃহধর্মে প্রত্যাগত।

সমাবিষ্ট—বিণ: অভিনিবিষ্ট; প্রবিষ্ট; আক্রান্ত; সমবেত। [সং. সম্+আবিষ্ট]। বিণ(স্ত্রী): **সমাবিষ্টা**।

সমাবৃত—বিণ: সম্পূর্ণ আবৃত বা আচ্ছন্ন, পরিবেষ্টিত। [সং. সম্+আবৃত]।

সমাবেশ—বি: সমাগম, একত্র উপস্থিতি বা অবস্থান (জনসমাবেশ); অভিনিবেশ; প্রবেশ [সং সম্+আ+ √বিশ্+অ (ভা)], সংস্থাপন, বিন্যাস (সৈন্যসমাবেশ) [সম্+আ+বিশ্+ণিচ্ +অ (ভা)]। বিণ: **সমাবেশিত**—সমাবেশ করা হইয়াছে এমন।

সমারম্ভ—বি: আরম্ভ; অনুষ্ঠান; আড়ম্বর। [সং. সম্+আরম্ভ]।

সমারূঢ়—বিণ: বিশেষভাবে আরূঢ় বা অধিষ্ঠিত। [সং. সম্+আরূঢ়]। বিণ(স্ত্রী): **সমারূঢ়া**।

সমারোহ—বি: জাঁকজমক, আড়ম্বর, ঘটা; অতিশয় উন্নতি। [সং. সম্+আরোহ]।

সমারোহণ—বি: বিশেষভাবে আরোহণ বা অধিষ্ঠান। [সং. সম্+আরোহণ]।

সমার্থ, সমার্থক—বিণ: একার্থবোধক; এক বা অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট। [সং. সম+অর্থ+ক]।

সমালোচক—**সমালোচন** দ্রঃ।

সমালোচন, সমালোচনা—বি: দোষগুণের সম্যক্ আলোচনা; সাহিত্য বা শিল্পের দোষগুণের আলোচনা, criticism। [সং. সম্+আলোচন, আলোচনা]। বিণ.বি: **সমালোচক**—সমালোচনাকারী; দোষদর্শী। বিণ.বি: (স্ত্রী) **সমালোচিকা**। বিণ: **সমালোচনীয়**—সমালোচনা করিতে হইবে এমন; সমালোচনার যোগ্য। বিণ: **সমালোচিত**—সমালোচনা করা হইয়াছে এমন। বিণ: **সমালোচ্য**—সমালোচনার যোগ্য বা বিষয়ীভূত।

সমাস—বি: সংক্ষেপ; সংগ্রহ; মিলন; (ব্যাক.) একাধিক পদের একপদীকরণ। [সং. সম্+ √অস্+অ (ভা)]।

সমাসক্ত—বিণ: অতিশয় আসক্ত; অভিনিবিষ্ট; সংযুক্ত। [সং. সম্+আসক্ত]। বি: **সমাসক্তি**—অতিশয় আসক্তি; সংযোগ।

সমাসঙ্গ—বি: অতিশয় আসঙ্গ বা আসক্তি; সংযোগ। [সং. সম্+আসঙ্গ]।

সমাসন্ন—বিণ: প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে বা নিকটবর্তী হইয়াছে এমন। [সং. সম্+আসন্ন]।

সমাসীন—বিণ: উপবিষ্ট। [সং. সম্+আসীন]।

সমাসোক্তি—বি: (অল.) যে অলঙ্কারে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের ব্যবহার বা ধর্ম আরোপ করা হয় (যেমন—'নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি, অশ্রুবিন্দু': মধু)। [সং. সমাস+উক্তি]।

সমাহরণ—বি: সংগ্রহ করা, একত্রীকরণ; সঞ্চয়। [সং. সম্+আহরণ]। বিণ.বি: **সমাহর্তা** (-র্তৃ)—সংগ্রহকারী; রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, collector [স. প.]। বিণ বি(স্ত্রী): **সমাহর্ত্রী**।

সমাহার—বি: সংগ্রহ; মিলন; সংক্ষেপ; সমূহ; (ব্যাক.) দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব সমাসের শ্রেণীবিশেষ। [সং. সম্+আ+ √হৃ+অ (ভা)]।

সমাহিত—বিণ: সম্পাদিত; মীমাংসিত; অবহিত, অভিনিবিষ্ট; ধ্যানমগ্ন; স্থাপিত; কবরে স্থাপিত। [সং. সম্+আ+ধা+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **সমাহিতা**।

সমাহৃত—বিণ: সংগৃহীত, একত্রীকৃত; সংক্ষিপ্ত। [সং. সম্+আহৃত]। বি: **সমাহৃতি**—সংগ্রহ, একত্রীকরণ; সংক্ষেপণ।

সমিতি—বি: পরিষৎ, সঙ্ঘ; (সং.) যুদ্ধ। [সং]। বিণ: **-ঞ্জয়**—রণজয়ী; বীর।

সমিদ্ধ—বিণ: প্রজ্বলিত; উত্তেজিত। [সং. সম্ + √ইন্ধ্+ত (র্তৃ)]।

সমিধ্, সমিৎ (-মিধ্)—বি: ইন্ধন; হোমাগ্নি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি। [সং. সম্+ √ইন্ধ্+ক্বিপ্ (ণে)]।

সমিধ—বি: যজ্ঞকাষ্ঠ; অগ্নি। [সং. সম্+ √ইন্ধ্ +অ (ণে, র্তৃ)]।

সমীকরণ—বি: একজাতীয় করা, সদৃশীকরণ; (গণি.) কোন জ্ঞাত রাশির সাহায্যে তত্তুল্য কোন অজ্ঞাত রাশির পরিমাণ নির্ধারণ; এক রাশি বা রাশিসমূহের সহিত অন্য রাশি বা রাশিসমূহের সমতা নির্দেশ, equation; (ভাষাতত্ত্বে) যুক্তবর্ণের দুইটি বিভিন্ন ধ্বনির (উচ্চারণের সুবিধার্থে) একটি ধ্বনিতে পরিবর্তন (যেমন, পদ্ম>পদ্দ, ধর্ম>ধম্ম), assimilation। [সং. সম+ঈ (চ্বি)+ √কৃ+অন (ভা)]।

সমীক্ষ—বি: সম্যক্ দৃষ্টি; অন্বেষণ; বিবেচনা;

যত্ন ; সম্যক্ জ্ঞান ; সাঙ্খ্যদর্শন। [সং. সম্+ √ঈক্ষ্+অ (ভা, ণে)]। বিঃ -ণ—সম্যক্ দর্শন, পর্যবেক্ষণ ; অন্বেষণ ; আলোচনা। বিঃ **সমীক্ষা** —সমীক্ষণ ; বিবেচনা ; যত্ন ; বুদ্ধি প্রভৃতি সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; প্রকৃতি ; বুদ্ধি ; মীমাংসাদর্শন। বিণঃ **সমীক্ষিত**—সম্যক্ দৃষ্ট, পর্যবেক্ষিত ; আলোচিত ; অন্বেষিত। **সমীক্ষ্য** —(১)বিঃ সাঙ্খ্যদর্শন ; (২)বিণঃ বিচার্য। বিণঃ **সমীক্ষ্যকারী** (-রিন্)—পূর্বাপর বা ফলাফল বিবেচনা করিয়া কার্যকারী। বিঃ **সমীক্ষ্যকারিতা**। বিণঃ **সমীক্ষ্যবাদী** (-দিন্)—পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে এমন।

সমীচীন—বিণঃ সঙ্গত, উপযুক্ত, উচিত ; যথার্থ। [সং. সম্যচ্+ঈন]।

সমীপ—(১)বিণঃ নিকট, সন্নিহিত। (২)বি. (বাং.) সন্নিধি। [সং.]। বিণঃ **-বর্তী** (-র্তিন্), **-স্থ**—নিকটবর্তী। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী**, **-স্থা**।

সমীর, সমীরণ—বিঃ বায়ু। [সং.]।

সমীহ—বিঃ সম্মানপূর্ণ ব্যবহার, খাতির, সশ্রদ্ধ সঙ্কোচ-প্রদর্শন। [সং. 'সমীহা'র রূপান্তর]।

সমীহা—বিঃ চেষ্টা ; সন্ধান ; ইচ্ছা। [সং. সম্ √ঈহ্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ **সমীহিত**—চেষ্টিত ; অভীষ্ট।

সমুখ—**সম্মুখ**-এর কোমল রূপ।

সমুচয়—**সমুচ্চয়**-এর কোমল রূপ।

সমুচিত—বিণঃ সম্পূর্ণ উচিত বা উপযুক্ত, ন্যায্য। [সং. সম্+উচিত]।

সমুচ্চ—বিণঃ অত্যন্ত উঁচু ; তারস্বরে উচ্চারিত, অত্যন্ত চড়া ('সমুচ্চ ধিক্কারে' : রবীন্দ্র]। [সং. সম্+উচ্চ]।

সমুচ্চয়—বিঃ সমূহ, সমাহার, সংগ্রহ। [সং. সম্ +উদ্+ √চি+অ (ভা)]।

সমুচ্ছেদ—বিঃ সম্যক্ উচ্ছেদ। [সং. সম্+ উচ্ছেদ]।

সমুচ্ছ্রায়, সমুচ্ছ্রয়—বিঃ অতিশয় স্ফীতি বা বৃদ্ধি ; অত্যুন্নতি। [সং. সম্+উদ্+ √শ্রি+ অ (ভা)]। বিণঃ **সমুচ্ছ্রিত**—অতিশয় স্ফীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; অত্যুন্নত।

সমুচ্ছ্বাস—বিঃ প্রবল উচ্ছ্বাস। [সং. সম্+ উচ্ছ্বাস]।

সমুজ্জ্বল—বিণঃ অত্যন্ত উজ্জ্বল। [সং. সম্+ উজ্জ্বল]।

সমুত্থান—বিঃ সম্যক্ উত্থান ; অভ্যুদয়। [সং. সম্+উত্থান]। বিণঃ **সমুত্থিত** — সমুত্থান করিয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সমুত্থিতা**।

সমুৎপাটন, সমুৎসাদন—বিঃ সম্পূর্ণ উৎপাটন ; নির্মূলন ; সম্পূর্ণ ধ্বংস। [সং. সম্+উৎপাটন, উৎসাদন]। বিণঃ **সমুৎপাটিত, সমুৎসাদিত** —মূলসমেত তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন ; সম্পূর্ণ উন্মূলিত বা বিনষ্ট।

সমুৎসুক—বিণঃ অতিশয় উৎসুক। [সং. সম্+ উৎসুক]।

সমুদয়, সমুদায়—(১)বিঃ সম্যক্ উদয়, অভ্যুত্থান; সমষ্টি (গুণসমুদয়)। (২)বিণঃ সমস্ত, সকল, সমগ্র, সম্পূর্ণ। [সং. সম্+উদ্+ √ই+অ (ভা)]।

সমুদিত—বিণঃ উদিত ; উত্থিত ; আবির্ভূত ; উৎপন্ন, জাত। [সং সম্+উদিত]।

সমুন্দর—**সমুদ্র**-এর গ্রা. রূপ।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধৃতি—বিঃ উত্তোলন ; বমন ; অন্যের রচনা বা উক্তি হইতে আহরণ। [সং. সম্+উৎ+ √হৃ+অন,+তি (ভা)]। বিণঃ **সমুদ্ধৃত**—উত্তোলিত ; বমিত ; অন্যের রচনা বা উক্তি হইতে আহৃত।

সমুদ্ভব—বিঃ প্রকাশ, উৎপত্তি, জন্ম। [সং. সম্ +উদ্ভব]। বিণঃ **সমুদ্ভূত**—উৎপন্ন, জাত।

সমুদ্ভাসন—**সমুদ্ভাসিত** দ্রঃ।

সমুদ্ভাসিত — বিণঃ সম্যক্ উদ্ভাসিত বা আলোকিত, উজ্জ্বলীকৃত। [সং. সম্+ উদ্ভাসিত]। বিঃ **সমুদ্ভাসন**—দীপ্তি, শোভা-ধারণ।

সমুদ্যত—বিণঃ সম্যক্ উদ্যত, উত্তোলিত। [সং. সম্+উদ্যত]।

সমুদ্যম—বিঃ সম্যক্ উদ্যম, বিশেষ চেষ্টা ; আরম্ভ। [সং. সম্+উদ্যম]।

সমুদ্র—বিঃ সাগর, সিন্ধু, বারিধি, বারীশ, অর্ণব, উদধি, জলধি, রত্নাকর। [সং.]। ক্রিঃ **সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া**—(আল.) কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়া। বিঃ **-গর্ভ**—সমুদ্রের তলদেশ। বিঃ **-মন্থন**—অমৃত আহরণার্থ মন্দারপর্বতকে দণ্ড এবং শেষনাগকে রজ্জুরূপে ব্যবহারপূর্বক দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রজলের আলোড়ন। বিণঃ **-মেখলা** —সমুদ্র মেখলার ন্যায় পরিবেষ্টন করিয়া আছে এমন। বিঃ **-যাত্রা**—জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রোপরি বিচরণ। বিঃ **-যান**—অর্ণবপোত, জাহাজ।

সমুন্নত—বিণঃ অত্যুন্নত বা অত্যুচ্চ ; (আল.)

অতি মর্যাদাসম্পন্ন, মহৎ। [সং. সম্+উন্নত]। বিঃ **সমুন্নতি**—সমুন্নত অবস্থা।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—বিঃ সম্যগ্ভাবে উন্নত করা; ঊর্ধ্বে নয়ন; উৎক্ষেপণ। [সং. সম্+উদ্+√নী+অ, অন (ভা)]।

সমূল—বিণঃ মূলসহ; কারণসহ; সম্পূর্ণ। [সং. সহ+মূল]। বিণঃ **-ক**—মূল বা কারণযুক্ত, সহেতুক, সত্য। ক্রি-বিণঃ **সমূলে**—মূলের সহিত; সম্পূর্ণভাবে।

সমূহ—(১)বিঃ রাশি; গণ, সমুদায়। (২)(বাং.) বিণঃ বহু, অনেক, বেজায় (সমূহ ক্ষতি); ভীষণ, চরম (সমূহ বিপদ)। [সং.]।

সমৃদ্ধ—বিণঃ সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; সম্পৎশালী। [সং. সম্+√ঋধ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সমৃদ্ধা**। বিঃ **সমৃদ্ধি**—সম্যক্ বৃদ্ধি, উন্নতি; সম্পদ, ঐশ্বর্য। বিণঃ **সমৃদ্ধিশালী**—ঐশ্বর্যযুক্ত।

সমেত—বিণঃ সহিত, যুক্ত (দলবলসমেত, সবসমেত); প্রাপ্ত, উপস্থিত। [সং. সম্+আ+√ই+ত (র্তৃ)]।

সম্—উপঃ সম্যক্ সহিত সমীপ অভিমুখ ইত্যাদি সূচক (সমুচিত, সমাদর, সম্মুখ, সংবাদ)।

সম্পত্তি—বিঃ সুম্পদ্, বিভব, ঐশ্বর্য; ধন; (বাং.) বিষয়-আশয়, জায়গাজমি; সম্বল। [সং. সম্+√পদ্+তি (র্ম)]। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—ঐশ্বর্যশালী, ধনী; (বাং.) ভূ-সম্পত্তির অর্থাৎ জায়গাজমির মালিক।

সম্পদ্, সম্পৎ (-ম্পদ্), (চলিত) **সম্পদ**—বিঃ ঐশ্বর্য, ধন, বিভব; উৎকর্ষ (ভাবসম্পদ), গৌরব; সম্বল। [সং. সম্+√পদ্+ক্বিপ্ (র্ম)]। বিণঃ **-শালী** (-লিন্)—ঐশ্বর্যশালী, ধনবান্।

সম্পন্ন—বিণঃ নিষ্পন্ন, সম্পাদিত, সম্পূর্ণ (কাজ সম্পন্ন করা); ঐশ্বর্যশালী, সম্পত্তিশালী (সম্পন্ন অবস্থা); যুক্ত, বিশিষ্ট (বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমতাসম্পন্ন)। [সং. সম্+√পদ্+ত (র্ম, র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সম্পন্না**।

সম্পর্ক—বিঃ সম্বন্ধ, সংস্রব, সংযোগ। [সং.]। বিণঃ **সম্পর্কিত, সম্পর্কী** (-র্কিন্), **সম্পর্কীয়**—সম্পর্কযুক্ত; সংক্রান্ত। বিণ(স্ত্রী): **সম্পর্কিতা, সম্পর্কীয়া**।

সম্পাত—বিঃ পতন (ধারাসম্পাতে বৃষ্টি); প্রবেশ (আলোকসম্পাত)। [সং. সম্+√পৎ+অ]।

সম্পাদক—(১)বিণঃ নির্বাহক, নিষ্পাদক। (২)বিঃ প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কর্মসচিব, secretary; সংবাদপত্রাদির লেখার ব্যাপারের কর্মকর্তা বা প্রধান লেখক, গ্রন্থাদির সঙ্কলক, editor। [সং. সম্+√পদ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সম্পাদিকা**। বিঃ **-তা**। **সম্পাদকীয়**—(১)বিণঃ সম্পাদক-সম্বন্ধীয়; সম্পাদক কর্তৃক লিখিত, (২)বিঃ পত্রিকাদিতে সম্পাদক (বা সহযোগী সম্পাদক) কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, editorial।

সম্পাদন, সম্পাদনা—বিঃ নিষ্পাদন, নির্বাহ, সমাপন; গ্রন্থাদির সঙ্কলন, সংবাদপত্রাদির পরিচালন, editing। [সং. সম্+√পদ্+ণিচ্+অন (ভা), +আ]। বিণঃ **সম্পাদিত**—সম্পাদনা করা হইয়াছে এমন। **সম্পাদ্য**—(১)-বিণঃ সম্পাদন করিতে হইবে এমন, সম্পাদনীয়; (২)বিঃ (জ্যামি.) সমাধান বা পূরণ করিতে হইবে এমন প্রতিজ্ঞা, problem।

সম্পুট, সম্পুটক—বিঃ ক্ষুদ্র আধার পেটরা বা কৌটা, casket; ঠোঙ্গা; সংগ্রহ। [সং.]। ক্রি-বিণঃ **সম্পুটে**—(প্রা. কা.) করজোড়ে, যুক্ত-করে।

সম্পূরক—বিণঃ সম্পূর্ণকারী; (জ্যামি.) যে দুই কোণের যোগফল দুই সমকোণের সমান তাহারা একে অপরের সম্পূরক, supplementary। [সং. সম্+পূরক]।

সম্পূরণ—বিঃ সম্পূর্ণ করা, পরিপূরণ। [সং. সম্+পূরণ]। বিণঃ **সম্পূরিত**—সম্পূরণ করা হইয়াছে এমন; পরিপূরিত।

সম্পূর্ণ—বিণঃ পরিপূর্ণ; নিষ্পাদিত: সমাপ্ত; সমগ্র, সমুদায়, পুরাপুরি। [সং. সম্+পূর্ণ]। বিঃ **-তা**।

সম্পৃক্ত—বিণঃ সম্বন্ধযুক্ত, সংস্রবযুক্ত, সংযুক্ত, মিলিত। [সং. সম্+√পৃচ্+ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **সম্পৃক্তা**।

সম্পোষ্য—বিণঃ প্রতিপালনের উপযোগী, পোষ্য। [সং. সম্+পোষ্য]।

সম্প্রচার—বিঃ সর্বত্র বা সম্যগ্ভাবে প্রচার অথবা ঘোষণা। [সং. সম্+প্রচার]। বিণঃ **সম্প্রচারিত**—সম্প্রচার করা হইয়াছে এমন।

সম্প্রতি—অব্য.ক্রি-বিণঃ অধুনা, ইদানীং, আজকাল; এইমাত্র, সবে। [সং. সম্+প্রতি]।

সম্প্রদাতা—**সম্প্রদান** দ্রঃ।

সম্প্রদান—বিঃ দাতার স্বত্বত্যাগপূর্বক সম্পূর্ণরূপে প্রদান বা অর্পণ; বিবাহানুষ্ঠানে বরের হস্তে

কন্যাকে অর্পণ; (ব্যাক.) প্রাপক-বোধক কারক-বিশেষ। [সং. সম্+প্রদান]। বিণ.বিঃ **সম্প্রদাতা** (-তৃ)—সম্প্রদানকারী।

সম্প্রদায়—বিঃ দল, সমাজ, গোষ্ঠী, সঙ্ঘ। [সং. সম্+প্র+ √দা+অ (র্ম)]।

সম্প্রসারক—**সম্প্রসারণ** দ্রঃ।

সম্প্রসারণ—বিঃ বিস্তৃত করা। [সং. সম+প্রসারণ]। বিণঃ **সম্প্রসারক**—সম্প্রসারণকারী। বিণঃ **সম্প্রসারিত**—সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এমন।

সম্প্রাপ্ত—বিণঃ সম্যক্ লব্ধ বা প্রাপ্ত; আগত, উপস্থিত। [সং. সম্+প্রাপ্ত]। বিঃ **সম্প্রাপ্তি**—সম্যক্ লাভ বা প্রাপ্তি; আগমন, উপস্থিতি।

সম্প্রীতি—বিঃ প্রণয়, সদ্ভাব; সন্তোষ,আহ্লাদ। [সং. সম্+প্রীতি]। বিণঃ **সম্প্রীত**—প্রণয়-যুক্ত, সদ্ভাবযুক্ত, সন্তুষ্ট; আহ্লাদিত।

সম্বদ্ধ—বিণঃ দৃঢ়রূপে বদ্ধ বা যুক্ত; সম্পর্কযুক্ত। [সং. সম্+বদ্ধ]।

সম্বন্ধ—বিঃ সম্পর্ক, সংস্রব, যোগাযোগ; আত্মীয়তা; (বাং.) বিবাহের প্রস্তাব, (ব্যাক.) স্বত্ব-স্বামিত্ব বা জন্যজনকতাদি সম্পর্ক। [সং. সম্+বন্ধ]। **সম্বন্ধী** (-ন্ধিন্)—(১)বিণঃ সম্বন্ধ-যুক্ত; (২)বিঃ কুটুম্ব; (বাং.) শ্যালক। বিণঃ **সম্বন্ধীয়**—সম্পর্কিত; বিষয়ক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সম্বন্ধীয়া**।

সম্বর, সম্বরণ, সম্বরা১—যথাক্রমে **শম্বর** **সংবরণ ও সংবরা**-র বানানভেদ।

সম্বরা২—বিঃ ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করিবার জন্য তেল-মসলা মিশাইবার প্রক্রিয়াবিশেষ, ফোড়ন। [সং. সম্ভার]।

সম্বল—বিঃ পাথেয়; পুঁজি; সংস্থান; অব-লম্বন। [সং. √সম্ব্+অল (ণে)]। বিণঃ **-হীন** নিঃস্ব। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-হীনা**।

সম্বলিত—**সংবলিত**-র বানানভেদ।

সম্বাধ—বিঃ বাধা; সংঘর্ষ; অতি সঙ্কীর্ণ স্থান; ভিড়। [সং. সম্+ √বাধ্+অ (ভা)]।

সম্বিৎ, সম্বিত—**সংবিৎ**-এর অশু. বানান।

সম্বুদ্ধ—(১)বিণঃ সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্ত বা চেতনা-প্রাপ্ত, উদ্বুদ্ধ। (২)বিঃ বুদ্ধাবতার। [সং. সম্+বুদ্ধ]।

সম্বোধন—বিঃ আহ্বান, ডাক; আমন্ত্রণ; অভি-ভাষণ; (ব্যাক.) আহ্বানসূচক পদ। [সং. সম্+ √বুধ্+অন (ভা)]।

সম্বোধা—ক্রিঃ (কাব্যে) সম্বোধন করা। [সং. সম্+ √বুধ্+বাং. আ]।

সম্বোধি—বিঃ সম্যক্ বোধ বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান; সম্যক্ চেতনা। [সং. সম্+ √বুধ্+ই (ভা)]।

সম্ভব—(১)বিঃ জন্ম, উৎপত্তি (কুমারসম্ভব), সম্ভাবনা। (২)বিণঃ জাত, উৎপন্ন (অযোনি-সম্ভব); (বাং.) সম্ভাবনাযুক্ত (ঘটা সম্ভব)। [সং. সম্+ √ভূ+অ]। অব্যঃ **-তঃ** (-তস্)—হয়ত। বিণঃ **-পর**—ঘটিতে পারে এমন। বিণঃ **সম্ভবাতীত**—অসম্ভব, সম্ভাবনাহীন।

সম্ভাবনা, সম্ভাবন—বিঃ হয়ত হইবে বা ঘটিবে এইরূপ ভাব; ভবিষ্যতে ঘটিবার বা হইবার যোগ্যতা; পূজা, সৎকার। [সং. সম্+ √ভাবি+অন (ভা)+আ]। বিণঃ **সম্ভাবনীয়, সম্ভাব্য**—হয়ত হইবে বা ঘটিবে—এরূপ বিবেচিত। বিণঃ **সম্ভাবিত**—(বাং.) সম্ভব; সম্ভাব্য।

সম্ভার—বিঃ দ্রব্যজাত, দ্রব্যের ভার ('শকটে সম্ভার কত': রঙ্গ); রাশি, সমূহ (রত্নসম্ভার); উপকরণ; আয়োজন। [সং. সম্ + √ভৃ+অ]।

সম্ভাষণ, সম্ভাষ—বিঃ সম্বোধন; আলাপ, কথা-বার্তা। [সং সম্+ভাষণ, ভাষ]। বিণঃ **সম্ভাষিত**—সম্বোধিত; সম্ভাষণ করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সম্ভাষিতা**। বিণঃ **সম্ভাষী** (-ষিন্)—সম্ভাষণকারী।

সম্ভাষা—ক্রিঃ (কাব্যে) সম্ভাষণ করা। [সং. সম+ √ভাষ্+বাং. আ]।

সম্ভূত—বিণঃ উৎপন্ন, জাত। [সং. সম্+ √ভূ+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সম্ভূতা**। বিঃ **সম্ভূতি**।

সম্ভূয়সমুত্থান—বিঃ অংশীদিগের মিলিত হইয়া বাণিজ্য, যৌথ প্রতিষ্ঠান; সমবায়-ব্যবসায়। [সং. সম্ভূয় (সম্+ √ভূ+য—মিলিত হইয়া) +সম্+উৎ+ √স্থা+অন (ভা)]।

সম্ভোগ—বিঃ উপভোগ; যৌন-সঙ্গম। [সং. সম্+ভোগ]।

সম্ভ্রম—বিঃ সম্মান, গৌরব, মান, মর্যাদা (সম্ভ্রম-শালী, সম্ভ্রমহানি); ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, সমাদর (সসম্ভ্রমে, সম্ভ্রম করা)। [সং. সম্+ √ভ্রম্+অ (ভা)]।

সম্ভ্রান্ত—বিণঃ মর্যাদাশালী; কুলীন, অভিজাত। [সং. সম্+ √ভ্রম্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তন্ত্র**—অভিজাত-সম্প্রদায় কর্তৃক রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা।

সম্মত—বিণঃ রাজি, স্বীকৃত (সম্মত হওয়া);

অনুমত, অনুমোদিত (শাস্ত্রসম্মত)। [সং. সম্+√মন্+ত (র্তৃ, র্ম)। বিণ(স্ত্রী): **সম্মতা**। বিঃ **সম্মতি**—অনুকূল মত, সমর্থন; অনুমতি, অভিমত।

সম্মান—বিঃ শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি; খাতির, সমাদর (সম্মান করা); মর্যাদা, গৌরব (সম্মানবৃদ্ধি)। [সং. সম্+মান]। বিঃ **-ন, -না**—সম্মান করা। বিণঃ **সম্মানিত**—সম্মানপ্রাপ্ত, সমাদৃত। বিণ(স্ত্রী): **সম্মানিতা**। বিণঃ **সম্মানী**—সম্মানের অধিকারী।

সম্মার্জক—**সম্মার্জন** দ্রঃ।

সম্মার্জন—বিঃ পরিষ্করণ, সংশোধন। [সং. সম্+মার্জন]। **সম্মার্জক**—(১)বিণঃ পরিষ্কারক; (২)বিঃ সম্মার্জনী। বি(স্ত্রী): **সম্মার্জনী**—পরিষ্করণ; ঝাঁটা। বিণঃ **সম্মার্জিত**—পরিষ্কৃত।

সম্মিত—বিণঃ তুল্য, সদৃশ; তুল্যপরিমাণ। পরিমিত। [সং. সম্+√মা+ত (র্ম)]।

সম্মিলন—বিঃ সম্যক্ মিলন, সংযোগ, বহু লোকের একত্র হওয়া; সাক্ষাৎকার। [সম্মেলন-এর বিকল্প রূপ]। বিঃ **সম্মিলনী**—সঙ্ঘ, সমিতি, পরিষৎ। বিণঃ **সম্মিলিত**—একত্র মিলিত। বিণ(স্ত্রী): **সম্মিলিতা**।

সম্মিশ্রণ—**সংমিশ্রণ**-এর বানানভেদ।

সম্মুখ—(১)বিঃ অভিমুখ, সমুখ, সমক্ষ (তাহার সম্মুখে)। (২)বিণঃ অভিমুখী, সামনের (সম্মুখ পথ); মুখামুখি (সম্মুখ যুদ্ধ)। [সং. সম্+মুখ]। বিণঃ **-বর্তী** (-র্তিন্), **সম্মুখীন**—সম্মুখে উপস্থিত, সম্মুখস্থ। বিণ(স্ত্রী): **-বর্তিনী**। বিঃ **-যুদ্ধ**—মুখামুখি লড়াই।

সম্মূঢ়—বিণঃ নির্বোধ, অজ্ঞান; অতিশয় মোহযুক্ত। [সং. সম্+মূঢ়]।

সম্মেলন—বিঃ সভা; সম্মিলিত হওয়া; সভাদিতে জনসমাবেশ; জনগণকে মিলিত করা। [সং. সম্+মিলন]।

সম্মোহ—বিঃ অতিশয় মোহ; মুগ্ধ করা। [সং সম্+মোহ]। **-ন**—বিঃ সম্যক্ মুগ্ধ করা; জাদুবলে বা অন্য প্রক্রিয়াবলে ইচ্ছাশক্তি লোপ করিয়া সম্পূর্ণ পরের পরিচালনাধীন করা, mesmerism, hypnotization; কন্দর্পের বাণবিশেষ; (২)বিণঃ মুগ্ধ করে এমন; মোহজনক। বিণ(স্ত্রী): **-নী**। বিণঃ **সম্মোহিত**—সম্পূর্ণ মোহিত বা মুগ্ধ। বিণ(স্ত্রী): **সম্মোহিতা**।

সম্যক্ (-ম্যচ্)—(১)অব্য.ক্রি-বিণঃ সর্বপ্রকারে, সমগ্রভাবে; উত্তমরূপে; উপযুক্তভাবে; (২)অব্য.-বিণঃ সম্পূর্ণ; উপযুক্ত, যোগ্য, সত্য। [সং. সম্+√অঞ্চ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

সম্রাজ্ঞী—বি(স্ত্রী): মহারানী, বহু রাষ্ট্রের অধিকারিণী, (বাং.) সম্রাটের পত্নী। [সং. সংরাজ্ঞী-র (সম্+রাজ্ঞী) অশু. রূপ]।

সম্রাট্ (-রাজ্), (চলিত) **সম্রাট**—বিঃ বহু রাষ্ট্রের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সার্বভৌম নৃপতি। [সং. সম্+√রাজ্+ক্বিপ্ (র্তৃ)]।

সযত্ন—বিণঃ যত্নযুক্ত, সাদর; সচেষ্ট। [সং. সহ+যত্ন]। ক্রি-বিণঃ **সযত্নে**—যত্নসহকারে।

সয়তান—**শয়তান**-এর বানানভেদ।

সয়া—বিঃ সখীর স্বামী। [বাং সখা]।

সর—বিঃ দুগ্ধ দধি প্রভৃতির উপরে যে ঘন ও নরম আবরণ পড়ে। [সং.]। বিঃ **-পুরিয়া**—ভাজা সরের মধ্যে পুর দেওয়া মিষ্টান্নবিশেষ। বিঃ **-ভাজা**—সর ভাজিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ।

সরঃ (-রস্)—বিঃ দিঘি, সরোবর, হ্রদ। [সং. √সৃ+অস্ (ধি)]। বি(স্ত্রী): **সরসী**—দিঘি, সরোবর, হ্রদ।

সরকার—বিঃ প্রভু, মালিক; ভূস্বামী; শাসনকর্তা; নৃপতি; শাসনবিভাগ, রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র, গভর্নমেণ্ট; অর্থাদি আদায় ও ব্যয়সংক্রান্ত কর্মচারী (বিলসরকার, বাজার সরকার); মুসলমান আমলে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান রাজকর্মচারীকে প্রদত্ত খেতাববিশেষ। [ফা.]। **সরকারি, সরকারী**—(১)বিঃ সরকারের কাজ; (২)বিণঃ সরকার-সম্বন্ধীয়; গভর্নমেণ্টের; সাধারণের।

সরগম—**সা রে গা মা**-র রূপভেদ।

সরগরম—বিণঃ উদ্দীপনাপূর্ণ, জমজমাট, গুলজার। [ফা. সর্‌গর্ম্]।

সরজমিন—বিঃ ঘটনাস্থল, অকুস্থল (সরজমিনে তদন্ত)। [ফা. সর্‌জমীন্]।

সরঞ্জাম—বিঃ উপকরণ, আসবাব (খেলার সরঞ্জাম); উপকরণ-সংগ্রহ, আয়োজন (পূজার সরঞ্জাম)। [ফা. সর্+অন্‌জাম্]।

সরট্, (চলিত) **সরট**—বিঃ কৃকলাস; টিকটিকি। [সং.]।

সরণি, সরণী—বিঃ পথ, রাস্তা; শ্রেণী, সারি; রীতি, প্রণালী। [সং.]।

সরদার—**সর্দার**-এর বানানভেদ।

সরপুঁটি, সরপুঁঠি—বিঃ বড় আকারের পুঁটি-মাছবিশেষ, সরলপুঁটি। [সরলপুঁটি দ্রঃ]।

সরপুরিয়া—**সর** দ্রঃ।

সরপোষ, সবপোশ—বিঃ (প্রধানত গেলাস ঘটি প্রভৃতির) ঢাকনি। [ফা. সবপোষ্]।

সরফরাজ—বিঃ বাঙ্গালার জনৈক নবাব; (ব্যঙ্গে) মোড়ল, নেতা, কর্তা ('বেজা খাঁ মনে করিল ...সরফরাজ হইব': ব.চ.)। বিঃ **সরফরাজি**—(ব্যঙ্গে) মোড়লি, ফোঁপরদালালি, অনাবশ্যক ও অনধিকার কর্তাগিরি।

সরবৎ (-বত), সরবতি (-তী)—যথাক্রমে **শরবত** ও **শরবতী**-র বানানভেদ।

সরবরাহ—বিঃ যোগান। [ফা.]। বিণঃ **-কারী**—যোগানদার।

সরভাজা—**সর** দ্রঃ।

সরম—**শরম**-এর বানানভেদ।

সরমা—বিঃ বিভীষণ-পত্নী; কুকুরী। [সং.]।

সরযূ, সরয্—বিঃ অযোধ্যার নদীবিশেষ।

সরল—(১)বিণঃ সোজা, ঋজু (সরল রেখা), অকপট, অকুটিল (সরল মন), সাদাসিধা, আড়ম্বরহীন (সরল জীবন); সহজ (সরল প্রশ্ন)। (২)বিঃ শাল গাছ; দেবদারু বা তৎসদৃশ বৃক্ষ-বিশেষ। [সং. √সৃ+অল (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সরলা**। বিঃ **-পুঁটি, -পুঁঠি**—বড় আকারের পুঁটিমাছবিশেষ। বিঃ **-তা**—সরল ভাব। বিণঃ **-বর্গীয়**—শঙ্কবাকার ফলোৎপাদী বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত, coniferous। বিঃ **সরলীকরণ**—(গণি.) বিভিন্ন জাতীয় সঙ্কেতে প্রকাশিত রাশিকে এক জাতিতে পরিণত করা।

সরষে—**সরিষার**-কথ্য রূপ।

সরস—(১)বিণঃ রসযুক্ত, রসাল; রসিকতাপূর্ণ; প্রীতিপ্রদ (সরস কথাবার্তা বা কবিতা)। (২) বিঃ সরোবর, হ্রদ। [সং. সহ+রস]। বিণ(স্ত্রী): **সরসা**। বিঃ **-তা**—রসপূর্ণতা; মধুরত্ব।

সরসিজ—বিঃ পদ্ম। [সং. সরসি+ √জন্+অ]।

সরসী—**সরঃ** দ্রঃ।

সরসে—**সরিষা**-র কথ্য রূপ।

সরস্বতী—বিঃ বিদ্যা ও কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাগ্দেবী, বাগ্বাদিনী, বাণী, বীণাপাণি, ভারতী, মহাশ্বেতা, সারদা; প্রাচীন নদীবিশেষ। [সং. সরস্+বৎ+ঈ]।

সরহদ্দ, সরহদ—বিঃ চতুঃসীমা, চৌহদ্দি। [আ. সর্হদ্]।

সরা১—**শরা**-র বানানভেদ।

সরা২—(১)ক্রিঃ চলা, নড়া; স্থানপরিবর্তন করা, পথ ছাড়া (সরে দাঁড়ান); নির্গত বা নিঃসৃত হওয়া (কথা সরা, জল সরা); প্রবেশ করা বা বাহির হওয়া, চলাচল করা (বাতাস সরা); (অশি.) মারা যাওয়া, গত হওয়া (বাপ ত সরল); চলিয়া যাওয়া, স্থান ত্যাগ করা (এখান থেকে সরে পড়); পালান (চোরটা সরল); স্বাভাবিক-ভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া (কলম সরা); ইচ্ছুক হওয়া (মন সরা); ব্যবহার করা (পুকুরের জল সরা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √সৃ +বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ স্থানান্তরিত করা, (ব্যঙ্গে) চুরি করা (বহু টাকা সরাইয়াছে); (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে।

সরাই—বিঃ পান্থশালা, চটি। [ফা.]।

সরাপ, সরাব—**শরাব**-এর রূপভেদ।

সরাসরি—ক্রি-বিণঃ কোন মধ্যস্থের সাহায্য না লইয়া, সোজাসুজি (সরাসরি আদালতে যাওয়া)। [ফা সবাসর]।

সরিক, সরিকানা—যথাক্রমে **শরিক** ও **শরিকানা**-র বানানভেদ।

সরিৎ—বি(স্ত্রী): নদী। [সং. √সৃ+ইৎ]।

সরিদ্বরা—বি(স্ত্রী): শ্রেষ্ঠা নদী; গঙ্গা। [সং. সরিৎ+বর+আ]।

সরিষা, সরিসা—বিঃ মসলারূপে ব্যবহৃত শস্য-বিশেষ, সর্ষপ, রাই। [সং. সর্ষপ, সরিষপ]।

সরীসৃপ—বিঃ সর্প টিকটিকি কুম্ভীর প্রভৃতি যে-সব প্রাণী বুকে ভর দিয়া চলে। [সং.]।

সরু—বিণঃ শীর্ণ, মোটার বিপরীত, কৃশ (সরু কোমর, সরু সুতা); মিহি, সূক্ষ্ম (সরু চাল, সরু কাজ, সরু গলা); অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ (সরু গলি)। [দেশী]। বিণঃ **-ক্কে**—কিছুটা সরু; সরু ও লম্বা। বিঃ **-চাকলি**—চাউলের গুঁড়ি ও কলাইয়ের ডাল-বাটা মিশাইয়া রুটির মত তৈয়ারি পিষ্টক।

সরূপ—বিণঃ সদৃশ রূপযুক্ত বা আকৃতি-বিশিষ্ট। [সং. সমান+রূপ]। বিঃ **-তা**।

সরেজমিন—**সরজমিন**-এর রূপভেদ।

সরেস—বিণঃ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, উত্তম। [<সং. সরস]।

সরোজ—বিঃ পদ্মফুল। [সং. সরস্+ √জন্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **সরোজিনী**—পদ্মের ঝাড়, পদ্মিনী, কমলিনী।

সরোদ—বিঃ বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ফা. —তু. সং. সারদা]।

সরোবর—বিঃ বড় পুকুর, দিঘি ; হ্রদ ; (সং.) পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী। [সং. সরস্+বর]।

সরোরুহ—বিঃ পদ্মফুল ; [সং. সরস্+ √রুহ্+অ (র্তৃ)]।

সরোষ—বিণঃ ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ। [সং. সহ+রোষ]। ক্রি-বিণঃ **সরোষে**—ক্রোধের সহিত।

সর্গ—বিঃ সৃষ্টি, উৎপত্তি ; প্রকৃতি, নিসর্গ ; নিয়ম ; ত্যাগ, বিসর্জন ; গ্রন্থাদির অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ। [সং. √সৃজ্+অ (ভা)]।

সর্জ—বিঃ শালগাছ। [সং. √সৃজ্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-রস**—শালনির্যাস, ধুনা।

সর্জন—বিঃ সৃষ্টি ; বিসর্জন, ত্যাগ। [সং. √সৃজ্+অন (ভা)]।

সর্জি, সর্জী, সর্জিকা—বিঃ ক্ষারবিশেষ, সাজি-মাটি। [সং. √সৃজ্+ই, ঈ+ক+আ]।

সর্জ্য—বিঃ ধুনা। [সং. সর্জ+য]।

সর্ত—**শর্ত**-র বানানভেদ।

সর্দার—বিঃ দলপতি, প্রধান ব্যক্তি, নায়ক, পরিচালক। [ফা.]। বি(স্ত্রী): **-নী**। বিঃ **-পড়ুয়া**—বিদ্যালয়ের (সচ. পাঠশালার) শ্রেণীর যে ছাত্র সমপাঠীদের পড়াশোনা ও আচার-আচরণের তত্ত্বাবধান করার ভার পায়, মনিটার (monitor)। বিঃ **সর্দারি**—সর্দারের পদ বা কাজ ; (ব্যঙ্গে) মোড়লি, কর্তামি।

সর্দি—বিঃ কফজনিত রোগবিশেষ, শ্লেষ্মা। [ফা.]। বিঃ **-গরমি, -গর্মি**—অতিরিক্ত তাপ-ভোগহেতু শ্লেষ্মাজনিত রোগবিশেষ।

সর্প—বিঃ সাপ, ফণী, অহি, পন্নগ, নাগ, ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, আশীবিষ, উরগ। [সং.]। বি(স্ত্রী): **সর্পিণী, সর্পী**। **-ভুক্** (-ভুজ)—(১)বিণঃ সাপ খায় এমন ; (২)বিঃ গরুড় ; ময়ূর। বিঃ **-রাজ**—বাসুকি, অনন্তদেব। **-হা** (-হন্)—(১)বিণঃ সর্পহন্তা ; (২)বিঃ নেউল, বেজি। বিঃ **সর্পাঘাত**—সাপের কামড়। বিণঃ **সর্পিল**—সাপের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা। বিণঃ **সর্পী** (-র্পিন)—(প্রধানতঃ বুকে ভর দিয়া) গমনশীল। বিণ(স্ত্রী): **সর্পিণী**।

সর্পিঃ (-র্পিস্)—বিঃ ঘৃত, হবিঃ। [সং.]।

সর্পিণী, সর্পিল, সর্পী—**সর্প** দ্রঃ।

সর্ব—(১)বিণঃ সব, সকল ; সম্পূর্ণ। (২)বিঃ বিষ্ণু ; শিব। [সং. √সর্ব্+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-ংসহ**—সব-কিছু সহ্য করে এমন। **-ংসহা**—(১)বিণ(স্ত্রী): সব-কিছু সহ্যকারিণী ; (২)বিঃ পৃথিবী। বিণঃ **-কনিষ্ঠ**—বয়সে সব চেয়ে ছোট। বিঃ **-কর্ম**—সমস্ত কাজ। বিঃ **-কাল**—চির-কাল, সকল যুগ বা সময়। বিণঃ **-গ, -গামী** (-মিন্)—সর্বত্র গমনকারী। বিণ(স্ত্রী): **-গা, -গামিনী**। বিণঃ **-গত**—সর্বব্যাপী, সর্বত্রস্থিত। বিণঃ **-গুণনিধি, -গুণাধার**—সমস্ত-রকম গুণের অধিকারী। বিঃ **-গ্রাস**—(বাং.) পুরা চন্দ্রগ্রহণ, পূর্ণগ্রাস। বিণঃ **-গ্রাসী** (-সিন্)—সমস্ত-কিছু গ্রাস করে বা খাইয়া ফেলে এমন। বিণ(স্ত্রী): **-গ্রাসিনী**। বিঃ **-জন**—সমস্ত নরনারী। বিণঃ **-জনীন**—সকলের পক্ষে হিতকর ; সকলের জন্য কৃত অনুষ্ঠিত বা উদ্দিষ্ট ; বারোয়ারি। বিঃ **-জনীনতা**। বিঃ **-জয়া**—অগ্রহায়ণমাসে পালনীয় মেয়েদের ব্রতবিশেষ ; পুষ্পবৃক্ষবিশেষ ; (বাং) দুর্গা। বিণঃ **-জ্ঞ**—সমস্ত-কিছু জানে এমন, সবজান্তা। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—সকল প্রকারে দিকে বা বিষয়ে, সম্পূর্ণরূপে। বিঃ **-তোভদ্র**—প্রতিষ্ঠাদি কর্মে পূজাধার চতুষ্কোণ মণ্ডলবিশেষ বা আলপনা-বিশেষ ; ধনীদিগের চতুর্দিকে দ্বারযুক্ত গৃহবিশেষ ; প্রাচীন ভারতের যুদ্ধব্যূহবিশেষ ; নবদুর্গার ও শিবের মূর্তিযুক্ত নগর ; চিত্রকাব্যবিশেষ ; (জ্যোতিষ.) শুভাশুভ-জ্ঞানার্থ মণ্ডলবিশেষ। ক্রি-বিণঃ **-তোভাবে**—সকল প্রকারে। **-তোমুখ**—(১)বিণঃ সকল দিকে মুখবিশিষ্ট, সর্বদিগভি-মুখ ; সর্বদিগ্‌বর্তী, (২)বিঃ শিব ; ব্রহ্মা ; আত্মা ; জল ; আকাশ। বিণ(স্ত্রী): **-তোমুখা, -তোমুখী**। বিণঃ **-ত্যাগী**—সমস্ত-কিছু ত্যাগ করিয়াছে এমন ; সর্ববিষয়ে বিরাগী। অব্য.-ক্রি-বিণঃ **-ত্র**—সকল স্থানে কালে দিকে বা বিষয়ে। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—সর্বস্থানে যায় বা সঞ্চারিত হয় এমন ; সর্বব্যাপী। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-থা**—সর্বপ্রকারে। **-দর্শী** (-র্শিন্)—(১)বিণঃ সমস্ত-কিছু দেখিতে পারেন বা দেখেন এমন ; (২)বিঃ ঈশ্বর। অব্য.-ক্রি-বিণঃ **-দা**—সকল সময়ে। বিণঃ **-দেশীয়**—সমস্ত দেশ সম্বন্ধীয় ; সমস্ত দেশের প্রতি প্রযোজ্য। বিঃ **-ধর্ম**—সকল পালনীয় আচার-আচরণ ও করণীয় কাজকর্ম। বিঃ **-নাম**—(মন্)—(ব্যাক) বিশেষ্যের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করা যায়। বিঃ **-নাশ**—সমূহ বিনাশ ; ঘোর

অনিষ্ট; ভীষণ বিপদ্। (বাং.) বিণ: **-নাশা, -নেশে** —সর্বনাশকারী। (বাং.) বিণ(স্ত্রী): **-নাশী**। বিণ: **-নাশী** (-শিন্)—সর্বনাশকারী। বিণ(স্ত্রী): **-নাশিনী**। বিণ.বি: **-নিয়ন্তা** (-ন্তৃ)—সমস্ত-কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী; ঈশ্বর। বিণ(স্ত্রী) **-নিয়ন্ত্রী**। বিণ: **-প্রকার**—সমস্ত রকম। ক্রি-বিণ: **-প্রকারে** —সমস্ত রকমে; সর্বভাবে; সমস্ত উপায়ে; সব দিক্ দিয়া। বিণ: **-প্রথম**—প্রথম; সর্বাগ্রবর্তী। ক্রি-বিণ: **প্রথমে**—সবার আগে; প্রথমে। বিণ: **-প্রধান**—সকলের শীর্ষস্থানীয়। বিণ(স্ত্রী): **-প্রধানা**। বি: **-প্রযত্ন**—সমস্ত রকম চেষ্টা। বিণ: **-প্রিয়**—সর্বজনের প্রিয়। বিণ: **-বাদিসম্মত**—সমস্ত প্রকার মতাবলম্বীরা যাহাতে সম্মতি দিয়াছে এমন; সমস্ত লোক কর্তৃক স্বীকৃত। ক্রি-বিণ: **-বাদিসম্মতিক্রমে**—সমস্ত প্রকার মতাবলম্বীদের সম্মতি অনুসারে, সর্বদলীয় ব্যক্তিগণের সমর্থনে। বিণ: **-বাদী** (-দিন্)—সমস্ত প্রকার মতাবলম্বী। বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী**। বিণ: **-ব্যাপী** (-পিন্)—সর্বত্র ব্যাপ্ত বা বিদ্যমান। বিণ(স্ত্রী): **-ব্যাপিনী**। বিণ: **-ভক্ষ, -ভক্ষ্য, -ভুক্** (-ভুজ্) —সমস্ত কিছুই খায় এমন। বি: **-ভূত**—সমস্ত প্রাণী। বি: **-মঙ্গলা**—(সকল মঙ্গলকারিণী) দুর্গাদেবী। বিণ: **-মঙ্গল্য**—সর্বশুভকর। বিণ-(স্ত্রী): **-মঙ্গল্যা**। **-ময়**—(১)বিণ: সর্বাত্মক; সর্বেসর্বা; (২)বি: ঈশ্বর। বিণ.বি(স্ত্রী): **-ময়ী**। বি: **-লোক**—সমগ্র সৃষ্টি বা ব্রহ্মাণ্ড; সকল ব্যক্তি, সর্বজন। অব্য.ক্রি-বিণ: **-শঃ** (-শস্), (চলিত)—**-শ**—সর্বপ্রকারে। **-শক্তিমান্** (-মৎ)—(১)বিণ: সকল প্রকার শক্তির অধিকারী; (২)বি: ঈশ্বর। ক্রি-বিণ: **-শুদ্ধ**—সব-সমেত; মোট। বিণ: **-শ্রেষ্ঠ**—সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম; সর্বপ্রধান। বিণ(স্ত্রী): **-শ্রেষ্ঠা**। ক্রি-বিণ: **-সমক্ষে** —সকল লোকের সামনে। বিণ: **-সম্মত**—সকলের অনুমোদিত। বি: **-সম্মতি**—সকলের অনুমোদন। ক্রি-বিণ: **-সম্মতিক্রমে**—সকলের মতানুসারে বা অনুমোদনে। বিণ: **-সহ**—সকল-কিছু সহ্য করে বা করিতে পারে এমন; সবশুদ্ধ, মোট। বি: **-সাধারণ**—সর্বজন, উচ্চ-নীচ নর-নারী, সমস্ত লোক। বি: **-সিদ্ধি**—সকল প্রকার সাফল্য বা অভীষ্টপূরণ। বি: **-স্ব**—সমস্ত সম্পদ্ বা সম্বল। বিণ: **-স্বান্ত**—সমস্ত সম্পদ্ হারাইয়াছে এমন, সর্বনাশগ্রস্ত। বি: **সর্বাঙ্গ**—সমস্ত শরীর। বিণ: **সর্বাঙ্গসুন্দর**—সমস্ত শরীরে কোথাও খুঁত নাই এমন; নিখুঁত, সম্পূর্ণ সুন্দর বা ত্রুটিহীন। বিণ: **সর্বাঙ্গীণ**—সর্বাঙ্গব্যাপী; পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ। বি(স্ত্রী): **সর্বাণী** —সর্ব অর্থাৎ শিবের স্ত্রী, দুর্গাদেবী। বিণ: **সর্বাতিরিক্ত**—সবচেয়ে বেশি। বিণ: **সর্বাত্মক**—সর্বত্র বা সব-কিছুতে পরিব্যাপ্ত; অবাধ। বিণ: **সর্বাদৃত**—সকলের নিকট বা সর্বত্র আদরপ্রাপ্ত। বি: **সর্বাধার**—সকল প্রাণী ও পদার্থের আধার বা আশ্রয়; ঈশ্বর। বিণ: **সর্বাধিকারী** (-রিন্) —সকল বিষয়ে অধিকারসম্পন্ন; সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন। বি: **সর্বাধ্যক্ষ**—সকলের ও সব-কিছুর কর্তা। বিণ: **সর্বানুভূত**—সর্বজনে উপলব্ধি করিয়াছে এমন। বি: **সর্বানুভূতি**—সকল বিষয়ের উপলব্ধি। বিণ: **সর্বান্তর্যামী** (-মিন্)—সকলের অন্তরের কথা জানে এমন। ক্রি-বিণ: **সর্বাবস্থায়**—সকল অবস্থায়। বি: **সর্বাভরণ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অলঙ্কারসমূহ, সমস্ত রকম গহনা। বি: **সর্বার্থ**—সকল অভীষ্ট বা প্রয়োজন। বিণ: **সর্বার্থসাধক**—সমস্ত অভীষ্ট বা প্রয়োজন পূর্ণ করে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সর্বার্থ-সাধিকা**। বি: **সর্বার্থসিদ্ধি**—সকল প্রকার অভীষ্টলাভ। বিণ: **সর্বালঙ্কারভূষিত**—সমস্ত রকম গহনাদি-পরা। বিণ: **সর্বাশী** (-শিন্)—সর্বভুক্। সর্ব: **সর্বে**—সকলে। বি.বিণ: **সর্বেশ্বর**—সকলের বা সব-কিছুর প্রভু; সার্বভৌম; শিব। বিণ: **সর্বেসর্বা**—সকলের ও সব-কিছুর একমাত্র কর্তা, সর্বময় কর্তা, সর্ব-প্রধান। বিণ: **সর্বোত্তম**—সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। **সর্বোত্তর**—(১)বিণ: সকলের অপেক্ষা অধিক; সর্বপ্রধান; (২)(বাং.) বি: উত্তরদিকে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থান। অব্য: **সর্বোপরি**—সকলের উপর। ক্রি-বিণ: **সর্বোপায়ে**—সমস্ত উপায়ে। বি: **সর্বৌষধি**—সমস্ত ওষধি।

সর্ষপ—বি: সরিষা, রাই, তৈলপ্রদ ও মসলারূপে ব্যবহৃত শস্যবিশেষ। [সং.]।

সলজ্জ—বিণ: লজ্জিত, লজ্জাযুক্ত। [সং. সহ+লজ্জা]।

সলতে—**সলিতা**-র কথ্য রূপ।

সলা$_1$—**শলা**$_2$-র বানানভেদ।

সলা$_2$—বি: (প্রধানতঃ মন্দার্থে ও গোপনে) পরামর্শ, মন্ত্রণা। [আ. সলাহ্]।

সলাজ—বিণ: লজ্জাযুক্ত। [সং. সহ+বাং. লাজ]।

সলি—**শলি**-র বানানভেদ।

সলিতা—বিঃ প্রদীপের সরু পলিতা। [বাং. শলি ও পলিতা-র মিশ্রণে]।

সলিল—বিঃ জল, বারি। [সং. √সল্+ইল (র্তৃ)]। বিঃ **-ক্রিয়া**—মৃতের উদ্দেশ্যে জলধারা তর্পণ; জলধারা চিতা ধৌত করা। বিণঃ **-ময়**—জলময়, জলপ্লাবিত। বিঃ **-সমাধি**—জলে ডুবিয়া মৃত্যু।

সলীল—বিণঃ লীলাযুক্ত, ভঙ্গীযুক্ত। [সং. সহ +লীলা]।

সল্মা, সল্‌মা—বিঃ সোনা বা রূপার তারে বোনা বুটি। [হি. শল্‌মা, আ সলম ?]।

সল্লকী—**শল্লকী**-র বানানভেদ।

সল্লা—**সলা**-র বিকৃত রূপ।

সশঙ্ক, (অশু.) **সশঙ্কিত**—বিণঃ ভীত, শঙ্কাযুক্ত। [সং. সহ+শঙ্কা]। ক্রি-বিণঃ **সশঙ্কে**—শঙ্কার সহিত।

সশরীর—বিণঃ শরীরসহ। [সং. সহ+শরীর]। ক্রি-বিণঃ **সশরীরে**—শরীর লইয়াই, শরীর ত্যাগ না করিয়াই (সশরীরে স্বর্গলাভ); স্বয়ং (সশরীরে হাজির)।

সশব্দ—বিণঃ (উচ্চ) আওয়াজপূর্ণ; শব্দের সহিত। [সং. সহ+শব্দ]। ক্রি-বিণঃ **সশব্দে**—শব্দের সহিত, শব্দ করিয়া।

সশস্ত্র—বিণঃ অস্ত্রধারী, অস্ত্রসজ্জিত। [সং. সহ +শস্ত্র]।

সশিষ্য—বিণঃ শিষ্যসহিত। [সং. সহ+শিষ্য]।

সসজ্জ, (অশু.) **সসজ্জিত**—বিণঃ সজ্জিত; সজ্জাযুক্ত। [সং. সহ+সজ্জা]।

সসত্ত্ব—বিণঃ প্রাণিযুক্ত। [সং. সহ+সত্ত্ব]। বিণ(স্ত্রী): **সসত্ত্বা**—গর্ভবতী।

সসম্ভ্রম—বিণঃ ভক্তিবিমিশ্র ব্যস্ততাযুক্ত (সসম্ভ্রম অভ্যর্থনা)। [সং সহ+সম্ভ্রম]। ক্রি-বিণঃ **সসম্ভ্রমে**—সম্ভ্রমের সহিত।

সসম্মান—বিণঃ সম্মানপূর্ণ। [সং. সহ+সম্মান]। ক্রি-বিণঃ **সসম্মানে**—সম্মানের সহিত।

সসাগরা—বিণ(স্ত্রী): সমুদ্রসহ বিরাজিতা, আসমুদ্র (সসাগরা ধরণী)। [সং. সহ+সাগর+আ]।

সসীম—বিণঃ সীমাযুক্ত, finite। [সং. সহ+সীমা]।

সসেমিরা—বিঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা হতবুদ্ধি অবস্থা। ['দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা'র গল্প হইতে]।

সসৈন্য—বিণঃ সৈন্যযুক্ত; সৈন্যসহ। [সং. সহ +সৈন্য]। ক্রি-বিণঃ **সসৈন্যে**—সৈন্যের সহিত, সৈন্য লইয়া।

সস্তা—বিণঃ কম দামি, সুলভ। [ফা সস্ত্]। **সস্তার তিন অবস্থা**—সস্তায় কেনা জিনিসে নানা খুঁত থাকে এবং তা ঠিক কাজের উপযোগী হয় না বা বেশি দিন টেকে না।

সস্ত্যেন—**স্বস্ত্যয়ন**-এর কথ্য রূপ।

সস্ত্রীক—বিণঃ স্ত্রীর সহিত। [সং. সহ+স্ত্রী+ক]।

সস্নেহ—বিণঃ স্নেহের সহিত; স্নেহপূর্ণ। [সং. সহ+স্নেহ]। ক্রি-বিণঃ **সস্নেহে**—স্নেহের সহিত।

সস্পৃহ—বিণঃ স্পৃহাযুক্ত। [সং. সহ+স্পৃহা]।

সস্মিত—বিণঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, হাসি-হাসি; সহাস্য। [সং. সহ+স্মিত]।

সস্য—বিঃ ফল; ফলের খোসা ও আঁটির মধ্যবর্তী কোমল অংশ, albumen। [সং.]। বিণঃ **-জ**—ফলবান্; (ফলসম্বন্ধে) কোমল অংশযুক্ত, albuminous।

সহ—(১)অব্যঃ সঙ্গে, সহিত (সৈন্যসহ)। (২)বিণঃ সহ্য করিতে পারে এমন (যুক্তিসহ=যুক্তিযুক্ত, যুক্তিসম্মত); (বাং.) সহযোগী, সহকারী (সহ-সম্পাদক)। [সং.]। বিণ.বিঃ **-কর্মী** (-র্মিন্)—একত্রে বা এক কর্মকারী, colleague। বিণঃ **-কারী** (-রিন্)—সহকর্মী; কর্মে সাহায্যকারী, assistant। বিণ(স্ত্রী): **-কারিণী**। ক্রি-বিণঃ **-কারে**—সহিত (ভক্তিসহকারে); সাহায্যে (বুদ্ধি-সহকারে)। বিঃ **-গমন**—সঙ্গে বা একত্রে গমন; সহমরণ। বিণঃ **-গামী** (-মিন্)—সহগমন-কারী; সঙ্গী। বিণ(স্ত্রী): **-গামিনী**। বিণ.বিঃ **-চর, -চারী** (-রিন্)—একত্রে বা সঙ্গে বিচরণকারী; সঙ্গী, সাথী, সখা। বিণ.বি(স্ত্রী): **-চরী, -চারিণী**। বিণঃ **-জাত**—একসময়ে জাত, একগর্ভোৎপন্ন, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লব্ধ (সহজাত সংস্কার, কবচকুণ্ডল ইঃ)। বিঃ **-তা**—সহ্য করার ক্ষমতা (যুক্তিসহতা=যুক্তিযুক্ততা, যৌক্তিকতা)। বিণ.বিঃ **-ধর্মী** (র্মিন্)—সমান-ধর্মবিশিষ্ট (লোক)। বি(স্ত্রী): **-ধর্মিণী**—পত্নী, ভার্যা। বিণঃ **-পাঠী** (-ঠিন্)—সতীর্থ, একত্রে এক গুরুর কাছে অধ্যয়নকারী; এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। বিণ(স্ত্রী): **-পাঠিনী**। বিঃ **-বাস**—একত্রে বাস; পতি-পত্নীরূপে বাস; রতি-ক্রিয়া। বিঃ **-মরণ**—স্বামীর শবের সহিত এক চিতায় আরোহণপূর্বক জীবনত্যাগ; একত্রে

মরণ, অনুমরণ। বিণ(স্ত্রী): -মৃতা—সহমরণ-বরণকারিণী, অনুমৃতা। বিণঃ -যাত্রী (-ত্রিন্) —একত্রে গমনকারী, সহগামী। বিণ(স্ত্রী): -যাত্রিণী। বিণঃ -যায়ী (-য়িন্)—সহগামী।

সহকার—বিঃ (অতিসৌরভযুক্ত) আম্রবৃক্ষ; আম্র-পল্লব। [সং. সহ(=যুগপৎ)+ √কৃ+অ (র্তৃ)]। বিঃ -শাখা—আম্রপল্লব; আমগাছের ডাল।

সহজ—(১)বিঃ সহোদর, একজননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা; স্বভাব (সহজসাধন)। (২)বিণঃ সহজাত, স্বাভাবিক (সহজপটুতা); (বাং.) অনায়াসসাধ্য, সোজা (সহজ কাজ); স্পষ্ট বা বুঝিতে কষ্ট হয় না এমন (সহজ কথা, সহজ অঙ্ক); সিধা, সরল, অনায়াসগম্য (সহজ পথ), অকপট (সহজ লোক)। [সং. সহ+ √জন্+অ (র্তৃ)]। বিঃ -জ্ঞান—জন্মগত জ্ঞান। বিঃ -প্রবৃত্তি—জন্মগত প্রবৃত্তি, সহজাত সংস্কার, instinct [বি. প.]। বিঃ **সহজার্থ**—শব্দের অভিধাগত অর্থ; সাধারণ অর্থ; মুখ্যার্থ। বিঃ **সহজিয়া**—সহজ-মতে এবং সহজস্বরূপকে লাভ করিবার জন্য সাধনা করে যাহারা (বৌদ্ধসহজিয়া, বৈষ্ণব-সহজিয়া) [সং. সহজ+বাং. ইয়া]। ক্রি-বিণঃ **সহজে**—অনায়াসে (সহজে পারা); একটুতে, অল্পে, সামান্য কারণে বা চেষ্টায় (সহজে রাগা, সহজে ভোলান)।

সহন—(১)বিঃ সহ্য করা; ধৈর্যধারণ (সহনশীল); প্রতীক্ষা; (২)বিণঃ সহিষ্ণু। [সং. √সহ্+অন (ভা, র্তৃ)]। বিণঃ **সহনীয়**—সহনযোগ্য।

সহবত, সহবৎ—বিঃ সংসর্গ হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা; সংসর্গ। [আ. সোহ্‌বৎ]।

সহযোগ—বিঃ সংযোগ, মিলন (নানাদ্রব্যসহ-যোগে); (কর্মাদিতে) সাহায্য, সহায়তা। [সং. সহ+ √যুজ্+অ (ভা)]। বিণঃ **সহযোগী** (-গিন্)—সাহায্যকারী; সহকর্মী; সহকারী। বিঃ **সহযোগিতা**—সহযোগীর ভাব বা কাজ; কর্মানুষ্ঠানে সাহায্য।

সহর—**শহর**-এর বানানভেদ।

সহরৎ—**শোহরত**-এর রূপভেদ।

সহর্ষ—বিণঃ হর্ষযুক্ত, সানন্দ, আহ্লাদিত। [সং. সহ+হর্ষ]। ক্রি-বিণঃ **সহর্ষে**—সাহ্লাদে, হর্ষের সহিত।

সহসা—অব্য.ক্রি-বিণঃ হঠাৎ, অকস্মাৎ। [সং.]।

সহস্র—(১)বিঃ হাজার সংখ্যা। (২)বিণঃ হাজার-সংখ্যক; অসংখ্য (সহস্রবার); নানা (সহস্র রকম)। [সং.]। বিঃ -কর, -কিরণ, -কিরণ-মালী (-লিন্), **সহস্রাংশু**—সূর্য। -দল—(১)বিণঃ হাজার পাপড়ি-যুক্ত; (২)বিঃ পদ্ম; (বাং.) সহস্রার। বিঃ -নয়ন, -লোচন, **সহস্রাক্ষ**—দেবরাজ ইন্দ্র। ক্রি-বিণঃ -বার—বহুবার, অসংখ্যবার। বিণঃ -রকম—নানারকম। বিঃ **সহস্রার**—(যোগশাস্ত্রে বর্ণিত) শিরোমধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ি।

সহা—(১)ক্রিঃ সহ্য করা (কষ্ট সহা); সহ্য হওয়া (হাতে গরম সহা), ক্ষমা বা বরদাস্ত করা (অপরাধ সহা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ সহ্য হয় বা হইয়া গিয়াছে এমন (গা-সহা)। [সং. √সহ্+বাং. আ]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ সহ্য করান, (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

সহাধ্যায়ী (-য়িন্)—বিঃ সহপাঠী। [সং. সহ+অধি+ √ই+ইন্ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **সহাধ্যায়িনী**।

সহান, সহানো—**সহা** দ্রঃ।

সহানুভূতি—বিঃ পরের সহিত সমান অনুভূতি; সমবেদনা, সমব্যথা, দরদ। [সং. সহ+অনু-ভূতি]। বিণঃ -শীল—সমব্যথী, দরদী।

সহাবস্থান—বিঃ (প্রধানতঃ রাজ.—পরস্পরবিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের) শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান। [সং. সহ+অবস্থান—ইং. co-existence-এর অনুবাদ]।

সহায়—বিঃ যে সাহায্য বা আনুকূল্য করে; সহকারী; অবলম্বন; সমর্থক। [সং সহ+ √ই +অ (র্তৃ)]। বিণঃ -ক—সাহায্যকারী; পরি-পোষক। বিঃ -তা—সাহায্য করা; সমর্থন। বিঃ -সম্পত্তি -সম্পদ্—জনবল ও ধনবল।

সহাস্য—বিণঃ হাসিযুক্ত, হাস্যরত। [সং. সহ+হাস্য]। ক্রি-বিণঃ **সহাস্যে**—হাস্যের সহিত, হাসিতে হাসিতে।

সাহি১—**সই**৩-র রূপভেদ।

সাহি২, **সই**—বিঃ দস্তখত, স্বাক্ষর, (সহি করা, নামসহি); স্বাক্ষরের পরিবর্তে লিখন বা ছাপ (ঢেরাসহি, টিপসহি)। (২)বিণঃ স্বীকার্য (তাই সই)। [আ. সহীহ্]।

সহিত১—(১)বিণঃ সংযুক্ত, সমন্বিত (কর্মসহিত জ্ঞান)। (২)(বাং.) অব্য(অনু.): সঙ্গে (ভয়ের সহিত, তাহার সহিত)। [সং. সহ+ইত—সংহতি দ্রঃ]।

সহিত২—বিণঃ সম্যক্ হিতযুক্ত বা হিতকর; সংযুক্ত। [সং. সম্+হিত]।

সহিষ্ণু—বিণঃ সহনশীল, ধৈর্যশীল; ক্ষমাশীল। [সং. √সহ্+ইষ্ণু]। বিঃ -তা।

সহিস—**সইস**-এর মার্জিত রূপ।

সহুরে—**শহুরে**-র বানানভেদ।

সহৃদয়—বিণঃ হৃদয়বান্, সদাশয় (সহৃদয় ব্যবহার); আন্তরিক (সহৃদয় আলোচনা); রসজ্ঞ, গুণগ্রাহী; বিদ্বান্। [সং. সহ+হৃদয়]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সহৃদয়া**। বিঃ -তা।

সহোদর—বিঃ একমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা। [সং. সহ (সমান)+উদর]। বি(স্ত্রী)ঃ **সহোদরা**—একমাতৃ-গর্ভজাতা ভগিনী।

সহ্য—(১)বিণঃ সহনীয়, সহনযোগ্য (সহ্য হওয়া) (২)(বাং.)বিঃ সহন, বরদাস্ত (সহ্য করা); ধৈর্য (সহ্যের সীমা) [সং. √সহ্+য (য্য)]; পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উত্তরাংশ [সং. √সহ্+য (র্তৃ)]। বিঃ **সহ্যাদ্রি**—সহ্য-নামক পর্বতমালা।

সা১ — **সাহা** ও **সাউ**-র সংক্ষিপ্ত কথ্য রূপ।

সা২—বিঃ (সঙ্গীতে) স্বরগ্রামে ষড়্জের সঙ্কেত। [সং. ষড়্জ]।

সাইকেল—বিঃ পা দিয়া চালাইতে হয় এমন দ্বিচক্রযানবিশেষ। [ইং. bicycle]।

সাইজ—বিঃ মাপ। [ইং. size]।

সাইনবোর্ড—বিঃ দোকানপাট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দেওয়ালে লটকান উহার পরিচয়জ্ঞাপক ফলকবিশেষ। [ইং. signboard]।

সাইবানি, সাইবানী—বিঃ প্রভুপত্নী, মনিবানি। [আ. সাহিব+বাং. আনি, আনী]।

সাউ—বিঃ বণিক্, মহাজন। [সং. সাধু]। বিঃ **-কার**—(বিরল) বড় বণিক্ বা মহাজন; (ব্যঙ্গে) মাতব্বর, মুরুব্বি। বিঃ **-কারি**—(বিরল) সাউ-কারের কাজ বা বৃত্তি; (ব্যঙ্গে) সাধুগিরি; মাতব্বরি, মুরুব্বিয়ানা।

সাং—**সাকিন**-এর সংক্ষিপ্ত লেখ্য রূপ।

সাংকর্য—**সাঙ্কর্য**-এর বানানভেদ।

সাংকেতিক—**সাঙ্কেতিক**-এর বানানভেদ।

সাংখ্য—বিঃ কপিল মুনিকৃত দর্শনশাস্ত্র; (বিরল) মুক্তিকামীদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানের অধিকারী। [সং. সংখ্যা (=বিচার)+অ]।

সাংখ্যিক—বিণঃ সংখ্যা-সম্বন্ধীয়। [সং. সংখ্যা+ইক]।

সাংগ্রামিক—বিণঃ যুদ্ধ-সম্বন্ধীয়; যুদ্ধে প্রয়োজনীয়; যুদ্ধনিপুণ। [সং. সংগ্রাম+ইক]।

সাংঘাতিক—**সাঙ্ঘাতিক**-এর বানানভেদ।

সাংবৎসর, সাংবৎসরিক—বিণঃ বৎসরব্যাপী; বার্ষিক; বৎসরান্তে করণীয়। [সং. সংবৎসর+অ, ইক]।

সাংবাদিক—(১)বিণঃ সংবাদ-সম্বন্ধীয়। (২)বিণ.-বিঃ যে সংবাদপত্রের বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করে, journalist; (বিরল) বাদ-প্রতিবাদে নিপুণ। [সং. সংবাদ+ইক]। বিঃ -তা—সাংবাদিকের কাজ।

সাংযাত্রিক—বিঃ জলপথে বাণিজ্যকারী। [সং. সংযাত্রা+ইক]।

সাংশয়িক—বিণঃ সংশয়-সম্বন্ধীয়; সংশয়যুক্ত, সন্দিহান। [সং. সংশয়+ইক]।

সাংসর্গিক—বিণঃ সংসর্গ-সম্বন্ধীয়; সংসর্গজাত। [সং সংসর্গ+ইক]।

সাংসারিক—বিণঃ ইহলোকসম্বন্ধীয়; জীবনযাত্রায় উপযোগী (সাংসারিক বুদ্ধি); পারিবারিক; সংসারাসক্ত; গার্হস্থ্য জীবন যাপনকারী। [সং. সংসার+ইক]।

সাঁ, সাঁই১—**শাঁ**-এর রূপভেদ।

সাঁই২—বিঃ (বাউল সঙ্গীতে) ধর্মপথে উপদেশ-দাতা সঙ্গী বা গুরু, পরমেশ্বর। [সং. স্বামী]।

সাঁইত্রিশ—বি.বিণঃ ৩৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তত্রিংশৎ]।

সাঁইসাঁই—**শাঁ-শাঁ**-র রূপভেদ।

সাঁওতাল—বিঃ ভারতের আদিবাসী জাতিবিশেষ। [সং. সামন্তপাল]। বি(স্ত্রী)ঃ **-নী**। বিণঃ **সাঁওতালী** — সাঁওতাল-সম্বন্ধীয়; সাঁওতাল-সুলভ; সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত।

সাঁকো—বিঃ সেতু, পোল। [প্রা. বাং. সাক্কম <সং. সংক্রম]।

সাঁচ, সাঁচা—(১)বিণঃ সত্য; খাঁটি; বিশুদ্ধ; সাচ্চা; বিশ্বাসযোগ্য; প্রামাণিক; সৎ; সাধু। (২)বিঃ সত্য কথা বা বিষয়। [পা. প্রাকৃ. সচ্চ <সং. সত্য—তু. হি. সাচ্চা]।

সাঁচি—বিণঃ আসল; উৎকৃষ্ট। [হি. সঁচী]।

সাঁচা—**সাচ্চা**-র রূপভেদ।

সাঁজ—**সাঁঝ**-এর রূপভেদ।

সাঁজা—বিঃ দধ্যম্ল, দম্বল। [সং. সন্ধান]।

আদিতে **সহ**-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য **সহ** দ্রঃ।

সাঁজাল—বিঃ সন্ধ্যাকালে মশা তাড়াইবার জন্য খড় ইত্যাদির ধোঁয়া (গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া)। [বাং. সাঁজ+আল<জ্বাল]।

সাঁজোয়া—বিঃ বর্ম। [সং. সংযোজক]। বিঃ **-গাড়ি**—বর্মাবৃত দুর্ভেদ্য গাড়ি (এই গাড়ি প্রধানতঃ যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়), armoured car।

সাঁঝ—বিঃ সন্ধ্যাকাল; বেলা (দুই সাঁঝ চলবে)। [সং. সন্ধ্যা]। বিণঃ **-ক**—(প্রা. কা.) সন্ধ্যাকালের। বিঃ **সাঁঝা**—(প্রা. কা.) সন্ধ্যা; সন্ধ্যাদীপাদি। **সাঁঝের বাতি**—সন্ধ্যাবেলায় দেবোদ্দেশে প্রজ্বালিত প্রদীপ।

সাঁট—বিঃ সংক্ষেপ (সাঁটে সারা); সঙ্কেত, ইশারা (সাঁট বোঝা)। [সং. শাণী]

সাঁটা—(১)ক্রিঃ আঁটা, লাগান; আঁকড়ান (সেঁটে ধরা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ দৃঢ়বদ্ধ, সংলগ্ন। [<হি?—তু. আঁটা]।

সাঁড়াশি, সাঁড়াশী—বিঃ আঁটিয়া ধরিবার জন্য চিমটাজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। [সং. সন্দংশিকা]।

সাঁতরা—ক্রিঃ সাঁতরান [সাঁতার দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ সাঁতার কাটা, সন্তরণ করা; (২)বিঃ সন্তরণ।

সাঁতলা—ক্রিঃ সাঁতলান। [সন্তোলন দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ সন্তলন করা, গরম তেলে মৎস্য মাংস ও তরকারি অল্প ভাজা; (২)বি.-বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

সাঁতার—বিঃ হাত-পা বা ডানার সাহায্যে জলমধ্যে বিচরণ, সন্তরণ। [সং. সন্তরণ]। বিণঃ **সাঁতারু**—সন্তরণকারী; সন্তরণদক্ষ।

সাঁপ—বিঃ হাঁড়িকাঠের অগ্রভাগে অবস্থিত গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। [সং. সর্প]।

সাকরেদ—**শাগরেদ**-এর বানানভেদ।

সাকল্য—বিঃ সমগ্রতা, সমষ্টি, মোট পরিমাণ বা সংখ্যা। [সং. সকল+য]।

সাকার—বিণঃ আকারযুক্ত, মূর্তিবিশিষ্ট। [সং. সহ+আকার]। বিঃ **-বাদ**—ঈশ্বরের মূর্তি আছে: এই মত। বিঃ **সাকারোপাসনা**—প্রতিমা পূজা।

সাকি, সাকী—বিঃ যে তরুণ বা তরুণী সুরা পরিবেশন করে। [ফা.]।

সাকিন, (বিরল) **সাকিম**—বিঃ নিবাস, বাসস্থান, ঠিকানা। [আ. সাকিন্]।

সাক্ষর—বিণঃ অক্ষরযুক্ত; অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট (literate), অল্প-শিক্ষিত। [সং. সহ+অক্ষর]।

সাক্ষাৎ—(১)অব্য.বিণঃ প্রত্যক্ষ, দৃষ্টিগোচর, মূর্তিমান্ (সাক্ষাৎ মৃত্যু); স্বয়ং (সাক্ষাৎ যম দেখা দিলেন); তুল্য, সদৃশ (মাতাপিতা সাক্ষাৎ দেবতা); সরাসরি (সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ)। (২)(বাং.)বিঃ দেখা, দর্শন, মোলাকাত (সাক্ষাৎ পাওয়া বা করা); সমক্ষ (সাক্ষাতে বলা)। [সং. সাক্ষ (<সহ+অক্ষি বা অক্ষ)+অৎ+ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বিঃ **-কার**—দেখা করা; পরস্পর দর্শন, মিলন, মোলাকাত; প্রত্যক্ষ করা। বিণঃ **-কারী** (-রিন্), **-কর্তা** (-র্তৃ)—প্রত্যক্ষকারী; দেখা করে বা করিতে আসে এমন। বিঃ **-সম্বন্ধ**—সরাসরি সম্বন্ধ; প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ; বাহ্য সম্বন্ধ।

সাক্ষি—বিঃ সাক্ষ্য (সাক্ষি দেওয়া)। [সাক্ষ্য-শব্দের উচ্চারণ-বিকৃতি]।

সাক্ষী (-ক্ষিন্)—বিণঃ কোন বিষয় বা ঘটনা প্রত্যক্ষকারী, প্রত্যক্ষদর্শী; বৃত্তান্তজ্ঞ; প্রাণিকৃত কর্মের দ্রষ্টা। [সং. 'সাক্ষাৎ দ্রষ্টা' এই অর্থে নি.]।

সাক্ষিগোপাল—বিঃ পুরীর নিকটবর্তী স্থানবিশেষ; ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহবিশেষ (সাক্ষি দিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া); (আল.) যে ব্যক্তি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়া অন্যের কার্যকলাপ দর্শন করে; পদস্থ অথচ পুত্তলিকাবৎ নিষ্ক্রিয় বা ক্ষমতাহীন ব্যক্তি।

সাক্ষ্য—বিঃ সাক্ষীর কর্ম; আদালতে প্রদত্ত ঘটনাদির প্রত্যক্ষ বর্ণনা। [সং. সাক্ষিন্+য]।

সাগর—বিঃ সমুদ্র। [সং. সগর+অ]। বিণঃ **-গামী**—সমুদ্রে যায় বা চলে এমন। বিঃ **-সঙ্গম**—সমুদ্র ও নদীর মিলনস্থান।

সাগরেদ—**শাগরেদ**-এর বানানভেদ।

সাগু—বিঃ বৃক্ষবিশেষের মজ্জা হইতে প্রস্তুত দানাদার পালোবিশেষ। [পো. sagu]।

সাগ্নিক—বিণ.বিঃ অগ্নিহোত্রী, যজ্ঞাগ্নি সর্বদা প্রজ্বলিত রাখে এমন ব্রাহ্মণ, নিয়ত যজ্ঞকারী। [সং. সহ+অগ্নি+ক]।

সাগ্রহ—বিণঃ আগ্রহের সহিত, আগ্রহপূর্ণ। [সং. সহ+আগ্রহ]। ক্রি.বিণঃ **সাগ্রহে**—আগ্রহের সঙ্গে।

সাঙ্কর্য—বিঃ সঙ্করত্ব, দো-আঁশলা অবস্থা, মিশ্রণ। [সং. সঙ্কর+য]।

সাঙ্কেতিক—(১)বিণঃ সঙ্কেত-সম্বন্ধীয়; সঙ্কেতকারক; ইশারা বা ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত। (২)-

বিঃ (গণি.) অঙ্ক কষিবার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, practice। [সং. সঙ্কেত+ইক]।

সাংখ্য—**সাংখ্য**-র বানানভেদ।

সাংখ্যিক—**সাংখ্যিক**-এর বানানভেদ।

সাঙ্গ—বিণঃ অঙ্গযুক্ত (সাঙ্গ বেদ); পূর্ণাঙ্গ; সম্পূর্ণ; সমাপ্ত। [সং. সহ+অঙ্গ]। বিণ(স্ত্রী): **সাঙ্গা, সাঙ্গী**। বিঃ **-তা**। বিঃ **-রূপক**—যে রূপকে উপমান ও উপমেয়ের প্রতি অঙ্গের সহিত প্রতি অঙ্গের সাদৃশ্য দেখান হয়।

সাঙ্গপাঙ্গ—বিঃ দলবল, অনুবর্তিগণ। [সং. সাঙ্গোপাঙ্গ]।

সাঙ্গা১, সাঙা১—বিঃ হিন্দু-বিধবাবিবাহবিশেষ। [সং. সঙ্গ]।

সাঙ্গা২, সাঙা২—বিঃ বংশাদিনির্মিত আলনা-বিশেষ। [দেশী]।

সাঙ্গা৩—বিণঃ অঙ্গযুক্তা। [সং. সাঙ্গ+আ]।

সাঙ্গাত (-ৎ), সাঙাত (-ৎ)—বিঃ (গ্রা.) বন্ধু, মিতা, সহচর; (মন্দার্থে) সহকর্মী। [<সং. সঙ্গ—তু. সাঙ্গতিক]। বি(স্ত্রী): **-নী**। বিঃ **সাঙ্গাতি, সাঙাতি**।

সাঙ্গোপাঙ্গ—বিণঃ অঙ্গ ও উপাঙ্গের সহিত বর্তমান (সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ); প্রধান ও অপ্রধান পরিষদের সহিত, সদলবল (সাঙ্গোপাঙ্গ নেতা)। [সং. সহ+অঙ্গ+উপাঙ্গ]।

সাংঘাতিক—বিণঃ মারাত্মক, ভয়ানক। [সং. সঙ্ঘাত+ইক]।

সাচা—**সাচ্চা**-র কোমল রূপ।

সাচি—অব্যঃ বক্র, তির্যক্। [সং. √সচ্+ই (র্তৃ)]। বিঃ **-বর্তন**—অপবর্তন। বিণঃ **সাচীকৃত**—বক্রীকৃত।

সাচ্চা—বিণঃ সত্য (সাচ্চা কথা); অকৃত্রিম, খাঁটি, বিশুদ্ধ (সাচ্চা জরি)। [হি. সচ্চা < সং. সত্য]।

সাজ—বিঃ পোশাক, বেশ, পরিচ্ছদ (রাজার সাজ); গহনা, ভূষণ (প্রতিমার সাজ); সরঞ্জাম, উপকরণ (তামাকের সাজ); (প্রাদে.) দধ্যম্ল, দম্বল। [সং. সজ্জা]। বিঃ **-গোছ, -গোজ**—বেশভূষা পরিধান ও তাহার পারিপাট্য। বিঃ **-ঘর**—রঙ্গালয়ে অভিনেতাদের পোশাক পরিবার ঘর, green-room। বিণঃ **-ন্ত**—শোভন, মানানসই। বিঃ **-সজ্জা**—সাজগোছ; সাজ-সরঞ্জাম। বিঃ **-সরঞ্জাম**—পোশাক ও উপকরণ।

সাজশ—বিঃ কুকর্মে সহযোগ (যোগসাজশ)। [ফা. সাজিশ্]।

সাজা১—**সাজো**-র রূপভেদ।

সাজা২—বিঃ শাস্তি, অপরাধের দণ্ড। [ফা. সজা]।

সাজা৩—(১)ক্রিঃ সজ্জিত হওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ পরা (কনে সাজছে); পরের রূপ বা মিথ্যা রূপ ধারণ করা (সাধু সাজা, ভালমানুষ সাজা); মানান, শোভা পাওয়া (তোমার এ কাজ সাজে না); পোশাকাদি পরিয়া প্রস্তুত হওয়া (যুদ্ধের জন্য সাজা); (মাদকদ্রব্যাদি) সেবনের জন্য প্রস্তুত করা (তামাক সাজা, পান সাজা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ সেবনের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে এমন। [সং. √সজ্জ্+বাং আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পোশাক-পরিচ্ছদ পরান; মিথ্যা রচনা বা তৈয়ারি করা (মামলা সাজান); সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা (দোকান সাজান, বইগুলি তাকের উপর সাজিয়ে রাখ)। (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

সাজাত্য—বিঃ একজাতীয়তা, একধর্মিতা, এক-বিধতা। [সং. সজাতি+য]।

সাজি১—বিঃ পুষ্পাদি চয়ন করিয়া রাখিবার ডালা। [দেশী]।

সাজি২, সাজিমাটি—বিঃ ক্ষারমাটিবিশেষ। [সং. সর্জিকা]।

সাজো—বিণঃ অল্পকার; সদ্য, টাটকা, তাজা। [সং. সদ্যঃ]। **সাজো কাপড়**—অতি অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষারমিশ্রিত জলে কাচা কাপড়; সাজো-বাসীর দ্বারা কাচা কাপড়। বিঃ **সাজো-বাসি, সাজো-বাসী**—যে ধোপা ক্ষারমিশ্রিত জল দিয়া এক বেলার মধ্যে কাপড় কাচে; কাপড় কাচার উক্ত প্রণালী।

সাট১—বিঃ সড়, গোপন পরামর্শ বা যোগাযোগ (সাট থাকা)। [দেশী]।

সাট২—বিঃ (মুদ্রণ.) অক্ষরের নির্দিষ্ট ছাঁচ। [ইং. sort]।

সাট৩—**সাঁট**-র রূপভেদ।

সাটিন—বিঃ চিক্কণ ও মসৃণ রেশমী কাপড়-বিশেষ। [ইং. satin]।

সাড়—বিঃ চেতনা, বাহ্যজ্ঞান; অনুভবশক্তি। [সং. সংজ্ঞা]।

সাড়া—বিঃ শব্দ (কোথাও কোন সাড়া নেই); আহ্বানের উত্তর (ডাকলে সাড়া দেয় না); চেতনাসূচক প্রতিক্রিয়া, response (উদ্ভিদের সাড়া); চাঞ্চল্য, শোরগোল (দেশে সাড়া পড়েছে); বাক্স্ফূর্তি, স্বর (মুখে সাড়া নেই);

অস্তিত্বসূচক চাঞ্চল্য, স্পন্দন (প্রাণের সাড়া); চেতনা। [সং. স্বর]। বিঃ **-শব্দ**—কোন প্রকার শব্দ; সচেতনতার লক্ষণ ও শব্দ।

সাড়ি, সাড়ী—**শাড়ি**-র বানানভেদ।

সাড়ে—বিণঃ অর্ধসহ (সাড়ে সাত=সাত ও আধ)। [সং. সার্ধ]।

সাত—বি.বিণঃ ৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্ত]। বিঃ **-ই, সাতুই**—মাসের সপ্তম দিন বা সাত তারিখ। **সাতকাণ্ড রামায়ণ**—সপ্ত কাণ্ডে বা অধ্যায়ে বিভক্ত রামায়ণ-গ্রন্থ, (আল.) বৃহৎ ব্যাপার। **সাতখুন মাপ**—(আল.) বহু গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের জন্য কোন শাস্তি না দেওয়া, সমস্ত অপরাধ বরদাস্ত করা। **সাত ঘাটের জল খাওয়া** বা **খাওয়ান**—নানা স্থানে চাকরি করা বা করান; কর্মব্যপদেশে নানা স্থানে বদলি হওয়া বা বদলি করা; নানা বিপদে পড়া বা ফেলা; নানাভাবে জীবনযাপন করা বা করান; বেজায় নাকাল হওয়া বা করা। **সাত চড়ে রা বেরয় না**—(আল.) সমস্ত নির্যাতন নীরবে সহ্য করে অর্থাৎ অত্যন্ত নিরীহ। **সাত সতীনের ঘর**—(আল.) যে সংসারে নিরন্তর কলহবিবাদ ও হিংসাদ্বেষ বিদ্যমান। **সাত সমুদ্র তের নদীর পার**—(রূপকথা হইতে) বহু দূরবর্তী, বহু দূরবর্তী স্থান বা দেশ। **সাতেও নেই পাঁচেও নেই**—সংস্রবশূন্য। **-নর, -নরী**—(১)বিণঃ সাত পেঁচ-ওয়ালা; (২)বিঃ সাত পেঁচওয়ালা কণ্ঠহার। বিণঃ **-নলা**—(একসঙ্গে) সাতটি গুলি. ছুড়িবার নলবিশিষ্ট (বন্দুক)। **-পাঁচ, -সতের**—(১)বিণঃ বিবিধ, নানা; (২)বিঃ নানা কথা দিক্ বা প্রকার; অগ্রপশ্চাৎ। বিঃ **-পুরুষ**—পিতা-পিতামহাদিক্রমে ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ। বি.বিণঃ **-ষাট্টি**—৬৭ সংখ্যা বা সংখ্যক।

সাতত্য—বিঃ নিরন্তরতা, বিরামহীনতা। [সং. সতত+য (ভা)]।

সাতনর, সাতনরী, সাতনলা, সাতপাঁচ, সাত-পুরুষ, সাতষাট্টি, সাতসতের—**সাত** দ্রঃ।

সাতা—বিঃ সাত-ফোঁটা-চিহ্নিত তাস। [বাং. সাত+আ]।

সাতাইশ—**সাতাশ**-এর রূপভেদ।

সাতাত্তর—বি.বিণঃ ৭৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তসপ্তাত]।

সাতান্ন—বি.বিণঃ ৫৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তপঞ্চাশৎ]।

সাতাশ—বি.বিণঃ ২৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তবিংশতি]। বি.বিণঃ **সাতাশে**—মাসের সপ্ত-বিংশ তারিখ বা তারিখের।

সাতাশি, সাতাশী—বি.বিণঃ ৮৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. সপ্তাশীতি]।

সাতিশয়—বিণঃ অত্যধিক, খুব বেশী, অত্যন্ত। [সং. সহ+অতিশয়]।

সাতুই—**সাত** দ্রঃ।

সাত্তা—**সাতা**-র রূপভেদ।

সাত্ত্বিক—(১)বিণঃ সত্ত্বগুণ-সম্বন্ধীয়; সত্ত্বগুণজাত; সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, নিষ্কাম (সাত্ত্বিক পূজা বা দান); নিরীহ, সাধু। (২)বিঃ স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ কম্প বিবর্ণতা অশ্রু মূর্ছা: এই অষ্টবিধ দৈহিক ও মানসিক লক্ষণযুক্ত গভীর প্রণয়াদিজনিত মনোভাববিশেষ। [সং. সত্ত্ব+ইক]।

সাথ—(১)বিঃ (গ্রা.) সঙ্গ (সাথ ধরা বা নেওয়া, সাথের লোক)। (২)অব্য. (অনু.): (গ্রা.) সহিত, সঙ্গে (তার সাথ যাব)। [সং. সার্ধম্]। বিঃ **সাথী**—সঙ্গী, সহচর। [বাং. সাথ+ঈ (স্থিতার্থে)]। বিণ.বিঃ **সাথুয়া, সেথুয়া, সেথো**—সঙ্গের; সঙ্গী, সহচর [বাং. সাথ+উয়া>ও]। অব্য (অনুসর্গ): **সাথে**—(গ্রা. প্রাদে. বা কা.) সঙ্গে, সহিত ('থেকো মোর সাথে')।

সাদ—**সাধ**-এর বিকৃত রূপ।

সাদর—বিণঃ আদরযুক্ত বা যত্নযুক্ত। [সং. সহ+আদর]। ক্রি-বিণঃ **সাদরে**—আদরের সহিত।

সাদা—বিণঃ শ্বেত, শুভ্র; শ্বেতকায় (সাদা আদমি); কুটিলতাহীন, সরল (সাদা মন); সহজ, স্পষ্ট (সাদা কথা); নির্দোষ (সাদা কাজ); অরঞ্জিত, পাড়বিহীন (সাদা কাপড়); অনলঙ্কৃত, নিরাভরণ (সাদা হাত); অলিখিত (সাদা কাগজ)। [ফা. সাদাহ্]। **সাদাকে কাল এবং কালকে সাদা করা**—বেপরোয়া মিথ্যা কথা বলা। বিণঃ **-টে**—ঈষৎ সাদা। বিণঃ **-মাঠা** কারুকার্যহীন; বৈচিত্র্যহীন। বিণঃ **-সিধা** (কথা) **-সিধে**—স্পষ্ট; সরল; অনাড়ম্বর, বিলাসবর্জিত।

সাদি১—**শাদি**-র বানানভেদ।

সাদি২, সাদী (-দিন্)—বিঃ অশ্বারোহী; গজা-রোহী; রথারোহী; সারথি। [সং. √সদ্+ই, ইন্ (র্তৃ)]।

সাদৃশ্য—বিঃ আনুরূপ্য, একরূপতা, তুল্যতা; আলেখ্য। [সং. সদৃশ+য (ভা)]।

সান্দ্য—**সাধ্য**-র প্রাদে. রূপ।

সাধ—বিঃ কামনা, অভিলাষ (মনের সাধ) ; শখ (সাধের বস্তু) ; স্বেচ্ছা (সাধ করে মার খাওয়া) ; গর্ভিণীর স্পৃহানুযায়ী খাদ্যাদি ভোজনোৎসব, দোহদ (সাধভক্ষণ, সাধ দেওয়া)। [সং. শ্রদ্ধা]। ক্রি-বিণঃ **সাধে**—সাধ করিয়া, স্বেচ্ছায় ('সাধে কি বাবা বলে')।

সাধক—(১)বিণঃ সাধনকর্তা, সম্পাদক, সিদ্ধিকারক (উদ্দেশ্যসাধক, হিতসাধক) ; সহায়ক (উত্তরসাধক)। (২)বিণ.বিঃ সাধনাকারী, আরাধক (বৈষ্ণব সাধক)। [সং. √সাধ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **সাধিকা**।

সাধন—বিঃ সাধনা, আরাধনা (তান্ত্রিক সাধন) ; উপায়, সহায় ; করণ, যাহাদ্বারা কার্য নিষ্পন্ন হয় ; সম্পাদন, নিষ্পাদন (অসাধ্য সাধন) ; সিদ্ধি, সাফল্য (মন্ত্রের সাধন)। [সং. √সাধ্ বা √সাধি+অন]। বিঃ **সাধনা**—আরাধনা, সাধনপদ্ধতি (বৈষ্ণব সাধনা) ; ঈপ্সিত বস্তু লাভের জন্য বা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন (স্বাধীনতার সাধনা) ; শিক্ষা, অভ্যাস (সঙ্গীতসাধনা) ; সাধনার বিষয় ('আমার সাধের সাধনা' : রবীন্দ্র) ; ব্রত (ভারতের সাধনা) ; (বাং.) মিনতি, অনুরোধ (অনেক সাধনা করে রাজি করা)। বিণঃ **সাধনীয়**—সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য ; আরাধনীয়।

সাধর্ম্য—বিঃ সধর্মবিশিষ্টতা বা একধর্মবিশিষ্টতা ; সাদৃশ্য। [সং. সধর্ম+য (ভা)]।

সাধা—(১)ক্রিঃ সম্পাদন করা (কাজ সাধা) ; সাধনা করা, সিদ্ধিলাভের বা উন্নতিলাভের জন্য অভ্যাস করা (মন্ত্র সাধা, গলা সাধা) ; সফল বা পূর্ণ করা ('সাধিতে মনের সাধ' : মধু) ; দিতে চাওয়া (ঘুষ সাধা) ; স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া, সাধ করা (সেধে বিপদে পড়া) ; ঘটান (বাদ সাধা) ; ক্রোধ নিবৃত্তির জন্য অনুনয় করা (পায়ে ধরে সাধা) ; অনুরোধ করা (না সাধলে আসবে না) ; (ব্যাক.) সূত্রের উল্লেখ সহ প্রয়োগের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করা (পদ সাধা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ অভ্যাসদ্বারা মার্জিত (সাধা গলা) ; যাচিত (সাধা ভাত ফেলতে নেই)। [সং. √সাধ্+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পরের দ্বারা সম্পাদন করান ; অনুনয় করিতে বাধ্য করা ; (২)বিঃ উক্ত উভয় অর্থে। বিঃ **-সাধি**—বারংবার বা ক্রমাগত অনুনয়।

সাধারণ—(১)বিণঃ বিশিষ্টতাবর্জিত, গতানুগতিক (সাধারণ ব্যাপার বা লেখা) ; সর্বজনীন (সাধারণ পাঠাগার) ; দল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সকল ব্যক্তির (সাধারণ সভা) ; সর্বত্র বা সর্বজনের মধ্যে বর্তমান (সাধারণ ধর্ম বা গুণ) ; সকল, সমস্ত, সমূহ, নির্বিশেষ (জনসাধারণ) ; সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য (সাধারণ অপরাধ)। (২)বিঃ সমস্ত নরনারী (সাধারণের জন্য)। [সং. সহ+আধারণ (=অবলম্বন)]। বিণ(স্ত্রী): **সাধারণী**। বিঃ **-ত্ব**। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-তঃ (-তস্)**, (চলিত) **-ত**—সচরাচর, প্রায়ই। বিঃ **-তন্ত্র**—রাষ্ট্রের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসন-ব্যবস্থা বা ঐ ব্যবস্থাযুক্ত রাষ্ট্র, republic। বিঃ **-ধর্ম**—সকল বর্ণ ও ধর্মের নরনারীর পালনীয় কর্তব্য ; যে গুণ বর্গের অন্তর্গত সকলের মধ্যে বিদ্যমান (ক্ষয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম)। বিঃ **সাধারণ্য**—সাধারণের ধর্ম, সাধারণের সমবায় ; জনসাধারণের নিকট (সাধারণ্যে প্রচার)।

সাধিকা—**সাধক** দ্রঃ।

সাধিত—বিণঃ সম্পাদিত ; প্রমাণসিদ্ধ। [সং. √সাধ+ণিচ্+ত (র্ম)]। **সাধিত ধাতু**—(ব্যাক) অন্য ধাতুর বা নাম-শব্দাদির উত্তর প্রত্যয়-যোগে যে ধাতু উৎপন্ন হয়।

সাধিত্র—বিঃ সাধনার যন্ত্র, যন্ত্রপাতি। [সং. √সাধ্+ণিচ্+ত্র]।

সাধু—(১)বিণঃ ধার্মিক, সৎ (সাধু ব্যক্তি) ; শিষ্ট, ভদ্র, মার্জিত (সাধু ভাষা) ; উত্তম (সাধু আচরণ) ; সুষ্ঠু, উচিত, উপযুক্ত (সাধু প্রয়োগ)। (২)বিঃ সন্ন্যাসী, যোগী ; বণিক ; সুদখোর। [সং.]। **সাধু ভাষা**—মার্জিত লেখ্য ভাষা (তু. **চলিত ভাষা**)। **সাধু সাবধান**—(আল.) ভাবী বিপদাদি সম্বন্ধে সতর্কীকরণাত্মক উক্তি। বিঃ **-গিরি**—ধার্মিকতা বা সততা বা সন্ন্যাসের ভান। বিঃ **-তা**—ধার্মিকতা। বি(স্ত্রী) **-নী**—সাধু বা বণিকের পত্নী ; সন্ন্যাসিনী। বিঃ **-বাদ**—প্রশংসাবাদ। বিঃ **-স্নানী**—বণিকের স্ত্রী।

সাধ্বস—বিঃ সম্ভ্রম ; ভয়। [সং. সাধু+অস্+অ (র্ম)]।

সাধ্বী—বি.বিণ(স্ত্রী): সচ্চরিত্রা ; পতিব্রতা, সতী। [সং. সাধু+ঈ]।

সাধ্য—(১)বিণঃ সাধনীয়, সাধনযোগ্য (ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা), ক্ষমতার আয়ত্ত, করিতে পা... এমন, শক্য (দুর্বলের সাধ্য ন...

সম্পাদ্য (অনায়াসসাধ্য) ; (বিরল) প্রতিকার্য, প্রতিবিধেয় (সাধ্য রোগ) ; প্রতিপাদ্য। (২)বিঃ সাধনার বস্তু ('প্রভু কহে, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়:' চৈ.চ.) ; (ন্যায়) অনুমানদ্বারা নির্ণেতব্য বিষয় ; (বাং.) ক্ষমতা (সাধ্যানুসারে), শক্তি, সামর্থ্য (সাধ্যের বাহিরে)। [সং. √সাধ্+য (র্ণ)]। বিঃ -তা—সাধনযোগ্যতা। ক্রি-বিণঃ -পক্ষে, -মত, সাধ্যানুযায়ী, সাধ্যানুরূপ—যথা-সাধ্য, ক্ষমতানুসারে। বিণঃ -বহির্ভূত, সাধ্যাতি-রিক্ত, সাধ্যাতীত—অসাধ্য, করিতে পারা যায় না এমন। বিঃ -সাধনা—সাধাসাধি।

সান—**শান** ও **সাড়**-এর রূপভেদ।

সানক—বিঃ চীনামাটি কলাই প্রভৃতির থালা। [আ. সহ্নক্]। বিঃ **সানকি**—ক্ষুদ্র সানক।

সানন্দ—বিণঃ হর্ষযুক্ত, আহ্লাদিত। [সং. সহ+আনন্দ]। ক্রি-বিণঃ **সানন্দে**—আনন্দের সহিত।

সানা১—**শানা৩**-র বানানভেদ।

সানা২—(১)ক্রিঃ চটকাইয়া মাখা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [হি. √সান<সং. সম্+ √ধা]।

সানাই—বিঃ কাষ্ঠনির্মিত বংশীবিশেষ। [সং. সানেয়ী বা ফা. শাহ্নাঈ]।

সানু—বিঃ পর্বতোপরিস্থ সমতল স্থান, অধিত্যকা (সানুদেশ) ; চূড়া। [সং. √সন্+উ (র্ত্তৃ)]। বিঃ **-মান্** (-মৎ)—পর্বত।

সানুকম্প—বিণঃ অনুকম্পাযুক্ত। [সং. সহ+অনুকম্পা]।

সানুজ—বিণঃ অনুজের অর্থাৎ ছোট ভাইয়ের সহিত। [সং. সহ+অনুজ]।

সানুনয়—বিণঃ অনুনয়যুক্ত, মিনতিপূর্ণ। [সং. সহ+অনুনয়]। ক্রি-বিণঃ **সানুনয়ে**—অনুনয় করিয়া, বিনয়সহকারে।

সানুনাসিক—বিণঃ অনুনাসিক উচ্চারণবিশিষ্ট, নাকীসুরযুক্ত। [সং. সহ+অনুনাসিক]।

সানুবন্ধ—বিণঃ অনুবন্ধযুক্ত ; সনির্বন্ধ ; বিচ্ছেদ-রহিত ; (ব্যাক.) ইৎ-বর্ণযুক্ত। [সং. সহ+অনুবন্ধ]।

সানুরাগ—বিণঃ অনুরাগপূর্ণ। [সং. সহ+অনুরাগ]।

সান্ত—বিণঃ অন্তবিশিষ্ট, সসীম, finite [বি.প.]। [সং. সহ+অন্ত]।

সান্তর—বিণঃ ফাঁক-ফাঁক ; দূরত্ববিশিষ্ট ; ছিদ্র-যুক্ত, porous ; বিরল। [সং. সহ+অন্তর]। বিঃ -তা।

সান্তারা—বিঃ কমলালেবুজাতীয় ফলবিশেষ। [পো. cintra]।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—বিঃ আশ্বাসবাক্যদ্বারা শান্ত করা, প্রবোধদান ; প্রবোধ। [সং. √সান্ত্ব্+অন (ভা), +আ]। বিণঃ (আর্ষ.) **সান্ত্বনিত**।

সান্ত্রী--বিঃ প্রহরী, রক্ষী সৈনিক। [ইং. sentry]।

সান্দ্র—(১)বিণঃ অবিচ্ছিন্ন ; নিবিড়, ঘন ; তরল অথচ গাঢ়। (২)বিঃ বন। [সং. সহ+ √অন্দ্ (বন্ধনার্থক)+র (র্ত্তৃ)]।

সান্ধা, সান্ধান (-নো)—ক্রিঃ ঢোকা বা ঢোকান ; যোজনা করা ; পরান। [সং. সম্+ √ধা+বাং. আ, আন]।

সান্ধিবিগ্রহিক—বিঃ সন্ধিসংক্রান্ত ও যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ের মন্ত্রী। [সং. সন্ধিবিগ্রহ (সন্ধি+বিগ্রহ) +ইক]।

সান্ধ্য—বিণঃ সন্ধ্যাসম্বন্ধীয় ; সন্ধ্যাকালীন। [সং. সন্ধ্যা+অ]। বিঃ **-আইন**—যে আইনবলে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত বা সারা দিনরাত্রির নির্দিষ্ট অংশে জনসাধারণের গৃহের বাহিরে আসা নিষিদ্ধ হয়, কারফিউ (curfew)।

সান্নিধ্য—বিঃ সামীপ্য, নৈকট্য। [সং. সন্নিধি+য (ভা)]।

সান্নিপাতিক—বিণঃ বাত পিত্ত কফ: এই ত্রিবিধ দোষের সন্নিপাত বা মিলন-জনিত, সান্নিপাতিক। [সং. সন্নিপাত+ইক]। **সান্নিপাতিক জ্বর**—টাইফয়েড (typhoid)।

সান্বয়—বিণঃ অন্বয়ের সহিত (সান্বয় ব্যাখ্যা) ; কুল বা বংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। [সং. সহ+অন্বয়]।

সাপ—বিঃ হিংস্র (বা অহিংস্র) বিষধর (বা বিষহীন) সরীসৃপবিশেষ, সর্প। [সং. সর্প]। বি(স্ত্রী): **সাপিনী**। **সাপ-খেলান সুর**—সাপুড়িয়াদের বাঁশির সুর বা অনুরূপ সুর, যে সুর শুনিয়া সাপ খেলে। **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে**—(আল.) বিনা ক্ষতিতে কঠিন কার্যসাধন হওয়া। বিঃ **সাপে-নেউলে**—(আল.) চিরবৈরিতা। **সাপের ছুঁচো গেলা**—(দুর্গন্ধ ছুঁচোকে উদরস্থ করা সাপের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, কিন্তু মুখে পুরিবার পরে সাপ তাহার বাঁকা দাঁতের মধ্য দিয়া উহাকে উগরাইয়া ফেলিতেও পারে না—ইহা হইতে আল) ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যাপারের সহিত যুক্ত থাকা ; উভয়সঙ্কটে পড়া। **সাপের পাঁচ পা দেখা**—(আল.) অত্যধিক

স্পর্ধা হেতু অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা। **সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে**—(আল.) অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই।

সাপট—বিঃ আস্ফালন, ঝাপটা (লেজের সাপট); তোড়, তেজ (মুখসাপট)। [দেশী]।

সাপটা$_1$—(১)বিণঃ সাধারণ, সমস্ত, একধরনের (সাপটা রান্না); সবসুদ্ধ, থাউকা (সাপটা দর, সাপটা খরিদ)। (২)ক্রি-বিণঃ ভালমন্দ বিচার না করিয়া, সমস্ত একসঙ্গে (সাপটা খাওয়া, সাপটা কেনা)। [দেশী]।

সাপটা$_2$—ক্রিঃ সাপটান। [দেশী ?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জড়াইয়া বা জাপটাইয়া ধরা; জড়াইয়া রাখা; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

সাপত্ন$_1$, সাপত্ন্য$_1$—(১)বিঃ সতিনপুত্র, সতিনের সন্তান। (২)বিণঃ সপত্নীজাত; সপত্নী-সম্বন্ধীয়। [সং. সপত্নী+অ, য]।

সাপত্ন$_2$, সাপত্ন্য$_2$—(১)বিঃ শত্রু; শত্রুতা। (২)বিণঃ শত্রু-সম্বন্ধীয়। [সং. সপত্ন+অ, য]।

সাপুড়া—বিঃ (প্রা. কা.) কৌটা। [সং. সম্পুট]।

সাপুড়িয়া, (কথ্য) **সাপুড়ে**—বিঃ সাপ লইয়া খেলা দেখান বা সাপ ধরা যাহার পেশা। অহিতুণ্ডিক। [বাং. সাপ+উড়িযা>উড়ে]।

সাপেক্ষ—বিণঃ অপেক্ষাযুক্ত, অন্য-কিছুর উপর নির্ভরশীল (শ্রমসাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ)। [সং. সহ+অপেক্ষা]। বিঃ **সাপেক্ষানুমান**—(ন্যায়.) দুই বা ততোধিক সত্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিচারদ্বারা নূতন সত্য আবিষ্কার।

সাপোট—**সাপট**-এর রূপভেদ।

সাফ—বিণঃ পরিষ্কৃত (টেবিল সাফ করা); নির্মল (সাফ জল); স্পষ্ট (সাফ জবাব); সম্পূর্ণ (সাফ উধাও হওয়া); বেমালুম (সাফ চুরি); বাধামুক্ত (চোরের রাস্তা সাফ); ধ্বংসপ্রাপ্ত (বংশ সাফ); শর্তহীন (সাফ বিক্রয়, সাফ কবালা)। বিণঃ **-সুতরা, -শুতরা**—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বিঃ **সাফা**—**সাফ**-এর বিকৃত রূপ। বিঃ **সাফাই**—পরিষ্কার করা, সাফ করা; দোষস্খালন। ক্রিঃ **সাফাই গাওয়া**—নিজের বা অপর কাহারও অপরাধহীনতা প্রচার করিয়া বেড়ান; নির্দোষ প্রমাণের জন্য যুক্তি দেখান।

সাফল্য—বিঃ সফলতা। [সং. সফল+য]।

সাব—বিণঃ অধস্তন, অবর, সহকারী (সাব-ইন্স্পেকটর, সাব-জজ, সাব-এডিটর)। [ইং. sub-]।

সাবকাশ—(১)বিণঃ অবসরযুক্ত, অবকাশ আছে এমন। (২)বিঃ (অশু.—প্রা.); অবকাশ। [সং. সহ+অবকাশ]।

সাবড়া, সাবড়ান (-নো)—ক্রিঃ (অশি.) ধ্বংস বিনাশ বা শেষ করা, খতম করা। [সাবাড় দ্রঃ]।

সাবধান—(১)বিণঃ সতর্ক, হুঁশিয়ার, অবহিত (সাবধান করা বা হওয়া)। (২)(বাং.) অব্যঃ সতর্ক বা হুঁশিয়ার হও, অবহিত হও। [সং. সহ+অবধান]। বিঃ **-তা**। ক্রি-বিণঃ **সাবধানে**—সতর্কতার সহিত।

সাবধানী—বিণঃ (প্রায়শঃ ঈষৎ নিন্দাসূচক) অতিরিক্ত সতর্ক, হুঁশিয়ার (সাবধানী লোক)। [সং. সাবধান+বাং. ঈ]।

সাবন—বিঃ সূর্যোদয় হইতে পুনরায় সূর্যোদয় পর্যন্ত এক অহোরাত্র; ত্রিশ অহোরাত্রযুক্ত মাস। [সং. √সু+অন]।

সাবমেরিন—বিঃ (প্রধানতঃ যুদ্ধকার্যে ব্যবহৃত) জলের তলা দিয়া যাইতে সমর্থ জাহাজ, ডুবো-জাহাজ। [ইং. submarine]।

সাবয়ব—বিণঃ অবয়ববিশিষ্ট। [সং. সহ+অবয়ব]।

সাবর্ণ—বিঃ দ্বিতীয় মনু। [সং. সবর্ণ+অ]। বিঃ **সাবর্ণি**—সূর্যপুত্র অষ্টম মনু।

সাবল—**শাবল**-এর বানানভেদ।

সাবলীল—বিণঃ অনায়াস, স্বচ্ছন্দ; লীলায়িত। [সং. সহ+অবলীলা]।

সাবহিত—বিণঃ (অশু.) সাবধান, সতর্ক। [সহ+অবহিত]।

সাবাড়—বিণঃ সমাপ্ত, শেষ, খতম; নিঃশেষ, সম্পূর্ণ ব্যয়িত; ধ্বস্ত, বিনষ্ট। [দেশী]।

সাবান—বিঃ ক্ষার চর্বি তৈল প্রভৃতি সহযোগে প্রস্তুত মলহারক দ্রব্যবিশেষ। [পো. sabao, ফ্রে. savon]।

সাবালক—বিণঃ বয়ঃপ্রাপ্ত, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত। [আ. 'নাবালিগ্'-এর অনুকরণে]।

সাবাস—**শাবাশ**-এর বর্জি. বানান।

সাবিত্রী—বিঃ বেদের মন্ত্রবিশেষ, গায়ত্রী; ব্রহ্মার পত্নী; সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; দুর্গা; সত্যবানের পত্নী, অশ্বপতির কন্যা। [সং. সবিতৃ+অ+ঈ]।

সাবু—**সাগু**-র রূপভেদ।

সাবুদ, সাবুত—(১)বিঃ প্রমাণ (সাক্ষীসাবুদ)। (২)বিণঃ প্রমাণীকৃত (সাবুদ করা)। [আ. সুবুৎ]।

সাবেক—বিণঃ প্রাচীন, পুরাতন, পূর্বেকার। [আ. সাবিক্]। বিণঃ **সাবেকী**—সাবেক ; প্রাচীনকালের, প্রাচীনপন্থী (সাবেকী লোক, সাবেকী ফ্যাশান)।

সাব্যস্ত—বিণঃ নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নির্ধারিত। [সং. সব্যবস্থ অথবা, আ. সাবুত-শব্দজ]।

সাভিনিবেশ—বিণঃ অভিনিবেশপূর্ণ, মনোযোগপূর্ণ। [সং. সহ+অভিনিবেশ]।

সাম (-মন্)—বিঃ চতুর্বেদের তৃতীয়খানি, সামবেদ ; ঐ বেদের গেয় মন্ত্র, সামগান ; রাজনীতির উপায়বিশেষ, তোষণ, সন্ধিস্থাপন। [সং. √সো+মন্]।

সামগ্রিক (অশু.)—বিণঃ পুরাপুরি, সম্পূর্ণ, সমগ্রভাবে কৃত। [সং. সমগ্র+ইক]।

সামগ্রী—বিঃ (বাং.) দ্রব্য, জিনিস ; (সং.) দ্রব্যসমূহ ; কারণকলাপ। [সং. সমগ্র+অ+ঈ]।

সামগ্র্য—বিঃ সমগ্রতা, সাকল্য ; কারণকলাপ। [সং. সমগ্র+য]।

সামঞ্জস্য—বিঃ ঔচিত্য, সমীচীনতা ; সঙ্গতি, মিল ; মানানসই ভাব। [সং. সমঞ্জস+য]।

সামনা—বিঃ (প্রাদে.) সম্মুখ। বিণ.-ক্রি-বিণঃ **-সামনি**—সম্মুখবর্তী ; মুখামুখি ; সমক্ষে। ক্রি-বিণঃ **সামনে**—সম্মুখে।

সামন্ত—বিঃ অধীন নৃপতি ; অধিনায়ক ; প্রধান প্রজা, মোড়ল ; প্রতিবেশী ; উপাধিবিশেষ। [সং. সমন্ত (প্রান্ত)+অ]। বিঃ **-তন্ত্র**—সামন্তগণকর্তৃক শাসনব্যবস্থা, feudal government।

সামবায়িক—বিণঃ সমবায়-সম্বন্ধীয় ; সমবায়বিশিষ্ট। [সং. সমবায়+ইক]।

সাময়িক—বিণঃ সময়বিশেষে ঘটে এমন, অল্পকালস্থায়ী (সাময়িক ক্রোধ) ; সময়োচিত (সাময়িক বন্দোবস্ত) ; বর্তমান ঘটনাবলী সংক্রান্ত বা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে প্রকাশ্য (সাময়িক পত্র)। [সং. সময়+ইক]। **সাময়িকী**—(১)বিণঃ **সাময়িক**-এর স্ত্রীলিঙ্গে ; (২)(বাং) বিঃ বর্তমান বা চলতি সময়ের প্রসঙ্গ।

সামরিক—বিণঃ যুদ্ধ-সংক্রান্ত ; যুদ্ধোপযোগী বা যুদ্ধে প্রয়োজনীয় ; যুদ্ধকালীন ; সমরপ্রিয়, রণদক্ষ (সামরিক জাতি)। [সং. সমর+ইক]।

সামর্থ্য—বিঃ ক্ষমতা, যোগ্যতা ; শক্তি, বল। [সং. সমর্থ+য (ভা)]।

সামলা—ক্রিঃ সামলান। [সামাল দ্রঃ—তু. হি. সঁভালনা]। **-ন, -নো,**—(১)ক্রিঃ সংবরণ করা ; রোধ করা (চোখের জল সামলান) ; সংযত করা (রাগ বা মুখ সামলান, কাপড় সামলান) ; রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা (টাকাকড়ি সামলান) ; আয়ত্তে রাখা (ছেলে বা ঘর সামলান) ; উত্তীর্ণ হওয়া, রক্ষা পাওয়া (রোগ বা বেদনার দায় থেকে সামলে ওঠা) ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

সামসময়িক—**সমসাময়িক**-এর শুদ্ধ কিন্তু অপ্র. রূপ।

সামাজিক—বিণঃ সমাজ-সম্বন্ধীয় (সামাজিক প্রবন্ধ) ; সমাজে প্রচলিত (সামাজিক নিয়ম) ; সমাজে বাসকারী, সমাজবদ্ধ (সামাজিক জীব) ; মিশুক (সামাজিক লোক) ; সভ্য, সদস্য। [সং. সমাজ+ইক]। বিঃ **-তা**—সামাজিক ব্যবহার বা ভাব ; সভ্যতা ; (বাং.) সমাজে প্রচলিত প্রথানুযায়ী ক্রিয়াকর্মে প্রদেয় উপঢৌকনাদি, লৌকিকতা।

সামান্তরিক—বিঃ (জ্যামি.) দুই জোড়া সমান্তরাল রেখাবেষ্টিত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, parallelogram। [সং. সমান্তর+ইক]।

সামান্য, (প্রা.) **সামান্যি**—(১)বিণঃ সাধারণ, গতানুগতিক, বৈশিষ্ট্যবিহীন ; বর্গের সকলের মধ্যে বর্তমান (সামান্য ধর্ম) ; সর্ববিষয়ক ; (বাং.) তুচ্ছ (সামান্য ব্যাপার) ; অতি অল্প (সামান্য দুধ)। (২)বিঃ বর্গের সকলের মধ্যে বিদ্যমান লক্ষণসমূহ, জাতিসাধর্ম্য। [সং. সমান+য (ভা)]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সামান্যা**। অব্য.ক্রি-বিণঃ **-তঃ** (-তস্), (চলিত) **-ত**—সাধারণতঃ।

সামাল—(১)অব্যঃ সাবধান, সতর্ক হও ('সামাল সামাল পুরুষ সামাল')। (২)বিঃ সংবরণ, রোধ, রক্ষা (সামাল করা)। [হি. সঁভাল্<সং. সম্ + √ভল্]।

সামিয়ানা—**শামিয়ানা**-র বর্জি. বানান।

সামিল—**শামিল**-এর বানানভেদ।

সামীপ্য—বিঃ নৈকট্য, নিকটবর্তিতা। [সং. সমীপ+য (ভা)]।

সামুদ্র, সামুদ্রক, সামুদ্রিক—(১)বিঃ করেরেখা ও দেহস্থ অন্যান্য চিহ্নদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয়ের শাস্ত্র। (২)বিণঃ সামুদ্র-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ; সমুদ্র-সম্বন্ধীয় ;

সমুদ্রজাত। [সং. সমুদ্র+অ, ক, ইক]। বিঃ **-বিদ্যা**—সামুদ্রিক-শাস্ত্র; সামুদ্রিক-শাস্ত্রে জ্ঞান।

সাম্পান—বিঃ (সমুদ্রে চলিবার পক্ষে উপযুক্ত) ক্ষুদ্র নৌকাবিশেষ। [চী. সাং-পাং]।

সাম্প্রতিক—বিণঃ আজকালকার। [সং. সম্প্রতি +ইক]।

সাম্প্রদায়িক—বিণঃ সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়গত বা দল-ঘটিত; সম্প্রদায়গত ভেদ-বুদ্ধিসম্পন্ন, communal। [সং. সম্প্রদায়+ইক]। বিঃ **-তা**।

সাম্য—বিঃ সমতা (ভারসাম্য); তুল্যতা, সাদৃশ্য; রাগদ্বেষাদিবর্জিত মনের প্রশান্ত ও নির্বিকার অবস্থা। [সং. সম্+য (ভা)]। বিঃ **-বাদ**—উচ্চনীচ বা নরনারী নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল লোকের সমান অধিকার প্রাপ্য: এই মতবাদ, (শিথি.) communism। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্) সাম্যবাদ মানে এমন।

সাম্রাজ্য—বিঃ সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য বা রাজ্যসমূহ; কতিপয় অধীন রাজ্য লইয়া গঠিত অধিরাজ্য; বিস্তৃত রাজ্য। [সং. সাম্রাজ্+য]। বিঃ **-বাদ**—পররাজ্যের উপর কর্তৃত্ববিস্তাররূপ রাজনৈতিক কূটকৌশল, imperialism। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্)—সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, imperialist।

সায়১—বিঃ সম্মতি, সমর্থন (সায় দেওয়া)। [দেশী]।

সায়২—(১)বিঃ নাশ; অবসান; সন্ধ্যাকাল। (২)(বাং.) বিণঃ অবসান-প্রাপ্ত, সমাপ্ত, সাঙ্গ (সায় হওয়া বা করা)। [সং. সো+অ (ভা)]।

সায়ংকাল—বিঃ সন্ধ্যাবেলা, দিনাবসানকাল। [সং. সায়ম্+কাল]।

সায়ংকৃত্য—বিঃ সন্ধ্যাকালে করণীয় আহ্নিকাদি। [সং. সায়ম্+কৃত্য (সুপ্সুপা)]।

সায়ংসন্ধ্যা—বিঃ সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক। [সং. সায়ম্+সন্ধ্যা]।

সায়ক—বিঃ বাণ; খড়্গ। [সং. √সো+অক]।

সায়ন্তন—বিণঃ সন্ধ্যাকালীন্। [সং সায়ম্+তন]।

সায়বানা—বিঃ শামিয়ানা। [ফা. সাএবান্]।

সায়র—বিঃ (সাধারণতঃ কাব্যে) সমুদ্র; সরোবর; [সং. সাগর]।

সায়া—বিঃ নারীদের শাড়ির নিচে পরিধেয় অন্তর্বাসবিশেষ। [পো. saia]।

সায়াহ্ন—বিঃ সন্ধ্যা, সাঁঝ। [সং. সায়+অহন্+অ]। বিঃ **-কৃত্য**—সায়ংকৃত্য।

সাযুজ্য—বিঃ সহযোগ, অভেদ, একত্ব; মুক্তি-বিশেষ, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ বা অভেদ। [সং. সযুজ্ (সহ+ √যুজ্+ক্বিপ্)+য]।

সায়েব—**সাহেব**-এর কথ্য রূপ।

সায়েস্তা—**শায়েস্তা**-র বানানভেদ।

সার১—**সারি**২-র রূপভেদ।

সার২—বিঃ বৃটিশ সরকার প্রদত্ত উচ্চ খেতাব-বিশেষ (সার সুরেন্দ্রনাথ)। [ইং. Sir]।

সার৩—(১)বিঃ শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট অংশ (সংসারের সার); বৃক্ষাদির শক্ত মজ্জা; দুগ্ধাদির সর বা ননি; তেজঃ, বীর্য; গূঢ় তাৎপর্য, মর্মার্থ, সংক্ষিপ্ত নিষ্কর্ষ (শাস্ত্রের সার); শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ (সার করা); জমির উর্বরতা-বৃদ্ধিকর পদার্থ, fertilizer, manure (ক্ষেতে সার দেওয়া); (একমাত্র) সম্বল (কেবল কথাই সার)। (২)বিণঃ শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (সার ধর্ম); প্রকৃত, গূঢ় (সার মর্ম, সারাংশ)। [সং. √সৃ+অ (র্ম)]। বিঃ **-কুণ্ড**—সার তৈয়ারি করার উদ্দেশ্যে গোময়াদি রাখার কুণ্ড। বিণঃ **-গর্ভ**—উৎকৃষ্ট গুণ বা ধর্মযুক্ত, অন্তঃসারবিশিষ্ট। বিঃ **-গাদা**—সার তৈয়ারি করার জন্য স্তূপাকার করিয়া রাখা গোময়াদি; যেখানে উক্ত স্তূপ রাখা হয়। বিণঃ **-গ্রাহী** (-হিন্)—গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধিকরণে সমর্থ; উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করে এমন। বিঃ **-তরু**—জমির উর্বরতাবর্ধক গাছ; কলা-গাছ। বিণঃ **-বান্**—(-বৎ)—সারযুক্ত, সার-গর্ভ, উৎকৃষ্ট। বিঃ **-বস্তু**। বিণঃ **-ভূত**—সার-বস্তুতে পরিণত; সারস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ। বিঃ **-মাটি**—জমির উর্বরতা-বর্ধক মাটি; সারযুক্ত মাটি। বিঃ **-লোহ**—ইস্পাত। বিঃ **-সংগ্রহ**—সার অংশ বা প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ। বিণঃ **-হীন**, **-শূন্য**—সারপদার্থবিহীন, মজ্জাশূন্য, অসার।

সারক—বিণঃ বিরেচক, জোলাপ। [সং. √সৃ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

সারঙ্গ১—বিঃ বিচিত্র চক্রচিহ্নযুক্ত হরিণবিশেষ। [সং. সার বা শার (=চিত্রবিচিত্র)+অঙ্গ]। বি(স্ত্রী)ঃ **সারঙ্গা, সারঙ্গী**।

*আদিতে সার-যুক্ত যে সকল শব্দ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয় নাই, তজ্জন্য সার৩ দ্রঃ।

সারঙ্গ২, সারঙ্গী—বিঃ বেহালাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সারিন্দা। [সং. √সৃ+অঙ্গ (র্তৃ),+ঈ]। বিঃ **সারঙ্গী**—সারঙ্গবাদক।

সারণ—বিঃ অপসারণ, চালন। [সং. √সৃ+ণিচ্+অন (ভা)]।

সারণি, সারণী—বিঃ ক্ষুদ্র নদী; তালিকা, নির্ঘণ্ট, table [স. প.]। [সং. √সৃ+ণিচ্+অনি (র্তৃ),+ঈ]।

সারথি—বিঃ রথচালক। [সং. সরথ+(অপত্যার্থে) ই, অথবা, √সৃ+ণিচ্+অথি]। বিঃ **সারথ্য**—সারথির বৃত্তি।

সারদা—**শারদা**-র বানানভেদ।

সারবন্দী—**সারিবন্দী**-র অধিকতর চলিত রূপ।

সারমেয়—বিঃ কুকুর। [সং. সরমা+এয়]। বি(স্ত্রী): **সারমেয়ী**।

সারল্য—বিঃ সরলতা। [সং. সরল+য (ভা)]।

সারস—বিঃ বকজাতীয় জলচর বৃহৎ পক্ষিবিশেষ। [সং. সরস্+অ]। বিণ(স্ত্রী): **সারসী**।

সারসন—বিঃ পুরুষের কটিবন্ধ; স্ত্রীলোকের কোমরের চন্দ্রহারাদি অলঙ্কার। [সং সার (=বল)+ √সন্ (দানার্থক)+অ (র্তৃ)]।

সারস্বত—(১)বিণঃ সরস্বতী-সম্বন্ধীয় বা বিদ্যা-সম্বন্ধীয়; বিদ্বান্। (২)বিঃ দিল্লীর উত্তর-পশ্চিমস্থ প্রাচীন দেশবিশেষ; ব্রাহ্মণবিশেষ। [সং. সরস্বতী+অ]। **সারস্বত সমাজ**—বিদ্বন্মণ্ডলী, পণ্ডিত-সমাজ, সাহিত্যিকবৃন্দ।

সারা১—বিণঃ সমস্ত, সমগ্র (সারা দিন, সারা দুনিয়া)। [সং. সর্ব]।

সারা২—বিণঃ ক্লান্ত, হয়রান, আকুল (ডেকে সারা, কেঁদে সারা, ভেবে সারা)।

সারা৩—(১)ক্রিঃ লুকাইয়া রাখা (সে টাকাগুলি সেরে রেখেছে); সম্পাদন করা বা সমাপ্ত করা ('জীবনে যত পূজা হয় নি সারা'); সর্বনাশ করা, বিপদে বা দুর্দশায় ফেলা (জুয়ায় তাকে সেরেছে); নষ্ট করা বা পণ্ড করা (দফা সেরেছে); মেরামত করা (ভাঙ্গা ঘড়ি সারা); সংশোধন করা, শোধরান (চরিত্র সারা, ভুল সারা, হাতের লেখা সারা); আরোগ্যলাভ করা (রোগ সারা, সেরে ওঠা)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ লুক্কায়িত; মেরামত-করা; সাঙ্গ, সমাপ্ত ('বাদলের গান হয়নি সারা': রবীন্দ্র); দুর্দশাগ্রস্ত; নষ্ট, পণ্ড। [সং. √সৃ+বাং. আ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মেরামত করান (বাড়ি সারান); সংশোধন করান; সমাপ্ত করান; মুক্ত করা (রোগ সারান); নীরোগ করা (শরীর সারান); (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

সারাল—বিণঃ সারযুক্ত, সারবান্। [সং. সার+বাং. আল]।

সারি১—বিঃ মাঝি-মাল্লাদের গানবিশেষ। [তু. সারি২]।

সারি২—বিঃ পঙ্ক্তি, শ্রেণী। বিণঃ **-বন্দী**—শ্রেণীবদ্ধ। ক্রি-বিণঃ **সারি সারি**—শ্রেণীবদ্ধভাবে, বহু সারিতে।

সারি৩, সারিকা—যথাক্রমে **শারি** ও **শারিকা**-র বানানভেদ।

সারিগামা—বিঃ **স্বরগ্রাম**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

সারিন্দা—**সারেং**-এর রূপভেদ।

সারী—**শারী**-র বানানভেদ।

সারূপ্য—বিঃ সমরূপতা, পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে একপ্রকার মুক্তি: ঈশ্বরের সমান রূপ প্রাপ্তি। [সং. সরূপ+য (ভা)]।

সারেং১—বিঃ নদীগামী জাহাজের প্রধান মাঝী বা পরিচালক; সমুদ্রগামী জাহাজের প্রধান মাল্লা। [ফা. সরূহঙ্গ্]।

সারেং২—বিঃ বেহালার ন্যায় তারের বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সারঙ্গী। [সং. সারঙ্গ বা সারঙ্গী]।

সারেগামা—**সারিগামা**-র রূপভেদ।

সারেঙ, সারেঙ্গ—**সারেং**-১,২ এর বানানভেদ।

সারেঙ্গী—**সারেং২**-এর রূপভেদ।

সারোদ্ধার—বিঃ প্রকৃত তাৎপর্য বা গূঢ় মর্ম নিরূপণ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ। [সং. সার+উদ্ধার]।

সার্কাস—বিঃ (প্রধানতঃ বন্য ও হিংস্র জন্তু-জানোয়ার লইয়া) ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন। [ইং. circus]।

সার্জন১—বিঃ অস্ত্রচিকিৎসক। [ইং. surgeon]।

সার্জেন্ট, (বিকৃত) **সার্জন২**—বিঃ কনস্টেবলদের উপরিতন পুলিস কর্মচারিবিশেষ। [ইং. sergeant]।

সার্টিফিকেট—বিঃ প্রশংসাপত্র; নিদর্শনপত্র, প্রমাণপত্র; উপাধিপত্র (বি-এ-র সার্টিফিকেট)। [ইং certificate]।

সার্থ১—বিঃ সঙ্গী; সমূহ; জন্তুসমূহ। [সং. √সৃ+ণিচ্+থ (র্তৃ)]।

সার্থ২—(১)বিঃ বণিকসমূহ। (২)বিণঃ ধনবান্; তাৎপর্যপূর্ণ বা অর্থযুক্ত। [সং. সহ+অর্থ]। বিঃ

-বাহ—একত্র গমনকারী বণিক্‌দল বা উহার নেতা ; বণিক্ ; পথপ্রদর্শক।

সার্থক—বিণঃ অর্থযুক্ত ; সফল, চরিতার্থ। [সং. সহ+অর্থ+ক]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-নামা** (-মন্) —নামের অর্থানুযায়ী কার্য করিয়া নামকরণ সার্থক করিয়াছে এমন ; যশস্বী।

সার্থবাহ—**সার্থ**২ দ্রঃ।

সার্ধ—বিণঃ সাড়ে ; দেড়। [সং. সহ+অর্ধ]।

সার্ব—বিণঃ সর্ব-সম্বন্ধীয় ; সর্বহিতকর। [সং. সর্ব+অ]। বিণঃ **-কালিক**—সকল কালের, চিরন্তন ; চিরস্থায়ী। বিণঃ **-জনীন**—সর্বজনের জন্য অনুষ্ঠিত ; সর্ববিদিত।

সার্বত্রিক—বিণঃ সর্বত্রব্যাপী। [সং. সর্বত্র+ইক]।

সার্বভৌম — (১)বিঃ সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী ; সংস্কৃত পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ। (২)বিণঃ জগদ্ব্যাপী ; বিশ্ববিখ্যাত ; অবাধ (সার্বভৌম কর্তৃত্ব)। [সং. সর্বভূমি+অ]।

সার্ষপ—বিণঃ সর্ষপ-সম্বন্ধীয় ; সরিষা হইতে উৎপন্ন। [সং. সর্ষপ+অ]।

সার্ষ্টি—বিঃ সমান অবস্থা বা শক্তি লাভ ; পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে চতুর্থ প্রকার মুক্তি : ঈশ্বরের সমান শক্তি লাভ। [সং. স(=সমান)+ঋষ্টি (=গতি)]।

সাল১—**শাল**-এর বানানভেদ।

সাল২—বিঃ অব্দ ; বাঙ্গালা বা হিজরী সন (ইহা ৫৯৩ বা ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চালু হয়)। [ফা.]। বিঃ **-তামামি**—বৎসরান্ত ; বার্ষিক বিবরণ বা হিসাব-নিকাশ।

সালগম—**শালগম**-এর বানানভেদ।

সালঙ্কার, সালংকার—বিণঃ গহনা-পরিহিত ; বাক্যালঙ্কারযুক্ত (সালঙ্কার বর্ণনা)। [সং. সহ+অলঙ্কার]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সালঙ্কারা, সালংকারা**।

সালতামামি—**সাল**২ দ্রঃ।

সালতি—**শালতি**-র বানানভেদ।

সালন—বিঃ মাছ-মাংস বা তরিতরকারির তরল ব্যঞ্জনবিশেষ বা ঝোল। [তু. হি. সালন]।

সালম-মিছরি—বিঃ কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। [আ. সালব-মিস্‌রি]।

সালসা—বিঃ রক্তশোধক ঔষধবিশেষ। [পো. salsa]।

সালাম—**সেলাম**-এর রূপভেদ।

সালিয়ানা—(১)বিঃ বাৎসরিক বৃত্তি বা খাজনা। (২)বিণঃ বার্ষিক। [ফা. সাল-আনাহ্]।

সালিশ—**সালিস**-এর বানানভেদ।

সালিস—বিঃ মধ্যস্থ। [ফা.]। **সালিসি, সালিসী** —(১)বিঃ সালিসের কাজ, মধ্যস্থতা ; (২)বিণঃ মধ্যস্থদ্বারা বিচার্য ; মধ্যস্থতা-সংক্রান্ত।

সালু—**শালু**-র বানানভেদ।

সালোক্য—বিঃ ইষ্টদেবতার বা ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাসরূপ মুক্তিবিশেষ। [সং. সলোক (সমান+লোক)+য]।

সাশ্রয়—বিঃ ব্যয়লাঘব (সাশ্রয় হওয়া)। [সং. সু বা সহ+আশ্রয়]।

সাশ্রু—বিণঃ অশ্রুপূর্ণ (সাশ্রুলোচনে)। [সং সহ অশ্রু]।

সাষ্টাঙ্গ—বিণঃ জানু চরণ হস্ত বক্ষ মস্তক চক্ষু দৃষ্টি ও বাক্য : এই অষ্ট অঙ্গের সহিত কৃত (সাষ্টাঙ্গ প্রণাম) [সং. সহ+অষ্টাঙ্গ]। ক্রি-বিণঃ **সাষ্টাঙ্গে**—অষ্টাঙ্গের সহিত (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা)।

সাস্না—বিঃ গোরুর গলকম্বল। [সং.]।

সাহঙ্কারে, সাহংকার—বিণঃ অহঙ্কারপূর্ণ। [সং. সহ+অহঙ্কার]। ক্রি-বিণঃ **সাহঙ্কারে, সাহংকারে** —অহঙ্কারের সহিত।

সাহচর্য—বিঃ সঙ্গ ; সহায়তা। [সং. সহচর+য (ভা)]।

সাহজিক—বিণঃ স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। [সং. সহজ+ইক]।

সাহস—বিঃ ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা ; বিপজ্জনক কাজে উদ্যম ; স্পর্ধা (তার সাহস বড় বেড়েছে)। [সং. সহস্ (বল বা তেজ)+অ]। বিণঃ **সাহসিক** —সাহসযুক্ত ; সাহসের প্রয়োজন হয় এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সাহসিকী**। বিঃ **সাহসিকতা**। বিণঃ **সাহসী** (-সিন্)—সাহস আছে এমন। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সাহসিনী**।

সাহা—বিঃ বিবিধ বণিক্ জাতির (বিশেষতঃ শৌণ্ডিক জাতির) উপাধিবিশেষ। [সং. সাধু> সাহু]।

সাহানা—**শাহানা**-র বানানভেদ।

সাহায্য—বিঃ সহায়তা, আনুকূল্য। [সং. সহায়+য (ভা)]।

সাহিত্য—বিঃ সহিতের ভাব, মিলন, একান্বিতত্ব ; জ্ঞানগর্ভ বা শিক্ষামূলক গ্রন্থ (ধর্মসাহিত্য) ; কাব্য-উপন্যাসাদি রসাত্মক বা রম্য রচনা যাহাতে এক হৃদয়ের সহিত অপর হৃদয়ের মিলন ঘটে (রসসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য) ; (বাং.) গ্রন্থ, রচনা

(প্রচার-সাহিত্য)। [সং. সহিত+য (ভা)]। বিঃ **-কলা, -শিল্প**—কাব্য-উপন্যাসাদি রসাত্মক গ্রন্থরচনার কৌশল। বিঃ **-চর্চা, সাহিত্যানুশীলন**—সাহিত্যশিল্প রচনা; সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধে আলোচনা। বিঃ **-জগৎ, সাহিত্যাকাশ**—সাহিত্যিক সম্প্রদায় বা সাহিত্যিকদের সমাজ। বিঃ **-বৃত্তি**—সাহিত্যরচনারূপ উপজীবিকা। বিঃ **-রথী** (-থিন্)—বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বিঃ **-সভা**—সাহিত্যশিল্পাদি-সংক্রান্ত সভা বা গোষ্ঠী; সাহিত্যজগৎ। বিঃ **-সমাজ**—সাহিত্যিকগণ; সাহিত্যিক-সম্প্রদায়। বিঃ **-সাধক**—সাহিত্য-রচনা ও সাহিত্যচর্চা যাহার ব্রত; (শিথি.) সাহিত্যিক। বিঃ **-সাধনা**—সাহিত্যরচনা ও সাহিত্যচর্চা রূপ ব্রত। বিঃ **-সেবা**—সাহিত্য-রচনা ও সাহিত্যের উন্নতিবিধান। বিণঃ **-সেবক, -সেবী** (-বিন্)—যে ব্যক্তি সাহিত্যসেবা করে; (শিথি.) সাহিত্যিক। বিঃ **সাহিত্যাচার্য**—সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধে প্রগাঢ় পণ্ডিত; সাহিত্যাধ্যাপক। **সাহিত্যিক**—(১)বিণঃ সাহিত্যশিল্প-সম্বন্ধীয় (সাহিত্যিক আলোচনা বা বৈঠক); (২)বিণ.বিঃ সাহিত্য-রচনাকারী। বি(স্ত্রী): **সাহিত্যিকা**।

সাহু৪, সাহুকার, সাহুকারি—যথাক্রমে **সাউ, সাউকার** ও **সাউকারি**-র রূপভেদ।

সাহেব—বিঃ সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত ব্যক্তি, মহাশয় (বাবুসাহেব, মৌলভীসাহেব); কর্তা, মালিক (অফিসের বড়সাহেব); ইংরেজ বা ইউরোপীয় পুরুষ (সাহেবপাড়া, সাহেব সাজা); নকল ইউরোপীয় (কালা সাহেব)। [আ. সাহিব]। **সাহেব-মেম**—ইউরোপীয় বা ইংরেজ পুরুষ ও নারী। বিঃ **সাহেবান**—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। বিঃ **সাহেবানি**—সম্ভ্রান্ত মহিলা। বিঃ **সাহেবি, সাহেবিয়ানা**—ইউরোপীয়দের তুল্য আচার-আচরণ। বিণঃ **সাহেবি, সাহেবী**—সাহেব অর্থাৎ ইউরোপীয়দের তুল্য, ইউরোপীয়সুলভ।

সিউলি, সিউলী—বিঃ হিন্দুসম্প্রদায়বিশেষ যাহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করে এবং তদ্দ্বারা গুড় প্রস্তুত করে। [দেশী]।

সিংদরজা—**সিংহদরজা**-র কথ্য রূপ।

সিংহ, (কথ্য) সিংগি, সিঙ্গি—বিঃ অতি বলশালী হিংস্র জানোয়ারবিশেষ, পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, হরি, হর্যক্ষ; (জ্যোতিষ.) রাশিচক্রের পঞ্চম স্থান; (সমাসে উত্তরপদরূপে) শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (পুরুষসিংহ)। [সং. √হিন্স্+অ (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **সিংহী,** (বাং.) **সিংহিনী**। বিঃ **-দ্বার**—সিংহমূর্তিযুক্ত দ্বার; প্রধান দ্বার, সদর দরজা। বিঃ **-নাদ**—সিংহের গর্জন; বীরের হুঙ্কার। বি(স্ত্রী): **-বাহিনী**—দুর্গাদেবী। বিণঃ **-বিক্রান্ত**—সিংহের ন্যায় পরাক্রান্ত। বিঃ **-শাবক, -শিশু**—সিংহের বাচ্চা।

সিংহল—বিঃ ভারতের দক্ষিণস্থ দ্বীপবিশেষ, প্রাচীন লঙ্কাদ্বীপ। [সং. সিংহ+ল]। **সিংহলী**—(১) বিণঃ সিংহল-দেশবাসী; সিংহল-দেশজাত; সিংহল-দেশ-সংক্রান্ত; (২)বিঃ সিংহলের অধিবাসী; সিংহলের ভাষা।

সিংহাবলোকনন্যায়—বিঃ ন্যায়বিশেষ, সিংহ যেমন শিকারে গমনকালে বারংবার সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে সেইরূপ কোন কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে বারংবার গত বিষয়ের পর্যালোচনার নীতি। [সং. সিংহ+অবলোকন+ন্যায়]।

সিংহাসন—বিঃ সিংহমূর্তিযুক্ত আসন; রাজাসন। [সং. সিংহ+আসন]।

সিঁড়ি, সিঁড়ী—বিঃ সোপান; মই; নামা-ওঠার জন্য ধাপ। [সং. শ্রেণী বা শ্রেঢ়ী]।

সিঁথি, সিঁথা—বিঃ সীমন্ত, মাথার কেশরাশি দুইভাগে বিন্যস্ত করিলে যে সরু রেখা পড়ে, টেড়ি। [সং. সীমন্ত]।

সিঁদ, সিঁদুর, সিঁদুরে, সিঁদেল—যথাক্রমে **সিঁধ সিন্দুর সিন্দুরে** ও **সিঁধেল**-এর কথ্য রূপ।

সিঁধ—বিঃ (প্রধানতঃ চুরি করার উদ্দেশ্যে বাহির হইতে) ঘরের দেওয়াল বা ভিতে কাটা সুড়ঙ্গ। [সং. সন্ধি]। ক্রিঃ **সিঁধ কাটা, সিঁধ দেওয়া**—উক্ত সুড়ঙ্গ খনন করা। বিঃ **-কাঠি**—সিঁধ কাটিবার ছোট শাবলবিশেষ। বিণঃ **সিঁধেল**—সিঁধ কাটিয়া চুরি করে বা চুরি করিতে দক্ষ এমন।

সিক—বিঃ ছড়, লৌহ বা কাষ্ঠ নির্মিত সরু দণ্ড, গরাদে (জানালার সিক); শলাকা (সিককাবাব)। [ফা. সীখ]।

সিকতা—বিঃ বালুকা। [সং.]।

সিকা১—**শিকা**-র বানানভেদ।

সিকা২, (কথ্য) সিকে১—বিঃ চারি আনা মূল্যের মুদ্রা; সিকি; চারি আনা। [ফা. আ. সিক্কহ্?]

সিকি—(১)বিঃ চারি আনা মূল্যের মুদ্রা; চারি আনা; চতুর্থাংশ। (২)বিণঃ চতুর্থাংশ-পরিমিত (সিকি ভাগ)। [ফা. আ. সিক্কহ্?]।

সিকে₂—**শিকে**-র বানানভেদ।

সিক্কা—বিঃ মুসলমান বা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের টাকা। [আ. সিক্কহ্]।

সিক্ত—বিণঃ আর্দ্রীকৃত, ভিজা। [সং. √সিচ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সিক্তা**। বিঃ -**তা**।

সিক্‌থ—বিঃ মোম; একগ্রাস অন্ন। [সং.]।

সিকনি—**শিকনি**-র বানানভেদ।

সিগন্যাল—বিঃ (প্রধানতঃ রেলগাড়ি ছাড়িবার বা থামানর নির্দেশাত্মক) সঙ্কেত বা সঙ্কেত যন্ত্র। [ইং. signal]। **সিগন্যাল ডাউন হওয়া**—(রেলগাড়ির) চলার পথ বাধামুক্ত হওয়ার নির্দেশ হওয়া। [ইং. signal down]।

সিগারেট—বিঃ পাতলা কাগজে মোড়া ক্ষুদ্র চুরুটবিশেষ। [ইং. cigarette]।

সিঙাড়া—**শিঙাড়া**-র বানানভেদ।

সিঙ্গার—**শিঙ্গার**-এর বানানভেদ।

সিজ—বিঃ মনসাগাছ। [দেশী]।

সিজা, সিঝা—ক্রিঃ জলে ও তাপে সিদ্ধ হওয়া; শুষ্ক বা শীর্ণ হওয়া ('সিজে কান্না বাড়য়ে রোগ: রা. প্র.)। [সং. √সিধ + আ—তু. হি. √সিঝা]। -**ন, -নো**—(১)ক্রিঃ জলে ও তাপে সিদ্ধ করা; শুষ্ক বা শীর্ণ করা; (২)বি বিণঃ উক্ত অর্থে।

সিঞ্চন—বিঃ সেচন, জলাদি তরল পদার্থ ছিটাইয়া দেওয়া। [সং. √সিচ্+বাং. আ]। ক্রিঃ **সিঞ্চা**—(কাব্যে) সিঞ্চন করা। বিণঃ **সিঞ্চিত**—সিঞ্চন করা হইয়াছে বা সিঞ্চনদ্বারা সিক্ত করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সিঞ্চিতা**।

সিট—**সীট**-এর বানানভেদ।

সিটকা—ক্রিঃ ⁃সিটকান। [?—তু. সং. শীৎ]। -**ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঘৃণা অবজ্ঞা প্রভৃতি কারণে কুঞ্চিত বা সঙ্কুচিত করা (নাক সিটকান); (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

সিটা সিটি, সিটে—যথাক্রমে **শিটা শিটি** ও **শিটে**-র বানানভেদ।

সিত—বিণঃ সাদা, শুভ্র (সিত পক্ষ)। [সং. √সি ('বন্ধনে'—চিত্ত বন্ধন বা আকর্ষণ করে)+ত (র্তৃ)]। -**কণ্ঠ**—(১)বিণঃ শ্বেতবর্ণ কণ্ঠযুক্ত; (২)বিঃ ডাকপাখি। বিঃ -**কর**—চন্দ্র। বিঃ -**পক্ষ**—শুক্ল পক্ষ; রাজহংস। বিঃ -**পুষ্প**—কাশফুল; টগর। বিঃ **সিতাংশু**—চন্দ্র।

সিতি—বিণঃ শ্বেতবর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ। [সং. √সি+তি (র্তৃ)]। বিঃ -**কণ্ঠ** — নীলকণ্ঠ, মহাদেব; ময়ূর; ডাকপাখি। বিঃ -**মা** (-মন্)—শুভ্রতা; কৃষ্ণতা, নীলিমা।

সিথান—**শিথান**-এর বানানভেদ।

সিদ্ধ—(১)বিণঃ গরম জলে বা আগুনের তাপে পক্ব (সিদ্ধ ডাল, বেগুন সিদ্ধ); গরম জলের তাপে প্রস্তুত বা ফুটান (সিদ্ধ চাউল, কাপড় সিদ্ধ করা); (আল.) তাপভোগের ফলে ঘর্মাক্ত ও অবসন্ন (গরমে শরীর সিদ্ধ হওয়া); সফল, নিষ্পন্ন, পূর্ণ (কর্ম বা অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া); দক্ষ, পারদর্শী, নিপুণ, সুশিক্ষিত (রণকৌশলে সিদ্ধ, সিদ্ধহস্ত); সাধনায় সফল বা উত্তীর্ণ (মন্ত্র-সিদ্ধ, সিদ্ধপুরুষ); অলৌকিক শক্তিযুক্ত (সিদ্ধ কবচ, সিদ্ধ মন্ত্র); প্রমাণিত, প্রতিপাদিত (যুক্তি-সিদ্ধ)। (২)বিঃ দেবযোনিবিশেষ; ত্রিকালজ্ঞ মুনি। [সং √সিধ্+ত, (র্ম, র্তৃ)]। বিণ.বি-(স্ত্রী): **সিদ্ধা**। **সিদ্ধ চাউল**—**চাউল** দ্রঃ। বিঃ -**তা**। বিণঃ -**কাম, -মনোরথ**—অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে এমন। বিঃ -**দেব**—শিব। বিঃ -**পীঠ**—লক্ষ বলি কোটি হোম এবং বিবিধ জপতপের ফলে যে স্থান অতি পবিত্র হইয়াছে। বিঃ -**পুরুষ** — যোগ-সাধনায় উত্তীর্ণ মহাপুরুষ; (ব্যঙ্গে) অত্যধিক চাতুরির আধার। বিঃ -**বিদ্যা**—দশমহাবিদ্যা। বিঃ -**রস**—পারদ। বিণঃ -**হস্ত**—অতিশয় দক্ষ বা পারঙ্গম।

সিদ্ধাই—বিঃ যোগলব্ধ শক্তি। [সং. সিদ্ধ+বাং. আই (ভা)]।

সিদ্ধান্ত—বিঃ নির্ধারণ, মীমাংসা; জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশেষ। [সং. সিদ্ধ+অন্ত]। বিঃ -**বাগীশ**—শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের উপাধিবিশেষ।

সিদ্ধান্ন—বিঃ ভাত; সিদ্ধ চাউল। [সং. সিদ্ধ+অন্ন]।

সিদ্ধার্থ—(১)বিঃ বুদ্ধদেব। (২)বিণঃ সফলকাম। [সং. সিদ্ধ+অর্থ]।

সিদ্ধি—বিঃ সাফল্য, জয়লাভ (পরীক্ষায় বা কর্মে সিদ্ধিলাভ); সম্পাদন (কার্যসিদ্ধি হওয়া); অভ্যাসাদির দ্বারা পারদর্শিতালাভ বা জ্ঞানলাভ (শিক্ষায় সিদ্ধি); মোক্ষ; যোগবিশেষ; যোগ-লব্ধ ঐশ্বর্য, সিদ্ধাই; মাদকরূপে ব্যবহৃত বৃক্ষ বিশেষের পাতা, ভাং। [সং. √সিধ্+তি]। ক্রিঃ **সিদ্ধি খাওয়া**—ভাং খাওয়া বা ভাংদ্বারা প্রস্তুত শরবতাদি খাওয়া। ক্রিঃ **সিদ্ধি ঘোঁটা**—পাত্রের মধ্যে ঘুঁটিয়া ভাংদ্বারা শরবত প্রস্তুত করা। বিণঃ -**খোর**—ভাংয়ের শরবত খাইতে

অভ্যস্ত। বিণ: -দ—কর্মাদিতে সাফল্যদায়ক। বিণ(স্ত্রী): -দা। -দাতা (-তৃ)—(১)বিণ: সফলতাদায়ক; (২)বিঃ (অভীষ্ট পূরণ করেন বলিয়া) গণেশ। বিঃ -যোগ—(জ্যোতিষ.) তিথি ও বারের শুভপ্রদ মিলনবিশেষ।

সিদ্ধেশ্বরী—বিঃ দেবীবিশেষ। [সং. সিদ্ধা+ঈশ্বরী]।

সিধা১, (কথ্য) **সিধে১**—(১)বিণ: সোজা, সরল (সিধা বাঁশ); একটানা (সিধা রাস্তা); সহজ, হ্রস্বতম (সিধা পথ ছেড়ে ঘুরপথে যাওয়া); শাসিত, সংশোধিত, দুরস্ত, দমিত (মারিয়া সিধা করা)। (২)ক্রি-বিণ: বরাবর, সোজাসুজি (সিধা চলা); অবিলম্বে (বলামাত্র সিধা ছুটিল)। [হি. সীধা]।

সিধা২, (কথ্য) **সিধে২**—বিঃ চাউল ডাল প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার যোগ্য দ্রব্যাদি (সিধা সাজান, সিধা দেওয়া)। [সং. সিদ্ধ]।

সিন—**সীন**-এর বানানভেদ।

সিনা—বিঃ বক্ষঃস্থল; বুকের প্রস্থ বা চওড়াই। [ফা.]।

সিনান—**স্নান**-এর প্রা. কোমল রূপ ('সিনান দোপর সময়ে': গো. দা.)।

সিনেমা — বিঃ বায়স্কোপ, চলচ্চিত্র। [ইং. cinema]।

সিন্দুক—বিঃ মজবুত ও বড় বাক্সবিশেষ। [ফা. আ. সন্দুক]।

সিন্দুর—বিঃ রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ (সীমন্তে সিন্দুর দেওয়া)। [সং.]। **সিন্দুরিয়া**, (চলিত) **সিন্দুরে**, (কথ্য) **সিঁদুরে**—সিন্দুরের ন্যায় লাল।

সিন্ধি—**সিন্ধী**-র বানানভেদ।

সিন্ধিয়া—বিঃ গোয়ালিয়রের হিন্দু অধিপতির উপাধি।

সিন্ধী—(১)বিণ: সিন্ধুপ্রদেশজাত। (২)বিঃ সিন্ধুপ্রদেশের অধিবাসী; সিন্ধুপ্রদেশের ভাষা। [বাং. সিন্ধু+ঈ]।

সিন্ধু—বিঃ সমুদ্র, সাগর; উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদবিশেষ বা প্রদেশবিশেষ; (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং.]। বিঃ -**ঘোটক**—সীলজাতীয় বৃহৎকায় জলচর মাংসাশী জন্তুবিশেষ, walrus।

সিন্নি—**শিরনি**-র কথ্য রূপ।

সিপাই, সিপাহি, সিপাহী— বিঃ সৈনিক; ভারতীয় স্থলবাহিনীর নিম্নতম পদস্থ সৈনিক; ভারতীয় সৈনিক (সিপাহি-বিদ্রোহ); অস্ত্রধারী রক্ষী বা প্রহরী; কনস্টেবল। [ফা. সিপাহ্]।

সিপাহ্-সলার—বিঃ প্রধান সেনাপতি। [ফা.]।

সিপ্রা—**শিপ্রা**-র বানানভেদ।

সিভিল (-বি-) কোর্ট—বিঃ দেওয়ানি আদালত। [ইং. civil court]।

সিভিল সার্জন, সিবিল সার্জন—জেলার প্রধান সরকারী চিকিৎসক। [ইং. civil surgeon]।

সিম—**শিম**-এর বানানভেদ।

সিমেন্ট—বিঃ (গৃহতলাদিতে পলেস্তারা লাগাইবার কাজে ব্যবহৃত) মৃত্তিকা ও চুনাপাথর মিশাইয়া প্রস্তুত চূর্ণবিশেষ, বিলাতী মাটি। [ইং. cement]।

সিয়ান, সিয়ানো—(১)ক্রিঃ সেলাই করা। (২)-বিণ.বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. সীবন]। বিঃ **সিয়ানি**—(অপ্র.) সেলাই।

সিরকা—**সির্কা**-র বানানভেদ।

সিরজা—ক্রিঃ (কাব্যে) সৃজন করা, নির্মাণ করা, তৈয়ারি করা, উদ্ভাবন করা। [সং. √সৃজ্+বাং. আ]।

সিরসির, সির্‌সির্—**শির্‌শির্**-এর বানানভেদ।

সিরিশ, (বর্জি.) **সিরিষ, সিরিস**—বিঃ পশুর শৃঙ্গ চর্ম হাড় প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত আঠাবিশেষ। [ফা. সিরীশ্, সিরেশ্]। **সিরিশ কাগজ**—(কাষ্ঠাদি ঘষিয়া মসৃণ করিবার কাজে ব্যবহৃত)। সিরিশ ও কাচের গুঁড়া মাখান কাগজবিশেষ।

সির্কা—বিঃ ইক্ষুরস গুড় প্রভৃতি গাঁজাইয়া প্রস্তুত অম্লবিশেষ। [ফা]।

সিনি—**শিরনি**-র বানানভেদ।

সিল্ক—বিঃ রেশম; রেশমী কাপড়। [ইং. silk]।

সিসৃক্ষা—বিঃ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। [সং. √সৃজ্+সন্+অ (ভা)+আ]। বিণ: **সিসৃক্ষু**—সৃষ্টিকামী।

সীঁথি—**সিঁথি**-র বানানভেদ।

সীকর—**শীকর**-এর বানানভেদ।

সীট—বিঃ দর্শক ছাত্র বাসিন্দা প্রভৃতির জন্য স্থান (বায়স্কোপের সীট, কলেজে সীট পাওয়া, মেসে সীট পাওয়া); বসিবার স্থান (এটা আমার সীট)। [ইং. seat]।

সীতা—বিঃ হলচালনার ফলে জমিতে যে রেখা পড়ে; রামচন্দ্রের পত্নী জনকনন্দিনী, জানকী। [সং. √সি+ত (র্ত্)+আ]। বিঃ -**কুণ্ড**—মুঙ্গের চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন উষ্ণপ্রস্রবণ-

বিশেষ। বিঃ **-পতি**—রামচন্দ্র। বিঃ **-ভোগ**—মিষ্টান্নবিশেষ। বিঃ **-শালি, -শালী,** (কথ্য) **-শাল**—উৎকৃষ্ট ধান্যবিশেষ।

সীৎকার—**শীৎকার**-এর বানানভেদ।

সীধু—**শীধু**-র বানানভেদ।

সীন—বিঃ অভিনয়-মঞ্চে ব্যবহৃত অঙ্কিত দৃশ্যপট (সীন টাঙান); নাটকের গর্ভাঙ্ক (প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় সীন)। [ইং. scene]।

সীবন—বিঃ সেলাই, সূচীকর্ম। [সং. √সিব্+অন (ভা)]। বিঃ **সীবনী**—সূচ।

সীম—**সীমা**-র প্রা. কোমল রূপ।

সীমন্ত—বিঃ সিঁথি, কেশবীথি; মস্তক। [সং. সীমন্+অন্ত (নি.)]। বিঃ **-ক**—সিঁদুর। বিণঃ **সীমন্তিত** — সীমন্তযুক্ত, সিঁথি-কাটা। বিঃ **সীমন্তিনী** — সিঁথিতে এয়োতির চিহ্নস্বরূপ সিন্দূরযুক্তা রমণী, সধবা নারী; নারী; বধূ। বিঃ **সীমন্তোন্নয়ন**—গর্ভিণীর চতুর্থ বা ষষ্ঠ মাসে কৃত্য হিন্দুসংস্কারবিশেষ।

সীমা (-মন্)—বিঃ প্রান্ত, ধার; অবধি, শেষ (দুঃখের সীমা নাই); সমুদ্রবেলা; সীমানা (অপরের সীমায় ঢোকা)। [সং. √সি+ইমন্ (র্তৃ), সীমন্+আ]। বিঃ **-ন্ত**—সীমার শেষ, শেষ সীমা। বিঃ **-ন্তপ্রদেশ**—কোন দেশের বা রাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত অঞ্চল। বিণঃ **-বদ্ধ**—সীমাদ্বারা আবদ্ধ বা নির্দিষ্ট; সসীম; পরিমিত।

সীমানা—বিঃ জমির বা গ্রামাদির নির্দিষ্ট প্রান্তভাগ; চৌহদ্দি। [সং. সীমন্]।

সীমিত—বিণঃ সীমাবদ্ধ। [সীমা দ্রঃ]।

সীল—বিঃ নামের বা অন্য কোন নিদর্শনের ছাপ অথবা ছাপ দিবার যন্ত্র (সীলমোহর); সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষ। [ইং seal]। **-মোহর**—নাম বা অন্য কোন নিদর্শনের ছাপ।

সীস—বিঃ ধাতুবিশেষ, lead; (বাং.) পেনসিলের মধ্যস্থ কৃষ্ণসীসের সরু দণ্ড। [সং. সি (√সি+ক্বিপ্)+ঈ+ √সো+অ]।

সীসক—বিঃ ধাতুবিশেষ, সীসা। [সং. সীস+ক]।

সীসা, (কথ্য) **সীসে**—বিঃ সীসক। [সং. সীস+বাং. আ]।

সু—(১)অব্যঃ শুভ সুন্দর মধুর উৎকৃষ্ট উত্তম অধিক খুব অত্যন্ত সহজ প্রভৃতি অর্থসূচক উপসর্গ। (২)বিণঃ ভাল (সুমতি, সুরূপ, ছেলেটি বড় সু)। (৩)বিঃ শুভ সুন্দর বা উত্তম ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (সু ও কু-র দ্বন্দ্ব)। [সং.]। বিণঃ **-কঠিন**—অত্যন্ত কঠিন। বিণঃ **-কণ্ঠ**—মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। বিঃ **-কবি**—উৎকৃষ্ট কবি। বিঃ **-কর্ম**—সৎকার্য; ভাল কাজ; ধর্মকর্ম। বিণঃ **-কল্পিত**—বিশেষভাবে বা ভালভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া রচিত বা স্থিরীকৃত (সুকল্পিত ফন্দি); উত্তমরূপে কল্পিত। বিণঃ **-কান্ত**—সুন্দর কান্তিযুক্ত। **-কীর্তি**—(১)বিণঃ বিশেষরকম যশস্বী, উত্তম যশের অধিকারী; (২)বিঃ ব্যাপকভাবে প্রচারিত বা বিশেষ গৌরবসূচক যশ। বিণঃ **-কুমার**—অতি কোমল বা অল্পবয়স্ক বা সুন্দর। **সুকুমার শিল্প**—কাব্য সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি চারুকলা। **-কুমারী**—(১)বিণঃ **সুকুমার**-এর স্ত্রীলিঙ্গ; (২)বিঃ নবমল্লিকা। **-কৃত**—(১)বিণঃ সুসম্পন্ন; সুনির্মিত; সুগঠিত; সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা; (২)বিঃ সুকৃতি। বিঃ **-কৃতি**—সৎকর্ম; পুণ্য; ধর্মকর্ম; মঙ্গল; সৌভাগ্য। বিণঃ **-কৃতী** (-তিন্), **-কৃৎ**—ধর্মাচারী; ধার্মিক; সৎকর্মের অনুষ্ঠাতা; পুণ্যবান্; ভাগ্যবান্। বিণঃ **-কেশ**—সুন্দর কেশযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-কেশা, -কেশী,** (বাং.) **-কেশিনী**। বিণঃ **-কোমল**—অতিশয় কোমল বা নরম; অতি মধুর বা স্নিগ্ধ। ক্রি-বিণঃ **-কৌশলে**—চমৎকার কৌশলের দ্বারা। বিঃ **-ক্রিয়া**—সৎকর্ম, পুণ্য। বিঃ **-খ্যাতি**—প্রশংসা, যশ। **-গঠন**—(১)বিণঃ সুগঠিত; (২)বিঃ সুন্দর আকার। বিণ(স্ত্রী): **-গঠনা**। বিণঃ **-গঠিত**—সুন্দর আকারযুক্ত; সুন্দরভাবে নির্মিত। **-গত**—(১)বিণঃ সুন্দর গতিযুক্ত; (২)বিঃ বুদ্ধদেব। বিঃ **-গতি**—সুন্দর গতি; মোক্ষ। **-গন্ধ**—(১)বিঃ মধুর গন্ধ; গন্ধক; চন্দনবৃক্ষ; চন্দন; (২)বিণঃ সুবাসিত, সুরভিত (সুগন্ধ তৈল); মধুর গন্ধযুক্ত। বিঃ **-গন্ধবহ**—বায়ু। বিঃ **-গন্ধা**—রাস্না; নবমল্লিকা; মাধবী; তুলসী। **-গন্ধি**—(১)বিণঃ (সচ. নিজস্ব) মধুর গন্ধযুক্ত (সুগন্ধি পুষ্প); (২)বিঃ গন্ধদ্রব্য; চুনির ন্যায় রত্নবিশেষ। বিণঃ **-গন্ধিত**—মধুর গন্ধযুক্ত। বিণঃ **-গন্ধী** (-ন্ধিন্)—মধুর গন্ধযুক্ত, সুবাসিত, সুরভি। বিণঃ **-গভীর**—অতি গভীর। বিণঃ **-গম, -গম্য**—(পথাদি-সম্বন্ধে) সহজে চলাফেরার উপযুক্ত; সহজে প্রবেশসাধ্য; সহজবোধ্য; সহজলভ্য। বিণঃ **-গম্ভীর**—অত্যন্ত গম্ভীর। বিঃ **-গান**—মধুর বা সুন্দর গান ('কবিত্ব-সুগান' : কৃত্তি.)।

বিণঃ **-গুপ্ত**—সযত্নে বা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত রাখা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-গৃহীতনামা** (-মন্)—উচ্চারণ করিলে পুণ্য হয় এমন নামবিশিষ্ট; পুণ্যশ্লোক। বিণঃ **-গোল**—সম্পূর্ণ গোলাকার; সুন্দর অথচ গোলাকৃতি; নিটোল। বিঃ **-চন্দন**—উৎকৃষ্ট চন্দনবৃক্ষ। **সুচরিত, সুচরিত্র**—(১)বিণঃ সচ্চরিত্র; সুস্বভাব; (২)বিঃ উত্তম চরিত্র; সৎ স্বভাব। বিণ(স্ত্রী): **সুচরিতা, সুচরিত্রা**। **-চরিতেষু**—সুচরিতসমীপে: পত্র-লিখনে ভদ্রতাসূচক পাঠবিশেষ। (স্ত্রী):**-চরিতাসু**। বিণঃ **-চারু**—অতি সুন্দর। বিণঃ **-চিক্কণ**—অতিশয় মসৃণ বা উজ্জ্বল; অত্যন্ত চকচকে। বিণঃ **-চিত্রিত**—সুন্দরভাবে অঙ্কিত বা বর্ণিত। বিণঃ **-চিন্তিত**—উত্তমরূপে বা বিশেষভাবে বিবেচিত। **-চির**—(১)বিণঃ অতি দীর্ঘস্থায়ী ('সুচির শর্বরী': রবীন্দ্র); (২)বিঃ সুদীর্ঘ কাল। বিণঃ **-চেতাঃ** (-তস্), (চলিত) **-চেতা**—সন্তুষ্ট-চিত্ত; সতর্ক। বিণঃ **-ছন্দ, -ছাঁদ**—সুগঠিত; সুন্দর গঠনকৌশলযুক্ত; সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত। বিঃ **-জন**—সৎ লোক; সজ্জন। বিণঃ **-জলা**—প্রচুর উত্তম বা সুমিষ্ট জলপূর্ণ; ঐরূপ জলপূর্ণ নদীধারা সমৃদ্ধিশালিনী। বিণঃ **-জাত**—সদ্বংশ-জাত; বৈধভাবে জাত অর্থাৎ জারজ নহে। বিণ(স্ত্রী): **-জাতা**। বিণঃ **-জেয়**—সহজে জয়-সাধ্য। বিণঃ **-ঠাম**—সুন্দর চেহারাযুক্ত বা ভঙ্গি-বিশিষ্ট। বিণঃ **-ডৌল**—সুন্দর আকারযুক্ত; সুগঠন। বিণঃ **-তনু**—অতি কৃশ; কৃশাঙ্গ; সুন্দর দেহযুক্ত; ছিমছাম; সুঠাম। **-তপাঃ** (-পস্), (চলিত) **-তপা**—(১)বিণঃ উগ্র বা কঠোর তপস্যায় অভ্যস্ত, মহাতপাঃ; (২)বিঃ ঐরূপ তপস্বী; সূর্য। বিণঃ **-তপ্ত**—অতিশয় তপ্ত, প্রদীপ্ত, সমুজ্জ্বল। **-তার**—(১)বিণঃ সুস্বাদু; (২)বিঃ উত্তম স্বাদ। বিণঃ **-তিক্ত**—অত্যন্ত তেতো। বিণঃ **-তীক্ষ্ণ**—অত্যন্ত ধারাল; অত্যন্ত মর্মদাহী। বিণঃ **-তীব্র**—অত্যন্ত তীব্র। বিণঃ **-তুঙ্গ**—অতি তুঙ্গ বা উচ্চ। বিণঃ **-দক্ষ**—অতিশয় দক্ষ। বিণঃ **-দক্ষিণ**—অতি সরল বা উদার; অতি নিপুণ। বিণ(স্ত্রী): **-দক্ষিণা**। বিণ(স্ত্রী): **-দতী**—সুন্দর দন্তযুক্তা। **-দন্ত**—(১)বিণঃ সুন্দর দন্তযুক্ত; (২)বিঃ সুন্দর দন্ত। **-দর্শন**—(১)বিণঃ দেখিতে সুন্দর এমন; নয়ন-রঞ্জন; শোভন; (২)বিঃ বিষ্ণুর চক্র বা অস্ত্র। বিঃ **-দিন**—শুভদিন; সুসময়; (জ্যোতিষ.) প্রকৃষ্ট সময়। বিণঃ **-দীর্ঘ**—অতি দীর্ঘ। বিণঃ **-দূর, -দূরবর্তী** (-র্তিন্)—অতি দূরবর্তী। বিণঃ **-দূরপরাহত**—দূরবর্তী কালেও ব্যাহত অর্থাৎ ঘটা কঠিন বা অসম্ভবপ্রায়। বিণঃ **-দৃঢ়**—অত্যন্ত দৃঢ়। বিণঃ **-দৃশ্য**—দেখিতে সুন্দর, সুদর্শন; শোভাময়। বিঃ **-দৃষ্টি**—অনুকূল বা মঙ্গলকর দৃষ্টি। বিণঃ **-ধীর**—অতি ধীরগতি; অতি ধীরস্বভাব, শান্ত বা নম্র। বিঃ **-নজর**—অনুকূল বা মঙ্গলকর দৃষ্টি; অনুকূল ধারণা (উপরওয়ালার সুনজর)। বিণ(স্ত্রী): **-নয়না**, (বাং.) **-নয়নী**—সুন্দর চক্ষুযুক্তা। বিণ(পুং) **-নয়ন**। **-নাভ**—(১)বিণঃ সুন্দর নাভিযুক্ত; (২)বিঃ মৈনাক পর্বত। বিঃ **-নাম** (-মন্)—খ্যাতি, যশ। বিণঃ **-নিপুণ**—অতি নিপুণ। বিণ(স্ত্রী): **-নিপুণা**। বিঃ **-নিয়ন্ত্রণ**—সুষ্ঠু ব্যবস্থা বা পরিচালনা; সুবন্দোবস্ত; উত্তম নিয়ম। বিণঃ **-নিয়ন্ত্রিত**—সুনিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-নিয়ম**—উত্তম নিয়ম বা ব্যবস্থা। বিণঃ **-নির্দিষ্ট**—সুন্দর-ভাবে বা স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত অথবা স্থিরীকৃত; স্পষ্ট উল্লেখযুক্ত। **-নিশ্চয়**—(১)বিঃ সন্দেহাতীত বলিয়া জ্ঞান বা বোধ; উত্তমরূপে নির্ধারণ; (২)বিণঃ (বাং.) সুনিশ্চিত; (৩)ক্রি-বিণঃ (বাং.) সঠিকভাবে; অতি অবশ্য। **-নীতি**—(১)বিঃ উৎকৃষ্ট নীতি; (২)বিণঃ (বিরল) উৎকৃষ্ট নীতি-যুক্ত; নীতিমান্। বি.বিণঃ **-নীল**—চমৎকার বা গাঢ় নীল। বিণঃ **-পক্ব**—ভাল পাকা; উত্তমরূপে সিদ্ধ। বিণঃ **-পচ**—সহজে হজম হয় এমন, লঘুপাক। বিঃ **-পথ**—উত্তম বা সৎ পথ। **-পর্ণ**—(১)বিণঃ সুন্দর পাতাওয়ালা (সুপর্ণ বৃক্ষ); সুন্দর পক্ষযুক্ত বা পালকযুক্ত (সুপর্ণ পক্ষী); (২)বিঃ সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী; গরুড়; কুক্কুট। বিণঃ **-পাচ্য**—সহজে হজম হয় এমন, লঘুপাক। বিঃ **-পাত্র**—উত্তম বা কাম্য পাত্র। বি(স্ত্রী): **-পাত্রী**। বিঃ **-পুত্র**—উত্তম ছেলে। **-পুরুষ**—(১)বিঃ সুন্দর বা সুগঠিত পুরুষ; (২)বিণঃ (বাং.) সুন্দর বা সুগঠিত (সুপুরুষ ব্যক্তি)। বিণঃ **-প্রকাশ**—উত্তমরূপে বা স্পষ্টভাবে বা সুন্দরভাবে প্রকাশিত। বিণ(স্ত্রী): **-প্রজাবতী**—বহু সুসন্তান-প্রসবকারিণী। বিণঃ **-প্রতিষ্ঠ, -প্রতিষ্ঠিত**—উত্তম বা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাযুক্ত; অতি বিখ্যাত; উত্তমরূপে স্থাপিত। বিণঃ **-প্রভ**—উজ্জ্বল প্রভাযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **-প্রভা**। **-প্রভাত**—(১)বিঃ সুন্দর বা শুভ প্রভাত; (আল.)

সৌভাগ্যোদয় ; (২)অব্যঃ মধ্যরাত্রির পর হইতে মধ্যাহ্নের প্রাক্কালীন সম্ভাষণবিশেষ (ইং. good morning-এর অনুবাদ)। বিণঃ **-প্রযুক্ত**—উত্তমরূপে বা যথাযথরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-প্রয়োগ**—উত্তমরূপে বা যথাযথরূপে প্রয়োগ। বিণঃ **-প্রশস্ত**—অত্যুত্তম (সুপ্রশস্ত কাল) ; সুযোগ্য ; (বাং.) প্রচুর আয়তনবিশিষ্ট বা বিস্তৃত বা চওড়া (সুপ্রশস্ত কক্ষ বা রাস্তা)। বিণঃ **-প্রসন্ন**—অতি প্রসন্ন বা অনুকূল। বিঃ **-প্রসব**—নির্বিঘ্নে প্রসব। বিঃ **-প্রসাদ**—বিশেষ অনুগ্রহ। বিণঃ **-প্রসিদ্ধ**—অতি বিখ্যাত ; ব্যাপকভাবে বা বিশেষরূপে লোকসমাজে পরিচিত। বিণ(স্ত্রী): **-প্রসিদ্ধা**। বিণঃ **-প্রাপ্য**—সহজে পাওয়া যায় এমন, সুলভ। বিণঃ **-প্রিয়**—অতি প্রিয়। বিণ(স্ত্রী): **-প্রিয়া**। বিঃ **-ফল**—শুভ ফল, উত্তম পরিণতি ; তীর্থ-দর্শনের ফলের জন্য পাওয়ার আশীর্বাদ। বিণঃ **-ফলদায়ক, -ফলপ্রসূ**—শুভ ফলদায়ক। বিণ(স্ত্রী): **-ফলা**—উত্তম ফলপ্রসবিনী, প্রচুর ফল ও ফসল উৎপাদিনী। বিণঃ **-বঙ্কিম**—বাঁকা অথচ সুন্দর। বিণ(স্ত্রী): **-বদনা**, (বাং.) **-বদনী**—সুন্দর মুখবিশিষ্টা। বিণ(পুং.) **-বদন**। বিঃ **-বন্দোবস্ত**—উত্তম ব্যবস্থা। বিণঃ **-বলিত**—বলিষ্ঠ ; সুগঠিত। বিণঃ **-বহ**—সহজে বহন করা যায় এমন। বিঃ **-বাক্য**—(বাং.) উত্তম বা মধুর কথা। বিঃ **-বিচার**—উত্তম বিচার ; ন্যায় বিচার ; নিরপেক্ষ বিচার ; সুমীমাংসা : সদ্বিবেচনা। **-বিচারক**—(১)বিণঃ সুবিচার করিতে সক্ষম বা সুবিচার করে এমন ; (২)বিঃ ঐরূপ ব্যক্তি বা বিচারক। বিণঃ **-বিদিত**—উত্তমরূপে জ্ঞাত ; অতি প্রসিদ্ধ। বিঃ **-বিধান, -বিধি**—উত্তম নিয়ম বা ব্যবস্থা। বিণঃ **-বিনীত**—অত্যন্ত বিনীত ; সুষ্ঠুভাবে শিক্ষিত বা সংযত। বিণ(স্ত্রী): **-বিনীতা**। বিণঃ **-বিন্যস্ত**—সুন্দরভাবে বা সুবিধাজনকভাবে সজ্জিত অথবা স্থাপিত। বিঃ**-বিন্যাস**—সুন্দরভাবে বা সুবিধাজনকভাবে সাজান বা স্থাপন। বিণঃ **-বিপুল**—অতি প্রকাণ্ড, মস্ত বড় ; বিরাট্ ; প্রচুর। বিণ(স্ত্রী): **-বিপুলা**। বিণঃ **-বিমল**—অতিশয় বা সম্পূর্ণ নির্মল। বিণঃ **-বিশাল**—অতি বিশাল। বিণঃ **-বিস্তীর্ণ, -বিস্তৃত**—অতি বিস্তৃত। **-বিহিত**—(১)বিণঃ সম্যক্‌রূপে কৃত ; সুনিষ্পন্ন ; (২)বিঃ (বাং.) উত্তম ব্যবস্থা বা প্রতিকার। **-বুদ্ধি**—(১)বিণঃ উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, সদ্বুদ্ধি, সুবুদ্ধি ; (২)বিঃ উত্তম বা সৎ বুদ্ধি। বিঃ **-বৃষ্টি**—যথোচিত বৃষ্টি (অর্থাৎ, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নহে)। বিণঃ **-বৃহৎ**—অতি বৃহৎ, মস্ত বড়, প্রকাণ্ড। **-বেশ**—(১)বিণঃ উত্তম পোশাক-পরিহিত ; পরিপাটীরূপে সজ্জিত ; (২)বিঃ উত্তম পোশাক ; সাজপোশাকের পারিপাট্য। বিণ(স্ত্রী): **-বেশা**। **-বোধ**—(১)বিণঃ উত্তম বুদ্ধিশালী, সুবুদ্ধি ; প্রাঞ্জল ; (ব্যঙ্গে) শান্তশিষ্ট ও আজ্ঞাবহ, গোবেচারা ; (২)বিঃ উত্তম বুদ্ধি বা জ্ঞান। বিণঃ **-বোধ্য**—সহজে বোধগম্য। বিঃ **-ব্যবস্থা**—উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। বিণঃ **-ব্যবস্থিত**—উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাযুক্ত। বিণঃ **-ব্রত**—সৎ বা শুভ ব্রতপালনকারী। বিণ(স্ত্রী): **-ব্রতা**। **-ব্রহ্মণ্য**—(১)বিণঃ পূর্ণ ব্রহ্মতেজোময় ; (২)বিঃ কার্তিকেয় ; বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিতবিশেষ ; পূর্ণ ব্রহ্মতেজ। বিঃ **-ব্রাহ্মণ**—আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ; সৎ ব্রাহ্মণ। বিণঃ **-ভগ**—সৌভাগ্যশালী ; সুন্দর ; সুখদায়ক ; প্রিয়। বিণ(স্ত্রী): **-ভগা**—**সুভগ**-এর সকল অর্থে ; এবং—পতিসোহাগিনী। বিণঃ **-ভদ্র**—পরমকল্যাণযুক্ত ; অত্যন্ত শিষ্ট। বিণ(স্ত্রী): **-ভদ্রা**। বিণঃ **-ভাগিনী, -ভাগী**—সৌভাগ্যবতী। ক্রি-বিণঃ **-ভালাভালি**—(গ্রা.) নির্বিঘ্নে, নিরাপদে। বিঃ **-ভাষ**—সুবচন। **-ভাষিত**—(১)বিণঃ সুন্দরভাবে কথিত ; মধুরভাষী ; বাক্‌পটু ; বাগ্মী ; (২)বিঃ হিতবচন ; বিদগ্ধবচন, জ্ঞানগর্ভ কথা ; নীতিবাক্য। বিণঃ **-ভাষী**—মধুরভাষী ; প্রিয়ংবদ। বিণ(স্ত্রী): **-ভাষিণী**। বিণঃ **-ভিক্ষ**—(স্থানাদি-সম্বন্ধে) প্রচুর ভিক্ষা বা খাদ্যবস্তু মেলে এমন (অর্থাৎ, যেখানে দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা নাই)। বিঃ **-মঙ্গল**—পরমকল্যাণ, বিশেষ শুভ। **-মতি**—(১)বিণঃ উত্তম মতিগতিবিশিষ্ট বা বুদ্ধিশালী ; (২)বিঃ উত্তম মতিগতি বা বুদ্ধি। বিণঃ **-মধুর**—অতি মধুর। বিণ(স্ত্রী): **-মধ্যমা**—সরু ও সুগঠিত কোমরবিশিষ্টা। বিঃ **-মনঃ** (-নস্), (চলিত) **-মন**—পুষ্প। **-মনাঃ** (-নস্), (চলিত) **-মনা**—(১)বিণঃ জ্ঞানবান্ ; মহৎ, উদারচেতা ; (২)বিঃ দেবতা ; পণ্ডিত ব্যক্তি। বিঃ **-মন্ত্রণা**—উত্তম বা সৎ পরামর্শ। বিণঃ **-মন্দ**—মধুর ও ধীর, মৃদুমন্দ। বিণঃ **-মহৎ, -মহান্**—অতি মহৎ। বিণ(স্ত্রী): **-মহতী**। বিণঃ **-মিষ্ট**—অতিমিষ্ট। বিণঃ **-মেধাঃ** (-ধস্)—উৎকৃষ্ট মেধাযুক্ত ; অতি মেধাবী। বিঃ **-যুক্তি**

—উত্তম পরামর্শ। বিণঃ -যোগ্য—উত্তম যোগ্যতাসম্পন্ন ; অতি উপযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): -যোগ্যা। বিণঃ -রক্ষিত—উত্তমরূপে রক্ষিত। বিণ(স্ত্রী): -রক্ষিতা। বিণঃ -রঙ্গী—চমৎকার ভঙ্গিযুক্ত বা লীলাযুক্ত ('চলন ভঙ্গী অতি সুরঙ্গী' : চণ্ডি.)। বিণঃ -রঞ্জিত—সম্যগ্‌ভাবে বা শোভনরূপে রঞ্জিত। বিণ(স্ত্রী): -রঞ্জিতা। বিঃ -রব—মধুর ধ্বনি। বিণঃ -রম্য—অতি রমণীয়। -রস—(১)বিণঃ মিষ্ট রসযুক্ত ; স্বাদু ; (২)বিঃ মিষ্ট রস বা স্বাদ। বি(স্ত্রী): -রসা—তুলসী ; রাস্না। বিণঃ -রসাল—স্বাদু রসযুক্ত। বিণঃ -রসিক—উত্তম রসবোধযুক্ত ; অতিশয় রঙ্গরসপটু। বিণ(স্ত্রী): -রসিকা। -রুচি—(১)বিঃ উত্তম ও মার্জিত রুচি ; (২)বিণঃ সুরুচিসম্পন্ন। বিণঃ -রূপ—সুন্দর রূপবিশিষ্ট ; রূপবান্ ; সুশ্রী ; সুগঠন। বিণ(স্ত্রী): -রূপা। -লক্ষণ—(১)বিণঃ উত্তম লক্ষণযুক্ত ; (২)বিঃ উত্তম লক্ষণ। বিণ(স্ত্রী): -লক্ষণা। বিণঃ -ললিত—অতি কোমল ; অতি রমণীয়। বিণঃ -লিখিত—সুরচিত ; সুখপাঠ্য ; সুন্দর ছাঁদে লিখিত। বিণ.বিঃ -লেখক—উৎকৃষ্ট রচনার লেখক ; সুন্দর ছাঁদে লেখক। বিণ বি(স্ত্রী): -লেখিকা। বিণ-(স্ত্রী): -লোচনা—সুন্দর চক্ষুযুক্তা। বিণ(পুং.):—-লোচন। বিণঃ -লোহিত—গাঢ় লাল। বিণ.বিঃ -শাসক—সুশাসনকারী। বিঃ -শাসন—ন্যায়-সঙ্গত বা নিরপেক্ষ বা উপযুক্ত শাসন। বিণঃ -শাসিত—ন্যায়সঙ্গত বা নিরপেক্ষ বা উপযুক্ত ভাবে শাসিত। বিঃ -শিক্ষক—উত্তম শিক্ষা বা উপদেশ দানকারী, যে শিক্ষক ভাল পড়াইতে পারেন। বিঃ -শিক্ষা—উত্তম শিক্ষা বা উপদেশ। বিণঃ -শিক্ষিত—উত্তম শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিণ(স্ত্রী): -শিক্ষিতা। বিণঃ -শীতল—অতিশয় শীতল ; শীতলতাপ্রভাবে দেহমন স্নিগ্ধ করে এমন। বিণঃ -শীল—সৎস্বভাববিশিষ্ট ; সচ্চরিত্র ; ভদ্র। বিণ(স্ত্রী): -শীলা। বিণঃ -শৃংখল—সুব্যবস্থিত ; সুনিয়ন্ত্রিত। বিঃ -শৃংখলা—উত্তম ব্যবস্থা বা নিয়ম। বিণঃ -শোভন—সুন্দর শোভাযুক্ত, অতি সুন্দর ; সুসঙ্গত ; মানানসই। বিণ(স্ত্রী): -শোভনা। বিণঃ -শোভিত—সুন্দরভাবে ভূষিত বা সজ্জিত। বিণ(স্ত্রী): -শোভিতা। বিণঃ শ্রাব্য—শ্রুতিমধুর ; অশ্লীলতাদি-দোষ-বর্জিত। বিণঃ -শ্রী—সুন্দর রূপযুক্ত বা লাবণ্য-যুক্ত ; কান্তিমান্ ; সুন্দর। বিঃ -সংবাদ—শুভ বা আনন্দদায়ক খবর। বিণঃ -সংবৃত—উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। বিণ(স্ত্রী): -সংবৃতা। বিণঃ -সংযত—যথোচিত বা অতিশয় সংযম-পূর্ণ ; সুনিয়ন্ত্রিত। বিণঃ -সংস্কৃত—উত্তমরূপে মেরামত করা বা সংশোধন করা হইয়াছে এমন, উত্তমরূপে মার্জিত বা বিন্যস্ত ; অতি ভদ্র বা সভ্য। বিণঃ -সঙ্গত—সম্পূর্ণ সঙ্গত বা যথাযথ। বিঃ -সঙ্গতি—উত্তম বা পূর্ণ সঙ্গতি। বিণঃ -সজ্জ—পরিপাটীরূপে সজ্জিত। বিণঃ -সজ্জিত—পরিপাটীরূপে সাজান হইয়াছে বা সাজিয়াছে এমন ; সুসজ্জ। বিণ(স্ত্রী): -সজ্জিতা। বিণঃ -সভ্য—যথোচিত বা অতিশয় সভ্য। বিণ(স্ত্রী): -সভ্যা। বিঃ -সময়—শুভ বা অনুকূল বা সুখপূর্ণ সময়, সুদিন ; উপযুক্ত সময়। বিণঃ -সম্পন্ন—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন ; অতিশয় সঙ্গতি-শালী বা সমৃদ্ধ। বিণঃ -সম্পাদিত—উত্তমরূপে নিষ্পন্ন। বিণঃ -সম্বদ্ধ—উত্তমরূপে সম্বদ্ধ ; নিত্যসম্বদ্ধ। বিণঃ -সহ—সহজে বা বিনা কষ্টে সহ্য করা যায় এমন। বিণঃ -সাধ্য—সহজে বা অনায়াসে সাধন করা যায় এমন। বিণঃ -সিদ্ধ—তাপাদিতে উত্তমরূপে সিদ্ধ (সুসিদ্ধ ব্যঞ্জন) ; সুসম্পন্ন ; সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত ; সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়াছে এমন (সুসিদ্ধ বাসনা)। বিণঃ -স্থিত—সুস্থ ; নিরুদ্বেগ ; দৃঢ়চিত্ত ; নিশ্চল। বিণঃ -স্থির—অতি শান্ত, সুধীর ; সম্পূর্ণ সুস্থ ; স্থিরীকৃত। বিণঃ -স্নিগ্ধ—অতি স্নিগ্ধ ; অতি মসৃণ বা চিক্কণ ; অতি স্নেহপূর্ণ। বিণঃ -স্পষ্ট—অত্যন্ত বা সম্পূর্ণ স্পষ্ট অথবা ব্যক্ত। বিণঃ -স্মিত—সুন্দর মৃদুহাস্যযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): -স্মিতা। বিঃ -স্বন—মধুর ধ্বনি। বিঃ -স্বপ্ন—মনোরম বা শুভসূচক স্বপ্ন ; সুখস্বপ্ন। বিঃ -স্বর—মধুর স্বর বা ধ্বনি। -স্বাদ—(১)বিঃ উত্তম স্বাদ ; (২)বিণঃ উত্তম স্বাদযুক্ত, সুস্বাদু। বিণঃ -স্বাদু—অতি মধুর স্বাদযুক্ত। -হাস—(১)বিণঃ সুন্দর হাস্যপূর্ণ ; (২)বিঃ সুন্দর হাসি। বিণ(স্ত্রী): -হাসা (বিরল), -হাসিনী।

সুঁই, সূঁই—বিঃ সূচী, সূচ। [সং. সূচী]।

সুঁটকি,—শুঁটকি-র বর্জি. বানান।

সুঁদরি, সুঁদরী—বিঃ সুন্দরবনজাত বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। [সং. সুন্দরী]।

সুঁদি, সুঁদী—বিঃ শালুক ফুল, কুমুদ। [সং. সৌগন্ধিক]।

সুকঠিন, সুকণ্ঠ—সু দ্রঃ

সুকতলা,—**সুখতলা**-র বানানভেদ।

সুকবি—**সু** দ্রঃ।

সুকর—বিণঃ সহজসাধ্য ; সুখপ্রদ। [সং. সু + √কৃ + অ (র্ম)]। বিঃ **-তা**।

সুকর্ম, সুকল্পিত—**সু** দ্রঃ।

সুকানি, সুকানী—বিঃ জাহাজের কর্ণধার বা হালী। [ফা. সুকান্]।

সুকান্ত, সুকীর্তি, সুকুমার, সুকুমারী, সুকৃত, সুকৃতি, সুকৃতী, সুকৃৎ, সুকেশ, সুকেশা, সুকেশিনী, সুকেশী, সুকোমল, সুকৌশলে—**সু** দ্রঃ।

সুক্তা, (কথ্য) **সুক্ত,** (প্রাদে.) **সুক্তানি, শুক্তা,** (কথ্য) **শুক্ত,** (প্রাদে.) **শুক্তানি**—বিঃ তিক্তাস্বাদ ব্যঞ্জনবিশেষ। [সং. সু-তিক্ত বা সং. শুক্ত + বাং আ]।

সুক্রিয়া—**সু** দ্রঃ।

সুখ—(১)বিঃ স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ; তৃপ্তি; আনন্দ, হর্ষ। (২)বিণঃ আরামদায়ক, প্রীতিকর, প্রিয়। [সং.]। **সুখে থাকতে ভূতে কিলায়**—সুখপূর্ণ জীবনে স্বেচ্ছায় দুঃখ ডাকিয়া আনা। বিণঃ **-কর, -জনক**—সুখদায়ক। বিণঃ **-দ**—সুখদায়ক। বিণ(স্ত্রী)ঃ **-দা**। বিঃ **-রবি**—সুখ-রূপ সূর্য, সুখ-সৌভাগ্য। বিঃ **-লেশ**—সুখের লেশ, সামান্যতম সুখ। বিঃ **-শয়ন, -শয্যা**—আরামদায়ক বিছানা। বিঃ **-সংবাদ**—আনন্দদায়ক খবর, সুখবর। বিঃ **-সূর্য**—**সুখরবি**-র অনুরূপ। বিণঃ **-স্পর্শ**—স্পর্শ করিলে সুখানুভব হয় এমন। বিঃ **-স্মৃতি**—বিগত সুখের স্মৃতি ; সুখদায়ক স্মৃতি। বিঃ **-স্বপ্ন**—সুখপ্রদ স্বপ্ন। বিঃ **সুখানুভব, সুখানুভূতি**—সুখবোধ। বিঃ **সুখান্বেষণ**—সুখলাভের চেষ্টা। বিণঃ **সুখাবহ**—সুখদায়ক। বিঃ **সুখাশা**—সুখলাভের আশা। বিঃ **সুখাসন**—আরামপ্রদ আসন। বিণঃ **সুখাসীন**—আরামে উপবিষ্ট। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সুখাসীনা**। বিঃ **সুখোদক**—উষ্ণ জল।

সুখতলা—বিঃ পায়ের আরামের জন্য জুতার ভিতর যে কোমল বাড়তি চামড়া থাকে। [তু. সুখ, তলা]।

সুখবর—**সু** দ্রঃ।

সুখা—বিঃ চুনদ্বারা ডলিয়া যে তামাকপাতা খাওয়া হয়, সুরতি। [হি. **সুখা** দ্রঃ]।

সুখাদ্য—**সু** দ্রঃ।

সুখানুভব, সুখানুভূতি, সুখান্বেষণ, সুখাবহ, সুখাশা, সুখাসন, সুখাসীন, সুখাসীনা—**সুখ** দ্রঃ।

সুখিত—বিণঃ সুখপ্রাপ্ত, তৃপ্ত। [সং. সুখ + ইত]।

সুখী (-খিন্)—বিণঃ সুখযুক্ত ; সন্তুষ্ট ; সুখভোগে অভ্যস্ত, বিলাসী। [সং. সুখ + ইন্]। বিণ(স্ত্রী)ঃ **সুখিনী**।

সুখৈশ্বর্য—বিঃ সুখ ও ধনসম্পত্তি। [সং. সুখ + ঐশ্বর্য]।

সুখোদয়—বিঃ সুখের অনুভব বা আরম্ভ। [সং. সুখ + উদয়]।

সুখ্যাতি, সুগঠন, সুগঠিত, সুগত, সুগতি, সুগন্ধ, সুগন্ধা, সুগন্ধি, সুগন্ধিত, সুগন্ধী, সুগভীর, সুগম, সুগম্য, সুগম্ভীর, সুগান, সুগুপ্ত, সুগৃহীতনামা, সুগোল—**সু** দ্রঃ।

সুঙরা—**সোঙরা**-র রূপভেদ।

সুচ—বিঃ ছুঁচ। [সং. সূচী]।

সুচন্দন, সুচরিত, সুচরিতেষু, সুচরিত্র, সুচারু, সুচিক্কণ, সুচিত্রিত, সুচিন্তিত, সুচির, সুচেতা, সুচেতাঃ, সুছন্দ, সুছাঁদ, সুজন—**সু** দ্রঃ।

সুজনি, সুজনী—বিঃ কারুকার্যযুক্ত মোটা বিছানার চাদরবিশেষ। [ফা. সোজনী]।

সুজলা, সুজাত—**সু** দ্রঃ।

সুজি—বিঃ মোটা গোধূমচূর্ণবিশেষ। [?]।

সুজ্ঞেয়—**সু** দ্রঃ।

সুট—বিঃ প্রস্থ, কেতা (এক সুট গহনা বা জামা) ; ইউরোপীয় পোশাক অর্থাৎ কোট প্যাণ্ট টাই ইত্যাদি। [ইং. suit]। ক্রিঃ **সুট করা**—মানান, শোভন হওয়া (জামাটা সুট করেছে)। বিঃ **-কেস**—ক্ষুদ্র ও হালকা ট্রাঙ্ক বা বাক্সবিশেষ [ইং. suitcase]।

সুঠাম—**সু** দ্রঃ।

সুড়ঙ্গ, সুড়ং—**সুরঙ্গ**-এর রূপভেদ।

সুড়সুড়—অব্যঃ মৃদু সিড়সিড় ভাব। বিঃ **সুড়সুড়ি**—কাতুকুতু।

সুডৌল—**সু** দ্রঃ।

সুত—বিঃ ছেলে, পুত্র। [সং. √সু + ত (র্ম)]। বি(স্ত্রী)ঃ **সুতা**—কন্যা।

সুতনু, সুতপা, সুতপাঃ, সুতপ্ত—**সু** দ্রঃ।

সুতল—বিঃ ষষ্ঠ পাতাল। [সং. সু + তল]।

সুতরাং (-রাম্)—অব্যঃ অতএব ; কাজেই ;

অগত্যা ; (সং.) অত্যন্ত ; অবশ্য। [সং. সু+ তরাম্]।
সুতলি১—সুতা১ দ্রঃ।
সুতলি২—বিঃ সরু দড়ি। [বাং. সুতা (সং. সূত্র) +লি]।
সুতহিবুক—বিঃ (জ্যোতিষ.) বিবাহানুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত যোগবিশেষ। [সং.]।
সুতা১—ক্রিঃ (প্রা. কা.) শয়ন করা। [সং. সুপ্ত —অতীত কালের রূপ : **সুতিল, সুতলি** ইত্যাদি]।
সুতা২—বিঃ সূত্র, তন্তু ; কার্পাসসূত্রে ; দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ, ⅛ ইঞ্চি। [সং. সূত্র]। বিণঃ **সুতি, সুতী**—কার্পাসসূত্রনির্মিত।
সুতার—সু দ্রঃ।
সুতি—সুতা২ দ্রঃ।
সুতিক্ত—সু দ্রঃ।
সুতিল—সুতা১ দ্রঃ।
সুতী—সুতা২ দ্রঃ।
সুতীক্ষ্ণ, সুতীর, সুতুঙ্গ—সু দ্রঃ।
সুতো—সুতা-র কথ্য রূপ।
সুদ—বিঃ গৃহীত ঋণের পরিমাণের উপর হিসাবপূর্বক যে মূল্য নেওয়া হয়, বৃদ্ধি, কুসীদ। [ফা. সুদ]। বিণ.বিঃ **-খোর**—কুসীদজীবী, সুদগ্রহণপূর্বক ঋণদানকারী। বিণঃ **-সুদ্ধ**—সুদ-সমেত। বিণঃ **সুদি১, সুদী**—সুদ-সংক্রান্ত ; সুদের।
সুদক্ষ, সুদক্ষিণ, সুদতী, সুদন্ত, সুদর্শন—সু দ্রঃ।
সুদি১—সুদ দ্রঃ।
সুদি২—বিঃ শুক্লপক্ষ। [হি. সুদী—তু. সং. শুদ্ধ]।
সুদিন—সু দ্রঃ।
সুদী—সুদ দ্রঃ।
সুদীর্ঘ, সুদূর, সুদৃঢ়, সুদৃশ্য, সুদৃষ্টি—সু দ্রঃ।
সুদ্ধ—অব্যঃ সমেত (সবসুদ্ধ) ; পর্যন্তও (বাড়িখানিসুদ্ধ গিয়াছে)। [তু. হি. সুদ্ধাঁ ; সম্ভবতঃ সং. 'শুদ্ধ' ও 'সহিত' শব্দের মিলনজাত]।
সুধন্বা (-ন্বন্)—বিণ.বিঃ শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ধনুর্ধর ; পৌরাণিক রাজাবিশেষ। [সং. সু+ধনু+অনঙ্ (আগম)]। বিঃ **সুধন্বী** (-নিন্)—নিপুণ ধনুর্ধর ; মহাবোধ।
সুধা১—বিঃ অমৃত ; জ্যোৎস্না (সুধাকর) ; চুন (সুধাধবল)। [সং. সু+ √ধে (পানার্থক) অথবা (চুন-অর্থে) √ধা+অ (র্ম)+আ]। বিঃ **-অংশু, -কর**—চন্দ্র। বিঃ **-পাত্র**—অমৃত-ভাণ্ড। বিঃ **-পান**—অমৃতপান ; (ব্যঙ্গে) মদ্যপান। বিণঃ **-ধবলিত**—চুনকাম করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **-ময়**—অমৃতপূর্ণ ; মধুর। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বিণঃ **-মাখা**—অমৃতে প্রলিপ্ত ; অতি মধুর। বিণঃ **-মুখ**—সুন্দরমুখবিশিষ্ট। বিণঃ **-রুচি**—সুধার ন্যায় স্বাদু। বিঃ **-সব**—সুধাতুল্য মধু বা মদ। বিঃ **-সার**—অমৃতবৃষ্টি। বিঃ **-সমুদ্র, -সিন্ধু**—সপ্তসমুদ্রের অন্যতম।
সুধা২, সুধান—যথাক্রমে **শুধা** ও **শুধান**-র বানানভেদ।
সুধী—(১)বিঃ পণ্ডিত, বিদ্বান্ বা জ্ঞানী ব্যক্তি ; উত্তম বুদ্ধি। (২)বিণঃ সুবুদ্ধি। [সং. সু+ধী]।
সুধীর—সু দ্রঃ।
সুধু—**শুধু**-র বানানভেদ।
সুনজর, সুনয়না, সুনাভ, সুনাম, সুনিপুণ, সুনিয়ন্ত্রণ, সুনিয়ন্ত্রিত, সুনিয়ম, সুনির্দিষ্ট, সুনিশ্চয়, সুনিশ্চিত, সুনীতি, সুনীল—সু দ্রঃ।
সুন্দ—বিঃ অসুরবিশেষ ; কপিবিশেষ। [সং.]। **সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই**—অভিন্নহৃদয় দানব-ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ ও উপসুন্দের অদম্য প্রতাপে দেবকুল বিষম বিপাকে পড়িলে বিধাতা তিলোত্তমাকে সৃজন করাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট প্রেরণ করেন, এবং তিলোত্তমাকে লাভার্থ তাঁহারা দুইজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া উভয়েই নিহত হন ; (আল.) যে যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; বিষম যুদ্ধ বা বিষম গৃহযুদ্ধ।
সুন্দর—বিণঃ সুদৃশ্য, শোভন (সুন্দর ছবি) ; রূপবান্ (সুন্দর পুরুষ) ; মনোহর (সুন্দর গন্ধ)। [সং. √সুন্দ্+অর (র্তৃ)]। **সুন্দরী**—(১)বিণ(স্ত্রী): রূপবতী ; (২)বিঃ রূপবতী স্ত্রীলোক ; সুন্দরবনজাত বৃক্ষবিশেষ,সুঁদরি।
সুন্নত, সুন্নৎ—বিঃ মুসলমান ও ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচলিত লিঙ্গত্বক্‌ছেদরূপ সংস্কারবিশেষ। [আ. সুন্নৎ]।
সুন্নি, সুন্নী—বিঃ যে মুসলমান-সম্প্রদায় হজরত আলীর পূর্ববর্তী তিনজন খলিফাকে মানে। [আ.]।
সুপ—বিঃ কাথ, সুরুয়া, ঝোল। [ইং. soup]।
সুপক্ব, সুপচ, সুপথ, সুপর্ণ, সুপাচ্য, সুপাত্র—সু দ্রঃ।

সুপারি, (বর্জি.) **সুপারী**—বিঃ (প্রধানতঃ পানের সঙ্গে চিবাইয়া ভক্ষ্য) মুখশুদ্ধিকর ফলবিশেষ বা তাহার গাছ [দেশী]।
সুপারিন্টেন্ডেন্ট—বিঃ পরিচালক, অধ্যক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক। [ইং. superintendent]।
সুপারিশ, (বর্জি.) **সুপারিস**—বিঃ পরের জন্য অনুরোধ। [ফা. সিফারিশ]।
সুপাত্র—সু দ্রঃ।
সুপুরি—সুপারি-র কথ্য রূপ।
সুপুরুষ—সু দ্রঃ।
সুপ্ত—বিণঃ নিদ্রিত। [সং. √স্বপ্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **সুপ্তা**। বিঃ **সুপ্তি**—নিদ্রা। বিণঃ **সুপ্তোত্থিত**—নিদ্রা হইতে জাগরিত। বিণ(স্ত্রী): **সুপ্তোত্থিতা**।
সুপ্রকাশ, **সুপ্রজাবতী**, **সুপ্রতিষ্ঠ**, **সুপ্রতিষ্ঠিত**, **সুপ্রভ**, **সুপ্রভা**, **সুপ্রভাত**, **সুপ্রযুক্ত**, **সুপ্রয়োগ**, **সুপ্রশস্ত**, **সুপ্রসন্ন**, **সুপ্রসব**, **সুপ্রসাদ**, **সুপ্রসিদ্ধ**, **সুপ্রাপ্য**, **সুপ্রিয়**—সু দ্রঃ।
সুপ্রীম কোর্ট—বিঃ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়। [ইং. Supreme Court]।
সুফল, **সুফলা**—সু দ্রঃ।
সুফি, **সুফী**—বিঃ নিজ্ঞেয়-সন্ধানী (mystic) মুসলমান-সম্প্রদায়বিশেষ। [আ. সুফী]।
সুবঙ্কিম—সু দ্রঃ।
সুবচন—বিঃ হিতকর বা সুশ্রাব্য কথা। [সং. সু+বচন]।
সুবচনী১—বিঃ দেবীবিশেষ, শুভচণ্ডী। [সং. শুভসূচনী]।
সুবচনী২—বিণঃ মিষ্টভাষিণী। [সং. সু+বচন+বাং. ঈ]।
সুবদন, **সুবদনা**, **সুবদনী**—সু দ্রঃ।
সুবন্ত—বিণঃ সুপ্-বিভক্ত্যন্ত অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট শব্দবিভক্তিযুক্ত। [সং সুপ্+অন্ত]।
সুবন্দোবস্ত—সু দ্রঃ।
সুবর্ণ—(১)বিঃ পীতবর্ণ ধাতুবিশেষ, সোনা; স্বর্ণমুদ্রা, মোহর; স্বর্ণের বা স্বর্ণমুদ্রার প্রাচীন পরিমাণবিশেষ (=১৬ মাষা); ধন, সম্পত্তি; সুন্দর রঙ; সুন্দর অক্ষর। (২)বিণঃ সুন্দরবর্ণবিশিষ্ট; সুন্দর-অক্ষরযুক্ত। [সং. সু+বর্ণ]। বিঃ **-কার**—স্বর্ণকার, সেকরা। বিঃ **-জয়ন্তী**—জয়ন্তী দ্রঃ। বিঃ **-বণিক্**—স্বর্ণ-ব্যবসায়ী; হিন্দুজাতিবিশেষ, সোনার বেনে। বিণঃ **-ময়** স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণমণ্ডিত; স্বর্ণে পূর্ণ। বিঃ **-সুযোগ**—শ্রেষ্ঠ বা অত্যুৎকৃষ্ট সুযোগ (ইং. golden opportunity-র অনুবাদ)।
সুবলিত, **সুবহ**—সু দ্রঃ।
সুবা—বিঃ প্রদেশ, বাদশাহী আমলে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ। [আ.]। বিঃ **-দার**—প্রাদেশিক শাসনকর্তা; সিপাহীদের নেতা। বিঃ **-দারি**—সুবাদারের পদ বা কার্য।
সুবাক্য—সু দ্রঃ।
সুবাদ—বিঃ সম্পর্ক, সম্বন্ধ (গ্রাম সুবাদে ভাই); উপলক্ষ (কাজের সুবাদে আসা)। [সং. সু+বাদ]।
সুবাদার—সুবা দ্রঃ।
সুবাস—(১)বিঃ উত্তম গন্ধ; সৌরভ। (২)বিণঃ উত্তম গন্ধযুক্ত; সৌরভযুক্ত। [সং. সু+বাস]। বিণঃ **সুবাসিত**—উত্তম গন্ধযুক্ত; উত্তম গন্ধযুক্ত করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **সুবাসিনী**, (অশু.) **সুবাসী**—সৌরভময়ী।
সুবিচার, **সুবিদিত**—সু দ্রঃ।
সুবিধা—বিঃ উত্তম বা সহজ উপায়; সুযোগ। [সং. সু+বিধা]। বিণঃ **-বাদী** (-দিন্)—কোন নীতির বালাই না রাখিয়া যেদিকে সুবিধা বোঝে সেদিকেই যায় এমন, opportunist।
সুবিধান, **সুবিধি**, **সুবিনীত**, **সুবিন্যস্ত**, **সুবিন্যাস**, **সুবিপুল**, **সুবিমল**, **সুবিশাল**, **সুবিস্তীর্ণ**, **সুবিস্তৃত**, **সুবিহিত**, **সুবুদ্ধি**, **সুবৃষ্টি**, **সুবৃহৎ**—সু দ্রঃ।
সুবে—সুবা-র রূপভেদ।
সুবেশ, **সুবোধ**, **সুবোধ্য**, **সুব্যবস্থা**, **সুব্যবস্থিত**, **সুব্রত**, **সুব্রহ্মণ্য**, **সুব্রাহ্মণ**, **সুভগ**, **সুভদ্র**, **সুভাগিনী**, **সুভাগী**, **সুভালাভালি**, **সুভাষ**, **সুভাষিত**, **সুভাষিণী**, **সুভাষী**, **সুভিক্ষ**, **সুমঙ্গল**, **সুমতি**, **সুমধুর**, **সুমধ্যমা**, **সুমন**, **সুমনঃ**, **সুমনা**, **সুমনাঃ**, **সুমন্ত্রণা**, **সুমন্দ**—সু দ্রঃ।
সুমরণ—স্মরণ-এর প্রা. কোমল রূপ।
সুমহৎ, **সুমহান্**—সু দ্রঃ।
সুমার—শুমার-এর বর্জি. বানান।
সুমিষ্ট—সু দ্রঃ।
সুমুখ—সম্মুখ-এর কথ্য রূপ।
সুমুন্দি, **সুমুন্দী**—বিঃ (গ্রা.) শালা, সম্বন্ধী।
সুমেধা—সু দ্রঃ।

সুমেরু—বিঃ পৌরাণিক পর্বতবিশেষ; (বাং.) উত্তর-মেরু। [সং. সু + √মি + রু (র্তৃ)]। বিঃ **-বৃত্ত**—উত্তর-মেরু হইতে ২৩॥ ডিগ্রী অক্ষাংশ দূরস্থ কাল্পনিক রেখাবিশেষ, arctic circle [বি. প.]।

সুয়া, (চলিত) **সুয়ো**—বিণঃ সৌভাগ্যবতী; স্বামীর পিয়া, স্বামিসোহাগিনী। [সং. সুভগা]।

সুযুক্তি—**সু** দ্রঃ।

সুযোগ—বিঃ অনুকূল সময়, সুবিধা। [সং. সু + যোগ]। বিণঃ **-সন্ধানী**—কেবল সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায় এমন।

সুযোগ্য—**সু** দ্রঃ।

সুর১—বিঃ স্বর (নাকি সুর), (সঙ্গীতে) নিয়ন্ত্রিত ধ্বনি (গানের বা বাঁশির সুর)। [সং. স্বর]। বিঃ **-বাহার**—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [সং. সুর + ফা. বাহার]। বিঃ **-বোধ**—সঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান।

সুর২—বিঃ দেবতা, অমর; সূর্য। [সং. √সু + র (র্তৃ)]। বিঃ **-কন্যা**—দেববালা; স্বর্গের কুমারী। বিঃ **-গুরু**—বৃহস্পতি। বিঃ **-তরু**—কল্পবৃক্ষ। বিঃ **-ধুনী**, (অশু.) **-ধনী**, **-নদী**—দেবনদী, গঙ্গা। বিঃ **-পতি**—দেবরাজ ইন্দ্র। বিঃ **-পুর**, **-পুরী**—স্বর্গ, অমরাবতী। বিঃ **-বালা**—**সুরকন্যা**-র অনুরূপ। বিঃ **-লোক**—স্বর্গ। বিঃ **-সপ্তক**—সা রি গা মা পা ধা নি: স্বরগ্রামের এই সাতটি ধ্বনি। বিঃ **-সুন্দরী**, **সুরাঙ্গনা**—অপ্সরা; দুর্গাদেবী। বিঃ **সুরাসুর**—দেবতা ও দানব, দেবাসুর।

সুরকি—বিঃ (অট্টালিকাদি-নির্মাণে ব্যবহৃত) ইটের গুঁড়া। [ফা. সুর্খ]।

সুরক্ষিত—**সু** দ্রঃ।

সুরঙ্গ—বিঃ সুড়ঙ্গ। [সং. সু + √রন্‌জ্ + √অ (ধি), গ্রী. suringx]।

সুরঙ্গী—**সু** দ্রঃ

সুরজ—**সূর্য**-র কোমল ও বিকৃত রূপ।

সুরঞ্জিত—**সু** দ্রঃ।

সুরত১—বিঃ রতিক্রীড়া, মৈথুন। [সং. সু + √রম্ + ত (ভা)]।

সুরত২, **সুরৎ**—বিঃ চেহারা, আকৃতি; ঢঙ, ধরন; উপায়। [আ. সুরৎ]। বিঃ **-হাল**—অবস্থা; ঘটনাস্থলে বা আদালতে এজাহার।

সুরতি১—বিঃ (প্রা. কা.) রতি; আলিঙ্গন। [সুরত১ দ্রঃ]।

সুরতি২—বিঃ ভাগ্যপরীক্ষামূলক জুয়াখেলা-বিশেষ, লটারি। [পো. sorte]।

সুরতি৩—বিঃ তামাকচূর্ণ-মিশ্রিত পানের মশলা-বিশেষ, সুখা। [হি.]।

সুরধনী, **সুরধুনী**, **সুরনদী**—**সুর২** দ্রঃ।

সুরব—**সু** দ্রঃ।

সুরবল্লী—বিঃ আয়ুর্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত কষায়-রসযুক্ত গুল্মবিশেষ। [সং.]।

সুরবাহার—**সুর১** দ্রঃ।

সুরভি১—(১)বিঃ সুগন্ধ, সৌরভ; সুগন্ধদ্রব্য। (২)বিণঃ সুগন্ধযুক্ত ('কেতকী-কেশরে কেশপাশ কর সুরভি': রবীন্দ্র)। [সং. সু + √রভ্ + ই (র্তৃ)]। বিণঃ **-ত**—সুবাসিত, সুগন্ধযুক্ত।

সুরভি২, **সুরভী**—বিঃ স্বর্গের কামধেনু। [সং. সু + √রভ্ + ই, ঈ (র্তৃ)]।

সুরমা১—**সুর্মা**-র বানানভেদ।

সুরমা২—বিণ(স্ত্রী): অতি রমণীয়া। [সং. সু + রমা]।

সুরম্য, **সুরস**, **সুরসা**, **সুরসাল**, **সুরসিক**—**সু** দ্রঃ।

সুরসুন্দরী—**সুর২** দ্রঃ।

সুরা—বিঃ মদ্য; রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্ত মদ, spirits। [সং. সু + রৈ (শব্দ, চীৎকার) + অ (ণে) + আ]। বিঃ **-জীব**, **-জীবী** (-বিন্) মদ্যব্যবসায়ী, শুঁড়ী। বিণঃ **-রঞ্জিত**—মদ্যপানের ফলে রক্তিম। বিঃ **-সব**—সুরা (অর্থাৎ, গৌড়ী পৈষ্টী ও মাধ্বী) এবং আসব (অর্থাৎ, তাড়ি); মদ্যবিশেষ; মদ্যের অবস্থাবিশেষ। বিঃ **-সার**—বিশুদ্ধ মদ্য, কোহল, স্পিরিট।

সুরাঙ্গনা, **সুরাসুর**—**সুর২** দ্রঃ।

সুরাহা—বিঃ উত্তম উপায়; উপযুক্ত প্রতিবিধান; সুবিধা। [সং. সু + ফা. রাহ্]।

সুরু—**শুরু**-র বর্জি. বানান।

সুরুক—বিঃ ছিদ্র, রন্ধ্র; সূত্র, clue। [ফা. সুরাগ্]। বিঃ **-সন্ধান**—কোন বিষয়ের গুপ্ত খোঁজখবর, সূত্রের খোঁজ।

সুরুচি—**সু** দ্রঃ।

সুরুজ—**সূর্য**-র কোমল ও বিকৃত রূপ।

সুরুয়া—**শুরুয়া**-র বর্জি. বানান।

সুরূপ—**সু** দ্রঃ।

সুরেন্দ্র—বিঃ দেবরাজ ইন্দ্র। [সং. সুর + ইন্দ্র]।

সুরেলা—বিণঃ অতি মিষ্ট সুর বা স্বর বিশিষ্ট। [তু. হি. সুরীলা]।

সুরেশ্বর—বিঃ মহাদেব, শিব ; ইন্দ্র। [সং. সুর+ঈশ্বর]। বি(স্ত্রী): **সুরেশ্বরী**—দুর্গা, গঙ্গা।

সুর্কি, সুর্কী—**সুরকি**-র বানানভেদ।

সুর্তি—**সুরতি২** ও **সুরতি৩**-র বানানভেদ।

সুর্মা—বিঃ রসাঞ্জন-চূর্ণ, কাজলবিশেষ। [ফা.]।

সুর্যা, সুর্শা, (কথ্য) **সুর্যো, সুর্শো**—বিঃ শিকল বা আলতারাফ আটকাইবার আংটাবিশেষ। [দেশী]।

সুলক্ষণ—সু দ্রঃ।

সুলতান—বিঃ বাদশাহ; তুরস্কের প্রাচীন নৃপতিদের উপাধি। [তুর্.]। বি(স্ত্রী): **সুলতানা**। **সুলতানি, সুলতানী**—(১)বিঃ সুলতানের পদ বা অধিকার ; (২)বিণঃ সুলতান-সংক্রান্ত।

সুলভ—বিণঃ সহজে পাওয়া যায় এমন ; সস্তা। [সং. সু+ √লভ্+অ (র্ম)]।

সুললিত, সুলিখিত—সু দ্রঃ।

সুলুক—**সুলুক**-এর অধিকতর চলিত রূপ।

সুলুপ—বিঃ এক-মাস্তুলের সমুদ্রগামী নৌকা বা ছোট জাহাজবিশেষ। [ইং. sloop]।

সুলেখক, সুলোচনা, সুলোহিত, সুশাসক, সুশাসন, সুশাসিত, সুশিক্ষক, সুশিক্ষা, সুশিক্ষিত, সুশীতল, সুশীল, সুশৃংখল, সুশৃংখলা, সুশোভন, সুশোভিত, সুশ্রাব্য, সুশ্রী—সু দ্রঃ।

সুশ্রুত—বিঃ আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ-রচয়িতা ঋষিবিশেষ ; তদ্‌রচিত গ্রন্থ (সুশ্রুত সংহিতা)।

সুষনি—বিঃ জলজ শাকবিশেষ। [সং. সুনিষণ্ণক]।

সুষম—বিণঃ সুসঙ্গতিপূর্ণ; সমতাযুক্ত; যথাযোগ্য উপাদানবিশিষ্ট, balanced (সুষম খাদ্য); সুন্দর ; শোভন। [সং. সু+সম]। বিঃ **-তা**।

সুষমা—বি(স্ত্রী): লাবণ্য, সৌন্দর্য। [সং. সু+সম+আ]।

সুষির—**শুষির**-এর বানানভেদ।

সুষুনি—**সুষনি**-র রূপভেদ।

সুষুপ্ত—বিণঃ গভীর নিদ্রায় মগ্ন। [সং. সু+সুপ্ত]। বিঃ **সুষুপ্তি**—গভীর নিদ্রা।

সুষুম্না—বিঃ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ী-বিশেষ। [সং. সুষু+ √ম্না+অ (র্তৃ)+আ]। বিঃ **-কাণ্ড**—মেরুদণ্ড-মধ্যস্থ শিরাগুচ্ছ, বা নার্ভ-গুচ্ছ, spinal cord [বি.প]।

সুষ্ঠু—বিণঃ অতি সুন্দর ; শ্রেষ্ঠ ; সত্য ; নিখুঁত। [সং. সু+ √স্থা+উ (র্তৃ)]।

সুসংবাদ, সুসংবৃত, সুসংযত, সুসংস্কৃত, সুসজ্জিত, সুসজ্জ, সুসজ্জিত, সুসভ্য, সুসময়, সুসম্পন্ন, সুসম্পাদিত, সুসম্বদ্ধ, সুসহ, সুসাধ্য—সু দ্রঃ।

সুসার—(১)বিণঃ (বিরল) উত্তম সারপদার্থযুক্ত। (২)বি(বাং): প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি ; সচ্ছলতা ; সুবিধা। [সং. সু+সার]।

সুসিদ্ধ—সু দ্রঃ।

সুস্থ—বিণঃ স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ ; সুস্থির, স্বচ্ছন্দ (সুস্থ মন)। [সং. সু+ √স্থা+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**।

সুস্থিত, সুস্থির, সুস্নিগ্ধ, সুস্মিত, সুস্বন, সুস্বপ্ন, সুস্বর, সুস্বাদ, সুস্বাদু, সুহাস—সু দ্রঃ।

সুহৃৎ (-হৃদ্), **সুহৃদ্**—বিঃ বন্ধু, মিত্র, সখা ; হিতৈষী। [সং. সু+হৃদ্]। বিঃ **সুহৃদ্বর**—শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ।

সূক্ত—বিঃ কতিপয় ঋকের সমষ্টি বেদমন্ত্র ; বেদের যে কোন একটি সমগ্র কবিতা বা স্তোত্র ; সৎ বচন। [সং. সু+উক্ত]। বিঃ **সূক্তি**—সদ্বাক্য, সুভাষিত।

সূক্ষ্ম—বিণঃ মিহি, সরু, পাতলা (সূক্ষ্ম চূর্ণ, সূক্ষ্ম সূত্র, সূক্ষ্ম বস্ত্র) ; ক্ষীণ (সূক্ষ্ম কণ্ঠ) ; তীক্ষ্ণ (সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্মাগ্র) ; পুঙ্খানুপুঙ্খ (সূক্ষ্ম বিচার) ; সঙ্কীর্ণ (সূক্ষ্ম ছিদ্র) ; অতীন্দ্রিয় (সূক্ষ্মদেহ)। [সং. √সূচ্+স্ম]। বিঃ **-তা**। বিঃ **-কোণ**—**কোণ** দ্রঃ। বিঃ **-শরীর**—(দর্শ.) ইন্দ্রিয়প্রাণমনসমন্বিত জড়ধর্মবহির্ভূত দেহ বা অস্তিত্ব ; (সাধারণ অর্থে) মৃত্যুর পর আত্মার শরীরী অস্তিত্ব। বিণঃ **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম।

সূচ—**সূচ**-এর বর্জি. বানান।

সূচক—(১)বিণঃ সূচনাকারী; বোধক, প্রকাশক, জ্ঞাপক (ঘৃণাসূচক, ভয়সূচক)। (২)বিঃ (বিরল) গুপ্তচর। [সং. √সূচ্+ণিচ্+অক (র্তৃ)]। বিণ-(স্ত্রী): **সূচিকা১**।

সূচন—বিঃ জ্ঞাপন ; কথন ; সঙ্কেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানান। [সং. √সূচ্+অন (ভা)]। বিঃ **সূচনা**—সূচন ; প্রস্তাবনা ; আরম্ভ, উপক্রম, সূত্রপাত ; সঙ্কেত, ইঙ্গিত। বিণঃ **সূচনীয়, সূচয়িতব্য, সূচ্য**—জ্ঞাপনীয় ; বোদ্ধব্য ; কথনীয়। বিণঃ **সূচিত**—জ্ঞাপিত ; বোধিত ; কথিত।

সূচি—**সূচী**-র বানানভেদ।

সূচিকা১—**সূচক** দ্রঃ।
সূচিকা২—বিঃ সূচ ; হস্তিশুণ্ড। [সং. সূচি+ক+আ]। বিঃ **-ভরণ**—সূচ্যগ্র-পরিমাণে সেবনীয় সর্পবিষ-ঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ।
সূচিত—**সূচন** দ্রঃ।
সূচিরোমা (-মন্)—(১)বিণঃ সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ লোমবিশিষ্ট। (২)বিঃ শূকর। [সং. সূচি+রোমন্]।
সূচী১—বিঃ সূচ। [সং.]। বিঃ **-কর্ম**—সেলাইয়ের কাজ ; সূচসূতাদ্বারা কৃত কারুকার্য। **-জীবী**—(১)বিণঃ সেলাইদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ; (২)বিঃ দরজি। বিঃ **-ভেদ্য**—কেবল সূচের দ্বারাই বিদ্ধ করা যায় এমন ; নিবিড়, ঘন, জমাট (সূচীভেদ্য অন্ধকার)। **-মুখ**—(১)বিণঃ সূচের ন্যায় তীক্ষ্ণ মুখবিশিষ্ট বা ডগাবিশিষ্ট, সূচাল, (২)বিঃ (বিরল)) মণি ; রত্ন ; প্রাচীন ব্যূহবিশেষ ; সূচের ডগা বা মুখ ; সরু বা সূচাল মুখ।
সূচী২—বিঃ যাহাদ্বারা জানান হয়, জ্ঞাপনী ; নির্ঘণ্ট, তালিকা ; গ্রন্থাদির বিষয়-তালিকা। [সং. √সূচ+ই (ণ)]। বিঃ **-পত্র**—গ্রন্থাদির যে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাঙ্কসহ বিষয়-তালিকা থাকে।
সূচ্য—**সূচন** দ্রঃ।
সূচ্যগ্র—বিঃ সূচের আগা। [সং. সূচী১+অগ্র]। বিঃ **-মেদিনী**—সূচের আগা দ্বারা পরিমিত ভূমি, কণামাত্র জমি।
সূত—(১)বিণঃ উৎপন্ন, জাত। (২)বিঃ প্রাচীন ভারতের জাতিবিশেষ ; সূত্রধর জাতি ; স্তুতি-পাঠক ; সারথি। [সং.]। বিণ.বি(স্ত্রী)ঃ **সূতা১**। বিঃ **-ক**—উৎপত্তি, জন্ম ; জননাশৌচ, সন্তান-প্রসবজনিত অশৌচ। বিঃ **-কাশৌচ**—সন্তান-প্রসব-জনিত অশৌচ। বিঃ **-পুত্র**—সারথির পুত্র ; মহাবীর কর্ণ।
সূতলি, সূতলী—**সুতলি**-র বানানভেদ।
সূতা১—**সূত** দ্রঃ।
সূতা২—**সুতা**-র বানানভেদ।
সূতি১—বিঃ প্রসব, জন্ম। [সং. √সূ+তি (ক্তি)]। বিঃ **-কা**—নবপ্রসূতা স্ত্রী; (বাং.) প্রসূতির উদরাময় রোগবিশেষ। বিঃ **-কাগার, -কাগৃহ, -গৃহ**—আঁতুড় ঘর।
সূতী, সূতি২—**সুতি**-র বানানভেদ।
সূত্র—বিঃ সুতা, তন্তু ; ক্রম, গতিক, ব্যপদেশ (কর্মসূত্র) ; বন্ধন, সম্পর্ক (পরিণয়সূত্র) ; ধারা, পরম্পরা (চিন্তাসূত্র) ; খেই, সঙ্কেত (সূত্র ধরিয়ে দেওয়া) ; সংক্ষিপ্ত বাক্য (ধর্মসূত্র, বেদান্তসূত্র) ; বিধি, নিয়ম (ব্যাকরণের সূত্র) ; বিষয়-নির্দেশ (সূত্র সংক্ষেপ করা) ; (প্রধানতঃ নাটকাদির) প্রস্তাবনা (সূত্রধার) ; পৈতা, উপবীত ; আরম্ভ, সূচনা (সূত্রপাত) ; (বীজগ.) সহজে ও সংক্ষেপে অঙ্ক কষিবার সঙ্কেতবিশেষ, formula [বি.প্.]। [সং √সূত্র্+অ (ণ)]। বিঃ **-কার**—মূল সূত্র-গ্রন্থের রচয়িতা। বিঃ **-ধর**—ছুতার।। বিঃ **-ধার**—ছুতার; (প্রাচীন নাটকে) নাট্য-প্রযোজক প্রধান নট। বিঃ **-পাত**—আরম্ভ, সূচনা।
সূদন—(১)বিঃ বধ, হনন। (২)বিণঃ বধকারী (মধুসূদন)। [সং. √সূদ্+ণিচ্+অন]।
সূনা—বিঃ প্রাণিবধের স্থান, কসাইখানা। [সং. √সূ+ক্ত (র্ম)+আ]।
সূনু—বিঃ পুত্র, তনয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [সং. √সূ+নু (র্ম)]। বি(স্ত্রী)ঃ **সূনু, সূনূ**—তনয়া, কন্যা।
সূনৃত—(১)বিঃ সত্য অথচ প্রিয় বাক্য। (২)বিণঃ সত্য অথচ প্রিয় বক্তা। [সং. সু+ √নৃৎ+অ]।
সূপ—বিঃ ব্যঞ্জনবিশেষ, ঝোল ; রাঁধা দাল। [সং. √সূ+প]। বিঃ **-কার**—পাচক।
সূর১—বিঃ সূর্য। [সং. √সূ+র (র্তৃ)]।
সূর২—বিঃ পণ্ডিত, জ্ঞানী ; বীর। [সং. √সূর্+অ (র্তৃ)]।
সূরি—বিঃ কবি; পণ্ডিত; জৈনগুরুগণের সাধারণ উপাধি। [সং. √সূ+রি (র্তৃ)]।
সূরী১ (-রিন্)—বিণঃ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বিদ্বান্। [সং. 'সূর (=সূর্য) উপাস্য যাহার' এই অর্থে সূর+ইন্ (র্তৃ)]।
সূরী২—বি(স্ত্রী)ঃ সূর্যপত্নী ; কুন্তী। [সং. সূর্য+ঈ]।
সূর্প—**শূর্প**-এর বানানভেদ।
সূর্য—বিঃ রবি, ভানু, ভাস্কর, আদিত্য, দিবাকর, দিনমণি, তপন, মার্তণ্ড, অর্যমা, অর্ক, পূষা, সবিতা, সূর, প্রভাকর, বিভাবসু, বিবস্বান্, মিত্র, মিহির। [সং. সূর+য বা √সূ (প্রেরণার্থক—কর্মে প্রেরণাদান)+য (র্তৃ)]। বিঃ **-কর, -কিরণ, -রশ্মি**—সূর্যের আলো, রৌদ্র। বিণঃ **-করোজ্জ্বল**—সূর্যালোকে উজ্জ্বল। বিঃ **-কান্ত, -মণি**—আতশী কাচ। বিঃ **-গ্রহণ**—(বিজ্ঞা.) সংক্রমণরত সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে চন্দ্রের সঞ্চার হওয়ার ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যালোকপাতে বাধা ; (হি. পু.) রাহু কর্তৃক সূর্যকে গ্রাস। বিঃ

-ঘড়ি—রৌদ্র ও ছায়ার পরিমাণ হিসাবপূর্বক সময় নির্ণয় করিবার যন্ত্রবিশেষ, sun-dial। বিঃ -তনয়, পুত্র—শনি; যম; কর্ণ। বিঃ -তনয়া—যমুনা; তপতী; বিদ্যুৎ। বিঃ -বংশ—অযোধ্যার পৌরাণিক রাজবংশ। বিঃ -মুখী—হলুদবর্ণ ফুলবিশেষ। বিঃ -লোক—সৌরজগৎ। বিঃ -সারথি—গরুড়-ভ্রাতা অরুণ। বিঃ -সিদ্ধান্ত—জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। বিঃ -স্নান স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে নগ্নদেহে রৌদ্রসেবন, sun-bath। বিঃ সূর্যালোক—সূর্যের আলো। বিঃ সূর্যাস্ত—দিবাশেষে সূর্যের অদৃশ্য হওয়া। বিঃ সূর্যেন্দুসঙ্গম, সূর্যেন্দুসংগম—অমাবস্যা। বিঃ সূর্যোদয়—দিবারম্ভে আকাশে সূর্যের প্রকাশ। বিঃ সূর্যোপাসনা—সূর্যের বন্দনা।

সৃক্কণী, সৃক্ক, সৃক্—বিঃ ওষ্ঠের দুই প্রান্ত, কশ। [সং.]।

সৃজক—সৃজন দ্রঃ।

সৃজন—বিঃ সৃষ্টি করা, নির্মাণ, রচনা। [সং. √সৃজ্—শব্দগঠনটি অসাধু, সাধু গঠনে হওয়া উচিত: 'সর্জন']। বিণ.বিঃ সৃজক—সৃজনকারী। বিঃ সৃজনীশক্তি—সৃজন করিবার ক্ষমতা। ক্রিঃ সৃজা—(কাব্যে) সৃষ্টি করা। বিণঃ সৃজিত—সৃজন করা হইয়াছে এমন।

সৃতি—বিঃ পথ; গমন, গতি। [সং. √সৃ+তি (ণে, ভা)]।

সৃষ্ট—বিণঃ সৃষ্টি করা হইয়াছে এমন, সৃজিত, রচিত, নির্মিত। [সং. √সৃজ্+ত (র্ম)]।

সৃষ্টি—বিঃ নূতন কিছুর উৎপাদন; ঈশ্বর কর্তৃক উৎপাদন বা নির্মাণ; নির্মাণ; রচনা; উৎপাদিত বস্তু; বিশ্ব, জগৎ। [সং. √সৃজ্+তি (ভা,র্ম)]। বিঃ -অধিকারী—ব্রহ্মা। বিঃ -কর্তা (-র্তৃ)—ঈশ্বর; ব্রহ্মা। বিঃ -কর্ম, -কার্য, -ক্রিয়া—নির্মাণের কাজ; ঈশ্বর কর্তৃক ব্রহ্মাণ্ডরচনা। বিণঃ -ছাড়া—অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। বিঃ -তত্ত্ব—বিশ্ব-সৃষ্টিবিষয়ক তথ্য। বিঃ -ধর—ব্রহ্মা। বিণঃ -নাশা—সর্বনাশা, প্রলয়ঙ্কর। বিঃ -রক্ষা—ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বজগতের সংরক্ষণ। বিঃ -স্থিতিলয়—বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থিতি ও নাশ।

সে—(১)সর্ব(পুং ও স্ত্রী): নির্দিষ্ট ব্যক্তি ('আমারে যেন সে ডেকেছে': রবীন্দ্র)। (২)বিণঃ সেই, উক্ত, নির্দিষ্ট (সে-বস্তু, সেখান, সেদিন); অতীত (সেকাল)। [সং. সঃ, সা]। -ই—(১)বিণঃ পূর্বোক্ত (সেই দিন, সেই লোক); (২)সর্বঃ তাহাই (সেই বেশ হবে); সেই সময় (সেই হইতে)। (৩)অব্য-(সমু.): শেষ পর্যন্ত যখন ('সেই ত মল খসালি': রবীন্দ্র); অমনি, সঙ্গে সঙ্গে (যেই সে এল সেই সে লুকিয়ে পড়ল)। বিঃ -কাল—অতীত কাল, প্রাচীন কাল। বিণঃ -কেলে—প্রাচীনকালের; প্রাচীনপন্থী। বিঃ -খান—সেই স্থান বা জায়গা। বিণঃ -খানকার, -খানের—সেই স্থানের। ক্রি-বিণঃ -থা, -থায়—(কা. বা গ্রা.) সেই স্থানে। ক্রি-বিণঃ -মত, -মতি—সেই রকম।

সেও, সেউ—বিঃ আপেল। [হি˚ সেব্]।

সেঁউতি১, সেঁউতী—বিঃ নৌকার জল সেচিবার পাত্রবিশেষ। [দেশী]।

সেঁওতি, সেঁউতি২—বিঃ এক প্রকার দেশী সাদা গোলাপ ফুল। [সং. সেবন্তী]।

সেঁকা—সেকা-র রূপভেদ।

সেঁকো — বিঃ ধাতব বিষবিশেষ, শঙ্খবিষ, arsenic। [পো. arsenico]।

সেঁচা—সেচা-র রূপভেদ।

সেঁজতি, সেঁজুতি—বিঃ সন্ধ্যাপ্রদীপ; সন্ধ্যাবেলা দেবোদ্দেশে প্রজ্বালিত প্রদীপ বা দীপপ্রজ্বালন। [সং. সন্ধ্যাবর্তি]।

সেঁটকান—সিটকান-র প্রাদে. রূপ।

সেঁতসেঁত, সেঁৎসেঁৎ—অব্যঃ ঈষৎ সিক্ততার ভাব প্রকাশ করা (সেঁতসেঁত করা)। [<সং. সিক্ত]। বিণঃ সেঁতসেঁতে, সেঁৎসেঁতে—ঈষৎ সিক্ত, ভিজা-ভিজা।

সেঁতান, সেঁতানো—(১)ক্রিঃ সিক্তপ্রায় হওয়া, সেঁতসেঁতে হইয়া উঠা। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [<সং. সিক্ত]।

সেঁধান, সেঁধানো, (প্রাদে.) সেঁধুন, সেঁধুনো—(১)ক্রিঃ (গ্রা.) প্রবেশ করা বা করান। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [সান্ধা দ্রঃ]।

সেক—বিঃ সেচন, সিঞ্চন (বারিসেক); (বাং.) ধীরে ধীরে তাপপ্রয়োগ (গরম জলের সেক)। [সং. √সিচ্+অ (ভা)]।

সেকরা—বিঃ স্বর্ণকার, অলঙ্কারাদি নির্মাণকারী হিন্দু জাতিবিশেষ। [প্রাচীন পারসীক]। বি-(স্ত্রী): -নী, ণী।

সেকা—(১)ক্রিঃ ধীরে ধীরে গরম তাপ প্রয়োগ করা; তাপপ্রয়োগদ্বারা পক্ক করা (রুটি সেকা)। (২)বি.বিণঃ উক্ত উভয় অর্থে। [সেক দ্রঃ]।

সেকাল—সে দ্রঃ।

সেকেণ্ড—(১)বিঃ কালপরিমাণবিশেষ (১ সেকেণ্ড

=$\frac{1}{60}$ মিনিট=২$\frac{1}{2}$ বিপল)। (২)বিণ: দ্বিতীয় (সেকেণ্ড কেলাস)। [ইং. second]।

সেকেন্দর—বি: গ্রীক নৃপতি আলেকজান্দার। [ফা. সিকন্দর < গ্রী. Alexandros]।

সেকেন্দরী গজ—মুসলমান-নৃপতি সেকেন্দর শাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ। (১ সেকেন্দরী গজ=৩৮ ইঞ্চি)।

সেকেলে—**সে** দ্র:।

সেক্রেটারি, (বর্জি.) **সেক্রেটারী**—বি: প্রতিষ্ঠানাদির প্রধান কার্যনির্বাহক, সম্পাদক, কর্মসচিব (স্কুলের বা ক্লাবের সেক্রেটারি); ব্যক্তিগত কর্তব্যাদি পালনে সহকারী (গভর্নরের সেক্রেটারি)। [ইং. secretary]।

সেখ—**শেখ**-এর বানানভেদ।

সেখান—**সে** দ্র:।

সেগুন—বি: মূল্যবান্ বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কাঠ। [সং. শাক—তু. হি. সাগরন]

সেঙাত, সেঙাৎ—**সাঙাত**-এর কথ্য রূপ।

সেচ—বি: সেচন; শস্যক্ষেত্রে জল দেওয়া (সেচ-কর)। [সং. √সিচ্]।

সেচক—**সেচন** দ্র:।

সেচন—বি: জল ছিটান, সিঞ্চন; আর্দ্রীকরণ। [সং. √সিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বি: **সেচক**—সেচনকারী।

সেচা—(১)ক্রি: সেচন করা; জলাশয়াদি হইতে জল তুলিয়া ফেলা (পুকুর সেচা); আধারের তলদেশ হইতে অল্প পরিমাণে উঠান (সেচিয়া তোলা)। (২)বি: উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণ: সেচন করা হইয়াছে বা সেচিয়া তোলা হইয়াছে এমন (সেচা জল); জল তুলিয়া ফেলা হইয়াছে এমন (সেচা পুকুর)। [< সং. √সিচ্]।

সেজ১—বি: শয্যা. বিছানা। [সং. শয্যা]।

সেজ২—**শেজ**-এর বানানভেদ।

সেজ৩, **সেজো**—বিণ: তৃতীয়জাত (সেজ ছেলে, সেজদিদি)। [ফা. সে+সং. জ (√জন্+অ)]।

সেজদা—বি: (মুস.) নতজানু হইয়া ভূতলে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম। [আ. সজ্‌দা]।

সেঝা, সেজা—(১)ক্রি: জলে সিদ্ধ হওয়া। (২)বি: উক্ত অর্থে। [< সং. √সিধ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: সিদ্ধ করা; (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে।

সেট—বি: দফা, প্রস্থ, স্যুট (এক সেট বই বা গয়না)। [ইং. set]।

সেটকান—**সিটকান**-র রূপভেদ।

সেতখানা—বি: পায়খানা। [ফা. সহৎখানহ্]।

সেতাব—ক্রি-বিণ: শীঘ্র, জলদি। [ফা. শিতাব]।

সেতার—বি: তিনতারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। [ফা. সিতার]। বিণ.বি: **সেতারী**—সেতারবাদক।

সেতু—বি: সাঁকো, পুল; বাঁধ। [সং.]। বি: **-বন্ধ**—হিন্দুতীর্থবিশেষ, রামেশ্বরের দক্ষিণস্থ দ্বীপশ্রেণীবিশেষ (কথিত আছে, রামচন্দ্র বানর-সৈন্য লইয়া লঙ্কায় যাইবার জন্য সমুদ্রের উপর এই বাঁধ দিয়াছিলেন); (আল.) সংযোগ (ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যে মধ্যযুগের সহিত বর্তমান যুগের সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন)।

সেথা—**সে** দ্র:।

সেথো—**সাথ** দ্র:।

সেন—সমাসে উত্তরপদরূপে সেনা-শব্দের রূপ (যথা—ভীমা সেনা যাহার=ভীমসেন, মহতী সেনা যাহার=মহাসেন)।

সেনা—বি: সৈন্য, সৈন্যদল। [সং.]। বি: **-ধ্যক্ষ, -নায়ক, -পতি**—সৈন্যদলের পরিচালক। বি: **-নিবাস, -নিবেশ**—সৈন্যদলের বাসস্থান; ছাউনি, শিবির। বি: **-নী**—সেনাপতি। বি: **-শিবির**—সৈন্যদলের অস্থায়ী বাসস্থান, ছাউনি।

সেপাই—**সিপাই**-এর কথ্য রূপ।

সেপ্টেম্বর—বি: ইংরেজী নবম মাস (ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. September]।

সেবক—বিণ.বি: সেবাকারী, শুশ্রূষাকারী; পরিচারক, ভৃত্য; পূজাকারী, ভক্ত। [সং. √সেব্+অক (র্তৃ)]। বিণ.বি(স্ত্রী): **সেবিকা, সেবকা**।

সেবন—বি: ঔষধ মাদকদ্রব্য প্রভৃতি পান বা ভোজন (ঔষধসেবন, তামাকসেবন); উপভোগ (বায়ুসেবন); পূজা; সেবা, পরিচর্যা (পদসেবন)। [সং. √সেব্+অন (ভা)]। বিণ: **সেবনীয়, সেব্য**—সেবন বা সেবা করিবার যোগ্য; সেবা বা সেবন করিতে হইবে এমন। বিণ: **সেবমান**—সেবা বা সেবন করিতেছে এমন। বিণ: **সেবিত**—সেবা বা সেবন করা হইয়াছে এমন। বিণ: **সেবী** (-বিন্)—সেবাকারী (অহিফেন-সেবী); সেবনকারী। বিণ: **সেব্যমান**—সেবিত হইতেছে এমন।

সেবমান—**সেবন** দ্র:।

সেবা—(১)বি: শুশ্রূষা (রোগীর সেবা); পরিচর্যা (পদসেবা, গোসেবা, পতিসেবা); উপাসনা, পূজা (ঠাকুরসেবা); উপভোগ (ইন্দ্রিয়সেবা);

(বাং.) ভোজন (কর্তার সেবা হয়েছে) ; (প্রাদে.) প্রণাম (সেবা দেওয়া)। (২)ক্রিঃ (কাব্যে) সেবা করা, শুশ্রূষা বা পরিচর্যা করা ; উপাসনা করা ; উপভোগ করা। [সং. √সেব্ + অ (ভা) + আ]। বিঃ **-ইত, -য়ত, -য়েত**—দেবমন্দিরাদির স্থায়ী সেবক ও উপস্বত্বের অধিকারী ; দেবতার সেবক বা পূজারি। বিঃ **-দাসী**—পরিচর্যাকারিণী দাসী ; বৈষ্ণব মোহান্ত সন্ন্যাসী প্রভৃতির দাসী বা উপপত্নী। বিঃ **-ধর্ম**—সেবারূপ ধর্ম, নিষ্ঠার সহিত আচরিত পরোপকার।

সেবিকা—**সেবক** দ্রঃ।

সেবিত, সেবী, সেব্য, সেব্যমান—**সেবন** দ্রঃ।

সের্মাত—**সে** দ্রঃ।

সেমই, সেমাই—বিঃ ময়দা হইতে প্রস্তুত চুষিপিঠা বা সুতার ন্যায় সরু খাদ্যবিশেষ। [হি. সিমাই]।

সেমিকোলন—বিঃ রচনাদির যতি-চিহ্নবিশেষ(;)। [ইং. semi-colon]।

সেমিজ—**শেমিজ**-এর বানানভেদ।

সেম্‌ই—**সেমই**-র রূপভেদ।

সেয়াই—বিঃ লিখিবার কালি। (ফা. সিআহী]।

সেয়ান, সেয়ানা—বিণঃ চালাক, চতুর ; সজ্ঞান, সচেতন (সেয়ান পাগল) ; সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত (সেয়ানা ছেলে)। [সং. সজ্ঞান]। **সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি**—দুই শঠের মধ্যে মৌখিক সদ্ভাবের অন্তরালে শত্রুতা ; তুল্যপ্রতিযোগিতা।

সের—বিঃ ওজনের মাপবিশেষ (১সের = $\frac{১}{৪০}$ মন = ১ কিলোগ্রাম অপেক্ষা প্রায় ১$\frac{১}{২}$ ছটাক কম)। বিঃ **-কিয়া**—(গণি.) সেরের হিসাব-তালিকা। ক্রি-বিণঃ **-কে**—সের-পিছু, প্রতি সেরে। বিণঃ **-সেরা, -সেরী**—(সংখ্যাবাচক শব্দের পর) সের-পরিমিত (আড়াই-সেরী বাটখারা)।

সেরকশ, সেরকস—বিণঃ একগুঁয়ে, বেয়াড়া ('সাক্ষী বড় সেরকশ': ব. চ.)। [আ. সর্‌কশ্]।

সেরা—বিণঃ শ্রেষ্ঠ। [ফা সর্]

সেরেফ—বিণঃ কেবল, শুধু, একদম। [আ. সির্ফ্]।

সেরেস্তা—বিঃ কার্যালয়, দফতর, অফিস। [ফা. সিরিস্তা]। বিঃ **-দার**—সেরেস্তার প্রধান কেরানী।

সেলাই—বিঃ সীবন, সুচ-সুতার দ্বারা জোড়া দেওয়া ; সেলাইয়ের জোড় (সেলাই খোলা)। [তু. হি. সিলাই]।

সেলাখানা—বিঃ অস্ত্রাগার। [আ. সিল্‌হ্ + ফা. খান্‌হ্]।

সেলাম—বিঃ মুসলমানদের প্রথায় নমস্কার বা অভিবাদন। [আ. সলাম্] ক্রিঃ **সেলাম করা**—মুসলমানি প্রথায় নমস্কার করা ; (ব্যঙ্গে) হার স্বীকার বা নতি স্বীকার করা। ক্রিঃ **সেলাম বাজান**—(স.চ. ব্যঙ্গে) নিয়মিতভাবে বশ্যতা জ্ঞাপন করা। **সেলাম আলায়কুম**—নমস্কার, আপনার কুশল হউক। বিণঃ **-ত**—মঙ্গলযুক্ত ; কুশলযুক্ত ; সুস্থ, নিরাপদ্। বিঃ **-তি, -তী**—মঙ্গল ; কুশল ; সুস্থতা ; নিরাপত্তা। বিঃ **সেলামাল্কী**—আপনার কুশল হউক : এই উক্তি। বিঃ **সেলামি, সেলামী**—মালিক মনিব উপরওয়ালা প্রভৃতিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ দেয় অর্থাদি, নজরানা (জমিদারের সেলামি) ; আইননির্দিষ্ট প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ (বাড়ি-ওয়ালার সেলামি) ; ঘুস।

সেল্‌লয়েড—বিঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত শক্ত স্থিতিস্থাপক পদার্থবিশেষ। [ইং. celluloid]।

সেলেখানা—**সেলাখানা**-র রূপভেদ।

সেশন—বিঃ ফৌজদারি মামলা বিচারের জন্য জজ ও জুরিতে গঠিত আদালতবিশেষ। [ইং. sessions]।

সেস্ত—বিণঃ আয়ত্ত। [শায়েস্তা-র বিকৃত রূপ]।

সৈ—**সই**-এর বানানভেদ।

সৈকত—বিঃ সমুদ্র নদী প্রভৃতির বালুময় তীর, পুলিন। [সং. সিকতা + অ]।

সৈদ—**সৈয়দ**-এর বিকৃত রূপ।

সৈনাপত্য—বিঃ সেনাপতির পদ বা কাজ। [সং. সেনাপতি + য]।

সৈনিক—(১)বিঃ সৈন্যদলভুক্ত যোদ্ধা ; যোদ্ধা ; সিপাহী ; সশস্ত্র প্রহরী। (২)বিণঃ সৈন্যদল-সম্বন্ধীয়, সামরিক (সৈনিক জীবন)। [সং. সেনা + ইক]।

সৈন্ধব—(১)বিণঃ সমুদ্রজাত ; সিন্ধুপ্রদেশজাত। (২)বিঃ সমুদ্রজাত লবণ। [সং. সিন্ধু + অ]। **সৈন্ধব লবণ**—(বাং.) পাথরের ন্যায় খনিজ লবণ-বিশেষ, rock salt।

সৈন্য—বিঃ সৈনিক, সিপাহী ; সেনাদল, ফৌজ। [সং. সেনা + য]। বিঃ **-সামন্ত**—সৈন্য ও সামন্ত নৃপতিগণ। বিঃ **সৈন্যাধ্যক্ষ**—সেনাপতি।

সৈমন্তিক—বিঃ সিঁদুর। [সং. সীমন্ত + ইক]।

সৈয়দ—বিঃ হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হুসেনের বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের পদবি। [আ. সইইদ্]।

সৈরিন্ধ্রী, সৈরন্ধ্রী—বিঃ যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে বাসপূর্বক শিল্পকর্মাদি করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে। [সং.]।

সো—(১)সর্বঃ (প্রা. কা.) সে, তাহা। (২)বিণঃ সেই। [সং. সঃ]। সর্বঃ **-ই**—সে; সেই।

সোঁ—**শোঁ**-র বানানভেদ।

সোঁঅরা—**সোঙরা**-র রূপভেদ।

সোঁটা—বিঃ মোটা লাঠি, লগুড়; দণ্ড।

সোঁত—**স্রোত**-এর কথ্য রূপ। বিঃ **সোঁতা**—ক্ষীণ স্রোত ('মরানদীর সোঁতা': রবীন্দ্র)।

সোঁদর—**সুন্দর**-এর বিকৃতি।

সোঁদা—বিণঃ শুষ্ক বা পোড়া মাটিতে জল পড়িয়া উৎপন্ন গন্ধের ন্যায় (সোঁদা গন্ধ)। [সং. সৌগন্ধ > সোঁদ + বাং. আ]।

সোঁদাল—বিঃ একপ্রকার হরিদ্রাবর্ণের ফুলের গাছ, কর্ণিকার। [দেশী]।

সোএটার—বিঃ পশমে বোনা গেঞ্জিবিশেষ। [ইং. sweater]।

সোঙরা, সোঁঅরা—(১)ক্রিঃ (প্রা. কা.) স্মরণ করা। [প্রাকৃ. √সুমর্ < সং √স্মৃ]। বিঃ **সোঙরন, সোঙরণ**—স্মরণ।

সোচ্চার—বিণঃ (অশু.) প্রবলভাবে উচ্চারিত বা ব্যক্ত বা মুখর। [বাং. স(=অতি) + সং. উৎ + √চারি + অ]।

সোজা—(১)বিণঃ ঋজু, অবক্র (সোজা লাইন); সম্মুখস্থ (নাকসোজা); অকুটিল, সরল (সোজা-লোক); সহজ, অনায়াসসাধ্য, সাধারণ (সোজা কাজ, সোজা অঙ্ক); স্পষ্ট (সোজা কথা); শাসিত, শায়েস্তা, ঢিট (চাবকে সোজা করা)। (২)ক্রি-বিণঃ বরাবর, একটানাভাবে (সোজা চলে যাও)। [সং. সহজ]। ক্রি-বিণঃ **-সুজি**—সরাসরি; সোজাভাবে।

সোডা—বিঃ ক্ষারবিশেষ, সর্জিকা। [ইং. soda]। বিঃ **-ওআটার**—কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসযুক্ত পানীয় জল। [ইং. sodawater]।

সোণা—**সোনা**-র অশু. বানান।

সোত—**সোঁত**-এর রূপভেদ।

সোৎকণ্ঠ—বিণঃ উৎকণ্ঠাযুক্ত; উদ্বেগযুক্ত। [সং. সহ + উৎকণ্ঠা]।

সোৎপ্রাস—(১)বিঃ ঈষৎহাস্যযুক্ত বাক্য; শ্লেষবাক্য। (২)বিণঃ পরিহাসযুক্ত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [সং. সহ + উৎপ্রাস]।

সোৎসাহ—বিণঃ উৎসাহযুক্ত। [সং. সহ + উৎসাহ]। ক্রি-বিণঃ **সোৎসাহে**—উৎসাহের সহিত।

সোৎসুক—বিণঃ (অশু.) অতিশয় উৎসুক। [বাং. স (অতিশয়) + সং. উৎসুক]।

সোদর, সোদরা—যথাক্রমে **সহোদর** ও **সহোদরা**-র বৈকল্পিক রূপ।

সোনা—(১)বিঃ উজ্জ্বল পীতাভ ধাতুবিশেষ, স্বর্ণ; (বাং.) স্বর্ণনির্মিত গহনা (তার শেষ সোনাটুকুও খুইয়েছে); (আদরে) পরম ধন ('খোকা মোদের সোনা')। (২)(বাং.)বিণঃ স্বর্ণবর্ণ (সোনা মুগ); [সং. স্বর্ণ]। **সোনায় সোহাগা**—(সোহাগার দ্বারা সহজেই সোনা গলান যায় বলিয়া—আল.) চমৎকার মিলন। **সোনার কাঠি রুপার কাঠি**—বাঁচন-মরণের উপায়। **সোনার জল**—সোনালী বর্ণযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক জলবিশেষ। **সোনার পাথর-বাটি**—অসম্ভব বস্তু বা ব্যাপার। **সোনার বেনে**—স্বর্ণ-বণিক্; হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। **সোনার সংসার** সুখৈশ্বর্যপূর্ণ সংসার। **কাঁচা সোনা, পাকা সোনা**—অমিশ্র স্বর্ণ। **কেলে সোনা**—**কেলে** দ্রঃ। বিঃ **-দানা**—সোনার দ্বারা নির্মিত গহনাদি। **-মুখী**—(১)বিণ(স্ত্রী)ঃ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল গৌর-বর্ণ মুখবিশিষ্টা; (২)বিঃ বিরেচক পত্রযুক্ত লতাবিশেষ। বিণ(পুং.)ঃ **-মুখো**। বিঃ **-মুগ**—উজ্জ্বল পীতবর্ণ মুগ-দালবিশেষ। বিণঃ **-লি, -লী**—স্বর্ণবর্ণ; স্বর্ণাভ; স্বর্ণমণ্ডিত; সোনার ন্যায় রঙে গিলটি করা।

সোন্দর—**সুন্দর**-এর গ্রা. রূপ।

সোপকরণ—বিণঃ উপকরণসহ। [সং. সহ + উপকরণ]।

সোপচার—বিণঃ পূজার উপকরণসহ, উপচার-সহ। [সং. সহ + উপচার]।

সোপরন্দ, সোপর্দ—বি.বিণঃ বিচারার্থ প্রেরণ বা প্রেরিত (দায়রায় সোপরন্দ করা বা হওয়া)। [ফা. সুপর্দ্]।

সোপাধি, সোপাধিক—বিণঃ উপাধিযুক্ত। [সং. সহ + উপাধি, + ক]।

সোপান—বিঃ সিঁড়ি। [সং. সহ + উপ + √অন্ + অ (ণে)]।

সোম—বিঃ চন্দ্র; সোমলতার রস। [সং.]। বিঃ **-তীর্থ**—প্রভাস-তীর্থ। বিঃ **-নন্দন**—

চন্দ্রপুত্র, বুধ। বিঃ **-নাথ, সোমেশ্বর**—শিব। বিঃ **-প, -পা, -পীতী** (-তিন্)—যজ্ঞে সোমরস পানকারী ব্রাহ্মণ। বিঃ **-বার**—সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন। বিঃ **-রাজ, -রাজী**—ওষধিবিশেষ, বাকুচি। বিঃ **-লতা, -লতিকা**—মাদকরসযুক্ত লতাবিশেষ (চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে ইহার পাতা ঝরিয়া পড়ে ও গজায়)।

সোমত্ত—বিণঃ (সচ. বালিকাদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত) যৌবনপ্রাপ্ত, বিবাহের উপযুক্ত। [সং. সমর্থ]।

সোয়াদ—**স্বাদ**-এর গ্রা. রূপ।

সোয়ামি, সোয়ামী—**স্বামী**-র গ্রা. রূপ।

সোয়ার—**সওয়ার**-এর রূপভেদ।

সোয়াস্তি—বিঃ (কথ্য) শান্তি উদ্বেগরাহিত্য; আরাম, উপশম। [সং. স্বস্তি]।

সোরগোল—**শোরগোল**-এর বানানভেদ।

সোরা—**শোরা**-র বানানভেদ।

সোরাই—বিঃ জলের কুঁজা। [আ. সুরাহী]।

সোলা—বিঃ জলজ উদ্ভিদ্‌বিশেষ; উহার হালকা ও নরম কাষ্ঠ। [হি.]।

সোলে—বিঃ আপস-মীমাংসা। [আ. সল্‌হ্]। বিঃ **-নামা**—আপস-মীমাংসার দলিল।

সোল্লাস—বিণঃ উল্লাসযুক্ত। [সং. সহ+উল্লাস]। ক্রি-বিণঃ **সোল্লাসে**—উল্লাসের সঙ্গে।

সোসর—বিণঃ (প্রা. কা.) তুল্য, সমান, সদৃশ। [সং. সদৃশ ?]।

সোহম্, সোঽহম্—আমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আমি এক বা আমিই ব্রহ্ম। [সং. সঃ+অহম্]। বিঃ **সোহং-তত্ত্ব**—ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন: এই দার্শনিক তত্ত্ব।

সোহরৎ, সোহরত—**শোহরত**-এর বানানভেদ।

সোহাগ—বিঃ আদর, প্রণয়পূর্ণ যত্ন। [সং. সৌভাগ্য]। বিণ(স্ত্রী): **সোহাগী, সোহাগিনী**—সোহাগপ্রাপ্তা, আদরিণী।

সোহাগা—বিঃ ক্ষারলবণবিশেষ, টঙ্কণ, borax। [সং. সৌভাগ্য]।

সোহিনী—**শোহিনী**-র বানানভেদ।

সৌকর্য—বিঃ সহজসাধ্যতা, সুকরতা। [সং. সুকর+য (ভা)]।

সৌকুমার্য — বিঃ সুকুমারত্ব, কমনীয়তা, কোমলতা, লালিত্য। [সং. সুকুমার+য]।

সৌক্ষ্ম্য—বিঃ সূক্ষ্মতা। [সং. সূক্ষ্ম+য]।

সৌখিন, সৌখীন—**শৌখিন**-এর বানানভেদ।

সৌগত—বিঃ বৌদ্ধ। [সং. সুগত(=বুদ্ধ)+অ]।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—বিঃ সুমিষ্ট গন্ধ, সৌরভ। [সং. সুগন্ধ+অ, য]। বিঃ **সৌগন্ধিক**—গন্ধবণিক্; গন্ধদ্রব্যব্যবসায়ী।

সৌচি, সৌচিক—বিঃ সূচিজীবী, দরজী। [সং. সূচী+ই, ইক]।

সৌজন্য—বিঃ ভদ্রতা, শিষ্টাচার। [সং. সুজন+য (ভা)]।

সৌজাত্য—বিঃ জন্মের উৎকর্ষ। [সং. সুজাত+য (ভা)]।

সৌত্র—(১)বিণঃ সূত্র-সংক্রান্ত; সূত্রানুযায়ী; (ব্যাক.) গণপাঠের বহির্ভূত কিন্তু কোন বিশেষ শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য সূত্রে উল্লিখিত (সৌত্র ধাতু)। (২)বিঃ ব্রাহ্মণ; সৌত্র ধাতু। [সং. সূত্র +অ]।

সৌদামিনী, (বিরল) **সৌদামনী**—বিঃ বিদ্যুৎ, তড়িৎ। [সং. সুদামন্+অ+ঈ]।

সৌধ—বিঃ সুধাধবলিত গৃহ; অট্টালিকা, প্রাসাদ। [সং. সুধা (চুন)+অ]। বিণ(স্ত্রী): **-কিরীটিনী**—বহু অট্টালিকাকে কিরীটের ন্যায় ধারণকারিণী অর্থাৎ বহুসৌধপরিবৃতা।

সৌন্দর্য—বিঃ সুন্দরতা, রূপ, রূপবত্তা, শোভা; মনোহারিতা (কাব্যের সৌন্দর্য)। [সং. সুন্দর +য (ভা)]।

সৌপর্ণ—(১)বিঃ গরুড়; মরকত-মণি। (২)বিণঃ সুপর্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. সুপর্ণ+অ]।

সৌপ্তিক—(১)বিঃ রাত্রিকালীন যুদ্ধ; মহাভারতের অন্যতম পর্ব বা অধ্যায়। (২)বিণঃ সুপ্তি-সম্বন্ধীয়। [সং. সুপ্ত+ইক]।

সৌবর্চল—(১)বিণঃ সুবর্চলদেশীয়। (২)বিঃ লবণবিশেষ; শোরা। [সং. সুবর্চল+অ]।

সৌবর্ণ—বিণঃ স্বর্ণনির্মিত, সুবর্ণময়। [সং. সুবর্ণ +অ]।

সৌবীর—বিঃ সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রাচীন দেশবিশেষ। [সং. সুবীর+অ]।

সৌভাগিনেয়—বিঃ সৌভাগ্যবতীর পুত্র। [সং. সুভগা+ইন্+এয়]। বি(স্ত্রী): **সৌভাগিনেয়ী**—সৌভাগ্যবতীর কন্যা।

সৌভাগিন্য—বিঃ ভগিনীদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব। [সং. সুভগিনী+য (ভা)]।

সৌভাগ্য—বিঃ শুভ অদৃষ্ট, অনুকূল ভাগ্য; সৌন্দর্য বা লাবণ্য; (জ্যোতিষ.) যোগবিশেষ। [সং. সুভগ+য (ভা)]। বিণঃ **-বান্** (**-বৎ**)—সৌভাগ্যসম্পন্ন। বিণ(স্ত্রী): **-বতী**।

সৌভিক—বিঃ ইন্দ্রজালিক, যাদুকর। [সং. সৌভ+ইক]।
সৌভ্রাত্র—বিঃ ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব; ভ্রাতৃ-প্রীতি। [সং. সুভ্রাতৃ+অ (ভা)]।
সৌমনস্য—বিঃ প্রসন্নতা; প্রীতি। [সং. সুমনস্ +য (ভা)]।
সৌমিত্র, সৌমিত্রি—বিঃ সুমিত্রা-নন্দন, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন। [সং. সুমিত্রা+অ, ই]।
সৌম্য—(১)বিণঃ প্রশান্ত বা উগ্রতাবিহীন (সৌম্য-ভাব); সুন্দর, মনোহর (সৌম্যদর্শন)। (২)বিঃ চন্দ্রপুত্র, বুধগ্রহ। [সং. সোম+য]। বিণ(স্ত্রী): **সৌম্যা**। বিঃ -তা।
সৌর—বিণঃ সূর্য-সম্পর্কিত; সূর্যোপাসক। [সং. সুর(=সূর্য)+অ]। বিঃ **-কর**—সূর্যকিরণ। বিঃ **-জগৎ**—সূর্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহসমূহ। বিঃ **-দিবস**—(জ্যোতিষ.) ক্রান্তিবৃত্তের একাংশ পরিক্রমণে সূর্যের যে সময় লাগে। বিঃ **-মাস**—(জ্যোতিষ.) সূর্যের এক রাশিতে অবস্থিতি দ্বারা নির্দিষ্ট মাস।
সৌরভ—বিঃ সুগন্ধ। [সং. সুরভি+অ]।
সৌরাষ্ট্র—বিঃ পশ্চিম ভারতের প্রদেশবিশেষ; কাথিয়াওআড়ের অন্তর্গত রাজ্যসমূহ। [সং. সুরাষ্ট্র+অ]।
সৌরি—(১)বিণঃ সূর্য-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ সূর্যপুত্র; যম; শনি; কর্ণ। [সং. সুর+ই]।
সৌরিক—(১)বিণঃ মদ্য-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ মদ্য-বিক্রয়কারী। [সং. সুরা+ইক]।
সৌষ্ঠব—বিঃ সুষ্ঠুতা; উৎকর্ষ; সৌন্দর্য; সুগঠন। [সং. সুষ্ঠু+অ (ভা)]।
সৌসাদৃশ্য—বিঃ উত্তম বা নিখুঁত সাদৃশ্য, চমৎকার বা সম্পূর্ণ মিল। [সং. সুসদৃশ+য(ভা)]।
সৌহার্দ, সৌহার্দ্য, (বিরল) **সৌহৃদ, সৌহৃদ্য**—বন্ধুত্ব; প্রীতি; সৌজন্য। [সং. সুহৃদ্+অ, য]।
স্কন্দ—বিঃ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। [সং.]।
স্কন্ধ—বিঃ কাঁধ; শরীর; ষাঁড়ের ঝুঁটি; বৃক্ষের কাণ্ড অর্থাৎ মূল হইতে শাখা অবধি, trunk; গ্রন্থাদির অধ্যায় বা সর্গ; ব্যূহ; সেনাবিভাগ; যুদ্ধ। [সং. √স্কন্দ্ (গতি বা শোষণার্থক)+অ (র্তৃ)]। বিঃ **স্কন্ধাবার**—সৈন্যদল; সৈন্যদলের শিবির বা ছাউনি। **স্কন্ধী** (-ন্ধিন্)—(১)বিঃ বৃক্ষ; (২)বিণঃ স্কন্ধযুক্ত; স্কন্ধ-সম্বন্ধীয়।
স্কলারশিপ—বিঃ (প্রধানতঃ মেধাবী) ছাত্রগণকে প্রদত্ত বৃত্তি; পাণ্ডিত্য। [ইং. scholarship]।
স্কুল—বিঃ বিদ্যালয়; প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। [ইং. school]। **স্কুল ফাইনাল**—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা। বিঃ **-মাস্টার**—প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
স্ক্রু—বিঃ ধাতু প্রভৃতিতে নির্মিত পেঁচযুক্ত কীলকবিশেষ; ইস্ক্রুপ। [ইং. screw]।
স্খলন—বিঃ পতন, চ্যুতি (বৃন্ত হইতে ফলের স্খলন); পিছলাইয়া পড়া বা হোঁচট খাওয়া (পদস্খলন); ভ্রষ্ট হওয়া, বিপথগমন (ধর্মপথ হইতে স্খলন); মোচন, আলগা হওয়া (বন্ধন-স্খলন); জড়িত বা অস্পষ্ট উচ্চারণ (বাক্যের স্খলন); বিকলতা, বিকৃতি; ভ্রম হওয়া; অনুদ্দিষ্ট বাক্য কথন। [সং. √স্খল্+অন (ভা)]। বিণঃ **স্খলিত**—পতিত, চ্যুত, ভ্রষ্ট; অস্পষ্ট উচ্চারিত; প্রতিহত; স্খলনযুক্ত। বিঃ **স্খালন**—স্খলিত করা; বিদূরিত করা, অপসারণ (দোষ স্খালন)।
স্টীমার—বিঃ বাষ্পচালিত জাহাজ। [ইং. steamer]।
স্টেশন—বিঃ রেল স্টীমার জাহাজ প্রভৃতি ভিড়াইবার নির্দিষ্ট স্থান বা তাহার বাড়ি। [ইং. station]। বিঃ **-মাস্টার**—স্টেশনের অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক। [ইং. station-master]।
স্ট্যাম্প—বিঃ মাশুলবাবদ যে টিকেট কিনিয়া দলিল বা চিঠিপত্রে লাগাইতে হয়। [ইং. stamp]।
স্তন—বিঃ মাই, কুচ, পয়োধর, বক্ষোজ, উরসিজ, উরোজ। [সং. √স্তন্+অ (র্ম)]। বিঃ **স্তনাগ্র**—মাইয়ের বোঁটা, চুচুক।
স্তনন—বিঃ শব্দ; কাতরধ্বনি; মেঘগর্জন। [সং. √স্তন্ (গর্জনে)+অন (ভা)]। **স্তনিত**—(১)বিণঃ শব্দিত; (২)বিঃ মেঘগর্জন, রতিশব্দ।
স্তনন্ধয়—বিণঃ স্তন্যপায়ী, অতি শিশু। [সং. স্তন+ √ধে+(অ) (র্তৃ)। বিণ(স্ত্রী): **স্তনন্ধয়ী**।
স্তনাগ্র—**স্তন** দ্রঃ।
স্তনিত—**স্তনন** দ্রঃ।
স্তন্য—বিঃ স্তনের দুগ্ধ। [সং. স্তন+য]। বিণঃ **-জীবী** (-বিন্), **-পায়ী** (-য়িন্)—শৈশবে মাইয়ের দুগ্ধদ্বারা প্রতিপালিত হয় এমন। বিঃ **-পান**—মাইয়ের দুধ পান।
স্তব—বিঃ স্তুতি, মাহাত্ম্যকীর্তন, গুণকীর্তন; স্তোত্র। [সং. √স্তু+অ (ভা)]। বিঃ **-ক**$_2$—স্তব।

বিঃ **-ন**—মাহাত্ম্যকীর্তন, স্তব করা, স্তুতি। বিণঃ **স্তাবক**—স্তবকারী, গুণগায়ক, খোসামুদে। বিঃ **স্তাবকতা**—খোশামোদ।

স্তবক১—বিঃ গুচ্ছ, থোলো; সমূহ; গ্রন্থাদির পরিচ্ছেদ; কবিতার ভাগ, stanza। [সং. √স্থা+অবক (র্তৃ), নি.]। বিণঃ **স্তবকিত**—গুচ্ছীকৃত, তোড়া-বাঁধা।

স্তবক২, স্তবন—**স্তব** দ্রঃ।

স্তবকিত—**স্তবক১** দ্রঃ।

স্তব্ধ—বিণঃ জড়, নিস্পন্দ, নিশ্চল; মূর্ছিত; দৃঢ়ীভূত; বধির। [সং. √স্তম্ভ্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **স্তব্ধীকৃত**—স্তব্ধ করা হইয়াছে এমন। বিণঃ **স্তব্ধীভূত**—স্তব্ধ হইয়াছে এমন।

স্তম্ব—বিঃ ধান প্রভৃতি গাছের ডাঁটা; কাণ্ডহীন বৃক্ষ, ঝাড়; তৃণাদির আঁটি বা গোছা। [সং. √স্থা+অম্ব (র্তৃ)]। বিঃ **স্তম্বেরম**—হস্তী।

স্তম্ভ—বিঃ থাম, খুঁটি, গাছের গুঁড়ি; জড়তা, স্তব্ধতা; দৃঢ় ভাব; রোধ। [সং. √স্তম্ভ্+অ (র্তৃ, ভা)]।

স্তম্ভন—বিঃ জড়ীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; রোধ, নিবারণ; মন্ত্রবলে নিষ্ক্রিয় জড় বা শক্তিহীন করা; কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্যতম। [সং. √স্তম্ভ্+অন (ভা)]। বিণঃ **স্তম্ভিত**—বিস্ময়াদিহেতু স্তব্ধ; জড়ীকৃত; নিবারিত; অবরুদ্ধ।

স্তর—বিঃ থাক, তবক; মৃত্তিকা বাতাস প্রভৃতির উপর্যুপরি সংস্থিত বিভাগ; পলি। [সং. √স্তৃ+অ (র্ম)]। বিঃ **-মেঘ**—(সচ. শরৎকালের রাত্রিতে দৃষ্ট) স্তরে স্তরে স্থাপিত মেঘরাশি। বিণঃ **স্তরিত**—স্তরে স্তরে স্থাপিত।

স্তাবক—**স্তব** দ্রঃ।

স্তিমিত—বিণঃ আর্দ্র; নিশ্চল (স্তিমিত প্রবাহ বা প্রদীপ); স্থির, জড় (চিন্তা-স্তিমিত); ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল। [সং. √স্তিম্+ত (র্তৃ)]।

স্তুত—**স্তুতি** দ্রঃ।

স্তুতি—বিঃ স্তব; প্রশংসা; মহিমাকীর্তন। [সং. √স্তু+তি (ভা)]। বিণঃ **স্তুত**—(যাহার) স্তুতি করা হইয়াছে এমন। বিঃ **-বাদ**—প্রশংসাবাক্য। বিণঃ **স্তুত্য**—স্তুতির বা স্তুত হইবার যোগ্য। বিণঃ **স্তূয়মান**—স্তুতি করা বা স্তুত হইতেছে এমন।

স্তূপ—বিঃ রাশি, সমূহ; ঢিপি; ঢিপির ন্যায় আকারযুক্ত (প্রধানতঃ বৌদ্ধদের) মন্দির মঠ প্রভৃতি পুণ্যস্থান। [সং.]। বিণঃ **স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি, স্তূপীকৃত**—রাশীকৃত, গাদা-করা।

স্তেন—বিঃ তস্কর, চোর; চৌর্য। [সং.]। বিঃ **স্তেয়, স্তৈন, স্তৈন্য**—চৌর্য। বিঃ **স্তেয়ী** (-য়িন্)—চোর; স্বর্ণকার, সেকরা।

স্তোক১—বিণঃ অল্প, ঈষৎ (স্তোকনম্রা)। [সং. √স্তুচ্+অ (র্ম)]।

স্তোক২—বিঃ মিথ্যা প্রবোধ বা আশ্বাস (স্তোক বাক্যে ভুলান)। [সং. √স্তুচ্ (প্রসন্ন করা)+অ (ণে)]।

স্তোতা (-তৃ)—বিণ.বিঃ স্তবকারী, বন্দী। [সং. √স্তু+তৃ (র্তৃ)]।

স্তোত্র—বিঃ মাহাত্ম্য-বর্ণনাকারী পদ বা শ্লোক, স্তব। [সং. স্তু+ত্র (ভা)]।

স্তোভ—বিঃ স্তম্ভন, বাধা দেওয়া; নিরর্থক শব্দ; (বাং.) মিথ্যা আশ্বাস বা প্রবোধ। [সং. √স্তুভ্+অ (ভা)]।

স্তোম—বিঃ যজ্ঞ (অগ্নিষ্টোম); স্তব; গাদা, রাশি (ভস্মস্তোম)। [সং. √স্তু+ম (ণে)]।

স্ত্রী—(১)বিঃ পত্নী, জায়া (স্বামিস্ত্রী); বধূ (পুরস্ত্রী); নারী, রমণী, বামা, কামিনী (স্ত্রীধর্ম, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীসভা, এয়োস্ত্রী)। (২)বিণঃ মাদী, স্ত্রীজাতীয় (স্ত্রী-পশু)। [সং.]। বিঃ **-আচার**—হিন্দু-বিবাহানুষ্ঠানে সধবা স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক মঙ্গলাচরণবিশেষ। বিঃ **-গমন**—পত্নীকে বা যে-কোন নারীকে সম্ভোগ। বিঃ **-চরিত্র**—নারীজাতির প্রকৃতি বা স্বভাব; (নাটকাদিতে) স্ত্রীলোক, স্ত্রীভূমিকা। বিঃ **-চিহ্ন**—যোনি। বিঃ **-ত্ব**—নারীধর্ম; নারীলক্ষণ; স্ত্রীলোকের যোগ্য ভাব, স্ত্রীলিঙ্গ। বিণঃ **-দ্বেষী** (-ষিন্)—নারীজাতির প্রতি বিদ্বেষযুক্ত। বিঃ **-ধন**—স্ত্রীলোকের নিজ সম্পত্তি; স্ত্রীলোকের বিবাহকালে প্রাপ্ত সম্পত্তি। বিঃ **-ধর্ম**—রজঃ, ঋতু; স্ত্রীলোকের কর্তব্য। বিঃ **-পুরুষ**—নর ও নারী; পতি ও পত্নী। বিঃ **-প্রত্যয়**—(ব্যাক.) কোন শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গবাচক করিতে উহার অন্তে যে-সকল প্রত্যয় যুক্ত হয়। বিণঃ **-বশ, -বশ্য**—পত্নীর একান্ত অনুগত, স্ত্রৈণ। বিঃ **-রত্ন**—রত্নস্বরূপিণী নারী, রমণীশ্রেষ্ঠা। বিঃ **-রোগ**—যে-সমস্ত ব্যাধি কেবল স্ত্রীলোকদেরই হয়। বিঃ **-লক্ষণ**—ভগ কুচ কোমলতা প্রভৃতি নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। বিঃ **-লিঙ্গ**—(ব্যাক.) স্ত্রীবাচক শব্দ; বিঃ **-লোক**—নারী। বিঃ **-সংসর্গ, -সঙ্গম, -সহবাস**—**স্ত্রীগমন**-এর অনুরূপ। বিণঃ **-সুলভ**—নারীর পক্ষে স্বাভাবিক, মেয়েলী। বিঃ

-**স্বাধীনতা**—পরের (বিশেষতঃ পুরুষের) কর্তৃত্ব হইতে স্ত্রীলোকের মুক্তি। বিঃ -**হরণ**—অসদুদ্দেশ্যে (প্রধানতঃ অবৈধ সম্ভোগার্থ) নারী অপহরণ।

স্ত্রৈণ—বিণঃ পত্নীর অতিশয় বাধ্য, hen-pecked ; (সং.) নারীজাতি বা নারীসম্বন্ধীয়। [সং. স্ত্রী+ন+অ]। বিঃ -তা।

-**স্থ**—বিণঃ স্থিত, বর্তমান (নগরস্থ, বৃক্ষস্থ, পদস্থ)। [সং. √স্থা+অ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): -**স্থা**।

স্থগন—বিঃ নিবর্তন ; ক্ষান্তি, সাময়িক নিবৃত্তি ; লুকাইয়া থাকা বা লুকাইয়া রাখা, লুকান। [সং. √স্থগ্+অন (ভা)]।

স্থগিত—বিণঃ নিবর্তিত ; ক্ষান্ত, কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত, মুলতবী ; প্রতিহত ; আবৃত ; তিরোহিত। [সং. √স্থগ্+ত (র্ম)]।

স্থণ্ডিল—বিঃ যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত স্থান ; বালুকাদি-প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ ; সমান স্থান। [সং. √স্থল (অবস্থান)+ইল (নি.)]।

স্থপতি—বিঃ গৃহাদি নির্মাণকারী অথবা নির্মাণের পরিকল্পনাকারী। [সং. স্থ (স্থান)+পতি]।

স্থবির—(১)বিণঃ অত্যন্ত বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত ; অথর্ব, নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতাহীন। (২)বিঃ অত্যন্ত মান্য ও পরিণতবয়স্ক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। [সং. √স্থা+ইর (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **স্থবিরা**। বিঃ -তা, -ত্ব।

স্থল—বিঃ স্থান (রণস্থল) ; ভূমি, ডাঙ্গা (স্থলপথ) ; ক্ষেত্র, অবস্থা (এরূপ স্থলে) ; পদ, পরিবর্ত (তাঁহার স্থলাভিষিক্ত) ; পাত্র, আধার (ভরসাস্থল)। [সং.]। বি(স্ত্রী): **স্থলী**—স্থান ; ভূমি, ডাঙ্গা ; থলিয়া। বিঃ -**কমল**, -**পদ্ম**—জবাজাতীয় ফুল-বিশেষ। বিণঃ -**চর**—স্থলে অর্থাৎ মাটির উপরে বাসকারী (স্থলচর প্রাণী)। বিঃ -**পথ**—যে পথ ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ জলপথ বা আকাশপথ নহে)। বিঃ -**বাণিজ্য**—স্থলপথে পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্য। বিণঃ **স্থলাভিষিক্ত**—(পরের) পদে বা স্থানে অধিষ্ঠিত ; প্রতিনিধি, বদলী। বিঃ **স্থলারবিন্দ**—**স্থলকমল**-এর অনুরূপ। বিণঃ **স্থলীয়**—(নির্দিষ্ট কোন) স্থল-সম্বন্ধীয় বা স্থলে স্থিত।

-**স্থা**—-**স্থ** দ্রঃ।

স্থাণু—(১)বিণঃ স্থির, নিশ্চল। (২)বিঃ গোঁজ, খোঁটা, কীল ; স্তম্ভ ; শাখাহীন বৃক্ষ ; উইঢিপি ; শিব। [সং. √স্থা+ণু (র্তৃ)]। বিণঃ -**বৎ**—স্থাণুর ন্যায় ; নিশ্চল, নিস্পন্দ।

স্থাতব্য—বিণঃ যাহাতে অবস্থান করা যায় এমন, স্থিতিযোগ্য। [সং. √স্থা+তব্য (ধি)]।

স্থাতা (-তৃ)—বিণঃ অবস্থানকারী। [সং. √স্থা+তৃ (র্তৃ)]।

স্থান—বিঃ স্থল, জায়গা, ঠাঁই (স্থানত্যাগ, বাস-স্থান) ; অঞ্চল, দেশ, প্রদেশ (তীরস্থান, গোর-স্থান) ; আশ্রয় (কোথাও তাহার স্থান নাই) ; আধার, পাত্র (ভরসাস্থান) ; বিষয়, ক্ষেত্র (শোকস্থান, ভয়স্থান) ; তীর্থ, পীঠ, অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র (বাবা তারকনাথের স্থান) ; পদ, পরিবর্ত (তৎস্থানে) ; বাসস্থান, আলয়, আবাস (হিংস্র পশুর স্থান)। [সং √স্থা+অন (ধি)]। বিণঃ -**চ্যুত**, -**ভ্রষ্ট**—স্বীয় অবস্থান-স্থল বা বাসভূমি ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে এমন। বিঃ -**পরিবর্তন**—জায়গা-বদল ; বাসস্থান-বদল। বিঃ **স্থানাঙ্ক**—(গণি.) co-ordinate। বিঃ **স্থানান্তর**—অন্য স্থান। বিণঃ **স্থানান্তরিত**—ভিন্ন স্থানে নীত ; এক কর্মস্থান হইতে অপসৃত বা বদলি হইয়া ভিন্ন কর্মস্থানে নিযুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **স্থানান্তরিতা**। বিঃ **স্থানাভাব**—জায়গার কমতি। **স্থানিক**—(১)বিঃ (প্রাচীন ভারতে) কোন স্থানের অধ্যক্ষ ; (২)বিণঃ স্থানীয়। বিণঃ **স্থানী** (-নিন্)—স্থানযুক্ত, স্থিতিশীল। বিণঃ **স্থানীয়**—(নির্দিষ্ট) স্থান-সম্বন্ধীয় ; (নির্দিষ্ট) স্থানের ; স্থানস্থিত, তুল্য (গুরুস্থানীয়)। **স্থানীয় কাল**—local time।

স্থানেশ্বর, **স্থাণ্বীশ্বর**—বিঃ বর্তমান থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র। [সং. স্থাণু+ঈশ্বর]।

স্থাপক—**স্থাপন** দ্রঃ।

স্থাপত্য—বিঃ স্থপতির কর্ম ; গৃহাদি নির্মাণকার্য। [সং. স্থপতি+য]।

স্থাপন, **স্থাপনা**—বিঃ রাখিয়া দেওয়া (ভূতলে স্থাপন) ; আরোপণ, অর্পণ (মস্তকে স্থাপন) ; নিবেশন (মনোযোগ স্থাপন) ; নিবাসন (উদ্বাস্তুদের স্বস্থানে স্থাপন) ; প্রতিষ্ঠা (মন্দির স্থাপন, উপনিবেশ স্থাপন)। [সং. √স্থা+ণিচ্+অন (ভা),+আ]। বিণ.বিঃ **স্থাপক**—স্থাপন-কারী। বিণঃ **স্থাপয়িতা** (-তৃ)—স্থাপনকারী। বিণ(স্ত্রী): **স্থাপয়িত্রী**। ক্রিঃ **স্থাপা**—(কাব্যে) স্থাপন করা ('স্থাপিলা বিধুরে বিধি' : মধু.)। বিণঃ **স্থাপিত**—স্থাপন করা হইয়াছে এমন। বিণ(স্ত্রী): **স্থাপিতা**। বিণঃ **স্থাপ্য**—স্থাপন করিতে হইবে এমন।

স্থাবর—বিণঃ অচল, (জমি, বাড়ি বা বৃক্ষাদির

স্থায়) স্থানান্তরিত করা যায় না এমন (স্থাবর সম্পত্তি); জড়, অচেতন, স্থিতিশীল (স্থাবরজঙ্গম)। [সং. √স্থা+বর (র্তৃ)]।

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব, স্থায়িভাব—**স্থায়ী** দ্রঃ।

স্থায়ী (-য়িন্)—বিণঃ স্থিতিশীল (স্থায়ী ব্যবস্থা), টেকসই; মজবুত (ঘড়িটা বেশ স্থায়ী হল); স্থানান্তরে যায় না এমন, প্রতিষ্ঠিত (স্থায়ী হয়ে বাস করা); পাকাপোক্ত (স্থায়ী চাকরি); অপরিবর্তনীয়, বদ্ধমূল (ধারণা মনে স্থায়ী হওয়া); অবিনশ্বর (জীবন স্থায়ী নহে); স্থির, অচঞ্চল (স্রোতের ফুল একস্থানে স্থায়ী হয় না)। [সং. √স্থা+ইন্ (র্তৃ)]। বিঃ **স্থায়িতা, স্থায়িত্ব**—স্থায়ী অবস্থা বা ভাব। বিঃ **স্থায়িভাব**—(অল.) উৎসাহ শোক বিস্ময় ক্রোধ শঙ্কা অনুরাগ বা রতি হাস জুগুপ্সা শম: মানুষের চিত্তে বিধৃত এই সকল শাশ্বত ভাব যাহা উদ্রিক্ত হইয়া পরে বীর করুণ ইত্যাদি বিভিন্ন রসে পরিণত হয়।

স্থাল—বিঃ পাত্রবিশেষ, থালা। [সং √স্থা+অল (ধি)]। বি(স্ত্রী): **স্থালী**—পাকপাত্র; হাঁড়ি; থালী।

স্থিত—বিণঃ অবস্থিত, রহিয়াছে এমন (গৃহস্থিত); বিদ্যমান, বর্তমান; স্থির। [সং. √স্থা+ত (র্তৃ)]। বিণঃ **-প্রজ্ঞ, -ধী**—যাহার (অহং ব্রহ্ম এইরূপ) বুদ্ধি স্থির হইয়াছে অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম সুখ-দুঃখ-ভয়-ক্রোধাদিতে অবিচল এবং আত্মতুষ্ট ও ব্রহ্মনিষ্ঠ। **স্থিতাবস্থা চুক্তি**—যুদ্ধাদি কোন মীমাংসাধীন বিষয়ের আলোচনাকালে বর্তমান অবস্থা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া সাময়িক সন্ধি। বিঃ **স্থিতি**—অবস্থান; বিদ্যমানতা; স্থিরতা। বিণঃ **স্থিতিশীল**—স্থায়ী। বিণঃ **স্থিতিস্থাপক**—প্রসারণ সংনমন প্রভৃতি করার পরেও পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায় এমন, elastic। বিঃ **স্থিতিস্থাপকতা**।

স্থির—(১)বিণঃ অচঞ্চল, নিশ্চল (স্থির থাকা); স্থায়ী, অক্ষয় (স্থিরযৌবনা); অবিচল, দৃঢ় (স্থির-প্রতিজ্ঞ); ধীর, শান্ত (স্থিরচিত্তে); নিশ্চিত, দৃঢ় (স্থির ধারণা); নির্ধারিত, ধার্য, ঠিক (দিন স্থির করা)। (২)ক্রি-বিণঃ নিশ্চিতরূপে, অবশ্য (স্থির জানি)। [সং. √স্থা+ইর (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **স্থিরা**। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-দৃষ্টি**—অপলক দৃষ্টি। **-নিশ্চয়**—(১)বিণঃ দৃঢ়সঙ্কল্পযুক্ত; (২)বিঃ দৃঢ় সঙ্কল্প। বিণঃ **স্থিরায়ুঃ** (-য়ুস্), (চলিত) **স্থিরায়ু**—চিরজীবী; দীর্ঘজীবী। বিঃ **স্থিরী-করণ**—নির্ধারণ, ধার্য করা। বিণঃ **স্থিরীকৃত**—নির্ধারিত।

স্থূল—বিণঃ মোটা (স্থূলদেহ, স্থূলোদর); চ্যাপ্টা (স্থূল নাসিকা); পুরু (স্থূল চর্ম); জড়তাযুক্ত, অতীক্ষ্ণ (স্থূল বুদ্ধি); অসূক্ষ্ম (স্থূল গণনা, স্থূল দৃষ্টি); ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (স্থূল বিষয়)। [সং. √স্থূল্+অ (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-কোণ**—(জ্যামি.) এক সমকোণ অপেক্ষা বড় কিন্তু দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোট কোণ। বিণঃ **-দর্শী** (-র্শিন্)—অগভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট; মোটাবুদ্ধি। **-দৃষ্টি**—(১)বিঃ অসূক্ষ্ম দৃষ্টি, সাধারণ দৃষ্টি; (২)বিণঃ সূক্ষ্মভাবে দেখে না এমন। বিঃ **স্থূলান্ত্র**—স্থূল মলনিঃসারণনালী, large intestine। বিণঃ **স্থূলোদর**—পেটমোটা, নাদাপেটা, ভুঁড়ে।

স্থেয়—(১)বিণঃ স্থাতব্য, স্থির। (২)বিঃ মধ্যস্থ; সংশয়নির্ণায়ক। [সং. √স্থা+য]।

স্থৈর্য—বিঃ স্থিরতা; দৃঢ়তা। [সং. স্থির+য (ভা)]।

স্থৌল্য—বিঃ স্থূলতা। [সং. স্থূল+য (ভা)]।

স্নাত—বিণঃ স্নান করিয়াছে এমন। [সং. √স্না+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **স্নাতা**। বিঃ **-ক**—যে ছাত্র বিদ্যাশিক্ষান্তে ব্রহ্মচর্য সমাপ্তিসূচক স্নান করিয়াছে (আজকাল graduate অর্থেও ব্যবহৃত হয়); স্নানকারী বা স্নানার্থী লোক ('সরোবরে স্নাতক দেখি না': ব. চ.)। বিণঃ **স্নাতকোত্তর**—গ্রাজুয়েট হইবার পরবর্তী, postgraduate। বিণঃ **স্নাতানুলিপ্ত**—স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনাদি মাখিয়াছে এমন।

স্নান—বিঃ সর্বাঙ্গ প্রক্ষালন বা ধৌত করা, অবগাহন, নাওয়া। [সং. √স্না+অন (ভা)]। বিঃ **-যাত্রা**—জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানোৎসব। বিঃ **স্নানাগার**—(বাসভবনমধ্যস্থ) স্নানের ঘর, bathroom; জনসাধারণের জন্য পরিবেষ্টিত স্নানের জায়গা, hamam। বিঃ **স্নানীয়, স্নানোদক**—স্নানের জল। বিণঃ **স্নায়ী** (-য়িন্)—স্নানকারী (নিত্যস্নায়ী)।

স্নাপক—**স্নাপন** দ্রঃ।

স্নাপন—বিঃ (পরকে) স্নান করানর কাজ। [সং. √স্না+ণিচ্+অন (ভা)]। বিণ.বিঃ **স্নাপক**—স্নাপনকারী। বিণ বি(স্ত্রী): **স্নাপিকা**। বিণঃ **স্নাপিত**—স্নান করান হইয়াছে এমন।

স্নায়বিক, স্নায়বীয়—**স্নায়ু** দ্রঃ।

স্নায়ী—**স্নান** দ্রঃ।

স্নায়ু—বিঃ দেহের অস্থিবন্ধনী বা পেশীবন্ধনী, sinew ; (বাং.) দেহস্থ সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী, nerve । [সং. √স্না+উ (র্তৃ)] । **-যুদ্ধ**—ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শন গুজব-প্রচার আতঙ্কসৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রতিপক্ষের মনোবলহরণ, war of nerves । বিঃ **-শূল**—স্নায়ুর বেদনা বা প্রদাহ। **স্নায়বিক, স্নায়বীয়** — স্নায়ুসম্বন্ধীয় । বিঃ **-দৌর্বল্য, স্নায়বিক দৌর্বল্য**—স্নায়ুর দুর্বলতা-রূপ রোগবিশেষ, nervous debility ।

স্নিগ্ধ—বিণঃ স্নেহপূর্ণ (স্নিগ্ধ ব্যবহার, স্নিগ্ধ সম্পর্ক) ; সুখস্পর্শ, আরামদায়ক, শীতলতাকারক (স্নিগ্ধ বাতাস) , কোমল, মধুর (স্নিগ্ধ স্বর) ; মেদুর (স্নিগ্ধ আকাশ) ; মসৃণ, চিক্কণ, তৈলযুক্ত, তেলা। [সং. √স্নিহ্ +ত (র্তৃ)] । বিণ(স্ত্রী): **স্নিগ্ধা** । বিঃ **-তা**। বিণঃ **-কর**—(অশু.) স্নিগ্ধ করে এমন ।

স্নেহ—বিঃ বাৎসল্য ; ভালবাসা, প্রীতি, প্রেম , তৈল ঘৃত এবং ঐ জাতীয় পদার্থ । [সং. √স্নিহ্ +অ (ভা)] । বিঃ **-পদার্থ**—তৈলাদি পদার্থ । বিঃ **-পাত্র**—ভালবাসার পাত্র । বি(স্ত্রী): **-পাত্রী**। বিঃ **-পুত্তলি**—অত্যধিক স্নেহপাত্র । বিঃ **স্নেহালিঙ্গন**—স্নেহভরে আলিঙ্গন । বিঃ **স্নেহাশীর্বাদ**—স্নেহযুক্ত আশীর্বাদ। বিণঃ **স্নেহী** (-হিন্)—স্নেহময় ।

স্পঞ্জ—বিঃ একপ্রকার জলচর প্রাণীর বহুচ্ছিদ্রময় শরীর (ইহার দ্বারা সাবান-ঘষা প্রভৃতি তৈয়ারি হয়) । [ইং. sponge] ।

স্পন্দ, স্পন্দন—নিয়মিত কম্পন বা নড়াচড়া (নাড়ীর স্পন্দন) ; স্ফুরণ, মৃদু কম্পন (আঁখি-পাতার বা দেহের স্পন্দন) । [সং. √স্পন্দ্ +অ, অন (ভা)]। বিণঃ **-রহিত, -শূন্য, -হীন**—স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দ । বিণঃ **স্পন্দিত**—স্পন্দনযুক্ত, কম্পিত। ক্রিঃ **স্পন্দা**—(কাব্যে) স্পন্দিত হওয়া ।

স্পর্ধা—বিঃ প্রতিযোগিতায় আস্ফালন ; অসাধ্য-সাধনে দুর্দম বাসনা ; অহঙ্কারপূর্ণ দুঃসাহস ; প্রতিযোগিতা ; দর্প, বড়াই । [সং. √স্পর্ধ্ + অ (ভা) + আ] । বিণঃ **স্পর্ধিত, স্পর্ধী** (-র্ধিন্) —স্পর্ধাযুক্ত ; স্পর্ধাকারী । বিণ(স্ত্রী): **স্পর্ধিতা**।

স্পর্শ—বিঃ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ ; ছোঁয়া, ঠেকা-ঠেকি । [সং. √স্পৃশ্ + অ (ভা)] । **-ক**—(১)বিণঃ স্পর্শকারী ; (২)(জ্যামি.) যে সরল রেখা বৃত্তাদির পরিধি স্পর্শ করে কিন্তু বর্ধিত হইলেও ছেদ করে না, tangent [বি. প.] । বিঃ **-কাতর**—অল্পেই মনে আঘাত পায় এমন, sensitive । বিঃ **-কাতরতা** । বিণঃ **-ক্রামী** (-মিন্)—স্পর্শ-দ্বারা সংক্রমিত হয় এমন, সংক্রামক, ছোঁয়াচে । বিঃ **-ন**—স্পর্শ করা । বিণঃ **-নীয়, স্পৃশ্য**—স্পর্শনযোগ্য । বিঃ **-বর্ণ**—বর্গীয় বর্ণ, ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণ । বিঃ **-মণি**—যে (কাল্পনিক) রত্নের ছোঁয়া লাগিলেই সব কিছু স্বর্ণে পরিণত হয়, পরশপাথর । বিণঃ **স্পর্শী** (-র্শিন্)—স্পর্শ-কারী । বিণ(স্ত্রী): **স্পর্শিনী**। বিঃ **স্পর্শেন্দ্রিয়, -নেন্দ্রিয়**—ত্বক্ । বিণঃ **স্পৃষ্ট**—স্পর্শ করা হইয়াছে এমন । বিঃ **স্পৃষ্টি**—স্পৃষ্ট অবস্থা ; স্পর্শন ।

স্পষ্ট—(১)বিণঃ পরিস্ফুট, ব্যক্ত, প্রকাশিত (স্পষ্ট হওয়া) ; বিশদ (স্পষ্ট করে বলা) ; কিছু গোপন নাই এমন, খোলাখুলি (স্পষ্ট কথা) । (২)(বাং.)-ক্রি-বিণঃ পরিস্ফুটভাবে, বিশদভাবে (স্পষ্ট জানা বা শোনা বা দেখা) ; খোলাখুলিভাবে (স্পষ্ট বলা) । [সং. √স্পশ্+ত (র্ম)] । অব্য. **-তঃ**, (চলিত) **-ত**—স্পষ্টই বোঝা যায় অথবা দৃষ্ট বা শ্রুত হয় । বিঃ **-তা** । বিণঃ **-বক্তা** (-ক্তৃ), **-বাদী** (-দিন্), **-ভাষী** (-ষিন্)—শ্রোতার মন না রাখিয়া খোলাখুলি বলে এমন, উচিতবাদী । বিণ(স্ত্রী): **-বাদিনী, -ভাষিণী** । বিঃ **-বাদিতা** । ক্রি-বিণঃ **স্পষ্টাক্ষরে**—সহজবোধ্য অক্ষরে ; (আল.) স্পষ্টভাবে । **স্পষ্টাস্পষ্টি**—(১)বিণঃ অতিশয় স্পষ্ট ; খোলাখুলি (স্পষ্টাস্পষ্টি কথা) ; (২)ক্রি-বিণঃ খোলাখুলিভাবে (স্পষ্টাস্পষ্টি বলা) ।

স্পিরিট—বিঃ সুরাসার । [ইং. spirit] ।

স্প্রিং—বিঃ যন্ত্রাদি চালু রাখিবার কাজে ব্যবহৃত একাধিক কুণ্ডলীযুক্ত ধাতুনির্মিত স্থিতিস্থাপক বলয়বিশেষ । [ইং. spring] ।

স্পৃশ্য, স্পৃষ্ট—**স্পর্শ** দ্রঃ ।

স্পৃহণীয়, স্পৃহয়ালু—**স্পৃহা** দ্রঃ ।

স্পৃহা—বিঃ অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা ; লোভ ; রুচি । [সং. √স্পৃহ্ + ণিচ্ + অ(ভা) + আ] । বিণঃ **স্পৃহণীয়**—স্পৃহার বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য । বিণঃ **স্পৃহয়ালু**—স্পৃহাযুক্ত, লোভী ।

স্ফটিক, স্ফটীক—বিঃ স্বচ্ছ প্রস্তরবিশেষ ; সূর্য-কান্তমণি । [সং.] । বিঃ **স্ফটিকারি**—ফটকিরি । **স্ফাটিক, স্ফাটীক**—(১)বিঃ স্ফটিক ; (২)বিণঃ স্ফটিকনির্মিত ।

স্ফার—বিঃ বিকাশ, স্ফূর্তি ; বিস্তার । [সং. √স্ফুর্ + ণিচ্ + অ (ভা)] । বিঃ **-ণ**—বিকাশ,

স্ফূর্তি, স্ফুরণ; বিস্তার। বিণঃ **স্ফারিত**—বিস্তারিত ; বিকশিত।

স্ফীত—বিণঃ ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠিয়াছে এমন; বর্ধিত; সমৃদ্ধ; প্রবল হইয়াছে এমন। [সং. √স্ফায়্+ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **স্ফীতা**। বিঃ **স্ফীতি**—ফুলিয়া বা ফাঁপিয়া উঠা; বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি; প্রাবল্য।

স্ফুট—বিণঃ স্পষ্ট, আপাতদৃশ্য (সূর্যের স্ফুট গতি); বিশদ, ব্যক্ত (স্ফুট অর্থ); বিকশিত (স্ফুট কুসুম); বিদীর্ণ, ফুটা (দন্তস্ফুট)। [সং. √স্ফুট্+অ (র্তৃ)]। বিণঃ **-বাক্** (-বাচ্)—বোল ফুটিয়াছে বা বাক্স্ফূর্তি হইয়াছে এমন; স্পষ্টবক্তা। বিঃ **-ন**—স্ফুট হওয়া, (তরল পদার্থাদি) তাপপ্রযুক্ত হওয়ার ফলে বুদ্বুদযুক্ত হওয়া। বিণঃ **-নাঙ্ক**—যে পরিমাণ তাপ পাইলে তরলপদার্থ ফুটিতে আরম্ভ করে, boiling point। বিণঃ **-নোন্মুখ**—ফুটিবার বা বিকশিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন। বিণঃ **স্ফুটিত**—ফুটিয়াছে বা বিকশিত হইয়াছে এমন; স্পষ্টীকৃত; বিদীর্ণ।

স্ফুরণ—বিঃ কম্পন; দীপ্তি; উদ্রেক; প্রকাশ। [সং. √স্ফুর্+অন (ভা)]। বিণঃ **স্ফুরিত**—কম্পিত, দীপ্ত; উদ্রিক্ত; প্রকাশিত।

স্ফুরা—ক্রিঃ (কাব্যে) কম্পিত হওয়া; উদ্রিক্ত হওয়া; প্রকাশ পাওয়া (যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে)। [স্ফুরণ দ্রঃ]।

স্ফুলিঙ্গ—বিঃ অগ্নিকণা, আগুনের ফিনকি বা ফুলকি। [সং.]।

স্ফূর্ত—বিণঃ বিকাশ প্রকাশ বা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে এমন (স্বতঃস্ফূর্ত)। [সং. √স্ফুর্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **স্ফূর্তি**—হর্ষ, সানন্দ উৎসাহ; স্ফুরণ, কম্পন; বিকাশ, প্রকাশ।

স্ফোট—বিঃ ফোড়া; আব; (ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে) পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবের সহিত শেষ বর্ণের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। [সং. √স্ফুট্+অ (ভা)]। বিঃ **-বাদ**—শব্দার্থ-সম্বন্ধে মতবিশেষ।

স্ফোটক—বিঃ ফোড়া; অর্বুদ। [সং. √স্ফুট্+অক (র্তৃ)]।

স্ফোটন—বিঃ বিকাশন, প্রকাশন; বিদারণ; ভঙ্গ। [সং. √স্ফুট্+ণিচ্+অন (ভা)]। বিঃ **স্ফোটনী**—ফুড়িবার বা বিদ্ধ করিবার যন্ত্র, বেধনী, সুচ তুরপুন প্রভৃতি।

স্ব—(১)সর্বঃ আত্মা, স্বয়ং (স্বকৃত)। (২)বিঃ ধন (নিজস্ব, সর্বস্ব)। (৩)বিণঃ নিজের, স্বকীয় (স্ব-ইচ্ছা)। [সং. √স্বন্+অ (র্তৃ)]। **স্ব-স্ব**—নিজ নিজ (স্ব-স্ব কার্য)। **স্ব স্ব প্রধান**—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং অ-পরাধীন।

স্বঃ (স্বর্)—অব্য.বিঃ স্বর্গ (স্বর্গত)। [সং. স্ব+বিচ্ (র্তৃ)]।

স্বক—বিণঃ স্বকীয়, স্বীয়। [সং. স্ব+ক]।

স্বকপোলকল্পিত—বিণঃ স্বীয় কল্পনাপ্রসূত; মনগড়া। [সং. স্ব+কপোল+কল্পিত]।

স্বকর্ম—বিঃ নিজের কৃতকর্ম (স্বকর্মদোষে); নিজের করণীয় কর্ম (স্বকর্মসাধন)। [সং. স্ব+কর্ম]।

স্বকীয়—বিণঃ নিজের, স্বীয়। [সং. স্ব+ক+ঈয়]। বিঃ **-তা**।

স্বকৃত—বিণঃ নিজের দ্বারা কৃত। [সং. স্ব+কৃত]। বিণঃ **স্বকৃতভঙ্গ**—কুলীনবংশে বিবাহ-ব্যাপারে প্রথমবার কৌলীন্যপ্রথা-লঙ্ঘনকারী।

স্বখাত—বিণঃ নিজের দ্বারা খনিত। [সং. স্ব+খাত]। বিঃ **-সলিল**—নিজের দ্বারা খনিত জলাশয়ের জল; (আল.) স্বীয় কৃত কর্মের ফল।

স্বগত—বিণঃ আত্মগত; (নাটকাদিতে) নিজের মনে মনে উক্ত। [সং. স্ব+গত]। বিঃ **স্বগতোক্তি**—(নাটকাদিতে) আপনমনে কৃত উক্তি।

স্বগৃহ—বিঃ নিজের বাসভবন। [সং. স্ব+গৃহ]।

স্বগ্রাম—বিঃ নিজের পৈতৃক গ্রাম বা যে গ্রামে নিজের জন্ম হইয়াছে। [সং. স্ব+গ্রাম]।

স্বচক্ষে—বিঃ নিজের চক্ষুদ্বারা। [সং. স্ব+বাং. চক্ষে (< সং. চক্ষুঃ)]।

স্বচ্ছ—বিণঃ দৃষ্টিদ্বারা বা আলোদ্বারা ভেদ্য; প্রতিবিম্বধারণে সমর্থ; অতি নির্মল। [সং. সু+অচ্ছ]। বিঃ **-তা**, **-ত্ব**। বিঃ **-মণি**—কাচ।

স্বচ্ছন্দ—(১)বিণঃ অবাধ; স্বাধীন; স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী; সুস্থ; অযত্নজাত। (২)বিঃ স্বীয় ইচ্ছা; স্বেচ্ছাচার। [সং. স্ব+ছন্দ]। বিঃ **-তা**। ক্রি-বিণঃ **স্বচ্ছন্দে**—সাবলীলভাবে; অনায়াসে; অবাধে; স্বীয় ইচ্ছামত; স্বাধীনভাবে।

স্বজন—বিঃ নিজের লোক অর্থাৎ আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব পরিজন প্রভৃতি। [সং. স্ব+জন]। বি(স্ত্রী): **স্বজনী**—আত্মীয়া; অন্তরঙ্গ সখী (তু. সজনী)।

স্বজাতি—বিঃ নিজের জাতি; নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত লোক। [সং. স্ব+জাতি]। বিণঃ

স্বজাতীয়—নিজের জাতির অন্তর্ভুক্ত; স্বজাতি-সংক্রান্ত। বিণ(স্ত্রী): **স্বজাতীয়া**।

স্বতঃ (-তস্), **স্বত**—অব্য: স্বয়ং, নিজ হইতে, আপনা হইতে। [সং. স্ব+তস্]। বিণ: **-প্রবৃত্ত**—স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ পরের নির্দেশ ব্যতিরেকেই) প্রবৃত্ত। বিণ: **-সিদ্ধ**—এমনই স্পষ্ট যে সত্যতা উপলব্ধির জন্য প্রমাণ অনাবশ্যক। বিণ: **-স্ফূর্ত**—আপনা হইতে (অর্থাৎ পরের চেষ্টা ব্যতিরেকেই) প্রকাশিত।

স্বতন্ত্র, (গ্রা.) **স্বতন্তর**—বিণ: স্ববশ; স্বাধীন; পৃথক্। [সং. স্ব+তন্ত্র]। বিণ(স্ত্রী): **স্বতন্ত্রা**, (গ্রা.) **স্বতন্তরা**।

স্বত্ব—বি: ধনসম্পত্তি ব্যবসায় প্রভৃতিতে স্বামিত্ব, মালিকানা। [সং. স্ব+ত্ব]। বি: **স্বত্বাধিকার**—স্বামিত্বের বা মালিকানার ন্যায়সঙ্গত অধিকার। বিণ: **স্বত্বাধিকারী** (-রিন্)—মালিক। বিণ(স্ত্রী): **স্বত্বাধিকারিণী**।

স্বদল—বি: নিজের দল বা পক্ষ। [সং. স্ব+দল]। বিণ: **স্বদলীয়**—স্বদলের অন্তর্ভুক্ত। বিণ(স্ত্রী): **স্বদলীয়া**।

স্বদেশ—বি: নিজের দেশ; জন্মভূমি। [সং. স্ব+দেশ]। বিণ: **স্বদেশী, স্বদেশীয়**—নিজদেশ-জাত; নিজদেশবাসী। **স্বদেশী আন্দোলন**—ইংরেজ-আমলে ভারতবাসিগণ কর্তৃক স্বাধীনতা-লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন।

স্বধর্ম—বি: নিজের বা পৈতৃক ধর্ম; নিজের জাতির বা সমাজের ধর্ম; স্বজাতির আচার; নিজের স্বাভাবিক বৃত্তি বা পেশা। [সং. স্ব+ধর্ম]।

স্বধা—অব্য.বি: প্রধানতঃ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জল-পিণ্ড বা উহার মন্ত্র। [সং.]।

স্বন—বি: শব্দ, ধ্বনি। [সং. √স্বন্+অ (ভা)]। বি: **-ন**—শব্দ; শব্দ করা। **স্বনিত**—(১)বিণ: শব্দিত, ধ্বনিত; (২)বি: শব্দ।

স্বনাম (-মন্)—বি: নিজের নাম। [সং. স্ব+নামন্]। বিণ: **-খ্যাত, -ধন্য**—নিজের নামেই বা আত্মপরিচয়েই পরিচিত প্রসিদ্ধ বা প্রশংসিত (অর্থাৎ পরিচয় প্রসিদ্ধি বা প্রশংসার জন্য পিতা বা অন্য কাহারও নাম উল্লেখ করিতে হয় না এমন)। ক্রি-বিণ: **স্বনামে**—নিজেকেই মালিকরূপে বা রচয়িতৃরূপে পরিচয় দিয়া (তু. বেনামে)।

স্বনিত—**স্বন** দ্র:।

স্বপক্ষ—বি: আত্মপক্ষ, নিজের দল; মিত্রপক্ষ। [সং. স্ব+পক্ষ]। বিণ: **স্বপক্ষীয়**—স্বপক্ষভুক্ত; নিজের বা নিজদলের সংক্রান্ত।

স্বপদ—বি: স্বাধিকার; নিজের অধিকৃত পদ বা কর্মভার (post)। [সং. স্ব+পদ]।

স্বপ্ন, (প্রধানতঃ কাব্যে) **স্বপন**—বি: নিদ্রিতা-বস্থায় প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত বিষয়; কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ অনুভব, (আল.) কল্পনা (সুখ-স্বপ্ন); (সং) নিদ্রা। [সং. √স্বপ্+ন, অন (ভা)]। **স্বপ্নেও না ভাবা**—(আল.) কোন প্রকারে আশা না করা। বি: **-ঘোর**—নিদ্রা-ভঙ্গের পরেও স্বপ্নের যে আবেশে মন আচ্ছন্ন থাকে। বি: **-চারিতা**—নিদ্রিতাবস্থায় বিচরণ, somnambulism [বি.প.]। বি: **-জড়িমা**—স্বপ্নঘোরজনিত জড়তা; স্বপ্নঘোর। বি: **-জাল**—স্বপ্নরূপ জাল অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনজনিত মানসিক আচ্ছন্নতা। বি: **-দোষ**—নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে রেতঃস্খলন। বিণ: **-বৎ**—স্বপ্নের ন্যায় অলীক অথচ সুন্দর। বি: **-বৃত্তান্ত**—স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার বিবরণ। বিণ: **-ময়**—স্বপ্নবৎ; স্বপ্নে সৃষ্ট বা জাত; কাল্পনিক। বিণ(স্ত্রী): **-ময়ী**। বি: **-লোক, -রাজ্য**—স্বপ্নে দৃষ্ট দেশ অর্থাৎ অলীক অথচ সুন্দর দেশ; কল্পনা। বিণ: **স্বপ্নাদিষ্ট**—স্বপ্নাদেশ-প্রাপ্ত। বি: **স্বপ্নাদেশ**—স্বপ্নে প্রাপ্ত দৈবাদেশ। বিণ: **স্বপ্নাদ্য**—স্বপ্নমূলক; স্বপ্নে লব্ধ। বিণ: **স্বপ্নাবিষ্ট**—স্বপ্নঘোরে আচ্ছন্ন। বিণ: **স্বপ্নোত্থিত**—স্বপ্নময় নিদ্রা হইতে জাগরিত।

স্ববশ—বিণ: নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; স্বাধীন। [সং স্ব+বশ]।

স্বভাব—বি: স্বরূপ, আত্মভাব, নিজের প্রকৃতি (ক্রূরতাই সাপের স্বভাব); জন্ম সংসর্গ বা অভ্যাসের ফলে লব্ধ বৈশিষ্ট্য (মিথ্যা বলা তার স্বভাবে দাঁড়িয়েছে), চরিত্র, আচরণ (সৎস্বভাব); প্রকৃতিগত ধর্ম বা গুণ (জড় পদার্থের স্বভাব); প্রকৃতি, নিসর্গ (স্বভাব-বর্ণনা); স্বাভাবিক অবস্থা। [সং. স্ব+ভাব]। **স্বভাব যায় না মলে ইল্লৎ যায় না ধুলে**—জল দিয়া ধুইলে যেমন নোংরামি যায় না তেমনি স্বভাবও অপরিবর্তনীয়—মৃত্যুতেও স্বভাব বদলায় না। বি: **-কবি**—জন্মগত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি; নৈসর্গিক শোভা যাহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে; যে

কবি সচরাচর কেবল প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করে। বিণ: **-কুলীন**—যাহার কৌলিন্য বা কুলধর্ম লজ্ঘিত হয় নাই। বিণ: **-কৃপণ**—কৃপণ স্বভাব লইয়াই জাত; প্রকৃতিগত কৃপণতা-বিশিষ্ট। বিণ: **-গত**—স্বভাবে পরিণত; সহজাত। বি: **-চরিত্র**—**স্বভাবপ্রকৃতি**-র অনুরূপ। বিণ: **-জ**—স্বভাব হইতে জাত; প্রকৃতিগত; স্বাভাবিক। অব্য: **-তঃ** (-তস্)—প্রকৃতিগতভাবে বা স্বাভাবিকভাবে। বিণ: **-বিরুদ্ধ**—অস্বাভাবিক; নীতিবিরুদ্ধ। বি: **-প্রকৃতি**—আচার-আচরণ। বি: **-শোভা**—নৈসর্গিক সৌন্দর্য। বিণ: **-সিদ্ধ, -সুলভ**—প্রকৃতিগত; স্বাভাবিক। বিণ: **স্বভাবী** (-বিন্)—স্বভাবানুযায়ী, normal [বি. প.]। বি: **স্বভাবোক্তি**—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ, কোনও বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা।

স্বমত—বি: নিজের মত। [সং. স্ব+মত]।

স্বয়ং (-য়ম্)—অব্য: আপনি, নিজে। [সং. সু+√ই বা অয়্+অম্ (র্তৃ)]। বিণ: **-কৃত**, (বিরল), **স্বয়ংকৃত**—নিজদ্বারা কৃত। বিণ: **-প্রকাশ**—(পরের সাহায্য ব্যতীত) নিজে নিজেই প্রকাশিত, নিজ শক্তিবলে প্রকাশিত। বিণ: **-প্রধান**—পরের দ্বারা প্রাধান্যদানের অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজেকে প্রধান বলিয়া জাহির করে এমন। বিণ: **-প্রভ**—স্বীয় জ্যোতিতে দীপ্তিশীল। বিণ(স্ত্রী): **-প্রভা**। বি: **-বর**, (অশু.) **স্বয়ম্বর**—আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে স্বয়ং কন্যা কর্তৃক পাত্র বাছাই (স্বয়ংবর-সভা)। বিণ বি(স্ত্রী): **-বরা**, (অশু.) **স্বয়ম্বরা**—আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে স্বয়ং পাত্র বাছাইকারিণী। বিণ: **-সিদ্ধ**—গুরু বা অন্য কাহারও শিক্ষা ব্যতিরেকেই কেবল স্বীয় চেষ্টাদ্বারা সিদ্ধিলাভকারী; স্বতঃ-সিদ্ধ।

স্বয়ম্ভর—বিণ: নিজেই নিজের ভরণপোষণ করে এমন; স্বয়ংসম্পূর্ণ (ভারতবর্ষ খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ম্ভর নয়)। [সং. স্বয়ম্+√ভৃ+অ]।

স্বয়ম্ভূ, স্বয়ম্ভূ—(১)বিণ: স্বয়ংসৃষ্ট; স্বেচ্ছায় শরীরধারী। (২)বি: ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। [সং. স্বয়ম্+√ভূ+উ, ক্বিপ্ (র্তৃ)]। বি: **স্বায়ম্ভুব**—প্রথম মনু।

স্বর—বি: কণ্ঠধ্বনি; (সঙ্গীতে) সুর; যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীতই উচ্চারিত হইতে পারে; (বেদমন্ত্রের উচ্চারণে) উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই ত্রিবিধ ধ্বনি; (ব্যাক.) হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত—এই ত্রিবিধ ধ্বনি। [সং. স্ব+√রাজ্ (দীপ্ত-অর্থক)+অ (ভা)]। বি: **-গ্রাম**—(সঙ্গীতে) সুরসপ্তক অর্থাৎ ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ। বি: **-বর্ণ**—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ: এই বর্ণসমূহ। বি: **-ভক্তি**—(ভাষা) বিপ্রকর্ষ। বি: **-ভঙ্গ**—কণ্ঠস্বরের বিকৃতিরূপ রোগ। বি: **-লহরী**—সুরের ঢেউ। বি: **-লিপি**—(সঙ্গীতে) সুর তাল প্রভৃতির সাঙ্কেতিক বর্ণনা-সংবলিত লিপি। বি: **-সঙ্গতি**—(ভাষাতত্ত্বে) শব্দমধ্যে পরবর্তী বা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য বর্ণের স্বরধ্বনির পরিবর্তন (যেমন বিলাতি > বিলেতি, বিলিতি); (সঙ্গীতে) ঐকতান। বি: **-সন্ধি**—স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের বা স্বরান্ত পদের সহিত স্বরাদি পদের সংযোগ।

স্বরচিত—বিণ: নিজের দ্বারা বা স্বীয় কল্পনাবলে রচিত। [সং. স্ব+রচিত]।

স্বরাজ—বি: স্বায়ত্তশাসন; স্বাধীনতা। [সং. স্বরাজ্য]।

স্বরাজ্য—বি: নিজের দ্বারা শাসিত অর্থাৎ স্বাধীন রাজ্য বা সরকার; নিজের রাজ্য। [সং. স্ব+রাজ্য]।

স্বরাট্ (-রাজ্)—বি: ঈশ্বর, যিনি স্বয়ংদীপ্ত বা স্বতঃসিদ্ধ। [সং. স্ব+√রাজ্+ক্বিপ্]।

স্বরান্ত—বিণ: (ব্যাক.—শব্দ সম্বন্ধে) অন্তে স্বর-ধ্বনিযুক্ত। [সং. স্বর+অন্ত]।

স্বরাষ্ট্র—বি: স্বরাজ্য; রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ও অন্যান্য বিষয়। [সং. স্ব+রাষ্ট্র]। বি: **-মন্ত্রী**—রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ও অন্যান্য বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

স্বরিত—(১)বি: উদাত্ত ও অনুদাত্তের মধ্যবর্তী স্বর। (২)বিণ: উচ্চারিত, ধ্বনিত। [সং. স্বর+ইত]।

স্বরীশ্বর—বি: (অশু.) স্বর্গের অধিপতি, ইন্দ্র। [সং. স্বর্ (=স্বর্গ—অশু.)+ঈশ্বর]।

স্বরূপ—বি: প্রকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থা, প্রকৃত রূপ, নিজের রূপ; তুল্য বা সদৃশ রূপ (মৃত্যু-স্বরূপ অপমান)। [সং. স্ব+রূপ]। অব্য: **-তঃ** (-তস্), **-ত**—বাস্তবিকপক্ষে। বি: **-তা, -ত্ব**—স্বীয় রূপের ভাব, স্বরূপের ভাব, অনন্যতা।

স্বর্গ—বি: পুণ্যবানেরা মৃত্যুর পরে যে স্থানে বাস করেন; দেবলোক; চিরসুখময় স্থান। [সং.

সু + √খজ্ + অ (র্ম)]। **স্বর্গ হাতে পাওয়া**—সুখসম্পদ্ লাভ করা ; অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করা ; অনায়াসে মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া। **স্বর্গে তুলে দেওয়া**—অতিরঞ্জিত প্রশংসাদ্বারা অহঙ্কৃত করা। **স্বর্গে বাতি দেওয়া**—মৃত পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে আকাশপ্রদীপ জ্বালা; (আল.) বংশরক্ষা করা। বিঃ **-গঙ্গা, -গা**—গঙ্গার স্বর্গস্থ শাখা, মন্দাকিনী। বিণঃ **-গত, -ত**—স্বর্গে গত, মৃত। বিঃ **-তি, -লাভ**—স্বর্গে গমন; মৃত্যু। বিঃ **-দ্বার**—স্বর্গে প্রবেশের পথ, হিন্দুতীর্থবিশেষ। বিঃ **-প্রাপ্তি**—পরলোকগমন, মৃত্যু। বিঃ **-সুখ**—একমাত্র স্বর্গে লভ্য অনাবিল ও অতুলন সুখ (ইং. heavenly bliss-এর অনুবাদ)। বিণঃ **-স্থ**—স্বর্গে অবস্থিত, স্বর্গীয়; মৃত। বিঃ **স্বর্গারোহণ**—স্বর্গে গমন; মৃত্যু। বিণঃ **স্বর্গীয়**—স্বর্গ-সম্বন্ধীয়: স্বর্গসুখজনক; পবিত্র; (বাং.) স্বর্গগত, মৃত। বিণ(স্ত্রী): **স্বর্গীয়া**। বিণঃ **স্বর্গ্য**—স্বর্গ-সম্বন্ধীয়; স্বর্গসুখজনক; স্বর্গলাভে সহায়ক; পবিত্র।

স্বর্ণ—বিঃ সোনা, সুবর্ণ, হিরণ্য, কনক, কাঞ্চন, হেম। [সং. সু + √স্বণ্ + অ (র্তৃ)]। বিঃ **-কমল**—রক্তপদ্ম। বিঃ **-কার**—সোনার অলঙ্কারাদি নির্মাতা, সেকরা। বিণঃ **গর্ভ**—অভ্যন্তরে সোনা আছে এমন, স্বর্ণপূর্ণ। বিণ(স্ত্রী): **-গর্ভা**—স্বর্ণপূর্ণা; (আল.) গর্ভে সোনার চাঁদের ন্যায় সন্তান ধারণ করিয়াছে এমন, সুসন্তানপ্রসবিনী। বিঃ **-প্রতিমা**—স্বর্ণনির্মিত প্রতিমা; (আল.) অতি সুন্দর মূর্তি। বিণঃ **-প্রসূ**—(আল.) অতিশয় উর্বরা। বিঃ **বণিক্** (-ণিজ্)—সোনার বেনে, হিন্দুসম্প্রদায়বিশেষ। বিঃ **-ভূমি**—(আল.) অতি উর্বরা ভূমি বা দেশ। বিঃ **-ভূষণ, স্বর্ণালঙ্কার**—সোনার গহনা। বিঃ **-মৃগ**—(মারীচের স্বর্ণমৃগমূর্তি দর্শনে প্রলোভিতা হওয়ার ফলেই সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া—আল.) মিথ্যা ও সর্বনাশা প্রলোভন। বিঃ **সিন্দূর**—পারদঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ, মকরধ্বজ। বিঃ **-সুযোগ**—সুবর্ণ সুযোগ। বিঃ **-সূত্র**—সোনার হার। **স্বর্ণাক্ষরে লেখা**—স্বর্ণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা।

স্বর্বধূ—বিঃ অপ্সরা। [সং. স্বর্ + বধূ]।

স্বর্বৈদ্য—বিঃ স্বর্গের চিকিৎসক; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [সং. স্বর্ + বৈদ্য]।

স্বর্লোক—বিঃ স্বর্গ। [সং. স্বর্ + লোক]।

স্বল্প—বিণঃ সামান্য একটু, অতি অল্প। [সং. সু + অল্প]। বিঃ **-তা**। বিণঃ **স্বল্পায়ুঃ** (-য়ুস্)—অল্পকাল বাঁচে এমন। বিণঃ **স্বল্পাহার**—অল্প খায় এমন।

স্বসা (-সৃ)—বিঃ ভগিনী। [সং. সু + √অস্ + ঋ (র্তৃ)]। **স্বস্রীয়, স্বস্রেয়**—(১)বিঃ ভাগিনেয়; (২)বিণঃ ভগিনী-সম্বন্ধীয়। বি(স্ত্রী): **স্বস্রীয়া, স্বস্রেয়ী**—ভাগিনেয়ী।

স্বস্তি—(১)অব্যঃ মঙ্গল হউক বা পাপ দূর হউক: এই আশীর্বাদ; আশীর্বচনযুক্ত মন্ত্র (স্বস্তিপাঠ); শুভ, মঙ্গল; সন্তোষ। (২)বিঃ নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থা, উদ্বেগরাহিত্য, আরাম (সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, স্বস্তির নিশ্বাস, স্বস্তি পাওয়া)। [সং. সু + √অস্ + তি (ভা)]। **সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল**—উদ্বেগপূর্ণ সচ্ছল অবস্থা অপেক্ষা নির্ঝঞ্ঝাট দরিদ্র জীবন ভাল। বিঃ **-বাচন**—মঙ্গলকর্মারম্ভে মঙ্গলকথন বা স্বস্তি-শব্দের উচ্চারণ। বিঃ **-মুখ**—(স্বস্তিবচন পাঠ করে বলিয়া) ব্রাহ্মণ।

স্বস্তিক—বিঃ মাঙ্গলিক বজ্রচিহ্নবিশেষ; পিটুলিনির্মিত মাঙ্গল্য দ্রব্যবিশেষ, শ্রী; যোগের আসনবিশেষ; সম্মুখে বারান্দাযুক্ত বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা; চারটি চতুষ্পথযুক্ত নগরবিশেষ। [সং. স্বস্তি + ক]। বিঃ **স্বস্তিকা**—মঙ্গলের প্রতীক প্রায় ক্রুশাকার চিহ্নবিশেষ (卐)। বিঃ **স্বস্তিকাসন**—যোগসাধনে আসনবিশেষ।

স্বস্ত্যয়ন—বিঃ আপৎশান্তি পাপমোচন প্রভৃতি কামনায় পূজানুষ্ঠানবিশেষ। [সং. স্বস্তি + অয়ন]।

স্বস্থ—বিণঃ প্রকৃতিস্থ, সুস্থ। [সং. স্ব + √স্থা + অ (র্তৃ)]।

স্বস্থান—নিজের জন্য নির্দিষ্ট স্থান; স্বীয় বাসস্থান। [সং. স্ব + স্থান]।

স্বস্রীয়, স্বস্রেয়ী—**স্বসা** দ্রঃ।

স্বাক্ষর—বিঃ দস্তখত, সহি। [সং. স্ব + অক্ষর]। বিণঃ **স্বাক্ষরিত**—দস্তখত করা হইয়াছে এমন।

স্বাগত—বিঃ শুভাগমন; কুশল (স্বাগতসম্ভাষণ)। [সং. সু + আগত]।

স্বাচ্ছন্দ্য—বিঃ স্বচ্ছন্দতা, সুস্থভাব; স্বাধীনতা। [সং. স্বচ্ছন্দ + য (ভা)]।

স্বাজাতিক—বিণঃ স্বজাতি বা স্বদেশবাসী সম্বন্ধীয়; স্বজাতির বা স্বদেশবাসীর হিতৈষী।

[সং. স্বজাতি+ক]। বিঃ -তা, **স্বাজাত্য**—স্বজাতির বা স্বদেশবাসীর হিতৈষণা।

স্বাতন্ত্র্য—বিঃ স্বতন্ত্রতা; অন্যের সহিত পার্থক্য; অনন্যপরতা; স্বাধীনতা। [সং. স্বতন্ত্র+য(ভা)]।

স্বাতি, স্বাতী—বিঃ (জ্যোতিষ.) পঞ্চদশ নক্ষত্র; সূর্যপত্নীবিশেষ। [সং. সু+√অৎ+ই, ঈ (র্তৃ)]।

স্বাদ—বিঃ রসনায় স্পর্শপূর্বক কোন বস্তুর গুণাগুণ অবধারণ, রস; আস্বাদ; সুতার (আমটায় বেশ স্বাদ আছে); আস্বাদন। [সং. √স্বদ্+অ]। বিঃ -ন—আস্বাদন, স্বাদগ্রহণ। বিণঃ **স্বাদিত**—স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন, আস্বাদিত। বিণঃ **স্বাদিষ্ঠ**—সর্বাপেক্ষা স্বাদু; অতিশয় স্বাদু। বিণঃ **স্বাদু**—সুস্বাদযুক্ত, মিষ্ট।

স্বাদেশিক—বিণঃ স্বদেশ-সম্বন্ধীয়; স্বদেশজাত; স্বদেশবাসী; স্বদেশহিতৈষী। [সং. স্বদেশ+ইক]। বিঃ -তা—স্বদেশহিতৈষণা; স্বদেশপ্রীতি।

স্বাধিকার—বিঃ নিজের অধিকার বা সম্পত্তি। [সং. স্ব+অধিকার]।

স্বাধিষ্ঠান—বিঃ স্বকীয় বাসস্থান বা কর্মস্থল; দেহস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্‌দল পদ্মবিশেষ বা চক্রবিশেষ। [সং. স্ব+অধিষ্ঠান]।

স্বাধীন—বিণঃ স্ববশ, অনন্যপর (স্বাধীন চিন্তা বা জীবিকা); অবাধ, স্বচ্ছন্দ (স্বাধীন গতি); বিদেশী কর্তৃক শাসিত নহে এমন (স্বাধীন দেশ)। [সং. স্ব+অধীন]। বিঃ -তা।

স্বাধ্যায়—বিঃ বেদপাঠ, বেদাধ্যয়ন; শাস্ত্রাধ্যয়ন; অধ্যয়ন। [সং. সু+আ+অধি+√ই+অ (ভা)]। বিণঃ -বান্ (-বৎ), **স্বাধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদাধ্যায়ী; শাস্ত্রাধ্যায়ী; অধ্যয়নকারী।

স্বাবলম্বন, স্বাবলম্ব—বিঃ আত্মনির্ভর; নিজ-শক্তিদ্বারা কর্ম করা; অনন্যপরতা। [সং. স্ব+অবলম্বন, অবলম্ব]। বিণঃ **স্বাবলম্বী** (-ম্বিন্)—আত্মনির্ভরশীল। বিণ(স্ত্রী): **স্বাবলম্বিনী**। বিঃ **স্বাবলম্বিতা**।

স্বাভাবিক—বিণঃ প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক, স্বভাব-জাত; প্রকৃতিগত; স্বভাবসঙ্গত; অবিকৃত। [সং. স্বভাব+ইক]। বিঃ -তা।

স্বামী (-মিন্)—বিঃ পতি, ভর্তা, প্রভু, মনিব; অধিপতি, মালিক (গৃহস্বামী, ভূস্বামী); পরমহংস বা বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর উপাধিবিশেষ (শ্রীধর স্বামী)। [সং. স্ব+মিন্]। বি(স্ত্রী): **স্বামিনী**। বিঃ **স্বামিত্ব**—মালিকানা।

স্বায়ত্ত—বিণঃ স্ববশ, নিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত (স্বায়ত্তশাসন)। [সং. স্ব+আয়ত্ত]। বিঃ -শাসন—দেশবাসী কর্তৃক স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন।

স্বায়ম্ভুব—(১)বিঃ স্বয়ম্ভুপুত্র, প্রথম মনু। (২)বিণঃ স্বয়ম্ভু-সম্বন্ধীয়। [সং. স্বয়ম্ভু+অ]।

স্বারোচিষ—বিঃ স্বায়ম্ভুব মনুর পরবর্তী অথচ এক বংশে উৎপন্ন অন্যতম মনু। [সং. স্বরোচিস্+অ]।

স্বার্থ—বিঃ নিজের প্রয়োজন কার্য বা উদ্দেশ্য; নিজের লাভ মঙ্গল বা উপকার; নিজের ধন-সম্পদ্। [সং. স্ব+অর্থ]। বিঃ -চিন্তা—নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির বা মঙ্গললাভের উপায়চিন্তা। বিঃ -ত্যাগ—নিজের লাভ বা মঙ্গল বিসর্জন। বিণঃ -ত্যাগী (-গিন্)—স্বার্থত্যাগকারী। বিণঃ -পর, -পরায়ণ—পরের সুখ-সুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজের স্বার্থসাধনে অতি তৎপর। বিঃ -পরতা, -পরায়ণতা। বিঃ -সাধন, -সিদ্ধি—পরের ইষ্টানিষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া কেবল স্বীয় কার্যোদ্ধার বা মঙ্গলসাধন। বিণঃ **স্বার্থান্ধ**—নিজ স্বার্থ-সাধনকল্পে ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না এমন। বিঃ **স্বার্থান্বেষণ**—স্বার্থসাধনের উপায়চিন্তা বা চেষ্টা। বিণঃ **স্বার্থান্বেষী** (-ষিন্)—স্বার্থান্বেষণকারী। বিণঃ **স্বার্থোন্মত্ত**—বিবেক-বিরহিত হইয়া স্বার্থসাধনে বা স্বার্থ-রক্ষায় একান্ত তৎপর।

স্বাস্থ্য—বিঃ সুস্থতা, রোগহীনতা, শরীরের সুস্থ অবস্থা বা পুষ্টি (স্বাস্থ্যহানিকর, স্বাস্থ্যবর্ধক); সুখ, স্বস্তি; (বাং.) শরীরের অবস্থা (তোমার স্বাস্থ্য কেমন?)। [সং. স্বস্থ+য (ভা)]। বিণঃ -কর, -প্রদ—শারীরিক সুস্থতাবিধায়ক; দৈহিক পুষ্টিবর্ধক। বিঃ -নাশ, -ভঙ্গ, -হানি—শারীরিক সুস্থতার ক্ষতি, অসুস্থতা। বিঃ -পালন—স্বাস্থ্য-রক্ষা; স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিধিনিয়ম পালন। বিঃ -রক্ষা—শরীরের সুস্থতা বজায় রাখা। বিণঃ -হীন—রুগ্‌ণ, অসুস্থ, ভগ্নস্বাস্থ্য। বিঃ **স্বাস্থ্যোদ্ধার**—রোগাদিতে নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার; শরীর ভাল করা।

স্বাহা—(১)অব্যঃ দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি; ঐ ঘৃতাহুতির বা দ্রব্যত্যাগের মন্ত্র। (২)বিঃ অগ্নিজায়া। [সং. সু+আ+√হ্বে+আ]।

স্বীকার—বিঃ মানিয়া লওয়া (অপরাধস্বীকার); গ্রহণ (নিয়ন্ত্রণস্বীকার); সম্মতিদান, অঙ্গীকার

(দিতে স্বীকার করা বা পাওয়া) ; বরণ, সহ্য করা (দুঃখস্বীকার)। [সং. স্ব+ঈ (চ্বি)+√কৃ +অ (ভা)]। বিণঃ **স্বীকার্য**—স্বীকারযোগ্য। বিণঃ **স্বীকৃত**—স্বীকার করা হইয়াছে এমন, অঙ্গীকৃত ; রাজি। বিঃ **স্বীকৃতি**—স্বীকার ; সম্মতি। বিঃ **স্বীকারোক্তি**—যে উক্তিদ্বারা দোষাদি স্বীকার করা হয় ; একরারনামা।

স্বীয়—বিণঃ নিজের, স্বকীয়, আপনার। [সং. স্ব+ঈয়]। **স্বীয়া**—(১)বিণ(স্ত্রী): স্বকীয়া ; (২)বি(স্ত্রী): নায়িকাবিশেষ, স্বামীর প্রতি অনুরক্তা নায়িকা।

স্বেচ্ছা—বিঃ নিজের ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা। [সং. স্ব+ইচ্ছা]। বিণঃ **-কৃত**—নিজের ইচ্ছায় করা হইয়াছে এমন। ক্রি-বিণঃ **-ক্রমে**—নিজ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া। বিঃ **-চার**—নিজের খেয়াল-খুশিতে করা কাজ, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বৈরাচার। বিণঃ **-চারী** (-রিন্)—স্বেচ্ছাচারকারী। বিণ(স্ত্রী): **-চারিণী**। বিঃ **-চারিতা**। বিণঃ **-ধীন**—স্বীয় ইচ্ছার অধীন ; স্বাধীন। বিণঃ **-নুবর্তী** (-র্তিন্)—স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কার্যকারী, স্বেচ্ছাচারী। বি(স্ত্রী): **-নুবর্তিনী**। বিঃ **-নুবর্তিতা**। বিণঃ **-প্রণোদিত**—নিজ ইচ্ছাবশে প্রবৃত্ত। বিঃ **-মৃত্যু**—নিজ ইচ্ছানুযায়ী মৃত্যু। বিঃ **-সেবক**—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বা বিনাবেতনে যে ব্যক্তি সেবা করে, volunteer। বি(স্ত্রী): **-সেবিকা, সেবকা**।

স্বেদ—বিঃ ঘর্ম, ঘাম ; বাষ্প ; তাপ। [সং. √স্বিদ্+অ+ (ভা)]। বিণঃ **-জ**—স্বেদ হইতে উৎপন্ন। বিঃ **-জল, -বারি**—ঘাম। বিঃ **-ন**—ঘর্ম জনন বা নিঃসারণ ; সেক বা ভাপরা প্রদান। বিঃ **-স্রুতি, -স্রাব**—ঘর্ম-নির্গমন। বিণঃ **-স্বেদাক্ত, স্বেদাপ্লুত**—ঘর্মসিক্ত।

স্বৈর—(১)বিঃ স্বেচ্ছাচার ; স্বাধীনতা। (২)বিণঃ স্বেচ্ছাচারী ; স্বাধীন ; অসংযত। [সং. স্ব+ √ঈর্+অ (ভা)]। বিঃ **-চার, স্বৈরাচার**—স্বেচ্ছাচার, নিজের ইচ্ছানুযায়ী আচরণ ; অশিষ্ট ব্যবহার, উচ্ছৃঙ্খলতা। বিণঃ **-চারী** (-রিন্), **স্বৈরাচারী** (-রিন্)—স্বেচ্ছাচারী ; উচ্ছৃঙ্খল। বিঃ **-তা, স্বৈরিতা**—স্বেচ্ছাচার, নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী আচরণ। বিঃ **স্বৈরিন্ধ্রী**—**সৈরিন্ধ্রী**-র অনুরূপ। বিণঃ **স্বৈরী** (-রিন্)—স্বৈরাচারী ; অবাধ্য। বিণ(স্ত্রী): **স্বৈরিণী**—স্বেচ্ছাচারিণী ; ব্যভিচারিণী।

স্বোপার্জিত—বিণঃ নিজের দ্বারা অর্জিত (স্বোপার্জিত সম্পত্তি)। [সং. স্ব+উপার্জিত]।

স্মর—(১)বিঃ কন্দর্প ; স্মরণ। (২)বিণঃ স্মরণকারী (জাতিস্মর)। [সং. √স্মৃ+অ]। বিঃ **-জিৎ, -হর, স্মরারি**—মদনভস্মকারী শিব।

স্মরণ—বিঃ মনে মনে বিগত বিষয়াদির চিন্তা অনুভব বা আলোড়ন ; স্মৃতি ; ধ্যান ('শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ-সেবন দাসি রে' : গোবিন্দ) ; মনে মনে (পরের) সাহায্য-কামনা বা আগমন-কামনা (মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন)। [সং. √স্মৃ+অন (ভা)]। বিঃ **-শক্তি**—মনে রাখিবার ক্ষমতা। বিণঃ **স্মরণাতীত**—এমন প্রাচীন যে কেহই স্মরণ করিতে পারে না। ক্রি-বিণঃ **স্মরণার্থ**—স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। বিণঃ **স্মরণার্হ, স্মরণীয়, স্মর্তব্য**—স্মরণযোগ্য। বিণঃ **স্মরণিক**—স্মৃতিরক্ষা করে এমন, memorial (স্মরণিক স্তম্ভ) [স. প.]।

স্মরা—ক্রিঃ (কাব্যে) স্মরণ করা। [স্মরণ দ্রঃ]।

স্মর্তব্য—**স্মরণ** দ্রঃ।

স্মারক—বিণঃ স্মৃতির উদ্বোধক, স্মরণ করাইয়া দেয় এমন (স্মারক লিপি বা ডাকটিকিট)। [সং. √স্মৃ+ণিচ্+অক (র্তৃ)]।

স্মার্ত—বিণঃ স্মৃতিশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় ; স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ; স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত। [সং. স্মৃতি+অ]।

স্মিত—(১)বিঃ ঈষৎ হাস্য (সস্মিত)। (২)বিণঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত (স্মিত মুখে) ; বিকশিত। [সং. √স্মি+ত (ভা, র্তৃ)]।

স্মৃত—বিণঃ স্মরণ করা হইয়াছে এমন, স্মৃতির বিষয়ীভূত। [সং. √স্মৃ+ত (র্ম)]।

স্মৃতি—বিঃ মনে-মনে বিগত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা জ্ঞান, স্মরণ, ধ্যান, স্মরণশক্তি ; স্মারক-চিহ্ন ; মন্বাদিকৃত ধর্মসংহিতা। [সং. √স্মৃ+তি]। বিঃ **-কথা**—স্মৃতির সাহায্যে বর্ণিত অতীত কাহিনী। বিণঃ **-কর্তা** (র্তৃ), **-কার**—স্মৃতিশাস্ত্ররচয়িতা। বিঃ **-চিহ্ন**—স্মারকচিহ্ন। বিঃ **-পথ**—স্মরণরূপ পথ, স্মরণ। বিঃ **-বার্ষিকী**—বৎসরান্তরে ঠিক একই দিনে মৃত ব্যক্তি বা বিগত ঘটনাদি স্মরণ-পূর্বক অনুষ্ঠিত সভা। বিঃ **-বিভ্রম**—স্মরণশক্তির বিপর্যয়, বিস্মরণ। বিণঃ **-বিরুদ্ধ**—ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী। বিঃ **-ভ্রংশ, -লোপ, -হানি**—স্মরণশক্তিলোপ। বিণঃ **-ভ্রষ্ট**—বিস্মৃত। বিঃ **-ভাণ্ডার**—স্মৃতিরক্ষাকল্পে চাঁদা-সংগ্রহ বা ফাণ্ড ; স্মরণ করিয়া রাখা বিষয়সমূহ। বিণঃ **-মান্** (-মৎ)

—প্রগাঢ় স্মরণশক্তিসম্পন্ন। বিঃ -রক্ষা—মৃত বা বিগত কোন ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা। বিঃ -শক্তি—স্মরণ করিবার বা মনে রাখিবার ক্ষমতা। বিঃ -শাস্ত্র—মন্বাদি-প্রণীত ধর্মসংহিতা।

স্মের—বিণঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, স্মিত। [সং. √স্মি +র (র্তৃ)]।

স্যন্দ—বিঃ গমন; বেগ; ক্ষরণ। [সং. √স্যন্দ্ + অ (ভা)]। বিঃ -ন—ক্ষরণ; রথ। বিণঃ **স্যন্দিত**—স্যন্দযুক্ত; ক্ষরিত। বিণঃ **স্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণশীল; গমনশীল।

স্যমন্তক—বিঃ শ্রীকৃষ্ণের অধিকারভুক্ত পৌরাণিক মণিবিশেষ। [সং.]।

স্যমন্তপঞ্চক—বিঃ কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম।

স্যমীক—বিঃ বল্মীক, উই; বৃক্ষবিশেষ। [সং.]।

স্যর, স্যার—সার১-এর রূপভেদ।

স্যাঁতস্যাঁত, স্যাঁতসেঁতে—যথাক্রমে **সেঁতসেঁত** ও **সেঁতসেঁতে**-র বানানভেদ।

স্যাঙাত, স্যাঙাৎ, স্যাঙ্গাত, স্যাঙ্গাৎ—সেঙ্গাত-এর বানানভেদ।

স্যূত—বিণঃ গ্রথিত, সীবন বয়ন বা রিপু করা হইয়াছে এমন। [সং. √সিব্+ত (র্ম)]। বিঃ **স্যূতি**—সীবন; বয়ন; থলিয়া; বংশ; সন্তান।

স্রবণ, স্রব—বিঃ ক্ষরণ; স্রাব; প্রস্রবণ। [সং. √স্রু+অ, অন (ভা)]।

স্রংস, স্রংসন—বিঃ স্খলন, বিচ্যুতি, পতন। [সং √স্রংস্+অ, অন (ভা)]। বিঃ **স্রংস-উপত্যকা**—পৃথিবীপৃষ্ঠাংশ অবদমিত হওয়ার ফলে সৃষ্ট উপত্যকা, rift-valley। বিণঃ **স্রংসী** (-সিন্)—স্রংসনশীল।

স্রক্ (স্রজ্)—বিঃ মালা, হার। [সং. √সৃজ্+ক্বিপ্ (র্ম)]।

স্রগ্ধর—বিণঃ মাল্যধারী, মাল্যভূষিত। [সং. স্রজ্ +ধর(√ধৃ+অ)]। **স্রগ্ধরা**—(১)বিণ(স্ত্রী): **স্রগ্ধর** শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে; (২)বিঃ সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

স্রষ্টা (-ষ্টৃ)—(১)বিঃ ঈশ্বর; ব্রহ্মা। (২)বিণঃ সৃষ্টিকর্তা; রচনাকারী, নির্মাতা। [সং. √সৃজ্ +তৃ (র্তৃ)]।

স্রস্ত—বিণঃ স্খলিত, বিচ্যুত, ক্ষরিত; বিগলিত; স্থানভ্রষ্ট; শিথিল। [সং. √স্রংস্+ত]।

স্রাব—বিঃ ক্ষরণ (রক্তস্রাব); ক্ষরিত পদার্থ। [সং. √স্রু+অ (ভা, র্তৃ)]। বিণঃ -ক—ক্ষরণশীল; ক্ষরণ করায় এমন।

স্রুত—বিণঃ ক্ষরিত, গলিত; চোয়ান, distilled। [সং. √স্রু+ত (র্তৃ)]। বিঃ **স্রুতি**—ক্ষরণ, গলন।

স্রেফ—সেরেফ-এর রূপভেদ।

স্রোতঃ (-তস্), (চলিত) **স্রোত**—বিঃ জলপ্রবাহ; প্রবাহ, ধারা (বায়ুস্রোত)। [সং. √স্রু+তঃ (র্তৃ)]। **স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা**—(১)বিঃ নদী; (২)বিণঃ স্রোত আছে এমন।

স্লাইস—বিঃ খণ্ড, টুকরা (এক স্লাইস রুটি)। [ইং. slice]।

স্লেট—বিঃ লিখিবার জন্য কাল পাথরের ফলক-বিশেষ। [ইং slate]।

স্লো—বিণঃ উচিত বেগ অপেক্ষা কম বেগবিশিষ্ট (ঘড়িটা স্লো যাচ্ছে); দীর্ঘসূত্র, চটপটে নহে এমন (কাজে ভারী স্লো)। [ইং. slow]।

হ

হ—বাঙ্গালা ভাষার ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ।

হইচই, হইহই—বিঃ উচ্চ গোলমাল।

হইতে—অব্যঃ (কোন ব্যক্তি, বিষয় বা স্থান কাল সম্পর্কে) থেকে (তাহা হইতে, তাহার কাছ হইতে); অবধি (সেই সময় হইতে); দ্বারা, ফলে (এ ঘটনা হইতে অনুমান করা যায়)। [বৈদিক অসন্ত (√অস্) > প্রা. অহনতহি > বাং. হইতেঁ, হন্তে, হইতে]।

হইয়া—অব্যঃ পক্ষসমর্থন করিয়া (তাহার হইয়া কথা বলিবার কেহ নাই); প্রতিনিধিস্বরূপ (ছেলে বাপের হইয়া অতিথিকে অভ্যর্থনা করিল); পথিমধ্যে কোন স্থান অতিক্রম করিয়া বা সেখানে থাকিয়া, ঘুরিয়া (শিয়ালদহ হইতে বালিগঞ্জ হইয়া টালিগঞ্জে যাব, আসিবার পথে বাজারটা হইয়া আসিও)। [হওয়া দ্রঃ]।

হইহই—**হইচই** দ্রঃ।

হওন—বিঃ (প্রাদে.) হওয়া, সংঘটন। [হওয়া দ্রঃ]।

হওয়া—(১)ক্রিঃ বর্তমান বা বিদ্যমান থাকা; ঘটা (যুদ্ধ হওয়া, বিপদ্ হওয়া); জন্মান, প্রকাশ পাওয়া, উৎপন্ন হওয়া (ছেলে হওয়া, মেঘ হওয়া, ধান হওয়া); আয় হওয়া (ব্যবসায়ে টাকা হওয়া); জমা, সঞ্চিত হওয়া (তার টাকা হয়েছে); বাড়া, অধিক হওয়া (বেলা হওয়া, বয়স হওয়া); সম্পাদিত সমাপ্ত বা পরিণত

হওয়া (এ কাজ দুঘণ্টায় হয়, রক্ত জল হওয়া); অবস্থালাভ বা পদলাভ করা (রাজা হওয়া, স্বাধীন হওয়া); উপস্থিত হওয়া, আসা (যাবার সময় হওয়া), ঘটা, উদয় হওয়া বা সঞ্চার হওয়া, জাগা (অসুখ হওয়া, ভোর হওয়া, ভয় হওয়া); ব্যাপা, অতিবাহিত বা যাপিত হওয়া (তিন দিন হইল গিয়াছে); আয়ু ফুরান (তাহার হইয়া আসিল); মেলা, জোটা (চাকরি হওয়া, সুখ হওয়া); কুলান (ইহাতেই হইবে); পড়া, পতিত হওয়া (শিলাবৃষ্টি হওয়া); সম্বন্ধযুক্ত থাকা (সে আমার কুটুম্ব হয়); নিজস্ব বা আপন হওয়া, অধিকারে আসা (সে কি আর আমার হবে, জমিটা কি আমার হবে); উপযুক্ত বা মাপসই হওয়া (এ জুতো তোমার পায়ে হবে না); সংশয়যুক্ত সম্ভাবনা হওয়া (তা হবে)। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। (৩)বিণঃ হইয়াছে বা প্রায় হইয়াছে এমন (হওয়া ভাত)। [<সং. √ভূ বা √অস্]।

হংস—বিঃ লিপ্তপাদ জলচর পক্ষিবিশেষ, হাঁস; নির্লোভ যতি বা সন্ন্যাসী। [সং.]। বি(স্ত্রী): **হংসী**। **-গমন**—(১)বিঃ হাঁসের ন্যায় মাথা নত ও নিতম্ব আন্দোলিত করিয়া লীলায়িত গমন; (২)বিণঃ হংসের ন্যায় লীলায়িতভাবে গমনকারী। বিণ(স্ত্রী): **-গমনা, -গামিনী**। বিঃ **-দূত**—দৌত্যকার্যে প্রেরিত হংস। বিঃ **-বাহন, হংসারূঢ়, -রথ**—ব্রহ্মা। বি(স্ত্রী): **-বাহনা, -বাহিনী, হংসারূঢ়া**—সরস্বতী। বিঃ **-মালা**—হাঁসের দল।

হক—(১)বিণঃ যথার্থ, ন্যায্য, প্রকৃত (হক কথা)। (২)বিঃ ন্যায্য অধিকার বা স্বত্ব (হকের টাকা, হক বুঝিয়া লওয়া); ন্যায্য কথা (হক বলা)। [আ. হক্]। বিণঃ **-দার**—ন্যায্য দাবিদার। বিঃ **হকিকত**—সঠিক বিবরণ; বয়ান। বিঃ **হকিয়ত**—স্বত্ব-সাব্যস্তের মামলা।

হকচকা—ক্রিঃ হকচকান। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া, হতভম্ব হওয়া; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

হকি—বিঃ পায়ের বদলে কাঠের লাঠি ও ক্ষুদ্র গোলক লইয়া ফুটবলজাতীয় খেলাবিশেষ। [ইং. hockey]।

হকিকত, হকিয়ত—**হক** দ্রঃ।

হকিম—বিঃ ইউনানী চিকিৎসক। [আ. হকীম্]। **হকিমি, হকিমী**—(১) হকিমের কাজ; (২)বিণঃ ইউনানী; হকিম-সম্বন্ধীয়।

হজ—বিঃ বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থদর্শন ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান-পালন। [আ. হজ্জ্]।

হজম—বিঃ পরিপাক; (ব্যঙ্গে) আত্মসাৎ করা (নেতাটি জনসাধারণের টাকা হজম করেছে); বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা (অপমান হজম করা)। [আ. হজ্ম্]। বিণঃ **হজমি, হজমী**—পরিপাকের সহায়ক।

হজরত—বিঃ প্রভু, অতি সম্মানিত ব্যক্তি (হজরত মোহাম্মদ)। [আ. হজ্রৎ]।

হট্—অব্যঃ হঠাৎ তৎপরতা হঠকারিতা প্রভৃতি ভাবসূচক, চট্।

হটা—(১)ক্রিঃ সরিয়া যাওয়া, অপসৃত হওয়া; পশ্চাদ্‌পদ হওয়া; নিরস্ত হওয়া; হারিয়া যাওয়া। (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে। [সং. √হঠ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ সরাইয়া দেওয়া; পশ্চাদ্‌পদ করা; নিরস্ত করা; পরাজিত করা; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে।

হট্ট—বিঃ হাট, বাজার। [সং. √হট্+ত (র্তৃ)]। বিঃ **-গোল**—হাটের মত গোলমাল, গণ্ডগোল, গোলমাল। বিঃ **-বিলাসিনী**—বেশ্যা। বিঃ **-মন্দির**—(ব্যঙ্গে) হাটে দোকানঘররূপে ব্যবহৃত চালাঘর।

হঠ—বিঃ বলপ্রয়োগ; পশ্চাদপসরণ; পরাজয়; অবিবেচনা। [সং. √হঠ্+অ (ভা)]। বিণঃ **-কারী** (-রিন্)—অবিমৃষ্যকারী; গোঁয়ার; অবিবেচক। বিঃ **-কারিতা**।

হঠযোগ—বিঃ যোগবিশেষ: ইহাতে প্রাণ ও অপান বায়ু নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। [সং. হঠ (সম্পাদ্য)+যোগ]। বিণঃ **হঠযোগী** (-গিন্)—হঠযোগে সিদ্ধিলাভকারী।

হঠা—**হটা**-র রূপভেদ।

হঠাৎ—ক্রি-বিণঃ সহসা, অকস্মাৎ; অতর্কিতভাবে, পূর্বে কোন বিবেচনা না করিয়া। [সং. হঠ+আৎ (৫মী স্থানে)]।

হঠান, হঠানো—**হটান**-র রূপভেদ।

হড়কা—ক্রিঃ হড়কান। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পিছলাইয়া যাওয়া, পিছলান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

হড়বড়—অব্যঃ বলন চলন প্রভৃতিতে অতি দ্রুততার ভাবপ্রকাশক। [তু. হি. হবর-হবর]। ক্রিঃ **হড়বড়ান, হড়বড়ানো**—হড়বড় করা; অত্যধিক দ্রুততা বা ব্যস্ততা প্রকাশ করা। বিণঃ **হড়বড়ে**—হড়বড় করে এমন, ব্যস্ততা-পরায়ণ।

হড়হড়—অব্যঃ পিচ্ছিলতার ভাবপ্রকাশক। বিণঃ **হড়হড়ে**—হড়হড় করে এমন, পিচ্ছিল।

হড়াৎ, হড়াস—অব্যঃ হঠাৎ খোলা বা ঢালিয়া দেওয়ার শব্দ।

হণ্ডা—বিঃ বড় হাঁড়ি, হাঁড়া। [অর্বাচীন সং.]। বিঃ **হণ্ডিকা, হণ্ডী**—হাঁড়ি।

হত—বিণঃ হত্যা করা বা বধ করা হইয়াছে এমন (যুদ্ধে হত সৈনিক); নষ্ট, নাশপ্রাপ্ত (হত-গৌরব); লুপ্ত, লোপপ্রাপ্ত (হতচেতন, হত-বুদ্ধি); ব্যাহত (হতোদ্যম); মন্দ (হতভাগ্য)। [সং. √হন্+ত (র্ম)]। বিণঃ **-চেতন, -জ্ঞান**—অচেতন; মূর্ছিত। বিণঃ **-ছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, দুর্দশাগ্রস্ত। [সং. হতশ্রী]। বিণঃ **-প্রায়**—প্রায় বিনষ্ট; মর-মর। বিণঃ **-বল**—নষ্ট-শক্তি, বলহীন। বিণঃ **-বুদ্ধি, -ভম্ব**—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিণঃ **-ভাগ্য, -ভাগা**—মন্দ-ভাগ্য, দুর্ভাগা। বিণ(স্ত্রী): **-ভাগ্যা, -ভাগিনী, -ভাগী**। বিণঃ **-মান**—সম্মানহারা; অবমানিত। বিণঃ **-শ্রদ্ধ**—শ্রদ্ধাহারা, বীতশ্রদ্ধ। বিঃ **-শ্রদ্ধা**—(বাং.) অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা। বিণঃ **-শ্রী**—শ্রীভ্রষ্ট; সম্পদ্‌হারা।

হতাদর—(১)বিণঃ আদর নষ্ট হইয়াছে এমন, অনাদৃত। (২)বিঃ অসম্মান, অমর্যাদা, অনাদর। [সং. হত+আদর]।

হতাশ—বিণঃ নিরাশ, আশাহীন। [সং. হত+আশা]। বিঃ **হতাশা**—নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ।

হতাশ্বাস—বিণঃ ভরসা হারাইয়াছে বা আশ্বাস-হারা হইয়াছে এমন। [সং. হত+আশ্বাস]।

হতাহত—বিণঃ হত ও আহত। [সং. হত+আহত]।

হতে—**হইতে**-র কথ্য রূপ।

হতোঽস্মি—ক্রিঃ আমি (পুরুষ) মারা গেলাম। [সং. হতঃ+অস্মি]। **হা হতোঽস্মি করা**—নিরাশ হইয়া 'মারা গেলাম' বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা।

হতোদ্যম—বিণঃ উদ্যমহারা, ভগ্নোৎসাহ। [সং হত+উদ্যম]।

হর্তুকি, হর্তুকী—**হরীতকী**-র কথ্য রূপ।

হত্তেল—**হরিতাল**-এর কথ্য রূপ।

হত্যা, (কথ্য) **হত্যে**—বিঃ প্রাণনাশ, বধ (জীব-হত্যা করা); (বাং.) অভীষ্টসিদ্ধির জন্য আমৃত্যু দেবতার নিকট ধরনা (তারকেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দেওয়া)। [সং. √হন্+ক্যপ্ (ভা)+আপ্]। বিঃ **-কাণ্ড**—খুনের ঘটনা। বিণঃ **-কারী** (-রিন্)—খুনী। বিঃ **-পরাধ**—খুন করার অপরাধ।

হদ—বিঃ গর্ত। [সং. হ্রদ]।

হদিস১, হদীস১—বিঃ তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ (কাহারও হদিস পাওয়া); উপায়, পথ (হদিস খুঁজে পাওয়া)। [আ. হদীথ্]।

হদিস২, হদীস২—বিঃ পরম্পরাগত হজরত মোহাম্মদের উপদেশাবলী; মুসলমান ব্যবস্থা-শাস্ত্র। [আ. হদীথ্]।

হদ্দ—(১)বিঃ সীমা, এলাকা (হদ্দের বাইরে যাওয়া)। (২)বিণঃ চরম, চূড়ান্ত (হদ্দ মজা); অনধিক, মোট (হদ্দ চার কাঠা)। [আ. হদ্দ্]। অব্যঃ **-মুদ্দ**—যথাসাধ্য; বড় জোর, খুব বেশী হইলে।

হনন—বিঃ হত্যা, বধ। [সং. √হন্+অন (ভা)]। বিণঃ **হননীয়**—বধযোগ্য।

হনহন, হন্‌হন্—অব্যঃ দ্রুতবেগে চলিবার ভাবসূচক।

হনু, হনূ—বিঃ গণ্ডদেশের উপরিভাগ; চোয়াল; চিবুক; (প্রা. কা.) হনুমান্। [সং.]। বিঃ **-মান্** (-মৎ)—রামায়ণোক্ত রামভক্ত মহাবীর বানর-বিশেষ; বৃহদাকার কৃষ্ণমুখ বানরবিশেষ।

হন্ত—বিলাপসূচক অব্যয়বিশেষ ('কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত': রবীন্দ্র)। [সং.]।

হন্তদন্ত—অব্যঃ অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত, ব্যস্ত-সমস্ত। [দেশী]।

হন্তব্য—বিণঃ বধযোগ্য, হননীয়। [সং. √হন+তব্য (র্ম)]।

হন্তা (-তৃ)—বিণঃ হত্যাকারী। [সং. √হন্+তৃ (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **হন্ত্রী**। বি.বিণঃ **-রক**—হত্যাকারী, অন্তরায়।

হন্দর—বিঃ ওজনের পরিমাণবিশেষ (১ হন্দর = ১১২ পাউণ্ড = ৫০.৮ কিলোগ্রাম)। [ইং. hundredweight]।

হন্যমান—বিণঃ নিহত হইতেছে এমন। [সং. √হন্+মান (র্ম)]।

হন্যা, (চলিত) **হন্যে, হন্নে**—বিণঃ মারিবার বা আক্রমণ করিবার জন্য ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান, কোন কিছুর জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টাযুক্ত; খেপা (হন্যে হওয়া, হন্যে কুকুর)। [সং. হন্]।

হপ্তা—বিঃ সপ্তাহ; পরপর সাত দিন। [ফা. হফ্‌তা]।

হবচন্দ্র, হবুচন্দ্র—বি: গল্পে বর্ণিত নিরেট মূর্খ নৃপতিবিশেষ। **হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী**—যেমন মূর্খ রাজা তেমনই তাহার মূর্খ মন্ত্রী।

হবন—বি: হোম। [√হু+অন (ভা)]। বি: **হবনী**—হোমকুণ্ড। বি.বিণ: **হবনীয়**—হব্য।

হবা—বি: ইহুদী খ্রিষ্টান ও ইসলাম পুরাণোক্ত পৃথিবীর আদি নারী, Eve। [আ. হবা]।

হবিঃ (-বিস্), (চলিত) **হবি**—বি: হবনীয় বস্তু; হোমের ঘৃত; ঘৃত; হোম। [সং. √হু+ইস্]।

হবিষ্য, (কথ্য) **হবিষ্যি**—বি: ঘৃতান্ন; সঘৃত নিরামিষ আতপতণ্ডুলান্ন। [সং. হবিস্+য]। ক্রি: **হবিষ্য করা**—হবিষ্যান্ন খাওয়া। বি: **হবিষ্যান্ন**—হবিষ্য। বিণ: **হবিষ্যাশী** (-শিন্)—হবিষ্যান্নভোজী।

হবু—বিণ: ভাবী, হইবে এমন (হবু জামাই)। [হওয়া দ্র:]।

হবুচন্দ্র—**হবচন্দ্র** দ্র:।

হবহব, হবোহবো—বিণ: হইবার উপক্রম করিয়াছে এমন, আসন্ন (সন্ধ্যা হবহব)। [হওয়া দ্র: (আসন্ন অর্থে দ্বিত্ব)]।

হব্য—(১)বি: হোমে প্রদেয় বস্তু; হোম। (২)বিণ: হোমে প্রদেয়, হোমের যোগ্য। [সং. √হু+য]।

হম—**হাম**২-এর রূপভেদ।

হম্বা—**হাম্বা**-র রূপভেদ।

হ-য-ব-র-ল—(১)বিণ: বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল (হ-য-ব-র-ল হয়ে আছে)। (২)বি: বিশৃঙ্খলা, গোঁজামিল (হ-য-ব-র-ল করা)।

হয়১—(১)ক্রি: **হওয়া**-র নিত্যবর্তমানে প্রথম পুরুষের রূপ। (২)অব্য. (সমু): বিকল্পসূচক (হয় তুমি নয় সে)। **হয়কে নয় করা**—যাহা ঘটে তাহা ঘটে না বলিয়া প্রমাণ করা, সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করা। ক্রি-বিণ: **-ত, -তো**—সম্ভবতঃ। বিণ: **হয়-হয়**—একান্ত আসন্ন।

হয়২—বি: ঘোড়া, অশ্ব। [সং.]। বি(স্ত্রী): **হয়ী**। বিণ: **-গ্রীব**—ঘোড়ার মত গ্রীবাযুক্ত।

হয়রান, হয়রাণ—বি: নাকাল; ব্যর্থ পরিশ্রমে ক্লান্ত; জ্বালাতন, উত্ত্যক্ত। [আ. হয়রান্]। বি: **হয়রানি, হয়রাণি**—হয়রান হওয়ার ভাব।

হর১—(১)বি: সংহারকর্তা শিব; (গণি.) ভাজক বা বিভাজক অঙ্ক, denominator। (২)বিণ: সংহারকারী; হরণকারী; নাশক, অপনোদক (সন্তাপহর)। [সং. √হৃ+অ (র্তৃ)]। বি: **-গৌরী**—শিব ও দুর্গা; এক-মূর্তিতে শিব ও দুর্গার প্রকাশ, অর্ধনারীশ্বরমূর্তি। **হর হর বম বম**—শৈবদিগের ধ্বনিবিশেষ। বিণ(স্ত্রী): **হরা**—নাশিকা, অপনোদনকারিণী (দুঃখহরা)।

হর২—বিণ: প্রত্যেক (হররোজ); বিবিধ, নানা (হর কিসম)। [ফা.]। ক্রি-বিণ: **-ঘড়ি, -দম**—সর্বদা, অনবরত। বি: **-বোলা**—যে বহু বিভিন্ন বুলি বলে বা বলিতে পারে।

হরকত, হরকৎ—বি: বাধা, প্রতিবন্ধক। [আ. হরকৎ]।

হরকরা—বি: সংবাদ চিঠি প্রভৃতির বাহক, পিয়ন। [ফা.]।

হরগিজ—ক্রি-বিণ: কখনও। [ফা.]।

হরগৌরী—**হর**১ দ্র:।

হরঘড়ি—**হর**২ দ্র:।

হরজ, হরজা—বি: ক্ষতি, হানি। [ফা. হর্জ্]।

হরণ—বি: লুণ্ঠন, চুরি (পরদ্রব্য হরণ); অপনোদন, মোচন (শঙ্কাহরণ); নাশন (জীবনহরণ); (গণি.) ভাগ করা। [সং. √হৃ+অন (ভা)]। বি: **-পূরণ**—(গণি.) ভাগ ও গুণ; (আল.) যোগ-বিয়োগ, কমতি-বাড়তি।

হরতন—বি: খেলার তাসের রঙ বা চিহ্নবিশেষ। [ওল. harten]।

হরতাল—বি: বিক্ষোভ-প্রকাশার্থ দোকান-হাট কাজকর্ম প্রভৃতি সাময়িকভাবে বন্ধ করা; ধর্মঘট। [গুজ.]।

হরদম—**হর**২ দ্র:।

হরফ, হরপ—বি: বর্ণমালার লেখ্য সঙ্কেত বা রূপ, অক্ষর। [আ. হর্ফ্]।

হরবোলা—**হর**২ দ্র:।

হররা—বি: (আনন্দাদির) প্রাচুর্যসূচক উচ্চ কোলাহল। [দেশী ?]।

হরষ—**হর্ষ**-এর কোমল রূপ। বিণ: **হরষিত**—(কাব্যে) হর্ষযুক্ত।

হরা১—**হর**১ দ্র:।

হরা২—(১)ক্রি: (কাব্যে) হরণ করা। (২)বি.বিণ: উক্ত অর্থে। [সং. √হৃ]।

হরি—(১)বি: নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ; [সং.] যম, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, সিংহ, অশ্ব ইত্যাদি। (২)বিণ: হরিৎ কপিল বা পিঙ্গল বর্ণ বিশিষ্ট। [সং. √হৃ+ই (র্তৃ)]। **হরির লুট**—হরি-সঙ্কীর্তনের পর প্রসাদী বাতাসা ভক্তদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া। বি: **-গুণগান**—বিষ্ণুর নাম ও মহিমা কীর্তন। বি: **-চন্দন**—**চন্দন** দ্র:। বি: **-জন**—

ভারতের অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক ; উক্ত সম্প্রদায়। [গান্ধী কর্তৃক উদ্ভাবিত]। বিঃ **-দ্বার**—হিমালয়ের পাদদেশস্থ হিন্দু তীর্থবিশেষ। বিঃ **-নাম**—দেবাদিদেব হরির নাম ; ঐ নাম জপ বা কীর্তন। **হরিনামের ঝুলি**—হরিনামের মালা রাখার ঝুলি। **হরিনামের মালা**—হরিনাম জপ-কালে নামোচ্চারণের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য ব্যবহৃত মালা ; বৈষ্ণবের জপমালা। ক্রিঃ **হরিনাম করা**—হরিনাম জপ করা বা সঙ্কীর্তন করা। বি(স্ত্রী): **-প্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী ; তুলসী পাতা বা গাছ। বিঃ **-বাসর**—দ্বাদশীর প্রথম পাদযুক্ত একাদশীর দিন ; (ব্যঙ্গে) উপবাস, অনশন। বিঃ **-বোল**—(সচ. সমবেতকণ্ঠে ও উচ্চৈঃস্বরে) হরির নামোচ্চারণ (হিন্দুরা পূজান্তে কীর্তনান্তে এবং শববহনকালে ও শবদাহ-কালে এই ধ্বনি উচ্চারণ করেন) ; ঘৃণা ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ সূচক উক্তি। বিণঃ **-ভক্ত**—হরির প্রতি ভক্তিমান ; বৈষ্ণব। বিঃ **-ভক্তি**—হরির প্রতি ভক্তি। ক্রিঃ **হরিভক্তি উবিয়া যাওয়া**—(ব্যঙ্গে) শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যাওয়া। বিঃ **-মটর**—(কৌতু) উপবাস, অনশন। বিঃ **-লোট**—**হরির লুট**-এর কথ্য রূপ। বিঃ **-সঙ্কীর্তন, -সংকীর্তন**—দল-বদ্ধভাবে হরিগুণগান করা। বিঃ **-সভা**—হরির মহিমা আলোচনার্থ সভা। বিঃ **-হর**—হরি ও হর, বিষ্ণু ও শিব ; বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি। বিণ.বিঃ **-হরাত্মা**—অভিন্নহৃদয় ; একপ্রাণ এক-দেহ।

হরি ঘোষের গোয়াল—(নদীয়ার হরি ঘোষ নামক জনৈক গোপের দান-করা গোশালায় প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে সমবেত বহু-সংখ্যক ছাত্রপুঞ্জের কোলাহল হইতে, মতান্তরে কলিকাতার দানবীর হরি ঘোষের অতিথিশালার বহুসংখ্যক স্থায়ী ও অস্থায়ী অতিথিদের কোলা-হল হইতে) বহু লোকের কোলাহলপূর্ণ আড্ডা।

হরিচন্দন, হরিজন—**হরি** দ্রঃ।

হরিণ—বিঃ সুদর্শন তৃণভোজী শৃঙ্গী পশুবিশেষ, মৃগ, কুরঙ্গ। [সং. √হৃ+ইন (র্তৃ)]। বি(স্ত্রী): **হরিণী**। **-নয়না, হরিণাক্ষী**—হরিণের ন্যায় সুন্দর চক্ষুযুক্তা। বিঃ **হরিণাঙ্ক**—চন্দ্র।

হরিণবাড়ি—বিঃ প্রাচীন কলিকাতার প্রসিদ্ধ জেলখানা ; জেলখানা [?]।

হরিৎ, হরিত—(১)বিঃ সবুজ বর্ণ ; সূর্যের অশ্ব। (২)বিণঃ সবুজবর্ণবিশিষ্ট। [সং. √হৃ+ইৎ, ইত (র্তৃ)]। বিঃ **হরিতাশ্ম (-শ্মন্)**—(সবুজবর্ণ বলিয়া) মরকত মণি ; তুঁতিয়া। বিঃ **হরিদশ্ব**—(সবুজবর্ণ অশ্ববাহিত রথারূঢ় বলিয়া) সূর্য। বিণঃ **হরিদ্বর্ণ**—হরিৎ বর্ণযুক্ত।

হরিতাল—বিঃ পারদযুক্ত পীতবর্ণ বিষাক্ত ধাতব পদার্থবিশেষ ; পীতবর্ণ পক্ষিবিশেষ, হরিয়াল। [সং. হরি+তাল]।

হরিতালিকা, হরিতালী—বিঃ ছায়াপথ ; ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থী বা নষ্টচন্দ্রের তিথি। [সং. হরিতাল+ক+আ, ঈ]।

হরিতাশ্ম, হরিৎ, হরিদশ্ব, হরিদ্বর্ণ—**হরিত** দ্রঃ।

হরিদ্রা—বিঃ (প্রধানতঃ মসলারূপে ব্যবহৃত) পীতবর্ণ মূলবিশেষ, হলুদ। [সং হরি+ √দ্রু+অ (র্তৃ)+আ]। বিণঃ **-ভ**—পীতবর্ণযুক্ত, হলদে।

হরিদ্বার, হরিনাম, হরিপ্রিয়া, হরিবাসর, হরি-বোল, হরিভক্ত, হরিভক্তি, হরিমটর—**হরি** দ্রঃ।

হরিয়াল—বিঃ ঘুঘুজাতীয় পীতবর্ণ বা সবুজবর্ণ পক্ষিবিশেষ। [সং. হরিতাল]।

হরিলোট—**হরি** দ্রঃ।

হরিশ্চন্দ্র—বিঃ সূর্যবংশীয় রাজাবিশেষ যিনি বিশ্বামিত্র মুনিকে সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। [সং. হরিঃ+চন্দ্র]।

হরিষ—**হর্ষ**-র কোমল রূপ। **হরিষে বিষাদ**—আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আকস্মিকভাবে দুঃখের সঞ্চার।

হরিসঙ্কীর্তন, হরিসংকীর্তন, হরিসভা, হরিহর—**হরি** দ্রঃ।

হরীতকী—বিঃ (কবিরাজী ঔষধে ও মুখশুদ্ধির কার্যে ব্যবহৃত) পীতবর্ণ কষায় ফলবিশেষ ; উহার গাছ। [সং. হরি (পীতবর্ণ)+ইত (প্রাপ্ত).+ক+ঈ]।

হরেক—বিণঃ নানাপ্রকার, বিবিধ (হরেক রকম) ; এক-এক, বিভিন্ন (হরেক জনের হরেক কথা)। [ফা. হর্+বাং. এক]।

হরেদরে—ক্রি-বিণঃ মোটামুটি ; গড়পড়তা। [ফা. হর্+দর]।

হর্তা (-র্তৃ)—বিণঃ হরণকর্তা, অপহারক ; সংহারক। [সং. √হৃ+তৃ (র্তৃ)]। বিঃ **-কর্তা**—সংহারকর্তা ও নির্মাণকর্তা ; সর্বময় কর্তা। বিঃ **হর্তা-কর্তা-বিধাতা**—বিনাশ নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনের কর্তা ; সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ; (আল.) সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।

হর্ম্য—বিঃ মনোহর অট্টালিকা, ধনীদের বাস-ভবন, সৌধ, প্রাসাদ। [সং হৃ (+ম)+য]।

হর্যক্ষ—বিঃ সিংহ; কুবের। [সং. হরি (পিঙ্গল-বর্ণ)+অক্ষি]।

হর্যশ্ব—বিঃ ইন্দ্র। [সং. হরি (পিঙ্গলবর্ণ)+অশ্ব]।

হর্ষ—বিঃ আনন্দ, পুলক; উদ্ভেদ, উদ্গম, খাড়া হওয়া বা শিহরণ (লোমহর্ষ)। [সং. √হৃষ্+অ (ভা)]। **-ণ**—(১)বিঃ হর্ষ; (২)বিণঃ হর্ষ-জনক, আনন্দদায়ক; শিহরিয়া বা খাড়া করিয়া তোলে এমন (লোমহর্ষণ)। বিণঃ **হর্ষান্বিত, হর্ষাবিষ্ট, হর্ষিত**—আনন্দিত, তোষিত; আমোদিত। বিঃ **হর্ষোদয়**—আনন্দের সঞ্চার।

হল১—বিঃ সোনার প্রলেপ বা সোনালী প্রলেপ, গিলটি। [আ.]।

হল২—বিঃ বড় ঘর। [ইং. hall]।

হল৩—বিঃ লাঙ্গল। [সং.]। বিঃ **-কর্ষণ, -চালনা, -চালন**—লাঙ্গলদ্বারা জমি চাষ। বিঃ **-ধর, -ভৃৎ, হলী** (-লিন্)—কৃষক; বলরাম। বিঃ **হলায়ুধ**—বলরাম। বিণঃ **হল্য**—হলসম্বন্ধীয়; কর্ষণযোগ্য।

হলকা—বিঃ পাল, দল, দঙ্গল ('ষোড়শ হলকা হাতী': ভা. চ.); ঘোড়ার গলায় পরাইবার চামড়ার বেড়; ঢেউ, ছাট; উত্তপ্ত প্রবাহ (আগুনের হলকা)। [আ.]।

হলদি, হলদী—বিঃ (প্রাদে.) হলুদ। [প্রাকৃ. হলিদ্দা<সং. হরিদ্রা]।

হলদে—**হলুদ** দ্রঃ।

হলধর—**হল৩** দ্রঃ।

হলন্ত—**হল্** দ্রঃ।

হলফ, হলপ—বিঃ সত্য বলিবার জন্য শপথ বা ঈশ্বরের নামে দিব্য। [আ.]।

হলহল—অব্যঃ অতিশয় ঢিলা বা আলগা হওয়ার ভাবপ্রকাশক। বিণঃ **হলহলে**—অত্যন্ত ঢিলা বা আলগা; হলহল করিতেছে এমন।

হলা—অব্যঃ ওলো, নারী কর্তৃক নারীকে সম্বোধনাত্মক ('হলা প্রিয়ংবদে')। [সং.]।

হলায়ুধ—**হল৩** দ্রঃ।

হলাহল—বিঃ তীব্র বিষ, কালকূট। [সং.]।

হলী—**হল৩** দ্রঃ।

হলুদ—বিঃ (প্রধানতঃ মসলারূপে ব্যবহৃত) পীত-বর্ণ কন্দবিশেষ, হরিদ্রা। [প্রাকৃ. হলিদ্দা<সং. হরিদ্রা]। বিণঃ **হলদে**—হলুদবর্ণ, পীত।

হল্, হস্—বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সাঙ্কেতিক নাম।

হলন্ত, হসন্ত—(১)বিঃ ব্যঞ্জনবর্ণ; (বাং.) ব্যঞ্জন-বর্ণের চিহ্নবিশেষ (্); (২)বিণঃ ব্যঞ্জনান্ত; ব্যঞ্জনচিহ্নযুক্ত, হস্-চিহ্নযুক্ত।

হল্‌কা, হল্কা—**হলকা**-র বানানভেদ।

হল্য—**হল৩** দ্রঃ।

হল্লা—বিঃ গোলমাল, চেঁচামেচি; পুলিসের আক্রমণ বা তাড়া। [হি.]।

হসন—বিঃ হাস্য, হাস্য করা। [সং. √হস্+অন (ভা)]। বিণঃ **হসিত**—হাস্যযুক্ত, সহাস্য; বিকশিত।

হসন্ত—**হল্** দ্রঃ।

হসন্তিকা, হসন্তী—বিঃ অগ্নিপাত্র। [সং.]।

হস্—**হল্** দ্রঃ।

হস্ত—বিঃ হাত, কর, পাণি; বাহু, ভুজ; মণিবন্ধ কনুই অথবা বগল হইতে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশ; চব্বিশ অঙ্গুলি বা প্রায় আঠার ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ; হাতির শুঁড়। [সং.]। বিঃ **-কৌশল**—হাত চালাইবার কায়দা, হাতের কায়দা। বিঃ **-ক্ষেপ, -ক্ষেপণ**—হাত দেওয়া; কোন কার্যে অংশগ্রহণ বা বাধাদান। বিণঃ **-গত**—অধিকৃত, দখলীকৃত, করায়ত্ত। বিণঃ **-গ্রাহ্য**—হস্তদ্বারা গ্রহণযোগ্য বা স্পর্শন-সাধ্য। বিণঃ **-চ্যুত**—হাতছাড়া, অধিকারচ্যুত, বেদখল; হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে এমন। বিঃ **-ধারণ**—হাত ধরা। বিঃ **-রেখা**—কর-তলের রেখা। বিঃ **-লাঘব**—হাতসাফাই। বিণঃ **-লিখিত**—হাত দিয়া লিখিত অর্থাৎ মুদ্রিত নহে। বিঃ **-লিপি, -লেখ**—হাতের লেখা। বিঃ **হস্তাক্ষর**—হাতের লেখার ছাঁদ; হাতের লেখা। বিঃ **হস্তান্তর**—ভিন্ন অধিকারভুক্ত হওয়া; হাত-বদল। বিণঃ **হস্তান্তরিত**—অন্যের অধিকারে গত; অন্য লোককে প্রদত্ত। বিঃ **হস্তামলক**—করতলস্থিত আমলকী; (আল.) সম্পূর্ণ আয়ত্ত বস্তু বা সহজে আয়ত্ত হয় এমন বস্তু, শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তগ্রন্থবিশেষ। বিঃ **হস্তার্পণ**—**হস্তক্ষেপ**-এর অনুরূপ।

হস্তবুদ—বিঃ বর্তমান ও অতীত হিসাব, জমা-বন্দি; জমিদারির মোট আয়। [ফা. হস্ত-ও-বুদ্]।

হস্তা—বিঃ (জ্যোতিষ.) ত্রয়োদশ নক্ষত্র। [সং.]।

হস্তাক্ষর, হস্তান্তর, হস্তামলক, হস্তার্পণ—**হস্ত** দ্রঃ।

হস্তিনাপুর—বিঃ কৌরবদিগের রাজধানী।

হস্তী (-স্তিন্)—বিঃ হাতি, গজ, করী, নাগ, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, বারণ, দন্তী, দ্বিপ, দ্বিরদ। [সং. হস্ত+ইন্]। বি(স্ত্রী): **হস্তিনী**। বিঃ **হস্তিদন্ত**—হাতির দাঁত, ivory। বিঃ **হস্তিপ, হস্তিপক**—হস্তিপালক, মাহুত। বিঃ **হস্তিমদ**—হাতি খেপিলে তাহার শুণ্ডের ছিদ্র শিশ্ন ও চক্ষু হইতে যে জল ক্ষরিত হয়। বিণঃ **হস্তিমূর্খ**—অতিশয় মূর্খ। বিঃ **হস্তিশালা**—হাতির আস্তাবল, পিলখানা। বিঃ **হস্ত্যশ্ব**—হাতি ও ঘোড়া। বিঃ **হস্ত্যাজীব** — হাতি-ব্যবসায়ী, হস্তিপালক; হাতি-শিকারি। বিঃ **হস্ত্যায়ুর্বেদ**—হাতির চিকিৎসা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বিঃ **হস্ত্যারোহ**—হস্তিপৃষ্ঠে আরোহী ব্যক্তি; মাহুত। বিণঃ **হস্ত্যারোহী** (-হিন্)—হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়।

হা—অব্যঃ হায়; শোক ক্লেশ বিস্ময় আর্তি প্রভৃতি সূচক শব্দ। বিঃ **-পিত্যেশ**—অতি লোভাতুর প্রত্যাশা; দীর্ঘ প্রত্যাশা; আপসোস, অনুশোচনা। বিঃ **-হুতাশ**—অতিশয় আক্ষেপ।

হাই—বিঃ আলস্যজনিত বা নিদ্রাবেশজনিত মুখব্যাদান, জৃম্ভণ। [সং. হাফিকা]।

হাই-আমলা—বিঃ বরকে কন্যার বশীভূত রাখিবার জন্য আমলকী ও অন্যান্য বস্তুর মিশ্রিত পিণ্ড। [দেশী]।

হাইআর সেকেনডারি—বিণঃ উচ্চ মাধ্যমিক। [ইং. higher secondary]।

হাইকোর্ট—বিঃ প্রদেশের উচ্চতম বিচারালয়। [ইং. high court]।

হাইড্রোজেন—বিঃ মৌলিক গ্যাসবিশেষ, জলজান, উদজান। [ইং. hydrogen]।

হাইফেন—বিঃ ('-')—সমাসসূচক এই যতিচিহ্ন (হ-য-ব-র-ল, সিন্ধু-তরঙ্গ)। [ইং. hyphen]।

হাইবেঞ্চ—বিঃ বেঞ্চ-এর সম্মুখস্থ লম্বা ও টেবিলের ন্যায় উচ্চ কাষ্ঠাসনবিশেষ। [ইং. high bench]।

হাইবাস—বিঃ উৎকট ইচ্ছা বা লালসা অথবা তজ্জনিত বিভ্রম; হুতাশ, শোক। [হাবাস দ্রঃ]।

হাইল—**হাল**১-এর রূপভেদ।

হাই স্কুল—বিঃ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। [ইং. high school]।

হাউই—বিঃ আকাশে ওঠে এমন আতশবাজিবিশেষ। [ফা. হবাঈ]।

হাউমাউ—বিঃ সক্রন্দন হৈ-চৈ। বিঃ **-খাঁউ**—প্রাণিবধপূর্বক ক্ষুধাশান্তির জন্য রূপকথার রাক্ষসের বা রাক্ষসীর ব্যস্ততা-প্রকাশক গর্জন।

হাউলী—**হাবেলী**-র কথ্য রূপ।

হাউস সার্জন—বিঃ হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত চিকিৎসক। [ইং. house surgeon]।

হাওড়—বিঃ জলময় বিস্তীর্ণ প্রান্তর। [দেশী]।

হাওদা—বিঃ হাতির পিঠে আরোহীদের বসিবার আসনবিশেষ। [আ.]।

হাওয়া—বিঃ বাতাস (ভোরের হাওয়া); জলবায়ু, climate (হাওয়া-বদল); (আল) সংসর্গ, প্রভাব (কাহারও হাওয়া গায়ে লাগা); গতি, অবস্থা, (কালের হাওয়া, দেশের হাওয়া)। [আ. হৱা]। বিঃ **-গাড়ি**—মোটরগাড়ি। ক্রিঃ **হাওয়া দেওয়া, হাওয়া হওয়া**—(কৌতু.) চম্পট দেওয়া; পালাইয়া যাওয়া।

হাওলা—বিঃ জিম্মা, তত্ত্বাবধান। [আ. হৱালা]। বিঃ **-জমি**—নির্দিষ্ট শর্তাধীনে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। বিঃ **-দার**—হাওলা জমির মালিক বা ভোগকারী [আ হৱালা+ফা. দার]।

হাওলাত, হাওলাৎ—বিঃ ঋণ, কর্জ; আমানত। [আ. হারালাৎ]। বিঃ **হাওলাত-বরাত**—কর্জ ও ওয়াদা। বিণঃ **হাওলাতি, হাওলাতী**—ঋণরূপে গৃহীত; ঋণ-সম্পর্কীয়।

হাঁ১—বিঃ মুখব্যাদান (সিংহের হাঁ)।

হাঁ২, **হ্যাঁ**—অব্যঃ সম্মতি স্বীকৃতি প্রভৃতি সূচক সাড়া; সত্যতা বা বিদ্যমানতা অর্থাৎ নেতির বিপরীত জবাব-সূচক।

হাঁ৩—অব্যঃ ঘনিষ্ঠ সম্বোধনাত্মক (হাঁগা)।

হাঁ হাঁ—অব্যঃ সহসা বারণ-সূচক (হাঁ হাঁ! ও করছ কি)।

হাঁউমাউ—**হাউমাউ**-র রূপভেদ।

হাঁক, হাঁকার—বিঃ উচ্চরবে ডাক (হাঁক পাড়া); হুঙ্কার (হাঁক ছাড়া)। [সং. হুঙ্কার]। ক্রিঃ **হাঁক পাড়া**—উচ্চরবে ডাক দেওয়া। বিঃ **হাঁকডাক**—ক্রমাগত হাঁক; আস্ফালনসূচক চীৎকার; ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি।

হাঁকড়া—ক্রিঃ হাঁকড়ান। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ আস্ফালনপূর্বক চালনা করা (লাঠি হাঁকড়ান); সবেগে বা সদর্পে চালান (গাড়ি হাঁকড়ান); সমারোহের সহিত নির্মাণ করা (বাড়ি হাঁকড়ান); (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

হাঁকপাঁক—**হাঁকুপাঁকু**-র রূপভেদ।

হাঁকা১—ক্রিঃ হাঁক দেওয়া; উচ্চৈঃস্বরে বা

আস্ফালনপূর্বক বলা বা ঘোষণা করা ('হাঁকে বীর শির দেগা নাহি' : কাজি) ; দাবি করা (দর হাঁকা)। [হাঁক দ্রঃ]।

হাঁকা₂—ক্রিঃ হাঁকান। [?]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হাঁকড়ান (সকল অর্থে এবং উহা অপেক্ষা শিষ্টতর) ; দর্পভরে তাড়ান (ভিক্ষুককে হাঁকাইয়া দেওয়া) ; (২)বিঃ উক্ত সকল অর্থে।

হাঁকাহাঁকি—বিঃ উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ ডাকাডাকি (হাঁকাহাঁকি করা) ; বচসা। [হাঁক দ্রঃ]।

হাঁকুনি—বিঃ উচ্চকণ্ঠে তীব্র ধমক ; হাঁক ; হুঙ্কার। [হাঁক দ্রঃ]।

হাঁকুপাঁকু—**আঁকুপাঁকু**-র রূপভেদ।

হাঁচা—(১)ক্রিঃ হাঁচি দেওয়া। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [হাঁচি দ্রঃ]।

হাঁচি—বিঃ নাসারন্ধ্রের উত্তেজনাহেতু উহার মধ্য দিয়া সবেগে বায়ুর নির্গমন, ক্ষুৎ। [সং. হঞ্চি, হঞ্চিকা]।

হাঁটকা—ক্রিঃ হাঁটকান। [সং. √উদ্ঘাটি]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ কিছু খুঁজিবার জন্য বিশৃঙ্খলাভাবে নাড়াচাড়া বা উলটপালট করা ; (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে।

হাঁটন—**হাঁটা** দ্রঃ।

হাঁটা—(১)ক্রিঃ পদব্রজে চলা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। (৩)বিণঃ পায়ে চলিবার (হাঁটা পথ)। [হি. √হট্—তু. সং. √অট্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হাঁটিতে অভ্যাস করান বা সাহায্য করা (শিশুকে হাঁটান) ; হাঁটিতে বাধ্য করান (আমাকে অনর্থক হাঁটালে); (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **-হাঁটি**—বারংবার হাঁটিয়া যাতায়াত। বিঃ **হাঁটুনি**, (প্রাদে.) **হাঁটন**—পদব্রজে ভ্রমণ।

হাঁটু—বিঃ জানু। [সং. অষ্ঠীবৎ]। বিঃ **-জল**—হাঁটু পর্যন্ত ডোবে এমন গভীর জল। **হাঁটুভাঙা দ**—নৈরাশ্যাদিতে চলনশক্তিরহিত হইয়া উপবিষ্ট।

হাঁটুনি—**হাঁটা** দ্রঃ।

হাঁড়ি, হাণ্ডী—বিঃ ক্ষুদ্র জালার ন্যায় পাত্রবিশেষ। [সং. হণ্ডী]। বিঃ **-কুঁড়ি**—হাঁড়িকলসি ইত্যাদি। ক্রিঃ **হাঁড়ি ভাঙা**—অন্যের বাড়িতে প্রবেশপূর্বক চুরি করিয়া হাঁড়ি হইতে ভাত খাওয়া।

হাঁড়িচাচা—বিঃ পক্ষিবিশেষ। [দেশী]।

হাঁড়িয়া—বিঃ চাউল-চোয়ান মদ, পচাই। [সাঁও.]।

হাঁদা—বিণঃ মোটা (হাঁদাপেট) ; স্থুলবুদ্ধি, মূর্খ। [?]। বিণঃ **-রাম**—হাঁদার প্রধান।

হাঁপ, হাঁফ—বিঃ দীর্ঘশ্বাস, দম (হাঁপ ছাড়া) ; শ্রমাদিহেতু সঘন নিঃশ্বাস, হাঁপানি (হাঁপ ধরা) ; শারীরিক কষ্ট বা মানসিক উদ্বেগের অবসানে স্বাভাবিক ও সহজ নিঃশ্বাস (হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম)। [?]। **হাঁপান, হাঁপানো, হাঁফান, হাঁফানো**—(১)ক্রিঃ ঘনঘন বা কষ্টে শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ করা ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ **হাঁপানি, হাঁপি**—ঘনঘন শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ ; শ্বাসকষ্টজনক রোগবিশেষ। বিঃ **হাঁপাহাঁপি**—অতিশয় ব্যস্ততা।

হাঁস—বিঃ হংস, লিপ্তপাদ জলচর পক্ষিবিশেষ। [সং. হংস]। বিঃ **হাঁসকল**—কপাট ঝুলাইবার জন্য হংসাকৃতি লৌহখণ্ডবিশেষ।

হাঁসপাতাল—**হাসপাতাল**-এর রূপভেদ।

হাঁসফাঁস—বিঃ অতি কষ্টে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ।

হাঁসলি, হাঁসুলি—বিঃ অর্ধচন্দ্রাকৃতি কণ্ঠাভরণবিশেষ। [হাঁস দ্রঃ]।

হাঁসা—ক্রিঃ হাঁসান। [হাঁস দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হাঁসুয়ার দ্বারা কাটা ; ফাঁসান, গভীর করিয়া চিরিয়া ফেলা ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

হাঁসিয়া₁—**হাসিয়া**-র রূপভেদ।

হাঁসিয়া₂, **হাঁসুয়া**—বিঃ কাস্তের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি অস্ত্রবিশেষ। [হাঁস দ্রঃ]।

হাঁসুলি—**হাঁসলি** দ্রঃ।

হাকিম₁—**হকিম**-এর রূপভেদ।

হাকিম₂—বিঃ বিচারপতি, শাসনকর্তা। [আ.]। **হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না**—হাকিমের অর্থাৎ হুকুমদানকারীর অপসারণ সম্ভব হইলেও হুকুমের পরিবর্তন অসম্ভব : উহা পালন করিতেই হইবে। **হাকিমি, হাকিমী**—(১)বিঃ বিচারকের বৃত্তি বা পদ ; (২)বিণঃ বিচার বা বিচারক সম্বন্ধীয়।

হাগা—(১)ক্রিঃ মলত্যাগ করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √হদ্]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ মলত্যাগ করান ; (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

হাঘর—বিঃ নিরাশ্রয় বা গৃহহীন ব্যক্তি ; হীন বংশ। [বাং. হা ঘর]। বিণঃ **হাঘরে**—গৃহহীন, নিরাশ্রয় ; হীনবংশীয়।

হাঙর, হাঙ্গর—বিঃ মৎস্যজাতীয় বৃহদাকার হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষ। [সং.]।

হাজাম, হাঙ্গামা—বিঃ দাঙ্গা ; মারামারি, উৎপাত ; বিপত্তি, ফেসাদ। [ফা. হঙ্গামহ্]।

হাজত, হাজৎ—বিঃ বিচারাধীন আসামীদের জন্য কারাগার (চোরটা হাজতে আছে)। [আ. হাজৎ]।

হাজরি—বিঃ উপস্থিতি; ইউরোপীয় প্রথায় ভোজন। [আ. হাজ্‌রি]। বিঃ **ছোট হাজরি**—সকালবেলার লঘু জলযোগ, breakfast। বিঃ **বড় হাজরি**—মধ্যাহ্নের পেটভরা খাবার, lunch।

হাজা—(১)ক্রিঃ জলে ভিজিয়া নষ্ট হওয়া; জল-কাদায় পচা বা ক্ষত হওয়া। (২)বিঃ জলে ভিজিয়া পচন; অতিবৃষ্টি বা জলপ্লাবনাদির ফলে শস্যের পচন (হাজাশুখা); অত্যন্ত জল ঘাটিবার ফলে হাত-পায়ের আঙ্গুলের ক্ষতরোগ-বিশেষ। (৩)বিণঃ হাজিয়া গিয়াছে এমন; পাঁকে ঢাকা পড়িয়াছে বা বুজিয়া গিয়াছে এমন (হাজা-মজা নদী, পুকুর)। [?]।

হাজার—বি.বিণঃ ১০০০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [ফা. হজার্]। **হাজার হাজার**—বহুসহস্র, অসংখ্য, অগণিত। বিঃ **হাজারি, হাজারী**—সহস্র সৈন্যের নায়ক; সহস্র গ্রামের মণ্ডল। বিণঃ **হাজারো**—বহু, অনেক, মেলা।

হাজি, হাজী—বিঃ যে ব্যক্তি হজ অর্থাৎ মক্কা-তীর্থ দর্শন করিয়াছে। [আ.]।

হাজির—বিণঃ উপস্থিত। [আ.]। বিঃ **হাজিরা, হাজিরি**, (কথ্য) **হাজরি**—উপস্থিতি।

হাট—বিঃ প্রকাশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান (সাধারণতঃ বাজারের মত রোজ হাট বসে না—ইহা সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসে); (আল.) প্রচুর সমাবেশ (রূপের হাট)। [সং. হট্ট]। **ভাঙা হাট**—যে হাটে ক্রয়-বিক্রয় প্রায় শেষ হইয়াছে, উঠতি হাট। ক্রিঃ **হাট করা**—হাটে দ্রব্যাদি খরিদ করা; (আল.) গোলমাল করা; প্রকাশ করা; উন্মুক্ত করা (দরজা হাট করা); বিশৃঙ্খল করা (কাপড়গুলো হাট করা)। ক্রিঃ **হাট বসা, হাট লাগা**—হাটে ক্রয়-বিক্রয় শুরু হওয়া; হাট স্থাপিত হওয়া; (আল.) প্রচুর সমাবেশ হওয়া; অত্যন্ত গোলমাল হওয়া (বাড়িতে হাট বসেছে)। ক্রিঃ **হাট বসান**—হাট স্থাপিত করা; (আল.) প্রচুর সমাবেশ করা; গোলমাল বা হৈ-চৈ করা। বিঃ **-বার**—সপ্তাহের যে দিনে হাট বসে। বিঃ **-হদ্দ**—সমস্ত ব্যাপার বা খবর। **হাটুরিয়া, হাটুরে**—(১)বিঃ হাটে পণ্যদ্রব্যের বিক্রেতা বা ক্রেতা; (২)বিণঃ হাটে বিক্রেয় পণ্যবাহী (হাটুরে নৌকা); হাটে ক্রয়-বিক্রয়কারী (হাটুরে লোক)।

হাড়—বিঃ অস্থি; (আল.) মর্ম (হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করা)। [সং. হড্ড]। ক্রিঃ **হাড় কালি হওয়া, হাড় ভাজা ভাজা হওয়া**—অতিশয় জ্বালাযন্ত্রণা বা মনোদুঃখ ভোগ করা; অতিশয় শ্রমাদিহেতু অস্থির বা নির্জীব হওয়া। ক্রিঃ **হাড় গুঁড়া করা**—অতিশয় প্রহার করা। ক্রিঃ **হাড় জুড়ান**—স্বস্তিলাভ করা। ক্রিঃ **হাড় জ্বালান**—অত্যন্ত জ্বালাতন করা। **হাড় মাটি করা**—মাটি দ্রঃ। বিণঃ **-কৃপণ**—অতি কৃপণ-স্বভাব। বিঃ **-গোড়**—ছোট-বড় সমস্ত হাড়-পাঁজরা। **হাড়-গোড়-ভাঙা দ**—হাড়-গোড় ভগ্ন হওয়ার ফলে চলনশক্তিরহিত হইয়া উপবিষ্ট; (আল.) সম্পূর্ণ অক্ষম বা অথর্ব বা হতাশ। ক্রিঃ **হাড়-গোড় ভাঙা**—(আল.) প্রচণ্ড প্রহার করা। বিণঃ **হাড়-জিরজিরে**—কঙ্কালসার। বিণঃ **হাড়-জ্বালানে**—অত্যন্ত জ্বালাতন করে এমন। বিণঃ **-পাকা**—পাকামিতে পরিপক্ক। বিণঃ **-ভাঙা**—অতি শ্রমসাধ্য। বিঃ **হাড়-মাস**—(কথ্য) হাড় ও মাংস। ক্রিঃ **হাড়-মাস আলাদা করা**—(আল.) নিদারুণ প্রহার করা। **হাড়ে-মাসে জড়ান**—অচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত। ক্রি-বিণঃ **-হদ্দ**—হাড় পর্যন্ত অর্থাৎ মূলদেশ পর্যন্ত, আগাগোড়া (হাড়হদ্দ জানা)। বিণঃ **হাড়-হাভাতে**—একেবারে নিঃস্ব বা লক্ষ্মীছাড়া।

হাড়গিলা, (কথ্য) **হাড়গিলে**—বিঃ শকুনিজাতীয় মাংসাশী পক্ষিবিশেষ। [হাড় ও গিলা$_2$ দ্রঃ]।

হাড়ি, হাড়ী—বিঃ অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ। [সং. হড্ডিক]। বিণ(স্ত্রী): **হাড়িনী**।

হাড়িকাট, হাড়িকাঠ—বিঃ পশুবলির জন্য কাষ্ঠ-নির্মিত ফাঁদবিশেষ, যূপকাষ্ঠ; পদদ্বয় আটকাইয়া রাখিবার জন্য বেড়িজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]। **হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া**—নিশ্চিত ও সাঙ্ঘাতিক বিপদ্ বরণ করা।

হাডুডু, হাডু-ডুডু—বিঃ কপাটি খেলা।

হাড়োল—বিঃ নেকড়ে ও বাঘের মধ্যবর্তী প্রাণিবিশেষ: ইহারা গৃহপালিত হাঁস-মুরগি চুরি করিতে অভ্যস্ত। [দেশী]।

হাড্ড—বিঃ হাড়। [সং. হড্ড]। বিণঃ **-সার**—কঙ্কালসার, অতিশয় শীর্ণ।

হাণ্ডী—বিঃ হাঁড়ি। [সং. হণ্ডী]।

হাত—বিঃ হস্ত; মণিবন্ধ কনুই অথবা বগল

হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত দেহাংশ; পাণি, কর; ভুজ, বাহু; চব্বিশ অঙ্গুলি বা আঠার ইঞ্চি পরিমিত দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ; (আল.) অধিকার, বশবর্তিতা (হাতে আসা, হাত ধরা); প্রভাব (হাত থাকা); সাহায্য বা বিরোধিতার জন্য যোগদান (কোন ব্যাপারে হাত দেওয়া)। [প্রা. হত্থ<সং. হস্ত]। ক্রি: **হাত আসা**—অভ্যাস হওয়া। ক্রি: **হাত কচলান**—দুই করতল ক্রমাগত ঘষিয়া অতি দীনভাবে মিনতি করা বা প্রার্থনা করা। ক্রি: **হাত করা**—অধিকারে বশে বা স্বপক্ষে আনা। ক্রি: **হাত কামড়ান**—আপসোস করা। ক্রি: **হাত গনা**—হস্তরেখা বিচারপূর্বক ভাগ্য নির্ণয় করা। ক্রি: **হাত গুটান**—নিরস্ত হওয়া। ক্রি: **হাত চলা**—হাত দিয়া প্রহার করা। ক্রি: **হাত চালানো**—দ্রুত কাজ করা। ক্রি: **হাতজোড় করা**—(দুই করতল যুক্ত করিয়া) ক্ষমাপ্রার্থনা অনুনয় বা নমস্কার করা। ক্রি: **হাত জোড়া থাকা**—কর্মব্যস্ত থাকা। ক্রি: **হাত তোলা**—প্রহারের জন্য বা সমর্থনের জন্য হাত উঁচু করা। ক্রি: **হাত দেওয়া**—হাত-দ্বারা স্পর্শ করা; হস্তক্ষেপ করা; সাহায্য করার বা বাধা দেওয়ার জন্য যোগ দেওয়া। ক্রি: **হাত দেখা**—হাত গনা, কররেখাদ্বারা ভাগ্যবিচার করা; নাড়ি পরীক্ষাপূর্বক স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ণয় করা। ক্রি: **হাত ধুইয়া বসা**—আশা পরিত্যাগ করা; (উপহাসে) ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া আহারের জন্য অত্যধিক ব্যস্ত হওয়া। ক্রি: **হাত পড়া**—হস্তক্ষেপ হওয়া; স্পৃষ্ট হওয়া, ছোঁয়া লাগা। ক্রি: **হাত পাকান**—অভ্যাসদ্বারা পটু হওয়া; প্রহার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **হাত-পা চলা**—যুগপৎ হাত ও পা দিয়া মারা; কিল চড় ঘুসি ও লাথি মারা। **হাত-পা না ওঠা**—অত্যন্ত ভীত ও ভরসাহীন হওয়া। বিণ: **হাত-পা-বাঁধা**—নিরুপায়। **হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলা**—উদ্ধারলাভের পথ বন্ধ করিয়া সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দেওয়া; নিতান্ত অপাত্রে কন্যাদান করা। **হাত-পা বাহির হওয়া**—অতিশয় অতিরঞ্জিত হওয়া; কর্মশক্তি অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়া। ক্রি: **হাত বাড়ান**—কিছু ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করা; (আল.) লোভ করা; পাইবার চেষ্টা করা। ক্রি: **হাতে করা**—**হাতে নেওয়া**-র অনুরূপ। ক্রি: **হাতে ধরা**—সনির্বন্ধ অনুরোধ করা বা মিনতি করা। ক্রি: **হাতে নয় ভাতে মারা**—প্রহার না করিয়া কেবল উপবাসী রাখিয়া দুর্বল করা। ক্রি: **হাতে নেওয়া**—হাত দিয়া গ্রহণ করা; দায়িত্ব গ্রহণ করা। ক্রি: **হাতে পাওয়া**—অধিকারে আয়ত্তে বা তাঁবে পাওয়া। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—(আল.) বৃথা তর্ক না করিয়া হাতের কাছে যে সন্দেহ-নিরসনের উপায় আছে তাহা অবলম্বন করা হউক। **হাতে বেড়ি পড়া**—(আল.) অপরাধের দায়ে গ্রেপ্তার হওয়া। ক্রি: **হাতে মাথা কাটা**—শুধু হাত দিয়াই মাথা কাটা; (আল.) অতিশয় উদ্ধত বা ক্ষমাহীন হওয়া। ক্রি: **হাতে মারা**—প্রহার করা (কথায় না মেরে হাতে মারা=তিরস্কার না করিয়া প্রহার করা)। ক্রি: **হাতের জল না গলা**—অতিশয় কৃপণ হওয়া। **হাতের ঢিল ছুড়ে দিলে আর ফেরে না**—সুযোগ হারালে আর পাওয়া যায় না। **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—হেলায় সুযোগ হারান। ক্রি: **কপালে হাত দেওয়া**—ভাগ্যের দোহাই দেওয়া। **কাঁচা হাত**—অপটু হস্ত; দক্ষতার অভাব; অনভিজ্ঞতা। **পাকা হাত**—পটু হস্ত; দক্ষতা; অভিজ্ঞতা। বি: **-কড়া, -কড়ি**—কয়েদির হস্ত-দ্বয় একত্র বন্ধনার্থ বলয়বিশেষ, handcuff(s)। বি: **-করাত**—যে করাত একজনে হাত দিয়া চালাইতে পারে। বিণ: **-কাটা**—হাত কাটা গিয়াছে এমন, ছিন্নহস্ত (হাত-কাটা লোক); বগল হইতে কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা অথবা হাতাশূন্য (হাত-কাটা জামা); বি: **-খরচ, -খরচা**—ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়। বিণ: **-খালি**—রিক্ত-হস্ত; হাতের সমস্ত টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে এমন, নিরাভরণ হস্তবিশিষ্ট। বিণ: **-খোলা**—ব্যয়শীল; দানশীল। বি: **-গনা**—হস্তরেখাবিচারপূর্বক ভাগ্যনির্ণয়। বি: **-ঘড়ি**—যে ঘড়ি কবজিতে বাঁধা যায়, রিস্ট-ওআচ (wrist-watch)। বি: **-চালা**—অপহৃত দ্রব্য বাহির করার জন্য বা চোর ধরার জন্য আভিচারিক মন্ত্রবলে হস্তচালনা। বি: **-চিঠা**, (কথ্য) **-চিঠে**—ক্ষুদ্র চিঠি বা রসিদ। বিণ: **-ছাড়া**—বেহাত, অধিকারচ্যুত, বেদখল (সুযোগ বা জমি হাত-ছাড়া হওয়া), আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে এমন (ছেলে হাত-ছাড়া হওয়া)। বি: **-তালি**—করতল সঞ্চালনপূর্বক ইশারা। বি: **-টান**—কৃপণতা; (ছিচকে) চুরির অভ্যাস;

অর্থকৃচ্ছ্র (এ মাসে আমার বড় হাতটান)। ক্রিঃ -ড়া, -ড়ান, -ড়ানো—হাত বুলাইয়া বুলাইয়া খোঁজা। বিঃ -তালি—(আনন্দ প্রশংসা উপহাস প্রভৃতি বা গানে তাল রাখার জন্য) দুই করতলে পরস্পর আঘাত, তাই। -তোলা—(১)বিঃ পরের অনুগ্রহপ্রদত্ত বস্তু; (২)বিণঃ (পরের) অনুগ্রহপ্রদত্ত; (পরের) অনুগ্রহে নির্ভরশীল। বিঃ -ধরা—বশীভূত। বিঃ -পাখা—তালপাতা প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ারি যে পাখা হাত দিয়া সঞ্চালন করিতে হয়। বিঃ -বদল—অধিকার পরিবর্তন; হস্তান্তর। বিঃ -বাক্স—(প্রধানতঃ টাকাকড়ি রাখিবার জন্য) ক্ষুদ্র বাক্সবিশেষ। বিণঃ -ভরা—করতল ভরিয়া যায় এমন। বিণঃ -ভারী—কৃপণস্বভাব, সহজে টাকা বাহির করিতে বা দিতে নারাজ। বিঃ -মোজা—দস্তানা। বিঃ -যশ—(প্রধানতঃ চিকিৎসকের) দক্ষ বা পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি। বিঃ -ল—হাত দিয়া ধরার জন্য দরজা দেরাজ বাক্স কড়াই প্রভৃতিতে সংলগ্ন আঙটা বা ডাণ্ডা। বিঃ -লণ্ঠন—হাতে ঝুলাইয়া বহনযোগ্য ক্ষুদ্র লণ্ঠন। -সই—(১)বিণঃ হস্তপ্রমাণ, এক হাত মাপ-বিশিষ্ট; (২)বিঃ হাতের ভাল টিপ বা নিশানা, হাতের টিপ। বিঃ -সাফাই—হস্তলাঘব; হাতের পটুতা; হাত দিয়া চৌর্যাদি-কার্যসাধনে দক্ষতা। বিঃ -সুতা, (কথ্য) -সুতো—মাছ ধবার কাজে ছিপের বদলে ব্যবহৃত এক প্রান্তে বঁড়শি বাঁধা লম্বা সুতা। হাতে-কলমে—(১)বিণঃ বই পড়িয়া স্বহস্তে কৃত বা আয়ত্ত (হাতে-কলমে শিক্ষা), practical; (২)ক্রি-বিণঃ বই পড়িয়া ও স্বহস্তে করিয়া (হাতে-কলমে শেখা)। বিঃ হাতে-খড়ি — হিন্দু বালকদের শিক্ষারম্ভের অনুষ্ঠান; (আল.) শিক্ষারম্ভ বা কর্মারম্ভ। বিণঃ হাতে-গড়া—হস্তদ্বারা তৈয়ারি। ক্রি-বিণঃ হাতে-নাতে—অপরাধের প্রমাণসহ; বমাল; অপরাধে রত থাকিবার সময়ে। ক্রি-বিণঃ হাতে-পাতে—(টাকাকড়ি-সম্বন্ধে) সম্বলরূপে। ক্রি-বিণঃ হাতে-পায়ে—একান্ত মিনতি জানাইয়া (টাকার জন্য হাতে-পায়ে পড়া, হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমাভিক্ষা); স্বাবলম্বী হইয়া (হাতে-পায়ে দাঁড়ান)। ক্রি-বিণঃ হাতে-হাতে—সঙ্গে সঙ্গে; অবিলম্বে; সরাসরি; অপরাধরত অবস্থায়, red-handed।

হাতড়া, হাতড়ান, হাতল—হাত দ্রঃ।

হাতা১—বিঃ এলাকা, সীমা (বাড়ির হাতা); (আল.) অধিকার, কবল। [আ. হত্তা]।

হাতা২—বিঃ রন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত বাটিযুক্ত লম্বা ও সরু দণ্ডবিশেষ, দর্বি; জামার হস্তাবরক অংশ। [হাত দ্রঃ]। বিণঃ **ফুল-হাতা**—(জামা-সম্বন্ধে) কবজি পর্যন্ত হাতাবিশিষ্ট। বিণঃ **হাফ-হাতা**—(জামা-সম্বন্ধে) কনুই পর্যন্ত হাতাবিশিষ্ট।

হাতা৩—ক্রিঃ হাতান। [হাত দ্রঃ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ হস্তগত করা, অধিকার করা, আত্মসাৎ করা; হাতড়ান; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

হাতাহাতি—বিঃ হাতদ্বারা পরস্পর মারামারি। [হাত দ্রঃ]।

হাতি১, হাতী১—বিণঃ হস্তপরিমিত (আট-হাতি ধুতি); হস্তবর্তী (ডান-হাতি রাস্তা)। [হাত দ্রঃ]।

হাতি২, হাতী২—বিঃ হস্তী; (আল.) অতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তি। [সং. হস্তী]। ক্রিঃ **হাতি পোষা**—(আল.) অতি ব্যয়সাধ্য কাজের দায়িত্ব বহন করা। **হাতির খোরাক**—(আল.) প্রচুর ব্যয়। বিঃ **-শাল**—হাতির আস্তাবল। বিঃ **-শুঁড়**—লম্বা ও বক্র পাতাযুক্ত গুল্মবিশেষ।

হাতিয়ার—বিঃ হস্তদ্বারা বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র; শিল্পকর্মের সহায় বা যন্ত্র (কামারের হাতিয়ার), হস্তদ্বারা ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি; (আল.) সংঘর্ষ-মূলক কর্মের অঙ্গ বা যন্ত্র (ছাত্রসম্প্রদায় এই আন্দোলনের হাতিয়ার)। [হি. হথিয়ার]।

হাতুড়ি, হাতুড়ী—বিঃ লোহা পেরেক প্রভৃতি পিটিবার বা ঠুকিবার যন্ত্রবিশেষ। [দেশী]।

হাতুড়িয়া, হাতুড়ে — (১)বিঃ আনাড়ি বা অশিক্ষিত চিকিৎসক। (২)বিণঃ আনাড়ি, অশিক্ষিত। [বাং. হাত+ড়িয়া>ড়ে]।

হাতে-খড়ি, হাতে-নাতে—**হাত** দ্রঃ।

হাথা—**হাতা**-র প্রাদে. রূপভেদ।

হাদিস, হাদীস—**হদিস২**-এর রূপভেদ।

হানা—(১)ক্রিঃ আঘাত করিবার জন্য নিক্ষেপ করা, মারা (অস্ত্র হানা); হনন করা, বধ করা। (২)বিঃ (আস্ফালনসহ) আক্রমণ (হানা দেওয়া); থানাতল্লাশির বা গ্রেপ্তারের জন্য আগমন (পুলিসের হানা)। (৩) বিণঃ (প্রধানতঃ অপ-দেবতাদিদ্বারা) আক্রান্ত (হানাবাড়ি)। [সং. √হন্]। বিণঃ **-দার**—(অন্যায়ভাবে) আক্রমণ-কারী।

হানি—বিঃ নাশ (জীবনহানি, মানহানি); ক্ষতি (তাহাতে হানি কি)। [সং. √হা+তি (ভা)]।

হাপর—বিঃ (প্রধানতঃ সেকরা কর্তৃক ধাতু গলাইবার বা গরম করিবার কার্যে ব্যবহৃত) চুল্লিবিশেষ বা তাহাতে হাওয়া দিবার জন্য নল-সংযুক্ত চর্মনির্মিত থলি, ভস্ত্রা। [দেশী]।

হাপরা—ক্রিঃ হাপরান। [ধ্বন্যা.]। -ন, -নো—(১)ক্রিঃ তরল খাদ্য হাত দিয়া তুলিয়া সশব্দে খাওয়া; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [বাং. √হাপরা +অন]।

হাপিত্যেশ—হা দ্রঃ।

হাপুস১—অব্যঃ হাপরাইবার শব্দ (হাপুস-হুপুস করে খাওয়া)।

হাপুস২—বিণঃ বাষ্পাকুল, অশ্রুপূর্ণ (হাপুস নয়ন)। [<সং. বাষ্প]।

হাফ—বিণঃ অর্ধ, অর্ধেক (হাফ-হাতা); হ্রস্ব, খাট (হাফশার্ট)। [ইং. half]। বিঃ **হাফ-আখড়াই**—আখড়াই অপেক্ষা অল্পসময়স্থায়ী সঙ্গীত-আসরবিশেষ; বঙ্গের প্রাচীন সঙ্গীতের বৈঠক-বিশেষ। বিঃ **হাফ-টিকিট**—(অল্পবয়স্ক যাত্রী বা দর্শকের জন্য) অর্ধেক বা অপেক্ষাকৃত কম মাসুল দিয়া ক্রেয় টিকেট। বিঃ **হাফ-ডে, হাফ-হলিডে**—কর্মস্থানে বা বিদ্যালয়ে একবেলা ছুটি।

হাফটোন—বিঃ বিভিন্ন আকারের বিন্দুসমূহে রচিত আলোকচিত্র। [ইং. half-tone]।

হাব—বিঃ রমণীর লাস্য বা বিলাসভঙ্গি। [সং.]। বিণঃ -**ভাব**—ছলাকলা; চালচলন।

হাবড়া—বিঃ অকর্মণ্য (বুড়োহাবড়া)। [তু. হাবা]।

হাবলা—বিণঃ হাবা; হাবার তুল্য। [হাবা দ্রঃ]।

হাবশি, হাবশী, (বর্জি.) **হাবসি, হাবসী**—বিঃ আবিসিনিয়ার অধিবাসী; কাফরি; নিগ্রো। [আ. হবশী]।

হাবা—বিণঃ বোবা; স্থূলবুদ্ধি; (ঈষৎ) বিকৃত-মস্তিষ্ক। [আ. আব্‌লাহ্‌?]। বিণ(স্ত্রী): **হাবি, হাবী**। বিণঃ -**কালা**—মূক ও বধির। বিণঃ -**গঙ্গারাম, -গবা, -গোবা**—বোবা বা মুখচোরা ও বোকা।

হাবাত—**হাভাত**-এর প্রাদে. রূপ।

হাবাস—বিঃ প্রবল ইচ্ছা বা অভিলাষ বা লালসা; শোক। [আ. হওয়াস্]।

হাবি, হাবী—**হাবা** দ্রঃ।

হাবিলদার—বিঃ সিপাহীদের নায়কবিশেষ। [আ. হাব্‌লহ্‌+ফা. দার্]।

হাবুজখানা—বিঃ কারাগার, জেলখানা। [আ. হ্‌বস্+ফা. খানা]।

হাবুডুবু—(১)বিঃ নিমজ্জিতপ্রায় ব্যক্তির অসহায়ভাবে বারংবার জলে ডুবিয়া যাওয়া ও ভাসিয়া ওঠা (হাবুডুবু খাওয়া)। (২)বিণঃ নিমজ্জিতপ্রায় (দেনায় হাবুডুবু অবস্থা)। [তু. হাঁপ, ডুব]।

হাবেলী—বিঃ পাকা বাড়ি; বাসস্থান; বাসগৃহের শ্রেণী; পাড়া। [আ. হবেলী]।

হাব্যাস—**হাবাস**-এর রূপভেদ।

হাভাত—বিঃ অন্নের জন্য হায় হায় করে এমন অর্থাৎ অন্নসংস্থানহীন ব্যক্তি। [বাং. হা+ভাত]। বিণঃ **হাভাতে**—ভাতের জন্য হায় হায় করে এমন, অন্নসংস্থানহীন।

হাম১—বিঃ গুটিকাযুক্ত জ্বরবিশেষ, মিলমিলে [দেশী]।

হাম২—সর্বঃ আমি। [হি. হম্‌<সং. অহম্]। বিণঃ -**বড়, -বড়া**—আমিই বড় বা সর্বেসর্বা: এই ভাবযুক্ত, আত্মাভিমানী।

হামড়ি—**হুমড়ি**-র রূপভেদ।

হামলা১—বিঃ আক্রমণ; চড়াও হইয়া মারপিট; দাঙ্গা। [আ. হম্‌লা]।

হামলা২—ক্রিঃ হামলান। [সং. হম্বা]। -**ন, -নো**—(১)ক্রিঃ গোরু কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে বাছুরকে আহ্বান করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে।

হামা—বিঃ হাঁটু ও হাতের চেটোর সাহায্যে গমন, হামাগুড়ি। [দেশী]। ক্রিঃ **হামা টানা, হামা দেওয়া**—হামাগুড়ি দেওয়া। বিঃ -**গুড়ি**—হামা দিয়া অবস্থান বা গমন।

হামানদিস্তা, (কথ্য) **হামানদিস্তে**—বিঃ দ্রব্যাদি পিটাইয়া গুঁড়া করিবার জন্য কানা-উঁচু লৌহ-পাত্র ও লৌহদণ্ড। [ফা. হাবনদস্তহ্]।

হামাম—বিঃ স্নানাগার; সাধারণের জন্য উষ্ণ জলের স্নানাগার। [আ. হাম্মাম]।

হামার—সর্বঃ আমার। [হাম২ দ্রঃ]।

হামেশা, (বর্জি.) **হামেসা**—ক্রি-বিণঃ সর্বদা; প্রায়ই। [ফা. হামেশা]।

হামেহাল—ক্রি-বিণঃ হামেশা। [ফা. হম্‌অ+আ. হাল্]।

হাম্বা—অব্যঃ গোরুর ডাক। [সং. হম্বা]।

হাম্বির, হাম্বীর—বিঃ (সঙ্গীতশাস্ত্রে) নটনারায়ণ-রাগের রাগিণীবিশেষ। [সম্ভবতঃ তন্নামক রাজা বা গায়কের নাম অনুসারে]।

হায়—অব্যঃ খেদ অনুতাপ শোক প্রভৃতিসূচক; হা।

হায়ন—বিঃ বৎসর ; অব্দ, সাল । [সং.] ।
হায়া—বিঃ লজ্জা, শরম । [আ.] ।
হার$_১$—বিঃ কণ্ঠাভরণবিশেষ, যে গহনা গলায় ঝুলাইয়া পরিতে হয় ; মালা ; (গণি.) হরণ, ভাগ ; (বাং.) দর, অনুপাত (শতকরা হার) । [সং. √হৃ+অ] । **-ক**—(১)বিণঃ হরণকারী ; (২)বিঃ ভাজক, divisor । **হারাহারি**—(১)বিঃ অনুপাত-অনুযায়ী ভাগবাঁটোয়ারা ; (২)বিণ-ক্রি-বিণঃ গড়পড়তা- বা অনুপাত-অনুযায়ী (হারাহারি ভাগ, হারাহারি ভাগ করা) ।
হার$_২$—বিঃ পরাজয়, পরাভব (হার মানা) । [হারা দ্রঃ] । বিঃ **-কাত**—খেলায় হারের দিক্ বা পরাজিত পক্ষ ।
হারমোনিআম, হারমোনিয়ম, হারমোনিয়াম—বিঃ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ । [ইং. harmonium] ।
হারা—(১)ক্রিঃ পরাজিত হওয়া । (২)বিঃ উক্ত অর্থে । (৩)বিণঃ হারাইয়া বা খোয়াইয়া ফেলিয়াছে এমন, বিহীন, বঞ্চিত (পিতৃহারা, গৃহহারা, সর্বহারা) ; হারাইয়া গিয়াছে এমন (হারাধন) । [সং. √হৃ] । **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ পরাজিত করা ; পোয়ান , নষ্ট করা ; নিখোঁজ হওয়া ; বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়া ; (২)বি.বিণঃ উক্ত সকল অর্থে । বিঃ **-হারি**—জয়পরাজয় ।
হারাম—বিঃ মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী অপবিত্র বা অবৈধ বিষয় বস্তু বা প্রাণী ; শূকর । [আ.] । বিঃ **-জাদকি, -জাদগি**—হারামজাদাগিরি, দারুণ বদমাশি বা পেজোমি । বি.বিণঃ **-জাদা, -জাদ**—গালিবিশেষ : শূয়ারের বাচ্চা । বি.বিণ(স্ত্রী): **-জাদী** ।
হারাহারি—**হার$_১$** ও **হারা** দ্রঃ ।
হারি—বিঃ হার, পরাভব । [সং. √হৃ+ই] ।
হারিকেন—ঝড়জলেও নেভে না এমন কাচাবরণ-যুক্ত লণ্ঠনবিশেষ । [ইং. hurricane lantern] ।
হারিত—বিণঃ সবুজবর্ণবিশিষ্ট । [সং. হরিত+অ] ।
হারিদ্র—বিণঃ হরিদ্রাবর্ণযুক্ত । [সং. হরিদ্রা+অ] ।
হারী$_১$ (-রিন্)—বিণঃ হারবিশিষ্ট, হারভূষিত । [সং. হার+ইন্] । বিণ(স্ত্রী): **হারিণী** ।
-হারী$_২$ (-রিন্)—বিণঃ হরণকর (চিত্তহারী, দর্প-হারী) । [সং. √হৃ+ইন্ (র্তৃ)] । বিণ(স্ত্রী): **-হারিণী** ।
হারেম—বিঃ অন্তঃপুর, অন্দরমহল । [আ. হরম্] ।
হার্দ, হার্দ্য—(১)বিঃ হৃদ্যতা, প্রণয়, স্নেহ । (২)বিণঃ মনোজ্ঞ ; আন্তরিক । [সং. হৃদ্+অ, য] ।

হার্দিক—বিণঃ হৃদয়-সম্বন্ধীয় ; হৃদ্‌গত, আন্তরিক । [সং. হৃদ্+ইক] ।
হার্দী (-র্দিন্)—বিণঃ স্নেহযুক্ত । [সং. হার্দ+ইন্] ।
হার্দ্য—**হার্দ** দ্রঃ ।
হার্য—বিণঃ হরণযোগ্য ; (গণি.) ভাগযোগ্য, বিভাজ্য, divisible । [সং. হৃ+য (র্য)] ।
হাল$_১$—বিঃ লাঙ্গল ; (বাং.) গাড়ির চাকার লোহার বেড় বা লোহা ইত্যাদি ধাতুর লম্বা পাটি । [সং. হল+অ] ।
হাল$_২$—বিঃ নৌকাদির 'কর্ণ' অর্থাৎ উহা চালাইবার ও ঘুরাইবার যন্ত্র । [দেশী] ।
হাল$_৩$—(১)বিঃ অবস্থা, দশা (রাজার হাল) ; বর্তমান কাল (হালে) । (২)বিণঃ বর্তমান, চলতি, আধুনিক (হাল সন, হাল ফ্যাশান) । [আ.] । বিঃ **-খাতা**—**খাতা** দ্রঃ । বিঃ **-চাল**—অবস্থা ; ভাবভঙ্গি ; আচার-আচরণ । বিঃ **-ত, হালৎ**—অবস্থা, দশা ।
হালকা—বিণঃ লঘু, অল্পভার (হালকা বোঝা) ; মৃদু ('হালকা হাওয়া') ; গুরুত্বহীন (হালকা ব্যাপার বা কথা) ; চিন্তাশূন্য (হালকা মন) ; আলতো (হালকা হাত) ; কর্মহীন (হাত হালকা হওয়া) । [সং. লঘুক] ।
হালখাতা, হালচাল, হালত, হালৎ—**হাল$_৩$** দ্রঃ ।
হালফিল—ক্রি-বিণঃ সম্প্রতি, অধুনা । [আ. ফিল্‌হাল্] ।
হালাক—বিঃ হয়রান ; সর্বনাশ । [আ. হলাক্] ।
হালাল—(১)বিণঃ মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র বা বৈধ । (২)বিঃ মুসলমান রীতি অনুযায়ী কণ্ঠা কর্তনপূর্বক পশুবধ, জবাই । [আ. হলাল্] ।
হালি—**হাল$_২$**-এর রূপভেদ ।
হালিক—বিণঃ হালচাষ করে এমন ; হাল-সম্বন্ধীয় । [বাং. হাল$_১$+ইক] ।
হালিয়া—বিণ.বিঃ হলচাষকারী, কৃষক । [সং. হাল+বাং. ইয়া] ।
হালী$_১$—বিঃ যে ব্যক্তি লাঙ্গল চষে, কৃষক । [বাং. হাল$_১$+ঈ] ।
হালী$_২$—বিঃ যে ব্যক্তি নৌকার হাল ধরে, মাঝী । [বাং. হাল$_২$+ঈ] ।
হালুইকর—বিণ.বিঃ মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক, ময়রা । [আ. হলবাঈ+বাং. কর] ।
হালুম—অব্যঃ বাঘের ডাক ।
হালুয়া—বিঃ সুজি চিনি দুধ প্রভৃতির দ্বারা

প্রস্তুত মিষ্টান্নবিশেষ, মোহনভোগ। [আ. হলবা]।

হালুয়া—**হালুয়া**-এর চলিত রূপ।

হাশিয়া—বিঃ শাল ইত্যাদির কক্কাদার পাড়। [আ. হাশিঅহ্]।

হাস—বিঃ হাসি, হাস্য। [সং. √হস্+অ (ভা)]। বিণঃ -**ক**—হাসায় এমন (বিদূষকাদি)। বিণ(স্ত্রী): **হাসিকা**। বিণঃ -**কুটে**—হাসিয়া কুটিকুটি হয় এমন; অত্যন্ত হাস্যপ্রবণ।

হাসপাতাল—বিঃ সাধারণের চিকিৎসাগার। [ইং. hospital]।

হাসা—(১)ক্রিঃ হাস্য করা। (২)বিঃ উক্ত অর্থে। [সং. √হস্]। -**ন**, -**নো**—(১)ক্রিঃ হাস্য করান; (২)বিঃ উক্ত অর্থে। বিঃ -**হাসি**—পরস্পর কৌতুকপূর্ণ হাসি ও আলোচনা। **হাসিয়া কুটি-কুটি** বা **কুটিপাটি হওয়া**—হাসিতে হাসিতে আত্মহারা হওয়া।

হাসি—বিঃ হাস্য; উপহাস (হাসির পাত্র)। [সং. হাস+বাং. ই (স্বার্থে)]। বিঃ -**কান্না**—হাস্য ও ক্রন্দন; হাসি ও কান্নার মিশ্রিত ভাব। -**খুশি**, -**খুশী**—(১)বিঃ হাসিতে ও আনন্দে পূর্ণ অবস্থা; (২)বিণঃ হাসিতে ও আনন্দে পূর্ণ। বিঃ -**ঠাট্টা**, -**তামাসা**—সরস উপহাস, রঙ্গরসিকতা। বিঃ -**মুখ**—সহাস্য বদন, হাসিপূর্ণ মুখ। বিণঃ **হাসি-হাসি**—ঈষৎ হাস্যময়, প্রফুল্ল।

হাসিনী—বিণ(স্ত্রী): হাস্যকারিণী (মধুরহাসিনী)। [সং. √হস্+ইন্ (র্তৃ)+ঈ]। বি(পুং): (বিরল) **হাসী** (-সিন্)।

হাসিল—(১)বিণঃ সিদ্ধ, পূর্ণ, সম্পাদিত। (২)বিঃ সিদ্ধি, আদায়, সম্পাদন। [আ.]।

হাসনুহানা, হাস্নুহানা, হাসনোহানা—বিঃ সুগন্ধ ক্ষুদ্র শ্বেতপুষ্পবিশেষ। [ফা. হাস্-উ-নো-হানা =পদ্মফুল]।

হাস্য—বিঃ হাসি। [সং. √হস্+য (ভা)]। বিণঃ -**কর**, -**জনক**—হাস্যোদ্রেককর; উপহসনীয়। বিঃ -**কৌতুক**, -**পরিহাস**—হাসিঠাট্টা; রসিকতা; ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। বিণঃ -**ময়**—হাসিপূর্ণ; হাসি-মাখা, সহাস্য। বিণ(স্ত্রী): -**ময়ী**,। -**রসিক**—(১)বিণঃ পরিহাসপটু, রসিকতায় দক্ষ; (২)বিঃ হাস্যরসাত্মক লেখক বা অভিনেতা। বিঃ **হাস্যালাপ**—হাস্যোদ্রেককারী আলাপ-আলোচনা, সরস কথাবার্তা। বিণঃ **হাস্যোদ্দীপক**—হাসায় বা হাস্যরসের সৃষ্টি করে এমন।

হাহা—অব্যঃ বিলাপধ্বনি, শোকদুঃখাদিসূচক; শূন্যতাসূচক, খাঁ-খাঁ; অট্টহাসির ধ্বনি। [সং.]। বিঃ -**কার**—ব্যাপক ও উচ্চ হাহা-ধ্বনি, আর্তনাদ, শোকধ্বনি।

হিং, হিঙ—বিঃ বৃক্ষবিশেষের কটুগন্ধ নির্যাস যাহা ঔষধে বা ব্যঞ্জনের মসলারূপে ব্যবহৃত হয়। [সং. হিঙ্গু]।

হিংচা—**হেলেঞ্চা**-এর প্রাদে. রূপ।

হিং টিং ছট্—অব্যঃ (বিদ্রূপে) সংস্কৃতের মত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন শব্দ।

হিংসক—(১)বিণঃ হিংসাকারী। (২)বিঃ হিংস্র প্রাণী; শত্রু। [সং. √হিন্স্+অক (র্তৃ)]।

হিংসন—বিঃ হিংসা, হিংসা করা। [সং. √হিন্স্ +অন (ভা)]।

হিংসা—বিঃ বধ, হনন, হত্যা; অপকার, ক্ষতি; পরের ক্ষতি করিবার প্রবৃত্তি; (বাং.) ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। [সং. √হিন্স্+অ (ভা)+আ]। বিণঃ -**লু**—হিংসাশীল; ঘাতক; অপকারক। বিণঃ **হিংসিত**—হিংসার লক্ষ্যীভূত বা বিষয়ীভূত; হত, বিনাশিত। বিণঃ **হিংস্য**—হিংসাযোগ্য; বধ্য।

হিংসুক—বিণঃ হিংসাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর। [সং. হিংসা+বাং. উক]।

হিংসুটে—বিণঃ পরশ্রীকাতর। [সং. হিংসা+বাং. আটিয়া>টে]।

হিংস্য—**হিংসা** দ্রঃ।

হিংস্র, হিংস্রক—বিণঃ হিংসাকারী; (পরের) প্রাণহারক। [সং √হিন্স্+র (র্তৃ),+ক]। বিণ(স্ত্রী): **হিংস্রা, হিংস্রিকা**।

হিঁচড়া—ক্রিঃ হিঁচড়ান। [<সং. √ঘৃষ্]। -**ন**, -**নো**—(১)ক্রিঃ জোর করিয়া ঘষটাইয়া টানা বা টানিয়া লইয়া যাওয়া; (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে।

হিঁদু—**হিন্দু**-র বিকৃত রূপ।

হিঁয়ালি—**হেঁয়ালি**-র রূপভেদ।

হিকমত—বিঃ ক্ষমতা; কর্মকুশলতা। বিণঃ **হিকমতে**—ক্ষমতাশালী; কর্মকুশল (হিকমতে চীন)। [আ.]।

হিক্কা—বিঃ হেঁচকি। [সং.]।

হিঙ—**হিং** দ্রঃ।

হিঙ্গু—বিঃ হিং। [সং.]।

হিঙ্গুল, হিঙুল, হিঙ্গুলি—বিঃ পারদ-গন্ধক-মিশ্রিত ঘোর রক্তবর্ণ পদার্থবিশেষ। [সং. হিঙ্গু + √লা+অ, ই (র্তৃ)]।

হিজড়া, (কথ্য) **হিজড়ে**—বি: একই দেহে স্ত্রী-ও-পুংচিহ্নযুক্ত মানুষ বা অন্য প্রাণী ; ক্লীব, নপুংসক। [হি.]।

হিজরী, হিজরা—বি: হজরত মোহাম্মদের মক্কা-ত্যাগপূর্বক মদিনায় গমনের দিন (৬২২ খ্রিষ্টাব্দ) হইতে গণিত চান্দ্র অব্দ। [আ. হিজ্‌রী]।

হিজল—বি: বৃক্ষবিশেষ। [সং. হিজ্জল]।

হিজলিবাদাম—বি: হিজলিতে উৎপন্ন কাজু-বাদামবিশেষ।

হিজিবিজি—(১)বি: পরস্পরজড়িত অর্থহীন রেখা বা অবোধ্য লেখা (খাতাখানা হিজিবিজিতে পূর্ণ)। (২)বিণ: পরস্পরজড়িত ও অবোধ্য (হিজিবিজি লেখা)।

হিঞ্চা, হিঞ্চে—**হেলেঞ্চা**-র রূপভেদ।

হিড়হিড়, হিড়্‌হিড়্‌—অব্য: গড়াইয়া পড়িবার বা টানিবার শব্দ (হিড়হিড় করে টানা)।

হিড়িক—বি: হুজুগ (সাহেব সাজার হিড়িক) ; ভিড়, হাঙ্গামা (পুজার হিড়িক) ; চাপ, প্রাবল্য (কাজের হিড়িক)। [তু. ভিড়]।

হিত—(১)বি: উপকার, কল্যাণ। (২)বিণ: কল্যাণকর, উপকারী। [সং.]। বি: **-কথা**—যে কথা মানিলে উপকার হয় ; সদুপদেশ। বিণ: **-কর**—মঙ্গলজনক, উপকারী। বিণ(স্ত্রী): **-করী**। বিণ.বি: **-কারী** (-রিন্‌)—মঙ্গলকারী, উপ-কারক। বিণ.বি(স্ত্রী): **-কারিণী**। বিণ: **-বাদী** (-দিন্‌)—হিতকথা বলে এমন, সদুপদেশক। বি: **-সাধন**—কল্যাণ বা উপকার করা। বিণ.বি: **হিতাকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্‌), **হিতার্থী** (র্থিন্‌)—হিত-কামনাকারী। বি: **হিতাহিত**—উপকার ও অপকার। বি: **হিতাহিতজ্ঞান**—ভালমন্দবোধ, কিসে উপকার এবং কিসে ক্ষতি হইবে সে সম্বন্ধে চেতনা। বি: **হিতৈষণা, হিতৈষা, হিতৈষিতা**—হিতসাধন করিবার ইচ্ছা। বিণ: **হিতৈষী** (-ষিন্‌)—হিতসাধনে ইচ্ছুক। বিণ(স্ত্রী): **হিতৈষিণী**। বি: **হিতোপদেশ**—কল্যাণকর উপদেশ। বিণ: **হিতোপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—কল্যাণ-কর উপদেশ দেয় এমন।

হিন্তাল—বি: হেঁতালগাছ, তালজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ। [সং. হীন+তাল]।

হিন্দি, হিন্দী—বি: উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ: ইহা বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রভাষা। [ফা.]।

হিন্দু—বি.বিণ: ভারতের বেদাশ্রিত সনাতন জাতি বা ধর্ম ; উক্ত জাতীয় বা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি। [ফা. হিন্দু < সং. সিন্ধু]। বি: **-ত্ব**—হিন্দুধর্মানুযায়ী ভাব, হিন্দুভাব, হিন্দুয়ানি। বি: **-য়ানা, য়ানি**—হিন্দুসুলভ আচার-আচরণ। বি: **-সমাজ**—হিন্দুধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। বি: **-স্থান**—ভারতবর্ষ ; (সঙ্কীর্ণ অর্থে) উত্তর-ভারত। **-স্থানী**—(১)বিণ: হিন্দুস্থানের অধিবাসী ; উত্তর ভারতের অধিবাসী ; পশ্চিম ভারতীয়, পশ্চিমা ; (২)বি: উত্তর ভারতের ভাষাবিশেষ, উর্দুমিশ্রিত হিন্দীভাষা।

হিন্দোল, হিন্দোলা—বি: দোল, ঝুলন ; ঝুলন-যাত্রা, দোলমঞ্চ ; (সঙ্গীতে) রাগবিশেষ। [সং.]।

হিবা—বি: মুসলমানশাস্ত্রসম্মত (সম্পত্তি প্রভৃতি) দান। [আ.]। বি: **-নামা**—হিবার দলিল, দানপত্র।

হিব্রু—বি: ইহুদি জাতি ; প্রাচীন ইহুদিদের ভাষা। [ইং. Hebrew]।

হিম—(১)বি: শীতঋতু (হিমাগম) ; তুষার (হিমপাত) ; শীতল স্পর্শ, শৈত্য (হিমে টেকা দায়) ; শিশির। (২)বিণ: শীতল, ঠাণ্ডা (হিমবাত)। [সং.]। বি: **-কর**—(শীতল কিরণবিশিষ্ট বলিয়া) চন্দ্র। বি: **-গিরি, -বান্‌** (বৎ), **-শৈল**—(সর্বদা তুষারাবৃত থাকে বলিয়া) ভারতের উত্তর সীমানায় অবস্থিত পর্বতশ্রেণী, হিমালয়। বি: **-পাত**—তুষার-পতন। বি: **-বাহ**—পর্বতগাত্র বাহিয়া নিম্নদিকে ধীরে প্রবহমাণ তুষারস্তূপ, glacier [বি.প.]। বি: **-মণ্ডল**—দুই মেরুর সন্নিহিত ক্ষীণতম সূর্যালোকবিশিষ্ট ভূ-ভাগ-বিশেষ, frigid zone [বি.প.]। বি: **-রেখা**—পর্বতাদির যে রেখার উপরিস্থিত অংশ সর্বদা তুষারাবৃত থাকে, snow-line [বি.প.]। বি: **-শিম,** (বর্জি.) **-সিম**—অত্যধিক পরিশ্রমহেতু ক্লান্ত হওয়ার ভাব, হয়রান অবস্থা (হিমশিম খাওয়া)। বি: **-শিলা**—তুষার, করকা। বিণ: **-শীতল**—তুষারের ন্যায় ঠাণ্ডা। বি: **-সাগর**—তুষার-সমুদ্র ; (আল.) প্রবল শৈত্য ; এক প্রকার আম ; মস্তিষ্ক শীতলকারী কবিরাজী তৈল-বিশেষ। বি: **হিমাংশু**—(শীতল কিরণবিশিষ্ট বলিয়া) চন্দ্র। বি: **হিমাগম**—শীতঋতু। **হিমাঙ্গ**—(১)বিণ: তাপশূন্য দেহযুক্ত ; (২)বি: তাপহীন বা প্রাণহীন দেহ। বি: **হিমাচল, হিমাদ্রি**—হিমালয়-পর্বতশ্রেণী। বি: **হিমানী**—তুষারপুঞ্জ, বরফ। বি: **হিমালয়**—ভারতের উত্তর সীমানা-স্থিত পর্বতমালা (ইহা সর্বদা তুষারাবৃত থাকে)। বি: **হিমালয়-নন্দিনী**—দুর্গাদেবী। বিণ: **হিমেল**—হিম-শীতল ; অত্যন্ত ঠাণ্ডা (হিমেল হাওয়া)।

হিম্মত, হিম্মৎ—বিঃ ক্ষমতা ; বীরত্ব, তেজ, সাহস। [আ.]।

হিয়া—**হৃদয়**-এর কোমল রূপ।

হিরণ—বিঃ (বিরল) স্বর্ণ (হিরণবরণ, হিরণপ্রভা)। [সং.]।

হিরণ্ময়—(১)বিণঃ স্বর্ণনির্মিত ; স্বর্ণবর্ণ ; সোনালী। (২)বিঃ ব্রহ্মা। [সং. হিরণ্য + ময়ট্]।

হিরণ্য—বিঃ স্বর্ণ। [সং. √হর্য্ (= হির্, কান্তি-অর্থে) + অণ্য (র্ম)]। বিঃ **-কশিপু**—দৈত্যরাজ-বিশেষ (ইনি প্রহ্লাদের পিতা)। **-গর্ভ**—(১)বিণঃ স্বর্ণপূর্ণ; (২)বিঃ সৃষ্টির প্রথম পুরুষ, ব্রহ্মা। বিঃ **-নাভ**—মৈনাকপর্বত। বিঃ **-বাহ**—শোণ নদ। বিঃ **-রেতাঃ** (-তস্)—অগ্নি ; সূর্য ; শিব।

হিরাকস—বিঃ লৌহের কষ বা উপবসবিশেষ, কাসীস। [ফা.]।

হিলোল—**হিল্লোল**-এর কোমল রূপ।

হিল্লা, (কথ্য) **হিল্লে**—বিঃ উপায়, গতি; ব্যবস্থা; আশ্রয় ; সন্ধান, খোঁজ (মেয়ের পাত্রের কোন হিল্লে হল? চোরাই মালের বা চুরির হিল্লে হওয়া)। [আ. হীলা]।

হিল্লোল—বিঃ তরঙ্গ ; দোলন। [সং.]।

হিলসা, হিলসে—**ইলিশ**-এর বিকৃত রূপ।

হিস্টিরিয়া—**হিস্টিরিয়া**-র বর্জি. বানান।

হিসাব, (কথ্য) **হিসেব**—বিঃ গণনা ; জমাখরচ নির্ধারণ ; জমাখরচের বিবরণ-তালিকা ; (আল.) কৈফিয়ত ('হিসাব কি দিবি তার' : সুকান্ত) ; বিচার, বিবেচনা (হিসাব করে কথা বলা) ; দর, rate (শতকরা দশটাকা হিসাবে)। [আ.]। ক্রিঃ **হিসাব করা**—গণনা করা ; পরিমাণ স্থির করা ; বিচার বা বিবেচনা করা। ক্রিঃ **হিসাব চুকান, হিসাব মিটান**—দেনাপাওনা শোধ করা। ক্রিঃ **হিসাব দেওয়া**—জমাখরচের পরিমাণ বুঝাইয়া দেওয়া ; কৈফিয়ত দেওয়া। ক্রিঃ **হিসাব লওয়া**—জমাখরচের বিবরণ বুঝিয়া লওয়া ; কৈফিয়ত লওয়া। বিঃ **-কিতাব, -কেতাব**—আয়-ব্যয়ের লিখিত বিবরণপত্র (account) ; বিস্তারিত বা খুঁটিনাটি হিসাব ; বিচার-বিবেচনা। বিঃ **-নবিস**—জমাখরচ-লেখক। বিঃ **-নিকাশ**—আয়ব্যয় সঠিক ও চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারণ ; কৈফিয়ত। বিঃ **-পরীক্ষক**—জমাখরচের বিবরণে ভুলত্রুটির পরীক্ষাকারী, auditor। বিঃ **-পরীক্ষা**—জমাখরচের বিবরণে ভুলত্রুটি হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা, audit। বিঃ **হিসাবানা**—(প্রধানতঃ তহসিলদারগণ কর্তৃক প্রজাদের খাজনাদি) হিসাব করিয়া দেওয়ার বাবদ (সচ. অবৈধ) পারিশ্রমিক বা ঘুষ। বিণঃ **হিসাবি, হিসাবী**—হিসাব-সম্বন্ধীয় ; আয়ের অনুপাত বুঝিয়া ব্যয় করে এমন ; বিবেচক, বিচক্ষণ, সতর্ক।

হিস্টিরিয়া—মূর্চ্ছারোগবিশেষ। [ইং. hysteria]।

হিস্সা, হিস্যা, (কথ্য) **হিসসে, হিস্যে**—বিঃ প্রাপ্য ভাগ বা অংশ ; ভাগ (বড় হিসসা, ছোট হিসসা)। [আ. হিস্সা]। বি.বিণঃ **-দার**—অংশীদার।

হিহি—অব্যঃ শীতে কাঁপার ধ্বনি ; উচ্চহাসি বা বিদ্রূপের ধ্বনি।

হীন—বিণঃ বিরহিত, শূন্য (পিতৃহীন, জ্ঞানহীন) ; নীচ, অধম, হেয়, ঘৃণার্হ (হীন চরিত্র, হীন জাতি) ; দুর্দশাগ্রস্ত, দীন, দরিদ্র (হীনাবস্থা) ; অত্যধিক নতভাব-যুক্ত (হীনভাবে আবেদন) ; ক্ষীণ, হ্রাসপ্রাপ্ত (হীনবল, হীনপ্রভ)। [সং √হা + ত (র্ম)]। বিণ(স্ত্রী): **হীনা**। বিঃ **-তা**। বিণঃ **-প্রাণ**—সঙ্কীর্ণচেতা ; মুমূর্ষু ; অল্পজীবী। বিণ(স্ত্রী): **-প্রাণা**। বিঃ **-মন্যতা**—নিজের সম্পর্কে হীনতা-বোধ, inferiority complex। বিঃ **-যান**—বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন শাখা ; পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত বৌদ্ধমত (তু. **মহাযান**)। বিণঃ **হীনাবস্থ**—দুর্দশাগ্রস্ত, দরিদ্র, দীন।

হীয়মান—বিণঃ হ্রাস বা ক্ষয় পাইতেছে এমন। [সং. √হা + আন (মান) (র্ম)]।

হীরক—বিঃ উজ্জ্বল বা বহুমূল্য রত্নবিশেষ। [সং.]। বিঃ **-জয়ন্তী, -জুবিলি**—**জয়ন্তী** দ্রঃ।

হীরা, (কথ্য) **হীরে**—**হীরক**-এর চলিত রূপ।

হীরার টুকরা—(আল.) অতি বুদ্ধিমান্ ও সৎ।

হীরার ধার—হীরার ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণতা।

হীরামন, (কথ্য) **হীরেমন**—বিঃ শুকপক্ষী, তোতাপাখিবিশেষ। [রূপকথা হইতে—তু. হি. হীরামন্]।

হুইল—বিঃ মাছ-ধরা ছিপসংলগ্ন সুতা গুটানর চক্রবিশেষ : উক্ত চক্রযুক্ত ছিপ। [ইং. wheel]।

হুংকার—**হুঙ্কার**-এর বানানভেদ।

হুঁ—অব্যঃ স্বীকার সম্মতি সন্দেহ ইত্যাদি সূচক শব্দ।

হুঁকা, (কথ্য) **হুঁকো**—বিঃ নারিকেল-খোলে তৈয়ারি ও নলিচাযুক্ত তামাক খাইবার পাত্র-বিশেষ। [আ. হুক্কা]। বিঃ **-বরদার**—যে

চাকর হুকার সাজসরঞ্জাম রাখে ও তামাক দেয়, তামাক-সাজা চাকর।

হুঁচট, হুঁচোট—হোঁচট-এর রূপভেদ।

হুঁশ—বিঃ চেতনা, জ্ঞান; সতর্কতা। [ফা. হোশ্]। বিণঃ **হুঁশিয়ার**—সতর্ক, সচেতন; চতুর। বিঃ **হুঁশিয়ারি**—সতর্কতা।

হুক—বিঃ লৌহাদি-নির্মিত অঙ্কুশ বা বাঁকা লোহা; বঁড়শি। [ইং. hook]।

হুকমত, হুকমৎ—হুকুম দ্রঃ।

হুকুম—বিঃ আদেশ, আজ্ঞা; অনুমতি। [আ. হুক্ম]। বিঃ **-জারি**—হুকুম-প্রচার। বিঃ **-ত, -ৎ, হুকমত, হুকমৎ**—প্রভুত্ব; শাসন, সরকার, গভর্নমেণ্ট (হুকমৎ-ই-পাকিস্তান)। বিঃ **-তামিল** আদেশপালন। বিঃ **-নামা**—আদেশপত্র। বিঃ **বরদার**—হুকুম তামিলকারী। বিঃ **-রদ**—হুকুম (সাময়িকভাবে) কার্যকর না করা। অব্যঃ **যো হুকুম**—যে আজ্ঞা। বিণ.বিঃ **যো-হুকুম**—আজ্ঞাবহ, স্তাবক (যো-হুকুম লোক, যো-হুকুমের দল)।

হুক্কা—হুঁকা-র রূপভেদ।

হুঙ্কার—বিঃ হুম্-শব্দ, গর্জন, সিংহনাদ। [সং. হুম্ + √কৃ + অ (ভা)]। ক্রিঃ **হুঙ্কার ছাড়া, হুঙ্কার দেওয়া**—গর্জন করা বা সিংহনাদ করা। ক্রিঃ **হুঙ্কারা**—(কাব্যে) হুঙ্কার দেওয়া। বিণঃ **হুঙ্কারিত**—হুঙ্কারপূর্ণ, গর্জনধ্বনিতে পরিপূর্ণ। **হুঙ্কৃত**—(১)বিণঃ গর্জিত; (২)বিঃ গর্জন। বিঃ **হুঙ্কৃতি**—হুঙ্কার।

হুজুক, হুজুগ—বিঃ সাময়িক উত্তেজনা বা তাহাতে সোৎসাহে যোগদান; ফ্যাশন; গুজব। [আ. হুজুন]। বিণঃ **হুজুকে, হুজুগে**—হুজুকপ্রিয়; হুজুকে মাতে এমন।

হুজুর—বিঃ নৃপতি বিচারপতি মনিব প্রভৃতিকে সম্মানসূচক সম্বোধন; প্রভু; প্রভুর সমীপ (হুজুরে হাজির) [আ. হুজুর]। **যো হুজুর**—হুজুর যাহা বলেন তাহাই ঠিক বা তাহাই হইবে; হীন মোসাহেবি বা গোলামি; হীন মোসাহেব বা গোলাম।

হুজ্জত, হুজ্জৎ—বিঃ তর্কাতর্কি, কলহ; গোলমাল। [আ.]। বিণঃ **হুজ্জতি, হুজ্জতী, হুজ্জতী**—হুজ্জত-সম্বন্ধীয়; কলহের বিষয়ীভূত, কলহকারী।

হুটোপাটি—বিঃ লাফালাফি ও গোলমাল; হুড়াহুড়ি। [দেশী]।

হুট্—অব্যঃ মৃদু হট্ শব্দ; হঠাৎ, বিচার-বিবেচনার অভাব, তড়িঘড়ি।

হুড়—বিঃ ভিড়; জনতার ঠেলাঠেলি। [দেশী]।

হুড়কা১, (কথ্য) **হুড়কো**—বিঃ কপাট বন্ধ করার ঠেঙ্গা বা খিল, অর্গল। [সং. হুড়ুক]।

হুড়কা২, (গ্রা.) **হুড়কো**—বিণঃ পতিসংসর্গ-ত্যাগিনী, স্বামীর কাছে যাইতে চাহে না বা যাইতে ভয় পায় এমন (হুড়কা মেয়ে)। [দেশী]।

হুড়মুড়—অব্যঃ ভিড় বা ঠেলাঠেলি করিয়া প্রবেশ বা গমনের ভাবসূচক; অনেকগুলি বৃহৎ ও ভারী জিনিসের পতনাদির ভাবসূচক।

হুড়হুড়—অব্যঃ জলাদির জোরে পতনের শব্দ; ক্রমাগত হুড়মুড় করিয়া প্রবেশের বা নির্গমনের ভাবসূচক; গুড়গুড় (পেট হুড়হুড় করা)।

হুড়া—বিঃ তাড়া, ঠেলা, গুঁতা। [সং. হুড়্]। বিঃ **-হুড়ি**—ঠেলাঠেলি; হুটোপাটি।

হুড়ুম১—বিঃ (প্রাদে.) মুড়ি; মুড়ির ন্যায় ফুলাইয়া ভাজা চিড়া। [সং. হুড়ুম্ব]।

হুড়ুম২—অব্যঃ বিশৃঙ্খলা বা অকস্মাৎ লম্ফন-সূচক (হুড়ুম-দুড়ুম)। [ধ্বন্যা.]।

হুণ্ডি—বিঃ (প্রধানতঃ ব্যবসাদারগণ কর্তৃক প্রদত্ত) কাহাকেও টাকা দিবার জন্য ভিন্নস্থানস্থ অপর কাহারও নিকট নির্দেশ-লিপি, bill of exchange; ঋণ-পরিশোধের প্রতিশ্রুতি-পত্র, হ্যাণ্ডনোট। [ফা. হুণ্ডি]।

হুত—বিণঃ হোমাগ্নিতে আহুত। [সং. √হু + ত (র্ম)]।

হুতাশ১—বিঃ হতাশা দুর্ভাবনা বা আতঙ্কের অভিব্যক্তি। [সং. হুতাশ]।

হুতাশন, হুতাশ২—বিঃ অগ্নি; হোমাগ্নি। [সং. হুত + অশন, হুত + √অশ্ + অ(র্তৃ)]।

হুতি—বিঃ হোম। [সং. √হু + তি (ভা)]।

হুতোম, হুতুম—বিঃ বিকট রবকারী বৃহদাকার পেচকবিশেষ। [দেশী]। **হুতোম পেঁচা**—হুতোম; কালীপ্রসন্ন সিংহের ছদ্মনাম। বিণঃ **হুতোমি**—কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক ব্যবহৃত (হুতোমি ভাষা)।

হুদ্দা, (কথ্য) **হুদ্দো**—বিঃ এলাকা, প্রভুত্ব বা কার্যক্ষেত্রের সীমানা, jurisdiction। [আ. হদ্]।

হুনরী, হুনুরী, হুনারি, হুনুরি—(১)বিঃ সুদক্ষ শিল্পী। (২)বিণঃ শিল্প-সংক্রান্ত। [ফা. হুনর]। বিঃ **-কাজ**—শিল্পকর্ম, কারিগরী কাজ।

হুপ—অব্য: বানরের ডাক ; আকস্মিক লম্ফপ্রদানের ভাবসূচক।

হুপো—বি: ঝুঁটিওয়ালা পক্ষিবিশেষ। [ফ্রে. huppe—তু. ইং hoopoe]।

হুবহু—অব্য: অবিকল, যথাযথ, সঠিক। [আ. হু+ব+হু]।

হুমকি—বি: হুঙ্কার, তর্জন, ধমক, ভয়প্রদর্শন। [তু. সং. হুঙ্কৃতি বা হুঙ্ক্রিয়া]।

হুমড়ি—বি: হামাগুড়ি, উপুড়। [দেশী]। **হুমড়ি খেয়ে পড়া**—লইবার জন্য লালায়িত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়া।

হুরি, হুরী—বি(স্ত্রী): স্বর্গের পরী। [আ. হুর্]।

হুল—বি: কীটপতঙ্গাদির সূচিবৎ তীক্ষ্ণ অঙ্গবিশেষ। [সং. অল]।

হুলস্থুল, হুলস্থূল—বি: গোলমাল, হৈ-চৈ, তুমুল কাণ্ড। [তু. সং. হুলহুলী]।

হুলা—(১)বিণ: হোলবিশিষ্ট, অণ্ডকোষবিশিষ্ট ; পুরুষজাতীয়, মর্দা। (২)বি: মর্দা বিড়াল। [বাং. হোল]।

হুলাহুলি—বি: কোলাহল ; (প্রা.কা.) উলুধ্বনি [সং. হুলহুলী]।

হুলিয়া—বি: পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাহার চেহারার বর্ণনাসহ বিজ্ঞাপন। [আ. হুল্যহ্]।

হুলু—বি: পূজা শুভকর্ম আনন্দানুষ্ঠান প্রভৃতিতে হিন্দু নারীগণ জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে যে শব্দ করে, উলু, জোকার। [সং. হুলহুলী-শব্দের রূপান্তর]।

হুলুস্থুল—**হুলস্থুল**-এর রূপভেদ।

হুলো—**হুলা**-র রূপভেদ।

হুল্লোড়—বি: ভিড় করিয়া হল্লা। [দেশী]।

হুশ, হুশিয়ার—যথাক্রমে **হুঁশ** ও **হুঁশিয়ার**-এর রূপভেদ।

হুস, হুস্, (বর্জি.) **হুশ, হুশ্**—অব্য: সহসা উড়িয়া যাওয়াব ভাবসূচক ; চিমনি নল প্রভৃত হইতে বেগে জল বা ধোঁয়ার ঝলক বাহির হইবার বা বাষ্পযানাদির দ্রুত গমনের শব্দ। অব্য: **হুস হুস, হুস্‌হুস্, হুশহুশ, হুশ্‌হুশ্,**—অবিরত হুস-শব্দ।

হুহু—অব্য: বেগে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বা আগুন জ্বলার শব্দ (**হুহু** করে বওয়া বা জ্বলা) ; যাতনা শূন্যতাবোধ নৈরাশ্য ইত্যাদি সূচক (মন **হুহু করা**)।

হুহুঙ্কার, হুহুংকার—বি: গর্জন, সিংহনাদ। [সং. হুঙ্কার]।

হূণ—**হূন**-এর বর্জি. বানান।

হূত—বিণ: আহ্বান করা হইয়াছে বা আসিতে বলা হইয়াছে এমন, আহূত। [সং. √হ্বে+ত (র্ম)]। বি: **হূতি**—আহ্বান।

হূন—বি: ভারতের উত্তরস্থ অঞ্চলের অধিবাসী প্রাচীন জাতিবিশেষ। [সং.]।

হূয়মান—বিণ: আহ্বান করা হইতেছে এমন। [সং √হ্বে+আন (মান) (র্ম)]।

হৃত—বিণ: অপহৃত, লুণ্ঠিত ; আনীত ; আকৃষ্ট। [সং. √হৃ+ত (র্ম)]। বিণ: **-সর্বস্ব**—যাহার যাবতীয় ধনসম্পত্তি লুঠ হইয়া গিয়াছে এমন। বিণ: **হৃতাধিকার**—অধিকার বা প্রভুত্ব হারাইয়াছে এমন।

হৃৎ (হৃদ্)—বি: হৃদয় ; মন, অন্তঃকরণ ; বক্ষঃস্থল ; বুকের ভিতরের অংশ। [সং. √হৃ+ক্বিপ্ (র্ম)]। বি: **-কমল**—হৃদয়রূপ পদ্ম। বি: **-কম্প**—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ; ভয়াদিজনিত হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্পন্দনবেগ। বিণ: **হৃদ্‌গত**—মনোগত। বি: **হৃদ্দেশ**—বক্ষঃস্থল। বি: **-পিণ্ড**—বুকের মধ্যের স্পন্দনশীল রক্তসঞ্চালক যন্ত্র, heart। বি: **হৃদ্বোধ**—ধারণা। বি: **-স্পন্দন**—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন (ইহা জীবিতের লক্ষণ)।

হৃদয়, (কাব্যে) **হৃদি**—বি: বক্ষঃস্থল ; বুকের অভ্যন্তরভাগ ; মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত। [সং. √হৃ (+দ্)+অয় (র্তৃ)]। বিণ: **-গত**—মনোগত। বিণ: **-গ্রাহী** (-হিন্)—মনোরম, চিত্তাকর্ষক। বিণ: **-ঙ্গম, -ংগম**—মনে প্রবিষ্ট ; বোধগম্য, উপলব্ধি করা হইয়াছে এমন। বিণ: **-জ**—হৃদয় হইতে উৎপন্ন বা জাত। **-বল্লভ**—(১)বিণ: প্রাণপ্রিয় ; (২)বি: পতি ; প্রণয়ী। বিণ.বি(স্ত্রী): **-বল্লভা**—প্রাণপ্রিয়া, পত্নী ; প্রণয়িনী। বিণ: **-বান্** (-বৎ)—উদারচিত্ত, মহাপ্রাণ, মহানুভব ; সহানুভূতিশীল। বিণ: **-বিদারক**—অত্যন্ত শোকজনক, মর্মভেদী। বি: **-বেদনা, -ব্যথা**—মর্মযন্ত্রণা, মনঃকষ্ট। বিণ: **-ভেদী** (-দিন্)—অতীব দুঃখজনক, মর্মান্তিক, মর্মপীড়াদায়ক। বিণ: **-শূন্য, -হীন**—নির্দয়, নির্মম। বি: **হৃদয়েশ**—প্রাণেশ্বর ; পতি ; প্রণয়ী।

হৃদ্‌গত, হৃদ্দেশ, হৃদ্বোধ—**হৃৎ** দ্রঃ।

হৃদ্য—বিণ: হৃদয়গ্রাহী, রুচির ; প্রিয় ; আন্তরিকতাপূর্ণ। [সং. হৃদ্+য]। বিণ(স্ত্রী):

হৃদ্য। বি: **-তা**—হৃদয়গ্রাহিতা ; সৌহার্দ্য ; আন্তরিকতা।

হৃষিত—বিণ: প্রীত, আনন্দিত, পুলকিত। [সং. √হৃষ্ + ত (র্তৃ)]।

হৃষীকেশ—বি: বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ। [সং. হৃষীক (ইন্দ্রিয়) + ঈশ]।

হৃষ্ট—বিণ: হর্ষান্বিত, প্রফুল্ল, প্রীত, পুলকিত, খুশি ; রোমাঞ্চিত। [সং. √হৃষ্ + ত (র্তৃ)]। বিণ(স্ত্রী): **হৃষ্টা**। বি: **হৃষ্টি—র্ষি**, আনন্দ, প্রফুল্লতা। বিণ: **-চিত্ত**—হর্ষযুক্ত হৃদয়বিশিষ্ট ; খোশমেজাজ। বিণ: **-পুষ্ট**—প্রফুল্ল ও মোটা-সোটা ; মানসিক ও শারীরিক সুস্থতাপূর্ণ।

হে—অব্য: সম্বোধনসূচক বা আহ্বানসূচক (হে প্রভু) ; কবিতার ছন্দের মাত্রা বজায় রাখিবার জন্য পাদপূরণে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ।

হেংলা—**হ্যাংলা**-র বানানভেদ।

হেঁই—(কথ্য) অব্য: সনির্বন্ধ অনুরোধসূচক। অব্য: **-ও, -য়ো**—গুরুভার তুলিবার ঠেলিবার বা টানিবার সময়ে কৃত আওয়াজ।

হেঁচকা—(১)বি: হঠাৎ সজোরে টান বা আকর্ষণ। (২)বিণ: হঠাৎ সজোরে প্রবৃত্ত (হেঁচকা টান)। [দেশী]।

হেঁচকি—বি: হিক্কা। [দেশী—তু. হেঁচকা]।

হেঁচড়া, হেঁচড়ান (-নো)—যথাক্রমে **হিঁচড়া** ও **হিঁচড়ান**-র চলিত রূপ।

হেঁজিপেঁজি—বিণ: তুচ্ছ, অখ্যাত, নগণ্য। [দেশী]।

হেঁট—(১)বিণ: অবনত, আনত (হেঁটমুণ্ড) ; অবনতমস্তক (হেঁট হয়ে প্রণাম করা)। (২)বি: তলদেশ ('হেঁটে কাঁটা') ; নিম্নাঙ্গ ('হেঁটে বস্ত্র')। [পা. হেট্‌ঠা < সং. অধস্তাৎ]।

হেঁড়ে, হেঁড়েল—বিণ: হাঁড়ির ন্যায় আকার-বিশিষ্ট (হেঁড়ে মুখ) ; কর্কশ ও মোটা (হেঁড়ে গলা)। [হাঁড়ি দ্র:]।

হেঁতাল—**হিন্তাল**-এর কথ্য রূপ। **হেঁতালের বাড়ি**—হিন্তাল-কাষ্ঠ-নির্মিত লাঠি (প্রবাদ যে, সাপ ইহা দেখিলে পালায়)।

হেঁয়ালি—বি: প্রহেলিকা, সমস্যা, ধাঁধা। [সং. প্রহেলিকা]।

হেঁশেল, হেঁসেল—বি: রান্নাঘর। [বাং. হাঁড়ি-শাল]।

হেঁসে—বি: হারবিশেষ ; কাস্তের ন্যায় অস্ত্র-বিশেষ, হাঁসিয়া। [বাং. হাঁস + ইয়া > এ]।

হেঁসো—**হাঁসিয়া**-র চলিত রূপ।

হেকমত—**হিকমত**-এর রূপভেদ।

হেড—(১)বি: মাথা, বুদ্ধি (বেহেড)। (২)বিণ: প্রধান (হেড পণ্ডিত, হেড অফিস)। [ইং. head]। বি: **-বাবু**—অফিসের প্রধান কেরানী বা কর্মচারী।

হেতু—বি: যুক্তি ; কারণ, নিমিত্ত, মূল ; প্রয়োজন ; উদ্দেশ্য। [সং. √হি + তু (র্তৃ)]। বিণ: **-ক**—হেতুসম্বন্ধীয়। বি: **-বাদ**—হেতু উল্লেখ করা। বি: **-শাস্ত্র**—তর্কশাস্ত্র ; (সঙ্কীর্ণ অর্থে) বেদ-বিরুদ্ধ তর্কপ্রধান শাস্ত্র।

হেতের—**হাতিয়ার**-এর গ্রা. রূপ।

হেত্বাভাস—বি: কু-তর্ক, আপাতদৃষ্টিতে সমর্থন-যোগ্য বা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত-পক্ষে নহে এমন যুক্তি, fallacy [বি. প]। [সং. হেতু + আভাস]।

হেথা, হেথায়—ক্রি-বিণ: (কা. বা গ্রা.) এইস্থানে, এখানে। [পা. এত্থ < সং. অত্র]।

হেদা—ক্রি: হেদান। [< সং. খেদ]। **-ন, -নো**—(১)ক্রি: (অশি.) প্রিয়-বিরহে ব্যাকুল হওয়া বা খেদ প্রকাশ করা ; (২)বি: উক্ত অর্থে।

হেদে—অব্য: (অপ্র.) সম্বোধনসূচক, ওগো, ওলো।

হেন—বিণ: (কাব্যে) এমন, এরূপ ; অনুরূপ। [?]

হেনস্তা (প্রাদে.) **হেনস্থা**—বি: (কথ্য) অবজ্ঞা (হেনস্তা করা) ; দুর্দশা, নাকাল অবস্থা (হেনস্তা হওয়া)। [সং. হীনাবস্থা]।

হেনা—বি: মেহেদি। [আ. হিনা]।

হেপা—বি: ঝক্কি, ঝুঁকি, তাল (হেপা সামলান)।

হেপাজত, হেফাজত—বি: রক্ষণাবেক্ষণ, দায়িত্ব, তত্ত্বাবধান। [আ. হিফাজৎ]।

হেবা—**হিবা**-র রূপভেদ।

হেম—বি: সোনা, সুবর্ণ। [সং.]। বি: **-কূট**, **হেমাদ্রি**—সুমেরু পর্বত। **হেমাঙ্গ**—(১)বিণ: স্বর্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট ; স্বর্ণময়দেহবিশিষ্ট ; (২)বি: সুমেরু পর্বত, ব্রহ্মা। বিণ(স্ত্রী): **হেমাঙ্গী**, (বাং.) **হেমাঙ্গিনী**।

হেমন্ত—বি: হিমঋতু (অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস) ; (বাং.) শীতের পূর্ববর্তী ঋতু (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস)। [সং.]।

হেয়—বিণ: ত্যাজ্য ; তুচ্ছ ; ঘৃণার্হ। [সং. √হা + য (র্য)]।

হেরফের—বি: অদলবদল। [তু. হি. হের্‌ফের্]।

হেরম্ব—বি: গণেশ। [সং.]।

হেরা—ক্রিঃ (কাব্যে) দেখা, নিরীক্ষণ করা। [দেশী]।

হেলন—হেলা$_{১,২}$ দ্রঃ।

হেলা$_{১}$—(১)ক্রিঃ ঝোঁকা, নড়া, একপাশে নত হওয়া। (২)বি.বিণঃ উক্ত অর্থে। [তু. হি. √হিল্‌না]। বিঃ **হেলন**—হেলিয়া পড়া; হেলিয়া-থাকা অবস্থা। বিঃ **-ন** (উচ্চা. হেলান্)—হেলিয়া অবস্থান; ঠেসান (হেলান দেওয়া)। **-ন, -নো**—(১)ক্রিঃ ঝোঁকান, একপাশে নোয়ান, (২)বি. বিণঃ উক্ত অর্থে।

হেলা$_{২}$—বিঃ অবজ্ঞা, ঘৃণা, অশ্রদ্ধা; অক্লেশ, অবলীলা ('হেলায় লঙ্কা করিল জয়': দ্বিজেন্দ্র)। [সং. √হেড্ + অ (ভা) + আ]। বিঃ **হেলন**—অবহেলা করা; অবজ্ঞা। বিঃ **-ফেলা**—তুচ্ছ-তাচ্ছল্য।

হেলে$_{১}$—বিঃ নির্বিষ সর্পবিশেষ; সর্পাকৃতি হার-বিশেষ। [দেশী]।

হেলে$_{২}$—(১)বিঃ কৃষক। (২)বিণঃ হালে জোতা হয় এমন (হেলে গোরু)। [সং. হাল+বাং. ইয়া > এ]।

হেলেঞ্চা—বিঃ তিক্তাস্বাদ জলজ শাকবিশেষ। [সং. হিলমোচা]।

হেস্তনেস্ত—অব্যঃ শেষ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা; ভালমন্দ যাহাই হউক একটা সমাধান। [ফা. হস্ত্-নীস্ত্]।

হৈচৈ—হইচই-এর বানানভেদ।

হৈতে—হইতে-র বানানভেদ।

হৈম$_{১}$—বিণঃ স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণ-সম্বন্ধীয়। [সং. হেমন্+অ]।

হৈম$_{২}$—বিণঃ হিমসম্বন্ধীয়। [সং. হিম+অ]।

হৈমন্ত—(১)বিণঃ হেমন্তকালীন; হেমন্তসম্বন্ধীয়। (২)বিঃ হেমন্ত ঋতু। [সং. হেমন্ত+অ]।

হৈমন্তিক—(১)বিণঃ হেমন্তকালীন; হেমন্ত-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ আমন ধান। [সং. হেমন্ত+ইক]।

হৈমবত—(১)বিণঃ হিমালয়-সম্বন্ধীয়। (২)বিঃ ভারতবর্ষ। [সং. হিমবৎ+অ]। বিণ(স্ত্রী): **হৈমবতী**—পার্বতী, দুর্গা; গঙ্গা।

হৈয়ঙ্গবীন—বিঃ পূর্বদিনের দুগ্ধে জাত নবনীত বা ঘৃত; সদ্যোজাত ঘৃত। [সং.]।

হৈহয়—বিঃ প্রাচীন দেশ বা জাতিবিশেষ। [সং.]।

হৈহৈ—হইহই-র বানানভেদ।

হোঁচট—বিঃ গমনকালে হঠাৎ কিছুতে পায়ে ধাক্কা খাওয়া বা ধাক্কা খাইয়া পতনোন্মুখ হওয়া, উচট। [সং. উচ্চাটন, তু. হি. উচক্‌না]।

হোঁতকা, হোঁৎকা—বিণঃ মোটা; স্থূলবুদ্ধি; গোঁয়ার। [দেশী]।

হোঁদড়—বিঃ গো-বাঘা, হায়েনা। [দেশী]।

হোঁদল—বিণঃ ভুঁড়িওয়ালা, নাদাপেটা। [দেশী]। বিঃ **-কুতকুত, -কুৎকুৎ**—পেটমোটা ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জানোয়ার বা মানুষ।

হোগল, হোগলা—বিঃ জলাভূমিজাত লম্বা ঈষৎ ত্রিকোণাকার ও চেপটা উদ্ভিদ্‌বিশেষ (ইহার পাতা দিয়া ঘরের বেড়া দেওয়া হয়)। [দেশী]। বিঃ **হোগলকুঁড়ি,** (বিকৃত) **হোগলগুঁড়ি**—হোগলপুষ্পের রেণু (ইহার দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত হয়)।

হোটেল—বিঃ দাম দিয়া যেখানে বসিয়া পান-ভোজন করা যায় এবং (কোথাও কোথাও) বাস করা যায়, পান্থশালা। [ইং. hotel]। বিঃ **-ওয়ালা**—হোটেলের মালিক। বি(স্ত্রী): **-ওয়ালী**।

হোড়—বিঃ পাঁক; কর্দমকুণ্ড। [দেশী]।

হোতা (-তৃ)—(১)বিণঃ যজ্ঞকারী; বৈদিক যজ্ঞে ঋক্-মন্ত্রের প্রয়োক্তা। (২)বিঃ যজ্ঞকারী পুরোহিত বা যজমান। [সং. √হু+তৃ]। বিণ.বি(স্ত্রী): **হোত্রী**।

হোত্র—বিঃ হোম। [সং. √হু+ত্র (ভা)]। বিণঃ **হোত্রী** (-ত্রিন্)—হোমকারী, যাজ্ঞিক। **হোত্রীয়**—হোম-সম্বন্ধীয়; হোতৃ-সম্বন্ধীয়।

হোথা, হোথায়—ক্রি-বিণঃ (কা. বা গ্রা) ঐস্থানে, ওখানে। [হেথা দ্রঃ]।

হোম—বিঃ যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃতাহুতি। [সং √হু+ম (ভা)]। বিঃ **-কুণ্ড**—যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালনের জন্য যে গর্ত খনন করা হয়। বিঃ **হোমাগ্নি, হোমানল**—যজ্ঞের আগুন।

হোমরাচোমরা—বিণঃ সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিপ্রতিপত্তি-যুক্ত। [তু. আ. আমির-উমরাহ্]।

হোমিওপ্যাথি—বিঃ হানিম্যান-প্রবর্তিত রোগ-সৃষ্টিকর বিষদ্বারা রোগ-চিকিৎসা-প্রণালী। [ইং. homeopathy]। বিণঃ **হোমিওপ্যাথিক**—হোমিওপ্যাথি-অনুযায়ী।

হোরা—বিঃ (জ্যোতিষ.) রাশিপরিমাণের অর্ধাংশ-কাল; লগ্ন; আড়াই দণ্ডকাল, একঘণ্টা সময়। [গ্রী. hora > সং.]।

হোরি—**হোলি** দ্রঃ।

হোল—বিঃ অণ্ডকোষ। [দেশী]। বিণঃ **হোলা**—অণ্ডকোষবিশিষ্ট।

হোলি, হোলী, হোরি—বিঃ বসন্তোৎসব, দোল-লীলা। [সং. হোলিকা]।

হোশ—**হুঁশ**-এর রূপভেদ।

হোহো—অব্যঃ অট্টহাসির আওয়াজ।

হৌজ—বিঃ বৃহৎ চৌবাচ্চা। [আ. হৌজ্]।

হৌস—বিঃ বাণিজ্য-কুঠি; সওদাগরী দফতর; ব্যবসায়ী সঙ্ঘ বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, firm। [ইং. house]।

হ্যাংলা—বিণঃ অশোভনরূপ লোভী। [দেশী]। বিঃ **-পনা, -মি**—অশোভন লোলুপতা।

হ্যাঁ—**হাঁ**-র রূপভেদ।

হ্যাঁচকা—**হেঁচকা**-র রূপভেদ।

হ্যাট—বিঃ সাহেবী টুপি। [ইং. hat]।

হ্যাণ্ডনোট—বিঃ ঋণস্বীকারপত্র, খত। [ইং. handnote]।

হ্যাদান, হ্যাদে, হ্যাপা—যথাক্রমে **হেদান হেদে** ও **হেপা**-র বানানভেদ।

হ্যান—**হেন**-র বিকৃত রূপ।

হ্রদ—বিঃ চতুর্দিকে স্থলবেষ্টিত (ক্ষেত্রবিশেষে নদীর সঙ্গে যুক্ত) বৃহৎ স্বাভাবিক জলাশয়। [সং. √হ্রাদ্+অ (র্তৃ)]।

হ্রস্ব—বিণঃ খাট, খর্ব, ক্ষুদ্র; অল্প, কম; লঘু, হালকা; (ব্যাক.) একমাত্রাব্যাপী উচ্চারণবিশিষ্ট (যেমন, অ ই উ)। [সং. √হ্রস্+ব (র্তৃ)]। বিঃ **-তা, -ত্ব**। বিঃ **-দীর্ঘজ্ঞান**—লঘুগুরুবোধ, ছোট-বড়র প্রভেদের জ্ঞান; সাধারণ জ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান।

হ্রাদ—বিঃ ধ্বনি, নিনাদ। [সং.]। বিণঃ **হ্রাদী** (-দিন্)—নিনাদকারী। **হ্রাদিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): নিনাদকারিণী; (২)বিঃ বজ্র; বিদ্যুৎ; নদী।

হ্রাস—বিঃ হ্রস্বতা, কমতি, লাঘব; ক্ষয়। [সং. √হ্রস্+অ (ভা)]।

হ্রী—বিঃ লজ্জা। [সং.]।

হ্রেষা—বিঃ ঘোড়ার ডাক। [সং.]।

হ্লাদ, হ্লাদন—বিঃ আহ্লাদ, হর্ষ, আনন্দ। [সং. √হ্লাদ্+অ, অন (ভা)]। বিণঃ **হ্লাদিত**—আহ্লাদিত। বিণঃ **হ্লাদী** (-দিন্)—আহ্লাদ-যুক্ত, সহর্ষ; আহ্লাদজনক, আনন্দদায়ক। **হ্লাদিনী**—(১)বিণ(স্ত্রী): আহ্লাদযুক্তা, আনন্দ-দায়িনী; (২)বিঃ (বৈ. শা.) যে স্বরূপশক্তির বলে ভগবান্ নিজে আনন্দিত হন এবং অপর সকলকেও আনন্দিত করেন, শ্রীরাধিকা।

পরিশিষ্ট ক

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়ম

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব**—রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, সর্ব'।

২। **সন্ধিতে ঙ্‌-স্থানে অনুস্বার**—যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌-স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন, অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্‌ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। **রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব**—রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। **হস্‌-চিহ্ন**—শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌-চিহ্ন দেওয়া যাইতে পারে। হ এবং যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্‌-চিহ্ন দেওয়া উচিত, যথা—'শাহ্‌, তখ্‌ত্‌, জেম্‌স্‌, বণ্ড্‌'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য-বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্‌, খপ্‌, সার্‌'।

বাঙ্গালার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্‌-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাঙ্গালাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত-উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা—বাই-ল। কিন্তু প্রভেদরক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্‌-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়।

৫। **ই ঈ উ ঊ**—যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, উনিশ, চূন, পূব অথবা কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন পুব। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—নীলা (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুন (চূর্ণ), তাড়্‌ (তদ্‌), জুয়া (দ্যূত)।(১)

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী। কিন্তু কতকগুলি

---

(১) বর্তমানে বাঙ্গালা দীর্ঘস্বর বর্জনপূর্বক হ্রস্বস্বর ব্যবহারের প্রবণতা ব্যাপক হইয়াছে। অর্থাৎ এই জাতীয় সকল শব্দেই কেবল ি-কার ও ু-কার ব্যবহৃত হইতেছে।—সঙ্কলক।

শব্দে ই হইবে, যথা—ঝি, দিদি, বিবি ; কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি। পিসী, মাসী স্থানে বিকল্পে পিসি, মাসি, লেখা চলিবে।(১)

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্মবাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা—বেঙাচি, বেজি, কাঠি, মুড়ি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। জ য—এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়, যথা—কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল।

৭। ণ ন—অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে, যথা—কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর 'ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ' চলিবে, যথা—ঘুণ্টি, লুণ্ঠন, ঠাণ্ডা।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।(২)

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি—সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—কাল, কালো ; ভাল, ভালো ; মত, মতো, পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)।(৩)

এই সকল বানান বিধেয়—এত, কত, যত, তত ; তো, হয়তো ; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা) ;

৯। ং ঙ—'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাঙ্গালা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।(৪)

১০। শ ষ স—মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্‌ভব শব্দে শ ষ বা স হইবে, যথা—আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—মিনসে (মনুষ্য), সাধ (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা—আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্‌পিয়র। কিন্তু কতকগুলি শব্দে বিকল্পে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট, খ্রিস্ট, (Christ)।

---

(১) বর্তমানে এই সকল শব্দে ি-কারই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।—সঙ্কলক।

(২) বর্তমানে রানী-শব্দে ণ-এর ব্যবহার আর হয় না বলিলেই চলে।—সঙ্কলক।

(৩) ইংরেজি হইতেই ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার বাঙ্গালায় গৃহীত হয়। কিন্তু ইংরেজির নিয়ম উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালায় ইহার যথেচ্ছ ও মাত্রাধিক ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং এখনও হইতেছে। ভাষাতত্ত্বগত কোন অক্ষরলুপ্তির ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার অবিধেয়,—ইংরেজিতে এরূপ প্রয়োগ বিরল—ইংরেজিতে don (do+on) লেখাই হয়, do'n লেখা হয় না। সুতরাং, হ'স, হ'ল, ব'লবে, প্রভৃতি শব্দে ঊর্ধ্ব-কমা ব্যবহার না করা উচিত,—অন্যান্য ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব কম ব্যবহার করা ভাল।—সঙ্কলক।

(৪) সাধু বা লেখ্য ভাষায় ঙ্গ এবং চলিত বা কথ্য ভাষায় ঙ বা বিকল্পে ং ব্যবহার করা বিধেয়।—সঙ্কলক।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহুপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতি সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাঙ্গালা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানানই দেখা যায়,—যথা সরবত, শরবত, সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাঙ্গালায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাঙ্গালা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)।

১১। ক্রিয়াপদ—সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্প 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু—হয়, হন, হও হস, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হক, হন, হও, হ। হল, হলাম। হত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হয়ো, হস। হতে, হয়ে, হলে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু—খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু—দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু—শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু—করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। করলে, করলাম। করত। করছিল। করেছিল। করব (করবো), করবে। করো, করিস। ক'রতে, ক'রে ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু—কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম; কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু—লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখিত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু—ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠক, উঠন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু—করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ—কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি শব্দগুলি সাধুশব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার।

যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধু রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—পিছন, পিতল, ভিতর, উপর। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরন।

নবাগত ইংরাজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a এবং f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাঙ্গালায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাঙ্গালা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাঙ্গালা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাঙ্গালা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে-সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে সে-সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড।

১৩। **বিবৃত অ (cut-এর u)**—মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—ক্লাব (club), বাস্ (bus), বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কাস (circus), ফোকাস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। **বক্র আ (বা বিকৃত এ—cat-এর a)**—মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাঙ্গালায় আদিতে 'অ্যা' এবং মধ্যে 'ব্যা' বিধেয়, যথা—অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)।

এইরূপ বানানে 'ব্যা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=हैट)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऑ) হয়, সেইরূপ বাঙ্গালায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। **ঈ ঊ**—মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ ঊ থাকে তবে বাঙ্গালা বানানে ঈ ঊ বিধেয়, যথা—সীল (seal), ঈস্ট্ (east), উস্টার (Worcester), স্পূল (spool)।

১৬। **f v**—f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—ফুট (foot), ভোট (vote)। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f-এর তুল্য হয়, তবে বাঙ্গালা বানানে ফ হইবে, যথা—ফন (Von)।

১৭। **w**—w স্থানে প্রচলিত রীতি-অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—উইলসন (Wilson), উড (wood), ওয়ে (way)।

১৮। **য়**—নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটার' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডওয়ার্ড ওয়ারবণ্ড' না লিখিয়া 'এড্‌ওআর্ড ওঅরবণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। **s, sh**—১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। **st**—নবাগত বিদেশী শব্দে st স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—স্টোভ (stove)।

২১। **z**—z স্থানে জ বা জ় বিধেয়।

২২। **হস্-চিহ্ন**—৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট খ

পারিভাষিক শব্দাবলী

[ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিভাষাসমূহ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরিভাষাবলী হইতে এই বিভাগে প্রদত্ত শব্দাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। কয়েকটি প্রয়োজনীয় হিন্দী পারিভাষিক শব্দও দেওয়া হইয়াছে এবং সেগুলিকে তারকা-চিহ্নিত (*) করা হইল।]

A

abbreviation—সংক্ষেপ
abdomen—উদর। **abdominal**—ঔদরিক, উদর-
abduction—হরণ
aberration—অপেরণ
abiogenesis—অজীবজনি
abnormal—অস্বাভাবিক; অস্বভাবী। ~**ity**—অস্বভাবিতা
aboral—পরাঙমুখ
aboriginal—আদিবাসী
aborigines—আদিম নিবাসী ('আদিবাসী' ব্যবহার করা ভাল)
abortion—গর্ভপাত
abortive—লুপ্ত
above par—অধিমূল্যে, অধিহারে
abreaction—অভিস্ফোট
absciss layer—মোচন-স্তর
abscissa—ভুজ
absconder—ফেরারি, পলাতক
absolute—পরম (~**being**=পরম ব্রহ্ম); চরম (~**zero degree**=চরম ডিগ্রী, শূন্য-ক্রম)। ~**alcohol**—নির্জল কোহল। ~**right**—নিব্যূঢ় স্বত্ব। ~**weight**—পরম ভার
absorb—শোষণ করা, বিশোষণ করা। ~**ent**—বিশোষক, শোষক। ~**er**—শোষক। ~**ing**—শোষক, শোষণ
absorption—বিশোষণ, শোষণ। ~**of heat**—তাপগ্রহণ। **selective** ~—বৃত শোষণ
abstinence—উপরতি
abstract—(দর্শ.) বিমূর্ত; (গণিত) শুদ্ধ; (সাধারণ অর্থে) সার। ~**ion**—বিমূর্তন
abstruse—নিগূঢ়
abysmal, abyssal—অগাধীয়, অতল
academic—অধিবিদ্য; বিদ্যাবিষয়ক। ~**year** অধিবিদ্য বৎসর
academy—পরিষদ্
acanthaceæ—বাসক-গোত্র
acaulescent—নিষ্কাণ্ড
accelerate—ত্বরিত করা। ~**d**—ত্বরিত। **accelerating**—ত্বরক। **acceleration**—ত্বরণ।
accent—স্বরন্যাস
accept—স্বীকার করা। ~**ance**—স্বীকৃতি, স্বীকার
accessio—আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যপ্লাবন
accessory—অতিরিক্ত; আনুষঙ্গিক। ~ **member**—উপাঙ্গ
accident—আপতন। ~**al**—আপতিক
accommodation—উপযোজন। ~**bill**—উপযোজক হুণ্ডি
account—হিসাব। ~**ancy**—গণিতকবিদ্যা। ~**ant**—গাণনিক, হিসাব-রক্ষক। **Accountant General**—মহাগাণনিক। ~**s**—গণিতক, হিসাব। ~**s clerk**—গণন-করণিক, হিসাব-করণিক। ~**s closed**—গণিতক সমাপ্ত বা অবসিত হইল
accredited—নিসৃষ্ট
accrescent—বৃদ্ধিশীল
accretion—উপলেপ
accumulated—সঞ্চিত। **accumulator**—সঞ্চায়ক
accuracy—যাথার্থ্য। **accurate**—যথার্থ, নির্ভুল
accused—(বিণ.) অভিযুক্ত; (বি.) আসামী
acetic—সির্কা-। ~**acid**—সির্কাম্ল

achlamydeous—অকুঞ্চক
achromatic—অবার্ণ
acicular—সূচ্যাকার
acid—অম্ল। ~fermentation—আম্লিক সন্ধান। ~ic—আম্লিক। ~ification—অম্লীকরণ। ~imetry—অম্লমিতি। ~ity অম্লতা। ~ity of a base—ক্ষারের অম্ল-গ্রাহিতা। ~ulated—অম্লীকৃত। fatty~—মেদাম্ল
aclinic line—শূন্যক্রান্তি রেখা
acotyledon—অবীজপত্রী
acoustic—শাব্দ। ~s—স্বনবিদ্যা; শ্রাবণগুণ
acquisition—গ্রহণ, আহরণ, অর্জন
acquittance—ফারখতি
acrid—কটু
acrobatic feats—মল্লক্রীড়া
acropetal—অগ্রোন্মুখ
act—বিহিতক, আইন
acting arrangement—কর্মব্যবস্থা
actinic rays—বিকারক রশ্মি
actinomorphic—বহুপ্রতিসম
action—ক্রিয়া; (আইনে) অভিযোগ। ~able—অভিযোগ্য। explicit~—ব্যক্ত কর্মবৃত্তি। implicit~ নিহিত কর্মবৃত্তি
active—সক্রিয়; কর্মযুক্ত; সোপকর্ম। ~partner—সক্রিয় অংশী। ~principle—সত্ত্ব। ~service—কর্মরত অবস্থা।
activity—সক্রিয়তা
act psychology—ক্রিয়া-মনোবাদ
actual—যথাতথ। ~ity—যাথাতথ্য
acuminate—দীর্ঘাগ্র
acute—সূক্ষ্মাগ্র; সূক্ষ্ম (~angle = সূক্ষ্মকোণ)
acyclic—সর্পিল
adamantine—হৈরিক
Adam's apple—কণ্ঠমণি
Adam's bridge—সেতুবন্ধ
adaptation—প্রতিযোজন, অভিযোজন। ~receipts—অভিযোজন আয়
adaptive—প্রতিযোজক, প্রতিযোজ্য
addendum—পরিশিষ্ট
addition—যোগ, সঙ্কলন। ~al—অতিরিক্ত; অপর (~al deputy secretary = অপর উপ-সচিব)
additive—যুত। ~compound—যুত যৌগিক
address—অভিভাষণ। ~of welcome—অভিনন্দন-পত্র
adelphous—অগুচ্ছ
adenoids—গলরসগ্রন্থি
adequate stimulus—সমর্থ উদ্দীপক
adfected quadratic—মিশ্র দ্বিঘাত
adherence—(প্রধানতঃ রাজ. ও বিজ্ঞা.) অনুষঙ্গ। adherent—লিপ্ত, সংলগ্ন
adhesion—অসম-সংযোগ, আসঞ্জন
adhesive—চট্‌চটে। ~power—আসঞ্জন-সামর্থ্য
ad hoc—তদর্থক
adiabatic—রুদ্ধতাপ। ~power—রুদ্ধতাপ বিকার
adiathermenous, adiathermic—রুদ্ধকীর্ণতাপ
ad interim—মধ্যকালীন
adipose tissue—মেদকলা
adit—সুরঙ্গ
adjacent—সন্নিহিত
adjournment—স্থগন, মুলতবি
adjudicate—ন্যায়-নির্ণয় করা
adjust—সমন্বয় করা। ~ed—সমন্বয়িত। ~ment—সমন্বয়ন, উপযোজন
admeasure—পরিমাপ করা। ~ment—পরিমাপ; পরিমাপন
administration—শাসন, পরিচালন। ~of justice—ন্যায়শাসন
administrative—শাসনিক, প্রশাসন-। ~function—প্রশাসনিক কৃত্য। ~officer—প্রশাসন-আধিকারিক। ~service—প্রশাসন-কৃত্যক
administrator—পরিপালক; প্রশাসক। Administrator General—মহাপরিপালক
admiral—*জল-সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, নাবীপতি। ~ty—নাবধিকরণ
admissible—গ্রাহ্য
adnate—লগ্ন
adolescence—নবযৌবন, নবযুবাকাল। adolescent—নবযুবক, নবযুবতী

adoral—অভিমুখ
adult—বয়স্বী, বয়স্থ, বয়স্থা, প্রাপ্তবয়া। ~ education—বয়স্থ-শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্ক-শিক্ষা। ~suffrage—বয়স্থ ভোটাধিকার
adulterant—ভেজাল
adulteration—অপমিশ্রণ
adultery—ব্যভিচার
ad valorem—মূল্যানুসারে
advance—অগ্রিমক, আগাম, দাদন, বায়না, অগ্রিম
adverse possession—বিরুদ্ধ দখল
advisor—উপদেষ্টা। ~y council—মন্ত্রণা-পরিষদ্; উপদেশ পরিষদ্
advocate—অধিবক্তা। Advocate General—মহা অধিবক্তা
æolian—বায়ব
ærated—বাতান্বিত
ærial—(বিণ) বায়ব, খেচর, নভশ্চর; (বি. বেতার-সম্বন্ধে) আকাশ-তার। ~root—অবরোহ। ~shoot—বিস্তার
ærobic—বায়ুজীবী (~bacteria = বায়ুজীবী জীবাণু); সবাত (~respiration = সবাত শ্বসন)
ærodrome—এরোড্রোম
ærodynamics—বায়ুগতিবিদ্যা
æronautical—বৈমানিক। ~survey—বৈমানিক পরিমাপ।
æronautics—বিমানবিদ্যা
æronavigation—ব্যোমযাত্রা
æsthetic—কান্ত। ~s — কান্তিবিদ্যা; সৌন্দর্যতত্ত্ব।
æstivation—মুকুলপত্রবিন্যাস
ætiology—নিদান
affect—(মনোবি.) আধান। ~ion—আধান। ~ive—আধানিক। ~ivity—ধারকত্ব
afferent—অন্তর্বাহী; অন্তর্মুখ। ~vessel—অন্তর্বাহ
affidavit—শপথপত্র
affiliated—সম্বদ্ধ, সম্বদ্ধীকৃত
affiliation—সম্বদ্ধীকরণ
affinity—সম্পর্ক, আসক্তি
affirmation—সত্যাপন, শপথ
affluent—করদ-নদী
afforestation—বনীকরণ
after image—অনুবেদন। negative ~ ~ অসবর্ণ অনুবেদন। positive ~ ~ —সবর্ণ অনুবেদন
agate—অকাক
age-bar—বয়োবন্ধ
age-data—বয়োপাত্ত
age limit—বয়ঃসীমা
agency—নিযুক্তক স্থান
agenda—কৃত্যসূচি
agent—নিযুক্তক; প্রতিনিধি। Agent General—মহানিযুক্তক। pollinating~—ঘটক
agglomerate—পিণ্ডিত। agglomeration—পিণ্ডীভবন
aggregate—পুঞ্জীভূত। aggregation—সমষ্টিকরণ; সমষ্টি
agnosticism—অজ্ঞাবাদ
agonic line—অকোণিক রেখা
agoraphobia—মুক্তস্থানাতঙ্ক
agrarian—ভূমিবিষয়ক; ভূমিজীবী
agreement—সংবিদা, চুক্তি; সম্মতি; অন্বয়, সামঞ্জস্য, ঐক্য। standstill ~ —স্থিতাবস্থা চুক্তি
agricultural—কৃষিক, কৃষি-। Agricultural Development Commissioner—কৃষি-বর্ধন-মহাধ্যক্ষ
aides-de-camp—*পরিসহায়ক
air—বায়ু। ~-balloon—ফানুস। ~-bladder—বায়ুস্থলী, পটকা। ~-brake—বায়ু-ব্রেক। ~-chamber—বায়ুকোষ্ঠ। ~-compressor—বায়ুপ্রেষক। ~-core—বায়ুগর্ভ। ~craft—বিমান, *বায়ুযান। ~-field—বিমানাঙ্গন। Air Force — *বায়ুসেনা। ~-gap — বায়ুচ্ছেদ। ~-gun — হাওয়া-বন্দুক। ~line—বিমানবর্ত্ম। ~-mail—বিমান-ডাক। ~-pocket—বায়ুগহ্বর, বায়ু-খাদ। ~-port—বিমানপত্তন, বিমানবন্দর। ~pump — বায়ু-পাম্প। ~ routes — আকাশপথ। ~-ship — খ-পোত। ~-space—বাতাবকাশ। ~-strip—ধাবন-পথ। ~-thermometer—বায়ু থার্মমিটার। ~-tight—বায়ুরোধী। ~traffic—বিমান-পরিযান। ~-transport—বিমান-পরিবহণ।

~ways—বিমানপথ। ~worthy—নভো-যোগ্য। complemental~—অধিগ্রাহ্য বায়ু। impure ~—অশুদ্ধ বায়ু। open~—মুক্ত-বায়ু। residual~—শিষ্টবায়ু। supplemental~—অধিত্যাজ্য বায়ু। tidal~—প্রবাহী বায়ু। vitiated~—দূষিত বায়ু
albumen—সস্ত
alburnum—অসার বা রসবহ কাষ্ঠ
alchemy—কিমিয়া
alcohol—কোহল, সুরা। absolute ~—নির্জল সুরা
alderman—পৌরমুখ্য
algae—শেওলা
alias—উপনাম ; ওরফে
alibi—আন্যত্রিকতা ; অন্যত্রস্থিতি
alien—পরক। ~able—পারকযোগ্য, হস্তান্তরণীয়। ~age—পারক্য। ~ate—পরকীকরণ, হস্তান্তরণ
align—একরেখ করা, সমরেখ করা, নকশা করা। ~ment—একরেখন, সমরেখন; নকশা
alimentary—পৌষ্টিক, পুষ্টি-। ~ canal—পৌষ্টিক নালী, মহাস্রোত। ~ system—পুষ্টি-তন্ত্র, পোষণতন্ত্র
alimony—খোরপোশ, দারপোশ
aliquot part—একাংশ
alkali—ক্ষার। ~metry—ক্ষারমিতি। caustic ~—তীক্ষ্ণ ক্ষার। mild ~—মৃদু ক্ষার।
alkaline—ক্ষারীয়। ~earth—ক্ষারমৃত্তিকা। sub~—উপক্ষারীয়
alkaloid—উপক্ষার
allegation—দোষারোপ
allegiance—আনুগত্য, নিষ্ঠা
alligation—বিমিশ্র প্রক্রিয়া
allocation—বিভাজন
allogamy—স্বসেকরোধী
all or none law—পূর্ণ-ব্যর্থ-সূত্র
allotment—আবণ্টন
allotriomorphic—অনাকার
allotropy—বহুরূপতা, বিচিত্রতা। allotropic modification—রূপভেদ
allowance—অধিদেয়, ভাতা
alloy—সঙ্কর ধাতু
alluvium—পলল, পলি, পরস্তি। alluvial—পাললিক, পলিজ। alluvion—চর
almanac—পঞ্জিকা
alternando—একান্তরক্রিয়া
alternate—একান্তর। alternating—পরিবর্তী
alternation—ক্রম। ~of generations—জন্মক্রম
alternative—বিকল্প, অনুকল্প, বৈকল্পিক
altitude—(স্থান-সম্বন্ধে) উচ্চতা ; (গ্রহাদি সম্বন্ধে) উন্নতি
altruism—পরার্থিতা, পরার্থবাদ
amalgam—পারদমিশ্র, পারদসঙ্কর
amanuensis—শ্রুতলেখক
amarantaceæ—নটে-গোত্র
amaryllideæ—রজনীগন্ধা-গোত্র
ambassador—রাষ্ট্রদূত, রাজদূত
ambiguous—দ্ব্যর্থক
ambivalence—উভয়বলতা; উভবল। ambivalent—উভবল
ambulance (*abs. n.*)—ম্লানোপচার। ~car—ম্লানযান। ~service—ম্লানোপচার ব্যবস্থা
amendment—সংশোধন
amethyst—জামীরা
amin—আমিন, প্রমাতা
ammunition—গোলাবারুদ
amnesia—অস্মার
amnesty—রাজক্ষমা
amorphous—অকেলাস, অনিবন্ধী, অনিয়তাকার, স্বরূপহীন
amortization—ক্রমশঃ ঋণপরিশোধ, ক্রমশোধ
amount—পরিমাণ
amphibian—উভচর, উভয়চর। amphibious—উভচর, উভয়চর
amphoteric—উভধর্মী
amplexicaul—কাণ্ডবেষ্ট
amplify—পরিবর্ধিত করা। amplification—পরিবর্ধন। amplifier—পরিবর্ধক, বিবর্ধক
amplitude—বিস্তার
ampular sensation—দিগ্‌বেদন
amygdaloidal—বাদামাকার
anabolism—উপচিতি
anacardiaceæ—আম্র-গোত্র

anaclytic type—অন্তাশ্রয়ী
anæmia—রক্তাল্পতা
anærobic—অবায়ুজীবী (~bacteria—অবায়ুজীবী জীবাণু); অবাত (~respiration—অবাত শ্বসন)
anæsthesia—অবেদন। anæsthetic—(বিণ.) অবেদনিক; (বি.) অবেদনিক ঔষধ
anal—পায়ু-। ~ eroticism—পায়ুকাম
analogy—উপমা; (প্রাণি.) সমবৃত্তিতা। analogous—সমবৃত্তি
analysis—বিশ্লেষণ। analyser, analyst—বিশ্লেষক
analytical—বৈশ্লেষিক
anamorphism—সংগঠন
anastomosis—সমাযোগ
anatexis—পরিবৃত্তি
anatomy—শারীরস্থান
ancestor—ঊর্দ্ধবংশীয়
ancestral—কৌলিক। ~ property—কৌলিক সম্পত্তি
ancillary—সহায়ক
androecium—পুংস্তবক
androgyny—স্ত্রীসমতা। androgynous—উভলিঙ্গ
Andromeda—উত্তরভাদ্রপদ
androphore—পুংধর
anemometer—বায়ুবেগমাপক
anemophily—বায়ুপরাগণ। anemophilous—বায়ুপরাগী
angiosperm—গুপ্তবীজী
angle—কোণ। ~of deviation—বিসরণ-কোণ। ~of divergence—অপসারণ-কোণ। ~of epoch—আরব্ধ কোণ। ~of inclination—কৌণিক অবনতি। ~of lag—অনুসর-কোণ। ~of lead—অগ্রসর-কোণ। ~of polarization—সমবর্ত-কোণ। circular ~ —অর-কোণ। critical~—সঙ্কট-কোণ। extinction~ —লোপ-কোণ, কুণ্ঠন-কোণ। solid~—অস্র, ঘনকোণ
angular—কৌণিক, কোণীয়
anhedral—অপার্শ
anhydride—নিরুদক। anhydrous—অনার্দ্র, নিরুদক
animal charcoal—প্রাণিজ-অঙ্গার
animal magnetism—জীবচুম্বকতা
animal psychology—প্রাণিমনোবিদ্যা।
animal spirit—সজীবতা
animism—সর্বপ্রাণবাদ
anisotropic—বিষমসারক
annealing—কোমলায়ন
annexure—সংলাগ; অনুবন্ধ
annihilation—শক্তি-বিলয়ন
annual—বার্ষিক; (উদ্ভি.) বর্ষজীবী। ~ring—বর্ষবলয়
annuity—বার্ষিক, বার্ষিক বৃত্তি
annular—বলয়াকার
annulated—বলয়ী
annulment—রদ করা, রদ
annulus—বলয়
anomaly—ব্যতিক্রম; (জ্যোতির্বি.) কোণ। anomalous—ব্যতিক্রান্ত, অনিয়ত, ব্যত্যয়ী
anonaceæ—আতা-গোত্র
anosmia—ঘ্রাণাবেদন
antarctic—কুমেরু। ~circle—কুমেরু-বৃত্ত
antecedent—(গণি.) পূর্বরাশি; (দর্শ.) পূর্ব। ~s—প্রাক্‌পরিচয়
antenna—শুঙ্গ
antennule—শুঙ্গক
anterior—অগ্র, পুরঃ-; (মনোবি.) সম্মুখ; (উদ্ভি) অক্ষবিমুখ
anther—পরাগধানী
antheridiopore—পুংবহ
antheridium—পুংধানী
antherzoid—শুক্রাণু
anthropomorphism—(বি.) নরত্বারোপ; (বিণ.) নরধর্মী
anthropore—মঞ্জরীদণ্ড, পুষ্পদণ্ড
anti-aircraft—বিমান-বিরোধী।
anticipation—পূর্বজ্ঞান, অগ্রজ্ঞান; প্রাক্‌চিন্তন
anticline—ঊর্ধ্বভঙ্গ
anti-clockwise—বামাবর্তী, বামাবর্ত
anti-corruption—অপচার নিরোধ
antidote—বিষঘ্ন
antimony sulphide—রসাঞ্জন, সুর্মা
antinode—নিস্পন্দ বিন্দু

antipathy—দ্বেষ, বিরোধ
antipodal—প্রতিপাদ
antipode—ভূদলান্তর। ~s—প্রতিপাদস্থান
antiseptic—বীজবারক
antitoxin—প্রতিবিষ
anuran—অপুচ্ছ
anus—পায়ু
anxiety—উৎকণ্ঠা
aorta—মহাধমনী
apathy—অনীহা
aperture—রন্ধ্র, ছিদ্র। ~of a lens or mirror—উন্মেষ
apetalous—দলহীন
apex—চূড়া; অগ্র
aphasia—বাগ্‌রোধ
aphelion—অপসূর
aphorism—সূত্র
apical—অগ্রস্থ
aplanogamete—অচল জননকোষ
apocarpous—মুক্তগর্ভপত্রী
apocyanaceæ—করবী-গোত্র
apogamy—অসঙ্গজনি
apogee—অপভূ
apophyses—বাহু
apospory—অরেণুজনি
apotheosis—দেবত্বারোপ
apparatus—যন্ত্রপাতি, যন্ত্র
apparent—ব্যক্ত, স্পষ্ট; আপাত
appeal—উত্তরবিচার; উত্তরবিচার-প্রার্থনা; আবেদন। appellant—উত্তরবিচারপ্রার্থী; আপীলকারী। appellate court—উত্তর-বিচারালয়। appellate jurisdiction—উত্তরবিচার-অধিক্ষেত্র
appendage—উপাঙ্গ
appendix—পরিশিষ্ট
apperception—সংপ্রত্যক্ষ
appetite—ক্ষুধা। loss of ~ ক্ষুধামান্দ্য, অগ্নিমান্দ্য
apple-snail—আপেল-শামুক, আপেল-শম্বুক
applicant—আবেদক
application—প্রয়োগ; আবেদন, আবেদনপত্র
applied science—ফলিত বিজ্ঞান
appraiser—মূল্য-নিরূপক
appreciation—উপচয়
apprentice—শিক্ষাধীন, অন্তেবাসী, শৈক্ষ
appropriation—উপযোজন
approver—রাজসাক্ষী
approximate—আনুমানিক; কাছাকাছি; আসন্ন; উপান্তিক; স্থূল। ~ly—স্থূলতঃ। ~value—আসন্ন মান
approximation—সন্নিকর্ষ, আসত্তি। rough ~ —স্থূলমান
apsidal—অপদূরক
apside—অপদূরক
aqua fortis—নাইট্রিক অ্যাসিড
aqua regia—অম্লরাজ
Aquarius—কুম্ভ
aqueoigneous—আবগ্নেয়
aqueous—জলীয়
arbitral—মধ্যস্থ
arbitration—মধ্যস্থতা
arbor—অক্ষদণ্ড
arborescent—বৃক্ষবৎ, বার্ক্ষ; শাখান্বিত
arc—চাপ
archaean—আদিম
archaeology—প্রত্নবিদ্যা
archetype—আদিরূপ
archigonium—স্ত্রীধানী। archigoniphore—স্ত্রীবহ
archipelago—দ্বীপপুঞ্জ
archives—লেখ্যাগার
architect—স্থপতি
Arctic—সুমেরু। ~circle—সুমেরু বৃত্ত। ~region—সুমেরু দেশ
area—ক্ষেত্র, স্থান, অঞ্চল, দেশ; আয়তন; (গণিতে) কালি, ক্ষেত্রফল। ~rationing officer—স্থানিক সংবিভাগ অধিকারী
argentiferous—রৌপ্যধর
argument—যুক্তি; সওয়াল জবাব
arid—(দেহ সম্বন্ধে) শুষ্ক; (ভূমি-সম্বন্ধে) ঊষর
Aries—মেষ
aril—বীজোপাঙ্গ
aristocracy—অভিজাততন্ত্র
arithmetic series—সমান্তর শ্রেণী
armature—বক্ষোপায়। ~winding—পরিবেষ্টন

armed—সায়ুধ। ~battalion — সায়ুধ বাহিনী। ~guard—সায়ুধ রক্ষী
armistice—অবহার, যুদ্ধবিরতি
armoury—অস্ত্রাগার
army—সেনা। ~officer—সেনাধিকারিক। ~services—সেনাকৃত্যক
aroideæ—কচু-গোত্র
aromatic—সুগন্ধ। ~bodies—গন্ধাদিবর্গ
arrangement—বিন্যাস, ক্রম, ব্যবস্থা
arrears—বাকি, বকেয়া; অবশেষ
arsenal—অস্ত্রাগার
art—কারুশিল্প। ~exhibition—ললিত-কলা-প্রদর্শনী
arterial—ধামনিক, ধমনী-
arteriole—ধমনিকা
artery—ধমনী। pulmonary~—ফুসফুস-ধমনী
artesian well—উৎসকূপ
arthobranch—সন্ধিলগ্ন ফুলকো
arthropod—সন্ধিপদ। ~a—পর্বপদী, গ্রন্থি-পদী, গ্রন্থিপদ
article—অনুচ্ছেদ
articles—নিয়মাবলী। ~of association —পরিমেল-নিয়মাবলী
articulate — সন্ধিযুক্ত। ~d — গ্রথিত, গ্রন্থিল
articulation—সন্ধিবন্ধন, গ্রথন, গ্রন্থিলতা
artificial—কৃত্রিম। ~respiration — কৃত্রিম শ্বসন
artisan—কারিগর, শিল্পী; কারু
artist—চিত্রকার। ~photographer—ভাচিত্রকার
ascending—ঊর্ধ্বগ। ~node—ঊর্দ্‌বিন্দু, উচ্চপাত, রাহু। ~order—ঊর্ধ্বক্রম
ascent—উৎস্রোত
asceptic—নির্বীজ
asclepiadaceæ—অর্ক-গোত্র
asconycetes—ঈষ্টবর্গ
asexual—অযৌন। ~reproduction—অযৌন জনন
ash bed—ভস্মস্তর
asphalt—শিলাজতু, মৃজ্জতু
aspiration—উৎকাঙ্ক্ষা
aspirator—বাতচোষক, বাতশোষক, বায়ু-চোষক
assay—যাচাই
assemblage—সমূহ, সঙ্ঘাত
assembly—সমাগম (~of people = জন-সমাগম); সভা (legislative~ = বিধান-সভা)। ~chamber—সভাগৃহ
assess—নির্ধার করা। ~ee—নির্ধারী। ~ment—নির্ধার, করনির্ধারণ। ~or—নির্ধারক
assets—পরিসম্পৎ; পাওনা; সম্পত্তি
assignee—স্বত্ব-নিয়োগী
assignment—স্বত্ব-নিয়োগ; নিয়োগ; হস্তা-ন্তরণ
assimilation—আত্মীকরণ; পরিমিশ্রণ
assistant—সহ-, সহায়ক। ~surgeon—সহ-চিকিৎসক
associate law—(বীজগ.) সংযোগ-নিয়ম
association—পরিমেল, সঙ্ঘ; (মনোবি.) অনুষঙ্গ। ~ism—অনুষঙ্গবাদ। ~ist—অনুষঙ্গবাদী। ~of ideas—ভাবানুষঙ্গ। controlled~—সংযত ভাবানুষঙ্গ। free ~—অবাধ ভাবানুষঙ্গ
assumption—অঙ্গীকার
asteroids—গ্রহাণুপুঞ্জ
astigmatic—বিষমদৃক্
astringent—কষায়
astronomical—জ্যোতিষীয়। ~telescope—নভোবীক্ষণ
astronomy—জ্যোতিষ
astrophysics—নভোবস্তুবিদ্যা
asymmetry—অপ্রতিসাম্য। asymmetric, -al—অপ্রতিসম
asymptote—অসীমপথ
asynchronous—অসমনিয়ত
atavism—পূর্বগানুকৃতি
athermancy—তাপরোধিত্ব
atmosphere—বায়ুমণ্ডল, আবহমণ্ডল, আবহ, বাতাবরণ, অন্তরীক্ষমণ্ডল, অন্তরীক্ষ
atmospheric—বায়ুমণ্ডলীয়, আবহীয়, বায়ু-, বায়ব, আবহ-। ~electric—নভোবিদ্যুৎ। ~region—আবহমণ্ডল। ~s—আবহিক
atom—পরমাণু। ~ic—পারমাণবিক, পার-

মাণব। ~izer—কণবর্তী। ~s of electricity—বিদ্যুৎ-পরমাণু
at par—(ক্রি-বিণ) সমমূল্যে, সমহারে ; (বিণ.) সমমূল্য, সমহার
atrophy—ক্ষয়িষ্ণুতা
attaché—সহদূত
attached—সংশ্লিষ্ট (~officer= সংশ্লিষ্ট আধিকারিক) ; আসঞ্জিত, সংলগ্ন, আসক্ত
attachment—আসক্তি, আসঞ্জন, ক্রোক
attenuation—তনূকরণ
attest—প্রত্যায়ন বা তসদিক করা। ~ation—প্রত্যায়ন। ~ed—প্রত্যায়িত। ~ing officer—প্রত্যায়ন-আধিকারিক
attitude—প্রতিন্যাস
attorney—ব্যবহারদেশক, মোক্তার। Attorney General—মহাব্যবহারদেশক। power of~—মোক্তারনামা
attracted disc electrometer—ফলককর্ষী তড়িন্মাপক
attraction—আকর্ষণ। gravitational~—অভিকর্ষ
attribute—গুণ, ধর্ম, লক্ষণ
auction—নিলাম। ~eer—নিলামকারী। ~ -purchaser—নিলাম-খরিদদার
audible—শ্রাব্য। audibility—শ্রাব্যতা
audio—শ্রাব্য, শ্রুতি-। ~-frequency—শ্রাব্যস্পন্দসংখ্যা। ~meter—শ্রুতিমান
audit—নিরীক্ষা, হিসাব-পরীক্ষা, আয়-ব্যয়ক-পরীক্ষা।~manual—নিরীক্ষাসার।~ed—নিরীক্ষিত। ~or—নিরীক্ষক ; আয়ব্যয়-পরীক্ষক। Auditor General—মহা-নিরীক্ষক
audition—শ্রবণ
auditory—শ্রুতি-, শ্রাবণ। ~image—শ্রাবণ প্রতিরূপ
aufgabe—কৃত্য
augen—নেত্রক
aureole—মণ্ডল
auricle—অলিন্দ
auriculate—সকর্ণ
auriferous—স্বর্ণধর
Aurora—মেরুপ্রভা। Aurora Australis—কুমেরুপ্রভা, কুমেরুজ্যোতি। Aurora Borealis—সুমেরুপ্রভা, সুমেরুজ্যোতি
authenticate—প্রামাণিক করা। ~d—প্রামাণিক
authentication—প্রমাণীকরণ
authoritative—প্রামাণিক
authority—প্রাধিকার, অধিকার ; প্রাধিকারী ; অধিকারী
authorization—প্রাধিকার অর্পণ। authorized—প্রাধিকৃত ; অনুমোদিত
auto-collimation—স্বতোক্ষীভবন। auto-collimating—স্বতোক্ষ
autocracy—স্বৈরতন্ত্র
auto-erotic—স্বতঃকামী।~ism—স্বতঃকাম
autogamy—স্বসেক
autograph—স্বাক্ষর ; স্বলেখন
automatic—স্বয়ংক্রিয়, স্বতঃক্রিয়। automatism—স্বতঃক্রিয়া
automobile—(বিণ.) স্বয়ংগম ; (বি.) মোটরগাড়ি
autonomic—স্বতঃক্রিয়
autonomy—স্বশাসন। autonomous—স্বশাসিত
auto-suggestion—স্বাভিভাব
autotrophic—স্বভোজী
autumnal equinox—জলবিষুব
auxiliary—সহায়ক। ~circle—সহবৃত্ত
available—আপ্য
avalanche—হিমানী-সম্প্রপাত
avenue—বীথি
average—গড়, সমক। on an~ —গড়ে, হারাহারি
aviation—নভশ্চরণ ; বিমানচলন
award—বিনির্ণয়
awn—শূক
axial—অক্ষীয়। ~ratio—অক্ষানুপাত
axil—কক্ষ। axillary—কাক্ষিক
axiom—স্বতঃসিদ্ধ
axis—অক্ষ। earth's~—মেরুরেখা। major ~ —পরাক্ষ। minor ~ —উপাক্ষ। ~of an eclipse—অক্ষ। ~of projection—অভিক্ষেপাক্ষ
axle—অক্ষদণ্ড। ~box—অক্ষপুট
azimuth—দিগংশ
azoic—অজীবীয়

B

babbling—অস্ফুটভাষ
back E.M.F.—বিরুদ্ধ তড়িচ্চালক বল
background—পশ্চাদ্ভূমি। ~music—প্রসঙ্গবাদ্য ; প্রসঙ্গ-সঙ্গীত
backlash (of a screw)—পিছট
backward (class)—অনগ্রসর (শ্রেণী)
bacteria—জীবাণু। bacteriologist—জীবাণুবিৎ। bacteriology—জীবাণুবিদ্যা
bad debts—অশোধ্য ঋণ, কু-ঋণ
badge—পট্ট, তকমা
bail—প্রতিভূতি ; জামিন। ~bond—প্রতিভূতি-পত্র ; জামিন-খত
bailiff—সাধ্যপাল
balance—(বি.) তুলা ; বাকি, উদ্বৃত্ত ; স্থিতি, তহবিল ; (ক্রি.) প্রতিমান করা (to ~ a pressure = প্রেষ প্রতিমান করা) ; সুস্থিত করা (to ~ a rod = দণ্ড সুস্থিত করা)। ~of trade—বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত। ~point—তুলা-বিন্দু। ~r—তুলক। ~sheet—স্থিতি-পত্র। ~wheel—তুলনচক্র। common~—তুলা। credit~—জমা বাকি। debit~—ফাজিল বাকি
balanced diet—সুষম খাদ্য
balcony—বারান্দা
ballistic—ক্ষেপক
ballot—গুপ্তভোট, গুপ্তমত। ~box—ভোট-পেটী, মতপেটী। ~paper—ভোটপত্রী, মত-পত্রী
ball and socket joint—কোটরসন্ধি
balloon—বেলুন
band—পটি
bandage—পটি, পট্ট। roller~—গোটান পটি
bandaging—পটি বাঁধন, পট্টবন্ধন
bank—(অর্থবি.) অধিকোষ ; (ভূগোলে) তীর, তট, কচ্ছ ; চড়াই। ~balance—অধিকোষ-স্থিতি, ব্যাঙ্ক জমা
bankruptcy—দেউলিয়াত্ব
bar—চর ; বাধা
bark—বল্কল। ringed~—বেষ্ট-বল্কল। scaly~—শল্ক-বল্কল
barograph—বায়ুপ্রেষলিক্

baroscope—বায়ুপ্রেষদৃক্
barrack—সৈন্যনিবাস
barred by limitation—অবধিবাধিত, তামাদী
barter—বিনিময়
barysphere—গুরুমণ্ডল
basal—পৈঠ
base—ভূমি, পীঠ ; ক্ষারক, ক্ষারকীয় ; নিধান (~of a logarithm = লগারিদ্‌মের নিধান)। ~ line—ভূমিরেখা। ~ment rock—পীঠ-শিলা। ~plate—পীঠপট্ট
basic—(সাধারণ অর্থে) মৌল ; (রসায়নে) ক্ষারকীয়। ~education—মৌল শিক্ষা। ~pay—মৌল বেতন। ~ity—ক্ষার-গ্রাহিতা। ~salt—ক্ষারলবণ
basin—অববাহিকা, কটাহ, পর্যঙ্ক, খর্পর। catchment~—পরিবাহক্ষেত্র
bass note—খাদ সুর
bast—শকল
bastion—বুরুজ
batswing burner—পুচ্ছশিখ দীপ
battalion—বাহিনী
beach—সৈকত। ~head—বেলামুখ
beacon—আলোক-সঙ্কেত
bead—গুটি। ~ed—মালাকৃতি
beam—কড়ি, ধরণ ; রশ্মি ; দণ্ড (~of balance = তুলাদণ্ড)
bear—(অর্থনীতিতে ও বাণিজ্যে) মন্দিওয়ালা
bearer—বেয়ারা ; বাহক
bearing—অক্ষনাভি
beat—অধিকম্প (pulse-~নাড়ীর অধি-কম্প) ; ক্ষেত্র (~ of a constable = আরক্ষিকের ক্ষেত্র) ; (পদার্থ.) স্বরকম্প। ~s—সকম্পন
bed—গর্ভ (~ of a river = নদীগর্ভ) ; (ভূবিদ্যায়) স্তর। ~ding—স্তরায়ণ। ~plate—ভিত্তিপট্ট
behaviour—চেষ্টিত। ~ism, ~istic philosophy—চেষ্টিতবাদ
bell-metal—কাংস্য, কাঁসা
bellows—ভস্ত্রা, হাপর
below par—(ক্রি-বিণ.) উনহারে, উনমূল্যে ; (বিণ.) উনহার, উনমূল্য

belt—বলয়। ~of calms—শান্তবলয়
bench—(আইনে) বিচারপীঠ, ন্যায়াসন। ~clerk—পেশকার, ব্যবহার-করণিক
bending—নমন; বাঁক (concave~ = অবতল বাঁক)। ~force—নমন-বল। ~moment—নমনাঙ্ক
benefit of doubt—সন্দেহাবসর
Bengal Service Rules—বঙ্গ কৃত্যক নিয়মাবলী
bent—বক্র
benr tube—বাঁকান নল
bestiality—তির্যক্‌মেহন
betting-tax—পণকর
beverage—পানীয়
bi- —দ্বি-। ~axial—দ্ব্যক্ষ। ~-cameral—দ্বিকক্ষ। ~cuspid—দ্বিশীর্ষ। ~facial—বিষমপৃষ্ঠ। ~furcate—দ্বৈভাগিক। ~labiate—ওষ্ঠাধরাকৃতি। ~lateral—দ্বিপার্শ্ব। ~merous—দ্বি-অংশক। ~metallism—দ্বিধাতুমান। ~mirror—যুগ্মদর্পণ। ~-monthly—আর্ধমাসিক, পাক্ষিক। ~ plane—দ্বিপত্র বিমান। ~quadratic—চতুর্ঘাত। ~ sexual—উভ(য়)লিঙ্গ, দ্বিলিঙ্গ
biennial—দ্বিবার্ষিক
bile—পিত্ত। ~acids—পৈত্তিক অম্ল
bill—(আইনে) বিধেয়ক; (পাওনা সম্বন্ধে) আদেয়ক, মূল্যপত্র। ~is passed—বিধেয়ক গৃহীত বা বিহিত হইল। ~is passed for payment—আদেয়ক বা মূল্যপত্র শোধার্থ দেওয়া হইল। ~of exchange—হুণ্ডি, বিল। ~of indemnity—নিষ্কৃতিপত্র। ~(of exchange) payable after date—মুদ্দতি হুণ্ডি। ~(of exchange) payable on demand—দর্শনী হুণ্ডি। ~of lading—বহনপত্র। clean~—শুদ্ধ বিল। documentary~—মিশ্র বিল
billows—উত্তাল তরঙ্গ
binary—যুগ্ম, যৌগিক। ~compound—দ্বিমূল যৌগিক। ~compounds—দ্বি-যৌগিক পদার্থ। ~division, ~fission—দ্বিভাজন। ~ nomenclature—দ্বিপদনাম, দ্বিপদনামকরণ। ~star—যুগ্মতারা
binaural experience—দ্বিকর্ণজ বেদন
bindery and warehouse supervisor—দ্রব্যাগার-অবেক্ষক
binding foreman—সর্দার দফতরী
binocular—দ্বিদৃক্। ~vision—দ্বিনেত্রদৃষ্টি
biochemist—প্রাণরসায়নী। ~ry—প্রাণ-রসায়ন
biogenesis—জীবজনি
biology—জীববিদ্যা। biologist—জীববিৎ
bionomics—জীব-পরিবেশ-বিদ্যা
bioscope—চলচ্চিত্র
biosphere—জীবমণ্ডল
biotite—কৃষ্ণাভ্র
biramous—দ্বিশাখ
bisection—দ্বিখণ্ডন। bisector—দ্বিখণ্ডক
bituminous coal—জতুগর্ভ কয়লা
bivalent—দ্বিযোজী
bivalve—দ্বিপুটক
black—কৃষ্ণ। ~book—দোষপুস্তক। ~list—দুষ্টসূচি। ~marketing—অপপণন; চোরা কারবার। ~out—অপ্রদীপ
bladder—থলি, স্থলী; বস্তি। air-~বায়ুস্থলী, পটকা। urinary ~—মূত্রস্থলী, বস্তি
blade—ফলক। ~d—ফলকিত
blast furnace—মারুত চুল্লী
bleaching—বিরঞ্জন
bleeder—রক্তপাতপ্রবণ
blindspot—(পদার্থ) অন্ধবিন্দু; (মনোবি.) অন্ধবৃত্তক
blizzard—হিমঝঞ্ঝা
blood—রক্ত, রুধির, শোণিত, অসৃক্। ~corpuscles—রক্তকণিকা। ~pressure—রক্তপ্রেষ। ~-starvation—রক্তাভাব। ~-supply—রক্তসংবিধান, রক্তের জোগান। ~-vessel—রক্তবাহ। circulation of ~—রক্তসংবহন। dorsal ~ (vessel)—পৃষ্ঠ-রক্তবাহ। ventral~ (vessel)—অঙ্ক-রক্তবাহ
bloom—খড়ি
blotting paper—চুষ কাগজ
blowing—ফুৎকার
blowpipe—বাঁকনল। ~ flame—ফুৎশিখা
blue print—প্রতিচিত্র। blue printer—প্রতিচিত্র-মুদ্রক

blue vitrol—তুঁথ, তুঁতে
board—পর্ষৎ, পর্ষদ্; (গাড়ি সম্পর্কে) অবরোহণ। board of studies—বিদ্যাপর্ষদ্। debt settlement board—ঋণসালিসি পর্ষৎ
bob—পিণ্ড, দুল
bobbin—কাটিম
body—(পদার্থ.) বস্তু। ~temperature—দৈহিক উষ্মা
bog—বিল, জলা
boil—ফোটা, স্ফুটিত হওয়া। ~ing—স্ফুটন। ~ing point—স্ফুটনাঙ্ক
Bolshevism—বলশেভিজম
bona fide—প্রকৃত; বিশ্বস্ত। bona fides—বিশ্বস্ততা
bond—পাট্টা, তমসুক, বন্ধকপত্র, খত; ঋণপত্র; প্রতিজ্ঞাপত্র, মুচলেকা; (মনোবি.) বন্ধ, সংযোগ
bonded—শুল্কাধীন। ~ goods—শুল্কাধীন দ্রব্য। ~ warehouse—শুল্কাধীন পণ্যাগার
bone—অস্থি, হাড়। ~black—অস্থি-অঙ্গার। breast-~—উরঃফলক। carpal ~—করকূর্চাস্থি। collar ~—অক্ষকাস্থি। cranial ~—করোটিকাস্থি। innominate~ জঘন-কপাল। metacarpal~—করাঙ্গুলি-মূল-শলাকা। metatarsal~—পাদাঙ্গুলি-মূল-শলাকা। skull~—করোটি। thigh~—ঊর্বস্থি। wrist ~—কর-কূর্চাস্থি
bonus—অধিবৃত্তি
book-binder—দফতরী
book-debit—পুস্ত-বিকলন
book-keeping—গাণনিকা
book-repair—মেরামত-দপ্তরী
boom—ধুম
booster—প্রেববর্ধক
borax—সোহাগা
bore—(বি.) রন্ধ্র; (ভূগো.) বান; (ক্রি.) ছিদ্র করা। ~r—রন্ধ্রক
botany—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। Botanical Gardens—তরুপ্রদর্শ বাটিকা
botryoidal—দ্রাক্ষাগুচ্ছাকার
bottlewasher—বোতল-ধাবক, কুপী-ধাবক
boulder—গণ্ডশিলা
boundary—সীমা। ~ condition—সীমা-বস্থা। ~-pillar—সীমাস্তম্ভ। artificial~—কল্পিত সীমা
bound charge—(পদার্থ.) বদ্ধাধান
bounty—রাজবৃত্তিক; রাজবৃত্তি
bowel—অন্ত্র
boy scout—কুমারচার
braces—ধনুর্বন্ধনী
brachy—হ্রস্ব
bracket—বন্ধনী। square ~—গুরুবন্ধনী
brackish—লাবণ
bract—পুষ্পধরমঞ্জরী, মঞ্জরীপত্র। ~eole—পুষ্পধরপত্রিকা
brain—মস্তিষ্ক। fore-~—পুরোমস্তিষ্ক। hind-~—পরাঙ্মস্তিষ্ক। mid-~—মধ্যমস্তিষ্ক
brake—গতিরোধক; রোধক। ~horse power—রোধাশ্বশক্তি
branch—শাখা; শাখানদী। ~ed—সশাখ। ~ing—শাখাবিন্যাস
brave west winds—প্রবল পশ্চিমা
breach of agreement—সংবিদ্‌-লঙ্ঘন, সংবিদাতিক্রম
breach of privilege—বিশেষাধিকারভঙ্গ
breach of trust—বিশ্বাসভঙ্গ
breadth—প্রস্থ, বিস্তার
break—ভঙ্গ। ~down—বৈকল্য। ~er—ঊর্মিভঙ্গ। ~ing point—সহনসীমা
breastbone—বক্ষাস্থি
breathing—শ্বসন, শ্বাসকর্ম। ~pore—বায়ু-রন্ধ্র, শ্বাসরন্ধ্র
breeding—প্রজনন
breeze—মন্দ বায়ু। land ~—স্থলবায়ু। sea ~—সমুদ্রবায়ু
bridgehead—সেতুমুখ
brine—লবণোদক
bristle—কূর্চ
brittle—ভঙ্গুর। ~ness—ভঙ্গুরতা
broadcast—সম্প্রচার। ~ing centre—সম্প্রচার-কেন্দ্র। —ing wave—সম্প্রচার ঊর্মি
brochure—পুস্তিকা
brokerage—দালালি
bronchus—ক্লোমশাখা

bruise—থেঁতলান, পিষ্টি
brush—বুরুশ, কূর্চ। ~discharge—কূর্চ-স্ফুরণ
buccal cavity—মুখবিবর, মুখগহ্বর
bud—কোরক, মুকুল; প্রবাল। ~ding—কোরকোদ্গম
budget—আয়ব্যয়ক। ~estimate—প্রাক্কলিত বা আনুমানিক আয়ব্যয়ক; আয়ব্যয়ের প্রাক্কলন। ~ head — আয়ব্যয়কশীর্ষ। ~session—আয়ব্যয়ক-সত্র
buffoon—বাগ্জীবন; ভাঁড়
buildings—বাস্তু
bulb—কন্দ; (ইলেক্ট্রিক সম্পর্কে) কুণ্ড
bulging out—স্ফীতি
bulk—আয়তন। ~elasticity—আয়তন-স্থাপকতা। ~modulus—আয়তনাঙ্ক
bulk purchase scheme—বৃহৎ ক্রয়-পরিকল্পনা
bull—তেজিওয়ালা
bulletin—জ্ঞাপনপত্র
bullion—বাট, পিণ্ড
bumping—(পদার্থ.) উত্তলন
bundle—গুচ্ছ
Bunsen burner - বুনসেন-দীপ
buoyancy—প্লবতা, প্লাবিতা
burden of proof—প্রমাণভার
bureau—সংস্থা; করণ
burner—দীপ
burning glass—আতশী কাচ
buttress (of root)—অধিমূল
by (÷)—ভাজিত
by—উপ-
bye-law—উপবিধি
bye-path—শাখাপথ
by-product—উপজাত

C

cabinet—মন্ত্রিপরিষৎ
cable—তার
cactus—*নাগফণী
Cadastral survey—করার্থ পরিমাপ; কিস্তোয়ার জরিপ, থাকবস্তি
cadet—রণশৈক্ষ। ~corps—রণশৈক্ষ-বাহিনী
cadre—পদালী
caducous—আশুপাতী
cæcum—বদ্ধনালী। intestinal ~—আন্ত্র সিকম
camp—শিবির
cæsalpineæ—কাঞ্চন-উপগোত্র
cainozoic—নবজীবীয়
calcareous—চূর্ণকময়; চুনে
calcination—ভস্মীকরণ
calculated—হিসাব-সম্মত
calculation—হিসাব। calculator—অনুগণক
caldera—কটাহ
calibrate—ক্রমাঙ্ক নির্ণয় করা। calibration—ক্রমাঙ্কন
calm-belt—নির্বাত-মণ্ডল
calorescence—তাপাপন
caloric—তাপিক
calorific—তাপজনক। ~value—তাপন-মূল্য
calx—ভস্ম
calycifloreæ—অধিবৃতিপুষ্পী
calyx—বৃতি
campanulate—ঘণ্টাকার
canal—খাল; নালী (spinal~ = মেরু-নালী)
cancellation—অপসারণ, বিলোপন
Cancer—কর্কট। calms of ~—কর্কটীয় শান্তবলয়
candidate—প্রার্থী; অভ্যর্থী; নির্বাচন-প্রার্থী; পদপ্রার্থী। candidature—প্রার্থিতা
candle—মোমবাতি; বাতি। ~power—দীপশক্তি
cane-sugar—ইক্ষু-শর্করা
canine tooth—ছেদক দন্ত
cannaceæ—সর্বজয়া-উপগোত্র
Canopus—অগস্ত্য
cantilever—আড়া, কর্ণলম্ব
canvassing—উপার্থন
capacitance—আধৃতি
capacity—সামর্থ্য; ধারকত্ব (electrical~ = তাড়িত ধারকত্ব)

capillary—(বিণ.) কৈশিক ; (বি.) জালক। capillarity—কৈশিকতা, কৈশিকত্ব
capital—মূলধন, নিযুক্ত ধন ; পুঁজী ; রাজধানী। ~accounts—পুঁজীগণিতক। ~ism—ধনিকতাবাদ, ধনিকতন্ত্র। ~ist—ধনিক। ~ized—পুঁজীক। authorised~—নির্দিষ্ট মূলধন। circulating ~—চলতি মূলধন। fixed~—বদ্ধ মূলধন। issued~—নিয়োজ্য মূলধন। paid-up~—প্রাপ্ত মূলধন। subscribed~—প্রতিশ্রুত মূলধন
capitate—মুণ্ডাকার
capitation tax—প্রতিশীর্ষ কর
capitullum—মুণ্ডক
Capricornus—মকর। Calms of Capricorn—মকরীয় শান্তবলয়
carbon—অঙ্গারক, অঙ্গার। ~aceous—অঙ্গারময়। ~-assimilation—সালোক-সংশ্লেষণ। ~ic acid—অঙ্গারাম্ল। ~compounds—অঙ্গার-যৌগিক
cardiac—হৃৎ-, হার্দ
cardinal—অঙ্কবাচক ; দিক্। ~points—দিগ্‌বিন্দু
cardiograph—হৃল্লিখ
caretaker—অবধারক
carnivorus—পতঙ্গভুক্
carpal—মণিবন্ধাস্থি
carpel—গর্ভপত্র
carpus—মণিবন্ধ, কবজি
carrier—বাহক
carry forward—অগ্রে নয়ন, জের টানা
cartilage—তরুণাস্থি, কোমলাস্থি। cartilaginous—কোমলাস্থিময়
cartography—মানচিত্রবিদ্যা
cartoon—ব্যঙ্গচিত্র
caryophyllaceous—লবঙ্গবৎ
cascade—নির্ঝর, প্রপাত
case—আধার। egg-~ডিম্বাধার
case-book—কর্মপঞ্জি
cash—নগদ, রোক।~balance—রোকস্থিতি, নগদ তহবিল। ~book—রোকড়। ~credit—রোক-ঋণ। ~ier—খাজাঞ্চী, ধনপাল, ধনাধ্যক্ষ। ~payment—রোক-শোধ। ~transaction—রোক-সংব্যবহার, নগদ লেনদেন

caster—ঢালাইকর
casting vote—নির্ণায়ক মত বা ভোট
castration—উপস্থচ্ছেদ, মুষ্কচ্ছেদ ; খাসি করা
casual—আকস্মিক, নৈমিত্তিক। ~leave—নৈমিত্তিক ছুটি।—ty officer—আত্যয়িক
cataclasis—বিচূর্ণন। cataclastic—বিচূর্ণিত
catalysis—অনুঘটন। catalyser, catalyst—অনুঘটক
cataract—জলপ্রপাত
category—পদার্থ
catering—পরিবেশন ; সরবরাহ
caterpillar—শুঁয়াপোকা, শূক
catharsis—বিরেচন ('পরিশোধন' ব্যবহার করা ভাল)। cathartic—বিরেচক ('পরিশোধক' ব্যবহার করা ভাল)
cathexis—আধানশক্তি। cathectic—আধান-
cat's eye—বিড়ালাক্ষ
cattle pound—খোঁয়াড়
caudal—পুচ্ছ। ~fin—পুচ্ছ-পাখনা
caudex—অশাখ
caulescent—সকাণ্ড
cauline—কাণ্ডজ। ~bundle—কাণ্ডস্থ বাণ্ডিল
caulis—কাণ্ড
causal—কারণিক। ~ity—কারণতা। ~relation—কারণসম্বন্ধ
cause list—বিবাদসূচি
cause of action—বিবাদ-কারণ, বাদমূল, মামলার কারণ
causeway—বদ্ধসেতু, বাঁধ-সেতু
caustic—বিদাহী। ~alkali—তীক্ষ্ণ ক্ষার
cavern—ভূগহ্বর
cease fire—অস্ত্র-সংবরণ
celestial—খ-। ~latitude—ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ। ~longitude—ভুজাংশ, ক্রান্ত্যংশ। ~sphere—খগোল
celibacy—ব্রহ্মচর্য
cell—কোষ, কোষক, প্রবাহ-কোষ। photo-electric~—আলোক-তড়িৎ-বন্ধ
cellular—কোষীয়। ~tissue—কোষকলা
cement concrete—ঢালাই

censor—প্রহরী ; বিবাচক। ~ed—বিবাচিত। ~ship—বিবাচন ; প্রহরতা
centesimal—শততমিক
central—মূল ; কেন্দ্রিক, কেন্দ্রীয় ('কেন্দ্রী' ব্যবহার করা ভাল)। ~government—কেন্দ্রীয় শাসন, কেন্দ্রীয় সরকার। Central India—মধ্যভারত। ~jail—কেন্দ্রিক কারা
centre—কেন্দ্র। ~of gravity—ভারকেন্দ্র। ~of inversion—বিলোমকেন্দ্র। ~of similitude—সাম্যকেন্দ্র
centric—কেন্দ্রিত, কেন্দ্রগত
centrifugal—কেন্দ্রাতিগ, অপকেন্দ্র
centripetal—কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্দ্র
centroid—ভরকেন্দ্র
cephalic index—কপালাঙ্ক
cephalothorax—শিরোবক্ষ
cereals—শস্য, খাদ্যশস্য
cerebellum—ধম্মিলক, লঘুমস্তিষ্ক
cerebrum—গুরুমস্তিষ্ক
certificate—প্রশংসাপত্র ; শংসাপত্র ; প্রমাণপত্র। ~of airworthiness—নভোযোগ্যতাপত্র। ~of competency—যোগ্যতাপত্র। ~of fitness—ক্ষমত্বপত্র। ~of identity—অভিজ্ঞাপত্র। ~of origin—প্রভব লেখ
certified—শংসিত ; প্রমাণিত। ~copy—প্রমাণিত প্রতিলিপি
certify—শংসা করা ; প্রমাণিত করা। ~ing—প্রমাণক
cess—উপকর
chaetopod—শূকপদ
chained reflex—ক্রমিক প্রতিবর্ত
chain rule—(গণি.) শৃঙ্খল-নিয়ম
chair (in education)—শিক্ষাপীঠ (~of Sanskrit = সংস্কৃত শিক্ষাপীঠ)
chairman—সভাপতি। Chairman of Legislative Council—পরিষৎপাল
chalaza—ডিম্বকমূল
challenge—(প্রহরীকৃত) সংপ্রশ্ন। ~d—সংপৃষ্ট
chamber—সভা, কক্ষ। ~clerk—আসন্ন করণিক। ~of commerce—বণিক্সমিতি, বণিক্-সভা। ~process—প্রকোষ্ঠপদ্ধতি
chancellor—মহাধিপাল
change-over board—পরিবর্তক পট্ট
channel—প্রণালী
character—লক্ষণ। ~certificate—শীলপত্র। ~curve—বৈশিষ্ট্যরেখা। ~istic—বৈশিষ্ট্য ; বিশেষ লক্ষণ। ~istic of a logarithm—পূর্ণক। ~roll—শীল-পরিচয়। general~—সামান্য লক্ষণ
charge—(বি.) প্রভার, ব্যয় ; অভিযোগ ; কার্যভার ; (পদার্থ.) আধান ; ভরণ। (ক্রি.) আধান করা। ~d—আহিত ; প্রভারিত ; অভিযুক্ত। ~sheet—অভিযোগপত্র, আরোপপত্র। bound~—বদ্ধ আধান। free~—মুক্ত আধান
chargé d'affairs—রাষ্ট্র-নিযুক্তক
chart—চিত্র, নির্লেখ। ~ography—মানচিত্রবিদ্যা
chartered—প্রক্রীত। chartering—প্রক্রয়
chela—দংষ্ট্রা, দাঁড়া, কিলা
chemical—(বিণ.) রাসায়নিক ; (বি.) রাসায়নিক দ্রব্য। ~examiner—রাসায়নিক পরীক্ষক। ~laboratory—রসশালা। ~ly pure—বিশুদ্ধ
chemistry—রসায়ন
chief—মুখ্য। Chief minister—মুখ্যমন্ত্রী। Chief Presidency Magistrate—মুখ্য পুরশাসক। Chief Secretary — প্রধান সচিব
child psychology—শিশুমনোবিদ্যা
cinematography—চলচ্চিত্রবিদ্যা
chin-rest—চিবুকপীঠ
chloro—হরিৎ, শ্যাম। ~phyceæ—হরিৎ শৈবালবর্গ। ~phyll—পত্রহরিৎ। ~phyll corpuscle—সবুজ কণিকা। ~plast—সবুজ কণিকা। ~sis—পাণ্ডুরোগ
choke—নিরোধ। choking—নিরোধ-
chord—জ্যা ; স্বরসঙ্গতি
choroid coat—কৃষ্ণমণ্ডল
chosen—বৃত
chroma—বর্ণমাত্র
chromatic—বর্ণীয়
chromo—বর্ণ-
chrono—কাল-

chyme—পাকমণ্ড
cinema—চলচ্চিত্র। ~star—চিত্রতারকা
cinematograph—চলচ্চিত্র; চলচ্চিত্রলেখ; চলচ্চিত্রক্ষেপক। Cinematograph Act—চলচ্চিত্র বিহিতক, চলচ্চিত্র আইন। ~y—চলচ্চিত্রবিদ্যা
circinate—কুণ্ডলিত
circle—বৃত্ত; (এলাকা-অর্থে) মণ্ডল (~ officer = মণ্ডলাধিকারিক)। centre of ~—কেন্দ্র। great~—গুরুবৃত্ত। small ~—লঘুবৃত্ত
circuit—পরিক্রম, বর্তনী। chosed~—সংহত বর্তনী। open~—খণ্ডিত বর্তনী
circular—পরিপত্র, বৃত্তাকার, চক্র-। ~ cylinder—বেলন। ~ly polarized light—বৃত্ত সমবর্তিত আলোক। ~measure—বৃত্তীয় মান। ~muscle—চক্রপেশী
circulate—প্রচার করা
circulation—সংবহন
circulatory system—সংবহনতন্ত্র
circumcentre—পরিকেন্দ্র
circumference—পরিধি
circumnavigation—ভূ-প্রদক্ষিণ
circumnutation—পরিবলন
circumpolar—অনস্তগ
circumscribed—পরিলিখিত। ~circle—পরিবৃত্ত
citizen—নাগরিক, প্রজা। ~ship—পৌর-পদ, নাগরিকাধিকার, প্রজাধিকার
citric acid—জম্বীরাম্ল
civic—পৌর
civil—দেওয়ানি। ~aviation—সাধারণ নভশ্চরণ বা বিমানচলন। ~code—ন্যায়-সংহিতা। ~court—ন্যায়াধিকরণ, দেওয়ানি বিচারালয় বা আদালত। ~deposit—ন্যায়ার্থক নিধান। ~estimate—পালনিক প্রাক্কলন। ~list—রাজপুরুষসূচী। ~ marriage—বিধানিক বিবাহ। ~population—জনসাধারণ। ~service—জনপালন-কৃত্যক। ~surgeon—পৌর চিকিৎসক। ~wrong—দেওয়ানি অপকৃত্য
claim—স্বত্বার্থন। ~ant—স্বত্বার্থী
clairvoyance—অলোকদৃষ্টি
classical teacher—প্রাচীন-ভাষা-শিক্ষক
classification—শ্রেণীবন্ধ, শ্রেণীবিভাগ, বর্গীকরণ
clastic rock—সংঘাত শিলা
clause—প্রকরণ; খণ্ড
claustrophobia—বদ্ধস্থানাতঙ্ক
clavicle—অক্ষক
claypipe triangle—মূষাধার
clearing agent—মোচন-নিযুক্তক; খালাস-কারী নিযুক্তক
clearing house—নিকাশ-ঘর
clearness—বৈশদ্য, বিশদতা
cleavage—সম্ভেদ
cleft—রন্ধ্র
cleistogamous—অনুন্মীলিত
cleistogamy—অনুন্মীলন
clerk—করণিক
client—ক্রেতা; মক্কেল
cliff—ভৃগু
climacterium—জরাপত্তি
climatic—আন্তরীক্ষ
climber—রোহিণী
clinic—রোগিপরীক্ষাগার, রোগোপস্থান, নিদানশালা, চিকিৎসাগার। ~al—নিদানিক। ~al method—রোগিপরীক্ষা-পদ্ধতি
clino—নত, অবনত
cloaca—অবসারণী
clock glass—(পদার্থ) চক্রকাচ
clockwise—দক্ষিণাবর্ত। anti-~বামাবর্ত
clockwork—ঘড়ির কল
close approximation—সূক্ষ্মমান, সন্নিহিত মান
closing balance—অবসান-স্থিতি, সমাপন-স্থিতি
closure—সংবার
clot—তঞ্চিত পিণ্ড
cloud—মেঘ। cirro-cumulus~—পুঞ্জালক মেঘ। cirro-stratus~—অলকাস্তর মেঘ। cirrus~—অলক মেঘ। cumulus~—পুঞ্জ মেঘ। nimbus~—ঝঞ্ঝামেঘ। stratus ~—আস্তর মেঘ।
coagulate—তঞ্চিত হওয়া। coagulation—তঞ্চন

coalescence—সমাশ্লেষ
coal-tar—আলকাতরা
coast—উপকূল। ~line—তটরেখা। ~range—তটগিরিশ্রেণী
coating—আবরণ
co-axial—সমাক্ষ
coccyx—অনুত্রিকাস্থি, অনুত্রিক
co-conscious—সহজ্ঞ। ~ness—সহজ্ঞতা
code—সঙ্কেত; গূঢ়লেখ, সংহিতা। ~of civil procedure—ন্যায়প্রণালী-সংহিতা। ~of criminal procedure—দণ্ডপ্রণালী-সংহিতা, ফৌজদারি প্রক্রিয়া-সংহিতা
codicil—ইষ্টিপত্রের বা ইচ্ছাপত্রের উপলেখ
codified—সংহিতাবদ্ধ
co-efficient—সহগ; গুণক, গুণাঙ্ক। ~of elasticity—স্থাপিতাঙ্ক। ~of friction—ঘর্ষণাঙ্ক। ~of refraction—প্রতিসরণাঙ্ক। ~of relativity—নির্ভরাঙ্ক
coercive force—নিগ্রহ-বল
co-existence—সহভাব; সহস্থিতি, সহাবস্থান
co-extension—সহব্যাপ্তি
co-extensive—সহব্যাপী। ~ness—সহব্যাপিতা
cognate — সমজাত; সগোত্র; সপিণ্ড; বন্ধু
cognition—জ্ঞান। cognitive faculty—জ্ঞানশক্তি
cognisable—প্রগ্রাহ্য
cognizance—প্রগ্রহণ; বিচারার্থ গ্রহণ
cohere—সংসক্ত হওয়া। ~r—সংসক্তক
cohesion—সংসক্তি, (উদ্ভি.) সমসংযোগ
coil—কুণ্ডলী
coinage—টঙ্কন
co-incidence—সমাপতন
coir—নারিকেল-ছোবড়া
coitus—সুরত। ~interruptus—খণ্ডিত সুরত। ~reservatus—ব্যবহিত সুরত। ~retardatus—বিলম্বিত সুরত
co-latitude—অক্ষকোটি
cold-blooded—অনুষ্ণশোণিত
cold wall—হিমপ্রাচীর
collar-bone—অক্ষকাস্থি
collecting sarkar—আদায় সরকার
collections—আদায়
collective—সামূহিক; সমষ্টিগত। collectivism—সঙ্ঘক্রিয়াবাদ
collector—সমাহর্তা। ~ate—সমাহারকরণ
college—মহাবিদ্যালয়
collimation—অক্ষীকরণ। ~error—অক্ষভ্রম
collinear—একরেখীয়
collision—সঙ্ঘর্ষ
collusion—কূটযোগ, সাজশ
colon—মলাশয়
colonization—উপনিবেশ। ~officer—নিবেশন-আধিকারিক
colony—সঙ্ঘ; উপনিবেশ
colour—বর্ণ। ~ation—বর্ণগ্রাহ। ~-blind—বর্ণান্ধ। ~-blindness — বর্ণান্ধতা। ~-ing mixture—রঞ্জক। ~less—অবর্ণ, বর্ণহীন। ~mixture—বর্ণমিশ্রক। ~pyramid—বর্ণ-শিখর। ~tone—বর্ণরাগ
column—স্তম্ভ; (গণি.) পাটী। ~ar—স্তম্ভাকার। ~of mercury—পারদসূত্র
combination—সমাবন্ধ; সমবায়; সংযোগ; (অর্থ) একার্থসঙ্ঘ। ~tone—যুক্তস্বন
combine—(অর্থ.) একার্থসঙ্ঘ। combining weight—যোজন-ভার
combustible—দাহ্য। combustibility—দাহ্যতা
combustion—দহন। ~tube—দাহ-নল
commandant—সেনানায়ক
commander—অধিনায়ক। ~in-chief—সর্বাধিনায়ক। company~—গণাধ্যক্ষ
commensurable—প্রমেয়
commerce—বাণিজ্য
commercial—বাণিজ্য-; বাজার-চলন। ~crisis—বাণিজ্য-সঙ্কট। ~discount—ছুট, ছাড়, ব্যাজ। ~manager—বাণিজ্য-ব্যবস্থাপক, বাণিজ্য-অধ্যক্ষ
commission—দস্তুরি; আয়োগ (famine~=দুর্ভিক্ষ আয়োগ)
Commissioner—মহাধ্যক্ষ (~of excise=অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ); ভুক্তিপতি (divisional ~=বিভাগীয় ভুক্তিপতি)। ~of affidavits—শপথ-প্রমাণ। ~of police—নগরপাল

commodity, commodities—পণ্য
common seal—সামূহিক নামমুদ্রা
commonwealth—জনরাষ্ট্র ; সাধারণতন্ত্র ; রাষ্ট্রমণ্ডল (~relations = রাষ্ট্রমণ্ডল-সম্পর্ক)
communication—যাতায়াত ; সমাযোজন ; জ্ঞাপন
communique—ইশতিহার ; প্রচারণ
communism—সমভোগবাদ
community—সম্প্রদায় । ~kitchen—ভক্তশালা । ~project—সমাজ-পরিকল্পনা
commutation—নিক্রয়ণ ; লঘূকরণ
commutative law—বিনিময়-নিয়ম
commuted—নিক্রীত ; লঘূকৃত
company—(বাণিজ্যে) সঙ্ঘ ; গণ । (~of troops—সৈন্যগণ)
comparative—তৌলনিক
compass—দিগ্‌দর্শী, দিগ্‌দৃশা । mariner's ~—নৌদিগ্‌দর্শী । ~needle—চুম্বকশলাকা । point of the~—দিক্
compassionate allowance—কৃপা-অধিদেয়, কৃপা-ভাতা
compensation—ক্ষতিপূরণ, খেসারত । compensated—প্রতিবিহিত । compensatory allowance—পূর্তি অধিদেয়, পূর্তিভাতা
competent authority—যোগ্য অধিকারী
competition—প্রতিযোগ
compiler—সঙ্কলক
complainant—অভিযোক্তা
complaint—অভিযোগ, নালিশ, ফরিয়াদ
complemental—পূরক
complementary—(গণি.) পূরক, অনুপূরক
complex—(বিণ.) জটিল (~number = জটিল সংখ্যা) ; মিশ্র (~fraction = মিশ্র ভগ্নাঙ্ক) ; (বি.) গূঢ়ৈষা
componendo—যোগক্রিয়া
component—অঙ্গ ; অবয়ব ; উপাদান ; (বলবি.—বেগের) উপাংশ
composite—সংযুত ; বিমিশ্র
compositeæ—গেঁদা-গোত্র
composition—সংস্থিতি, রচনা (~of a council = পরিষৎ-সংস্থিতি) ; উপাদান ; (মনোবি.) সংযুতি ; (বলবি.—বেগের) লব্ধি-নির্ণয় ; (শক্তি-সম্বন্ধে) সমবায়
compositor—অক্ষর-যোজক
compound—(বিণ.) জটিল ; মিশ্র- ; যৌগিক, যৌগ ; (বি.) মিশ্র । ~er—মিশ্রকী । ~eye—পুঞ্জাক্ষি । ~interest—চক্রবৃদ্ধি (সুদ) । radical~—যোগজ মূলক
compression—সংনমন । compressible—সংনম্য । compressibility—সংনম্যতা
compromise—রফা, আপস, মিটমাট
compulsion—(মনোবি.—বিণ.) অনুকর্ষী
computation—পরিগণনা । computor—পরিগণক
conation—ইচ্ছা
concave—অবতল । double~—উভাবতল
concentration—গাঢ়ীকরণ ; গাঢ়ীভবন ; (পদার্থ.) সমাহরণ ; (মনোবি.) সমাবেশ, একাগ্রতা ; ঘনীকরণ । concentrated—গাঢ়, গাঢ়তাপন্ন ; (পদার্থ) সমাহৃত
concentric—এককেন্দ্রীয়, এককেন্দ্রী
concept—ধারণা, প্রত্যয় । ~ion—ধারণা
concession—রেয়াত
conchoidal—শাঙ্খিক
conclusion—উপসংহার ; সিদ্ধান্ত
conclusive—চূড়ান্ত । ~evidence—চূড়ান্ত সাক্ষ্য বা প্রমাণ
concord—ঐক্য, সুস্বন
concrete—মূর্ত । ~number—বদ্ধসংখ্যা
concretion—পিণ্ড
concurrence—সহঘটন, সমাপাত ; সম্মতি, সংগমন
concurrent—সংগামী ; (জ্যামি.) সমবিন্দু । ~jurisdiction—সহাধিকারক্ষেত্র
condensation—ঘনীভবন ; ঘনীকরণ ; (মনোবি.) সংক্ষেপণ
condenser—শীতক
condition—শর্ত, করার ; প্রতিবন্ধ । ~al সাপেক্ষ, সপ্রতিবন্ধ
conduct—পরিবহণ করা । ~ing tissue—সংবহণ-কলা । ~ion—পরিবহণ । ~ivity—পরিবাহিতা । ~of business—কার্যচালন । ~or—পরিবাহী ; পরিচালক । non-~or—অপরিবাহী
conduplicate—প্রতিমীলিত

cone—শঙ্কু, মোচক
confederation—সমামেল
confession—স্বীকারোক্তি
confidential—বিশ্রব্ধ। ~board—বিশ্রব্ধ-পট (~clerk—বিশ্বস্ত করণিক, আপ্ত-করণিক)। ~cover—বিশ্রব্ধচ্ছদ
configuration of land—ভূ-প্রকৃতি
confirmation—অনুমোদন; সমর্থন, দৃঢ়ীকরণ, (চাকুরী সম্পর্কে) সন্নিয়োগ। confirmed—সন্নিযুক্ত
confiscation—উপগ্রহণ। confiscated—বাজেয়াপ্ত, উপগৃহীত
conflict—দ্বন্দ্ব
conformity—অনুক্রম। conformable—অনুক্রমী
conglomerate—পিণ্ডীভূত। ~crystal—পিণ্ডীভূত দানা
congruent—সর্বসম; congruence—সর্বসমতা
conical—শাঙ্কব। ~ pendulum—শঙ্কু-দোলক
coniferous—সরলবর্গীয়
conjugal right—দাম্পত্য অধিকার
conjugate—অনুবদ্ধ; অনুবন্ধী; প্রতিযোগী। ~diameter—অনুবদ্ধ ব্যাস। ~surd—বিপরীত করণী
conjugation—সংশ্লেষ
conjunction—সংযোগ
conjunctive—নেত্রবর্ত্ম কলা
conjunctive tissue—যোজক-কলা
connate—যমক
connection—যোজন। connective—যোজক। connective tissue—যোজক কলা, যোগ-কলা। connector—যোজক
connivance—ছলিতোপেক্ষা
connotation—জাত্যর্থ, সামান্যাভিধান
consanguinity—একমূলতা
conscience—বিবেক; ধর্মবুদ্ধি
conscious—সংজ্ঞাত; সংজ্ঞান। ~ness—সংবিৎ, চেতনা
consecutive number—ক্রমিক সংখ্যা
consequent—(গণি.) উত্তররাশি। ~poles উপমেরু
consequential—অনুবন্ধী। ~loss—পরোক্ষ ক্ষতি
conservation—নিত্যতা
Conservator of Forests—বনপাল
consideration—প্রতিলাভ। ~of money—পণ
consignment—চালান, প্রেষিতক
consignor—প্রেরক
consistency—সামঞ্জস্য
consolidated—একীকৃত। ~fund—সঞ্চিত নিধি
constable—আরক্ষী, আরক্ষিক, পাহারা-ওয়ালা
constant—(বিণ.) নিত্য, ধ্রুব; (বি.) ধ্রুবক। ~of inversion—বিলোমাঙ্ক। ~quantity—ধ্রুবক
constellation—নক্ষত্র; তারামণ্ডল
constipation—কোষ্ঠবদ্ধতা
constituency—নির্বাচনক্ষেত্র; নির্বাচকমণ্ডলী
constituent—উপাদান; অবয়ব, অঙ্গ
Constituent Assembly—সংবিধান-সভা
constitution—শাসনতন্ত্র; সংস্থান; সংবিধান; গঠন; প্রকৃতি। ~al formula—সংস্থান-সঙ্কেত, বিন্যাস-সঙ্কেত
constrained motion—সবাধ গতি
construction—অঙ্কন, নির্মাণ
consul—দূত, বাণিজ্যদূত। —ar officer—দৌত্যাধিকারিক। ~ate—দূতস্থান। Consul de Carriere—সবৃত্তিক দূত, মহাবাণিজ্য-দূত। Consul-General—মহাদূত। Consul-honorary—অবৃত্তিক দূত
consumer—খাদক; ব্যবহারক
consumption—খাদন; ব্যবহার; যক্ষ্মা
contact—স্পর্শ। ~-breaker—স্পর্শচ্ছেদক। ~-maker—স্পর্শসাধক। ~-stimulus—স্পর্শ-উদ্দীপক
contamination—দূষণ
contemporaneous—সমসাময়িক। contemporary—সমকালীন
contempt of court—বিচারালয়-অবমান
context—প্রকরণ, প্রসঙ্গ
contiguity—(বি.) সন্নিধি, অব্যবধান; (বিণ.) অব্যবহিত

continent—মহাদেশ। ~al drift—মহী-সঞ্চরণ। ~al shelf—মহীসোপান
contingency—সম্ভাবনা; সম্ভাব্য ক্ষেত্র। contingency fund—উপনিমিত্ত নিধি।~grant—সম্ভাব্য অনুদান। ~menial—উপ-নিমিত্ত পরিচর। contingencies—সম্ভাব্য ব্যয়
contingent bill—সম্ভাব্য আদেয়ক বা মূল্য-পত্র। contingent charges—সম্ভাব্য প্রভার বা ব্যয়
continuity—অনবচ্ছেদ
continuous—সন্তত
contour, contour line—পরিণাহ; (ভূবি.) দেহরেখা; (ভূগো.) সমোন্নতিরেখা। contour survey—আকার পরিমাপ
contract—প্রসংবিদা, ঠিকা, চুক্তি; ইজারা। ~ile—সঙ্কোচী। ~ion—সঙ্কোচন, কুঞ্চন। ~or—প্রসংবিদী, ঠিকাদার, সংবিদী
contrariety—বৈপরীত্য
contrast—বৈসাদৃশ্য
controller—নিয়ামক। ~of imports—আগাম-নিয়ামক। controlling—নিয়ামক
controversy—বাদ-প্রতিবাদ
convection—পরিচলন
convention—প্রচল; নিয়ম; সম্মেলন
convergence—অভিসৃতি। convergent—অভিসারী
converse—বিপরীত
conversion—পরিবর্তন; বিপরিণাম
convertible—বিনিমেয়
conveyance—স্বাস্তরপত্র; ক্রয়বিক্রয় লেখ্য
convex—উত্তল
convicted—সিদ্ধদোষ, প্রমাণিতদোষ
conviction—দোষসিদ্ধি, অপরাধসিদ্ধি
convocation—সমাবর্তন
convolute—সংবর্ত। convolution—কুণ্ডলী
convolvulaceæ—কলম্বী-গোত্র
convulsion—আক্ষেপ
cooling—শীতলীকরণ; শীতলীভবন
co-operation—সমবায়
co-option—সহযোজন
co-ordinates—স্থানাঙ্ক
co-ordinated—সহযোজিত
co-ordination—স্বন্বয়, সমন্বয়; সহযোজন
co-parcener—অংশহর; সমাংশী
co-partnership—ভাগী কারবার
co-planar—একতলীয়
copper—তাম্র, তামা।~smith—তাম্রকার, তামামিস্ত্রি। ~sulphate—তুঁতে, তুঁতিয়া, তুথ। ~turnings—তামার চোকলা
copra—নারিকেলের শুষ্ক শাঁস
coprolite—মলাশ্ম
coprophilia—মলকাম
copy—প্রতিলিপি, প্রতিলেখ। ~-holder—লেখ-ধারক। ~ing—প্রতিলিপি, প্রতিলেখ। ~ist—প্রতিলেখক, নকলনবিস। ~right—লেখস্বত্ব, লেখক-স্বত্ব
coracoid—অংসতুণ্ড
coral polyp—প্রবালকীট
coral reef—প্রবাল-প্রাচীর
cordate—তাম্বুলাকার
core—মজ্জা; (ভূবি.) অস্থি। laminated ~—স্তরিত বস্তু
coriaceous—চার্ম, চর্মবৎ
cornea—অচ্ছোদপটল
corner—(বিণ.) একায়ত্ত (~market = একায়ত্ত বাজার); (বি.) একায়ত্তি
corolla—দলমণ্ডল
corollary—অনুসিদ্ধান্ত
corona—মুকুট
coronary artery—হৃচ্ছোণী ধমনী
coroner—আশুমৃত-পরীক্ষক
corporation—নিগম। Calutta Corporation—কলিকাতা পৌরনিগম। municipal~—পৌরনিগম। ~tax—নিগম-কর
corporate body—নিগমবদ্ধ বা নিগমিত নিকায়; সিদ্ধগণ
corpuscle—কণিকা। corpuscular theory—কণিকাবাদ
corrasion—অবঘর্ষ
correlation—অনুবন্ধ; পারম্পর্য
correspondence—প্রতিষঙ্গ; পত্র-ব্যবহার। ~clerk—পত্রকরণিক। corresponding—অনুরূপ, প্রতিষঙ্গী

corrigendum—শুদ্ধিপত্র
corrosion—অবক্ষতি
corrosive—ক্ষারী। ~sublimate—রসকর্পূর
corrundum—কুরুবিন্দ
corruption—অপচার
cortex—বহিঃস্তর
cortical—বহিঃস্তরীয়
cosharer—সহাংশী, শরিক, সহভাগী
cosmic—বিশ্ব-, মহাজাগতিক
cosmogony—সৃষ্টিক্রম। cosmology—সৃষ্টিতত্ত্ব
costa—শিরা। ~te—শিরিত, শিরাল
cost price—পরিব্যয় মূল্য ; পড়তা
cotyledon—বীজপত্র
council—পরিষদ্। Council of Ministers—মন্ত্রিপরিষদ্। Council of States—রাজ্যসভা
counter—সংখ্যায়ক ; (দোকানাদির) পটক, পাটা
counter—প্রতি-। ~act—প্রতিরোধ করা। ~balance—প্রতিভার। ~foil—প্রতিপত্র, চেকমুড়ি। ~mand—(ক্রি.) আদেশ নিরোধ করা ; (বি.) প্রত্যাহার, রদ। ~part—প্রতিরূপ। ~signed—প্রতি-স্বাক্ষরিত। ~signature—প্রতি-স্বাক্ষর। ~vailing—সমকারী
course of study—পাঠ্যধারা
court—ন্যায়ালয়, ধর্মাধিকরণ ; আদালত। ~-fee—বিচার-দেয়ক, রসুম। court-martial—সেনাবিচারালয়, সৈনিক-আদালত। ~of wards—প্রতিপাল্যাধিকরণ, প্রপন্নাধিকরণ। ~-overseer—বিচারালয়-উপদর্শক
cover-glass—কাচের ঢাকনি
crafts—কারুকলা
cramp—খিল
cranium—করোটিকা। cranial—করোটিক-
crater—আগ্নেয়গিরির মুখ, অগ্নিমুখ, জ্বালামুখ
creation—সৃষ্টি, সর্গ
credentials—আস্থাপত্র, নিসৃষ্টিপত্র
credit—আকলন, জমা। ~balance—আকলন-স্থিতি, জমাবাকি। ~ed—আকলিত। ~note—আকলপত্র। ~or—পাওনাদার, উত্তমর্ণ। ~side—জমার খাতে। letter of~—ক্রেডিটপত্র

creeper—ব্রততী। creeping—লতান
crenate—সভঙ্গ
crescent—বালেন্দু
cretinism—বামনত্ব
crevasse—হিমদরী। ~s—চিড়
crime—দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ
crime police—দণ্ডারক্ষী, দণ্ডারক্ষা
criminal—(বিণ) দুষ্ক্রিয় ; (বি.) অপরাধিক। ~assault—ধর্ষণ। ~court—দণ্ডাধিকরণ, ফৌজদারি বিচারালয়। ~liability—দণ্ডযোগ্য দায়িত্ব। ~procedure—দণ্ডপ্রণালী ; দণ্ডপ্রক্রিয়া। ~sessions—দণ্ডসত্র
criminology—দুষ্ক্রিয়াবিদ্যা, অপরাধতত্ত্ব
criterion—নির্ণায়ক
critical—(পদার্থ.) সন্ধি- ; (সাধারণ অর্থে) বৈচারিক ; সঙ্কট-
cross—রেখন। ~bedding—তীর্যক্ স্তর। ~ed—রেখিত। ~ed cheque—রেখিত চেক। ~ examination—প্রতিপরীক্ষা, জেরা। ~fertilization—পরনিষেক। ~ multiplication—বজ্রগুণন। ~ reference—মিথোনির্দেশ, প্রতিনির্দেশ। ~section—প্রস্থচ্ছেদ
crossing—চৌমাথা
crucial—বিনিশ্চায়ক। ~ test—বিনিশ্চয়
crucible—মুচি, মূষা
cruciferæ—সর্ষপ-গোত্র
cruciform—ক্রুশাকার
crude—অশোধিত, অসংস্কৃত ; স্থূল, প্রাকৃত
crumped—কোঁকড়ান
crustacean—কবচী
crust of the earth—ভূ-ত্বক্
cryptocrystalline—অবকেলাসী
cryptogam—অপুষ্পক উদ্ভিদ
cryptology—কোষবিদ্যা
crystal—কেলাস, স্ফটিক, দানা। ~line—কেলাসী ; কেলাসিত ; নিবন্ধী। ~lite—কেলাসাঙ্কুর। ~lization—কেলাসন। ~lography—কেলাসবিদ্যা
cub—শাবচার
cube—ঘন, ঘনক, ঘনফল। ~root—ঘনমূল, তৃতীয়মূল
cubic—ত্রিঘাত, ঘন- ; (ভূবি.) সমমাত্র

cucurbitaceæ—কুষ্মাণ্ডগোত্র
culm—তৃণকাণ্ড
culmination—মধ্যগগন
culvert—জলসুড়ঙ্গ, কালবুদ
cum dividend—লাভাংশসহ
cunnilingus—মুখচাপল
Curator of Herbarium—ওষধিশালাধ্যক্ষ
currant—কিশমিশ
currency notes—পত্রমুদ্রা
Currency Officer—পত্রমুদ্রাধিকারিক
current—(বি.) প্রবাহ, স্রোত ; (বিণ.) চলিত। ~account—চলিত হিসাব। direct~—সমপ্রবাহ
curriculum—পাঠ্যক্রম
curvature—বক্রতা
curve—বক্ররেখা। ~d—বক্র
curvi-veined—বক্রশিরাল
cuspidate—তীক্ষ্ণাগ্র
custody—হাওলা, জিম্মা।
customer—গ্রাহক; ক্রেতা
customs duty—বহিঃশুল্ক
cutaneous—চার্ম ; ত্বাচ ; চর্ম-
cut motion—কর্তন-প্রস্তাব, ছাঁটাই-প্রস্তাব
cuticle—কৃত্তিক
cuticular—ত্বাচ। ~ization—কিউটিকলে পরিণতি
cutting—ছেদ ; (উদ্ভি.) শাখাকলম
cyanophyceæ—নীলহরিৎ-শৈবাল-বর্গ
cycle—চক্র। cyclic—(বিণ.) বৃত্তস্থ ; (বি.) আবর্ত
cyclone—বাত্যাবর্ত, ঘূর্ণবাত। anti-~—প্রতীপ ঘূর্ণবাত
cyclosis—আবর্তন
cylinder—স্তম্ভক। cylindrical—বেলনাকার
cyme—স্তবক
cymose—নিয়ত
cyperaceæ—মুস্তক গোত্র

D

declaratory suit—জ্ঞাপকবাদী মামলা
dairy—দোহশালা। Dairy Development Officer—দোহবর্ধন-আধিকারিক। ~farming—গব্যোৎপাদন।
data—উপাত্ত
date-line—সময়-রেখা
datum line—উপাত্ত রেখা
daughter cell—অপত্যকোষ
Davy Safety lamp—ডেভিদীপ
day—দিন। ~-dream—জাগরস্বপ্ন, দিবাদৃষ্টি। ~-light vision—দিব্যদৃষ্টি। lunar~—তিথি। sidereal~—নাক্ষত্র দিন। solar~—সৌরদিন
Dead Letter Office—অবাপ্য পত্র করণ
dealing assistant—নির্বাহ-সহায়ক
dealings—ব্যবহার ; লেনদেন
dearness allowance—দুর্মূল্য অধিদেয়, মাগগিভাতা
death wish—মরণেচ্ছা
debenture—ঋণপত্র
debit—খরচ, বিকলন। ~able—বিকলনীয়। ~balance—বিকলন-স্থিতি, ফাজিল বাকি
debris—ভগ্নস্তূপ, ভগ্নশেষ
debt—ঋণ, ধার, দেনা। ~heads—ঋণশীর্ষ। ~or—অধমর্ণ, দেনদার, খাতক, ঋণী
decahedron—দশতলক
decantation—আস্রাবণ
decentralization—বিকেন্দ্রণ
deciduous—পাতী ; পর্ণমোচী। ~tree—পর্ণমোচী বৃক্ষ
decision—সিদ্ধান্ত
declination—(জ্যোতির্বি.) বিষুবলম্ব
decoction—কাথ ; কথন
decolourization—বিরঞ্জন
decomposition—বিযোজন, বিয়োজন ; বিকার, বিকৃতি, শটন ; (পদার্থ.) বিশ্লেষণ ; (ভূবি.) জারণ। decomposed—বিযোজিত, বিয়োজিত
decompound—বহুযৌগিক, অতিযৌগিক
decree—আজ্ঞপ্তি ; ত্যাগপত্র
decumbent—উধ্বর্গ
decurrent—পর্বলগ্ন
decussate—তির্যক্‌পত্র
decussated—ব্যত্যস্ত। decussation—ব্যত্যাস

deduction—সিদ্ধান্ত ; অবরোহ; অনুমান
deed—পত্র। ~ of agreement—সংবিৎ-পত্র; চুক্তিপত্র। ~ of consent—সম্মতি-পত্র। ~ of gift—দানপত্র; হেবানামা। ~ of mortgage—বন্ধকপত্র, বন্ধকী তমসুক। ~ of surrender—ত্যাগপত্র, ইস্তফানামা
deep-seated spring—গর্ভোৎস
de facto—কার্যত:
defalcation—ব্যপহরণ, তহবিল তছরূপ
defaulter—ব্যতিক্রমী, খেলাপকারী
defect—(মনোবি.) ভঙ্গীল। ~ive child—পোগণ্ড
defamation—মানহানি
defemination—কামবিপর্যয়
defence psycho-neurosis—অবরোধীবায়ু
defendant—প্রতিবাদী
deficit—ঘাটতি, উনতা, ন্যূনতা
defile—গিরিসঙ্কট
definite—(পুষ্পবিকাশ-সম্বন্ধে) নিয়ত
definition—সংজ্ঞার্থ
daflagrating spoon—উজ্জ্বলন চামচ
deflation—অবসার, অবপাত; (মুদ্রাসম্বন্ধে) কুঞ্চন
deflection—বিক্ষেপ
defoliation—পত্রপতন, পত্রমোচন
deforestation—নির্বনীকরণ
deformity—বিকলতা
degenĕrate—অপজাত। degeneration (বি.) আপজাত্য ; (বিণ) অপজাত
degradation—অবনয়ন
degree—অংশ ; মান ; মাত্রা
dehiscence—দারণ
dehiscent—বিদারী, দারী
dehydrate—নিরুদিত বা জলবিযুক্ত করা বা হওয়া। ~d—নিরুদিত। dehydration—নিরুদন, জলবিয়োজন
de jure—বিধানতঃ, আইনতঃ
delegation—অভিযোজন। ~of power—ক্ষমতা-অভিযোজন
delicate—সূক্ষ্ম ; সূক্ষ্মগ্রাহী
delinquency—দুষ্ক্রিয়তা। delinquent—দুষ্ক্রিয়

delivery tube—নির্গম নল
deliquesce—আর্দ্র হওয়া। ~nce—উদগ্রহ। ~nt—উদগ্রাহী
delusion—ভ্রান্তি, অমূল প্রত্যয়। ~al idea ভ্রান্তি, ভ্রান্ত ভাব
demagnetization—চুম্বকত্ব-হরণ
demand—চাহিদা, টান, অভিযাচনা, অভিযাচন
demarcation—সীমা-নির্দেশ ; খুঁটগাড়ি
dementia—চিত্তভ্রংশ। ~præcox—চিত্ত-ভ্রংশী বাতুলতা
demi-official—আধা-সরকারি
democracy—গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, লোকতন্ত্র
demonstrate—প্রদর্শন করা। demonstration—প্রদর্শন। demonstration party—প্রদর্শক দল। demonstrator—প্রদর্শক
demotion—পদাবনতি
demurrage—বিলম্বশুল্ক
denization—দেশীয়করণ
denomination—ধর্মসম্প্রদায় ; (মুদ্রার) মূল্য
denominator—(গণিতে) হর
denotation—ব্যক্ত্যর্থ ; বিশেষাভিধান
density—ঘনাঙ্ক, ঘনত্ব
dentate—দন্তুর
denudation—নগ্নীভবন, নির্মোচন
deodorizer—দুর্গন্ধনাশক
department—বিভাগ। ~al store—বিভাজিত ভাণ্ডার
dependent—আশ্রিত
depersonalization—অস্মিতাহানি
deposit—গচ্ছিত, ন্যাস, আমানত ; নিধান ; (রসা.) পরিন্যাস ; তলানি ; (ভূবি.) অবক্ষেপ। ~head—নিধানশীর্ষ, আমানতশীর্ষ। ~ion—অবক্ষেপণ
depreciation—অবচয়। ~reserve—অবচয়-সংচিতি। depreciated—অবচিত
depression—(বাণি.) মন্দা, মান্দ্য ; অবনতি ; (সাধারণ অর্থে) অবনমন ; অবনমিত স্থান ; (মনোবি.) বিষণ্ণতা
depth psychology—গুহ্যীয় মনোবিদ্যা
deputation—প্রাতিনিধ্য ; নিযুক্তপ্রেরণ। ~ allowance—প্রেরণ অধিবেয় বা ভাতা
deputy—উপ-। Deputy Director—উপনিদেশক। Deputy Minister—উপমন্ত্রী

derequisition—অধিযাচন-প্রত্যাহার ; অধিগ্রহণ-প্রত্যাহার
derivative—উৎপন্ন
derived—উদ্ভূত
dermal—ত্বাচ। ~layer—অন্তশ্চর্মস্তর, অন্তস্ত্বক্‌স্তর
dermis—অন্তশ্চর্ম, অন্তস্ত্বক্‌
descending node—অববিন্দু ; নিম্নপাত ; কেতু
descending order—অধঃক্রম
descent—উদ্ভব
desire—কামনা
desiccation—শুষ্কীকরণ। desiccator—শোষকাধার
designer—পরিকল্পক
despatcher—প্রেরক
despatch rider—তূর্ণপত্রবাহক
despotic government—স্বৈরশাসন
despotism—স্বৈরতন্ত্র, ইচ্ছাতন্ত্র
destructive distillation—অন্তর্ধূম পাতন
detective—গোয়েন্দা। ~department—গোয়েন্দা-বিভাগ
detention—অবরোধ
determinant—ছক
determining tendency—নিয়তি
determinism—নির্ধারণীয়তা ; (মনোবি.) নিয়তিবাদ
detonation—বিস্ফোরণ
detritus—কর্কর
devaluation—মুদ্রাহ্রাস ; মূল্যহ্রাস
development—উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার ; পরিণতি ; পরিস্ফুরণ, উৎপত্তি ; ক্রমবর্ধন ; (মনোবি.) প্রচয়। Development Board—উন্নয়ন পর্ষৎ। ~officer—উন্নয়ন-আধিকারিক। ~psychology—প্রাচয়িক মনোবিদ্যা
deviation—চ্যুতি, ব্যত্যয়
devitrification—কেলাস-সঞ্চার
dewpoint—শিশিরাঙ্ক
dextral—দক্ষিণ-। ~ity—অপসব্যতা
dextrorse—দক্ষিণাবর্ত
diabetes—মধুমেহ
diacid—দ্বি-আম্লিক
diadelphous—দ্বিগুচ্ছ
diagnosis—নিদান, লক্ষণ
diagonal—কর্ণ। ~scale—কর্ণমাপনী
diagram—নকশা ; পরিলেখ, চিত্র, রেখাচিত্র
dial—মুখপট্ট
dialect—উপভাষা
dialysis—ঝিল্লী-বিশ্লেষণ। dialyser—বিশ্লেষক ঝিল্লী
diamagnetism—তিরশ্চুম্বকতা
diameter—ব্যাস
diandrous—দ্বিকেশর
diaphragm—(শারীর.) মধ্যচ্ছদা ; (মনোবি.) ছদ
diarist—দিনপঞ্জীকার
diary—দিনপঞ্জী। ~register—দৈনিক নিবন্ধ
diastropism—বিপর্যয়
diatomic—দ্বিপরমাণুক
dibasic—দ্বিক্ষারী
dichlamydeous—দ্বিকঞ্চুক
dichogamy—বিষম পরিণতি
dichotomized—অর্ধ
dichotomy—দ্ব্যগ্রশাখোদ্গম
dichroism—দ্বিরাগত্ব
diclinism—একলিঙ্গতা। diclinous—একলিঙ্গ।
dicotyledon—দ্বিবীজপত্রী
dictatorship—একনায়কতন্ত্র
didynamous—দীর্ঘদ্বয়ী
difference—অন্তর, পার্থক্য, ভেদ। just noticeable~—অবম গ্রাহ্যান্তর
differential—বিভেদক, প্রভেদক। ~calculus—অন্তরকলন। ~colourwheel—বিষমবর্ণচক্র। ~sensibility—অন্তরবেদিতা। ~tuning fork—বিষম স্বনশূল
differentiation—বিভেদ ; (ভূবি.) ব্যাবিশ্রণ
diffuse—বিক্ষিপ্ত করা। ~d light—ব্যাপ্ত আলোক, ব্যাপ্তালোক। diffusion—বিক্ষেপণ; ব্যাপন
digest—জীর্ণ করা, পরিপাক করা। ~ion—পরিপাক, হজম; পাচন ; জারণ। ~ive—পাক-, পরিপাক-, পাচন-। ~ive fluid (or juice)—পাচক-রস বা জারক-রস। ~ive

organ—পরিপাক-যন্ত্র, পাচনতন্ত্র। ~ive system—পাচনতন্ত্র। ~ive trouble—পরিপাক-দোষ। ~ive tube—পাকনালী
digit—অঙ্গুলি; (গণি.) অঙ্ক। ~ate—অঙ্গুলাকার
dihedral angle—দ্বিতলকোণ
dilation—প্রসারণ
dilute—(বিণ.) লঘু; (ক্রি.) লঘু করা। dilution—লঘূকরণ
dimension—মাত্রা। mono-~al—এক-মাত্র। di-~al—দ্বিমাত্র। tri-~al—ত্রিমাত্র
dimorphism—দ্বিরূপতা। dimorphous দ্বিরূপ
dioecious—ভিন্নবাসী; (প্রাণি.) একলিঙ্গ
dip—(পদার্থ.) বিনতি; নতি। ~of strata—স্তরনতি
diploma—উপাধিপত্র
direct—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ; সরল। ~impact—সরল বা সমক্ষ সঙ্ঘাত। ~ly similar—সমানুরূপ। ~motion—সম্মুখগতি। ~ray—সাক্ষাৎ রশ্মি, মূল রশ্মি। ~taxation—প্রত্যক্ষ করারোপণ; করাধান
direction—দিক্; বিধি। directive—নির্দেশপত্র
director—অধিকর্তা, *নির্দেশক; পরিচালক। ~ate—অধিকার, *নির্দেশক, *নির্দেশালয়। ~circle—নিয়তবৃত্ত। Director of Industries—শিল্প-অধিকর্তা। Director of Rationing—রেশন-অধিকর্তা
directrix—নিয়ামক
disaffiliated—বিসম্বন্ধ
disband—বিযুক্ত করা। ~ed—বিযুক্ত। ~ment—বিয়োজন
disbursement—ব্যয়ন। disbursing officer—ব্যয়নাধিকারিক
disc—চক্রফলক
discharge—ক্ষরণ, মোক্ষণ; স্রাব; (কর্মাদি হইতে) অবেরণ, কার্যমুক্তি। ~ed—অবেরিত, কার্যমুক্ত। ~-tube—নিঃস্রব-নল। oscillatory~—পরিবর্তী মোক্ষণ
disciflorese—সচক্রপুষ্পী
discipline—বিনয়, নিয়ম। disciplinary measure—শাস্তিব্যবস্থা
discoid—চক্রাকার
discordance—অনৈক্য
discount—অবহার, বাটা
discrimination—বিনিশ্চয়
discriminative—বিনিশ্চায়ক। ~reaction—বিচারিত প্রতিক্রিয়া
disease—রোগ, ব্যাধি। contagious~—স্পর্শক্রমী বা ছোঁয়াচে ব্যাধি। epidemic~—মারী। infectious~—সংক্রামী রোগ। preventive~—নিবার্য রোগ।
diseased—ব্যাধিত
dishonour—প্রত্যাখ্যান (~of a cheque =চেক প্রত্যাখ্যান)
disinfectant—বীজঘ্ন। disinfection—নির্বীজন
disintegration—(ভূবি.) বিশরণ
dismissal—পদচ্যুতি। dismissed—পদচ্যুত
disorder—বিকলতা, বৈকল্য
dispensary—ভেষজশালা
dispensing chemist—ভেষজ পরিবেশক
dispersal—বিস্তার, বিসরণ
dispersion—বিচ্ছুরণ
displacement—স্থানচ্যুতি; অতিক্রান্তি; (পদার্থ.) ভ্রংশ, সরণ। ~downwards—অধোভ্রংশ। ~upwards—ঊর্ধ্বভ্রংশ
disposal—নিষ্পত্তি; ব্যবস্থা
disposition—স্বভাব। ~of instruments—যন্ত্রবিন্যাস
disqualify—অবগুণিত করা বা হওয়া, অযোগ্য করা বা হওয়া। disqualification—অবগুণ, অযোগ্যতা। disqualified—অবগুণিত, অযোগ্য
disruption—সম্ভেদ
dissection—ব্যবচ্ছেদ, কাটা
disseminated—বিকীর্ণ
dissociation—বিবন্ধ
dissolution—ভঙ্গ; দ্রাবণ। dissolution of marriage—বিবাহভঙ্গ
dissolve—(সংগঠনাদি) ভঙ্গ করা, ভাঙ্গিয়া দেওয়া; (রসা.) দ্রবীভূত করা। ~d—দ্রবীভূত।
distance—দূরত্ব, ব্যবধান
distichous phyllotaxy—দ্বিসারী বিন্যাস

distil—পাতিত করা। ~lation—পাতন ; চোলাই। ~led—পাতিত
distortion—বিকৃতি। distorted—বিকৃত
distraction — বিক্ষেপ। distracting—বিক্ষেপী
distraint—ক্রোক
distress warrant—ক্রোকি পরওয়ানা
distribution—বণ্টন ; (ভূগো.) সংবিভাগ ; (ভূবি.) সংস্থান, বিস্তারণ। ~of strata—স্তর-বিন্যাস
distributive law—বিচ্ছেদ-নিয়ম
distributory—শাখা-
district—বিষয়, জেলা। ~and sessions judge—জেলা (বা বিষয়) ও সত্র ন্যায়াধীশ, জেলা ও দায়রা বিচারক
diurnal—আহ্নিক, দৈনিক ; দিবাচর। ~ motion—দৈনিক গতি, আহ্নিক গতি। ~ sleep—দিবাস্বাপ
divalent—দ্বিযোজী
divergence — অপসৃতি। divergent—অপসারী
dividend—ভাজ্য ; লাভাংশ, ডিভিডেনড। ~o — ভাগক্রিয়া। ~-paying—লাভাংশ-প্রদায়ী
dividing range—বিভাজক গিরিশ্রেণী
division—বিভাজন, ভাগ, হরণ ; বিভাগ, ভুক্তি। ~al—মাণ্ডলিক। ~of labour—কর্মবিভাগ। sub-~উপভাগ ; মহকুমা, উপ-বিষয়। divisor—ভাজক
dockyard—পোতাঙ্গন
document—লেখ্য ; দস্তাবেজ। ~ary—লেখ্যমূলক। ~evidence—লেখ্যমূলক বা দস্তাবেজমূলক সাক্ষ্য
doldrums—নিরক্ষীয় শান্তবলয়
dome—কুম্ভক
domicile—নিবেশ ; নিবেশাধিকার ; নিবেশী। ~ed—নিবেশিত
dominant—প্রকট
dominion—অধিরাজ্য
dormant—অব্যক্ত ; সুপ্ত
dorsal—পৃষ্ঠ্য, পৃষ্ঠ-
double—দ্বিগুণ। ~bond—দ্বিবন্ধ। ~ decomposition — দ্বিপরিবর্ত। ~rule of three—বহুরাশিক। ~salt—দ্বিধাতুক লবণ। ~star—তারকাযুগল
doubting mania—সন্দেহ বাতিক
douching—বস্তিকর্ম
dovetail—পুচ্ছক
downy —মৃদুরোমশ
draft—পূর্বলেখ, খসড়া, পাণ্ডুলেখ ; হুণ্ডি। ~ sman—নকশাকার
dragon-fly—জলফড়িং
drainage — জলনির্গম ; জলনির্গম-প্রণালী ; পরিবাহ
dramatic performance act—অভিনয় বিহিতক বা আইন
dramatization—নাটন। dramatized—নাটিত, নাটকিত
drawee—হুণ্ডিগ্রাহক
drawer—হুণ্ডিপ্রেরক ; (টেবিলের) টানা।
drawing—অঙ্কন ; অঙ্কনবিদ্যা। ~officer —আহর্তা
dressing—পরিকর্ম। dresser—পরিধাবক
drift—অনুবাহ। continental~ —মহী-সঞ্চারণ
drill master—যোগ্যা শিক্ষক
drive—নোদানা। ~r—চালক
druggist—ভেষজী
drying bath—শোষণাধার
dry test—শুষ্ক পরীক্ষা
dualism—দ্বৈতবাদ
duct—নালী, নলী। ~less—অনাল। ~ule—নলিকা। thoracic~s—মুখ্য বা বামা রসকুল্যা
ductility—প্রসার্যতা
dune—বালিয়াড়ি
duo-decimal—দ্বাদশিক
duodenum—গ্রহণী
duplicate—প্রতিরূপ। ~copy—অনুলিপি। duplication section—অনুলিপি-উপশাখা
duration—স্থিতিকাল
duramen—সারকাষ্ঠ
Dutch metal—পিতলের তবক
duty—শুল্ক
dyad—দ্বিযোজী
dye—রঞ্জক। ~ing—রঞ্জন ; রঞ্জনবিদ্যা

dying declaration—মুমূর্ষুক্তি, মুমূর্ষু-শ্রাবিতক
dyke—বাঁধ
dynamic—গতীয়। ~s—গতিবিদ্যা
dynamo—বিদ্যুৎস্রষ্টা। ~graph—শক্তিলিখ। ~meter—শক্তিমাপক

E

ear drum—কর্ণপটহ
earned—অর্জিত (~leave = অর্জিত ছুটী)
earnest money—সত্যংকার, অগ্রিম মূল্য, বায়না, দাদন
earth—মৃত্তিকা। ~enware—মৃৎপাত্র। ~ movements—ভূসংক্ষোভ। ~-quake—ভূমিকম্প। ~'s crust—ভূত্বক্। ~tremor—ভূস্পন্দ। ~worm—মহীলতা, কেঁচো। ~y—মার্দ
easement—সুখাধিকার
eastern frontier—পূর্বপ্রান্ত
ebullition—স্ফোটন
eccentric anomaly—অতিকোণ
eccentricity—(বিজ্ঞা.) উৎকেন্দ্রতা
eclipse—গ্রহণ। annular~—বলয়গ্রাস। duration of~—স্থিতি। first contact in~—স্পর্শ। last contact in~—মোক্ষ। lunar~—চন্দ্রগ্রহণ। partial~—খণ্ডগ্রাস। solar~—সূর্যগ্রহণ। total~—পূর্ণগ্রাস
ecliptic—ক্রান্তিবৃত্ত। modes of~—ক্রান্তিপাত। plane of~—ক্রান্তিবৃত্ততল
ecology—বাস্তব্যবিদ্যা; বাস্তুসংস্থান
economic—আর্থ। ~adviser—অর্থনীতিক উপদেষ্টা। ~botanist—অর্থকর উদ্ভিদ্‌বিৎ। ~s—অর্থবিদ্যা। ~welfare—*আর্থিক কল্যাণ
ectoparasite—বাহ্যপরজীবী
eczema—কাউর
edaphic—ভৌম
edible—ভক্ষ্য
education—শিক্ষা। ~al psychology—শিক্ষণ-বিদ্যা। ~clerk—শিক্ষা-করণিক
effect—ফল; প্রভাব
effective force—ত্বরণ-বল
effemination—স্ত্রীচিত্ততা
efferent—বহির্মুখ, বহির্বাহী। ~vessel—বহির্বাহ
effervesce—বুদ্বুদিত হওয়া। ~nce—বুদ্বুদন। ~nt—বুদ্বুদী; বুদ্বুদিত
efficiency—কর্মক্ষমতা, সামর্থ্য। ~bar—সামর্থ্য-বাধ।
effloresce—উদত্যাগ করা। ~nce—উদত্যাগ। ~nt—উদত্যাগী
effusive—নিঃসারী; নিঃসৃত
egg-cell—ডিম্বাণু
egg-apparatus—গর্ভযন্ত্র
ego—অহম্।~-centric—আত্মকেন্দ্রিক। ~-dystonic—অসাত্ম্য। ~-ideal—স্বাদর্শ। ~-instinct—আহমিক প্রবৃত্তি। ~ism—অহমিকা। ~-libido—আহমিক কাম। ~-syntonic—সাত্ম্য। ~tism—অহম্মিকা
einfuhlung—সমানুভূতি
ejectment—উচ্ছেদ
elaboration—বিস্তার
elastic—স্থিতিস্থাপক। ~ity—স্থিতিস্থাপকতা
elater—রেণুক্ষেপক
elation—উল্লাস
elect—নির্বাচন করা। ~ed—নির্বাচিত। ~ion—নির্বাচন। ~ion agent—নির্বাচন-নিযুক্তক। ~ion tribunal—নির্বাচন ন্যায়-পীঠ। ~oral roll—নির্বাচনসূচী, নির্বাচক-তালিকা। ~orate—নির্বাচকমণ্ডলী
electric—বৈদ্যুতিক, তাড়িত। ~attraction—তাড়িতাকর্ষ। ~current—বিদ্যুৎ-প্রবাহ। ~installation—তড়িতস্থাপন। ~ity—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। ~light—বিজলী বাতি। ~mechanic—তাড়িত মিস্ত্রি
electrical—তাড়িত। ~bell—বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। ~engineer—তাড়িত যান্ত্রিক।
eloctro-—তাড়িত। ~-chemistry—তাড়িত রসায়ন। ~-magnet—তড়িৎচুম্বক। ~-magnetic—তড়িৎ-চুম্বকীয়। ~-motive—তড়িচ্চালক
electrode—তড়িদ্দ্বার
electrolysis—তড়িদ্‌বিশ্লেষণ, তড়িদ্‌বিশ্লেষ।
electrolyte—তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য। electrolytic—তড়িদ্‌বিশ্লিষ্ট

electroplating—তাড়িত-লেপন
electroscope—তড়িদ্‌বীক্ষণ
element—মৌল ; মৌল পদার্থ, মৌলিক পদার্থ ; (গণি.) পদ। ~ary—মৌলিক, প্রাথমিক। essential~—মূল উপাদান
elevation—উচ্চতা ; (ভূবি.) পুরোদৃশ্য
elimination—অপনয়ন, অপনয় ; বর্জন
eligible—পাত্র ; যোগ্য
ellipse—উপবৃত্ত। elliptical—উপবৃত্তাকার। ellipticity—উপবৃত্ততা
elongation—প্রতান ; দ্রাঘণ। elongated—দ্রাঘিত
emarginate (apex)—খাতাগ্র
embarkation permit—আরোহপত্র
embargo—রোধ
embassy—রাষ্ট্রদূতস্থান
embezzlement—কোষভঙ্গ ; তহবিল তছরূপ
embryogeny—ভ্রূণবিকাশ
embryology—ভ্রূণবিদ্যা
embryonic cell—আদি কোষ
emerald—মরকত, পান্না। ~green—মরকত হরিৎ
emerge—নির্গত হওয়া। ~nce—নির্গম। (জীববি. ও উদ্ভি.) অঙ্গরুহ
emergency—অত্যয়, সঙ্কট। ~certificate—অত্যয় প্রমাণপত্র। ~force—আত্যয়িক বল
emergent—জরুরি। ~situation—অত্যয়, আত্যয়িক অবস্থা, সঙ্কটাবস্থা
emigrate—প্রবসিত হওয়া। emigrant—প্রবসিত, প্রবাসী। emigration—প্রবসন, প্রবাসন
emolument—পরভৃতি
emotion—প্রক্ষোভ
empathy—সমানুভূতি
empirical—প্রায়োগিক, প্রায়োগজ ; পরীক্ষালব্ধ। ~formula—স্থূল সূত্র
empiricism—প্রয়োগবাদ। empiricist—প্রয়োগবাদী
employment exchange—কর্মনিয়োগকেন্দ্র
emulsion—অবদ্রব
enamel—মিনা
en bloc—একযোগে
encephalitis—মস্তিষ্ক-প্রদাহ
end—প্রান্ত ; অগ্র। ~organ—প্রান্তাঙ্গ। ~situation—প্রান্তাবস্থা। pointed~—সূচ্যগ্র
endemic—স্থানীয়
endocarp—ফলের অন্তস্ত্বক্
endogenous—অন্তর্জনিষ্ণু। endogenetic—অন্তর্জাত
endoparasite—অন্তঃপরজীবী
endophytic—অন্তঃবাসী
endorse—পৃষ্ঠাঙ্কিত করা। ~r—সহিদাতা। ~ment—পৃষ্ঠাঙ্কন, পৃষ্ঠলেখ, অধোলেখ ; সহি
endoskeleton—অন্তঃকঙ্কাল
endosperm—সস্য। ~ic—সস্যল
endothermic—তাপগ্রাহী
endotrophic—আশ্রয়পুষ্ট
endowment—ধর্মস্ব ; উৎসর্গ
enemy—শত্রু। ~alien—শত্রুদেশী। ~foreigner—বিদেশীয় শত্রু
enforce—বলবৎ বা প্রবর্তন করা। —ment—নির্বহণ ; বলবৎকরণ ; প্রবর্তন। ~ment branch—নির্বহণ-শাখা
engineer (mechanical)—যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ। ~(civil)—বাস্তুকার। ~ing service—বাস্তু-কৃত্যক। ~superintendent—যান্ত্রিক অধীক্ষক
enrichment—সমৃদ্ধি, অনুৎকর্ষ
ensiform—অসিফলকাকার
entertainment-tax—প্রমোদ-কর
enticement—বিলোভন
entomology—কীটবিদ্যা, পতঙ্গবিদ্যা। entomologist—পতঙ্গবিৎ, কীটবিৎ
entomophily—পতঙ্গ-পরাগণ। entomophilous—পতঙ্গ-পরাগী
enunciation—নির্বচন
environment—প্রতিবেশ, পরিগম, পরিবেশ, পরিপার্শ্ব
envoy—শাসন-হর
enzyme—উৎসেচক
eolian—বায়ব
epeirogeny—মহীভাবন। epeirogenic—মহীভাবক
ephemeral—ক্ষণস্থায়ী

epi—অধি-, উপ-, বহি-, অনু-। ~basal—অধিপাদীয়। ~calyx—উপবৃতি। ~carp—ফলের বহিস্ত্বক্‌। ~centre—উপকেন্দ্র। ~clastic—অনুপিষ্ট। ~continental—উপমহী। ~cotyl—বীজপত্রাধিকাণ্ড
epidemic—মহামারী
epidermis—ত্বক্‌; বহিস্ত্বক্‌, বহিশ্চর্ম। epidermal—ত্বক্‌-
epigeal—মৃদ্‌ভেদী
epigenetic—অনুজাত
epigynæ — গর্ভশীর্ষপুষ্পী। epigynous—গর্ভশীর্ষ
epilepsy—মৃগি, ভ্রামর। epileptics—ভ্রামরগ্রস্ত
epipetalous—দললগ্ন
epiphenomenalism—উপপ্রপঞ্চ (বাদ)
epiphyllous—পত্রাশ্রয়ী
epipodium—ফলক
epiphyte—পরাশ্রয়ী
epistemology—তত্ত্ব
epizone—ঊর্ধ্বমণ্ডল
epoch—অধিযুগ; যুগ
equated—সমীকৃত
equation—সমীকরণ। ~of centre—কেন্দ্রশোধন। ~of time—কালশোধন
equator—নিরক্ষরেখা, ভূ-বিষুবরেখা; নিরক্ষবৃত্ত, ভূ-বিষুববৃত্ত। ~ial—নিরক্ষীয়। celestial~—খ-বিষুবরেখা, খ-বিষুববৃত্ত। heat ~—নিরক্ষীয় তাপরেখা
equi-—সদৃশ-; সম-। ~angular—সদৃশকোণ। ~distant—সমান্তর, সমদূরবর্তী। ~granular—সমকণ। —lateral সমবাহু
equilibrium—সাম্য, সুস্থিতি; স্থিতি। ~of forces—বলস্থিতি। forces in~—সুস্থিত শক্তি
equinoctial—খ-বিষুবরেখা; খ-বিষুববৃত্ত। ~circle — খ-বিষুববৃত্ত। ~colure — আদিবৃত্ত। ~line—খ-বিষুবরেখা। ~point—ক্রান্তিবিন্দু
equinox — বিষুব। autumnal~—জলবিষুব। vernal~—মহাবিষুব
equipment—উপকরণ; সরঞ্জাম
equitant—আবৃত
equity—ন্যায়
equivalent—তুল্য; সমধৃত; তুল্যাঙ্ক, সমমূল্য
era—অধিকল্প
erection—উচ্ছ্রয়; লিঙ্গস্তম্ভ
erogram—শ্রমলেখ। erograph—শ্রমলিখ্‌
erogenous zone—কামস্থান
erosion—ক্ষয়
erotism—কাম
erratic—আগামুক
error of adjustment—সন্নিবেশদোষ
eruption—অগ্ন্যুৎপাত
eruptive—উদ্ভেদী
escarpment—প্রবণভূমি; (ভূবি.) উপলম্ব
escribed—বহির্লিখিত
essential oil—উদ্বায়ী বা ঘ্রান তৈল
essential service—অত্যাবশ্যক কৃত্যক
establishment—সংস্থা; স্থাপন। ~cost—বেতন-ব্যয়। ~charges—সংস্থা-ব্যয়
estimate—মূল্যানুমান; প্রাক্‌কলন। estimator—প্রাক্‌কলনিক
estoppel—বাদবন্ধ; স্বীকৃতির বাধা
estuary—খাড়ি
etherial oil—ঘ্রান তৈল
ethics—নীতিবিদ্যা
ethnology—জাতিবিদ্যা
etiolated—পাণ্ডুর
eudiometry—গ্যাসমিতি। eudiometer—গ্যাসমানযন্ত্র
euphorbiaceæ—এরণ্ড-গোত্র
euphoria—সুখোচ্ছ্বাস
evacuate—(পদার্থ.) শূন্য করা। ~d—উদ্বাসিত। evacuation—উদ্বাসন; (পদার্থ.) শূন্যীকরণ। evacuee—উদ্বাস্তু, উদ্বাসিত, বাসভ্রষ্ট
evaporate—বাষ্প করা; বাষ্প হওয়া, উবিয়া যাওয়া। evaporating dish—বাষ্পীকরণ থালি। evaporation—বাষ্পীকরণ; বাষ্পীভবন
evasion—ব্যতিহার
even—যুগ্ম, সম, জোড়; (ভূবি.) অবন্ধুর
eviction—বহিষ্কার; উৎসাদন, উৎখাত-করণ
eviration—পুংচিত্তিতা

evolution—অবঘাতন ; অভিব্যক্তি। organic~—জীব-অভিব্যক্তি। theory of ~—অভিব্যক্তিবাদ
ex-albuminous—অসস্তল
exaltation—উল্লসন
excellency—*পরমশ্রেষ্ঠ। Her Excellency—*মহামান্যা। His Excellency—*পরমশ্রেষ্ঠ, *মহামান্য।
ex-centre—বহিঃকেন্দ্র
exception—ব্যতিক্রম
excess expenditure—অতিরিক্ত ব্যয়
excessive drinking—অতিপান
exchange—পরিবর্ত, বিনিময়
ex-circle—বহির্বৃত্ত
excise—অন্তঃশুল্ক, আবকারি
excitation—উদ্দীপনা
excitement—উত্তেজনা
excluded—বহির্ভূত
excreta—মল
excretion—রেচন। excretory—রেচন- ; রেচক
ex-dividend—লাভাংশবাদে
execute—নির্বাহ করা। ~d—নির্বাহিত
executive—পরিচালক ; নির্বাহী ; নির্বাহিক। ~action—নির্বাহিক ক্রিয়া বা ব্যবস্থা। ~authority—নির্বাহিক অধিকারী। ~committee—নির্বাহ-সমিতি। ~engineer—নির্বাহী বাস্তুকার। ~function—নির্বাহিক কার্য। ~instructions—নির্বাহিক নির্দেশাবলী। ~officer—নির্বাহী আধিকারিক। ~power—নির্বাহিক ক্ষমতা। the~—নির্বাহিকবর্গ। executor—নির্বাহক
exemption—মুক্তি
exfoliation—শল্কমোচন
exhalent—নির্গম- ।~aperture—নির্গমরন্ধ্র
exhaustive list—সমগ্র সূচী
exhibitionalism—বিলসনকাম। exhibitionist—বিলসনকামী
exine—রেণুবহিস্ত্বক্
existence—অস্তিত্ব
exodermis—অধিত্বক্
exogenous—বহির্জনিষ্ণু। exogenetic—বহির্জাত

ex-officio—পদহেতু, পদাধিকারে
exoskeleton—বহিঃকঙ্কাল
exospore—রেণুবহিস্ত্বক্
exothermic—তাপমোচী
exotic—বিদেশীয়
expansion—প্রসারণ
ex parte—একতরফা ; একান্তিক
expectation — প্রত্যাশা। ~error — প্রত্যাশা ভ্রম
expediency — উপযুক্তি। expedient—বিধেয় ; কর্তব্য ; উচিত
experience—অভিজ্ঞতা। experiencer—অভিজ্ঞাতা
experiential—অনুভবসিদ্ধ
experiment—পরীক্ষা, অভিক্রিয়া। ~al—পরীক্ষাসিদ্ধ ; (মনোবি.) প্রায়োগিক। experimental science—প্রয়োগসিদ্ধ বিদ্যা। ~er—প্রয়োগী, পরীক্ষক
expert—দক্ষ ; বিশেষজ্ঞ
expiration—নিঃশ্বাস, শ্বাসত্যাগ
exploration—আবিষ্কার
explosion — বিস্ফোরণ। explosive—বিস্ফোরক ; (ফল সম্বন্ধে) বিদারী
exponential—সূচক
export—নির্গম, রপ্তানি। ~duty—নির্গমশুল্ক, রপ্তানি-শুল্ক। ~ed—নির্গমিত, রপ্তানিকৃত। ~s—রপ্তানি
exposure—উদ্‌ঘাটন ; (ভূবি.) প্রকট, উদ্ভেদ
express—ঝটিতি। ~delivery—ঝটিতি প্রদান বা অর্পণ। ~letter—ঝটিতি-পত্র, তূর্ণপত্র
expression—মতপ্রকাশ ; (মনোবি.) দ্যোতনা ; (গণি) রাশি, রাশিমালা। expressive—দ্যোতক
expropriation—স্বত্ব-নিরসন
extenuating circumstances—ক্ষালনীয় অবস্থা
exstipulate—অনুপপত্রী
exterior—বহিঃ- ; বাহ্য
external—বহিঃ-, বাহ্য, বাহিরিক, বহিঃস্থ। ~bisector—বহির্দ্বিখণ্ডক। ~ity—বাহ্যতা। ~ization—বাহ্যীকরণ
extinct—নির্বাপিত (~volcano = নির্বাপিত

আগ্নেয়গিরি) ; লুপ্ত (~animal=লুপ্ত জন্তু) । ~ion—লোপ ; কুণ্ঠন
extract—উদ্ধৃতাংশ, উদ্ধৃতি ; নির্যাস । ~ion —নিষ্কাশন
extradition—বহিঃসমর্পণ
extra-territorial — অতিরাষ্ট্রিক, অতিক্ষেত্রিক । ~ity—অতিরাষ্ট্রিকতা
extreme—চরম, অন্তিম ; প্রান্ত ; প্রান্তীয়
extrorse—বহির্মুখ
extroversion—বহির্বৃত্তি । extrovert—বহির্বৃত
extrusive—নিঃসারী
exudation—রসস্রাব, নিস্রাবণ
eye-piece—অভিনেত্র
eyes of tuber—কন্দমুকুল

F

face—মুখ ; (ভূবি.) পার্শ্ব
face value—অভিহিত মূল্য
facet—পল
facilitation—সৌকর্য
factor—(গণিতে) গুণক ; (সাধারণ অর্থে) কারণ । ~ial—গৌণিক । ~ization—গুণকনির্ণয়
faculty—শক্তি (~of mind=মননশক্তি) ; অনুষদ্ (~of science=বিজ্ঞান-অনুষদ্) । ~psychology—বিবৃতিবাদ
faeces—মল, বিষ্ঠা
fair copy—শুদ্ধ লেখা বা শুদ্ধ প্রতিলিপি
falatio—মুখমেহন
fallacy—হেত্বাভাস
falls—জলপ্রপাত । fall line—প্রপাতরেখা
false bedding—উপস্তরবিন্যাস ; উপবিন্যাস
false personation—কপট পরিচয়
falsification—মিথ্যাকরণ
familiarity—পরিচয়, সঙ্গ
family—গোত্র, জাতি । ~tradition—কুলপ্রথা
famine insurance fund—দুর্ভিক্ষ আগোপ (বা বীমা) নিধি
fan—(ভূবি.) বর্তক
fascicle—গুচ্ছ । fasciculated—গুচ্ছিত
fat—চর্বি, মেদ, বসা ; স্নেহপদার্থ, স্নেহদ্রব্য । ~body—মেদপুঞ্জ । ~ty—স্নেহময়, স্নেহ-
fault—চ্যুতি ; (ভূবি.) ভ্রংস । ~ed—ভ্রষ্ট
fauna—প্রাণিকুল
favouritism—প্রিয়পোষণ, প্রিয়-অনুগ্রহ
feather—পালক । ~y—লোমশ
federal court—যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়
federal republic—মৈত্র প্রজাতন্ত্র
federation—আমেল । ~of states—রাষ্ট্রামেল
fee—দেয়ক, মাশুল
feeble-minded—ঊনমানস । ~ness—ঊনমানসতা
female—স্ত্রী । ~cone (or strobilus)—গর্ভকেশরমঞ্জরী । ~line—স্ত্রী অনুক্রম
femur—ঊর্বস্থি
ferment—খমির, কিণ্ব । ~ation—সন্ধান, গাজান । ~ed—সন্ধিত
ferruginous—লৌহময়
fertilization—নিষেক ; গর্ভাধান । cross-~—পরনিষেক । self-~স্বনিষেক । fertilized—নিষিক্ত । fertilizer—কৃষিসার, সার
fetichism—বস্তুকাম, বস্তুরতি । fetichist—বস্তুকামী
fetish—ভক্তিবস্তু
fibre—তন্তু । fibrous—তান্তব, তন্তুময়, তন্তু- ; (বৃক্ষাদির শিকড় সম্বন্ধে) তন্তুমূল, গুচ্ছমূল । fibrous tissue—তন্তুকলা
fibula—অনুজঙ্ঘাস্থি
fiduciary—ন্যাসিক , বিশ্বাসিত ব্যক্তি
field glass—ভৌম দূরবীক্ষণ
field lens—ক্ষেত্রবর্ধক লেন্স্
figure—চিত্র ; (গণি.) অঙ্ক । ~of the earth—পৃথিবীর আকার
filament—সূত্র ; (পুংকেশর-সম্পর্কে) পুংদণ্ড । ~ous—সূত্রবৎ
filarial fever—শ্লীপদ
file—নথি ; উখা । ~board—নথিপট্ট
filiform—সূত্রাকার
film—সর ; (সিনেমার) ছবি
filter—পরিস্রুত বা পরিস্রাবিত করা ; পরিস্রাবক । ~ed—পরিস্রুত । ~paper—পরিস্রুতি কাগজ

filtrate—পরিস্রুৎ। filtration—পরিস্রুতি, পরিস্রাবণ
fin—পাখনা
finance—অর্থ ; বিত্ত। ~officer—অর্থ আধিকারিক। financial—আর্থিক, অর্থ-
fine arts—ললিতকলা, সৎকলা
fine metal—পরিষ্কৃত ধাতু
finger-print — অঙ্গুলাঙ্ক। ~-expert—অঙ্গুলাঙ্ক-বিশেষজ্ঞ
fire—অগ্নি। ~-brick—অগ্নিসহ ইষ্টক। ~-clay—অগ্নিসহ মৃত্তিকা। ~proof—অগ্নিসহ। ~-extinguisher—অগ্নিনির্বাপক। ~place উনান, চুল্লী
firm—সার্থ। ~'s credit—কারবারের সুনাম
firm estimate—নিশ্চিত প্রাক্কলন
first aid—প্রাথমিক সাহায্য
first point of Aries—আদিবিন্দু, মেষবিন্দু
first point or Libra—তুলাবিন্দু
fishery—মৎস্য-ব্যবসায় ; মীনক্ষেত্র, মীনকর, জলকর। ~products—মৎস্যজাত
fissility—বিদার্যতা
fission — বিভাজন। ~algæ — বিভাগী শৈবাল। fungi~—বিভাগী ছত্রাক
fissure—ফাট, বিদার। ~d—বিদীর্ণ
fits—ফিট, আক্ষেপ
fitter—সন্ধায়ক
fixation—বন্ধন, সংবন্ধন
fixed—বদ্ধ; স্থায়ী। ~alkali—স্থিরক্ষার। ~deposit—স্থায়ী নিধান ; স্থায়ী আমানত। —idea—বদ্ধভ্রান্তি, বদ্ধভাব। ~points —মানবিন্দু। ~star—স্থিরতারা। ~travelling allowance—নির্দিষ্ট পাথেয়
flagellant—কশাকামী। flagellation—কশাকাম
flame—শিখা, অগ্নিশিখা। ~reaction—শিখা-বিক্রিয়া। oxidizing~—জারকশিখা। reducing~—বিজারক শিখা।
flank of an army—সেনাকক্ষ
flap—পেটী, বেষ্টনী
flash-point—জ্বলনাঙ্ক
flask—কাচকুপী, কুপী
flaw—(ভূবি.) ভ্রাস
flax—অতসী, শণ
flea—উপমক্ষিকা। ~-rat—ইঁদুরমাছি
flexible—নম্য, নমনীয়। flexibility—নমনশীলতা, নম্যতা
flicker—স্পন্দ, কম্পন, স্পন্দন
flint—অরণিপ্রস্তর
floating—(বিণ.) প্রবাহী ; প্লবমান ; (বি.—যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানাদি সম্বন্ধে) পত্তন। ~assets—প্রবাহী পরিসম্পৎ। ~capital—প্রবাহী পুঁজী। ~debt—প্রবাহী ঋণ। ~rib—মুক্ত পর্শুকা
flocculent—পিঞ্জবৎ, গুচ্ছবৎ
flood plains—প্লাবনভূমি
flora—উদ্ভিদকুল। ~l—পুষ্প-। ~l diagram—পুষ্পপ্রতীক। ~l formula —পুষ্পসঙ্কেত। ~l leaves—পুষ্পপত্র
floret—পুষ্পিকা
flow—স্রুতি। ~tide—জোয়ার
flower—পুষ্প। ~ing—সপুষ্পক। ~less —অপুষ্পক। ~s of sulphur—গন্ধকরজ
fluctuation—হ্রাসবৃদ্ধি, বিচলন
fluid—তরল। ~ity—তরলতা
fluorescence—প্রতিপ্রভা। fluorescent প্রতিপ্রভ
fluvial—সারিত
flux—বিগালক
focus—নাভি। real~—সৎ ফোকস। virtual~—অসৎ ফোকস
fog—কুজ্ঝটিকা ; কুয়াসা
foil—পত্র, তবক
fold—ভঙ্গ, ভাঁজ। ~mountain—ভঙ্গিল পর্বত
foliaceous—ফলকাকার
foliage—পর্ণরাজী
foliated—পত্রিত। foliation—পত্রায়ণ
folio—পত্র, পাতা
folk-psychology—লোকমনোবিদ্যা
foot-blower—পদভস্ত্রা, পা-হাপর
foramen—রন্ধ্র, ছিদ্র, বিবর। ~magnum —মহাবিবর। auditory~—শ্রুতিরন্ধ্র
force—বল। effective~ — ত্বরণ-বল। equilibrium of forces—বলসাম্য। parallelogram of forces—বলসামন্তরিক। ~d labour—বেগার, বলাৎশ্রম

forceps—চিমটা ; সন্না
fore—অগ্র-, পুরঃ-। ~arm—প্রকোষ্ঠ, পুরোবাহ। ~brain—পুরোমস্তিষ্ক। ~conscious—আসংজ্ঞান। ~-ground—পুরোভূমি। ~limb—অগ্রপদ। ~-pleasure—পূর্বসুখ
foreclosure—নিষ্ক্রিয়-সমাপ্তি
foreign—বৈদেশিক, বিদেশীয়। ~exchange বৈদেশিক বিনিময়। ~service—বিদেশীয় কৃত্য
foreman—অধিকর্মিক, কর্মনায়ক, সর্দার। ~instructor—অধিকর্মিক যন্ত্রশিক্ষক
forest—বন। ~er—বনকর্মী। ~-guard—বনরক্ষী। ~-ranger—বনরক্ষক
for favour of orders—আদেশ প্রার্থনীয়
forfeited—অপবর্তিত, বাজেয়াপ্ত। forfeiture—অপবর্তন
forged—কূটকৃত, কূটলেখিত, জাল। forgery—কূটকর্ম, কূটলেখ, জালিয়াতি
form—আকার, প্রকার, আকৃতি
formal—কৃত্য, বিধিবৎ। ~ly—যথাবিধি। ~order—যথাবিধি আদেশ
formation—সংগঠন ; গঠন ; (ভূবি.) স্তর-সমষ্টি। mode of~—উৎপত্তি
formula—সূত্র ; সঙ্কেত। graphic~—চিত্র-সঙ্কেত
forward—অগ্রিম
fossil—জীবাশ্ম। ~ized—অশ্মীভূত, শিলীভূত
fountain-experiment—উৎস-পরীক্ষা
fractional—আংশিক : ~crystallization—আংশিক কেলাসন। ~distillation—আংশিক পাতন
fracture—ভঙ্গ, বিভঙ্গ
fragmentation of nucleus—খণ্ডিত নিউক্লীয় বিভাগ
framework—কাঠাম
fraud—প্রতারণা ; উপধি
free—নির্বাধ, অবাধ ; (মনোবি.) স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ, মুক্ত। ~end—(পদার্থ.) মুক্তপ্রান্ত। ~port—মুক্তবন্দর। ~-will—ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য
freezing mixture—হিমমিশ্র
freezing point—হিমাঙ্ক
freight—ভাড়া, মালের ভাড়া
frequency—পৌনঃপুন্য ; ঘটনমাত্র ; বার। ~curve—বারলেখ। ~of vibration—কম্পাঙ্ক
fresh letter—আদি পত্র
fresh water—সুজল, মিঠা জল
friction—ঘর্ষণ
frigid—হিম। ~zone—হিমমণ্ডল
frond—ফানপত্র
frontal—ললাটাস্থি
Frontier (Province)—সীমান্ত (প্রদেশ)
frost—তুহিন
frothing—ফেনায়ন
fructification—ফলোৎপাদন
fructose—ফলশর্করা
fuel—ইন্ধন। ~ling—তৈলভরণ, এধগ্রহণ
fugacious—আশুপাতী
fulcrum—আলম্ব
fuller's earth—মুলতানি মাটি
fulminating powder—বিস্ফোরক চূর্ণ
fumes—ধূম। fuming—ধূমায়মান
function—ধর্ম, বৃত্তি, কর্ম, ক্রিয়া ; কৃত্য ; (গণি.) অপেক্ষক। ~al—কার্মিক। ~alism—ক্রিয়াবাদ
fund—পুঁজি, ভাণ্ডার, কোষ, নিধি, তহবিল। ~ed debt—নিহিত ঋণ। sinking~—ঋণশোধক তহবিল
fundamental—প্রধান, মৌলিক। ~rules—মূল নিয়মাবলী। ~principle—মূলতত্ত্ব। ~tissue—আদিকলা
fungus—ছত্রাক
funiculus—ডিম্বক-নাড়ী
fur—লোমশ চর্ম ('সলোম চর্ম' অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু)
furnace—চুল্লী
furrowed—বলিযুক্ত
fusible slag—দ্রাব্য ধাতুমল
fusiform—মূলকাকার
fusion—গলন। ~mixture—গালকমিশ্র। ~point—গলনাঙ্ক

G

gait—গতিভঙ্গী
galaxy—(জ্যোতির্বি.) ছায়াপথ

gale—ঝড়
galena—সীসাঞ্জন
gall-bladder—পিত্তাশয়, পিত্তস্থলী
gallery—বীথিকা
galvanized—দস্তালিপ্ত
game sanctuary—জীবাশ্রয়
gametangium—জননকোষাধার
gamete—জননকোষ
gametophyte—লিঙ্গধর উদ্ভিদ্
gamopetalæ—যুক্তদলী। gamopetalous—যুক্তদল
gamosepalous—যুক্তবৃতি
ganglion—নার্ভ-গ্রন্থি
gangman—সর্দার, গণপুরুষ
gangue—আকর-মল
garage—যানশালা
garnet—তামড়ি
gas—গ্যাস। ~eous—গ্যাসীয়। ~fitter—গ্যাসমিস্ত্রী। ~holder—গ্যাসধারক। ~man—গ্যাসওয়ালা। ~ometer—গ্যাস-মাপক। ~plant—গ্যাসজনিত্র। poisonous~—বিষ-গ্যাস
gaster—উদর
gastric—পাক-, পাচক। ~juice—পাচক-রস
gastropod—উদরপদ
gate pass—দ্বারপত্র, দ্বারপারক
gazette—ঘোষপত্র। ~d—ঘোষিত
Gemini—মিথুন
gemmation—মুকুলোদ্গম
general—সামান্য, সাধারণ। ~build—সামান্য গঠন। ~character — সামান্য লক্ষণ। ~election—সাধারণ নির্বাচন। ~manager — সাধারণ ব্যবস্থাপক বা অধ্যক্ষ। ~mechanic—সাধারণ মিস্ত্রি। ~psychology—মনোবিদ্যা। ~service সাধারণ কৃত্যক
generalization—সামান্যীকরণ
generating line—কারিকা রেখা
generation—জনি, জন্ম; জনন। sexual~—যৌন জনন। spontaneous~—স্বতঃ-জনন, অজীবজনি। generative—জনন-। generator—উৎপাদক
generic—জাতীয়
genesis—উৎপত্তি
genetic—-জ, জাত, জনিত, উৎপাদিত, সম্ভূত। ~method—জনি-পদ্ধতি। ~relation—জন্মসম্বন্ধ। ~spiral—পত্রমূলাবর্ত
genetics—সুপ্রজননবিদ্যা
genital—উপস্থ; জনন-। ~aperture—জননরন্ধ্র। ~organ—জননযন্ত্র। ~papilla—জননপিড়কা। ~system—জননতন্ত্র
genus—গণ
geocentric—ভূকেন্দ্রীয়
geode—ধরাকৃতি। ~tic—ধরাকৃতি-
geographical—ভৌগোলিক, ভূগোল-
geography—ভূগোলবিদ্যা।
geological—ভূতত্ত্বীয়। ~distribution—প্রত্ন-সংস্থান, প্রত্ন-বিস্তারণ
geology—ভূবিদ্যা। geologist—ভূবিৎ, ভূবিজ্ঞানী
geometric series—গুণোত্তর শ্রেণী
germ—বীজ, রোগবীজ। ~cell—জনন-কোষ। ~ination—অঙ্কুরোদ্গম। ~tube আদি অঙ্কুসূত্র
gesture—অঙ্গভঙ্গি। ~language—ভঙ্গি-ভাষা
geyser—উষ্ণ প্রস্রবণ
gibbous—অর্ধাধিক
giddiness—ভ্রমি
gill—কঙ্কত, ফুলকা
girl guide—কন্যা-প্রণিধি
glabrous—মসৃণ
glacier—হিমবাহ। glacial—হিম-। glaciated—হিমক্রিয়াপন্ন, হিমক্ষয়িত। glaciation—হিমক্রিয়া, হিমসংহনন
gland—গ্রন্থি। salivary ~—লালাগ্রন্থি। ~ular—গ্রন্থি-
glassy—কাচিক
glaucous—চকচকে
glaze—চিক্কণলেপ
globe—ভূগোলক; গোলক। globose—গোলাকার
globular—গুলিকাময়; গুলাকার
globule—গুটিকা, গুলিকা
glottis—শ্বাসরন্ধ্র

glucose—দ্রাক্ষা-শর্করা
Gogra—ঘর্ঘরা
gold standard—স্বর্ণমান। gold bullion standard—স্বর্ণপিণ্ডমান। gold specie standard—স্বর্ণমুদ্রামান
good faith—শুদ্ধমতি ; সরল অন্তর
goods—মাল
goodwill—প্রতিষ্ঠাধিকার ; শুভেচ্ছা
gorge—গিরিখাত, গিরিসঙ্কট
governing body—শাসকবর্গ, পরিচালকবর্গ
government—(বি.) শাসন, সরকার ; (বিণ.) রাজ-, রাজকীয়, সরকারি
governor—রাজ্যপাল; শাসক। Governor-General—রাষ্ট্রপাল
grade—পর্যায়, অবক্রম, মাত্রা, শ্রেণী। ~d—পর্যায়িত। gradation—ক্রমায়ণ ; পর্যায়। gradient—নতি ; নতিমাত্রা ; অবক্রম। gradual—ক্রমিক
graduate—অংশাঙ্কিত করা ; স্নাতক। ~d—অংশাঙ্কিত ; অংশিত। graduation—অংশাঙ্কন। graduator—ক্রমাঙ্ক-মান, ক্রমাঙ্কক।
graft—জোড়কলম। ~ing—কলম করা
graminæ—ধান্য-গোত্র
grand total—মহাসমষ্টি
Grand Trunk Road—মহাপথ
grant—অনুদান। ~in-aid—সহায়ক অনুদান। ~in-budget—আয়ব্যয়কীয় অনুদান
granular—দানাদার, কণাময়
granulated—কণীকৃত। ~zinc—দস্তার ছিবড়া
grape sugar—দ্রাক্ষা-শর্করা
graph—লেখ, চিত্র। ~ic—সলেখ। ~ical লৈখিক। ~paper—ছক-কাগজ
graphite—কৃষ্ণসীস
grasping reflex—গ্রাহ প্রতিবর্ত
gratification—পরিতৃপ্তি
gratuitous relief—নিরপেক্ষ সাহায্য
gratuity—আনুতোষিক
gravel—কঙ্কর, গুটি
gravimetric—তৌলিক
gravitation—মহাকর্ষ। ~constant—মহাকর্ষাঙ্ক। ~al unit—মহাকর্ষীয় একক
gravity—গাম্ভীর্য ; গুরুত্ব ; অভিকর্ষ। centre of~—ভারকেন্দ্র। specific~—আপেক্ষিক গুরুত্ব
greasy—তৈলাক্ত, তৈলাক্তবৎ
Great Bear—সপ্তর্ষিমণ্ডল
great circle—গুরুবৃত্ত
green vitrol—হিরাকস
gregarious—সঙ্ঘিত ; যূথচর, যূথচারী। ~ness—যূথচারিতা
grip—মুষ্টিগ্রাহ
gristle—তরুণাস্থি
groove—খাঁজ
gross and net profit—স্থূল ও সূক্ষ্ম লাভ, থোক ও নীট লাভ
gross weight—স্থূল ভার, স্থূল ওজন
ground—ভূমি। ~nuts—চীনাবাদাম। ~tissue—আদিকলা। ~water—ভৌমজল, ভূজল। burial ~—গোরস্থান। burning~—শ্মশান
ground glass—ঘষা কাচ
group—গণ, সংহতি, সঙ্ঘ ; পুঞ্জ, মণ্ডলী ; অধিসঙ্ঘ, শ্রেণী, বর্গ। ~ed—পুঞ্জিত, মণ্ডলীকৃত। group of states—রাজ্যপুঞ্জ, রাজ্যমণ্ডলী। ~test—সঙ্ঘাভিক্ষণ
growing—বর্ধমান, উঠতি
guarantee—প্রত্যাভূতি
guard—রক্ষী
guidance—অনুবর্তন
guild—পূগ
gulf stream—উপসাগর-স্রোত
gullet—গ্রাসনালী, অন্ননালী
gun—কামান, বন্দুক। ~ner—গোলন্দাজ
gunny—চট
gustatory—রাসন
gut—অন্ত্র। mid-~মধ্যান্ত্র
gymnasium—ব্যায়ামশালা
gymnosperm—ব্যক্তবীজী
gynæncium—স্ত্রীস্তবক
gynandrophore—উভলিঙ্গধর
gynandrous—যোষিৎপুংস্ক। gynandry—পুংসমতা
gynecomasty—স্তনবৃদ্ধি
gynobasic—গর্ভমূলোত্থ
gynophore—স্ত্রীধর, স্ত্রীবহ

H

habeas corpus—বন্দিপ্রদর্শন
habit—স্বভাব, প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস; বৃত্তি। bad~—কদভ্যাস
habitat—নিবাস, বসতি
habituation—অভ্যস্তকরণ
hachures—ভ্রূলেখা
hackly—বন্ধুর
hail—করকা, হিমশিলা। ~storm—হিমঝঞ্ঝা
half-blood—বৈমাত্রের, বৈমাত্র
halitosis—দুর্গন্ধ শ্বাস
hallucination—মায়া, অমূল প্রত্যক্ষ
halo—তেজশ্চিলক
halting allowance—বিরাম-অধিদেয়
handicraft—হস্তশিল্প
handling agent—মধ্যবর্তী নিযুক্তক
handwriting expert—হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ
hangar—বিমানশালা
haptera—বন্ধক
harbour—পোতাশ্রয়
hard water—খরজল
harmonic—সমঞ্জস। ~series—বিপরীত শ্রেণী
harmony—সুস্বনতা; সঙ্গত
harvest moon—হৈমন্তিক চন্দ্র
hastate—কলম্বপত্রাকার
hate, hatred—দ্বেষ
haulm—তৃণকাণ্ড
haustoria—চোষকমূল
haven—পোতাশ্রয়
haves—অস্তিমান্। have-nots—নাস্তিমান্
H. C. F.—গ. সা. গু.
head—প্রধান। ~constable—প্রধান আরক্ষিক, সর্দার পাহারাওয়ালা। ~land—অন্তরীপ। ~ of a department—বিভাগ-প্রধান। ~ of a directorate—অধিকার-প্রধান। ~of an office—করণ-প্রধান। ~quarters—মুখ্যস্থান, সদর
healing (of wound)—ক্ষত-সংরোহণ
health officer—স্বাস্থ্যাধিকারিক
hearing—শ্রবণ। defective ~—শ্রবণ-দোষ
heart—হৃৎপিণ্ড। ~ -beat—হৃদ্‌ঘাত
heave—ব্যবধি
heavenly body—জ্যোতিষ্ক
heavy metal—গুরু ধাতু
heavy punishment—গুরুদণ্ড
hedonism—প্রেয়োবাদ
helio- —সূর্য-। ~centric—সূর্যকেন্দ্রীয়। ~tropic—সূর্যাবর্তী। ~tropism—সূর্যাবৃত্তি
hemimorph—বিষম-মেরু
hemisphere—গোলার্ধ
hemp—শণ
hepatic—যাকৃত
heptavalent—সপ্তযোজী
herb—বীরুৎ। ~aceous—কোমল। ~arium—ওষধিশালা
hereditary—বংশগত, বংশজ; পৈত্র; ক্রমাগত। heredity—বংশগতি
herkogamy—স্বসঙ্গমরোধী
hermaphrodite—দ্বিলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ। hermaphroditism—উভয়লিঙ্গতা
hetero—অসম। ~gamous—অসম-জননকোষী। ~geneity—বিষমসত্ত্বতা। ~genous—অসমসত্ত্ব, বিষমসত্ত্ব। ~merous—অসমাংশক। ~phily—বিবিধপত্রী। ~-sexuality—ইতর রতি। ~sporous—অসমরেণু-প্রসূ। ~styly—অসমগুংদণ্ড। ~trophic—পরভোজী
hexa—ষট্‌-। ~gon—ষট্‌কোণ। ~gonal—ষড়্‌ভিত; ষট্‌কোণ। ~hedron—ষট্‌পার্শ্ব। ~valent—ষড়্‌যোজী
hibernation—শীতযাপ, শীতস্তম্ভ
hides—কাঁচা চামড়া
high—প্রধান; প্র-; ঊর্ধ্বতন, উচ্চ। High Commissioner—প্র-মহাধ্যক্ষ। High Court—প্রধান বিচারালয়, মহাধর্মাধিকরণ
higher—ঊর্ধ্বতন, উত্তর, উচ্চতর। ~service—ঊর্ধ্বতন কৃত্যক
highlands—অধিত্যকা-ভূমি, উচ্চ পার্বত্য ভূমি
high water—জোয়ার। ~ ~ mark—জোয়ার-রেখা
highway—রাজপথ

hill—পাহাড় । ~ock—গণ্ডশৈল
hilum—ডিম্বকনাভি
hind—পশ্চাৎ- । ~brain—পরাঙ্‌মস্তিষ্ক । ~limb—পশ্চাৎপদ । ~wing—পশ্চাৎপক্ষ
hinterland—পশ্চাদ্‌ভূমি, পশ্চাৎপ্রদেশ
hire-purchase (system)—ক্রয়বিক্রয় (পদ্ধতি)
hirsute—খররোম
histology—কলাস্থান
history of services—কৃত্যকবৃত্ত
hoar-frost—তুহিন, কণতুষার
hodograph—ত্বরণ-চিত্র
holder—ধারক
holiday—বন্ধদিন
holohedral—পূর্ণপার্শ্ব
homestead—বসতবাটি
homicide—নরহত্যা
homo-—সম- । ~gamous—স্বসঙ্গমসম্ভাবী, সমপরিণত । ~gamy—সমপরিণতি । ~geneity—সমসত্ত্বতা । ~geneous—সমসত্ত্ব, সমমাত্র । ~logous—সমসংস্থ, সমগণীয় । ~logy—সমসংস্থা । ~sexuality—সমরতি, সমকাম । ~sporous—সমরেণু-প্রসূ
honorarium—দক্ষিণা, মানদেয়
honorary—অবৃত্তিক, অবৈতনিক
honoris causa—মানার্থ
hook—অঙ্কুশ
horizon—(বৃত্ত-সম্পর্কে) দিগন্ত ; (সমতল-সম্পর্কে) ক্ষিতিজ । ~tal—অনুভূমিক । ~tal parallax—ক্ষিতিজ-লম্বন
hormone—হরমোন
horse power—অশ্ব
horticulturist—উদ্যানবিৎ । horticultural—উদ্যান-
hospital—আরোগ্যশালা, হাসপাতাল
host—পোষক, স্বাগতিক
hostile witness—প্রতিকূল সাক্ষী
hot-spring—উষ্ণ প্রস্রবণ
hour—(জ্যোতিষ.) হোরা
house (of legislature)—কক্ষ
house-boat—বাস-নৌকা
House of the People—লোকসভা
house surgeon—সন্নিযুক্ত শল্যচিকিৎসক
hue—বর্ণমাত্র
humanism—মানবতাবাদ
humanitarian—মানবপ্রেমী
humanity—মানবতা
humerus—প্রগণ্ডাস্থি
humid—আর্দ্র । ~ity—আর্দ্রতা
hurricane—ঝঞ্ঝা
hyaline—কাচিক । holo~—সংকাচিক
hybrid—সঙ্কর । ~ism—সঙ্করতা । ~ization—সঙ্করণ, সঙ্করায়ণ
hydration — জলযোজন । hydrated—সোদক
hydraulic—ঔদক
hydro-—বারি-, জল- । ~chloric acid—লবণাম্ল । ~lize—জলবিশ্লেষ করা । ~lysis—আর্দ্র-বিশ্লেষ । ~meter—ঘনত্বমাপক । ~philous—জলপরাগী । ~phyte—জলজ । ~sphere—বারিমণ্ডল । ~statics—ঔদস্থিতিবিদ্যা । ~tropism—জলাবৃত্তি । ~us—সোদক
hygiene—স্বাস্থ্যবিদ্যা । personal~—দৈহিক স্বাস্থ্য, প্রাতিস্বিক স্বাস্থ্য । public~—পৌরস্বাস্থ্য
hygro—বারি-, জল- । ~meter—আর্দ্রতামাপক । ~phyte—আর্দ্রভূমিজ । ~scopic—জলগ্রাহী, জলাকর্ষী
hypabyssal—উপপাতালিক
hypanthodium—উডুম্বরবিন্যাস
hyperæsthesia—অতিবেদন
hyperbola—পরাবৃত্ত
hypha—অণুসূত্র
hypnosis, hypnotism—সংবেশন । hypnotic—নিদ্রাকারক । hypnotized—সংবিষ্ট । hypnotist—সংবেশক
hypobasal—অধঃপাদীয়
hypocotyl—বীজপত্রাবকাণ্ড
hypocrateriform—রঞ্জনাকার, রঞ্জনদলাকার
hypodermis—অধস্ত্বক্
hypogeal—মৃদ্‌বর্তী
hypogynæ—গর্ভপাদপুষ্পী
hypogynous—গর্ভপাদ
hypotenuse—অতিভুজ

hypothecate—দায়বদ্ধ করা। hypothecation—দায়বন্ধন

hypothesis—প্রকল্প। hypothetical—প্রকল্পিত, অনুমানাত্মক

I

I. A. S.—ভারত প্রশাসন কৃত্যক

ice—বরফ। ~-age—তুষারযুগ। ~berg—হিমশৈল। ~cap—হিমমুকুট

id—অদস্

idea—ভাব

ideal—আদর্শ। ~ism—ভাববাদ, *আদর্শবাদ। ~-sadism—মানস ধর্ষকাম

ideation—ভাবনা। ~al—ভাবনাজ

identical—অভিন্ন, একরূপ

identification—অভেদ, একাত্মতা, ঐকাত্ম্য; শনাক্তকরণ

identity card—অভিজ্ঞানপত্র

ideogram—ভাবলেখ

ideologist—ভাববাদী

idiocy—জড়ধীতা

idiot—জড়ধী

igneous—আগ্নেয়

ignite—প্রজ্বলিত করা, জ্বালান

ignition—জ্বলন। ~temperature—জ্বলনাঙ্ক

ileum—নিম্ন ক্ষুদ্রান্ত্র

illegal possession—জবরদখল

illuminant—দীপক

illuminate—আলোকিত করা। ~d—আলোকিত, দীপ্ত

illuminating—দীপক। ~power—দীপনশক্তি

illumination—দীপন। intensity of~ দীপনমাত্রা

illusion—অধ্যাস

illustration—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, নিদর্শন; চিত্র

image—বিম্ব, প্রতিবিম্ব; প্রতিরূপ। ~less—অপ্রতিরূপ। ~ry—প্রতিরূপ সমষ্টি। real~—সদ্‌বিম্ব। virtual~—অসদ্‌বিম্ব

imago—সমঙ্গ

imitation—অনুকরণ, অনুকৃতি

immediate—অবিলম্ব, অব্যবহিত। ~slip অগৌণপত্রী

immigration—পরদেশবাস; অভিবাসন। immigrant—পরদেশী; অভিবাসী

immiscible—অমিশ্রণীয়। immiscibility—অমিশ্রণীয়তা

immorality—দুর্নীতি

immune—অনাক্রম্য। immunity—অনাক্রম্যতা; অপ্রসক্তি, বিমুক্তি

impact—সঙ্ঘাত; অগ্রভার (~of taxes = করের অগ্রভার)

imparipinnate—সচূড়পক্ষল

impeachment—অভিসংশন

impermeable—অপ্রবেশ্য, অভেদ্য

impersonal—নৈর্ব্যক্তিক, অব্যক্তিক

impervious—অপ্রবেশ্য, অভেদ্য

implication—বিবক্ষা

import—(ক্রি.) আমদানি করা; (বি.) আমদানি, আগম। ~duty—আগমশুল্ক, আমদানিশুল্ক। Import Trade Controller—আগম-বাণিজ্য-নিয়ামক। ~ed—আগমিত। ~s—আমদানি

impost—প্রবেশ-কর

impotence—ধ্বজভঙ্গ

impregnation—গর্ভাধান

impressed—প্রযুক্ত (~force = প্রযুক্ত বল)

impression—ধারণা, প্রভাব

imprest—অগ্রদত্ত

improper—(গণি.—ভগ্নাংশ সম্পর্কে) অপ্রকৃত

impulse—ঘাত; আবেগ। impulsive—আবেগজ। impulsive force—ঘাতবল

impurity—অপবস্তু

inactive—নিষ্ক্রিয়; (মনোবি.) নিরুপক্রম। inactivity—নিষ্ক্রিয়তা

inadequate stimulus—অসমর্থ উদ্দীপক

incandescence—ভাস্বরতা। incandescent—ভাস্বর। incandescent lamp—ভাস্বরদীপ

incentive—প্রয়োজক

incentre—অন্তঃকেন্দ্র

incest—অজাচার

incidence—আপতন। ~of taxation—করের পশ্চাদ্‌ভার, করভার

incident—(বিণ.) আপতিত। ~al—আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক
incipient—অনিয়ত, উপক্রান্ত ; প্রারম্ভিক।
incircle—অন্তর্বৃত্ত
incisor—কৃন্তক
inclination—আনতি, নতি
incline—ঢালু, সুরঙ্গ
inclined—আনত, নত*
included—অন্তর্ভুক্ত
inclusion—প্রোত
incombustible—অদাহ্য। incombustibility—অদাহ্যতা
income—আয়। ~-tax—আয়কর। ~-tax officer—আয়কর-আধিকারিক
incompatible—বিরুদ্ধ
incompletæ—অপূর্ণপুষ্পী
incompressible—অসংনম্য। incompressibility—অসংনম্যতা
incongruous—অসঙ্গত
inconsistency—অসঙ্গতি ; অসামঞ্জস্য। inconsistent—অসঙ্গত
in continuation of—অনুবৃত্তিক্রমে
incorporated—নিগমিত, নিগমবদ্ধ
incorporation—নিগমবন্ধন
indebtedness—ঋণিতা
indefinite—অনিয়ত
indehiscent—অবিদারী
indemnity—ক্ষতিপূরণ, খেসারত, অদায়িতা; নিষ্কৃতি ; ক্ষতিবহন-প্রতিশ্রুতি
indent—সংভৃতিপত্র ; সংভৃতক। ~ing officer—সংভৃত আধিকারিক
independence—স্বাতন্ত্র্য, স্বতন্ত্রতা। independent—স্বতন্ত্র ; স্বাধীন
indestructible—অনশ্বর। indestructibility—অনশ্বরতা
indeterminant—অনির্ণেয়
index—নির্দেশক ; সঙ্কেত ; অনুক্রমণী ; সূচক। ~ing—অনুক্রমণ। ~number—সূচক সংখ্যা। ~register—সূচি-নিবন্ধ। refractive~—(পদার্থ.) প্রতিসরাঙ্ক
indicator—সূচক। indicative—সূচক
indifference interval—ঔদাসান্তর
indigestion—অজীর্ণতা, অপরিপাক

indirect—অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ; গৌণ। ~election—অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন। ~taxation—অপ্রত্যক্ষ করারোপণ ; করাধান
individual—(বি.) ব্যক্তি ; (বিণ) ব্যক্তিগত ; প্রাতিস্বিক। ~ism—ব্যক্তিতাবাদ ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। ~ity—ব্যক্তিতা।
indorsement—সহি
induced—(পদার্থ.) আবিষ্ট
induction—উপপাদন ; আবেশ ; (মনোবি.) উপগম, আরোহ
industrial—শিল্প-, শিল্পবিষয়ক, শিল্পীয়। ~ist—শিল্পপতি। ~ization—শিল্পযোজন। ~ized—শিল্পযোজিত
industry—শিল্প ; শ্রমশিল্প
inedible—অভক্ষ্য
inelastic—অস্থিতিস্থাপক
ineligibility—অযোগ্যতা ; অপাত্রতা
inert—নিষ্ক্রিয়, জড়। ~ia—জাড্য
in exercise of—পরিচালনক্রমে
inextensible—অপ্রসার্য, অবিস্তার্য
infantilism—অপোগণ্ডতা
inference—অনুমিতি
inferior—অধরিক ; (জরায়ু-সম্বন্ধে) অধোগর্ভ। ~ity complex—হীনতাভাব, হীনম্মন্যতা। ~planet—অন্তর্গ্রহ
infiltration—অনুপ্রবেশ
infinite—অসীম, অনন্ত
infinitesimal calculus—অণুকলন
infinity—অসীম, অনন্ত ; আনন্ত্য, অমেয়তা। regression to~—অনবস্থা
inflammable—দাহ্য
inflation—স্ফীতি, উৎসেক, উৎসার
inflorescence—পুষ্পবিন্যাস
informal—অনুপচারিক। ~ly—অনুপচারে
information—জ্ঞাপন
informer—চর
infra-red—অবলোহিত, রক্তপূর্ব
infundibuliform—ধুস্তুরাকার
ingestion—আহার
ingredient—উপাদান, উপকরণ
inhalant—আগম
inherence—অধিষ্ঠান
inherit—বংশানুসরণ করা। ~ance—উত্তর-

নত্তি, উত্তরাধিকার। ~ed—বংশগত, বংশানুসৃত
inhibition—বাধ
inhibitory impulse—বাধকাবেগ
initial—প্রারম্ভিক
injection—সূচিপ্রয়োগ ; (ভূবি.) অনুবেধ। injected—অনুবিদ্ধ
injunction—আদেশাজ্ঞা
inkman—মসীকার, কালিওয়ালা
inland—(বি.) অন্তর্দেশ ; (বিণ.) অন্তর্দেশীয়
inlet—প্রবেশ-পথ
inlier—আন্তরক
innate—সহজাত, নিসর্গজ
inner—অন্তঃ-, আন্তর
innervation—নার্ভ-সংস্থান
inoculation—টিকা
inorganic—অজৈব, পার্থিব
in partial modification of—আংশিক সংপরিবর্তনক্রমে
in pursuance of—অনুসারে
insanity—বাতুলতা
inscribed—অন্তর্লিখিত। ~circle—অন্তর্বৃত্ত
inscription—উৎকীর্ণ লিপি
insectivorous—পতঙ্গভুক্
insertion—সন্নিবেশ
in session—সত্রস্থ, সত্রকালে
insight—পরিজ্ঞান
insinuation—বক্রোক্তি
insoluble—অদ্রাব্য। insolubility—অদ্রাব্যতা
insolvent—শোধাক্ষম, দেউলিয়া। insolvency—শোধাক্ষমতা
inspection—পরিদর্শন। ~clerk—পরিদর্শী করণিক। inspecting—পরিদর্শী। inspector—পরিদর্শক। Inspector-General of Registration—মহানিবন্ধপরিদর্শক। Inspector of Excise—অন্তঃশুল্ক পরিদর্শক। Inspector of schools—বিদ্যালয়-পরিদর্শক। inspectress—পরিদর্শিকা
inspiration—ভাবগ্রাহ ; উচ্ছ্বাস ; প্রশ্বাস
installation—স্থাপন ; স্থাপিত যন্ত্র
instalment—খণ্ড, কিস্তি
instant—মুহূর্ত ; ক্ষণ। ~aneous—ক্ষণিক ; (পদার্থ.) সদ্যঃপাতী
instep—পদপৃষ্ঠ
instinct—সহজ প্রবৃত্তি। ~ive—সাহজিক। sexual~—সহজ যৌনপ্রবৃত্তি
institute—প্রতিষ্ঠান
instruction—নির্দেশ। instructor—শিক্ষক
instrument—যন্ত্র, সাধিত্র ; সাধনপত্র। ~ality—করণতা
insulate—অন্তরিত করা। ~d—অন্তরিত। insulating—অন্তরক। insulation—অন্তরণ। insulator—অন্তরক
in supersession of—নিবর্তনক্রমে, বাতিল করিয়া
insurance—বীমা। ~policy—বীমাপত্র।
intake—অন্তঃগ্রহণ
integer—পূর্ণসংখ্যা
integral—অখণ্ড। ~calculus—সমাকলন
integration—সম্পূরণ ; সমাকলন। integrated—সম্পূরিত ; সমাকলিত
integument—ডিম্বকত্বক্, ত্বক্। inner~—ডিম্বক-অন্তস্ত্বক্। outer ~ —ডিম্বক-বহিস্ত্বক্
intellect—বুদ্ধি। ~ualism—বুদ্ধিবাদ
intelligence—বুদ্ধি ; গুপ্তবার্তা, চার। ~quotient—বুদ্ধ্যঙ্ক। ~test—বুদ্ধি অভীক্ষা
intensity—পরিমাত্রা ; আতিশয্য ; তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা, খরতা
interaction—মিথস্ক্রিয়া। ~ism—মিথস্ক্রিয়াবাদ
inter alia—প্রসঙ্গতঃ ; অন্যান্যের মধ্যে
intercalary—নিবেশিত
interception—রোধ, আটক
inter-departmental—অন্তর্বিভাগীয়
interest—সুদ, কুসীদ। ~-free—নিষ্কুসীদ, সুদহীন, বিনাসুদে
interference—ব্যতিচার। interfering—ব্যতিচারী
intergrowth—সমবৃদ্ধি
interim—মধ্যকালীন
interior angle—অন্তঃকোণ

interlocutory—অন্তরাম্ন
intermediary—মধ্যবর্তী
intermediate—মধ্যবর্তী। ~host—মধ্য পোষক
intermittent—সবিরাম
intermolecular space—আণবিক ব্যবধান
internal—অন্তঃস্থ, আন্তর। ~bisector—অন্তর্দ্বিখণ্ডক
internode—পর্বমধ্য
interpellation—প্রশ্ন
interpetiolar—বৃন্তমধ্যক
interpleader—স্বার্থহীন ব্যবহার
interpolation—প্রক্ষেপ
interpretation—ব্যাখ্যা। interpreter—দোভাষী
inter-provincial—আন্তঃপ্রাদেশিক
interrupted—ছিন্ন
intersection—ছেদ, প্রতিচ্ছেদ
intestacy—অকৃত-ইচ্ছাপত্র
interstellar space—আন্তঃপ্রদেশ
interval—অন্তর
intestine—অন্ত্র। large~—স্থূলান্ত্র, বৃহদন্ত্র। small~—ক্ষুদ্রান্ত্র। intestinal—আন্ত্র, আন্ত্রিক
intimidation—উৎত্রাসন
intine—রেণু-অন্তস্ত্বক্
into (×)—গুণিত
in total—সাকল্যে, সমাহারে, মোট
in toto—সাকল্যে
intra—অন্তঃ-, আন্তঃ। ~-atomic—আন্তঃ-পরমাণব। ~cellular—অন্তঃকোষীয়। ~molecular—আন্তরাণব। ~petiolar—কাক্ষিক। ~telluric—অন্তর্ভৌম
intrinsic—স্বকীয়, নিজিত; নিহিত
introduction (of a bill in the legislature)—পুরঃস্থাপন
introjection—অন্তঃক্ষেপ
introrse—অন্তর্মুখ
introspection—অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
introversion—অন্তর্বৃত্তি
introvert—অন্তর্বৃত
intrusion—উদ্বেধ। intrusive—উদ্বেধী
intuition—স্বজ্ঞা। intuitive—স্বজ্ঞাত
invalid—অশক্ত, আতুর; অসিদ্ধ। ~ate—অসিদ্ধ করা। ~ity—অসিদ্ধতা
invention—উদ্ভাবন। inventor—উদ্ভাবক
inventory—ফর্দ
inverse—বিপরীত, ব্যস্ত। ~ly similar—ব্যস্ত অনুরূপ। ~variation—বিপরীত ভেদ
inversion—উৎক্রম, বিলোমক্রিয়া, বিপর্যয়
invert—বিপর্যস্ত। ~ed—উলটা, বিপরীত; বিপর্যস্ত
invertebrate—অমেরুদণ্ডী
invertendo—বিপরীতক্রিয়া
invest—বিনিয়োগ করা। ~ment—বিনিয়োগ। ~or—বিনিয়োজক
invoice—চালান, জা॰, প্রেষিতক সূচি
involucre of bracts—মঞ্জরী-পত্রাবরণ
involuntary—অনৈচ্ছিক
involute—অন্বাবর্তী
involution—উদ্ঘাতন
inward register—আগম-নিবন্ধ
ionized—আয়নিত
iridescence—চিত্রাভা। iridescent—চিত্রাভ
iris—কনীনিকা
irradiation—(বি.) ব্যাপন; (বিণ.) ব্যাপ্ত
irrational—অমূলদ
irrecoverable—অনাদেয়
irregular—বিষম; অসমাঙ্গ; অনিয়মিত। ~flower—অসমাঙ্গ পুষ্প
irrigation—জলসেক, সেচন, সেচ-
irritability—উত্তেজিত্ব, উত্তেজিতা
isobar—সমপ্রেষরেখা
isobilateral—সমাঙ্কপৃষ্ঠ
isoclinal—সমপ্রবণ
isogamous—সমজননকোষী
isohyet—সমবর্ষণ-রেখা
isolation—অন্তরণ
isomerous—সমাংশক
isometric—সমমাত্র
isomorphism—সমাকারতা, সমাকৃতিত্ব
isomorphous—সমাকৃতি
isosceles—সমদ্বিবাহু
isostasy—সমস্থিতি

isotherm—সমোষ্ণ-রেখা
isotropic—সমসারক
issue—প্রেরণ, প্রচার ; সাধ্য বিষয়। ~of fact—তথ্য বিষয়। ~of law—বিধি বিষয়
itch—চুলকানি, কণ্ডূতি
item—দফা, পদ
ivory coast—গজদন্ত-উপকূল

J

jacket—কঞ্চুক, বহিরাবরণ
jade—যসম, পীলু
jailor—কারাপাল
jaw—চোয়াল, হনু। ~-bone—হনস্থি
jealous—ঈর্ষী। ~y—ঈর্ষা ; (মনোবি.) ব্যভিচার-সংশয়
jerk—ক্ষেপ
joint—(বিণ.) সংযুক্ত ; যুক্ত, যৌথ, মিলিত, এজমালি ; (বি.) দারণ ; সন্ধি। ~family —একান্নবর্তী পরিবার, একান্ন পরিবার। ~ property—যুক্ত সম্পত্তি। ~secretary— সংযুক্ত সচিব। ~-stock company— যৌথ সঙ্ঘ। ~variation—সহভেদ। ball and socket~—কোটরসন্ধি
jointed—গ্রন্থিল ; সন্ধিল
journal—পত্রিকা
joy—আহ্লাদ
judge—বিচারক, ন্যায়াধীশ
judgment—রায়, সংনির্ণয় ; বিচার, সিদ্ধান্ত। ~-debtor—সংনির্ণীত ঋণী
judicature—বিচারাধিকার
judicial—বিচার-, ন্যায়-
judiciary—বিচারিকবর্গ
junction—সঙ্গম ; সংযোগ ; সন্ধি
junior—কনিষ্ঠ, অবর। ~civil service —অবর (জন-) পালন কৃত্যক। ~government pleader—ছোট সরকারী উকিল
Jupiter—বৃহস্পতি
jurisdiction—অধিকারক্ষেত্র, অধিক্ষেত্র
jurisprudence—ব্যবহারশাস্ত্র
jurist—ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ
juror—নির্ণায়ক সভ্য। jury—নির্ণায়কসভা
just—ন্যায়ী ; ন্যায়বান। ~ice—ন্যায়
justification—সমর্থন, প্রমাণ। justifiable—সমর্থনীয়
juvenile—উৎক্ষণ। ~offender—বাল-অপরাধী। ~prisoner—বালবন্দী
juxtaposition—সন্নিধি

K

kaleidoscope—বিচিত্রদৃক্
katabolism—অপচিতি
kauri-gum—কৌরি-জতু
keel—তরীতল
keeper—রক্ষক। ~of records—লেখ্য-পাল, মহাফেজ
kernel—অন্তর্বীজ
key—যোজক। ~board—যোজক পট্ট। ~officer—মুখ্যীয় আধিকারিক
kidnapping—অপবাহন
kidney—বৃক্ক। ~-shaped—বৃক্কাকার
kiln—ভাটি
kinesthesis—চেষ্টাবেদন
kindred—স্বজাতীয়
kinematics—গতিবিদ্যা
kinematograph—চলচ্চিত্রলেখ
kinetic—গতীয়, চল-। ~s—গতিবিদ্যা ; চলবিদ্যা। ~theory—গতিকতত্ত্ব
kingdom—রাজ্য ; সর্গ। plant~—উদ্ভিদ্সর্গ
kit—সজ্জা
knee—জানু। ~cap—মালাইচাকি, জানু-কাপালিক
koprolagnia—মলকাম
kymograph—গতিলিখ্। ~ic recod—গতিলেখ

L

labellum—অধর দল
labial—ওষ্ঠ্য
labiate—ওষ্ঠাকার
labiateæ—তুলসী-গোত্র
labium—ওষ্ঠ
laboratory— পরীক্ষাগার, প্রয়োগশালা। chemical~—রসশালা

labour—(বি.) শ্রম ; শ্রমিকবর্গ ; (বিণ.) শ্রমিক-। Labour Commissioner—শ্রম-মহাধ্যক্ষ। division of~—শ্রমবিভাগ। ~er—শ্রমিক, মজদুর। ~union—শ্রমিক-সঙ্ঘ
lacteal—পয়স্বিনী
lactose—দুগ্ধশর্করা
lacuma—গহ্বর
laden weight—সভার তৌল
lady doctor—চিকিৎসিকা
lady organizer—সঙ্ঘটিকা
Lady Superintendent of Nursing—পরিষেবা-অধীক্ষিকা
lagoon—উপহ্রদ
laissez-faire—অবাধ-নীতি
lamellar—পটল
lamina—ফলক, পত্র, পাত। ~ted—স্তরিত ; (ভূবি.) স্তচিত। ~tion—স্তচন
lampblack—ভুসা
lanceolate—ভল্লাকার
land—স্থল, ভূমি ; জমি ; প্রাকৃত সম্পদ্। ~acquisition—ভূমিগ্রহ। Land Acquisition Collector — ভূমিগ্রহ-সমাহর্তা। ~registration—নামজারি। ~slip—ভূপাত, ভূমিস্খলন, ধস। ~snail—স্থলশম্বুক, স্থলশামুক
landing permit—অবরোহপত্র
language—ভাষা, বচন
lapse—(বি.) অতিপত্তি ; (ক্রি.) অতিপন্ন হওয়া
lapsus linguæ—বাক্স্খলন
larder—মাংসপেটী
larva—শূক। larvicide—শূকঘ্ন
larynx—বাগ্যন্ত্র, স্বরযন্ত্র
last pay certificate—অন্ত্য বেতন প্রমাণপত্র
latency—অস্ফুটতা, লীনতা। ~period—অনুপক্রম কাল
latent—নিগূঢ়, অপ্রকট, প্রচ্ছন্ন ; অস্ফুট, লীন। ~heat—লীনতাপ
lateral—পার্শ্বীয়, পার্শ্বিক, পার্শ্ব-। ~ly—পার্শ্বতঃ
latex—তরুক্ষীর। ~-cell—ক্ষীরকোষ। ~-vessel—ক্ষীরনালী
lather—ফেনা
latitude—অক্ষাংশ। parallels of~—সমাক্ষরেখা
latus rectum—নাভিলম্ব
law—সূত্র ; বিধি, নিয়ম, আইন। ~ful—বৈধ, বিধিসঙ্গত। ~officer—বিধি-আধিকারিক। ~yer—বিধিজ্ঞ, উকিল
layer—স্তর। ~ing—দাবা কলম
L. C. M.—ল. সা. গু.
lead—সীসক, সীসা। black~—কৃষ্ণসীস, কাল-সীস। red~—মেটে সিন্দুর। white~—সীস-শ্বেত, সফেদা
Leader of the House—সদস্যপ্রধান
Leader of the Opposition—বিপক্ষনেতা, প্রতিপক্ষনেতা
leading question—আকর্ষী প্রশ্ন
leaf—পত্র, পর্ণ। ~-trace bundle—পত্রাভিসারী বান্ডিল। exstipulate~—অনুপপত্রিক। stipulate~—উপপত্রিক
leak—ক্ষর। ~age—ক্ষরণ
leap-year—অধিবর্ষ
letter of administration—পরিচালনাদেশ
lease—মেয়াদি বন্দোবস্ত, পাট্টা। ~e—পাট্টাদার, ইজারাদার, পাট্টাধারী। ~holder—পাট্টাধারী, পাট্টাদার। ~hold property—পাট্টাধীন সম্পত্তি
lessor—পাট্টাদাতা
leather—পাকা চামড়া
leave reservist—আবকাশিক
lecturer—উপাধ্যায়
ledger—খতিয়ান
leeward—অনুবাত
left-hand steering—বামাবর্ত, বাঁয়েহাল
legacy—দায় ; উত্তরদান
legatee—উত্তরদায়গ্রাহক
legal—বৈধ, বিধিসঙ্গত, বিধিসম্মত। ~assistant—বিধান-সহায়ক। ~remembrancer—বিধি-নির্দেশক। ~tender—বিহিত অর্থ
legislative—বিধানিক, বিধান-। ~assembly—বিধানসভা। ~council—বিধান-পরিষদ্। ~powers—বিধানিক

ক্ষমতা। ~procedure—বিধানিক প্রণালী। ~relations—বিধানিক সম্বন্ধ
legislature—বিধানমণ্ডল
legume—শিম্ব। leguminoseæ—শিম্বি-গোত্র
lenticular—মসূরাকার, মাসূর
Leo—সিংহ
lethargy—জড়িমা
letter of credit—আকলপত্র
leucocyte—শ্বেতকণিকা
leucocratic—লঘুবর্ণ
level—অনুভূমিক; জলসম। ~error—তলভ্রম। sea~—সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্র-সমতল। water~—জলপৃষ্ঠ, জল-সমতল
levy—*উদ্গ্রহণ, *আরোপণ
liability—দায়িতা; দায়; ঋণ, দেনা। limited~—সসীম দায়। unlimited~—নিঃসীম দায়
liaison—সংযোগ, সম্পর্ক। ~officer—সংযোগাধিকারিক
liana—কাষ্ঠল লতা
libel—*অপলেখ
libidinal—কামজ
libido—কামশক্তি
Libra—তুলা
librarian—গ্রন্থাগারিক
license—অনুজ্ঞাপত্র। —e—অনুজ্ঞাধারী। licensing officer — অনুজ্ঞাপত্র-আধিকারিক
lien—পূর্বস্বত্ব
ligament—বন্ধনী, সন্ধিবন্ধনী
lightning—বিদ্যুৎ। ~arrester — বজ্রবারক। ~conductor—বজ্রবহ
ligulate—জিহ্বাকার
like—(বলবি) সমমুখ
liliaceæ—লিলি-গোত্র
limb—অবয়ব, অঙ্গ, পদ। fore~—অগ্রপদ। hind~—পশ্চাৎপদ। lower~—অধঃশাখা। upper~—ঊর্ধ্বশাখা
lime—চুন। ~-kiln—চুনের ভাটি। ~stone—চুনাপাথর। ~water—চুনের জল
limen—অধিষ্ঠ
limit—সীমা, কাষ্ঠা, অবধি
limitation—তামাদি। barred by~—তামাদিদোষে বারিত
limited—সীমিত (~ company=সীমিত সঙ্ঘ); নিয়ত (~monarchy=নিয়ত রাজতন্ত্র); সসীম
limiting method—সীমা-পদ্ধতি। limiting point—পরিণামবিন্দু। limiting value—সীমাস্থ মান
line—রেখা। ~of impact—সংঘাত-রেখা। ~of service—কৃত্যকধারা। ~of spectrum—বর্ণরেখচ্ছটা
linear—রেখাকার; একঘাত। ~expansion—দৈর্ঘ্য-প্রসারণ
linen—ক্ষোম
linguistics—ভাষাবিদ্যা; ভাষাতত্ত্ব
liquefy—তরল করা। liquefaction—তরলীকরণ; তরলীভবন
liquid—(বিণ.) তরল; (বি.) তরল বস্তু। ~asset—চলতি সম্পত্তি
liquidation—অবসায়ন
liquidator—অবসায়ক
litharge—মৃদ্রাশঙ্খ
lithology—শিলালক্ষণ
lithophyte—শৈল-উদ্ভিদ্
lithosphere—অশ্মমণ্ডল, শিলামণ্ডল
litigant—মামলাকারী
littoral—(বি.) বেলা, উপকূল; (বিণ.) বেলাবাসী; উপকূলবর্তী। ~zone—বেলাঞ্চল
livery—পরিচ্ছদ; পোশাক; উর্দি
livestock—*পশুধন। livestock expert পশুপালন-বিশেষজ্ঞ
living cell contents—জীবৎকোষদ্রব্য
lixiviate—দ্রাবিত করা। lixiviation—দ্রাবণ
load—ভার, বোঝা
loam—দো-আঁশ মাটি
lobby—উপশালা
lobe—খণ্ড, পালি, পিণ্ড। ~d—খণ্ডিত
local—স্থানীয়। ~ization—নির্দেশ; একদেশতা। ~sign—দেশাভিজ্ঞান। ~time—স্থানীয় কাল
lockout—বহিষ্কার
lock-up—সংরোধগৃহ; বন্দীখানা; হাজত

locomotion—গমন। locomotive—গমিত্র
locular—কোষ্ঠীয়। bi~—দ্বিকোষ্ঠ। multi ~—বহুকোষ্ঠ। uni~—একেকোষ্ঠ
loculus—কোষ্ঠ
locus—সঞ্চার-পথ। —standi—স্থিত্যধিকার
log book—দিন-পুস্ত, লগ-বই
logic—যুক্তিবিদ্যা। ~al—যৌক্তিক
loin—কটি
longitude—দ্রাঘিমা, দেশান্তর
logitudinal—অনুদৈর্ঘ্য। ~section—দীর্ঘচ্ছেদ
long-sightedness—দূরবদ্ধ দৃষ্টি
lotion—সেচ্য, সেচনীয়
loud—(পদার্থবি.) প্রবল। ~ness—প্রবলতা
lower—অধস্তন, অবর, নিম্নতর, নিম্ন। Lower Burma—দক্ষিণ ব্রহ্ম। ~culmination—মধ্যনিচগমন। ~division—অবরবর্গ। ~jaw—নিম্ন হনু। ~lip—অধরোষ্ঠ, নিচের ঠোঁট
low lands—নিম্ন ভূমি, নিম্ন প্রদেশ
low water mark—ভাটা-রেখা
lunation—চান্দ্রমাস
lust—রিরংসা
lying-in room—সূতিকাগার, আঁতুড়ঘর
lymph—লসিকা। ~atic—লসিকায়নী, লসিকাবহ। ~atic growth—লসিকাতন্ত্রবৃদ্ধি
lyrate—মূলক-পত্রাকার

M

machine—যন্ত্র, কল। ~-foreman—অধিযন্ত্রিক। ~ -inkman—কালিওয়ালা, মসীকার। ~man—যন্ত্রচালক। —ry—যন্ত্র, যন্ত্রপাতি
macro axis—দীর্ঘাক্ষ
macroscopic—চাক্ষুষ
magazine—অস্ত্রাগার, বারুদখানা
magic lantern—ম্যাজিক লণ্ঠন
magistrate—শাসক
magnet—চুম্বক। ~ic—চুম্বকীয়, চৌম্বক। ~ic needle—সূচি-চুম্বক। ~ism—চুম্বকত্ব। ~ization—চুম্বকন। ~ize—চুম্বকিত করা
magnify—বিবর্ধিত করা। magnification—বিবর্ধন
magnitude—মান, পরিমাণ, মাত্রা
magnoliaceæ—চম্পক-গোত্র
majesty—মহামহিমতা। Her Majesty, His Majesty, Your Majesty—*মহামহিম
major—মুখ্য, প্রধান; সাবালক, প্রাপ্তব্যবহার, পূর্ণবয়স্ক। ~arc—অধিচাপ। ~axis—পরাক্ষ। ~head—মুখ্য শীর্ষ। ~works—গুরুনির্মাণ
majority—(বিণ.) সংখ্যাগুরু; অধিজন; (বি.) সংখ্যাধিক্য; সাবালকত্ব, ব্যবহারযোগ্যতা, পূর্ণবয়স্কতা। ~ community—অধিজন সম্প্রদায়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। ~report—অধিজন প্রতিবেদন, সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন
make-up—(মনোবি.) নেপথ্য
malafide—অসদ্বুদ্ধিকৃত
malconduct—*কদাচার
male—পুং-, পুরুষ, নর
malvaceæ—জবা-গোত্র
malposture—বিকৃত অঙ্গবিন্যাস
malpractice—অনাচার; অসদুপায় অবলম্বন
malt—সীরা
mammal—স্তন্যপায়ী
mammillary—আমলক
management—ব্যবস্থাপন। managed—নিয়ন্ত্রিত (managed currency=নিয়ন্ত্রিত কারেন্‌সি)। manager—ব্যবস্থাপক, অধ্যক্ষ, পরিচালক। managing—নির্বাহী। managing agent—নির্বাহী নিযুক্তক
mandate—আজ্ঞা। mandatory—আজ্ঞাধীন
mangrove—গরান; গরানজাতীয়
mania—বায়ু, উন্মত্ততা
mantissa—অংশক
manual—সারগ্রন্থ
manual instructor—হস্তশিল্প-শিক্ষক
manufactory—কারখানা
manufacture—উৎপাদন, নির্মাণ। ~r—নির্মায়ক; নিষ্পাদক। ~s—শিল্পজাত

manure—সার
manuring—সারপ্রয়োগ
margin—উপান্ত; পর্বন্ত। ~**al**—প্রান্তীয়; উপান্ত-; পার্বন্তিক
marine—সামুদ্র, সমুদ্র-, নৌ-। **Marine Inspection Officer**—নৌপরিদর্শন আধিকারিক। ~**mechanic**—নৌযন্ত্রী। ~**stores**—নৌভাণ্ডার। **Marine Superintendent**—নৌ-অধীক্ষক
mariner's compass—নৌ-দিগ্‌দর্শী
marital right—দাম্পত্য অধিকার
maritime—সামুদ্র
market value—বিপণমূল্য, বাজার দর
markman—চিহ্নকার
Mars—মঙ্গল
marsh—বিল, অনূপ
martial law—সামরিক দণ্ডবিধি
masochism—মর্ষকাম। **masochist**—মর্ষকামী
mason—রাজমিস্ত্রি
mass—(পদার্থবি.) ভর। ~**ive**—(ভূবি.) সংহত
massage—সংবহন
master—ওস্তাদ, অধি-। ~**mechanic**—ওস্তাদ যন্ত্রী
masticating—চর্বণ, চিবান
masturbation—স্বমেহন, পাণিমেহন
material—(বিণ.) জড়; (বি.) উপাদান। ~**facts**—অত্যাবশ্যক তথ্য। ~**ism**—জড়বাদ
matrix—ধাত্র
matron—মাতৃকা
matter—(পদার্থ.) জড়
maturation—পরিপাক। **mature**—পরিপক্ব। **maturity**—পরিপক্বতা, পক্বতা
maximum—চরম; বৃহত্তর; পরিষ্ঠ
mayor—মহানাগরিক
mean—মধ্য, গড়; মধ্যক, সমক। ~**anomaly**—মধ্যকোণ। ~**time**—মধ্যকাল
meander—বিসর্প
measure—মাপ; মান; সংখ্যামান। ~**ment**—মাপন, মাপনা, মাপ
mechanic—যন্ত্রী, মিস্ত্রি। ~**operator**—মিস্ত্রি
mechanical—যান্ত্রিক। ~**mixture**—সামান্য মিশ্র। ~**tissue**—স্তম্ভক কলা
mechanistic theory—অধিযন্ত্রবাদ
median—মধ্যগ, মধ্য-; মাধ্যিক; মধ্যক; (গণি.) মধ্যমা
medical—চিকিৎসা-। ~**certificate**—চিকিৎসাপ্রমাণপত্র। ~**officer**—চিকিৎসক
medicine—ভেষজবিদ্যা; ঔষধ
medulla—মজ্জা। ~**oblongata**—সুষুম্নাশীর্ষক। ~**ry rays**—মজ্জাংশু
meeting—অধিবেশন, বৈঠক, সভা
megaspore—স্ত্রীরেণু। **megasporagium**—স্ত্রীরেণুস্থলী। **megasporophyll**—স্ত্রীরেণুপত্র
melancholia—বিষাদ-বায়ু। **melancholy**—বিষাদ; দৌর্মনস্য
melanocratic—ঘোরবর্ণ
melody—সুতান, সুস্বর
melting—গলন। ~**point**—গলনাঙ্ক
member—সদস্য; (শারীর.) অবয়ব।~**ship**—সদস্যতা
membrane—ঝিল্লী। **membranous**—ঝিল্লীময়। **tympanic**~—কর্ণপটহ
memo—স্মার
memorandum—স্মারকলিপি। ~**of association**—পরিমেল-বন্ধ
memorial—স্মরণিক (Victoria Memorial = ভিক্টোরিয়া স্মরণিক); প্রার্থনা-পত্র (~to H. E. the Governor = লাট-সাহেবের নিকট প্রার্থনাপত্র)
menopause—আর্তবক্ষয়
mental—মানস। ~**ity**—মানসতা। ~**science**—মানসবিজ্ঞান
mercantile—বাণিজ-
merchant navy—বাণিজ-নাবী
mercury—পারদ, পারা
Mercury—বুধ
meridian—মধ্যরেখা। ~**altitude**—মধ্যোন্নতি। ~**plane**—মধ্যতল। ~**zenith distance**—মধ্যনতাংশ
meristem, meristematic tissue—ভাজক কলা
mesentery—ধারণঝিল্লী
mesocarp—ফলের মধ্যত্বক

mesophyte—সাধারণ গাছপালা
mesothorax—মধ্যবক্ষ
mesozoic—মধ্যজীবীয়
metabolism—বিপাক। metabolic—বিপাকীয়
metacarpal—করকূর্চাস্থি
metal—ধাতু। ~lic ধাতব। ~liferous—ধাতুধর। ~loid—ধাতুকল্প। ~lurgy ধাতুবিদ্যা। light~ —লঘুধাতু। noble ~ —বরধাতু
metamorphism, metamorphosis—রূপান্তর। metamorphic—রূপান্তরিত
metaphysics—অধিবিদ্যা। metaphysical—আধিবিদ্যক
metasomatism—অভিঘটন
metatarsal—পদকূর্চাস্থি
metathorax—পশ্চাদ্বক্ষ
meteor — উল্কা। ~ite — উল্কাপিণ্ড ; উল্কা
meteorology—আবহবিদ্যা। meteorologist—আবহবিৎ। meteorological office—হাওয়া-অফিস
methodical—প্রণালীবদ্ধ
metronome—মাত্রা-মাপক
micaceous—অভ্রাল
micro- —অণু-
microbe—জীবাণু
microchemistry—কণরসায়ন, অণুরসায়ন। microchemical—অণুরাসায়নিক
microlite—কেলাসাণু
micropyle—ডিম্বকরন্ধ্র
microscope—অণুবীক্ষণ। miscroscopic—আণুবীক্ষণিক
microcrystalline—অণুকেলাসী
microspore—পুংরেণু। microsporangium—পুংরেণুস্থলী। microsporophyll—পুংরেণুপত্র
mid- —মধ্য-
middle—মধ্য-। ~lamella—মধ্যপর্দা। ~man—মধ্যগ
midnight sun—নিশীথ সূর্য
midwife—ধাত্রী। ~ry—প্রসূতিতন্ত্র
migration—পরিযাণ, প্রচরণ, অভিপ্রয়াণ ; প্রব্রজন। migrate—প্রব্রজন করা। migratory—পরিযায়ী, অভিপ্রয়াণীয়
military—সামরিক
milk—দুগ্ধ। ~of lime—চুন-গোলা। ~ of sulphur—গন্ধকক্ষীর, গন্ধকদুগ্ধ। fresh ~—সদ্যোদুগ্ধ, টাটকা দুধ
Milky Way—ছায়াপথ
mimicry—অনুকৃতি
mimoseæ—বাবলা-উপগোত্র
miner—খনিজীবী ; খনক ; আকরিক।
mineral—খনিজ, উপল ; মণিক ; খনিজ-দ্রব্য। ~salt—অজৈব লবণ। ~ization—মণিকীভবন ; ধাতব পরিণতি। ~izer—মণিককারী। —ogy—মণিকবিদ্যা
minimal—লঘিষ্ঠ, অবম, অল্পতম
minimum—অবম, অধম, অল্পতম, নিম্নতম, ক্ষুদ্রতম, ন্যূনকল্প, লঘিষ্ঠ
mining—খনিজ
minister—মন্ত্রী। ~of state—প্রতিমন্ত্রী ; রাষ্ট্রমন্ত্রী
ministry—মন্ত্রক
minium—সীস-সিন্দুর, মেটে-সিন্দুর
minor—গৌণ, অপ্রধান ; লঘু ; নাবালক, অপ্রাপ্তব্যবহার, ঊনবয়স্ক ; (গণি.) অনুরাশি। ~arc—উপচাপ। ~axis—উপাক্ষ। ~head—অনুশীর্ষ। ~works—লঘুনির্মাণ
minority—(বি.) নাবালকত্ব ; (বিণ.) ঊনজন ; সংখ্যাল্প। ~community—ঊনজন সম্প্রদায়, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়
minus—বিযুক্ত
minute—মিনিট, কলা
minutes (of a meeting)—কার্যবৃত্ত
mirage—মরীচিকা
misbehaviour—কদাচার ; অসদাচরণ
miscible—মিশ্রণীয়। miscibility—মিশ্রণীয়তা
misogynist—স্ত্রীদ্বেষী
misrepresentation—মিথ্যাবর্ণন
mist—কুয়াসা
mixture—মিশ্রণ
mob—জনতা
mobile—সচল ; পরিপ্লব। mobility—সচলতা

mobilization—সৈন্যযোজন, উদ্‌যোজন; (উপায়াদি) যোজন
modal—প্রকারীয়। ~ity—প্রকারতা
mode—ভূষক
model—আদর্শ। ~ler—প্রতিমালেপকার। ~ling—প্রতিমালেপ
modesty —শালীনতা
modification—পরিবর্তন, সংপরিবর্তন। allotropic~—রূপান্তর। modified—পরিবর্তিত
moist—আর্দ্র। ~en—আর্দ্র করা, ভিজান। ~ure—আর্দ্রতা; জলীয় ভাগ
molar—পেষক (দন্ত)
molecule—অণু। molecular—আণবিক, আণব
mollusc—কম্বোজ
moment—(বলবি.) ভ্রামক। ~of momentum—কৌণিক ভরবেগ
momentum—ভরবেগ
monadelphous—একগুচ্ছ
monarchy—রাজতন্ত্র
money—অর্থ। ~bill—ধন-বিধেয়ক। ~market—টাকার বাজার। ~order—অর্থপ্রেষ
moniliform—মাল্যাকার, মালাকৃতি
monism—অদ্বৈতবাদ
monitor—ছাত্রনায়ক, সর্দার পড়ুয়া
mono- —এক। ~carpellary—একগর্ভপত্রী। ~chlamydeous—এককঞ্চুক। ~chromatic—একবর্ণ। ~ecious—উভয়লিঙ্গ। ~cline—সোপানাবলী। ~clinic—একনত। ~clinous—উভলিঙ্গ। ~gamy—একগামিতা। ~metalism—একধাতুমান। ~mial—একপদ। ~molecular — একাণুক। ~plane — একতল। ~podial—একাক্ষ। ~valent—একযোজী
monopoly—একচেটিয়া; একাধার
monsoon—মৌসুমী বায়ু
monotony—একাম্বয়
monstrosities—অঙ্গবিকৃতি
monthly proceedings—মাসিক বৃত্তান্ত
mood—(মনোবি.) মেজাজ
moon—চন্দ্র। ~stone—চন্দ্রকান্ত। full ~ —পূর্ণিমা। horns of the~ —চন্দ্রকলাশৃঙ্গ। new~—অমাবস্যা। phases of the ~ —চন্দ্রকলা
morain—গ্রাবরেখা
moral—নৈতিক। ~ity—নীতি; সুনীতি; সদাচার। ~turpitude—দুশ্চারিত্র্য
morbid—ব্যাধিত
morgue—শবাগার
morphology—অঙ্গসংস্থান
mortar—খল
mortgage—বন্ধক। mortgagee—বন্ধকগ্রাহী। mortgagor—বন্ধকদাতা
mother-liquor—শেষ দ্রব
motile organ—চলনযন্ত্র
motion—গতি; (সভাদিতে) প্রস্তাব
motions—ভেদ, দাস্ত
motive—উদ্দেশ্য। motivation—প্রেষণা
motor—ক্রিয়া; ক্রিয়াজ। ~area—চেষ্টাধিষ্ঠান। ~centre—চেষ্টাকেন্দ্র। ~nerve—বহির্মুখ নার্ভ, চালক নার্ভ, চেষ্টা-নার্ভ, চেষ্টীয় নার্ভ
motor mechanic—মোটর মিস্ত্রি
mottled—কর্বুর
mould—ছাতা, চিতি। ~er—ছাঁচকার, সঞ্চকী
moulting—নির্মোচন
mountain—পর্বত। ~-range—পর্বতশ্রেণী। ~ -system—গিরিক্রম। block~ —স্তূপপর্বত, চ্যুতিপর্বত। fold~—ভঙ্গিল পর্বত
mounted rifles—রাইফেলধারী সাদী
mouth—মুখ; (নদীর) মোহানা। ~appendage,~parts—মুখোপাঙ্গ
move—উত্থাপন করা, প্রস্তাব করা। ~r—উত্থাপক, প্রস্তাবক
movement—বিচলন, চলন; চালনা; গতি। ~of locomotion—গমন। ~sponsoring authority—বাহ-প্রবর্তক। autonomous~—স্বতশ্চলন
mucous—শ্লৈষ্মিক, শ্লেষ্ম-। ~membrane—শ্লেষ্মঝিল্লী
mucronate—সূক্ষ্মখর্বাগ্র

mucus—শ্লেষ্মা
mufti dress—সাধারণ পরিচ্ছদ
muharror—মুহুরি
multi-—বহু, নানা। ~costate—বহুশিরাল। ~locular—বহুকোষ্ঠ। ~-purpose co-operative society—নানার্থক সমবায় সমিতি
multiple—বহু, নানা
multiplication—বংশবিস্তার ; বহুলীভবন ; (গণি.) গুণন, পূরণ
multivalent—বহুযোজী
municipal—সঙ্ঘাধীন (~town = সঙ্ঘাধীন শহর) ; পৌরসঙ্ঘ- (~magistrate = পৌর-সঙ্ঘ-বিচারক)। ~ity—পৌরসঙ্ঘ
munsiff—ন্যায়দর্শক
mural circle—ভিত্তিযন্ত্র, মুরাল-চক্র
musaceæ—কদলী-উপগোত্র
muscle—(বি.) পেশী ; (বিণ.) পেশীয়, পেশী-। muscular—পেশী-, পেশীয়, পেশীমান্।
museum—প্রদর্শশালা
mutation—পরিব্যক্তি ; নামজারি করা, নামান্তরকরণ ; দাখিল-খারিজ। ~clerk—নামান্তর করণিক, নামজারি করণিক, দাখিল-খারিজ করণিক।
mutual—ব্যতি-, পরস্পর। ~relation—ব্যতিষঙ্গ
mycelium—ছত্রাকদেহ
myrobalan—হরীতকী
mystic—অতীন্দ্রিয়। ~ism—অতীন্দ্রিয়তা; অতীন্দ্রিয়বাদ
myth—অতিকথা

N

nadir—কুবিন্দু
napiform—শালগমাকার
narcissism—স্বকাম। narcissistic—স্বকামী ; স্বকামজ
nares—নাসারন্ধ্র
nascent—জায়মান
natatory—সন্তারক
nation—জাতি
national economy—রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা
national savings organization—জাতীয় সঞ্চয়-সংস্থা
nationalism—জাতীয়তা
nationalization—রাষ্ট্রীয়করণ
natural—প্রাকৃতিক ; নৈসর্গিক ; স্বাভাবিক ; (গণি.) প্রাকৃত, নির্ধানীয়। ~history—জীববৃত্তান্ত। ~number—অখণ্ডসংখ্যা। ~order—বর্গ। ~selection—প্রাকৃতিক নির্বাচন। ~system—স্বাভাবিক প্রণালী। ~ism—স্বভাববাদ। ~ist—নিসর্গী, নিসর্গবেদী
naturalization—দেশীয়করণ, দেশ্যকরণ। naturalized—দেশ্যভূত
nautical—নৌ-। ~almanac—নৌসারণী। ~surveyor—নৌ-পরিমাপক
navigable—নাব্য, নৌবাহ্য। ~river—নৌবাহযোগ্য নদী, বহতা নদী
navigation—নৌচালন ; নৌবাহ ; নৌ-। ~establishment—নৌ-সংস্থা। ~clerk—নৌবাহ-করণিক। navigator—নাবিক
navy—নৌবল ; নাবী। Royal Navy—রাজনাবী
N. E.—উত্তর-পূর্ব, ঈশান কোণ
neap-tide—লঘুস্ফীতি
nebula—নীহারিকা। ~r theory—নীহারিকাবাদ
necessaries—(অর্থ.) জীবনীয়
necessary action—আবশ্যক ব্যবস্থা
necrophilia—শবকাম
nectar—মকরন্দ, মধু। ~y—মধুগ্রন্থি
needle—সূচি ; কাঁটা। ~-shaped—সূচ্যাকার
needs—প্রয়োজন
negation—অত্যন্তাভাব
negative—নঞর্থক ; (পদার্থ.) অপর, অপরা ; (গণিতে) ঋণ
negotiable instrument—সম্প্রদেয় পত্র
Neptune—নেপচুন
nervous system—নার্ভতন্ত্র
net—শুদ্ধ, নীট
neural—নার্ভীয়
neuralgia—বাতশূল
neurasthenia—স্নায়বিক অবসাদ

neurology—স্নায়ুরোগবিদ্যা
neurosis—উন্মায়ু
neuter—ক্লীব
neutral—প্রশমিত; উদাসীন। ~ity—প্রশমতা। ~ization—প্রশমন। ~ize—প্রশমন করা। ~point—প্রশমক্ষণ
neve—হিমক্ষেত্র
nictitating membrane—উপপল্লব
nipple—চুচুক
nitre—শোরা
nocturnal—নিশাচর, রাত্রিচর; নৈশ
node—পাত; পর্ব। ascending~—উচ্চ-পাত, রাহু। descending~—নিম্নপাত, কেতু
nodule—অর্বুদ। nodular—বিম্বক। nodulose—অর্বুদযুক্ত
nomads—যাযাবর
nomenclature—নামমালা; নামকরণ
nominal—নামিক। ~horsepower—নামাশ্বশক্তি, আখ্যাত অশ্বশক্তি
nominate—মনোনীত বা মনোনয়ন করা; *নামিত করা। ~d—মনোনীত; *নামিত। nomination—মনোনয়ন
non—নঞ, অ-। ~-cognizable—অপ্রগ্রাহ্য। ~-essential service—গৌণ কৃত্যক। ~-occupancy right—দখলিস্বত্ব-শূন্য রায়ত। ~-poisonous—নির্বিষ, অবিষ। ~-resident—*অনিবাসী। ~-striated—অরেখ। ~-volatile—অনুদ্বায়ী
nonsense—(বিণ) অর্থহীন; (বি.) প্রলাপ
normal—স্বভাবী; স্বমিত; (গণি.) অভিলম্ব। ~ity—স্বভাবিতা। ~acceleration—অভিলম্ব ত্বরণ। ~density—প্রমাণ ঘনত্ব। ~person—স্বভাবী। ~pressure—প্রমাণ পেষ। ~salt—শমিত লবণ। ~section—লম্বচ্ছেদ
north—উত্তর। North Star—ধ্রুবতারা
nosogenic—রোগজনক
notary public—লেখ্যপ্রমাণক
notation—অঙ্কপাতন
note—মন্তব্য। ~d—অবহিত হওয়া গেল। ~of hand—ঋণলেখ। ~-sheet—মন্তব্য-পত্র। currency notes—পত্রমুদ্রা। promissory notes—প্রত্যর্থপত্র
notice—সূচনা, বিজ্ঞাপন। ~book—সূচনা-বহি
notify—প্রজ্ঞাপিত করা; বিজ্ঞাপন দেওয়া। notification—অধিসূচনা, প্রজ্ঞাপন। notified—প্রজ্ঞাপিত
nucellus—ভ্রূণপোষক
nugget—পিণ্ডক
null and void—শূন্য; বাতিল
number—সংখ্যা; (ব্যাক.) বচন
numerator—(গণি.) লব
nurse—(পুং.) পরিষেবক; (স্ত্রী) পরিষেবিকা
nursery superintendent—শিশুশালা-অধীক্ষক। ~ ~(sericulture)—গুটিশালা-অধীক্ষক
nursing—সেবা; পরিষেবা। ~sister (senior)—(প্রধান) পরিষেবিকা
nutation—বলন; অক্ষবিচলন
nutrient—পোষক
N. W.—উত্তর-পশ্চিম, বায়ু-কোণ
nymphæaceæ—পদ্ম-গোত্র
nymphomania—বৃষস্যন্তীতা

O

oath—শপথ
obcordate—বিতাম্বুলাকার
object—বিষয়; সামগ্রী, পদার্থ, বস্তু। ~choice—পাত্রবরণ। ~ive—(বিণ.) বিষয়-গত, বৈষয়িক, বিষয়-, বাস্তব; (বি.) অভিলক্ষ্য। ~ivism—বস্তুতন্ত্রতা। ~libido—পাত্র-কাম। ~love—বস্তুরতি, বস্তুকাম
obligation—বদ্ধতা
oblique—তির্যক; বিষম। ~impact—বক্র বা তির্যক্ সঙ্ঘাত। ~section—বক্রচ্ছেদ
obliquity of the ecliptic—ক্রান্তিকোণ
oblong—আয়ত
obovate—বিডিম্বাকার
observation—পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, অবেক্ষণ। ~ism—ঈক্ষণকাম, ঈক্ষণরতি
observatory—মানমন্দির
observer—দ্রষ্টা
obsession—আবেশ। ~al—আবেশিক,

আবেশজ। ~al psychoneurosis—আবেশিক বায়ু। obsessive—আবেশজ
obtuse—স্থূলাগ্র। ~angle—স্থূলকোণ
occipital—পশ্চাৎ কপাল
occluded—অন্তর্ধৃত। occlusion—অন্তর্ধৃতি
occult—গূঢ়
occupancy right—ভোগস্বত্ব; দখলিস্বত্ব
occupational—(মনোবি.) বৃত্তীয়
occurrence—অবস্থান
ocean—মহাসাগর। ~floor—সমুদ্রতল। ~routes—সমুদ্রপথ। Antarctic Ocean—কুমেরু মহাসাগর। Arctic Ocean—সুমেরু মহাসাগর। Pacific Ocean—প্রশান্ত মহাসাগর
ochre—গৈরিক
ochrea—কাণ্ডবেষ্টক
octa—অষ্ট। ~gonal—অষ্টকোণ। ~hedral, ~hedron—অষ্টতলক
octant—অষ্টকোণ অবস্থা
octroi duty—দ্বারাদেয় শুল্ক
odd—অযুগ্ম, বিষম, বিজোড়
œdipus complex—ইডিপস গূঢ়ৈষা
œsophagus—অন্ননালী
office—করণ
officer—(পুং.) আধিকারিক; (স্ত্রী.) আধিকারিকী। ~-in-charge—ভারপ্রাপ্ত বা আযুক্ত আধিকারিক, আযুক্তক
Official Secrets Act—মন্ত্রগুপ্তি আইন
officiating—স্থানাপন্ন
offset—প্ররোহ
oil-cake—খইল
olfactory—ঘ্রাণ-, ঘ্রাণজ
ontogeny—ব্যক্তিজনি
ontology—তত্ত্ববিদ্যা
oogonium—ডিম্বাণুস্থলী
oolitic—মৎস্যাণ্ডক
oosphere—ডিম্বাণু
oospore—ভ্রূণাণু
ooze—সিন্ধুমল, সিন্ধুকর্দ
opaque—অনচ্ছ
opening balance—(ব্যাঙ্ক-সম্বন্ধে) প্রারম্ভিক স্থিতি
opening stock—প্রারম্ভিক সম্ভার
opera glass—নাট্য-দূরবিন্
operation theatre—উপচারশালা
operator—চালক; মিস্ত্রি
operculum—কানকো; ঢাকনি
ophthalmic surgery—অক্ষি-শালাক্য
opposite—বিপরীত; প্রতিমুখ; বিরুদ্ধ। opposition—বিপক্ষ; প্রতিযোগ; বিরোধ
optic—নেত্র-, দৃক্-। ~axis—সরলাক্ষ। ~s—আলোকবিদ্যা
option—ইচ্ছা
oral—মুখ-, মৌখিক
orange (colour)—নারঙ্গ, কমলা
orbicular—মণ্ডলাকার; (ভূবি.) কন্দুক
orbit—কক্ষ; অক্ষিকোটর
orchidaceæ—রাস্না-গোত্র
order—আদেশ; বর্গ; ক্রম
orderly—আর্দালী, দ্বারী
ordinal—পূরণবাচক
ordinance—অধ্যাদেশ
ordinary—সামান্য
ordinate—কোটি
ore—আকরিক
organ—যন্ত্র; ইন্দ্রিয়; অঙ্গ, অবয়ব। digestive~—পাচনতন্ত্র। respiratory ~—শ্বাসযন্ত্র। ~ic—জৈব; আঙ্গিক, অঙ্গীয়; যান্ত্রিক। ~ic evolution—জীব-অভিব্যক্তি। ~ic matter—জৈবপদার্থ। ~ism—জীব; অবয়বী, অঙ্গী
organization—সঙ্ঘটন; ব্যবস্থা; সংগঠন, সঙ্ঘাত; প্রতিষ্ঠান
orgasm—রাগমোচন
orientation—দিক্‌স্থিতি
origin—উৎপত্তি; (গণি.) মূল বিন্দু। ~of species—প্রজাপতির উৎপত্তি
original—মূল; আদিম। ~jurisdiction—আদিম অধিকার। ~works—মূলকর্ম
Orion—কালপুরুষ
orogeny—গিরিজনি
orphan—অনাথ
orpiment—হরিতাল
other ranks—অপরশ্রেণিক
orthocentre—লম্ববিন্দু

orthogonal—সমকোণীয়। ~projection —সম-অভিক্ষেপ
orthostichy—ঋজুশ্রেণী
oscillation—দোলন। plane of ~ —দোলন-তল
oscillograph—দোলনলিখ্‌
osmosis—আস্রবণ
osteology—অস্থিবিদ্যা
outcrop—উদ্ভেদ
outfit allowance—*সজ্জা-ভাতা
outer—বাহ্য
outgoing—বহির্গামী; বিদায়ী
outgrowth—উপবৃদ্ধি
outlet—নির্গমদ্বার
outlier—বহিষ্ক
outline—পরিলেখ; দেহরেখা
output—উৎপাদ
outstanding—অনিষ্পন্ন, বাকি
outward register—নির্গম নিবন্ধ
oval—ডিম্বাকার
ovary—ডিম্বাশয়, অণ্ডাশয়
ovate—ডিম্বাকার
over- —অতি-, অধি-, উপ-। ~all width —সমগ্র বিস্তার। ~ -determination—অতিলক্ষ। ~ -eating—অতিভোজন। ~ -estimation — অতিমান। ~ fold — আবৃত্তবলি। ~growth—অধিবর্ধন। ~ -head charges—উপরি ব্যয়। ~land—স্থলগত। ~lap—প্রাবরণ। ~lapping—অধিক্রমণ। ~ -population—অতিপ্রজতা। ~ -production—অত্যুৎপাদন। ~seer —উপদর্শক। ~time—অধিকাল; অধিকালকর্ম। ~thrust—উদ্‌ঘট্ট। ~tone উপস্বন
ovi- —ডিম্ব। ~duct—ডিম্বনালী। ~parous—অণ্ডজ
ovule—ডিম্বক
ovuliferous scale—ডিম্বকধর শল্ক
ovum—ডিম্বাণু
oxidation—জারণ।
oxidize—অক্সিজেন যোগ করা। ~d—জারিত। oxidizing—জারক
oxyacid—অক্সি-অম্ল

P

packer—ভরক
painter—চিত্রকর, রঙ-মিস্ত্রি
pain spot—ব্যথনবিন্দু
paired comparison—যুগ্মতুলন
palaeo- —প্রত্ন-। ~botany—প্রত্নোদ্ভিদ্‌-বিদ্যা। ~ntology—প্রত্নজীববিদ্যা। ~zoic —পুরাজীবীয়। ~zoology—প্রত্নপ্রাণিবিদ্যা
palate—তালু। palatine—তালব্যস্থি
palingenesis—উজ্জীবন
palm—করতল, প্রপাণি
palmaceæ—তাল-গোত্র
palmate—করতলাকার। palmatifid—করতলাকার খণ্ডিত। palmatipartite—করতলাকার উপখণ্ডিত। palmatisect—করতলাকার অতিপখণ্ডিত
palmi-veined—করতল-শিরিত
pancreas—অগ্ন্যাশয়। pancreatic juice —অগ্ন্যাশয়-রস
panel—নামসূচী
panic—উদ্বেগ
panicle—যৌগিক মঞ্জরী
panpsychism—সর্বমনোবাদ
pantheism, panthesis—সর্বেশ্বরবাদ
papaveraceæ—শিয়ালকাঁটা-গোত্র
paper money—কাগজী মুদ্রা
paperweight—চাপা
papilionaceæ—শিম্ব-উপগোত্র। papilionaceous—প্রজাপতিসম
papilla—পিড়কা
parabola—অধিবৃত্ত
parade—কুচকাওয়াজ
paradox—কূটাভাস, কূট
paraffin—খনিজ মোম। ~oil—খনিজ তৈল
paraesthesia—অপবেদন
paragraph—অনুচ্ছেদ
parallax—লম্বন
parallel—সমান্তরাল। ~growth — সমবর্ধন। ~ism—সমান্তরতা; (মনোবি.) সহচার; সহচারবাদ। ~ogram—সামান্তরিক। parallelogram of forces—বলসামান্তরিক। ~s of latitude—সমাক্ষবৃত্ত

parameter—স্থিতিমাপ
paramnesia—স্মৃত্যভ্যাস
paranoia—ভ্রম-বাতুলতা
paraphrenia—বিভ্রম-বাতুলতা
parapraxis—অপেচ্ছা
parasite — পরজীবী। parasitic—পরজীবীয়। parasitism—পরজীবিতা
parastichy—বক্রশ্রেণী
paratonic—আবিষ্ট
pardon—মার্জন
parent—জনিতা, পিতা বা মাতা। ~al care—জনিতৃযত্ন। ~al complex—পিতামাতা গূঢ়ৈষা
parenthesis—লঘুবন্ধনী
parietal—মধ্যকপাল
paripinnate—অচূড়পক্ষল
parliament—সংসদ্। ~ary secretary—সংসদ্-সচিব
parole—বচন, সংগর
parosmia—গন্ধাভাস
parthenogenesis — অপুংজনি। parthenogenetic—অপুংজাত
partiality—পক্ষপাতিত্ব
partner—অংশী, অংশীদার। sleeping~—অক্রিয় অংশী
partition clerk—বিভাগ-করণিক
partnership — অংশিতা। ~ deed — অংশিতা-লেখ। ~firm—ভাগের কারবার, যৌথ সার্থ
part-time—খণ্ডকাল। part-time officer—খণ্ডকাল-আধিকারিক
pass—(ভূগো.) গিরিদ্বার
passage—পারণ; পথ
passing (of a bill)—গ্রহণ
passion—অতিরাগ
passive—নিষ্ক্রিয়; ভোগবৃত্ত। passivity—নিষ্ক্রিয়তা; ভোগবৃত্তি
passport—ছাড়পত্র, নিষ্ক্রমপত্র
patella—জানুকাপালিক, মালাইচাকি
patent—কৃতিস্বত্ব
pathogenic—রোগজনক
pathology—বিকারতত্ত্ব, রোগবিদ্যা
patrol—পরিক্রম করা
patronage—আনুকূল্য
pattern—আদর্শ, প্রতিকৃতি
pauper—নিঃস্ব; পাপর
pay—বেতন। ~-bill—বেতন-দেয়ক। ~ee—প্রাপ্তা। ~ment on account—অগ্রিম প্রদান, অগ্রিম প্রদান
pearl—মুক্তা। ~mussel, ~oyster—মুক্তাশুক্তি। ~y—মৌক্তিক
pebble—শিলাগুটি
pectoral—বক্ষঃ-, উরঃ-
pedal triangle—পাদত্রিভুজ
pedate—পদাঙ্গুলাকার
pederasty—বালমেহন। active~—কার্মিক বালমেহন। passive~—ভৌগিক বালমেহন
pedicel—পুষ্পবৃন্তিকা। ~late—সবৃন্ত
pedigree—কুলজি
peduncle—পুষ্পদণ্ড
pelagic—সমুদ্রচর; (ভূবি.) দূরসামুদ্র
peltate—ছত্রবদ্ধ
pelvic-fin—শ্রোণী-পাখনা। pelvic girdle, pelvis—শ্রোণীচক্র
penal—দণ্ডমূলক, দণ্ড-। ~code—দণ্ড-সংহিতা। ~interest—দণ্ড কুসীদ। ~measure—দণ্ডব্যবস্থা। ~ty—দণ্ড
pending list—অপেক্ষ্য সূচী
pendulous—বিলম্বী
pendulum—দোলক
peneplain—সমপ্রায় ভূমি
penetrability—ভেদ্যতা
penis—লিঙ্গ, শিশ্ন, পুংজননেন্দ্রিয়
pension—উত্তর-বেতন, বৃত্তি
penta- —পঞ্চ। ~atomic—পঞ্চপরমাণুক। ~dactyle—পঞ্চাঙ্গুল। ~gon—পঞ্চভুজ, পঞ্চকোণ। ~merous—পঞ্চাংশক। ~valent, ~d—পঞ্চযোজী
penumbra—উপচ্ছায়া
peon—চাপরাসি, পিয়ন
per cent—শতকরা, প্রতিশত, শতকে। percentage—শতকরা হার; শতকরা হিসাব
percept—প্রত্যক্ষ। ~ion—প্রত্যক্ষ, রূপ। ~ion (of stimulus)—বেদন। ~ual—প্রত্যক্ষজ
percolation—অনুস্রবণ

perennation—প্রতিকূলজীবিতা
perennial—বহুবর্ষজীবী, দীর্ঘজীবী, চিরজীবী
perfect—সম্পূর্ণ। ~fluid—আত্য তরল। ~gas—আত্য গ্যাস। ~ion—পরোৎকর্ষ
perfoliate—বিদ্ধপত্র
performance—কৃতি
perianth—পুষ্পপুট
pericardium—হৃদ্ধরা ঝিল্লী
pericarp—ফলত্বক্
perigee—অনুভূ
perigynous—গর্ভকটি
perihelion—অনুসূর
perimeter—পরিসীমা; পরিধিমাপক
period—দোলন-কাল; পর্যায়-কাল; কল্প; পর্যায়; কাল। ~ic—পর্যাবৃত্ত। ~icity—পর্যাবৃত্তি। ~ic law—পর্যায়-সূত্র। ~ic time—পরিক্রমকাল। ~of oscillation—দোলন-কাল
peripatetic—ভ্রমৎ, ভ্রমন্ত
periphery—পরিধি, প্রান্ত। peripheral—প্রান্তস্থ
perishable—নশ্বর
perisperm—পরিভ্রূণ
peristalsis—ক্রমসঙ্কোচ
perjury—মিথ্যা সাক্ষ্য
perlitic crack—নখপদ
permanent—স্থায়ী; নিত্য। ~tenure—চিরস্থায়ী মধ্যস্বত্ব
permeable—প্রবেশ্য, ভেদ্য। semi- ~ আপ্রবেশ্য, আভেদ্য
permit—আজ্ঞাপত্র, অনুমতিপত্র
permutation—বিন্যাস
perpendicular—লম্ব
perpetual—অবিরাম
perseveration—অবিরতি। perseverative—অবিরতি
persistence—নির্বন্ধ। persistent—নির্বন্ধ
personal—স্বকীয়; ব্যক্তিগত; প্রাতিজনিক। প্রাতিস্বিক। ~assistant—স্বকীয় সহায়ক। ~equation—প্রাতিস্বিক ভ্রমাঙ্ক; জ্ঞাতৃভ্রম। ~ledger account—প্রাতিজনিক খতিয়ান। ~security—প্রত্যয়-প্রতিভূতি, ব্যক্তিগত জামিন
personality—অস্মিতা
personate—উপমুখ
personnel—কর্মচারিবৃন্দ
personification—নরত্বারোপ
perversion—কামবিকৃতি। pervert—বৈকৃতকাম, বিকৃতকাম
pessimism—দুঃখবাদ
pestle—মুষল, নুড়ি
petal—পাপড়ি, দল। ~oid—উপদল। ~oideæ—দলীয়পুষ্পী
petiole—বৃন্ত
petition—যাচনপত্র। ~er—যাচক
petrify—শিলীভূত করা
petrogenesis—শিলাজনি। petrography—শিলাবীক্ষণ
petroleum—খনিজ তৈল
petrology—শিলাতত্ত্ব
phæophyceæ—পিঙ্গল শৈবাল
phalanges—অঙ্গুলিনলক
phanerogam—সপুষ্পক উদ্ভিদ্
phantasy—মনঃসৃষ্টি
pharmacy—ভেষজকর্ম। pharmaceutist—ভেষজিক। pharmacist—ভেষজী। pharmacology—ভৈষজবিদ্যা
pharynx—গলবিল
phase—দশা; কলা
phenocryst—প্রকেলাস
phenomenology—প্রপঞ্চবাদ ('প্রতীতিবাদ' ব্যবহার করা ভাল)। phenomenon—প্রপঞ্চ ব্যাপার ('প্রতীত ব্যাপার' ব্যবহার করা ভাল), প্রপঞ্চ
philology—ভাষাবিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান
philosophy—দর্শন
phobia—আতঙ্ক
phonetics—শব্দবিদ্যা, ধ্বনিতত্ত্ব
phonometer—স্বনমাপক
phosphoresce—অনুপ্রভাবিত হওয়া।~nce—অনুপ্রভা। ~nt—অনুপ্রভ
photo- —আলোক-, ভা-, আলোকজ। ~-electric—আলোকতড়িত। ~-electricity—আলোকতড়িৎ। ~man—ভাচিত্রকার। ~synthesis—সালোকসংশ্লেষ। ~tonous—আলোকস্থ

photograph—আলোকচিত্র। ~ic lens—ফটো লেন্স্। ~y—আলোকচিত্র
photometer—দীপ্তিমাপক। photometry—দীপ্তিমিতি
photon—আলোককণা
phylloclade—পর্ণকাণ্ড
phyllode—পর্ণবৃন্ত
phyllotaxy—পত্রবিন্যাস
phyllum—পর্ব
phylogenesis, phylogeny—জাতিজনি
phylogenetic—জাতিগত
physical—ভৌত ; প্রাকৃতিক। ~change—ভৌত পরিবর্তন। ~instructor—দেহ-চর্যা-শিক্ষক
physics—পদার্থবিদ্যা
physiography—ভূমিবৃত্তি
physiology—শারীরবৃত্ত, শারীরবৃত্তি। physiological—শারীরবৃত্তীয়
pigment—রঞ্জক ; রঙ্গক
pileus—টুপি
piliferous—রোমবহ
pilot—পথদেশক
pinaceæ—সরল-গোত্র
pinacoid—প্রকোষ্ঠ
pinna—পত্রক
pinnate—পক্ষল। ~ly veined—পক্ষশিরিত। ~venation—পক্ষশিরা-বিন্যাস
pinnatifid—পক্ষবৎ খণ্ডিত
pioneer—পথিকৃৎ
Pisces—মীন
pisolite—কূর্মাণ্ডক
pistil—গর্ভকেশর। ~late (flower)—স্ত্রীপুষ্প। ~lode—বন্ধ্য গর্ভকেশর
pitch—(স্বর-সম্বন্ধে) তীক্ষ্ণতা ; স্বনতীক্ষ্ণতা ; স্বনকম্পাঙ্ক ; (পদার্থ.) থাক, গুণান্তর
pitcher plant—ঘটপত্রী
pith—মজ্জা
pitted—মন্দুরিত
placenta—অমরা, ফুল। ~tion—অমরা-বিন্যাস
placer—স্রোতজ
plains—সমভূমি
plaint—আরজি। ~iff—বাদী
plaited—ভাঁজ-করা
plan—নকশা, পরিলেখ ; পরিকল্পনা
plane—তল ; সমতল ; সমভূমি। ~section—সমচ্ছেদ। inclined~—আনত তল
planet—গ্রহ
planning officer—পরিকল্পনাধিকারিক, পরিকল্পক
plano- —সম-। ~concave—সমাবতল। ~convex—সমোত্তল। ~meter—সমতলমান
planogamete—চলজননকোষ
plant—উদ্ভিদ্, পাদপ ; জনিত্র (gas~ = গ্যাস-জনিত্র)। ~kingdom—উদ্ভিদ্সর্গ, উদ্ভিদ্জগৎ, উদ্ভিদ্গ্রাম
plantation—ক্ষেত্র ; আবাদ ; বাগান
plasma—রক্তরস, রক্তমস্তু
plastic—নমনীয়। ~ity—নম্যতা, নমনীয়তা। ~substance—পোষক দ্রব্য
plate—ফলক, পট্ট, পটিকা
plateau—মালভূমি
platelet—অণুচক্রিকা
plating—ধাতুলেপন
platinized—প্লাটিনামযুক্ত
platoon—গুল্ম। ~commander—গুল্ম-নায়ক
platy—পট্টিত
play—ক্রীড়া। play of colour—বর্ণবিলাস
plea—ওজর, অজুহাত
pleading—হেতু-ভাষণ ; আরজি ; জবাব
pleasant—প্রিয়। ~ness—প্রিয়তা
pleasure—সুখ। ~principle—সুখসূত্র
pledge—বন্ধক। pledgee—অধিগ্রাহী
plethysmograph—আয়তনলিখ্
pleura—ফুসফুসধরা কলা
plexus—জালক। ~of nerves—নার্ভ-বেণিক। nerve ~—নার্ভজালক
plicate—কুঞ্চিত
pliers—পাক-সাঁড়াশি
plotting—অঙ্কন
plumbago—কৃষ্ণসীস
plumb line—ওলনদড়ি, লম্বসূত্র
plummet—ওলন
plumule—ভ্রূণমুকুল

pluralism—নানাত্ববাদ
plus—যুক্ত
Pluto—প্লুটো
plutonic—পাতালিক
pneumatic trough—গ্যাসদ্রোণী
pneumatolysis—গ্যাসক্রিয়া
pneumatophore—শ্বাসমূল
pneumograph—শ্বাসলিখ্
pod—শিম্ব
pointed—সূচ্যগ্র
pointer—সূচি, কাঁটা। ~s—নির্দেশক
point of concurrency—সম্পাতবিন্দু
poison—বিষ। ~ed—বিষিত। ~ing—বিষণ। ~ous—সবিষ, বিষময়, বিষধর্মী, বিষ-। blood-~ing—রক্তদুষ্টি
polar—(বিণ.) মেরু-; (বি.) মেরুরেখা। ~axis—ধ্রুবাক্ষ। ~calms—মেরুশান্তমণ্ডল। ~distance—লম্বাংশ। ~point—মেরু। ~region—মেরুপ্রদেশ
Polaris—ধ্রুবতারা
polarize—সমবর্তিত করা। ~d—(আলোক সম্বন্ধে) সমবর্তিত; (কোষ সম্বন্ধে) ছন্ন। ~r—সমবর্তক। polarization—(আলোক সম্বন্ধে) সমাবর্তন; (কোষ সম্বন্ধে) ছদন
pole—মেরু। Pole Star—ধ্রুবতারা। consequent~—উপমেরু। North Pole—সুমেরু। South Pole—কুমেরু
police—আরক্ষা। ~magistrate—আরক্ষা শাসক। ~outpost—আরক্ষাগুল্ম, ফাঁড়ি। ~party, ~picket—আরক্ষিদল। ~service—আরক্ষা-কৃত্যক। ~station—থানা। ~surgeon—আরক্ষা-চিকিৎসক
policy (of an insurance)—বিমাপত্র
poll—ভোটগ্রহণ, মতগ্রহণ। ~agent—ভোট-গ্রহণ-নিযুক্তক। ~ing booth—ভোটস্থান, ভোটঘর। ~ing station—ভোটস্থান। ~ing officer—ভোটগ্রাহী, মতগ্রাহী
pollen—পরাগ। ~grains—পরাগরেণু। ~masses—পরাগপিণ্ড। ~sac—পরাগ-স্থলী। ~tube—পরাগনলিকা
pollinated—পরাগিত
pollination—পরাগযোগ। cross~—ইতর পরাগযোগ
pollution—দূষণ
poly-—বহু। ~gamous—বিমিশ্র, মিশ্র-বাসী, ব্যামিশ্র। ~gamy—বহুগামিতা। ~gon—বহুভুজ। ~hedron—বহুতলক। ~morphic—বহুরূপ। ~morphism—বহুরূপতা। ~morphous—বহুরূপ, বহুরূপী। ~nominal—বহুপদ। ~petalæ—বিযুক্ত-দলী। ~petalous—বিযুক্তদল। ~sepalous—বিযুক্তবৃতি। ~synthetic—আবৃত্ত। ~valent—বহুযোজী
poppy seeds—পোস্তদানা
popular usage—লোকাচার
porous—সচ্ছিদ্র, সরন্ধ্র, রন্ধ্রীয়, বহুরন্ধ্র। non-~—নিরন্ধ্র। porosity—সরন্ধ্রতা
port—বন্দর। ~commissioner—বন্দর-পাল, পত্তনপাল। ~officer—বন্দরাধিকারিক, পত্তনাধিকারিক। ~police—পত্তন আরক্ষা বা আরক্ষিদল, বন্দর আরক্ষা বা আরক্ষি-দল
portfolio—পত্রকোষ; মন্ত্রাধিকার
positive—(পদার্থ.) পরা, পর; সদর্থক; (গণি.) ধন- (~number = ধনরাশি)
positivism, positivity—দৃষ্টবাদ
post-budgetary—আয়ব্যয়কোত্তর
posterior—অক্ষমুখ; পশ্চাৎ
post-graduate—স্নাতকোত্তর
postmaster—ডাক-আধিকারিক। Post-master General—মহাপ্রেষাধিকারিক, বড় ডাককর্তা
postscript—পুনশ্চ
postulate—স্বীকার্য
posture—অঙ্গবিন্যাস
potential—(বিণ.) স্থৈতিক; (বি.) বিভব। ~ity—(মনোবি.) অব্যক্ততা, অস্ফুটতা
pot-hole—মন্থকূপ, ভ্রমিচ্ছিদ্র
pound—খোঁয়াড়
power—ক্ষমতা; (গণি.) ঘাত; (লেন্স্ সম্বন্ধে) বর্ধনাঙ্ক। ~installation—শক্তিযন্ত্র স্থাপন। ~of attorney—মোক্তারনামা, প্রতিহস্ত-ক্ষমতা। ~series—ঘাতশ্রেণী। candle ~—দীপশক্তি
practical—ব্যবহারিক, প্রয়োগীয়, ফলিত। ~application—ব্যবহারিক প্রয়োগ

practice—(গণি.) চলিত নিয়ম ; (মনোবি.) সাধন ; ব্যবহার
pragmatism—প্রয়োগবাদ। pragmatic—প্রায়োগিক
preamble—প্রস্তাবনা
preaudited—পূর্ব-নিরীক্ষিত
precaution—প্রাগ্‌বিধান
precedence—মানক্রম ; পূর্ববর্তিতা
precedent—নজির ; পূর্ববর্তী ; পূর্বগামী
precession—অয়নচলন
precious stone—রত্ন
precipitate—অধঃক্ষেপ। ~d—অধঃক্ষিপ্ত। precipitant—অধঃক্ষেপক। precipitation—অধঃক্ষেপণ
precis—মর্ম
precocious—অকালপক্ব, বালপ্রৌঢ়
preconscious—আসংজ্ঞান
predisposition—প্রবণতা
pre-emption—অগ্রক্রয়াধিকার
prefect—বৈনয়িক
preference—পক্ষপাত, অধিমান। imperial ~—সাম্রাজ্য-পক্ষপাত
preferential—পক্ষপাতী।~share—অগ্রাংশ
prefoliation—মুকুলপত্রবিন্যাস
prefloration—পুষ্পপত্রবিন্যাস
preformation theory—প্রাগ্‌ভাববাদ
pregenital—লিঙ্গপূর্ব
prehensile—গ্রাহী
prejudice—পক্ষপাত ; হানি ; অনিষ্ট। prejudicial—পক্ষপাতদুষ্ট ; অনিষ্টকর
premature—অকালীয়, অকাল-
premolar—পুরঃপেষক
premonition—পূর্ববোধ
prescribed—নির্দিষ্ট
prescription—ব্যবস্থাপত্র
presentation—উপস্থাপন
presidency—প্রাদেশিক ; পৌর ; পুর-। ~ jail—পৌরকারা। ~magistrate—পুরশাসক। Presidency Postmaster—প্রাদেশিক ডাক-আধিকারিক
President (of the Indian Union)—রাষ্ট্রপতি, অধিরাষ্ট্রপতি। Vice President—উপরাষ্ট্রপতি।
presiding minister—অধ্যক্ষ-মন্ত্রী
presiding officer—অগ্রাধিকারিক
press—মুদ্রিতক। ~and forms department—মুদ্রণ ও নিদর্শ বিভাগ। ~censorship—মুদ্রিতক বিবাচন। ~corrector—মুদ্রণশোধক।~note—জ্ঞাপনপত্র, প্রেসনোট
pressure—প্রেষ, চাপ। ~gradient—প্রেষক্রম ; প্রেষনতি। ~sensation—প্রেষবেদন। atmospheric~—বায়ুপ্রেষ। hydrostatic~—উদপ্রেষ। negative ~—প্রতীপ প্রেষ। positive~—অভিগ প্রেষ
presumption—অর্থাপত্তি ; প্রাক্‌প্রত্যয়, প্রাক্‌প্রমাণ
prevention—নিবারণ, বারণ, প্রতিরোধ
preventive—নিবারক। ~detention—নিবারক অবরোধ। ~measure—বারণোপায়
prick—বেধ
prickles—গাত্রকণ্টক
primacy—আদ্যতা, মুখ্যতা, প্রাথম্য
prima facie—দৃষ্টত:
primal horde—আদিম সঙ্ঘ
primary—মুখ্য .
prime—মৌলিক ; মুখ্য ; প্রধান। ~meridian—মূলমধ্যরেখা। ~minister—প্রধান মন্ত্রী। ~vertical—পূর্বাপরবৃত্ত
primitive—আদিম, প্রাক্‌কালীন
principal—(বি.) অধ্যক্ষ ; (বাণিজ্যে) মালিক, প্রধান ; (বিণ) মুখ্য
principle—তত্ত্ব। ~s of classification—শ্রেণীবদ্ধীকরণসূত্র
printer—মুদ্রক
printing-press—*মুদ্রণালয় ; *মুদ্রণযন্ত্র
priority—পূর্বিতা
prism—ত্রিপার্শ্ব কাচ ; (ভূবি.) স্তম্ভ। ~atic—স্তম্ভাকার
private—একান্ত ; প্রাতিজনিক।~carrier's permit—প্রাতিজনিক বাহানুমতি, আত্মবাহানুমতি। ~defence—আত্মরক্ষা। ~ property—নিজ সম্পত্তি, স্বধন ; বেসরকারি সম্পত্তি। ~secretary—একান্ত সচিব
privation—অভাব
privilege—বিশেষাধিকার

probability—সম্ভাবনা
probate—ইষ্টি-প্রমাণক, ইচ্ছাপত্র-প্রমাণক
Probation Officer (Children's Court Establishment)—পরিদর্শক (বালাধিকরণ)
probationary—অবেক্ষাধীন
problem—প্রশ্ন, সমস্যা ; (জ্যামি.) সম্পাদ্য
proboscis—শুণ্ড, শুঁড়
procambium—আদি ক্যাম্বিয়ম
procedure—প্রণালী, প্রক্রিয়া
proceedings—বৃত্তাবলী, কার্যাবলী । ~ volume—বৃত্তপুস্তক
process—আকারণ, পরোয়ানা ; প্রবর্ধন ; পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ; ক্রিয়া । ~fee—তলবানা । ~-server—পরোয়ানা-জারিকারী । constructive~—সংযোজী ক্রিয়া । destructive~—বিযোজী ক্রিয়া
proclamation—উদ্‌ঘোষণা
procumbent—শয়ান
procurement—আসাদন
produce—উৎপন্ন । ~r—উৎপাদক ; (চলচ্চিত্রের) প্রযোজক
product—ফল ; (গণি.) গুণফল । ~ion—উৎপাদন । ~ive—উৎপাদী । ~s—জাতদ্রব্য ; বস্তু, দ্রব্য
profession—বৃত্তি, পেশা
profile—পার্শ্বচিত্র
profit—লাভ
proforma (account)—দর্শনার্থ (গণিতক)
prognosis—আরোগ্য-সম্ভাবনা
programme—কার্যক্রম, অনুক্রম, ক্রমপত্র
progression—অগ্রগতি ; প্রগতি
progressive—ভবিষ্ণু । ~motion—অগ্রগতি
prohibition—প্রতিষেধ ; নিষেধ
projected—অভিক্ষিপ্ত
projectile—প্রাস
projection—প্রক্ষেপ, অভিক্ষেপ । ~lantern—ম্যাজিক লণ্ঠন
promissory note—প্রত্যর্থপত্র, কোম্পানির কাগজ ; হ্যানডনোট
promontory—শৈলান্তরীপ
promoter—প্রবর্তক
promotion—পদোন্নতি
prompting method—স্মারণ-পদ্ধতি
promycelium—আদি ছত্রাক দেহ
propensity—প্রবণতা
proper—(গণি.) প্রকৃত (~fraction=প্রকৃত ভগ্নাংশ)
property—ধর্ম
prophyll—পূর্বপত্র
proposition—প্রতিজ্ঞা
proportion—অনুপাত, সমানুপাত । ~al আনুপাতিক
pro rata—যথাভাগ
prorogation—ব্যাক্ষেপ
prop root—ঠেকমূল
prosecuted—অভিশস্ত ; অভিযুক্ত
prosecution—অভিশংসন ; অভিযোগ
prosecutor—অভিশংসক
prospective—ভবিষ্যাপেক্ষ
protandrous—প্রপুংপরিণত । protandry—প্রপুংপরিণতি
protect—পালন, রক্ষণ । ~ed—রক্ষিত । ~ed state, ~orate—সামন্তরাজ্য, আশ্রিত রাজ্য । ~ion—সংরক্ষণ । ~ive colouration—রক্ষাবর্ণ । ~ive measure—রক্ষণ । ~or of emigrants—প্রবাসনপাল
prothorax—পুরোবক্ষ
protogyny—প্রস্ত্রীপরিণতি । protogynous—প্রস্ত্রীপরিণত
protopathic—অবিলক্ষ্য
protostele—আদি স্টেল
protractor—কোণমাপক, প্রসারক
provident fund—ভবিষ্যনিধি
province—পরিসর ; (ভূগো.) প্রদেশ । provincial—প্রাদেশিক
provision—বিধান, ব্যবস্থা
proviso—অনুবিধি
provocation—উৎক্ষোভন
proxy—প্রতিনিধি, প্রকসি
pseudo-bulb—উপকন্দ
pseudomorph—ছদ্মরূপ । ~ism—ছদ্মরূপতা
pseudopodium—ক্ষণপাদ
pseudoscope—বিকৃতদৃক্, অপদৃক্
psychasthenia—মনোদৌর্বল্য
psyche—মন । psychiatry—মনোরোগ-

বিদ্যা। psychic—মনঃ-। psychical—মানসিক
psycho- —মনঃ-। ~analaysis—মনঃসমীক্ষণ। ~logist—মনোবিৎ। ~logy—মনোবিদ্যা। ~neurosis—বায়ুরোগ। ~ -pathology—মনোবিকার, মনোরোগ-বিদ্যা। ~ physical—মানসদৈহিক, মানস-ভৌতিক। ~ physics—শারীর মনোবিদ্যা
psychosis—বাতুলতা
puberty—বয়ঃসন্ধি
pubescent—রোমশ
public—জন-, লোক-, সরকারি। ~administration—লোকশাসন। ~carrier's permit—পাকজনিক বাহানুমতি, সর্ব-বাহানুমতি। ~debt—সরকারি ঋণ। ~ health—জনস্বাস্থ্য। ~hygiene—পৌর-স্বাস্থ্য। ~nuisance—লোককণ্টক। ~ prosecutor—সরকারি অভিশংসক। ~ relations officer—জনসম্পর্ক আধি-কারিক। ~servant—সরকারি কর্মচারী। ~service commission—রাষ্ট্রনিয়োগা-ধিকার, কৃত্যক-নিয়োগাধিকার। ~welfare—জনকল্যাণ
publication—প্রকাশ
publicity—প্রচার
P. U. C.—বিবেচ্যপত্র
puddling furnace—আলোড়ন-চুল্লী
pull—টান
pulley—কপি, কপিকল
pulmonary—ফুসফুস-। ~artery and vein—ফুসফুসাধিগ ধমনী ও শিরা
pulmonate—ফুসফুস-শ্বাসী
pulse, pulse-beat—নাড়ী, নাড়ীঘাত, ধমনী-ঘাত
pulverization—প্রচূর্ণন
pulverizer—প্রচূর্ণক
pulvinus—উপাধান
pumice stone—ঝামাপাথর
punitive—দণ্ডার্থ
pupa—পুত্তলি
pupil—তারারন্ধ্র
pupil nurse—শৈক্ষ পরিষেবিকা
pure quadratic—অমিশ্র দ্বিঘাত
purify—শোধন করা। purification—শোধন। purified—শোধিত। purifier—শোধক
purity—শুদ্ধতা
purple—নীলবেগনী ; রক্তবেগনী ; বেগনী
purposive—আভিপ্রায়িক
putrefaction—শটন ; পচন
put up—উপস্থাপ্য হউক, পেশ করা হউক। ~ ~slip—স্থাপ্যপত্র, পেশপত্রী
pygmy—বামন
pyloris of the stomach—প্রণালিকা
pyramid—শিখর। ~al—শিখরীয়
pyrite, -s—মাক্ষিক
pyrogenetic—তাপজ
pyrometamorphism—খরতাপ-রূপান্তর

Q

quadrangular—চতুর্ধার
quadrant—পাদ ; চতুঃকোষ অবস্থা
quadratic—দ্বিঘাত
quadrature—পাদসংস্থান
quadri- —চতুঃ। ~lateral—চতুর্ভুজ, চতুষ্কোণ। ~locular—চতুঃকোষ্ঠ। ~-valent—চতুর্যোজী
qualification—গুণ ; যোগ্যতা
qualified—গুণযুক্ত ; যোগ্য
quality—গুণ। qualitative — আঙ্গিক, গুণীয়
quantitative—মাত্রিক
quantity—(গণিতে) রাশি : (মনোবি.) মাত্রা। ~theory of money—অর্থ প্রসারবাদ
quarantine—সঙ্গরোধ ; নিরোধন
quarry—খাত
quarter—চতুর্থাংশ, পাদ (first~=প্রথম পাদ)
quartz—স্ফটিক
quicklime—কলিচুন
quicksilver—পারদ, পারা
quinologist—কুইনীনবিৎ
quota—কোটা, যথাংশ
quorum—অপেক্ষ সংখ্যা, গণপূর্তি
quotation—উদ্ধার ; মূল্যজ্ঞাপন ; বাজারদর

quoted—উদ্ধৃত
quotient—ভাগফল

R

race—জাতি
race-course—ধাবনপথ
rachis—পত্রক-অক্ষ। ~of fern—যৌগিক পত্রাক্ষ
racial—জাতীয়
radial—অর-, অরীয়। ~axis—মূলাক্ষ
radiance—দীপ্তি, প্রভা
radiant—দীপ্ত ; (পদার্থবি.) স্বপ্রভ। ~heat—বিকীর্ণ তাপ
radiation—বিকিরণ
radiating—ছটাকার
radical—মূলক ; মৃৎকাণ্ডজ। ~centre—মূলকেন্দ্র
radicle—ভ্রূণমুকুল
radioactive—তেজস্ক্রিয়
radius—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ; অর, ব্যাসার্ধ। ~of inversion—বিলোম ব্যাসার্ধ। ~vector—দূরক
rage—রোষ
railway—রেলপথ
rain—বৃষ্টি। ~fall—বারিপাত। ~-gauge—বৃষ্টিমাপক। ~ shadow—বৃষ্টিচ্ছায়। mean~গড় বারিপাত
rains—বৃষ্টি। cyclonic~—ঘূর্ণীবৃষ্টি। relief~—শৈলোৎক্ষেপ-বৃষ্টি
ramal—শাখাজ
ramenta—গাত্রশল্ক
random—অক্রম
range—পাল্লা ; আভোগ, অঞ্চল ; গোচর
rank—পদমর্যাদা
rape—ধর্ষণ, বলাৎকার
rape seed—সর্ষপ
raphe—প্রসারিত ডিম্বকনাভী
rapid—নদীপ্রপাত
rare earth—বিরলমৃত্তিকা
rarefy—তনু করা। rarefaction—তনূভবন
rate—হার ; দর ; (ট্যাক্স-সম্বন্ধে) অভিকর। ~of exchange—বিনিময়-হার
ratification—অনুসমর্থন
rating—(মনোবি.) নির্ধারণ
ratio—অনুপাত। ~of greater inequality—গুরু অনুপাত। ~of less inequality—লঘু অনুপাত
ration—সংবিভাগ। ~card—সংবিভাগ-পত্র। ~ing officer—সংবিভাগ আধিকারিক
rational—যুক্তিসিদ্ধ ; (গণি.) মূলদ। ~ism—যুক্তিবাদ, হৈতুকতা। ~ist—যুক্তিবাদী, হৈতুক। ~ization—যুক্ত্যভ্যাস ; (গণি.) করণী-নিরসন
ravine—দরি
raw material—কাঁচা মাল
ray floret—প্রান্তপুষ্পিকা
reaction—প্রতিক্রিয়া, বিক্রিয়া। ~product—বিক্রিয়ালব্ধ দ্রব্য
reactive—সক্রিয়
reading—পাঠ
reader—পরীক্ষক ; প্রুফ-শোধক ; পাঠক
reagent—বিকারক
real—বাস্তব ; (পদার্থবি.) সৎ (~focus=সৎ ফোকস)। ~ism—বাস্তববাদ। ~ity—বাস্তব, বাস্তবতা
realgar—মনঃশিলা, মোমছাল
realm—প্রদেশ
reappropriation—পুনরুপযোজন
reason—হেতু। ~ing—বিচার, যুক্তি
rebate—অবহ্রতক
rebound—প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া
recapitulation—সংক্ষিপ্তাবৃত্তি। ~theory—পরিবৃত্তিবাদ
receipt—প্রতিশ্রব, রসিদ ; প্রাপ্তি, আয়
receiver—গ্রাহক ; গ্রাহযন্ত্র। ~of a pump—পাম্প-আধার
recency—সাম্প্রত্য
receptacle—(উদ্ভিদবি.) পুষ্পাধার
receptive—গ্রাহী। receptor—গ্রাহক
recessive—প্রচ্ছন্ন
reciprocal—বিপরীত ; অন্যোন্য ; ব্যতিহার
reciprocity—ব্যতিহার
reclamation—উদ্ধার
reclinate—নিম্নমুখ

recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
recoil—প্রত্যাগতি, প্রতিক্ষেপ
recollection—অনুস্মরণ
recommendation—সুপারিশ
recomposition—পুনর্যোজন
reconciliation—সমন্বয়
record—বিবরণী ; লেখ্য, নথি, দলিল। ~er—নিবেশক। ~er's guide book—নিবেশ-প্রদর্শ। ~finder—নথি-প্রাপক, লেখ্য-প্রাপক। ~ing—নিবেশন।~keeper—নথি-রক্ষক, লেখ্য-রক্ষক। ~of rights—স্বত্বলেখ্য ; খতিয়ান। ~room—লেখ্যাগার, মোহাফেজখানা
recreation—বিনোদন
recruitment—প্রবেশন, সংগ্রহ ; ভরতি
rectangle—আয়তক্ষেত্র। rectangular hyperbola—সমপরাবৃত্ত
rectify—(পদার্থবি.) একমুখী করা। rectification—একমুখীকরণ। rectified spirit—শোধিত কোহল
rectilineal figure—ঋজুরেখ ক্ষেত্র
rectilinear—ঋজুরেখ
rector—অধিশিক্ষক, অধিপুরুষ
rectum—মলাশয়, মলনালী
recumbent—অর্ধশয়ান
recurrence—আবৃত্তি
recurring—(গণি.) আবৃত্ত। ~expenditure—আবর্তক ব্যয়
redemption—মোক্ষণ। ~ charges—মোক্ষণ-প্রভার
red heat—লোহিত তাপ। red hot—লোহিত তপ্ত
redintegration—পুনঃসমাকলন
reduction—বিজারণ ; (গণি.) লঘূকরণ। ~factor—লঘুগুণক
reed—(বাদ্যযন্ত্রাদির) পত্রী
reef—রীফ। barrier reefs—প্রবাল প্রাচীর। fringing reefs—বেলাশৈল
reeler—পাকদার, আবাপনিক
reference—নির্দেশ
refine—শোধন করা। ~d—শোধিত
reflect—প্রতিফলিত করা। ~ed—প্রতিফলিত। ~ing—প্রতিফলক। ~ion—(বি.) প্রতিফলন ; (বিণ.) প্রতিফলিত। ~or—প্রতিফলক
reflex—প্রতিবর্ত ; প্রতিবর্তক ; প্রতিবর্তী ; প্রবৃদ্ধ। ~action—প্রতিবর্ত ক্রিয়া, প্রতিবর্তী ক্রিয়া। ~angle—প্রবৃদ্ধ কোণ
reformatory—সংশোধনাগার
refract—প্রতিসরণ করা। ~ed—প্রতিসৃত। ~ing—প্রতিসারক। ~ing index—প্রতিসরাঙ্ক। ~ion—প্রতিসরণ। ~ive index—প্রতিসরাঙ্ক। ~ory—দুর্গল
refrangible—প্রতিসরণীয়
refrigerate—হিমায়িত করা।~d—শীতিত।
refrigeration—শীতন, হিমায়ন
refrigerator—শীতক
refuelling—পুনরেধগ্রহণ, পুনরায় তেল ভরা
refund—প্রত্যর্পণ
regelate—পুনঃশিলীভূত করা। regelation—পুনঃশিলীভবন
regeneration—পুনরুৎপত্তি। regenerator—পুনরুৎপাদক
regiment—সৈন্যদল। ~al—সৈন্যদল-
region—অঞ্চল, প্রদেশ। ~al—আঞ্চলিক, স্থানিক ; মাণ্ডলিক ; (ভূবি.) ব্যাপক। ~al controller of civil supplies—মাণ্ডলিক নিয়ামক, জনসংভরণ। ~al council—আঞ্চলিক পরিষদ্। ~al transport authority—স্থানিক পরিবহণ অধিকারী
register—নিবন্ধভুক্ত করা। registrar—নিয়ামক ; করণাধ্যক্ষ ; নিবন্ধক। registration—নিবন্ধন। registration number—নিবন্ধ-সংখ্যা
regression—পশ্চাদ্‌গতি ; প্রত্যাবৃত্তি
regular—সমাঙ্গ ; সুষম ; সম (~solid = সমঘন)। ~ization—নিয়ামন। ~ize। নিয়ামিত করা
regulated—নিয়ন্ত্রিত। regulation—প্রনিয়ম ; প্রবিধান। regulator—নিয়ামক
rehabilitation—পুনর্বাসন
reimbursement—পুনর্ভরণ
rejuvenated—পুনর্নব। rejuvenescence—পুনর্ভবন
relation—সম্বন্ধ ; ব্যতিষঙ্গ। ~ship—জ্ঞাতিত্ব

relative—সম্বন্ধ ; আপেক্ষিক, সাপেক্ষ।
relativism—ব্যক্তিষঙ্গবাদ
relativity—আপেক্ষিকতা। theory of~—অপেক্ষবাদ, আপেক্ষিকবাদ
relaxation—শ্লথন। relaxed—শিথিল, শ্লথ
release—মুক্তি। released—অবমুক্ত
relevancy—প্রাসঙ্গিকতা
reliability—বিশ্বাস্যতা
relief—(বি.) ত্রাণ ; সাহায্য ; নিবৃত্তি, উপশম ; বিমোক ; বিমোচক ; (ভূগো.) বন্ধুরতা (~map=বন্ধুরতার মানচিত্র) ; (বিণ.) বন্ধুর, উচ্চাবচ
remembrance—স্মৃতি। remembering—স্মরণ
reminder—তাগিদ, অনুস্মারক
remission—নিষ্কৃতি
remittance—প্রেষণ ; প্রেষিতক
remorse—অনুতাপ, অনুশোচনা
remount—আরোহ। ~depot—আরোহ-স্থান
reniform—বৃক্কাকার
rent—ভাটক, ভাড়া ; কর, খাজনা। ~free—নিষ্কর। ~roll—জমাবন্দী
repair—মেরামত, পূরণ
repatriation—প্রত্যাবাসন। ~benefit—প্রত্যাবাসন-সাহায্য। repatriated—প্রত্যাবাসিত
repeal—নিরসন
repetition—পুনর্বৃত্তি
replace—প্রতিস্থাপন করা। ~able—প্রতিস্থাপনীয়। ~ment—প্রতিস্থাপন
report—প্রতিবেদন ; প্রতিবেদ
representation—প্রদর্শন
representative—প্রতিনিধি
repression—অবদমন। repressed—অবদমিত
reprieve—দণ্ডব্যাক্ষেপ ; প্রবিলম্বন
reproduction—জনন। asexual~—অযৌন জনন। vegetative~—অঙ্গজ জনন
reproductive—জনন-। ~cell—জননকোষ
republic—গণরাজ্য ; প্রজাতন্ত্র
repugnant—বিরোধী
repulsion—বিকর্ষণ। repulsive—বিকর্ষী
requisition—অধিযাচনপত্র। ~slip—অধিযাচনপত্রী
rescind—প্রত্যাহরণ করা
rescue home—উদ্ধারভবন
research—গবেষণা
reservation—সংরক্ষণ। reserve—সংচিতি ; সংরক্ষণ। reserve fund—রিজার্ভ ফাণ্ড
reservoir—আধার
resident—আবাসিক, আবাসী
residue—অবশেষ। residuary powers—অবশিষ্ট ক্ষমতা। residual—অবশিষ্ট। residual magnetism—শেষ চুম্বকত্ব
resin—রজন ; জতু। ~ous—লাক্ষিক
resistance—বাধা, রোধ, প্রতিবন্ধ
res judicata—পূর্ববিচারিত দোবারা দোষ
resolution—সঙ্কল্প ; বিভাজন
resolved part—বিভক্তাংশ
resonance—অনুনাদ। ~box—অনুনাদী বাক্স
resonator—অনুনাদক
resorption—পুনঃশোষক
respiration—শ্বাস ; শ্বসন ; নিশ্বাস-প্রশ্বাস। artificial~—কৃত্রিম শ্বসন
respiratory—শ্বাস-। ~organ—শ্বাসযন্ত্র। ~quotient—শ্বাসহার
respirometer—শ্বাসমাপক
respiroscope—শ্বাসবীক্ষক
respite—বিলম্বন
respondent—উত্তরবাদী
response—প্রতিবেদন, প্রতিক্রিয়া, সাড়া
rest—স্থিতি ; বিরাম। ~ing point—স্থিতি-বিন্দু
restitution of conjugal rights—দাম্পত্যাধিকার পুনঃস্থাপন
restorative—বৃংহন
resultant—(বি.) লব্ধি ; ফল ; (বিণ.) লব্ধ
resume—সারসঙ্কলন
retail—খুচরা। ~er—খুচরা বিক্রেতা। ~price—খুচরা দর
retard—বাধা দেওয়া। ~ation—মন্দন
retention—রক্ষা
reticulated—জালক। reticulate (venation)—জালিকা শিরাবিন্যাস
retina—অক্ষিপট

retort—বকযন্ত্র
retractor—প্রত্যাহারক
retrograde motion—প্রতীপ গতি
retrogression—প্রতীপ গতি। retrogressive—প্রতীপ
retrospective—ভূতাপেক্ষ
return—বিবরণ (monthly∼ = মাসিক বিবরণ); প্রত্যায়
returning officer—নির্বাচন-আধিকারিক
returns—আগম। constant∼—সম-আগম। diminishing∼—উন-আগম। increasing∼—বর্ধমান আগম
revenue—রাজস্ব, আয়। ∼clerk—রাজস্ব-করণিক। ∼free—লাখেরাজ
reverberatory furnace—পরাবর্তক চুল্লী
reversion—পূর্বানুবৃত্তি
review—পুনরীক্ষণ, *সমীক্ষা
revision—সংশোধন। revised estimate সংশোধিত প্রাক্কলন। reviser—পরিশোধক, সংশোধক। revising authority—সংশোধন-অধিকারী, সংশোধনকর্তা
revocation—সংহরণ
revoke—সংহরণ করা। ∼d—সংহৃত
revolute—পৃষ্ঠাবর্তী
revolution—আবর্তন, পরিক্রমণ। period of∼—আবর্তনকাল
rhamnaceæ—বদরী-গোত্র
rhodophyceæ—লোহিত শৈবাল
rhythm—ছন্দ। ∼ic—ছান্দস; সমতাল
rib—পর্শুকা, পাঁজর
ribbed—সভঙ্গ
rider—রোহী
ridge—শৈলশিরা। submarine∼—মগ্নগিরি
riding master—আরোহ-শিক্ষক
rift valley—স্রংস-উপত্যকা
right—(বি.) অধিকার; (বিণ.) দক্ষিণ, ডাহিন। ∼angle—সমকোণ। ∼ascension—বিষুবাংশ। ∼hand steering—দক্ষিণাবর্তন, ডাইনে হাল
rigid—দৃঢ়। ∼ity—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য
rigor mortis—মরণসঙ্কোচ
rigorous imprisonment—সশ্রম কারাবাস বা কারাদণ্ড

ring—বলয়, মণ্ডল
riparian—নদীতীরবর্তী
ripple—লহরী (-রি)
rise and fall—উঠানামা; (বাণি.) তেজিমন্দি
rivalry—প্রতিযোগ
river—নদী। ∼basin—অববাহিকা, পর্যঙ্ক। ∼bed—নদীগর্ভ। ∼irrigated—নদীমাতৃক
rivet—নাচি
road—পথ। ∼alignment—পথরেখা। ∼cess—পথকর। ∼metal—পথশিলা
roast—জারিত বা ভর্জিত করা
rock—শিলা, প্রস্তর। ∼crystal—স্ফটিক। ∼salt—খনিজ লবণ। sedimentary∼—পাললিক বা পালল শিলা
rolling—গড়ান, আবর্তন। ∼friction—আবর্ত-ঘর্ষণ। ∼stock—গাড়িসম্ভার
roll-sulphur—বাত্তি-গন্ধক
root—মূল। ∼apex—মূলাগ্র। ∼cap—মূলত্র। ∼climber—মূলারোহী লতা। ∼less—মূলহীন, অমূল। ∼let—মূলিকা। ∼-parasite—মূলজীবী। ∼-stock—মূলাকার কাণ্ড। fibrous∼—শিফামূল। hanging∼—অবরোহ মূল। secondary∼—গৌণ মূল, শাখা মূল। tap∼—প্রধান মূল। true∼—স্থানিক মূল
ropeway—রজ্জুপথ
rosaceæ—গোলাপ-গোত্র
roster—পর্যায়। ∼-duty—পর্যায়
rotary—ঘূর্ণ
rotate—(ক্রি.) আবর্তন করা; (বিণ.) চক্রাকার
rotating—ঘূর্ণ-। ∼disc—ঘূর্ণচক্র
rotation—আবর্তন, ঘূর্ণন; আবর্ত। ∼al motion—ঘূর্ণগতি। ∼of crop—শস্যপর্যায়। ∼spectrum—ঘূর্ণন বর্ণচ্ছটা। axis of∼—ঘূর্ণাক্ষ
rotatory—ঘূর্ণ-
rote learning—আবৃত্তি
rotund—বৃত্তাকার
rough—রুক্ষ, অমসৃণ; বন্ধুর; স্থূল (∼approximation = স্থূলমান); শোধা (∼copy = শোধা প্রতিলিপি)। ∼draft—মোটা খসড়া

round—(বি.) চক্র, রোঁদ ; ক্ষেপ
rover—ব্রজচার
royal navy—রাজনাবী
royalty—অধিকার-ভাগধেয়
rubiaceæ—কদম্ব-গোত্র
ruby—পদ্মরাগ, চুনি। ~glass—লোহিত কাচ। ~sulphur—লোহিত গন্ধক
rudimentary—ব্যাহত ; অঙ্কুর ; লুপ্তপ্রায়
rule—নিয়ম। ~of three—(গণি.) ত্রৈরাশিক
ruled—রেখাঙ্কিত
rules—নিয়মাবলী। ~of business—কার্য নিয়ম। ~of procedure—কার্যক্রম
ruling—বিনির্দেশ
ruminated—চিত্রিত
runcinate—ক্রকচাকার
rural—গ্রাম্য, জানপদ। ~publicity officer—পল্লী-প্রচার-আধিকারিক
rutaceæ—নিম্বুগোত্র

S

sabotage—অন্তর্ঘাত, কূটঘাত ; অন্তর্ঘাতী বা কূটঘাতী কার্য
saboteur—অন্তর্ঘাতক, কূটঘাতক
sacrament—সংস্কার
sacrum—ত্রিকাস্থি
saddle—পল্যয়ন
sadism—ধর্ষকাম। sadist—ধর্ষকামী
safety-catch—রক্ষা-ছিট্‌কিনি
safeguard—রক্ষাকবচ
safety lamp—নিরাপদ্ দীপ
Sagittarius—ধনু
sagittate—মানকপত্রাকার
salammonia—নিশাদল, নবসার
salesman—বিক্রয়িক
saline—লাবণ, লাবণিক। salinity—লবণতা
saliva—নিষ্ঠীবন, থুতু, মুখলালা, লালা। ~ry—লালা-। ~ry gland—লালাগ্রন্থি। ~tion—লালাস্রাব
saltpetre—শোরা
sample—নমুনা
sanction—অনুমোদন, মঞ্জুরি। ~ed—অনুমোদিত, মঞ্জুরিত
sand—বালুকা, বালি। ~-bank—বালুকাতট। ~bath—বালিখোলা। ~-culture—বালুকাকৃষ্টি। ~-paper—সিরিশ কাগজ। ~stone—বেলে পাথর, বালুশিলা
sanatorium—স্বাস্থ্যভূমি, স্বাস্থ্যালয়
sanitary inspector—স্বাস্থ্য-পরিদর্শক
sanitation—স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ; অনাময়-ব্যবস্থা
sapindaceæ—লিচু-গোত্র
saponification—সাবান-ভবন
sapphire—নীলকান্ত
saprophyte—মৃতজীবী। saprophytic—শবজীবী। saprophytism—শবজীবিতা
sap wood—কোমল বা সরস কাষ্ঠ
Sargasso Sea—শৈবাল সাগর
satellite—উপগ্রহ
satiety—পরিতৃপ্তি, সন্তৃপ্তি
satisfaction—পরিতোষ
saturate—সংপৃক্ত করা, পরিপৃক্ত করা। ~d সংপৃক্ত, পরিপৃক্ত। saturation—সংপৃক্তি, পরিপৃক্তি। over~d—পরিপৃক্ত। supersaturation—অতিপৃক্তি
Saturn—শনি। the ring of~—শনিবলয়
satyriasis—পুংকামোন্মাদ
saving—উদ্বৃত্ত
saving method—(মনোবি.) পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি
scald—বাষ্পদাহ
scale—শল্ক, শকল, আঁশ ; মাপনী ; মানক, মান ; ক্রম (~of pay=বেতন-ক্রম)। ~leaf—শল্কপত্র। ~-pan—তুলপাত্র। diatonic~—সপ্তক। musical~—স্বরগ্রাম মান। tempered ~—সংস্কৃত স্বরগ্রাম
scalene—বিসমভুজ
scaly—শল্কাকার
scape—ভৌম পুষ্পদণ্ড
scapula—অংসফলক
scarp—ভৃগুতট
scattering—বিক্ষেপণ
scepticism—সন্দেহবাদ
schedule—অনুসূচি, তফসিল
schema—উদাহরণ
schematic—পরিকল্পনীয়
scheme—পরিকল্প

schizocarp (fruit)—ভেদক ফল
schizophrenia—চিত্তভ্রংশী বাতুলতা
scholar—বিদ্যার্থী ; পণ্ডিত
scholasticism—সাম্প্রদায়িক বিদ্যাভিমান
school—সম্প্রদায় ; বিদ্যালয়
scintillation—স্ফুলিঙ্গায়ন
sclerotic—শ্বেতমণ্ডল। ~coat—শ্বেতমণ্ডল
score—সাফল্যাঙ্ক
scoring method—যুগ্মস্মৃতি-পদ্ধতি
Scorpio—বৃশ্চিক
scorpion—কাঁকড়াবিছা, বৃশ্চিক। ~sting—বৃশ্চিক-দংশন, বিছার কামড় বা হুল
scratch—অঙ্কন, লেখন
screen memory—(মনোবি.) আবরক স্মৃতি
screw—স্ক্রু। pitch of the ~—থাক, গুণান্তর। thread of the ~—গুণ, গুণা
scrubland—গুল্মভূমি
scrutiny—সমীক্ষা
sea—সমুদ্র, সাগর। ~-beach—সৈকত। ~-bottom—সিন্ধুতল। ~cucumber—সামুদ্র কর্কন্ধু। ~-level—সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্র সমতল, সাগরাঙ্ক। ~weed—সমুদ্র-উদ্ভিদ, সমুদ্র-শৈবাল
seal—নামমুদ্রা, সীলমোহর। ~bailiff—মুদ্রা-নিয়োগী। ~ed—নামমুদ্রাঙ্কিত, সীলমোহরাঙ্কিত। common seal—সামূহিক নামমুদ্রা
seam—স্তর
secant—ছেদক
second—বিকলা
secondary—অপ্রধান, গৌণ ; অনু- ; (ভূবিদ্যায়) অনুসম্ভূত। ~cell—সঞ্চয়কোষ। ~education—মধ্যশিক্ষা। ~elaboration—অনুযোজনা
seconder—সমর্থক
secret agent—গুপ্ত প্রতিনিধি
secret cover—গূঢ়চ্ছদ
secretariat—মহাকরণ ; সজ্যটন ; প্রতিষ্ঠান
secretary—সচিব ; সম্পাদক
secretion—ক্ষরণ ; ক্ষারণ ; নিঃসরণ
sect—সম্প্রদায়
section—উপশাখা, অনুবিভাগ ; ধারা (~of a rule=আইনের ধারা) ; ছেদ ; ছেদন ; দল। ~-cutter—ছেদক। ~-holder—শাখাধর। cross~—প্রস্থচ্ছেদ। longitudinal ~—দীর্ঘচ্ছেদ। transverse~—প্রস্থচ্ছেদ, অনুপ্রস্থচ্ছেদ। vertical~লম্বচ্ছেদ, উল্লম্ব ছেদ, ঊর্ধ্বাধঃ ছেদ
sectional area—দূরকক্ষেত্র
sector—বৃত্তকলা
secular parallax—নাক্ষত্র লম্বন
secular state—লোকায়ত রাষ্ট্র
security—প্রতিভূতি, জামিন ; জমানত ; ক্ষেম, নিরাপত্তা। ~deposit—জামিন টাকা
sediment—তলানি ; কল্ক, গাদ ; (ভূবি.) পলল। ~ary—পালল ; (ভূগো.) পাতালিক। ~ation—থিতান ; অবক্ষেপণ
sedition—রাজবৈর
seduction—বিলোভন। seduced—বিলুব্ধ
seed—বীজ। ~ed—সবীজ। ~less—বীজহীন, অবীজ। ~ling—চারা
seepage—স্বরণ
segment—(রেখা সম্বন্ধে) খণ্ড ; খণ্ডক ; (বৃত্ত সম্বন্ধে) বৃত্তাংশ। ~ation—খণ্ডীকরণ, খণ্ডীভবন। ~of a sphere—গোলকখণ্ড। abdominal~—উদরখণ্ডক
segregation — পৃথগ্‌ভবন ; পৃথক্‌করণ ; (ভূবি.) সমবায়ন
seigniorage—বানি
seismic—ভূকম্পীয়
seismograph—ভূকম্পলিক্‌। ~y—ভূকম্পবিদ্যা
seismology—ভূকম্পবিদ্যা
select—নির্বাচন করা। ~committee—প্রবর সমিতি। ~ion—নির্বাচন ; (মনোবি.) বরণ। ~ive—(মনোবি.) বৃত
self—আত্মা ; অহং ; স্ব-। ~-assertion—আত্মসাম্মুখ্য। ~-conjugate—স্বানুবদ্ধ। ~-determination—আত্মনির্ধারণ। ~-evident—স্বতঃপ্রমাণ। ~-induction—স্বাবেশ। ~-willed—স্বৈর
semen—শুক্র
semi- —অর্ধ
senior—জ্যেষ্ঠ, উত্তর, *প্রবর (সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে)। ~ity—জ্যেষ্ঠতা
sensation—বেদন ; সংবেদন। ~alism—সংবেদবাদ ; সংবেদনতন্ত্র

sense—জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বেদন (muscular~=পেশীয় বেদন) ; বোধ (~of guilt=অপরাধ-বোধ)। ~-organ—ইন্দ্রিয়স্থান ; জ্ঞানেন্দ্রিয়
sensibility—উত্তেজিত্ব ; বেদিতা
sensitive—সুবেদী ; সূক্ষ্ম। ~paper—সুগ্রাহী কাগজ
sensory—সংজ্ঞাবহ সংবেদজ, সংবেদ-। ~centre—সংজ্ঞাক্ষেত্র, সংজ্ঞাকেন্দ্র। sensorial—সংবেদন-
sentence—দণ্ডাদেশ
sentiment—রস
sepal—বৃত্যংশ। ~oid—বৃতিসদৃশ
sepsis—বীজদূষণ
septic tank—মলশোধনাশয়
septum, septa—পরদা, ব্যবধায়ক
sequence—ক্রম
serial—অনুক্রমিক
sericultural—কীটপোষ-
series—মালা, শ্রেণী
serrate, -d—ক্রকচ
serum—রক্তমস্তু
service—কৃত্যক। ~of the crown—রাজকার্য। ~-roll—কৃত্যকসূচী
session—সত্র। ~s—দণ্ডসত্র, দায়রা। ~s judge—দণ্ডসত্রাধীশ, দায়রা বিচারক
set—বিন্যাস। ~off—কাটাকাটি
setting—অস্তগমন। ~circle—অস্তবৃত্ত
settled raiyat—স্থিতিবান্ রায়ত
settlement—ভূ-বাসন। ~officer—ভূ-বাসন আধিকারিক
sex—লিঙ্গ। ~ology—কামবিদ্যা
sexagesimal—ষষ্টিক
sexual—লৈঙ্গিক, যৌন, কামজ ; কাম-, রত-। ~aim—কামচেষ্টা। ~instinct—কামপ্রবৃত্তি, সহজপ্রবৃত্তি। ~intercourse—রতি ; সম্ভোগ ; সঙ্গম ; মৈথুন। ~inversion—যৌনবিপর্যয়। ~object—কামপাত্র। ~orgy—রতোৎসব। ~pleasure—কামসুখ।
sexuality—যৌনতা ; কামিতা ; কামধর্ম
shallows—মগ্নচড়া
share—অংশ। ~holder—অংশী
sharp note—তীক্ষ্ণস্বর
shearing—কৃন্তন
shell—খোলক
shell-shock—ঘাত
shingle—নুড়ি
shipping—পোত- (~ agent=পোত-নিযুক্তক)। ~master—পোতাধিপাল
shoal—মগ্নচড়া
shock—অভিঘাত
shoeing-smith—নালবন্ধক, খুরত্রিক
shoot—বিটপ
short circuit—বর্ত্মক্ষেপ
shortsightedness—অদূরবদ্ধ দৃষ্টি
shoulder-blade—অংসফলক
shrinkage—সঙ্কোচন
shrub—গুল্ম
side—পক্ষ, বাহু, ভুজ
sidereal—নক্ষত্র-, নাক্ষত্র
sieve—চালনী
signal—সঙ্কেত
significant—(গণি.) সার্থক
silky—কৌশিক
silt—পলি, পঙ্ক
silver screen—রুপালি পরদা
similitude—সাম্য
simple—সরল। ~eye—সরলাক্ষি। ~harmonic motion—সরল দোলন। ~imprisonment—অশ্রম কারাবাস। ~leaf—একক পত্র। ~reflex—সরল প্রতিবর্ত
simplification—সরলীকরণ ; লঘূকরণ
simultaneous—যুগপৎ ; ~equation—সহ-সমীকরণ। ~ness—যুগপত্তা
sinecure—নিষ্কর্মাপদ
sine die—অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত
single—এক-। ~bond—একবন্ধ। ~transferable vote—একসংক্রাম্য ভোট বা মত
sinking fund—প্রতিপূরক নিধি
sinistral, sinistrorse—বামাবর্ত
sinuous—তরঙ্গিত
Sirius—লুব্ধক
sister-tutor (of a hospital)—পরিষেবিকা-শিক্ষিকা, পরিবেবিণী-শিক্ষিকা

Siwalika—শিবালিক
size—আয়তন
skeletal—কঙ্কাল-। ~system—কঙ্কালতন্ত্র
skew—নৈকতলীয়
skill—পটুতা
skull—করোটি
slab system—পর্বীয় রীতি
slag—ধাতুমল
slaked lime—কলিচুন। slaking of lime —চুন ফুটান
slanting—হেলান, তির্যক্
slaughter-house—ঘাতাগার
sleeping partner—নিষ্ক্রিয় অংশী
sleet—তুষারবর্ষ
sliding—বিসর্পণ। ~friction—বিসর্প-ঘর্ষণ। ~scale—সহচারী মান
slikenside—ঘর্ষরেখা
slimy—পিচ্ছিল
slip—স্খলন ; পত্রী
slope, sloping—ঢাল, নতি ; ঢাল্ স্থান
slot—খাঁজ
sluice-gate—জলদ্বার
slump—অতিমন্দা
small—ক্ষুদ্র, লঘু। ~causes court—লঘু-বাদ ন্যায়ালয় ; অবর ন্যায়াধিকরণ, ছোট আদালত। ~circle—লঘুবৃত্ত। ~intestine—ক্ষুদ্রান্ত্র
smelting—বিগলন
smoke—ধূম। ~nuisance—ধূমোৎপাত। ~nuisance service—ধূমবারণ কৃত্যক
smoky—সধূম
smuggling—অপানয়ন
snout—তুণ্ড
snow-line—হিমরেখা
social—সামাজিক ; সমাজ-। ~ism—সমাজতন্ত্র। ~psychology—সমাজমনোবিদ্যা। ~wealth—*সামাজিক ধন
sociology—সমাজবিদ্যা
socket—কোটর
sodomy—পায়ুকাম
soft—মৃদু (~water = মৃদু জল)। ~ening —মৃদুকরণ
solanaceæ—বার্তাকু-গোত্র
solar—সৌর। ~eclipse—সূর্যগ্রহণ। ~system—সৌরজগৎ, সৌরমণ্ডল
solicitor—ব্যবহারদেশক
solid—(বিণ.) কঠিন ; ঘন ; (বি.) ঘন বস্তু। ~angle—ঘনকোণ, অস্র। ~food—কঠিন খাদ্য। ~geometry—ঘনজ্যামিতি। ~ification—ঘনীকরণ, ঘনীভবন। ~ified —ঘনীভূত, ঘনীকৃত। ~ify—ঘনীভূত করা বা হওয়া
solstitial colure—মকরবৃত্ত
solstice—অয়ন : অয়নান্ত। summer~—উত্তর-অয়নান্ত, কর্কটক্রান্তি। winter~—দক্ষিণ-অয়নান্ত, মকরক্রান্তি
soluble—দ্রবণীয় ; solubility—দ্রবণীয়তা, দ্রাব্যতা
solute—দ্রাব
solution—দ্রব, দ্রবণ ; (গণি.) বীজ ; সমাধান। concentrated~—গাঢ় দ্রব। dilute~—লঘু দ্রব।
solve—সমাধান করা
solvent—দ্রাবক
somnambulism—স্বপ্নচারিতা। somnambulist—স্বপ্নচারী
sonometer—স্বরমাপক
sonorous—সুনাদ
soot—ভূসা
sore—দাহ। ~eyes—নেত্রদাহ। ~throat —গলদাহ
sorter—বাছক
sound board, sound box—অনুনাদক
sounding—গভীরতা মাপ। ~line—গাধসূত্র
source—প্রভাব। ~of light—দীপক। ~of sound—স্বনক
south—দক্ষিণ। ~-east—দক্ষিণ-পূর্ব, অগ্নি। ~-west—দক্ষিণ-পশ্চিম, নৈর্ঋত।
sovereign—প্রভু। Sovereign Democratic Republic—পূর্ণপ্রভুত্বসম্পন্ন লোকতান্ত্রিক গণরাজ্য। ~ty—প্রভুতা
space—স্থান, দেশ। ~time continuum —দেশকালসন্ততি
span—বিস্তার
spare—অতিরিক্ত। ~part—অতিরিক্ত অঙ্গ
spathulate—চমসাকার

Speaker (of assembly)—অধ্যক্ষ, সভাপাল
special—বিশিষ্ট; (আরক্ষা সম্বন্ধে) গুপ্ত। ~creation—বিশৃষ্টিবাদ। ~officer—(পুং.) প্রাধিকারিক; (স্ত্রী) প্রাধিকারিকী
species—জাতি, প্রজাতি। origin of~—প্রজাতির উৎপত্তি
specification—বিনির্দেশ
spectrograph—বর্ণালী-লেখ। ~ic—বর্ণালী-লেখী। ~y—বর্ণালী-লিখন
spectroscope—বর্ণালী-বীক্ষণ। ~ic—বর্ণালী-বিষয়ক, বর্ণালীগত। direct vision~—সমক্ষ বর্ণালী-বীক্ষণ
spectrum—বর্ণালী
speculation—ফটকা; দূরকল্পনা। speculative—দূরকল্পী
speech—বাক্
speed—দ্রুতি। ~-counter—দ্রুতিমাপক, দ্রুতিগণক। ~-governor—বেগ-নিয়ামক। ~-indicator—দ্রুতিজ্ঞাপক, দ্রুতিসূচক। ~-recorder—দ্রুতিলিখ্
sperm—শুক্রাণু। ~aphyta, ~atophyta—বীজপ্রসূ, সবীজ উদ্ভিদ্। ~atheca—শুক্রধানী। ~athecal—শুক্রধানী-। ~atozoa—শুক্রাণু। ~atozoid—শুক্রাণু
sphere—গোলক, বর্তুল; মণ্ডল। celestial~—খ-গোলক
spheric,-al—গোলীয়, গোল-; গোল
spheroid—উপগোলক। ~al—উপগোলক। oblate~—অভিগত গোলক
spherulite—ছটাগোলক
sphygmo—ধমনীপ্রেষ-। ~graph—ধমনীপ্রেষলিখ্। ~meter—ধমনীপ্রেষমাপক। ~scope—ধমনীপ্রেষদৃক্
spider line—ঊর্ণা
spike—মঞ্জরী। ~let—অণুমঞ্জরী
spinal—মেরু-। ~column—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ। ~cord—সুষুম্নাকাণ্ড। ~marrow—সুষুম্নামজ্জা
spindle—টাকু, তর্কু
spindle fibre—বেমতন্তু, মল্লিকতন্তু
spine—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ; (মৎস্যাদির) শল্য, কণ্টক, কাঁটা; (উদ্ভিদ্‌বি.) পত্রকণ্টক
spinel—সুগন্ধি
spinning—ঘূর্ণায়মান
spiny—কণ্টকিত
spiral—সর্পিল। ~nebula—কুণ্ডলিত নীহারিকা
spirit—কোহল
spiritualism—আত্মিকবাদ, অধ্যাত্মবাদ
splint—বন্ধফলক
spontaneity—স্বতঃবৃত্তি
spontaneous—স্বতঃবৃত্ত, স্বতঃ-। ~combustion—স্বতঃদহন। ~generation—স্বতোজনন, স্বতোজনি, অজীবজনি। ~movement—স্বতশ্চলন
spoon—চামচ। deflagrating~—জ্বালন চামচ
sporaniferous spike—রেণুমঞ্জরী
sporangium—রেণুস্থলী
spore—বীজগুটি; রেণু। ~mother-cell—রেণুমাতৃকোষ
sporo—রেণু-। ~phyll—রেণুপত্র। ~phyte—রেণুধর উদ্ভিদ্
spot—বিন্দু। ~ted—তিলকিত
sprain—মচকান
spring—প্রস্রবণ, ঝরনা; বসন্ত; স্প্রিং। ~balance—স্প্রিং তুলা। ~tide—ভরা-কোটাল। ~wood—বসন্তকাষ্ঠ। deep-seated~—গর্ভোত্থ ঝরনা। hot~—উষ্ণপ্রস্রবণ। surface~—উপরিপ্রস্রবণ। underground~—অন্তঃপ্রস্রবণ
sprinkling—সেচন
spurious—অপ্রকৃত
spurt—উৎক্ষেপ
squall—দমকা ঝড়
square—চতুর্ধার; বর্গ; বর্গফল; বর্গক্ষেত্র। ~d paper—ছক-কাগজ। ~root—বর্গমূল, দ্বিতীয় মূল
squint—তির্যগ্‌দৃষ্টি, টেরা
stable—প্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠ, সুস্থিত, স্থায়ী। ~equilibrium—সুস্থিতি
stability—প্রতিষ্ঠা, সুস্থিতি, স্থিরতা, স্থায়িত্ব
staff nurse—বরিষ্ঠ পরিষেবিকা
stage—ক্রম, দশা, অবস্থা; (অণুবীক্ষণ সম্বন্ধে) পীঠ: মঞ্চ, সোপান
stagnant—বদ্ধ

stalk—বৃন্ত
stamen—পুংকেশর
staminate—পুংপুষ্প
staminde—বন্ধ্য পুংকেশর
stamp—প্রমুদ্রা, ডাকটিকেট। ~duty—মুদ্রাঙ্ক শুল্ক। ~vendor—স্ট্যাম্প-বিক্রেতা
stand—আধার
standard—ধ্বজক ; প্রমাণ। ~solution—প্রমাণ-দ্রব। ~ization—প্রমাণ বিধান, নির্ধারণ ; মান-নির্ধার ; প্রমিতকরণ। ~ize—প্রমিত করা। ~ized—প্রমিত
standing counsel—সন্নিযুক্ত ব্যবহারিক
standing orders—স্থায়ী আদেশ
staples—আলতরাপ
star—তারকা, তারা, নক্ষত্র। ~red—তারকিত। shooting~—উল্কা
starch—শ্বেতসার। ~y food—শালিজ খাদ্য
state—অবস্থা ; রাষ্ট্র ; রাজ্য। ~s of consciousness—চেতনদশা। ~transport রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। change of ~—অবস্থান্তর
statement—উক্তি, বর্ণনা
stationary—স্থির
stationery article—লেখ-সামগ্রী
static—স্থৈতিক, স্থিতীয়। ~al—স্থিতীয়। ~s—স্থিতিবিদ্যা
statistics—পরিসংখ্যান। statistical—পরিসাংখ্যিক, পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত। statistician—পরিসংখ্যায়ক
statocyst—স্থিতীন্দ্রিয়
statue—প্রতিমূর্তি ; শিলারূপ
status—স্থিতি, প্রতিষ্ঠা। ~quo—পূর্বস্থিতি
statute—সংবিধি। statutory—সংবিধিবদ্ধ
steady—নিয়ত। steadiness-tester—চাঞ্চল্য-মাপক।
steel—ইস্পাত। cast~—ঢালা ইস্পাত। mild~—নরম ইস্পাত
steelyard—তুলাদণ্ড ; বিষমভুজ-তুলা
stele—কেন্দ্রস্তম্ভ। stellar—স্টেলীয়। stellate—তারাকার, তারকাকার। proto~—আদি স্টেল
stem—কাণ্ড। ~less—কাণ্ডহীন, নিষ্কাণ্ড। ~med—সকাণ্ড
stenographer—লঘুলিপিক

stereoscope—ঘনদৃক্
sterile—বন্ধ্য
sterling balance—স্টারলিং স্থিতি
sterilize—নির্বীজিত করা। ~d—নির্বীজিত। sterilization—নির্বীজন :
sternum—উরঃফলক
steward—কার্যাধ্যক্ষ ; (পরিচর্যা-সম্বন্ধে) উপস্থায়ক। ~ess—কার্যাধ্যক্ষা ; উপস্থায়িকা
stigma—গর্ভমুণ্ড
still—পাতনযন্ত্র
stimulation—উদ্দীপন। stimulus—উদ্দীপক
sting—হুল, আল। ~ing hair—দংশক রোম
stipe—দণ্ড
stipel—উপপত্রিকা
stipule—উপপত্র। stipulate—সোপপত্রিক
stirrer—আলোড়ক
stock—সংভার। ~exchange—সংভার বিনিময়কেন্দ্র, শ্রেষ্ঠী চত্বর। ~-in-trade—ব্যাপারিক সংভার। ~ist—সম্ভারী। ~-taking—সংভার-গণন
stoker tindal—ইন্ধনিক টিনড্যাল
stoma—পত্ররন্ধ্র
stomach—পাকস্থলী। body of the~—মধ্যস্কন্ধ। fundus of the~—আমাশয়-স্কন্ধ
stomium—ভেদনস্থান
stopper—ছিপি। ~ed—ছিপিযুক্ত
stop-watch—বিরাম-ঘড়ি
storage cell—সঞ্চায়ক কোষ
store clerk—ভাণ্ডার-করণিক
strain—টান, তন্তি। ~ed—তত
stratification—স্তরবিন্যাস, স্তরায়ণ। stratified—স্তরীভূত, স্তরিত
stratum—স্তর
streak—কষ। ~-plate—কষ্টিফলক। ~y—রুচিচিহ্নিত
strength—তীব্রতা ; মান, মাত্রা
stress—পীড়ন
striation—বিলেখ। striated—বিলেখিত ; সরেখ
strike—ধর্মঘট ; (ভূবি.) আয়াম
stringed instrument—ততযন্ত্র

strobilus—রেণুপত্রমঞ্জরী
stroboscope—ভ্রমিদৃক্
strong room—দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ
structure—অবয়ব, গঠন ; সংযুতি ; সংস্থান, সংবিধান। structural formula—সংযুতি-সঙ্কেত। structuralism—অবয়ববাদ, সজ্ঘাতবাদ
struggle for existence—জীবন-সংগ্রাম
study leave—শিক্ষাবকাশ
stupidity—মূঢ়তা
stupor—স্তম্ভ
style—(উদ্ভিদ্‌বি.) গর্ভদণ্ড
stylus—লেখনী
sub—অব- ; উপ-, অবর। ~Alpine—অব-আল্পীয়। ~-assistant surgeon—অবর সহ-চিকিৎসক। ~-class—উপশ্রেণী। ~-clause—উপপ্রকরণ, উপখণ্ড। ~-committee—উপসমিতি। ~conscious—(বি.) অন্তর্জ্ঞান; (বিণ.) অন্তর্জ্ঞানীয়। ~-deputy collector and magistrate—অবর শাসক ও সমাহর্তা। ~-division—উপবিষয়; মহকুমা; শাখা। ~-divisional officer—মহকুমা শাসক, উপবিষয়-শাসক; শাখাধিকারিক। ~-editor—অবর সম্পাদক। ~-family—উপগোত্র। ~-genus—উপ-গণ। ~head—অনুশীর্ষ। ~-inspector—অবর পরিদর্শক। ~-kingdom—উপসর্গ। ~-normal—উপাভিলম্ব। ~-order—উপবর্গ। ~-phylum—উপপর্ব। ~-section—উপধারা। ~-species—উপপ্রজাতি। ~tangent—উপস্পর্শক
subject—বিষয়, বিষয়ী ; প্রয়োজক ; পাত্র। ~ive—বিষয়ী ; অধ্যাত্মীয়। ~ivism—অধ্যাত্মবাদ
subject to approval—অনুমোদনসাপেক্ষ
sub-judice—বিচারাপেক্ষ, বিচারাধীন
sublime—(বিণ.) মহৎ; (ক্রি.) উৎক্ষিপ্ত হওয়া। sublimate—উৎক্ষেপ। sublimation—ঊর্ধ্বপাতন ; উদ্‌গতি
submarine—অন্তঃসাগরীয় (বিণ.) ; ডুবো জাহাজ (বি.)
subordinate—অধীন। ~judge—অবর বিচারক। ~police ranks—নিম্ন আরক্ষবর্গ
subsidence—অধোগমন ; অবনমন
subsidiary—উপ-। subsidiary rule—উপনিয়ম
subsidy—সাহায্যক ; সরকারি সাহায্য
subsoil—অন্তর্ভূমি, অন্তর্মৃত্তিকা
substance—দ্রব্য, বস্তু। substantive—বাস্তব
substitute—(ক্রি.) প্রতিস্থাপিত করা ; (বি.) প্রতিকল্প, অনুকল্প
substitution—প্রতিস্থাপন ; প্রতিকল্পন ; অনুকল্পন। theory of ~—অনুকল্পবিধি
substratum—অন্তঃস্তর, অধঃস্তর, নিম্নস্তর
subtended angle—সম্মুখ কোণ
subterranean—ভূগর্ভস্থ ; মৃদ্‌গত। ~river অন্তঃসলিলা নদী
subtraction—বিয়োগ, ব্যবকলন
suburb—শহরতলি, উপপুর
sub-voucher—অনুপ্রমাণক
succession—পর্যায় ; পারম্পর্য ; উত্তরাধিকার। ~certificate—উত্তরাধিকারপত্র
succulent—সরস। ~leaf—রসালপত্র
sucker—চোষক
suction—চোষণ ; শোষণ। ~pump—চোষণ পাম্প
suctorial—চোষক
sufferance—অবসহন
suffrage—ভোটাধিকার
suggestion—অভিভাব, অভিভাবন। suggestible—অভিভাব্য। suggestibility—অভিভাব্যতা, অভিভাবিতা। suggestive—অভিভাবীয়
sulphur—গন্ধক। ~ic acid—গন্ধকাম্ল। ~ous—গন্ধকীয়
sum—সমষ্টি, যোগফল। ~mation—যোগফল ; সমাহার
summary—সরাসরি। ~assessment—সংক্ষিপ্ত বা সরাসরি নির্ধারণ। ~trial—সরাসরি বিচার
summit—শীর্ষ, শিখর
summons — আহ্বানপত্র। ~bailiff — আকারক, সাধ্যপাল। summoning—আহ্বান
sumptuary—নিয়ামিক

sun—সূর্য। ~-dial—সূর্যঘড়ি। ~light—সূর্যালোক। ~-proof — আতপরোধী, আতপসহ। ~-spot—সৌরকলঙ্ক
sunk plain—নিম্নীভূত সমভূমি
super—অধি-, অতি-, উপরি। ~annuation—বার্ধক। ~-ego—অধিশাস্তা। ~ficial—উপরিগত। ~impose—আরোপ করা। ~incumbent—উপরিন্যস্ত। ~natural—অতিপ্রাকৃত। ~-posed—উপরিপন্ন। ~position—উপরিপত্তি, উপরিপাত। ~saturated—অতিপৃক্ত। ~saturation—অতিপৃক্তি। ~-session নিবর্তন; রহিতকরণ; বাতিল করা। ~visor—(পুং) অবেক্ষক, (স্ত্রী.) অবেক্ষিকা। ~-tax—অধিকর
superintendent—(পুং) অধীক্ষক; (স্ত্রী.) অধীক্ষিকা। Superintendent of Police আরক্ষাধীক্ষক
superior — উপরিক; (উদ্ভি. — পুংকেশর সম্বন্ধে) অধিগর্ভ। ~planet—বহিগ্রহ
supplementary—অনুপূরক; সম্পূরক
supply—(বি.) যোগান, সরবরাহ; (ক্রি.) সরবরাহ করা
support—অবলম্বন
supporting fibre—ধারক তন্তু
supposition—কল্পনা
suppression—নিরোধন; নিরোধ। suppressed—নিরুদ্ধ
supreme commander—সর্বাধিনায়ক
supreme court—মহাধিকরণ, সর্বোচ্চ বিচারালয়
surcharge—অধিভার
surd—করণী
surety—জামিন, জমানত, প্রতিভূ
surface—পৃষ্ঠ, ধরাপৃষ্ঠ; তল; দেশ। ~drift—পৃষ্ঠপ্রবাহ। ~tension—পৃষ্ঠ-টান; পৃষ্ঠ-বিততি। dorsal ~—পৃষ্ঠতল, পৃষ্ঠদেশ। flat ~—সমতল। plane ~—সমতল। ventral ~—অঙ্কতল।
surgeon—শল্যচিকিৎসক, অস্ত্রচিকিৎসক। Surgeon-General—মহাচিকিৎসক। ~-Superintendent—অধীক্ষক-শল্যচিকিৎসক
surgery—শল্যচিকিৎসা, অস্ত্রচিকিৎসা
surplus—আধিক্য, বাড়তি, নীবি; উদ্বৃত্ত
sur-tax—উপরি-কর
survey—পরিমাপ; জরিপ; নিরীক্ষা। ~or—পরিমাপক, সমীক্ষক; জরিপকারক
survival—উদ্বর্তন। ~of the fittest—যোগ্যতমের উদ্বর্তন
survivor—উত্তরজীবী
susceptibility—গ্রহিতা
suspend—নিলম্বিত করা। ~ed—নিলম্বিত
suspense—অনিশ্চয়
suspense accounts—নিলম্বিত গণিতক
suspension—লম্বন; বিরতি; অবলম্বন; নিলম্বন
suspensor—ভ্রূণধর
suture—সন্ধি; সীবন। dorsal~—পৃষ্ঠসন্ধি। ventral~—অঙ্কীয় সন্ধি, পুরঃসন্ধি
swamp—বিল
sweat-gland—স্বেদগ্রন্থি
syllabus—পাঠ্যনির্ঘণ্ট
syllogism—ন্যায়
sylviculturist—বনবিদ্
symbionts—অন্যোন্যজীবী
symbiosis—অন্যোন্যজীবিত্ব; মিথোজীবিতা
symbol—সঙ্কেত, চিহ্ন; প্রতীক। ~ic—প্রতীক-। ~ism—প্রতীকতা। ~ization প্রতীক পরিণতি
symmetry—প্রতিসাম্য। symmetrical—প্রতিসম
sympathetic—সমবেদী। ~nerve—স্বতন্ত্র-নার্ভ
sympathy—সমবেদনা
sympetalous—যুক্তদল
sympodial—যুক্তাক্ষ
sympodium—যুক্তাক্ষ
symptom—লক্ষণ। ~atic—লাক্ষণিক। ~atology—লক্ষণাবলী, লক্ষণতত্ত্ব
synæsthesis—সহসংবেদন
synapse—প্রান্তসন্নিকর্ষ
syncarpous—যুক্তগর্ভপত্রী।
synchronize—সমলয় করা
synchronism—সমলয়
synchronous—সমলয়
syncline—অবতল ভঙ্গ

...ate—নিষদ্
...ergid—সহকারী কোষ
syngenesious—যুক্তপরাগধানী
syngenetic—সমজাত
synodic period—যুতিকাল
system—তন্ত্র, পদ্ধতি, প্রণালী, রীতি, ক্রম, পর্যায় ; মণ্ডল, বাদ। alimentary~—পৌষ্টিক তন্ত্র। digestive~—পাচনতন্ত্র। nervous~—নার্ভতন্ত্র। respiratory~—শ্বসনতন্ত্র। sensory~—সংজ্ঞাতন্ত্র। ~atic—রীতিবদ্ধ ~of bodies—বস্তুশ্রেণী। ~of classification—শ্রেণীবদ্ধ-প্রণালী। ~of forces—বলশ্রেণি।
synthesis—সংশ্লেষ ; সংশ্লেষণ
synthesize—সংশ্লেষণ করা
synthetic—সাংশ্লেষিক, ঘটিত
syringe—পিচকারি

T

table—সারণী, তালিকা ; টেবিল। ~d—সারণীভুক্ত, সারণিত। ~-slip—কর্মপত্রী।
tabling—সারণীকরণ
tableland—সমমালভূমি
tablet—চাকতি
tabular—পীঠক
tabulate—তালিকাবদ্ধ করা
tachistoscope—ক্ষণদৃক্
tactil—স্পার্শন
tail fin—পুচ্ছ-পাখনা
tag—নখ
talki—সবাক্ চিত্র
tally—সংবদন, মিল
tambour—পটহক
tangent—স্পর্শক। ~-force—স্পার্শনী-বল
tank—জলাধার। septic ~-মলশোধনী
tape worm—ফিতাকৃমি
tapetum—পোষক স্তর
tapping—লঘুঘাত। ~board—লঘুঘাত পট্ট
tap root—প্রধান মূল
tare (of lorries)—রিক্তভোল
tariff—মাশুল, শুল্ক
tarsus—গুল্ফ। tarsal—গুল্ফাস্থি
tartaric acid—চিঞ্চাম্ল
task-taker—কার্যগ্রাহী
taste—(বি.) স্বাদ ; (বিণ.) রাসন
Taurus—বৃষ
taxidermist—চর্মপ্রসাধক
tax—কর। ~able—করযোগ্য। ~ation—করাধান, করারোপণ। ~free—করমুক্ত। direct~—প্রত্যক্ষ কর। indirect~—পরোক্ষ কর। income~—আয়কর
taxis—আভিমুখ্য
technical—প্রয়োগিক, প্রযুক্তি-। ~defect—নামমাত্র ত্রুটি, শাব্দ ত্রুটি। ~words—পরিভাষা, পারিভাষিক শব্দ
technician—প্রকর্মী
technique—প্রযুক্তি, প্রয়োগকৌশল, কৌশল ; কলাকৌশল
technology—প্রয়োগবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা। technologist—প্রাযুক্তিক
tegmen—বীজ-অন্তস্ত্বক্
telegram—তার
telegraph—দূরলিখ্, তার। wireless~—বেতার
telephone—দূরভাষ
telescope—দূরবিন, দূরবীক্ষণ। astronomical~—নভোবীক্ষণ
television—দূরেক্ষণ
temper—(মনোবি.) আয়ান ; (ইস্পাত সম্বন্ধে) পান
tempered scale (of music)—কৃতক-গ্রাম
temperament—(মনোবি.) আয়ান ; (সঙ্গীতে) স্বরনিবেশ
temperate—নাতিশীতোষ্ণ
temperature—উষ্ণতা ; উষ্মা। ~spot—উষ্মবিন্দু
tempering—পান দেওয়া
tempo—লয়
temporary—অস্থায়ী
tenacious—সংসক্ত। tenacity—সংসক্তি, তানতা
tenancy—প্রজাস্বত্ব। tenant—প্রজা
tender—মূল্যাবেদনপত্র। legal~—বিহিত মুদ্রা

tendon—কণ্ডরা
tendril—আকর্ষ। ~lar—আকর্ষীভূত
tension—তান, টান, বিততি; প্রেষ, পীড়া, পীড়ন
tentacle, -s—কর্ষিকা
tenure—ভূধৃতি। ~-holder—মধ্যস্বত্ববান্
term—শব্দ, নাম, পরিভাষা, (গণি) পদ, রাশি; সংখ্যা; শর্ত
terminal—(বি) প্রান্ত; (বিণ.) প্রান্ত্য, অগ্র। ~tax—সীমাকর
terminating—(গণি.) সসীম
ternate—ত্রিফলক
terrace—সোপান
terrestrial—স্থলজ; স্থলচর; পার্থিব, ভূ-। ~latitude—অক্ষাংশ। ~equator—ভূবিষুবরেখা, নিরক্ষরেখা, নিরক্ষবৃত্ত। ~longitude—দেশান্তর
territorial—স্থানিক, *প্রাদেশিক। ~constituency—স্থানিক নির্বাচনক্ষেত্র বা নির্বাচকমণ্ডলী। ~force—স্থানিক বল। ~waters—রাষ্ট্রাধীন জলভাগ
territory—রাজ্যক্ষেত্র, ক্ষেত্র, স্থান; (ভূগো.) কেন্দ্রচালিত প্রদেশ। ~of India—ভারতের রাজ্যক্ষেত্র
tertiary (branch)—প্রশাখা
test—পরীক্ষা, অভীক্ষা, অভীক্ষণ; প্রমাণ। ~relief—কর্ম-সাহায্য
testa—বীজ-বহিস্ত্বক্
testimony—সাক্ষ্য
testis—শুক্রাশয়
tetanus—ধনুষ্টঙ্কার
tetr-, tetra-—চতুঃ-। tetra-dynamous—দীর্ঘ চতুষ্টয়ী। tetragonal—চতুর্মিতি
text—মূলপাঠ
texture—গ্রথন
thalamus—পুষ্পাক্ষ
theatre staff nurse—উপচারশালা-বরিষ্ঠ পরিষেবিকা
theorem—উপপাদ্য
theoretical—তত্ত্বীয়, বাদীয়, তাত্ত্বিক
theory—সিদ্ধান্ত, বাদ, মত, তত্ত্ব। ~of evolution—অভিব্যক্তিবাদ। preformation~—প্রাগ্‌ভাববাদ। recapitulation ~—পরিবৃত্তিবাদ। special creation~—বিসৃষ্টিবাদ
therapy—চিকিৎসা। therapeutic—ভৈষজ
thermal—তাপীয়। ~capacity—তাপগ্রাহিতা; তাপাঙ্ক
thermion—তাপীয় ইলেক্‌ট্রন
thermo-—তাপ। ~-chemistry—তাপরসায়ন। ~-dynamics—তাপগতিবিদ্যা। ~meter—উষ্ণমাপক, তাপমান, তাপমাপক, থার্মমিটার। clinical~meter—জ্বরমাপক, শারীর থার্মমিটার। ~scope—তাপবীক্ষণ। ~stat—তাপস্থাপক
thickness—বেধ
third dimension—তৃতীয় মাত্রা
thoracic—বক্ষঃ-, উরঃ-। ~cavity—বক্ষোগহ্বর
thorax—বক্ষ, বুক
thorn—শাখাকণ্টক
thread (of a screw)—গুণ
threshold—(বি.) সীমা, (বিণ.) অবম
throw (of a galvanometer)—প্রক্ষেপ
thurst—ঘাত, সংঘট্ট
thunderstorm—ঝঞ্ঝা
tibia—জঙ্ঘাস্থি
ticket-checker—টিকিট-পরীক্ষক
tickle—সুড়সুড়ি
tidal wave—বেলোর্মি
tide—জোয়ারভাটা। ~mark—বেলারেখা। ebb~, low ~—ভাটা। flood~—ভরা জোয়ার। flow~, high~—জোয়ার। neap~—মরা কটাল, জোয়ার। primary ~—মুখ্য জোয়ার। secondary~—গৌণ জোয়ার। spring~—তেজ কটাল।
tidiness—পারিপাট্য।
tiliaceæ—পাট-গোত্র
till—হিমকর্দ
tilting—হেলন
timbre—উপস্বন, উপস্বনতা
time—সময়, কাল। ~-keeper—কাললেখক। ~-marker—কাললিখ্। local ~—স্থানীয় কাল। standard~—প্রমাণকাল।
tin—রঙ্গ, রাং। ~-foil—রঙ্গপত্র, রাংতা।

...ing—রঙ্গলেপন, রাঙের কলাই। ~ smith—টিন-মিস্ত্রি।
tint—আভা
tissue—কলা। conducting~—সংবহন-কলা। fundamental~ —আদিকলা। glandular~ —গ্রন্থি-কলা। ground~ —আদিকলা। mechanical~—স্তম্ভন-কলা। storage~—সঞ্চয়-কলা। trans-fusion~—পরিবহণ-কলা
toe—পদাঙ্গুলি
token coin—নিদর্শন মুদ্রা
token cut—প্রতীক কর্তন
toll—উপশুল্ক, কুত
tone—স্বন। tonal—স্বন-। tonal fusion —স্বনযুক্তি
tonus—আততি
tool—সাধনী
tooth—দন্ত, দাঁত। ~ed—দন্তুর। ~less —অদন্ত, দন্তহীন। canine~—ছেদক দন্ত। incisor~ —কৃন্তক দন্ত। molar~—পেষক দন্ত। premolar~ —পুরঃপেষক দন্ত
topaz—পোখরাজ, পুষ্পরাগ
topography — ভূ-সংস্থান ; স্থানবিবরণ ; সংস্থান। topographical — সাংস্থানিক, দৈশিক
top secret—পরম গোপ্য। ~ ~cover—নিগূঢ়চ্ছদ
tornado—ঘূর্ণবাত
torrid—উষ্ণ
torsion—(বি.) ব্যাবর্তন ; (বিণ) ব্যাবর্ত-
torrent—খরস্রোত। ~ial rain—মুষলধার বৃষ্টি। ~ial track—খরগতিপথ
total situation—সমগ্র সংস্থান
tour—ভ্রমণ। ~programme—ভ্রমণক্রম
tourniquet—পাক-তাগা
toxicology—অগদতন্ত্র
toxin—অধিবিষ
tracer—রেখক
trachea—ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী
tracing paper—স্বচ্ছ কাগজ
traction fibre—আকর্ষ-তন্তু
trade—বাণিজ্য ; ব্যাপার। ~balance—ব্যাপারস্থিতি। ~centre—বাণিজ্যকেন্দ্র। ~discount—ব্যাপারিক অবহার। ~ dispute—ব্যাপারিক বিবাদ। ~mark—পণ্যচিহ্ন, ট্রেডমার্ক। ~r—ব্যাপারী। ~ union—কর্মিসঙ্ঘ, পূগ। ~winds—আয়ন বায়ু। coastal~ —উপকূল-বাণিজ্য। foreign~, external~ —বহির্বাণিজ্য। home~, inland~, internal~ —অন্তর্বাণিজ্য। free~—অবাধ বাণিজ্য
tradition—ঐতিহ্য
traffic—পরিযাণ। ~police—পরিযাণ-আরক্ষী
trailor—আনুগমিক
trained surgical nurse for the operation theatre—উপচারশালা-পরিষেবিকা
train-oil—তিমি-তৈল
trait—প্রলক্ষণ। special~—সংলক্ষণ
trance—সমাধি, দশা
transcendental—তুরীয়। ~ism—তুরীয়-বাদ
transaction—লেনদেন, সংব্যবহার
transfer—স্থানান্তরণ, পরিবৃত্তি, বদলি, সং-ক্রমণ। ~ee—গ্রহীতা। ~ence—সংক্রমণ। ~office—পরিবর্ত-করণ
transform—রূপান্তর করা। ~ation—রূপান্তর, পরিবর্তন
transit—সংক্রমণ। ~ -circle—মধ্যবৃত্ত। ~instrument—সংক্রমণ-যন্ত্র। ~visa সংচারাজ্ঞা
transition—পরিবৃত্তি ; পরিবর্তন ; (বলবি.) সরল বা ঋজু গতি। ~period—পরিবৃত্তিকাল
translucent—ঈষদচ্ছ
transmission—প্রেরণ
transmit—প্রেরণ করা। ~ter—প্রেরক
transmutation—উপস্কৃতি
transparent—স্বচ্ছ
transparence, transparency—স্বচ্ছতা
transpiration—বাষ্পমোচন। ~current রসোৎস্রোত
transpitometer—স্বেদমাপক যন্ত্র
transpiroscope—স্বেদবীক্ষক
transport—পরিবহণ ; চালান। ~ed soil বাহিত মৃত্তিকা। ~officer—পরিবহণ আধি-কারিক

transposition—পক্ষান্তরকরণ
transverse—তির্যক্, অনুপ্রস্থ। ~al—ভেদক। ~section—প্রস্থচ্ছেদ
trauma—ঘাত
travelling—ভ্রমন্ত। ~microscope—চলাণুবীক্ষণ
treasurer—কোষাধ্যক্ষ, কোষপাল
treasury—কোষ, রাজকোষ; কোষাগার। ~bill—কোষ-বিপত্র
treaty ports—সন্ধিবন্দর
trespass—অনধিকারপ্রবেশ
tri—ত্রি-। ~ad—ত্রিযোজী। ~clinic—ত্রিনত। ~gonal—ত্রিমিতি। ~partite—ত্রিপক্ষীয়। ~pod—ত্রিপদ। ~valent—ত্রিযোজী
triangle—ত্রিভুজ, ত্রিকোণ
triangular—ত্রিভুজীয়। ~file—তেশিরা উখা
triangulation—ত্রিভুজীকরণ
tribadism—ভগচাপল
tribe—দল; উপজাতি
tribunal—ন্যায়পীঠ
tributary—উপনদী
trichome—রুহ
trigonometry—ত্রিকোণমিতি। trigonometrical ratios—কোণানুপাত
triple—ত্রৈধ
triplet—ত্রিতয়
tristichous—ত্রিসারী পত্রবিন্যাস
triturate—বিচূর্ণন
tropic action—অভিমুখী ক্রিয়া
tropics—ক্রান্তিবৃত্ত; গ্রীষ্মমণ্ডল। tropical—ক্রান্তীয়; গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। Tropic of Cancer—কর্কটক্রান্তি। Tropic of Capricorn—মকরক্রান্তি
tropism—আভিমুখ্য
trough—দ্রোণী
true—ঠিক, নির্ভুল, শুদ্ধ; আসল, প্রকৃত। ~anomaly—স্ফুটকোণ
trunk—দেহকাণ্ড, মধ্যশরীর, ধড়
trust—ন্যাস। ~fund—ন্যাস-নিধি
tube—নল; নালী
tuber—স্ফীতকন্দ।~ous root—কন্দাল মূল
tubercle—গুটিকা। tuberculate—গুটিকাকার
tuberculosis—যক্ষ্মা
tubular—নলাকার
tuning fork—স্বনশূল
tunnel—গিরিসুরঙ্গ, সুরঙ্গ
turgid—রসস্ফীত। ~ity, turgescence—রসস্ফীতি
turner—কুন্দকার
twilight—সন্ধ্যালোক। ~-vision—সন্ধ্যা-দৃষ্টি
twin—যমল; যমজ। ~ning—যমলতা
twiner—বল্লী
twist—(বি.) মোচড়, পাক; (ক্রি.) মোচড়ান, পাকান। ~ed—পাকান
tympanic membrane, tympanum—কর্ণপটহ
type—জাতিরূপ; জাতি। psychological ~—গণধি
type metal—টাইপ ধাতু
typewriter—মুদ্রলিখ
typical dream—বহুদৃষ্ট স্বপ্ন
typist—মুদ্রলেখক

U

ulcer—সপূয় ক্ষত, ঘা
ulna—অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
ultra—অতি। ~microscopic—পরাণুবীক্ষণ। ~-violet—অতিবেগনী, রঙ্গোত্তর
umbel—ছত্রবিন্যাস। ~liferæ—ধন্যাক-গোত্র
umbra—প্রচ্ছায়া
un—নঞ্, অ-, বে-, নি-। ~affiliated—অসম্বদ্ধ। ~attached—বন্ধনহীন। ~available—অনাপ্য। ~balanced—অসম। ~charged—অনাহিত। ~conditional—অপ্রতিবন্ধ। ~conformable—ব্যুৎক্রমী। ~conformity—ব্যুৎক্রম। ~conscious—(বিণ.) অজ্ঞাত, নির্জ্ঞাত; (বি.) নির্জ্ঞান। ~discharged—অনুন্মুক্ত। ~due—অবৈধ। ~due influence—অবৈধ প্রভাব। ~equal—অসম; বিষমপার্শ্ব। ~

-ential—গৌণ। ~known—অজ্ঞাত। ~like—বিষম, অসদৃশ; (শক্তি সম্বন্ধে) প্রতিমুখ। ~limited—অসীম। ~official—বেসরকারী; অক্রমিক। ~polarized—অসমবর্তিত। ~practical—অসাধ্য। ~productive—অনুৎপাদী। ~saturated—অসংপৃক্ত, অপরিপৃক্ত। ~secured—অবন্ধক, অপ্রতিভূত। ~secured—অবন্ধক বা অপ্রতিভূতি ঋণ। ~stable—অপ্রতিষ্ঠ, অস্থিত; দুঃস্থিত। ~stratified—অস্তরিত; অস্তরীভূত। ~symmetrical—অপ্রতিসম। ~tidiness—অপারিপাট্য।
unanimous—সর্বসম্মত
under—অবর, উন। ~ground—ভূগর্ভস্থ; ভূনিম্ন-; মৃদ্গত; অন্তর্ভৌম। Under Secretary—অবর সচিব
under disposal—বিবেচ্য
under-raiyat—কোরফা-প্রজা
undershrub—ক্ষুপ
understanding—বোধ
underwriting—দায়-গ্রহণ; অবলিখন
underwriter—দায়-গ্রাহক
undulate—তরঙ্গিত করা বা হওয়া। ~d—তরঙ্গিত। undulation—তরঙ্গণ। undulatory—তরঙ্গিত, তারঙ্গ, আন্দোলিত
uni-—এক। ~axial—একাক্ষ। ~costate—একশিরাল। ~directional—একদিশ।
uniform—(বিণ) সম; (বি.) উর্দি। ~ity—সমতা
unilateral—*একপার্শ্বিক; *একপক্ষীয়
union—সংযোগ; সঙ্ঘ। Union of States—রাষ্ট্রসঙ্ঘ
uniramous—একশাখ
unison—সমস্বন
unit—একক; মাত্রা। ~ary method—ঐকিক নিয়ম। ~of appropriation—উপযোগাঙ্গ
universalism—*বিশ্ববাদ
unsecured debt—অপ্রতিভূত ঋণ
upheaval—উৎক্ষেপ; উত্থান
upper—ঊর্ধ্ব-, উপরি-, ঊর্ধ্বতন; উত্তর (Upper Burmah=উত্তর ব্রহ্ম)। ~arm—প্রগণ্ড। ~chamber—উচ্চতর কক্ষ। ~culmination—মধ্যোচ্চগমন। ~division (of assistants) উত্তরবর্গ। ~lip—উত্তরোষ্ঠ, উপর-ঠোঁট। ~subordinate—ঊর্ধ্বতন অধীন
upthrow—উৎক্ষেপ
up-to-date—হালনাগাদ
Uranus—উরেনস
urban—পৌর
urceolate—কলসাকার
ureter—গবিনী
urethra—মূত্রনালী
urgent—জরুরী, ত্বরিত। ~slip—জরুরী পত্রী, ত্বরাপত্রী
urinal—মূত্রধানী
urinary bladder—মূত্রস্থলী, বস্তি
urinogenital system—জননমূত্রতন্ত্র, মেহনতন্ত্র
Ursa Major—সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa Minor—শিশুমার
urticaceæ—বটগোত্র
usage—প্রথা
usance—দস্তুর
usufructuary mortgage—ভোগবন্ধক, খাইখালাসি
usurer—সুদখোর
usury—চোটা; অতিকৌসীদ
uterus—জরায়ু
utilitarianism—উপযোগবাদ
utility—উপযোগ
utricle—ক্ষুদ্রস্থলী
u-tube—u-নল

V

vacancy—রিক্তি, খালি
vacuum—শূন্য। ~brake—ভ্যাকুয়ম ব্রেক। ~distillation—অনুপ্রেষপাতন। vacuum pump—অবাত পাম্প
vagina—যোনি
vagrant—চক্রচর, ভবঘুরে। vagrancy—চক্রচরত্ব, ভবঘুরেমি
valency—যোজ্যতা

valid—সিদ্ধ, বৈধ। ~ity—সিদ্ধতা
valley—উপত্যকা। rift~—গ্রস্ত উপত্যকা, ভ্রংস উপত্যকা
value—মূল্য ; মান। experimental~—নির্ণীত মান। intrinsic~—বস্তুগত মান। observed~—দৃষ্ট মান। theoretical~—তত্ত্বীয় মান
valve—কপাটক। valvate—প্রান্তস্পর্শী। valvular—কপাট-বিদারণ
vana cava—মহাশিরা। inferior~~—অধরা মহাশিরা। superior~~—উত্তরা মহাশিরা
vane—পত্র
vanish—বিলীন হওয়া। ~ing point—বিলয়-বিন্দু
vaporize—বাষ্পীভূত করা বা হওয়া। vaporization—বাষ্পীকরণ ; বাষ্পীভবন
vaporous—বাষ্পীয় ; বাষ্পাকর
vapour—বাষ্প
variable—(বিণ.) চল ; অসম ; পরিবর্তনীয় ; বিষম ; (মনোবি.) ভেদ্য ; (বি.) বিষম রাশি
variation—প্রকরণ ; পরিবৃত্তি ; ভেদ ; প্রকারণ ; (পদার্থবি.) পরিবর্তন। continuous~—নিরন্তর পরিবৃত্তি। discontinuous~—সান্তর পরিবৃত্তি
variegated—কর্বুর
variety—প্রকার
vascular—নালিকা- (~bundle=নালিকা-বাণ্ডিল) ; সংবহন- (~system=সংবহন-তন্ত্র)
vasomotor—বাহনিয়ামক
Vega—অভিজিৎ
vegetable alkaloid—উদ্ভিজ্জ উপক্ষার
vegetable kingdom—উদ্ভিদ্‌-সর্গ
vegetable oil—উদ্ভিজ্জ তৈল
vegetation—গাছপালা। mountain~—পার্বত্য উদ্ভিদ্‌
vegetative propagation—অঙ্গজ বিস্তার
vein—শিরা
velocity—বেগ
venation—শিরাবিন্যাস
venomous—বিষধর
vendor—বিক্রেতা
vent—পায়ু
ventilation—বায়ুচলন। ventilated—বাতায়িত। ventilator—বায়ুরন্ধ্র
ventral—অঙ্কীয়, অঙ্ক-
ventricle—নিলয়
Venus—শুক্র
verbal—বাচিক
verbatim—অক্ষরে অক্ষরে
verbenaceæ—সেগুন-গোত্র
verdict—নির্ণয়
verify—প্রতিপাদন করা, প্রতিপন্ন করা। verification — প্রতিপাদন ; সত্যাখ্যান। verified—প্রতিপাদিত ; প্রতিপন্ন ; সত্যাখ্যাত
vermin—কীটমূষিকাদি
vernal equinox—মহাবিষুব
vernation—মুকুল পত্রবিন্যাস
vertebra—কশেরুকা। ~l column—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ। ~te—মেরুদণ্ডী
vertex—শীর্ষ
vertical—উল্লম্ব, উর্ধ্বাধ, খাড়া, ওলন। ~angle—শীর্ষকোণ, শিরঃকোণ। ~circle—লম্ববৃত্ত। ~ly opposite—বিপ্রতীপ। ~section—উর্ধ্বাধ ছেদ
vesicle—ফোসকা
vessel—বাহিকা, বহনী, বাহ ; পাত্র, আধার। afferent~—অন্তর্বাহ। blood~—রক্তবাহ। efferrent~—বহির্বাহ। lymphatic~—লসিকানালী
vestibule—কর্ণদর্ভট। vestibular sensation—কায়াস্থিতিবেদন
vet—পরীক্ষা করা
veto—প্রতিষেধ
vexillary—ধ্বজক
vexillum—ধ্বজা
vibrate—কম্পিত হওয়া। vibrating body—কম্পমান বস্তু। vibrating moton—কম্পগতি
vibration—কম্প, কম্পন, স্পন্দ, স্পন্দন
vibrator—কম্পক, স্পন্দক
vicarious liability—পরার্থদায়িতা
vice—উপ-। ~-chancellor—অধিপাল।

nsul—উপদূত। Vice-President the Indian Union)—উপরাষ্ট্রপতি। ~-principal—উপাধ্যক্ষ
villose—অতিরোমশ
vinculum—রেখাবন্ধনী
vinegar—সিরকা, কাঞ্জিক
violation—অতিক্রমণ, লঙ্ঘন
violet—বেগুনী, বেগনী
virgin—অক্ষতযোনি; অক্ষতা। ~ity—অক্ষতযোনিতা
Virgo—কন্যা
visa—প্রবাসাজ্ঞা
viscera—আন্তরযন্ত্র। ~l—আন্তরযন্ত্রীয়
viscous—সান্দ্র। viscosity—সান্দ্রতা
viscometer—সান্দ্রতা-মাপক
visible horizon—দৃশ্যদিগন্ত
vision—দৃষ্টি, দর্শন। direct~—সমক্ষ দৃষ্টি। indirect~—পরোক্ষ দৃষ্টি
visiting round—পরিদর্শন-চক্র
visitor's memo—দর্শনার্থি-পরিচয়
visual—দার্শন, চাক্ষুষ। ~angle—দৃক্‌কোণ। ~axis—দৃগক্ষ। ~ization—রূপকল্পনা
vital capacity—বায়ুধারকত্ব, -তা। vitalism—প্রাণবাদ। vitalistic theory—অধিপ্রাণবাদ
vitreous—কাচীয়, কাচিক
vividness—বিস্পষ্টতা
viviparous—জরায়ুজ
vocal—কণ্ঠ্য। ~cord—স্বরতন্ত্রী। ~ization—উচ্চারণ। ~sound—কণ্ঠস্বর
vocation—বৃত্তি। ~al—বৃত্তীয়, বার্তিক
voice—স্বর, বাচ্য
volatile—উদ্বায়ী। volatility—উদ্বায়িতা
volatilize—বাষ্পীভূত করা বা হওয়া। volatilization—বাষ্পীভবন
volcanic island—আগ্নেয় দ্বীপ
volcano—আগ্নেয়গিরি। active~—জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। dormant~—সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। extinct~—মৃত আগ্নেয়গিরি
volition—ইচ্ছা। ~al—ঐচ্ছিক
volume—ঘনমান, ঘনফল; আয়তন
vote—মত। ~by ballot—গুপ্ত মতদান। ~d—গৃহীতভোট, অনুমত। ~r—নির্বাচক
voucher—প্রমাণক
vulgar—(গণি.) সামান্য (~fraction = সামান্য ভগ্নাংশ)

W

wages—বেতন, মজুরি
wagon—গাড়ি
waist band—কটিবন্ধ
want of confidence—অনাস্থা
wanderer—অটক। wandering—অটন
ward—(মিউনিসিপ্যালিটির) পাটক; (হাসপাতালের) গ্লানকক্ষা; (অভিভাবকত্ব সম্বন্ধে) প্রতিপাল্য। ~er—কক্ষাপাল, অবধায়ক। ~master—কক্ষাধিপাল
warehouse—গুদাম; পণ্যাগার
warm-blooded—উষ্ণশোণিত
warming up—উৎক্রম
warmth—তাপ
war-neurosis—ঘাতোন্মাদ
warrant — (গ্রেপ্তার-সম্বন্ধে) আধর্ষপত্র; প্রগ্রহণপত্র; (সম্মানাদি-দানকালে) বরণপত্র। ~of precedence—মানপত্রক্রম। ~y—নির্ভরপত্র
wart—গড়্। ~y protuberance—গড়্ল বৃদ্ধি
washing soda—সোডা-ক্ষার
waste—(বি.) জঞ্জাল, আবর্জনা; বর্জন; (বিণ.) বর্জ্য; পতিত; বর্জন-। ~land—পতিত জমি, খিলভূমি। ~-land reclamation—পতিত ভূমি উদ্ধার, খিলোদ্ধার। ~product—বর্জ্য পদার্থ
water—জল। ~bath—জলবাহ, জলগাহ। ~culture—জলকৃষ্টি। ~-equivalent—তুল্যজলাঙ্ক। ~fall—গিরিপ্রপাত, জলপ্রপাত। ~-gauge—জলদর্শক। ~mill—জলচক্র। ~-parting—জল-বিভাজিকা। ~proof—জলাভেদ্য। ~-shed, ~-shield—জলবিভাজিকা। ~spout—জলস্তম্ভ। ~tight—জলরোধক। hard~—খর জল। soft~—মৃদু জল।
wave—তরঙ্গ। ~front—তরঙ্গমুখ। ~length—তরঙ্গদৈর্ঘ্য। crest of~—তরঙ্গ-

শীর্ষ। hollow of~—তরঙ্গপাদ। wind ~—বায়ুতরঙ্গ

wavy—তরঙ্গিত

ways and means—উপায়-উপকরণ

weather—আবহাওয়া; আবহ। ~-chart —আবহচিত্র। ~cock—বায়ুশকুন। ~-forecast—আবহসূচনা। ~ing—বিচূর্ণীভবন; ক্ষয়; আবাহিক বিকার। ~vane —বাতপতাকা। bad~—দুর্যোগ

wedge—কীল

weigh—ওজন বা তৌল করা। ~ing bottle—তোলন বোতল। ~ing machine —তৌলযন্ত্র। ~t—ভার, ওজন; তৌলমান।

west—পশ্চিম। ~erlies—পশ্চিমা। ~erly winds—পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ। ~ern—পশ্চিমা, পশ্চিম

whatnot—যাবদ্দ্রব্য

whistle—বাঁশি

white—শ্বেত, সাদা। ~arsenic—সেঁকো। ~heat—শ্বেততাপ। ~hot—শ্বেততপ্ত। ~lead—সীসশ্বেত, সফেদা

wholesale—পাইকারি। ~r—ভূরিবিক্রয়ী

wholetime—পূর্ণকাল

whooping cough—হুপিং কাশি

whorled—আবর্ত

wilful—ইচ্ছাকৃত। ~default—ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম, খেলাপ

will—সঙ্কল্প; ইচ্ছা-পত্র

wind—বাতাস, বায়ু। ~instrument—সুষির যন্ত্র। ~mill—বাতচক্র। ~pipe—ক্লোমনালিকা, শ্বাসনালী। ~-pollinated —বায়ু-পরাগিত। ~ward — প্রতিবাত। anti-trade wind—প্রত্যায়ন-বায়ু। trade wind—আয়ন-বায়ু। whirl~—ঘূর্ণবায়ু

winding—(কুণ্ডলীর) বেষ্টক; দম দেওয়া। ~up—গোটান

windlass—চরকি

winged—সপক্ষ

winter solstice—মকরক্রান্তি

wire-gauge—তারজালি

wireless—বেতার

wit—রসিকতা

withdrawal—প্রত্যাহার

without prejudice—অপক্ষপাত

wood—কাঠ, কাষ্ঠ। ~charcoal—কাঠ-কয়লা। ~engraving—চিত্রতক্ষণ। ~-spirit—কাষ্ঠকোহল। ~y tissue—কাষ্ঠকলা

word-sign—শব্দ-সঙ্কেত

work—ক্রিয়া, কার্য, কর্ম। ~er—কর্মী। ~ing plan officer—কার্যক্রম আধিকারিক। ~shop—কারখানা; কর্মশালা

wrinkled—বলিত

writ—আজ্ঞালেখ

written—লিখিত। ~statement—লিখিত বিবৃতি; লিখিত জবাব

writing off—অবলোপন

X

xenocryst—প্রোত-কেলাস

xenolith—প্রোত

xerophytes—জাঙ্গল

Y

yawning—জৃম্ভন

yield—উৎপাদ

yolk—কুসুম

Z

zenith—খমধ্য, সুবিন্দু। ~distance—নতাংশ

zinc—দস্তা। ~corrector—পাটকশোধক। ~dust—দস্তা-রজ

zircon—গোমেদ

zodiac—রাশিচক্র। signs of the~—(জ্যোতিষ.) রাশি

zone—বলয়, মণ্ডল; স্থান। ~plate—মণ্ডল-পট্ট। animal~-প্রাণিবলয়। Frigid Zone —উত্তর হিমমণ্ডল। zonal—বলয়িত

zoogeography—প্রাণিভূগোল

zoology—প্রাণিবিদ্যা

[illegible]ous—প্রাণিপরাগিত

[illegible]বহন

zoospore—চলরেণু

zygomorphic—একপ্রতিসম